

३
 ४
 ५
 ६
 ७
 ८
 ९
 १०
 ११
 १२
 १३
 १४
 १५
 १६
 १७
 १८
 १९
 २०
 २१
 २२
 २३
 २४
 २५
 २६
 २७
 २८
 २९
 ३०
 ३१
 ३२
 ३३
 ३४
 ३५
 ३६
 ३७
 ३८
 ३९
 ४०
 ४१
 ४२
 ४३
 ४४
 ४५
 ४६
 ४७
 ४८
 ४९
 ५०
 ५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

क्र
वि
१०
क
वि
क
३



मज्झिमा-निकाय ।



100

मृद्विह व अकामिह ।

ভূমিকা ।

শিবপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে চতুর্থ 'মহাপুরাণ'। কেনে হইখানি শিবপুরাণ প্রচলিত আছে ; এই হইখানিই মহাপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। "চতুর্বিংশতিসাহস্র শৈবকল্প নিরূপিতম্" ব্রহ্ম 'বহুর্ভূত' এই বচনানুসারে উক্ত হইখানি প্রায় ২৪ হাজার শ্লোক আছে, তাহাই মহাপুরাণ বলিয়া জানা যায়। পরন্তু কেহ কেহ বলেন,— দেবীভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত উভয় গ্রন্থই যেমন মহাপুরাণ মধ্যে গণনীয় তেমনি হইখানি শিবপুরাণই মহাপুরাণ বলিয়া মান্য। কম্বজেন বশতই উভয় পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ও বিষয়সত্তা প্রভেদে ভটিয়াছে।

এই শিবপুরাণ বিস্তৃত গ্রন্থ। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ এবং অতি সরল রচনায় "দাদোরৈক্যবর্ণনঃ" এই শিবপুরাণে শিবভক্ত, শিবব্রহ্মপাদি অবন্ত স্তোত্রীয় বিবিধ নিগূঢ় তত্ত্ব সকল, আত্মী রক্ত প্রভৃতি তৈত্তর্য্যের বিচিত্র উপাখ্যান ইত্যাদি নূতন নূতন বিষয়সমূহ বর্ণিত আছে। এই শিবপুরাণ কেবল শৈব-সম্প্রদায়ের নহে—শাক্ত বৈষ্ণবদি সকলেরই অবন্ত পাঠ্য পরমার্থের সাধন। সাধনতত্ত্ব এই শিবপুরাণে যেমন বিশদ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে, অন্য কোনও পুরাণে বুলি তেমন নাই। সুতরাং ব্রহ্মানুগামী জনসংঘের পক্ষে এই শিবপুরাণ বেশ চিত্ত-মণি। এই শিবপুরাণ জ্ঞানসংহিতা, বিদ্যাবর-সংহিতা, কৈলাস-সংহিতা, সনৎকুমার-সংহিতা, বাসবীদ-সংহিতা, ধর্মসংহিতা এই ছয় ভাগে বিভক্ত।

এই শিবপুরাণের বাসবীদ-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে,— "শিবপুরাণ লক্ষ শ্লোকবৃত্তে ও শাক্তসংহিতায় বিভক্ত।" এই উক্তি অনুসারে এই শিবপুরাণই একতম মহাপুরাণ কি না, এ সম্বন্ধে অনেকেরই মনে উঠিতে পারে, কিন্তু সেই সংহিতায়ই স্বাক্ষরিত তাহার সীমাসাধ এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"সংক্ষিপ্য স পূর্বেভ্যঃ চতুর্ভিঃ কৃত্বান্ মুনিঃ।

ব্যস্তবেদস্তা লোকক বেদব্যাস ইতি কৃতঃ।

পুরাণবর্ষি সংক্ষিপ্তং চতুর্লক্ষপ্রায়তঃ।

অধ্যাপি দেবলোকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশম্।"

মহারি কৃষ্ণবৈপাসন প্রথমতঃ লক্ষকোটি শ্লোকে পুরাণসমূহ রচনা করেন, পরে অল্পমতি মানবজনের হিত-কামনায় বেদকে সংক্ষিপ্ত করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি পুরাণ সমস্তও সংক্ষেপে চারি লক্ষ শ্লোকে রচনা করেন। অধ্যাপি দেবলোকে লক্ষকোটি-শ্লোকাক্ষর পুরাণসমূহ প্রচলিত আছে। সুতরাং দেবলোকেই লক্ষশ্লোকাক্ষর শিবপুরাণই সংক্ষেপে ২৪ হাজার শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, ইহা নির্ণীত হয়।

বাহ্য হউক, বহু পরিচয় ও কসব্যয়ে বিভিন্ন বৈদ্য আদর্শ অবলম্বনে পাঠ-সম্পাদন ও আবন্তক মত পাঠান্তর যোজনপূর্বক উপরে মূল ও তন্ত্রিঃ বিশদ ব্রহ্মানুগামী দ্বারা এই শিবপুরাণ প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ পাঠ্য পাঠকসংঘের চিত্তে লব্ধকর বিকিস্তি হইবে ইহা সন্দেহ নহে। সকল বোধ করিব। ইতি

সম্পাদক

শ্রীপদবিমল ভট্টরায়।

ভট্টরায়।

বিশেষ অষ্টক ।

শিবপুরাণ বহু ত্রিংশ অধ্যায়ে পণেনবিবাহ প্রত্যয়ে কন্যালক্ষণবর্ণনোপক্রমে কন্যাবীর-জ্যোতি-
হানিবন্ধপ্রমে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে ; কিন্তু কোন আদর্শপুস্তকেই উক্ত শ্লোক-
গুলি দৃষ্ট না হওয়ায়, সেগুলিকে মূলে নিবেশিত না করিয়া এখনে বিনাস্ত করি গেল ।

তস্মাৎ পরাক্রম্যতিমান কস্তাং লক্ষণসংযুতাম্ ।
বিবাহেত যথা ন স্তাৎ সঙ্গধানর্থতাঙ্গনম্ ॥ ১
তথা চ সম্প্রবক্ষ্যামি কস্তাংলোবানলেশবতঃ ।
যান্ বিজ্ঞাস্য যুগীঃ সপি ন যজ্ঞোদুঃখসংগরে ॥
সপিলা কেকরাকী চ হীনাতী রেণিনী বলা
অলোমা চাতিলাতী চাৎকাতী শিফলা তম ॥ ৩
বক্তনাসা কুশা দীবা কপুটী বলতিফল
এতাঃ কন্যাঃ পত্রিতাভা বিবাহে তু কৃতান্ততিঃ
ইমে কন্যাপুত্র সোমসংযুক্তাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
বাহা আভাতাঃ সোম হুজানি অকৃতান্ততিঃ ॥ ৫
তস্মাৎলোভমাদৃতা সোমসংযুক্তাঃ তবৈব
যতী পিতৃন বিবাহ্যন্তে শুভমুৎসাহবানি
চতিস্ততাঃ পরীক্ষ্যত লক্ষণং হুসমংক যৎ ॥ ৬
কোত্রালোভাভেদিতঃ সিদ্ধতম
দাত্তানানৈরিণাচ্চাপি সম্যক
চতুপথাং পিতৃমহাং তবৈব
মম গ্রাহাঃ তদ্বিতীপমহানৈঃ ॥ ৭

ইদমাম্যৌ ন কৃটানসঙ্গীর্ণান্ পৃথক পৃথক
বেদমন্ত্রণ সম্যগ্ পিতৃতাত্ত্বান্ তদ্বর্ণনৈঃ ॥ ৮
এতংযে তস্মাৎ প্রাকং পিতৃমহাং হুলক্ষণে
পিতৃ গৃহীতে ন তমান্ কলং ত্রাং হুনিচিৎ
কোত্রপিতৃমহাংযুক্তা পতিপুত্রহুবাতি ॥
গোত্রপিতৃ পতিবতী হুপদী বেদপিতৃতঃ ॥ ১০
নমোপিতৃ সম্যক তাদৃতাংপিতৃ পতী ভবেৎ
এতাহ চতুঃপতীপিতৃ নৈরিণাৎসম্যকিত ॥ ১১
নামোপিতৃ হুতুঃ পতিবতী তস্মাৎ সঙ্গতঃ
আন্তর্য লক্ষণং বীক্য কুত্যাভাৎ মনোহরম্ ॥
ইমে কস্তাপুত্র সোম যৎ তেহা প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
পিতৃসংযুক্তে সোমান্ গুণং যৎ বহুবানি ॥ ১৩
হীনকন্যাং নিম্নোক্তাঃ লোমলোহন য় আযতী
করী নিম্নোক্তাঃ বিত্রি-কুট্যপমহানিতবা ॥ ১৪
নামোপিতৃ পিতৃলোহাং পতীক্য বিবাহকৃতঃ
কন্যাং হুলক্ষণবতীং বিবাহেত যুবাতি ॥ ১৫
ইত্যম্ ।

সূচিপত্র।

ক্রমিক-সংখ্যা।	পৃষ্ঠা।	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১।	১৭	অঃ শিবের রূপকর্মে মেনকার খেদ	
২।	৩১	ও তাঁহার প্রতি ভগবতীর আনন্দোৎসব	৩১
৩।	৩৬	অঃ হরপার্বতীর বিবাহ	৩৬
৪।	৩৯	অঃ কণ্ঠিকেশের জন্ম, দেবসেনা- পরিচয়, তাড়ক-বৎ এবং হস্তার যুগে তাম্র-পুস্তকধর্মের ত্রিপুরে অভিযান	৩৯
৫।	৪০	অঃ ত্রিপুরোৎসবে বিকৃত উপা- নির্ভাতক	৪০
৬।	৪১	অঃ বিকৃত মৃত্যু ও কৃত জৈতাম্বের মোহ-উৎসব	৪১
৭।	৪২	অঃ মৃত্যুর উপায়ে জৈতাম্বের বর্ষ- নাম ও বসুন্তক হোমের বিদ্যুৎ প্রকৃতি ভেদকণের শিবকন	৪২
৮।	৪৩	অঃ বিকৃত উপায়ে ভেদকণের কোটি শিবের জন্ম ও শিবকন	৪৩
৯।	৪৪	অঃ ভেদকণ-কণের হস্তে শিব কৃতক ত্রিপুরোৎসব এবং ভেদকণের বসুন্তক	৪৪
১০।	৪৫	অঃ হস্তি কৃতক শিবকন-কন-কন এবং অধিকারকণের ভেদকণের প্রতি ভৈরবসারি শিবকন	৪৫
১১।	৪৬	অঃ ভৈরব কৃতক ভেদকণের প্রতি শিবকন-বিদ্য কন	৪৬
১২।	৪৭	অঃ অ-কৃত-কণ-শিবকন-বিদ্য	৪৭
১৩।	৪৮	অঃ মোহনোৎসবের মাত-শিবকন	৪৮
১৪।	৪৯	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৪৯
১৫।	৫০	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৫০
১৬।	৫১	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৫১
১৭।	৫২	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৫২
১৮।	৫৩	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৫৩
১৯।	৫৪	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৫৪
২০।	৫৫	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৫৫
২১।	৫৬	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৫৬
২২।	৫৭	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৫৭
২৩।	৫৮	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৫৮
২৪।	৫৯	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৫৯
২৫।	৬০	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৬০
২৬।	৬১	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৬১
২৭।	৬২	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৬২
২৮।	৬৩	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৬৩
২৯।	৬৪	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৬৪
৩০।	৬৫	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৬৫
৩১।	৬৬	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৬৬
৩২।	৬৭	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৬৭
৩৩।	৬৮	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৬৮
৩৪।	৬৯	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৬৯
৩৫।	৭০	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৭০
৩৬।	৭১	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৭১
৩৭।	৭২	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৭২
৩৮।	৭৩	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৭৩
৩৯।	৭৪	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৭৪
৪০।	৭৫	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৭৫
৪১।	৭৬	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৭৬
৪২।	৭৭	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৭৭
৪৩।	৭৮	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৭৮
৪৪।	৭৯	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৭৯
৪৫।	৮০	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৮০
৪৬।	৮১	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৮১
৪৭।	৮২	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৮২
৪৮।	৮৩	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৮৩
৪৯।	৮৪	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৮৪
৫০।	৮৫	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৮৫
৫১।	৮৬	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৮৬
৫২।	৮৭	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৮৭
৫৩।	৮৮	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৮৮
৫৪।	৮৯	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৮৯
৫৫।	৯০	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৯০
৫৬।	৯১	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৯১
৫৭।	৯২	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৯২
৫৮।	৯৩	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৯৩
৫৯।	৯৪	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৯৪
৬০।	৯৫	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৯৫
৬১।	৯৬	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৯৬
৬২।	৯৭	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৯৭
৬৩।	৯৮	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৯৮
৬৪।	৯৯	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	৯৯
৬৫।	১০০	অঃ বাজারি মাতা শিবকন-কন- শিবকন	১০০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩২ অঃ। গণেশচরিত্র	১২২	৫২ অঃ। গৌড়মের উপস্তা ও উৎসে	
৩৩ অঃ। গণেশকর্তৃক শিব-গণেশের পরাজয়		কথন	
• ও শিবকর্তৃক গণেশের শিরশ্চেদন	১২৭	৫৩ অঃ। গৌড়মকে শীড়াননের ও	
৩৪ অঃ। গণেশের শিরশ্চেদনে দেবীর		ব্রাহ্মণগণকর্তৃক গণেশপূজা ও গৌড়	
ক্রোধ এবং মহাদেবকর্তৃক গণেশের		চরিত্র	
প্রাণদান ও তাঁহাকে গাণপত্যপ্রদান	১৩২	৫৪ অঃ। গৌড়মপ্রশংসা, গঙ্গাহিতি, কু-	
৩৫ অঃ। কার্তিক-গণেশের বিবাহ ও গণে-		বর্ষ-মাহাত্ম্য ও ব্রাহ্মকমাহাত্ম্য	
শের জয় লাভ	১৩৭	৫৫ অঃ। রাঘবের উপস্তা ও বৈদ্যনাথে	
৩৬ অঃ। গণেশের বিবাহ, উৎসবগণে কার্তিক-		উৎপত্তি	
কেশের ক্রোধ ও ক্রৌঞ্চপক্ষিতে গমন	১৪০	৫৬ অঃ। নাগেশ-মাহাত্ম্য	
৩৭ অঃ। ক্রুদ্ধাক্ষ-ধারকের মাহাত্ম্যাদিকথন	১৪২	৫৭ অঃ। রামেশ্বর-মাহাত্ম্য	
৩৮ অঃ। প্রধান জ্যোতির্লিঙ্গ ও উপলিঙ্গের		৫৮ অঃ। মুশোম্বর-শিব-মাহাত্ম্য	
নাম এবং স্থানকথন	১৪৭	৫৯ অঃ। হরিকর্তৃক বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষ	
৩৯ অঃ। নন্দিকেশ-তীর্থ-মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে		বধ ও প্রহ্লাদচরিত্র	
গোবৎসসংবাদাদি	১৫০	৬০ অঃ। প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু প্রস্তাব	
৪০ অঃ। নন্দিকেশ-তীর্থমাহাত্ম্য কথন	১৫৩	৬১ অঃ। হিরণ্যকশিপু বধ ও নৃসিংহ	
৪১ অঃ। অস্ত্রীশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য কথন	১৫৬	চরিত্র	
৪২ অঃ। জ্যোতির্লিঙ্গাদিকে প্রদত্ত বস্তুর		৬২ অঃ। নলজন্মান্তর কথন	
প্রাকৃত্য কথন এবং ইতিহাস ও শিব-		৬৩ অঃ। পাণ্ডবগণকর্তৃক দুর্জাসার প্রীতি	
লিঙ্গমাহাত্ম্য কথন	১৬০	উৎপাদন	
৪৩ অঃ। অঙ্ককেশ্বর-বর্ণনা-প্রসঙ্গে অঙ্কক-		৬৪ অঃ। ব্যাসের আদেশে ইন্দ্রকী	
মর্দন কথন	১৬৫	পক্ষিতে অর্জুনের উপস্তা ও ইন্দ্রসম	
৪৪ অঃ। শিবরাত্রি-ব্রত-জ্ঞান হেতু দ্বীচি-		গম	
ভ্রমরপুংগবের দোষ কথন	১৬৭	৬৫ অঃ। বরাহরূপি-মুকদৈত্যবধ	
৪৫ অঃ। সোমেশ্বরকথা ও জ্যোতির্লিঙ্গে/২-		৬৬ অঃ। বাণের জন্তু অর্জুন ও নি	
পত্তি কথন	১৭০	ভূত্যের বিবাহ প্রবণে ভিন্নরূপে শি	
৪৬ অঃ। মহাকাল ও ওঙ্কারেশ্বরের উৎপত্তি	১৭৫	আগমন	
৪৭ অঃ। কেশরেশ্বরের প্রসঙ্গ	১৭৯	৬৭ অঃ। ভিন্নরূপী শিবের সহিত অ	
৪৮ অঃ। তীর্থ-শঙ্করপ্রাহুর্ভাব	১৮১	নের যুদ্ধ ও শিবের বরদান	
৪৯ অঃ। বিবেকেশ্বরের মাহাত্ম্য, পক্ষক্রোশী		৬৮ অঃ। পার্শ্ব-শিবপূজা বিধি	
কান্নীর কথা এবং শিবের হস্ত হইতে		৬৯ অঃ। বিবেকেশ্বর-মাহাত্ম্য	
কপালমোচন	১৮৭	৭০ অঃ। বিষ্ণুকর্তৃক সহস্রকমলে শিব	
৫০ অঃ। গৌরীর প্রতি শিবের কান্না-		ও শিবের নিকট বিষ্ণুর স্তব্ধনি-চ	
মাহাত্ম্যকথন এবং গোত্রোৎসব-মাহাত্ম্য		লাভ	
কথন	১৯৩	৭১ অঃ। শিবের সহস্র নাম	
৫১ অঃ। কান্নামরণমাত্রেরই মোক্ষপ্রাপ্তির		৭২ অঃ। বিষ্ণুপ্রভৃতির প্রতি শিবক	
শঙ্কানির্বাস	১৯৭	শিবরাত্রিব্রত কথন	

সনৎকুমার-মহিমা ।

বিবরণ	পৃষ্ঠা
১ অধ্যায় । নৈমিষারণ্যে সনৎকুমারের অশ্বশ্রম ব্যাঘ্রাধির মিলন ও শিবপূজা- বিষয়ে শুভকথনের প্রসঙ্গ	৪৬৩
২ অঃ । সনৎকুমারকর্তৃক পৃথিব্যাধির সংস্থানক্রম-প্রকৃতির কথন	৪৬৪
৩ অঃ । প্রকৃতি হইতে মহাকাশিক্রমে জগতের দৃষ্টি ও সপ্তবীণ বর্ণন	৪৬৬
৪ অঃ । অশ্বলোক ও নরকাদিকর্ম	৪৭৪
৫ অঃ । উর্দ্ধলোক ও দেবমহাসভা কথন	৪৮০
৬ অঃ । সবিষ্ণুর ক্রমমহাসভা ও পঞ্চ- মুষ্টি কথন	৪৮৩
৭ অঃ । ক্রমকৌশলকল ও ক্রমভাব	৪৮৬
৮ অঃ । সনৎকুমারের উর্দ্ধলোক ও ইন্দ্র- পদমসিদ্ধি	৪৮৯
৯ অঃ । শিবদর্শনাদি কথন	৪৯১
১০ অঃ । বহুগণক, বিংশগণক ও ক্রম- লোক কথন	৪৯৭
১১ অঃ । ক্রমোপাসন কথন	৪৯৮
১২ অঃ । ক্রমভবের সর্বোপায় কথন	৪৯৯
১৩ অঃ । দ্বিতীয়-মহোৎসব সংগ্ৰহ	৫০৫
১৪ অঃ । শিবপূজা ও শিবদর্শনকৌশলকল	৫১০
১৫ অঃ । স্থান-মহাসভাদি	৫১৮
১৬-১৭ অঃ । তীর্থাদি কথন	৫২০
১৮ অঃ । বস্ত্র, নিশু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে প্রধান এইরূপ ব্যাসপ্রসঙ্গ ও সনৎ- কুমারের উদ্ভূত দান এবং শিবলিঙ্গ- মহাসভাদি কথন	৫২৪
১৯ অঃ । লিঙ্গোপাসনাদির ফল	৫২৬
২০ অঃ । শিবসংস্কারক পূজাবিধি	৫৩২
২১ অঃ । শিবপূজার পুস্তকনিরূপণ	৫৩৭
২২ অঃ । অশ্বশ্রমবিধি	৫৩৯
২৩ অঃ । শিবলিঙ্গিকর ধর্মের সাক্ষিও উপদেশ	৫৪৭
২৪ অঃ । সনৎকুমারের ইতিহাস	৫৫২

বিবরণ

২৫ অঃ । অশ্বশ্রমমহাসভা ও ত্রি- দানের প্রশংসা	
২৬ অঃ । বিবিধ ধর্মকর্মের উপদেশ	
২৭ অঃ । সবিষ্ণুর নিরবকল কথন	
২৮ অঃ । পার্বতীর প্রসঙ্গে শিবকর্তৃক চন্দ্র মণ্ডলধারণ ও বিবর্তকণের বিবরণ কথন	
২৯ অঃ । উদ্ভবপ্রশংসা ও উদ্ভবধারণের ফল কথন	
৩০ অঃ । শিবের শূন্যনামের হেতু শিবপূজার ফলকথন	
৩১ অঃ । শিববিকৃতি কথন ও শিবজ্ঞান কলনির্দেশ	
৩২ অঃ । প্রাক্ষর উপাসনা, প্রাক্ষরভবত কথন	
৩৩ অঃ । প্রাক্ষরের সঙ্গিত ধ্যানাধির ক্রম নিরূপণ	
৩৪ অঃ । দূর্গামার প্রতি মহাক্ষরের দান যোগ কথন	
৩৫ অঃ । পূনর্জানবর্ণন ও ধ্যানশক্তিতে কাশীবাস নির্দেশ	
৩৬ অঃ । বায়ুনাড়িকাধি নিরূপণ	
৩৭ অঃ । ধ্যানবিধির প্রশংসা	
৩৮ অঃ । প্রাণায়ামাদি লক্ষণ ও প্রাক্ষরোপ- সনা নিরূপণ	
৩৯ অঃ । শরীরের সর্বদেবমন্ত্র কথন	
৪০ অঃ । নাড়ীবিষ্ণুর কথন	
৪১ অঃ । হর-পার্বতীসংবাদে কাশীমাহা কথন	
৪২ অঃ । শিবপ্রসঙ্গে হরিকেশ-গুহ্য দণ্ডপানিত্র প্রাপ্তি	
৪৩ অঃ । মৃত্যুর উপাখ্যান এবং মৃত্যু প্রতাপ-মুক্তি রাজার ওকারের কথন অন্ত কাশীগ্রন্থ ও ওকারভাব	
৪৪ অঃ । বিষ্ণুরপূর্বক ওকারের বর্ণন	
৪৫ অঃ । ওকারের-হাসবাসী পুস্তক ইতিহাস	
৪৬ অঃ । নন্দীর উপাখ্যান	

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৬৩১	নন্দীর প্রতি নিবেদন বহুমান	১২৪
৬৪২	মহাদেবের অঙ্গণে দেবগণের নিবেদন আদেশে দেবগণকর্তৃক ক প্রাপ্যভোগে অভিষেককরণ ও পূজা	১২৬
৬৪৮	নন্দী-বিবাহ	১৩১
৬৪২	নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্য ও ভোক্তা নিবেদন নীলকণ্ঠ হইবার কারণ	১৩৪
৬৪২	দ্বিপুত্রকৃত্য ও দেবগণের পূজা করণে সমুদায়	১৩৬
৬৪৮	দ্বিপুত্রকৃত্যের উদ্দেশ্য ও নীলকণ্ঠ ক মাহাত্ম্য অঙ্গণে দেবগণের পূজা	১৩৮
৬৪৮	দ্বিপুত্র-কৃত্য	১৪১
৬৪৮	পার্বতীর প্রণামে নিবন্ধকর্তৃক কৃত্য	১৪২
৬৪৮	পার্বতীর	১৪২
৬৪৮	পার্বতীর বিবরণ	১৪২
৬৪৮	দ্বিপুত্রকৃত্যে প্রণাম-পদ্ধতি	১৪২
৬৪৮	নিবন্ধকর্তৃক কৃত্য	১৪২
৬৪৮	কৃত্যের সাংক্ষেপিত পদ্ধতি	১৪২

পার্বতীর প্রতি কৃত্য

পার্বতীর

১২৪	মহাদেবের অঙ্গণে দেবগণের পূজা কখন, (বহুমান-বিবাহ) ও পূজা কখন
১২৬	দ্বিপুত্রকর্তৃক নিবন্ধকর্তৃক পূজা কৃত্য ও দ্বিপুত্রকর্তৃক পূজা কৃত্যে বিবাহের পদ্ধতি
১৩১	নীলকণ্ঠের পূজা কৃত্যে কৃত্যের পদ্ধতি
১৩৬	দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কৃত্য ও দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য
১৪১	পার্বতীর কৃত্য
১৪২	পার্বতীর কৃত্য

পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১২৪	৬ অঃ। সবিচার কালমানে কখন	১২৪
১২৬	৭ অঃ। সংক্ষেপে দ্বিপুত্রকর্তৃক পূজা কৃত্যের বিবরণ	১২৬
১৩১	৮ অঃ। প্রাকৃত কৃত্য কখন	১৩১
১৩৪	৯ অঃ। বহুমান-প্রণামে দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য	১৩৪
১৩৬	১০ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৩৬
১৩৮	১১ অঃ। দ্বিপুত্র, বিষ্ণু ও মহাদেবের পূজা কৃত্যে দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য	১৩৮
১৪১	১২ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪১
১৪২	১৩ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	১৪ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	১৫ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	১৬ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	১৭ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	১৮ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	১৯ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	২০ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	২১ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	২২ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	২৩ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	২৪ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	২৫ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	২৬ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	২৭ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	২৮ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	২৯ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২
১৪২	৩০ অঃ। দ্বিপুত্রকর্তৃক কৃত্য কখন কৃত্য	১৪২

১। বায়ুকর্তৃক সবিস্তারে শিবতত্ত্ব ও
 ক্তিকারণ জ্ঞানের উপদেশ ৭২৮
 ২। পান্ডপত-যোগে মুক্তিলাভ কখন ৮০৫
 ৩। পান্ডপতব্রত ও ভস্মমাহাত্ম্য
 ধন ৮০৯
 ৪। বৃক্ষপ্রাপ্তির জন্য বালক উপমন্যুর
 পত্নী ও মহাদেবের বরে তৎকর্তৃক
 ক্রসমুদ্র প্রাপ্তি ৮১৫
 ৫। সংহিতার পূর্বভাগের সূচিপত্র সমাপ্ত ॥

উত্তরভাগ ।

। শ্বেতকল্পে প্রসঙ্গে মূনিগণ-জিজ্ঞা-	
ত স্তবের বায়কথিত-শিবমাহাত্ম্য-	
ধন	৮২২
। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপমহ্যুর পাত্ত-	
জ্ঞান-কথন	৮২৩
। সুরেন্দ্রাদি-পরীক্ষা	৮২৬
। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতির শিব-	
রূপত্ব কথন	৮২৭
। স্ত্রীপুরুষাত্মক উমা ও মহেশের	
১২-প্রপঞ্চকত্বকথন	৮২৯
। পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মের একত্ব	
নি	৮৩৬
। মহাদেবের অপ্রাকৃতরূপ ও প্রব-	
াকত্বকথন এবং প্রববস্বরূপবথন	৮৩৯
ভক্ত্যাদি দ্বারা মানবগণের শিব-	
প্ৰিয়োগাত।	৮৪১
। ব্রহ্মাদি দেবতা ও দেবীর প্রতি	
দেবের বেদ-সারজ্ঞানোপদেশ	৮৪৪
শিবাক্তার কল্প ও যোগেশ্বর	
।	৮৪৭
শিবকর্তৃক দেবীকে শৈবধর্ম	
।	৮৪৯
শৈবগণাক্তর মন্ত্রের স্বরূপ ও	
ত্ম্য কথন	৮৫৮

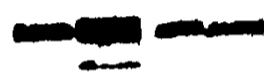
১৩ অঃ। শৈবমন্ত্র গ্রন্থাদির কথা	৮৭০
১৪ অঃ। দীক্ষাপ্রয়োগ	৮৭৫
১৫ অঃ। ষড়শশুদ্ধি প্রভৃতি বর্ণন	৮৮৪
১৬ অঃ। শিবনাম ও শিবমন্দের সাধন- বিধি	৮৮৭
১৭ অঃ। আচার্য্যের সিদ্ধির অভিসেকাদি ও সংস্কার কথন	৮৮৯
১৮ অঃ। শৈবদিগের অস্থিক্রিয়া	৮৯৪
১৯ অঃ। অন্তর্ধাগ ও বহির্ধাগ-কথনক্রম	৮৯৯
২০ অঃ। নানাবিধানে হরপার্বতীর পূজা- বিধি	৯০০
২১ অঃ। হোমকুণ্ড-পরিমাণাদির নির্ণয়	৯১১
২২ অঃ। মাসাদি-বিশেষে নৈমিত্তিক শিব- পূজা-কথন	৯১৭
২৩ অঃ। কামা শিবপূজা	৯১৯
২৪ অঃ। শিবস্তোত্র	৯২৮
২৫ অঃ। প্রকারান্তরে লিঙ্গপূজা	৯৩৯
২৬ অঃ। শিবপূজাকালে ব্রহ্মাদির স্তীয় স্তীয় পদপ্রাপ্তি	৯৪৭
২৭ অঃ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর লিঙ্গদর্শন	৯৪৮
২৮ অঃ। শিবপ্রতিষ্ঠা ও শিবপ্রোক্ষণ- বিধি	৯৫৫
২৯ অঃ। যোগোপদেশ	৯৫৯
৩০ অঃ। মুনিগণের সমীপে শিবচরিত বর্ণনপূর্বক বায়ুর অন্তর্দান, ষড়্ভুজমা- প্তিব পর ব্রহ্মার নিকট মুনিগণের গমন, ব্রহ্মার আদেশে স্তুমেকপূর্বক সনৎকুমারের নিকট মুনিগণের গমন, নন্দিসমাগম এবং নন্দিকর্তৃক শিবকথা বর্ণন	৯৭২

বায়বীয়-সংহিতার উত্তরভাগের সূচিপত্র সমাপ্ত

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
ধর্মসংহিতা।		২৬ অঃ। কাষ্ঠান-বহির্ভাষ্য	১১৬৪
১ অধ্যায়। শিবমাহাত্ম্য নিরূপণ	১৭৮	২৭ অঃ। এক দিনের আরাধনার শব্দের	১১৬৭
২ অঃ। উপমহ্যার নিকটে ঐশ্বর্যের শিব-		কৃপা	১১৬৭
ময়ে বীজা	১৮১	২৮ অঃ। শিবের সহস্র নাম	১১৭৬
৩ অঃ। ত্রিপুর-নাশন	১৮১	২৯ অঃ। ধর্ম উপদেশ ও তুলাপুস্তক দান	১১৮৫
৪ অঃ। অঙ্কক বধ	১৮৭	৩০ অঃ। পরশুরামের তুলাপুস্তক দান	১১৮৮
৫ অঃ। শিবজঠর হইতে তন্ত্রের নির্গম,		৩১ অঃ। ব্রহ্মাও এসক	১১৯২
তন্ত্রের প্রতি দেবীর দ্বারা ও অঙ্কক-		৩২ অঃ। নরকাদি কীর্তন	১১৯৫
সিদ্ধি	১০২০	৩৩ অঃ। বীণাদি কখন	১১৯৭
৬ অঃ। কুরুদৈত্যবধ	১০২৪	৩৪ অঃ। ভারতবর্ষাদি কখন	১২০০
৭ অঃ। গৌরীপ্রভৃতিরূপে মহাদেবের		৩৫ অঃ। গ্রহাদি কথা ও বৃত্তান্তের দ্বারা	১২০৫
সহিত অপরূপের বিচার, উবা ও		৩৬ অঃ। মহাদেবপ্রভৃতি কীর্তন	১২০৮
অনিষ্টের সমাপন এবং বাণেশ্বরের		৩৭ অঃ। পঞ্চরত্ন কখন	১২১৩
পুস্তকি কখন	১০৩১	৩৮ অঃ। পঞ্চরত্ন বিবাস	১২১৬
৮ অঃ। কামউদ্ভাদি কখন	১০৪৫	৩৯ অঃ। তুলাপুস্তক বিবাস	১২১৯
৯ অঃ। কামপরাক্রম	১০৫১	৪০ অঃ। অশ্বাশ্বকম্বা দামদেবকম্বা ও	
১০ অঃ। কালীর উপাস্তা, অড়ীদৈত্য		মহোজাতকাদি কখন	১২২০
পুস্তক, বীজকর নক্ষত্ররূপে অস্ত্রিয়ার		৪১ অঃ। ব্রাহ্মণকাণ্ড, সংগ্রাম-মাহাত্ম্য ও	
কারণ, শিবের কাণ্ডচার এবং স্তোত্র-		কৃষ্ণে বৃত্তান্তাদিদিগের সমগ্র বিবাস	১২২৮
স্তব কথা	১০৫৭	৪২ অঃ। সংসার কথা	১২৩১
১১ অঃ। শক্রাদির কামকিরকর কখন	১০৭৪	৪৩ অঃ। শ্রীকৃষ্ণবাহি কখন	১২৩৯
১২ অঃ। মহাদেবপ্রভৃতির কামকোণ্ড	১০৮০	৪৪ অঃ। অরুণভট্ট ও দেবদত্ত-সংবাদ	১২৪২
১৩ অঃ। বিখ্যাতদিগের কামকোণ্ড কখন	১০৮৭	৪৫ অঃ। বিবাহ কথা	১২৪৩
১৪ অঃ। ঐশ্বর্যের কামাধীনত্ব কখন	১০৯০	৪৬ অঃ। দ্ব্যুচ্চিৎ ও আত্ম প্রকাশ	১২৪২
১৫ অঃ। নিত্য-নৈমিত্তিক শিবপূজা-বিধি	১০৯৪	৪৭ অঃ। কালজয়	১২৪৭
১৬ অঃ। শব্দরূপাধোপ ও উৎকল	১১০২	৪৮ অঃ। জ্ঞানপুস্তক দান	১২৪৮
১৭ অঃ। শিবভক্তপূজা ও উৎকল	১১০৮	৪৯ অঃ। বহির্ভাষ্যের প্রতি ও শিবপূজার	
১৮ অঃ। বিবিধ পাপ কখন	১১১৯	কারণ	১২৫৬
১৯ অঃ। পাপকল	১১২৫	৫০ অঃ। বিহীন শিবভব ও শিবপূজা	
২০ অঃ। ধর্মপ্রদত্ত	১১৩৭	কল	১২৭০
২১ অঃ। অন্নদান বিধি	১১৪৬	৫১ অঃ। দ্বিভাষ্য	১২৭৫
২২ অঃ। জলদান, সত্য, উপাস্তা ও		৫২ অঃ। প্রত্যাশিতকৃত দ্বিভাষ্য	১২৭৭
পুরাণ-পার্শ্বের মাহাত্ম্য	১১৪৭	৫৩ অঃ। পুণ্যভবের পুণ্যকিত্তি কথা	১২৭৯
২৩ অঃ। ধর্মপ্রদত্ত-মাহাত্ম্য	১১৪৯	৫৪ অঃ। দেবদত্তবাহির দ্বিভাষ্য	১২৮১
২৪ অঃ। মহাদান কখন	১১৫৬	৫৫ অঃ। অরুণভট্ট নির্ণয়	১২৮৭
২৫ অঃ। সুবর্ণ-পৃথিবী দান	১১৬২	৫৬ অঃ। অরুণভট্ট কখন	১২৮৮
		৫৭ অঃ। অরুণভট্ট	

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৮ অঃ। মনুসংহিতা বর্ণন	১২৯৪	৬৩ অঃ। পিতৃসন্তক বর্ণন ও মুনিব্রত	১৩২০
৫৯ অঃ। সংস্কার ও হোমাদি বর্ণন	১২৯৬	৬৪ অঃ। সাধুসংহিতা মুনিব্রতের বর্ণন	১৩২৩
৬০ অঃ। শ্রীকৃষ্ণ বর্ণন	১৩০২	৬৫ অঃ। ব্যাসপুত্র	১৩২৫
৬১ অঃ। নজরত ও নগর সন্ধ্যার বিব- রণ বর্ণন	১৩০৯	৬৬ অঃ। ধর্ম-সংহিতার হৃদয়গীতা	
৬২ অঃ। পিতৃকর ও প্রাণের কথা	১৩১৫		

।বপুরাণের হৃদয়গীতা সমাপ্ত।



শিবপুরাণম্ ।

জ্ঞানসংহিতা ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

মহেশ্বরঃ মহাকৃতা মহাভূতঃ মহেশ্বরম্ ।
স্বয়ং মহাকৃতা মহাভূতঃ স্বয়ং মহেশ্বরম্ ।
জগতঃ পিতৃঃ পুত্রঃ সত্যং মহেশ্বরম্ ।
তৎপুত্রঃ পুত্রঃ পুত্রঃ মহেশ্বরম্ ।
বিশ্বং যন্ত বসন্তে লক্ষ্যং ৫ বসন্তি ।
বসন্তে চন্দ্রঃ সত্যং তৎ সত্যং মহেশ্বরম্ ।
একঃ সত্যঃ সত্যঃ নৈমিত্তিকবাসিনঃ ।
পুত্রঃ পুত্রঃ সত্যঃ সত্যং মহেশ্বরম্ । ০

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, নরী, নরোত্তী
এবং বৈষ্ণবসক প্রণাম করিয়া জগৎ অর্থাৎ
পুরাণাদি পাঠ করিব ।

জগৎ পিতামহ চরপার্বতীকে এবং
জগৎ পুত্র পদপতিক প্রণাম করিয়া আমি
ইহা বর্ণনা করিতেছি । মহেশ্বর বসন্তে মহেশ্বরী
বসন্তে লক্ষ্য এবং বসন্তে পুত্র জগৎ সত্য
বর্তমান—আমি সেই সত্যমহেশ্বরকে ভজনা
করি ।

একঃ নৈমিত্তিকবাসী যুগ্মঃ সত্যঃ
গোপন্য সত্যং সত্যং পুত্রমহেশ্বরম্ ।

অন্য উক্ত ।

সত্যং সত্যং মহাকৃতা চিত্রং জগৎ সত্যং ।
শিবপুরাণম্ মহাকৃতা চিত্রং জগৎ সত্যং ।
অবিকৃতঃ সত্যঃ সত্যঃ সত্যং সত্যং সত্যং ।
সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং ।
সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং ।
সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং ।
সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং ।
সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং ।

করে ভিজাসা করিলে—সত্য । মহাকৃতা
সত্য । চিত্রবীর্ষী হও, সত্যে কাম্যাপন কর ।
যে অন্য । অন্যের সত্যে সত্য-কাম-সত্য
জগৎ সত্য পদ করিয়াও সত্য
করিতে পারিতেছি না, ইহা হইতেই অন্য
পদ করি, অন্যের সত্যে সত্য ভিজাসা
করিতে ইহা হইতেই—সত্য, সত্যমহেশ্বর
সত্যে সত্যমহেশ্বর সত্য করিয়া সত্য হইতে
—১—১ । সত্য, সত্য, সত্য—সত্য
সত্যে সত্য হই । সত্যমহেশ্বর সত্য
সত্য সত্যই সত্য করিয়া । এক সত্য
সত্যমহেশ্বর সত্য পদ সত্য সত্য পদ এবং

মণ্ডণো গুণতাং যাতঃ কথং লোকে মহেশ্বরঃ ।
 শিবভক্তং বক্স সৰ্ব্বং ন জানীমো বিচারতঃ ॥ ৮
 সৃষ্টেঃ পূৰ্বে কথং দেবস্বৰ্গাধো চ কথং পুনঃ ।
 তদন্তে চ কথং তিষ্ঠেচ্ছকরো লোকশকরঃ ॥ ৯
 কথং প্রসন্নতং যাতি প্রসন্নঃ কিং ফলং পুনঃ ।
 যচ্ছতে সৰ্বলোকেভ্যঃ সৰ্বং কথয় সুব্রত ॥ ১০
 সদ্যঃ প্রসন্নো ভগবান ভবতীত্যনুশ্রম ।
 এতং সৰ্বং তথা চাত্ৰঃ কথনীয়ং ত্বননব ॥ ১১
 ইতি পৃষ্টস্তথা তৈর্হি শ্রুত্বা হর্ষসমম্বিতঃ ।
 উবাচ বচনং তত্র ক্ষয়ীণং শ্রুত্বাং তদা ॥ ১২
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং পবি-
 পাটিকা নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

তাঁহার নানাবিধ অচরণের কথা অনুগ্রহপূর্বক
 কীর্তন কর। নিগুণ মহেশ্বর, জগতে আবার
 সন্তান হইলেন কিরূপে? আমরা কেহই
 সবিশেষ শিবভক্ত অবগত নহি। ত্রৈলোক্য-
 মঙ্গল বিধাতা দেবদেব শক্য় জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে
 জগতের অস্তিতা কালে এবং প্রলয় হইলে
 কিরূপে থাকেন? তিনি প্রসন্ন হন কিরূপে?
 প্রসন্ন হইয়াই বা লোককে কিরূপ ফল প্রদান
 করেন?—হে সুব্রত! তৎসমস্ত কীর্তন কর।
 শুনা আছে, ভগবান সদ্য প্রসন্ন হন, তাহা
 সত্য কি না? এবং এতদ্বিধ শিবসম্বন্ধে
 যাহা যাহা বক্তব্য, হে অননব! তৎসমুদায়
 তোমার বলিতে হইবে। সূত, নৈমিষারণ্য
 ঋষিমণ্ডলীকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া
 তাঁহাদিগের সমক্ষে প্রণতুসারে সমুদয় কথা
 বলিয়াছিলেন। ৬—১২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সম্যক্ পৃষ্টং ভবত্তিক্ৰম যথাবৎ কথয়ামাহম্ ।
 কপোলকজিতং নৈব কথয়িষ্যে মুনীশ্বরঃ ॥ ১
 ভবত্তিঃ পৃচ্ছ্যতে যদ্বৎ তং তথা নারদেন বৈ ।
 পৃষ্টং পিত্রে স্বয়ং তত্র জ্ঞানায় পরমাস্ত্রনে ॥ ২
 কম্বিংগিং সময়ে বিপ্রা নারদো মুনিসত্তমঃ ।
 পৃথিব্যামটনং কৃতা শিবরূপাণানেকশঃ ॥ ৩
 দৃষ্টা নত্বা চ সম্পূজ্য তদ্বৎ জাতুং মহাত্মনঃ ।
 পপ্রচ্ছ ব্রহ্মণ তচ্চ শিবরূপং বিচিত্তত্বম্ ॥ ৪

নারদ উবাচ ।

ব্রহ্মণ ব্রহ্মবিদং শ্রেষ্ঠ পিতামহ জগৎপ্রভো
 তৎপ্রসাদায় সৰ্বং বিষ্ণুমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥
 ভক্তিমার্গং জ্ঞানমার্গং তপোমার্গং সুদূরম্ ।
 দানমার্গক তীর্থনং মার্গক শ্রুতবানহম্ ॥ ৬
 ন জাতুং শিবভক্তক পূজা চ বিবিধং ক্রমাঃ
 চরিত্রং বিবিধং তচ্চ নিবেদয় মম প্রভো ॥ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—হে মুনিবরগণ! আপনার
 ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি ইহা
 যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি। স্বকপোল
 কজিত কোন কথাই বলিব না। এখন আপনার
 আমার নিকটে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন
 পূর্বে স্বয়ং নারদ শিবভক্ত-জিজ্ঞাসু হইয়া পিতা
 পরমাত্মা ব্রহ্মার নিকট এই কথা জিজ্ঞাস
 করেন। হে বিপ্রগণ! কোন সময়ে মুনিশ্রেষ্ঠ নার
 ভূমণ্ডল পর্যটন করত বহুতর শিবলিঙ্গ দর্শ
 করিয়া তাঁহাদিগকে পূজা ও প্রণাম করিলে
 অনন্তর মহাত্মা শিবের তত্ত্ব জানিতে ই কহই
 তদীয় রূপ চিত্তা করিতে করিতে ব্রহ্মার নিব
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মবি প্রধান ব্রহ্ম
 হে জগৎপ্রভো পিতামহ! আমি আপন
 প্রসাদে উত্তম বিষ্ণুমাহাত্ম্য, ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমা
 সুদূর তপোমার্গ, দানমার্গ এবং তীর্থমার্গ
 সমুদয় বিবরণই শ্রবণ করিয়াছি। প্রভু হে! বি
 আমি শিবভক্ত জানিতে পারি নাই—যথা

দসন্ধিঃ কথকাণ্ডঃ বিহাঃ পরমেষ্ঠিনম্ ।
পুচ্ছঃ পরমং তত্ত্বং নৈর্গুণ্যং পরমেশ্বরম্ ॥ ৮
তদ্ব্যং ওয়া চ বক্তব্যং মাতায়াঃ শব্দরত চ
লাকানুপকারার্থং ত্রতানি চ শিবস্ত চ ॥ ৯
স্বপ্নঃ বক্তব্যঃ কিং কিং যচ্ছতি বৈ কসম্
স্বপ্নপতিং বিবাহক গিরিজায়াঃ সবিম্বরম্ ॥ ১০
ইহাং প্রভং পূর্ণং ন ত্রপ্তাহমি জগৎপ্রভা ॥

শ্রুত উবাচ ।

পতিঃ কথং বচস্তম্ নারদজ্ঞানজ্ঞস্ত চ ।
উবাচ বচনং তৎ সত্যং লোকপিতামহঃ ॥ ১১

বাক্যবাচ ।

তে বচনং পুষ্টিং হস্তং লোক নং তিত্তমাম
বক্তব্যঃ সত্যং কন্যং সমাপ্যকসং ভবঃ ॥ ১০
তব নৈব নত সমাপ্য বিদ্যা প্রভবিনম্ ।
শিবঃ পরমং তদ্ব্যং ন ত্রপ্তাহমি রূপমহম্ ॥ ১১
ইদং দৃশ্যং যদ ন সীং সত্যমহম্ দৃশ্যক যঃ

তম্ এতৎ পুজাও অদগত নহি । ইহাং বিবিধ
চরিত্রও নহি ত ইহাং পরি নহি—অতএব
আপনি আমার নিকটে তৎসমস্ত ব্যক্ত করুন ।

— পরমেষ্ঠা পরমেশ্বরকে ভ্যাস করিয়া
ই ওপতীত সন্তোষসম্পন্ন পরম ভক্তের কথ
র কথাকে জিজ্ঞাসা করিব ? অতএব
পনিই লোকোপকারের চক্ৰ শিবের মাহাত্ম্য
হার প্রীতিজনক সমুদয় ত্রুত তিনি সমস্ত
ইল তত্ত্বাদিকে কি কি অভিজ্ঞিত সন্ম
দান করেন, তাহা—তাঁহার উৎপত্তি এক
কর্তীর সহিত বিবাহ এই সকল বিষয় সবি
র কীর্জন করুন ; হে জগৎপ্রভা ! আন
র নিকটে এই সকল বিষয় তনিয়াছি কটে
ত তাহাতে আমার তৃপ্তি জন্মে নাই । পুত্র
রসের এই কথা শুনিয়া লোক-পিতামহ ত্রুত
গেলেন,—নারদ ! তৈলোক্যের হিতাজিন্যে
মে আমাকে ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ । এই
র শুনিলে সকল লোকেরই জন্মের পাপ
ষ্ট হয় । ৮—১০ । নারদ ! আমি যা এক
—আমরা উভয়েও শিবের পরমভক্ত তব
পূরুষপ অবগত নহি । যে সময়ে সত্যসত্যক

তদা ব্রহ্মময়ং তেজা ব্যাপ্তিরূপক সত্ততম্ ॥ ২৫
ন তুল্যং ন চ সৃষ্টক নীতং নোকন্ত পুত্রক ।
আদ্যমুদিতং দিব্যং সত্যং জ্ঞানমনস্তকম্ ॥ ১৬
যোগিনোহস্তকৃষ্টাঃ তি ষং ধ্যায়ন্তি নিরন্তরম্ ।
তদ্রূপং সকলং কাসীজ্ঞানবিজ্ঞানদং মদং ॥ ১৭
কিমতা চেব কালেন অস্ত্রচ্ছা সমপদ্যত ।
প্রকৃতিদাম সা প্রোক্তা মূলকারণমিহুত ॥ ১৮
অষ্টৌ ভূতান্য তদ্রূপেন বিচিত্রবসনা শুভা ।
ব্রহ্মচর্যসহস্রস্ত বদনং তন্ত নিতানঃ ॥ ১৯
ননভরণস্যযুক্তা নন্যগতিসমবিতা ।
নন্যদুঃখর দেবী প্রামুদ্যপকম্বিকা ॥ ২০
অচিহ্নাত্তেজসা যুক্তা সর্গদেবিনিসমবিতা ।
একাকিনী বদ মত সারোপাচ্চপানেকিকা ॥ ২১
দাত বৈ প্রকৃতিদেবী ততো বৈ পুরুষমুদা
উলৌ চ মিলিতা তত্র বিচারে তৎপদৌ মুনৈঃ ।

এই পরমেশ্বরময় জগৎ ছিল না, হে পুত্র ! তখন
সত্য জ্ঞান অদ্বৈত সর্গদেবীকে দিয়া ত্রুত
পদম্ জ্যোতি বচনেন ছিলেন ; তিনি পু
নহেন, সৃষ্ট নহেন ; নীত নহেন উক নহেন ;
ইহাং অসি নাই, অদ্ব নাই । সমকালি
যোগিনী অদ্বৈত-পুষ্টিবলে ত্রুতকে ধান করেন,
জ্ঞানবিজ্ঞানদ্রুত ওলৌ মদং বচপই কেবল
অবহিত ছিলেন । কিছুকাল অতীত হইলে,
সেই ত্রুতের সন্মতনৌ হইল ; (সিদ্ধক) একাশ
পাইল ; সেই ইচ্ছাই প্রকৃতি ও মূল কার
নাম অতিহিত । বিবিধ প্রহরকারিণী, সন্ম
গতিশালিনী, মূলকমলনয়না, বিচিত্রবসনা সেই
কল্যাণী প্রকৃতিদেবীর অষ্ট বাহু, দুঃখমণ্ডল সহ
পুষ্টি-শাস্ত্রের দ্বার বিবাহমান ; অতঃ নম
অলকার । ইহাং অচিহ্নীত তেজঃ সকল
একার কারনই ইহাং অদ্বৈত ; ইহাং সন্মতনৌ
বিতীত বক্ত নাই, তবে এই ব্যাকরণী পুরুষ
সাহচর্যে অসেকরং প্রতীতমিহম্ ॥ ১৪—২১ ।
মুনৈঃ । প্রকৃতি দ্বারা হইতে ব্যক্ত হইলেন বদ
তব পুরুষও ওয়া হইতেই একশ পাইলেন ।
তখন ওয়ায়া মিলিত হইয়া পুষ্টি করা বাইবে
কিহুপে এই জ্ঞান কারিতে গতিগেল

আবৃত্ত্যঃ কিং প্রকর্তব্যং ধ্যায়তঃ স্ম পরম্পরম্ ।
 এতন্নিম্নত্বরে বাণী সমুৎপন্নো গুণা শুভা ॥ ২৩
 তপশ্চৈব প্রকর্তব্যং সংশয়স্তাপনুজয়ে ।
 ততস্তাত্যাক তক্ষুতা তপস্তপ্তং সুদারুণম্ ॥ ২৪
 কিম্ কালং তদা ব্রহ্মন্ ধ্যানমার্গপরায়েণো ।
 প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চৈব প্রবুদ্ধৌ ধ্যানমার্গতঃ ॥ ২৫
 প্রবুদ্ধ বিমুষ্ট প্রাপ্তৌ কিম্ তপ্তমহো ইতি ।
 তদঙ্গজলধারা হি সঙ্গাতা বিবিধা মূনে ॥ ২৬
 ততিৰ্য্যাপ্তক সকলং ব্রহ্মরূপমভূজলম্ ।
 অনন্তং হৃদয়ং তচ্চ স্পর্শনাং পাপনাশনম্ ॥ ২৭
 তদা শ্রান্তঃ পুরুষস্তরা সহ জলে স্বপম্ ।
 সুষাপ পরমপ্রীতো বহুকালং তয়া সহ ॥ ২৮
 নারায়ণতি বৈ নাম জাতং তস্ত মহাত্মনঃ ।
 নারায়ণীতি বৈ নাম প্রকৃত্যঃ সম্যতং মূনে ॥ ২৯
 নাস্ত্যং কিঞ্চিৎ তদা হাসীঃ প্রকৃতিং পুরুষং বিনা
 এতন্নিম্নত্বরে ব্রহ্মস্তুত্বাসনং মহাত্মনঃ ॥ ৩০

“আমরা উভয়ে কি করিব” পরস্পরে এইরূপ
 চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে গুণসম্পন্ন কর্তব্য-
 বোধিকা আকাশবাণী হইল যে, “এই সংশয়
 অপমোদনের ক্রান্ত উপস্থাই করিবে।” অনন্তর
 প্রকৃতি-পুরুষ তাহা শুনিয়া কঠোর তপস্তা করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন। হে বিপ্র! প্রকৃতি ও পুরুষ
 কিম্ কাল ধ্যানপরায়েণ হইয়া সেই সমাধি হইতে
 বিরত হইলেন। মূনে! তাঁহারা, ধ্যানবিরত
 হইয়া ‘আমরা কত উপস্তা করিলাম’ ভাবিয়া
 এবং অজ্ঞ হইতে বিপুল জলধারা নির্গত হইল
 দেখিয়া বিম্বিত হইলেন। সকল বস্তুই সেই
 জলরাশি দ্বারা ব্যাপ্ত হইল; তখন জলরাশি
 ব্রহ্মরূপ অনন্ত এবং স্পর্শমাত্রে কলুষনাশক
 হইল। তখন পুরুষ শ্রান্ত হইয়া প্রকৃতির
 সহিত পরম প্রীতিসহকারে জল মধ্যে বহুকাল
 শয়ন করিলেন। মূনে! এই জগৎ সেই
 মহাত্মা পুরুষের নাম নারায়ণ ও প্রকৃতির
 নাম নারায়ণী সর্বসম্মত হইল। তখন প্রকৃতি-
 পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ব্রহ্মম্।
 ইত্যবসরে সেই মহাত্মা পুরুষের সহকারিতায়

প্রকৃতেঃ মহানাসীদহতঃ গুণান্ধয়ঃ ।
 অহঙ্কারস্ততো জাতস্ততস্তত্শ্রীকঃ পরাঃ ॥ ৩১
 পঞ্চ ভূতাত্তোহপ্যাসন জ্ঞান-বিজ্ঞানকাণ্ডতঃ ।
 তত্ত্বানামিতি সংখ্যানমুচ্যতে ঋষিসম্মতম্ ॥ ৩২
 জড়াত্মকক তং সর্বং প্রকৃতিং পুরুষং বিনা ।
 তাভ্যামেকীকৃতং তচ্চ চতুর্বিংশতিসংজ্ঞিতম্ ॥
 তদগৃহীত্বা চ সুষাপ জলে ব্রহ্মস্বরূপিণি ।
 সুপ্তে নারায়ণে দেবে নাতৌ পঞ্চজমুক্তমম্ ॥ ৩৪
 অনন্তপত্রিকাযুক্তং কর্ণিকারসমগ্নিতম্ ।
 অনন্তযোজনায়ামমনতোচ্ছায়সংযুতম্ ॥ ৩৫
 কোটির্ঘ্যাপ্রতীকাশং সুন্দরং তত্ত্বসংযুতম্ ।
 তস্মাৎ পদ্মাং ততো যজ্ঞে পুত্রোহহং হেমগর্ভ

কতিপয় পদার্থ উৎপন্ন হইল। অব্যক্ত প্রকৃতি
 হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব ব্যক্ত ত্রিগুণস্ব
 মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার; অহঙ্কার হইতে
 পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব হইতে পঞ্চভূত ও
 পঞ্চভূত হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও
 কর্ষেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। † হে ঋষি
 এই পদার্থের এইরূপ সংখ্যা কথিত হইয়া
 ২২—৩২। প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত
 দ্বাবিংশতি তত্ত্বই আছে। প্রকৃতি ও পুরুষ
 সহিত যোগ করিলে সর্বশুদ্ধ চতুর্বিংশতি
 হইয়া থাকে। নারায়ণদেব সমুদায় তত্ত্ব
 আয়ত্ত করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ জলে শয়ন ব
 তদীয় নাভিমণ্ডলে অনন্তপত্র-শোভিত কা
 যুক্ত কোটি-মার্গতঃসন্নিভ তত্ত্বসমূহ-সমগ্নি
 পরম সুন্দর পয় প্রকাশ পাইল; তাহার
 ও উচ্চতা অসীম। অনন্তর আমি—

* সাংখ্যমতে অন্তঃকরণ ত্রিবিধ;—
 অহঙ্কার ও মন। এই মতে অন্তঃকরণ
 মনের স্বতন্ত্র সত্তা কথিত হয় নাই।

† অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব,
 হইতে ব্যক্ততত্ত্ব, গুণত্রয় হইতে
 * * * পঞ্চভূত হইতে মন ও দশ
 উৎপন্ন হইল। এই অর্থ টীকাকারের
 প্রেত। এই অর্থে অনেক দোষ আছে

ବାଲ୍ୟରେ ତখন ପ୍ରଥମ ସଫଳତାପ୍ରାପ୍ତି ଆକାଶ-
 ବାଣୀ ହୋଇ ଯେ, "ତୁମେ । ତୁମି ତପଃ କର ।"
 ଆମି ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲି । ସମସ୍ତ ବ୍ୟସନ ବ୍ୟସନକରେ
 ତପଃ କର । ହୁଅ । ତখন ମହାତପଃ-
 ମହାତପଃ ଚତୁର୍ବଳ ମୁଖରେ ମୋର ମୁଖରେ
 ପ୍ରସନ୍ନମୁଖକଲ ସୁଖରେ ହୁଅ । ତୁମି କେହି-
 କେହି ନବମାନ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିସହୁତ ହୁଅ-
 ବନ ବିଧି ଆଦାର ଗ୍ରାଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି । ପ୍ରଥମ
 ମହାତପଃ ମହାତପଃ ଆଦାର ମହାତପଃ ଆବିର୍ଭୁତ
 ହୋଇଲେ ଶେଷରେ । ସେହି ମହାତପଃ ବନ ବନ
 ଆମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶଦ୍ଧିତ ହୋଇଲେ । ସିମି
 ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ, ସିମି କଳାକାର,
 ସେହି ମହାତପଃ ମହାତପଃ ମହାତପଃ ମହାତପଃ
 ଏହିପରି ଆଦାର ମହାତପଃ ଆବିର୍ଭୁତ ହୋଇଲେ
 ଶେଷରେ । ଆମି ଆବିର୍ଭୁତ ହୋଇଲେ । ତখন ଆମି
 ଶେଷରେ ମହାତପଃ ଶେଷରେ ହୋଇ । ସେହି ମହାତପଃ
 ଶେଷରେ ହୁଅ । ଶେଷରେ ମହାତପଃ ମହାତପଃ
 ବାଲ୍ୟରେ, "କା—ତୁମି କେହି" ମହାତପଃ
 ମହାତପଃ ବାଲ୍ୟରେ,—"ହେ ମହାତପଃ ! ତୁମେ କି
 ମହାତପଃ ହୋଇଲେ—କା ।" ତୁମେ ବିଧି ଆଦାର
 ଏହି କଥା ଶେଷରେ "ଆମି ଶେଷରେ ମିଶ୍ରଣ କରି

বংশ জানীহি ভদ্রে সত্যমেতদাম্যহম্ ॥ ৫২
 তস্ত তবচনং শ্রুত্বা দ্বিতপূৰ্ণং মহামুনে ।
 মায়া মোহিতস্তং বৈ পরিতপ্ত পুনস্তথা ॥ ৫৩
 ভাসে বংশ বংশেতি সর্গসংসারপালকম্
 নমাহাৰ্জুনিভ্য কৃতা গুরুঃ শিষ্যমিবানব ॥ ৫৪
 কৰ্ত্তারং জগতঃ সাক্ষাৎ প্রকৃতং প্রবচকম্
 সনাতনমজং বিশ্বং বিরক্তে বিশ্বসত্ত্বম্ ॥ ৫৫
 বিশ্বাত্মনঃ বিদাতব্যং ধাতরং পদ্যজ্ঞকম্
 কিমর্থং ভাসে মোহাবকুমহসি সংবম্ ॥ ৫৬
 সোহপি মমহ জগতঃ কৰ্ত্তা ভূমিতি লোক
 ভক্তা হত্যা ভবানন্দবতীর্ণা মমাব্যাহ ॥ ৫৭
 বিদুতেহসি জগত্ৰাণ নরায়ণমনামমম্
 পুরুষং পরমাত্মনং কৰ্ত্তারং জগতঃ প্রভুম্ ॥ ৫৮
 বিশ্বমূঢ়াত্মাশনং বিশ্বস্ত প্রভবোত্তমম্
 জ্ঞাপয়ামে নস্তাত্ৰ মম মনাকৃতদ্বন্দ্বম্ ॥ ৫৯

বাছি" এরূপ অভিমন্যুচক উত্তর ন দিল
 নম নির্দেশপূৰ্ণক আমাকে বলিলেন—
 হুতত! পবম বিশ্ব সত্ত্বগুণ দ্বারা তোমাকে
 নিমগ্ন করিয়াছেন, বংশ! তোমার মঙ্গল
 হইল, আমি সত্য বলিতেছি, তুমি ইহা বিশ্ব
 বলিয়া জ্ঞান ৫২—৫৩। মনিবর! আমার
 ছন্দ, তুমি মনো মোহিত ছিল, হুতত!
 [উত্তর সেই দ্বিতপূৰ্ণ বাক্য শ্রবণে আমি পুন-
 বার ভাঁসনা করিয়া সেই সৃষ্টিনামপালককে
 বলিলম—“আমাকে যে বড় বংশ বংশ
 বলিয়া ডাকিতেছে।” হে জনব! তিনি তখন
 গুরু শ্রুত্বাঃ সত্যং সত্যং কথিত্বা শিষ্যের শ্রুত্ব
 আমাকে বলিতে লাগিলেন—“বিরক্তে! সন-
 তন অনর্গল বিশ্ববীজ বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত
 জগৎকর্ত্তা সাক্ষাৎ প্রকৃতপ্রবচক পুণ্ডরীকাক্ষ
 বিশ্বক মেতদম্ একম বলিতেছে কেন?
 সত্ত্ব উত্তর দাও ” অতঃ বলিলেন,—“সে
 —আমিই জগতের হত্যা কৰ্ত্তা বিধাতা; আম-
 রই অক্ষয় অবদব হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ
 পরমায়া পুরুষ জগৎকর্ত্তা বিশ্ববীজ অব্যয় সত্ত্ব
 অনাম্য জগদ্রাশ সর্বব্যাপী প্রভু নরায়ণক
 কিনা তুমি বিশ্বত হইয়াছ? ইহাতে তোমার

শূণ্য সত্যং পরং ব্রহ্ম সৰ্ব্বং তস্মৈ সত্ত্বম্ ।
 ময়া সৃষ্টং পুরা বাক্যং চতুর্দিশতিত্বকম্ ॥ ৬০
 ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মা ক্রোধাবিতস্তথা ।
 কো বা ভূমিতি সংভ্রান্ত কণ্ঠঃ কণ্ঠা ভবেৎ ভব
 মায়া মোহিতঃ সত্যং যুদ্ধং চক্রে সুদারণম্ ।
 বিবাদশমনার্থক প্রত্যাহার্য যয়োৰপি ॥ ৬১
 জ্যোতির্লিঙ্গং তস্যং পরমাবয়োর্যথা অদ্বিতম্ ।
 জ্ঞানমপ্যসহজং কালানলচয়োপমম্ ॥ ৬২
 কস-বুদ্ধিবিশিষ্টমুত্তমাদিমধ্যাতবর্জিতম্ ।
 অনৌপম্যমনির্দষ্টমবাক্যং বিশ্বসত্ত্বম্ ॥ ৬৩
 তস্য জ্ঞানসংশ্লেশে মোহিতো ভাবান হরিঃ ।
 মোহিতঃ প্রায় মমহ কিমর্থং স্পন্দসহদুনা ॥ ৬৪
 অগতঃ তে তৃতীয়েহপি তিষ্ঠতঃ যুদ্ধমবয়োগে ।
 বৃত্ত এব তে সত্ত্বং পরীক্ষ্যোহধিনশ্লিতম্ ॥ ৬৫
 বদন্তেসমম ভূমি পুরুষং বিশ্বসত্ত্বম্ ।

অপরব নই, আমার মাতা-প্রভাবই এরূপ
 বাটীয়াই তখন! প্রকৃত সত্য কথা শ্রবণ
 কর, বহু দেখিতেছ, এতৎ সত্ত্বই আম
 হইতে উৎপন্ন, অতঃ চতুর্দিশতি তত্ত্ব
 পূর্বে আমাকে কহ সৃষ্ট হইয়াছে ” আমি
 ব্রহ্ম হইলেও তখন মায়া মোহিত হওয়ায়
 ইহা এই কথা প্রবণ করিলাম—“তুমি কেন
 তোমারও কেন কৰ্ত্তা অবস্থা আছে?” সত্ত্বের
 এইরূপ ভাঁসনা করিয়া ইহার সহিত সত্ত্ব
 যুদ্ধ করিলম আমাদিগের উভয়ের বিবাদ-
 শান্তি ও জ্ঞানোদয়ের জন্য আমাদিগের বাক্য-
 জ্ঞান সহস্র সহস্র জ্ঞানামালসকুল কালান-
 লিঙ্গিত একটী অদ্বিত জ্যোতিষ্য লিঙ্গ উভয়
 হইলেন, ইহা কস বুঝি নাই; আমি ব্রহ্ম
 অস্ত্র নাই; তিনি অতুলনীর অনির্দেয় অবত
 এক জগতের মূলকার। ৫৩—৫৭। ভ-
 বন, বিশ্ব সেই লিঙ্গের সহস্র সত্ত্ব শিব-
 জ্ঞান কিমোহিত হইয়া বিমূঢ়িত আমকে
 বলিলেন,—এখন আর স্পন্দা করিতেছে কেন?
 তৃতীয় ব্যক্তি এখানে আসিয়া উপস্থিত, মম
 দিগের যুদ্ধ এখন বাদ; এই অমলসর্গিত লি-
 কেনা হইতে আবিষ্কৃত হইল, এখন আম

प्रानज१रिण ।

* ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଉତ୍ସାହ ଶୁକ୍ଳ ଶ୍ରୀ-
ରାମ ଶୁଭାଶିଷ୍ୟମୁଖ୍ୟତା ଶ୍ରୀ-ସିଦ୍ଧି

- সমাগতো ময়া সার্কং প্রণিপতা ভবং মূৰ্ত্তং ॥ ৯
 মায়য়া মোহিতঃ শস্ত্রোস্তস্তো সংবিধমানসঃ ।
 প্রণিপতা ময়া সার্কং সম্মার কিমিদম্ভিত্তি ॥ ৫
 অনির্দেশ্যক তদ্রূপমনাম কর্ণবর্জিতম্ ।
 অলিঙ্গং লিঙ্গতাং যাতং ধ্যানমার্গেহ প্যগোচরম্ ॥ ৬
 স্বস্থং চিস্তং তদা কৃত্বা নমস্কারপরায়ণো ।
 জানীয়াবো ন তে কং যোহসি সোহসি নমোহস্ততে
 এবমকশতং জাতং নমস্কারং প্রকীর্ততোঃ ।
 তদা সমভবঃ তত্র সানন্দং শব্দলক্ষণম্ ॥ ৮
 ওমিতীদং মূনিশ্রেষ্ঠ সুব্যাক্তং প্রতলক্ষণম্ ।
 কিমিদম্ভিত্তি সন্ধিত্বা ময়া তিষ্ঠয়হাসনম্ ॥ ৯
 ষষ্ঠাঙ্কঃ সমুদ্রতস্তম্বে ত্বাং নমোহস্ত তে ।
 লিঙ্গস্ত দক্ষিণে ভাগে তদাপশ্যং সনাতনম্ ॥ ১০
 আদ্যং বর্ণমকারস্ত উকারকোস্তরে ততঃ ।
 মকারং মধ্যতঃ চৈব নাদান্তং তস্ত চোমিত্তি ॥ ১১

তরণ করি। ভগবান বিষ্ণুও বারংবার শিবকে
 প্রণামপূর্বক শাস্ত্র হইয়া তখনই বর্ণিতনয়নে
 আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন। আমি
 ও তিনি শিবমায়-মোহিত আমরা উভয়েই
 শিবকে প্রণাম করিয়া উদ্বিগ্ধচিত্তে রহিলাম এবং
 মনে করিতে লাগিলাম,—“এ কি! অনির্দেশ্য,
 নামকর্ণ-বিবর্জিত, এ—কপ বস্তুতঃ লিঙ্গ না
 হইলেও লিঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা
 ধ্যানমার্গেরও অগোচর।” “দেবদেব! আমরা
 তোমার রূপ জানিতে অক্ষম, যাহা হউক, তুমি
 যে হও সে হও, তোমাকে নমস্কার।” এই
 বলিয়া একাগ্রহৃদয়ে তখন আমরা তাঁহাকে প্রণাম
 করিতে লাগিলাম। এইরূপে নমস্কার করিতে
 করিতে এক শত বৎসর অতীত হইল। হে
 মুনিবর! তখন তথায় আনন্দময় ওঙ্কারাত্মক
 সুব্যাক্ত ত্রিমাত্র শব্দ সমুৎপন্ন হইল। তখন বিষ্ণু
 এবং আমি “এ যুগাশক কোথা হইতে আসিল”
 ভাবিতে লাগিলাম এবং বলিলাম,—“এই শব্দ
 যাহা হইতে উদ্ভূত হইল, সেই তোমাকে
 নমস্কার।” তখন লিঙ্গের দক্ষিণভাগে সনাতন
 আদ্যবর্ণ অকার আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল।
 তাঁহার উত্তরে উকার এবং মধ্যে নাদধ্বনিসমবিত্ত

- স্বধ্যমণ্ডলবদ্ধে বর্ণমাদান্ত দক্ষিণে ।
 উত্তরে পাবকপ্রখ্যমুকাবম্বিসন্তম ॥ ১২
 নীতাংশুমণ্ডলপ্রখ্যং মকারং তস্ত মধ্যতঃ ।
 তস্তোপরি তদাপশ্যং স্ফটিকপ্রভবং পরম্ ॥ ১৩
 তুরীয়াতীতমমৃতং নিকলং নিকল্পনবম্ ।
 নির্বন্ধং কেবলং তস্ত বাহ্যভ্যন্তরবর্জিতম্ ॥ ১৪
 আদিমধ্যান্তরহিতমানন্দস্তাপি কারণম্ ।
 সত্যমানন্দমমৃতং পরং ব্রহ্ম পরায়ণম্ ॥ ১৫
 একাক্ষরস্ত যঃ প্রোক্তং ভগবান্ নীললোহিতঃ ।
 সর্গকর্তা হ্যকারখ্য উকারখ্যস্ত পালকঃ ॥ ১৬
 মকারখ্যস্ত যো নিত্যমনুগ্রহকরো ভবঃ ।
 অহমেব হরিব্রহ্মণ বিদ্যাবিষ্টমানসো ।
 এতদ্বিন্দুস্তরেহগচ্চ কপমমৃতসুন্দরম্ ॥ ১৭
 পঞ্চমক্ৰং দশভূজং কপূরগৌরকং মূনে ।
 নানাকান্তিসমায়ুক্তং নানাভরণসংযুতম্ ॥ ১৮
 মহাদারং মহাবীৰ্য্যং মহাপুরুষলক্ষণম্ ।
 তদ্বদ্বী পরমং রূপং নির্মাতা স্বয়মেব হি ॥ ১৯

মকার—আমরা এইরূপে ওঙ্কার অবলোকন
 করিলাম। ১—১১। হে ঋষিবর! আমরা
 লিঙ্গের দক্ষিণভাগে স্বধ্যমণ্ডলপ্রখ্য আদিবর্ণ,
 উত্তরভাগে অনল-সম্ভিত উকার এবং মধ্যে চন্দ্র-
 মণ্ডলসমূহল মকার অবলোকন করিয়া তদুপরি-
 ভাগে স্ফটিক-প্রকাশ তুরীয়াতীত অমৃত নিকল
 নির্বন্ধ একমেবাদ্বিতীয়ং পরমতত্ত্ব দর্শন করিলাম
 তাঁহার আদি, মধ্য, অন্ত নাই; বাহ্য অভ্যন্তর
 নাই; তিনি আনন্দময় আনন্দকারণ সত্য অজর
 পরব্রহ্ম এবং পরমগতি। ভগবান্ নীল-লোহিত
 একাক্ষর অর্থাৎ ওঙ্কারের স্বরূপ। ঐ ওঙ্কারের
 অবয়ব অকার বলিতে সৃষ্টিকর্তা, উকারের অর্থ
 জগৎপাতা এবং মকারের অর্থ নিত্য অনুগ্রহকারী
 মহাদেব। হে ব্রহ্মণ! ইহাতে আমি এবং
 সেই বিষ্ণু উভয়েই বিম্বিত হইলাম। এই সময়
 আরও একটা বিদ্যায়ের কারণ উপস্থিত হইল।
 অতি বিচিত্র সুন্দর পঞ্চমুখ, দশবাহু, কপূরের
 মত গৌর, নানাবিধ কান্তিসংযুক্ত, নানা আভরণে
 ভূষিত, অতিশয় উদার, মহাবীৰ্য্য, মহাপুরুষের
 লক্ষণ সকলে শোভিত, একটা আকৃতি আমাদের

ততো বিজ্ঞান-দেবেশং যথাবৎ স্মৃতিসংঘটনৈঃ ।
মহৈমহেশ্বরং দেবং তুষ্টিব স্মৃতিসংঘটনম্ ॥ ২০
আব্রোহঃ স্মৃতিভিত্তিকঃ। লিঙ্গে তস্মিন নিরঞ্জনঃ
দিক্ শকময়ং রূপমাস্থায় প্রহসন দ্বিতঃ ॥ ২১
অকারস্তম্ভ মূর্ধা চ ললাটে দীর্ঘ উচ্যতে ।
ইকারং দক্ষিণং নেত্রমীকারং বামলোচনম্ ॥ ২২
উকারং দক্ষিণং গোত্রমীকারং বামলোচনম্ ॥ ২৩
ককারং দক্ষিণং তন্ত্র কপোলং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৪
বামং কপোলম্ ককারং ১৫ নাসাপুটে উভে ।
একারমোষ্ঠদ্বন্দ্বিত্বং একারমধরং বিভেদে ॥ ২৫
ওকারং তথাকারং দন্তপংক্তিধরং ক্রমঃ
এং অং ৩ জনা তন্ত্র দেবদেবতা ধামতঃ ॥ ২৬
কাদিপদ্যাক্ষরগোব পদ্য ইত্যন্ত দক্ষিণে ।
আদিপদ্যাক্ষরগোব পদ্য ইত্যন্ত বামতঃ ॥ ২৭
টাদিপদ্যাক্ষরং পাদৌ তাদিপদ্যাক্ষরং তথা ।
পদ্যমুদরং তন্ত্র ককারং পাদ্যমুচ্যতে ॥ ২৮
বকারং বামপাদ্যস্ত ভকারং স্বক উচ্যতে ।

দৃষ্টিগোচর হইল। সেই জগতের নিম্নাত্মরূপ
পরম রূপ দেখিয়া এবং পরে তাঁহাকে সাক্ষাৎ
দেবেশ মহেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া বেদসমুহ
মন্ত্রনিচয় দ্বারা সেই মহোদয় মহেশ্বর দেবের স্তব
করিতে লাগিলাম। ১০—২০। সেই নিরঞ্জন
মহাদেব আমাদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া হাত
করত সেই শরীরে দিব্য শকময় রূপ ধারণ
করিয়া অবস্থান করিলেন। অকার তাহার
মস্তক অকার ললাট, ইকার দক্ষিণ নেত্র,
ঈকার বাম নেত্র, উকার দক্ষিণ কর্ণ, উকার
বাম কর্ণ, ককার সেই পরমেষ্ঠীর দক্ষিণ
কপোল, ককার বাম কপোল, ঞকার এবং
ঙ্কার এই দুইটা দুই নাসিকা। হে বিভো!
একার তাহার উর্দ্ধ ওষ্ঠ, ঐকার অধরোষ্ঠ এবং
ওকার ও ঔকার যথাক্রমে তাহার উপর নীচের
দন্ত-পঙ্ক্তি। সেই পরম নিম্নল-বুদ্ধিশালী
দেবদেবের অং (অনুস্বার) এবং অঃ (বিসর্গ)
এই দুইটা তালুদয় স্বরূপ। ককারাদি পাঁচটি
অক্ষর অর্থাৎ কবর্ণ তাহার দক্ষিণদিকের পাঁচটি
হস্ত, চকারাদি পাঁচটি অক্ষর অর্থাৎ চবর্ণ

মকারং হৃদয়ং শস্ত্রোর্মহাদেবস্ত যোগিনঃ ॥ ২৮
যকারাদি সকারান্তং বিভোবৈর্ সপ্ত ধাতবঃ ।
হকারং নান্তিরূপং হি ঞ্কারং নাদ উচ্যতে* ॥ ২৯
এবং শকময়ং রূপমুৎপত্তি গুণায়নঃ ।
তং দৃষ্ট্বা তু ময়া সাক্ষিঃ ভগবন্তং মহেশ্বরম্ ॥ ৩০
প্রাথয়তো পুনস্তং বে কৃপা কার্য্য ত্বয়া বিভো ।
ইতোবং বচনং শ্রুত্বা প্রসন্নঃ শঙ্করস্তদা ॥ ৩১
উবাচ বচনং তত্র প্রসন্নো ভগবানিহ ।
তদাঃ তত্রস্তত্র শ্রুত্বা বিহুঃ সহ ॥ ৩২
উবাচ যদি দেবেশ প্রসন্নো ভগবানিহ ।
অব্রোহে কিংকারং কার্য্যং বে যদিচ্ছসি ত্বা বৃদ্ধ ॥
ইতোবং বচনং শ্রুত্বা শঙ্করাকামথাত্রবীং ।
স্বাষ্টিকতা ভবেদ্রক্ষা সৃষ্টে*৩ পালকো হরিঃ ॥ ৩৪
মদারং*৩ তথাপাথশো ভাবয়্যাত তদন্তকং † ।

তাহার বামদিকের পাঁচটি হস্ত। টবর্ণ এবং
তবর্ণ তাহার পদদ্বয়। পকার উদর, ফকার
দক্ষিণপার্শ্ব, বকার বামপার্শ্ব, ভকার স্বক, মকার
হৃদয়। যকার ইহতে দন্ত্য সকার পর্যন্ত যত-
গুলি অক্ষর আছে, তাহার। সেই বিহুর সপ্ত-
প্রকার বাক্য হকার নগত এবং ঞ্কার নাদ।
২১—২৯। সেই নিরঞ্জন অথচ গুণময় মহে-
শ্বরের এইরূপ শকময় রূপ দেখিয়া আমার
হৃদয়ে পুনঃপুনঃ সেই ভগবান্ মহাদেবের নিকট
এই বাল্য প্রার্থনা কারলান যে, “বিভো!
এপান আমাদের উপর কৃপা করুন।” এই-
রূপ বাক্য শুনিয়া ভগবান্ মহাদেব আমাদের
বলিলেন, “প্রসন্ন হইয়াছি।” তখন বিহু
আমাদের সেই মহাদেবের বাক্য শুনিয়া বলি-
লেন, “হে দেবেশ! যদি আপান আমাদের
উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাদের
সম্বন্ধে আপান যেরূপ ইচ্ছা করেন, কিছু উপ-
কার করুন।” তখন শঙ্কর এই বাক্য শ্রবণ
করিয়া বলিলেন, তৎকাল স্বষ্টিকতা ও বিহু স্বষ্টির
পালক হইবেন এবং আমারও আশাবশেষ এই

* মেট উচ্যতে ইতি পাঠান্তরম্

† তদন্তক ইতি চ পাঠঃ

ইয়ং প্রকৃতির্দেবী য়া নারায়ণমাস্রিতা ॥ ৩৫
তস্যাং ভবিষ্যতি শক্তির্ব্রহ্মাণী সত্ত্ববিষ্যতি ।
অগ্না শক্তিঃ পুনস্তত্র প্রকৃতেঃ সত্ত্ববিষ্যতি ॥ ৩৬
সমাশ্রিয়াতে বিষ্ণুং লক্ষ্মীরূপেণ সা তদা ।
পুনঃ কালিনাদৌ চ মদঃশ্য প্রাপ্যিষ্যতি ॥ ৩৭
জ্যোতীরূপেণ সা তত্র কার্যার্থং সত্ত্ববিষ্যতি ।
ত্রয়ো দেবাস্তথা প্রোক্তাঃ শক্তয়ঃ পরমাঃ তথা ॥
সৃষ্টিকার্যন্ত সত্ত্বয় কুর্স্বন্ত তে মদাজয়া ।
ইত্যেবম্ বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুর্ধাকামথাব্রবীৎ ॥ ৩৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভবন্তু কৰিষ্যামে নিরতাঃ সৰ্ব্ব এব হি ।
কিঞ্চিদ্ভিজেপ্যমন্ত্যাব তং হং কৰ্ত্তুমহাহসি ॥ ৪০
ততো বচনমারব্ধং শঙ্করেণ পরং ততম্ ।
পদমিষ্টতমং " তুভ্যং দাষ্ট্যামি হিতকাম্যয়া ॥
বিষ্ণুশ্চয়া সহোবাচ শঙ্করং লোকেশ্বরম্ ॥ ৪২

গতের অণ্ডকারী হইবে। এই প্রকৃতিদেবী
ন নারায়ণকে আশ্রয় করিয়া রাইয়াছেন।
হাতে ব্রহ্মাণী শক্তি সত্ত্ব হইবেন এবং
হাতে হইতে তাহাতে অগ্নি আর একটা
কিও উৎপন্ন হইবে। তিন তখন লক্ষ্মীরূপে
ধুকে আশ্রয় কারবেন। কালী নামে শক্তি
মুরি অংশকে তখন কারবেন। তিন
সংকার্যের নামক জ্যোতিরূপে সত্ত্ব হই-
ন। তিন দেব ও তহঁদের তিন প্রকার
ভদ্রাশী শক্তি উক্ত হইল। "ইহা মিলিত
ইয়া আমার আজ্ঞাক্রমে সৃষ্টকর্তা করুন।"
ই কথা শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণু বালতে অরুণ
রলেন, "অমর সকলে মিলিত হইয়া নিঃশেষ
পনার উক্ত অনুসারে কৰ্য্য করিব। তবে
মাদের কিছু প্রাণনাশ আছে, তাহাও আপনি
পালন করুন।" তখনই শঙ্কর আত্ম ভূত-
কা প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুকে বালিলেন, "হিত-
মন করিয়া আমি তেমনকে অতিষ্ঠতম পদ-
দান করিব।" ৩০—৪১ মহাদেব এই

শ্রীভগবানুবাচ ।

দেবদেব নমস্তভ্যং দেহি তত্ত্বং নমোহস্ত তে ।
ধোয়ং সেবাং তথা পূজাং বক্তুমহসি স্মরত ॥ ৪৩
যং কৃত্বা সৰ্ব্বসামর্থ্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
ইত্যুক্তঃ শঙ্করস্তমৌ দদৌ নাদাশ্রকং শিবম্ ॥ ৪৪
প্রণবাস্ককং পরং তত্ত্বং লক্ষ্মবান পরমাত্মনঃ ।
হবিস্তত্র পবং তত্ত্বং জ্ঞানী রূপমপশ্যত ॥ ৪৫
তদুপায়ং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রতত্ত্বং তুভান্ পথঃ ।
প্রণমা ভগবান বিষ্ণুঃ পুনঃ পশুদ্বিতঃ ॥ ৪৬
ওক্ষারপ্রভবং মন্ত্রং কলাপককসংযুতম্ ।
ও তত্ত্বমসীতুতং মহাবাক্যং হরস্ত চ ॥ ৪৭
তুদ্ব্যটিকসঙ্গাশং মন্ত্ররূপমন্ত্রমম্ ।
মেবাকবমন্ত্রয়ঃ সৰ্ব্বকামার্থসাধকম্ ॥ ৪৮
পুনরুদ্য তৎপ্রত্যক্ষ গম্যতীলক্ষণং মহং ।

কথা বলিলে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু আমায় সচিৎ
সেই লোকের মঙ্গলকারী শঙ্করকে বলিলেন
"হে দেবদেব! আপনাকে নমস্কার করি
আপনি আমাদিগকে শিবতত্ত্ব প্রদান করুন
আপনাকে নমস্কার হে স্মরত! (অম
দিগের নিকট) সেই ধোয়, সেবা এক পূজা
শিবতত্ত্বের কীলন করুন কারণ এই তত্ত্ব
দান করিলে আমাদিগের নিঃশেষ সৰ্ব্বকার্যের
সামর্থ্য উৎপন্ন হইবে।" শঙ্কর, বিষ্ণুকে
এইরূপে অভিহিত হইয়া তাহাকে সেই মন্ত্রনাম
নামস্বত তত্ত্ব প্রদান করিলেন। তদ্বি তখন
সেই পরমাত্ম মহাদেবের নিকট হইতে
প্রণবরূপ পরতত্ত্ব লাভ করিলেন এক সেই
পরতত্ত্ব বিদিত হইয়া তাহাতে পরমেশ্বরের স্বরূপ
দর্শন করিলেন। হিতকর পথ আশ্রয় করি
আমি সেই শিবতত্ত্ব দর্শনের উপায়ভূত মন্ত্র-
তত্ত্বের বিষয় পরে কীলন করিব। অনন্ত
ভগবান্ বিষ্ণু মন্ত্রশ্রবকে প্রণাম করিয়া, পুনরুদ্য
উক্ত প্রণব হইতে উৎপন্ন বক্ষ্যমাণ পরমাত্ম
পদকল সংযুক্ত এক মহাদেবের "ও তত্ত্বমসি
ইত্যাকার মহাবাক্য রূপ বিদ্বৎ কণিকর কণা
সমুৎপন্ন সৰ্ব্বকাম মন্ত্ররূপ দর্শন করিলেন
সর্বপ্রকার কাম এবং আর্থের সাধক এই

চতুর্বিংশতিবর্ণাণ্যং চতুর্বিংশতিবর্ণপ্রদম্ ॥ ৪৯
পুনঃ তুষ্ণয়ং মন্ত্রং পঞ্চাঙ্কমতঃ পরম্ ।
চিন্তামণিঃ তথা মন্ত্রং দক্ষিণামূর্তিসংজ্ঞিতম্ ॥ ৫০
পঞ্চমন্ত্রং তথা লজ্জা জজ্ঞাপ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫১
ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং বিষ্ণু-
ব্রহ্মবরপ্রদানং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

অক্ষোৰ্ণচ ।

জপতন্ত্রস্ত দেবস্ত প্রাহুর্ভূতো হরঃ স্বয়ম্ ।
পুনঃ প্রসন্নস্তত্রৈব হরয়ে পরমাশ্রয়ে ॥ ১
নিগমং স্বাসরূপেণ দদৌ তস্মৈ মহাশ্রয়ে

পুনর্জন্ম মেধা আকারে পরিণত হইল । পরে
তিনি চতুর্বিংশতি বর্ণযুক্ত চতুর্বিংশতিবর্ণপ্রদ
গাত্রো নমক্ অব একটী মহামন্ত্র দর্শন
করিলেন । “তৎসৎ পব যথাক্রমে মৃত্যুয়
ময়, “নমঃ শিবায়” এই পঞ্চাঙ্কমন্ত্র, চিন্তামণি মন্ত্র
এবং দক্ষিণামূর্তি মন্ত্র দর্শন করিলেন ।
ভগবান্ বিষ্ণু এই পঞ্চ মন্ত্র লভ করিয়া যথ-
দি জপ করিলেন । ৪২—৫১ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

উক্ত বলিলেন—বিষ্ণু মন্ত্র জপ করিলে মহা-
ব সাক্ষাৎ ঈশ্বর সমূহে প্রাহুর্ভূত হইয়া
কীর সেই পরমাশ্রয় হবির উপর সেই
নই প্রসন্ন হইলেন । তিনি তখন সেই
ধারণা বীজতিসম্পন্ন হরিকে স্বীয় নিবাসিত

টীকাকার বলেন, শিবভক্তের প্রসন্ন হেতুক
বলিতে এ স্থলে শিবগায়ত্রীই ধরিতে

মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রাদির বিষয় উক্তসারে সবিশেষ
আছে । পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিলে,
র দর্শন করিবেন ।

তত্র মন্ত্রা হনেকে বৈ তত্র কৰ্ম্মাণ্যনেকশঃ ॥ ২

সর্ববিদ্যানিধির্দেবো হরশ্চাসীদহামুনে ।

ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ক্রতিরেবা সনাতনৌ ॥ ৩

হরাং প্রাপ্য স্বয়ং বিষ্ণুর্হরির্মহমদাং পুনঃ ।

পুরতঃ স্বাসরূপেণ প্রাপ্তবান নিগমং উদ্য ॥ ৪

স্বীয়ং জ্ঞানমদাং তস্মৈ রহস্যং পরমাশ্রয়ে ।

পরমাশ্রয় পুনর্মহ্যং দত্তবান্ কৃপয়া মুনে ॥ ৫

সংপ্রাপ্য নিগমং দেবঃ পপ্রচ্ছ পুনরেব তম্ ।

কথঞ্চ তুষ্যসে দেব ময়া ধোয়ঃ কথং প্রভো ।

কিং ধ্যানঞ্চ প্রকর্তব্যং শঙ্করঞ্চ কথং ভ্রাজে ॥ ৬

এতং সর্বং মহারাড কৃপাং কৃহা মমোপরি ।

কণনীয়ঃ প্রযত্নেন শ্রুতং পাপহারকম্ ॥ ৭

ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্ব প্রসন্নো ভগবান্ হরঃ ।

উবাচ হরয়ে তত্র শৃণুস্বাবহিতো হরে ॥ ৮

ইদং লিঙ্গং সদা পূজ্যং ধ্যানৈক্যতদুৎকঃ ময় ।

স্বরূপ নিগম অর্থঃ বেদ প্রদান করিলেন । ঐ
বেদে অনেকবিধ মন্ত্র এক নানাপ্রকার ক্রিয়া
উক্ত হইয়াছে । যে মহামুনে ! মহাদেব সকল
বিদ্যার নিধি এবং সকল বিদ্যার ঈশ্বর, সনাতন
ক্রতি হইতে ইচ্ছাই ক্ষান্ত হইয়া যায় । “বিষ্ণু
মন্ত্র হর হইতে বেদ লভ করিয়া আমাকে
প্রদান করেন । আমি তাংকালে সেই স্বাসরূপ
নিগম প্রদানে সেই বিষ্ণু হইতে প্রাপ্ত হই । “হে
মুনে ! পুনর্জন্ম মহাদেব, পরমাশ্রয় বিষ্ণুকে স্বীয়
জ্ঞানকপ হস্তে অর্পণ উপনিষদ প্রদান করিলেন,
পরমাশ্রয় বিষ্ণুও কৃপাপূর্বক উহা আমার
আমাকে দান করিলেন । বিষ্ণু নিগম লভ
করিয়া পুনর্জন্ম সেই মহাদেবকে ভিজ্ঞান
করিলেন, “হে প্রভো ! অর্পণ বিরূপ সন্তুষ্ট
হন এবং কি প্রকারেই বা আমাকে আমি
ধ্যান করিতে সমর্থ হইব ? বিরূপ ধ্যান করণীয় ?
বিরূপেই বা শঙ্করকে লভ করি যব ? হে
মহারাজ ! আমার উপর কৃপা করিয়া, প্রদান-
করীর পাপনাশক এই সকল বিষয় হস্তপূর্বক
আমার নিবটে কীরে বরন ” ভগবান্ হর,
হরির এতদ্বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া উহাকে
বলিলেন, “হে হর ! মহাদেব মন্ত্র হর

ইদানীং কৃষ্ণতে যস্য তথা কার্যং কুমা সদা ॥ ৯
 পূজিতো লিঙ্গরূপেহস্মিন প্রসন্নো বিবিধং ফলম্ ।
 দাম্ভ্যমি সৰ্বলোকেভ্যো মনোহরীষ্টোজ্ঞানেকশঃ ॥
 যদা দুঃখং ভবেৎ তত্র পূজিতে দুঃখনাশনম্ ॥ ১১
 ইতি দম্বা হরস্তম্যৈ বরানস্তানেকশঃ ।
 উবাচ বচনং দেবো বিষ্ণবে প্রভবিষ্যবে ॥ ১২
 অয়ং ব্রহ্মা তথা কৰ্ত্তা সৃষ্টেঃ কার্যং নিরন্তরম্ ।
 পালয় ত্বং সদা দেব যন্তুক্রিং পরমাং কুরু ॥ ১৩
 ইত্যুক্তো তু পুনস্তম্যৈ পূজাবিধিমনা ভম্ ।
 যেন বৈ পূজিতঃ শত্ৰুঃ ফলং যচ্ছত্যানেকশঃ ॥ ১৪
 তদহং কথয়িষ্যামি সৰ্বপাপহরং পরম্ ।
 ততঃ সৰ্বময়ং দেবং বিষ্ণুরূপং মহেশ্বরম্ ॥ ১৫
 অনন্তং নিষ্কলং দেবমুগ্ধজুঃসামরূপিণম্ ।
 সৰ্গ-স্থিতি-লয়ানাং হি কৰ্ত্তারং পরমেশ্বরম্ ।
 তুষ্টাব পুনরিষ্টাভির্বাগ্ভির্বরদমীশ্বরম্ ॥ ১৬

আমার এই লিঙ্গই সৰ্বদ পূজ্য এবং
 আমার ধ্যানও এইরূপ । এক্ষণে তুমি আমার
 ষাটশ স্বরূপ দেখিতেছ, এই রূপবহি সৰ্বদা ধ্যান
 করিবে । এই লিঙ্গরূপে আমার পূজা করিলে
 আমি প্রসন্ন হইয়া সকল লোককে বারংবার
 সকল প্রকার অভীষ্ট ফল দান করি । ১—১০ ।
 অধিক কি বলিব, যখন যখন মনুষ্য দুঃখ প্রাপ্ত
 হইবে, তখন তখন এই লিঙ্গের পূজা করিলে
 সকল প্রকার দুঃখ বিনষ্ট হইবে । ভগবান হর
 সেই প্রভাবশালী বিষ্ণুকে ইহা এবং অত্যন্ত
 অনেক প্রকার বর দান করিয়া পুনর্বার এই কথা
 বলিলেন, “এই ব্রহ্মা নিরন্তর সৃষ্টির কার্য করি-
 কেন এবং হে দেব ! তুমি আমাতে পশ্চম ভক্তি
 করত সৰ্বদা ইহার পালন করিবে ।” এই কথা
 বলিয়া মহাদেব বিষ্ণুকে সেই মঙ্গলকর পূজাবিধি
 প্রদান করিলেন । তদনুসারে পূজা করিলে, শত্ৰু
 অনেক প্রকার ফল প্রদান করেন । আমি পরে
 সেই সমুদয় পাপনাশক পূজাবিধির কথা বলিব ।
 অনন্তর বিষ্ণু সেই অনন্ত, নিষ্কল, মুগ্ধজুঃসাম-
 রূপী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সৰ্বময় বরদ পরমেশ-
 বর মহেশ্বরকে ইষ্টবাক্য দ্বারা স্তব করিতে লাগি-

হরিরুবাচ ।

একাক্ষরায় দেবায় অকারায়াম্বরূপিণে ।
 উকারাদিদেবায় বিদ্যারূপায় তে নমঃ ॥ ১৭
 তৃতীয়ায় মকারায় শিবায় পরমাত্মনে ।
 জলায় জলজাপ্যায় নমস্তে জলশায়িনে ॥ ১৮
 চিত্তায় চিত্তিরূপায় স্মৃতিরূপায় তে নমঃ ।
 জ্ঞানায় জ্ঞানগন্যায় নমস্তে পবমাত্মনে ॥ ১৯
 হিরণ্যবাহুবে তুভ্যং নমস্তে হেমবেত্তসে ।
 কপালিনে নমস্তেভ্যং নগাস্ত্রভরণায় চ ॥ ২০
 কৃষাকপায়ে শর্করায় কত্রো হত্রো নমো নমঃ ।
 শিবায় শিবরূপায় ব্যাপিনে বোমব্যাপিনে ॥ ২১
 নমো নিবীনাং পতয়ে লিঙ্গিনে লিঙ্গরূপিণে
 তেজসে তেজসাং ভক্তে নমস্তে সৰ্বরূপিণে ॥ ২২
 শাস্ত্রতয় বরিষ্ঠায় বারিগর্ভায় যোগিনে
 দ্বিতয় সামগেদায় আবয়োর শ্রবর্চসে ॥ ২৩
 আত্মনে কৃষয়ে তুভ্যং স্যামিনে বিষ্ণবে নমঃ ।
 ওঙ্কারায় নমস্তেভ্যং সৰ্বভায় নমো নমঃ ॥ ২৪

লেন । হরি বলিলেন, একাক্ষররূপ, অকার ও
 উকার রূপ, আত্মরূপী এবং বিদ্যারূপী আদি-
 দেব আপনাকে নমস্কার । তৃতীয় মকাররূপ
 পরমাত্মা, জলরূপী জল দ্বারা পূজ্য, জলশায়ী
 আপনাকে নমস্কার করি । আপনি চিত্তরূপ
 অঙ্কুররূপ, স্মৃতিরূপ, জ্ঞানরূপ
 পবমাত্ম এবং জ্ঞানগন্য, আপনাকে নমস্কার
 করি । আপনি হিরণ্যবাহু এবং হিরণ্যারেত
 আপনাকে নমস্কার । আপনি কপালী এবং
 নগাস্ত্রভরণ, আপনাকে নমস্কার করি । ১১—২০
 আপনি কৃষাকপি, শর্কর, কত্রো, হত্রো, শিব,
 শিবরূপ, সৰ্বব্যাপী এবং বোমব্যাপী, আপ-
 নাকে বারংবার নমস্কার করি । আপনি
 নিবিসমূহের পতি, লিঙ্গী, লিঙ্গরূপী ; আপনি
 তেজঃরূপ, তেজের আধার এবং সৰ্বরূপী,
 আপনাকে নমস্কার । আপনি শাস্ত্রত, বরিষ্ঠ, বারি-
 গর্ভ এবং যোগী । আপনি ত্রিকালস্থায়ী, সাম-
 বেদে গের এবং আমাদের দুজনের ব্রহ্মবর্চসের
 স্বরূপ । আপনি আত্মা, কৃষি, স্যামী ও বিষ্ণু ;
 আপনি ওঙ্কাররূপী এবং সৰ্বভূত, আপনাকে নম-

বিররামেতি তং স্বর্গা ব্রহ্মণা সহিতো হরিঃ ।
ইদং স্তোত্রং পরং পুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২৫ ॥
যঃ পঠেচ্ছুয়াৎপি আবয়েদ্বা দ্বিজোত্তমান ।
স যতি ব্রহ্মণো লোকং পাপকর্ম্মরতোহপি সন ॥
কল্যাণং বর্জতে তচ্চ শুক্লপক্ষে যথা শনী ।
সর্বপাপবিশুদ্ধার্থং বিমুনা পরিভাষিতম্ ॥ ২৭ ॥
সুত উবাচ ।

অথোবাচ মহাদেবঃ প্রীতোহহং পুরসক্তমো ।
পশ্যতং মাং মহাদেবং ভয়ং সর্বং প্রমুচ্যতাম্ ॥
যুবাং প্রস্তুতো প্রকৃতেমদিচ্ছামি মহাবলো ।
ময়া কপং ত্রিধা ত্রিণং নিঙ্গণং সঙ্গীকৃতম্ ॥ ২৯ ॥
অনং মে দক্ষিণে পার্শ্বে ব্রহ্ম লোকপিতামহঃ ।
বামপার্শ্বে চ মে বিষ্ণুঃ স্বয়ং হৃদয়ে পরঃ ॥ ৩০ ॥
প্রীতোহহং যুবয়োঃ সমাপ্রবদ্য দদি যদাপ্সিতম্ ।
এবমুক্তা তু মাং বিষ্ণুঃ কল্যাণং পবনেশ্বরঃ ॥

কাল।" বিষ্ণু ব্রহ্মণ সহিত এইরূপে স্তব কবিতা
বিতত হইলেন। এই পরম পবিত্র সর্বপাপ-
বিনাশন স্তোত্র যে পঠি করে, শ্রবণ করে, অথবা
ব্রহ্মণদিগকে কলন বসে শ্রবণ পাপকর্ম্মরত হই-
লও ব্রহ্মলোকে গমন করে। শুক্লপক্ষে যে রূপ
চন্দ্রের রুদ্ধি হয়, সেইরূপ তাহার কল্যাণ প্রত্যহ
রুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই স্তোত্র সর্ববিধ পাপের
বিশুদ্ধির হেতু বিষ্ণু কর্তৃক কথিত হইয়াছে।
সুত বলিলেন, অনন্তর মহাদেব আবার বলিলেন,
"হে যুবকগণ! আমি তোমাদিগের উপর
প্রীত হইয়াছি। মহাদেব স্বরূপ আমাকে দর্শন
কর এবং সকল প্রকার ভব পরিত্যাগ কর। হে
মহাবল দেবদত্ত। তোমরা দুই জনে আমার
ইচ্ছানুসারে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছ।
আমি আমার নিঙ্গণ রূপকে তিন প্রকারে বিভক্ত
করিয়া গুণের সহিত সংযুক্ত করিয়াছি। আমার
দক্ষিণপার্শ্বে এই লোকপিতামহ ব্রহ্মা, বামপার্শ্বে
বিষ্ণু এবং হৃদয়ে পরাংপর পরমাত্মা অবস্থান
করিতেছেন। আমি তোমাদের হৃদয়ের উপর
যতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমরা যাহা ইচ্ছা
করিলে, সেই বর প্রদান করিব।" নয়ানিধি
হেষ্কর এই কথা বলিয়া আমাকে এবং বিষ্ণুকে

পশ্চর্ণ সুশুভাত্ম্যাক ঘৃণয়া স ঘৃণনিধিঃ ॥ ৩১ ॥
ততঃ প্রহৃষ্টমনসা প্রণিপত্য মহেশ্বরম্ ।
প্রাহ নারায়ণো নাথং লিঙ্গস্থং লিঙ্গবর্জিতম্ ॥ ৩২ ॥
যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না যদি দেয়ো বরদয়া ।
ভক্তির্ভবতু নো নিত্যং ত্বয়ি চাব্যভিচারিণী ॥ ৩৩ ॥
দেবঃ প্রগম্বদনে। ভূয়োবাচ মহামুনে ।
কার্যার্থং নিম্নিতো দেবো নাদেয়ং বিদ্যাতে মম ॥
জানুভ্যামবনীং গতা মুনে নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
প্রণিপত্য চ বিবেশং প্রাহ মন্দতরং শনী ॥ ৩৫ ॥
আবরোদেবদেবেশ বিবাদমপি শোভনম্ ।
ইহাগতো ভবান্ বস্মাদ্বিবাদশমনায় নো ॥ ৩৬ ॥
তচ্চ উবচনং শ্রুত্বা পুনঃ প্রাহ হরে। হরিম্ ।
প্রণিপত্য স্থিতং মূর্ত্তা কৃতাজলিপুটে সুরন ॥ ৩৭ ॥
মহেশ্বর উবাচ ।

মদি ভক্তির্ভূতী ভূয়াদ্যুবয়োবভ্যনুচ্চয়া ।
পার্থিবাতৈব নৃতিং বিধায় কুরুতং ধুবাম্ ।

আপনার শুভ করছন দ্বারা স্পর্শ করিলেন।
৩১—৩৩। অনন্তর নারায়ণ প্রহৃষ্টাশ্রুতকরণে সেই
নিবাকের লিঙ্গস্থ জগৎস্বামী পরমেশ্বরকে প্রণাম
করিয়া বলিলেন, "যদি আমার উপর আপনার
প্রীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেইজন্য যদি
বরদান করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে এই
বর প্রদান করুন যে, আপনাতে নিত্য অব্যভি-
চারিণী ভক্তি হউক।" হে মহামুনে! তখন
মহাদেব প্রগম্বদনে ব্রহ্মাদিগকে বলিলেন, "হে
দেবদত্ত। তোমরা দুজনে আমার কার্যের জন্য
নিম্নিত হইয়াছ। তোমাদিগকে অশেষ কিছুই
নাই।" হে মুনে। স্বয়ং বলী নারায়ণ জানুধর
ভূমির উপর স্থাপিত করিয়া প্রণামপূর্ব্বক মূর্ত্তকে
শিরকে বলিতে লাগিলেন, "হে দেবদত্ত পরমেশ-
্বর! আমাদের বিবাদও মঙ্গলজনক; যেহেতু
আমাদের বিবাদ উপশমের নিমিত্ত আপনি স্বয়ং
এ স্থানে আগমন করিয়াছেন।" তাহার সেই
বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাদেব, পুনর্বার সেই নত-
মস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাজলিপুটে অবস্থিত
বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া বলিলেন, "আমাতে তোমা-
দের দুজনের দৃঢ়ভক্তি হউক এবং হে প্রাক্কথ্য!"

সেবাঞ্চ বিধিবঃ প্রাজ্ঞো কৃত্বা মুখমবাপ্যথঃ ॥ ৩৮
উপদিষ্টা বিধানেনঃ সিন ধর্ম্মান দ্বঃখহরো হবঃ ।
দদৌ বরাননেকাঃ চ তয়োহিতচিকীর্ষয়া ॥ ৩৯
ব্রহ্মন্ সৃষ্টিং কুরু ত্বং হি মদাজ্ঞাপরিপালকঃ ।
বংস কংস হরে ত্বঞ্চ পালয়স্ব চরাচরম্ ॥ ৪০
ব্রহ্মাভিন্নো হহং বিষ্ণো ব্রহ্মবিষ্ণুহরাখ্যয়া ।
সর্গরক্ষণায় গুণৈর্নিকলোহয়ং সদা হরে ॥ ৪১
মদ্রূপং পরমং ব্রহ্মরূপীদৃশং ভবদস্তুতঃ ।
প্রকটীভবিতা লোকে নান্না রুদ্রঃ প্রকৌত্বিতঃ ॥ ৪২
মদংশাং তন্তু সামর্থ্যমূনং নৈব ভবিষ্যতি ।
যোহয়ং মোহয়ং ন ভেদোহস্তি পূজাবিধিবিধানতঃ
যথা চ জ্যোতিষঃ সঙ্গাচ্ছলাদেঃ স্পর্শতা ন বৈ ।
তথা মমাগুণত্রয়পি সংযোগাদকনং ন হি ॥ ৪৩
শিবরূপং মমৈতচ্চ কদাচাপি শিববং সদা ।

ন তত্র পবভেদো বৈ কত্বাঃ মহামুনে ॥ ৪৪
বস্তুতে হোকধা ভিন্নং রূপং মে ত্রিজগদুত ।
সুবর্ণস্ত যথৈকস্ত বস্তুত্বং নৈব গচ্ছতি ॥ ৪৫
অলঙ্কারে কৃতে দেব নামভেদো ন বস্তুত্বাৎ ।
কারণশ্চৈব কার্যো চ নিদানঞ্চ নিদর্শনম্ ॥ ৪৬
যথৈকস্ত মৃদে ভেদে নানি পাত্রে ন বস্তুত্বাৎ ।
যথৈকস্ত সমুদ্রস্ত বিকারো নৈব বস্তুত্বাৎ ॥ ৪৭
এবং জ্ঞাত্বা ভবদ্রূপাঞ্চ ন দৃশ্যং ভেদকারণম্ ।
বস্তুত্বং সর্বদৃশ্যঞ্চ শিবরূপং মতং মম ॥ ৪৮
অহং ভবানয়কৈব রুদ্রোহয়ং যো ভবিষ্যতি ।
একং রূপং ন ভেদোহস্তি ভেদে চ ব্রহ্মনং ভবে
তথাপীহ মদীয়ং বৈ শিবরূপং সনাতনম্ ।
মূলভূতং সদা প্রোক্তং সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্ ॥ ৪৯
এবং ধ্যানং সদা যোয্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা ওয়া ।
নিশেষোহত্র কথং লভ্যচ্ছ যতঃ কথ্যতে ময়া ।

আমার আজ্ঞাক্রমে তোমরা দুজনে আমার পার্থিব
মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া সেবা কর, তাহা হইলে মুখ
প্রাপ্ত হইবে।" দুঃখহর মহাদেব এইরূপ
পূজাবিধানে ধর্ম্ম সকল উপদেশ করিয়া, ইহাদেব
দুজনের হিতৈচ্ছায় অনেক প্রকার বর প্রদান
করিলেন। (বলিলেন) "হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার
আজ্ঞা প্রতিপালন করত সৃষ্টিকার্য্য নিরূপিত কর
এবং হে বংস বিষ্ণো! তুমি এই চরাচর জগৎ
প্রতিপালন কর ৩৯—৪০। হে হরে! (আমি
স্বভাবতঃ নির্গুণ হইয়াও সৃজন, পালন এবং
সংহারকার্য্য বশতঃ ব্রহ্ম, বিষ্ণু এবং হর নামে
তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছি।) হে ব্রহ্মন্!
আমার পরমরূপ এতদৃশ হইলেও আমার অঙ্গ
হইতে লোকে রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ আর একটা
দেব উৎপন্ন হইবেন এবং আমার অংশ হইতে
উৎপত্তি হওয়ায় তাঁহার সামর্থ্য কোনরূপে ন্যূন
হইবে না। সেই রুদ্র এবং আমি একই; যেমন
জ্বলাদির সংস্পর্গে জ্যোতির্ভূয় পদার্থের কোন
বলক্ষণ্য হয় না, সেইরূপ আমাদেরও কোন
ভেদ নাই। পূজাদির একমুখই বিধান। আমি
নির্গুণ হইলেও সংযোগ বশতঃ আমার ব্রহ্ম নাই।
আমার এই—রূপ শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় রুদ্রও
সর্বদা শিবত্ব ল্য নির্গুণ।) হে মহামুনে! শিব

এবং রুদ্র অত্যন্ত ভেদবুদ্ধি কত্বা না
শিব বলিয়াছেন, "এই ত্রিজগতে আমার এক
রূপ, বাস্তবিক অভিন্ন। যেমন অলঙ্কার নির্মা
করিলে উহা হইতে সুবর্ণের ধর্ম্ম অপগত হ
না, সেইরূপ হে দেব! শিবরূপাদি নামভে
দাত্মক বস্তুত্ব কোন ভেদ নাই। এই জগতে
কারণকেই কার্য্যরূপে অবস্থান করিতে দেখ
যাও, নৃত্তিকানির্মিত নানাবিধ পাত্রে কেবল
নামভেদই লক্ষিত হয়, বস্তুতঃ সকল পাত্রে
নৃত্তিকার একই রূপ; যেমন এক সমুদ্রেব নানা
বিধ কেন্দ্ররূপাদি বিকার লক্ষিত হয়, বাস্তবিক
সমুদ্র একই। অতএব তোমরা দুজনে এই তত্ত্ব
অবগত হইবা কিঞ্চিন্মাত্র ভেদের কারণ কর
করিও না। বস্তুতঃ দৃশ্যপদার্থ মাত্রই আমার
এই শিবরূপ স্বরূপ। আমি, তুমি (বিষ্ণু),
এই ব্রহ্মা এবং রুদ্র নামে যিনি উৎপন্ন হইবেন,
এই সকলই একরূপ, ইহাদের মধ্যে কোন
নাই, ভেদ হইলে ব্রহ্ম নাইত ৪১—৪২
তথাপি এই জগতে আমার শিবরূপ সনাতন
সকলের মূলস্বরূপ সর্বদা কথিত হয়। উহা স
জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ। হে বিষ্ণো! এই
চিন্তা করিও তুমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া সর্ব

ভবন্তৌ প্রকৃতেজ্জাতৌ নাযং বৈ প্রকৃতেঃ পুনঃ ।
 দাদাত্তা জায়তেহপাত্র ব্রহ্মণো ভূকুটেরহম্ ॥ ৫৩
 ঙ্গেণপি চ যঃ প্রোক্তস্তামসঃ প্রাকৃতো হরে ।
 বকারিক্ষণং বিজ্ঞেয়ো যোহহঙ্কার উদাজগতঃ ॥ ৫৪
 তামতো বস্তুতো নৈব তামসঃ পরিচক্ষতে ।
 এতস্মাৎ কারণাদব্রহ্মণ করণীয়মিদং ত্বয়া ॥ ৫৫
 নমোহহং সর্বভূতেশ্ব পালয়েনং পিতামহ ।
 এতস্মাৎ প্রকৃতেলক্ষ্মীহোতদংশা ভবিষ্যতি ॥ ৫৬
 ব্রহ্মণী চ তদংশা চ মহাকালী তদংশিকা ।
 ভবিষ্যতি পরা ননং কার্যার্থেনেকতাং গতা ॥ ৫৭
 ঙ্গে লক্ষ্মীমুপাশ্রিতা কার্যং কর্তুমিহাতিসি ।
 ব্রহ্মণ ইদং স্বরাসং দেবীঃ কর্তুঃ কার্যমনন্তকম্ ॥ ৫৮
 মহা কালীঃ সমাশ্রিতা করিষ্যে কার্যানন্তমম্ ।

এই রূপের ধ্যান করিলে এই বিষয়ে বিশেষ
 জ্ঞান করিতে হইবে, তথা আমি বলিতেছি,
 শ্রবণ কর। (তোমরা দুজনে প্রকৃতি হইতে
 উৎপন্ন হইয়াছ; রুদ্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন
 হইয়াছ, রুদ্রের উৎপত্তি বিষয়ে আমার আজ্ঞাই
 প্রধান। আমি ব্রহ্মের অকুটিপ্রভাবে রুদ্রকে
 উৎপাদন করি। হে হরে! ঐ রুদ্র গণবান্ধব
 মাগেও তামস-প্রাকৃত অর্থাৎ তমোগুণ-প্রধান
 লিঙ্গ উক্ত হইয়াছেন এবং তদংশ তমোগুণময়
 প্রকৃতির সঙ্গ থাকায়, তিনি বৈকালিক অহঙ্কার
 নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি নমস্বত্রে
 তামস, বহুতঃ পিওতের দ্বারাকৈ তামস বলেন
 যা। এই নিমিত্ত হে ব্রহ্মণ! তুমি বক্ষ্যমাণ
 কাৰ্য্য করিবে। আমি সকল ভূতই একরূপ,
 যতএব হে পিতামহ! তুমি আমার অংশ স্বরূপ
 রুদ্রের যথোচিত সম্মান কর। এই প্রকৃতির
 অংশভূতা লক্ষ্মী উৎপন্ন হইবেন এবং এই
 প্রকৃতির অপর দুইটী অংশ যথাক্রমে ব্রহ্মণী
 ও মহাকালী নামে জগৎগ্রহণ করিবেন। এই
 লি প্রকৃতি (এক হইয়াও) নিঃসন্দেহ জগৎ-
 ধর্মের জগৎ অনেক প্রাপ্ত হইবেন। হে
 ব্রহ্মণ! তুমি উভ্যদের মধ্যে লক্ষ্মীকে আশ্রয়
 করিয়া জগতের কার্য্য করিবে এবং হে ব্রহ্মণ!
 তুমিও সবদেবী দেবীকে আশ্রয় করিষ্য। জ্ঞানসংহিতা

চতুর্লব্ধময়ং লোকং তং সংখ্যেয়াশ্রমে ব্রবম্ ॥ ৫৯
 তদন্যোবিবিধৈঃ কার্য্যৈঃ কৃত্বা সুখমবাপ্যথ ।
 জ্ঞান-বিজ্ঞানসংযুক্তা লোকানাং হিতকারকাঃ ॥ ৬০
 মূর্ত্তিদোহত্র ভবানদ্য ভব লোকে সনাতন ।
 মদর্শনে ফলং যদৈ তদেব তব দর্শনে ॥ ৬১
 মমৈব হৃদয়ে বিমূর্ত্তিবাক্যে হৃদয়ে * হাহম্ ।
 উভয়োরন্তরং যো বৈ ন জানাতি মতো মম ॥ ৬২
 ইদং লিঙ্গং সদা পূজ্য ভবদ্ব্যং সুখহেতবে ।
 রাজতং ব্রহ্মজাতং বা ইমং বা পার্থিবং মুনৈ ॥ ৬৩
 এতস্মাচ্চ বিধেয়ং ব্রহ্মভা ন মতো মম ।
 এবমুক্তা স ভগবান্ধবৈবাত্তবদীয়ত ॥ ৬৪
 তদাপ্রভৃতি লোকেহুদ্বিন লিঙ্গে পূজাবিধিঃ স্মৃতঃ
 লিঙ্গং দেবী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষান্ধেহরঃ ॥ ৬৫
 যদু লিঙ্গসমীপে তু কার্য্যং কিঞ্চিৎ কৰোতি চ ।

কার্য্য করিবে। আমিও কালীকে আশ্রয় করিষ্য।
 জগতের হিতকর কার্য্য সকল করিব।
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্লব্ধপূর্ণ
 লোক, ব্রহ্মচর্যাঙ্গি চারি আশ্রম এবং আরও
 দুইটি হই ও শিষ্টপালন প্রভৃতি কার্য্য সকল
 করিষ্য। তোমরা সুখ প্রাপ্ত হইবে। তোমরা
 জ্ঞান এবং বিজ্ঞানে পূর্ণ হইয়া, লোক-
 ধর্মের হিত অমুষ্ঠান কর। ৫১—৬০। বিশেষ হে
 সনাতন বিদ্যা! তুমি অদ্য ইহলোকে মূর্ত্তিপ্রদ
 হও। আমার দর্শনে যে ফল, তোমার দর্শনেও
 সেই ফল হইবে। আমার হৃদয়ে এবং বিদ্যুৎ
 হৃদয়ে আমি বাস করি। যে ব্যক্তি এই উভয়ের
 ভেদ ন জানে, সেই আমার প্রিয় হয়। তোমরা
 দুজনে সুখের নিমিত্ত সকল এই লিঙ্গ—ব্রহ্মত,
 বহু, সুবর্ণ বা মৃত্তিকা দ্বারা নির্মাণ করিয়া পূজা
 করিবে। ইহা তিন অরূপ বিদ্যার প্রিয় নয়।
 সেই ভগবান্ মহাদেব এই কথা বলিল সেই
 স্থানেই অর্চিত হইলেন। * সেই অবধি
 ইহলোকে লিঙ্গ-পূজাবিধির প্রতি হইয়াছে
 লিঙ্গই দেবী ও মহাদেবী স্বরূপ এবং লিঙ্গই
 সাক্ষাৎ মহেশ্বর। হে মহামুন! ঐ লিঙ্গ

তংকলস্ত চ সংখ্যাতুং ন শক্যমি মহামুনে ॥ ৬৬
 যন্ত লিঙ্গসমাখ্যানং পঠতে শিবসন্নিধৌ ।
 যম্মাসাচ্ছিবরূপো বৈ নাত্ৰ কার্য্যো বিচারণা ॥ ৬৭
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং
 শিবোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুর্থো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোদধ্যায়ঃ ।

ঋষি উচুঃ ।

সূত সূত মহাভাগ লিঙ্গোৎপত্তিঃ শ্রুতা শুভা ।
 শ্রুত্বা যন্তাঃ প্রভাবেন দুঃখনাশো ভবেদিহ ॥ ১
 তদন্তরে চ যজ্ঞাতং মহাস্ম্যাক শিবস্ত চ ।
 সৃষ্টৈকৈব প্রকারস্ত কথং তং বিশেষতঃ ॥ ২

সূত উবাচ ।

সম্যক্ পৃষ্টং ভবন্তি চ যজ্ঞাতং তদনন্তরম্ ।
 কথয়িষ্যামি সংক্ষেপাদ্যথাপূর্ব্বং শ্রুতং ময়া ॥ ৩

যংকিঞ্চিৎ ধর্ম্মকার্য্য করিলে যে ফল লাভ হয়,
 তাহার সংখ্যা করিতে আমি অশক্ত । শিবমূর্ত্তির
 সমীপে এই লিঙ্গাখ্যান ছয় মাস মাত্র পাঠ
 করিলে শিবের সারূপ্য লাভ হয়, সে বিষয়ে
 কোন তর্ক-বিতর্ক নাই । ৬১—৬৭ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত ! আমরা
 মঙ্গলময় লিঙ্গোৎপত্তি কথা শ্রবণ করিলাম ।
 ইহা শ্রবণ করিলে ইচ্ছার প্রভাবে শ্রবণকারীর
 দুঃখের অবসান হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয়
 নাই । সেই অবসরে যে কার্য্য হইয়াছিল ও
 ভগবান শিবের যেরূপ চরিত্র দৃষ্ট হইয়াছিল,
 তাহা এবং সৃষ্টির প্রকার আমাদের নিকট
 বিশেষরূপে কীর্তন কর । সূত বলিলেন, আপ-
 নারা উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; সেই অব-
 সরের ঘটনা আমি যেরূপ শুনিয়াছি তাহা

অতুহিতে তদা দেবে শিবরূপে সনাতনে ।
 ব্রহ্মণা বিখ্যাতা রূপং হংস-বারাহযোন্তদা ।
 সংহতক ততস্তাভাং যং কৃতং শ্রয়তামিতি ॥ ৪
 ঋষি উচুঃ ।
 অস্ম্যকং সংশয়ং তাবৎ ত্বং নাশয়িতুমর্হসি ।
 হংস-বারাহয়ো রূপং তাভ্যাকৈব যতং কথম্ ॥ ৫
 অন্যদ্রুপং বিহায়েব কিমত্র কারণং বদ ।
 ইতোতদ্বচনং শ্রুত্বা সূতঃ পৌরাণিকোহব্রবীৎ ॥ ৬
 গগনে হংসরূপস্ত গতির্ভবতি নিঃসঙ্গা ।
 হংসস্ত চ বিবেকোহস্তি জল-দুগ্ধবিভাগয়োঃ ॥ ৭
 অজ্ঞান-জ্ঞানয়োস্তদ্বৎ তদ্বিবেকায় হংসকঃ ।
 বিবেকো নৈব লভ্যঃ হতো হংসো বলীয়তে ॥ ৮
 সৃষ্টিপ্রবৃত্তিকামো বৈ কথং জ্ঞানং প্রদ্বায়তে ।
 বারাহং কারণং রূপং কল্পার্থে চ প্রকল্পিতম্ ॥ ৯

সংক্ষেপে কীর্তন করিব । শিবরূপ সনাতন দেব
 অতুহিত হইলে ব্রহ্মা হংসের রূপ এবং বিষ্ণুও
 বরাহের রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে কার্য্য করিয়া-
 ছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন । ঋষিগণ বলিলেন,
 প্রথমে তুমি আমাদের এই সংশয় অপনোদন
 কর,—কি নিমিত্ত ব্রহ্ম এবং বিষ্ণু অত্র প্রকার
 রূপ পরিত্যাগ করিয়া হংস ও বরাহের রূপ
 ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা স কারণ বল । এই
 কথা শুনিয়া সেই পুরাণজ্ঞ সূত বলিতে আরম্ভ
 করিলেন, হংস গগনে যে কেবল স্থিরভাবে গমন
 করে তাহা নহে, হংসের জল ও দুগ্ধের বিবেক
 আছে । (হংস যেমন একত্র মিশ্রিত জল
 ও দুগ্ধের বিবেকে সক্ষম) সেইরূপ এই জগতে
 বিমিশ্রভাবে দ্বিত অজ্ঞান (অবিদ্যা) ও জ্ঞান
 (বিদ্যা) এই উভয়ের তত্ত্ববিবেকের নিমিত্তই
 হংসরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং এতদিন
 পর্য্যন্ত সেই বিবেক লাভ করিতে না পারায়
 সেই হংসরূপেই পর্যটন করিতেছিলেন ।
 সৃষ্টিপ্রবৃত্তির নিমিত্তে অভিলাষ হওয়ায় যুগপৎ
 নান কার্য্যে ব্যাপ্ত হইতে হইবে, এ
 অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইতে
 পারে, এই ভাবিয়া এবং বরাহ সংজ্ঞক
 কামের প্রসিদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে বরাহরূপে

দিনঃ হি সমারভা রূপক ধৃতবান্ হরিঃ ।
 তদ্দিনঃ প্রতিকল্পো বৈ কল্পো বারাহসংজ্ঞকঃ ॥ ১০ ॥
 তদিচ্ছা বা যথা জাতা তাত্যং রূপং ধৃতং তথা ।
 নৈমাত্র বিষয়ঃ কার্যো হংস-বারাহরূপিণোঃ ॥ ১১ ॥
 প্রস্তুতঃ শ্রয়তাং তত্র ত্রৈলোক্য বিকৃতক যঃ ।
 অনন্তে নিকলে লিঙ্গে নিৰ্গুণে গুণরূপিণি * ॥ ১২ ॥
 বিধায়ে চ বরান দত্তা গুণেণ মুখ্যতাম্ ব্রজ ।
 গুণাঃ সঙ্গদগ্ধাঃ তি তেহপি সর্গে বিমোহিতাঃ ।
 তস্মাৎ হং সর্গলোকেণ মাগ্যঃ পূজ্যো ভবিষ্যসি ॥
 ব্রহ্মণ নিম্নিতে লোকে যদা তংপং প্রকাশতে ।
 তদা হং সর্গস্থানাং নশনে তংপরে ভব ॥ ১৪ ॥
 বিবিধানবতাবাং গুণীঃ কীর্তিমুত্তমাম্ ।
 বিস্তারয় হরে লোকতারণায় পরেশ্বর ॥ ১৫ ॥
 গুণরূপোহস্যাংস্কৃতো হনেন বপুষা পুনঃ ।

কারণ বিবেচনা করিয়া তাহাই গ্রহণ করিয়া
 ছিলেন। যেদিন হইতে ভাবান বিষ্ণু বরাহ-
 রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই দিনে যে করেব
 আরম্ভ হয়, তাহার নাম বরাহকল্প। ১—১০।
 অথবা পরমাত্মা শিবের ইচ্ছানুসারেই তাঁহারা
 নষ্টজনে তদ্রূপ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।
 অতএব এই হংস এবং বরাহরূপ ধারণে কোন
 প্রকার বিচারের বিষয় কিছুই নাই। অনন্তর
 নিকল নিগুণ, নিম্নলিখিত গুণরূপী হইলে,
 তাহাতে ব্রহ্ম স্বয়ং বিকৃতভাস প্রাপ্ত হইলে
 যাহা হইয়াছিল, তাহা গ্রহণ করুন; তিনি
 বিষ্ণুকে বর দিলেন, “তুমি গুণের উপর
 প্রাধান্য প্রাপ্ত হও, গুণ সঙ্গ প্রভৃতি ইহার
 সকলই শুভ, অতএব সকল লোকে তুমিই
 একমাত্র পূজ্য (চতুর্ভুজ স্বরূপ) বলিয়া পূজ্য
 হইবে। এই ব্রহ্মের সৃষ্টি লোকপরম্পরায়
 যখন হংস উপর হইবে, তখন তুমি সেই
 সকল হংসের বিনাশে তংপর হইও। হে
 হরে! তুমি লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত নানাবিধ-
 রূপ অবতীর্ণ হইয়া সংকীৰ্ত্তি বিস্তার কর।

* অনন্তং নিকলং লিঙ্গং নিৰ্গুণং গুণরূপিণি
 ইতি ঋচিঃ পাঠঃ।

কার্য্য করিষ্যে লোকানাং সর্গধা নাত্র সংশয়ঃ ॥
 মম ধ্যেয়ং ভবাংসৈশ্চ তব ধ্যেয়মহং পুনঃ ।
 আবরোহন্তরং মৈব হৃণুমাত্রং বিচারতঃ ॥ ১৭ ॥
 বস্ত্তে চাপ্যনেকতঃ চরতোহপি তথৈব চ ।
 মন্ত্তে যো নরো ভূত্বা তব নিন্দাং করিষ্যতি ॥ ১৮ ॥
 তস্মাহং সকলং পূজ্যং ভূমীকৃত্যাবিশেষতঃ ।
 নরকে পাতয়িষ্যামি ভূদায়াং পুরুষোত্তম ॥ ১৯ ॥
 লোকেহস্মিন ভুক্তিদো নৃণাং মূর্ত্তিদো বিশেষতঃ
 ধোয়ঃ পূজ্যো সর্গেষাং নিগ্রহাঙ্কগ্রহং কুরু ॥ ২০ ॥
 ইতু কু। চৈব ব্রহ্মাণং হস্তে ধৃত্বা স্বয়ং হরিম্ ।
 কথ্যামাস দৃষ্টবসু মহাগো ভব সর্গদা ॥ ২১ ॥
 নন্দাধ্যক্ষ দেবেভ্য ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ ।
 ভব হং সর্গদা শ্রেষ্ঠঃ সর্গকার্য্যপ্রদায়কঃ ॥ ২২ ॥
 সর্গেষাং প্রাণরূপো ভব ইক মমাজ্ঞয়া ।
 ত্বাক সমাশ্রিতা যে বৈ মামেব সমুপাশ্রিতাঃ ॥ ২৩ ॥

আমার গুণময়রূপ কদ। আমি এই কদ-
 শরীরে জগতের হিতকর কার্য্য সকল করিব, সে
 বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তুমিই আমার
 ধোয় হইবে এবং আমিই তোমার ধোয় হইব।
 বিচার করিলে আমাদের দুজনের অণুমাাত্র
 প্রভেদ নাই বস্তুতঃ এক হইয়াও তুমি বহু
 অনেক (ভেদ) প্রাপ্ত হইয়াছ মন্ত্র। অতএব
 যে মনুষ্য আমার ভক্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ
 করিয়া তোমার নিন্দা করিবে; সেই পাপে
 আমি তাহার মনুষ্য পূজা একেবারে ভূমীভূত
 করিব তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিব। তুমি
 এই লোকে মনুষ্যাদিগণ ভুক্তি এবং বিশেষ
 করিয়া মূর্ত্তিপ্রদ, ধোয় ও পূজ্য। তুমিই
 সকলের নিগ্রহ ও অনুরোধের বিধান কর ॥
 ১১—২০। তিনি উক্ত প্রকারে বিষ্ণুকে বর দান
 করিয়া পরে ব্রহ্মাকে হস্তে ধারণ করিয়া আবার
 বিষ্ণুকে বলিলেন, “সর্গদা হংসেতে সহস্র হও।
 তুমি দেবতাদিগের মধ্যে সর্গাধ্যক্ষ, ভুক্তি ও
 মূর্ত্তিপ্রদ, শ্রেষ্ঠ এবং সর্গদা সকল কার্য্যের
 সাধক হও। তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে সকলের
 লোকরূপ হও এবং যাহারা তোমার আশ্রয়
 গ্রহণ করিবে, তাহারা আমার আশ্রিত বলিয়াও

অন্তরং যচ্চ জানাতি নিরয়ে পততে ধ্রুবম্ ॥ ২৪
ইদং রূপং ত্বয়া তাবদীক্ষণীয়ং মদাজ্ঞয়া ।
যাবচ্চ ব্রহ্মণোহপ্যাহুঃ শতবর্ষমুদাহৃতম্ ॥ ২৫ -
চতুর্যুগসহস্রাণাং সমূহং দিনমুচ্যতে ।
রমিত্রিংশ তাবতীত্যস্ত মানমেতং ক্রমেণ তু ॥ ২৬
তাবৎ সৃষ্টে'শ্চ কার্য্যং বৈ কত্বব্যং বিবিধৈর্গুণৈঃ ।
গুণেষু চ ভবান্ শ্রেষ্ঠঃ সত্ত্বাত্মা পুরুষোত্তম ॥ ২৭
ইত্যেতদ্বচনং সর্বং তথোক্তোমিতি বৈ হবিঃ ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ শঙ্করপ্রিয়কামায়া ॥ ২৮

শ্রীহরিরুবাচ ।

শঙ্কর শ্রুতং মত্তঃ কৃপাসিক্তো জগৎপতে
সর্বকৈতং করিষ্যামি ভবদাজ্ঞাপরায়ণঃ ॥ ২৯
মম ধ্যেয়ঃ সদা ত্বক ভবিষ্যসি ন চাত্মনা
ভবতঃ সর্বসামর্থ্যং লব্ধকৈব পুরা ময়া ॥ ৩০
কণমাত্রমপি চ তে ধ্যানং বৈ পরমাত্মনঃ

গণ্য হইবে। যে আমাদের মধ্যে ভেদ জ্ঞান
করিবে, সে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে।
যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মার এক শত বৎসর আয়ুঃ পূর্ণ
না হইবে, সেই পর্য্যন্ত তুমিও এই রূপের দর্শন
করিবে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি
যুগ সহস্রবার পরিবর্তিত হইলে ব্রহ্মার এক
দিবস হয় এবং ঐরূপ সহস্র চারি যুগে ব্রহ্মার
এক রাত্রি। পক্ষ, মাস ও বর্ষাদির পরিমাণও
এই অনুসারে হইয়া থাকে। সেই কাল পর্য্যন্ত
তুমি বিবিধ গুণের সহায়ে সৃষ্টির কার্য্য করিবে।
হে পুরুষোত্তম! গুণবানের মধ্যে তোমারই
প্রাধান্য; কারণ তুমি সত্ত্বরূপ।" হরি এই
সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া
শঙ্করের প্রিয়কামনায় বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই
হইবে।" শ্রীহরি বলিলেন, "হে কৃপাসিক্তো
জগৎপতে শঙ্কর! আমরা নিবেদন শ্রবণ
করুন; আমি আপনার আজ্ঞানুসারে এই
সকলই করিব। আমি সর্বদা আপনার
ধ্যানে রত থাকিব, তাহার অন্যথা হইবে
না। কারণ আমি প্রথমে আপনার নিকট
হইতেই সমুদয় শক্তি লাভ করিয়াছি। ১১—১০।
হে পরমাত্মন! কখনও যেন কণমাত্রের নিমিত্ত

চেতসো দ্রুতশ্চৈব মা গচ্ছতু কদাচন ॥ ৩১
মম ভক্তঃ যো নিত্যং তব নিন্দাং করিষ্যতি ।
তস্ম বৈ নিরয়ে বাসং প্রথক্ষে নিয়তং ধ্রুবম্ ॥ ৩২
ঋন্তো যো ভবেন্নিত্যং মত্তঃ সমুদাহৃতঃ ।
এবং যো বৈ বিজানাতি তস্ম মুক্তির্ন দুর্লভা ॥ ৩৩
মহিমা চ মদীয়শ্চ বন্ধিতো ভবতঃ ধ্রুবম্ ।
কদাচিদবগণনং জায়তে ক্রমাত মিতি ॥ ৩৪
ততঃ শত্ৰুস্তুদীকং হি ত্বয়া বচনমুত্তমম্ ।
উবাচ বিষ্ণুবে বিপ্রঃ কৃৎন্যগণনং তব ॥ ৩৫
ইত্যাভ্যাহুদধে শত্ৰুঃ সর্বকল্যাণকারকঃ ।
অন্তর্হিতো তদা দেবে বহু লোকপিতামহঃ ॥ ৩৬
তদীয়ং বচনং কুর্ভু সমদানপদায়ণঃ ।
নমস্কৃত্য তদা বিষ্ণুং জ্ঞান প্রাপ্য হরেস্তদা
আনন্দং পরমং যদা সৃষ্টিং কুর্ভু মানো দধে ॥ ৩৭
বিষ্ণুশ্যপি তদা তব হৃদকানমুপাগতঃ ।
পূর্বং সৃষ্টং জনং যচ্চ ততঃ সন্নিপাতিতং ॥ ৩৮

আপনার দান আমার চিত্ত হইতে নরগামী ন
হয়। যে নিত্য আমার ভক্ত হইয়া আপনার
নিন্দা করিবে, তাকে নিশ্চয়ই আমি নিয়ত
নরকে বাস সমর্পণ করি। যে আপনার ভক্ত,
সে আমার ভক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। যে এই
তত্ত্ব জ্ঞান, তাহার পক্ষে মুক্তি দুর্লভ নয়
আপনি নিঃসন্দেহ আমার মহিমা বর্ণন করিয়া-
ছেন; যদি কখন আমি হইতে আপনার অবজ্ঞা
হয়, তবে তদা কমা করিবেন।" অনন্তর শত্ৰু
সেই বিনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি
তোমার অবজ্ঞা কমা করিব।" সকল কল্যাণ-
কারী শত্ৰু এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।
মহাদেব অন্তর্হিত হইলে, তখন লোকপিতামহ
ব্রহ্মা তাঁহার বচন প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত
বহুপরিব্রাজক হইয়া বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া ও
বিষ্ণুর নিকট হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরম
আনন্দ অনুভব করত সৃষ্টি করিবার অভিলাষ
করিলেন এবং সেই স্থানে সেই সময় বিষ্ণুও
অন্তর্হিত হইলেন। তিনি প্রথমে জন্মের সৃষ্টি
করিয়া সেই সৃষ্ট কালে অঙ্গলিপূর্ণ স্বর্বার্য্য

অতোহুগ্ৰভীষৎ তত্র চতুর্দিশশতিসংজ্ঞকম্ ।
 বিরাড্রূপমভূষিতা জড়রূপমপশ্যত ॥ ৩৯
 ততঃ সংশয়মাপন্নস্তপস্তপ যুদারূপম্ ।
 দ্বাদশাকং পুনস্তপে বিদ্যমানপরায়ণঃ ॥ ৪০
 তস্মিন্ ৬ সময়ে বিদ্যুঃ প্রাহুর্ভূতো হরিঃ স্বয়ম্ ।
 প্রসন্নোহস্মি বরং ক্রহি নাদেয়ং বিদ্যাতে তব ॥ ৪১
 ব্রহ্মোবাচ ।

যুক্তমেতম্ভারাজ দন্তোহহং শমুনা চ তে ।
 তদুক্তং যচ্চ ভগ্নং জড়ীভূতং প্রদৃশ্যতে ।
 প্রাণভূতো ভবানদা ভূতঃ চৈতন্যমাবহ ॥ ৪২
 ইত্যুক্ত চ তদা তেন শংকরাচ্চাপরায়ণঃ ।
 অনন্তরূপমাস্থায় প্রবিবেশ হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩
 সহস্রলীলা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদঃ ।
 স ভূমিঃ সর্বতঃ স্পৃষ্টা তদুত্তং ব্যাপ্তবানিতি ॥ ৪৪
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপ্রবণে জ্ঞানসংহিতায় ষষ্টি-
 নিকপণং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

নিষ্কপণ করিলেন, তাহাতে চতুর্দিশশতি-তত্ত্ব-
 ময় একটি অণু উপর হইল ব্রহ্ম স্বয়ং
 বিরাটরূপ ধারণ করিয়া সেই অণুকে ঘনো
 ভূত দেখিলেন। তখন তিনি সংশয়িতচিত্তে
 প্রতি কঠোর উপস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
 তিনি বিদ্যমানে নিমগ্ন হইয়া দ্বাদশ বৎসর
 কঠোর উপস্থাপন করিলেন। তখন বিদ্যুৎ স্বয়ং সেই
 স্থানে অবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন, আমি
 তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর;
 তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। ব্রহ্মা
 বলিলেন, "হে মহাশয়! আপনি সমুচিত বাক্যই
 বলিয়াছেন, কারণ শমু আমাকে আপনার হস্তে
 সমর্পণ করিয়াছেন। শিব যে জগৎকে কথ্য
 বলিয়াছেন, আমি উহাকে জড়রূপ দেখিতেছি;
 অতএব আপনি ইহার প্রাণরূপ হইয়া অদ্য
 ইহাতে চৈতন্যের সঞ্চার করুন।" ব্রহ্মা এই
 কথা বলিলে পব বিদ্যুৎ মহাদেয়ের আচ্ছাদ
 অনুসরণ করিয়া অনন্তরূপে সেই অণুর মধ্যে
 প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি সহস্রমস্তক,

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রায়তানুষয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
 প্রবিষ্টে বিদুনা তস্মিন্ ব্রহ্মণা সংস্তুতেনৈব ॥ ১
 সচেতনমভূৎ তচ্চ চতুর্দিশশতিসংজ্ঞিতম্ ।
 পাতলাদি সমাবৃত্য সত্যলোকাবধি স্বয়ম্ ॥ ২
 রাজতে স্ম হরিস্তত্র বৈরাজঃ পুরুষঃ প্রভুঃ ।
 সত্যং পদমুপাশ্রিত্য স্থিতোহসৌ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩
 তপোলোকং সমাস্থায় ব্রহ্মাতিষ্ঠৎ তপোধনঃ ।
 অগ্নেযু সর্বলোকেষু যথাযোগ্যমবস্থিতিঃ ॥ ৪
 ততঃ ৬ মানসাঃ পুত্রা নিম্নিতা ব্রহ্মণা পুরা ।
 তে চোদ্ধক্রেতনঃ সর্বৈ পশাদত্যানুধীন প্রভুঃ ॥ ৫
 তে বিরক্তাঃ সজ্জাতাঃ পশ্যাৎ ক্রোধমবাপ দঃ ।

সহস্রনেত্র, সহস্রচরণবিশিষ্ট একটি পুরুষাকার
 ধারণ করিয়া সর্বতোভাবে ভূমি স্পর্শপূর্বক
 সেই অণু ব্যাপ্তি রহিলেন। ৩১—৪৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—৩ শ্রেষ্ঠকবিগণ! ব্রহ্মা-
 কতক সমাক্ষেপে কৃত হইয়া বিদ্যুৎ সেই অণু
 মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যে ঘটনা হইয়াছিল, সেই
 পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করুন। সেই চতুর্দিশশতি-
 তত্ত্বসংজ্ঞক অণু বিদ্যুৎ প্রবেশে পাতল হইতে
 আরম্ভ করিয়া সত্যলোক অবধি আপনি স্বয়ং
 সচেতন হইল। সেই বিরাটপুরুষ পুরুষোত্তম
 হরি সত্যপদ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করত
 শোভা পাইয়াছিলেন। তপোনিধি ব্রহ্মা তপো-
 লোক আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতে লাগিলেন
 এবং অপর সকল লোকে যথাযোগ্য অপরাপর
 পুরুষের অবস্থান হইল। প্রথমে ব্রহ্মা কতক-
 গুলি মানস পুত্রের সৃজন করিলেন; তাহারা
 সকলে উদ্ধক্রেতা হওয়ায় অপর কৃষিদেগের সৃজন
 করিলেন। তাহারা সকলে সংসারে বিরাজী

তেনৈব রোদনং চক্রে ততঃপাতবন্ধরঃ ॥ ৬
 রোদনাক্রন্দনামেতি প্রসিদ্ধো ভগবান ভবঃ ।
 ব্রহ্মন দুঃখং কিমুৎপন্নং ক্ষোটিয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭
 ইত্যতঃশচনং শ্রুত্ব ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ।
 সাধুক্তং ত্বয়া দেব সৃষ্টৌ বিদ্বাদয়ো ভবেৎ ॥ ৮
 তথা কার্যং ত্বয়া নিত্যং সৃষ্টিঃ শ্রাদনপায়িনী ।
 ইত্যেবং বচনং শ্রুত্ব লোকানাং দুঃখহা হরঃ ॥ ৯
 বচনকোক্তবাংস্তত্র অষ্টৈঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
 অহংকৈব করিষ্যামি সৃষ্টিমেতাং সনাতনীম্ ॥ ১০
 ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণে রুদ্রো গুণরূপী হরঃ স্বয়ম্ ।
 জগাম সগণো দেবঃ কৈলাসমচলং ততঃ ॥ ১১
 ততো ব্রহ্মা স্বধীনং সপ্ত ভূগাদীন নিম্নমে তদা ।
 উৎসঙ্গান্নারদং শ্রেষ্ঠং ছায়ায়ঃ কর্দমং পুনঃ ॥ ১২
 অসুষ্ঠাক্ত তথা দক্ষমেবং দশ ক্রমেণ তু ।
 ভূগাংসৈব তথা জাতে, মরীচির্নাম ইব স্বয়িঃ ॥ ১৩

হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মা পবে ক্রোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই ক্রোধবশতঃ তিনি রোদন করিয়াছিলেন; তাহা হইতে মহাদেব উৎপন্ন হইলেন। রোদন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া সেই ভগবান মহাদেব রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি হইয়াই ব্রহ্মাকে বলিলেন, “হে ব্রহ্মন! কি দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, বল; আমি তাহা নিশ্চয় নশ করিব।” ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, হে দেব! আমার বোধ হইতেছে, সৃষ্টিতে বিঘ্ন হইবে। অতএব আপনি সেইরূপ বিধান করুন, যাহাতে সৃষ্টি বিঘ্নশূন্য হয়। লোকের দুঃখহৃত্য মহাদেব এইরূপ বাক্য প্রবণ করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া বলিলেন, আমিই এই সৃষ্টিকে চিরস্থায়িনী করিব। ১—১০। সেই রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ সুবরূপী স্বয়ং ভগবান মহাদেব ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া আপনার গণের সহিত কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, ভূগু প্রভৃতি সাত জন ঋষির সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদকে উৎসঙ্গ হইতে, কর্দমকে ছায়া হইতে এবং দক্ষকে অসুষ্ঠ হইতে “নির্মাণ করিলেন।” এইরূপ ক্রমে দশ জন

ততঃ কণ্ঠপো জজ্ঞে তেনৈব পূরিতং জগৎ ।
 ষষ্টিকণ্ঠাস্থা জাতা দক্ষাচ্চৈব মহাত্মনঃ ॥ ১৪
 ত্রয়োদশ তথা কণ্ঠাঃ কণ্ঠপায় মহাত্মনে ।
 দত্তা দক্ষেন তাঃ কণ্ঠা বিধিবদৃষিসমুদয়াঃ ॥ ১৫ •
 ততঃ প্রসৃতিভিঃপাণ্ড তাসাঞ্চ কণ্ঠপম্ভ চ ।
 দেবাঃচ দনুজাঃচৈব দেবতাঃচ বিবিধাস্থা ॥ ১৬
 বৃক্ষাঃচ পক্ষিনঃচৈব সর্পপর্বতবীকৃষাঃ ।
 প্রসৃতা দক্ষকণ্ঠাভির্বাণ্ডমেতচ্চরাচরম্ ॥ ১৭
 পাতালতলমরভা সত্যলোকাবধি প্রবম্ ।
 ব্রহ্মাণ্ডং সকলং ব্যাপ্তং শূন্যং নৈব কদাচন ॥ ১৮
 সতী নাম তথা কণ্ঠা কদম্ব চ মহাত্মনে ।
 দত্তা দক্ষেন তাঃ কণ্ঠা ভবনীতি প্রকীৰ্তিতা ॥ ১৯
 ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ কদম্বঃ গুণায়ণ উদাহৃতঃ ।
 বিষ্ণুঃ সত্ত্বং বজ্রং ব্রহ্মা তমো রুদ্র উদাহৃতঃ ॥ ২০
 তথা গুণময়ী দেবী লক্ষ্মীঃ সত্ত্বমুপাশ্রিতা ।
 রাজসী চ তথা ব্রহ্মা তমোরূপা তু মা সতী ॥ ২১

ঋষির সৃষ্টি হইল এবং ভূগু ব পর মরীচি নামে ঋষি জনপ্রসঙ্গ করিলেন। সেই মরীচি হইতে কণ্ঠপ জনপ্রসঙ্গ করিলেন; ঐ কণ্ঠপই স্বীষ সন্তান বিস্তার করিয়া ভূগুকে পূর্ণ করিলেন। মহাত্মা দক্ষ হইতে দত্তা জন কণ্ঠার উৎপত্তি হইল। হে ঋষিগণ! দক্ষ তাহার মধ্যে ইহতে ত্রৈলোক্য কণ্ঠা কণ্ঠপকে যথাবিধি অর্পণ করিলেন। অনন্তর তদাদেব এবং কণ্ঠপের সন্তানে জগৎ ব্যাপ্ত হইল। সেই সেই দক্ষ-কণ্ঠা নানাবিধ দেব, দেবতা, দনুজ, দক্ষ, পক্ষী, সর্প, পর্বত ও লতা প্রসব করিলেন এবং তাহাদের দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হইল। পাতালতল হইতে সত্যলোক পর্যন্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড কেন না কোন প্রকার সৃষ্টি বস্তুতে পূর্ণ আছে, ইহাও মধ্যে শূন্য স্থান একটীও নাই। দক্ষ সতীনন্দী কণ্ঠাকে রুদ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন; দক্ষ-কণ্ঠা সতীই ভবানী নামে কীৰ্ত্তিত হন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র এই তিন জন তিনটি গুণের স্বরূপ। তাহার মধ্যে বিষ্ণু সত্ত্বগুণের, ব্রহ্মা রাজাগুণের এবং রুদ্র তমোগুণের স্বরূপ। ১১—২০। সেইরূপ গুণময়ী দেবী

গুণরূপা মহাকালী বা বৈ রুদ্রমুপাভিতা ।
 পুনঃ পার্শ্বতী জাতা সা শিবঃ সমুপাগতা ॥ ২২
 ততো নামাশ্রনেকানি প্রাপ সা পার্শ্বতাস্বজা ।
 কালিকা চণ্ডিকা ভদ্রা চামুণ্ডা বিজয়া জয়া ॥ ২৩
 গুণমব্যাস্তথা দেব্যা দেবা গুণমযাস্তথা ।
 মিলিত্বা ত্রিবিধাং সৃষ্টিং চতুস্তে কার্যমুত্তমম্ ॥ ২৪
 ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা কথয়ন্তে মলাশয়াঃ ।
 নারদাদ্যাশ্চ যোগীন্সহ হর্ষনির্ভরমানসাঃ ॥ ২৫
 শুন্যাস্তাঃ পবনাস্তাঃ দিব্যাস্তাঃ কথাকৈব পুরাতনীম্ ।
 অপ্রাপ্য তৃপ্তিং তে সর্গে পপ্র : পুনরেন তম্ ॥

কথ্য উচুঃ ।

স্বত সর্গঃ হি জানাসি প্রতাপাশ্চ ত্বংবিদ ।
 তদ্ব্যবহৃত্যসংসৃত্য পীত্বা হবকথামুত্তমম্ ॥ ২৬
 ন তপ্যামঃ পুনস্তাক পাতুমিচ্ছামহে বহম্ ।
 প্রথমং দক্ষপুত্রী চ পশ্যাস্ত পার্শ্বতাস্বজা ॥ ২৭
 কথ্যে কলৌবেণ ভবে : পুত্রী প্রজ্ঞামহে ।

লক্ষ্মী, সত্যগুণপ্রিতা : ত্র্যম্বকী বজ্রা গুণময়ী এবং
 সেই সত্য ত্র্যম্বকগুণস্বরূপা । কহিল যে গুণ
 রূপ দেবী অত্যাশ করিয়াছিলেন, তিনি মহাকালী
 নামে প্রসিদ্ধা এবং পরে তিনি পার্শ্বতীরূপে
 জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে আশ্রয় করেন । অন-
 তর সেই পার্শ্বতাস্বজা অনেক নাম প্রাপ্ত হন ;
 যথা কালিকা, চণ্ডিকা, ভদ্রা, চামুণ্ডা, বিজয়া
 এবং জয়া । সেই গুণময়ী দেবীগণ এবং গুণ-
 ময় দেবতায় মিলিত হইয়া নানাবিধ সৃষ্টিকর
 উত্তম কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । এই
 সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই নিম্নলিখিত
 যোগীন্দ্র নারদাদি ঋষিগণের মানস হর্ষে পরিপূর্ণ
 হইয়াছিল । এই পুরাতনী অতি বিচিত্র কথা
 শ্রবণ করত তৃপ্ত লাভ না হওয়ায় তাহারা পুন-
 র্বার সেই সত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে
 সত্য! তুমি ওহর প্রভাবে এই সংসারে সকলই
 অবগত হইবাছ । তোমার মুখের সহিতে
 নেতি হরকথা কণ অমৃত পান করিয়া আমরা
 তৃপ্ত হইতেছি না ; আমরা পুনর্বার সেই কথা-
 রূপ অমৃত পান করিতে ইচ্ছা করি । দেবী
 প্রথম দক্ষপুত্রী, পরে পার্শ্বতাস্বজা হন, এক

কথং বৈ পার্শ্বতী পুণ্য। পুনঃ শিবমুপাগতা ॥ ২৯
 এতং সর্গং তথাশ্রুত্ব স তং কথিতুমর্হসি ।
 তদুত্তম্ব তদা শ্রুত্বা সূতো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩০
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং সৃষ্টি-
 নিক্রপণং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

শ্রুত্বাত্মকঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথ্যামি শুভাং কথাম্ ।
 যক্ষুঃ সাকল্য জয় ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১
 পূর্বে দক্ষস্ত রুদ্রস্ত স্পর্কা জাতা মহাত্মনাঃ ।
 ততো দক্ষঃ স্বয়ং যজ্ঞং কৃত্বান দেবনন্নিধৌ ॥ ২
 অনাহুয় তদা রুদ্রং পূর্বেকর্ষিদমবিতঃ ।

শত্রুরে বিরূপ দুই জনের পুত্রী হইলেন এবং
 বিরূপেই বা সেই পুণ্যচরিত্র পার্শ্বতী শিবকে
 আশ্রয় করেন ? এই সকল এবং শিবসম্বন্ধী
 অপরা তত্ত্ব • যাহা এ স্থলে চিহ্নিত হয় নাই,
 তাহাও তুমি আনন্দিনের নিকট কীভন কর ।
 স্বত সেই কথা শুনিয়া বলিতে আরম্ভ করি-
 লেন । ২১-৩০ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—“হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ ! আমি
 সেই সত্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ইহা
 শ্রবণ করিলে জন্ম সাকল্য হইবে, সে বিষয়ে
 কোন সন্দেহ নাই । পূর্বে দক্ষ এবং রুদ্র,
 এই দুই মহাত্মার মধ্যে পরস্পর স্পর্কা
 হয় ; সেই স্পর্কা বলতঃ দক্ষ দেবগণের
 সম্মুখে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । তিনি

* মূলে ‘স তং’ এইরূপ পাঠ আছে ; তাহার
 অর্থ ‘সেই তুমি’ । কিন্তু তাহা অপেক্ষা ‘তস্যং’
 পাঠ অধিক সঙ্গত ।

THE FAMILIAR SHAR MISHION
 INSTITUTE OF CULTURE

ততো দেবী সতীনন্দা পিত্রানাকারিতা যদা ॥ ৩
তদা গতা পুনস্তত্র নহতাপি পিতুর্গৃহে ।
প্রাপ্যাবজ্ঞাস্ত সা তত্র দেহত্যাগমথাকরোং ॥ ৪
যজ্ঞধ্বংসে তথা জাতে দেবলোকেহ ধ জীবিতে ।
রুদ্রস্তানুচরৈস্তত্র বীরভদ্রাদিকৈঃ কৃতে ॥ ৫
রুদ্রে ত্রুন্ধে কথং লোকে সুখং ভবতি সত্তমঃ ।
পশ্চাদ্রুদ্রঃ প্রসন্নোহভূদেবানাং স্তবনাদপি ॥ ৬
পূর্ববচ্চ কৃতং তেন রূপানুভবহাসনা ।
রুদ্রস্য পূজিতস্তত্র দেবৈর্দেববরস্তদা ॥ ৭
সতীদেহসমুৎপন্নো জ্ঞানো লোকভয়াবহা ।
পতিতা পর্কতে তত্র পূজিতা সুখদায়িনী ॥ ৮
জ্ঞানামুখীতি সা প্রোক্তা সর্বকামফলপ্রদা ।
ইদানীং পূজাতে লোকৈঃ সর্বকামফলাপুষে ॥ ৯
সা দেবী শৈলরাজস্ত পত্নী মেনেতি বিকৃত্য ।
পিতৃণাং মানসী কস্তা তস্তাং ভব সমাদধে ॥ ১০

কৃষ্ণিণের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে রুদ্র-
দেবকে নিমন্ত্রণ না করিয়াই ঐ যজ্ঞের অনু-
ষ্ঠান করেন, সতীদেবীও পিতা কর্তৃক অহুতা হন
নাই । কিন্তু সেই সতীদেবী অনহুতা হইয়াই
পিতৃগৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে
অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া আপনার দেহ ত্যাগ
করিয়াছিলেন । তখন বীরভদ্র প্রভৃতি রুদ্রের
অনুচর সমুদয় যজ্ঞের ধ্বংস করিয়া পরে দম্ব-
পরবশ হইয়া দেবগণকে পুনর্কার জীবিত করিয়া-
ছিল । হে সাধুগণ ! রুদ্র ত্রুন্ধ হইলে কিরূপে
সুখ হইবে ? কিন্তু দেবগণের স্তরে সেই রুদ্র
পরে প্রসন্ন হইয়াছিলেন । মহাত্মা রুদ্র রূপানু-
ভব বলিয়া পুনর্কার যজ্ঞের পূর্ত্য করিয়া-
ছিলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠ রুদ্রও তৎকালে দেবগণ
কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন । তৎকালে সতীদেহ
হইতে সর্বলোকভয়প্রদ একুটী জ্ঞানো উৎপন্ন
হইয়া ঐ পর্কতে পতিতা হইয়াছিল ; উহার পূজা
করিলে সুখ হয় । সেই অখিল কাম-ফল-
প্রদায়িনী জ্ঞান, জ্ঞানামুখী নামে প্রসিদ্ধি লাভ
করেন । অদ্যাপি লোক সকল সর্বপ্রকার কাম-
ফল-প্রাপ্তির নিমিত্ত ঐ জ্ঞানার পূজা করেন ।
পিতৃদিগের মানসী কস্তা মেনা নামে যে শৈলরাজ

ততঃ পার্কতী নাম প্রসিদ্ধমভিযং তদা ।
সা পুনঃ শিবমারাধা ভক্তারং শিবমাত্রিতা ।
ভক্তাং সর্বলোকানাং ফলং যচ্ছত্যনেকশঃ ॥
এতং সর্বং সমাখ্যাতং যং পৃষ্ঠোহহং পুরাতন
যচ্ছত্বা সর্বপাপোভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
ইতি ক্রত্বা বচস্তস্মৈ নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ।
পত্রং কথয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ :
কথয় উচুঃ ।
সত্য সত্য মহাভাগ কথং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
ক্রত্বা তু তুম্বাদেব ন তপ্তাঃ হো বয়ং প্রোভা ।
পুনঃ কথয় তং সর্বং শিবমারাধনক্রমম্ ।
যং যং বিধিঃ প্রোভো যেনৈব রাধিতঃ শিবঃ ॥
প্রসন্নেন শিবেনৈব কঠৈঃ দত্তং ফলস্তং যং ।
পার্কত্যাং তপতীং ব বিবাহং তথানঘ ॥ ১৬
ত্রিপুরায় বধতীং ব জ্যোতির্লিঙ্গসমুদ্ভবঃ ।
জ্যোতির্লিঙ্গানি কতিধা কিং তেষাং দর্শনে ফলম্

হিমালয়ের পত্নী ছিলেন, উহার গর্ভে সেই সতী-
পুনর্কারে জন্মগ্রহণ করেন । ১—১০ । পর্কতের
কথা বলিয়া উহার 'পার্কতী' এই নাম প্রসিদ্ধ
হয় এবং তিনি শিবের আরাধনা করিয়া পুনর্কার
শিবকেই ভক্তরূপে প্রাপ্ত হন । তিনি ভক্ত-
দিগকে অনেক প্রকার ফল প্রদান করেন
আমাকে আপনার যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই
পুরাতন কথা সকলই বল হইল । ইহা শ্রবণ
করিলে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি হয়, যে
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । নৈমিষারণ্য-নিবাসী
কৃষ্ণিগণের স্তরে এই কথা শ্রবণ করিয়া, এই
পাপনাশিনী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ
সত্য ! তোমার মুখ হইতে পাপনাশিনী কথা শ্রবণ
করিয়া, আমরা শুণ্ড হইতেছি না, অতএব শিবের
আরাধনক্রমে পুনর্কার আমাদের নিকট কীর্তন
কর । শিবের আরাধনা বিষয়ে যে সকল বিধি
উক্ত হইয়াছে, যে বিধি অনুসারে শিব আরাধিত
হইয়াছেন এবং শিব প্রসন্ন হইয়া যাহাকে যেরূপ
ফল দান করিয়াছেন, পার্কতীর তপস্তা ও বিবাহ,
ত্রিপুরায়ের বধ, জ্যোতির্লিঙ্গের উৎপত্তি,
জ্যোতির্লিঙ্গ কতপ্রকার, তাঁহাদের দর্শনে কি ফল,

ব্রাহ্মণৈঃ ক্রতিয়ৈর্বৈশ্ণোঃ শূদ্রৈর্বা শত্ৰুপূজনম্ ।
কথা কাৰ্য্যং তথা কহি যথা বাসমুখাঙ্কুতম্ ॥ ১৮
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং বচনং ক্রতিসম্মতম্ ।
উবাচ সকলং তত্র প্রশস্তানুক্রমেণ তু ॥ ১৯
সূত উবাচ ।

সমাক্ পৃষ্টং ভবন্তি ৩ যদ্রহস্যং মুনীশ্বরঃ ।
তদ্যঃ কথয়াম্যস্মি যথাবুদ্ধি যথাক্রমম্ ॥ ২০
ভবন্তি পৃচ্ছাতে যদ্যং তথা বাসেন বৈ পুরা ।
পৃষ্টং সনঃ কুমারায় তচ্ছ্রুতং ভাপমন্থান ॥ ২১
ততঃ বাসেন বৈ ক্রত্বা শিবপূজাদিকং যৎ ।
মহত্ব পাঠিতং তেন লোকানাং হিতকামায়া ॥ ২২
যচ্ছ্রুতকৈব ক্রমেণ ভাপমগোমহাস্থনঃ ।
তদ্যঃ কথয়িষ্যামি শ্যতানুসিস্তমম্ ॥ ২৩
ব্রহ্মামি শ্যু সংক্ষেপাঙ্গিষ্ঠাঙ্গনবিদিক্রমম্ ।
বকুঃ বর্ষশতেনাপি ন শক্যঃ বিস্তবেণ তু ॥ ২৪
এবম্ শাস্ত্ররূপঃ সুখমীপঃ সনাতনম্ ।
পূজারং পবন্য ভক্তা সর্গকামবরাপুত্রে ॥ ২৫

ব্রাহ্মণ, ক্রতিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহাদের কর্তৃক শত্ৰুর
পূজা কিরূপে অনুষ্ঠেয়,—হে অনঘ! এ সকল
বিষয় বাসেনের মুখ হইতে তুমি যেকপ শ্রবণ
করিয়ছ, মেটেকপ বল । তাহাদের সেই বৈদ-
সম্মত বাক্য শ্রবণ করিয় সূত, প্রশস্তানুসারে
সকল কথা'র উত্তর বলিলেন । ১১—১৯ । সূত
বলিলেন, হে মুনীশ্বরগণ! আপনার অতি উত্তম
প্রশংসা করিয়াছেন, ইহার রহস্য আমি যেমন জানি
এবং যেমন বলিয়াছি, তাহা অবিকল কীওন
করিগেছি । আপনার আজ আমাকে যে কথা
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্বে বাসেনের সনঃ-
কুমারকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং
উপমন্য শ্রবণ করিয়াছিলেন । অনন্তর বাস
শিবপূজাদি শ্রবণ করিয়, লোকের হিতকামনায়
আমাকে শিখাইয়াছিলেন । মহাত্মা উপমন্যর
নিকট হইতে কুমারেরপায়ন যাহা শ্রবণ করিয়া-
ছিলেন, হে কুমারগণ! তাহা আমি বলিতেছি,
শ্রবণ করুন । আমি সংক্ষেপে লিঙ্গাঙ্গনবিধির
ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ করুন, কারণ শতকর্ষণ
ইহা বিস্তারপূর্বক বলি যাইতে পারে না । সকল

দারিদ্র্যং রোগদুঃখক সঙ্কটং শত্রুসমুদয়ম্ ।
পাপং চতুর্বিধং তাবদ্যাবগার্জ্যতে শিবম্ ॥ ২৬
সম্পূজিতে শিবে দেবে সর্গং দুঃখং বিলীয়তে ॥
যো বৈ মানুসমাশ্রিত্য সুখসন্তানকামকঃ ।
তেন পূজো মহাদেবঃ সর্গকামার্থসাধকঃ ॥ ২৮
ব্রাহ্মণাঃ ক্রতিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ ৫ বিধিবঃ ক্রমাঃ ।
প্রাতঃকালে সমুখায় মুহূর্তে ব্রাহ্মসংজ্ঞিত ॥ ২৯
বিকোং ৫ মুরগং কৃতা গুরোটৈব যথবা পুনঃ ।
তীর্থনাং মুরগং কৃতা ধ্যানকৈব হরৈরিতি ॥ ৩০
মেঘশ্যাম চতুর্দাহো ভক্তানামভয়প্রদ ।
তে রূপং সুন্দরং সর্গং ছাদি বসতু নিতাশঃ ॥ ৩১
ততঃ স্তোত্রং শুভং নাম গহুগীর্গবিদিপূর্বকম্ ।
তত্রোপায় মলোংসর্গং দক্ষিণস্তাং দিশি ক্রমাঃ ॥
একান্তে তু তদা কৃতা মলোংসর্গবিধিঃ পুনঃ ।
শুদ্ধং মদং সমাদায় পবনরং বিস্তৃত্যে ॥ ৩৩
ক্রতিয়ং ৫ চতুর্দাহং বৈশ্যা বয়স্করং তথা ।

প্রকার কামনা এবং বরণভের নিমিত্ত অতিশয়
ভক্তিসহকারে নিঃশেষ পূজা করিলে । যে পর্যন্ত
শিবের পূজা না করিলে, তাৎকাল দারিদ্র্য,
রোগ, দুঃখ এবং শত্রুজ্ঞা পীড়া এই চারি
প্রকার পাপের বন্ধি হইবে; শিবের পূজা করিলে
ঐ সকল দুঃখ একবারে বিনষ্ট হয় । যে
মনুষ্যভক্ত লভ করিয়, সুখ-সন্তানের অভিলাষ
করে, সে সকল প্রকার কাম এবং অর্থের সাধক
মহাদেবের পূজা করিলে । ব্রাহ্মণ, ক্রতিয়, বৈশ্য
এবং শূদ্র ইহারা সকলে প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম মুহূর্তে
যথাবিধি শয্যা হইতে উত্থান করিলে । তাহার
পর বিষ্ণুমুরগ, গুরুর মুরগ, তীর্থমুরগ এবং
হনিধান করিলে যথা;—হে ভক্তদিগের অভয়-
প্রদ! মেঘশ্যাম! চতুর্দাহো! নারায়ণ!
আপনার সুন্দর রূপ সর্গদা আমার হৃদয়ে বাস
করুক । ২০—৩১ । তাহার পর বিদিপূর্বক
স্তোত্র পাঠ এবং শুভনাম গ্রহণ করিলে । তাহার
পর শয্যা ত্যাগ করত দক্ষিণদিকে গমন করিয়া
মলোংসর্গ করিলে । নির্জল স্থানে মলত্যাগ
করিয়া ব্রাহ্মণ পাঁচবার বিস্তৃত মৃত্তিকা লেপন-
পূর্বক শৌচ করিলে । ক্রতিয় চারিবার, বৈশ্য

শূদ্রশৈব দ্বিবারক মৃদাস্ত গ্রহণং ক্রমাং ॥ ৩৪
 হস্তৌ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য পূর্ববদুদমাহরেং ।
 ত্রীণাস্ত শূদ্রবং কার্ধ্যং মৃদাদিগ্রহণং তথা ॥ ৩৫
 দন্তকাষ্ঠং তথা কুর্ধ্যাদ্বাদশাস্ত্রলমানতঃ ।
 একাদশাস্ত্রলং রাজা তথা বৈশ্যো দশাস্ত্রলম্ ॥ ৩৬
 শূদ্রো নবাশ্ত্রলং কুর্ধ্যাদিতি মানমিদং স্মৃতম্ ।
 কালদোষং বিচার্যৈবমুচ্ছিষ্টং বিবর্জয়েং ॥ ৩৭
 স্নানস্ত বিধিবং কার্ধ্যং তীর্থাদিষু ক্রমেণ চ ।
 দেশকালাবিরোধেন স্নানং কার্ধ্যং সমত্ৰকম্ ॥ ৩৮
 আচম্য প্রথমং তত্র ধৌতবস্ত্রস্ত ধারয়েং ।
 একান্তে তু স্থলে স্থিতা সন্ধ্যাবিধিমথাচরেং ॥ ৩৯
 মথাযোগ্যং বিধিং কৃতা পূজাবিধিমথাচরেং ॥ ৪০
 মনস্ত সুস্থিরং কৃতা পূজাগারং প্রবিষ্ট চ ।
 পূজাদ্রব্যং সমাহার্য ক্রমেণ পূজয়েদ্ধরম্ ॥ ৪১
 প্রথমক গণধীশং দ্বারপালং ততঃ পরম্ ।
 দিক্‌পালান্ত ততঃ পূজ্যাঃ পশ্যাং পৌণ্ড্র প্রকল্পয়েং

তিনবার এবং শূদ্র দুইবার ঐরূপ শৌচের বিধান
 করিবে। তাহার পর হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয়
 প্রক্ষালন করিয়া পূর্ববং মৃত্তিকা লেপন করিবে।
 ত্রীদিগের মৃত্তিকাহরণাদি শৌচকার্য্য শূদ্রের
 তুল্য। অনন্তর ত্রাদশ দ্বাদশাস্ত্রল, কত্রিয় একা-
 দশাস্ত্রল, বৈশ্য দশাস্ত্রল এবং শূদ্র নবাশ্ত্রল
 পরিমিত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা, যে সকল দিনে
 দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ নিষিদ্ধ নয় এইরূপ দিনে, দন্ত
 ধাবন করিবে। নিজের বা অপরের উচ্ছিষ্ট
 দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে না। তাহার পর তীর্থাদি
 পবিত্র স্থানে বিধিপূর্বক স্নান করিবে; যে দেশে
 এবং যে কালে স্নান নিষিদ্ধ নয়, এইরূপ দেশ ও
 কালে বিধিপূর্বক স্নান করিবে। তাহার পর
 আচমন করিয়া, ধৌত বস্ত্র ধারণ করিবে এবং
 নির্জন স্থানে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা
 করিবে। অনন্তর পূজাগৃহে প্রবেশ করিয়া,
 যথাসাধ্য অগ্ন্যাজ্ঞন, মনঃস্থির এবং পূজার
 অনুষ্ঠান করিবে। তাহার পর পূজাদ্রব্য
 নিকটে রাখিয়া ক্রমে মহাদেবের পূজা
 করিবে। ৩২—৪১। সেই পূজার ক্রম
 এই যে, প্রথমে গণেশের পূজা করিবে, তদ-

অথবাষ্টদলং কৃতা পূজাদ্রব্যসমীপতঃ ।
 উপবিষ্ট ততস্তত্র উপলক্ষ্য শিবং প্রভুম্ ॥ ৪৩
 আচামত্রিতরং কৃতা প্রক্ষাল্য চ পুনঃপুনঃ ।
 প্রাণায়ামত্রয়ং কৃতা ধ্যায়ৈকেকং ত্র্যম্বকম্ ॥ ৪৪
 পঞ্চবক্রং দশভূজং শুদ্ধফটিকসম্মিতম্ ।
 সর্কভরণসংযুক্তং ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীরকম্ ॥ ৪৫
 তস্ত সাক্ষ্যামাশ্রিত্য দেহং পাপং নরস্তদা ।
 শৈবীং তনুং সমাহার্য পূজয়েং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৬
 দেহশুদ্ধিং ততঃ কৃতা মূলমন্ত্রং শ্রুসেং ক্রমাং ।
 সর্কত প্রণবনৈব ষড়ঙ্গসমাচরেং ।
 কৃতাদাদিপ্রয়োগক ততঃ পূজাং সমারভেং ॥ ৪৭
 তথাচাচমনীর্য্যং কল্পিতং পাত্রমেব চ ।
 স্থাপয়েদ্বিধিবক্রীমান নবকৃতান্ যথাবিধি ॥ ৪৮
 দর্ভৈরাচ্ছাদ্য তানৈব সংস্থাপ্যাত্মাক্য বারিণা ।

নন্তর দ্বারপালের পূজা করিবে, তাহার পর দিক্-
 পালগণের পূজা করিয়া পূজাদ্রব্যের সমীপে
 আসন স্থাপন অথবা একটা অষ্টদল পর অঙ্কিত
 করিবে। অনন্তর সেই আসনে উপবেশন করিয়া
 শিবলিঙ্গের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবে, তাহার পর
 তিনবার আচমন এবং পুনঃপুনঃ প্রক্ষালন
 করিবে। তাহার পর তিনবার প্রাণায়াম করিয়া
 মহাদেবের ধ্যান করিবে; যথা,—পঞ্চমুখ
 দশবহু, শুদ্ধফটিকের মত সমুচ্ছল, সকল
 প্রকার আভরণে বিভূষিত এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মের
 উত্তরীরধারী। এইরূপ ধ্যানের পর ঐ রূপের
 সহিত আপনার সাক্ষ্য করিয়া, পূজক শরীরস্থ
 পাপের দহন করিবে। তাহার পর হৃদয়ে
 শিবমন্ত্র স্থাপন করিয়া মহাদেবের পূজা
 করিবে। অনন্তর যথাক্রমে দেহশুদ্ধি ও মূল-
 মন্ত্রের শ্রাস করিবে। পরে প্রতিবার প্রণব
 উচ্চারণপূর্বক মূলমন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গসমাচরিবে।
 তাহার পর আজ অমুক সময়, অমুক দিন
 ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া পূজা আরম্ভ করিবে।
 অনন্তর বক্রীমান পূজক আচমনীর্য্য কল্পিত
 পাত্র এবং নতুন কুন্ত বিধিপূর্বক স্থাপিত
 করিবে। তাহার পর ঐ সকল কুন্ত স্থাপিত
 ও জল দ্বারা আবৃত করিয়া দর্ভ দ্বারা

তেষু তেযু চ সর্বেষু ক্রিপেং ভোয়ং মুনীভলম্ ॥৪১॥
 প্রণবেন ক্রিপেং তেযু দ্রব্যাদ্যলোকা বুদ্ধিমান ।
 উন্নীর চন্দনকৈব পাদ্যে তু পরিকল্পয়েং ॥ ৪০
 জাতিককোলকপূরং বহুমূলতমালকম্ ।
 চূর্ণযিত্তা বধাত্তায়ং ক্রিপেদাচমনীয়কে ॥ ৪১
 এলাং সর্কেষু পাত্রেষু দাপয়েচন্দনং তথা ।
 পার্শতো দেবদেবস্ত নন্দীশস্ত সমর্চয়েং ॥ ৪২
 গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্বিবিধৈঃ পূজয়েচ্ছিবম্ ।
 লিঙ্গভক্তিং ততঃ কৃত্বা মূলা যুক্তো নরস্তদা ॥ ৪৩
 জপ্তা সর্গাণি যজ্ঞাণি প্রণবদিনমোহনকম্ ।
 কল্পেদাসনং পশ্যং পরাধাং প্রণবেন তু ॥ ৪৪
 তস্ত পূর্বং দলং সাক্ষাৎ সর্গমায়মক্ষরম্ ।
 লক্ষ্মীম দক্ষিণকৈব মহিমা পশ্চিমং তথা ॥ ৪৫
 প্রাপ্তিঃ পোস্তরং পত্রং প্রাকাম্যং পাবকস্ত চ ।
 ঈশিত্বং নৈর্ভুতং পত্রং বশিত্বং বায়ুগোচরে ॥ ৪৬
 সর্গভুতং তথৈশাত্তাং কর্ণিকা সোম উচ্যতে ।

আচ্ছাদন করিবে এবং উহাদের সকলের ভিতর
 মুনীভল জল নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর
 মূখ্য পূজক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ সকল
 কুন্ত উন্নীর, চন্দন প্রভৃতি দ্রব্য প্রণব উচ্চারণ-
 পূর্বক নিক্ষেপ করিবে এবং ঐ জলকে পাদ্যের
 নিমিত্ত রক্ষা করিবে। ৪২—৪০। আচমনীয়
 জলে জাতি, কঙ্কাল, কপূর, বহুমূল এবং তমাল
 এই সকল একত্রে চূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিবে।
 সকল পাত্রেই এলাচ এবং চন্দন দান করিবে।
 তাহার পর দেবদেবের পার্শ্বে নন্দীশ্বরের পূজা
 করিবে। তাহার পর পূজক আনন্দিতচিত্তে
 লিঙ্গভক্তি করিয়া গন্ধ, পুষ্প এবং নানাবিধ ধূপ
 দ্বারা শিবের পূজা করিবে। সকল মন্ত্রের
 আদিতে প্রণব ও অন্তে 'নমঃ' উচ্চারণপূর্বক
 জপ করিয়া প্রণব দ্বারা পশ্চ নমক আসনের
 কল্পনা করিবে। ইহার পূর্বদল অবিমানক
 এবং অক্ষয় অর্থাৎ অকিনাশী; দক্ষিণদল
 লক্ষ্মীমায়ক, পশ্চিমদল মহিমা বরূপ, উত্তরদল
 প্রাপ্তিস্বরূপ, অগ্নিকোণ প্রাকাম্য, নৈর্ভুত ঈশিত্ব,
 বায়ুকোণ বশিত্ব, এবং ঈশানকোণ সর্গভুত
 আদ্য কর্ণিকা সোমস্বরূপ। সোমের

সোমস্তাধস্তথা স্ৰ্যাস্তথাঃ পাবকঃ স্বরম্ ॥ ৪৭
 ধর্মাদয়োহপি দিক্শ্চৈব অনন্তং কল্পয়েং ক্রেমাং ।
 অব্যক্তাদিচতুর্দিক্ সোমস্তান্তে গুণত্রয়ম্ ॥ ৪৮
 সন্দোজাতং প্রপদ্যামীত্যাবাহ পরমেশ্বরম্ ।
 বামদেবেন মন্ত্রেণ ত্রিষ্ঠৈবাসনোপরি ॥ ৪৯
 সান্নিধ্যং কুদ্রগায়ত্র্যা অষোরেশ নিরুধ্য চ ।
 ঈশানঃ সর্গবিদ্যানামিতি মন্ত্রেণ পূজয়েং ॥ ৫০
 পাদ্যমাচনীয়কং কিত্তোচ্চাৰ্য্যং প্রদাপয়েং ।
 আপ্যেদ্বিধিনা কুদ্রং গজচন্দনবারিধা ॥ ৫১
 পক্ষগব্যবিধানেন গৃহপাত্রেহতিমন্ত্য চ ।
 প্রণবেনৈব গবৈস্ত আপ্যেং পরসা চ তম্ ॥ ৫২
 দধাথ মধুনা চৈব তথা চেক্ষুরসেন চ ।
 দ্ব্যতন চ তথা পূজ্যং সর্গকামহিতাবহম্ ॥ ৫৩
 পূর্ণোদৈবোর্মহাদেবং প্রণবেনাভিষেচয়েং ।
 ভলতাণ্ডৈঃ পবিত্রৈস্ত মষ্টৈস্তাণ্ডৈঃ ক্রিপন্ততঃ ॥

অমোভাগে স্ৰ্য্য এবং ঐ স্ৰ্য্যের অধোভাগে
 অগ্নি অবস্থিত। ক্রমশঃ সর্গদিগন্তে ধর্মাদি ও
 অনন্তর কল্পনা করিবে। সোমের চতুর্দিকে
 অব্যক্ত প্রভৃতির এবং অন্তে গুণত্রয়ের কল্পনা
 করিবে। "সন্দোজাতং প্রপদ্যামি" ইত্যাদি
 মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিয়া, "বামদেব" ইত্যাদি
 মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আসনের উপর উপবেশন
 করিবে। কুদ্রগায়ত্রী দ্বারা সান্নিধ্য এবং অষোর-
 মন্ত্র দ্বারা নিরোধন করিয়া "ঈশানঃ সর্গবিদ্যানাং"
 এই মন্ত্রে পূজা করিবে। ৪১—৫০। তাহার
 পর মহাদেবকে পাদ্য, আচমনীয় এবং অর্ঘ্য
 প্রদান করিবে। তাহার পর গজচন্দন-মিশ্রিত
 জল দ্বারা কুদ্রকে বিধিপূর্বক স্নান করাইবে।
 অনন্তর পাত্রে বদ্যবিধি পক্ষগব্য গ্রহণপূর্বক
 প্রণব দ্বারা সংস্তত করিয়া সেই পক্ষগব্য-মিশ্রিত
 জল দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইবে। তাহার পর
 দধি, মধু ইক্ষুরস ও হৃত দ্বারা সেই সকল প্রকার
 কাম এবং হিতপ্রদ মহাদেবের পূজা করিবে।
 পরে প্রণব উচ্চারণপূর্বক পুষ্প ও দ্রব্য দ্বারা
 মহাদেবের অভিষেক করিবে। অনন্তর পবিত্র
 ভলতাণ্ড হইতে মন্ত্রপুত জল তাঁহার উপর

তদ্বীকৃত্য যথাশ্রায়ং সিতবস্ত্রেন সাধকঃ ।
 তাবদ্রুং ন কর্তব্যং যাবচ্ চন্দনং জ্বপেং ॥ ৬৫
 ততুলৈঃ সূক্ষ্মরৈস্তত্র পূজয়েচ্ছকরং মুদা ।
 কুশাপামার্গ-কপূর-জাতি-চম্পক-পাটলৈঃ ॥ ৬৬
 করবীরৈঃ সিতৈশ্চৈব মল্লিকাকমলোংপলৈঃ ।
 অপূৰ্ণপুষ্পৈর্বিবিধৈশ্চন্দনাদ্যৈশ্চ তজ্জলম্ ॥ ৬৭
 জলেন জলধারাক কল্পয়েৎ পরমেশ্বরে ।
 পাত্রেণৈব বিবিধৈর্দেবং স্নাপয়েচ্চ মহেশ্বরম্ ॥ ৬৮
 মস্তপূৰ্ণক কৰ্তব্য পূজা সৰ্বফলপ্রদা ।
 মস্ত্রাণি তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু সৰ্বার্থসিদ্ধয়ে ।
 যৈলিঙ্গং সৰুদপোবং স্নাপয়ন্তি চ মানবাঃ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহি-

তয়াং শিবপূজাবিধানং নাম

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

নিষ্ক্রেপ করিবে। তাহার পর সাধক সিত-বস্ত্র দ্বারা তাঁহার শরীর মুছাইয়া সেই পবিত্র দ্রব-দেহে উহা স্থাপিত করিবে,—যতদূর হস্তক্ষিপ্ত চন্দনের গতি হয়, তাহা অপেক্ষা দূরে রাখিবে না। তাদৃশ দ্রবদেহে শিবমূর্তি রক্ষা করিয়া আনন্দিতচিত্তে সূক্ষ্মর ততুল, কুশ, অপামার্গ, কপূর, জাতি, চম্পক, পাটল, শ্বেত করবীর, মল্লিকা, কমল, উংপল, নানাবিধ বিচিত্র পুষ্প ও চন্দনাদি দ্বারা শঙ্করের পূজা করিবে এবং তাঁহার উপর নানাবিধ পাত্র হইতে জলধারা ঢালিয়া সেই মহেশ্বরকে স্নান করাইবে। মস্তপূৰ্ণক পূজাই সৰ্বফল প্রদান করে বলিয়া মনুষ্য সৰ্ব প্রকার অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল মস্ত্র দ্বারা অতুতঃ একবারও মহাদেবের স্নান করাইবে, আমি সেই সকল মস্ত্রের কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৬১-৬৯।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

পাবমানেন মস্ত্রেণ তথা বায়ীরকেন চ ।
 রুদ্রেণ নীলরুদ্রেণ শ্রীশূক্তেন শুভেন চ ॥ ১
 রজনীশূক্তকেনৈব চমকেন শুভেন চ ।
 শ্রীতারেণাথ শিরসা শুভেনাথর্কশেন চ ॥ ২
 শান্ত্যা বাথ পুনঃ শান্ত্যা ভারুণেনারুণেন চ ।
 অথ জ্যোষ্ঠেন সান্না বা তদা দেবব্রতেন চ ॥ ৩
 রথহরেণ পুষ্পেণ সূক্তেন পুরুষেণ তু ।
 মৃত্যুঞ্জয়েন মস্ত্রেণ পঞ্চাঙ্করেণ বা পুনঃ ॥ ৪
 জলধারাসহশ্রেণ শতমেকোত্তরেণ বা ।
 কৰ্তব্য। বেদমার্গেণ নামভির্কথা বা পুনঃ ॥ ৫
 ততঃশ্চন্দনপুষ্পাদি রোপণীয়ং শিবোপরি ।
 দাপয়েৎ প্রণবেনৈব মুখবাসাদিকানি বৈ ॥ ৬
 ততঃ স্ফটিকসঙ্কাশং দেবং নিরুলমঙ্করম্ ।
 কারণং সৰ্বলোকানাং সৰ্বলোকময়ং পরম্ ॥ ৭
 ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুরুদ্ভাদৌরপি দেবৈরগোচরম্ ।
 বেদবিদ্বিহি বেদান্তে অগোচরমিতি স্মৃতম্ ॥ ৮
 আদিমধ্যান্তবহিতং তেষাং সৰ্বরোগিণাম্ ।
 শিবতত্ত্বমিতি ধ্যাতঃ শিবলিঙ্গং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৯

অষ্টম অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—পাবমান, বায়ীরক, রুদ্র, নীলরুদ্র, শ্রীশূক্ত, রজনীশূক্ত, চমক, প্রণব, অথর্কশীর্ষ, শান্তি, ভারুণ, অরুণ, জ্যোষ্ঠ অথবা দেবব্রত নামক সাম, রথহরশূক্ত, পুষ্পশূক্ত পুরুষশূক্ত অথবা পঞ্চাঙ্কর মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র, বেদান্তে শিবলিঙ্গ-বাচিত কিংবা নামমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সহস্র জলধারা বা একশত এক জলধারা ঢালিয়া শিবপূজা করিবে। তাহার পর শিবের উপর চন্দন পুষ্পাদি স্থাপন করিবে। পরে প্রণব উচ্চারণপূর্বক মুখবাসাদি প্রদান করিবে। তাহার পর স্ফটিক-তুল্য নির্মূল, অঙ্কর, সর্ব লোকের কারণ, সৰ্বলোকময়, ব্রহ্মা ইন্দ্র কুত্র প্রভৃতি দেবরও অগোচর, বেদবিসাগের দ্বারা বেদান্তে অজ্ঞেয় রূপে নির্ভাবিত, আদি-মধ্য-অন্তবহিত, সকল রোগীর ঔষধ, শিবতত্ত্ব নাম

॥ गवेनैव मन्त्रेण पूजयेन्निष्कृङ्क्षि ॥
 पैर्दोपैश्च तान्धूलैरारात्रिकविधानतः ॥ १०
 मन्तारैः स्तवैश्चैर्मन्त्रैर्नानाविधैरपि ।
 स्तातुः ऊपक विधिना नमस्कारं प्रदक्षिणम् ॥ ११
 यथां दत्त्वा तु पुष्पाणि पादयोज्यं विकीर्षा च ।
 शिपिता च देवेशमास्त्रनाराधयेच्छिवम् ॥ १२
 स्तु पुष्पं गृहीत्वा च समुत्थाय कृताञ्जलिः ।
 प्रार्थयेत् पुनरीशानं मन्त्रेनानेन वै शिवम् ॥ १३
 अञ्जनाद्यदि वा अञ्जनाङ्गपूजादिकं मया ।
 कृतं तदस्तु सकलं कृपया तव शङ्कर ॥ १४
 पाठित्वैवस्तु त्वं पुष्पं शिवोपरि ह्रासेत् तदा ।
 मन्त्रायनं ततः कृत्वा हाशिषो विविधास्तदा ॥ १५
 मार्ज्जनस्तु ततः कार्थां शिवस्तोपरि वै पुनः ।
 नमस्कारं ततः क्वाप्तिं पुनरागमनाय च ॥ १६
 अदोऽस्तरणमुच्चार्या नमस्कारं प्रकञ्जा च ।
 प्रार्थयेत् पुनस्तत्र सर्वतावसमन्वितः ॥ १७

নিখাত শিবলিঙ্গ ও অবস্থিত সেই পবন দেখক
—দূপ, দীপ, তাম্বুল দ্বারা প্রণব উচ্চারণপূর্বক
লিঙ্গের মস্তকে পূজা এবং আরতি করিবে।
—১০। নমস্কার, স্তব, অন্য নানাবিধ মন্ত্র
দ্বারা স্তব, ভূপ, বিনিপূর্বক নমস্কার ও প্রদক্ষিণ
করিবে। তাহার পর অর্ঘ্য দান করিয়া পাদ-
মূলে পুষ্প প্রক্ষেপ করিবে। তাহার পর
প্রণাম করিয়া মনে মনে সেই সর্বদেবেশ শিবের
অর্চনা করিবে। পরে হস্তে পুষ্প গ্রহণ করিয়া
কৃতান্তি হইয়া গাতোপানপূর্বক ঈশান মহে-
শ্বরের নিকট বক্রামাণ মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে ;
—হে শঙ্কর! আমি, অজ্ঞানপূর্বকই হউক
অথবা জ্ঞানপূর্বকই হউক আপনার যে পূজা
করিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া তাহা সম্বল
করুন। এইরূপ পাঠ করিয়া সেই পুষ্প
শিবের উপর নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর তন্ত্রাঙ্গন
করিয়া, নানাবিধ আলৌকিক পাঠ করিবে।
তদনন্তর শিবলিঙ্গের উপর মার্জনা করিবে ;
তাহার পর নমস্কার এবং পুনরাগমনের নিমিত্ত,
দ্বিপাথ ক্ষমা করাইবে। তদনন্তর অন্য ইত্যাদি
মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া নমস্কার করিয়া সম্পূর্ণ

শিব ভক্তিঃ শিব ভক্তিঃ শিব ভক্তিভবে ভবে ।
অনুধা শরণং নাস্তি যমব শরণং মম ॥ ১৮
ইতি সঙ্গার্থ দেবেশং সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
পূজয়েৎ পরমা ভক্ত্যা গমনাদৈবিশেষতঃ ॥ ১৯
নমস্কারং ততঃ কৃতা পরিবারগণৈঃ সহ ।
প্রহৰ্ষমতুলং লব্ধা কার্যং কুৰ্যাদ্যথাস্থখম্ ॥ ২০
এবং যঃ পূজয়েন্নিত্যং শিবভক্তিপরায়ণঃ ।
তস্মৈব সকল সিদ্ধির্জায়তে তু পদে পদে ॥ ২১
যথাসাজ্জায়তে সিদ্ধির্মানোভীষ্টফলং ধ্রুবম্ ।
রোগঃ দুঃখক শোকক উদ্বেগঃ কৃত্রিমং তথা ॥ ২২
কোটীলাক গরুড়ৈব যদ্যদুঃখমুপস্থিতম্ ।
তদুঃখং নাশয়ত্যেব শিবঃ শিবকরঃ পরঃ ॥ ২৩
কল্যাণং জায়তে তস্ত শুক্লপাকং যথা শনী ।
বন্ধন্তে তদুৎপাদন্ত শিবস্ত পূজনাৎ ধ্রুবম্ ॥ ২৪
এবম্ভ তে মদা প্রোক্তং শ্রুতং ব্যাসমুখাদিহ ॥ ২৫

ভক্তিসহকারে পুনরার প্রার্থনা করিবে;—
 আমার যেন জন্মে জন্মে শিবের ভক্তি হয়।
 শিবভক্তি ভিন্ন আর কিছুই শরণ নাই; হে
 শিব! আপনি আমার আশ্রয় হউন। সর্বসিদ্ধি-
 প্রদ সেই মহাদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা
 করিয়া পরম ভক্তিসহকারে বিশেষতঃ গালবাদ্য
 করিয়া পূজা করিবে। তাহার পর সপরিবারে
 নমস্কার করিয়া অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া,
 যাহাতে সুখ হয়, এইরূপ উৎসব-কাণ্ড করিবে।
 যে মনুষ্য শিবভক্তিপরায়ণ হইয়া প্রত্যহ এইরূপ
 পূজা করে, তাহার পদে পদে সমুদয় সিদ্ধি লাভ
 হয়। ছয়মাসকাল এই নিয়মে শিবপূজা করিলে
 নিশ্চয়ই সিদ্ধি এবং মনোভীষ্ট ফল লাভ হয়।
 আর সেই মহালাভা, পরমদেবতা শিব তাহার
 রোগ, দুঃখ, শোক, শত্রুজনা উদ্বেগ, কৌটিল্য,
 বিবর্তন ইত্যাদি বড় ঐক্যের দুঃখ উপস্থিত থাকে,
 সে সকল সমূলে উন্মূলিত করেন। শিবের
 পূজা হইতে তাহার মহাল উৎপন্ন হয় এক
 তরুণের চতুর ন্যায় তাহার সদৃশ সকল
 প্রত্যহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ব্যাসের মুখে আমি
 বেক্রপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এ স্থলে অবিকল

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
 ৬। পৃচ্ছতে ভবন্তি তামহং বিধিপূর্বকম্ ॥ ২৬
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং
 শিবপূজাবিধির্নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

বাসশিষ্য মহাত্মা সমাশ্রুত্ব ত্বয়ানব ।
 ত্রিপুরস্ত জয়ং ক্রুহি কথাং বৈ ত্রিপুরো হতঃ ॥ ১
 কিং রূপং ত্রিপুরস্তেহ কুত্র বা বিকৃতিং গতঃ ।
 • কিং সৈন্তং তস্মৈ দৃষ্টে শিবস্ত চ মহদ্বলম্ ॥ ২
 এতং সর্বং প্রবক্ষ্যে অগ্ৰতঃ বিবিধং পুনঃ ।
 কথনীয়ং ত্বয়া সমাশ্রুত্ব বুদ্ধিমানসি ॥ ৩
 এবং বচন্তদ্যঃ ক্রতুঃ স্তবঃ চ বাত্রবীং পুনঃ ॥ ৪
 স্তব উবচ ।

সাধু পৃষ্টং মহাত্মা লোকানাং হিতকামায়া ।
 যচ্ছুত্বা সর্বলোকানাং দুঃখহানির্ভবিষ্যতি ॥ ৫
 তারপুত্রো মহামায়া ময়িনামপি মোহকঃ ।

তাহাই কীর্তন করিলাম । ইহার পর আপনারা
 যে কথার বিষয় প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই পাপ-
 নাশিনী কথার যথাবিধি কীর্তন করিব ॥ ১১—২৬ ॥

• অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাত্মা, বেদব্যাস-
 শিষ্য, অনব স্তব! তুমি উত্তম বলিয়াছ;
 এক্ষণে ত্রিপুরজয় এবং ত্রিপুরকিনাশের কথা
 কীর্তন কর । ত্রিপুরের স্বরূপ কীদৃশ, কোথায়
 বা বিকৃত সেই দৃষ্টের সৈন্য কিরূপ ছিল এবং
 মহাদেবের মন্দ্বেলের বিবরণ কীর্তন কর ।
 তখন তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া স্তব
 পুনর্ব্যায় বলিলেন,—হে মহাত্মগণ আপনারা
 লোকের হিতকামনায় উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়া-
 ছেন । ঐ কথা শুনিয়া সকল লোকের হৃৎকণ

সর্বদেবজয়ং কর্তুং তপস্তপেহুদ্যতমম্ ॥ ৬
 মধোর্বনমুপাশ্রিত্য গুর্জরান্ধ্রপরিপালকঃ ।
 উর্জবাহৈকপাদো রবিং পশুন স চক্ষুষা ॥
 শতবর্ষং তথা তপ্তা শতমদুষ্ঠকেন চ ।
 শতমেকং জলেনৈব শতমেকস্ত বায়ুভুক ॥ ৮
 শতমেকং জলে তিষ্ঠন শতমেকক স্থতিশ্লে ।
 শতমেকং তথা চায়ো শতমেকমধোমুখঃ ॥ ৯
 শতমেকস্ত হস্তস্ত জলেন চ ভুং ন্যশন ॥
 শতমেকস্ত বৃক্ষাণাং শাখামালয়া বৈ যুমে ॥ ১০
 অধোমুখস্ত বর্ষাণাং শতমেকং গতং তদা ।
 এবং কষ্টভরং তপ্তং শতমাপি দুঃসহম্ ॥ ১১
 তস্মৈব শিরসস্তত্র তেজঃ নিঃসৃতং মহং ।
 তেনৈব দেবলোকান্তে দক্ষপ্রায়া বভূবিরে ॥ ১২

জানি হইবে । সেই মহামায় এবং মায়ার
 দিগেরও নিমোহনকারী তার নামক অশুরে
 পুত্র নিখিল দেবগণকে পরাজয় করিয়া
 নিমিত্ত গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করত মধুর ক
 আশ্রয় করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিল
 সে প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের উপর দৃষ্টি অর্পিত
 করিয়া উর্জবাহ ও একপাদে দণ্ডায়মান হইয়া
 তপস্যা করিয়াছিল এবং কেবল পাদাস্ত্রের
 উপর ভর করিয়া একশত বৎসর অজিহ্বিত
 করিয়াছিল । সে একশত বৎসর কেবল জল
 পান করিয়া ও একশত বৎসর কেবল বায়ু
 করিয়া তপস্যা করিয়াছিল । সেই অশুর এক
 শত বৎসর জলে দণ্ডায়মান হইয়া, একশ
 বৎসর স্থতিশ্লে অবস্থান করিয়া, একশত বৎস
 অগ্নিমধ্যে স্থিতিপূর্বক, শতবৎসর অধোমু
 হইয়া এবং একশত বৎসর হাতের তলার দ্বারা
 মাটি স্পর্শ করিয়া তপস্যা করিয়াছিল । ৫
 যুমে! তাহার পর সে একশত বৎসর বৃক্ষে
 শাখা অবলম্বন করিয়া তপস্যা করে । ১—১০
 পরে অধোমুখ হইয়া তপস্যা করত একশ
 বৎসর অতীত করে । বাহা শুনিতেও দুঃ
 হয়, এইরূপ কষ্টকর তপস্যা অনুষ্ঠান করিয়া
 করিতে তাহার বস্তুক হইতে মহং তেজঃ নিঃসৃত
 হইয়াছিল । ঐ তেজঃ দ্বারা দেবগণ দক্ষপ্রা

ইন্দ্রঃ ভয়মাপন্নঃ স্বপদং কর্ষয়িষ্যতি ।
 অত্যন্তঃখমাপন্নঃ সর্কসে দেবাস্তদা বিহুঃ ॥ ১৩
 অকাণ্ডে চৈব ব্রহ্মাণ্ডং সংহরিষ্যতি বৈ প্রভুঃ ।
 ইতি সংশয়মাপন্নো নিঃশয়ং নোপলোভিরে ॥ ১৪
 এতদ্বিনু সময়ে তে বৈ জ্ঞাতবন্তোহত্র কারণম্ ।
 ব্রহ্মাণক সমুদ্ভিষ্টা তপস্তপ্যতি দারুণম্ ॥ ১৫
 ইতি নিঃশয়মাপন্নো দেবাতৈঃ পরম্পরম্ ।
 যদি ব্রহ্মা বরং হস্তা ন দাশ্যতি সুহৃদরম্ ।
 তথাপি সর্কলোকানাম্ নাশটৈঃ ভবিষ্যতি ॥ ১৬
 সর্কসে দঃখমুঃপন্নং যদি নৈব প্রদাত্ততি ।
 দাশ্যতি বা বরং তস্মৈ হুঃখং বৈ সর্কসা প্রবম্ ॥ ১৭
 যদি ন দীয়তে তস্মৈ বরং হুঃখহরং নৃণাম্ ।
 ত্রথেনানীক লোকানাম্ নাশো ভবিতুমর্হতি ॥ ১৮
 যদি দত্তো বরস্তস্মৈ কালে নাশো ভবিষ্যতি ।
 এতচ্চাচ্চ বরং তস্মৈ দীয়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯
 ইতি কৃত্বা মতিং দেবা ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতাঃ ।

হইয়াছিলেন; আপনার ইন্দ্র পদের কর্ষণ
 আশঙ্কায় ইন্দ্র ভয় পাইয়াছিলেন। তখন দেব-
 গণ অত্যন্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা
 করিতে লাগিলেন, ঈশ্বর দুর্ভিক্ষ অকাণ্ডে ব্রহ্মা-
 ণ্ডের সংহার করিবেন। তাঁহারা এইরূপ
 সংশয়যুক্ত হইয়া কোনরূপ নিঃশয় করিতে সক্ষম
 হন নাই। ইতিমধ্যে দেবগণ পরস্পর জ্ঞানিতে
 পারিলেন যে, সেই অম্বর, ব্রহ্মার উদ্দেশে অতি
 নিদরূপ তপস্যা করিতেছে। যদি ব্রহ্মা
 ইহার অভিমত হৃদয় বর প্রদান না করেন,
 তাহা হইলে ইহার তপস্যা দ্বারা সর্কলোকের
 নাশ হইবে, আর যদি একেবারেই ইহাকে বর
 প্রদান না করেন, তাহা হইলে ও সর্কসে একাধারে
 হুঃখ উৎপন্ন হইবে এবং যদি বরদান করেন,
 তাহা হইলেও নিঃশয়ই হুঃখ হইবে। অতঃ
 যদি মনুষ্যের হুঃখ হরণের নিমিত্ত তাহাকে
 বরদান না করা যায়, তাহা হইলে এখনই সকল
 লোকের নাশ হইবে; কিন্তু তাহাকে বরদান
 করিলে, এত দীর্ঘ নাশ না হইয়া কিছু দিনের
 নাশ হইবে। এই নিমিত্ত তাহাকে বর দেওয়া
 উচিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই। দেবগণ এই-

নমস্কৃত্য হিতান্তত্র তস্মৈ সর্কসং শ্রবৈদয়ন ॥ ২০
 ব্রহ্মা সর্কসং সূনিঃশিত্য দেবাজ্ঞাপরিসাধকঃ ।
 বরং দাতুং তদা তত্র জগাম হংসবাহনঃ ॥ ২১
 যত্রৈব তারকো নাম তপস্তপ্যতি দারুণম্ ।
 উবাচ বচনং তস্মৈ বরং ব্রাহ্মি যথেষ্পিতম্ ।
 তপস্তপ্তং ত্বয়া বোদ্ধং নাদেয়ং বিদ্যাতে তব ॥ ২২
 ইত্যেবম্বক্ত তদা ব্রহ্মা তারকাখ্যো মহাসুরঃ ।
 ব্রহ্মাণং প্রণিপতৈত্যং বরং বক্তে সুদারুণম্ ॥ ২৩
 দৈত্য উবাচ ।

ইতি প্রসন্নো বরদে কিমনাধার ভবেত্তম ।
 যদি প্রসন্নো দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম ॥ ২৪
 বরদয়াং তদা দেয়ং শ্রয়তাক পিতামহ ।
 ত্বয়া চ নিম্নিতে লোকে মন্তুল্যো বলবান্ নহি ॥ ২৫
 শিববীর্ষাসমুৎপন্নঃ পুত্রঃ সেনাপতির্হি ।
 ত্বয়া শত্রুং ক্ষিপেদ্বহং তদা মে বরং ভবেৎ ॥ ২৬

রূপ নিঃশয় করিয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত
 হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সকল
 বিষয় নিবেদন করিলেন। ১১—২০। দেব-
 কার্য-সাধক ব্রহ্মা সমুদয় নিঃশয় করিয়া হংসের
 উপর আরোহণপূর্বক তাহাকে বরদান করিবার
 নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিলেন। যে স্থানে
 তারকাসুর হুদারূপ তপস্তা করিতেছিল, ব্রহ্মা
 সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন,
 তোমার অতীপ্তিত বর প্রার্থনা কর। তুমি
 যে রূপ কঠোর তপস্তা করিয়াছ, তোমাকে আর
 কিছুই নাই। তখন সেই মহাসুর তারক,
 ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে
 প্রণামপূর্বক অতি কঠিন বর প্রার্থনা করিল।
 দৈত্য বলিল, আপনি যখন প্রসন্ন হইয়া বর-
 দানার্থ আগমন করিয়াছেন, তখন আর আমার
 অপ্রাপ্য কি হইবে? হে দেবেশ পিতামহ!
 যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমাকে
 বরদান করিতে কৃতসম্মত হইয়া থাকেন, তাহা
 হইলে আমাকে যে দুইটা বর দিতে হইবে,
 তাহা প্রদান করুন। আপনার নিম্নিত লোকে
 কেহ যে আমার তুল্য বলবান্ না হয় এবং
 শিববীর্ষ হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যখন সেনাপতি

ইত্যুক্তে চ তদা তেন ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

বরক তাদৃশং দত্ত্বা দেবানুজ্ঞাপরায়ণঃ ।

জগাম ভবনং স্বীয়ং দাহঃ শান্তিমুপাগতঃ ॥ ২৭ ॥

দৈত্যোহপি উপসন্তম্যাহিরাম মহামুনে ।

বরং লব্ধ্বা শুভং তত্র শোণিতাখ্যং পুরং গতঃ ॥ ২৮ ॥

ইত্যুক্তং তে দৈত্যো মিলিতাস্তমখ্যাক্রবন্ ।

রাজা ভব তমম্যাকং ত্রিলোক্যং তারকাসুর ॥ ২৯ ॥

অভিষিক্তো হি তে রাজ্যে দৈত্যাধীশোহভবঃ পুরা

আজ্ঞাং প্রবর্তয়াম্যস পৃথিব্যাং নাত্মশাসনম্ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাত্রে বিজাতয়ঃ ।

সর্কসে বৈ পীড়িতাস্তেন তারকেশ দুরাস্রনা ॥ ৩১ ॥

দেবানাং দানবাশ্চাত্রে যক্ষাঃ কিম্পুরুষাস্তদা ।

পীড়িতাঃ সর্কসে এবৈতে ভেভ্যো রত্নানুপাদদে ॥ ৩২ ॥

ইন্দ্রাদিভিঃ দিকৃপালৈঃ স্বীয়ং রত্নং সমর্পিতম্ ।

॥ ৪৭ ৬৮ ॥

হইয়া আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন;

তখনই যেন আমার বিনাশ হয়। দেবগণ-

প্রেরিত লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, তারকাসুরের

এই কথা শ্রবণান্তে তাকে তাদৃশ বর প্রদান

করিয়া আপনার ভবনে প্রত্যগমন করিলেন,

তৎক্ষণাৎ দাহেরও শান্তি হইল। হে মহামুনে!

সেই দৈত্যও শুভবর লাভ করিয়া তাদৃশ উপজ্ঞা

হইতে বিরত হইল এবং শোণিত নামক পুরে

গমন করিল। তখন চতুর্দিক হইতে দৈত্যগণ

মিলিত হইয়া তাকে বলিল, হে তারকাসুর!

তুমি এই ত্রিলোকের মধ্যে আমাদিগের রাজা

হও। পূর্বকালে সেই দৈত্যগণ কর্তৃক

অভিষিক্ত হইয়া তারকাসুর দৈত্যাধীশ

হইয়াছিল এবং পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন

করিয়াছিল। ২৭—৩০। সেই দুরাত্ম তারকাসুর

ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য এবং অগ্ন্যাগ্নি দ্বিজাতি-

দিগকে পীড়িত করিয়াছিল। দেবতা এবং

যাহারা তাহার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, এইরূপ অস্ত্র

দানব, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণ, ইহারা সকলে

তাহা কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিল; ঐ তারকা-

সুর তাহাদিগের নিকট হইতে রত্ন সকল গ্রহণ

করিয়াছিল। ইন্দ্রাদি দিকৃপালগণ নিজে নিজেই

ইন্দ্রগোষ্ঠৈঃ শ্রবাস্তম্যৈ ধন্যেণ রত্নদণ্ডকম্ ॥ ৩৩ ॥

কুবেরেণ গদা তম্যৈ নিধয়ো নব এব চ ।

বরুণেন হযাঃ শুদ্ধাঃ ক্রিতিঃ কামধুকৃ তথা ॥ ৩৪ ॥

যত্র যত্র শুভং দৃষ্টং তত্ক্ষণানীতবাংস্তদা ।

সমুদ্রং তথা রত্নাশ্রয়ং তম্যৈ পুরা মুনে ॥ ৩৫ ॥

সূর্য্যশ্চ তপ্যতে তাবদ্যাবদুৎকৃৎ ন জায়তে ।

চন্দ্রস্তত্র সঙ্গা দৃশ্যে বায়ুঃ সর্কাসুকুলবান্ ॥ ৩৬ ॥

দেবানাকৈব যদ্ববাং পিতৃণাং কবামেব চ ।

তং সর্কসং সমুপাদত্তমসুরেণ বলীরসা ॥ ৩৭ ॥

ত্রৈলোক্যাকৈব তং সর্কসং তারকাজ্ঞাপরায়ণম্ ।

তে দেবাশ্চ সঙ্গা তত্র সেবামার্গপরাধনাঃ ॥ ৩৮ ॥

ঋষয়শ্চ তদা সর্কসে তজ্জাজ্ঞাপরিপালকাঃ ।

যক্ষাঃ কিম্পুরুষাশ্চাত্রে কিং পুনর্মামুষা ইমে ॥ ৩৯ ॥

দেবোদ্যানানি সর্কসি তীর্থস্তপি মহামুনে ।

আনীতানি গৃহ তেন ন কিঞ্চিদ্ব্যশেষিতম্ ॥ ৪০ ॥

স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ বস্তু তাকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

যথা—ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রব অশ্ব এবং ধনু বহুমদ

দণ্ড তাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

কুবের তাকে গদা এবং নবটী নিধি দান

করিয়াছিলেন। বরুণ বিশুদ্ধ অশ্ব এবং কষিগণ

কামধেনু দান করিয়াছিলেন। যেখানে যেখানে

যে কোন শুভবস্তু দেখিতে পাইয়াছিল, তারকা-

সুর তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। হে মুনে! সমুদ্রও

তাকে রত্ন সকল দান করিয়াছিলেন। তাহার

রাজ্যে সূর্য ততটুকুমাত্র তেজ প্রকাশ করিতেন,

যাহাতে লোকের দৃশ্য হইত না। তাহার রাজ্যে

সকল দিনই চন্দ্রের উদয় হইত এবং অনুকূল

বায়ু সর্কসে বহন করিত। সেই বলবান

অসুর, দেবগণের হযা এবং পিতৃগণের কবা

গ্রহণ করিয়াছিল। সমুদ্র ত্রৈলোক্য তারকা-

সুরের আজ্ঞানুবর্তী হইয়াছিল; সেই সকল

দেবগণ সর্কসে তাহার সেবার নিযুক্ত ছিলেন।

ঋষিগণ, যক্ষগণ, কিম্পুরুষগণ ইহারা সকলে

যখন তাহার আজ্ঞাপরিপালনে নিযুক্ত হইয়া-

ছিলেন, তখন মনুষ্যদিগের ত কথাই নাই। হে

মহামুনে! সেই তারকাসুর নিজের গৃহে

যাবতীয় দেবোদ্যান ও তীর্থই আমগন করিয়া-

এবং বর্ষানানেকানি গতানি পীড়িতান্তরা ।

সর্কে দেবা মিলিতা চ ব্রহ্মাণ্য শরণং গতঃ ॥৪১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং
ভারকোপাখ্যানেন দেবগমনং নাম
নবমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোঃধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

তে সর্কে চ তদা গতা ব্রহ্মাণ্য ভ্রমতঃ প্রভুম্ ।
নমস্তুতা দ্বিতান্তত নমীভূতা কুবীধরঃ ॥ ১
তন বিমলঃ স্তম্ভা ততঃ দৃষ্টোবাচ পিতামহঃ ।
কমল কথং প্রাপ্তাঃ কিং হুঃখং ভবতাং পুনঃ ।
তদন্তঃ সোঃটিয়ামাসা সাধাং যদি ভবেদ্বিহ ॥ ২
ইতোহতনঃ শ্রদ্ধা ব্রহ্মাণ্য পরমবর্ষঃ ।
দেবা সমুচ্চরঃ সর্কে বচনাক্ষয়মকুবন ॥ ৩

জিনঃ কিছুই বাকি নাথৈ । এইরূপে
অনন্ত ন্যসব গতি হইলে সেই পীড়িত দেবগণ
দ্বিহিত হইবে ব্রহ্মাণ্য শরণাগত হই-
লে ৩১—৪১ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দশম অধ্যায় ।

তে বলিলেন,—হে কুবীধরগণ ! তখন সেই
দেবগণ ভ্রমতঃ প্রভু বহুধিক প্রাপ্ত হইল
নমস্তুতা করিয়া তাঁহার অগ্রে নমস্তুতবে অবস্থান
করিতে লগিলেন । পিতামহ ব্রহ্মা ঐহিক-
দিগকে বিদ্য দেখিয়া বলিলেন, তোমরা
কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ এবং তোমাদের
হুঃখই বা কি ? যদি আমার সাধ্য চর, তাহা
হইলে আমি তোমাদিগের হুঃখমোচন করিব ।
হে মহর্ষিগণ ! ব্রহ্মাণ্য এই কথা বলিয়া সেই
অনন্তবর্ষিহ দেবগণ ব্রহ্মাণ্য হস্তে সকল

দেবা উচুঃ ।

ভবতঃ কিমবিক্রান্তং হুঃখঞ্চ বহুপন্থিতম্ ।
ভারকোচ্চৈব যদুঃখং সমুত্তং পরমেশ্বর ॥ ৪
তদুঃখং নাশয় ত্বঞ্চ বয়ং সর্কে সমাগতাঃ ।
ইতোবা বচনং শ্রদ্ধা ব্রহ্মা বচনমাদাদে ॥ ৫
ব্রহ্মোবাচ ।

মন্তো নৈব কথো বোগ্যো মন্তো বুদ্ধিমুপাগতঃ ।
উপায়ং বো দিশাম্যদ্য শ্রয়তামৃধিসমুদয়ঃ ॥ ৬
শিববীর্ঘসমুৎপন্নঃ পুত্রতৈনং স্থনিয্যতি ।
তচ্চৈব হুঃখং দেবা বিচার্যেবাং নিরুহরম্ ॥ ৭
বুদ্ধিরেকা সমুৎপন্না তথা চ ক্রিয়তে যদি ।
ত্বিমবুদ্ধিধরে ক্রমো শত্বপাতি নিত্যশঃ ॥ ৮
সদীভাঃ সদিভা তত্র পরিচর্যাঃ শিবস্ত চ ।
যচনান্নারদতৈবমুমা পিত্রাহুশাসিতা ॥ ৯

বলিয়াছিলেন । দেবগণ বলিলেন, আমাদের
যে হুঃখ, তাহা আপনার অবিক্রান্ত কিছুই নাই
হে পরমেশ্বর ! ঐ হুঃখ, ভারকাত্মক হইতে
সমুত্ত হইয়াছে, আপনি উহা নাশ করুন ;
এইজন্য আমরা সকলে আগত হইয়াছি । এই
কথা বলিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—সেই ভারকা-
ত্মক বচন আমার নিকট হইতে বুদ্ধি প্রাপ্ত হই-
য়াছে, তখন আমি আর অহর ন্যশ করিতে
পারি ন । ব্রহ্মা বলিলেন, হে কুবীধর !
তোমাদিগকে উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর
শিববীর্ঘ হইতে উৎপন্ন পুত্র উহাকে বিনাশ
করিতে । হে দেবগণ ! সেই কাহা অতি
হুঃখত, এইরূপ নিরুহর বিচার করত আমার
একরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, যেরূপ যদি করিতে
পার । মহর্ষেব একমু সর্কে । ত্বিমবুদ্ধি
ধরম্মা শিবকরণে তপস্তা করিতেছেন এবং
নারদেব বচনে পিতৃর অমুমতিক্রমে উমাকলী

• যদিও পূর্বে কেবল দেবগণের ব্রহ্মার
নিকট গমনের কথা আছে, কিন্তু ১৭ শ্লোকে
পরিবর্তে সেই সঙ্গে ছিলেন, এইরূপ আভাস
হইতে পারে সন্দেহজনক আভাস নহে ।

করোতীহ ধর্মপ্রদাতাঃ সংযোগতাং ব্রজেৎ ।
 বদা নিবৃত্তা উত্তর উত্তর বীর্থাঃ সমাপ্তঃ ॥ ১০ ॥
 ততঃ সবার্হাঃ কাৰ্হাঃ ভবিষ্যতি ন চাক্ষথা ।
 শিববীর্থাঃ সমাপ্তাঃ কমা নাতাপরা শিবা ॥ ১১ ॥
 বদা বীর্থাঃ মদীরং বৈ অলঙ্কারঃ শিবঃ ।
 সমাপ্তাঃ সমর্হাঃ ভি উদ্ভাসিতাঃ ন বৈ সূতঃ ॥ ১২ ॥
 জ্যোৎস্নাঃ করিষ্যৎ তথা সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ।
 ইত্যেক জনঃ ততঃ ক্রহা তে সর্ক এব হি ॥ ১৩ ॥
 মনুষ্যঃ সূর্য্যকর বিচার্য তু পরম্পরম্ ।
 তে সর্ক তু মনুষ্যঃ সর্কঃ কাৰ্হাঃ সূর্য্যকরম্ ॥ ১৪ ॥
 বদা বদা শিবায়ৈ * কৃচিৎ পদ্যতে তথা ।
 * মনুষ্যঃ চ কৃচিৎ ব্রহ্মকৃতঃ সর্কঃ তে ॥ ১৫ ॥
 ইত্যেক জনঃ সেক নিবেদ্য বিধিঃ পুনঃ ।
 অমৃতং মুরো দেবাঃ স্বং স্বং স্থানং মুদাষিতাঃ ॥

সদীক্ষের সহিত সেই স্থানে তাঁহার পরিচর্যা
 করিতেছেন : অতএব এই স্থানেই শিবের
 সহিত তাঁহার সংযোগ হইতে পারে। যখন
 শিব সেই স্থানে উঠতে নীর বীর্থা বপন
 করিলেন, তখনই ভোমার কার্যসিদ্ধি হইবে,
 সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যেমন
 অলঙ্কারী মহাদেব ভিন্ন আমার বীর্থা ধারণ
 করিতে অশী কেহই সমর্থ হয় না; তদ্রূপ শিব-
 বীর্থা ধারণ করিতে সেই দেবীপ্রেরা শিবা ভিন্ন
 অন্য কোন নারী সমর্থ নহে। ১—১১। অতএব
 ভোমরা সেই উপায় সম্বলিত কর, তাহা হইলে
 সিদ্ধিলাভ হইবে। সেই সকল দেবগণ ব্রহ্মার
 এইরূপ বাণ্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার
 করণানন্তর পরস্পর বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রকে
 নিবেদন করিলেন;—হে মনুষ্য! ব্রহ্মা যে
 উপায় বলিয়া দিয়াছেন, আপনি অবশ্য তাহার
 অনুষ্ঠান করিবেন এবং যে উপায়ে শিবের কাম-
 প্রকৃতি হইতে পারে, তাহা আপনার কর্তব্য।
 সেই সকল মুনিগণ এবং দেবগণ ইন্দ্রদেবকে
 বখারিতি ব্রহ্মার বাণ্য সকল নিবেদন করিয়া
 হস্তান্তরকরণে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

* শিবায়ৈ ইতি পাঠ্যকরম্ ।

গতেষু তেষু দেবেষুঃ সম্যক মকরধ্বজম্ ।
 আপত্তন্তঃ কলাদেব বতা বৃত্তঃ সবার্হাঃ ॥ ১৭ ॥
 প্রণামক ততঃ কৃতা দ্বিত্বা প্রাণনিরুত্তরীং ।
 কিং কাৰ্হাঃ তে সমুঃ পদ্যঃ সূতোহহং কেন ত্রুতুনা
 তং তং কথয় দেবেশ তং কর্তুং সমুপাগতঃ ।
 ইত্যুক্তা তু মহেশ্বার দ্বিত্বসুখীং তথা স হ ॥ ১৮ ॥
 ইন্দোহপি বচনং ক্রহা কম্পর্গম্ মহাক্ষনঃ ।
 উবাচ বচনং তং বৈ যুক্তং যুক্তমিতি স্তবন ॥ ২০ ॥
 ইন্দ্র উবাচ ।

তদা সাধু সমাকরং বং তে কাৰ্হামুপস্থিতম্ ।
 তং কর্তুমুদ্যাতোহসি তং ধনস্বত্বং মকরধ্বজ ॥ ২১ ॥
 প্রস্তুতং শশু মদাকার কথয়ামি তবানব ॥ ২২ ॥
 মদীরকৈব বং কাৰ্হাঃ তং মদীরং ন চাক্ষথা ।
 মিত্রাণি মম সন্তোষঃ সন্তোষানি কদাচ ন ॥ ২৩ ॥
 অস্বার্থং মম দেবেন নিম্নিতং বজ্রমুত্তমম্ ।

তাঁহারা গমন করিলে ইন্দ্র কম্পর্গকে মনন
 করিলেন। শ্রবণমাত্রই সেই প্রভাবশালী
 কম্পর্গ রত্নি সহিত সেই স্থানে সমাগত হইল
 প্রণামপূর্বক তাঁহার সম্মুখে কৃত্যলিপিতে
 দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনার
 কি অবশ্যক হইয়াছে? আমাকে কি করণে
 মনন করিয়াছেন? হে দেবেশ! আমাকে
 বখার্য আশ্রয় করুন, আমি উহা সম্পাদন
 করিতেই আগত হইয়াছি। কম্পর্গ ইন্দ্রকে
 এই কথা বলিয়া রত্নি সহিত নীরবে অবস্থান
 করিতে লাগিলেন। ১২—১৯। ইন্দ্রও মহাত্মা
 কম্পর্গের সেই বাণ্য শ্রবণ করিয়া, তুমি ঠিক ঠিক
 অনুমান করিয়াছ এইরূপে প্রশংসা করত
 তাঁহাকে বলিলেন,—হে মকরধ্বজ! তুমি
 উত্তম বিবেচনা করিয়াছ; তোমার যেকোন কাৰ্য্য
 উপস্থিত হউক না, তুমি যে তাহা করিতে
 উদ্যুক্ত হইয়াছ, তদ্রূপ তোমাকে ধন্যবাদ।
 হে অনব! সপ্রীতি তোমার যে কাৰ্য্য উপস্থিত
 তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার
 যে কাৰ্য্য, তাহা তোমারই কাৰ্য্য; আমার অনেক
 মিত্র আছেন যটে, কিন্তু তোমার তুল্য কেহ
 নাই। আমার অস্ত্রের মিমিত্র পরমেশ্বর পূর্বক

দান্য ভবান্বেদে নৈবৈ নিমিত্তং পূর্য ॥ ২৪
 ২ হিংসায়কং বিদ্ধি ভবান্ হৃৎকরং মতম্ ।
 আরপি ভবান্দা প্রেষ্ঠঃ সর্বেষু সন্তম ॥ ২৫
 স্তম্ভিলাং স্তাঠে যন্ত নৈব কদাপি হি ।
 ৩ হিতং প্রজ্ঞাতত উতঃ কো নু প্রিয়ঃ পরঃ ॥
 ৪ মিত্রবরত্বক কার্য্যং কর্তুমিচ্ছাসি ॥ ২৬
 হংসং সমুঃপন্নমসাধ্যং বহুকালিকম্ ।
 নপি নৈব তচ্ছক্যং দূরীকর্তুং দ্ববা কিনা ॥ ২৭
 হৃৎকরং পরীক্ষাং বৈ দৃষ্টিক্কে স্তাঠে নৃতিঃ ।
 তৈব তু সংগ্রামে মিত্রস্ত চ তথাপি ॥ ২৮
 ততো চ তথ পীণং নিপাতো যুৎসন্ত চ
 হস্ত চ পরাক্ষেপ সত্যস্ত সন্ততে পাত ।
 ৫ তু হৃদীয়ালা মিত্রবর্ধা ভবিষ্যতি ॥ ২৯
 তদনং মনীষক কার্য্যং দেবমুখ্যমতম্
 কথ্যচিহ্নক ম্য কথ্যং কথ্যং হস্ত সন্তম ॥ ৩০

ন বহু নামে একটী অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন,
 ১ একটী অস্ত্র তেমনকে নির্মাণ করিয়াছেন ।
 হিংসায়ক, তুমি অতি হৃৎকর । হে
 ম! ঐ হৃৎকর মতো সকল বিষয়ে তুমিই
 ঠিক । বহু কখন কখন নিষ্ফল হয়, কিন্তু
 ২ কখন নিষ্ফল হও না । যেহেতু তুমি
 হস্ত হিতকর, অতএব তোমা অপেক্ষ আর
 প্রিয় আছে ? এই নিমিত্ত তুমি মিত্রপ্রবর
 ৩ তুমিই এই কার্য্য করিতে উপযুক্ত পাত্র ।
 আর অনেক দিন অবধি একটী অসাধ্য হৃৎ
 পন্ন হইয়াছে ; তোমা ভিন্ন আর কেহই ঐ
 ৪ দূর করিতে সমর্থ নয় । দেখ হৃষ্টিক
 সেই মনুষ্যগণ দাতার পরীক্ষা করিতে পারে ।
 রূপ যুদ্ধে বীরের পরীক্ষা, আপংকালে
 ত্র পরীক্ষা, অশক্তি কালে স্ত্রীদিগের এবং
 ৫ ঐ কালে হৃৎকরের পরীক্ষা হয় । যেমন
 ৬ ঐ কালে স্ত্রীর পরীক্ষা এবং সন্ত সন্ত
 ৭ পরীক্ষা হয়, হে মিত্রবর্ধ ! সেইরূপ
 ৮ তোমারও পরীক্ষা হইবে । ২০—৩০ ।
 ন ইহা আমার একবার কার্য্য নয়, ইহা
 ৯ দেবগণের সুখাবহ কার্য্য । আমার
 ১০ দেবগণ শাক্তা করিতেছি, তুমি এই

ইত্যেক মনুষ্যকার্য্য করা তু মনুষ্যকার্য্য ।
 উবাচ প্রেমপূর্ণাং পদমপ্নিতপূর্বকম্ ॥ ৩১
 কাম উবাচ ।
 কিমর্থং তাস্যে দেব নাতরং হাবয়োরিহ ।
 উপকৃত কৃত্রিমো লোকে দৃষ্টতে কথনেন চ ॥ ৩২
 কঠেনৈব চ যো ত্রয়ং স কিং কার্য্যং করিষ্যতি ।
 তথাপিচ মহারাজ কথয়ামি শৃণু তং ॥ ৩৩
 মূর্ত্তিমার্গং সমাপন্নং তে শত্রুং পাতয়াম্যহম্ ।
 তে পদং কাষিতুং যো বৈ তপতপ্যতি দারুণম্ ॥ ৩৪
 কখন পাতয়াম্যাদ্য কটাক্ষেণ ত্রিযাতন্য ।
 দেবং বা দানবং বাপি নৃষি বা দেবসন্তম ॥ ৩৫
 মামুবাণাং ন বৈ মেধা পবন পাতনে মতা ।
 বহুং তিষ্ঠতু দূরে নৈব শত্রুপাত্যন্তনেকশঃ ॥ ৩৬
 কিং তে কার্য্যং করিষ্যসি মরি মিত্রে হিতে প্রেতা
 অস্ত্রবান্ পবন নাস্তি পাতয়ামি হস্তং বহি ॥ ৩৭

তত্কায়া অস্ত্র করিব । মনুষ্যকার্য্য ইত্যেক
 এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিঃ মিত্রমুখে পদমপ্নবরে
 প্রেমপূর্ণ বাক্য বলিলেন । কাম বলিলেন, হে
 দেব ! আপনি কি নিমিত্ত এত বলিতেছেন ?
 এই সংসারে আমারদের হৃৎকরের মতো কিছুই
 তৈল নাই । লোকে, উপকারের নিমিত্ত প্রার্থিত
 ব্যক্তি যদি কেমন কড়কগুলি বাক্য বলে, তাহা
 হইলে কৃত্রিম বলিয়া জ্ঞাত হয় । যে, যুগে
 বসাদিত্য করে, তাহা হার্য্য কি কার্য্য হইতে
 পারে ? তথাপি হে মহারাজ ! আমি কিং
 বলিতেছি, শ্রবণ করুন । যদি আপনার কোন
 শত্রু মূর্ত্তিমার্গ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া থাকে,
 তাহা হইলে আমি তাহাকে সেই পদ হইতে
 পাত্তি করিব । হে দেবসন্তম ! যদি দেব,
 দানব অথবা কোন নৃষি আপনার পদ লাভ
 করিবার জন্য দারুণ তপতপনে নিযুক্ত হইয়া
 থাকে, তাহা হইলে আমি কখনোই তাহাকে
 ত্রীয় কটাক্ষ হার্য্য তাহার সেই তপতপন তদ
 করিব । মনুষ্যের নিপাতনেও আমার কিং
 পাত্র চিত্তা হয় না । আপনার বহু বা অস্ত্র
 নাস্তিকি অস্ত্র দূরে থাকুক ; হে প্রেতা ! আমি
 মিত্র থাকিতে ঐ সকল অস্ত্রের প্রয়োজন কি ?

একম কন্য তত কন্যা হর্ষহৃদয়ঃ ।
 উবাচ এতন্ন বাচ কন্য কন্যাহবাবহম্ ॥ ৩১
 ইদ উবাচ ।
 বং কন্যাঃ কন্যসোহিষ্টং তং কাব্যং কবিত্বং কন্যা ।
 শূন্য কন্য প্রবক্ষ্যামি কন্যাঃ শূন্যং তব ॥ ৪০
 ততঃকন্যা মহাকৈজো ততঃকন্যা বরমুত্তমম্ ।
 সপ্রাণ্য শীতলে লোকান নষ্টবন্য হনেকশঃ ॥ ৪১
 হৃদিভা দেবতাঃ সর্বাঃ কন্যাঃ ততঃকন্যা ।
 দেবানাকাদৃশ্যত বিকলান্তবন প্রভো ॥ ৪২
 কন্যাঃ নৈব জ্ঞেয়ং ভবিষ্যতি কদাচন ।
 এতত্ত কন্যাঃ প্রোক্তং শূন্যবীধ্যাদুরাশ্বনঃ ॥ ৪৩
 এতং কাব্যং কন্যা সাধ্যং দেবানাং পরমং সুখম্ ।
 মনসি চ হিতং লোকে কর্তুমর্হসি সা প্রভু ॥ ৪৪
 শূন্য গিরিরাজে বৈ তপঃ পরমমাহিতঃ ।
 তংসমীপে চ সেবার্থং পার্শ্বতী সখীসংযুতা ।

আমি আর কহ্যকেও গণনা করি না, স্বয়ং
 মহাদেবেরও বৈষ্ণব্যুতি করিতে পারি ৩১—৩৮ ।
 ইন্দ্র, মদনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত
 হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং রত্নের কর্ণহৃৎকর
 বাক্যের রচনা করিয়া কন্দর্পকে বলিলেন,—
 আমাদের মনের উদ্দিষ্ট কাব্য তুমি ব্যক্ত করিলে,
 অতএব হে কাম! তোমাকে যে জন্ত মরণ
 করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। তারক নামে
 মহাকৈজ্য ব্রহ্মার নিকট হইতে উত্তম বর প্রাপ্ত
 হইয়া লোকে ব্যধিত করিতেছে এবং তাহার
 দ্বারা অনেক প্রকারে ধর্ম সকল নষ্ট হইতেছে ।
 হে প্রভাবশালিন কন্দর্প! সমুদয় দেবগণ ও
 অসুরগণের ন্যস্ত তাহা হইতে অতিশয় দুঃখ
 পাইতেছেন এবং তাহার নিকট দেবগণের অগ্ন
 সকল নিঃশল হইয়াছে। তাহার কখনই সাধা-
 রণ উপারে দূড়া হইবে না; কারণ মহাদেবের
 বীজ হইতেই সেই দুরাশ্রয় মরণ নির্ধারিত
 হইয়াছে। এই দেবগণের পরম সুখকর কাব্য
 তোমার কর্তৃকই সাধিত হইবে এবং এই ন্যায়ের
 দ্বারা আমরাও সিদ্ধকর; অতএব তুমি উপা
 সন্মান কর। মহাদেব এক্ষণে হিমালয়ে পরম
 শান্তায় অন্তর্ধান করিতেছেন এবং তাহার

ভিত্তি চ মহারাজ পিত্রাজ্যী মন্য কন্য ॥ ৪৫
 কন্যা ততঃ কটিকট শিবস্ত পরমাত্মনঃ ।
 জ্ঞাতো নিভ্রাং কাম তথা কাব্যং কন্যা কন্য ॥ ৪৬
 ইতি কন্যা কতী শ্রদ্ধাঃ দুঃখকৈব পমিষ্যতি ।
 লোকস্বাধ্য প্রতাপাঃ তে ভবিষ্যতি ন চান্তথা ॥
 ইতুজঃ স তু ক মো বৈ প্রফুল্লমুখপঙ্কজঃ ।
 অদ্বীঃ তং তদা তত্র হিতমুপাদয়ন প্রভু ॥ ৪৭
 প্রেমণা গিরিক দেবেশং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮
 ইতুজা বচনং তনৈ তথৈতোমিতি ততঃ ।
 গহীয়া শিরসা কামঃ সদাকঃ সবসন্তকঃ ॥ ৫০
 যত্র চৈব হরঃ সাক্ষাঃ তপতে পরমং তপঃ ।
 তত্র গতা মধুগাদৌ ধর্ম্যং বিস্তারয়ন হিতঃ ॥ ৫১
 বসন্তস্ত চ যে ধর্ম্যাস্তে ধর্ম্যাস্তদ্বনে গতাঃ ।
 বনানি চ প্রফুল্লানি পলাশানাঞ্চ তদ্বনে ॥ ৫৩
 পুষ্পানি সহকারেষু অশোকবনিকাসু চ ।

নিকটে পিতার আজ্ঞায় পার্শ্বতী সখী-সমভি
 ব্যাহারে সেবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন;
 হে মহারাজ কন্দর্প! আমি এই কথা শুনি
 যাছি। অতএব সেই পার্শ্বতীর উপর পরমাত্ম
 মহাদেবের কামপ্রাপ্তি যাহাতে উৎপন্ন হয়, হে
 কাম! তুমি নিশ্চয় সেইরূপ কাব্য করিবে।
 এই কাব্য নিষ্পাদন করিতে পারিলে তুমি
 ধনস্বী হইবে এবং আমাদেরও দুঃখ দূর হইবে।
 তোমার প্রতাপে যে লোকের স্বাস্থ্য হইবে,
 তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইন্দ্র কর্তৃক এ
 রূপে উক্ত হইয়া মদনের মুখপঙ্কজ প্রফুল্ল হই
 এবং সেই প্রভু ইন্দ্রকে হিতযুক্ত বাক্য বলি
 লেন,—আমি নিশ্চয়ই সেই দেবদেব মহাদেবে
 হৃদয় প্রেমে আদ্র করিব। ৩৯—৪৯। মদ
 ইন্দ্রকে এই কথা বলিয়া ও বলিয়া অবনত
 মস্তকে ইন্দ্রের বাক্য গ্রহণ করিয়া, যে স্থা
 মহাদেব দয়ঃ সেই পরম তপস্কার অন্তর্
 করিতেছিলেন, সেই স্থানে রতি এবং বসন্তে
 সতিত উপস্থিত হইলেন। বসন্ত সেই স্থা
 প্রথমে আপনর ধর্ম্য প্রকাশ করিল। বসন্তে
 ধর্ম্য সকল সেই বনে প্রকাশিত হইলে, ক
 সকল প্রফুল্ল হইল এবং সেই বনে পলাশ

বৃক্ষপু ৮ পুষ্পানি ব্রহ্মকুলিতানি ৮। ৫৩
জিকণু তথৈকণু কোকিলকলকুজিতম্।
এমরাণ্য তথা শকো কলেকাৎকুহলহাসনে ॥ ৫৪
চন্দ্রবিশদা হাসন্ কিলপা দৃতিকা ইব।
হানিঃ প্রেরয়ামাহুঃ কালে কামপলার্জিতাম্ ॥ ৫৫
মারুতঃ সুধংসত্র ববৌ বিরহিণ্য প্রিয়ঃ।
কনোকসঃ তদা তত্র মুনীনাং হুঃসহো কভূঃ ॥ ৫৬
অচেতনানং তত্রাসীঃ কামাসক্তিঃ সচেতসাম্।
অকলিনীঃ প্রবৃত্তিক মধোবৌদ্ধ্য হরন্তদা ॥ ৫৭
অশ্রুধাঃ পরমং গদা তপঃ পরমহৃৎকরম্।
তপসামস তত্রৈব হরো হুঃসহরঃ পরঃ ॥ ৫৮
বসন্তে প্রসূতে তত্র কামো রতিসমকিতঃ।
চূড় বণঃ সমাক্ষা স্থিতঃ পার্শ্বে তু বামতঃ ॥ ৫৯

দরকর অশোক ও বকুল বৃক্ষসমূহে পুষ্পাকাম
হইল এবং তাহাতে এমরাণ্য কলার কলিতে
লগিল। ও মহামুনে! সেই বনে তিলকুল
বকল প্রসূত হইল। কোন কোন বৃক্ষ
কলিগণ কুহরব করিতে লগিল এবং কোন
কন বৃক্ষ এমরাণ্য নানাবিধ শব্দ করিতে
গিল। সেই সময় চন্দ্র কিলপা অতিশয়
শুল হইল এবং দূতীর ভাষা মনৌ চককে
লগের আকর্ষণ করিয়া প্রিয়ার নিকটে পাতা-
তে লগিল। বিরহিণীর সুধসেবা বহু
বহু করিতে লগিল এবং উহা সেই বনবাসী
দিগের পক্ষে অতিশয় হুঃসহ হইয়া উঠল।
ধক কি সেটকালে অচেতন সচেতন সক-
রই কামপ্রসূতি উদ্বাপিত হইল। সেই
বশেষ্ট হুঃসহর মহাসেব বসন্তের আকলিকী
স্থিতি দেখিয়া বিষয়াবিষ্টচিত্তে দৃঢ়তার সহিত
ই পরম হৃৎকর তপস্তার অনুষ্ঠান করিতে
গিলেন। বসন্ত সেই বন অধিকার করিলে
দর্প রতির সহিত মিলিত হইয়া এবং চূড়বাপ
কর্ষণ করিয়া সেই দেবদেবের বামপার্শ্বে
বহান করিতে লগিল। এ সংসারে এমন কে
ছে, যে, রতির সহিত কলপকে অবলোকন

* অকালে কামপলার্জিতামিতি পাঠান্তরম্।

রত্যা। বৃক্ষং তদা কামং বৃষ্টা কো বা ন মোহিতঃ
এতন্নিবৃত্তরে দেবী পুষ্পাকলকুজিতা ॥ ৬০
সখীভ্যাং সংযুতা তত্র বহু ভিষ্টকরঃ বরম্।
অগাম শিবপূজার্থং নীচা পুষ্পাধ্যমেকশঃ ॥ ৬১
পৃথিব্যাং বায়ুশ্চ লোকৈ সৌন্দর্য্য বিকিরং বহুং।
তঃ সর্কটৈকতন্তুশ্চ পার্শ্বেভ্যাম্ বিনিশ্চিতম্ ॥ ৬২
আশ্রবানি ৮ পুষ্পানি দূতানি ৮ তদা তদা।
তঃ সৌন্দর্য্যং কথং বর্ণ্যমপি বর্ণনৈজেরপি ॥ ৬৩
বদা শিবসমীপে তু গতা সা পর্কতাঙ্গজা।
তটেনাকর্ষক্কাপঃ কচ্যঃ শূলপাখিনঃ ॥ ৬৪
তচ্চাপঃ পতিতঃ হস্তাঃ পার্শ্বে তত্র ৮ বৈ তদা ॥
তদা গদ্যঃ পলঙ্ক্য বৈ দৃষ্টে নতুঃ বহুং তদা ॥ ৬৫
নমস্কৃত্য তদা পূজাং কৃত্বাসীঃ পুরতঃ স্থিতা।
সা দৃষ্টা প্রভুণা তত্র সুন্দর্য্যং বিবৃণুতী ॥ ৬৬
শিবোহপি বর্ণয়ামাস তদন্তং সুন্দর্য্য তদা।
কিং সুধাং কিং শশকং কিং নেত্রে চোংপলে
মতে।

করিয়া বিমোহিত না হয়। এই সময় দেবী
পার্বতী পুষ্পাকলকুজিতা হইয়া যেখানে বস
মহাবর বিরাজ করিতেছিলেন, সেই স্থানে
সখীদ্বয়ের সহিত নানাবিধ পুষ্প লইয়া শিব-
পূজার্থ গমন করিলেন ৫১—৬০। পৃথিবীতে
হত প্রকার উত্তম উত্তম সৌন্দর্য্য আছে, তঃ
সমুদয় নিশ্চিত হইয়া নিঃসর পার্বতীতে অবস্থান
করিতেছিল, আবার সেই সৌন্দর্য্যের উপর
কুহুকলান পুষ্প সমুদয়ে বিবৃণিত হওয়ায়
উভার যে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল,
তঃ শত বংশেরও বর্ণনায় নহে। বহন সেই
পর্কতাঙ্গজা দেবী শিবের সমীপে উপস্থিত
হইলেন, তখনই কলপ শূলপাখির কামপ্রসূতি
অগ্রাইবার নিমিত্ত বহুক আকর্ষণ করিয়াছিলেন।
তখন উভার বহুক প্রথমে দৃষ্ট হইতে পার্শ্বে
বসিয়া পড়িল। এই অবসরে সেই উৎপলাকী
পার্বতী সেই স্থানে গমন করিয়া বহু মহাসেবকে
দর্শন করিলেন। পার্বতী প্রণামপূর্ব্বক পূজা
করিয়া উভার অগ্রা পাড়াইলে গ্রহু মহাসেব
সেই স্থান অগ্রবোদ্ধাসিনীকে দর্শন করিলেন

ভুকুটৌ ধনুৰী চৈব কন্দৰ্পস্ত মহাস্থনঃ ॥ ৬৭
 অধরঃ কিক্ বিম্বক্ কিং নাসা শুকচক্ৰক্ ।
 কিং স্বরঃ কোকিলালাপঃ কিং মধ্যকৈব বেদিকা
 কিং গতিবর্ণ্যতে হস্তাঃ কিং রূপং বর্ণ্যতে মুহঃ ।
 পুষ্পাণি বর্ণ্যতে কিক্ বস্ত্রাণি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৯
 লালিত্যকৈব যঃ সৃষ্টৌ তদেকত্র বিনিম্বিতম্ ।
 ইতোবং বর্ণয়িত্বা তু তপসো বিররাম হ ॥ ৭০
 হস্তং বস্ত্রাকলে যাবৎ তবচ্চ দূরতো গতা ।
 স্ত্রীস্বভাবাং তদা সা চ লজ্জিতা স্তম্বরী স্বয়ম্ ॥
 বিরহতী তথাস্থানি পশুতী চ মুহুর্মুহুঃ ।
 এবং চেষ্টাং তদা দৃষ্ট্বা শঙ্কর্মোহমুপাগমং ॥ ৭২
 যদ্যালিঙ্গনমেতস্তাঃ করোমি কিং পুনঃ স্বয়ম্ ।
 কণমাত্রং বিচার্যেবং কিমহং মোহমাগতঃ ॥ ৭৩

তখন শিব তাঁহার অবয়বের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন ; যথা,—একি মুখ, না শশাঙ্ক ? একি নেত্র, না উৎপল ? ইহার ভুকুটী নিশ্চয় কন্দর্পের ধনুকস্থয় । ইহার অধর পরবিহতুল্য এবং নাসিকা শুকপক্ষীর চকুর মত । ইহার আলাপ কি কোকিলের স্বর এবং মধ্য কি সাক্ষাৎ বেদী ! ইহার গতি বা রূপের বিষয় কিরূপে কেমন করিয়া বর্ণন করিব ? ইহার পুষ্প এবং বস্ত্রের বিষয়ই বা বারংবার কি বর্ণন করিব ? এই সংসারে যত প্রকার লালিত্য, তৎসমুদয় যেন একত্র করিয়া ইহার শরীর নিম্বিত হইয়াছে । এইরূপ বর্ণনা করিয়া, তিনি তপস্ভা হইতে বিরত হইলেন । ৬২—৭০ । তাহার পর তিনি যেমন পার্শ্বতীর বস্ত্রাকল ধরিবার নিমিত্ত হস্ত বাড়াইলেন, অমনি পার্শ্বতী একটু দূরে সরিয়া গেলেন । সেই স্তম্বরী পার্শ্বতী স্ত্রীস্বভাব প্রযুক্ত স্বয়ং লজ্জিতা হইলেন এবং অঙ্গ দ্বারা হাব-ভাব প্রকাশ করত মহাদেবের দিকে বারংবার দেখিতে লাগিলেন । তখন শঙ্কু পার্শ্বতীকে আপনার অভিলাষানুরূপিনী দেখিয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং ইহার আলিঙ্গনমুখ অনুভব করিব কি, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । কণকাল

—তখন চিন্তা করিয়া, তিনি পুনরায় ভাবিলেন,

ঈশ্বরোহং যদিচ্ছেরং পরাস্পর্শনং মুদা ।
 তর্হি কোহুতমঃ কুদ্ভঃ কিং কিং নৈব কথিষ্যতি
 এবং বিবেকমাসাদ্য পর্যাক্ষবন্ধনং দৃঢ়ম্ ।
 রচয়ামাস সর্বাস্মা ঈশ্বরঃ কিং পতেদহি ॥ ৭৫
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং শিব-
 তপোবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

কথম উচুঃ ।

সূত সূত মহাভাগ কিং জাতক ততঃ পরম্ ।
 কথয় তং প্রসাদেন কথ্যং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ১
 সূত উবাচ ।

ভ্রমরভাসময়ঃ শ্রেষ্ঠা যজ্ঞাতং তদনন্তরম্ ।
 বৈধাস্ত চাবনং দৃষ্ট্বা বিচারে তৎপরঃ শিবঃ ॥ ২
 কারণং কিকিহুং পন্নং নাত্মথেনং ভবেদিতি ।
 নিশা বিলোকয়ামাস পরিতঃ শঙ্করস্তদা ॥ ৩

আমি কি মোহ প্রাপ্ত হইয়াছি ? আমি ঈশ্বর হইয়াও যদি যদৃচ্ছাত্রমে আনন্দসহকারে পরস্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তবে সূত্র ব্যক্তির কি অজ্ঞান কার্য্য না করিবে ? এইরূপ বিবেচনা করিয়া, তিনি দৃঢ়রূপে পর্যাক্ষ-বন্ধন (আনন বিশেষ) রচনা করিলেন । এ সংসারে ঈশ্বরে কি পতন আছে ? ৭১—৭৫ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একাদশ অধ্যায় ।

কথিণ বসিলেন,—হে মহাভাগ সূত তাহার পর কি হইয়াছিল, অনুগ্রহপূর্বক সে পাপনাশিনী কথা কীতন কর । সূত বলিল—হে শ্রেষ্ঠ কথিণ ! তদনন্তর যাহা হইয়াছিল তাহা আপনারা শ্রবণ করুন । মহাদেব যেন স্বপ্ন দেখিয়া চিন্তা-ভংগ হইলেন । অতএব এ বিষয়ে কোন কারণ উৎপন্ন হইয়াছে ; কেন কারণ ব্যতীত ইহা সম্ভব হইতে পারেন

বামভাগে স্থিতঃ কামঃ দদর্শ বাধকর্ষণম্ ।
তং দৃষ্ট্বা ক্রোধসংযুক্তঃ সজ্জাতস্তং ক্রণাদপি ॥ ৪
অহো হৃষ্টেন কামেন ন মুক্তোহহং হুরাসনঃ ।
ইজ্জ্বলং মনসা ক্রুদ্ধঃ শিবঃ পরমকোপনঃ ॥ ৫
তৃতীয়াং তস্ত নেত্রাঘে নিঃসসারাম্বিক্রচ্ছিখঃ ।
ভস্মসাং কৃডবাংস্তেন মদনং তাবদেব হি ॥ ৬
যাবচ্চ মরুতাং বাচঃ ক্রম্যতাং বৈ প্রভো ত্বয়া ।
ভবন্তি চ ততঃ পূর্নং হতোহসৌ মকরধ্বজঃ ॥ ৭
হতে তস্মিন্ মহাবীৰ্য্যে দেবা হৃৎখমুপাগতাঃ ।
শিবোহপি তং ক্রণাদেব বিহায়াশ্রমমতাতঃ ॥ ৮
বেগদীর্ঘকৃতান্মা চ গিরিরাজমুতা তদা ।
সমাদায় সখীযুক্তা জগাম মন্দিরং স্বয়ম্ ॥ ৯
ক্রণমাত্রং রতিস্তুত্র বিসংজ্ঞা হতবঃ তদা ।
ভর্তৃজ্ঞাতক যদুঃখং ন জ্ঞাতম্বিসমুদয়ঃ ॥ ১০
জাতার্যকৈব সংজ্ঞায়াং রতিহৃৎখসমম্বিতা ।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, মহাদেব চতুর্দিকে দৃষ্টি-
ক্ৰেপ করিলেন। তিনি দেখিলেন, বামভাগে
দন বাণ আকর্ষণ করিতেছে। তাহাকে
দখিয়া তংক্রণাং ক্রোধসংযুক্ত হইলেন। কি
গাণ্ড্য! আমি এইরূপ দুর্জ্বল হইয়াও হুরাসন
দন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলাম না! সদাশিব
রূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া অত্যন্ত কোপা-
হইলেন। তখন তাঁহার ললাটস্থিত তৃতীয়
চক্ষু হইতে জলন্ত অগ্নি নির্গত হইল এবং ঐ
গ্নি তংক্রণাং মদনকে ভস্মসাৎ করিল।
প্রভো! আপনি ক্রমা করুন" দেবগণ
রূপ বলিতে না বলিতে মকরধ্বজ কন্দর্প
স্ব প্রাপ্ত হইলেন। সেই মহাবীৰ্য্য কন্দর্প
ত হইলে দেবগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।
ও তংক্রণাং সেই আশ্রয় ত্যাগ করিয়া
ত্র চলিয়া গেলেন। এদিকে গিরিরাজপুত্রী
বীতীও সখীদ্বয়ের সহিত ক্রমশঃ স্বীয় গৃহ
গাগমন করিলেন। হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! রতি
ই সময় ক্রণকালের অস্ত্র মূর্ছিত হইয়াছিলেন,
হেতু প্রথমে ভর্তৃনাশ অস্ত্র দুঃখ অনুভব
কিতে পারেন নাই। ১—১০। তাহার পর
জ্ঞ লাভ করিয়া দুঃখাকুল রতি এরূপ করণ-

বিলাপ তদা তত্র বনমাসীং সুদুঃখিতম্ ॥ ১১
ময়ূরটিষ্ঠব নৃত্যং হি বৃক্ষাণ্ড চলনং জহঃ ।
মৃগাণ্ড ভ্রমণং ব্রহ্মণ ভৃঙ্গা শুজারবং পুনঃ ॥ ১২
পক্ষিণাং তদা বিপ্রা মৃকাণ্ড মুনয়ো বধা ।
বায়বচলনং হিত্বা বাস্তি নৈব দিশো দশ ॥ ১৩
রতিব্রূবাচ ।
কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং কৃতং দৈবতৈরিহ ।
স্বামিনস্ত সমাহুয় হা হা প্রিয় প্রিয়েতি চ ॥ ১৪
হস্তৌ পাদৌ তথাক্ষাণ্ড কেশানত্রোটিয়ং তদা ।
ব্রহ্মণা সদৃশৌ যোগো ন সোঢ়ো মম কর্ষণা * ॥
সুখদাতা ন কোহপ্যস্তি দুঃখদাতা ন কচন ।
সর্বোহপি স্বকৃতং ভুঙক্তে দেবাঃ শোচ্যামস্মা বৃধা ।
তদ্বিলাপং তদা শ্রুত্বা দেবাঃ শিবমুপাসবুঃ ।
স্তুত্বা দেবং প্রপদ্যেবং বচনকৌদমক্রবন্ ॥ ১৭

স্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে নিখিল
বন শোকাবুল হইয়াছিল। ময়ূরগণ নৃত্য ত্যাগ
করিল, বৃক্ষগণ পবন-হিল্লোলের কম্পন ত্যাগ
করিল, আর মৃগেরা ভ্রমণ ভ্রবং ভ্রমরেরা ঝঙ্কার
ত্যাগ করিল, হে বিপ্রগণ! পক্ষী সকল তং-
কালে বাচংঘম ঋষির জ্বায় দ্রুতত অবলম্বন করিল
এবং বায়ুগণ মৃদু চলন পরিত্যাগ করিয়া দশদিকে
আর প্রবাহিত হইল না। রতি রোদন করিতে
লাগিলেন—আমি কি করিব, কোথায় যাইব!
আমার স্বামীকে ডাকিয়া দেবগণ আজ কি
করিলে! গায় প্রিয়! তুমি কোথায়? রতি হস্তপদ
আছাড়িয়া কেশ উপড়াইতে লাগিলেন এবং বলি-
লেন, আমার কর্ষণে ব্রহ্মা আমাদের সদৃশ স্ত্রী-
পুরুষের যোগ সহ করিতে পারিলেন না। এই
সংসারে সুখদাতাও কেহ নাই, দুঃখদাতাও কেহ
নাই, সকলেই আপন আপন কর্ষণে ভোগ
করে; অতএব আমি কেন বৃথা দেবজ্ঞানের উপর
অনুযোগ করিতেছি? তাঁহার সেই অতি বিলাপ
শ্রবণ করিয়া দেবগণ শিবের নিকটে গমন করিয়া-
ছিলেন এবং তাঁহার শরণাপত্ত হইয়া স্তুত্ব করিতে

দেবা উচুঃ ।

ভগবন্ অয়তামেতদ্বচনঞ্চ শুভং প্রভো ।
কামেনৈব কৃতং যচ্চ ন স্বার্থং লোকশকর ।
দুষ্টেন পীড়িতৈর্দেবৈঃ কারিতং তচ্চি নাশ্রুথা ॥১৮
রতিস্ত্রেকাকিনী দেবী বিলাপং দুঃখিতা সতী ।
করোতি শকর ত্বঞ্চ প্রসন্নো ভব সর্বথা ॥ ১৯
সংহারং কর্তুকামোহসি দৈবভৈঃ সহ শকর ।
দুঃখং তস্মাস্তথা দৃষ্টা নষ্টপ্রায়াশ্চ দেবতাঃ ।
তস্মাৎ ত্বয়া চ কৃতব্যং রতাঃ শোকাপনোদনম্ ॥
নমস্কৃত্য তদা দেবাঃ স্তুতিং কৃতা বিধানতঃ ।
প্রসন্নং কৃতবন্তস্তে শিবং লোকসুখাবহম্ ॥ ২১
প্রসন্নো ভগবাংস্তত্র বচনঞ্চৈদমব্রবীৎ ॥ ২২

শিব উবাচ ।

দেবাশ্চ স্বয়ং সর্কে যজ্ঞাতং নাশ্রুথা ভবেৎ ॥২৩
অনঙ্গস্তাবদেব স্তাদ্যাবচ্চ কুল্লিগীপতিঃ ।

লাগিলেন । দেবগণ বলিলেন, হে প্রভো ! হে
ভগবন্ ! আপনি আমাদের এই শুভবাক্য
শ্রবণ করুন । হে লোকমঙ্গলকারিন্ ! কামদেব
কোনরূপ স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য এরূপ কার্য
করে নাই । দুষ্ট তারকাসুর কর্তৃক পীড়িত
দেবগণই তাহা দ্বারা এইরূপ কার্য্য করাইয়াছেন,
অশ্রুথা কন্দর্পের এরূপ কার্য্যে প্ররুতি হইত না ।
এখন রতি সতী একাকিনী অতিশয় দুঃখিতা
হইয়া বিলাপ করিতেছে । হে শকর ! আপনি
তাহার উপর সর্বপ্রকারে প্রসন্ন হউন ।
হে শকর ! আর কেন আপনি দেবগণের সহিত
এই সংসারের সংহার করিতে প্ররুত হইয়া-
ছেন ? সেই রতির তথাবিধ দুঃখ দেখিয়া দেবগণ
অতিশয় কাতর হইয়াছেন, অতএব আপনি
রতির শোক অপনোদন করুন । ১১—২০ ।
তখন দেবগণ বিধিপূর্বক স্তব এবং প্রণাম
করিয়া, লোকের মঙ্গলদাতা মহাদেবকে প্রসন্ন
করিলেন । মহাদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—
হে নিখিল দেবগণ এবং ঋষিগণ ! যাহা হইয়াছে,
গাহার অশ্রুতা হইবে না । তবে যে পর্য্যন্ত
কুল্লিগীপতি কৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকা নগরে অবস্থান
করিয়া পুত্র উৎপাদন না করিবেন, তাবৎকাল

দ্বারকায়াং স্বয়ং স্থিত্ব পুত্রানুৎপাদয়িষ্যতি ॥ ২
ততঃ কৃষ্ণস্ত কুল্লিগীয়াং কামমুৎপাদয়িষ্যতি ।
প্রত্যাগ্নো নাম তস্মৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২।
জাতমাত্রস্ত তং দেবাঃ শশ্বরঃ স হরিষ্যতি ।
হস্তা প্রাপ্য সমুদ্রে বৈ নগরং স গমিষ্যতি ॥ ২
তাবচ্চ নগরে তস্ত রত্যা স্বেয়ং যথাসুখম্ ।
তত্র কামং মিলিত্ব তু হস্তা শশ্বরমাহবে ॥ ২৭
তদীয়কৈব যজ্ঞব্যং নীতা শ্বনগরং পুনঃ ।
গমিষ্যতি স্বয়ং সা বৈ দেবা সত্যং বচো মম ।
ইতু কৃতান্তর্দধে রুদ্রো দেবানাং স্তবতাং তদা ॥২
দেবাস্তাঞ্চ সমাসাদ্য রুদ্রস্ত বচনাদ্রতিম্ ।
উক্ত্বা বচস্তদীয়ঞ্চ স্বং স্বং ভুবনমাযযুঃ ॥ ২৯
কামপত্নী যথা দিষ্টং নগরং সা গতা তদা ।
প্রতীকৃষ্টী চ তং কালং রুদ্রাদিষ্টং মুনীশ্বরাঃ ॥
দেবাশ্চ দুঃখিতাঃ সর্কে হা হা কিঞ্চ ভবিষ্যতি ।
তারকস্ত কথং নাশো ভবিষ্যতি পরস্পরম্ ॥ ৩১

পর্য্যন্ত কন্দর্প অনঙ্গরূপে অবস্থান করিবে
তাহার পর কৃষ্ণ কুল্লিগীদেবীর গর্ভে কন্দর্পকে
উৎপাদন করিবেন এবং তখন তাহার নাম প্রত্যা
গ্ন হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ।
দেবগণ ! কন্দর্প জগৎগ্রহণ করিবামাত্র শশ্বরকে
তাহাকে হরণ করিবে এবং উহাকে হরণ করি
সমুদ্রের মধ্যস্থিত একটা নগরে গমন করিবে
সেই পর্য্যন্ত সেই নগরে রতি স্ত্রীকে অবস্থান
করুন । সেই স্থানে কামের সহিত মিলিত হইয়া
শশ্বরাসুরকে যুদ্ধে নিহত এবং তাহার সমুদয় বস্তু
আত্মসাৎ করিয়া পুনর্বার শ্বনগরে গমন করি
বেন । হে দেবগণ ! আমি যাহা বলি
সমুদয় সত্য জানিবা । মহাদেব এই কথা বলি
সেই স্তবকারী দেবগণের সম্মুখেই অস্তর্হি
হইলেন । দেবগণ মহাদেবের বাক্যানুসারে
সেই রোহদ্যমানা রতির নিকটে গমন করি
সেই সমুদয় বাক্য তাহাকে বলিয়া স্ব স্ব গৃহ
গমন করিলেন আর কামপত্নী রতিও যথানি
নগরে গমন করিলেন এবং হে মুনীশ্বরগণ ! রতি
সেই স্থানে মহাদেব কর্তৃক নির্দিষ্টকালে
প্রতীকৃষ্ট করিতে লাগিলেন । ২১—৩০ । দে

পিতৃগৃহং তদা গতা মিলিতা মাতরং মুদা ।
 পুনর্জাতং তদাত্মানং মেনে সা পর্কতাস্বয়া ॥৩২
 নিনিদ্রা চ স্বকং রূপং হা হতাস্মি তদাবীত ॥৩৩
 স্বপত্নী চ পিবতী চ হৃদন্তী গচ্ছতী তদা ।
 তিষ্ঠন্তী চ সখীমধ্যে ধিগুরুপঞ্চ মদীয়কম্ ॥ ৩৪
 ইতি সা দুঃখিতা তত্র স্মরন্তী হরচেষ্টিতম্ ।
 সুখং ন লেতে কিকিঁৱে শিব শিবেতি সাতবীত ॥
 এতস্মিন্ সময়ে তত্র নারদো হৃগমং তদা ।
 পূজিতঃ সুখমাসীনঃ পৃষ্ঠঃ প্রাপ্তৌ শিবস্ত চ ॥ ৩৬
 উক্তবান্ বচনং হেতুং তপঃসাধ্যো হরঃ স্বয়ম্ ।
 নাগুথা লভ্যতে দেবি দেবৈব্রহ্মাদিকৈরপি ॥৩৮
 ত্যবং বচনং তস্মৈ নারদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
 গাম স হরেন্নাম গৃণন্ নারায়ণেতি চ ॥ ৩৮
 । ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং-পার্কতী
 পরাবর্তনং নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দুঃখিত হইয়া, 'কিরূপে তারকাসুরের নাশ
 ' এই বলিয়া পরস্পর হাহাকার করিতে
 লেন। এদিকে পার্কতহিতা উমা পিতৃ-
 গমন করিয়া মাতার সহিত মিলিত হইয়া
 মাকে পুনর্জাত বলিয়া বিবেচনা করিতে
 লেন। পার্কতী 'হা হতাস্মি' বলিয়া আপ-
 রূপের নিদ্রা করিতে লাগিলেন এবং তিনি
 প্ৰে, কি পানে, কি ভোজনে, কি গমনে, আর
 খীমধ্যে অবস্থানে, সকল কার্যই আপনার
 ক ধিকার দিতে লাগিলেন। পার্কতী মহা-
 ব সেই চেষ্টা স্মরণ করত অত্যন্ত দুঃখিত
 ন। তিনি কোন কাজে কিকিঁৱে সুখ লাভ
 ন। পারিয়া সর্বদা মুখে 'শিব শিব' বলিতে
 লেন। এই সময়ে নারদ ঋষি সেই স্থানে
 করিলেন। তিনি পূজিত ও সুখাসীন হইয়া
 বের প্রাপ্তি বিষয়ে পৃষ্ঠ হইয়া বলিলেন,—
 বি! মহাদেব স্মরণ কেবল তপস্যা দ্বারা
 তপস্যা ভিন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহাকে
 করিতে পারেন না। তপস্বত্ব নারদ সেই

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পার্কতী চ তদা শ্রুত্বা বচনং নারদস্ত চ ।
 তপঃসাধ্যং হরং মেনে তপো২র্থং মন আদধে ॥১
 মাতরং পিতরকৈব সখীভ্যাং পর্যপৃচ্ছত ।
 লজ্জমানা স্মরং বক্তুং পার্কতী বিনয়ান্বিতা ॥ ২
 সখ্যাবৃচ্ছতঃ ।
 হিমবন শরতাং পুত্রা বচনং কথ্যতেহধুনা ।
 সাফল্যকৈব দেহস্ত রূপস্ত চ তথা পুনঃ ॥ ৩
 ভবতঃ কুলস্তাস্ত সাফল্যং কৰ্ত্তুমিচ্ছতি ।
 তপসারাদনীয়োহসৌ নাগুথা বশতাং ব্রজেৎ ॥ ৪
 তস্মাচ্চ পর্কতশ্চৈব দেয়াস্তা ভবতাধুনা ।
 ইত্যেবঞ্চ তদা পৃষ্ঠৌ গিরিরাজোহব্রবীদিদম্ ॥ ৫
 হিমাচল উবাচ ।
 মহাঞ্চ রোচতে সখ্যো মেনারৈ রোচ্যতাং পুনঃ ।

পার্কতীকে এইরূপ বলিয়া হরিণাম কীর্তন করিতে
 করিতে গমন করিলেন। ৩১—৩৮ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—পার্কতী নারদের বচন
 শুনিয়া, মহাদেবকে তপস্যা দ্বারা লভ্য বিবেচনা
 করিয়া তপস্কার নিমিত্ত মন স্থির করিলেন।
 তখন সেই বিনয়বতী পার্কতী নিজমুখে বলিতে
 লজ্জিত হইয়া সখীদ্বারা মাতাপিতাকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন। সখীদ্বয় বলিল, হে হিমালয়!
 আমরা এক্ষণে আপনার পুত্রীর কথা বলিতেছি,
 শ্রবণ করুন। তিনি এক্ষণে নিজের দেহ ও
 রূপের এবং আপনার কুলের সাফল্য করিতে
 ইচ্ছা করিতেছেন। মেই মহাদেব তপস্কারই
 আরাধ্য, অথ উপায়ে তিনি বলীভূত হইবার
 নহেন; অতএব হে পর্কতশ্চৈব! এক্ষণে
 তপস্কার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। গিরিরাজ
 হিমালয় এইরূপে পৃষ্ঠ হইয়া বলিলেন,—হে
 সখীদ্বয়! এ কথায় আমার রুচি হইতেছে, এক্ষণে
 বাহাতে মেনকার রুচি হয়, তাহা কর। যদি

যদ্যেবং ভবিষ্যৎ কিমতঃ পরমুত্তমম্ ॥ ৬
 সাক্ষ্যং মদীয়ন্ত কুলস্ত চ ন সংশয়ঃ ।
 মাত্রে চ রোচ্যতাং চেতৈ ততঃ শুভতরং নু কিম্
 ইত্যেবং বচনং পিত্রা হ্যন্তঃ শ্রুত্ব তু তে তদা ।
 জগৎকৃত্যন্তরং সখ্যো তদাজ্ঞপ্তে মুনীশ্বরঃ ॥ ৮
 গতা তু মাতরং তস্মা বচনং হুচতুস্তদা ।
 মাতস্তং বচনং পুত্র্যাঃ শ্রুত্বা কর্তুমিহাংসি ॥ ৯
 তপ্তুকামাস্তি তে পুত্রী শিবার্থে পরমং তপঃ ।
 প্রাপ্তানুজ্ঞা পিতৃণ্যেব তুভ্যং পরিপূচ্ছতি ॥ ১০
 ইদং রূপসাক্ষ্যং কর্তুকামা পতিব্রতা ।
 তদাজ্ঞা যদি জায়েত তপ্যতে চ তয়াধুনা ॥ ১১
 সমাকর্ণ্য বচস্তেজসেনা হুঃখমুপাগতা ।
 সমাহুয় তদা পুত্রীমুবাচ বিহ্বলা সতী ॥ ১২
 হুঃখিতাসি কথং পুত্রি তপস্তপ্তং পুরা যদি ।
 প্রাপ্তং জন্ম গৃহে হত্রে কিং ননং তু ভবেদহি ॥

যদি, এই ঘটে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা উত্তম
 কথ্য আর কি আছে ? ইহাতে আমার কুলের
 সাক্ষ্য হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই । এ কথা
 যদি তাঁহার মনেনীত হয়, তাহা হইলে ইহা
 অপেক্ষা শুভতর আর কি হইবে ? হে মুনী-
 শ্বরগণ ! তখন সখীদ্বয় পার্শ্বতীর পিতা কর্তৃক
 উক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার মাতার
 নিকট গমন করিল । তাহার। তাঁহার মাতার
 নিকট গমন করিয়া বলিল, হে মাতঃ ! আপনি
 স্বীয় কণ্ঠার বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্তব্য অবধারণ
 করুন । ১—৯ । আপনার পুত্রী মহাদেবের
 নিমিত্ত পরম তপস্তার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা
 করিয়াছেন, পিতার আজ্ঞাও প্রাপ্ত হইয়াছেন ;
 এক্ষণে আপনার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছেন ।
 সেই সতী এইরূপে স্বীয় রূপের সাক্ষ্য করিতে
 অভিলাষিনী হইয়াছেন । এক্ষণে যদি তাহাতে
 আপনার আজ্ঞা হয়, তবে তিনি তপস্তায় প্রকৃষ্টা
 হন । মেনকা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত
 হুঃখিত হইলেন এবং বিহ্বল হইয়া আপনার
 পুত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, হে পুত্রি ! তুমি কেন
 হুঃখিত হইয়াছ ? পূর্বে তপস্তা করিয়াছিলে
 বলিয়াই আমার গৃহে জন্মলাভ করিয়াছ ; এখানে

কুত্র বাসি তপঃ কর্তুং দেবাঃ সন্তি গৃহে মম ।
 তীর্থানি চ বিচিত্রানি ন সন্তি তে পিতৃগৃহে ॥ ১৪
 ত্বয়া ত্রেব তপঃ কার্য্যং সিদ্ধিঃ স্তাদনপার্বিনী ।
 সাধিতং কিং ত্বয়া গতা পুনঃ কিং সাধয়িষ্যসি ॥ ১৫
 শরীরং কোমলং বংসে তপস্ত কঠিনং মহৎ ।
 এতম্ভাচ্চ ত্বয়া কার্য্যং স্থিতৈতৎ সুলভং ভবেৎ ॥
 ইত্যেবং বহধা পুত্রী মাত্রাপি বারিতা সতী ।
 সুখং নৈবাত্র সম্পাদে হনারাধ্য শিবং তদা ॥ ১৭
 হুঃখং জ্ঞাত্বা তদীয়ং সা মাত্রাজ্ঞপ্তা জগাম সা ।
 মাতরং পিতরকৈব প্রণিপত্য পুনস্তদা ॥ ১৮
 সখীভ্যাং সংযুতা তত্র তপস্তপ্তমুপাষর্যো ।
 হিত্যভরণানেকানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১৯
 বস্ত্রলক তদা ধৃত্বা মৌলীং * বদ্ধ্বা সুশোভনাম্

তোমার কিসের অভাব ? তুমি তপস্তা করিতে
 কোথায় যাইবে ? সকল দেবতাই আমার গৃহে
 আছেন এবং তোমার পিতার ভবনে সকল
 প্রকার তীর্থই অবস্থিত । অতএব তুমি এই
 স্থানে থাকিয়া তপস্তাচরণ কর, তাহাতে তোমার
 নিঃসঙ্গ সিদ্ধিলাভ হইবে । তুমি সেই শিবে
 নিকটে গমন করিয়া কি ফল লাভ করিলে
 তাহা অপেক্ষা অধিক আর কিই বা সা
 করিবে ? হে বংসে ! তোমার শরীর কোমল
 তপস্তা অতি কঠিন ; অতএব গৃহে থাকি
 যাহা সুলভ হয়, তাহাই কর । কষ্টা এইরূপ
 নানা প্রকারে মাতা কর্তৃক নিবারণিত হইয়া
 মহাদেবের আরাধনা ব্যতীত আর কিছুতেই
 সুখ লাভ করিলেন না । মাতা তাঁহার হুঃ
 খিতিতে পারিয়া তপস্তার জন্ত আজ্ঞা করিলে
 তিনি মাতা এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া পুন-
 র্কার শিবের আরাধনার্থ গমন করিলেন । তিনি
 নানাবিধ আভরণ এবং বস্ত্র পরিচ্যাপ করিয়া
 সখীদ্বয়ের সহিত তপস্তা করিবার নিমিত্ত গ
 করিলেন । ১০—১৯ । তিনি বস্ত্রল
 ও সুশোভন মৌলী বেধলা বন্ধন করিলেন এ

হিত্ব হারং তদা চন্দ্র মৃগস্ত পরমং শুভম্ ॥ ২০
 জগাম তপসে তত্র শৃঙ্গে স্তাং তীর্থমুত্তমম্ ।
 গৌরীশিখরনামাসীং তপসঃ কারণাদিহ ॥ ২১
 সূক্ষ্মাশ্চ ক্রমাস্তত্র পবিত্রাঃ ফলভাজিনঃ ।
 ভূমিশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা বিধায় বেদিকাং শুভাম্ ।
 তস্মা তপঃ সমারকং মুনীনামপি হৃদয়ম্ ॥ ২২
 চাকল্যক তদা স্থাপ্য শরীরস্ত বিশেষতঃ ।
 সূর্য্যে দৃষ্টিং সমাক্ষিপ্য চকার পরমং তপঃ ॥ ২৩
 দীপ্তানাক তথাগীনং মধ্যে স্থিত্বা তু বর্ষকে ।
 বর্ষাসু স্থতিলে স্থিত্বা নীতে জলসমীপগা ॥ ২৪
 এবং তপঃ প্রকুর্বাণ বৃক্ষানারোপয়ং তদা ।
 সিকতী প্রত্যহং তত্র হাত্তিক্যাপ্যকল্পয়ং ॥ ২৫
 বাতশ্চৈব তথা নীতো বৃষ্টিশ্চ বিবিধা তদা ।
 হৃৎকং বিবিধং তত্র গণিতং ন তস্মা তথা ॥ ২৬
 তথা তপস্তয়া তপ্তং মুনিভিঃ সূহৃদয়ম্ ।
 শ্রদ্ধা তু ঋষয়স্তত্র বিষয়ং পরমং গতাঃ ॥ ২৭

হার ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট মৃগচন্দ্র গ্রহণ করি-
 লেন। যেখানে ভবিষ্যতে গৌরীশিখর নামক
 উত্তম তীর্থ হইবে, হিমালয়ের সেই শৃঙ্গে
 তপস্তার নিমিত্ত গমন করিলেন। সেই স্থানে
 যতি পবিত্র এবং ফলভরে অবনত সূক্ষ্ম বৃক্ষ
 কল বিদ্যমান ছিল। তিনি সেই স্থানে গমন
 করিয়া ভূমির শুদ্ধি ও বেদিকা নিৰ্ম্মাণপূর্ব্বক
 রীরের চাকল্য বিশেষরূপে অবষ্টস্থান করিয়া
 নিদিগেরও হৃদয় তপস্তা করিতে আরম্ভ করি-
 লেন। তিনি উৎকালে প্রদীপ্ত অগ্নি দ্বারা
 বিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যে দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করত, বর্ষা-
 লে মৃত্তিকার উপর বাস করত ও নীতকালে
 লমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় তপস্তা করিতে
 গিলেন। এইরূপ তপশ্চরণের সময় কতক-
 লি বৃক্ষও রোপণ করিয়াছিলেন। তিনি
 ত্যহ ঐ সকল বৃক্ষে জলসেক করিতেন এবং
 তিথিদিগেরও সমুচিত সংকার করিতেন।
 ত, আতপ, নীত, বৃষ্টি ও অস্ত্র নানাবিধ হৃৎকে
 হুই গণনা করিতেন না। ফলতঃ তিনি,
 ঐ মুনিগণের হৃদয় সেইরূপ তপস্তা করিয়া-
 লেন। ঋষিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়া-

দর্শনার্থং সমাজগমুঃ কৌতুকং তপ্তং অপোহনয়া ।
 মহতাং ধর্ম্মবৃদ্ধেযু গমনং শ্রেয় উচ্যতে ॥ ২৮
 প্রমাণং বয়সো নাস্তি যাত্রে ধম্মঃ সদা বুধৈঃ ।
 শ্রদ্ধা দৃষ্টা তপস্তস্তাঃ কিমত্ৰৈঃ ক্রিয়তে তপঃ ॥ ২৯
 জল্পস্তস্তে তদা তত্র কঠিনাঙ্গাশ্চ যে পুনঃ ।
 তদাশ্রমগতা যে চ বিরোধরহিতাস্তদা ॥ ৩০
 সিংহা গাবস্তথাশ্চৈব রাগাদিদোষসংযুতাঃ ।
 তন্মহিষৈব তে তত্র নাবাধস্ত পরস্পরম্ ॥ ৩১
 বৃক্ষাশ্চ সফলাস্তত্র তৃণানি বিবিধানি চ ।
 পুষ্পানি চ বিচিত্রানি তত্রাসম্বিসস্তমাঃ ॥ ৩২
 তদ্বনক তদা সর্ব্বং কৈলাসেন সমবৃতম্ ।
 জাতক তপসস্তস্তাঃ সিদ্ধরূপমভূং তদা ॥ ৩৩
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং
 পার্বতী-তপশ্চর্য্যাবর্ণনং নাম
 দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বিষ্টচিত্তে তিনি কিরূপ তপস্তা করিতেছেন,
 তাহা দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন।
 সাধুগণ ধর্ম্মবৃদ্ধের নিকট গমন শ্রেয়স্তর বিবে-
 চনা করেন, তাহার। বয়সের পরিমাণের উপর
 লক্ষ্য করেন না; কারণ পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা
 ধর্ম্মেরই সম্মান করিয়া থাকেন। সেই কঠোর-
 শরীর ঋষিগণও তাঁহার তপস্তার বিষয় শ্রবণ
 এবং দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, অস্ত্র
 যে তপস্তা করে, তাহা কিছুই নয়। সিংহ,
 গো এবং অপর রাগাদি-দোষযুক্ত পরস্পর-
 বিরোধী জীব তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া
 নির্বিরোধ হইয়াছিল। তাঁহার প্রভাবেই
 তাহার। কেহ কাহাকে পীড়া দিত না। হে
 শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! সেখানে বৃক্ষ সকল ফলঢা,
 নানাবিধ তৃণ এবং বিচিত্র পুষ্প সকল বিকসিত
 হইয়াছিল। অধিক কি, সেই বন তখন কৈলাস
 পুরীর তুল্য রমণীয় হওয়ায় তাঁহার তপস্তার
 সিদ্ধিরূপ লক্ষিত হইত। ২০—৩৩

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এতস্মিন্ সময়ে দেবা ঋষয়ো নারদাদয়ঃ ।
পার্বত্যাস্ত্ৰং তপো দৃষ্ট্বা তেজসা ব্যাপিতাস্থথা ॥১
জগ্মস্তে চ তদা তত্র যত্রাস্তে বৃষভধ্বজঃ ।
তত্র গতা চ তে দেবা নারদং প্রৈষয়ন্তদা ॥ ২
নারদোহপি তদা গতা দেবানাহুয় তাংস্ততঃ ।
প্রণম্য শঙ্করং দেবং স্তুতিং চক্ৰুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩
ঋষয় উচুঃ ।

শত্ৰুস্ত্বং শঙ্করোহসি ত্বং দয়ালুস্ত্বং বিশেষতঃ ।
পার্বত্যে বৈ তপস্তপ্তং দারুণং লোকশোষণম্ ॥৪
অপূর্বদৃষ্টং নো ভাবি দেব-দানবদুর্লভম্ ।
প্রীতো ভব তুমস্মাকং কুরু কার্য্যং সদাশিব ॥ ৫
ইত্যুক্তে নারদপ্রথ্যৈঃ শত্ৰুর্ভচনমব্রবীৎ ।
দেবানামপ্যদর্শোহহং তপসা হৃঙ্করেণ চ ॥ ৬

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, এই সময়ে দেবগণ এবং
নারদাদি ঋষিগণ পার্বতীর সেই তপস্চর্যা দেখিয়া
সেই তপস্তুঙ্গে দেহ পরিপূর্ণ করিয়া, যে স্থানে
বৃষভধ্বজ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে
গমন করিলেন এবং তথায় গমন করিয়া
সেই দেবগণ নারদকে মহাদেবের নিকট
প্রেরণ করিলেন। নারদ সেইস্থানে গমন
করিয়া দেবগণকে আহ্বান করিলেন এবং সকলে
মিলিত হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিয়া স্তব
করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, আপনি
শত্ৰু, শঙ্কর এবং বিশেষতঃ দয়ালু বলিয়া বিখ্যাত।
এদিকে পার্বতী লোকশোষণ নিদারুণ তপস্তার
অনুষ্ঠান করিতেছেন। এইরূপ তপস্তা পূর্বে
কেহ দেখে নাই, পরেও কেহ অনুষ্ঠান করিতে
পারিবে না, উহা দেব-দানবের দুর্লভ। হে
সদাশিব! আপনি আমাদের উপর প্রীত
হইয়া ঐ তপস্তার ফল প্রদান করুন।
নারদাদি ঋষিগণ এইরূপ বলিলে পর শত্ৰু
বলিলেন,—দেবগণও হৃঙ্কর তপস্তা করিয়া

তয়া পার্বতরাজস্তু হুতয়া তপসা হহম্ ।
ক্ৰীতোহস্মি বচনং তস্তাঃ করিষ্যামি ভবংপ্রিয়ম্ ॥
অবশ্যমেতদ্বিভা নাত্র কার্য্য বিচারণা ।
গচ্ছত স্বপুরুং তাবদৃষ্মমত্রাস্মি সংঘতঃ ॥ ৮
স্বয়মেব করিষ্যামি কর্তব্যং ভবতাং প্রিয়ম্ ।
আশ্বাস্ত চ তদা শীঘ্রং শিবস্তং পরিপালকঃ ॥ ৯
ইত্যুক্তা চ তদা দেবান্ বিহজ্য শঙ্করস্তদা ।
জটিলং রূপমাস্থায় জগাম পার্বতীবনম্ ॥ ১০
আগতঞ্চ তদা দৃষ্ট্বা শিবাপ্যপূজয়ং তদা ।
বৃদ্ধকৈব স্থিতং দেবী পূজাং তস্ত তদাকরোং ॥ ১১
ফল-পুষ্পাদিভিস্তত্র পূজিতং পরয়া মুদা ।
স্থিতং তং নিদ্রয়া ব্যাপ্তং জরাজর্জরিতং তদা ।
পার্বতী কুশলং তং বৈ পপ্রচ্ছ ত্বং কুতোগতঃ ॥
ইতি পৃষ্টে তয়া তত্র হ্যুক্তা স্বীয়ঞ্চ তাং পুনঃ ।
পৃষ্টবান্ কপটেনৈব গোপয়ন্ রূপমুস্তমম্ ॥ ১৩

আমাকে দেখিতে পান না; তথাপি আমি সেই
পার্বতরাজ-হুতির তপস্তা দ্বারা ক্রীত হই-
য়াছি। তোমাদিগের হিতকর তাঁহার বচন আমি
অবশ্য প্রতিপালন করিব। ইহা অবশ্যই
সংঘটিত হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও
না। অতএব তোমরা স্ব স্ব ভবনে গমন
কর; আমি এ বিষয়ে আবদ্ধ হইয়াছি। আমি
নিজেই তোমাদিগের প্রিয়-কর্তব্যের অনুষ্ঠান
করিব। দেবগণকে সেইরূপে আশ্বাস দিয়া
শিব শীঘ্রই স্ববাকাপ্রতিপালনে তৎপর হইলেন।
তখন শঙ্কর দেবগণকে এই কথা বলিয়া বিদায়
দিয়া জটিল বৃদ্ধ ব্রহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া
পার্বতীর ভবনে গমন করিলেন।—১—১০
শিব পার্বতীও তাঁহাকে আগত দেখিয়া অত্যা-
র্থনা করিলেন এবং সেই বৃদ্ধকে অবস্থিত দেখিয়া
তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করিলেন। তখন
পার্বতী—ফল-পুষ্পাদি দ্বারা পূজিত, অত্যন্ত
হর্ষসহকারে অবস্থিত, জরা-জর্জরিত এবং
সর্বদা নিদ্রা দ্বারা আক্রান্ত সেই অতিথিকে
কুশলপ্রশ্নপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি
কোথা হইতে আসিয়াছেন? পার্বতী কর্তৃক
এইরূপে পৃষ্ট হইয়া মহাদেব আপনার পরিচা

অগ্নি দেবি জলং হেতুং ফলাদি চ নিরন্তরম্ ।
অধচ্ছিন্নং ভবেদত্র যথাশক্তি তপস্তসি ॥ ১৪
নবে বয়সি যদেবি কৃতং বৈ তপ উত্তমম্ ।
অতঃকিকিচ্ছি পৃচ্ছয়ং কথনীয়ং ত্বরাধুনা ॥ ১৫
পূজাবিধিভয়া দেবি কৃতো বৈ সৰ্ব্বথাঙ্গনা ।
তন্মাত্রেয়ী চ সজ্জাতা রহস্তং বদ মে শুভে ॥ ১৬
কিমিচ্ছসি বরং দেবি প্রষ্টুমিচ্ছাম্যতঃ পরম্ ।
ত্বয়োব তপসো দেবি ফলং সৰ্বং প্রদৃশ্যতে ॥ ১৭
বরার্থে চ তপশ্চেষ্টে তিষ্ঠতু তপ এব তং ।
রহস্তং গ্রহীতরং বৈ ন পৃচ্ছতি গ্রহীষ্যতি * ১৮
ঐদৃশকৈব সৌন্দর্য্যং সৰ্বং ব্যখ্যাকৃতং ত্বয়া ।
হিত্যভরণাত্মনেকানি চন্দ্রাদি চ ধৃতং ত্বয়া ॥ ১৯
তং সৰ্বং কাবণং ত্রাহি দৃষ্ট্বা হৰ্ষমুপাগমে ॥ ২০

দান করিয়া ছলে আপনার স্বরূপ গোপন কবত
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অগ্নি দেবি !
তোমার এ স্থানে জল ও ফলাদি সৰ্ব্বদা পরিপূর্ণ
ত? তুমি স্বীয় শক্তি অনুসারে তপস্তাচরণ
করিতেছ ত? তুমি এই নবীন বয়সে যখন
প্রত্যক্ষ হৃদয় তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছ,
যদি তোমাকে কি গুণ জিজ্ঞাসা করিব, তুমি
একগুণে যথাযথ উত্তর দান করিবে। হে দেবি !
তুমি যখন সৰ্ব্বাত্তঃকরণের সহিত আমার পূজা
করিয়াছ, তখন তোমার সহিত আমার মৈত্রী
উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব হে শুভে! তুমি
আমার নিকট রহস্ত ব্যক্ত কর। হে দেবি !
তৎপর আমি এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিতেছি যে,
যদি কিরূপ বর কামনা করিয়াছ? কারণ সকল
কার তপস্তার ফল তোমার আশ্রয় বলিয়া
প্রদত্ত হইতেছে। যদি মনোমত পতির কামনায়
ইকপ তপঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে একগুণ
পত্নী হইতে নিবৃত্ত হও; কেননা রত্ন কখন
হীতার কামনা করে না, গ্রহীতা নিজেই রত্নকে
জিয়া লয়। তুমি যখন নানাবিধ আভরণ
ব্রত্যাগ করিয়া চন্দ্রাদি ধারণ করিয়াছ, তখন

* রহস্ত তৎগ্রহীতারং স্বরং জ্ঞাত্বা গ্রহী-
শক্তি কচিং পাঠ্য।

ইতি পৃষ্ঠা তদ। তেন সখীং প্রেরয়তী তদ।।
তন্মুখেনৈব তং সৰ্বং কথয়ামাস মুত্রত। ॥ ২১
ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং
পার্বতীজপোবৰ্ণনং নাম ত্রয়ো-
দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

শ্রয়তাম্ভয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
যজ্ঞাতক ততঃ পশ্যাম পার্বতীশিবয়োস্তদা ॥ ১
তয়া চ প্রেরিতা তত্র সখী জটিলমাহ তং ॥ ২
সখ্যবাচ ।

শ্রয়তাং বিপ্র বক্ষ্যামি যদি ত্বং প্রোতুমিচ্ছসি ।
যদর্থমেতয়া সখ্যা জ্ঞারকং তপ উত্তমম্ ॥ ৩
হিতেন্দ্রপ্রমুখান দেবানৈর্দ্রব্যসংযুতানপি ।

তোমার এই অলৌকিক সৌন্দর্য্য সকল একে-
বারে ব্যর্থ হইয়াছে। অতএব তুমি কারণ সকল
বল, আমি শুনিয়া হর্ষ প্রাপ্ত হই। সেই বৃদ্ধ
বান্ধব কর্তৃক এইরূপে পৃষ্ঠ হইয়া তিনি সখীকে
বলিবার নিমিত্ত ইচ্ছিত করিলেন এবং সেই
মুদ্রতা পার্বতী সখীমুখ হইতে আপনার সমুদয়
কৃতান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। ১১—২২।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ।

স্বত বলিলেন—হে শ্রেষ্ঠ বক্ষিণ! পরে
পার্বতী ও মহাদেবের বেকপ রস্তান্ত হইয়াছিল
আপনারা সেই পাপপ্রণাশিনী কথা ভবন
করুন। পার্বতী কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সখী
সেই জটিলকে বলিল হে বিপ্র! যদি আপ-
নার শুনিতে ইচ্ছা হয় তবে আমি বলিতেছি
শ্রবণ বরুন। আমার সখী ঐদৃশ-সম্পন্ন
ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরিত্যাগ করিয়া বাহার
অন্ত এই কঠোর তপস্তার অনুষ্ঠান করিতেছেন

- পতিং পিনাকপাণি বৈ প্রাপ্তমিচ্ছতি সান্ত্র্যত্ম ॥
ইয়ং সখী মদীয়া বৈ কৃষ্ণানারোপয়ং পুরা ।
তেষু কৃষ্ণেযু সজ্জাতং কলং পশু পুরঃ প্রভো ॥ ৫
মনোরথাকুরতস্তাঃ পশ্যামি ন কথঞ্চন ।
• রূপহার্যং লিবাং দেবাং মদনস্তাহুহারিণম্ ॥ ৬
তস্মাচ্চ নারদাদেশাং তপস্তপ্যতি দারুণম্ ।
বং তে পৃষ্টং ময়াখ্যাতং সখ্যাং সমভীষিতম্ ॥ ৭
ইতোবাং বচনং শ্রুত্বা জটিলো বাক্যমব্রবীং ॥ ৮

• জটিল উবাচ ।

- সখ্যেদং কথিতং সত্যং পরিহাস উতাপি বা ।
বখার্থং ন কথং দেবি মুখেন পরিভাষসে ॥ ৯
• ইত্যুক্তে চ তদা ভেন স্বয়ং নৈব সখী তদা ।
উবাচ পার্শ্বতী দেবী তং তথৈব ন চাত্তথা ॥ ১০
মনসা বচসা সাক্ষাদব্রূতো বৈ শঙ্করো ময়া ।
জানামি দুর্লভং বস্ত কথং প্রাপ্যং ময়া ভবেং ॥
তথাপি মনসৌঃসুক্যাং তপ্যতে চ ময়াধুনা ।

তাহা শ্রবণ করুন। আমার এই সখী সম্প্রতি পিনাকপাণি মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইনি প্রথমে কতকগুলি রূপ রোপণ করিয়াছিলেন, হে প্রভো! দেখুন সেই সকল কৃষ্ণে কল উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু অদ্যাপি ইহার মনোরথের কোনরূপ অঙ্কুরও দেখিতেছি না। মদনসংহারী মহাদেব রূপহার্য অর্থাৎ সৌন্দর্যের বশ নহেন, এই নিমিত্ত দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে কঠোর তপস্তায় ত্রুতী হইয়াছেন। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সখীর ঈপ্সিত সেই সমুদয়ই বলিলাম। তখন সেই জটিল সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—সখী এই যাহা বলিল ইহা কি সত্য না পরিহাস? হে দেবি! নিজ মুখে সত্য কথা কেন বলিতেছ না? ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে সখী আর কিছুই বলিল না। পার্শ্বতী দেবী নিজেই বলিলেন—ইহা সম্পূর্ণ সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে। আমি মন ও বাক্য দ্বারা সেই শঙ্করকেই পতি হই বরণ করিয়াছি। আমি তাঁহাকে দুর্লভ বস্তু বলিয়া জানি, তিনি কিরূপে সহজে প্রাপ্য হইবেন? ১—১১। তথানি

ইত্যুক্তা বচনং তস্মৈ স্থিতা সঁ গিরিজা তদা ॥১২
উবাচ ব্রাহ্মণস্তত্র ময়া চ গম্যতেহধুনা ।
এতাবং কালপর্যন্তং মমোচ্ছা মহতী হৃদয়ং ॥ ১৩
কিং বস্ত কাম্যতী দেবী দৃষ্টা যামি স্তবনং ত্রয়ম্ ।
অবগতং ময়া সম্যক্ কুসুম্যং সুন্দরি শ্রুতম্ ॥১৪
ইতো গচ্ছাম্যহং দেবি যথেক্ষসি তথা কুরু ।
ন কথ্যতে ময়া তুভ্যং মিত্রত্বং নিষ্কলং ভবেং ॥
যথা কার্যং যথা ভাবি কথনীয়ং শুভেন চ । *
ইত্যুক্তা বচনং তস্মৈ যাবদগচ্ছামি য়েব সঃ ॥ ১৬
তাবচ্চ পার্শ্বতী দেবী হ্যবাচ কিং গমিষ্যসি ।
ইত্যুক্তে চ তদা তত্র স্থিতোবাচ স দণ্ডধর ॥ ১৭
দণ্ডধরোবাচ ।

শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি মিত্রত্বাদৃচ্যতে ময়া ।
ইতং প্রথমং ত্বং মে মাত্ৰা পূজ্যা সদা শুভা ॥১৮

আমি মনের ঔৎসুক্য বশতঃ এক্ষণে এই নিদা-
কুল তপস্তায় অনুষ্ঠান করিতেছি। সেই ব্রাহ্ম-
ণকে এই কথা বলিয়া পার্শ্বতী নীরবে অন-
স্থান করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন,—
আমি এক্ষণে গমন করি। এতক্ষণ অবধি
আমার মনে বড় আশার উদয় হইয়াছিল যে,
দেবী কিরূপ দুর্লভ বস্তুর কামনা করিয়াছেন,
তাহা জানিয়া ইহার তপস্তায় সাধুবাদ দিয়া
গমন করিব; হে সুন্দরি! এক্ষণে তোমার
নিজ মুখে শুনিয়া সকলই সম্যকরূপে অবগত
হইলাম, (আর কেন?) আমি এ স্থান হইতে
চলিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর
আমি তোমাকে কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না।
তাহাতে মিত্রতা নিষ্কল হয়, হউক; কারণ হে
শুভে! ভবিষ্যতা অনুসারেই লোকে কার্য
করিয়া থাকে; সে বিষয়ে কিছুই বলা উচিত
নয়। এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ
গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন পার্শ্বতী
দেবী তাঁহাকে বলিলেন,—কেন আপনি গমন
করিতেছেন? পার্শ্বতী এই কথা বলিলে, সেই
দণ্ডধরী সেই স্থানে থাকিয়া বলিতে লাগি-
লেন,—হে দেবি! আমি মিত্রতাপ্রযুক্ত যাহা

* শুভং ন চেতি পাঠান্তরম্ ।

ইদানীং তদ্বিপরীত্য জাতং মে নাত্র সংশয়ঃ ।
ইতি কৃতং ত্বয়াদৌব তচৈব প্রস্তুতমিতি ॥ ১৯
দক্ষা সুবর্ণমুদ্রাঞ্চ কাচং গ্রহীতুমিচ্ছসি ।
হিষ্টা চ চন্দনং শুভ্রং কর্দমং লেপ্তুমীহসে ॥ ২০
নাগঞ্চ বাহনং হিষ্টা বলীবর্দং তুমিচ্ছসি ।
গাঙ্গ্যং জলম্পরিভাজ্য কৃপোদকং সমীহসে ॥ ২১
স্বর্ঘ্যভোজ্যঃ পরিভাজ্য খণ্ডোত্তম্যতিমিচ্ছসি ।
চীনাংশুকং * বিহার্যৈব চর্ম্মাস্তরমুপাসসে ॥ ২২
গৃহে বাসং চ বৈ দেবি তাকু বনং সমীহসে ।
করোষি ত্বঞ্চ দেবেশ ন যুক্তং কর্ত্তুমুদাতা ॥ ২৩
তথা ত্বং সর্ম্মদেবানাং হিষ্টা চ সন্নিধিঃ পুনঃ ।
ইচ্ছসি ত্বহরাণাঞ্চ ন যুক্তং ত্রিস্রতে দ্বয়া ॥ ২৪
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং চিহ্না শিবমনুভূত ।
নৈতদযুক্তং হি লোকেশু বিকল্পং দৃষ্টতেহধুন ॥ ২৫

বলিতেছি, শ্রবণ কর, ইহাও পূর্বে তুমি।
আমার সম্মান এবং ভক্তির পাত্র হইয়াছিল;
কিন্তু এক্ষণে আমার যে, সে ভাবের বৈপরীত্য
ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।
একপ বৈপরীত্য তুমিই করিয়াছ। কেন,—
তাহা শ্রবণ কর। তুমি সুবর্ণ ত্যাগ করিয়া
কাচ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ এবং চন্দন
ত্যাগ করিয়া কর্দম লেপন করিতে ইচ্ছা করি-
য়াছ। তুমি হস্তী ত্যাগ করিয়া বলীবর্দকে
বাহন করিতে এবং গাঙ্গাক্সল পরিভোগ করিয়া,
কৃপোদক পান করিতে অভিলাষ করিয়াছ।
তুমি স্বর্ঘ্যভোজ্যঃ পরিহার করিয়া খণ্ডোত্তম
দ্যতি গ্রহণ এবং চীনাংশুক পরিভোগপূর্ব্বক
চর্ম্মাস্তর পরিধান করিতে কুচি করিয়াছ।
১২—২২। যেমন গৃহবাস পরিভোগ করিয়া
বনবাসে কুচি করা, হে দেবেশি! তুমিও
সেইরূপ অযুক্ত কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ।
সমুদয় দেবগণের সন্নিধি পরিভোগপূর্ব্বক অশ্র-
গণের সহবাস ইচ্ছা করা যেমন, তুমিও সেই-
রূপ অযুক্ত কার্য্যের আচরণ করিতেছ। কারণ
তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরিভোগ করিয়া মহা-

* চিত্রাংশুকমিতি কচিং পাঠঃ ।

ক ত্বং কমলপত্রাঙ্কি ক চাসৌ চ ত্রিলোচনঃ ।
শশাঙ্কবদনা ত্বঞ্চ পঞ্চবক্সঃ শিবঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬
কবর্ঘ্যাতৈশ্চ তে রূপং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ।
জটাজুটং শিবস্তৈব প্রসিদ্ধং পরিচক্ষতে ॥ ২৭
চন্দনঞ্চ ত্বদীয়েহংগ্রে চিত্তান্তম্ শিবস্ত চ ।
ক ত্বক্সং ত্বদীয়েং বৈ গজাজিনমখাশুভম্ ॥ ২৮
কাসাদাদৌনি দিব্যানি ক সর্পাঃ শঙ্করস্ত চ ।
ক চ বা দেবতাঃ সর্ম্মাঃ ক চ ভূতাবলিঃ প্রিয়ে ॥ ২৯
কাসৌ মদস্বনাদৌ বৈ ক চাপি ভুমক্সস্তদা ।
ক চ ভেরৌক্সাপং ক চ শৃঙ্গীরবোহন্ততঃ ॥ ৩০
ক চ চক্রাময়ঃ শাকো গজনাভঃ ক চাপি হি ।
ভবত্যাং শিবস্তৈব ন যুক্তং রূপমুত্তমম্ ॥ ৩১
বপুশ্চৈব বিরূপাঙ্কং ত্বম্ ন জ্ঞাসতে কদা ।

দেবের উপর যে অনুরক্ত হইয়াছ, ইহা লোকে
যুক্তিযুক্ত কার্য্য নহে; বরং সম্পত্তি লোকবিরুদ্ধই
হইয়াছে। হে পদপলাশলোচনে! তুমি
কোথায় আর সেই ত্রিলোচন শিবই বা কোথায়?
আরও দেখ, তুমি শশাঙ্কবদনা, আর সেই শিব
পাঁচমুখো। তোমার কবরীর সৌন্দর্য্য বর্ণনাভীত;
আর সেই শিবের মাখা কতকগুলি জটাজুটে
পরিপূর্ণ। তোমার অঙ্গ চন্দনে চর্চিত, আর
শিবের অঙ্গ তম্বু-দূসরিত; তোমার দিবা
দুকলই বা কোথায় আর মহাদেবের
সেই অস্ত্র গজাজিনই বা কোথায়? হে
প্রীতিনাথিনি! তোমার সেই অঙ্গাদি দিবা
আভরণই বা কোথায়; আর মহাদেবের সেই ভ-
ঙ্কর সর্পাণই বা কোথায়? কোথায় তোমার
আস্রীয় সেই সমুদয় দেবগণ, আর কোথায় বা
সেই মহাদেবের পারিষদ ভূতগণ? কোথায়
তোমার পিতার গৃহে মদস্বরের শব্দ, আর কোথায়ই
বা মহাদেবের সেই উমরু? কোথায় তোমা-
দিগের গৃহে হৃদয়ভিসমূহ, আর কোথায়ই বা
মহাদেবের সেই অস্ত্র শিঙ্গীর বর? কোথায়
তোমাদের গৃহে পটহাদি প্রচুর বস্ত্রের নিদান,
আর কোথায়ই বা মহাদেবের গালবাদ্য? অত-
এব তোমার এবং শিবের সংযোগে কখনই যুক্তি-
যুক্ত নহে? ২৬—৩১। মহাদেবের শরীর বিরূপাঙ্ক

যদি ধনং ভবেৎ তস্ত কথং দিপদ্বরোত্তবেৎ ॥ ৩২
 বরেষু যে গুণাঃ প্রোক্তা একোহপি ন শিবে স্মৃতঃ
 বাহনক বলীবর্দো বসনং চর্য্য এব চ ॥ ৩৩
 যদি গ্রাহী ভবেৎ সো হি কথক মদনং দহেৎ ।
 সহায়ান্ত পিশাচাণ্ড বিষং কণ্ঠে বিরাজতে ॥ ৩৪
 অনাদরস্তথা দৃষ্টো হিতা বনমুপাগতঃ ।
 জাতিৰ্ভ লভ্যতে তস্ত বিদ্যাভ্জানং ন দৃশ্যতে ॥ ৩৫
 একাকী চ সদা নিত্যং বিরাগী চ বিশেষতঃ ।
 তস্মাৎ তস্ত শিবে নৈব মনো যোক্তুমিহাহসি ॥ ৩৬
 ক চ হারত্বদীয়ো বৈ ক চ বৈ কুণ্ডমালিকা ।
 সৰ্ব্বং বিরোধি রূপক ভব চৈব শিবস্ত চ ॥ ৩৭
 মহৎ ন রোচতে দেবি যদিহুসি তথা কুরু ।
 ময়া বিদিতো দেবঃ শ্মশানে বাসমীহতে ॥ ৩৮
 অসদ্বস্ত চ যঃ কিঞ্চিৎ তং সৰ্ব্বং সেবতে স্বয়ম্ ।
 নিবৰ্ত্তয় মনস্তস্মান্নো চেকাচ্চেঃ সমীপতঃ ॥ ৩৯

এবং তাহার জন্মের বিষয় কোন কালে কিছু জানা
 যায় না, আর যদি তাহার কিছু ধন থাকিত,
 তবে সে দিপদ্বর হইয়া বেড়াইবে কেন? বরের
 যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে
 একটীও শিবে নাই। তাহার বাহন বলীবর্দ
 এবং বসন চর্য্য। যদি সেই সৰ্ব্বসম্বৃত হইত,
 তাহা হইলে মদন দহ করিবে কেন? পিশা-
 চাদি তাহার সহায় এবং কণ্ঠে বিষে পরিপূর্ণ।
 লোকে তাহার একরূপ অনাদর যে, সে গৃহভাগ
 করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করে। তাহার জাতির
 স্থিরতা নাই এবং কোনরূপ বিদ্যা, জ্ঞান বা
 দেশাচারও নাই। সে সৰ্ব্বদা একাকী থাকে,
 আর তাহার বৈরাগ্যও উৎকট; অতএব তুমি
 শিবের সহিত মনের যোগ করিও না। কোথায়
 তোমার হার, আর মহাদেবের সেই শবমালাই বা
 কোথায়? তোমার এবং শিবের রূপ সৰ্ব্ব-
 একারে বিরোধী। হে দেবি! তোমার কার্য্য
 আমার ভাল লাগিতেছে না; তোমার বাহা
 ইচ্ছা কর। আমি সেই দেবকে বিশেষ জানি;
 তাহার কেবল শ্মশানে বাস করিতে ইচ্ছা।
 যে বস্ত অসং মহাদেব তাহারই সেবা করে।
 অতএব তাহা হইতে মন নিবৃত্ত কর, নতুবা

ইত্যোত্তরচর্য্যং ক্রমা পার্শ্বতী ক্রোধসংযুতা ।
 উবাচ ক্রোধমানা সা শিবনিন্দাপরক তম্ ॥ ৪০
 পার্শ্বত্যাচ ।
 এতাবদ্ধি ময়া জ্ঞাতং কণ্ঠিনস্তো ভবিষ্যতি ।
 পরস্ত সকলং জ্ঞাতমবদ্বো দৃশ্যসেহধুনা ॥ ৪১
 শ্রয়তাং বচনং হেতুং কথয়ামি ক্রমেণ চ ।
 ত্রয়োক্তং বিদিতো দেবস্তদলীকং ন চাত্তথা ॥ ৪২
 যদি চ বিদিতঃ শ্রাদ্ধে বিরুদ্ধং নোচ্যতে ত্বয়া ।
 কণ্ঠিন্দ্রকঃ প্রদৃশ্যেত বেষধারী ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩
 ব্রহ্মচরিস্বরূপেণ কণ্ঠিন্দ্র ভূঃ সমাগতঃ ।
 শঙ্করস্ত স্বরূপস্ত প্রবক্ষ্যামি শৃণুস্ব তং ॥ ৪৪
 বস্ততো নিঃশূন্যঃ সাক্ষাৎ সগুণঃ কারণেন চ ।
 কুতো জাতিভবেৎ তস্ত নিঃশূন্য গুণাত্মনঃ ॥ ৪৫
 সৰ্ব্বাসামপি বিদ্যানামধিষ্ঠানং সদাশিবঃ ।
 উচ্ছ্বাসরূপিণো বেদা দস্তান্ত নিষ্কবে পুরা ॥ ৪৬
 কিং তস্ত বিদ্যায়া কার্য্যং পূর্ণস্ত পরমাত্মনঃ ।

আমাব সমাপ হইতে গমন কর। এই কথা
 শুনিয়া পার্শ্বতী ক্রোধযুক্ত হইলেন এবং
 ক্রোধের সহিত সেই শিবনিন্দাকারী ব্রাহ্মণকে
 বলিলেন,—আমি পূর্বে ভাবিয়াছিলাম, তুমি বুঝি
 আর কোন পুরুষের কথা বলিতেছ; কিন্তু এক্ষণে
 সকল জ্ঞাত হইয়া বুঝিলাম, তুমি শিবের বিষয়
 কিছুই জান না। ৩২—৪১। আমি ক্রমে
 তোমার সকল কথার উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর।
 তুমি যে বলিয়াছ, আমি সেই দেবকে
 জানি, এ কথা মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে,
 অথবা শিবকে তুমি যে রূপে জান, সেইরূপ বলি-
 তেছ। যেমন বহুংগী মূবা পুরুষও বুদ্ধরূপে
 দৃষ্ট হইয়া থাকে, বোধ হয় তুমিও কোন বৃত্ত
 ব্রহ্মচারী স্বরূপে আগমন করিয়াছ। যাহ
 হউক, মহাদেবের স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর।
 বস্ততঃ তিনি নিঃশূন্য, কারণ বশতঃ তিনি সগুণ
 হইয়া থাকেন। অতএব সেই সগুণ ও নিঃশূন্য
 এই উভয়স্বক মহাদেবের জাতি কিরূপে হইতে
 হইতে পারে? সেই সদাশিব সকল বিদ্যার
 অধিষ্ঠান; তিনি পূর্বে নিজের উচ্ছ্বাসরূপ বেদ
 সকল বিধকে নান করিয়াছিলেন। সেই পরি-

সর্ব্বাধিকারিত্বশ্চ যোমানঃ কৃতঃ স্মৃতম্ ॥ ৪৭
প্রকৃতিস্তত্তো জাতা কিং শক্তেস্তস্য কারণম্ ।
যো বৈ ভজতি নিত্যং তং তস্য শক্তিত্রয়ং সদা ॥
যত্বেষু ভজনান্নোকো মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতম্ ।
তস্মান্মৃত্যুশ্চ নাম প্রসিদ্ধং জগতীভলে ॥ ৪৯
যস্য পূজাপ্রভাবেণ আরোগ্যং জায়তে নৃণাম্ ।
তস্মারোগ্যং কৃতোঽপীহ ভবিষ্যতি সুহৃৎপতে ॥ ৫০
তত্বেষু পক্ষপাতেন দেবা দেবভ্রমাগতাঃ ।
দর্শনার্থং শিবত্বেষু যদা গচ্ছতি দেবরাট্ ॥ ৫১
তদা ভূতা পিশাচাশ্চ দ্বারপালাঃ শিবস্ত চ ।
দট্টেণ মুকুটং বিদ্ধং ধ্বজং ধ্বজং ব্রজেদ্বি ॥ ৫২
কিং তস্য বহুপক্ষেণ স্বয়মেব প্রভুঃ সদা ।
কল্যাণরূপিনস্তস্য সেবয়া কিং ভবেদিহ ।
কিং নানং দেবদেবস্ত মামিচ্ছতি সদাশিবঃ ॥ ৫৩
সপ্তজন্ম দরিদ্রঃ স্ত্রাং সেবতে যদি শঙ্করম্ ।

পূর্ণ পরমাত্মার বিদ্যার আবার প্রয়োজন কি ?
তিনি সকলের আদি : তাঁহার বয়সের পরিমাণ
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? প্রকৃতি তাঁহা
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; অতএব তাঁহার শক্তির
কারণ অবশ্যে প্রয়োজন কি ? যে সেই নিত্য
মহাদেবের জন্ম করে, তাহার সর্ব্বদা শক্তি-
ত্রয়ের বিকাশ হয় । তাঁহার সেবা করিয়া মনুষ্য
নিশ্চয় মৃত্যুকে জয় করে, এই নিমিত্ত এই
জগতীভলে তিনি মৃত্যুঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধ ।
তাঁহার পূজাপ্রভাবে মনুষ্যের আরোগ্যলাভ হয়,
হে সুহৃৎপতে ! তাঁহার আবার আরোগ্যের কথা
কি ? তাঁহার অমুহুর্হেই দেবগণের দেবত্ব
হইয়াছে । সেই শিবের দর্শনার্থ ইন্দ্র সর্ব্বদা
গমন করিয়া থাকেন ; সেই সময়ে ভূতই
হউক আর পিশাচই হউক, শিবের যে দ্বারপাল
থাকে, তাহাদের দণ্ডদ্বারা ইন্দ্রের মুকুট ধ্বজ ধ্বজ
হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয় । ৪২—৫২ ।
তাঁহার বিষয় অধিক আর কি বলিব ? তিনি
স্বয়ংই সর্ব্বদা প্রভু । তিনি কল্যাণরূপী ;
তাঁহার সেবার কত ফল, তাহা প্রবণ কর ।
তাঁহার সেবার কিছুই নানতা থাকে না ; সেই
সদাশিব আমাকে তাঁহার সেবিকা করিতে ইচ্ছা

কৃতত্বেষু দুর্লভা লোকে লক্ষ্মীঃ স্মাদনপায়িনী ॥ ৫৪
যদগ্রে সিদ্ধয়োহস্তৌ চ নৃত্যন্তি প্রতিবাসরম্ ।
অবাস্থখাঃ সদা তত্র কৃতো বিত্তং সুদুর্লভম্ ॥ ৫৫
যদ্যপ্যমঙ্গলানীহ সেবতে শঙ্করঃ সদা ।
তথাপি মঙ্গলং তস্য সঙ্গাদেব জায়তে ॥ ৫৬
শিবোতি মঙ্গলং নাম মুখে যস্য নিরন্তরম্ ।
তত্বেষু দর্শনাগ্রে পবিত্রাঃ সন্তি নিত্যশঃ ॥ ৫৭
যদ্যপূতং ভবেদ্ব্য চিত্তরাশিঃ সুরোদিতম্ ।
নৃত্যস্তাপগমে দেবৈঃ শিরোভির্ধাৰ্য্যতে কথম্ ॥ ৫৮
যত্বেষু জগত্যাংদির্জগত্যাং চারো মতঃ ।
জগৎসংহারকর্তা চ স জ্ঞেয়ো বৈ কথং ভবেৎ ॥
অগম্যং ব্রহ্মণো রূপং শিবস্ত পরমায়নঃ ।
কথং তত্ত্বং বিজানন্তি দ্বাদশা হি বহির্নুখাঃ ॥ ৬০
দুরাচারাস্ত পাপাস্ত বেদেভ্যস্তে বহিঃসতাঃ ।
তত্ত্বং নৈতে বিজানন্তি শিবস্তাশ্চ পুরুষিণঃ ॥ ৬১
শিবনিদ্রাং করোতীহ তত্ত্বমজ্ঞায় যঃ পুমান্ ।

করিয়াছেন । যদি সাত জন্মের দরিদ্রও সেই শঙ্ক-
রের সেবা করে, তবে এই সংসারে তাহার এইরূপ
দ্বিগুণ এবং দুর্লভ লক্ষ্মী লাভ হয় যে, তাহার
সমুখে প্রত্যহ আট প্রকার সিদ্ধি লক্ষ্যায় অধো-
মুখ হইয়া নৃত্য করিতে থাকে । মহাদেবের নিকট
বিত্ত আবার দুর্লভ কেথায় ? যদি বল, শঙ্কর
সর্ব্বদা অমঙ্গল বস্তুর সেবা করেন, তাহা
হইলেও তাঁহার নাম শ্রবণে মঙ্গল সকল উৎপন্ন
হয় । 'শিব' এই মঙ্গলময় নাম নিরন্তর তাহার
মুখে বিবাজ করে, তাহার দর্শনেই অপূর্ণ বস্তুর
সকল নিত্য পবিত্র হয় । তুমি যে চিত্তের
ভ্রম অপবিত্র বলিয়া নির্দেশ করিতেছ উহা যদি
অপবিত্র হইত, তবে দেবগণ তাঁহার নৃত্যবসনে
পতিত ভয় মস্তকে ধারণ করেন কেন ? যিনি
জগতের আদি এবং জগতের ঈশ্বর ও সংহার
কর্তা, তিনি কিরূপে জ্ঞেয় হইবেন ? পরমাত্মা
পরব্রহ্ম শিবের স্বরূপ অজ্ঞেয় ; তোমাদিগের
দ্বারা দুর্লভা অতদ্বজ্ঞ ব্যক্তির কিরূপে তাঁহা
তত্ত্ব জানিবে ? দুরাচারী, পাপী এবং বো-
বহিষ্কৃত ব্যক্তির সেই নির্ভয় শিবের ত
জানিতে সম্মত হয় না । ৫৩—৬১ ।

আজ্ঞাসংকিতং পুণ্যং তস্মাৎস্মীভবিষ্যতি ॥ ৬২
 তস্মাৎ নিন্দা কৃত্য হত্ৰ হরস্তামিত্তেজসঃ ।
 ত্বংপূজা চ কৃত্য যস্মাৎ তস্মাৎ পাপং ভজাম্যহম্
 শিববিষেধিণং দৃষ্ট্বা সচৈলং স্নানমাচরেং ।
 ত্রে রে হৃষ্ট তস্মাৎ প্রোক্তং জানামি চ মহেশ্বরম্ ॥ ৬৩
 নিশ্চয়ৈনৈব ন জ্ঞাতঃ শিব এব সনাতনঃ ।
 যথা তথা ভবেৎ সো বৈ মমাতীষ্টতমো মতঃ ॥ ৬৪
 পুনর্বচনমাদাতুং প্রক্ৰমে তাবদেব হি ।
 উবাচ গিরিজা দেবী সখীং হৃষ্টমনা হসৌ ।
 বারণীয়ঃ প্রক্ৰমেন শিবনিন্দাং করিষ্যতি ॥ ৬৫
 ন কেবলং ভজেৎ পাপং নিন্দাকর্তা শিবস্ত চ ।
 যো বৈ শৃণোতি তাং নিন্দাং পাপভাক্ স ভবেদহি
 অয়ং হৃষ্টঃ পুনর্নিন্দাং করিষ্যতি শিবস্ত চ ।
 স্থলমেতং তথা হিত্বা যাস্তামোহন্তত্ৰ মা চিরম্ ॥ ৬৬
 ইত্যুক্ত্বা চলনাস্যসৌ পদমুংক্ষিপতে যদা ।
 তদাসৌ চ শিবঃ সাক্ষাদালনহে প্রিয়াং স্বয়ম্ ॥ ৬৭

মনুষ্য তত্ত্ব না জানিয়া শিবের নিন্দা করে, তাহার
 আজ্ঞাসংকিত পুণ্য ভস্মীভূত হয়। তুমি সেই
 অমিত-তেজা মহাদেবের নিন্দা করিতেছ, অতঃ-
 এব তোমার পূজা করিয়া আমি পাপভাগিনী
 হইলাম। শিবনিন্দককে দেখিয়া পরিধান-
 বস্ত্রের সহিত স্নানের আচরণ করিতে হয়। অরে
 হৃষ্ট! তুমি বলিতেছ, আমি মহাদেবকে জানি;
 কিন্তু আমার বিবেচনায় তুমি নিশ্চয় সেই
 সনাতন শিবকে জান না। শিব যেদপই হউন
 না কেন, তিনি আমার সর্বাপেক্ষা অতীষ্টতম।
 এই কথা বলিয়া পার্বতী অবার বলিতে আরম্ভ
 করিলেন। দেবী পার্বতী সখীকে বলিলেন,
 এই হৃষ্টাঙ্গকে নিবারণ কর; নতুবা এ বহু-
 পূর্বক শিবের আগ্রহ নিন্দা করিব। শিবের
 নিন্দাকারী যে কেবল পাপভাগী হয়, এরূপ
 নহে; যে সেই নিন্দা প্রবর্ত্ত করে, সেও পাপ-
 ভাগী হয়। এই হৃষ্ট পুনর্বার শিবের নিন্দা
 করিব বোধ হইতেছে; অতএব এস, আমরাই
 এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্তর গমন করি।
 এই বলিয়া পার্বতী যেমন গম্যসর্য নিমিত্ত পা-
 উঠাইলেন, তখনই সেই ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ শিব-

কৃত্বা স্বীয় স্বরূপক যথা ধ্যাতুং তস্মা তথা ।
 দর্শয়িত্বা পুনস্তাক্ হাবাচাষাষুধীং শিবাম্ ॥ ৭০
 কুত্ৰ যান্তসি মাং হিত্বা ন ত্বং ত্যজ্য। ময়া পুন
 প্রসম্মোহান্মি বরং ক্রাহি নাদেয়ং বিদ্যাতে তব ॥
 অদ্য প্রভৃতি তে দাসস্তপোভিঃ প্রেমনির্ভরৈঃ ।
 ক্রীতোহস্মি তব সৌন্দর্য্যং কণামেকং যুগায়তে
 ত্যজ্যতাক্ তস্মা লজ্জা এহি যামো গৃহং মম ।
 ইত্যুক্তে দেবদেবেন জহৌ হুঃখং পুরাতনম্ ॥
 তপসনৈব যজ্ঞাতং মহদুঃখং গতং তদা ।
 ফলে জাতে শ্রমঃ পূর্বং জাতে নাশমবাগ্নুয়াং
 ইতি ক্রীতৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়
 পার্বতীবরপ্রদানঃ নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪

মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং স্বীয় প্রিয়াকে অবলম্ব
 করিলেন। ৬২—৬৯। পার্বতী এতদি
 অবধি যে মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ
 সেই মূর্ত্তি ধারণপূর্বক শব্দর তাঁহাকে দর্শ
 দিয়া লজ্জাভরে অবনতমুখী পার্বতীকে বলিলেন
 —তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন
 করিতেছ? আমি কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ
 করিব না। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হই
 গছি, বর প্রার্থনা কর; তোমাকে অদেয় অমর
 কিছুই নাই। অদ্য প্রভৃতি তপস্তা, প্রেমভি-
 শদ্য এবং সৌন্দর্য্য দ্বারা আমি তোমার ক্রীত-
 দাস হইলাম; তোমা ব্যতীত এক কণা
 যুগের দ্বায় মোহ হয়। তুমি লজ্জা পরিত্যাগ
 কর; এস, আমরা গৃহে গমন করি। মহাদেব
 এই কথা বলিলে পার্বতী পুরাতন হুঃখ ত্যাগ
 করিলেন। তপস্তাহতুক তাহার পূর্বে যে
 মহঃ হুঃখ হইয়াছিল, ফল প্রাপ্ত হওয়ায়, তহ
 আর শ্রম বলিয়া বোধ হইল না; সকলই এক
 বারে শান্তি প্রাপ্ত হইল। ৭০—৭৪।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ব্যাসশিষ্য মহাভাগ ততো জাতক যং পুনঃ ।

তঃ সৰ্বং কথয় ত্বং হি কথ্যং লোকমলাপহাম্ ॥ ১ ॥

শ্রুত উবাচ ।

মুনয়ঃ শ্রায়তাং সম্যক্ কথয়ামি কথ্যং মুদা ।

পার্কটীবচনং শ্রুত্বা হরশ্চ পরমাত্মনঃ ॥ ২ ॥

উবাচ ব্রীড়িতা দেবী বচঃ শ্রুত্বা পুরাতনম্ ।

সখীমুখেন সা তত্র শিবং সমাখ্যাবস্থিতম্ ॥ ৩ ॥

এহি যামো গৃহে দেবি কথকৈবং বিলম্বসে ।

এবং ক্রবন্তং তং দেবং পার্কটীবচনাং সখী ॥ ৪ ॥

সখ্যুবাচ ।

যদি প্রসন্নো দেবেশ করোষি চ কৃপাং যদি ।

তদেবং ত্বয়া কার্যং কৃপাং কৃত্বা মমোপরি ॥ ৫ ॥

পিতৃগৃহে ময়া সমাগুণম্যতে ত্বদনুজ্ঞয়া ।

প্রসিক্তে : * ক্রিয়তে যদ্বিবাহঃ পরমঃ শুভঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

কক্ষিণ বলিলেন,—হে ব্যাসশিষ্য মহাভাগ ! তদনন্তর যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, ই পাশনাশিনী সন্দ্রয় কথার কীর্তন কর ।
৪ বলিলেন,—হে মুনিগণ ! ! আপনারা ধ্যান হইয়া শ্রবণ করুন, আমি হঠাৎই এই কথার কীর্তন করিতেছি । পার্কটী পী পরমাত্মা হরের বাক্য শুনিয়া ব্রীড়িতা হইয়া পুরাতন ব্যাক্য শ্রবণ করত সেই স্থানে রতাবে অবস্থিত শিবকে, সখীর মুখ দিয়া বলিলেন । “হে দেবি ! এস, গৃহে গমন । ; আর বিলম্ব করিতেছ কেন” শিব এই কথায় বলিতেছেন, এমন সময় পার্কটীর পুত্রসারে সখী তাঁহাকে বলিল ;—হে বশ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যদি কৃপা বার মানস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যার উপর কৃপা করিয়া আপনিই এইরূপ ন,—আমি এক্ষণে আপনার অনুজ্ঞাক্রমে

* প্রসিক্ত ইতি বা পাঠঃ ।

তথা চৈব ত্বয়া কার্যং লোকেষু খ্যাপয়ন্ বশঃ ।

পিতৃগৃহে সঞ্চলং সৰ্বং কুরুষেহ গৃহাশ্রমম্ ॥ ৭ ॥

বিবাহস্ত যথা ব্রীতিঃ কৰ্ত্তব্যং তং তথা ক্রবম্ ।

জানাতি হিমবান্ সম্যক্ কৃতং পুত্র্য। শুভং মম ॥ ৮ ॥

ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা শিবোহপি চ শিবাং উদা ।

উবাচ বচনং ত্বক্ যদিচ্ছসি তথ্যেতি তং ॥ ৯ ॥

ইত্যকৃতদর্দধে শত্ৰুগর্ভা কানীং বিচারয়ন্ ।

সম্ভার চ কথীন্ সপ্ত বিরহাবিষ্টমানসঃ ॥ ১০ ॥

পার্কট্যপি সখীযুক্তা রূপং কৃত্বা তু সার্থকম্ ।

জগাম চ স্বকং ধাম পিতৃকিরহকাতরা ॥ ১১ ॥

পিতা চৈব তথা মাতা সখ্যৈঃ স্যাপ্যনেকশঃ ।

সহস্রিনস্তথা চাশ্বে সন্তুখাঃ সংযযুস্তদা ॥ ১২ ॥

জয়তি চ ক্রবন্তস্তে দৃঢ়ানিসনমাদধুঃ ।

সাধিতস্ত ত্বয়া সম্যক্ পাবিতাঃ শ্যো বয়ং ত্বয়া ॥ ১৩ ॥

পিতৃগৃহে গমন করিতেছি । প্রসিক্ত পুরুষেরা যে ব্রীতিতে শুভ বিবাহ করিয়া থাকেন, আপনিও লোকে সুকীর্তি ঘোষিত করিয়া সেইরূপ ব্রীতিতে বিবাহ করিবেন ; তাহাতে আমার পিতার গৃহ ও আশ্রমাদি সকল হইবে । বিবাহের যেরূপ ব্রীতি আছে, তদনুসারে আপনার কাৰ্য্য করা কঠব্য । তাহা হইলে হিমবান্ নিজপুত্রী আমার শুভকরী হইয়াছে বলিয়া জানিবেন । শিব এই কথা শ্রবণ করিয়া শিবকে বলিলেন,—তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, তাহাই হউক । ১—৯ । শত্ৰু এই কথা বলিয়া অতর্কিত হইলেন এবং কানীকেত্রে গমন করিয়া বিরহাবলিষ্টে অনেক বিবেচনার পর সপ্তাহিক শ্রবণ করিলেন । সখীযুক্তা পার্কটীও এইরূপ স্বীয় রূপের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া পিতৃকিরহ জন্ত কাতরতা প্রযুক্ত গৃহে গমন করিলেন । তখন তাঁহার পিতৃপুত্র, ননা-প্রকার সখীজন এবং অপরাপ্ত সহস্রিগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । * তাঁহার সকলে তাঁহার ভয় উচ্চারণ করিয়া দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—তুমি হৃদয়-কর্ণের সাক্ষ্য করিয়াছ এবং আমাদের সকলকে

চন্দনে পুষ্পবর্ষণে পূজয়িত্বা শিবায় মুদা ।
 গৃহং প্রবেশয়ামাসুর্কর্ত্তমানপুরঃসরম্ ॥ ১৪
 আশ্রমং সফলং মেনে কুপ্ত্রাং পুত্রিকা বরা ।
 হিমুবান্ নারদং তত্র প্রস্তুবন্ সাধু সাধ্বিতি ॥ ১৫
 ঋষয়ৈশ্চ তে সর্কো শত্ৰুনা চ স্মৃতা যদা ।
 তদা জগ্যুঃ স্বয়ং সর্কো কলবৃক্ষা ইবাপরে ॥ ১৬
 পরং ব্রহ্ম গৃহস্থং হেমবন্ধলধারিণঃ ।
 মুক্তাকলৈর্কিচিট্রৈশ্চ ভূষিতা ভূষণৈঃ পরৈঃ ॥ ১৭
 অরুণত্যা তয়া মুক্তাঃ সাক্ষাৎ সিদ্ধিরিবা পরা ।
 বান্ দৃষ্ট্বা সূর্যাসঙ্কাশান্ জহৌ লজ্জাং হরঃ স্বয়ম্ ॥
 স্থিতাগ্রে ঋষয়ঃ শ্রেষ্ঠা নমস্কৃত্য শিবং মুদা ।
 মনিরে চ তদাঙ্গানং কৃতার্থং যে তপস্বিনঃ ॥ ১৮
 নভাং বা স্বপ্নমারা বা নেত্রাভ্যাং দৃষ্টতে যথা ।
 ইদং ক দর্শনকাল্য শিবস্ত দূর্লভং কুতঃ ॥ ২০

পবিত্র করিয়াছ। তখন তাঁহারা সেই শিবাকে
 চন্দন এবং উত্তম পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া
 বহুমান-পুরঃসর গৃহে প্রবেশ করাইলেন। হিম-
 বান্ তখন নারদকে সাধু সাধু বলিয়া স্তব
 করত স্বীয় আশ্রমকে সফল এবং ‘কুপ্ত্র হইতে
 এতাদৃশ কস্তাও শ্রেষ্ঠ’ এইরূপ সিদ্ধান্ত করি-
 লেন। এদিকে সপ্তর্ষিগণও শত্ৰু কর্তৃক স্মৃত
 হইবামাত্র দ্বিতীয় কলবৃক্ষের শ্রায় সেই স্থানে
 স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে
 সুবর্ণ-বন্ধলধারী, বিচিত্র মুক্তাকল ও শ্রেষ্ঠ
 ভূষণে ভূষিত; তাঁহারা পরম ব্রহ্মের নাম উচ্চা-
 রণ করিতেছিলেন। সাক্ষাৎ সিদ্ধিস্বরূপা অরুণ-
 তীও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। শত্ৰু সেই
 সূর্যাসঙ্কাশ ঋষিগণকে দেখিয়া লজ্জা ত্যাগ
 করিলেন। ১০—১৮। সেই তপস্বী ঋষি-
 শ্রেষ্ঠ সপ্তর্ষিগণ মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত
 হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্বক আপনাদিগকে
 কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং মনে
 মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—নির্লব্ধ প্রযুক্ত
 অগম্যরূপ মহাদেব ‘সত্য সত্যই কি আমাদের
 নয়নগোচর হইয়াছেন? অথবা স্বীয় সম্ভার
 প্রমাণ হেতুকই তিনি এইরূপ নয়নগোচর হইয়া-
 ছেন; নতুবা আমরা কোথায়? আর সেই

ইতি বিশ্বয়মাপন্নানমস্কৃত্য স্থিতঃ পুরঃ ।
 প্রোচুঃ প্রাঞ্জলমস্তে বৈ শিবং লোকমলাপহম্ ॥ ২১
 ঋষয় উচুঃ ।
 নমস্তুভ্যং ভগবতে শিবায়ামিত্তেজসে ।
 কপর্দিনে নমস্তুভ্যং পঞ্চবক্ত্রায় তে নমঃ ॥ ২২
 হিরণ্যবাহবে তুভ্যং শিতিকণ্ঠায় তে নমঃ ।
 ব্যাপকায় নমস্তুভ্যং ব্যাপ্যকপায় তে নমঃ ॥ ২৩
 পরায় পরকপায় সর্কোংকুষ্ঠায় তে নমঃ ।
 শিবায় শিবরূপায় প্রণবায় নমো নমঃ ॥ ২৪
 ইত্যেবঞ্চ স্তবমুত্তমং পুনরুচুঃ পরাম্বনে ।
 সর্কোংকুষ্ঠ মহারাজ সর্কানুগ্রহকারক ।
 ভাগ্যং কিং বর্ণ্যতেহম্মাভিঃ স্বীয়ং কিন্তু পুনঃপুনঃ
 তপস্তপ্তং ত্রিধাপূর্বকং বেদাধ্যয়নমুত্তমম্ ।
 অগ্নয়শ্চ হতাঃ পূর্বং বজ্রাশ্চ বিবিধাঃ কৃতাঃ ॥ ২৬
 তপাংসি চ বিচিত্রাণি পর্কণ্যপি বিশেষতঃ ।
 দানানি চ তথা পূর্বকং তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ২৭
 বাঘনঃকায়জং কিকিৎ পুণ্যং স্বরণসংগ্রহম্ ।

শিবের দূর্লভ দর্শনই বা কোথায়? এইরূপ
 বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে তাঁহারা নমস্কার করিয়া তাঁহার
 অগ্রে অবস্থানপূর্বক কৃতান্তলিপুটে, সেই
 লোকের চিন্তামলাপহারী মহাদেবকে বলিতে
 লাগিলেন,—হে অমিত্তেজসঃ কপর্দিন পঞ্চবক্ত্র
 শিব! আপাকে নমস্কার। আপনি হিরণ্যবাহু,
 শিতিকণ্ঠ এবং ব্যাপক ও ব্যাপ্য এই
 উভয়াশ্রক; আপনাকে নমস্কার। আপনি
 পর, সুন্দরস্বরূপ, সর্কোংকুষ্ঠ, সাক্ষাৎ
 শিব এবং শিবস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার।
 এইরূপ স্তব করত সেই ঋষিগণ পরমাত্মা
 শিবকে পুনর্বার বলিলেন:—হে সর্কোংকুষ্ঠ
 সর্কানুগ্রহকারিন মহারাজ! আমাদের ভাগ্যের
 কথা আর কি বলিব! আমরা পূর্বে পুনঃপুনঃ
 তিন প্রকার তপস্তা করিয়াছিলাম, উত্তমরূপে
 বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলাম, অগ্নিতে আহুতি দান
 করিয়াছিলাম, নানবিধ বজ্রের অমুষ্ঠান করিয়া-
 ছিলাম এবং বিচিত্র তপস্তা, পর্কদিবসে দান,
 নানবিধ তীর্থভ্রমণ ও কায়মনোবাক্যজনিত
 কিকিৎ পুণ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম; সেই সকল

তং সৰ্বং সঙ্গতীন্দ্র্য শ্রবণানুগ্রহস্তব ॥ ২৮
 যো বৈ ভবতি নিত্যং ত্বাং কৃতকৃত্যো ভবেররঃ ।
 কিং ভাগ্যং বর্ণ্যতে তেবাং বেষাং নঃ শ্রবণং ত্বয়া
 সৰ্বকোংকৃষ্টান্তথা জাতাঃ শ্রবণাং তে সদাশিব ।
 মনোরথপথং নৈব গচ্ছসি ত্বং বরং কৃতঃ ॥ ৩০
 বামনস্ত ফলং যথাক্রম্যচ্ছ চ চক্ষুশা ।
 বাচালত্বঞ্চ মুকুস্ত দক্লিদ্বে নিধিদর্শনম্ ॥ ৩১
 পদ্মোংগিরিপরাবৃতির্বক্ষ্যন্ত পুত্রকান্তথা ।
 দর্শনং ভবতো হেবং জাতঞ্চ দুর্লভং প্রভো ॥ ৩২
 অন্যপ্রভৃতি লোকেষু মাগ্ন্যাঃ পূজ্যা মুনীশ্বরাঃ ।
 জাতান্তেহনুগ্রহাদেব উচৈঃপদমুপাগ্রিতাঃ ॥ ৩৩
 অত্র কিং বহুনোক্তেন মাগ্ন্যপাত্রং বরং গতাঃ ।
 পূর্ণনাং কিঞ্চ কৰ্ত্তব্যমস্তি চেং পরমা রূপা ॥ ৩৪
 সদৃশঃ সেবকানান্ত দেয়ং কাৰ্য্যং শুভং ত্বয়া ।
 ইত্যেবং বচনং তেবাং শ্রুত্বা বাক্যমুপাদদে ॥ ৩৫

অদ্য একত্র হওয়াতেই আপনার শ্রবণরূপ অনু-
 গ্রহ হইয়াছে। যে মনুষ্য আপনাকে নিত্য
 ভজনা করে, সে নিত্যই কৃতকৃত্য
 হয়। হে সদাশিব! আপনি শ্রবণ করিতে
 আমাদের যে ভাগ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা
 আর কি বলিব? আপনার এই শ্রবণ হেতু
 আমরা সর্বকোংকৃষ্ট হইয়াছি। আপনি মনোরথ-
 পথেরও দুর্লভ, আমরা ও কোথায় আছি!
 ১৯—৩০। বেক্রপ বামনের উচ্চফল-প্রাপ্তি,
 জন্মাকের যুগপৎ চক্ষুশ্রবণের উন্মীলন, মুকের
 বাক্যপটতা, দক্লিদ্বে নিধিদর্শন, পদ্মের গিরি-
 লঙ্ঘন, এবং বক্ষ্যের বহুপুত্রলাভ, হে প্রভো!
 আমাদের পক্ষে আপনার দর্শনও সেইরূপ।
 হে দেব! আপনার অনুগ্রহেই আজ হইতে
 আমরা ত্রিভুবনে মাগ্ন্য, পূজ্য এবং মুনীশ্বর
 হইলাম, উচ্চপদে আরোহণ করিলাম; অধিক
 আর কি বলিব, আপনিই আজ আমাদের সম্মান
 বাড়াইলেন। আপনি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ,
 আপনার আর কি অভাব আছে? তবে যদি
 রূপা হইয়া থাকে, তবে বোগ্য কাৰ্য্য করিতে
 এই ভূতপক্ষকে আদেশ করুন। তাঁহাদের

শিব উবাচ ।

শ্রবণং সদা পূজ্যাঃ কারণাং শ্রবণং কৃতম্ ।
 মমাবস্থা ভবতি চ জ্ঞানন্তে ব্যপকারিকাঃ ॥ ৩৬
 দেবানাং হৃৎসমুৎপন্নং তরুকাং সুহৃদাননঃ ।
 ব্রহ্মণা চ বরো দত্তঃ কিং কুরোমি হৃদসদঃ ॥ ৩৭
 মুক্তিরোহন্তৌ চ বাঃ প্রোক্তা মদীয়াঃ পরমর্ষয়ঃ ।
 তাঃ সৰ্ব্বা উপকারার্থং ন তু স্বার্থমিতি কুটম্ ॥ ৩৮
 তথা চ কৰ্ত্তুকামোহহং বিবাহং শিবয়া সহ ।
 তথাপি চ তপস্বন্তুং হৃদয়ং পরমর্ষিতঃ ॥ ৩৯
 তস্তাঃ ফলং বরং দেয়মতীষ্টং তদ্বিতাবহম্ ।
 তন্মাত্তবন্তো গচ্ছন্ত হিমাচলগৃহং ধ্রুবম্ ॥ ৪০
 তত্র গতা হিতকৈতং তংপত্নীং পুনস্তথা ।
 কথনীয়ং প্রবক্ষ্যে বখা ত্বাং কাৰ্য্যমুত্তমম্ ।
 উবাহং কৰ্ত্তুমিচ্ছামি তংপূত্র্যা সহ সন্তমাঃ ॥ ৪১
 হিমাচলগৃহে পুত্রী পার্শ্বতী চ শুনাশিতা ।

এই কথা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন,—শ্রবণ
 সর্বদাই পূজ্য, এই নিমিত্ত আমি তোমাদের
 শ্রবণ করিয়াছি। আমার যে কেবল পরোপ-
 কার দত্তাব, তাহা তোমরা বেশ জান। সম্প্রতি
 হৃষ্টান্তা তরুকাশ্রয় দেবতাদিগকে অত্যন্ত হৃৎ
 দিতেছে; হে মর্ষগণ! আমি কি করিব?
 ব্রহ্মা তাহাকে হৃষ্টান্ত বর প্রদান করিয়া-
 ছেন। হে পরমর্ষগণ! আমার মুক্তি
 অষ্ট এবং তিন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল
 প্রকার মুক্তিই পরের উপকারের জন্য; নিজের
 কোন প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত নহে। অতএব
 আমি পার্শ্বতীকে বিবাহ করিতে অভিলষী
 হইয়াছি। কেবল ইচ্ছা করিয়াছি, এমন
 নহে; সেই পার্শ্বতীও বিন্দনের হৃদয় তপস্কার
 অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই। অতঃপর তাঁহার
 হিদের নিমিত্ত তাঁহার অতীষ্ট এই বিবাহরূপ
 বর প্রদান করিয়াছি। অতএব তোমারা
 নিঃসর হিমাচল-গৃহে গমন কর। ৩১—৪০।
 হে সন্তমগণ! সেই স্থানে গমন করিয়া, সেই
 হিমাচলের পুত্রীকে আমি বিবাহ করিতে
 ইচ্ছা করিয়াছি ইহা সেই হিমাচল এবং
 তাঁহার পত্নীর নিকট এইরূপ ভাবে

অশ্বদর্শে চ তাং তত্র প্রার্থনীয়ো হিমালয়ঃ ॥৪২
 তং তথা চ প্রবক্তব্যং দেবানাঞ্চ হিতং যথা ।
 ভবন্তি কল্পিতো যো বৈ বিধিঃ শ্রাদ্ধবিকল্পকঃ ॥৪৩
 ভবতাং নৈব কথ্যেত ভবন্তঃ কার্যভাষিনঃ ॥ ৪৪
 ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা মুনয়স্তেহমলাশয়াঃ ।
 আনন্দং লেভিরে সর্বে প্রভুগানুগ্রহীকৃতাঃ ॥ ৪৫
 বয়ং ধৃত্বা মহান্তং কৃতকৃত্যাস্থখা পুনঃ ।
 ব্রহ্মণা বিধুনা যো বৈ বন্দ্যঃ সর্বার্থসাধকঃ ।
 সোহস্মান্ সন্তোষরসতোষ কার্যে লোকহুধাবহে ॥
 অয়ং বৈ জগতঃ স্বামী সোমাপি জননী মতা ।
 অয়ং যুক্তং সমৃদ্ধো বর্দ্ধতাং চন্দ্রবৎ সদা ॥ ৪৭
 ইত্যুক্ত্বা ঋষয়ো দিব্যা নমস্কৃত্য শিবং মুদা ।
 গত্যাশাক্ষমার্গেণ যত্র স্যাদ্ধিমবৎপুরম্ ॥ ৪৮
 চিত্তবৃত্তং তে চাত্ত কিং পুণ্যং বৈ ভবিষ্যতি ।
 যস্মাদেবংবিধে কার্যে শিবেন বিনিয়োজিতাঃ ॥৪৯

বলিবে, যাহাতে উত্তমরূপে কার্য সিদ্ধি
 হয়। হিমালয়গৃহে পার্শ্বতী নদী কণ্ঠা অতি
 গুণবতী। তাঁহার নিমিত্ত তোমরা সেই স্থানে
 গমন করিয়া হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিবে।
 ইহা যে দেবগণের হিতকর কার্য, ইহা তাঁহাকে
 বিশেষ করিয়া বলিবে। তোমরা যে কার্যের
 অনুষ্ঠান করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিবে
 না। তোমাদিগকে অধিক আর কি বলিব,
 তোমরা সকলেই কার্যকর। সেই অমলাশয়
 মুনিগণ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভু কর্তৃক
 অনুগৃহীত হইয়া আনন্দলাভ করিলেন এবং
 মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন—আমরা
 ধন্য এবং কৃতকৃত্য হইলাম। গিনি ব্রহ্মা এবং
 বিধুর আরাধ্য, সকল অর্পের সাধক,
 সেই মহাদেব আমাদিগকে লোকের সুধাবহ
 কার্যে প্রেরণ করিতেছেন। এই মহাদেব
 জগতের স্বামী, আর সেই উমা জগতের জননী;
 এই যুক্ত সমৃদ্ধ চন্দ্রের মত বৃদ্ধি পাউক। সেই
 দিব্য ঋষিগণ সানন্দচিত্তে মহাদেবকে নমস্কার
 করিয়া আকাশমার্গে হিমালয়ের রাজধানীতে গমন
 করিলেন। ৪১—৪৮। তাঁহারা মনে মনে চিন্তা
 করিতে লাগিলেন যে, শিব কর্তৃক এইরূপ কার্যে

দৃষ্টা তং পরমং দিব্যমৃষয়স্তেহতিবিস্মিতাঃ ।
 উচুঃ পরস্পরং সর্বে কিমেতদिति সফুটম্ ॥৫০
 অলকারাং স্বর্গায়া ভোগবত্যাশ্রুখা পুনঃ ।
 বিশেষোহত্রামরাবত্যা দৃশ্যতে ঋষিসন্তমাঃ ॥৫১
 কিং গৃহাণি সুরম্যাণি স্ফাটিকৈর্বিবৈধৈরিহ ।
 মণিভির্বা বিচিত্রাণি রচিতাশ্রুতানি চ ॥ ৫২
 সূর্য্যকান্তাং মণয়ঃ চন্দ্রকান্তাস্থথৈব চ ।
 গৃহে গৃহে বিচিত্রাং ব্রহ্মাঃ স্বর্গসমুদ্ভবাঃ ॥ ৫৩
 তোরণানাং তথা লক্ষ্মীদৃশ্যতে চ গৃহে গৃহে ।
 চিত্রাণি চ বিচিত্রাণি শুভ্রহংসৈর্বিমানকৈঃ ॥ ৫৪
 বিতানানি বিচিত্রাণি চৈলপল্লবতোরণৈঃ ।
 জলাশয়াশ্রুতানি দৌরিকা বিবিধাস্থখা ॥ ৫৫
 উদ্যানানি বিচিত্রাণি পুষ্পৈঃ ভরিতাশ্রুত ।
 পক্ষিণাং চাপ্যনেকৈঃ কলকণ্ঠবাস্থখা ॥ ৫৬
 নরাং দেবতাঃ সর্বে ত্রিংশাপসরাস্থখা ।
 পরস্পরবিরুদ্ধাস্তে তেষাং রূপক কিং পুনঃ ॥ ৫৭
 কিং বর্ণ্যতে নগর্যাং মহিমা চ ঋষীশ্বরাঃ

নিয়োজিত হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়া
 আমাদের কত পুণ্য প্রকাশ হইল। তখন ঋষি-
 গণ সেই দিব্য হিমালয়-নগর দেখিয়া অতিশয়
 বিমুগ্ধচিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিলেন—
 হে ঋষিগণ! ইহা কি? স্বর্গস্থিত অলক
 ভোগবতী এবং অমরাবতীর যেরূপ শোভা, ইহার
 সেইরূপ শোভা। এখানে গৃহ সকল নানারি
 স্ফটিক দ্বারা রচিত ও সুরমা এবং অশ্রুত সর্প
 মণিনির্মিত ও বিচিত্র। এখানে স্থানে স্থানে
 কত সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত মণি রহিয়াছে ও
 প্রতিগৃহ স্বর্গজাত ব্রহ্ম সকল শোভা প
 তেছে। প্রতিগৃহই অপূর্ণ শোভাবিশিষ্ট তোর
 পত্রিশোভিত এবং চিত্র সকল শুভ্রহংস-সং
 বিমান দ্বারা বিচিত্র হইয়াছে। বিতান সকল
 পল্লব ও তোরণ দ্বারা বিচিত্র। নানবিধ জলা
 এবং নানা প্রকার দৌরিকাও বিরাজমান। উদ্যা
 গুলি অতি বিচিত্র ও পুষ্প পরিপূর্ণ এবং
 এখানে অসংখ্য কলকণ্ঠ পক্ষী অবস্থিত। এখান
 কার মনুষ্য সকল দেবতাসদৃশ এবং ত্রীগণ অসং
 খ্য; তাহারা পরস্পরে বিভিন্ন স্বরূপ, তাহাদের

যন্তো চ যাজ্ঞিকৈশ্চৈব পুণ্যানি স্বর্গকাম্যয়া ॥ ৫৮
 চুর্কতে তে বৃথা সর্কে বিহায় হিমবৎপুরম্ ।
 যাবন্নৃষ্টমেতচ্চ তাবৎ স্বর্গপরা নরাঃ ॥ ৫৯
 ইত্বেষামৃষিব্যাংস্ত বর্ণয়ন্তস্তথা পুরম্ ।
 গতাহিমালয়স্তাথ গৃহং সর্বসমৃদ্ধিমং ॥ ৬০
 তান্নৃষ্টাঃ সূর্য্যাসন্কাশান্ হিমবান্ বিশ্নিতস্তথা ।
 সূর্য্যঃ সপ্ত কথঞ্চাত্ৰ আয়াস্তি মে প্রিয়াং প্রতি ॥ ৬১
 কার্ধ্যা পূজা প্রযত্নেন গৃহস্থতাং সদা প্রিয়ে ।
 বয়ং ধত্তা গৃহস্থাণ্ড সর্কেষাং সুখদায়িনঃ ॥ ৬২
 এতন্মিত্তরে তে বৈ হাকাশাদপতন্তস্তদা ।
 সম্মুখে হিমবান্ নৃষ্টা যযৌ মানপুরঃসরম্ ॥ ৬৩
 পূজাং বিধায় তেষাঞ্চ দণ্ডবৎ প্রপপাত হ ।
 হস্তৈশ্চ হিমবন্তং তে গৃহীত্বোচুঃ শুভং শুভম্ ॥ ৬৪
 অথাগ্রতশ্চ তান কৃত্বা ধত্তো গম গৃহাশ্রমঃ ।

রূপের কথা আর কি বলিব! হে ঋষীশ্বরগণ! এই নগরের মহিমার কথা আর কি বলিব! যে সকল যাজ্ঞিকেরা হিমালয়ের নগর পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গকামনার পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের পরিশ্রম বৃথা; কারণ যে পর্য্যন্ত হিমালয়ের নগর দৃষ্ট না হইবে, সেই পর্য্যন্তই মনুষ্যাগণ স্বর্গের কামনা করিবে। ৪৯—৫৯। সেই ঋষিগণ হিমালয়-নগরের বর্ণনা করত সেই হিমালয়ের সর্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন গৃহে গমন করিলেন। সেই সূর্য্যসন্কাশ মুনিগণকে দেখিয়া, হিমালয় বিশ্নিত হইয়া নিজ প্রিয়াকে বলিলেন,—
 ‘এ ঋষি! সাতটী সূর্য্য আমার গৃহের দিকে কি নিমিত্ত আগমন করিতেছেন? তিনি বলিলেন,—
 ‘হে প্রিয়ে! আমরা বধন গৃহস্থ, তখন যত্নপূর্ব্বক যভাগতের পূজা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমাদের মত গৃহস্থাশ্রমীরা ধন্য, কারণ আমাদের নিকট হইতে অপর আশ্রমীরা সুখ প্রাপ্ত হয়।’
 এই সময়েই সেই ঋষিগণ আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন। তাহা দেখিয়া, হিমালয় অতিশয় সম্মানপূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখে গমন করিলেন ও তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া, দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও সেই সুশোভন হিমালয়কে হস্তে গ্রহণ করিয়া, শুভবাক্য বলিতে

ইত্যুক্তাসনমানীয় দদৌ ভক্তিপুরঃসরম্ ॥ ৬৫
 আসনেষুপবিষ্টেযু তদাজ্ঞপ্তঃ স্বয়ং স্থিতঃ ।
 উবাচ হিমবাংস্তত্র ঋষীন্ জ্যোতির্ষ্যাংস্তদা ॥ ৬৬
 হিমাচল উবাচ ।
 ধত্তোহহং কৃতকৃত্যোহহং সফলং জীবিতং মম ।
 লোকেষু দর্শনীরোহহং বহুতীর্থসমো মতঃ ॥ ৬৭
 যস্মাদ্ভবন্তো মদৃগেহং ছাগতা বিষ্ণুরূপিণঃ ।
 পূর্বানাকৈব কিং কার্ধ্যং কৃপণানাং গৃহে গৃহে ॥ ৬৮
 তেষাঞ্চ দুঃখনাশার্থং গৃহেষাগমনং সূতাম্ ।
 মদেহপাবনার্থক ভবন্তঃ সুসমাগতাঃ ॥ ৬৯
 তথাপি কিঞ্চিং কার্ধ্যং হি সদৃশং সেবকস্ত চ ।
 কথনীয়ং ভবন্তিণ্ড সফলস্ত মমাশ্রমঃ ॥ ৭০
 মহতামাজ্ঞয়া লোকে মাত্ততাং গচ্ছতি ধ্রুবম্ ।
 তস্মাচ্চ কুত্রচিং কার্ধ্যো যোজ্যোহহমৃষিসত্তমাঃ ॥ ৭১
 এবং বচনমাকর্ষ্য ঋষয়শ্চ প্রহৃষিতাঃ ।

লাগিলেন। অনন্তর হিমালয় তাঁহাদিগকে অগ্রে করিয়া, “আমার গৃহ ধন্য” এই কথা বলিতে বলিতে, আসন আনিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদের আচ্ছাদ্রমে স্বয়ং উপবিষ্ট হইয়া, সেই জ্যোতির্ষ্ম ঋষিদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—আমি ধন্য, আমি কৃতকৃত্য; আমার জীবন সফল হইল। লোক-মধ্যে আমি বহু তীর্থসদৃশ দর্শনীয় হইলাম; কারণ বিষ্ণুরূপ আপনারা আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। আপনারা সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ, মাদৃশ দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে আপনাদিগের কিসের অপেক্ষা? ৬০—৬৮। তবে সেই দরিদ্রদিগের দুঃখনাশার্থ সাধুগণ তাহাদের গৃহে আগমন করেন; আপনারাও কেবল আমার গৃহ পবিত্র করিবার নিমিত্তই সমাগত হইয়াছেন। তথাপি আপনারা মাদৃশ সেবক জনেব যোগ্য কার্যের আদেশ করুন, তাহাতে আমার আশ্রম সফল হউক। মহত্তের আজ্ঞায়, লোকে নিঃস্বয়মান্যতা প্রাপ্ত হয়, অতএব হে ঋষিসত্তমগণ! কোন্ কার্যে আমার যোগ্যতা, তাহা কলুন। এই বচন-শ্রবণে, ঋষিগণ প্রহৃষ্ট হইয়া, মহাদেবকে বারং

উচুস্তে গিরিরাজং বৈ স্মৃতা স্মৃতা শিবস্ত চ ॥ ৭২
 ধন্তোহসি কৃতকৃত্যোহসি ভাগ্যবানসি সাংপ্রতম্ ।
 শিবঃ পরোপকারায় কর্তৃকামঃ প্রজাসুখম্ ॥ ৭৩
 অম্মানুধেন তে পুত্রীং যাচতে শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
 জগদগুরো গুরুকৃৎ ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪
 জগন্মাতা চ তে পুত্রী তস্মৈবানুগ্রহাস্তবেৎ ।
 জগৎপিতা শিবঃ প্রোক্তো জগন্মাতা শিবা স্মৃতা ॥
 তস্মৈ দেয়া ত্বয়া কন্তা সার্থকং তে ভবিষ্যতি ।
 এবং বচনমাকর্য গিরিরাজোহব্রবীদিদম্ ॥ ৭৬
 মদীয়ক শরীরং বৈ পত্নী মেনা চ যা মতা ।
 ঋদ্ধিঃ সিদ্ধিঃ কীর্তিঃ শ্রীর্ষুদীয়া ন চাশ্রুথা ॥ ৭৭
 এবং জ্ঞাত্বা তদা পুত্রীং বিলোকা মাতবক তাম্ ।
 ত্বয়িত্বা তদন্তক ঋণ্যং সঙ্গ্রে গ্রাবেষণং ।
 ইদং ভৈক্ষ্যং ময়া নাম দাতবামৃষিসন্তমাঃ ॥ ৭৮

কথয় উচুঃ ।

ঈদৃশা ভিক্ষুকান্তেহদ্য দাতা চৈব ভবান্ স্বয়ম্ ।
 ভৈক্ষক পার্শ্বতী প্রোক্তঃ কিমতঃ পরমুত্তমম্ ॥ ৭৯

বার শ্রবণপূর্বক গিরিরাজকে বলিলেন—তুমি
 ন্য, কৃতকৃত্য এবং সাংপ্রতি ভাগ্যবান হইয়াছ ।
 শিব সাংপ্রতি পরোপকারার্থ সন্তান উৎপাদন
 করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন । শঙ্কর স্বয়ং আমা-
 দর মুখ দিয়া, তোমার কন্যাকে যাচঞা করি-
 তছেন । তুমি নিশ্চয় সেই জগদগুরুর গুরু
 হইবে । সেই শিবের অনুগ্রহে তোমার কন্যা
 জগতের মাতা হইবেন ; কারণ শিব জগতের
 পিতা এবং শিবা জগতের মাতা বলিয়া শাস্ত্রে
 উক্ত হইয়াছেন । সেই শিবকে তুমি কন্যা দান
 কর, তাহা হইলে তোমার জগৎ সার্থক হইবে ।
 এই কথা শুনিয়া, গিরিরাজ বক্ষ্যমাণ বাক্য বলি-
 লেন ;—আমার দেহের স্বরূপ মেননাদ্রী পত্নী
 আছেন, তিনিই আমার ঋদ্ধি, সিদ্ধি, কীর্তি এবং
 শ্রী ; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ৬৯—৭৭ ।
 এইরূপে সেই কন্যাকে জগতের মাতা বলিয়া
 জ্ঞাত হইয়া, তাঁহার অঙ্গ ভূষিত করিয়া,
 কবিশপের কোড়ে বসাইলেন । আর বলি-
 লেন,—হে শ্রেষ্ঠ কবিশপ ! আমি ইহাকে

হিমবন্ শিবরাণ্যং তে মনসঃ সন্দীপ্য গতিঃ ॥ ৮০
 এবমুক্ত্বা তু তাং কস্তামৃষয়ো বিমলাশরাঃ ।
 আশিষং দত্তবদ্বস্তে শিবায়া সুখদা তব ॥ ৮১
 স্পৃষ্ট্বা করোণ তাং তত্র কল্যাণং তে ভবিষ্যতি ।
 শুকপক্ষে যথা চন্দ্রো বর্জতে তদগণাস্তথা ॥ ৮২
 মিলিতা চ গৃহং তেহদ্য বর্জয়িষ্যন্তি নিত্যশঃ ।
 ইত্যুক্ত্বা ঋষয়ঃ সর্বৈ গিরিরাজং পরস্পরম্ ॥ ৮৩
 পুষ্পানি ফলযুক্তানি ব্যত্যয়ং চক্রিরে তদা ।
 অরুন্ধতী তদা তত্র মেনাং সানুশ্রুমুখীং তদা ॥ ৮৪
 গুণৈঃ স লোভয়ামাস শিবস্ত পরমা সতী ।
 হরিদ্রাকুলমৈস্তত্র হস্তানি পরিমার্জয়ং ॥ ৮৫
 ততঃ তে চতুর্থঃ হি নিক্ষিপা লগ্নমুত্তমম্ ।
 পরস্পরক সংজ্ঞ্য ভগ্ন্যন্তে শিবসন্নিধিম্ ॥ ৮৬
 মহাকাশীং প্রয়াতাস্তে যত্রাস্তে শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।

—যখন আমাদের মত ভিক্ষুক উপস্থিত
 এবং তুমি স্বয়ং দাতা ও পার্শ্বতীকে ভিক্ষা
 বস্ত বলিয়া কল্পনা করিয়াছ, তখন ইহা অপেক্ষ
 আর উত্তম কি হইতে পারে ? হে হিমবন্
 তোমার শিবর সকল যেমন উচ্চ, তোমার
 মনও সেইরূপ উচ্চ । এই কথা বলিয়া সে
 বিমলাশয় ঋষিগণ, সেই কস্তাকে এই বলি
 আশীর্বাদ করিলেন যে, তুমি মহাদেবকে সু-
 কর । অনন্তর তাঁহারা সেই কস্তার গা-
 হাত দুলাইয়া বলিলেন—তোমার কল্যাণ হউ
 তাহার পর হিমালয়কে—শুকপক্ষে চন্দ্র যে
 প্রত্যহ বর্জি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তোমার গ-
 মিলিত তোমার স্বপক্ষীয় সকল নিত্য
 প্রাপ্ত হউক,—এই কথা বলিয়া পরস্পর ফল
 পুষ্পের বিনিময় দ্বারা সদাচার প্রতিপা-
 করিলেন এবং তখন অরুন্ধতীও অঙ্গ
 মেননাকে বলিলেন,—পরমসার্থি ! তে
 পুত্রী সীগুণে মহাদেবের মন হরণ করি-
 ছেন । এই কথা বলিয়া, তিনি হরিদ্রা ও
 সুকুম দ্বারা তাঁহার অঙ্গ মার্জন করিলেন ।
 অনন্তর তাঁহারা চতুর্থ দিনে বিবাহের উপযুক্ত
 লগ্ন স্থির করিয়া, পরস্পর হস্তপরিহাস করত
 শিবের সমীপে গমন করিলেন । যেখানে

বিবাহস্ত বিধিং সম্যক্ চতুস্তে ঋষিসন্তমাঃ ॥৮৭
তদাজ্ঞপ্তাং তে তত্র গত্যাগমনায় বৈ ।
যুগ্মধর্ম্যাবঃ প্রোক্তা বিবাহে চ ময়া পুনঃ ॥ ৮৮
অতঃশীঘ্রং ভবন্তিস্ত ঋষয়ো ব্রহ্মবিস্তমাঃ ।
আগন্তব্যং শশিব্যোস্ত ভবন্তঃ কার্যকারকাঃ ॥ ৮৯
ইত্যুক্তান্তে গতাস্তত্র তথ্যতি পরমং বচঃ ।
শিবোহপি সগণস্তত্র প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ৯০
কৈলাসমগমদেবো বিবাহরচনায় বৈ ।
সম্মার নারদং দেবঃ স্মরণাদাগতঃ ক্রণঃ ॥ ৯১
নিবেদিতক্ তং সর্বং শ্রুত্বা স্তম্ভোহথ নারদঃ ।
শিবোহপি কথয়ামাস পার্শ্বত্যা বচনং তদা ॥ ৯২
তয়া তপস্তথা তপ্তং বশীভূতো হুতং তদা ।
এবং শ্রুত্বা বচস্তস্ত নারদো বাক্যমব্রবীঃ ॥ ৯৩
ভবতাস্ত ব্রতমিদং ভক্তবন্তো ভবাম্যহম্ ।
সম্যক্ কৃতং তয়া দেব পার্শ্বতীমনসেপ্সিতম্ ॥৯৪

শাক্যঃ শকর বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা
সেই মহাকালীতে গমন করিলেন । তাহার
পর মহাদেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, গৃহে গমন
করিলেন । মহাদেব তাঁহাদিগকে বলিয়া
লেন যে, বিবাহকালে তোমরা আমার পৌরো-
হিত্য করিবে । হে ব্রহ্মবিস্তম ঋষিগণ ! তোমরা
যামার কার্যকারক । অতএব শিষ্যগণের
সহিত শীঘ্র আসিবে । ৭৮—৮৯ । তাঁহারা
শিবকর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, তথাস্ত বলিয়া
অঙ্গীকার করত স্বস্থানে গমন করিলেন । শিব
প্রসন্নমুখে স্বীয় গণের সহিত বিবাহানুষ্ঠানের
উদ্যোগ করিবার নিমিত্ত কৈলাস পর্বতে গমন
করিলেন এবং নারদকে স্মরণ করিলেন স্মরণ-
মাত্র নারদ সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং
সেই সকল কৃপান্ত্র প্রদান করিয়া নারদ হুঁট
হইলেন । শিবও নারদের নিকট পার্শ্বতীর
শাক্য সকল বলিতে লাগিলেন । শিব বলি-
লেন,—সেই পার্শ্বতীর কঠোর তপস্তায় আমি
শীভূত হইছি । মহাদেবের সেই বাক্য
প্রদান করিয়া নারদ বলিলেন,—“আমি ভক্তের
শীভূত হইব” ইহাই ত আপনার ব্রত । হে
সব ! পার্শ্বতীর মনোভিজ্ঞিত বর প্রদান

কার্য্যং মৎসদৃশং কিঞ্চিং কথনীয়ং তয়া প্রভো ।
ইত্যুক্তস্ত শিবস্তস্যৈ কথয়ামাস বৈ তদা ॥ ৯৫
ভবতো বচনং হুতং কৃতং মে নাত্র সংশয়ঃ ।
ইদং তয়া তু কর্তব্যং দেবানাঞ্চ নিমন্ত্রণম্ ॥ ৯৬
ব্রহ্মাণক তথা বিষ্ণুমত্যান্ দেববরাংস্তথা ।
কথনীয়ং প্রযত্নেন ঋষিবর্গ্যাংস্তথৈব চ ॥ ৯৭
সর্বান মাতৃগণাংৈব যক্ষগন্ধর্বকানথ ।
নাগমিষ্যন্তি যেহপ্যত্র মদৌরা ন কদাচন ॥ ৯৮
ইত্যুক্তো নারদো ব্রহ্মন্ প্রণিপত্য সদাশিবম্ ।
জগাম সর্বতো দেবান্ বহুস্তং শমুনা পুরা ।
কথয়িত্বা পুনস্তত্র মনোবেগসমাপ্ততঃ ॥ ৯৯
ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতাস্থাং শিব
নিমন্ত্রণং নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

করিয়া আপনি তাহা সম্যক্ সাধন করিয়াছেন ।
একগণে হে প্রভো ! আমার অনুরূপ কিঞ্চিং
আজ্ঞা করুন । শিব নারদ কর্তৃক এইরূপে
উক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি প্রসন্নানুগত বাক্যের
উপগ্রাস করিয়াছ, সন্দেহ নাই । তুমি এই
কার্য্যটী কর,—সমুদয় দেবগণকে নিমন্ত্রণ কর ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্ন্যত্র দেবগণ ও ঋষিগণকে নিম-
ন্ত্রণ করিবে; সমুদয় মাতৃগণ, যক্ষ ও গন্ধর্ব-
দিগকে নিমন্ত্রণ করিবে । বাহারা না আসিবে,
তাঁহারা আমার আশ্রীয় মধ্যে গণ্য হইবে না ।
হে ব্রহ্মন্ ! নারদ এইরূপে উক্ত হইয়া শিবকে
প্রণাম করিয়া মহাদেবের বাক্যানুক্রমে সমুদয়
দেবগণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহা-
দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুনর্বার মনোবেগে
শিবের নিকট আগমন করিলেন । ৯০—৯৯ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সৰ্বে দেবাস্তদা তত্র শিবসেবাসমীহয়া ।
 স্বীয়াত্তেবোপকরণানি সেবার্থস্ত শিবস্ত চ ॥ ১
 সৰ্বে তে প্রেরয়ামাহুর্দেবা ইন্দ্রাদয়স্তদা ।
 গন্ধৰ্বাপ্সরসন্তত্র বাদ্যং নৃত্যঞ্চ চক্রিরে ॥ ২
 মাতরঃ সপ্ত তন্তত্র শিবভূষাবিধিং পরম্ ।
 চক্রিরে চ মুদা যুক্তা যথাযোগ্যং তথা পুনঃ ॥ ৩
 কৰ্তব্যং কিঞ্চ-পূৰ্ণস্ত সৰ্বে প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
 তস্ত স্বাভাবিকো বেশো ভূষাবিধিরভূং তদা ॥ ৪
 তদেব কথয়াম্যাদ্য প্রকৃতামৃষিসন্তমঃ ।
 চন্দ্রস্ত মুকুটস্থানে সান্নিধ্যমকরোং তদা ॥ ৫
 তিলকং সূন্দরং হাসীনয়নস্ত তৃতীয়কম্ ।
 কর্ণভরণানি যাত্ৰাসংস্থান্তে বাভরণানি চ ॥ ৬
 ভূতিঞ্চ চন্দনং হাসীদুহক্লং চৰ্ম্ম উচ্যতে ।
 সর্পা হাভরণাত্ৰাসন্ মণয়ো বিবিধাঃ য়ে ॥ ৭

ষোড়শ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ শিবের সেবায় অভিলষী হইয়া শিবের সেবার্থ স্ব স্ব উপকরণ সকল পাঠাইয়া দিলেন । সেই স্থানে গন্ধৰ্ব ও অপরোগণ আসিয়া নৃত্য ও বাদ্য করিতে লাগিল । সপ্ত মাতৃদেবতা সানন্দ-চিত্তে মহাদেবের যথাযোগ্য বেশভূষা করিয়া দিলেন । যদ্যপি শিব পরিপূর্ণ এবং তাঁহার বেশভূষা স্বতঃ সিদ্ধ, সুতরাং তাঁহার বেশভূষা নিম্প্রয়োজন, তথাপি কেবল তাঁহার প্রীত্যর্থ তাঁহারা সকলে তাদৃশ ভূষণবিধির অনুষ্ঠান করিলেন । হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ ! তৎকালে শিব কিরূপ সজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন । তখন চন্দ্র স্বয়ং তাঁহার মুকুট স্থানে সান্নিধ্য করিলেন । তাঁহার তৃতীয় নেত্র সূন্দর তিলকস্বরূপ ধারণ করিল । কর্ণে যে আভরণ ছিল, তাহাই আভরণত্ব প্রাপ্ত হইল । ভূতি অর্থাৎ ভস্ম চন্দনরূপ ধারণ করিল, চৰ্ম্ম দুক্ল হইল এবং সর্প সকল বিবিধ মণিময় আভরণ তুল্য হইল ।

তৎপ্রভাবীং তদা সৰ্বে প্রাকৃতা বিকৃতিং গতঃ ।

সুশৃং সূন্দরং রূপং জাতং বর্ণনদুষ্করম্ ॥ ৮
 ঈশরোহপি স্বয়ং সাক্ষাদৈক্যং লক্ষয়ানিহ ।
 গণান্তত্র চ বাদ্যানি চক্রিরে বিবিধান্তপি ॥ ৯
 এতন্মিন্ সময়ে দেবা আজগুঃ প্রভুসেবয়া ।
 ব্রহ্মা তু হংসমাক্রুত্ব ঋষিভিঃ প্রভুসেবয়া ॥ ১০
 স্বীয়াটোপেন বৈ তত্র ভূতানাং পতিমীধরম্ ।
 নমস্কৃত্য স্থিতান্তত্র তাবদ্বিষ্ণুঃ সমাগতঃ ॥ ১১
 বাহনং পক্ষিরাজঞ্চ নিজসেবকসংযুতঃ ।
 স্বচিহ্নৈর্ভূষিতঃ সৌ নমস্কৃত্য স্থিতঃ পুরঃ ॥ ১২
 তাবদিন্দ্রাদয়ো দেবাঃ স্বীয়াটোপসমম্বিতাঃ ।
 ইন্দ্রশ্চৈব যমশ্চৈব কুবেরো বরুণস্তথা ।
 অস্ত্রে তে লোকপালাঃ স্বীয়চিহ্নসমম্বিতাঃ ॥ ১৩
 বসবশ্চ তথা সূর্য্য ঋষয়শ্চ তথা শুভাঃ ।
 নদ্যো গঙ্গাদয়ঃ সর্বাঃ সমুদ্রাঃ সর্বা এব হি ॥ ১৪
 গন্ধৰ্বাপ্সরসন্তত্র নাগাঃ সৰ্বে তথাবিধাঃ ।

সেই শিবের প্রভাবে প্রাকৃত বস্তু সকল বিকৃত অর্থাৎ কৃত্তিমরূপ ধারণ করিল ; তাহাতে তাঁহার রূপ এরূপ সূন্দর হইল যে, বর্ণনা দুঃসাধ্য । তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও ঐশ্বর্য লাভ করিলেন এবং গণেরা নানাবিধ বাদ্য আয়ত্ত করিল । এই সময়ে সেই দেবগণ সেই প্রভুর সেবার্থ আগমন করিলেন । ব্রহ্মা ঋষিগণে পরিবৃত্ত এবং হংসাক্রুত হইয়া আপনার পদোচিত ভঙ্গী প্রকাশ করত সেই ভূতপতি ঈশ্বরকে প্রণামপূর্বক অবস্থান করিলে, সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ বিষ্ণু আগমন করিলেন । ১—১১ । বিষ্ণুর বাহন পক্ষিরাজ গরুড় এবং সমিভিব্যাহারে নিজ সেবকগণ ; তিনি আপনার চিহ্নসমুদারে ভূষিত হইয়া আগমন-পূর্বক শিবকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে অবস্থান করিলেন । ঐ সময়ে ইন্দ্র, যম, কুবের এবং বরুণ আপনার আপনার পদোচিত আসবাবের সহিত সেই স্থানে আগমন করিলেন । অন্যান্য লোকপাল সকল, বসু, সূর্য ও পবিত্র ঋষিগণ স্ব স্ব চিহ্নের সহিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । এইরূপ গঙ্গাপ্রভৃতি নদী সকল, সমুদ্র সকল, গন্ধৰ্ব অপরোগণ

সেবাসরমাজ্জার সমাজধূলাবিভাঃ ॥ ১৫
তন্মিন্ দিনে তদা তত্র শোভাস্তাবসমবিভাঃ ।
দেবা ব্যাহং তদা চক্রুঃ স্বীরং স্বীরস্ত ভাগশঃ ॥ ১৬
নিঃসঙ্গীর ততস্তম্বাঃ কৈলাসাঃ পৰ্বতোত্তমাঃ ।
শিবঃ পরমসঙ্কটো দেবান্ কৃত্বা পুরস্তদা ॥ ১৭
তে দেবাশ্চ তদাজ্ঞপ্তা যথাযোগ্যং পুরঃসরাঃ ।
অভবন্তে তু বান্দিত্রৈর্যুক্তা নাদং পরস্পরম্ ।
ভদেব কথয়ামাসুর্ধেন তুষোচ্চ শব্দরঃ ॥ ১৮
হিমবানপি তত্রৈব স্নানাহুয় সৃজন্তুতঃ ।
বিধিবঃ কারয়ামাস মণ্ডপাদিবিধিং ক্রমাৎ ॥ ১৯
বিবিধানি বিচিত্রানি তোরণানি তথা পুনঃ ।
ধ্বজাশ্চৈব বিচিত্রাশ্চ চকার পরয়া মুদা ॥ ২০
পৰ্বতাশ্চ তথা রম্যা জগন্ময় রূপমাহিতাঃ ।
তংপত্ন্যশ্চৈব পুত্রাশ্চ পুত্র্যাশ্চৈব তথানিধাঃ ॥ ২১
বদ্রালঙ্কারসমযুক্তাঃ সর্কৈ হর্ষসমাকুলাঃ ।
কার্যং চক্রুশ্চ তত্রত্যং হিমবদগৃহসম্ভবম্ ॥ ২২

সবার উপযুক্ত সময় দুইয়। সানন্দচিত্তে
শোভিত হইয়া সেই দিনে, সেই স্থানে
অগমন করিলেন । দেবগণ নিজ নিজ দলবলের
সহিত মিলিত হইয়া এক একটী ব্যূহরচনা
করিলেন এবং ক্রমশঃ এক একটী করিয়া কৈলাস
পৰ্বত হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন । শিব
সাত্ত্বিয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে অগ্র-
গামী করিলেন এবং সেই দেবগণও শিবের
আজ্ঞাক্রমে বাদ্যকরণের সহিত পুরঃসর হইলেন
ও পরস্পর সেইরূপ কথোপকথন করিতে লাগি-
লেন, বাহাতে মহাদেবের সন্তোষ হয় । হিমালয়ও
সুহৃদগণে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান
করিয়া যথাশাস্ত্র মণ্ডপাদি রচনা বিধির অনুষ্ঠান
করাইলেন । তিনি অতিশয় আনন্দসহকারে
স্থানে স্থানে বিচিত্র তোরণ নির্মাণ এবং নানা
প্রকারের ধ্বজা আরোপিত করাষ্টলেন । ১২—
২০ । পৰ্বত সকল তৎকালে স্বীয় পত্নী, পুত্র
ও পুত্রীর সহিত অজস্ররূপ ধারণপূর্বক সামান্য
বদ্রালঙ্কারে শোভিত হইয়া, হর্ষাকুলচিত্তে

অস্ফোভ্যং বর্ণিতুং নৈব শক্সোমি এবিসমভাঃ ।
কস্তাকৈব তু দানার্থং সূত্রাপ্যলং চকার সঃ ॥ ২৩
বিবাহবিধিবোধ্যাক বেশং সম্পাদ্য সংহিতঃ ।
দেবতাপূজনং কৃত্বা নানোপকরণানি চ ॥ ২৪
সংবিধায় তদা সর্কৈ প্রেযয়ন্ পঙ্কমাদনম্ ।
সেবকস্ত তথাস্তক শীঘ্রমাত্মা বৈ শিবঃ ।
প্রতীক্ষ্য বরবর্গস্ত কৃত্বা চ হিমবান্ স্থিতঃ ॥ ২৫
এতন্মিন্ সময়ে ক্রুদ্রঃ সমীপে স্ববলৈর্যুতঃ ।
আজগাম মহাবীৰ্য্যঃ সর্কৈসিদ্ধিসমবিতঃ ॥ ২৬
তমাপত্যং তদা কৃত্বা হিমবান্ বলসংযুতঃ ।
জগাম সমুখন্তত্র ধ্বজোহহমিতি চিস্তয়ন্ ॥ ২৭
দেবসেনাং তথা দৃষ্ট্বা হিমবান্ বিস্ময়ং পতঃ ।
দেবাহি তবলং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং পতঃ ॥ ২৮
পৰ্বতানাং তথা সেনা দেবানাঞ্চ তথা পুনঃ ।
মিলিতা তু তথা রেজে বস্তুতে সাগরানুভৌ ॥ ২৯
পরস্পরং মিলিতা তু দেবাশ্চ পৰ্বতাস্তথা ।

কার্য সকল করিতে লাগিল । হে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণিণ !
সেই সময় হিমালয়-গৃহের যে অপূর্ব শোভা
হইয়াছিল, তাহা আমি বর্ণন করিতে অক্ষম ।
অনন্তর হিমালয়, সম্প্রদানের নিমিত্ত কন্যাকে
ব্রতন করাইয়া অলঙ্কৃত করিলেন । তিনি কন্যার
বিবাহযোগ্য বেশ সম্পাদনানন্তর দৈবতর্জন
এবং বহুবিধ উপকরণ সম্বলন করিয়া অবস্থান
করিতে লাগিলেন । তিনি সমুদায় আরোহণ
করিয়া পঙ্কমাদন এবং অপর একজন ভৃত্যকে
শিবকে শীঘ্র আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন ।
হিমালয় বরাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেহেন,
এমন সময় সর্কৈসিদ্ধিসমবিত মহাবীৰ্য্য-সম্পন্ন
ক্রুদ্র স্বরূপে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহার সমীপে আগ-
মন করিলেন । তাঁহার আগমন প্রবণ ব্যতী
হিমালয় দলবলের সহিত “আমি ধন্য হইলাম”
মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত তাঁহার সমুদে
উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সন্নিধী সেই দেব
সেনাকে দেখিয়া বিস্ময়বিষ্ট হইলেন । দেবগণ
হিমালয়ের দলবল দেখিয়া আশ্চর্য্যবিত হই
লেন । তখন পৰ্বতসেনা ও দেবসেনা মিলি

দগাম ধর্মরাজঃ সর্বশোভাসমবিতঃ ।
 শাতক দ্বিগুণাং তন্ত দৃষ্টা সোহয়ং তথা ন হি ॥
 তবদিল্লঃ সমায়াতঃ সর্বদেবময়ঃ শুভঃ ।
 কেং বর্জ্যতে তদীয়া চ শোভা বৈ দ্বিগুনীকৃত্য ॥৪৭
 যা যোহপ্যগ্রে সমায়াতি শোভয়া দ্বিগুনীকৃতঃ ।
 তং দৃষ্টা শকরঃ সোহয়ং নায়ং রুদ্রস্ত কিকরঃ ॥৪৮
 তাবং সূর্য্যঃ সমায়াতঃ সর্বদেবময়ঃ শুভঃ ।
 তজসা দীপ্তিমান্ লোকে দৃষ্টা রুদ্রস্তথা ন হি ॥৪৯
 তাবচ্চন্দ্রঃ সমায়াতো গ্রহৈঃ সর্বৈঃ সমবিতঃ ।
 ততঃ দ্বিগুণাং শোভাং রুদ্রোহয়ং নো ভবেদিত্তি
 মেনা মেনে চ তাং পুত্ৰীং ধন্যং কুলসুখাবহাম্ ।
 এতেষাং যঃ পতিঃ সো বৈ তজ্জাঃ পতির্ভবিষ্যতি ॥
 তজ্জাঃ কিং বর্জ্যতে ভাগ্যমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৫২
 তাবদ্ব্রজা সমায়াতঃ স্তজসাং রাশিরন্তমঃ ।

কি রুদ্র ? তাহার পর বরুণ আগত হইলেন ।
 বরুণের শোভা তাহা হইতে দ্বিগুণ দেখিলেন,
 অথচ রুদ্র নয় জানিলেন । তাহার পর সকল
 প্রকার শোভা-সমবিত ধর্মরাজ আগমন করি-
 লেন । মেনকা দেখিলেন,—ধর্মরাজের শোভা
 বরুণ হইতেও দ্বিগুণ, অথচ তিনি রুদ্র নন ।
 তাহার পর নিখিল দেবগণের প্রধান শুভরূপ
 ইন্দ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন । কি
 বলিব! সেই ইন্দ্রের শোভা যম অপেক্ষা
 দ্বিগুণ । এইরূপে যিনি যত পুণ্ড্রাং আসিতে
 লাগিলেন, তাহার শোভাই পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ।
 সেই ইন্দ্রকে দেখিয়া নারদমুখে জানিলেন,—
 ইনি শকর নহেন ; শকর-কিকর । ৩৮—৪৮ ।
 তখন অত্যন্ত তেজস্বী সর্বদেবময় ব্রহ্মাঙ্গদ
 সূর্য্য তথায় সমাগত হইলেন দেখিয়া, নারদ
 প্রমুখাং অবগত হইলেন,—ইনিও রুদ্র নহেন ।
 অনন্তর সূর্য্য অপেক্ষাও দ্বিগুণ-শোভাসম্পন্ন
 সর্বগ্রহ-সমবিত চন্দ্র উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু
 মেনকা জানিলেন, ইনিও রুদ্র নহেন । তখন
 মেনকা নিজ ভনয়াকে কুলানন্দদায়িনী ও ধন্য
 বোধ করিলেন । তাহিলেন, যিনি এই সকল
 দেবগণের স্বামী, সেই রুদ্র আমার কস্তার স্বামী
 হইবেন ; অতএব তাহার ভাগ্যবর্ণনা শতবর্ষও

ঋষিবর্জ্যবৃত্তঃ সাক্ষাৎস্বপুং ইব হিতঃ ॥ ৫৩
 অয়ং বা ভবিতা নেতি তাবদ্বিধুঃ সমাগতঃ ।
 মেঘশ্যামঃ চতুর্কোহঃ পীতাস্বরধরঃ শুভঃ ॥ ৫৪
 শ্রীবৎসবন্ধা লক্ষ্মীপঃ শঙ্খাদিলক্ষণৈবৃত্তঃ ।
 মুকুটাদিভূষণৈবৃত্তঃ সিদ্ধান্তিকসমবিতঃ ॥ ৫৫
 কোটিকম্পর্ণাবণ্যঃ প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ।
 রাজীবলোচনঃ শান্তো নিম্নভক্তসমবিতঃ ॥ ৫৬
 পক্ষীন্দ্রবাহনঃ শ্রীমানপ্রমোদপরাক্রমঃ ।
 তং দৃষ্টা চকিতা চাসীদ্ধস্তাহং সংপথং গতাম্ ॥ ৫৭
 সোহয়ং শিবো ভবেৎ সাক্ষাৎস্বপুং তং
 নারদোহব্রবীৎ ।
 অতোহধিকো ভবেৎ সো বৈ বর্ণিতুং নৈব
 শক্যতে ॥ ৫৮
 তাবচ্চ ঋষয়ো যাতা ভূমাদ্যাং মুনীশ্বরঃ ।
 গঙ্গানিসর্জিতৌর্ধ্বে চ শিষ্যশাখাসমবিতাঃ ॥ ৫৯
 ভ্রাতৃত্ব কলম্বুকাং পঞ্চভুতঃ কামপূরকাঃ ।

করা যায় না । অনন্তর উত্তম ভেজোরানিময়
 সাক্ষাৎ ধর্মপুংসবৎ অবস্থিত ব্রহ্মা, প্রধান প্রধান
 ঋষিগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন ।
 মেনকা তাহিলেন, ইনিই বৃষ্টি রুদ্র ; তৎপরে
 নারদের নিকট উত্তর পাইলেন, তাহা নহে ।
 ইত্যবসরে বনশ্যাম, পীতাস্বর-পরিধান, চতুর্কোহ
 শ্রীবৎস-চিহ্নিতবন্ধঃস্থল, শঙ্খাদিধারী, মুকুটাদি
 ভূষণে ভূষিত, অষ্টসিদ্ধি-সমবিত, লক্ষ্মীপতি, শান্ত
 কমললোচন শ্রীমান্ বিধু তথায় সমাগত হই
 লেন । তাহার লাবণ্য কোটি কম্পেরে কায় মুখ
 কমল প্রসন্ন, সমভিব্যাহারে নিম্নভক্তগণ । ত্রি
 অপ্রমোদ-পরাক্রম এবং পরভ্রমবাহন । মেনকা
 তাহাকে দেখিয়া “আমি ধন্য, আমি সংপা
 গত” এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এ
 বিহিত হইলেন । ইনি বোধ হয় শিব, এ
 রূপ প্রশংসা করায় নারদ বলিলেন,—না, তা
 নহে । শিব, ইহা অপেক্ষাও প্রধান ; তাহ
 বর্ণনা করা যায় না । অনন্তর শিষ্য-শাখা-স
 মবিত পুণ্ড্র ভেজবী ভূত প্রভৃতি মুনিস্রেষ্ট বা
 গ, গঙ্গাদি তীর্থস্বরের সহিত তথায় আগ
 করিতে লাগিলেন । বোধ হইল, কেন কা

সুরভ্যাদিপৰৈৰ্ঘুক্তাস্তেজসাং রাশয়ঃ পরে ॥ ৬০
 গৃণন্তস্তে পরং ব্রহ্ম হনুচনঃ সুখাবহাঃ ।
 তন্মধ্যে চৈব বাগীশং দৃষ্টা সৌহৃদং ভবিষ্যতি ॥ ৬১
 নাট্যমগ্নাঃ সমায়াতি নির্গুণো গুণবান্ হরঃ ।
 ইত্যেবং নরদাক্ষুত্ৰা মেনা মানবতী মুদা ॥ ৬২
 ত্রৈলোক্যসারং যচ্চাসীং তদৃষ্টং হি ময়া পুনঃ ।
 অতো রুদ্রশ্চ যো বৈ স্তাং কৌতুকং সৌহৃদং
 ভবিষ্যতি ॥ ৬৩

তাবদ্রুদ্রঃ সমায়াতে! নারদস্তামুবাচ হ ।
 অয়ং বৈ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পণ্ডিতঃ সুন্দরি ত্বয়া ॥ ৬৪
 হর্ষিতা সা তদা তত্র দদর্শ শঙ্করং মুদা ।
 বাত্ম্যরূপধরাঃ কেচিদায়াতা মর্শ্বরস্বরাঃ ॥ ৬৫
 অঙ্গুল্যা দর্শয়ামাস নারদস্তাং শুভাননাম্ ।
 হরস্ত সেবকান্ পশু পুনরগ্নান্ বিলোকয় ॥ ৬৬
 তাবদন্তে সমায়াতা ভূত-প্রেত-পিশাচকাঃ ।
 বক্রতুণ্ডাস্থা কেচিদ্ভিকপাশ্চ তথাপরে ॥ ৬৭

পূরক কল্পবৃক্ষ সকল, সুরভি উৎকৃষ্ট বস্তুর
 সহিত গমন করিতেছে। আনন্দবর্দ্ধক তাঁহারা
 সকলেই স্বশাখাধ্যয়ন করত বেদধ্বনি করিতে-
 ছিলেন। তন্মধ্যে বৃহস্পতিকে দেখিয়া মেনকা
 ভাবিলেন,—ইনিই রুদ্র হইবেন। নারদ বলি-
 লেন, ইনি রুদ্র নহেন। এতদগ্ৰ সেই সগুণ
 ও নির্গুণ রুদ্র আসিতেছেন। মানিনী মেনকা,
 নারদের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন,
 যাহা জগতের সার, তাহা ত আমি দেখিলাম।
 কিন্তু এই বৃহস্পতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে রুদ্র,
 তিনি কিরূপ হইবেন? ইত্যবসরে রুদ্র তথায়
 উপস্থিত হইলেন। তখন নারদ তাঁহাকে বলি-
 লেন, ইনিই সাক্ষাৎ শিব; সুন্দরি! অবলোকন
 কর। তখন মেনকা, হর্ষাক্তিতা হইয়া তথায়
 শিব দর্শন করিলেন। সঙ্গে প্রমথগণ সমাগত
 হইল; কোন কোন প্রমথ বাত্ম্যরূপধারী ও
 মর্শ্বর-স্বরসম্পন্ন। নারদ, শুভাননা মেনকাকে
 অঙ্গুলিনির্দেশে সাহায্যে কতিপয় শিবসেবকগণ
 প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন, অগ্ৰ প্রমথবৃন্দ অব-
 লোকন কর। ৪৯—৬৬। অগ্ৰাণ্ড ভূত, প্রেত,
 পিশাচগণও আগত হইল এবং অগ্ৰাণ্ড বক্রানন

করালাঃ শ্রামলাঃ কেচিৎ খন্ডাশ্চ লোমশাঃ পরে ।
 দণ্ডপাশধরাঃ কেচিৎ কেচিমুগারধারকাঃ ॥ ৬৮
 বিরুদ্ধবাহনাঃ কেচিদুরালাপকরাস্থা ।
 ডমরুং বাদয়ন্তো বৈ গমনাদং তথাপরে ॥ ৬৯
 তালনাদকৃতঃ কেচিচ্ছূনাদং তথাপরে ।
 অসংখ্যাতাস্থায়াতাস্তান্ দৃষ্টা ত্রাসসংযুতা ॥ ৭০
 ভবন্তী তং ক্ৰণাদেব তথা দৃষ্টাস্থয়া তদা ।
 তান্ দৃষ্টা হৃদয়ং তস্তাঃ শীর্ণমাসীং সমাকুলম্ ॥ ৭১
 তন্মধ্যে শঙ্করং দেবং নির্গুণং গুণবন্তরম্ ।
 বৃষভস্বং পঞ্চবক্রং ত্রিনেত্রং ভূতিভূষিতম্ ॥ ৭২
 কপালিনং চন্দ্রমৌলিং দশহস্তং কপালিনম্ ।
 ব্যাঘ্রচর্ম্মোস্তরীয়ক পিনাকপাবিনং শিবম্ ॥ ৭৩
 ঋগ্নরেণ তথায়ুক্তং শঙ্খাদিভূষণৈর্ভূতম্ ।
 গজচর্ম্ম বৃষে যস্ত তীব্রমক্ষিসমম্বিতম্ ॥ ৭৪
 নিদ্রিতং কম্পযুক্তক শিবোহয়ং মূনিরব্রবীং ।
 তদায়াং বচনং শ্রুত্বা বাতাহতমতঃ যথা ॥ ৭৫

কদাকার, কৃষ্ণবর্ণ, ভয়ঙ্কর, খন্ড, বহুরোমযুক্ত,
 দণ্ডপাশপাণি, মুগারধারী, বিরুদ্ধবাহন, কুকথা-
 ভাষী প্রভৃতি ও কেহ কেহ ডমরু বাজাইতে
 বাজাইতে, কেহ কেহ “বিল বিল” শব্দ করিতে
 করিতে, কেহ করতালি প্রদান করিতে করিতে,
 কেহ কেহ শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে, এইরূপ
 অসংখ্য ভীষণাকার প্রমথগণ,—যাহাতে মেনা
 ভীতা হন, সেইরূপ ভাবে আগমন করিল।
 মেনাও সেইরূপ ভয়সমাকুলচিত্তে তাহাদিগকে
 অবলোকন করিলেন। তখন তাহাদিগকে
 দেখিয়া তাঁহার হৃদয় শীর্ণ ও চঞ্চল হইল।
 তাহার মধ্যে নির্গুণ হইয়াও গুণবন্তর, বৃষাকৃৎ,
 পঞ্চবক্র, ত্রিনেত্র, দশভুজ, ভূতিভূষণ, কপালী,
 চন্দ্রশেখর, ব্যাঘ্রচর্ম্মোস্তরীয়, পিনাকপাণি, কপালী,
 শঙ্খাদিভূষণ-বিভূষিত শিবকে দেখিতে পাইলেন।
 তাঁহার বৃষে—নেত্রভূষা রোমময়চিহ্নযুক্ত, মুকু-
 লিত, বায়ুতে কম্পমান গজচর্ম্ম আস্তরণ। পরে
 নারদ, মেনাকে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইলেন,
 ইনিই ভগবান্ শিব। তাহা শুনিয়া মেনা
 অভিষয় হৃৎকম্পে বাতাহত মতঃ স্নায় ভয়িতঃ।

দা পপাত তদা ভূমৌ মেনা হৃৎখন্ডরা সতী ।
কিমিদক কৃতং হৃষ্টে ধিক্ ত্বাং মাংক হুয়াগ্রহে ॥৭৬
ইত্যুক্তা মুচ্ছিতা তত্র বিসংজ্ঞা হতবৎ কণাং ।
প্রথমৈর্ববিধৈঃ সা বৈ সংজ্ঞাং সোভেৎ মেনকা ॥
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং বিবাহ-
বর্ণনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সংজ্ঞাং লব্ধ্বা পুনঃ সা চ তিস্তারমধাকরোৎ ।
নারদস্তাথ পুত্র্যাং নিমিত্ত চরিতং তথা ।
প্রথমং নারদস্তৈব কথয়ামাস দুর্কচঃ ॥ ১

মেনোবাচ ।

প্রথমস্ত ত্বয়া হৃদং শিবাঃ চমাং বরিষ্যতি ।
পশাদ্বিমবতঃ কৃত্যং পূজার্থং বিনিবেশিতা ॥ ২
ততঃ হৃষ্টং ফলং সদ্যঃস্থাপি বক্তিতা ত্বয়া ।

পতিতা হইলেন এবং "হে হৃষ্টে! হুয়াগ্রহে
পার্কতি! কি করিলি! তোকেও ধিক্, আর
আমাকেও ধিক্" এই কথা বলিতে বলিতে কণ-
কাল মধ্যেই সংজ্ঞাহীনা হইয়া মুচ্ছিতা হই-
লেন। তাহার পর পরমাত্মা পিনাকীর বহুবিধ
প্রথমে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। ৬৭—৭৭

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—এইরূপে দেবী মেনকা
চেতনা লাভ করিয়া শিব ও নারদকে তিস্তার
করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্যরও চরিত্র-
নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ নারদকে
দুর্কচা বলাতে লাগিলেন, মেনকা বলিলেন,
হে নারদ! প্রথমতঃ তুমিই ও বলিয়াছিলে যে,
শিব এই আমার কস্তা পার্কতীকে বিবাহ করি-
বেন, তারপর হিমালয়ের কাধা হইল—তিনি
সেই শিবের পুত্র নিমিত্ত সেই কস্তাকে

পুনঃপুস্তরা তপ্তং হৃদং মুনিস্তিষ্ঠ যৎ ।
পুনর্লব্ধং ফলং ছেতং পশুতাং হৃৎখন্দারকম্ ॥ ৩
কিং করোমি ক গচ্ছামি হতস্ত মম জীবিতম্ ।
কস্তাপি কিং গতং নৈব মমাপি চ হতং গৃহম্ ॥ ৪
হস্তে দীপং তথা গৃহ পতিতং কূপকে স্বয়ম্ ।
কিং বশ্চিগ্রমিদানীন্ত সৰ্ব্বং ব্যর্থীকৃতং মম ॥ ৫
ক গতা কথয়ো দিব্যাঃ শাক্তগুণ্ডোটিয়ায়হম্ ।
তং পার্শ্বে চৈব বা পত্নী সা বৃথা স্বয়মাপতা ॥ ৬
তোমাকৈবাপরাধো ন সৰ্ব্বং পুত্র্যা কৃতং স্বয়ম্ ।
হেম হিমানসা নীতং কাচক হৃষ্টয়া স্বয়ম্ ॥ ৭
হিমা তু চন্দনং সদ্যো লেপিতঃ কর্দমস্তয়া ।
হংসমুড্ডীয় কাকো বৈ গৃহীতো হস্তপদ্মরে ॥ ৮
হিমা ব্রহ্মজলং দরে পীতং কূপাদকং ত্বা ।

নিরোক্তিতা করেন। তাহার পর তাহার ফলও
সেখা গেল, কিন্তু তথাপি তুমি কস্তাকে বকনা
করিলে! পরে আবার সেই কস্তা মুনিস্তে
পর্ষদ হৃৎসাধা তপস্তা করে, পুনরায় তাহার ও
এই হৃৎখন্দারক ফল সেখা গেল। অতএব কি
করি, কোথায় যাই, আমার এই নিমিত্ত জীবনের
বিনাশই শ্রেয়ঃ। এইরূপ হওয়াতে ও কাহারও
কোনও কতি হয় নাই, কেবল আমারই গৃহ
বিনষ্ট হইল। স্বয়ং হস্তে দীপ গ্রহণ করিয়া শেষে
আপনাকেই কূপে পতিত হইতে হইল! এই-
রূপ হওয়াতে তোমাদের আর কি কতি হইল?
কেবল আমারই সকল বিফল হইল। সেই
দিব্য লবঙ্গগন্ধি বা কোথায় গেলেন? আজ
তাঁহাদিগের শব্দ উৎপাদন করা বাক। আর
তাঁহাদের পার্শ্বে যিনি স্বয়ং আসন করিয়া-
ছিলেন, সেই বসিষ্ট-পত্নীই বা কোথায় গেলেন?
অথবা তাঁহাদিগের দেহ কি? কস্তাই ও
এই সকলের মূল। সেই হৃষ্টই ও স্বয়ং
অস্ত্র দেবদত্তকে পরিভ্রাম্য করিয়া শিবকে
বিবাহ করিতে বাইয়া, স্বর্ণ পরিভ্রাম্য-
পূর্বক কাচগ্রহণে লোপুণা হইয়াছে; চন্দন
বেলিয়া গায়ে কর্কষ লেপন করিয়াছে; হংসকে
উড়াইয়া দিয়া হাতে কাক গ্রহণ করিয়াছে;

স্বর্ঘ্যং ত্যক্ত্বা তু খন্দ্যোক্তং গৃহীত্বা সুখমীহতে ॥১
ততুলাংচ তথা হিত্বা কৃতস্ত তুষভক্ষণম্ ।
হৃতং ত্যজ্য তথা তৈলমৈরুণং ভোজিতং স্বয়ম্ ॥
সিংহসেবাং তথা মৃত্যুণা শৃগালঃ সেবিতস্তয়া ।
যজ্ঞগৃহবিত্ত্বিং হি দ্রীকৃত্য তয়া স্বয়ম্ ॥ ১১
সেবিতকং তথা ভক্ষ্য চিতাসত্ত্ববমিত্যুত ।
সর্বান দেববরাংস্ত্যক্ত্বা শিবার্থং তপ স্নেহম্ ॥১২
ধিক্ ত্বাক তব বুদ্ধিং ধিক্ চর্যাক ঋষিসত্তম ।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং সর্বং তুচ্ছীকৃত্য তয়া
গৃহস্ত ধুকতু হেতুস্বরূপস্ত মমৈব হ ।
পর্বতানাং তথা রাজা নেত্রাদুরং কথং ন হি ॥১৪
ঋষয়ঃ কিমর্থং মে দর্শয়ন্তি মুখং স্বয়ম্ ।
সাধিতং কিঞ্চ সর্বৈকম্ মিলিত্বা পাতিতং কুলম্ ॥১৫
বক্ষ্যাহং ন কথং জাতা গর্ভো ন গলিতঃ কথম্ ।
অথবা ন মৃত্যু চাহং মৃত্যু ন পুত্রিকা কথম্ ॥ ১৬

ব্রহ্মজল (গঙ্গাজল) দূরে ফেলিয়া কূপজল পান
করিয়াছে ! স্বর্ঘ্যকে পরিত্যাগ করিয়া খন্দ্যোক্ত-
গ্রহণেচ্ছা, ততুল ত্যাগ করিয়া তুষ-ভক্ষণেচ্ছা,
হৃত ত্যাগ করিয়া এরুণ তৈল (রেড়ীতৈল)
পানেচ্ছা, সিংহসেবা ছাড়িয়া শৃগালের সেবা
করা, যজ্ঞভূমি-ভক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া চিতাভক্ষ্য
লেপন, আর দেবগণকে ত্যাগ করিয়া পার্শ্বতীর
শিববিবাহে ইচ্ছা সমান হইয়াছে । ১—১২ ।
অতএব হে পার্শ্বতি ! তোকেও ধিক্ ! তোর
বুদ্ধিকেও ধিক্ ! আর তোর চরিত্রেও ধিক্ ; ধিক্
তোর কুলে, আর ধিক্ তোর দক্ষতায় ! আজ
সকলই তুচ্ছ করিয়া ফেলিলি ! গৃহ দগ্ধ হইয়া
যাক্, আমার মৃত্যু হউক । আর পর্বতরাজ
হিমালয়ই বা কেন আমার নেত্রপথ অতিক্রম
করিতেছেন না ? ঋষিগণই বা কেন এ হত-
ভাগিনীর মুখ অবলোকন করিতেছেন ? সকলে
মিলিয়া কি ঋণ সাধন করিলেন ? লাভ মাত্র,
কেবল কুলকেই পাতিত করিলেন । আমার
এরূপ সন্তান হওয়া অপেক্ষা কেন আমি বক্ষ্য
না হইয়াছিলাম, কেন আমার গর্ভ গলিত না
হইয়াছিল, অথবা কেন আমার মৃত্যু না হইয়া-
ছিল, এ কল্পের মৃত্যুই বা না হইয়াছিল কেন ?

ব্রাহ্মসৈবী কথং নৈব ভজিতা গহনে বনে ।
হতা বা ন কথং কৈচিদমৃত্যুত্যাগব্রায় কিম্ ॥১৭
ছেদয়ামি শিরস্তেহদ্য কিং করোমি কলেবরম্ ।
ত্যক্ত্যামি বা কুতো যামি হা হা চ জীবিতং দৃভম্
ইত্যুক্তা পতিতা সা চ নার্যাতি ভর্তৃসম্মিধো ।
এতস্মিন্ সময়ে ব্রহ্মা হাজগাম স্বয়ং তদা ॥ ১৯
নারদোহপি বচস্তস্তা উবাচ ঋষিসত্তমঃ ।
যথার্থং সুন্দরং রূপং ন জাতং শঙ্করস্ত চ ।
তিষ্ঠ দূরে তথা ত্বক্ মেনা বচনমব্রবীৎ ॥ ২০
ব্রহ্মা পুনস্তথাগত্য কথয়ামাস তাং প্রতি ।
শ্রোতব্যাক তয়া মেনে মদীয়ং বচনং শুভম্ ॥ ২১
শঙ্করো লোককর্তা চ হর্তা পালয়িতা স্বয়ম্ ।
ন তুং জানাসি তদ্রূপং কথং হৃৎসং সমীহসে ॥ ২২
ইত্যুক্তা চ তথা সা তু ব্রহ্মাণং বাক্যমব্রবীৎ ।
কিমর্থস্ত ভবন্তুচ ব্যথীকর্তুং সমুদ্যতাঃ ॥ ২৩

ব্রাহ্মসগণই বা কেন আমাকে ও কণ্ঠাকে বনে
ভক্ষণ করে নাই ? কেন বা কেহ তোকে ও
আমাকে হনন করে নাই ? বৃহৎ বৃহৎ ব্যাগ্রগণই
বা কেন সংহার করে নাই ? অথবা আজ
আমিই তোর শিরশ্ছেদন করিব । কি করি ?
—কিংবা স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিব । আমি
এখন কোথায় যাই ? ওঃ ! আমার জীবন বিনষ্ট
হইল ! এই কথা বলিয়া সেই মেনকা ভূমিতে
পতিত হইলেন, হিমাচল-সমীপে আর আগমন
করিলেন না । এই সময়ে স্বয়ং ব্রহ্মা তথায়
উপস্থিত হইলেন । ১৩—১৯ । মুনিসত্তম
নারদ সেই মেনাকে বলিলেন,—শঙ্করের যে
যথার্থ সুন্দর রূপ, তাহা অবগত হইতে পার
নাই । মেনা, নারদকে বলিলেন,—তুমি থাক,
তোমার আর বলিতে হইবে না । পরে ব্রহ্মাও
মেনকাকে বলিলেন, হে মেনকে ! আমি
যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার শুনা উচিত ।
শঙ্কর স্বয়ং লোককর্তা এবং তিনিই হর্তা ও
তিনিই পালয়িতা । তুমি শিবের যথার্থ রূপ
অবগত নহ, অতএব কেন বৃথা হৃৎসং করিতেছ ?
ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, মেনকা ব্রহ্মাকে বলি-
লেন,—আপনারা কেন তাহার রূপ বিক্ষল

রূপং তস্তাঃ পরং নাম হস্ততাং বা স্বয়ং পুনঃ ।
ন বক্তব্যং ভবন্তি শিবায় দীপ্যতামিতি ॥ ২৪
ইত্যুক্তে চ তদা দেবা ইন্দ্রাদ্যা লোকপালকাঃ ।
সমাপ্তা তদা সর্বে বচনক্কেদমব্রুবন ॥ ২৫
অয়ং বৈ পরমঃ সাক্ষাচ্চিবঃ পরমহংসহা ।
রূপয়া চ ভবংপুত্র্যা দর্শনং শঙ্করস্ত চ ।
জাতকাদ্য কৃপাহেতুর্নশ্বতা দর্শনং কুতঃ ॥ ২৬
অথোবাচ পুনর্মেনা হস্ততাং পুত্রিকা ভূতা ।
ন দেয়া চ ময়া সম্যক্ শঙ্করায় কুরুপিত্রে ॥ ২৭
ইত্যুক্তে চ তয়া তত্র ঋষয়ঃ সপ্ত এব তে ।
উচুস্ত বচনং শূক্রে মধ্যে বয়মুপাগতাঃ ॥ ২৮
বিরুদ্ধকৈব যং কার্যং বয়ং যজ্ঞামহে কথম্ ।
অয়ং বৈ পরমো লাভো দর্শনং শঙ্করস্ত চ ॥ ২৯
দানপাত্রং তথা ভূতগতং মন্দিরে তব ।
অতঃ শুভং কিং নু শিবো দ্বারমুপাগতঃ ॥ ৩০
ইত্যুক্তে চ পুনর্মেনা ঋষিবাক্যং নিরাকরোঃ ।

করিতে উদ্ভূত হইয়াছেন? আপনারা পার্শ্ব-
তীকে হনন করুন; 'শিবকে কস্তাদান কর' এ
কথা আর বলিবেন না। মেনকা এই কথা
বলিলে পর, ইন্দ্রাদি লোকপাল দেবগণ তথায়
আগমন করিয়া বলিলেন,—ঐ শিব সাক্ষাৎ
পরম দুঃখনশক পরম ভগবান, আজ কৃপাবলে
ঐ শঙ্করের আর তোমার কস্তা পার্শ্বতীর দর্শন
লাভ করিব। কৃপাই আজ ঐ দর্শনের নিদান, কৃপা
ব্যতিরেকে কদাচ ইহা ষটিও না ও কোথায়ই
বা ষটিয়া থাকে? তাহাতে মেনকা আবার
বলিলেন,—এই আমার কস্তাকে হনন কর;
তথাপি কুরুপী শিবকে দান করা হইবে না।
মেনকা এই কথা বলিলে পর, সপ্তঋষিগণ সেই
স্থলে আসিয়া বলিলেন,—হে শূক্রে! আমরা
মধ্যস্থ হইয়া আগমন করিয়াছি। যে কার্য
বিরুদ্ধ, তাহাতে কেন আমরা সম্মুখোদন করিব?
শঙ্করের সাক্ষাৎকারই আমাদেরই পরম লাভ।
সেই শিব সপ্তদানবোধ্য বরদেবে তোমার
গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শিব দ্বারে
আগমন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর অধিক
মঙ্গলের বিষয় কি আছে? ঋষিগণ এই কথা

শব্দেবঁ বাতরাম্যদ্য ন দান্তে শঙ্করায় বৈ ॥ ৩১
হিমালয়ঃ সমাপ্তা বিকলাসি কথং প্রিয়ে ।
কে কে সমাপ্তা গেহং কথংকৈতান্ বিকথসে ॥ ৩২
শঙ্করস্ত ময়া জ্ঞাতঃ সর্বেষাং প্রতিপালকঃ ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ কৰ্ত্তা সম্পূজ্যো জগতামিহ ॥ ৩৩
মুঞ্চ দুঃখং তথা কার্যং কৰ্ত্তুমিচ্ছসি সাশ্রুতম্ ।
তেনোক্তে চ তথা তস্মৈ মেনা বাক্যমুপাদদে ॥ ৩৪
হিমবন্ শঙ্করতামেতচ্ছৃণু কৰ্ত্তুমিহাইসি ।
গৃহীতা তমুজ্ঞাতোতাং বন্ধা কৰ্ত্তে তু পৰ্শ্বতাং ॥ ৩৫
গতা চ সাগরে স্বামিন্ কিস্থা ত্বক্ হৃদী তব ।
ন দেয়া চ শিবো পুত্রী নিশ্চিতং যে বচঃ পুনঃ ॥ ৩৬
বদি দান্তসি ত্বং পুত্রীং তজ্জ্যাম্যেতং কলৈবরম্ ।
ইত্যুক্তে চ তয়া তত্র পার্শ্বতী স্বয়মুপাগতা ॥ ৩৭
পার্শ্বত্যাবাচ ।
মাতস্তে বিপরীতা বৈ দুষ্টিয়াং সমুপাগতা ।
ধর্ম্যবলম্বনা ত্বন্ত কথং ধর্ম্যং প্রহাস্তসি ॥ ৩৮

বলিলে, মেনকা ঋষিগণের বাক্যে হৃণা প্রকাশ
করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—আজ আমি
কস্তাকে অস্ত্রে কাটিয়া ফেলিব, তুমিও শিবের
হাতে দিব না। তখন হিমালয় আসিয়া বলি-
লেন,—হে প্রিয়ে! এত বিকলা হইতেছে
কেন? ইহারা কাহার বাটীতে আসিয়াছেন যে,
ইহাদিগকে এত নিন্দা করিতেছ? আমি জানি-
য়াছি যে, শঙ্করই এই জগতের পালক, তিনিই
নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্তা, তিনিই জগতের পুজনীয়।
দুঃখ পরিত্যাগ কর, এখন কৰ্ত্তব্য কার্য করিতে
প্রবৃত্ত হও। গিরিযাজ হিমালয় এ কথা বলিলে
মেনা বলিলেন,—হে হিমবন্! বাহা বলিতেছি,
শ্রবণ করুন; উনিয়া পরে কার্য করিতে প্রবৃত্ত
হইবেন। এই কস্তাকে কৰ্ত্তে বন্ধন করত গ্রহণ
করিয়া এই পৰ্শ্বত হইতে সাগরে নিক্ষেপ করত
হৃদী হউন; তুমিও শিবকে দান করা হইবে না,
এই আমার বিজ্ঞাপন। যদি শিবের হাতে
পুত্রীকে প্রদান করেন, তাহা হইলে কলৈবর
পরিভ্রাম্য করিব, জানিবেন। মেনকা এই কথা
বলিলে পর পার্শ্বতী তথায় বয়ং আগমন করিয়া
বলিলেন,—শূক্রে! বিপরীত দুষ্টি আসিয়া

অন্নং বৈ পরমং সাক্ষাৎ সর্বৈবাং যোনিরুচ্যতে ।
 শত্ৰুশ্চ শঙ্করশ্চৈব দেবানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৯
 অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা পালকশ্চ সনাতনঃ ।
 যদগ্রে দেবতাঃ সৰ্ব্বা অয়াতাঃ কিঙ্করীকৃতাঃ ॥ ৪০
 ততঃ স্তবতরং কো নু বদ ত্বং হিতকারিণি ।
 উত্তিষ্ঠ ত্বং প্রযত্নেন জীবিতং সকলং কুরু ॥ ৪১
 দেহি দানং শিবায়ৈব হ্যশ্রমং সার্থকং কুরু ।
 ত্যজ হৃৎপং পরং তাপং হিতা সুখমবাশ্রুহি ॥ ৪২
 যদি ন দাস্তসি ত্বক ন বৃণেহত্ৰং অথোত্তমম্ ।
 সিংহভাগং কথং লভ্যেচ্ছগালঃ পরমং শুভে ॥ ৪৩
 মনসা বচসা দেবি কর্ণণা বা হরঃ স্বয়ম্ ।
 • রূতো রূতো রূতশ্চৈব যদিহুসি তথা কুরু ॥ ৪৪
 উমাবচনমাকৰ্ণ্য গৃহীত্বা তংকলেবরে ।
 মুষ্টিভিঃ কুপরৈশ্চৈব দস্তান্ বর্ষয়তী তথা ।

আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে। জননি! আপনি
 ধর্ম্মমাত্রাবলম্বনা হইয়াও কেন ধর্ম্ম পরিত্যাগ
 করিতেছেন? ঐ পরম শিবই এই স্বাবর জগৎ
 জগতের কারণ; উনিই শঙ্কর, উনিই শত্ৰু,
 উনিই দেবগণের প্রভু, উনিই ঈশ্বর, উনিই
 আশ্রয়, উনিই কৰ্ত্তা, উনিই পালক এবং ঐ
 দেবই সনাতন, আর এই যে সকল দেবগণ
 আসিয়াছেন, ইহারা সকলে উহারই কিঙ্কর।
 ২০—৪০। হে হিতকারিণি! তাঁহা অপেক্ষা
 উত্তমতর কে আছেন, বলুন? হে জননি
 উঠুন। প্রযত্নপূর্ব্বক জীবন সার্থক করুন।
 শিবকেই এই কথা সমর্পণ করিয়া আশ্রম সকল
 করুন। হৃৎপং পরিত্যাগ করুন। আর পরি-
 তাপ করিবেন না, সুখ আশ্রয় করুন। যদি
 আমাকে অস্ত্র পাত্রে সমর্পণ করেন, ঐ শিবকে
 প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমি সেই
 পাত্রকে কদাচ বরণ করিব না; সিংহভোজ্য কি
 করিয়া শৃগালে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে?
 আমি কাম্বমনোবাক্যে সেই হরকেই বরণ করি-
 য়াছি, ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি।
 এখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। মেনকা
 উমার তাদৃশ বাক্য শুনিয়া মত্ত হইয়া দত্ত

তাড়য়ামাস তাং পুত্রীং বিকলা ইব সা তদা ॥ ৪৫
 যে চাশ্তে ঋষয়শ্চৈব নারদাদ্যাশ্চ যে পুনঃ ।
 তদ্বস্তাং তাং পরিচ্ছদ্য নীত্বা দূরতরং স্থিতাঃ ।
 তাক তথাবিধাং দৃষ্ট্বা ভ্রাসয়ামাস বৈ তদা ॥ ৪৬
 কিমেনাক করিষ্যামি দৃষ্টাং গ্রহবতীং ভ্রবম্ ।
 গরং দদামি তাং পুত্রীং কিপামি বাথ কুপকে ॥ ৪৭
 শতৈশ্চৰ্ব্বা চেদয়াম্যেতাং সাগরে বা কিপাম্যহম্ ।
 স্বীয়ং বাথ শরীরং বৈ ত্যক্ষ্যামি বাথ কুপকে ॥
 বরশ্চ কৌদৃশো লোকে লঙ্কশ্চ দৃষ্ট্বা পুনঃ ।
 ন মাতা ন পিতা বন্ধূর্ন ভ্রাতা ন চ গোত্রজঃ ॥ ৪৯
 ন রূপং ন চ চাতুর্য্যং ন গৃহক শুভং পুনঃ ।
 ন বস্ত্রং নাপ্যলঙ্কারঃ সহায়্য ন শুভাস্তথা ॥ ৫০
 বাহনং ন শুভকাস্ত্র ন বয়ো ন ধনং তথা ।
 ন পাবিত্র্যং ন বিদ্যা চ কিং দৃশ্যমেবম্বেব যং ॥ ৫১
 কিং বিলোক্য ময়া পুত্রী দীযতে কিং করোম্যহম্ ।
 এতন্মিন্ সময়ে বিহুঃ সমাগতাদ্রবীদিদম্ ॥ ৫২
 পিতৃণাং ত্বং শুভা পুত্রী মানসী গুণসংযুতা ।

বর্ষণ করত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া মুষ্টি ও
 কুপরাষাতে তাঁহাকে তাড়ন করিতে লাগিলেন।
 পরে নারদাদি ঋষিগণ মেনকার হস্ত হইতে পার্শ্ব-
 তীকে আকর্ষণ করত কাড়িয়া লইয়া দূরতর স্থানে
 গেলেন। পার্শ্বতীকে কাড়িয়া লইয়াছেন দেখিয়া
 মেনকা পার্শ্বতীকে তিরস্কার করিতে লাগি-
 লেন,—গ্রহবতী এই দৃষ্টা কথাকে কি করিব,
 ইহাকে কি বিষ-পান করাইব? কি কূপে নিক্ষেপ
 করিব? কি অস্ত্রে কাটিয়া ফেলিব? কি সাগরে
 ফেলিয়া দিব? অথবা কি আপন শরীর কূপে
 পরিত্যাগ করিব? ৪১—৪৮। ঐ দৃষ্টা কি
 প্রকারই বা বর লাভ করিয়াছে, দেখুন,—তাহার
 মাতা নাই, পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই,
 আপন গোত্রজাত কেহ নাই, কিংবা রূপ, কি
 চাতুর্য্য, কি উত্তম গৃহ, কি বস্ত্র কি অলঙ্কার, কি
 উত্তম সহায়—কিছুই নাই। ভাল বাহনও
 তাহার নাই, বয়স নাই, ধন নাই, পবিত্রতা নাই,
 বিদ্যা নাই, এমন একটা কিছুই নাই, যাহা
 দেখিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে; অতএব কি
 দেখিয়াই বা তাহাকে কথা দান করি? এই সময়

দ্বীপিমবতঃ সাক্ষীত্রাকুলসমুদ্রবা ॥ ৫০
 হার্যচন্দ্রাণা লোকে ধন্যাসি কিং বদাম্যহম্ ।
 শ্রুতধারভূতাসি কথং ধর্ম্যং প্রহাস্যসি ॥ ৫১
 নবৈক ঋষিভির্নৈব ব্রহ্মণা বা ময়া তথা ।
 কুরু কথ্যতে কিঞ্চ ত্বয়া শুভতরং হু কিম্ ॥ ৫২
 যৎ ত্বং ন জানাসি নির্গুণঃ সগুণো হত্বত্বং ।
 চৈনৈব নিশ্চিতা দেবী প্রকৃতিশূলকারণম্ ॥ ৫৩
 ২পার্শ্বে চ তথা তেন নিশ্চিতঃ পুরুষোত্তমঃ ।
 ভাক্ষ্যহং তথা ব্রহ্মা ততঃ গুণরূপতঃ ॥ ৫৪
 বতীর্ণঃ স্মর্য শত্ৰুর্লোকানাং হিতকারকঃ ।
 তো বেদান্ততো দেবা যঃ কিকিঞ্চিতে জগৎ ॥ ৫৫
 তবং জগমঃ যসু তঃ সর্কঃ শকরাভূতঃ ।
 দ্রুপঃ বর্ণ্যতে লোকে স্ম্যতে কেন বা পুনঃ ॥ ৫৬
 ন ব্রহ্মণা যো বৈ বর্ণ্যাস্তু সহস্রকম্ ।

হু আসিয়া বলিলেন,—ও মেনকে! তুমি
 ভগবৎ গুণবতী মানসী পত্নী; তাহাতে
 বার ব্রহ্মল-সমুদ্র হিমালয়ের পত্নী, আর
 তাকে তোমার স্তম্ভ সহায়, অতএব তুমিই
 গা—আর কি বলিব! এ হেন ধন্যধারভূত
 মিও কেমন করিয়া ধর্ম পরিচাল্য করিতে উদ্-
 না হইয়াছ? ব্রহ্মা, আমি, ঋষিগণ এবং
 দেবগণ, আমরা সকলেই কি বিকল্প কথ
 তেছি, আর তুমিই কি শুভ কথা বলিতেছ?
 কখনই নহে। তুমি বক্তব্য শিবই জান
 । তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, তৎকর্তৃকই
 ই মূল কারণ প্রকৃতি নিশ্চিত হইয়াছেন।
 ই প্রকৃতিপার্শ্বে আবার পুরুষোত্তমকে নির্মাণ
 রন। সেই প্রকৃতি পুরুষ কর্তৃকই আমি ও
 গা যথাক্রমে সত্ত্ব-রজোময় হইয়া নিশ্চিত
 রাছি; পরে স্বয়ং লোকহিতকারক শত্ৰু
 যোগময় হইয়া অবতীর্ণ হন। তাহা হই-
 ই বেদচতুষ্টয় উৎপন্ন এবং দেবগণ ও এই
 কিছু স্বাবর-জগন্মাতৃক জগৎ দেখা বাই-
 ছ, সকলই সেই শকর হইতে উৎপন্ন। এই
 লোকে কে তাঁহার রূপবর্ণনা করিতে পারে,
 কেই বা জ্ঞাত আছে? আমি কিংবা ব্রহ্মা
 প্রবংসরেও তাঁহার গায় লাভ করিতে নকম

তত্ত পারো ম বৈ লকো হন্তেন বর্ণ্যতে কথম্ ॥ ৬০
 সত্যজ্ঞানময়ৈশ্চ বাপ্যব্যাপক এব চ ।
 অজরচাময়ৈশ্চ সর্ক্যাক্ষঃ সমীপনঃ ॥ ৬১
 অহং ব্রহ্মা হরৈশ্চ দেবাঃ সর্কৈ পুরাতনাঃ ।
 স্বর্গাশ্চ চন্দ্রমাতৈশ্চ গ্রহাঃ সর্কৈ শুভাবহাঃ ।
 পর্ক্যাতৈশ্চ নদ্যাশ্চ ব্রহ্মাশ্চ ধনদন্তবা ॥ ৬২
 ব্রহ্মাদি-ভূপর্ক্যন্তঃ যঃ কিকিঞ্চিতে জগৎ ।
 তঃ সর্কঃ শিবতো জাতঃ নাত্র কার্য বিচারণা ॥
 অরূপশ্চ সরূপশ্চ জায়তে শকরঃ স্বয়ম্ ।
 নীতাদ্রুপকপ্ররোহশ্চ নানাত্মমুপজায়তে ।
 অস্তে চ সন্ধ্যমেব জাতঃ তস্মাৎ সন্ধ্যমুদাত্তম্ ॥ ৬৩
 আদৌ মধ্যো শিবৈশ্চ অস্তে শিব উদাত্ততঃ ।
 সর্কঃ শিবময়ৈকতচ্ছিবঃ সর্কময়ন্তবা ॥ ৬৪
 স্বত্রে চৈব তু পুষ্পাণি পুষ্পেশু স্বত্রমুচ্যতে ।

হইলাম না; অতএব কিরূপে অপর তাহাতে
 সক্ষম হইবে? তিনি সত্যজ্ঞানময়, তিনিই ব্যাপ্য
 এবং তিনিই এই ব্যাপ্য জগতের ব্যাপক (অর্থাৎ
 সর্ক্যাত্ম্যামী)। তিনি অজর, অমর; তিনিই
 সর্ক্যাক্ষী এবং তিনি সকলের সমীপে নিরন্ত
 বিরাজমান। কি আমি, কি ব্রহ্মা, কি হর, কি
 সকল পুরাতন দেবগণ, কি স্বর্গ, কি চন্দ্র, কি
 সকল শুভাবহ গ্রহগণ, কি পর্ক্যাত, কি নদী, কি
 ব্রহ্ম, কি কুবের,—ব্রহ্মাদি ভূপর্ক্যাত বাহা কিছু
 দেখা যায়, সকলই সেই শিব হইতে উৎপন্ন
 হইয়াছে, ইহা আর বিচার্য নহে। ৫২—৬০।
 তিনি সরূপ অর্থাৎ বাহ-নেত্রাদি অব্যবহৃত হই-
 য়াও অরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নাই।
 যেমন এক বীজ হইতে অসংখ্য উৎপন্ন হইয়া,
 তাহা হইতে নানা বৃক্ষাদি জন্মে এবং অস্তে কল
 জন্মে, সেই প্রকার এক শিব হইতেই এই
 প্রপঞ্চজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, পরে তাহা হইতেই
 কল উৎপন্ন হইতেছে। আদিতেও শিব-মধ্যও
 শিব এবং অস্তেও শিবই থাকিবেন, অর্থাৎ ভূত,
 ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই ত্রিকালই তিনি সিত
 বর্তমান। এ জগৎ মাত্রের সকলই শিবময় এবং
 স্বয়ং শিবও সর্কময় আদিবে। যেমন স্বত্রে পুষ্প
 থাকে, আর পুষ্পেও স্বত্রে থাকে, সেই প্রকার

এবং শিবঃ সর্বৈষু শিবে সর্বঃ তথা স্মৃতম্ ॥৬৬
 অহং শিবঃ শিবচাহং তৎকপি শিব এব চ ।
 সর্বঃ শিবময়ঃ ব্রহ্ম শিবাং পরং ন কিঞ্চন ॥ ৬৭
 • অজ্ঞানাদন্ত্যতাবৎ জ্ঞানেভ্যঃ সমুদাহৃতঃ ।
 কারণং কার্যবস্তুভে এক এব ন চাপরঃ ॥ ৬৮
 কারণঞ্চ শিবঃ সাক্ষাৎ কার্যং দৃশ্যং মতং বুধৈঃ ।
 অজ্ঞানান্বেষ কার্যে তু কারণে ভেদ ইষ্যতে ।
 জ্ঞানিনাং নৈব ভেদোহস্মি সর্বঃ শিবময়ঃ জগৎ ॥

ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহি-
 তায়াং মেনাজ্ঞানযোগো নাম
 সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥১৭॥

শিবে অখিল জগৎ বিদ্যমান; আবার অখিল
 জগতেও শিব বিদ্যমান আছেন। আমিই শিব,
 আবার শিবও আমি এবং তুমিও শিব; অধিক
 কি বলিব, সকলই “শিবময় ব্রহ্ম।” এ জগতে
 শিব ব্যতীত আর কিছুই নাই। এ জগতে যে
 শিব ভিন্ন অন্য জ্ঞান জন্মে, তাহা অজ্ঞান বশতই
 জানিবে। আর যখন জ্ঞান উদয় হয়, তখন
 কার্যকারণ বস্তু সকল এক বলিয়া বোধ হইয়া
 থাকে, তখন ‘অন্ত আর কিছুই নাই, এই জ্ঞানই
 • উদ্ভিত হইয়া থাকে। এ জগতে শিবই কারণ,
 আর এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই
 কার্য বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক কথিত আছে।
 ঐ কার্যে এবং কারণে যে ভেদজ্ঞান হয়, তাহা
 অজ্ঞান বশতই হইয়া থাকে; জ্ঞান জন্মিলে, কি
 কার্য কি কারণ, কিছুই ভেদজ্ঞান থাকে না;
 কেবল “সর্ব জগৎ—শিবময়” ইহাই জ্ঞান
 হইয়া থাকে। ৬৪—৭৩।

• সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

বিষ্ণুস্বাচ ।

এতন্মাক্ষ শিবাদন্তদ্ দৃশ্যং নৈব ভবেদিহ ।
 বস্তুতন্ত শিব ইতি প্রসিদ্ধং বেদসম্মতম্ ॥ ১
 অজ্ঞানাদন্ত্যতাবাবো জ্ঞানে বস্তু প্রদৃশ্যতে ।
 স্থানো তু পুরুষভাতিরজ্ঞানাদথ জায়তে ।
 জ্ঞানে জাতে তথা স্তম্ভে বস্তুজ্ঞানপ্রদর্শনম্ ॥ ২
 রজ্জৌ তু সপবিজ্ঞানমজ্ঞানসম্ভবং নৃণাম্ ।
 সজ্জাতে চৈব বিজ্ঞানে বজ্জরেব ন চান্তথা ॥ ৩
 জ্ঞানো তু রজতজ্ঞানং ধায়ন পশ্যতি কশ্যন ।
 বিবেকে চ সমুপগ্নে শুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪
 তথৈবাজ্ঞানজা বুদ্ধিঃ শিবাদন্ত এ যা ভবেৎ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বিষ্ণু কহিলেন,—এ জগতে শিব ব্যতীত
 আর কিছুই দেখা যায় না। এই যে কার্যকারণ
 জগৎ, ইহাও শিব ব্যতীত আর কিছুই নহে
 হে মনকে। বস্তুতঃ বিষ্ণুভূতন ও ভূত ভবিষ্যৎ
 বর্তমান প্রভৃতি যে শিবরূপ, ইহা বেদসম্মত
 প্রসিদ্ধ জানিবে। অজ্ঞান বশতই লোকের
 যথার্থ জ্ঞান জন্মে না, আর জ্ঞান উদয় হইলেই
 যথার্থ বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। দেখ, স্তম্ভরূপ
 স্থানুতে যে পুরুষভাষ্টি জন্মে, তাহা অজ্ঞান
 বশতই জানিবে, আর যখন জ্ঞান-উদয় হয়
 তখন সেই ভ্রম বশতঃ পুরুষ বলিয়া জ্ঞান
 স্তম্ভের যথার্থ্য—“ইহা স্তম্ভরূপ স্থানু” এতদ্ব
 যথার্থ বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আরও দেখ, এ
 জগতে যে, মনুষ্যের রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়
 তাহা অজ্ঞান বশতই হইয়া থাকে, আর জ্ঞান
 উদয় হইলেই তখন সেই ভ্রম বশতঃ সর্প বলিয়া
 জ্ঞাত রজ্জু, যথার্থ রজ্জু বলিয়াই জ্ঞান হইয়া
 থাকে; তখন আর তাহাতে সর্পাদি জ্ঞান জন্মে
 না। আরও দেখ, কোন জন ভ্রমজনিত বিবে-
 চনায় শুক্তিকে রজত বলিয়া অবগত হয়, পরে

জ্ঞানসংহিতা ।

ক জ্ঞানদৃষ্টীনাং শিবঃ শিবশিবস্তথা ॥ ৫
 গ্লির্দর্শনং দেবি শ্রুতাকং বদাম্যহম্ ॥ ৬
 চ নটকঃ কণ্ঠশোভনসমীহয়া ।
 ক্লাতি বিবিধং বেশং বস্ত্রে নট এব চ ॥ ৭
 জ্ঞাতৃণাং মনো হৃদা প্রত্যর্থ ধনমাহরেং ।
 তাতা বিহসতে তত্র নটেনৈবাজ্ঞতং ধনম্ ॥ ৮
 তৈব জ্ঞানবান্ দেবি শিবাদ্যং ন পশ্যতি ।
 বস্ত্রানাবিবিধং রূপং পশ্যতীতি স্থনিষ্ঠিতম্ ॥ ৯
 দহী বস্ত্রাণ্যনেকানি দধাতি বিবিধং যথা ।
 প্রাণি বিবিধানীহ ধারকস্ত্বক এব সঃ ॥ ১০
 তৈব শিবরূপস্ত সংযোগাধিবিশং ভবেৎ ।
 ক্লতো বন্ধনং নাস্তি হাকাররহিতে শিবে ॥ ১১

কতি ব্যতীত অণ্ড জ্ঞান থাকে না। এই
 প্রকার এই জগৎ যে 'শিব' 'লিঙ্গ' ইত্যাকার
 দ্বি. তাহা অজ্ঞান বশতই হইয়া থাকে, আর
 জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নগণের "সকলই সর্বমঙ্গলময় শিব"
 ইত্যাকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, তখন তাহার
 আর অণ্ড বলিয়া কিছু জ্ঞান থাকে না। হে
 দেবি! আর এক দৃষ্টান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর
 যমন কোন নট অণ্ড বেশ ধারণ করিতে ইচ্ছুক
 হইয়া বিবিধ বেশ ধারণ করে, কিন্তু অল্পরূপ
 বেশ ধারণ করিলেও সেই নট বস্ত্রতঃ সেই নটই
 থাকে, পরে যাহারা তাহার ঐরূপ বেশধারণ
 অবগত নহে, তাহাদিগকে ভুলাইয়া সে, ধন হরণ
 করে, আর যাহারা তাহা অবগত আছে, তাহার
 টাই ধন হরণ করিল, ইহা জানিতে পারিয়া
 হাসিতে থাকে; সেই প্রকার, হে দেবি! যাহারা
 জ্ঞানবান্, তাহারা শিব ভিন্ন আর কাহাকেও
 দর্শিতে পার না; আর যাহারা নানাবিধ
 দর্শিতে থাকে, তাহারা অজ্ঞান বশতই সেইরূপ
 নানাপ্রকার দেখে, ইহা নিশ্চয় জানিও। প্রাণি-
 গ নানাপ্রকার ইচ্ছা বশতঃ বিবিধ বেশ ধারণ
 করে, তাহাতে তাহাকে নানাপ্রকার দেখায়;
 কিন্তু সেই ধারক একই, বেশই মাত্র নানাবিধ;
 সেইরূপ শিবরূপ একই, কেবল প্রকৃতি-সংযোগে,
 নানারূপ হইয়াছে; বস্ত্রতঃ পরম কারণ আকার
 হিত, অতএব শিবের কোন দেহাদি বন্ধন

যাবদেহং প্রজ্ঞায়েত তাবদৈ বন্ধনং দৃঢ়ম্ ।
 নিরুক্তে চাপ্যহঙ্কারে কৰ্ত্তা শিব উদাজ্ঞতঃ ॥ ১২
 যথা চ ক্ষটিকটৈশ্চ সংযোগাধিবিশো ভবেৎ ।
 তথা প্রকৃতিসংযোগাচ্ছিবজ্ঞানেকতা মতা ॥ ১৩
 তথা বিবেকতা তস্তা গ্রহণে মোচনে শিবে ।
 প্রকৃতেঃ পদং ব্রহ্ম যং তচ্ছিব উদাজ্ঞতম্ ॥ ১৪
 স এব শুণ্ডরূপেণ অবতীর্ণো হরঃ স্বয়ম্ ।
 তস্ত তত্ত্বং ন জানীমো ন জানীমো বয়ং প্রভোঃ ॥
 তস্মাৎ হং হিমবঃপদ্বি হঃখং মুক শিবং ভজ ।
 তস্মাকং কোমলং কিঞ্চিদনৈঃ বিদ্যুপ্রবেদিতম্ ॥ ১৬
 এতদ্বিশ্বদ্বারে ক্লেশং নারদেন প্রবেদিতঃ ॥ ১৭
 তবঃ পার্থে গতে ধাক্ষত্রেদেণ রূপমুত্তমম্ ।
 দৃঢ়স্ত ভক্তবাংসল্যঃ রূপাসুহৃৎ প্রদর্শিতম্ ॥ ১৮
 সুন্দর্য সুভগঃ দৃষ্টো মোহঃ প্রাপ্তো যথা পুরা ।
 শিবঃ পশ্য পুনস্তত্র নারদো বাক্যমব্রवीঃ ॥ ১৯
 না নরশ শিবঃ তত্র শ্রুতঃ কৌশলঃ প্রভুম্ ।

নই ১—১১। যে পঞ্চমু সেই জগৎ, সেই
 পঞ্চমুই দৃঢ়বন্ধন থাকে, অহঙ্কার নিরুক্ত হইলে
 একমাত্র শিবই কৰ্ত্তা, বলিয়া উদাজ্ঞত হন।
 যেমন ক্ষটিকটৈশ্চ সংযোগাধিবিশো নানা-
 বিধ হয়, সেইরূপ সেই শিবও প্রকৃতি সংযোগে
 অনেক বলিয়া কথিত হন। সেই নির্গুণ ব্রহ্ম-
 স্বরূপ হরই অবতার সত্ত্বরূপে অবতীর্ণ হন,
 সুতরাং আমরা সেই প্রভুর ভক্ত অবগত হইতে
 সমর্থ নহি। অতএব হে হিমালয়পদ্বি! তুমি
 হৃদয় পরিত্যাগ কর, শিবকে সমাক্ষর কর।
 মেনকার মন এইরূপে বিদ্যুৎ কড়ক প্রবেশিত
 হইয়া কিঞ্চিৎ কোমল হইল। এই সহস্র কল্প
 নারদ কড়ক প্রবেশিত হইয়া ভক্তবাংসল্য
 প্রযুক্ত সুভগ রূপ ধারণ করিয়া বীর রূপাসুতা
 প্রকাশ করত সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন।
 তাহার তালু ভক্তবাংসল্যদৃঢ়ক ভূমোহর রূপ
 অবলোকনে মেনকা মোহিত হইলেন। তখন
 নারদও পুনর্বার মেনকাকে বলিলেন—হে
 মেনকে! শিবকে অবলোকন কর। মেনকা
 নারদের এতদূর বাক্য শ্রবণে মনোহরমূর্তি হৃৎ-
 পদ শিবকে অবলোকন করিলেন—

স্বর্ঘ্যকোটীপ্রতীকাশং সূনেদ্রেভূষণৈর্ঘূতম্ ॥ ২০
 মুকুটেন বিরাজন্তং বিচিত্রবসনং শুভম্ ।
 বাহুনস্ত তথা শোভা বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ২১
 সুপ্রসন্নং সুহাসকং সর্বৈর্দেবগণৈর্ঘূতম্ ।
 স্বর্ঘ্যেণ হ্রিত্তো যোহসৌ চন্দ্রেণ বীজিতস্তথা ॥
 সিন্ধুরোহষ্ঠৌ প্রনৃত্যক কুর্কন্তি স্ম তদগ্রতঃ ।
 গঙ্গা চ যমুনা চৈব চামরে দধতুঃ শুভে ॥ ২৩
 ব্রহ্মা চৈব ত্রীনা বিষ্ণুরিন্দ্রাদ্যা দেবতাস্তথা ।
 স্বীয়ং স্বীয়ং তথা বেশং সম্ভষা পুরতোহচরন্ ॥ ২৪
 জয় জয়েতি ভাষন্তো নানারূপিগণাস্তথা ।
 পরং ব্রহ্ম গৃপ্তস্তে পতাকাভিরলঙ্কতাঃ ॥ ২৫
 বিশ্বাবসুমুখাস্তত্র হৃদসারোগণসংঘূতাঃ ।
 গায়ন্তোহপ্যগ্রতস্তস্ত শোভাযুক্তাঃ পরস্পরম্
 গণাস্তত্র চ বাদ্যানি মৃদঙ্গাদিক্রমেণ তু ॥ ২৬
 হকুর্কন্ত পরং তত্র তস্তানি পুরতো যযুঃ
 সমুদ্রাণ্ড তথা নদ্যা নানাব্রহ্মাবিভূষিতাঃ ॥ ২৭

কোটিশ্রব্দের জ্বাৰ দেদীপ্যমান বর্ণ. তাহার
শোভন নেত্রদ্বয় দেহের সৌন্দর্য্যাদিকা প্রকাশ
করিতেছে। তাঁহার মস্তকে মুকুট বিরাজমান,
অস্ত্রাশ্রু ভূষণ সকলও দেহের সমধিক সৌন্দর্য্য
প্রকাশ করিতেছে, আর তাঁহার বিচিত্র বসন
পরিধান, মুখে নিম্নত মৃদুমত্ত হাসি শোভা পাই-
তেছে ও তাঁহার বাহনের যে কত শোভা, তাহা
বর্ণনা করা যায় না। সমুদ্র স্রৃষ্টি তাঁহার মস্তকে
ছত্রধারণ করিয়া রহিয়াছেন, চন্দ্র ব্যঞ্জন করিতে-
ছেন, সমুদ্রে অষ্টসিদ্ধি নৃত্য করিতেছে, গন্ধা ও
যমুনা চামর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং ব্রহ্মা
বিশ্ব ও ইশ্বাদি দেবগণ স স বেষভূষায় অলঙ্কৃত
হইয়া 'জয় জয়' এই কথা উচ্চারণ করত সমুদ্রে
বিচরণ করিতেছেন। নঋগণ "পরমব্রহ্ম" এই-
রূপ উচ্চারণ করিতেছেন। পতাকাপরিশোভিত
বিধাৰহু প্রভৃতি সজ্জা-গণ, অপ্সরোগণের সহিত
পরস্পরে শোভাষিত হইয়া গান করিতেছে,
প্রবধগণ মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাজাইতেছে; তন্ত্ৰ সকল
মূৰ্তিমান হইয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতেছে, সমুদ্র
মদ নদী প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃগণ নানা ভূষণে বিভূ-

তন্নিঃশ্চ সময়ে তত্র শোভা চাস্ত মহাশ্বনঃ ।
জাতা তাং বর্ণিতুং কো বা শক্নোতি ঋষিসত্তমাঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা চ তথা মেনা কণং চিত্রগতা ইব ।
যথা চ বর্ণিতুং দেবৈর্ষদ্রুপং তং তথৈব হি ॥ ১৯
যন্তা পুত্রী মদীয়া চ যথাসৌ পরবান্ কৃতঃ ।
বর্ণনঞ্চ তদা তস্ম কৃত্বা লজ্জাপরাভবং ॥ ২০
শিবোহপি চ তথা দ্বারি গতা দেবগণৈঃ সহ ।
মেনা তং পূজয়ামাস ব্রহ্ম-বিন্দুসমম্বিতম্ ॥ ২১
তাবং স্মিয়ঃ সমাজগা হিত্বা কামাননেকশঃ ।
মজ্জনং কুর্ক্বতো কাচিচ্চূর্ণেন সংযুতা যযৌ ॥ ২২
কাচিঃ তু স্বামিনঃ সেবাং বিহায় সখিসংযুতা ।
চামরেন তথা যুক্তা দর্শনার্থং শিবস্ত চ ॥ ২৩

সিত হইয়া সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। অধি
আর কি বলিব, সেই সময় মহাত্মা দেবের
কৌদ্দলী শোভা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা
ন, আর কেই বা বর্ণনা করিতে সক্ষম হ
১২—২৮। এহন দেবকে অবলোকন করি
মেনকা স্বপ্নকাল চিত্রলিখিতার গ্রাম নি
ভাবে অবস্থিতা রহিলেন। পরে আ
কৃত্যকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন,—দেব
তাহার মাদৃশ রূপ ও তাহার যাহা ধ
বর্ণনা করিলেন,—তাহা যথার্থ। বহু
অবিকল তাহাই এই দেবে বিদ্যমান, ও
এব এহন পুরুষকেও যে আমার
বলীভূত করিতে সক্ষমা হইয়াছে,—ধন্য আ
সেই পুত্রী পার্শ্বতী। তখন মেনকা তাহ
বর্ণনা করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং নি
লজ্জিত হইয়া দেবগণের সহিত দ্বারে অব
করিতে লাগিলেন। মেনকা সেই ব্রহ্ম-
সমবিত দেবকে পূজা করিলেন। সেই
স্বীপন স্ব স্ব অভিলষিত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ ক
তথায় উপস্থিত হইল। কোন কোন স্ত্রী
করিতেছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া
মজ্জনোপকরণ কেশাদিলেপন চূর্ণ সম
হইয়াই তথায় শিবকে দেখিতে আগমন কা
কোন কোন স্ত্রী স্বামিসেবা পরিত্যাগ ক
হাতে চামর লইয়াই সঙ্গীর সহিত গি

কাচিং তু বালকং হিত্বা হৃৎপুং ত্রুইমাখ্যো ।
 রশনাং বহুতী কাচিং ত্রুইব সংবুতা যযো ॥ ৩৪
 বহুতী বিপরীতকং হুত্বা কাচিংপায্যো ।
 কাচিংপু শলাকাকং হুত্বাঙ্গনসমবিতাম ॥ ৩৫
 আদর্শকং ত্রুইমাখ্যিন নীত্বা নেত্রমুপাখ্যো ।
 কাচিং তু ভোজনার্থকং হিত্বকং স্বামিনং তদা ॥ ৩৬
 হিত্বেন্নে সমাযুক্তা দর্শনার্থং প্রভোরিতি ।
 মোহনার্থং হিত্বা কাচিং তত্রিত্বা হপরা যযো ॥ ৩৭
 কাচিং তু কামিনী পাদং বহুতী যদা তদা ।
 ত্রুইমাখ্যকং তত্রিত্বা দর্শনার্থমুপাগতা ॥ ৩৮
 ইত্যাদি বিবিধং কার্যং হিত্বাঙ্গাঃ সমুপাগতাঃ ।
 দৃষ্ট্বা চ শাকরং রূপং মোহং প্রাপ্তাঃ পুত্রিকাঃ ॥

দৃষ্টে তথায় উপস্থিত হইল। কোন কোন
 গীর বালক স্তন পান করিতেছিল; সেই স্ত্রী—
 বালক, স্তন্য পানে ওপু না হইলেও, তাহাকে
 পরিচয় করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কোন
 ন স্ত্রী মেথলা পরিধান করিতে করিতেই
 আগমন করিল। কোন স্ত্রী বিপরীতভাবে
 পরিধান করিয়া তথায় আগমন করিল।
 ন স্ত্রী বা নয়ন ভূষিত করিবার নিমিত্ত এক
 স্ত অঙ্গন-শলাকা ও অপর হস্তে নেত্রসমীপে
 লইয়াই তথায় উপস্থিত হইল। কোন
 স্বামীর ভোজনের নিমিত্ত অন্ন আনির্ভেছিল,
 স্ত্রী স্বামীকে ভোজন করিতে না দিয়া সেই
 লইয়াই তথায় শিবকে দেখিতে আগমন
 কিল। কোন স্ত্রী গো-মোহন করিতেছিল;
 রূপ কোলাহল শুনিয়া তাহা পরিচয় করত
 ই স্থলে উপস্থিত হইল। কোন স্ত্রী অলঙ্-
 দি রাগে চরণ রঞ্জিত করিতেছিল; সেই স্ত্রীও
 শিব-আগমনজাত কোলাহল শ্রবণে সেই
 শেষ না হইলেও তাহা পরিচয় করত
 আগমন করিল। ১২—৩৮। এইরূপ
 গাত্ৰ স্ত্রীপণ বিবিধ কার্য পরিচয় করিয়া
 বের অবলোকন বাসনার তথায় আগমন

অত্র তাঃ পুনরিতি পুত্রিকা ইতি চ
 পাঠ্য।

যথাহচেতনাস্তিষ্ঠতি তথা তাঃ হিত্বাঙ্গদা ।
 কণমাত্রং তদা হিত্বা বচনকেন্দ্রমক্রবন্ ॥ ৪০
 সম্যক কৃতস্ত পার্কত্যা নাস্তথা যদ্বৈদিত্ব ।
 অহো পশ্যত কিং রূপং বর্ণনীয়াং কথং ভবেৎ ॥ ৪১
 যথার্থং নাম সখ্যস্ত দৃষ্টতে নাস্তথা কচিং ।
 শিব ইতি চ বিখ্যাতং দর্শনাচ্চ লভেচ্ছিবম্ ॥ ৪২
 নেত্রোপি সফলাস্তাসন্ হিমবৎপূর্ববাসিনাম্ ।
 যো বা পশ্যত্যদো রূপং তস্তৈব সার্থকং ভবেৎ ॥
 তস্তৈব সফলং জন্ম তস্তৈব সফলাঃ ক্রিয়াঃ ।
 যেন দৃষ্টঃ শিবঃ সাক্ষাৎ সর্বপাপপ্রণাশকঃ ॥ ৪৪
 পার্কত্যা সাক্ষিতং সর্বং শিবার্থস্ত তপঃ কৃতম্ ।
 যন্তেষু কৃতকৃত্যেষু শিবঃ প্রাপ্য পতিং সদা ॥ ৪৫
 প্রীণপ্রিয়াতি সা নিত্যমচিন্ত্যাহুযহেতুকম্ ।
 বদীদং ধূমলং ব্রহ্মা সমমাত্রাক্ষমো ভবেৎ ॥ ৪৬

করিল। পুত্রিকাসমূহ (উই) অচেতন অবস্থায়
 বেক্রপ ভাবে থাকে, সেই সমাগত স্ত্রীসকলও শব-
 রের রূপ দেখিবামাত্র মোহিত হইয়া, সেইরূপ
 অচেতন অবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিল।
 তাহার এইরূপ অবকাল থাকিয়া পরে বলিতে
 লাগিল,—পার্কতী বর্ষাৎ হ্রাসসত্ত্ব কার্যই করি-
 য়াছে, ইহাকে পতিবৎ বরণ ন করিল পার্ক-
 তীর এহেন অসাধারণ রূপই বিকল হইত।
 সখীগণ! আহা কি মনোহর রূপ দেখ! ইহা
 বর্ণনাভীত। ইহার 'শিব' নাম বর্ষাৎ ই বটে;
 কেহেতু, ইনি যেমন শিব নামে বিখ্যাত, সেইরূপ
 উহার দর্শনেও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। আচ্ছ
 এই হিমালয়-পূর্ববাসিনের নয়ন সফল হইল।
 আচ্ছ জানা গেল, বাহারা এই রূপ দেখিয়াছে,
 তাহাদেরই নয়ন সার্থক হইয়াছে। যে জন এই
 সর্বপাপনাশক শিবকে সাক্ষাৎ করিয়াছে, তাহা-
 রই সকল জন্ম, তাহারই সার্থক ক্রিয়া। পার্কতী
 এই শিবলভের অস্ত্র যে 'সফল' কাণ্ড সম্পাদন
 করিয়াছে ও যে তপস্তা করিয়াছে, তাহা সফলই
 সফল হইয়াছে। এই পার্কতীই ব্রহ্মা, এই
 পার্কতীই ইহজগতে কৃতকৃত্য হইয়াছে এবং
 নিত্য এই পার্কতীই এই অচিন্তনীয় হুযহেতু
 শিবকে পতিবৎ লাভ করিয়া নিত্য উইয়া উঠি-

তদা চ সকলোহপ্যস্ত্রাশ্রমে নিষ্কলতামিষাং ।
 সমাকৃ কৃতং তথা তেন মেলিতং যুগ্মমুত্তমম্ ॥ ৪৭
 অনয়া যং তপস্তপ্তং সার্থকং সকলং কৃতম্ ।
 বিনা তু তপস্যা হেতুং প্রাপ্তকৈব সুদূর্লভম্ ॥ ৪৮
 লক্ষ্মীনারায়ণং লেভে স্বামিনকং তথা শিবম্ ।
 সুবর্ণং মণিযুক্তঞ্চ রাজতে নিতরাং যথা ॥ ৪৯
 তথাসৌ পার্শ্বতী দেবী হরং প্রাপ্য সুভূষিতম্ ।
 ইত্যেবং বচনং ব্রূত্বা চন্দ্রনৈঃ কৃতৈরপি ॥ ৫০
 শিবকৈবাল্যচ্যামাশ্রমোৎসাহমিতি চাত্রবন
 কথাস্থথাবিধাঃ শৃণ্বন শিবো দ্বারি সমাগতঃ ॥ ৫১
 সর্কো দেবব্রাস্ত্র হচুতাদ্যাঃ শিবং প্রতি ।
 স্থিতাস্তত্র শিবস্তার্থে কশিচ্চ কৌতুকং পুনঃ ॥ ৫২
 করিষ্যতীতি তন্নত্বা সাবধানতয়া তথ ।
 এতন্নিবৃত্তরে দেবী মেনা হর্ষসমম্বিতা ॥ ৫৩
 পরিধায় শুভং বেশং লজ্জিতা দেবসন্নিধৌ ।
 আগত্য শিবপূজাকং কৃত্বা শৌভ্রমপারত ॥ ৫৪

সম্পাদন করিবে । ব্রহ্মা যদি এই অনুরূপ
 যুগলের মিলনসাধনে অক্ষম হইতেন, তাহা
 হইলে তাঁহার সকল শ্রমই বিফল হইত ।
 অতএব তিনি এই যুগলের মিলন সাধন করিয়া
 সম্যক্ অভ্যুত্থান করিয়াছেন । আর এই পার্শ্বতী
 যে তপস্বী করিয়াছে, সে সকলও সার্থক
 হইয়াছে ; কারণ তপস্বী বিনা কিরূপে এতেন
 পতিসুখ লাভ হইতে পারে ? দেখ, লক্ষ্মী
 নারায়ণকে যেরূপ পতিসুখ লাভ করিয়াছেন,
 ঐ পার্শ্বতীও সেইরূপ সুভূষিত হরকে পতিসুখ
 লাভ করিয়া মণিকরন-যোগের জ্ঞান শোভা
 পাইতেছেন । এই কথা বলিয়া স্ত্রীগণ চন্দ্রন ও
 অক্ষত দ্বারা শিবকে অর্চনা করিতে লাগিল এবং
 “ইনিই ধর্ম” এই কথা বলিতে লাগিল ।
 শিব স্ত্রীগণের তথাবিধ কথা শুনিতে শুনিতে
 ধীরে আগত হইলেন । ৩৯—৫১ অচ্যুতাদি
 দেবগণ, পাছে কেহ শিবকে কৌতুক করে,
 ইহা ভাবিয়া সেই স্থলে শিবকে লক্ষ্য করিয়া
 সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই
 অবকাশে মেনা হর্ষাঙ্কিত হইয়া সুন্দর বেশ
 পরিধান করত শিবসমীপে আগমন করিয়া

বস্ত্রং শিবস্ত কঠে তু কৃত্বা দেবভিষা শুভা ।
 কর্ষয়ন্তী জনং তত্র হস্তং কৃত্বা গৃহং যমৌ ॥ ৫২
 চতুর্কে চ তথা ব্রহ্মা কবিভির্বেষ্টিতঃ স্বয়ম্ ।
 তাবদেব শিবস্তত্র হাজগাম প্রহর্ষিতঃ ॥ ৫৩
 তাবচ্চ হিমবান নান্দ্য সপত্নীকঃ স্বয়ং গতঃ ।
 ব্রহ্মা সর্কক তত্রত্যং কারয়ামাস বৈ তদা ॥ ৫৪
 প্রায়োগাদি বিধায়েষ বেদোচ্চারণতঃ পরাঃ ।
 নমস্ঃ পাঠয়ামাহুর্গোত্রাণি পরয়োহ্বিতাঃ * ॥ ৫৫
 আবাহনং তথা পাদ্যং সর্ককং বিধিপূর্ককম্ ।
 দ্রবণং সুন্দরং তেন দত্তং তস্মৈ মহাত্মনে ॥ ৫৬
 তিলকং পুষ্পহারকং কাকনস্ত যথাবিধি ।
 পুনঃ কৃত্বামাসাদা দম্পতী তৌ মুদান্বিতৌ ॥ ৫৭
 সংস্থাপ্যাপ্নিঃ পুনস্তত্র বৈবাহিককরাদিবিধিঃ ।

শিবকে পূজা করিলেন । পরে সহর পাতায়
 গমন করিয়া শিবের কাছে বস লয় করি,
 আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দেবভ্র
 জনকাল আকর্ষণ করিয়া হাসিতে হাসিতে গয়
 গমন করিলেন । তাহার পর ব্রহ্মা কবি
 পরিদ্রুত হইয়া বিবাহবেদীতে গমন করিলে
 সেই সময় শিবও হর্ষাঙ্কিত হইয়া তথায় আগ
 করিলেন এবং হিমালয়ও পত্নীর সহি
 স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন । অনন্তর ব্র
 ত্রহ্মা সকল প্রায়োগাদি করাইলেন, হিতক
 কবিগণও স্ব স্ব কর্তব্য প্রায়োগাদি সমাপ
 করিয়া বেদ উচ্চারণ ও পার্শ্বতী-পবনেশ্বরে
 নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন । পরে হিমাল
 শিবকে আবাহন করিয়া পাদ্য, সুন্দর দ্র
 প্রভৃতি সকলই বিধিপূর্কক সেই মহা
 শিবকে প্রদান করিলেন এবং তিলক ও সুবর্ণ
 পুষ্পহারও যথাবিধি প্রদান করিলেন । তদা
 পর সেই দম্পতী শিব-পার্শ্বতী হর্ষাঙ্কিত হই
 বিবাহ-বেদীতে আগমন করিয়া অগ্নি দ্বা
 করত তাহাতে বিবাহ-কর্তব্য কার্য সকল সা
 ঠান করিলেন । পুরঞ্জীগণ ব্রহ্মার আজ্ঞা

অক্ষতাপণং তত্র পিতৃ-চক্রবর্তনং ॥ ৬১
প্রদক্ষিণং তথা চাশ্বিন-চতুর্ভা চ কৃতং তদা ।
ব্রহ্মণঃ স্বলনং জাতং শিবাস্তুপ্রদক্ষিণাং ॥ ৬২
জ্যোতিষং তদা তেন হ্যংসঙ্গে পতিতকং যং ।
জ্যোতিষসংখ্যাতা বটুকা ব্রহ্মসূত্রকাঃ ॥ ৬৩
জটাদণ্ডধরাস্তে চ বন্ধকস্থাঃ সহস্রশঃ ।
নমস্কৃত্য চ ব্রহ্মাণং স্থিতাস্তে তু তদগ্রতঃ ॥ ৬৪
শিবোহপি বটুকান দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণে কুপিতস্তদা ।
সম্প্রার্থিতস্তদা দেবীং গঙ্গাং দত্ত্বা তু পাবিতঃ ॥ ৬৫
অনুগ্রহ পুনস্তত্র স্থাপিতং পিতামহঃ ।
বটুকান সূর্যশিখ্যাং চ কৃত্বা কার্যমধাকরোং ॥ ৬৬
বটুকা বর্জিতাস্তত্র সূর্যাসেবাপরায়ণাঃ ।
রথপূর্বে রথাগ্রে চ ধাবন্তি তে তপস্বিনঃ ॥ ৬৭
কচারিরূপেণ স্থিতাস্তে বেদপারগাঃ ।

পতীৰ ললাটে অক্ষত প্রদান করিতে গিল । ৫২—৬১ । যখন দম্পতী প্রদক্ষিণ রিতে লাগিলেন, সেই সময় পার্শ্বতীর অক্ষত গ্নে ব্রহ্মার রেতঃস্বলন হইল । সেই সময় জ্যোতিষ হইয়া সেই উংসঙ্গে পতিত রেতঃ পান করিলেন ; তাহা হইতে অসংখ্য বজ্রো-বীতযুক্ত জটাদণ্ডধর কোপীনধারী বটুকগণ উপস্থিত হইল এইরূপে উংসঙ্গে সেই বালক-ঋষিগণ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া হাঁহান । অবস্থান করিতে লাগিল । শিব সেই ৭ উংসঙ্গে বটুকগণকে অবলোকন করিয়া র উপর কুপিত হইলেন । শিব এইরূপ ত হইলে দেবগণ ও ব্রহ্মা কল্পবোধে নি করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের প্রার্থ-ভগবান্ শিব, দেবী গঙ্গাকে দান রা ব্রহ্মাকে পবিত্র করিলেন এবং যৌব-ত্যাগপূর্বক অনুগ্রহ প্রকাশে ব্রহ্মাকে সার স্বকার্যে নিয়োজিত করিলেন ও বটুক-কে সূর্য শিখ্য করিয়া কার্য করিতে লাগি-।। সেই সূর্যসকাশেই বটুকগণ সূর্যের পায়স হইয়া বর্জিত হইতে লাগিলেন ; তপস্বিগণ কখন রথপূর্বে, কখন বা রথাগ্রে প কিরণ করিতে লাগিলেন । তাঁহারা

অবশিষ্টকং যং কৃত্যং কারয়ামাস বৈ জগা ॥ ৬৮
অনুজ্ঞাতৈব দত্ত্বা তু কস্তায়ৈ স পিতামহঃ ।
ব্রহ্মস্ব দর্শনং তত্র কারয়ামাস বৈ জগা ॥ ৬৯
পুনঃ স্থাপ্যামনে দেবঃ চক্রুঃ স্বস্ত্যয়নং ভূভম্ ।
বেদোক্তা হাশিষো দত্ত্বা বর্জাপ্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭০
তে দেবাশ্চ তদা দেবীং অগতো মাতরং শিবাম্ ।
নমস্কৃত্য পুনস্তত্র বৈ স্থিতাস্তে শঙ্করঃ পুনঃ ॥ ৭১
নমস্কৃত্যক্রবৎস্তত্র শিব ইং অগতঃ পিতা ।
ইদং অগতো মাতা হারতা দিনমল্যাতঃ ॥ ৭২
তর্হ্যদ চ পুনর্দেবঃ গঙ্গারূপসমস্তদা ।
নৃত্যং গনকং বাল্যক চক্রুস্তে পরমা মুদা ॥ ৭৩
গিরিরাজোহপি তত্রৈব সম্পাদ্য বিধিমুত্তমম্ ।
মেনে কৃত্যর্থমাস্তানঃ সন্মলক গুণাশ্রমম্ ॥ ৭৪
তৌ দম্পতী তদা তত্র সম্পূজ্য কুলদেবতম্ ।
বর্জাপ্য মণ্ডপং তত্র হ্যদ্যুত কৌতুকৌবধিম্ ॥ ৭৫

বেদপারগ হইয়া ব্রহ্মচারিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন । পিতামহ এইরূপ শিব কর্তৃক পুনর্বার নিয়োজিত হইয়া অবশিষ্ট বিবাহ-কর্তব্য কার্য সম্পাদন করাইলেন ও পার্শ্বতীকে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া তটদিগকে ব্রহ্ম-দর্শন করাইলেন । পরে পুনর্বার স্বেচ্ছা আসনে উপবেশন করাইয়া তত স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগি-লেন ও আপনারা সকলে 'ইষ্টাক্ষিণের যুজি হউক' এইরূপ আশীর্বাদ করুন ইত্যাদি বেদোক্ত আশীর্বাদ প্রদান করিতে লাগি-লেন । ৬২—৭০ । তাহার পর সেই সকল দেবগণ অগত্য শিবকে নমস্কার করিয়া দেব শঙ্করকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করত বলিলেন,— হে ভগবন্ শিব ! আপনিই অগতের পিতা, অতএব অত হইতে এই দেবীও অগতের মাতা হইলেন । সেই সময়ে দেব, ঈশ্বর ও অগতের-গণ পরম প্রমোদে নৃত্য গান বাজা করিতে লাগিল । আর নিম্নরূপে হিমালয়ও সেই সময়ে উত্তম কর্তব্য-বিধি অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে ও গৃহ-আশ্রম সকলকে কৃত্যর্থ বলিয়া কহমান করিতে লাগিলেন । পরে সেই দম্পতী পার্শ্বতী-পারমেশ্বর কলমেবতা পজা করিয়া

কৰ্মীন্ প্রণম্য সৰ্ব্বাংস্তাং চকারানুগ্রহং শিবঃ ।
 হিমবানপি তত্রৈব যথাযোগ্যমপূজয়ৎ ॥ ৭৬
 সৰ্ব্বান্ দেবগণাংস্তত্র সেবার্থং যে সমাগতাঃ ।
 যথা চ মেনিরে দেবা বয়ং কে পৰ্ব্বতাগ্রতঃ ॥ ৭৭
 তথা পূজা চ সেবা চ কৃত্য তেন মহাত্মনা ।
 যথা তে মনসি গ্লানিং গতাস্তে দেবসন্তমাঃ ॥ ৭৮
 সমাগতেষু সৰ্বেষু ন কশ্চিদুঃখমাগতঃ ।
 অহং ধন্যঃ শিবেনৈব গিরিণা চানুমানিতঃ ॥ ৭৯
 তথা ন কোহপি তত্রৈব মানিতঃ পরস্পরম্ ।
 তে দেবাঃ চ তথা সৰ্ব্বে বদন্তঃ চ তপোধনাঃ ॥ ৮০
 গিরিরাজস্তদা তত্র প্রার্থয়ামাস তাংস্তথা ।
 মমাদ্য সফলং জাতং জীবিতং ধন্যমেব চ * ॥ ৮১
 মেনা চাপি পুনস্তত্র স্ততিং চক্রে শুভানম্ ।

মণ্ডপদেবতাগণকে “উত্তীর্ণ ব্রহ্মণস্পতে” ইত্যাদি
 মন্ত্রে বিসর্জন করত কৌতুকপূর্ণ মোচন করি-
 লেন। তাহার পর ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া
 তাঁহাদিগের সকলকে অনুগ্রহ বিতরণ করিলেন।
 পরে হিমালয়ও, যাহারা শিবসেবার নিমিত্ত
 আগমন করিয়াছিলেন, সেই সকল দেবগণকে
 সেইরূপ ভাবে যথাযোগ্যরূপে পূজা করিলেন—
 বাহাতে সেই দেবগণ মনে করিতে লাগিলেন যে,
 আমরা কেমন করিয়া গিরিরাজ হিমালয় অপেক্ষা
 শ্রেষ্ঠ হইলাম? মহাত্মা হিমালয় তাঁহাদিগকে
 সেইরূপ পূজা করিয়াছিলেন,—যাহাতে সেই
 দেবগণ লজ্জা বশতঃ অধোমুখ হইয়া অবস্থান
 করিতে লাগিলেন। ৭১—৭৮। সেই সমাগত
 দেব ঋষি প্রভৃতির মধ্যে কেহই দুঃখিত হন
 নাই, প্রত্যুত সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিল
 যে, শিব ও গিরিরাজ আমার নিকটে যেমন
 ‘আমি ধন্য হইলাম’ বলিয়া প্রার্থনা করিলেন,
 ঐরূপ আর কাহারও নিকট করেন নাই। পরে
 গিরিরাজ সেই সকল দেব-ঋষিগণের নিকটে
 আগত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আজ আমার
 জীবন সার্থক হইল, আজ হইতে ধন্য আমার
 জীবন-ধারণ। শুভাননা মেনকাও সেই স্থলে

* যনমেব চেতি পাঠান্তরম্ ।

নিশ্চয় নিবর্তয়ামাস সৰ্ব্বেষাং প্রাণলিপ্তদা ॥ ৮২
 ধন্যাহং কৃতকৃত্যাহং যন্তাং পুত্রিকা শুভা ।
 জাতা মম কুলং ধন্যং পাবিত্ত্বনয়া ধ্রুবম্ ॥ ৮৩
 যদি ন পুত্রিকা চেয়ং যুয়ং বা শিব এব বা ।
 কুতস্তে ঋষয়ো দেবা বিধুশ্চৈব সনাতনঃ ॥ ৮৪
 ইয়ং বৈ পুত্রিকা ধন্যা সৰ্ব্বপাপাপনুত্তয়ে ।
 মদীয়ং দৃষ্ট কৃত্যক কৃত্বাং জগদীশ্বরঃ ॥ ৮৫
 এবং সম্প্রার্থ্য তান সৰ্ব্বান নমস্কৃত্যক্রমাপয়ৎ ।
 গিরিরাজোহপি তান সৰ্ব্বান নমস্কৃত্য তথাবদৎ ॥
 তে দেবাঃ পুজিতাস্তেন প্রসন্নাস্চন্দমব্রুবন ।
 ধন্যোহসি কৃতকৃত্যোহসি জীবিতং সফলীকৃতম্ ॥
 যেনৈব কন্যকাদানং শিবায়ৈব সমর্পিতম্ ।
 ইত্যুক্তা চ পুনর্মেনামুচুস্তে বিনয়ান্বিতাঃ ॥ ৮৮
 ধন্যা ত্বং গিরিরাজস্ত পত্নী মেনেতি বিব্রতা ।

আগমন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং
 কৃতাজলিপুটে পূর্বকৃত শিবনিন্দার ক্ষমা প্রার্থনা
 করিতে লাগিলেন,—আজ আমি ধন্য, আজ
 আমি কৃতকৃত্য হইলাম, যেহেতু আমার এহেন
 কন্যা বিদ্যমানা রহিয়াছে। আর ঐ কন্যা
 কর্তৃক আমার কুল ধন্য ও পবিত্র হইল; কেননা,
 যদি আমার এই কন্যা না জন্মিত, তাহা হইলে
 কেমন করিয়া আপনাদিগের, শিবের, সনাতন
 বিধুর এবং ঋষিগণের এই আমার বাটতে
 আগমন হইত? ধন্য এই আমার সৰ্ব্বপাপ-
 বিনাশ-নিদান কন্যা। হে জগদীশ্বরগণ! আমি
 যাহা যাহা দৃষ্টান্ত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা ক্ষমা
 করুন। এইরূপ প্রার্থনা করত নমস্কার করিয়া
 মেনকা তাঁহাদিগের সকলকে ক্ষমা প্রার্থনা করি-
 লেন। গিরিরাজ হিমালয়ও তাঁহাদিগকে নম-
 স্কার করত সেইরূপ প্রার্থনা করিলেন। এই-
 রূপে সেই দেবগণ পুজিত হইয়া প্রসন্ন হইলেন
 ও গিরিপতিকে বলিলেন,—হে গিরিচূড়ামণে!
 তুমিই ধন্য, তুমিই কৃতকৃত্য ও তোমারই জীবন
 সফল হইয়াছে; যেহেতু তুমি ভগবান্ শিবকে
 কন্যা সম্প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছ। এই
 কথা বলিয়া দেবগণ বিনয়ান্বিত হইয়া পুনর্বার
 মেনকাকে বলিলেন,—হে গিরিরাজপতি মেনকা

বহুদ্রাং সমুৎপন্নং শিবায়নং শুভাননে ॥ ৮৯
 ত্বীয়ং চ তিরস্কারঃ সুখরূপোহনুমানিতঃ ।
 সৌভাগ্যং বর্জ্যতাং তেহদ্য গচ্ছামঃ সুখমলং তে ॥
 গিরিরাজং তথৈবাত্র সম্প্রার্থ্য দেবতাপনাঃ ।
 দৃষ্টা চ হাশিষস্তম্যৈ বদিতাস্তে যযুর্মুদা ॥ ৯১
 হিমবৎপুত্রিকাং সর্কে বাদ্য-গানপরায়ণাঃ ।
 অগচ্ছন্ত তে তত্র গিরিরাজাদয়ঃ চ বে ॥ ৯২
 মেনাদ্যৈশ্চ তংপত্ন্যো গচ্ছন্তি স্য শিবাং প্রতি ।
 গচ্ছাদানপর্য্যন্তং গচ্ছানুজ্ঞামবাণ্য চ ॥ ৯৩
 সোমুকাংচ পরাজয়ঃ স্বস্থানং তে গিরীশ্বরঃ ।
 তন্নিং হি সমারভ্য কৃতার্থাঃ পর্কতা ইমে ॥ ৯৪
 সুখক পরিবৃদ্ধক বর্জিতুং নৈব শক্যতে ।
 অচ্যুতাদ্যাংচ যে দেবা কয়রো নির্মলাশরাঃ ॥ ৯৫
 সমাগতাং তে তত্র বাদ্য-নৃত্যপরায়ণাঃ ।
 সমাগতা তু কৈলাসং সংস্থাপ্য মন্দিরে শিবম্ ॥ ৯৬

শুভাননে! তুমিই ধন্য, যেহেতু তোমার গর্ভে
 পার্বতীরূপ রত্ন উৎপন্ন হইয়াছে। হে সৌভাগ্য-
 বতি! তোমার তিরস্কার আমরা সুখ বলিয়া
 অনুমান করিয়াছি। হে গিরীশ্বর! তোমার
 দিন দিন সৌভাগ্যলক্ষী বৃদ্ধি পাইতে থাকুক।
 আমরা চলিলাম, তোমার মঙ্গল হইক।
 ৭১—৯০। সেই দেবগণ গিরিরাজের নিকটে
 এইরূপ প্রার্থনা করিয়া আশীর্বাদ প্রদান করত
 তাঁহাকে বন্দনাপূর্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে গমন
 করিলেন। সকলে বাদ্যগান-পরায়ণ হইয়া
 পার্বতীর অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং
 গিরিবর হিমালয় প্রভৃতি ও মেনাদি তংপত্নীগণও
 পার্বতীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে
 গিরিরাজ হিমালয় প্রভৃতি পর্বতগণ, গচ্ছাদান
 পর্বত পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া তাঁহাদিগের
 অনুজ্ঞায় উৎকর্ষিতচিত্তে স্বস্থানে প্রত্যাগমন
 করিলেন। সেই দিন অবধিই এই হিমালয়
 প্রভৃতি পর্বতগণ কৃতার্থ হইলেন এবং বর্জিত
 সুখ ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। পরে অচ্যুতাদি
 দেবগণ ও নির্মলাশর ঋষিগণ এইরূপ বাহ্যদৃষ্ট-
 পরায়ণ হইয়া অনুগমন করিতে

পুত্র্য। যুক্তক সম্প্রার্থ্য দত্তানুজ্ঞা যযুঃ তে ।
 প্রশংসন্তো বিবাহক রূপাকৈব শিবস্ত চ ॥ ৯৭
 স্বপদক তথা সর্কে য এতেহত্র সমাগতাঃ ।
 দৃষ্টা চ শিবয়োর্যোগং দেবানাং প্রীতিক্রমমা ॥ ৯৮
 বর্জিতুং নৈব শক্যেত বর্জনাং শতেন চ ।
 এতচ্চৈব সমাখ্যাতং বৎপুত্রোহহং মুনীশ্বরঃ ॥ ৯৯
 বিবাহস্ত বিধিং সম্যগ্বেদবস্ত পরমাস্তনঃ ।
 য এবং শৃণুয়ান্তিত্যং শ্লোকং শ্লোকাক্রমেব বা ॥ ১০০
 তস্ত বৈ বিপুল। লক্ষ্যোজ্জ্বলিতো নাত্ত সংশয়ঃ ।
 অজ্ঞানং নশমায়াতি বদ্ধন্তে সুখসম্পদঃ ॥ ১০১
 আরোগ্যং জায়তে তস্ত কস্তালভো ভবেদ্বিহ ॥ ১০২
 ইতি ত্রিশৈবে মহাপুরাণে জানসংহিতায়াং
 পার্বতীবিবাহবর্ণনং নাম অষ্ট-
 দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

আমিরা উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কৈলাসে
 উপস্থিত হইয়া শিব-পার্বতী উভয়কে মিলিত
 করিয়া মন্দিরে অধিষ্ঠিত করাইলেন ও প্রার্থনা-
 পূর্বক গমনে অনুমতি পাইয়া শিববিবাহ ও
 তাঁহার অনুগ্রহ বিষয়ে প্রশংসা করিতে করিতে
 সকলে য য স্থানে গমন করিলেন। * ঐ সকল
 দেবগণ এই শিব-পার্বতীর মিলন বর্ণনে যে
 কিরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শত বৎ-
 সরেরও বর্ণনা করা যায় না। হে মুনীশ্বর! আপ-
 নারা আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
 এই সেই পরমাস্ত্র শিবের বিবাহবিধি কীৰ্ত্তন
 করিলাম। যে, এই কথা একটীও শ্লোক
 প্রবণ করে, কিংবা যে, শ্লোকাক্রমে প্রবণ করে,
 তাহার বিপুল। লক্ষ্যোজ্জ্বলিত হইয়া থাকে; তাহার
 অজ্ঞানাকার দূরীভূত হইয়া মিলিত সুখ-সম্পদ
 বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেজন্য আরোগ্য লাভ
 করিয়া অসীম আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ
 হয়। ১১—১০২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সূত সূত মহাতাগ কিং জাতস্ত ততঃ পরম্ ।

তারকস্তু বধনৈব কথাতাস্ত তুয়ানম ॥ ১

সূত উবাচ ।

শ্রুত্যাং কথামাদ্যা কথ্যং পাপপ্রণাশিনীম্ ।

যচ্ছূয়া সৰ্বপাপোভ্যা মুচ্যন্ত মানবাঃ কলৌ ॥২

কৈলাসমাসাদ্যা শিবাং সমেতা

শোভাং প্রাপেদেহতিতরাং শিবোহপি ।

বিচারয়ামাস চ দেবকৃত্যং

পীড়াং জনস্তাপি স দেবদেবঃ ॥ ৩

বিচার্য চ কৃতং তেন শ্রয়তামৃষিসত্তমাঃ ।

শিবোহপি ভগবান্ সাক্ষাং কৈলাসমগমদ্যদা ॥৪

গণাং সৰ্বৈ তত্রাসন্ প্রমথাদ্যা মহাবলাঃ ।

বাদ্যক্য বিবিধং চক্রুর্হর্ষনির্ভরমানসাঃ ॥ ৫

দেবা অপি চ যে তত্রাগতাস্তে হর্ষমাগতাঃ ।

অতঃ পরং শিবোহস্মাকং কৃপাকৈব করিষ্যতি ॥৬

একোনবিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাতাগ সূত! তাহার পর কি হইয়াছিল এবং কি করিয়াই বা তারকাসুর-বধ হয়, তাহা বর্ণনা কর। সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! যে কথা শ্রবণে কলিযুগে মনুষ্যগণ সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, সেই প্রধান ঘটনাসূচিকা সৰ্বপাপ-প্রণাশিনী কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবদেব শিব এইরূপে পার্বতীকে বিবাহ করিয়া কৈলাসে আগমন করত গিরিসুতার সহিত মিলনে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে দেবকার্য ও লোকের তারকাসুরকৃত পীড়ার বিষয় বিচার করিতে লাগিলেন। বিচার করিয়া পরে যে কি করিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবান্ শিব যখন পার্বতীর সহিত কৈলাসে আগমন করিলেন, তখন মহাবল প্রমথগণ হর্ষ-নির্ভরচিত্তে সেই স্থানে বিবিধ বাদ্য করিতে লাগিলেন। যে সকল দেবগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাহারা “ইহার পর শিব আমা-

শিবস্তত্র শিবাসাক্ষং নানারঙ্গমথাকরোং ।

দেবাংচ পীড়িতাস্তেন * শিবঃ কিং নু করিষ্যতি ॥

বিলম্বঃ ক্রিয়তে তেন কথঞ্চাপি সমীরয়ন ।

অগ্নির্হুতা কপোতস্য রূপং তত্র জগাম হ ॥ ৮

গত্বা শিবসমীপক যদা চাগ্নিনিরীক্ষয়েং ।

তাবদগ্নিং শিবো দৃষ্ট্বা ভোগাহুপরতঃ স্বয়ম্ ॥ ৯

কস্তুং কপটরূপোহসি গৃহতাং শুক্রমেব মে ।

ইত্যুক্তাপাশ্রয়ে বীৰ্য্যং দত্তং তেন মহাত্মনা ॥ ১০

কপোতো বীৰ্য্যমাদায় চকুপুটগতং যদা ।

বহির্গতো মহাবীৰ্য্যং ধৰ্ম্মমক্ষম এব সঃ ॥ ১১

তদ্বীৰ্য্যকৈব গঙ্গায়াং প্রাক্ষিপদুঃখপীড়িতঃ ।

গঙ্গয়াপি চ তদ্বীৰ্য্যং দুঃসহং পরমাত্মনঃ ॥ ১২

দিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবেন” ইহা বিবেচনা করিয়া হর্ষান্বিত হইলেন। সেই সময় শিব সেই স্থলে পার্বতীর সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তারকাসুর-পীড়িত সেই দেবগণ বিবেচনা করিতে লাগিলেন,—কৈ দেবদেব শিব আমাদেরিগের ত কিছুই করিলেন না? এখন তিনি কি করিতেছেন? কেনই বা তিনি বিলম্ব করিতেছেন? এইকপ চিন্তা করিয়া তাহার তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত অগ্নিকে প্রেরণ করিলেন। পরে অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া সেই স্থলে আগমন করিলেন। কপোতরূপধারী অগ্নি, শিবসমীপে আগমন করিয়া দেবদেবকে যেমন নিরীক্ষণ করিলেন, অমনি শিব অগ্নিকে আগত দেখিয়া, ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। পরে “কপটরূপধারী তুমি কে? আমার এই শুক্র গ্রহণ কর” মহাত্মা দেবদেব এই কথা বলিয়া সেই কপোতরূপী অগ্নিকে বীৰ্য্য প্রদান করিলেন। ১—১০। কপোতরূপী অগ্নি সেই চকুপুটগত মহাবীৰ্য্যকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, বাহিরে আগমন করিলেন এবং দুঃখে পীড়িত হইয়া সেই মহাবীৰ্য্য গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিলেন। গঙ্গাও সেই পরমাত্মার দুঃসহ বীৰ্য্য ধারণে অসমর্থ হইয়া শরবণে

* পীড়িতাংচ ইতি বা পাঠঃ ।

নিকৃষ্টক শরস্বত্রে তত্র বালে। ব্যজ্ঞাত।
 সুন্দরঃ সুভগঃ শ্রীমান্ দর্শনাং সুখদায়কঃ ॥ ১৩
 এতদ্বিশ্বত্রে তত্র রাজকন্তাঃ সমাপতাঃ ।
 ষট্শংখ্যাতৈশ্চ স্নানার্থং তাত্তির্দৃষ্টেস্ত বালকঃ ॥ ১৪
 মদীয়াং মদীয়াং মদীয়াং বদন্তঃ পরস্পরম্ ।
 সম্পাদ্য যমুখানীহ পীতং স্তম্ভং সয়ং তদা ॥ ১৫
 ষাণ্মাতুরস্তদা নাম প্রসিদ্ধস্ত মহাস্থনঃ ।
 পার্শ্বতীনন্দনো নাম প্রথমকান্তবঃ তদা ॥ ১৬
 অগ্নিহুতঃ ততঃ পণ্ডাং ততঃ স্তম্ভাং তবঃ পুনঃ ।
 গঙ্গাপুত্রস্তদা নাম শরস্বতী ততঃ পরম্ ॥ ১৭
 ষাণ্মাতুরস্ততৈশ্চ নামানি বহুধাতবন ।
 তাঃ কন্তাস্ত ততো গৃহ পুত্রং কুড়া মহাবীতাঃ ॥ ১৮
 সর্দক নারদাজ্জাতা শিবানুজ্ঞামবাধ্য চ ।
 তে দেবাঃ ততঃ নীড়া সেনাং দেবমগ্নীং তদা ॥ ১৯
 স্বন্দক তংপতিং কুড়া যমুর্দেবাস্ততঃ তে ।
 শোণিতাধ্যঃ পুরঃ গতা যুদ্ধং চক্ৰুঃ সুদারশম্ ॥ ২০

নিক্রপ করিলেন। পরে সেইস্থলে সুন্দর
 শ্রীমান্ দর্শন-সুখকর এক বালক উৎপন্ন হইল।
 এই সময় ছয়জন রাজকন্তা সেই স্থলে স্নান
 করিতে আগমন করিলেন। তাঁহারা সেই
 বালককে দেখিতে পাইয়া “এই শিশু আমার,
 এই শিশু আমার” বলিয়া সকলে হেঁচক
 কোড়ে লইতে বাইলেন। ঐ সুকুমার ছয়
 মুখ সম্পাদনে সেই ছয় রাজকন্তার স্তম্ভরূপ পান
 করিলেন; সেই অশ্বই মহাস্থা শরস্বতী
 “ষাণ্মাতুর” নামে কীৰ্ত্তিত হন। তাঁহার প্রথম
 নাম পার্শ্বতীনন্দন, দ্বিতীয় নাম অগ্নিহু হইল।
 পরে তাঁহার নাম স্বন্দ হইল, তাহার পর গঙ্গা-
 পুত্র, তাহার পর শরস্বতী ও তাহার পর
 ষাণ্মাতুর নাম; এইরূপ তাঁহার কয় নাম
 হইল। তাহার পর সেই রাজকন্তাপণ তাঁহাকে
 গ্রহণ করত পুত্র করিয়া অভিশয় অনন্বিত
 হইলেন। দেবগণ নারদমুখে এই সকল
 বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, দেবদেবের আজ্ঞা লাভ
 করত সকল দেবগণকে সেনা ও তাঁহাকে সেনা-
 পতি করিয়া, তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া
 গমন করিলেন। পরে তাঁহারা শোণিতপুরে গমন

দশাইল তদা জাতং সমর্দং কষ্টমুৎকটম্ ।
 ততো দৈত্যাদিপৈশ্চব হতস্তেন মহাস্থন ॥ ২১
 ক্রিয়ন্তোহপি পলায়ন্ত ক্রিয়ন্তুর্ভূমাপতাঃ * ।
 পাতালক গতাঃ কেচিৎ সর্দে তে চ ক্রয়ং গতাম্ ।
 শোণিতাধ্যো পুরে তৈশ্চ যুদ্ধমেবাভবঃ তদা ।
 সর্দকং নিকটকং জাসীকৃত তস্মিন্ হুরাস্তনি ॥ ২৩
 তে দেবাঃ সুখমাপন্নাঃ স্বং স্বং রাজ্যমকুরুত ।
 আনন্দং পরমং গতা নীড়া স্বন্দং শিবগ্রতঃ ॥ ২৪
 আরোপ্য প্রলিপাতক স্ততিং কুড়া পুরঃ স্থিতাঃ ।
 অহুর্কিন পুনরেবাত্র প্রকুমুদপদভাঃ ॥ ২৫
 দেবা উচুঃ ।

দেবদেব মহাদেব তত্তনামভ্যর্থন ।
 তব রূপং ন জনোমো গতিং নৈব চ নৈব চ ॥ ২৬
 বিশেষণ পরো দেব দেহসি সোহসি নমোহস্ত তে

করিয়া সুদারশ বুদ্ধ করিতে প্ররম্ভ হইলেন। সেই
 সময় দশদিন নিরন্তর যোদ্ধা তুমুল সংগ্রাম হইল।
 পরে সেই মহাস্থা সকল অহুরাগের সহিত
 দৈত্যাদিপৈশ্চিক নিহত করিলেন। সেই অহুর-
 গের মধ্যে কতক কতক পলায়ন করিল ও
 কতক কতক চূর্ণ হইয়া বাইল; কেহ কেহ বা
 পাতালে পলায়ন করিল, অবশিষ্ট সকলেই বিনষ্ট
 হইল। ঐ যুদ্ধ শোণিতপুরেই কর। সেই
 হুরাস্তা ততকাল বিনষ্ট হইলে, সকল নিকটক
 হইল। তখন দেবগণ স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিয়া
 সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। দেবগণ এই-
 রূপে পরম আনন্দ লাভ করিয়া, সেই সেনাপতি
 স্বন্দকে শিব-সমীপে লইয়া বাইলেন ও তাঁহার
 সমুখে অধিষ্ঠিত করাইয়া ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার ও
 স্ততি করত কুড়াশিল্পীসকলে সমুখে অবস্থান করিতে
 লাগিলেন। পরে পুনর্বার সেই দেবগণ আনন্দে
 প্রসূর-দুঃখকমল হইয়া স্ব স্ব অধিষ্ঠিত লাগিলেন।
 ১১—২৫। দেবগণ করিলেন,—হে তত্তনামভ্যর্থন
 অজ্ঞপ্রব দেবদেব মহাদেব! আপনার প্রভাবাবি-
 পতি, কি স্বরূপ, আমরা কিছুই অবগত নহি।

• ক্রিয়ন্ত হত্যন্তে ক্রিয়ন্তো বৈ পলায়িতা
 ইতি কচিৎ পাঠঃ।

বরদ স্বাং মহাদেব দেবদেবঃ মহেশ্বরম্ ॥ ২৭
নমো ভব্য ভব্য ভুবনোত্তমভব্য চ ।
অনন্তবলবীৰ্য্য ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ ২৮
সংহর্ষে কপিশাক্ষ অব্যয় ব্যায় চ ।
গঙ্গাসলিলধারায় আধারায় যুগান্তনে ॥ ২৯
ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলবরধারিণে ।
কন্দর্পায় হতাশায় নমো বৈ পরমাস্ত্রনে ॥ ৩০
শঙ্করায় কৃষ্ণাক্ষ গণানাং পতয়ে নমঃ ।
দণ্ডহস্তায় কাশ্যায় পাশহস্তায় বৈ নমঃ ॥ ৩১
বেদমন্ত্রপ্রধানায় শতজিহ্বায় তে নমঃ ।
ভূজ ভব্য ভবিষ্যৎ স্বাবরঃ অক্ষমক যং ॥ ৩২
তব দেহাং সমুৎপন্নং দেব সর্বমিদং ভগবৎ ॥

হে বিবেশ্বর! আপনি যিনিই হউন না কেন, আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দেব; আপনাকে আমরা দিগের অসংখ্য নমস্কার করি। হে বরদ মহাদেব দেবদেব মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার করি। যিনি ভব্য, যিনি ভব্য; যিনিই চতুর্দশ ভুবন ও যিনি এই চতুর্দশ ভুবনের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়া “উদ্ভব” নাম ধারণ করেন, এবং যিনি অনন্ত বলবীৰ্য্য ও ভূতপতি, সেই দেব-উদ্দেশে আমরা দিগের নমস্কার করি। যিনি সংহর্ষ, যিনি কপিশাক্ষ, যিনি গঙ্গাসলিলধারক, যিনি আধার ও যিনি ব্যায় হইয়াও অব্যয় সেই যুগান্তকে আমরা নমস্কার করি। যিনি ত্র্যম্বক, যিনি ত্রিনেত্র, যিনি ত্রিশূলবরধারী, যিনি কন্দর্পের হতাশন (অর্থাৎ যিনি মদনভক্ষকারী), সেই পরমাস্ত্র উদ্দেশে আমরা দিগের নমস্কার করি। যিনি শঙ্কর, যিনি কৃষ্ণাক্ষ, যিনি গণপতি, যিনি দণ্ডহস্ত, যিনি কাশ ও যিনি পাশপাণি, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি। যিনি বেদমন্ত্রপ্রধান ও শতজিহ্বা, সেই দেব উদ্দেশে আমরা দিগের কোটি কোটি নমস্কার করি। হে ভগবন! বাহ্য ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ও বাহ্য স্বাবর অক্ষম বলিয়া এসিদ্ধ, এই সেই সকল ভগবৎ আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব!

পাসি হংসি চ ভজ্যং তে এসীক ভগবন্তজঃ ।
কবর উচুঃ ।

নমো দিগ্বাসসে ভূতায় কৃতাতায় ত্রিশূলিনে ।
বিকটায় করালায় করালবদনায় চ ॥ ৩৪
অরুপায় স্বরুপায় বিস্বরুপায় তে নমঃ ।
ববট্টকারায় কুম্ভায় স্বাহাকারায় তে নমঃ ॥ ৩৫
সর্বপ্রণতদেহায় স্বয়মপ্রণতায় চ ।
নিত্যং নীলশিখণ্ডায় শ্রীকণ্ঠায় নমো নমঃ ॥
নীলকণ্ঠায় দেবায় চিত্তাভ্যাসধারিণে ।
তং ব্রহ্মা সর্বদেবানাং কুদ্ভাণাং নীললোহিতঃ ॥ ৩৬
আত্মা চ সর্বভূতানাং সাংখ্যঃ পুরুষঃ উচ্যতে
পার্বত্যনাং মহামেঘকর্ণকত্রাণাং চন্দ্রমাঃ ॥ ৩৭
কবীণাং বশিষ্ঠকঃ দেবানাং বাসবস্তথা ।

আপনিই পালন করিতেছেন, আপনিই নিধন করিতেছেন, আপনারই মঙ্গল, অতএব তে ভগবন! প্রসন্ন হইয়া এই দেবগণকে অভয় দান করুন। ২৬—৩৩। ঋষিগণ বলিলেন,— হে ত্রিশূলিন! আপনিই দিগেশ্বর, আপনিই কৃতাত্ম, আপনিই বিকট, আপনিই করাল, আপনিই করাল-বদন, আপনিই অরূপ, আপনিই সুরূপ এবং আপনি বিস্বরূপ, আপনাকে আমরা নমস্কার করি। হে শ্রীকণ্ঠ! আপনি সর্বপ্রণতদেহ (অর্থাৎ আপনার নমস্কার সকলে নমস্কার করে), কিন্তু আপনি স্বয়মপ্রণত (অর্থাৎ আপনার নমস্কার কেহ নাই) এবং আপনিই নীলশিখণ্ড, আপনার উদ্দেশে আমরা দিগের অসংখ্য নমস্কার করি। হে নীলকণ্ঠ! আপনি অস্ত্র চিত্তাভ্যাস ধারণ করেন বলিয়া চিত্তাভ্যাসধারী হইয়াছেন, আপনাকে আমরা যুগান্তকে নমস্কার করি। হে দেব! আপনিই সকল দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মার স্বরূপ, কুন্দের মধ্যে নীললোহিত, সর্বভূতের মধ্যে সাংখ্যপুরুষ আত্মা, পার্বত্যের মধ্যে হিমেন্দ্র, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণের মধ্যে বশিষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে

ওঁকার সর্ববোধাত্ম্য জ্যোতিসাম চ সাধনং ॥ ৩১
 অরুণানাং পশুনাঞ্চ সিংহানাং পরমেশ্বরঃ ।
 অসুরদুঃখদানানাং ত্রাতা ভব সুপেশ্বর ॥ ৩২
 ত্বং লোকহিতার্থায় ভূতানি পরিষিকসি ।
 মহেশ্বর মহাতাপ তত্তাত্তনীরীক্ষক ॥ ৩৩
 আত্মাপয় বরং নাথ কঠোরো বচনং তব ।
 রূপকটিমহাস্রেশু রূপকটিশেতুঃ তে ।
 অতঃ পশুং ন শক্তাঃ স্যুঃ সেরসেব নমোহন্ত তে ॥
 তি হুতা তস্য দেবোঃ পশুং দত্তা দ্বিত্যঃ পুরাঃ ।
 সন্তো ভগবান ক্রম উবাচ দেবসন্তমান ॥ ৩৪
 সত্যং ভবেদুঃখঃ তস্য যাত্ত মুনীষরঃ ।
 তস্য সর্ক এবেত ততস্ত মং মমাত্মনং ॥ ৩৫
 তাদ্রপ্যাস্তদ্য সর্কো শিবেন পরমাত্মনং ।
 মিহাকু নিভঃ দম্য কথং স্তে দেবতামবং ॥ ৩৬

অঃ সকল দেবের মধ্যে ওঁকার, সামর্যবোধ
 হো জ্যোতিসাম এবং হে পরমেশ্বর! আপনিই
 কল অরুণা পশুর মধ্যে সিংহ স্বরূপ হে
 ভগবান! নিমিত্ত দুঃখদায়ককে পরিত্রাণ
 করেন হে মহেশ্বর! আপনিই লোকহিতের
 নিমিত্ত পৃথিবীদি পুরুষত্বকে সৃজন করিয়াছেন ।
 হে তত্তাত্তনীরীক্ষক মহাতাপ মহাত্মন! তে
 নথ! অস্ত্র করেন! আপনি হুতা কলিকন
 আমরা সেই বাক্যাত্ম্যগৌ কথ্য করিতে সক্ষিত
 আছি! হে দেবদেব! আপনার মস্তক কোটি
 তীরের ও শতকোটি অবতারের মধ্যে
 হরও অতঃ পাইতে সমর্থ হই নাই, তে ভবে!
 তন আপনাকে নমস্কার করি: কেন ও
 কাণ এইরূপে শ্রব করিয়া ত্বংকে ইহাস
 গ্রে অধিষ্ঠিত করাইয়া করপুটে অবস্থিতি
 রিতে লাগিলেন। তখন ভগবান ক্রম প্রসন্ন
 ইয়া দেব ও কবিসন্তমসকে বলিলেন,—হে
 বগণ! হে মুনীষরগণ! যখন কখন জেমা-
 গের দুঃখ উপস্থিত হইবে, সেই সময়েই
 আমরা আমার নিকট আসন করিয়া আপনাকে
 স্মরণ করিতে থাকিবে। সকলে পরমাত্মা
 নৈবকর্তৃক এইরূপ আলিষ্ট হইয়া ও কলিয়া
 গাহার অনুমতি প্রীকার করত য য হুতন পূজন

অতঃ উচুঃ ।

অতঃ পরক বজ্রাতং কখনীয়াং হুতা সবে ॥ ৩৬

হুত উবাচ ।

কপ্যামি ক্রতং সমাধ্যাসাদিবার্হচকাম ।
 নিহতে ত্বংকে দৈত্যো ত্বাপুত্রে সবাঙ্কনে ॥ ৩৭
 অশ্বেন চাপ্রশ্বেন তত্ত পুত্রা মহকলাঃ ।
 বিদ্যাশালী ত্বরকাক কমনাক-চ বীর্ষবান ॥ ৩৮
 তপস্বপূর্মহাত্মনো মহাকলপারক্রমাঃ ।
 তপ উচুঃ সমাধ্যাস নিয়মে পরমে হিতাঃ ॥ ৩৯
 তপসা কপ্যাম্যাহর্জেনান যান্ যানবৈকসমঃ ।
 বর্গবান শতকৈব পকসেকং নিবার চ ॥ ৪০
 ত্বমে পিতা পুত্রা তত্র তেপুত্রে কলমত্যাঃ ।
 তে মহাত্মা বর্গবান শতকাক: সুরাকশাঃ ॥ ৪১
 তপস্বপুত্র বীর্ষবান পুত্রা তপস্বপুত্রাঃ ।
 বর্গবান শতকৈব পকসেকং হিতাকশাঃ ॥ ৪২
 বর্গবান শতকৈব উচুঃকব অধিতাঃ ।
 তে কু হুতকশাঃ প্রাতা হুতাকশাঃ ইমে ॥ ৪৩

কর্তিলেন কথিলা বলিলেন,—হে সবে!
 ইহাস পর যত হইয়াছিল, তাত কলি কলম ।
 ৩৭—৪৩ হুত কর্তিলেন,—বিবার্হচক
 বাসসকশে ইহাস পর যত যত বীর্ষবান
 কর্তিগাহ, তাত বলিতেছি, প্রক কলম। তাত-
 পুত্র অতকশাঃ, শেবসেনাদী তত কর্তৃক কল-
 মসে সবাঙ্কনে নিহত হইলে মহাকল-পারক্রম
 বিদ্যাশালী, ত্বরকাক ও বীর্ষবান কমনাক কলম
 ততক-পুত্রের তপতা করিতে প্রকৃত হইল ।
 মহাত্মন অতকশাঃ পরম শিবের কলিয়া
 এইরূপ তপতা করিয়া আসল আসল কর্তিলেন
 হুতককে কল করিয়া বলিল। সেই কলমত্যা
 হুতাক হুতাক। মহাত্মন অতকশাঃ পর
 ৪০-৪৩ মিত্ত কলিতে ওকপুত্র বাপিত করিত
 অত একপুত্র পুত্র কলিয়া তপতা করিতে
 লাগিল এবং সত্য ৪০-৪৩ প্রকৃতকশে তপতা
 করিয়া অতিশয় ক্রম পাইলেন। আমরা
 সত্য ৪০-৪৩ কলিতে সত্য কলির উর্জিত
 পান নিবন করিয়া ও পর ৪০-৪৩ উর্জিত হইয়া
 কলমত্যা তপতা করিল। সেই

বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ত্রিপুরস্ত চ তদুঃখং শ্রুত্বোবাচ পিতামহঃ ।
 মন্তো হি বর্জিতো দৈত্যো বধং মন্তো ন চাহতি ॥
 তথাপি পুণ্যং বর্তেত নগরে ত্রিপুৰে পুনঃ ।
 শিবক প্রার্থয়ধ্বং বৈ স বঃ কার্যং করিষ্যতি ॥ ২
 তদুক্তান্তে যযুস্তত্র যত্রান্তে কৃষভধ্বজঃ ।
 তত্র গতা চ তদুঃখং নিবেদ্য সংস্থিতাঃ পুরঃ ॥ ৩
 শিবোহপি তদুঃখং শ্রুত্বা বচনকেদমব্রবীঃ ।
 অয়ং বৈ ত্রিপুরাধ্যক্ষঃ পুণ্যবান্ বর্ততেহধুনা ॥ ৪
 যত্র পুণ্যং প্রবর্তেত ন হন্তব্যং বুধৈঃ পুনঃ ।
 তাবং স বৈ ন হন্তব্যো যাবং পুণ্যং বিবৰ্জতে ॥ ৫
 তথা চ বিষ্ণবে দেবা নিবেদ্য কারণস্থিদিমু ।
 তদীয়ং তদুঃখং শ্রুত্বা দেবা বিষ্ণুং হ্রবেদয়ন্ ॥ ৬

বিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—ভগবান্ পিতামহ, দেব-
 গণের ত্রিপুরজাত দুঃখ শ্রবণ করিয়া বলিলেন,
 —দৈত্যগণ যখন আমা কর্তৃকই বর্জিত হই-
 য়াছে, তখন আমা দ্বারা তাহাদের বিনাশ সম্ভব-
 পর নহে । আর তাহা কর্তব্য হইলেও আমি
 কিছুতেই এবিষয়ে সক্ষম হইতে পারিতেছি না,
 যেহেতু ঐ ত্রিপুৰে পুণ্য প্রবর্তিত হইতেছে ;
 অতএব তোমরা শিবসকাশে গমন করিয়া এ
 বিষয় প্রার্থনা কর ; তিনি সকল কার্য করিবেন ।
 ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে দেবগণ যেখানে কৃষ্ণ-
 ধ্বজ আসীন রহিয়াছেন, তথায় গমন করিয়া
 সকলে আপন আপন দুঃখ নিবেদন করত
 কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগি-
 লেন । তাঁহাদিগের তাদৃশ দুঃখ কথা শ্রবণে
 শিবও বলিলেন,—এখন ঐ ত্রিপুরাধ্যক্ষগণ পুণ্য
 অর্জন করিতেছে, যেখানে যেখানে পুণ্য প্রব-
 র্ত্তিত হয় তাহাদিগকে পণ্ডিতগণের সংহার করা
 অনুচিত ; অতএব যে পর্যন্ত তাহাতে পুণ্য বৃদ্ধি
 পাইতেছে, সে পর্যন্ত সেই ত্রিপুৰকে হনন করা
 কর্তব্য নহে । তবে হে দেবগণ ! তোমরা এই
 ঘটনা বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া স্নেহ হও । দেব-

জাত্য কৃষ্ণক ভেষাং বৈ বিষ্ণুর্ভূতেনমব্রবীঃ
 ইদং সত্যং বচনৈশ্চ যত্র ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥ ৭
 তত্র দুঃখং ন জামেত সূর্যো দৃষ্টে যথা তমঃ ।
 ইতোতদ্বচনং শ্রুত্বা দেবা দুঃখমুপাগতাঃ ॥ ৮
 পুনরুচুস্তদা বিষ্ণুং পরিম্লানমুখানুজাঃ ।
 কথং কৈব প্রকর্তব্যং কথং স্তাস্ত্যামহে বয়ম্ ॥ ৯
 কথং ধর্ম্যা ভবিষ্যন্তি ত্রিপুৰে জীবিতে সতি ।
 নো চেদকালিকৌ দেব সংহৃতিঃ ক্রিয়তাং শ্রব-
 অথবা ত্রিপুৰম্বেহ বধনৈঃ ব বিধীয়তাম্ ॥ ১১
 ইত্যুক্তা তে তদা দেবা দুঃখং কৃত্বা পুনঃ পুনঃ
 স্থিতা নৈব গতিং তেহদ্য চ ক্রূর্দেববরাদিহ ॥ ১২
 তাংস্তাংস্তথাবিধান দৃষ্ট্বা বিষ্ণুর্ভূতেনসংযুতান ।
 সোহপি নারায়ণঃ শ্রীমাংসি স্তুয়ামাস চেতসা ॥
 কিং কার্যং দেবকার্যেযু ভগবানিতি সূত্রতঃ ।
 ততো যজ্ঞাঃ সূতাস্তেন দেবকার্যার্থমক্ষয়াঃ ॥ ১৪
 যজ্ঞাস্তং পুরুষং দিব্যং প্রণম্য তুষ্টুবুস্তদা ।

গণ শিবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে বিষ্ণুসমী
 আগমন করিয়া সকল কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলে
 তাহাদিগের এইরূপ কৃতাঞ্জলিপুটে অবগত হইয়া বি-
 কহিলেন,—ইহা যথার্থ কথা যে, যেখানে সনাত-
 ন ধর্ম বিদ্যমান, সূর্য বিদ্যামানে যেমন ভ্রমোন
 হয়, সেইরূপ সেখানেও দুঃখ নাশ হইয়া থাকে
 বিষ্ণুরও এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে দেবগণ অতি
 বিষন্ন হইলেন । পরে সেই মলিন-বদনাস্ত
 দেবগণ পুনরায় বলিলেন,—হে দেব ! ত
 আমরা কি করিয়া কার্য করিব, কি করিয়াই
 আমরা অবস্থান করিব, আর ঐ ত্রিপুৰ বিদ্যমা-
 কেমন করিয়াই বা ধর্ম্যানুষ্ঠান করিব ? হে দেব
 হয় অকালে সমস্ত সংহার করিতে প্রবৃত্ত হউন,
 হয় সেই ত্রিপুৰকে বিনাশ করুন ! ১—১১ । এ
 কথা বলিয়া দেবগণ পুনঃপুনঃ দুঃখ প্রকাশ কর
 বলিতে লাগিলেন,—হে ত্রিপুৰ ! ব্রহ্মার ব-
 বশতঃ তোমার আর বিনাশোপায় পাইলাম না
 শ্রীমান্ ভগবান্ বিষ্ণু সেই বিনয়ান্বিত দেবগণে
 অতিশয় বিষন্ন দেখিয়া “এক্ষণে কি কর্তব্য” চিন্তা
 করিতে লাগিলেন । পরে “যজ্ঞগণই এই ত্রিপুৰ
 বধের উপায়” ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগে

ভগবানপি তান দৃষ্ট্বা যজ্ঞান গ্রাহ সনাউনান্ ॥ ১৭ ॥
 সনাতনস্তদা সেন্তান দেবানালোক্য চাচ্যতঃ ।
 যনেনোপসদা দেবা যজ্ঞধ্বং পরমেশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥
 ব্রহ্মবিনাশায় জগত্ৰয়বিভূতয়ে ।
 চ্যুতস্ত বচঃ শ্রুত্বা দেবদেবস্ত ধীমতঃ ॥ ১৯ ॥
 হনাদং মহং কৃতা যজ্ঞেশং সংজবন যুগাঃ ।
 স সন্ধিত্য ভগবান্ স্বরূমেব জনার্কিনঃ ॥ ২০ ॥
 প্রাহেতি সর্গীঃ স্ত্যং হি দশাং হি দশেশ্বরঃ ।
 পাপৈনং হস্তব্যঃ পাপা য়ে চ ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
 বাঃ সর্গযজ্ঞেন কথং বধ্যাঃ হুরোস্তমাঃ ।
 বাঃ কৃষ্মদাঃ পাপা অপি দেবৈর্মহাবলৈঃ ॥ ২২ ॥
 স্ত বদাঃ কৃষ্মদাঃ প্রভাবাঃ পরমেশ্বরিণঃ ।
 কৃষ্মদাঃ কৃষ্মদাঃ দেবা বা হি পুণ্ড্রদনঃ ॥ ২৩ ॥
 মণ্ড মণ্ডানঃ প্রসাদেন দিনঃ প্রভোঃ ।

স এব সর্গদঃ শর্গঃ সর্গেবামপি শর্গরঃ ॥ ২২ ॥
 লীলয়া দেবদেবঃ সর্গঃ কার্য্যং করিম্যতি ।
 তত্ত্বাংশমেকং সম্পূজ্য দেবা দেবদমাপতাঃ ॥ ২৩ ॥
 ত্রক্ষা ত্রক্ষদমাপনো ততঃ বিমূহমেব চ ।
 তমপূজ্য জগত্যাশ্বিন কঃ পুমান সিদ্ধিমাশতঃ ॥ ২৪ ॥
 তম্যঃ তেনৈব হস্তব্যঃ লিঙ্গার্চনবিধেয়াঃ ।
 কৃষ্মদিত্যঃ কৃষ্মদিত্যঃ জেযামো দেবাসক্তমান ॥ ২৫ ॥
 এবমুক্তা হরকৃষ্ণাঃ সজ্জেনোপসদা প্রভুম্ ।
 হস্তব্যঃ পার্শ্বিকঃ কৃষ্ণা লক্ষসংখ্যাবিশালকম্ ॥ ২৬ ॥
 গহপুণ্ড্রাঃ কৃষ্ণাঃ বিমূহবাস্তবায়তন ।
 উপাতিষ্ঠন মনঃপূর্ণ হৃদসঙ্গম মনঃপূর্ণ ॥ ২৭ ॥
 কৃষ্ণা শক্তি-পদ-চন্দ্র-মণ্ড-চাপ-শিলাবৃন্দ ।
 ননঃপ্রহরঃপতন ননঃপ্রহরঃপতন ॥ ২৮ ॥
 কালান্ধিত্যসক্তমান কালান্ধিত্যসক্তমান ॥
 প্রাহ সেন্তাঃ সর্গঃ সর্গঃ প্রবিশতা দ্বিতীয় পুত্রঃ

মরুৎ করিনেন । যজ্ঞাৎ তদ্যায় উপস্থিত
 হইল সেই দিব্য-পুরুষ নবাবলম্বক পুত্র করিতে ।
 বর্ণিলেন সনাতন ভগবান অচ্যুত, সেই
 সনাতন যজ্ঞগণকে আগত দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেব-
 গণকে বলিলেন,—হে দেবগণ । তেমনরা হি পুণ্ড্র-
 বংশ ও বিজয়তের উন্নতির নিমিত্ত এষ্ট উপ-
 দ্র নমক যজ্ঞে ভগবান পরমেশ্বর দেবদেবকে
 কল কর । ১৭ — ১৮ । ধীমান সেন অচ্যুতের
 দশ বাক্যপ্রবণে মহান সিংহনাম করিয়া পুণ্ড্র
 রূপকে স্তব করিতে লাগিলেন । তৎপরে
 বান ত্রিশেপব জনার্কিন চিত্রা করিয়া পুণ্ড্র
 ১ সেই সকল দেবগণকে বলিলেন,—হে
 ১৭ । যাহারা নিষাপ, ততদ্বিগণকে হনন
 অবিশেষ : আর যাহার পাপী, তাহাদিগকে
 ১ করা অবশ্য কর্তব্য, ইত্যাদি কোন সংশয়
 ; অতএব হে হুরোস্তমকুল ! কেমন করিয়া
 ১ পাপ অহরূপকে বিনাশ করা বাইতে
 ? আর যদি কদাচিৎ কৃষ্ণদ অহরূপ পাপী
 গ্রহ হইলেই বা দেবগণ কেমনে বিনাশ
 ; সমর্থ হইবেন ? কেননা, পরমেশ্বরী কৃষ্ণের
 বলেই তাহারা নিঃশুভ হইবে । এ
 কি ব্রহ্মা, কি দৈত্যগণ, কি রিপুসহস্র
 ও কি মহাত্মা মুনিগণ, ইত্যাদি এমত

বাহিরকে তাহার কণ কাতারও শক্তি নাই ।
 সেই সর্গপ্রদ সকলের মতলম্বতা দেবদেব
 শর্গই লীলাঙ্কনে সকল কার্য্য করিতেন । সেই
 শর্গের প্রভাবই যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তাহাতে
 আর সাশয় নাই । দেখ এই দেবগণ হাঁহর
 এক অবতার-বিশেষকে অর্চনা করিয়া, তেজ
 লাভ করিয়াছেন, ত্রক্ষ ত্রক্ষ লাভ করিয়াছেন
 ও বিমূহ বিমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন । কল দেখি,
 এ জগতে কোন পুরুষ হাঁহর অর্চনা না করিয়া
 সিদ্ধি লাভ করিয়াছে ? অতএব অমর্য্য সেই
 শিবপুত্র ও কালবিদী কৃষ্ণদ করিয়া লিখাছেন
 বিধির প্রভাবে কৃত্যপণকে জয় করিতে সমর্থ
 হইব ; বিমূহ দেবগণকে এষ্ট উপদেশ দান
 করিয়া উপদ্র নমক কল হস্ত-উৎক্ষেপে দান
 করিলেন ও লক্ষ পার্শ্ববাসিত নিমূহ করিয়া পুত্র
 পুণ্ড্র অকৃত্যদি দ্বারা পুণ্ড্র করিলেন, আর দেব-
 গণও সেইরূপ হস্ত-উৎক্ষেপে দান করিলেন । এই
 বিমূহ প্রভৃতি দেবগণ এইরূপ উপদ্রদ করিয়া
 দত্ত, চাপ ও শিলা প্রভৃতি উপদ্রদে এক
 নানাবিধ প্রহরণ বিমূহিত, পুণ্ড্রাতি-বাল্যনি,
 নানা বেলন, কালান্ধিত্য সপ্ত, কল হস্তোপদ্র,
 সজ্জ সজ্জ হৃদসঙ্গকে লেখিত পাইলেন ।

দক্ষা ভিত্তা চ ভূত্বা চ গতা দৈত্যপুত্ররম্ ।
 পুনর্থাগতং ভূতা গন্তমর্থং ভূতয়ে ॥ ৩০
 ততঃ প্রণম্য দেবেশং পরমাত্মানমৌষরম্ ।
 তান্ দৃষ্ট্বা চিত্তম্যামাস ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩১
 কিং কৃত্যমিতি সন্তপ্তঃ সন্তপ্তান্ সেন্সকান্ কণাং
 কথঞ্চ তেষাং দৈত্যানাং বলং হৃদা প্রবক্তৃতঃ ॥ ৩২
 দেবকথ্যং করিষ্যামি প্রসাদাং পরমোষ্ঠিনঃ ।
 নাশোহভিচারতো নাস্তি ধর্মিষ্ঠানাং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩
 দৈত্যান্ তে হি ধর্মিষ্ঠাঃ সর্কে ত্রিপুরবাসিনঃ ।
 তস্মাদবধ্যতাং প্রাপ্তা নাশখা সুরপুত্রবাঃ ॥ ৩৪
 কৃত্যপি সূমহং পাপং রুদ্রমভ্যর্চয়তি যে ।
 মৃত্যুস্তে পাতকৈঃ সর্কৈঃ পদ্বপত্রমিবাত্তসা ॥ ৩৫
 পূজয়া ভোগসম্পত্তিরবশ্যং জায়তে ভুবি ।
 তস্মাং তে ভোগিনো দৈত্যা লিপ্সাক্ষনপরায়ণাঃ ॥

সেই ভূতগণ আসিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে
 প্রণাম করিল, তাহার পর বিষ্ণু সেই সকল
 প্রণত ভূতগণকে বলিলেন,—হে ভূতগণ !
 তোমরা লোককল্যাণের নিমিত্ত দৈত্যগণের
 পুত্ররমকে দক্ষ, ভগ্ন ও বিদীর্ণ করিয়া ছরখার
 করত স্ব স্ব স্থানে গমন কর । তৎপরে ভগবান
 পুরুষোত্তম, পরমাত্মা দেবদেব ঋতুরকে প্রণাম
 করত ভূতগণকে অবলোকন করিয়া চিন্তা
 করিতে লাগিলেন । এইরূপ কণকাল চিন্তার
 পর বিষ্ণু সন্তপ্তচিত্ত হইয়া দুঃখিত দেবগণকে
 বলিলেন,—দেবদেবের প্রসাদে কিরূপে সেই
 দৈত্যগণের বলনাশ করিয়া দেবকথ্য সাধন
 করিব ? যেহেতু অভিচার উপায়ে ধর্মিষ্ঠগণের
 নাশ-সম্ভাবনা নাই ; সেই ত্রিপুরবাসী দৈত্য-
 গণও ধর্মপরায়ণ বলিয়াই অবধ্য লাভ করি-
 য়াছে, তদ্ব্যতীত তাহাদিগের অবধ্যতায় আর
 কোন কারণ নাই । ৩০—৩৪ । যদি কোন
 ব্যক্তি মহৎ পাপ করিয়াও রুদ্রকে অর্চনা করে,
 পদ্বপত্রের উপর জল পড়িলে, তাহা যেমন
 মুক্ত অর্থাৎ নির্লিপ্ত থাকে, সেইরূপ সে ব্যক্তি
 সকল পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে ; শিব-
 পূজাযে এ ভূমণ্ডলে ভোগসম্পত্তিও জন্মিয়া
 থাকে । সেইজন্তই সেই দৈত্যগণ লিপ্সাক্ষন-

ভূত কৃত্য ধর্মবিষয় কণাদেবাস্তমরম্ ।
 দৈত্যানাং দেহনাশার্থং হনিষ্যে ত্রিপুরং কণাং ॥
 বিচার্যোষং ভূতস্তেবাং ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ
 কর্তুং বাবসিতঃ পশ্যাক্ষুবিষ্যং হরারিপাম্ ॥ ৩০
 যাবচ্চ বেদধর্মাক্ত যাবচ্চ শঙ্করাঙ্কনম্ ।
 যাবচ্চ শুচিকৃত্যাদি * স্তাবপ্রশো ভবেচ্চ হি ॥ ৩১
 তস্মাদেবং প্রকৃত্বাং বেদধর্মস্ততো ব্রজেৎ ।
 ইতি নিশ্চিতা তে বিদ্যাবিষয়মকরোঃ তদা ॥ ৩২
 দক্ষা দেবান্ সুরাং তত্র আচ্ছাং মহা গতা হরেঃ
 ততঃ বাকরোধিসুদেবং বিদিমুস্তমম্ ।
 তস্মৈ প্রমত্তাং সমাক্ সর্কপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৩৩
 ইতি শ্রী শৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসহিতায়াং ত্রি-
 বর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

পরায়ণ হইয়া এত ভোগী হইয়াছে । দেব
 কার্যের নিমিত্ত আমি কণকাল মধ্যাহ্নে সা
 মায়াবলে দৈত্যগণের ধর্মবিষয় করিয়া অবলোকন
 ত্রিপুরকে বিনাশ করিতেছি এইরূপ বিচার
 করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম সুররিপুগণের ধর্ম
 বিষয় নিমিত্ত উদযুক্ত হইলেন । যে পর্য্যন্ত
 বেদধর্ম বিদ্যমান থাকে, যে পর্য্যন্ত শিবপূজা
 থাকে ও যে পর্য্যন্ত জ্ঞান দান জপাদি পবিত্র
 কার্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, সে পর্য্যন্ত কত
 রকম বিনাশ করিবার ক্ষমতা থাকে না, অতএব
 যাহাতে সেই দৈত্যগণ হইতে ধর্ম বিচলিত
 হন, এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে । ইহ
 নিশ্চয় করিয়া বিষ্ণু দেবগণের প্রতি আশ্রয়
 দান করত দৈত্যগণের বিধ্বয় করিতে যত্নবান
 হইলেন এবং দেবগণও সেই বিষ্ণুর আশ্রয়
 লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । তাহার
 পর বিষ্ণু দেবগণের কার্যসিদ্ধি নিমিত্ত
 উত্তম অনুষ্ঠান করিলেন, সেই সর্ক-পাপ
 নাশন বিধি সম্যক্রূপে বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন । ৩৫—৪১ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

* কৃতিকৃত্যাদিরিতি পাঠান্তরম্ ।

সমুচ্চ পুনস্তত্র মোহনীয়া ইমে ত্বয়া ।
 এতে দৈত্যাস্ত্বয়া সর্কে পাঠনীয়া মদাজ্জয়া ॥ ১০
 ঈশ্বস্তত্র প্রকাশন্তে শ্রোত-স্মার্ত্তা ন সংশয়ঃ ।
 অনয়া বিদ্যায়া সর্কঃ ক্ষোভনীয়া ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
 পুরত্রয়বিনাশার্থং প্রাহ তং পুরুষঃ হরিঃ ।
 গজ্জমহসি নাসার্থং ভো তুং পুরবাসিনাম্ ॥ ১৬
 ততো ধর্ম্মং প্রকাশ্যেব নশ্বরিয়া পুরত্রয়ম্ ।
 ততঃৈব পুনর্গত্বা মরুভূম্যাং ত্বয়া পুনঃ ॥ ১৭
 স্বাতব্যক স্বধর্ম্মেণ কলিযুগং সমাপ্রজেৎ ।
 প্রকৃত্ব চ যুগে তস্মিন স্বীয়ো ধর্ম্মঃ প্রকাশ্যতাম্ ॥
 শিষ্যোঃ প্রশিষ্যোস্তচ্ছিমৌর্বকনীয়াস্ত্বয়া পুনঃ ।
 মদাজ্জয়াভবন্ধম্মো বিস্তারং যাস্ততি ক্রবম্ ॥ ১৯
 মদনুজ্ঞাপরঃ নিত্যং গতিং প্রাপ্যথ মামকীম্ ।
 এবমাজ্জা তদা দত্তা বিধুনা প্রভবিধুনা ॥ ২০

ততঃ স মুণ্ডী পরিপালয়ন হরে-
 রাজ্ঞাং তদা নিম্নিতবাংচ শিষ্যান্ ।

বান্ বিধু তাঁহাকে বলিলেন,—আমার আজ্ঞায়
 তুমি ত্রিপুরে গমনপূর্ব্বক দৈত্যগণকে মোহিত
 করিয়া তাহাদিগকে এই শাস্ত্র পাঠ করাও ;
 সেস্থলে শ্রোত স্মার্ত্ত ধর্ম্ম প্রচলিত হইতেছে,
 তুমি ঐ বিদ্যাবলে সেই সকল শ্রোত স্মার্ত্ত
 ধর্ম্মাদিকে বিচলিত কর । শীঘ্র পুরত্রয়কে বিনাশ
 করিবার নিমিত্ত হরি সেই পুরুষকে আরও
 বলিলেন,—হে মাগিন্ ! তুমি শীঘ্র সেই স্থলে
 গমন কর । পরে সেইখানে তুমি ঐ ধর্ম্ম
 প্রকাশ করিয়া পুরত্রয়কে বিনাশিত করত তাহার
 পর মরুভূমিতে অবস্থান করিবে । পরে যে
 পর্য্যন্ত না কলিযুগ আগত হইবে, সে পর্য্যন্ত
 আপন জৈনধর্ম্মে থাকিবে । সেই কলিযুগ প্রবৃত্ত
 হইলে পর আপন ধর্ম্ম প্রকাশ করিবে ; শিষ্য
 প্রশিষ্য এবং সেই প্রশিষ্যেরও শিষ্য দ্বারা ঐ
 আপন ধর্ম্মকে বর্দ্ধিত করিবে । আমার আজ্ঞা-
 ক্রমে তোমার ঐ ধর্ম্ম নিশ্চয় বর্দ্ধি পাইয়া বিস্তীর্ণ
 হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ করিও না । প্রভু
 বিধুর এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া সেই মুণ্ডিতমস্তক
 যতি হরির আজ্ঞা পালন করত চারিজন শিষ্যকে
 সংগ্রহ করিলেন । পরে তাহাদিগকে সম্প্রদায়

বধাধরূপং চতুরশ্চ তাংস্তুলা

মায়াময়ং শাস্ত্রমপাঠয়ং স্বয়ম্ ॥ ২১

বধা স্বয়ং তথা তে চ চত্বারো মুণ্ডিনঃ শুভাঃ
 নমস্কৃত্য দ্বিতাস্তত্র হরয়ে পরমাশ্রমণে ॥ ২২
 হরিণ্যাপি পুনস্তত্র চতুরস্তাংস্তুলা স্বয়ম্ ।
 উবাচ পরমপ্রীতো ধন্তাঃ স্ব ইতি সংজ্ঞবন ॥
 যথা গুরুস্তথা দৃষ্টা ভবিষ্যাম মদাজ্জয়া ।
 চত্বারো মুণ্ডিনাস্ত্বে চ ধর্ম্মং পামণ্ডমাশ্রিতাঃ ॥
 হস্তে পাদে মদনাস্ত তুং ও বস্ত্রশ্চ ধারকাঃ
 মলিনান্তেব বাসাসি ধারক্যস্তোহমৃতভিগা ॥
 ধর্ম্মো লাভঃ পরং তস্মৈ বদন্তস্তে তথ স্বয়ম্ ।
 মার্জ্জনীঃ ধার্যমাণাস্তে বস্ত্রশ্চ ওর্নিমিত্ততাম্ ॥
 তে সর্কে চ তদা দেবঃ ভগবন্তং মুদার্গিত
 নমস্কৃত্য পুনস্তত্রঃ ধনি ভবমানসঃ ॥ ২৭
 হরিণা চ তদা হস্তে ধর্ম্মা চ গুরুবোধ্যপতাঃ
 যথা ঐক তথৈতে ন মদীয় নব সংশয়ঃ ।
 আদিকপক তন্মাম পূজায়াং পূজা উচ্যতে
 কষির্ঘটিতস্তথাচাধ্য উপাধ্যায় ইতি স্বয়ম্ ॥ ২৮

অনুসারে মায়াময় শাস্ত্র পাঠ করাইলেন ।
 ঐ পুরুষ, তাহারাও সেইধরপ মুণ্ডিত
 হইল । অনন্তর তাহার আসিয়া পর
 হরিকে নমস্কার করিল । ভগবান্ হরি
 শিষ্যচতুষ্টয় অবলোকন পূর্ব্বম প্রীত
 “তোমরাই ধন্ত” এইরূপ প্রশংসা করত
 দিগকে বলিলেন,—আমার আজ্ঞায় তো
 তোমাদের গুরুর আশ্রয় হইবে । সেই মু
 মস্তক শিষ্যগণ ঐ জৈন ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া
 ভাষী হইল, হাতে কমণ্ডলু ও বস্ত্রশ্চ
 কুচ্চিকা ধারণ করিল, মস্তকে বস্ত্র বন্ধন
 মলিন বসন পরিধান করিল এবং “লক
 পরম তস্মৈ” এইরূপ বলিতে লাগিল ।
 পর তাহারা দেব ভগবান্কে হর্ষনির্ভ
 প্রশংসা করিল । তৎপরে হরি তাহাদিগকে
 গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের গুরুর হস্তে
 করিয়া বলিলেন,—তুমি যেমন মদীয়,
 ইহারাও আমার জানিবে, ইহাতে কোন
 নাই । ১২—২৮ । তোমরা লোক-সুখাব

[illegible][illegible]

আগচ্ছ রাঘবশর্দূল ময়মনং গৃহাণ চ^১
 ইত্যান্তা তং মহারাজং বিদ্যাশালিনমন্ততঃ ॥ ৪৫
 কথয়ামাস স্বং তত্ত্বং যেন ধর্মো বিনশ্যতি ।
 দীক্ষিতাং বচনং শ্রুত্বা দীক্ষিতস্তং কণাদপি ॥ ৪৬
 সর্কে চ দীক্ষিতস্তত্র যো বৈ ত্রিপুরবাসিনঃ ।
 মূনেঃ শিষ্যোঃ প্রশিষ্যেণ বা পিতৃং ত্রিপুরং মহং
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুংসে জনসংহিতয়াং ত্রিপুর-
 দীক্ষাবিধানং নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ত্রীধর্ম্যং যঃ গুণ্যামাস শ্রাদ্ধধর্ম্যং স্তথৈব চ^২
 শিবপূজাং তথা বিষ্ণুধর্ম্যং ভগবানেকশাং ॥ ১
 স্নান-দানাদিকং তীর্থং সর্বকালে * সুশোভনম্
 বেদধর্ম্যং যো কেচিৎ তে সর্কে নবতঃ কৃতঃ ॥ ২

শর্দূল! আসুন! এই মন্ত্র দিতেছি, তাহাতে
 দীক্ষিত হউন। এই বলিয়া সেই পুরুষ
 দৈত্যকে একান্তে লইয়া যাইয়া, তাহাতে ধর্ম
 বিমষ্ট হয়, সেই তত্ত্ব-উপদেশ প্রদান করিলেন
 এবং “দীক্ষিত হউন” এই বাক্য শ্রবণমাত্র তৎ-
 কণাং রাজা বিদ্যাশালী দীক্ষিত হইলেন; পরে
 ত্রিপুরবাসী সকলেই দীক্ষিত হইল। এইরূপে
 ক্রমশঃ সেই ত্রিপুর, মালীদ শিষ্যপ্রশিষ্যে
 পরিপূর্ণ হইল। ২১—৪৭।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—পরে মায়াবী পুরুষের
 প্রভাবে ত্রীধর্ম, শ্রাদ্ধধর্ম, শিবপূজা, যজ্ঞ ও
 পর্বকালে স্নানদানাদি কার্য সকল দূর হইল,
 আর বেদধর্মের প্রসঙ্গও রহিল না। তখন
 দেবদেব প্রভু বিষ্ণুর আজ্ঞায় মায়া আসিয়া,

* পর্বকালে ইতি পাঠঃ কাচিৎকঃ।

মায়া চ দেবদেবঃ বিষ্ণোঃ স্তম্ভাভয়া প্রভোঃ
 অলক্ষ্যো^৩ স্বয়ং তত্ত্ব নিয়োগাং ত্রিপুরং গতা
 যা লক্ষ্মীপত্নী তেষাং লক্ষা দেবেষরাজয়া ।
 বহিগতা পরিত্যক্তা নিয়োগাদব্রক্ষণঃ প্রভোঃ
 বুদ্ধিমোহং তথাভূতং বিক্ষোভায়াবিনিশ্চিতম্ ।
 তেষাং দত্ত্বা কণাদেব তেষাং মায়া চ নাবদঃ ।
 নারদোহপি তথা রূপো যথামায়ী তথৈব সঃ ।
 এবং নষ্টে তদা ধর্মো শ্রোত-স্মাত্তে সুশোভনঃ
 পাশতঃ স্থাপিতস্তেন বিহুনা বিধ্বয়োনিনা ।
 ত্যক্তে মহেশ্বরে দৈত্যৈস্ত্যক্তে লিঙ্গাচ্চনে তৎ
 স্তৌধর্ম্যে নিখিলে নষ্টে দুরাচারে ব্যবস্থিতে ।
 কৃতং ইব দেবেশ দেবৈঃ সাক্ষমুমাপত্তিম্ ॥ ৩
 তদস্মা প্রাপ্য সর্কচ্চ তুষ্টিব পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪
 (মহেশ্বরায় দেবায় নমস্তে পবনাস্তনে ।
 নারায়ণায় রুদ্রায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মকপিয়েণ
 এবং স্তম্ভা মহাদেবঃ দণ্ডবঃ প্রণিপত্য হ ॥ ১০

সেই পুরে অধিষ্ঠান করিলেন। অলক্ষ্যীও প্রা-
 বিষ্ণুর নিয়োগে ঐ ত্রিপুরে আসিয়া স্বপ্রভা
 বিস্তার করিলেন। প্রভু ব্রহ্মার আজ্ঞায় সেই
 দৈত্যগণ যে লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিল, দেবগণ
 বিষ্ণুর আজ্ঞায় সেই লক্ষ্মীও তথা হইতে প্রস্থান
 করিলেন তখন মায়াবী নারদ, মুণ্ডিরাজ
 ধর্মসম্পন্ন হইয়া, তাহাদিগের সেইরূপ ধর্মশাস্ত্র
 বিহুমায়-বিনিশ্চিত বুদ্ধিমোহ উৎপাদনপক্ষক
 সেই স্থল হইতে গমন করিলেন। এইরূপে
 সুশোভন শ্রোত স্মাত্ত ধর্ম বিনষ্ট হইলে, সেই
 সময়ে বিধ্বনিদান বিষ্ণু কর্তৃক পাশতঃ (বেদ-
 বিরুদ্ধ ধর্ম) সংস্থাপিত হইল। তখন দৈত্যগণ
 মহেশ্বরকে পরিত্যাগ করিল, অর্থাৎ তাহাকে আর
 মানিত না; লিঙ্গার্চনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল
 দুরাচার অবলম্বন করিল। এইরূপে বিনষ্ট
 হইয়া দুরাচার ধর্ম ব্যবস্থিত হইলে, পুরুষো-
 ত্তম দেবেশ বিষ্ণু আপনাকে কৃতার্থ স্বরূপ জ্ঞান
 করিয়া, সঙ্কর-গতিতে সর্কচ্চ উমাপতি সকাশে
 আগমন করত স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১।

যিনি মহেশ্বর দেব, নারায়ণ ও রুদ্র; যিনি ব্রহ্মা
 ও ব্রহ্মরূপী, সেই পরমপুরুষ আপনাকে নমস্কার

পাহি নাস্তা গতিঃ শস্তো বিনিহত্যামুরান্ কণাং ।
 মায়া মোহিতাঃ সর্কে ভবতঃ পরমাশ্বনঃ ॥ ২৪
 স্ততশ্চৈবং সুরেন্দ্রাদ্যৈবিকোজ্যাপোন চেবরঃ ।
 বিষ্ণুমানিত্য তত্রৈব প্রগৃহীতকরঃ স্বয়ম্ ॥ ২৫
 প্রাহ গন্তীরয় বাচা দেবানালোক্য শঙ্করঃ ।
 জ্ঞাতং ময়েদমধুনা দেবকার্য্যং সুরেশ্বর ॥ ২৬
 বিষ্ণো মায়াবলকৈব নারদস্ত চ ধীমতঃ ।
 তেষামধর্মনিষ্ঠানাং দৈত্যানাং দেবসত্তম ॥ ২৭
 পুরত্রয়বিনাশক করিষ্যেহং সুরোত্তম ।
 অথ সব্রহ্মকা দেবাঃ সেন্দ্রোপেন্দ্রাঃ সমাগতাঃ ॥ ২৮
 ব্রহ্ম প্রত্যোক্তদা বাক্যং প্রাণেশ্বস্তধ্বনুং তে ।
 য ইদং কীর্ত্তয়েং স্তোত্রং শুচির্ভূত্বা সদা নরঃ ॥ ২৯
 শৃণুয়াদ্বা মহাপুণ্যং সর্বান্ কামানবাধুয়াং ॥ ৩০

ইতি ত্রিশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহি-
 তায়াম্ ত্রিপুরোপাখ্যানে
 দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

আপনার স্তব করিয়া থাকে। হে শস্তো!
 কণকাল মধ্যে অমুরগণকে নিহত করিয়া আমা-
 দিগকে পরিত্রাণ করুন। আমাদেরই আপনি
 ব্যতীত আর গতি নাই। মহেশ্বর শঙ্কর এই-
 রূপে বিষ্ণু ও দেবগণ কর্তৃক স্তত হইয়া বিষ্ণুকে
 আলিঙ্গন করত তাঁহার হস্তগ্রহণ করিয়া, দেব-
 গণকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক গন্তীর বাক্যে বিষ্ণুকে
 বলিলেন,—হে সুরেশ্বর বিষ্ণো! আমি দেব-
 কার্য্য অবগত হইয়াছি ও ধীমান নারদের মায়া-
 বলও জ্ঞাত হইয়াছি। হে দেবসত্তম! আমি
 অবিলম্বেই সেই অধর্মনিষ্ঠ দৈত্যগণের পুরত্রয়
 বিনাশ করিব। প্রভু দেবদেবের তাদৃশ বাক্য
 শ্রবণে সেই সকল সমাগত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শচী-
 পতি প্রভৃতি লোকগণ প্রণাম করিলেন ও হৃদ-
 গদগদবচনে স্তব করিলেন। যে ব্যক্তি শুচি
 হইয়া এই মহাপুণ্য স্তব পাঠ করে বা শ্রবণ
 করে, সে সকল অতীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ
 হয়। ১৬—৩০।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অথৈতদন্তরে দেবাঃ পুত্রৈঃ সহ সমবিতাঃ ।
 ব্যাজহার প্রিয়ং বাক্যং অয়েতি শুভলক্ষণম্ ॥
 ততঃ স নন্দী সহ যথুধেন
 তয়া চ সার্কং গিরিরাজপুত্রো ।
 বিবেশ ভব্যং ভবনং নতোহপি
 সুরৈঃ সমন্তৈরভিবন্দ্যমানঃ ॥ ২
 দ্বারস্থ পার্শ্বতস্তপুর্দেবদেবস্ত ধীমতঃ ।
 কিং কতব্যং ক গতব্যং হা হতাঃ স্মেতিবাদিনঃ
 কিস্তু কিস্মিতি চাত্তোত্তং প্রেক্ষ্য চাত্তাস্তমাবুনাঃ
 পাপা বয়মিতীহাত্রে অভাগ্যাশ্চেতি চাপরে ॥ ৩
 তে ভাগ্যবন্তো দৈত্যোক্তা ইতি চাত্তে সুরেশ্বর
 ইতুস্ত্বা তু পুনর্থাবদগস্তমীষুঃ শিবালয়ম্ ॥ ৫
 এতন্নিম্নন্তরে তেষাং ব্রহ্মা শকমনেকশঃ ।
 কুস্তোদরো মহাতেজা দণ্ডনাতাড়য়ং সুরান্ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবগণ, পুত্রগণের
 সহিত “জয় হউক, জয় হউক” এই শুভ শব্দ
 সমবিত বাক্য বলিলেন। তাহার পর নন্দী
 স্বয়ং প্রণত হইয়া এবং দেবগণ কর্তৃক নমস্কৃত
 হইয়া, পার্কী ও কাঠিকের সহিত সর্ব-
 মনোরম শিবভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই
 সময় দেবগণ “কি করি, কোথায় যাই, হায়!
 আমরা হত হইলাম” এই বলিতে বলিতে
 ধীমান দেবদেবের দ্বারপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।
 সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত সমাকুলচিত্তে
 পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া, কেহ
 কেহ বা “আমরা অতিশয় পাপী,” কেহ কেহ
 বা “আমরা অতিশয় অভাগ্যবান্” ও কেহ কেহ
 বা “দৈত্যগণ অতিশয় সৌভাগ্যবান্” এইরূপ
 বলিতে লাগিলেন। এইরূপ দুঃখ প্রকাশ
 করিয়া দেবগণ শিবালয়ে গমন করিতে প্রবৃত্ত
 হইলেন। সেই সময় কুস্তোদর নামে এক
 মহাতেজা শিবসেবক, দেবগণের শব্দ শ্রবণে
 তথায় আসিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডনাতাড়িত

জন্মে ভাবাবিষ্টা দেবা হা হেতিমানিনঃ
 নপজুনয়ন্তাঃ ইত্যন্ত ধরনীতলে ॥ ৭
 মহো বিধিবলকৈতুনয়ঃ কল্পপাদয়ঃ ।
 দত্তি ক তদা সর্কে হরিং লোকহৃদযবহম্ ॥ ৮
 অভ্যাস সমাপ্তস্ত কাণ্ডমিত্যপরে দ্বিত্যঃ ।
 ত্যেক বচনং ক্রতা হরিবাক্যমুপাসয়ে ॥ ৯
 কেমধং হৃদযাপরা হৃদযস্ত তাতাতঃ পুনঃ
 হৃদযাধনং দেবাঃ কসাধাঃ ভবতি নৃণাম্ ॥ ১০
 নিবঃ সর্কগণধাক্কঃ কথং কল্পা ভবতিতি ।
 প্রণবঃ পূর্বমুচ্চাধ্য নমঃ পশ্চাদ্ভবহারে ॥ ১১
 শিব্যেতি ততশ্চৈব ভূতপ্রায়মতঃ পরম্ ।
 কুরুধাঃ পুনঃ প্রোক্তঃ শিবস চ ততঃ পুনঃ ॥ ১২
 নমঃ প্রণবৈব মনুষ্যমতঃ সপা নৃণাং
 অবর্তকঃ পুনঃ পুনঃ যদা শিবরূপ তদা ॥ ১৩

করিতে লাগিল দেবগণ এইরূপে তাঁহঁর
 হইব ভাবকলিত-চিত্ত খেদ করিতে করিতে
 পলায়ন করিলেন ; ইন্দ্র ও মুনিগণ ধরনীতলে
 পতিত হইলেন তখন কল্পপাদি মুনিগণ
 লোকহৃদযব হরিসমীপে অস্পষ্ট হইয়া “অতঃ
 কি স্যদেব” এইরূপ খেদ করিতে লাগিলেন
 এক অপর বিজ্ঞগণ “অভ্যাসাবশতঃ অমাব্যাপ্তের
 কাণ্ড সমাপ্ত হইল না”—সেই হরিসমীপে এই-
 রূপ খেদশূচক বাক্য বলিতে লাগিলেন
 তাঁহাদিগের এবং বিধ বাক্য প্রকরণে হরি বলি-
 লেন,—কিন্তু আপনারা হৃদযিত হইতেছেন
 হৃদয পরিত্যাগ করুন । হে দেবগণ ! মহা-
 যরূপী শিবের আরাধনা মনুষ্যাণ্যের অসাধ্যা
 অতএব সর্কগণধাক্ক শিব কিরূপে বসীকৃত
 হইবেন ? তবে প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিবা
 পরে ‘নমঃ’ তাহার পর ‘শিবায়’ তাহার পর
 ‘ওঁ ভবং কুরু’ ইহা হইবার উচ্চারণ করিবে
 অর্থাৎ ‘ওঁ নমঃ শিবায় ওঁ ভবং কুরু ওঁ ভবং কুরু’
 এইরূপ উচ্চারণ করিবে । পরে আবার ‘শিবায়’
 তাহার পর প্রণব, “নমঃ” তার পর এইরূপ
 উচ্চারণ করিতে হইবে । হে দেবগণ ! যে
 পর্যন্ত ভূতভাবন শিব কৃপাধানে অসাধ্য
 পূরণ না করেন, সে পর্যন্ত জেবরা এই মত

কোটিমেকাং তদা ভগ্না শিবঃ কার্যং করিষ্যতি ।
 ইত্যাক্তে চ তদা ভেন চক্রিণা প্রভবিক্সনা ॥ ১৪
 তদা দেবাঃ পুনঃ কুর্তব্রজাৱাধনা বৃহঃ ।
 শিব শিব্যেতি ভাবয়েৎ দেবাঃ শেধাসমমিতাঃ ॥ ১৫
 কোটিসাধ্যাক্ষপ ক্রতা সর্কে তে দেবসন্তম্যঃ ।
 এতদ্ব্যবহারে সাক্ষাৎকিঃ প্রাতঃবৃত্তং বহম্ ॥ ১৬
 দ্বাৱাভেন অক্ষপাঃ বচনঃ পদমবতীঃ ।
 প্রসংগোহ্মি বহা কুত মনসে হতৌপিতঃ পরম্ ।
 প্রসংগে বহাস দেবে শিবো মাতঃ পরে হরিঃ ।
 সর্কে দেবাত্মন সর্কে কতি চক্ৰঃ ভূতাবহম্ ।
 দেবা উচুঃ ।

শরৎকাল নমঃসংকলন নমঃসংকলনে
 পদব্রতনৃপকলন নমঃসংকলনে ॥ ১৭
 নমঃ পদব্রতনৃপকলন নমঃসংকলনে
 নমঃসংকলনে ॥ ১৮

সর্ককাল ভব করিতে থাকে এইরূপ এককোটি
 ভব সমাপ্ত হইলে তাহঁর শিব প্রসঙ্গ হইব
 কার্য করিলেন প্রকৃত হরি এইরূপ উপদেশ
 দান করিলেন তৎকাল “হরিসমমিতা হইব সেই
 সময় হইতে নিষ্ঠুর “শিব শিব” এইরূপ
 উচ্চারণ করত হরির আরাধনা করিতে লাগি-
 লেন । তাঁহাদের কোটিসাধ্যক ভব সমাপ্ত
 হইলে, সাক্ষাৎ ভাবন শিব সেই বহা বহা
 বহাভে শিব্যবহাসে অবিকৃত হইব বলিলেন,—
 হে দেবগণ ! আমি প্রসঙ্গ হইব তেজস্বিনকে
 বরদান করিতেছি, অতএব অতিশয়িত কর
 প্রার্থনা কর । দেব বহাভে হরি এইরূপ প্রসঙ্গ
 হইবা বহানোমুখ হইলে সকল দেবগণ তাঁহাকে
 ভূতাবহ কর করিতে লাগিলেন । ১—১৮
 দেবগণ বলিলেন,—হে শরৎ ! আপনাকে
 নমস্কার করি হে পদব্রতনৃপ ! আপনাকে
 আরাধনায় নমস্কার । হে পদব্রতনৃপ ! আপনি
 পরাবর (উচ্চনীচ-) করণ, আপনায় উচ্চনে
 এই দেবগণের অসাধ্যা নমস্কার । হে
 শকাধিপ । হে কলকিন্দ ! আপনাকে আরাধনা
 নমস্কার করি । হে ত্রিমুখ ! আপনি কোমলিত,

কার্যকারণরূপায় মূলপ্রকৃতিহেতবে ।

ব্যাপ্যায় চ নমস্তভ্যঃ ব্যাপকায় নমো নমঃ ॥ ২১

এবং স্তুতস্তদা দেবৈঃ প্রসন্নো জগদীশ্বরঃ ।

• যদি প্রসন্নো দেবেশ হস্তভ্যঃ ত্রিপুরাণি চ ॥ ২২

ইত্যুক্তং বচনং তেষাং ক্রত্বা চ পুনরব্রবীৎ ।

রথঞ্চ সারথিঃ শস্ত্রাঃ কার্ম্মকং শরমুত্তমম্ ॥ ২৩

কর্তুমহঁসি যত্নেন নষ্টং মজা পুরত্রয়ম্ ।

ইতি ক্রত্বা বচস্তস্মৈ কল্পনস্তু রথস্ত চ ॥ ২৪

সৰ্বদেবময়ং দিব্যং রথং পরমশোভনম্ ।

রচয়ামাস বিশ্বার্থে বিশ্বকর্মা স্বয়ং তথা ॥ ২৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং

ত্রিপুরোপাখ্যানে ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

আপনাকে আমাদের কোটি কোটি নমস্কার । হে প্রভো ! আপনিই এ জগতের কারণ, আবার আপনিই কার্যরূপী ; হে মূলপ্রকৃতিহেতু ! আপনিই এ জগতে ব্যাপক, আবার আপনিই ব্যাপ্য, এহেন আপনাকে আমরা সদা অসংখ্য নমস্কার করি । দেবগণের এইরূপ স্তব শ্রবণে জগদীশ্বর শিব আরও প্রসন্ন হইলেন । তখন দেবকে প্রসন্ন দেখিয়া সকল সুরপতিগণ কহিলেন,—হে দেবেশ ! যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা হইলে এই দেবগণের প্রতি রূপাকটাক্ষদানে ত্রিপুরকে বিনাশ করুন । দেবগণের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পিনাকী পুনর্বার বলিলেন,—হে বিশ্বকর্মন ! তুমি “ত্রিপুর বিনষ্ট হইয়াছে” এইরূপ ভাবিয়া আমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম রথ, সারথি, কার্ম্মক, শর এই সকল যত্নপূর্বক নিৰ্ম্মাণ কর । বিশ্বকর্মা শস্ত্রের এতাদৃশ আজ্ঞা পাইয়া বিশ্বহিতের নিমিত্ত সৰ্বদেবময় সুশোভন দিব্যরথ স্বয়ং নিৰ্ম্মাণ করিলেন । ১৯—২৪ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

অথ রুদ্রস্ত দেবস্ত নিম্নিতো বিশ্বকর্মন ।

সৰ্বলোকমযো দিব্যো রথো যত্নেন সাদরম্ ॥

সৰ্বভূতময়শ্চৈব সৌবর্ণঃ সৰ্বতঃ স্মৃতঃ ।

রথাস্ত দক্ষিণং সূর্য্যো বামাস্ত্রং সোম উচ্যতে

দক্ষিণং দ্বাদশারং হি ষোড়শারং ত্র্যশস্তরম্

অরোহ তেহ বিপ্রেন্দ্রা আদিত্যা দ্বাদশৈব তু ॥

শশিনঃ ষোড়শারাস্ত কলা বামস্ত সূত্রতাঃ ।

ক্ষণাণি চ তথা তস্ত বামশ্চৈব বিভূষণম্ ॥ ১

তেভ্যঃ ষড়্ভুতবৈশ্বৈব তস্মৈবৈ বিপ্রপুঙ্গবাঃ ।

পূর্করং চাত্তবীক্ষক রথনীডক মস্তরঃ ॥ ২

অস্তাদিকুলদয়াদিস্ত উভৌ তৌ কুবরৌ স্মৃতৌ

বেগঃ সংবৎসরস্তস্মৈ অয়নে লোকধারকে ॥ ৩

সমুদাস্তস্ত চারো রথকুণ্ডলিকাঃ স্মৃতঃ ।

গজাদাঃ সরিতঃ শোণাঃ সৰ্বভরণভূষিতাঃ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—বিশ্বকর্মা, দেব কহে নিমিত্ত যত্নপূর্বক সাদবে যে দিব্য সৰ্বলোকময় নিৰ্ম্মাণ করিলেন, সেই রথ চতুর্দশভূবন সৰ্বপ্রাণিময় ও সকল সুবর্ণ-নির্ম্মিত । রথের দক্ষিণদিকের অবয়ব (চক্র) সূর্য্য ও বাম অবয়ব (চক্র) সোম । ঐ দক্ষিণ চক্র দ্বাদশ দল দ্বাদশাদিত্যময় এবং বাম চক্রের ষোড়শ দল ষোড়শকলায় । ঐ বাম চক্রে নক্ষত্র সমস্ত তাহার ভূষণ স্বরূপ হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে ঐ বাম ও দক্ষিণ ভাগে সেই সকল নক্ষত্র হইতে কল্পিত ছয় ঋতু অধিষ্ঠান করিয়া আছে সেই রথের অন্তরীক্ষ রথাত্রা, মন্দরপর্বত নীড়, উদয় ও অস্ত পর্বত যুগধারক কুবর সংবৎসর বেগ এবং অয়নরয় দুই লৌহধারক চারি সমুদ্র রথের পরিবেষরূপী হইয়া ঐ রথ

* যে স্থানে যুগকাষ্ঠ থাকে, তাহা কুবলিয়া প্রসিদ্ধ ।

হলৈশ্চ শালৈর্মুখলৈর্ভুতৈশ্চ-

গিরীশ্চকূটৈর্গিরিসম্মিতৈশ্চ ।

যযুঃ পুরস্তাদ্বি মহেশ্বরস্ত

• অদেহ-পাদোদ্ভব-বিষ্ণুমুখ্যাঃ ॥ ২৩

ননুতূর্মুখ্যঃ সর্কে দণ্ডহস্তা জটধরাঃ ।

বরযুঃ পুষ্পবর্ধাণি খেচরাঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ২৪

পুরত্রেয়ৈ চ বিপ্রেস্তা ব্রজন্ সর্কে গণেশ্বরাঃ ।

প্রক্রন্দুঃ কুন্দদন্তশ্চ কম্পনশ্চ প্রকম্পনঃ ॥ ২৫

ইন্দ্রশ্চৈন্দ্রযবশ্চৈব যন্তা হিমকরস্তথা ।

শতাক্ষশ্চৈব পঞ্চাক্ষঃ সহস্রাক্ষো মহোদরঃ ॥ ২৬

শতজিহ্বাঃ শতশ্রুশ্চ কঙ্কটঃ কটপূতনঃ ।

দ্বিশিরাস্ত্রিশিরাস্ত্রৈশ্চ তথা হে কাননস্তথা ॥ ২৭

অজবক্রো হরবক্রো গজবক্রোহর্দ্ববক্রকঃ ।

ইত্যাদ্যাঃ পবিত্রাশোশং লক্ষা লক্ষণবর্জিতাঃ ॥ ২৮

সমাবৃত্য মহাদেবঃ তদাচ্যুস্ত মহেশ্বরাঃ ।

দধুঃ সমর্থো মনসা ক্ষণেন সচরাচরম্ ॥ ২৯

সর্বং কিমর্থং ত্রিপুরং পিনাকী

স্বয়ং গতশ্চাত্র গণৈশ্চ সার্কম্ ।

ইত্যাदि आयुध ग्रहण करिया हस्ती, अश्व, रथ, सिंह, वृष प्रभृतिতে আরোহণ করত গমন করিতে লাগিলেন। তখন দণ্ডপাণি জটধারী মুনিগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, খেচর সিদ্ধ-চারণগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং প্রক্রন্দু, কুন্দদন্ত, কম্পন, প্রকম্পন, ইন্দ্র, ইন্দ্রযব, যন্তা, হিমকর, শতাক্ষ, পঞ্চাক্ষ, সহস্রাক্ষ, মহোদর, শতজিহ্বা, শতশ্রু, কঙ্কট, কটপূতন, দ্বিশিরা, ত্রিশিরা, একানন, অজবক্র, হরবক্র, গজবক্র, অর্দ্রবক্র ইত্যাदि লক্ষণবর্জিত অসংখ্য গণেশ্বর-গণ, ঈশ্বর দেবদেবের অমুগামী হইয়া সেই পুরত্রেয়ে গমন করিতে লাগিল। পরে সেই সকল শিব-গণ মহাদেবসমীপে আগমন করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল,—স্বয়ং যিনি মনে করিলেই কণকাল মধ্যে এই সচরাচর জগৎ বিনাশ করিতে পারেন, আশ্চর্যের বিষয় যে, সেই এই পিনাকী, ত্রিপুর বিনাশের নিমিত্ত গণপরিবৃত হইয়া গমন করিতেছেন! ইহাতে

রথেন কিঞ্চাত্র শরেন তস্ত

গণৈশ্চ কিং দেবগণৈশ্চ শস্ত্রাঃ ॥ ৩০

কিন্তুত্র কারণং হেতুদুষ্টানাং প্রত্যয়ায় বৈ ।

লোকেষু স্থাপনার্থং বৈ যশঃ পরমলাপহম্ ॥ ৩১

অগ্ন্যচ্চ কারণং তুভ্যং বদামি ঋষিসত্তম ।

সর্বেষুপি চ দেবেষু মত্তা * নাত্তো বিশিষ্যতে

তস্মিন্ স্থিতে মহাদেবে রুদ্রে বিততকার্ম্মকে ।

পুরাণি তেন কালেন জগ্মুরেকত্বমাস্ত বৈ ॥ ৩৩

একীভাবং গতেহত্রৈব ত্রিপুরত্বমুপাগতে ।

বভূব তুমুলো হর্ষো দেবানাং সুমহাস্থনাম্ ॥ ৩৪

ততো দেবগণাঃ সর্কে সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।

জয়েতি বাচো মুমুচুস্তবস্ত*চাষ্টমূর্তিনম্ ॥ ৩৫

অথাহ ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ জগতাং পতিঃ ।

সময়োহপি তদা জাত একত্বমপি চাগতম্ ॥ ৩৬

অথাধিজ্যং ধনুঃ কৃতা শর্কঃ সঙ্কায় তং শরম্

উহার রথেই বা কি প্রয়োজন, শরেই বা

প্রয়োজন এবং এই গণ ও দেবগণেই বা

প্রয়োজন? তবে যে, দেব এই রথাদি সং

করিয়াছেন, ইহা কেবল দুষ্টগণের নিকট স্বমাহ

দেখাইবার নিমিত্ত ও লোকে নিশ্চল যশ বি

করিবার নিমিত্তই জানা যাইতেছে। ১৫—৩

হে ঋষিসত্তম শৌনক! আপনাকে আমি আ

এক কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সব

দেবগণের মধ্যে দেব শিবই সর্বজ্ঞ, ত

আপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ বা সর্বজ্ঞ না

এহেন মহাদেব রুদ্র যখন সজ্জিতকার্ম্মক হই

রহিলেন, তখন সেই পুরত্রেয় এক হইয়া যাই

সেই পুরত্রেয় এক হইয়া ত্রিপুর নাম ধা

করিলে, সুমহাস্থা দেবগণের তুমুল হর্ষ হই

পরে দেবতা, সিদ্ধ ও পরম ঋষিগণ “দেবদে

জয় হউক” এইরূপ জয়ধ্বনি করত তাঁহার ও

অষ্ট মূর্তিকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন

ব্রহ্মা ও জগৎপতি বিষ্ণু বলিলেন,—হে দে

সময়ও হইয়াছে এবং পুরত্রেয় মিলিতও হ

য়াছে। পরে মহাদেব চাপে তুণ আরো

য পাণ্ডপতাপ্তেণ ত্রিপুরং তমচিস্তয়ং ॥ ৩৭
 স্নাত্যন্তি দেবেশ বিপ্রায়োগং পুত্রানি বৈ ।
 য দেবো মহাদেবঃ সাবজং তদবৈকৃত ॥ ৩৮
 ত্রয়ং বিরূপাক্ষস্তং কণাস্তমসাসংকৃতম্ ।
 ত্রিপাথ দেবেশ বীক্ষণেন জগদ্রমম্ ॥ ৩৯
 যদ্যশোবিদ্রুতং শরং মোকুমিহাচসি ।
 কণাং ত্রিপুরং দদ্ধা ত্রিপুরং তচ্ছরঃ কণাং ॥
 বদেবঃ নমস্কৃত্য সমাসাদ্য ব্যবস্থিতঃ ।
 জে পুরত্রয়ং দধঃ দৈত্যাকোটিনীতরুতম্ ॥ ৪১
 ত্বা তেন কল্যাণে কল্যাণেন জগদ্রমম্ ।
 পূজয়ন্তি তত্রাপি দৈত্যা কলং সত্যকবঃ ।
 নপত্য যযুঃ সর্গে ভবপূজাবিদেদলাং ॥ ৪২
 কিঞ্চিদব্রবন্ দেবাঃ সেন্দ্রোপেন্দ্রাদনুসৃত্বা ।
 স্নানেন নিরীক্শ্যেব দেবীক দিমবঃ সূতাম্ ॥ ৪৩
 তু ভীতঃ তদানীকং দেবানামধিপুংসবঃ

গরি পাণ্ডপতাপ্ত অস্ত যোজিত করত সেই ত্রিপুর
 দদ্ধা করিয়া শরসঙ্কলন করিয়াই চিত্ত করিতে
 লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবেশ ।
 এই ত্রিপুর যেন বিদ্রুত না হয় । ব্রহ্মার এতা-
 দৃশ বক্তা শ্রবণে মহাদেব সেই ত্রিপুরে অবস্থান-
 পূর্বক এইরূপে দৃষ্টিনিরূপ করিলেন, যেন সেই
 দৃষ্টিনিরূপে পুরত্রয় ভঙ্গ হইয়া বাইল। তখন
 দধিবা ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবেশ । কটাক্ষ-
 পাতেই এই ত্রিঙ্গকে দধ করিতে সমর্থ
 হইয়াও কেবল আমাদিগের কৌতুহলবশতের নিমিত্ত
 আপনাকে ঐ ত্রিপুর উদ্দেশ্যে শরনিরূপ করিতে
 হইবে। সেই সময় শিবমুখ শর ত্রিপুরে আশ-
 মন করিয়া তাহাকে দধ করত দেবদেবকে
 নমস্কারপূর্বক সেই স্থানেই অবস্থান করিতে
 লাগিল। সেই শতকাচি দৈত্য-পল্লিত পুরত্রয়
 শিববাণে দধ হইয়া, প্রলয়কালে ক্রমক্রমে
 দধ ত্রিঙ্গভেদে স্থায়, শোভমান হইল। তাহার
 মধ্যে যে সকল দৈত্য সবাঙ্কবে ক্রমকে পূজা
 করিল, তাহারা শিবপূজার প্রভাবে বাবপজ
 লাভ করিল। ৩২—৪২। বিষ্ণু পুরুষের একুত্তি
 সুরপতিগণ, তদানীতন পার্শ্বভী পরমেশ্বরের
 রূপ অবলোকনে ভীত দেবদৈত্যসকলকে দেখিয়া

কিকোত্যাহস্তদা দেবাঃ প্রণেমুস্তে সমস্ততঃ ॥ ৪৪
 তুষ্টিম তুষ্টিভদ্রয়ো ব্রহ্মা দেবৈঃ সমাচিস্তে ।
 বিষ্ণুনা চ ভবঃ দেবঃ ত্রিপুরাং মহেশ্বরম্ ॥ ৪৫
 পিতামহ উবাচ ।
 প্রসীদ দেবদেবেশ প্রসীদ পরমেশ্বর ।
 প্রসীদ জগতাং নাথ প্রসীদানন্দদায়ক ॥ ৪৬
 ওঙ্কারায় নমস্কৃত্যামৃতপায় নমোহস্ত তে ।
 সগুণায় নমস্কৃত্যঃ সর্গেশায় নমোহস্ত তে ॥ ৪৭
 সল্যশিবায় শাস্ত্রায় মহেশ্বায় পিনাকিনে ।
 সন্দোজায় শরপায় সন্দোজাতায় তে নমঃ ॥ ৪৮
 সর্গেশ্বরে দেবতঃ সর্গে নমস্কৃত্য পৃথক তম ।
 চক্রেণ পরমপ্রীতঃ প্রার্থয়তঃ সল্যশিবম্ ॥ ৪৯
 অশ্বমেধ

ভববন দেবদেবেশ ত্রিপুরাত্ত শরম্ ॥ ৫০
 ইতি তক্তিঃ পরা মেহা প্রসীদ পরমেশ্বর ।
 প্রসীদ ভক্তির্ভেদেণ সন্দোজাত সর্গেশ্বর ॥ ৫১
 ভববনোহপি ভববান নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ।

কিছু বলিলেন না; কিন্তু দেবদেব “একি হইল”
 বিষয়-বিকলচিত্তে এইরূপ বলিয়া চতুর্দিকে
 দেবদেবকে নমস্কার করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা
 ও বিষ্ণু, সকল দেবদেবের সহিত সগুণ-হরয়ে
 ত্রিপুরায় মহেশ্বর ভবকে ভব করিতে লাগি-
 লেন। পিতামহ বলিলেন,—হে পরমেশ্বর
 দেবদেবেশ! হে আমদেবদেব জগদ্রাধ! আপনি
 প্রসন্ন হউন। হে ওঙ্কারবহুশিন! আপনাকে
 নমস্কার। হে সর্গেশ্বর! আপনি নির্গুণ হইয়াও
 সগুণ, আপনাকে নমস্কার। হে সল্যশিব শাস্ত্র!
 হে মহেশ্বর! হে পিনাকিন। সর্গেশ্বর, শরপা,
 সন্দোজাত আপনাকে আমদা নমস্কার করি।
 সকল দেবদেব এইরূপ কৃত করত পরম
 আনন্দিত-হরয়ে সল্যশিবকে পৃথক পৃথক প্রণাম
 করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহি-
 লেন,—হে ভববন দেবদেবেশ ত্রিপুরাত্ত
 শরম্! হে পরমেশ্বর! হে আপনাকে
 আমাদিগের ভক্তি থাকে, প্রসন্ন হইয়া প্রসন্ন
 দান করুন। হে দেবেশ! কপালভীক যদে
 প্রসন্ন হইয়া এই দেবদেবকে ভক্তিভর্য সবার

কৃতাজ্জলিপুটে ভূত্বা গ্রাহ দেবক শঙ্করম্ ॥ ৫২
 নির্গুণায় নমস্তত্যং পুনঃ সগুণায় চ ।
 পুনঃ প্রকৃতিরূপায় পুনঃ পুরুষায় চ ॥ ৫৩
 পঞ্চাদৃগুণস্বরূপায় ততো বিশ্বাস্ত্রনে নমঃ ।
 ভক্তিপ্রিয়ায় শান্তায় শিবায় পরমাস্ত্রনে ॥ ৫৪
 সদাশিবায় রুদ্রায় জগতাং পরমেশ্বরে নমঃ ।
 ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়া মেহদ্য বন্ধমানা ভবতিতি ॥ ৫৫
 সর্বৈ দেবা প্রণমোচ্ছতঃ পরমেশ্বরম্ ।
 প্রসাদ জগতাং নাথ প্রসাদ পরমেশ্বর ॥ ৫৬
 প্রসাদ সর্বকর্তা ত্বং নমামঃ শঙ্করং মুদা ।
 ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্মাকং নিত্যং স্তাদনপায়িনী ॥ ৫৭
 ইতি স্তুতঃ স দেবেশঃ শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ।
 প্রসন্নোহস্মি বরং ক্রত বচনং হ্যন্তবাংস্তদা ॥ ৫৮
 সর্বদেবা উচুঃ ।
 যদি প্রসন্নো ভগবন্ যদি দেসো বরস্তয়া ।

প্রদান করুন। ৪৩—৫১। পরে ভগবান্ জন্মার্দ্দন বিষ্ণুও মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে প্রকৃতি-পুরুষরূপিন্! যিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণস্বরূপী, সেই আপনাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। হে গুণস্বরূপিন্! হে বিশ্বাস্ত্রন! আপনাকে আমার পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে ভক্তিপ্রিয় শান্ত পরমাস্ত্রন শিব! হে জগৎপতে সদাশিব রুদ্র! আপনাকে নমস্কার করি। প্রসন্ন হইয়া এই বর দান করুন, যেন আপনাতে আমার ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহার পর সকল দেবগণ পরমেশ্বরকে নমস্কার করত প্রার্থনা করিলেন,—হে জগন্নাথ পরমেশ্বর! আপনি এই দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে শঙ্কর! আপনি সর্বকর্তা, হে দেবেশ! আমরা নমস্কার করিতেছি, যেন আপনাতে আমাদের দৃঢ়ভক্তি অবিনশ্বরী হইয়া নিয়ত অবস্থান করে। লোক-স্তবকর সর্বদেবেশ শঙ্কর এইরূপে দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ৫২—৫৮। তখন দেবগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া

যদি দুঃখস্ত দেবানাং জাহতে দেবসন্তম ॥ ৫৯
 তদা ত্বং প্রকটীভূত্বা দুঃখং নাশয় সর্বদা ।
 ইত্যুক্তো ভগবান্ রুদ্রস্তথা চান্ত নিরস্তরম্ ॥ ৬০
 স্তবেনানেন তুষ্টোহস্মি দাস্তামি সর্বদা ধ্রুবম্ ।
 যদতীষ্টতমং লোকে তং সর্বক প্রদস্তবান ॥ ৬১
 এতস্মিন্নস্তরে তে বৈ মুণ্ডিনঃ সমাগতাঃ ।
 প্রণমোচ্ছতঃ তান সর্বান বরং কিং করবামহে ॥ ৬২
 তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুঃ স্তম্ভাদয়োহব্রবন্ ।
 তাবদ্রুত্বলী সেবা যাবৎ কলিঃ সমাপ্রজেৎ ॥ ৬৩
 নমস্তুত্যা গতাস্তত্র যথোদ্দিষ্টং সমাপ্রয়ম্ ।
 তে সর্বৈ চ তদাজ্জপ্তা দেবা ধাম স্বকং যযুঃ ॥ ৬৪
 শৃণোতীহ সদা যো বৈ সর্বান কামানবাঞ্ছয়াং ॥
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুৰাণে জ্ঞানসংহিতায়াং
 ত্রিপুরবধো নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪

আমাদিগের প্রতি বরদানোন্মুখ হইয়াছেন, তাহা হইলে এই প্রার্থনা,—হে দেবসন্তম! যখন দেবগণের দুঃখ হইবে তখন আপনি আবি-ভূত হইয়া এই শরণাগত দেবগণের দুঃখ নাশ করিবেন। দেবগণের এই প্রার্থনা শুনিয়া ভগবান্ রুদ্র “তথাস্ত” বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, আর “হে দেবগণ! তোমাদিগের স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব এই ত্রিলোকের মধ্যে তোমাদিগের যাহা যাহা অভিলষিত আছে, তাহা তোমাদিগকে ইহলোকেই দান করিতেছি” এই বলিয়া তিনি সকল অভিলষিত প্রদান করিলেন এই অবকাশে সেই মুণ্ডিগণ সমাগত হইয়া প্রণাম করত সেই দেবগণকে বলিল,—আমাদের এখন কি করিতে হইবে? তাহাদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত কলিযুগ আগমন না করে, সে পর্য্যন্ত তোমরা মরুভূমিতে যাইয়া বাস কর। সেই মুণ্ডিগণ এইরূপ আদেশ পাইয়া, যথোদ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, আর দেবগণও স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। যে এই ত্রিপুর-বিজয়োপাখ্যান কীর্তন করে, সে

সুত উবাচ

35-44545

रहस्य है:

सर्वोदय समन्वय मण्डल, भागलपुर विभाग

5701-5702, 5703

তত্ কহিলেন—জাহান পাহাৰানি নক
 পন ধামে গমন করিবা সকল দুৰ্ভাগ্য ও
 গৰাক অজ্ঞান করিবা হসিত হাশিত
 লেন—যদি তেমনসিগর লভনাত হইত
 ও যদি তেমনসিগি প্রাৰ্থন কর, তাহা
 ল আমার দক্ষি কীদসমুদ্র তীরে গমন
 তে দরুন হও। নকর এতদংশ বক্তা
 য়া সেই নকল দেব ও নকিল, দেবাসে
 হিত-কারক কিছু বিব্রাজমান, সেই সঙ্গে
 হিত হইলেন। এইরূপে দেবদেব সেই
 আগমন করিবা দেবদেব জনাৰ্জুনকে নানা-
 রূপে দূৰ করিতে লাগিলেন। তখন
 গণ বলিলেন,—তে তত্-কর নকর অত্যাচার
 দেব উগরাধ। তে নকর, অত্যাচার নকর।

[illegible]

• **फोटो: शांतिपुराणी पर्वतक**

প্রসীদ দেবদেবেশ প্রসীদ পুরুষোত্তম ।
 প্রসীদ জগতাং নাথ প্রসীদ করুণাকর ॥ ১৩
 ইতি স্তুতস্তদা দেবৈঃ প্রসন্নো জগদীশ্বরঃ ।
 দর্শয়ামাস রূপং স্বং দর্শয়ন্ তত্ত্ববশ্যতাম্ ॥ ১৪
 উচুস্ত চ তদা দেবা জয়েতি চ শুভং বচঃ ।
 তান্ দৃষ্ট্বা চ তদা বিষ্ণুরব্রবীৎ পরমং বচঃ ॥ ১৫
 কথং সমাগতা যুয়ং কিং কার্য্যং বিদ্যাতেহধুনা ।
 ইতি পৃষ্টাস্তদা তেন অব্রবন বচনং শুভম্ ॥ ১৬
 ব্রহ্মাদ্যা উচুঃ ।

কৃপয়া তব দেবেশ সর্বং দুঃখং ব্যলীয়ত ।
 তথাপি পৃচ্ছাতে ত্বাক সর্বদেবহিতায় বৈ ॥ ১৭
 নিত্যং সেবা তু কষ্টেব কার্য্যা দুঃখাপহা ধ্রুবম্ ।
 ময়া চ দৈবতৈঃ সর্বৈর্ধ্বং সেবাকোপদিগ্ধতাম্ ॥
 ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৯
 শ্রীভগবানুবাচ ।

ভো ব্রহ্মন শ্রয়তাং সম্যক্ শ্রুতক্ ভবতা পুবা ।

বিতরণ করুন । এইরূপ স্তব করিয়া সেই দেব-
 গণ “পুরুষোত্তমের জগ হউক” এইরূপ জয়ধ্বনি
 করত পুনর্বার স্তব করিতে লাগিলেন,—হে
 দেবেশ পুরুষোত্তম ! প্রসন্ন হউন । হে করুণাকর
 জগন্নাথ ! এই সেবকগণের প্রতি প্রসন্ন হউন ।
 দেবগণের এইরূপ স্তবে প্রসন্ন হইয়া জগদীশ্বর
 বিষ্ণু দেবগণকে স্বকীয় স্বরূপ দেখাইয়া, আপ-
 নার ভক্তাধীনতা প্রকাশ করিলেন । ১—১৪ ।
 সেই সময় দেবগণ ভূয়োভূয়ঃ জয়ধ্বনি করিতে
 লাগিলেন । বিষ্ণু সেই দেবগণকে অবলোকন
 করিয়া পরম ক্রতীসুখকর বাক্যে বলিলেন,—হে
 দেবগণ ! তোমরা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ,
 এখন তোমাদের কি কার্য্য আছে ? বিষ্ণু কর্তৃক
 এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ
 বলিলেন,—হে দেবেশ ! আপনার কৃপায় আমা-
 দিগের সকল দুঃখ বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি সকল
 দেবগণের হিতের নিমিত্ত এই জিজ্ঞাসা করি-
 তেছি যে, নিয়ত কাহার সেবা করিলে সকল
 দুঃখ বিনষ্ট হয় ? আর সেই দুঃখনাশের
 নিমিত্ত আমরা কাহাকে সেবা করিব, সেই
 উপদেশ প্রদান করুন । ব্রহ্মাদি দেবগণের

তথাপি কথ্যতে তুত্যাং দেবেত্যশ্চ তথা পুনঃ
 দৃষ্টক ১ দৃষ্টতেহৈদ্যেব কি পুনঃ পৃচ্ছাতেহধুনা
 যদি সেব্যঃ সদা দেবাঃ শঙ্করঃ সর্বদুঃখহা ।
 মমাপি কথিতং তেন ব্রহ্মণোহপি বিশেষতঃ ॥
 প্রস্তুতকৈব দৃষ্টক সর্বং দৃষ্টাস্তমদ্বুতম্ ।
 সন্ত্যজ্য দেবদেবেশং লিঙ্গমুত্তিং মহেশ্বরম্ ॥ ২ঃ
 তারপুত্রাস্তথৈতে বৈ নষ্টাস্তে চৈব বাক্শ্বাঃ ।
 ময়া চ মোহিতাস্তে বৈ মায়ায়া দ্রুতঃ কৃতাঃ ॥ ২৩
 সর্বৈ বিনষ্টাঃ প্রধ্বস্তাঃ শিবেন রহিতা যদা ।
 তস্যাং সদা পূজনীয়ে লিঙ্গমুত্তিধরো হরঃ ॥ ২১
 যদি সুখং সুরেশাশ্চ নৈরন্তর্য্যং ভবেদিহ ।
 পূজনীয়ঃ শিবো নিত্যং শ্রদ্ধয়া দেবপুঙ্গবৈঃ ॥ ২২
 সর্বলিঙ্গমযো দেবঃ সর্বলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 তস্যাং সম্পূজয়েন্নিত্যং যদিচ্ছৎ সিদ্ধিমাশ্বনঃ ॥ ২৬

তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভগবান বিষ্ণু বলিলেন,
 হে ব্রহ্মন ! আপনার প্রষ্টব্য বিষয় বলিতেছি
 শ্রবণ করুন । ইহা আপনিও পূর্বে শুনিয়া-
 ছিলেন ; তাহা হইলেও আমি পুনর্বার আপনার
 ও দেবগণের সকাশে বলিতেছি শ্রবণ করুন
 সর্বদুঃখ নাশের নিমিত্ত শঙ্কর যে সদা সেবনীয়
 হে দেবগণ ! ইহা তোমরা পূর্বে দেখিয়াছ ও
 এখনও দেখিতেছ, তবে কেন পুনর্বার জিজ্ঞাসা
 করিতেছ ? এ বিষয় সেই দেবেশ্বর মহাদেব
 আমার ও ব্রহ্মার সমক্ষে বিশেষরূপে বলিয়া-
 ছেন । আর তোমরা ইহার অদ্বুত প্রকৃত
 দৃষ্টান্তও দেখিতে পাইয়াছ, তাহার শেষে যে কি
 হইল, তাহাও দেখিয়াছ,—এই তারকপুত্রগণ
 লিঙ্গমুত্তি দেবেশ মহেশ্বরকে অনাদর করিয়া
 সবাক্শ্বে বিনষ্ট হইল । আমি প্রথমতঃ তাহা-
 দিগকে মায়ায় মোহিত করিয়া দূর করিয়া দিলাম ;
 পরে যখন ইহারা শিবকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল
 তখন সকলে বিনষ্ট হইল । অতএব হে
 সুরেশ্বরগণ ! যদি নিরন্তর সুখলাভ বাসনা
 থাকে, তাহা হইলে সর্বদা লিঙ্গমুত্তিধর হরকে
 পূজা করা উচিত । এক্ষণে এই দেবপুঙ্গবগণেরও

১. বৃষ্টমিতি চ পাঠঃ কচিদদৃষ্টতে ।

সেই নিমিত্তসেই দেবতাও মানবঃ ।
 যেক্ষে তথা ব্রহ্মন্ কিমর্থং বিমুখতঃ স্বয়ং ॥ ২৭
 মর্ত্যে ত্বং লিঙ্গমুত্তমং সংসিদ্ধো নাত্ৰ সংশয়ঃ ।
 ইচ্ছাসিদ্ধিরক্ষয়িত্বাৎ যেন কেনাপি বে স্বয়ঃ ॥ ২৮
 ॥ হানিস্তমহচ্ছিন্নং সোহধর্মঃ সঃ চ মৃত্যুঃ ॥
 ক্ষুণ্ণং কণং বাপি শিবকৈব ন চিহ্নয়েৎ ॥ ২৯
 ভবতুপিরা যে চ ভবপ্রপত্তচেতসঃ ।
 ভবসংসরণা যে চ ন তে হুঃখস্ত ভাজনম্ ॥ ৩০
 ভবানি মনোভানি বিবিধভরণাঃ স্থিরঃ ।
 ধনক তুষ্টিপৰ্য্যন্তং পুত্রপৌত্রাদিসমুত্তমম্ ॥ ৩১
 আরোগ্যক শরীরে চ বস্ত্রানি বিবিধানি চ ।
 বাহনানি চ দিধানি প্রতিষ্ঠাকাপ্যলোকিকীম্ ॥ ৩২

যে দর করিবার নিমিত্ত, সেই সঙ্গে লিঙ্গ
 ইচ্ছামিহ্মে প্রতিষ্ঠিত সর্বলিঙ্গময় দেব শিবকে
 জ্ঞা করা কর্তব্য । অতএব সেবণ! তোমরা
 শি আপনায় সিদ্ধি লাভ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে
 নিয়ত শিবকে পূজা করিতে রত হও । দেখ,
 এই কি সে, ক মানব, কি দেতা, কি অমর,
 সকলেই সেই লিঙ্গপূজার বলে সিদ্ধিলাভ
 করিয়াছি । হে ব্রহ্মন্! ইহা আপনি জানি-
 য়াও কেন বিমুখ হইয়াছেন? হে ব্রহ্মন্!
 আপনি সিদ্ধির নিমিত্ত সেই লিঙ্গমুত্তম পুত্র
 করুন; ইহাতে যে সিদ্ধি লাভ হইবে, অধিক
 কোন সংশয় নাই । হে স্বরূপ! তোমরাও
 নিয়ত লিঙ্গমুত্তম পূজা করিবে, কদাচ অত্যা-
 করিও না । ১৫—২৮ । এমন কি, মুহুঃ ব-
 কণমাত্রও যে শিবচিন্তা না করা, তাহা কেবল
 হানি, মহৎ ছিদ্র ও মাত্র মৃত্যুপ্রকাশ আনিবে ।
 আর বাহারা ভবতুষ্টিপরাগ, ভবপ্রপত্তচেতা, ও
 ভবসংসরণ-ভূপরা, তাহারা কখনও হুঃখভাজন
 হয় না জানিবে । মনোভা ভবন, বিবিধ ভাত-
 গড়বিভা, স্ত্রী, তুষ্টি পর্যন্ত ধন, পুত্রপৌত্রাদি
 ভিত্তি, পারীৱিক আরোগ্য, বিবিধ বস্ত্র, দিবা-
 বাহন, হিতকর মিত্র, আয়, মান, আলোকিকী

* বচনায়ম সত্তমা ইতি পাঠ্যভবম্ ।

যে বাহ্যি মহাত্মা বস্তুক ত্রিবিধায়ম্ ।
 আয়ুর্জা চ ধন মানঃ মিত্রাণি চ ভক্তানি চ ॥ ৩৩
 অহং ত্রিকালসংকল্পে তেহং ত্রিগুণি সদাশিবম্ ।
 লিঙ্গং পূজতে নিত্যং যে সে তুষ্টিপরাগমঃ ॥ ৩৪
 তত্ৰ বে সকল সিদ্ধির্ব স পাটপাঙ্গিনীপুতে ।
 ইত্যা ক্রান্ত তদা দেবাঃ প্রাণীভ্য হরিঃ স্বয়ং ॥ ৩৫
 লিঙ্গানি প্রার্থয়ামাহুঃ সর্বকামাশ্চ নৃণাম্ ।
 হরিরাপি তবা ত্র্যম্বকং ভূপদেবদেব ॥ ৩৬
 লিঙ্গানি চ স্বয়ং দেব কল্পয়িত্বা ভক্তানি চ ।
 দেৱান সর্বসেবেত্যা বচনায়ম সত্তম ॥ ৩৭
 লিঙ্গানি কল্পয়িত্বৈবকাঞ্চনাদিসুতপতঃ ।
 বিবকম্ মণো ভেতা নিয়োগদ্বন্দ্বকঃ প্রভোঃ ।
 ভূপদেব কথং মন্যে ভবত মূৰ্খমতমঃ ।
 পরমপমমং শত্রুং হেমং বিপ্রবদঃ মুখ ॥ ৩৮
 শীতং মণিময়ং বস্তুং বস্ত্রং ক্রান্তমশ্বিনম্ ।
 হস্তনৌলময়ং বস্ত্রং বস্ত্রং হেমময়ং তবা ॥ ৩৯
 বিবকম্ বস্ত্রং ভোক্তা নিয়োগদ্বন্দ্বকঃ প্রভোঃ ।

প্রতিষ্ঠা করে' বস এবং শেষে যুক্তিজন্য
 ইত্যাদি বস্ত্র লাভ করিতে ব্রহ্ম করে, তাহারা
 সদাশিবের অঙ্গনপরাগ হইক । যে ব্যক্তি
 নিয়ত ভক্তিপরাগ হইয়া লিঙ্গপূজা করে, সে
 সকল সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় এবং সে
 ব্যক্তি কখন পাপপঙ্কজ হইলও হয় না । ব্রহ্মার
 এইরূপ উপদেশ প্রদানে সেবণ হরিক প্রদান
 করত মনুষ্যগণের সমস্ত মঙ্গল নির্বিকল লিঙ্গ
 মুক্ত প্রাপ্তি করিলেন । সেবণের প্রার্থনায়
 হরি ও ব্রহ্ম, বিবকম্কে বলিলেন,—হে বিব-
 কম্! তুমি উত্তম উত্তম লিঙ্গমুত্তম লিঙ্গ
 করিয়া মনুষ্যগণের আজ্ঞায় এই দেবদত্তকে
 প্রদান কর । বিবকম্ এইরূপ এক-বাক্য
 পাইয়া লিঙ্গমুত্তম লিঙ্গমুত্তম সেই সকল
 দেবদত্তকে বোপ্যত অঙ্গুসারে প্রদান করিলেন ।
 হে ভবিসত্তমগণ! যিনি যে ভক্তের পূজায়
 অধিকারী, সেই বিষয় এখন বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন । ইহা পরমপমমং লিঙ্গের পূজা করেন;
 সুবের প্রবাসি লিঙ্গমুত্তম পূজা করেন, এবং
 বস শীতমশ্বিন, বস্ত্র ক্রান্তমশ্বিন, মণিময়

আরকুটময়ঃ বায়ুরধিনো পার্শ্বিৎ তদা ॥ ৪১
 লক্ষ্মীং স্ফটিকং দেবী আদিত্যাস্তান্নিনির্মিতম্ ।
 মোক্তিকং সোমরাজো বৈ বজ্রলিঙ্গং বিভাবহম্ ॥ ৪২
 মৃন্ময়কৈব বিপ্রেন্দ্রা বিপ্রপত্ন্যস্তথৈব চ ।
 চন্দ্রেনৈব কৃতং যথৈব ময়ঃ পূজয়তে শিবম্ ॥ ৪৩
 অনন্তাদ্যাস্তথা নাগাঃ প্রবালকময়ঃ শিবম্ ।
 দৈত্যাস্ গোময়ং লিঙ্গং রাক্ষসাস্ মহাবলাঃ ॥ ৪৪
 লোহময়ং তথা লিঙ্গং পিশাচাঃ পূজয়ন্তি হি ।
 শিবা দেবী সদা পূজ্যা নবনৌতবিনির্মিতম্ ॥ ৪৫
 দারুজং নির্ঝতিভক্ত্যা যোগী ভস্মময়ং তথা ।
 সূর্য্যপত্নী পিষ্টময়ং ব্রহ্মাণী রত্নসম্ভবম্ ॥ ৪৬
 দধিময়ং তথা যক্ষাঃ পূজয়ন্তি নিরন্তরম্ ।
 এবংবিধানি লিঙ্গানি দস্তানি বিশ্বকর্ষণা ॥ ৪৭
 তে পূজয়ন্তি সর্কে বৈ দেবা ঋষিগণাস্তথা ।
 ব্রহ্মা চৈব তথা বিষ্ণুরন্ত্রে দেবাশ্চ যে পুনঃ ॥ ৪৮
 পূজয়ন্তি তদা দেবং নিত্যং সিদ্ধিসমীহয়া ।

ইন্দ্রনীল মণিময়, ব্রহ্মা সূবর্ণময়, বিশ্বদেব ও
 বসুগণ রৌপ্যময়, বায়ু আরকুটময় (পিত্তলময়),
 অগ্নিনীকুমার মৃত্তিকাময়, লক্ষ্মী স্ফটিকময়,
 আদিত্যগণ তাম্রময়, চন্দ্র মুক্তাময়, অগ্নি হীরক-
 ময়, বিপ্র ও বিপ্রপত্নীগণ মৃত্তিকাময়, ময়দানব
 চন্দনময়, অনন্তাদি নাগগণ প্রবালময়, পিশাচ-
 গণ লোহময় এবং দৈত্য ও রাক্ষসগণ গোময়
 নির্মিত লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে । আর শচী
 প্রভৃতি দেবীগণ-পূজিতা পার্শ্বভী, নবনৌত-
 নির্মিত লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন, নিষ্কৃতি
 দারুনির্মিত লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন, যোগী
 ভস্মনির্মিত লিঙ্গের পূজা করেন এবং সূর্য্যপত্নী
 ছায়া পিষ্টকময়, ব্রহ্মাণী রত্নময় ও যক্ষগণ
 দধিময় লিঙ্গের পূজা করেন । বিশ্বকর্ষা
 এইরূপ অধিকারানুসারে সকলকে লিঙ্গমূর্ত্তি
 প্রদান করেন । ২৯—৪৭ । সেই অবধি
 সকল দেব ও ঋষিগণ বিশ্বকর্ষ-সকাশে সেই
 লিঙ্গমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পূজা করিয়া
 থাকেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অত্যাগ্র দেবগণ
 সিদ্ধিলাভের বাসনায় সেই অবধি বিশ্বকর্ষ-
 সকাশে প্রাপ্ত লিঙ্গমূর্ত্তির নিরন্ত পূজা করেন ।

তথা কৃত্বা চ লিঙ্গানি দেবানীং হিতকাম্যম্ ॥ ৪৯
 পূজাবিধিং সমাচর্য্যো ব্রহ্মণেন্দ্রনস্তশতয়ে ।
 তক্ষুত্বা বচনং বিষ্ণোব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ ॥ ৫০
 জগাম চ স্বকং ধাম হর্ষনিভরমানসঃ ।
 বিষ্ণুচাত্তাইতস্তত্র হ্যপদিষ্ট তথাবিধম্ ॥ ৫১
 তত্রাগতা ঋষীন সর্কান দেবাশ্চৈব তথা পুনঃ
 শিবপূজাবিধিং সম্যক্ কথয়ামাস নিঃশলঃ ॥ ৫২
 যং বিধিক তথা কৃত্বা লোকানাং ফলমুত্তমম্ ।
 ভবতীতি শ্রুতিভিত্তা তস্মাৎ পূজ্যো হরঃ সদা ॥
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং পূ-
 বিধানং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

শ্রুত শ্রুত মহাভাগ কিং জাতং তদনন্তরম্ ।
 ব্রহ্মণা চ কথং প্রোক্তং পূজাবিধিঃ শিবস্ত চ ॥

বিষ্ণু এইরূপে দেবগণের হিতের নিমিত্ত লি-
 মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া অনন্তশক্তি ব্রহ্মাকে শি-
 পূজা বিধি বলিলেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু সকল
 সেই শিবপূজা বিধি শ্রবণ করিয়া হর্ষনি-
 মানসে দেবগণের সহিত স্ব স্ব ধামে গমন
 করিলেন । বিষ্ণুও এইরূপ শিবপূজাবিধি
 উপদেশ দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন
 ব্রহ্মাও, “যে পূজাবিধি অনুষ্ঠান করিলে উত্তম
 ফল লাভ হয়, সেই পূজাবিধি সকলকে উপদে-
 দান করিব” এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া স্ব
 আগমন করত সমাহিতচিত্তে সকল দেব ও ঋ-
 গণকে শিবপূজা বিধি উপদেশ করিলেন
 অতএব হে ঋষিসত্তমগণ! সকলের সর্ক
 শিবপূজা করা অবশ্য কর্তব্য । ৪৮—৫৩ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ শ্রুত
 ইহার পর কি কি ঘটনা হইয়াছিল এ

খা ৫ কথিত্তেন তথা কং কথ্যাপুনা ।
হিততচনং কথ্য হতো বাক্যবাত্রবীঃ ১২
সুত উবাচ ।

খা ৫ পূছ্যতে মহং ভবন্তিনোকতাব্যঃ ।
তথা ব্যাসেন সাংপৃষ্টঃ কুমারঃ সনৎপূর্যকঃ ১৩
তেনৈব কথিত্তন্তৈষ তেন মহং তথা পুনঃ ।
অহং কথয়াম্য্য ভবন্ত্যঃ মুনীশ্বরঃ ১৪
ব্রহ্মোবাচ ।

সত্যম্ভবঃ সর্গে শিবপূজাবিধিঃ ক্রমাঃ
নুবা জন্ম স প্রাপ্য দুর্লভং সর্গজন্তু ১৫
ত্রপি সংকুলে দেবা হুস্তাপক মুনীশ্বরঃ
বাহুৈব সাংপ্রাপ্য কথ্য যোক্তং সমাচরে ১৬
জ্ঞাতিসমুদ্ভিষ্টং তং তং কথ্য ন লভ্যতঃ
তচ্চ তং সমুপগং কথ্য ভবতি নিশ্চিন্তম্ ১৭

কহি বা দেবগণকে কি প্রকার শিবপূজা-
বিধি বলিয়াছিলেন? ব্রহ্মা শিবপূজাবিধি
মরুপ বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের নিকট
তাহা সেইরূপই বর্ণনা কর। কথিগণের
এইরূপ প্রবণতা শুনিয়া সুত বলিলেন,—
হে কথিগণ! আপনারা লোকহিত-কামন-স-
যথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা পূর্বে
মহর্ষি ব্যাস, সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন;
সনৎকুমার সেই বেনবাস কতক জিজ্ঞাসিত
হইয়া ব্যাসসকাশে সেই সকল বিষয় কীকন
করেন। আমি আবার সেই ব্যাস-সকল সেই
পূজাবিধি প্রভৃতি বাহা শুনিয়াছি, তাহা আপন-
দিগের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মা
কথিগণকে কহিলেন,—হে কথিগণ! আমি
ক্রমশঃ শিব-পূজা-বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর।
সকল জন্তুর মধ্যে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, তাহার
মাথো সংকুলে উৎপত্তি, তাহাতে আবার অবি-
কল অঙ্গলাভ করিয়া য য আত্মক শাস্ত্রবিহিত
কর্ম আচরণ করিবে। যে যে জাতি বাহা
বাহা ধর্ম উক্ত আছে, তাহা ক্রমাচ লক্ষ্য
করিবে না। লক্ষ্য করিলে তাহা হইতে অনিষ্ট

সনৎপূর্যক ইতি পার্শ্বস্তবম্ ।

বাক্য জ্ঞানত সম্পত্তিভাবং কর্ম সমাচরেৎ ।
কনুভজসহস্রেত্যভ্যুপোদকো বিশিষ্যতে ১৮
অপোভজসহস্রেত্যো অপভজো বিশিষ্যতে ।
অপভজসহস্রেত্যো ধ্যানভজো বিশিষ্যতে ১৯
ধ্যানভজাঃ পরং নারি ধ্যানং জ্ঞানত সমনম্ ।
সদাসগ্রং পরংব্রহ্ম যোগী ধ্যানেন পরতি ২০
যদা সমব্রসোত্তীষ্টং যোগী ধ্যানেন পরতি ।
ধ্যানভজরতত্ত্বং সমা সর্গহিতঃ শিবঃ ২১
নারি বিজ্ঞানিনঃকতি প্রারম্ভস্তান শোভনম্ ।
বিশুদ্ধ বিদ্যাঃ সমে ব্রহ্মবিদ্যাবিশেষ জনাঃ ২২
নারি ক্রিয়া ৫ লোক ৫ সুখ ৫ ভোগ বিচরতঃ ।
দম্যদম্যো ভগ্নো যোগে ধ্যানং জ্ঞানবিধিঃ শূন্য
পরমশক্তিঃ লিঙ্গং বিত্তং শিবমকরম্ ।

কল উৎপন্ন হয়, তন্মিহ অতএব এইরূপ
যে পর্যন্ত জ্ঞান নং জন্ম, সেই পর্যন্ত
এইরূপ বিধি অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে।
সতপ্র কনুভজ অপেক্ষা একটী উপায়
গ্রেষ্ঠ সহপ্র উপায়ক অপেক্ষা ভগ্নভজ ও
মহপ্র ভগ্নভজ অর্থাৎ ধ্যানভজ অতীতী
তন্মিহ ধ্যান ব্রহ্ম অপেক্ষা অল্প কিছুই
গ্রেষ্ঠ নাই, এই ধ্যানভজ হইতেই লক্ষ্য উৎপন্ন
হইয়া থাকে। কেন, যেদিন ধ্যানভজ হইয়া
জন্মে সমা সর্গহিত পরমব্রহ্মকে যাসনিক
অবলোকন করিয়া থাকেন ১—১০। যে
সময় এই ধ্যানভজ-রত যোগী সমব্রস • হইয়া
ধ্যান-ব্রহ্ম হার এই পরমব্রহ্মকে যাসন প্রত্যক্ষ
করিতে থাকেন, সেই সময় ভগ্নভজ শিব সেই
ধ্যানভজ-রত যোগীর সমা সর্গহিত থাকেন।
বিজ্ঞানী ব্যক্তিগণের যাবলপরিচয় চিত্ত-চিহ্ন
ধরক বলিয়া কোন প্রারম্ভ-কর্তব্য কনুও নাই।
অতএব কারণ, এই ব্রহ্মবিদ্যাবিশেষ-বোধিনের চিত্ত
ব্রহ্মবিদ্যা হইয়া বিত্ত হইয়া থাকে; তৎকালে
আমি লোককে কি ক্রিয়া, কি-সুখ, কি-দুঃখ, কি
কর্ম, কি অকর্ম, কি জন্ম, কি-মোহ, কিছুই

• সকলই কুল্য; কনুভজ সৌহ ইত্যাদি
কিছুই জেন নাই,—এইরূপ অবলোকনকারী।

নিকলং সর্বগং জ্ঞেয়ং যোগিনাং হৃদি সংস্থিতম্ ॥
 লিঙ্গস্ত্রিবিধং প্রোক্তং বাহ্যভ্যন্তরং স্থিভাঃ ।
 বাহ্যং স্থূলং মূলং শূন্যং সূক্ষ্মমভ্যন্তরং শুভম্ ॥১৫
 কৰ্ম্মবজ্জরতা য়ে চ স্থূললিঙ্গার্চনে রতাঃ ।
 অসতাং ভাবনার্থায় সূক্ষ্মে তু স্থূলবিগ্রহম্ ॥ ১৬
 আধ্যাত্মিকস্ত যম্মিসং প্রত্যক্ষং যন্ত নো ভবেৎ ।
 তন্ত লিঙ্গে তথা স্থূলে কল্পয়েচ্চ ন চান্তথা ॥ ১৭
 জ্ঞানিনাং সূক্ষ্মমমলং ভবেৎ প্রত্যক্ষমব্যয়ম্ ।
 যস্মাং স্থূলমযুক্তানাং যুংকাষ্ঠাদৌ প্রকল্পিতম্ ॥১৮
 অহো বিচারতো নাস্তীত্যন্তে তত্ত্বার্থবাদিনঃ ।
 নিকলং সকলং চিত্তে সৰ্বং শিবমগং জগৎ ॥১৯
 এবং জ্ঞানবিমুক্তানাং নাস্তি দোষবিকল্পনা ।
 বিধিষ্টৈশ্চ তথা নাস্তি বিহিতবিহিতং তথা ॥ ২০
 যথা জলে চ কমলং জলেন চ ন লিপ্যতে ।
 তথা জ্ঞানী গৃহে তিষ্ঠন কৰ্ম্মণা ন স বধ্যতে ॥২১

বিচার থাকে না । অতএব ধ্যানযোগকেই জ্ঞান-
 নিধি বলিয়া জানিবে । ঐ যে গিগণের হৃদয়ে
 পরম অনন্দকর বিশুদ্ধ কূটস্থ নিরবধব সৰ্ব-
 ব্যাপী শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত থাকেন । লিঙ্গ হই
 প্রকার বলিয়া কথিত,—বাহ্যলিঙ্গ ও আভ্যন্তর
 লিঙ্গ । বাহ্যলিঙ্গ স্থূল ; আভ্যন্তর লিঙ্গ সূক্ষ্ম ও
 স্থূল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর । যাহারা কৰ্ম্মবজ্জরত,
 তাহারা স্থূললিঙ্গের অর্চনা করিয়া থাকে ;
 অজ্ঞানী লোকের সূক্ষ্ম-লিঙ্গে ভক্তি-উদয়ের
 নিমিত্ত লিঙ্গের স্থূল বিগ্রহ জানিবে । যে অজ্ঞানী
 ব্যক্তির আধ্যাত্মিক লিঙ্গ প্রত্যক্ষ হন না, সেই
 পুরুষের আভ্যন্তর লিঙ্গে ভক্তির নিমিত্ত স্থূল-
 লিঙ্গ দ্বারা আভ্যন্তরিক লিঙ্গের কল্পনা করিবে ;
 তদ্ব্যতিরিক্ত স্থূল-লিঙ্গের আবশ্যকতা নাই ।
 জ্ঞানীদিগেরই সূক্ষ্ম অমল অব্যয় লিঙ্গ প্রত্যক্ষ
 হইয়া থাকে ; কারণ অজ্ঞানীদিগের স্থূল-লিঙ্গ
 যুংকাষ্ঠাদিতেই কল্পিত হইয়াছে । তত্ত্বার্থবাদীরা
 বলেন যে, বিচার করিয়া দেখিলে এ জগতে
 আর কিছুই নাই, কেবল সেই জ্ঞানীদিগের
 হৃদয়ে “জগৎ সকল নিকল শিবমগ” ইহাই
 ভাসমান থাকে । জ্ঞান-বিমুক্তগণের এই প্রকার
 বিধি, নিষেধ, দোষবিকল্পনা প্রভৃতি কিছুই

ইতি জ্ঞানং সমুৎপন্নং বাবর্জিতং নরস্ত চ ।
 তাবচ্চ কৰ্ম্মণা দেবং শিবমারাধয়েন্নরঃ ॥ ২২
 প্রত্যক্ষার্থক জগতামেকমহোহপি দিবাকরঃ ।
 একোহপি বহুধা দৃষ্টো জলাধারেণ সূত্রতা ॥ ২৩
 দৃশ্যতে শব্দতে যদ্যং তত্ত্ববিদ্ধি শিবাস্তকম্ ।
 ভেদো জনানাং লোকেহস্মিন্ প্রতিভাসো বিচার
 এবমাহস্তদা চাত্তে সৰ্ব্বৈ বেদার্থতত্ত্বগাঃ ।
 হৃদি সংসারিণাং সাক্ষাৎ সকলঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৪
 ইতি বিজ্ঞানযুক্তস্ত কিং তন্ত প্রতিমাদিভিঃ ।
 ইতি বিজ্ঞানহীনস্ত প্রতিমাকল্পনা শুভা ॥২৬
 পদমুচ্চৈঃ সমারোহণং পুংসো নালক্ষনং সূতম্ ।
 নালক্ষনং বিনা তন্ত পদমুচ্চৈঃ সূতকরম্ ॥ ২৭
 নির্গুণপ্রাপ্তয়ে নৃণাং প্রতিমালক্ষনং সূতম্ ।
 সত্ত্বগ্নির্গুণপ্রাপ্তির্ভবতীতি স্মৃনিষ্ঠিতম্ ॥ ২৮

নাই, যেরূপ জলস্থিত পদ্ম জলের সহিত লি-
 ঙ্গকে না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি গৃহে থাকিয়া
 কৰ্ম্ম লিপ্ত হন না । অতএব যে পর্য্যন্ত এক
 জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম গা
 শিবকে আরাধনা করিবে ১১—২২ ।
 সূত্রভাষণ । দেখুন, জগতের এই প্রত্যক্ষ জগৎ
 বার নিমিত্ত এক দিবাকর এক স্থানে থাকিয়া
 জলাধার-নিকরে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবে নানাবি
 দৃষ্ট হইয়া থাকেন । এ জগতে যাহা যা
 দেখা যায় ও যাহা যাহা শুনিতে পাও
 যায়, সে সকলই শিবমগ জানিবে ।
 জগতে লোকের ভেদজ্ঞান বিচার করি
 দেখিলে কেবল বিম্ব-প্রতিবিম্বের জ্ঞান
 জানিবে । বেদার্থ-তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ ইহা
 বলিয়া থাকেন যে, সংসারিগণের হৃদয়ে সগ
 পরমেশ্বর বিরাজমান থাকেন । যাহারা এইরূ
 বিজ্ঞানী, তাহাদিগের আর প্রতিমাদিতে
 প্রয়োজন ? আর যাহারা বিজ্ঞানহীন, তাহ
 দিগের প্রতিমাকল্পনাই কতকরী । যাহা
 উচ্চ স্বর্গাদি পদে আরোহণাভিলাষী, তাহ
 দিগের লিঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই অবলম্বন
 নাই । সেই উচ্চ পদে আরোহণের আলম্বন
 ব্যতীত উচ্চ পদে আরোহণ করা দুষ্কর

যদি ভবতি লোকেহ্মিন্ দর্শনাং পাপহারকঃ ।
 তীর্থানি শ্রাঘরস্তীহ তাদৃশম্বিসমুদয়াঃ ॥ ৪৪
 তাদৃশাশ্রমে তীর্থানি ন দেবা মূচ্ছলাময়াঃ ।
 তে পুনস্ত্যক্তকালেন বিজ্ঞানী দর্শনাদপি ॥ ৪৫
 যাবদ্গৃহাশ্রমে তিষ্ঠেৎ তাবদাকারপূজনম্ ।
 শিবস্ত প্রতিমা বাপি শিবায়াঃ প্রতিমা তথা ॥ ৪৬
 বিষ্ণোঽশ্বৈব প্রযত্নেন সূর্য্যৈশ্চৈব বা পুনঃ ।
 গণপতের্বা পুনস্তত্র পঞ্চায়তনমুত্তমম্ ॥ ৪৭
 অথবা চ শিবঃ পূজ্যো মূলমৈব বিশিষ্যতে ।
 মূলে সিত্তে যথা শাখাস্তৃপ্তাঃ সন্তি মুনীশ্বর্য্যঃ ॥ ৪৮
 শাখাস্তৃপ্তৈব তৃপ্তায়াং মূলং তৃপ্তং ন কহিচিৎ ।
 শিবো চ পূজিতে দেবাঃ পূজিতাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৪৯
 তস্মাচ্চ পূজয়েদেবং ত্রাণকং লোকশঙ্করম্ ।
 সর্ব্বকামফলাবাপ্ত্যে সর্ব্বভূতহিতে রতম্ ॥ ৫০
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং পূজা-
 প্রকরণং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

গৃহাশ্রমস্থিত ব্যক্তির মধ্যে দুর্লভ । যদিচ কখনও
 দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার দর্শনে অধিল
 পূ নশ হয় । হে ঋষিসমুদয়গণ ! তীর্থ অপেক্ষা
 তাদৃশ পুরুষ শ্রাঘনীয় জানিবে । কি জলময় তীর্থ,
 কিশিলাম্বুয দেবতা, কেহই তাদৃশ পুরুষের
 দৃশ হইতে সক্ষম হন না । কেননা, সেই তীর্থ
 দেবতা দীর্ঘকালে পবিত্রতাসাধন করেন, আর
 বিজ্ঞানী পুরুষ দর্শনমাত্রেই পবিত্রতাসাধক ।
 য পর্য্যন্ত গৃহাশ্রমে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত
 প্রতিমাপূজায় রত থাকিবে । ঐ প্রতিমা শিবের
 বা দেবী শর্বাণীরই হইবে বা দেব বিষ্ণুর
 কিংবা সূর্য্যেরই হইবে, অথবা দেব গণপতিরই
 হইবে, কারণ এই পাঁচ আয়তনই শ্রেষ্ঠ । কিংবা
 মাত্র মূল শিবকে পূজা করিবে, যেহেতু মূলই
 সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম । দেখ, যেমন মূলে, জল-
 সেচন করিলে সকল শাখায় পর্য্যন্ত তৃপ্তি হইয়া
 থাকে, কিন্তু শাখায় সেচন করিলে মূলের তৃপ্তি
 হয় না, সেই প্রকার শিবকে পূজা করিলে সকল
 দেবতাই পূজিত হইবে । কিন্তু অশ্রু দেবতাকে
 পূজা করিলে শিব পূজিত হন না । অতএব

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পূজাবিধিসুখাবহাম্ ।
 শ্রবতাম্বুযঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ১
 ত্রাঙ্কো মুহূর্ত্ত উখায় স্মৃতা দেবং গদাধরম্ ।
 উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ দেবেশ উত্তিষ্ঠ হৃদয়েশয় ॥ ২
 উত্তিষ্ঠ কমলাস্বামিন্ ত্রাঙ্কাণ্ডে মঙ্গলং কুরু ।
 ইতোবং বচনং হ্যকুণ্ডা স্মৃতা চ গুরুপাদকৌ ॥ ৩
 দেহভক্তিং তথা কৃতা প্রকাল্য চরণৌ মুদা ।
 হস্তৌ চ বিধিবৎ কাল্য দস্তধাবনমাচরৎ ॥ ৪
 অনুদিত্তে দিবানাথে কৃতা তু দস্তধাবনম্ ।
 মুখং ষোড়শবারস্ত প্রকাল্যাজলিতিক্তবা ॥ ৫
 যথাবকাশং সূত্রায়ান্দ্যাদিস্বধবা গৃহে ।
 দেশকালাবিরুদ্ধকং নানং কার্য্যং নরেন চ ॥ ৬

সর্ব্বকামপ্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বভূতহিতসাধন
 লোকসুখকর ত্রাঙ্ক দেব শঙ্করের পূজা করিবে,
 কদাচ অশ্রুতা করিবে না । ৪৩—৫০ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—এখন পূজাবিধি বলিতেছি,
 হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ ! আপনার সেই পাপনাশিনী
 সুখাবহা কথা শ্রবণ করুন । ত্রাঙ্ক মুহূর্ত্ত
 উঠিয়া দেব গদাধরকে স্মরণ করিয়া “উত্তিষ্ঠো-
 ত্তিষ্ঠ দেবেশ” এই মন্ত্র দ্বারা “হে দেবেশ হৃদয়ে-
 শয় ! আপনি উঠুন । হে কমলাস্বামিন্ !
 আপনি উঠিয়া জগতের মঙ্গল করুন” এইরূপ
 প্রার্থনা করিবে এবং গুরুপাদকমল স্মরণ
 করিবে । পরে মল-মূত্রোৎসর্গাদি দ্বারা দেহ-
 শুদ্ধি করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিবে, পরে হস্ত
 প্রক্ষালন করিয়া দস্ত ধাবন করিবে । ঐ দস্ত
 ধাবন সূর্য্য উদয় না হইতেই সমাপন করিয়া
 অঞ্জলি-পরিমিত জলে ষোড়শবার মুখ প্রক্ষালন
 করিবে । তাহার পর অবকাশ অনুসারে
 নন্দ্যাদিতেই হউক আর গৃহেই হউক, নান

১০০
 ১০১
 ১০২
 ১০৩
 ১০৪
 ১০৫
 ১০৬
 ১০৭
 ১০৮
 ১০৯
 ১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

[illegible]

* ଡୋକ୍ଟରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତେଇ କଟିଂ ମାରିବ ।

ଦେବୀ କାଳୀ ବିଚାରଦେବୀ ଜ୍ଞାନ କୃପାଦକ୍ଷାବିଧି । ୧୫
 ଉଦ୍ଧାରାଦିପୁରୀ ୧୨ ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ ।
 ଉଦ୍ଧାରାଦିପୁରୀ ୧୨ ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୧୬
 ମହାବୀର ଉଦ୍ଧାରାଦିପୁରୀ ୧୨ ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ ।
 ଉଦ୍ଧାରାଦିପୁରୀ ୧୨ ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୧୭
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୧୮
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୧୯
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୨୦
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୨୧
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୨୨
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୨୩
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୨୪
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୨୫
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୨୬
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୨୭
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୨୮
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୨୯
 ଏକାଦଶୋପାଧ୍ୟାୟା ପୁରୀ । ୩୦

উভয় কেসের দ্বা. ন। উভয়কিম্ব কিংবা
পূর্ণদুখ হইয়া পড়াযুগ্মের কোনকাল বিচার-
পূর্ণক দ্বা. আচরণ করিবে। যে দুমিসক-
যা। উভয়, অথ কষ্টক পরিভাষ্য কিংবা
কতিবাসীও বহু পরিভাষ্যপূর্ণক দ্বা. করিবে
না। তবে সেই বহু পরিভাষ্য করিয়া দ্বা.
করিতে পারে। দ্বা.—যদি কালে কালে করা
হয়। এবংকাল চালায় উভয়কালে এককাল
করও আচরণ করিবে। কালকাল তীর্থ সকলের
আবাহন এক দ্বা. করিবে। যে কবিবাহন।
বহুত এডিকিন কালকালে “অবা” ইত্যাদি দ্বা.
উভয়কালপূর্ণক এককাল দ্বা.কে কাল সেচন
করিবে। তীর্থসমূহের দ্বা. বিধিপূর্ণক পঠ
করিয়া কালকাল অপর কালকাল পঠন করও
বার্জন করিবে। দুমিসক যক্তি “উভয়কি-
ইত্যাদি দ্বা. উভয়কালপূর্ণক-কতিবাসী দ্বা. অথ-
শোভন করিবে, অথ পঠ কালে সেই অধমিত
কতিবাসী কালকাল করিয়া অত্মকালপূর্ণক বহা কিং
একটি ইষ্ট দ্বা. দ্বা. করিবে। ১১—২০।
কালকাল যৌত দ্বা. পরিভাষ্যপূর্ণক কালকাল

শুদ্ধকাষ্ঠসমুৎপন্নমূর্ত্তিরিত্যেব চ ॥ ২২
 চিত্রাসনং তথা কুর্ঘ্যঃ সৰ্বকামফলপ্রদম্ ।
 যথাযোগ্যং পুনগ্রাহ্যং মৃগচন্দ্রাদিকঞ্চ যঃ ॥ ২৩
 যত্রোপবিষ্টা কুর্কীত তিলকং মতিমান্ নরঃ ।
 তিলকং পঞ্চধা প্রোক্তং তেষেকং পরিকল্পয়েৎ ॥ ২৪
 ত্রিপুরকোর্কপুত্রঞ্চ হৃৎচন্দ্রমথাপি বা ।
 সদৃশং বংশপত্রেন পঞ্চমঞ্চ নিবোধ মে ॥ ২৫
 পুষ্পঞ্চ পারিজাতঞ্চ তেনৈব সদৃশং পুনঃ ।
 ত্রিপুরকোর্কপুত্রঞ্চ শিবভক্তে বিশিষ্যতে ॥ ২৬
 ব্রহ্ম-কৃত-বিশাং তত্র চত্বারি তিলকানি বৈ ।
 অর্জুচন্দ্রং তথা শূদ্রৈরর্জুপুণ্ড্রমথাপি বা ॥ ২৭
 বিষ্ণুভক্তৈর্কিংশেপেণ তিলকং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
 উর্জুপুণ্ড্রং তথা চাত্র বংশপত্রাকৃতির্যথা ॥ ২৮
 তস্মাচ্চ তিলকং কার্য্যং কৃত্বা সিদ্ধিমবাশ্রুযাৎ ।
 জপস্তপস্তথা দানং তিলকাং সফলং ভবেৎ ॥ ২৯
 অভাবে তিলকস্তাপি জলস্তাপি প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।

সংস্কৃত শুদ্ধ স্থানে গমন করত সুন্দর আসন
 রচনা করিবে। হে বিজবর্ধনমূহ! কমল
 দ্বারা আচ্ছাদিত, শুদ্ধকাষ্ঠনির্মিত, সকল-সিদ্ধি-
 সাধক চিত্রাসন নির্মাণ করিবে, কিংবা যথাচিত্ত
 মৃগচন্দ্রাদিতে উপবেশনপূর্বক বুদ্ধিমান ব্যক্তি
 তিলক করিবে। শাস্ত্রকারেরা তিলকবিধি পাঁচ
 প্রকারে নির্ণয় করিয়াছেন,—ত্রিপুর, উর্জুপুণ্ড্র,
 অর্জুচন্দ্র, বংশপত্রসদৃশ এবং পারিজাত-পুষ্প-
 সদৃশ। ইহার মধ্যে যে কোন প্রকারই হউক,
 তিলক করিবে। শিব-ভক্তগণের ত্রিপুর ও
 উর্জুপুণ্ড্র তিলক করা উচিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়
 এবং বৈশ্য ইহারা অতিরিক্ত চারি প্রকার
 তিলক করিবে। শূদ্র অর্জুচন্দ্র কিংবা উর্জুপুণ্ড্র,
 এই দুই প্রকার তিলকই করিতে পারে। বিষ্ণু-
 ভক্তের প্রতি বিশেষ নিয়ম,—উর্জুপুণ্ড্র কিংবা
 বংশপত্রাকৃতি তিলক করা তাঁহাদের অবশ্য
 কর্তব্য। অতএব যে কোন উপাসকই হউন,
 নিজ নিজ নির্দিষ্ট তিলক করিয়া সকলেই সিদ্ধি
 লাভ করিবেন। জপ তপস্তা প্রভৃতি সকল
 পুণ্যকর্ম তিলক দ্বারা সফল হয়। ২১—২৯।
 তিলকের অন্য উপায় উপস্থিত না থাকিলে অন্ততঃ

কৃত্বা তিলকং বর্ণোক্তং বিধিঃ সম্পাদয়েন্নরঃ ॥
 সম্পাদ্য চ স্কন্ধং কর্ণম্ পুনরারাময়েচ্ছিবম্ ।
 পুনরাচমনং কৃত্বা ত্রিবারং মন্ত্রপূর্বকম্ ॥ ৩০
 একং বধ প্রোক্ষ্যত গঙ্গাং বিষ্ণুং কুবলিতি
 আশ্বত্থং শিবতত্ত্বং বিদ্যাভক্তং তথৈব চ ॥ ৩১
 চতুর্থাপ্রপদং গ্রাহমাচমনে বিধৌ নরৈঃ
 অর্ঘ্যোপকং তথা তত্র পূজ্যংক সমাহরেৎ ॥ ৩২
 অন্তঃস্থঞ্চ চ যঃ কিঞ্চিৎকথ্যশক্তি সমীপনম্
 কৃত্বা দেহক তত্রৈব ধৈর্য্যমান্বায় বৈ নরঃ ॥ ৩৩
 অর্ঘ্যপাত্রং তথা চৈকং জলগন্ধাভ্যুত্থিতম্ ।
 দক্ষিণাংশে তথা স্থাপ্যে পট্টারকজনায় বৈ ॥ ৩৪
 গুরোঃ স্মরণং কৃত্বা তথৈব নরঃ বিশেষতঃ ।
 ধ্যানং পূজাং তথা কৃত্বা তদন্তঃসামবাণ্য চ ॥
 অদ্যাদি পুনরুচ্চায়া কামনঃ নিপ্রযুক্তা চ
 পূজয়েৎ পরমং ভক্তা শিবং সপরিবারকম্ ॥ ৩৫
 মুদ্রামেকাং প্রদর্শয়েৎ পূজয়েদ্বিহ্বারকম্ ।
 সিন্দুরৈঃ কুশুমৈর্দেবং সিদ্ধি-বুদ্ধিসমর্পিতম্ ॥ ৩৬

জল দ্বারাও তিলক করিবে। স্কন্ধীয় বর্ণনুস
 তিলকবিধি সম্পাদন করত অন্তঃস্থ কক্ষ স
 শেষ করিবে, অনন্তর পুনর্বার শিবপূজা করি
 গঙ্গা বিষ্ণু এই নাম তিনবার, অন্ততঃ এ
 বার উচ্চারণ করত আচমন করিবে। ম
 আচমনকালে “আশ্বত্থায় স্বাহা, শিব
 স্বাহা, বিদ্যাভক্তায় স্বাহা” এই মন্ত্র উ
 করিবে। পূজার নিমিত্ত সেই স্থানে অর্ঘ্য
 আনয়ন করিবে এবং পূজোপযোগী অগ্নার
 সকল যথার্থ তথায় উপস্থিত করিয়া
 অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিবে। জ
 এবং অক্ষতযুক্ত এক অর্ঘ্যপাত্র দক্ষি
 স্থাপন করিয়া উপচার কল্পনার নিমিত্ত
 দেবকে স্মরণপূর্বক বিশেষরূপে তাঁহাকে
 করিবে। অনন্তর তাঁহার আজ্ঞানুসারে
 ধ্যান প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া “অদ্য” ই
 মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক কামনা জানাইবে।
 ভক্তিপূর্বক গণের সহিত মহাদেবের
 করিয়া শঙ্খ কিংবা ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন কা
 তদনন্তর সিন্দুর ও কুশুমাদি দ্বারা সিদ্ধি

অনগ্রহমানসো ভূত্বা পূজাং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ৫৫
 পঞ্চাদাবাহয়েদেবং যন্ত্রোপায়েন বৈ নরঃ ।
 কৈলাসশিখরস্থক পার্শ্বতাপতিমুস্তমম্ ॥ ৫৬
 যথোক্তরূপিণং দেবং নিৰ্গুণং গুণরূপিণম্ ।
 পঞ্চবক্ত্রং দশভূজং ত্রিনেত্রং বৃষভধ্বজম্ ॥ ৫৭
 কর্পূরগৌরকং দিব্যং চন্দ্রমৌলিঃ কপদিনম্ ।
 ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়কং গজচর্ম্মাশ্রয়ং শুভম্ ॥ ৫৮
 বাহুকাদিপরোতাঙ্গং পিনাকাদিবিবৃষিতম্ ।
 কপাল-ডমরুযুক্তং কণ্ঠে গরলশোভিতম্ ॥ ৫৯
 সিদ্ধয়োহস্তৌ চ যন্ত্রে নৃত্যস্তৌহ নিরন্তরম্ ।
 জয় জয়েতি শব্দৈঃ সেবিতং নিজভক্তকৈঃ ॥ ৬০
 তেজসা হুঃসহেনৈব সম্বন্ধং দেবসেবিতম্ ।
 শরণ্যং সর্বসম্বন্ধাং প্রসন্নমুখপদ্মজম্ ।
 বেদশাস্ত্রৈর্বা গীতং শিবমাবাহয়াম্যহম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং

পূজাবিধানবর্ণনং নাম সপ্ত-

বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

কালন করিয়া অনগ্রহমানসে যথাবিধি পূজা করিবে। অনন্তর মনুষ্য এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক দেবের আবাহন করিবে,—“সর্বোত্তম যে দেব প্রিয়তম। পার্শ্বতীর সহিত পার্শ্বতঃশ্রেষ্ঠ কৈলাসে অধিষ্ঠান করেন ; যিনি নিৰ্গুণ হইলেও গুণস্বরূপী অনির্ঘচনীয় ; যে পুরুষের রূপ সর্বত্র নির্মাচিত হইয়াছে ; বাহ্য পাঁচটা মুখ, দশটা হস্ত ও তিনটা চক্ষু ; যিনি বৃষভধ্বজ ; বাহ্য বর্ণ কর্পূরের স্থায় শুভ্র ; দিব্যমূর্ত্তি, কপর্দ-ধারী যে পুরুষ মস্তকে অর্কচন্দ্র ধারণ করিয়াছেন ; শুভনিলয় যে পুরুষ গজচর্ম্ম পরিধান-পূর্ব্বক ব্যাঘ্রচর্ম্ম উত্তরীয়রূপে ধারণ করিয়াছেন ; বাহ্য অঙ্গসমূহ বিষধর বাহুকিবংশীয়গণ কর্তৃক বিরাজিত ; হস্তে—পিনাক, কপাল ও ডমরু ধারণ করিয়া যে পুরুষ কণ্ঠে বিষপানহৃদক গরল ধারণ করিতেছেন ; আটজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধ বাহ্য অঙ্গে এই স্থানে নিরন্তর নৃত্য করিতেছেন ; নিজ ভক্তগণ “জয় জয়” শব্দে বাহ্য উপাসনা করেন ; দেববৃন্দ-বন্দিত যে পুরুষ হুঃসহ তেজঃ-পুঞ্জের আধার ; বাহ্য মুখপদ্ম প্রকুলকমল-

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

অর্ঘ্যপাত্রজলে নৈব সেচয়েন্নিসমুস্তমম্ ।
 অথবা চ তৎপার্শ্বে হি জলে নৈব ক্রিপেদিত্তি ॥
 এবং ধ্যানেন প্যাশতো হি হৃদয়মমুদীরয়েৎ ।
 যথোক্তরূপিণং শত্রুং শিবমাবাহয়াম্যহম্ ॥ ১
 ইত্যুক্তা উপচারাদীন্ কল্পয়েদ্বিধিঃ তদা ।
 পূর্ব্বোক্তেনৈব ধ্যানেন আসনং পরিব্রজেৎ ॥ ২
 চতুর্থ্যন্তপদেনৈব সর্বং কুর্যাদযথাক্রমম্ ।
 পশ্যাৎ পাদ্যং প্রদদ্যাৎ শিবায় পরমাস্ত্রনে ॥ ৩
 ততঃপাচয়নং দত্ত্বা শত্রুবে গুণরূপিণে ।
 পশ্যাচ্চ পঞ্চভির্দ্রব্যৈঃ স্নাপয়েচ্ছত্রং মুদা ॥ ৪
 বেদমন্ত্রৈর্বা যোগ্যং নামতিৰ্বা স্বমন্ত্রকৈঃ ।
 চতুর্থ্যন্তপদেনৈব দ্রব্যাগোবর্পয়ঃ তদা ॥ ৫

সদৃশ এবং যিনি সকল জন্তুর শরণ্য ;—
 ও শাস্ত্র তাঁহাকে যে প্রকারে গান করিয়াছে
 সেই পরমাত্মা শিবকে সেইরূপে আবহ
 করি” ॥ ৫২—৬১ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা
 উত্তম শিবলিঙ্গ প্রক্ষালন করিবে কিংবা তাঁহা
 পার্শ্বে অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলক্ষেপ করিবে। এই
 প্রকার ধ্যান বিষয়ে অসমর্থ ব্যক্তি “শাশ্বত
 রূপসম্পন্ন মহাদেবকে আবাহন করি” এই মন্ত্র
 উচ্চারণ করিবে। এই প্রকারে আবাহন
 করত বিধিপূর্ব্বক উপচার কল্পনা করিবে
 পূর্ব্বোক্ত ধ্যান দ্বারা আসনভুক্তি করিবে। “ও
 নমঃ শিবায়” এই মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে সকল
 কণ্ঠ সমাধান করিবে। তদনন্তর পরমাত্মা
 শিবের উদ্দেশে পাদ্য প্রদান করিয়া গুণবান
 মহাদেবের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আচমনীয় দিবে।
 অনন্তর আনন্দিতচিত্তে পঞ্চদ্রব্য দ্বারা বেদমন্ত্র
 কিংবা স্বকীয় যন্ত্রে শব্দবলে স্নান সম্পাদন

কৃষ্ণ দধি তথা চাক্রদৃষ্টং যথু চ শর্করা ।
 তস্মৈ চ মন্ত্ৰেণ অর্পয়েচ্ছকরাণি বৈ ॥ ৭ ॥
 যথাভিলাষং তদ্ব্যমর্পয়েচ্ছকরাণি ॥
 অথবা মনুমুচ্চাণা দেয়াঃ জলমমৃতমম ॥ ৮ ॥
 পশ্যন্ত বাকুণ্ডলানঃ করণীয়ঃ শিবায় বৈ ॥
 পশ্যন্ত চন্দনং দধি পদ্মহস্তে বিনয়তঃ ॥ ৯ ॥
 শুভেনৈব জনেনৈব ফলধারাঃ প্রসিদ্ধমঃ
 বেদমন্ত্ৰেণ বড়মন্ত্ৰেণ নামতী কদম্বাধার ॥ ১০ ॥
 প্রাক্ষণ্য তৎ দধি কপূর্ণমার্জনে ততঃ
 মন্ত্ৰে চ মার্জনে দধি শিবায় পরমাঙ্গনে ॥ ১১ ॥
 পাদাচমনীয়ঞ্চ অতো বহু পদং স্তনে
 পশ্যন্ত চন্দনং দেয়াঃ শিবায় সুভাগায় বৈ ॥ ১২ ॥
 পশ্যন্ত চন্দনং বেতনপর্পেঃ পরমাঙ্গনে
 যথা কদম্বাধারং দেয়াঃ বহুতঃ সমর্পয়েঃ ॥ ১৩ ॥
 নাতো বহু বাপি গোদমা মাষকান্তর
 গীষা শিবমন্ত্ৰেণ মন্ত্ৰেণনি নিধেয়পি ॥ ১৪ ॥

ততঃ পুষ্পাদি দিব্যানি পকবক্রমহাঙ্গনে ।
 প্রসিক্তা যথা দাক্ষ্য কদা পুষ্পঃ সমর্পয়েঃ ॥ ১৫ ॥
 পুষ্পাদিগুণৈকৈঃ পুষ্যানি বিবিধানি চ ।
 দেয়ানি শত্বে ততঃ যথাসেপ্যাভিলাষতঃ ॥ ১৬ ॥
 কমলৈঃ শতপটৈঃ পশুপুষ্পৈস্তথৈব চ ।
 কন্দৌলভবৈঃ ন নিবীজপুস্পমন্ত্ৰৈঃ ॥ ১৭ ॥
 কুশলকন্দৌলৈঃ ন বহুতঃ কুশলৈস্তথৈব ।
 তুলসীমলৈস্তথৈব দেয়াঃ পুষ্পৈঃ পদং মুখ ॥ ১৮ ॥
 গুহে বা স্থাপিতং লিখ্য পুষ্পং ন পর্ষ্যেৎ পুনঃ
 চর্চা ন বিবিধা ততঃ দানিতা জলমমৃতম ॥ ১৯ ॥
 পুষ্পং দধি প্রাক্ষণ্য গুণ্ডুলং গুণ্ডুলং চর্চয়িত্ব
 নৌলৈঃ দেয়াস্তথৈব তদৈব শিবায় পদমঙ্গনে ॥ ২০ ॥
 অর্ঘ্যং দেয়াঃ পুনঃ পুনঃ মন্ত্ৰেণাঙ্গনে বৈ ততঃ
 কপা ভেদি ভাষা ভেদি ভাষা ভাষনে ভেদি মে ॥
 ভুক্তি-মুক্তিফলা ভেদি গুণীকৃত্য শিবায়
 পুষ্পাং দেয়াঃ শিবমন্ত্ৰেণ দেয়াঃ বিবিধা ততঃ ॥ ২১ ॥
 ততঃ কটিকং কদম্বমন্ত্ৰেণ পদমঙ্গনে
 পশ্যন্তি কু মন্ত্ৰেণ দেয়াঃ দেয়াঃ বিবিধা ॥ ২২ ॥

কটিকৈ ও ননা শিবায় এই মন্ত্ৰে বহু
 সকল বহু সমর্পণ করিবে । এই মন্ত্ৰে উচ্চারণ
 পূর্বক দধি সকলের নাম অনুসারে দধি, দধি,
 দধি, মধু এবং শর্করা প্রভৃতি দধি সমর্পণ
 করিবে । অভিনয়ানুসারে শিবের উপরে দধি
 সকল সমর্পণ করিবে । অনন্তর মন্ত্ৰে উচ্চারণ
 পূর্বক মর্সীকৃত জল প্রাক্ষণ করিবে । পুষ্পাঃ
 শিবের বাকুণ্ডলানঃ সম্প্রদান করিবে একতঃ
 পরিমিত নূরে অবস্থিত হইয়া চন্দন বহু জল
 দ্রবীকৈবে । বেদমন্ত্ৰে কিংবা বড়মন্ত্ৰে মন্ত্ৰে
 উচ্চারণপূর্বক গুহ জল দ্বারা মহাদেব-শিবের
 পাদাচমনীয়ঞ্চ সেচন করিবে ॥ ১—১০ ॥
 যথাগানে নিক্ষিপ্ত সেই জলদ্বারা বহু দ্বারা
 মার্জনে করিবে । পরমাঙ্গা শিবের জল মার্জনে
 করিয়া আচমন দিবে । তদনন্তর সুভাগ মহা-
 দেবের উদ্দেশে বহু চন্দন অর্পণ করিয়া পর-
 পশ্যাকে বেতনপু প্রদান করিবে । কিংবা
 গম্যপুজার উপযোগী দাক্ষ্য প্রদান করিবে । পর
 জল, বহু, গোদমা, মাষকান্তর প্রভৃতি দ্বারা ননা-
 কার মন্ত্ৰে উচ্চারণপূর্বক মহাদেবকে অর্পণ

করিবে । তদনন্তর মন্ত্ৰে পকবক্রম পট-
 মুখের দ্বারা উচ্চারণপূর্বক দাক্ষ্যের সহিত দধি
 পুষ্প সকল প্রদান করিবে । পুষ্পাঃ অভিনয়ানু-
 সারে ননাপ্রদান পুষ্প মন্ত্ৰে বহু বহু মন্ত্ৰে
 সম্প্রদান করিবে । শতকল কমল, পশুপুষ্প,
 বিহঙ্গমের সহিত কন্দৌল পুষ্প, কুশ, নরী, কুশ
 পুষ্প এবং তুলসীমলাদি দ্বারা অনন্তর সহকারে
 দেবের পূজা করিবে । গুহে স্থাপিত লিখ্য
 কিংবা গুহে লিখ্য এইরূপে পুষ্প করিয়া ননা-
 প্রকার পুষ্পদ্বারা গুহস্থিত জল প্রদান
 করত গুণ্ডুল অথবা প্রভৃতি দ্বারা পুষ্প এবং
 পরমাঙ্গা শিবের উদ্দেশে নীল প্রদান করিবে
 ১১—২০ ॥ অনন্তর এই মন্ত্ৰে বহু পুষ্পের
 অর্ঘ্য প্রদান করিবে—“তদকল পর্মাঙ্গন শিব !
 বহুত অর্ঘ্য প্রদান করত আমাকে কপা, ভেদি,
 সৌভাগ্য, ভুক্তি এবং মুক্তিফল প্রদান করুন ।”
 পশ্যৎ পরমাঙ্গা শিবকে বিবিধ দেয়া প্রদান
 করিবে । তদনন্তর কটিকায় দেবক পরমাঙ্গা

কুৰ্ঘ্যাক্ষ মতিমাংস্তত্র সঙ্কল্পঃ পুনরেষ চ ।
 কৰ্ত্তব্যঃ বিধিস্তত্র নৈরাজন ইতি ক্রমাং ॥ ২৪
 পুনঃ তাম্বুলং দদ্যাং তেষ্টে চ পরমাস্তনে * ।
 পুসঃ প্রদক্ষিণং তত্র শিবায় শিবরূপিণে ॥ ২৫
 নমস্কারং ততঃ কুৰ্ঘ্যাক্ষ হ্রবে শঙ্করায চ ।
 ততো ধ্যানং যথোক্তকৃ কৃত্বা মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২৬
 যথাসংখ্যং যথাজ্ঞানং কুৰ্ঘ্যাক্ষবিধিং নরঃ
 গুরুপাদিষ্টমার্গেণ কৃত্বা জপমনুত্তমম্ ॥ ২৭
 স্তোত্রৈর্নানাবিধৈস্তত্র স্তবীত বৃষভধ্বজম্ ।
 ততশ্চৈব তু যং কার্যং জায়তামৃষিসত্তমাং ॥ ২৮
 পুষ্পাঞ্জলিঃ প্রদাতব্যো মন্ত্ৰেণানেন বৈ তদা ।
 অজ্ঞানাদ্যদি বা জ্ঞানাজ্জপপূজাদিকং যথা ॥ ২৯
 কৃতং তদস্ত সফলং রূপযা তব শঙ্কর ।
 তাবকল্পদাতপ্রাণস্তচ্চিত্তোহং সদা মৃড় ॥ ৩০
 কৃপানিধ ইতি জ্ঞাত্বা ভূতনাথ প্রসীদ মে ।
 পুষ্পাঞ্জলিং সমর্প্যৈবং ক্রমাণ্য বিধিপূৰ্ণকম্ ॥ ৩১

নির্দিষ্ট পাঁচ বস্তিকায়ুক্ত আবার্তিক করিয়া পুন-
 র্কার সঙ্কল্প করিবে। উক্ত ক্রমে নীরাজনবিধি
 সম্পাদন করত পরমাগ্নাকে তাম্বুল প্রদান
 করিবে এবং শিবরূপী শিবকর শঙ্কর প্রদক্ষিণ
 করিয়া নমস্কার করিবে। অনন্তর যথোক্তরূপে
 ধ্যান করিয়া সংখ্যানুসারে যথাজ্ঞানে মন্ত্র জপ
 করিবে। মনুষ্য গুরুপদেশানুসারে উৎকৃষ্ট মন্ত্র
 জপ করিয়া নানাবিধ স্তব দ্বারা মহাদেবকে
 সন্তোষিত করিবে। হে ঋষিবরগণ! তদনন্তর
 কৰ্ত্তব্য কার্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তখন
 এই মন্ত্ৰে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে যে, হে
 শঙ্কর। অজ্ঞানপূৰ্ণকই হউক, কিম্বা জ্ঞান
 পূৰ্ণকই হউক, আমি যে কিছু জপপূজাদি
 করিলাম, সে সমস্তই আপনার অনুগ্রহে
 সফল হউক। হে কৃপানিধে মহাদেব! আমি
 আপনারই; আপনিই আগার প্রাণসমূহের
 একমাত্র পরিভ্রাতা; আপনিই আমাকে পালন
 করিতেছেন;—এই প্রকার জ্ঞান করত হে
 ভূতনাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই

* এলায়ুক্তং মহাশ্বনে ইতি চ পাঠঃ কচিৎ ।

পূজাকালে পুনর্দেব যজ্ঞাগস্ত্রযমেব ।
 বিসর্জয়েৎ ততস্তং বৈ যথোক্তরূপিণং শিবম্ ॥
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং পূজা
 বিধিবর্ণনং নামাষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

ব্যাসশিষ্য মহাভাগ কথয় ত্বং প্রমাণতঃ ।
 কেন ইব পূজিতঃ শত্ৰুঃ কিং কিং যচ্ছতি বৈ কল
 স্ত ত উবাচ ।
 সর্কসং বৈ কথয়াম্যদা ঋষতামৃষিসত্তমাং ।
 কমলৈবিশ্বপত্রেণ শতপত্রে স্তব্যা পুনঃ ॥ ২
 শঙ্খপুষ্পৈস্তথা দেবং লক্ষ্মীকামো ভবেদৃষদা
 এতৈঃ লক্ষসংখ্যাকৈর্লক্ষ্মীঃ প্রাপ্তাত্মা যশস্বিনী ॥ ৩
 বিংশতিঃ কমলানাম্ প্রসূমে কলমুদাহৃতম্ ।

প্রকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূৰ্ণক আমি অপবিত্র
 আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এইরূপ বাক্য দ্বা
 আশ্রয়নকৃত। প্রকাশ করিয়া, "হে দেব"
 পূজাকালে পুনর্দেব আপনারকে আমিতে হইবে
 এই প্রকারে যথোক্তরূপী শিবকে বিসর্জন
 করিবে। ২১—৩২ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাশয় ব্যাসশিষ্য!
 শিব কোন্ কোন্ উপায় দ্বারা পূজিত হইয়া কি
 কি ফল প্রদান করেন, সেই বিষয় শাস্ত্রানুসারে
 আমাদের নিকট বলুন। শ্রুত কহিলেন,—
 ঋষিবরগণ! আপনারদের প্রঃ সকলের যথোচিত
 উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। ত্রীকাল
 ব্যক্তি বিশ্বপত্রে, শতপত্রে (পরবিশেষ) এক
 শঙ্খপুষ্পদ্বারা মহাদেবের পূজা করিবে। লক্ষ-
 সংখ্যক ঐ পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলে
 নিশ্চয়ই লক্ষী লাভ হইবে। পরাতন পণ্ডিতগণ

দলসহস্রেন প্রহ্মৈকং পুরাতনৈঃ ॥ ১
 ত্রিসহস্রেন প্রহ্মৈকং পরিভাষিতম্ ।
 লঃ সোড়শতিঃ প্রহ্মং পলং টঙ্কদশ শতম্ ॥ ৫
 ননৈব তু মানেন তুল্যমারোপয়েদ্বদা ।
 দ্যস্ত কামুকো যো বৈ পার্থিবানাঞ্চ পূজয়া ॥ ৬
 যথেষ্টকরং দেবং দশকোটি মুনীন্দ্রাঃ
 তিথিবং তথা পুষ্পমধুগুণ্ডদলং তথা ॥ ৭
 চিত্তং চন্দ্রনৈব জনধারাং তথা পুনঃ
 তিকপং তথা ময়ং বিনীদলমমৃতমম ॥ ৮
 বা শতপত্রক কমলং বা তথা পুনঃ
 পুষ্পং তথা প্রোক্তং বিশেষণে পুরাতনৈঃ ॥ ৯
 ১০ দীপকং নৈবেদ্যমর্ঘ্যমাবৃতিকং তথা ।
 নক্ষিণং নমস্কারং ক্রম্যপর্ণদিসর্জনম্ ॥ ১১
 ১২ সঙ্গং তথা ভোক্তব্যং কৃতং যেন ভবতিহ
 ১৩ বৈ সর্বথা বাজ্যং শব্দরো সৌকশব্দঃ ॥ ১৪
 ১৫ যথাকামুকো যো বৈ তদর্কেনার্জয়েৎ পূমান
 বাগ্গদগতো যো বৈ লাক্ষণৈবার্জয়েৎকবম্ ॥ ১৬

শ্রুতি কামলৈ এক প্রহ্ম বলিষাছেন
 হ্রস্ব বিদলে এক প্রহ্ম এবং সহস্র শতপত্র
 ত্রিপ্রহ্ম পরিভাষিত হয় । সোড়শ পল এক
 ষ্টি দশ টঙ্ক এক পল ; তুল্যারোহণ বিষয়ে
 ইরূপ পরিমাণ জানিবে । হে মুনীন্দ্রগণ ! যে
 ক্তি রাজ্য কামনা কবে, সে দশকোটি পুষ্প
 বা মৃগয় শিবলিঙ্গ আরাধনা করিবে ।
 দনাত প্রফুটিত অর্ধগুণ্ড-দল পুষ্প, বিদল
 ঙ্গ জনধারা প্রদানপূর্বক যথোক্ত মন্ত্রানুসারে
 িবের প্রতি পূজা করিবে । শতপত্র অথবা
 মল দ্বারাও পূজা করিতে পারে । প্রাচীন
 গুণ্ডগণ শঙ্খপুষ্প দ্বারা কৃত পূজাকে বিশেষ-
 পে আদর করিয়াছেন । বৃপ, দীপ, অর্ঘ্য,
 নবেদ্য, আরাটিক, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, আশ্ব-
 রিহার বিসর্জন করিয়া যে ব্যক্তি ভোজ্যদ্রব্য
 ারা মহাদেবের সন্তোষবিধান করে, লোক-
 দলকর শব্দর তাহাকে নিখিল রাজ্যের অধি-
 তি করেন । ১—১১ । প্রাধাত্যার্থী মনুষ্য
 ুর্কোক্ত সংখ্যার অর্ধপরিমাণে শিবের পূজা
 রিবে । কাবাবদ্ধ মনুষ্য লক্ষ পুষ্প এবং গোদ-

গোদগ্ধাভ্যঃ বদাঃ স্তাণৈ তদর্কেনার্জয়েচ্ছিবম্ ।
 কথাকামে ভবত্যেবৈ তদর্কেন শিবং পুনঃ ॥ ১৩
 বিদ্যাকামদ্ব্যধো বঃ স্তাঃ তদর্কেন শিবং তথা ।
 শক্রণং সঙ্কটে ভ্রাত্তে কদুভেন শিবং তথা ॥ ১৪
 উচ্চটেনার্থঃ শব্দং তথৈব পূজনং হরে ।
 মাদ্রণে চতুঃক্ষেপে যোহনৈ তু তদর্ককম্ ॥ ১৫
 সামস্থবিভাগে চৈব কোটিপূজা প্রশস্ততে ।
 বনীকরণে তথা ব্রাহ্মণমুতক প্রশস্ততে ॥ ১৬
 যশাসে চ তথা তদ পূজয়েচ্ছিবং মুদা ।
 বহনং পুত্রা তথা পুত্রাঃ সহস্রেন শিবমুতক ॥ ১৭
 মূর্তিকামে ভবত্যেবৈ তদর্ককো শিবং নরঃ ।
 স্তানদী চ তদর্কেনৈব কোটিঃ পূজয়েচ্ছিবম্ ॥ ১৮
 শিবদর্শনকামে বৈ তদর্কেন প্রপূজয়েৎ ।
 তথা কদুভয়ে তথা কামঃ কমনঃসঙ্গপতঃ ॥ ১৯
 পবলকঃ বদাঃ ততঃ প্রত্যক্ষং সন শিবঃ ।
 লাক্ষণং বৈ তদর্কিঃ স্তাদিতীয়ে তত্তিদং বদাঃ ॥ ২০

লক্ষ পুষ্প তদ্বার অর্কেক (পঞ্চাশং সহস্র)
 পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিবে । কথাকামী
 ব্যক্তি পঞ্চবিংশতি সহস্র পুষ্প এবং বিদ্যামী
 মনুষ্য তদ্বারও অর্কেক পুষ্প দ্বারা শিবের পূজা
 করিবে । শক্র সঙ্কটে সমুদ্ভূত হইলে কদুভ-
 য়ে সংখ্যক পুষ্প দ্বারা শিবের পূজা করিবে । শক্র-
 গণের উচ্চটনের নিমিত্ত পূর্কোক্ত ক্রমেই
 পূজা করিবে । মাদ্রণপ্রদেয় করিতে হইলে
 চারি লক্ষ এবং মোহনপ্রদেয় করিতে হইলে
 দুই লক্ষ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে । শত্রুজয়ের
 ব্যক্তি কোটি পুষ্প দ্বারা এবং নৃপমণ্ডলের বশী-
 করণ করিতে হইলে কদুভ পুষ্প দ্বারা শিবপূজা
 করিবে । দশপ্রার্থী মনুষ্য কদুভ এবং বহনর্থা
 নর সহস্রসংখ্যক পুষ্প দ্বারা শিবের পূজা
 করিবে । মূর্ত্যু মনুষ্য পাঁচকোটি এবং জামাবী
 নর এককোটি পুষ্প দ্বারা শিবপূজা সমাচরণ
 করিবে । শিবদর্শনর্থা ব্যক্তি অর্কেকোটি পুষ্প
 শিবপূজা করিলে ঐহার দল পায়, কাণ্ড-
 বিহার কলহরূপে মৃত্যুভয়ক ভল করিবে ।
 এই প্রকারে পাঁচলক্ষ ভল হইলে সর্বাংশ
 প্রত্যক্ষ হয় । লক্ষ ভল দ্বারা বৈ তদ্ব হর ;

তৃতীয়ে কামনাজ্ঞানং চতুর্থে স্বপ্নদর্শনম্ ।
 পঞ্চমে তু শিবঃ সাক্ষাদবিভবতি চাগ্রতঃ * ॥ ২১ ॥
 অনেনৈব তু ময়ৈণ দশলক্ষ্যে ফলং ভবেৎ ।
 মূর্ত্তিকামো ভবেদ্যো বৈ দর্শিতঃ পূজনং চরেৎ ॥
 লক্ষসংখ্যং তু সর্গত জ্ঞাতব্যং ঋষিসত্তমাঃ ।
 আয়ুজ্ঞামো ভবেদ্যো বৈ দর্শ্যভিঃ পূজনং চরেৎ ॥
 পুত্রকামো ভবেদ্যো বৈ ধন্তরকুসুমৈর্নরঃ ।
 রক্তদণ্ডঃ ধন্তরঃ পূজনে ভুতদঃ স্মৃতঃ ॥ ২২ ॥
 অগস্ত্যকুসুমৈর্ষে তস্য বৈ বিপুলং যশঃ ।
 ভুক্তি-মুক্তিফলং তস্য তুলসীপূজনং চরেৎ ॥ ২৩ ॥
 অর্কপুষ্পৈঃ প্রতাপৈশ্চ কুন্তককলারকৈস্তথা ।
 জপাকুসুমপূজা তু শক্রগণং মৃত্যুদা স্মৃতা ॥ ২৪ ॥
 রোগোচ্চাটনকানীহ করবীরগণি বৈ ক্রমাৎ ।
 বন্ধুকৈর্ভূষণাবাপ্তিজাত্য বাহনসত্তবঃ ॥ ২৫ ॥

দুই লক্ষ জপ দ্বারা আতিশয়কৃত লাভ করে ।
 তিনলক্ষ বার জপ করিলে কামনা লাভ হয় ;
 চারিলক্ষ বার জপ দ্বারা স্বপ্নে সেই দেবাদিদেবের
 দর্শন পায় ; পাঁচলক্ষ জপ করিলে তাহার আগ্রে
 মহাদেব স্বয়ং আবির্ভূত হন । ১২—২১ ।
 দশলক্ষ বার জপ করিলে সকল ফলই লাভ
 করে । মুমুক্শু ব্যক্তি বৃশ দ্বারা পূজা করিবে
 এবং হে ঋষিসত্তমগণ ! লক্ষবার জপ সর্বত্রই
 জানিবে । আয়ুজ্ঞামী ব্যক্তি দর্শ্য এবং পুত্র-
 কামী ব্যক্তি ধুস্তুর-পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিবে ।
 যাহার নাল রক্তবর্ণ, সেই ধুস্তুর-পুষ্পই ভুতকর
 এবং শিবপূজায় প্রসিদ্ধ । বক-কুসুম দ্বারা
 শিবপূজা করিলে বিপুল যশ বৃদ্ধি পায় । তুলসী
 পত্র দ্বারা পূজা করিলে ভোগ ও মোক্ষফল লাভ
 হয় । যে ব্যক্তি অর্ক (আকন্দ), প্রতাপ,
 কুন্তক, কলার এবং জবাকুসুম দ্বারা শিবপূজা
 করে, অবশ্যই তাহার শতসমূহ বিনষ্ট হয় ।
 করবীর পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে রোগ হইতে
 মুক্ত হয় । বন্ধুক-পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে
 ভূষণ এবং জাতি-পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিলে

* পঞ্চমস্ত যদা লক্ষং ফলং বচ্যতাসংশয়-
 মিতি কচিং পাঠ্যঃ ।

অতসীপুষ্পকৈর্দেবো বিমূর্ব্বজজ্ঞাতামিহাঃ ।
 শমীপত্রৈস্তথা মূর্ত্তিঃ প্রাপ্যতে পুরুষেণ চ ॥
 মল্লিকাকুসুমৈর্দেবঃ শ্রিয়ং ভুভুতনাং শিবঃ ।
 নথিকাকুসুমৈঃ শক্রং গৃহং নৈব বিমূর্ত্ততি ॥ ২৬ ॥
 করিকারৈস্তথা বহু-সম্পত্তিক্রিয়ায়তে নৃণাম্ ।
 নির্ভুতীকুসুমৈর্লোকে মনো নির্মলতাং লভেৎ ।
 তং কুসুমং ন বিদ্যাত যচ্চৈব শিববল্লভম্ ।
 চম্পকং কেতকং হিঙ্গা অম্বুং সর্গং শিবোৎপন্নং ।
 এতং তে কথয়িষ্যামি কারণং ব্রহ্মরং নৃণাম্ ।
 যদা লক্ষং শিবে দদ্যাৎ তদা চ বিপুলং ফলম্ ।
 পুষ্পাণি তিলজাতানি মূর্ত্তিদানি ন সংশয়ঃ ।
 রাজিকাকুসুমানীহ শক্রগণং মৃত্যুদানি চ ॥ ২৭ ॥
 অতঃ পরঞ্চ ধাত্যানাং ফলং শৃণুত সত্তমাঃ ।
 তং ধারোপাণে নৃণাং লক্ষীরক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ২৮ ॥
 প্রস্থানং ঘটকেনৈব তদর্কেন তথা পুনঃ ।
 পলয়স্ব তথা তত্র লক্ষমানমুদাহৃতম্ ॥ ২৯ ॥

বহনসম্পদ লাভ হয় অতসীপুষ্প দ্বারা শিব-
 পূজা করিলে বিমূর্ত্ত ভক্ত হয় । পুরুষ শমীপত্র
 দ্বারা শিবপূজা করিলে মূর্ত্তিলাভ কবে । মল্লিক-
 কুসুম দ্বারা শিবপূজা করিলে কল্যাণকরী পরী
 লাভ করে । নথিকা পুষ্প দ্বারা শিবের আরা-
 ধনা করিলে গৃহ শত্রুহীন হয় না । করিকর
 দ্বারা মনুষ্য শিবপূজা করিলে বিবিধ বসনসমূহ
 লাভ করে । নির্ভুতীপুষ্পে শিবপূজা করিলে
 মন প্রশস্ত হয় । চম্পক এবং কেতকপুষ্প
 ব্যতীত সকল পুষ্পই শিবের প্রিয় ; উক্ত দুই
 পুষ্প ব্যতীত অপর সকল পুষ্পই শিবকে অর্পণ
 করিবে । মহাদেবকে মনুষ্যগণ চম্পক ও কেতক
 পুষ্পে যে সমর্পণ করিবে না, তাহার গড় কাণ
 বর্ণন করিব । লক্ষপুষ্প ভক্তিপূর্ব্বক শিবকে
 সমর্পণ করিলে, মহৎ ফল সম্পন্ন হয় । তিল-
 পুষ্প দ্বারা শিব পূজিত হইলে নিশ্চয়ই মূর্ত্তি
 প্রদান করেন । রাজিকা পুষ্প দ্বারা শিব
 পূজিত হইলে শত্রুগণের মৃত্যু সাধন করেন ।
 হে ঋষিসত্তমগণ ! অনন্তর ধাত্য দ্বারা পূজার
 ফল বলিতেছি, শ্রবণ করুন । শিবোদ্দেশে
 তুলসী সমর্পণ করিলে মনুষ্যগণের জীবন্তি হয় ।

কুদবিধানেন কৃতা বহুক মুখ্যম্ ।
পরি ক্রমেঃ তত্র তুলাপর্ণমুত্তমম্ ॥ ৩৬
লৌকিকমুখ্যং গন্ধ-পুষ্পাদিতিকথা ।
যিতু চ পুষ্পাদি কৃতা পূজাকলাঃ নতঃ ॥ ৩৭
পতাব্যং তত্র ব্রাহ্মণ্যনু ভোজয়েঃ ততঃ ।
জ্ঞা তথা ভাতা সাক্ষা চ মন্ত্রপূর্বকম্ ॥ ৩৮
গৌতমঃ তত্র ময়ে বিধিক্রমোক্তঃ ।
নরক তথা লক্ষ্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৩৯
অপনৈবেদ্যে লক্ষ্যমানমুদাত্তম্
পূজনং তত্র কৰ্তব্যং হিতকাম্যম্ ॥ ৪০
স্বপ্নপাশ্চাত্তম্যাদি কথ্য নরেন্দ্র চ
পিতৃভ্যঃ দ্ব্যং নমস্তি তৎক্ষণাদ্ধবম্ ॥ ৪১
জ্ঞা তথা প্রোক্তা লক্ষ্যং পরমা শিবে ।
নামষ্টকৈক্যে প্রসাদিসংযুতঃ পুনঃ ॥ ৪২
নয়ুতঃ তচ্চ মানমতঃ পুরাতনম্ ।
জ্ঞা তথা প্রোক্তা সর্গে সুখবিবৰ্দ্ধিনী ॥ ৪৩

প্রায় এক পল এবং ছয় প্রায় দুই পল
চর সখা এক লক্ষ বিধিপূর্বক কদ-
১ কদম্ব মতাদেবের উপরিভাগে উত্তম
ল-বিশিষ্ট বহু স্থাপন করিয়ে ততঃ
রি দেশে গন্ধপুষ্পাদি বিশিষ্ট একটী
কলসস্থাপন করিয়ে পুষ্পাদি প্রদানপূর্বক
খল লাভ করিবে। অনন্তর দুই প্রাতাপত্য-
গর উপযুক্ত দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণের ভোজন
পাদন করিবে। এইরূপই সমস্তক লক্ষ
১। সাক্ষ হইবে। ২২—৩৮ । ইহাতে অষ্টোত্তর
১ মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। লক্ষ তিল দ্বারা
দেবের তৃপ্তি সাধন করিলে মহাপাতক হইতে
১ হয়। একাদশ পল তিলে এক লক্ষ
১ রমাণ হয়। হিতকামী ব্যক্তি পূর্ববৎ সকল
১ করিবে। মনুষ্য পূজাতে ব্রাহ্মণসমূহের
১ করিবে। তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি মহা-
১ তক-জনিত দুঃখ হইতে মুক্তিস্নাত করিবে।
১ ক যব দ্বারা শিবপূজা পরমোৎকৃষ্ট। সাত
১ টি প্রায় এবং সাক্ষি দুই পল যব লক্ষ্য
১ দ্বারা শিবপূজা করিলে, মানস সন্তোষের কৃত
১ জার ফল হয়। যে প্রকার পূজার নিয়ম

প্রাতাপত্য ব্রাহ্মণানাং কৰ্তব্যং কলসীপূজা ।
গোদূমানাং তথা পূজা প্রশস্তা কবিসত্তমঃ ॥ ৪৪
সমুত্তি বহুতঃ সপি যদি লক্ষ্যাবধি ক্রমাৎ ।
দোষার্হেন ভবেদ্রকং বিধানং বিধিপূর্বকম্ ॥ ৪৫
পুনঃ ব্রাহ্মণানাং হি প্রাতাপত্যং ভবেদ্রিক।
মুখ্যানাং পূজনম্বেব শিবো বহুতঃ বৈ মুখ্যম্ ॥ ৪৬
প্রধানং সত্বকেনৈব প্রসাদেনৈব পুনঃ
পলক্যদুত্তমৈব লক্ষ্যমেকং বিদুর্নৃপঃ ॥ ৪৭
মন্ত্রপূর্বক তথা পূজা গোপনশক্যো তথা ।
প্রধানমষ্টকৈক্যেনৈব প্রসাদেনৈব পুনঃ ॥ ৪৮
প্রধানং সত্বকেনৈব লক্ষ্যদুঃখং পুরাতনৈঃ
ব্রাহ্মণৈঃ তৎ ভোজ্যং কদম্বাধ্যাদি মুখ্যম্ ।
প্রিয়মুপূজনং মেব সর্গাধ্যাক্ষে পরাধুনি
দ্ব্যং প্রসাদেনৈব পূজা সর্গদুঃখবহা ॥ ৪৯
প্রসাদেকং হি প্রোক্তং লক্ষ্যমেকং পুরাতনৈঃ
ব্রাহ্মণৈঃ তৎ প্রোক্তমষ্টকং সৎসার মুখ্যম্ ।
মুক্তিকপূজনং তত্র ন্যাত্তম্য তিত্তম্ মুখ্যম্

১ তৎ দলিলম্ ইত্যং বহু ব্রাহ্মণৈক মুখ-
১ তেনা কদম্ব অনন্তর কলসী ব্যক্তি প্রাতাপত্য-
১ কদম্ব চর টা সময়ে ব্রাহ্মণগণের ভোজন
১ সম্পাদন করিয়ে যে কবিসত্তম গোদূম
১ দ্বারা শিবপূজা পূর্ববৎ প্রশস্ত । লক্ষ পূর্ব-
১ বিত গোদূমে শিবপূজা করিলে সমুত্তি পুষ্টি
১ হয়। অষ্টোত্তর গোদূমে এক লক্ষ পূর্ববৎ
১ হয় ৩৯—৪৩ । পুনরায় এ পূজাতেও
১ প্রাতাপত্য ব্রাহ্মণসমূহের ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে
১ মুখ্য দ্বারা শিবপূজা করিলে মুখ লাভ হয় ।
১ পণ্ডিতগণ সাত সাত প্রায় দুই পল মুখ্য এক
১ লক্ষ পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন যব দ্বারা
১ শিবপূজা করিলে যোগ হইতে মুক্তিস্নাত করে
১ আট প্রায় কিংবা সাত সাত প্রায় এক লক্ষ
১ যব হয়। কদম্ব-সংখ্যানুসারে ব্রাহ্মণভোজন
১ করাইবে। পরমাত্মা সর্গাধ্যাক্ষ মহাদেব
১ প্রিয়মু (বাগবিশেষ) দ্বারা পূজা করিলে বহু
১ প্রভুতি সকল মুখই পুষ্টি পায়। ততঃ এক
১ প্রায়ই লক্ষ পরিমাণ হয়। পূজা-সংখ্যানুসারে
১ ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। প্রিয়কপূজা দ্বারা

প্রহ্নেন পলযুক্তেন লক্ষমেকং তথা স্মৃতম্ ॥ ৫২
 সর্ষপাণং তথা লক্ষং পলৈবিশতিসংখ্যয়া ।
 তেষাঞ্চ পূজনাং শত্রেণ তিরুনাহুতা ॥ ৫৩
 বিপ্রাণাং ভোজনং তত্র শতমেকোত্তরং স্মৃতম্ ।
 একা গোচ প্রদাতব্য বলিবর্দন্তথৈব চ ॥ ৫৪
 মরীচিসম্ভবা পূজা শত্রেণাশকরী স্মৃতা ।
 অতোহপি বিবিধৈর্ধাতৈঃ পূজনং শঙ্করস্ত চ ॥ ৫৫
 আঢ়কীনাং দলৈর্নৈব রক্তয়িত্বার্ঘ্যেচ্ছিবম্ ।
 নানামুখকরী পূজা হেমা চ ঋষিসম্মতাঃ ॥ ৫৬
 ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা পুনরুর্দ্ধ্বীশ্বরঃ ।
 লক্ষমানস্ত পুষ্পাণাং বদ তং হি হিতাবহম্ ॥ ৫৭
 ইতি শ্রুত্বা বচস্তুষাং পুনর্বচনমাদদে ।

স্মৃত উবাচ ।

শ্রুতামুখ্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথ্যামি কথামিতি * ॥ ৫৮
 প্রহ্মমানস্ত লক্ষাণাং শজীপুষ্পসমুদ্ভবম্ ।
 লক্ষং প্রোক্তং ব্যাসেন স্তম্ভমানদিদৃশুণা ॥ ৫৯

পূজা করিলে শত্নাশ হয় : এবং প্রস্থ একপলে
 লক্ষ পরিমাণ হয়। বিংশতি পলে এক লক্ষ
 সর্ষপ হয়, সেই সর্ষপ দ্বারা পূজা করিলে অবগুই
 শত্নমরণ হইয়া থাকে। পূজাতে এক শত এক
 ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং সংবুলপ্রসূত
 সজ্জরিত লক্ষণকে এক গো এবং এক বলিবর্দ
 (বলদ) প্রদান করিবে। মরীচ দ্বারা শিব-
 পূজা করিলে শত্রু বিনষ্ট হয়। অত্যাচ্য নানা-
 প্রকার ধাতু দ্বারা শিবপূজা করিলেও শত্ননাশ
 হয়। হে ঋষিসম্মগণ! আঢ়কীপত্র দ্বারা
 শিবকে রঞ্জিত করিয়া পূজা করিলে নানা সুখ
 হয়। ৪৬—৫৬। এই সকল কথা শ্রবণ
 করিয়া ঋষিবরগণ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন।
 লক্ষ পুষ্প কত পরিমাণে হয়, এই হিতকর
 কথা বলুন। স্মৃত তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ
 করিয়া পুনর্বার বলিলেন,—হে ঋষিবর্যগণ!
 শ্রবণ করুন। আপনাদের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের
 উত্তর প্রদান করিতেছি। এক প্রস্থ শজী-
 পুষ্পে এক লক্ষ হয়। বেদব্যাস স্তম্ভ-দর্শনাভি-

বথামভীতি পার্শ্বাভ্যুতং কচিং ।

একাদশভিত্তিকা প্রহ্নৈর্জাতিমানমুদাহৃতম্ ।
 যুধিক্যাং তথা মানং রাজিকারাস্তদর্শকম্ ॥ ৬০
 প্রহ্নৈবিশতিকৈশ্চৈব মল্লিকামানমুদাহৃতম্ ।
 তিলপুষ্পে তথা মানং প্রহ্নন্যনং তথৈব চ ॥ ৬১
 ততশ্চ দ্বিগুণং মানং করবীরভবে স্মৃতম্ ।
 নিষ্ঠুওকুসুমো মানং তথৈব কথিতং বুধৈঃ ॥
 কর্ণিকারে তথা মানং শিরাষকুসুমে পুনঃ ।
 বন্ধুজীবে তথা মানং প্রহ্নানাং দশকেন চ ॥ ৬২
 ইত্যাদিবিবিধৈর্ধাতৈর্দৃষ্টা চ পূজনং চরং ।
 সর্ষকামসমুদ্যতং পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৬৩
 অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ধারাপূজাক্ষরং হৃদম্ ।
 যন্ত শ্রবণমাত্রেণ কল্যাণং জায়তে নৃণাম্ ॥
 বিধানপূর্বকং পূজাং কৃত্বা চৈব শিবস্ত চ ।
 পশ্যচ্চ জলধারা হি কতব্যাংচ মুনীশ্বরঃ ॥
 অরপ্রতাপশাত্যর্থং জলধারা শুভাবহা ।
 শতরুদ্রীয়মস্ত্রেণ কংমেকাদশেন তু ॥ ৬৪
 রুদ্রজাপেন বা তত্র পুরুষস্তুতেন বা পুনঃ ।
 যজ্ঞেনাথবা তত্র সহ মৃত্যুজয়েন চ ॥ ৬৫

লাঘী হইয়া এইরূপ লক্ষমান কীতন করি
 ছেন। জাতীপুষ্পের একাদশ প্রস্থে
 পরিমাণ হয় এবং যুধিকা-পরিমাণও ঐ প্রকা
 উক্ত পরিমাণের অর্ধেক রাজিকা পুষ্প ল
 সংখ্যক, বিংশতিপ্রস্থে মল্লিকা-কুসুম এক ল
 হয় এবং তিলপুষ্প উনবিংশতি প্রস্থে একল
 হয়। করবীর-পুষ্প তদপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমা
 এক লক্ষ হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,
 নিষ্ঠুওকুসুমও ঐরূপ পরিমাণে এক লক্ষ হ
 কর্ণিকার এবং বন্ধুজীব পুষ্পের ঐ প্রকার প
 মাণ। বন্ধুজীব পুষ্প দশপ্রস্থে এক লক্ষ হয়
 এইরূপ নানাপ্রকার পরিমাণ আলোচনাপূর্ব
 সকল সমৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত পরমেশ্বর শিবে
 পূজা করিবে। অনন্তর ধারাপূজা-কল বলিতেছি
 মনুষ্যগণ ইহা শ্রবণ মাত্রে কল্যাণরাশি লা
 করে। হে মুনিবরগণ! বিধিপূর্বক শিবপূ
 করত জলধারা অর্পণ করিবে। প্রবল অ
 প্রশমের পক্ষে জলধারা শুভকরী। শতরুদ্রী
 মন্ত্র, একাদশ রুদ্রীয়, রুদ্রজাপ্য, পুরুষস্তুত

ক্রোণাধবা বিপ্রা নামতিৰ্ভা বিশেষকৈঃ ।
 বাণ্যাপমোক্তৈৰ্বা জলধারানিকং তথা ॥ ৬০
 সমতনুদ্ব্যর্থ ধারাপূজনমুত্তমম্ ।
 ধারা শিবৈ কাৰ্য্যে বাবদ্যসহস্রকম্ ॥ ৬১
 ধাৰাশ্রবণ বিস্তারো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ।
 অমৃতমন্ত্ৰেণ কাৰ্য্যং বৈ শিবপূজনম্ ॥ ৬২
 মেহরোগশাস্ত্যর্থং প্রাপ্তগাচ্চ মনেপিতম্
 ওষকং বদা যাতস্তদা হৃতমুপূজনম্ ॥ ৬৩
 হ ভোভ্যং তদা প্রোক্তং প্রাজাপত্যং ধনীধরৈঃ
 কলং হৃদ্ধধারা চ তদা কাৰ্য্যং বিশেষতঃ ॥ ৬৪
 শিবমিহিতা তত্র বদা দুৰ্দ্ধিৰ্জ্ঞা ভবঃ
 কপি কহিমাকৈৰ্শ শরীরে পরিচীলিতম্ ॥ ৬৫
 বহুত্ববুজ্য তত্রৈ তদভ্যাস প্রপূজনম্ ।
 চ চোক্তেনৈ দেবে ভাষ্যত কাৰ্য্যং বিনা ॥ ৬৬
 হুতুপি চাপ্রম হৃদয়ক পরিবৰ্জিত

হুতব মন্ত্ৰ, হুতব মন্ত্ৰ, গুহ্যে বিশেষ বিশেষ
 নম এবং উচ্চৈ মন্ত্ৰসমূহ, এই সকলের মধ্যে
 যেকোন মন্ত্ৰে হুতক, শিবভজনাধারা অর্পণ
 করিলে ৫৭—৬৯, সুধকর মন্ত্ৰান হুতক
 নিমিত্ত উত্তম ধারাপূজা করিলে যে কাল
 পর্যন্ত সহস্র মন্ত্ৰ উচ্চারণ না হয়, সেই কাল
 পর্যন্ত মহাদেবের যন্ত্ৰকে জলধারা দিলে, তদ্বা
 হইলে নিশ্চয় বংশধরি হয় এই প্রকার
 অমৃত মন্ত্ৰ দ্বারা শিবপূজা কর্তব্য এবং হিতা
 কাজী ইহা দ্বারা প্রামেহ রোগ হইতে মুক্তি
 পায়। পণ্ড (কৌব) স্বকীয় পীড়াদান্তির ভক্ত
 হুত দ্বারা শিবপূজা করিলে। প্রাজাপত্য যজ্ঞের
 উপযোগী প্রব ধারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে
 ধনীভ্রগণ নির্দেশ করিয়াছেন, তদ্ব্য রোগী
 ব্যক্তি কেবল হৃদ ধারা প্রদান করিলে, জড়-
 গুহ্মি ব্যক্তি বুদ্ধির হুতীকৃত সম্পাদনের নিমিত্ত
 শর্করাযুক্ত হৃদধারা দ্বারা মহাদেবের নাম
 সম্পন্ন করিলে। শত্রুগণ কর্তৃক শরীরে
 অভিচারাদি প্রবৃত্ত হইলে, অমৃত মন্ত্ৰ পাঠ
 করত ধারাপূজা করিলে। কারণ ব্যক্তির
 শরীরোচ্চাটন উপবিষ্ট হইলে কিংবা নিম্নাঙ্গ
 কোন ব্যক্তির প্রতি অসহ্য অথবা বিব্রত

বগ্নয়ে কলহো নিত্যং বদা চৈব প্রজায়তে ॥ ৭০
 তদ্রাক্ষৈব কৃত্যায় বৈ সর্গকঃকঃ কিলীয়তে ।
 নকল্যে তাপনার্থং বৈ ভৈলধারা শিবায় বৈ ॥ ৭১
 বাসিতেনৈল ভৈলেন ভৈলধৃতিঃ প্রজায়তে ।
 সাধিপেচ চ ভৈলেন নকল্যেণ ভবেদপি ॥ ৭২
 হনুনা বহুদ্রোণা • এ প. হুতৈ শিবপূজনাং
 উচ্চৈসত বৈ ধারা সর্গকঃকঃকঃকঃ ॥ ৭৩
 পণ্ড কলমমুদ্রতা ধারা যোজকলপ্রদা ।
 এতঃ সর্গকঃ ধা প্রোক্তা হুতবসতভাবনাঃ ॥ ৭৪
 অমৃতম মন্ত্ৰম্ কৃত্যায় কৃত্য চৈব বিশেষম্ ।
 কলহা কলহনাম্ভ ভৈলক কলহনাং ॥ ৭৫
 তদা বৈ সর্গকঃ সর্গকঃ ভৈলকল ন চাক্ষ
 এতঃ ভৈ সর্গকঃ ধারাঃ পণ্ডৈবৈ ধনীধরঃ
 এতঃ পুণ্ডবিহিত কৃত্য সর্গকঃ প্রযুক্ততঃ

সম্বিত কষ্ট এবং গুহ্য প্রতিজ্ঞা কল উপবিষ্ট
 হইলে ধারাপূজা করিলে, তদ্বা দ্বারা এই সকল
 উপবব উপপাদ্য হয়। শত্রুগণকে সন্তুষ্ট
 করিতে হইলে, ভৈলধারা দ্বারা শিবপূজা
 করিলে। সুবাসিত ভৈলধারা অর্পণ করিলে
 সকল সুখ হয়। সর্গক ভৈল সম্পাদিত
 ধারা দ্বারা পূজা করিলে নিশ্চয় বংশধার
 হয়। হনুনা দ্বারা শিবপূজা করিলে
 বহুদ্রোণা যেন হইতে নিমিত্ত লাভ করে।
 ইচ্ছকম-সম্পন্ন ধারা শিবপূজা করিলে সকল
 হুত ব্রীকৃত হয়। বহুদ্রোণা দ্বারা
 শিবপূজা করিলে যোজকল লাভ হয়। হুত-
 কল মহাদেবের কল্যাপকী জলধারা দ্বারা
 কর্তব্য করিলেঃ ৭০—৭৫। অমৃত মন্ত্ৰ-
 দ্বারা বিবিশূর্ক জলধারা সমাপনকৃত, কল-
 মন্ত্ৰদ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; তদ্বা
 হইলে নিশ্চয়ই অসোম্য সকল সকল হইবে।
 যে দুর্নিবৃত্তপণ! আপনরা যে প্রব করিতেছেন,
 তাহার উত্তম প্রদান করিলেঃ এই প্রকারে
 পূজাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া সকল পাপ হইতে

এতদৈব সকলং * লোকে সৰ্বকামহিতায় বৈ ॥৮৩
 স্তন্যোমাসহিতং লোকে সম্পূজ্য বিধিনা সৰুং ।
 যং ফলং লভতে মর্ত্যলুপ্তদামি যথাক্রমম্ ॥৮৪
 অত্র সন্তোগজাতং বৈ ভুক্তা পুত্রাদিকং শুভম্ ।
 অন্তঃ চ জায়তে যচ্চ শ্রুতামৃষিসমুদয়াঃ ॥৮৫
 সূৰ্য্যকোটপ্রতীকশৈবিন্নৈঃ সৰ্বকামিকৈঃ ।
 রুদ্রকঙ্কাসমাকৌণ্ঠৈর্গেয়বান্যাসমম্বিতৈঃ ।
 শিবং ক্রীড়তে ভোগী যাবদভূতসংগ্রবম্ ॥৮৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং
 পূজাবিধিবর্ণনং নামৈকোদ-
 শতত্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

কথম উচুঃ ।

ব্রহ্মোহসি কৃতকৃত্যোহসি মহাপুণ্যোহসি বৈ পুনঃ
 তস্মা চ কথিতং সৰ্বং মাহাত্ম্যং শঙ্করম্ ৮ ॥ ১

মুক্তি লাভ করে । এই শিবপূজা-বিধি লোকের
 সকল অভিলাষ পূর্ণ করত সুখসাধন করেন ।
 মনুষ্য কার্ত্তিকের এবং পার্বতীর সহিত পরমে-
 শ্বর মহাদেবের একবার পূজা করিয়া যে ফল
 লাভ করে, তাহা ক্রমশ বলিতেছি । ইহলোকে
 পরম ঐশ্বর্যবান হইয়া পুত্র-কলত্রাদির সহিত
 বিবিধ ভোগ উপভোগ করত অন্তঃ যাহা লাভ
 করে, তাহা শ্রবণ করুন ;—হে মুনিমণ্ডলাগ্র-
 গণাগণ ! কোটি সূর্য্য সদৃশ কান্তিশালী সকল
 কামনা-সাধক বিমানে আরুঢ় হইয়া গান ও বাদ্য
 পরায়ণ রুদ্রকঙ্কাগণের সহিত প্রলয়কাল পর্যন্ত
 মহাদেবের শ্রায় সুখে ক্রীড়া করে । ৮১—৮৬ ।

একোদশত্ৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥২৯ ॥

• — •

ত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে প্রভো ! আপনি
 ধন্য, কৃতকৃত্য ও পরমপবিত্র ; আপনি শঙ্করের

* সকলমিতি পাঠান্তরং কচিৎ ।

তত্ৰৈবং কথিতং যচ্চ চম্পকং কেতকং তথা ।
 ন যোগ্যক শিবায়ৈব কিমুত্র কারণং বদ ॥২
 সূত উবাচ ।

শ্রুতামৃষয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ কারণং কথয়ামি চ ।
 কলাচিদ্রাঘবো বাতঃ ক্ষত্বতীরে সলক্ষণঃ ॥৩
 সীতয়া সহিতস্তত্র তস্মৈ পিত্রাক্ষয়া ধ্রুবম্ ।
 শ্রাদ্ধকালং কলাচিধৈ জ্ঞাত্বাদ্য করবাম কিম্ ॥৪
 গ্রামে চ প্রেষয়ামাস লক্ষণং শশুকাম্যয়া ।
 কিকিদ্বেদাদিকং গৃহ লজ্জিতো গভবাংস্তদা ॥৫
 ততঃ প্রব্রাজয়া তত্র বিলম্বং কৃতবাংস্তদা ।
 অতিকালং তদা জ্ঞাত্বা রামোহপি গভবাংস্তদা ॥৬
 জ্ঞানকোকাকিনী তত্র দিবাকৃতং কথং পুনঃ ।
 বিচারতঃ পরা হাসীপ্রয়াতি দেবরঃ কথম্ ॥৭
 প্রাণনাথোহপি তত্ৰৈব গতৌ নায়াতি বৈ কথম্ ।
 শ্রাদ্ধকালো গতঃ তত্র আশ্রয়ং সন্তবিষ্যতি ॥৮

যে সকল মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন, তাহাতে কহি-
 লেন,—চম্পক ও কেতক পুষ্প শিবপূজার
 অযোগ্য ; ইহার কারণ কি বলুন । সূত
 কহিলেন, হে ঋষিবরগণ ! আমি ইহার কারণ
 কহিতেছি, শ্রবণ করুন : কোন সময়ে রত্ন-
 নাথ রামচন্দ্র পিতার আদেশে লক্ষণ ও
 সীতার সহিত ক্ষত্বদীর তীরে যাইয়া তথায়
 কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন । তখন তাঁহার
 পিতৃশ্রাদ্ধের কাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া
 “অদ্য কি করিব” এইরূপ ক্রমেণ বিবেচনা
 করিয়া তিনি শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যের সংগ্রহার্থ লক্ষণকে
 নিকটস্থিত গ্রামে প্রেরণ করিলেন । তখন
 লক্ষণ, লজ্জিত হইয়া একখানি পাত্র হস্তে
 গ্রহণপূর্ব্বক রামের আজ্ঞানুসারে গমন করি-
 লেন, কিন্তু বিলম্ব হইতে লাগিল । তাঁহার
 কালবিলম্ব দেখিয়া শ্রাদ্ধের কালও অতীত হয়
 জানিয়া, রামচন্দ্র স্বয়ং গমন করিলেন । তখন
 তথায় জ্ঞানকী একাকিনী থাকিয়া চিন্তা করিতে
 লাগিলেন,—মধ্যাহ্ন প্রায় অতীত হইতেছে,
 দিবা-করণীয় শ্রাদ্ধ কিরূপে হইবে ? দেবর
 লক্ষণ কেন এখন না আসিলেন প্রাণনাথও
 তথায় যাইলেন, এখনও কেন না আসিলেন ?

তি বিচার্য সা তত্র জ্ঞানং কৃৎস্না বিধানতঃ ।
 ক্ষুদ্রীণীপনং কৃৎস্না পুনিনে সা স্থিতা তদা ॥ ১০
 যতি লক্ষণৈশ্চৈব বাচনং তথৈব চ ।
 ন শিত্বনহং দাশে পিণ্ডানাং স্বয়ং তদা ॥ ১১
 কথিত্ব গৃহীত্বা তু তেনৈব পিণ্ডকাস্তদা ।
 তদা যদা তত্র হস্তাণ্য নিঃসৃতাস্তদা ॥ ১২
 দত্তমুপিত্তং হৃদা ধৃত্বা হং জনকাস্তদা ।
 জন দৃষ্টে স্বকরী হস্তান নানালসারকৃষিতান ॥ ১৩
 উবাচ জনকী তত্র কে বচঃ সমুপস্থিতাঃ *
 কৃৎস্না তু বচনং তদা উবাচ বচনস্তুতম ॥ ১৪
 বহু দশরথো নাম বচনস্তু চ সূত্রতঃ ।
 তুপাঃ স তু পিণ্ডন শ্রাদ্ধং তে সদস্যং কৃতম্ ॥
 ইত্যুক্তা সা তদা তত্র জনকী বাক্যমবদৌঃ

শ্রাদ্ধের কাল প্রায় অতীত হয়, অতঃপর নাকসী-
 বেলো উপস্থিত হইবে, এইরূপ বিচার
 করিয়া তিনি কল্পনালোকে বহুবিধি জ্ঞানদ্বারা
 সমাধা করিলেন এবং ইক্ষুদীপ্তিলের প্রদীপ
 প্রজ্জ্বলিত করিয়া কিছুকাল উই দিগ্গের প্রতীক্ষা
 থাকিলেন ১—৯। যখন রাম ও লক্ষ্মণ কেহই
 আসিলেন না, তখন “আমিই স্বয়ং অগ্নি নিষ্ক
 পতি পিতৃগণকে পিণ্ডপ্রদান করিব” এই স্থির
 করিয়া জনকী উপস্থিত মত যে কিছু বস্তু গ্রহণ
 করিয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশে পিণ্ড দিবামাত্র “হে
 জনকনন্দিনি! আজ আমরা পরিভ্রষ্ট হইলাম,
 তাহাতে তুমিও ধস্ত হইলে” এইরূপ বাক্য
 উচ্চারিত হইল এবং কেবল হস্ত সকল পিণ্ড-
 গ্রহণার্থ নিঃসৃত হইল। জনকী ঐ বাক্য
 শ্রবণ ও নানা অলঙ্কারে ভূষিত হস্ত সকল
 অবলোকন করিয়া কহিলেন, আপনারা কতদূর
 উপস্থিত হইয়াছেন, বলুন। জনকীর এই
 বাক্য শ্রবণে অদৃষ্ট দশরথ কহিলেন, হে সূত্রভূত
 সীতে! আমি তোমার বচন, আমার নাম
 দশরথ; তোমার পিণ্ড আমরা পরিভ্রষ্ট হই-
 লাম, তোমার কৃত শ্রাদ্ধ সকল হইয়াছে। এই-

* অত্র বচনং প্রত্যো ইতি বচ নঃ প্রত্যো
 ইতি চ পাঠান্তরম্।

কৃত্য মে নৈব যজ্ঞেত হস্তস্ত দর্শনাদিকম্ ॥ ১৫
 ইত্যুক্তে চ তদা তত্র স্বাপায়াঃ সাক্ষো হৃদয়ন্থে
 ইতি বাণীঃ সমুপগম্য কৃৎস্না সা জনকাস্তদা ॥ ১৬
 নক্সঃ নদীঃ তথা গাভাঃ স্বপ্নিক কেতকীঃ তদা ।
 উবাচ ক্রমতঃ সম্যক তে সর্বৈ সাক্ষিতাঃ গতাঃ ॥
 ততঃ চ চিহ্নিতাস্তে নৈব তত্র দ্বারঃ সমাপতঃ ।
 নীচা শিবস্তা সান্নিহি তবিত্তা হস্তাদন ॥ ১৭
 শ্রাদ্ধকালে গতশ্রাদ্ধা বচনঃ সমুপস্থিতাঃ
 ইত্যুক্তে চ তদা তেন জনকী বিম্বিতা মতী ॥ ১৮
 নৈব চ বচনং কিকিঃ তদা দৃষ্টে তদ্বিধম্ ।
 দিলম্বঃ কিলম্বঃ তদ্বচনং বচনস্তুতম ॥ ২০
 কৈবল্যে বিম্বিতং তদা দৃষ্টে তদ্বিধম্ ।
 ইতি পুত্রো তদা তেন সর্বক কথিতঃ তদা ॥ ২১
 তক্ষুঃ স্ববচনং তদা বাক্যমবদৌঃ
 ততঃ কৃৎস্না সমাপ্তজনকী কথিত্ব বচনং ॥ ২২

রূপ করিলেন। তখন জনকী উত্তর করিলেন, তে
 শিত্ত! “আমরা পতি আপনাদিগের হস্ত-
 দর্শনাদি অতীতপূর্ব বস্তু কিছুই বিবাস করি-
 বেন না।” জনকীর “হে নিপাতন! তুমি এ
 বিকৃত কড়কগুলি সাক্ষী রাখ” এইরূপ আশ্বাস-
 বাণী শ্রবণ করিয়া জনকী হস্ত, কহনকী বস্তু,
 অগ্নি ও কেতকীকে কহিলেন,—তোমরা সকলে
 এ বিকৃত সাক্ষী করিলে। পরে ইক্ষুদীপ্তিল সকলে
 অস্তিত্ব হইলে দশরথ প্রজ্ঞাপিত হইয়া জন-
 কীকে কহিলেন, হে সান্নিহি! এক্ষণে অতি-
 নীচ পাণ্ডিত্য তচি হও, শ্রাদ্ধকাল গতশ্রাদ্ধ এবং
 অস্তরালে এ সময়ে তোমার বচনও উপস্থিত
 হইয়াছেন। অতএব কিলম্ব করিও না। কিম্ব
 জনকী এইরূপ উক্তা হইয়া বিম্বিতা হইলেন
 ও কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন শ্রীরাম
 জনকীকে নিরুত্তরা এ কিলম্বকরিত্বী দেখিয়া
 কহিলেন, হে কৈবল্য! কেন এক্ষণে বিনীত
 মত তোমাকে দেখিতেছি? জনকীর বাক্য-
 পূর্বক সমস্ত বিবরণ কহিলেন ১০—২১। তদা
 প্রবণে রাবণ, জাজকে সন্মানন করিয়া কহিলেন,
 হে জাজ! জনকী বাবা করিল, তাহা কি
 করিলে? আমরা পাণ্ডিত্য আশ্বাস করিয়া

অশ্ম্যতিবিধিনা নৈব দৃষ্টৈশ্চবাধুনা তয়া ।
 কার্যার্থে ব্যাকুলা সা বৈ কলীকং হ্যচ্যতে তয়া ॥
 এবমুক্তে তদা ভেন ত্রীড়িতা সাত্ৰবীদিদম্ ।
 ময়া চ স্থাপিতা হেতে সাক্ষিতে রবুনন্দন ॥ ২৪
 ঐবমস্থিতি সত্যং ব বদ্যতে বচনং মম ।
 কথয়িষ্যন্তি তে শূক্ৰ মত্তো সত্যং বচস্তথা ॥ ২৫
 ইত্যুক্তে চ তদা পৃষ্ঠাশ্চত্বারঃ সাক্ষিণস্তদা ।
 তে সর্কে মোহমাপন্না ন জানীমো বয়স্শ্চিদম্ ॥ ২৬
 ইতি ক্রত্বা বচস্তেষাং রামশ্চ লক্ষ্মণস্তদা ।
 উচতুর্ভাভরো তত্র হাস্তং কৃতা পবম্পরম্ ॥ ২৭
 কার্যক করণীয়াং তে দিবাকৃতং বুভুক্ষতা ।
 জানকী দুঃখমাপন্না কিং জাতং কিং কৃতত্ৰিহ ॥ ২৮
 পাকং কৃতবতী তত্র রামঃ শ্রাদ্ধং তদা ত্রয়ম্ ।
 আবাহনে কৃতে তত্র বাণী সূর্য্যসমীপতঃ ॥ ২৯
 কিমর্থং হুয়তে পুত্র হনয়া তপিতা বধম্ ।

বাহার দর্শন পাই না, তিনি এক্ষণে অথবা
 আহ্বানে দর্শন দিলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্য।
 নিশ্চয়ই কার্য্য করিতে ব্যাকুল হইয়া সীতা মিথ্যা
 কহিয়াছে। রামের ঈদৃশ বচনে লঙ্কিতা হইয়া
 সীতা কহিলেন, হে রবুনন্দন! এ বিষয়ে এই
 কল্পনাদী প্রভৃতি ইহারা সাক্ষী আছেন। রাম
 কহিলেন, হে শূক্ৰ। যদি ইহারা তোমার বাক্য
 সত্য বলিয়া কহেন, তবে গ্রাহ্য করিব। অনন্তর
 কল্প প্রভৃতি সাক্ষিচতুষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করিলে
 তাঁহারা মোহে আক্রান্ত হইয়া কহিলেন, আমরা
 ইহার কিছুই জানি না। তাঁহাদিগের বাক্য
 শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতায়
 পরস্পর হাস্ত করিলেন, পরে রাম বলিলেন,
 শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্তব্য, অথচ মধ্যাহ্ন অতীত-
 প্রায়; তুমি এখনও অভুক্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত;
 জানকীর কড়ই কষ্ট হইয়াছে; উদ্বোধন
 হইবে কি করিয়া? এক্ষণে করি কি?
 অনন্তর সীতা পাক করিলেন, রামচন্দ্র শ্রাদ্ধ
 করিতে আরম্ভ করিয়া পিতৃগণকে আবাহন
 করিলে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে বক্ষ্যমাণ বাক্য নির্গত
 হইল,—“হে বৎস! কিজন্ত পুনরায় আহ্বান
 করিতেছ? জানকী আমাদের তপ্তিসাধন

উত্তর্য্যক বচঃ ক্রত্বা ন মস্তেহহং বচো বিভা ॥
 কৃতং শ্রাদ্ধং পুনর্নৈব কর্তব্যং হি ত্বয়ানঘ ।
 তথাপি রামবস্ত্রং ন যেনে পরমং বচঃ ॥ ৩১
 সূর্য্যশ্চ সাক্ষিতাং ভাতঃ কিমর্থং ক্রিয়তে ত্বয়া
 জয়েতি চ তদা তাং বৈ রামশ্চ লক্ষ্মণস্তদা ॥ ৩২
 ধৃত্বা বয়ং যথাস্থ্যাকং সাক্ষী কুলবদ্ব্রিতি ।
 পাকং কৃতা তদা ভুক্ত্বা রামো লক্ষ্মণমববৌ ॥ ৩৩
 এতে তু সাক্ষিতাং প্রাপ্ত্যাকিং কৃতং দৃষ্টবং তৎ
 এতস্মিন্নন্তরে দেবীশাপং ভেদ্যোহদদাং পুনঃ ॥
 নদি ত্বয়া ক্রতং যচ্চ দৃষ্টং যচ্চ তথা পুনঃ ।
 সত্যং নিবেদিতং নৈব পাতালে ত্বং বহাদুনা ॥ ৩৪
 কেতকি ত্বং শিবায়ৈহ ন যোগ্যা ভব সর্কদা ।
 ন সত্যং কথিতঞ্চাদ্য তথা ত্বং ফলমাপুহি ॥ ৩৫
 সন্নিহৃষ্টে তথা গাং উবাচ জনকাস্বজা ।
 যদি সত্যং ত্বয়া নোক্তমীদৃশী ত্বং ভবাদুনা ॥ ৩৬
 পুচ্ছে শুদ্ধা মুখেহযোগ্যা ভব ত্বং সর্কদানঘে ।

করিয়াছেন।” এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও বা
 কহিলেন, “হে প্রভো! আমি এই বাক্য
 মানিলাম না।” পুনরায় আকাশবাণী হইল
 “হে বাম! জানকী শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, পুনরা
 শ্রাদ্ধ করিও না। ইহাতেও রাম গ্রাহ্য ন
 করিলে সূর্য্যদেব স্বয়ং সাক্ষী হইয়া কহিলেন
 কেন তুমি পুনরায় শ্রাদ্ধ করিতেছ? তখন রাম
 ও লক্ষ্মণ উভয়ে সীতার প্রতি “জয়” “জীব”
 ইত্যাকার শব্দ প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, আমরা
 ধৃত্ব হইলাম যে, আমাদের কুলের ঈদৃশ
 পবিত্র-বধু। পাক হইলে, ভোজন করিয়া
 পর, শ্রীরাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাতঃ! ইহার
 সাক্ষী থাকিয়াও কি দৃষ্টবং আচরণই করিল
 এমন সময়ে জানকী তাহাদিগকে শাপ
 দিলেন। ২২—৩৪। হে ফলহীন! তুমি
 বাহা শুনিয়াছ, বাহা দেখিয়াছ, তাহা সত্য
 নিবেদন করিলে না, এজন্ত পাতালে প্রবাহিত
 হও। হে কেতকি! আজ তুমি সত্য কহি
 না, ইহার ফলভোগ কর; তুমি সকল সময়
 শিবের অগ্রাহ্য হইবে এবং সমীপস্থিতা গোবে
 কহিলেন, হে নিম্পাপে। তুমি যে মিথ্য

হইতে উৎসাহ পূর্ণ সকলকেই যুগে যুগে
 অবদান করিয়াছেন। ইহাতে দেশে কল্যাণই
 পূর্ণরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। তখন সময়ে যাহা
 নষ্ট হইয়াছে সেবিদ্যে করা উদ্ভাষণ উপ-
 দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বাইরে বাইরে
 পশ্চিমের যুগের প্রকৃতিও চন্দ্রকপূর্ণ দেখিত-
 ছেন, এমন সময় এক সাতজন পুণ্ডিতসহ
 উহার অবদান করিয়া, মহাশয়-বীর-বালনতঃপূর্ণ
 নষ্টকে অকালে এর কলিত করিয়া উহার
 হইল এবং যে কলিত করিয়া, তাহা না করিয়া
 চিত্ত করিল, যদি একজন আমি আমায় করিয়া
 করি, তবে এই ব্যক্তি সকল কথা বিজ্ঞান
 করিয়া। ইহা বলে করিয়া সেই বিজ্ঞ, এ
 উত্তম কাণ্ড করিল না। তখন নব্বই উহার
 হইতে "চুপড়ি" দেখিয়া করিয়া, যে তখন
 কলিত করিয়া। তখন হইতে উহা কি
 তখন এ ব্যক্তি তখন করিয়া অবদান উক্ত
 করিল; আমি বিজ্ঞ বাইরে। তখন
 নব্বই পূর্ণরূপে শিব-মন্দিরে শিব তখন
 অবদান করিয়া। এ উত্তম সকল করিয়া

স দ্বিজোহপি তদা কার্যাক্রমাদ্ভা চ পাত্রকম্ ॥
 মিলিতং তদা মার্গে পুনঃ পৃষ্ঠং কুতো গতঃ ।
 এবং শ্রুত্বা পুনস্তত্র বালীকং পরিভাষিতম্ ॥ ১১
 ন লক্ষ্য চ ময়া ভিক্ষা গচ্ছামি চ যথাগতম্ ।
 তচ্ছ্রুত্বা নারদঃ সর্ষং বহুশ্চক্ৰ জগাম হ ॥ ১২
 চম্পকস্ত সমীপে চ আগতো নারদঃ স্মরম্ ।
 আগতা চ তদা পৃষ্ঠো ব্রাহ্মণঃ কুতো গতঃ ॥ ১৩
 গৃহীতানি চ পুষ্পাণি কিয়ন্তি কসিসত্তমাঃ
 তমুবাচ তদা বৃক্ষে নিষিক্তঃ দ্বিজদ্বন্দ্ব ॥ ১৪
 কো বা দ্বিজঃ কিং পুষ্পং কো বা হ পরিপূজ্যদি
 ততঃ নারদো জ্ঞাত্বা পরাকৃত্য শিবং গতঃ ॥ ১৫
 সর্ষাণাপি চ পুষ্পাণি শতমেকোত্তবাণি চ ।
 গণিতানি তদা তেন নারদেন মহাত্মন ॥ ১৬
 অগ্নেন কেনচিৎ তত্র কৃত্য পূজা মহাত্মন ।
 তং পপ্রচ্ছ পুনস্তত্র কো বা কিং হুং সমীহসে ॥ ১৭
 কেনানীতানি পুষ্পাণি কথমুস্তারিতানি চ ।

প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ১—১০। তখন ব্রাহ্মণ প্রকৃত-
 কার্য্য পুষ্পচয়ন করিয়া পুষ্পপাত্র আচ্ছাদন করত
 পথে গমন করিতেছিলেন, নারদ পুনরায় দেখিতে
 পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ ?
 তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণ পুনরায় মিথ্যা কহিল ;—
 “আমি ভিক্ষার্থ যাইয়ছিলাম, কিন্তু তাহা না
 পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি। নারদ, উহা শুনিয়া
 সকল রহস্তই জানিতে পারিলেন এবং পূর্নদৃষ্ট
 চম্পকবৃক্ষ-সন্নিধানে সমাগত হইয়া জিজ্ঞাসা
 করিলেন, হে পাদপাশ্রেষ্ট ! ঐ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ
 কোথায় যাইল ও কতকগুলি পুষ্প গ্রহণ করি-
 য়াছে ? বৃক্ষ, পূর্বে ব্রাহ্মণ কর্তৃক ইহার যথার্থ
 উত্তর দিতে নিষিক্ত আছে, একারণ এইরূপ
 কহিল,—ব্রাহ্মণ কে ? তুমি কে ? পুষ্প কি ?
 তুমি কে ? কিবা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? অনন্তর
 মহাত্মা নারদ সকল বৃত্তিতে পারিয়া, শিবসন্নি-
 ধানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং সংখ্যায় দেখিলেন,
 এক শত এক চম্পকপুষ্প শিবলিঙ্গে অর্পিত
 আছে। অতঃপর এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ শিবপূজা
 করিতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি
 কে ? কি প্রার্থনা করিতেছ ? এই পুষ্প-

ইতি শ্রুত্বা বচস্তথা ব্রাহ্মণোহহং সন্দর্শয়
 পূজয়িত্বার্থে মুক্তিং সত্যমেতদব্রবীমি তে ।
 অয়ং বৈ ব্রাহ্মণঃ কণ্ঠঃ প্রত্যহং পরমেশ্বরম্
 চম্পকৈঃ পূজয়িত্বা তু রাজ্ঞো মোহং দদাত্য
 ততো ধনং গহীত্বা তু বহুনা পীড়য়তে দ্বিজান
 রাজ্ঞোহধিশাক্ষং গদা পদ্মাবিধিবলেন চ
 অক্ষো ভূত্বা দ্বিসংখ্যং গণয়েন্ন পবান দক্খন
 পুষ্পাণ্যুস্তারিতানীহ পূজার্থে চ মদা প্রভে
 ইতি শ্রুত্বা বচস্তমৈ মুক্তিস্ত হনপাণিনী ॥ ১২
 ভবিষ্যতি ন সন্দেহ ইতি সত্যং বচো মম
 চম্পকৈস্তোষিতঃ শতশ্চক্ৰ রাজ্ঞো বশং নদা
 বাজানক বশে নীত্বা দ্বিজানন্তান প্রপীড়য়েৎ
 দানাদ্যাক্ষং তথা লক্ষ্য ব্রাহ্মণান পীড়য়ত্যদৌ
 এতং সর্ষং চম্পকৈভ্যঃ কল্পং লক্ষং তথা পুন
 চম্পকৈস্তোষিতঃ শতশ্চক্ৰং প্রযচ্ছতি ॥ ১৩
 নারদঃ কথয়ামাস শিবায় পরমাত্মনে ।

সবুহ কোন ব্যক্তি আনিয়া শিবকে সম-
 করিয়াছে ? ইহা শ্রবণে তত্রতা ব্রাহ্মণ স-
 কহিল,—আমি ভগবান শিবকে পূজা করি
 মুক্তিপ্রার্থনা করিতেছি এবং এই একটী ব্রাহ্মণ
 চম্পকপুষ্প দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রত্যহ পূ-
 জা করিয়া, রাজাকে মুগ্ধ করিতেছে। সে ঐ ব্য-
 সকাশে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া, বহু ব্রাহ্মণ
 পীড়া দিতেছে এবং শিবপূজাবলে বহু
 দানাদ্যাক্ষতা লাভ করিয়া ধনমদে অ-
 হইয়া, আত্মীয় ও পর বিবেচনা করে ন-
 হে প্রভো ! আমি পূজার্থে এই পুষ্প
 সমর্পণ করিয়াছি। নারদ তাঁহার ঐ
 বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তোমার অক্ষয়
 মুক্তি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ; ই-
 আমি সত্য বলিতেছি। আর ভাবিলে
 “ঐ মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ শতকে পুষ্প দ্বা-
 সন্তুষ্ট রাখিয়া রাজাকে বশে আনিয়াছে ; ব্রাহ্মণ
 গণকে পীড়া দিতেছে এবং রাজার দানাদ্য
 হইয়া, ব্রাহ্মণদিগকে কষ্ট দিতেছে। ১১—২৪
 এ সকল ফল চম্পক হইতেই লাভ করিয়াছে
 কারণ ভগবান চম্পকপুষ্প দ্বারাই পূজিত হই

১২ জন বাকি কি বিজ্ঞান প্রবন্ধসি ১২৬
 ১৩ জ্ঞান দেব: কি কলোবীর নারদ ।
 ১৪ চন্দ্রকান্ত কলোবীর বিজ্ঞান ১২৭
 ১৫ পুষ্টিভাষ্য বনীকৃত্যনন্দম
 ১৬ মিন্ সময়ে কাচি ডাক্তারি দুঃখিত শিবম্ ।
 ১৭ মিন্ মহারাষ্ট্র বাধাভাঃ দৃষ্টকম্বু ।
 ১৮ মিন্ ধনঃ সর্গঃ জ্ঞাতকৈব বিজ্ঞান ১২৯
 ১৯ মিন্ সময়ে জেন পৃষ্ঠা সা ডাক্তারি বসম্ ।
 ২০ জ্ঞান তে সমুৎপন্নঃ কৃত্যক বিলপাস ১৩০
 ২১ জ্ঞান তবচ: কৃত্য ডাক্তারি বাক্যমবদীঃ ।
 ২২ জ্ঞান বিজ্ঞানঃ মনীষঃ দুঃখকামম্ ১৩১
 ২৩ জ্ঞান কল্যোগাচ্চ পশুঃ বস্তুভেদম্ ।
 ২৪ জ্ঞান দানযোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ ১৩২
 ২৫ জ্ঞান কল্যোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ ১৩৩
 ২৬ জ্ঞান কল্যোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ ১৩৪

১৭ জন বাকি কি বিজ্ঞান প্রবন্ধসি ১২৬
 ১৮ জ্ঞান দেব: কি কলোবীর নারদ ।
 ১৯ চন্দ্রকান্ত কলোবীর বিজ্ঞান ১২৭
 ২০ পুষ্টিভাষ্য বনীকৃত্যনন্দম
 ২১ মিন্ সময়ে কাচি ডাক্তারি দুঃখিত শিবম্ ।
 ২২ মিন্ মহারাষ্ট্র বাধাভাঃ দৃষ্টকম্বু ।
 ২৩ মিন্ ধনঃ সর্গঃ জ্ঞাতকৈব বিজ্ঞান ১২৯
 ২৪ মিন্ সময়ে জেন পৃষ্ঠা সা ডাক্তারি বসম্ ।
 ২৫ জ্ঞান তে সমুৎপন্নঃ কৃত্যক বিলপাস ১৩০
 ২৬ জ্ঞান তবচ: কৃত্য ডাক্তারি বাক্যমবদীঃ ।
 ২৭ জ্ঞান বিজ্ঞানঃ মনীষঃ দুঃখকামম্ ১৩১
 ২৮ জ্ঞান কল্যোগাচ্চ পশুঃ বস্তুভেদম্ ।
 ২৯ জ্ঞান দানযোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ ১৩২
 ৩০ জ্ঞান কল্যোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ ১৩৩
 ৩১ জ্ঞান কল্যোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ ১৩৪

জ্ঞান কলোবীর নারদ
 জ্ঞান দেব: কি কলোবীর নারদ
 জ্ঞান চন্দ্রকান্ত কলোবীর বিজ্ঞান
 জ্ঞান পুষ্টিভাষ্য বনীকৃত্যনন্দম
 জ্ঞান মিন্ সময়ে কাচি ডাক্তারি দুঃখিত শিবম্
 জ্ঞান মিন্ মহারাষ্ট্র বাধাভাঃ দৃষ্টকম্বু
 জ্ঞান মিন্ ধনঃ সর্গঃ জ্ঞাতকৈব বিজ্ঞান
 জ্ঞান মিন্ সময়ে জেন পৃষ্ঠা সা ডাক্তারি বসম্
 জ্ঞান জ্ঞান তে সমুৎপন্নঃ কৃত্যক বিলপাস
 জ্ঞান জ্ঞান তবচ: কৃত্য ডাক্তারি বাক্যমবদীঃ
 জ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞানঃ মনীষঃ দুঃখকামম্
 জ্ঞান জ্ঞান কল্যোগাচ্চ পশুঃ বস্তুভেদম্
 জ্ঞান জ্ঞান দানযোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ
 জ্ঞান জ্ঞান কল্যোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ
 জ্ঞান জ্ঞান কল্যোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ

মিথ্যাবাদী দানযোগ্য বস্তুভেদম্
 কলোবীর নারদ
 জ্ঞান চন্দ্রকান্ত কলোবীর বিজ্ঞান
 জ্ঞান পুষ্টিভাষ্য বনীকৃত্যনন্দম
 জ্ঞান মিন্ সময়ে কাচি ডাক্তারি দুঃখিত শিবম্
 জ্ঞান মিন্ মহারাষ্ট্র বাধাভাঃ দৃষ্টকম্বু
 জ্ঞান মিন্ ধনঃ সর্গঃ জ্ঞাতকৈব বিজ্ঞান
 জ্ঞান মিন্ সময়ে জেন পৃষ্ঠা সা ডাক্তারি বসম্
 জ্ঞান জ্ঞান তে সমুৎপন্নঃ কৃত্যক বিলপাস
 জ্ঞান জ্ঞান তবচ: কৃত্য ডাক্তারি বাক্যমবদীঃ
 জ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞানঃ মনীষঃ দুঃখকামম্
 জ্ঞান জ্ঞান কল্যোগাচ্চ পশুঃ বস্তুভেদম্
 জ্ঞান জ্ঞান দানযোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ
 জ্ঞান জ্ঞান কল্যোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ
 জ্ঞান জ্ঞান কল্যোগ্যঃ বস্তুভেদম্ কৃত্যঃ

তত্ত্বাভ্যাসচর্যং ক্রত্বা নারদো বাক্যমব্রবীৎ ।
 শঙ্করস্ত নমস্কৃত্য শ্রুত্বা হি ত্বয়া প্রভো ॥ ৪১
 ঈদৃশো যো ভবেৎ স্মারৈ তদ্রুদ্ভাঃ পূজনং কথম্
 গৃহতে চ ত্বয়া দেব হৃষ্টঃ কো বা হতঃপরম্ ॥ ৪২
 রাজপ্রতিগ্রহটীষেব হৃকরং প্রথমং ভবেৎ ।
 ততঃশ্চৈব বিভাগঃ কিং পুনর্গোবিলাগভূক্ ॥ ৪৩
 এতম্যচ্চ পরো হৃষ্টঃ কোহন্তো ভবিতুমর্হতি ।
 যস্তাঃ দক্ষিণে শৃঙ্গে গঙ্গা চ পরিতিষ্ঠতি ॥ ৪৪
 বামে চ যমুনা দেবী মধ্যে চৈব সরস্বতী ।
 স্কন্ধে ব্রহ্মা তথা মধ্যে রুদ্রঃ সপরিব্রবকঃ ॥ ৪৫
 কট্যাং বিঃ সদা তিষ্ঠেৎ পশ্চিমে তীর্থভ্রমেকশঃ
 কথয়োঃ দক্ষিণে কৃষ্ণো বামে সর্কসঃ দেবতাঃ ॥ ৪৬
 নদ্যাঃ সর্কসঃ হৃদোভাগে বেদাঃ খর্বনিবাসিনা
 উবসি চ সমুদ্রাঃ জগৎ তস্তাং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৭
 ঈদৃশীকৈব গাং যো বৈ পূজিত্বা চ প্রক্ৰমেৎ ।
 পৃথীপ্রক্ৰমণাজ্জাতং ফলং তন্ন স্থনিশিতম্ ॥ ৪৮

আমরা গো বিভাগ করিয়া সঞ্চিত পাপের
 কোথায় ক্ষালন করিব ? ২৬—৪০ । নারদ এই-
 রূপ উহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবকে প্রণাম
 করত কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো ! আপনি
 ভুমুন । হে দেব ! যে ব্যক্তি এতদূশ
 অসাপ, তাহার হস্তে কেন পূজা গ্রহণ করেন ?
 ইহার তুল্য হৃষ্ট, পরদ্রব্যাপহারী আর কে
 আছে ? দেখুন, প্রথমতঃ রাজসমিধানে প্রতি-
 গ্রহাদি অতি হৃদ্যা, তাহাতে বিভাগ, তদ্ব্য-
 আবার যে গোবিভাগ করিয়া লয়, সে মহাপাপী ।
 ইহার পর হৃষ্ট অগ্র কেহ নাই । দেখুন,
 ঘাহার দক্ষিণ শৃঙ্গে গঙ্গা, বাম শৃঙ্গে যমুনা ও
 শৃঙ্গমধ্যে দেবী সরস্বতী অবস্থান করেন ; ঘাহার
 স্কন্ধে ব্রহ্মা, মধ্যদেশে নন্দিপ্রভৃতি স্বাতৃচর-
 সমবেত ভগবন্ রুদ্র, কটদেশে বিষ্ণু, পৃষ্ঠভাগে
 তীর্থ সকল, দক্ষিণ-কৃষ্ণিত কৃষ্ণিণ, বাম-
 কৃষ্ণিতে দেবগণ, অশ্রোভাগে নদী সকল, খর-
 দেশে বেদচর, হৃদ্যধারায়বে সমুদ্রগণ অবস্থিত ;
 অতএব ত্রিজগৎ গোরুতে প্রতিষ্ঠিত । ঈদৃশী
 গোরুকে যে ব্যক্তি পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করে,
 সে নিশ্চয় পৃথিবীপ্রদক্ষিণ জন্ত পুণ্য লাভ করে ।

আসমুদ্রাং তাং স্মারিকৈব সুবর্ণপূরিতাং যদা ।
 দদাতি পুরুষো যঃ গাটিকৈবাত্র দদাতি ৩ বঃ ॥ ৪৯
 তয়োঃ সমফলং প্রোক্তং নাত্র কার্য্য বিচারণা
 যস্তা হৃদ্রং নরঃ পীড়া গঙ্গোদকফলং লভেৎ ॥ ৫০
 শঙ্করত্বে যস্তাঃ পীতাং পূনাতি পাতকাং ।
 কিমপুস্ত্যং হি তস্তা গোঃ স্পর্শনাং পাপহারিকা
 পৃথিব্যাং ত্রীণি দানানি গব্যঃ পৃষ্ঠী সরস্বতী ।
 নরকারহরতোতে পূর্কানেকোত্তরং শতম্ ॥ ৫১
 যস্ত পাপস্ত প্রায়শ্চিত্তং নিঃসরেৎ তু ন কুর্চিৎ
 তস্ত পাপস্ত তক্ষিঃ স্তাঃ নাদ্যস্তাঃ সুরেশ্বর ॥ ৫২
 কিং পুনর্বর্ণিতে তস্তা দানং স্পর্শনং দর্শনম্
 সুবর্ণং শৃঙ্গমোটো ব বদেয় রূপ্যমেব চ ॥ ৫৩
 পৃষ্ঠং ত্রয়মদং চত্বা প্রবলং নেত্রয়োস্তথা
 কণ্ঠে চ ভূষণং যস্ত বহুং সর্কস্কে তথা ॥ ৫৪
 কাংস্তদোহনপাত্রেণ শুলীলাং বৎসসংযুতাম্
 তরুণীং রূপসম্পন্নং বহুদ্রবতীং যদা ॥ ৫৫

আর যে ব্যক্তি সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীকে সুবর্ণ-
 পূরিত করিয়া প্রদান বা একটা ধেনু প্রদান
 করে, সে উভয় দানে তুল্য ফললাভ করে,
 ইহাতে সন্দেহ নাই । মানব যাহার হৃদ্র
 পান করিয়া গঙ্গোদকপানের ফল প্রাপ্ত হয়
 এবং যাহার বিষ্ঠা বা মূত্র পান করিলে সকল
 পাপ হইতে মুক্ত হয়, সেই গোরুর সকল
 অঙ্গই পবিত্র ; উহা স্পর্শমাত্রেই পাপ
 সকল বিনষ্ট হয় । পৃথিবীমধ্যে গোদান
 পৃথিবীদান ও বিদ্যাদান করিলে শতসংখ্যক
 পুণ্ড্রপুরুষগণ নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন ।
 হে দেবদেব ! যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত
 কোন শাস্ত্রে নাই, ঐ গো প্রদান করিলে সেই
 সকল মহাপাতকেরও শুদ্ধি হয় ; সেই ধেনুর
 দান, স্পর্শ ও দর্শনের বিষয় অধিক আর কি
 কহিব । যে ব্যক্তি সুরূপা, বহু পরাশ্বিনী,
 সংস্রভাবা, সবংসা ধেনুর শৃঙ্গদ্বয়ে সুবর্ণ, খরে
 রৌপ্য, নগনে প্রবাল, কণ্ঠে অলঙ্কার, সর্কসে
 বস্ত্র ও পৃষ্ঠে তাম্র দিয়া এবং উহাকে কাংস্ত-
 দোহন-পাত্রসম্বিতা করিয়া, তীর্থাদি পবিত্র-
 স্থানে শুভ সময়ে সদ্ব্রাহ্মণকে অর্পণ করে,

১। অক্ষয়কালে যে কিং তত্ব কর্তব্য ভাবে
 ২। অক্ষয়কালে যে কিং তত্ব কর্তব্য ভাবে
 ৩। অক্ষয়কালে যে কিং তত্ব কর্তব্য ভাবে
 ৪। অক্ষয়কালে যে কিং তত্ব কর্তব্য ভাবে
 ৫। অক্ষয়কালে যে কিং তত্ব কর্তব্য ভাবে
 ৬। অক্ষয়কালে যে কিং তত্ব কর্তব্য ভাবে
 ৭। অক্ষয়কালে যে কিং তত্ব কর্তব্য ভাবে
 ৮। অক্ষয়কালে যে কিং তত্ব কর্তব্য ভাবে
 ৯। অক্ষয়কালে যে কিং তত্ব কর্তব্য ভাবে
 ১০। অক্ষয়কালে যে কিং তত্ব কর্তব্য ভাবে

উক্ত দ্বিগুণে দুইভাগে ১১—১০
একদ্বিগুণে লভ করিয়া মন করিলে পূর্ণ-
পেক দ্বিগুণে মন হয় মাত্রিকর, তদ-
বিক্র, বেমবিক্র ও পোবিক্র করিলে সে
পাপের প্রার্থিত্য নাই; অধিক অর্থ কি হইবে ?
এই বিধাবলী দ্বিগুণে পোবিক্র করিলে
হে দেব! কি বলিব, ঐ ব্যক্তি আত্মনর
ভক্ত। মহাদেব এইরূপ নারদচরন প্রদ
করিয়া উক্ত করিলেন, হে নারদ! তুমি
আমার প্রিয়তম; তোমার চিত্তে বহু অর্থ
অর্থাৎ কর, ঐ আত্মনর বারংবার নিজ পাশাফল
ভোগ করিয়া সন্তোষিত লভ করে ও পুনরা
আমার ভক্ত হয়, অর্থাৎ করিব। নারদ এই-
রূপ উক্ত হইয়াও, বধন বধার্ণ বলিল না
তখন নারদ, শিবের অঙ্গনে অর্থাৎ নাম
গিলিল,—হে চন্দ্র! আমি সত্য করিতেছি।

[illegible][illegible]

তস্মাৎপ্রচনাষিপ্র রাক্ষসঃ গমিষ্যসি ॥ ৭৩
 বিরোধো নাম বংশসৌদ্রাক্ষসঃ গতঃ কণাঃ ।
 অনুহন্তদা তত্র দক্ষন্তেন মহাস্বনঃ ॥ ৭৪
 রামস্ত দূর্নং প্রাপা তদ্বস্ত্রাঘরণঃ কবম্ ।
 লকা দাক্ষসি তদ্রূপং প্রতাপাঙ্করস্ত চ ॥ ৭৫
 ইত্যুক্তো নারদেনৈব সোহপি রুক্ষোহভবঃ কণাঃ
 বিরোধো নাম বিপ্রশ্রুঃ সর্কপ্রাণিতরুতরঃ ॥ ৭৬
 দৃষ্টা তং রুক্ষসং তত্র নারদঃ প্রাহ শকরম্ ।
 নমস্কৃতা পুনস্তত্র গোকর্ণেশং তদা তভ্যম্ ॥ ৭৭
 চম্পকস্ত মহিমানং বর্ণয়িত্বা পুনঃ পুনঃ
 স্ট্রদৃশক ভবলোকৈ সর্কং বণ্যং নরেন্দ্রিহ ॥ ৭৮
 ইত্যুক্তো নারদস্তন্মে যথৌ শৈবগতির্মুনীঃ ।
 এতং সর্কং সমাখ্যাতং যং পৃষ্টোহহং মুনৌবরঃ
 যজ্ঞহতা সর্কপাপেভ্যো মুচ্যতে মানবঃ কণাঃ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়
 চম্পকশাপনিরূপণং নামৈক-
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দয়াপূর্ণ-হৃদয়ে কহিলেন, হে বিজ্ঞ! আমি
 কখন শত্রুর প্রতিও ভ্রমে মিথ্যা কহি না,
 একারণ আমার বচনে রাক্ষসই লাভ করিবে ।
 অনন্তর ঐ বিপ্র বিরোধ নামে রাক্ষস হইয়া-
 ছিল । তবে মহাত্মা নারদ তাহার প্রতি অনু-
 গ্রহ করিয়া এই বলিলেন যে, তুমি শ্রীরামকে
 দর্শন করিয়া তাঁহার হস্তেই নিহত হইয়া শঙ্ক-
 রের প্রভাবে পুনরায় সুন্দর রূপ লাভ করিবে ।
 হে বিজ্ঞগণ! সেই ব্রাহ্মণ নারদ কর্তৃক এই-
 রূপ উক্ত হইয়া সেইক্ষণেই সর্কপ্রাণীর ভয়ঙ্কর
 বিরোধ নামে রাক্ষস হইল । নারদ সেই
 রাক্ষসকে অবলোকন করিয়া গোকর্ণনাথ শকরকে
 পুনরায় প্রণাম করিয়া ও তাঁহার নিকট চম্প-
 কের মহিমা বারংবার বর্ণনা করিয়া শৈবগমনে
 স্বস্থানে গমন করিলেন । হে মুনিগণ! আপ-
 নারা বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে সকলই

ষা ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

কবর উচুঃ ।

সূত সূত মহাতাপ ত্বয়া ভাগবতোত্তম ।
 যং পৃষ্টকৈব তং সর্কং নিবেদিতমতন্নিম্ন
 অম্বাকং সংশয়ং সর্কং কৃতবান দরুতঃ ভবঃ
 যত্নস্তং কৃতকৃত্যং কিং পুনর্বর্ণয়ামহে ॥ ২
 বাসে বৈরাগ্য তে যত্র গুরুঃ শিগমি যজ্ঞস্ত
 কিং তত্র হৃদতঃ লোকেশস্য শস্যায় শকপিণ ।
 ত্বয়া চ কথিতং যত্র পকারজনমুত্তমম্
 পুজনং শতমং লোকে সর্ককামাস্তপ্রদম্ ॥ ৩
 বিপ্রশ্রবঃ ক্রতঃ পূর্কঃ প্রকৃতিঃ পরমা হত
 শকবদ্বপবো দেবঃ সর্কাস্ত্রিগুণাস্ত্রকঃ ॥ ৪
 গণেশস্তত্র পাতকী হি পূজ্যো ভাতঃ কথং প্র-
 কে বা গণপতিঃ কথং কস্ত পূকঃ কুতো বসম্
 মতঃ পতিস্তং কথং প্রাপ্তঃ সর্কং কথং শোভা

কহিলাম; মানব ইহা শ্রবণ করিলে কণক
 মর্দো সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । ৩১—৩৩

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষা ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

কহিগণ কহিলেন, হে ভাগবতোত্তম সূত
 হে মহাতাপ সূত! আমরা বাহা জিজ্ঞাস
 করিয়াছিলাম, তুমি অনলস হইয়া সে সকল
 ব্যর্থ উত্তর দিয়াছ; তুমি আমাদের সশা-
 দর করিয়াছ, তুমি যত্ন ও কৃতকৃত্য;—আমর
 কি বর্ণনা করিব! হে সূত! বাহার গুরু বেদ-
 বাস মন্ত্রকোপনি অবস্থিত, সেই আশ্রিতব্য
 তোমার ত্রিলোকমধ্যে কিছুই দুর্লভ নাই । তুমি
 যে কল্যাণময় সর্বোত্তম সর্কাতীষ্টদায়ী পকারজন
 অর্চনাবিধি কহিয়াছ, হে প্রভো! ঐ পকার-
 জন-প্রণীতে আদিসেব বিষ্ণু, প্রকৃতিদেবী, দেব-
 দেব শকর, সম্বরজস্বমোক্তপাত্মা সূর্য্য ও গণেশ
 ইহারা পূজনীয়; ইহার ভিতর ঐ গণেশ কিজন
 পূজনীয় হইয়াছেন? উনি কে? কাহার পুত্র?
 কিহেতু ঐরূপ বলবান এবং ভিজ্ঞ হইবা

মহা বচঃ ক্রমাৎ শ্রুতৌ বাচ্যমভ্যর্থী ৷ ৭
নৃত উবাচ ।

পৃষ্টং মহাত্মা লোকানাং হিতকামাত্মা ।
কৃপণশত্রু কথ্যামি বচাকৃতম্ ৷ ৮
হিত শিবে চাত্রে কৈলাসে চ পতে সতি ।
শ্রীচৈব কলেন ভগ্না চ বিজ্ঞা সখী ৷ ৯
তা চ মিসিরা চ বিচারতঃ পরাজয়ঃ ।
চ চ পদাঃ সর্গে নখি-ভৃগু-পুংসবঃ ৷ ১০
বচঃ সমাধাতা কন্যাদীনা ন কন্যন
তিষ্ঠতি সর্গে পি শিবস্তাঙ্গাপসুপদাঃ ৷ ১১
সর্গে পদাঙ্গীনা তথাপি ন মিলেহন
কৈলাসীনাং বৈ কন্যাদীনাং ৷ ১২
তু পদাঙ্গীনাং সখী সখীতাং কচিৎক বচঃ
ন মেন তস্য তস্য কথাতব্দবদ্বিধী ৷ ১৩
চিৎকন্যনাং পদাঙ্গীনাং বৈ সখ্যনিদাঃ
ন পদাঙ্গীনাং সখ্যনিদাং বচঃ তস্য ৷ ১৪

স্বতঃসিদ্ধিঃ অদ্বৈত হইয়াছেন ।—
সমুদ্র সমুদ্রিক বল । কচিৎকন্য এই-
বচঃ প্রসঙ্গ করিয়া নৃত কহিতে লাগিলেন,
যে কন্যাপদাঙ্গীনাং লোকহিতার্থী
তিনি কন্যাদীনাং করিয়াছেন, আমি কন্যাদীনাং
পদাঙ্গীনাং বচাকৃত কীটন করিতেছি ।
বন শিব, পার্শ্বতীকে বিবাহ করিয়া
নামধর্ম প্রদান করিলেন, কিন্তু কন্যাদীনাং
বিজ্ঞা নারী পার্শ্বতীর হই সখী তাঁহার সহিত
নিজ হইয়া এইরূপ তর্ক করিতে লাগিল,
সখি! পার্শ্বতী! কন্যাদীনাং অদ্বৈত নারী
নী প্রভৃতি অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শনই আদ্য
তাঁহারই আশ্রয় হইয়া আশ্রয়িতার দ্বারা
বহন করে। তাহার বচিও আশ্রয়িতার
স্বীয়, তথাপি মন মানিতেছে না; যে পুণ্য-
লে! উমে! একজন আশ্রয়িতার নিজ
স্বীয় তোমার হাপনা করা উচিত। সখীনাং
কর্তীকে এইরূপ অসুস্থ বচা করিলে, ঐ
খোকারাচারিণী দেবী তাহা তখন হিত
নিজ বিবেচনা করিলেন। ১—১০। একদিন
পার্শ্বতী মান করিতেছিলেন, এমন সময় সখী

উক্তা হী মংকরান্না সা নজিতা হৃদয়ী তস্মা ।
তস্মৈ তু অচটেন হিতং যেনে হৃদয়ম্ ৷ ১৫
এবং তস্মৈ তস্মা কলেন কচিৎ পার্শ্বতী ততঃ ।
মল্লিকাঃ সেরকঃ কচিৎকন্যাদীনাং ৷ ১৬
মল্লিকায়াঃ পদাঃ সখ্যনিদাঃ চৈব সখি ।
ইতি বিচারা সা দেবী কন্যাদীনাং ৷ ১৭
পদাঙ্গীনাং তেজস্বিনীনাং পুংসবঃ তস্মৈ
সখ্যনিদাং সখ্যনিদাং সখ্যনিদাং ৷ ১৮
এতি তস্মৈ তস্মৈ হিতং হিতং হিতং ৷ ১৯
বচি চ তস্মৈ তস্মৈ চ বিচারি চ ৷ ২০
নামলগ্না তস্মৈ সখ্যনিদাং ৷ ২১
মল্লিকায়াঃ সখ্যনিদাং সখ্যনিদাং ৷ ২২
তস্মৈ তস্মৈ তস্মৈ সখ্যনিদাং ৷ ২৩
কিৎ কচিৎ কচিৎ তস্মৈ কচিৎ কচিৎ ৷ ২৪
ইত্যুতঃ সা তস্মৈ তস্মৈ কচিৎ কচিৎ ৷ ২৫
উক্তা চ তস্মৈ তস্মৈ কচিৎ কচিৎ ৷ ২৬

শিব, পার্শ্বতী নারীকে বচঃ করিয়া
অব উপস্থিত হইলেন তখন নারী পার্শ্বতী
নজিতা হইয়া মান করিতে করিতে উক্তা
পড়িলেন তখন তিনি কচিৎ বিচার পূর্বক
পদাঙ্গীনাং বচি হিতকর ও হৃদয় বিচার
করিলেন । তাহাতে উক্ত হইলেন কচিৎ
পার্শ্বতী বিচার করিতে লাগিলেন, আশ্রয় আশ্রয়
হইতে অনুভব ও চিৎকন্য নারী, এমন একটি
আশ্রয় বিচার আদ্য সেরক হইয়া অবশ্যক
অন্যতঃ দেবী কন্যাদীনাং পদাঙ্গীনাং হিতকর
নাইলেন এক তস্মৈ সখ্যনিদাং-সখ্যনিদাং ও
বিচার কচিৎ পুংসবঃ সখ্যনিদাং করিলেন ।
পার্শ্বতী তস্মৈ সখ্যনিদাং কচিৎকন্য বিচার ও
তত আশ্রয়িতার সখি করিয়া, কচিৎকন্য সখ্য
কচিৎ কচিৎকন্য এবং কচিৎকন্য, যে পুণ্য!
যে ব্যক্তি আশ্রয় পূর্বক অদ্বৈত, তস্মৈ
সখ্যনিদাং করিলে । কচিৎকন্য পুণ্য একজন
আশ্রয়িতা; কচিৎকন্য কচিৎকন্য-কচিৎকন্য
পার্শ্বতী এইরূপ করিলে, ঐ কচিৎকন্য
সখ্যনিদাং করিয়া করিল, আমি কি করিয়া
ও কি করিয়া আশ্রয়? অন্যতঃ পার্শ্বতী

উদ্ধরণঃ সূক্ষ্মরং উত্তর কিলোকা হর্ষমাগতা ।
 মুখমাতুল্য সা তত্র আলিঙ্গ্যাহাপয়ঃ তদা ॥ ২৩
 স্থিতো হারি সন্ধ্যা তত্র পার্শ্বতীহিতকামায়া
 • স্বক মজ্জনার্থং সা স্থিতা চ সখিসংযুতা ॥ ২৪
 এতদ্বিলেব কালে তু শিবো হারি সমাগতঃ ।
 গঠৈঃ সাক্ষং সমাসতী হারি চ প্রাবিশদ্যত ॥ ২৫
 তদা নিবিলসন্তেনৈব গম্যতে চ ত্রয়াধুন
 মজ্জনার্থং স্থিতা মাতা ক যাসি মা ত্রয়োধুন ॥ ২৬
 ইত্যােকা যষ্টিকায় তত্র রোধনম সমাসতঃ
 তদ্ব্যুত্ব তু শিবঃ প্রহ শিবোহহমিতি নাগুধ ॥ ২৭
 ইত্যােকা গম্যমানঃ তং যষ্ট্যা চবাণ্যত'ডয়'
 কঃ শিবঃ কুত যাসি তং কিমর্থং গম্যতেহধুন ॥ ২৮
 শিব উবাচ ।

মূর্খোহসি তং ন জানাসি শিবোহহমিতি পতিঃ ।
 ইত্যােকা প্রবিশন্ত তং দ্যৌনত'ডয়' পুনঃ ॥ ২৯

“তুমি এক্ষণে আমার দ্বারপাল হও” এই-
 রূপে কহিয়া গণেশকে যষ্টি ধারণ করাইয়া
 দ্বারে সংস্থাপিত করিলেন ;—তঁাহার সূক্ষ্মরূপ
 সম্বন্ধে আনন্দিত হইয়া পুনঃপুনঃ তঁাহার
 মুখচূষন ও আলিঙ্গন করিয়া গ্রাপন করিলেন ।
 তিনিও পার্শ্বতীর হিতার্থী হইয়া দ্বারে থাকি-
 লেন । তখন পার্শ্বতী সখীসম্মেতা হইয়া স্নানার্থ
 স্বয়ং গমন করিলেন ; এমন সময়ে ভগবান্
 স্বামুচর প্রমথগণের সহিত ঐ দ্বারে উপস্থিত
 হইলেন ও প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন ।
 তখন গণেশ তঁাহাকে “তুমি কোথায় যাইতেছ ?
 এক্ষণে মা আমার স্নান করিতেছেন ; তুমি
 যাইও না” এইরূপে কহিয়া তঁাহাদিগের প্রবেশ-
 রোধের জন্য যষ্টিকা গ্রহণ করিলেন । তাহা
 দেখিয়া শিব কহিলেন, আমি শিব, অস্ত্র কেহ
 নহি । ১৪—২৭ । ভগবান্ এইরূপে কহিয়া
 প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিলে, গণেশ তঁাহাকে
 কহিলেন, কে শিব ? তুমি কোথায় যাইতেছ ?
 কি জন্য যাইতেছ ? এই বলিয়া যষ্টি দ্বারা
 তঁাহাকে তাড়না করিলেন । “তুমি মূর্খ, কিছুই
 জান না ; আমি পার্শ্বতীর স্বামী” এই কহিয়া

ততঃ শিবঃ সংকুচ্ছো গণানাজ্ঞাপয়ঃ তত্র
 কো বায়ং বর্জতে কিক ত্রিচ্ছতে পশুতং পু
 ইত্যােকা তু শিবস্তত্র স্থিতঃ ক্রোধসমমিতঃ ।
 গণস্তে ক্রোধমাপন্যঃ পশুতুর্বারিপালকম্ ।
 কোহসি তং কুত আগাতঃ কিং বা ইক চি
 তলোদং তদ্ব্যচঃ ক্রুড়া দ্বারপালেহতবীন্দ্রম্ ॥
 যদং কে কুত আগাতা ভবতঃ সূক্ষ্মর ইয়
 যত দবঃ কিমর্থং তব স্থিতা যদং বিবেচিন
 এবং ক্রুড়া বচস্তত্র হস্তং কঃ পরস্পরম্
 কণ্ঠায়ং বর্জতে কিকা বদীতি শত্রবঃ পুন
 তদ্ব্যচঃ তদা সারঃ “স্বতঃ” দ্বারপালক
 বদ্যঃ শিবগণঃ সার্কঃ শিবজ্ঞাপরিপালকঃ
 তদ্ব্যচঃ তু গণঃ মদ্যং ন হস্তায়মেহতবঃ হ
 তিষ্ঠে সার হতস্তবঃ কিমর্থং মৃত্যুমৌহসে ॥
 ইত্যােকা হপি গণেশ... দ্বারং ন মুক্তবঃস্ত
 তে সার্কঃহপি গণস্যুত শিবঃ পত্নী তথাক্র

শিব প্রবেশ করিতে যাইলে, গণেশ
 তঁাহাকে দণ্ড দ্বারা তাড়না করিলেন তখন
 ক্রুদ্ধ হইয়া “এ কেন ব্যক্তি রহিয়াছে ?
 করিতেছে সেধ” প্রমথগণকে এইরূপে
 অতি ক্রোধে একত্রে অবস্থান করিলেন ।
 তখন প্রমথগণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারপাল
 চিত্তাঙ্গী করিল। তুমি কে ? কোথায় যাই
 আসিয়াছ ? কি করিতে বাসনা করিয়াছ ?
 পাল উহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি
 লাগিলেন, তোমরা কাহার ? কোথায় যাই
 আসিয়াছ ? তোমাদিগকে বড়ই রূপবান্ সে
 তেছি ! তোমরা দূরে গমন কর, কিন্তু এ
 বিরোধী হইয়াছ ? প্রমথগণ তঁাহার
 বাক্য শ্রবণে পরস্পর হস্তপর্যায় হইয়া বধি
 লাগিল, এ ব্যক্তি শত্রুর মত কি বলিতে
 এই কহিয়া তঁাহাকে কহিল, “হে দ্বারপ
 শ্রবণ কর । আমরা শিবামুচর প্রমথ, শিবে
 আজ্ঞাবহ ; তোমাকে কেবল পার্শ্বতীপুত্র বি
 চনাশ নিধন করিতেছি না, অস্ত্রখা তুমি এত
 বিনষ্ট হইতে । অতএব দূরে অবস্থান
 কিজন্ত নিজ মৃত্যু কামনা করিতেছ ?” এই

ନିଜ ହୃଦୟରୁ ନିଜ କଥା ଉଠିତ, ସବୁଦିନ ମୋତେ
 କି ଦିନିକି । ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ମୋତେ କି ଦିନିକି
 ହୋଇବ କେବଳ ମୋର ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜେ
 ନିଜେ ହୋଇ ମୋର କଥା ନିଜେ ନିଜେ
 ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିଜେ ନିଜେ
 ଉପସ୍ଥିତି କି ନିଜେ । କଥା ଏକ ଯାକି ଉପସ୍ଥିତି
 ନିଜେ ମୋତେ କି ନିଜେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ । ମୋତେ
 ଦିନିକି କି । ଏକଦିନ ଏ ଯାକି ଯେ ହୋଇବ
 ଉପସ୍ଥିତି କି, ହୋଇବ ଉପସ୍ଥିତି କି । ଉପସ୍ଥିତି
 କି ଏହିପରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତି
 ଦିନିକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିଜେ ନିଜେ । କିମ୍ବଦନ୍ତୀ
 ଏ ହୋଇବେ ଅନନ୍ତ ହିଁ ; କଥା ଏହିପରି
 ଆଗାମିନୀ ମୋତେ ଦେଖିବ । ଆଗାମିନୀ
 ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇବେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ
 ବିଷୟ ହୋଇବେ : ଏକଦିନ ମୋର ମୋର ମୋର
 ଉପସ୍ଥିତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିଜେ ନିଜେ ହୋଇବେ
 ମୋତେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିଜେ ନିଜେ, ଉପସ୍ଥିତି
 ମୋର ଆଗାମିନୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇବେ ଆଗାମିନୀ
 ନିଜେ ହୋଇବେ ଏକ ମୋର ମୋର ଆଗାମିନୀ
 ମୋର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିଜେ ନିଜେ । ଆଗାମିନୀ

শিবশৈব গণাঃ সর্কে নিবাসাবাসয়ঃ কথং ॥ ৫৩
 প্রবিশন্তি হঠাদেব নৈতচ্ছূতভয়ং তব ।
 সম্যক্ কৃতং হনেনৈব কোহপি প্রবেশিতো ন হি
 দুঃখকৈবানুভূয়াপি তিরস্কারাদিকং তথা ।
 অতঃ পরস্ত বাগ্‌বাদঃ ক্রিয়তে চ পরস্পরম্ ॥ ৫৪
 বাগ্‌দংশ কৃতো নৈব তর্হ্যাস্ত্য সুখেন বৈ ।
 কৃতো চৈবাত্র বাগ্‌দে জিত্বা চ বিনয়েন চ ॥ ৫৫
 প্রবিশন্ত তদা সর্কে নাস্তথা কহিচিৎ প্রিয়ে ।
 অয়কৈবানুভূয়া বৈ ভর্সিতে ভর্সিতা বয়ম্ ॥ ৫৬
 তদাদেবি ত্বয়া ভদ্রে ন ত্যাজ্যো মান উত্তমঃ ।
 শিবো মরুটবঃ তেহদ্য বর্ততে কিং করিষ্যতি ॥ ৫৭
 তদীয়ং তদ্যচঃ শ্রুত্বা পার্শ্বতী মানিনী তদা ।
 অহো স্থিতং কণং নৈব হঠাংকারঃ কথং কৃতঃ ॥ ৫৮
 কথকৈবাত্র কর্তব্যো বিনয়ো বাথবা পুনঃ ।
 ভবিষ্যতি ভবত্বেব কৃতং নৈবাত্মথা পুনঃ ॥ ৫৯
 ইত্যুক্ত্বা তু সখী তত্র প্রেষিতা শ্রিয়য়া তদা ।

গণেশ যদি না থাকিত, তবে শিব ও প্রমথগণ
 সকলেই বাড়ীর ভিতরে আসিত। তাহা
 হইলে কিরূপে আমাদেরই সুখে বাস হইত।
 যদি উহারা হঠাৎ প্রবেশ করিত, তাহা তোমার
 পক্ষে শুভভয় হইত না। গণেশ উত্তম করি-
 য়াছে, তিরস্কারাদি নানা দুঃখ অনুভব করিয়াও
 কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এক্ষণে
 পরস্পর বাক্কলহ করিতেছে। ৪৪—৫৪। যদি
 বাক্কলহ না করিত, তাহা হইলে সকলেই
 অক্লেশে আসিত। এক্ষণে উহারা বাগ্‌যুদ্ধে
 পরাভূত হইয়া বিনয় করিলে পরে প্রবেশ
 করিতে দিউক। হে সখি! গণেশ অশ্বদীয়;
 একারণ উহাকে ভর্সনা করিলে আমরা সকলে
 ভর্সিত হই। হে ভদ্রে! তুমি মান পরি-
 ত্যাগ করিও না। শিব তোমার নিকট বানরের
 স্থায় বর্তমান। উনি আজ কি করিবেন?
 পার্শ্বতা সখীবাধ্য শ্রবণ করিয়া মানিনী হই-
 লেন এবং কহিলেন, অহো! শিব, সামুচরে
 কলকাল স্থির হইতে পারিলেন না, বল
 প্রয়োগ করিলেন কি না! এক্ষণে বিনয়
 করি কিরূপে? অতএব যাহা হইবে, তাহা

সমাপত্য সখী সা চ শ্রিয়য়া কথিতং শৃণু ॥ ৬০
 সম্যক্ কৃতং ত্বয়া শুভ্র বলাং প্রবিশতা ন হি ।
 ভবদগ্রে গণা এতে জয়ন্তি কিং ভবান পুনঃ ॥ ৬১
 কৃতং চেতৈব কৃতকৈব কর্তব্যং ক্রিয়তাং ত্বয়া ।
 জিত্বা যাস্ত পুনর্ক্যপি বিনয়ৈরথবা ধ্রুবম্ ॥ ৬২
 ইতি শ্রুত্বা বচস্তত্ মা তুতৈব গণস্তথা ।
 বন্ধকহস্তখোকাবঃ বঙ্গা জজ্ঞেবান্দাদয়ন ॥ ৬৩
 উবাচ স গণান্ সর্কান্ অস্রুতাং গণসমুদয়ঃ ।
 অহং গিরিজাসুহৃদু যং শিবগণাস্তথা ॥ ৬৪
 উভয়ে সমতাং প্রাপ্তাঃ কর্তব্যং ক্রিয়তাং পুনঃ
 ভবন্তো দ্বারপালাঃ অহকৈব কথং ন হি ॥ ৬৫
 ভবন্তিঃ স্থিতং হত্র যদা ভবতি নিশ্চিতম্ ।
 তদা ভবন্তিঃ কর্তব্যং শিবাস্তাপরিপালনম্ ॥ ৬৬
 ইদানীন্ত ময়া চাত্র শিবাস্তাপরিপালনম্ ।
 হঠাৎ বিনয়েনাপি গন্তব্যং মন্দিরে পুনঃ ॥ ৬৭

হউক; যাহা হইয়াছে, তাহার আর অত
 হয় না। অনন্তর গণেশসমীপে সখী
 প্রেরণ করিলেন। সেই সখী আদি
 গণেশকে কহিল, তুমি বলপূর্বক ইহাদিগ
 প্রবেশ করিতে না দিয়া ভাল করিয়াছ।
 এখনও প্রমথগণ তোমার সমুখে সগর্বে র
 য়াছে; তবে তুমি কি করিয়াছ! যাহা করিয়া
 তাহার আর অতথা হয় না; এক্ষণে
 কর্তব্য, তাহা কর। উহারা তোমাকে
 করিয়া অথবা তোমার নিকট নত হইয়া প্র
 করুক। জননীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি
 গণেশ কবচ ও উকীষ রাখিলেন এবং জজ্ঞ
 উরুদয় হস্ত দ্বারা তাড়িত করিয়া গণ সক
 কহিতে লাগিলেন, হে প্রমথগণ! তোমরা এ
 কর; আমি পার্শ্বতীর পুত্র, শিবের অমুচ
 উভয়েই সমান; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, তে
 কর। তোমরা দ্বারপাল, আমিও দ্বারপ
 যখন তোমরা এখানে থাকিবে, তখন তে
 দিগের শিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করা অ
 কর্তব্য; এক্ষণে আমিও শিবের আদেশ প্র
 পালন করিব। তোমরা যুদ্ধে আমাকে পর
 করিয়া অথবা আমার নিকট নত হইয়া

তুচ্ছাং গণাঃ সৰ্ব্বৈঃ যযুস্তে শিবসম্মিধৌ ।
 ক্ষিতং লজ্জিতং গতা নমস্তুতা পুংঃ স্থিতঃ ॥ ৬৮
 ত্বে নিবেদিতং সৰ্ব্বং শিবাগ্রে গণসম্মতৈঃ ।
 সৰ্ব্বস্ত তদা কৃত্বা শঙ্করো বাক্যমব্রবীঃ ॥ ৬৯
 যতাকং গণাঃ সৰ্ব্বৈঃ যুদ্ধযোগাং ভবেৎ তি ।
 হৈবাত যুদ্ধে তত্র গৌরীগণস্তথা ॥ ৭০
 নবঃ ক্রিয়তে চেদৈ বস্তো বৈ শঙ্করঃ স্থিরাঃ ।
 তৈবাত কৰ্ত্তব্যমেকা কী কিং কৰিস্যতি ॥ ৭১
 বস্তুং গণা লোকৈ যুদ্ধে চেব বিশারদাঃ ।
 দীপ্যন্ত কথং যুদ্ধং হি হা যাক্ষ লাম্বদ ॥ ৭২
 ইয়াগ্রহঃ কথং কার্য্যঃ কৃত্বা ন লম্ববাশ্যতি
 হৈবাত সৰ্ব্বথা যুদ্ধং যন্তানি তদভিনিযতি ॥ ৭৩
 তি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জানসংহিতায়াং গণ-
 যুদ্ধং নমঃ স্বাত্মিশোভনায় ॥ ৩০ ॥

গৃহে প্রবেশ কর । উহার গণেশ কড়ক এইকপ
 উক্ত হইয়া শিবসম্মিধানে গমন করিল এবং তাঁহি
 লজ্জিতভাবে তাহাকে নমস্কার করিয়া নানুখে
 অবস্থান করিল । পরে তাঁহাকে সকল দৃষ্টান্ত নিবে-
 দন করিলে তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া উহাঙ্গিলক
 বসিতে লাগিলেন, হে প্রমথগণ ! শ্রবণ কর,
 এখানে যুদ্ধ আমাদের যোগ্য নহে । অম-
 লিগের পক্ষে আমি ও তোমরা ; উহার পক্ষে
 গৌরী ও গণেশ ; কিরূপে যুদ্ধ হইবে ? কিন্তু
 যদি বিনয় প্রকাশ করি, তবে লোক কহিবে,
 মহাদেব স্তীর বশ । অতএব বাহা আবশ্য হই-
 য়াছে, তাহা কৰ্ত্তব্য ; গণেশ একাকী কি করিবে ?
 তোমরা প্রমথগণ, যুদ্ধসজ্জা বলিয়া লোক বিখ্যাত
 আছ এবং আমার আশ্রয় হইয়া যুদ্ধ পরিচালন
 করিয়া কেন লগুতা স্বীকার করিতেছ ? পার্শ্বতী
 স্ত্রীলোক ; ও কিরূপে যুদ্ধ করিবে এবং ক্রি-
 লেও উচিত ফল পাইবে । একপে সৰ্ব্বতো-
 ভাবে যুদ্ধ করা উচিত । বাহা হইবে, তাহা
 হউক । ৫৫-৭৩ ।

ষাষ্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ষাষ্টিংশোহধ্যায়ঃ ।

সুত উবাচ ।

ইত্যুক্তান্তে গণান্তেন নিঃসং পরমং পতাঃ ।
 সম্ভ্রান্তে তদা অগ্নিঃ সৰ্ব্বৈঃপি শিবসম্মিতম্ ॥ ১
 গণোহপি চ তদা দৃষ্টা ভাগ্যতান গণসম্মতানি ।
 যুদ্ধাটোপং বিদ্যৈব স্থিতঃ স্বেদাবীজিতম্ ॥ ২
 অগ্নাস্ত গণাঃ সৰ্ব্বৈঃ শিবাস্ত্যাপরিপালকঃ
 অহমেকস বালঃ শিবাস্ত্যাপরিপালকঃ ॥ ৩
 প্রাপি পক্ষতাং দেবী পার্শ্বতী সন্মুখং বলম্ ।
 শিবঃ ব গণনাং বলঃ পক্ষতু বৈ পুনঃ ॥ ৪
 বলবদলযুদ্ধকঃ ম নিনী শিবপক্ষয়োঃ
 ভবন্তি কৃত্য পূৰ্ণাঃ যুদ্ধঃ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৫
 ময় পূৰ্ণাঃ কৃত্য নব বালোহিঃ ক্রিয়তে পুন
 ত্বেপি ভবতাং লজ্জা ভবিষ্যতি ভগবন্তে ॥ ৬
 মমৈবন্ত ভবত্বেন বৈপরীত্য ভবিষ্যতি
 মমৈবন্ত ভবতাং নৈব বিদিত্য শিবসংহিতা ॥ ৭

ষাষ্টিংশ অধ্যায়ঃ ।

সুত কহিলেন, অনন্তর প্রমথগণ শিবকড়ক
 ঐকপ উক্ত হইয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া গণেশ সন্মি-
 ধানে গমন করিল । গণেশ তাহাঙ্গিলক যুদ্ধার্থ
 সম্ভ্রান্ত দেবিতা নিজেও যুদ্ধাটোপ করিয়া
 ক্রিয়তে লাগিলেন, মহাদেবের আশ্রয়কর্ত্তী
 প্রমথগণ যুদ্ধে অপমান করুক ; আমিও শিবের
 আশ্রয়কারী একাকী বালক হইলেও তাহাঙ্গিলের
 সহিত যুদ্ধ করিব । আজ দেবী পার্শ্বতী পুত্রের
 বল অবলোকন করুন ; মহাদেবও স্বপ্নের
 কলাকল পরীক্ষা করুন ! পার্শ্বতী ও পরমেশ্বর
 এই উভয় পক্ষের মধ্যে যৎকৃত যুদ্ধই একম
 হইবে ! হে সংগ্রাম-কুশল প্রমথগণ ! পূর্বে
 তোমরা অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছ ; কিন্তু আমি
 বালক, পূর্বে কখন যুদ্ধ করি নাই ; এই সৰ্ব্ব-
 এবম যুদ্ধ করিব । এই যুদ্ধে জেয়ালিগের
 পরাজয় অথবা জয় হইলেও লজ্জা আছে, কিন্তু
 এ বিষয়ে আমার কোনপ্রকারই লজ্জা নাই ।
 কিন্তু ইহাতে জয় বা পরাজয় হইলে, জেয়ালি-
 গের বা আমার লজ্জা, সকলই সেই পার্শ্বতী

এবং জ্ঞাত্বা চ কৃত্বাৎ যুদ্ধকৈব গণেশ্বরঃ ।
 ভবন্তিঃ স্বামিনঃ দৃষ্টা ময়া চ মাতরঃ পুনঃ ॥ ৮
 ক্রিয়তে কৌশলং যুদ্ধং ভবিষ্যৎ ভবতিতি ।
 ইত্যেবং ভঃসিতান্তে তু কুঙ্কা লোহিতচক্ষুঃ ॥ ৯
 বিবিধাশ্রয়ধাত্তেবং হৃদা তে চ সমুদ্ববুঃ ।
 বর্ষয়ন্তুত্বা দহানু হৃদতা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০
 পশু পশু ক্রবন্তু পশান্তে সমুপাতাঃ ।
 নন্দী প্রথমমাপতা হৃদা পাদং ব্যকর্ষয় ॥ ১১
 ধাবন ভৃঙ্গী দ্বিতীয়ক পাদং হৃদা তথৈব চ ।
 বং পাদং ব্যকর্ষতাং তবকৃন্তেন বৈ পণঃ ॥ ১২
 অহতা তৌ তু হস্তাত্মমুত্রোটা পাদকৌ স্বয়ম্ ।
 দ্বারস্থং পরিষং গৃহ সর্কানাপোষয়ং তদা ॥ ১৩
 কেশাকিং তু শিরাঃস্তেব কেশাকিং পৃষ্ঠকানি চ ।
 কেশাকিং তু শিরাঃস্তেব কেশাকিন্তকানি চ ॥ ১৪
 কেশাকিচ্ছাহুনী তত্র কেশাকিং ককরাংস্তথা ।
 সমুখকপতা যে বৈ তে সর্কৈ হৃদমে হতাঃ ॥ ১৫

ও শিবের হইবে ; ইহা বিবেচনা করিয়া তোমা-
 দিগের যুদ্ধ করা উচিত । তোমরা নিজ প্রভুর
 সমুখে ও আমি জননীর সমুখে যুদ্ধ করিব ;
 জ্ঞান অগ্রায় তাঁহারা বিবেচনা করিবেন যাহা
 হইবার তাহা হইবে । প্রমথগণ, গণেশের
 সৈন্য কটুক্তিতে অতিশয় ক্রুদ্ধ ও আরও নয়ন
 হইয়া বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্বক যুদ্ধার্থ উদ্যত
 হইল । তাহারা দস্তে দস্ত বর্ষণ করিয়া পুনঃ-
 পুনঃ হস্তার করিতে লাগিল ও “দেখ দেখ”
 বলিতে বলিতে সকলে সমাগত হইল । প্রথমে
 নন্দী আসিয়া গণেশের একপাদ গ্রহণপূর্বক
 আকর্ষণ করিলে, পরে ভৃঙ্গী আসিয়া তাহার
 অপর পাদ গ্রহণ করিয়া সেইরূপ আকর্ষণ
 করিল ; এমত সময়ে গণেশ বাহু দ্বারা উভয়কে
 আঘাত করিয়া নিজ চরণ আকর্ষণ করিয়া
 লইলেন এবং দ্বারস্থিত অর্গল গ্রহণ করিয়া ঐ
 শিবসেবকগণকে চাড়িত করিলেন । ১—১৩ ।
 গণেশ কাহাদিগের কটি, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও
 শিরঃ, কাহাদিগেরও মস্তক, কাহারও জাহ্নু,
 কাহারও বা ককরা বিষম আহত করিলেন এবং
 যাহারা সমুখে আসিল, তাহাদিগের হৃদয়স্থানে

কেচিচ্চ পতিতা ভূমৌ কেচিচ্চ বিদিশে ॥
 কেচিচ্চ চরণৌ নদ্যা কেচিচ্ছিবাস্তিকং পতা
 তেষাং মধ্যে তু কন্টিষে সংগ্রামে সমুদ্বো ন
 সিংহং দৃষ্টা যথা বাস্তি মৃগাটৈশ্চ বিদিশে দশ
 তথা তে চ পণাঃ সর্কৈ পতাটৈশ্চ সহস্রশঃ ।
 পরাকৃত্য তথা সোঃপি ষারি চ সমুপস্থিতঃ ॥
 ককরাভকরণে কালো দৃশ্যতে চ তথা হি সঃ
 এতন্মিন্ সময়ে তত্র ব্রহ্মা ইন্দ্রশ্চ দেবতাঃ ॥
 প্রেরিতা নারদেনাথ দেবাঃ সর্কৈ সমাগমন
 বিমুগ্ধাপি সমাগ্রাতঃ শিবস্ত হিতকাম্যদা ॥ ১
 সমাগতান্তদা সর্কৈ সমাগ্রাতঃ পুরঃ স্থিতাঃ ।
 কবন্ত তথা সর্কৈ অপ্সরসাম্ পলস্তথা ॥ ২
 শিবকৈব নমস্কৃত্য আক্ৰান্ত দেহি প্রভো ইতি
 গগন ভিঙ্গাঃস্তদা দৃষ্টা তেভ্যঃ সর্কৈ নিবেদিত্য
 তেভ্যঃ সর্কৈ নিবেদ্যেব ব্রহ্মাণং সমুবাচ হ ।
 ব্রহ্মাণ্ডমা চ গন্তব্যং প্রসাদোহয়ং মহাবলঃ ॥ ২

আঘাত করিলেন । তন্মধ্যে কেহ কেহ ভূমি
 পতিত হইল, কেহ বা দিকৃদিগন্তে গমন করি
 এবং কেহ কেহ গণেশচরণে নমস্কার করি
 কেহ কেহ শিবসন্নিধানে গমন করিল । এইরূপ
 উহাদিগের মধ্যে কেহই যুদ্ধে অগ্রসর হই
 না । যেকপ মৃগগণ সিংহকে দেখিলে দশদিকে
 পলায়ন করে, সেইরূপ প্রমথগণ নানাদিকে
 পলায়ন করিল । তখন গণেশ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া
 দ্বারে উপস্থিত হইলে সকলে তাঁহাকে, ঈশ
 গ্রাস করিতে উদ্যত প্রলয়শালীন মহাকালে
 জ্ঞান, ভয়ঙ্কর দেখিয়াছিল ; এমত সময়ে নারদ
 মুখে অবগত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ব্রহ্ম
 তথায় আগমন করিলেন, বিমুগ্ধ শিবের হিতাধ
 হইয়া সমাগত হইলেন এবং ঋষিগণ, অপ্সরো
 গণ, সকলে সমাগত হইয়া সকলকে আশা
 দান করিলেন । তৎপরে তাঁহারা সর্ক
 শিবকে নমস্কার করিয়া “হে প্রভো আজ
 প্রদান করুন, কি করিতে হইবে” এইরূপ কহি
 লেন । তখন ভগবান্ শিব, প্রমথদিগের
 আহত ও নানাস্থানগত দেখিয়া দেবগণকে সর্ক
 কথ্য বলিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ব্রহ্ম

॥ १ ॥
 ॥ २ ॥
 ॥ ३ ॥
 ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥
 ॥ ६ ॥
 ॥ ७ ॥
 ॥ ८ ॥
 ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥
 ॥ ११ ॥
 ॥ १२ ॥
 ॥ १३ ॥
 ॥ १४ ॥
 ॥ १५ ॥
 ॥ १६ ॥
 ॥ १७ ॥
 ॥ १८ ॥
 ॥ १९ ॥
 ॥ २० ॥
 ॥ २१ ॥
 ॥ २२ ॥
 ॥ २३ ॥
 ॥ २४ ॥
 ॥ २५ ॥
 ॥ २६ ॥
 ॥ २७ ॥
 ॥ २८ ॥
 ॥ २९ ॥
 ॥ ३० ॥
 ॥ ३१ ॥
 ॥ ३२ ॥
 ॥ ३३ ॥
 ॥ ३४ ॥
 ॥ ३५ ॥
 ॥ ३६ ॥
 ॥ ३७ ॥
 ॥ ३८ ॥
 ॥ ३९ ॥
 ॥ ४० ॥
 ॥ ४१ ॥
 ॥ ४२ ॥
 ॥ ४३ ॥
 ॥ ४४ ॥
 ॥ ४५ ॥
 ॥ ४६ ॥
 ॥ ४७ ॥
 ॥ ४८ ॥
 ॥ ४९ ॥
 ॥ ५० ॥
 ॥ ५१ ॥
 ॥ ५२ ॥
 ॥ ५३ ॥
 ॥ ५४ ॥
 ॥ ५५ ॥
 ॥ ५६ ॥
 ॥ ५७ ॥
 ॥ ५८ ॥
 ॥ ५९ ॥
 ॥ ६० ॥
 ॥ ६१ ॥
 ॥ ६२ ॥
 ॥ ६३ ॥
 ॥ ६४ ॥
 ॥ ६५ ॥
 ॥ ६६ ॥
 ॥ ६७ ॥
 ॥ ६८ ॥
 ॥ ६९ ॥
 ॥ ७० ॥
 ॥ ७१ ॥
 ॥ ७२ ॥
 ॥ ७३ ॥
 ॥ ७४ ॥
 ॥ ७५ ॥
 ॥ ७६ ॥
 ॥ ७७ ॥
 ॥ ७८ ॥
 ॥ ७९ ॥
 ॥ ८० ॥
 ॥ ८१ ॥
 ॥ ८२ ॥
 ॥ ८३ ॥
 ॥ ८४ ॥
 ॥ ८५ ॥
 ॥ ८६ ॥
 ॥ ८७ ॥
 ॥ ८८ ॥
 ॥ ८९ ॥
 ॥ ९० ॥
 ॥ ९१ ॥
 ॥ ९२ ॥
 ॥ ९३ ॥
 ॥ ९४ ॥
 ॥ ९५ ॥
 ॥ ९६ ॥
 ॥ ९७ ॥
 ॥ ९८ ॥
 ॥ ९९ ॥
 ॥ १०० ॥

হইয়া ঐ মহাদল পদাঙ্ক হইয়া গেল।
কর। 'হে প্রভু' হাতা হইলে প্রসন্ন
হইয়া কহা কর। 'কর কর' সকল কহি-
। সহিত ব্রহ্মা ও তুমিল'দি শিব'মুচরপণ।
পরিধান গমন করিলেন। 'কর কর' ব্রহ্ম'ক
কহে দেবীরা শিব'মুচর বিবেচনা' টাটকা
রাখি উঃপাটন করিলেন এবং 'হে দেব'
কর, কমা কর; আমি মুকার্থ আমি নাই'
কহিলেও ব্রহ্মার উঃপাটন অর্গল গচ্ছ
তে দেবীরা সকলে পলায়ন করিল এবং
'কেহ ঐ অর্গল ঘারা অহত হইয়া' পতিত
হইল, কেহ কেহ ভয়ে অহত পতিত হইল, কেহ
হইল। সেইকালেই শিব'পরিধান গমন করিল।
। সেই অবস্থা দেবীরা অতিশয় কুপিত
লেন এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে, ব'দ্য' প্রভৃতি
গণগণকে ও ভূত-প্রেত-শিষ্যগণকে মুকার্থ
শেষ করিলেন। তাহারা সকলে নানাদিকে
ন করিয়া নিজ নিজ অস্ত্রসমূহ বিসোজন
কিতে লাগিল। তাহাতে বরাহদেবী অতি
কুলা হইয়া নিজ দ্বিভিতে সংস্কার
হলেন। ১৪—৩১। ব্রহ্মার আত্ম-সংস্কার

न आत् नमोवाचपायुर्वेत्ता ३२ साधुप्रिय
 अकाले ५ उवाच ३३ निरुद्धावतः सद्यः ॥ ३४
 ३५ सार्धे ८ अतस्तु ३६ कथमाद्या ३७ ये पुनः ।
 सार्धे वार्धस्य आत्ता आत्ता परमात्ताः ॥ ३८
 नतिवत्ता उवाच ३९ निरुद्धावतः सद्यः ॥ ४०
 एका अच ३८ पक्ष ३९ उवाच ४० सद्यः ॥ ४१
 उवाच ४२ सद्यः ४३ उवाच ४४ सद्यः ॥ ४५
 उवाच ४६ सद्यः ४७ उवाच ४८ सद्यः ॥ ४९
 उवाच ५० सद्यः ५१ उवाच ५२ सद्यः ॥ ५३
 उवाच ५४ सद्यः ५५ उवाच ५६ सद्यः ॥ ५७
 उवाच ५८ सद्यः ५९ उवाच ६० सद्यः ॥ ६१
 उवाच ६२ सद्यः ६३ उवाच ६४ सद्यः ॥ ६५
 उवाच ६६ सद्यः ६७ उवाच ६८ सद्यः ॥ ६९
 उवाच ७० सद्यः ७१ उवाच ७२ सद्यः ॥ ७३
 उवाच ७४ सद्यः ७५ उवाच ७६ सद्यः ॥ ७७
 उवाच ७८ सद्यः ७९ उवाच ८० सद्यः ॥ ८१
 उवाच ८२ सद्यः ८३ उवाच ८४ सद्यः ॥ ८५
 उवाच ८६ सद्यः ८७ उवाच ८८ सद्यः ॥ ८९
 उवाच ९० सद्यः ९१ उवाच ९२ सद्यः ॥ ९३
 उवाच ९४ सद्यः ९५ उवाच ९६ सद्यः ॥ ९७
 उवाच ९८ सद्यः ९९ उवाच १०० सद्यः ॥ १०१

হইলেন। ইচ্ছা-বশতঃ তখন শিব অকালে কোন
 ব্যক্তি ও সাহায্য করিতে উদাত্ত হইলেন। সুক-
 শত যত্নে প্রকৃতি সকলেই কিসলয় হইয়া,
 পরমা-ভাষিত হইলেন। শাক্তী প্রকাশের
 কক্ষ হইতে শক্তি নিষ্কাশন করিয়াছিলেন,
 ওহো এক মহামুখী শক্তি কামদেবের প্রাণ
 ভীষণ বদনবিন্দুর বিস্তার করিয়া প্রচণ্ডরূপে
 অবস্থিত ছিলেন। এক অপর শক্তি অসাধ্য-
 বাক্যশিল্পী ও ক্রিয়াবাহু প্রাণ আলোকক ভেজ-
 সান্ধা হইয়া শিবপতীর লোকসমূহ কক্ষ
 বিদ্যুৎ অস্ত্রভাল নিজমুখে গ্রহণ করিয়া নিবেশ
 করিতে লাগিলেন। সুতরাং কেবলশিবের
 কাহ্নকেও দেখা যাইল না। কিন্তু প্রকাশের পরিচ
 সর্বত্র কুটিগোচর হইতে লাগিল। যোগ
 পূর্বে একক মনঃসংগত, সমুদ্র আলোকিত
 করিয়াছিলেন, ওহো একাকী প্রকাশ, হৃদয়
 সৈন্তসামর আলোকিত করিয়া কৈলিলেন।
 একাকী প্রকাশ সকলকে আহত করিলেন।
 তাহারা সকলে "কি করিব। কোথায় যাইব।
 কখনিই অভ্যাস দেখিডেছি" এইরূপে ব্যাহত
 হইয়া পড়িল। তিনি যাহে করিলে

রহা চ মেনকা চৈব উর্কশী চ তিলোত্তমা ।
 ইত্যাদ্যম্বরসং শ্রেষ্ঠাঃ পুষ্পচন্দনপাণয়ঃ ॥ ৪০
 ঋক্সো নারদাদ্যাং বে চ যুদ্ধহতিলালসাঃ ।
 তে সর্কে চ সমাজয় যুদ্ধস্ত দর্শনার বৈ ॥ ৪১
 জেপি বিশ্বয়মাপরা স্ফুটং ন কদাপি হ ।
 গুণরূপং তদা দৃষ্টং কালোহরমপরঃ কুতঃ ॥ ৪২
 পৃথিবী কম্পিতা দেবী সমুদ্রসহিতা তদা ।
 পর্কতাঃ প্রতিদাদং বৈ চক্রঃ সংগ্রামসম্ভবম্ ॥ ৪৩
 দ্যৌঃসেব সগ্রহা চীর্ণা সর্কে ব্যাকুলতাং গতঃ ।
 দেবাঃ পলায়িতাঃ সর্কে গণাট্যেব পলায়িতাঃ ॥ ৪৪
 ঋক্সং তদা সর্কানাবাধ্য পুরতঃ স্থিতঃ ।
 শক্তিধয়েন তদ্বুদ্ধঃ সর্কক নিস্কলীকৃতম্ ॥ ৪৫
 যেবস্থিতাং সর্কেহপি শিবস্তান্তিকমাগতাঃ ।
 তে সর্কে মিলিতাট্যেব নমস্কৃত্য শিবং তদা ॥ ৪৬
 অক্রবন বচনং সর্কে কোহয়ং গণববঃ স্তভঃ ।
 পুরা চৈব ক্রতং যুদ্ধমিদানীং বত্থা পুনঃ ॥ ৪৭
 দৃষ্টতে ন ক্রতং দৃষ্টমীদৃশং ন কদাচন ।

সুৱাইতে লাগিলেন, ঐ যুদ্ধ দেখিবার জন্য রহা, মেনকা, উর্কশী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপরোগণ পুষ্প ও চন্দন লইয়া এবং নারদাদি ঋষিগণ, যে কেহ যুদ্ধ দর্শনে চুক, সকলেই আগমন করিলেন। গণেশের ত্রায় রূপ গুণ তাঁহারা কখন দেখেন নাই; গণেশকে দ্বিতীয় কল মনে করিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইলেন। সমাগনা সমীপাধরা কম্পমানা হইলেন, পর্কত সকলেই যুদ্ধের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, অন্তরীক্ষ গ্রহনক্ষত্রের সহিত চঞ্চল হইয়া পড়িল এবং দেবগণ ও প্রমথগণ সকলে অতি ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৩২—৪৪। তখন ঋক্স, সকলকে বেষ্টন করিয়া স্বয়ং সমুখ-যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; গণেশ তাঁহার সকল অন্তর পূর্বোক্ত শক্তিধর দ্বারা বিফল করিলেন। অনন্তর সর্কে শিবসম্মিধানে গমন করিলেন ও শিবকে নমস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেব! আমরা পূর্বে কত যুদ্ধের কথা শুনিয়াছি, এক্ষণেও কত যুদ্ধ দেখিতেছি, কিন্তু এক্ষণ যুদ্ধ কখন প্রবণ করি নাই ও দেখি

কিকিচিচার্য্যতাং দেব হত্বা এলয়ো ভসং ।
 ইত্যেবং বচনং ক্রতঃ শিবঃ পরমকোপনঃ ।
 কোপং জগাম তত্রৈব গম্যতাক মরাদুনা ॥ ৪২
 দেবসৈন্তক তং সর্কং শিবস্তানুজগাম হ ।
 এতন্মিলিতরে দেবং নমস্কৃত্যথ নারদঃ ॥ ৪৩
 অয়ং জীবিতঃ স্তাং প্রলয়ক করিয়াতি ।
 যথা তথাপ্যয়ং দেব হত্বাঃ সর্কধা তুয়া ॥ ৪৪
 ইত্যুক্তা নারদস্তত্র হত্বর্জানং পতন্তদা ।
 শিবোহপি সহ সৈন্তেন যুদ্ধং চক্রে হৃদাক্ষয়
 মহাদেবোহপি তং দৃষ্টা বিস্ময়ং পরমং গতঃ ।
 ছলেনৈব চ হত্ব্যো নান্তথা হত্ব্যতে পুনঃ ॥ ৪৫
 ইতি দুষ্টিং সমাস্ত্রয়ং সৈন্তমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ।
 শিবো দৃষ্টে তদা দেবে নিঃশ্বাসে গুণরূপিণি ॥ ৪৬
 বিকো চৈবাপি সংগ্রাম আয়াতে সর্কদেবতাঃ ।
 গণাট্যেব তথা হর্ষং জগ্যঃ সর্কে পরম্পরম্ ।
 প্রথমং প্রেবধামাস বিষ্ণুঃ সর্কসুণাবহঃ ।

নাই। ঐ শুভ গণশ্রেষ্ঠ কে?—কিছুই জানি পারিতেছি না। এক্ষণে আপনি স্বয়ং উদ্যোগ হউন, নচেৎ মহাপ্রলয় হইবে। ভগবান্ ঋক্স প্রবণ করিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইলেন ও অভিযোগে তথায় গমন করিলেন। দেবসেনা তাঁহার অনুগমন করিল। এমত সময়ে না আসিয়া ভগবান্কে নমস্কার করিয়া কহি লাগিলেন, হে দেব! এই গণেশ জীবিত থাকিলে জগৎ ধ্বংস করিবে; অতএব উহা যে কোন উপায়ে সর্বতোভাবে নিধন কর। এই বলিয়া নারদ অন্তর্হিত হইলে শিব, সৈন্তগণের সহিত মিলিত হইয়া দারুণ যুদ্ধ করি উদ্যোগ করিলেন। তিনিও গণেশকে দেখি অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং “ইহাকে কে ছলে বিনাশ করিতে হইবে, নচেৎ নিহত হই না” এইরূপ বিবেচনা করিয়া সৈন্তমধ্যে অবস্থ করিলেন। গুণাভীত গুণময় ভগবান্ শিব বিষ্ণুকে যুদ্ধস্থলে আসিতে দেখিয়া দেব ও প্রমথগণ সকলে পরস্পর আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সর্কানন্দদায়ী

মোহরিয়াসি হস্ততাক কুরা প্রভো । ৫৬
 বিনা ন হস্তাথে তামসোহং হুয়াসনঃ ।
 কুরা মতিঃ তত্র বিমূর্ষোহপরাধনঃ । ৫৭
 যুগ্ম তদা লীনঃ হরিঃ দৃষ্টা ত্র্যম্বিকম্ ।
 শাংপি তদা তত্র বত্র বিমূঃ ত্রিতঃ স্বয়ম্ । ৫৮
 ৫৯ ক্রিষ্টবাস্ত্র গণোহপি বলবত্তরঃ ।
 ৬০ মুখং দৃষ্টা শিবোহপি চ ভগ্না হ । ৬১
 লক সমাসায় গতঃ কোপসমধিতঃ ।
 ৬২ পাতিতঃ হস্তাঃ পিনাক্য পুনরাবদে । ৬৩
 ৬৪ পাতয়দ্রুমো পরিবেশ মহাক্ষন ।
 ৬৫ পক তথা হস্তাঃ পকতিঃ শূলমাসদে । ৬৬
 ৬৭ হুঃস্বতঃ ননঃ গণনাঃ কিং পুনর্ভবেঃ
 ৬৮ বাকিতাঃ তে দেবাঃ বাতাইশ্ব মিশে নম । ৬৯
 ৭০ স্বক গণং দৃষ্টা ধ্রুতাহমিতি চাত্রবীঃ ।
 ৭১ দৈবতাইশ্ব মবা দৃষ্টাশ্বখা পুনঃ । ৭২
 ৭৩ বহবৈশ্ব বক-পকর্ক-রাকসাঃ ।

নি শিবকে অগ্রসর হইতে বলিষ্ঠ, পরে
 লেন, হে প্রভো! এই তমোত্তমময় গণে-
 কাপটা বাতীত নিধন করা হুহু; অত-
 আমি উহাকে মুগ্ধ করিতেছি, অ'পনি বিনাশ
 ন। অনন্তর গণেশের শক্তিযয় মাতামহ
 কে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলে, অসীম
 গলী গণেশ বিমূকে লক্ষ্য করিয়া পদা-
 ধপ করিলেন; তাহাতে বিমূকে বিমুগ্ধ
 ধরা শিব সক্রোধে স্বয়ং বাইলেন ও ত্রিশূল
 গ করিবামাত্র গণেশের তাতা পতিত হইল
 রায় নিজ ধনু পিনাক গ্রহণ করিলে, তাতাও
 প গদা দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন এবং
 অস্ত্র দ্বারা ঐ পঞ্চাননের পক বহু ছেদন
 রিলেন; অমনি মহাদেব অপর পক বহু দ্বারা
 গ্রহণ করিলেন। ৫৫—৬১। তাহাতে
 ঐশ্বরিগের হুঃস্বয় অবধি রহিল না। দেবগণ
 ঐশ্বতে দশদিকে পলায়ন করিলেন এবং বিমূ-
 গণের তাতৃশ বীর্ষ্য অবলোকন করিয়া কহি-
 ন, এই ব্যক্তিই ধনু; কারণ আমি অনেক
 ব, দানব, বক, রাকস ও পকর্ক দেখিয়াছি,

নৈতেন সমতাং বাস্তি রূপ-শৌর্য-ভগ্নাদিতিঃ । ৬২
 এবং বিমূঃ ক্রবত্তক পরিব্র জামরংস্তদা
 চিকেশ বিকবে তত্র চক্র চূর্ণসমস্তদা । ৬৩
 গুণীয়া বিমূচক্রস্ত যুগ্মতে পরস্পরম্ ।
 ৬৪ বত্র পরিব্রতাপি হরয়ে প্রাক্ষিপঃ তম । ৬৫
 গুণীয়া পরভ্রমাপি পক্ষিপা বিকলীকৃতম্ ।
 ৬৬ বত্র বত্র ক্রিপেঃ তে বৈ পরিব্র তত্র তত্র । ৬৭
 শূন্তক কৃতমান মো বৈ বিজয়কপ সত্তমঃ ।
 ৬৮ বিমূটৈশ্ব মণটৈশ্ব যুগ্মতে পরস্পরম্ । ৬৯
 এতদন্তরমাসদ্য শূলপাশিত্বোত্তরে ।
 ৭০ আপত্য চ ত্রিশূলে শিশুস্ত্র কৃপাত্তঃ । ৭১
 ছিঃ শিরসি ততৈব দেবসৈস্তা হুনিশ্চলম্ ।
 ৭২ নরকংহপি ততঃ পদা নৈবো সর্কঃ ক্রবত্তঃ । ৭৩
 মামিনি শূন্ততঃ মনস্তাত্তো নৈব কদাচন ।
 ৭৪ ইত্যুক্তাভিহিতস্ত মনঃ কলত্রিতঃ । ৭৫

কিছু ততঃ কেহই রূপে, ভূমে, স্থলে, যে কোন
 স্থানে ইহার সমান হইতে পারে না। বিমূ
 এইরূপ কহিতেছেন এমত সময় গণেশ, দ্বা-
 উত্তোলন করিয়া ইহার উপর নিরূপ করি-
 লেন; তখন ঐ গণ বিমূকে পতিত হইয়া
 চূর্ণিত হইল। অনন্তর বিমূ, হুহু-ন গ্রহণ
 করিয়া মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। ইজবসরে
 গণেশ, ঐ চূর্ণিত বক, পুনরাবর্তন উপর
 নিরূপ করিলে, বিমূবাহন পক্ষিপা বকক,
 তাতা গ্রহণ করিয়া তত্র করিলেন; অতঃপ
 যে স্থলে গণেশের ক্রবত্ত, বত্র বিমূ সেই সেই
 স্থল হইতে তাতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভরত
 করিলে, তখন উত্তরে কুশল সংগ্রাম করিতে
 লাগিলেন। এমত সময়ে দেব কৃপাদি, পশাঃ
 হইতে ত্রিশূল দ্বারা পদেস্ত্র শিরঃস্থল করি-
 লেন। তখন দেবসৈন্য, গণেশের যতক
 ছিঃ দেখিয়া নিরূপ হইলেন। "এই সময়
 কলত্রিত মনঃ, পার্বতী-সদীপে থমন করিয়া
 সকল কৃতান্ত অবগত করাইয়া কহিলেন,—হে
 মামিনি! আপনি এ সময় কোন ক্রতেই মন
 পরিভ্রম করিবেন না। এই কথা কহিয়াই

অয়ং জয়েতি ভাষ্যে দেবাঃ শূন্যমুপস্থিতাঃ ।
যচ্চকার তদা দেবী শূন্যতামধিসত্তমাঃ ॥ ৭২
ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং গণ-
যুক্তভগ্নো নাম ত্রয়স্তিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুস্তিংশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শূন্যতামধিসত্তমাঃ যচ্চকার তদনন্তরম্ ।
কোপযুক্তা যৎ দেবী চকার শূন্যতাম্ তথা ॥ ১
শিবোহপি তচ্ছিবশ্চিহ্না যাবদুঃখমুপাদদে ।
তাবচ্চ গিরিজা দেবী ক্রোধামান চ হা কথম্ ॥ ২
কিং করোমি কং গচ্ছামি প্রণয়ং কিং করোম্যহম্
ইতোবং হৃষিতা সা চ শতীঃ সহস্রশস্তদা ॥ ৩
নিশ্বমে নিশ্বিতাস্তাঃ নমস্তুতা শিবায় তদ
জ্ঞানলামানাস্তাঃ সৰ্বা মাতর দিশাত্মমিতি ॥ ৪

তিনি অতৃপ্ত হইলেন । দেবগণও জয় জয়
শব্দোচ্চারণপূর্বক আনন্দ প্রকাশ করিলেন ।
তাহার পর দেবী পার্শ্বতী যাহা করিয়া-
ছিলেন, হে ঋষিগণ! আপনার তাহা শ্রবণ
করুন । ৬২—৭২ ।

ত্রয়স্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্তিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! অনন্তর যাহা
হইয়াছিল—দেবী কুপিত হইয়া যাহা করিয়া-
ছিলেন, অদ্য তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন ।
শিব, গণেশের মস্তক ছেদন করিয়া দেবীর
মর্মে ব্যথা দিলে, তিনি কুপিতা হইয়া
“হা আমি কোথায় যাইব, কি করিব?
আমি তবে কি জ্ঞান সংহার করিব” এই-
রূপ চিন্তা করিতে করিতে সহস্র শক্তি
নির্গম করিলেন । ঐ উৎপন্ন শক্তি সকল
তেজে দেদীপ্যমান হইয়া জননীকে প্রণাম
করিয়া কহিলেন, মাতাঃ । আজ্ঞা কর, কি

পার্কীত্যাচ ।

প্রলয়ং কত্র কর্তব্যো নাত্র কার্য্য বিচারণা ।
দেবাস্তৈঃ ব গণাস্তৈঃ চ যচ্চকারসকানথ ॥ ৫
অমরীয়াঃ পরতৈঃ চ বিদ্যাতে ন মমাপি হ ।
তদাজ্ঞস্তাঃ তাঃ সৰ্বাঃ সংহারং চক্রিরে উদা ।
কল্পান্তকালে সন্তাপ্তে সংহারার্থমুদ্যতাঃ ।
যথা চক্র তপানীহ হৃদিঃ সংহারতে তথা ॥ ৬
এবং তাঃ শক্তয়ঃ সৰ্বাঃ সংহারং কর্তুমুদ্যতাঃ ।
ন গণয়ন্তি দেবং বা ব্রহ্মাণং বাথ শঙ্করম্ ॥ ৮
ইন্দ্রং বা যক্ষরাজং বা কন্দং বা সূর্য্যামেব বা
সৰ্ব্বাস্তৈঃ চ সংহারং বর্কস্তু ৭ নিরন্তরম্ ॥ ৯
যত্র যত্রানুপাশেত তত্র তত্রাপি শক্তয়ঃ ।
করালঃ কুজাঃ খজাঃ লম্বশীরাঃ হনেকশাঃ ॥ ১০
হস্তে দৃষ্টপাত দেবাস্তাঃ মুখে নৈবাক্ষিপংস্তদা ।
সংহারং তদা দৃষ্ট্ব হবো হরিস্তুতৈব চ ॥ ১১
যত্র চ ক্রমশঃ গুণে দেবা ইন্দ্রাদয়স্তদা
কিঃ কস্মিনাঃ দেবী স সংহারণপাকালতঃ ॥ ১২
সৰ্ব্বাঃ সংহারমাপন্ন জীবনায় চিত্তায়া বা ।

কহিতে হইবে? পার্শ্বতী কহিলেন, “তোমরা
জগৎ সংহার কর, ইহার মধ্যে দেব, দানব,
যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ভ ও প্রমথ বলিয়া কিছু
বিচার করিও না, আমার আশ্রীত পর বলিয়াও
মনে করিও না।” পার্শ্বতীর এইরূপ আদেশে
শক্তিগণ সংহার করিতে লাগিলে, বোধ হইতে
লাগিল, যেন কল্পান্তকাল উপস্থিত বলিয়া উহার
সংহারার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন । তাহারা ব্রহ্মা,
শিব, ইন্দ্র, কুবের, কান্তিক, সূর্য্য অথবা অগ্নি
কোন দেবতা বলিয়া বিচার না করত কেবল
নিরন্তর প্রপঞ্চ সংহার করিতে উদ্যত হইলেন ।
যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই দেখিবে,
কুজ, খজা, দীর্ঘশিরা শক্তিগণ ভীষণ রূপ ধারণ
করিয়া অনুগমন করিতেছেন । ১—১০ । তাহারা
এক এক করিয়া দেবতাদিগকে হস্তে তুলিয়া
বদনবিবরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ঋষিগণ
অকালে ভগবতীকৃত সংহারোদ্যোগ সম্মুখীন
করিয়া নিজ নিজ জীবনের এবং মঙ্গলের প্রতি

কিঁচ মিনিভা-এম কিং কর্তব্য বিচিন্ত্যাত্ম
উচিৎসে তে সর্কে হ্যুচক চ পরামর্শম্ ।
ন চ গিরিজা সেবী প্রসঙ্গা চ জ্যোতিষ ॥ ১৪
ন চ ভবঃ শাস্ত্রাৎ নাচক্য ভবতি প্রমম্ ।
বহুপি কংসাপন্নঃ কচিৎক্য বলা তমঃ ॥ ১৫
ন ক্রোধময়ী সাক্ষ্যকাত্ত্ব ন পুনরুঃ সহঃ
দ্য বা পদকীরো বা যক্ষো বা নিম্নরশ্মধঃ ॥ ১৬
ন চ চ তথা বিদ্যুর্জ্বল ন শব্দবস্তুর
কচিৎকিৎসাত্ত্ব চ স্বত্বঃ শক্যঃ কেচন ॥ ১৭
জ্ঞানামনঃ তঃ ভোক্তা দুঃখং নরভ্যঃ বিহতঃ
উদীন সমাগ তর নারসে দেবদর্শনঃ ॥ ১৮
ভজাম তম তর দেবনাঃ শূন্যভাজন
কৃষ্ণক তম নিগম শব্দপ্রভুতীন গমন ॥ ১৯
নাগতা মিলিত তু বিচিৎসে কংসাপন্ন চ
কচিৎকিৎসে লোকে কৃপা নৈব কচিৎকিৎসি ॥ ২০
বহুতঃ সূত্রা ন্যাত্রে নারঃ কচিৎকিৎসে
কচিৎকিৎসে নারঃ কচিৎকিৎসে ॥ ২১

সংসার-সংসার "ভাবতী কি সংসার কচিৎ
কেন?—একথা কি করা উচিত বিচিন্ত
করিতে লাগিলেন অনন্তর সকলে পরামর্শ
করিতে লাগিলেন, সেবী পার্শ্বতী যদি প্রসঙ্গ
হইত তর ভাঃ দুঃখ হইবে, নচঃ কচিৎ
কচিৎকিৎসে ন। শিবের কচিৎকিৎসে প্রসঙ্গের ভাঃ
হইয়াছে বলিয়া তিনি অতি দঃখিত, নচঃ
কখনই দেই ক্রোধময়ী পার্শ্বতীর নিকটে
বাইতে পারিবেন না। আত্মীয় বা পর
কোন বন্ধ, কিম্বদ, দেব, বন্ধ, বিদ্যুৎ
শব্দ, কেহই তৎকালে পার্শ্বতীর সহস্বে
বাইতে পারিবেন না। সকলেই পার্শ্বতীর
অসামান্য ভেদ দেখিয়া দূরে অবস্থান করি-
লেন। এমত সময়ে দেবদর্শন নারদ দেবদর্শনের
হিতার্থ জ্ঞান আগমন করিলেন। তিনি ব্রহ্মা
বিষ্ণু, মহেশ্বর ও প্রমথদেবের সহিত মিলিত
হইয়া কহিতে লাগিলেন, সকলে উপায় উদ্ভাবন
কর। আমি দেখিতেছি, সেবী পার্শ্বতী কখন-
কাল কৃপা না করিবে, এবং কোসলদেশেই
কুশল হইবে না ॥ ১১—২০। অনন্তর নারদ

উমা প্রমথদেবায়মাত্মক জগতঃ শুভাম্ ।
নমস্কৃত্য তথা জগৎ ন্যাত্রে নারদৈবপি ॥ ২১
জগদগ্ন নমস্কৃত্য প্রসঙ্গা তে নমোহক্য তে ।
অপরাধে নমস্কৃত্য পিচিৎকিৎসে নমোহক্য তে ॥ ২২
ভবতি তে নমোহক্য দুঃখাৎ তে নমোহক্য চ
ভবতি তে নমস্কৃত্য প্রসঙ্গা তে নমোহক্য য়ে ॥
চিৎকিৎসে নমস্কৃত্য কচিৎকিৎসে নমোহক্য তে
এক কত তম সেবী কচিৎকিৎসে নমস্কৃত্য ॥ ২৩
উচ্চৈঃ সূত্রা তম ভাঃ ন্যাত্রে কচিৎকিৎসে
এক চ কচিৎসে নচঃ তৎকালে দুঃখম্ ॥ ২৪
কচিৎসে কচিৎসে দেই সংসারঃ কচিৎসে দুঃখম্
তর নারী বহুতঃ হইবে দেবদর্শনঃ চিৎসে ॥ ২৫
প্রসঙ্গা ভবতি নচঃ কচিৎসে পরমেশ্বরি
এক কচিৎসে প্রসঙ্গা চিৎসে তম ॥ ২৬
মঃ প্রসঙ্গা যদি ভবতি তম সংসারঃ ন চিৎসে
এক চ ভবতি তম প্রসঙ্গা কচিৎসে ॥ ২৭

কচিৎসে পিচিৎকিৎসে হইবে কচিৎসে নমস্কৃত্য
কচিৎসে নচঃ কচিৎসে নচিৎসে যে হাতঃ কচিৎ-
সে। অস্মি অস্মি প্রসঙ্গা, অস্মিৎসে
নমস্কৃত্য অস্মি অস্মি অস্মিৎসে নমস্কৃত্য ।
অস্মি পিচিৎসে, অস্মিৎসে নমস্কৃত্য যে
মঃ প্রসঙ্গা অস্মিৎসে মনোহরিনী কচিৎসে
অস্মিৎসে নমস্কৃত্য অস্মিৎসে তম ও কচিৎ
প্রসঙ্গা, অস্মিৎসে নমস্কৃত্য হাতঃ। অস্মিৎসে
চিৎসে ও কচিৎসে, অস্মিৎসে নমস্কৃত্য তম
নারদৈব নচিৎসে এইকম কচিৎসে চিৎসে
কচিৎসে কচিৎসে কিছুই হইলেন না অন-
ন্তর পার্শ্বতী প্রসঙ্গা প্রসঙ্গা হইয়া পুন-
রাগ কহিতে লাগিলেন, কেবি। কচিৎসে
কচিৎসে হইবে, নচঃ কচিৎসে সংসারঃ হইবে।
পদমেশ্বরি। এই নিম্ন অস্মিৎসে হইবে এক
দেবদর্শন ও অস্মিৎসে কচিৎসে, অস্মিৎসে সন্ম প্রস-
ঙ্গা অস্মিৎসে, অস্মিৎসে 'অস্মিৎসে কচিৎসে
কচিৎসে। কচিৎসে কচিৎসে হইবে সেবী চিৎসে
প্রসঙ্গা হইবে কহিতে লাগিলেন, দেব, যদি
আবার পুনঃ কচিৎসে হইবে, তম হইবে সংসার
হইবে না এক কচিৎসে কচিৎসে অস্মিৎসে

সর্বোচ্চাঙ্কো ভবেদ্য নাতুখা সুখমাপ্যথ ।
 ইত্যুক্তান্তে তদা ভেভ্যো গতা সর্কে গ্রবেদয়ন্ ॥
 তে সর্কে চ বচঃ শ্রুত্বা শিবচ্যায়ং তথা পুনঃ ।
 কর্তব্যং তথা সর্কং লোকস্বাস্থ্যং ভবেদিহ ॥ ৩১
 এতচ্ছিরঃ কুতো যাতম্পরোতি চ তদ্ধতম্ ।
 এতং কলেবরকাত্ত প্রক্ষাল্য সপ্তপূজ্য চ ॥ ৩২
 উত্তরস্তাং পুনর্ধাতু প্রথমং ধ ইহাগচ্ছং ।
 পচ্ছিরং সমাহৃত্য যোজনীয়ং কলেবরে ॥ ৩৩
 ততস্তেজঃ কৃত্বং সর্কং শিবাজ্ঞাপরিপালকৈঃ ।
 কলেবরং সমানীয় প্রক্ষাল্য বিধিবচ্চ তং ॥ ৩৪
 পূজয়িত্বা পুনস্তে বৈ গতাস্তাদমুখাস্তদা ॥
 প্রথমং মিলিতস্তত্র হস্তী চাপোকদম্বকঃ ॥ ৩৫
 তচ্ছিরং তথা ছিত্বা নীচা তেনাপাযোজয়ন্ ।
 সংযোজ্য দেবতাঃ সর্কাঃ শিবং বিষ্ণুং বিধি তথা
 উচুন্নন্তরং কশ্ম ভবতামবশেষিতম্ ।
 ততস্তে তু বচঃ শ্রুত্বা শিবাজ্ঞাপরিকালকাঃ ॥ ৩৬

তোমাদিগের মধ্যে পূজনীয় ও সকলের শ্রেষ্ঠ
 হয়, তবেই তোমরা সুখ পাইবে। পার্শ্বতীর
 এই বাক্য তাঁহারা শিবাদি দেবগণকে নিবেদন
 করিলেন। ২১—৩০। তাহা সকলের ঋতিগোচর
 হইলে, ভগবান্ শিব, অনুচরদিগের প্রতি আজ্ঞা
 করিলেন, পার্শ্বতী যাহা কহিলেন, তাহা অবশ্য
 কর্তব্য; নচেৎ কোন মতেই কুশল হইবে না;
 গণেশের মস্তক ছিন্ন হইয়া কোথায় পতিত
 হইয়াছে! অপসরোগণ তাহা ধরিয়াছিল বটে।
 সে যাহা হউক, এক্ষণে উহার শরীর ধোত
 করিয়া পূজা কর; পরে তোমরা উত্তরদিকে
 গমন কর ও প্রথমেই যে ব্যক্তির দর্শন
 পাইবে, তাহার মস্তক ছেদন করিয়া গণেশ-
 দেহে সংযোজিত করিবে। অন্তর তাঁহারা
 শিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগি-
 লেন। প্রথমতঃ গণেশের ছিন্ন দেহ যথা-
 বিধি ধোত করিয়া পূজা করিলেন এবং
 উত্তরদিকে গমন করিয়া প্রথমেই একটা
 একদন্ত হস্তীকে দেখিতে পাইয়া, তাহার
 মস্তক ছেদন করত গণেশদেহে সংযোজিত
 করিলেন। অন্তর দেবতারা সকলে ব্রহ্মা

উচুস্তে চ ততঃ সর্কে শিবো বিষ্ণুবিধিত্ত
 যশ্যচ্চ তেজসঃ সর্কে বয়ং জাতা মহাত্মা
 অস্তেজঃ সমায়াতু বেদমচ্ছাভিযোগতঃ ।
 ইত্যেবমভিমন্ত্রেণ মচ্ছিত্তক বদা পুনঃ ॥ ৩১
 তদোক্ত্বাহী পুনচ্যায়ং শুভাসঃ সুন্দরস্তদ
 অভিবিক্তস্তদা দেবৈর্গণাধ্যক্ষৈর্গজাননঃ ॥
 ততঃ চ দর্শয়ামাস দৃষ্টা হর্ষসমম্বিতা ।
 বস্ত্রে চ বিবিধৈশ্চৈব নানালঙ্করৈশ্চত্বা ॥
 পূজয়িত্বা তয়া দেবা সিদ্ধিতিচাপ্যনেক
 করেণ স্পর্শিতঃ সো বৈ দুঃখিতোহসীহ
 ধন্যোহসি কৃতকৃত্যোহসি সর্কপূজো ভ
 আননে তব সিন্দুরং দৃশ্যতে সাঙ্গতং য
 তম্মাং ত্বং পূজনীয়োহসি সিন্দুরেণ সদা
 পুষ্পৈর্বা চন্দনৈর্বাপি গন্ধেনৈব শুভেন চ
 নৈবেদ্যেন পুনস্ত্বক কৃত্বা নীরাজনাবিধি
 তাস্মলৈরর্ঘ্যদামৈ চ কৃত্বা প্রক্রমণং তথা ॥ ৩২
 নমস্কারবিধানেন পূজাকৈব বিধাশ্রতি ।
 তস্ত বৈ সকল সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥

বিষ্ণু মাহেশ্বরকে কহিলেন, ইহার পর ক
 আপনারা করুন। অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু
 বর ইহারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা গণেশে
 সঙ্গার করিলেন,—“আমরা সকলে যে
 হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, বেদমন্ত্রবলে
 তেজ গণেশদেহে আবির্ভূত হউন।”
 সুন্দর গজানন গণেশ, অগ্ন্যস্ত গণনাথক প্র
 গণের সহিত গাত্রোধান করিয়া পার্শ্বতী
 নিজ রূপ দেখাইলে, দেবী পরমানন্দিতা হ
 বিবিধ বস্ত্র অলঙ্কার প্রদানে গণেশকে
 করিয়া কর দ্বারা স্পর্শ করত কহিতে ল
 লেন, হে পুত্র! দুঃখিত হইয়াছ; তাহা
 এক্ষণে তুমিই ধন্য, কৃতকৃত্য। এখন
 তুমি সকলের পূজ্য হইলে। সপ্রতি তে
 মুখে যেহেতু সিন্দুর দেখা যাইতেছে, এ
 মানবগণ সর্বদা সিন্দুর দ্বারাই তোমার
 করিবে। যে ব্যক্তি গন্ধপুষ্প-নৈবেদ্যাদি
 তোমার পূজা করিয়া নীরাজনা কার্য
 প্রদক্ষিণ করে, অথবা কেবল নমস্কার

। ৫ তম। দেবী শক্তিবাবরণং তম। ।
 মস্তান্তা দেব্যা দেহে দেব্যালয়ং গতাঃ ॥
 শ্যাক দেবানাং জাতং তৎ কৰ্মমাত্রতঃ ।
 ১১ কণে দেবা বাসনাস্যাঃ শিবাং তম। ॥ ৪৮
 সিদ্ধা তং দেবং নীত্বা ১৫৪ শিবান্তিকে ।
 গিরিশং পশ্চাতঃ সন্তে সন্তোষশরন ॥ ৪৯
 পিত্ত শিরসি কৃতা চ করপঙ্কজম্ ।
 বচনং দেবান পূত্রোৎসমিতি চাপরঃ ॥ ৫০
 ৥ ২ পি তস্যাঃ নমস্কৃত্য শিবায় নমঃ ।
 তা চ নমস্কৃত্য ব্রহ্মণঃ বিশ্বমেব চ ॥ ৫১
 নানুধীন সর্গান নমস্কৃত্য পুরা শিভঃ ।
 ৫২ পদমে মে মানসৈঃ বদন্তে নৃণাম্ ॥ ৫২
 ৫৩ শব্দবৈশ্ববিষ্ণুতমঃ তমঃ সত্যম্ ।
 বদন্তঃ চ তৎ ভবান্তঃ প্রতিপ্ৰত্যায়ম্ ॥ ৫৩
 প্রাণাথ্য পূজ্যাস্থা পূজ্যাত্মা প্যসৌ ।
 পূজ্য পুরা কৃতা পশ্যাতঃ পূজ্য বদন্তে নরৈঃ ॥

করতঃ ততঃ সর্গভীষ্টে সিদ্ধিঃ ততঃ
 ৫৪ সৎসব নাই পার্শ্বতা এইরূপ
 ৫৫ শক্তি সমুদায় সংহার করিলেন ;
 ৫৬ ততঃ দেবীর দেহে কিলীন হইল ।
 —৫৭। তখন দেবগণের উৎসাহশক্তি হইল :
 ৫৮ সকলে পার্শ্বতীকে স্তব দ্বারা প্রসন্ন
 বা শিবসন্নিধানে গণেশকে নাইবা হাইলেন
 ৫৯ শিবকে নানা স্তব কবিতা পশ্যাতঃ হইবার
 ৬০ গণেশকে নিবেশিত করিলেন । শিবও
 ৬১ তার মস্তকে করকমল স্পর্শ করাইয়া দেব-
 ৬২ কে করিলেন,—ইনি আমার পুত্র । অনন্তর
 ৬৩ গণত্রোধান করিয়া, ভগবান ও ভগবতীকে
 ৬৪ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও নারদাদি সকল ঋষিগণকে
 ৬৫ স্তব করিয়া করিলেন,—হে প্রভুগণ ! আপ-
 ৬৬ রা আমার অপরাধ কমা করিলেন । শ্রী-
 ৬৭ নর নিজপক্ষ সমর্থন করা বাস্তবিক ওণ ।
 ৬৮ বন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহারা তিনজনে
 ৬৯ ছিলেন,—আমরা যেরূপ পূজনীয়, তদ্রূপ এই
 ৭০ গণও পূজ্য । আমরা যেমন প্রথমে পূজ-
 ৭১ য়, ইনিও তদ্রূপ । অগ্রে ইহারা পূজা করিয়া
 ৭২ তাৎ আমাদিগের পূজা করিব ; যদি অগ্রে

বরঞ্চ পূজিতাঃ পূর্নং নারক পূজিতো বদা ।
 ৫৩ তম। ৫ কলহানিঃ জগতঃ কার্য্য বিচারণা ॥ ৫৩
 শিবেন পূজিতঃ পূর্নং বিশ্বনা চ প্রপূজিতঃ ।
 ৫৪ ব্রহ্মণা চ উদৈবাত্ত পার্শ্বত্যা চ প্রপূজিতঃ ॥ ৫৪
 সর্গৈঃ প্রবর্তিতৈঃ পূজিতঃ পক্ষাঃ সূচা ।
 সর্গৈর্মিলিতঃ ততঃ সর্গাধ্যাক্ষ্য নিবেশিতঃ ॥
 পুনঃ পুনঃ শিবেনৈব বদন্তঃ সন্তোষশরনঃ ।
 ৫৫ ততঃ শিবন্তোষশক্তিঃ শিবন্তোষশক্তিঃ ॥ ৫৫
 মম সর্গপদাধ্যাক্ষ্য পূজ্যো মে ॥ ৫৬ ততঃ পুনঃ ।
 ৫৭ এবমুক্তাঃ চ নারদানি পূজিতাঃ ততঃ পুনঃ ॥ ৫৬
 ৫৮ অশ্বিনঃ পানকঃ কৃত্যনঃ তৎ কৰ্ম্ম কৃত্যম্ ।
 ৫৯ ততঃ পুনঃ তমঃ দেবান পিতৃন্যাক নৃত্যকম্ ॥ ৫৯
 ৬০ করুণাময় ততঃ পুনঃ পুনঃ পুনঃ পুনঃ
 ৬১ পুনঃ পুনঃ পুনঃ শিবেনৈব বদন্তঃ ॥ ৬১
 ৬২ চতুর্থঃ ॥ ৬২ সমুদ্র উচ্চ মসি পুনঃ
 ৬৩ অসিত ৫ তমঃ পক্ষে চতুর্থঃ পুনঃ ততঃ ॥ ৬৩
 ৬৪ প্রথমে ৫ তমঃ নামে ততঃ ৫ বিবিধা সতী
 ৬৫ নিম্নরাস্য তে কলঃ ততঃ ৫ ততঃ পুনঃ ॥ ৬৫
 ৬৬ ততঃ উদ্ভিন্নমহতা বক্তা কার্য্য পুনঃ পুনঃ
 ৬৭ বদন্তঃ পুনঃ সমান্তর্গত বদন্তে ৫ চতুর্থিক ॥ ৬৭

গণেশের পূজা না করিয়া অমরকেশের পূজা
 করে, সেই পূজার অফল হয়, ইহাও সত্য
 নাই । অনন্তর অগ্রে শিব তৎপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
 পার্শ্বতী ও অস্তান্ত দেবগণ, ইহারা পূজা করিয়া,
 ইহারকে গণেশের স্তব শ্রবণ করিলেন । পুনঃ
 শিব ইহারকে অনেক বার মিলেন : ৫৭ গণেশ !
 তোমার বিদ্যবত্তা এই নয়, সকলের শ্রেষ্ঠ
 হইবে ; এখন অগ্রে আমি আমার কন্যাকে ও
 পূজনীয় হইলে । এইরূপ করিয়া, নানা বাক্য
 ৫৮ অনি পূজক পূজা করিয়া, বহুতর অধীর্ষ্য
 করিলেন এবং দেব ও অমরগণকে নৃত্যকীত
 বাদ্যসহকারে ইহার পূজা করাইয়া, পুনঃ পুনঃ এই
 ৫৯ বাক্য শিব, বার মিলেন, ৫৬ গণেশ ! যেহেতু
 ৬০ দেবী পার্শ্বতী, এই কাতিক মাসের চক্রে
 ৬১ চক্ৰী তিথির প্রথম প্রহরে তোমাকে শিবী
 ৬২ করিয়াছেন, একারণ সেরূপ তোমার চক্ৰীয়
 ৬৩ করিব । আমার আশ্রয়ে এই চক্ৰী চক্ৰ

তাবদ্রতক কৰ্তব্যং তব চৈব মমাজ্ঞয়া ।
 সংসারে সুখমিচ্ছন্তি হতুলকাপ্যনেকশঃ ॥ ৬৫
 তে পূজয়ন্তু হ্রাং তজ্জা চতুর্থ্যাং বিধিপূৰ্ণকম্ ।
 মার্গশীর্ষে তথা মাসেসিতা যা বৈ চতুর্থিকা ॥ ৬৬
 প্রাতঃস্নানং তদা কৃত্বা বিপ্রং নিমন্তয়েং ততঃ ।
 দক্ষাভিঃ পূজনং কাধ্যমুপবাসস্তথাবিধিঃ ॥ ৬৭
 রাত্রেণ প্রহবে জাতে স্নানাত্মা পূজনং নরঃ ।
 মূৰ্ত্তিং ধাতুময়ীং কৃত্বা প্রবালসস্ত্রবাং তথা ॥ ৬৮
 শ্বেতাক্ষসস্ত্রবাং বাপি নিৰ্ম্মিতাং মার্দ্দবীং পুনঃ ।
 প্রতিষ্ঠাপ্য তদা তত্র পূজয়েং প্রযতঃ পুমান্ ॥ ৬৯
 গন্ধৈর্নানাবিধৈর্দিবৌশদৈঃ পুষ্পকৈরপি ।
 বিতস্তিমাত্রাং দক্ষাঞ্চ ত্র্যগ্রাং মূলবিবর্জিতাম্ ॥ ৭০
 স্বেদশানাং দলানাম্ শতমেকোস্তুরং তথা ।
 একবিংশতির্বা দেবং পূজয়েং পরমার্থতঃ ॥ ৭১
 ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ পূজয়েং পরমেশ্বরম্ ।
 তাম্বুলাদ্যর্ঘ্যকৈশ্চৈব প্রনিপাঠেঃ স্তবৈস্তথা ॥ ৭২
 পূজয়িত্বা চ তং তত্র বালচন্দ্রক পূজয়েং ।
 পশ্চাচ্চ ব্রাহ্মণং পূজ্য ভোজয়েৎপুৰং মুদা ॥ ৭৩
 স্বয়ংকৈব তদা ভোজ্যং মধুরং লবণং বিনা ।
 বিসর্জয়েং ততঃ পশ্চাদেবং পূজ্যঃ সদা নরৈঃ ॥ ৭৪

পুনরায় বর্ষান্তে ঐ চতুর্থী পর্যন্ত তৃতীয় ব্রত
 হইবে । ৪৮—৬৪ । যাহারা সংসারে অসীম
 সুখ বাসনা করে, তাহারা চতুর্থী তিথিতে ভক্তি-
 পূৰ্ণক যথাবিধি তোমার পূজা করুক। অত্র-
 হায়ণ মাসের যে কৃষ্ণা চতুর্থী, ঐ দিনে, মানব
 প্রাতঃস্নানী হইয়া, ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে ও
 উপবাসী থাকিয়া রাত্রির প্রথম প্রহরে পুনরায়
 স্নান করত গণেশের ধাতুময়ী কি প্রবালসস্ত্রতা
 বা শ্বেত অর্কনির্ম্মিতা অথবা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্মাণ
 করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে ; পরে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,
 দীপ, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য তাম্বুল প্রভৃতি প্রদানে এবং
 বিতস্তি পরিমিত অগ্রশালী ত্রিপত্র একশত এক
 অথবা একবিংশতি দক্ষাদল দিয়া ঐ পরমেশ্বর
 গণেশকে পূজা করিবে। অনন্তর স্তব ও
 নমস্কারাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া উহার কিরীটস্থিত
 বালচন্দ্রকে পূজা করিবে। পরে ব্রাহ্মণকে পূজা
 করিয়া, অকপটচিত্তে মিষ্ট ভোজন করাইয়া

এবং ব্রতে চ সম্পূর্ণ বর্ষে জাতে নরস্তদা ।
 উদ্যাপনবিধিং কুর্ধ্যাদ্রতসম্পূর্ণহেতবে ॥ ৭৫
 দ্বাদশ ব্রাহ্মণান্ত্র ভোজনীয়া মদাজ্ঞয়া ।
 কৃত্ত একশ সম্পূজ্যঃ স্থাপ্য মূর্ত্তিং তদৌরিকাম্ ।
 অষ্টদলং তদা কৃত্বা দীপং কৃত্বা বিধানতঃ ।
 হোমৈশ্চ ব্রত কৃত্বো বিস্তৃষ্টাং ন কাব্যেঃ ॥ ৭৬
 স্তৌতব্যং তদা চাত্র বটুদ্রয়মথাপি চ ।
 ভোজয়িত্বা পূজয়িত্বা মৃত্যুগ্রে বিধিপূৰ্ণকম্ ॥ ৭৭
 জাগরণং ততঃ কাধ্যং পুনঃ প্রাতঃ পূজয়েং
 বিসর্জয়েং ততশ্চৈব পুনরাগমনাৎ চ ॥ ৭৮
 তিলকদণ্ডিশিষো গ্রাহ্যঃ স্থতিবাচনমেব চ ।
 পুষ্পাঞ্জলিঃ প্রদন্যচ্চ ব্রতসম্পূর্ণহেতবে ॥ ৭৯
 নমস্কারং ততঃ কুর্ধ্যান্নানাকাধ্যং প্রকলয়েং
 এবং ব্রতং কৃত্বা যেন যথোপসিতকলং গভৈঃ ॥ ৮০
 যো বৈ নিত্যং হৃদয়াৎ পূজ্যমৈব সততঃ
 সিন্দূর-চন্দনৈশ্চৈব তু তুলাঃ শ্বেতকৈস্তথা ॥ ৮১
 উপচারৈরনেকৈশ্চ পূজয়িত্বা চ যেন নরঃ ।

স্বয়ং মধুর ও লবণ রস ব্যতিরিক্ত ভোজ
 করিবে ; তৎপরে প্রতিমা বিসর্জন করিয়া
 এইরূপ গণেশের ব্রত করিবে। এই ব্রত
 বৎসর করিয়া, ব্রত সম্পূর্ণ হইলে, উহার উপ-
 যাপন করিবে। ঐ উদ্যাপনকার্য্যে আমার আজ
 দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ও একটী
 তাহার মূর্ত্তি বিবেচনা করিয়া পূজা করিবে
 তখন অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া, পন্ন দ্বারা যথাবিধি
 হোম করিবে। এ বিষয়ে অর্থ থাকিলে কাপণ্য
 করিবে না। ঐ মূর্ত্তিসম্মিধানে নারায়ণ ও
 বালকদ্বয়কে পূজা করিয়া ভোজন করাইবে
 এবং সেই রাত্রি জাগ্রৎ থাকিয়া প্রাতঃকালে
 পুনরায় পূজা করিয়া, পুনরাগমনার্থ বিসর্জন
 করিবে। পরে ব্রতসম্পূর্ণার্থ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া
 স্থতিবাচন করিয়া ব্রাহ্মণ-সম্মিধানে আশীর্বাদ
 ও হোমতিলক গ্রহণ করিবে এবং নমস্কার
 করিয়া মনে নানা অভীষ্ট প্রার্থনা করিবে।
 এইরূপ ব্রত করিলে অভীষ্টফল লাভ হয়। যে
 যে মানব, সিন্দূর শ্বেতচন্দন, অক্ষত ও নানা
 উপচার প্রদান করিয়া, নিত্য গণেশের পূজা

জ্ঞানং সিদ্ধির্ভবেত্তিহ বিদ্বনাশো ভবেদিহ ॥৮৩
 কুবেরৈঃ প্রকর্তব্যং স্ত্রীভিঃচ বিবিধৈচ্ছয়া ।
 দযাভিমুখৈঃচব রাজভিঃচ তথৈব চ ॥৮৪
 যঃ কাময়তে যো বৈ তেন সেব্যঃ সদা ভবান ।
 যেনৈবং সদা প্রোক্তং গণেশায় মহাশ্বনে ॥৮৫
 দানায়ঃ সবতেইব সর্কৈঃচ কুমিসমুদৈঃ ।
 তেতুচ্ছা তু তৈঃ সর্কৈর্গাণপতাং প্রকল্পিতম্ ॥
 তৈঃ বগণঃ সর্কৈঃ প্রাণেশুস্তং গণেশ্বরম্ ।
 বিজয়াঃ সমুৎপন্নো যো বৈ হর্ষস্তদা ভূশম্ ॥৮৬
 যঃ ক্রবৎহং তং হর্ষং মুখেনৈকেন ভো বিজাঃ
 বহুভুত্যা নেহঃ পুষ্পবর্ষং পপাত হ ।
 গং স্নাত্বা তদা প্রাপ দেবে তন্মিন প্রতিষ্ঠিতে
 তি ত্রীশৈবে মহাপুত্রে জ্ঞানসংহিতয়াঃ গণেশ-
 শোপাতির্নাম চতুস্তিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৪॥

৩৪. তহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি ও বিদ্বনাশ
 যা ৩৪—৩৩। এই গণেশপূজা বিপ্রাদি
 বর্গই করিবে। বিবিধ কাম্যসিদ্ধির জন্য
 লোকে এবং উন্নতিপ্রার্থী রাজারাও এই ভক্ত
 করে "হে গণেশ! যে ব্যক্তি যে কামনা করুক
 সকলেই সকল কামনায় তোমার সেবা
 করা" মহায়া গণেশকে ভগবান শিব এইরূপ
 হলে, তখন দেবগণ, বহুগণ ও কুমিগণ সকল
 হাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া গণেশকে গাণ-
 তা নিয়োজিত করিলেন; প্রমথগণ তাঁহাকে
 স্তব করিল। হে বিজগণ! তখন দেবী-
 কর্তীর যে আনন্দাতিশয় হইয়াছিল, আমি
 তা একমুখে কিরূপে বর্ণনা করিব? অনন্তর
 গণ গাণপত্যে নিযুক্ত হইলে আকাশ হইতে
 স্পর্শি ও দেবপুত্রী শক্তি হইতে লাগিল
 বং জগৎ নিরুপদ্রব হইল। ৮৩—৮৮।

চতুস্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায় ।

সূত উবাচ ।

শস্যতাম্রযঃ শ্রেষ্ঠাঃ কিং জাতস্ত ততঃ পরম্ ।
 যেন শ্রবণমাত্রেন সর্কপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১
 ততঃ দেবগণঃ সর্কৈঃ কুমিগাণ গণাস্তথা ।
 সমাগতাঃ যে তত্র অগ্নুস্তে তু শিবাস্তথা ॥ ২
 প্রশংসন্তঃ শিবঃ তত্র গণেশক ততঃ পুনঃ ।
 শিবোইব তথ প্রীতঃ কৌশলঃ বুদ্ধমেব চ ॥ ৩
 ভগঃ স্নাত্বা তদা লেভে শিবোহপি চ'গণাস্তদা ।
 যদা চ গিরিভা দেবী কোপদীনা বভূব হ ॥ ৪
 শিবোহপি গিরিভা তত্র প্রসাদা পূর্করং তদা ।
 চক্রে বিবিধা নৌকা লোকনঃ সিতকম্বুজা ॥ ৫
 বিদ্যা শিবমপ্যুচ্চা তক্ষপি চ তথৈব ব ।
 ভগম ভবনঃ যদা চঃ করিৎ যদুভবম্ ॥ ৬
 ন'রুদা ভগবৎস্বত্ৰ প্রশস্ত গিরিভা তদা ।
 ভগম ভগবৎস্বত্ৰ গদন্ব যদা অদুভবম্ ॥ ৭
 এতদঃ সর্কমাতাঃ বঃ পুষ্ঠোহহঃ মুনীহরঃ
 এতমুদ্রয়ত তত্র পপ্রক্ষুঃ স্বদুভবম্ ॥ ৮

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, হে কুমিগণ! অনন্তর কি
 হইয়াছিল শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণমাত্রে সকল
 পাপ নষ্ট হয়। তখন দেবগণ, কুমিগণ ও বিজগণ,
 তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, সকলেই পার্শ্বভী,
 গণেশ, গণেশকত পুত্র এবং অনর্ঘ্য-কুমার
 শিবের প্রশংসা করিতে করিতে শিবের আদেশে
 স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন যখন পার্শ্বভী,
 দেবী কোপদুঃ হইলেন, তখন শিব, প্রমথগণ
 ও বিজগণ সমস্তই বাহা লাভ করিল এবং
 ভগবান ও পুনরা পূর্কর মত পার্শ্বভীকে প্রসন্ন
 করিয়া লোককে নিজ দিবার জন্য অসীম
 আনন্দ লাভ করিলেন। তখন বিষ্ণু উভয়ে
 এই অতি দ্রুত কাহা করিয়া শিবের আদেশে
 নিজ ভবন গমন করিল। ভগবান নারদও
 পার্শ্বভীকে প্রশংসা করিয়া অতুল যশ গান
 করিতে করিতে বাহনে গমন করিলেন।
 ১—৮। হে মুনিগণ! আপনারা বাহা

ঋষয় উচুঃ ।

গণেশস্ত কৃতং কৃতং পুনঃ কিকিৰিবেদ্যতাম্ ।

সূত উবাচ ।

সাধু পৃষ্টং ভবন্তি চ শ্রুতামৃষিসত্তমাঃ ॥ ৯

শিবা চৈব শিবশ্চৈব পরং প্রেম সমাবহং ।

পিত্রোৰ্ণালয়তোস্তত্র সুখকৈব বিবাক্তিতম্ ॥ ১০

তাবপি চ ভয়োস্তত্র পরিচর্যাং পরাং গতো ।

ষমুখং গণেশং পিত্রোরধিতরং তথা ॥ ১১

স্নেহকৈব ব্যবক্ৰিতাং গুরুপক্ষে যথা শশী ।

কদাচিৎ তৌ স্থিতৌ তত্র বিচারে চ পরায়ণৌ ॥ ১২

বিবাহং কথং কাৰ্য্য উভয়োঃ পুত্রয়োঃ শুভঃ ।

ষমুখং প্রিয়তমো গণেশং তথৈব চ ॥ ১৩

অহং পরিণেষামি অহকৈব পুনঃ পুনঃ ।

পরস্পরক নিতাং বৈ বাদে চ তং পরাবুভৌ ॥ ১৪

তক্ষুত্বা বচনং তৌ চ বিস্ময়ং পরমং গতো ।

কিং কৰ্ত্তব্যং কথং কাৰ্য্যো বিবাহবিধিরেতয়োঃ ॥ ১৫

ইতি নিশ্চিত্য বৈ তত্র যুক্তি চ রচিতা তদা ।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তৎসমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম। সূতবাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! আমরা গণেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম, পুনরায় কিছু কীৰ্ত্তন করুন। সূত কহিলেন, হে ঋষিবরগণ! আপনারা উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কহিতেছি, শ্রবণ করুন। তখন শিব ও শিবর, গণেশের প্রতি অসাধারণ প্রেম হইল; গণেশও উইদিগকে সুখী করিতে লাগিলেন। গণেশ এবং কাৰ্ত্তিক উভয়েই পিতামাতার অধিকতর শুশ্রূষা করিতে লাগিলে, পিতামাতার পুত্রদ্বয়ের প্রতি গুরুপক্ষের চন্দ্রের মত স্নেহ দিন দিন বান্ধিত হইতে লাগিল। কোন সময়ে জগদম্মা ও জগদীশ্বর উভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন— এই পুত্রদ্বয়ের কিরূপে বিবাহ দিব? ষমুখ ও গণেশ, উভয়েই আমাদের প্রিয়তম; “আমি অগ্রে বিবাহ করিব, আমি অগ্রে বিবাহ করিব” বলিয়া উহার পরস্পর নিত্য বিবাদ করে; ইহাতে আমরা অতি বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু কি কৰ্ত্তব্য, কিরূপে কাহার প্রথমে বিবাহকাৰ্য্য

কদাচিৎ সময়ে স্থিত্য সমাহার স্বপুত্রকৌ ॥ ১৬

কথয়ামাসতুস্তত্র পুত্রয়োঃ পিতরৌ তদা ।

অস্মাভিনির্ময়ঃ পূৰ্ব্বং কৃতং ভ্রাতৃত্বং পুনঃ ॥ ১৭

স্বাবপি চ সমৌ পুত্রৌ বিশেষো নাত্ৰ লভ্যতে ।

তস্মাক্ষৈবং কৃতং যেন পুত্রয়োৰুভয়োৰপি ॥ ১৮

তত্শ্চৈব প্রথমং কাৰ্য্যো বিবাহঃ শুভলক্ষণঃ ।

যত্শ্চৈব পৃথিবীং সৰ্ব্বাং ক্রান্ত্বা নীলমুপারজেঃ

তয়োরেবং বচঃ শ্রুত্বা শরজম্মা স্বয়ং তদা ।

জগাম মন্দিরাং তুর্ণং পৃথিবীক্রমণায় বৈ ॥ ১৯

গণপতিং তত্শ্চৈব বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ ।

কিং কৰ্ত্তব্যং ক গন্তব্যং লজ্জিতুং নৈব শক্যে

ক্রোশমাত্রং গতং স্মৃষ্টে ন গম্যেত ময়া পুনঃ ।

কিং পুনঃ পৃথিবীমতাং ক্রান্ত্বা সুখমচিন্ত্যকম্

ইতি বিচার্য বিপ্রেন্দ্রাঃ শ্রুত্বা তদনন্তরম্ ।

বিচার্যৈবং গণেশস্ত যচ্চকার পরং শুভম্ ॥ ২০

স্নানং কৃত্বা যথাত্ম্যং সমাগত্য স্বয়ং গৃহম্ ।

উবাচ পিতরঃ তত্র মাতরং পুনরেব চ ॥ ২১

নিষ্পন্ন করিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া এক যুক্তি স্থির করিলেন এবং এক সময়ে পুত্রদ্বয় আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, “হে পুত্রদ্বয়! আমরা একটা নিয়ম করিয়াছি, প্রকর; তোমরা উভয়েই সমান, কিছুই ইচ্ছা বিশেষ নাই? এ কারণ এইরূপ করিয়া তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে তাহারই শুভবিষ প্রথমে দিব,—যিনি এই সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রম করিয়া অগ্রে আগমন করিবেন।” উইাদের এ বাক্য শ্রবণ করিয়া কাৰ্ত্তিক পৃথিবী পরিভ্রমণ মন্দির হইতে নীল বহির্গত হইলেন। তৎ গণেশ, বারংবার বিচার করিতে লাগিলেন। করিব, কোথায় যাইব; পৃথিবী লঙ্ঘন করি পারিব না; কারণ ক্রোশমাত্র পথ যাইল আর যাইতে পারি না; সেই আমি সম পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া সুখ লাভ করিব, ই অতি অসম্ভব। ৮—২২। হে দ্বিজগণ গণেশ, এইরূপ বিচার করিয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করুন; তিনি যথাবিধি স্নান করি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া নিজ পিতা ও মাতা

নে স্থাপিতে হুত পূজার্থ ভবতোরিহ ।
 ক্রত্বা বচস্তত্র পার্শ্বতী-পরমেশরৌ ॥ ২৫
 তামাসুনে তত্র পূজয়া গ্রহণায় বৈ ।
 ব পূজিতৌ তৌ চ প্রক্রান্তৌ চ পুনঃ পুনঃ ।
 কৃত্বান্ সপ্তকৃত্বঃ প্রক্রমণস্ত সঃ ।
 নিস্তদোবাচ পিতরৌ প্রেমলালসৌ ॥ ২৬
 মাতরী পিতৃক শৃণু হং পরমঃ বচঃ ।
 ক্রত্বা কৃত্ব্যো বিবাহঃ শোভনো মম ॥ ২৭
 কং বচনং ক্রত্বা পিতরাচুতুস্তদা ।
 ক্রমেত ভবান্ সম্যক পৃথিবীক সঙ্গপরাশু ॥ ২৮
 রা গত্ত্বাংসুত্র ইকপি পুনরেন চ ।
 নীত্ব তথা কৃত্বা গচ্ছ পূর্বং ভবৈব চি ॥ ২৯
 বং বচনং ক্রত্বা বচনং ক্রোদসংকৃতঃ
 গ্যাঃ শয্যতাং সম্যচনং মম সস্তমৌ ॥ ৩০
 তু পৃথিবী ক্রত্বা সপ্তবার পুনঃ পুনঃ ।
 কথং সমুচ্যতাং পুনঃ পিতরাবিহ ॥ ৩১
 তদা ক্রত্বা পিতরাচুতুস্তদা ॥
 ক্রত্বা তথা পুত্র পৃথিবী গহনেনুতা ॥ ৩২

লেন,—“হে পিতা! হে মাতা! আপনার
 গব পূজার্থ এই আসনবয় স্থাপিত করিয়াছি
 শ্রবণ পার্শ্বতী ও পরমেশ্বর, পূজা গ্রহণের
 আসনে উপবেশন করিলেন। গণেশ
 হাদিগের পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন।
 সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রেমার্ত ছন্দে
 তামাতাকে কৃতান্তলিপটে কহিতে লাগিলেন
 তামাতা! ভো পিতা! আপনারা শ্রবণ
 লেন, নীত্বই আমার শুভবিবাহ দিন” ইহ
 বণে পিতামাতা কহিলেন, তুমি সমগ্র
 াকে প্রদক্ষিণ কর। কৃত্তিক বাইগাছে
 মিও নীত্র গমন কর; যদি অগ্রে আসিত
 র, তোমারই বিবাহ হইবে। ইহা শ্রবণ
 ণে ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, আপনারা
 মার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি সপ্তবার পৃথিবী
 দক্ষিণ করিলাম, তবে কেন পুনরায় এই উপ
 হিচ্ছেন? তখন উইরা কহিলেন, হে পুত্র!
 ই অরণ্যসঙ্কলা পৃথিবীকে তুমি কখন প্রদক্ষিণ

ভয়াবহং বচঃ ক্রত্বা গণেশো বাক্যমব্র ॥ ২৫
 ভবাতঃ পূজনং কৃত্বা প্রক্রান্তৌ চ মম পুনঃ ॥ ২৬
 সপ্তবারস্ত যচ্চৈব কিং তং প্রক্রমণং ন চি
 ইত্যেবং বচনং ক্রোদ শাস্তে বা দর্শসদয়ে ॥ ২৭
 বচস্তত্র কিং তথ্যং ন তচ্চি কিং সত্যমেব চ ।
 পিতরৌ পূজনং কৃত্বা প্রক্রান্তিক করোতি চ ॥ ২৮
 তত্র বৈ পৃথিবীকৃত্যং কন্য ভবতি নিশ্চিন্তম
 অপহৃত্য গৃহে মো বৈ পিতরৌ তীর্থিকঃ কৃত্বা ॥ ২৯
 তত্র পাপং তদ প্রোক্তং জনেন চ ভয়াবহং
 পুত্রস্ত চ মতঃ তীর্থং পিতরৌঃ সপ্তপদম ॥ ৩০
 অস্ত্যং তীর্থস্ত দূরে বৈ গহা প্রাপ্যত তং পুনঃ ।
 ইদং সন্নিহিতং তীর্থং মূলতঃ দর্শসদয়ে ॥ ৩১
 পুত্রস্ত চ নিদ্রাং বৈ তীর্থং গ্রেহে হুতং ভবতম
 পুত্রস্ত পিতরৌ প্রোক্তৌ ক্রিয়া তত্র উদ্যতঃ ॥ ৩২
 ইতি নহং তথ বেদো তদ্যতঃ বহিঃসদয়ে
 ভবতাক প্রকৃত্যসঙ্গং পুনরেন চ ॥ ৩৩
 ভবতীদং তদ্য হপমসত্যক ভবতি
 তদ্য বেদে ভবতীদং বৈ ভবতি ন স শব্দঃ ॥ ৩৪

কহিলেন? উহা শ্রবণ গণেশ উত্তর করিলেন,
 আমি যে আপনারের পূজা করিয়া সপ্তবার
 প্রদক্ষিণ করিয়াছি, উহা কি পৃথিবী প্রদক্ষিণ
 নহ? দর্শপ্রদত্তক বেদশাস্ত্রে ঐহিক কথাই
 আছে, তবে উহা কি সত্য নহ?—“যে ব্যক্তি
 পিতামাতার পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করে, তাহার
 পৃথিবীপ্রদক্ষিণ তত্ত্ব কল হইবে। ইহাতে সংশয়
 নাই। যে ব্যক্তি গৃহে পিতামাতাকে ত্যাগ
 করিয়া তীর্থ গমন করে, পিতামাতার বয়ঃ
 পাপ তাহার হয়। পিতামাতার পদপদই পুত্রের
 প্রধান তীর্থ, দূরে বাহ্যে অকৃত্ত তীর্থ পাওয়া
 যায়, কিন্তু ঐ তীর্থ সমীপস্থিত, মূলতঃ ও
 দর্শসদয়ে পুত্র ও তথ্যের তীর্থ গৃহেই
 আছে, পুত্রের পিতামাতা এবং ক্রীড়ার বাসীই
 সকল তীর্থ” ২০—৩০। শাস্ত্র ও বেদ
 নিরন্তর ঐ কথাই বলিয়া থাকেন, যদি ইহা
 পৃথিবীপ্রদক্ষিণ না হইয়া থাকে, তবে ঐ
 বেদব্যাক্যকে মিথ্যা কহুন। বেদব্যাক্য মিথ্যা
 হইলে, আপনার করণও মিথ্যা হইবে; অতএব

তমাগত্য স বিজ্ঞায় ততো গন্ত্যঃ সমুৎসুকঃ ।
 দেবৈশ্চ প্রার্থিতঃ সোহপি দরতো যোজনব্রতম্ ॥
 পর্কষি পর্কষি তত্র দর্শনার্থকং গচ্ছতি ।
 অমাবাস্যাদিনে শতঃ স্বয়ং গচ্ছতি তত্র হ ॥ ৩০ ॥
 পার্শ্বতী গচ্ছতে তত্র পূর্ণমাসীদিনে ভূতে ।
 এতঃ তত্র চ বৃহত্তং পৃষ্ঠকং কথিতং মহা
 যক্ষুঃ সর্কপাপোভো নৃচ্যতে সর্কথা নরঃ ॥ ৩১ ॥
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে কানসংহিতায়
 গণপতিপরিণয়নং নাম ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

কথয়ী উচুঃ ।

সূত জনাসি সকলং ন জ্ঞাত্যং বিদ্যতে তব ।
 শিবমাহাত্ম্যং বিশেষণং কথনীয়ং হৃদং ॥ ১ ॥
 ধন্তোহসি কৃতকৃতোহসি সর্ধকঃ দেহধারণম্
 জাতং তবৈব সংবেশ্যঃ কিং পুনর্বর্জয়ত ॥ ২ ॥

দেখিতে পাওয়া যায় । কঠিক, শিবকে সমস্ত
 জামিয়া অস্ত্রত গমনেচ্ছুক হইলে, দেহধারণ
 প্রার্থনায় সেই স্থান হইতে তিন বোজন দূরে
 অবস্থান করিলেন । লোক প্রতি পর্কষি হইতে
 দর্শনার্থ গমন করে, শত অমাবাস্য দিনে ও
 পার্শ্বতী পূর্ণিমা দিনে হয় । অতঃ পূর্ণমাসে
 হে কথিগণ ! আপনার যাহা চিন্তাস করি-
 ছিলেন, সে সকল বৃত্তান্তই আমি বলিলাম,
 মানব ইহা শ্রবণ করিয়া সকল পাপ হইতে
 মুক্ত হয় । ২১—৩১ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

কথিগণ করিলেন, হে সূত । তুমি সকলই
 জান, তোমার কিছুই অবিদিত নাই, এক্ষণে
 শিবের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কথন কর । তুমি
 ধন্ত ও কৃতকৃত্য ; তোমার সন্তিত সর্কপা
 বাস করত, আবাদিসের দেহ-ধারণ সর্ধক

ইতোবৎ বচনং তেষাং শ্রুত্বা হৃতোহব্রবীদগমম্ ।
 সূত উবাচ ।

সামু পৃষ্ঠং ভবন্তি চ লোকানাং হিতকামায়া ॥ ৩ ॥
 ভবন্ত্যত্র তথা ধন্তাঃ পবিত্রাঃ কুলভূষণাঃ ।
 যেযাঃ শিবঃ সাক্ষাৎদেবতং পরমং ভক্তম্ ॥ ৪ ॥
 সঙ্গশিবকথা লোকে বহুভা ভবত্যং সঙ্গা ।
 তে বহুভাঃ সত্যং সঙ্গলং দেহধারণম্ ॥ ৫ ॥
 উচ্ছতক কুলং তেহ য়ে শিবঃ সমুপাসতে ।
 যন্ত মুখে ততঃ নাম সঙ্গ শিবশিবোতি চ ॥ ৬ ॥
 পাপানি ন স্পৃশ্যতীহ যদিরাহ্মারকং বধা ।
 ত্রীশিবস নমস্কৃত্য মুখাধারয়তে বধা ॥ ৭ ॥
 তদ্বৎক তদা যো য় পশ্যতি তং কণে নরঃ ।
 তীর্থভক্তঃ কলং তত্র ভবতীতি স্থনিশ্চিতম্ ॥ ৮ ॥
 যত্র তদা সঙ্গা ত্রিভুজোচ্ছতকুতস্তরং নরঃ ।
 তত্র দর্শনমন্ত্রেণ দেবীহননকলং লভেত ॥ ৯ ॥
 শিবমবিত্রিতি চ কলং ত্রীশিবঃ ততঃ ।
 এতঃ তদা শরীরে চ যন্ত ত্রিভুজি নিত্যম্ ॥ ১০ ॥
 তদেব সঙ্গলং লোকং বৃণতে পাপহরকম্ ।

হইলোহু, যদিও আর কি বলিব ? যদি
 গণের এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সূত কথিতে
 লক্ষিতেন আপনার লোকচিত্তার্থী হইয়া উচ্চ
 চিন্তাস করিলেন ; আপনার ধন্ত, অতি
 ধর্ম্ম ও কুলভূষণ । সাক্ষাৎ উপাস্য শিব
 ব্রহ্মবিগ্নের পরম দেবতা ও শিবকথাই
 চিন্তাস হইলে সেই আপনার ধন্ত ; আপনার
 দেহধারণ সঙ্গল । বহুভা শিবের উপাসন
 করে, তদ্বৎক কুলমুখ উচ্ছত হয় ; যত
 মুখে 'শিব শিব' এই নাম সর্কপা আছে, তে
 বহুভাঃ সঙ্গলং লোকং স্পর্শ করে ন,
 তদ্বৎ পাপ সকলও তাহাকে স্পর্শ করে ন
 যদন বহুভা মুখ হইতে ত্রীশিবের ভূতাঃ নরঃ
 এই মত উচ্ছত হইত, তৎকালে সেই মুখ, যে
 মানব স্পর্শ করে, তীর্থধর্ম্ম অস্ত্র কল তদ্বৎ
 হয় । যে মানব চিন্তাস, তদ্বৎ ও কল্যায়
 করত এই ভিত্তী বহু আছে, তাহকে
 স্পর্শ করিয়াই, প্রাণবায়ের কল হয় । এই
 ভিত্তী বহুভাঃ সঙ্গলং লোকং স্পর্শ করে, তাহার

উদ্বলনং গয়া বৈশী গঙ্গা চৈব সরস্বতী ॥ ১১

এবং যো ন বিজানাতি তেষ্টেব দর্শনানিহ ।

নবো বাপাখবা নারী পাপির্দো ভবতি কথ্যঃ ॥ ১২

বিভূতির্ভগ্ন নো ভালে গলে কুদ্রাক্ষধারণম্ ।

নহি শিবমণী বাণী তং ত্যজেন দ্যাক্ষং যথা ॥ ১৩

শবং নাম তথা গঙ্গা বিভূতির্ভগ্ননা তথা ।

কুদ্রাক্ষা বিধিষা প্রোক্তা সর্গপাপপ্রণাশিনী ॥ ১৪

শরীরে চ ত্রয়ং বস্ত্র তং ফলকৈকতঃ স্মৃতম্ ।

একতঃ বৈশিকার্য্যে দর্শনেন ফলস্ব যং ॥ ১৫

তস্যব তুলিতং পূর্নং ত্রকুণা দিতকারিণা ।

সমতাক্ষেব তদ্বাতং তদ্বাক্ষ্যং সদা যুগে ॥ ১৬

কিনা হি সমারভা ত্রকুণা দিতিঃ পুরাতনৈঃ ।

যাত্রে ত্রিতয়ং তচ্চ দর্শনং পাপসংহকম্ ॥ ১৭

কনক ফলং কৈতং কিং পুনর্দ্বিতিকত চ

কনক উচ্যতঃ

কনকং তি ফলং প্রোক্তং কুদ্রাক্ষসংহকং ॥ ১৮

কনকম্বা বিশেষণ বকুমর্গসি তচ্চতঃ

কনকং বচনং কনকং সত্যং বচনমদ্বয়ী ॥ ১৯

কনকং মাতা ত্রিতয় ও পাপসংহক, তদ্বাক্ষ্য

দর্শনং যে ব্যক্তি গয়া, গঙ্গা, সরস্বতী ও

উদ্বলনং সম্মুখীন সমদর্শন বলিয়া মনে ন

করিলে সে পুত্র অথবা পুত্রী, যেই হউক, ধর্ম্মিক

হইলেও সেই ক্ষণেই পাপিষ্ট হয় । বহুত

কনকং তং ফলং কুদ্রাক্ষ ও মূর্ত্তি শিবমণী বৈ

নহি তদ্বাক্ষ্য অধ্যাত্ম ভক্তি কাম তদ্বাক্ষ্য

তদ্বাক্ষ্যে । শিবমণ্য, গঙ্গা, কনক বচন ও

সর্গপাপসংহক কুদ্রাক্ষই দক্ষতনয়। সেকী সন-

হতী ১—১৫ । উক্ত তিন বস্তু যাহার কোরে

বস্ত্রন, তদ্বাক্ষ্য ফল একত্রিক এবং প্রদান-

দর্শনং ফল অত্রিক দিয়া দিতকারী ব্রহ্মা

ওক কল্পিছিলেন, তাহাতে এই ফলই কুদ্রাক্ষ

হইলি । একজন ঐ তিন বস্তু সাধুপণের

দ্বারা বস্ত্র করা উচিত । ব্রহ্মাণি পুরাতন

সময় কনকফল হইতে দর্শনমতে পাপসংহক

ঐ তিনটিকে বাক্ষ্য করিতেছেন । দর্শনের এই

ফল উহা বাক্ষ্য তদ্বাক্ষ্য কনক ফল চহ

দর্শন করিলেন, যুগি এই কুদ্রাক্ষ দর্শন

বাক্ষ্য করে, সে শিব, ইহাতে সৎসং নাই

নৃত উবাচ ।

সম্যক পৃষ্টম্বিপ্রেক্ষাঃ কথ্যামি পুরাতনম্ ।

কুদ্রাক্ষাশতং বৃহা কুদ্রাক্ষো ভবেন্নরঃ ॥ ২০

একাদশশতনীহ বৃহা যং ফলমাপ্যতে ।

তং ফলং শকাতে নেব বকুং বর্ষশতৈরপি ॥ ২১

পকতিঃ শতৈঃ শতৈঃ শতৈঃ তথা পুনঃ ।

রচিহা মুকুটে যো বৈ ধাক্ষেঃ স শিবস্তথা ॥ ২২

ত্রিভিঃ শতৈঃ শতৈঃ প্রোক্তং বধ্যা যুগৈর্নুনীকরাঃ ।

উপবীতং তথা তত্র ত্রিরাষ্ট্রং তথা পুনঃ ॥ ২৩

শিখায়াং তথা প্রোক্তং ত্রয়ক কবিসন্তম্যঃ ।

কর্ণয়োঃ পদং বহু চৈব লক্ষিণোত্তরয়োস্তথা ॥ ২৪

শতমেকোত্তরং কণ্ঠে বাহ্যোঃ কুদ্রাক্ষাশতম্ ।

কর্ণয়োঃ দ্বয়োঃ তত্র শিবকং তথা পুনঃ ॥ ২৫

উপবীতং ত্রয়ং দ্বয়ং মুক্তিকারী ভবেন্নরঃ ।

শেখাঃ শতৈঃ শতৈঃ পদাশুনিসন্তম্যঃ ॥ ২৬

কটিঃ শতৈঃ তথা কনকং নারী চ ধাক্ষেঃ

এবং সাতা শত যেন স শিবো নরঃ সৎসং ॥ ২৭

কনকং ফলং একতঃ তদ্বাক্ষ্য দ্বাক্ষ্যদ্বি বিশেষ

মাতাশ্চ সম্যক বর্ণন কর । ইহা শব্দে নৃত

কথিতে লক্ষিলেন, তে যেই দক্ষিণ । উক্ত

কিছুসং করিয়াছেন, একতঃ পুরাতন কথা

কথিতেছি । ফলং, একাদশ শত কুদ্রাক্ষ দ্বাক্ষ্য

কথিলে কুদ্রাক্ষ হয় ও তাহা বাক্ষ্যে যে ফল

হয়, উহা শতমেকোত্তর বর্ণন কর বাক্ষ্য । যে

ব্যক্তি শত, শতক অথবা পদসংখ্যক কুদ্রাক্ষ

ধার্য্য মুকুটে বচন করিয়া বাক্ষ্য করে, সে বহু

শিব হে মূনিবন ! ঐ মুকুটে বাক্ষ্য করিয়া

তিন শত বাক্ষ্য কুদ্রাক্ষ বাক্ষ্য হয়

এবং করিয়া পরে তাহাকে ত্রিরাষ্ট্র করত

কনকপবীতম্বে বাক্ষ্য করিবে এবং শিবতে

তিনটী দক্ষিণ কপে পূর্ত্তনী, বাক্ষ্য হয়

কণ্ঠে একোত্তর শত, বাহ্যে একাদশ ।

আর কথন খানে ও কনকপদ্যাত্তী ১৫, ২০, ২৫

মুক্তিকারী মানব বাক্ষ্য করিবে এবং পদসংখ্যক

কুদ্রাক্ষ কটিতে ধার্য্য এবিও করিয়া নাতিদেবে

বাক্ষ্য করিবে ; এতৎসংখ্যক কুদ্রাক্ষ যে ব্যক্তি

বাক্ষ্য করিবে, সে শিব, ইহাতে সৎসং নাই

বাক্ষ্য করে, সে শিব, ইহাতে সৎসং নাই

বাক্ষ্য করে, সে শিব, ইহাতে সৎসং নাই

ধ্যানং কৃত্বা যদা তেন স্থিতং স্তানাসনে শুভে ।
শিবোতি ব্যাহরন্তক দৃষ্টা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৮
একাসনে যদা তেন লক্ষণাং পঞ্চকং ধ্রুবম্ ।
মহুজাপ্য যথোক্তক শাপানুগ্রহতাং ব্রজে ॥ ২৯
তদধীনং তদা কৃত্বা গঙ্গানানকলং লভেৎ ।
ত্রিপুরকেশ যুক্তক রুদ্রাক্ষাভিঃ সমধিতম্ ॥ ৩০
মৃত্যুঞ্জয়ঃ জপন্তক দৃষ্টা রুদ্রফলং লভেৎ ।
কর্থে চাপি তথা ব্রহ্মা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩১
রুদ্রাক্ষমালায়া যো বৈ মন্ত্রঃ সুরতি নিত্যশঃ ।
তস্ত নান্যং শতেনৈব সহস্রস্ত ফলং লভেৎ ॥ ৩২
শিবস্তৈব তথা বিকোঃ সূর্য্যস্তৈবাবধা পুনঃ ।
শতৈর্গণপতেজ্যপো রুদ্রাক্ষাঃ শুভদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৩
সর্বকোষিকৈব দেবানাং জাপো হেতাঃ প্রকীর্তিতাঃ
বস্ত কসাপি ভক্তোহপি রুদ্রাক্ষাভিঃ ফলং লভেৎ
মুক্তিকামী ভবেদ্যো বৈ ভুক্তিকামস্তথা পুনঃ
পুত্রার্থী চ ধনার্থী চ বিদ্যার্থী চ বিশেষতঃ ॥ ৩৪
কল্যাকামো ভবেদ্যো বৈ যশস্কামস্তথা পুনঃ
কং কং কামমপেক্ষ্যৈব জপঃ কুর্য্যদ্বিরহম্ ॥ ৩৫

যখন তিনি মুচ্যক আসনে উপবেশন করিয়া
'শিব শিব' কহিতে কহিতে ধ্যানমগ্ন হন, তখন
র্তাহাকে দেখিলে, সকল পাপ ইহাতে মুক্ত
হওয়া যায় এবং যখন তিনি একাসনে উপবিষ্ট
ধাকিয়া, পঞ্চক শিবমন্ত্র জপ করেন, তখন
র্তাহাকে দেখিলে গঙ্গানানের ফল হয় এবং যখন
তিনি রুতত্রিপুরক হইয়া রুদ্রাক্ষমালায় মৃত্যু-
ঞ্জয় নাম জপ করেন, তখন ব্রহ্মার দর্শনে রুদ্র-
দর্শনের ফল হয়। রুদ্রাক্ষমালা কর্তে ধারণ
করিলে, সকল পাপ বিমুক্ত হয়। ১১—৩০।
'যে ব্যক্তি ঐ মালায় নিত্য জপ করে, তাহার
শত নাম জপে সহস্র নাম জপের ফল হয়।
রুদ্রাক্ষ সকল শিব, ভ্রী, সূর্য্য, গণেশ ও শক্তির
জপ বিষয়েই অধিক ফলপ্রসূ; উহা সকল দেব-
তার জপই নির্বিকল আছে। যে কোন দেবের
ভক্ত হইলেও রুদ্রাক্ষমালায় ফলপ্রাপ্ত করিবে।
তোপার্থী, পুত্রার্থী, বিদ্যার্থী, ধনার্থী, কল্যাণার্থী,
কল্যাণার্থী, কি মুক্তিকামীরা যে কোন বিষয়প্রার্থী
হইবেন, তিনি নিরন্তর রুদ্রাক্ষে ইহঁদের জপ-
করিলে, রুদ্রাক্ষগণ, তাঁহার তত্ত্বসমীপে পূজা
করেন, ইহঁদের সম্বন্ধ নাই। সর্বাপেক্ষা
বিশেষতঃ রুদ্রভক্ত ঐ মালা ধারণ করিবে এবং
বৈষ্ণব উহা দ্বারা জপ করিবে; বাস্তবিক রুদ্রাক্ষ
সকল দেবতার জপবিষয়ে ফলপ্রসূ বলিয়া
কথিত আছে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় জপ করিলে
রুদ্রাক্ষ দ্বারা ফলপ্রাপ্ত করা যায়। উক্ত
জপতে রুদ্রাক্ষ শ্রেষ্ঠতম। লক্ষ্মীপ্রার্থী, মৃত্যু
মুক্তকালিকা দ্বারা জপ করিবে। বশোর্থী,
মুক্তা দ্বারা অমৃতম জপ করিবে। ৩২—৪০।
পুত্রকাম, স্মাটিকালিকা দ্বারা জপ করিবে।
প্রবালগালিকা দ্বারা জপ করিলে, বশ করা যায়।
বাহনের নিমিত্ত, রোশাগালিকা দ্বারা জপ
করিবে। রুদ্রাক্ষ দ্বারা জপ করিলে তৎপ-
রোক্ত হয় ও সকল ব্যাধি পূর্ণ হয়। দেবতা-
বিশেষে মালা মান্যপ্রকার। শিব এবং বিষ্ণু
রুদ্রাক্ষমালা প্রীতিদায়ক। সূর্য্যময় জপে স্মাটিক
মালা শ্রেষ্ঠ। চণ্ডী, মৃত্যু ও প্রবালমালায়
প্রীতি হয়। গণেশ প্রবালমালায় সন্তুষ্ট হয়
হইবেন, তিনি নিরন্তর রুদ্রাক্ষে ইহঁদের জপ-
করিলে, রুদ্রাক্ষ দ্বারা ফলপ্রাপ্ত করা যায়।

তং তং কামুক রুদ্রাক্ষা বচ্ছতি নাত্র সংশয়ঃ ।
রুদ্রভক্তো বিশেষণ ধারয়েদ্যালিকাং সমা ॥ ৩১
বিকোরপি চ ভক্তঃ জপং কুর্য্যাত্তথৈব চ ।
বস্ততঃ সর্বদেবানাং জাপো মুখ্যা উদাহৃতঃ ॥ ৩২
কামতোহকামতঃ চৈব রুদ্রাক্ষাভিঃ ফলং লভেৎ ।
তদ্যাক্ষেষ্ঠতমা লোকে রুদ্রাক্ষা চ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৩৩
সুবর্ণগালিকাভিঃ লক্ষ্মীকামো জপেদ্রবঃ ।
মুক্তাভিঃ যশস্কামঃ কুর্য্যাজপমমৃতমম্ ॥ ৩৪
স্মাটিকৈঃ পুত্রকামস্ত প্রবালৈর্বস্ততাং ব্রজে ॥
বাহনার্থং জপেদ্রোশ্যো রুদ্রাক্ষা মুক্তিদাঃ স্মৃতাঃ ।
ভুক্তিদাঃ তথা প্রোক্তাঃ সর্বকামফলপ্রদাঃ ।
দেবতাস্তত্ত্বভেদেন মালা নানাবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪২
শিবস্তৈব তথা বিকোঃ রুদ্রাক্ষা মালিকা শুভা ।
সূর্য্যস্ত স্মাটিকা প্রোক্তা জাপো শ্রেষ্ঠা পুরাতনৈঃ
মুক্তাভিঃ প্রবালৈঃ চণ্ডী ভুক্তিমদাপুয়াং ।
গণেশঃ তথা ভক্ত সন্তুষ্টো ভবতি কথ্যঃ ॥ ৪৪
রুদ্রাক্ষা বিশেষণ হরভুক্তিকরাঃ স্মৃতাঃ ।

করিলে, রুদ্রাক্ষগণ, তাঁহার তত্ত্বসমীপে পূজা
করেন, ইহঁদের সম্বন্ধ নাই। সর্বাপেক্ষা
বিশেষতঃ রুদ্রভক্ত ঐ মালা ধারণ করিবে এবং
বৈষ্ণব উহা দ্বারা জপ করিবে; বাস্তবিক রুদ্রাক্ষ
সকল দেবতার জপবিষয়ে ফলপ্রসূ বলিয়া
কথিত আছে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় জপ করিলে
রুদ্রাক্ষ দ্বারা ফলপ্রাপ্ত করা যায়। উক্ত
জপতে রুদ্রাক্ষ শ্রেষ্ঠতম। লক্ষ্মীপ্রার্থী, মৃত্যু
মুক্তকালিকা দ্বারা জপ করিবে। বশোর্থী,
মুক্তা দ্বারা অমৃতম জপ করিবে। ৩২—৪০।
পুত্রকাম, স্মাটিকালিকা দ্বারা জপ করিবে।
প্রবালগালিকা দ্বারা জপ করিলে, বশ করা যায়।
বাহনের নিমিত্ত, রোশাগালিকা দ্বারা জপ
করিবে। রুদ্রাক্ষ দ্বারা জপ করিলে তৎপ-
রোক্ত হয় ও সকল ব্যাধি পূর্ণ হয়। দেবতা-
বিশেষে মালা মান্যপ্রকার। শিব এবং বিষ্ণু
রুদ্রাক্ষমালা প্রীতিদায়ক। সূর্য্যময় জপে স্মাটিক
মালা শ্রেষ্ঠ। চণ্ডী, মৃত্যু ও প্রবালমালায়
প্রীতি হয়। গণেশ প্রবালমালায় সন্তুষ্ট হয়
হইবেন, তিনি নিরন্তর রুদ্রাক্ষে ইহঁদের জপ-
করিলে, রুদ্রাক্ষ দ্বারা ফলপ্রাপ্ত করা যায়।

মুক্তাভির্বাধ মুক্তাভী কুদ্রাক্কাভির্হরিঃ স্বয়ং ॥ ৪৫
 নানোপাসনভেদেন ফলং নানাবিধং স্মৃতম্ ।
 স্মৃৎ ৩২ ফলৈকৈব কুদ্রাক্কাভির্বাধ্যতে ॥ ৪৬
 সুবর্ণমালিকা প্রোক্তা লক্ষ্মীজাপো সুখাবহা ।
 সর্গৈশ্চ ঋষিভিঃ চৈব ব্যাসাদিভিঃ পুরাতনৈঃ ॥ ৪৭
 শাস্ত্রাণি চ বিচার্যৈব কুদ্রাক্কাঃ শুভদাঃ স্মৃতাঃ ।
 কুদ্রাক্কা বিবিধাঃ প্রোক্তান্তাসাং ভেদং বদাম্যহম্ ॥
 একমুখী ভবেদ্যা বৈ সর্কসিদ্ধিবিধাশ্রিনী ।
 সিদ্ধয়োহষ্টৌ চ ভট্টৈব যত্র শ্রীকৃষ্ণা চ সা ॥ ৪৯
 দ্বিমুখী চ ভবেদ্যা বৈ লক্ষ্মীদেবতয়া ন হি ।
 ত্রিমুখী চ ভবেদ্যত্র বিদ্যাঃ সর্কসিঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৫০
 চতুর্মুখী চ বা শ্রীশ্চ চতুর্সর্গফলপ্রদা ।
 পঞ্চমুখী চ যত্রৈব তত্র শ্রীং পাপনাশনম্ ॥ ৫১
 একমুখী চ কুদ্রাক্কা দূর্লভা ঋষিসমুদাঃ ।
 বদন্তীক্সমাত্ৰা সা শ্রীশ্চৈব ঋষিসমুদাঃ ॥ ৫২
 যাপি ফলদা লোকে সুখ-সৌভাগ্যাবধিনী ।
 মনকসদৃশী বা তু সর্কসিদ্ধিবিধাশ্রিনী ॥ ৫৩
 নরেন সমা বা তু বর্জনা চ শুভাকৃতিঃ ।

কুপুত কুদ্রাক্কা বিশেষ সমুদ্র। নানা উপা-
 নভেদে ফল নানা প্রকার। ঐ প্রকার পূর্বে কু-
 ল কুদ্রাক্কা দ্বারা পাওয়া যায়। লক্ষ্মীমন্ত্র জপে
 সুবর্ণমাল্য সুখদায়ক। পূর্বতন ব্যাসাদি ঋষিরা
 ঐ বিচার করিয়া কুদ্রাক্কা কই শুভদায়ক বলিয়া-
 ছেন এবং বিবিধ কুদ্রাক্কা কই বলিয়াছেন,
 তাহার ভেদ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। একমুখী
 কুদ্রাক্কা সকল সিদ্ধিদায়ক। যে স্থানে ঐ
 কুদ্রাক্কা অবস্থিতি করে, সেখানে অষ্টসিদ্ধি
 বিদ্যা বিদ্যমান। দ্বিমুখী কুদ্রাক্কা থাকিলে
 লক্ষ্মী নিকটবর্তিনী হন। যে স্থানে ত্রিমুখ
 কুদ্রাক্কা, সেখানে বিদ্যা সকল অধিষ্ঠিতা হন।
 ১-৫০। চতুর্মুখী কুদ্রাক্কা চতুর্সর্গ ফল দান
 করেন। যেখানে পঞ্চমুখী কুদ্রাক্কা সেখানে
 পাপনাশ হয়। হে ঋষিসমুদাঃ! একমুখী
 কুদ্রাক্কা দূর্লভ, তাহা যদি বদন্তীক্সমাত্ৰা হয়,
 তাহা হইলে সুখ-সৌভাগ্য-ফল-বিধাশ্রিনী হইয়া
 কে যে কুদ্রাক্কা আমলকসদৃশ, সে সকল বি-
 ধা করে। চণকপ্রদান করুন-কুদ্রাক্কা, শুভ-

স বাণবর্জমূল্যঃ শ্রীং কিং পুনর্মালিকা ততঃ ॥ ৫৪
 প্রত্যেকক স্বয়ং শত্বর্নাত্ত কার্ঘ্যা বিচারণা ।
 সার্কভৌমমিত্যং রাজ্যং ন ভেন তুল্যমর্হতি ॥ ৫৫
 দত্তা তু হেমরাশিক শতং বা মৌক্তিকোত্তমান্ ।
 ধার্টা সা তু জ্ঞা মালা নাগধা ঋষিসমুদাঃ ॥ ৫৬
 মূল্যাতাবে তু সা মালা বিপরীতং ফলং দিশেৎ ।
 পুণ্যদত্তা তু সা গ্রাহা মূল্যাতাবেপি মালিকা ॥ ৫৭
 চণকেন সমা বা হি কুদ্রাক্কা বহুপুণ্যদা ।
 পাপহরী কচ্ছিদা চৈব ভোগ-মোক্ষপ্রদাশ্রিনী ॥ ৫৮
 সর্কসমুদ্র প্রদত্তা চ গ্রাহা সা মালিকাশ্রুতমা ।
 শুভয়া সদৃশী বা শ্রীং সর্কসিদ্ধিসাধনী ॥ ৫৯
 যথা যথা লবুঃ শ্রীশ্চ তথা তথাধিকপ্রদা ।
 একৈকশ্চ ফলং প্রোক্তং দশাংশৈরধিকং বুধৈঃ ॥ ৬০
 যথা চ দৃষ্টতে লোকে কুদ্রাক্কা ফলদা শুভা ।
 তথা ন দৃষ্টতেহুত চ মালিকা ঋষিসমুদাঃ ॥ ৬১
 কুদ্রাক্কাবানশং প্রোক্তং পাপনাশনহেতবে ।
 তদ্যাক্ত দানবী বৈ সর্কসিদ্ধিসাধনী চ সা ॥ ৬২
 যন্তাস্তে নৈব কুদ্রাক্কা তপ্যং বা কুদ্রতে ন চ ।

লবক ও বটমূল্য, তাহার মালার কথা কি কহিব,
 প্রত্যেকটা শত্বর্নরূপ। এ বিধের কোন সংশয়
 নাই। সার্কভৌম-রাজ্যও ইহার তুল্য নহে।
 হে ঋষিসমুদাঃ! সুবর্ণরাশি অথবা একশত
 উৎকৃষ্ট মুক্তা দান করিয়া সেই মালা দান
 করিবে, ন:চঃ দান করিবে না, মূল্য দান না
 করিলে সেই মালা বিপরীত ফল দান করে;
 পুণ্যমিত্ত শুভ হইলে মূল্য অতর্ক্যেও গ্রহণ
 করিতে পারিবে। চণকসদৃশ কুদ্রাক্কা বহুপুণ্যদ,
 পাপনাশক ও ভোগমোক্ষদায়ক। সর্কস দান
 করিয়া সেই মালা গ্রহণ করিবে। শুভফল-
 প্রদান কুদ্রাক্কা সর্কসিদ্ধিসাধন। পণ্ডিতেরা কহি-
 য়াছেন, কুদ্রাক্কা হত সুখ হইবে, পূর্বে পদা
 ততই উহা দশগুণ ফলদায়ক। ৫১-৬০।
 কুদ্রাক্কা যেহেতু শুভফলদায়ক, হে ঋষিসমুদাঃ!
 অত্র মালা সেহেতু ফলদায়ক দেখা যায় না।
 কুদ্রাক্কা দান করিলে পাপনাশ হয়। তদন্ত
 সর্কসিদ্ধিসাধক কুদ্রাক্কা দান করিবে। যাহার
 অস্ত্রে কুদ্রাক্কা নাই, অথবা কুদ্রাক্কা দ্বারা যে

তদসং ন স্পশেৎ প্রাজ্ঞো দৃষ্টা দূরতরো ব্রজেঃ
 রুদ্রভক্তৈর্বিশেষণ ধারণীয়া শুভায় বৈ ।
 যৎ ক্রবন ভবৈচ্চ ধারকেন্তক্ৰিমান্ সদা ॥ ৬৭
 সর্বেষপি চ বীজে দৃশ্যতে বিবিধাকরঃ ।
 রুদ্রাক্ষবীজক সৃষ্টো দৃশ্যতে মুক্তিরুত্তম ॥ ৬৮
 অগ্নানি চাপি দৃশ্যন্তে ফলানি ধ্বনিসত্তমাঃ ।
 তদহং কথ্যামাদা ধারকাণাং হিতায় বৈ ॥ ৬৯
 রুদ্রাক্ষমালিনঃ দৃষ্টা ভূত-প্রেত-পিশাচকাঃ ।
 ডাকিনী শাকিনী চৈব যে চাশ্চে দ্রোহকারকাঃ ॥ ৭০
 কৃত্রিমকৈব যঃ কিকিদ্ভিত্তিচারাদিকক যঃ ।
 রুদ্রাক্ষমালিকাং দৃষ্টা শিবো বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ৭১
 চিহ্নৈরৈতে শুভা জ্ঞেয়া প্রেক্ষাবন্তি মুনীশ্বরঃ ।
 একমুখী চ য়া স্তাবৈ প্রতিপূরং ব্রজেদিহ ॥ ৭২
 ত্রিমুখী চ তথা জ্ঞেয়া ধারকো নৈব দহতে ।
 ত্রিমুখী চ যদা স্তাবৈ শত্রুশতাদিকং ন হি ॥ ৭৩
 চতুর্মুখী তদা জ্ঞেয়া চোরা শাক্য ভবন্তি হি ।
 জলে তু মুচ্যমানা সা মজ্জতি ন তরতিহ ॥ ৭৪

জপ না করে, তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না এবং
 তাহাকে দেখিলে দূরে গমন করিবে । শিবভক্ত-
 দিগের বিশেষতঃ ধারণ করা উচিত এবং যে
 ব্যক্তি রুদ্রাক্ষধারণকল বলিবে ও ভক্তিমান
 হইয়া ধারণ করাইবে, এতদ্ব্যতিরিক্ত শুভ হইবে ।
 সকল বীজে অঙ্কুর দেখা যায়, রুদ্রাক্ষবীজ
 মুক্তিরূপ অঙ্কুর নিহিত আছে । হে কবিসত্তম-
 গণ! রুদ্রাক্ষ অঙ্কুর অনেক কল দেখা যায়,
 তাহা অন্য আমি ধারণকারীদের দিহে নিমিত্ত
 কহিব । রুদ্রাক্ষমালাধারীকে দেখিলে ভূত, প্রেত,
 পিশাচ, ডাকিনী, শাকিনী ও অস্ত্রাস্ত্র বাহরা
 হিংসাকারক তাহার এবং কৃত্রিম অভিত্যাদি
 নষ্ট হয় । রুদ্রাক্ষমূল দেখিলে, শিব ও বিষ্ণু
 প্রসন্ন হয় । হে মুনীশ্বরগণ! পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত
 চিহ্ন সকল ধীরে শুভ নির্ণয় করিবেন । যে এক-
 মুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, তাহার জলমজ্জনে
 ভয় থাকে না । যে ত্রিমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করে,
 তাহার অগ্নিভয় থাকে না । ত্রিমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ
 করিলে শত্রুসংখ্যাদির ভয় নিবারিত হয় । চতুর্মুখী

পঞ্চমুখী তু বা প্রোক্তো সর্বনির্থনিবর্তিনী ।
 জলে ন মজ্জতি সা চ সর্বদা শুভদাকিনী ॥
 এবং জ্ঞাতা ফলং সমাধার্ষ্য ধর্মবিবুদ্ধয়ে ॥
 স্তম্ভক মৃগকে বাপি মল-মূত্রবিসর্জনে ।
 ভোজনে রতিকালে চ রুদ্রাক্ষস্ত বিবর্জয়েৎ
 স্নানে দানে জপে হোমে স্বাধ্যায়ে পিতৃভর্গবে
 বিষ্ণু-শিবাদি পূজায়াং শ্রাদ্ধকালেহং ধারণম্ ।
 এতং সর্বং সমাখ্যাতং যং পৃষ্টো হি মুনীশ্বর
 এবং যঃ শৃণুয়ামিত্যং মাহাত্ম্যং পরমং শুভম্
 রুদ্রাক্ষমালিকারাগ্চ শিবজাতিভির্যো ভবেৎ ।

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়
 রুদ্রাক্ষমাংশস্য নাম সপ্ত-
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

রুদ্রাক্ষধারীর গৃহে চোর প্রবিষ্ট হইবে
 সে অন্ধ হয় এবং সেই চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ
 জলে ভাস করিলে মগ্ন হয়, তাহা সে ন
 পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষধারীর অনর্থ সকল নষ্ট হয়
 এবং তাহা জলে মগ্ন হয় । এই প্রকার কল
 জানিয়া ধর্মবৃদ্ধির নিমিত্ত রুদ্রাক্ষ-মালা ধরা
 করিবে কেবল জননমরণশৌচে, মল-দূ-
 তারণের সময়ে, ভোজনকালে ও রতিকাল
 শুভ ধারণ করিবে না । জ্ঞানসময়ে দানকা-
 লে, জপ-হোমে, স্বাধ্যায়ে, পিতৃভর্গবকালে, বিষ্ণু-
 শিবপূজায় এবং শ্রাদ্ধকালে উহা ধারণ করিবে
 হে মুনীশ্বরগণ! আপনাদের প্রেরণ এই উ-
 কহিলাম । রুদ্রাক্ষের পরম শুভ মাহাত্ম্য
 ধারণ করে, সে শিবের প্রিয় হয় । ৬১—৭৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৭ ।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

কথয় উচুঃ ।

ম্যন্তুঃ কথ্য হত লোকানাং হিতকাম্যায় ।
নৃণাং কথ্যতাং হেতুজিহ্বমাহাস্যমুত্তমম্ ॥ ১
মুখ্যস্তোত্রাণাং তপ্তাঃ শ্য বহুঃ প্রভো ।
ধিবাং যানি লিঙ্গানি তীর্থে তীর্থে ভবন্তি হি ॥ ২
মন্ত্র বা স্থলে যানি প্রসিদ্ধানি যথা প্রভো ।
ত্র যত্র ভবেদ্বিহং তং তং সর্গং নিবেদ্যতাম্ ॥ ৩
তি ক্রমা বচনস্তোত্রাং বচনকেন্দ্রমব্রবীং ॥ ৪

সুত উবাচ ।

১ পৃষ্ঠং হি কথিত্রেষ্ঠা লিঙ্গানি কথয়েৎপুনঃ ।
সর্গমাকৈব লিঙ্গানাং সংখ্যানং বিদ্যাতে কৃতঃ ॥ ২
সর্গ লিঙ্গমবী ভূমিঃ সর্গং লিঙ্গময়ং তপ্তাং
লিঙ্গময়ানি তীর্থানি সর্গং লিঙ্গ প্রতীষ্টিতম্ ॥ ৩
সংখ্যা ন বিদ্যাতে তেষাং কিতৈব তদু ব্রবামি হ ।
১২ কিকিঞ্চুস্ততে দৃষ্টং বর্ণ্যতে সূর্য্যতে চ যঃ
১৩ সর্গং শিবরূপক নাস্তদন্তীতি কিকন ॥ ৪
শপি ক্রমতাং হেতুঃ কথয়ামি যথাশ্রুতম্ ।
যানি চ কথিত্রেষ্ঠাঃ পৃথিব্যাং যানি তানি হ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

কথি কহিলেন, হে সুত ! লোকহিতকাম-
। ভূমি উত্তম কহিয়াছ। পুনরপি ঐ উত্তম
বসন্তস্য বস। হে প্রভো ! তোমার মুখ
তে এই শিবকথা শুনিয়া আমাদিগের অশা-
জিহ্বে না, পৃথিবীতে তীর্থে তীর্থে যে সকল
স আছে, অথবা অস্ত্রস্থলে প্রসিদ্ধ বাহা
হে, সেই সকল লিঙ্গের কথা তুমি বল।
ও এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে কথিত্রেষ্ঠ-
"। "লিঙ্গের কথা বল" এই যে আপনগণ
কহিয়াছেন, সেই লিঙ্গের সংখ্যা আমি
তে অকম। এই সকল ভূমিই লিঙ্গময়ী ;
কপং লিঙ্গময় ; লিঙ্গময় তীর্থ সকল ;
ই সকলই অধিষ্ঠিত। সেই লিঙ্গের সংখ্যা
খা হইতে হইবে ? বাহা কিছু কৃত দেবা
। বর্না করা যায়, অথবা শ্রবণ করা যায়,
ই সকলই শিব বরূপ ; শিব ব্যতীত অন্য

পাতালে চাপি বর্তন্তে স্বর্গে চাপি তথৈব হ ।
সর্গৈশ্চ পৃষ্ঠ্যতে শত্ৰুঃ সদেবানুরমানুষ্যৈঃ ॥ ১
তথাপি শত্ৰুনা ব্যাপ্তং সদেবানুরমানুষ্যম্ ।
অনুগ্রহায় লোকানাং লিঙ্গানি চ মহেশ্বরঃ ॥ ১০
দধাতি বিবিধাশ্রিত্য তীর্থে চৈব স্থলে পুনঃ ।
যত্র যত্র যদা শত্ৰুভক্ত্য ভক্তৈশ্চ সংযুতঃ ॥ ১১
তত্র তত্রাবতীর্থাং কার্যাং কৃত্বা চ সংস্থিতঃ ।
লোকানামুপকারার্থং লিঙ্গকৈবাল্যকল্পম্ ॥ ১২
তন্নিম্নং পুত্রপিতৃ চ দিকিঃ সমধিগচ্ছতি ।
তেষাপ্যপি ন বিদ্যেত সংখ্যা চ কবিসন্তমঃ ॥ ১৩
তথাপি ক্রমতাং সম্যগ্ধ্যখ্যানং যথাশ্রুতম্ ।
পৃথিব্যাং যানি লিঙ্গানি তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যাতে ।
তথাপি চ প্রধানানি কথ্যন্তে চ মহা পুনঃ ।
যক্ষুর্দ্বা সর্গপাপেভ্যা মুচ্যতে মানবঃ কলাং ॥ ১৪
প্রধানেষু চ বানীহ মুখ্যৈশ্চৈব বদাম্যহম্ ।
লিঙ্গানি জ্যোতিষাশ্রিত্য বিদ্যাতে কবিসন্তমঃ ॥ ১৫
তান্ত্রিকং কথয়াম্যাহ ক্রমা পাপং ব্যাপোহতি ।
সৌর্য্যে সোমনাথক শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্ ॥ ১৬

কিছুই নাই। হে কথিত্রেষ্ঠমণ ! তথাপি আমি
যথাশ্রুত লিঙ্গ সকল কহিব, শ্রবণ করুন। পৃথি-
বীতে, পাতালে ও স্বর্গে, যে সকল লিঙ্গ আছে,
—সেবতা অহুর মনুষ্য সেই শত্ৰুরূপী লিঙ্গকে
পূজা করিয়া থাকেন। ১—১। শত্ৰু—দেবতা,
অহুর ও মনুষ্যগণকে ব্যাপিয়া আছেন। মহেশ্বর
লোকানুগ্রহার্থ তীর্থে ও স্থলে বিবিধ লিঙ্গাকারে
অবস্থিতি করিতেছেন। যেখানে যেখানে ভক্ত,
ভক্তির সহিত মহাদেবকে শ্রবণ করে, তিনি
সেখানে সেখানেই অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের কার্য
করিয়া অবস্থিত আছেন। লোকোপকারের
নিমিত্ত লিঙ্গরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই
লিঙ্গপূজা করিলে অতীষ্ট সিদ্ধ হয়। হে কথি-
সন্তমণ ! তাহাদের সংখ্যা কিরূপে হইবে ?
তথাপি পূর্বে বেরূপ শুনিয়াছি, যথাশ্রুত তাহা
কহিব। প্রধান প্রধান লিঙ্গের কথা কহিতেছি,
বাহা শ্রবণ করিলে মানব কলকাল মধ্যে পাপ-
মুক্ত হয়। তার মধ্যে সর্গপ্রধান বাসন
জ্যোতির্লিঙ্গ, এখন তাহা বলিতেছি, ইহা

উজ্জয়িনীং মহাকালমোক্ষারপরমেশ্বরম্ ।
 কেন্দারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিনীং ভীমশঙ্করম্ ॥ ১৮
 বারানসীক বিশেষং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে ।
 বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাননে ॥ ১৯
 সেতুবন্ধে চ রামেশং ঘৃণেশক * শিবালয়ে ।
 দ্বাদশৈতানি নামানি প্রাতঃকাল্য যঃ পঠেৎ ॥ ২০
 সর্বপাপবিনির্মুক্তো সর্বসিদ্ধিকলো ভবেৎ ।
 যং যং কামমপেক্ষ্যেব পঠিষ্যতি নরোত্তমঃ ॥ ২১
 তস্ত তস্ত ফলপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 এতেষাং দর্শনাদেব পাতকং নৈব তিষ্ঠতি ॥ ২২
 কর্মক্ষয়ো ভবেৎ তস্ত যস্ত তুষ্টো মহেশ্বরঃ ।
 জ্যোতিষাকৈব লিঙ্গানি দৃষ্টানি ঋষিসমুদয়ঃ ॥ ২৩
 তেষাং জননীগর্ভে বাসো নৈব ভবেৎ পুনঃ ।
 এতেষাং পূজনে নৈব বর্ণনাং দৃশং শ্রুতম্ ॥ ২৪
 নৈবেদ্যাকৈব সংগ্রাহং ভোজনীয়ং প্রব্রুতঃ ।

শুনিলে পাপ নষ্ট হয়। সৌরাষ্ট্রদেশে
 সোমনাথ, ত্রীশৈলে মল্লিকার্জুন নামক লিঙ্গ
 আছেন। উজ্জয়িনীতে মহাকাল ও ওঙ্কাররূপী
 লিঙ্গ আছেন। হিমালয়-পার্শ্বে কেন্দারলিঙ্গ,
 ডাকিনীপুরে ভীমশঙ্কর লিঙ্গ অধিষ্ঠিত। বারান-
 সীপুরীতে বিশ্বনাথ নামক লিঙ্গ, গোদাবরী-
 তীরে ত্র্যম্বকলিঙ্গ, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথলিঙ্গ,
 দারুকাবনে নাগেশলিঙ্গ, সেতুবন্ধে রামেশ্বরলিঙ্গ,
 শিবালয়ে ঘৃণেশ নামক লিঙ্গ। ঐ দ্বাদশ নাম
 প্রাতঃকালে উঠিয়া যে পাঠ করে, সে সকল পাপ
 হইতে মুক্ত হয় এবং তাহার সকল কার্য সিদ্ধ
 হয়। যে মনুষ্য যে অভিলাষ করিয়া ইহা পাঠ
 করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয় এবং ইহাদের
 দর্শনে পাতকনাশ হয়। ১০—২২। যাহার
 প্রতি মহেশ্বর তুষ্ট হন, তাহার কর্মক্ষয় হয়।
 যে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করিয়াছে, তাহাকে আর
 জননী-গর্ভে বাস করিতে হয় না। ব্রাহ্মণ,
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুর্বিধ তাহাদের পূজা
 করিতে পারে, কোন দোষ নাই। ইহাদিগের
 নৈবেদ্য গ্রহণ ও ভোজন অতি যত্নের সহিত

ভুক্তে সর্বাণি পাপানি ভগ্নাসাদৃশ্যস্তি তংকণা
 জ্যোতিষাকৈব লিঙ্গানাং ফলং বক্তুং ন শক্যে
 একক পূজিতং যেন ষণ্মাসক নিরন্তরম্ ॥ ২৬
 তস্ত হঃখং ন জায়েত মাতৃগর্ভসমুদ্ভবম্ ।
 হীনযোনৌ যদা জাতো জ্যোতির্লিঙ্গক পশুতি ॥
 তস্ত জন্ম ভবেৎ তত্র বিমলে সংকুলে পুনঃ ।
 সংকুলে জন্ম সম্প্রাপ্য ধনাত্যো বেদপারগঃ ॥ ২৭
 শুভকর্ম তদা কৃত্বা মুক্তিং বাতানপায়িনীম্ ।
 শ্রেষ্ঠো বাপাত্যজ্ঞো বাপি যন্তো বাধ মুনীশ্বরঃ ॥
 দ্বিজো ভূত্বা লভেৎ মুক্তিং তস্মাচ্চ দর্শনং চরৎ ।
 অতঃ পরক তীর্থেষু স্থলে চৈবাথবা পুনঃ ॥ ৩০
 প্রধানানি চ বর্তন্তে তেষাং নামানি ৭৮ তথা ।
 জ্যোতিষাকোপলিঙ্গানি কস্যতামৃষিসমুদয়ঃ ॥ ৩১
 সোমেশ্বরস্ত যল্লিঙ্গমক্ষকেশমুদাজ্জতম্ ।
 মহাঃ সাগরসংযোগে তল্লিঙ্গমুপলিঙ্গকম্ ॥ ৩২
 মল্লিকার্জুনসমুদয়ং ভৃগুক্ষেত্রং রুদ্রকম্ ।
 মহাকালস্ত যল্লিঙ্গং দুর্দেশমিতি বিব্রুতম্ ॥ ৩৩

করিবে। নৈবেদ্য ভোজন করিলে তংকণাং
 পাপ সকল ভগ্ন হইয়া যায়। জ্যোতির্লিঙ্গ-
 গণের পূজা করিলে যে ফল হয়, তাহার সীমা
 নাই। একটী জ্যোতির্লিঙ্গ যে ছয় মাস নিরন্তর
 পূজা করে, তাহার মাতৃগর্ভসমুদ্ভব ভোগ করিতে
 হয় না। হীনবর্ণোদ্ভব ব্যক্তি যদি জ্যোতির্লিঙ্গ
 দর্শন করে, তাহার নির্মূল সংকুলে জন্ম হয়, সে
 সংকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধনাত্য ও বেদপারগ
 হয় এবং শুভকর্ম করিয়া শেষে অনপায়িনী মুক্তি
 লাভ করে। শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রাজ অথবা ষণ্ড ও
 (ক্লীব) যদি তাহাকে দর্শন করে, সে দ্বিজ হইয়া
 মুক্তি লাভ করে। হে ঋষিসমুদয়গণ! অতঃপর
 তীর্থে ও স্থলে যে সকল প্রধান লিঙ্গ আছেন,
 তাহাদের নাম ও জ্যোতির্লিঙ্গের উপলিঙ্গ সকল
 কহিব শ্রবণ কর। ২৩—৩১। পৃথিবীতে
 সাগর-সঙ্গমস্থলে সোমেশ্বর লিঙ্গের উপলিঙ্গ
 অক্ষকেশ নামে খ্যাত। পর্বততট ভৃগুক্ষেত্র
 প্রদেশে মল্লিকার্জুন লিঙ্গ হইতে উৎপন্ন রুদ্রক
 নামে উপলিঙ্গ আছেন। মহাকালের উপলিঙ্গ

১২—১০। বারাবরীতে জিলাভাণ্ডারের দপ্তর
 ১৩—১১। বারাবরীতে জিলাভাণ্ডারের দপ্তর

নামক লিখ আছে। নন্দনাট্যের দ্বিতীয় লিখ
 গোপালবন নামক আছে। কল্যাণ সমীপে নীল-
 বন নামক মহাশয় আছে। কোশিকী নদী-
 সমীপে জুতাবন এবং নদীবন নামক মহাশয়
 আছে। জুতাবন মনুসিংহের সর্কার্থে সশস্ত্র করিয়া
 থাকেন। গঙ্গা (৩) নদীতে কটকেশ্বর নামক
 লিখ বিদ্যমান বর্ণিত আছে। পূর্ব সমীপে পূর্ব-
 বন লিখ অবস্থিত। কল্যাণনগরে মণ্ডিক
 সমাধিত ও দলনমাতে মল্লসিদ্ধি সিদ্ধনাথের
 লিখ আছে। উত্তর পশ্চিমে নরেশ্বর লিখ,
 তাহার উত্তরে মৃগেশ্বর ও জননাথ লিখ অবস্থিত।
 নন্দনা নদীতীরে বহু লিখ আছে, তাহার সাখা
 নাই, সেই নন্দনা কল্যাণরূপে এইরূপ পাপ হরণ
 করিতেছেন। সেই নন্দনার যে সন পাষণ
 আছে, তাৎসম্যই শিবরূপ, তাহাতে মধ্যে
 যে সকল মুখ লিখ, তাহা বলিতেছি। পাপ-
 হারক আকেশ্বর লিখ, পূর্ববন লিখ ও

‘‘ସିଦ୍ଧିନାଥେଶ୍ବରଟିଏ ମୋମଡ଼ା: କୀରମାନରେ ।

ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା

সুমেশ্বরস্তথা চাত্র কুমারেশ্বর এব চ ।
 পুণ্ডরীকেশ ইতি খ্যাতে মণ্ডপেশ্বর এব চ ॥ ৫০
 তীক্ষ্ণেশনাম। ত্রাসীদর্শনাং পাপহারকঃ ।
 ধূম্রেশ্বরন্যাপি বর্ত্তে নন্দদাজটে ॥ ৫১
 শূলেশ্বর ইতি খ্যাতঃ কুন্তেশ্বরস্তথাপি চ ।
 কুবেরেশ্বরনামা বৈ বিখ্যাতো ভুবনত্রেয়ে ॥ ৫২
 ততঃ সোমেশ্বরো দেবো নীলকণ্ঠ ইতি স্বয়ম্ ।
 মঙ্গলেশ ইতি প্রোক্তো মঙ্গলায়তনঃ মহৎ ॥ ৫৩
 ততঃ নন্দিকো দেবো হত্যাকোটিনিবারকঃ ।
 নন্দিকেশক যত্নে পূজয়েৎ পরমা মুদা ॥ ৫৪
 তস্ত তস্তাখিলা সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 তত্র তীরে চ যঃ স্নাতি তস্ত পাপং বিনশতি ॥ ৫৫
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং জ্যোতি-
 র্লিঙ্গনিরূপণং নামাষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সিংহেশ্বর নামক লিঙ্গ, সুমেশ্বর মহাদেব, কুমা-
 রেশ্বর মহাদেব, পুণ্ডরীক লিঙ্গ, মণ্ডপেশ্বর নামক
 লিঙ্গ তথায় আছেন। ৪১—৫০। সেই নন্দদা-
 জটীতে তীক্ষ্ণেশ নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে
 দর্শন করিলেই পাপ নষ্ট হয়। ধূম্রেশ্বর লিঙ্গও
 সেইখানে আছেন। তথায় শূলেশ্বর ও কুন্তেশ্বর
 লিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছেন, ত্রিভুবনে বিখ্যাত
 কুবেরেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ তথায় অবস্থিত।
 সেখানে সোমেশ্বর নামক লিঙ্গ ও নীলকণ্ঠ লিঙ্গ
 আছেন। মঙ্গলায়তন মঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ সেখানে
 আছেন। কোটহত্যা-নিবারক নন্দিকেশ্বর,
 সেখানে আছেন। নন্দিকেশ্বরকে যে আনন্দ-
 যুক্ত হইয়া পূজা করে, তাহার সকল কার্য সিদ্ধ
 হয় এবং সেই তীরে যে স্নান করে, তাহার পাপ-
 নাশ হয়। ৫১—৫৫।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষি উচুঃ ।

এবং মহাত্মকং তত্র কথ্যাতাঞ্চ শ্রুত্বাধুনা ।
 অতঃ পরঞ্চ বজ্রাতং উত্তমং বক্ষুর্মহর্ষি ॥ ১

শ্রুত উবাচ ।

সম্যগুক্তং ভবন্তি চ কথয়ামি যথাক্রমম্ ।
 পুরা যুধিষ্ঠিরেনৈব পৃষ্ঠ-চ ঋষিসত্তমঃ ॥ ২
 রেবায়ঃ পশ্চিম তীরে কর্ণকী নাম বৈ পুরী ।
 তত্র দ্বিজবরঃ কশ্চিৎকুত্থাকুলসম্ববঃ ॥ ৩
 কাশ্যঃ গতঃ পুত্রাত্যায়পরিহিতা স্বপত্নিকাম্ ।
 কদাচিৎ স মৃতস্তত্র পুত্রাত্যাক শ্রুতং তদা ॥ ৪
 তদৌষকৈব যঃ কৃত্যং সম্পাদ্য পুত্রকামুভৌ ।
 পত্নী চ পালয়ামাস পুত্রী পুত্রহিতৈষিনী ॥ ৫
 পুত্রো পরিণয়িতা তৌ বিতরুৎ ধনং তয়া ।
 স্বীয়ক রক্ষিতং কিকিৎ কিয়ংকালং স্থিতা তদা ॥
 কদাচিন্ম্রিয়মাণা সা পুণ্যক বিবিধং তথা ।
 কুত্ৰা প্রাণান্ ন মুচ্যত কষ্টং দৃষ্ট্বাথ পুত্রকৌ ॥ ৬

একোনচত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষি কহিলেন, এক্ষণে তুমি শিবমাহাত্ম্য
 কীর্তন কর, অতঃপর যাহা বক্তব্য, তাহাও যথা-
 র্থতঃ বল। শ্রুত কহিলেন, আপনারা ভাল প্রশ্ন-
 করিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছি, তাহা কহিব। পুরা-
 কালে যুধিষ্ঠিরও নারদ ঋষিকে ইহা জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন। রেবানদীর পশ্চিম তীরে কর্ণকী
 নামে পুরী আছে, তাহাতে উত্থাকুল-
 সম্বৃত কোন দ্বিজবর বাস করিতেন। তিনি
 নিজ পত্নীকে পুত্রদয়ের নিম্নে রাখিয়া কানীতে
 গমন করিলেন, পরে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পুত্রেরা
 শ্রবণ করিল। উভয় পুত্র তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক
 ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। মৃতের পত্নী পুত্রহিতৈষিনী
 হইয়া পুত্র পালন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র-
 দ্বয়ের বিবাহ দেওয়াইলেন। তাহাদিগকে ধন
 বিভাগ করিয়া দিলেন, নিজেও কিছু রাখিলেন।
 এক্ষণ অবস্থায় তিনি কিছুকাল
 বিবিধ পুণ্যকার্য করিলেন। কালক্রমে তাঁহার

চতুর্মাভ্যং তত্রীকিং ন্যানং বিদ্যাতে উব ।
 ২ ন্যানং ত্রিগতং মাতস্তন্যাবাং করবাবহে ॥ ৮
 ত্যুক্তক তত্র তত্র ন্যানক বিদ্যাতে বহ ।
 দেব ত্রিগতে চেকি যুধেন মরণং ভবেৎ ॥ ৯
 জাঠপুত্রং যশাসীং তেনোক্তং কথ্যতাং তত্র ।
 যা চ প্রার্থিতং হেতুং পুরা মে মনসঃ স্পৃহা ॥
 গতাং গন্তং তথা নাসৌদিলানীং মিত্রতে পুনঃ ।
 মাহীনি তত্র পুত্র কেপনীয়াস্ততস্ত্রিতম্ ॥ ১১
 সাজলে ভুভং তেহদ্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 ত্যুক্তে চ তত্র পুত্রো বচনকেপমব্রবীৎ ॥ ১২
 তস্তুরা যুধেনৈব প্রাণান্ত্যাজ্য ন সংশয়ঃ ।
 র কার্যং পুরা কৃত্বা পশ্যঃ কার্যং মদীকম্ ॥
 তি হস্তে বচো * দত্তা যাবৎ পুত্রো গৃহং গতঃ
 যবৎ সা চ মৃত তত্র হরিম্বরণত পুরা ॥ ১৪
 ত্রোইব চ যৎ কৃত্যং তং সর্কং সংবিধম বৈ ।
 সিককৈব কৃত্বা তু গমনং যোপচরমে ॥ ১৫

ভাসময় উপস্থিত হইল, মরণোন্মুখী মাতার
 হৃদা না হওয়ায় কষ্ট দেখিয়া পুত্রেরা মাতাকে
 হিল, আপনার কোন কার্য অবশিষ্ট আছে
 হার ভগ্ন আপনি গ্রহণ করে পাইতেছেন,
 যামদিগকে তাহা বলুন, আমরা সম্পন্ন করিব ।
 তা কহিলেন, আমার অনেক কার্য অবশিষ্ট
 আছে, তাহ যদি তে মগ্ন কর তে, আমার যুধে
 হু হু। জাঠপুত্র কহিল, আপনি বলুন ।
 তা কহিলেন, আমার কান্নীগমন করিতে মানস
 ছিল, এখন তো মৃত্যুসময় উপস্থিত । আমার
 অস্থি যদি গজাজলে তোমরা নিষ্কপ কর, তাহা
 হইলে, তোমাদের ভত হইবে অশীর্কাদ করি-
 তেছি । পুত্র কহিল, আপনি যুধে প্রাণত্যাগ
 করুন, আপনার কার্য অগ্র সম্পন্ন করিব, পরে
 আমার কার্য করিব । ১—১৩। এবংবিধ বাক্য
 কহিয়া পুত্র গৃহে আসিলে, সেই সময়ে মাতা
 হরিম্বরণ করত মৃত্যু হইলেন । তাহার আকস্ম-
 কীয় কৃত্য এবং মাসিক সম্পন্ন করিয়া, পুত্র

* বলমিতি পাঠান্তরম্ ।

তয়োঃ প্রেষ্ঠতমো যো বৈ সুবাদী নাম বিজ্ঞতঃ ।
 তদহীনি সমাদায় নিঃসৃতস্তীর্থকাব্যয়া ॥ ১৬
 সংগৃহ্য সেবকং কক্ষিঃ তেনৈব সহিতস্তদা ।
 আবার ভাষ্যং পুত্রাং মাতুঃ ত্রিগচিকীর্ষয়া ॥ ১৭
 শ্রাদ্ধং দানাদিকং ভোজ্যং কৃত্বা বিধিমুত্তমম্ ।
 মঙ্গলম্বরণং কৃত্বা নির্জগাম বিজঃ স্বয়ম্ ॥ ১৮
 তন্মিনে যোজনং পদা বসতিং গ্রামকে গুতে ।
 বিজগৃহে তদা কৃত্বা সন্ধ্যাদি বিধিপূর্বকম্ ॥ ১৯
 গামিনী চ গত। তত্র মুহূর্তবয়সম্বিতা ।
 সেবকেন তদা যুক্তো ব্রাহ্মণঃ সংহিতস্তদা ॥ ২০
 স্তবনঃ কৃত্বা পুত্র হরোরহতকর্পণঃ ।
 এতন্মিত্রেন সময়ে ভাণ্ড্যাকাশতবৎ তদা ॥ ২১
 গৌতমৈব চাভবৎ তত্র কল্পনে বক্তিতা ততঃ ।
 এতঃ সৈব ব্রাহ্মণস্তত্র হাজগাম বহির্গতঃ ॥ ২২
 পৌর্নৈব চ প্রিয়ে দৃষ্ট ইতাকু। বৎসমানয়ঃ ।
 দোহনং সমাহুয় ত্রিগং শীঘ্রতরং তদা ॥ ২৩
 বৎসং কোলে স্বয়ং বহুং বহুকৈবাকরোঃ তদা ।
 বৎসোহপি কর্ণমাণং পদেন পদপীড়নম্ ॥ ২৪
 চকার ব্রাহ্মণঃ সৈব ব্রাহ্মণঃ ক্রেমমুচ্ছিতঃ ।

গমনের উপক্রম করিলেন । তদ্ব্যয়ে জোষ্ঠ
 সুবাদী, মাতার প্রিয়-কল্পণেচ্ছায় পত্নী পুত্রকে
 অবশ করিয়া, মাতার অস্থি গ্রহণপূর্বক ভূতোর
 সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইলেন । তীর্থযাত্রা-
 কালীন ধর্ম্মবিধি শ্রাদ্ধ দানাদি সমাপন ও মঙ্গল-
 ম্বরণ করিলেন । বহির্গত হইয়া তিনি সেই
 দিনে যোজন পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া
 ততগ্রামে বিজগৃহে আসিয়া নাইলেন । বধ্যবিধি
 সন্ধ্যাদি করিতে হুই মুহূর্ত কালি হইল, সেবকের
 সহিত সেই বিজ তথায় রহিলেন এবং অমৃত-
 কন্যা হরির স্তব করিতে লাগিলেন । এই সময়ে
 একটা আশ্চর্য ঘটনা হইল । ১৫—২০। সেই
 অঙ্গনে একটা গোক বহু ছিল । তখন, গৃহ-
 বাসী ব্রাহ্মণ হনাত্তর বহীতে গৃহ আসিয়া,
 “প্রিয়ে ! এখনও গোদোহন হয় নাই” এই
 কথা বলিয়া বৎস অনন্মন করিল ও দোহনের
 নিমিত্ত নিজ পত্নীকে শীঘ্র আহ্বান করিল ।
 ব্রাহ্মণ, বৎসকে বহুসমুদ্যে বহন করিয়া

বংসক ভাড়ায়াস কূপরেণ দৃঢ়ং তদা ॥ ২৫
 বংসোহপি পীড়িতস্তেন শান্ত্যৈবাবভবং তদা ।
 হৃষ্টা তু মোচিতে নৈব ক্রোধেন চ বিজয়না ॥ ২৬
 গৌহৃৎখক মহং প্রাপ্তা বোদনকাকরোং তদা ।
 দৃষ্টৌচ বোদনং তদা বংসো বাক্যমথাববৌ ॥ ২৭
 কথঞ্চ কুদাতে মাতঃ কিং হৃৎখং তে হাপস্থিতম্ ।
 পুত্রস্ত বচনং শ্রুত্বা গৌঃ বাক্যমুপাদদে ॥ ২৮
 শ্রমতাং পুত্র মে হৃৎখং বক্তুং শাস্ত্রোমাহং ন দি ।
 দুষ্টেন তাদিতস্তক তেন হৃৎখং সমাগতম্ ॥ ২৯
 তদ্বচস্ত তদা শ্রুত্বা বংসঃ বচনং পুনঃ ।
 কিং কতবাং ক গন্তবাং কসুবক্কা পবং যতঃ ॥ ৩০
 কতকৈব যথাপূর্বং ভুজাতে চ তদ্বচনং ।
 এতদ্বশে যদা জাতা যদি ছসি তথা বৃক ॥ ৩১
 হসতা ক্রিয়তে কস্ম কুদত পবিভুজাতে
 সুখঞ্চ জয়াতে তেন হৃৎখং তেনাপি সহবোং ॥ ৩২

নিমিত্ত আকর্ষণ করিতে লগিল । বংস অকুণ্ট
 হইয়া নিজ পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণের চরণে আঘাত
 করিল; ব্রাহ্মণ সেই আঘাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
 হইয়া কূপরি দ্বারা বংসকে অভিমান তাড়ন
 করিল; বংস পীড়িত হইয়া শান্ত হইল ।
 কিন্তু ব্রাহ্মণ দোহন করিয়া বংসকে
 বন্ধনমুক্ত করিল না । ইহাতে গাভী অত্যন্ত
 দুঃখবোধ করিল এবং রোদন করিল । মাতার
 রোদন দেখিয়া বংস বলিল “হে মাতা! তুমি
 কেন রোদন করিতেছ? কি দুঃখ আপনাকে
 উপস্থিত হইয়াছে?” পুত্রের বাক্য শুনিয়া
 মাতা বলিল, হে পুত্র! আমার দুঃখ শ্রবণ কর,
 যাহা বলিতে বড় কষ্ট হয় । দৃষ্ট ব্রাহ্মণ
 তোমাকে তাড়না করিয়াছে, তজ্জগু আমার দুঃখ
 উপস্থিত । ২২—২৯ । তখন মাতার দুঃখপূর্ণ
 কারণ শুনিল, বংস কহিল, কি করিব কোথায়
 যাব, যেহেতু জীব কস্মবন্ধ । যেমন কস্ম পূর্বে
 করিয়াছি, তেমনই কল ভোগ করিতেছি, এখন
 এই ব্যক্তির অধীনে আছি, তখন যাহা ইচ্ছা
 করিতে পারে । কস্ম হানিতে হাসিতে করা
 যায়, কিন্তু ভোগ করিবার সময় কাটিতে হয়
 সেই কস্ম হইতেই সুখও হয় দুঃখও হয় ।

তন্মাতা পুজাতে কস্ম সর্বক কস্মাণ স্থিতম্ ।
 তু কৈবাল্যাপ্যহকৈব ইমে জীবাদয়শ্চ যে ॥ ৩৩
 তে সর্বো কস্মণা বন্ধা ন শোচ্যাঃ কহিচিং হৃষ্টা
 এবং বচস্ত পুত্রস্ত শ্রুত্বা গৌরিদমববৌ ॥ ৩৪
 বংস সর্বং বিজানামি কস্মাধীনাঃ প্রজাঃ স্বয়ম্
 তথাপি মায়ায়া গন্তা হৃৎখং প্রাপ্তামাহং পুনঃ ॥ ৩৫
 বোদনক তদা কুত্বা হৃৎখশান্তির্ভবেৎ হি ।
 ইতোতদ্বচনং শ্রুত্বা মাতরং বাক্যমববৌ ॥ ৩৬
 যদোবদ্য বিজানামি পুনশ্চ বোদনং কথম্ ।
 কুত্বা চ সাধ্যসে কিঞ্চ তন্মাদুঃখং তাজাধুনা ॥ ৩৭
 এবং পুত্রবচঃ শ্রুত্বা মাতা চৈবাত্রবীদিনম্ ।
 মম দুঃখং তদা গচ্ছন্ত্যদা হৃৎখং তথাবধম্ ॥ ৩৮
 ভবেচ্চ ব্রাহ্মণশ্চৈব হৃৎখং দাস্তামি বৈ সুখম্
 তথা চ ব্রাহ্মণশ্চৈব মনসি জ্ঞানশ্চি স্বয়ম্ ॥ ৩৯
 পুত্রজগু কস্মদুঃখমীদৃশং তদ্ববোং পুনঃ
 প্রবর্তে ব ময়া পুত্র শাস্ত্রোণৈব হনিষ্যতে ॥ ৪০
 হতঃ জীবিতং মদো জ্ঞানশ্চি নাত্ৰ সংশয়ঃ ।
 ইতু ক্রুদ পুনর্বংসো মাতরং বাক্যমববৌ ॥ ৪১
 প্রথমতঃ কতং কস্ম তং কলং ভুজাতেহধুনা

সেইজগু কস্ম এবিধেই মূল্যবান । কস্মাধীন
 সকলেই, তুমি, আমি, আর ঐ সকল জীব
 সকলেই কস্মবন্ধ । দুঃখ শোক করিও না এই
 প্রকার পুত্রের বাক্য শুনিয়া গাভী বলিল
 বংস! জীব মাত্রেই কস্মাধীন, রোদন করিলেও
 দুঃখ নিবৃত্ত হইবে না, ইহা জানিয়াও মদোহন
 বন্ধ হইয়া গেল পাইতেছি । এই প্রকার মাতার
 বাক্য শুনিয়া বংস বলিল, যদি এই প্রকার
 জানেন, তবে কেন রোদন করিতেছেন, রোদন
 করিয়াই বা কি হইবে? দুঃখ ত্যাগ করুন
 এই প্রকার পুত্রের বাক্য শুনিয়া মাতা বলিলেন
 আমার দুঃখশান্তি এখন হইবে, যখন এই প্রকার
 দুঃখ ব্রাহ্মণের হইবে । আমি অবশ্য এই প্রকার
 পুত্রনন্দনদুঃখ ব্রাহ্মণকে দিব, দিলে ব্রাহ্মণ মনে
 জানিতে পারিবে আমি কাল প্রাতঃকালে
 তহার পুরকে শস্য দ্বারা আঘাত করিব, সেই
 আঘাতে সে প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা নিশ্চয় ।
 গাভী এইরূপ বলিলে বংস মাতাকে বলিল

দোহনস্ত তদা কালে ব্রাহ্মণঃ পুত্রকং প্রতি ॥ ৩
 ময়া তু গম্যতে পুত্র কার্যার্থে কুত্রচিৎ পুনঃ ।
 পুত্রঃ সমুখিতস্তত্র বৎসক মুক্তবাংস্তদা ॥ ৪
 মাতা চ তস্ত দোহার্থমাজগাম স্বয়ং তদা ।
 দ্বিজপুত্রস্তদা বৎসং বধন কীলেন তাড়য়ন ॥ ৫
 বন্ধনার্থং যদা নীচৈর্জাতো হি দ্বিজবালকঃ ।
 পুনর্গৌচ তদা ক্রুদ্ধা শৃঙ্গেশাতাড়য়চ্চ তম্ ॥ ৬
 মর্শুণি তাড়িতঃ সোহপি মূর্ছাং প্রাপ্য পপাত হ ।
 লোকাংস মিলিতাস্তত্র গবা বালো বিহিংসিতঃ ॥ ৭
 জলং জলং বদন্তস্তে পিত্রাদ্য! যে চ সংস্থিতাঃ ।
 বত্ৰংস ক্রিয়তে সটৈ বস্তাবয়ালো মৃতস্ততঃ ॥ ৮
 মূতে চ বালকে তত্র হাহাকারো মহানভূৎ ।
 কিস্করোহস্ত তদা গাঞ্চ তাড়য়িত্বা বামোচয়ৎ ॥ ৯
 সা গৌচ শ্বেতবর্ণাভূৎ তদা শূমা ব্যদৃশত ।
 অহো চ দৃশ্যতাং লোকা দৃষ্ট্বা চৈব পবনস্পরম্ ॥ ১০
 ব্রাহ্মণং তদা পাত্নো দৃষ্ট্বাংস্যাং বিনির্গতঃ ।
 যত্র গৌচ গতা তত্র তামনু ব্রাহ্মণো গতঃ ॥ ১১

শয়ন করিয়া রহিলেন । ব্রাহ্মণ দোহনের কাল উপস্থিত হইলে, পুত্রকে কহিল,—আমি কার্যার্থে স্থানান্তরে চলিলাম । তখন দ্বিজপুত্র উঠিয়া, বৎসকে বন্ধনযুক্ত করিল, তাহার মাতা দোহনের নিমিত্ত সেখানে আনীত হইল । দ্বিজপুত্র বন্ধনশঙ্ক দ্বারা বৎসকে আঘাত করিয়া, বন্ধনের নিমিত্ত নিম্নমুখ হইলে, ক্রুদ্ধা গাভী শৃঙ্গ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল । সে মর্শ্বে তাড়িত হইয়া মূর্ছিত হইল । গাভীতে বালক নষ্ট করিয়াছে, এই ধ্বনিতে অনেক লোক আসিল এবং তাহারা “জল জল” এই কথা কহিল; অনেক যত্নও করিল, কিন্তু দ্বিজপুত্র আর বাঁচিল না । বালক মৃত হইলে, হাহাকার ধ্বনি উঠিল । অনন্তর ব্রাহ্মণের কিস্কর, গাভীকে প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিল । তাহার বর্ণ শুভ্র ছিল; এই হত্যার পর, শূমাবর্ণ দেখা যাইতে লাগিল । সমাগত লোকেরা বলিতে লাগিল,—গোরুতে মানুষ মারিয়াছে, আপনারা কি কখন দেখিয়াছেন? ১—১০ । পার্থক্য ব্রাহ্মণ, এই আশ্চর্য দর্শন করিয়া, বহির্গত হইলেন । যেখানে গাভী

উদ্ধং পুচ্ছং তদা ক্রুদ্ধা নীত্রং গোমর্শ্বনাং প্রতি
 আগত্য নন্দিকেশস্ত সমীপে বিমলে জলে ॥ ১১
 ত্রিবারং মজ্জয়িত্বা তু শ্বেতবর্ণং গতা হি সা ।
 যথা গতগতা সা চ ব্রাহ্মণো বিস্ময়ং গতঃ ॥ ১২
 অহো মহন্তমং তীর্থং ব্রহ্মহত্যানিবারকম্ ।
 স্বয়ং মজ্জিতস্তত্র ব্রাহ্মণঃ সেবকস্তথা ॥ ১৩
 মজ্জয়িত্বা গতো তৌ চ প্রশংসন্তৌ নদীং তদা ।
 মার্গে চ মিলিতা কাচিৎ সুন্দরী ভূষণাধিতা ॥ ১৪
 তয়োক্তং কুং কতো যাসি সত্যং ব্রাহ্মি মমাত্মতঃ ।
 এবং বচস্তদা ক্রুদ্ধা দ্বিজেনোক্তং যথাতথম্ ॥ ১৫
 পুনঃ পুনঃ দ্বিজস্তত্র তয়োক্তঃ স্বীয়তাং ত্বয়া
 তয়োক্তক সমাকর্ণ্য স্থিতঃ কিং কথ্যতে বদ ॥ ১৬
 সা চাহ পুনরেনাত্র নিবর্ত্তস্ব দ্বিজোক্তম্ ।
 ইমা দৃষ্টং শূলং যচ্চ তত্রাহীনী ক্ষিপাধুনা ॥ ১৭
 শাকাদিনাময়ং দেহং ধ্বংস যাস্মি সঙ্গতিম্ ।

যাইতে লাগিল, তাহার অনুগমন করিলেন । সেই সময়ে গাভী পুত্র উদ্ধে করিয়া, নশ্বদা উদ্দেশে ধাবিত হইল । নশ্বদায় নন্দিকেশতীর্থে নির্মূল জলে তিনবার স্নান করিল । পুনর্বার তাহার শ্বেতবর্ণ হইল এবং যে যে পথে আসিয়াছিল, সেই সেই পথে প্রত্যাবৃত্ত হইল । এই সকল দেখিয়া, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিস্ময়াধিত হইলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—ওঃ কি আশ্চর্য! এই মহাতীর্থ ব্রহ্মহত্যা-নিবারক! সেই তীর্থে নিজে স্নান করিলেন, তাহার ভৃত্যও স্নান করিল । তাহারা মজ্জন করিয়া, নদীর প্রশংসা করিতে করিতে গমন করিলেন । এমন সময়ে পথে, সালকারা কোন সুন্দরী স্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা যাইতেছ, আমার নিকট সত্য বল । দ্বিজ তাহার বাক্য শুনিয়া, যথাকৃতান্ত সত্য কহিলেন । ১১—১৬ । পুনরপি সেই স্ত্রী দ্বিজকে কহিলেন,—“স্থির হও ।” তাহার বাক্য শুনিয়া, ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি অবস্থিতি করিতেছি, বলুন । সেই স্ত্রী কহিলেন, হে দ্বিজোক্তম্! তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও । তুমি যে স্থল দেখিয়াছ, এখন তাহাতে অস্থি নিষ্কপ

শাখে চৈব সপ্তম্যে সপ্তম্যাং চ দিনে শুভে ॥১৯॥
 তে পক্ষে সদা গঙ্গা আরাতি বিজসন্তম ।
 সৌম্য সপ্তমী সা চ পক্ষাহং যামি তত্র বৈ ॥ ২০ ॥
 ত্রাক্ষসুর্দধে দেবী বিজোহপি পরিবার্ততঃ ।
 গতাংহি ক্রিপেদ্যাবং ভাবমাতাপাদুশ্রুত ॥ ২১ ॥
 বিদেহতমাপন্ন দম্বাশিবং দিবং গত ।
 ত্রোহসি কৃতকৃতোহসি পাবিতক কুলং তুয়া ॥২২॥
 স্নং ধাতুং তথা চারুর্বংশং বর্জতাং তব ।
 ইত্যশিবং পুনর্দ্বা গতা সা হাতমাং প্রতিমু ॥২৩॥
 ব্রাহ্মণং পুনস্তত্র কিপ্ত্বাহীনি গৃহং গতঃ ।
 তদ্বিনং হি সমারতা প্রসিক্তং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
 নন্দিকেশসমীপে তু কৃত্বা স্নানস্ত তং ফলম্ ।
 প্রাপ্যতে নাত্র সন্দেহো মহতাং বচনাদিহ ॥ ২৫ ॥
 ব্রাহ্মণী কথিকা নাম বালবৈধামাগতা ।
 পার্শ্বিং পূজয়িত্বা তু তপস্তপ্তং সূদারুণম্ ॥ ২৬ ॥
 মৃত্যু নাম মহাদৈত্যো পাতঙ্গামাস তাং তদা ।

ন মানিতিং তয়া চৈব পশ্চাচ্ছলমদর্শয়ং ॥ ২৭ ॥
 তদা সা ভয়সন্ত্রস্তা শিবশিবেতিভাষিণী ।
 শরণাগতরক্ষার্থং কর্তব্যং ত্রতমাহিতম্ ॥ ২৮ ॥
 আনন্দার্থে সমারাতং নন্দীশেন মহাস্নান ।
 লোকানামুপকারার্থং স্থিতং শঙ্করস্তদা ॥ ২৯ ॥
 তদন্যং তীর্থমারাতং পার্শ্বিং শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
 প্রসন্নং তয়া তত্র স্থাপনেন স্থাপিতস্তদা ॥ ৩০ ॥
 গঙ্গাপি চ প্রসন্ন্য তাং গ্রাহ সাক্ষি বরাধুনা ।
 মনর্ধৈব বৈশাখে দিনমেকং তুয়া পূনঃ ॥ ৩১ ॥
 সমীপ্যং করণীয়াং বৈ তথৈতি চ স্নয়ং বচঃ ।
 তদ্বিনং হি সমারতা ঈশং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥
 তত্র দ্ব্যতো নরঃ সমাকৃ পাপৈশ্চ মুচ্যতে ক্রমম্ ।
 এতং তে হি সমাধাতং বং পৃষ্ঠোহহং মুনীশ্বরঃ ।
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহি-
 তস্য নন্দিকেশমাতাশ্চ নাম
 চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪০॥

কর। তোমার মাতা দিবাদেহ ধারণ করিয়া
 সন্নাতি প্রাপ্ত হইবে। বৈশাখ মাসে সপ্তমী-
 দিনে শুক্লপক্ষে গঙ্গা এইস্থানে আগমন করেন।
 অদ্য সপ্তমী, আমিই গঙ্গা, সেখানে বাইরেছি,
 এই বলিয়া তিনি অতৃপ্ত হইলেন। বিজ্ঞ
 প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সেখানে আগমন করিলেন।
 যে সময়ে ব্রাহ্মণ তথায় অস্থিরকল্প করিলেন,
 তখনই দিবাদেহধারিণী তদীয় মাতা দৃষ্টিগোচর
 হইলেন। অনন্তর তিনি পুত্রকে কহিলেন,
 হে পুত্র! তুমি ধনু, তুমি কৃতকৃত্য, তুমি কুল
 পবিত্র করিয়াছ; তোমার ধন, ধাতু, অম্ব, বংশ,
 বুদ্ধিপ্রাপ্ত হউক; এই প্রকার আশীর্বাদ করিয়া
 উত্তম গতি লাভপূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন।
 ব্রাহ্মণ অস্থিরকল্প করিয়া গৃহে গমন করিল।
 সেই দিন হইতে সেই উত্তমতীর্থ প্রসিক্ত
 হইল। নন্দিকেশ তীর্থসমীপে নন্দদ্বার স্নান
 করিলে মোক্ষ ফল পাওয়া যায়, এ বিক্রে কোম
 সন্দেহ নাই, ইহা মহাজনগণের বাক্য। কোম
 বালকিবা কথিকা নামী ব্রাহ্মণী, নন্দদ্বারের
 পার্শ্ব শিব পূজা করত অতি দারুণ তপস্বী
 আরত করিলেন। মৃত্যু নামক কোম মহাদৈত্য,

ঈহার অপাৰ্শ্বের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে
 লাগিল। তিনি বিজ্ঞ গণ্য না করিয়া তপস্বী
 করিতে লাগিলেন, পশ্চাৎ সেই দৈত্য তা
 দেখাটতে আরত করিল। তখন তিনি ভয়-
 ভীত হইয়া 'শিব শিব' বলিতে লাগিলেন এবং
 শরণাগত রক্ষা নিমিত্ত শিবভূত করিতে লাগি-
 লেন। ঈহার আনন্দের নিমিত্ত মহাস্নান নন্দী
 সেইস্থানে আসিলেন, শঙ্করও লোকোপকারেচ্ছায়
 সেইস্থানে অবস্থিত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণী,
 তখন তীর্থগত প্রসন্নহৃদয় শঙ্করকে পার্শ্বাংশে
 স্থাপিত করিলেন। ১৭—৩০। তারপর গঙ্গাও
 প্রসন্ন্য হইয়া তাহার কহিলেন, হে সাক্ষি!
 তুমি বর প্রার্থনা কর; তখন ব্রাহ্মণী গঙ্গা-
 দেবীকে কহিলেন যে, বৈশাখ মাসে একটা
 দিনে আমার নিমিত্ত আগনি এখানে থাকিলে,
 গঙ্গা তাহা স্বীকার করিলেন। সেই দিন অবধি
 এই তীর্থ অতি উত্তম হইয়াছে। বহুব্য
 জাহতে স্নান করিলে সিন্ধু পাশযুক্ত হইবে।
 হে মুনীশ্বর! আপনারা বাহা আশ্বক

একচত্বারিংশো যঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

পুনঃ কথ্যতাং সূত লিঙ্গানি সন্তুমানি চ ॥ ১

সূত উবাচ ।

ব্যাসেশ্বরঃ বিখ্যাতো হুকেশঃ তথৈব চ ।

ভগৱেশ্বরবিখ্যাতো হুঙ্কারেশস্তথৈব চ ॥ ২

সুরেশ্বরঃ বিজ্ঞেয়ো ভূতেশ্বর ইতি স্বয়ম্ ।

সংযমেশ্বর ইতি প্রোক্তো মহাপাতকনাশনঃ ॥ ৩

ততঃ তপ্তিকাতীরে কুমারেশ্বর এব চ ।

সিন্ধেশ্বরঃ বিখ্যাতস্তনেশ্বরস্তথৈব চ ॥ ৪

রামেশ্বরঃ পুনঃ প্রোক্তো দর্শনাং পাপহারকঃ ।

ঋষীশ্বরস্তথা প্রোক্তঃ কুণ্ডেশ্বরঃ * পরো মতঃ ॥ ৫

নন্দেশ্বরস্তথা পঞ্চপুঞ্জেশ্বঃ তথাপি হি ।

পূর্ণায়াং পূর্ণকো নাম বীরেশ্বরস্তথা পুনঃ ॥ ৬

গোদাতীরে কপালেশ্বঃ চক্রেঃ তথৈব চ ।

চন্দ্রেশ্বরঃ বিজ্ঞেয়ঃ স্নানকামপ্রদঃ ॥ ৭

বৌতপাপেশ্বরঃ সাক্ষাদংশেন পরমেশ্বরঃ ।

স্বিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আমি এই
কহিলাম । ৩১—৩৩ ।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ঋষিরা কহিলেন, হে সূত ! পুনর্বার উত্তম
লিঙ্গের প্রস্তাব কর । সূত কহিলেন, মহাত্মা
ব্যাসদেব কর্তৃক স্থাপিত ব্যাসেশ্বর নামে খ্যাত
লিঙ্গ আছেন । হুকেশ, ভগৱেশ, হুঙ্কারেশ,
সুরেশ্বর, ভূতেশ্বর ও সংযমেশ এই সব লিঙ্গ
মহাপাতক নাশ করেন । তপ্তিকা নদীতীরে
কুমারেশ্বর সিন্ধেশ্বর ও তনেশ্বর লিঙ্গ বর্তমান ।
দর্শনমাত্রে পাপহারী রামেশ্বর, ঋষীশ্বর এবং
কুণ্ডেশ্বর লিঙ্গ আছেন । নন্দেশ্বর, পঞ্চপুঞ্জেশ্বর,
পূর্ণায়াং পূর্ণকো নামা শিব, বীরেশ্বর, গোদাতীরে
কপালেশ, চক্রেঃ, চন্দ্রঃ শৈত্যাক্ষাদদারী

* হুকেশ্বর ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

ভীমেশ্বর ইতি প্রোক্তঃ সূর্য্যেশ্বরস্তথাপি হি ॥

ত্র্যম্বকস্তপ্তিকারাস্ত গোকর্ণেশস্তথাপি চ ।

নারুকেশো মহাপুণ্যো রামেশ্বরস্তথাপি হি ॥ ৯

নন্দেশ্বরঃ বিজ্ঞেয়ো জ্ঞানদো লোকপুঞ্জিতঃ ।

বিমলেশ্বরনামা যঃ কণ্টকেশ্বর এব চ ॥ ১০

পূর্ব্বসাগরসংযোগে ধর্ম্মকেশস্তথৈব চ ॥ ১১

পশ্চিমে সাগরে চৈব সিন্ধেশ্বরঃ স্বয়ং স্থিতঃ ।

বিলেশ্বরঃ বিখ্যাতো হুঙ্কারেশস্তথৈব চ ॥ ১২

যত্র ইব অক্ষকো দৈত্যো হতঃ শঙ্করেণ চ ।

স্বয়ং স্বরূপন্যশেন বৃদ্ধা শর্ক্বঃ পুনঃ স্থিতঃ ॥ ১৩

শঙ্করেশ্বরবিখ্যাতো * লোকানাং সুখদায়কঃ ।

কর্দমেশঃ পবঃ প্রোক্তঃ কোটীশঃ সর্ক্বদাচলে ॥

অচলেশ্বরঃ বিখ্যাতো বহ্নাং দূঃখহা মতঃ ।

নাগেশ্বরঃ কোশিকানদীতীরে তিষ্ঠতি তিষ্ঠাশঃ ॥

অনন্তেশ্বরঃ সম্প্রোক্তঃ কল্যাণসুখভাজনম্ ।

যোগেশ্বরঃ বিখ্যাতো বৈদ্যনাথেশ্বরঃ তথা ॥ ১৪

কোটীশ্বরঃ বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তেশ্বরস্তথাপি হি ।

ভদ্রেশ্বরঃ বিখ্যাতো ভদ্রনামহরঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫

চণ্ডীশ্বরঃ যঃ প্রোক্তঃ সঙ্গমেশ্বর এব চ ।

চন্দ্রেশ্বর, বৌতপাপেশ্বর সাক্ষাৎ পরমেশ্বর
অংশ । ভীমেশ্বর, সূর্য্যেশ্বর, তপ্তিকানদীতী
ত্র্যম্বক, গোকর্ণেশ, নারুকেশ, মহাপুণ্যজন
রামেশ্বর লোকপুঞ্জিত এবং জ্ঞানদায়ী নন্দেশ্বর
বিমলেশ্বর কণ্টকেশ্বর । পূর্ব্বসাগর-সঙ্গ
ধর্ম্মকেশ এবং পশ্চিমসাগরে সিন্ধেশ্বর আছেন
অপর দুই লিঙ্গ বিলেশ্বর ও অক্ষকেশ । যেখানে
শঙ্কর অক্ষক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিল
সেখানে মহাদেব স্বরূপ ধারণ করিয়া
আছেন । ১—১০ । লোক-সুখ-দায়ক শঙ্করেশ্বর
কর্দমেশ এবং সর্ক্বদাচলে কোটীশ লিঙ্গ অব
স্থিত । বহ্নীলোকের দূঃখনাশক অচলেশ্বর
কোশিকানদীতীরে নাগেশ্বর সর্ক্বদা বাস করিতে
ছেন । ইহপরলোকে সুখপ্রদ অনন্তেশ্বর, যোগে
শ্বর বৈদ্যনাথেশ্বর, কোটীশ্বর, সপ্তেশ্বর, ভদ্রেশ্বর
চণ্ডীশ্বর এবং সঙ্গমেশ্বর বর্তমান । তাহা

* শঙ্করেশ্বরঃ বিখ্যাত ইতি পাঠান্তরম্ ।

স পশ্চিমে তীরে গৌড়মেধর এব চ ॥ ১৮

শ্রীক শিশি যানি তানীহ কথিতানি তে ।

সত্যং শিশি কণ্ঠদত্তীকর ইতি স্বয়ম্ ॥ ১৯

সানুপকারার্থমমুদ্রাসুখায় চ ।

ভূতঃ সখ্যং দেবোহুনাহুট্যাং সুপুজিতঃ ॥ ২০

ব শব্দঃ সাক্ষাদংশেন সন্মম্বৈব হি ।

সে বচনং তত্ত্ব শ্রুত্বা তু পরমর্ষকঃ ॥ ২১

স্ব বচনং তত্ত্ব কথমত্রীকরো হরঃ ।

স্বঃ পরমো দেবস্তুং তু কথন মুদ্রত ॥ ২২

স্বত উবাচ ।

পট্টদ্বিশেষঃ কথ্যামি কথ্যং শ্রুতাম্ ।

কথং পরম্যং শ্রুত্বা পাতকৈর্মুচ্যতে কথম্ ॥ ২৩

সত্যং শিশি যন্ত কামদঃ নাম বৈ কনম্ ।

সত্যং কথিতোক্তপদে সিদ্ধম্ নৃণাম্ ॥ ২৪

চ বচনং পুরো হৃদির্মম কথিঃ সখ্যম্

কথিতং সাক্ষাদনুসঙ্গাসম্মিতঃ ॥ ২৫

কনকচন্দ্রোদয়ঃ কনকচন্দ্রোদয়ঃ তদা

বর্ষকী তদা সিন্দূর পিত্তঃ প্রাণিনশূন্য ॥ ২৬

সেই পৃথিবীতে দৃষ্টতে কনকচন্দ্রমঃ ।

সেইদে গৌড়মেধর অ্যাছেন পূর্বাঙ্গিকে

সবিলি অ্যাছেন, তৎকালে পরিচয় দিলাম ।

শিলিকে অত্রীকর নামে যে এক শিলি অ্যাছেন,

সেইসকল সদাশিব : তিনি অন্যত্রটি সময়ে

কত হইল। লোকোপকারের ও অনন্যস্বার্থের

বৈ কনকরূপে উদয় অবির্ত্ত হন । মহাবিদ্যা

প্রকার সূত্রের বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে,

সেই হর, অত্রীকর নামে অবির্ত্ত হইলেন

রূপে, তাহার কাম্য বল ১৪—২২ । স্বত

হইলেন, যে কথিতপ্রস্তাব । আপনাবা অতি

শ কথ্য ভিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই পবিত্র

শ্রুতিলে পাউক হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।

কনকিকে কাম্য নামে এক বিখ্যাত বল

হ, সেই বল উপহার পক্ষে উৎকৃষ্ট ।

সেই উপহার পূত্র অত্রীকরি অনন্যস্বার্থ সহিত

জ্ঞা করিলেন ; এই যনে পূর্বে কোনকালে

সাবিকী অন্যত্রটি হওয়াতে প্রাণী সকল

কত হইয়াছিল, জল পৃথিবীতে দেখা যায়

বৃক্ষাঃ শুকান্তদা সর্কে পল্লবানি ফলানি চ ॥ ২৭

নিত্যার্থং ন জলং কাপি দৃশ্যতে দুঃখিতো বধিঃ ।

সাস্ত্রং পৰ্যং ন লভ্যেত ধনবাতা শিশো দল ॥ ২৮

আবন্তকৈব ভূতানাঃ দৃষ্টা চ অধিসত্তমাঃ ।

সাম্রী চৈবাববীন্দ্রনী ময়া দুঃখং ন সজতে ॥ ২৯

সমাদৌ চ বিলীনোহভূদাসনে সংস্থিতঃ স্বয়ম্ ।

প্রাণায়ামঃ ত্রিরাশ্রয়ঃ কৃতা মূনিবরত্তল ॥ ৩০

ধ্যানতি ন পরজ্যোতিরাশ্রয়মাশ্রনা চ সঃ ।

অমিনি ধ্যানলীনে চ শিষ্যাঃ দরতো পত্নাঃ ॥ ৩১

অম্বা দিনা তদা তে তু মুকুতা তে চ গতাঃ স্বপ্নাঃ ।

তদৈকাকিনী সন্তোষঃ সেব্যমাস তৎ মুদা ॥ ৩২

পাণ্ডিবাঃ সুন্দরঃ কৃতা মনোর বিধিপূর্নকম্ ।

মানসৈরপ্যত্নৈঃ পূজ্যৈঃ শিবঃ পুরঃ ॥ ৩৩

সংস্থাপ্য অমিনৈরন সেব্যমাস বৈ তদা ।

বক্তৃত্বলিপ্তাঃ কৃতা প্রকৃতা অমিনে শিবম্ ॥ ৩৪

দত্তবঃ প্রবিশ্যন্তেন প্রতিপ্রকৃষণঃ তদা ।

সংস্থাপ্য মানবঃ সর্কে দৃষ্টা তু সুন্দরী তদা ॥ ৩৫

নাট, কৃষ্ণ তরু চইল, লবঙ্গপত্র সব হইল ।

নিত্যকর্মের নিবৃত্তি কোন কালে জল পাওয়া

পেল না, লবঙ্গিকে বায়ু বরতরূপে বহিতে

লাগিল, কৃষ্ণ সকল পত্রটীন হওয়াতে ছায়া-

রহিত চইল । ইহাতে কথি প্রাণিকণের প্রলম-

কল উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ।

সাম্রী সাম্রী শ্রীও বলিলেন, আমার এ দুঃখ

সহ হয় না । সেই সময়ে অত্রীকরি তিনবার

প্রাণায়াম করিয়া অমনোপবিত্র চইল সমাধি

হইলেন এবং আশ্রয় পরজ্যোতিকে আশ্রা দ্বারা

চিহ্না করিতে লাগিলেন । স্বামী ধ্যান হইলে

শিষ্যেরা অজ্ঞাতাবে তাঁহাকে পরিচায় করিয়া

বাইল । তখন একাকিনী অননুদ্বা হর্ষসংকারে

তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিলেন । ২০—২২

তাঁহার অগ্রে সুন্দর পার্শ্বি শিব সিংহান করিয়া

সংস্থাপনপূর্নক কথাবিধি মন্ত দ্বারা এ বাসসোপ-

চারে পূজা করিতে লাগিলেন এবং নন্দপ্রকারে

স্বামীর সেবাও করিতে লাগিলেন । বক্তৃত্বলি

হইয়া শিব ও স্বামীকে প্রদক্ষিণপূর্নক হওয়া

প্রদান করিলেন । সেইজন্যকরে তাঁহার

বিস্মলাশ্চাতবাস্ত্র তেজসা দূরতঃ স্থিতাঃ ।
 অগ্নিঃ দৃষ্টা যথা দূরে বর্জস্তে তদেব হি ॥ ৩৬
 তথেনাক তদা দৃষ্টা নায়াস্তি হি সমীপগাঃ ।
 অত্রৈব তপসৈশ্চ অনুশ্রয়া বিশিষ্যতে ॥ ৩৭
 ঋবং কালস্ত সা দেবী পরিচর্যাং চকার হ ।
 তৌ দম্পতী তদা তত্র নাগ্নাঃ কশ্চিৎ পুরঃ স্থিতাঃ ॥
 এবং জাতে তদা কালে অত্রৈব ঋষিসত্তমঃ ।
 ধ্যানে চ পরমে লীনো ন ব্যবুধ্যত কিঞ্চন ॥ ৩৯
 অনুশ্রয়পি সা সাধ্বী স্বামিনং বা শিবং তথা ।
 ভেজে নাগ্নাং পরং কিকিচ্ছানীতে স্ম চ সা সতী
 তস্মৈব তপসা সর্কে তস্মাৎ ভজনেন চ ।
 দেবাঃ ঋষয়ৈশ্চ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা ॥ ৪১
 বিস্ময়ং পরমং মত্বা দর্শনার্থং সমাযযুঃ ।
 তয়োস্তদভূতং দৃষ্টা উচুস্তে চ পরস্পরম্ ॥ ৪২
 উভয়োঃ কিং বিশিষ্টক তপসো ভজনস্ত চ ।
 অত্রৈবৈব তপঃ প্রোক্তমনশ্চাতজনং তথা ॥ ৪৩
 এতং সর্কক তে দৃষ্টা হ্যচুর্বে ভজনং বরম্ ।

সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মল হইল; যেমন অগ্নি
 দেখিয়া লোক দূরে অবস্থিতি করে, তাহারাও
 তদ্রূপ তাঁহার ভেজে দূরে রহিল, নিকটে
 আসিতে তাহাদের শক্তি হইল না। অত্রি
 তপস্তা হইতে অনুশ্রয়ার তপস্তার আধিক্য
 হইতে লাগিল। যে কালে সেই দেবী, পতি-
 পরিচর্যা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের
 অগ্রে সেখানে অগ্নি কেহই ছিল না, কেবলমাত্র
 সেই দম্পতিই ছিলেন। এই প্রকারে কাল
 অতিক্রম হইতে লাগিল, ঋষিসত্তম অত্রি
 কিছুই জানিতে পারিলেন না। সাধ্বী অন-
 শ্রয়াও স্বামী ও শিবের আরাধনায় আসক্ত
 থাকায় তিনিও কিছুই জানিতে পারিলেন না।
 ৩৩-৪০। সেই দম্পতির তপস্তার দেবতা,
 ঋষি ও গঙ্গাদি নদী সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া
 তাঁহাদের দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের অদ্ভুত
 কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগি-
 লেন, উভয়ের তপস্তার মধ্যে কাহার তপস্তার
 বেশ ও ফল অধিক? অত্রি ও অনুশ্রয়ার
 তপস্তা সমালোচনা করিয়া অনুশ্রয়ার তপস্তাকেই

পূর্ব্বৈব ঋষিভিত্তৈশ্চ হৃদয়স্ত তপঃ কৃতম্
 এতাদৃশস্ত কেনাপি ন ভব্যতোজস্রবন্ ।
 ধ্যোহয়ং তথা ধত্তা তাত্যাক ক্রিয়তে পু
 এতাদৃশং শুভকৈব ক্রিয়তে কেন সাশ্রুত
 তয়োরেবং প্রশংসাক কৃতা তে তু যথাগত
 গতান্তে চ তদা তত্র গঙ্গাঞ্চ গিরিশং কিনা
 গঙ্গা চ ভজনে শ্রীতা সাধ্বীধর্ম্মবিমোহিতা
 এনাকৈবোপকারক কৃতা গঙ্গাম্যহং পুনঃ
 শিবোহপি ধ্যানবদ্ধো বৈ গতো নৈব কৃপাং
 এবক ক্রিয়মাণে চ যজ্ঞাতং ক্রিয়তামিতি ।
 পকাশস্ত তথা চাত্র চত্বারি ঋষিসত্তমাঃ ॥ ৪২
 বর্ষাণি চ গতাস্তাসন্ বৃষ্টির্নৈবাবভবৎ তদা ।
 যাবচ্চাপ্যত্রিণা হেবং তপসা ধ্যানমাত্রিতম্ ॥
 অনুশ্রয়া তদা নৈব গৃহ্যমীতীষণা কৃত্য ।
 কদাচিচ্চ ঋষিশ্রেষ্ঠো হত্রির্ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥
 জগত্শ্চ জলং দেহীত্যাচ চ প্রিয়াং প্রতি ।
 সাপি সাধ্বীত্যবশ্তক গৃহীতা চ কমণ্ডলুম্ ॥

তাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থির করিলেন। পূর্ব্ব ঋ
 হৃদয় তপস্তা করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ
 তপস্তা কেহই করিতে পারেন নাই।
 ঋষি ধত্তা ও এই অনুশ্রয়াও ধত্তা; যেহেতু
 অদ্ভুত তপস্তা ইহাঁরাই করিতেছেন। এপ্র
 শুভকার্য্য এখন কে করিয়া থাকে? তাঁহা
 এই প্রকার প্রশংসা করিয়া তাহারা যথার
 গমন করিলেন। কেবল গঙ্গা ও মহাদেব
 করিলেন না। গঙ্গাদেবী সাধ্বীর ধর্ম্মে বি
 হিত হইয়া স্থির করিলেন যে, ইহার উপ
 করিয়া যাইব। মহাদেবও ধ্যানাকৃষ্ট হাঁ
 ইহাঁদের প্রতি কৃপা করিবেন স্থির করিলে
 হে ঋষিসত্তমগণ! এই প্রকার হইলে
 হইয়াছিল, তাহা শুনুন। ক্রমে ৫৪ বৎ
 গত হইল, তথাপি বৃষ্টি হইল না; যে পা
 অত্রি ধ্যানাবলম্বী ছিলেন, সে সময়ে অনুশ্র
 আহার গ্রহণে ইচ্ছা করেন নাই। যে
 সময়ে ঋষিবর্ষ্য ব্রহ্মবিদাংবর অত্রি, জা
 হইয়া অনুশ্রয়ার প্রতি জল বাচ্ছা করিলে
 সাধ্বী অনুশ্রয়া কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া

সেই দিন তবু জলক নীরতে কুতঃ ।
করামি ন পছামি কুতো নীরতে বৈ জলম্
উ বিদ্যমাপরাং দৃষ্টা পক্ষা সরিষরা ।
যদুজ্জ্বলিত যাবৎ সাত্ত্বীকৃত তদা হি তাম্ ॥ ৫৪
সম্মি চ তে দেবি ত্বাক্ষাং হি করোমাহম্ ।
চক্ষুঃ তদা ত্রুতা ক্রীপয়ী বচঃ সখম্ ॥ ৫৫
হং কমলপত্রাঙ্কি কুতো বা হং সমাগতা ।
কুতো চ তদা তত্র গঙ্গা বাক্যমধাত্রবীঃ ॥ ৫৬
গঙ্গোবাচ ।

মিনঃ দেবনাং দৃষ্টা শিবস্ত চ ত্রৈলোক্য চ ।
ক্ৰীঃ ধনুস্তাং বীজা স্থিতাঃ তব সন্নিধৌ ॥ ৫৭
হং গঙ্গা সমাগতা তত্ননাং তে তুচ্ছমিহ ।
কুতো হং তদা যদি কুসি হং তঃ ॥ ৫৮
কুতো গঙ্গা সাম্রী নমস্ততা পূবঃ স্থিতা ।
কচ চ জলং সেহি প্রসন্নং হং মমাদুনং ॥ ৫৯
অনন্তরং ত্রুতা গঙ্গা বাক্যমধাত্রবীঃ
কি বাক্য তং কুতঃ স্থিতং কমলপত্রাঙ্কিঃ
তস চ প্রবীষ্টা চ জলরূপমভূঃ তদা ॥ ৬০

মন করিলেন এবং তখিত ল'লিলেন কোথ
ই কোথা হইল জল পাইব পক্ষসেবী
ঈহকে এই প্রকার ভাবিতা দেখিয়া অচমক
করিলেন এবং ঈহাকে বলিলেন, হে দেবি!
যদি এসরা হইয়াছি, তোমার কোন আশ
পান করিব? ক্রীপয়ী হইয়া বাক্য করিয়া
করিলেন, হে কমলপত্রাঙ্কি! তুমি কে? কোথ
হইতে আসিয়াছ? অনন্তর এই প্রকার বলিলে,
গঙ্গা বলিলেন, তোমা কর্তৃক সাম্রী ও শিবের
সেবা দেখিয়া এবং তোমাকে সাম্রী ধনুস্তা
দেখিয়া আমি বিম্বিতা হইয়াছি। হে তুচ্ছমিহে!
আমি গঙ্গা তোমার উপাত্ত দেখিতে আসিয়াছি
এবং অত্যন্ত প্রীতা হইয়াছি, বহা ইচ্ছা
কর প্রার্থনা কর। ৫১—৫৮। সাম্রী ঈহকে
প্রণাম করিয়া করিলেন, আপনি যদি আমার
এতি এসরা হইয়া থাকেন, তবে জল দান
করুন। গঙ্গা এই কথা শুনিয়া ঈহাকে একটা
পদ করিতে আদেশ করিলেন, অনন্তরও তৎ-
ক্ষণে পদ করিলে, গঙ্গা তাহাতে প্রবেশ করিয়া

আশ্রয় পূর্য্য গঙ্গা জলক গৃহীতঃ তদা ।
উবাচ বচনং হেজ্ঞানাকানাং সুখহেতবে ॥ ৬১
যদি ত্বক প্রসন্নো মে কৃপা চ বর্ততে ময়ি ।
তাবৎ তদা চ স্বাতন্যং যাবৎ সাম্রী সমাত্রেয়ং ॥
গঙ্গোবাচ ।

গুণ দেবি বচন্তস্ত যদা চ স্বীকৃতঃ তদা ।
যদা হং মাসমাত্রস্ত ফলং দাতুমি মেহনষে ॥ ৬২
ইত্যুক্ত চ তদা তত্র তনয়পি কৃতঃ তদা ॥ ৬৩
গৃহীতা চ জলং ততঃ পূর্ণতঃ সর্কসেহিনাম্ ।
অনন্তরং মিনে দত্তং দত্তা চ পূর্ণতঃ স্থিতা ॥ ৬৪
কথিতংপি জলেনৈব আচম্য বিধিপূর্ণকম্ ।
পক্ষা ততঃ জলং ততঃ শীতং পূর্ণমবাপ ॥ ৬৫
পূর্ণমাত্রাষ্টকং লজ্জা পূর্ণং বিদ্যমাপতঃ ।
অতঃ নিতঃ জলং যতঃ শীততঃ ততঃ ন হি ॥
ইতি বিচায়া তেনৈব পকিতং স্নানলোভিতম্ ।
ততঃ দৃষ্টা পূর্ণমলোকা দিশো রক্তস্রাতরা ।
ইবাচ তামুদিতো ন তাতঃ বর্ষকঃ পূনঃ ॥ ৬৬

জলময়ী হইলেন তখন অনন্তর অতি আশ্রয়-
স্থিত হইল জল পূর্ণকপূর্ণক লোকসুখের জন্য
এই কথা বলিলেন, যদি আপনি এসরা হইয়া
থাকেন এবং আমার এতি আপনার কৃপা থাকে,
তবে যে পর্য্যন্ত আমার সাম্রী না আসিতেছেন,
সেই পর্য্যন্ত আপনি এখানে থাকুন গঙ্গা
বলিলেন, হে দেবি! আমি সত্য করিতেছি, প্রণাম
কর; আমি থাকিতে পারি, যদি তুমি আমার
তপস্যার এক মাসের ফল আমাকে দাও। তিনি
তদা বীকার করিলেন। ৬১—৬৪। সকল দেবীর
দৃষ্টত সেই জল আনিয়া সাম্রীকে দিয়া অনন্তর
অগ্রে গঙ্গাইলেন। কবি কবাবিবি আচমন
করিয়া সেই নির্মল জল পান করত বক-বক
অনুভব করিলেন। অত্যন্ত সুখলাভ হওয়াতে
বিশ্রাসিষ্ট হইয়া কবি কবে কবে ভাবিলেন, কি
আশ্রয়! নিজ যে জল পান করি, সে জল
তো নয়, এই ভাবিয়া চকুচকি চাইলেন, যেখন
কুক সকল শুক, বিকৃ সকল রক্তকর। এতল
অনন্তরও মনিনা মিনি প্রবীষ্টা মনিনাম

তদুক্তং তং সমাকর্ণা নাথ নেতি প্রিয়া তদা ।
 তামুবাচ পুনঃ সোহপি জলং নীতং কুতস্তয়া ॥৬৯
 ইত্যুক্তে চ তদা তেন বিস্ময়ং পরমং গতা ।
 নিবেদ্যতে ময়া চেত্বে তদোৎকর্ষো ভবেন্নম ॥৭০
 নিবেদ্যতে যদা নৈব ব্রতভঙ্গো ভবেন্নম ।
 নোভয়ক যথা স্তাদ্বে নিবেদ্যং তং তথা ময়া ॥৭১
 ইতি যাবদ্বিচার্যোত তাবং পৃষ্টা পুনঃপুনঃ ।
 উবাচ ক্ষমতাং স্বামিন্ যথার্থং কথ্যামি মে ॥ ৭২

অনুশ্রবোবাচ ।

শঙ্কবস্ত্র প্রতাপাচ্চ তথৈব সেবনাং তব
 গঙ্গা সমাগতা চৈব তদীয়স্ব ভ্রমং শুভম্ ॥ ৭৩
 এবং বচস্তদা শ্রুত্বা মুনির্বিম্বিতমানসঃ ॥ ৭৪
 উবাচ সুন্দরি হৃৎ সত্যং বাথ বালীককম্
 ব্রবীষি চ যথার্থং তং ন মত্তো দুর্লভস্তিদম্ ॥ ৭৫
 অসাধ্যং যোগিভির্ধ্বজ দেবৈরপি সদা শুভে ।
 তচ্চৈবাদা কথং জাতং বিস্ময়ো পরমো মম ॥৭৬

প্রিয়ে! বর্ষণ তো হয় নাই? পত্নী স্বামীকে
 কহিলেন, “বর্ষণ হয় নাই।” কৃষি পুনর্বার
 কহিলেন, তুমি তবে কোথা হইতে জল
 আনয়ন করিলে? কৃষি ইহা বলিলে, পত্নী
 অনসূয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ও ভাবিলেন,
 “যদি আমি সত্য বলি, তাহা হইলে আমার
 উৎকর্ষ খাপন হয়, যদি না বলি তাহা হইলেও
 আমার ব্রতভঙ্গ হয়। যাহাতে উভয় রক্ষা হয়,
 ইহা করিতে হইবে।” অনসূয়া যে সময়ে
 এবংবিধ চিন্তা করিতেছেন, কৃষিও সে সময়ে
 পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ৬১—৭২।
 অনসূয়া কহিলেন, হে স্বামিন্! যথার্থ বলিব,
 শ্রবণ করুন। শঙ্করের রূপায় ও আপ-
 নার সেবায় গঙ্গা এ স্থানে আসিয়াছেন, তাঁহার
 এই নিষ্কল জল, মুনি এই বাক্য শুনিয়া
 বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, হে সুন্দরি!
 তুমি সত্য কহিতেছ কি মিথ্যা কহিতেছ?
 আমি যথার্থ ভাবিতেছি না; যেহেতু এই জল
 অত্যন্ত দুর্লভ। যোগীর যাহা সাধ্য নয়, দেব-
 তারা যাহা করিতে পারেন না, তাহা অন্য কিরূপে
 হইল? একান্ত আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ

যদোবং দৃশ্যতে চেত্বে তদুৎকর্ষেইহক নাশ্চকা ।
 ইতি তস্ম বচঃ শ্রুত্বা স্বামিনো বচনং পুনঃ ॥ ৭০
 আগম্যতাং তয়া নাথ দ্রষ্টুমিচ্ছা ভবেদ্যদি ॥
 ইত্যুক্তা তু সমাদায় গতা যত্র সরিষরা ॥ ৭১
 দর্শয়ামাস তাং তত্র গর্ভে চ সংস্থিতাং স্বয়ম্ ।
 তত্র গতা ঋষিশ্রেষ্ঠো গর্ভক জলপূরিতম্ ॥ ৭২
 আকর্ষ্য সুন্দরং দৃষ্ট্বা ধন্তেয়মিতি চাত্রবীং ।
 কিং মদীয়ং তপতৈঃ কথং যেষাং পুনস্তদা ॥ ৭৩
 শ্রুত্বা শ্রুত্বা চ স স্নাতঃ সুভগে দুর্লভে জলে ।
 আচমা পুনরেকত্র স্ততিং চক্রে পুনঃপুনঃ ॥ ৭৪
 অনুশ্রয়পি সংস্রাতঃ সুন্দরে চ জলে তদা ।
 নিত্যং ৭৫ পুনঃ সোহপি সাপি চৈব তথা পুনঃ
 তদোবাচ পুনর্বার গম্যতে চ ময়াধুনা ।
 ইত্যুক্তে চ পুনঃ সাধ্বী তামুবাচ সরিষরাম্ ॥ ৭৬
 যদি প্রসন্ন দেবেশি যদাস্তি চ রূপা ময়ি ।
 মহতাক সত্যবৎ নাস্তীকৃতং পরিত্যজে ॥ ৭৭

হইতেছে যদি তুমি ইহা দেখাইতে পার
 তাহা হইলে বিবাস করি। অনসূয়া স্বামী
 বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে নাথ! যদি আপন
 দেহিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, ও আসুন। এই
 বলিয়া অনসূয়া সেখানে গঙ্গা ছিলেন, স্বামী
 সহিত সেখানে যাইলেন এবং গর্ভে তাঁহার
 দেখাইলেন। কৃষিশ্রেষ্ঠ সেখানে যাইয়া, আকা
 সুন্দর জলপূর্ণ গর্ভ দেখিয়া নিজ পত্নীকে ধন্যবাদ
 দিলেন এবং কহিলেন, আমার তপস্শ্রমই বা কি
 অন্যের তপস্শ্রমই বা কি? ইহার তপস্শ্রম
 তপস্শ্রম ৭৩—৮০। তিনি পুনঃপুনঃ স্তব করিয়া
 সেই সুভগ দুর্লভ জলে স্নান ও আচমন করিয়া
 পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন। অনসূয়া
 সেই জলে স্নান করিলেন এবং উভয়ে নিজকর্ম
 সম্পন্ন করিলেন। তখন গঙ্গা কহিলেন,—আমি
 এখন চলিলাম। গঙ্গা এই বাক্য কহিলে
 সাধ্বী অনসূয়া কহিলেন,—হে দেবেশি! উচিত
 অনুচিত বাহাই কেন হউক না, যে কার্য
 সৌকার্য করিব, তাহা পরিত্যাগ না করিয়া
 মহৎ ব্যক্তিগণের কৃত্যবঃ যদি আমার এ

শিচব সমাধা অসমাপ্য ভবেদিহ ।
 বৃকৃ কৃপাং কর্তুমর্হসি মে সরিষরে ॥ ৮৫
 কৃ প্রবিপাতেন স্তব্ধা স্তব্ধা পুনঃপুনঃ ।
 ত্রিবিধাং তত্র কৃদ্বা স্তবনমুত্তমম্ ॥ ৮৬
 চ চ পুনর্গত্যাং কৃপাং কুরু মমোপরি ।
 বৃকৃ পুনঃ সাধ্বী ত্বয়া হেয়ং অপোবনে ॥ ৮৭
 তপি তথা হত্র হেয়কৈব সরিষরে ।
 তৎ তৎ কৃদ্বা গঙ্গা বাক্যমথাত্রবীং ॥ ৮৮
 ত্রিনসমুত্তং ফলাং বর্ষস্ত বহুসি ।
 ত্রিন ফলকৈব বহুসি পূজনোত্তমম্ ॥ ৮৯
 হস্তে বরারোহে লোকানামুপকারণাং ।
 দ্যনেন মে তুষ্টিঃ শ্রানেনৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৯০
 ব্রাপ্যথবা বোগৈধবা পাতিব্রতেন চ ।
 ততঃ ক্বা দৃষ্টা মনসঃ প্রীণনং ভবেৎ ॥ ৯১
 ন তুধ্যতে দেবি ক্বা সাধ্বীং প্রাপ্ত চ ।
 মে পাপনাশো বৈ দৃষ্টা পাতিব্রতং প্রিয়ে ॥ ৯২
 কৃ যদি লোকস্ত হিতার্থং তৎ প্রযচ্ছসি ।
 কৃ হিতং বাস্তে যদি কল্যাণমিচ্ছসি ॥ ৯৩

॥ হইয়া থাকেন এবং যদি আমার
 । আপনার দয়া থাকে, ত একটী বিষয়
 র করিতে হইবে। হে নন্দপ্রপ্রে-
 কে দয়া করিতে হইবে। ৮১—৮৫। এই
 ॥, প্রবিপাত ও স্তব করিতে লাগিলেন।
 কবিও স্তব করিয়া, গঙ্গার নিকট প্রার্থনা
 সন যে, আমার প্রতি কৃপা করুন। তাঁহারা
 এই গঙ্গাকে কহিলেন যে, হে সরিষরে!
 নি অপোবনে অবস্থিতি করুন। তাঁহাদের
 । ওনিয়া, গঙ্গা কহিলেন,—হে সাধ্বী।
 বৎসরের শরদাঘনার ও দ্বাদশ-সেবার ফল
 আমাকে দাও, তাহা হইলে লোকোপকারের
 ৩ আমি এই অপোবনে অবস্থিতি করি।
 ত্রজ দর্শনে আমার বেক্ষণ সন্তোষ হয়, দান,
 পূজা দান, বজ্র এবং বোম দ্বারাও সন্তোষ
 হয় না, পতিব্রতের দর্শনে আমারও পাপ-
 হয়। ৮৬—৯২। লোকের হিতের নিমিত্ত
 যদি বর্ষপরিমিত পুণ্যকল প্রদান কর ও
 প্রার্থনা কর, তাহা হইলে, আমি প্রদান

ইত্যেবং বচনং কৃদ্বা দদৌ বর্ষসমুত্তমম্ ।
 মহতাক স্বভাবোহস্তি পরেবাং হিতমাবহেৎ ॥ ৯৪
 সুবর্ণং তত্র বৈ দৃষ্টং চন্দনেক্ষুরসং তথা ।
 আশ্রয়ানং পীড়য়িত্বা তু পরেবামুপকারকম্ ॥ ৯৫
 মনো লয়ং ভবেৎ নং নাত্র কুর্ধ্যাচ্চিচারণাম্ ।
 পার্থিবে রূপকে শত্রুঃ হিতো যো বৈ তদা হয়ম্ ॥
 প্রসন্নোহস্মি বরং ব্রাহ্মি প্রিয়ে প্রিয়তরাসি মে ।
 পকবন্ধাদিসংযুক্তং হরং প্রেক্ষ্য সুবিস্মিতো ॥ ৯৭
 যদি প্রসন্নো দেবেশ প্রসন্নো জগদম্বিকা ।
 তদ্যঃ বৃকৃ যনে দেব লোকানাং সুখকারণাং ॥ ৯৮
 তিষ্ঠ তং পূজয়া দেব লোকানাং সুখদো ভব ।
 প্রসন্নো চ যদা গঙ্গা তদা চৈব মহেশ্বরঃ ॥ ৯৯
 উভৌ তৌ চ হিতৌ তত্র ব্রহ্মসীদ্বিসমুত্তমঃ ।
 অত্রীশ্বরঃ, নামাসীদীশ্বরঃ পরমঃ বহুঃ ॥ ১০০
 গঙ্গা চাপি তদা তত্র হিতাপি চোম্বা সহ ।
 তন্মিনং হি সমারভ্য তত্রাক্ষর্যং জনং সদা ॥ ১০১

অবস্থিতি করি। অনন্তর এককিঞ্চিৎ বাক্য ওনিয়া
 বর্ষসমুত্তম পুণ্য তাঁহাকে দান করিলেন। পরে
 হিতকারক। মহঃদীপের বস্তাবই! দৃষ্টান্ত
 দেখ,—সুবর্ণ, চন্দন, ইন্দু ইত্যাদি আশ্রয়কে
 পীড়িত করিয়া, অস্ত্রের উপকার করে। গঙ্গা,
 পুণ্যকল প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই হির করিলেন,
 অস্ত্র কিছু বিচার করিলেন না। অনন্তর শত্রু,
 পার্থিবরূপে অবস্থিতি করিয়া কহিলেন,—হে
 অনন্তরে! বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার নিকট
 অতি প্রিয়া হইয়াছ। তিনি পকবন্ধাদি সংযুক্ত
 বস্ত্রকে দেখিয়া, অতি বিস্মিত হইলেন এবং
 কহিলেন, হে দেবেশ! যদি আপনি ও জগ-
 দম্বিকা গঙ্গা প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত, লোকের
 সুখের নিমিত্ত এই যনে দান করুন ও বৎসর-
 সকলের সুখ বিধান করুন। গঙ্গা ও মহেশ্বর
 প্রসন্ন হইয়া কবি যে যানে থাকিলেন, সেই
 যানে স্থিতি করিলেন। এই অস্ত্র ইন্দ্র পদ-
 চূষহারী অত্রীশ্বর নামে খ্যাত হইলেন। ৯৩—
 ১০০। সে যানে পার্শ্বভীও গঙ্গার নিকট অব-
 স্থিতি করিলেন। সেই দিন অস্ত্র

হস্তমাত্রক তদুপাস্তমুদককাক্ষঃ তদা ।

তত্রৈব ঋষয়ো দিব্যাঃ সমাজগাঃ সহস্রনাঃ ॥ ১০২

তীর্থাঃ তীর্থাচ্চ যে সর্কে তে সর্কে চ সমাগতাঃ ।

যবাশ্চ ত্রীহয়টৈঃ ব ক্লানি বিবিধানি হ ॥ ১০৩

তত্রাসংস্ মুনিশ্রেষ্ঠা বনং কামকলপ্রদম্ ।

সর্কে তে ঋষটৈঃ যজ্ঞযোগপরায়ণাঃ ।

কশ্মভিতৈঃ সন্তুষ্টা বৃষ্টিং চকুঃ সদা ভভাম্ ॥ ১০৪

আনন্দং পরমং লোকে যত্র তে ব্রতমুত্তমম্ ।

অত্রীশ্বরম্ মহাস্বয়ং ক্রুত্ব কল্যাণমাপ্ন য়াং ॥ ১০৫

ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং

গঙ্গামাহাত্ম্যাবর্ণনং নামৈকচত্বা-

রিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শ্রয়তামৃষয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ।

ব্যাসস্তেব মুখাচ্ছ্রুত্বা কথয়ামি যথাশ্রুতম্ ॥ ১

জন অক্ষয় হইয়া রহিল স্বর্গীয় ঋষিরা হস্ত-
পরিমিত অক্ষয়জন সেই গভীর নিকটে সস্তীক
আসিয়া বাস করিলেন । তাঁহারা তীর্থান্তরাসী
তাঁহারা সেই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া সেখানে বাস
করিলেন এবং সে স্থানে যদ্য দাত্ত, বিবিধ কল
হইতে লাগিল । এই প্রকারে যজ্ঞভূপপরায়ণ
ঋষিরা কামকলদায়ী সেই বনে বাস করিতে
লাগিলেন । দেবতারা কস্মে তুষ্ট হইয়া পরি-
মিত বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । অত্রীশ্বর সন্নি-
ধানে ঋষিগণ উত্তম ব্রত অনুষ্ঠান করাতে জগ-
তের অনাবৃষ্টি-হঃখ ঘুচিয়া পরমানন্দ লাভ
হইল । অত্রীশ্বরের মহাস্বয়্য প্রবণ করিলে
সুভ হয় । ১০১—১০৫ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ ! পাপ-
নাশিনী কথা শ্রবণ করুন । ব্যাসমুখে আমি

ঋষি উচুঃ ।

সূত জানাসি সকলং বস্তু ব্যাসপ্রসাদতঃ ।

তবজ্ঞানং ন বিদ্যেত তস্মাৎ পৃচ্ছামহে বয়ম্ ।

লিঙ্গ-চ পৃচ্ছাতে লোকৈকন্তং ত্বয়া কথিতকং যং

তং তথৈব ন চাশ্রয়া কারণং বিদ্যতে ত্বিহ ॥

সূত উবাচ ।

কলভেদকথা চৈব শ্রুতা চৈব ময়া পুনঃ ।

তদেব কথয়াম্যস্য শ্রয়তামৃষিসন্তমাঃ ॥ ৪

পুরা দাক্ষবনে জাতং যদ্বিস্তৃত্ব বিজ্ঞানম্ ।

তদেব শ্রুত্যাং সম্যক্ কথয়ামি যথাশ্রুতম্ ॥ ৫

দাক্ষ নাম বনং শ্রেষ্ঠং তত্রাসমৃষিসন্তমাঃ ।

শিবভক্তাঃ সদা নিত্যং শিবধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৬

ত্রিকালং শিবপূজাক কুর্কতি স্ম নিরন্তরম্ ।

স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দেবং মমৈবৈ কষিসন্তমাঃ ॥ ৭

এবং সেবাং প্রকুর্কতো ধ্যানমার্গপরায়ণাঃ ।

তে কদাচিৎনে যাতাঃ সমিলাহরণায় চ ॥ ৮

এতন্নিম্নস্তরে সাক্ষাচ্ছকরো নীললোহিতঃ ।

বিরূপক সমাস্বয় পরীক্ষার্থং সমাগতঃ ॥ ৯

দিগমরোহিতভেদদী ভূতিভূষণভূষিতঃ ।

যাহা শুনিয়াছি, তাহাই কহিব । ঋষিরা কহি-
লেন, হে সূত ! তুমি সকল বিষয়ই ব্যাসের
গ্রহে জানিয়াছ, তোমার অজ্ঞানতা নাই ; এক
আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, লোকে যে লি-
প্তা করে, তাহার কারণ তুমি বলিয়াছ, তত্ত্ব
আর কোন কারণ আছে কি না ? সূত কহিলেন
হে ঋষিসন্তমগণ ! কলভেদ কথা শুনিয়াছি, তা-
হাই কহিব, শ্রবণ করুন । পুরাকালে দাক্ষ
বনে ব্রাহ্মণদের যাহা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ
করুন, যথাশ্রুত কহিব । দাক্ষ নামক শ্রেষ্ঠ ঋ-
ষিরা বাস করিতেন । সকলে শিবভক্ত শি-
বধ্যানপরায়ণ ; তাঁহারা ত্রিকালে শিবপূজা করি-
তেন এবং ধ্যানমার্গপরায়ণ হইয়া নানাবিধ
ও মন্ত্র দ্বারা শিবাসেবা করিতেন । কো-
সময়ে তাঁহারা সমিলাহরণের নিমিত্ত বনমধ্যে
গমন করিলেন । এই সময়ে সাক্ষাৎ নীললোহি-
তাকর অশোণা রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের পরী-
ক্ষার নিমিত্ত আসিলেন । শিবের ক্রটিতে বস নাই

৫টাকৈ কটাকৈ হস্তে লিখক ধারয়ন ॥ ১০
নাশি মোহন শ্রীপামাজনাম হরঃ স্বয়ম্ ।
২ দৃষ্টা কবিপদ্যস্তাঃ পরঃ আসমুপাগতঃ ॥ ১১
হিন্দু বিমিতাশ্চ সমাজগুণত্বা পুনঃ ।
লিঙ্গিসুত্তা চাশ্রাঃ করং হৃদা তথাপরাঃ ॥ ১২
রূপরস সংহৃদ্যাতকৈষ বিজ্ঞানাম্ ।
তন্মিলেব সময়ে কবিবধ্যাঃ সমাগমন্ ॥ ১৩
কল্পং কল্পং দৃষ্টা হৃদিতাঃ ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ।
৪ হৃদয়মুপ্রাপ্তাঃ কোহয়ঃ কোহয়ঃ তথাক্রবন্
৫ চ নোক্তবান্ কিকিঃ তদা তে পরমবয়ঃ ।
চুস্তং পুরুষং তে বৈ বিকল্পং ক্রিয়তে তদা ॥ ১৪
কৌকেব লিঙ্গক পততাঃ পৃথিবীতলে ।
হুতে তু তদা তৈস্ত লিঙ্গক পতিতং কলাঃ ॥ ১৫
লিঙ্গকবিবঃ সর্গঃ সদা যঃ পুরুষিতম্ ।
৬ যত চ জ্ঞাতি তত তন্ন দহেঃ পুনঃ ॥ ১৬
তলে চ গতং তচ্চ সর্গে চাপি তথৈব চ ।
মো সর্গত তদ্ভাস্তং কুত্রাপি তং স্থিতং ন হি ॥

এই ভাষাচ্ছাতি অতি ভেদবী এবং তাঁহার
কত চেষ্টা, বিকৃত কটাক, তিনি হস্ত ধার্য
করিয়া শ্রীদেব মন মোহিত করিয়া
গমন করিলেন । কবিপদ্যের তাহারক দেখিয়া
ভিত্তি হইলেন । ১—১১ । কোন কোন
বিপদ্যের ব্যাখ্যা ও বিমিত হইয়া তথায় আসি-
ল । অপরেরা সেই শিবের হস্ত ধরিয়া
সম্পন্ন আশিষ্টন করিতে লাগিলেন । এই
সময়ে কবিরা আসিলেন । তাঁহার এইরূপ
কটাক্যপার দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন
২ হৃদিতাঃ কল্পে “কে এ কে এ” বলিতে
গিলেন । যখন সেই বিকল্প পুরুষ কিছু বলি-
ল না, তখন তাঁহার বলিলেন, তুমি বিকল্প-
ক করিতেছ কেন ? তোমার লিঙ্গ
ধীবীতলে পতিত হউক । এই কহিলে
স তৎকথাঃ পতিত হইল । সেই লিঙ্গ
এ বাহা ছিল, তৎসমুদয় লুপ্ত করিল
৩ যেখানে যেখানে বাইতে লাগিল,
সকলই দহ করিতে লাগিল । পাড়ালে, সর্গে,
ধীবীতে, বাইল, কোন স্থানে

লোকাণ্ড ব্যাভুলা জাতা কবিরূপেপি হৃদিতাঃ ।
ন শর্য লোভিরে কাপি দেবাণ্ড কবিরূপা ॥ ১২
তে সর্গে চ তদা দেবা কবিরূপে চ হৃদিতাঃ ।
ন জ্ঞাতাশ্চ শিবো যেষ্ট ব্রহ্মাণঃ শরণং যযুঃ ॥ ১৩
তত্র গতা তু তং সর্গং কথিতং ব্রহ্মণে তদা ।
ব্রহ্মা তদচনং ক্রমা প্রোবাচ কবিসমুদয়ান্ ॥ ১৪
ব্রহ্মোবাচ ।
জ্ঞাতারণ্ড ভবন্তো বৈ কুর্কৃষ্ণি গহিতং পুনঃ ।
অজ্ঞাতারো যদা কৃষ্ণাঃ কিং পুনঃ কথ্যতে তদা ॥
বিক্রোধেব শিবঃ দেবাঃ কুশলঃ কঃ সমীহতে ।
১৫ সমাগতং দূরাদতিথিং যঃ পরামুবেৎ ॥ ১৬
তত্তেব মুকুতং নাহি যদ্যক হৃদিতং পুনঃ ।
সংস্থাপ্য চাতিথ্যাত কিং পুনঃ শিবমেব চ ॥ ১৭
বাবাস্তবং বিদ্যং নেব জ্ঞাতাঃ ত্রিতয়ঃ শুভম্ ।
জ্ঞাতো ন তদা কাপি সত্যমেতদনামহম্ ॥ ১৮
ভবন্তি তথা কথ্যং যদা পাদ্যং ভবতিদহ ।
হৃদিতাঃ প্রথমোচুঃ কিং কথ্যং তং সমর্থকম্

লোকসকল ব্যাভুল হইল, কবিরা হৃদিত হই-
লেন । দেবতা-কবিরা কোথায়ও হৃদ্যাত
করিতে পারিলেন না । তখন দেবতা-কবিরা
শিবকে জানিতে ন পারিয়া ব্রহ্মার শরণ গহি-
লেন ১২—১৩ । সেখানে বাহ্য ব্রহ্মকে
সকল নিবেদন করিলেন । ব্রহ্মা তাহদের কথা
ওনিয়া বলিলেন, তেহরা জানী হইয়া
পাঠ কাব্য করিতেছ, যখন অজ্ঞানীরা একপ
করিব, তখন কি বলিব ? হে হে দেবগণ ।
শিবের সাহিত্য বিরহ করিয়া কে কুশল লভ
করিবে ? পূহাপত আজকে যে অবমানন করে,
আজি তাহার মুকুত লইয়া নিজ হৃদিত তদকে
অর্পণ করিয়া গমন করে ; শিবকে অপমান
করিলে যে কি হয়, তাহা কহিতে পারি নী । যে
পাঠ লিখ ছিন্নকর অবমানন না করিতেছে,
সেই পাঠ ত্রিভুতের কোথায়ও শুভ হইবে
না, ইহা সত্য কহিতেছি । তেহাদের সেই
কাব্য করা উচিত, বাহ্যতে এই ভবতে বাহ্য
হয় । ব্রহ্মার বাক্য ওনিয়া দেবতা-কবিরা

ইত্যুক্তঃ তদা ব্রহ্মা তান্ প্রোবাচ তদা স্বয়ম্ ।
 আরাধ্য গিরিজাং দেবীং প্রার্থয়ধ্বং শুভাং তদা ॥
 যোনিকপং ভবেচ্চৈষে তদা তং স্থিরতাং ভজেৎ ।
 তদা প্রসন্নঃ তাং দৃষ্ট্বা ভদ্রেবং কুরুতে পুনঃ ॥২৮
 কুন্তমেধং তদা স্থাপ্য কুন্তাষ্টদল সমম্ ।
 তদুপরি শ্রুসেং তক ঔষধীভিঃ সমম্বিতম্ ॥ ২৯
 দক্ষা-যবাকুটৈস্তত্র তীর্থোদকং প্রপূরয়েৎ ।
 মস্ত্রেৎ বেদভূতৈঃ মন্ত্রয়েৎ কুন্তমুত্তমম্ ॥ ৩০
 তন্নিঃসৃত্য তজ্জলেনৈব সেচয়েৎ পরমর্ষকঃ ।
 শতরুদ্রিয়মস্ত্রেস্ত প্রোক্ষিতং শান্তিমাশ্রুয়াৎ ॥ ৩১
 গিরিজাযোনিকপক বাণং স্থাপ্য শুভং পুনঃ ।
 তত্র লিঙ্গক তং স্থাপ্য পুনর্নৈব তিমম্বয়েৎ ॥ ৩২
 গন্ধৈঃ চন্দনৈঃ পুষ্প-বৃন্দাদিভিস্তথা ।
 দীপারাত্রিকপূজাভিস্তাষয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৩
 প্রণিপাতেঃ স্তবৈস্তক বাদ্যং গানং তদা পুনঃ ।
 বস্ত্রায়নং ততঃ কৃত্বা জয়েতি ব্যাহরেৎ ততঃ ॥৩৪
 প্রসন্নো ভব দেবেশ জগদাক্লাদকারক ।
 কৰ্ত্তা পালয়িতা ত্বক সংহর্ত্তা পুনরেব চ ॥ ৩৫

আদেশ করুন । তাঁহারা এইরূপ করিলে
 ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, মঙ্গলদায়িনী গিরিজা
 দেবীর আরাধনা কর, তিনি যদি প্রসন্ন হইয়া
 যোনিকপ ধারণ করেন, তহা হইলে এই লিঙ্গ
 স্থিরভাবে অবলম্বন করিবে । মহাদেবের আরা-
 ধনার নিয়ম এই প্রকার করিবে । অষ্টদল পদ্ম
 আকিয়া তদুপরি দক্ষা, যবাকুট এবং ঔষধি-
 সম্বিত এক কুন্ত স্থাপনা কর, এবং তাহা
 তীর্থজলে পূর্ণ করিবে । বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা কুন্ত
 অভিমন্ত্রিত করিবে । হে ঋষিসম্মগণ ! সেই
 জল দ্বারা লিঙ্গকে অভিষেক করিবে । শত-
 রুদ্রিয় মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত হইলে শান্তি
 প্রাপ্ত করিবে । ২১—৩১ । গিরিজাযোনি-
 স্বরূপ বাণ উদ্যম স্থাপন করিয়া তাহাতে
 সেই লিঙ্গ স্থাপন করিয়া অভিমন্ত্রিত করিবে ।
 গন্ধ চন্দন পুষ্প ধূপ দীপ আরাত্রিক
 পূজা দ্বারা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবে । প্রণি-
 পাত স্তব বাদ্য গান করিবে । এই প্রকার
 বস্ত্রায়ন করিয়া অর্চনা করিবে । হে দেবেশ !

জগদাদির্জগদ্বোমির্জগদন্তর্গতোহপি চ ।
 পালয়ন্ সর্বলোকাং চ শান্তো ভব সদাশুভ ॥
 এবং কৃতে চ ব্রাহ্ম্যং বৈ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ
 ইত্যুক্তান্তে তদা দেবাঃ প্রণিপত্য পিতামহম্ ॥
 শিবস্ত শরণং গত্বা প্রার্থিতঃ শঙ্করস্তদা ।
 পূজিতঃ পরয়া তক্ত্যা প্রসন্নঃ শঙ্করস্তদা ॥ ৩৬
 পার্শ্বতীক বিনা নাত্মা লিঙ্গং ধারয়িতুং কমা ।
 তদা গুতক শান্তিক গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৭
 গৃহীত্বা চৈব ব্রহ্মাণং গিরিজা প্রার্থিতা তদা ।
 প্রসন্নঃ গিরিজাং কৃত্বা কুন্তমুত্তমম্ ॥ ৩৮
 পূর্বোক্তক বিধিঃ কৃত্বা স্থাপিত্য লিঙ্গমুত্তমম্ ।
 মন্ত্রোক্তেন বিধানেন দেবৈঃ চ ঋষিভিস্তদা ॥ ৩৯
 স্তবনৈঃ পূজনৈর্মন্ত্রৈঃ সন্তোষ্য কুন্তমুত্তমম্ ।
 স্থিতঃ সমাক্ পরং কৃত্বা সর্বোবাং ধর্মহেতবে
 শিবোহপি রূপয়া যুক্তো হব্রবীং পরমং বচঃ ।
 প্রসন্নঃ মাংস আনাত হৃৎ শ্রীং সর্বদা নৃণাম্

প্রসন্ন হও হে জগদাক্লাদকারক ! তুমি ক
 তুমি পালক, তুমি সংহারক, তুমি জগত
 আদি, তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া
 তুমি জগতের অন্তর্গত হইয়াও সকল লোক
 পালন করিতেছ, হে শুভ ! শান্ত হও । এ
 প্রকারে স্তব করিবে । এইরূপ করিলে নিশ
 ব্রাহ্ম্য হইবে । দেবতারা এই প্রকার অতিরি
 হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন
 অনন্তর শিবের শরণাপন্ন হইয়া দেবতা-ঋষি
 পরম ভক্তিসহকারে পার্শ্বব শিব পূজা করি
 লাগিলেন ; শঙ্কর, আরাধনার সন্তুষ্ট হইলেন
 পার্শ্বতী বিনা অত্মা লিঙ্গ ধারণ করিতে সমা
 হইবে না, তিনি ধারণ করিলেই শান্তি হই
 দেবতা-ঋষিরা এই বিবেচনা করিয়া ব্রহ্ম
 অগ্র করিয়া গিরিজাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থ
 করিলেন । পার্শ্বতী তাহা পূর্ণ করিলেন । দে
 ঋষিরা পূর্বোক্ত বিধি দ্বারা ব্রাহ্ম্যমন্ত্রে উ
 লিঙ্গ স্থাপন করিলেন । স্তব পূজা মন্ত্র দ্বা
 সকল লোকের সুখের নিমিত্ত মহাদেবকে পরি
 তুষ্ট করত অবস্থিতি করিলেন । শিবও রূপায়
 হইয়া বলিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, লোক

কৃত্যে চ তদা তেষাং প্রসঙ্গাঃ সৰ্বদেবতাঃ ।
 ১৫ প্রণম্যৈব স্তব্ধা স্তব্ধা পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪
 না বিজ্ঞান্য চাপি কুদ্রেণৈব পুনঃস্তব্ধা ।
 ১৬ সৰ্বদা হৃৎকাত্রে তৈস্তব্ধা চ দ্ব্যমুত্তিঃ ॥ ৪৫
 কান্য স্থাপিতে নিজে কল্যাণকাত্মকং তদা ।
 ১৭ নৈবৈকৈব যদ্বিসং নিজেমেতং তদা পুনঃ ॥ ৪৬
 যতঃ কথং লভ্যঃ ক্রিয়তাম্বিসমুদাঃ ।
 ১৮ স্থাপিতঃ যত তদ্বিসম্বিসম্বে চ ॥ ৪৭
 চ ভোতীকপক নাত্র কার্য্য বিচারণা ।
 ১৯ কপদমাত্রং হি শিবসং ন স্পৃশ্যেৎ কচিৎ ॥ ৪৮
 প্রচুস্তদা সৰ্গে শিবে নির্দ্বালাতা কথম্ ।
 ২০ কন্য তেষাং স্তব্ধৈঃ বাতবীদিকম্ ॥ ৪৯
 পৃষ্ঠাধিপ্ৰষ্টাঃ কথয়ামি স্বাক্ষরতম্ ।
 ২১ সৰ্বক যঃ প্রোক্তং যৈকেব কথিতম্ভিহ ॥ ৫০
 ভৌব কৃত্য যত তদ্বিসং নবনং সূতম্ ।
 ২২ সৰ্বক তদা ভোক্তা ভোক্তা নৈব বিদ্বাতি
 ২৩ স্থাপিতঃ নিজে সৰ্বক নবনকৃত্যবৎ ॥ ৫১
 ২৪ শিবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায় নিজে-
 খিনং নম বিচিৎকারিশোধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

১২—৫০ ভগবান এই
 করিল দেবত সকল কবি সকল আত্মা-
 হইল পুনঃপুনঃ প্রণম ও স্তব করিলেন
 ততঃ কথং লভ্যঃ ক্রিয়তাম্বিসমুদাঃ
 ১৬ সৰ্বদা হৃৎকাত্রে তৈস্তব্ধা চ দ্ব্যমুত্তিঃ
 ১৭ নৈবৈকৈব যদ্বিসং নিজেমেতং তদা পুনঃ
 ১৮ স্থাপিতঃ যত তদ্বিসম্বিসম্বে চ
 ১৯ কপদমাত্রং হি শিবসং ন স্পৃশ্যেৎ কচিৎ
 ২০ কন্য তেষাং স্তব্ধৈঃ বাতবীদিকম্
 ২১ সৰ্বক যঃ প্রোক্তং যৈকেব কথিতম্ভিহ
 ২২ সৰ্বক তদা ভোক্তা ভোক্তা নৈব বিদ্বাতি
 ২৩ স্থাপিতঃ নিজে সৰ্বক নবনকৃত্যবৎ
 ২৪ শিবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায় নিজে-
 খিনং নম বিচিৎকারিশোধ্যায়ঃ

বিচিৎকারিশোধ্যায়ঃ ।

কথং উচুঃ ।

অন্যকত বধঃ প্রোক্তো ন কতো বিস্তরেণ চ ।
 ১ তং সৰ্বক সমাসেন কথং তং হৃদোক্তম্ ॥ ১
 হৃত উবাচ ।
 সম্যক পৃষ্টং ভবন্তি দ্ব্যমুত্তিঃ ক্রিয়তাম্বিসমুদাঃ ।
 ২ বিদ্বাৎকৃত্যঃ প্রোক্তো অন্যকো নাম বিদ্বাৎ ॥ ২
 ত্র্যক্ষপক সমায়াত কল্য প্রাপ্য হৃদকম্ ।
 ৩ সূতি প্রোক্তে শরীরে যে ত্র্যক্ষপক কর্ততে যদা ॥ ৩
 তদা যে জীবিত্য নৈব কৃত্য জীবিত্য ভবেৎ ।
 ৪ এবং বরং তদা লভ্য ত্র্যক্ষপক এবশিত্য চ ॥ ৪
 ত্রিলোকীকৃত্যঃ কৃত্যঃ দেবাঃ বিজিত্যতদা ।
 ৫ সৰ্গে চ বিদ্বাৎকৃত্যঃ বিজিত্যতন মহাত্মনা ॥ ৫
 কথংক সমাপিতা কল্যেপক উদয়ম্ ।
 ৬ অন্যকোহপি তদা তদা কৃত্য চ কথংক ॥ ৬

শিবে নিজেই কথং হইবে সেই নিজেই
 নির্দ্বালা প্রচন নিজে ৪৪—৪৯

বিচিৎকারিশোধ্যায় সমাপ্ত ৫২ ॥

বিচিৎকারিশোধ্যায়ঃ ।

কথং উচুঃ ।
 ১ অন্যকত বধঃ প্রোক্তো ন কতো বিস্তরেণ চ ।
 ২ তং সৰ্বক সমাসেন কথং তং হৃদোক্তম্ ॥ ১
 হৃত উবাচ ।
 ৩ সম্যক পৃষ্টং ভবন্তি দ্ব্যমুত্তিঃ ক্রিয়তাম্বিসমুদাঃ ।
 ৪ বিদ্বাৎকৃত্যঃ প্রোক্তো অন্যকো নাম বিদ্বাৎ ॥ ২
 ৫ ত্র্যক্ষপক সমায়াত কল্য প্রাপ্য হৃদকম্ ।
 ৬ সূতি প্রোক্তে শরীরে যে ত্র্যক্ষপক কর্ততে যদা ॥ ৩
 ৭ তদা যে জীবিত্য নৈব কৃত্য জীবিত্য ভবেৎ ।
 ৮ এবং বরং তদা লভ্য ত্র্যক্ষপক এবশিত্য চ ॥ ৪
 ৯ ত্রিলোকীকৃত্যঃ কৃত্যঃ দেবাঃ বিজিত্যতদা ।
 ১০ সৰ্গে চ বিদ্বাৎকৃত্যঃ বিজিত্যতন মহাত্মনা ॥ ৫
 ১১ কথংক সমাপিতা কল্যেপক উদয়ম্ ।
 ১২ অন্যকোহপি তদা তদা কৃত্য চ কথংক ॥ ৬

জগাম সৈন্তসংযুক্তা দেবানাং হননৈচ্ছয়া ।
 তত্র যুদ্ধমতীবাসীদেব-দানবয়োরিহ ॥ ৭
 দেবৈশ্চ পীড়িতা দৈত্যাঃ পরিত্যক্তা দিশো দশ ।
 অন্ধকোহপি সমুদ্রস্ত নৈর্ধ্বতেষ্য সমীপতঃ ॥ ৮
 উপকণ্ঠে সুগর্তস্ত কৃত্বা গর্তে প্রবেশয়ৎ ।
 তন্মাদগর্ভাচ্চ নিঃসৃত্য পীড়য়িত্বা পুনঃ প্রজাঃ ॥ ৯
 প্রাবিশচ্চ পুনর্দৈত্যো মহাবলপরাক্রমঃ ।
 গর্তং ত্রিযোজনং তত্র জাতং নগরসমিভম্ ॥ ১০
 পরঃ স্বর্গ ইবাভাতি তত্র তিষ্ঠতি নিত্যশঃ ।
 দেবাশ্চ হুঃখিতাঃ সর্কসি শিবঃ প্রার্থা পুনঃ পুনঃ ॥
 নিবেদ্য তস্মৈ তং সর্কসং শ্রদ্ধা প্রীতো হরস্তদা
 সৈন্তক নীয়তাং দেবা আয়ামি চ গণৈঃ সহ ॥ ১২
 নিঃসৃত্য চ তদা তস্মিন্ দেবো গর্তমুপাশ্রিতঃ ।
 দৈত্যশ্চ দেবতাস্চৈব যুদ্ধং চক্ৰুঃ সুদারুণম্ ॥ ১৩
 দেবৈশ্চ পীড়িতঃ সোহপি যাবদগর্তমুপাগতঃ ।

কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অন্ধকও দেব-
 তারা মন্দরাচল আশ্রয় করিয়াছেন শুনিয়া সসৈন্ত
 দেবনাশে সেইখানে গমন করিল। সেখানে
 দেবদানবের অতি যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে
 দানবেরা সর্কসেতেভাবে পরাজিত হইল। তখন
 অন্ধক নৈর্ধ্বতকোণে সমুদ্রের নিকটে একটা গর্ত
 নির্মাণ করিয়া, সেই গর্তের ভিতর প্রবেশ
 করিল। সে সেই গর্ত হইতে নির্গত হইয়া
 প্রজা পীড়ন করত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত।
 মহাবলপরাক্রম সেই দানব এই প্রকারে প্রজা-
 দিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সেই গর্তটী
 ত্রিযোজন আয়ত নগরকম দ্বিতীয় স্বর্গের ক্রায়
 দীপ্তি পাইতে লাগিল এবং তাহাতে দৈত্যেরা
 বাস করিল। ইহাতে দেবতারা হুঃখিত হই-
 লেন এবং এই সকল কৃতান্ত ভগবান্ শিবকে
 জ্ঞাত করাইলেন। ভগবান্ তাহা শুনিয়া
 দেবতাদের সৈন্ত আনিতে আদেশ করিলেন এবং
 তিনি নিজেও সগণে গমন করিলেন। ১—১২।
 সেই দৈত্য গর্ত হইতে নিঃসৃত হইলে, সেই
 সময়ে দেবতারা গর্তকে আশ্রয় করিয়া দৈত্য-
 গণের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিলেন। দৈত্যা-

তাবজ্জ্বলেন স গ্রোভঃ শিবেন পরমাস্থনা ॥
 উত্তত্যাশ্চ তদা শত্রুং ধাত্বা সপ্রার্থয়ং তদা
 অন্তকালে চ ত্বাং নৃষ্টা দ্বাদশো ভবতি কণাঃ
 ইত্যেবং সংজ্ঞতঃ সোহপি প্রসন্নঃ শত্রুস্তদা
 উবাচ বচনং তত্র এবং ব্রাহ্মি দদামি তে ॥ ১
 ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা স দৈত্যঃ পুনরব্রবীৎ
 যদি প্রসন্নো দেবেশ ভক্তিং দেহি শুভাং ত
 ইদানীন্ত বরো লভঃ পরজন্মনি তং তথা ।
 ইতুক্ষু তু তদা দৈত্যঃ গর্তে চৈবাক্ষিপৎ
 সোহপি শত্রুঃ স্বয়ং তত্র সংস্থিতো লোককাম
 দৈত্যাতৈশ্চৈব তদা সর্কসে হতান্তঃকণমাত্রতঃ ॥
 জগৎ পাস্থ্যং তদা লেভে দেবানাং পরমং সুখ
 পং পং কার্ধ্যং তদা সর্কসে চক্ৰুর্দেবতাস্তাঃ
 তত্রৈবৈব সন্তুস্তো পূজ্যাতৈশ্চাক্ষেপয়ঃ ॥
 লোকানামুপকারার্থং স্থিতঃ শত্রুঃ স্বয়ং তদা ॥
 অন্ধকেশক যো নিত্যং পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্
 ব্যাসাঙ্জায়তে তস্ত মনসোহন্তীষ্টমেব চ ॥ ২২

দিপতি অন্ধক পীড়িত হইয়া গর্তমধ্যে প্র-
 করিবার উপক্রম করিলে, মহাদেব শূল
 তাকে তাড়িত করিলেন। অন্ধক সেই
 স্থায় তখন মহাদেবকে চিত্তা করিয়া বলিলে
 অন্তকালে তোমাকে দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ
 তোমার ছাদ হওয়া ধায়। সেই ভগবান্ এই
 বিধ দাত হইয়া প্রসন্নমনে তাহাকে করিল
 বর প্রার্থনা কর, দান করিব। সেই
 তাহার বাক্য শুনিয়া কহিল, হে দেবেশ! ॥
 প্রসন্ন হইয়া থাকেন তো এই বর দান কর
 যে, আপনাতে আমার ভক্তি থাকে। এখন
 বর লাভ করিয়াছি। পরজন্মেও যেন তুমি
 হয়। সেই শত্রু "তাহাই হইবে" বলি
 তাহাকে গর্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং নিঃ
 লোকহিতেছায় সেই গর্তে রহিলেন। অতঃ
 দৈত্য সকলও কিন্ট হইল। জগৎ সুখ হইল
 দেবতারা পরমসুখে স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগি-
 লেন। ১৩—২০। ঈশ্বর সেখানে অবস্থি
 হইয়া অন্ধকেশর নামে আখ্যাত ও পূজ্য হই
 লেন। যে নিত্য অন্ধকেশরকে পূজা করে

পুজয়েদ্যে বৈ শিবং লোকস্তরাপহম্ ।
 ধী প্রাপ্তে মোহপি সুখকৈবাতুলং লভেৎ ॥
 ব্যাভিলাষেণ শিবমারাদয়েৎ তু ।
 ১ পুজয়েদ্যেবং লোকস্ত হিতকারকঃ ॥ ২৪
 ন যো দ্বিজতৈশ্চ স বৈ দেবলকঃ স্মৃতঃ ।
 দেবলকতৈশ্চ তথাসৌ বৈ ভবেদ্বিহ ॥ ২৫
 ১কঃ যঃ প্রোক্তো নাধিকারে দ্বিজস্ত চ ।
 বৎ বচনং ক্রহা নবয়ৎ চ যচোহক্রবন্ ॥ ২৬
 ২ শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং
 অক্ষরেশ্বরমাহাত্ম্যং নাম ত্রিচছা-
 বিশেষাধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুঃসংহারিণ্যধ্যায়ঃ ।

কবদ উচুঃ ।

১কঃ যঃ প্রোক্তঃ কিং কার্যং তন্ত বিদ্যাতে ।
 স্তুত উবাচ ।

চর্নম বিপ্রো বৈ ধর্ম্মিষ্ঠো বেদপারঙ্গঃ ॥ ১
 তত্ত্বব্রতো নিত্যং শিবশাস্ত্রপরায়ণঃ ।

সর মধ্যে তাহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয় । যে
 ভগ্নপহারী শিবকে নিত্য পূজা করে, সে
 দুঃখী হয় না । সে অতুল সুখ লাভ
 ও পারে । স্বকৃৎসনস্বকীয় হিতকারক
 , পরদ্রব্যভিলাষে শিবারাধনা করিতে পারে,
 ভীতিকার নিমিত্ত পারে না । ছদ্মাস
 । যে পরদ্রব্যভিলাষী হইয়া শিবারাধনা
 তাহাকে দেবলক বলিয়া জানিবে । দেবলক
 ধিকারে বঞ্চিত থাকে । এই সকল কথা
 বলিয়া আপনাদিগের বক্তব্য বলিয়া-
 ১২১—২৬ ।

ত্রিচছারিণ্য অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুঃসংহারিণ্য অধ্যায় ।

বিরা কহিলেন, যে দেবল, তাহার কি
 । স্তুত কহিলেন, নবীচি নামে এক ধর্ম্মিষ্ঠ

যজ্ঞাদিকর্ম্মকর্ত্তা চ নিত্যনৈমিত্তিকারকঃ ॥ ২
 তন্ত পুত্রস্তথা হাসীদ্রাশ্রা মন্দর্শনঃ স্মৃতঃ ।
 তন্ত ভাৰ্য্যা চ হৃৎকমা নামা হৃষ্টকুলোদ্ভবা ॥ ৩
 তদ্বশে স চ ভর্ত্তাসীং তন্তাঃ পুত্রচতুষ্টয়ম্ ।
 মোহপি নিত্যং শিবতৈশ্চৈব পূজাকৈব করোত্যসৌ ॥
 নবীচিঙ্গ যথাপূর্ব্বমুদ্বয়ো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ।
 তথা চ শিবপূজায়াং নিত্যকর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ৫
 যথা ধর্ম্মপ্রবক্তা চ তথা কর্ত্তা চ কারকঃ ।
 এবং জ্ঞাতে তদা কালে তত্শৈব ধ্বনিসমুদাঃ ॥ ৬
 বিপরীতং তদা তন্ত দৈবাতৈশ্চৈবাতুলং তদা ।
 যজ্ঞাতঃ ক্রমতাং প্রেষ্ঠাঃ কথয়ামি যথাজ্ঞতম্ ॥ ৭
 নবীচিঙ্গ তদা হাসীদ্রাশ্রামাত্মমখ্যানি হ ।
 জ্ঞাতিসংযোগতৈশ্চৈব জ্ঞাতিভির্ন স মোচিতঃ ॥
 কথয়িষ্যে চ পুত্রং স শিবতত্ত্বপরো তথ ।
 ইত্যুক্তা তু পতঃ মোহপি পুত্রচাপি তথাকরোং
 এবঞ্চ শিবরাত্রিঃ কালতা ধ্বনিসমুদাঃ ।
 তন্তামুপোষিতঃ সর্কে স্বয়ং সংযোগতস্তদা ॥ ১০

বেদপারঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন । তিনি শিবভক্ত,
 শিবশাস্ত্রপরায়ণ ; তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতেন,
 নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম তাঁহার বিশেষ অসম্ভি
 ছিল । তাঁহার পুত্রের নাম মন্দর্শন । মন্দর্শনের
 হৃষ্টকুলোদ্ভবা হৃৎকমা নামী পত্নী ছিল । হৃৎকমা
 স্বামীকে বশীভূত করিয়াছিল । তাঁহার চারিটা
 পুত্র হইয়াছিল । মন্দর্শনও শিবপূজা করিতেন ।
 হে ঋষিগণ ! ব্রহ্মার পুত্র নবীচি পূর্বে বৈষ্ণব
 শিবপূজা করিতেন, এখনও সেইরূপ শিবপূজা ও
 নিত্যকর্ম্মে তৎপর ছিলেন । তিনি কর্ম্ম ক্রমে
 করিতে হয়, তাহা কহিতেন, নিজেও কর্ম্ম করি-
 ডেন, পরকেও করাইডেন । হে ঋষিগণ ! এই
 প্রকারে তাঁহার কিছুকাল গত হইলে, তাঁহার
 হৃৎকৈব বলতঃ কোন সময়ে বিপরীত হইয়াছিল,
 বাহা হইয়াছিল, যথাজ্ঞত কহিতেছি । ব্রহ্মণ
 করুন । নবীচি কোন সময়ে গ্রামাত্মরে পদন
 করিয়াছিলেন । জ্ঞাতিগণ সহিত সাক্ষাৎ হওয়ারতে
 তাহার তাঁহাকে পূহ বাইতে ছিল না । তিনি
 পুত্রকে শিবভক্ত হইতে কহিয়া গিয়াছিলেন,
 পুত্রও তাহাই করিতেন । হে ঋষিগণ ! এখন

পূজাং কৃত্বা ততঃ সোহপি সুদর্শন ইতি ক্রতঃ ।
 তদা রাত্রে চ স্ত্রীসং কৃত্বা পুনরিহাগতঃ ॥১১
 ন নাতক তদা তেন কৃত্বা পূজা মহাস্বনঃ ।
 পশ্চাৎ স চ তদা প্রাতর্জড়তং প্রাপ্তবান্ কথ্যং ॥
 শিবরাত্র্যাং ত্বয়া দৃষ্ট সেবনক ত্রিযাঃ কৃতম্ ।
 অস্নাতস্য মদীয়াং ত্বং পূজাক কৃতবাস্তদা ॥ ১৩
 জাত্যা চৈবং কৃতং যশ্যং তস্যং ত্বং জড়তাং ব্রজ
 মা স্পৃশ ত্বক পাপিষ্ঠ দর্শনং দ্রুতঃ কুরু ॥ ১৪
 ইত্যুক্তস্ত তথা জাতো যথোক্তং শব্বরেশ চ ।
 দ্বিজোহপি স সমায়াতো কৃতান্তং ক্রতবাস্তদা ॥
 দ্বিঃখিতস্ত তদা সোহপি শিবেন পরিতর্সিতঃ ।
 হা হতোহস্মীতি হৃদধেন কুপুত্রেণ কুলং হতম্ ॥১৬
 এতন্নিম্ন সময়ে তস্ত ভাৰ্য্যা সুদর্শন চ ।
 মৃত্যু বয়া চ পতিতঃ সোহত্যন্তং দুঃখমাগতঃ ॥১৭
 পিতা চ দুঃখিতঃ সোহপি শিবেন পরিতর্সিতঃ ।
 সন্তোষা চ শিবং সোহপি শিবপূজাং তদাকরোং

শিবরাত্রি আসিল। তখন সকলে সংযুক্ত হইয়া
 উপবাস ও পূজা করিল। ১—১০। সুদর্শনও
 উপবাস করিয়া রাত্রিতে স্ত্রীসংসর্গপূর্বক পূজা
 করিতে নিম্নসমীপে আসিল। স্বান না করিয়া
 সেই মহাস্নান পূজা করিল; পশ্চাৎ প্রাতঃকালে
 তাহার জড়ত্ব হইল। অনন্তর মহাদেব সাক্ষাৎ
 হইয়া তাহাকে ভর্সনা করিলেন। হে দৃষ্ট!
 তুমি শিবরাত্রিতে স্ত্রীসেবা করিয়া অস্নাত হইয়া
 আমার পূজা করিলি। তুমি এই সকল জ্ঞাত
 হইয়াও যখন করিয়াছিস, তখন তোর জড়তা
 হউক। রে পাপিষ্ঠ। আমাকে স্পর্শ করিস
 না, আমার দৃষ্টি হইতে দূর হ। শব্বর যাহা
 কহিলেন, তাহাই হইল। সেই সময়ে দধীচি
 আসিয়া সেই ব্যাপার শুনিলেন এবং অত্যন্ত
 দুঃখিত হইয়া ‘হা হতোমি’ এই প্রকারে খেদ
 করিতে লাগিলেন আর বলিলেন, কুপুত্র আমার
 কুল নষ্ট করিয়াছে। যাহার জন্ত সুদর্শন পতিত
 ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল, সেই সুদর্শনভাৰ্য্যা
 এই সময়ে পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইল। সুদর্শনের
 পিতাও শিবকর্তৃক ভর্সিত হইয়া অতি দুঃখী
 হইলেন এবং শিবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত

পুত্রোহপি চ তদা ভাৰ্য্যাং পুংসলীং কৃতবাস্ত
 পিত্রাপি গিরিজা তত্র পূজিতা পুত্রহেতবে ॥ ১
 প্রসন্না সা তদা দেবী পুত্রমসীচকার হ।
 সুদর্শনোহপি গিরিজাং পূজয়ামাস চ স্বয়ম্ ॥ ২
 চণ্ডীং পূজনমার্গেণ প্রসন্নামকরোং তদা।
 সুদর্শনক পুত্রহে চকার গিরিজা তদা ॥ ২১
 শিবং প্রসাদয়ামাস পুত্রার্থে চণ্ডিকা স্বয়ম্।
 কৃত্বা কৃত্বা পুনঃচণ্ডী প্রসন্নং কৃৎসনম্ ॥ ২২
 নমস্কৃত্য শিবং তত্র হ্যংসস্তে সংব্রবেশয়ং।
 যত্নানং তদা চক্রে পুত্রস্ত গিরিজা স্বয়ম্ ॥ ২
 ত্রিরাবুস্তোপবীতক গ্রন্থিনৈকেন সংযুতম্।
 উপদিশ্য শিবগায়ত্রীং বোড়শাকরসংযুতম্ ॥ ২
 ওঁ নমঃ শিবায়ৈব ত্রীশকপূর্বকায় চ।
 বারান্ বোড়শ সঙ্কল্য পূজাং কুর্ধ্যাদয়ং বটঃ ॥
 জলাদিনমঙ্কারান্তং পূজয়েদ্বৃষভধ্বজম্।
 মন্ত্র-বাদিত্র-পূজাভিঃ সন্নিধাযুধিণাং তদা ॥ ২৬
 নামমহানেনকাং চ পাঠয়ামাস বৈ তদা।
 তন্নিমিত্তক যং কিঞ্চিৎ তং সর্বমু তথৈব চ ॥

ঠাহার পূজা আরম্ভ করিলেন। সুদর্শন পত্নী
 অভিষেক প্রদান করিল যে, তুমি পবিত্র হইবি।
 পিতা, পুত্রের নিমিত্ত গিরিজাকেও পূজা
 করিলেন, গিরিজা সন্তুষ্ট হইয়া সুদর্শনকে পু
 রুষে সীকার করিলেন। সুদর্শনও নিজে পি
 তাকে পূজা করিতে লাগিল। ১১—২০। চ
 এইপ্রকার পূজাতে প্রসন্না হইয়া স্বয়ং পু
 ত্র নিমিত্ত মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিতে যত্ন করিলেন
 তিনি কৃৎসন ঈশ্বরকে পুনঃপুনঃ সন্তুষ্ট করি
 প্রণাম করিলেন এবং ঠাহার ক্রোড়ে সুদর্শন
 স্থাপিত করিলেন। গিরিজা তখন পুত্রকে স্ব
 স্নান করাইলেন। ত্রিরাবুস্ত গ্রন্থিসংযুক্ত উপবী
 তধারণ করাইলেন এবং বোড়শাকর সংযুক্ত গি
 রায়ত্রী উপদেশ করিলেন। সঙ্কল্যপূর্বক “ওঁ ন
 ত্রীশিবায়” এই মন্ত্র বোড়শ বার জপ করাই
 পাদ্যাদি বোড়শোপচারে যত্নোচ্চারণ করত বা
 পুত্রস্বরূপে কথাবিধি কৃৎসনকে এই ব্রাহ্মণ পূ
 জিল। তখন গিরিজা, সুদর্শনকে নামম

৪ ফলক বস্ত্রক ঘূড়ন তৈলং ভবেচ্চ যং ।
 তং সৰ্বং তয়া গ্রাহং ন দোষায় ভবেৎ পুনঃ
 কৃত্যে ভবান্ মুখ্যো দেবীকৃত্যে বিশেষতঃ ।
 দ্বাপত্যং ভবেদ্বর্ষাৎ তর্হ্যেকোহপি ভবান্ ভবেৎ
 ভবান্ পূজ্যেত তং সৰ্বং নিষ্কলং ভবেৎ ।
 পূজা চ সম্পূর্ণা যদাস্ত চ ভবান্ বদেৎ ॥ ৩০ ॥
 যো বৃকাস্তস্ত সুদর্শনমহাস্বনঃ ।
 গৃহিত্য চ তে দিগ্নু শিবেন পরমাস্বনা ॥ ৩১ ॥
 কং বর্জলং কাথ্যং নানং কাথ্যং সদা শুভৈঃ ।
 সন্ধ্যা চ কৰ্ত্তব্য গায়ত্রী চ জীয়কা ॥ ৩২ ॥
 সবাক্ষেব কৃত্য তু কার্যমস্তং কুলোচিতম্ ।
 মন্ত্ৰো ন বাচ্যো বৈ মন্ত্ৰাশ্চ ভবদীয়কাঃ ॥ ৩৩ ॥
 চৈবধ ৫৩৫ পুত্রং স্বাপা সুদর্শনম্ ।
 পুত্রান প্রেরয়ামাস বরান দত্তা জনেকশঃ ॥ ৩৪ ॥
 যোহ্যহস্যে ধত্ত বটুকো বৈ ভবেদম্ ।

মনেক বার ভূপ করাইলেন। মহাদেবের
 তিহা কিছু ধান, নল, বস্ত্র, পুত, তৈল
 ও ইহা ছিল, সেই সমস্ত তাহাকে গ্রহণ
 তে করিলেন। তাহাতে তেহার কোন দেশ
 ি একথাও করিলেন। অনন্তর মহাদেব
 তে করিলেন, আমার কার্যে তুমি মুখ্য,
 প্রপ্নোয়, বিশেষতঃ দেবীকর্ত্তব্যে। কুল-
 দ্বাপত্য হুত এবং তেহার পূজার ফল
 ৩। তুমি যেখানে পূজিত না হইবে
 ানে সকল কার্য নিষ্ফল হইবে। তুমি
 ানে থাকিবে, সেখানে আমার পূজা সম্পূর্ণ
 বে। ২১—৩০। পরমাত্মা শিব, মহাত্মা
 শিবের পুত্রচতুষ্টয়কে চতুর্ভুজক অভিব্যক্ত
 লেন এবং সুদর্শনকে উপদেশ দিলেন যে,
 ি বর্জলাকার তিলক করিবে, নান করিবে,
 সন্ধ্যা করিবে, শিবগায়ত্রী জপ করিবে।
 প্রকারে আমার সেবা করিবা, কুলোচিত
 ৩ কাথ্য করিবে। বেদমন্ত্র পাঠ করিবে
 তেহার বেদামন্ত্র পাঠ করিবে। চণ্ডী ও
 ৩ শিব এই প্রকারে সুদর্শনকে পুত্র-
 ৩র অনুগ্রহ করিয়া এবং তাহার পুত্রচতুষ্টয়কে
 নক, বর দান করিয়া বোধিত করিলেন।

৩৩৫ তাহাজেরো নিত্যং নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৩৫ ॥
 ভবান্ বৈ পূজিতো যেন তেনাহক প্রপূজিত্যঃ ।
 এবং বরং তদা দত্তা বেদব্রহ্মবিবর্জিতম্ ॥ ৩৬ ॥
 কৰ্ত্তব্যক ভবন্তি চ বীরং কৰ্ম্ম সদা চ যং ।
 শিবাত্ম্যং স্থাপিতা বীন্ধ্যং তন্ম্যং তে বটুকাঃ স্তুতাঃ
 অপোভট্টা যতো জাতাস্তন্ম্যং অপোখনা যতাঃ ।
 শিবায়োঃ রূপরা সর্গে বিস্তারং বহুধা যতাঃ ॥ ৩৭ ॥
 ভোমক প্রথমা পূজা ততঃ পূজা মহাস্বনঃ ।
 তেন বাবং কৃত্য নৈব পূজা চ শঙ্করস্ত চ ॥ ৩৮ ॥
 তবং পূজা ন কৰ্ত্তব্য শিবস্ত যত্নাদিহ ।
 শুভং বাপ্য শুভং বাপি বটুকং ন পরিত্যজেৎ ॥ ৩৯ ॥
 প্রাজাপত্যো চ তোম্যো চ বটুকো বিশিষ্যতে ।
 শিবায়োঃ তথা কার্য্যে বিশেষো দৃষ্টতে স্থি ॥ ৪০ ॥
 তৈস্তেব নগরে যাস্তো শুভস্ত নিত্যতোজসে ।
 নিরমে প্রাজাপত্যস্ত বহুকেশসমীপতঃ ॥ ৪১ ॥
 বহুভাং শঙ্করতঃ শুভ কথয়ামি বখ্যাক্তম্ ।

তোমাদের মধ্যে একজন বটু যদি উত্তর সৈন্যের
 মধ্যে এক পক্ষ থাকেন, তবে সেই পক্ষের
 ভব হইবে, ইহাতে সংশয় নাই এবং তেহার
 যেখানে পূজিত হইবে, তাহাতেই আমার পূজা
 হইবে। যেমন্ত ব্যতীত বরদান করিলেন।
 তোমরা সর্বদা নিত্য কৰ্ম্ম করিবে। জাহার
 শিব-শিবঃ কৰ্ত্তব্য স্থাপিত হইয়া বটুক
 নামে প্রসিদ্ধ হইল। যেহেতু জাহারা অপো-
 ভট্ট হইরাছিল, এই ভট্টও ‘অপোখনা’ এই
 আখ্যা প্রাপ্ত হইল। কেবল শিব-শিবায় রূপায়
 পূজিত হইল। তাহাদের অগ্রে পূজা করিয়া
 পরে মহাত্মা শঙ্করের পূজা করিবে। জাহাদের
 পূজা অগ্রে না হইলে, শঙ্করের পূজা হইবে না
 শঙ্কর এই কহিয়াছেন। বটুক, শুভ বা শুভত
 বাহাই হউক, জাহারা পরিত্যাজ্য নহে। ৩৫—
 ৪০। প্রাজাপত্য নিমিত্ত ব্রাহ্মণতোজসে এই
 বটুককে ভোজন করাইলে অধিক ফল হয় এবং
 শিব-শিবায় কার্য্যে বটুকপূজায় বিশেষ ফল হয়।
 যে ব্রাহ্মণ! এ বিধে একটি ইতিহাস আছে,
 কহিজেছি, শ্রবণ করুন। বহুকেশ-সমীপবর্তী
 কোল নগরে তদ্র নামে রাজা ছিলেন। জাহার

ধ্বজ একশ্চ রাজ্ঞো বৈ দশশ্চ শঙ্করেন চ ॥৪৩
 প্রাতঃকালং বধ্যতাং রাজন্ রাত্ৰৌ চৈব পতিষ্যতি ।
 মম কৃতে চ সম্পূর্ণে প্রাজাপত্যো তথা পুনঃ ॥ ৪৪
 অগ্ন্যং চেৎ তদা তত্র রাত্রৌব স্থিরো ভবেৎ ।
 ইতি নিয়মস্তস্মাসীচ্ছিবপূজাবিধানতঃ ॥ ৪৫
 প্রাজাপত্যং ততশ্চৈব কর্তব্যং দিনে দিনে ।
 প্রাতঃকালো নিবধ্যত সন্ধ্যাকৈব * পতেদिति ॥৪৬
 যদি কার্য্যক সম্পূর্ণং জাতকৈব ভবেদহি ।
 অগ্ন্যং ন পতত্যেব তথৈব তিষ্ঠতি ধ্রুবম্ ॥ ৪৭
 একস্মিন্ সময়ে চাত্র বটোঃ কার্য্যং তথা হত্বং ।
 রাজ্ঞা চ ভোজয়িত্বা তু প্রেষিতো বটুরেব চ ॥ ৪৮
 অভোজিতেষু বিপ্রেষু ধ্বজশ্চ পতিতো হত্বং ।
 দৃষ্ট্বা তচ্চ তদা তত্র পৃষ্ঠং রাজ্ঞা কথং ধ্বজঃ ॥৪৯
 পতিতো ব্রাহ্মণা হত্ব ভুক্ততে নোখিতা ইতি ।
 কথং নিপতিতশ্চাত্র ব্রাহ্মণঃ সত্যবাদিনঃ ॥৫০

প্রাজাপত্য ব্রতে ব্রাহ্মণভোজনে যাহা হইয়াছিল, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। শঙ্কর সেই রাজাকে একটী ধ্বজ দান করিয়াছিলেন। এবং তিনি বলিয়াছিলেন, আমার কার্য্য ও প্রাজাপত্যব্রত সম্পূর্ণ হইলে, প্রাতঃকালে এই ধ্বজকে উদ্ধিত করিয়া রাখিলে রাত্রিতে পতিত হইবে; নচেৎ রাত্রিতেও পতিত হইবে না। তাঁহার শিবপূজা বিধানের এই নিয়ম ছিল—রাজা, সেই অবধি প্রতিদিন প্রাজাপত্য ও শিবব্রত করিতেন, প্রাতঃকালে ধ্বজ উপাধিত করিতেন; কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে এই ধ্বজ রাত্রিতে পতিত হইত, নচেৎ পতিত হইত না। এক সময়ে এখানে বটর ভোজনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। রাজা তাকে ভোজন করাইয়া পাঠাইয়া দিলে, অগ্ন্যাগ্নি বিপ্রেরা ভোজিত না হইলেও ধ্বজদণ্ড পতিত হইল। তখন রাজা ধ্বজদণ্ড পতিত হইল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিতেছে, এসময়ে কেন ধ্বজ পতিত হইল? উত্তরিত হওয়াই ত উচিত। ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, হে সত্যবাদি

* সন্ধ্যাকৈবতি পাঠান্তরম্।

তে পৃষ্ঠাশ্চ তদা প্রোচুর্বটুকো ভোজিতঃ পু-
 চণ্ডীপুত্রঃ শিবমৈব তস্ম্যচ্চ পতিতো ধ্বজঃ
 এবম্ মহিমা তেষাং বর্জিতঃ শঙ্করেন চ ।
 তস্ম্যচ্চ বটুকাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পুরাবিদ্ধিঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 শিবপূজা তু তৈঃ পূৰ্ব্বং কর্তব্যং সৰ্ব্বতঃ স্তভ
 উত্তরগণক পূজায়াঃ পূজা পূর্ণা ভবতি ॥ ৫৩
 এতান্দেব তেষাস্ত কার্য্যং নান্যং তথৈব চ ।
 এতং সৰ্ব্বং সমাখ্যাতং যং পৃষ্টক মুনীশ্বরঃ ।
 যচ্ছৃণু শিবপূজায়াঃ কলস্ত লভতে নরঃ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়
 শিবমাহাত্ম্যে চতুঃসংস্কারণশোঃধ্যায়ঃ।

পঞ্চচত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ।

কথয় উচুঃ।

জ্যোতিষাকৈব লিঙ্গানাং মাহাত্ম্যং কথয়ানু
 উৎপত্তিক তথা তেষাং ব্রহ্মি সৰ্ব্বং যথাক্রম

বিজ্ঞপণ। এবিষয়ে আপনাদের সত্য বলুন। ৪
 ৫০। তাঁহার জিজ্ঞাসিত হইয়া কহি
 অগ্রে বটুককে ভোজন করাইয়াছেন, এই
 ধ্বজ পতিত হইয়াছে, যেহেতু তাঁহার।
 ও শিবের পুত্র। শঙ্কর এই প্রকারে তাহ
 মহিমা বর্জন করিয়াছেন। পুরাবিদেয়া ও
 দিগকে এইজন্য ঘোষণাপে কীৰ্ত্তিত করিয়া
 তাঁহার সকলের অগ্রে শিবপূজা করিবেন
 শেষে প্রার্থনা করিবেন যে, পূজা পূর্ণ হই
 এইই তাঁহাদের কার্য্য, অগ্নি কিছুই নাই।
 মুনীশ্বরগণ! যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ত
 উত্তর করিলাম। ইহা শুনিলে শিবপূজার
 পাণ্ডুরা যায়। ৫১—৫৪।

চতুঃসংস্কারণ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

কথিয়া কহিলেন, হে সত্য! জ্যোতির্গি
 মাহাত্ম্য বল এবং তাঁহাদের উৎপত্তি

স্বত উবাচ ।

সকল প্রবক্ষ্যামি বখাবুন্ধি বখাঙ্কতম্ ।
 দ্বৈতমাহাত্ম্যং বক্তুং বর্ষণতৈরপি ॥ ২
 তন্ন মুনিশ্রেষ্ঠান্তথাপি কথয়ামি বঃ ।
 তদ্বিক্রান্তং দক্ষস্ত চ মহাত্মনঃ ॥ ৩
 চন্দ্রমসে দত্তা অধিষ্ঠাতা মুনীশ্বরঃ ।
 যামিনং প্রাপ্য শোভমানা বিশেষতঃ ॥ ৪
 অপিতা প্রাপ্য শোভতে স্ব নিরন্তরম্ ।
 চৈব মণিভাতি মণিনা হেম এব চ ॥ ৫
 সময়ে তস্ত যজ্ঞাতঃ প্রসূতামিতি ।
 যপি চ পত্নীশু একা প্রিয়তমা বখা ॥ ৬
 নী নাম বা প্রোক্তা তথাস্তা ন কদাচন ।
 তং দুঃখমাপরা পিতরং শরণং যযুঃ ॥ ৭
 তদে চ যদুঃখং ত তির্নিবেদিতং তথা ।
 তপি চ তদা ব্রহ্মা দুঃখক প্রাপ্তবাংস্তদা ॥ ৮
 গতা তদা দক্ষশ্চন্দ্রং বিজ্ঞাপয়ং তদা ।
 ত চ কুলে তক্ষ সমুৎপন্নঃ কলানিধিঃ ॥ ৯
 ব্রতন্তু চ সর্বেষু নানাধিক্যং কথং তব ।

ব্রহ্ম তদা কীৰ্ত্তন কর স্বত কহিলেন,
 সকলই বখাঙ্কন ও বখাঙ্কত কহিব ।
 তর মাহাত্ম্য শব্দবর্ষণেও কহা যায় না ;
 আপনাদের কিছু কহিব মহাত্ম্য ।
 সপ্তবিশতি কল্পা হইয়াছিল । সেই
 অধিষ্ঠানি সপ্তবিশতি কল্পা চন্দ্রকে দিয়া-
 ন । তাঁহারা চন্দ্রকে যামিনপে দত্ত
 বিশিষ্ট শোভা দারণ করিলেন । চন্দ্রমাও
 দিগকে পাইয়া নিরন্তর শোভা পাইতে
 লেন । মণি, হুবর্ণ সময়েপে প্রদীপ্ত হয়,
 ও মণিনঃসুর্গে দ্রুতি দারণ করে । এ সময়ে
 হইয়াছিল, প্রবণ করুন । সকল পত্নীর
 রোহিণী নদী পত্নী চন্দ্র প্রিয়তমা হইয়া-
 ন ; অস্ত পত্নীরা সেরূপ হন নাই । অস্ত
 রা দুঃখিত হইয়া পিতার শরণাগত হইলেন
 আপন-আপন মনোহর সমস্তই পিতাকে
 হইলেন । পিতা তাঁহাদের দুঃখ তুলিয়া
 ত হইলেন । তখন দক্ষ চন্দ্রের নিকট
 কল্পা কহিলেন, হে কলানিধে । নির্জল

ন কর্তব্যং ত্বয়া তাসু নানাধিক্যং তথা পুনঃ ॥ ১০
 দক্ষশ্চৈবক সন্ত্রাণ্য চন্দ্রং জামাতরং স্বয়ম্ ।
 জগাম মন্দিরং স্বীয়ং নিঃস্রবং পরমং পতঃ ॥ ১১
 চন্দ্রোহপি বচনং তস্ত ন চকার বিমোহিতঃ ।
 ভাবি তন্তং বদা বস্ত তস্ত ভাবি তন্তং তদা ॥ ১২
 বদা ন জামতে ভাবি কথং তস্ত তন্তং ভবেৎ ।
 চন্দ্রোহপি কলবস্তাবি জ্ঞা মেনে ন তদ্রচঃ ॥ ১৩
 রোহিণ্যক সগামকো নাত্মাং মেনে কদাচন ।
 দক্ষোহপি পুনরাগত্য স্বয়ং দুঃখসমবিতঃ ॥ ১৪
 প্রসূতাস্ত ময়া পূর্বে প্রার্থিতো বহবা তথা ।
 ন মানিতং ত্বয়া বদ্যং তদ্যং তক্ষ কসী তব ॥ ১৫
 ইতু্যকৈ চৈব চন্দ্রোহপি কসী জাতঃ কলানিধি ।
 কিং কর্তব্যং ক পদ্যব্যং দুঃখিতস্ত কলানিধি ॥ ১৬
 হাত্যকারন্তদা কাসীকন্তে চ কীৰ্ত্তনং পতঃ ।
 দেবাস্ত দুঃখিতাঃ সর্বের কলবস্ত পুরাতনঃ ॥ ১৭
 গন্ধর্বাঃস্বরসৈব কিং কার্যং তা কথং ভবেৎ ।

কুলে তোমার ভ্রাতৃ, অধিষ্ঠানের প্রতি তোমার
 নানাধিকা করা উচিত নয় ; জামাতের প্রতি
 সমন ভাব রাখিবে জামাতকে এই কথা
 কহিয়া দক্ষ নিঃস্রবীভূতে নিভ গুচ পমন
 করিলেন । ১—১১ বিমূঢ় চন্দ্র, ঐশ্বর আত্মা
 প্রতিপালন করিলেন না । যখন হাতার তত
 হইবে, তখন সে তত বোঝে করা কলারও সত্য ।
 নহে এবং যখন হাতার অন্তত হইবে, তখন
 তাতাও কেহ বঞ্জন করিতে পারে না ; সেইজন্য
 চন্দ্রও অবজ্ঞাতারী কলের বশবস্ত হইয়া বতবের
 বাক্য কক্ষ করিলেন না । রোহিণীতে আসক্ত
 হইয়া অস্তান্ত নীকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন ।
 তখন দক্ষ অতি দুঃখিত হইয়া পুনর্বার চন্দ্রের
 নিকট আসিলেন এক চন্দ্রকে কহিলেন, এই
 তোমাকে অনেকবার অনুগোধ করিয়াছি ; তথা
 অবজ্ঞা করিয়াছি ; এইজন্য কৃষি করয়েপে
 অজ্ঞাত হও । দক্ষ এইরূপ বলিলে, চন্দ্র
 তৎকথাঃ কলবিশিষ্ট হইলেন এক অতি দুঃখি-
 জাত্যকরণে কোথায় বাই, কি করি, এই প্রকার
 বোঝ করিতে লাগিলেন । চন্দ্র কলবোঝাভবত
 চন্দ্রের সমস্ত সমস্ত কলবোঝাভবত

ইতি হুঃখং সমাপন্নো দেবা ইন্দ্রাদয়স্তদা ॥ ১৮
 বিজ্ঞাপিতাঃ চন্দ্রশ্চ ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ।
 গতা তে তু তদা প্রোচুস্তে দেবাঃ তদা পুনঃ ॥ ১৯
 কৃতান্তকং তদীকং বৈ ব্রহ্মণে তং শ্রবণময়ন ।
 ব্রহ্মাপি তথ্যচঃ ক্রভা অহো হুঃখং কথং কৃতম্ ॥ ২০
 চন্দ্রশ্চ সৰ্বদা হুঃখো দক্ষঃ কৃতবান্ কথম্ ।
 পূৰ্ব্বং হুঃখেন হুঃখকং কৃতং বহুতরং পুনঃ ॥ ২১
 অরতামৃষয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ চন্দ্রকৃত্যং পুরাতনম্ ।
 বৃহস্পতেগৃহে গতা তরা হুঃখেন বৈ জতা ॥ ২২
 হুতা তরাং পুনঃৈব যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ।
 সমাপ্তিত্য তদা দৈত্যান্ স্পর্ধাং দেবৈশ্চকার হ ॥
 যয়া চৈবাত্রিণা চৈব নিবিদ্ধস্তারকাং দদৌ ।
 তাক গর্ভবতীং সোহপি ন গৃহ্যামৌতি তথ্যচঃ ॥ ২৪
 অশ্মাভির্বারিতঃ সোহপি জগ্রাহ তারকাং তদা ।
 যদি গর্ভং জহাতীহ তদেনাকাগ্রহীং পুনঃ ॥ ২৫
 গর্ভে যয়া পুনস্তত্র ত্যাজিতে কষিসত্তমঃ ॥

দেবতা, প্রাচীন ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অশ্বিন—সকলে
 হুঃখিত হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন,
 হায়! এক্ষণে কর্তব্য কি? কি করিলে এ
 রোগশাস্তি হইবে। এই প্রকারে হুঃখিত ঋষি
 ও দেবগণ চন্দ্রকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার
 শরণাপন্ন হইলেন এবং তদীয় কৃতান্ত সকল
 নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের কথা
 শুনিয়া কহিলেন, এরূপ মন্দ কার্য্য চন্দ্র কেন
 করিল? চন্দ্র ত অতি মন্দস্বভাব, কিন্তু দক্ষ
 এ কার্য্য কেন করিলেন? পূৰ্ব্বকালে
 এই হুঃখ চন্দ্র অনেক মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে।
 ১২—২১। হে ঋষিগণ! চন্দ্রের পূৰ্ব্বতন কর্ম্ম
 কহিতেছি, শ্রবণ করুন। হুঃখ চন্দ্র বৃহস্পতির
 গৃহে যাইয়া তাহার পত্নী তারাকে হরণ করিয়া-
 ছিল। এই অকার্য্য করিয়া অনেক দৈত্যের
 সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক দেবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া
 যুদ্ধ করিতে আসিল। আমি ও অত্রি তারা-
 গ্রহণে চন্দ্রকে নিবেদন করিলে, তবে চন্দ্র তারাকে
 ফিরাইয়া দেয়। বৃহস্পতিও তারাকে গর্ভবতী
 আনিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন
 না। যদি তারা গর্ভত্যাগ করিতে পারে, তবে

কস্তায়ক পুনর্গর্ভঃ সোমভেতি বচঃ পুনঃ ॥
 পশ্যৎ তেন গৃহীতা সা যয়া চ বারিভেন চ ॥
 এবংবিধানি চন্দ্রশ্চ চরিত্রাণ্যাপ্যনেকশঃ ॥ ২৭
 বর্ণান্তে কিং পুনস্তানি ইদানীং ক্রিয়তে কথং
 যজ্ঞাতং তদু তজ্ঞাতং নাশ্বথা ভবতি কথম্ ॥
 অতঃ পরং ততে কৈত্রে মৃত্যুঞ্জয়বিধানতঃ ।
 শিবমারাধয়েং তত্র দেবেশক প্রতানিধিম্ ॥ ২৮
 শঙ্করং লোককর্তারং ভজ্যেচ্চন্দ্রঃ প্রভাসকে ।
 প্রসন্নঃ শিবঃ পশ্চাদক্ষমকং করিষ্যতি ॥ ৩০
 ইতি ক্রভা বচস্তস্মাদব্রহ্মণঃ পরমাস্তনঃ ।
 ইন্দ্রাদ্যা দেবতাঃ সৰ্ব্বা কষয়ন্ত পুরাতনাঃ ॥
 গৃহীতা চ তথা চন্দ্রং দক্ষকাশাস্ত বৈ তদা ।
 প্রভাসে চ অতো গতা গর্ভং চক্রুস্তথা পুনঃ ॥
 আবাহ্য তীর্থবর্ণ্যাপি সরস্বত্যাংমতঃ পরম্ ।
 পার্শ্বিবেন তদা পূজা মৃত্যুঞ্জয়বিধানতঃ ॥ ৩৩
 তে দেবাঃ তদা সর্কে কষয়ে নিম্নুলাশবঃ
 স্থাপা চন্দ্রং প্রভাসে চ সঃ সঃ ধাম যযুর্দা

গ্রহণ করিব, এই কথা কহিলেন হে ঋষি
 তখন আমি গর্ভত্যাগ করাইয়া তাহাকে
 লাম, এই গর্ভ কাহার উৎপাদিত?
 কহিল, চন্দ্রের। তার পর বৃহস্পতি আর
 অনুরোধে তারাকে গ্রহণ করিলেন।
 প্রকার চন্দ্রের বহুতর মন্দ কর্ম্ম আছে,
 কত আর বলিব? এখন উপায় কি করা
 যাহা হইবার, তাহা হইবে; কে অশ্বখা কহি
 অতঃপর চন্দ্র, শুভ প্রভাসক্রেতে মন্দ
 লোককর্তা, দেবদেব দ্যুতিমান শিবকে য
 আরাধনা করুক, শিব প্রসন্ন হইলে তাহার
 নষ্ট হইবে। ২২—৩০। পরমায়ী
 মুখে এবংবিধ বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেব
 পুরাতন ঋষিরা, তখন দক্ষকে আশ্বাসিত ব
 (হাজার হউক, আঘাত কিনা; দক্ষ শাপ
 বড় উদ্ভিগ্ন হন) চন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া প্র
 গমন করিলেন। চন্দ্র সেখানে সরস্বতী
 একটি গর্ভ নির্মাণ করিয়া তথায় তীর্থ স
 আবাহনপূর্ব্বক বর্ণাবিধি পার্শ্বিবে নিজে মৃত্যু
 পূজা করিতে লাগিলেন। তখন দেবতা

ক্ষেত্র ৫ উপলব্ধিৎ বঃসাক নিরন্তরম্ ।
কৃত্যেন মন্ত্ৰেণ পূজিতো বৃষভজঃ ॥ ৩৫
শকোটা ৫ মন্ত্ৰৈর্বে সমারুতা স্বরূপ প্রভুঃ ।
সম্রাট্ গগবান্ দেবঃ শকরো লোকশকরঃ ॥ ৩৬
৫ বৃষভ তন্ত্ৰং বৈ মনসো বঃ সমীপিতম্ ।

চন্দ্র উবাচ ।

নি এসম্রা দেবেশ কিমসাধ্যং ভবেদম্ ॥ ৩৭
শাপি মে শরীরন্ত ককঃ বারয় শকর ।
ক্ষুবো মেহপরাধঃ কল্যাণং ক্রিয়তাং ত্বয়া ॥ ৩৮
ত্বাক্তে ৫ তদা ভেন শিবো বচনমব্রবীঃ ।

শিব উবাচ ।

ক্ষেত্র ৫ কীরতে চন্দ্র কলা তে ৫ দিনে দিনে ॥ ৩৯
লক্ষ বর্ষতাং পক্ষে তাঃ কলাঃ ৫ নিরন্তরম্ ।
৫০ সতি তদা দেবা হর্ষনির্ভরমানসাঃ ॥ ৪০
৫১ তদা সর্কে সমালগ্নাঃ পরস্পরম্ ।
৫২ তদা সর্কে চন্দ্রে চান্ধিমাবহন ॥ ৪১
৫৩ বৈকুণ্ঠ তু সম্পার্থ্য স্যামিৎস্বং হি শিবো ভব ।
৫৪ স্যামিৎস্বং শব্দঃ স্যামিৎস্বং পুরা ॥ ৪২

বিরা প্রভাসে চন্দ্রকে রাধিরা স্বীয় স্বীয় গৃহে
মন করিলেন । চন্দ্র ছয় মাস নিরন্তর উপলব্ধি
করিলেন । মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্ৰ দ্বারা বৃষভজকে পূজা
করিলেন, শকোটা মন্ত্ৰ উপ করিলেন । তখন
লোকেশ্বরকারক গগবান বৃষভজ শকর এসম্রা-
নে চন্দ্রকে কহিলেন, হে চন্দ্র ! বর প্রার্থনা
কর, বাহ ! তোমার মনের অভিপ্সিত হয় । চন্দ্র
কহিলেন, হে দেবেশ ! যখন আপনি এসম্র
হইয়াছেন, তখন আমার কিছুই অসাধ্য নাই ;
আপনি প্রার্থনা করিতেছি ; আমার শরীরের কল
নিবারণ করুন, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন,
তত্ত্ববিধান করুন । চন্দ্র একপ কহিলে শিব
কহিলেন, হে চন্দ্র ! কক্ষপক্ষে তোমার কলার
প্রতিদিন হয় হইবে । তত্ৰপক্ষে সেই কলার
নিরন্তর বৃদ্ধি হইবে । মহাদেব এইপ্রকার বর
দান করিলে দেবতা ও পুত্রিরা হর্ষভয়ে তখন
তথায় আগমন করিলেন । তাঁহারা আসিয়া চন্দ্রকে
আশীর্বাদ করিলেন এবং উপবাসের নিকটে
প্রার্থনা করিলেন, হে স্বামিন্ ! উমার সহিত

নিরাকারঃ ৫ সাকারঃ পুনঃ ৫ বাস্তবঃ পুরা ।
এসম্রাট্ ৫ দেবানাং ক্ষেত্রমপ্যবহেতবে ॥ ৪৩
চন্দ্রঃ বশসে তত্র নামা চন্দ্রঃ বৈ স্বরূপ ।
সোমেশ্বরঃ ৫ নামাসীদ্বিখ্যাতঃ ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৪
৫৫ ততোঃ ৫ কৃতকৃত্যোঃ ৫ বদ্যন্তা শকরঃ স্বরূপ ।
৫৬ দ্বিতঃ ৫ জগতাং নাথঃ পাবয়ন জগতীভসম্ ॥ ৪৫
৫৭ তৎকৃতকৈব ভবন্তে সর্কেটঃ ৫ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
৫৮ শিবেন ব্রহ্মণা তত্র তত্ত্ববিদ্যন্ত তঃ পুনঃ ॥ ৪৬
৫৯ চন্দ্রকৃতঃ এসিদ্ধক পৃথিব্যাং পাপনাশনম্ ।
৬০ তত্র সতি নরো বন্ত সর্কপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৭
৬১ রোগাটৈঃ ৫ ককঃ বাস্তি তস্যাধ্যা যে ভবতি হি ।
৬২ তে ৫ সর্কে ককঃ বাস্তি বঃসাকঃ সপনাবিহ ॥ ৪৮
৬৩ কুষ্ঠী ৫ ভাষতে তদ্বঃ প্রাশান্তিতে কতে সতি ।
৬৪ প্রভাসক পরিভ্রম্য পৃথিবীসত্ত্বং কলম্ ॥ ৪৯
৬৫ বদ্বঃ কলাঃ সমুদ্ভিত্য কবোতি তীর্থসুভমম্ ।
৬৬ তং তং কলমবাপ্রতি সর্কবা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০
৬৭ চিতি তে ককরো দেবা কলাঃ বৃষ্টা ত্বাকিমম্ ।

আপনি এখানে অবস্থিতি করুন । চন্দ্র, বর
দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন । প্রভু নিরাকার
হইয়াও সাকার হইলেন । শিব এসম্র হইয়া, সেই
ক্ষেত্রে উভয় বজ্রীয় দান করিবার জন্য এক
চন্দ্রের স্বপ্নের নিমিত্ত চন্দ্রের নামানুসারে সোম-
শ্বর নামে ত্রিকুব্জনে বিখ্যাত হইলেন । ৩১-
৪৪ । এই চন্দ্রই কলা ও কৃতকৃত্য, কেহে
শকর হইবার নামে জনঃ পবিত্র করিয়া অবস্থিতি
করিতেছেন । সেই চন্দ্রকৃত সকলে প্রতিষ্ঠা
করিলে শিব এবং ব্রহ্মা, সেই কৃতকৃত্য মায়া
বন্ধন করিলেন । পাপনাশক এসিদ্ধ চন্দ্রকৃত
যে দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়
ও তাহার রোগের শাস্তি হইয়া থাকে ।
তাছাড়া ছয়মাস দান করিলে অসংখ্য রোগিও
নষ্ট হয় । কুষ্ঠীও তথায় দানরূপ প্রাপ্তি
করিলে শুদ্ধ হয় । প্রভাসকর্তব্য প্রদর্শন করিলে
পৃথিবী-প্রদর্শনের কল পাওয়া যায় । যে
কল উদ্দেশ করিয়া সেই তীর্থ করা যায়, শিব
সেই সেই কল সেখানে পাওয়া যায় । পুত্রিরা
ও দেবদেবীরা এসম্রের দান করিয়া ছয়মাস

চন্দ্রকৈব গৃহীত্ব চ নমস্কৃত্য শিবং যুদা ॥ ৫১
 পরিক্রম্য চ তং তীর্থং যযুস্তে চ প্রশংসয়ন ।
 চন্দ্রশাপি স্বকীরক কার্ধাং চক্রে পুরাতনম্ ॥ ৫২
 ইতি সর্বং সমাধাত্য সোমেশস্ত কথানকম্ ।
 এবং সোমেশ্বরং লিঙ্গং সমুৎপন্নং মুনীশ্বরাঃ ॥ ৫৩
 যঃ শৃণোতি তদুৎপত্তিং স চ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মল্লিকার্জুনসম্ভবম্ ॥ ৫৪
 পূৰ্ব্বক কথিতং যচ্চ তদস্বং কথয়াম্যহম্ ।
 কুমারস্ত বিয়োগেন মাতা চ গিরিজা যদা ॥ ৫৫
 দুঃখিতাসীং তদা শত্ৰুস্তামুবাচ কথং প্রিয়ে ।
 আয়াতি পুত্রকন্তে চ ত্যজ্যতাং দুঃখমুক্তম্ ॥
 সা যদা চ ন তন্মেনে প্রেযিতা দেবতাস্তদা ।
 ঋষয়শ্চৈব গকর্কশ্চ অপসরসো মুদাষিতাঃ ॥ ৫৭
 তে সর্কে চ সমাজগ্নাঃ কুমারস্তাস্ত চেতবে ।
 বিজ্ঞাপ্য বহুধা হেনং পরাতন্য পুনর্গতাঃ ॥ ৫৮
 তদা চ গিরিজা দেবী বিবহং পুত্রসম্ভবম্ ।
 শত্ৰু পরমং দুঃখং প্রাপ্য চান্ত স্বপুলকম্ ॥ ৫৯

সহর্ষে শিবকে প্রণাম করিয়া, সেই তীর্থ প্রদ-
 ক্ষিপ করিলেন এবং প্রশংসা করিতে করিতে
 স্বস্থানে গমন করিলেন । চন্দ্রও নিজ পূর্বকার্য
 কবিত্তে লাগিলেন । ৪৫—৫২ । তে মুনীশ্বর-
 গণ ! এই সোমেশ্বরের কথা কহিলাম । সোমে-
 শ্বর লিঙ্গ এই প্রকারে উৎপন্ন । যে তাঁহার
 উৎপত্তি শ্রবণ করে, সে পাপমুক্ত হয় । অতঃ-
 পর মল্লিকার্জুন লিঙ্গের উৎপত্তি কহিব । পূর্বে
 বাহার প্রস্তাব হইয়াছে, অদ্য তাহা কহিব ।
 কুমারের বিয়োগে গিরিজাকে দুঃখিতা দেখিয়া
 শত্ৰু কহিলেন, তে প্রিয়ে ! উৎকট দুঃখ ত্যাগ
 কর, তোমার পুত্র আসিবে । যখন গিরিজা,
 সে কথা শুনি শাস্ত হইলেন না, তখন দেবতা, ঋষি,
 গকর্ক, অপসরোগণকে কুমারসমীপে পাঠাই-
 লেন । তাঁহারা সকলে হর্ষান্বিত হইয়া কুমারকে
 আনিতে গমন করিলেন । গমন করিয়া কুমারের
 আগমনের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন, তিনি
 যখন আগমন করিলেন না, তাঁহারা তখন
 প্রত্যাক্ত হইলেন । তাহাতে গিরিজা ও শত্ৰু
 অতি দুঃখিত হইয়া শীঘ্র কার্ত্তিকের সমীপে

পুত্রশ্চাপি ততো দরং যোজনত্রয়েণ চ ।
 গতং চ দরতস্তম্ভাং ক্রৌঞ্চৈঃ চ পর্কতে শুভে ॥
 তৌ চ তত্র সমাসীনৌ জ্যোতীরূপং সমাগ্রিতে
 তন্মিনং চ সমারভ্য মল্লিকার্জুনসংজিতম্ ॥ ৬১
 লিঙ্গকৈব শিবশ্চৈব সিদ্ধক ভুবনত্রেয় ।
 আসীং তত্র মহান দেবো জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ ।
 তন্মিহ ক তথা দৃষ্টা সর্কপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 দুঃখঞ্চ দরতো যাতি সুখমাত্যন্তিকং লভেৎ ॥ ৬২
 জননীগর্ভসম্ভূতং ফলমাপ্নোতি বৈ পুনঃ ।
 ধনং ধান্যং সমৃদ্ধিঞ্চ প্রতিষ্ঠারোগ্যমেব চ ॥ ৬৩
 অতীষ্টং সকলং তস্ত জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ।
 দ্বিতীয়ং জ্যোতীরূপক কথিতং লোকহেতবে ॥
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়
 পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

গমন করিলেন । পুত্র, তথা হইতে আর
 তিন যোজন দূরে ক্রৌঞ্চ পর্কতে গমন করি-
 লেন । ৫৩—৬০ । তাঁহারা (শিবশিবা) তৎ
 সেখানে আসীন হইয়া জ্যোতীরূপ ধারণ করি-
 লেন । সেই দিন হইতে মল্লিকার্জুন না
 শিবের লিঙ্গ ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ হইল । সেখানে
 সনাতন মহাদেব জ্যোতীরূপে অবস্থান করিলেন
 সেই লিঙ্গ দেখিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত
 হওয়া যায়, দুঃখ দূরে যায় এবং অত্যন্ত সুখ
 হয় । পুনর্বার তাহাকে জননীগর্ভযজ্ঞা ভোগ
 করিতে হয় না । ধন, ধান্য, ও প্রতিষ্ঠা, আরোগ্য
 সকল অতীষ্ট সম্পূর্ণ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ
 নাই । এই দ্বিতীয় জ্যোতির্লিঙ্গের কথা
 কহিলাম । ৬১—৬৫ ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্চরিত্রংশোঃধ্যায়ঃ ।

কথয় উচুঃ ।

ত সৰ্ব্বং বিজানাসি বস্তু ব্যাসপ্রসাদতঃ ।
চ্যাম্বিক কথং কৃত্বা গুণিতৈব বিজানতে ॥ ১
হাং ত্বা বিশেষণ তদেব কথ্যতাং পুনঃ ।
সুত উবাচ ।

জাহ্নবঃ কৃতকৃত্যোহহং শ্রীমতাং সঙ্গযোগতঃ ॥
জাতাঃ কথয়িষ্যামি কথং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
বস্তী নগরী বম্যা মুক্তিদা সৰ্বদেহিনাম্ ॥ ৩
কপ্তা চৈব মহাপুণ্যা বস্ততে লোকপাবনী ।
তাসীন্দ্রাক্ষরপ্রাণঃ সৰ্বকৰ্ম্মপরাধনঃ ॥ ৪
কল্যাণকর্তা চ দেবকৰ্ম্মরতঃ সদা ।
কল্যাণনন্দমায়ুতঃ শিবপূজারতঃ সদা ॥ ৫
পৃথিবী প্রত্যহং নৃপং পুজয়ামাস বৈ বিজঃ ।
সৰ্বকৰ্ম্মকলং প্রাপ্য বেদপ্রিয়বিজমুখা ॥ ৬
সংগতি সমালোকে সম্যগ্জ্ঞানপরাধনঃ ।
পুণ্ড্রভূতঃ হাসংসংহার কবিসমুদায়ঃ ॥ ৭

ষট্চরিত্রংশ অধ্যায় ।

কথিত হইলেন, হে সুত! তুমি ব্যাস-
দেব সকল পদার্থই অবগত হইয়াছ।
জাতিভেদের উপাখ্যান তুমিও গুণিত হই-
তছ না। সেইজন্য জ্যোতির্বিদ্যের কথা
অশব্দরূপে কীটন কর। সুত কহিলেন,
যাপনাদের সম্মুখে আমি বস্তু হইয়াছি, কৃত-
কৃত্য হইয়াছি; এই পাপনাশিনী কথা কীটন
করিজেছি, শ্রবণ করুন। সকল দেহীর মুক্তি-
দাত্রী অবস্তী নদী নগরী আছে। সেই নগরী-
প্রান্তে মহাপুণ্যা লোকপাবনী জিহ্বা (শিখা)
নদী প্রবাহিত। সেই নগরীতে আহিতাশি
সৰ্বকৰ্ম্মপরাধন বেদপ্রিয় নামক এক ব্রাহ্মণ-
প্রাণী বাস করিছেন। তিনি বেদপাণ্ড ও বেদোক্ত
কর্ম্ম করিছেন এবং সতত শিবপূজাপরায়ণ
হইলেন। সেই দ্বিজ এতদূর পার্থক্য লিখ পূজা
করিছেন। সম্যকজ্ঞানী সেই দ্বিজ তখন
কল্যাণকর্তা কল্যাণনন্দমায়ুত কবিসমুদায়

দেবপ্রিয়ও প্রেষ্ঠা বৈ প্রিয়মেধস্ততঃ পরঃ ।
তৃতীয়ঃ সুকূতো নাম ধর্ম্মবাদী চ সুভূতঃ ॥ ৮
তে ধর্ম্মধারকা হাসন শিবপূজাপরায়ণাঃ ।
শিত্তুরনবমা নিত্যং ধর্ম্মপ্রসাদকথা শুভাঃ ॥ ৯
তেষাং পূণ্যপ্রতাপাচ্চ পৃথিব্যাং সুখমৈধত ।
সুতপক্ষে যথা চন্দ্রো বর্ধতে চ নিরন্তরম্ ॥ ১০
তথা তেষাং গুণান্বিত বর্ধতে স সুখাবহাঃ ।
ব্রহ্মতেজোময়ী সা বৈ নগরী যাতনং তদা ॥ ১১
এতদ্বিত্যন্বয়ে তত্র যজ্ঞাতঃ কৃত্যতাং পুনঃ ।
পর্যতে বহুমাণে চ দৃশ্যো বৈ মহাত্মকঃ ॥ ১২
কল্যান দেভ্যরাজং ধর্ম্মবেদী নিরন্তরম্ ।
ব্রহ্মণো বরদানাত্ত জগৎ তুচ্ছীকরোতি চ ॥ ১৩
পৃথিব্যাং বেদধর্ম্মাচ্চ স্মৃতিধর্ম্মাচ্চ সর্জনঃ ।
কোটিভাঙেন দুষ্টেন সিংহেন চ শব ইব ॥ ১৪
যজ্ঞো বেদধর্ম্মাচ্চ তাক্ষো নরতঃ কৃত্যঃ ।
উর্ধ্বে উর্ধ্বে তদা কেরে অরুণো চৈব য়ে পুনঃ ।
তে সর্গে নরতে নীতান্তেনৈকেন দুঃখিনঃ ।

কবিলেন। হে কবিসমুদায়! ঠাহার চরিত্র
তদুপ পূত্র ছিল। জ্যোতির্বিদ্য নাম বেদপ্রিয়,
দ্বিতীয় প্রিয়মেধ, তৃতীয় সুকূত, চতুর্থ ধর্ম্মবাদী
সুভূত। ঠাহারও বেদোক্ত কবিকতা ও শিব-
পূজাপরায়ণ হইয়াছিলেন, ধর্ম্মই ঠাহারের এক-
মাত্র আশ্রয়; শিত্তা বেতন ছিলেন, ঠাহারও
সেইকর্ম্ম হইয়াছিলেন। ঠাহারের পুণ্যবলে
পৃথিবীতে সুখ বর্ধিত হইতে লাগিল। সুত-
পক্ষের চন্দ্রের ভাষ ঠাহারের গুণ ক্রমশঃ বাড়িত
হইতে লাগিল। সেই অবস্তী নদরী যেন
ব্রহ্মতেজোময়ী হইল। এই সময়ে সেখানে
বাহ্য হইয়াছিল, তদুপ। বহুমাণ পর্যন্ত
দৃশ্য নামে মহাত্মক ছিল। সেই কল্যান
দেভ্যরাজ নিরন্তর ধর্ম্মবেদে করিত এবং ব্রহ্মণ
বর পাইয়া সে, জগৎকে তুচ্ছ করিয়া করিল।
সেই অহরহ পৃথিবীতে বেদোক্ত ধর্ম্ম, স্মৃতি
ধর্ম্ম সকলকে নষ্ট করিতে লাগিল। বেতন
সিংহ শবক সকল নষ্ট করে তদুপ সেই দুই,
কত কল্যাণ ছিল, সব ধ্বংস করিয়া দিল। সকল
ভীষণভাবে অরুণে যে যে ধর্ম্ম ছিল, সেই এক

ন দৃষ্টঃ কাপি ধর্মো বৈ বেদসম্ভব এব চ ॥ ১৬
 অবন্তী নগরী রম্যা তদ্রূপত বৈ পুনঃ ।
 ইতি বিচার্য ত্রেমহ যং কৃতং ক্রয়তামতঃ ॥ ১৭
 বহুসৈন্তসমায়ুক্তো ব্রাহ্মণান্ সমুপাযযৌ ।
 কিমেতে ব্রাহ্মণাঃ পৃষ্টা ন কুর্ন্তন্তি বচো মম ॥ ১৮
 সর্কে দেবা ময়া লোকে রাজানং বশীকৃত্যঃ ।
 যশে কিং ব্রাহ্মণাঃ শক্যা ন জেতুং দৈত্যসম্ভবাঃ ॥
 যদি জীবিতুমিচ্ছা স্তাং তদা ধর্মং শিবস্ত চ ।
 দেবান্যৈকৈষ ধর্মকৃ ত্যক্তা সুখবিভাগিনঃ ॥ ২০
 অক্লথা জীবনে বাসে সংশয়ং ভবিষ্যতি ।
 ইতি নিশ্চিত্য তে দৈত্যাঃ হারো বৈ মহাবলাঃ ॥
 চতুর্দিকু তথা যাতাঃ প্রলয়ে চ যথা পুরঃ ।
 তে ব্রাহ্মণাস্তথা ক্রত্বা বচনং ব্রহ্মসাক্ষি হি ॥ ২২
 ন দুঃখং লেভিরে তত্র শিবদ্যানপরায়ণাঃ ।
 ধৈর্যং সমাপ্রিতান্তে চ রেখামাত্রং ততো বিজ্ঞাঃ ॥

ন চেলুঃ পরমাচ্ছানাধরাকাঃ কে শিবাশ্রিতঃ ।
 এতন্নিমিত্তং তৈস্ত ব্যাপ্তা সা নগরী ভুজা ।
 লোকাং পীড়িতান্তেন ব্রাহ্মণান্ সমুপাযযুঃ ।
 স্বামিনঃ কিং কর্তব্যং দৃষ্টাং সমুপাগতঃ ॥ ২১
 হিংসিতা বহুবো লোকা আগতাং সমীপতঃ ।
 তেষাং বচনং শ্রুত্বা হতচেষ্টে ব্রাহ্মণাঃ পরাঃ ॥
 ক্রয়তাং বিদ্যাতে নৈব বলং পরভয়াবহম্ ।
 ন শস্ত্রাণি তথা সস্তি বৈশেষ্যে বিমুখাঃ পুনঃ ॥
 সামান্ত্রাতাপি মানো বৈ আশ্রয়স্ত জবেদহি ।
 কিং পুনঃ সমর্থস্ত শিবস্তৈব জবেদহি ॥ ২৮
 শিবো ব্রহ্মাং করোত্ম্য নাক্লথা শরণং শিবং ।
 ইতি ধৈর্যং সমাহার্য পূজাস্ত পার্ধিবস্ত চ ॥ ২৯
 কৃত্বা চেতস্তথা সম্যক্ স্থিতা ধ্যানপরায়ণাঃ ।
 প্রাণায়ামপরাস্তে চ কুস্ত-পুরু-রেচকৈঃ ॥ ৩০

দুরাস্তা তংসমুদয় নষ্ট করিল । কোথায়ও আর
 কোনো ধর্ম রহিল না । ১—১৬। সে
 দেখিল, এখন এই দেশে এক রম্য অবন্তী নগর
 আছে; এইরূপে চিন্তা করিয়া যাহা করিয়া-
 ছিল; অতঃপর তাহাই গ্রহণ করুন। সেই
 অনুর বহুসৈন্তপরিবৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণের
 নিকটে উপস্থিত হইল এবং নিজ সৈন্তগণকে
 বলিল, এই দৃষ্টপুষ্ট ব্রাহ্মণগণ কি আমার কথা
 রাখিবে না? হে দৈত্যসম্ভবগণ! আমি
 জগতের সকল দেবগণ ও রাজগণকে বশীভূত
 করিয়াছি; ব্রাহ্মণগণকে কি জয় করিতে
 পারিব না? যদি চাচিত ইচ্ছা থাকে, তাহা
 হইলে, শৈবধর্ম এবং যাগযজ্ঞাদি পরিত্যাগ
 করিয়া সুখভাগী হও; নচেৎ তোমাদিগের
 জীবন থাকিবে কি না ও সুখে বাস রহিবে কি
 না সন্দেহ। তখন চারজন মহাকল
 দৈত্য ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা বলিতে নিশ্চয়
 করিয়া, চতুর্দিকে গমন করিল। তাহাতে বোধ
 হইল, যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে।
 অবন্তীবাসী ব্রাহ্মণগণ, দৈত্যগণের তাদৃশ বাক্য
 শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন না; কারণ
 তাহারা শিবদ্যানে তৎপর। সেই ধৈর্যসম্পন্ন

কবিগণ, পরম চিন্তা হইতে অল্পমাত্রও বিচা
 হইলেন না; মনে করিলেন, এ সকল
 দৈত্যগণ শিবের নিকটে অতি সামান্ত। ইত
 সরে অবন্তীনগরী দৈত্যগণে পরিব্যাপ্ত হই
 লোক সকল দূষণপীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণগ
 শরণাপন্ন হইল এবং বলিতে লাগিল, হে স্বা
 মিন! দৃষ্ট দৈত্যগণ উপস্থিত হইয়াছে, বহু
 লোকের সংহারও করিয়াছে, ক্রমে আ
 আসন্নতর হইতেছে; এখন কর্তব্য কি? উ
 দৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ, তাহাদিগের সেই কথা শ্র
 করিয়া বলিতে লাগিলেন, তখন, শত্রুদি
 ভয়াবহ পরাক্রম বা সৈন্ত আমাদের নাই
 অন্ত্রশস্ত্রও নাই যে, ইহারা পরাভূত হইতে
 তবে সাহসের মধ্যে এই যে ব্রহ্মক-ব্যক্তি
 সামান্ত ব্যক্তিও হয়, তথাপি ব্রহ্মদিগের পী
 নিরাকরণে তাহাদিগের অভিমান হয়, সর্কো
 সর্বসমর্থ শিবের কি তাহা হইবে না
 ১৭—২৮। শিব আজ আমাদের র
 করুন; শিব ভিন্ন আমাদের আর রক্ষক
 নাই। এইরূপ বীরতা অবলম্বনপূর্বক শিব
 পূজা ও প্রাণদান করিয়া শিবদ্যান করি
 লাগিলেন। তখন তাহারা পুরু, কুস্তক

সৈতান তাবচ্ছ হস্ততাং বধ্যতামিতি ।
 ক্ষুতক তদা নৈব ধ্যানমগ্নপারায়ণৈঃ ॥ ৩১
 বচ্ছ পার্শ্বিবে হানে গর্তমাসীং সশককম্ ।
 হাবাণীঃ সমুৎপন্নো নৃষ্টা তাং তাদৃশীং পতিম্ ॥ ৩২
 বাক্ত ব্রাহ্মণানাং হি সমীপং দূরতো ব্রজ ।
 ত্যক্তা হুস্তেনৈব ভ্রমসাং কুডবাংস্তদা ॥ ৩৩
 সঃ সৈন্তং হস্তেন কিকিং সৈন্তং পলায়িতম্ ।
 পঃ হস্তং ভেন শিবেন পরমাত্মনা ॥ ৩৪
 ণং নৃষ্টা বধা বাতি তম্ ৫ সংজ্ঞয় পুনঃ ।
 ঐব চ শিবং নৃষ্টা সৈন্তং নানমুপাসমঃ ॥ ৩৫
 বহুভুয়ো নৈহঃ পুণ্ড্রাষ্টিঃ পপাত হ
 াক্ষণঃ ৫ সমাধাত প্রসন্নো হি শিবঃ বহু ॥ ৩৬
 তপি দেবঃ শিবঃ প্রোচুর্ভুক্তিং দেবঃ প্রবচ্ছ নঃ
 ত্রৈব লোককৰ্ণার্থং স্বাভ্যাসং হি শিব তদা ॥ ৩৭
 ত্যক্তস্ত শিবস্তত্র তদ্বী পর্ন্তে হৃশোভনে

রক্তরূপ প্রাণায়মে রক্ত হইলেন। দম-
 স্ততা তাঁহাদিককে দেখিয়া “ইহাদিককে বধ
 করিব” এইরূপ বলিল। কিন্তু তাঁহারা
 দিকানে আসক্তচিত্ত হওয়াতে তাহা শুনিতে
 পাইলেন না। এমন সময়ে পার্শ্ব-শিবলিঙ্গ-
 পূজনার্থে শঙ্কর এক গর্ত হইল; নীলজনে
 রোষা দর্শনে মহাকল, তথা হইতে প্রোচুর্ভূত
 হইলেন। “ব্রাহ্মণদের নিকটে আসিস না,
 যেরূপ গমন কর” এই কথা বলিয়া দেবদেব
 তার মাত্রে নবধাতুরূপে ভ্রমসাং করিলেন।
 কিকিং সৈন্তকে তিনি বহু মট করিলেন,
 কিকিং সৈন্ত পলাইয়া গেল, আর নৃশকে ও
 এই পরমাত্মা শিব সংহার করেন। যেমন
 ত্যক্তার স্বর্গদর্শনে কিন্ট হয়, তদ্রূপ তদীয়
 দস্ত শিবদর্শনে নষ্ট হইয়া গেল। অর্থে
 পুতিধনি হইতে লাগিল, পুণ্ড্রাষ্টি হইল।
 পুন শিব, প্রসন্নভাবে ব্রাহ্মণদের আশাস
 দান করিলেন। তাঁহারা দেবদেব শিবকে
 পূজিলেন, দেব! আমাদিককে মুক্তি প্রদান
 কর এবং তে শিব! লোককৰ্ণার্থে জন্ত আপ-
 নাকে এখানে থাকিতে হইবে। ব্রাহ্মণা-
 এই কথা বলিলে, শিব, দিকগণকে মুক্তি প্রদান

ততনাকৈব ব্রহ্মার্থং দত্তা মুক্তিং বিজাং না ॥ ৩
 বিজান্তে মুক্তিমাগ্নাচ্চতুর্দিকু শিবাদম্ ।
 ক্রোশমাত্রং তদা জাতা লিঙ্গরূপিণ এব চ ॥ ৩১
 মহাকালেশ্বরো নাম ব্যাত ৫ ভুবনস্তরে ।
 তং নৃষ্টা হৃদয়কং যস্মৈ নার্যতি কবিসম্ভাঃ ॥ ৩২
 বং বং কামমপেক্ষ্যেব সেবতে তং ফলং লভতে ।
 এতং সর্কং সমাধাতঃ কবিতাং পরমং কতঃ ॥ ৩৩
 ওকারক বধা কাসীং তথা চ কবিতাং পুনঃ ।
 কবিতাং ৫ সময়ে চার নারদো ভ্রমসাংস্তদা ॥ ৩৪
 গোবর্ধাধ্যঃ শিবং পদা আশ্রতো বিদ্যাকে বহু ।
 তট্টেব পুতিভপ্তন বহমানপুতঃসমম্ ॥ ৩৫
 যস্মি সর্কক বিদ্যাত ন ন্যনং হি কদাচন ।
 ততি মানং তদা কবঃ নারদো মানস্য তদা ॥ ৩৬
 শিবস্ত সংহিতস্তত্র কবঃ বিদ্যাতঃ দ্বীপিনম্ ।
 কিং নানক তদা নৃষ্টং যস্মি নিবাসকারণম্ ॥ ৩৭
 ত্যক্তস্ত নারদো বাক্যমুবাচ ভ্রমসাং পুনঃ ।

করিয়া ততনাকৈব জন্ত সেই হৃশোভন পর্ন্তে
 অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই দিকগণ,
 মুক্তিলাভ করিয়া শিবসমীপে ক্রোশমাত্রো লিঙ্গ-
 রূপী হইয়া রহিলেন। সেই পর্ন্তস্থিত শিব
 ত্রিভুবনে মহাকালেশ্বর নামে বিখ্যাত। যে
 কবিরূপ! তাঁহাকে অবসোকন করিলে
 করেও আর হৃদয়লাভ হয় না। যে, যে কামনা
 করিয়া সেই মহাকালেশ্বরের সেবা করিলে, সে
 সেই ফল প্রাপ্ত হয়; এই সমস্ত বিষয় বর্ণনায়,
 একদা পরম কথা প্রবণ করিল। পূর্বে ওকার-
 কবিতা বেরূপ ছিল, তাহা প্রবণ করিল। কোন
 সময়ে বহু ভ্রমসাং নারদ, গোবর্ধ শিবের
 নিকটে গমন করিয়া বিদ্যা পর্ন্তে প্রবাস করেন।
 তদার তিনি বহমানপুতঃসর বিদ্যাকর্ক পুজিত
 হইলেন। তখন বিদ্যা বর্ণিলেন, আশ্রতে সকল
 বস্ত সর্কলা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে।
 কবিতার নারদ, এইরূপ জহাং সাহচর্য বাক্য
 প্রবণ করিয়া দীর্ঘকাল পুতিভাপূর্ণক অবস্থিতি
 করিলেন। তাঁহা দীর্ঘনিবাসনক প্রবণে বিদ্যা
 বর্ণিলেন, আপনি আশ্রতে কিসের প্রদান দেখি-
 লেন যে, শিবাস পুতিভাপ করিলেন। ৫ ভ্রম-

ইয়ি তু বিদ্যাতে সৰ্বং মেকরুচতঃ পুনঃ ॥ ৪৬
 দেবেষপি বিভাগোহস্ত ন ভবান্তি কদাচন ।
 ইত্যুক্তা নারদস্তত্র অগাম চ বধাপত্যম্ ॥ ৪৭
 • বিদ্যাং পরিভ্রুপ্তা বৈ ধিগেব জীবিতাদিকম্ ।
 বিবেকরং তথা শত্ৰুমারাত্য চ অয়াম্যমুম্ ॥ ৪৮
 ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব ওঙ্কারযন্ত্রকে সয়ম্ ।
 কৃত্বা চৈব পুনস্তত্র পার্থিবীং শিবমূর্তিকাম্ ॥ ৪৯
 আরাধ্য চ তদা শত্ৰুং বধ্যাসক নিরন্তরম্ ।
 ন চচাল তদা স্থানান্ত্রিযথানপরায়ণঃ ॥ ৫০
 তস্মৈ চ দর্শয়ামাস হৃলন্তং যোগিনামপি ।
 রূপং যথোক্তং বেদেষু তক্তানামৌপিতকং যং ॥ ৫১
 প্রসন্নং তদা শত্ৰুক্রুহি ত্বক মমেপিতম্ ।
 বিদ্যা উবাচ ।
 যদি প্রসন্নো দেবেশ বুদ্ধিং লেহি যথোপিতম্ ॥ ৫২
 কিং কৰোমি যদৈভেন ব্রিহতে দীপ্ততে ময়া ।
 ন যুক্তং পরহুঃখায় বরদানং ময়া শুভম্ ॥ ৫৩

শ্রবণে নারদ বলিলেন, শুন ; তোমাতে সকল
 বস্তু আছে বটে, তথাপি স্মেরুই সর্বপ্রধান ;
 কেনন', স্মেরু দেবগণের মধ্যে গণা, আর তুমি
 কদাচ তাহা নহ' তথা নারদ এই কথা বলিয়া
 যথাস্থানে গমন করিলেন । ২৯—৪৭ । বিদ্যা,
 অনুতপ্ত হইয়া আপন্যর জীবনাদির প্রতি দিক্রার
 প্রদানপূর্বক বিবেকর শত্ৰুকে আরাধনা করিয়া
 “এই স্মেরুকে জয় করিব” এরূপ নিঃস্ব করি-
 লেন । অনন্তর তিনি তথাতেই ওঙ্কারযন্ত্রে
 পার্থিব শিবমূর্তি নির্মাণপূর্বক, ছয়মাস নিরন্তর
 শিবারাধনা করিলেন । কেবল শিবরানপরায়ণ
 হইয়া রহিলেন, আসন হইতে বিচলিত হন নাই ।
 অনন্তর শত্ৰু প্রসন্ন হইয়া যোগিগণের হৃলন্ত
 তক্তগণের অভিলষিত বেদবর্ণিত রূপ তাহাকে
 দেখাইয়া বলিলেন, আমার নিকট তোমার অভি-
 লষিত বিষয় ব্যক্ত কর । বিদ্যা বলিলেন, হে
 দেবেশ ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন,
 তাহা হইলে আমার অভিলাষানুরূপ বুদ্ধিশক্তি
 প্রদান করুন । তখন শিব ভাবিলেন, কি করি ?
 যখন এ ব্যক্তি এই বর আমার নিকট প্রার্থনা
 করিতেছে, অতএব প্রদান করিতে হইয়াছে ।

তথাপি দন্তবাংস্ত্রয়ে যথোচ্ছসি তথা কুরু ।
 এবক সময়ে দেবা ধনয়ং চ তথামলাঃ ॥ ৫৪
 সম্পূজা শঙ্করং তত্র হাত্যামিতি চাক্রবন ।
 তথৈব কৃত্বান দেবো লোকানাং সুখহেতুভিঃ ॥
 ওঙ্কারে চৈব যন্ত্রে বৈ লিঙ্গমেকং তথা পুনঃ ।
 পার্থিবে চ তদা লোকে লিঙ্গমেকং তথা পুনঃ ॥
 এবং ধরং সমুৎপন্নং লিঙ্গমেকং বিধাকৃতম্ ।
 প্রণবে চোঙ্কারং নামাসীং স সদাশিবঃ ॥ ৫৭
 পার্থিবে চৈব যজ্ঞাতঃ তদাসীদমরেশ্বরঃ ।
 সম্পূজা চ তদা দেবাঃ সন্তুষ্টা বৃষতশ্বজম্ ॥ ৫৮
 বরান্ দত্ত্বা হনেকাং স্ত্রীং নরায়ো দেবতাস্তদা ।
 য এনং পূজয়েদেবং ন গর্ভে বসতে নরঃ ॥ ৫৯
 যদভীষ্টং ফলং তচ্চ প্রাপুয়াত্তত্র সংশয়ঃ ।
 ইত্যুক্তা চ তদা দেবা হস্তধ্বজানং গত্বা হি তে
 এতং তে হি সমাখ্যাত্তমোঙ্কারসম্বৎ ফলম্ ।
 অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কেশরং পাপনাশনম্ ॥
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্যোতির্লিঙ্গোৎপা-
 বর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

কিন্তু এই অশুভ বরদান পরের দুঃখের
 সূত্ররূপে অনুচিত কার্য্য হইতেছে । এ
 হইলেও শিব সেই বর তাহাকে প্রদান ক-
 রিলেন, যে রূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে । এ
 সময়ে দেবগণ এবং পবিত্র ঋষিগণ, শঙ্কর
 পূজা করিয়া বলিলেন, এই স্থানে আপন
 থাকিতে হইবে । লোকস্বখের জন্ত দেব
 তাহাই করিলেন । ওঙ্কারযন্ত্রে এক লিঙ্গ এ
 পার্থিব মূর্তিতে এক লিঙ্গ এই প্রকারে ।
 লিঙ্গই দুইরূপে উদ্ভূত হইলেন । ওঙ্কারযন্ত্রাধি-
 সদাশিবের নাম ওঙ্কার । আর পার্থিব মূর্তি
 আবির্ভূত লিঙ্গের নাম অমরেশ্বর । তখন
 গণ ও ঋষিগণ, সেই শিবের পূজা করিয়া স
 সাধনপূর্বক এই সমস্ত বরপ্রদান করিলেন ।
 যে মানব, ইহার পূজা করিবে, তাহার গ-
 বাস হইবে না এবং বাহা অভীষ্ট ফল, তা-
 লাভ করা যাইবে, এই কথা বলিয়া সেই স-
 দেবগণ, অস্তহিত হইলেন । এই

সপ্তচরিত্রাংশোঃ অধ্যায়ঃ ।

সুত উবাচ ।

শৈব সত্ত্বো মনুঃ সাত্বিকঃ পুত্রা ।
ব্রহ্ম মহাতেজা নাদ্রা প্রিয়ব্রতস্তদা ॥ ১
সন্ত পুত্রকাঃ সপ্ত পুত্রার্থে চ সন্ত তদা ।
ব্রহ্মসাম্যমেরোরনু পুনঃ পুনঃ ॥ ২
প্রথমং কৃতা সপ্ত বীপানকময়ঃ ।
সংখ্যাত্বা জাতাঃ সমুদ্রাঃ সপ্ত এব চ ॥ ৩
নামপি পুত্রাণাং বীপমেকমদাঃ পুনঃ ।
তদকং তদা সন্তঃ রাজা তেন মহাত্মনঃ ॥ ৪
পৃথিবীনাঞ্চ বিস্তার্য বংশমুত্তমম্ ।
ব্রহ্মৈব তং পুত্রো জ্যোতঃ প্রিয়ব্রতস্তদা ॥ ৫
সপ্ত তদা তেন কৃতং রাজ্যং কথাস্থম্ ।
ব্রহ্ম তদা নভির্নিত্য লোকস্থবচনঃ ॥ ৬
চাপি তদা রাজ্যং পিতৃবঃ পরিপালিতম্ ।

অনন্ত নিকট ফলভ্রমক ওকারনির্ভবির্ভাব-
ত্ব বর্নন করিলেন । অতঃপর পাপনাশক
ব্রহ্মবিদ্য বর্ণন ১৮—৬১ ।

সপ্তচরিত্রাংশোঃ অধ্যায়ঃ ১৭ ॥ ১৬ ॥

সপ্তচরিত্রাংশোঃ অধ্যায়ঃ ।

সুত বসিনেন — পূর্বকালে ব্রহ্মা হইতে
স্বয়ং মনু উৎপন্ন হন । প্রিয়ব্রত নামে
তার অতি চেষ্টা এক পুত্র ছিলেন । ঐহার
পুত্র; তিনি স্বয়ং ভগবান্দের বাসস্থান
সুমেধ পর্বতে চতুর্দিক পুনঃপুনঃ গমন
করাইয়া ঐ পর্বত সমুদ্রের প্রাচীর
সাপ্তদ্বীপ সৃষ্টি করিলেন । তৎকালে
চতুর্দিক বসন্ত যে গন্তু হইয়াছিল, তাহার
মুদ্ররূপে পরিণত হয় । সেই মহাত্মা
সপ্ত সমুদ্রের সাপ্তদ্বীপ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক
কে এক একটা বীপের আধিপত্য স্থাপন
কি উক্ত বংশ বিস্তার করিয়া হুসুসুসুসু
। ঐহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিত্য অনুবীপে
বাস করিলেন । তৎপরে লোকসকল

ভক্ত পুত্রাত্মা জাতা কবতান্য মুনীশ্বরাঃ ॥ ৭
ভক্ত পুত্রশতং হাসীদৃবতস্ত মহাত্মনঃ ।
সর্বেষাং পুত্রাণাং জ্যোতঃ ভরত এব চ ॥ ৮
নব যোগীশ্বরাঃ প্রাপ্তা বীতরাপান্তবান্ ।
অনন্ত চ বিজ্ঞানং তৈর্দত্তং সুমহাত্মজিঃ ॥ ৯
একানীভিত্ত্বা জাতাঃ কশ্যপাং পরাশরাঃ ।
করিষাণাং কশ্য কশ্য কশ্য মোক্ষপরাশরাঃ ॥ ১০
অনন্তঃ সর্গদ্বিতানাং হিতায় কবিসত্তমাঃ ।
নগানি কমরামাস নব নব হিতায় চ ॥ ১১
তরাপি ভরত জ্যোতঃ যৎ ৩২ দিনে পৃথিবীকে ।
ভ্রাতা চৈব বিখ্যাতঃ নগর তদন্ত তদা ॥ ১২
সর্বেষাং চ যৎ ৩২ মেতে ভরতমুচ্যতে ।
অমরা তদা ইত্যদ্বি সর্গকশ্যপাং ॥ ১৩
সর্বেষাং চ যৎ ৩২ ব্রহ্মতঃ প্রকীর্তিতঃ ।
বিদ্বান্ লোককল্যাণং যৎ ৩২ মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৪
তদপি ভরতে যৎ ৩২ ব্রহ্মতঃ সর্গকশ্যপাং ॥ ১৫
নুনঃ সর্গকশ্যপাং তিষ্ঠতি পরমেশ্বরঃ ॥ ১৬

ভঃ পুত্র নতি পিতার জ্ঞান রাজ্যপরিপালন
করেন যে মুনীশ্বরাঃ । কবত প্রকৃতি—
ঐহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে । মহাত্মা কবত
একশত পুত্র ছিল ; ভরত ভরতই সর্গজ্যোতঃ ।
ঐহার নবজন পুত্র কেরাশা বসন্ত : মহাত্মা
হইয়াছিলেন । ব্রহ্মা জনক এই মহাত্মাদিগের
নিকটই জন্মউপদেশ গ্রহণ হন । অপর এক-
নীতি পুত্র করিষোচিত প্রাণাশ্রয়নারি কশ্য অনু-
ষ্ঠান করিয়া মোক্ষমার্গের পথিক হন : ১—১০ ।
যে করিষোষ্ঠন ! মহাত্মা কবত অবশিষ্ট নব
পুত্রের হিতার্থে অনুবীপকে নব যৎ ৩২ বিজ্ঞান
করিষা জ্যোতঃ পুত্র ভরতকে সর্গাধিপত্য দেব-
যুক্তি এই যৎ ৩২ স্থাপন করেন । তৎপরে
ঐহার নামে এই যৎ ৩২ নাম ভরত যৎ ৩২
হইল । এই ভরত, সকল যৎ ৩২ যৎ
জ্যোতঃ ; এমন কি, দেবরূপে সকল সুকেশবসে
এই ভরতে ভগবতঃ ইচ্ছা করেন । মুনীশ্ব-
রাঃ ! ভরত বিদ্ব লোককল্যাণ উক্ত সমুদ্রের
যে যে যৎ ৩২ যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন,
তদা কীর্তিত আছে । ভরত এই ভরত

তপস্তপ্যতি নিত্যং বৈ লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 তত্র কেদারসংজ্ঞং বৈ শৃঙ্গং হিমসমুদ্ভবম্ ॥ ১৬
 নরো নারায়ণশ্চৈব যত্রাস্তে চ মিরস্তরম্ ।
 তাত্য্যং সম্প্রার্থিতো দেবঃ পার্শ্বিবে পূজনায় বৈ ॥
 আরাতি চ ঋষিপ্রেষ্টাঃ ভক্ত্যধীনতয়া শিবঃ ।
 কনিষ্ঠ্যন্তিঃ সময়ে তত্র প্রসন্নঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৮
 সম্যক্ কৃতং ভবন্ত্যন্ত পূজাত্য্যং পূজিতে হৃদম্ ।
 কিং কার্যং বিদ্যাতে লোকে ভবতোস্তপসঃ কলম্ ॥
 অবাগ্ধকামো প্রেষ্টো চ কিং কার্যং ভবতোঃ পুনঃ
 তথাপি পূজিত্য্যহং প্রসন্নো ত্রিযতামিতি ॥ ২০
 ইত্যুক্তে চ তদা তেন নরো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
 উবাচ বচনং তত্র লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২১
 যদি প্রসন্নো দেবেশ যদি দেবো বরদায় ।
 স্বীয়তাং যেন রূপেণ পূজার্থং শঙ্কর স্বয়ম্ ॥ ২২
 ইত্যুক্তস্ত তদা তাত্য্যং কেদারে হিমসংজ্ঞকে ।
 স্বয়ং শঙ্করস্তদ্বো জ্যোতীরূপী মনোহরঃ ॥ ২৩

৪৩ বদরিকাশ্রমে ভগবান্ বিষ্ণু নরনারায়ণরূপে
 অবস্থান করিয়া লোকহিতের জন্য নিম্নত
 তপস্তা করিতেছেন। উক্ত বদরিকাশ্রমে
 কেদার নামক হিমালয়ের একশৃঙ্গ আছে।
 তন্মুখং সল শিব তাঁহাদিগের প্রার্থনায় পূজাসময়ে
 পার্শ্বিবে নিঃস্র আবির্ভূত হইয়া তথায় আগমন
 করেন। একদা ভগবান্ শিব, তাঁহাদিগের
 পূজায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন :—“জগতে
 আপনাদিগের তপস্তার কোন প্রয়োজন
 দেখিতেছি না, আপনি পূর্বকাম, প্রেষ্ট
 ও পূজ্য, তথাপি যখন আমার পূজা
 করিতেছেন, তখন আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ
 করুন।” ১১—২০। ভগবান্ এই কথা বলিলে
 পর তখন স্বয়ং নরনারায়ণ বলিলেন—হে দেব-
 দেব শঙ্কর! যদি প্রসন্ন হইয়া বরদানে আপনার
 ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূজার জন্য
 স্বীয় জ্যোতির্মুখিতে এই স্থানে স্বয়ং অবস্থান
 করুন। তাঁহারা এই বর প্রার্থনা করিলে সেই
 কেদার নামক হিমালয় শৃঙ্গে ভগবান্ শঙ্কর স্বয়ং
 জ্যোতির্মুখিতে অবস্থান করিলেন। তিনি
 ত্রিভূতপহারী, সুভয়াং নরনারায়ণ ঋষি তাঁহার পূজা

তাত্য্যক পূজিতশ্চৈব সর্বভূঃখভরাপঃ ।
 লোকানামুপকারার্থং ভক্তানাং দর্শনায় বৈ ॥
 স্বয়ং হিততদা শত্ৰুঃ কেদারেবরসংজ্ঞকঃ ।
 দেবাশ্চ পূজয়ন্তীহ ক্ষয়শ্চ সনাতন্যোঃ ॥ ২৫
 ভবন্ত পূজনান্নিত্যং বদরীশ্রমবাসিনঃ ।
 পবিত্রিতাঃ সদা যো বৈ নাম্না শিব উদাহৃতঃ
 তদ্দিনং হি সমারভ্য কেদারেবর এব চ ।
 পূজিতো যেন ভক্ত্যা বৈ হৃৎখং যপ্রৈহপি হৃ
 ততত্যাং বলয়ং যো বৈ দধাতি হরিবল্লভঃ ।
 হরিরূপাক্রিতং তচ্চ হররূপসমবিতঃ ॥ ২৮
 তন্তৈব রূপং দৃষ্ট্বা চ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে
 জীবমুক্তো ভবেৎ সো বৈ যো গতো বদরী
 দৃষ্ট্বা রূপং নরশৈব তথা নারায়ণশ্চ চ ।
 কেদারেবরনাম্ভ্যশ্চ মুক্তিতাজী ন সংশয়ঃ ॥ ৩০
 এতৎসং সমাখ্যাতং যং পৃষ্টম্বিসমুদয়ঃ ।
 ক্রমা পাপং হরেৎ সর্বং নাত্র কার্য্য বিচা
 রতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং ভীষণম্ভয়ে
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতা
 জ্যোতির্মুখমহিমবর্ণনং নাম সপ্ত-
 চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান্
 লোকের উপকারার্থ ও ভক্তগণকে আ-
 দিবার ইচ্ছায় কেদারেবর নামে স্বয়ং
 আবির্ভূত হইয়া রহিলেন। দেবগণ ও
 ঋষিগণ, বদরিকাশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে
 করিতে লাগিলেন। বদরিকাশ্রমবাসী
 নিত্য তাঁহাকে পূজা করায় আপনাদিগকে
 বোধ্য করিলেন। শিবনামের এমনই যদি
 সেই দিন হইতে যে ব্যক্তি কেদারেবরকে
 সহকারে পূজা করে, যপ্রৈও সে হৃৎখলা
 না। যে বৈকুণ্ঠ হরিরূপাক্রিত তথাকার
 হস্তে ধারণ করে, সে হরমুক্তি হয়। যে
 বদরিকাশ্রমে গিয়া ভগবান্ কেদারেবরকে
 দর্শন করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত
 জীবমুক্ত হয়। তথায় নরনারায়ণ ও কেদারে
 মুক্তি দেবীরা মনুষ্য মুক্তিজাজন হয়, এ
 সন্দেহ নাই। হে ঋষিপ্রেষ্টগণ।

অষ্টচত্বারিংশোঃ ধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রথমে দেশে শঙ্করো লোককাব্যয়া ।
 ১। যৎ সাক্ষাৎ কল্যাণপুণ্যভাজনঃ ।
 বতীর্ণোহসৌ কথ্যামি মুনীশ্বরাঃ ।
 ২। নমঃ মহাবীর্যো রাক্ষসো লোকনাশনঃ ।
 সর্গভূতানাং ধ্বংসনাশনতঃ পরঃ ।
 ৩। সদ্গুণপন্নঃ কর্তব্যঃ সুমহাবলঃ ।
 ৪। চ পশ্যতঃ সোহপি মাতা সহ সমধিতঃ ।
 ৫। স চ বাক্যেন হতঃ লোকভয়করে ॥ ৬।
 ৭। নী পুত্রকু ৮। স হতঃ স্ত্রীঃ স্যাদ্ভ্যঃ ।
 ৮। তে রাক্ষসে ভীমা কর্তৃমাতঙ্গা তস্মৈ ॥ ৯।
 ১০। যুমে পিত কো ন কথ্যৈকঃ কিকী পুনঃ ।
 ১১। পুত্রো তু তেন পুত্রেন রাক্ষসীবচঃ ॥ ১২।

অষ্টচত্বারিংশোঃ ধ্যায়ঃ ।
 ১। সদ্গুণপন্নঃ পাপ নষ্টঃ স হতঃ স্ত্রীঃ ।
 ২। স হতঃ স্ত্রীঃ স্যাদ্ভ্যঃ ।
 ৩। তে রাক্ষসে ভীমা কর্তৃমাতঙ্গা তস্মৈ ॥ ৪।
 ৫। যুমে পিত কো ন কথ্যৈকঃ কিকী পুনঃ ।
 ৬। পুত্রো তু তেন পুত্রেন রাক্ষসীবচঃ ॥ ৭।

সপ্তচত্বারিংশোঃ ধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

অষ্টচত্বারিংশোঃ ধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন,—(১) মুনীশ্বরা! তৎক্ষণাৎ
 লোকনাশক ভয়ানক শঙ্কর কি নিমিত্ত কল্যাণ-
 পুণ্যভাজন নাকি? অবশেষে কথ্য হইলেন,
 গির্জাচি শ্রবণ করুন। পূর্বে ভীম নামে
 সর্গভূতের উৎপাদক, ধ্বংসকর্তা লোকনাশক
 এক মহাবলশালী রাক্ষস, কৃতকর্মের উৎস
 ও কটীর গর্ভে ভয়ঙ্কর হইল। তাহার
 পিতা ও পুত্র সতপর্কিতে বাস করে। কল্যাণের
 ইচ্ছায় লোক-ভয়ঙ্কর কৃতকর্মকে বধ করিতে
 কটী বালকপুত্রকে লইয়া সতপর্কিতেই বাস
 করিতে থাকে। একদা ভীম, বাল্যকালে
 বাজারে জিজ্ঞাসা করিল, মাতা আমার পিতা
 কে? কেহই বা তুমি একাকিনী হইয়াছ?
 পুত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রাক্ষসী

উবাচ পুত্রঃ চুট। বৈ শঙ্করঃ কথ্যামাহম্ ।
 পিতা তে কৃতকর্মণ্যে রাবণানুজঃ এষ চ ॥ ৭।
 রাবণে মারিতঃ সোহহং ভাত্তা সহ মহাবলঃ ।
 অত্রাগতঃ কদাচিত্তে মহোপাং কৃতবান পুত্রা ॥ ৮।
 মহা ন পুট। লক্ষা বৈ হতৈব নিবসাম্যহম্ ।
 পিতা মে কর্কটো নাম মাতা মে পুঙ্গবী মতা ॥ ৯।
 ততঃ মে চ বিরোধোহুদ্যমেণ চ হতঃ পুত্রা ।
 পিতৃভ্যাঃ পদেহি হিতাহক বামিনি নিহতে সতি ॥ ১০।
 পিতরো মে মৃতৌ চাত্তে কথিতা ভয়সাংকৃতৌ ।
 ভয়সার্থ্যে গাতৌ ততঃ কৃতেন সুমহাবলেন ॥ ১১।
 সুতীক্বে নাম বিদ্যাতপস্যা সতকর্মকঃ ।
 তেনৈব মারিতো পুত্র পিতরো বধ করতৌ ॥ ১২।
 একাকিনী তস্মৈ ভাত্তা হুর্জিতা পর্কিতে পুত্রা ।
 এতদিন সময়ে তত্র রাক্ষসো রাবণানুজঃ ॥ ১৩।
 আপাতা কৃতবান সতঃ বিদ্যাতপস্যা সতকর্মকঃ ।
 ততঃক সদ্গুণপন্নঃ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১৪।
 অবলম্ব্য পুনঃক কল্যাণপুণ্য কথ্যামাহম্ ।

বলিল,—বৎস! ভোমার পিতা রাক্ষস-
 কৃতকর্মের কনিষ্ঠ ভাত্তা কৃতকর্ম, কৃত
 সেই রাক্ষস ও মহাবলশালী কৃতকর্মকে
 বধ করিয়াছেন। তিনি একবার মাতা আমার
 নিকটে এই বাক্যে আসিয়াছিলেন। আমি
 লক্ষ্য করিয়াও শোনি নাই,—এই বাক্যই বাক্য
 করি। আমার পিতার নাম কর্কট, মাতার নাম
 পুঙ্গবী। পূর্বে বিদ্যাতপস্যা নামক রাক্ষস আমার
 ভাত্তা ছিলেন। তিনিও রাক্ষসকে নিহত করেন।
 বাক্ষসী হইলে আমি পিতামাতার নিকটে
 অবস্থান করি ১—১০। একদিন আমার পিতা-
 মাতা মহোপাং সুতীক্বে মুখিক ভয়ঙ্কর করিতে
 উবাচ হইলে, সেই মহোপাং কৃত হইয়া তাহা-
 লিককে বধ করেন। এইরূপে পিতামাতার
 হইয়া আমি একাকিনী এই পর্কিতে হুর্জিতভাবে
 বাস করিতেছি।—একদা সর্গের রাক্ষস কনিষ্ঠ
 কৃতকর্ম আসিয়া আমার সতপর্কিতে এই
 বাক্যে কথিতা প্রদান করেন। তৎপরে মহাবল-
 পরাক্রমশালী সুমি উৎপন্ন হইলেন। আমি
 ভোমাকেই অবলম্বন করিয়া কল্যাণপুণ্য করি-

ইতি ক্রত্বা বচন্তস্তা ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ১৫
 ক্রুদ্ধঃ সন্ধিতয়ামাস কিং করোমি হরিং প্রতি ।
 পিতা মে চ হতশৈব মাতামহস্তথা পুনঃ ॥ ১৬
 বিরামন্ত হতো হতঃ ধ্বংসঃ বহুভবঃ কৃতম্ ।
 তংপুত্রোহহং ভবেয়ং চেচ্ছরিক পীড়য়ামাহম্ ॥ ১৭
 ইতি ক্রত্বা মতিং তত্র তপস্তপ্তং সুদারুণম্ ।
 ব্রহ্মাণক সমুদ্ভিষ্ট বর্ষসাহস্রকং তদা ॥ ১৮
 উর্দ্ধবাহুৈশ্চকপাদঃ সূর্যো দৃষ্টিং দধং পুরঃ ।
 মনসা ধ্যানমাপ্রিত্য তপঃক্রে মহং তদা ॥ ১৯
 শিরসস্তস্ত সজ্জাতং তেজঃ পরমদারুণম্
 তেন দম্বাস্তদা দেবা ব্রহ্মাণং শরণং গতঃ ॥ ২০
 হে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মসন্তোজো লোকান্ পীড়িতুমদ্যতম্ ।
 যং প্রার্থ্যং তেন হৃষ্টেন তং তং দেহি পিতামহ ॥ ২১
 নো চেনদ্য বরং দম্বাস্তেনৈব সুমহাম্বন ।
 বাস্কামঃ সংক্ষমং সর্কৈ তদ্যাদেহি পিতামহ ॥ ২২
 ইতি তেষাং বচঃ ক্রত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 অগাম বরদানার্থং রাক্ষসায় হুরাস্তনে ॥ ২৩

তেছি। ভীমপরাক্রম ভীম, মাতার এই বাক্য
 শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চিন্তা করিল,—কিরূপে
 হরির অনিষ্ট করিতে পারিব। আমার পিতা,
 মাতামহ ও বিরোধ রাক্ষস ইহা কর্তৃক নিহত
 হইয়াছেন, ইহাতে যংপরনাস্তি দঃখ দেওয়া
 হইয়াছে। আমি যদি বিরোধ বা কুহকর্ষণের পুত্র
 হই, তবে অবশ্যই হরির অনিষ্ট আচরণ করিব।
 এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে তথায়
 সহস্র বৎসর যৌর তপস্তা করিল। যখন সে
 উর্দ্ধবাহু একপাদে সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
 ব্রহ্মার ধ্যান করত যৌর তপস্তা করিতে লাগিল;
 তখন তাহার মস্তক হইতে অতি ভীষণ তেজ
 বহির্গত হইয়া দেবগণকে দম্ব করিতে লাগিল।
 তখন দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন,—
 “হে পিতামহ! হে ব্রহ্মন্! তপস্তাকারী ভীম
 নামক রাক্ষসেবু তেজ লোকপীড়নে উদ্যত
 হইয়াছে, এক্ষণে সে হুরাস্তা বাহা প্রার্থনা করে,
 তাহাই তাহাকে দিউন। নতুবা আমরা সকলেই
 তাহার তেজে দম্ব হইয়া বিনষ্ট হইব।” লোক
 পিতামহ ব্রহ্মা—তাঁহাদিগের এই বাক্য শুনিয়া

তদগ্রে চ তদা বাতো হংসবাহনসংযুতঃ ।
 প্রসম্মোহম্মি বরং ক্রহি যং তে মনসি বর্ততে ॥
 ইতি ক্রত্বা বচন্তস্ত বচনং পুনরব্রবীৎ ।
 রাক্ষস উবাচ ।
 যদি প্রসম্মো দেবেশ যদি দেবো বরদাতা ॥ ২৪
 অতুলক বলং মেহদ্য দেহি তং কমলাসন ।
 ইত্যুক্তা তু নমঃক্রে ব্রহ্মণে পরমাস্তনে ॥ ২৫
 ব্রহ্মা চাপি তদা তস্মৈ বরং দত্ত্বা গৃহং যযৌ ।
 রাক্ষসো বলবাস্তত্র মাতরং প্রণিপত্য চ ॥ ২৬
 পশ্য মাতঃ করোম্যদ্য দেবানাং প্রলয়ং হৃদয় ।
 ইত্যুক্তা প্রথমং তত্র কামরূপেশ্বরং ভূভম্ ॥ ২৭
 ববন্ধ তাড়য়ামাস ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।
 গৃহীত্ব ধনং সর্কৈ হস্তাশ্ববদসঙ্কুলম্ ॥ ২৮
 ছত্রক চামরকৈব সর্কোপস্করণানি চ ।
 তেনৈব গৃহীত্ব রাজ্যং জলীরক মুনীশ্বরাঃ ॥ ২৯
 রাক্ষা চাপি শুচিঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রিয়ধর্মো হরিপ্রিয়ঃ
 গৃহীতো নিগড়ে তেন হৃষ্টেন সুরশক্রপা ॥ ৩০

সেই হুরাস্তা রাক্ষসকে বরদানার্থ গমন করিলে
 তখন ব্রহ্মা হংসোপরি আরোহণ করিয়া তত
 সমুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“হে ভগ্ন
 আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি কি ব
 চাও, বল ॥ ১১—২৪ ॥ রাক্ষস ব্রহ্মার এই বাক্য
 শুনিয়া বলিল,—“হে দেব কমলাসন! যা
 আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়া
 ছেন, তবে আমাকে অতুল বল দান করুন।
 সে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মাকে নমস্কার করিল
 ভগবান্ ব্রহ্মাও তাহাকে বরদান করিয়া গৃহে
 প্রস্থান করিলেন। তখন রাক্ষস ভীম, ব্রহ্মার
 বরে অমিতুলশালী হইয়া মাতাকে প্রণিপাত-
 পূর্বক বলিল,—“মাতঃ! দেবুন, অদ্য আমি
 দেবগণের উচ্ছেদ সাধন করি।” এই কথা
 বলিয়া প্রবল পরাক্রান্ত ভীম প্রথমে
 তথাকার কামরূপ দেশের রাজাকে বন্ধন ও
 তাড়নপূর্বক তাহার হস্তী, অশ্ব, রথ, ছত্র, চামর
 ও শিবিকাদি বান হরণ করিয়া জলীর রাজ্য গ্রহণ
 করিল। হে মুনীশ্ব! তখন ধার্মিকবর পরম-
 বৈষ্ণব বিগ্ধ রাজা, সেই হুরাস্তা রাক্ষসকর্তৃক

১৪ তু জা কৃতা পার্থিবী মুক্তিমুখ্যাম্ ।
 নক শিবৈশ্ব প্রায়কঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩২
 ১৫ শুবনঃ তেন বহুধা চ জা কৃতম্ ।
 ১৬ সঃ শুনকম্মাদি কৃত্য চ শিবপূজনম্ ॥ ৩৩
 ১৭ ইবন বিধানেন চকার নৃপসন্তমঃ ।
 ১৮ তানক তথা শ্রাষ্টে কৃত্য চ বিদিশূর্যকম্ ॥ ৩৪
 ১৯ নপাঠেঃ শ্রবৈঃ শ্রোত্রের্মুদ্রাসনপূরসরম্ ।
 ২০ চ সক্রমঃ তত্র ভেজে স শকরং মুদা ॥ ৩৫
 ২১ শকরময়ী বিদ্যাঃ ভজ্যাপ প্রণবাকিতম্ ।
 ২২ কৃতা কৃতা বৈ কৃত্য লঙ্ঘনশ্রুতং তদা ॥ ৩৬
 ২৩ নমর তদা তত্র চকার হিতকাম্যয়া ।
 ২৪ পদী চ তদা সাধী দক্ষিণা নাম বিজ্ঞাতা ॥ ৩৭
 ২৫ দ্বিধা বিধানঃ হি চকার নৃপসন্তমঃ ।
 ২৬ পদী হেতুভাবেন শকরঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৮
 ২৭ ভবমসংসৃত্য নাক্ষত্রা মনসো পতিঃ
 ২৮ ক্রমঃ ক্রমঃ ক্রমঃ ক্রমঃ চ কবিসন্তমঃ ॥ ৩৯
 ২৯ কবিরঃ শাস্ত্রমুখ্যঃ মুক্তিমুখ্যঃ পুরাণম্ ।
 ৩০ শাস্ত্রম্ চ তঃ সক্রমঃ শ্রবৈঃ শ্রবৈঃ ॥ ৪০

কবিরঃ হইল হিতকাম্যপূরিত পার্থিব শিব-
 বিদ্যাতে করিয়া নিষ্ঠুরে শিবের আরাধনা
 দিয়া করিলেন । তৎকালে সেই নৃপসন্তমঃ
 তানকম্মাদি ক্রমঃ করিয়া বিদিশূর্যক পঠি-
 পূরিত ক্রমঃ শিবপূজা করিলেন । পূজাকালে
 বিদিশূর্যক দান, প্রণাম, শ্রবণ, মুদ্রা ও অঙ্গ-
 দি করিয়া তিনি সানন্দমনে ভবমসংসৃত্য শকরঃ
 প্রায়কঃ প্রণবাকিত "নমঃ শিবায়" এই
 পদ্যকরঃ প্রণবাকিত করিতে লাগিলেন । তখন
 তিনি ভক্ত কর্য্য করিবার অবসর পাইলেন না ।
 কেবলমাত্র এই সকল কার্য্য হিতকাম্যনা করিতে
 লাগিলেন । দক্ষিণ নামে তাঁহার প্রিয়তমঃ পতি-
 ব্রতা পদীও উক্তরূপে শিবের আরাধনা করিতে
 লাগিলেন । সেই পদ্যভা একমানে পদ্যম্ অঙ্গ-
 সহকারে যতীশসেবতা শকরঃ উপাসনা
 নিরত রহিলেন । হে মুনীশ্বরঃ । এদিকে
 শকরঃ সমগ্র পৃথিবী বশীকৃত করিয়া, সমস্ত
 বৈদ্যম্, উপনিষদম্ ও শাস্ত্রম্ জিজ্ঞাস্য

দেবাঃ পীড়িতঃ শকরঃ পীড়িতা কৃপাম্ ।
 অভয়ঃ হুঃখমাপ্নাঃ শিবক শরৎকঃ ॥ ৪১
 ৪২ শ্রোত্রের্মুদ্রাসনকৈঃ চকার লোকসুখাবহম্ ।
 ৪৩ প্রসন্নঃ কৃত্যভ্যন্তে মহাকান্তান্তটে ততে ॥ ৪২
 ৪৪ কৃত্য চ পার্থিবীঃ নৃক্তিঃ পূজাশ্রিয়া ধ্যানভঃ ।
 ৪৫ জা চ বিবিধৈঃ শ্রোত্রের্মুদ্রাসনাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ৪৩
 ৪৬ এবং কৃত্যভ্যন্তে শকরঃ শিবক শরৎকঃ ॥ ৪৪
 ৪৭ প্রসন্নঃ শিবঃ কৃত্য ক্রিঃ কার্য্যঃ কবিশিঃ ৪৫
 ৪৮ ইদৃশ্যে চ তদা তেন দেবাঃ হুঃখঃ শিবঃ পুরঃ ।
 ৪৯ সক্রমঃ অনাসি দেবেশ নাক্ষত্রাঃ বিদ্যাতে তদা ॥ ৪৫
 ৫০ তদাপি শকরঃ শিবঃ শকরঃ শীমন্তপকঃ ।
 ৫১ শীমন্তপকিতয়া দেবানঃ কৃপাঃ কৃত্য শকরঃ ৪৬
 ৫২ হুঃখঃ শকরঃ কৃত্য জিঃ শীমন্তঃ প্রিয়কাম্যয়া ।
 ৫৩ ইদৃশ্যে তদা শকরঃ কবিশিঃ কবিশিঃ ৪৭
 ৫৪ শকরঃ চাপি শকরঃ শিবঃ কবিশিঃ ৪৮
 ৫৫ তদাঃ প্রসন্নঃ শিবঃ কার্য্যঃ শীমন্তঃ কবিশিঃ ৪৯

সমস্ত বস্তু ভোগ করিতে লাগিল ২৫—৪০। কবি
 ও দেবগণ সেই বস্তুসকলকে উঃ পীড়িত হওয়ায়,
 অতি দুঃখিত হইল । শিবের শরৎকঃ হইলেন ।
 তাঁহারা শিবের মহাকান্তে নবীর তটে পদ্য
 নৃক্তি বচনপূরিত কবিশিঃ পূজা করত কবিশিঃ-
 নাত ভবমসংসৃত্য শকরঃ বিদিশূর্যক তদা ও
 প্রণবাকিত করিয়া প্রসন্ন করিয়াছিলেন । তখন
 ভবমসংসৃত্য শকরঃ কবিশিঃ—হে দেবগণ !
 আমি প্রসন্ন হইয়াছি । বস্তু প্রসন্ন কৃত্য আশা
 ভোগকাম্যে হি কার্য্য করিতে হইবে বল ।
 তিনি এই কথা বলিলে দেবগণ ভবমসংসৃত্য শকরঃ
 বলিলেন,—হে দেবগণ । আপনি সমস্তই
 জানেন, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই ; তদাপি
 প্রসন্ন করুন । হে দেব শকরঃ । তাঁম শ্রমে
 এক ক্রমঃ শকরঃ অভয়ঃ উঃ পীড়িত করিতে
 হে । আপনি কৃপাপূরিত সেই হুঃখঃ শকরঃ
 শীমন্তঃ কবিশিঃ, জহাশ্রিয়া প্রিয়কাম্যয়া সকল
 করুন । দেবগণের যাক্য শ্রবণে, ভবমসংসৃত্য শকরঃ
 কবিশিঃ, জহাশ্রিয়া কবিশিঃ—হে
 দেবগণ ! জহাশ্রিয়া কবিশিঃ শিবঃ শে উঃ পীড়িত

ইত্যুক্তান্তে তদা দেবা আনন্দং পরমং গতাঃ ।
 স্বং স্বমাশ্রমকং সৰ্ব্বং যযুস্তে চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৯
 শিবোহপি স্বগণৈঃ সার্কং জগাম হিতকাম্যয়া ।
 • এতশ্চিন্ত্যন্তরে তত্র কামরূপেণরোণ চ ॥ ৫০
 অত্যন্তং ধ্যানমারুণং পার্থিবস্ত পুরস্তদা ॥
 কৈশিচ্চ তত্র গতা চ রাক্ষসায় নিবেদিভ্যু ॥ ৫১
 রাজা কিকিং করোত্যেবং হৃদর্থে রাক্ষসোত্তম ।
 অভিচারং করোতি বৈ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥ ৫২
 রাক্ষসোহপি চ তক্ষুত্বা কুপিতো হননেচ্ছয়া ।
 গৃহীত্বা করবালকং হাজগাম নৃপং প্রতি ॥ ৫৩
 তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসো হত্রে পার্থিবাদিস্তিত্তকং যং ।
 তদত্যন্তবিরূপকং দৃষ্ট্বা কিকিং করোত্যসৌ ॥ ৫৪
 কুপিতো রাক্ষসস্তত্র হত্যাং সোপস্করং বিভূম্ ।
 বিচার্যোবাচ তং তত্র ক্রিয়তে কিং জয়াধুনা ॥ ৫৫
 সত্যং বদ ন হত্যাং হ্যামত্থা হস্মি নিশ্চিন্তম্ ।
 ইতি শ্রুত্বা বচো হস্ত সত্যপাশেন যদ্বিতঃ ॥ ৫৬

নিয়ত ক্রেশ দিতেছে ; অতএব জানিও অচিরেই
 তোমাদিগের কার্য সম্পন্ন হইবে । এইরূপ
 আশীসবাক্য শুনিয়া, তখন দেব ও মহর্ষিগণ
 পরমানন্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । ভগ-
 বান্ শিবও প্রমথগণের সহিত হিতার্থে গমন
 করিলেন । ইত্যবসরে কতিপয় রাক্ষসাত্মচর
 তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল,—
 “হে রাক্ষসরাজ ! আপনা কর্তৃক বন্দীকৃত কাম-
 রূপ প্রদেশের রাজা পার্থিব শিবলিঙ্গের সমুখে
 ধ্যাননিমগ্ন হইয়া আপনার অভিচার করিতেছে,
 এক্ষণে শুনিয়া যাহা ইচ্ছা হয় করুন ।” রাক্ষস
 লোকমুখে এই সংবাদ শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া তদু-
 বারি গ্রহণপূর্বক রাজাকে বধ করিতে গমন
 করিল ।” ৪৯—৫৩ । সে তথ্য গমনপূর্বক
 পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রভৃতি দেখিয়া এবং রাজা নিজ
 মতবিরুদ্ধ কোন কার্য করিতেছে দেখিতে পাইয়া,
 কুপিত হইয়া, পূজাপকরণ সমেত শিবলিঙ্গ চূর্ণ
 বিচূর্ণ করিবে ইহা মনে স্থির করিয়া, তাহাকে
 বলিল,—রাজন্ ! তুমি কি করিতেছ সত্য বল,
 তোমায় বধ করিব না, নতুবা নিশ্চিতই যমালয়ে
 প্রেরণ করিব । রাজা, রাক্ষসের এই বাক্য

উবাচ বচনং সত্যং ভবিষ্যত্ত ভবেদ্বিহ ।
 কৃপালুঃ শঙ্করোচ্চাত্রে বজ্রতে পার্থিবে ক্রবম্ ॥
 মদর্থে ন করোতীহ হহং কিয়ান্ বরাককঃ ।
 স্বরূপানুপ্রতিজ্ঞাক সত্যকৈব করিষ্যাতি ॥ ৫১
 মত্তকৃৎক যদা কচিৎ পীড়িত্যতিদারুণম্ ।
 তদাহং তস্ত রক্ষার্থং হৃষ্টং হস্মি ন সংশয়ঃ ॥
 এবং ধৈর্যং সমালম্য ধ্যায়া দেবক শঙ্করম্ ।
 মদীয়োহস্মি মহারাজ যথেষ্টসি তথা বুরু ॥
 এবং মনসি তং ধ্যায়া রাক্ষসক্যাবমানয়ন্ ।
 সত্যক বচনং হত্রে হত্রবীঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৫২
 ভজামি শঙ্করং দেবং যথেষ্টসি তথা কুরু ।
 ইতি তস্ত বচঃ শ্রুত্বা ভীমো বচনমব্রবীঃ ॥
 শঙ্করঃ মদা জ্ঞাতঃ কিং করিষ্যাতি মামিতি ।
 যে মে পিতৃবাক্যেনৈব স্থাপিতঃ কিঙ্করো যথ
 তবলং হি সমাপ্রিতা বিজ্ঞেতুং তং সমীহসে

ওনিয় সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া, যাহা হই
 ততাই হইবে, এই ভাবিয়া, বলিতে লাগিল
 এই পার্থিব শিবলিঙ্গ, মদাময় শঙ্কর বিদ্যত
 আছেন । আমি হীন, সেবার অযোগ্য ; উক্ত
 তিনি আমার শুভ সম্পাদন করিতেছেন
 তাঁহার প্রতিজ্ঞা আছে,—যে আমার তত্ত
 দারুণ উঃপীড়িত করিবে আমি তাহাকে
 করিবার জন্য সেই দুরাস্ত্রকে নিঃসংশয়
 করিব । সেই প্রতিজ্ঞা অবশ্যই তিনি পূ
 করিবেন । এইরূপ বলিয়া ধৈর্য অবলম্বনপূ
 রাজা ভগবান শঙ্করের ধ্যান করিয়া রাক্ষস
 পুনরায় বলিলেন ;—মহারাজ ! এক্ষণে অ
 আপনার আশ্রয়, অতএব যাহা ইচ্ছা হয় তাহ
 করিতে পারেন । আমি ভগবান শঙ্করের উপাস
 করিতেছিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা
 করুন । রাজা, নিভীকভাবে রাক্ষসরাজের অ
 মাননা করত এই সত্য বাক্য শিবপ্রীতির
 বলিয়াছিলেন । তখন রাক্ষসরাজ ভীম তাহ
 এই বাক্য শুনিয়া বলিল ;—আমি শঙ্কর
 জানি, সে আমার কি করিবে ? মদীর পিতৃ
 রাবণ যাহাকে কিঙ্করের দ্বারা স্থাপন করি
 ছিলেন, সেই শঙ্করের বল-সাহায্যে তুমি

ইচ্ছা জিতং সৰ্বং নাত্ৰ কাৰ্য্য। বিচাৰণ। ৥৬৪
 যস্য ন দৃষ্টোহস্তি শক্যবৃত্তং প্রপালকঃ ।
 ৥৬৫ জামিনঃ মতা সেবসে নাজ্ঞা কচিৎ ॥
 ৥৬৬ জ্ঞান সৰ্বং বৈ কুটং জ্ঞাং সৰ্বাধা নৃপ ।
 ৥৬৭ জ্ঞাং জ্ঞা শিবস্তেদং রূপং দ্ব্যতরং পুনঃ ॥৬৮
 ৥৬৯ জ্ঞাং নাজ্ঞা চেবৈ পশুনি জামিনো মম ।
 ৥৭০ জিতেন্দ্র্যং জ্ঞা নৃপো বাক্যমুপাদয়ে ॥৭১
 ৥৭২ জামরৈবৈ মোক্ষামি শক্যং পুনঃ ।
 ৥৭৩ জ্ঞানং স স্যামী ন মাং মুক্তি কৰিচিৎ ॥
 ৥৭৪ জ্ঞানং জ্ঞাং বিহন্ত্য রাজসামন্তমঃ ।
 ৥৭৫ জ্ঞানোক্তা জ্ঞিৎ স কিং জ্ঞানতি বীজতম্ ।
 ৥৭৬ জ্ঞানং কা চ নিষ্ঠা চ ভক্তানাং পরিপালনে
 ৥৭৭ জিতেন্দ্র্যং জ্ঞা নৃপো ভব সৰ্বাধা ॥৭৮
 ৥৭৯ জ্ঞানং স্যামী চ বুদ্ধা করবাবটৈ ।
 ৥৮০ জ্ঞানং স নৃপশ্রেষ্ঠো ময়া বক্ষ্যে ন শক্যত ৥৮১
 ৥৮২ জ্ঞানং তদ্বি কৰ্তব্যং শক্তিমানসি

ইচ্ছা কৃতং সৈন্তমাদায় রাজানং পরিভ্রম্য তম্ ॥৭২
 কৰ্ম্মণঃ কৰ্ম্মবালক পার্থিবে প্রাক্ষিপং তম।
 ৥৭৩ পশু জ্ঞা জামিনোহদৈব বলাং তক্তন্থাবহম্ ॥৭৪
 ৥৭৫ জ্ঞাত উবাচ ।
 ৥৭৬ ইচ্ছা কৃতং তু বিহন্তব্য রাজসঃ স মহাবলঃ ।
 ৥৭৭ কৰ্ম্মবালঃ পার্থিবে বাবং পশতি ন মুনীবরাঃ ॥৭৮
 ৥৭৯ তবৈচ্চ পার্থিবাঃ তদ্যাদাবিহাস পরং হবঃ ।
 ৥৮০ পশু ভীমেবরোহতং স বক্ষ্যত্বং একটাম্যহম্ ॥৮১
 ৥৮২ মম পক্ষং ব্রজ তে দ্রুতকীকো নৃপো মম।
 ৥৮৩ এতদ্যং পশু মে নীতং বলাং তক্তন্থাবহম্ ॥৮৪
 ৥৮৫ তদীদং পিনাকেন কৰ্ম্মণা শতং কৃতম্ ।
 ৥৮৬ পুনঃ পুনঃ প্রোক্তং কিং তে দ্রুতকীকো ॥৮৭
 ৥৮৮ তক্তন্থা শতং নীতং ব্রজ পরমাত্মনঃ ।
 ৥৮৯ পুনঃ শক্তি কৰ্ম্মণা সা চেব লক্ষ্য কৃত্য ॥৯০
 ৥৯১ বদন্ত্য তত্ত্বেন কিং তে তদ্যং মহাত্মনঃ ।
 ৥৯২ তেনাপি চ ত্রিপুরেন জিতং কৃত্য কৰ্ম্মণা ॥৯৩

জিত ইচ্ছা কৃতং : তবই তেমাং নিঃসংশয়
 বদিত হইছে। বাবং নঃ—তেমাং প্রতি-
 ক্ত শক্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতেছে
 ৥৬৫ এইরূপ যোগ থাকিলে সম্ভব, কিন্তু
 তা হইলে সবই প্রকাশ হইবে। সে বলা
 উৎকৃষ্ট। অবিলম্বে এই শিবলিঙ্গ দ্বা-
 রা দিবে, নতুবা—আমি শরীরে কি কল দ্বারা
 বিবেচিত পাইব। ইচ্ছা জ্ঞানঃ রাজা
 জিতেন্দ্র্য, আমি পামর বলিয়া শক্যবৃত্ত দ্বা-
 রা দিব বটে, কিন্তু তিন সর্গসংগত, কখনই
 আমার ভাগ করিতে পারিবেন না। তৎপরে
 কস, রাজার কথা হস্ত করিয়া বলিল,—
 হস্ত, যের বিদ্যা শক্য নিজেই উদারত্বের
 তা জিকা করিয়া বেড়ায়,—সে আমার কি
 বৈ। যোগের তা কিরূপ জানিবে? তক্ত-
 ন্থা বা কেমনে প্রতিপালন করিবে, রাজন।
 হা মনে বুঝি। শিবের আরাধনঃ জাপ কর।
 আমার আরাধ্য সেব শক্য আশ্রয়, আমি সু-
 খি। সে এই কথা বলিলেন। রাজা
 কর করিলেন,—আমি সুখের কথা বলিতে
 পারি না; সুখি শক্তিমান, জোয়ার বাধা কর্তব্য

হব কস। রাজার এই বাক্য শ্রবণে রাজস ভীম
 হস্তকে তর্জন্য করিয়া সঠিকের সহিত হইয়া
 "অন্য তেমাং আরাধ্যের শিবের তক্তন্থা-
 জনক কল পরীক্ষা কর" ইহা বলিয়া রাজার
 প্রতি কৰ্ম্মণ কৰ্ম্মবাল নিবেশ করিল। হে
 মুনীকণ্ঠঃ। সেই নিবেশ কৰ্ম্মবাল রাজার
 গাত্রে স্থান করিতে ন করিতে সেই পার্থিব
 দ্রুত হইয়া যজ্ঞ ভবন হস্ত আবির্ভূত হইয়া
 বলিলেন,—আমি হস্ত যজ্ঞের কৰ্ম্মণ জ্ঞা
 ভীমেবররূপে আদি ও হইলাম, আমি ইতি-
 শূন্য রাজাকে তক্তা করিতে যত্নস কাহা-
 হিলাম। অতঃপর ইহা আমার তক্তন্থাকর্ম্ম কল
 বেধ। ৥৬৪—৭৬। ইহা বলিয়া শিব পিতৃক দ্বারা
 সেই কৰ্ম্মবাল শত ব্রজ বর্তিত করিলেন। তদ্য
 বেধিয়া হুয়াধা রাজস ত্রিপুর নিবেশ, কৃতিল।
 কৰ্ম্মবাল জহা তৎকথাঃ শত ব্রজ করিলেন।
 পুনরায় সেই হুই রাজস শক্তি অত্র জাপ
 করিলে, কৰ্ম্মবাল জহা চূর্ণ ধ্বং করিলেন।
 তৎপরে হুয়াধা রাজস যে যে ব্রজ কৰ্ম্মবাল
 প্রতি নিবেশ করিল, তিনি বক্রী ত্রিপুর জহা
 তৎকথাঃ ব্রজ ব্রজ করিলেন। এইরূপ

ততশ্চৈব নানানাক রাক্ষসানাং পরস্পরম্
 যুদ্ধমাসীং তদা যোরাং পশুতাং হুঃখমাবহম্ ॥ ৮০
 ততশ্চ পৃথিবী সৰ্ব্বা ব্যাকুল হৃভবং তদা ।
 সমুদ্রাণ্ড তদা সৰ্ব্বৈ চুম্বতুঃ সমতীথরাঃ ॥ ৮১
 গ্রহ-নক্ষত্র-তারাশ্চ দ্যৌশ্চৈব চ তথাবিধা ।
 দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সৰ্ব্বৈ হুঃখিতা হৃভবন্তুদা ॥ ৮২
 নারদশ্চ সমাগতা শঙ্করং হুঃখহারকম্ ।
 প্রার্থয়ামাস তত্রৈব ক্রম্যতাং শঙ্কর তুয়া ॥ ৮৩
 তুণে কশ্চ কুঠারো বৈ হস্ততাং শীঘ্রমেব চ ।
 ইতি সম্প্রার্থিতঃ শত্ৰুঃ সৰ্ব্বান রক্ষোগণানিতি ॥ ৮৪
 হুঙ্কারেনৈব চাস্মৈ তস্যাসাং কৃতবাংস্তদা ।
 সৰ্ব্বৈ তে রাক্ষসা দক্ষা ভস্মরাশিষ এব তে ॥ ৮৫
 দাবানলগতো বহ্নিৰ্ব্বা চ বনমাদহেং ।
 জ্ঞা শিবেন তুঙ্কেন রাক্ষসানাং বনং * কনাং ॥
 ভীমশ্চৈব চ কিং ভস্ম ন জ্ঞাতং কেনচিৎ তদা ।
 সপরিবারস্ততো দক্ষো নাম ন জ্ঞাতে তদা ॥ ৮৬
 ততঃ শিবস্ত ক্রোধো ন শান্তিং প্রাপ মুনীশ্বরাঃ ।

দুরাত্মার শত্রুক্ষয় হইলে প্রমথগণ ও রাক্ষসগণ
 তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহা দৰ্শনকারিগণের
 দৰ্শনে ক্রেশ উৎপাদন করিল তখন সমগ্র
 পৃথিবী ব্যাকুল হইল। সমুদ্র, পৰ্ব্বত, আকাশ,
 গ্রহ ও নক্ষত্র দ্রুভিত হইল এবং দেব ও
 ঋষিগণ সকলেই হুঃখিত হইলেন। তৎকালে
 দেবর্ষি নারদ তথায় সমাগত হইয়া ভগবান্
 শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—হে
 প্রভো! ক্রমা করুন, অবিলম্বে এই দৃষ্টগণের
 বধ-সম্পাদন করুন। ভগবান্ শত্ৰু, এইরূপে
 প্রার্থিত হইয়া হুঙ্কার দ্বারা সকল রাক্ষসগণকে
 ভস্ম করিলে, তাহার দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশিতে
 পরিণত হইল। দাবানল যেরূপ বন দগ্ধ
 করে, সেইরূপ শিবের ক্রোধে রাক্ষসগণ মুহূর্ত-
 মধ্যে ভস্মীকৃত হইল। ভীমের ভস্ম যে
 কোথায় পড়িল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।
 ভীম সপরিবারে বিনষ্ট হইল; তাহার নাম আর
 ক্ষতিগোচর হইল না। হে মুনীশ্বরগণ!

* কলমিতি বা পাঠঃ ।

ক্রোধজ্বালা চ কুংকারাঘ্নিঃসঙ্গীঃ বনাকনম্ ॥ ৮৭
 রাক্ষসানাং বহুশ্চ সৰ্ব্বং ব্যাপ্তং বনে তদা ।
 ততশ্চাষধরো জাতা নানাকার্যকরাস্তথা ॥ ৮৮
 রূপান্তরং ততো বাববেশান্তরমখাপি বা ।
 ভূত-প্রেত-পিশাচাদি দৃশ্যতশ্চ ততো ব্রজেৎ
 তন্তং কার্যক যচ্চৈব ততো ন ভবন্তি বিজ্ঞাঃ
 ভৈর্দেবৈঃ প্রার্থিতঃ শত্ৰুঃ শান্তিং সমধিগচ্ছত
 স্বাতব্যং স্বামিনা তত্র লোকানাং সুখহেতবে ।
 অয়ং বৈ কুংসিতো দেশ ওষধ্যো লোকদুঃখদা
 ভবতক তদা দৃষ্টা কল্যাণং সম্ভবিষ্যতি ।
 ভীমশঙ্করনামা তুং ভবিতা সৰ্ব্বসাধকঃ ।
 ইত্যেবং প্রার্থিতঃ শত্ৰুস্তত্রৈব স্থিতবাংস্তদা ॥
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায় তে
 শঙ্করমহাশাস্ত্রাবৰ্ণনং নামাষ্টচত্বা-
 রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

তাহাতেও শিবের ক্রোধশাস্তি হইল না, ত
 কুংকার হইতে জ্বালারূপে বনে বনে নিঃ
 হইতে লাগিল তখন রাক্ষসগণের যে ভ
 রাশি বনব্যাপিয়া ছিল, তাহা নানা কার্যক
 ওষধিরূপে পরিণত হইল। সেই ওষধি হই
 রূপান্তর, বেশান্তর, ভূত, প্রেত, পিশাচা
 দরীকরণ হয়। অধিক কি, হে ভ্রাক্ষগণ
 পৃথিবীতে একপ কার্য নাই, বাহ্য তাহা হই
 সম্পন্ন হয় না। তখন দেবগণ আসিয়া প্রার্থন
 বাক্য বলিলেন,—হে শস্ত্রো! আপনি শা
 অবলম্বন করিয়া লোকের মঙ্গলহেতু এই দেশে
 অবস্থান করুন। এই দেশ অতি কুংসিত
 অত্রত্য ওষধিগণ অতি হুঃখদ; আপনাকে
 দেখিলে সৰ্ব্বতোভাবে কল্যাণ হইবে ও আপনি
 ভীম-শঙ্কর নামে সৰ্ব্বসিদ্ধিদাতা হইবেন
 এইরূপ প্রার্থনা করিলে ভগবান্ শঙ্কর তথা
 অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭৭—১০।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

১৩৩ পরং প্রবক্ষ্যামি প্ররতামৃষিসত্তমাঃ ।
১৩৪ কংকরম্ মহাস্বায়ং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১
১৩৫ দ্বিঃ দৃশ্যতে কিকিঞ্জরগত্যাং বস্তুমাত্রকম্ ।
১৩৬ সর্কক বদা নাসীঃ পকক্রোশী তদা শুভা ॥ ২
১৩৭ কথয়ামাস্য তন্নিশাৎ মুনীশ্বরাঃ ।
১৩৮ না চ নির্ভণং ভেষঃ সত্যং জ্ঞানমনস্তকম্ ॥ ৩
১৩৯ জ্ঞানমস্বকপক নির্কিকারং সনাডনম্ ।
১৪০ প্রকৃতির্দেবী সা পুরুষসমবিতা ॥ ৪
১৪১ যাবত্যাং কিক কষ্টব্যমায়াং কৈনৈব নিশ্চিতো ।
১৪২ তি সংশয়মাপ্তো প্রকৃতি-পুরুষৌ বদা ॥ ৫
১৪৩ ভ্যাং বদী সমুৎপাদা নির্ভণাং পরমাত্মনঃ ।
১৪৪ প্রকৃতিঃ প্রকৃষ্টব্যং ততঃ সৃষ্টিরমৃতম্ ॥ ৬
১৪৫ প্রকৃতিঃ পুরুষতৈব তদৈতদুচ্যতে ॥ ৭
১৪৬ প্রকৃতিঃ পুরুষতৈব তদৈতদুচ্যতে ॥ ৮
১৪৭ প্রকৃতিঃ পুরুষতৈব তদৈতদুচ্যতে ॥ ৯

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—হে কনিষ্ঠপুত্র ! অতঃ-
পর মহাপাতকনাশন কংকরম্ মহাস্বায়ং বলা-
ত্বে প্রদণ করুন । হে মুনীশ্বরগণ ! এই যে
মুনী নামে পূর্বাঞ্জে পকক্রোশ ব্যাপিরা
বলিতেন, ইহা—যখন জগতে বস্তু সৃষ্টি হয়
হই, তখনও ছিল ; ইহা কেন নিশ্চিত হইল,
সহাই প্রথমে বলিতছি । প্রথমে চিদানন্দ-
রূপ, নির্কিকার, সনাডন, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত,
নির্ভণ ও ভেষঃরূপ পরমাত্মা বিদ্যমান
ছিলেন । তৎপরে প্রকৃতি ও পুরুষ তাহা হইতে
বিভূত হইয়া, “আমাদিগের কি কার্য করিতে
হইবে ও আমরা কাহার সৃষ্ট” বদন এইরূপ
সংশয়পন্ন হইতেছেন, এমন সময়ে নির্ভণ
ব্রহ্মা হইতে এই বাক্য নিসৃত হইলে যে,
তাবরা উপাত্ত ও সর্ককম্ সৃষ্টি করিবে ।
ই বাক্য শুনিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ বলিলেন,—
পাতার স্থান দেখিজেছি না, আমরা একদে
কাহার অবস্থান করিব ? তৎপরে নির্ভণ

সর্ককপকারৈর্ভুক্তং সুকরং মনরং বদা ॥ ৮
নির্ভণ প্রেবিত্য তাত্যাং নির্ভণেন বিব্রাজিতম্ ।
অন্তরীক্ষে দ্বিত্য তচ্চ অধিষ্ঠায় হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৯
তৎপত্কার বিবিধং সৃষ্টিকামন্তদাক্ষরা ।
ভেনৈব বহুকালক উপস্তপ্তং হৃদয়ম্ ॥ ১০
তৎপসঃ করণাচ্চৈব প্রমত্তম্ মহাস্বয়নঃ ।
প্রমেন জলধারাঃ বিবিধাঃ সাত্বয়ং বদা ॥ ১১
ভাতিব্যাগুরু সর্কক বৈ মনরং কিকিঃ প্রকৃতিতে ।
ততঃ বিকৃতা দৃষ্টা অহো কিমেতদুচ্যতে ॥ ১২
ইত্যাঃ সত্য তদা দৃষ্টা শিরসঃ কামনং কৃতম্ ।
ততঃ পতিতঃ কর্ণাধিঃ পুরতঃ প্রতোঃ ॥ ১৩
বহাসো পতিতঃ সত্য তদাসৌধিকর্ষিকা ।
জলৌঘৈঃ প্রাবাহিতা সা পকক্রোশী পুরাতনা ॥ ১৪
নির্ভণেন শিবেনৈব ত্রিশূলেন দৃত্য তদা ।
বিকৃতিপি চ ততঃ সত্য প্রকৃতিঃ সত্য ॥ ১৫
কিঃ কলঃ জলে ততঃ সত্য প্রকৃতিঃ সত্য ॥ ১৬
প্রাচিকমলাচ্চতো তদা লোকপিতামহঃ ॥ ১৭

পুরুষাঃ সত্য প্রকৃতিঃ সত্য প্রকৃতিঃ, প্রাসাদ্য-
উপকরণ-প্রোভিত, সুকর, পকক্রোশব্যাপী
নগর নিবাস করিয়া প্রাচিকমলাচ্চতো উপস্তাপ্ত
করিলেন । এই কনিষ্ঠপুত্র অন্তরীক্ষে অবস্থান
করিয়া আছে । তখন সেই পুরুষ ব্রহ্মাধি
সৃষ্টিকামনঃ করিয়া, পদমন্তরেন অধোমুখ
বহুকাল ধরিয়া, যেরূপ উপস্তাপ্ত করিলেন ১—১০
তৎপত্কারনিভ পরিপথে প্রাচিকমলাচ্চতো হইতে
বিচিত্র জলধারা নিসৃত হইয়া, সমস্ত ব্যাপিরা
করিলেন । অতঃ কিহুই দৃশ্যমান হইল না ।
পরে তদবস্থান বিহু, অহো দেখিয়া, “এক
আ-চ্য” বলিয়া মন্তক কম্পিত করিলেন ।
মন্তক কম্পন করিয়ায়ত তদবস্থান কর হইতে
যদি পতিত হইল, যেহাসে এই যদি পতিত
হইল, তদা যদি-কর্ষিকা, মনরং তাঁহ হইল ।
তখন নির্ভণ শিবে জলধারিণিভিঃ সেই প্রাচিক
পকক্রোশব্যাপিনী কনিকৈ ত্রিশূলায় বারন
করিলেন । বিহু তদুপরি প্রকৃতিঃ সত্য
বিব্রাজিত হইলেন । সেই কামনঃ কিংকর
কুলোপরি পদন করিলেন প্রাচিকমলাচ্চতো

শিবাজ্ঞাৎ সমাসাদ্য সৃষ্টিক কৃতবাংস্তদা ।
 যঃ কিকিঞ্চিতে হুতং ত্রক্ষাণ্ডে সচরাচরম্ ॥ ১৭
 তথ্যাপ্তক বিশেষণ শিবেন তেজসা তদা ।
 চেতন্যচেতনঃ সচ বা প্রমাসৌমুনীধরাঃ ॥ ১৮
 ততঃ সৃষ্টিকার্যক প্রাবর্তত সমস্ততঃ ।
 চতুর্দশভুবনানীহ জাতানি গোলকৈক তদা ॥ ১৯
 যোজনানাক পঞ্চাশৎকোটসংখ্যাপ্রমাণতঃ ।
 ত্রক্ষাণ্ডৈব বিস্তারো মুনিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২০
 যথা চৈব জলে নৌঃ তথা ত্রক্ষাণ্ডক জলে ।
 যথা চ মহাগে গোলস্তত্রে চ পরিদৃশ্যতে ॥ ২১
 দিগ্গজৈঃ হুতঃ তচ্চ স্থিৰক পরিবর্ততে ।
 মধ্যো প্রমাণম্বকক ব্যাক্তম্ চ কথীধরাঃ ॥ ২২
 শেষস্তাকং তথ্য চোচ্চং তথ্যঃ পরিভাষিতম্ ।
 মধ্যো চ ভুলোকঃ স্তাঃ তদ্যঃ সপ্তকং তথ্য ॥ ২৩
 তলকৈবাতলকৈব হুতলং বিতলং তথ্য
 মহাতলক পাতলং রসাতলমথাপি চ ॥ ২৪

পিতামহ ত্রক্ষা প্রভৃতি হইলেন তখন
 তিনি শিবের আজ্ঞাক্রমে সৃজন করিতে আরম্ভ
 হইলেন । হে মুনীশ্রবণ ! ত্রক্ষাণ্ডে বহু
 কিছু দৃশ্যমান হয়, সেই স্বরূপ, ভঙ্গন, চেতন,
 অচেতন—সমস্তই তখন বিশেষ শিবভোগ
 ব্যাপ্ত ছিল । তাৎপরে চতুর্দশ সৃষ্টিকার্য
 আরম্ভ হইল । তখন ত্রক্ষাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন
 সৃষ্ট হইল । মুনিগণ এই ত্রক্ষাণ্ডের বিস্তার
 পঞ্চাশ কোটি যোজন পরিমাপ বলিয়াছেন
 ১১—২০ । যেদপ জলে নৌকা ও ত্রক্ষ
 (যেলে) নবনীত পিণ্ডে লেবিতঃ পাওয়া যায়,
 সেইরূপ জলোপরি ত্রক্ষাণ্ডে ভাসিত লাবণ
 ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্গজ উচ্চ দৃষ্টি কথ্য
 স্থিতিভাবে পরিদর্শন করিতে লাগিল হে
 কথিশ্রেষ্ঠগণ ! উক্ত ত্রক্ষাণ্ডের মধ্যভাগে অর্ধ
 অর্ধভাগ করিত হইল অবশিষ্টের অর্ধভাগ
 দুইভাগে বিভক্ত হইল একভাগ উর্ধ্বে ও
 অপরাভাগ অধোদেশে নিম্নে হইল । মধ্য
 ভুলোক ও তাহার অধোভাগে তল, অতল,
 হুতল, বিতল, মহাতল পাতল এবং রসাতল

ভুলোকমহাপরিষো বৈ ভুলোকঃ একীকৃত
 যলোকমহাপরিষো বৈ মহলোকঃ এককিতঃ
 ততো জনপদৈঃ চ তপৈঃ চ ততঃ পরম্ ।
 সত্যলোকঃ ততঃ প্রাহর্মধ্যাদা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥
 একেকস্ত চ বিস্তারো দৃশ্যতে চ মুনীধরাঃ ।
 বহুতরস্ত ভয়েনৈব নোক্তো গ্রন্থস্ত এব চ ॥
 কথিতঃ পুরা গ্রন্থে পুনঃ কিং কথয়াম্যহম্
 যেবাঃ বহুধিকারোহস্তি তত্র তে চ নিবাসি
 সমুদাঃ সপ্ত এবৈতে স্বীপানি চ তথা পুনঃ ।
 মেকাদ্যা গিরয়ঃ স্তাশ্চ নদ্যাঃ বিবিধান্বতা ॥
 তনানি চ বিচিত্রাণি বিবিধানি ভবেব চ ।
 ত্রক্ষাণ্ডে পরিবর্ততে উক্তানি চ পুরা ময়া ॥
 ত্রক্ষণে বিবিধং রূপং নির্ভবস্ত পরাঙ্গনঃ ।
 একৈক্যবাক্যং ত্রক্ষ করক দ্বিতীয়ং মতম্ ॥
 ত্রক্ষণে করক প্রোক্তং হরকং নির্ভবং মত
 ইত্যে ত্রক্ষময়ং বচ রূপক ত্রক্ষণো বিদুঃ ॥ ১
 গ্রন্থেব সপ্তক প্রোক্তং মুনিভিস্তদ্বর্ণিতঃ
 নির্ভবং সপ্তকৈক্যং সপ্তকং নির্ভবং তথ ॥ ২
 পরম্পরং সংলগ্নং রূপদ্বয়মথাপি চ ।
 যথা চ মণি-সংলগ্নং সংলগ্নক পরম্পরম্ ॥ ৩
 পরম্পরং যুগলং জ্যোতিঃসুভক্তদ্বৈব চ

এই সপ্ত ভুবন স্থাপিত হইল । উক্ত
 ভুলোক, যলোক, মহলোক, জনলোক, ত
 লোক ও সত্যলোক উপরি উপরি বি
 স্থিত । ইত্যদিশব্দ প্রত্যেকের বিস্তার
 সীমা নানা পুরাণে বর্ণিত আছে । সেই
 পাণ্ডব ব্রত, অতএব গ্রন্থবিস্তারভয়ে ত
 নিবৃত্ত হইলাম । যে লোকে বহুধি
 অধিকার, তাহার তথাকার অধিবাসী
 সমুদ্র, সপ্ত স্বীপ, সুমেরু প্রভৃতি পর্বত, বি
 নদী ও নানাবিধ বিচিত্র বন, এই ত্রক্ষা
 পরিবর্তিত হইতেছে, ইহা পূর্বে বর্ণিত
 নির্ভব পরম্পর। ত্রক্ষার বিবিধ রূপ—ক
 যকর, বাহা দৃশ্য, তাহাকে কর ও
 নির্ভব, তাহাকে অকর কহে । তল
 মুনিগণ এই ভূতময় রূপকে, সপ্তক ব
 বাক্যে । ত্রক্ষণ মণি ও হুত, পূর্ণ ও

বহির্নাং হি জ্ঞানন্তি তত্ত্বজ্ঞানবিচক্ষণাঃ ॥ ৩৫
 ক্রান্তে সত্ত্বং ব্রহ্ম নির্গুণক ততঃ পরম্ ।
 ত্বেণ ব্রহ্মণি জ্ঞাতে সত্ত্বাধিনিবর্ততে ॥ ৩৬
 ক্র সত্ত্বং ধ্যাত্য বাবচ্চ নির্গুণং ন হি ।
 ত্বেণ চ তথা লক্কে বহুস্তাবো নিবর্ততে ॥ ৩৭
 তে চাপ্যহঙ্কারে জীবতাবো নিবর্ততে ।
 ব্রহ্মবৎ পশুনাং মূঢ়াণাং সর্কাকিদিবৈঃ ॥ ৩৮
 হংসোহংসং সুবিজ্ঞানং ভাস্ততে যোগিনস্তদা
 নিবেধরহিত্যং ভবতীতি স্মৃতিশ্চিত্তম্ ॥ ৩৯
 তে চাপি ব্রহ্মাণ্ডং নিম্নিতং গুণিনা বহুম্ ।
 শ্রীয়েন লোকানাং হিতায় পরিচিহ্নিতম্ ॥ ৪০
 তেও কমুণা বভূবুঃ প্রাণিনা মাং কথং পুনঃ
 তীতি বিচক্ষেষ পঞ্চকোশী বিমোচিত ॥ ৪১
 তদা লোকে কমুনাশকরী যত

: জ্যোতি: ও তেজ পুরুষের সংলগ্ন
 রূপ নির্ভুলে সত্ত্ব ও সত্ত্বের নিভুল এই
 রূপ পুরুষের সংশ্লিষ্ট আছে । ইহা এক-
 । বিবেকবান পুরুষের জ্ঞানকে ধারণ
 র সত্ত্ব ব্রহ্মকে জ্ঞানকে পাবে নিভুল
 তে জ্ঞান, ইহারা ঐ নিভুল ব্রহ্মকে
 র সত্ত্ব হইতে প্রত্যক্ষ হন । যতদিন
 নির্ভুল ব্রহ্ম লাভ হয়, ততদিন সত্ত্ব-উপ-
 । করিতে নির্ভুল লাভ হইলেই পুরুষের
 রূপ-নির্ভুল হয় । অতএব-নির্ভুল হইলে
 তত নির্ভুল হইয়া থাকে । তখন পুরুষ
 হই ব্রহ্মের দেখিয়া সকল পাশ হইতে
 হয় । তখন সেই যোগীর "সোমসং"
 াকার জ্ঞান জন্মায় । ঐ জ্ঞান জ্ঞান
 রিবে ও অবৈধ কল্প কিছুই থাকে না ।
 সে সত্ত্ব ব্রহ্ম হয় ব্রহ্মও নিভুল
 । লোকহিতের জন্য চিত্তাকর্ষিত হইলেন ।
 -৪০। তাহিলেন,—কল্পহরে আবহ
 সকল পুনরায় কিম্বদন্তি আবার সাক্ষ্যকার
 যে? ইহা তাহিলাই তত্ত্বজ্ঞানী কল্প-
 ক্ষেপনকারী এই নকলকারীর নহি কল্প-
 এবং অথবা বহু পন্থায়া "বলীর অংশ-
 এই কেএ কদাচ জ্ঞান করিব না" এই

অবিমুক্তং স্বয়ং জিত্বং হানিত্বং পরমাত্মনা ॥ ৪২
 ন কদাচিত্৷ ভয়া ত্যাজ্যমিদং ক্ষেত্রে বসানশকম্ ।
 ইত্যুক্তা তু ত্রিশূলোচ্চ অবতীৰ্ণ হরঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩
 যোচয়ামাস ভুবনে মৃত্যালোকে মূলীধরাঃ ।
 ব্রহ্মণোহপি দিনে বিবং বিমলভি নুনিশ্চিতম্ ॥ ৪৪
 তস্মা শিব ত্রিশূলে নবাতি চ মূলীধরাঃ ।
 পুনঃ ব্রহ্মণা মহৌ কৃতারাং হানিতে পুনঃ ॥ ৪৫
 কর্ণধার কর্ণধাঃ সা বৈ কশ্মিতি পরিকল্পিতে ।
 অবিমুক্তেশ্বরঃ জিত্বং কাত্ত্বং ভীত্বাতি নিত্যশঃ ॥ ৪৬
 মুক্তিলাভা চ লোকমাং মহাপাতকিনামপি ।
 অস্তর প্রাপ্যতে মুক্তিঃ সাক্ষ্যাত্৷ চ মূলীধরাঃ ॥ ৪৭
 অষ্টৈব প্রাপ্যতে জীৱৈঃ সাদৃশ্যা মুক্তি-কৃত্য ।
 দেৱাঃ পি পুণ্ডরীক চৈৱং বান্ধৱসৌ পুত্ৰী ॥ ৪৮
 পরমেশ্বরী মতঃ পুৰা চত্বারকোটিবিমলিনী ।
 অমর মরুৎ উর বাহুস্তি চ মূলীধরাঃ ॥ ৪৯
 লক্ষ্য চ প্রাপ্যতে চপি বিমুক্তশ্চপি জীৱৈব চ ।
 পুনঃ তস্মা চাক্রে সিদ্ধিঃ চৈৱ তস্মা পুনঃ ॥ ৫০
 বাহুস্তি মনুষ্যৈঃ সৌরী চ পরিকল্পিতে ।

এক বলিয়া অবিস্মৃক্ত-নিজ স্বপ্নান করিলেন।
 চৈতন্য করিয়া নব নব ঐ ক্ষেত্রে ত্রিশূল হইতে
 অবগতন করিয়া বৃহদলোক যোচন করি-
 লেন। হে মুনীশ্বর! তুমি কিম্বদন্তী
 বকন জনকদের ক্রমে চর, তখন তুমিই নিম্ন
 এই ক্ষেত্রে ত্রিশূল দিয়া বলিয়া থাকেন এক ত্রুতা
 সৃষ্টি করিলেন পুনরায় স্বপ্নান করেন। কথ-
 বকন কথনঅর্থাৎ নশন করে বলিয়া উহার নাম
 'কানী'। ঐ কানীতে অবিস্মৃক্ত নিম্নলিখিত নিজ
 বিজ্ঞানবান আছেন ইনি মহাপাতকীদিগেরও
 মুক্তি দান করিয়া থাকেন। হে মুনীশ্বর!
 অশ্রু পূরকেন্দ্রে সাক্ষ্য-মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু
 এই কানীতে সাদৃশ্য নামে, সর্বত্রই মুক্তি
 লাভ হইয়া থাকে। বাহ্যিকের অস্ত কৃত্তাপি
 সংসার-সমুদ্রতরঙ্গ উপায় নাই, তাহািকের
 কোটি কোটি চতুষ্পাশপাশিনী এই, ব্যক্তকর্মী-
 পূরী একবারে পতি। কৃতি-কৃতিশক্তি বলিয়া
 কীর্তন্যন ত্রুতা ও বিহু এক দেশ, পর্ব, সিত
 ও কৃত্তাপন এই কানীতে কৃত্তাপন। করেন।

কাশ্যটৈশ্চ তু মহাত্ম্যং বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৫১
 ন শক্যামি সদা সর্বং তথাপি চ ক্রবে পুনঃ ।
 কৈলাসস্ত পতিষ্যে বৈ নিরুণো গুণবান্ ভবঃ ॥ ৫২
 আজগাম কদাচিৎ কেশ্যং দেবো মহেশ্বরঃ ।
 বারাগসৌম্যপ্রাপ্য দর্শয়ামাস শঙ্করঃ ॥ ৫৩
 অবিমুক্তেশ্বরং লিঙ্গং দর্শনং পাপহারকম্ ।
 অবিমুক্তস্ত মহাত্ম্যং যথাহ ভগবান্ ভবঃ ॥ ৫৪
 বিস্তরেণ ময়া বক্তুং ব্রহ্মণা চ মহাত্মনা ।
 শকাতে নৈব বিপ্রেশা বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ৫৫
 অবিমুক্তোহপি তং দৃষ্ট্বা আনন্দং পরমং গতঃ ।
 পূজয়ামাস তং দেবং পার্বত্যা সহ শঙ্করম্ ॥ ৫৬
 নমস্কারৈঃ স্তবৈর্মন্ত্রেদেবদেবং জগৎপতিম্ ।
 প্রণিপাতৈরনেকৈশ্চ তদৌগোহস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭
 কৃপাং তুং বুকু দেবেশ লোকানাং হিতকাময়া ।
 স্বাত্ম্যক ত্বয়া দেব প্রার্থয়ামি জগৎপত ॥ ৫৮
 অবিমুক্তোহপি হি তদা সম্প্রার্থ্য চ পুনঃ পুনঃ ।
 নেত্রাঙ্গণি প্রমুচ্যোতচ্চরণং নৈব মোচিহুম্ ॥ ৫৯
 কাণ্ডেব চ ত্বয়া দেব রাজধানী প্রগহতম্ ।

অতএব ইহার সেবা সকলেই করিয়া থাকেন ।
 এই কালীর মহাত্ম্য-সমুদয় শত শত বর্ষও
 আমি বলিতে অক্ষম ; তথাপি কিকিৎ বলিতেছি
 শ্রবণ করুন । একদা নিরুণ, গুণবান কৈলাস-
 পাত ভগবান্ শঙ্কর, কালী অগমন করিয়া
 পাপনাশন স্বকীয় অবিমুক্ত-লিঙ্গ দর্শন করি-
 লেন । এই অবিমুক্ত-লিঙ্গের মহাত্ম্য ভগ-
 বান্ ভব যাহা বিস্তরে বলিয়াছিলেন, তাহা
 আমি, অধিক কি, মহাত্ম্য ব্রহ্মণ শত শত
 কোটি বর্ষও বলিতে অক্ষম । তখন ঐ
 অবিমুক্ত-লিঙ্গ তাঁহাকে দেখিয়া পরমানন্দিত
 হইয়া নমস্কার, স্তব ও মন্ত্র দ্বারা দেবদেব
 শঙ্করকে পার্বতীসহ পূজা করিয়া প্রার্থনা করি-
 লেন, হে দেবদেব ! আমিই আপনারই,
 আপনি কৃপাপূর্বক লোকের হিত জন্ত এই
 স্থানে অবস্থান করুন । পুনঃপুনঃ এই প্রার্থনা
 করিয়া তিনি সাক্ষপূর্ণনয়নে তাঁহার চরণ ধরিয়া
 রহিলেন । তিনি পুনরায় বলিলেন, হে দেব !
 আপনি এই কালী রাজধানী গ্রহণ করুন ।

ময়া ধ্যানিতয়া শ্বেতমচিন্ত্যাহং যদেব ॥ ৬
 মুক্তিদাতা ত্বান লোকে বর্ততে নাচুখা কাচ্য
 তম্যং ত্বমুপকারায় তিষ্ঠোমাসহিতঃ সদা ॥ ৬১
 অধিলান্ জীবসজ্জাতাংস্তারয় ত্বং সদাশিব ।
 ইত্যেবং প্রার্থিত্বেন্তেন অসৌ দেবো জগৎপতি
 লোকানামুপকারার্থং কপালমুত্তিহেতব ।
 ইত্যেবং বচনং ব্রহ্মা স্বযমো নির্মলাশয়ঃ ॥ ৬২
 পপ্রচ্ছুঃ পরয়া তক্ত্যা কপালং কিং ত্রবীধিন
 সূত উবাচ ।

সাদু পৃষ্টমুচ্চিষ্টাঃ কথয়ামি যথাক্রমম্ ॥ ৬৩
 পূবা কদাচিদেবেশঃ শঙ্করপ্রিয়কামায় ।
 ব্রহ্মায় গিরিজাসাক্ষিঃ ব্রহ্মলোকমুপাগতঃ ॥ ৬৪
 ব্রহ্মা চাপি তদা তং বৈ বহমানপূরঃসরম্ ।
 পূজয়ামাস দেবেশমতিধৌর্ধ্বমুত্তিহেতব ॥ ৬৫
 পশ্যঃ তুষ্ট্যেব তং দেবং চতুর্ভুজং মুখৈস্তদা
 একেনৈব মুখে নৈব ত্র্যশকং শ্রুতবাংস্তদা ॥ ৬৬
 দৃষ্ট্বা চতুর্মুখানীহ সঙ্গষ্টো ভগবান্ ভবঃ ।

আমি অচিন্তনীয় সুখের জন্ত ধ্যানে বসিয়া
 ৪১—৬০ । এই জগতে আপনিই একম
 মুক্তিদাতা, অতএব আপনি লোকের উপকার
 পার্বতীসহ এই স্থানে থাকিয়া নিখিল জী-
 গণকে পরিদ্রাণ করুন তিনি এইর
 প্রার্থনা করিলে ভগবান কৈলাসপাত কপা
 মোচনের জন্ত লোকের উপকারার্থ তথায়
 স্থান করিলেন ; নিম্নলিখিত করণ কতি
 সূতের এই বাক্য শুনিয়া পরম ভক্তি-সহকার
 জিজ্ঞাসা করিলেন, কপাল-মোচনের কিস্তি
 কি ? আমাদিগকে বল । সূত কহিলেন, ৬
 কথিতপ্রকরণ ! সাদু প্রশ্ন করিয়াছেন, যা
 তাহা যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্
 কালে কোন সময়ে দেবদেব শঙ্কর, প্রি
 কামনায় পার্বতীসহ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্ম
 লোকে উপস্থিত হইলেন । তখন ব্রহ্মা ক
 সমাদরপূর্বক ধর্ম্ম হেতু অতিথিসংকার দ্বারা
 তাঁহার পূজা করিলেন । তখন ব্রহ্মা প
 মুখে তাঁহার স্তব করিতে গিয়া একমুখে অ
 ত্রিশ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন । তখন

১৮৮ হুঁশুখং দৃষ্টা হুঁশুখিতঃ শব্দবস্তদা ॥ ১৮৮
 হা হুঁশুখং মুখং হেতচ্ছিনদ্রি সুবিচারয়ন্ ।
 তি বিচার্য তত্রৈব শিবোহপি শিবকল্পণাম্ ॥ ১৮৯
 ক্ষুদ্র তচ্ছিবস্তত্ত্ব তক্ষণো হুবিভাষিণঃ ।
 স্বাবয়্য তদা দৃষ্টা তক্ষণক প্রপীড়য়ন ॥ ১৯০
 গম পৃষ্ঠতো লগ্নং কপালং তক্ষণবস্তদা ।
 তেহপি শিবস্তত্ত্ব দহনে চ মুনীশ্বরঃ ॥ ১৯১
 কনমুপকারার্থে ভ্রাস্তা ত্যং পৃথিবীমিমাম্ ।
 যম সম্মলে কেন তেনৈব সতি তঃ শিবঃ ॥ ১৯২
 যত্র স তে যতি তত্র তত্র গতা শিবঃ
 চর্চা ভগবন্তু মতিমানঃ প্রাপ্যতেন ॥ ১৯৩
 জগম যদ তত্র শিবঃ দকৃত স্থিতম্ ।
 হা ক্ষেত্রস্থ মায়ায়া কৌশল্য মনসি প্র ম ১৯৪
 চরাস্তদ লোকে ব্যাপয়ন বৃত্তমবৃত্তম্
 স্তো তত্রৈব লোকেশ অবিমুক্তেশ্বরাম্য
 তি তত্র ব্যঃ ক্রমা পুনস্তদা মুনীশ্বরঃ
 প্রকৃঃ সংশয়াহীন কথং বাক্যমুপস্থিতম্ ॥ ১৯৫

যদন শব্দর স্তবে তুষ্টি হইলেন বটে, কিন্তু
 মুখে অপভ্রংশ শব্দ উচ্চারিত হইলেন, তাহা
 হুঁশুখ, অতএব ছেদন করিবে চেন করিয়া
 ভাবের কলাপকরা ভাবান শিব হুঁশুখ
 । তৎকালে দৃষ্টা নেত্রপাতে ভবপ্রদর্শন
 কর্তৃক বাক্য মস্তক ছেদন করিলেন ।
 ১৯০ । কিন্তু বাক্যতাপাপ বশত, সেই মস্তক
 এর পৃষ্ঠে সংলগ্ন হইল । তিনি স্বয়ং গমন
 তে লাগিলেন, সেই মস্তকও পৃষ্ঠসংলগ্ন হইয়া
 গমন করিল । এইরূপ, পৃষ্ঠসংলগ্ন-মস্তক
 বন শিব লোকশিক্ষার সমস্ত পৃথিবী পরি-
 গ করিয়া অনেক বিচারের পর যখন নিজে
 মা প্রকাশ করিতে করিতে কান্টনামে
 স্থিত হইলেন, অমনি সেই মস্তক খলিত
 গা পড়িল । তাহা দেখিয়া স্বয়ং লোকেশ্বর,
 ত্রের আশ্রয় মায়ায়া মনে মনে বিচার
 য়া, উত্তা বিখ্যাত করত অবিমুক্তেশ্বরের
 ক্রমে তথায় অবস্থান করিলেন । মুনীশ্বর
 এর এই বাক্য শুনিয়া সংশয়াকুল-চিত্তে

স্বত উবাচ ।

পুরা তক্ষা কিমোহেন সরস্বত্যা রূপমবৃত্তম্ ।
 দৃষ্টা অগাম ত্যং পশ্যং ত্রিষ্টেতি বিহ্বলঃ সরম্ ॥
 তদ্রচনং তদা পুত্রী ক্রমা কোপসমমিতা ।
 উবাচ কিং দবীমি তং মুখেনান্ততাসিণা ॥ ১৮৮
 দবীমি চেদ্বিকল্পং তে বিভাবী তব সর্কলা ।
 তন্নিনঃ হি সমারভ্য পঞ্চমেন মুখেন চ ॥ ১৯১
 বক্ষা চ ভাস্যত তুষ্টিং শব্দং শব্দতরং তদা ।
 প- চিত্তেন তচ্ছিবঃ দৃষ্টেভ্যামি যতোহভবঃ ॥ ১৮৯
 শিবোহপি যত্রোহেনৈব ভজনেন পরম চ ।
 প- দবীমি তত্রৈব ত্যং দবীমি তং ন তি ॥ ১৯০
 ত- বাক্যং বাক্যতমময়ঃ বাক্যময়ম্ ।
 যেহ- চরতি বাক্য তস্য চ নরঃ পুনঃ ॥ ১৯১
 করেতি চরতি বাক্য প্রমাণবাক্যম্ তে
 ক্রমবৃত্ত তদা লগ্না পাতক্য কি নরোহি ॥ ১৯০
 শিবস্ত তীর্থসংযোগাচ্ছিবঃ দকৃত স্থিতম্ ।

ক্ষিপ্রম্ । করিলেন, বাক্যর মুখ কেন একরূপ
 বিকল্পভাবী হইল ? স্বত বলিলেন যে, কবি-
 লেন । পরিকল্পে বাক্য দ্বীপ হুঁশুখ
 সরস্বতী বাক্য মুখ হইল । পশ্যং গমনপূর্বক
 কন-বিহ্বল-চিত্তে প্রত্যেক “অগি হুঁশুখি ।
 গমনে নিরুত হও” এই কথা বলিয়াছিলেন ।
 তত্র- শুনিয়া সরস্বতী ক্রুদ্ধভাবে অভিসম্পাত
 করিলেন যে পিতা হইল হুঁশুখি যে মুখে বাক্য-
 বিকল্প অতত কথা বলিলে, সেই মুখে তুমি
 বিকল্পভাবী হইবে । অবশি বাক্য পঞ্চম মুখে
 অতি করে দৃষ্টলক্ষ উচ্চারণ করিলেন ।
 ১৯১—১৮৯ । পরে ভগবান শিব, ইহার দৃষ্ট-
 ভাবী মুখ ছেদন করেন । এই ভগবান শিবও
 পরস্বরের আরাধনা ও শ্রবণ করিয়া, পাপ দূর
 করিয়া থাকেন, নহিলে পাপ বহু দবীভূত হয
 না । যে কবিশব্দ । ইহার কারণ বলিতেছি,
 শব্দ কখন : সেই ব্যক্তি যাহা আচরণ
 করিয়া থাকেন, মনুষ্য তাহাই আচরণ করে ও
 উপদেশ করিয়া থাকে । সমাচারের প্রামাণ্য বাক্য
 করিবার জন্য ইহাও উচ্চারণ কাহা করেন ।
 বাক্য শব্দে পাপ সংলগ্ন হইল, তখন মনুষ্য ও

তস্মাৎ তীর্থবরং হেতুমাহাপাতকনাশনম্ ॥ ৮৪
ইতোব জ্ঞাপিতং লোকং মাহাত্ম্যং তীর্থসমুদ্রম্ ।
অথবা স্তম্ভস্তম্ভাং কণ্ঠ জানাতি চেষ্টিতম্ ॥ ৮৫
কানক্ষদহনকৈব কাশে যুবতিধারণম্ * ।
কণ্ঠে বিষং হৃতং যেন মৃত্যুং উদাহৃতঃ ॥ ৮৬
দিগম্বরঃ স্বয়ংকৈব ভক্তভোঃ হচলাং শ্রিয়ম্ ।
সমৈশ্চক পিশাচাণ্ড ভক্তানাং চতুর্দিকম্ ॥ ৮৭
স্বাস্ত্রে চ কুণ্ডমালা বৈ ভক্তানাং মৌক্তিকানি চ ।
চিত্তভয় নিজস্টেব ভক্তভাঃ চন্দনং দদেৎ ॥ ৮৮
স্ববাহনং যুষ্টেণৈব ভক্তানাং হস্তিকানঞ্চ
স্ববাদ্যকৈব গল্পাদি ভক্তানাং কনকনঞ্চ ॥ ৮৯
যশিরসি জটা দিবা ভক্তানাং মুকুটাদিনম্
স্বভূষণং সর্পাদি ভক্তানাং কুণ্ডলাদিকম্ ॥ ৯০
সমস্ত বস্ত্রক চর্মাদি ভক্তভোঃ সুন্দরান্ববম্ ।

কোন ছার? তীর্থস্পর্শ শিবের পট্ট হইতে
সেই সমস্ত ধসিয়া পড়িয়াছিল; অতএব এই
তীর্থবর মহাপাতকের নাশন; এইরূপে জগতে
তাহার মাহাত্ম্য ঘোষিত হইল। অথবা ভগ-
বানের ইচ্ছা ও চেষ্টা কে ভাঙিতে ক্ষম?
নহিলে কোথায় অনক্ষদাহ, আবার কোথায়
অগ্নে যুবতিধারণ! তিনি কণ্ঠে বিষ ধারণ
করেন, জ্ঞাপি তাঁহাকে মৃত্যুং বলিয়া
ধাকে। তিনি স্বয়ং দিগম্বর, কিন্তু ভক্তজনের
শ্রিরসস্পর্শবিধাতা। পিশাচমাত্র তাঁহার নিজ
সৈন্ত, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের চতুর্দিকী সেনা।
তাঁহার নিজ অগ্নে নরমুণ্ডমালা ও তাঁহার
ভক্তের গলে মৃত্যুমালা; তিনি স্বয়ং চিত্ত-ভয়
মাধেন; কিন্তু ভক্তজনকে চন্দন মাখিতে দেন।
যুষ্ট তাঁহার নিজ বাহন, কিন্তু ভক্তের বাহন
হস্তী, অথ প্রভৃতি। গল্পবাদ্য তাঁহার নিজ
বাদ্য, কিন্তু ভক্তজনকে পটহবাদ্য দিয়া থাকেন।
তাঁহার নিজ মস্তকে দিবা জটা ও তাঁহার
ভক্তের মস্তকে মুকুটাদি শোভা পাইয়া থাকে।
তাঁহার নিজ ভূষণ সর্প, কিন্তু ভক্তের কুণ্ডলাদি।
তাঁহার নিজ পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্মাদি, কিন্তু

স্বয়ং দধাতি চান্ত্রচ ভক্তানাং কান্ডদেব চ ॥ ৯১
যথাভিলাষং ভক্তভোঃ শব্দরঃ সম্ভবচ্ছতি ।
তস্মাৎ ভক্তেষ্টিতং নৈব জ্ঞাতুং শক্যং মুনীনাং
পকত্রোক্ষাঃ পরং নান্তং ক্ষেত্রক ভুবনদ্বয় ।
অথবা পাপিনাং পাপাং ফাট্টিনার স্বয়ং হরঃ ॥ ৯২
মৃত্যালোকে শুভং ক্ষেত্রং সমাস্থায় স্থিতঃ সদা
যথাভ্যাপি ধস্তেযং পদত্রোক্ষী মুনীশ্বরঃ ॥ ৯৩
যত্র বিপ্রেখরো দেবো হাগত্য সংস্থিতঃ স্বয়ম্
যচ্চিনং হি সমারভা হরঃ কাঙ্ক্ষামুপাগতঃ ॥ ৯৪
তচ্চিনং হি সমারভা কাশী শ্রেষ্ঠতরঃ হতুং ।
এতরং সমাধাতুং যং পৃষ্ঠোহহং মুনীশ্বরঃ ।
য ইদং শৃণুয্যন্তো সর্বান কামান সমাপুষ্যৎ ।
ইতি শ্রীশিবো মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়ঃ কণ্ঠ
বর্ণনং নামেকোনপকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

ভক্তজনকে সুন্দর পটবস্ত্র দিয়া থাকেন
তিনি নিজের জন্ত একপ্রকার বিধান করে
ভক্তের জন্ত আর একপ্রকার করিয়া থাকেন
তিনি ভক্তদিককে, যে বাহা কামনা করে, তাহা
দিসা থাকেন। অতএব কথিগণ! ঈশ্বরে
চেষ্টা, সর্বভোক্তাবে অজ্ঞেয়, ত্রিভুবন মত
এই কাশীর গায় পুণ্যক্ষেত্র আর দ্বিতীয় নাই
অথবা স্বয়ং হর—মৃত্যালোকে পাপিগণের পাপ
মোচনার্থ এই ভক্তক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া সর্বা
অবস্থান করিতেছেন। যে সে ভাবেই হউ
যখন সাক্ষাৎ বিপ্রেখর আসিয়া এখানে অবস্থ
করিতেছেন, তখন এই কাশীই ধন্য। যে দি
ভগবান্ কাশীক্ষেত্রে আগমন করেন, সেই দি
অবাধ এই ক্ষেত্র সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে।
কথিগণ! এক্ষণে আপনাদিগের জিজ্ঞাস্য
বলিলাম। যে ব্যক্তি এই আখ্যান প্রতিপা
ত্রবণ করিবে, তাহার সকল অতীত দি
হইবে। ৮১—৯৬।

একোনপকাশ অখ্যান সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পক্ষিপোষধাঃ।

কবচ উচুঃ।

করুণসী পুষ্যা যদি হৃত মহামুনে।
মুসি চাক্ষুঃ প্রভাৎ ততঃ সাংপ্রভুঃ ॥ ১
হৃত উবাচ।

ন সংকপতঃ সমা গরাণ্ডাঃ শূন্যোক্তনম্।
যেহত মহাত্মাঃ শ্রুতমুখিসত্তমাঃ ॥ ২
চিৎ পার্জতী দেবঃ শরৎ পরশা মুখা।
দ্রুতঃ মায়ায়াঃ পপ্রক লোককামাঃ ১৩
পার্কীতাবচ।

কৃতম্ মহাত্মাঃ বহুমর্তস্যাস্ততঃ।
মুসি কপাঃ দ্রুতঃ দেবদেবঃ দুষ্প্রভঃ ১৪
দ্রুতঃ শ্রুতঃ দেবদেবঃ কপাঃ প্রভুঃ
কপাঃ ততঃ ভীষমাঃ প্রিয়দেভেভ্যঃ ১৫
শ্রীভগবতুবাচ।

পুষ্টঃ হু ভদ্রে লোকানাং শ্রুতঃ কৃতম্।
মুসি কপাঃ দ্রুতঃ দেবদেবঃ কপাঃ ১৬
কৃতম্ কপাঃ দ্রুতঃ দেবদেবঃ কপাঃ ১৭
বিদ্যেত কৃতম্ দেবদেবঃ কপাঃ ১৮

পক্ষিপোষধাঃ।

বিবিশিলেন, তে মহাসি হৃত। বরাণসী
এই পুষ্যাংক্রে ততঃ একে আমা-
ক ততঃ মহাত্মা বলঃ হৃত বলি-
কবিগণ। বরাণসী ও বিবেকতের মহাত্মা
কপে বসিতেছি, প্রবণ করুন। একসা-
তী পার্জতী লোকের বিজ্ঞানমায় পরম
ন সহকারে কবচম্ শরৎকে পক্ষিপোষি-
য়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কবচম্ কবচম্।
র প্রতি কপা করিয়া এই বরাণসী-ক্রেতের
যা সবিল্লার বসুন। তখন দেবদেব কপা-
সেবার এই বাঁকা ভূমিরা ভীষম মঙ্গল
বলি ন, সেবিঃ লোকের শ্রুতবিশাল,
বহু উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এই
এর মহাত্মা অতি গোপনীয় হইলেও আমি
ভেছি, প্রবণ কর এই মনীর বরাণসী-

অমিনু সিদ্ধাঃ সঙ্গা সেবি মনীর ব্রতমাহিতাঃ।
মম লিঙ্গতঃ ০ সিদ্ধাঃ মম সোকাভিকাভিকাঃ ১৮
অভ্যুত্তি পতঃ বোমঃ বতামাসো ভিত্তিপ্রিয়াঃ।
নামাক্ষসমাকীর্ণঃ নামাবিহংসেবিভুঃ ১৯
কবচাঃ পলপুষ্পাটোঃ সরোভিঃ সমলকৃতম্।
অপসরোবসনকর্কঃ সঙ্গা সৎসেবতে ততম্ ২০
দোচতে মে সঙ্গা বসো বেস করোণ ততম্।
মঙ্গলঃ মম ততঃ যদি সর্বাণিজিহ্বাঃ ২১
বীতদ্রাণ-ভয়-ক্রেতঃ বিবঃ ২২
অদ্যাবানিহতঃ সিদ্ধাঃ ততমাক বিবেচকঃ ২৩
সর্গক মঙ্গলঃ পতনঃ বোমঃ সোহতঃ বতঃ বতঃ
হুতঃ হুতঃ কবচঃ হুতঃ হুতঃ হুতঃ হি ২৪
কতঃ প্রাণা ন কবচঃ কতঃ বিবঃ ন হি।
ততঃ মঙ্গলঃ ভেদঃ ন স বতঃ তীর্থহুতম্ ২৫

ক্রেতঃ সর্গকালে সর্গকীর্তনঃ মুক্তিযেহু। ভবে।
সংকটচিত্তঃ ভিত্তিপ্রিয়া সিদ্ধাঃ এই বরা-
ণসীক্রেতঃ মঙ্গলোকা-প্রাণি-কামনাঃ কব-
চিহ্নঃ চিহ্নঃ বরাণসীক্রেতঃ মনীর ব্রত অ-
লম্বন করিয়া নিরত পতন বোম অভ্যাস করেন।
এই ক্রেতঃ বিবিধ কবচাভি-সমাকীর্ণ, সঙ্গা
বিহংসিনিহিত, কবচ উৎপন্ন প্রাণি পুষ-
পোষিতঃ সরোভয়ে বিবিত্তঃ হুতঃ অতি
মঙ্গলঃ বতঃ, বতঃ ও অপসরোবসন ইহতঃ।
সুতঃ অভ্যাস করিয়া অহঃ এই ক্রেতঃ
আমি যে কারণে সর্গকীর্তনঃ বস করিতে আস
বসি, তাহা ভবন করঃ ব্রতসিদ্ধি ততম্বী
মনীর ততঃ লোক—বাপ, ভয়, ক্রেতঃ, কব ও
মঙ্গল জ্ঞানপূর্বক চিত্ত ও সর্গকীর্তনঃ অভ্যাস
সমর্পণ করিয়া মনীর ভবে সর্গ জ্ঞানঃ সেবিয়া
‘সেই হুতঃ আমি’ এইরূপ বোম করত হুতঃ
হুতঃ ও হুতঃ হুতঃ এক ইষ্টক্রেতঃ হুতঃ
ও অমিতঃসংবোধঃ হুতঃ না হুতঃ এই পুষ-
ক্রেতঃ অবস্থান করিয়া ইহতঃ তীর্থহুতঃ হুতঃ
পদ্য করিয়াছেন। এই কবচসংক্রেতঃ ও অমিতঃ
কোন পূর্বকা নাই। এই কবচই এই তীর্থ

১৬ মঙ্গলসিদ্ধাঃ ইতি পদ্যঃ।

তদৰ্শনং হৃদং বিধুৰ্ভক্য চাপি তথা পুনঃ
কাময়ন্তি চ তীর্থানি পবনায়ামনস্তদা ॥ ১১
সোহন্তুকালে চ যট্টেব পার্শ্ব পরিবর্ততে ।
তন্ত মুক্তিভবনং স্বস্ত কিং ন ভবেৎ পুনঃ ॥ ১৬
তদ্রূপেণ ন তীর্থস্ত ন মমৈব হরেরপি
জীবমুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো বিহিত বিহিতে সমঃ ॥ ১৭
যত্র যত্র মৃতঃ সোহপি মোক্ষমাপ্নোতি নিশ্চিতম্
অত্র তীর্থে বিশেষ ইতি শ্রুতং শ্রুত্বি হমঃ ॥
ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ঃ বৈশ্যঃ শূদ্রঃ চ তথা পুনঃ
বন্ধচারী গৃহস্থঃ চ বনপ্রস্থো যতিস্তদা ॥ ১৯
বালকৈশ্চ কুমারৈশ্চ যৌবনাবিভ্যঃ চ
অশুচিঃ চ বাল্যপি কুমারী পতিতা তথা ॥ ২০
বিধবা বধূ বক্ষা বা বজ্রদংশনমৃতাপি বা
শতিকালে মৃত্যু বাপি নাস্ত্যত্রৈব ততিত তথা ॥ ২১
অপাপঃ সপাপঃ বা কৰ্মবদ্ধগতেহপ্যত্র
অত্র চেষ্ট্য মৃতঃ স্ত্রীশ্চৈব মোক্ষভাজী ন সংশয়ঃ ॥ ২২
যেদন্তঃ গুণৈশ্চ বাপি হৃদিয়েহং ন বদন্ত্যত্র

মৃতো মোক্ষমবাপ্নোতি অত্রোক্তিত তথা কচিৎ
কৰ্মবদ্ধগতো যো বৈ দেহী মোক্ষায় কল্পতে
জ্ঞানাপেক্ষা ন চাত্রেব ধ্যানাপেক্ষা ন কচিৎ
নামাপেক্ষা ন চাত্রেব স্বজনানাং তথা পুনঃ
যথা তথা মৃতঃ জ্ঞানোমোক্ষমাপ্নোতি নিশ্চিতম্
এতদম পূরং দিব্যং গুহ্যং গুহ্যতমং মহৎ
ব্রহ্মদেহো হি জানন্তি যে চ সিদ্ধা মুমুক্শবঃ
অতঃ প্রিয়মিদং ক্ষেত্রং ব্রহ্মক্ষেত্রং পতিঃ
বিমুক্তং ন ময়া ব্রহ্মক্ষেত্রং ব্রহ্মক্ষেত্রং ন কদাচন
মহৎ ক্ষেত্রমিদং তদ্ব্যপবিমুক্তমিতি শ্রুতম্
নৈমিষে চ ব্রহ্মক্ষেত্রে গঙ্গাধারেহথ পুন্ডরী
কানাম্ সাসেবনামপি মৃতো মোক্ষো ভবেৎ
ইহ সঙ্গাপাত্তে ব্রহ্মাং তদ্ব্যপবিমুক্তমিতি
এষণে বা ভবমোক্ষ ইহ বা মং পবিমুক্তং
প্রয়োগাপি তীর্থং প্রাদিদমেব বিশিষ্যতে ॥
ব্রহ্মক্ষেত্রং পনিবৎ সত্যং মোক্ষক্ষেত্রং পনিবৎ
ক্ষেত্রতীর্থং পনিবৎ বিমুক্তং বিদুর্ভুদঃ ॥ ২৩

আমার এত প্রিয়। অধিক কি, আমি ব্রহ্ম ও
বিষ্ণু, সকলেই অস্বাভাবিক নিমিত্ত উত্তরূপ
পুরুষকে দর্শন ও তদর্শিত স্থান বাহু করিয়া
থাকি। মৃত্যুকালে যে ব্যক্তির সমীপে উত্তরূপ
পুরুষ অবস্থান করেন, নিশ্চয়ই সে মুক্তি পাইবে
থাকে; সুতরাং ইহার নিজের মুক্তিলাভ
অবিসংবাদিত। তীর্থ, যদিও আমরা অপেক্ষ
তাহাকে কবিতো হই না। তিনি কর্তব্য
কর্তব্যের অতীত জীবমুক্ত ইহা জানিবে
সেই পুরুষ যথায় তথায় মরিলেও মুক্তিভাজন
হইবেন। সুন্দরি। এই তীর্থে কিছু বিশেষ
আছে। প্রবণ কব্র ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য,
শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনপ্রস্থ, যতি, কুমার,
বালকী ও যুব।—অশুচি হউক, শুচি হউক,
নিপাপ হউক, পাপী হউক, অথবা কৰ্ম্মক্ষেত্রে
আবদ্ধই হউক, এই তীর্থে মরিলে অসংশয়ই
মুক্তিভাজন হইবে। বালিকা, কুমারী, পতিতা,
বিধবা, বক্ষা, বজ্রদংশন, প্রসবকালে মৃত্যু, বা
সংস্কারশূন্য; যে-ই হউক, এই তীর্থে মরিলে
মুক্তি পাইবে, যেদন্ত অশুচি, উত্তরু ও তীর্থ-

দন্ত—এই সমস্তই যে এইস্থানে মরিলে
পাইবে অশুচি কুত্রপি পাইবে না। ১—
কৰ্ম্মক্ষেত্রে আবদ্ধ জীব যে মুক্তি প
ইহাতে তাহার জ্ঞান, ধ্যান ও নামের তা
কদচ নাই, এখানে যে সে ভাবে মতি
মোক্ষ লাভ করিবে। ইহাই আমার
নগর গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তম।
ব্রহ্ম ও বক্ষাদি কেবল ইহার মতিমা ভা
ইহাতে মরিলে জীবের সঙ্গতি হয় বী
ইহা আমার প্রিয়ক্ষেত্র। ইহাকে আমি
ভাগ করি নাই ও করিব না বলিয়া এই
ক্ষেত্রে অবিমুক্ত বলে। নৈমিষারণ্য, কুরু
হরিষারণ্য ও পুন্ডরীকান ও নিয়ত অবস্থান ব
মরিলে মুক্তিলাভ হয়, কিন্তু এখানে মর
মুক্তিলাভ হইয়া থাকে—এইমাত্র কি
প্রয়াগে মৃত্যু হইলে মোক্ষ হয় বটে, কিন্তু
তীর্থ আমার অধিষ্ঠিত বলিয়া তদপেক্ষা ও
যেদন্ত অশুচি, উত্তরু ও তীর্থ-
মুক্তি, সেইরূপ এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প
তো ক্ষেত্র ও তীর্থের রহস্য বলিয়া থাকে

[illegible]

ভেদবশ, এই মহা-স্বাক্ষর দ্বারা অকল্যাণ করিয়া,
 এই ক্ষেত্রে আমায় উপাসনা করিতেছেন। অতঃ
 পূর্বেই প্রকৃত উপাসনা করিয়া একান্ত
 আমায় উপাসনার রূপে যের দিবসী, কর্তৃক
 করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে যদিও সমস্ত
 পুনরায় প্রবেশ করিতে না। যে হইবে।
 হইবে। মিশ্র, বীর, সাক্ষিক, জিহ্বা,
 বহিন্দ্রমুখ, মিথ্যাকথা, সত্যকথা ও মতি-
 দ্বারা রূপে। অতঃপরে আমায় প্রসাদে
 এককালে নানা পরীক্ষা করিয়া দেখ
 মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। যোগী মহা
 মহা-স্বাক্ষরে যে মূর্তি লাভ করিতে আসব,
 এই ক্ষেত্রে মনোমধ্যেই জাহা লাভ করে।
 দেখি। ইহাই ব্রহ্মার হৃদিত যোগেন্দ্রক
 নামে কোর, ইহাতে কৈলাস ভবন ও যো-
 গেন্দ্রক দেখে। মনুষ্য এই যোগেন্দ্রক-
 নামকে দেখিবার দৃষ্টিবৃত্ত ও সর্বপাণ-
 বিদ্যুৎ হয়। ২৪—২৭। পূর্বে ব্রহ্মা বলিয়া
 ব্রহ্ম নামে হইয়া থাকে করিয়াছিলেন। ইহা

কুদ্রুপক পশোমং ব্রহ্মণা চ কৃতং পুরা ।
 সর্বদেবৈরহং দেবি অগ্নিনু দেশে প্রসাদিতঃ ॥৪৯॥
 আজগাম পুরা দেবি লিঙ্গরূপী ন সংশয়ঃ ।
 তত্রাহং ব্রহ্মণীতঃ স্থাপিতঃ পরমেশ্বিনা ॥ ৫০ ॥
 ব্রহ্মণ্যাপি সংগৃহ্য বিষ্ণুনা স্থাপিতঃ পুনঃ ।
 ব্রহ্মণা সত্ত্বো বিষ্ণুর্কৃতঃ সংবিগ্ৰহচেতসঃ ॥ ৫১ ॥
 ময়ানীতমিদং লিঙ্গং ত্বং কিং স্থাপিতবানসি ।
 তম্বাচ পুনবিষ্ণু ব্রহ্মণস্থ পিতামহম্ ॥ ৫২ ॥
 কুদ্রে দেবে পুরাতন্যঃ মম ভক্তিমহম্বর্য ।
 ময়ৈব স্থাপিতং লিঙ্গং তব নাম ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥
 হিরণ্যগর্ভ ইত্যেবমত্রাহং সমুপাগতঃ ।
 দৃষ্ট্বৈনমপি দেবেশি মম লোকং ব্রহ্মেশ্বরঃ ॥ ৫৪ ॥
 ততঃ পুনরপি ব্রহ্মা মম লিঙ্গমিদং ভক্তম্
 স্থাপয়ামাস বিধিবদ্ধত্যা চ পরম পুনঃ ॥ ৫৫ ॥
 স্বলীলেখর ইত্যেবমত্রাহং স্বয়মস্থিতঃ
 প্রাণানিহ নরস্বাক্ষো ন পুনর্জন্মতে হচিৎ ॥ ৫৬ ॥

দর্শনে লোকে পাপমুক্ত হব। দেবি! ব্রহ্মার
 স্থাপিত এই কুদ্রুপী কপিলা বন দর্শন কর
 সকল দেবগণ এই দেশে আমার প্রসন্ন করি-
 যাচ্ছেন। দেবি! পূর্বে ব্রহ্মা এইখানে আমার
 লিঙ্গরূপে আনয়ন করিয়া ব্রহ্ম কঠিন বিষ্ণু
 ব্রহ্মাব নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পুনরায়
 স্থাপন করেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্ম হাবিত-
 চিত্তে বিষ্ণুকে বলিলেন, 'এই লিঙ্গ আমি
 আনয়ন করিয়াছি, আপনি কেন স্থাপন করি-
 লেন?' তাহা প্রবণ করিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মকে
 বলিলেন, কুদ্রুদেবে অতি ভক্তি বশত আমি
 স্থাপন করিলাম বটে, কিন্তু আপনার নামে
 ইহার নাম হিরণ্যগর্ভেশ্বর হইবে। দেবি!
 তখন আমি এই হিরণ্যগর্ভেশ্বররূপে এই ক্ষেত্রে
 আবির্ভূত হইলাম। আমার ঐ মূর্তি দেখিলে
 লোকে মদীয় লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে
 ব্রহ্মা পুনরায় পরম ভক্তিসহকারে স্বলীলেখর
 নামে এই লিঙ্গ স্থাপন করেন। আমি সেই রূপে
 তথায় অবস্থান করি। এই স্বলীলেখরক্ষেত্রে
 প্রাণত্যাগ করিলে মনুষ্যের পুনর্জন্ম হয় না।

অগ্নিগ্নেব ময়া দেশে দৈত্যো বৈবতকর্টকঃ ।
 ব্যাক্রুপং সমাহার নিহতো দর্পিতো বলো ॥
 ব্যাঘ্রেশ্বরত্বা খ্যাতো মহাপাতকনাশনঃ ।
 পিত্রা তে শৈলরাজেন পুরা হিমবতা স্বয়ম্ ॥৫৭॥
 মম প্রিয়তমং স্থানং জ্ঞাত্বা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিত্ব
 শৈলেশ্বর ইতি খ্যাতং দৃষ্টতামিদমাদরাং ॥ ৫৮ ॥
 যদা বারাণসী চেয়ং পুণ্য পাপবিনাশিনী ।
 ক্ষেত্রেমেতদলঙ্কৃত্য জাহ্নবা সহ সঙ্গতা ॥ ৫৯ ॥
 তদা চ ব্রহ্মণা তত্র স্থাপিতং লিঙ্গমবুতম্ ।
 সঙ্গমেবরবিখ্যাতং দৃষ্টতাম্ স্মর্যি তয়া ॥ ৬০ ॥
 মধ্যমেশং ততঃ পশ্য জম্বুকেশং ততঃ পুনঃ ।
 শুক্রেবরম্ লিঙ্গক শুক্রেণ স্থাপিতং পুরা ॥
 কৃষ্ণবাসেশ্বরং পশ্য বৃদ্ধকালেশ্বরং তথা ।
 ইন্দ্রাদিদেবভৈরবত্র লিঙ্গানি স্থাপিতাশ্চতঃ ॥
 তত্রতা চৈব বিখ্যাতং লিঙ্গং পাপহরং তদা ।
 পশ্য লিঙ্গানি পুণ্যানি সর্বকামপ্রদানি চ ॥ ৬১ ॥
 অমুক্ততামি পূজ্যানি সত্ত্বি স্থানানি পার্শ্বতঃ
 কথিতানি মম ক্ষেত্রে শুভকাক্ষাদিদং শৃণু ॥ ৬২ ॥

এই স্থানে আমি ব্যাক্রুপ ধারণ করিয়া বলদ
 দেবশ্রেষ্ঠ একজন দৈত্যকে বধ করিয়াছি
 তাহাতেই আমি ব্যাঘ্রেশ্বর নামে খ্যাত হইয়া
 উহা দর্শন করিলে মহাপাতক নাশ ও
 পার্শ্বতঃ। পূর্বে তোমার পিতা হিমালয় আ-
 প্রিয়তম স্থান বোধ করিয়া এই স্থানে
 শৈলেশ্বর নামে এক লিঙ্গ স্থাপন করিয়া রা-
 খিলেন। ইহাকে ভক্তিসহকারে দর্শন করি-
 যখন পাপনাশিনী এই পবিত্র বারাণসী মহা-
 ভূমিত হইয়া জাহ্নবীর সহিত মিলিত
 তখন ব্রহ্মা তথায় সঙ্গমেবর নামে এক
 লিঙ্গ স্থাপন করেন। ঐ সেই লিঙ্গ রহিয়া
 দেবি! দর্শন কর। তৎপরে স্মর্যি!
 মেশ, জম্বুকেশ, শুক্রেচার্য-স্থাপিত শুক্রে
 কৃষ্ণবাসেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ
 স্থাপিত তত্ত্বং নামে বিখ্যাত অপরাপর সর্ব
 প্রদ পাপহর পুণ্য লিঙ্গ সকল দর্শন কর ॥৬৩॥
 এই প্রকারে পুণ্য লিঙ্গস্থান অনেক রহি
 বলিলাম, এখন আমার এই ক্ষেত্রে

কৃতকর্মকরে। নাস্তি কর্মকে'তিশৈতরপি ।
 অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কতং কস্য ভুভাভুতম্ ॥ ৭
 কেবলকালভং কস্য নবকায় ভবেদিত
 কতং স্বর্গায় জায়েত উভাভাং ক্রিতিশ্চ ৫ ॥ ৮
 জন্ম সমাগসমাক্ তু নানাবিকো ভবেদিত
 উভয়াং কস্য মূর্তির্ভবেত সুন্দরি নবম্ ॥ ৯
 একং ক্ষেত্রে কৃতৈশ্চ কস্যনং সংকস্যনং
 এককৈব পুণ্ডরীকতম্ সংকস্যনং ৫ ॥ ১০
 একং সর্গকস্যনং ভবতীতি সুনির্মিতম্
 কস্য চ ত্রিবিধং প্রোক্তং কিং তস্মৈ নবম্ ১১
 সফিতং ক্রিয়মাণক প্রবক্ষ্যে ত্রিবিধম্
 পূর্বজন্মসমুদ্ভূতং সফিতং সমুদ্ভূতম্ ॥ ১২
 তেন ভগ্নাত্মকং যত্ন ক্রিয়তে কস্য সৎসমু
 ভুভাভুতকং যত্নেব ক্রিয়মাণং বিদ্যম্ ॥ ১৩
 ভুভাভুতং চ শরীরেণ প্রবক্ষ্যে পরিকীর্তিতম্
 প্রারব্ধকর্মণে ভোগাং ক্রবটেন ন চ ততঃ ॥ ১৪

লেন, হে কৃষিশেষগণ । পূর্বজন্ম ও শরীরের
 সংবাদ আরও বলিতেছি। শ্রবণ করুন। তিনি
 পার্শ্বভীকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিলেন
 হে সুন্দরি । শত শত কোটি কর্মেরও ভোগ দিন
 অনুষ্ঠিত কর্ণের ক্ষম হয় ন। ভুভাভুত কর্মের
 ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কেবল
 পাপকর্মের নরক, কেবল পুণ্যকর্মের স্বর্গ ও পাপ-
 পুণ্য উভয় কর্মের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ হয়।
 তন্মধ্যে পুণ্যের আধিক্য উত্তম জন্ম ও পাপের
 আধিক্য অধম জন্ম এবং পাপ-পুণ্য উভয়-
 কর্মকর্মের মূর্তি হইয়া থাকে। পদকোণী-
 প্রদক্ষিণাদি ভুভুতকর্মের ক্ষেত্রানুষ্ঠিত অশুভ
 কর্মের নাশ হয়। কস্যবিপাক শাস্তোক্ত কর্মের
 পূর্বজন্মার্জিত অশুভ কর্মের ক্ষম হয়। যত-
 জীবন বিবেচনের উপাসনাদি কর্মের সকল
 পাপকর্ম ধ্বংস হইয়া থাকে। সফিত, ক্রিয়-
 মাণ ও প্রারব্ধ, এই তিন প্রকার কর্ম কথিত
 আছে। তন্মধ্যে পূর্বজন্মানুষ্ঠিত কর্মকে সফিত
 বলিয়া থাকে। ইহা দ্বারা জন্মগ্রহণ প্রাপ্ত হয়।
 বর্তমান জন্মে যে ভুভাভুত কার্য করা হয়

পাপং বিনা শরীরতঃ স্থং নাস্তি পদে পদে ।
 যং কিকিঞ্চিতে স্থং সর্বং পাপসমুদ্ভবম্ ॥
 মূলকৈবাল্যে স্মৃৎক স্থং পাপসমুদ্ভবম্ ।
 অপাপকং বদা স্মৃৎক শরীরং স্থংভাজনম্ ॥ ১৫
 কুত্রচিচ্ছ স্তম্ভং যদেং কুত্রচিৎ পাপসংকম্ ।
 সর্বেষাং কস্যনাং নাশো নাস্তি কালীপুরং কিনা
 সন্মকং মূলভং তীর্থং মূলভা কালিকা পুরী ।
 অতঃ কালীং গমিস্যামি শতভয়কৃতা মতিঃ ॥ ১৬
 ততঃ কালীদর্শনক জায়তে নাস্তথা কচিৎ ।
 পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি কৃতানি পূর্বজন্মনি ॥ ১৭
 তদা মুক্তিপুরী লভ্যেতঃ সন্মদো চৈব কচন ।
 পূর্বজন্মকৃতান্যেধৈ মূর্তিপূজাঃ স্ততননে ॥ ১৮
 তদা কালী চ লভ্যেত নাস্তথা মূলভা প্রিয়ে ।
 পদজন্মনি কৃতা চেষ্টে কালী মূর্তিপূজায়িনী ॥ ১৯
 প্রাপ্য কালীং তদা তত্র মতিঃ সন্মদায়া কচিৎ
 কালীং প্রাপ্য নরো বস্ত গচ্ছায়াং স্নানমাচরেৎ

তাহাকে ক্রিয়মাণ করে। যাহার দল ও
 শরীরে ভোগ করা যায়, তাহাকে প্রারব্ধ বলে।
 এই প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ দিন
 হয় ন। পাপ বিনা প্রতিফলনে শরীরের
 হয় ন। মূলই হউক, স্মৃৎই হউক, যা
 কিছু স্থং দেখা যায়, তৎসমস্তই পাপ হইবে
 সমুদ্ভূত। যখন শরীর অপাপ হয়, তখন
 স্থংের ভাজন হইয়া থাকে। কোন তীর্থে
 রুদ্ধি হয়, কোন তীর্থে বা পাপনাশ হয়; কি
 কালীক্ষেত্রে বিনা অস্ত্র কোন তীর্থে সকল কর্ম
 ক্ষম হয় ন। অস্ত্র সকল তীর্থেই মূলভ, কি
 কালীতীর্থে মূলভ। কেননা, “আমি কালীগ
 করিব” এইরূপ মতি শত জন্মে করিলে, ও
 কালীদর্শন ঘটয়া থাকে; অস্ত্র কোনরূপেই
 না। পূর্বজন্মে পুন্ডরীক-তীর্থে বাস করি
 তৎপদক্ষেপে অমোধ্যাদি ছয়টি মূর্তিপূরীর মা
 অস্ত্রভয়ের লাভ হয়। তৎপরে তৃতীয় জ
 কালীলাভ হয়, অস্ত্রথা মূলভ নহে। এইরূপ
 একজন্মে কালীদর্শন ঘটিলে তৎপরে ক
 মূর্তিদানী হইয়া থাকে, তখন কালীতে মরণ
 অস্ত্র কোথাও হয় না। ১—২১। কালী প্রা

উভয়োঃ সিদ্ধিরার্থং ক্রিয়তে হরিণা বনম্ ।
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী আনন্দং পরমং গতা ॥ ৪১ ॥
ভক্ষিনং হি সমারভা হরন্তুহৌ তরা সহ ।
ইতি বনচ সমাখ্যাতং কাশ্মণিমমকারণম্ ॥ ৪২ ॥
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ত্র্যম্বকস্ত সমুত্তমম্ ।
বক্ষুহা সৰ্বপাপেভ্যো মুচ্যতে মানবঃ কৰ্ণাঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে স্তনসংহিতায়
বিষেবরবর্ণনং নামৈকপঞ্চাশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

শুভ উবাচ

জরতামুঘবঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথং পাপপ্রাণিশিনীম্
কথয়ামি কথং বাসক্ষুতা চ কথিতাঃ সহ ॥ ১ ॥
পুরা কথিবরশ্রেষ্ঠো গৌতমো নাম বিজ্ঞতঃ
যন্ত পত্নী পরা সখী হহল্যা নাম বিজ্ঞত ॥ ২ ॥
তরা সহ কথিশ্রেষ্ঠস্তপস্বকু হৃশোভনম্ ।

হরি তাহাই প্রদান করিলেন ঋগ্বেদ উভয়ের
সিদ্ধিরকার নিমিত্ত সন্তঃ হরি এই কথা
করেন, তিনি এই কথা বলিলেন দেবী
পরম আনন্দ লাভ করিলেন, সেই দিন হইতে
ভগবান্ হর সেই পার্শ্বতীর সহিত তখন অব-
স্থান করিলেন। এইরূপ কথিতে ভগবান্ কেন
আগমন করিয়াছিলেন, তখন আপনাদিগকে
বলিলাম। অতঃপর ত্র্যম্বকের উৎপত্তিকথা
বলিব। ইহা শুনিবে মনুষ্য তৎকালঃ পাপ-
মুক্ত হইবে। ২২—৪৩

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

শুভ বলিলেন, হে কথিপণ! বাসমুখে জ্ঞাত
পাপনাশিনী ত্র্যম্বকের উৎপত্তিকথা বলিতেছি,
শ্রবণ করুন। পূর্বকালে মহর্ষি গৌতম দক্ষিণ-
দিকে ব্রহ্মপৰ্বতে পতিব্রতা পত্নী অহল্যার
সহিত দশ সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্বী করেন।

দক্ষিণত্যাং দিশি যো বৈ দিকির্দিকির্দিকির্দিকি
তত্র তেন তপস্তপ্তং বর্ষাণামবুতং ব্রহ্ম ।
কদাচিত্তে হন্যারুহিতবৎ সৰ্বভূতবদা ।
বর্ষাণাক শতং যৌহং লোকা দুঃখমুপাগতাঃ ।
আর্দক পল্লবং নৈব দৃশ্যতে পৃথিবীভূতৈঃ ।
জলং নৈব বিদৃশ্যেত জীবানাং প্রাণধারকম্ ॥ ৫ ॥
তদা তে ঋগ্বেদে ব মনুষ্যাঃ পশবন্তথা ।
পক্ষিপশু মৃত্যুঃ সৰ্পে পতাশ্চৈব দিশো দশ ॥ ৬ ॥
তদ্বৃষ্টা ঋগ্বেদো বিপ্রাঃ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।
ধ্যানেনৈব তদা কেচিৎ কালং নিম্ন্যঃ স্মারুণম্
গৌতমোহপি সন্তঃ তত্র বরুণার্থে উপঃ স্তম্
চকর চৈব যাস্যং প্রাণায়ামপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥
তদনু তদা বরুণং দাতুং বরুণঃ স সমাগতঃ ।
প্রসন্নোহস্মি বরুণ কুহি কদামি কথিমন্তম্ ॥ ৯ ॥
ততঃ গৌতমস্তং বৈ বৃষ্টি কৈবার্ঘ্যং তদা
ততঃ সোহপি বচন্তম্। উবাচ কথিসন্তমঃ ॥ ১০ ॥
বরুণ উবাচ ।

দৈবাক্ষ চ সমুদ্রজ্যা ব্রহ্মণা ন কথং মব

তাহার তপস্বীকালে শত বর্ষ ধরিয়া অশ্রু
দুঃখকরী অনারুহি বচিয়াছিল। তাহাতে লোক
ভয়ঙ্কর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। এমন
কি, পৃথিবীভূতল আর্দপল্লবও দৃষ্টিগোচর হই
ন। জীবের প্রাণধারক জল কুত্রাপি দৃ
পথে পতিত হইল না। তৎকালে ব
শত কবি, মনুষ্য, পশু ও পক্ষী পর
প্রাপ্ত হইল। মৃত্যাবশিষ্টগণ দশদিকে গলা
করিল। তখন কতিপয় ব্রহ্মর্ষি প্রাণায়াম
হইয়া ধ্যানমগ্নে সেই নিদারুণ কাল অতিবাহি
করিয়াছিলেন। যখন গৌতম মুনি প্রাণায়াম
হইয়া বরুণের উদ্দেশে ছয়মাস ধরিয়া তপা
করিলেন। তাহার তপস্বী প্রসন্ন হইয়া বরু
দেব তাহাকে বর দিবার উদ্দেশে আসিয়া বসি
লেন, হে দক্ষিণশ্রেষ্ঠ! কি বর প্রার্থনা কর, আমি
তখন গৌতম তাহার নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করি
বরুণদেব বলিলেন, হে মহর্ষে! তাহার আর
ব্রহ্মাণ্ড অলঙ্কার, এই অনারুহি সেই যে

১১ প্রার্থন্য সুকৌতুহলি তবহং করণ্যসি তে ॥ ১১
 ১২ তি তবচরং ক্রিয়া পৌতমো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২
 ১৩ সি প্রসন্নো মেবেশ যদি দেবো বরো মম ।
 ১৪ স্তব্ধপ্রার্থনামাদ্য কঠব্যং হি ত্বয়া তথা ॥ ১৩
 ১৫ হতমাত্মনঃ পুংসাং মহত্তারোপজাতয়ে ।
 ১৬ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ১৬
 ১৭ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ১৭
 ১৮ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ১৮
 ১৯ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ১৯
 ২০ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ২০
 ২১ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ২১
 ২২ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ২২
 ২৩ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ২৩
 ২৪ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ২৪
 ২৫ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ২৫
 ২৬ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ২৬
 ২৭ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ২৭
 ২৮ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ২৮
 ২৯ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ২৯
 ৩০ হতমাত্মনঃ পুংসাং নেত্রবহনত্যাগ ॥ ৩০

১১ পাত্তক্যবি পরার্থে তু কুশলাঃ সতি কেচন ।
 ১২ চুঃখবতঃ বদুঃখনাশনং বসুধায় বৈ ॥ ২০
 ১৩ পরোপকারিণং দৃষ্টা পাপং পাপা বিদ্রুতঃ ।
 ১৪ তবন্তি চ পশিপ্রভাঃ ক্রতিব্রহ্মা সনাতনী ॥ ২১
 ১৫ ইদং পৃথিবী দেবী চতুর্ভুজায়াতে ততঃ ।
 ১৬ বেদীমেষু লভ্যং নিত্যং কুর্মাতি কপয়া কুজঃ ॥ ২২
 ১৭ বেদীমেষু ন করো যৈ ত্যজতে চ কদাচন ।
 ১৮ উপকারপরা মে চ জিতেন্দ্রিয়তয়া তথা ॥ ২৩
 ১৯ মহাদোষনবাহরো চ বহুশ্রুতিভিঃ নিত্যানঃ ।
 ২০ এতেন্দ্রিয়শ্রুতৈঃ বহুভূতে পৃথিবী পুংসঃ ॥ ২৪
 ২১ ন কেবলক শেষেণ দ্রুতঃ চৈব বরা বসু ।
 ২২ তবন্তি তলভ্যভ্যং সৈব দেবঃ সর্গঃ ক্রাঃ মম ॥ ২৫
 ২৩ ইদং প্রার্থ্যতে মেবতলাঃ নিত্যকলপ্রসমু ।
 ২৪ দেহি মে কং মহাত্মা কপয়া যদি করিষ্যসি ॥ ২৬
 ২৫ ইতি সম্প্রার্থিতে তেন পৌতমেন মহাত্মন্য ।
 ২৬ উবাচ বচনং তেন পতক ক্রিয়তঃ তথা ॥ ২৭

১৩ আমি কিরূপে তুমি লক্ষ্য করিব । অতঃ-
 ১৪ পর বর প্রার্থনা কর আমি তুমি দিতেছি
 —১১— এই বাক্যে তুমি পৌতম বলি-
 ১২ কন প্রসন্ন । যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
 ১৩ করিলে উল্লসিত হইয়া থাকিলে, তবে আমি বাক্য
 ১৪ করি তুমি দিয়া অনুগ্রহীত করুন ।
 ১৫ লক্ষ্য মহাত্মার আশ্রয়ে পুংসাব মনুষ্যই ভবিষ্য
 ১৬ তে মহাত্মারই হৃদয়ে বহুশ্রুতিভিঃ
 ১৭ পুংসঃ, অপর পাপে ন । সজ্ঞসেবায় বহু
 ১৮ তি নন জন লাভ করে । অতঃপর পুংসঃ
 ১৯ পুংসঃ যেমন সিন্ধু চর, তেমনই তুমি
 ২০ পুংসঃ চর বর । মনুষ্য যে, শোক, চাঞ্চ-
 ২১ ল, পাপ ও উৎকর্ষ লাভ করে, তাহার কারণ,
 ২২ যেমন লোকসেবা করে, সে সেটুকুই কল
 ২৩ প্রাপ্ত হয় । দেখ,—সিংহের মন্দিরে সেবার
 ২৪ সুতাল ও পুংসাব মন্দিরে সেবার আশ্রি-
 ২৫ লাভ হইয়া থাকে, পৌতম এই কথা বলিল ।
 ২৬ পুংসাব বচন এই যে, পুংসঃ তবহং ক্রু-
 ২৭ পুংসঃ, কিন্তু অপর চাঞ্চ তিনি নিত্যকল
 ২৮ প্রসন্ন করিবেন । যে অলাভিত্যে ! সজ্ঞ
 ২৯ পুংসঃ উভয়ে এক একতিনশা । পুংসঃ

১৩ বীত ক্র, দুর্ভ, চন্দ্র ও ইন্দু ইত্যাদিক্র
 ১৪ বদন পরপ্রায়জনসঙ্গক লেখিতে পাওয়া যায়,
 ১৫ তখন কোন উত্তম ব্যক্তি পরোপকারী না
 ১৬ হইলে ? সজ্ঞসেবা অপর কেবল বর, লক্ষ্য মন
 ১৭ করিতে পারিলে আপনাকে সুখী বোধ করেন ।
 ১৮ এইরূপ কর্তি আছে যে, পাপিষ্ঠ পরোপকারী
 ১৯ ব্যক্তিকেও লেখিত বাক্য : পুংসঃ, তাহার
 ২০ পাপী বাক্য : বীমের প্রতি নিত্য বহুশ্রুতি,
 ২১ ব্যক্তির বিদ্যা : পৌতমিকানিত অভিমত
 ২২ নাই, বাক্য : জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপকারে রুত ও
 ২৩ বাক্য : বৌদ্ধমতঃপ্রভৃতি ন হইয়া পুংসঃ অবস্থায়
 ২৪ আছে, এই চারি একত্র কর্তিই পুংসঃ বহু-
 ২৫ বহুশ্রুতি ও ইত্যাদি এই পৃথিবীদেবীকে বাক্য
 ২৬ করিয়া থাকেন । কেবলমাত্র বাক্য : অপরসেবা
 ২৭ ইত্যাদি বাক্য করিয়া নাই : অতঃপর আপনি
 ২৮ অলাভিত্যে, আমার সকল ইচ্ছিত প্রকাশ
 ২৯ করুন । যে মহাত্মা ! যদি আমার কল
 ৩০ হইয়া থাকে, তবে আমি প্রার্থনা করি,
 ৩১ আপনি পতক-উৎপত্তি কলমিত্র মে-
 ৩২ কল আমার প্রকাশ করুন । ১২—২৩ । মহাত্মা
 ৩৩ পৌতম এইরূপ প্রার্থনা করিলে অপরসেবা

ইত্যুক্তক কৃতং তেন জনেন পুৰিতং তদা ।
 অক্ষয়ক জনং তেনৈব তীৰ্থভূতং ভবেদিহ ॥ ২৮
 তব নাম চ বিখ্যাতং ক্ষেত্ৰৈকৈব ভবিষ্যতি
 অত্র দত্তং হৃতং তপ্তং শাকৈকৈবাক্ষয়ং ভবেৎ
 ইত্যুক্তং তুৰ্দ্ধৈব দেব স্ততঃশুন মনোহরং ॥ ২৯
 ততঃ গৌতমস্তত্র জনং প্রাপা হৃদভয়ম্
 নিত্যং নৈমিত্তিকং কমু চকাব বিধিবঃ তদা ॥ ৩০
 ব্রীহীং নৈব যবং নৈব নৌব কনপানেকশ
 বাপয়ামাস তত্রৈব হবনং মুনীশ্বরঃ ॥ ৩১
 জনৈকৈবাক্ষয়ং তত্র দত্তং নৈব কৌশল্য
 বৃক্ষাঃ বিবিধাস্তত্র পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥ ৩২
 ধাত্তানি বিবিধানীহ হাসংস্তত্র পানেকশ
 কষয়ো হাগতাস্তত্র গৌতমানুমতাস্তদা ॥ ৩৩
 পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব সমাজগুঃ সুখায়ৈব
 তখনং স্মরয় হাসীঃ পৃথিবী মণ্ডলে পরম্ ॥ ৩৪
 কষয়োহপি বনে তত্র ত্তকম্পদামণাঃ
 বাসং চতুরনেকে চ পুত্রশিষ্যাসমুদিতাঃ ॥ ৩৫
 বাপয়ামাসুর্ধাত্তানি কলক্রমণহেতবে

ঠাহাকে গর্ভ খনন করিতে বলিলেন তিনি
 গর্ভ খনন করিলে ভগবান বরুণ তখন জনৈক
 পূর্ণ করিয়া বলিলেন, এই জন অক্ষয় থাকিবে ।
 এই তীৰ্থতোমার নামে বিখ্যাত হইবে এবং
 এই তীৰ্থে দান, হোম, তপ ও শাক অক্ষয়
 ফল প্রসব করিবে । এই কথা বলিয়া বরুণ
 দেব অস্তাইত হইলেন । তখন মহাশয় গৌতম
 তথায় হৃদভ জন প্রাপ হইল নিত্য নৈমিত্তিক
 ক্রিয়া কলাপ যথাবিধি করিতে লাগিলেন । হে
 মুনীশ্বর ! তখন তিনি হোমের নিমিত্ত নানা
 প্রকার ব্রীহি, যব ও নানান বপন করিলেন ।
 জন তথায় স্ততই অক্ষয় রহিল । তথায় বিনিধ
 বৃক্ষ, ফল, পুষ্প ও ধাত্ত হইতে লাগিল
 অপরাপর কষিগণ, পশু ও পক্ষী সকলেই
 সমাগত হইয়া, তথায় সুখে অবস্থান করিয়া
 রহিল । পৃথিবী মণ্ডলে সেই উপোবনই পরম
 সৌন্দর্য ধারণ করিল । অনেক সংকল্প পরায়ণ
 কষিগণ পুত্র ও শিষ্য সমেত তথায় আসিয়া
 বাস করিয়া দত্ত বপনপূর্বক কামদাপন করিতে

ততঃস্বাত্রে তে তত্র হৃদং কালস্ত নাবিন্ ।
 আনন্দং তখনে হাসীঃ প্রত্যাবাকৌতমস্ত চ
 এবং জ্ঞাতে তদা তত্র বজ্রাতঃ প্রকৃত্য পুন
 কদাচিদগৌতমেনৈব জনার্থে প্রেযিতা গতাঃ
 শিষ্যান জনসমীপে তু গতান্ কৃষ্টা স্তবেধয়ন
 কষিপদ্যো বরং তত্র গ্রহীষ্যামো বিনরতঃ
 প-চাট্টেব জনং গ্রাহমিত্যেবং পর্যভর্সয়ন
 পরাক্রতা তদা ততঃ কষিপদ্যো নিবেদিতম্ ।
 স চাপি তান সমাদায় সমাগাস্ত চ তাঃ সবা
 জনং নৌ দা দদৌ তনৈঃ গৌতমায় তপস্বিনে
 নিত্যং সম্পাদয়ামাস জনেন কষিসন্তমাঃ
 তাট্টেব কষিপদ্যো কৃদ্ধাস্তাঃ পর্যভর্সয়ন
 সমাগ্রে বিপরীতক তান্তিঃ সর্কং নিবেদিতম্
 অহলা মানবী নাথ ভর্সতে চৈব নিত্যশঃ

লাগিলেন । তখনবাসী কোন ব্যক্তিই
 কালকৃত হুঃ অকৃতন করিতে হয় নাই ।
 রূপে গৌতমের প্রভাবে সেই উপোবন অত
 পূর্ণ হইয়াছিল । এইরূপ কিছুকাল গেল, এ
 বার, ষটিবাছিল, তাহা শ্রবণ করুন ২৭—
 একদা মহর্ষি গৌতম কতিপয় শিষ্যকে
 নন্দন প্রেরণ করিলেন । তাহারা জনসম
 উপস্থিত হইবামাত্র কতিপয় কষিপদ্যী বলি
 দে, আমরা জনগ্রহণ করিব, তোমরা এ
 নর বাও, পরে আমাদের জন লওনা হই
 তোমরা লইও এবং তৎসঙ্গে তাহাদি
 ভর্সন করিলেন । তখন শিষ্যগণ কষিপ
 দ্যগের কথায় কুপিত হইয়া প্রত্যাগমনপূ
 গুরুপদ্যী অহলাকে নিবেদন করিল । শি
 শিষ্যগণকে অনুগ্রহীত করিয়া সেই কষিপ
 দ্যগকে বুঝাইয়া উপদ্যী গৌতমকে স্বয়ং
 আনিয়া দিলেন । এইরূপে তিনি নিত্য
 আনিয়া দিতেন । মহর্ষি গৌতমও সেই
 নিত্যকর্ম সম্পাদন করিতেন । তাহা দৌ
 সেই কষিপদ্যগণ কুপিত হইয়া ব্রীহভাবস
 সর্ক বশতঃ ঠাহাকে এক দিন ভর্সনা করি
 কিত তাহারা ব ব বাসীর নিকট বিপদ
 করিয়া লাগাইল । বলিল, বাসিন । অক্ষয়

তদা হুংখং ত্বকেষু নত্রে কার্ণা বিচারণা ॥ ২
 তদ্ব্যং তথা চ কঠবাং বধা মানো ভবেত্ব হি
 অস্ত্রবাসৈশ্চ উপমাং ন হস্তেত কলাচন ॥ ৩
 তদ্ব্যং কঠবাং বধা বসত্রমাধিহি
 অস্ত্রাভির্বধা ভূত নিকাশেত বধা তথা ॥ ৪
 এবং বিচাধা তৈস্তত্র পুজিতোহথ কিনারকঃ
 উপাসনক তৈস্তত্র চ ত্রুস্তে বহিসস্তমাঃ ॥ ৫
 নরকাসৈরনৈকৈশ্চ শতপত্রৈশ্চ ত্রুস্তৈঃ
 সিদ্ধৈশ্চ নরকৈশ্চ বপারত্রিকপূজনৈঃ ॥ ৬
 মোক্ষকৈর্বিবিধৈশ্চ পূজ্যমায়াত্বৈ তদা
 ততঃ প্রসঙ্গো হরজ্ঞেতাশ্চৈব যচোতবী ॥ ৭

গণপতিস্তবচ।

প্রসঙ্গোহপি বরং কত দয় কিং কতবাণি বা
 তদীরং তবচঃ ক্রমঃ নরকঃ বাক্যমব্রবন ॥ ৮
 যদি প্রসঙ্গো দেবেশ দেবেশ্চ কং বরব্রব
 তদা কার্ণা হস্ত নৈব গোত্রম তদ্ব্যং বধি
 নিকাশেত চ বহিঃ পুজিতৈশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৯
 এবং স প্রার্থিতৈস্তত্র বিহস্ত বচনং পুনঃ
 ব্রবজ্ঞেতাশ্চৈব অমৃত্যু ক্রিয়াক্রমং ॥ ১০

বলিলেন, অপরূপ আশীর্বাদে জীবনরূপ
 বাহাতে মানসীয়ে পৌত্তম্যমুনির প্রতিমান ভক্তিঃ
 মনে হুংখং বোধ না হয় ও বহাতে আশীর্বাদে
 কৃত অপেক্ষায় তিনি পীড়িত না হন, অথচ
 কঠবাং করিয়া হস্তকে আশ্রয় হইতে
 নিত্যনিত করা হয়, এইরূপ হল কং উচিত
 হইতেছে। এইরূপ হস্ত কঠবাং অব-
 ক্রম করিয়া নিম্নবিন্যাসের জন্ত দক্ষিণ,
 অসম্ব্য শতক, সিদ্ধ, চন্দ্র, তপস, বৃশ-
 ষিকি মোক্ষ ও অস্ত্রিক বর বিহারভেদ
 পূজা করিলেন। তখন তাহানু গণপতি প্রসঙ্গ
 হইয়া জীবনিকর বর প্রদান করিতে বলিলেন
 কবিশ বরপ্রদেব কং তনিঃ তৈস্তত্র বলি-
 সেন, হে দেবপুত্র! যদি প্রসঙ্গ হইয়া থাকে,
 তবে আমার বাহাতে পৌত্তম্যমুনির পূজ্যপূজ-
 ত্বসম্য করিয়া আশ্রয় হইতে নিরুচিত করিতে
 পত্রি, সেইরূপ বর প্রদান করুন। কবিশ
 এইরূপ প্রার্থনা করিলেন তিনি হস্ত করিয়া

অপরূপ বিনা তদৈশ্চ ক্রুখ্যতে হানিরেব চ ॥ ১১
 উপকৃতং পুরা বৈস্ত তেভ্যো হুংখং ন দীয়তে
 বদা চ দীকৃতে হুংখং তদা নাশো ভবেদিহ ॥ ১২
 ক্রুশক তপঃ কৃতা সাধ্যতে কলমুস্তম্য
 ততঃ কলং বহ্নং হিহা সাধ্যতে ন হি তং পুনঃ
 দদা তু কাকনকৈব গৃহতে কাচমেব চ
 পশ্যতুস্তক বং শ্রাষে কঠবাং তং তথা পুনঃ
 ইত্যেবং বচনং ক্রমা ততঃ তে বহিসস্তমাঃ
 দৃষ্টিমোহং তদা প্রাপ্তা ইদমেব যচোতব্রবন
 কঠবাং হি তদা বামিগ্নিসমেব ন চান্তবা
 ইত্যাশ্রুত তদা দেবো গণেশো বাক্যমব্রবী ॥
 অসাদুঃ সাদুতাকৈব বাতি চৈব কলাচন
 সাদুঃ সাদুতাকৈব নৈব প্রাপ্তোতীতি মুনিগিহ
 অসাদুঃ সাদুতাকৈব দদাতি ত্রুস্তোপত
 সুখক মন্ততে সাদুতাকৈব সুখবিব্রুদে
 হুংখাতুস্তক সাদুঃ সুখকৈব প্রব্রুতি ॥ ১৩

ইত্যশ্রুতক বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠ কবিশ
 নিরুপদমে পৌত্তম্যমুনির প্রতি ক্রোধ করা ক্রম
 সম্ভব হইতেছে না, ইহাতে তোমাদিগের
 হানি। উপকারীক হুংখং দেওয়া উচিত নহে
 বহ্না দেয়, তাহাদিগেরই সর্বনাশ বলি
 থাকে। তোমরা যে কঠবাং উপাস্য করিয়া
 তাহার উত্তম দলই সাধন হইতেছে। তোমরা
 বহ্নং ততকল ত্যাপ করিয়া তল করিতেছ
 কাকনের বিন্যাসে কাচ গ্রহণ করা হইতেছে
 আমার বক্তব্য আমি বলিলাম। এক্ষণে
 মিসের বাহা ক্রটি হয়, তাহাই করিবে ॥ ১৪
 তখন কবিশ তাহার এই বাক্য তনিরা পুত্র
 মোহ কপজ বলিল, প্রভো! আমরা কং
 কিছু প্রার্থনা করি না, আশীর্বাদে সেই পূজ-
 অতীতই সিদ্ধ করুন। তাহা তনিরা জনক
 বিহারক বলিলেন, অসাদু কখনই সাদু হয়
 ও সাদু কখন অসাদু হন না, ইহা বিহ
 অসাদু লোক হুস্তসংসর্গে সাদুকে হুংখ
 থাকে; কিন্তু সাদুকন সেই হুংখকে সুখ
 করিয়া হুংখাতকই সুখ প্রদান করিয়া থাকে
 তাহাতে তাহারই জন্মভেদ সুখভেদ ॥ ১৫

। চ ভবতাং হুংখং জাতং নানমমাস্তনঃ ।
 । সুখং প্রাপ্তকং পৌতমেন মহাবিশা ॥ ১৯
 । নৌহ ভবতি ৫ তেষা হুংখং প্রাপ্তং জাত ।
 । তদ্ব্যক্তমং লোকে সর্গধা কবিসত্তমঃ ॥ ২০
 । কামোদিতা যস্য ননমেবং করিষ্যথ ।
 । প্রকৃতমং তস্ত ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২১
 । ৫ কৃষ্ণিষ্ঠে দাস্ততি বাঃ সুখং প্রবম্ ॥ ২২
 । তং বচনং তেন মদাপ্য ক্তং ন যেনিরে ।
 । কথীনতা তেন কৃত্য ক্রমতাঃ পুনঃ ॥ ২৩
 । প্রাপ্তং তদ্ব্যক্ত করিমো তং তথা কৃতম
 । কামোদিতা যস্য ননমেবং করিষ্যথ ॥ ২৪
 । তমং ন ননতি কবিতাং হুংখমম
 । ননমসে তেন ক্রি তে নিত্যকর্ম চ ॥ ২৫
 । ননদ্য যজ্ঞাতঃ ৫ তদ্ব্যক্তমং
 । তমং চ কেমদমসন দীপ্যে যস্য
 । পতিস্তে পৌতমং কামম হুংখাঃ কিল ॥ ২৬

কে তে কবিশাঃ । তেষাং পৌতমং সর্গধা
 । কামোদিতা যস্য ননমেবং করিষ্যথ
 । ননমসে তেন ক্রি তে নিত্যকর্ম চ ॥ ২৫
 । ননদ্য যজ্ঞাতঃ ৫ তদ্ব্যক্তমং
 । তমং চ কেমদমসন দীপ্যে যস্য
 । পতিস্তে পৌতমং কামম হুংখাঃ কিল ॥ ২৬

কাম্যমানা তদা পতা কেনারে পৌতমং চ ।
 । ব্রীহীং ৫ তদ্ব্যক্তমং যস্য ৫ কবিসত্তমঃ ॥ ২৭
 । এতদ্ব্যক্তমং দৈবদেবপৌতমং ৫ সমাগতঃ ॥ ২৮
 । কেনারে চৈব দৃষ্টায়াং দ্যুতপৌতমঃ যস্য ।
 । তদ্ব্যক্তমং সমাগতঃ যস্য ৫ তদ্ব্যক্তমং ॥ ২৯
 । তদ্ব্যক্তমং পৌতমং স পপাত পৃথিবীতলে ।
 । যত ৫ তৎ কাম্যদেব কবে ৫ পতন্তব্য ॥ ৩০
 । কাম্যদেবপৌতমং কবিসত্তমং ৫
 । উত্তমং ৫ তদা সর্গধা ক্রি কৃত পৌতমং ৫ ॥ ৩১
 । পৌতমং ৫ পি যস্য ৫ তদ্ব্যক্তমং সপি বিদিতা ।
 । কিং জাতং কবে দেব কৃষ্ণিতা যস্য ৫ ॥ ৩২
 । কিং কবে ৫ পদম্যং ৫ তদা ৫ সমাগতঃ ॥ ৩৩
 । এতদ্ব্যক্তমং দৈব পৌতমং পৃথিবীতলে ॥ ৩৪
 । যস্য ৫ তদ্ব্যক্তমং ৫ তদ্ব্যক্তমং ৫ ॥ ৩৫

কবিশা উচুঃ

যিক জ্ঞানং তে কবিশাঃ যিক তদ্ব্যক্তমং

যিক তদ্ব্যক্তমং যস্য ৫ কবিশাঃ
 । কাম্যদেবপৌতমং কবিসত্তমং ৫
 । উত্তমং ৫ তদা সর্গধা ক্রি কৃত পৌতমং ৫ ॥ ৩১
 । পৌতমং ৫ পি যস্য ৫ তদ্ব্যক্তমং সপি বিদিতা ।
 । কিং জাতং কবে দেব কৃষ্ণিতা যস্য ৫ ॥ ৩২
 । কিং কবে ৫ পদম্যং ৫ তদা ৫ সমাগতঃ ॥ ৩৩
 । এতদ্ব্যক্তমং দৈব পৌতমং পৃথিবীতলে ॥ ৩৪
 । যস্য ৫ তদ্ব্যক্তমং ৫ তদ্ব্যক্তমং ৫ ॥ ৩৫

• কবিশাঃ কবিশাঃ কবিশাঃ

५५५ ५५५

२०५८ : ११ ५२११ (१९३४) ५२११ १२

10-10-68

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

माता विष्णुपति कर्म । श्रीकृष्ण कर्म कर्म ।

নিষাপং কুরু মে দেব শিব বাক্যমুপাঙ্গমে ।
 ধৃতোহসি কৃতকৃত্যোহসি নিষাপোহসি সগা মূনে
 এতিহু তৈঃ কিল যত্ব হ্রিতোহসি মহামুনে ।
 তবৈব দর্শনায়োকা নিষাপাং তবন্তি চ ॥ ৭১
 কৃতদ্বাং তথা জাত নিচুত্যা নৈব শুদ্ধিতাঃ ।
 দর্শনাদেব শেষং যৎ * পাশক দ্বুতো গুতমু ॥ ৭২
 ইত্যুক্তা শঙ্করস্তমৈ তেষাং হুচরিতং তদা ।
 সর্কং নিবেদয়ামাস ঋত্বা বিন্ধিতম'নসঃ ॥ ৭৩
 আহ পুনঃ শিবঃ সোহপি উৎকারঃ কৃতো মহান
 যস্যোব ন কৃতং তৈস্ত দর্শনং তে কৃতো ভবেৎ ॥
 যন্তাং কষয়ন্ত্যেব মহং শুভতরং কৃতম্
 ইত্যেবং বচনং ঋত্বা প্রসন্নঃ শঙ্করঃ পুনঃ ॥ ৭৪
 ধৃতোহসি বহুধিঃ প্রেষ্ঠ ত্রিযতাং বরমুত্তমম ।
 গৌতমোহপি বিচার্যোবঃ লোকক বিক্রমিতুত ॥

সেই গৌতমমুনি কৃতান্তলিপুটে অবস্থান করি-
 লেন। ৫৮—৬৯। তখন ভগবান ভবানীপতি
 বলিলেন, হে মহামুনে! তুমি ধন্ত—তুমি
 কৃতব্য কার্যই করিয়াছ। তোমার দেহ সর্কস'ই
 নিষাপ। কেবল স্ত্রীপরামণ এই কষিপণ তোমার
 ছলনা করিয়াছে। তুমি এত পবিত্র যে,
 তোমাকে দেখিলে লোকে নিষাপ হইয়া থাকে।
 যাহারা তোমার উপর এইরূপ অত্যাচার করি-
 য়াছে, তাহার প্রাণশিষ্ট করিলেও শুদ্ধিলাভ
 করিতে পারিবেন না। তবে যদি তোমার কোন
 পাপের আশঙ্কা থাকে, তাহা মন্দ'ন মাত্রেই
 বিদূরিত হইয়াছে। এই কথা বলিয়া ভগবান
 শঙ্কর তাঁহাকে কক্ষিপের দুর্ক্যবহ'র বধ্যবধ
 বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন শুনিল গৌতম
 বিন্ধিত মনে ভগবান দেবদেবকে বলিলেন—
 প্রভো! তাহার আমার মহান উপকার করি-
 য়াছে, নতুবা আমি কিরূপে আপনার দর্শন লাভ
 করিতাম? সেই কষিপণ ধন্ত। প্রাণাদিগেরই
 রূপায় আমি এই শুভ লাভ করিলাম।
 তাঁহার বাক্যে ভগবান প্রসন্ন হইয়া পুনরায়
 বলিলেন,—মহর্ষে! তুমি ধন্ত, তুমি উত্তম

অন্তথা ন ভবেদেব তদ্বাহুস্তং সমাচরৎ ।
 নিচুতৈবং মূনিপ্রেষ্ঠঃ শঙ্করং বাক্যমব্রবীৎ
 সত্যং নাথ ব্রবীষি তৎ তথাপি পকতিঃ কৃতম্ ।
 নান্তথা ভবতীত্যত্র বজ্রাতঃ আয়তাং কুজা ।
 যদি প্রসন্নো দেবেশ গতা চ দীপতাং যম ॥ ৭৫
 ইত্যুক্তা বচনং তত্র বৃতা চরণপদভয়ম্ ।
 নমস্কার দেবেশং গৌতমো লোককাম্যয়া ॥ ৭৬
 ততস্ত শঙ্করো দেবঃ পৃথিব্যাং দিব্যং স।
 সারদৈব সমুদ্রত্যা রজিতং পূর্কমেব যৎ ॥ ৭৭
 বিবাহে ব্রহ্মণে দত্তং অবশিষ্টক কিকন ॥ ৭৮
 তং তনৈ দত্তবান্ শত্বর্ত্তবঃ সলতাং স্বমম্ ।
 ধ্যাপয়ন ভুজেন তন্ত গৌতমস্ত মহাস্বনঃ ॥ ৭৯
 গজাভলং তদা তত্র স্ত্রীকপ মভবঃ পরম্ ।
 তদ্রাষ্ট্রং কষিপ্রেষ্ঠঃ স্ততিং কৃত্বা নতিং যদাঃ
 দন্তসি কৃতকৃত্যাসি পাবিতং ভুবনং ৯০
 মাক প'বর গাঙ্গ তং পতিতং নিরাসে দবম্ ॥ ৯১

বর প্রাপন কর। তখন গৌতম মনে মনে
 ভাবিলেন, যখন আমার পাপ পৃথিবীতে
 থাকত হইয়াছে, তখন মানুষ ব্যক্তির তহা
 আপনোদন করা উচিত। এই নিশ্চয়
 করিয়া দেবদেবকে বলিলেন ভগবান!
 আপনি সত্য কথাই বলিতেছেন, তথাপি
 পাচজনের কৃত অজ্ঞা হয় না। সে যদা
 হউক, যদি দেবদেব প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে
 আমার গতা প্রদান করুন। গৌতম এই কথা
 বলিয়া তাঁহার পাদপদ্ম ধরিয়া লোকহিতের জন্ত
 দেবদেবকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে ভগ-
 বান শঙ্কর আপনার ভক্তবৎসলতা ধ্যাপন
 করিবার জন্ত স্বর্গ ও পৃথিবীর সার উদ্ধার
 করিয়া বাহা পূর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন ও বাহা
 বিবাহকালে ব্রহ্মাকে দিয়া অবশিষ্ট ছিল, সেই
 পদ্মাজল মহাদ্বা গৌতমকে প্রদান করিলেন।
 তৎকালে সেই জল স্ত্রীকপ ধারণ করিল।
 তখন মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে স্তব ও প্রণাম
 করিয়া বলিলেন, হে গঙ্গা! তুমি ধন্ত, তুমিই
 সার্থক, তুমিই জগৎ পবিত্র করিলে। তুমি
 এক্ষণে নরকে পতিত এই পানীকে উদ্ধার

* মন্দ'নাদেশেব যদিতি কচিং পাঠঃ।

যুগ্মি তদা ততঃ পাবনং তুং মদাক্ষরঃ ।
 জিন বচনং ততঃ সর্গেশ্বরং হিতকাম্যম্ ॥ ৮৫
 তি ক্রম বচনং শব্দোক্ত পৌতমত চ ।
 গৌতমপুত্রাঃ পদ্যভাষ্যবিস্তারঃ ॥ ৮৬
 বিক পাবনিত্যং সপরিবারস্ত লস্করম্ ।
 বিধাষি বচ সত্যং ত্রীমি কবিস্তমঃ ॥ ৮৭
 ত্যুক্ত গম্য ততঃ পদ্যো বাক্যমদ্রবীঃ ।
 ততঃ প্রত্যয়ং যাবৎ কলিঃ সমাধেয়ঃ ॥ ৮৮
 বচনং মনো দেবি হস্তাধিপতিম যুগ্মে
 বৎ তু চ পদ্যং লোকনাং হিতকাম্যম্ ॥
 ৮৯ ১৫৪৩ উবচ সা সরিষয়া
 ১৬৪৩ হিতকাম্যং পদ্যং পাবনং বৈ ॥ ৯০
 নুতরং কিং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ন নুতরং কিং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ ॥ ৯১
 তু কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ ॥ ৯২
 কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ ॥ ৯৩

৯৪ তখন ততঃ পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ৯৫ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ৯৬ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ৯৭ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ৯৮ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ৯৯ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ১০০ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ১০১ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ১০২ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ১০৩ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ১০৪ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ১০৫ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ১০৬ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ১০৭ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ১০৮ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ১০৯ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ
 ১১০ কবিত্বং পদ্যং পাবনিত্যং কবিত্বং ততঃ

ইতি চান্দ্রকর্মণঃ বপুশা হৃদয়েণ হ ।
 তিষ্ঠেচ্চ মৎসমীপে হি সগণো গিরিভাসহ ॥ ৯৪
 এবং ততঃ বচঃ শব্দোক্ত পদ্যমাদে ।
 ধর্মাসি প্রত্যয়ং দেবি অহং তিরো ন কহিচিৎ ॥
 তথাপি বীজতে ততঃ বীজতাক ক্রম পুনঃ ।
 ইত্যেবং বচনং ক্রমঃ পদ্য চ ততাপূজক ॥ ৯৬

ইতি শ্রীশৈব মহাপুরাণে জানক্যহিত্যং
 ত্রাণকর্মহিমবর্ণনং নাম ত্রিপকশে-
 দধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

চতুঃপকাশে ১০ ধ্যায়ঃ

১০ উবচ

এতৎপদ্যং দেব কবিত্বং পদ্যমাদে
 সুপ্রীতক পদ্যকানি কেত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১
 অসত্য পৌতমতৈক পদ্যক নিবিশ্য তব ।
 তব জগতি তব পূজ্যমাদে সত্যম্ ।
 ততঃ বিবিধা তেমা চতুঃপকাশে চ মদ্যবিত্য ॥ ২

৩ ও আমার সমীপে জনমান নহয় গিরিভা ও
 প্রমথপদ্যের সঙ্গিত অবস্থান করেন, তাহা হইলে
 আমি এই কানে থাকিতে পারি : কিহ আমি
 এই জনকত্বী কবিত্বকে পরিঃ করিতে সমর্থ
 হইব না ও তাহা কবিত্বের মূখ দেবিন না : নহয়
 তাহা এই বাক্য কবিত্বা বলিলেন, দেবি ।
 তুমিই বচ, বহিও আমি তেমা জিহ নহি,
 তথাপি এখানে অবস্থান করি, তুমি এই কানে
 অবস্থান কর । এই কথা বলিলেন পদ্য 'অসত্য'
 বলিয়া বীজক করিলেন । ১-১০

ত্রিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

চতুঃপকাশ অধ্যায় ।

১০ কবিত্বং, ইতিভ্যক্ত বচনং, পদ্য
 কবিত্বং, সত্যং পদ্যবিভ্যক্ত ও কবিত্ব
 পদ্যভ্যক্ত তখন উপস্থিত হইয়া অহং অহং
 পদ্য, গিরি ও পৌতমত সত্যে পদ্য কবিত্ব
 হইয়া বিবিধ ভব করিলেন । ১০

গঙ্গা প্রসঙ্গা তেভ্যঃ গিরিশং তৈব চ ।
বরং ত্রুত ঋষিগণৈঃ দলমঃ প্রিয়কাম্যায় ॥ ৩

ঋষয় উচুঃ ।

যদি প্রসঙ্গে দেবশ প্রসঙ্গা হং সরিষরে ।
স্বাত্ম্যমত্র যুযাতিঃ প্রিয়ারং সংকৃত্য নৃণাম ॥ ৪

গঙ্গোবাচ ।

হুং সর্কে প্রিয়ারং তিষ্ঠন্ত কিং মদা পুনঃ
গৌতমঃ পাবনিত্বং গমিষ্যামি ধ্বংসতম ॥ ৫
ভবং বঃ সদাপাস্ত পবিত্রীকৃতমতং জগৎ ॥ ৬
ইতুতান্তে তদা সর্কে উচুঃ কৃত্তরং বচঃ
অম্বাকং পাবনদৈব স্বাত্ম্যং ভুবনে ॥ ৭

গঙ্গোবাচ

ভবঃ সু মে বিশেষোহত্র ক্ষেত্রেণৈব কথং ভবঃ

স্বত উবাচ

ইতুতান্তে তদা দেবঃ ঋষয়ঃ সরিষন্তঃ
ক্ষেত্রানি তীর্থস্থানানি প্রণিপাতাক্রবৎসদা ॥ ৮

সর্কে দেব উচুঃ

সিংহরাশৌ যদি স্তায়ে গুরুঃ সর্কহরেভ্যঃ

গঙ্গাদেবী ও ভগবান শঙ্কর প্রসঙ্গ হইয়া তাঁহা-
সিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন ততঃ
শুনিয়া ঋষিগণ বলিলেন, হে দেবদেব! হে
গঙ্গা! আপনার যদি প্রসঙ্গ হইয়া থাকেন
তবে সংকরুণালী মনুষ্যগণের হিতের জন্য
আপনারা এই স্থানে অবস্থান করুন, এই বর
আমরা প্রার্থনা করি। গঙ্গা বলিলেন, তোমরা
থাকিতে আমার অবস্থানে প্রবেশন কি?
আমি গৌতমমুনিকে পবিত্র করিয়া যথাস্থানে
গমন করিব, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোম-
রাই এই জগৎ পবিত্র করিতে থাক। তিনি
এই কথা বলিলে তাঁহারা সকলে আমাদিগকে
পবিত্র করিবার জন্য এই পৃথিবীতে আপনাকে
অবস্থান করিতে হইবে। এই মঙ্গলময় বাক্য
বলিলেন। তখনশঙ্কর বলিলেন, তোমাদিগের
অপেক্ষা আমার বিশেষত্ব কিরূপে জানা বাইবে?
স্বত কহিলেন, গঙ্গা এই কথা বলিলে দেবগণ,
ঋষিগণ, সাক্ষাৎ নদী, পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থ সকল
তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, অগ্নি সরিষরে

তদা বরঞ্চ সর্কে বৈ আশ্রমিত্যম্বায় পুনঃ ॥
একাদশ চ বর্ষাণি লোকানাং পাতকহিত
ক্ষান্তিৎ বহুযজ্ঞেব মলিনাঃ শঃ সরিষরে ॥ ১০
তত্শৈব কালনার্থক বাস্তুমঃ সর্কথা প্রিয়ে
অনুগ্রহায় লোকানাশ্রম্যাকং প্রিয়কাম্যায় ॥ ১১
স্বাত্ম্যং শঙ্করেশৈব তদা চৈব সরিষরে
ধাবং সিংহে গুরুশৈব স্বাত্ম্যস্তাবদেব হি ॥
তদি স্থানং ত্রিকালক শঙ্করস্ত চ দর্শনম্
চত্বা পাপং বিমোক্ষণমো নাত্র কাষ্ঠ্য বিচারন
ইত্যেবং প্রার্থিতা তৈতস গৌতমেন মঃ ধিক
দ্বিতোহসৌ শঙ্করশৈব স্থিতঃ স চ সরিষর
তদ্বিনঃ হি সমারভা সিংহস্থে চ বৃহস্পতি
অম্বাস্তি সর্কতীর্থানি ক্ষেত্রানি পবতানি চ ॥
পুরুষাণ্যনি তীর্থানি গঙ্গায়াঃ সরিতন্তু
বাসুদেবানসো দেবঃ বসন্তি গৌতমীতটে ॥ ১২
ধাবং তত্র দ্বিতীয়ে তানঃ ত্রেমঃ কল্য ন

গঙ্গা । আমরা একাদশবর্ষ ধরিয়া লোকের পাপ
ক্ষান্তি মলিন হইয়া থাকি, সেই মলিন
পাপক্ষান্তির জন্য হুংগুরু বৃহস্পতি সিংহ
রাশিতে গুপ্ত হইলে সকলেই আপনাকে
আসিব লোকের অনুগ্রহ জন্য ও
সিগের হিতের জন্য আপনার ও ভগবান শঙ্কর
এই স্থানে থাকিতে হইবে বৃহস্পতি
বতদিন সিংহরাশিতে থাকিবেন, ততদিন
আপনাতে ত্রিসঙ্কল্প জান করিয়া ও ভগবান
শঙ্করকে দর্শন করিয়া পাপ মোচন করি
এবিধে সঙ্কল্প নাই। তাঁহারা ও গৌ-
মুনি এইরূপ প্রার্থনা করিলে সরিষর গঙ্গা
ও ভগবান শঙ্কর উভয় অবস্থান করিতে
লেন ১—১৪। সেই দিন হইতে বৃহস্পতি
সিংহরাশিতে হইলে সকল তীর্থ, পুণ্যক্ষেত্র
দেবগণ ও ঋষিগণের আশ্রয় করিয়া থাকেন।
যদি তীর্থনিচয়, গঙ্গা প্রভৃতি নদী ও বাহু
দেবগণ গৌতমীতটে ভাবং বাস
থাকেন। বাবং তাঁহারা উভয় অবস্থান
ভাবং তাঁহাদিগের দর্শন ও দর্শনাদি

तुम्हारे पत्र को देखकर मैं बहुत दुःखी हूँ ।

এবং সম্প্রাপ্তি। দৌত্যগোষ্ঠেন তদা। ১৬।
 ব্রহ্মণঃ ৫ শিরোভূষণবস্ত্রাণাং পরিধরা। ২০।
 উহুঃস্বরঃ শাখায়াঃ এবাহো নিঃকৃতস্তথা।
 তত্র সাত নখিপ্রেষ্ঠে। দৌত্যে। নাম বিকৃতঃ। ২৭।
 সমাপ্তাঃ ৬ তে সর্কে বানঃ চকুর্মুখাঃ।
 গঙ্গাধারক জ্ঞান প্রসিদ্ধবস্ত্রঃ তদা। ২৮।
 পশ্চাৎ কেত্রে চ ককরো দৌত্যসম্প্রাপ্তিনস্তথা।
 বানোদমাগতান বৃষ্টা। ততঃসামঃ পতঃ স্বয়ম্।
 য মেতি দৌত্যস্বরূপে ব্যাখ্যায় মুনীশ্বরাঃ। ২৯।

ହେଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟତା ସାମଗ୍ରୀ ବାପ୍ୟସାଧବ:
 ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶନାୟକ ସମ୍ପର୍କୀୟତା ନାହିଁ । ୨୦

ଏତଦ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟମିତିମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାପାର
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ । ୩୩
 ତାହା ମାନବସମ୍ବଳର ସମ୍ବଳକୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ।
 ଏହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବ । ୩୪
 ତାହା ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ।

লেন : হে কবিরাজ ! আমি এই সমস্ত কথাগুলি
বলিতেছি, তখন কখন ১৫—১৬ ফেব্রুয়ারি ও
মার্চের এই সময়ে প্রার্থনা করিলে, সফলতা পড়া
নর সেট প্রার্থনার ফলেই হইতে অসম্ভব হইলেন।
তখন ১৭তম প্রবচ উদ্ভব করিয়া পড়া হইতে
ভুলে পড়িত হইল। তখন বহুবিধ পৌত্তম
ও সমস্ত সকলই হইয়া গেল। হইয়া গেল।
লেন। ঐ প্রবচ, বহুবিধ নামে প্রসিদ্ধ হইল।
পরে পৌত্তমকর্তব্যসী সেই দুর্ভাগ্য কবিরাজ তখন
হান করিতে আসিলেন, বহুবিধ নামে অসম্ভব
হইলেন। তাহা দেখিয়া বহুবিধ পৌত্তম
বলিলেন, হাঃ ! অসম্ভব হইলেন না, ইহা
সকল হউক, দুর্ভাগ্যই হউক, ইহাওঁকোই
পুণ্যপ্রভবে আমি আপনাকে বলি না
করিয়াছি। তখন বহুবিধ হইল : হে
কবিরাজ ! ইহাওঁ অতি দুর্ভাগ্য, কখন
বহুবিধ-কবিরাজ, অসম্ভবকবিরাজ, দুর্ভাগ্য ও
অসম্ভবকবিরাজ :—আমি ইহাওঁকোই বহুবিধ নামে
তখন সেই বহুবিধ পৌত্তম বহুবিধ নামে

মাতঃ ক্রমতঃ স্তম্ভজং রীতিরেব চ ॥ ৩৩
 অপকারিণি বে লোকে উপকারং চরতি বৈ ।
 তেন পুত্রো ভবামাত্র ভগবতাক্যাতঃ ক্রতম্ ॥ ৩৪
 তস্যঃ কৃষ্ণা চ তং কাশ্যং সত্যক ভগবতঃ ।
 পুনর্বাণী সমুৎপন্ন সত্যক কথ্যতে তুয়া ॥ ৩৫
 তথাপি সংগ্রহার্থক প্রাশস্তিস্তং চরতি চেৎ
 শতমেকোত্তরকালং কাশ্যং প্রক্ৰমণং গিরেঃ ॥ ৩৬
 ততঃ সবাধিকারং জায়েত দৃষ্টকল্পণাম্ ।
 ইতি ক্রতু বচস্তস্যাক্রতুঃ তং তথা পুনঃ ॥ ৩৭
 গৌতমঃ ততঃ ক্রতু ক্রতুবাং পরাধকং ।
 এবং ক্রতে তদ তেন গৌতমেন তদাঙ্গতঃ ॥ ৩৮
 কৃশাবর্তং তদা চক্রে গঙ্গাধারাদ্রোণম্ ।
 ততঃ প্রানুভূতং ততঃ তথৈব পীতম্ পুনঃ ৩৯
 কৃশাবর্তং বিখ্যাতং তীর্থমসৌদমুস্তমম্ ।
 ততঃ সাতো নরো যস্য মোক্ষং পবিকল্পতে ॥ ৪০
 তত্বেব কথ্যে দিব্যং স্ততিং ক্রতু পুনঃ পুনঃ

করিয়া বলিলেন, মাতঃ! আমার কথা শ্রবণ,
 অপকারীর উপকার করাই মহতের রীতি
 ভগবান্ দেবদেব আপনাকে এইমাত্র কহিলেন
 যে, 'তুমি এইস্থানে থাকিয়া সকলকে পবিত্র
 কর।' এক্ষণে এইমাত্র বাক্য আপনার পালন
 করা উচিত। মহর্ষি গৌতম এই কথা বলিলে
 তৎক্ষণাৎ পুনর্বাণী স্রবণী হইল, মহর্ষি! তুমি
 সত্য কথাই বলিতেছ বটে: কিন্তু উহার তোমার
 সহিত ব্যবহারের ভুল একশত একবার ত্রুটিগরি
 প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাশস্তিস্ত ন করিলে আমার
 অনুগ্রহভাজন হইবে না। তখন গৌতমমুখে
 গঙ্গাদেবীর এই বাক্য শ্রবণ। সেই দৃষ্ট কল্পণ
 তীহার কথানুযায়িক প্রাশস্তিস্ত করিল। তৎপরে
 সদাশয় গৌতম তাদৃশিগকে নিজের অপরাধ
 মার্জনা করিতে বলিলেন। অনন্তর মহর্ষি
 গৌতম, দেবীর আদেশক্রমে গঙ্গাধারের নিম্ন-
 ভাগে কৃশাবর্ত নামে সর্বোৎকৃষ্ট তীর্থ নির্মাণ
 করিলেন। তথায় স্বয়ং গঙ্গাদেবী, প্রীতিক্রমে
 আবির্ভূতা হইলেন। ঐ কৃশাবর্ত তীর্থে গ্নান
 করিলে মনুষ্য মুক্তিলাভ করে। মহর্ষি গৌতমের

অহল্যার পুত্র: ক্রতু। অধিপত্যাশ্রম পুনঃ ॥ ৪১
 চক্রে তু তদা গ্নানং কৃতার্থা ভববৎসল।
 শিবস্ত দর্শনং ক্রতু। অনিন্দং পরমং গতাঃ ॥
 গঙ্গাধারে কৃশাবর্তে শিবস্ত ত্র্যম্বকস্ত চ ॥
 নিকটে কোটিতীর্থে চ গ্নানং গর্ভং ন গচ্ছতি
 গঙ্গাক সেবতে বিষ্ণুর্গঙ্গাক সেবতে হরঃ ॥
 গঙ্গাক সেবতে ব্রহ্মা কো বা গঙ্গাং ন সেব
 সামান্ত্র্যে যো ভবেচ্চৈব সেবদিত্য মুখী ভবে
 মুক্তিমাংসি নিকটে দৈব চ বাবস্থিতঃ ॥
 গঙ্গাধারে তদা দৃষ্টা পঞ্চবতীঃ হরিঃ স্বয়ং
 পঞ্চবতীঃ জগতঃ স্থিতোহসৌ রত্ননন্দনঃ ॥
 পঞ্চাং গঙ্গা ততঃ বিষ্ণু স্থিতঃ কিং ব্রহ্ম
 যত্নম্ মরণং বাস বারণস্তাং ২২ কল্পম্
 তং কলং স্বয়মন্ত্রেণ পঞ্চবতীঃ নিবাসিনঃ ॥
 পঞ্চাং রামং ততঃ দেবঃ ত্র্যম্বকং লোকেশ্ব
 গঙ্গাধারে তদৃষ্টা ক পাপে ন প্রমুচ্যতে ॥
 যে সত্যং সত্যং তদৈব জীবন্তুঃ ভবন্তি তে

এই এইরূপ প্রভাব দেখিয়া কৃষ্ণ ও তৎপরে
 ঐহার ও তৎপরে অহল্যা দেবীর পুনঃ পুনঃ
 করিয়া তথায় গ্নানপূর্বক কৃতার্থ হইলেন ও
 বান ত্র্যম্বকেশ্বরকে দর্শন করিয়া পরম আ-
 লভ্য করিলেন ২৮—৩২। গঙ্গাধার কৃষ্ণ
 ও ত্র্যম্বকেশ্বরের নিকটে কোটিতীর্থে গ্নান করি-
 মনুষ্যের গর্ভস্থল্য ভোগ করিতে হয়
 ভগবতী গঙ্গা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হরেরও অ-
 দেবতা। সামান্ত্র্য লোকেও ঐহার সেবা করি-
 অথবা ঐহার নিকটে অবস্থান করিলে মো-
 ভাজন হয়। এমন কি, বিষ্ণুরূপী স্বয়ং
 চক্রে পঞ্চবতী বনে গঙ্গা দেখিয়া জগৎ প-
 করিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে
 ও বিষ্ণু উভয়েই বর্তমান আছেন, তথায় কি
 দূর্বৃত্ত নহে। আ-মরণ বারণসীমাসে দেব
 প্রহরমাত্র পঞ্চবতীতে বাস করিলে সেই ক-
 লাভ হয়। প্রথমে রামচন্দ্র, পরে কল্যাণ
 ত্র্যম্বকেশ্বর, তৎপরে গঙ্গাধার দেখিয়া বে-
 গাঙ্গী না মুক্ত হইয়া থাকে? ঐ সকল তী-
 র্থান করিলে লোকে জীবন্তু হইয়া থাকে

১৫ সমাপাতঃ পৌতমা। মাহাশ্চামুভমম্ ।
 ১৬ কথংগাতো মিলিতাঃ পরম্পরম্ ।
 ১৭ চ মাহাশ্চাঃ কথিতক মুনীশ্বরাঃ ॥ ৫০
 ১৮ সর্পিপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫১
 ১৯ প্রবক্ষ্যামি মাহাশ্চাঃ কথংতঃ পুনঃ ।
 ২০ যথৈবৈতৎ শ্রুতং পাপহানকম্ ॥ ৫২
 ২১ ত্রিশবে মহাপুরাণে জানসংহিতায়াঃ
 ২২ তমকমতিমবনং নাম চতুঃ
 ২৩ অধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোত পায়ঃ

মত উবাচ

১ ন বক্তব্যঃ সৌ মুনী মনপদবৎ
 ২ ৫৫৫৫ তব কলসে পূর্ণিতে তব
 ৩ ৫৫৫৫ সমাপাতঃ প্রসঙ্গঃ ন হনো যম
 ৪ ৫৫৫৫ তিমিতঃ সন্ধিঃ পূর্ণিতঃ
 ৫ ৫৫৫৫ তব কলসে পূর্ণিতে সমাপাতঃ ॥ ৫৪ ॥

মুনীশ্বরাঃ কথংতঃ ১৫ পৌতমা মাহাশ্চা
 ১৬ কথংগাতো মিলিতাঃ পরম্পরম্
 ১৭ চ মাহাশ্চাঃ কথিতক মুনীশ্বরাঃ
 ১৮ সর্পিপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ
 ১৯ প্রবক্ষ্যামি মাহাশ্চাঃ কথংতঃ পুনঃ
 ২০ যথৈবৈতৎ শ্রুতং পাপহানকম্
 ২১ ত্রিশবে মহাপুরাণে জানসংহিতায়াঃ
 ২২ তমকমতিমবনং নাম চতুঃ
 ২৩ অধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোত পায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোত পায়ঃ

১ ন বক্তব্যঃ—একঃ কথংগাতো
 ২ ৫৫৫৫ তব কলসে পূর্ণিতে তব
 ৩ ৫৫৫৫ সমাপাতঃ প্রসঙ্গঃ ন হনো যম
 ৪ ৫৫৫৫ তিমিতঃ সন্ধিঃ পূর্ণিতঃ
 ৫ ৫৫৫৫ তব কলসে পূর্ণিতে সমাপাতঃ
 ৬ ৫৫৫৫ তব কলসে পূর্ণিতে সমাপাতঃ
 ৭ ৫৫৫৫ তব কলসে পূর্ণিতে সমাপাতঃ
 ৮ ৫৫৫৫ তব কলসে পূর্ণিতে সমাপাতঃ
 ৯ ৫৫৫৫ তব কলসে পূর্ণিতে সমাপাতঃ
 ১০ ৫৫৫৫ তব কলসে পূর্ণিতে সমাপাতঃ

এই পৌতমীত পত্নী একপে গোবান্দী
 ১৫ প্রসিদ্ধ।

১৫ ত্রিকটে নিবং স্থাপ্য চকনং বিবিধং তথা ।
 ১৬ চকার বাকসপ্রোক্তো ন প্রসন্নতথাপি হ ॥ ৩
 ১৭ তদা শিরাংসি স্থিতিঃ স পূজনং শতরত চ ।
 ১৮ আরকক তদা তেন স্থিতিং নব বৈ বদা ॥ ৪
 ১৯ একপিত্তবর্ণিতো তু প্রসন্নঃ শতরতন ॥ ৫
 ২০ শিব উবাচ ।

২১ মনস্প্রসন্নিতঃ নহি সদ্যসি তব বাকস ॥ ৬
 ২২ বাকস উবাচ ।

২৩ যদি প্রসন্নো দেবেশ দেহি মে বলমুভয়ম্
 ২৪ শিরাংসি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো ॥
 ২৫ ইতি তব বচঃ শ্রুত্ব ততিমবুভয়কঃ স
 ২৬ পূর্ণিতাঃ স্যামি তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্ ॥ ৭
 ২৭ শিরাংসি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো
 ২৮ প্রসন্নো তব স্যামি তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্ ॥ ৮
 ২৯ দেবেশ হৃদিতঃ তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্
 ৩০ কিং বক্তব্যঃ ৫৫৫৫ কিং ভবিষ্যতি বা পুনঃ
 ৩১ স্যামি শতর প্রোক্তো কিং কিং ন স্যামিভিতি ॥
 ৩২ ইতি তব স্যামি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো

১৫ মনস্প্রসন্নিতঃ নহি সদ্যসি তব বাকস
 ১৬ বাকস উবাচ
 ১৭ যদি প্রসন্নো দেবেশ দেহি মে বলমুভয়ম্
 ১৮ শিরাংসি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো
 ১৯ ইতি তব বচঃ শ্রুত্ব ততিমবুভয়কঃ স
 ২০ পূর্ণিতাঃ স্যামি তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্
 ২১ শিরাংসি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো
 ২২ প্রসন্নো তব স্যামি তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্
 ২৩ দেবেশ হৃদিতঃ তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্
 ২৪ কিং বক্তব্যঃ ৫৫৫৫ কিং ভবিষ্যতি বা পুনঃ
 ২৫ স্যামি শতর প্রোক্তো কিং কিং ন স্যামিভিতি
 ২৬ ইতি তব স্যামি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো
 ২৭ মনস্প্রসন্নিতঃ নহি সদ্যসি তব বাকস
 ২৮ বাকস উবাচ
 ২৯ যদি প্রসন্নো দেবেশ দেহি মে বলমুভয়ম্
 ৩০ শিরাংসি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো
 ৩১ ইতি তব বচঃ শ্রুত্ব ততিমবুভয়কঃ স
 ৩২ পূর্ণিতাঃ স্যামি তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্
 ৩৩ শিরাংসি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো
 ৩৪ প্রসন্নো তব স্যামি তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্
 ৩৫ দেবেশ হৃদিতঃ তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্
 ৩৬ কিং বক্তব্যঃ ৫৫৫৫ কিং ভবিষ্যতি বা পুনঃ
 ৩৭ স্যামি শতর প্রোক্তো কিং কিং ন স্যামিভিতি
 ৩৮ ইতি তব স্যামি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো
 ৩৯ মনস্প্রসন্নিতঃ নহি সদ্যসি তব বাকস
 ৪০ বাকস উবাচ
 ৪১ যদি প্রসন্নো দেবেশ দেহি মে বলমুভয়ম্
 ৪২ শিরাংসি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো
 ৪৩ ইতি তব বচঃ শ্রুত্ব ততিমবুভয়কঃ স
 ৪৪ পূর্ণিতাঃ স্যামি তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্
 ৪৫ শিরাংসি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো
 ৪৬ প্রসন্নো তব স্যামি তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্
 ৪৭ দেবেশ হৃদিতঃ তব বচঃ শ্রুত্ব বলমুভয়ম্
 ৪৮ কিং বক্তব্যঃ ৫৫৫৫ কিং ভবিষ্যতি বা পুনঃ
 ৪৯ স্যামি শতর প্রোক্তো কিং কিং ন স্যামিভিতি
 ৫০ ইতি তব স্যামি পূর্ণিতাঃ স্যামি নৃক মে শতর প্রোক্তো

সর্বকাৰ্য্যসমৰ্থোহসি হুঃখং হৃষ্টো কথিষ্যতি ॥ ১১

ক বাস্তবো বহুকাঃ হুঃখেন পীড়িতাঃ প্রভো ।

ইতি তবচনং শ্রুত্ব নারদো বাক্যমব্রवी ॥ ১২

নারদ উবাচ ।

হুঃখং তাক্তত ভো দেব যুক্তিক কথ্যাম্যহম্ ।

ইতাকু চ পথি তত্র যত্নেব গম্যতেহমুন ॥ ১৩

বীণাক প্রেরয়ন্ ধাতস্তবঃ স রাক্ষসো গতাঃ ।

তাং রাক্ষসং তদ হৃষ্টো নারদো বচনং পুনঃ ॥ ১৪

উবাচ দেবকাৰ্য্যার্থং বহুস্তবং রাক্ষসোত্তম ।

হুঃখং হৃষ্টো তু মনে মেহনা প্রসন্নক বধ মম ॥ ১৫

বকুঃ নৈব বিলম্বাত পূজ্যত তু কৃত্য গতাঃ

নীলং হৃষ্টতবে ধামি তিঃ চাপ্তোহসি বদৌমি মে

প্রোতুং কুতুলং মেহনা কথাতং রাক্ষসোত্তম

ইতি পৃষ্টস্তদ তেন রাক্ষস বাক্যমব্রवी ॥ ১৬

নারদ উবাচ

ক্রমতাক্ষ কথিতো কথ্যামি পুনঃ ত

অহং শিব সমাধায়া প্রসন্নং তাং বিদ্য চ

করিব, কোথায় যাইব। এইরূপে কথিত হইয়া

তাঁহারা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে দেবর্ষে ।

আপনি দেবগণের নিমিত্ত সকল কথা করিতে

শক্তি, এক্ষণে অনুগ্রহপূর্বক বরুন, এই দূরে

রাবণ যখন আমাদিগকে উৎপীড়ন করিবে,

তখন আমরা কোথায় যাইব? হৃষ্টানিগের

বাক্য শুনিয়া নারদ বলিলেন, যে দেবগণ ।

তোমরা হুঃখ ভোগ কর, আমি যুক্তি বলিতেছি ।

ইহা বলিয়া দেবর্ষি নারদ যে পথে বরুন যাইতে

ছিল, সেই পথে বীণা বাজাইতে বাজাইতে

প্রস্থান করিলেন । তখন নারদ পশ্চিমদে

রাক্ষসকে দেখিতে পাইয়া দেবকাণ্ডের নিমিত্ত

বলিলেন, হে রাক্ষসরাজ! তুমিই দয়। তোমাকে

দেখিয়া আমার মন অদ্য অনিচ্ছানীত প্রসন্ন

হইয়াছে । তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আজ

কেনই বা এত হৃষ্ট হইয়া নীল যাইতেছ?

বল, শুনিতে আমার প্রিয় কৌতুহল জন্মিয়াছে

নারদ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে রাক্ষস রাবণ

বলিল, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! তাতা বলিতেছি, তন ।

আমি বহু আরাধনার দেবদেব শঙ্করকে প্রসন্ন

অতুলক বলং লক্ষ্য গচ্ছামি চ গৃহং প্রভো

পুনঃ পত্রাচ্ছ তত্বেন কথ্যমায়াধিতঃ শিবঃ ॥ ১৭

তদেব কথয় ত্বক আগুহাঃ পূজ্যতে ময়া

রাবণ উবাচ ।

ক্রমতাক্ষ কথিতো কথ্যামি বধা তথা ॥ ১৮

পূর্নং ময়া তু কৈলাসে অপোহর্ষক গতাঃ

তত্বেন বহুকালং বৈ তপস্তপুং হৃদাক্ষম্ ॥

যদা ন শঙ্করমষ্টকৃতং পবিত্রিতম্ ।

আগতা কৃষ্ণধৌ বৈ তপস্তপুং ময় মূনে ॥

গৌম্যে পক্ষ্মিযযো তু বর্ষসু স্তম্ভিলেশমঃ ।

নীতং ভলম্বরস্বামী কৃতকৈব ত্রিবা তপঃ ॥

এবং ময়া কৃতং যতি তপসৈব কৌশলঃ

তাপি শঙ্করে মদ্য ন প্রসন্নো মুনীশ্বর ॥ ১৯

তদা মম চ কৃষ্ণক ভ্রমো গতাঃ বিদ্য চ

তদগ্নিঃ সমাধায়া পার্শ্বং পবিত্রাতা চ ১০

গতৈঃ চক্ষুর্নৈব দীপ্য বিদিতৈঃ

নরৈশ্চৈব পুজিতঃ শঙ্করো বাক্তিবিধানতঃ ॥

প্রণিপত্য স্তুতৈঃ পূজ্যাম্বেমিতঃ শঙ্করমুখ

নৃত্যাদিতৈঃ বাদিতৈর্মুখানিসমর্পণৈঃ ।

করিয়া তাঁহার নিকটে হইতে অতুল বল প

গৃহে প্রমত্ত করিতেছি । নারদ পুনরায় জিজ্ঞ

করিলেন, হে রাক্ষসরাজ! তুমি কিরূপে শি

আরাধনা করিয়াছ? তাতা বল

বলিয়াই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে

১০—১১ তখন রাবণ বলিল, যে ঋষি

বলিতেছি তাহা তন হে মূনে! পক্ষে অ

তপস্তপ নিমিত্ত কৈলাসপর্বতে গিয়াছিল

তথায় বহু কাল কঠোর তপস্তা করিয়াছিল

যখন শঙ্কর তাহাতেও প্রসন্ন হইলেন না ত

আমি তথা হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া কোথ

আসিয়া তপস্তা করিতে লাগিলাম । গৌম্য

আশ্রমদে, বর্ষায় স্তম্ভিলে ও নীতকালে ভলম

ধাক্ষ তিন প্রকার তপস্তা করিয়াছিল

তথাপি শঙ্কর প্রসন্ন হইলেন না । হে মুনীশ্বর

তখন আমি ক্রুদ্ধ হইয়া ভূতলে গর্ত খনন করি

অগ্নিহোপনপূর্বক পার্শ্ববলিত প্রাতিষ্ঠা করি

গন্ধ, চন্দন, ধূপ, মৈবেদ্য ও আরাটিক

[illegible]

कमलाः दुःखसागरं कदापि नित्यं तत्र
 भूयः कदापि नित्यं तत्र नित्यं नित्यं
 तः भूयः कदापि नित्यं तत्र नित्यं तत्र
 तत्र नित्यं तत्र नित्यं तत्र नित्यं तत्र
 तत्र नित्यं तत्र नित्यं तत्र नित्यं तत्र
 तत्र नित्यं तत्र नित्यं तत्र नित्यं तत्र
 तत्र नित्यं तत्र नित्यं तत्र नित्यं तत्र

সত্য তহিলেন, —তাহার এই বাত্যা জনিত।
নাহক চাত্তপূর্বক বলিলেন, হে রাজসদস্য।
তোমার হিও বলিতেছি, জ্ঞান কর। সুখি যে
এইমাত্র বলিলেন, শিব তোমার বিতসাকন করিয়া-
ছেন, তাহা সুখি সত্য যোগ করিও না। কেননা,
শিব উদভ :—উদভে কি না বলিয়া থাকে ?

ইতো গতা পুনঃ কুরু কুরু হিতায় বৈ ।
কৈলাসোদ্ধরণে যতঃ কৰ্তব্যং ততঃ পুং ॥ ৪
যদি চৈব হুতঃ পুনঃ কৈলাসে ভবিষ্যতি ।
তদা বৈ সফলং সৰ্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫
পূৰ্ব্বং স্থাপয়িত্ব তং পুনরাগচ্ছত্ব সুখম্ ।
মিস্ত্রং পরমং গতা যথোচ্চসি তথা কুরু ॥ ৬
ইত্যুক্তঃ স হিতং মেনে রাবণো বলদৰ্পিতঃ ।
সত্যং যদা মূনেৰ্বাক্যং কৈলাসমগম্য তদা ॥ ৭
গতা তত্র সমুখানং চক্রে তস্তা পিরেরপি ।
তত্রস্থকৈব তং সৰ্বং বিপর্যস্তং পরম্পরম্ ॥ ৮
পিরীশোহপি তদা দৃষ্টং কিং জ্ঞাতম্ তদা ব্রবীৎ ।
পিরিচ্ছ চ তদা শতং প্রভাবচ বিহস্ত তম্ ॥ ৯
হৃচ্ছিস্ত কলং প্রাপ্তং সমাধিত তং সুশিস্যতঃ ।
পশ্যচ্ছিকন শপ্তং রাবণো বলদৰ্পিতঃ ।
ঈদৃকং তব হস্তনাম্ দৰ্শয়ত্ব ভবিষ্যতি ॥ ১০
ইতি তদা তদা জ্ঞাতং ন বদঃ কৃতবান্দৃশ

তুমি আমার প্রিয়পাত্র, আমার কথাই বিশ্বাস
কর। এক্ষণে এই স্থান হইতে নির্দিষ্ট গিরি
নিজ হিতের জন্য কৈলাস পৰ্ব্বত উত্তোলন
করিবার যত্ন কর। যদি উত্তোলন করিতে পার
তবে তোমার সকলই সফল হইবে। পরে
সেই পৰ্ব্বত পূৰ্ব্বং স্থাপন করিয়া সুখে আশ্র
মন করিও। তোমার যদি ইচ্ছাতে বিশ্বাস ও
'ইচ্ছা হইবে থাকে, তবে এইকণ কর্য্য কর
নারদ এই কথা বলিলে বলদৰ্পিত রাবণ, মুনির
সেই বাক্য হিতজনক এবং মত বিবেচনা
করিয়া কৈলাসে গমন করিল। তথায় গিয়া
রাবণ কৈলাস-পৰ্ব্বতকে উত্তোলন করে,
তাহাতে পৰ্ব্বতে অবস্থিত যাবৎ বস্তুই পরস্পর
বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন শিবও, তাহা
দেখিয়া বলিলেন, "কি হইল!" তৎকালে,
পার্কী হস্ত করিয়া ইহাকে বলিলেন, "এই
কল আপনি, আপনার শিস্যের নিকটেই পাই-
লেন; বাহা হউক, সুশিষ্য করিয়া উত্তম
হইয়াছে।" শিব জানিতে পারিয়া সেই
বলদৰ্পিত রাবণকে অভিশাপ প্রদান করেন,
"তোমার বাহগর্ভধর্মকারী পুরুষ ঈদৃশ উৎপন্ন

কৈলাস পূৰ্ব্বং স্থাপ্য যথাগতং তথা যদে
মিস্ত্রং পরমং গতা বলে বলদৰ্পিতঃ ।
জগদ্রশে তদা চক্রে রাবণো লোকরাবণঃ ॥
ইতোত্তম সমাধিতং বৈদ্যানাথেশ্বরম্ ॥ ৮
মাহাত্ম্যং শ্রুত্বাং পাপং গচ্ছতি ভয়সাধনম্
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি নারেশং পরমেশ্বরম্
জ্যোতীকপং যথাজাতং তথা চ বিনিবেদ্যে
দারুকং বাকসী কাচিং পার্কীতং বলদৰ্পিত
দারুকং তদা তস্তাঃ স্বামী চ বলবন্তরঃ ॥
বহুতী বাকসৈব তত্র চকরি কদমং মহং ।
বাকসংসক লোকনাং যদ্যপ্যসং তদাকরো
পশ্চিমে সাগরে তস্ত বনং সৰ্বসমৃদ্ধিমং
যোজনানাং মোড়শৈব বিস্তৃতং সৰ্বভোদিশ
দারুকাসৈ তদা দেবী বনস্ত চলনে বলম্
দারুকা যত্র স বাতি তত্র গচ্ছতি তদনম্ ॥ ৯

হইবে।" শিব এই প্রকার অভি
মিলে, নারদ তাহা শ্রুতিতে পাইলে
বল-বিমোহিত রাবণও আশ্চর্য্যে বিশ্বাস
হইল, কৈলাস-পৰ্ব্বতকে পূৰ্ব্বং স্থাপনপূ
রুষ্প্রত প্রস্থান করিল। ১—১১। বিশ্ব
রাবণ, তখন ক্রমে ক্রমে কৈলাসকে
করিল। বৈদ্যানাথেশ্বরের এই সমস্ত মত
কীৰ্ত্তন করিয়া, ইহা প্রবণ করিলে মানবগণ
পশ্চাদ্গতি ভয়ভূত হইল। পরমাত্মা শি
বারেশনামক জ্যোতির্লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণে
অতঃপর তাহা বলিতেছি। দারুকানামী পা
তীর স্থলে বলদৰ্পিত। কোন বাকসী ছি
তাহার স্বামীর নাম ছিল দারুক, দারুকও আ
শ্র বলশালী ছিল। বহুতর বাকসের সর্পি
মিলিত হইল। দারুক, বাকস ও বাকস
করত লোকসমূহের মহাপীড়ন করিতে লাগি
পশ্চিম সাগরের সমীপে দারুকের সর্বসমৃ
সম্পন্ন বন ছিল। চতুর্দিকে মোড়শ যো
তাহার পরিমাণ। দেবী পার্কী, দারুকা রা
সীকে বর দিয়াছিলেন, "দারুকে! তুমি, ক
রাজি এবং সমুদ্র উপকরণের সহিত এই ব
তোমার ইচ্ছানুসারে, তোমার সহিত প্রাত

কৃত্তিকার সর্বোপকরণঃ সহ ।
 জনঃ সৈব কুয়া সহ কথোচ্ছসি ॥ ১১
 ॥ তৎ সোহপি সর্বোবাৎ তদঃ নরো ॥
 ॥ স্ফুটিত লোকা ঐর্ষ্যত পরণঃ যদুঃ
 ২১
 ২২
 ২৩
 ২৪
 ২৫
 ২৬
 ২৭
 ২৮
 ২৯
 ৩০
 ৩১
 ৩২
 ৩৩
 ৩৪
 ৩৫
 ৩৬
 ৩৭
 ৩৮
 ৩৯
 ৪০
 ৪১
 ৪২
 ৪৩
 ৪৪
 ৪৫
 ৪৬
 ৪৭
 ৪৮
 ৪৯
 ৫০
 ৫১
 ৫২
 ৫৩
 ৫৪
 ৫৫
 ৫৬
 ৫৭
 ৫৮
 ৫৯
 ৬০
 ৬১
 ৬২
 ৬৩
 ৬৪
 ৬৫
 ৬৬
 ৬৭
 ৬৮
 ৬৯
 ৭০
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৪
 ৭৫
 ৭৬
 ৭৭
 ৭৮
 ৭৯
 ৮০
 ৮১
 ৮২
 ৮৩
 ৮৪
 ৮৫
 ৮৬
 ৮৭
 ৮৮
 ৮৯
 ৯০
 ৯১
 ৯২
 ৯৩
 ৯৪
 ৯৫
 ৯৬
 ৯৭
 ৯৮
 ৯৯
 ১০০

ইত্যুক্তা বচনং তেভ্যঃ সমাধাত প্রজাঃ পুনঃ ।
 তপচ্চার বিধিবদৌকো লোকনুবাচক ॥ ২৮
 তদা দেবাতদাজ্জায় শাপত কারণং হিতম্ ।
 বুধ্যত চ সমুদযোগং চতুর্দেবারিজিঃ সহ ॥ ২৯
 সর্গৈকৈক্যং প্রবর্তেৎ বুধ্যতঃ সমুদগতাঃ ।
 তদন পৃষ্টা বাক্যসাম্যত্র বিচারে তৎপরাঃ পুনঃ ॥ ৩০
 কিং কথং কং পদ্যং সঙ্কটং সমুদগতম্ ।
 বুধ্যতে মিথ্যে চৈব বুধ্যতে ন বিচিংসতে ॥ ৩১
 দাক্ষতা বাক্যসৌ সাপি জ্ঞাতা হুঃখং সমাধতম্ ।
 ভবতঃ বচনং তদ কথং আস সা তদা ॥ ৩২
 মদ্যপানাদিত পূর্ণং ভবতঃ বচনং নরো ।
 কনক পততি সাক্ষং বচনং বচনমিচ্ছসি ॥ ৩৩
 তদবস্থা ময় প্রাপ্তঃ কথং হুঃখং নিবর্ততে ।
 কলে কনক নীচং বৈ শূন্যং দেহতঃ বাক্যনৈঃ ॥ ৩৪
 তদা বচনং জ্ঞাতা বাক্যসঃ বচনমতঃ ॥

কথং বাক্যং যেন বচনং সেই
 সেইখানেই বচনং বাক্যসঃ
 যেন বাক্যং সকল লোকের ভীতি উৎ
 ১ কথিত মনুষ্যভিত্ত লোক সকল
 কথিত শূন্যপত্র হইল তদন বচন
 যথৈ বাক্য কখন, নতুন হই বাক্যস
 স্মিত মনুষ্য লোকের অংশনি অতি
 ২ লোক, আপনি সব কথিতে পড়েন
 বচনটি গিয়া শুধে থাকিব, এমন শূন্য
 ৩ পৃথিবীতে এক আপনি গিয়া আর কো
 ৪ আপনাকে দেখিয়াই বাক্যসঃ এর হইতে
 ৫ করে আপনাকে শৈবতঃ অধিব
 ৬ কামনঃ আর শ্রিত হাতিগণের পক্ষ
 ৭ পনিচত্বরূপ জাতিগণকে সুখ বিতর
 ৮ য়। হে মনুষ্যসম। লোকের বাক্যসঃ
 ৯ কথ্য সেই মনুষ্যসম ঐর্ষ্য বলিলেন, “আমি
 ১০ কথিব” হে কথিবগণ। এই কথা বলিয়া
 ১১ ঐর্ষ্য, বাক্যসমকে শাপ দিলেন, এই
 ১২ বাক্যসঃ পৃথিবীতে প্রবিহিত্য কথি
 ১৩ ই, তদা বাক্যসঃ হইলেন ও তৎপরাঃ

প্রাপ্ত্যঃ কথিব বাক্যসঃ কথিলেন
 ততঃপ্রাপ্ত্যঃ কথিব হইলেন ঐর্ষ্য, বাক্যসমকে
 উচ্চৈঃ এই কথা বলিয়া ও প্রাপ্ত্যঃ কথিব
 সিত কথিব লোকনুবাচক তপচ্চার প্রবর্ত হই
 লেন ১১—১২ তখন বাক্যসঃ সেই হিত
 জনক শাপের বিষয় অবগত হইয়া বাক্যসমকে
 সচিত্ত বুধ্যতঃ উদাত হইলেন। লোকসঃ, সর্গ
 প্রবর্ত হুঃ কথিবতঃ তদ সমাধত হইলেন লোক
 পক্ষকে দেখিয়া বাক্যসঃ বিচার করিতে লাগিল
 কি কথং বাক্য, কোথায়ই বা বাক্যসঃ বাক্য ১
 সঙ্কট উপস্থিত, মনুষ্য হুঃ ও বাক্যসঃ বাক্যসঃ
 পড়য়ে, কিং মনুষ্যসঃ অতঃ হুঃ কথিবতঃ বো
 নাই। বাক্যসঃ বাক্যসঃ সেই উপস্থিত হুঃ
 অবগত হইয়া কথ্যসঃ কথিব কথ্য বলিল—
 পূর্ণে আমি কথ্যসঃকে আশ্বাস্য করিলে আমি
 আশ্বাস্য এই বাক্য বিচারিলেন যে—কথিব
 বাক্যসঃ বাক্যসঃ উদাত হইবে, কথ্য সেক্ষণেই
 জোয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যসঃ। এমন বাক্য কথি
 পাইয়াছি, তদন হুঃ মনুষ্য কথ্য ৭ অসে কথ
 সইয়া বাক্য। তখন বাক্যসঃ জোয়ারে হুঃ
 অবস্থান করিতে পারিলেন। বাক্যসঃ কথ্যসঃ
 সেই কথা কথিয়া পদ্যসমিত বাক্যসঃ

ধনুঃ কৃতকৃতোৎসবঃ স্বাক্ষরঃ ১৫ জীবিতঃ স্বয়ম্ ।
 ঐর্ষ্যেণ মারিতান কং গতিঃ ত্রায় সংশয়ঃ ১৩৫
 ইতি বিচার্য তে সর্ষে তং জ্ঞাতঃ সিতকারিনীম্ ।
 তটৈ নহ চ তং সর্ষে কথ্যমাশ্বাসয়তঃ ।
 যদি গন্তুং ভবেচ্ছা কৃত্যমাতাং কিং বিচার্যতে
 তত্র গন্তুং জলে দেবি সূৰ্য্যং স্যাম্যম নিতানঃ ১৩৭
 এতদ্বিরম্বরে লোকা নৈবো সাক্ষাৎ সমগতাঃ ।
 বৃক্ষাঃ বিধিষ্যন্তীকঃ পীড়িতঃ বাক্সসঃ পুরা ৥ ৩৮
 বাক্সসী চ তদা তত্র ভবাতা বলমশিতা ।
 সমগ্রঃ তবনঃ নীহা জলে স্থলসমধিতম্ ৥ ৩৯
 অথ জয়তি তম দেবীপতিমুচ্চায়া বাক্সসী
 উদ্ভবনম্ কহু স্যাম্যক্ গিরিব্রজস্থা ৥ ৪০
 সমুদ্রোত্তর মধ্যো স্যাম্যক্ নিভয় তথ
 বনকোপবনকৈব জলং দুর্গং তথ পুনঃ ৥ ৪১
 বিহরয়াম্যনানি হুয়া নি বিবিধানি চ
 স্বর্গলপ্যদিকং তত্র বাক্সে চ মুনিবরঃ ৥ ৪২
 তত্র সিদ্ধৌ চ তে হিহ নগরে চ বিলসিনঃ

বলিতে লগিল, অম্মদিয়েন বাক্সী বহু এবং
 কৃতকৃত্যঃ ইনিই অম্মদিয়েন পীতমসন করি-
 লেন। ঐর্ষ্য ত অম্মদিয়েন মারিতা তেলিষ-
 ছিলেন, একপন চট্টো, অম্মদিয়েন উৎসব কি
 হইত? বাক্সসের এটকপ বিচার্য করিয়া এক
 দাক্ষ্য বাক্সসীকে পরম হিতকরিত্ব দ্বিধা
 তাঁহাকে প্রণামদক্ষ্যক সন্দরে বলিতে লগিল,
 “গমনে যদি শক্তি থাকে ত ৫০ন, কি ভাবি-
 ডেছেন? হে দেবি। সেই জলে গিয়া নিতা
 অম্বরঃ সূৰ্য্যে অবস্থান করিব। ইত্যবসরে,
 দেবপুত্রের সহিত বহু লোক বাক্সস-বন সমীপে
 আসিয়া বাক্সসদিকে বিবিধ দ্রব্য প্রদান
 করিল। দাক্ষ্য বাক্সসীও ভবনীর বলে স্থল
 সমেত সেই সমগ্র বন লইয়া “জয় জয়” উচ্চা-
 রণপূর্বক ভগবতীর পূজা করিয়া সপক্ষ পক্ষ-
 ভেদে ত্রায় উড়িয়া বহুদূরযো নির্ভয়ে অব-
 স্থান করিতে লগিল। সেই বনে উপবন,
 ক্রীড়াস্থান, জল, দুর্গ ও প্রাসাদাদি বহুমান
 থাকায় স্বর্গ হইতেও তাহা অধিকতর শোভা
 পাইল। হে মুনীশ্বরগণ! তথায় বাক্সসগণ

বাক্সসগণ হুয়া প্রাপ্নিষ্ঠান চ বিজয়িনে
 বাক্সসগণ পৃথিব্যাক মাজয়ুর্ধ্বনিপুঙ্গবাঃ ।
 মূনেঃ শাপভয়াদেব জলে চ বভ্রমুস্তথা ৥ ৪৩
 নৌহ হিতান্ জনান নীহা নগরে তটীতা
 চিকিৎসকনাগারে কাংগি জয়ুস্তথা চি
 বখ তথ পুনঃ পীড়াং চাক্ষুশ্য বাক্সসান্তম
 যথা পূর্ষা স্থলে লোকে ভবন্যসৌমিত্য
 তথা জলে ভবঃ তেষাং হ্যাসৌমিত্য মুনিব
 এব জাতে তদা কালে কদাচিদাক্সমা জ
 নিঃসৃত্য লোকপীড়ার্থং কৃচ্ছা মার্গং জলে
 হিতান্তে গুপ্তরূপেণ ধবলার্থং মুনিবরাঃ ।
 এতদ্বিরম্বরে তত্র নাবো বহুতরঃ স্তব
 অগত বহুধ তত্র লোকেন সর্ষতে বৃত
 ত নাবাঃ তদা পৃষ্টাঃ হুয়া প্রাপা তথ ৫০
 স্যাম্যক্ চ তদা সর্ষে ভবক বাক্সসান্তম
 গহান্তে চ তদা তেষাং কহ চ বদন পুন
 স্যাম্যক্চুর্গবা তে চ চিকিৎসকনাগারে পুনঃ
 তে হ্যসিত্যস্তম দ্বাধম্যক্চুর্গ মুনিবরাঃ
 তেষাং মধ্যো চ ধোদীলঃ শবন্যসৌমিত্য

বিলসিত মতঃস্থে ৭ নিভয়ে বিহরঃ
 লগিল, পৃথিবীতে অত্র অম্মদিয়েন করিল
 তখন তথায় ঐর্ষ্যমূর্ধন শাপভয়ে জলে
 কবৃত নৌকাদেরই দাক্ষ্যদেব মধ্যো
 দাক্ষ্য বহন্যগারে নিষ্কপ্ত করিল ও কহ
 একবরে বদ করিতে লগিল ২২—৪২
 অস পুনরায় তাহার লোকপীড়ন আরম্ভ
 হে মুনীশ্বরগণ! এইরূপে স্থলের মত
 লোকপুত্রের নিরন্তর ভয় উপস্থিত হইল।
 বাক্সসগণ—লোকপীড়ার্থ নির্গত হইয়া জ
 যোদপূর্বক মনুষ্য ধরিবার জন্য গুপ্তরূপে
 স্থান করিয়া আছে, ইত্যবসরে বহুলোক
 বহু নৌকা তথায় আসিয়া পড়িল। ৭
 তাহা দেখিয়া পরম আনন্দিত হইল ও
 যোহী সমস্ত মনুষ্যকে ধরিয়া নিজ নগরে
 পেল। হে মুনীশ্বরগণ! সেই বৃত ময়
 তথায় দ্রুত অবস্থান করিতে লা
 ৪৬—৪২। তদন্তে একজন শিবভক্ত

অধন সোপকরণং সর্কসং চ রাক্ষসান্তথা ।
 সর্কসং চ তদা তদা বধং প্রাপ্যবত চ ॥ ৭১
 অধিন বনে সন্ধ্যা বর্ণা ধন্যং সন্তবন্ত বৈ
 ত্রাক্ষণ-কৃত্রিম-বিশাং শূদ্রাণাং ধন্য এব চ ॥ ৭২
 ভবন্ত মুনিপ্রপন্নামসান কলচন ।
 এতমিন সময়ে দেবা রাক্ষসী তু তুতিং বাবৎ ॥
 প্রসন্ন চ তদা স চ ভাব চ কিং কবেমাম্যু ।
 সাপ্যব চ পুনশ্চ বৎসং রক্ষাতঃ মম ॥ ৭৩
 রক্ষসিষামি বৎসং তে যতঃ কথ্যতে মম
 ইতাকু চ শিবেনৈব বিজ্ঞঃ স চকর হ ॥ ৭৪
 শিবোহপি কুপিতঃ তেবি দ্ব্যে চসি ত্বা কু
 ইতি ক্রুৎ বচন্তুঃ পার্শ্বতী বাক্যমবদাৎ
 ভবন্তীঃ বচন্তুঃ শূদ্রাঃ চ ভবিষ্যতি ॥ ৭৫
 তবচ্চ তামসী কুটিলব্রিতি মতা মম
 নান্তথ প্রলয়ঃ সত্যং সত্যং মে বাক্যং শিব ॥

মুপ্রিয়ং পাপং তু ৭২ প্রলয়ঃ কথিতঃ সত্যং
 ও সঙ্কসং সমেতঃ সমুদ্রঃ প্রধানঃ রক্ষসঃ ও সর্কসঃ
 রাক্ষসগণকে বদ কহিলেন অনন্তর প্রধান
 ভক্ত সেই বৈশ্বক্সকে বদ প্রলয়ঃ কহিলেন —
 এই বনে রাক্ষসগণ চতুর্দিক ও ত্রুণ্ডক
 অশ্রমেচিত বনু চিরদিন ধন্য থাকিবে
 এখানে রাক্ষস কৃত্রিম বিশাং ও শূদ্রসিগের
 ধন্য বৎসব অচরিত হইবে এখানে কোনক
 মুনিবর হইবেন ইত্যাদি কহিলেন তামস
 ভবাপন্ন হইবেন না ইত্যাদিতে রাক্ষসী
 গৌরীসম্বীর স্তব করিলেন তদাত্ত তিনি
 প্রসন্ন হইয়া বলিলেন শিব কি করিল
 রাক্ষসী বলিল, আপনি আমার বংশ রক্ষা
 করুন গৌরী বলিলেন আমি তোমার বংশ
 রক্ষা করিব, সত্য কহিতেছি তিনি এই কথা
 বলিয়া শিবের নিকট গিয়া কহিলেন
 ৩১—৭৫ শিব কুপিত হইয়া বলিলেন,
 দেবি! তোমার বংশ ইচ্ছা কর, তোমার
 এই কথা শনিয়া পার্শ্বতী বলিলেন, বৃক্ষশ্রেণে
 আপনার কথা সকল হইবে, কিন্তু ততদিন
 তামসগণি হইতে বঞ্চিত এই আমার মত
 নতঃ প্রলয় হইবে না শিব! আমি সত্য

ইয়ক দারুকা দেবী রাক্ষসী শক্তিকা মম ।
 বলিষ্ঠা রাক্ষসান্য চ রাক্ষী রাজ্যং প্রশস্ততি
 ইমা রাক্ষসগণ্য চ প্রসবিষ্যতি পুত্রকান্ ।
 তে সর্কসে মিলিতাঃ চ বনে বাসায় বৈ মঃ
 ইতোবং বচনং ক্রুৎ ভক্তানাং পালনায় চ
 স্বস্তামি চ বনে ক্রুৎ শঙ্করো বাক্যমবদাৎ
 যদা চ বর্ণধনুঃ শর্কনং মেহত্র সংস্থিতম্ ।
 করিস্যতি তদা সো বৈ চক্রবর্তী ভবেন্নরঃ
 অশ্রুৎ কলিপদ্যাসে সত্যাত্মদৌ মুনীন্ধ্যাঃ
 মহাসেনপুত্রো যো বৈ বীরসেনোতি বিজ্ঞতঃ
 শর্কনং মম ক্রুৎ চ চক্রবর্তী ভবিষ্যতি
 ইতোবং শঙ্করী তৌ চ ক্রুৎ হস্তং পদম্
 স্থিতৌ তদা সত্যং সাক্ষাৎপদেণ নাম শঙ্কর
 কথয় উচুঃ ।

বীরসেনঃ কথং তদা বাচতি শঙ্করকাবেন ॥
 সত্য উবাচ

নৈকরে স্তম্ভারে দেশে কত্রিয়াণাং বনে চ
 মহাসেনপুত্রো বীরসেনো বৈ কং সেতবঃ ।

কহিতেছি আমার রাক্ষসী শক্তি, ও
 শঙ্করকাবে বীরসেনপুত্রের তদা
 শাসন করিলেন এই সকল রাক্ষস
 পুত্র প্রসব করিবে ইহার সত্যসই
 বাস করিব থাকিবে ইহা আমার প্রতি
 তখন শঙ্কর এই কথা শনিয়া বলিলেন
 ততপালনের জন্য এই বনে থাকিব
 শাসনচিত্ত ধর্মনিষ্ঠ যমুনা যদি আমার
 স্থানান্তিত দ্বিগি অকলোকন করে তদা
 সে চক্রবর্তী হইয়া সত্য বলিলেন, তে
 পদ! শিব ইহা বলিলেন যে, তত্ত্ব কা
 বসনে সত্যপ্রাকৃত মহাসেনপুত্র বৈ
 আমাকে শর্কন করিয়া চক্রবর্তী হইবে
 শঙ্করী হস্ত-পার্শ্বতী পরস্পরে এইরূপ
 করিয়া তথায় সাক্ষাৎ অবস্থিতি করিতে
 গেল। তৎকাল শিবের নাম না
 ৭৬—৮৩। কলিপদ্য বলিলেন, বীরসেন
 দারুকাবনে কিরূপে বাইবেন? সত্য বা
 স্তব্যা শিব দেশে কত্রিয়াবংশে

* ଉପକ୍ରମ ସୂଚନା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

সুত কহিলেন, তে বহিষ্য! আমায়
নিষেধাতা। প্রথম কখন, একমাত্র ঐশ্বর্যভক্ত
নাম ও মূল্যবোধি মহা কল্যাণ, অষ্টমণ্ড পদ
সংখ্যক বাসকরণের সহিত মিলিত হইয়। সমুদ্র-
তীরে গমন করিলেন। বহিষ্যকে বেলাল-
সমূহ অবলোকিত হয়, ঐশ্বর্যভক্ত, নাম ও
বাসকরণে সেবিত হইয়া অহরহী তীরে অব-
স্থান করিলেন, এবং চিত্তা করিতে পারিলেন,
অন্যকর্ম্মধিনী কোথায় বাইলেন? কবেই বা
আসিলেন? এই সমুদ্র অতল-গাভী, কল্যা-
নো এই পারে অবস্থিত, এবং ব্যক্তি পণ্ডিত

ব্রাহ্মসো নিরিব্রাহ্মি কিং বা কিং ভবিষ্যতি ।
ইতোব চ বিচার্য তৌর হি হা সনাতনঃ ।
অগ্নিতে বানরৈঃ সর্কৈরঙ্গদাদিপুরঃসরৈঃ ॥ ৬
উবাচ রাবণস্তত্র জলাধী লক্ষণাভবম্ ।
ইতুচ্ছা বানরাত্তত্র হযাবস্তু দিশে পশঃ ॥ ৭
নৌঃ জলং সমাপ্রমুঃ প্রবিপত্য পুরাতিতঃ
জলকং গহতঃ স্বামিনু সমানীতঃ হনুজ্ঞম্ ॥ ৮
তচ্ছল্যঃ পশ্য নৌঃ পাণ্ডুরক্ষবান যত
তম চ মূরকা ভাতং ন কৃতঃ সন্দনঃ মম
জিবস্ত বানরশরৈঃ কথং গহতে জলম্ ॥ ৯
ইতুচ্ছা চ জলং মুক্তং রামেন পরমেশ্বন ॥ ১০
পশ্যন্তি পশিবিঃ পূজ্যং চকব রত্নকন্য
আবাহনামিকশৌঃ হাপচাবান প্রকম্য চ ॥ ১১
প্রবিপাতেস্তবৈমিবেত্য সাহস্যা শকবা পুনঃ
প্রার্থয়ামাস দেবেশঃ শব্দো পবন মূর ॥ ১২
স্বামিন জলমগ্নং কং বাক্যেন বমবতর
বানরাণ্যং বলাং হেতচ্ছবলাং যুদ্ধসংগমম্ ॥ ১৩
তস্মাক্ষরঃ হস কথং সাহস্যং মম শূরত

বাক্যে কহিতেও সমর্থ হইলেন ব্রাহ্মসো : এখানে
কি উপদেশ হইবে ? সাগরতীরস্থিত রত্নকন্য
লক্ষণ ও অঙ্গন প্রভৃতি বানরাণ্যের সহিত
এইকপ বিচার করিতে করিতে কহিলেন যে
লক্ষণ ! আমি অতি পিতামহ হইবোঁছি জল
আনয়ন কর ; তৎসময়ে বানরাণ্যই লক্ষণের
পাণ্ডিত্য হইল এবং নৌঃ জল অনিষ্ট সাধু
অবস্থানপূর্বক কহিতে লাগিল, যে প্রভো !
আপনার অন্তরে জল আনিবোঁছি, আপনি গ্রহণ
করুন । ১—৮ অনন্তর প্রভু পশ্য জল-
পান করিতে উদ্যত হইলেন ; মাত্র ইচ্ছার স্বরূপ
হইল যে, তিনি শিবস্মরণ করেন নাই, কিরূপে
জলপান করিলেন তখন জল পরিভোগ
করিলেন, পরে পশিবিঃ শিবস্মরণ করিয়া
পশুপতি প্রভৃতি নানা উপচার প্রদান করত
শকবকে কামদায় ও মান দিয়া পূজা দিয়া সমস্ত
করিয়া সাম্রাজ্য ইচ্ছা প্রার্থনা করিলেন, যে
প্রভো ! এই সমুদ্রের জল অগাধ, এই ব্রাহ্মস
, অতি কলহান এবং বানর সকল আমার বৃদ্ধ-

ওদ্যোঃ রাবণৈশ্চ বৃদ্ধৈঃ লক্ষ্মণা নৃভিঃ ॥ ১
পূজ্যো চ পশুপাতো বৈ স্বয়ং কার্যঃ সপাশিবঃ
ইতোবক নমস্কৃত্য প্রকম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২
জয় জয় তদাপাঠৈরুদ্বোধনৈঃ শব্দরেতি চ
ইতি সত্য শিবং ততঃ মহাদানপরাধনঃ ॥ ১৩
পুনঃ পূজ্যঃ তদা কৃষ্ণ গমনং বদাকরো
তম চ শব্দরে দেবো জ্যোতীকপে মতেশ্বরঃ
সাহসঃ সপাশিবঃ সাধো জয় কপমুদয়ম্
হসঃ চ প্রকটীভূত শিবমহা তদারবঃ ॥ ১৪
তদপশ্য তদা দৃষ্টা সর্কপূজ্য পুনঃ পুনঃ
কত্বানি রাবণো দেবঃ শিবমহা পদাংগ ॥ ১৫
সত্যিক বিবিধঃ কং প্রবিপত্য শিবং মু-
জ্ঞক প্রার্থয়ামাস জ্যোতীক পুনরদ্যোঃ ॥ ১৬
শিবমহা জলং প্রাপ্ত হনুজ্ঞা সমদ্যো চ
পুনঃ প্রার্থয়ামাস ইহাশেষঃ দে প্রভো ১৭
লোকনামুপকাম্যঃ পাবনঃ শিব উব

সংগমনঃ উদ্যতঃ অতি চপল ১৮ শব্দ
এককল অগ্নিনি এক্ষণে হাতের সাহস্য করি
কেন হনুজ্ঞা ততঃ রাবণ মানবগণের সর্ক
অজ্ঞেয়, তদাপি তে শিব । হনুজ্ঞা সর্ক
হনুজ্ঞা পশুপতী প্রার্থিলেন, ইহা আমার প্রার্থ
এইকপ কহিল রাবণের নমস্কার ও প্রার্থ
করিত "জয় জয় শকব শকব" এই নাম উচ্চ
করে উদ্দেশ্যকর কহিতে লাগিলেন ত
শ্রীকাম শিবকে এইকপ পূজা করিয়া মনুষ্য
যোগে পুনরায় পূজা করিয়া যখন গঙ্গা
করেন, এমন সময়ে দেবগণের জ্যোতির্ময় নি
রূপ ব্রাহ্মপূর্বক পার্শ্বতী প্রভৃতি নিজ পরি
পণের সহিত শ্রীকামের সহিত হইলেন ক
লেন, তেজস্বী মঙ্গল চটক তখন পদযো
ব্রহ্মাণ্ড, এই শিবরূপ সঙ্গন করিয়া পুন
সকল উপচারপ্রদানে পূজা করিয়া বিকি
ও অসংখ্য নমস্কার করত নিজ জয়
করিলেন, শিব কহিলেন, তেজস্বী তম হ
অনন্তর শিবরূপ জল পান করিয়া জ
ব্রাহ্মণে পুনরায় প্রার্থনা করিলেন যে
শিব ! আপনি দয়াময়, যে দেব !

জামলংহিতা কর্তৃপক্ষসংগতঃ ॥ ২২
 হুত্বশ্চ শিবস্ত্রোত্রং লিঙ্গরূপোহুত্বঃ তস্মাৎ
 মনসঃ স্যাদ্বেদং প্রসিদ্ধো জনতীতলে ।
 তে তে চ সমাধাতঃ শ্রুত্বা পাপহারকম্ ॥ ২৩
 ইতি ক্রীতশ্চৈব মতাপরাধে কানসংহিতায়
 রামেশ্বরমহাশয়ঃ নাম সপ্ত-
 পদ্যবলিঃ ॥ ৫০ ॥

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সুত উবাচ ।

সুতঃ পুত্রঃ স্যাদ্বেদং জ্যোতির্লিঙ্গমুদ্যতম
 হুত্ব চ সূর্য্যমুদ্যতম শিবস্ত্রোত্রং লিঙ্গরূপমুদ্যতম
 লিঙ্গরূপমুদ্যতম লিঙ্গরূপমুদ্যতম
 হুত্ব নিষ্কটে ক্রীত শ্রুত্বা পাপহারকম্ ॥ ২
 ইতি নমঃ সপ্তপদ্যবলিঃ
 । প্রিয়ং ব্রহ্মণ্যং চ সাদৃশ্যং ধর্ম্মং ব্রহ্মণ্যং ॥ ৩
 ইতি চ দ্বিভাষ্যে নৈব তদ্বিভাষ্যকঃ
 ক্রীতঃ ও তস্মাৎ পদ্যবলিঃ ক্রীতঃ ও
 । চিত্তবৃত্তিঃ ক্রীতঃ ও মনসঃ ক্রীতঃ
 । এইরূপ উক্ত হইল লিঙ্গরূপী হইলেন
 নীলকণ্ঠঃ ব্রহ্মণ্যঃ নমঃ প্রসিদ্ধ হইল
 হুত্বাঃ সপ্তপদ্যবলিঃ ক্রীতঃ ও
 ব্রহ্মণ্যঃ এই লিঙ্গরূপী হুত্বাঃ সপ্তপদ্যবলিঃ
 ন ক্রীতঃ ১—২০

সপ্তপদ্যবলিঃ অধ্যায়ঃ ১—২০

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সুত কহিলেন, যে কবিসম্মতঃ । সুতঃ
 । প্রসিদ্ধ যে জ্যোতির্লিঙ্গ লিঙ্গ অতঃপরে
 পর ঠাহরই মাতা হুত্বাঃ কহিতেছি । ব্রহ্মণ্য
 । কবিসম্মতঃ । কবিসম্মতঃ দেব নমঃ
 । আছে, তাহার অন্তরে ভববাহু-কণ্ঠসমুদ্র
 ॥ ব্রহ্মণ্যবলিঃ হুত্বাঃ নমঃ এক ব্রহ্মণ্য
 কহিলেন, ঠাহর হুত্বাঃ নমঃ পরী অতি

বেদমার্গপন্থাঃ নিত্যমগ্নিসেবাপরায়ণঃ ॥ ১
 ত্রিকালং ব্রহ্মণ্য হুত্বঃ সূর্য্যমুদ্যতম
 শিখাণাং পাঠকট্টকং বেদশাস্ত্রবিচক্ষণঃ ॥ ৫
 ধর্ম্মবান্ধবঃ পরো দাতা সৌভাগ্যবতীভবনম্ ।
 আদ্যবহু ব্যতীতক উক্ত ধর্ম্মং প্রকুর্ততঃ ॥ ৬
 পুত্রঃ স্যাদ্বেদং উক্ত ব্রহ্মণ্যঃ স্যাদ্বেদঃ
 তেন হুত্বঃ ক্রীতঃ নৈব ব্রহ্মণ্যবলিঃ ॥ ৭
 আদ্যবহু ব্যতীতক উক্ত ধর্ম্মণ্যঃ পাবকঃ সঃ
 ইত্যেব ব্রহ্মণ্য হুত্বাঃ হুত্বঃ ন ক্রীতঃ ব্রহ্মণ্যঃ ॥ ৮
 ব্রহ্মণ্য হি তস্মাৎ হুত্বঃ চকার পুত্রসমুদয়ম্ ।
 নিত্যক শাস্ত্রিনা স্যাদ্বেদং প্রার্থন্যব্রহ্মণ্যঃ ক্রীতঃ ॥ ৯
 সৌভাগ্য হি তস্মাৎ উক্ত ক্রীতঃ পুত্রঃ ক্রীতঃ
 ক্রীতঃ ক্রীতঃ পিতা পুত্রঃ কে বা ব্রহ্মণ্যঃ প্রসিদ্ধ ক্রীতঃ
 সপ্তপদ্যবলিঃ দেবি জ্ঞানীতি ক্রীতঃ সপ্তপদ্যবলিঃ
 উক্তব্রহ্মণ্য হুত্বাঃ হুত্বাঃ ত্যক্তব্রহ্মণ্য হুত্বাঃ ॥ ১০

ব্রহ্মণ্য ও পতিপুত্রবলিঃ ছিলেন বিজ্ঞান
 হুত্বাঃ সপ্তপদ্যবলিঃ, অতিবিসংকার, অগ্নি-
 সেবা ও বেদমার্গের অনুসরণ করিতেন । তিনি
 পুত্রের দ্বারা কবিসম্মতী ছিলেন ও ব্রহ্মপুত্রিক
 দ্বিক্রমে সম্ভাবন করিতেন সৌভাগ্যবতীর
 আদ্যবহু ধর্ম্মবান্ধবঃ পরো দাতা, বেদশাস্ত্রে
 বিশারদ ছিলেন ও শিখাণ্যকে অধ্যয়ন করাই-
 তেন এইরূপ ব্রহ্মপুত্রবলিঃ হুত্বাঃ ব্রহ্মণ্য
 অতীত হইল, কিন্তু ঠাহর পুত্র হইল না
 পুত্রের দ্বারা বিবাহ হইতে পারিল, তাহাতে ব্রহ্মণ্য-
 বিঃ ব্রহ্মণ্য হুত্বাঃ হইলেন না : কারণ তিনি
 মনে জানিতেন যে, আদ্যবহু উক্তব্রহ্মণ্য
 তিনিই অপনার পতিব্রহ্মণ্য ক্রীতঃ, পুত্রাতি
 কেই নহে : কিন্তু ঠাহর পরী হুত্বাঃ
 পুত্রব্রহ্মণ্য সপ্তপদ্যবলিঃ করিতে না পারায় সপ্তপদ্যবলিঃ
 ব্রহ্মণ্যকে কহিতেন, অপনি পুত্রের দ্বারা বিশেষ
 কা করুন : তাহাতে ব্রহ্মণ্য ক্রীতঃ ক্রীতঃ
 করিয়া কহিলেন, দেবি ! পুত্র কি, কহিব : কে
 পিতা ? কে মাতা ? কে ব্রহ্মণ্য ? কে ক্রীতঃ
 বা প্রিয়জন ? সকলেই ব্রহ্মণ্য অতঃপরে ক্রীতঃ
 তেজঃ জানিলেন । আরো একজন ব্রহ্মণ্য হুত্বাঃ

• পুত্রকামব্রহ্মণ্যিক্রীতঃ পুত্রঃ ।

নেত্যাং যত্নং কৃত্বা সৈব কথমীদং তত্ত্বজ্ঞে ।
 এবং ত্যাং সন্নিবর্ত্যেব তদবদ্বাক্ষতং পরা ॥ ১২
 আসীং পরমসম্বৃত্তৌ বদ্বাক্ষং সমতাপাং ।
 কদাচিত্ত সুদেহা ঐব নেহে চ সহবাসিনাম্ ॥ ১৩
 লগাম্ ত্রিগণোষ্ঠার্থং বিবাহঃ সঙ্গতন্ততঃ ।
 তং পর্যাং দ্বৌহতাব্যাক্ত তর্সিতা সা তদাগমং ॥ ১৪
 যশ্চ ত্রিণি কখনং গর্ভং করোষি পুত্রিণী হৃদয় ।
 যদ্বনং তোকাক্ষতে পুত্রস্তে ধনং কংস ভোক্ত্যতি ।
 রাজা হরিষ্যতি ননং দিষ্টানং তব বদ্যকে ॥ ১৫
 তস্যা চ তর্সিতা সা ঐব গৃহমাপত্য দুঃখিতা ।
 হামিনং কথ্যামাস তদুক্তং সর্কমাধরাং ॥ ১৬
 ব্রাহ্মণোহপি তস্য দুঃখং ন চকার চ বুদ্ধিমান ।
 কথিতং কথাতামেবং বদ্যসি তত্ত্ববেং ত্রিবে ॥ ১৭
 ইত্যেবঞ্চ তস্য তেন কাশ্যপাণি পুনঃপুনঃ ।
 অত্যজ্ঞত তস্য দুঃখং তাগ্রহং কৃতবতাসৌ ॥ ১৮

যথা তথা কৃত্বা পুত্র্যঃ সন্মুখীণ্যঃ প্রয়োহসি ।
 অত্থখা চ ত্যজিয্যামি দেহং দেহভূতান্বয় ॥ ১
 এবমুক্তং তথা কদা ব্রাহ্মণশ্চিদুয়া পুনঃ ।
 অগ্নেরগ্রে তস্য কিস্তং পুষ্পবয়মতন্ত্রিভূ ॥ ২
 মনসি দক্ষিণং পুষ্পং হৃতং পুত্রকলপ্রদম্ ।
 এবং কদা যশস্বীক উবাচ ব্রাহ্মণস্তদা ॥ ২১
 অনুরোধকতরং গ্রাহং তস্য পুষ্পং ফলাপ্তয়ে
 তস্য চ মনসি হৃদ্য পুত্রট্টেব ভবেদম ॥ ২২
 তস্য চ হামিনা বচ হৃতং পুষ্পং সমেযাতু ॥
 ইত্যুক্তা চ তস্য তত্র নমস্কৃত্য শিবং তদা ।
 নহ চাপিঃ পুনঃ প্রার্থা গৃহীতং পুষ্পমেকতঃ
 পুত্রমেব চিহ্নিতং বচ তদগৃহীতং ত্য ন চি
 তদুত্থ পুত্রট্টেব নিবাসং পর্যামেচয় ॥ ২৩
 নিমিত্তকেন্দ্রেণৈব কথ্যকৈবান্তর্য ভাবঃ
 অশাং তাত প্রিয়ে হৃদ্য পরিচর্যাং হরেঃ কদা

ভাগ কর ১—১১ হে পুত্রজ্ঞে! একথা
 পুনরায় আমাকে কহিও না পরম ধর্ম্মিক
 সুধর্ম্ম! পত্নীকে এইরূপ নিবারণ করিয়া দীতে-
 কাহি বদ্বাক্ষং ভাগ করত পরম সম্বৃত্ত হইয়া
 রহিলেন কোন সময়ে সুদেহা প্রতিবাসী-
 সিংগে গৃহে গমন করিয়া, গৌষ্ঠিগ্রন্থতার অন্ত
 বিবাহ উপস্থিত হইলে, সেই প্রতিবাসিনী
 দ্বৌহতাব বশতঃ তাঁহাকে তর্সন করিয়া বলিল,
 'তুমি অপুত্রবতী, আমি পুত্রবতী : অতএব কেন
 কৃষা গর্ভ করিতেছ? আমার সম্পত্তি আমার
 পুত্র জেন করিয়ে, তোমার সম্পত্তি কে ভোগ
 করিবে? যখন রাজা তোমার ধন হরণ
 করিবে, তখন হে কদা! তোমার সম্বন্ধকে
 বিক্!' তখন সেই সুদেহা প্রতিবাসিনী
 কর্তৃক এইরূপে ত্রিগুণ হইয়া অত্যন্ত
 দুঃখিতাকরণে নিজ গৃহে প্রত্যাপন করি-
 লেন এবং বামীর নিকটে তদীয় সমস্ত বিব-
 হন সম্বন্ধ স্তব্ধ করিলেন। জামী ব্রাহ্মণ
 (অর্থাৎ উহার দাস) তৎপ্রস্থানে দুঃখিত
 না হইয়া কহিলেন, তে প্রিয়ে! উহার
 বাহা বলিতেছে বলাক; তাহা ভবিষ্যৎ, তাহার
 অত্থখা নাই। এইরূপে ব্রাহ্মণ কর্তৃক বাক্যকার

অবস্থা হইয়াও সুদেহা দুঃখ ভোগ না করি
 পুত্রের অন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, 'ও
 নাথ! আপনি আমার দাসী, যাই কেন হউ
 না, পুত্র উৎপাদন করুন, হে নরোত্তম! বা
 তাহাতে বচ না করেন, তবে আমি দেহতা
 করিব' জামী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্ম
 কণকল চিত্তা করিলেন, পরে দুইটী বিকসি
 কুহুম লইয়া সমীপবর্তী অগ্নিতে নিষ্কপ করি
 লেন; তদ্ব্যয়ে একটি পুষ্পকে পুত্রকলপ্রদ, তা
 এর অনুরূপে চিত্তে স্থির করিয়া রাখিলেন
 অনন্তর তাত্য্যকে কহিলেন, 'প্রিয়ে! তুমি পু
 প্রার্থির অন্ত ইহার মধ্যে একটিকে গ্রহণ কর
 তখন সুদেহা, 'আমার পুত্র হউক এবং
 পুষ্পটী বামীর কলগত, তাহাই আমার কৃ
 গৃহীত হউক' এইরূপে চিত্তা করিয়া শিব
 অগ্নিকে মহানারপূর্বক একটি পুষ্প গ্রহণ করি
 লেন ১২—২৪। কিন্তু সুধর্ম্মা যেটী স্থির করি
 লেন, সেটী গ্রহণ করেন নাই; তাহা দেখি
 সুধর্ম্মা দৌর্ভনিবাস পরিজ্ঞানপূর্বক কহিলেন, 'ও
 প্রিয়ে! তোমার পুত্র হইবে না, ইহা ঈশ
 লিখ, কিরূপে অত্থখা হইবে? এক্ষণে সে

কিন্তু তুমি যখন বিপ্র আশা পূরিবিসার হ'।
কার্যতঃ সোহৃদগবদ্যানতঃ পরা ॥ ২৭
কৈশিকং নৈব যুগোচ পুত্রকাম্যয়া ।
পুত্রান চাত্তোয় অস্তাং কুরু মদাজরা ॥ ২৮
ভবিষ্যতি ননং পুত্রশেষে ন সংশয়ঃ ।
প্রার্থিতং সো বৈ দ্বাভাচ সুপ্রিয়াং ত্বা ॥ ২৯
দেব মনোহর তদা দুঃখং গতং ক্ষময় ।
তুং ধর্মবিষয়ক সাংগ্ৰহং মা কুরু প্রিয়ে ॥ ৩০
স্বয়ং ববিত্রা মা চ স্বভ্রাতৃঃ পুত্রিকায় ত্বা ।
কিনৌ ভবতঃ কুং ফেনাং ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
লীলং বসি : মে প্রিয়েষক ততঃ পুনঃ ।
তুং তদা তুং তদা স্পষ্টাঃ কবিরাসি ॥ ৩২
কিনা মা কচন্তু প্রিয় জোষ্টমা মম ।

তান করিয়া পরিসেবা কর। ডাক্তার এই-
করিয়া নিজেও হস্তশ হইয়া ধর্মকার্যে রত
নিরন্তর ভগবচ্চিহ্ন নিম্ন হইলেন।
একিছু পুত্রহীন হইবার বাসনা পরিত্যাগ
করি পতি প্রভৃতি প্রার্থনা করিলেন, যে
যদি আমার পুত্র না হইল তবে আমি
ছি অকৃত একটা নারীকে বিবাহ করুন।
নিজেই আপন পুত্র হইবে। তখন
কহিলেন হে প্রিয়ে! তাহাতেই যদি
ও আমার দুঃখ ধন্য, তবে তাত হইবে।
আমার ধর্মকর্মের দাব্যও কতিও না।
মুদেহা নিজ ভ্রাতৃপুত্রীকে অনেক
স্বামীকে কহিলেন নাথ! ইহাকে বিবাহ
তখন উহার স্বামী কহিলেন, প্রিয়ে!
ধন কহিতেছে বটে, 'এই নারী আমার
উক' কিন্তু • পরে যখন এই পত্নী
দিলী হইবে, তখন তোমার স্বেচ্ছা চিত্ত
না; নিরন্তর উহার সহিত স্পষ্টা
স্বামী কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া
নিরন্তর প্রতিজ্ঞা করিলেন, হে বিম!

ধন বলিতেছে বটে, এ নারী আমার
অতএব স্নেহের পাত্র; কিন্তু এই
কথা।

দুঃখিনী বলা বিপ্র হস্তা দাতব্যং পুত্র ॥ ৩৩
কবিরাসি ন সঙ্গহস্তা কার্যং সুনিশ্চিতম্ ।
ইত্যেব প্রার্থিতঃ সোহপি চতাল গৃহীতা প্রিয়া ।
পরিণাত্য ততস্তাত্ত কবিরাসিতি তং শ্রুত ।
প্রার্থয়ামাস ধর্মীয়া ইতং পোষ্যা স্বরানবে ॥ ৩৪
উক্লেবং মা চকারাত ধর্মসংগ্রহমাত্মনঃ ।
মা চাপি ভাতৃঃ পুত্রীক দাতব্যং পরাতিষ্ঠত ॥ ৩৫
কনিষ্ঠা চৈব বা পত্নী স্বাম্যমুজ্জামবাপা চ ।
পার্থিবাম মা চকারাত নিত্যমেকোক্তয়ং শ্রুতম্ ॥ ৩৬
বিধানপূর্ণিকায় তচ্চ দাপচরসম্বন্ধিতম্ ।
কৃতং মা প্রার্থিতং ততঃ ততঃপে নিকটে হিতে ।
বিসর্জ্য পুনরুদ্যান পুত্রায় কৃত্য বিধানতঃ ।
এব জগতঃ তদা কালে নিত্যং লক্ষ্যমতুং তদা ॥ ৩৭
কৃত্য চ নিবর্তিতং পুত্রস্তামজাতত ।
স্বপ্নায় সুতপশ্যে কন্যাপুত্রজাতত ॥ ৩৮
তং পুত্রী পত্নীহীতো ডাক্তারো ধর্মবিত্তমঃ ।
অনাসক্তঃ স্তম্ভং ভেদে কন্যাপুত্রজাততঃ ॥ ৩৯

এই পুত্র নারী মনোর ভ্রাতৃপুত্রী জ্যোতীর্জবিনী
জায আমার প্রেমসী থাকিবে এবং আমি ইহার
সত্ত্ব করিব; ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ
কহিলে ডাক্তারের চিত্ত চকল হইল। কবিরাসী
স্বপ্ন, তাহকে পত্নীকে স্বীকার করিয়া মুদে-
হাকে কহিলেন, 'হে পুত্র-কীর্মে! এই পুত্র
জ্যোতীর আশীর্ষা, অতএব সর্বিদা ইহাকে তুমি
পালন করিবে। অনন্তর তিনি নিজ স্বপ্ন সঙ্গ
কহিতে লাগিলেন, মুদেহাও ভ্রাতৃপুত্রীকে নিকট
দাসীস মত কহিলেন এবং বিদেহাও কনিষ্ঠ-
পত্নী কুলা স্বামীস আজ্ঞা পাইয়া প্রতিদিন
একোক্তনত পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিত
লাগিলেন। ২৪—৩৭। আর ধর্মবিত্তি মনু
উপাস্তায় এখানে পূজা করিয়া মনোমর্জী অতএব
শিবলিঙ্গ করিলেন ও বিসর্জন করিয়া পুনরায়
পূজা করিলেন। এইরূপে কবিরাসী স্বামীস
হইলে এই ভাবে একসকল নিম্ন হইল। তখন
শিবলিঙ্গ কুলা স্বপ্নায় এই পুত্র নারী পত্নীস
পালন স্বপ্নায় মুদেহা উপাস্তায় এক পুত্র উপাস্তায়
হইল। ধর্মবিত্তি ডাক্তার জ্যোতীর আশীর্ষা

সুদেহা ভাবনাত্মক স্পর্শকৈব চকার স।
প্রথমঃ সীতলাঃ তস্তাঃ জদয়ঃ হসিষঃ পুনঃ ॥ ৪২
তদন্তরক বজ্রাতঃ শব্দতাম্বিসমভাষাঃ
পুত্রঃ পুষ্টিঃ কনিষ্ঠায়া জ্যেষ্ঠাঃ হৃৎসমুপাগতঃ ॥ ৪৩
সুত উবাচ।

সর্বৈ পুত্রপ্রসবকৈব প্রশংসিত নিরন্তরম্
ন সহতে তথা তচ্চ কপটৈব শিশৈব ॥ ৪৪
সুদেহা তনয়ঃ পুষ্টিঃ জদয়ঃ তাম্বিসমভাষাঃ
এতচ্ছিন্নস্তরে বিপ্রাঃ কল্যাণে দাতব্য সমাগতঃ ॥ ৪৫
বিবাহঃ তস্তা চাট্টৈব চকার বিধিবঃ পুনঃ
সুধর্ম্মা দুগ্ধা সাক্ষমানন্দঃ পবনঃ ॥ ৪৬
সর্বৈ সমকিন্তুস্তাঃ দুগ্ধাঃ মানমদাঃ
তর্কষ্টা চ সুদেহা বৈ মনসি জন্মিতা তদা ॥ ৪৭
গৃহমাগতা সুধর্ম্মা বৈ বৎসঃ পুত্রাঃ মনীষরাঃ
উৎসস্তে দর্শনামস প্রিয়ভাষাঃ হৃৎসিবি ॥ ৪৮
মনসি হৃৎসি বৎসঃ সুদেহা হৃৎসমুপাগতঃ

সমস্ত হইলেন এবং বিষয়ে আসক্ত না হইয়া
সুখভোগ করিতে লাগিলেন। কিছু সুদেহা
অবধি তাহার প্রতি স্পর্শ করিতে লাগিল।
পূর্বে তাহার জন্ম কোমল ছিল, পুত্র হইয়া
অবধি শণিত অগ্নের তায় হইল। হে কনিষ্ঠা!
অনন্তর বাহা হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। বাক্যের
জ্যেষ্ঠা পত্নী, কনিষ্ঠার পুত্র দর্শনে দম্বিত হইল
এবং সকলের মধ্যে পুত্রপ্রসবিনীর নিরন্তর
প্রশংসা ও উদীয় শিশুর রূপের নিরন্তর প্রশংসা
তাহার অসহ হইল। উঠিল; ওতপত্তে হৃৎসমি
তাহার জন্মকে দৃষ্টি করিতে লাগিল। একদা
কতকগুলি ব্রাহ্মণ, সুধর্ম্মার পুত্রকে কস্তা দিবার
জন্ত উপস্থিত হইলে, সুধর্ম্মা পুত্রের স্বাধিকার
বিবাহকার্য সম্পন্ন করিয়া দুগ্ধার সহিত পবন-
নন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন; কুটুমগণ, দুগ্ধার
সম্মান করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া সুদেহা
অন্তরে দগ্ধা হইতে লাগিল। সুধর্ম্মা গৃহে
আসিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে কোলে করিয়া
আহ্লাদিত মনে পত্নীরূপে দেখাইতে লাগি-
লেন। উদর্শনে দুগ্ধা আনন্দিতা ও সুদেহা
দগ্ধরে দম্বিতা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

গৃহে চলিয়া সালোকা বর্ষ পুত্রঃ সুদেহিক
অতাত্তঃ হৃৎসমুপাগতা হা হতামি তদাপত্তঃ।
দুগ্ধাবদম্বদগুণঃ তদীয়া ন মদীয়া ॥ ৪৯
পুত্রটো ব বটো বৎসঃ জ্যেষ্ঠামমন্ত
ভট্টা চৈব তথা জ্যেষ্ঠাঃ যেন নৈব কনিষ্ঠিক
তথাপি চ তদা জ্যেষ্ঠা কুন্তুলবতী হতঃ।
তদা বিচক্ষামাস দুঃখশান্তিঃ কথং ভবেৎ ॥
মদীয়াঃ সন্দর্শয়িত্বাঃ দুগ্ধা নৈব ব্রজলেন চ
শান্তা ভবিস্যতি ননং নাক্ষথা শান্তিমাপুয়াঃ
এবম্ মানসামাস্য সুপ্রিয়ঃ প্রিয়বান্দিমু।
গৃহে ভবি ভবেদেব নিঃসং পবনঃ গতাঃ।
কদম্বাণাং বিচারঃ কৃত্যাকৃতো ভবেৎ ॥
একদিন দিবসে জ্যেষ্ঠাঃ সুপুত্রঃ পুত্রঃ বৎসঃ
চৈবামাস চাঙ্গো গৃহীয়া কুবিকাকাস
সর্বস্বদগুণমানদঃ বটো সরসি প্রক্ষিপ
যত কিপুনি লিঙ্গনি দুগ্ধে নিত্যমেব চ
তত কিপু সমাগতা সুধাপ সুপত্নঃ গতা
প্রতটো ব সমুখাঃ দুগ্ধা নিত্য তদাকরে।

দুঃখভরে 'হা হতামি' বলিয়া পতিত
তখন দুগ্ধা কহিল, আরো! এই বৎস
আমার নত। অনন্তর পুত্র, জ্যেষ্ঠা
পুত্রবধূ জ্যেষ্ঠা বৎসর সম্মান করিল।
কনিষ্ঠা পত্নীর আদর না করিয়া জ্যেষ্ঠা
আদর করিলেন ৩৮—৪১। তথাপি দু-
গ্ধারের দলত ন বাওয়ার সে বিচার ক-
লাগিল, "এই দুঃখ কিরূপে যাইবে, য-
অন্তর্দাত দুগ্ধার নৈব ব্রজলেই শান্ত হইতে পা-
য়কথা ইহার শান্তি দেখিতেছি না। এ-
উহার ঐ প্রিয়বাকী প্রিয়তম পুত্রকে বি-
করিব; বাহা ভবিতব্য, তাহা হইবে" ইত্য-
এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করিল। কদম্বা বা-
দিগের কার্য্যাকার্য্য বিচার থাকে ন
সুদেহা, একদিন পত্নীর সহিত সুধর্ম্ম
তনয়কে ছুরিকা দ্বারা ছেদন করিল
তাহার ছিন্নদেহ রাত্রিমধ্যেই সেই সা-
নিক্রপ করিল;—বাহাতে দুগ্ধা প্রত্যহ
শিবলিঙ্গ নিক্রপ করে। পরে বাণী, ৫

॥ ५८ ॥

असमर्थः इति ननु उच्यते अत्रैव साक्षिणः प्रत्यक्षः ।

১৩৬ আসন্ন বহিঃসম

করিলাম, হে কর্তব্য ! আমি তোমার

अति शक्ति शक्तिः । अति शक्तिः । अति शक्तिः ।

এতক মারিঘামি ত্রিগুণেন বরাননে ।
 বুধা চৈনং বরং বরে বরগীয়া স্বসা মম ॥ ৭৩
 অপকারঃ কৃতকৃত্যমুপকারঃ কথং ত্বয়া ।
 ত্রিকতে হননীয চ পাপিষ্ঠা দুষ্টকারিণী ॥ ৭৪
 তব দর্শনমাত্রেণ পাতকং নৈব তিষ্ঠতি ।
 ইন্দ্রনীলৈব তং দুষ্টং তং পাপং ভ্রমসাদ্রকৈঃ
 অপকারিণ্য বৈশ্বাচর্য্যাপকারঃ করোতি বৈ
 তন্ত দর্শনমাত্রেণ পাতকং নৈব তিষ্ঠতি ॥ ৭৫
 ইতি শ্রুতং মম চৈব বেদবিত্তিঃ পুরাতনৈঃ
 লোকনাকৈব বরুণার্থং ত্বয়া হৈবং সমাশিব ॥ ৭৬
 ইত্যুক্তে তু ত্বা তত্র প্রসন্নঃ পুনরব চ
 অন্তস্ত ত্রিভাং দৃশ্যে দদামি চ হিতং তব ॥ ৭৭
 সোবাচ বচনং শ্রুত্ব বসি সোমঃ বরদ্বয়
 লোকনাকৈব বরুণার্থং ত্বয়া হৈবং সমাশিব ॥ ৭৮
 ততোবাচ শিবস্তত্র তব নতঃ সুমদম
 দৃশ্যেণ সুপ্রসিক্তঃ তব নাম মে ভয়তঃ ততম্ ॥

পুত্রকে ঐ পাপীদসী নিনে করিয়াছিল। আমি
 উহাকে ত্রিগুণেন বরাননে বিনশ করিব। অনন্তর
 বুধা, বর প্রার্থনা করিলেন, যে প্রভে! আমার
 জগিনীতুল্য হৃদেহকে বক্ষ করুন, যে নাথ!
 হৃদেহে অপকার অপকার করিয়াছে, কি কৃত
 তাহার উপকার করিবেন? তখন অপকারকে
 দেখিলে সকল পাপ নষ্ট হয়। তত বলিলেন,
 এক্ষণে হৃদেহকে দেখিব হৃদেহের সকল পাপ
 ভ্রমসাদ্রক হইবে এবং আমি পুত্রতন বৈশ্বাচ-
 র্য্য প্রমুখ্যঃ প্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি অপ-
 কারীর উপকার করে, তাহার নন্দন পাঠ্যেই
 ঐ পাপীর পাপ মুক্ত হয়। বুধা কহিলেন,
 হে শিব! এক্ষণে লোকবক্ষর তুমি এই স্বানে
 আগনি সর্পদা অবস্থান করুন ৬৬—৭৭
 বুধার ঐন্দ্র দাক্য প্রবণে ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া
 পুনরায় কহিলেন, হে বুধে! অন্ত বর প্রার্থনা
 কর, আমি ত্রিগুণে বুধা কহিলেন, হে
 নাথ! যদি আমাকে বরই দিবে, তবে অমু-
 ৭৩ করিয়া লোকবক্ষর এই স্বানে অবস্থান
 করুন। অন্ত বরে কাম নাই। তখন শিব
 কহিলেন, হে বুধে! আমি এখানে থাকিব ও

ইদং সর্বস্ত লিঙ্গান্যামাগরং যমজারত ।
 তন্মাক্ষিবাগরং নাম প্রসিক্তং ভুবনত্রে ॥ ৬১
 তব বংশে সূতকৈকং পুরুষাবধি সূত্রেতে ।
 ঐন্দ্রশাঃ পুত্রকা বংশে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
 সান্নিক্যঃ সধনাতৈশ্চৈব জায়মাঃ ৭ বিচক্ষণাঃ
 বিদ্যাবন্তঃ সূদার্য্যঃ সর্গমুক্তিফলাঃ ৭ তে ॥ ৬২
 ঐন্দ্রশাঃ বংশবিস্তারো ভবিষ্যতি সূশোভনঃ ।
 ইত্যুক্তা চ শিবস্তত্র লিঙ্গরূপোহভবঃ তদা ॥
 দৃশ্যেণো নাম বিখ্যাতঃ সর্বতৈঃ শিবালয়ম্ ।
 সুবর্ণা চৈব দৃশ্য চ হৃদেহাক শিবস্ত চ ॥ ৬৩
 শতমেকোত্তরকৈব পরাক্রম্য তু ব তদা
 প্রসিক্তাঃ শিবায় চ কারয়ামাসতুতদা ॥ ৬৪
 পুত্রং কৃত্য সমাশান্ত মিলিতা চ পরস্পরম্
 হিত চামুখলং তত্র সুখক লেভিরে হি তে ॥
 ঐন্দ্রশাঃ লিঙ্গক দুষ্ট পাপৈঃ প্রমুচ্যাত

তোমার নামেই আমি 'দৃশ্যেব' নামে প্র-
 হইব এবং এই সর্বোত্তর আমায় অস-
 লিঙ্গের আদর হইয়াছে বলিয়া ত্রি-
 'শিবালয়' নামে প্রসিক্ত হইবে। এখন অ-
 ক্ষণে বতকাল পুরুষ থাকিবে, তব তে
 বংশে একটা করিয়া পুত্র থাকিবে অ-
 তোমার বংশসোপ হইবে না এবং তে
 বংশে সকল পুরুষ এই পুত্রের মত পদ-
 বিচক্ষণ আশ্রয়ান সান্নিক্য বিজ্ঞান ধন-
 স্তাধী এবং সর্গ ও মুক্তিফলায়সী হইবে
 তোমার বংশের সন্ততিবিস্তার হইবে
 বলিয়া বিস্তার হইবে। শিব এই কথা বলি-
 তদা লিঙ্গরূপী হইলেন এবং দৃশ্যে না
 বিখ্যাত হইলেন। ঐ সর্বোত্তরও শিবা-
 নামে প্রসিক্ত আছে। তখন সুবর্ণা ও দৃ-
 টিতে লিঙ্গরূপী শিবকে ও পার্শ্বতীকে এক-
 ত্র শতবার প্রসিক্ত করিয়া হৃদেহের পা-
 কিসাচনের অন্ত তাহকেও প্রসিক্ত করা-
 লেন এবং পূজা করিয়া সকলে মিলিত হই-
 যান্নিক্য বল পরিত্যাপপূর্বক আনন্দ অমৃত
 করিতে লাগিলেন। ঐন্দ্রশা শিবলিঙ্গ সর্পদা
 করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যা-

সংস্কৃত নিত্য তুষ্ণপক্ষে কথা শুনী ॥ ৮৮
 তি তে চ সমাধাত্ত লিঙ্গান্য কারক ময়া ।
 জ্যোতিষাং যানি লিঙ্গানি কথিতানি কথ্যকৃতম্ ।
 কুত্বা সর্মপাপোভা মূচ্যতে মানক কথাঃ ॥ ৮৯
 তি কৃত্ব বচস্তত্ত্ব মৃত্ত চ মুনীষরাঃ ।
 চুস্তম পুনস্তত্র লোকানাং হিতকাম্যম্ ॥ ৯০

কথ্য উচুঃ ।

স্মৃতিপি চরিত্রাণি শিবস্ত পরমাস্তনঃ ।
 মৃত্ত প্রসঙ্গেন ন পুত্রা বস্তমেব হি ॥ ৯১
 মৃত্ত হুত বিশেষেন ধ্যায়া দেবঃ পরম মূলা ॥ ৯২

ইতি জ্ঞানসংহিতায়াং জ্ঞানসংহিতায়াং
 জ্যোতিষবিবরণং নাম ষষ্ঠপঞ্চাশো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনমষ্টিতমোঃ পঞ্চাশোঃ ।

৩৩ উনচ

কৃতম্বাঃ প্রভৃতি লিখিত পত্রাঃ স্তনঃ
 কথস্ত চ তদ্বৎ চুস্তমঃ প্রোক্তং তথ ॥ ৯৩
 ১৩৩ পক্ষের চন্দ্রের কাল দিন বিন মনে
 বহিঃস্থ এই আপনাদিগকে দেখাইলেন-
 সিদ্ধ লিখিত কথার ও জ্যোতির্লিখিত সকলের
 র বাক্যই কহিলেন ইহা কথন কাল
 ল করিলে মনস সকল পাপ হইতে মুক্ত
 কথিগত স্তরের প্রদীপ বাক্য শ্রবণ কবিতা
 কহিতার পুনরায় ইত্যাকে কহিলেন, যে
 জ্যোতিষ পবিত্র পরমাস্ত্র শিবের অস্ত্র
 ত্রিও প্রসঙ্গ হইয়া বর্ণন কর, আমরা ইহাতে
 তৃপ্ত হই নাহি একারণ পরম বেদকে
 ল করিয়া তদীয় মায়ায়া বিশেষরূপে

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

উনমষ্টিতম অধ্যায় ।

হুত কহিলেন, তে কথিগত! আপনারা
 জ্যোতিষের মায়ায়া প্রকাশ করুন; যেহেতু

কুটোরাঙ্গারকাণাক হুতমৈঃ কদাচন ।
 সংখ্যা বিশকাতে কর্তুং ন শুধানাং শিবস্ত চ ।
 তথাপি চ কথ্যবুদ্ধি কথ্যগামি কথ্যকৃতম্ ॥ ২
 নৃসিংহঃ কদা ক্রোধাচ্চ বিরতো ন হি ।
 তদা শিবেন দেবানাং হিতার্থং রূপমবুভূতম্ ॥ ৩
 শারদকঃ কৃত্ত তত্র তং দৃষ্টা লীনতাং গতঃ ।
 শিবাস্তমক সঙ্গাপ্য সর্মপে জ্ঞাত্তি বৈ জ্ঞা ॥ ৪

কথ্য উচুঃ ।

চরিত্রাণাং নৃসিংহস্ত বক্তৃমর্থসি মৃত্ত ॥ ৫
 মৃত্ত উবাচ ॥

লক্ষ্য্য মষ্টঃ সনুঃ পরা মুখমিক মুনীষরাঃ ।
 কোকিলেন পরীক্ষণে কথ্য মুক্ত চিকারসি ॥ ৬
 ইত্যাক্তে প্রকৃৎপাশ্রুতঃ পর্ণিগামি মৃত্ত ॥
 একদিন কিলেন বিদূর্বিচারে তং পরোক্ষতমঃ ॥ ৭
 কেন মুক্ত এককর্তব্য ময়া চৈব বিচার্য চ ।
 অনন্ত বিজয়তৈঃ কৃত্তমৈঃ শাসিতো উবা ॥ ৮

লিখিত, অস্বাভাবিক, প্রত্যক্ষকৃত কৃত্তিয়ার প্রকৃতির
 সাধা কখনওও করা হইল না, তদুপ শিবের
 তদনুসারেও ইহা নাই তদর্শন কথ্যকৃত
 তদীয় মায়ায়া নিত্য মুখি অনুসারে কহিতেছি ।
 যখন নৃসিংহরূপ তদবস্থ হিত্যাকলিঙ্গ প্রভি
 মূপিত হইল তদনুসারেই কোণ হইতে বিকৃত
 না হইলেন, তখন শিব কোকিলের হিতার্থে,
 অস্বাভাবিক রূপে প্রকাশ করিলেন তদনুসারে
 নৃসিংহ অস্বাভাবিক হইলেন এবং তখন সর্বসমুদয়
 শিবমুকুটে তীর্থ হইয়াছিল । কথিগত কহি-
 লেন, যে মৃত্ত! একদা নৃসিংহের চরিত্র
 বর্ণন কর, হুত কহিলেন, যে কথিগত!
 একদা তদবস্তা লক্ষ্য্য মুক্ত করিলে অতি-
 লাভ হইল; তিনি বলিলেন, তে মায়া! কেহন
 পরীক্ষণে কিলেন মুক্ত করেন? এইরূপ কহিলে
 তদনুসারে কিছু ঠিকরক বলিলেন, যে মৃত্ত!
 তদনুসারে মুক্ত দেখাইল । অনন্তর এক দিন
 শিব, অস্বাভাবিক লাগিলেন যে, কার্য্য সন্ধিত
 মুক্ত করা যায় । একদা মনঃ একদা
 কোকিলের তরিতে পাইয়া তদনুসারে উপস্থিত
 হইলেন এবং দেখিলেন, জ্ঞান বিদ্যা লক্ষ্য্য শিব

ভেষ্যঃ কোল হলে জাতি ভাবান্ বাক্যমব্রবীঃ ।
 আগতা ধারণালো চ কুমারান্ কথ্যতাং পুনঃ ॥১০
 অহুতক কৃতং সৌক্যজাতং নিবাক্তথা ভবেৎ ।
 কুমারান্ পুনরবাহ অনুগ্রাহ্যবিমো ভবেতৌ ॥ ১০
 কুমার উচুঃ ।

ভক্তিতবঃ সমাসাদ্য সপ্তভির্জ্ঞানভিরিহ
 বৈবভাবে তথ্য ত্রিভির্জ্ঞানঃ স্থানমবদ্যথাঃ ॥ ১১
 ইত্যুক্তে চ তদা ততঃ বিচক্ষা নীতিঃ ববা
 বধেচ্ছা চ হরেব সৌন্দর্যঃ ততঃ তথা পুনঃ ॥
 ত্রিভির্জ্ঞানবতঃ তৈঃ সপ্তভির্জ্ঞানভিরিহ তদ্রম
 ইত্যুক্তা পশ্চিমোত্তর কণ্ঠঃ পুনঃ তদা ॥ ১৩
 অবতীর্ণো চ সপ্তভির্জ্ঞান প্রসিক্তো ভৌমবলো
 হিরণ্যাক্ষঃ হিরণ্যাক্ষঃ মনসঃ ॥ ১৪
 স্বদেব নৃসিংহঃ পি কুমার ভক্তিমাংসুঃ
 প্রভৃদাদ্যাদ্যঃ ততঃ পুনরনভবে যম ॥ ১৫

ধারণালোকে সমাগত সনকাদি কবিদ্বয়কণ
 কোন অপরাধে অভিলাপ দিচ্ছিলেন, ততঃ ততঃ
 কোলহল হইতেছে মনস্কর তিনি ধারণাল
 হৃদয়ে ও কুমারগণকে কহিলেন সকলদ্রষ্ট
 অনুচিত কথা কহা হইয়াছে ত্রিভির্জ্ঞান হই-
 য়াছে, ততঃ অতঃ হইবার নহে কুমারগণকে
 বিষ্ণু বলিলেন, আপনাদি একত্রে এই দুই জনের
 প্রতি কৃপা বিতরণ করেন — কুমার-
 গণ কহিলেন, কহুনিমিত্তে কহুনঃ কহিয়া যদি
 বিধুভক্ত হইতে ইচ্ছা করত সপ্তজন্মের আর
 শক্রভাবে জন্মগ্রহণ করত তিন জন্মের পর এই
 স্থান প্রাপ্ত হইবে মনস্কর ভক্ত ও বিজয় নীচ
 শাপমুক্তির জন্য বহির্ভব অবলম্বনই শ্রেয়ঃ
 ভাবিল তিনবার জন্মগ্রহণ করিয়াই শাপমুক্তি
 হইতে, অতএব ইচ্ছাই ভল এই কথা ভাবিয়া
 বলিল হরির দাতা ইচ্ছা, তদ বিজয় ধার
 তাগাই সম্পন্ন হইল তদ বিজয় ইচ্ছা বলিয়া
 পতিত হইল ও কণ্ঠঃ পুনঃ উদ্যম হিরণ্য-
 কনিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে মহাবল পরাক্রান্ত
 প্রসিক্ত অমরবর হইয়া অবতীর্ণ হইল । এই
 জন্মে ভগবান্ বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করেন ।
 ও সনকাদি কবির পদম কৈবল্য প্রকাশাদি

রাবণঃ কুস্তকর্ণঃ তাবেষ চ বভূবতুঃ ।
 রামটেন নৃসিংহোহপি কুমারঃ তদাভবঃ ॥
 বিভীষণঃ পরে যে চ ত এব পুরতোহভবন
 অস্তে চ বহবো দেবাঃ সমভূবুর্নীরবাঃ ॥ ১৭
 শিওপাল-নৃসিংহকৌ ভগবদ্রবতঃ পরো ।
 সমাধাঃ সপ্তভির্জ্ঞান অবতীর্ণো মহাবলো ॥ ১৮
 নৃসিংহোহপি তদা কক্ষো হতুর্বাদ্যঃ কুমার
 চরিত্রঃ নৃসিংহঃ কথ্যতাং পাপহারকম্ ॥ ১৯
 হিরণ্যাক্ষঃ বালকঃ ব্রহ্মোদ্রঃ স্যামানঃ
 সিংহক মন্তিনৈব অকৃত্যঃ খেলয়ঃ তদা ॥ ২০
 দেবানাং কুমারানাং পৃথিবীমাতরঃ তদা
 মুখে যতঃ চ গ্রঃ সো ন বামুখে পিষ্টপিণ্ডি
 যথ গতে কলে তমিন্ তস্মাঃ কুমারগণতঃ
 ধ্যান চাত্ত তদা বিমোঃ স্ততিঃ কৃষ্ণন মূল
 সমুঃ পশ্চিমঃ বিষ্ণুর্নৃসিংহাক্ষঃ বহুধা
 সারঃ কুমারঃ কুমারঃ কুমারঃ কুমারঃ ॥ ২১
 ততঃ পতঃ তেনৈব পতঃ কলে তদা

অমরবর উপস্থিত হইয়াছিলেন বিভীষণ
 উদ্যম হই জন রাম ও বহুধা এক
 রামকণী, সনকাদি কুমারগণ বিভীষণ
 প্রভৃতি কপ ধারণপক্ষে প্রভুর অনুচর হই
 ছিলেন অতঃ দেবতাদিও নানারূপে মদি
 হন এবং গুণীও কলে উদ্যম হই জন দম্য
 গুণে মহাবল পরাক্রান্ত বিষ্ণুর্নৃসিংহ
 নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ এক বিষ্ণু কৃষ্ণ
 কুমারগণ অতঃ পিষ্ট হইয়াছিলেন । এই
 সেই পাপমারক নৃসিংহচরিত্র শব্দ ক
 হিরণ্যাক্ষ বালক-অবস্থায়ই নিম্নলিখিত
 মেধকে আনিয়াছিল : হস্তী ও সিংহ আরো
 পূর্নক সে ক্রীড়া করিত ১১—২০ । যে
 কৃষ্ণ নিম্নমুখে পিষ্ট পিণ্ড গ্রহণ করে, তা
 হিরণ্যাক্ষ দেবতাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য
 বীকে মুখে গ্রহণ করিয়া জনাতারে গ
 করিলে তস্মাঃ কুমার হইয়া বারবার বি
 শ্রব করিয়া ধ্যান করিলেন । তাহাতে
 তস্মাঃ নাসারূপ হইতে বরাহরূপে আবি
 হইয়া কুমারঃ নরীরূপে বুদ্ধি করিলেন । পূর্ন

বক তদাপত্তং সম্যগ্ৰা সমুচ্চ হরিঃ । ২৪
কোষপি তদা কথ্য হ্যজ্ঞা দেবা বসাদুনা ৥ ২৫
বরাহ উবাচ ।

বক বুধাতে তেন তাবজ্ঞানবিশোধনম্ ।
কর্তব্যক ত্বা চাত্ৰ হতোবং কথ্যতে ময়া ॥ ২৬
হত্যাজ্ঞানিনা তেন জলং নীতা মুখে তদা ।
নীতক কবিণা তাবদ্যাবদবুজং সমাপাত্তে ॥ ২৭
ততঃ বিমূনা তত্র পরাবর্ষণতঃ জলে ।
হল পরশতকৈব কৃতঃ যুদ্ধঃ মমাজনা ॥ ২৮
জ হং চ ততঃ-ব মুখে হৃতঃ চ গাং তদা ।
সমসং বরহঃ বক্ষণে প্রদাদৌ চ গাম্ ।
জ হতে হবিস্ত্র কৃতঃ কথ্যঃ যুদ্ধকরম্ ॥ ২৯
ত্ৰিভুবাংশাংশাং হিবদ্যাকশি পুণ্ড্রম্ ।
হিবদ্যাকশি ভূপে বক্ষণে বরকামায়া ॥ ৩০
কৌশল সমুপমাং পক্ষিভিনোড়কঃ কৃতঃ ।
দ্বীপে চ তদা তত্র বিবরাম পশু ন চি ॥ ৩১

এক কহুক কত হইল। জলসমীপে গমন
জন তবধ সন্ধ্যায় সহিত মিলিত
গত দেখিতে পাইলেন। নদর ইত্যদেক
বৈদ্য বহুতর লুপ্ত করত করিলেন, একজন
ক ভবন, কি করিতে হইবে বহুত
হলেন আমি গতকাল হিবদ্যাকশি সহিত
করিব, তুমি তাহা। তুমি জলশেষ
হবে এই ভেমেতে করিতেছি। অন্যতর
পরিচয় বহু সমাপন হইল। এবিধর সেই
গত আমি তাহা। ন্যায় চল লইয়া গমন
হিতে লাগিলেন। তখন বরহরূপী বিদ্যুৎ পক-
ত বর্ষ জলে ও পকাত বর্ষ খলে হিবদ্যাকশি
উৎকৃষ্ট করিয়া তাহাকে বিনাশ করত পৃথি-
ক মুখে লইয়া তদা হইতে নিসৃত হইলেন
ব্রহ্মকে পৃথিবী অর্পণ করিলেন। এই
কর কথ্য করিয়া ভবদান অচ্যুত হইলেন।
পাকশিও এই প্রাক্কিনাশরূপের প্রতী-
গর্ভ অমৃত বর্ষ প্রকার উদ্দেশে ওপতঃ করিতে
গিল। তাহার পরীয়ে বক জমাইল, সেই
সকল পক্ষিগণ নীড় করিল, ওখানি হিবদ্য-
শি পুণ্ড্রা হইতে বিকৃত হইল না। অন্যতর

জতো ব্রহ্মা চ দেবানাং হুতুজ্ঞাং সমাপ্য চ ।
বরং দাতুং সমারাতো ব্রাহ্মণে দিভিজোহুত্বাঃ ॥
এসম্মোহমি বরং ব্রহ্মি বিচার্যাহুত্বাহুত্বাঃ তদা ।
তদা চ নিমিত্তাত্মাং বৈ সন্তৌ কশিঃ মারুতঃ ॥
এতদঙ্গ বরং দত্তাঃ জগাম ভবনঃ বকম্ ।
শোণিতপ্রাণো পুংসঃ গহা সমতানাহুত্ব সর্মভঃ ॥ ৩৪
অজ্ঞাং প্রবৃত্ত্যামাস পৃথিব্যাং সর্মভো দিশম্ ।
ন কৃত মারিতান্তে চ কৃতঃ হুরকিতা হিতে ॥ ৩৫
হুরকিতা চ জিতৈঃ-ব পাতলাং বিভজ্য তদা ।
বিভজ্যাক্ষাং বরশে কৃতঃ দাতব্যৈকবাণ্যকটকম্ ॥ ৩৬
চক্রে হুরকিতৈকো দাতব্যো-পপত্যাঃ ॥
এতদমোহমি সদ্যঃ পশুশুঃ কুলে হুরিসেবকঃ ॥ ৩৭
হুরিসেবকঃ পিতৃ তেন ন তাকুং হুরিসেবকম্ ।
পশুশুঃ তদা জাতঃ পশুশুঃ নৈবোজিতঃ ॥ ৩৮

তদ্বৎ সকল দেবাদের সাহিত্যক্রমে বর দিবার
কৃত হই। অমৃতসমিধান উপস্থিত হইয়া তদ্যকে
করিলেন, যে হিবদ্যাকশিপো। আমি তোমার
প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।
তদ্যতে অমৃতরূপ করিল, যে লব। জোয়ার
শুই এই স্বাদ-অমৃতের মধ্যে কেহই আমাকে
নিদন করিতে পারিবে না। ইহাই আমার
প্রার্থনা ১১-৩৩ বরহ উবাচ বলিল।
অতঃপরে প্রদান করিল হিবদ্যাকশিপু শোণিত-
নামের গমন করিয়া সকল অমৃতপাককে চকুর্দিক
হইতে অস্ত্রন করিয়া পৃথিবীর সকল বসে
নিভাজ প্রচার করিতে লাগিল। বাহ্যর আত্মা
পালন না করিল, তদ্যকালকে হিবদ্যাকশিপু
নিদন করিল। বাহ্যর পালন করিল, তাহা-
দিককে বক্য করিল হিবদ্যাকশিপু বর্ষ
পাতলা বিভল সকল ত্রিকুলম্ জয় করিয়া নিজ
কশে আনিয়া বরাহা নিকটক করিল এক
চরিত্রবী হইয়া বরসোপ করিতে লাগিল।
অন্যতর তাহার ঔরসে প্রজাণ মায়ে পালন
যেক্ষ এক পুত্র অকল্পন করিলেন। তিনি
কৌশল সমুচ্চ হরিসেবা ভ্যাপ করিলেন
না। পশুশু বর্ষ বরম্ হইলে তিনি অকল্পন

বালামানেষু তুৰ্য্যোষু পাঠকস্ত গৃহং গতাঃ ।
 পাঠকেন তস্মৈ বিদ্যা হানুরী পৰিশিষ্টিতা ॥ ৩১
 প্রহ্লাদেন তথ 'চর নমঃ' নারায়ণেনতি চ ।
 ধ্যায়িতঃ পঠ্যন্নপি পপাঠ চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩২
 ইন্দ্রানীং পমাতাং তবঃ পুনর্নৈব করিষ্যতি ।
 বলা তস্মৈ তু প্রহ্লাদো হস্তিরিব ন চাপ্তব ॥ ৩৩
 পিত্রোঃসঙ্গে চ সংস্থাপ্য কিমদীত্য শিশোঃ ত্বা ।
 ইতি পুষ্টঃ পুনঃ সোহপি নমঃ নারায়ণেনতি চ ॥ ৩৪
 হা হতোহস্মি তস্মৈ শ্রুত্ব কিমদীত্য হুরাশ্বনা ।
 গুরুমাতৃং তদেব রে হৃষ্টে শিক্তিতঃ কথম্ ॥ ৩৫
 গুরুসহ পুনঃস্বক সর্কসে নষ্টে হুরাশ্বনা ।
 ততঃ পুত্রং প্রাপ্তোহিব কথামুঃ সত্যাসমমঃ ।
 কথয়ামাস তাত্ হৃষ্টা পুত্রাদীত্য গৃহং তং ॥ ৩৬

গুরুসমীপে নিয়োজিত হইলেন যখন প্রহ্লাদ
 গুরুগৃহে গমন করেন, তখন তিনি বাক্যগুলি
 স্মরণ হইতে লাগিলেন গুরু প্রহ্লাদকে
 আশ্রয়বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু
 প্রহ্লাদ সকল পাঠই 'নমো নারায়ণায়' এই
 বাক্য উচ্চারণ করিতেন গুরু বারণ করিলেন
 বারংবার তবুই পঠ করিতে লাগিলেন
 গুরু কহিলেন, এক্ষণ তুমি গৃহে যাও, কিন্তু
 প্রহ্লাদ সর্ক সময়েই হদিনম্ স্তিমিত হইয়া
 গড়িতেন না 'প্রহ্লাদ যখন হদিনম্ না
 করিলে, তখন যেন আইসে' এই কথা গুরু
 বলিয়া পাঠাইলেন পিতা ক্রোধে করিয়া
 বিজ্ঞাসা করিলেন, হে শিশু তুমি কি
 অধ্যয়ন করিয়াছ? তখন প্রহ্লাদ কহিলেন,
 'নমো নারায়ণায়' এই আমি অধ্যয়ন করিয়াছি ।
 তাহার পিতা তৎপ্রত্যয় হ' কি হইল! হা কি
 হইল! হুরাশ্বা কিরূপ শিক্ষা করিয়াছে' বলিয়া
 গুরুকে আনিয়া বিজ্ঞাসা করিলেন, হৃষ্ট!
 তুমি প্রহ্লাদকে এইরূপ শিক্ষা কেন দিয়াছ?
 গুরু কহিলেন, রাক্ষস! ঐ হুরাশ্বাই সকলকে
 নষ্ট করিতেছে; বিশেষ কি কহিব? তখন
 দেৱরাজ পুত্রকে লইয়া পরীক্ষা করিতে কহি-
 লেন, প্রিয়ে! তোমার পুত্র কি অধ্যয়ন করি-
 য়াছে শ্রবণ কর। প্রহ্লাদজননী কথায় পুত্র-

তদ্বীত্যং পুত্রকেন কথং মাতাভবৌদিতম্ ।
 সর্কাক পৃথিবী তদ্বদা কথং হুঃখমবাপত্তে ॥ ৩৭
 তাজ হৃষ্ট হরেন্মম হানুরীং সমুপাশ্রয় ॥ ৩৮
 পুত্রস্ত মাতরং হৃষ্টে শরতাং ত্যজতে ন হি ।
 মনকস্ত ত্বাং কিং বৈ শরতং রাজে মহাগজঃ ।
 বরাহস্ত ত্বয়েনৈব ত্যজিষ্যামি হরিং পুনঃ ।
 জিহ্মা চৈবালা কণ্ঠে চ মনকস্ত করপাদকম্ ॥ ৩৯
 সার্বকানীশ্বিরানীহ তৎনাচ হরেরপি ।
 বহুবাং তদ্বয়েনৈব ন ত্যজ্য হরিকৌন্তনম্ ॥ ৪০
 ইতোতচ্চনং কথং মাতা হুঃখমুপাগতা ।
 শ্যামিনে কথয়ামাস তস্যাধো বালকো যয় ॥ ৪১
 রাজ চ মণিবাঃ সর্মান সমাহ্বাতবৌদিতম্ ।
 কুলান্তরঃ সমুঃপন্নঃ পুত্ররূপেণ মণিবাঃ ॥ ৪২
 তস্মৈ বহু হস্তবাঃ সর্কস্বা কুলদমবঃ ।
 অগ্নৌ দাত চ শৌর্য চ ছেদনীরো তবঃ পুনঃ ॥ ৪৩
 বিদেহ চ কলনীরো বৈ মজ্জনীরো তলে পুনঃ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পুত্র!
 ঐক্লম করিলে রাজ্য পাইবে না, তাহাও
 হৃদয়ের অবধি থাকিবে না; অতএব সেই
 হরির নাম পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুদেবতায়
 আশ্রয় কর প্রহ্লাদ, জননীকে কহিলেন,
 মাতা! শ্রবণ করুন, আমি হরিভক্তনা ত্যাগ
 করিব না; সিংহগজ কি কখন মনকতর রাজ-
 বার পরিত্যাগ করে? ৩৭—৪০ আমি
 সামান্ত ব্যক্তির তর হরিকে পরিত্যাগ করি-
 ন। আজি হরিসেবা করায় আমার জিহ্মা
 কণ্ঠমন্তক হস্ত পাদ সকল ইন্দ্রিয়ই সর্ক
 হইয়াছে; বাহা হইবার, তাহা হইবেই;
 আমি কদাপি হরিকৌন্তন ত্যাগ করিব না।
 কথায় পুত্রের সৌন্দর্য বাক্য শ্রবণ করিয়া হুঃখিতা
 হইয়া শ্যামীকে কহিলেন, এ বালক সর্কভে-
 তাতে অব্যর্থ। তখন রাজা মণিগণকে
 আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে অমাত্য-
 গণ! এই কুলনার আমার বংশে পুত্ররূপে
 আসিয়াছে, ইহা হইতেই কুলনা হইবে;
 অতএব ইহাকে বিদায় করা কর্তব্য। এক্ষণে
 ইহাকে অধিক দত্ত কর, বা অন্য দ্বারা

[illegible]

পণ্য, অর্থ মূল এক এক সমুদায়ই হইতে
 উৎপত্তি বলিয়া বিন লক্ষ্যের সহোদর : এ কারণ
 আমার মাতুল এই সকল আমার আত্মীয়
 বলিয়া কোন অপকার করে নাই এবং বহু-
 দেবী, অমায় চরিত্র নৃত্য নন্দাবিশুদ্ধতার
 কখন ভুলিলাম না : তিনি জনজানক চরিত্র
 অসঙ্গত ছিল কিছুই করেন না : সমস্ত
 প্রাপ্তক পিতার অধীন কেহই বাকী নহে
 আমিই বিকলকৃত্য অমাত্যপন প্রত্যাক্ষ্যাকা
 শ্রবণ করিয়া গাভনজিবনে অমঙ্গলমূর্ত্তিক সকল
 নিবেদন করিল, তে আমিই : এতল ওকস বেধি
 নাই, আমি নাই : প্রত্যাক্ষ অমর : কোন কপেই
 উহার বাতসা নাই : একবে উহারে শাকুলা
 করিয়া প্রাক্তিহ করিতে চেষ্টা করম : অমু-
 রাত ও শকুন পাবিত হইয়া পুত্রকে অকস্মাৎ
 নানা ঔষধে লুপ্ত করিয়াও চেষ্টা করিলেও পুত্র
 চরিত্রায় পরিচায় করিল না : পুত্র করিলেন,
 ইহারা অমুবে সংসারিক লুপ্তক অমুহুবে
 তার অমহারী বিবেচনা করেন, ওয়ার বি-
 দিতে উহারি সেবা করিয়া যান পুত্র ও
 পানকেই অমুহুবে করিয়া বিবেচনা করেন

কিং পুনর্দেব প্রহসন্তীতি স্থনিষ্ঠিতম্ ।
 রাজা পুত্রং তস্মৈ শ্রেষ্ঠঃ পুন্সঃ গুরুবৎ হৃদাঃ ॥৬১
 গুরুস্ততঃ বচঃ শ্রুত্বা গৃহীত্বা বালকং পুন্সঃ ।
 পাঠয়ামাস তে বিপ্রাশ্রয়িণ্যঃ বালকৈঃ সহ ॥৬২
 এতং বালকঃ কথং বাল পঠতি দৃষ্টতঃ ৬৩ ।
 হমেব পঠি বিজ্ঞান রাজা দাতি তে সুখম্ ॥ ৬৪
 পুত্রস্ত চ পুত্রঃ স্বপুত্রঃ পিতৃজ্ঞাপরিপালনম্ ।
 পিতৃপুত্রং পুনরুচ্য বচিষামি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫
 ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা নন্দো নরাক্ষরোতি চ ।
 পুত্রস্যামাস তান সর্জন পালয়ামাস বৈ তস্মৈ ॥৬৬
 পুত্রোক্তে চ গুরুবৎসলঃ কামকৈবল্যভরণঃ
 ন মাতা ন পিতা বহুর্মাত্রাতা ন চ সৌজন্যঃ ॥ ৬৭
 ন বিদ্যা ন কলহক হেতাঃ সুবলকপ্রভম্
 বহুতুল্যং সুখং তে তদ্বচনীয়ং বচিঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৮
 প্রহসন্ত বচঃ শ্রুত্বা তেতপি নরাক্ষরোতি চ

এক প্রহসন্তঃ পুত্রং বচিঃ বিচলিত হন
 নঃ প্রহসন্তঃ স্বপুত্রঃ তস্মৈ বচিঃ তিনি নন্দ
 বাক্যভেদে করিয়া পুত্রপদ বচিতে চূড় হন
 নাই । রাজা পুত্রকে প্রহসন্তে গুরুবৎ
 পাঠাইলেন । তত ইত্যেক নিজ পুত্র বচিঃ
 অত্যন্ত বালকভেদে মতি ত মিলাতাম কহিতে
 লহিলেন । এক গুরু বচন বলিতে, হে
 বালক ! কথং, কেমন ইত্যাদি পঠিতেছে ।
 তুমিও ইত্যাদির মত অধ্যয়ন কর । তদ্বচে
 রাজা তেমনকে সন্তোষ করিলেন । পিতৃ-
 জ্ঞান পালন কর পুত্রের সর্জনকে ত্রেপ
 বর্ষ । তুমিই পিতৃজ্ঞান বচন করিবে ;
 ইত্যেতং সত্যং নাই ৬১—৬২ । তখন
 একজন ইত্য প্রবণ করিয়া 'নন্দো নরাক্ষ-
 রো' এইকথ কহিলেন । এবং সকল বালকে
 এই নাম পিতা পিতাম গুরু বসাক্রমে
 কহিলেন, যেন পিতা, মাতা, রাজা, বহু, ভাণ্ডা,
 মিত্র, বহু কেই সেই অসামান্য সুখ দিতে
 পারেন না । এই সমসারূপ বহুবচনের জ্ঞান
 কন্যায়ী ; একজন সেই বচিঃ কন্যায়ী
 কহিলেন ।

উচুঃ পরম্পরং সর্কো জ্ঞানম্ পরমং গতাঃ ॥
 তচ্ছ্রুত্বা চ গুরুভুঃ প্রাপ্তবান্ধমভিসমঃ ।
 তাড়য়ামাস ক্রুদ্ধো বৈ জীবনং দ্রুতঃ কথম্ ॥
 তেতপি তস্মৈ তস্মৈ চ লিভাঃ সর্কবালকঃ ।
 প্রহসন্তো নৈব চ লিভাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পরমমতিতঃ ॥
 গুরুভুঃ পুন্সঃ প্রহ পুত্রাত ন পিতা তস্মৈ
 তাড়য়ামাস একেতং তাস্মাতাক হরিতম্ ॥ ৬৯
 ইত্যেতৎ বচনং শ্রুত্বা প্রহসন্তো বাক্যমবৌ
 তস্মাক্টকৈব তং তথা পিতা ন লজ্যতে মদা
 তস্মৈ পিতা চ বচঃ স্বয়ং প্রাপ্যতে পিতা
 জাতং ভাগ্যমসংপাদ্য সর্কবালকঃ পুত্রঃ ॥
 দীপন শিবম্ তস্মৈ পিতা নমিসম
 স্বয়ং পুত্রং ন পুত্রং পুনর্দেব কথং পিতা
 পুত্রকরং লোকনং কাম্যতে ন কদচন ॥৭০
 ইত্যেতৎ বাক্যমক্টকৈব পিতৃপুত্রং পুত্রকঃ

বাক্যকর প্রহসন্তঃ স্বয়ং করিত ও
 সেই পরমামমানে পরস্পর নামে নন্দ
 এই কথ সর্ক করিতে লাগিল । তখন
 গুরু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও তদ্বচ ইহ প্রহস-
 তস্মৈ করত নন্দ তাড়ন করিয়া ব-
 লেন, তেমন নিঃস্ব আত্মক উপা-
 ইত্যেতৎ স্বপুত্রঃ বালকঃ গুরু প্রা-
 পাইবাম পুত্রপ্রতিষ্ঠা ইত্যেতৎ কিং প-
 দ্যমীল প্রহসন্তঃ তদ্বচে কিছুমান বিচা-
 ইলেন ন পুত্রং গুরু কহিলেন
 প্রহসন্ত । তুই পিতাকে লজা করিবে
 ন ; যদি তুমি তখন করিস, তেমন
 শত্রু তাড়না করিবে । ইহ তুমি প্র-
 কহিলেন, আপনি যাহা কহিলেন, স-
 মতা ; কিন্তু আমি পিতাকে লজান করি-
 না । তাহা হিরাগণি পুত্র আমার পিতা ।
 নিজ সৌভাগ্যকে সেই সর্কবালক
 পিতাকে ন পাইতেছি যেমন—যবঃ
 উচিত না হন, লোক তাহা দীপনি
 আশ্রিত থাকে । সুখ উচিত ইহা
 কি সৌভাগ্য সুখকর হয় ? তদ্রূপ অসং-
 পাইলে, পিতাও আর সুখকর ধরেন

তস্যঃ কৃৎ তস্মৈক বচনং কৃত্ব সৰ্বথা ।
 অমৃতং মতং দেতব্যং যচ্ছসি তথা কৃত্ব ॥ ৪
 বহুধা শিক্ষিতঃ সোহপি ন মেমে বচনং পিতুঃ ।
 প্রভুবাচ তদা তাস্য শরতাং মিত্রসমুদয়াঃ ॥ ৫
 কঃ পিতা কঃ বহুর্কৈঃ কঃ মাতা তন্মিনী পুত্ৰঃ ।
 মিত্রঃ কিঞ্চ কলত্রং বা সৰ্বং স্বার্থপরত্বিহ ॥ ৬
 যথা সাদৃশ্যং কৃত্ব পক্ষিণো বিবিধাঃ শিভাঃ ।
 প্রাতঃকালে চ তে বহু বীৰ্য্য কাৰ্য্য্য ভবেদ্বিহ
 তেহৈব চ গমিষ্যসি উচ্চৈশ্চি ততস্ততঃ ॥ ৭
 তদন্তঃসং পিতৃদি কথ্যতে সমুদ্যোগতঃ ।
 কৰ্ম্মযোগং বক্যং কৃত্ব গচ্ছসি দেববাহিতঃ ॥ ৮
 ইহাং দুঃখং সংসারং পুণ্যতে গমসত্ত্বম্ ।
 সৰ্বং যত্নমহং তচ্চ নতঃ কাৰ্য্য্য বিচার্য্য ॥ ৯
 শিবঃ মনোভ্রমো বদ্যুঃ ক্রিয়তে মনুজেন চ

পরতঃ করিলে তেমনঃ কিছুতেই হইবে
 না, অতএব তেমনঃ পিতা যেহুপ আদেশ
 করেন, তুমি তদা সৰ্ব্বতোভাবে পালন কর
 অমরা এইরূপ বলিলম, তেমনঃ যেহুপ ইচ্ছা,
 তাহা কর প্রকৃত, যদি-পুত্রকর্তৃক নন-
 প্রকারে শিক্ষিত হইয়াও পিতার বাক্য মানি-
 লেন না এবং যদি-পুত্রকর্তৃক করিতে না-
 যেন তে পরিচর্য্য। তেমনঃ প্রবণ কর এই
 জগতে পিতা কে ? বহু কে ? মাতা কে ? কেট
 বা তন্মিনী ? কেট বা মিত্র ? কেট বা বী ?
 সকলেই স্বার্থপর নন, জাতীয় পক্ষিপদ, যেহুপ
 সাদৃশ্যকালে এক এক প্রকার অবস্থান করত
 প্রাতঃকালে যে স্থানে আপনঃ কাৰ্য্য থাকে,
 সেই স্থানে গমন করে এবং ইচ্ছানুসারে
 উচ্চতর স্থান, তাহাব্যস্ত এই পরীরে পিতা,
 মাতা, বহু, কলত্র ইত্যাদির সমুদয় ও বিয়োগ
 জানিবে মনুষ্যাদি তদন্তঃসংসারে বীর বীর
 কর্ম্মকল তেহু হস্তে গমন করে এই জগতে
 যে কিছু সংসারের শ্রবণে দেখিতেছ, তাহা সমস্তই
 ব্রহ্মের বিদ্যা; ইহাতে কোন বিচার করিবে
 না, শিবভোগে পাপ এবং পুণ্যবশত যোগ
 যনের ইচ্ছা হয়, ব্যতিক্রমে তাহাই করে অব-
 সেক্ষন করে। এই সংসার-দুঃখও সেইরূপ

তথা রাত্রেও প্রভুভোগে ভোগেই শ্রবণম্ ॥
 এবং যথা তথা গুরু ভোগেই বৈ হরিঃ সাদৃশ্য
 অতথা ব্রহ্মপাশে চ পতিষ্য ন সংশয়ঃ ॥ ১১
 কতিখা চ পিতা পুত্রঃ পিতৃকং পরিকল্পতে ।
 পুত্ৰঃ কতিখা তং বৈ পুত্রকং পরিকল্পতে ॥
 জীবন্ত কৰ্ম্মবজ্রো বৈ ভ্রমতে যোনিসম্মতে ॥
 কেবলং পাতকং চেৎ ত্রাং তদা স নরকঃ
 কেবলকৈব পুণ্যকং সৰ্গকং লভতে তদা ॥ ১৫
 উভয়োঃ সমতায়াং বৈ মনুষ্যকং ভবেদ্বিহ
 উভয়োঃ করে মুক্তিভবতীতি মনিষিতম্ ॥
 যাবচ্চ কৰ্ম্মসমুদয়বশতঃ শ্রুতং
 তম্যচ্চ কৰ্ম্মসমুদয়ং তদন্যোদ্যে হরিঃ সাদৃশ্য
 হরেঃ তদন্যেনৈব কৰ্ম্ম দরীভবত্যুত ॥ ১৭
 তোগেনৈব তথ বালাঃ প্রায়শ্চিত্তঃ পুনরুদ্য
 দেহী পবিত্রতাং যতিঃ যত্নে ভ্রমণ ভবেৎ
 যাবচ্চ মলিনং বহুং তদন্তঃসং ন শরতে

জানিবে ১—১০। তেমনঃ এইরূপ
 চেন করিয়া সৰ্ব্বদা হরিকে ভজন কর
 না করিলে, ব্রহ্মপাশের বন্ধন-পাশে পতিত
 তদন্তঃ সংশয় নাই পিতা কতক
 নরক পিতা অপত্যকে পুত্র করন করিয়া
 পুনর্কায় ঐ পুত্র, কতক ঐ পিতাকে
 বলিয়া করন। কতিখাচেন জীব, য
 আপন কৰ্ম্মগুণে আবদ্ধ হইয়া জনন-মরণ
 কল ত্রাংসমুদয়ানি যথো ভ্রমণ করিতেই
 জীব, কেবলমাত্র পাপ সঞ্চয় করে, সে ন
 গমন করে, যে জীব কেবলমাত্র পুণ্য
 করে, সে সৰ্গলাভ করে পাপ
 পুণ্য উভয়েই সমান হইলে, মনুষ্য
 প্রাপ্ত হয়। ঐ পাপ-পুণ্যের কল হ
 মুক্তি হয়, ইহাই নিত্য জানিবে
 যে পর্য্যন্ত কৰ্ম্মগুণে আবদ্ধ থাকে, সে
 পর্য্যন্ত মুক্তি অতি দুর্লভ, অতএব কৰ্ম্ম
 নিমিত্ত সৰ্ব্বদা হরিকে ভজনা করিবে। ই
 ভজনা করিলেই কৰ্ম্মকল হয়। যে বালা
 দেহী জেন এবং প্রায়শ্চিত্ত যারা পাপ
 লাভ করে, তাহা না হইলে পুনর্কায়

তু চ পুনঃ স্তোত্রাং সজ্জতি নৈ পুণম্ ॥১১
 ৭ পরাং বৈ পাশৈর্মলিনতাং পতম্ ।
 ২ ভুজনেনৈব জাহতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০
 ৮ বলিশাঃ সর্কে তদাঙ্গালালকা পুটম্ ।
 ১১ প্রকর্ষক তদাঙ্গাঃ সর্কযাঃ পুনঃ ॥ ২১
 ১২ তু ন কঠাঃ বচনং ব্রাহ্মসম্বন্ধম্ ।
 ১৩ কঠায়াঃ কঠায়াঃ পমাতামিডঃ ॥ ২২
 ১৪ কঠে বলৈকৈব বোধিতাঃ সমাগমন
 ১৫ তু চ তে চ বাতানক তদাক্রমণ ॥ ২৩
 ১৬ পিতৃনঃ তেষাং কঠা তদা সমাজয়ঃ
 ১৭ তু চ তে সৈ বোধিতায়াঃ সতমঃ ॥ ২৪
 ১৮ প্রকর্ষক মিত্তায়াঃ তদাঙ্গাঃ
 ১৯ কঠাঃ সৈ কঠায়াঃ নিবৃত্তম্
 ২০ সতমঃ প্রাপ্তঃ মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ চ ২১

তদা যেন বসু যো পদাশু মলিন ধ্বজে,
 তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ২১ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ২২ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ২৩ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ২৪ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ২৫ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ২৬ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ২৭ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ২৮ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ২৯ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ৩০ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ৩১ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ৩২ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ৩৩ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ৩৪ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ৩৫ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ৩৬ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ৩৭ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ৩৮ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ৩৯ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয
 ৪০ তেন পদাশু তদাশু তেন বসু সালয

দেবান্ত দামনাঃ সর্কে গজকী নাগসভায়াঃ ।
 কঠায়াঃ পদাশু তে চ কঠাঃ সক্তি বদাশু ॥ ২৬
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ২৭
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ২৮
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ২৯
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ৩০
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ৩১
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ৩২
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ৩৩
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ৩৪
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ৩৫
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ৩৬
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ৩৭
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ৩৮
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ৩৯
 মিত্তায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ কঠায়াঃ ॥ ৪০

আমার নিকটে তদা সমস্তই প্রাপ্ত হইবে :
 আমাকে 'হরি' বলিয়া ডাক । দেবদত্ত, সমস্ত
 দানদত্ত, গজকীদত্ত, প্রবাসিত্ত, মিত্তদত্ত, এক
 কঠায়া, কঠায়া, সকলই একেই আমার বন্ধী-
 কৃত । আমিই হরি । অতঃপর কেহই হরি
 নাই । তুমি যে হস্তিক ভজনা কর, সে কোথায়
 একেই তদা বল । আমি নিজে এক অকৃত
 সকলই করিতে পারি, তাহাতে আমার কঠায়া
 আছে, অতঃপর আমি তিহ একেই অতঃপর
 ব্যক্তি হরি হইবে । একেই তুমি বলক, কি
 করণে আমার কঠায়া করিতে না, তাহা
 বল ॥ ১০—২৮ ॥ এক্ষণে, পিতার এইরূপ
 বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৈজা !
 এক্ষণে কর "আমিই হরি, অতঃপর কেহই
 তুমি কি মিত্ত একেই বলিতেছ । কোথায়
 একেই হস্তিক বস্ত্র জেন আছে, যেমন মনি
 ও কাচ, কেকিল ও মূক, কঠম ও চন্দ্র,
 সাতিক ও জামস, হুই ও কল্যাণ, কো ও
 সৌকিকব্যাক, সৌর ও হুই একেই কো ও হুই
 কঠায়া জেন, তেমনি হরি ও তুমি উভয়ে অতঃপর
 জেন, ইহাতে কোল কিম্বা করিতে না । তুমি

করি কুপেইহুত নাতি ভণ্ডিঃকট্টেইহুত পম
কমায় লজ্জাসে তৎ হরিঃ কুপুঃ সাংপতম্ ১৩৬
ইতোব মিঃসঃ ৩ক জমীঃ দৈত্যাসত্তম ।
পত্ন্যব্রাহ্মণঃ হিঃ পুণ্যলঃ কঃ সমাহুহঃ ১৩৭
সর্গল ভজনীয়ে বৈ হরিঃইরিঃইরিঃ সগা ।
কর্ম্মিঃসিঃ বঃ ৩ক কুপুঃ ৩ক নিরুত্তম্ ১৩৮
ইতোব ভঃসিতঃ সে বৈ পুনঃ-ব্রাহ্মণীঃসিঃম্ ।
বঃ পুত্র ভজনী সে বৈ বিদ্যতে কুত্র ভজন ১৩৯
ইতোব বচনঃ কঃ প্রকৃতাঃ সচনঃ তৎ
বাক্যে ভ্রাতঃ প্রেতাঃ কদা পাপা ভবেৎ হি ।

ইতি শ্রীশিব মহাপুরুষে স্তোত্রাঙ্গ-
প্রকৃতাঃ-স্বাক্ষরঃ নাম বহিঃ
অষ্টোত্তমঃ ১৩৮ ।

অবতার-পুরুষঃ বিষ্ট ও মূর্তি যাহা হইবে, কদা
অভিমানবৃত্ত, মূর্তি, পদবন্ধ এবং যিমানী
কুমি সত্ত্ব হইলে মূর্তি হইবে না, হরি সত্ত্ব
হইলে উক্ত মূর্তি হইবে একমে আপনাত
হরি বলিতে কি অতঃ তোমার লজ্জা হইতোহ
না? যে দৈত্যাসত্তম! কুমি হই মিঃসঃ জনিও
কেনি ব্যক্তি পদে অধোভঙ্গ ত্যস্ অতি
পুণ্যলঃ অধোভঙ্গ করে। অতঃ সর্গল
হরিক ভজন করিব কুমি যাহা করিতে হই
করিয়া, নিরুত্তর সেই কদা কদা হিঃসঃ-
কলি পুত্রকর্ষক এইকালে চিত্তভ্রম হইবে
পুনর্বার প্রকৃতাঃ এই ব্যক্তি বলিলেন, যে
পুত্র! কুমি যাহা ভজন করিতেছ, সেই
হরি কোন স্থানে আছে তৎ কল প্রকৃতাঃ
পিতৃ এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃতাঃ করিলেন,
যে পুত্রকর্ষক। প্রকৃতাঃ, প্রকৃতাঃ করিলেন পাপ
না হইবে ২৩৮

বহিঃস্বাক্ষরঃ নাম বহিঃ ১৩৮ ।

একমুদ্রিতমোহধায়ঃ ।

মুদ্র উবাচ

শমভাস্তমঃ প্রেতাঃনোক্তঃ যথোক্তঃ ব্রহ্ম
প্রহ্লাদ উবাচ :

বঃ পুত্রকর্ষক ইতি সত্য শমভাস্তমঃ কথামি তে ।
পুত্রকর্ষকঃ বঃ কিকিঃ মূলঃ স্মৃৎসু
সমুদ্রে পর্জতে বাপি তৎসে সেরে সবিঃসু চ
চেতনঃচেতনে চেতঃ স্মৃৎসু চ নগরে তৎ ১৩৯
স্মৃৎসু চবাঃপার্বা চ চেতঃ চ পিঃকাননে
ইতি চাপি সগা কো বৈ ময়াব চ ন সঃসঃ
সঃসঃ পুত্রকর্ষকঃ সঃসঃ চ হতে চব ভবিষ্যতি
তৎসঃ সবিঃসু নৈব শক্যতে সত্যাসত্তম ১৪০
ইতোব বচনঃ কঃ প্রকৃতাঃ ব্রাহ্মণীঃসিঃম্
পুত্রকর্ষকঃ প্রকৃতাঃ ব্রাহ্মণীঃসিঃম্
প্রহ্লাদ উবাচ

ন ইন্দ্রকর যিমানত তৎ নৈব হরিঃ পম

একমুদ্রিতমোহধায়ঃ

মুদ্র করিলেন যে কুমিঃসিঃম্ প্রকৃতাঃ
বঃ বলিলেন, তৎ বলিতেছি কদা
শমভাস্তমঃ প্রকৃতাঃ করিলেন, যে
কুমি যাহা জিহ্বাসা করিলেন, তৎ করি
অবন কর পুত্রকর্ষক যে কিকিঃ মূলঃ
স্মৃৎসু পুত্রকর্ষকঃ স্মৃৎসু চবাঃপার্বা চ চেতঃ চ
পিঃকাননে, সর্গল ইতি বচনঃ পি
তোমার যিমানত অতঃ তুমি কাম্য
অতঃ, ইতি সঃসঃ নই তুমি
পুত্রকর্ষক, মধ্যকালে ও অসময়েও ধর্ম
যে দৈত্যাসত্তম! আমি ইতি সঃসঃ বর্জন
সকল নহি। দৈত্য হিঃসঃ-কলি পুত্রকর্ষক
কলি ব্যক্তি ভ্রম করিয়া করিতে লাগিলেন
পুত্র। কুমি যাহা বলিলেন, আমি তৎ পুত্র
বলিতেছি, প্রকৃতাঃ কদা প্রকৃতাঃ বলি
অতঃ হরি যে স্থানে নাই প্রকৃতাঃ বলি

মহাকাশে বধা মেধা সর্জস্তু লবিসত্তমা ।
 তথা হৃদয়ভাষকং গড়নভেত্তি পুনঃপুনঃ ॥ ১০
 কেশরাঃ শোভমানাঃ তান্ধির্বেদানবগুণঃ ।
 নাসেন চ দিশঃ সর্গাঃ প্রতিবন্ধক চক্রিয়ে ॥ ১১
 মুখ্যতঃ জ্ঞানয়া সর্গান্ জ্ঞানয়নৈতাপুত্রবাসন
 চ ধারেন উপা গঠন পাতন সর্গিনা তথা ॥ ১২
 যদ্যপি নৈবৈতং কদামঃ সূর্যবৈবপুঃ ।
 তদ্যপি ভাসমানৈতাসাঃ সর্গে পুত্রহিতাঃ ॥ ১৩
 মুখ্যতঃ চ কৃতজ্ঞযোগ্যং বুদ্ধং চকুঃ হৃদয়বন্ধু ।
 বিদ্যন চ তস্য হে চ হতাঃ বাসেন তৎকলম্ ॥
 হিরণ্যকলিমাণৈঃ স মুক্তা চকুঃ হৃদয়বন্ধু ।
 সর্গিনী সর্গিনা জ্ঞাপ্তা সমুদ্রাঃ কলান্তরাঃ ॥ ১৪
 সৌন্দর্য্যচক্ৰ মনজ্ঞাঃ সর্গিতাঃ লতাঃ বজাঃ ।
 তথা মুক্তাঃ তৎকলমীদৃষ্টমসিসত্তমাঃ ॥ ১৫
 পদ্মাঃ সৌন্দর্য্যি বহুঃ জ্ঞান লোকান্যাহুঃ বন্ধুত্ব

[illegible]

ब्याप्ति च ह्यसौ मोक्षोपि आत्मा न विनिवर्तितः
 उवाच ॥ तद्वाक्यं ज्ञातुं सर्वकैश्च जगत् ॥ उवाच ॥
 देवाः ॥ ह्येवमाप्ताः किं उच्यते हि न पुनः
 ईतोयं वदन्ते उवाच ह्यमुपनिषत् ॥ ३० ॥
 परमं परं वदन्ते ननु वा हि उवाच पुनः ॥
 ईशैश्च उच्यते ननु वा हि उवाच पुनः ॥ ३१ ॥
 मया चैव कथं प्राप्य ननु न पुनः उवाच ॥
 वदन्ति ननु वा हि उवाच न पुनः ॥ ३२ ॥
 ननु वा हि उवाच न पुनः ॥ ३३ ॥
 ननु वा हि उवाच न पुनः ॥ ३४ ॥
 ननु वा हि उवाच न पुनः ॥ ३५ ॥
 ननु वा हि उवाच न पुनः ॥ ३६ ॥
 ननु वा हि उवाच न पुनः ॥ ३७ ॥
 ननु वा हि उवाच न पुनः ॥ ३८ ॥
 ननु वा हि उवाच न पुनः ॥ ३९ ॥
 ननु वा हि उवाच न पुनः ॥ ४० ॥

করিলেন, আরে ! যখন হঠাৎ এক
সেই দিকবাঁকি পু নিম্নত হইলো, ত
নৃসিংহদেবের তেজোবিশিষ্ট নিম্নত হই
পূর্ণকীর্ত্তন সমস্ত তখন বাঁকন করি
সেবতঃপন সংশ্লিষ্ট হইলো । পূর্ণকীর্ত্তি
এইরূপ বলিতে বলিতে ভাব নব হইতে নি
উদ্ভূত হইল প্রকৃতকালে বলিলেন, যে
আগে গমন করিতে হইবে, পদাঙ্গুর এই
বলিতে লাগিলেন । অনন্তর সেবতঃপন হই
বলিলেন, তেজোবিশিষ্ট আগের গমন করিতে হই
২১—৩১ : ইহা বলিলেন অর্থাৎ আগের
করিলেন আমায় চম্বু নই হইবে বসন্ত
জেন, আমি আগের গমন করিতে পারিব
করুন তখন হইলো আমায় গন্ত নই
বাইবে । লক্ষী বলিলেন, আমি ভাবনে
চম্বু করুন করুন করি নই, অতএব কি
গমন করিব ? হে প্রধানতম কবিগণ ।
এবং কনিদা নৃসিংহদেবের সকল গমন কা
পারিলেন না, কি প্রকারে নৃসিংহ
কোনো নাতি হইবে, এইরূপ তর্ক বি
করত একদাঙ্গের নিকটে প্রার্থনা করি
একদাঙ্গ আগের গমন করিলেন । নৃসিংহ
একদাঙ্গকে কনি করিয়া জিজ্ঞাসা করি

ও হুঃখিত বসন্ত জনেই ব্যাপারতলা ।

নিম্নরাস নীতলা জলরং তলা ॥ ৩৫

শ্রীমুসিংহ উবাচ ।

ন জুলিত মেঘনা জলরং নীতলা মম ।

২৩ পুত্র সংযোগাং পুত্রভার্য্য নীতলাম্ ॥

শৈবায় পুত্রস্ত সংযোগঃ সুখকারণম্ ।

তে পুত্র সংযোগাভিয্যতি চ সঙ্গতিঃ ॥ ৩৭

কুচ পুত্রস্ত পুত্র পুত্রোতি লালয়ন ।

২ পুত্র কুচ পুত্র পুত্রোতি লালয়নম্ ॥ ৩৮

যতি চ তে বংশে হবংশো মে সঙ্গা কিল

বক তদা দৃষ্ট কাবান মোচয় তদা ॥

দ্বিগুণে দেব পণেশঃ প্রাণেশন পুনঃ ।

দুর্জয়তঃ প্রোই গচ্ছ দেবঃ শমঃ নত ॥ ৪০

পুত্রঃ সুদুঃখাং সমাশ্রয় প্রচক্রমে

১. যতঃ শ্রেষ্ঠ জাতঃ সততঃ পুনঃ ॥ ৪১

৩০ কহিতে লাগিলেন, আর প্রকৃতমতে

হৃদয়িত হইয়াছেন, জনসমীপে এইরূপ

কবিতা বক্তৃতা করি যাহাকে আলি-

কিয়া জলম নীতলা কহিলেন একা বলি-

দৃষ্ট মতা আমায় জলস্নেহে অভিমান

যত কহিতে গেল ততই তোমার সা-

যত নীতলা হইল যেতই পুত্রের অত

ন পুত্রোতি ও পুত্রের আলিঙ্গন পিতার

ত ততঃ যতই যে পুত্রঃ আমায়

তসংযোগে তোমার সঙ্গতি হইবে মুসিংহ

এই কথা বলিয়া প্রকৃতমতে পুত্র বলি-

ন কবিতা কহিলেন, যে পুত্রঃ মুসিংহ পুত্র-

মুসিংহ উপমান কর ব্যক্ত্যতাপ কর তোমায়

স্বতঃ কেন ব্যক্তিই আমায় যত চাইবে

ই প্রকৃত বর প্রদান করিয়া দুঃখ

কহিতে লাগিলেন, ইতিপূর্বেই দেবপণ

শের নিকট প্রার্থনা করিলেন, আপনি পুত্রি-

তা যোগে শ্রেষ্ঠ, অতএব মুসিংহকে

উপমান করুন এবং তাঁহাকে শাস্ত করুন ।

৩০ গণপতি দেবপণ কর্তৃক এইরূপ

হইয়া প্রসন্নমুখে মুখিকাপরি আরোহণ

কি গমন করিতে আরম্ভ করিলেন । যত-

লম্বকৈবোর্ধ্বঃ ততঃ রূপঃ হস্তকরঃ তদা ।

দৃষ্টা দেবাত্মনা তে চ বর্জিতোহভিয্যতি ॥ ৪২

বাহনোংকাননে মোহপি পতিতো বাহনঃ তদা ।

হস্তঃ প্রাপ্যতদা দেবা নৃহরিঃ বিশেষতঃ ॥ ৪৩

হসিতক তদা দৃষ্টা দেবাঃ সুখমুপাগতাঃ ।

নতৈশ্চ বহকৈঃ ক্রোধো হসিতে চ হরৌ নৃবাঃ ॥

তথাপি ন নিবর্তেত জালা চ নৃহকৈঃ পুনঃ ।

দুঃখঃ প্রাপ্যতদা দেবাঃ নৃহস্তাঃ শরণং যতঃ ॥

নতঃ চ স্তবায়ামুর্গোকানাং সুখহেতবে ।

নমস্তেহক নমস্তেহক নমস্তেহক সবাশিব ॥ ৪৬

পূর্বে দুঃখঃ যতঃ জাতঃ তদা চ যুক্তিতা বসম্ ।

সমুদো যতিতৈশ্চ বহনাত বিতাসনঃ ॥ ৪৭

নতঃ দেবৈকতা নৃহস্তা গৃহীতঃ পরমঃ কবা ।

ননের শরীর মূল বহন মুখিক এবং উন্নত অতি

কৃতঃ অতএব তাঁহার রূপ অতি সাতকর হইল ।

দেবতার গণপতিও নরন করিয়া অতি বিদ্র-

সহকারে তাহাকে তাঁহার রূপ বর্নন করিতে

লাগিলেন । এক্ষণে, মুসিংহদেব, সেই সময়ে

পূর্বেও প্রকারে দুঃখের জাল করিতেছিলেন,

সেই দুঃখের কারণের বাহন উঠাইয়া পড়িল,

কারণও তখন বাহন হইতে পড়িত হইলেন ।

ইহাতে দেবতারা এবং মুসিংহদেব অতিশয়

হাস্ত করিতে লাগিলেন দেবতারা মুসিংহ-

দেবকে হাস্ত করিতে দেখিয়া, কিংকল হাসিয়া

লাভ করিলেন । মুসিংহ হাস্ত করিতেছেন, অতএব

হরির ক্রোধশক্তি হইয়াছে, দেবতারা ইহা অবি-

লেন, কিন্তু মুহুরি তেজস্বিনী নিকৃতি পায় নাই

দেখিয়া, আমায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

তৎকালে দেবপণ, দুঃখিত হইয়া মাহুদেবের

শরণাপন্ন হইলেন এবং লোকবিশেষ হুবে

নিমিত্ত তাঁহাকে ভয় করিতে লাগিলেন । যে

সবাশিব ! তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার,

তোমাকে নমস্কার । পূর্বে দুঃখাশীল আমা-

রিশের দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে

আপনিই আমাবিশেষে রক্ষা করিয়াছেন । যে

নৃহস্তা ! তৎকালে সমস্ত যতি হইয়াছিল,

তৎকালে দেবতারা তোমাকে পূজ্য পূজ্য রূপ

রক্ষিতাঃ স্য তদা নাথ নীলকণ্ঠ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪৮
 প্রসিদ্ধক বদা বস্তু হুঃখক জারতে প্রভো ।
 তদা তুচ্ছক নঃ হি সর্কস হুঃখঃ কলৌরত ॥ ৪৯
 ইদানীং নৃহরেষাং লীড়তে নঃ সঙ্গাশিব ।
 শমজিত্বক ৩ঃ দেব শক্তোহসীতি স্মৃতিশ্রুতম্ ॥ ৫০
 ইতি স্ততস্তদা শমুগজিত্ত দেবসত্তমাঃ
 শমদিয়ামি বো হুঃখঃ সর্কস হি ততঃ স্ম ॥ ৫১
 মক্ষকণঃ বো গুতৈশ্বর ততঃ হুঃখঃ কসং গুতম্ ।
 ইতুচ্ছকন্তে তদা দেব আনন্দঃ পরমং গুতম্ ॥
 ততঃপতঃ তদা ভগ্নঃ কবতাস্বিসত্তমাঃ ॥ ৫২
 শিবোহপি চ বিচিৎসিতঃ শরতঃ কপমহুতম্
 দেব জগাম ততঃপতঃ দ্বিতোহসৌ নৃহরিঃ স্ম ॥ ৫৩
 নৃহরিঃ তদীকঃ বো হুঃখঃ কপং ততঃপতম্
 উবচ বচনং তেহা রক্ষিত দেবসত্তমাঃ ॥ ৫৪

অর জয়তি শতুর্বে নমস্কৃত্য বালৌরত ।
 বাসানি চ বিচিৎসিত নিত্যানি বিবিধানি চ ।
 পুণ্ডরীকমেনেকক জাতঃ ততঃ মহাশয়নি ॥ ৫৫
 ইতুচ্ছকন্তে তদা দেব আনন্দঃ পরমং গুতম্ ।
 শিবঃ বিষ্ণুঃ প্রভ্রাণং নৃহরে কপমহুতম্ ॥ ৫৬
 বর্গ দ্বিত্য জ্যোতিষ্ক গতা ধাম সর্কস স্কম্ ॥ ৫৭
 শিবোহপি চ তদা দেবান নৃহরিঃ যদা পুনঃ
 দ্বিত্যিত স্কলান কামাঃ হুঃখঃ কপমহুতম্ ॥ ৫৮
 তৌ দ্বিত্যিত চ পুনঃ প্রভৌ জাতৌ চ বক্ষসাত্তম্
 রাবণঃ কুহুর্কণঃ রামেণ নিহতৌ পুন ॥ ৫৯
 তানবঃ স্মরণেযতঃ কপমহুতম্ মারিতৌ পুন
 বৈষ্ণুঃ কপ পুন প্রাপ্তৌ শমনঃ পরমং গুতম্ ॥ ৬০
 ইতি বঃ স্মরণেযতঃ চবিতঃ নৃহরিঃ পুন
 শিবস্ত চ মর্জিতঃ কপিত্তমিসত্তমাঃ ॥ ৬১

কহিলেন, তুমি ব্রহ্মসমূহে কন্যাস্বর কপিত্তমিসত্তমাঃ
 গ্রহণ করত আমাদিগকে কক্ষ করিয়াছ এতঃ
 তুমি নীলকণ্ঠ নামে খ্যাত হইয়াছ তে প্রভো
 কখন বাহার উৎকট হুঃখ উপস্থিত হয়, তৎকালে
 তোমাকে নমস্কার করিলেই সমস্ত হুঃখ নষ্ট
 হইয়া যায় । তে সঙ্গাশিব । এক্ষণে নৃসিংহ-
 দেবের তেজঃশিখা আমাদিগকে অভিভব শীড়িত
 করিতেছে, তে দেব । এই জগতের শক্তি করিতে
 আপনাই একমাত্র সক্ষম ৪১—৪০ দেব-
 জেগে শমুগে এইরূপে পূর্ব করিলেন, শমু কতি-
 জেন, যে দেবসত্তমগণ । তে'মরা গমন কর,
 আমি তোমাদিগের হুঃখ শাস্তি করিব, হুঃখ-
 শান্তি করাই আমার দত্ত যে ব্যক্তি আমার
 শরণাগত হয়, নিঃসন্দেহ তৎকাল হুঃখ নষ্ট হয়
 দেবতাপন শমুগজিত্ত এইরূপ উক্ত হইয়া পরমা-
 নন্দ লাভ করত যে স্থান হইতে আগমন করিয়া-
 ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন । যে
 কবিসত্তমগণ ! পরে বদ্য হইল, 'তদা' বলি-
 তেছি প্রবণ করন । তৎকালে শিব মনে মনে
 নানাপ্রকার মিচারণীক অদ্ভুত শরত সৃষ্টি
 ধারণ করত যে স্থানে নৃসিংহদেব অবস্থান
 করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন ।
 নৃসিংহ দ্বয় হইতে শরতঃ সেই ভয়ঙ্কর রূপ

ধারণ করিয়া কহিলেন, আজ তুমি দেবসত্তম
 কক্ষ করিলে । "তোমার জন্ম হইতে, তুমি হইতে"
 শমু, এই কথা বলিয়া নৃসিংহদেবকে নমস্কার
 করত অসংকট হইলেন তখন যাহা
 নৃসিংহদেবের নিকটে বিচিত্র বাস, নানাপ্রকার
 নৃত্য এবং নিরাময় পুণ্ডরীক হইতে লগিত
 নৃসিংহদেবের উক্তিতে দেবদান পরমমন্দ গুত
 করত শিব, বিষ্ণু ও প্রজ্ঞানন্দে নমস্কারপূর্বক
 পূজা ৩ম নৃসিংহদেবের অদ্ভুত কপ বর্জন করিত
 করিতে শীত শীত অবাসে গমন করিলেন
 শিব অদ্ভুত হইবার সময় দেবদানও নৃসিংহ-
 দেবের নিকটে বলিয়াছিলেন, নৃসিংহ, তেমা-
 দেব সকল কামনা পূর্ণ করিবেন " সেই দ্বি-
 ব্যাক ও চিত্তব্যাকশিপু নামে দুই প্রধান পুত্র
 পুনর্বার রাবণ এবং কুহুর্কণ নামে কক্ষসত্তমা
 তৎকাল করিলে, শ্রীকাম তৎকালিগে বিলাপ
 করিয়াছেন ; পুনর্বার সেই দুই জন সময়ের
 পুত্র হইয়া অসংগ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহ-
 শিপকে বিনষ্ট করিয়াছেন । পরে তাহারা দুই
 জনে পরমাশ্রা বিষ্ণুর আশ্রিত্যপূর্বক পুনর্বার
 বৈষ্ণুধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৪১—৪০
 যে কবিশ্রী । আপনাদিগের নিকটে নৃসিংহ
 এবং শিবের চরিত্র বর্ণন করিলাম । যে প্রাণ

অতঃপৰিষ্কৃত্য বিকোটেচন শিৱস্ত চ ।
 যুতকৃত্য শ্ৰোত্ৰাতি কবিসম্মাঃ ।
 যুতকৃত্য পাত্ৰং বৈ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
 কংকলং তেমাং পুত্ৰপৌত্ৰাদিসম্পদঃ ।
 স্থি ন সন্দেহম্ভ্যাকু কথিতং যথা ।
 পদং প্রবক্ষ্যামি শব্দতাম্বিসম্মা ॥ ৬১
 তু ত্রীশৈবে মহাপুৰাণে জ্ঞানসংহিতায়
 নৃসিংহচরিত্তবৰ্ণনং নাট্যৈকবটি-
 অমোহধাম ॥ ৬১ ॥

দ্বিসংহিতামোহধায়ঃ ।

অম উচুঃ

সুত মহাবাহু জ্ঞানবানসি সুদত
 তে শিবোদয় চৰিতং কতি বিন্ধ্যবান ॥ ১
 জ্ঞানং বাক্যম্ অসমং দেবতাস্থৰ
 যেনৈব কটকব চক্ৰেণ পৰমৰ্ষমঃ ॥ ২

কহিণ। মহাবাহু বিষ্ণু শিব এৰা পৰম
 চ প্রজ্ঞানস্বৰ এই আশংগা চৰিত্ৰ অৰণ
 ২ তত্ৰাহ কোনকালে চাপডাখন হম না
 গাত দাখ্য নাই তত্ৰাহিগের নানাদি
 ১ এৰ পুত্ৰপৌত্ৰ প্রভৃতি সম্পত্তি হইয়া
 কে ইহাত দাখ্য নাই অতএব আমি
 হা আপনাদিগের নিকটে বৰ্ণন করিলাম তে
 ধনতম অসিগণ। ইহাৰ পদেৰ বাক্য্য বসি-
 চি শ্রবণ করুন ৬১—৬৫

একসংহিতম্ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিসংহিতম্ অধ্যায়ঃ ।

কহিণ। কহিলেন, হে সুত। হে সুত।
 মহাবাহু। হে সুবত। তুমি পৰম জ্ঞানী
 তএব পুনৰ্য্যায় বিস্তারপূৰ্বক শিবেৰ চৰিত্ৰ
 নিকর। পুৰাতন রাজসণ, কহিণ, দেবতা-
 ১ এৰ মহকিণ, কাহাৰই বা আৰাধনা

সুত উবাচ ।

সাদু পৃষ্টিমুখিগ্ৰেষ্ঠাঃ প্ররতাং কথয়ামি বঃ ।
 ত্র্যম্বা পিতামহট্টেচন তংপুত্ৰা পৰমৰ্ষমঃ ৩
 অস্ত্রে চ বয়সো বৈ চ কস্তপাশ্বৰ্য্য এব তে ।
 সর্কে চৈব শিবশৈব পূজাং চক্ৰুঃ পুৰাতনাঃ ৪
 পার্শ্বিবো ধাতুকৌ বাপি মানসৌ বাপি সম্মাঃ ।
 কৃদ্য সিদ্ধিক সম্প্রাপ্তা ইদানীমপি পূজ্যতে ৫
 নারদোচপি বিশেষেণ বসিষ্ঠে কবিসম্মমঃ ।
 অশ্বকটী তথা সাম্রৌ কস্তপো মুনিপুংসবঃ ৬
 অদিতিচাপি নিত্যং বৈ চকার পার্শ্বিব পুত্ৰা ।
 মনব-সন চক্ৰুঃ স্বায়ম্ভুবপুংসবঃ ৭
 প্রিয়ব্রত-স তংপুত্ৰ-চকার পূজনাং স্তম্ভ ।
 ইকাকুচাপি যাকাত সগরো নববভূবা ৮
 দিলীপশ্চৈব তংপুত্ৰে রাজা বশবভূবা ।
 বসন্তঃ সকলং তস্ত কিকিৰ জ্ঞানং ন পুত্ৰতা ৯
 তস্য হৃদঃ সমাপ্তঃ পুত্ৰাখৌ পার্শ্বিবাম্বুজ ।
 পুত্ৰেষ্ঠিক চক্ৰদাসৌ তদ্যো চ বয়ং বসিঃ ১০

কহিণ। জ্ঞানেন, তাত কর্নি কব । সুত কহিলেন,
 হে শৌনকসি কহিণ। আপনাব উত্তম
 জিহাস করিযাছেন, আমি আপনাদিগের নিকটে
 ইহা কহিতেছি, শব্দ বকুন। শিবস্ব ত্র্যম্বা,
 ইহাৰ পুত্ৰ পৰমৰ্ষিণ এবা এাচীন অস্ত্রাভ বৈ
 সকল কস্তপ প্রকৃতি কসি ইহাৰ সকলে
 শিবেরই পূজা করিযাছিলেন। পতিউদয় যুগত
 যুগবাণি ধাতুস্ব, অশ্বকটী মনোমহ মূর্তি কল
 কস্ত ইহাৰ পূজা করি। সিদ্ধিলাভ করিযাছেন
 একপে আমরাও পূজা করিতেছি। ১—৫
 পূৰ্বকালে নারদ, অদিতি বসিষ্ঠ, পতিউদা
 অশ্বকটী, মুনিগ্ৰেষ্ঠ কস্তপ এবা অদিতি প্রকৃতি
 প্রতিদিন পার্শ্বিব নিজ পূজা বিশেষরূপে করিযা-
 ছিলেন। স্বায়ম্ভুব প্রকৃতি মনুস্ব, স্বায়ম্ভুব
 মনুস্ব পুত্ৰ প্রিয়ব্রত, ইকাকু, যাকাত। সগর,
 নবব, দিলীপ, দিলীপের পুত্ৰ এবা রাজা বশ-
 ব ইহাৰ সকলেই উত্তমরূপে শিবের পূজা
 করিযাছেন। যাকাত বশব এাচীন অবহাভেও
 পুত্ৰ বা হওয়ারও অতিশয় হৃদযিতকাবে পুত্ৰ
 প্রার্থনা করত পার্শ্বিব শিবস্বের পূজা এবা

চতুর্ভুজৈশ্চ রূপৈঃ সত্বৈঃ চ কথং তথা ।
কৌশল্যা পার্শ্বাং চত্রে কথ্যাবিষ্টা বহু সতী ।
রামনৈশ্চ তথা নিজাং পার্শ্বাণাং সমপূজয়ত ।
তদাশ্চৈব সমুৎপন্নোহুত্রে সর্বকপূজয়ত । ১২
পূজয়ত বাহ্যং বৈ বৈষ্ণবঃ শরীরং বহু ততঃ ।
পার্বতীশ্যামসংযোজ্য ত্রীকং ততঃ প্রবর্তত । ১৩
বাসঃ স্ত্রী বাসমাত্রক পুরুষ এব ন সংযতঃ ।
পূজয়ে পার্শ্বিকং ততঃ ততঃ মহাশয়নঃ । ১৪
ততঃ মহাপূজাং শিবনৈশ্চ তথা কথং ।
অতঃপি বে মহাতপাঃ পাণ্ডবাঃ প্রোতপূজয়ত ।
অর্জুনঃ বিশেষণ ব্যাসতঃ কথং তথা ।
সকল চ তথা নিজাং বটকে পূজিতোত্তমঃ । ১৫
পূজয়ে শিবনৈশ্চ সপ্তমাসংযমি বহু ।
এসম্ভা তদাশ্চ পুত্র কল্যাণানন্দকনঃ । ১৬
সংগাণ্ড চ জনঃ সর্বং বশং বশতঃ বৈ তথা

বিশেষণঃ সম্প্রদায়ঃ বিশ্বাশিবমৌখ্যঃ । ১৬
নলেন চ তথা পূজা কৃত্য চ শকরত চ ।
পূর্বজন্মনি বৈ বিশেষণে রাজ্যং হৃদোত্তম
প্রাপক রক্ষিতেন বতির্হরসমীপতঃ । •
ততঃ পূজাশ্রয়ণে রাজ্যং সতঃ হরেন চ ।
ইতি ততঃ বচঃ কথং পুনরুচ্যবহাঃ ।
নলেন চ কথং পূর্ণা পূজিতা শকরো মুখ
রক্ষিতঃ বতিঃ কো বৈ ততঃ হৃদে বহি মুখ
অন্তঃস্থবাক্ষ্যনৈশ্চৈব সেবনং শকরত চ ।
ত্রিহি হৃদে বিশেষণ বা নৈশ্চৈব সেবনতঃ ।
কথং ততঃ ততঃ কথং পূজিতমুখ
ইতি ততঃ বচঃ কথং পূজিতমুখ
পূর্ণা বিশ্রাঃ প্রবক্ষ্যামি নলভ্যমিত্যতঃ
অর্জুনচলসংযুক্ত তু পূর্ণতে ভিত্তবশতঃ
আবকঃ ততঃ ততঃ বসতি মূখী বহাঃ
ততঃ পত্নী ভাষকী নতী চকর শিবপূজয়

পূজয়িতবান কথিত্বাচিলেন : এমন সময় বহু
বহি চতুর্ভুজৈশ্চ পূর্ণ হইয়া অতঃপন কথি-
লেন । পতিতঃ কৌশল্যা, বসিষ্ট প্রভৃতি
কথিত্বাচিলেন অতঃপন বহুতঃ পার্শ্বিক শিব
পূজা করিয়াছিলেন এক শ্রীমদচলঃ প্রতি-
দিন পার্শ্বিক শিব পূজা করিয়া শ্রীমদবশে
বে সকল রাজ্যে অতঃপন কথিত্বাচিলেন,
কৌশল্যা সকলসই সময়কালে মহাশয়ের পূজা
কথিত্বাচিলেন । ইলম্বন রাজ্য পূজয় বতি
পতিতঃ বহু মহাশয়ের পূজা করিয়াছেন ।
হৃদয়ঃ পার্বতীর অতঃপন ইলম্বন স্ত্রী
হইয়া পতনের কপালে পূর্ণা পূজয় হইয়া-
ছিলেন । সেই হৃদয় পার্শ্বিক শিব পূজা করি-
য়াই একমাস স্ত্রী একমাস পূজয় হইতে,
ইত্যেতৎ সত্য নাই । ততঃ শিবের মহাপূজা
কথিত্বাচিলেন । অতঃপন মহাতপাঃ দুর্ভিষ্যদি
পতনঃ প্রতিদিন শিবপূজা করিয়াছেন ।
অর্জুন, ব্যাস, বাল্মীকি, ব্যাসমহর্ষি
পূজা করিয়াছিলেন । ততঃ কথং বহু বহু
পতিতঃ মহাশয়ের প্রতিদিন বহু শিব
পূজা করিয়াছিলেন । ততঃ পূজা, এমন

বহুতঃ কতঃ সময় ততঃ পূজয় অতঃপন
কথিত্বাচিলেন যে মুনী বহুতঃ । ইত্যেতৎ
কতঃ শিবপূজা বহু শিবপূজা কতঃ ততঃ
প্রতিদিন শিব শিবপূজা নতঃ প্রতিদিন হই-
লেন ১—১৮ । ১৯ বিশ্রাঃ নতঃ
পূর্বজন্মে শিবপূজা করিয়া এক এক বতি
কথা কথিত্বাচিলেন সেই পূজয়, ততঃ কথং
পূজয় ততঃ এই বাক্য অতঃপন পূর্ণ
কথিতে লাগিলেন, নতঃ কথং কথং
সকলঃ শকরের পূজা করিয়াছিলেন এ
কোম বতিতে এক করিয়াছিলেন, তুমি তা
বিশ্রাঃ পূর্ণা বহুতঃ বহু ততঃ বহু
বহুতঃ অতঃপন বহুতঃ শকরের সেবা করি-
ছিলেন, অর্জুনঃ কি হইয়াছিল এক ।
শিবিক পূজা করিয়াছিলেন, তুমি তাঃ কথং
কথিত্বাচিলেন । শতঃ কথিত্বাচিলেন এই বাক্য
কথিত্বাচিলেন, যে ভ্রাতৃপূজা অর্জুনঃ
ততঃ বহুতঃ শিব বহুতঃ, প্রবণ কল ।
মুনী বহুতঃ । অর্জুনচল নামক পতিতে
নতঃ কথিত্বাচিলেন সতঃ একবাক্য বহু কথি-
ততঃ নতঃ কথিত্বাচিলেন পত্নী শিবিক শিব

ক'কোটিলে কঁড়া চ অলসেচনম্ ॥ ২৬
 ৪ জয়া: শ্ৰেষ্ঠ তৎসুখক নিবৃত্তম্ ।
 ৫ সমাধুভো তুখানো প্ৰীতমানসো ॥ ২৭
 ৬ সময়ে স্বাম্যাবধানাং প্ৰভো বদা ।
 ৭ গুণে কণ্ঠ্যভিৰ্জটিল আপত্য: ॥ ২৮
 ৮ সৰ্বনং কৃত্য শক্ৰস্ত হলেচ্ছয়া ।
 ৯ ব্ৰাহ্মণ সমা কমা প্ৰাতঃকালং বধাৱভ্যম্ ॥ ২৯
 ১০ মি চ তৈ এব বিচৰ্য্যেবমুপাপত্য: ॥ ৩০
 ১১ কনৌ তদা প্ৰভো ভগৱন্তবিলোচন: ।
 ১২ চ পিতা পুত্ৰ ভ্যক্তস্ত নিবৃত্তাং পত্য: ॥ ৩১
 ১৩ নি সময়ে সে ব স্বাৰূপায় গৃহামিণ: ।
 ১৪ ততঃ কৃত্য চ ব্ৰাহ্মণ কণা প্ৰভো ইতি ॥ ৩২
 ১৫ যতিবচ ।
 ১৬ সৰ্বম যতঃ ব দীৰ্ঘতঃ প্ৰাতঃকালং বি ।
 ১৭ সৰ্বম তি ইত্যুক্তং সৰ্বম প্ৰভো ॥ ৩৩

বৰদৈব গল মেঘন্য বৰ্ত্ততে সাতখা কব্দ ।
 ইত্যুক্তং তল। মো বৈ সৰ্বনাথ বৰ্ত্তি বধে ॥ ২৬
 তাবতিয়া বচ: শ্ৰোতৱ বৰ্ত্তি-চৰ গমিযতি ।
 আমিনক তদা কৃত কুৰ্য্যাত্যং স্বীকৃত্যং গৃহে ।
 অহং বহিঃস্থিতিং কুৰ্য্যামাদ্যনি বদতাপি ॥ ২৭
 তবচ-চ কৃত্যং তেন আমিনা চ বিচাৰিভ্যম্ ।
 দ্বিঃ বহিঃ-চ নিষ্ক্ৰম্য কৰ্ম্ম য়েব মদা গৃহে ॥ ২৮
 বদতাবি তদুভয়েসব মদা দেহং বহিঃ বদম্ ।
 ইত্যুক্তং তদা কৃত গৃহে ভো চ সুবৰ্ত্তিতো ॥ ২৯
 অসকেনাভ্যাকৃত্যং প্ৰতিষ্ঠানেচন: ।
 যোশ্ৰেষ্ঠ মানবোপেন বিত: কোণাতয়ে তদা ।
 মাপি নিদা কৰোতি ন বিতো বহিৰ্ভসেচন: ।
 বদতৌ চ পদবস্তং ন পীড়য়ামাদ্ৰুতত: ॥ ৩০
 তেনৈব চ বৰ্ম্মশক্তি কৃত্যং বদ-চ নিচল: ।

১৪৭ নমক শিবলিচে সলসেচন কৰত
 ১৪৮ শিবপুত্ৰ কবিত। ততঃ উভয়
 ১৪৯ পুত্ৰকল সন্দৰ্ভে যৌবন লাভ কৰত নিবৃত্ত
 ১৫০ তদুভয়ে পুত্ৰক প্ৰদৰ্শন প্ৰতি লভ
 ১৫১ ত নানকপ ভোগ কৰিত ১২—২৭
 ১৫২ ন সময়ে পদা অতক, শিবৰ অতক
 ১৫৩ যৌবন কৰিছে, এমন সময়ে এক
 ১৫৪ ষষ্ঠী ব্ৰতি আগমন কৰিলেন, তিনি মনে
 ১৫৫ কৈছিলেন, আমি সকা সময়ে শক্ৰকে সৰ্বন
 ১৫৬ কৰা এই ব্ৰতি এই স্থানে পাবিব, পৰে
 ১৫৭ একালে যে স্থান হইতে আসিবাছি, সেট
 ১৫৮ । গমন কৰিব, কিন্তু তিনি ততঃকালে
 ১৫৯ কীক এককিনো সৰ্বন কৰত হীত হইলেন
 ১৬০ আতকপদী হীতকে হীত দেখি। তুমি
 ১৬১ ৱ পিতা এই কথা বলিলে তিনি স্থি
 ১৬২ লেন। এমন সময়ে সেই গৃহস্থানী আগমন
 ১৬৩ লেন। পৰে আতক হীতকে পূজা কৰিয়া
 ১৬৪ লেন, তে প্ৰভো! আপনাব কি আতক
 ১৬৫ হাবলুন। ব্ৰতি কহিলেন, অৰা আমকে
 ১৬৬ ানে থাকিতে স্থান প্ৰদান কৰ, আত
 ১৬৭ লাই গমন কৰিব। ব্ৰতি তাকে এই কথা
 ১৬৮ লি আতক কহিল, হে প্ৰভো! আপনি

প্ৰদান কৰুন। আমাব স্থান অৰা, জহা মা
 ১৬৯ হটলে আপনকে স্থান দিতে কোন বাধা ছিল
 ১৭০ না? আতক এই কথা বলিলে ব্ৰতি গমন কৰিতে
 ১৭১ হৈল কহিলেন। তিনপদী আতকী কহিল,
 ১৭২ আপনি গমন কৰিলে আমাবিধেৰ বস্ত্ৰ নষ্ট
 ১৭৩ হইবে, পৰে স্বামীকে বলিল, তোমরা দুই
 ১৭৪ জনে গৃহস্থ মৰ্য্যে অবস্থান কৰ, আমি অৰা
 ১৭৫ প্ৰদান কৰত বাহিৰে অবস্থান কৰিব ২৮—৩০
 ১৭৬ স্বামী আতক, পদীৰ এই বাধা প্ৰদান বিবেচনা
 ১৭৭ কৰিলেন, আমি হীকে বাহিৰে বাধিয়া কহিলে
 ১৭৮ গৃহ মৰ্য্যে অবস্থান কৰিব, অতঃপৰে দাধা
 ১৭৯ হইবাব হইবে, আমি আপনিই বাহিৰে থাকিব,
 ১৮০ মনে মনে এইরূপ স্থিৰ কৰিয়া পদীকে এক
 ১৮১ বতীকে গৃহ মৰ্য্যে বন্ধা কৰিলেন। বসন্ত
 ১৮২ আতক অৰা অৰা গাৱপূৰ্বক গৃহৰ বাহিৰে
 ১৮৩ অবস্থান কৰিতে লাগিলেন। যোগিগ্ৰেষ্ঠ ব্ৰতি
 ১৮৪ গ্ৰন্থাৱলম্বন কৰত গৃহৰ এককোণে অবস্থান
 ১৮৫ কৰিলেন। আতকপদী মিহা বাইল, আতক,
 ১৮৬ গৃহৰ বাহিৰে বহিল। পৰে ব্ৰতিকালে কৃত
 ১৮৭ প্ৰকৃতি সকল হিংস্র অৰা আতকে অতিশয়
 ১৮৮ পীড়া দিতে লাগিল; আতক, বৰ্ম্মশক্তি শিব
 ১৮৯ কৰেৰে চেট। কৰিলেন, জহা নিবন্ধ হইল।

তদনন্তরং বজ্রাতঃ জিন্নো বাট্টেণ তর্কিতঃ ॥ ১১ ॥
 প্রত্যক্ষাভ্যন্তরং বোণীভ্যো বৃষ্টী তিন্নক তর্কিত্যু ।
 কুংখং প্রাপ তদা সা চ কিমর্থং বিদ্যাতে প্রভো ॥
 বজ্রোহং কৃতকৃত্যোহং বজ্রাতর্কিত্যুশ্চিহ্ন ।
 অহং বৈ তর্কিত্যামি ত্রীণাং ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১২ ॥
 ইতোবক হিতং মতং তদা কৃত্যুঃ স্বয়ং চিতিম্ ।
 বিচারোখং স্বরকর্ম্মিং প্রবিবেশ চিত্তম বৈ ॥ ১৩ ॥
 এতদ্বিগ্রহত্বং সাধকর্ম্মিং প্রাহুরভূতং পুরঃ ।
 ধন্তে ধন্তে ইতি সখি প্রসঙ্গোহস্মি তবানবে ॥ ১৪ ॥

শিব উবাচ ।

এতদ্বিগ্রহত্বং বৈ স্বয়ং প্রাপ্তং ন কিম্বন
 তদ্যাক্ত জন্মভং বাহি তেজবান্ পুনন হি ॥ ১৫ ॥
 অদ্যকৈব মহাবাহী চামকুপা ভবিষ্যতি
 পরজন্মনি চ কুংখং সংযোগে তর্কিত্যু ॥ ১৬ ॥
 জিন্নাচ বীরসেনস্ত নৈকধ ন্যাসে মদে

তৎপরে বহু বটিল তদা বলিত্তি স্বয়ং
 করুন । বাহুবঃ অদ্যকৈব তদ্যাক্ত করিল ।
 বোণীক বটি, প্রত্যক্ষাভ্যন্তর জন্মভং তিন্নক তর্কিত্যু
 করিলে বোণীক বটিত হইল তদাত্ত পদী
 আত্মকী করিল, যে প্রভো : অর্পন তি নিমিত্ত
 কুংখ করিতেছেন । বহু বটিলে, তদাত্ত
 আবার বহু, বহু এক কৃতকৃত্য হইয়াছেন
 অস্মিৎ অর্পনত্ব পদীর পদ করিল, কৃত্যু
 ত্রীণিমেব ইহাষ্ট পদম পদ এই অমার চিত্ত
 কর এইরূপ জ্ঞান করত মদা চিত্ত মদন করিল
 আত্মকী, তদাত্ত পতিভ্যঃ স্বপ্নমর্কক অর্প-
 নত্ব হিত-নিমিত্ত বদা সেষ্ট অর্পিত প্রবেশ
 করিল । এমন সময় শিব, মদা তদাত্ত অর্প-
 ত্বপতিত হইল করিলেন, যে ধন্তে : যে ধন্তে ।
 যে পতিভ্যঃ : যে অর্পন : আমি তেজবান
 উপর মদষ্ট হইয়াছি । ইহাভ্যঃ তেজবান কিছুই
 নহু হইল না, অতএব তুমি অদ্য এমার জন্ম-
 গ্রহণ করিলে, তদাত্তে অদ্য জন্ম হইবে না ।
 এই মহাবাহী, অর্পন পদম করত পরজন্মে
 জেনাবিনের উভয়ের বিবাহ সম্বন্ধ যোজনা
 করিলেন । ৩৬—৪৬ । জিন্নবংশস্বত
 আত্মক, স্বয়ং নৈকধন্যে রাজা বীরসেনের পুত্র

তৎপূর্বে মদো নাম ভবিষ্যতি ন সংখ্যঃ ॥ ১৭ ॥
 তদ্যকৈব ভীমরাজো বৈ বৈদ্যতে নগরে ভূতে ।
 নগরম্ভী চ বিখ্যাতা ভবিষ্যসি শুণাবিতা ॥ ১৮ ॥
 বুঝাফোভো মিলিতা চ রাজ্যভোগং সুবিত্তম্
 কুংখা মুক্তিং বোণীভ্যোহুর্গতা বো ভবিষ্যতি ।
 ইত্যাকু চ স্বয়ং শত্রুরচলেশোহভবং তদা ।
 বহু চ চিত্তে পদ্যাদচলেশ ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৯ ॥
 তদ্যকৈব তদা হাসীঃ তেজাকৈব মহাবাহু ।
 ইতি বৎ সমাখ্যাতঃ জন্মভ্যাকর্কিত্যু চ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীশৈব মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়া
 বিমুক্তিমোহমায়াঃ ॥ ৩২ ॥

বিমুক্তিমোহমায়াঃ ।

শিব উবাচ

হৃদ্যাকর্কিত্যু চ পাণ্ডবঃ পদ্য এত চ
 চৌপদ্য চ তদা সপদ্য বৈদ্যতা বনমদ্যু ॥

নল হইল জন্মভ্যঃ করিলেন, ইহাভ্যঃ মদা
 নাই তুমিও বদ্য নমক নগর ভীমরাজ
 শুণাবতী কর নগরম্ভী, জন্মভ্যঃ করিল
 পরে তেজবান উপর মিলিত হইল কুংখা
 বুঝা ভোগ করত বোণীভ্যের সুবিত্ত মুক্তি
 লাভ করিলে । শত্রু এই কদ্য বজ্র তাক
 অচলেশ নামে খ্যাত হইলেন, তদাত্ত তিনি
 তদ্যাকর্কিত্যু বদ্য হইল করিলে বিচলি
 তন নাই । একত্র ইহার নাম অচলেশ হইল-
 ছিল । শত্রু বহু কতিপয় ছিলেন, মহাবাহু অহর
 আত্মকীর সেষ্ট বটন হইয়াছিল । নল
 কৃত্যু করিলেন, একত্র কর্ত্তনত্ব হইল
 করিতেছি, অর্পন করুন । ৪৭—৫১ ।

বিমুক্তিম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিবিষ্টিতম অধ্যায় ।

শ্রুত করিলেন, বৃষ্টিভ্যঃ প্রভৃতি পদ
 পাণ্ডবগণ, বদ্যভীভ্যঃ হৃদ্যাকর্কিত্যু পদ্য

১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

[illegible]

পণ্ডাং ত্রে পাণ্ডনাঃ কক্ষং পত্রং কঃ কিং কবিচ্যুতি
 বগবান্ পত্রং কক্ষং কঃ কবিচ্যুতি
 ইত্যুক্ত্য তদা কক্ষঃ পাণ্ডনানিবব্রবীৎ ॥ ১

ਅੰਤਰਿਕ ਹੋਵਾਤ ।

॥ १ ॥
 ॥ २ ॥
 ॥ ३ ॥
 ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥
 ॥ ६ ॥
 ॥ ७ ॥
 ॥ ८ ॥
 ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥
 ॥ ११ ॥
 ॥ १२ ॥
 ॥ १३ ॥
 ॥ १४ ॥
 ॥ १५ ॥
 ॥ १६ ॥
 ॥ १७ ॥
 ॥ १८ ॥
 ॥ १९ ॥
 ॥ २० ॥
 ॥ २१ ॥
 ॥ २२ ॥
 ॥ २३ ॥
 ॥ २४ ॥
 ॥ २५ ॥
 ॥ २६ ॥
 ॥ २७ ॥
 ॥ २८ ॥
 ॥ २९ ॥
 ॥ ३० ॥
 ॥ ३१ ॥
 ॥ ३२ ॥
 ॥ ३३ ॥
 ॥ ३४ ॥
 ॥ ३५ ॥
 ॥ ३६ ॥
 ॥ ३७ ॥
 ॥ ३८ ॥
 ॥ ३९ ॥
 ॥ ४० ॥
 ॥ ४१ ॥
 ॥ ४२ ॥
 ॥ ४३ ॥
 ॥ ४४ ॥
 ॥ ४५ ॥
 ॥ ४६ ॥
 ॥ ४७ ॥
 ॥ ४८ ॥
 ॥ ४९ ॥
 ॥ ५० ॥
 ॥ ५१ ॥
 ॥ ५२ ॥
 ॥ ५३ ॥
 ॥ ५४ ॥
 ॥ ५५ ॥
 ॥ ५६ ॥
 ॥ ५७ ॥
 ॥ ५८ ॥
 ॥ ५९ ॥
 ॥ ६० ॥
 ॥ ६१ ॥
 ॥ ६२ ॥
 ॥ ६३ ॥
 ॥ ६४ ॥
 ॥ ६५ ॥
 ॥ ६६ ॥
 ॥ ६७ ॥
 ॥ ६८ ॥
 ॥ ६९ ॥
 ॥ ७० ॥
 ॥ ७१ ॥
 ॥ ७२ ॥
 ॥ ७३ ॥
 ॥ ७४ ॥
 ॥ ७५ ॥
 ॥ ७६ ॥
 ॥ ७७ ॥
 ॥ ७८ ॥
 ॥ ७९ ॥
 ॥ ८० ॥
 ॥ ८१ ॥
 ॥ ८२ ॥
 ॥ ८३ ॥
 ॥ ८४ ॥
 ॥ ८५ ॥
 ॥ ८६ ॥
 ॥ ८७ ॥
 ॥ ८८ ॥
 ॥ ८९ ॥
 ॥ ९० ॥
 ॥ ९१ ॥
 ॥ ९२ ॥
 ॥ ९३ ॥
 ॥ ९४ ॥
 ॥ ९५ ॥
 ॥ ९६ ॥
 ॥ ९७ ॥
 ॥ ९८ ॥
 ॥ ९९ ॥
 ॥ १०० ॥

বলিলে পরম আনন্দ লাভ করিলেন। পরে
 পুনশ্চ কলকাতা জিলাস করিলেন, যে
 প্রাচীন আমিনজিরের তি হইবে। প্রকট কল-
 সাগর শব্দ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমরা
 তি হইবে। পাণ্ডুরাম এই কথা বলিলে, কল
 সাগরজগতে বলিলেন, যে সেই পাণ্ডুরাম।
 হোমের শব্দ কর এবং আমার যাক্য প্রবণ
 করিয়া উল্লেখ্য করে কথা কয় আমি শক-
 সিরের জগৎজগৎ বহুজগৎ মনন করত সিচা-
 পুত্রক মনন উপস্থিত। নমক মহাবীর উপস্থিত।
 গুপ্তের শব্দ আরাধন করিয়াছিল। অতঃপরে
 পরমেশ্বর প্রদত্ত মন। আমি পবিত্র যুক্ত
 নামক পরিতো ক্রমিক মাত মাস শব্দ সেবা
 করিয়াছিল। পরে কিংবদন্ত শব্দ, আমাকে
 অভিলষিত বর প্রদান করিয়া এই পরিতো ক্র-
 মতো প্রবেশ করিলেন, আমি সেই শব্দ
 প্রত্যয়ে এই সমস্ত উক্ত সমস্ত মাত করি-
 যাই। এক্ষণে সেই জোন এবং যুক্তি-
 কলপ্রদানকর দেবকর শব্দ। সেবা করি-
 তেছি। জোমরও সমস্ত-হু এবং শিবের
 সেবা কর। কল এই কথা বলিয়া পাণ্ডুর-
 মকে আরাধন প্রদান করত মনন করিলেন।

পাণ্ডবা অপি ভিন্নক প্রেয়সামানুজসাম্ ।
 শুভাশাক পরীক্ষাং ততঃ কৃত্যধনত ৮ ॥ ১৫
 মোহপি সৰ্বক ততঃ কৃত্যধনত ৯ ॥
 সমীচীনক ততঃ কৃত্যধনত ১০ ॥
 ততঃ তে নিশম্যৈব হুংখং প্রাপ্তবীর্যরাঃ ।
 কিং কৰ্তব্যং ন শত্বাং সত্যপাশেন বদ্ধিতাঃ ॥ ১১
 এতদ্বিক্তরে ব্যাসো ভটাকটবিকৃত্যধনতঃ ।
 ভেদস্যক স্বয়ং বশিঃ সাক্ষাৎ ইবাশরঃ ॥ ১২
 তে হুই তে তস্মাৎ প্রীত উবাচ পুত্রতঃ বিতঃ ।
 মহাসনঃ তস্মাৎ তস্মৈ কৃশাজিনশ্চোভিত্যুম্ ।
 ততঃপৰিতঃ তে ব্যাসঃ পুত্রবর্ষি ৫ হুইতঃ ॥ ১৩
 পুত্রাং কৃত্যধনতঃ কৃত্যধনতঃ বিবিশঃ ততঃ ।
 কৃত্যধনতঃ কৃত্যধনতঃ কৃত্যধনতঃ ১৪ ॥
 অতঃ নঃ সত্যপাশেন বদ্ধিতাঃ সত্যপাশেন ১৫ ॥
 অতঃ নঃ সত্যপাশেন বদ্ধিতাঃ সত্যপাশেন ১৬ ॥

৫—১৫ : পরে পাণ্ডবগণ কৃত্যধনের স্বার্থ-
 রূপে শুভ পরীক্ষা কৃত্যধন নিমিত্ত একজন
 ভিন্নক প্রেয়সামানুজসাম্ । এই কৃত্যধন-
 রূপে বন্ধন করত এই কৃত্যধন সমস্ত
 শুভ স্বার্থরূপে বন্ধন হইল পুত্রবর্ষি প্রভৃতি
 নিকটে আসন করিল তে মুনিবর্ষিগণ ।
 পাণ্ডবেরা ভিন্নক বন্ধন কৃত্যধনের প্রজ্ঞাপাশ-
 বিহীন সত্যপাশে বন্ধ হইলেন । অতঃপরে কি
 করিব ? কোথায় যাইব ? এইরূপ চিন্তা করিতে
 আরম্ভিলেন । এমন সময়ে ভটাকটবিকৃত্যধন
 সাক্ষাৎ আসন করত কৃত্যধন বন্ধন
 বেন্দ্যাস, সেই কৃত্যধন উপস্থিত হইলেন ।
 পাণ্ডবগণ, তাঁহার কৃত্যধন করত প্রীতিভাজন
 করিয়া তাঁহার অঙ্গে সত্যপাশ হইলেন এবং
 ভিন্নক, কৃশাজিনশ্চোভিত্যুম্ আসন প্রদান-
 পূর্বক বসন্ত হইল সেই আসনে উপস্থিত
 ব্যাসের পূজা করিলেন । পুত্রবর্ষি তাঁহার
 স্বাবিধি বান্ধবার ব্যব করত সেই আসনে
 উপস্থিত মুনিকে সমস্ত করিয়া বলিলেন, আমরা
 বদ্ধ হইলাম । আজ আমাদের জন্ম সকল
 হইল ; আজ আমাদের সমস্ত কাৰ্য্য সকল ।

তপশ্চৈব তথা দানং যোগাশ্চ সফলাঃ কৃত্যধনতঃ
 দানক বিবিশঃ মেহন্য পূজাশ্চ বিবিশান্তথা ।
 এতঃ সৰ্বক সত্যপাশেন জাতঃ তে দর্শনাং প্রে-
 হুংখক দ্বিতো বাতঃ দর্শনাং তে পিতামহ ।
 হুইতৈশ্চ মহাক্ষুং দত্তক জুরকশ্চিতিঃ ॥ ১৬
 শ্রীমতঃ দর্শনে জাতে হুংখকৈব গমিষ্যতি ।
 কদাপি ন গত্য তচ্চ নিশ্চয়ঃ মে বিচারিত্যুম্ ॥
 মহাক্ষুং চ সত্যপাশে সমর্থঃ সৰ্বকবিধি ।
 বশি হুংখং ন গচ্ছতঃ তু সৈবমতৈব কারণম্ ॥
 নিশ্চয়কৈব গচ্ছতঃ দর্শিত্যঃ সত্যপাশম্ ।
 মহাক্ষুং কৃত্যধনতঃ বন্ধনপ্রতিপালনম্ ॥ ১৭
 তদুপাশেন গচ্ছতঃ মতিম্ । বদমাত্ততঃ ।
 অপ্রবৃত্ত বশমতঃ পুত্রবর্ষি চ ততঃ প্রেত ।
 লব্ধক মহাক্ষুং নতঃ কৃত্যধন বিচারম্ ।
 উত্তমান্যঃ সত্যপাশেন বন্ধনপ্রতিপালনম্ ॥ ১৮

সেবতঃ আজ আমদের উপর প্রসন্ন হইল
 দানক বিবিশঃ মেহন্য পূজাশ্চ বিবিশান্তথা ।
 তপস্বী, দান, যোগ সমস্তই সফল হইল ।
 প্রেত ! আপনার দর্শনে আমাদের নানার
 দান, নানারূপ পূজা, সমস্তই সফল হইল ।
 পিতামহ ! আপনার দর্শনে সকল দঃই নষ্ট
 হইল । তদুপাশেন গচ্ছতঃ মতিম্ । বদমাত্ততঃ ।
 দর্শন হইয়াছে । অতঃপরে সেই হুংখ নষ্ট হইবে
 তাহা ন হইবে, কখনই সেই হুংখ নষ্ট হইবে
 না, ইহা আমি দ্বিগুণ প্রমাণিত করি । ১—২৫
 দিন সমস্ত কৃত্যধন করিতে সক্ষম, একপ মহতঃ
 আশ্রয় গ্রাপ হইল যদি হুংখ নষ্ট না হয়, তাহা
 হইলে অতঃপরে কারণ বলিতে হইবে । এক
 হুংখের কারণ করিয়া নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে
 কারণ বলিলে প্রতিপালন করাই মহতঃ
 বক্তব্য । মহতঃ কৃত্যধন, তাহা গণনা কর
 কোন ব্যক্তিই সংখ্যা করিতে পারে না, যে যে
 মহতঃ করিয়া, সকল ব্যক্তির নিকটেই সমান
 তাহা অবস্থান করে, অপ্রবৃত্ত তাহার গুণ
 এক লব্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে অতঃপরে কোনরূপ
 বিবেচনা নাই । দ্বিগুণ প্রতিপালনই প্রধান

করকণ লোকে হুতিপ্রেরকরং মতম্ ।
 নর প্রযো বৈ সুজাতানাক সেবনম্ ॥ ৩০ ॥
 পরক ভাগ্যং বৈ দোষশ্চৈব ন বীজতে ।
 স্যঃ কারণং স্যামিৎস্বরি দৃষ্টে শুভং সদা ॥
 পশনমাত্রেণ সন্তুষ্টং মানসং হি নঃ ।
 ভূতবচনং ক্রতুঃ ব্যাসশ্চৈব ববাদিনম্ ॥ ৩১ ॥
 ইতি ত্রিশৈব মহাপুরাণে জানসংহিতায়
 ত্রিসষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

যতঃসত্যঃ স সত্যং নর বিলোপিতম্
 নরং যতঃসত্যং প্রাণাচ্ছতপি সুশোভনঃ
 সত্যজাত নর সত্যং সংকলসাধনম্
 ক্রিয়ং যতঃসত্যং চাপি তুল্যতঃ পতঃ ॥ ১ ॥

নর যতঃসত্যং কথ্য ইহলোকে পরিদ-
 পানই হুতি প্রেরকর । মহাত্মের সেবাই
 নর একমাত্র ফলন বন উপায় । ততঃসত্যও
 দুঃখনষ্টন হয়, তাহ হইলে শুভভেদ
 বই করণ, পুরুষের কোন দোষ নাই ।
 এ হে স্যামিন্ । আপন'র দর্শনে স্যামি-
 র মতল হইলে তাহতে সন্মত
 । আপন'র আগমন মাত্রেই স্যামিগণের
 শান্তি সন্তুষ্ট লাভ করিয়াছে । ব্যাস,
 শব্দকা শ্রবন করিয়া যাতালিগকে নানা
 লিগাছিলেন : ৬—৩:

ত্রিসষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস কহিলেন, ভোমরা যতঃসত্য এবং কৃতকৃত্য
 হ, কারণ ভোমরা সত্যের লোপ কর নাই ।
 যতিগণের এই বক্তাব যে, উহারা
 তেও পরম পবিত্র ধর্ম পরিভাষ করেন
 কহা বর্ণাদি-কলসাধন সত্যকেই আশ্রয়

তথাপি পক্ষপাতো বৈ ধর্মিষ্ঠানাং মতো বৃথো ।
 প্রথমকৈব দৃষ্টেন দৃষ্টরাষ্ট্রেণ চক্ষুশ্বা ।
 ধর্মন্ত্যক্তঃ স্বয়ং লোভাদ্ভূতাকং রাজ্যমাহুতম্ ॥ ৩ ॥
 তত্ত যুরক তে চাপি পুত্রা এব ন সংশয়ঃ ।
 পিতরি চ মুতে বালা তদুৎকল্যা মহাস্বয়ং ॥ ৪ ॥
 পশ্যন্ত পুত্রশ্চ ভোনেব বারিতো ন কদাচন ॥ ৫ ॥
 অনর্থ টেচব আগ্রেও কদ্যেবক কৃতং তথা ।
 অতঃ পরক বজ্রাতং তজ্জাতং নাস্তথা ভবেৎ ॥ ৬ ॥
 অসং দৃষ্টে ভবন্তুঃ ধর্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ ।
 তদ্বাদন্তে ততঃসত্যং সত্যকৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৭ ॥
 যতেন বপিতং বীজং তৎপ্রবোধো ভবেদিত ।
 তদ্বাদন্তঃ ন কদ্যঃ ভবতিঃ সর্গবা তজা ॥ ৮ ॥
 ইত্যুক্তঃ পশুবাংস্তদ পুনঃপ্রবাক্তবনং যতঃ ।
 সত্যমুক্তং হে নরঃ দৃষ্টেইতং নৈব নিবদ্যম্ ॥ ৯ ॥

করিয়া থাকেন ভোমরা এবং দুঃখোজন প্রভৃতি
 উভয়েই স্যামিগণের সম্মান, তাহা হইলেও
 ধর্মিষ্ঠগণের দিকেই পাণ্ডিত্যমের পক্ষপাত হয় ।
 দুঃখের দৃষ্টরাষ্ট্রে প্রথমই চক্ষুর সচিৎ কর্তৃ ভাষ
 করিয়াছে এবং আপন'ই লোভ বশতঃ ভোমরা-
 সিগের রাজ্য অপহরণ করিয়াছে : অতঃ ভোমরা
 এবং দুঃখোজনগণ উভয় পক্ষই সেই দুঃখের
 পুত্র, তাহাতে সংশয় নাই । ভোমরাগণের
 পিতার দৃষ্ট হইলে মহাকল দৃষ্টরাষ্ট্রে, ভোমরা-
 সিগকে বজ্রাবহার কথোই দন করিয়াছেন, কিন্তু
 দৃষ্টরাষ্ট্রে পরে কখনই আপন'র পুত্র দুঃখোজনকে
 ভোমরাগণকে পীড়া দিতে নিবারণ করেন নাই ।
 দৃষ্টরাষ্ট্রে এইকণ করিলে মহান্ অনর্থ ঘটিল
 উহা । উহার পর বাহা হইবার হইল, তাহা
 অজ্ঞা হইল না । এই দৃষ্টরাষ্ট্রে অতি দুঃখা, ভোমরা
 ধর্মিষ্ঠ এক সত্যবাদী : অতঃ ততঃ-
 কর্ত্তর পরে বাক্যবার ততঃসত্যই হইবে । এই
 সংসারে যে একার বীজ বপন করা হয়, তাহ-
 কই অহর হয়, অতঃ ভোমরা দুঃখ করিও
 না ; সর্গবাই ভোমরাগণের ভক্ত হইলে
 আশ্রিত । ব্যাস পাণ্ডবদিগকে এই কথা বলিলে
 পাণ্ডবগণ, পুনর্বার ব্যাসকে বলিলেন, হে
 ঋষি । আপনি সত্য বলিয়াছেন । ইতি

দীক্ষতে চ বনেহৈব মুহূৰ্দ্ধনঃ সত্যজিঃ
 জ্ঞানম্ভ্যং তত্ত্বং কিলিক্ষ্যন্তঃ সোমঃ তথা প্রভো ॥১০॥
 কৃৎসন কথিতং পূৰ্ণমাবাধাঃ শকবঃ সদা ।
 প্রমাদম্ভ্যং কৃতংহম্ভ্যং তিরিকানীমুপলিখ্যাম্ ॥ ১১ ॥
 ইত্যন্তবচনং শ্রুত্বা বাসো হর্ষসমগিতঃ ।
 উবাচ ক্ষমতাং শ্রেষ্ঠে মঠেনব মেব্যতে শিবঃ ॥ ১২ ॥
 তবহিঃ সেব্যতাং নিত্যং সুখং স্তাচলং সম
 পকম্ভ্যং পাণ্ডুরোব বিচারা শকবাক্যেন ॥ ১৩ ॥
 বিচরোবাক্যেন বাসো পুণ্ড্রতনমুনিমুখিত্তি
 তপঃস্থানং বিচরোব পুণ্ড্রকবদবীদিসম্ ॥ ১৪ ॥
 সত্যতাং পাণ্ডুরোব কথামি দিত্তং সদা
 ব্রহ্মবি-কমপদ্যন্তঃ বঃ কিত্তিং দৃষ্টতে জগৎ ॥ ১৫ ॥
 তং সত্যং শিবরূপকং দৃষ্টং ধোদকং বা পুনঃ
 সর্গবাক্যেন সেব্যং বঃ শকবঃ সত্যংহম্ভ্যং ॥ ১৬ ॥

স্বাক্ষর দ্বারাধন প্রকৃতি, অমলিকম্ভ্যং এই বনে
 শিবের বদ্যবদ্য হেম প্রভন করিয়াছে :
 অতএবহে প্রভো ! অমলিকম্ভ্যং দ্বারাধন
 নিমিত্ত কোন ব্রহ্মসঙ্কলন উপদেশ প্রভন করি-
 কেন, তথা অমলিক চিত্ত করুন ১—১০ ।
 পূৰ্ণ কৃষ্ণ অমলিকম্ভ্যং করিয়াছিলেন যে,
 জোমব সর্গবঃ শকবঃ দ্বারাধন কর, কিন্তু
 জোমব তথা করি নাই একমুখি করি করি,
 জোম উপদেশ করুন বাস এই বাক্য শ্রবণ
 করত হর্ষমুখ হইয়া করিলেন, হে শ্রেষ্ঠম্ভ্যং
 অমি শিবের সেবা করিয়াছি, হে মঠেও প্রতি-
 কিল শিবের সেবা কর, তথা হটলে চিত্তবাকী
 সুখ হইবে পরে বাস বিচরপূৰ্ণক পক-
 পাণ্ডুরোবহো অর্জুনই শকবদ্বারাধন বোলা,
 কারণ অর্জুন নবাপী পুণ্ড্রতন মুনি, মনে মনে
 এইরূপ শিব করিয়া এম্ভ্যং শিবাক্ষন্যে বস
 শিব করিয়া অর্জুনই উপদেশ পূজার করি-
 সেন, হে পাণ্ডুরোব ! বাসতে জোমসিঙ্গের
 সর্গবঃ শকবঃ বঃ, তথা বনিকম্ভ্যং, কৃষ্ণ
 কাম । ব্রহ্মবি কল পণ্ড্র বঃ কিল জগৎ
 অমলিকম্ভ্যং করিতে, তথা সত্যই শিববাক্য :
 কাম দৃঢ়, কাম বোম, কামসত্যই শিব-
 কাম : সর্গবাক্যেন পণ্ড্র শকবঃ

বিশুদ্ধ বর্ততে বো বৈ তেজঃ রূপমুদয়
 পরন্ত দীক্ষকালেন প্রসন্নো ভবতি ফুটম্ ।
 শিবটেন ব তু স্বপ্নেন কালেনৈব প্রসাদতি ।।
 ভুক্তিং সত্ত্বা চ মুক্তিং হি বাক্যতি চ মুনিম্ভ্যং
 তথা সেবাঃ সদা শক্ভুক্তি-মুক্তিমলপূর্বা
 কত্রিফ পণ্ড্রোব ইম্ভ্যং এব সদা হিতঃ ॥ ৪ ॥
 সুপ্রসন্নম্ভ্যং বিদ্যং বৈ ন করিয়াতি সর্গবঃ
 পুণ্ড্রেনৈব শিবটেন মমটেনৈব প্রসাদতি ॥ ১০ ॥
 ইত্যাকুর্জুনম্ভ্যং হিমবিদ্যামুপাদিশ্য
 মঃ চ প্রমুখো ভূতঃ স্তাচল মুনিম্ভ্যং
 পাণ্ডুরোব বিদ্যং বৈ মঠো চ কামিপুণ্ড্রঃ
 প্রমুখোব মঠোব তদা জগৎ পুনঃ শিবম্ভ্যং
 ইত্যং গজপুন পাণ্ডুরোব মঠোব
 মঠোব সমীপে ব দিত্তা চিত্ত তপঃ কৃত
 অর্জুন চ সত্য চিত্ত মঠোব ন মঠোব

সেকলিগ শিব বিদ্য তিনিত্তে শিব
 অর্জুন কামসত্য মঠোব মঠোব বিদ্য বহক
 প্রসন্ন হন শিব অর্জুন মঠোব মঠোব প্র
 হন এম্ভ্যং মঠোব মঠোব প্রসন্নপূর্নক নি
 মুক্তিমল মঠোব, অতএব মঠোব, তথা
 মুক্তিমল টেক কর, তথা মঠোব সর্গ
 শিবম্ভ্যং কর উচিত । ইম্ভ্যং প্রসন্ন হই
 পাণ্ডুরোব সর্গবঃ করিয়াছিল তিত্ত
 করেন, কখনই শিব অর্জুন করেন ন এক
 মঠোব প্রসন্ন করেন ১—১০ এই কথা
 অর্জুনকে অমলিক করত ইম্ভ্যং উপদেশ
 কেন অর্জুনও মঠোব পূর্নমুখ হই
 মুনিম্ভ্যং বাসেব নিমিত্ত হইতে ঐ মঠোব
 কামসত্য পরে কামসত্য বাস অর্জুন
 পাণ্ডুরোব শিব পুণ্ড্রবিদ্য উপদেশ করিলে
 মুনি প্রসন্ন ইত্যং মঠোব করিলে, পরে
 জোমকে অমলিক করিল শিবের অর্জুন
 করিলে । হে পাণ্ডুরোব ! একমুখি এ বন হই
 মঠোব ইত্যং পূর্নমুখ করিতে গমন কর ; ঐ
 মঠোব নিমিত্তে অবস্থান করত ত
 করিত । সত্য অর্জুন করিয়া জোম
 মঠোব আশিষ্যেব পণ্ড্রোব করিলে ।

[illegible][illegible]

তে সৰ্ব্বৈহপি চ তত্ত্বত্ৰ বিহিত্যাজ্জুনমানবান্ ।
 অত্যন্তদুঃখমাপন্নানি লিঙ্গানি পক এব তে ॥ ৩২
 স্তিতাপ্তত্ৰ বদন্তি স্ম শ্রয়তোমুখিসমুখাঃ ।
 দুঃখেহপি প্রিয়সঙ্গো বৈ ন দুঃখায় প্রজায়তে ॥
 নিয়োগে দ্বিগুণং তচ্চ কথং ধৈর্যং ভবেনিহ
 কৃষ্ণং শ্বেবঃ তদা দুঃখমুখিবৰ্ণ্যঃ সমাপতঃ ॥ ৩৪
 ৩২ নঃ চৈব সম্পত্তা দ্ব্যসনং বচোহক্ৰবন্ ।
 নঃ তদা কামিভ্যেষ্ঠ দুঃখদহা বসং প্রভো ॥ ৩৫
 দহনাং তে চ সম্প্রাপ্য হানসং প্রাপুৰ্মো মুনৈ ।
 কিমংকলং বসাত্তেব দুঃখনাশায় বৈ প্রভো ॥ ৩৬
 চ দুঃখঃ স কামিভ্যেষ্ঠে হবসং তৎসুখায় চ ।
 কামিভির্বিদিত্যতিঃ দুঃখক নোকলং শৃণা ॥ ৩৭
 নঃ তদাং ক্রিয়মাণানাং ধনুৰাজোহব্রবীদ্বিষম্ ॥ ৩৮

করুন। সুমি অতি বসন্তকালে এই তরু-
কণ্ড করিলে সাত ওঠিলেন, হে কবিরাজ!
আপনার শরণ করুন। পাণ্ডবের অর্জুনকে
যদুপুত্র ইন্দ্রকীল পরাজিত প্রেরণ করিয়া
অর্জুনকে সুপ্রতিভা কল্যাণ পাঠকালে একত
মিলিত হইয়া সেইখানে অবস্থান করত পত্ন-
স্বপ্ন করিতে লাগিলেন; সুপ্রভাত সময়ে যদি
প্রায় বজর লাভ হয়, তখন হইলে ঐ সুপ্রভাত
অনুভব হইবে। কিন্তু প্রায়বজর বিফল হইলে
ঐ দ্বন্দ্ব বিত্ত হইয়া উঠে, অতএব আশ্রয়
একমে কিভাবে বৈদ্যাঙ্গল্যন করিব? পাণ্ডব-
গণ এইরূপ দ্বন্দ্ব করিতেছেন, এমন সময়ে
কহিলেই বাস তথায় আগমন করিলেন।
৩০—৩১ পাণ্ডবগণ বাসকে প্রণামপূর্বক
আসন প্রদান করত পূজা করিয়া কহিতে লাগি-
লেন, হে কবিরাজ! হে প্রভো! আপনি শ্রবণ
করুন। হে মুন! আমরা হুহুবে বহু হইয়াও
আপনার দর্শনে আনন্দ লাভ করিলাম। অত-
এব হে প্রভো! আমাদের দুঃখনাশি নির্মিত
আপনি এই বনে কিছুকাল বাস করুন।
পাণ্ডবগণ এই কথা বলিলে, সেই কবিরাজ
বাস পাণ্ডববিরোধ হুহুবে নির্মিত সেই বনে
অবস্থান করিলেন এবং সত্যপ্রকাশ কথাপ্রকাশ
থ্যা পাণ্ডববিরোধ হুহুবে নির্মিত করিতে লাগি-

ধর্মরাজ উবাচ ।

শুনু ত্বং কথিত্রেষ্ঠ হৃৎশান্তির্মতা মম ॥
 পৃচ্ছামি ত্বাং মহাবাহো কথনীরং ত্বা প্রভো ।
 সৌন্দর্যকৈব হৃৎ হি পুরা প্রাপ্তস্ত কখন ॥ ৩৯
 বহুমেব পরং হৃৎশান্ত্যনং নাপি কখন ।
 ইতি পৃষ্ট কথিত্রেষ্ঠঃ প্রতুবাচ পুনস্তথা ॥ ৪০
 কখনঃ ধর্মরাজ ত্বং তব হৃৎশান্তিঃ ন কখন ।
 পূর্বেক নলরাজো বৈ জাতঃ তন্ত মহাশুনঃ ॥ ৪১
 হরিশ্চন্দ্রে তথা রাজন নামৈবৈব পাণ্ডব ।
 বজ্রাতঃ বহিতুর্কৈব শক্রাতঃ ন মম পুনঃ ॥ ৪২
 শরীরং হৃৎশান্তিকং মতা তাম্রাং শ্রাদ্ধাং ।
 কেনেক কৃতং তেন প্রাপ্তমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩
 এতৎকালং যত্নপটে বৈ জাতং হৃৎশান্ত্যনং ।
 অতোহপি যৌবনে কামান কৃত্বানো হৃৎশান্তিকঃ ।
 পতামসৌতসিনস্তেন কথ্যাতৈবকনকশ

লেন । এই প্রকার অধোপকথন শ্রবণে ধর্ম-
 রাজ যুধিষ্ঠির করিলেন, যে কথিত্রেষ্ঠ ! আপনি
 প্রবণ করুন, হৃৎশান্তি হউক, ইহা আমার
 ইচ্ছা ; কিন্তু হৃৎশান্তি মহাবাহো ! আপনার
 জিজ্ঞাসা করি, আপনি বহু, পূর্বেকালে কেনও
 ব্যক্তি আমাদিগের দ্বারা হৃৎশান্তি পাইয়াছে কি ?
 বোধ করি, আমার বৈরাগ্য হৃৎশান্তি হইয়াছে,
 আর কোন ব্যক্তিই এরূপ হয় নাই । পাণ্ডব-
 রাজ এই কথা জিজ্ঞাস করিলেন, কথিত্রেষ্ঠ ব্যাস
 পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, যে ধর্মরাজ ! তুমি
 প্রবণ কর । তোমার হৃৎশান্তি অসম্ভব, কিছুই
 নহে । যে রাজন ! যে পাণ্ডব ! পূর্বেকালে
 সেই মহাত্মা নলরাজ, হরিশ্চন্দ্র এবং শ্রীকাম-
 চন্দ্রের বৈরাগ্য হৃৎশান্তি হইয়াছিল, আমি তঁহা বর্ণন
 করিতে সক্ষম নহি ৩৯—৪২ । যে ধর্মরাজ !
 তুমি এই শরীরকে হৃৎশান্তি বিবেচনা করিয়া
 এক্ষণে হৃৎশান্তি কর । যে ব্যক্তি এই শরীর
 ত্যাগ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই হৃৎশান্তি পাইয়াছে,
 অন্যরূপে সংশয় নাই । এক্ষণে যত্নপটে অম-
 রকালে নামা ক্রম দ্বারা, তৎপরে যৌবনকালে
 হৃৎশান্তি কর এক্ষণে শ্রীকাম-চন্দ্রে নামা হৃৎশান্তি
 উপস্থিত হয় । তিন আমাদিগের, হইতেছে ;

আমুচং কীরতে নিজং ন জানাতি হি তং ।
 অন্তে চ মরুৎকৈব হতো হৃৎশান্ত্যনঃ পরম্ ।
 তস্মাদিদমসত্যং তন্ত সত্যং সমাচর ॥ ৪৬
 যেনৈব তুবাতে শত্ৰুত্বা কাৰ্য্যং নরেন চ ।
 তন্তৈব ভজনেনৈব সর্কং হৃৎশান্তিঃ বিলীয়তে ॥ ৪৭
 এবক বিধিধৈর্জানৈর্দিনাতিবাহনং তদা ।
 চক্রেস্ত ভ্রাতরঃ সর্কৈ মনোরথপথে পুনঃ ॥ ৪৮
 অর্জুনোহপি স্বয়ং গচ্ছনু হৃগাদি-শকুনানথ ।
 কথং বুদ্ধ চ তেনৈব পশ্যনু রমাণ্যনেকশঃ ॥ ৪৯
 মনসা হর্ষযুক্তো বৈ জগামাচসমুত্তমম্ ।
 তত্র গতা চ গজারাঃ সমীপং সুন্দরং স্থলম্ ॥ ৫০
 অশোককাননং যত্র তিষ্ঠতি স্বর্গসন্নিভম্ ।
 তত্র অসৌ স্বয়ং জাতা ন গতা চ গুরুসমুত্তমম্ ॥ ৫১
 বোধোপনিষ্টং বৈশাদি তথা চৈবাকরোঃ স্বয়ম্ ।
 পুনঃ পার্শ্ববৎ কৃত্য সুন্দরং সমুদ্রকম্ ॥ ৫২

তথাপি লোক সকল আপনার জীবিক-নির্ভর
 চেষ্টায় আসক্ত হইয়া, দিন দিন যে অসত্য
 হইতেছে, তদা জানিতে পারিতেছে ।
 শেখবেহার মরণ, ইহাতে অতিশয় দুঃখ, ই
 হইতে আর কি দুঃখ হইতে পারে ? অতঃ
 এই অসত্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সত্য
 অনুষ্ঠান কর । যেক্ষণে শত্রুর পরিত্যগ
 মনুষ্যের সেইরূপ করা উচিত । শত্রু
 অধ্বাধন করিলে সমস্ত দুঃখই নষ্ট হয় ৪৬-
 ৪৭ । তৎকালে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ এইরূপে বি-
 জ্ঞানের আলোচন এবং শীঘ্র শীঘ্র অতীষ্টসি
 উপায় চিন্তা করত দিনযাপন করিতে লাগিল
 অর্জুন গমনকালে শুভমুচক চিহ্ন সা-
 অলোকন করত তদা দ্বারাই শত্রুগণের
 হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অতি রম-
 যান অলোকন করত, হর্ষযুক্ত হইয়া
 উত্তম ইন্দ্রকীল পর্যন্ত গমন করিল
 সেই পর্যন্ত গজার তীরস্থ সুন্দর স্থানে গ-
 করিয়া তথায় বসন্তমুখ অশোককাননে অবা-
 করিলেন । পরে গুরু উপদেশ শ্রবণ করি
 তীরকে প্রণাম করত তিনি বৈরাগ্য
 করিয়াছিলেন, আপনি সেইরূপ বৈরাগ্য

৫৮ জগৎ কুর্কৎস্তমো রাশিমুত্তমম্ ।
 লৈকৈব সংস্রাতঃ পুজনং বিবিধং তথা ।
 রোপাসনং তত্র তপস্তথা হৃদারুণম্ ॥ ৫৩
 যঃ শিবসম্ভ্রাজো নিঃসৃতকঃ তদা সুরাঃ ।
 ভয়ং সমাপন্নঃ প্রবিষ্টঃ কদা হয়ম্ ॥ ৫৪
 স্তে চ বিচার্যেব কথনীয়ঃ বিড়োজনে ।
 কথক গতাশ্রিত কথ্যামাহুর্বে তদা ॥ ৫৫
 বাবধ অধিষ্টেচ যস্যো বাধ বিভাবহুঃ ॥ ৫৬
 ল্পপতি দেব ন জানীমো যনে তব ।
 যব তেজসা দক্ষা হাগতাস্তব সগ্নিধিম্ ॥ ৫৭
 পুত্রেণ সূত্রে মর্ষে জ্ঞাতা পুত্রচিকীষিতম্ ।
 স্পৃহা তন বিসৃজ্যাস যথাক রূপমহুতম্ ॥ ৫৮
 ভগ্নম তত্বেন বুদ্ধঃ অটিলো বধা ।
 যব বৃষ্টিকং যত্নং বুদ্ধে অর্জুনতঃ গতঃ ॥ ৫৯

পরে সমুদ্রে সমস্ত-নিষ্পিত পার্থিব
 স্থাপন করিলেন তৎসমীপে অকুপম
 হরিশংকর করত জপ এবং ত্রিকালীন
 পূজক তাহার নানারূপ পুজা করিতে
 লেন এবং সেই স্থানে দেবতার উপাসনা-
 পূজক উপাসনা করিতে লাগিলেন । তৎ-
 ১ ইহার মন্তক হইতে তেজ নিঃসৃত
 । দেবতাপন তৎ অবলোকন করত
 হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই তপস্বী কোন
 ঐ এখানে আগমন করিল ? এই সংবাদ
 নিকটে ব্যক্ত করা উচিত : এইরূপ
 রিয়া তৎকথাঃ ইন্দ্রের নিকটে গমন-
 ২ ইয়া কহিতে লাগিলেন, হে
 ৩ । আপনার অশোক-কাননে দেবতা,
 ৪, কি স্থা, কিংবা অগ্নি তপস্বী করিতে
 তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না ।
 ৫ ইহার ভেদে দগ্ধ হইয়া আপনার নিকটে
 ন করিয়াছি । দেবতাপন ইন্দ্রকে এই
 লিলে ইন্দ্র সীম পুত্র অর্জুনের অভিপ্রায়
 ৬ হইয়া দেবগণের নিকটে তাহা গোপন
 দেবগণকে বিদায় করিয়া আপনি আশ্রিত
 ৭ করত অর্জুনের নিকটে গমন করি-
 ইন্দ্র বৃষ্টি ধারণ করিয়া অতিবৃষ্টি করা-

যুগচন্দ্রোত্তরীয়ক পত্ন পত্ন পদে পদে ।
 তস্মাগতং তদা দৃষ্টা পূজাক কৃতবান্ হয়ম্ ॥ ৬০
 স্তিতোহগ্রে চ স্ততিং কৃত্বা কাগতোহসি বদাধুনা ।
 ইত্যুক্তস্ত হরিঃ সো বৈ বৈধার্থক যচোহত্রবীং ॥
 নবে চ বয়সি স্বামিন্ কিং তপস্তসি সাশ্রিতম্ ।
 মুক্তার্থং ন জ্ঞার্থং হি সর্কথা তপ এব তে ॥ ৬২
 ইতি পৃষ্টস্তদা তেন সর্কং সংবেদিতং পুনঃ ।
 ইন্দ্রঃ স্তত্বা পুনর্বাক্যমুবাচ প্রয়তং যুয়া ॥ ৬২
 বৃত্তং ন ক্রিয়তে হৈদ্যেব স্থখং স্বপ্নসমং যতম্ ।
 তদর্থে ন তপো বৃত্তং মুক্তার্থং কুরু সাশ্রিতম্ ॥ ৬৪
 ইন্দ্রঃ স্থখদাতা বৈ মুক্তিদাতা ভবেৎ হি ।
 তস্মাৎ তং সর্কথা শ্রেষ্ঠ কর্তব্যম্হসি শ্রুতং ॥ ৬৫

গ্রন্থ অটোথারিকপে যুগচন্দ্রের উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ
 করত যেন প্রতি পদক্ষেপে পড়িতে পড়িতে
 সেই স্থানে গমন করিলেন তৎকালে অর্জুন
 তাহাকে আগত দেখিয়া আপনি পূজা করিলেন
 এবং তাহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করত
 জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন্ স্থান হইতে
 আগমন করিলেন, তাহা বলুন । অর্জুন ইন্দ্রকে
 এই কথা বলিলে ইন্দ্র অর্জুনের বৈধার্থক্য
 নিষ্পত্তি কহিতে লাগিলেন, হে স্বামিন্ ! তুমি
 এক্ষণে এ নবীন বয়সে কিজন্য তপস্বী করি-
 তেছ ? তোমার এই তপস্বী মুক্তির নিমিত্ত নহে,
 নিঃস্বার্থেই ধর্মের নিমিত্ত, হইবে । ৬০—৬২ ।
 তৎকালে ইন্দ্র অর্জুনকে এইরূপ জিজ্ঞাসা
 করিলে অর্জুন সমস্তই আবেদন করিলেন ।
 ইন্দ্র অর্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে
 প্রশংসা করত পুনর্বাক্য কহিতে লাগিলেন,
 আমি বাহা বলি, তুমি তাহা গ্রহণ কর ।
 তুমি এক্ষণে সুখের নিমিত্ত তপস্বী
 করিতেছ, কিন্তু তাহা বৃত্ত নহে ; কারণ
 লৌকিক সুখ বয়স্কুল্য, অতএব ঐ সুখের
 নিমিত্ত কখনই তপস্বী করা উচিত নহে ।
 ব্যাপি মুক্তির নিমিত্ত তপস্বী করিতে যেমত
 ইচ্ছা হয় কর । ইন্দ্র যখন ইচ্ছা করিতে
 সক্ষম কখনই মুক্তির নিমিত্ত পড়েন না ।
 হে জেষ্ঠ । হে যত্নবান । অতএব তুমি সর্কথা

ইত্যেতদ্বচনং ক্রমা ক্রোধং চক্রেহর্জুনস্তদা ।

রাজ্যার্থী ন চ মুক্তার্থী কিমর্থং ভাষসে হিমম্ ॥ ৬৬ ॥

বাসস্ত বচনেনৈব ক্রিয়তে তপ স্টদৃশম্

ইতো গচ্ছ কিমর্থং মাং পাতয়িতুং তুমিহসি ॥ ৬৭ ॥

ইত্যুক্তঃ প্রসন্নো বৈ রূপমধুতমুন্দরম্

খোপকরণসংযুক্তং দণ্ড্যামাস বৈ তদা ॥ ৬৮ ॥

ইত্যেকক তদা দৃষ্টা লজ্জিতঃ সর্জনস্তদা ।

ইত্যুক্তক সমাধাঃ পুনরৈব বচোহব্রবীঃ ॥ ৬৯ ॥

বক্তোহসি কৃতকৃতোহসি স্থিতিরঃ তি মনস্তব

বলিষ্ঠাঃ শত্রবস্তে চ দ্ব্যোদশং ধ্বংসরাঃ ॥ ৭০ ॥

দোষো তীক্ষ্ণঃ কর্ণঃ সর্কঃ চে হর্জুনঃ এবম্

মমাসাধা ভবেদুর্গৈ সমস্তা চ চিত্তং শূন্যং ॥ ৭১ ॥

এতচ্ছবঃ কর্ণঃ বৈ সমাঃ কর্ণঃ নাপন

বর্ততে চ শিবঃ বর্জ্য তম্ ॥ ৭২ ॥

সর্কঃ কর্ণঃ সমাঃ হি স্তি তুচ্ছমূলিকলপ্রদঃ

তবে মুক্তির নিমিত্ত তপস কৰিতে হইলেন

হও । তৎকালে অর্জুন ইন্দ্রের এই বাক্য

শ্রবণ করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করত কহিলেন,

আমি রাজ্য হইতে ইচ্ছা করি, মুক্তি ইচ্ছা করি

না । আপনি কিঞ্চিৎ একপ বলিতেছেন

আমি বেদব্যাসের বাক্য অনুসারে এতদূর তপস

করিতেছি । আপনি এখন হইতে গমন করুন ।

কিঞ্চিৎ আমায় তপস নষ্ট করিতে ইচ্ছা

করিতেছেন ? অর্জুন এই কথ বলিলে ইন্দ্র

প্রসন্ন হইয়া পরিকল্পনার সহিত আপনার

আশ্রয়স্থান হইতে গমন করাইলেন । তৎ-

কালে অর্জুন ঐ রূপ মর্শন করিয়া অতিশয়

লজ্জিত হইলেন । ইন্দ্র অর্জুনকে আশাসযুক্ত

করত পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, তুমি ধর্ম

তুমি কৃজ্য, তোমার মন নিশ্চল । তোমার

হৃদয়ান প্রকৃতি শত্রুগণ অতি বলিষ্ঠ । দ্রোণ,

ভীম, কপ, ইত্যাদি সকলেই অশেষ ; অধিক

বি, অধিকারকে ব্যাধি, তোমারও সাধ্য

নহে ; অতএব শত্রুগণের সহিত তোমার বিত-

যাক্ষ করিতেছি, প্রকাশ কর । শিব কতি-

য়েক কোল ভক্তিই ইহাবিশ্বকে জয় করিতে

সমর্থ নহে, অতএব একদা শত্রুকে ভয়ানক কর ।

অহমন্তে চ ব্রহ্মাণ্য বিষ্ণুঃ সর্ববরপ্রদঃ ॥

অন্তে জিগীষুষো যে চ তে সর্কৈ শিবপূজা

অদ্যপ্রভৃতি মনস্তঃ হিতা চৈব শিবঃ ভজ

পাণ্ডিবেন বিধানেন ধ্যানেনৈব শিবস্ত চ ।

উপচারৈরনেকৈঃ চ সর্কভাবেণ ভারত ॥ ৭৩ ॥

সর্কিঃ স্তানচলা তেহদ্য নাত্র কার্য্য বিচারণ

ইত্যুক্তা চ বরান্ সর্কান্ সমাহ্বাঃ বীদিদম্

সাধনতয়া স্তেয়মেতচ্চ রক্ষণে এবম্ ।

রাজঃ স্ত্রী প্রমাদো বৈ ন কদব্যঃ কদাচন ॥

শোদসাং বহবো বিদ্যা ভবন্তি রাজসত্তম ।

ধর্ম্যাক বক্তাত্তেহদ্যেব তেখব রক্ষাতঃ তস

শিবঃ সমাকৃ কলঃ তুভ্য দাস্ততি নানং

ইতি দত্ত বরঃ তস্ত জগাম ভবনঃ পকম্

এ হর্জুনোপি তপস্বীশে শিবমুদ্ভিষ্যত উদ

ইতি শ্রীশিবো মহাপরাক্রমে কালমহিত

মজ্জনতপঃকরণঃ নাম চতুর্দশঃ স্ক

ব্যাঃ ॥ ৭৪ ॥

ভোগক্ষণ এবং মুক্তিফলদাতা শিব

কার্য্যই করিতে পারেন । ধর্ম ও ব

অশ্রুত সেবাগ সকল বর প্রদানে সমর্থ

এবং একান্ত জয়লাভী ব্যক্তি সব

শিবের পূজক ; অতএব অদ্য হইতে ব

ময় পরিত্যাগপূর্বক তুমি শিবকে ভজনা

৯৩—৯৪ হে ভারত । তুমি পাণ্ডব

পূজাবিধানে ধ্যান এবং নানবিধ উপচ

সর্কভাভাবে শিবের ভজনা কর

হইলে তুমি স্থির সিদ্ধিলাভ করিবে,

বিচার করিবে না । ইন্দ্র এই কথ

নানারূপ বর প্রদানপূর্বক অর্জুনকে ব

কহিয়া কহিলেন, হে রাজন ! তুমি সা

তপোমুগ্ধান করত অবস্থান করিবে । ব

অনবধায়ে থাকিবে না । কারণ, হে রাজ

বজল কার্য্যে নানা বিধ উপস্থিত হয় ।

যেহা যেরূপ আছে, তুমি সেইরূপ রক্ষা ক

আহা হইলে শিব তোমাকে সমাকৃ বর

করিলে, ভাষ্যেত সংশয় নাই । ইন্দ্র

সর্ক এইরূপ বরদানপূর্বক বীর ভবন

পঞ্চমস্তিমোহধায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ।
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ।
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥ ২
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ।
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥ ৩
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ।
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥ ৪
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ।
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥ ৫

শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ।
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥ ৬—৭

শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥ ৮

পঞ্চমস্তিমোহধায়ঃ ।

শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ।
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ।
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥ ২
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ।
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥ ৩
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ।
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥ ৪
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ।
শ্রীমদ্বিধিবঃ কৃত্বা শ্রাসাদি বিধিবঃ তথা ॥ ৫

পরাবৃত্ত্য পতন্তে বৈ নিশ্চয়ং পরমং পতাঃ ।
এতন্নিমিত্তং দৈত্যো মুকনামা সমাপত্তঃ ॥ ৬
শৌকরং রূপমাশ্রয় প্রেযিতং চ দুরাশ্রনা ।
দুর্যোধনেন বিপ্রেন্দ্রো মায়িনা চার্কুনং তদা ॥ ৭
বত্রার্জুনং চ তিষ্ঠত তেন মার্গেণ বৈ তদা ।
শত্রুক পক্ষতঃ শত্রুং চিহ্নম্ বৃদ্ধাননেকশঃ ॥ ৮
শত্রুক বিবিধং কুর্স্বন শীঘ্রবেগেণ সংকৃতঃ ।
অর্জুনোহপি চ তং দৃষ্টা বিচারে তং পরো হতঃ
কোহয়ং কৃত আযাতঃ কুরকর্ম্ম চ দৃষ্টতে ।
মমানিষ্টং ক্রবং কৃত্বং সমাগচ্ছতাসংশয়ম্ ॥ ১০
মমৈবং মন আশ্রয়তি শত্রুরেব ন সংশয়ঃ ।
ইতাদৃক্ মনসি পার্থো নিচারণপরমানসঃ ॥ ১১
বহবো মে হতাঃ পূর্বে দৈত্যাস্ত দানবাস্তদা ।
তদগোঃ কশিঃ দার্য্যাদি বৈবং শোধয়িতুং পুনঃ ॥ ১২

নাট্যে দেবগণ আপনাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হইবে,
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রত্যাশমন করিলেন ।
এমন সময়ে মুক নামে দৈত্য, শত্রুর রূপ ধারণ
করিয়া অর্জুনের নিকটে আগমন করিল । যে
বিপ্রেন্দ্রপ্রণা। দুরাশ্রা মায়াবী দুর্যোধনই ঐ
দৈত্যকে অর্জুনের নিকটে প্রেরণ করিয়া
ছিল শত্রুরূপী দৈত্য, যেখানে অর্জুন
অবস্থান করিতেছেন, সেই পথ অবলম্বনপূর্ব্বক
পক্ষতঃ শত্রু এবং বহুতর দৃষ্টান্তে ক্রবং নান
রূপ শত্রু করিতে করিতে শীঘ্র বেগে আগম
করিল । অর্জুনও ঐ শত্রুরূপী দৈত্যকে
দর্শন করিয়া মনে মনে ভয় করিতে লাগি
লেন, এ ব্যক্তি কে, কোথা হইতেই বা আগ
মন করিল ? এই ব্যক্তিকে অতি কুরকর্ম্ম
বলিয়া বোধ হইতেছে । নিশ্চয় আমার যোদ
ত্তর অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত আসিতেছে, আমার
মন এইরূপ যজিতেছে : অতএব এ বৈ শত্রু
জাহাতে সন্দেহ নাই । ১—১০ । বিচার
করিল পার্থসিদ্ধি হইবে করিয়া মনে করিলেন
পূর্বে অতি কুরকর্ম্ম এবং দানবগণের
কর্ম্ম করিয়াছি : কোথা হইতে আসিবার
কোন দৈত্য বৈদ্যসিদ্ধি নিমিত্ত পূর্বে
আগমন করিয়াছে : ইহাতে সন্দেহ নাই, আর

সদ্ব্যবস্থা ন সংশয়ঃ নাত্র কার্য্য বিচারণা
 অথবা চ সখা কিস্তিযোজনহিতাবহঃ ॥ ১৩
 বন্ধিন্ দৃষ্টে প্রসন্নো মনঃ স হিতমাবহে
 বন্ধিন্ দৃষ্টে অসন্নো মনঃ স হিতমাবহে ॥ ১৪
 আচারঃ কুলমাখ্যাতি বপুরাখ্যাতি ভোজনম্
 বচনং ক্রতমাখ্যাতি মেহমাখ্যাতি লোচনম্ ॥ ১৫
 আকরণে তথা গতা চেষ্টাঃ ভাবিতৈবহ
 মনসঃ তথা কৃতা ক্রমোত্তমঃ স্তমঃ মনঃ ॥ ১৬
 উচ্ছলং সরসকৈব বক্রমরুতমেব চ
 নেত্রং চতুর্দিকং প্রোক্তং তত্ত্ব ভাবাঃ পঞ্চবিধাঃ
 উচ্ছলং মিত্রসংযোগে সরসং পুত্রদর্শনে
 বক্রং কামিনীদর্শনে চরুতং শত্রুদর্শনে ॥ ১৭
 অমিন্ মম তু সর্বত্র কল্যাণীভিরাপি চ
 অয়ং শত্রুভেদেব মরুতীয়ে ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
 কুরোঁ বচনঃ মেহমা বক্রোঁ দুঃখমবহ

বিচার করিতে হইবে না অথবা কুলোচ্ছলনের
 হিতাকাজী তত্ত্ব কোন সখা আগমন করি-
 রাহে। যে ব্যক্তিকে মনঃ করিলে মনঃ প্রসন্ন
 হয়, সেই ব্যক্তিই সখা এবং হিত সাধন করিয়া
 থাকে। যাকে মনঃ করিলে মনঃ কলুষিত হয়,
 সেই ব্যক্তিই শত্রু। অচর ভেদিত স-
 কুলোচ্ছল বা অসকুলোচ্ছল ইহা নিঃশ-
 ক্লাব হয় শত্রুর ভেদিত ক্রিয়ণ ভোজন
 করে তাত নিঃশব্দ হয় বাক্য উল্লে শত্রু-
 জ্ঞান আছে কিনা স্থির করা যায় লোচন
 কাহার ক্রিয়ণ সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া
 দেয়। আচার, গমন, চেষ্টা, বাক্য, এক
 বসোক্তি এই সকল বস্তু পুরুষ ভদ্রত
 প্রতিপাদ্য জ্ঞান যায়। উচ্ছল, প্রীতিবৃত্ত, বক্র
 এক ক্রিয়ণ, এইরূপে তত্ত্ব চারি প্রকার।
 সেই সেক্সে চেষ্টা পুরুষ পুরুষ। সেক্স, ক্রি-
 য়া উচ্ছল, পুরুষ পুরুষ প্রীতিবৃত্ত, কামিনী
 দর্শনে বক্র এক বক্র বক্র মনঃ বক্র হইয়া
 থাকে। বক্র এই সেক্সের বক্র ক্রিয়া
 কল্যাণ মনঃ উচ্ছল কলুষিত হইয়া থাকে।
 বক্র এই ক্রিয়ার মনঃ বক্র হইয়া, ইহাও
 ক্রিয়ার উচ্ছল, ইহাও মনঃ বক্র। তত্ত্ব

হত্যাঃ সর্বত্র রাজ্যে কার্য্য বিচারণা ॥ ২০
 এতদর্থে স্বাধুখানি মরা চৈব ন সংশয়ঃ
 ইতি বিচার্য্য তত্ত্বৈব বাণক সন্ধরন্থ স্থিতঃ ॥ ২১
 শিবোহপি স্বপ্নে সার্কিং ভিন্নরূপং বিধায় চ।
 অর্জুনস্ত চ রজার্বং পরীক্ষার্বং সমাগতঃ ॥ ২২
 বক্রকচ্চ বক্রোভির্ভা কেশান হরন্তদা।
 শবীরে বেতুরেখাঃ ধনুর্বাণযুতঃ স্বয়ম্ ॥ ২৩
 বাণানা তুর্পকং পৃষ্ঠে দৃষ্টা সো বৈ জগাম হ।
 পণাঃ তথা জাতা ভিন্নরাজ্যে ভবচ্ছিবঃ।
 শক্যঃ বিবিধান্ কৃতা জগাম বাহিনীপতিঃ ॥
 শক্যস্ত চ সেনায়াঃ শক্যঃ প্রদিশো দিশা
 বাণেশে বনশক্যেন বাহুল্যঃ অর্জুনস্তদা ॥ ২৪
 পশুতন্তাঃ যে সর্গে তে সর্গে বাহুল্যস্তদা
 মতা ক্রিয় ভবোদেব শিবঃ শত্রু করোতু চ।

ব্যাসও আদেশ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি
 যে ব্যক্তি তোমাকে দ্বন্দ্ব প্রদান করিবে তদ্য
 সর্বতোভাবে বধ করিবে, ইত্যাদি কোন বিচ-
 কারিবে না আমি এই নিয়মই দিই যা
 প্রদান করিয়াছি, তত্ত্ব সংশয় নাই
 অর্জুন মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া সে
 স্থানে অবস্থান করত ধনুকে বাণ যোজন করি-
 লেন ১১—২৩ শিবও স্বপ্নেই শি-
 ব্যাধের আকার ধারণপূর্বক অর্জুনের রজা
 এবং পরীক্ষার্ব তথ্য আগমন করিলেন ত-
 কালে হর, কোপীন ধারণপূর্বক পত্নী
 কেশ আবৃত করিয়া শবীরে দ্বিকক্ষি বা
 তত্ত্ব বক্র রোম করত হস্তে ধনুর্বাণ ও পৃষ্ঠে
 বাণপূর্ণ তুর্পক ধারণ করিয়া আগমন করি-
 লেন। ইহার পার্শ্ববর্তীও সেইরূপে
 ধারণ করিল। তখন শিব ব্যাধের
 রজা হইলেন। সেই ক্রিয়াত-সেনাপতিরূপী
 শিবের পদম সমর বিবিধ শত্রু হইতে লালি
 শক্যরূপী সেক্স এক সেনা উভয়ের শব্দে শি-
 বিবিশ্ব সমস্ত ব্যাধ হইল। তৎকালে অর্জু-
 নের শব্দে ব্যাধ হইলেন এবং পরিত-
 নী সমস্ত এগ্নি ব্যাধ হইয়া উঠিল। ত-
 নার্ক্য চিত্র করিতে লালিলেন, অর্জু

চর্য প্রভৃৎ পূৰ্ণং কৃষ্ণেন কবিতং পুনঃ ।
 সেন কবিত্তৈব স্মৃত্য বেদৈব পুনঃ ॥ ২৭
 নৈব ভক্তকরঃ প্রোক্তঃ শিবঃ সুখকরঃ সদা ।
 ত্ৰিভুং পকং প্রোক্তো মুক্তিদো নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥
 স্ময় শব্দভাং পাসাং কল্যাণং জাগতে ধৰ্মম ॥
 ভক্তং সৰ্বভাবেন দঃখং পাপকং নশতি ।
 দিকচিক্ৰিয়ত তদা কস্যসমুদয়ম্ ॥ ৩০
 হুনি ভাবিনি নমস্কেন স যচ্চিতি ।
 প্রবৃত্ত্যৈব ভোগ্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
 ন বহুভবনভোগ্যং নিস্তীয়া শব্দকঃ
 চিদিচ্ছত তদা দ্বৌক্যং সংশয়ঃ ॥ ৩২
 চৈক্যমতঃ সধাভূতঃ বিষয়েব চ
 চৈক্যি কৰোতাব সমর্থঃ কিং নিমিত্তভেদে ॥ ৩৩
 চৈক্য ভক্ত তদা ভাবি তদা সমাচরঃ
 চৈক্য ভক্ত ভক্ত ভক্ত ভক্ত ভক্ত ভক্ত ভক্ত ৪০৫

ইহা শিব মঙ্গল বিধান করুন আমি
 চৈক্য ভক্ত হই, কৃষ্ণ ও পূর্ণের কবিত্বভেদ,
 চৈক্য ভক্ত ভক্ত, চৈক্য ভক্ত এবং বেদও
 বিত ভক্ত শিবই মঙ্গলদায়ী, শিবই সৰ্বভা
 ন কৃষ্ণ ভক্ত, শিবই কেবল ভক্তভক্ত
 চৈক্য ভক্ত, ইহাতে সংশয় নাই যে
 কল পূর্ণ শিবনাম মঙ্গল করে, তদ্ব্যতিরিক্ত
 চৈক্য মঙ্গল হয়। যে ব্যক্তি ইহা চৈক্য সৰ্বভক্ত
 চৈক্য ভক্ত করে, তাহার দঃখ এবং পাপ নষ্ট
 । যদি কখন কখন ভক্তঃ কোন দঃখই উৎপন্ন
 । তাহ হইলে বহুভব দঃখসমূহের ভক্তিকলও
 চৈক্য দঃখ প্রদান করেন। যদি মহাদঃখ
 চৈক্য হয়, তাহা হইলে প্রারম্ভ কাম্বরই ভোগ
 , ইহাতে সংশয় নাই। তৎকালেও শব্দ
 হা করিলে, বহুভব মূলে অল্প কল ভোগ
 হিতে পারেন। একবারে ইচ্ছা হইলে
 চৈক্য দঃখ করিতেও পারেন; ইহাতে সংশয়
 । শিব ইচ্ছা করিলে বিধকে অল্প এক
 দঃখ বিধ করিতে পারেন। তাহার দ্বারা
 । তিনি তাহাই করিতে পারেন। প্রত্যেক
 নিবারণ করিতে পারে। যেখানে অল্প
 । শিব তাহাই করেন। শিব ভক্ত

ততশ্চৈব ভক্তং ভাবি নাত্ৰ কার্য্য বিচারণা ।
 ভক্তত শরণে মানো ভবতীতি স্থনিশ্চিতম্ ॥ ৩৫
 ইতি বিচার্য্য ময়াপি তেভৈর্ভক্তৈঃ পুরাতনৈঃ ।
 ভাবিত্তি সদা ভক্তৈ রক্ষণীয়ঃ মনঃ স্থিরম্ ॥ ৩৬
 লক্ষ্যগচ্ছতু ব ভিষ্টে মরণং নিকটে পুরঃ ।
 নিন্দাং বাথ প্রকৃষ্ণং ভক্তিং বা দঃখসকরঃ ॥ ৩৭
 জাগতঃ যদি জাগেত শব্দকঃ সুখদঃ সদা ।
 কদাচিত্ত পদীকং দঃখং যচ্চিতি বৈ শিবঃ ॥ ৩৮
 অথৈ চ সুখদ প্রোক্তো লক্ষ্যগচ্ছত সংশয়ঃ ।
 যথা চৈব শব্দক শোভিতঃ ভক্তভাং ভক্তৈঃ ॥ ৩৯
 এবমৈব মনঃ পূৰ্ণং ভক্তা মুনিমুখাং তদা ।
 ভক্তভনে মমতাদেব ভক্তা সঙ্গার সংশয়ঃ ॥ ৪০
 ইত্যেবক বিচারক কৰোতি দাবদেব হি ।
 ভাবক শব্দক প্রোক্তো বাগদ মোচনবধি ॥ ৪১

দিকচৈক্য কবিত্ব এই ভক্ত পূর্ণ প্রহণ
 কবিত্বভেদ সেই কবিত্ব আমাদিগের মঙ্গল
 হইবে, ইহাতে বিচার করিতে হইবে না।
 ভক্তভ প্রহণে ভক্তভ কবিত্ব ইহা
 অতিমান হইবে, ইহা নিশ্চয় এইরূপ বিচার
 করত আমি এই সকল পুরাতন ভক্তগণ, এবং
 ভাবী ভক্তগণ সকলেরই মনকে স্থির করা
 করিয়া ২০—৩৬ লক্ষ্য গমন করেন করুন,
 মরণ নিকটে উপস্থিত হই হউক, লোকেরা
 নিন্দা করে করুক অথবা ভব করে করুক, দঃখ-
 সকল হই হউক, শব্দই সকল সময়ে সুখদাতা।
 শিব কোন সময়ে পদীক কবিত্ব নিমিত্ত দঃখ
 প্রদান করেন তিনি অতি লক্ষ্য, অতএব
 পরিণামে সুখ প্রদান করেন, তাহাতে সংশয়
 নাই। সুখ যেহেতু অলপাতি দ্বারা শোভিত
 হইয়া পরিত্যক্ত হই, সেইরূপ শিবভক্তও ভক্তি
 লাভ করে, আমি ব্যাসের নিকটে পূর্ণ এই-
 রূপ প্রবণ করিয়াছি। শিবের ভক্তনা কবি-
 তেছি, অতএব আমার একবেই মঙ্গল হইবে,
 তাহাতে সংশয় নাই। ৩৭—৪০। অর্জুন বাগ-
 বেশ কাম্বরই এইরূপ বিচার কবিত্বভেদ
 ইত্যকর পূর্ণ কবিত্ব বিধে অল্প
 কবিত্ব। শিবই সুখদ, শব্দই মঙ্গল

শিবোহপি পৃষ্ঠতে নমো হ্যস্মিতি শৃকবন্ত হ
 তের্যমধ্যে তদা সোহং পৃষ্ঠতে শৃকবন্তম্ ॥ ৩২
 মম তন্তক ম হৃদাচ্ছিবঃ শীতলত্বং গতঃ
 একমিন সময়ে তাত্যং কৃতং বাণবিমোক্ষণম্ ॥
 শিববাণ-১ পৃষ্ঠতে বৈ হর্জুনঃ মুখে তদা
 শিবঃ পৃষ্ঠতে গতা মুখে নিঃসৃত্য শীতল ॥ ৩৩
 ভ্রমো চ লীনতঃ ফলন্তস্য বৈ পৃষ্ঠতে গতঃ
 পশাত পাত্রে তটৈব বাণ-১ বর্জুনঃ চ ॥ ৩৪
 শকবন্তং কণ-১ শটে মুখে ভ্রমো পশাত হ
 দেবা হং পবং প্রাপ্য পুপুটীং প্রচকিরে ॥ ৩৫
 শিবকটুমনঃ শীতলজুনঃ মুখত্যা গতা
 কৈতাস্য চ তদা বপং ক্রেতঃ পৃষ্ঠে চ তৌ তন
 অর্জুনঃ বিশেষণ হং কপনৈবতম
 দৈবরোম মমোলাব ত্তিস্তন ন সাশয় ॥ ৩৬
 ইতি বিচক্ষা তটৈব তদা শিব শিবোহপি চ ৩৫

ইতি শ্রী শিবোহপি পৃষ্ঠতে নমো হ্যস্মিতি শৃকবন্ত হ

মহর্জুনবাণবিমোক্ষণম্ নমো পশাত

বটীতমোহ্যম্ ॥ ৩৬ ॥

আগমন করিলেন। তৎকালে এই শব্দে শিব
 ও অর্জুনের মধ্যে পরস্পর-শিবের পৃষ্ঠে
 হইতে লক্ষিত শিব শব্দে অমর পদম
 তন্তকে হিংস করিতে ন পারে এইরূপ
 ভাবিয়া শীঘ্র আগমন করিলেন। তৎকালে শিব
 ও অর্জুন উভয়ে এক সময়ে শব্দে প্রস্তুতি
 বাণক্ষেপ করিলেন শিবের বাণ পৃষ্ঠভাগে এবং
 অর্জুনের বাণ মুখে সন্নিবিষ্ট হইল। শিবের
 বাণ পৃষ্ঠভাগে প্রবেশ করত মূর শিবের দ্বারা
 বহির্গত হইল ভূমিতে লীন হইল। অর্জুনের
 বাণ শব্দে পৃষ্ঠ পট্টম্ আগমন করিয়া তাহার
 গার্ভে পতিত হইল। এই শৌনকাদি কহিলেন।
 শৃকবন্ত তৎকালে প্রাণত্যাগ করত ভূমিতে পতিত
 হইল। তৎকালে দেবতাপন, অস্তিত্ব হর্ষ প্রাপ্ত
 হইলেন এবং পুপুটী করিতে লাগিলেন।
 প্রাণত্যাগ সময়ে শৈতোর কথার ভীষণরূপ
 দেখিয়া শিবের সন্তোষ হইল এবং অর্জুনের
 মুখ হইল। অর্জুন, সমস্তই অকৃত মায়া, ইত্য
 বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলেন। পরে শিবের অন্য

বটীতমোহ্যম্ ॥

মৃত উবাচ ।

শিবোহপি চ শব্দত্যাং বৈ প্রেরয়ামাস বৈ তম
 বাণার্থে চ ততঃ শেষ্ঠা অর্জুনোঃ হ্যাগজন্তম্ ॥
 একমিন সময়ে প্রাপ্তৌ বাণার্থে চ গণার্জুনে
 অর্জুনস্য পশাতঃ বাণকৈবাপ্যহৌ তদা ॥
 গণঃ প্রোবাচ তং তত্র কিমর্থং গচ্ছতে হম
 বাণৈঃ বাণদৌষ্যে বৈ মুচ্যাতামমিস্তম ॥ ৩
 ইত্যুক্ত-১ অর্জুনস্য বচনকেন্দ্রমবদৌ ॥
 অর্জুনঃ বদাসি কিক মুখোহসি হা বনেচর ॥
 বাণ-১ মে'চিত্তে মেহণ্য ভ্রমো-১ কথং পুন
 বেদ্যং কপক পিকান্নি মন্যমানি ত এব চ ॥ ১

সামান্যে হৃদয় শিবোহপি নমো হ্যস্মিতি শৃকবন্ত হ

মহর্জুনবাণবিমোক্ষণম্ নমো পশাত

বটীতমোহ্যম্ ৩৬—৩৯ ॥

পশাতমোহ্যম্ নমো পশাত ৩৬ ॥

বটীতমোহ্যম্ ৩৬ ॥

মৃত কহিলেন যে শৌনকাদি কহি
 শিব তৎকালে বাণানন্দন নিমিত্ত শীঘ্র
 প্রেরণ করিলেন, অর্জুনও তৎকালে উপ
 হইলেন। শিবভূতা ও অর্জুন উভয়ে
 সময়ে বাণত্যাগ নিমিত্ত উপস্থিত হইল।
 অর্জুন তৎকালে শিবভূতাকে তিরস্র
 বাণ গ্রহণ করিলেন। তৎকালে শিব
 কহিল, তুমি কি সত্য বাণ গ্রহণ করিলে?
 বাণ অমরদিগের, অতএব তে কহিগে।
 এই বাণ ত্যাগ কর। ভূতা এই কথা বা
 অর্জুন কহিলেন, হে বনেচর! তুমি মূ
 আনিয়া কিজন্য এই কথা বলিতেছ?
 এই কথারই বাণ পরিত্যাগ করিবাছি, কি
 তোমার হইল? আমি বাণে এই রেখা
 রাখি, আমার বাণের এই আকার,
 পশাতভাগে মূরপৃষ্ঠ সংলগ্ন আছে এবং ই
 আমার নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব

[illegible]

যমৈব বাযিনা বাণো ভবার্থে যোচিতে।
 শব্দ-৮ মারিত্ত্বেন পূৰ্ণতঃ ৮ রক্ষিতঃ ।
 সত্যক কৃত্যক্রান্তসি তপঃ সন্ততঃ বধা ॥ ১৪
 সত্যক ভাসমে এক কিমজ্ঞাতং সিদ্ধিমিক্রুসি ।
 প্রয়োজনং তে বাণেন সামী চ বাচ্যতাং যম ॥ ১৫
 অদৃশ্যং তথা বাণান বহুন দাতুং কথং বরম্ ।
 তচ্চ চ বহুভুক্ত মেহস্য কিং নৈব বাচ্যাতে হুয়া ॥
 প্রার্থনীয়ে নিশেষেন দাক্ষতি বিবিধং ক্ষমম্ ।
 উপকার পরিতাজ্ঞা উপকার সমাহসে ॥ ১৬
 নিগদ্য তু মালাব ক্লিষ্টো ত্যক্ত চাপলম্ ।
 ইতোহনং বচনং শব্দঃ পাঠো বাক্যমখ্যাবীৎ ॥ ১৭
 শব্দ-নির্মিত প্রাক্কামি হুমজ্ঞাতং তপ ভবনম্ ।
 যদ ক্রিয়ত্বং এক কালমোহঃ বনেচর ॥ ১৮
 যদ বাক্য তব গোত্রঃ কথং মুক্ষমমুকুতঃ ।

হোলে আমায় সমা, তোমার প্রার্থ এই
 কল কল করিয়াছেন ওহে মনোহর।
 আমায় সমা তোমার শরতে দিনটো করিয়া
 পুনরায় এই কল কল করিয়াছেন সেবি-
 তেছি, হুমি অতিশয় কৃতজ্ঞ তোমার উপ-
 কাহ উত্তম। আর হুমি মজার মন। একবে
 হও কিসেরি দীর্ঘ করিতেছ। হুমাশি এই
 বনে তোমার কোন প্রয়োজন হইবে, জহা
 মিলে আমায় সমা; নিষ্ঠা হইয়া কল।
 আমায় সমা আপনাই এরূপ কবিতা বাণ বান
 করিতে সমর্থ। তিনি আমায়সিগের প্রাণ, হুমি
 কেন মজার করিতেছ ন। হুমি বিশেষ-
 রূপে প্রার্থন করিলে তিনি নানাপ্রকার
 ফলপ্রসন্ন করিতে পারেন। অতএব হুমি
 উপকার পরিতোষ করিয়া কিছুত অশকারটেই
 করিতেছ। হুমি উপায় কহা করিতেছ. না,
 একবে চন্দ্রভক্ত পরিতোষ কর। পার্থ কুজের
 এই ব্যক্তি প্রবণ করিয়া। কহিতে নাহিলেন,
 অহে ব্যাধ! আমি বলিতেছি প্রবণ কর, তোমার
 নবম ব্যকাই মিথ্যা। হে বসন্ত। তোমার
 যেহেতু আমি, হুমিও সেই প্রকার, ইহা আমি
 আমি। আমি বলিয়া, হুমি চেন, বিজ্ঞান

সুহৃৎ সৈন্যঃ সৈম্যঃ কাষাৎ নাথমে হিঃকস্মাচন ॥২০॥
 তস্মাৎ তে চ ত্বং সাম্যো ভবিষ্যতি ভবানুশঃ ।
 দাতারঃ কথং প্রোক্তাঃ শৌরাঃ প্রোক্তা বনেচরাঃ
 কথং যাচোম্যঃ ভিন্নো রাজা এব চ সাম্প্রতম্ ।
 তমেব যাচসে নৈব বাণঃ মাং ত্বং বনেচর ॥ ২২ ॥
 দদামি তে ত্বং বাণঃ সন্তি মে বহুবো কথম্
 রাজা চ আগ্রহৈবৈব ন দদামি ত্বং ত্বং ॥২৩॥
 কিং পুনঃ ত্বাং বাণঃ প্রযচ্ছামি বনেচর
 যদি চিকীর্ষতি বাণঃ কথং নাগম্যতে ত্বদনা ॥ ২৪ ॥
 যথা গচ্ছতি তে ভক্ত কিম্ভঃ ভবসংহদনা ।
 আগত্য চ ময়া সাক্ষং হুত্বৈ স্তি চ মাং পুনঃ ।
 নৌত্বা বাণঃ সুখং যাতু বিলম্বঃ ক্রিয়তে কথম্ ।
 ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা ভিন্নো বাক্যমদ্যদবীঃ ॥২৬॥
 অজ্ঞোহসি ভূমিনাসি মদনদ্রীকসে কথম্

যুদ্ধ হইতে পারে । ইহা কেন মাওই দূত
 নহে । তুলা ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ এবং মিত্রত
 করা উচিত, হান ব্যক্তির সহিত কখনই উচিত
 নহে । ১৩—১৪ অতএব তোমরা যদি
 অপকৃষ্ট ও তোমাদিগের সাম্যও তোমাদিগের
 জ্ঞান হইবে আমরা দাতা বনেচরগণ তোম
 ব্যাধ রাজাই হউক আর যাহাই হউক আমি
 তাহার নিকটে কিঞ্চিপ যাক্ত করিব ? হে
 বনেচর । আমার নিকটে তুমি কিঞ্চিৎ বাণ
 • বাজনা ন করিতেছ ? আমার বহুতর বাণ
 আছে, তোমাকে নিঃস্ব বাণ প্রদান করিব ।
 যদিও রাজা আগ্রহ সহকারে আমাকে
 বাণ প্রদান না করেন, তহ্যে আমার কোন
 ক্ষতি হইবে না হে বনেচর । বাজনা না
 করিলে, কি নিমিত্ত তোমাকে এই বাণ প্রদান
 করিব ? যদি তোমার বাণ গহণে ইচ্ছা থাকে,
 তাহা হইলে কিঞ্চিৎ এক্ষণে আসিতেছ না ?
 কথায় কাজ কি ? তোমার সাম্য এখানে বাহ্যতে
 আসে, তাহা কর তোমার সাম্য আগমন-
 পূর্বক আমার সহিত যুদ্ধ করত আমাকে কণ
 করিয়া বাণ গ্রহণপূর্বক সুখে গমন করুক,
 কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতেছ ? তির অর্জুনের এই
 বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে গািল, তুমি অতি-

মোহি, বাণঃ সুখং তিষ্ঠি কাম্যম্ । কেশভাষনম্
 ইত্যুক্তঃ পুনঃ প্রাহ শুনু ত্বং বনেচর ।
 আগমিষ্যতি যদি সাম্যো দর্শয়িষ্যে ফলং তদা
 সিংহশৃগালয়োর্বৃক্ষমুপহাসকরং মতঃ ।
 শ্রুত্বা পশ্যসি ত্বং যথেক্ষসি তথা কুর্ ॥ ২১ ॥
 ইত্যুক্তঃ পতন্তত্র যত্রাপ্তে বাহিনীপতিঃ ।
 সম্যং নিবেদয়ামাস শ্রুত্বা হর্ষমুপাগতঃ ॥ ২৩ ॥
 অজ্ঞগম্য সসৈন্তেন শত্রুরো ভিন্নকপদক্ ।
 অর্জুনঃ তদা সেনাং দৃষ্ট্বা সখ্যমাধারো ॥
 পুনঃবাণঃ শিবনৈব প্রেয়সামাস বে তদা ।
 পশ্য সৈন্তং তপস্বিন্ নস্ত্বং বাণঃ তাজাদুন
 মদনঃ স্বরূপার্থার্থে কথমিচ্ছসি সাম্প্রতম্
 নাতরম্ভব দঃখকঃ কলত্রক ততঃ পদম্ ॥ ২৬ ॥

শয় অক্ষ তুমি কহি নহ, তুমি কিঞ্চিৎ মত
 দেখি করিতেছ অতএব বাণ প্রদানপূ
 সুখে মদন কর তাহ না করিলে য
 দেশ প্রাপ্ত হইবে ভিন্ন এই কথ বা
 অর্জুন দর্শনার কহিতে গািলেন, হে বনে
 চর কর তোমার সাম্য যৎকালে য
 করিবে তৎকালে তাহার ফল প্রদান কর
 সিংহ ও শৃগালের যুদ্ধ অতিশয় উপহাস
 ইহা তুমি লক্ষ্যিও, এক্ষণে দেখিতে পাই
 এক্ষণে দেখি ইচ্ছা হয়, তাহাই কর ত
 এই কথা বলিলে, ভিন্ন যে স্থানে সৈন্য
 অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন
 সমস্ত নিবেদন করিল, সেনাপতি তাহা
 করিয়া হর্ষযুক্ত হইগেল । ২১—২৩ ।
 রূপবতী শত্রুর সৈন্যের সহিত তথায়
 মন করিলেন । অর্জুন যৎকালে সৈন্য
 করিয়া সমুখে গমন করিলেন । তৎকালে
 একজন ভৃত্যকে অর্জুনের নিকটে প্রেরণ
 লেন এবং ভৃত্যকে কহিলেন, তুমি অর্জ
 এই কথা বলিলে যে, “হে তপস্বিন্ !
 দিগের সৈন্য অবলোকন কর এবং এক্ষণে
 পরিত্যাগ কর । সম্প্রতি অস্ত্রের নিমিত্ত
 মরণ ইচ্ছা করিতেছ ? তোমার মরণ
 তোমার জাকৃগণ অতিশয় দুঃখার্ত হইবে, ও

তদাজুনঃ শিবোনব যুক্তঃ মনসমুত্তমম্ ॥ ৭
চকার মেদিনী হৃদয়ঃ স্যাপ্তা না সমমুদক ।
সেব হৃদয়ঃ সমা ততঃ কিং ভবিষ্যতি হা পুনঃ ॥
এতদ্বিমহত্রে দেবঃ শিবঃ গণনমাহি তঃ ।
যুক্তঃ চকার তদন্তঃ হজুনঃ ১০
উজ্জীয়ে উজ্জীয়ে তৌ যুক্তঃ চ ততুদেব-পরিবো
হজুনঃ পাদুয়া দ্বাঃ দ্বাব পাদুয়া শিবম্ ॥
১১ পাদুয়া তে সে ব মমামস ব তন ।
বশতঃ শিবোনবঃ কতঃ তদা ॥ ১২
পাদুয়াঃ ত তত্রেব শব্দে কপমহুতম
কম্যামস হস্তাক চলিতঃ হস্তমঃ শতম্ ॥ ১৩
যথোক্তঃ বেদশাস্ত্রঃ পদ্যপদ্যকোত্তমম্ ।
তং দৃষ্ট্ব চ অধিষ্ঠাতা অজুনঃ লজ্জিতঃ স্বম্ ॥
মহো শিবঃ শিবঃ সেহবঃ যে মে প্রভুত্বঃ বতঃ
ত্রিলোকীঃ স্বঃ স ক ক কতঃ কিং মদ্যদনঃ ।
বলবতী চ প্রভাময়ঃ মর্দিনমপি মেদিনী

ব্রহ্মিনঃ যাকালে অজুনঃ শিবের সতিঃ মত
যুক্ত করিতে লাগিলেন । ১০ কালে মনসমু
পৃথিবী হৃদয়ঃ স্যাপ্তা না সমমুদক ।
তরা দৃষ্টিতঃ হৃদয়ঃ কহিতে লাগিলেন ১১
আমাদিগের কিঃ হাবে এমন সময় ভাবন
শিব আকাশে অবস্থিতঃ হৃদয় যুক্ত করিতে
লাগিলেন । অজুনও আকাশে অধিকঃ কালে
সতিঃ যুক্ত করিতে লাগিলেন । ভাবন শিব
এবং মহাদেব অজুন উভয়ে উভয়ে উভয়ে
যুক্ত করিতে লাগিলেন । অজুন কহিলঃ অদ-
নর পাইয় শিবের হৃদয় চরণ বরণ করিলেন
এবং চরণ বরণ করিয়া বৃহদ্বৈতে লাগিলেন
শিব আপনাকে ভক্তঃ হৃদয় ভাবন ইত্যাদি নিমিত্ত
বুঝিতে লাগিলেন ১২—১৩ তদা পর শব্দ
কিঞ্চিৎ হস্ত করিয়া অজুনের হস্ত-হস্ত হইয়া
বেদশাস্ত্রেও আপনর কলাপের সন্তুষ্টঃ শিব
রূপ দর্শন করাইলেন । হে শৌনকাদি কবিগণ !
অজুন ঐ পুরাণ পুস্তকোক্তমকে দর্শন করিয়া
অস্তির লজ্জিত হইলেন । অহো ! আমি
বাহকে ঈশ্বররূপে পূজা করিয়াছি, ইনি সেই
শিব । ত্রিলোকপতি আমার সমুখে ; হা !

কিং কৃতং রূপমাচ্ছাদ্য প্রভুণা জলিতো হা
ইতি বিচায়া কৃতব্যং কৃতব্যক পুনঃপুনঃ ।
উবাচ পাদয়োস্তস্ত পতিতঃ শব্দরস্ত চ ॥ ১৪
শব্দরোহসি মহাদেব কৃতব্যক ময়া কৃতম্ ।
ইতি কৃতঃ তদা হস্তঃ কৃতঃ চ শব্দঃ পুনঃ
অজুনক সমাখ্যাত ভক্তোহসি পুত্রসত্তম ।
পরাক্রমঃ মম তেহদা কৃতমেবং ভক্তঃ জ
ইত্যুক্তঃ তক হস্তাতামুখ্যপ্যাজুনমেব চ
বিলজ্জঃ করম্যামস গনৈঃ ১৫
পুনঃ শিবোনবঃ প্রাহ প্রসন্নোহসি বরঃ ।
প্রঃ পৈরস্তুভনং তেহদা পূজনঃ মানিতঃ মম
ইচ্ছয়া চ কৃতং মেহদা নাপরাধস্তবানুনা ।
নামদেঃ বিদ্যাতে তুভ্যঃ দদিসিসি ব্রহ্মতঃ

আমি একজন কি কবিগণছি । প্রভু মা
সত্তা এই মতঃ, আমাবীদিগেরও যে
করে । প্রভু পদীয় কপ অবরণ করি
করিলেন । আমি লজ্জিত হইলম ।
মনে এইকপ বিচরণপূর্বক শব্দরের
পতিত হইয় পুনঃপুনঃ কহিতে লা
প্রভো ! আপনি ক্রমঃ করুন, ক্রমঃ
হে মহাদেব ! আপনি মনসকাদী, অর্থা
করিয়াছি, তদা ক্রমঃ করুন । শব্দপ
অজুনের এই বাক্য গ্রহণ করিয়া হস্ত
অজুনকে আশ্বাসযুক্ত করত কহিতে লা
হে পুত্র ! তুমি আমার ভক্ত, আমি
পরাক্রম করিবার নিমিত্ত একপ ক
অতএব শোক ত্যাগ কর । এই কথ
হস্তগ্রহণপূর্বক উত্তোজন করিলেন
এবং প্রমথগণের নিকটে তদীয় গুণবা
করণে অজুন লজ্জাপ্ত হইলেন । শি
কীর অজুনকে কহিলেন, আমি প্র
গাছি, অতএব বর গ্রহণ কর । তুমি
যে অস্ত্রাদি দ্বারা গ্রহণ করিয়াছ, অ
পূজা স্তান করিয়াছি । আমি ইম
তোমার সহিত যুদ্ধাদি করিয়াছি,
তোমার কোন অপরাধ নাই । একপ
অন্যে কিছুই নাই, বাহা ইচ্ছা

কুণ্ডে বশো রাজনু খ্যাপনাত্মকুণ্ডে কুণ্ডম্ ।
কৈবল্য কৰ্তব্যং বৈকল্যক ত্যজাধুনাম্ ॥ ২২
কুণ্ডে পুনস্তত্র সাবধানতয়া স্থিতঃ ।
চন্দ্রং সো বৈ প্রভূণা কিং সমীহিতম্ ॥ ২৩
নীলো মহাদেবঃ কৃপালুস্ত্বং সমাশিবঃ ।
কুণ্ডে চ কতিং তস্ম চকার বেদসম্বতাম্ ॥ ২৪
অৰ্জুন উবচ ।

সে দেবদেবঃ কল্যাসবাসিনে নমঃ
শিব নমস্তাত্য পঞ্চবক্রায় তে নমঃ ॥ ২৫
অগ্নি নমস্তাত্য ত্রিনেত্রায় নমোহস্ত তে ।
কুশল নমস্তাত্য সুমুখায় নমোহস্ত তে ॥ ২৬
সমুদ্র সমুদ্রাত্য সত্যস্বদনায় চ
বহুলা নমস্তাত্য সন্দোহাত্য তে নমঃ ॥ ২৭
অমর নমস্তাত্য বসন্তনিরিক্ষায় চ
কুণ্ডে তে দেব নমস্তাত্য পরাস্বনে ॥ ২৮

ধর্ম কব তে রাজন । শক্রগণের নিকটে
জয়বশে বিস্তার নিমিত্ত আমি এই অমৃত
কবিত্ব চি তুমি কিছুমাত্র বাক্য করিও
একথা মোহ পতিতায় কর ১২—২২
অর্জুনকে এই কথা বলিল অর্জুন সেই
সবধানে অবস্থান করত শক্রবৃন্দে কবি-
প্রভু বহু ইচ্ছা তাপরে অবস্থান
ন জগতে আপনাই বর্মীয়া আপন
ব আপন সত্য সত্যই এই কথা
মহাদেবের বেদসম্বতে কব করিতে জন্মিল
অর্জুন কহিলেন, তে দেবদেব
কে নমস্কার তুমি কল্যাসবাসী,
কে নমস্কার হে সমাশিব। তোমাকে
করি। তুমি পঞ্চবক্র, তোমাকে নমঃ
। তুমি কপলী, তুমি ত্রিনেত্র, তুমি
নীল, তুমি সুমুখ, তোমাকে নমস্কার করি।
সর্বদা তরুণের প্রতি প্রসন্ন
॥ থাক, তোমার বদন সর্বদা হাস্ত-
হে নীলকণ্ঠ! তুমি সন্দোহাত, তোমাকে
করি। হে বৃষধ্বজ! তোমার বামাঙ্গ
আহুগী, তোমাকে নমস্কার। হে দেব।
শকুণ, তুমি পরব্রাহ্ম, তোমাকে নমঃ

ডমরুপালহস্তায় নমস্তে কণ্ডমালিনে ।
তুঙ্কফটিকসঙ্কল-কর্ণূরগৌরবায় চ ॥ ২৯
পিনাকপাণয়ে তুভ্যং ত্রিগুণবরধাক্ষিণে ।
বায়চন্দ্রোত্তরীয়ায় গজাস্বরবিধাক্ষিণে ॥ ৩০
নাগাস্বায় নমস্তাত্য গজাধর নমোহস্ত তে ।
সুপাদায় নমস্তেহস্ত মুক্তিদায় নমোহস্ত তে ॥ ৩১
অগুণায় নমস্তেহস্ত সত্ত্বপায় নমোহস্ত তে ।
যঃ ক্রিক্রিদ্ধগতে রূপং তস্যৈকান্ত্যবকং স্মৃতম্ ॥ ৩২
কৃপাংস্তে দেব সংখ্যাত্বং বেদাশ্চ প্রভবতি ন ।
কিং পুনরনুক্রিচ্চ বর্ণনামি সমাশিব ॥ ৩৩
দেহমি সোহমি নমস্তাত্য কৃপাং কৰ্ম্ম মমার্হসি
ইতি ক্রমঃ পুনঃ শব্দঃ প্রোবাচ অর্জুনমেব চ
কিং বহুং তং প্রোবাচৌ নীচং বদনমামি তে ॥ ৩৪
ইত্যুক্তো অর্জুনস্তত্র প্রবিপত্য সমাশিবম্
উবাচ শ্রীকৃষ্ণঃ তক তদুৎকৃষ্টমিত্যুতম্ ॥ ৩৫

কব তুমি সত্যস্বতঃ কব এবং নরকপাল
বদন কবিত্ব চ, তুমি নরকপাল-মহাদারী,
তোমাকে নমস্কার তোমার শরীর নির্মল
ব চিকেন চন্দ্র সত্য এক কর্তব্যের কব তুঙ্ক-
বদ, তুমি পিনাকপাণ, তুমি ত্রিগুণদারী,
তোমাকে নমস্কার করি বায়চন্দ্র তোমার
উত্তরীয়া এবং তুমি গজচন্দ্র গজাধর কবিত্ব চ,
তোমার অস্ত্র সর্প কবিত্ব চ, হে গজাধর!
তোমাকে নমস্কার করি তোমার চন্দ্রব অতি
শুভব, তুমি মুক্তিদাতা, তোমাকে নমস্কার
করি তুমি নির্মল, তুমি সত্ত্ব, তোমাকে
নমস্কার এই জগতে যে কিছু রূপ পুট হই-
তেছে, তাহা সমস্তই তোমার জ্যেষ্ঠাত্য, হে
দেব! দেবতায় তোমার গুণ সংখ্যা করিতে
পারেন ন, হে সমাশিব। আমি মনোগুহি,
তোমাকে ক্রিপে বর্ণন করিব। তুমি যে হও
সে হও, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি
আমাকে কৃপা কর। শব্দ অর্জুনের এইরূপ
কব এবং কবিত্ব। অর্জুনকে কহিতে লাগিলেন,
তুমি কোন্ বয় আখ্যা করিতেছ, তাহা শ্রব
কব। আমি তোমাকে কবিত্ব চ

তথাপি ত্রিযুগে মেহনা প্রযতাক এভো কৃষ্ণ ।
 শক্রণ্যং সঙ্কটং যচ্চ তদাতং নশ্নানং তব ॥ ৩৭
 ঐহিকীক পবাং সিদ্ধিং প্রাপ্ত্বাক তথা কৃষ্ণ ।
 ইত্যুক্তো তং নমস্তুতা বদ্ধাঙ্লিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ৩৮
 শিবোহপি চ তথাত্তং জ্ঞাত্বা স্বীয়ং তদা হৃদাং
 অস্ত্রং পাশপতং নাম ব্রহ্মণ্ডে হৃক্ষ্ষয়ং পবেঃ ॥
 তস্মৈ দামো তদা শব্দং ক্রীড়ন্তঃ তদ্ব্যাসি ।
 অনেন সর্ষশক্রণ্যং জ্ঞাতং কৃত্বা তত্তং কৃষ্ণ ।
 কৃষ্ণক কথয়িষ্যামি সত্যায়ং তে করিষ্যতি ॥ ৪০
 সো বৈ মমাত্মভূতস্য স তে কথ্যং করিষ্যতি ।
 রাজ্যং নিকটকং প্রাপ্য ধর্ম্মান্নাবিধানং কৃষ্ণ ॥ ৪১
 হস্তক শিরসি বহু পুজয়িত্বাচ্ছুনং তদা
 হৃদয়ালিঙ্গনং কৃত্বা ভক্তবৎসলতঃ পুনঃ ॥ ৪২

২৩—৩৫ । মহাদেব অর্জুনকে এই কথা
 বলিলে অর্জুন তৎক্ষণাৎ সদাশিবকে প্রণাম
 করিয়া কহিলেন, আপনি প্রসন্ন হউন । যে
 এভো ! যদিও আপনি সকলের অসুখার্থিকপে
 অবস্থান করিতেছেন, তথাপি আপনার আদেশে
 আমি প্রার্থনা করিতেছি শ্রবণ করুন । অম-
 লিপের শত্রু হইতে যে ভয়, তৎ আপনার
 কর্ণে দ্রবীভূত হইয়াছে, এক্ষণে হস্ততে ইত-
 লোকে বিশেষ ধর্ম্মপ্রাপ্ত হই, আপনি তাহা
 সম্পাদন করুন অর্জুন এই কথা বলিয়া
 তাঁহাকে নমস্কার করত বদ্ধাঙ্লিপুটে দণ্ডা-
 মান হইলেন শিব অর্জুনকে পরমভক্ত
 জানিয়া তাঁহাকে স্বীয় পাশপত নামে অস্ত্র
 প্রদান করিলেন এবং তুমি ব্রহ্মণ্ড মধ্যে শক্র-
 গণের অজেয় হইবে এই বর প্রদানপূর্ব্বক
 অর্জুনকে কহিলেন, তুমি এই পাশপত অস্ত্র
 ধার্য্য শক্রদিগকে তদ্বৎ করিয়া ত্তক্ষল ভোগ
 কর । আমি কৃষ্ণকে বলিয়া দিব, তিনি তোমার
 সাহায্য করিবেন সেই কৃষ্ণ, আমার অংশ,
 তিনি তোমার কার্য্য করিবেন । তুমি নিক-
 টকে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্মাচরণ
 কর । শিব আপনার হস্ত অর্জুনের মস্তকে
 ধারণ করিয়া অর্জুনকে সম্মানিত করিলেন ।
 পরে অর্জুনের মুহিত অবস্থান (৪০—৪২)

নশ্নিক্কা জয়ং নবা পুজিতোহন্তরধীয়ত ।
 শিবশাস্তদর্শে তত্র হৃক্ষ্ষনোহপি স্বমাত্মম ॥
 গতা হর্ষসমাবৃত্তঃ প্রণনাম বুদ্ধিষ্টিরম্ ।
 দেবদত্তভয়ো নৈরঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত হ ॥ ৪৪
 অপারস্যং তথা নৃত্যং জাতং তত্র কসৌর্য্যঃ ।
 দেবাতৈশ্চ তদা সর্কৈ হায়ুধানি দহুঃ স্বয়ম্ ॥
 পুজিতস্য বরং প্রাপ্য ভাতৃনেবাগমং তদা ।
 সর্কৈ তে ভাতরতৈশ্চ তদাঃ প্রাণমিবাগতম্ ।
 মিলিতা চ সুখং প্রাপুর্দৌপদৌ সুখমালভং ।
 আশ্রমে পুষ্পবৃষ্টিঃ চন্দ্রেন সমম্বিতা ॥ ৪৭
 পপাত শক্রনার্থং বৈ তেষাতৈশ্চ মহাস্বনাম্ ।
 তেষাপুচ্চন সর্কৈবৃত্তান্তং ক্রতা হর্ষমুপাগমন ।
 শিবং পদকং সঙ্কটং পাণ্ডবাঃ সর্কৈ এব হি
 দত্তং শক্ররতৈশ্চ নমস্তুতা শিবং নৃদ ॥ ৪৯

কুলি) করিয়া আপনার ভক্তবৎসলতা প্রদ-
 ণপূর্ব্বক ভয় দান করত অর্জুন কর্তৃক পূ-
 জিত হইয়া অস্বাহিত হইলেন শিব অস্ত্র
 হস্তে অর্জুন আপনার দিগের আশ্রমে গ-
 পূর্ব্বক, হর্ষবৃত্ত হইয়া বুদ্ধিষ্টিরকে ও
 করিয়াছিলেন শিব অস্ত্র প্রদান করিয়া
 তদা হৃক্ষ্ষনোহপি করিতে লাগিলেন ।
 বৃষ্টি হইতে লাগিল । ৩৬—৪৯ । যে
 কাদি কথিগণ । অপারোগ্য তৎকালে
 করিতে লাগিল দেবতারা স্বয়ং তৎ
 অর্জুনকে স্বীয় স্বীয় অস্ত্র প্রদান করিতে
 লেন । অর্জুন দেবগণ কর্তৃক পুজিত
 ভাতৃগণের নিকট আগমন করিলেন ।
 আগমন করিলে সমস্ত ভাতৃগণ, যেন
 প্রাণ আসিল, এইরূপ বিবেচনা করি
 সকলে মিলিত হইয়া সুখলাভ করিলেন ।
 দীও সুখলাভ করিলেন । তৎকালে
 মহাস্বনাদিগের আশ্রমে ত্তক্ষল-সূচক
 বৃত্ত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল । তখন
 অর্জুনকে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা কা-
 পরে অর্জুনের নিকট সমস্ত প্রবণ করিয়া
 বৃত্ত হইলেন । পরে পাণ্ডবগণ শিব
 এই কথা বলিয়া পুনঃ সম্মানিত করিয়া

কিঞ্চিৎ জ্ঞাতা অস্টৈশ্চ ভবিষ্যতি ।

তদ্বিশ্বকো কক্ষঃ শ্রুতাজ্জ্ঞানং সমাগতম্ ॥ ৫০ ॥

জনন সমাগতঃ শ্রুতী সুখমুপাগতঃ ।

জ্ঞানময় প্রোক্তঃ শব্দঃ সর্বদাশ্রয়ঃ ॥ ৫১ ॥

চ সেবাতে সো বৈ ভবন্তিরপি সেবাতাম্

তুকা চ গতন্তু কক্ষঃ দ্বারকঃ প্রতি ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীশৈব মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়-

মহানন্দপ্রদানং নাম সপ্তমষ্টি-

অমোহন্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টমষ্টিতমোহন্যায়ঃ ।

অমর উচুঃ-

পূজ্যঃ মহাপুত্রঃ সার্বভৌমঃ হি কামনয়ঃ ।

কিন্তু পবিত্রত্বং যথাক্রমেণ তস্য ।

জ্ঞানময়ঃ কৃত্যঃ সঃ কতি বিশেষতঃ ॥ ১ ॥

ইহ নন্দপুত্রকঃ "আমাদিগের চরণের
নিমিত্তেই এক্ষণে জন্ম হইবে" ইহা নিশ্চয়
করিলেন এমন সময়ে কক্ষা অর্জুন আগমন
করিলেন ইহা শুনিয়া কক্ষা মেলন নিমিত্ত
গেল কক্ষা পদে অর্জুনের নিকটে
হইয়া পদ পূজ্য করত হস্তকৃত্ত হইয়া কতি-
কক্ষা এই নিমিত্ত বলিয়াছি, শব্দ সাকল
নিষ্ট করেন আমি সেই শিবের সেবা
কি আমি, তোমরাও তাঁহার সেবা কর ।
তৎকালে এই কথা বলিয়া তৎকালে
ন করিলেন ৩৫—৫২ ।

সপ্তমষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টমষ্টিতম অধ্যায় ।

কক্ষিণ কহিলেন, হে সন্ত! হে মহা-
শ! হে অনন্য! তুমি উত্তম করিয়াছ ।
কি বাস, তৎকালে অর্জুনের হস্তের নিমিত্ত
পাখি-শিবপূজাবিধি কহিয়াছিলেন, তুমি
। বিশেষরূপে আমাদিগের নিকটে বল ।

শ্রুত উবাচ ।

সম্যক পৃষ্ঠমুখিপ্রোষ্ঠান্তদহং কথ্যাম্যহম্ ।

বদা চঃ শব্দসাধ্যং বৈ জ্ঞাতেন কবিসত্তমাঃ ॥ ২ ॥

তঃ শব্দ নাশনাসৈব সুখার্থং যুক্তয়েৎথবা ।

সদৃশক প্রপদ্যোত ময়ঃ আপা পুনস্ততঃ ॥ ৩ ॥

তদ্বিক্রমে শব্দরূপ কক্ষা সুবিধবস্তরঃ ।

মলোঃ সর্গঃ ততঃ ১ঃ দত্তদাবনমাচরেৎ ॥ ৪ ॥

বিশ্বাসং পরমং লক্ষ্য শিবমাদ্রাধনং চরেৎ ।

বাক্যে মুক্ত উবাচ নত চ গুরুমেব চ ॥ ৫ ॥

শিবৈক্যং নম্য তান্যনামধবা কৃত্যঃ ।

মুখঃ প্রকল্য তত্ত্বং জ্ঞানকল্যাদি স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥

অচমনং ততঃ কক্ষা মধোর্মমপদেবপি ।

ভিলকক তদা কক্ষা স্বকল্যেদু বৈ নরঃ ॥ ৭ ॥

শব্দকক তদা নিত্য সম্পাদ্য বিধিবৎ পূমান্

ভুতভক্তিঃ শিবৈক্য প্রকৃষ্টঃ প্রণয়নম্ ॥ ৮ ॥

১ঃ চ সেবনং তদা সিদ্ধিলা সর্বদা নৃপম্ ।

শ্রুত কহিলেন হে প্রধানতম কক্ষিণ! আমি
নর উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অতএব
আমি কহিতেছি হে কক্ষিণ! হংকালে
অত্যাশ্রিত হুগ উপস্থিত হইবে, তৎকালে
আদিষ্টকক্ষিণ ক্রিয়ণ হুগ শব্দের নিমিত্ত
কিহু পূজ্যপুত্রের নিমিত্ত অথবা মুক্তির
নিমিত্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকটে যত্ন
হরণ করিবে তৎপরে যত্নসাধ্যবিধি শব্দ-
ভক্তি করিয়া মনস্ততঃ তাপপূজ্যক লক্ষ্যকন
করিতে পরে বিশেষ বিবাসপুত্র হইয়া শিবের
অপদন করিবে তদ্বিক্রমে মুক্ত হইয়া পদোপ-
পূজ্যক তৎকালে প্রণয় করত শিবনাম এক
জীবনম কীর্জন করিবে হে কক্ষিণ! পরে যুগ
প্রকলনপূজ্যক জ্ঞানকালে জ্ঞান করিবে ।
তৎপরে অচমন করিয়া যত্ন এবং শিবকিনাম-
যুক্ত পদ যাত্রা লগতি, লক্ষ্য, ভক্তি, মনসে,
উত্তম যত্ন, উত্তম বাহ্য পৃষ্ঠ, যত্নক ইত্যাদি
যাগন যানে ভিলক যাত্রা করত পূজ্যপুত্রক
সম্যাকবদ্যাদি নিত্যকাল সম্পাদনপূজ্যক ভুত-
ভক্তি করিয়া শিবের প্রণয়ভিত্তি করিবে ।
পরে শিবের সেবা করিবে; শিবসাহায্য

যন্ত্ৰেণানেন তং সৰ্বং সম্পাদ্য কবিসত্তমাঃ ৷ ১০

জ্যোতীৰূপস্তদা শত্ৰুং দধে তিষ্ঠতে যম ।

হৃদয়স্থঃ শবীরং যে পুনাতু জপসিদ্ধয়ে ৷ ১১

এবং কৃত্ব শিবচৈত্ব কৃতাকৈব সমাচরেৎ ।

পিতৃকৰ্ম্মক প্রথমং হৃদয়াক ততঃ পরম্ ৷ ১২

গণপত্ব ততঃ পূজাং পশ্যন্তি যন্তুধৈব চ

ভবানীপূজনকৈব কার্যোপবিবং পূম্নন ৷ ১৩

পশ্যন্তি পার্শ্বচৈত্ব বিবনং বিধবচ্চরেৎ ।

ভক্তনেশসমুদ্ভূতাং মনমাহ রয়োঃ ততঃ ৷ ১৪

ওঁ শ্রী অষ্টমুদ্রায় নমঃ ।

ইত্যনেনৈব যন্ত্ৰেণ মনমাহ রয়োঃ ততঃ

সংশোধ্য মৃত্তিকাং তত্র স্থাপয়েৎ বিবং পূম্নন ৷

অথবা কৃষ্ণপক্ষত চতুর্দশায় সমানয়েৎ

পূনশ্চ মাসমাত্রেণ হৃদয়েঃ তবদেব চ ৷ ১৫

আচমনং বিধায়েব প্রয়োগং ত্রিবিধকম্

কৃত্বা ত্র্যসবিধং কৃত্বা দশমং করয়েৎ শুধা ৷ ১৬

তত্র—শিবায় অমৃত্যুভ্যো নমঃ । ভবায়

যোর সৰ্বদা সিদ্ধিলাভিনী হে প্রধানতম

কবিশম! সেই জ্যোতিঃরূপ শত্ৰু আম'র

হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, অতএব হৃদয়স্থ

শত্ৰু জপসিদ্ধির নিমিত্ত আম'র শরীর পবিত্র

করুন এই অর্ধের মত্ৰ দ্বারা পূর্বোক্ত মনস্ত

কাৰ্য্য সম্পাদন করিয়া শিবের পূজা দি করিবে

প্রথমে পিতৃকৰ্ম্ম, তৎপরে কৰ্ম্মাদি প্রদান,

তৎপরে গণেশের পূজা তৎপরে বিষ্ণুপূজা,

তৎপরে যথাবিধি ভবানীর পূজা করিয়া যথা-

বিধি পার্শ্বব শিবলিঙ্গ পূজা করিবে পবিত্র

স্থান হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে ১—১৩।

“ওঁ শ্রী অষ্টমুদ্রায় নমঃ” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক

মন্ডলে মৃত্তিকা সংগ্রহ করত ওঁ মৃত্তিক যথাবিধি

শোধন করিয়া পবিত্র স্থানে রাখা করিবে।

প্রতিদিন সংগ্রহে অশুদ্ধ হইলে কৃষ্ণপক্ষের

চতুর্দশীতে সংগ্রহ করিবে। ঐ মৃত্তিকায় এক-

মাস পর্যন্ত কাৰ্য্য হইবে। পরে পূর্বকার

মৃত্তিকা-সংগ্রহ করিবে। পরে আচমনানন্তর

মাস-পক্ষ তিথ্যানির উল্লেখপূর্বক সত্ৰ

করিতে। অনন্তর ‘শিবায় অমৃত্যুভ্যো নমঃ’

ভক্তনীভ্যো নমঃ। সৰ্ব্বায় মধ্যমাভ্যো নমঃ

পশুপতয়ে অনামিকাভ্যো নমঃ। মহাদেব

কনিষ্ঠীভ্যো নমঃ। ঐশানায় কবচল-ক

পৃষ্ঠাভ্যো নমঃ। এবং হৃদয়াদিত্র্যাসঃ ৷ শিব

হৃদয়ায় নমঃ। ভবায় শিরসে স্বাহা। সৰ্ব

শিবায়ৈ বসত্। পশুপতয়ে কবচায় হুং

মহাদেবায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ঐশানায় অস্ত্র

ফট্ ৷ ততো ধ্যানম্—

ওঁ ধ্যানোন্নতায় মহেশং ব্রজতগ্নিরিনিভং

চাক্রচন্দ্রাবতংসং

ব্রহ্মকলোদ্ধূল্যং পরশু-মৃগ-বরা-

ভীতিহস্তং প্রসমম্।

পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তম্ভমমরগনৈ-

র্বাচকৃষ্টিং বদানং

বিদ্যদাং বিদ্যদাম্ ৷ নিখিলভয়হরং

পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ৷

কপ্তবগোরং করুণাবতারং

সংসারসারং ভুক্তগেহলহরম্ ।

ভবায় ভক্তনীভ্যো নমঃ। সৰ্ব্বায় মধ্যমাভ্যো

নমঃ। পশুপতয়ে অনামিকাভ্যো নমঃ।

মহাদেবায় কনিষ্ঠীভ্যো নমঃ। এবং ঐ

নায় কবচলপৃষ্ঠাভ্যো নমঃ। এই মন্ত্র

কবচ'স করিবে এবং ‘শিবায় হৃদয়ায়

‘ভবায় শিরসে স্বাহা’ ‘সৰ্ব্বায় শিবায়ৈ ব

‘পশুপতয়ে কবচায় হুং’ ‘মহাদেবায় নেত্র

বৌষট্’ ‘ঐশানায় অস্ত্রায় ফট্’ এই মন্ত্র

অস্ত্র'স করিবে। পরে যিনি ব্রজত পৰ্শ্ব

ভ্যায় শোভা-সম্পন্ন; মনোহর চন্দ্রবৎ ওঁ

শিবোদ্ধৃষণ, বাহার শরীর ব্রহ্মলঙ্কার

সমুজ্জ্বল; যিনি স্বহস্তে বৃষ্ঠায়, মৃগমুদ্রা,

মুদ্রা এবং অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন,

সৰ্বদা সন্তুষ্ট; যিনি পদ্মাসনে আসীন; ওঁ

বাহ্যকে চতুর্দিকে জ্বল করিতেছেন; বা

গাহার পরিধান, যিনি বিশ্ব-সংসারের

কারণ; যিনি ত্রিজগতের পূজা এবং

সমস্ত ভয় নষ্ট করেন; সেই পঞ্চবক্ত্র

৷

• বিশ্ববীজমিতি প্রাসঙ্গ্য পাঠঃ।

স্বাস্থ্যসং রূপগীর্ষাধিনে

কং ভবানীসহিতং নমামি ॥ ১৮

কলাসপীঠাসনমধ্যাসংস্থং

লৌক্যং নন্দ্যাদিভিঃ সেব্যমানম্ ।

ভক্তাভিলাষানন্যপ্রমেয়ং

ধাতুমনিচ্ছিতবিরূপম্ ॥ ১৯

ধাতুং যৎ পূজনক সমাচরণং

মথ—

কলাপিং দেবং ধ্যামি চ শিবং মুদা ॥ ২০

কলা চ যৎ কলাং তস্যৈব দেবতং বিভা-

ময়ং দেবঃ শূলপাণিঃ পিনাকধক্

পতিঃ শিবঃ সত্যমান ইতি ক্রমাৎ ॥ ২১

দেবঃ সত্যং প্রতিষ্ঠয়মানম্ চ

স পূজনীয়ঃ ক্রমাৎ ইতি বিবর্তনম্ ॥ ২২

দেবঃ নঃ ইতি মনোভবম্ মতেষু

কলাং মনোভবং ধ্যানং করিষ্যে । যিনি

কলা কলা কর্তব্যঃ যিনি দেবত্ব অবস্থায়

যিনি সত্য মনোভবঃ সত্যত্বং বিচার

করণ এবং যিনি কলাপাদে সত্যত্বং বাস

করেন, ভবানীর সহিত সেটো নন্দ্যাদি

কলা কর্তব্যঃ যিনি কলাসম্পন্নত্ব পৌরুষত্ব

এবং যিনি কলাপাদে সত্যত্বং বাস

করেন, ভবানীর সহিত সেটো নন্দ্যাদি

কলা কর্তব্যঃ যিনি কলাসম্পন্নত্ব পৌরুষত্ব

এবং যিনি কলাপাদে সত্যত্বং বাস

করেন, ভবানীর সহিত সেটো নন্দ্যাদি

কলা কর্তব্যঃ যিনি কলাসম্পন্নত্ব পৌরুষত্ব

এবং যিনি কলাপাদে সত্যত্বং বাস

করেন, ভবানীর সহিত সেটো নন্দ্যাদি

কলা কর্তব্যঃ যিনি কলাসম্পন্নত্ব পৌরুষত্ব

এবং যিনি কলাপাদে সত্যত্বং বাস

করেন, ভবানীর সহিত সেটো নন্দ্যাদি

কলা কর্তব্যঃ যিনি কলাসম্পন্নত্ব পৌরুষত্ব

এবং যিনি কলাপাদে সত্যত্বং বাস

করেন, ভবানীর সহিত সেটো নন্দ্যাদি

কলা কর্তব্যঃ যিনি কলাসম্পন্নত্ব পৌরুষত্ব

এবং যিনি কলাপাদে সত্যত্বং বাস

করেন, ভবানীর সহিত সেটো নন্দ্যাদি

কলা কর্তব্যঃ যিনি কলাসম্পন্নত্ব পৌরুষত্ব

এবং যিনি কলাপাদে সত্যত্বং বাস

নম ইতি লিঙ্গসম্মতনম্ । শূলপাণয়ে নম ইতি

প্রতিষ্ঠাপনম্ । পিনাকপাণয়ে নম ইত্যাবাহনম্ ।

কলাসপীঠাদিম্যাং সমাপ্রকৃ মম প্রভো ।

পূজ্যক্রেমাং গৃহীত্ব চ যথোক্তব্রহ্মো ভব ॥ ২৩

যথোক্তরূপিণাং শতমুখমাবাহ্যামি চ ।

আহতিঃ তদনুশ্রবণেন ভোক্তা তদনুশ্রবতঃ ॥ ২৪

মহোদয়কঃ সত্যং ধ্যানং প্রিয়তমানম্ ।

পূজ্যক্রেমাং গৃহীত্ব চ যথোক্তব্রহ্মো ভব ॥ ২৫

যথোক্তরূপিণাং শতমুখমাবাহ্যামি চ ।

আহতিঃ তদনুশ্রবণেন ভোক্তা তদনুশ্রবতঃ ॥ ২৬

মহোদয়কঃ সত্যং ধ্যানং প্রিয়তমানম্ ।

পূজ্যক্রেমাং গৃহীত্ব চ যথোক্তব্রহ্মো ভব ॥ ২৭

যথোক্তরূপিণাং শতমুখমাবাহ্যামি চ ।

আহতিঃ তদনুশ্রবণেন ভোক্তা তদনুশ্রবতঃ ॥ ২৮

মহোদয়কঃ সত্যং ধ্যানং প্রিয়তমানম্ ।

পূজ্যক্রেমাং গৃহীত্ব চ যথোক্তব্রহ্মো ভব ॥ ২৯

যথোক্তরূপিণাং শতমুখমাবাহ্যামি চ ।

আহতিঃ তদনুশ্রবণেন ভোক্তা তদনুশ্রবতঃ ॥ ৩০

মহোদয়কঃ সত্যং ধ্যানং প্রিয়তমানম্ ।

পূজ্যক্রেমাং গৃহীত্ব চ যথোক্তব্রহ্মো ভব ॥ ৩১

যথোক্তরূপিণাং শতমুখমাবাহ্যামি চ ।

আহতিঃ তদনুশ্রবণেন ভোক্তা তদনুশ্রবতঃ ॥ ৩২

মহোদয়কঃ সত্যং ধ্যানং প্রিয়তমানম্ ।

পূজ্যক্রেমাং গৃহীত্ব চ যথোক্তব্রহ্মো ভব ॥ ৩৩

যথোক্তরূপিণাং শতমুখমাবাহ্যামি চ ।

আহতিঃ তদনুশ্রবণেন ভোক্তা তদনুশ্রবতঃ ॥ ৩৪

মহোদয়কঃ সত্যং ধ্যানং প্রিয়তমানম্ ।

পূজ্যক্রেমাং গৃহীত্ব চ যথোক্তব্রহ্মো ভব ॥ ৩৫

যথোক্তরূপিণাং শতমুখমাবাহ্যামি চ ।

আহতিঃ তদনুশ্রবণেন ভোক্তা তদনুশ্রবতঃ ॥ ৩৬

মহোদয়কঃ সত্যং ধ্যানং প্রিয়তমানম্ ।

পূজ্যক্রেমাং গৃহীত্ব চ যথোক্তব্রহ্মো ভব ॥ ৩৭

যথোক্তরূপিণাং শতমুখমাবাহ্যামি চ ।

আহতিঃ তদনুশ্রবণেন ভোক্তা তদনুশ্রবতঃ ॥ ৩৮

মহোদয়কঃ সত্যং ধ্যানং প্রিয়তমানম্ ।

পূজ্যক্রেমাং গৃহীত্ব চ যথোক্তব্রহ্মো ভব ॥ ৩৯

যথোক্তরূপিণাং শতমুখমাবাহ্যামি চ ।

আহতিঃ তদনুশ্রবণেন ভোক্তা তদনুশ্রবতঃ ॥ ৪০

মহোদয়কঃ সত্যং ধ্যানং প্রিয়তমানম্ ।

পূজ্যক্রেমাং গৃহীত্ব চ যথোক্তব্রহ্মো ভব ॥ ৪১

‘কাম্য’ এই হলে, ‘মহাদেব’ এই পাঠ
পাঠ প্রচলিত আছে ।

নমঃ কাম্য’ এই বলিয়া বিদ্যমান করিবে ।

পূর্বোক্তক পুনর্ধ্যানং কৃৎ তু জপমারুভেৎ ॥২৮

ঐ অস্ত্র ত্রীসদাশিবমন্ত্রস্ত বামদেব কষি-
দেবীপজিত্ত্বচ্ছন্দঃ ত্রিশিবো দেবতা মম ভূক্তি-
মুক্তিপ্ৰাপ্তয়ে জপে বিনিয়োগঃ

যথোক্তং গুরুণা মন্ত্রং জপেচ্চ শিবসন্নিধৌ ।

অনন্তফলসিদ্ধার্থং জপেচ্চ বিবিধং পুমান্ ॥ ২৯

অনন্তমনসা তত্র ধ্যাত্বেন্দেবকং তামকম্ ।

যথাক্রমং জপং কৃৎ তর্পণং তদন্যং শকম্ ॥ ৩০

মার্জ্জনকং দশাংশকং কৃৎ সচ্ছিবকলেশ্বর্য্য ।

অষ্টমূর্তিঞ্চ পূজ্যাত সাঙ্গপূজাফলম্ ৮ ॥ ৩১

সর্কীয় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ । ভবায় জল-
মূর্তয়ে নমঃ । কুদায় তেজোমূর্তয়ে নমঃ । উগ্রায়
বায়ুমূর্তয়ে নমঃ । ভীমায় কাশমূর্তয়ে নমঃ । পল-

পতয়ে ষষ্ঠমানমূর্তয়ে নমঃ । মহাদেবায় সোম-
মূর্তয়ে নমঃ । ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ

অকটৈশ্চন্দ্রনৈর্ব্যপি পূজ্যং কৃৎ সদা দুঃখঃ ।

পুনর্বার 'ধ্যাতেন্দিভা' ইত্যাদি পূর্বোক্ত ধ্যান
করিয়া জপ আরম্ভ করিবে;—এই ত্রীসদাশিব
মন্ত্রের বামদেব কষি, দেবীপজিত্ত্বচ্ছন্দঃ, ত্রীশিব
দেবতা, আমার ভূক্তি এবং মুক্তি প্রাপ্তিনিমিত্ত-
জপে বিনিয়োগ; ইহা পাপ করিয়া অনন্ত
ফলসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রুত যে মন্ত্র উপদেশ করিয়া-
ছেন, ঐ মন্ত্র শিবের নিকটে যথাবিধ জপ
করিবে। জপ সমাপ্ত হইয়া উক্ত হইয়া
ভগবান্ ত্র্যম্বকের ধ্যান করিবে। শুভকলা-
কাজী নর যথাক্রম জপ করিয়া তহার দশাংশ
তর্পণ করিবে এবং তহার দশাংশ মার্জ্জন
করিবে। সাঙ্গপূজাফল নিমিত্ত অষ্টমূর্তির
পূজা করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি "সর্কীয় ক্ষিতি-
মূর্তয়ে নমঃ" "ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ" "কুদায়
তেজোমূর্তয়ে নমঃ" * "উগ্রায় বায়ু-
মূর্তয়ে নমঃ" "ভীমায় কাশমূর্তয়ে নমঃ"
"পলপতয়ে ষষ্ঠমানমূর্তয়ে নমঃ" "মহা-
দেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ" "ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে
নমঃ" যথাক্রমে এই মন্ত্র পাঠপূর্বক অকত

পঞ্চায়তাক গীতক গল্পনাদাদিকং তথা ॥ ৩২

পুনর্জ্যাক্তপুষ্পং বা গৃহীত্বাঞ্জলিনা তদা ।

প্রার্থয়েচ্ছকরং তত্র মন্ত্রৈরেতৈশ্চবীথরাঃ ॥ ৩৩

তাবকজ্বলাতপ্রাণজ্বলিতোহহং সদা মুড় ।

কৃপানিধে ইতি জ্ঞাত্বা ভূতনাথ প্রসাদ মে ॥ ৩৪

অজ্ঞানাদৃষদি বা জ্ঞানাজ্জপপূজাদিকং ময়া ।

কৃতং তদস্য সফলং কৃপয়া তব শকর ॥ ৩৫

অহং পাপী মহানদ্য পাবনঞ্চ মহান্ ভবান ।

ইতি বিজ্ঞায় দেবেশ যদিচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৩৬

বেদৈঃ পুরাণৈঃ সিদ্ধাষ্টৈশ্চবিভাবিধৈরপি ।

ন জ্ঞাতোহসি মহাদেব কৃতোহহং ত্বাং সদাশি

বধ তথা ত্বদীয়োহস্মি সর্কভাবৈর্মহেশ্বর ।

ইতোবক্ষ্যক্তান পুষ্পাণ্যবেপ্য চ শিবোপরি

প্রার্থনং বিবিধাং কৃৎ বিশ্রাজেচ্চ শিবং তদা

যথেন্দ্রনীর দেবেশ কৃপার্থং সমুপাগতঃ

অথবা চন্দন দ্বারা পূজা করিবে তৎপ

নতা, শত, গুলবাদাদি করিবে হে শৌনক

কষিগণ। পুনর্বার একাঞ্জলি পরিমিত অম

এবং পুষ্প গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপা

পূর্বক শকরের নিকটে প্রার্থনা করিবে,—

নমঃ। আমি তোমার; আমার প্রাণ এবং

উভয়ই তোমাতে রহিয়াছে। হে কৃপানি

ধে অনন্স। তুমি ইহা অবগত হইয়া আম

প্রতি প্রসন্ন হও। হে শকর। আমি অজ্ঞা

পূর্বক অথবা জ্ঞানপূর্বক যে যে পূজা

করিয়াছি, তোমার কৃপায় তাহা সফল হউ

আমি এক্ষণে মহাপাপী, তুমি মহাপবিত্রকর

হে দেবেশ। ইহা অবগত হইয়া যেহেতু ই

হয়, তাহা কর। কষিগণ,—বেদ, পুরা

নামাংস। প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র দ্বারাও তোমা

জানিতে পারি না; হে মহাদেব। হে সদাশি

আমি তোমাকে কিরূপে জানিব? হে মহেশ্বর

তুমি যাচাই হও, আমি সর্বতোভা

তোমারই। এই অর্থের মন্ত্র পাঠপূর্ব

শিবের মন্তকে অকত এবং পুষ্প ফেপ ক

নানাপ্রকার প্রার্থনা করিয়া শিবের বিসর্জ

করিবে। ২৮—৩৮। হে দেবেশ। এক

* অষ্টমূর্তির নমঃ ইতি মতান্তরে পাঠ।

পূজা পুনর্দেব সমাগন্তব্যমেব চ ॥ ৩১
 নির্দিষ্ট দিনে গৃহ প্রয়োগক সমাপ্য চ ।
 সপ্তমস্তবং কার্যং তুর্থাষ্টেব বিচক্ষণঃ ॥ ৪০
 ঐশ্বর্য বিধানেন কৃতা পূজা কলপ্রদাঃ ।
 লাভে ত্রাক্ষণানক মঠৈঃ পূজা সমাচরেৎ ॥ ৪১
 কক পদ্বীং তুর্থাৎ পূজাসম্মতং গলং লভেৎ ॥
 ককতশিবৈকং গহ্বীষাক্ষরাজ্যম্ ।
 ককনঃ ভবৈবৈব যেনৈব পুজিতো হরঃ ॥ ৪৩
 ককং যে নবদৈব পূজ্যৈব শিবস্ত চ ।
 ককং দিব্যভৈরবে কীব্যক্তো ভবৈবঃ ॥ ৪৪
 ককং হরঃ তক্ষ ককতে নতঃ সংশয়ঃ ।
 ককং নবদৈব শিবদমনস্ত ককম্ ॥ ৪৫
 ককং নতঃ সপ্তমঃ ককং শাসনশ্রুতম্ ।
 ককং সমাগন্তং যতঃ ককানসারিতঃ ॥ ৪৬

ককং দেবপূজা আশ্রয়ন করিয়া, যে দেব ।
 যি পুনর্দেব সেইরূপ আশ্রয়ন করিবে, এই
 জি বিসর্জন করিবে । তাহারে মাস, পক্ষ,
 জাগ্রি উষ্ম করিবে দক্ষিণস্থ করিবে
 মাসে ককদক্ষ মনোযোগ সমসারিক কক
 করিবে । এইরূপ পূজাবিধানে পূজা
 যিলে ও পূজা হইতে বহু ফললাভ হয়
 জাগ্রিবে ত্রাক্ষণগণের অলাভ হইলে অম
 ও হর পূজা করিবে তাহাতেই সপ্ত
 জাগ্রি কললাভ হইবে ভগবান শঙ্করের
 ইকপ আদ্য, যিনি এইরূপে পূজা করিষ
 কেন, মনোযোগ কেবল সেই ত্রাক্ষণ হইতে
 কত আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে । যে ব্যক্তি
 জাগ্র পূজা করে, তাহার কোন বিষয়ে অভাব
 কে না । যে নর নিরন্তর ছয় মাস ককবিধি
 পূজা করে, সে জীবন্ত হইবে এবং শাপ-
 দান ও বরদান এই উভয় কাণ্ডে সক্ষম হয়,
 তাহাতে সংশয় নাই । ককবিধির এইরূপ
 গজা যে, যে মানব শিবতত্ত্বকে লক্ষ্য করে,
 শিবদর্শন কত কল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে
 সন্দেহ নাই । আমি আপনার বুদ্ধি অনুসারে
 ই প্রকার কহিলাম । ভগবান্ কক, দেবদ্রাক্ষ

এবং ক্রিয়তে সর্কৈঃ ককেন্দ্রমুনিমতৈঃ ।
 ইদং যঃ শৃণুয়াৎ পূজ্যং সিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধনপাথিনী ॥ ৪৭
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়
 পার্শ্ববিশ্বপূজাবিধানং নামাষ্টমঃ ।
 তমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ ।

কক উচুঃ ।

প্রথমিকামতে স্তব সর্কেন্দ্রায় যতঃ স্তবতঃ ।
 ককেন্দ্রোক্তং ময়া নিত্যং সেবাতে শঙ্করঃ প্রভো ।
 কক চ সেবিতঃ সেবাতে তুং কহি বিচক্ষণ ॥
 স্তব উচুঃ ।
 ককতঃ ককামালা যতঃ চ সেবিতঃ শিবঃ ॥ ৩
 গোবিন্দায় নমঃ পদ্য মন্ত্রিতে মাতুলে স্বয়ম্ ।
 মন্ত্রিতে মাতুলে মাতুলে মাতুলে মাতুলে ॥ ৪

ইহা প্রধান প্রধান মন্ত্রিণ, সকলেই এইরূপে
 পূজা করিবে বাকেন যিনি এই উপাধ্যায়
 করেন করেন, তাহার আশীর্বাদী সিদ্ধি লাভ
 ৩১—৪৭

সপ্তমস্তবং কার্যং তুর্থাষ্টেব বিচক্ষণঃ ॥ ৪০

উনসপ্ততিতমঃ অধ্যায়ঃ ।

ককিণ কহিলেন, হে স্তব । তুমি সবস্তুই
 অবগত আছ, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ।
 কক কহিবাছেন, আমি নিত্যই শিবের সেবা
 করিষা থাকি । হে প্রভো ! হে কার্যনিপুণ !
 কক কোন সময়ে শঙ্করের সেবা করিয়াছিলেন,
 তাহা তুমি বল । স্তব কহিলেন, কক যে
 কালে শিবের সেবা করিয়াছিলেন, তাহা কহি-
 তেছি, আপনারা অবগত করুন । কক গোবিন্দ
 হইতে মনোযোগ পদমপূর্বক কককে কক
 ককতঃ ককেন্দ্রোক্তং ময়া নিত্যং সেবাতে শঙ্করঃ প্রভো ।
 কক চ সেবিতঃ সেবাতে তুং কহি বিচক্ষণ ॥

রাজ্যকৈবোগ্রসেনায় দত্তা কৃষ্ণঃ শশাস যঃ ।
 উপবীতঃ পিতুঃ প্রাপ্য হস্তীং গভবাংস্তদা ॥ ৫
 সান্দীপনিং সমাসাদ্য ততঃ শিবমম্বকম্ ।
 সস্ত্রাপ্য তং প্রভাবেণ বিন্যাঃ সর্কঃ স্বয়ং প্রভুঃ
 স্বমেনৈব চ কালেন পূজং দত্তা গুবোবধ ॥
 যথ্যাক সমাসাতো দৈত্যৈঃ কৃষ্ণ চকব সঃ ।
 দৈত্যৈঃ সর্কতো ব্যাপ্য নগরী মসিসম্মতঃ ॥ ৬
 এতন্মিত্তরে তেন কাকিত নগরী ভূত
 সমুদ্রে যোজনানাম্ব সংখ্যাত্বা দাদশাবধি ॥ ৭
 তত্র তান যোগমায়াঃ প্রভাবঃ পবনেশ্বরঃ ॥ ৮
 গৃহকার্যক তত্রতান সর্কোপকবধৈঃ সহ
 আরোপ্যাতুগ্রহং কৃত্বা মুচুন্দং স্বয়ং গতঃ ॥ ৯
 দৈত্যৈঃ পীড়িতঃ সোহপি তত্রৈব বলবন্তদৈঃ
 কদাচিত পর্কতে তত্র নদ্র বৈ বরতে ততঃ ॥ ১০

কথসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্য প্রদানপূর্বক
 তাঁহা দ্বারা রাজ্য শাসন করাইতে লাগিলেন
 পরে পিতার নিকটে হইতে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ
 করিয়া অবস্থানগবে গমন করত সেই স্থানে
 সান্দীপনি নামে গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকটে
 হইতে শিবমম্ব গ্রহণ করিলেন । প্রভু কৃষ্ণ স্বয়ং
 ঐ শিবমম্ব-প্রভাবে স্বয়ংকাল মধ্যে সমস্ত বিদ্যা
 শিক্ষা করত গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্বক পুনর্বার
 যথ্যাক অগমন করিয়া অম্বরগণের সহিত কুক
 করিতে লাগিলেন । হে শোনক! নিম্নগণ ।
 অমুরেরা তৎকালে তাঁহার মন্দরনগরী আক্রমণ
 করিয়াছিল । ইত্যবসরে কৃষ্ণ সমুদ্র মধ্যে
 দাদশ যোজন পরিমিত দ্বাবকা নামে সুন্দর
 নগরী নিৰ্ম্মাণ করাইলেন । পরে ভগবান্ কৃষ্ণ
 যথ্যাকতে বসুদেব প্রভৃতি দাদবগণকে বাস
 করাইয়া তাঁহাদিগের উপর যোগমায়া-প্রভাবে
 সমস্ত উপকরণের সহিত গৃহকার্যের ভারার্ণ
 করিলেন । পরে কালকবন প্রভৃতি মহা-
 পরাক্রমশালী অম্বরগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া
 অমুগ্রহপূর্বক মুচুন্দ রাজ্যের নিকটে স্বয়ং
 গমন করিলেন । তৎপরে কৃষ্ণ, কোন সময়ে
 কৈবত নামক পর্কতে গমন করিয়া উপমম্বা
 নামক শিবভক্ত শিব-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন

উপমম্বাঃ শিবগণঃ ভক্তকৈব শিবস্ত চ ।
 পত্রচ্চ পবমং প্রীত্যা কথং লোকে জয়াম্যহা
 ইতি শ্রুত্বা তু তত্শিব বচনং গণসম্মতঃ ।
 কুমপি বিমুরূপোহসি কথং ন সেবসৈ শিব
 সদা সহায়ঃ শর্কঃ বিদ্যাতে তব নিশ্চিন্তম্
 সর্কঃ প্রাপ্যাসে তম্মাঃ পূজাং কুক নির
 ইত্যেবক ততঃ প্রাপ্য মমম্বারাদনং কবিঃ ।
 সেবমাস বিপ্রেক্ষাঃ সপ্তমাসাবধি স্বয়ম্ ॥
 কুম্মৈববিবৈধৈস্তং বৈ সেবমাস শঙ্করম্ ।
 কমলৈর্কুম্পপত্রৈঃ শতপত্রৈঃ কুশৈস্তথা ॥
 কবরীতৈঃ সর্কভিরকপুষ্পৈঃ কুশৈস্তথা ॥
 শাকীপুষ্পৈস্তথা দেবং সন্তোষ্য পুরুষোত্তম
 আসনৈববিবৈধৈর্দ্যানৈঃ প্রসন্নঃ শঙ্করস্তদা ॥
 উবাচ কৃষ্ণঃ তত্রৈব ত্রিযতং ববমুভয়ম্ ।
 ততঃ প্রসন্নমনসা বাসুদেবো ভাবাচ ॥ ১১

শ্রীভগবানুবাচ ।

সাম্প্রত্য সর্বত্র মেহদা প্রভাবঃ তব শব্দ

যে, আমি ইহলোকে পবন সন্তোষ
 দিকপে জয়লাভ করিতে পারি । —
 গণভেদে উপমম্বা নামের এই বাক্য
 কবির মুখে কহিলেন, আপনি ত বি
 ভবে কিছটা শিবের সেবা করিতেছেন
 তাঁহা'র সেবা করিলে তিনি নিশ্চয় সকল
 আপনার সাহায্য করিবেন । আপনি
 হইতে সমস্ত প্রাপ্ত হইবেন, অতএব
 তাঁহার পূজা করুন । হে ব্রাহ্মণগণ ।
 উপমম্বার নিকটে শিবপূজার উপদেশ
 হইয়া নিবস্তুর সাতমাস পর্য্যন্ত মানাবিধ
 দ্বারা শঙ্করের পূজা করিলেন । পরে
 সহস্রপত্র, বিম্বপত্র, শতপত্র, কুশ, কবরী
 দুর্কা, অর্কপুষ্প, রক্তপত্র ও শাকীপুষ্প
 দ্বারা এবং বিবিধ আসন দান ও দ্যান
 পুরুষপ্রদান দ্বৈতদেব শঙ্করকে সন্তুষ্ট
 শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, তুমি
 বর প্রার্থনা কর । তৎপরে বাসুদেব সন্তুষ্ট
 কহিলেন, হে শঙ্কর ! আপনার
 আমার সমস্তই হইয়াছে ; এক্ষণে

পীড়িতঃ চাহং গ্রামসং শরণং গতঃ ॥ ১৯
 সেবিতঃ শত্রুত্রক্ষণা সেব্যতেহুনা ।
 প্রাণিত্যন্তন পুনঃ প্রোবাচ বৈ শিবঃ ॥ ২০
 কৃষ্ণং তথা পুণ্যান পুণ্যং বিবিধান্তথা ।
 তৎকৃত্য তেহা তবতু সর্কথা তরে ॥ ২১
 বিবিধঃ তস্য কপং দত্তং মুনীশ্বরঃ ।
 তৎকৃত্যঃ প্রঃ আনন্দং পদমং গতঃ ॥ ২২
 তব বৃদ্ধবৎ পালিতে দেবসন্তম
 বৃদ্ধম্ নম দত্তক প্রভুণা হুয় ॥ ২৩
 নবসর্গদেবান জয়ামি চ নিরন্তরম্
 নক হা দত্তা কলকৈব মনেপি তম্ ॥ ২৪
 কৃ পুত্রিত্যন্তন প্রসন্নঃ পরমেশ্বরঃ ।
 কৃত্য তব তেহা বকসিষো নিরন্তরম্ ॥ ২৫
 কৃত্য কৃত্য কৃত্য আগাম পারকত প্রতি

কৃত্য কৃত্য পীড়িত করিতেছে অতএব
 ই আপনাব শরণাপন্ন হইলাম বৃদ্ধ
 ই আপনাকে সেবা করিতেছেন একজন
 ই আপনাব সেবা করিতেছি কৃত্য মুনী
 কৃত্য নিকট এইরূপ প্রার্থন করিলে শত্রু
 তে দিলেন হে তরে তেহা বন
 বৃদ্ধতর পুত্র বৃদ্ধতর পুত্র ও অতুল সমাধা
 হইল ১৩—১৪ হে শৌনকাদি
 কৃত্য তবনীরূপে নানা প্রকার কৃত
 কৃত্য কৃত্য তবনীরূপে কৃত
 ইহা কৃত্য কৃত্য পদম আনন্দ হইল
 কৃত্য কৃত্য হে দেবসন্তম আপন
 কৃত্য আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন এবং
 কৃত্য কৃত্য প্রদান করিয়াছেন আমি
 ইহা প্রভাবট নিরন্তর দেবতা প্রভুত্ব
 তা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি আপনি
 কৃত্য আমার ইচ্ছানুসঙ্গ সন্ত প্রদান
 কৃত্য এই কথা বলিয়া মহাদেবকে
 কৃত্য পদমেশ্বর প্রসন্ন হইল কৃত্য
 কৃত্য তুমি এক্ষণে গমন কর তোমার
 কৃত্য হইবে তোমার বাহাতে বৃদ্ধি হয় আমি
 কৃত্য কৃত্য শত্রু এইরূপ আজ্ঞা করিলে
 কৃত্য কৃত্য গমন করিলেন এবং সন্ত

সন্তুষ্টমনসা সর্কং পালয়ামাস বৈ তদা ॥ ২৬
 বিগ্বেষরংচ নান্য বৈ জাতন্তত্র সুশোভনঃ ।
 অন্যাপি বর্ততে সো বৈ লোকাভ্যং সুখদায়কঃ ॥
 সপ্তমাসাবধিষ্টেন নিত্যং বিখ্যলানি চ ।
 সমর্পিতানি দেবেশ তস্মাদ্বিগ্বেষরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮
 উত্তর্য চ শিবঃ তত্র কিপ্তানি ছেকতঃ প্রভো
 ততঃ বগ্নাং স্বয়ং দেবঃ সজ্জাতোহনুগ্রহার চ ।
 তৎপ্রার্থিত্যদা তত্র ভূমৌ লোকহিতায় চ ॥ ২৯
 তদ্বিনঃ চি সমাবভা কৃষ্ণন পরমাত্মনা ।
 সেব্যতে শত্রুরো নিত্যঃ ভুক্তি-মুক্তিকলপ্রদঃ ॥ ৩০
 এতং সর্কং সমাধাতঃ দঃ পুষ্টোহহং মুনীশ্বরঃ
 দক্ষুঃ সর্কপপেভ্যো দৃঢ়্যতে মানবো ক্রবম্ ॥

উক্তি শ্রীশিবঃ মহাপুরুষে জ্ঞানসংহিতায়
 শিবসংহনবিদিনির্মৈকেনসমুত্তি-

অমোহকায়ঃ ॥ ৩১ ॥

মানে সকলকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ।
 তদবধি শত্রু অন্যাপি সেই দেবতা পর্যন্তে
 লোকহিতের সুখদায়ক পরমেশ্বর বিগ্বেষর নামে
 দ্ব্যত হইল অবস্থান করিতেছেন কৃত্য সন্ত
 মাস কাল পর্যন্ত নিরন্তর ইহার মন্তকে বিদগ্ধ
 সমর্পন করিয়াছিলেন এতন্ত তিনি বিগ্বেষর
 নামে দ্ব্যত হইয়াছেন কৃত্য সেই শিবের
 নিকট হইতে উদ্ভবনপূর্বক যে যে স্থানে ঐ
 সকল বিদগ্ধ নিরাক্ষর করিয়াছিলেন সেই
 সেই স্থানে ঐ সকল বিদগ্ধ হইতে
 তদন্তর প্রতি অমৃত হইল নিমিত্ত এক একটী
 দেবদূত আবির্ভূত হইয়াছিল তৎকালে
 কৃত্য প্রার্থন করিলে ঐ সকল দেবদূত লোক-
 হিতের নিমিত্ত ঐ স্থানেই অবস্থান করিলেন ।
 পরমাত্মকপী কৃত্য সেই দিন হইতে প্রতিদিন
 তদন্ত এবং মুক্তি-কলপ্রদ শত্রুর 'সেবা
 করিতে লাগিলেন । হে শৌনকাদি কবির!
 আপনারা আমাকে দ্ব্যত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন
 তৎসম্বন্ধে কহিলাম । বাসকরণ ইহা এক
 করিলে নিত্য সকল পাপ হইতে মুক্ত
 হয় ২২—৩১ ।

উনসংহিতায় অব্যায় সমাধা ॥ ৩২ ॥

সপ্ততিতমোঃ অধ্যায়ঃ ।

৪৪৪ উচুঃ ।

সূতঃ ৩ঃ সৰ্বং জ্ঞানাসি পুনঃ পুঙ্খামহে শৃণু ।
কথং শূদৰ্শনং প্রাপ্তং বিমূনা প্রভবিমূনা ॥ ১
কথং তুষ্টিস্তদা শত্ৰুশত্রুক দস্তবান্ যদা
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা সূতো বচনমববীঃ ॥ ২

সূত উবচ

প্রবৃত্তাক কথিত্রিষ্টাঃ কথয়ামি যথাক্রমম্
কথিত্রিষ্টাঃ সময়ে দৈত্যাঃ সজাতা বলবন্তরাঃ ৥ ৩
পীড়য়ামাস্তু মোকান্ ধমুলোপং তপা পুনঃ ।
তে দেবাঃ পীড়িতা বিমূঃ প্রার্থয়ামাস্তু বৈ তদা ॥ ৪
কৃপাং কুরু প্রভো হৃদ্য মারিতা দৈত্যকৈশ্চনম্ ।
কুত্ৰ যামশ্চ কিং কুর্মঃ শরণং কং সমাগতাঃ ৥ ৫
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা বিমূঃ বচনমাদদে ।
করিষ্যামি যচঃ কাঞ্চাম'রাধা শঙ্গবঃ পুনঃ ॥ ৬

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

কথিগণ করিলেন, হে সূত! সমস্তই তোমার বিদিত, অতএব তোমাকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাপ্রভাব-শালী বিমূ ক্রুরূপে শূদৰ্শনচক্র প্রাপ্ত হইলেন। শঙ্কর কিজন্তুই বা সন্তুষ্ট হইয়া শূদৰ্শনচক্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন? সূত কথিদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধিত লাগিলেন, কথিত্রিষ্টগণ! আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ কহিতেছি, আপনার শ্রবণ করুন। অমরগণ কোন সময়ে অতিশয় বলসম্পন্ন হইয়া লোক সকলকে পীড়িত এবং ধমুলোপ করিতে লাগিল। দেবতার তৎকালে অমর কর্তৃক পীড়িত হইয়া বিমূর নিকটে প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভো! আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন। অমরেরা আমাদিগকে তিনসা করি-
তেছে; অতএব আমরা কোথায় যাইব, কি বা করিব? আপনার শরণাপন্ন হইলাম। দেব-
গণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিমূ কহিতে লাগিলেন, তোমরা বাহা বলিতেছ, আমি-জাহা

বলিষ্ঠাঃ শত্রবো হেতে বিজ্ঞেতব্যাঃ প্রবৃত্ততঃ ।
ইত্যুক্তান্তে তদা তেন যদুৰ্ধ্বম্ সৰ্বং সৰ্বম্ ॥
বিমূরপি সুরাণাম্ জ্ঞানার্থকাতজচ্চিবম্ ।
কৈলাসনিকটে গতা তপস্তপে সসং হরিঃ ॥ ৬
কৃতা কুণ্ডল সংস্থাপ্য জ্ঞানবেদসমগ্রতঃ ।
পাথিবেন বিদ্যানেন মনৈর্নানাবিবৈরপি ॥ ৭
স্তোত্রৈঃ বাপানেকৈঃ ভেজে চ শঙ্গবঃ মু-
কমলৈঃ সর্বসো জ্ঞাতৈর্মানসাত্মানৌষরাঃ ॥
বক' চৈবাসনং তত্র ন চচাল হরিঃ সযম্ ।
প্রসন্নবধিমেবাত্ত শ্বেয়ক সৰ্ব্বথা যমঃ ।
ইত্যেবং নিশ্চয়ং কৃতা পুঙ্খামাস বৈ হরিঃ
যদা নৈব হরদৃষ্টো বিচারে তৎপরো হরিঃ
বিচার্যেবং তপঃকষ্টে তেনৈব বক্তব্য কৃতম্
সেবনং বহুবিদং কৃতা পূজনং বক্তব্য কৃতম্ ॥

কহিব, কিহু আমাকে শত্রুর আরাধা করিতে হইবে, এই সকল শত্রুগণ মহাবলি বিশেষ যত্নপূর্বক ইহাদ্বন্দ্বকে ভয় করি হইবে। বিমূ দেবগণকে এই কথা বলি দেবতার সীম সীম বামে গমন করিলেন তৎকালে বিমূও দেবতাদিগের ক্রুর নিম্ন শিবকে ভজন করিতে লাগিলেন। সসং হ কৈলাস পর্বতের নিকটে গমনপূর্বক বেড়া তপস্বী করিতে লাগিলেন। ১—৮ বি সেই স্থানে অগ্রে কুণ্ড নিশ্চয় করিয়া তপা অগ্নিস্থাপন করিলেন। হে প্রধানতম মূনিগ কৃতা তৎকালে পাথিবশিব-পূজাবিবানে ননা মম, বহুতর স্তব এবং মানস-সরোবরজাত ক দ্বারা শঙ্করকে ভজন করিতে লাগিল শঙ্কর যেকাল পর্যন্ত প্রসন্ন না হন, সেই কা বধি আমায় সর্বতোভাবে এই স্থানে অব কত্র উচিত, মনে মনে এইরূপ স্থির কা সসং ভগবান বিমূ সেই স্থানে বদ্ধাসনে নিশ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শিবপূজা করিতে লা লেন। শিব যখন তাহাডেও সন্তুষ্ট হই না; তখন হরি বিচার করিতে লাগিলে বিচারাসত্তর নানাপ্রকার কষ্টকর তপস্বী নি

[illegible]

सहायित्व अर्थसमाचार : १० ।

॥ अथ विष्णुः ॥ अथ विष्णुः ॥ अथ विष्णुः ॥

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

শিবঃ শ্রুত্বাঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথয়ামি যথাশ্রুতম্ ।
বিষ্ণুনা প্রাপিতো যেন সন্তুঃ পবনেশ্বরঃ ।
তদহং কথয়াম্যস্য পুণ্যং নমসহস্রকম্ ॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ

শিবো হরো যুড়ে ক্রুদ্রঃ পুরুষঃ পুষ্পলোচনঃ ।
অধিগম্য সদাচারঃ শর্ম্মাঃ শঙ্করঃ মহেশ্বরঃ ॥ ২
চন্দ্রাপীড়চন্দ্রমৌলিবিগ্নং বিগ্নামরেশ্বরঃ
বেদান্তসারসন্দোহঃ কপালী নাললোহিতঃ ॥ ৩
ধ্যানাবরোহপরিচ্ছিন্নো গৌরীভক্ত গণেশ্বরঃ ।
অষ্টমূর্ত্তিবিগ্নমূর্ত্তিবিগ্নবর্গসংসিদ্ধনঃ ॥ ৪
জ্ঞানগম্যো দৃঢ়প্রজ্ঞে দেবদেবতিলোচনঃ
বামদেবে মহাদেবঃ পটুঃ পরিবৃত্তে দৃঢ়ঃ ॥ ৫
বিবরূপো বিবরূপাকো বাগীশঃ তুচিসত্তমঃ
সর্কপ্রমাণসংবাদী বৃষাক্ষো বৃষবাহনঃ ॥ ৬
ঈশঃ পিনাকী বটাসী চিত্রবেশচিরন্তনঃ
অমোহরো মহাযোগী গোপ্তা ব্রহ্মা চ বর্জ্জতিঃ ॥ ৭

একসপ্ততিতম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন, হে শ্রেষ্ঠ কথিগণ । বিষ্ণু যে
পবিত্র সন্তান নাম পটু কহিয়া মহাদেবের
সন্তোষ সন্দনপূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন,
তাহা আমি যেমন শুনিয়াছি, তদনুসারে আপ-
নাদিগের নিকট অলা কহিতেছি, শ্রবণ করুন
১। শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছিলেন,—শিব, হর, যুড়ে,
ক্রুদ্র, পুরুষ, পুষ্পলোচন, অধিগম্য, সদাচার,
শর্ম্মা, শঙ্কর, মহেশ্বর, চন্দ্রাপীড়, চন্দ্রমৌলি,
বিগ্ন, বিগ্নামরেশ্বর, বেদান্তসারসন্দোহ, কপালী,
নীললোহিত, ধ্যানাবর, অপরিচ্ছিন্ন, গৌরী-
ভক্ত, গণেশ্বর, অষ্টমূর্ত্তি, বিগ্নমূর্ত্তি, ত্রিবর্গসং-
সিদ্ধন, জ্ঞানগম্য, দৃঢ়প্রজ্ঞ, দেবদেব তিলোচন,
বামদেব, মহাদেব, পটু, পরিবৃত্ত, দৃঢ়, বিবরূপ,
বিবরূপাক, বাগীশ, তুচিসত্তম, সর্কপ্রমাণসংবাদী,
বৃষাক্ষ, বৃষবাহন, ঈশ, পিনাকী, বটাসী, চিত্রবেশ,
চিরন্তন, অমোহর, মহাযোগী, গোপ্তা, ব্রহ্মা,

কালকাল, কৃষ্টিবাসা, হুতগ, প্রণবাস্বক,
উগ্রঃ পুরুষো জুষো দুর্কাসাঃ পুরশাসনঃ ॥
দিব্যাদ্ব্যধঃ স্তম্ভশূরঃ পরমেষ্ঠী পরাংপরঃ ।
অনাদিমধ্যানিধনো গিরীশো গিরিজাববঃ ॥ ১
কুবেরবন্ধুঃ শ্রীকণ্ঠো লোকবর্ণোক্তমো যুদ্রঃ ।
সমাধিবেদ্যঃ কোদণ্ডী নীলকর্ণঃ পরশ্বধীঃ ।
বিশালাক্ষো মৃগব্যাদ্ব্যধঃ সুরেশঃ সূর্য্যতাপনঃ ।
ধর্ম্মধাম ক্রমাক্ষত্রং ভগবান্ ভগনেত্রভিঃ ।
উগ্রঃ পশুপতিস্ত্রাক্ষ্যঃ প্রিয়তক্ৰঃ পরতপঃ
দাতা দয়াকরো দক্ষঃ কর্ণন্দী কামশাসনঃ
শাশাননিমগ্নঃ সূক্ষ্মঃ শাশানন্তো মহেশ্বরঃ ।
লোককর্ত্তা মৃগপতিমহাকর্ত্তা মহৌষধিঃ ॥ ২
উত্তরো গোপতির্গোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ পুরাতন
নীতিঃ সুনীতিঃ শুদ্ধায়া সোমঃ সোমরতঃ
সোমপোহমৃতপঃ সৌম্যো মহাতেজা মহা
তেজোময়োহমৃতময়োহমময়ঃ সূর্য্যপতিঃ
অমৃতশত্রুরালোকঃ সস্তাব্যো হব্যবাহনঃ
লোককরো বেদকরঃ সূত্রকারঃ সনাতনঃ ॥
মহার্ষিঃ কপিলচাৰ্য্যো বিশ্বদীপ্তিবিলোচনঃ

বর্জ্জতি, কালকাল, কৃষ্টিবাসা, হুতগ ও
বাস্বক, উগ্র, পুরুষ, জুষা, দুর্কাসা, পুরশা
দিব্যাদ্ব্যধ, স্তম্ভশূর, পরমেষ্ঠী, পরাং
অনাদি-মধ্য-নিধন, গিরীশ, গিরিজাবব, যু
বন্ধু (শ্রীক), লোকবর্ণোক্তম, যুদ্র, সমাধি
কোদণ্ডী, নীলকর্ণ, পরশ্বধী, বিশালাক্ষ, মৃগ
সুরেশ, সূর্য্যতাপন, ধর্ম্মধাম, ক্রমাক্ষত্র,
বান, ভগনেত্রভিদ্, উগ্র, পশুপতি, ত
প্রিয়তক্ৰ, পরতপ, দাতা, দয়াকর, দক্ষ ক
কামশাসন, শাশাননিমগ্ন, সূক্ষ্ম, শাশানন্ত,
শ্বর, লোককর্ত্তা, মৃগপতি, মহাকর্ত্তা, মহে
উত্তর, গোপতি, গোপ্তা, জ্ঞানগম্য, পুর
নীতি, সুনীতি, শুদ্ধায়া, সোম, সোমরত,
সোমপ, অমৃতপ, সৌম্য, মহাতেজা, মহা
তেজোময়, অমৃতময়, অমময়, সূর্য্যপতি, অ
শত্রু, আলোক, সস্তাব্য, হব্যবাহন, লো
বেদকর, সূত্রকার, সনাতন, মহর্ষি, কপি

মহাতপা দীপ্তপাঃ স্থবিষ্ঠঃ স্থবিরো ধুবঃ ।
 অহঃ সংবৎসবে ব্যাপ্তিঃ প্রমাণং পরমং তপঃ ॥
 সংবৎসরকরো মনু-প্রত্যয়ঃ সর্কদর্শনঃ ।
 অহঃ সর্কেশবঃ সিক্কো মহারেতা মহাবলঃ ॥৩৮
 যোগী যোগ্যো মহাতেজাঃ সিক্কিঃ সর্কাদিরগ্রহঃ
 বসুর্বসুমনাঃ সত্যঃ সর্কপাপহরো হরঃ ॥ ৩৯
 সুকৌত্তিঃ শোভনঃ শ্রীমানবাস্তনসগোচরঃ ।
 অমৃতঃ শান্তঃ শান্তো বাণহস্তঃ প্রতাপবান ॥৪০
 কমণ্ডলুধরো ধরী বেদান্তো বেদবিমুনিঃ ।
 ত্রাভিমুর্ভোজনং ভোক্তা লোকনাথো ব্রাহ্মণঃ ॥
 অতীন্দ্রিয়ো মহামাযঃ সর্কবাসচতুপথঃ ।
 কালযোগো মহানাদো মহোৎসাহো মহাবলঃ ॥৪১
 মহাবুদ্ধির্মহাবীৰ্য্যো ভূতচারী পুরুষধরঃ ।
 নিশাচরঃ প্রেতচারী মহাশক্তির্মহাত্ম্যতিঃ ॥ ৪২
 অনির্দেশবপুঃ শ্রীমান্ সর্কচাধ্যমেনোগতিঃ ।
 বহুক্রতো মহামাযো নিরতাস্ত্রা ধুবোহরঃ ॥৪৩
 ওজস্বজ্যোত্যাতিধরো নর্তকঃ সর্কশাসকঃ ।
 নৃত্যপ্রিয়ো নৃত্যনিভাঃ প্রকাশস্রা প্রকাশকঃ ॥৪৪
 স্পষ্টাকরো বুধো মনুঃ সমানঃ সারসংগ্রহঃ

মহাতপা, দীপ্তপাঃ, স্থবিষ্ঠা, স্থবির
 অহঃ, সংবৎসর, ব্যাপ্তি, প্রমাণ, পরমতপ,
 সংবৎসরকর, মনুপ্রত্যয়কর, সর্কদর্শন, অহঃ
 সর্কেশব, সিক্ক, মহারেতা, মহাবল, যোগী,
 যোগ্য, মহাতেজা, সিক্কি, সর্কাদিরগ্রহ, বসু,
 বসুমনাঃ, সত্য, সর্কপাপহর, সুকৌত্তি,
 শোভন, শ্রীমান, বাস্তনসগোচর, অমৃত-শান্ত,
 শান্ত, বাণহস্ত, প্রতাপবান, কমণ্ডলুধর, ধরী,
 বেদান্ত, বেদবিং, মুনি, ত্রাভিমু, ভোজন,
 ভোক্তা, লোকনাথ, ব্রাহ্মণ, অতীন্দ্রিয়,
 মহামায, সর্কবাস, চতুপথ, কাল
 যোগী, মহানাদ, মহোৎসাহ, মহাবল, মহা-
 বুদ্ধি, মহাবীৰ্য্য, ভূতচারী, পুরুষধর, নিশাচর,
 প্রেতচারী, মহাশক্তি, মহাত্ম্যতি, অনির্দেশবপুঃ,
 শ্রীমান, সর্কচাধ্যমেনোগতি, বহুক্রত, মহামায,
 নিরতাস্ত্রা, ধুব, অহর, ওজস্বজ্যোত্যাতিধর,
 নর্তক, সর্কশাসক, নৃত্যপ্রিয়, নৃত্যনিভা, প্রকা-
 শস্রা, প্রকাশক, স্পষ্টাকর, বুধ, মনু, সমান,

যুগাদিকৃৎযুগাবর্তো গম্ভীরো বৃষবাহনঃ ॥ ৪
 ইষ্টো বিশিষ্টো শিষ্টেষ্ঠো শলভঃ শরভো ধনু
 তীর্থরূপস্তীর্থনিমা তীর্থাদৃশ্যঃ স্ততোহর্থদুঃ
 অপাংনিধিবিষ্ঠানং বিজয়ো জয়কালবিং ।
 প্রতিষ্ঠিতঃ প্রমাণজ্যো হিরণ্যকবচো হরিঃ ॥৪
 বিমোচনঃ সুরগণো বিদ্যোশো বিদ্যুসংগ্রহঃ ।
 বালরূপো বলোদন্তো বিকর্তা গহনো গুহঃ ॥
 করণং কবরং কত্তা সর্কবজ্জবিমোচনঃ ।
 ব্যবসাযো ব্যবস্থানঃ স্থানদো জগদাদিভ্যঃ ॥
 গুহদো লজিতো ভেদো ভবাত্মা যুনি সংস্থিত
 বাবেশবে বৌবজ্জদ্রো বীরাঙ্গনবিধিবিরাট্ ॥ ৫
 বীরচূড়ামণিবেস্তা তীর্থানন্দো নদীধরঃ ।
 আচ্ছাদ্যবিশিষ্টো চ শিপিবিষ্টো শিবলয়ঃ ॥ ৬
 বালখিল্যো মহাচাপস্তিষ্ঠাঃ তীর্থধিরঃ যুগঃ ।
 অতিরামঃ সুশরণঃ সুত্রফণ্যঃ সুধাপতিঃ ॥ ৭
 মন্থবান কোশিকো গোমান বিরামঃ সর্কসাধন
 ললিতোজ্জ্বলঃ বিদ্যোদয়ঃ সারঃ সংসারচক্রভূং
 অমেদনোত্তমো মধ্যমো হিরণ্যো বজ্রবর্তনী
 পরমার্থঃ পরো মাতী শরীরো ব্যাপলোচনঃ ॥

সারসংগ্রহ, যুগাদিকৃৎ, যুগাবর্ত, গম্ভীর, বৃষ-
 ইষ্ট, বিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ঠ, শলভ, শরভ,
 তীর্থরূপ, তীর্থনিমা, তীর্থাদৃশ্য, স্ততঃ,
 অপাংনিধি, অধিষ্ঠান, বিজয়, জয়কাল-
 প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণজ্যো, হিরণ্যকবচ, হরি, বি-
 চন, সুরগণ, বিদ্যোশ, বিদ্যুসংগ্রহ, বা-
 বলোদন্ত, বিকর্তা, গহন, গুহ, করণ, ক-
 বর্তা, সর্কবজ্জবিমোচন, ব্যবসায, ব্যব-
 স্থান, জগদাদিভ্যঃ, গুহদো, লজিত, ভেদো,
 ভবাত্মা, সংস্থিত, বৌবজ্জদ্র, বীরাঙ্গন, বিধি-
 বিধি, বিরাট্, বীরচূড়ামণি, বেস্তা, তীর্থ-
 নদীধর, আচ্ছাদ্য, ত্রিশূলো, শিপিবিষ্ট, শি-
 বালখিল্য, মহাচাপ, তিষ্ঠাঃ, তীর্থধি-
 অতিরাম, সুশরণ, সুত্রফণ্য, সুধাপতিঃ,
 কোশিক, গোমান, বিরাম, সর্কসাধন, ল-
 বিদ্যোদয়, সার, সংসারচক্রভূং, অমে-
 দনোত্তম, মধ্যম, হিরণ্য, বজ্রবর্তনী, পরমার্থ, প-

[illegible][illegible]

নিরাবরণনির্কবো বৈরকো বিষ্টরপ্রবাঃ ॥ ৭৫
 আশ্বত্থনির্কবোহত্রির্জানমুত্তির্মহাযশাঃ ।
 লোকবীরাগ্রণীবৌবশ্চণ্ডঃ সত্যপবাক্রমঃ ॥ ৭৬
 বালাকরো মহাকরঃ করকরঃ কলাধরঃ ।
 অলঙ্কারিধুরচলো রোচিষ্ণুবিক্রমোন্নতঃ ॥ ৭৭
 আয়ুশকপতিবেণী পবনঃ শিখিসারথিঃ ।
 অসংসৃষ্টোহতিথিঃ শক্রপ্রমথী পাদপাসনঃ ॥ ৭৮
 বসুপ্রবা হব্যবাহঃ প্রতপাঃ বিশ্বভোজনঃ ।
 জপো জবাশিশমনো লোহিতাস্ত্রা তনুপাং ॥ ৭৯
 বৃহদশ্বো নভোযোনিঃ সুপ্রতীকসুমিহ্রঃ ।
 নিদাঘতপনো মেঘঃ স্বকঃ পরপূরজঃ ॥ ৮০
 সুখানিলঃ সুনিম্পন্নঃ সুবতিঃ শিশিরাস্বকঃ ।
 বসন্তো মাধবো গ্রীষ্মো নভস্ত যৌজবাহনঃ ॥ ৮১
 অগ্নিবা গুরুবাহনো বিমলো বিশ্ববাহনঃ ।
 পাবনঃ সুমতিবৈব্রহ্মৈবিসো নববাহনঃ ॥ ৮২
 মনো বুদ্ধিরহঙ্করঃ ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রপালকঃ ।
 জমদগ্নির্দগ্নিনিধিবিগ্গলো বিশ্বগালবঃ ॥ ৮৩
 অশ্বোরোহতঃসুভবঃ স্বকঃশ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সংপদঃ ।
 শৈলো গগনকুন্ডভো দানবদ্রিষ্টবিন্ধ্যমঃ ॥ ৮৪

দ্রুত, পুলস্ত্য, পুনহ, অগস্ত্য, অশ্বত্থ, পরাশর, নিরাবরণনির্কবো, বৈরকো, বিষ্টরপ্রবাঃ, আশ্বত্থ, অনিরুদ্ধ, অগ্নি, কনকদন্ত, মহাযশাঃ, লোকবীরাগ্রণী, বীর, চণ্ড, সত্যপবাক্রম, বাল-
 কর, মহাকর, করকর, কলাধর, অলঙ্কারিধু, অচল, রোচিষ্ণু, বিক্রমোন্নত, আয়ুশকপতি, বেণী পবন, শিখিসারথি, অসংসৃষ্ট, অতিথি, শক্রপ্রমথী, পাদপাসন, বসুপ্রবা, হব্যবাহ, প্রতপাঃ, বিশ্ব-
 ভোজন, জপ, জবাশিশমন, লোহিতাস্ত্রা, তনু-
 নপাং, বৃহদশ্ব, নভোযোনি, সুপ্রতীক, তমি-
 হ্রঃ, নিদাঘ, তপন, মেঘ, স্বক, পরপূরজ, সুখানিল, সুনিম্পন্ন, সুবতি, শিশিরাস্বক, বসন্ত, মাধব, গ্রীষ্ম, নভস্ত, যৌজবাহন, অগ্নিবা, গুরু, আত্রেয়, বিমল, বিশ্ববাহন, পাবন, সুমতি, বিদ্বান্, ত্রেবিদ্যা, নববাহন, মনোবুদ্ধি, অহঙ্কার, ক্ষেত্রজ, ক্ষেত্রপালক, জমদগ্নি, বলনিধি, বিগল, বিশ্বগালব, অশ্বর, অমৃত্তর, স্বক, শ্রেয়ঃ, নিঃশ্রেয়সংপদ, শৈল, গগনকুন্ডভ,

রজনীজনকচাক-বিশল্যো লোককল্যঙ্ক ।
 চতুর্কৈদ-চতুর্ভাব-চতুর-চতুরপ্রিঃ ॥ ৮৫
 আশ্রায়োহণ সমাশ্রায়স্তীর্থদেবশিবালয়ঃ ।
 বহুকপো মহাকপঃ সর্ককপ-চরাচরঃ ॥ ৮৬
 জ্ঞাননিষ্ঠাশ্রকো জ্ঞানী জ্ঞানগম্যো নিরতুরঃ ।
 সহস্রমুদ্র দেবেন্দ্রঃ সর্কশপ্রভঞ্জনঃ ॥ ৮৭
 মুণ্ড বিকপো বিক্রোদ্ভো দণ্ডো দান্তো গুণে
 পিঙ্গলাক্ষো জনাধাক্ষো নীলগ্রীবো নিরাময়ঃ
 সহস্রবাহ সর্কেশঃ শবনাঃ সর্কলোকধ্বক ।
 পরাসনঃ পরংজ্যোতিঃ পরংপারঃ পরংফলা
 পরংগর্ভে মহাপর্ভে বিশ্বগর্ভে বিচক্রণঃ ।
 চরাচরক্ক বরদে বরেশ মহাবলঃ ॥ ৯০
 দেবাসুরপুত্রদেবো দেবাসুরমহাশ্রয়ঃ ।
 দেবাসুরদেবো দেবগ্নিদেবগ্নিসুধনঃ প্রভুঃ ॥ ৯১
 দেবাসুরদেবো দেবো দেবাসুরমহেশ্বরঃ ।
 দেবাসুরমহেশ্বরিচিহ্নো দেবদেবাসুরমহাবলঃ ॥ ৯২
 সন্দো নিরসুদো দেবসিহ্নো দিবাকরঃ ।
 বিদ্যোহবরেশঃ সর্কদেবোহস্তমাস্তমঃ ॥ ৯৩
 শিবকানবতঃ জামল শিখি ক্রীপকর্ত্তপ্রিঃ ।
 বহুপুংগবঃ সিন্ধুপুংগবো নবসিহ্নো নিপাতনঃ ॥ ৯৪

দানবানি, অ'রুদ্রম, রজনীজনক, চাকবিশ
 লোককল্যঙ্ক, চতুর্কৈদ, চতুর্ভাব, চতুর, চা
 প্রিঃ, আশ্রয়, সমাশ্রয়, তীর্থদেবশিবালয়, ব
 কপ, মহাকপ, সর্ককপ, চরাচর, জ্ঞাননিষ্ঠা
 জ্ঞানী, জ্ঞানগম্য, নিরতুর, সহস্র
 দেবেন্দ্র, সর্কশপ্রভঞ্জন, মুণ্ড, বিকপ, বিক্র
 দণ্ডো, দান্ত, গুণোদ্ভূত, পিঙ্গলাক্ষ, জনা
 নীলগ্রীব, নিরাময়, সহস্রবাহ, সর্কেশ, শ
 সর্কলোকধ্বক, পরাসন, পরংজ্যোতিঃ, পর
 পরংফল, পরংগর্ভ, মহাপর্ভ, বিশ্বগর্ভ, বিচ
 চরাচরক্ক, বরদ, বরেশ, মহাবল, দেবা
 গুরু, দেব, দেবাসুরমহাশ্রয় দেবা
 দেবাগ্নি, দেবাগ্নিসুধন, প্রভু, দেবাসুরদেব, দি
 দেবাসুরমহেশ্বর, দেবদেবময়, অচিহ্না, ৭
 দেবাসুরমহেশ্বর, সন্দোনি, অসুদব্যাত্র, দেবসি
 দিবাকর, বিদ্যাধিকার, শ্রেষ্ঠ, সর্কদেবোহস্তমো
 শিবকানবত, জীবান, শিখিক্রীপকর্ত্ত

সহস্রজিঃ সহস্রজিঃ শিবপ্রকৃতিদক্ষিণঃ ।
 ভূতভাবভবঃ প্রভবো ভূতিনাশনঃ ॥ ১১৪
 অখোজনখো মহাকেশঃ পরকাট্যৈকপণ্ডিতঃ ।
 নিকটিকঃ কৃতানন্দো নিদ্যাজো বাজমর্দনঃ ॥ ১১৫
 সত্ত্বান্ সাত্তিকঃ সত্যকীতিঃ মেহকৃতগমঃ
 অকম্পিতো গুণগ্রাহী নরকস্য নরকমুখঃ ॥ ১১৬
 সুপীতঃ সুমুখঃ সক্ষমঃ সুহবো দক্ষিণানিলঃ
 নন্দিস্কন্ধরো ধৃষ্যঃ প্রকটঃ পীতিবর্জনঃ ॥ ১১৭
 অপরাজিতঃ সর্বসম্বৎসরো বিন্দুঃ সর্ববাহনঃ
 অধতঃ স্বধতঃ সিদ্ধঃ পুত্ৰমুত্তিলাশনঃ ॥ ১১৮
 বারাহশৃঙ্গকৃ শৃঙ্গী বলবানবনবধকঃ
 ক্রতিপ্রকাশঃ ক্রতিমানকবকুবনবধকঃ ॥ ১১৯
 শ্রীবৎসলশিবাবহুঃ শান্তভদ্রঃ সমো যশাঃ ।
 ভূশয়ো ভূষণো ভূতিভূতকৃতভবনঃ ॥ ১২০
 অকম্পো ভক্তিকামঃ কালহা নীলনোহিত
 সত্যব্রতমহাত্মাণী নিত্যশান্তিপরাধনঃ ॥ ১২১
 পরার্থব্রতী বরদো বিবিধঃ বিশারদঃ
 ভূতদঃ ভূতকর্তৃ চ ভূতনাশা ভূতঃ স্বয়ম্ ॥ ১২২
 অনর্বিতে হস্তঃ সাক্ষী হস্তো কনকপ্রভঃ
 স্বভাবভদ্রঃ মধ্যমঃ শ্রীপদঃ শ্রীবনেশনঃ ॥ ১২৩

দুগ্ধ, সর্ষপ, পুষ্টিবর্জক, সহস্রজিঃ, সহস্রজিঃ,
 শিবপ্রকৃতিদক্ষিণ, ভূতভাবভবঃ, প্রভব,
 ভূতিনাশন, অর্থ, অনর্থ, মহাকেশ, পরকাট্যৈক-
 পণ্ডিত, নিকটিক, কৃতানন্দ, নির্দ্যাজ, বাজ-
 মর্দন, সত্ত্বান্ সাত্তিক, সত্যকীতি, মেহকৃতগম,
 অকম্পিত, গুণগ্রাহী, নরকস্য, নরকমুখঃ,
 সুপীত, সুমুখ, সক্ষম, সুহব, দক্ষিণানিল, নন্দি-
 স্কন্ধর, ধৃষ্য, প্রকট, পীতিবর্জন, অপরাজিত,
 সর্বসম্ব, গোবিন্দ, সর্ববাহন, অধত, স্বধত,
 সিদ্ধ, পুত্ৰমুত্তি, যশোদন, বারাহশৃঙ্গকৃ, শৃঙ্গী,
 বলবান, একনাথক, ক্রতিপ্রকাশ, ক্রতিমান,
 একবন্ধু, অনেককৃৎ, শ্রীবৎসলশিবাবহু, শান্ত-
 ভদ্র, সম, যশ, ভূশয়, ভূষণ, ভূতি, ভূতকৃৎ,
 ভূতভবন, অকম্প, ভক্তিকাম, কালহা, নীল-
 নোহিত, সত্যব্রত, মহাত্মাণী, নিত্যশান্তিপরাধন,
 পরার্থব্রতী, বরদ, বিবিধ, বিশারদ, ভূতদ, ভূত-
 কর্তা, ভূতনাশা, ভূত, অনর্বিতে, হস্ত, সাক্ষী,

শিবগুণী কবচী শূলী জটী মুণ্ডী চ কুণ্ডলী ।
 অমৃত্যুঃ সর্ষপকৃ সিংহস্তেভোরশির্মহামনিঃ
 অসংখ্যোহপ্রমেয়াস্তা বীৰ্য্যবান বীৰ্য্যকোষি
 বেদাষ্টেব বিয়োগাস্তা পরাবরমুনীশ্বরঃ ॥ ১২
 অনুজমো দুরাধারো মদুরপ্রিয়দর্শনঃ ।
 সুরেশঃ শরণং সর্বম্ শঙ্করক সত্যং প্রতিঃ
 কালপক্ষঃ কালকারী কলনীকৃতবাসুকিঃ ।
 মহেবাসে মহোভতা নিকলকো বিশৃঙ্গলঃ ॥
 দ্যামণিস্তরবিধকৃঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসাধনঃ ।
 বিশ্বস্তঃ সংসৃতঃ সত্যো দাতোরক্ষো মহাভূত
 সর্ষপো নিরাতকঃ নর-নারায়ণপ্রিয়ঃ
 নিম্পো নিম্পপকাস্তা নির্দ্যাজো বাজনাশনঃ
 সুরাঃ সুরপ্রিয়ঃ স্তোতা বাসমুত্তিঃ নিরক্ষঃ
 নিরবদ্যম্যোপায়ে বিদ্যারানী রসপ্রিয়ঃ ॥ ১
 প্রশান্তকৃষ্ণকৃষ্ণঃ সংগ্রহী নিত্যসুন্দরঃ ।
 বদ্যো বদ্যো দাত্রীশঃ শাকলাঃ শর্ষপীপতিঃ
 পদমর্থকৃষ্ণকৃষ্ণিঃ শরীরপ্রিতবঃ সলঃ ।
 সোমো রসজ্ঞো রসদঃ সর্বসম্বৎসরনঃ ॥
 এবং নানাঃ মহেশ্বর ভূষ্টো ব রসভক্ষকম্ ।

অকন্য, কনকপ্রভ, স্বভাবভদ্র, মধ্যম,
 শ্রীবনেশন, শিবগুণী, কবচী, শূলী, জটী
 কুণ্ডলী, অমৃত্যু, সর্ষপকৃ, সিংহ, স্তেভোরশিঃ
 অসংখ্যোহ, অপ্রমেয়াস্তা, বীৰ্য্যবান বীৰ্য্য
 বেদা, বিয়োগাস্তা, পরাবরমুনীশ্বর, ১২
 অনুজম, মদুরপ্রিয়দর্শন, সুরেশ, শরণ
 শঙ্করক, সত্যং, প্রতিঃ, কালপক্ষ, কালকারী
 কৃতবাসুকি, মহেবাস, মহোভতা, ১
 বিশৃঙ্গল, দ্যামণি, তরবিধকৃ, সিদ্ধিদ, সি
 বিশ্বসংসৃত, সত্য, দাতোরক্ষ, মহাভূত
 সর্ষপ, নিরাতক, নরনারায়ণপ্রিয়,
 নিম্পপকাস্তা, নির্দ্যাজ, বাজনাশন, সুর
 প্রিয়, স্তোতা, বাসমুত্তি, নিরক্ষ, ১
 মন, অপায়, বিদ্যারানি, রসপ্রিয়, প্র
 অনুজ, সংগ্রহী, নিত্যসুন্দর, বৈদ্যমধুর্য
 শাকলা, শর্ষপীপতি, পদমর্থকৃষ্ণকৃষ্ণি,
 শ্রিতবঃ সল, সোম, রসজ্ঞ, রসদ, সর্ব
 বন ২—১০২ । বিষ্ণু এই নামস

ইতি পৃষ্টকাদি তেন সন্তুষ্টা শিবোহব্রবীৎ ।

রূপং ধোয়ং মলৌহং বৈ সর্কানর্থপ্রশাস্তয়ে ॥ ১৪৮

অনেকদূঃখনাশার্থং পঠ্যে নামসংগ্রহকম্ ।

ধাৰ্য্যং চক্রেং সদা মেহনা সর্কানর্থপ্রশাস্তয়ে ॥ ১৪৯

অন্তো চ যে পঠিষ্যতি পঠিষ্যতি নিত্যশঃ ।

তেষাং দুঃখং ন স্বপ্নেহপি জঘতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

রাক্ষসক সমুদ্রে প্রাপ্তে শতাবদং চন্দ্রমলম্ ।

সান্তক বিধিসূক্তে হি কলাগং লভতে নরঃ ॥ ১৫০

বোগনাশকবং হেতুখিলানামসমুদ্রম্ ।

সমুদ্রিণা কলং শ্রেষ্ঠং পঠিষ্য ফলমুত্তমম্ ॥ ১৫১

লভতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যমেতদবতঃ মম ।

প্রাতঃ সমুদ্রায় সদা পূজ্যং কলং সর্কানর্থকম্ ॥ ১৫২

পঠতো মৎসমকং বৈ নিত্যং সিদ্ধির্ন দ্ব্যবতঃ ।

ঐহিকৌ সিদ্ধিমাসাদ্য পরলোকসমুদ্রম্ ॥ ১৫৩

প্রাপ্নোতি পার্থক্যে নিত্যমষ্টমং নাত্র সুরেশ্বর

কাহাকে ধ্যান করিব, কি বা পূজা করিব : তাহা
আপনি বলুন । তৎকালে বিষ্ণু এই প্রকার
জিজ্ঞাসা করিলে শিব সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন
লগিলেন, সমস্ত অমৃতস্রবণের নিমিত্ত আমার
রূপ ধ্যান করিবে । অনেক দুঃখনাশের নিমিত্ত
আমার সহস্রনাম পাঠ করিবে । সমস্ত অন-
র্থের বিনাশ নিমিত্ত আমার চক্রে সর্কানর্থ দান
করিবে । অন্মদে কোন ব্যক্তি যদ্যপি প্রতি-
দিন এই স্তব পাঠ করে কিংবা পাঠ করায়,
তাহা হইলে তৎকালিগের স্বপ্নেও দুঃখ
জন্মায় না, ইহাতে সংশয় নাই । রাক্ষ-
সদিগের সমুদ্রে উপস্থিত হইলে যথা-
বিধি সান্তক সমুদ্রনাম শতবার পাঠ করিবে,
তাহা হইলে কলাগ লভ করিবে । এই সহস্র
নাম পাঠ করিলে বোগ নষ্ট হয়, উত্তম বিদ্যা
হয় । যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কল উদ্দেশ করিয়া
সহস্রনাম পাঠ করে, সে উত্তম ফল লাভ করে,
ইহাতে সন্দেহ নাই ; ইহাই আমার বধার্থ
ব্রত । যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোথান-
পূর্বক আমাকে পূজা করিয়া নিত্য আমার
সমুদ্রে সহস্রনাম পাঠ করে, তাহার সিদ্ধি
দূরবর্তিনী নহে । হে সুরেশ্বর । পাঠক ঐহিকী

সামুদ্র্যমুত্তিমাপ্রাপ্তি নাত্র কার্য্য বিচারক ॥ ১

এবমুক্তা তদা বিষ্ণু শঙ্করঃ প্রীতমানসঃ ।

উপস্পৃশ্য করাতাক উবাচ শঙ্করঃ পুনঃ ॥ ১

বরদোহমি সুরশেষ্ঠ বরান বর যথেষ্টীতান

ভক্তা বলীকৃতো ননং স্মরেনানেন বৈ পুনঃ

ইত্যাক্রে দেবদেবেন দেবদেবং প্রণম্য তম্

যথোদনীং রূপং দেব ক্রিয়তে চাপ্যতঃ পরা

কার্য্যে চত বিশেষেণ রূপাসুগ্ধং তম্ প্রো

তুমি ভক্তির মহাদেব অক্ষর বরমুত্তমম্ ।

নামসংক্রম্য ভগবন্ পূর্ণহিহং তে প্রসাদত

তচ্ছবঃ বচনং তম্ দয়ানান্ হৃদয়ঃ ভবঃ

প্রাণেনো মহাদেবঃ পরমাত্মনম্যাতম্ ॥ ১

মহি ভক্তির সন্দ্বাদঃ পূজ্যতৈব সুরেশ্বরপি ।

বিদ্যহৃদয়নীরং বৈ নম্য পাপহরং পরম ॥ ২

সিদ্ধি লাভ করিয়া অষ্টম মাসের পর

কৌকিলী সিদ্ধি লাভ করে, পরে সামুদ্র্য

প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন বিচার করিবে ।

১৪৪—১৫৩ তৎকালে শঙ্কর প্রীতমানস

বিষ্ণুকে এই প্রকার বলিয়া হস্তবধ ।

ইত্যাক্রে স্পর্শ করত পুনর্কর কহিতে লগিলে

হে সুরশেষ্ঠ ! আমি বরদান করিতে

করিয়াছি, তুমি অভিলষিত বরসমূহ প্রা

কর । তুমি ভক্তিতে এবং পুনর্কর ।

আমাকে নিঃস্বই বশ করিয়াছ । দেব

মহাদেব শিব এই কথা বলিলে, বিষ্ণু তাঁর

প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে দেব । এ

যে রূপ রূপা করিলেন—হে প্রভো । অ

রূপা অতএব—ইহাব পরেও এইরূপ

রূপা যেন আমার প্রতি থাকে । হে মহা

আপনার প্রতি ভক্তি হউক, এই উক্ত

আমাকে প্রদান করুন । হে ভগবন্ ।

অন্ত কিছু ইচ্ছা করি না ; আপনার ও

আমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে । হে

মহাদেব ভব বিষ্ণু সেই বাক্য শ্রবণ

সেই পরমাত্মরূপ আচ্যুতকে কহিলে

হরোত্তম । আমার প্রসাদে তোমার অ

ভক্তি হইবে । তুমি দেবতাদিগেরও

জ্ঞান সন্দেহে মৎপ্রাসাদাং সুরোত্তম ॥
 কৃত্তবিশেষে ভগবান নীলগোহিতঃ ।
 ক্রীড়াপি ভগবান বচনাক্ষরক চ ॥ ১৬৩
 পাচকঃ সত্যং বানঃ স্তোত্রমৈতদ্বিপ্রকম ॥
 পৃথগায়ামস ভক্তভাস্ত্রপাদিশঃ ॥ ১৬৪
 ক্রপে পৌষাতি তে বিষ্ণুস্তব ফলম্
 উপাস্য সমবাস্ত শ্রুতং পাপহরকম ॥ ১৬৫
 ভগবতঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রমুখিকৃত্যৈব পুনঃ ॥
 ইতি শ্রীশৈবো ন পুত্রাণে কানসংহিতায়
 বিষ্ণুস্তবমকথনং ন্যমৈকসম্পূতি
 অম্বাঙ্ক ॥ ১১ ৷

বিস্তৃতিতমোঃ অধ্যায়ঃ ।

অম্বাঙ্ক ।

সংস্কৃতভাষায় স্মৃতিভাষায় সম্যকঃ
 বিস্তৃতিঃ কৃত্যঃ পাদিশো নোভ্যতঃ ।
 ভগবান ক্রীড়াপি ভগবান বচনাক্ষরক চ ॥ ১৬৩
 পাচকঃ সত্যং বানঃ স্তোত্রমৈতদ্বিপ্রকম ॥
 পৃথগায়ামস ভক্তভাস্ত্রপাদিশঃ ॥ ১৬৪
 ক্রপে পৌষাতি তে বিষ্ণুস্তব ফলম্
 উপাস্য সমবাস্ত শ্রুতং পাপহরকম ॥ ১৬৫
 ভগবতঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রমুখিকৃত্যৈব পুনঃ ॥
 ইতি শ্রীশৈবো ন পুত্রাণে কানসংহিতায়
 বিষ্ণুস্তবমকথনং ন্যমৈকসম্পূতি
 অম্বাঙ্ক ॥ ১১ ৷

বিস্তৃতিতম অধ্যায়ঃ ।

বিস্তৃতিতম অধ্যায়ঃ ।
 বিষ্ণুস্তবমকথনং ন্যমৈকসম্পূতি
 অম্বাঙ্ক ॥ ১১ ৷

সংস্কৃতভাষায় স্মৃতিভাষায় সম্যকঃ
 বিস্তৃতিঃ কৃত্যঃ পাদিশো নোভ্যতঃ ।
 ভগবান ক্রীড়াপি ভগবান বচনাক্ষরক চ ॥ ১৬৩
 পাচকঃ সত্যং বানঃ স্তোত্রমৈতদ্বিপ্রকম ॥
 পৃথগায়ামস ভক্তভাস্ত্রপাদিশঃ ॥ ১৬৪
 ক্রপে পৌষাতি তে বিষ্ণুস্তব ফলম্
 উপাস্য সমবাস্ত শ্রুতং পাপহরকম ॥ ১৬৫
 ভগবতঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রমুখিকৃত্যৈব পুনঃ ॥
 ইতি শ্রীশৈবো ন পুত্রাণে কানসংহিতায়
 বিষ্ণুস্তবমকথনং ন্যমৈকসম্পূতি
 অম্বাঙ্ক ॥ ১১ ৷

সংস্কৃতভাষায় স্মৃতিভাষায় সম্যকঃ
 বিস্তৃতিঃ কৃত্যঃ পাদিশো নোভ্যতঃ ।
 ভগবান ক্রীড়াপি ভগবান বচনাক্ষরক চ ॥ ১৬৩
 পাচকঃ সত্যং বানঃ স্তোত্রমৈতদ্বিপ্রকম ॥
 পৃথগায়ামস ভক্তভাস্ত্রপাদিশঃ ॥ ১৬৪
 ক্রপে পৌষাতি তে বিষ্ণুস্তব ফলম্
 উপাস্য সমবাস্ত শ্রুতং পাপহরকম ॥ ১৬৫
 ভগবতঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রমুখিকৃত্যৈব পুনঃ ॥
 ইতি শ্রীশৈবো ন পুত্রাণে কানসংহিতায়
 বিষ্ণুস্তবমকথনং ন্যমৈকসম্পূতি
 অম্বাঙ্ক ॥ ১১ ৷

শিব উবাচ ।

শুন বিষ্ণো প্রবক্ষ্যামি ততনামুত্তমং ত্রুতম্ ।
 বেদনাং হাপবেদনাং মৃত্যুনাং তথা পুনঃ ॥ ১
 পুরাণানাং সর্গেষাং বসুধাং তত্ত্বমেব চ ।
 গুহ্যানাংকৈব সর্গেষাং সারমেব সমুদ্রতম্ ॥ ১০
 ততন কৈব সর্গেষামেতদেব হিতং মম ।
 মুক্তে'হ প্রাপকং হেতুচ্চতুর্দশমুদ্রতম্ ॥ ১১
 শিবার্চনং কুদ্রুপ উপোষাক দিনত্রয়ম্
 বরাণশ্রীক মরণং মুক্তিরেষ চতুর্দশ ॥ ১২
 অষ্টমৌ সোমবারঃ কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী
 শিবপুষ্টিকং হেতুনাং কথ্যং বিচারণং ॥ ১৩
 চতুর্দশি বনিস্থং হি শিবরাত্রিত্রুতং হরে
 তদ্যাদেতচ্চ কথ্যং ভক্তিযুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ১৪
 এতদ্যচ্চ ততনহরাস্তি তিত্তরং হরে
 ইতোবাং তদচ্য শ্রুতং হরিবাক্য শিবং প্রতি ॥ ১৫
 বিন্দ্যবাক্য

দেবদেব মহাদেব কথং হি মমাদন ।

করুন শিব বলিয়াছিলেন, হে বিষ্ণো! যে
 ত্রুত, সকল ত্রুত হইতে উত্তম, তহা কহিতেছি
 শ্রবণ কর। এই ত্রুত এক প্রভৃতি বেদে,
 পুরাণাদি উপবেদে, মরণে সংহিতায়,
 ব্রাহ্মদি সমস্ত পুরাণে এবং বেদাদিশাস্ত্রে
 কথিত ধর্মসমূহের পরমতত্ত্ব, গোপনায় সকলের
 মধ্যে এই ত্রুতই অদ্বিতীয় সার ১—১০
 সমস্ত ত্রুতের মধ্যে আমার এই ত্রুত অতীব
 হিতকর। শিবপূজা, কুদ্রুপ উপোষা, অষ্টমৌ
 সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী এই তিন দিবস
 উপবাস এবং বরাণশ্রীতে মরণ, এই চতুর্দশ
 কার্য মুক্তির কারণ। এই চারিটি কার্য শিবের
 সন্তোষজনক, ইহাতে কোন বিচার করিবে না।
 হে হরে! পুরোক্ত চারিটি কার্যের মধ্যে
 শিবরাত্রিত্রুত সর্গশ্রেষ্ঠ। একারণ, বাহ্যায়
 ভোগ এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, তাহাদিগের
 এই শিবরাত্রিত্রুত কর্তব্য। হে হরে! এই
 ত্রুত অপেক্ষা অল্প কোন ত্রুত হিতজনক নাই।
 হরি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবকে কহিলেন,
 হে দেবদেব! হে মহাদেব! এক্ষণে আমার

কথং কার্যং ত্রুতং হেতুং কামিন্ মাসে'হ
 কেনৈব বিধিনা দেব কথং ত্বং মমাদন ॥
 লোকানামুপকারার্থং পক্ষ্যামি ত্বাং সদাশিব
 কিং কথং তদা কার্যং কথং পূজাং সমাচ
 চতুর্দশী কথং তে চ ব্রহ্মত চ সদাশিব ॥ ১৬
 এতং সক্ষং ত্বয়া দেব কথনীয়ং হিতায় বৈ।
 এতচ্চ বচনং শ্রুত্বা শিবো বচনমববী ॥ ১৭

শিব উবাচ ।

ইদং ত্রুতক সর্গেষাং বসুধাং বনমুত্তমম্ ।
 বর্ধনামাশ্রমণাক শ্রীণাক শিল্পনাং তথা ॥
 দাসানাং দাসিকানাং হিতং ত্রুতমুত্তমম্
 দেবানাং দানবানাং সর্গেষাং শরীরিণাম্
 সকামানাং সর্গেষাং ভক্তিযুক্তিপ্রদায়কম্
 মাষতৈবাসিতে পাক্ষ কৃষ্ণা চৈব চতুর্দশী
 নিশাক্ষ্যাপিনী • গ্রাহ্য ইত্যাকোট্যবিনশি
 তদ্বিনে চৈব যং কাব্যং কথ্যতঃ কথ্যামি

নিকটে বসুন,—এই ত্রুত কি প্রকারে
 কোন মাসে করিবে এবং কোন বিধি
 করিবে, এক্ষণে আমার নিকটে এ সমস্ত
 করুন হে সদাশিব! লোকদিগের
 কলের নিমিত্ত আমি আপনাকে ইহা বি
 কহিতেছি। কতকাল পর্যন্ত ত্রুত
 হইবে, কিরূপেই বা পূজা করিবে এবং বি
 চতুর্দশী আপনার প্রিয়া হইল; হে
 লোকহিতের নিমিত্ত এই সমস্ত কথা
 বসুন। শিব, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
 লগিলেন, এই ত্রুত ব্রাহ্মণাদি সকল
 ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকল আশ্রমীর,
 শ্রীলোকের এবং বালকদিগের উত্তম ধর্ম
 এই অনুত্তম ত্রুত, দাস, দাসী, দেবতা, দা
 সকল শরীরীরই মঙ্গলজনক। এই ত্রুত
 অনুসারে সকলকে ভোগ এবং মূর্তি
 করিয়া থাকে। ১১—২০। মাষ মাসের
 পক্ষের চতুর্দশী নিশাক্ষ্যাপিনী হইলে
 এই ত্রুত করিবে। ঐ চতুর্দশী কোটি

• নবম্যাপিনীতি কতিং পূজয়ে

অমৃতকং ন কর্তব্যঃ পূজনস্ত হরস্ত চ ।
 বস্ত্র দ্রব্যস্ত যো মনুষ্যেন পূজাঃ সমাচরেৎ ॥ ৩৮ ॥
 গৌতমদৈত্যস্তথা নৃত্যৈর্ভক্তিতাবসমধিতঃ
 পূজনং প্রথমং যামে কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্বিঃ ॥ ৩৯ ॥
 পার্শ্বিক তদা শ্রেষ্ঠং বিধায় মন্ত্রবান্ সুধীঃ ।
 নিত্যকু ক্রিয়তে চেতৈ পার্শ্বিক তদাচরেৎ ॥ ৪০ ॥
 প্রথমং পার্শ্বিকৈস্তব পশ্চাত্তাস্থাপিতং চরেৎ ।
 পার্শ্বিক বিধানং যৈ কৃত্বাং হিতমিচ্ছুতা ॥ ৪১ ॥
 ত্রৈলোক্যনিবোধিন্যেতৎস্বয়ং ব্রহ্মভক্ষকম্ ।
 মাহাত্ম্যং ব্রতসমুত্তমং শ্রোতব্যাং ব্রতকারিণ ॥ ৪২ ॥
 চতুষ্পি চ যামেসু মূর্তীনক চতুষ্টয়ম্
 কৃত্বাবাহনপূর্বে যৈ বিসর্জনবদি ক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥
 জাগরণং তদা গৃহ্য মাহোঃসবসমধিতম্
 প্রাতঃকালে পুনস্তদ স্থাপিতং পূজয়েচ্ছিবম্ ॥ ৪৪ ॥
 পুনঃ স্নাত্বা শিবলৈঙ্গব নিমগ্নক বিমোচয়েৎ ।
 নিম্নমোহদা মদ্য দেব কৃতটৈব দ্রব্য জল ॥ ৪৫ ॥

পূর্বেক লিঙ্গের পূজা করিবে হরের অমৃতক
 পূজা করিবে ন যে উপচারদানের যে মন্ত্র
 তাহা দ্বারা পূজা করিবে। বিচক্ষণ মনব
 সাধিক্তাব অবলম্বন করত নৃত্য, গীত, বাদ্য-
 যোগে প্রথম প্রহরে পূজা করিবে, পরে মন্ত্র-
 জপ করিবে। যদি নিত্য পার্শ্বলিঙ্গ নির্মাণ
 করিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎকালেও সেই
 ব্রতী পার্শ্ব লিঙ্গ নির্মাণ করিবে। প্রথমে
 পার্শ্বলিঙ্গের পূজা এবং তাহার পরে তথায়
 স্থিত অন্যদি শিবলিঙ্গের পূজা করিবে। হিতা-
 কাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কর্তৃক পার্শ্বলিঙ্গ নির্মাণ করা
 কর্তব্য। ৩১—৪১। নানাপ্রকার দ্রব্য দ্বারা
 ব্রহ্মভক্ষকের প্রীতি সাধন করিবে। ব্রতানু-
 ণী ব্যক্তি এই ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে।
 চারিপ্রহরে চারিটী মূর্তি নির্মাণ করিয়া বধা-
 ক্রমে আবাহন হইতে বিসর্জন পর্যন্ত কাহা
 সম্পন্ন করিবে। অবশিষ্ট রাজিকালে জাগরণ
 এবং মহীন উৎসব করত পরদিন প্রাতঃকালে
 পুনর্বার সেই স্থানে শিবমূর্তি স্থাপন করিয়া
 পূজা করিবে। পরে পুনর্বার দান করিয়া
 “হে দেব! তোমার আরাধনায় অদ্য আমি

বিসর্জ্যতে ময়া স্বামিন্ অতিঃ ব্রতমমুত্তমম্
 ব্রতেনানেন দেবেশ যথাশক্তি কুতেন চ ॥ ৪৬ ॥
 সমুত্তমো ভব দেবেশ জাতঃ ব্রতমমুত্তমম্ ।
 শিব শঙ্কর সর্বাঙ্গান্ কৃপাঃ করু মমোপরি ॥
 পূজাভিঃ শিবে দত্তা নিমগ্নক বিসর্জ্য চ ।
 নমস্কারং শিবায়ৈব তদা দানং যথাবিধি ॥ ৪৭ ॥
 সঙ্গমক ততঃ কৃত্বা জলং গ্রাহ্যং ততঃ পবম্
 যামে যামে চ যঃ পূজা তটৈব কথয়াম্যম্ ।
 প্রথমে চ যামে চ স্থাপিতং পার্শ্বিকং পুনঃ
 পূজয়াং পরমা ভক্ত্যা জ্যপচারৈরনেকশঃ ॥
 প্রসঙ্গাদি বিবাহেষ কামান্যঃ বিনিমুজা চ
 পকদৈব্যোঃ প্রথমং পূজনীয়ে মহেশ্বরঃ ॥
 দধি-মধু-সর্পিঃ-শকরাণ্যঃ ক্রমেণ চ ।
 তস্ত তস্ত চ যজ্ঞেণ তং তদুবাং সমাপয়েৎ
 তদুবাং সমাপ্যেব জলধারাঃ প্রদাপয়েৎ

এই ব্রত করিলাম এবং সমাপন করি
 ৬ স্বামিন্। ব্রত উত্তমরূপে সম্পন্ন হই
 ৭ দেবেশ। শক্তি অনুসারে অনুষ্ঠি
 ব্রত দ্বারা আমি সমুত্তম হইতে দেবেশ
 উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়াছি। হে শিব
 শঙ্কর। হে সর্বাঙ্গান্। আমার উপর
 কর” এই অরে মন্ত্র পাঠ করিয়া শি
 সমাপন করিবে। মহাদেবকে পুষ
 প্রদান করত ব্রতসমাপন করিয়া পরে
 শঙ্কর এবং ওদ্রদেশে যথাবিধি দান ক
 তাহার পরে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া
 জল গ্রহণ করিবে। প্রহরে প্রহর।
 পূজা করিয়া, তাহা আমি কহিতেছি।
 প্রহরে পরম ভক্তিসহকারে নানা প্রকার
 চার দ্বারা সেই স্থাপিত লিঙ্গ এবং
 লিঙ্গকে পূজা করিবে। ৪২—৪৬। সঙ্গ
 কীজন করত কামনা প্রকাশ করিয়া
 পকাদিত দ্বারা মহেশ্বরকে পূজা করিবে।
 দধি, মধু, সর্পিঃ, শকরা—যথাক্রমে
 জ্বয়ের দ্বারা সেই সেই দ্রব্য শিবে
 করিবে। পকাদিত এবং গন্ধাদি সমর্পণ
 তাহার উপর জলধারা প্রদান করিবে

[illegible]

जयपुर गंगा नदी का जल, जयपुर गंगा नदी का जल

বিশপত্রেস্তথা চাত্ত কৰ্তব্যং পূজনাং নিবে। ৭০
 নৈবেদ্যং লভ্য কানাং যৈ কৰ্তব্যং পরমাস্তনে।
 এবং কৃতং ত্রুতং যেন উচ্চস্য সকলং ভবেৎ ॥ ৭১ ॥
 ভুক্তিং দত্তা চ মুক্তিকং বহুমায়াত্র ন সংশয়ঃ
 অর্ধ্যক বীজপূরণে কুর্ধ্যাদ্যমে দ্বিতীয়কে ॥ ৭২ ॥
 ময়া সর্কং যথাপূর্বং কথিতং তং তথৈব হি।
 ধূপং দীপকং নৈবেদ্যং পাণ্যসামগ্র্যং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭৩ ॥
 দত্তা তাম্বুলকং তত্র দক্ষিণাক সমর্পয়েৎ
 ধ্যানকৈব পুনস্তত্র কৃত্বা জাপাং ততঃ পুনঃ ॥ ৭৪ ॥
 মন্ত্রাবস্থিতং দ্বিগুণং পূর্বতোহপি জনর্দ্দন।
 ততঃ ত্রাস্ত্রণানাং হি ভোজ্যং সঙ্কল্পমাচরেৎ ॥
 পূর্ববচ্চ নমস্ত্যং গীতং নৃত্যং তথা পুনঃ।
 কুর্ধ্যাদ নিম্নসংযুক্তো যাবচ্চ দ্বিতীয়াবধি ॥ ৭৫ ॥
 বামে দ্বিতীয়ে হাতে তু তৃতীয়ে চ সমাগতে।
 বিন্ধ্যজা চ শিবং তত্র পুনর্মতিং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭৬ ॥

শঙ্করের পূজা করিবে। তৎপরে ধূপ দ্বারা
 এবং পদপুষ্প দ্বারা শিবকে পূজা করিবে।
 দ্বিতীয় প্রহরে বিশপত্র দ্বারা শিবের পূজা
 করিবে এবং পরমাস্ত্রের উদ্দেশে লভ্যকে
 নৈবেদ্য করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে ত্রুত
 করে, তাহার জন্ম সকল হয়। এইরূপে পূজা
 করিলে আমি ভোগ প্রদানপূর্বক মুক্তি প্রদান
 করিয়া থাকি, ইহাতে সংশয় নাই। দ্বিতীয়
 প্রহরে বীজপূরণ দ্বারা জপা দিবে। আমি
 পূর্বে যে রূপে কহিলাম, সেইরূপই নিম্ন
 জানিবে। তৎপরে ধূপ, দীপ এবং পাণ্যসামগ্র্য
 নিবেদন করিবে। ৬০—৭০। তাহার পরে
 তাম্বুল দান করিয়া দক্ষিণ প্রদান করিবে।
 পুনর্বার ধ্যান করিয়া পুনর্বার তাহার মন্ত্র জপ
 করিবে। হে জনর্দ্দন! প্রথম প্রহরের পূজা
 অপেক্ষা এ পূজায় দ্বিগুণ মন্ত্র জপ করিবে।
 তাহার পরে ত্রাস্ত্রণ-ভোজনের সঙ্কল্প আচরণ
 করিবে। পূর্বের জপ নমস্ত্য করিবে। পুন-
 র্কার আনিদ্যুক্ত হইয়া গীত, নৃত্য, দ্বিতীয়
 প্রহরের শেষাবধি করিবে; দ্বিতীয় প্রহর অতীত
 হইলে, তৃতীয় প্রহর আগমন করিলে পূর্বের
 শিবমূর্তি কিস্ত্রন করিয়া সেই স্থলে পুনর্বার

স্থাপিতে বা উক্ত কুর্ধ্যাং তন্ত্রপূজাবিধিঃ।
 ত্রৈব্যো পূজাং পূজা কৃত্বা পশ্চাদ্ভায়াং প্রদা
 পূর্বতো দ্বিগুণং কুর্ধ্যামস্ত্রেণ বিধিপূর্বকম্
 ততঃ চন্দনেনৈব সম্পূজ্য তু ত্রৈলোক্য ॥
 গোদুগ্ধৈঃ পূজনং কুর্ধ্যাচ্চিবপ্রীণনতঃ পরঃ।
 পুষ্পৈশ্চৈবাক্ষসমস্তৈঃ পূর্বোক্তৈর্মন্ত্রসমুদয়ে
 ধৈপৈশ্চ বিবিধৈস্তত্র দীপৈর্নানাবিধৈরপি।
 নৈবেদ্যং পুষ্পকৈস্তত্র শাকৈর্নানাবিধৈরপি
 কৃত্বা চৈব কপূরৈরারাত্রিকবিধিঃ চরেৎ।
 অর্ধ্যক দাড়িমেনৈব দদ্যচ্চ শঙ্করায চ।
 নমস্ত্যং ততো ধ্যানং কৃত্বা মন্ত্রং জপেৎ
 ততোহপি দ্বিগুণং জাপাং কৃত্বা চ ত্রাস্ত্রণ
 সঙ্কল্পা দক্ষিণাং দত্তা পূজাবিধিঃ সমাচরেৎ
 নৃত্যং গীতং তথা কৃত্বা যাবদ্যামাবধিভবেৎ
 বামে চ তৃতীয়ে জাতে চতুর্থে চ সমাগতে।

মূর্তি প্রস্তুত করিবে। হে হরে!
 স্থাপিত শিবমূর্তিতে সেই সেই পূজার আ-
 করিবে। অগ্রে জব্য দ্বারা পূজা করিয়া
 বারিধারা প্রদান করিবে। যথাবিধি মন্ত্র
 পূর্বক দ্বিতীয় প্রহর অপেক্ষা সমস্ত
 দ্বিগুণ করিবে। তৎপরে শিবপ্রীতি-
 ত্রুত, চন্দন এবং তুল দ্বারা শিবপূজা
 গোদুগ্ধ দ্বারা পূজা করিবে। পূর্বোক্ত
 উত্তম মন্ত্রে মন্দারপুষ্প, নানা প্রকার ধূপ,
 প্রকার দীপ দ্বারা শিবপূজা করিবে
 পিষ্টক, নানাবিধ শাক, দ্বারা নৈবেদ্য
 করিয়া কপূর দ্বারা আরতি করিবে
 উদ্দেশে দাড়িমযুক্ত অর্ধ্য প্রদান করিবে
 নমস্ত্য করিয়া ধ্যান করিবে; তৎপরে
 জপ করিবে। ৭১—৮২। দ্বিতীয়
 অপেক্ষা দ্বিগুণ জপ করিয়া ত্রাস্ত্রণ
 করাইবে। পরে বাক্যপূর্বক দক্ষিণ
 করিয়া পূজাবিধি শেষ করিবে। যে
 তৃতীয় প্রহর শেষ না হয়, সেই পর্যন্ত
 গীতাদি করিবে। হে হরে! তৃতীয়
 অতীত হইলে, চতুর্থ প্রহর প্রবৃত্ত

১৫ পূনঃ পূজাঃ কৃতা চ পার্শ্বীঃ হরে ।
 ১৬ পূনঃ কৃতা পূজাবিধিঃ সমাচরেৎ ৯৫
 ১৭ পূজনং কৃতা জলধারাঃ প্রদাপয়েৎ ।
 ১৮ ত্রিভুবে নৈব মম জাপোন বা পুনঃ ৯৬
 ১৯ মনসস্তাতঃ পূজাক উত্তলৈস্তথা ।
 ২০ তৈবৈব মূলৈস্তত্র প্রিয়সুভিত্তিঃ বা পুনঃ ৯৭
 ২১ মনসস্তাতঃ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ।
 ২২ প্রথমং পূজা ত্র্যস্তিতৈঃ প্রতিধামকম্ ।
 ২৩ ত্রৈলোক্যং পশ্চাচ্চন্দ্রকৈরী বিধায় চ
 ২৪ কৃত্য নবৈবেদ্য কুমস্ত হিতমিচ্ছত ৯৮
 ২৫ কীর্ত্তনং নৈব নামহিলা বিদ্যেততঃ
 ২৬ পূজাশ্রমে নৈব পূজা নীপা ক্রমেণ চ ৯৯
 ২৭ যোগে ততঃ সত্যং মাদুঃসারবিশেষতঃ
 ২৮ কৃত্য ততঃ ততঃ ততঃ সম্প্রদায়ম্ ১০০
 ২৯ কৃত্য ততঃ কৃত্য ততঃ কৃত্য ততঃ
 ৩০ কৃত্য ততঃ কৃত্য ততঃ কৃত্য ততঃ

১৫ শিবদেবী বিসর্জন করিয়া পুনর্বার
 ১৬ বিষ্ণু পূজা করিয়া পুনর্বার সন্তোষপূর্বক
 ১৭ ব্রহ্মদেবী করিয়া পরা পূজা করিয়া
 ১৮ তি প্রদান করিয়া পরে তৃতীয় প্রহর
 ১৯ কী বিষ্ণু মন্ত্র জপপূর্বক চন্দন গুহণ
 ২০ পূজা করিয়া পরে তৎপল মনস্কলই
 ২১ প্রিয় (ব্রহ্মবিশেষ) হারা অথবা মন্ত্র
 ২২ পরমেশ্বরের পূজা করিয়া সকল
 ২৩ সেই প্রহরে ত্রিভুপ হারা পূজা করিয়া
 ২৪ শ্রীপূজা অথবা চন্দ্রকৈরী হারা পূজা
 ২৫ হিতাকারী মানব এইরূপ করিয়া
 ২৬ মাদুঃসারি প্রদান করিয়া অটী নমস্
 ২৭ বিশেষরূপ হারা পূজা করিয়া সেই
 ২৮ পরমেশ্বরের মন্ত্র ক্রমে পূজা নৈবেদ্য
 ২৯ করিয়া ত্রি পূজা ততঃ প্রদান মন্ত্র-
 ৩০ কৃত্য ততঃ নৈবেদ্য প্রদান করিয়া
 ৩১ কাম্য হারা সন্তোষকে পরিতুষ্ট
 ৩২ হে হরে! কলৌক্য যোগ করিয়া
 ৩৩ প্রদান চতুর্থ প্রহরে করিয়া অথবা
 ৩৪ কলৌক্য করিয়া শিবের উদ্দেশে অর্ঘ্য

পূর্বভো বিষ্ণু ও ব্রহ্মাঙ্গাপ্য নৈবেদ্যঃ ।
 নমস্কার ততঃ চ সন্তোষ পূর্বকঃ তথা ।
 গীতাবাদ্য পুনঃ চৈব বাবঃ স্তাবকগোবরঃ ১০১
 উদয়ে চ তথা বাতঃ সপ্তার্থা নমস্কার পুনঃ ।
 স্তাভ্য পূজাঃ পুনঃ কৃতা নানাপূজাকৈরুনি ১০২
 নানাপূজানৈবেদ্যৈরুদ্ভিদৈকৈঃ বধঃ ভবেৎ ।
 সন্তোষঃ সম্পূজা তেহমুচ্ছ্রুতং মুদা ১০৩
 নানাবিধানি দানানি ভোক্তব্য বিবিধং তথা ।
 ব্রহ্মনৈব যতীনা কৃত্যং প্রহরসংখ্যয়া ১০৪
 নমস্কার নমস্কার কতিং নানাবিধং তথা ।
 পূজাশ্রমে ততঃ চ মন্ত্রস্বতৈঃ স্তোত্রোত্তম ১০৫
 স্তোত্রোত্তম কৃত্য ততঃ শিবঃ পরমেশ্বরে ।
 ততঃ কৃত্য ততঃ প্রদান করিয়া সন্তোষ
 কৃত্য নিধি ইতি কৃত্য ততঃ প্রদান করিয়া ১০৬
 অস্ত্রান্যাদি কৃত্য নানাপূজানি কৃত্য
 কৃত্য নিধি ইতি কৃত্য ততঃ প্রদান মে ১০৭

১০৮—১০৯ তৎপরে নমস্কার,
 ততঃ পরে চিত্র করিয়া লপ করিয়া সেই
 নৈবেদ্য এই চতুর্থ প্রহরে তৃতীয় প্রহর অপেক্ষা
 বিষ্ণু জপ করিয়া নমস্কার তৎপরে পূর্বের
 কৃত্য সন্তোষকৃত্য এবং যে পর্যন্ত অস্ত্রোত্তম
 নৈবেদ্য সেই পর্যন্ত পূর্বের গীতাবাদ্য
 করিয়া পূজা উদয় হইলে শ্রবণের নিকটে
 প্রার্থনা করিয়া পরে পূর্বের কৃত্য কৃত্য
 সন্তোষ প্রদান পূজা তৎপল, পূজা, অর্ঘ্য এবং
 নৈবেদ্য হারা পূজা করিয়া বিবিধ অতিথি
 করিয়া সহর্ষে সন্তোষসারে পূজা করিয়া
 শ্রবণকে সন্তোষ করিয়া পরে সন্তোষকৃত্য
 কৃত্য করিয়া চিত্র প্রহরে সন্তোষপূর্বক সন্তো-
 লকৃত্য ব্রহ্ম তৎপল ও বিষ্ণু ভোজন করিয়া দুই-
 প্রহরে সেই পরমেশ্বরে তৎপল এবং বিষ্ণুকে
 পূজা করিয়া ভোজন করাইবে। পরে যে স্তো-
 ত্রম্! আশ্রম হিতৈশ্ব শিবকে সন্তোষ-
 পূর্বক নানাপ্রকার ভক্তি কর্তব্য পরমার্থা শিবের
 উদ্দেশে কৃত্য হারা অথবা পূজাশ্রমে প্রদান
 করিয়া পরে কৃত্য! স্তোত্র পূজাশ্রমে সন্তো-
 কৃত্য করিয়া অস্ত্রোত্তম এবং চিত্র প্রহরে

অনেনৈষোপচারেণ যজ্ঞাতঃ কলমেব চ ।
 তেনৈব প্রীতঃ দেবঃ শঙ্করঃ সুখদায়কঃ ॥ ১০১ ॥
 অনেনৈব চ পুষ্পাণ্যমল্লিণা প্রভো মম
 নানং সম্পূর্ণতাং যতু ব্রতৈঃ মহেশ্বর ॥ ১০২ ॥
 পুষ্পাঙ্গুলিঃ সমর্পোবঃ তিলকানিষম্বেব চ ।
 গুল্লীয়াদ্ভাস্রণেভ্যঃ নতু তান্ শঙ্কর্য চ ॥ ১০৩ ॥
 বিসর্জয়েচ্ছিবং পশ্যঃ পুনরাগমনায় চ ॥ ১০৪ ॥
 মম কুলে দেবদেব ভজনং তেহং সর্ষদা ।
 মানসাদম দেবেশ নরং নৈব কদাচন ॥ ১০৫ ॥
 অহর্নিশং কণং বাপি দিনে চ স্মরণং তব ।
 বসনং ন ভবেদেব নরং নৈব কদাচন ॥ ১০৬ ॥
 ইত্যেবক নমস্তুতা বিস্তুতা শঙ্করং মুদা ।
 ব্রহ্মভোক্তাঃ তদা কুঃ সর্ষপাপকয়ো ভবেৎ ॥
 এবং বতঃ কৃতং যেন তস্মাদরে ধবে ন হি

তেই অর্পণ করিবার্হি : হে কপানিধে ! ইহা
 অবগত হইয় যেকোন নিচিত হই তুমিই কর
 হে কপানিধে ! হে ভক্তনাথ ! আমি অমান-
 পূর্বক হউক বা অমানপূর্বকই হউক, পূজাদি
 সমস্ত করিবার্হি, তুমি প্রসন্ন হও । এই সমস্ত
 উপচার দ্বারা আমার যে কল ভোগ্যছে, ইহা
 দ্বারা সুখদায়ক দেব শঙ্কর প্রসন্ন হউন ।
 হে প্রভো ! হে মহেশ্বর ! আমার বতঃ নান
 হইলেও আমার এই পুষ্পাঙ্গুলি দ্বারা সম্পূর্ণ
 হউক" এই অর্থের মত পাঠপূর্বক পুষ্পাঙ্গুলি
 প্রদান করিয় তিলক এবং অশীর্ষাদ গ্রহণ
 করিবে । পরে ব্রাহ্মণগণকে এবং শঙ্করকে
 প্রণাম করিয়া পুনর্বার আশ্রয়ন নিমিত্ত শিবকে
 বিসর্জন করিবে ১০—১১ "হে দেবদেব !
 আমার বংশে সর্ষদ, তেমা'র ভজন হউক ।
 হে দেবেশ ! আমার মানস হইতে কখনই
 তুমি গমন করিও না । দিব্যরাত্রি, অদ্বৈত
 এককল-কালও তেমা'র যতন ব্যতীত আমার
 নিঃশব্দায় নির্গত না হউক ; তুমি আমার
 নিকট হইতে কখনই গমন করিও না" এই
 অর্থের মত পাঠপূর্বক নমস্কার করিয়া সহর্ষে
 শঙ্করকে বিসর্জন করত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন
 করাইলে জাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইবে । যে

কলং বকুং ন শকোত বর্ণাণামযুতৈরপি ॥
 অনাদরতয়া চেষ্টে কৃতং ব্রতমমুত্তমম্ ।
 তন্তৈব মুক্তিবীজক জাতং নাত্ৰ বিচারণা ॥
 ব্রতমেতং প্রতিমাসং কর্তব্যমুদিসমুদ্রৈঃ ।
 উদ্যাপনবিধিং পশ্যঃ কৃষ্ণা সাক্ষং বিধিং ন
 ব্রতস্ত করণান্ন নং শঙ্করঃ সর্ষদুঃখতঃ ।
 ভুক্তিং দত্ত্বা চ মুক্তিক দদতে নাত্ৰ সংশয়ঃ
 ইতি ব্রতকলং কৃতা দেবা বিষ্ণুমুখাস্তদা ।
 অনন্দং পরমং প্রাপ্য সঃ সঃ ধাম যযুক্তদা
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে স্কাসংহিতায়
 বাতিমহিমনিকপণং নাম দ্বিসপ্ততি
 অধ্যায়ঃ ॥ ৭০ ॥

বাচি এইরূপে বত আচরণ করে, হয়
 হইতে নরে গমন করেন ন । কোনবা
 নশ হাজার বৎসরেও এই ব্রতের ফল কপি
 পাবেন না । কোন ব্যক্তি যদি অনাদরপূ
 এই অনুষ্ঠান বত করে, তথাপি এই ব্রত তা
 মুক্তিকরণ হয়, ইহাতে কোন বিচার কা
 ন । হে কনিসমুদ্রগণ । এই ব্রত প্রতি
 ককপক্ষে চতুর্দশীতে করবা । এইরূপে চ
 বৎসর বত করিয়া পরে সাক্ষ-উদ্যাপন
 অনুষ্ঠান করিবে । এই ব্রত আচরণ ক
 শঙ্কর নিঃসংশয়ই সকল দুঃখ নষ্ট করেন
 ইহলোকে ভোগপ্রদান করিয় পরে মুক্তি
 করেন, ইহাতে সংশয় নাই । বিষ্ণু ও
 দেবগণ, এইরূপ ব্রতের ফল শ্রবণ করত
 আনন্দপ্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় স্বকীয় ভবনে
 করিলেন । ১০৫—১১২ ।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতমোঃ ধ্যায়ঃ ।

কথয় উচুঃ ।

নব্বিঃ কহি শিবরাত্রিবৃত্তম্ ১
শিবঃ সাক্ষাৎ প্রসন্নো ভবতি যবম্ ২
তুং বচঃ শ্রুত্বা হতো বচনমানসে ৩
সুত উবাচ ।

স্বয়ং শ্রেষ্ঠা বিধিং বচ মি যথাক্রমম্ ।
তুদিনে প্রাপ্তে নিত্যং সম্পাদ্য বে তদ ৪
৫ ততো গতা পূজাং কৃতা যথাবিধি
দ্রব্যঃ ততঃ বৃত্তম্ বিধিবদ্বতঃ ৬
৭ তদুৎকৃষ্টা পূজাং যামচতুর্দশে
চন্দ্রবিদ্যে নাপি কঃ চ বিধিপুঙ্ককম্
মুনে সত্যং সত্যম্ শিবসম্মিলনো ৮
কুপ্রসন্নকঃ কঠিনো বতমুত্তমম্
সুহৃৎ কৃত্বা যদা দেবঃ সোঃ কৃত্বা ৯
কুপ্যতঃ হেতুজ্ঞঃ সত্যং কপ্যতঃ তব
দেহমু নিত্যং তব লোভাদিকং চরেৎ

ত্রিসপ্ততিতমঃ ধ্যায়ঃ

শিব কহিলেন শিবরাত্রিবৃত্তের ত্রি-
বিংশতিতমঃ ধ্যায়ঃ করিলে
সদনিশ্চয় প্রসন্ন হইবে ১
২ তৎকালে শিবের ক্রোধ নষ্ট
প্রসন্ন হইবে ৩ আমি যেরূপ
৪ কহিছি, সেহরূপ করিতেছি,
৫ শ্রবণ করুন মানব, শিবরাত্রি দিন
সদ্যবস্থানাদি নিত্য-কাধ্য সম্পাদন
বিলম্বে সমনুপেক্ষক যথাবিধি পূজা
৬ যথাবিধি তত্তের সমস্ত করিবে ৭ রাত্রি-
৮ গরণ করত চন্দ্র প্রসারে হাপিত-
৯ ধবা পার্শ্ব-লিঙ্গে বিধিপুঙ্কক শিবের
১০ বিদ্যা পারদমানে প্রাতঃকালে পরো-
১১ ত শিবের নিকটে সমস্ত করিবে,—
১২ প্রসাদে এই উত্তম ব্রত করিবে ১৩
১৪ তাহার আভার প্রতিমাসে আমি ব্রত
১৫ তোমার রূপায় এই ব্রত নির্ধারিত
১৬ হইবে ১৭ শিবের গৃহে এইরূপ নিয়ম

বিপ্রাশিবং ততো গৃহ নিয়মং পরিসমাপ্য চ ।
পশ্চাত্তুর্দশীং প্রাপ্য কৃষ্ণপক্ষসমুত্তমম্ ৮
প্রাতঃকালে সমুখান তীর্থাদৌ বা গৃহে পুনঃ ।
মানসি সন্নিহিত্যক সমাপ্য নিয়মং চরেৎ ৯
শিবস্ত সন্নিধিং গতা পূজাং কৃতা যথাবিধি
১০ যদা ততঃ যদা দেবঃ কৃত্বাক উবাচ ১১
নিরাতঃ বৃত্তম্ দেব নির্জলং বিধিবৎ প্রভো ।
কর্তৃমিত্তা ভবদগমা ধ্যায়ং ব্রজ মম প্রভো ১২
নমস্কৃত্য তদ শতঃ কামক্রেতবিরজিতঃ ।
১৩ সিনা নীঃ ১৪ তথা ব্রাহ্মণো পূজাং যামসমুত্তমম্ ১৫
১৬ কঃ কপ্যতঃ তব প্রাতঃকালাদপি যবম্
১৭ যদা যদা দেবঃ সত্যং সত্যং গৃহাং তথা পুনঃ ১৮
১৯ কঃ পুনশ্চ ন পূজাং কবে শিবস্ত চ
২০ বিদ্যাস্ব ব্রহ্মতোষ্যাক ভোক্তব্যং সিনা তদা ২১
২২ অশ্রুতোকা তদা ভোক্তব্যং সত্যং ভোক্তব্যং ততঃ পরম্
২৩ তদনিশ্চয়ং তদা গতা মানসকথা সমাচরেৎ ২৪

কহিয়া পুনশ্চ কহিলে ব্রহ্মণের আশীর্বাদ
২৫ করিবে, সেদিনকার নিয়ম সমস্ত করিবে ।
২৬ পরে পশ্চাত্তুর্দশী পূর্ণিমা হইলে প্রাতঃ-
২৭ কালে পূজা করিবে ২৮ পুনশ্চ ব্রাহ্মণের তীর্থাদিতে
২৯ যথাক্রমে গতা পূজাং কৃতা যথাবিধি
৩০ সমাপন করত ব্রত অচরণ করিবে ৩১ শিবের
৩২ নিরাতঃ পুনঃ কৃত্ত যথাবিধি পূজা করিবে, ৩৩
৩৪ দেব । ৩৫ তদা যদা যদা দেবঃ সত্যং সত্যং
৩৬ কৃত্বা ততঃ ততঃ প্রভো ৩৭ অতঃ করিতে
৩৮ নষ্ট প্রভুত তদ পদাশ্রয় পুনঃ ন করিবে ৩৯
৪০ বিধি উপবাস করিতে আমায় ইচ্ছা হইয়াছে,
৪১ আমায় ধর্ম সম্পাদন কর ৪২ এতরূপ আর্থনা
৪৩ করিবে ৪৪—৪৫ পরে কাম-ক্রেতবির-
৪৬ জিত হইয়া শতকে নমস্কৃত করত শিবসম্পন্ন
৪৭ করিবে ৪৮ রাত্রিকালে প্রতিপ্রহরে পূজা করিবে
৪৯ প্রাতঃকালে পদাশ্রয় করিবে ৫০ আশ্রয় করিবে ।
৫১ তাহার পর শুক্লবস্তু যদা অগ্নি একঃ কামাধি
৫২ করিবে তৎকালে পুনর্জায় যাম চ শিবের পূজা
৫৩ করত ব্রাহ্মণস্বিকে ভোজন করাইয়া পরে
৫৪ যথিকে ভোজন করাইবে ৫৫ অগ্নি হইলে
৫৬ একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ৫৭ তৎপরে

এক প্রতিমাসক কৃত্য চ ত্রতমুস্তমম ।
 ষাষষ্ঠ শিবরাত্রিবে পুনরায়ান্তি সস্তম ॥ ১৬
 তস্মিন্ দিনে স্বয়ং কাথ্যমুদ্‌ঘাপনবিধিং চরেৎ ।
 ত্রাঙ্কণাং ৩ তদা পৃষ্টা শাস্ত্রাদৌ পরিশোধ্য চ ॥ ১৭
 কৃত্বাৎ ষষ্ঠ তত্রৈব স যথা কারয়েৎ স্বয়ম্
 তদহং কথ্যামানেন্দ্রোদ্যাপনং বিধিপূৰ্ণকম্ ॥ ১৮
 উদ্‌ঘাপনদিনে চৈব কৃত্বাৎ কথ্যতাং পুনঃ ।
 প্রাতর্নিত্যন্ত সম্পাদ্য মণ্ডলং তত্র কারয়েৎ ॥ ১৯
 গৌরীভিলকনাঃ ১৮ প্রসিদ্ধাঃ কুব্জবদে
 কৃত্বান্তত্র প্রকৃত্বাৎ প্রাজাপত্যবিসংগতাঃ ॥ ২০
 সৰস্বতাঃ সফলান্তত্র দক্ষিণাঃ সহিতাঃ কৃত্বাঃ ।
 মণ্ডলন্ত চ পার্শ্বে ১৮ মোচনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২১
 যদৌ চৈককং সংস্থাপ্য তত্রোমসহিতং শিবম্
 দীপকং দক্ষিণে ভাগে কৃত্বা দত্তৌ প্রাজপতে ॥ ২২
 জাগরণং তদা কৃত্বা পূজাং যামোদ্রবান নরঃ

আপনি ভোজন করিবে । ব্রাহ্মণ ও বৃত্তার
 আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে । সমস্ত কাৰ্য্য করিবে
 হে সস্তম । যে পঞ্চম পুনর্বার মহাশিবরাত্রি
 না আইসে, সেই পঞ্চম প্রতিমাসে এই
 প্রকারে উক্তম রত করিবে । সেই মহাশিবরাত্রি
 দিবসে স্বয়ং কৃত্বা উদ্‌ঘাপনবিধি আচরণ
 করিবে । তৎপরে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ-
 পূর্বক সমস্ত শিব-শাস্ত্র আলোচন করত, ঐ
 শৈবশাস্ত্রে যে প্রকার কৃত্বা উক্ত হইয়াছে,
 ত্রতী স্বয়ং তদনুসারে কাৰ্য্য করিবে । আমি
 আজ বিধিপূর্বক সেই সমস্ত কাৰ্য্যের বিষয়
 কহিতেছি । উদ্‌ঘাপনদিনে যথা কৃত্বা, ততঃ
 প্রবণ করুন । প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনার্হি নিত্য
 কাৰ্য্য সম্পন্ন করিবে । ঐ স্থানে গৌরাভিলক
 মায়ে ত্রিভুবন-প্রসিদ্ধ মণ্ডল করিবে । ঐ
 মণ্ডলের উপরিভাগে প্রাজাপত্য সংস্থাপন
 ঘাটপটী কৃত্ত স্থাপন করিবে । মণ্ডলের পার্শ্ব-
 ভাগে বহুপূর্বক দক্ষিণার সহিত স্থান্যর সহস্র
 কলস স্থাপন করিবে । ১২—২১ । মণ্ডলের
 মধ্যভাগে একটী কলস স্থাপন করিবে, রাত্রিতে
 ঐ কলসের দক্ষিণভাগে দীপ প্রদান করত
 তাহাতে পার্শ্বভাগে সহিত শিবকে পূজা করিবে ।

রাত্রিমাত্রময়েৎ তত্র নৃত্যগীতাদি না ত্রতী ।
 সম্পূজা বিধিবদেবং বেদোক্তবিধিমা দিবা ।
 সন্তোষ্য প্রাতঃস্নেহক পুনঃ পূজা তদা ভবে
 কথিতিন্ সমান বিজ্ঞান ব্রাহ্মণান্ ক্লেপা
 যজ্ঞোপবীতবৈশ্ণব উপানদ্যুগলেন চ ॥ ২২
 স্বয়মুদ্যমলঙ্কারৈর্দেহা হোমক কারয়েৎ ।
 যতেন পায়সেনাথ মঠে ৩৮ কুদ্রমস্তবৈঃ ॥ ২৩
 প্রাতঃ ৮ ব্রতী হোমং নবগ্রহপূরঃসরম্ ।
 তিন্ ৩৮ স্ববসমিহানাজোন চ পরিপ্লুতান
 কৃত্বাচ্ছিবমন্ত্রেন শিবায়া ৩৮ ততঃ পরম্ ।
 সৌবর্ণাঃ কুদ্রমুত্তিক রৌপ্যাঃ গৌরীঃ ত্রৈ
 শায়াঃ কুলিকাকৈব সপ্তধাতুসমবিতাম্
 গোদানক প্রদাতবান্ ব্রাহ্মণায় ত্রতাপ্তয়ে ।
 এবং সম প্যা হোমস্ত তত্রাচার্য্যং প্রপূজয়েৎ
 অমৃতপ্ৰদানেন ৩৮ স্বয়মলঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ২৪
 তত্র চ দক্ষিণ দেহা ব্রাহ্মণেভ্য বিশেষ
 বেদাঃ সনক্ষিণাঃ তদাঃ শ্রীলীলাক পর্য্যব
 স্তবশ্রীয়াঃ রৌপ্যবদাঃ কারয়েদ্রোহসংকৃতাম্

ত্রত-পরামর্শ নর, রাত্রিকালে জাগরণ
 প্রভরে প্রভরে পূজা করিয়া নৃত্য গীতাদি
 রাত্রিমাখন করিবে । বেদবিজ্ঞ-বিধানে
 যথানিদি পূজা কৃত্ত দিবসে প্রাতঃকালে
 করিবে, পরে কথিতিন্, বিজ্ঞান, বে
 ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র, এবং
 পার্শ্বক, স্বয়মুদ ও অলঙ্কার প্রদানে সন্ত
 কুদ্রমাস্তবৈঃ মন্ত্র পার্শ্বপূর্বক ৩৮ এবং
 দ্বারা হোম করিবে । ত্রতশীল অগ্নে নবগ্র
 করিবে, তিল, যব এবং ঘৃত দ্বারা ।
 শিবের হোম, তাহার পর শিবের হোম
 ত্রতের ফলপ্রাপ্তি নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে
 কুদ্রমুত্তিক, রজতের গৌরীমুত্তিক, শয্যা,
 উপকরণ, সাত প্রকার ধাতু এবং
 করিবে । এইরূপে হোম সমাপন করিয়া
 পুষ্প, বস্ত্র, অলঙ্কার দ্বারা আচার্য্যকে
 করিবে । ২২—৩০ । ভক্তিপূর্বক বি
 ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে
 স্বয়-পূজ, রজতপূজ, যব, কাংক্রমণ

জ্ঞান বস্তুতঃ তাৎপৰ্য্যমূলকতাম্ ॥ ৩২
 পূৰ্ণ সমোপেতামাচাৰ্য্যায় চ সাধয়ে ॥
 পূৰ্ণ ভোক্তায়েচ্চৈব দৃঢ়-পায়স-শকরৈঃ ॥ ৩৩
 নিচিচিচিচিচি কুৰ্য্যাৎ তত্র শিবাক্ষয়ঃ ॥
 শক্তি বিধানক প্রাপত্যবিধিং চরৈঃ ॥ ৩৪
 পূৰ্ণ ভোক্তায়েচ্চ তু শিবায় ফলমর্পয়েৎ ॥
 সর্বমহাশেষ শেষ্ঠঃ শকরৈ বৈ হরৈঃ ॥ ৩৫
 জনৈর দেবেশ কৃপাং কুরু মমোপরি ॥
 শক্তাসুসারেণ ব্রতমেতৎ কৃতং শিব ॥ ৩৬
 সোমস্বাসি বা কৃপাং পূজাসিকং ময়া
 তস্মৈ মুকলং কৃপাং তব শকর ॥ ৩৭
 পূজাসিকং দত্তা শিবায় পদমস্থানে
 হর উতঃ কুরু প্রার্থনায় পুনরেষ চ ॥ ৩৮
 লৌচ কুৰ্য্যো মে চিত্তে দ্রবং ন কৰ্ত্তিচিৎ
 ব্রতং কৃতং যেন নিঃ স্তত্ ন শিকন ॥ ৩৯

বস্তু এবং তাৎপৰ্য্য—এই বস্তু এবং
 শিবস্বাসি ভূমিত বস্তুকামিতা কুলীনা
 তীথে ও কুৰ্য্যাৎ সার-আচাৰ্য্যকে নক্ষিত
 ॥ ৩৩, পায়স ও শকর দ্বারা বাক্ষয়-
 ত ভোজন করা হইবে শিবের আকাঙ্ক্ষা-
 বিনশিত হইয়া প্রদান করিবে এবং অল্প-
 শক্তি অসুসারে স্বপ্নশকর বাক্ষয় ভোজন
 হইবে বাক্ষয়সিককে ভোজন করা হইবে
 তৎকাল শিবকে অর্পণ করিবে ॥ ৩৪
 ॥ ৩৫ মহাশেষ! তে শেষ্ঠ! তে শকর! ॥
 ॥ ৩৬ দেবেশ! আমার এই ব্রত বার-
 ধমায় প্রতিদগ্ধা কর ॥ ৩৭ শিব! শক্তি
 রে আমি এই ব্রত করিয়াছি ॥ অক্ষয়-
 ॥ অথবা অক্ষয়সিক আমি যে ভূপ এবং
 দি করিয়াছি, যে শকর! তে আমার কৃপায়
 ফলসম্পন্ন হউক ॥ এই অর্থের মন্ত
 করিয়া পদমাস্তা শিবের উদ্দেশে পূজা করি
 নমস্কার করিবে ॥ পবে "ভোম"র চরণ-
 ॥ আমার চিত্ত হইতে যেন কখনই দূরে
 ॥ করে" এই বলিয়া পুনর্বার প্রার্থনা
 যে ব্যক্তি, এই একবার ব্রতানুষ্ঠান
 করে তাহার কোন অনিষ্ট হয় না এক

মনোপিতাক সিদ্ধিং বৈ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
 যথাশাস্ত্রং ব্রতং তেজমুক্তিবীজং প্রচক্রে ॥ ৪০
 অক্ষয়ানক্সয়ানতো বাপি ব্রতেন তুষ্যাতে শিবঃ ॥
 এবং যঃ কুরুতে বিপ্রাঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥
 কাসিকং মনসং বাপি বাচিকং বক্ত কুরুতম্ ॥
 তঃ সর্গং বিলসং বাতি ব্রতস্তাত্ত প্রভাবতঃ ॥ ৪২
 পুনঃ স্নানং প্রকটয়াম্যবাস্তাং বিজ্ঞেয়মাঃ ॥
 যদ্যচ্চৈ চ প্রসংগত্যা পিতৃদানং বিধায় চ ॥ ৪৩
 পিতৃদানম্যবাস্তাং বিজ্ঞেয়মাঃ সমাচরৈৎ ॥
 যদ্যচ্চৈ চ প্রসংগত্যা পিতৃদানং দুঃসংখ্যায় ॥ ৪৪
 বৈকবায় প্রসংগত্যা মিষ্টায় ব্যাকৃতায় চ
 শাস্ত্রমাস কুলীনায় ব্রতান্তিরিতায় চ ॥ ৪৫
 কুদিতস্ত যতঃশপি দেবমগ্র্য তলং তথা ॥
 পাত্ৰং যৈব প্রসংগত্যা মিষ্টায় দক্ষিণ তথা ॥ ৪৬
 ভূতে নিবৃত্তিপাকায় চৈকুয়াং বহুভিঃ সহ ॥
 এবম্বে কথিতং বক্ষন ব্রতপ্রতিবিম্বম্ ॥ ৪৭

সে মনের অক্ষয়সিক সিদ্ধি লাভ করে ইহাতে
 সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ শাস্ত্রানুসারে, মুক্তির বীজ বসিয়া
 এই ব্রত করিত ইহাতে ৩১—৪০ ॥ অক্ষয়-
 তটিক অথবা অক্ষয়সিক ৩১তক এই ব্রত
 করিলে শিব সন্তুষ্ট হন ॥ ৪১ ॥ বাক্ষয়সিক ॥ যে
 ব্যক্তি এই ব্রত করত করে, সে পরম পদ লাভ
 করে ॥ ৪২ ॥ মন এবং বাক্য দ্বারা যে সকল
 পদ লাভ হয়, তৎসমুদয় পদ এই ব্রতের
 প্রভাবের নষ্ট হয় ॥ ৪৩ ॥ বিজ্ঞেয়মসংগত্যা ॥ অক্ষ-
 যবাস্তায় পুনরায় স্নান করিয়া যদ্যচ্চকালে
 পিতৃদান করিবে পরে এই অবসরভাতে পিতৃ-
 দানে উদ্দেশে বাক্ষয় ভোজন করা হইবে, তাহা
 হইলে পিতৃলাভের চরিত্তম গতি হইবে ॥
 পরে পিতৃ-নিবৃত্তি পরাক্রিত, শাস্ত্রমাস, কুলীন,
 এবং সন্তাধ্যাত্ত বৈকব ব্যক্তিকে মিষ্টায় প্রদান
 করিবে ॥ কুদিত এবং যতিকে অগ্র-অল দিবে ॥
 সংপারয়ে মিষ্টায় ও দক্ষিণ প্রদান করিবে ॥
 তাহার পর বহু সহিত সকল বৃত্ত পদ
 ভোজন করিবে ॥ ৪৬ ॥ আমি এই
 প্রকার ব্রতবিধি আপনাদের নিকট করিয়া
 বলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সন্তোষ ব্রতানুসারে এই

তন্মাতঃ সৰ্বপ্রযত্নেন কৃত্বাৎ কলযৌপহৃতিঃ ।
পঠিতাঙ্কুরাণ্যপি স ধতি পরমাং গতিম্ ॥ ৭৮
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুৰাণে জ্ঞানসংহিতায়াং শিব-
বাক্যোদ্যাপানবিধিবিধিপঞ্চমঃ নাম ত্রিসপ্ততি-
তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ

অথ উচুঃ

স্বতঃ তে বচনং শ্রুত্বা হ'ননং পরমং গতাং
প্রভাবঃ বক্তব্যঃ শ্রুত্বা বিস্তরঃ পুনঃ ॥ ১
কথং তুং মহাবাহু কেণৈব কলমুত্তমম্
অজ্ঞানতঃ কৃত্বা হি প্রাপ্তং কিং বদ'ন ॥ ২

স্বতঃ উবাচ

কথং তুং শ্রেষ্ঠঃ কথং মি পুরাতনম্
ইতিহাসং নিবাসক সৰ্বপাপপ্রণশনম্ ॥ ৩
পুরা কশ্মিনে ভিন্নে হ'সীমহা বরুদহঃ
কুটুম্বী বলবান কুরঃ কুরকম্পদ'ন ॥ ৪
নিরুদয়ং বনে গচ্ছ'ন গুণ'ন ব'দ'নকথঃ

ব্রত কৃত্বা সে ব্যক্তি ইহ পাপে ক'র
অথবা প্রবণ করে সে উত্তম গতি লাভ
করে ॥ ৭১—৭৮

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

কথিণ কথিণেন হে ৭৩। আমরা
তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ
করিয়াম এবং পুনর্বার বিস্তারপূর্বক এই
ব্রতের প্রভাবও প্রবণ করিলাম হে মহাবাহু!
একণে তুমি বল, কোন ব্যক্তি অজ্ঞানপূর্বক
এই ব্রত করিয়া কি উত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়াছে?
স্বতঃ কহিলেন, হে শ্রেষ্ঠ কথিণ! আমি সকল
পাপনাশক পুরাতন নিবাস-ইতিহাস কহিতেছি,
শ্রবণ করুন। পূর্বকালে কোনও বনে বলবান,
কুর, কুর কম্পরত, কুরকম্প নামে ভিন্ন পুত্রাদির

চৌধকং বিবিধং তত্র কলোতি স বনেচরঃ ॥ ৫
বাল্যাদারভ্য তেনেহ ততঃ কৃত্তং ন কিকন।
মহান কালো ব্যতীয়ায় বনে তস্ত হুরাসনঃ ॥ ৬
কলচিচ্ছিবরাত্রিক হাসীং তত্র শুলোভন।
ন হুরাস্মা স জানাতি মহাব্রতমুত্তমম্ ॥ ৭
এতস্মিন দিবসে ভিন্নো মাতা পিতা পুত্রা তথ
প্রাৰ্থিতঃ সুসংযতৈঃ ১ ভক্ত্যং দেহি বনেচর ॥ ৮
ইতি সম্প্রাৰ্থিতঃ সো বৈ ধনুরাদায় স্বরম্।
জগাম যুগহিংসার্থং বদ্রাম সকলং বনম্ ॥ ৯
'দহয়ে'গাতন' তেন ন প্রাপ্তং কিঞ্চিদেব হি।
হনুঃ প্রাপ্তস্তুতা শধ্যঃ স বৈ তুংমুপাগতঃ ॥
কিং কথ্যং হ'ন পদব্যং ন প্রাপ্তং বেতনং মহ
বল'ন তে গৃহে যো বৈ পিত্রোঃ কিং ভবিষ্য
মলোমক কলত্রক তস্ম কিং নু ভবিষ্যতি।
কিঞ্চিদ্যতীহ' চ ময়া গন্তব্যক তথা ব্রজ ॥ ১০

সমিঃ ব'স করিত সেই বনেচর, বনে গ
করিয়া নিরুদয় বহুতর যুগ-হত্যা করিত ও
নানাপ্রকার চৌধকম্ব করিত। সে বলব
হইতে ইহলোককে কোন অভিকম্ব করে না
এইরূপে সেই হুরাস্ম বনেচরের বহুকাল
হইল। কোন সময়ে শুলোভন শিবর
উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই হুরাস্ম, যদু
মহাব্রতের বিষয় জানিত না। হে শিবর
দীন, ভিন্নের মাতা, পিতা এবং হু। ইহ
তাহার নিকট আসিয়া বলিল,—হে বনেচ
তুমি কুংসিত-কম্ব ধারাও ভক্ত্যদ্বা আন
করিয়া আমাদিগকে প্রদান কর। এই
প্রার্থনা করিলে সেই ভিন্ন, ধনুঃ গ্রহণপূ
যুগহিংসার নিমিত্ত বনে গমন করিয়া সমস্ত
দম্ব করিতে লাগিল। ভিন্ন, দেব
সেদিন কিছুই পাইল না এবং স্ফ্যাস্ত হোঁ
অভিশপ্ত হুংগিত হইল। ১—১০। “আমি
করি, কোথায় বাই? ভক্ত্যদ্বা পাইলাম
গৃহে বালক সকল স্ফ্যায় কাজ হইয়া
তাহাদিগের এবং মাতাপিতার কি হইয়া
আমার পক্ষপাতি বা কি হইবে? একণে জ
কিছু ধান্যবস্ত্র হইয়া গৃহে গমন করা উ

বিচার্য তদৈব জলাশয়সমীপগঃ
বজ্রপং বজ্র তত্র গতাঃ স্বয়ং হিতঃ ॥ ১০
অত্র কনিষ্ঠৈঃ জীবনৈঃ চ বাগমিষ্যতি ।
যদা তদা বৃক্ষমেকং বিদ্যেতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১১
কক্ষস্থিতস্তত্র জলমাশ্রয়ং তদা ।

তত্র তদা স্থিতাঃ পৃষ্ঠিং বক্ষা তু সম্বন্ধে ॥ ১২
অস্বাতি কনিষ্ঠৈঃ কপাঃ ইত্যামহং পুনঃ
চক্ৰং সমাশ্রয়্য শ্রিতোহসৌ দৃশয়্য সূতঃ ॥ ১৩
অচোপবাসং ন প্রাপ্যং বেতনং তদা ।
অচোপবাসে চ মণী কোকঃ সমাগতঃ ॥ ১৪
তু চক্ৰিত সো বতাংগপাঃ কৃষ্ণভী তদা
দ্বিঃ ৫ তদা তেন শব্দে বক্ষসি সন্দেহে ॥ ১৫
যদা বক্ষসঃ কলাঃ বিবলমানি ৫
অনিহতস্তাঃ শিতলিতমভ্যুদয়ঃ ॥ ১৬
ব্রহ্মসংসারপনঃ স্রুতঃ শিতল ৫
সে ৫ তদৈব পাতক্যঃ কলিতাঃ কপাঃ ১১

এইরূপ বিবরণ কথিত হইল। এক জলাশয়ের
পাশে এখানে কোন-কোন জীব
ন কথিত হইল। অস্বাতিঃ অস্বিনঃ ইত্য
দি। সে জলাশয়ের পাশে একটা বিদ-
ক্ৰীড়িত হইল। যদি তদা পদ এই শব্দ
বাক্যে জলও সঙ্গে লইল। তখন
প্রাণী অস্বিনঃ, কখন অস্বিনঃ বস
পাশে এইরূপ ভাবিতঃ ভাবিতঃ
একমনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেই
বাক্য, একে ব্যক্তিভেদে বাক্যে
নিঃস্বাতিঃ হয় নাই, ব্যক্তিভেদে সে পদ্য
কুটে নাট। প্রথম প্রকারে তদা
চক্ৰিত এক মণী, লক্ষ্যইয়া লক্ষ্যইয়া
জলাশয়সমীপে আগমন করিল। ত
তদা তাহাকে সন্দেহ করিয়া সূতকে বাক্য
করিল। সে পণ্ডিতগণ। এমন সময়ে
কিছুটা কক্ষিঃ জল এবং শাণ্ডাত
নিয় পণ্ডিত হইল। নিঃস্বাতিঃ এক
হিলেন। অতএব তাঁহার উপরেই
নিঃস্বাতিঃ পণ্ডিত হওয়াতে নিঃস্বাতিঃ
নিঃস্বাতিঃ হইল। নিঃস্বাতিঃ

উক্তাত্মকেন তদুৎসবং কক্ষা সঃ হস্তিনী ভিত্তা ।
বাক্যলঃ ব্যাধকঃ পৃষ্ঠাঃ বাণেন বধিয়াতি ॥ ২১
কিং করোমি স গচ্ছামি উপায়ং বচসাম্যম্ ।
ইতি বিচার্য সা তত্র বচনকেনমব্রবীৎ ॥ ২২

মুণ্ডাবাচ
কিং করুমি কসি বাধ কক্ষঃ ব্যাধোহব্রবীজিম্ ॥
ব্যাধ উবচ ।
কক্ষঃ কুপিতঃ মেহমাঃ কক্ষঃ কক্ষঃ উপবাস্যম্ ॥
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৩
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৪

মুণ্ডাবাচ
মহাশয়ঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ
উপবাস্যকেনমব্রবীজিম্ ॥ ২৫
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৬
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৭
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৮
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৯

কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ১১—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ১২—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ১৩—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ১৪—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ১৫—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ১৬—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ১৭—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ১৮—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ১৯—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২০—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২১—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২২—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৩—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৪—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৫—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৬—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৭—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৮—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ২৯—
কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ কক্ষঃ ॥ ৩০—

আমাকে চ পুনর্জন্ম সাধু করিতে সর্বদা তত্ব ।
 ইত্যুক্তোহপি তস্মৈ ব্যাধো ন যেনে বচনং ততঃ ।
 সঙ্কটে সমুদ্রপ্রাপ্তে সর্কে মিথ্যাভিলাষিনঃ ।
 ইত্যেকং বচনং শ্রুত্বা মুগ্ধাঃ বচনং পুনঃ ॥ ২০
 সত্যেন সর্কে দেবঃ সত্যো নৈব সমুদ্রকাঃ ।
 সত্যেন জলধারাং সত্যো সর্কে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩০
 ন যে মিথ্যা বচন্তঃ সত্যোহি পশ্যতক ।
 ইত্যুক্তোহপি ন যেনে বচনং পুনর বীঃ ॥ ৩১
 শূন্য ব্যাধ প্রবক্ষ্যামি পাপ মে শিরসি ভবেৎ ।
 যদাহং নগমে হস্ত এতৎ পাতকং যম ॥ ৩২
 ব্রাহ্মণে বেদবিক্রেতা সত্যাত্মনিকালকম্ ।
 দ্বিগুণে স্বামিনে হস্তাং সমুদ্রা ভবেচ্চ যম ॥
 কৃত্যে চৈব যম পাপং যম পাপং বিমুখে হরেঃ ।
 দোহিণ্যৈকৈব যম পাপং যম পাপং বহুলক্ষণে ॥

বিধি সমর্পণ করিয়া পুনর্জন্ম আগমন করিব ।
 আমার মাংস খাই তোমার সর্কে প্রকারে উভয়
 ওস্তি হইবে মুখ এইরূপ করিলেও ব্যাধ
 তাহার বাক্য মানিল না এবং কহিল, বিপদ
 উপস্থিত হইলে সকলেই মিথ্যা কহিয়া থাকে
 এই কথা শুনিয়া মুগ্ধ পুনর বলিল, বায়ু
 প্রভৃতি দেবতা, সন্ত সমুদ্র এবং জলধার ইত্য
 সকলে সত্যকে আশ্রয় করিব, শ্রী শ্রী কর্তব্য
 প্রকৃত হইতেছেন, সকলেই সত্যধর্ম অবলম্বন
 করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিব থাকে ২১—৩০ ।
 হে পশুপতক । তুমি আমার বাক্য মিথ্যা
 বলিয়া জানিও না । মুগ্ধ এইরূপ বলিলেও
 ব্যাধ, তাহার বাক্য মানিল না । একারণ মুগ্ধ,
 পুনর্জন্ম করিতে লাগিল, তে ব্যাধ । আমি
 কহিতেছি, প্রবণ কর । আমি যদ্যপি এখানে
 আগমন না করি, তাহা হইলে পাপ আমার
 সঙ্কটে আরোহণ করিবে । আমি যদ্যপি
 পুনর্জন্ম না আসি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বেদ-
 বিক্রয় করিলে এক ত্রিকালে সন্তা না করিলে
 তাহার যে পাপ হয়, আমার সেই পাপ হইবে ।
 দ্বিতীয় আত্মা লক্ষন করিলে শ্রী যে পাপ হয়,
 কৃত্য ব্যক্তির যে পাপ হয়, হস্তি আরাধনা না
 করিলে যে পাপ হয়, পরাপকারীর যে পাপ হয়,

তেন পাপেন লিপ্যামি যদাহং নাগমে পুনঃ
 ইত্যাদীনি কমেতানি কৃত্বা মুগ্ধী হিতা তদা
 ব্যাধোহপি চ স্বয়ং তত্র গচ্ছ শীঘ্র যচোহুত
 মুগ্ধী লুপ্তা জলং পীড়া পতা কাম্যমুদ্রা
 তাবচ্চ প্রথমো বামো গতো নিদ্রাং বিদ্যা
 তদীয়া তগিনী বা বৈ মুগ্ধী চ পরিত্যজিতা ॥
 তস্তা মাগং বিচিন্তয়ী হাজগাম জলাধিনী ।
 তাত দৃষ্টা তু স্বয়ং ভিন্ন পক্ষে বাণস্ত কথং
 পূর্বে জলপত্রাণি পতিতানি শিবোপরি ।
 বামস্ত দ্বিতীয়েষু পূজা ক্রান্তা মহামনঃ ॥ ৪
 স মুগ্ধাণি চ তং দৃষ্টা কিং কবোমি কমেত
 পূর্বে কথিতং তেন শ্রুত্বা হর্ষসমবিতা ॥
 দৃষ্টাতঃ ক্রমতঃ শেষ্ঠে সফলং দেহধারণম্
 অনিত্যেন শরীরেণ হ্যপকারো ভবিষ্যতি ॥
 পবন মম বাহুগে গচ্ছ তিষ্ঠেদ্যধারকঃ ॥

শ্রী শ্রী লক্ষন করিলে যে পাপ হয়,
 সমস্ত পাপে আমি লিপ্ত হইব । মুগ্ধী
 প্রকার অনেক লপথ করিয়া চূপ করিয়া
 তখন বাধ বলিল, তুমি শীঘ্র সেইখানে
 তখন মুগ্ধী, সহর্ষে জলপান করিয়া অ
 আশ্রমে গমন করিল । ব্যাধ, তাবৎ
 প্রহর আগমন করিব বহিল । এদিকে পু
 সেই মুগ্ধীর ভগিনী,—ভগিনীর আবেগ ।
 মুগ্ধী যে পথে গমন করিয়াছিল, সেই পথ
 লক্ষন কবুত জলপানার্থ আগমন করিল ।
 ব্যাধ, স্বয়ং তাহাকে দেখিয়া বাধ
 করিল । পূর্কের জ্ঞান তাহার "নড়া
 জল এবং ক্রিপত্র শিবের উপর পতিত
 তাহাতেই মহামন্ত্র শিবের দ্বিতীয় প্রহরে
 সম্পন্ন হইল । ৩১—৩২ । মুগ্ধী, ভিন্ন
 আকর্ষণ করিতে দেখিয়া বলিল, হে
 তুমি কি করিতেছ ? এই কথা বলিলে
 পূর্কের জ্ঞান সমস্ত কহিল । তখন মুগ্ধী,
 বাক্য শ্রবণ করিয়া সহর্ষে কহিতে লা
 গিল । শ্রবণ কর ; আমি ধন্ত হইলাম, এ
 আমার দেহধারণ সফল হইল ; বাধ
 এই অনিত্য শরীর ব্যাধ পদের উপকার

কনৈ সমর্পণে কাপমিষ্যাম্যহং ক্রবম্ ।
বাপ উবাচ ।

কনৈ যন্তেহং হস্তামিতি ন সংশয়ঃ ।
মুণ্ডাচ ।

বাপ প্রবক্ষ্যামি বদ্যাহং নাপমে পুনঃ ॥ ৪৩

সংপাতকং মেহস্য ভগবতি ন সংশয়ঃ ।

বিচলিতা যন্ত যুক্ততঃ তেন হারিতম্ ॥ ৪৪

লীভুত পাপেন কম্পতে চ মুষশুভঃ ।

ব্রহ্ম হির্য হক হস্তাং পাকতি বঃ পুমান্

পপং শিগ্রসি মেহস্য বদ্যাহং নাপমে পুনঃ

ধনুঃ মুরম্মা কলিতেন পথা ব্রহ্মে ॥ ৪৫

ভুক্তিসম্যুতঃ শিবনিম্মং করেতি চ ।

ব্রহ্ম কাকমাসাদা শূন্যং কবাক্রমেদিহ ॥ ৪৬

চ পরিতাপকং করেতি বকনং পুনঃ

নাপমে লিপ্যামি বদ্যাহং নাপমে পুনঃ ॥ ৪৭

হে আমার কতকগুলি বালক-সহান
তত্বনিপেক ভক্তার নিকটে সমর্পণ করি-
য়াগমন করিব বাধ করিল, তোমার
নিন তোমাকে মারিব ইত্যাদি সংশয়
মুণ্ডা এই কথা শুনি কহিল কহিল,
ধা আমি কহিতেছি, শবণ কর আমি
পুনঃ আশ্রয় না করি, তাহা হইলে
পাপ আমার হইবে, ইত্যাদি সংশয়
বিশেষতঃ বদ্যাহং বাক্য অন্তর্ভুক্ত
নকল পুণ্য নষ্ট হয় এবং পুণ্যবী ত্যাহ
বারংবার কাম্পিত হন । যদি আমি
র আশ্রয় না করি, তাহা হইলে যে
পতিততা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত
গমন করে, তাহার যে পাপ হয়, সেই
আমার মস্তক আশ্রয় করিবে । বদ্যাহং
র আশ্রয় না করি, তাহা হইলে যে
বেদবিহিত ধর্ম ত্যাগ করিয়া কলিত পথে
করে, তাহার যে পাপ হয়, যে ব্যক্তি বিদ্যু-
হইয়া শিবকে নিন্দা করে, তাহার যে পাপ
যে ব্যক্তি এই কথাক্রমেতে মাতাপিতার
উপদ্রোহ হইয়া প্রাক ব্যক্তিরকে কলঙ্কিত
। তাহার যে পাপ হয়, যে ব্যক্তি পুণ্য

ইত্যুক্ত্যে তদা ব্যাধো গচ্ছতঃ পুনরাগমেঃ ।
সা যুগী চ জনঃ পৌরঃ কঠো সা চ বমাপ্রমম্ ॥ ৪৮
অগাম তবং স যুগঃ ক যুগো চিস্তয়ন্ পতঃ ।
তাবচ্চ বিতীর্ণো যমো পতো নিদ্রাং বিনা ততঃ
মুণ্ডোহপি চ যুগীং পশুন্ জনমার্গে সমাগতঃ ।
পুষ্টিং যুগলং তং পুষ্টিং জ্ঞাং বচনমবদী ॥ ৪৯
বচ যাসক বিদ্যোতঃ শাস্ত্রাঃ জ্ঞা নপাশ্রিতৌ ।
বাপমাক্রম্য হির্যেহপি শবদঃ কৃতবান্ পুনঃ ॥ ৫০
তদা চ জনমুক্তান পত্রাণি চ শিবোপরি ।
তেনৈব চ কৃতান্তং বদ্যতঃ কবিসম্মতঃ ॥ ৫১
পুত্ৰা জাত শিবস্তেব তপ পুষ্টিং পতন্ত ।
তদা বাক্যে তং শব্দং কিতং করেদি মপোহবদী ॥
বাপোহপি বচনং তদ পুষ্টিং কৃতবান্ পুনঃ ।

মুণ্ডা পুষ্টিং পশুন্ কহিল, তাহাকে বকনং করে,
তাহার যে পাপ হয়, সেই সমস্ত পাপে আমি
লিপ্ত হইব ॥ ৪৭—৪৮ ॥ বাধ, দলীকর্তৃক এই
রূপ উক্ত হইয়া কহিল, আমি গমন কর, পুনঃ আ-
শ্রয় না করিও । তখন বদ্যাহং, সহর্ষে জনপান
করিল । যদ্যে আশ্রমে গমন করিল তখন
দলীকর্তৃক পুণ্য মন, দলীকর্তৃক পুণ্য
কহিল এই চিত্ত করত বিচলিত হইল যে
ভক্তগণ । বাধ এইরূপে নিহা ব্যক্তিরকে
বিতীর্ণ প্রাণ হইল । পরে মুণ্ডা, দলীকে
আশ্রয় করত জনপানের পথে আশ্রয় করিল ।
তখন বাধ সেই মুণ্ডাকে কটপুটে বেধিয়া সহর্ষে
কহিতে লাগিল, এই মুণ্ডার পরেই বদ্যাহং
মুণ্ডা আছে আমার চিরস্থায়ী ভক্তি হইবে ।
তিনি এই কথা প্রেরণপূর্বক পুনঃ আ-
শ্রয় না করিল । তৎকালে ব্যাধের পরীক্ষা
চালনে জনমুক্ত বিদ্যাপ্ত শিবের উপর পুষ্টি
হইল । যে এই কথগণ । আপনাবা, শিব
কিছুপ নবাস, তাহা বকনং করন ; সেই জনমুক্ত
বিদ্যাপ্ত পতিত হইতেই শিবের কতীয় এই-
রের পুত্ৰা সম্পূর্ণ হইল । পরে মুণ্ডা, সেই
বাপকর্তৃক পদ প্রবলে, "তুমি কি করিতেছ"।
এই কথা ব্যাধকে কহিল । তখন ব্যাধ মুণ্ডার
বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনঃ আশ্রয় পুণ্য কর

তক্ষুড়া হরিণঃ সোহপি হৃষ্টো বচনমানদে ॥ ৫৫
 ধনোহহং পৃষ্টিমানস্য যেন তৃপ্তির্ভবাম্ভিশাম্ ।
 যজ্ঞস্য নোপকাবাধং গতং বৈ পরমার্থতঃ ।
 তস্য সর্ষক বাধং বৈ নাত্র কাৰ্য্যা বিচারণা ॥ ৫৬
 বো বৈ সামর্থ্যযুক্তোহপি নোপকারং কুরোতি চ
 তৎসামর্থ্যং ভবেদার্থং নাত্র কাৰ্য্যা বিচারণা ॥ ৫৭
 সম্যগুজ্জ্বলশরীরেণ তৃপ্তিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৫৮
 পরন্তু বালকঃ-৫-হং সমস্য জননীং পুনঃ ।
 আশ্বাস্তাপাশ্ব তান্ সন্তানগমিষ্যামাহং কবম্ ॥ ৫৯
 ইত্যুক্তো বৈ পুনস্তত্র ব্যাধে বচনমব্রবীং
 যে যে সমাগতা কত্র তে তে সন্তে হুয়া যব ॥ ৬০
 কথিত্বা তু গতান্তে বৈ নাত্রাত্মানাপি বকিতঃ ।
 তুকাপ সন্ততে হ্যকুবা বালকক গমিষ্যসি ॥ ৬১
 মমৈব জীবনকাদা ভবিষ্যতি কথং নৃপ
 ইত্যেকং বচনং শ্রুত্ব নৃগে বাক্যমুপাদদে ॥ ৬২
 শুব্র ব্যাধ প্রবক্ষ্যামি নানুতং বিন্যতে ময়ি

কহিলে, সেই হরিণ সহস্রে কহিতে লাগিল,
 আমি অন্য ধন্ত হইলাম, সর্ষক শরীর পোষণ
 করিয়াছি। যেহেতু আমার মৎস্য বাদ তোমার
 নিজের তৃপ্তি হইবে। যাহার শরীর, পরের
 সহপকারের নিমিত্ত হইল না। তাহার সমস্তই
 বিকল; এ বিষয়ে কেন বিচার করিবে না।
 যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়া উপকার না করে, তাহার
 সামর্থ্য বিকল, ইহতে কেন বিচার করিবে না।
 আমার এই অনিত্য শরীর বাদ তোমার সম্পূর্ণ
 তৃপ্তি হইবে, কিন্তু আমি সমস্ত বালকদিগকে
 তাহারিগের জননার নিকটে সমর্পণপূর্বক
 আশ্বাসমুক্ত করিয়া নিশ্চয় আগমন করিব।
 ৫৯—৬১। ব্যাধ কবকটক এইরূপ উক্ত হইয়া
 পুরুষের কহিতে লাগিল,—যে যে দুগী, এখানে
 আগমন করিয়াছিল, তাহার সকলেই তোমার
 জ্ঞান করিয়া গমন করিয়াছে, আর পুনর্বার
 আসে নাই; অতএব আমি বকিত হইয়াছি।
 তুমিও বিপদ সময়ে মিথ্যা কহিয়া গমন করিবে।
 হে নৃপ! এক্ষণে আমার জীবন থাকে কিম্বা
 নৃপ, ব্যাধের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে
 লাগিল,—হে ব্যাধ আমি বলিতেছি শ্রবণ

সত্যেন সর্ষক ব্রহ্মাণ্ডং তজ্জাত তু চরাচরম্।
 যন্ত বাণী ব্যলীকা হি তৎপুণ্যং জলিতং ক্রম
 তথাপি মত্ততে নৈব প্রতিজ্ঞাং মম ভিন্নক ॥
 সন্ধ্যায়াং মৈথুনে চৈব শিবরাত্রিভোজনে কু
 কুটসাক্ষো গ্রাসহারে সন্ধ্যাহীনে বিজেহথবা
 শিবহীনং মুখং যন্ত নোপকুণ্ডাং ক্রমোহপি
 দিবা মৈথুনকারী চ তন্ত্ৰৈব পাতকক যং ॥
 পর্কসি চ কলান্দো চ ব্রতন্ত্ৰৈব দিনে তথা।
 অভক্ষ্যাকারকে যচ্চ তং পাপং শিরসা মম ॥
 যদাহং নাগমে হত্ৰ বক্যবিদ্যা চ ত্বং পুনঃ।
 ইতি বচন্যদা শ্রুত্বা গচ্ছ শৌচং সমাব্রজ ॥ ৬৩
 ব্যাধেনৈবং সমুত্তপ্ত জলং পৌড়া গতো নৃগঃ
 তে সন্তে মিলিতান্ত্রে হাশ্রমে ঋষিসন্তমাঃ ॥

কর, আমি মিথ্যা কথা কহি না। সমস্ত জ
 চর ব্রহ্মাণ্ড, সত্য আশ্রয় করিয়াই অবস্থি
 করিতেছে। যাহার বাক্য মিথ্যা হয়, তা
 পুণ্য তৎকণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। হে ভি
 আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তথাপি তুমি আ
 প্রতিজ্ঞা মানিতেছ না। আমি তোম
 বন্ধনা করিয়া যদ্যপি পুনর্বার আগমন না ব
 ত্যা হইলে সন্ধ্যার সময় মৈথুন করিলে বি
 দ্রাতি-দিনে ভোজন করিলে, ছলপূর্বক স
 দিলে, গচ্ছিত হইল অপহরণ করিলে, বিজ্ঞ
 সন্ধ্যা না করিলে যে পাপ হয়, সে ব্যক্তি
 শিব নাম উচ্চারণ করে না, যে ব
 সঙ্কম হইয়া উপকার করে না, যে ব
 দিব্যতে মৈথুন করে, ইহাদিগের যে
 হয়; পর্ককালে, রজোনিঃসরণকাল হ
 তিনদিনের মধ্যে এবং ব্রতদিনে মৈথুন
 যে পাপ হয়; অভক্ষ্যভক্ষণ করিলে যে
 হয়,—সে সকল পাপ আমার মস্তক ব
 করুক। ৬০—৬১। ব্যাধ নৃগের এই
 শ্রবণ করিয়া কহিল, তুমি গমন কর,
 সত্যর আগমন করিও। নৃপ, ব্যাধকটক
 রূপ কথিত হইয়া জলপান করত গমন ক
 হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! পরে হুই নৃগী এক
 আপসাদিগের বাসস্থানে মিলিত হইয়া প

জানকীকে তৎ সর্কিং ফুটকৈব পরম্পরম্ ।
 তৎ নিশ্চয়েনৈব সত্যপাশেন বন্ধিতাঃ ॥ ৭০ ॥
 পাশে বালকান্তর গন্তমুঃ কণ্ঠিতাস্তদা ।
 গীর্জোষ্ঠা চ বা তত্র স্যামিনং বাক্যমববৌ ॥ ৭১ ॥
 কন্যা বালকঃ সত্ৰ কথং স্মৃত্যন্তি বৈ মুগ ।
 প্রথমক মদা তত্র প্রতিজ্ঞা চ কৃত্য প্রভো ॥ ৭২ ॥
 জ্ঞানো চ গন্তব্যং ভবদ্যং স্মৃত্যন্তি বৈ মুগ ।
 ইতি বচস্তদা ক্রমা কনিষ্ঠা বাক্যমববৌ ॥ ৭৩ ॥
 ক্রমসেবকী বাকি পক্ষ্যামি স্মৃত্যন্তি বৈ মুগ ।
 ক্রমসেবকী বচনঃ ক্রমা গম্যতে চ মদা পুনঃ ॥ ৭৪ ॥
 ইতি ক্রমা বচস্তদা বদেবাং ভীষিতং হি দিক্ ।
 বিনয়স্ব তৎস্বত্ব সমর্প্য সহবাসিনঃ ॥ ৭৫ ॥
 তৎস্বত্ব সর্ক এবাং যত্নে ব্যাপসন্তমঃ
 প্রত্যেকং ক্রিয়মাণং মর্কৈব নিরীক্যতে ॥ ৭৬ ॥
 তৎস্বত্ব তৎ সর্কৈ সত্যপাশেন বন্ধিতাঃ ॥

তান দৃষ্টা চার্বিতো ব্যাধো ধনুবি চানধে শরম্ ॥ ৭৭ ॥
 বাল্য অপি চ তে সর্কৈ পিত্রোরমু সমাপতাঃ ।
 এতেবাং বা গতিঃ স্মৃতিঃ কাম্যকং সা ভবেৎ সঙ্গা
 পুনঃ চ জলপবণি পতিতানি শিবোপরি ।
 তেন জাতা চতুর্থস্ত পূজা যামস্ত বৈ স্ততা ।
 তস্ত পাপং তদা সর্কৈ ভবদ্যং ভবদ্যং ॥ ৭৮ ॥
 মুগে মুগীভ্যাং প্রোবাচ নীলঃ স্বং ব্যাধসন্তম ।
 আম্যকং সর্কৈ দেহং ক্রম্য মাংসচক্ষুঃ ॥ ৭৯ ॥
 ইতি তেবাং বচঃ ক্রমা ব্যাধো বিশ্বদ্যমগতঃ ।
 শিবপূজাপ্রভাবেন কন্যা তস্ত সমাগতম্ ॥ ৮০ ॥
 ক্রমা এতে মুগ বৈ ব স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ ।
 স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ ॥ ৮১ ॥
 স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ ॥ ৮২ ॥
 স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ ॥ ৮৩ ॥
 স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ ॥ ৮৪ ॥
 স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ ॥ ৮৫ ॥
 স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ ॥ ৮৬ ॥
 স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ ॥ ৮৭ ॥
 স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ ॥ ৮৮ ॥
 স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ ॥ ৮৯ ॥
 স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ স্মরণ্যোঃ ॥ ৯০ ॥

জানকী সমস্ত ক্রিয়মাণ্যে শরৎ করিল । পরে
 তা, কেহেতু আমের সত্যপাশে বন্ধ হই-
 তে অতএব আমাদিগের নিঃসঙ্গ গমন করিতে
 হইবে ইত্যাদি করিয়া, বালকদিগকে আশ্রয়
 করিয়া গমনে উদ্যোগ করিল । তখন
 জানকীর মতো ছোট মুগী স্মরণ্যো করিল,
 মুগী বালককে ক্রিয়মাণ্যে পিত্রোরমু
 ইত্যাদি অবস্থিত করিবে । তে প্রভো ।
 কেহেতু আমি অত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এতদ্বারা
 আমি গমন করি; তেম্বর উভয়ে এই স্থানে
 । তা কালে কনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা এই বাক্য
 করিয়া কহিতে লাগিল, আমি তেমা-
 রি নীলী, মতএব তুমি থাক, আমি গমন
 । তখন মুগ, উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া
 ল, আমি গমন করি । মুগীও মুগের এই
 গ প্রবণ করত "বিধবাব্র জীবনে দিক্" এই
 ॥ বলিল । তারপর তাহার বালকদিগকে
 স্বয়ং এবং সহবাসীরা নিকটে সমর্পণ করিয়া,
 যানে ব্যাধপ্রভে অবস্থিত ছিল, সকলেই সে
 নে গমন করিল । ব্যাধ, পথ নিরীক্ষণ করত
 জানকীর প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে
 জানকী সত্যপাশে বন্ধ হইয়া সকলেই ব্যাধের

নিঃসঙ্গ গমন করিল । ব্যাধ তৎক্ষণিকই কর্ণ
 করিয়া ক্রিয়মাণ্যে শরৎ করিল ।
 মুগীও মুগের এই "বিধবাব্র দে গতি, আমা-
 দিগের এই সেই গতি হইবে" এই শ্রবণ করিয়া
 পিত্রোরমু পুনঃ পুনঃ আশ্রয় করিল ।
 এমন সময়ে ব্যাধের শরীরচলনায় জল এবং
 বিধবাব্র পুনর্বার শিবের উপর পতিত হইল;
 তাহা দ্রষ্টা শিবের চতুর্থ প্রহরের উক্ত পূজা
 নিরীক্য হইল । তা কালে ব্যাধের সমস্ত পাপ,
 তা ক্রম্য ভবদ্যং হইল গেল । তখন মুগী-
 য় ও মুগ কহিতে লাগিল, যে ব্যাধসন্তম !
 নীল মাংস ভক্ষণ করিয়া আমাদিগের কেহকে
 সর্কৈ কর ৯৭—৯০ ব্যাধ তৎক্ষণিকই
 এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বদ্যমগ হইল ।
 তা কালে শিবপূজা প্রভাবে ব্যাধের জ্ঞান
 জন্মিল । তখন সে ভাবিতে লাগিল—এই
 জ্ঞানীণ মুগেরাই বক্ত এবং লোকদিগের
 সমস্ত : কেহেতু ইন্দ্রা, বীর, শরীর বাক্য
 পদের উপকার করিতে সমর্থ । আমি বহু-
 ক্রম পাইয়া এক্ষণে কি করিলাম ? আমি
 কেবল পদের শরীরশীলন করিয়া আপনীর
 শরীরপোষণ করিয়াছি; আমি অতর্ক

কৃষ্ণা চ পোষিতঃ সক্ষীঃ কা প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যতি ॥ ৮৪ ॥
 কাং কাং প্রতি গমিষ্যামি পাডকং অম্বনঃ কৃতম্
 ইমানীং চিত্তমোহাৎ বিজারো জীবনে মম ॥ ৮৫ ॥
 ইতি জ্ঞানসমাপনো বাণং সংবারহং কৃতম্ ।
 গম্যাত্যক মৃগশ্রেষ্ঠা ধরাঃ স্ব ইতি চাতবীং ॥ ৮৬ ॥
 ইত্যুক্তে চ তদা তেন প্রসন্নঃ শঙ্করকৃতম্ ।
 পুজিতস্য স্বরূপাঃ হি সন্দ্যামাস সাত্তম্ ॥ ৮৭ ॥
 পঞ্চমুদ্রিকং যচ্চ মুনির্ভিক্ষায়াতে সন ॥ ৮৮ ॥
 তদ্রূপং রূপম্ দেবঃ কল্পমতসংগর ॥
 দর্শয়িত্বা বরং কতি প্রার্থনোন্মি বনেচব ॥ ৮৯ ॥
 ব্যাধোহপি শিবরূপস্য আবহুঃ কৃতম্ কৃপাং
 পপাত শিবপদাংগে সক্ষীং প্রাপ্তাং মাদন ॥ ৯০ ॥
 শিবোহপি তুং তুং নাম স্থাপয়িত্ব বরং কৃতম্
 গুণ ব্যাধ ইমানীং ভুক্তিং ভুক্তম্ মনোপিতম্ ॥
 রাজধানীকং সাত্তম্ কৃতম্ কৃতম্ কৃতম্

অনপাখিনী ভবেদিত্যং বাধনৌ দৈবতৈরপি ।
 গুণে রামকৃত্য ব্যাধ সমাধাত্যাসংলভ্যঃ ।
 তংপূজ্যং তন্তু ভুক্তিক কৃত্য বাস্তবসংলভ্যম্
 মুক্তিং সক্ষীভূতৈঃ সন্তিহীর্ষতা মুনিসম্মিতৈঃ ।
 মম পূজ্যতাত্তে চ বংগাঃ সার্বলবন্তরাঃ ॥
 এতচ্ছিন্নম্বরে তৈস্ত শিবস্ত দর্শনং কৃতম্ ।
 সবানান্তে তদা মুক্তা মনোবোনেধুদ্বিম্ ॥ ২ ॥
 বিমানক সমাকৃত্য দিবাসেহং গতান্তম্ ।
 শিবদর্শনমাত্রেণ পাশান্ন কৃত্য দিবং গতঃ ॥ ৩ ॥
 ব্যাধেবরঃ শিবো জাতঃ পক্ষিতে অর্কুদাচল ॥
 ব্যাধোহপি তন্মিনাম্ভনং ভুক্তিকৈব কবীপরাঃ
 কৃত্য বাক্যপং প্রাপা শিবসামুজ্যমগতঃ ॥
 অকনাক বতঃ হেতুং কৃত্য সামুজ্যতঃ গ
 কিত পুনঃ কিসম্পন্ন্য দ্যুতি তদন্তম্ কৃতম্

তব পীড়া নিব্বা অক্ষয় কৃত্যপোষণ করি-
 তেছি, পূর্বেও সকলকে পোষণ করিয়াছি ।
 অতএব আমার কি প্রতি হইবে? আমি
 আজন্ম পাপ করিয়াছি, কোন কোন গাত প্রাপ্ত
 হইব, আমি এক্ষণে চিত্ত করিতেছি, আমার
 জীবনে বিক। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাধ
 তৎকালে বাণ সংবরণ করত মৃগসিংহকে কহিল,
 - হে শ্রেষ্ঠ মৃগগণ! তোমরা ধর্ম্য এক্ষণে
 গমন কর ব্যাধ এইরূপ কহিলেন তৎকালে
 শঙ্কর প্রসন্ন হইলেন এবং ব্যাধকৃত্য পুজিত
 হইয়া ব্যাধকে দাস মনে করিয়া দ্বীপ দর্শন করাই-
 লেন। কল্পমতসংগর মহাদেব, দম্যপূর্বক
 ব্যাধকে আপনাব সেইরূপ দর্শন করাইয়া
 কহিলেন, তে বনেচব। বর প্রার্থনা কর, আমি
 প্রসন্ন হইয়াছি তখন ব্যাধও শিবরূপ
 হইয়া তৎকাল জীবন্ত হইল। পরে ব্যাধ
 "এক্ষণে আমি সমস্ত পাইয়াছি" এই কথা
 বলিয়া শিবের পদপদ্মের অধো পতিত হইল।
 তখন শিব, ব্যাধের "তুহ" এই নাম স্থাপন
 করিয়া তাহাকে বর প্রদান করত কহিলেন,
 তে ব্যাধ! অবশ্য কর। তুমি এক্ষণে মনের
 অতিশয়িত মুখভোগ কর। তুমি রাজধানী

তোলা কর। তোমার বংশধরকি হউক;
 তোমার বংশ দেবতাসিগেরও মননীয়।
 চিত্তবাহী হউক। হে ব্যাধ! দশবধ
 শ্রীরাম তোমার গুণে গমন করিবেন, হী
 সংলভ্য নাই। তুমি শ্রীরামের পুত্র
 হইতে ভক্তি করিয়া সমস্ত মনুষ্য, পণ্ডি
 মুনিগেরও কৃত্য মুক্তি প্রাপ্ত হইবে, ইয়া
 সংলভ্য নাই ৮১—৯০। তোমার পুত্র
 প্রভৃতি সকলে আমার পুত্র্যে রত হই
 এবং অতিশয় বলবান হইবে এমন স
 ম্পন্ন, শিবকে দর্শন করিয়া বালকের সা
 ম্যধোনি ভোগ করত সর্গে গমন করি
 ম্পন্ন শিবের দর্শনমাত্রেই দিবাসেহ বা
 পূর্বক বিমানে আরোহণ করত সংসার
 চক্রেতে মুক্ত হইয়া সর্গে গমন করিল।
 রূপে অর্কুদাচল নামক পক্ষিতে ব্যা
 শিবের আবির্ভাব হইল। হে প্রধানতম
 গণ। তৎপরে ব্যাধও সেই দিন।
 উত্তমরূপে ভোগ্য সকল উপভোগ
 শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় শিবের সামুজ্য
 হইল। অজ্ঞানপূর্বক এই রত
 শিবের সামুজ্য প্রাপ্ত হইল। তত্ত্বপূর্বক

চক্ষুঃ সর্বশাস্ত্রাণি ধর্ম্যাং চৈবাপ্যনেকশঃ ॥ ৯৯
 জ্ঞানি বিবিধাশ্রয়ে তীর্থানি বিবিধাশ্রয়ঃ ।
 নানি চ বিচিত্রানি বিবিধানি ফলানি চ ॥ ১০০
 জ্ঞেয়মিত্যং যান্তি শিবরাত্রি বতেন চ ।
 দ্ব্যধুতত্ত্বং তেতং কৃত্বাং হিতমোপস্থতিঃ ॥
 ত্রয়সংসার সমাখ্যাতং পুনঃ কথয়ামাহমু
 জিহ্মসুবিশেষা বতঃ পাপহরং পরম ॥ ১০১
 হিত্তীশৈবে মহাপুরাণে জানসংহিতায়
 শিবব্রহ্মপ্রভাববর্ণনং নানি চ ৩ঃ-
 পুস্তিকামাংসমাংসঃ ॥ ১০২ ॥

পঞ্চমপাতিতমোতমাংস

১০৩ জিহ্ম

জানসংহিতায় চৌদ্ধিভেদে কথিতমঃ
 কলীনা সমাচারে কথিতমুপস্থতিঃ ॥ ১
 জিহ্ম চৈব শাস্ত্রাণি বিবিধানি বিচক্ষণঃ

জিহ্মে যে শিব চইবে ইত্যন্তে জানসংহিতায়
 সমস্ত শাস্ত্র অঙ্গোচর, অনেক পুস্তিক
 বাননা'বিত্ত নানা'ভায়ে শমন এবং
 কত বিচিত্র ফল দান করিলে যে সকল
 শিবরাত্রি-বত করিলে তত্কার তুল্য
 হইবে ধাতক মতএব হিতমোপস্থতি
 এই মঙ্গলজনক বত কর কথায়
 এই বিবরণ। আমি এই সমস্ত কথি-
 পুনর্মার ইতিহাসফলে পাপনাশক
 ই বতকথা করিতেছি ১০১—১০২

জিহ্মপুস্তিকম অধ্যায় সমাপ্ত ১০৩

পঞ্চমপাতিতম অধ্যায় ।

ও করিলেন,—ও প্রভে কথিগণ! কথ্য
 নিগরে, নিরন্তর ধজ্জামুদানকর্তা, সং-
 পন্ন, সমাচারসম্পন্ন, সর্বদা ততকথ্য
 যে ও অত্যন্ত গায়ত্রি অতিষ্ঠ এবং

তত্ত্ব ভাষা কলীনাশী পতিধর্মপরাধনা ॥ ২
 আশ্রয় পালয়ামাস ভক্তিতাবসমবিত্তা ।
 তত্ত্ব পুলকয়ঃ আসীং সুনিধিবেদনিধিত্বা ॥ ৩
 জ্যোতিষেব সুনিধি মাতা-পিতৃপরাধনাঃ ।
 বেদনিধিঃ যঃ প্রোক্তো বেদশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৪
 তর্কাসনক তস্তাসীদ্বদ্যো জ্যোতির্নাদিকমু ।
 তক্ষাং ভোক্তাং তত্ত্বৈব কথোতি স নিরন্তরমু ॥ ৫
 পিতৃদাতং নিমিত্তে'পি নিরন্তো ন তস্য সুতঃ ।
 মাতা'পি তব ভ্রাতা ত সিতো'পি পুনঃপুনঃ
 ন তালং বাসনং তেন পাপিষ্ঠেন দুরাশ্রয়ঃ
 কন চিত্তাক্ষতদৈব নতং বদং অলকতমু ॥ ৬
 অমূল্যভবনং তস্যৈব তস্যেনৈব তস্যৈব
 নীকিতেন তস্যৈব পিতৃ'সমুপপিত্তমু ॥ ৭
 নিম্ন দাতং তস্যৈব তস্যৈব তস্যৈব
 কন তস্যৈব তস্যৈব নতং বদং নিমিত্তে'পি ॥ ৮

বিচক্ষণ এক পাকিত বাসন বাস করিতেন ।
 তত্কার ভাষাও সা'ফুলো'পন্ন এবং পতি-
 ধর্মপরাধনা ছিলেন তিনি ভক্তিতাবে
 পতিধর্ম আশ্রয় প্রতিপালন করিতেন । এই
 বাসনের সুনিধি এবং বেদনিধি নামে দুইটী
 পুত্র ছিল সুনিধি, জ্যোতি ও পিতৃ'মাতার
 আদর্শবতী ছিলেন বেদনিধি বেদশাস্ত্রে
 পণ্ডিত, কিন্তু তত্কার বেদান্তে সন্নিহিত জ্যোতি
 প্রকৃতি নির্মিত বাসন ছিল বেদনিধি,
 বেদান্তে তত্কার সমস্ত ভেদনাশি করিত
 তত্কার পিতা, ভ্রাতা অদ্বৈত হইয়া নিবেদ
 করিলেও বেদনিধি তত্কার পরিত্যাগ করিল
 ন মাতা এবং নাতা, পুনঃপুনঃ বেদনিধিকে
 তর্কসন করিলেও তত্কার পাপিষ্ঠ বেদনিধি,
 সেই বাসন পরিত্যাগ করিল ন । কোন
 সময়ে রাজা, এসব হইয়া এই কীকিত ব্রাহ্মণকে
 অদ্বৈতীয় প্রকৃতি উত্তম অলকার, বহু প্রদান
 করিলেন । কীকিত বাসন গৃহে পমন করিয়া
 গোপনভাবে ত্রীকৈ তাহা দিলেন । ব্রাহ্মণ-
 পত্নী এই অলকার একবারে রাখিলেন । দুইবার
 বেদনিধি তাহা লুপ্ত করিয়া রাখিতে অল-
 কার কথ্য বেদান্তে প্রদান করিল । সেই

কদাচিত্ত্বকৌ স চ রাজেন নৃত্যঃ কামদায়কঃ
 তং তস্মিন্ সময়ে রাজ্ঞা দৃষ্টক ভূষণং কৃতম্ ॥১০
 রাজ্ঞা তস্মৈ তদা পুষ্টো হৃদে লভ্যঃ সখ্যং কৃতম্
 তথা প্রত্যরিচ্য সোহপি ভর্ষসম্যামাস তাং পুনঃ ॥
 অত্যাশ্রয়ত্যা পুষ্টো যথার্থং কথিতঃ তথা ॥
 বলাৎ ততে গহীত্ব তু স্থাপিতঃ পার্শ্বকে শ্বকে ॥
 প্রাতর্বিপ্রং সমাহুয় বলয়ং দীযতঃ পুনঃ
 কাথ্যক বর্ততে কিঞ্চিদ পুনঃ নীযতঃ তথ ॥১১
 ইত্যুক্তঃ বিজ্ঞৈঃ ব গৃহমাগতা তং পুনঃ
 উবাচ বে প্রিয়ে নহং ময় তদ্যতঃ সখ্যং ১২
 তথ্যতি স বচা ক্রুড়া গতা মুক্তবতী যতঃ
 সপি গবেষমা'স ন লভ্যঃ বলয়ং তদা ১৩
 স্বামিনে কথমা'স গজাশ্ব ন মন্য প্রভে

নৃত্যকৌ বেশ্য বাক্যক নৃত্য বেশ্যইত্যেহে এমন
 সময়ে রাজা সেই উত্তম অলঙ্কার দেখিতে
 পাইলেন ১—১০। রাজা তৎকালে কৃষি
 এই উত্তম অলঙ্কার কোন স্থানে পাইয়াছে
 এই কথা বেশ্যাকে 'জিজ্ঞাসা' করিলে, নৃত্যকৌ
 কাহাকে প্রত্যর্ষণ করিলেও রাজা পুনঃপুনঃ
 তাহাকে ভর্ষনা করিতে লাগিলেন। তারপর
 রাজা অতি অগ্রহ সহকারে বেশ্যাকে জিজ্ঞাসা
 করিলে, সেই নৃত্যকৌ বেশ্য যথার্থরূপে সমস্ত
 করিল, তখন রাজা বলপূর্বক তাহার নিকটে
 হইতে অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া আপনার পার্শ্ব-
 দেশে স্থাপন করিলেন। পরে রাজা প্রাতঃ-
 কালে ত্র্যক্ষণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,
 আপনি সেই বলয় প্রদান করুন, আমার
 বিশেষ কোন কার্য আছে, অতএব তাহা
 পূনর্বার আনয়ন করুন। ত্র্যক্ষণ, রাজা
 কর্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া গৃহে গমন
 করত গৃহীণীকে কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমাকে
 যে বলয় দিয়াছি, সেই বলয় আমাকে
 দেও ত।" তখন ত্র্যক্ষণ-পত্নী, স্বামীর বাক্য
 শ্রবণ করিয়া, যে স্থানে সেই অলঙ্কার রাখিয়া-
 ছিলেন, সেই স্থানে গমন করত অন্বেষণ
 করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা পাইলেন না।
 পরে স্বামীকে কহিলেন, হে প্রভো! আমি

কর্তৃক দৃশ্যং সমাপন্নো রাজোহগ্রে তন্নি
 ন পদন্ত ময়া রাজ্ঞন কিং করোমি কুতো গ
 হৃদেহা চ তদা রাজ্ঞা সর্ম্মক বিনিবেদিত
 কথিতো ত্র্যক্ষণঃ ক্রুড়া গৃহং গতা দ্বিগুণ
 ভর্ষসম্যামাস পার্শ্বকে কভাযো কিং কতং
 উভাভাভা ভর্ষিতঃ সোহপি পুন গচ্চ গৃহ
 তদা প্রয়োজনং নৈব কাম্যকং বলদ্বয়ম্।
 নিকাসিতঃ পুত্রো ব নামা বেদনিবিচ্য য
 গতে বহিস্তথ্যঃ সোহপি কু বচিদ্ধিনমাবহঃ
 ক্ষুধিত ক্ষুধিতৈঃ ন নৃত্যকাপি তিবস্তুতঃ।
 বচিভ্যো যদ তত ক্ষুধিতক্ষুধিতস্তদা
 তন্মিনে শিবব্রাহ্মি লোকানাং পালিনী ব
 চিচ্চতো বহুবিধং পুত্রমা'দ্য স স্রম।
 নান্যন্য বিবিধং গৃহ গত্যন শিবমন্দিরম্

পাইলাম ন তখন ত্র্যক্ষণ পত্নীর বাক্য
 করত অশ্রিত্ব দৃশ্যত হইয়া ব
 নিকটে আবেদন করিলেন, হে রা
 জামি বলয় পাইলাম না, কি করিব। ১
 গেল। রাজা, ত্র্যক্ষণের সেই বাক্য
 করিয়া ত্র্যক্ষণকে সমস্ত কহিলেন।
 রাজার বাক্যশ্রবণে অতিশয় শ্রবিত
 গৃহে গমনপূর্বক স্বীকে ভর্ষনা করিতে
 লেন, রে পার্শ্বকে! বে কভাযো! তু
 করিয়াছ। পরে ত্র্যক্ষণ এবং তাহার
 উভয়ে পুত্রকে ভর্ষনা করিতে লাগিলে
 পুত্র। তুই গৃহ হইতে গমন কর, আমি
 তোমার স্বর প্রয়োজন নাই; তুই কে
 আমানিপের কুলকে দমিত করিবি।
 বিজ্ঞ-জন্য বেদনিধি গৃহ হইতে দরীকৃত
 স্থানান্তরে গমন করত কোন স্থানে পি
 করিতে লাগিল। ১১—২০। বেদনিধি
 ক্ষুধিত এবং নৃত্যকৌ কর্তৃক ত্রিগুণ
 বেদাগ্রহে ব্রাহ্মপান করিল। বেদনি
 দিবসে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণাক্রান্ত, সেই দিনে
 দিগের পালনীর। শিবব্রাহ্মি উপস্থিত।
 এক ধনসানু মানাশ্রকার পূজাদেয়া, না
 মৈবেদ্যগ্রহণ করিয়া শিবমন্দিরে গমন

পূজা তদ অষ্টো ভক্তিয়াসামান্যং পুনঃ ।
 বিচায়া তুষ্টিরপি জগামানুপদং তদা ॥ ২৪
 বুদ্ধা তদ যাতো তুষ্টি-সুখিত্ত্বদা ।
 সমুদ্রং গগ্না পুজাং লোকজনৈঃ সঃ
 পুণ্যবিষ্টো অন্নভক্ষাপরাম্ভঃ ॥ ২৫
 যদেতৎ পুণ্যমিত্যু কদমঃ ভক্তয়াসামান্য
 তদ ২ চান্নং যতীতবাঃ তথা পুনঃ ॥ ২৬
 ইদং তদ তেন জগতস্ত পুণ্যভ্যঃ
 উপলোক্যন্তা তদ পুণ্যং যমসমুদ্রম ॥ ২৭
 পিতৃনা লোক যমে চৈব সুনির্মিতঃ
 স্মিত-ভ্যঃ ৩০ সুখঃ কেচন মান্দ্যে ৩১
 তদ তদ পুণ্য বিপ্রো বেননির্মিতঃ
 স্মিত-ভ্যঃ ৩২ পুণ্য বিপ্রো বেননির্মিতঃ
 তদ তদ সমুদ্রে তু শিবো চ
 শোন সমুদ্রজিত্বা নীপকাস্তম ॥ ৩৩

২. এমন সময়ে বেননির্মিত ভ্যঃ জনন
 হইল। তখন 'আমি ভক্তন করিব'
 যেন এই দ্বিধা করিয়া সোহসহকারে
 বসন্ত-গমন করিল। সুদিত হইল
 নীপ মনে মনে এইরূপ বিবেচন করিয়া
 স্মিত-ভ্যঃ জনন করত লোকজনের সাহিত্য
 দেখিতে গেল। পরে অন্নভোজনে
 ক'লিত বেননির্মিত-বিল—অন্নভো
 জনে করিতে বসে। তখন 'আমি কখন
 ভোজন করিব, অতএব আমার একপে যে
 ন প্রকারে অন্ন গ্রহণ কর। তঁচিঃ ইঃ
 মন করিয়া আপনার ইচ্ছাকৃত নিমিত্ত
 প্রার্থনা করিতে লাগিল। তৎকালে
 সকল লোকের প্রহরে প্রহরে কবলা
 সমাপন করিয়া এবং প্রহরে প্রহরে নৃত্য
 শি করিয়া নিদ্রিত হইল। প্রহরীগণের
 কোন কোন ব্যক্তি গৃহে গমনপূর্বক
 গুহ হইল, কোন কোন ব্যক্তি সেইখানে
 গুহেই শয়ন করিল। ২১—২৮। তখন
 স্মি, তৎকালে লোকদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া
 স্মিত-ভ্যঃ এক নানাপ্রকার পকার প্রহরে
 করত শিবের নিকটে আসে আসে গমন

সমাপন ন দৃষ্টেত নীপকাস্তা শিবোপরি ।
 তেনৈব বসন্ত-ভ্যঃ হি শিবোবেষ্টনজং তদা ॥ ৩১
 নীপক রোচিষ্ঠন হমার্গেন পরার্থতঃ ।
 অককরাঃ শিবো যো বে দরীভূতস্তদা স্তমঃ ॥ ৩২
 সন্দীপ্য নীপকং ততঃ ক্রমঃ দৃষ্টং সুসুন্দরম্ ।
 সন্দীপ্য নীপকং শনৈঃ শনৈঃ পুনঃ ॥ ৩৩
 শনৈঃ পুনঃ পুনঃ বিজয়ল হাশিত্ত্বদা ।
 কেচন কেচন ক্রমঃ চৌরোহমুদ্রিত চাপরে
 তেমাঃ তরুণাঃ ক্রমঃ ভ্যঃ বিপ্রাঃ পলাসিতঃ ।
 তেপি পলাসিতাঃ ক্রমঃ ক্রমঃ সেবকাস্তম ॥ ৩৪
 পলাসিতাঃ ক্রমঃ ক্রমঃ প্রাক্ষিপন্তম
 যদ্যক তদ লম্বাস্তমঃ সোহপি পলাসিত ॥ ৩৫
 পলাসিতাঃ ক্রমঃ সোহপি পলাসিতমসক্তমঃ

করিল। তৎকালে নীপ সকল উদ্ভুল না
 হইল। সমাক্রমে অন্ন দেখিতে পাইল না ;
 আর তৎকালে ক্রমঃ শিবের উপরে পতিত
 হইয়াছিল। তখন বেননির্মিত সমাক্রমে অন্ন
 গ্রহণ করিতে 'নিমিত্ত শিবোবেষ্টন (পান্থকি)
 হইতে বসন্ত-ভ্যঃ ক্রমঃ ক্রমঃ, তদা ক্রমঃ নীপ
 উদ্ভুল করিয়া দিল। তখন শিবের উপরে যে
 অককরা ছিল তদা দরীভূত হইল এবং
 অলোক প্রকাশ হইল। বেননির্মিত তৎকালে
 নীপ উদ্ভুল করত সুসুন্দরপে অন্ন জনন করিয়া
 সমাপন করত পান্থকিও আশ্রয় আশ্রয় গমন
 করিল। গমনকালে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের গৃহে
 বেননির্মিত পান্থকিও হইল, বিজয়ল হইল
 পলাসিতাঃ ক্রমঃ ক্রমঃ 'এ কে ১ এ কে ১
 এই চৌর এই ক্রমঃ বলিতে লাগিল। তখন
 ব্যক্তি, তৎকালে এই ব্যক্তি শয়ন করত
 ভীত হইল পলাসিত করিল। সেই লোকেরা
 এবং রাজার রক্ষিত বসন্তেরা তৎকাল পলাসিত
 পলাসিত গমন করিল। ৩—৩৫। পরে তৎকালে
 তৎকালে পলাসিত করিতে দেখিয়া তৎকালে
 ব্যক্তিগণ করিল। সেই ব্যক্তি সকল তৎকাল
 গমন করত হইল। বেননির্মিত পতিত হইল
 তৎকালে প্রাক্ষিপন্ত করিল। যে ক্রমঃ
 ক্রমঃ আপনাতা প্রহর করিল। তৎকালে

অজ্ঞানভেদে ত্রুতং জাতং রাত্ৰৌ আগমনং তথা ॥
 কপালতালিহস্তৈব সঙ্গং জাতং শূন্যোভনম্ ।
 তদ্বিংশতি সময়ে প্রাপ্তা দূতা বৈবস্বতস্ত হ ॥ ৩৮
 শতরত্ন গণাস্তত্র জাজঘুর্নলবতরাঃ ।
 উভয়ৈব তদা বানঃ সমজাঘাত বৈ ভূশম্ ॥ ৩৯
 নৃপাঃ শিবস্ত যে তত্র বচনেন্দ্রমক্ৰবন
 কথং সমাগতা দ্বয়ং নৃণাং নৃপাঃ ইতি
 তে চোচূর্ভগবন্তক্কাং দ্বয়ং কিং সমাগতাঃ ॥ ৪০

হমগণা উচুঃ

জ্ঞানভেদে পাপক পুণ্যস্ত হনুমাত্রকম্ ॥ ৪১

শিবগণা উচুঃ

পাপং বহুতরকাসীদ্রুতাসদভবং কথং
 শিবস্ত চ ত্রুতেনৈব রাত্ৰৌ জাগরণেন চ ॥ ৪২
 অদ্যপি পাতকং ত্রিংশত্যং সঙ্গং দুরাসদং
 ইতোবৎ বিবস্বতস্ত বসুরাজং গত্যাস্তদাঃ ॥ ৪৩
 যমেনোক্তক সত্যং বৈ পাপকং ভয়ং তত্র তম্

অজ্ঞানপূর্বক ত্রুত এবং জাগরণ উভয়ে
 নির্ভাঙ্ক হইল শিব অতিশয় দয়ালু, একতর
 ব্রাহ্মণের সমস্ত কাঁদাই কত-কলপ্রদ হইল।
 এমন সময়ে যমদেবতা এবং মহাবল পরাক্রান্ত
 শিবের অনুচরবর্গ, সেই স্থানে আগমন করিল
 পরে উভয় পক্ষ পরস্পরে অতিশয় বিবাদ হইতে
 লাগিল তখন শিবদেবতা কহিতে লাগিল,
 তোমরা দণ্ড লইয়া কি ভয়ঙ্কর এখানে আগমন
 করিলে? যমকেশবের কহিল, তোমরা ভয়-
 বান্ শিবের ভক্ত, কি ভয়ঙ্কর এখানে আগমন
 করিলে? এই ব্রাহ্মণ, ভয়বোধি কেবল পাপ-
 কর্ম করিয়াছে, অসুখাত পুণ্যকর্ম করে নাই।
 শিবদেবতা কহিতে লাগিল, ব্রাহ্মণের বহুতর
 পাপ ছিল বটে, কিন্তু শিবের ত্রুত এবং শিব-
 রাত্রি জাগরণ দ্বারা তৎসমস্ত ভয়সাং হই-
 য়াছে। যে মূর্খ সকল। অদ্যাপি কি পাপ
 থাকিতে পারে?—সমস্ত নষ্ট হইয়াছে।
 তখন তাহার পরস্পরে এইরূপ বিবাদ করিয়া
 যমের নিকট গমন করিলে, যম কহিলেন, শিব-
 দেবতা বাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; ব্রাহ্ম-
 ণের সমস্ত পাপ ভয়সাং হইয়াছে। পরে

নমস্কারক তান্ কৃত্বা কলিঙ্গাধিপতিং তদা ॥
 ব্রাহ্মণক চকারাসৌ প্রনম্য ভাগ্যবানসি।
 কলিঙ্গাধিপতির্ভূঃ শিবপূজাপরায়ণঃ ॥ ৪৪
 শিবপূজাপরো নিত্যং শিবরাত্রিত্রুতে পরঃ।
 পরাভ্যো শিবপূজাক দীপাংসৈব তদালয়ে
 কারয়িত্বা তদা মুক্তিং লেভে চ ধ্বিসন্তম্য।
 পশ্যন্ত বতমাহাস্তামনাস্রাসেন বা কৃতম্ ॥
 যে পুনঃ পরয়া ভক্তা বৃক্ষস্তি ত্রুতমুত্তমম্।
 তে লভন্তে পরাং মুক্তিং কিং তত্র বিময়ঃ পু-
 চৌষাধেন সুবুদ্ধা চ দীপস্ত কৃতবারি চ।
 জ্ঞাত্ব দীপক যে বৃক্ষার্হহয়ে তে লভন্ত পরা-
 এতম্ কামদং শেষ্ঠং ত্রুতমুত্তমম্ নরী-
 শিবঃ পরো নম সূর্য পাবনো ন পরঃ স্মৃতঃ
 এতদং সমাসাতং যং পুষ্টোহহমঘৌষরাঃ।

যম, শিবদেবকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে
 স্বয়ং কৃত্বা ভূমি ভাগ্যবান এই কথা ব-
 কলিঙ্গ দেশের অধিপতি করিয়া দিলেন। শি-
 বপূজা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, কলিঙ্গদেশের অধি-
 পতি হইয়া নিত্য শিবপূজারূপ এবং শিবরাত্রি-র-
 অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন পরে আপ-
 নারাজা সকলকে শিবপূজা এবং শিবের যদি
 দীপ প্রদান করাইয়া মুক্তিলাভ করিতে
 ৩৮—৪৩ হে শ্রেষ্ঠতম কলিঙ্গ! আপ-
 নারাজা মহাশয় শবণ করুন,—দুরাত্ম বা
 কোন বধ না করিয়াও এই ত্রুত কেন এ-
 করিয়াছে বলিয়া তাহার এই কল হই-
 বাহার পরম ভক্তিপূর্বক এই উত্তম
 আচরণ করে, তাহার মুক্তিলাভ কা-
 তাগতে আশঙ্ক্য কি? দুরাত্মা ব্রাহ্মণ,
 চুরি করিবার নিমিত্ত প্রদীপ উজ্জ্বল করি-
 সদবুদ্ধিতে করে নাই। যে ব্যক্তি জ্ঞান
 শিবরাত্রিতে দীপ প্রদান করে, তাহার
 পদলাভ করে। হে প্রধানতম কলিঙ্গ!
 জ্ঞানই শিবরাত্রি-ত্রুতের সূত্র আর কোন
 নাই, শিব হইতে আর কেহই দরদ-
 এবং পরম পবিত্রকারীও কেহ নাই। হে
 কলিঙ্গ! আপনাদিগের বাহা জিজ্ঞাসা

১১ সৰ্বপাপেভ্যো মুচ্যতে মানবঃ ॥১১৥
১২ পরমহংসো যুক্তিঃ জ্ঞানপাশিনী ॥ ১২
১৩ এব পরো দেবঃ শিব এব পরঃ পদম্ ।
১৪ এব পরা মুক্তির্নাতঃ পরতরং ব্রহ্ম ॥ ১৩
১৫ শ্রীশৈবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়
শিবব্রহ্মব্রহ্মহাত্ম্যাবর্ণনং নাম পঞ্চ-
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টম উক্তঃ

জিহ্ম ব্রহ্ম প্রোক্তা তত্ত্বাং কিম্ব ভবেদিতঃ ।
মহা কৌশলী সত্য ভাবসিদ্ধি বদন্ত নঃ ॥ ১
১৬ উবাচ ।

১৭ জিহ্ম প্রোক্তা তত্ত্বাং কথংমি কঃ
১৮ জিহ্ম সত্যোক্তা সত্যিবা চ তথা পুনঃ ॥
১৯ জিহ্ম চ কথিতো কথনেনৈব যঃ জ্ঞানঃ
২০ জিহ্ম হি স চৈব জ্ঞানমুদিসমুদয়ঃ ॥ ৩

২১ জ্ঞান তৎসমস্ত কথিলম মানবঃ ইহা
২২ জ্ঞান তৎসমস্ত সৰ্বপাপে মুক্ত হস্তঃ ইহা
২৩ জ্ঞান উক্তো ব্রহ্ম অত্র নাই বেদেতু ইহা
২৪ ইহা পদম্ মুক্তি লাভ হস্ত শিবই
২৫ জ্ঞানপ্রকাশক শিবই পরমপদ শিবতপস্বিতাই
২৬ জিহ্ম হে ব্রহ্ম শিবের উপাসনা নাই, সে
২৭ ব্রহ্মই নয় ১৭-২৩

২৮ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

২৯ জিহ্ম কথিলেন, হে ব্রহ্ম । তুমি মুক্তি
৩০ কথিলে, এক্ষণে মুক্তিপ্রাপ্তিকালে এই
৩১ জিহ্মব্রহ্ম আশ্রয় কি হয় এবং কি প্রকার
৩২ জিহ্ম হয়, এই সমস্ত তুমি আমাদিগের
৩৩ কথ বল । ব্রহ্ম কথিলেন, হে শ্রেষ্ঠ কথিলম ।
৩৪ জিহ্ম প্রকার উক্ত হইয়াছে ; তাহা
৩৫ জিহ্মের নিকট কথিতেছি, শ্রবণ করম ।
৩৬ জিহ্ম, সত্যোক্তা, সত্যিবা ও সত্যুবা এই চারি
৩৭ জিহ্ম মুক্তি হে শ্রেষ্ঠ কথিলম । এই

৩৮ যতঃ সৰ্ব্বং সমুৎপদ্যদ্যেকৈব পাল্যতে হি তৎ ।
৩৯ যদ্বিৎচ লৌক্যতে সৰ্ব্বং যেন সৰ্ব্বমিদং তত্ত্বম্ ॥ ৪
৪০ তদেব শিবরূপং হি প্রোচ্যতে চ মুনীষরাঃ ।
৪১ বিদুনা তচ্চ ন স্মৃতং ব্রহ্মণা ন তথৈব চ ॥ ৫
৪২ কুমারৈর্নান্দ্রদৈবৈব যাক্ষৈশ্চৈবাদিত্ত্বা ।
৪৩ নৈকেন ব্যাসশিষ্যেণ ব্যাসেনৈবাবধা পুনঃ ॥ ৬
৪৪ তৎপুণ্ড্রেন চ তদা বেদৈর্ন স্মৃতং নেতি নেতি চ ।
৪৫ সত্যং জ্ঞানমনন্তং চিদানন্দ উদাহৃতঃ ॥ ৭
৪৬ নিরূপো নিরূপাদিত্য নিরূপনৈবাবদন্ত্বা ।
৪৭ ন স্মৃতং ন চ পীতং ন খেতে নীল এব চ ॥ ৮
৪৮ যতে ব্রহ্ম নিব্রহ্মে অপ্রাপা মনসা সত
৪৯ তদেব প্রথমং প্রোক্তং ব্রহ্মৈব শিবসংজ্ঞিতম্ ॥ ৯
৫০ চাক্ষুশং বাপকং ধর্মসিদ্ধং ব্রহ্ম তথা মুদম্ ।
৫১ ন ব্রহ্ম ন চ তৎ সত্যং ব্রহ্মতীতং বিমংসরম্ ॥

শিবব্রহ্ম-ব্রহ্ম অচরণ করিল যে মুক্তি হয়,
৫২ তৎসমস্ত লক্ষণ শ্রবণ করম । হে প্রধান মুনিগণ !
৫৩ তাহা ব্রহ্মইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি
৫৪ সকলকে শ্রবণ করিতেছেন, প্রলয়কালে
৫৫ যাহাতে সমস্ত লীন হয়, যিনি সমস্ত বিকীর্ণ
৫৬ করিতেছেন, সেই শিবের ব্রহ্মপদই মুক্তি, ইহা
৫৭ কথিত হইয়াছে বিদু, ব্রহ্ম, সনৎকুমারাদি
৫৮ কবি, নারদ, যাক্ষৈশ্চৈব কবি, ব্যাসশিষ্য
৫৯ নৈকদেব, ব্যাস, ব্রহ্মের পুত্রগণ এবং চারি বেদ
৬০ ইহা ব্রহ্ম উক্ত হইয়া সমস্ত কথাজাতকে
৬১ পরিচয় করত অপ্রত্যক্ষত ব্রহ্মতঃ দ্বারকে
৬২ অবগত হইতে পারেন নাই ; যিনি সত্য
৬৩ এবং জ্ঞানব্রহ্ম, দ্বারের অন্ত নাই ; যিনি
৬৪ নিত্যানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ;
৬৫ যিনি ত্রিগুণাতীত, যিনি যাক্ষকথিত ; যিনি
৬৬ অপরকলেশহীন, দ্বারের ভগ্ন নাই ; যিনি
৬৭ বেদ নহেন, যিনি ব্রহ্ম নহেন, যিনি সীত
৬৮ নহেন, যিনি নীল নহেন ; যাক্ষ সকল দ্বারকে
৬৯ না পাইয়া তাহা ব্রহ্মইতে যাদের সহিত প্রতি-
৭০ নিবৃত্ত হয়, - সেই ব্রহ্মই এক্ষণে শিব নামে
৭১ কথিত হইয়াছেন । ১-৯ । আকাশ যোগ্য
৭২ সর্বব্যাপী, এই ব্রহ্মই সেইরূপ । ব্রহ্ম ব্রহ্ম
৭৩ নহেন এবং ব্রহ্মও নহেন । ব্রহ্মের ব্রহ্ম-ব্রহ্ম

বিকারহিতং তচ্চ ইহাং ৫ পরম ৫।
তৎপ্রাপ্তিঃ ভবেৎ শিবঃ ভক্তাদিহ ॥ ১১
তদ্ব্যক্তিৰ্ভবত মুক্তার্থম্বিসমুদাঃ।
ইতি পুণ্যে ভবতিঃ তদেব কথিতং যদা ॥ ১২
যজুঃ সৰ্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্রে সংশয়ঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে কাননসংহিতায়াং
মুক্তিকথনং নাম ষট্‌সপ্ততিতমোঃ-

২৮৫ ॥ ৭৬ ॥

মস্তমপ্ততিতমোঃ অধ্যায়ঃ-

১৪৪ উচুঃ-

শিবঃ কো বা হরিকো বা ক্রমঃ কো বা সমাহিতঃ
ব্রহ্মা কো বা ভবেদ্যো বৈ কৰ্ত্তা ৫ জগতঃ সূতঃ
এতেষু নির্ভণঃ কো বা সংশয়ঃ ছেদুমর্হসি।
নির্ভণঃ গুণী চৈব সৰ্ব্বক কথ্যাতঃ হুয়া ॥ ২
শত উবাচ।

যতঃ সৰ্ব্বং সমুঃ পন্নং নির্ভণঃ পরমাস্তনঃ-

নাহি, মাংসর্ঘ্য নহি, ইহলোকে এবং পরলোকে
কোন স্থানে ত্রক্ষের বিকার নাই, শিবের ভক্তনা
কল্পিলই ইহলোকে সেই ত্রক্ষকে পাওয়া যায়।
হে শ্রেষ্ঠতম ঋষিগণ! সেই হেতু মুক্তির
নিমিত্ত শিবকেই সেবা করিতে আপনারা
যাহা চিন্তাসা করিয়াছিলেন, আমি তাহাই
কহিলাম; ইহা শ্রবণ করিলে সকল পাপ
হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ইহাতে সংশয়
নাই। ১০-১৩।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

মস্তমপ্ততিতম অধ্যায়ঃ-

কথিগণ কহিলেন,—কে শিব, কে হরি, কে
ক্রম এবং যিনি জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত,
তিনিই বা কে? ইহাদিগের মধ্যে নির্ভণ কে?
তুমি আমাদের এই সংশয় ছেদন কর। যিনি
নির্ভণ হইয়াও গুণবান, তিনি কে? তুমি এই
সমস্ত বল। শত কহিলেন,—সমস্ত জগৎ,

তদেব শিবসংক্রমঃ হি বেদবেদান্তিনো বিদুঃ ॥ ৩
তস্মাৎ প্রকৃতিকং পন্ন পুরুষেণ সমবিতা।
তাভ্যাং তপঃ কৃতং তত্র শূন্যে ন স্থলে যুনে ॥
পক্ষকোণীতি বিখ্যাতো হর্ষাচ্চ প্রযতেহনুনা।
বাপ্তক সকলং ছেতং তত্র স্থতো হরিঃ স্বয়ম্।
নারায়ণীতি বিখ্যাতং বদন্তি মুনয়স্তথা।
নারায়ণীতি বিখ্যাতা প্রকৃতিয়া পুরোগতঃ ॥ ৬
তদ্রাভিকমলে যে বৈ তাতঃ স চ পিতামহঃ
তেনৈব তপসা পুণ্যঃ স বৈ বিদুঃ সনাতনঃ ॥ ৭
বৈকুণ্ঠবাসী যঃ প্রোক্তো মহালয়ে বিলাসতে
উভয়ে বাননাশং যৎ পন্নং দর্শিতং দৃশ্যঃ ॥ ৮
যতঃ দেবেতি বিখ্যাতঃ শিবঃ চ নির্ভণাদিহ।
তেন চোক্তং হংসং ক্রমেণ ভবিষ্যামি কপোলতঃ
ক্রমেণ নম স বিখ্যাতো লোকানুগ্রহকারকঃ।

যে নির্ভণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া
র্ত্তাহারই নাম শিব। ইহা বেদ-বেদান্তবেত্তার
অবগত হইছেন, পুরুষের (বিষ্ণুর) সর্গ
প্রকৃতি (মাতা) সেই শিব হইতেই উৎপ
ন্ন হইয়াছেন। হে মুনৈ! প্রকৃতি এবং পুরুষ
উভয়ে মিলিত হইয়া, ত্রিশূলে স্থিত পক্ষকোণী
কালী নামে বিখ্যাত স্থানে তপস্ব করিয়া
ছিলেন। ঐ স্থান বিষ্ণুরূপী পুরুষের হই
লে পরিপূর্ণ হইলে, ক্রমে সকল স্থানই জল
পূর্ণ হইল। তৎকালে স্বয়ং হরি, তাহাকে
শমন করিলেন বলিয়া মুনীগণ তাহাকে 'নারায়ণ'
এই নামে বিখ্যাত করিলেন এবং যিনি পূর্বে
পন্ন মাতারূপে প্রকৃতি, তাহাকে 'নারায়ণী' এই
নামে প্রসিদ্ধ করিলেন। যিনি সেই জলশর
নারায়ণের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া
ছেন, তিনিই পিতামহ ব্রহ্মা। মহাপ্রলয় কাল
পর্যন্ত স্থায়ী বৈকুণ্ঠবাসী সেই সনাতন বিষ্ণুর
ব্রহ্মা ভূপোবলে দর্শন করেন। তারপর
পশুভগণ! সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে
বিবাহ ভক্তনের নিমিত্ত, শিব, যে রূপ প্রদান
করেন, তাহা 'মহাদেব' নামে বিখ্যাত। তিনি
বলিলেন, আমি ক্রমরূপে কপোলদেশ হইয়া
আবির্ভূত হইব। পরে লোকানুগ্রহকারী শি

সর্বং তাত্ধ্যাং তথা ব্যাপমিচ্ছয়াংপাতিনিতা ।
 নোংপাদকং কণ্ঠিষে ন হস্তা কংচ নাগ্রিকঃ ॥২৪॥
 স্বয়ং কারণকৈব যন্ত নৈব কলাচন ।
 একো জনেকতাংবতো জনেকোহপোকতাংবজ্ঞেং
 একং বীজং বহু ভূত পুনবীজক জায়তে ।
 বস্তুতে চ স্বয়ং সর্বং শিবরূপো মহেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥
 জানাতি জ্ঞানবান্নেব নাক্ত্যঃ কণ্ঠদ্বীপরাঃ ।
 ইতোব বচনং ক্রমা পুনকচূর্মুনীপরাঃ ॥ ২৬ ॥

স্বয়ং উচ্যঃ ।

জ্ঞানস্ব লক্ষণং কৃতি স্বয়ং কৃত্য শিবতাং বজ্ঞেং
 কথং শিবস্য সর্বং ইব সর্বক শিব এব চ ॥ ২৮ ॥
 এতং সর্বং ত্বং সত্য কথনীয়ং হিতায় ইব ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীশেবে মহাপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়াং

ব্রহ্মনিরূপণং নাম সপ্তমপুতি-

উদ্যোতনায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

সকলেই কার্যস্বরূপ সমস্ত জগৎ, মহাকাল
 এবং মহাকালী কর্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে, ইচ্ছা
 দিগের ইচ্ছাতেই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ
 হইয়া থাকে; শিবের উৎপাদক, সংহারকর্ত্তা
 এক অপ্রিয় কেহই নাই। তিনি আপনিই
 আপনাদে কারণ, তদ্বিন্ন অস্ত কোন কারণ
 নাই। এক হইয়াও সৃষ্টিকালে অনেক
 প্রাপ্ত হন, এবং অনেক হইয়াও প্রলয়-
 কালে একত প্রাপ্ত হন; যেমন একটী বীজ
 পুষ্প এবং ফল দ্বারা বহু হইয়া পুনরুৎপাদ
 বীজ জন্মাইয়া দেয়, বস্তুবিক পক্ষে
 সমস্তই স্বয়ং মহেশ্বর শিবস্বরূপ। তে নবীপ-
 রণ! জ্ঞানবান্নেব সেই শিবকে জানেন,
 তদ্বিন্ন কেহই জানেন না। মুনীপেরা এইরূপ
 বাক্য প্রবণ করিয়া পুনরুৎপাদ কহিতে লাগি-
 লেন,—একদা জ্ঞানের লক্ষণ বল, বাহ্য
 অবগত হইয়া শিবতাদাক্ত্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত
 হওয়া যায় এবং কি প্রকারে শিবই সমস্ত,—
 সমস্তই শিব! হে সত্য! তুমি আমাদিগের
 হিতের নিমিত্ত এই সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া
 কল। ২১—২২।

সপ্তমপুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টমপুতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সত্য উবাচ ।

শ্রুতামুদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথ্যামি যথাক্রমম্ ।
 ব্রহ্ম-নারদ-কুমারাণাং ব্যাসস্য কপিলস্ত চ ॥
 এতেষাং সমক্ষে ইব নিশ্চিত্য সমুদাতম
 জ্ঞাতা জ্ঞানং তথা ক্ষেপং সর্বং শিবমিচ্ছং
 ব্রহ্মাদিত্রপদাভ্যং যং কিকিদ্দৃশতে জগৎ ।
 এতং সর্বং স এবাশ্চি নাত্র কার্য্য বিচারণা ।
 যদেচ্ছা তদ্র জায়তে তদা চ ক্রিয়তে তদম
 সর্বং স এব জানাতি তং জানাতি ন কস্যন
 রচিতা চ স্বয়ংকৈব প্রবিষ্টা নরতাঃ স্তিতা
 যদ চ ভোক্তাভিঃ স্যেব জ্ঞানাদৌ প্রতিবিম্বিতা ॥
 বস্তুতে ন প্রবেশো ইব তথৈব চ স্বয়ং শিবঃ
 বস্তুতল স্বয়ং সর্বরূপোইব তু ভাসতে ॥

অষ্টমপুতিতম অধ্যায় ।

সত্য কহিলেন, হে শ্রেষ্ঠতম মুনি
 আপনাদে শব্দন করুন। আমি যেরূপ শ্রুতি
 তাহাই কহিতেছি ব্রহ্মা, নারদ, সনৎকু
 প্রজাতি, ব্যাসদেব, কপিল ইহাদিগের স
 বিচারপূর্ব্বক এষ্টটী কথিত হইয়াছে জ
 জ্ঞান এবং ক্ষেপ। এই বিবিধ ভাবাপন্ন
 সমস্ত জগৎই শিবস্বরূপ। ব্রহ্মাদি ত্রপ
 যে কিছু জগৎ দৃষ্টিগোচর হইতেছে,
 সমস্তই শিবস্বরূপ, ইচ্ছাতে কোন
 করিবে না। যখনই ইচ্ছা হয়, তখন
 শিব এই জগৎ নির্মাণ করেন,
 সকলকে জ্ঞানেন, কেহ তাহাকে
 না। শিব স্বয়ং সমস্ত জগৎ নির্মাণ
 তাহাতে প্রবেশ করিয়াও দূরে অবস্থান
 যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব, জলে পতিত হয়,
 সূর্য দূরে অবস্থান করেন; সেইরূপ বা
 শিবের প্রবেশ নাই, তিনি সর্বস্বরূপ
 আপনিই প্রতিষ্ঠের দ্বারা প্রকাশ পান।
 বিক শিবই সমস্তরূপেই নানারূপে প্র
 হন। “এই জগৎ, ইহা হইতে আ
 এই সকল মুক্তি, কেবল জ্ঞানমূলক।

সর্বত্র ব্যাপকঃ সে ইম স্পর্শকেন নিবধাতে
 তথৈব ব্যাপকো দেবো ন বরাতি পুনঃ বচিঃ ॥ ১১ ॥
 অহঙ্কারতয়া জীবন্তমুক্তঃ শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
 যথৈকক সুবর্ণং হি তাম্রেন মিলিতং যদা ॥ ২০ ॥
 অমূল্যং প্রজয়েত তথা জীবো যঃ পুনঃ ।
 তমেব চ সুবর্ণং হি কীরাদিশোধিতং যদা ॥ ২১ ॥
 পূর্ববদ্যুতায় যতি তথ জীবন্ত সমুত্তম্ ।
 যথা চ সৎগুরুং প্রাপ্য ভক্তিভাবসমমিতঃ ॥ ২২ ॥
 শিববৃত্ত্য করোত্বাক্ষৈঃ পূজনং স্বরূপং ততম্ ।
 ধ্যানং স্তবকং তদ্বৃত্ত্য পাপাদি নরতো গতম্ ॥ ২৩ ॥
 তদাজ্ঞানক ন্যস্তে শরীরকাঙ্ক্ষিণঃ যুগং
 মহা চ নিত্যকপং হি শিবমেব সনাতনম্ ॥ ২৪ ॥
 অজ্ঞানাকুরতে তদা জ্ঞানবান জায়তে মন
 তদাহঙ্কারনিমুক্তো যতি শব্দতঃ সঃ ॥ ২৫ ॥

রূপে ভিন্ন ভিন্ন অবলোকন করে, যেমনই জীব
 মায়াব অধীন হইয়া পরমাশ্রয়ে ভিন্ন বসিমা
 জ্ঞান করে। চন্দ্র এবং সূর্য্য, প্রকাশ স্বরূপ
 সর্বব্যাপক, কিন্তু তাহাদের প্রগতির সহিত
 স্পর্শসম্বন্ধ নাই, সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব
 ব্যাপক হইলেও সমস্ত জগৎ মিথ্যা, এজন্ত
 তাঁহার কিছুতেই সম্বন্ধ নাই। যে জীবের
 “আমি কর্ত্তা” এইরূপ অভিমান না থাকে,
 সেই জীব সীম জ্ঞানবান, অভিমান ত্যাগ করত
 সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হন। যেহেতু এক সূর্য্য
 যেকালে তাহাদির সহিত মিশ্রিত হয়, সেই-
 কালে তাহার অন্ন দুগ্ধ হয়, সেইরূপ জীব
 অহঙ্কারবৃত্ত হইলে বদ্ধ হয়। পুনর্বার ই
 সুবর্ণ যে কালে পাকাদি দ্বারা পরিলুদ্ধ হয়,
 সেইকালে পূর্বের ত্বগ্ধ দুগ্ধাবান হয়
 জীবেরই সেইরূপ ভাব। যেমন সৎগুরু
 পাইয়া ভক্তিভাবে শিববোধে তাঁহার উত্তম
 পূজা, মঙ্গলজনক নামকীর্তন, ধ্যান এবং স্তব
 করন, অমনি সমুদয় পাপ দূরে যায় এবং
 অজ্ঞান নষ্ট হয়। তখন সেই ব্যক্তি, সমস্ত
 জগৎকে অস্থির বিবেচনা করিয়া সনাতন
 শিবকেই নিত্যস্বরূপ বিবেচনা করে। জীব
 বন্ধন অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া উত্তম জ্ঞানী

স্বধর্ম্মে স্বরূপক সীমকৈব প্রদৃশ্যতে।
 তথা সর্বত্রগং শব্দং পশ্যতীতি স্থনিশ্চয়
 জীবমুক্তঃ স এবাদৌ দেহে লীর্ণে শিবে চ
 তত্তং লক্ষ্য ন ক্রম্যত লক্ষ্যতত্তং ন কুপ্যা
 সুখদুঃখে সমে কৃত্বা জ্ঞানবান জায়তে তা
 অথবা আশ্রয়োগেন তত্ত্বানাক বিবেকতঃ।
 যথেষ্টচারী সো বৈ স্রাক্ষবীরক পতেদ্যদা
 তদা শিবে বিলীয়েত মুক্তো বিরঃ এব চ
 জ্ঞানমূলং তথাধ্যায়ং তস্য ভক্তিঃ শিবস্ত
 ভক্তেশ্চ প্রেম সম্পোক্তং প্রেমস্ত স্ববর্ণং
 স্ববর্ণম সত্যং সত্যঃ সত্যস্ত সৎগুরুঃ সূত
 সম্পন্নো চ তথ কানে মুক্তির্ভবতি নিশ্চয়
 ইতি বিজ্ঞানবান সো বৈ শব্দমেব সনাত
 অনন্য চ ভক্ত্য বৈ শাস্ত্র প্রাপ্নোত্যসং

হয়, সে তৎকালে অহঙ্কারমুক্ত হইয়া
 সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ করে। যেহেতু
 আপনাবই স্বরূপ অবলোকন করা
 সেইরূপ শব্দকেও সর্বব্যাপিরূপে অ
 কল্পিতে পারি যখন এবং সেই ব্যক্তি
 বদ্ধ হয়, পরে দেহ নষ্ট হইলে
 রূপ নির্গুণ বুদ্ধে তাহার জ্ঞান হয়।
 ব্যক্তি লভনভ কঠিনা দর্শয়ুক্ত হন।
 অশত লভ করিয়াও কোপ প্রকাশ
 ন। ১৮-২০ সুখ ও দুঃখে যাহার
 সেই জ্ঞানী অদ্বৈত জ্ঞানবান ব্যক্তি
 হেগ দ্বন্দ্ব তদ্ব বিবেচনা করত ইচ্ছা
 বিচরণ করিবে। যে কালে শরীরের
 হইবে, সেইকালে শিবে লীন হইবে।
 মুক্ত হইবে, সেইকালে তাহার সমস্ত
 নষ্ট হইবে, আর পুনর্বার জন্ম
 না। আশ্রয়োগই শিবতত্ত্ব-জ্ঞানের
 শিবভক্তিই আশ্রয়োগের মূল। ভক্তির
 ভগবানে প্রেম, প্রেমের মূল—যে
 প্রবণ, প্রবণের মূল—সংসজ, সংসজের
 সৎগুরু। মনুষ্যের জ্ঞান উৎপন্ন
 নিশ্চয়ই মুক্তি হইবে। এইজন্য বি
 ব্যক্তি কেবল শিবে ভক্তি করিয়া

মহাভারতে পুনর্বীজেন সংবৃতঃ ।
 পাত্রে চ ভক্ত্যা বৈ যুক্তঃ শঙ্কঃ ভয়ে পুনঃ
 চ মুক্তিমাশ্রতি নাত্র কার্যা বিচারণা ।
 তৎকিঞ্চিৎ ন দেবোহস্তি যং প্রাপ্য ন নিবৃত্ততে
 ক্রমপথঃ তপে-দান-ব্রতাদিকম্ ।
 পূৰ্ণ ভবেৎকেষু শিবো ভক্তিঃ প্রজ্ঞায়েত ॥
 তে চ তৎ ভক্ত জীবন্তো ভবেতু সঃ ।
 যৈ বিবিধ বাক্যাদমীলাক সমাপমে ॥ ৩৮
 জ্য চ পুনঃ কুমারৈর্নবদাদিভিঃ ।
 কথিতঃ শুভ্রমহং বাসেন পরিচিভম্ ॥
 য বিব্রতঃ শিবেন পিতৃসমুদয়ে
 ন ব্রহ্মণ দত্তং তেনৈব সনতাদিভিঃ ॥ ৩৯
 ক্রিয়ান দেব কথিতা নান্যতন চ

কোন কোন কথিত আছে যে হইলে শঙ্কর
 প্রাপ্ত হইলে ৩৮—৩৯ । যদি কোন
 ভক্তিবিধি হয় ততঃ হইলে পুনঃ
 যদনন্তি সমস্তের মতি ন ক্রমপথঃ
 পুনর্ভবতি যুক্ত হইয়া শঙ্কর ভক্ত
 ব্রহ্মকালে মুক্তিলাভ করে ইত্যাদি শ্রুতি
 তৎ কোন বিচার করিলে ন শিব হইতে
 । যেন পুনঃ প্রাপ্ত নাই, এই
 কে প্রাপ্ত হইলে পুনঃ পুনঃ সার্বভৌম
 ন হইলে পুনঃ পুনঃ জন্ম ব্যাপিত
 হইলে এত ব্রহ্মসিদ্ধি ব্রহ্ম, এত
 জগিত ভক্তি করে, যতঃ এইরূপ নীক
 , সেই ব্যক্তি ততঃ এবং সেই জীবন্ত
 । আমি এই যে সকল মন বিদ্যাক্ষর
 , তহা সনৎকুমারদি কথিত এবং নান্য
 বি কথিত অত্র ব্রহ্ম কাম একত্রিত
 জিনিষ কথিত পান্যদের নিকটে কথিত
 জেন, সেই বাস আমাকে এ বিদ্য অম
 । ব্রাহ্মইয়াছেন তে কসিনেটাদি শিব
 , হইতে প্রাপ্ত হইলে প্রথমে এই উপ
 । যিক্রে প্রদান করিয়াছিলেন, যি
 কে, তহা সনৎকুমারদি কথিতকে প্রদান
 গাছিলেন। তাহার পর সনৎকুমারদি
 ন নান্যের নিকটে, নান্য বাসের নিকটে

বাসায় চ কথিতোক্তেন যতঃ কপালুনা ॥ ৩৯
 যথা চৈব ভবন্ত্যচ ভবন্তি নোহহতবে ।
 থাপনীয়া প্রযত্নেন শিবপ্রাপ্তিকরং পরম্ ॥ ৪০
 ইতি বচ সমাধাতঃ যঃ পৃষ্ঠোহহং মুনীষমাঃ ।
 এতচ্চ তা চ তে সর্গে আনন্দং পরমং গতাঃ ॥ ৪১
 ব্রহ্মজ্ঞানস্য বাচ্য প্রবেশস্তং পুনঃপুনঃ ।
 অতঃকঃ চেতসো নাস্তিগতি চ কপয়া তব ॥ ৪২
 তদ্ব্যক্ত চ পুনর্ভবামুবাচ কথিসমুদয় ।
 বাসশিষ্যাস্তু জ্যৈঃ কথ্যমাস তাস্তদা ॥ ৪৩
 নাস্তিক্যং ন বক্তব্যং শঙ্করীনাং বা তদা ।
 অতঃকঃ ন বচ্যঃ তি ন চান্তমহবে দ্বাঃ ॥ ৪৪
 অষ্টাদশ পুরাণানি ইতিহাসাত্মনৈকশঃ
 বৈদ্যবৈদ্য পান্যকঃ বিচার্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৫
 সারমেতং সমুদ্র তা বাসেন পরিচিভম্ ।
 অতঃকঃ ভক্তিমাশ্রিত ভক্ত্য ভক্তিবদনম্ ॥ ৪৬

কথিতাছেন । নান্য বাস আমাকে কথিতাছেন,
 আমি আপনাদের নিকটে কথিতাম, আপনারা
 লোকদিগের মতলের নিমিত্ত ব্রহ্মপুত্র এই
 উক্ত শিবপ্রাপ্তিকর বাক্য প্রকাশ করিবেন।
 ৩৮—৩৯ । আমি আপনারা আমাকে বাক্য
 'জ্ঞানস' কথিত ছিলেন, তাহাই আমি কথি
 লাম । শোনতামি কথিত, এই বাক্য প্রকাশ
 করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।
 ৩৯—৪০ । পরে ব্রহ্মজ্ঞানবাক্যে পুনর্ভব
 ততঃ বিন্যপুত্র কথিতে লাগিলেন, আপ
 নার কপালে আমাদিগের মনের ভ্রান্তি দূর
 হইয়াছে । বাসশিষ্য হুত, কথিতের সেই
 বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ভব কথিসমুদয়কে,
 বাসদেব ব্রহ্ম কথিতাছিলেন, সেইরূপ কথি
 লেন,—‘হে পণ্ডিতগণ! নাস্তিক, ব্রহ্মহীন,
 অতঃক এবং অতঃক ব্যক্তিরের নিকটে এই
 সমস্ত কথা বক্তব্য নহে।’ ব্যাসদেব ব্রহ্মদি
 অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি অনেকের
 ইতিহাস বহুতর বৈদ্য পুণ্যপুণ্য বিচারপুত্রিক
 এই শিবত্ব-জান্যক সার, সমুদয় উপ
 করিয়া কথিতাছেন। ইহা প্রকাশ করিয়া,
 কথিতীয় ব্যক্তি ভক্তি লাভ করে, ততঃ

একবার যদি ক্রমা পাপানি তস্যতাং নবেৎ ।
 পুনঃ ক্রতে চ ভক্তিঃ জাযতে পুরুষস্ত চ ॥ ৪৭
 পুনঃ ক্রতে বিদ্বাং ভক্তেভ্যেব ন সংশয়ঃ ।
 পুনঃ ক্রতে শিবং সাক্ষাৎ পশ্যতি চ দুর্নামরাঃ ॥
 পুনঃ ক্রতে ভবত্যেবৈ পশ্যতীতি স্থনিশ্চিতম্ ।
 তস্যাং পুনঃপুনঃ শ্রাব্য ভুক্তি-মুক্তিফলেপ্ততিঃ
 পকারুতিঃ প্রকটব্যং ব্যাসস্ত বচনম্ভদম্
 সমুদিত্ত ফলং শ্রেষ্ঠং তস্তাং প্রাপ্যোতাসংশয়ম্ ॥
 ন হনতস্ত তস্তেব যেনদং ক্রতমুত্তমম্ ।
 ইত্যুক্তান্তে কথিতৈঃ শুক্লঃ পরমা মুখা ৪৮
 পকটন্ত তক্ষুঃ লজ্জা চ শিবদর্শনম্
 পূবাতনঃ চ রাজানঃ ক্রমা সিদ্ধিং পরাং পত্যাং ॥
 ইদানীং শ্রোতব্যেত মেবৈব সৈব সিদ্ধিং পরাং বজ্রেৎ
 ইতি তস্ত বচঃ ক্রমা হানন্দং পরমং পত্যাং ॥ ৪৯

ভক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা একবার শ্রবণ করিলে
 সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়, পুনর্বার শ্রবণ
 করিলে, পুরুষের ভক্তি জন্মে, পুনর্বার শ্রবণ
 করিলে, ভক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহাতে সংশয়
 নাই। যে দুর্নামরা। পুনর্বার শ্রবণ
 করিলে, সাক্ষাৎ শিবকে দর্শন করা যায়।
 পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিলে তৎকর্তা শিবকে
 স্বচক্ষে দেখিতে পায়, অতএব আপনাদিও
 তক্ত, পুনর্বার শ্রবণ করিলে, শিবকে
 দেখিতে পাইবেন, ইহা নিশ্চয় একান্ত
 ভোগ এবং মুক্তি-ফলাকাকী ব্যক্তির। এই
 শিবতত্ত্ব পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিবে। ৪২—৪৯।
 ব্যাসেন এই বাক্য আছে যে, শ্রেষ্ঠকল
 উদ্দেশ্য করিয়া এই বাক্য পাঁচবার আবৃত্তি
 করিলে নিশ্চয়ই সেই সেই ফল প্রাপ্ত হইবে।
 যে ব্যক্তি এই উত্তম বাক্য-বাক্য শ্রবণ করে,
 তাহার কিছুই হ্রাসত থাকে না। কথিতপ্রণয়,
 সূত কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া অতি আশ্চা-
 দেয় সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রাচীন
 রাজারা, সেই শিবতত্ত্বপ্রতিপাদক পুরাণ
 পাঁচবার শ্রবণ করত শিবের দর্শনলাভ করিয়া
 উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি
 একবার ইহা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি উত্তম

তকৈব পূজ্যমাহুর্নানাবৈঃ শ্রোতনৈঃ ।
 চন্দনৈঃ চিচিভৈঃ চ নানালঙ্করণৈস্তথা ॥ ৫০
 নমস্তাভৈঃ স্তবৈঃ চৈব স্ততিবাচনপূর্বকম্ ।
 অশীর্ষিবিবধৈঃ চৈব বর্জয়ামাহুর্জসা ॥ ৫১
 সন্তুষ্টাঃ চৈব তে সর্গে সন্তুষ্টাঃ সূত এব চ ।
 পরস্পরঞ্চ সংহৃষ্টাঃ শিবভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৫২
 এতদেব পরং যত্না নমস্তি চ ভজন্তি চ
 এবঞ্চ শৃণুয়ান্ত সর্গান কাম্যামবাধুয়াং ॥ ৫৩
 অস্তে ভক্তিং পরাং প্রাপ্য মুক্তিং বৈ প্রাপুয়ান্ত
 লিখিত্য যন্ত দম্যতৈঃ পূরণং শিবসংজ্ঞিতম্ ॥ ৫৪
 তেযঃ সমামুখ্যং চতুর্দশৈঃ সমুত্তমম্ ।
 তস্ত বাসে ভবদ্রিভাঃ শিবলোকে ন সংশয়ঃ ।
 স তু শিবসমাকারং লভতে নাত্র সংশয়ঃ
 তস্যাং সমপ্রযত্নেন দীযতাং শিবকং দিভাঃ ॥
 ততাপি দাক্ষণ দেয়া সুবর্ণানি চতুষ্টিম

সিদ্ধি লাভ করে। শৌনকাদি কথিগণ যত্নে
 এই বাক্য শ্রবণ করত পরম আনন্দ লা
 করিয়া স্ততিবাচনপূর্বক শ্রোতন নানপ্রকা
 রাক্য, চিচি, চন্দন, নানাপ্রকার ফলফা
 নমস্তার এবং স্তব বার স্তবকে পূজা করিলে
 পরে বিবিধ অশীর্ষাদি দ্বারা স্তবকে বর্জ্যক
 সংবন্ধন করত পরম সন্তুষ্ট হইলেন। সূত
 সন্তুষ্ট হইলেন। কথিগণ পরস্পর স্তুষ্ট
 করত শিবভক্তি-পরায়ণ হইয়া "এইটী উত্তম
 এইরূপ কীর্তন। করত নমস্তার এবং ভজ
 করিতে লাগিলেন। যে নর ইহনোকে এ
 শিবপুরাণ শ্রবণ করে, সে, সমস্ত অভিজি
 কল লাভ করে এবং অন্তকালে উত্তম জী
 প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি
 চতুর্দশমুখ্য এই শিবপুরাণ লিখিয়া সুব
 ময় রূপের সহিত দান করে, তাহার নি
 শিবলোকে বাস হয়, ইহাতে সংশয় নাই এ
 সে ব্যক্তি শিবের তুল্য শরীর ধারণ কর
 ইহাতেও সংশয় নাই। যে বিজগণ! এক
 আপনার সম্যক প্রবন্ধ-সহকারে এই শিবপুর
 নামক পুস্তক দান করুন। এই "দান

নিবলোকে মরীয়াতে ॥ ৬১ ॥
ন চাবে কাপি শিবসামুদ্রাধুয়াং ।
তস্য তোষসেনানৈবজ্ঞানকারভূষণৈঃ ॥ ৬২ ॥

মিষ্টান্নতোজনৈষ্ঠক্যা সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে ।
শিব-ভক্তিঃ শিব-ভক্তিঃ শিব-ভক্তির্ভবে ভবে
ইতি শ্রীশৈবে যতাপ্রাণে জ্ঞানসংহিতায়াং
জ্ঞানপ্রকরণনিক্রপণং নামাষ্টমোঃ
অমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

শ্রীশৈব মন্ত্রিণা দিতে হইবে । যে ব্যক্তি,
ভক্তিপূর্বক ইহা মান করে, সে শিবলোকে
পুণ্ডিত হয় এবং শিবলোকেই অবস্থান করে,
হয় হইতে কোন কালেই ছাড় হয় না ;
তদ্বৎ শিবসামুদ্রা রূপ মুক্তি লাভ হয় । বাহ্য
নৈষ্ঠ শিবপূরণ প্রবণ করিবে, সমস্ত কামনা
এ অধিস্থিত নিমিত্ত তাহাকে ভক্তিপূর্বক

বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ এবং মিষ্টান্ন তোজন দ্বারা
সম্বৃত্ত করিবে । তাহা হইলে অমোহ অমোহ
শিব-ভক্তি, শিব-ভক্তি, শিব-ভক্তি লাভ
হইবে ১০—৬০ ।
অষ্টমোঃ প্রকরণনিক্রপণং নামাষ্টমোঃ ॥ ৭৮ ॥

সমাপ্তমিহ জ্ঞানসংহিতা

বিনোদ্যম্বরসংহিতা ।

প্রথমোধ্যায়ঃ ।

আন্যত্মমঙ্গলমজ্ঞাতসমামভাব-

মহাত্মবিষমজ্ঞানমবমান্যমবদম্

পঞ্চাননং প্রবলপঞ্চদিনোদনৌলং

সহবসে মনসি শব্দমস্মিকমম্ ॥ ১

ধর্মক্ষেত্রে মহাক্ষেত্রে গঙ্গা-কামিনীসঙ্গমে

প্রবলে পদমে পূণ্যে বঙ্গলোকক ভূমি ॥ ২

মুনয়ঃ সংশিতাশ্রয়ঃ সত্যাতপবাসনা

মহোজসে মহাত্মা মহাসত্ত্বং বিতেজসে ॥ ৩

তত্র সত্যং সম্যকর্মা ব্যাসশিষ্যো মহামুনিঃ

আভগাম মুনীন্ দৃষ্ট্বা সত্যং পৌরুষিকপ্রশংসা ॥ ৪

তৎ কৃষ্টাঃ সত্যমবদ্যুঃ পূজাং চ দৃষ্ট্বা বি

বেদান্তসারসর্কসং পুরাণং শব্দমস্মিকম ॥ ৫

প্রথম অধ্যায়

যিনি সৃষ্টির স্রষ্টা ও অসৃষ্টি প্রসঙ্গের
মঙ্গলজনক, তক্ষ ও মনো বাক্যের তুলনা নাই,
বিষ বক্ষ ও নিবন্ধন বাক্যের অদ্বিতীয় এবং
উৎকট পঞ্চ মহাপ্রভু হইতে ভক্তগণকে
নিহতি দান করিবার সত্যবসিদ্ধি পূর্ণ। সেই
স্বয়ং-প্রকাশমান অস্বিকার্য পঞ্চানন মহা-
শব্দকে আমি মনোমধ্যে ধ্যান করি। যে স্থানে
গঙ্গা ও যমুনা একত্র প্রবাহিত হইতেছেন ও
যে স্থান বঙ্গলোক-গমনের পথস্বরূপ, সেই
পবন পূর্ণ ধর্মজনক মহাক্ষেত্রে প্রয়াগ-তীরে
একদা প্রশান্তি স্থাপন করিয়া পদাশ্রয় মহাতেজা
মহাত্মা শৌনকাদি মুনিগণ, মহাশক্তি আরক্ত
করিলে, পৌরুষিকপ্রশংসা ব্যাসশিষ্য মহামুনি
সত্য, সেই বুদ্ধবাক্যপ্রবণে মুনিগণের দর্শন
নিবন্ধিত জ্ঞান সমাপ্ত হন ১—৪। অনন্তর
মুনিগণ সমাগত সেই সত্যকে অবলোকনান্তে
বখাবিধি পূজা করিয়া বলিলেন,—হে সত্য!
আমাদের নিকট বেদান্তসার-সর্কসং কোন

সত্য উবাচ

শব্দমস্মিকম সর্কসং পুরাণং বেদসারমম্

পুরা কালেন মহাত্ম কল্পেতীতে পুনঃপুনঃ ॥ ১

অসিনুপস্থিতে কল্পে প্রবৃন্তে সৃষ্টিকর্মণি

মুনীনাং যত্নকলীষানাং ক্রমতামিতরেতরম্ ॥ ২

ইদং পরমিদং নেতি বিবাদঃ সূমহানভ্যং

তেঃ ভিষ্মাধিবাদ্যাকং ব্রহ্মাণ্যং প্রমুখবাম্ ॥ ৩

ব্যাসশিষ্যমগতভিঃ সর্কসং প্রাথমিকং কবন

মুনয় উচুঃ

১। ২। সর্কসংকৃত সর্কসংকরণমম্

৩। ৪। সর্কসংকৃত সর্কসংকরণমম্

বক্ষ্যেৎ

সত্যং বাচ্য নিবন্ধন্য অপ্রাপ্য মনস সত্য ॥ ৫

সম্যং সর্কসংকৃত সর্কসংকরণমম্

পুরাণবাক্য কীর্তন করি। তখন সত্য ব-
লেন, কসিণে। আপনাদিগের ভিক্ষাসম্ব-
প্তবিসম্বন্ধ বর্ণন করিতেছি, সকলে
করুন। পাক্ষে বহুকালে পুনঃপুনঃ বহুতর
অতীত হইয়াছে কিং উপস্থিত এই ক-
লটি সময়ে ত্রিবেদীয় যত্নকলসম্বত মুনিগণ
কেত বলিলেন, “ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব” কেহ ব-
লেন, “ইহা নহে”, পরস্পর এইরূপ ঘোর
বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তদ্বিসয় যথার্থ
পরিজ্ঞানার্থে বাক্য সকলে সনাতন জগদ্ধি-
বাক্যের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতান্তলি-
সম্বিন্দ্য বাক্য বলিতে লাগিলেন, তুমি
আপনি সমুদয় জগতের বিধানকর্তা এবং
স কারণেরও কারণ; অতএব আপনাকে বিদ-
করি, কোন্ পুরুষ, মহাদাদি সমুদয় তত্ত্ব হা-
পুরাণ ও পরাংপর? তখন ব্রহ্মা বলি-
মুনিগণ। যিনি বাক্য ও অসের অগোচর

ବକ୍ଷୋବାଚ

संन्यास शिवपद प्राप्तिः साधनं उक्तं सेवकम् ।

ਸ'ਨ ੧੯੧੯ ਖ਼ਰਮਾਦਾ ਲਾਮਾ ਨਿਭਾਸਿਗਲਨਿਸ ੩ : ॥ ੧੮

কম্বু ৭ : ২ কোম্বু ৭ : ২ উল্লিখিতমহাসমুদ্র :

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਖਾਤਾ: ਸਾਹਿਤਕ ਕਰਮਾਂ ੩੩: ੧੨

ॐ उह काशुमः दन मः सैवः अतः कृणु ।

७२ मासक दहदिन म'क'नीयन दोषिअ ॥२०

महिला : १. दा माता महानः प्रतदीयाय

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

६३ कृ० पु० अमृत न मन्त्रमन्त्रमन्त्र

महा प्रभु महाप्रभु महाप्रभु ॥ १०

प्रमाण: ४५४ ७७ ७८ (मो. प्रमाण)

১২-মাস্কি মসকল দা : মেয়াদ চেষ্টে :

ਸਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਦਾ 'ਸਤਿਨਾਮੁ' ਹੋਵੇ

১৯৩৭ খ্রিঃ ১৫ মে (সেপ্টেম্বর) তারিখ: ১৫ মে ১৯৩৭

‘सत्यमेव जयते’ इति वाक्ये ‘सत्यं’ शब्दोऽत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

100-443887-100

... ..

1944-1945

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

১৯৯১ সালের ১০ নভেম্বর ১৯৯১ সালের ১০ নভেম্বর

କଟକରେ ଡାହେଇ ହୋଇଥିବାର ନିକଟେ ପ୍ରବାସ.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

1945 1946 1947 1948 1949

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

महासाधन सन्निधौ निहिते अष्टाध्याय श्लोकेन

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ਉਸਤਾਦ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ

मन्त्रिपरिषद् : २७७७७७ (२) मन्त्रिपरिषद्-२७७७७७

শ্রীমতী। ডে. এ. এইচ. সান।

১৯৪৬ সালের ১১-১২-১৩ : দেহ, মস্তিষ্ক

গোবর্ধন প্রতাপ সিংহ ১৯২৭-২৮ সালে

তস্মাক্ষবধমেবাদৌ ক্রতা শুক্লমুখাদিবুধঃ ।

ততঃ সংসাধয়েদকৃত্য কীৰ্ত্তনং মননং সুধীঃ ॥ ২৪ ॥

ক্রমাশ্রয়নপথ্যে সাধনেহস্মিন্ সুসাধিতে ।

শিবযোগে ভবেত্তেন সাধোকাঙ্গানি ক্রমাচ্ছনৈঃ ॥

সৰ্বস্বব্যবহঃ পশ্যন্ত সৰ্বানন্দস্য লায়তে * ।

অভ্যাসাং ক্রমমেতেষাং পশ্যাদান্যন্তমঙ্গলম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বিনোদরসংহিতায়াং

সাধাসাধনপথে প্রথমেঃধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ

মনন উচুঃ

মননং কীৰ্ত্তনং শ্রবণং শ্রবণকপি কীৰ্ত্তনম্

কীৰ্ত্তনং বা কথং তস্মৈ কীৰ্ত্তনোক্তদ্বন্দ্বব্যবহম্ ॥ ১ ॥

অপ্রত্যক্ বিবর ক্রটিগোচর করিয়াই তদ্রূপে
সচেষ্ট হইয়া থাকে এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান
ব্যক্তি সৰ্বাগ্রে শুক্লমুখ হইতে শ্রবণরূপ সাধ-
নের অনুষ্ঠান করিয়া পরে কীৰ্ত্তন ও মনন
করিয়া থাকেন এইরূপে ক্রমে মননরূপ
সাধন পর্য্যন্ত সুসাধিত হইলে শিবযোগ নিঃসন্দেহ
হয়, অনন্তর ক্রমে সেই শিবযোগফলে সাধো-
ক্যানি মুক্তিলাভ করিতে পারে এই সকল
পুরুষ, প্রথমে ব্যাখ্যাত হইয়া পরিণামে পরমা-
নন্দময় পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে ।
পূৰ্ব্বোক্ত সাধনত্রয় অভ্যাসকালেই ক্রমপ্রদ,
কিন্তু পরে নিরন্তর মঙ্গলদায়ক ১২—

প্রথম অব্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন, ব্রহ্মন ! আপনি যে
যে শিববিষয়ক মনন, শ্রবণ ও কীৰ্ত্তনের কথা
বলিলেন, উহা কি প্রকার ? তাহা বথার্থরূপে

* সৰ্বস্বব্যবহঃ পশ্যন্ত সৰ্বানন্দস্য লায়তে
ইতি কচিং পাঠ্যন্তরম্ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

পূজাপ্রণেপশুপকপবিলাসনাম্

যুক্তিপ্রিয়েণ মনসা পরিশোধনং যঃ

তঃ সন্তুভ্যং মননমীশ্বরদৃষ্টিলভ্যং •

সৰ্বেষু সাধনবরেষুপি মুখ্যমুখম্ ॥ ২ ॥

গীতাস্তনা ক্রতিপদেন চ ভাষয়া বা

শব্দপ্রতাপ-শুভ-রূপ-বিলাস-নাম্

বাচ্যং যুক্তিঃ রসবৎ স্তবনং যদন্ত

তঃ কীৰ্ত্তনং ভবতি সাধনমত্র মধ্যম্ ॥

যেনাপি কেন কারণেন চ শব্দপুঞ্জ

যত্র কচিচ্ছিবপদং শব্দোচ্চিহ্নেণ

ত্বীকেনিবদ্যতঃ প্রণিবীকৃতং যঃ

তদ্বৎ বদ্যঃ শব্দমত্র ভগৎপ্রসিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

সংসঙ্গমেন ভবতি শব্দঃ পুরুষঃ

সঙ্গীতনং পদপতেতদ্বৎ তদ্বৎ জ্ঞানং

সৰ্বস্বমং ভবতি তদননং তদন্তে

সঙ্গঃ হি সন্তুভতি শব্দরূপীপাতে ॥ ৪ ॥

সন্ত উবাচ ।

যদ্যপি সাক্ষরমহাজ্ঞান পুরাতনং মনীষরঃ

বদন করন বক্ষা বলিলেন, যুক্তিপূর্ণ

ভগবদীশ্বর শব্দের পূজা, শ্রবণ, শুভ,

বিলাস ও নামের যে নিরন্তর পরিশো-

ভাহাই সৰ্বসাধন যথো শ্রেষ্ঠতম মনন •

প্রসিদ্ধ : উহা পরমেশ্বরের করুণাকটাক্ষ

কিছুতেই লাভ করা যায় না । শব্দের প্র-

শুভ, রূপ, বিলাস ও নাম প্রকাশক সা-

বেদবাক্য বা ভাষা দ্বারা সানুরাগে তাহার

স্তব, তাহাই মধ্যম সাধন—কীৰ্ত্তন বা

নির্দিষ্ট . হে জ্ঞানিগণ ! ত্বীকেনিতে

মনের আসক্তি হয়, যে কোন কারণে যে

স্থানে উদ্ভূত শিববিষয়ক বচনাবলীতে শ্রবণ

দ্বারা তদ্রূপ যে দৃঢ়তর আসক্তি, তাহাই

বলিয়া ভগতে প্রসিদ্ধ আছে । সৰ্বাগ্রে

সঙ্গ বশত শ্রবণ, পরে কীৰ্ত্তন ও অন্তে

সাধনশ্রেষ্ঠ শব্দবিষয়ক মনন সমুৎপন্ন

থাকে ; কিন্তু এই সমুদয় ঘটনাই তাহার

দৃষ্টির অধীন । পূৰ্ব্ব বলিলেন, হে মুনিগণ

এখা বহুপ্রকারে নিবেদন করিয়া সন্তোষভাব
সম্বলিত পূজা হইয়াছে। বটে, কিন্তু অসামান্য
আমার শুভে প্রথম অধুনা মুক্তি-সাধন
কামনাকর ন হওয়ার উদ্দেশ্যে উপাস্ত
করিয়াছি, ফলতঃ মুক্তিকার আশার পরি-
ষ্কাতে নাটক হইয়াছে। কিন্তু-
এই বাসনায় উপস্থান সম্বন্ধে আরও এই উপ-
করণে, তিনি ইচ্ছাকে স্বাধীন মুক্তিকার
বলিতে পারিলেন। সম্বন্ধে বস্তুতঃ
উপস্থান। উপস্থান শব্দে উপ-
করণ ও উদ্দেশ্যক মনন, এই সাধনত্রয়ই কে-
বলমাত্র বলিয়া সন্তোষ উক্ত হইয়াছে। পূর্বে
আমি মনন পর্যায়ে অস্তিত্বের সাধন অবলম্বন-
পূর্বক ব্যস্ততার সহিত মননের উপাস্তিত্ব
করা, কিন্তু এখন গুণ হইলে একথা সর্বসাধী
সমাধিগত হওয়া উপস্থান বলিলেই, শিবাজীর
মহারাজের উপস্থান হইয়াছে। আরও
আমাকে উৎকৃষ্ট মুক্তিসাধন উপস্থান করিয়া-
ছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, এখনি। মনন
আমাকে নিয়ন্ত্রণ, উপস্থান, কীটন ও মনন
এই তিনটিই কেবলমাত্র মুক্তির সাধন, অন্য
কোন মুক্তি সাধন উপস্থানই অসম্ভব।

এবমুক্তা ততো বাসঃ সানুগো বিধিনন্দনঃ ।
জগাম স্ববিমানেন পদং পরমশোভনম্ ॥ ২১ ॥
এবমুক্তং সমাসেন পূৰ্ণদ্রোণমুত্তমম্ ॥ ২২ ॥

অথ উচুঃ ।

শ্রবণাদিত্রয়ং সূত মুক্তাপায়ত্বেরিতঃ
শ্রবণাদিত্রিকেশনতঃ কিং কৃদা মুচ্যতে জনঃ ॥ ২৩ ॥
অবহেনৈব মুক্তিঃ স্মাং কৰ্ণণা কেন হেতুনা ॥ ২৪ ॥
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বিদ্যোত্তরসংহিতায়াম্
সংহাসাধনবণ্ডে দ্বিতীয়াঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

শ্রবণাদিত্রিকেশনতঃ লিঙ্গং বেরং শঙ্করম্ ।
সংস্থাপ্য নিত্যমভ্যাস্য তরং সংসারসাগরম্ ॥
অপি দ্রব্যং বহুদেব ধৰ্মাবলম্বকদন ।
অর্পয়ন্তিস্তবের ধর্মসুদেবপি সপ্ততম্ ॥ ১ ॥

পুত্র সনৎকুমার ব্যাসদেবকে এইরূপ কহিয়া
অনুচক্রসংগের সহিত দ্বীপ বিমানবাহনে পরম
মনোহর স্থানে গমন করিলেন। এই আমি
সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট পূৰ্ণদ্রোণ
ব্যক্ত করিলাম। সূতের এই প্রকার বাক্য
শ্রবণে কবিশ্রম কহিলেন, হে সূত! তুমি যে
শ্রবণাদিত্রয় মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দেশ
করিলে, তাহাতে অশঙ্ক ব্যক্তি কি প্রকার
কার্য করিলে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারে,
তাহা প্রকাশ কর। ১২—২৪ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, শ্রবণাদিত্রয়ে অশঙ্ক ব্যক্তি
শিবলিঙ্গ বা শিব-প্রতিমা স্থাপনপূর্বক প্রতি-
দিন তাহার অর্চনা করিলে, সংসার-সাগর
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। সাধক কাহাকে
বন্ধনা না করিয়া, স্বাধাতি উপকরণ দ্রব্য
সকল-আহারপূর্বক সেই লিঙ্গ বা প্রতিমার

মণ্ডপং গোপুত্রং তীর্থং মঠং ক্ষেত্রং তথোৎসব
বস্ত্রং গন্ধক মালাক দপং দীপক ভক্তিতঃ ॥ ৩ ॥
বিবিধাঙ্গক নৈবেদ্যমপুপযজ্ঞনৈবুত্তম ।
ছত্রং ধ্বজক বাজনং চামরকপি সাস্তকম্ ।
গ্রাজোপচারবৎ সর্ষপং ধারয়ন্তিস্ত-বেদযোগঃ ॥ ৪ ॥
প্রদক্ষিণং নমস্কারং যথাশক্তি জপং তথা ।
আবাহনাদি-সর্গাঃ তং নিত্যং কুর্ধ্যাং সূতকিতঃ ॥ ৫ ॥
ইত্যমভ্যাসয়ন্ দেবং লিঙ্গং বেরে চ শঙ্করে ।
সিদ্ধিমতি শিবপৌত্যা হিহাপি শ্রবণাদিকম্ ॥ ৬ ॥
লিঙ্গবেদাঙ্গন-মাত্রাদিত্যঃ পূৰ্ণে মহাজনাঃ ॥ ৭ ॥

মুনয় উচুঃ ।

বেরমাত্রে তু সর্ষপ পূজ্যন্তে দেবতাপদাঃ
লিঙ্গং বেরে চ সর্ষপে কথং সম্প্রজ্ঞাতে শিবঃ ॥
সূত উবাচ ।

অহং মুনীশ্বরঃ পূণ্যং প্রঃমেতঃ কৃতম্ ।
অং বক্ত মহাদেবো নাত্যোঃ স্তি পুরুষঃ বচিৎ ॥

উদ্দেশ্যে অর্চন করিবে এবং সতত তাহার
অচ্চনাগলেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সূত এই
রূপ কহিলে, মুনিশ্রমণ বলিলেন, হে সূত! স
দয় দেবগণেরই ত প্রতিমূর্তিমাতে পূজা হই
থাকে, তবে কি কারণে, লিঙ্গ ও প্রতিমা
উপবাস শঙ্করের পূজা বিহিত হইয়াছে? সূ
কহিলেন, মুনীশ্রমণ! আপনাদিগের এ
পরিভ্রমণ পরম আশ্চর্যজনক; মহাদেব ব্যক্তি

বিদ্যোদয়ন প্রবক্ষ্যামি ক্রমাদৃশমুখ্যতম ॥ ১০ ॥
 শিবোত্রাকপত্ৰাঙ্কিতঃ পবিত্রীকৃতঃ ।
 ত্রিবিধঃ সকলভূতঃ তন্মাতঃ সকলনিবন্ধনঃ ॥ ১১ ॥
 নিবন্ধনবিধাং লিখ্যঃ তত্ত্ব সমাগতম্ ।
 সৰ্বভূতঃ তৎ বেদঃ সাকারঃ তত্ত্ব সমাগতম্ ॥ ১২ ॥
 সাকল্যপদ্যাদৃশকল্যভিধাঃ পরাঃ ।
 পি লিখ্যে চ বেদে চ নিতামভ্যাসাতে তনৈঃ ॥
 তন্মাতঃ তত্ত্বভূতঃ নিবন্ধনঃ ন হি কতি ।
 তত্ত্ব নিবন্ধন লিখ্যে নারদাভ্যে সুরেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥
 তত্ত্ব চ ভীষণঃ তত্ত্বভূতঃ দেবভাগবতঃ ।
 সীত সৰ্বভূতঃ সাকল্যে বেদমাতঃ ॥ ১৪ ॥
 বেদ সাকল্যভূতঃ তত্ত্ব চ সাকল্যভূতঃ চ ।
 সাকল্যভূতঃ সাকল্যে প্রবক্ষ্যামি প্রবক্ষ্যামি ॥ ১৫ ॥
 সাকল্যভূতঃ সাকল্যে প্রবক্ষ্যামি প্রবক্ষ্যামি ॥ ১৬ ॥

সনৎকুমারমুনিঃ। ত্র্যম্বকপুত্রোঃ ধীমতা ॥ ১৭ ॥
 সনৎকুমার উবাচ ।
 শিবাত্মদেবভূতানাং সৰ্বভূতানপি সৰ্বভূতঃ ।
 বেদমাতক পূজার্থং ভক্ত্যং দৃষ্টক ভূতিনাঃ ॥ ১৮ ॥
 শিবমাত্রেণ পূজ্যায় লিখ্যং বেদক ভূতভেদে ।
 অতস্তদ্ব্যক্তি কল্যাণ ভূতঃ মে সাধু বোধনম্ ॥ ১৯ ॥
 নন্দিকেশ্বর উবাচ ।
 অমৃতভূতমিমাং প্রভং বহুভং ত্র্যম্বকভূতম্ ।
 কথ্যামি শিবেন্দ্রোক্তং ভক্তিভূতভূত ভেদনম্ ॥ ২০ ॥
 শিবস্ত ত্র্যম্বকপত্ৰাঙ্কিতঃ সাকল্যভূতঃ ।
 লিখ্যং ত্র্যম্বক পূজ্যায় সৰ্বভূতেন্দ্রোক্তম্ ॥ ২১ ॥
 ত্র্যম্বক সকলভূতঃ তৎ সাকল্যনিবন্ধনম্ ।
 সাকল্যভূতঃ বেদঃ পূজ্যায় লোকসমাগতম্ ॥ ২২ ॥
 শিবাত্মদেবভূতঃ সাকল্যভূতঃ সৰ্বভূতঃ ।
 বেদমাতঃ পূজ্যায় সাকল্যে বোধনম্ ॥ ২৩ ॥

এই প্রকারে প্রবক্ষ্যামি ক্রমাদৃশমুখ্যতম ॥ ১০ ॥
 শিবোত্রাকপত্ৰাঙ্কিতঃ পবিত্রীকৃতঃ ।
 ত্রিবিধঃ সকলভূতঃ তন্মাতঃ সকলনিবন্ধনঃ ॥ ১১ ॥
 নিবন্ধনবিধাং লিখ্যঃ তত্ত্ব সমাগতম্ ।
 সৰ্বভূতঃ তৎ বেদঃ সাকারঃ তত্ত্ব সমাগতম্ ॥ ১২ ॥
 সাকল্যপদ্যাদৃশকল্যভিধাঃ পরাঃ ।
 পি লিখ্যে চ বেদে চ নিতামভ্যাসাতে তনৈঃ ॥
 তন্মাতঃ তত্ত্বভূতঃ নিবন্ধনঃ ন হি কতি ।
 তত্ত্ব নিবন্ধন লিখ্যে নারদাভ্যে সুরেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥
 তত্ত্ব চ ভীষণঃ তত্ত্বভূতঃ দেবভাগবতঃ ।
 সীত সৰ্বভূতঃ সাকল্যে বেদমাতঃ ॥ ১৪ ॥
 বেদ সাকল্যভূতঃ তত্ত্ব চ সাকল্যভূতঃ চ ।
 সাকল্যভূতঃ সাকল্যে প্রবক্ষ্যামি প্রবক্ষ্যামি ॥ ১৫ ॥
 সাকল্যভূতঃ সাকল্যে প্রবক্ষ্যামি প্রবক্ষ্যামি ॥ ১৬ ॥

সনৎকুমারমুনিঃ। ত্র্যম্বকপুত্রোঃ ধীমতা ॥ ১৭ ॥
 সনৎকুমার উবাচ ।
 শিবাত্মদেবভূতানাং সৰ্বভূতানপি সৰ্বভূতঃ ।
 বেদমাতক পূজার্থং ভক্ত্যং দৃষ্টক ভূতিনাঃ ॥ ১৮ ॥
 শিবমাত্রেণ পূজ্যায় লিখ্যং বেদক ভূতভেদে ।
 অতস্তদ্ব্যক্তি কল্যাণ ভূতঃ মে সাধু বোধনম্ ॥ ১৯ ॥
 নন্দিকেশ্বর উবাচ ।
 অমৃতভূতমিমাং প্রভং বহুভং ত্র্যম্বকভূতম্ ।
 কথ্যামি শিবেন্দ্রোক্তং ভক্তিভূতভূত ভেদনম্ ॥ ২০ ॥
 শিবস্ত ত্র্যম্বকপত্ৰাঙ্কিতঃ সাকল্যভূতঃ ।
 লিখ্যং ত্র্যম্বক পূজ্যায় সৰ্বভূতেন্দ্রোক্তম্ ॥ ২১ ॥
 ত্র্যম্বক সকলভূতঃ তৎ সাকল্যনিবন্ধনম্ ।
 সাকল্যভূতঃ বেদঃ পূজ্যায় লোকসমাগতম্ ॥ ২২ ॥
 শিবাত্মদেবভূতঃ সাকল্যভূতঃ সৰ্বভূতঃ ।
 বেদমাতঃ পূজ্যায় সাকল্যে বোধনম্ ॥ ২৩ ॥

আবিৰ্ভাবে চ দেবানাং সকলং রূপম্বেষ হি
নিবৃত্ত লিঙ্গং বেরক জননে কৃত্তে যসু ॥ ২৪

সনৎকুমার উবাচ ।

উক্তং বৃষা মহাতাপ লিঙ্গ-বেরপ্রচারণম্
নিবৃত্ত চ তদন্তেষাং বিভজ্ঞা পরমার্থতঃ ॥ ২৫
তন্মাং তদেব পরমং লিঙ্গ-বেরাদিসমুদয়ম্
প্রোতুমিচ্ছামি যোগীন্দ্র লিঙ্গাবিৰ্ভাবলক্ষণম্ ॥ ২৬
নন্দিকেশ্বর উবাচ

শৃণু বৎস তবঃ প্রীত্যা বজ্রানি পরমার্থতঃ ॥ ২৭
পুরাকল্পে মহাকালে প্রপন্নে লোকবিক্ষিপ্তে
অমুখ্যোক্তাঃ মহাত্মানো ব্রহ্ম-বিষ্ণু পরম্পরম্ ॥ ২৮
অয়োমানং নিরাকর্ষং তদ্ব্যমো পরমেশ্বরঃ
নিরুপদ্রবরূপেণ স্বরূপং সমলক্ষণম্ ॥ ২৯
ততঃ বলিষ্ঠচিহ্নাং স্তম্ভতো নিরুপদ্রবঃ শিবঃ
বলিষ্ঠং দর্শয়ামাস জগতঃ চিত্তকাময়া ॥ ৩০

পূজা নিবীত হইয়াছে আরও লেখ, সমু-
দয় শৈবশাস্ত্রে লেখা যায় যে, আবিৰ্ভাবকালে
সমস্ত দেবগণের কেবল সত্ত্বরূপ, কিন্তু
মহেশ্বরের সত্ত্বরূপ ও নির্ভূপ লিঙ্গ
উভয়েরই আবিৰ্ভাব হইয়াছে, সুতরাং লিঙ্গ-
পূজা বৃক্তিসম্ভূত ॥ ১৩—২৪ সনৎকুমার
বলিলেন, হে মহাতাপ । যে কারণে মহেশ্বরের
লিঙ্গ ও প্রতিমা এবং অন্যান্য দেবগণের মূর্তি
মাত্রের পূজা হইয়া থাকে, তাহা আপনি প্রকাশ
করিলেন, হে যোগীন্দ্র ! শঙ্করের লিঙ্গশরীর
আবিৰ্ভাবের কারণ এক কি প্রকারেই বা তাহা
আবিৰ্ভূত হইয়াছে, সেই পরম গুঢ় বিষয় প্রবণ
করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে । তখন
নন্দিকেশ্বর বলিলেন, বৎস । তোমার প্রীতির
নিমিত্ত আমি তবির বর্ণনাক্রমে বর্ণন করিতেছি,
শ্রবণ কর । লোকবিখ্যাত পূর্নকালের বহুকাল
অতীত হইলে, একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পর
সমরাসক্ত হওয়ার ঠাট্টানিগের অভিমান দূরী-
করণার্থ ত্রিগুণাতীত ভগবান্ মহেশ্বর, উভয়
বোকার মধ্যস্থলে স্তম্বরূপে আবিৰ্ভূত হইলেন ।
পরে সেই স্তম্ভে বীর লিঙ্গচিহ্ন নিরুপদ্রব অ-
প্রায় হিতকামনায় তাহা হইতে নির্ভূপ লিঙ্গ-

তদাশ্রয়ত্বাৎ লোকেষু মিচ্ছ্য লিঙ্গমৈবম্
সকলক তথা বেরং নিবৃত্তৈব প্রকল্পিতম্ ॥
নিবৃত্তেষাং দেবানাং বেরমাত্রং প্রকল্পিতম্
তদন্তেষাং দেবানাং উক্তভোগপ্রদং শুভম্ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বিদ্যোত্তরসংহিত
শিবস্ত নিরুপদ্রবপ্রদর্শনং নাম
তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ

পুরা কদাচিন্দ্রযোগীন্দ্র বিষ্ণুর্বিষয়বাসকঃ ।
মুখ্যং পুরা ভক্তাঃ সাক্ষীগৈরপি সংহতঃ ॥ ১
বদন্ত্যঃ পুণ্ডরীকং ব্রহ্মা বক্ষসিলাং বরঃ ।
অপুষ্কং পুণ্ডরীকাকং শরানং সর্কসুন্দরম্ ॥
কন্তং পুরুষবক্ষেষে দৃষ্টুঃ যামপি প্রবঃ

লিঙ্গ প্রকাশ করিলেন সেই অদ্বি দ্বি
মহো পরমেশ্বর শঙ্করের নির্ভূপ লিঙ্গ ও স
কলেবর পূজা বিষয়ে কল্পিত হইতেছে, অ
দেবগণের মূর্তিমাত্রেরই কল্পনা হইয়া থাকে
কলতঃ অন্যান্য সমুদয় দেবতার কেবল দু
নির্মিত ভোগ ও শুভদায়ক, কিন্তু শঙ্ক
লিঙ্গ ও মূর্তি উভয়ই সমুদয় ভোগ, মোক্ষ
সুভোগ ॥ ২৫—৩২

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন, হে যোগীন্দ্র । প
কালে কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু, পর
অমুচরবর্ণে পরিবৃত্ত ও পরম ঐশ্বর্যবিত্ত হ
অনন্তশস্যায় শরান আছেন, এমত সময়ে
বিলম্বের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা, বৃহচ্ছাত্রমে ও
সমাগত হইয়া সেই পরম সুন্দর অনন্ত
পুণ্ডরীকাককে বলিলেন, কে হে তুমি আম
গেখিয়াও উভয় পুরুষের জায় শরান বহি

६ अथर्व-सूक्तः स ऋषिः शतश्रुतिः

॥ अथमेव नरो न वृमत्तः प्रकृत्यहं प्रकृतः ।
 परम्परया दृष्टकामो चक्रतुः समरोक्षाम् ॥ ९
 बुधधातेहमरो वीरो चरस-पक्षीलवाहरो ।
 वैवकाः वैवकाः चैव मिथो बुधधिते उदा ॥ १०
 तावद्विमानप्रताः सर्गः वै देवजाताः ।
 निरुक्तः समोक्षाम् समरोक्षं च यदाहुः ॥ ११
 क्रिपयाः बुधधिते पक्षीलवाहः प्रकृत्यहं प्रकृतः ।
 बुधधिते प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं ॥ १२
 बुधधिते प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं ॥ १३
 बुधधिते प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं ॥ १४
 बुधधिते प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं ॥ १५
 बुधधिते प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं ॥ १६
 बुधधिते प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं ॥ १७
 बुधधिते प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं ॥ १८
 बुधधिते प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं ॥ १९
 बुधधिते प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं प्रकृत्यहं ॥ २०

[illegible]

মাহেশ্বরস্য মতিমান্ সন্দর্শে ব্রহ্মণোপরি ।
 ততো ব্রহ্মা ভূশঃ কৃষ্ণঃ কম্পয়ন্ বিশ্বমেব হি ॥
 অসুং পাপপতং বোবং সন্দর্শে বিম্ববক্ষসি ।
 ততস্তদ্বিতং ব্যোমি তপনাসুতসন্নিভম্ ॥ ১৭
 সহস্রমুখমভ্যাগ্রং চণ্ডবতভঙ্গমম্
 অস্ত্রধর্মিনং তত্র বক্ষবিক্ষোভমমম্ ॥ ১৮
 ইন্দ্ৰং বভূব সমরং বক্ষবিক্ষোভঃ পদস্পদম্
 ততো দেবগণাঃ সসৈঃ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণমাদিত্যঃ ॥ ১৯
 উচুঃ পদস্পদং তাত রাজক্ষেভে যথা বিজ্ঞাঃ ।
 সৃষ্টিঃ স্থিতিঃ সংহবন্তিরোভাবোহপ্যনুভবঃ ।
 যদ্যং প্রবক্তে তস্মৈ বক্ষসে চ বিশালিনে ।
 অশকাম্যৈষদনুগ্রহং বিন
 প্রকরোহপাত্ত যক্ষুয়ং সচিৎ ॥ ২০
 ইতি দেব ভবা কৃত্বা বিচিহ্নম্ শিবকমম্
 জগুঃ কৈলাসশিখরং যদ্যন্তে চন্দ্রশেখরঃ ॥ ২১
 নৃদৈবমমরঃ সৃষ্টঃ পদমুখং পদমেবমম

লক্ষ্য করিয়া ভদ্ররূপ মাহেশ্বরকে সন্ধান করিলে,
 ব্রহ্মাও নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বিশ্বমণ্ডল
 কম্পিত করত বিষ্ণুর বক্ষ গুল উদ্দেশে ধোবতর
 পাপপতঙ্গ ত্যাগ করিলেন । অতঃপর অসুত-
 নৃষ্যসন্নিভ, সহস্রমুখ অভ্যাগ্র সেই ব্রহ্ম বিষ্ণুর
 অস্ত্রধর আকাশমার্গে সমুদিত হইলে, নিবস্তুর
 তাহা হইতে প্রচণ্ড বায়ু নির্গত হওয়ায় অসুতও
 অতিশয় ভদ্ররূপে প্রতীক্ষমান হইতে লাগিল
 হে তাত! বক্ষ বিষ্ণুর পদস্পদ এইরূপ
 সমর দর্শন করিয়া সমুদয় দেবগণ, রাজক্ষেভ
 উপস্থিত হইলে বিজ্ঞানের ভাব, নিত্যম্ বিষ্ণু
 ও আকুলচিত্তে বজ্রিত লাগিলেন, তখন হইতে
 সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তিরোভাব ও অনুগ্রহ
 প্রবর্তিত হইতেছে এবং যাহার অনুগ্রহ ভিন্ন
 এই ভূমণ্ডলে যদ্যন্তে কখনই কেহ জন্ম
 করেও সমর্থ হইবে না, সেই বিশালধারী ব্রহ্মরূপী
 মাহেশ্বরকে নমস্কার ১১—২১ । দেবগণ ভীত
 হইয়া এইরূপ চিন্তা করত যথায় চন্দ্রশেখর
 বিরাজ করিতেছেন, সেই শিবস্থান কৈলাস-
 শিখরে গমনপূর্বক প্রণবাকার শঙ্করহান সন্দ-
 র্শন করিয়া, জটায়ু:করণে প্রাণাবানন্তর শিব-

প্রাণমুঃ প্রণবাকারং প্রবিষ্টাশ্চ সননি ॥ ২
 তেহপি তত্র সভামধ্যে মণ্ডপে মণিবিহরে ।
 বিবাজমানমুময়া দবৃত্তদৈবপুঞ্জবম্ ॥ ২৩
 সর্বোস্তরেতরপাং তদর্পিতকরাসুজম্ ।
 অগণৈঃ সঙ্কতো জুষ্টং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥
 বীজ্যম নং বিশেষমৈকং শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রোদভাবনৈ
 শম্মম'নং সদা বেদৈরনুগৃহ্যমুগ্ধমুগ্ধম্ ॥ ২৪
 নৃদৈবমৌলমমরঃ সন্তোষসলিলেক্ষণঃ ।
 দণ্ডবদব্রজং বংস নমস্কারমহং ॥ ২৫
 তদবেক্ষ্য পতির্দেবান সমীপে চাত্মকাকৌ
 যথ সা ক্ষাদদন দেবান দেবে দেবশিখামণি
 যবেচদমণ্যগ্রীবা বচনং মদমঙ্গলম্ ॥ ২৬
 ইতি ব্রীশৈবে মহাপুরাণে বিদ্যোদয়ম্
 দেবানং ব্রহ্মসংশিখরামনং
 চ চণ্ডীভবামঃ ॥ ২৭

ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া সভামধ্যে দেবো পর
 সনিত রত্নাসনে বিরাজমান দেবরূপ মহা
 শবলোকন করিলেন । দেখিলেন শঙ্কর
 পাদেব উপবিভাগে দক্ষিণপাদ এবং ত
 দাম কবকমল অর্পিত রহিয়াছে । সেই
 লক্ষণসম্পন্ন পরমেশ্বরের চতুর্ভুজ
 দণ্ডায়মান, শিবপুরাণ রমণীচন্দ্র নি
 হিতাকে বাজন করিতেছে । বেদান্ত সা
 গ্রহকারী পরমেশ্বর শঙ্করকে অবলোকন
 অমরগণের নয়নযুগল হইতে অবিরল অ
 নিপতিত হইতে লাগিল । বংস! ত
 হতারা, অনুচরবর্গের সহিত দূর হইতে।
 তাম নমস্কার করিলে ভগবান শঙ্কর,
 সিংহকে দর্শন করিয়া আগ্রসমীপে
 করিলেন । অনন্তর সেই দেবশিখামণি
 দেব, দেবগণকে আনন্দিত করত অর্থ
 মঙ্গলময় সুমধুর বাক্য বলিয়াছিলেন ২২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ਅੰਤਰ ਫਿਰਾਓ ।

১. কৃষ্ণং বা কচ্ছিৎস্বপ্তে মম শাসনাং ।
 ২. কৃষ্ণং বা কচ্ছিৎস্বপ্তে মম শাসনাং ।
 ৩. কৃষ্ণং বা কচ্ছিৎস্বপ্তে মম শাসনাং ।
 ৪. কৃষ্ণং বা কচ্ছিৎস্বপ্তে মম শাসনাং ।
 ৫. কৃষ্ণং বা কচ্ছিৎস্বপ্তে মম শাসনাং ।
 ৬. কৃষ্ণং বা কচ্ছিৎস্বপ্তে মম শাসনাং ।
 ৭. কৃষ্ণং বা কচ্ছিৎস্বপ্তে মম শাসনাং ।
 ৮. কৃষ্ণং বা কচ্ছিৎস্বপ্তে মম শাসনাং ।
 ৯. কৃষ্ণং বা কচ্ছিৎস্বপ্তে মম শাসনাং ।
 ১০. কৃষ্ণং বা কচ্ছিৎস্বপ্তে মম শাসনাং ।

१. १९५५-५६
 २. १९५६-५७
 ३. १९५७-५८
 ४. १९५८-५९
 ५. १९५९-६०
 ६. १९६०-६१
 ७. १९६१-६२
 ८. १९६२-६३
 ९. १९६३-६४
 १०. १९६४-६५

५२३ अ० १३ ।

প্রজাতির নাম দেওয়া হইবে -
 বহুত সুন্দর জাতের মাছ ও লেব-
 ফলের মত। আমের দ্রব্য কাছাকাছি মাছ
 মাছ প্রায় অনেকই বৃদ্ধ-বিধুর পুরু-
 ষ্ট্রকস্তু বিধিত হইয়াছিল। প্রকৃত ভেঁম-
 হাঙ্গান ইহা কোনকালে হইয়াছে
 প্রকার। সেই প্রকারের মাছ
 ইহা মনে করো আমরা অনেক
 বৃদ্ধ বৃদ্ধ-বিধুর মাছের মত।
 সেই দল মধ্যে প্রধান প্রধান মাছ
 গিকে আমের করিলেন অনেক
 গমন নিমিত্ত বহুদিন বাসায় নিম-
 ত লগিল এবং অনেকবার নাম প্রকার
 জুতিত হইয়া মাছ বাহনে আনোয়া-
 অপেক্ষা করিতে থাকিল। পরে
 তি যত্নের পক্ষ উপবেশনস্থানমাণ্ড
 মাছ প্রথমে আনোয়া করিল,
 মাছ সকলে, সেই সমস্ত মাছের
 অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন

मन्त्रोक्त-मृत्तानिवदेज्जगति वासावर्तः ।

संस्थानितः पक्षपतिः पश्य। च देव्या

साकं अथाः समस्तद्विषयाः ससैवः ॥ १ ॥

समीक्षा : प्रयागदासः शिवोत्तमः ।

समं बुद्धाभानिदेवसः नानुभूयमानिःसुनः ॥ ८

अथ दत्तकप्राप्ते वीरत्रोऽप्युक्तव्या अत्राप्यत्रयम् ।

যাঃ যাঃগ ৫।৩৭ তথ্য পাওয়াছেন ৫ ॥ ১

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ

সংখ্যা: ১৮ 'নিদীকায় হক'লপ্রদত্ত ১৮৮৮।

५. मज्झिमा-सुत्त-निपाय-१०.

“*सुखं भवति तदा तदा*”

[illegible]

কিন্তু এটা কল্যাণের পথ নয়।

0-9876543210

1950-1951

[illegible]

অতীন্দ্রমিদং স্তম্ভমগ্নিরূপং কিমুপিতম্ ।
 অস্ত্রোদ্ধমপি চাব্যং আবয়োনকামেব হি ॥ ১৪
 ইতি বাবস্থিতৌ বীরৌ মিলিতৌ বীরমানিনৌ ।
 তুংপরৌ তুংপরাক্ষং প্রতস্থ্যতেতৎ সংরম্ ॥ ১৫
 আবয়োনকামেব স্তম্ভমগ্নিরূপং কিমুপিতম্ ।
 ইতুতু। শূকরতুংবীকুস্তম্ভমগ্নিরূপং ॥ ১৬
 তথা ব্রহ্মা হংসতুংবীকুস্তম্ভমগ্নিরূপং ॥ ১৭
 ভিষ্টা পাতালনিগম্য ১৮ নরতুংবীকুস্তম্ভমগ্নিরূপং ॥ ১৯
 নাপত্যং তুংসংস্থানং স্তম্ভমগ্নিরূপং ॥ ২০
 সাত্তঃ স শকরহরিঃ প্রাপ পুংসং বৃণস্তনম্ ॥ ২১
 অথ গচ্ছংস্ত বোদ্ধা চ বিবিস্তাত পিত্ত তব
 দলন কেতকীপুংসং কিমুপিতম্ ২২
 অভিসৌভাসম্ভবনং বহুবচুতং তব ।
 অসৌক্ষ্য চ তস্যো কৃত্যং ভগবান পরমেস্বরঃ ॥ ২৩
 পরিঃসহ কৃতবান কাম্পন স্তম্ভমগ্নিরূপং ॥ ২৪

বিষ্ণু বলিলেন, "এ কি! এই অতীন্দ্রমি-
 মম স্তম্ভমগ্নিরূপ প্রকারে সমুপিত হইল ।
 হট্টক আমাদিগের ইহা'র উচ্চ শু ২২।
 অনুসন্ধান লওয়া ক'র'। সেই বীরব্র-
 এইরূপ পরাম্ করিয়া তাহ'র অনুসন্ধান
 সর্ব উদ্ধৃত হইলেন ১—১৭ ।
 ভগবান বিষ্ণু বলিলেন, কিঞ্চি উভয়ে মিলিত
 হইয়া এক ক'র'। আমাদিগের স্তম্ভমগ্নিরূপ
 এই বলিয়া তিনি বহুবচুতি বারবপুংসক স্তম্ভমগ্নিরূপ
 মূলদেশে গমন করিতে লাগিলেন, ভগবান ব্রহ্মাও
 হংসরূপী হইয়া অমৃতসকল প্রদত্ত হই-
 লেন । পরে বরাহরূপী হরি, পাতালতল ভেদ
 করত বহনর গমন করিয়াও যখন সেই অনল-
 স্তম্ভমগ্নিরূপ প্রাপ্ত হইতে পারিলেন ন-
 ২০ তখন নিরতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পুনরায় সেই
 সমরাস্থানে উপস্থিত হইলেন । তে তাত
 এদিকেঃ হৃদীয় পিতা বিধাতা আকাশমার্গে
 গমন করিতে করিতে নিরতিশয় মৌগকামর
 কিঞ্চিৎ বিচ্যুত অদৃষ্ট এক কেতকীকৃষ্ণ সম-
 র্শন করিলেন । উহা দেখিলে বোধ হয় যেন
 বহুবর্ষ হইতে পাতাল হইতেছে । ভগবান
 চন্দ্রশেখর, লক্ষ-বিষ্ণুর অধ্যবসায় দর্শনে পরি-

তম্ভাং তাবদুগ্ধাতু চ্যুতং কেতকমুত্তমম্ ॥
 কিং তং পতসি পুংসে পুংসরাট কেন বা
 আদিমস্তাপ্রমেয়স্ত স্তম্ভমগ্ন্যচ্যুতম্ ॥ ২১
 ন সাস্পৃশ্যমি তস্যাত্তং জহাশামস্তদধনে
 অস্ত্রোদ্ধ চ সেবার্থং হংসমুত্তিরিহাগতঃ ॥ ২২
 ইঃ পরং সবে মেহদ্য ষ্ট্রা কত্তবামৌপিত
 ময়া সং ষ্ট্রা বাচ্যমেতদ্বিকোণ সন্নিবৌ ॥
 স্তম্ভমগ্ন্য বীকিতো বাণ তত্র সাক্ষাহমচ্যু
 ইতুতু। কেতকং তত্র প্রণনাম পুনঃপুনঃ
 অসত্যমপি শস্ত্রং স্তাদপদীতাহশমনম্ ॥
 সমীক্ষ্য তত্রাত্মময়ভগমঃ
 প্রনষ্টেহস্তু ননতু হৃদ্যঃ

হাস করিয়া তাহ'র শিরঃকাম্পন হয় ।
 কলে তে উৎকৃষ্ট কেতক "যখন তে
 বিদ্যাকাম্পন হইয়াছে, তখন ব্রহ্মা
 অনুগাহত করেন এই ভাবিয়াই যেন
 মস্তক হইতে পতিত হইতেছিল ১৪
 পরে ব্রহ্মা কেতককে বলিলেন, পু-
 ত্রুমি কেন স্থান হইতে পতিত হইতে
 কোন ব্যক্তিই ব তোমাকে বহন
 ছিলেন ১ তখন কেতক বলিল, যখন
 এই স্তম্ভমগ্ন্য হইতে বহুকাল পতিত হ
 কিঞ্চি অদ্যপি ইহা'র আদি মনে বসিয়া
 এবং তুমি এই অপ্রমেয় স্তম্ভমগ্নিরূপ
 পরিভ্রাণ কর কেতক এইরূপ বলিয়া
 কহিলেন, সখে! আমি ইহা'র অন্তর্বলো
 হংসরূপে এই স্থানে আসিয়াছি কি
 তাহ'ই হট্টক, এক্ষণে তোমাকে অ
 উপকার সাধন করিতে হইবে,—বিষ্ণু
 আমার সহিত তোমাকে এই ক'র'
 হইবে যে, "তে অচ্যুত । বিধাতা এই
 স্তম্ভ দর্শন করিয়াছেন, আমি তাহা
 আছি" ব্রহ্মা কেতককে এই কথা বলি
 পুনঃ প্রণাম করিলেন । যুনে ।
 এইরূপ অসত্য-পথ আশ্রয় করিলে
 কারণ, 'আপদকালে অসত্যও প্রণা-
 থাকে' এই প্রকার অনুশাসন আর

স্বাচ্ছন্দ্যে পরমার্থমচ্যুতং
 বিবর্তমানঃ স বিবর্তিতোহচ্যুতম্ ॥ ২৬
 হৃদয়মাতং সমুদীক্ষিতং হরে
 প্রেব সাক্ষী ন তু কেতকিপ্রদম্ ।
 দ্রুতবদনং তনু হি কেতকং কৃষা
 অতি তদ্রূপচন্দ্রদিকৈ ॥ ২৭
 দ্রুতঃ সত্যমিতীষ চিত্তক-
 ক্রমতঃ বিবর্তনমঃ স্বয়ম্
 হৃদয়মচ্যুতম্ ॥
 জন্মাস্তা বিবর্তম্ ॥ ২৮
 হি প্রভুঃ স্বয়মিচ্ছিতঃ
 হৃদয়মচ্যুতম্ সাক্ষী
 দ্রুতঃ স্বয়মিচ্ছিতঃ
 প্রকল্পনিঃ পদিতঃ তৎপদম্ ॥ ২৯
 হৃদয়মচ্যুতম্ হি মেতদ্রূপ
 জন্মবিবর্তনমঃ নারদিকম্মনঃ ॥

স ২৭ প্রসঙ্গ করণাকর কল্পন নো
 নষ্টং কল্পন বিবর্তন ভবতৈব কেনা ॥ ৩০
 প্রবর্ত উবাচ ।
 বৎস প্রসঙ্গোহসি হরে যতন-
 যৌগমিকমপি সত্যবাক্যম্
 প্রসঙ্গতঃ ভবিতা জনেন
 সত্যমঃ সত্যমিতীষপাপি ॥ ৩১
 ইতি পদা তে পদ্যম্মন
 কে প্রভুঃ স্বয়মিচ্ছিতঃ
 ইতি দেবঃ পদা পদা সত্যমঃ প্রবর্ত
 পদা স্বয়মিচ্ছিতঃ দেবমচ্যুতম্ ৫ পদা ৩৩
 ইতি প্রভুঃ স্বয়মিচ্ছিতঃ বিবর্তনমঃ
 প্রবর্তনমঃ স্বয়মিচ্ছিতঃ
 প্রবর্তনমঃ স্বয়মিচ্ছিতঃ ॥ ৩৪

সমস্তান উপস্থিত হইল। বিবর্তন
 ও পরিবর্তন নিরাকরণে আনন্দ
 করণের চারের ও মিত্রবাক্য
 প্রবর্ত। আমি এই প্রবর্তের অস্তিত্ব
 করিয়াছি এই কেতক তদ্রূপ সাক্ষী
 । তদ্রূপ এইরূপ বলিলে কেতকও বিবর্ত
 নি 'তদ্রূপ' স্বয়মিচ্ছিতঃ, তৎপদম্
 এই প্রকার মিথ্যাবাক্য প্রবর্তন করিল
 ৩৭। তখন হরি তদ্রূপ সত্য বোধ
 স্বয়মিচ্ছিতঃ প্রবর্তনপূর্বক বোধ-
 র পূত্র করিলেন পরে উল্লাস
 বিবর্ত, কপটচিত্র বিবর্তের শাসন
 অবলম্বনপূর্বক সেই অধিলিঙ্গ হইতে
 হইলে কমলবানি প্রবর্তননে পরে-
 রত বিবর্ত চরমকমল দাবণ করিয়া
 লাগিলেন। তৎকালে বিবর্তের কল্প-
 ভয়ে কল্পিত হইতে লাগিল। তিনি
 । "প্রভো! আমরা মোহ বশতঃ
 ঘনত্ব দ্বিতী আপনাব প্রতি অতিকামনা-
 বশতঃ বিবর্ত করিয়াছি, অতএব হে

করণাকর। প্রসঙ্গ হইল আপনাব সম্মুখে
 আমলিগের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে
 আপনার মাতুল করুন মোহ, সমস্তই
 আপনার লীলামাত্র " তদ্রূপ এই বলিয়া বিবর্ত
 হইলে মতের প্রবর্তে মতের প্রবর্তে বলি-
 লেন, বৎস হরে। আমি প্রভু হইলাম হই-
 তৎপদম্ সত্য বাক্য বলিয়া প্রবর্ত প্রতি আমি
 পদম্ প্রভু হইয়াছি, অতএব হইবার পর পবিত্র
 প্রবর্তে প্রবর্তের পদম্ দ্বিতী প্রবর্তে, উৎসব
 ও পূজা করিলে, প্রবর্তের সত্য নাই। সুনিবর্ত!
 পদম্ প্রবর্তন মতের প্রবর্ত, সত্য হইতে এইরূপে
 প্রভু হইয়া প্রবর্তন সমস্তে হইতে সম্পূর্ণ
 নিজস্বা প্রবর্তন করিয়াছিলেন ৩৮—৩৯।

পদম্ প্রবর্তন সমাপ্ত ॥ ৪০



মাতোহদায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

সমস্তম্ মহাদেব পুত্রস্য ককিলদত্তম্
ভরবাখ্যং কবান্দাদিত্যকনককথংসম ॥ ১
সেই তনু তত্ত পিতঃ প্রনম্য শিবমগ্ননে
কিং কথ্যং করবাণাত্ত নৌ মজ্ঞানায় প্রভে ॥ ২
বৎস মোহনঃ বিদ্যঃ সাক্ষ্যং মাতামৈববৎসম্
নানমস্তস্ব দাক্ষ্যনঃ পিতঃ সর্বদা পরম ॥ ৩

সংসারমোহককরঃ কেশবঃ

১২ পুত্রম্ ন পুত্রস্য নানমস্তস্ব

কিঞ্চ শিবঃ কনক নিঃ সঙ্গমুখাঃ

প্রকম্পদনঃ সাক্ষ্যমিত্যুতঃ কথোঃ ॥ ৪

পিতঃ তবোঃ সন্তোষিত্বমুখঃ

সন্তোষিত্বমুখঃ কেশবঃ

প্রবতন্তোষনঃ সন্তোষিত্বমুখঃ

পপাত্তোষনঃ সন্তোষিত্বমুখঃ

যচ্চ অদায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন, অনন্তর মহাদেব,
ব্রহ্মার নন্দিনীশের তত্ত্ব - মহা হইতে ভরব
নামে এক পুত্র পুরুষ সন্তি বহিলেন। পরে
সেই প্রভুভূত ভরব, প্রভু শিবকে প্রণাম-
পূর্বক বলিলেন, প্রভে ! নৌ মজ্ঞান কখন,
আমার কি কবিতা হইবে। তখন শিব
কহিলেন, বৎস। এই যে সাক্ষ্যের আদিসেব
সাক্ষ্যঃ বিদ্যাত্তোঃ সাক্ষ্যঃ, সাক্ষ্যঃ শাপিত
বজ্রা দ্বারা ইহাকে সাক্ষ্যচিত্ত প্রতিফল দান
কর। তখন ভরব, এক করে কেশাকমণ-
পূর্বক যত্ন হস্তে ব্রহ্মার উপরিভন অসত্যতায়
পুত্রম্ যত্নক বিচিত্র করিয়া অপর শিব-
ভূতের ছন্দনঃ উদ্যত হইয়া সেই উদ্যত
অসি ঘূর্ণিত করিত লাগিলে তোমার পিতার
কিছুবসমূহ, বহু, মালা, উত্তরীয় ও বিমল
কেশকলাপ অগ্নিত হইয়া পড়িল। তৎকালে
তিনি, প্রচণ্ড ব্যতীত কদলীতরু ও লতার জ্বা
সেই ভৈরবের চরণপদে

তাবচিৎ তাত দিক্শ্চরুতঃ

কপানুসমং পতিপাদপদম্ ।

নিষিচ্য বাটেশ্বরবদং কৃতাজ্জলি-

যথা শিতঃ পং পিতরঃ কলাকরম্ ৬

অচ্যুত উবাচ ।

১২ প্রথমে পুরা হি দত্তঃ

যদস্য পকাননমীশ চিহ্নম্ ।

৩২ কামদামমুখাঃ

কবঃ প্রসন্নঃ বিদ্যে হমুতৈঃ ৭

১৩ কবিতাঃ চ্যুতঃ শেখঃ সন্তোষিত্বমুখঃ

নিবদ্যমাস তনু ভরবঃ বহুদত্তঃ ৮

১৪ কবিতাঃ কবিতাঃ বিবিঃ বিদ্যতককম্

১৫ কবিতাঃ কবিতাঃ কবিতাঃ কবিতাঃ ৯

১৬ কবিতাঃ কবিতাঃ কবিতাঃ কবিতাঃ

বকেশ্বর চ

১৭ মিন প্রসাদায়া মহাবিজুতে

১৮ মিন বরঃ বরদ মে শিবসঃ প্রমোক্ষম্

১৯ নমস্কাঃ ভগবতে বকবে বিশ্বমোক্ষম্

নিষিচ্যতঃ ইলেন ১০ তৎকালে

১১ পদপদ ভগবান কেশব, বিদ্যাত্তর ব্রহ্ম

১২ কৃতাজ্জলি হইয়া বাটেশ্বর বরণে মা

১৩ পদপদ অতিমিত্ত করত, পিতাকে

১৪ কৃত, অকৃতমুখঃ বাকো বলিলেন, ও

১৫ পদে আপনিত্ত সময়ে ইহাকে ইন্দ্রচিহ্ন

১৬ বদন প্রদান করিয়াছিলেন, অতএব এই

১৭ প্রচণ্ড বিদ্যাত্তর প্রতি প্রসন্ন হইয়া যপর

১৮ কবন ভগবান অচ্যুত দেবগণ মধ্যে

১৯ মহাদেবের নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করি

২০ তুই হইয়া ব্রহ্মদত্ত হইতে ভৈরবকে

২১ পূর্বক নষ্টকরু রূপচারা ব্রহ্মকে

২২ ব্রহ্মন ! তুমি যখন পূজাকাঙ্ক্ষী হইয়া

২৩ প্রভুঃ অবলম্বন করিয়াছ, তখন বিশ্বমো

২৪ পূজা ও উৎসবাদি কিছুই হইবে না।

২৫ এই কঠোর বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা কহি

২৬ যামিন ! হে মহাবিজুতে ! প্রসন্ন হই

২৭ বরপ্রদ ! আজ আপনি যে আমায়

২৮ ছেদন করিলেন, ইহাও আমার বর

দেব সর্গদোষাণাং শত্বে শলধবনে ॥ ১২

ঈশ্বর উবাচ ।

ভবনতুই জগৎ সর্গঃ ন শিবাতি

২৩ ১৩ ১৪ বহ লোকদ্বয়ঃ শিশো ॥ ১৩

স্মৃতিতে তব গুণাশ চনভঃ পরম ।

সিদ্ধি গুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ১৪

স্বভূতে যজ্ঞঃ সাক্ষ্যঃ সহদক্ষিণঃ ।

দেবঃ কিতবঃ কেতকঃ কুটুম্বিনম ॥ ১৫

কেতকঃ কুটুম্বঃ শর্টঃ সর্ম্মিতো লক ।

সেইমতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম

কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ

সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ১৬

কেতক উবাচ

স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম

—১০— দেব ভবনঃ শিশো

দেব শলধবনঃ দেব শলধবনঃ শলধবনঃ

স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম

কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ

সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ১৭

স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম

কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ

সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ১৮

স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম

কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ

সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ১৯

স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম

কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ

সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ২০

স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম

কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ

সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ২১

স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম

কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ

সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ২২

স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম

কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ

সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ২৩

স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম

কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ

সমলঃ ক্রিয়তাঃ তাত ক্রমাতঃ যম ক্রিয়ম ॥ ১৬

কানা ক্রিয়তাঃ পাপঃ নাশয়তোব তে স্মৃতিঃ ।

তদুপে গুণি দৃষ্টে মে মিথ্যাদোষঃ কৃতো ভবেৎ ॥

তথঃ কৃতক ভগবান কে প্রকন সভাতলে ।

ন মে স্কারণঃ যোগাঃ দত্তাবঃ গহমীশ্বরঃ ॥ ১৭

মদাশাস্ত্রঃ বহিষ্যন্তি স্মৃতিতে সকলঃ ততঃ ।

১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০

উক্তাশাস্ত্রঃ ভগবান কেতকঃ বিদিতঃ স্বকো ।

বিদিতঃ সনাতনো সর্গদোষঃ শিশো ॥ ২২

উক্তাশাস্ত্রঃ ভগবান কেতকঃ বিদিতঃ স্বকো

বিদিতঃ সনাতনো সর্গদোষঃ শিশো

স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম

নমস্কারঃ পাপঃ শিশো ভগবান কেতকঃ
আমার লব্ধিঃ শিশো ভগবান কেতকঃ
স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম
কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ
সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ২৩
স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম
কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ
সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ২৪
স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম
কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ
সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ২৫
স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম
কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ
সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ২৬
স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম
কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ
সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ২৭
স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম
কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ
সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ২৮
স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম
কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ
সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ২৯
স্মৃতিতে পাপ মা ভঃ পুত্র পিতঃ পুত্রম
কৃত্য দেবন কেতকঃ দেবস্বতাঃ
সিদ্ধিগুণে যজ্ঞে চ ভবান শুকঃ ॥ ৩০

বহু অব্যয় সমাধি ॥ ৩১

সপ্তমোহধায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

তত্রাত্তরে তো চ নং প্রণমা বিধি মাধবো ।
বন্ধুনিপ্টো ন্যোঃ তদ্বতুতক্ষবামগো ॥ ১
তত্র সংস্থাপ্য তো দেবং সঙ্কটং বরাসনে
পূজ্যামাসতঃ পূজাং পূণ্যোঃ পুরুষবজ্রভিঃ ॥ ২
পৌরুষঃ প্রকৃতং বজ্রং ক্ষয়ং নীলাঙ্গকালিকম্
হার-নপূর-কোব-কিটী-মণি-ওলৈঃ ॥ ৩
ধন্যাত্তরীক-মুকু-কৌম-মালা-মুসৌরিকৈঃ ।
পুষ্প-তাম্বুল-কর্পূর-চন্দন-অঙ্কুর-পতৈঃ ॥ ৪
প-দীপ-সিতচ্ছত্র-বাজন-ধ্বজ-চামরৈঃ
অষ্টৈর্দ্বিবা-পত্ং-বাহুনে-হস্তীভৈবভবৈঃ ॥ ৫
পতিয়াগৈঃ পশলভৌস্তৌ সমাধুয়তঃ পতিম্
বদ্যন্তেইতমং বস্ত্র পতিযোগে তিতক্ষত ॥ ৬

সপ্তম অধ্যায়ঃ ।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন, তৎকালে বন্ধু ও
বিশু প্রভৃ শব্দকে প্রণামপূর্বক কৃতজ্ঞ
হইয়া বধাক্রমে তাঁহার নক্ষত্র ও বসন্ত
অবলম্বন করত অবস্থান করিতেছিলেন ।
পরে তাঁহার সেই পুত্রনীর পরমেশ্বরে
পরিবারবর্গের সহিত উৎকৃষ্ট সিংহাসনে
উপবেশন করাইয়া পবিত্র পুরুষ-বস্ত্র দ্বারা
তাঁহার পূজা করিলেন । বহু পুরুষ-সম্বন্ধ-
প্রভব; তাহাই পুরুষবজ্র, আর যাহা
প্রকৃতিসমূহ, তাহাকে প্রাকৃত বস্ত্র কহে ।
তাহার মধ্যে কোন কোন বস্ত্র নীলাঙ্গ-
হারী ও কোন কোন বস্ত্র অঙ্গকালহারী
হইয়া থাকে । ব্রহ্মা ও বিশু, ক্রমে হার,
নপূর, কোব, কিটী, মণিময় কুণ্ডল, বজ্রচ্ছত্র,
উত্তরীয়া, মুকু, কৌমবস্ত্র, মালা, অমুরীক,
পুষ্প, তাম্বুল, কর্পূর, চন্দন, অঙ্কুর, দীপ, নীপ,
বৈভচ্ছত্র, বাজন, ধ্বজ, চামর এবং বাকা ও
মনের বর্ণনাভীত সাধারণ জীবগণের অগ্রাণ্য
পতিযোগ্য অস্ত্রাস্ত্র দিব্যোপহারে প্রভু শব্দকে
সেই সর্বলোক-হিতকাজিন্দ্র

অবজ্ঞাশীলমীশোহপি পারম্পর্য্যচিকীর্ষয়া ।
সভ্যানাং প্রদত্তো জুটঃ পৃথক্ তত্র যথাক্র
কোলাহলো যশানাসৌঃ তত্র তদ্বজ্রং গুহুত
তত্রৈব বন্ধুবিভ্রাত্যাকাঙ্ক্ষিতঃ শব্দকঃ পবা
প্রসন্নঃ প্রাহ তো নমো সম্যক্তঃ ভক্তিবন্ধু
ঈশ্বর উবাচ ।

জুটঃ হইয়া বাক্য বাক্যে পূজ্যামিন্ ম
দিনমেতঃ ততঃ পূণ্যং ভবিষ্যতি মহত্তর
শিবরাত্রিরিতি যাতা তিথিবেদা মম প্রা
এতৎকালে তু ধ্যঃ কৃষাঃ পক্ষাঃ মক্ষি-
কৃষাঃ জগতঃ কৃত্যঃ স্থিতিমুদ্বিগ্নঃ প
শিবরাত্রিবহোবাক্তঃ নিবাহরো ত্রিভুজ
অষ্টভোজঃ যথাক্রমে যথাবলম্বকঃ ॥ ১২
যং কলঃ মম পূজ্যোঃ বর্গমেকং নিবচন
তং কলঃ লভতে সদাঃ শিবরাত্রৌ মদক
মদ্বর্গবুদ্ধিকালোহয়ং চন্দ্রকাল ইবাসু

পতিযোগ্য বলিয়া জানিতেন । অনন্তর
পূজ্যগণের কদম্বাসুরে বন্ধু-বি
অপিল-বন্ধুই জুটছিল যথাক্রমে স
দগকে বিভাগ করিয়া দিলেন । তদ্বি
কালে মহঃ কোলাহল হইয়া উঠিল ।
বন্ধু-বিশু এবং প্রকারে পূজা করি
ভক্তিবন্ধন শব্দক প্রসন্ন হইয়া নী
তাঙ্গদিকে করিলেন, বাক্য । য
এই মহঃ দিনে ভোমাদিগের পূজা
পীড়িতলাভ করিলাম, অতএব চির
পবিত্র দিন শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সম্যক
এবং মংগির এই তিথি শিবরাত্রি
জগতে স্মৃতিলাভ করিবে । যে
কালে মদীয় লিঙ্গ বা প্রতিমূর্তিতে
করিবে, সে জগতের সৃষ্টি-স্থিত
সমর্থ হইবে । অবশ্যক ব্যক্তি শি
ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক অহোরাত্র
হইয়া যথাক্রমে যথাবিধ আমার পু
একবর্ষ নিরন্তর মদীয় পূজায়
হইয়া থাকে, সদা সেই কল

স্বাস্থ্যসেবা যত্র মামকো মঙ্গলান্ননঃ ॥ ১৪
 নঃ স্তম্ভকপেণ শ্রাবিরাসমহং পুরা ।
 স্যামাশীষে তু স্তান্দী কক্ষমর্ভকো ॥ ১৫
 স্যামাশীষে তু যঃ পশ্চোন্মামুমানম্ ।
 যপি বা লিঙ্গং স গুহাপি মে শ্রিয়ঃ ॥ ১৬
 স্নানমাত্রেন ফলং তস্মিন দিনে ভুজে ।
 স্নানমাত্রেন ফলং বাচ্যমগোচরম্ ॥ ১৭
 তস্মিন্দুদিনে ঘনং লিঙ্গবয়ম্ ।
 তু লিঙ্গং তস্যাসিদ্ধশ্রানিমদং ভবেৎ ॥ ১৮
 তস্মিন্দু স্তম্ভকপেণ ভবিষ্যতি
 স্যামাশীষে তু স্তান্দী কক্ষমর্ভকো ॥ ১৯
 স্যামাশীষে তু যঃ পশ্চোন্মামুমানম্ ।
 স্নানমাত্রেন ফলং তস্মিন দিনে ভুজে ॥ ২০
 স্নানমাত্রেন ফলং বাচ্যমগোচরম্ ॥ ২১
 তস্মিন্দুদিনে ঘনং লিঙ্গবয়ম্ ॥ ২২
 তু লিঙ্গং তস্যাসিদ্ধশ্রানিমদং ভবেৎ ॥ ২৩

১৪. স্বাস্থ্যসেবা, সেইরূপ এতৎকাল
 ১৫. স্তম্ভকপেণ ভাবিয়া
 ১৬. স্যামাশীষে তু যঃ পশ্চোন্মামুমানম্
 ১৭. স্নানমাত্রেন ফলং বাচ্যমগোচরম্
 ১৮. তস্মিন্দুদিনে ঘনং লিঙ্গবয়ম্
 ১৯. স্যামাশীষে তু স্তান্দী কক্ষমর্ভকো
 ২০. স্যামাশীষে তু যঃ পশ্চোন্মামুমানম্
 ২১. স্নানমাত্রেন ফলং বাচ্যমগোচরম্
 ২২. তস্মিন্দুদিনে ঘনং লিঙ্গবয়ম্
 ২৩. তু লিঙ্গং তস্যাসিদ্ধশ্রানিমদং ভবেৎ

অত্র তীর্থক বজ্রা ভবিষ্যতি মহত্তরম্ ।
 মুক্তিরপ্যত্র জতুন্যং বাসেন মরণেন চ ॥ ২২
 ব্রহ্মাঃ সবাধিকল্যাপঃ অনাবাসস্ত সর্গতঃ ।
 অত্র দত্তং ভুতং জলং সর্গং কোটিভুগং ভবেৎ
 মংক্রেতাদপি সর্গম্যং ক্ষেত্রমেতদহস্তরম্ ।
 অত্র সংসৃতিমাত্রেন মুক্তিভবতি দেহিনাম্ ॥ ২৪
 তস্যাহস্তরমিদং ক্ষেত্রমাত্মশোভনম্ ।
 সর্গকল্যাপনস্পৃগং সর্গমুক্তিকরং শুভম্ ॥ ২৫
 অত্রাশ্রিত্যেব মামেব লিঙ্গং লিঙ্গনমীবরম্ ।
 সালোক্যকৈব সামোপাঃ সাক্ষ্যং সাক্ষি কৈব চ ॥
 সাক্ষ্যমিতি পক্ষেতঃ সাক্ষ্যলানং ফলং মতম্ ।
 সাক্ষ্যমিতি স্যঃ সাক্ষ্যং প্রাপ্যাত্ম মনোরথম্ ॥
 নন্দিকেশ্বরঃ প্রবচ

ইত্যনুগত ভাবন বিনতৌ বিদ্য-ম-ধবৌ ।
 যঃ পূজ্যং প্রভুতং যুক্তং ভব্যং সন্তং পরস্পরম্
 তদুপাসনমাত্মং যত্নকামং প্রবচ
 তস্যামৌতাক বৈদ্যক বাপনে দুম্বচ ভৌ ॥ ২১
 স্থানে বহু-ভীষের অধিকার থাকিবে ও ভাব-
 ত্বের অবস্থান বহু-ভীষের স্থানে মোক্ষপ্রাপ্তি
 হইবে এই স্থান নিরন্তর জনগণের আবাস
 ও ব্রহ্মাঃ সবাধিকল্যাপঃ অনাবাসস্ত সর্গতঃ
 অত্র দত্তং ভুতং জলং সর্গং কোটিভুগং ভবেৎ
 মংক্রেতাদপি সর্গম্যং ক্ষেত্রমেতদহস্তরম্
 অত্র সংসৃতিমাত্রেন মুক্তিভবতি দেহিনাম্ ॥ ২৪
 তস্যাহস্তরমিদং ক্ষেত্রমাত্মশোভনম্
 সর্গকল্যাপনস্পৃগং সর্গমুক্তিকরং শুভম্ ॥ ২৫
 অত্রাশ্রিত্যেব মামেব লিঙ্গং লিঙ্গনমীবরম্
 সালোক্যকৈব সামোপাঃ সাক্ষ্যং সাক্ষি কৈব চ ॥
 সাক্ষ্যমিতি পক্ষেতঃ সাক্ষ্যলানং ফলং মতম্
 সাক্ষ্যমিতি স্যঃ সাক্ষ্যং প্রাপ্যাত্ম মনোরথম্ ॥
 নন্দিকেশ্বরঃ প্রবচ
 ইত্যনুগত ভাবন বিনতৌ বিদ্য-ম-ধবৌ
 যঃ পূজ্যং প্রভুতং যুক্তং ভব্যং সন্তং পরস্পরম্
 তদুপাসনমাত্মং যত্নকামং প্রবচ
 তস্যামৌতাক বৈদ্যক বাপনে দুম্বচ ভৌ ॥ ২১
 স্থানে বহু-ভীষের অধিকার থাকিবে ও ভাব-
 ত্বের অবস্থান বহু-ভীষের স্থানে মোক্ষপ্রাপ্তি
 হইবে এই স্থান নিরন্তর জনগণের আবাস
 ও ব্রহ্মাঃ সবাধিকল্যাপঃ অনাবাসস্ত সর্গতঃ
 অত্র দত্তং ভুতং জলং সর্গং কোটিভুগং ভবেৎ
 মংক্রেতাদপি সর্গম্যং ক্ষেত্রমেতদহস্তরম্
 অত্র সংসৃতিমাত্রেন মুক্তিভবতি দেহিনাম্ ॥ ২৪
 তস্যাহস্তরমিদং ক্ষেত্রমাত্মশোভনম্
 সর্গকল্যাপনস্পৃগং সর্গমুক্তিকরং শুভম্ ॥ ২৫
 অত্রাশ্রিত্যেব মামেব লিঙ্গং লিঙ্গনমীবরম্
 সালোক্যকৈব সামোপাঃ সাক্ষ্যং সাক্ষি কৈব চ ॥
 সাক্ষ্যমিতি পক্ষেতঃ সাক্ষ্যলানং ফলং মতম্
 সাক্ষ্যমিতি স্যঃ সাক্ষ্যং প্রাপ্যাত্ম মনোরথম্ ॥
 নন্দিকেশ্বরঃ প্রবচ

সকলং নিরুপাতি স্বরূপমস্তু মে ।
 নাত্ত্ব কচ্চিৎ তদ্যাদিঃ সন্মোহপানোপরঃ ॥ ৩০
 গুরুত্বং স্তূত্বরূপেণ পশ্যাদপেণ চাভিকৌ ।
 ব্রহ্মহং নিরুপাতি প্রোক্তমীশং সকলং তৎ ॥ ৩১
 ধ্যেয়ং মমৈব সংসিদ্ধং ন মদগচ্ছ কচ্চিৎ ।
 তদ্যাদানন্দমন্তেষং যুবধোরণি ন হি চিৎ ॥ ৩২
 তদজ্ঞানেন বং ব্রহ্মমীশম্ভং মমাত্তম
 তন্নিরাকরুমাত্রমুত্তমং ব্রহ্মকর্তৃ ॥ ৩৩
 তাজ্ঞং মানমাত্মাং মীশং ব্রহ্মত্বং মতিম্
 মৎপ্রসাদেন লোকেশ সন্মোহপাতঃ প্রকাশতে ॥
 গুরুত্বাভ্যাসং তত্র প্রমাণং ন পুনঃপুনঃ
 ব্রহ্মত্বমিহং ব্রহ্ম ভবঃপ্রাপ্ত্য ভগামাহম্ ॥ ৩৪
 অহমেব পরং ব্রহ্ম মৎস্বরূপং কলংকলম্
 ব্রহ্মহাদীশব্রহ্মহং কৃত্য মেহং ব্রহ্মত্বমাহম্ ॥ ৩৫

করিবার জন্য বলিলেন, বৎসরয়! সন্তান ও
 নির্ভণ এই উভয় প্রকার বৃত্তি কেবল আমারই
 আছে, অন্য কারোই নাই। এজন্য অপব
 কেইই ঈশ্বর নহেন। দেখ, আমি পূজ্য
 নির্ভণ স্তূত্বরূপে ও পশ্যাদপে সন্তান সম্বন্ধে
 অবিন্দিত হইয়াছি। অতএব নির্ভণ ব্রহ্ম
 ও সন্তান ঈশ্বরঃ আমারই কীর্তি নাই,
 একারণ তোমাদের হিতের বা অন্য কারোই
 কোন ক্রমে ঈশ্বরঃ নিক হইতে পারে না।
 এই অজ্ঞানতা নিবন্ধনই তোমাদিগের এতদূর
 মহাদূত ঈশ্বর ভিমান মনুষ্য হইয়াছে। আমি
 তন্নিরাকরণই এই সমস্ত ভ্রমিতে অবিন্দিত
 হইয়াছি। এক্ষণে আমার ভিমান পরিত্যাগপূর্বক
 আমারে চিত্ত সম্বলিত কর। ইহা নিশ্চয়
 জানিও যে, মদায় প্রসাদই ব্রহ্মরূপে মনুষ্য
 কার্য্য নিক হইতেছে। গুরুত্ব্যই এতদ্বিষয়ের
 ব্যঞ্জক বা পুনঃপুনঃ প্রমাণ হইয়া থাকে।
 সম্প্রতি তোমাদিগের প্রতি নিমিত্ত নিমিত্ত
 ব্রহ্মত্ববিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।
 ১১—৩৫। আমিই সেই নিরাকার পরমব্রহ্ম
 এবং সন্তান ও নির্ভণ। বাহা দেখিতেছ,
 তাহাও আমার স্বরূপ। উক্ত ব্রহ্ম নিবন্ধন
 আমিই ঈশ্বরঃ। অনুরূপ আমিই কার্য্য।

ব্রহ্মহাদীশব্রহ্মহং ব্রহ্মহং ব্রহ্ম কেশবো ।
 সমতাপ্যাপকাহাচ্চ তথৈবাত্মাহমর্জকৌ ॥ ৩৬
 অনাত্মানঃ পরে সর্গে জীবা এব ন সংশয়ঃ
 অনুরূপাদিঃ সর্গাত্তং জগৎ কৃত্যক স্বককা
 ঈশ্বরাদেব মে নিত্যং ন মদগচ্ছ কচ্চিৎ
 আদৌ ব্রহ্মহং ব্রহ্মহং নিরুপাতি লিঙ্গমুখিতম্
 তদ্যাদানন্দমীশং বাক্তং দ্বিতীয়ং হি
 সকলোহহমতো জাতঃ সাক্ষাদীশস্ত তৎ
 সকলমহতে, দেয়মীশং মাংস সত্তরম্ ।
 বসিৎ নিরুপাতি স্তূত্বং মম ব্রহ্মবোধকম্ ॥
 লিঙ্গলক্ষণযুক্তং লিঙ্গং ভবেদ্বিহম্ ।
 তন্নিহং নিত্যমাত্মাত্মং যুবভামত পুত্রকৌ ।
 মহাস্বকমিদং নিত্যং মম সারিধ্যাকারম্ ।
 মহং পুত্রামিদং নিত্যমভৈল্লিঙ্গ-লিঙ্গিনোঃ
 যত্র প্রতিষ্ঠিতং যেন মদীয়ং লিঙ্গমীশম্ ।

হে ব্রহ্মকেশব! আমি সর্বাপেক্ষা ব্রহ্ম
 জগৎের ব্রহ্মকারক বলি। ব্রহ্মরূপে অবি
 হইয়া থাকি এবং আমি সকল সমতাপ
 সর্বব্যাপী। এজন্য সকলে আমাকে
 বলিয়া থাকে। মদ্বিহ্ন অপব মনুষ্য জীবই
 অনাত্ম। তাহার আর সংশয়মাত্র নাই।
 ঈশ্বর বলিয়াই অনুরূপাদি-সর্গাত্ত পক্ষ
 কৃত্য নিরামিতরূপে বিধান করিয়া থাকি।
 বাতীত অথ কাহারই তাহাও সম্ভব
 আর তোমাদিগকে আমার ব্রহ্ম-রূপ
 অথবা নির্ভণ লিঙ্গরূপে উৎপন্ন হইয়া তৎ
 অজ্ঞাত ঈশ্বরঃ প্রকাশের জন্য সাক্ষাৎ
 ঈশ্বররূপে তোমাদিগের সমক্ষে অবি
 হইয়াছি। অতএব আমাকেই সন্তান
 বলিয়া জানিবে, আর দৃশ্যমান নির্ভণ
 ও হই আমার ব্রহ্মব্যাঞ্জক। বৎসরয়! এই
 যখন আমার লিঙ্গটিই প্রকাশ পাইতেছে,
 ইহা আমার লিঙ্গ, তোমরা নিত্য ঐ লিঙ্গ
 করিবে। ইহা আমার স্বরূপ ও আমার সারি
 কারক। ঐ লিঙ্গ নিত্য মহৎ পুত্র
 কারণ, লিঙ্গ লিঙ্গবানে কিছুমাত্র প্রভেদ
 হে কুমারপুত্র! অধিক কি বলিব।

প্রতিষ্ঠিতঃ সোহমপ্রতিষ্ঠোহপি বংসকো ॥
 যামেকলিঙ্গস্ত স্থাপনে কলমীরিতম্ ।
 তে স্থাপিতে লিঙ্গে মদৈক্যং কলমেব হি ॥
 প্রাধান্যতঃ স্থাপ্যং তথা বেদস্ত গোপকম্ ।
 তব ন তৎক্ষেত্রং সবেদমপি সর্কিতঃ ॥ ৪৬
 ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বিদ্যোৎসবসংহিতায়া
 বিদ্যোৎসবো প্রতি বৎসবিদ্যা প্রদানং নাম
 সপ্তমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অষ্টমোঃ অধ্যায়ঃ ।

বৎসবিদ্যা উচ্যতে :

বিদ্যোৎসব লক্ষণং কতি নো প্রাপ্যে ॥
 শিব উবাচ ।

বিদ্যোৎসবঃ কতি নো প্রাপ্যে ॥
 প্রতিষ্ঠিতঃ সোহমপ্রতিষ্ঠোহপি বংসকো ॥
 যামেকলিঙ্গস্ত স্থাপনে কলমীরিতম্ ।
 তে স্থাপিতে লিঙ্গে মদৈক্যং কলমেব হি ॥
 প্রাধান্যতঃ স্থাপ্যং তথা বেদস্ত গোপকম্ ।
 তব ন তৎক্ষেত্রং সবেদমপি সর্কিতঃ ॥ ৪৬
 ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বিদ্যোৎসবসংহিতায়া
 বিদ্যোৎসবো প্রতি বৎসবিদ্যা প্রদানং নাম
 সপ্তমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অষ্টমোঃ অধ্যায়ঃ ।

বিদ্যোৎসব লক্ষণং কতি নো প্রাপ্যে ॥
 প্রতিষ্ঠিতঃ সোহমপ্রতিষ্ঠোহপি বংসকো ॥
 যামেকলিঙ্গস্ত স্থাপনে কলমীরিতম্ ।
 তে স্থাপিতে লিঙ্গে মদৈক্যং কলমেব হি ॥
 প্রাধান্যতঃ স্থাপ্যং তথা বেদস্ত গোপকম্ ।
 তব ন তৎক্ষেত্রং সবেদমপি সর্কিতঃ ॥ ৪৬
 ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বিদ্যোৎসবসংহিতায়া
 বিদ্যোৎসবো প্রতি বৎসবিদ্যা প্রদানং নাম
 সপ্তমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সর্গঃ সংসারসংস্কারস্তৎপ্রতিষ্ঠা স্থিতির্মতা ।
 সংহারো মর্দনং তস্ত তিরোভাবস্তৎক্রমঃ ॥ ৩
 ত্রয়োহঙ্কোচনুগ্রহস্তম্ কৃত্যমেবং হি পককম্ ।
 কৃত্যানেতদ্বহত্যাক্ষুণ্ণং গোপুর্বাধিবৎ ॥ ৪
 সর্গাণি যচ্চতুঃকৃত্যং সংসারপরিভূতম্ ।
 পকম্ মুক্তিহেতুর্বে নিত্যং মদি চ সৃষ্টিবৎ ॥ ৫
 তন্নিম্নং পকভূতেষু চতুষ্টয়ে যামেকৈকটিনে ।
 সৃষ্টিভূমৌ স্থিতিস্থায়ো সংহারঃ পারকে তথা ॥ ৬
 তিরোভাবোহনিলে তদনুগ্রহ ইত্যপরে ।
 কৃত্যতে বরদা সর্কিতঃ সর্কিতঃ প্রবর্ততে ॥ ৭
 মর্দ্যতে তেজসা সর্কিতঃ বহুদ্র চ'পনীয়তে ।
 যোঃ নৃত্যতে সর্কিতঃ কেশ মদং হি প্রতিষ্ঠিঃ ॥ ৮
 পকভূতামিদং বেদং মদ্যন্তি কৃত্যপককম্

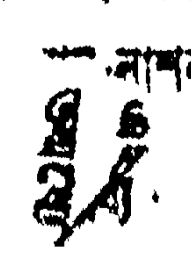
সৃষ্টি স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ ;
 এই পক কৃত্য কৃত্য আমর নিত্যমিহ ।
 তদ্ব্যপা স'সারকৃত্য—সৃষ্টি সংসার-কৃত্য—
 স্থিতি সংসারকৃত্য—সংহার, তীব্রপক
 সংসার-কৃত্য—উৎকর্ষ—তিরোভাব এবং
 সংসার-কৃত্য—কৌশলপক মুক্তিবিধানই অনুগ্রহ-
 পকভূত। এই যে আমি পকবিদ্য কৃত্যাব
 নিত্যম কটিলম ইহা আমরই জানিবে ।
 তদ্ব্যপে কটিলম ইহা এই কথা সাধিত
 পকভূত, সে কেবল পকভূত কলপিত কল-
 পনর প্রবর্তনকিন্দ্র সাপেক্ষকৃত প্রতিষ্ঠিত
 কৃত্য বরদা কৃত্যসি সংসারিক চতুঃকৃত্য
 এবং মুক্তিবিধান অনুগ্রহ, নিত্যত আমাতেই
 কৃত্যতে, কিন্তু কলপন এই পকভূত। কৃত্যসি
 পকভূত কলপন কটিলম বাক্যে তাহার কৃত্যতে
 সৃষ্টি, কলপন, স্থিতি, অর্থাৎ সংহার, অনিলে
 তিরোভাব ও অনুগ্রহে অনুগ্রহের কলপ করে ।
 কলকথ, —বহুদ্রপের এইরূপ জীতবা যে,
 মদীচমুষ্টি এবং তার সমুদয়ের সৃষ্টি, কল বাবা
 বর্জন, অনল বাবা সংহার, অনিল বাবা তিরো-
 ভাব ও অনুর বাবা অনুগ্রহ সাধিত হইতেছে ।
 ১ পকভূত-তারকম কলপিত কৃত্যতে ও
 ২ পকভূত-তারকম কলপিত কৃত্যতে ও

চতুর্দশ চতুর্দশ তদ্ব্যবহা পঞ্চমঃ মুখম্ ॥ ১
 যুবাভ্যাং তপসা লক্ষ্যমেতং কৃত্যবৎ সুতো ।
 সৃষ্টিস্থিতাভিঃ ভাগ্যং মন্তঃ প্রীতাদতিপ্রিয়ম্ ॥ ১০
 তথা কুদ্ভমহেশভামন্তঃ কৃত্যবৎ পরম্ ।
 অনুগ্রহাখ্যং কেনাপি লক্ষ্যং নব হি শকাতে ॥ ১১
 তং সর্গং পৌরুষিকং কস্য যুবাভ্যাং কালবিস্মৃতম্
 ন তুচ্ছদ-মহেশভ্যাং বিস্মৃতং কস্য তদিশম্ ॥ ১২
 রূপে বৈশে চ কৃত্য চ বাহনে চাসনে তথা ।
 অশ্বখাসৌ চ মংসমামবাভিস্তং কৃত্য কৃতম্ ॥ ১৩
 মহানবিকারসৌ মেতাং নামেবমগতম্
 মজ্জ কানে সতি নবং স্পন্দনং রূপং মহেশবৎ
 তস্য মজ্জ কানসিদ্ধার্থং মমমে'ক'বন'মকম্
 ইত্যং পবং প্রকপত্য মামকং মনভগনম্ ॥ ১৪
 উপাশিশং নিকং মমমে'ক'বন'মকমলম্
 ওঙ্কারে মনঃকাক্ষে প্রথমং মং প্রবেদকঃ ॥ ১৫

তদ্ব্যবহা চতুর্দশ মুখ চতুর্দশিক এতং অপর
 পঞ্চম মুখটো মদ্যস্থলে অন্তর্ভুক্ত ১—৯
 বৎসর। তে'মর উভয়ে তদন্ত ভা'স
 আমাকে প্রীত করি'ন ম'প্রিয় সৃষ্টি-স্থিতি
 নামক কৃত্যবৎ প্রদণ করি'ন'ছ এবং কুদ ও
 মহেশ অপর কৃত্যবৎ লভ করি'ন'ছেন কিয়
 অনুগ্রহাখ্য কৃত্য কেহই প্রাপ হইতে
 সমর্থ নহেন তে'মর ক'নবশে সেই
 পূর্বকৃত্য সকল বিস্মৃত হই'ন'ছ, কেবল কদ
 ও মহেশের ত'হা মনপি স্মৃতিপথ'কৃত আছে
 আমি এই নিমিত্তই ত'হা'দিগকে কি রূপ, কি
 বেশ, কি কৃত্য, কি বাহন, কি আসন, কি অশ্ব-
 বাদি—সর্গ বিধিতে মংস'দণ্ড অর্পণ করি-
 য়াছি। বৎসর। তে'ম'দিগের কেবল মনীয়
 ধ্যান-পরামুখতা নিশ্চয়ই এব'প্রকার অফানত
 উপস্থিত হই'ন'ছে, নতুবা আম'কে বর্থা'রূপে
 বিদিত থাকিলে মহেশের জ'গৎ তে'মাদিগেরও
 কখন এরূপ অভিমান হ'ত'িত না। একারণ
 বলিতেছি, আম'কে বর্থা'রূপে বিদিত হইবার
 জন্য আজ হইতে 'ওঙ্কার' — — — — —
 মনীয় পরম-মহু রূপে ক' — — — — —
 নিরুতিশয় মঙ্গলজনক মনীয়

বাচকোহমহং বাচো ময়োহমং হি মদ্যস্থ
 তদন্তস্বরণং নিত্যং মমাস্বরণং ভবেৎ ॥ ১
 অকার উত্তরাং পূর্বমুকারঃ পশ্চিমাননাং ।
 মকারো দক্ষিণমুখাধিন্দুঃ প্রাচ্যুখতস্তথা ॥ ১৮
 নাদো মধ্যমুখাদেবং পঞ্চদাসৌ বিজুহিতঃ ।
 একোভূতঃ পুনস্তদ্বদোমিতোকা'করো'ভবঃ ॥
 নামরূপাশ্রকং সর্গং বেদভূতকলপ্রম্ ।
 বা'প্রমেতেন মন্থেণ শিব-শলো'ভ্য বোধকঃ
 অস্মাং পঞ্চাক্ষরং জম্বের বোধকং সকলস্য
 অকারাদিক্রমেণেব নকারাদি যথাক্রমম্ ॥ ১৯
 অস্মাং পঞ্চাক্ষরাজ্জাত মঃবা' পঞ্চ ভেদত
 তস্মাচ্ছিব' তুর্দ্বক' ত্রিপাক্ষরবিভেদে পি ॥
 বৈদ্যঃ সর্গস্থতো কাক্ষে 'ততো' বৈ মনকে উ
 তদ্ব্যবহা ত'সিদ্ধিঃ সর্গসিদ্ধিরিত্যে ভবেৎ

আমি তে'মাদিগকে উপদেশ করিয়াছি
 প্রকাশক উক্ত ওঙ্কার পূর্বে আম'র মুখ
 তেই নিষ্কৃত হই'ন'ছে উহা আম'র ব'
 আমি উহার বা'চা, স্মৃতবা' ও মংস
 স্বরূপঃ ক'বন, বা'চা ও বা'চকে বিভিন্নতা
 একান্ত নিত্য উহার স্মরণ করিলেই অ'
 স্মরণ করা হই'বে। প্রথমে আম'র উক্ত
 হইতে অ'কার, পশ্চিম মুখ হইতে উ
 দক্ষিণ মুখ হইতে ম'কার, পূর্বমুখ হইতে
 ও মধ্য মুখ হইতে নাদ সমুৎপন্ন
 এইরূপ পঞ্চাক্ষরে বিদ্রুত ওঙ্কার
 একোভূত হই'বা একাক্ষর হই'ন'ছে শিব
 বোধক উক্ত ওঙ্কার মনে ধাপকরূপ
 কলপ্রম, বেদচতুষ্টয় ও সমুদয় নমস্ক
 পদার্থ ই পরিব্যাপ্ত আছে। ১০—২০।
 ঐ ওঙ্কারের অ'কার হইতে ন'কার ও
 হইতে ম'কার ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চাক্ষর
 হইলে, পুনরায় সেই পঞ্চাক্ষর হইতে
 বাদি একারান্ত পঞ্চ প্রকার মাহাকর্ষণ
 হয়। অনন্তর মনীয় পঞ্চবক্ত হইতে
 গায়ত্রী সমুৎপত্ত হইলে, তাহা হইতে
 বেদ এবং সমুদয় বেদ হইতে কোটি
 মন্ত সমুৎপন্ন হই'ন'ছে। কিন্তু 'সৌ



নন মনকেনৈন ভোগো যোক্ষ্যে সিধাতি ।

লা মনরাজানঃ সাক্ষান্ভোগপ্রদাঃ সত্যঃ ॥ ২৪

নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

পুনশ্চোক্ত ত্রিঃ পটং গুরুঃ

প্রকরা মনক সমাদিশঃ পবম

নিবাস তক্ষীনিঃ কবাসুতং শনৈ-

কদম্বঃ সংস্থিতঃ সত্যনিবঃ ॥ ২৫

কুমার্যাহীঃ সৎ সত্যজ্যোতিপূর্ণকম

জ্যো চ তৌ দক্ষিণায়ামাননক সমপদঃ ॥ ২৬

প্রবন্ধস্তৌ কিল তৌ তদন্থিক

ভূতব দেবঃ জগদ্ব্যপনম্বম ॥ ২৭

বক্ষ্যাত্য চতুঃ

নিবলকপায় নমো নিবলভক্তসে

সকলনামা নমস্তে সকলান্নে ॥ ২৮

প্রবন্ধচা নমঃ প্রবন্ধলিঙ্গিনে

সত্যনিকলে চ নমঃ পুরুষায় তে ॥ ২৯

বক্ষ্যত্বপায় পুরুষতায় তে নমঃ

। কেবল নির্দিষ্ট ফলসিদ্ধি আর শুধু
তে সক্ষমসিদ্ধি হইয়া থাকে । ফলপ্রাপ্ত সক্ষম-
প্রাপ্তসকল এই প্রকার সক্ষমপ্রকার ভোগ-
কৃতি-বাস্তু দান করিয়া থাকে । আর যত্নে
সমস্ত সক্ষম প্রকার সাক্ষ্য ভোগপ্রদ
নন্দিকেশ্বর বলিলেন, গুরু ভগবান শঙ্কর
বিশ্ব কহিল, বহু বার অবতরণ করিয়া
শ্রবণে সেট নিম্নোক্ত—বক্ষ-বিদ্য মন্থকে
পূর্ণ কবিত্ব অধিকার সহিত পুনরায় মন্থ
ন করিলে, সেট শিখাও বহু-ভুত-স-
ম্বলিত করিয়া দক্ষিণাও গুরু-উত্তরে
সমর্পণ করিলেন এবং বক্ষাও হইয়া
। জগদগুরু মহামহেশ্বরে কহিলেন, হে
। আপনি নির্ভয় অগ্ৰচ সন্তান ও যাক্ষী
পদার্থে প্রভু এবং নির্ভয় ভোজ্যময়
॥ সক্ষমপী আপনকে বারংবার নমস্কার
। হে প্রভো! আপনি প্রবন্ধবাচ্য
নিম্নো, সত্যনিব কণ্ঠ এবং পুরুষন;
নাকে নমস্কার। ২:—২৯। হে শঙ্কর!
পিতৃ বক্ষ ও পুরুষতায়রূপ, সাধারণ গুণ

আশ্বনে ব্রহ্মণে তুভ্যমনন্তগুণশ্রুয়ে ॥ ৩০

সকলাকলরূপায় শত্রুবে গুরুবে নমঃ ।

ইতি সত্য গুরুঃ পদোক্তক্সা বিদ্যায় নেমতুঃ ॥ ৩১

শঙ্কর উবাচ

বৎসকৌ সক্ষমত্বক কথিতং দর্শিতক্সামু ।

জপতং প্রবন্ধঃ মন্থ দেবীদিষ্টঃ মনাস্কম ॥ ৩২

দানক স্থিতঃ ভাগাঃ সক্ষম ভবতি শাস্তমু ।

কাম্যক চতুর্ভাঃ গুরুপাদুকায় ভবেৎ ॥ ৩৩

সত্যগতামতাদ্যমেকঃ কোটিগুণঃ ভবেৎ ।

মুগলীদিষ্টো ভাগাঃ পুনঃসাদিমন্তু ॥ ৩৪

কাম্যসমঃ সক্ষ দেবঃ পদ-যোগ্যনি-তর্পণে ।

দানক প্রভাতে চ প্রাতঃসম্ভবকালিনে ॥ ৩৫

চতুর্ভাঃ ভাগাঃ নিবন্ধনাপিনী ভবেৎ

প্রবন্ধনাপিনী চব পদুকায় প্রস্তুত ॥ ৩৬

নিম্নো দেবক ম কৃতা যত্নতাঃ নিম্নমুত্তম

। শঙ্কর উবাচ নাই, সেট সন্তান নির্ভয়ক
পদার্থ প্রবন্ধক গুরুবে আপনকে পুনঃ-
পুনঃ নমস্কার বক্ষ ও বিদ্যা এইরূপে গুরু
মহামহেশ্বরে শ্রবণ প্রবন্ধ করিলে, তিনি কহি-
লেন বৎসগণ! আমি ভোগ্যন্থিকে সমস্ত
তত্ত্ব কহিয়াছি এবং দান করাইয়াছি, এখন
কেবল দেবের অজ্ঞাপ্রদ মনাস্ক প্রবন্ধ-
মহেশ্বরে গুরু করিতে থাক, তাহা হইলেই
স্থিত দান ও সক্ষ প্রকার শাস্ত-ভাগা লাভ
হইবে । কাম্যক ও চতুর্ভা তিথিতে
নিম্ন মন্থ জপ করিলে অক্ষয় মলজনক এবং
সত্যগতি অনুসারে মহাদান হইলে তৎকালীন
জপ কোটিগুণ-মলপ্রদ হইয়া থাকে । মুগলীর
অগ্ন্যপাদ ও পুনঃস্বর আদ্যপাদ জপ, হোম
এবং তর্পণ কাহো আদ্য তুলা জানিবে
প্রভাতকাল হইতে সন্ধ্যাকাল (চতুর্থ, পঞ্চম
ও ষষ্ঠ মুহূর্ত) পদাচ্ছ মনোর নিম্ন বা প্রতিমা
বন্দনে প্রস্তুত পুরুষক চতুর্ভা, নিবন্ধ-
বাপিনী কিংবা প্রতিপদুক প্রদোষ-বাপিনীই
জপ-পূজা করিবে প্রভু। বদীর নিম্ন ও
প্রতিমা তুলা হইলেও উপাসকদিগের পক্ষে

তন্মাসিদ্ধং পবং পূজাং বেরাদপি মুমুক্ষুভিঃ ॥৩৭॥
 লিঙ্গমোক্ষাবম্বেণ বেরং পঞ্চাক্ষরেণ তু
 স্বয়মেব হি সদ্ভবোঃ প্রতিষ্ঠাপাং পট্টেবপি ॥৩৮॥
 পূজয়েৎ পট্টেবৈ... মং পদং সুলভং ভবেৎ ।
 ইতি শাস্ত্র তথ শিম্বো উত্ত্রেবাচর্চিতঃ শিবঃ ॥৩৯॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপ্রবণে বিদ্যোত্তরসংহি

তয়াং বেরলিঙ্গপূজাবর্ণনঃ নাম -

দ্বৈমোহবাসঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহবাসঃ ।

অন্য উচ্যঃ

কথং লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপাং কথং বা তস্মৈ লক্ষণম্

কথং বা তং সমভাঙ্গ্যং দেশে কালে চ কেন হি

স্বত উচ্যেচ

মুমুক্ষুভিঃ প্রবক্ষ্যামি দ্ব্যতমবধানতঃ

লিঙ্গই প্রথম একপদং মুমুক্ষুভিঃ প্রবর্ণনং
 প্রতিমা অপেক্ষা লিঙ্গপূজনই উৎকৃষ্টং সাধক-
 গণ ওক্ষার দ্বারা লিঙ্গের ও পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বারা
 প্রতিমার পূজা করিবে মনোর লিঙ্গ বা প্রতিমা
 পরপ্রতিষ্ঠিত হইলেও পদং সংস্কার উপচারে
 তাহার পূজা করিলে সাধকগণ অন্যথায়ে সিদ্ধি-
 পদলাভে সমর্থ হয় তাহা নহে শিব শিবা-
 বাক্যে এইরূপ উপদেশ করিয়া সেই স্থানেই
 অস্থিত হইলেন ॥ ৩০—৩৯ ॥

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

কৃষ্ণগিরি বলিলেন, হে সত্য । কি প্রকারে
 লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং ঐ
 লিঙ্গের লক্ষণ কিরূপ ? আর কিরূপে তাহার
 পূজা করা কর্তব্য ও কীদৃশ দেশ-কালেই বা
 তাহা বিহিত আছে, তাহা কীৰ্ত্তন কর । ঋষি-
 পণের স্তম্ভ প্রস্তাবে সত্য বলিলেন, কৃষ্ণগিরি !

অনুকূলে ভূতে কালে পূণ্যে তীর্থে ভূটে
 যথেষ্টং লিঙ্গমারোপাং যত্র সান্নিধ্যমর্চন
 পাথিবেন তথাপোন তৈত্ত্বসেন যথাকৃচি ।
 কলক্ষণসংযুক্তং লিঙ্গং পূজাকলং লভেৎ ।
 সর্গলক্ষণসংযুক্তং সদ্যঃ পূজাকলপ্রদম্ ॥ ১ ॥
 চরে বিশিষ্যতে স্মৃত্যং স্থাবরে সুলমেব হি
 সলক্ষণং সপীঠকং স্থাপয়েচ্ছিবনির্মিতম্ ॥ ২ ॥
 মণ্ডলং চতুরঙ্গং বা ত্রিকোণমথবা তথ
 বদ্রং চতুরঙ্গং লিঙ্গপীঠং মহাকলম্ ॥ ৩ ॥
 প্রথমং মচ্ছিন্নাদিত্যোঃ লিঙ্গং সৌহাদিভিঃ
 যেন লিঙ্গং তেন পীঠং স্থাবরে হি বিশিষ্য
 লিঙ্গং পীঠং চাবে চৈকং লিঙ্গং বাপকৃতং
 লিঙ্গপ্রমাণং কৃতং বা দাদশাঙ্গলমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥
 নান্যথোঃ দ্ব্যঙ্গময়ং সাদৃশিকং নবং দ্ব্যতমং

স্থাপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় তাহা কথিত
 অবস্থিত হইবে শব্দ কথন । যে স্থানে
 পূজা হইতে পারে, তৎপদ পূজা নীতি
 তাহা নহে শাস্ত্রোক্ত অনুকূল অভিসময়ে
 কচি মুমুক্ষু, জলময় বা যে কেন বাতুময়
 স্থাপন করিবে, ঐ লিঙ্গ শব্দশাস্ত্রোক্ত
 সমন্বিত হইবে, তাহা হইলেই তাহা
 পদ্যসময়ে তাহার কললাভ হয়, আর
 লক্ষণাযুক্ত হইলে সদ্যঃ পূজা-কলপ্রদ
 থাকে চলনযোগ্য স্থাবরে স্মৃত্যং লি-
 স্থাবরে সুল লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গ
 তাহা যথোক্ত লক্ষণাযুক্ত ও পীঠযুক্ত
 স্থাপন করা বিহিত উক্ত লিঙ্গপীঠমণ্ডল
 চতুরঙ্গ বা ত্রিকোণ হইবে, আর উচ্চ
 বদ্রং চতুরঙ্গ কীর্ণ হয়, তাহা হইলে
 লক্ষণনক হইয়া থাকে । অত্রিক বা
 অপেক্ষা সৌহাদিনির্মিত শিবলিঙ্গের
 প্রসঙ্গ এবং স্থিরতর আধারে লিঙ্গ ও
 একবক্স গঠিত হইলে ভাল হয় ; কিন্তু বা
 ব্যতীত অস্ত্র লিঙ্গ ও পীঠ একবক্স
 নির্মিত হওয়া উচিত । উক্ত শিবলিঙ্গ,
 দাদশাঙ্গল পরিমিত হইলে উত্তম ;
 অধিক হইলেও দোষ নহে, কিন্তু

রূপাল্যানং চরৈঃপি চ তথৈব হি ॥ ১
 ১) বিমানং শিল্পেন কার্যং দেবগণৈর্ভূতম্ ।
 ত্রিভূতৈঃ বয়ো দৃঢ়ে দর্পণসম্মিতৈঃ ॥ ১০
 ৩ নবরত্নৈঃ সিংহদ্বারে চ প্রধানকে ।
 ৪) ব্রহ্মা বন্দ্যঃ শ্যামঃ মরুতঃ তথা ॥ ১১
 ৫) প্রবল-গোমেদ-বজ্রাণি নবরত্নকম্ ।
 ৬) লিঙ্গং মহাদ্বারং নিক্ষিপেৎ সহবেদিকে ॥ ১২
 ৭) লিঙ্গং সদ্যঃদৈঃ পাত্যানে যথাক্রমম্
 ৮) চ হুঃ বহুঃ বিষ্ণুঃ সত্বলক মাম্ ॥ ১৩
 ৯) কুম্ভাচার্যমগ্নৈঃ কাটৈঃ বাক্ষবম্
 ১০) চৈব যমিতো ভূতমপাত্য উঃ তথা ॥ ১৪
 ১১) কুম্ভম্ আবঃ সর্পিঃ সন্তোষা যতঃ
 ১২) চৈব পুণ্ড্রৈঃ নবরত্নৈঃ পরিভে ॥ ১৫
 ১৩) চৈব চৌক্যৈঃ দ্যৌঃ দেবঃ পরঃ ভূতম্

উদ্যো চ মহামন্ত্রমোক্ষারং নাদ্যাবিতম্ ॥ ১৬
 লিঙ্গং তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য লিঙ্গং পীঠেন যোজয়েৎ ।
 লিঙ্গং সপীঠং নিক্ষিপ্য নিত্যলোপেন বন্ধয়েৎ ॥ ১৭
 এবং বেরক সংস্থাপ্য তত্রৈব পরমং ভূতম্ ।
 পদ্যাক্ষরেণ বেরস্ত উৎসবার্থং বহিস্থখা ॥ ১৮
 বেরং ভূতভো গৃহীয়াঃ সাদৃভিঃ পূজিতস্ত বা ।
 এবং লিঙ্গং চ বেরে চ পত্রা শিবপদপ্রদা ॥ ১৯
 পুনঃ পুনঃ প্রোক্তং স্থাবরং ভূতম্ তথ
 স্থাবরং লিঙ্গমিত্যভ্যন্তর্যন্ত্যাদিকং তথা ॥ ২০
 ভূতম্ লিঙ্গমিত্যভ্যঃ ক্রিমিকীটাদিকং তথা ।
 স্থাবরস্ত চ ভূতম্ ভূতমস্ত চ ভূতম্ ॥ ২১
 তত্র পুনঃ পুনঃ শিবলিঙ্গং বিদ্যুৎ ॥
 পীঠমুদ্যম্য সপাঃ শিবলিঙ্গক চিত্রম্ ॥ ২২
 যদ্য দেবীমুদ্যম্যে বহু ত্রিগুণি শব্দরঃ

নামলাঃ নানতা জন্মিবে। কেবল
 ১) পদ্যে একমন্ত্রমূল পরিমিতও
 ২) —১ শিবস্থাপক ব্যক্তি-
 ৩) কাকদ্যানিপুন ব্যক্তি বহু নান
 সমুচিত মন্দির নিৰ্মাণ করাইবে
 ৪) মন্দিরে উদ্যো স্থাপন হইবে
 ৫) পরে নীলকাষ্ঠ, পদ্যাক্ষর বন্দ্য
 ৬) কুম্ভ, প্রবল, গোমেদ ও বহু
 নবরত্ন ত্রিভূত দর্পণসম্মিত দৃঢ় পত্র
 ৭) যজ্ঞতরুতে বেদিকার উপর যে
 লিঙ্গস্থাপন হইবে, তত্রৈব যথাক্রমে
 গুহ্যকর্ম করিয়া তত্রৈব পূজ্যক
 নিক্ষিপপূর্বক সমনোজ্ঞায় নমঃ
 ৮) মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে পদ্যাক্ষরে
 ৯) পূজা করিয়া সপরিবার শিব-উদ্দেশে
 ১০) বহুবাহু হুতাশ্রিত প্রদান করিবে
 ১১) প্রচুর অর্থ ও অভিলষিত বস্তু দ্বারা
 আচার্য ও বাক্ষবগণের পূজা করিয়া অর্থ-
 ১২) বহুলসার প্রভৃতি ঐশ্বর্য দান করত
 অভিলষিত দ্রব্য সর্পিপ্রকার স্থাবর ও
 জীবনিচয়ের সন্তোষসাধনপূর্বক বহু
 রত্নপূজিত পূজ্যক সন্তোষো লিঙ্গ

স্থাপন করিবে। পরে পীঠের সমুচিত লিঙ্গের
 ১) স্থাপন করিয়া লিঙ্গ প্রতি বহুকালস্থায়ী
 বিশেষ নৈবাসি লিঙ্গ ও পাত্র দ্বারা সংযোজিত
 করিবে পরম ভক্তজনক শিবপ্রতিমা-স্থাপ-
 নেবও এইরূপ বিধি জন্মিবে, কেবল উৎসবার্থ
 একবার বহিঃক্ষেপে পদ্যাক্ষর যন্ত্রে প্রতিষার
 পূজা করিতে হয় এইমাত্র বিশেষ। পূজ্যক
 প্রকারে শিবলিঙ্গ বা শিবপ্রতিমা স্থাপনপূর্বক
 পূজা করিলে অথবা কুম্ভ ও বা সাদৃশ্য-পূজিত
 শিবপ্রতিমার পূজা করিলে, শিবপদপ্রাপ্তি হইবে
 থাকে মুনিগণ। পূজ্যক ভিন্ন স্থাবর ও
 ভূতম্ভূক এবং বিগ্রহার শিলালিঙ্গ উক্ত
 এইমাত্র জন্মিবে তন্ত্র-তন্ত্রাদিকে স্থাবর ও
 ক্রিমি-কাটাদিকে ভূতম্ শিবলিঙ্গরূপে কীর্তন
 করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি
 তাত্ত্বিকদেরই সুচারুভাবে জলসেবাদি দ্রব্য
 স্থাবরের ন্যায় ও অগ্নি দ্বারা ভূতম-লিঙ্গের
 ও কীটাদির ত্রি সাক্ষর করে, সে শিবপূজার
 কল্যাণ করে। যে অপোষমনিচয়, সমুদ্র
 লিঙ্গপীঠ পার্শ্বতী বহু ও সমুদ্র লিঙ্গই
 চিত্র শিবলিঙ্গ আনিবে। তদনন্ত পরে যে
 প্রকার দেবী কাত্যাক্ষরীকে কোড়ে বান্ধন করত
 অবস্থান করেন সেইরূপ ঐ লিঙ্গ পীঠ

তথা লিঙ্গমিদং পীঠং যথা তিষ্ঠতি সন্ততম্ ॥ ২৩

এবং স্থাপ্য মহালিঙ্গং পূজয়েৎপচারকৈঃ

নিত্যপূজা যথাশক্তি ধ্যানাদিকরণং তথা ॥ ২৪

ইতি সংস্থাপয়োল্লিঙ্গং সাক্ষাচ্ছিবপদপ্রদম্ ।

অথবা চরলিঙ্গে তু যোঃশৈলপচারকৈঃ ॥ ২৫

পূজয়েচ্চ যথাশ্রীং ক্রমাচ্ছিবপদপ্রদম্ ।

আবাহনকাসনক অর্থাৎ পাদাং তথৈব চ ॥ ২৬

তদন্যচমনকৈব স্নানমভ্যঙ্গপূজকম্ ।

বস্ত্রং গন্ধং তথা পুষ্পং পুষ্পং দীপ নিবেদনম্ ॥ ২৭

নীরাজক তাম্বুলং নমস্কারে বিসর্জনম্

অথবাযাদিকং কৃত্ব নিবেদ্যাহুতং যথাবিধি ॥ ২৮

অথাভিব্যেকং নিবেদ্যঃ নমস্কারক তর্পণম্

যথাশক্তি সন্ম কৃধ্যাং ক্রমাচ্ছিবপদপ্রদম্ ॥ ২৯

অথবা মানুযে লিঙ্গেইপ্যর্ঘ্যে দৈবে সযশুবি ।

স্থাপিতেইপূর্বেক লিঙ্গে সোপচারং যথা তথা ॥ ৩০

পূজোপকরণে দত্তে যং কিকিং কলমশুভং

প্রদক্ষিণনমস্কারে ক্রমাচ্ছিবপদপ্রদম্ ॥ ৩১

অবলম্বন করিয়া নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ১০—২৩ পূর্বেক প্রকারে মহালিঙ্গ স্থাপনপূর্বক উপচারসমূহ পূজা করিবে এবং যথাশক্তি নিত্য তদন্তর পূজা ও ধ্যানাদি কান করা বিবেচ্য। ইতুপ করিলে সাক্ষাৎ শিবপদ লাভ হইয়া থাকে অথবা প্রত্যহ আবাহন, আসন, অর্থাৎ পাদা পান্যঙ্গ, অর্চ-মনীয়, অভ্যঙ্গপূর্বক স্নানীয়, বস্ত্র, গন্ধপুষ্প, বৃপ, দীপ, নিবেদ্য, নীরাজন, তাম্বুল, নমস্কার ও বিসর্জন এই যোঃশৈলপচারে যথাবিধি চরলিঙ্গের পূজা করিলেও ক্রমে শিবপদ প্রাপ্ত হইতে পারে যাহা কিংবা নিত্য অন্য হইতে নিবেদ্য পর্য্যন্ত দান করিয়া পরে পুনরায় যথাশক্তি অভিব্যেক, নিবেদ্য, নমস্কার ও তর্পণ করিলেও ক্রমে তথা শিবপদ-প্রাপক হইয়া থাকে। অথবা যে কোন মনুষ্য, কষি বা দেবতাস্থাপিত কিংবা দ্রব্য উদ্ধৃত বা যাহার স্থাপনের আদি নির্গত হয় না, এ সকল লিঙ্গের প্রত্যহ যথাশক্তি প্রদক্ষিণ ও নমস্কারের সহিত উপচার দানে পূজা করিলেও কিকিং কিকিং

লিঙ্গদর্শনমাত্রং বা নিয়মেণ শিবপ্রদম্ ।

মুংপিষ্টগোশকুংপুষ্পং করবীরেণ বা কলৈঃ

গুড়েন নবনীতেন ভক্ষ্যন্যগ্নৈর্ঘর্ষ্যধারুচি ।

লিঙ্গং যত্নেন কৃত্বাহুতং যজ্ঞে তদন্তসারিতং ॥

অমৃষ্টাদাবপি তথা পূজামিচ্ছতি কেচন ।

লিঙ্গকম্পনি সর্ষত্বে নিষেধোহস্মি ন কাইচিৎ

সর্ষত্বে ফলদাতা হি প্রয়াসানুগুণং শিবঃ

অথবা লিঙ্গদানং বা লিঙ্গমৌল্যমথাপি বা ।

শাক্তয়া শিবভক্তয়া দত্তং শিবপদপ্রদম্

অথবা প্রণবং নিত্যং জপেদংশসহস্রকম্ ॥

সাক্ষায়ে ১০ সহস্রং বা ক্ষেপং শিবপদপ্রদম্

জপকালে মকরাংস্তং * মনঃশুদ্ধিকরণং তদে

সম্যকৌ মানসঃ প্রোক্তমুপংক্ত সাক্ষিকালি

দলনভ হয়। তথা হইলেই ক্রমে শিব

এভাবে সমস্ত হইতে পারে যাহা আব বি

মিতরূপে লিঙ্গ দর্শন করিলেও শিবপদ

হয়। সর্বকণন দ্বারা সহিত যথাক্রমে মুসি

গোময় পুষ্প, কল, গুড়, নবনীত, ভক্ষ্য বা

যাহাও শিবলিঙ্গ নিষ্পন্নপূর্বক যথাবিধি

করিতে পারেন এবং কেহ কেহ অমৃষ্টাদি

শিবপূজা বিহিত বলিয়াছেন ফলতঃ

প্রকার লিঙ্গকল্পনাতেই নিষেধ নাই

ভাবন শব্দর সর্ষত্বে পরিমিতানুরূপ

করিয়া থাকেন অথবা শাক্ত্যাদি সহিত

লিঙ্গ বা তঃপ্রাপ্তিযোগ্য দ্বারা শিবভ

দান করিলে, তদন্তেও শিবপদ লাভ

কিংবা নিত্য দশ সহস্র সখ্যক বা

সাক্ষ্যতেই সহস্রসংখ্যক করিয়া প্রণব

করিলে, তদন্তেও শিবপদপ্রদ হইয়া

উক্ত প্রণব যন্ত্রের জপকালে মনের

সম্পাদন আবশ্যক। সমাধি হইলে

জপ ও অপর সমুদয় কালে অপরিচ্ছিন্ন

বিহিত হইয়াছে, কিন্তু যে কোন প্রকা

করিতে হইলেই এরূপে করিতে হই

* অথবাযাং ব্রহ্মোত্তমঃ

[illegible]

পদ লাভ হইয়া থাকে ১১—১৪ আর
 প্রতিদিন সহস্র করিয়া মঙ্গলক জপ
 এবং দধিসাদা দান্ধন ভোজন করাইলে
 সর্বাঙ্গকার ইচ্ছা সিদ্ধি হয়। অথবা যে ব্রাহ্মণ
 নিত্য প্রাতঃকালে অষ্টোত্তর সহস্র শারদৌ
 জপ করিবেন, ক্রমে তিনি শিবপদ প্রাপ্ত
 হইবেন কিংবা যদানিচ্ছমে একাক্ষর, মণি-
 ক্ষর, শতাক্ষর বা তদন্বিত একশ্লোকের বিগীন
 সহস্রাক্ষর অথবা অমৃতাক্ষর বেদমন্ত্র ও স্তো-
 ত্রা করিলে বা বেদপাঠ্যরূপ করিলেও শিবপদ
 লাভ হইয়া থাকে এইরূপ অসংখ্য বহুতর
 মন্ত্রেরও অক্ষরসংখ্যানুসারে লক্ষ জপ করিলে
 শিবস্থান লাভ হয়। কিন্তু একাক্ষর মন্ত্রের কেঁটি
 দ্বার জপ ও পঠন পুনরায় তত্ত্বিচ্ছীক সহস্র
 দ্বার জপ করা বিধেয়। অথবা মহেশ্বর বলিয়া-
 ছেন, যে ব্যক্তি দৃত্যাকাল পর্য্যন্ত নিত্য ওচ্চার-
 ণ একাক্ষর মন্ত্র সহস্রবার করিয়া জপ করে,
 লভ্য সর্বাঙ্গীভূতি সিদ্ধ হয়। আর শিবকাব্যার্থ
 হৃদয়ান্যাদি প্রকৃত ও সম্যক্ৰীতি করিলেও

শিবক্ষেত্রে তথা বাসঃ নিত্যং কুৰ্ঘ্যচ্চ ভক্তিতঃ ॥
 কড়ানামকড়ানাক সর্কেষাং ভুক্তি-মুক্তিদম্ ।
 তস্মাদ্বাসঃ শিবক্ষেত্রে কুৰ্ঘ্যাদামরণং বুধঃ ॥ ৫৪
 লিঙ্গাঙ্কুশতং পুণ্যং ক্ষেত্রে মানুষকে বিদুঃ ।
 সহস্রারতিমাত্রস্ত পুণ্যং ক্ষেত্রে তথার্থকে ॥ ৫৫
 দৈবলিঙ্গে তথা ক্ষেত্রে সহস্রারতিমানতঃ ।
 বনুঃপ্রমাণসাহস্রং পুণ্যং ক্ষেত্রে স্বয়ংবি ॥ ৫৬
 পুণ্যক্ষেত্রে স্থিতা বাপী কৃপাদাং পুষ্করাণি চ
 শিবগঙ্গেতি বিজ্ঞেয়ং শিবস্ত বচনং যথা ॥ ৫৭
 উক্তং সাত্বা তথা দত্তা জপিহা হি শিবং ব্রজেৎ
 শিবক্ষেত্রে সমাপ্রিত্য কসেদামরণং তথা ॥ ৫৮
 দাহং দশাহং মাস্ত্বং বা সপিণ্ডীকরণস্ত বা
 আকিকং বা শিবক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পিণ্ডমথাপি বা ॥
 সর্কপাপবিনিমুক্তঃ সদাঃ শিবপদং লভেৎ ।
 অথবা সপ্তরাত্রং বা বসেদ্বা পঞ্চরাত্রকম্ ॥ ৬০

শিবপদলাভ হয় : সকলেরই ভক্তিভাবে নিত্য
 শিবক্ষেত্রে বাস করা কৰ্ত্তব্য। কারণ তাহাতে
 স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই সর্কপ্রকার ভোগ
 ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্বর্গ
 জীবগণের মরণ পর্যন্ত শিবক্ষেত্রে বাস সর্কভে-
 ভাবে বিধেয়। যে স্থানে মানুষ কতক শিব-
 লিঙ্গ স্থাপিত হয়, একপ শিবক্ষেত্রের উক্ত
 শিবলিঙ্গ হইতে শতহস্ত পর্যন্ত স্থান পুণ্যজনক
 হইয়া থাকে, আর দেবতা বা ঋষি-স্থাপিত
 শিবলিঙ্গযুক্ত ক্ষেত্রে সহস্র অর্থাৎ পর্যন্ত স্থান
 পুণ্যপ্রদ এবং যে ক্ষেত্রে স্বয়ং-লিঙ্গ উৎপন্ন
 হয়, তথায় উক্ত লিঙ্গ হইতে সহস্র-ধনুঃ পরি-
 মাণ পর্যন্ত ভূমি পুণ্য হইয়া থাকে। ভগবান্
 শঙ্কর কহিয়াছেন, পুণ্যক্ষেত্রস্থিত বাপী, পুষ্করিণী
 ও কৃপাদি সকল শিবলিঙ্গ বলিয়া জানিবে; সেই
 স্থানে স্নান, দান ও হোমাদি কাৰ্য্য করিলে
 শিবপদ লাভ করা যায়, একারণ সকলেই মরণ
 পর্যন্ত শিবক্ষেত্রে বাস করিবে। ৪৫—৫৭।
 উক্ত ক্ষেত্রে বীহার দাহ, দশাহকৃত্য, মাসিক,
 সপিণ্ডীকরণ বা বার্ষিককৃত্য হয় এক বহুদেশে
 ক্ষেত্রপ্রাপ্তি নিমিত্ত পিণ্ডদান করা যায়, সে তৎ-
 ক্রমে শিবপদ লাভ করিয়া থাকে। অথবা ঐ

ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা ক্রমাচ্ছিবপদং লভেৎ ।
 সর্বানুগুণং লোকে স্বাচার্য্যং প্রাপ্নোতে নরঃ ॥ ৬
 বর্ণোদ্ধারেণ ভক্ত্যা চ তৎফলাতিশয়ং নরঃ ।
 সর্কং কৃত্যং কামনয়া সদাঃ ফলমবাশুযাং ॥ ৬২
 সর্কং কৃত্যকামেন সাক্ষাচ্ছিবপদপ্রদম্ ।
 প্রাতমধ্যাহ্নসায়াহ্নমহস্ত্রিষেকতঃ ক্রমাৎ ॥ ৬৩
 প্রাতর্বিবিকরণং জ্ঞেয়ং মধ্যাহ্নং কামিকং তথা ।
 সায়াহ্নং শান্তিকং জ্ঞেয়ং বাত্রাবপি তথৈব হি ॥
 কালো নিশীথো বে প্রোক্তো মধ্যাহ্নমধ্যং নিশি ।
 শিবপূজা বিশেষেণ তৎকালে-ভীষ্টসিদ্ধিদা ॥ ৬৫
 এবং জ্ঞাত্য নরঃ কুর্কন যথোক্তফলভাগ্ভবেৎ ।
 বহুলো যুগে বিশেষেণ ফলসিদ্ধিস্ত কশ্যবা ॥ ৬৬
 উক্তেন কেনচিদপি অধিকারবিভেদতঃ ।
 সন্দৃগ্ধিঃ পাপভীকৃত্য তত্তৎকলমবাশুযাং ॥ ৬৭
 কশ্য উচুঃ ।
 অথ ক্ষেত্রনি পুণ্যানি সমাসাং কশ্যশ্ব নঃ ।

স্থানে সপ্তরাত্র, পঞ্চরাত্র, ত্রিরাত্র বা একরাত্র
 বাস করিলেও ক্রমে শিবপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়
 মানবগণ বিশুদ্ধ স্বাচার ও ভক্তিবলে ক্রমে
 উচ্চোচ্চতর বর্ণে উন্নত হইয়া ক্রমে সর্বানুগুণ
 বর্ণ ফলাতিশয়া লাভ করে। সাক্ষাৎ
 কাৰ্য্য সকল কামনাকৃত হইলে সদাঃ ফলজনক
 এবং অকামকৃত হইলে সাক্ষাৎ শিবপদপ্রা-
 প্ত হইয়া থাকে। শিবাবদন-কাৰ্য্য কি প্রাতঃ
 কাল, কি মধ্যাহ্নকাল, কি সায়াহ্নকাল
 সর্কসময়েই বিহিত আছে, তন্মধ্যে প্রাতঃকাল
 নিত্য-বিধি সম্পাদক, মধ্যাহ্নকাল কাম্যকালে
 সম্পাদক এবং সায়াহ্ন ও বাত্রিকাল বেরাগো
 সম্পাদক বলিয়া জানিবে। আর বাত্রি
 মধ্যম যামধ্যরূপ নিশীথকালে শিবপূজা করি-
 তাহা বিশেষরূপে অভীষ্টসিদ্ধিদায়ক হয়
 মানবগণ, এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া কাৰ্য্য করি-
 যথোক্ত ফলভাগী হইতে পারে; বিশেষ করি
 যুগে অধিকারিভেদে উক্ত যে কোন কা-
 র্য্যই বিশিষ্ট ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। কি
 যে ব্যক্তি সন্দৃগ্ধি ও পাপভীকৃত্য, সেই উক্ত
 কাৰ্য্যের যথার্থ ফল প্রাপ্ত হয়। যতদূর এ

সর্বোপাশ্রিত্য পুরুষা যাত্যশ্রিত্য পদং লভেৎ ॥ ৬৮

স্বতঃশ্রিত্য শিবক্ষেত্রাগম্যস্তথা ॥ ৬৯

স্বতঃ উবাচ ।

কৃত্য শিবো সর্বং ক্ষেত্রাণি চ তদাগম্য ॥ ৭০

ইতি বীশৈবে মহাপুৰাণে বিদ্যোত্তরসংহিতায়াং

ক্ষেত্রবিশেষা শ্লোক-লিঙ্গমাহাত্ম্যাকথনং

নাম নবমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

নশমোঃ অধ্যায়ঃ ।

স্বতঃ উবাচ

স্বতঃশ্রিত্য শিবক্ষেত্রং বিমুক্তিম

ভোগ্যমস্বতো বক্ষ্যে লোকবক্ষ্যার্থমেব হি ॥ ১

পুণ্যক্ষেত্রবিশেষাঃ সশৈলবনকাননং

শিবক্ষেত্রং হি পৃথিবী লোকং ১০ চ তিষ্ঠতি ॥ ২

সংলগ্না শ্রুত্যা পৃথিবী বসিগণ বসিলেন, তে
পৃথিবীভাগা স্বতঃ সমুদ্রয় স্থাপুৰুষগণ
ভাগে অবলম্বন করিয়া অন্যত্র শিবপুত্র
স্বতঃ কথিতে পাবে, সংক্ষেপে সেই সকল
বিদ্যোত্তর ও শিবমাহাত্ম্যপ্রকাশক বেদভাগ
স্বতঃশ্রিত্যে নিকট বাক্য করি তখন স্বতঃ
বিলম্ব নুনিগণ্য। আপনাদিগের লিঙ্গসং-
লগ্ন ক্ষেত্র ও বেদভাগ বর্ণন করিতেছি,
আপনরা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ও সমুদ্রয় শব্দ
করুন ১৮—২০

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

নশমোঃ অধ্যায়ঃ ।

স্বতঃ কথিলেন, তে স্থানীয় বসিগণ। অথ
পৃথিবী শিবক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিতেছি,
বর্ণন করুন, পরে লোকবক্ষ্য শিবমাহাত্ম্য-
প্রকাশক বেদভাগ কীৰ্ত্তন করি। পঞ্চাশৎ-
কোটি-যোজন-বিস্তীর্ণা, শৈলকাননাবিভা এই
পৃথিবী শিবক্ষেত্র সকলের আধাররূপে অবস্থিত

তত্র তত্র শিবক্ষেত্রং তত্র তত্র নিবাসিনাম্ ।

মোক্ষার্থং কৃপয়া দেবঃ ক্ষেত্রং কল্পিতবান্ প্রভুঃ ॥

পরিগ্রহাদৃশীণাক দেবানাক পরিগ্রহাৎ ।

স্বতঃশ্রুত্যাথাত্মানি লোকবক্ষ্যার্থমেব হি ॥ ৪

তীর্থো ক্ষেত্রে সদা কার্যং জ্ঞান-দান-অপাদিকম্ ।

যত্নাং রোগ-দারিদ্র্য-মুক্তাদ্যাণুয়াগ্নয়ঃ ॥ ৫

অথামিহ ভারতে বর্ষে প্রাপ্নোতি যবৎ নরঃ ।

স্বতঃশ্রুত্যান্বাসেন পুনরানুযায়্যাপুয়াৎ ॥ ৬

ক্ষেত্রে পাপস্ত করণং দৃঢ়ং ভবতি ভূম্বরাঃ ।

পুণ্যক্ষেত্রে নিবাসে হি পাপমগ্নপি নাচরেৎ ॥ ৭

যেন কেনাপাপায়েন পুণ্যক্ষেত্রে বসেন্নরঃ ।

সিদ্ধোঃ শতনদীতীরে সন্তি ক্ষেত্রাণ্যনেকশঃ ॥ ৮

সরসতী নদী পুণ্য প্রোক্তা বহুমুখা তথা ।

তত্ত্বত্বে বসেৎ প্রাজ্ঞঃ ক্রমাদ্রূপদং লভেৎ ॥

হিমবত্কারিজ গঙ্গা পুণ্য শতমুখা নদী

ততীরে চৈব কাশ্মি পুণ্যক্ষেত্রাণ্যনেকশঃ ॥ ১০

আছে ইহার স্থানে স্থানে ক্ষেত্রনিবাসী
ব্যক্তিগণের মুক্তির নিমিত্ত ভগবান্ শঙ্কর, ক্ষেত্র
সকল করিয়া কল্পিতছেন এবং বসিগণ ও দেব-
গণের পরিগ্রহ নিবন্ধন ত্তিপদ ক্ষেত্র সমুদ্রত
হইয়াছে আর স্বতঃ-উৎপন্নও ত্তিপদ ক্ষেত্র
দেখা যায়। তীর্থ ও ক্ষেত্রে মানবগণের সদা
জ্ঞান, দান ও অপাদি কার্য করা কর্তব্য। তাহা
ন হইলে রোগ, দারিদ্র্য ও মুক্তাদি অশু-
ভোগ ভোগ করিতে হয়। মানবগণ এই
ভারতবর্ষে যত হইলে পুনরায় মনুষ্য-বোনিতেই
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। হে ভূমিবর্গ! পুণ্য-
ক্ষেত্রে পাপচরণ করিলে তাহা গুরুতর হয়,
এতদ্ব্যতীত বসতিকালে কোনরূপ বংশায়াত্মও
পাপ করা অকর্তব্য। যে কোন উপায়ে
মানবের পুণ্যক্ষেত্রে বাস করা সর্বোত্তমভাবে
বিধেয়। সমুদ্রের নিকট পঙ্কজতীরে বহুতর
পুণ্যক্ষেত্র আছে, উদ্যো পবিত্র সরসতী নদী
বহুমুখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুদীর্ঘান্ ব্যক্তির
ততীরে বাস করা উচিত; কারণ, তাহা হইলে
ক্রমে ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। হিমালয়-
মুখতা পুণ্যভাগীরা শতমুখা নামে অভিহিত।

তত্র তীরং প্রশস্তং হি মুগে মৃগ-বৃহস্পতি ।
 শোণভদ্রে দশমুখঃ পুণ্যোহতীষ্টকলপ্রদঃ ॥ ১১
 তত্র স্নানোপবাসেন পদং বৈনাযকং লভেৎ ।
 চতুর্দশমুখা পুণ্যা নর্মদা চ মহানদী ॥ ১২
 তত্র স্নানেন বাসেন পদং বৈষ্ণবমাপ্নুয়াৎ ।
 তমসা দ্বাদশমুখা রেব দশমুখা নদী ॥ ১৩
 গোদাবরী মহাপুণ্যা ত্রক্ষ-গোবর্ধনাশিনী
 একবিংশতিমুখা প্রোক্তা কুন্দলোকপ্রদায়িনী ॥ ১৪
 কৃষ্ণবেণী পুণ্যানদী সর্কপাপক্ষয়বহা ।
 সপ্তদশমুখা প্রোক্তা বিম্বলোকপ্রদায়িনী ॥ ১৫
 তুঙ্গভদ্রা দশমুখা ত্রক্ষলোকপ্রদায়িনী
 সুবর্ণমুখরী পুণ্যা প্রোক্তা নবমুখা তথা ॥ ১৬
 তত্রৈব সুপ্রভাঃসহ ত্রক্ষলোকচাতুস্তম্বা
 সরস্বতী চ পম্পা চ কন্যা বেতনদী শুভা ।
 এতাসাং তীরবাসেন ইন্দ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
 সহাদ্রিক মহাপুণ্যা কাবেরীতি মহানদী ॥ ১৮

কালাদি বহুত্ব পুণ্যক্ষেত্র তাহারই তারে
 অবস্থিত । ১—১০ স্বংকালে বৃহস্পতি
 মকরস্থ হন, সেই সময় ঐ গঙ্গাতীর অতি
 প্রশংসনীয় হইয়া থাকে । অতীষ্টপ্রদ পবিত্র
 শোণভদ্রা নদী দশমুখ বলিয়া বিখ্যাত ; তথায়
 স্নান ও উপবাসাদি ব্রতচরণ করিলে গণেশ-
 লোক লাভ কর যায় । পবিত্র মহানদী নর্মদা
 চতুর্দশমুখা, তথায় স্নান ও ততীরে বাস
 করিলে বিম্বলোকে গমন হয় । তমসানদী
 দ্বাদশমুখা ও রেবানদী দশমুখা এবং ত্রক্ষভদ্রা
 ও গোহত্যা-নিবারিণী মহাপুণ্যা গোদাবরী নদী
 একবিংশতিমুখা ; ত্রাশাতে স্নানাদি করিলে
 কুন্দলোকপ্রাপ্তি হয় । সর্কপাপ-নিবারিণী বিম্ব-
 লোকপ্রদা পুণ্যানদী কৃষ্ণবেণী সপ্তদশমুখা বলিয়া
 অভিহিত হইয়াছে । ত্রক্ষলোকপ্রদায়িনী তুঙ্গ-
 ভদ্রানদী দশমুখা এবং পুণ্যা সুবর্ণমুখরী-নদী
 নবমুখা নামে অভিহিত । ত্রক্ষলোকচাতুস্তম্বা
 সকল তাহার তীরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ।
 তুঙ্গদায়িনী সরস্বতী, পম্পা, কন্যা ও বেতনদী-
 তীরে বাস করিলে ইন্দ্রলোক-প্রাপ্তি হয় ।
 সপ্তপর্কভঙ্গতা মহাপুণ্যা মহানদী কাবেরী,

সপ্তবিংশতিমুখা প্রোক্তা সর্কভীষ্টপ্রদায়িনী ।
 ততীরাঃ স্বর্গদাতৈশ্চ ত্রক্ষ-বিম্বপদপ্রদাঃ ॥ ১
 শিবলোকপ্রদাঃ শৈবাস্তথাভীষ্টকলপ্রদাঃ ।
 নৈমিষে বদরে স্নানোপবাসে চ গুরো রবৌ ॥ ২০
 ত্রক্ষলোকপ্রদং বিদ্যাং তপঃপূজাদিকং তথা
 সিন্ধুনদ্যাং তথা স্নানং সিংহে করুণিগে রবৌ ॥ ২১
 কেন্দারোদকপানক স্নানক স্নানদং বিহুঃ ।
 গোদাবর্যাং সিংহমাসে স্নান্যং সিংহ-বৃহস্পতি
 শিবলোকপ্রদমিতি শিবেনোক্তং তথা পুণ্য ।
 যমুন-শোণায়াঃ স্নান্যং গুরো কন্যাগতে রবৌ ॥ ২২
 বিম্বলোকে দতিলোকে মহাভোগপ্রদং বিহু
 কাবের্যাং তথা স্নান্যং তুলাগে তু রবৌ ॥ ২৩
 বিষ্ণোবচনমহাস্নান্যং সর্কভীষ্টপ্রদং বিহুঃ

সপ্তবিংশতিমুখা ও সর্কভীষ্ট-প্রদায়িনী বলিয়া
 কথিত আছে । ততীরে অবস্থানাদি করিলে
 স্বর্গবাস, ত্রক্ষ-বিম্বপদ লাভ, সর্কভীষ্টে সিদ্ধি
 এবং অমর শিবলোক গমন হইয়া থাকে ।
 রবি ও বৃহস্পতিস মেষরাশিতে অবস্থানকালে
 নৈমিষাবন্যা বা বদরিকাশ্রমে স্নান ও তপ
 পূজাদি করিলে ত্রক্ষলোক লাভ কর যায় ।
 সিন্ধু সিংহ ও করুণি রাশিতে অবস্থিতি করিলে
 সিন্ধু নদীতে স্নান ও ত্রক্ষপ কলপ্রদ হইয়া
 থাকে । ১১—২১ কেন্দার-নদীর জলপান ও
 ততীরে স্নান করিলে কানলাভ হয়, ইহা
 বিদগ্ধগণ বলিয়া থাকেন । পর্ক পূর্ণ শি
 বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সৌর-ভাদ্রে বৃহস্পতি
 সিংহস্থ হইলে গোদাবরীতে স্নান করে, সে
 শিবলোকে গমন করিয়া থাকে । বৃহস্পতি
 সূর্যের কঙ্কারাশিতে অবস্থিতিকালে যে মন
 যমুনা স্নান করে, তাহার ধর্মলোক হয় ।
 শোণনদীতে স্নান করে, তাহার গণেশলো
 লাভ হয় এবং উভয় স্থানেই মনঃ ঐশ
 ভোগ হইয়া থাকে । বৃহস্পতি ও সূর্য্য ভূ
 রাশিস্থ হইলে যে ব্যক্তি, কাবেরী নদীতে
 করিতে পারে, বিম্ব-বাক্যানুসারে তাহার স
 তীষ্ট সিদ্ধ হয়, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকে

কৃষ্টিকে মাসি সম্প্রাপ্তে তথাক্কে গুরুব্রূচিকে ॥২৫
নন্দনামাঃ নদীমানাদিফলোকমবাপ্তুয়াঃ ।
সুবর্ণমুখরৌমানং চাপগে চ গুরৌ ববৌ ॥ ২৬
শিবলোকপ্রদমিতি ব্রহ্মণো বচনং যথা ।
মুমাসি তথা স্মারাজ্জাহ্নবাং মগগে গুরৌ ॥ ২৭
শিবলোকপ্রদমিতি ব্রহ্মণো বচনং যথা ।
ব্রহ্ম-বিক্ষেপঃ পদে ভুক্তা তদন্তে কানমাধুয়াঃ ॥
গঙ্গায়াঃ ম'বম'মে তু তথা কৃত্যগতে ববৌ ।
শ্রদ্ধা বা পিওদানং বা তিলোদকমথাপি বা ॥২৮
কামরূপি কৃণায়াঃ লোকোচ্চিক্রমং বিহুঃ
কুমারবাং প্রশংসতি মীনগে চ গুরৌ ববৌ ॥২৯
চৈতীথে চ তুমাসি কানমিনপদপ্রদমুঃ
পা বা সহজং বাপি সমাশিত্য বাসদূবা ॥৩০
হুং লাতপাপস্ত কক্ষোঃ ভবতি নিমিঃমু
কানলোকপ্রদানোব সতি ক্ষেত্রাণ্যনেকশঃ ॥ ৩১
তামপনী বেগবতী ব্রহ্মলোককলপ্রদে ।

স্বা ও ব্রহ্মপতির বিশিষ্টবংশিতে অবস্থান
কালে নন্দনামাতে যাত হইলে শিবলোক
ব্রহ্মকর স্বাঃ ববি ও ব্রহ্মপতি দান-বংশিত
হইলে সুবর্ণমুখ বা নদীতে কান-ফল শিবলোকে
গমন হয় ইহা শ্রদ্ধা ব্রহ্ম ব্রহ্মপতিজন মোদ-
লক্ষণে ব্রহ্মকর মকরস্থ হইলে গঙ্গা-মানে শিব-
লোক, ব্রহ্মলোক ও বিহুললোক আনন্দ ভোগ
করিয়া পদে কানলাভ করিয়া থাকে, ইহা
ব্রহ্মের উক্তি । মকর বা কৃত্যবংশিতে স্বা-
মোদেব অধিষ্ঠান কালে যে মানব ভাণ্ডার-ফলে
শ্রদ্ধা, পিওদান বা তিলতর্পণ করে, সে পিওদান
ও মাংসদেব কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিয়া
থাকে । সুবর্ণমুখ ও স্মারাজ্জাহ্নব মীনবংশিত হইলে
কুমারবী নদীতে ও তদুপকলবতী তীরেও যে
মান, তাহা ইন্দ্রপদপ্রদ বলিয়া সকলেই প্রশংসা
করিয়া থাকেন । ব্রহ্মাণের গঙ্গা বা সহপর্ষিত-
সমুদ্রা কাষেরীকে আশ্রয় করিয়া বাস করা
উচিত ; কাষণ, তাহা হইলে নিশ্চয় তৎকাল-
কৃত পাপসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে । এইরূপ,
ব্রহ্মলোক-কলপ্রদ অষ্টাঙ্গ ও অনেক পুণ্যক্ষেত্র
আছে ॥২২—৩২। তামপনী ও বেগবতী

অয়োস্তীরে হি সন্তোষ ক্ষেত্রাণি সর্গদানি চ ॥৩৩
সতি ক্ষেত্রাণি তন্মধ্যে পুণ্যদানি চ ভূবিশঃ ।
তব তব বসন প্রাক্ষ্যাদৃশক ফলং লভেৎ ॥ ৩৪
সদাচারেণ সদৃশ্য সঙ্গা ভাবনমাপি চ ।
বসেন্দ্রিয়ানুঃ প্রাক্ষ্যো বৈ নাশুতা তৎফলং লভেৎ
পুণ্যক্ষেত্রে কৃতং পুণ্যং বহুবা ক্ষতিমুচ্চতি ।
পুণ্যক্ষেত্রে কৃতং পাপং মহদগপি জায়তে ॥ ৩৬
তৎকালং জীবনার্থেইং পুণ্যেন ক্ষয়মেয়াতি ।
পুণ্যমৈশ্বর্যাদঃ প্রাপ্তঃ কাষিকং বাচিকং তথা ॥৩৭
মানসক তথা পাপং তদৃশং নাশয়েদ্বিজাঃ ।
মানসং বহুলেপস কলকলানুগং তথা ॥ ৩৮
বানাদেব হি তরশেত্তাত্ত্বা নাশমুচ্চতি ।
বাচিকং জপজ্বলেন কাষিকং কাষশেষবাং ॥৩৯
দানাদ্রবণকৃতং নরশেত্তাত্ত্বা কলকোটিভিঃ
হচিং পাপেন পুণ্যক ব্রহ্মপুরুষেণ নশ্যতি ॥ ৪০

এই মন্তন নদাই ব্রহ্মলোকসংযমী এবং ইহা-
দেব ভাবেও বহুতর সর্গদানক ভূরি ভূরি পুণ্য-
ফলদ পুণ্যক্ষেত্র অবস্থিত । প্রাক্ষ্যক্তি তৎক-
কালে বাস করিলে যথোচিত ফললাভ করিয়া
থাকে । কিন্তু যে মানব মর্কস সদৃশ, সদা-
চার শিবদান-নিবৃত্ত এবং দয়ালু, তদৃশ
প্রাক্ষ্যে পুণ্যক্ষেত্র-বাসের ফলভাগী হইতে
পারে । পুণ্যক্ষেত্রকৃত পুণ্য বা পাপ অল্প হই-
লেও তাহা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু পুণ্যক্ষেত্রে
বাসকালে পাপ যদি জীবকাথ কৃত হয়, তবে
তাহা পুণ্য পুণ্য নষ্ট হইয়া থাকে । বিহুলগণ
পুণ্যকে ত্রিষাঙ্গপ্রদ বলিয়া কীভন করেন হে
দ্বিজগণ । উক্ত পুণ্য কাষিক, বাচিক ও
মানস এই ত্রিবিধ । ঐরূপ পাপও ত্রিবিধ
জানিবে । সকলেবই ঐ পাপকে বিনষ্ট করা
কঠবা । উক্ত ত্রিবিধ পাপের মধ্যে মানস
পাপ অতি ভয়ঙ্কর । ঐ পাপ ব্রহ্মলোকের জায়
কল-কলানুগা হয় । তাহা শিবদান ব্যতীত
কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে । বাচিক পাপ
কামরূহ ও কাষিক পাপ কাষশেষে ক্ষয়
হইয়া যায় ; কিন্তু দান ভিন্ন কোটি কোটি
কলকলানুগ পাপের নাশ হয় না ; আর

বীজাংশৈঃ ১১৫ ব্রহ্মাংশো ভোগাংশঃ পুণ্য-পাপয়োঃ
জ্ঞাননাশো হি বীজাংশো বুদ্ধিরূপপ্রকারতঃ ॥ ৪১ ॥
ভোগাংশো ভোগনাশস্ত নান্তথা পুণ্যকোটিভিঃ ।
বীজপ্রবেশে নষ্টে তু শেষো ভোগাশ কল্পতে ॥ ৪২ ॥
দেবানাং পুণ্যঃ চৈব ব্রাহ্মণানাঞ্চ দানতঃ ।
অপেক্ষাকালেন ভোগঃ সমঃ ভবেদ্বনাম্ ।
তস্মাৎ পাপমুক্তৌ ব বস্তব্যং সুখমিচ্ছত ॥ ৪৩ ॥

ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বিদ্যোৎসবসংহি-

তয়াঃ প্রশস্তক্ষেত্রনিরূপণকথা নাম

দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

দশম উচ্চঃ ।

সদাচারং শ্রাব্যম্ যেন লোকেন ভবেদুদ-
ধর্ম্যধর্মময়ান কহি স্বর্গ-নরকদ্বন্দ্বম্ ॥ ১ ॥

শ্রুত উবাচ ।

সদাচারযুক্তো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ নম্য নামতঃ ।

কখন পুণ্যও পাপবলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে
উক্ত পাপপুণ্যের বীজাংশ, ব্রহ্মাংশ ও
ভোগাংশ এই তিন অবদব আছে ; এ কখন
বীজাংশ ও ব্রহ্মাংশ বিনষ্ট হইলেও অবশিষ্টাংশ
ভোগ করিতে হয় । দেবগণের পুণ্য, ব্রাহ্মণ-
গণকে দান ও অধিকতর অপেক্ষা দান করিতে
পারিলেই মানবগণের ঐ ভোগাংশ কেবল সহ-
নীয় হইয়া থাকে । এই নিমিত্তই সুপ্রার্থী
মহুজগণ ষংকিত-পাপাচারেও বিমুখ হইয়া
পুণ্যক্ষেত্রে বাস করিবে । ৩৩—৪৩

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

দ্বিগুণ বলিলেন, হে মুনে ! বুদ্ধগণ বন্দ্য
জ্ঞানোক্তকরে সমর্থ হন, সেই সদাচার এবং
স্বর্গ-নরক-জনক ধর্ম্যধর্ম্য কর্তব্য সকল ত্বরায়
আমাদিগের নিকটে প্রকাশ কর । শ্রুত
কহিলেন, যে বিদ্বান্ সদাচারসম্পন্ন ও বিদ্বান্,

বেদাচারোযুক্তো বিশ্রো হেতৈরেকৈকবান্ বিজ্ঞা-
অস্যাচারোহজবেদ-৮ ক্ষত্রিয়ো রাজসেবকঃ ।
কিকিদ্দাচারবান্ বৈশ্যঃ কৃষি-বাণিজ্যকৃত্থা ॥ ১ ॥
শূদ্রব্রাহ্মণ ইত্যুক্তঃ স্বয়মেব হি কর্ষকঃ ।
অন্যথা ১১ পরদোহী চণ্ডালবিজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৪ ॥
পৃথিবীপালকো রাজা ইতরে ক্ষত্রিয়া মতাঃ ।
বাচাদিক্রিয়বান্ বৈশ্য ইতরো বণিকুচ্যতে ॥ ৫ ॥
বক্ষ-ক্ষত্রিয়-বশানং কক্ষপুঃ শূদ্র উচ্যতে ।
কর্ষকে বৃষলো ক্ষেত্রে ইতরে চৈব দম্ববঃ ॥ ৬ ॥
সর্কো ভাষঃ প্রাচীমুখ-১১ ত্রয়েদেবপূর্ষকান্ ।
ব্রাহ্মণ-১১ তংকেশনামক ব্যামেব চ ॥ ৭ ॥
অপুংস-১১ মরগঃ পাপঃ ভোগ্যঃ তথৈব চ
ব্যাবিঃ পুষ্টিশ্রুত শক্তিঃ প্রাতক দানদিক্ফলম্ ॥

তিনিই ব্রাহ্মণ : তিনি বেদাচারযুক্ত, তিনি
বিশ্র এবং সাধারণ এই গুণবস্তুর মত
এক মাত্র গুণ থাকে, তিনি বিজ্ঞ
ব্রাহ্মণ । তিনি অন্ন-সদাচার ও অন্ন-বেদাচার
যুক্ত এবং রাজসেবক, নাহাকে ক্ষত্রিয় ব
১১ মানব, কৃষি-বাণিজ্যকারী ও কৃষি
অচারবিত্ত, তাহাকে বৈশ্য বলে যে ব্রাহ্ম
স্বয়ং কৃষিকার্য নিরীহ করে, সে শূদ্র-ব্রাহ্ম
বলিয়া বিখ্যাত যে ব্রাহ্মণ মনুষ্য-পরা
ও পরদোহী, তাহাকে চণ্ডাল-বিজ্ঞ বলে যা
১১ ক্ষত্রিয় পৃথিবী-পালক, তিনিই রাজা, অ
অপরপর ক্ষত্রিয়, কেবল ক্ষত্রিয়-পদ-ব্রাহ্মণ
বৈশ্য বাচাদিক্রিয়-বিক্রয়কারী, তাহাকে বৈ
ও অপরকে বণিক বলে যে শূদ্র ব্রাহ্ম
ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মের সাক্ষ্য-পরাগণ, সেই শূ
ভ্রমণে যে কৃষিকার্যকারী, সে বৃষল এ
অপর সকলে দম্ব্যপদে অভিহিত হইয়া থাকে
মানবগণ উষাকালে পূর্ষমুখ হইয়া দেব
মুখপূর্ষক দম্ব্য, অর্থ ও আয়-ব্যয়াদি চি
করিবে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোথ
সময়ে পূর্ষাদিক সন্মুখবস্ত্র হইলে, আয়, আ
কোণ হইলে ঘেষ, এইরূপ ক্রমে অপর ছয়টি
মরণ, পাপ, ভোগ্য, ব্যাবি পুষ্টি ও শক্তি

নিশাভ্যামোষা ভেদা যামাঙ্গ সন্ধিরূচ্যাতে।
 তৎকালে তু সমুখায় বিমুখ্রে বিমুখজৈদ্বিজঃ ॥ ১০
 গৃহান্তরং গতো গচ্ছা বাহ্যতঃ প্রারততথ।
 উদ্যুৎসন্নম'বিশা প্রতিবন্ধেহুর্গাদিমুখঃ ॥ ১১
 জ্ঞানপ্রদানাদানং দেবানাং নীতিমুখ্যতঃ।
 দ্বিঃ পিতৃষু বমেন ভবমন্তেন পণিন ॥ ১২
 মনুষ্য-চোখায় ন পশ্যেচ্চৈব তৎপমু
 উত্তেন চমেনৈব শৌচং যথা জ্ঞানাদিঃ ॥ ১৩
 যথা দেবপিতৃ-তীর্থ-বতরনং বিনা।
 মনুষ্য-পিতৃ-তীর্থ-সংশোধয়েৎ ॥ ১৪
 দ্বিঃ কক উমাত্রং তু প্রযতিপ্রিয়তে।
 তু উমাত্রং পক্কশৌচং গ-মমদকম ॥ ১৫
 তেনৈব চ পিতৃ-কাক-চ জ্ঞানাদিঃ
 কাক-মমদক-চ জ্ঞানাদি-মমদক-চ ॥ ১৬

জলদেবানু নমস্কৃত্য মন্ত্ৰেণ জ্ঞানমাচরেন।
 অশকুঃ কর্ণদ্বয়ং বা কটিদ্বয়মথাপি বা ॥ ১৭
 আজানু জলমাসিচ্য মন্ত্ৰজ্ঞানং সমাচরেন।
 দেবপিতৃ-তীর্থ-বতরনং তীর্থভজেন চ ॥ ১৮
 দৌতবৎ সমাদায় পক্ককচ্চেন বাসয়েৎ।
 উত্তরোত্তরং কিকৈব বাহ্যং সর্কেসু কক্ষসু ॥ ১৯
 নদ্যা-দি-তীর্থ-জানে তু জ্ঞানবৎ ন শোধয়েৎ।
 বাপী-কপ-পু-দৌ তু জ্ঞানাদিক' নয়েদুখঃ ॥ ২০
 শিল-দাস্যাদিকে বাপি জলে বাপি স্থলেহপি বা
 সংশোধ্য পীত্বয়দ্বয়ং পিতৃ-বৎ তদুত্তরং বিজাঃ ॥ ২১
 জাবালকোক্তমথেন ভমুন চ ত্রি-পু-ত্ৰ-কম।
 যতঃ চৈকলে পাত ইতস্তদ্বকমুচ্চতিঃ ২২
 অথোহি তে'ত শিরসি প্রোক্ষয়েৎ পাপশাত্তয়ে
 যতঃ চৈকলে পাত ইতস্তদ্বকমুচ্চতিঃ ২৩

জলদেবানু নমস্কৃত্য মন্ত্ৰেণ জ্ঞানমাচরেন।
 অশকুঃ কর্ণদ্বয়ং বা কটিদ্বয়মথাপি বা ॥ ১৭
 আজানু জলমাসিচ্য মন্ত্ৰজ্ঞানং সমাচরেন।
 দেবপিতৃ-তীর্থ-বতরনং তীর্থভজেন চ ॥ ১৮
 দৌতবৎ সমাদায় পক্ককচ্চেন বাসয়েৎ।
 উত্তরোত্তরং কিকৈব বাহ্যং সর্কেসু কক্ষসু ॥ ১৯
 নদ্যা-দি-তীর্থ-জানে তু জ্ঞানবৎ ন শোধয়েৎ।
 বাপী-কপ-পু-দৌ তু জ্ঞানাদিক' নয়েদুখঃ ॥ ২০
 শিল-দাস্যাদিকে বাপি জলে বাপি স্থলেহপি বা
 সংশোধ্য পীত্বয়দ্বয়ং পিতৃ-বৎ তদুত্তরং বিজাঃ ॥ ২১
 জাবালকোক্তমথেন ভমুন চ ত্রি-পু-ত্ৰ-কম।
 যতঃ চৈকলে পাত ইতস্তদ্বকমুচ্চতিঃ ২২
 অথোহি তে'ত শিরসি প্রোক্ষয়েৎ পাপশাত্তয়ে
 যতঃ চৈকলে পাত ইতস্তদ্বকমুচ্চতিঃ ২৩

দত্তদান কঠিনে জনসং জলদেবতাদিকে
 প্রণাম পদ-দ্বয়-জ্ঞান কর কঠিনা জ্ঞানে
 যদ্যপি অশকুঃ হয়, তথা হইলে কঠিনে, কটি-
 বেশ বা কপ-পু-দৌ জলান্বিত করিয়া
 পদে মনুষ্য-ভরণ করিবে অতঃপর তীর্থ-
 জলে দেবত-তীর্থ-বতরন উপলব্ধি করা কিংবা
 পদে পক্ককচ্চুত দৌতবৎ পরিধান করিবে এক
 সকল কঠিনে উত্তরোত্তর দান করা কঠিনা কঠিন।
 নদ্যা-দি-তীর্থে জ্ঞান করিলে তদুত্তরং পরিধেয়
 দৌতবৎ অকদবা পদপদ জ্ঞানভরণ বাপী,
 পদ-ব-পু-দৌ জ্ঞানবৎ প্রকাশন করিবে।
 বিজ্ঞান-পক্ষে শিল-বা কঠিনেতে কিংবা জলে
 বা স্থলে বহু সংশোধন করিয়া পিতৃ-বৎ
 পিতৃ-ভজনে প্রাণ পীড়ন করিবে। জাবাল-
 কোক্ত মন্ত্ৰ-ত্রি-পু-ত্ৰ-ক কঠিনে হইবে, তাহা
 ন করিয়া ভয় অকারণ জলে মিক্ষেপ করিলে,
 পদকালে নরকপামী হয়। জ্ঞানবৎ পাপ-
 শাত্তির নিমিত্ত "অথোহি তে'ত" ইত্যাদি মন্ত্ৰে
 মন্ত্ৰক এবং "বহু করণ" ইত্যাদি মন্ত্ৰে পাপ-
 শোষণ করিবে; ইহার নাম "সন্ধি-প্রোক্ষণ"।
 "অথোহি তে'ত" ইত্যাদি মন্ত্ৰের এক এক চরণ
 যতঃ পাত, যতঃ পাত, যতঃ পাত, যতঃ পাত, যতঃ পাত

পাদে মুক্তি হৃদি চৈব মুক্তি হৃৎপাদ এব চ ।
 হৃৎপাদমুক্তি সম্প্রাপ্ত্য মন্থনং বিহবুধাঃ ॥ ২৩ ॥
 স্তবঃস্পর্শে চ দোঃস্বাস্তো রাজরাষ্ট্রভয়েঃপি চ ।
 অগত্যাগতিকাল চ মন্থনং সমাচরেৎ ॥ ২৪ ॥
 প্রাতঃস্থানুবাচেন সায়মধ্যানুবাচতঃ ।
 অপঃ পীড়া তথ মধো পুনঃ প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ২৫ ॥
 গায়ত্র্যা জপমন্ত্রস্তে ত্রিকল্পং প্রাণি-নিষ্কিপেৎ ।
 মন্ত্রেণ সহ চৈকং বৈ মবাহস্যস্ত ববোধজা- ॥ ২৬ ॥
 অথ জাতে চ সায়াক্ষে ভুবি পশ্চিমদিশু যঃ ।
 উদ্ধৃতা দদ্যাৎ প্রাতঃস্থ মধ্যাহ্নেহু মূলতিস্থত্বা ॥ ২৭ ॥
 অঙ্গুলীনাক্ষ রঞ্জন লক্ষ্যং পশোদ্বিকাক্ষম্ ।
 আশ্বপদক্ষিণং কৃতা শুদ্ধাচমনমাচরেৎ ॥ ২৮ ॥
 সায়ং মুহূর্ত্তদক্ষিণে কৃত্ব সঙ্কাস্থ্যং ভবেৎ ।
 অকালং কাল ইত্যুক্তো দিনেহত্যন্তঃ যথাক্রমম্ ।
 দিবাতাতে চ গায়ত্রীং শতং নিত্যং ক্রমাঙ্কপেৎ ।
 আদ্যাহ্নাং পরাতীতে গায়ত্রীং লক্ষমভাসেৎ ॥ ২৯ ॥

এবং হৃদয়, পাদ ও মস্তকে যে প্রোক্ষণ, পণ্ডিত
 গণ তাহাকে মন্থন বলিয়া নির্দেশ করেন ।
 সাধারণ অমেধা-বহুর স্পর্শে, শরীরে, মস্তকে-
 তাতে, রাজভয়ে, রাজভয়ে এবং পঞ্চমমনকালে
 অগত্যা ত্রিকল্প মন্থন করিবে ১৩—২৭
 সন্ধ্যাবন্দন মধ্য প্রাতঃকালে দ্বিগুণ মন্থন
 ইত্যাদি মন্ত্রের ও সায়কালে অগ্নি-মন্ত্র
 ইত্যাদি মন্ত্রের পঠনম্ অচমন করিবে অনন্তর
 পূর্ব্বং মার্জিত করিবে হৃদয়। হে বিজগৎ!
 প্রাতঃকালে গায়ত্রী-জপের পর উক্ত মন্ত্রের
 মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্নে একবার এবং সায়কালে
 পশ্চিমাংশে হইয়া কলোস্তোলনপূর্ব্বক ভূমিতে
 একবার স্তব উদ্দেশে সমস্তক অর্পাদান
 করিবে। প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালে দিব্যতীর্থ
 ও সায়কালে অঙ্গুলি-নিচয়ের দ্বারা গগন-
 বিলম্বী দিবাকরকে অবলোকনপূর্ব্বক আশ্ব-
 পদক্ষিণ করিয়া শুদ্ধাচমন করিবে। মুহূর্ত্তা-
 ন্তর সায়কালের পূর্বে সায়সন্ধ্যা করিলে,
 অকালে করণ নিবন্ধন তাহা নিষ্ফল হয়;
 কারণ, যথাকালেই তাহার বিধি আছে। আর
 একাদশ সন্ধ্যাবন্দনরূপ নিত্যকর্ম্মের বাধ হইলে

মাসাতীতে তু নিত্যে হি পুনঃপাণনয়ং চরেৎ ।
 স্ত্রীণো গৌরী গুহো বিমূর্ত্তিকা চেষ্ট্যচ বৈ যমঃ ॥
 এবং কপাৎ ১১ ব দেবাংস্তপস্বৈদর্শসিদ্ধয়ে ।
 ব্রহ্মার্পণং ততঃ কৃতা শুদ্ধাচমনমাচরেৎ ॥ ৩০ ॥
 তীর্থদক্ষিণতঃ শস্ত্রে মঠে মন্ত্রালয়ে যুধঃ ।
 তত্র দেবালয়ে বাপি গৃহে বা নিয়তস্থলে ॥ ৩১ ॥
 সর্কান দেবান নমস্তাতা শিববুদ্ধিঃ শিবাসনঃ ।
 প্রণবং পূর্ব্বমভ্যাস্য গায়ত্রীমভ্যাসেৎ ততঃ ॥ ৩২ ॥
 জীবতক্ষৈকাবিষয়ং বুদ্ধা প্রণবমভ্যাসেৎ
 ত্রিলোকাসৃষ্টিকর্ত্তার স্থিতিকর্ত্তারমচ্যুতম্ ॥ ৩৩ ॥
 সাংহত্যং তথ কুদং সপ্রকাশমুপাস্মহে ।
 দানকশ্মুন্নিয়মক মনোবৃত্তৌর্নিয়ন্তথা ॥ ৩৪ ॥
 ভোগমোক্ষপ্রদে বশ্যে জ্ঞানে চ প্রেরয়েঃ সদা
 ইলমথং দিশ্ব ধ্যানেন তাক প্রাপ্নোতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

পরদিন যথাক্রমে শত গায়ত্রীজপ ও দশদিন
 অতীত হইলে, লক্ষ গায়ত্রী জপ করিবে।
 আর একমাস অতীত হইলে পুনরায় উপনয়ন
 দান করিবে। মনবগণ অভিলষিত-সিদ্ধির
 জন্য জল দ্বারা মহেশ্বর, গৌরী, কাঙ্কি, কৈ,
 বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও যমরাজের তর্পণ
 করিবে। পরে ব্রহ্মে কশ্মদল অর্পণ করিবে
 আচমন করিবে। জ্ঞানিব্যক্তি তাঁহেব দক্ষি-
 নপশ্চিম মঠ, মন্ত্রালয়, প্রসিদ্ধ দেব-
 লয়, গৃহ বা নিয়মিত স্থানে শিবমতি ও
 শিবাসন হইয়া সমুদয় দেবগণকে প্রণম-
 পূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণ করত গায়ত্রী জপ
 করিবে। জীব-ব্রহ্মের অভেদ দান করিবে
 উক্ত প্রণব উচ্চারণ করিতে হয় এবং গায়ত্রী
 জপকালে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, "গাহবা
 দানেন্দ্রিয় ও কশ্মেন্দ্রিয় হইতে আমাদের
 মনোরক্তি ও বুদ্ধিকে নিরন্তর ভোগ-মোক্ষপ্রদ
 বশ্য এবং জ্ঞানমার্গে প্রেরণ করিতেছেন, সেই
 ত্রিলোকীয় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা নার-
 য়ণ ও সাংহারকারী কুন্দেবকে উপাসন
 করি।" গায়ত্রীর এবংবিধ অর্থ মনোমর্মে
 চিন্তা করত জপ করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মলা

কেবলং বা জপেন্মিত্যং ত্রাঙ্গনাস্ত চ পূর্তয়ে ।
 সহস্রমভাসেন্মিত্যং প্রাতঃত্রাঙ্গনপূজবঃ ॥ ৩৮
 অষ্টোষ্টকং যথাশক্তি মধ্যাহ্নে চ শতং জপেৎ ।
 সাংঘং দ্বিংশকং জেয়ং শিখাষ্টকসমপ্নিতম্ ॥ ৩৯
 মূলধাবং সমারভ্য দ্বাদশাস্তিত্যং পুথ্য ।
 বিশোধনকবিগুণীশ-জীবাত্মপরমেধরান ॥ ৪০
 ত্রাঙ্গন্যে এইক্যং মোহহং ভাবনয়া জপেৎ ।
 ত্রাঙ্গনং বঙ্গরাকাদৌ কাষায়াহে চ ভাবয়েৎ ॥ ৪১
 মহত্ত্বং সমারভ্য শরীরং সহস্রকম্
 এইক্যং জপাদেকমতিদমা শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৪২
 পদ্বিন্মোহজ্যেষ্ঠাবং জপতঃ পুণ্যদাতম্
 শতদ্বিংশকং দেবঃ শিখাষ্টকসমপ্নিতম্ ॥ ৪৩
 মূলধাবং জপ এবাং শিখাষ্টকমাদিক্রমাদিহঃ ।
 সহস্রং বঙ্গরাকাদৌ ত্রাঙ্গনং পদ্বিন্মোহজ্যেষ্ঠাবং ॥ ৪৪

ইতরং ত্রাঙ্গরক্ষার্থং ব্রহ্মযোনিমু জায়তে ।
 দিবাকরমুপস্থায় নিত্যমিখং সমাচরেৎ ॥ ৪৫
 লক্ষদ্বাদশযুক্তং পূর্ণত্রাঙ্গনং স্মরিতং ।
 গায়ত্র্যা লক্ষহীনং বেদকার্যে ন যোজয়েৎ ॥ ৪৬
 আ সপ্ততেষু নিয়মং পশ্যৎ প্রব্রাজনং চরেৎ ।
 প্রাতঃদ্বাদশসাহস্রং প্রব্রাজী প্রণবং জপেৎ ॥ ৪৭
 দিনে দিনে হুতিক্রমে নিত্যমেবং ক্রমাচ্ছপেৎ
 মাসাদৌ ক্রমশঃহুতীতে সাক্ষিলক্ষজপেন হি ॥ ৪৮
 গত উর্দ্ধমতিক্রমে পুনঃ প্রেমং সমাচরেৎ ।
 এবং ক্রমাৎ দোষশাস্তিরুপা রৌরবং ব্রজেৎ ॥ ৪৯
 বহুধর্মোপস্থতো যত্নং বধ্যাৎ কামৌ ন চেতরঃ ।
 ব্রহ্মণে মূর্তিকামঃ স্তম্ভব্রহ্মজ্ঞানং সদাভাসেৎ
 বহুদর্শেহুতীতে ভোগো ভোগোবৈরাগাসমুৎপদঃ
 বহুর্জিতপদভোগেন বৈরাগ্যমুপজায়তে ॥ ৫১

হইয়া থাকে ২৭—৩০ আর বঙ্গরাকাদির
 জপ এতদংশ অর্থক্যান না করিয়াও জপ
 করিতে পারে । বঙ্গরাকাদির প্রাতঃ
 প্রাতঃকালে অষ্টাধিক সহস্র, মধ্যাহ্নে অষ্টাধিক
 শত এবং সন্ধ্যাহ্নে অষ্টাধিক দ্বিংশ গায়ত্রী জপ
 করা কর্তব্য । আর অষ্টাষ্টক ব্যক্তির পক্ষে
 সাধ্যবশাবে জপের আবশ্যকতা । মূলধাব
 প্রভৃতি ত্রাঙ্গরক্ষ পঞ্চাশৎ যত্নক্রমে যথাক্রমে
 অবস্থিত বিশোধন, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব জীবাত্ম
 ও পরমাশ্রিতে ত্রাঙ্গবেদে অভ্যাস কান ও
 মোহহং এইরূপ ভাবনা করত উক্ত জপ
 করিতে হইবে । উল্লিখিত বিশোধনাদি দেব-
 পক্ষক বঙ্গরাকাদিতে ও শরীরের বহির্দেশে
 ভাবনা করত এক একবার জপ দ্বারা মহত্ত্ব
 প্রভৃতি অনন্ত শরীরের এক একটিকে অতি-
 ক্রমপূর্বক ক্রমে ক্রমে পরমাশ্রিতে জীব-
 আত্মা সন্নিহন সাধিত করিতে হয়, এইরূপ জপ-
 জপ কথিত হইয়াছে । অষ্টাধিক শত ও দ্বিংশ
 প্রভৃতি জপসংখ্যাবিশেষই ঐ জপজন্তুর দেহ-
 স্বরূপ । যে কোন প্রকার যত্ন জপ করিতে
 গেলেই এতাদৃশ ক্রমের আবশ্যক, ইহা
 বিদগ্ধগণ বলিয়া থাকেন । সহস্র জপে
 ত্রাঙ্গলোক ও শতজপে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি এক

প্রশস্তি জপে ত্রাঙ্গরক্ষা ও ত্রাঙ্গরক্ষণে
 লাভ হইয়া থাকে । প্রতিদিন অগ্রে দিবাকরকে
 অর্চনা করিয়া জপকার্যের অনুষ্ঠান করিবে ।
 যিনি এইরূপ ত্রাঙ্গরক্ষ জপ করেন, তিনিই
 সম্পূর্ণ ত্রাঙ্গরক্ষপদব্যা, আর যে ব্যক্তি লক্ষ
 গায়ত্রী জপ না করিয়াছে, তাহাকে বৈদিক
 কার্যে নিয়োজিত কর অবিধি । মানবগণের
 উক্ত নিয়ম সপ্ততিবর্ষ পঞ্চাশৎই বিহিত । সপ্ততি-
 বর্ষ যতীত হইলে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা
 কর্তব্য । সন্ন্যাসী ব্যক্তির, প্রতিদিন প্রাতঃ-
 কালে দ্বাদশ সহস্র প্রণব জপ করা কর্তব্য ;
 কিন্তু এক এক দিন পতিত হইলে দ্বাদশ সহস্র
 ও মাসাদি অতিক্রম হইলে সাক্ষিলক্ষ জপরূপ
 প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জপবধ জনিত পাপের ক্ষান্তি
 করিতে হয়, নতুবা রৌরব নরকে অবস্থিতি
 হইয়া থাকে । আর যদি পুরুষের অধিক-
 কাল জপের বধ হয়, তাহা হইলে পুনর্বার
 সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে ৩৮—৪১ ।
 যতি ব্যতীত সকলেরই ধর্ম ও অর্থের প্রতি
 অনুরাগী হওয়া বিধেয় । ত্রাঙ্গন মূর্তিবৎসনার
 নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করিবেন, বর্ষ
 হইতে যে অর্থ ও সেই অর্থ হইতে যে ভোগ
 লাভ হয়, তাহা হইতেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি

বিপরীতার্থভোগেন রাগ এব প্রজায়তে ।

ধর্মশ্চ বিবিধঃ প্রেক্তো দ্বা-দেহদ্বয়েন চ ॥ ৫২

দ্রব্যমিচ্ছাদিরূপং শাঃ তীর্থস্থানাং দৈহিকম্

ধনেন ধনমাপ্নোতি তপসা দিব্যরূপতাম্ ॥ ৫৩

নিকর্মঃ শুদ্ধিমাপ্নোতি সত্বা জ্ঞানং ন সংশয়ঃ ।

কৃত্যদৌ হি তপঃ শাঃ দ্রব্যধনুঃ কলৌ যুগে ॥

কৃতে ধ্যানাজ্জ্ঞানসিদ্ধিমেতাব্যং তপসা তথা ।

দ্বাপরে বজ্রনাভ জ্ঞানং প্রতিমাপ্নয়া কলৌ ॥ ৫৪

যাদৃশং পুণ্যং পাপং বা তদৃশং ফলমেব হি

দ্বা-দেহভেদেন নান-বুদ্ধি-কর্মাদিকম্ ॥ ৫৫

অধর্মো হিংসিকারূপে ধর্মস্ত সুপকপকঃ

অধমাদুঃখমাপ্নোতি ধর্মোই সুখমেবহে ॥ ৫৬

বিদ্যাদুর্জিতে দুঃখং সুখং বদ্যং সুব্রহ্মতে

হইয়া থাকে আর অধর্মচরণে পার্জিত অধ

হইতে যে ভোগপ্রাপ্ত হয় তদ্বার দেবগোর

পরিষর্গে বিবধ নুর এই বর্ণিত হইতে থাকে ।

পূর্বোক্ত ধর্ম—দ্বা ও দেহ সম্বন্ধ-বশে বিবিধ

বলিয়া পরিগণিত তদ্বারা যোগাদিরূপ ধর্ম

কার্য দ্রব্যজনিত ও তীর্থ-স্থানাদিরূপ ধর্ম-কার্য

দৈহিক বলিয়া নির্দিষ্ট এই ধর্ম-কার্য দ্বারা ধন

ও উপশ্রা দ্বারা দিব্যরূপত লাভ হইয়া থাকে

যে ব্যক্তি নিশ্চয় হইয়া কথ্যানুষ্ঠান করে,

তাহার প্রথমে শুদ্ধিলাভ এবং সেই চিত্তশুদ্ধি

হইতেই জ্ঞানলাভ হয়, তাহাতে কিছুমাত্র

সংশয় নাই । সত্যদি দুগুণের তপোব্রহ্মান

আর কলিযুগে দ্রব্যধনই প্রশংসনীয় । সত্য-

যুগে ধ্যানবল, ত্রেতাযুগে তপোব্রহ্মান, দ্বাপরে

বজ্রনাভ ও কলিযুগে প্রতিমাপূজা দ্বারাই

জ্ঞানলাভ হয় । পাপ-পুণ্যের সাধন দ্বা ও

দেহ দ্বারা যাদৃশ পাপ বা পুণ্যমকম করা যায়,

তাহাতে বুদ্ধি-কর্মাদি বিকল্পগুণ তদৃশ ফলই

লাভ হইয়া থাকে । এই ভ্রমণে অবৈধ

কুংসিত হিংসা হইতে অধর্ম ও সুখকর ধর্ম-

বজ্রাদি হইতে ধর্মের উৎপত্তি হয় ; তদ্বাধ্য

অধর্ম হইতে দুঃখ ও ধর্ম হইতে সুখলাভ হইয়া

থাকে । এইরূপ দুর্জিতি ও সুব্রহ্ম বধাক্রমে

দুঃখ ও সুখের সম্পাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ।

অর্থোপার্জনমতঃ কৃষ্যাভোগ-মোকপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭

সকৃৎশস্ত্র বিপ্রস্ত চতুর্জ্ঞানযুতস্ত চ ।

শতবর্ষস্ত বৃত্তিস্ত দদ্যাত উদ্ব্রজলোকদম্ ॥ ৫৮

চান্দ্রাযণসহস্রস্ত ব্রহ্মলোকপ্রদং বিদুঃ ।

সহস্রস্ত কৃৎশস্ত্র প্রতিষ্ঠাং ক্রত্বিযশসরেং ॥ ৫৯

ইন্দ্রলোকপ্রদং বিদ্যাদযুতং ব্রহ্মলোকদম্ ।

যাং দেবতাং পুরস্ততা দানমাচরতে নরঃ ॥ ৬০

তত্ত্বলোকমবাপ্নোতি ইতি বেদবিদো বিদুঃ ।

অর্থহীনঃ সদা কৃষ্যাং তপসামর্জনং তথা ॥ ৬১

তীর্থাক্ষ তপসা প্রাপ্য সুখমক্ষয়মশ্রুতে ।

অর্থোপার্জনমথো বক্ষো গায়তঃ সুসমাহিতঃ ॥ ৬২

কৃত্যং প্রতিগ্রহাক্ষেপ যাজনাক্ষ বিশুদ্ধতঃ

শতদানানন্তিক্রমাদুদ্ব্রাজ্যে ধনমর্জয়েং ॥ ৬৩

ক্রত্বিযো বাহুবীর্ষোণ কৃষিগোরক্ষণাদিশঃ ।

কৃষ্যর্জিতস্ত বিকৃত্য দানো সিদ্ধিঃ সমগুণে ॥ ৬৪

মানব এই কারণেই নিত্যম্ব ভোগ-মোকপ্রদ

ধর্ম-কারণেই অনুষ্ঠানেই ব্যাপ্ত থাকিবে । যে

ব্রহ্মলোক ব্রহ্মতপ পরিবারদ্বারা বা যজ্ঞের অনেক

অর্থহীন অর্থে তদ্ব্যক শতবর্ষ-ব্যাপিনী বৃত্তি

দান করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে এবং

পশুভোগ সহস্র চান্দ্রাযণকেও ব্রহ্মলোক-প্রদ

বলিয়া নির্দেশ করেন । যে ক্রত্বিয সহস্র কৃ-

ষ্মেব ভরণ পোষণ করে, তাহার ইন্দ্রলোক ও যে

অযুত কৃষ্মেব প্রতিষ্ঠাকারী, তাহার ব্রহ্মলোক

লাভ হয় । বেদবিদগণ বলিয়া থাকেন, মানব

যে দেবতাব সমুখে দান করে, তাহার সেই

দেবলোকেই গমন হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি

অর্থহীন, সে তপোব্রহ্মানেই অর্থোপার্জন করিবে

তীর্থস্থান হইতে তপস্যা দ্বারা যে সুখলাভ হয়,

তাহার আর ক্ষয় হয় না । এক্ষণে গায়সম্বত

অর্থোপার্জনের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন

৫০—৬০ । ব্রাহ্মণ দৈন্ত্যস্বাপন না করিয়া

সং প্রতিগ্রহ বা অনতিক্রমে যাজন কার্য দ্বারা

ধন উপার্জন করিবে এবং ক্রত্বিযের বাহুবীর্ষে

ও বৈশ্তের কৃষি-গোরক্ষাদি-কার্যে অর্থোপার্জন

বিধেয় । এই প্রকার গায়োপার্জিত ধনের দান

জনসিদ্ধি। মোক্ষসিদ্ধিঃ সর্বেষাং গুণানুগ্রহাৎ
মাক্ষাৎ স্বরূপসিদ্ধিঃ ত্রাৎ পরানন্দং সমশ্রুতে ॥
সংসারঃ সর্বমেতদৈ নরাণাং জায়তে বিজ্ঞাঃ ।
কল্যাণিকং সর্বং দেয়ং বৈ গৃহমেধিনা ॥ ৬৭
দুঃখং কালে বজ্রভাং কলং বা বাস্তবমেব চ
তৎ সর্বং ব্রাহ্মণেনৈব দেয়ং বৈ তিত্তিমিকৃত
জলকৈব স্যাৎ দেয়মগ্রং ক্ষুদ্রাবিশাভয়ে
ক্ষেত্রং বস্ত্রং তথ্যাম্রমম্রমেব চ তুর্কিবম ॥ ৬৮
যৎ কালং যদম্রং বা তুর্কিঃ শবনমেব তে
তৎ সর্বং পুণ্যং তৎ দাতুর্ন সাধকঃ ॥ ৬৯
এতচ্চিৎ প্রীতম্ দানং তে উপসংগতম্ ।
পঞ্চশেনৈব ব্রাহ্মণস্য রৌরবং যতনং ॥ ৭০
হৃদিত্তি ত্রিঃ কল্যণিকমুদ্রকাং যতনং
চতুঃ শ্রমিত্তিঃ কল্যণিকমুদ্রকাং তু বহুতঃ

এই জনসিদ্ধি দানসিদ্ধি হইতে মোক্ষসিদ্ধি
এই মোক্ষসিদ্ধি হইতেই সকলের পক্ষপসিদ্ধি
এতদন্থ থাকে আর তা কালে জীব পরম
জানক উপভোগ সমুদয় কিংবা সমু-
দয় সিদ্ধিই প্রকরণ তিন অপ্রাপ্য যে
জগৎ পৃথিবীতে সমুদয় কল্যণ মানবজনের
দুঃখ বশত সাধিত হইতে পারে । তাহা হই-
তে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত ব্রাহ্মই জন কর্তব্য
যে যে সময়ে যে বস্ত্র, কল বা বস্তুাদি দান
হইতে পারে, তাহা দিতে সেই সময়ে সেই
দ্বায়ে ব্রাহ্মদান কর অবশ্য করণ্য আর
সর্বদা তাহা করি কল্যণিক দান নিমিত্ত
ব্রাহ্মকে অন্ন এবং দ্বিজগণকে ক্ষেত্র, বান
জানক ও চতুর্কিব অন্ন দান কর বিবেক
আর, আবগণ স্বাকাল যে অন্ন প্রাপ্যবরণ
হইতে তাহা কাল প্রাপ্ত পুণ্যের অঙ্কান-
গী হইয়া থাকে । ইহাতে সন্দেহ যুক্ত নাই
তিগ্রহকারী ব্যক্তি প্রীত বস্ত্র দান ও
পত্নী দ্বারা প্রতিগ্রহ জন্ম পাপের শাস্তি
প্রদেয়, তাহা না হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে
রৌরব নরকে গমন করিতে হইবে । বন্যকার্য,
শ্রম ও আয়াজোগ এই ত্রিবিধ কার্যের অন্ন
সাধক, বাকী বন ভাগজন্মে বিভক্ত করিয়া

বিস্তৃত বর্জনং কুর্যাদব্রহ্মাংশেন হি সাধকঃ ।
হিতেন মিতমেধেন ভোগং ভোগাংশতঃ চরেৎ ॥
কল্যাণিকং দশাংশং হি দেয়ং পাপস্ত শুদ্ধয়ে ।
শেষেণ ব্রাহ্মাঙ্কাদি অথবা রৌরবং ব্রজেৎ ॥ ৭১
অথবা পাপবিক্রিঃ স্ত্রাং কলং বা শস্ত্রমেবাতি ।
ব্রহ্মবিক্রিঃ দেয়ং যতঃশঃ চি বিচক্ষণৈঃ ॥ ৭২
সকলপ্রতিগ্রহে দেয়ং চতুর্থাংশং দ্বিজোত্তমৈঃ ।
অকল্যাণিকং প্রতিগ্রহে হি দেয়মকং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥
অন্য প্রতিগ্রহে সর্বং দুর্দীনং সাগরে ক্রিপেৎ ।
অন্য প্রতিগ্রহে কল্যাণিকং পাপসমুদয়ে ॥ ৭৩
অন্য প্রতিগ্রহে সর্বং দেয়মাস্ত্রশস্ত্রোপকরণৈঃ ।
অন্য প্রতিগ্রহে অন্নং হি জলদত্তে পুষ্টিবন্ধনৈঃ ॥ ৭৪
অন্য প্রতিগ্রহে সর্বং ন প্রণাসেদ্বিচক্ষণঃ
বিশেষেন তৎ প্রদানং প্রাপ্তং পুষ্টিকালেন বনেৎ ॥ ৭৫

বন্য কার্য, নিত্য, নিমিত্তিক ও কল্যণিক
প্রকরণ দান বর্জন এবং ভোগাংশ হইতে যে
বস্ত্র দান করে, তাহার কোনকপ প্রাপ্ত হয় না,
একটি অন্তিমিক অথচ পরিমিত বস্ত্র দ্বারা আশ্র-
ভোগ সাধন করবে ৩৪—৩৬ যে জন
কল্যাণিক হইতে উপার্জিত হয়, পাপতত্ত্ব
নিমিত্ত তাহার দশাংশ দান এবং অবশিষ্ট দ্বারা
সে মানব ব্রাহ্মদান না করে, সে রৌরবগামী
অথবা পাপবিক্রিঃ কিংবা রৌরব শাস্তি সকল বিনষ্ট
হইতে পারে । বিচক্ষণ দ্বিজসত্তমগণ কল্যাণিক বা
ব্রহ্মবিক্রিঃ দানের যত্নবান, বিশেষ-প্রতিগ্রহ-
দানের চতুর্থাংশ ও অকল্যাণিক দানের অকাল
দান করিবেন আর অসং প্রতিগ্রহোপার্জিত
সমুদয় দানই সাগরসলিলে পরিত্যাগ করা
করেন । ব্রাহ্মকে বস্ত্র, আহ্বানপূর্বক
দান করাই সকলের পক্ষে বিবেক, তাহা হইলে
সমদিক আশ্রভোগ লাভ করা যায় আর
ব্রাহ্মকর্তৃক যে কোন বস্ত্র প্রার্থিত হয়,
তাহাই আপনাব শক্তানুসারে দান করা উচিত ;
কারণ যে ব্যক্তি প্রার্থিত বস্ত্র দান না করে,
অন্যভাবে তাহাকে জীবন কল্যাণে অভিভূত
হইতে হয় । বিচক্ষণ ব্যক্তি অপরের দোষ
বিশেষরূপে প্রত্যাহা বা দৃষ্ট হইলেও তাহা ব্যক্ত

ন বন্ধে সর্বজ্ঞানাং কসি রোধকরং বুধঃ।
সক্যায়োরধিকাযাক কুধ্যাদ্যধিসন্ধয়ে ॥ ৮০
অশক্তস্ত্রককালে বা যথার্থো চ যথাবিধি
তুল্যং ধাতুমাজ্ঞাং বা ফলং কন্দং হবিস্তথা ॥ ৮১
স্থলীপাকং তথ কুধ্যাদ্যধাতুমাজ্ঞাং যথাবিধি।
প্রধানহোমমাত্রং বা হবাত্তবে সমাচরেৎ ॥ ৮২
নিত্যসন্ধানমিত্যুক্তং তমজ্ঞস্যং বিহুবুধাঃ।
অথবা জপমাত্রং বা স্থাবরন্দনমেব চ ॥ ৮৩
এবমাস্ত্রধিনঃ কুধ্যাদ্যধি চ যথাবিধি।
ত্রক্ষয়ঙ্করতা নিত্যং দেবপূজাবতঃস্থতঃ ॥ ৮৪
অগ্নিপূজাপবা নিত্যং গুরুপূজাবতঃস্থতঃ
ত্রাক্ষণানং প্রপ্তিকবাস সর্কে স্বর্গস্য ভগ্নিনঃ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীশৈব মহাপ্রবাসে বিদ্যোপদেশঃ
তস্যং বিবিদ্যানবিবরণং নামৈকম্
দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

করিবে না এবং যে কেন জীবের জন্মমুদ্রাপ
কর বাক্য-প্রয়োগে পণ্ডিতের পক্ষে নিতান্ত
অকর্তব্য। সর্বক যথাবিধি তুল্য, বস্তু, অজ্ঞা
কল, কন্দ, হবিঃ ও স্থলীপক অন্ন এই সকল
হোমায় দ্রব্য সংগ্রহ করত ত্রৈলোক্য-সিদ্ধির পণ্ড
প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে কিংবা অশক্তিনিব-
ন্ধন এক কালেও যথাশাস্ত্র হোম এবং কুধ্যা ও
অগ্নির আরাধন করিতে অথবা হোমের
অভাব হইলে মাত্র প্রধান হোমও করিতে
কর। বুধগণ সদানুষ্ঠিত এই অধিকে
‘অজ্ঞান’ বলিয়া কীটন করিয়াছেন। উপা-
সকগণ অশক্তিবশতঃ কেবল হোমমন্ত্রের জপ
বা সূর্য্যের বন্দনও করিতে পারে। কিন্তু
আমি যে বিধি বলিলাম, এরূপ কাৰ্য্য আত্মার্থী
ব্যক্তিগণই করিবেন। আর যে অর্থার্থী, তাহাকে
যথাবিধি করিতে হইবে। যে সকল মানব
নিত্য ত্রক্ষয়ঙ্ক, দেবপূজা, অগ্নিবন্দন, গুরু
অর্চনা এবং প্রতিদিন ত্রাক্ষণগণের তপ্তিসাধন
করিয়া থাকেন, তাহারা স্বর্গবাসে সক্ষম
হন। ৭৪—৮৫।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

অগ্নিযজ্ঞঃ দেবযজ্ঞঃ ত্রাক্ষয়জ্ঞঃ তথৈব চ।
গুরুপূজাং ব্রহ্মতপ্তিং ক্রমেণ কুহি নঃ প্রভো ॥ ১
সুত উবাচ।
অগ্নৌ জুহোতি যদ্রব্যমগ্নিযজ্ঞঃ স উচ্যতে।
ত্রাক্ষচর্য্যশ্রমস্থানাং সমিদাধানমেব হি ॥ ২
সমিদগ্নৌ ব্রতাদাক বিশেষযজ্ঞনাদিকম্।
প্রথমশমিনঃসমেনং যাবদৌপাসনং দ্বিজাঃ ॥ ৩
অস্মত্ত্বাপিতাগ্নীনং বর্ণিনাং যতিনাং দ্বিজাঃ।
হিতক মিতমেবায়ং সকালে ভোজনং হতিঃ ॥ ৪
উপাসনগ্নিসন্ধনং সমারভ্য সুরক্ষিতম্।
বস্তু বাপাথ ভাগু বা তদজ্ঞস্যং সমাবিতম্ ॥ ৫
অগ্নিমা গুহ্যরূপাং বা বস্তুদৈববশাদববম্।
অগ্নিতাপিত্যাদে ভ্যং সমাবেপিতমুচ্যতে ॥ ৬
সম্পা করৌ তথা দেবো সানমগ্নাহি ত্রিজাঃ

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে প্রভো! এক
ক্রমে অগ্নিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ত্রাক্ষয়জ্ঞ, গুরুপূ
জা, ব্রহ্মতপ্তি বিষয় কীটন কর। সুত বর্
লেন, উপাসনগণ। অগ্নিতে তুল্যাদির
আহুতি দান তাহাকেই অগ্নিযজ্ঞ বলে। অ
ত্রাক্ষচর্য্যশ্রমাদিগের পক্ষে তাতাগ্নিতে সমি
প্রাক্ষপট অগ্নিযজ্ঞ। দ্বিজগণ। ত্রাক্ষচারিগণে
সমাবেদন পর্য্যন্ত পুরোহিত সমিৎসংরক্ষি
জাতাগ্নিতেই ব্রতাদি ও বিশেষ যজ্ঞনাদি সা
দয় কথ্যই নিষ্পন্ন হয় এবং আত্মাতে অ
সমাবেপনকারী বানপ্রস্থাপ্রমী ও যতিগণে
যথাসময়ে পরিমিত ও পবিত্র অগ্নের ভোজন
হোম বলিয়া নির্দিষ্ট। নিত্যহোমার্থ কুণ্ডম
অথবা ভাগুমধ্যে সুরক্ষিত সমাবেদনাগ্নি
মনীষিগণ ‘অজ্ঞান’ নামে অভিহিত করিয়াছে
ব্রাহ্মপদ্রব বা দৈবব্যবাহতবশতঃ অগ্নিতা
ভ্যং আত্মাতে ও অগ্নিতে সংস্থাপিত।
অগ্নি, তাহাকে ‘সমাবেপিত’ কহে। দ্বিজগণ
সায়ংকালে অগ্নিতে আহুতি দান করি

[illegible]

বপুৰাগম ।

উত্তমভূজপো হোমো দানকৈব তপস্তথা ॥ ২৩
 হৃদিলে প্রতিমায়াক হমৌ ব্রাহ্মণবিগ্রহে ।
 সমাধাধনমিতোবং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ২৪
 উত্তরোত্তরবৈশিষ্ট্যাং পূৰ্ণভাবে তথোত্তরম্
 নেত্রয়োঃ শিরসো রোগে তথা কুষ্ঠস্ত শাস্তয়ে ॥ ২৫
 আদিভ্যাং পূজয়িত্বা তু ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ
 দিনং মাসং তথা বর্ষং বর্ষত্রয়মবাপি বা ॥ ২৬
 প্রারব্ধং প্রবলকৈঃ স্ত্রাশোদোগজরাদিকম্
 জপাদ্যমিহৈবেব স্ত বারাদীনাং ফলং বিদুঃ ॥ ২৭
 পাপশাস্তিবিশেষেণ হৃদিবৎ নিবেদয়েৎ
 আদিভ্যোস্তৈব দেবানাং ব্রাহ্মণানাং বিশিষ্টম ॥ ২৮
 সোমবারে চ লক্ষ্যাদীন সম্পদর্থং যজ্ঞেভূতং
 আজ্যমেন তথা বিপ্রান্ সপত্নীকান্ ভোজয়েৎ
 কাল্যাণীন ভৌমবারে তু যজ্ঞোদোগপ্রশস্তয়ে ।

প্রীত্যর্থ উত্তমভূজপ, হোম, দান, তপস্তা
 হৃদিলে, প্রতিমা, অগ্নি, কিংবা ব্রাহ্মণদ্বারে
 ষোড়শোপচারে আরাধনা। এই পদ্ধতি পূজা
 বিহিত করিয়াছেন। ২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮
 পূৰ্ণ পূৰ্ণ প্রকার ফলজনক বলিয়া পূৰ্ণ-
 বিধিতে অসামর্থ্য হইলেই পর প্রকারে প্রদত্ত
 হইবে। মানব নেত্ররোগ, শিরোরোগ বা
 কুষ্ঠব্যধির শাস্তির নিমিত্ত একদিন, একমাস,
 একবর্ষ কিংবা প্রাক্তন হ্রস্বষ্ট যদি নিরতিশয়
 বলবৎ হয়, তবে ত্রিবর্ষকাল প্রত্যহ আদিভ্য-
 দেবকে অর্চনাপূর্বক বহল ব্রাহ্মণকে ভোজন
 করাইবে; তাহা হইলে রোগ ও স্ত্রাদি সকল
 ক্রিষ্ট হইয়া থাকে। মনোবিগল বলিয়াছেন,
 উত্তমবারে অর্থাৎ দেবতার জপাদি-কার্য
 করিলে তাহা উত্তমফলের সম্পাদক হয়।
 মানবগণ বিশেষ বহুসংখ্যক উত্তমোত্তম বস্তু
 সকল রবিবারে আদিভ্যাদি দেবতা ও ব্রাহ্মণ-
 গণকে অর্পণ করিলে, তাহাদিগের সমুদয় পাপের
 শাস্তি হইয়া থাকে। স্ত্রানী ব্যক্তি সম্পদ
 নিমিত্ত সোমবারে লক্ষ্যাদিকে অর্চনা পূর্বক
 আজ্য দ্বারা সস্তীক বিপ্রসমূহকে ভোজন
 করাইবে। যে মানব রোগশাস্তির কামনা করে,
 তাহার মঙ্গলবারে কালী প্রভৃতি দেবতাকে পূজা

মাসমুপাঢ়কামেনং ব্রাহ্মণাং শৈব ভোজয়েৎ ॥
 সৌম্যবারে তথা বিমুখং দধ্যমেন যজ্ঞেভূতং ।
 পুত্র-মিত্র-কলত্রাদি-পুষ্টির্ভবতি সর্কদা ॥ ৩১
 আয়ুক্ষ্যমে শুরোবারে দেবানাং পুষ্টিসিদ্ধয়ে ।
 উপবাতেন বস্ত্রোণ ক্ষীরাজ্যেন যজ্ঞেভূতং ॥ ৩২
 ভোগার্থং ভুক্তবারে তু যজ্ঞেদেবান সমাহিতঃ ।
 ষড়্রসোপেতমন্নক দদ্যাৎ ব্রাহ্মণং পুত্রে ॥ ৩৩
 স্ত্রীপাকং তু পুত্রে তদ্বন্দেৎ বস্ত্রাদিকং শুভম্ ।
 অপমৃত্যুহরে মন্দে কুদাদাং যজ্ঞেভূতং ॥ ৩৪
 তিলহোমেন দানেন তিলমেন চ ভোজয়েৎ ।
 ইত্যং যজ্ঞেভূতং বিদ্বানারোগ্যাদিফলং লভেৎ ॥ ৩৫
 দেবানাং নিত্যযজ্ঞেন বিশেষযজ্ঞেন চ
 জানে ন নৈ জপে হোমে ব্রাহ্মণান্ অর্পয়েৎ
 ত্রিবি-নক্ষত্র-যোগে চ তস্তদেবপ্রসজনে
 হৃদিবাদিবারেণ সর্কদেং জগদীশ্বর ॥ ৩৬
 উত্তমভূজপেণ সর্কদেং আরোগ্যাদিফলপ্রদং ।

কদিম্বা অর্চক-পরিমিত মাসমুপাঢ়ক
 পরিচপ্ত করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি দুঃখবাবে দধ্যম-
 দানে বিমুখ অর্থাৎ দান করে, তাহার সর্কদা
 পুত্র, মিত্র ও কলত্রাদির পুষ্টি হইতে থাকে।
 বিচক্ষণ ব্যক্তি আয়ুক্ষ্যম হইলে পুষ্টিসিদ্ধির
 নিমিত্ত উপবাস, বস্ত্র, ক্ষীর ও আজ্য দ্বারা
 দুঃসম্পত্তিবারে দেবগণকে পূজা করিবে এবং
 ভোগার্থ হইলে ভুক্তবারে সমাহিতভাবে ঐরূপ
 দেবগণের অর্চনা, ষড়্রসযুক্ত অন্নদানে দ্বিজ-
 গণের গুপ্তসম্পাদন ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি দ্বারা
 রমণীদিগকে পরিচপ্ত করা আবশ্যক। আর
 যে মানব অপমৃত্যু হরণে অভিলাষী, সে শনি
 বারে কুদাদি দেবতার পূজা, তিলহোম, তিল
 দান ও তিসাঘ্রদানে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দান
 করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে দেবগণের আরা-
 ধনা করেন, তিনি আরোগ্যাদি ফললাভে সমা-
 ধন হইতে পারেন। ২২—৩৫। নিত্য দেবপূজা
 কিংবা একদা সমধিক পূজা এবং দান, দান
 জপ, হোম, দ্বিজগণের সন্তোষসাধন, আর ত্রি-
 নক্ষত্রযোগে ও আদিভ্যাদিবারে আদিভ্যাদি
 অর্চনা করিলে, সেই সর্কদা জগদীশ্বর পূজার

[illegible]

॥ १२ ॥

ଘନିଷ୍ଠ କଞ୍ଚିଲେନ, ଯେ ମର୍ଦ୍ଦବିକ୍ରୟ ନୃତ୍ତ !
 ଏକମେ ସେନାକାଳାକ୍ଷର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନ କର । ନୃତ୍ତ
 ଚଢ଼ିଲେନ, ଘନିଷ୍ଠ ! ପବିତ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇ କଞ୍ଚିଲେ
 ସମାଜ ଚଳ ହୈରା ବାକେ ; ନୂଆଁ ଉତ୍ତମେକା
 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ଗୁଣବୀର ତାରା ହୈତେଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ
 ଅବିକଳ କଲ ହର । ସିନ୍ଧୁ, ଦୁଲ୍ଲୀ ୬ ବ୍ୟବସାୟ
 ମୁକ୍ତିମେକାଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ । ଏହିତ୍ବ ଦେବାଦେବ,
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ମର୍ଦ୍ଦ-
 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଅବିକଳ କଲ

গঙ্গা গোদাবরী চব কাবেরী তাম্রপর্ণিকা ॥ ৪
 সিদ্ধ সন্ন্যাসেব সপ্তগঙ্গাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 অতোহকিতীরং দশ চ পৰ্বতাগ্রে অতো দশ ॥ ৫
 সৰ্বস্বাদধিকং ক্ষেয়ং যত্র বা রোচতে মনঃ ।
 কুতে পূৰ্বক্ষণং ক্ষেয়ং যক্ষদানাদিকং তথা ॥ ৬
 ত্রেতাযুগে ত্রিপাদক দ্বাপরেহকং সদ্ধা সূতম্ ।
 কলৌ পাদস্থ বিক্ষণং তৎপাদেনং অতোহকং
 শুদ্ধাশ্বিনঃ শুদ্ধদিনং পূৰ্বাং সমদলং বিদুঃ ।
 তম্বাদশগুণং ক্ষেয়ং রবিসংক্রমণে দ্বাঃ ॥ ৮
 বিম্ববে তদশগুণময়নে তদশ সূতম্ ।
 তদশ যুগসংক্রান্তৌ তদশগ্রহণে দশ ॥ ৯
 ততশ সধ্যগ্রহণে পূৰ্বং কালো ক্রমে বিদুঃ
 জগদ্রপস্ত সধ্যস্ত বিষয়োগ্রহণে বোগদম্ ॥ ১০
 অতস্তদ্বিশাখ্যার্থঃ স্থান-দান-জপ-সংক্রান্তে
 বিষয়-স্বার্থক-লভ্যঃ স কালঃ পূৰ্বাদঃ সূতঃ ॥ ১১
 তদ্বক্ষে চ বতন্তে চ সধ্যবগোপমং বিদুঃ

জানিবেন । গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী, তাম্র-
 পর্ণিকা, সিদ্ধ ও সন্ন্যাস এই সপ্ত নদীই সপ্তগঙ্গা
 বলিয়া প্রসিদ্ধা । আর এই সপ্তগঙ্গা আপেক্ষা
 সমুদ্রতীর ও তদপেক্ষ, পৰ্বতাগ্রে দশগুণ অধিক
 ফলজনক এবং যে স্থলে কাৰ্য্য করিতে সম্পূর্ণ
 অভিক্রুচি হয়, তাহ পূৰ্বোক্ত সৰ্বাপেক্ষা
 অধিক ফলদায়ক । সত্যযুগে যক্ষ-দানাদি
 কাৰ্য্যের পূৰ্বক্ষণ, ত্রেতাযুগে ত্রিভাগ, দ্বাপরে অর্ধ,
 কলিতে একপাদ এবং কলির কিয়দ্দিন গত
 হইলে সেই একপাদ ফলেরও একপাদ হীন
 হইয়া থাকে । পশ্চিভাগে বলেন, শুদ্ধাশ্বা
 ব্যক্তি শুদ্ধদিনে পূণ্যকাৰ্য্য করিলে সমান ফল,
 রবিসংক্রমণে দশগুণ অধিক এবং বিষব সংক্রা-
 ন্তিতে, অশ্বিনসংক্রান্তিতে, মকর-সংক্রান্তিতে
 ও চন্দ্রগ্রহণে ক্রমে ক্রমে দশগুণ অতিরিক্ত
 ফলাভ করে; আর কালোত্তম সধ্যগ্রহণে
 সম্পূর্ণ ফল জানিবেন । জগদ্রপা সধ্যদেবের
 রাহজাসরূপ বিষয়োগ্রহণ সকলেরই বোগপ্রদ,
 এক্ষণ সেই বিষয়ান্তির নিমিত্ত দান, দান ও
 জপাদি করা কর্তব্য এবং সেই কালে বিষয়ান্তি

মহতাং সঙ্গকালক কোটীর্ক গ্রহণং বিদুঃ ॥ ১২
 অপোনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠা যোগিনো যত্নবন্তথা ।
 পূজায়াঃ পাত্রেমেতে হি পাপাসংক্ষয়কারণম্ ॥
 চতুর্কিংশতিলাক্ষং বা গায়ত্ৰী জপসংযুতঃ ।
 ত্রাক্ষণস্ত ভবেৎ পাত্রে সম্পূর্ণফলভোগদম্ ॥
 পত্ন্যাং ত্রাযত ইতি পাত্রে শাস্ত্রে প্রযুক্ত্যতে
 দাতুশ্চ পাতকাং ত্রাণাং পাত্রমিত্যাভিধীয়তে ॥
 গায়কং ত্রাযতে পাত্রাঙ্গায়ত্ৰীতুচ্ছাচাতে তি সা
 যথার্থহীনো লোকেহস্মিন পরস্মার্থং ন যচ্ছতি
 অর্থবানিহ যে লোকে পরস্মার্থং প্রসজ্জতি
 স্বয়ং লোকো পি পাত্রা নরান সমাত্মমতি ॥
 গায়ত্ৰীজপলঙ্কে হি শুদ্ধব্রাহ্মণ উচ্যতে
 তম্বাদানে জপে হোমে পূজায়াং সৰ্বকর্মণি
 দানং কর্তুং তথ ত্রাতুং পাত্রস্ত ব্রাহ্মণোহচা

হব বলিয়াই তাহা পূণ্যজনক । আর জপ
 নক্ষত্রে ও বতন্তে যে কাৰ্য্য করা যায়, তাহা
 সধ্যগ্রহণকালীন কর্মের ত্রায় ফলপ্রদ হই
 থাকে । যে কালে মহতের গতিত সঙ্গ হই
 বিষদগণ সেই কালকে কোটীস্যাগ্রহণের তু
 বলিয়া নির্দেশ করেন ১—১২ । অপোনি
 ঙ্গনিষ্ঠ যোগী এবং যতি-ব্যক্তিই যথার্থ পূ
 পাত্র ও পাপক্ষয়ের কাবণ, অথবা যে ব্রাহ্ম
 চতুর্কিংশতি লক্ষ গায়ত্ৰী জপ করিয়াছে
 তিনিও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ পাত্র হইয়া থাকেন
 দাতাকে পত্ন হইতে ও পাতক হইতে ত
 করেন বলিয়াই শাস্ত্রে উঠারা 'পাত্র' বলি
 কথিত এবং গায়ত্ৰী-গানকারীকে ত্রাণ ক
 এক্ষণ ত্রাতার নাম 'গায়ত্ৰী' হইয়াছে । যের
 ইহজগতে অর্থহীন ব্যক্তি অপরকে অর্থদা
 সমর্থ নহে, কিন্তু ধনবান হইলে তা
 সম্পাদনে সক্ষম হয়, সেইপ্রকার য
 শুদ্ধ ও পূতাত্মা হইলেই অন্যায়সে অপর
 ত্রাণ করিতে পারেন । যে ব্রাহ্মণ গায়ত্ৰী
 দ্বারা আত্মতৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তিনিই ত
 ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য । সেই নিমিত্ত দান, হোম
 ও পূজাদি সমুদয় কাৰ্য্যে ব্রাহ্মণ
 পাত্রই নামাধিগ্রহণে ও পরিজ্ঞানে সমর্থ

অঙ্গ দ্বিতীয় পাত্রে নারীনরমস্বাদকম্ ॥ ১৯
অঙ্গ ত্রয়োদশ যৎকালে সুসমাহিতম্ ।
অঙ্গ চতুর্থং বা সর্বোৎকৃষ্টম্ ॥ ২০
ইত্যন্ত প্রদানক সম্পূর্ণকালং বিদ্যুঃ ।
১২ প্রদানকালং দত্তং তদনন্তরং বিদ্যুঃ ॥ ২১
১২ সেরকং দত্তং স্নানং তৎ পানকালং বিদ্যুঃ ।
১৩ ত্রয়োদশ বিপ্রস দীনবস্তে প্রিত্বিত্যঃ ॥ ২২
অঙ্গ ১৪ ভোপস ভোপকে দশবারিকম্
অঙ্গ ১৫ বিপ্রস সর্গে হি দশবারিকম্ ॥ ২৩
অঙ্গ ১৬ পুণ্ড্রক সতো হি দশবারিকম্ ।
অঙ্গ ১৭ বিপ্রস দত্তং বা ১২ বিদ্যুঃ ॥ ২৪
অঙ্গ ১৮ বিপ্রস দত্তং কলসং বিদ্যুঃ ।
অঙ্গ ১৯ পানকালং সর্গে বা সর্গমিহাভে ॥ ২৫
অঙ্গ ২০ বিপ্রস ভোপকে দশবারিকম্
অঙ্গ ২১ চতুর্দশ দশবারিকম্ ॥ ২৬
অঙ্গ ২২ পানকালং পানসেবনম্ ।

১৩ নরনারীভ্যো দ্বিতীয় বারিষ্ট অঙ্গদ্বয়ের
১৪ সুসমাহিত অর্থাৎ প্রদান-সমর্থ দান-
১৫ অঙ্গ বিপ্রস প্রেষ্ঠে দানকালং অঙ্গদ্বয়-
১৬ উৎকৃষ্ট সমাহিত সেরকালং দান করিলে
১৭ সর্গে কলসংক হইয়া থাকে, অঙ্গ
১৮ ত্রয়োদশ দান অঙ্গদ্বয় ও সেরকালং দান
১৯ হইতে উৎকৃষ্ট অঙ্গদ্বয় লভ্য হয়, ইহা
২০ ত্রয়োদশ বলিয়া থাকেন । যে বিপ্রসুভবগণ ।
২১ অঙ্গ ত্রয়োদশ দানকালং অর্থ দান
২২ দশবারিক ভোপকে, অঙ্গদ্বয় বিপ্রসে
২৩ হইলে দশবারিক সর্গলোকে, অঙ্গদ্বয়-
২৪ ত্রয়োদশ দান করিলে দশবারিক
২৫ থাকে, বিপ্রসুভব বিপ্রসে দান করিলে
২৬ কলসংক ও শিবকাল বিপ্রসে দান
২৭ ও ঐক্য কলসংকালে সুসমাহিত করিতে
২৮ ॥ যিনি পূর্ণোক্ত সেই সমুদয় লোকেই
২৯ অঙ্গের বাননা করেন, তিনি উক্ত সর্গ-
৩০ অঙ্গদ্বয়কেই দান করিবেন, ১৩—২৫ ।
৩১ অতি রবিবারে বিপ্রসে দশবারিক অঙ্গদ্বয়
৩২ অঙ্গ দান করেন, তিনি পরকালে দশবারিক
৩৩ পানকালে সমর্থ হন । অঙ্গদ্বয়, অঙ্গদ্বয়

বাসোপকরণাদিনক দত্তাপুণ্ড্রকসোভরম্ ॥ ২৭
২৮ বঙ্গসং ব্যক্তনৈকং ভাঙ্গলং দক্ষিণোভরম্ ।
২৯ নমস্চামুগম্যৈব স্বল্পদানং দশবারিকম্ ॥ ২৮
৩০ দশবারিকং বিপ্রোভো দশতো বৈ দশবারিকম্ ।
৩১ অঙ্গদ্বয়ে ত্রয়োদশ শতবারিক সমামুভে ॥ ২৯
৩২ সোমবারাদিব্যবসায় তত্ত্বাবগুণং ফলম্ ।
৩৩ অঙ্গদ্বয় বিপ্রসং ভূপোকে পরকালম্ ॥ ৩০
৩৪ সপ্তমপি চ ব্যবসায় দশবারিক দশবারিকম্ ।
৩৫ অঙ্গ দত্ত শতং বর্ষমারোপাদিকমমুভে ॥ ৩১
৩৬ এবং শততো বিপ্রোভো ভাঙ্গলং দশবারিকম্ ।
৩৭ সর্গসংকালং সর্গলোকে সমামুভে ॥ ৩২
৩৮ সর্গসংকালং সর্গলোকে সমামুভে ।
৩৯ এবং সর্গসংকালং বিপ্রসং হি বিপ্রসিভে ॥ ৩৩
৪০ ভাঙ্গলং সর্গসংকালং শতবারিকম্ ।
৪১ অঙ্গ দত্ত সর্গলোকে দশবারিক সমামুভে ॥ ৩৪
৪২ অঙ্গদ্বয় তত্ত্বাবগুণং সর্গলোকে সমামুভে
৪৩ অঙ্গ দত্ত সর্গলোকে সর্গলোকে সমামুভে ॥ ৩৫

সর্গদ্বয়, অঙ্গদ্বয়, পানসেবন, বহুসংকাল
৩৬ ত্রয়োদশ, কচবিদ্যুৎকৃষ্ট ব্যক্তন
৩৭ সর্গসংকাল, নমস্চামুগম্যৈব স্বল্পদান
৩৮ ইহা ইহা অঙ্গদ্বয় দশবারিক অঙ্গদ্বয়
৩৯ এই দশবারিক অঙ্গদ্বয় সহিত দশবারিক
৪০ অঙ্গ দান করে, সে অঙ্গদ্বয় শতবারিক অঙ্গদ্বয়
৪১ এবং সর্গসংকাল অঙ্গদ্বয়-কালিত সেই সেই
৪২ বহুসংকাল কাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ঐক্য
৪৩ অঙ্গদ্বয়কাল পরকালে ভূপোকে সুসমাহিত করা
৪৪ হয়, জানিবেন । যে ব্যক্তি সর্গ বারেরই দশবারিক
৪৫ অঙ্গদ্বয়কে ঐক্যকাল দশবারিক সহিত অঙ্গদ্বয়
৪৬ করে, সে শতবারিক কাল অঙ্গদ্বয়াদি সুস
৪৭ উপকৃত করিয়া থাকে । যে দানব দ্ব্যবসায়
৪৮ শত দানকাল ঐক্যকাল দানকাল করে, সে শিব-
৪৯ লোকে সর্গসংকাল অঙ্গদ্বয় দান হয়, অঙ্গ দশবারিক
৫০ ত্রয়োদশ দান করিলে, অঙ্গদ্বয় বঙ্গসংকাল
৫১ কাল জোপ করা যায় । পণ্ডিতগণ সোমবারিক
৫২ পূর্ণোক্ত একবার কাল জানিবেন । রবিবারে
৫৩ পানকাল-পুণ্ড্রক। সর্গদ্বয় ত্রয়োদশ দান করিলে
৫৪ বিপ্রসংকাল, ও শিবকালকে দান করিতে

বালানাং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা হি দেয়ং বিদ্যাবিভিন্ রৈঃ ।
 যুনাং বিম্ববুদ্ধ্যা হি পুত্রকাম্যাবিভিন্ রৈঃ ॥ ৩৬
 বৃদ্ধানাং ক্রুদ্ধবুদ্ধ্যা হি দেয়ং জ্ঞানাবিভিন্ রৈঃ ।
 বালস্তৌ ভারতীবুদ্ধ্যা বুদ্ধিকামৈর্নরোত্তমৈঃ ॥ ৩৭
 লক্ষীবুদ্ধ্যা যুবস্তৌ ভোগকামৈর্নরোত্তমৈঃ ।
 বৃদ্ধাশু পার্শ্বতীবুদ্ধ্যা দেয়মাস্ত্রাবিভিন্ রৈঃ ॥ ৩৮
 শিলবৃত্তোৎসাহবৃত্তা চ শুক্লবর্ণবর্ণাঙ্কিতম্ ।
 শুক্লবর্ণমিতি প্রাপ্তং পূর্ণফলং বিদুঃ ॥ ৩৯
 শুক্লপ্রতিগ্রহাঙ্কিতং মধ্যমং দ্ব্যমুচ্যতে ।
 কৃষি-বাণিজ্যকোপেতমধ্যমং দ্ব্যমুচ্যতে ॥ ৪০
 কৃত্রিয়ণং বিশাক্ষৈব শৌধাবাণিজ্যকাক্ষিতম্ ।
 উত্তমং দ্ব্যমিত্যঙ্কঃ শূদ্রণাং ভূতকাক্ষিতম্ ॥ ৪১
 স্ত্রীণাং বর্ষাবর্ণিনাং দ্ব্যং পিতৃকং ভূতকং তথ ।
 গবাসীনাং বামশানাং চৈত্রাদিস্থং যথাক্রমম্ ॥ ৪২
 মনুষ্য বা পুণ্যকালে দদাদিষ্টমদক্বে ।
 গো-ভূ-ভিল-হিরণ্যাক্ষ-বাস-বহ-শুভানি চ ॥

পরিণে, ক্রুদ্ধলোকে অ'দোগ্যাদি লাভ করা যায় ॥ ৩৬—৩৭ ॥ যে সকল মানবগণ বিদ্যার্থী, তাহারা ব্রহ্মবুদ্ধিতে বালকগণকে,—মাতৃকা-পুত্রার্থী, তাহারা বিম্ববুদ্ধিতে যুবকগণকে,—বাহারা জ্ঞানার্থী, তাহারা ক্রুদ্ধবুদ্ধিতে ব্রহ্ম-নিগকে,—মাতৃকা-বুদ্ধিপ্রার্থী, তাহারা মনুষ্যতী-বুদ্ধিতে বালিকানিগকে—মাতৃকা-ভোগপ্রতিসাদী, তাহারা লক্ষীবুদ্ধিতে যুবতী স্ত্রীনিগকে এবং আশ্রয়জ্ঞানার্থী সাধু মানবগণ পার্শ্বতীকালে বুদ্ধা-রমণীনিগকে অন্নদান করিবে। শীলবৃত্তি ও উৎ-বৃত্তি দ্বারা অর্জিত যে বস্তু হইতে গুরুর প্রাপ্য নিক্ষেপ দান করা হয়, সেই বস্তুই পবিত্র ও সম্পূর্ণ ফলজনক যে ধাতাদি বস্তু দ্বিজাদি হইতে গৃহীত, তাহা মধ্যম এবং কৃষি বা বাণিজ্য-লব্ধ দ্বা অধ্যম বলিয়া পরিগণিত আছে। পশুভগ্ন কৃত্রিয়ের বীরতাক্ষিত, যৈশ্চের বাণিজ্যাক্ষিত ও শূদ্রের বেতনলব্ধ বস্তুই উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। মানবগণ চৈত্রাদি বা শিমনে অতীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যথাক্রমে গো, ভূ, ভিল, হিরণ্য, আক্ষা, বহ, ধাত, শুভ,

রৌপ্যং লবণকুশ্মাণ্ডে কস্তা দাদশকং তথা ।
 গোদানাদক্ষগব্যেন গোময়েনোপকারিণা ॥ ৪৪
 ধনধাতাদ্যাদিতানাং হুরিতানাং নিবারণম্ ।
 জলস্নেহাদ্যাদিতানাং হুরিতানাং গোজলৈঃ ॥ ৪৫
 কাষিকাদিতয়াপাত্ত কৌবদধ্যাক্ষকৈস্তথা ।
 তথা তেষাং পৃষ্টি-বিজ্ঞেয়া হি বিপশ্চিতা ॥ ৪৬
 ভূদানঞ্চ প্রতিষ্ঠার্থমিহ চামুত্র চ দিভাঃ ।
 ভিলদানং বলাপং হি সদা মৃত্যুজয়ং বিদুঃ ॥ ৪৭
 হিরণ্যং আশ্রবায়ৈস্ত বুদ্ধিদং বৌধাদং তথা ।
 আক্ষাং পৃষ্টিকরং বিদ্যাভয়মাযুধরং বিদুঃ ॥ ৪৮
 ধাতামনং মনুদ্বার্থং মদবাতবদং শুভম্ ।
 রৌপ্যং বেতোহভিরুদ্ধার্থং বভ্রসার্থঞ্চ লবণম্ ।
 সর্কং সর্কসমুদ্বার্থং কুশ্মাণ্ডং পৃষ্টিদং বিদুঃ ।
 প্রাপ্তিদং মনুভোগ্যার্থমিহ চামুত্র চ দিভাঃ ॥ ৪৯
 যাবজ্জীবনমুকুং হি কস্তাদানঞ্চ ভোগদম্ ।
 পনসামকপিথানাং কুশ্মাণ্ডং ফলমেব চ ॥ ৫০
 কদল্যাংদোষদীনাং ফলং শুভোদ্বয়ং তথা ॥

রৌপ্য, লবণ, কুশ্মাণ্ড ও কস্তা এই দাদশ ব-দান করিবে, অথবা বসন্তকালে এই সমুদ-একত্র দান করিতে পারে। গো দান ক-সেই গোরুর উপকারী গোময় দ্বারা ধনধাত-বিষমক পাপ; গোজল দ্বারা জল ও জল-স্নেহবস্ত্র বিষমক পাপ এবং কৌবদ্যাদি ও হ-দ্বারা কাষিকাদি ত্রিবিধ পাপেরই শাস্তি লাভ-পৃষ্টি লাভ হয়, ইহা কানিগণের জ্ঞাত-দ্বিজগণ! ভূমিদান-কালে ইহকাল ও পরক-প্রতিষ্ঠা লাভ এবং ভিলদানে বল ও মৃত্যুকে ব-করা যায়, ইহা বিবদগণ বলিয়া থাকেন ৩৬—৪৭ ॥ হিরণ্যদানে আশ্রয়প্রদ বুদ্ধি ও ব-দান, আক্ষাদানে পৃষ্টি, বহুদানে আয়ুর্জি, ধাতা-অন্যও সমৃদ্ধি লাভ, শুভদানে মধুর ভোজ্য প্রা-রৌপ্যদানে শুক্লবৃত্তি, লবণদানে বভ্রবিধ ব-দান, সর্কপ্রকার বস্তুদানে সর্কপ্রকার স-লাভ, কুশ্মাণ্ডদানে পৃষ্টি এবং কস্তাদানে যাবজ্জী-উভয় লোকেই সর্কবিধ ভোগপ্রাপ্তি হ-থাকে। পশুভগ্ন! পনস, আত্র, কপি-কদল্যাংদোষদীনাং ও শুভজাত ফল এবং

মাষাদীনাং মুকানানাং ফলং শাকাদিকং তথা ॥৫২॥
মরীচসর্বপাদানানাং শাকোপকরণং তথা ।
যদ্ব্যভো যং ফলং সিদ্ধং তদেতৎ হি বিপশিতা ॥
শ্রোত্রাদীনিয়তপ্তং সদা দেয়ং বিপশিতা ।
শাকাদিশতোগাথং দিগাদীনাং তুষ্টিদা ॥ ৫৩ ॥
বেদশাস্ত্রং সমাদায় বুদ্ধ্যা শুক্লমুখাং সখ্যম্
কম্পাৎ কলমস্তীতি বুদ্ধিরাস্তিকামুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥
কুব্জভরাদ্বুদ্ধিঃ শক্কা সা চ কনৌমসী ।
কর্ষিতাবে দরিদ্রস্য বাচা বা কম্পণা যতোঃ ॥ ৫৫ ॥
চিকিৎসয়ন্তঃ বিদ্যাশাস্ত্র-শ্রোত্র-লপাদিকম্ ।
গৌরবাত্মকাদাং হি কাশ্মিকং যজ্ঞনং বিতঃ ॥ ৫৬ ॥
কন কেন্দ্রাপায়েন হস্তঃ বা যদি বা বহু ।
স্বতঃস্বপ্নবুদ্ধ্যা চ কৃতং ভোগ্যম্ কথ্যতে ॥ ৫৭ ॥
উপাস্য চ দানকং কল্পবান্ধবঃ সদা ।
প্রতিভাঃ প্রদত্তব্যঃ সর্বগুণশোভিতম্ ॥ ৫৮ ॥
স্বনং তপস্বিনঃ সর্বভোগপ্রদং বৈদ্যৈঃ ॥

এ মরীচ সর্বপাদি শাক, তাহার উপকরণ যে
যুক্ত যেমন উৎপন্ন হয় সেই কথ্যতে সেই
ম হস্ত শাস্ত্র দর্শন নোয়াবজর উপ
শাস্ত্র দিক প্রভৃতির মধ্যে সর্বত্র ইন্দ্রিয়ের
পুজনক দ্বারা সকল নিরন্তর ব্রহ্মপদকে
ন করিবেন। তদন্তর ইতি সমাকরণে
যে যজ্ঞতত্ত্বময় ব্রহ্মসল আছে এই ব্রহ্ম
বুদ্ধি উৎপন্ন হয় সেই বুদ্ধিকে আশ্রিত
যে যজ্ঞ ব্রহ্ম ব্রাহ্মনকে কল্প বিদ্যাদি যে
ইহা তাহারে শক্কা বল যায় কিন্তু তাহা
ষ্টা। দ্বিবিদ ব্যক্তি সমুদয় বহুদ্রব্যভাব
ক বা কথিক যজ্ঞন কার্যের অনুষ্ঠান করি-
। পণ্ডিতগণ, লপাদি ও শ্রোত্র পার্শ্বক
কযজন এবং তাৎখ্যাত ও লতাাদিকে
কযজনরূপে নির্দেশ করেন। দেবতার
সাধন-বুদ্ধিতে যে কোন উপায়ে অন্ন বা বহু
দায়ের অনুষ্ঠান করিলে তাহা ব্রহ্মভোগের
হইয়া থাকে। উপাচর্যা ও দান এই
কথ্যই যজ্ঞব্যয়ের নিরন্তর কথ্য। ব্রহ্মপ
পের স্তম্ভের নিমিত্ত সর্বগুণ-শোভিত
দান করিবেন। তাহা হইলে ইহকাল ও

ইহামৃতোত্তমং জন্ম সদা ভোগং লভেৎবুধঃ ।
ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা হি কৃত্য মোক্ষফলং লভেৎ ॥ ৬০ ॥
য ইমং পঠতেহধ্যায়ং যঃ শৃণোতি সদা নরঃ ।
তস্য বৈ বহুবুদ্ধিঃ চ জ্ঞানসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৬১ ॥
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বিদ্যোত্তরসংহিতায়
কাম্যদানাদিকলপ্রশংসাবর্ণনং নাম
ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

নয়ঃ উচুঃ ।

পার্বিবপ্রতিমা-পূজাবিধানং কহি সন্তম ।
যেন পূজাবিধানেন সর্বাভীষ্টমবাপাদে ॥ ১ ॥

সুত উবাচ ।

হুসাদি পৃষ্টং শ্রুয়ান্তিঃ সদা সর্কার্ধদায়কম্ ।
সদো হুঃখস্ত শমনং শ্রুত প্রভবীমি বঃ ॥ ২ ॥
অপদত্যাগং কাশ্মদ্যত্যাগমপি বিনাশনম্ ।

পরকালে সমস্ত সর্কার্ধকার ভোগ ও উত্তম
কর লভে সমর্থ হইতে পারে ব্যতীত আর যে
ব্যক্তি সর্বমেধের কল্যাণ অর্পণ-বুদ্ধিতে উক্ত
কথা সকল করেন, তাহার মোক্ষফল লাভ
হয়। যে মানব নিরন্তর এই অধ্যায় পাঠ
ন শ্রবণ করেন, তাহার বহুবুদ্ধি ও জ্ঞানবুদ্ধি
হইয়া থাকে ২৮—৩১ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

কশিপুঃ বলিলেন—হে সন্তম! যে বিধি
অনুসারে পূজা করিলে সর্বাভীষ্ট লাভ হয়,
পার্বিব-প্রতিমা-পূজনের সেই বিধি আশা-
দায়ক বল। শ্রুত বলিলেন, আপনারা অতি
উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; ইহা সর্কার্ধ
সর্কার্ধপ্রাণ এবং সদাই হুঃখনিবারণক; আশি
বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। যে বিদগ্ধ
দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা আপনারা

সদ্যঃ কলত্র-পুত্রাদি ধন-ধাত্তপ্রদং দ্বিজাঃ ॥ ৩
 অন্নাদিতোজাং বস্তাদি সর্কমুৎপদ্যতে যতঃ ।
 ততো মৃদাদিপ্রতিমা-পূজাভীষ্টপ্রদা ভূবি ॥ ৪
 পুরুষাণাং নারীণামধিকারোহত্র নিশ্চিতম্ ।
 নদ্যাং তড়াগে কূপে বা জলাস্তম্ দমাহরেৎ ॥ ৫
 সংশোধ্য গজচর্চেন পেষয়িত্বা স্তম্ভপে ।
 হস্তেন প্রতিমাং কুর্ঘ্যাৎ ক্রীরেণ চ স্তম্ভকৃতম্ ॥ ৬
 অক্ষপ্রত্যঙ্গকোপেতামায়ুধৈঃ সমধিতম্ ।
 পদ্মাসনস্থিতাং কৃত্বা পূজয়েদাদবেণ হি ॥ ৭
 বিশেষাদিত্যবিমুনামমস্যাস্ত শিবস্ত চ
 শিবস্ত শিবলিঙ্গক সর্কদা পূজয়েদ্বিজঃ ॥ ৮
 ষোড়শৈরুপচারৈঃ কুর্ঘ্যাৎ তৎসম্পাদয়ে
 পুষ্পেণ প্রোক্ষণং কুর্ঘ্যাৎ ভিক্ষুকঃ সমস্তকম্ ॥ ৯
 শাল্যেনৈব নৈবেদ্যং সর্কং কুড়বমানতঃ
 গৃহে তু কুড়বং ক্ষেপং মানুসে প্রথমিষাৎ ॥ ১০

নিবারণক, কলমুত্ৰা হইতেও রক্ষ করিতে
 সমর্থ এবং সদা কলত্র-পুত্রাদি স্বজন ও ধন-
 ধাত্ত-সম্পাদক অন্নাদি ভোজ্য এবং বস্তাদি
 বিবিধ বস্তুও ইহার প্রভাবে পাওয়া যায়
 অতএব পার্থিব প্রকৃতি শিবলিঙ্গপূজা এই
 ভূজলে অভীষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে
 এ কার্যে পুরুষের এবং স্ত্রীলোকেরও অধি-
 কার আছে, ইহা নিম্নের নদী তড়াগ
 বা কূপের জলমধ্য হইতে নৃত্তিক অস্তর-
 করিবে, অনন্তর কঙ্করাদি নিরাকরণ করত
 সেই নৃত্তিক সংশোধনপূর্বক গজচর্চ সহ
 মিশ্রিত করিয়া তড়ারা উত্তম মস্তপ একহস্তে
 দুহস্তসংকৃত অক্ষপ্রত্যঙ্গমুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র-সমধিত
 পদ্মাসনে আসীন প্রতিমা নিম্নাঙ্গ করিবে,
 অনন্তর ভক্তিপূর্বক পূজা করিবে, দ্বিজ—
 গুপ্তেশ, হৃদ্য, বিদ্যুৎ, দুর্গা এবং শিবের প্রতিমা ও
 শিবলিঙ্গ সর্কদা পূজা করিবে, সম্পূর্ণ ফল
 ইচ্ছা করিলে, ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিতে
 হইবে, পুষ্প দ্বারা প্রোক্ষণ ও সমস্তক অভি-
 যেক করিবে, সকলেরই নৈবেদ্য কুড়ব পরি-
 মানে শাল্য দ্বারা করিবে, গৃহে প্রতিষ্ঠিত
 প্রতিমা পূজার নৈবেদ্য কুড়ব পরিমাণে হইবে।

দৈবে প্রহরত্রয়ং যোগ্যং স্বস্তোঃ প্রহরকম্ ।
 এবং পূর্বফলং বিদ্যাদধিকং বৈ দ্বয়ত্রয়ম্ ॥ ১১
 সহস্রপূজয়া সত্যং সত্যলোকং লভেদ্বিজঃ ।
 দ্বাদশাঙ্গুলমায়ামং দ্বিগুণকং ততোহধিকম্ ॥ ১২
 প্রমাণমঙ্গুলশ্চৈকং তদ্বিক্রমং পঞ্চকত্রয়ম্ ।
 অযোদ্যাকৃতং পাত্রং শিবমিত্যুচ্যতে বৃধৈঃ ॥ ১৩
 তদষ্টভাগঃ প্রস্থঃ স্ত্রাং তত্ৰতুঃ কুড়বং যতম্ ।
 দশপ্রস্থং শতপ্রস্থং সহস্রপ্রস্থমেব চ ॥ ১৪
 জল-তৈলাদি-গন্ধানং যথাযোগ্যক মানতঃ ।
 মানুযাষস্বস্তানাং মহাপূজ্যেতি কথ্যতে ॥ ১৫
 অভিক্ষকাদ্যস্তক্কাগ্নিকানং পূণ্যমবাপ্যতে ।
 আয়ুঃপ্রাপ্তিঃ নৈবেদ্যাকপালমবাপ্যতে ॥ ১৬
 দীপাঙ্গ জ্ঞানমবাপ্যতি তামলাভোগমাপুয়াং
 তস্যঃ স্বানাদিকং ঘটকং প্রয়তেন প্রসাদয়েৎ
 নমস্কারণো জপতৈঃ সর্কভীষ্টপ্রদাদুভৌ
 পূজয়েৎ চ সদা কার্যো ভোগ-যোগ্যবিভিন্

সমিপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমা পক্ষে প্রস্থ পরি-
 মিত ১—১০। দেবস্থাপিত প্রতি-
 পক্ষে তিন প্রস্থ এবং অনাদিলিঙ্গের পক্ষে
 প্রস্থ পরিমিত নৈবেদ্য হইবে এইকথা
 সেই সম্পর্ক ফল হয়। ছয় প্রস্থ পরি-
 নৈবেদ্যাদান অধিক ফলপ্রদ দ্বিজ সহস্র
 দ্বারা পূজা করিলে সত্যই সত্যলোকে
 করে, বিস্তার দ্বাদশাঙ্গুল, দেব পুরুষ
 অঙ্গুল, উচ্চ পঞ্চদশ অঙ্গুল লৌহ বা
 ধার নিশ্চিত এইকথা পাত্রকে পণ্ডিতগণ
 বলিয়া থাকেন সেই পাত্রের আটভাগের
 ভাগ প্রস্থ, প্রস্থ-চতুর্থাংশের নাম কু-
 জল তৈল ও গন্ধাদির পরিমাণ যথাযোগ্য
 প্রস্থ এবং সহস্রপ্রস্থ মানুয-প্রতিষ্ঠিত,
 প্রতিষ্ঠিত এবং অনাদিলিঙ্গের মহাপূজা
 কপে চম। গান করাইবার ফল আশ্র-
 গন্ধদানের ফল পুণ্যলাভ, নৈবেদ্যদানের
 আয়ু ও তৃপ্তি এবং নৃপদানের ফল বন-
 দীপ দান করিলে জ্ঞানলাভ হয়।
 দানের ফল ভোগপ্রাপ্তি। অতএব
 ছয়টি কার্য ধর্মপূর্বক সম্পাদনীয়। নদা

সামস্যা পূর্বক কৃত্যঃ তত্ত্বং সদা নরঃ ।
 পূজয়া চৈতৎ তত্ত্বলোকমবাগ্নয়াং ॥১৯
 বহুগোকে চ বহুষ্ঠং ভোগ্যামাপাতে ।
 বহুগোকে প্রবক্ষ্যামি শ্রুত শ্রুতয়া বিজ্ঞাঃ ॥ ২০
 পূজয়া সমাগ্নুলোকেহভীষ্টমাগ্নয়াং ।
 ভোগ্যে চতুর্থ্যাক সিতে শ্রাবণ-ভাদ্রকে ॥ ২১
 নরকে ধর্ম্যমে বিশেষং বিধিবদ্বজ্ঞেং ।
 তৎপদসহস্রং ব তৎসংখ্যাকদিনৈবজ্ঞেং ।
 বহুগোকে নিত্যং পূজকেষ্টকং নৃণাম্
 কৃপাপ্রদয়নং তত্ত্বদ্বিত্যনাম ॥ ২৩
 পূজয়া শিবানামাস্ত্রাক্রিপ্রদাঃ বিদুঃ ।
 বিনহন্ত-বোগ্যামাচারং সাক্ষিকামিকম্ ॥ ২৪
 বহুগোকেভ্যঃ পূজক্যাক্রিপ্রদাঃ বিদুঃ

পূজা এই কথায় সঙ্গী-নাষ্টপ্রদ ভোগ-
 কথায় বহুগোকে পূজাশেষে উক্ত কথায়
 পূজকের প্রথমে সামসিক পূজা করিয়া
 কথায় পূজকে কথায় সকল করিবে
 ক পূজাদিগের পূজা স্বয়ং সেই সেই
 ব্যক্তির গমন করে যে বিজ্ঞান। সেই
 সময়ের লোকে যে যে ভোগ্যবস্তু যথেষ্ট
 যথেষ্ট করা যায়, তৎসংখ্যাক দিনের
 পূজা করিবে, যত্নপূর্বক শ্রবণ করুন
 ১০। বিজ্ঞানের পূজা স্বয়ং ভোগকে
 বিজ্ঞানসম্মত হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র বা
 মাসের পূজাকে পূজাভিমানকর ও
 পূজিত চতুর্থ্যাক সিতে বহুগোকে পূজা
 বা দেবত এবং আশ্রয় প্রতি শ্রদ্ধা-
 যোগ্যত্ব সহস্র দিন নিয়মিত একবার
 পূজা করিলে, যত্নপূর্বক পূজা এবং
 পূজিত বহুগোকে, সকল প্রকার পাপের
 ও নানাবিধ দুঃখের বিনাশ হয়। পূজা-
 যেন, বিজ্ঞান বারে শিবাদি দেবগণের
 করিলে, আশ্রয়-ভক্তি হয়। ব্যৱহা-
 নকর ও বোগ্যাদিগের আশ্রয় এবং সাক্ষি-
 সামস্যের প্রদাতা। ব্যৱহা-
 ব্যৱহা, পূজিতপন উহাকে পূজিতক-

উদয়াদয়ং ব্যৱহা ব্রহ্মপ্রতিভাশ্রয় ॥ ২৫
 তিথ্যাদৌ দেবপূজা হি পূর্বভোগপ্রদা নৃণাম্ ।
 পূর্বভোগঃ পিতৃভাজ নিশায়ুক্তঃ প্রশস্ততে ॥ ২৬
 পরভোগস্ত দেবানাং দিবায়ুক্তঃ প্রশস্ততঃ ।
 উদয়ব্যাপিনী গ্রাহা মধ্যাহ্নে যদি সা তিথিঃ ॥ ২৭
 দেবকাথো তথা গ্রাহান্তিথিক্রিয়াদিকাঃ শুভাঃ ।
 সমাগ্নিচারণ্য ব্যৱহাণ কৃত্যং পূজাজপাদিকম্ ॥ ২৮
 পূজায়তে হনেনেতি বেনেবর্জিত যোজনাম্ ।
 পূজাগলসিক্রিপ্রদাঃ ভোগ্যে তেন কৃত্যম্ ॥ ২৯
 যেন ভোগ্যন্তথা কামমিষ্টভোগার্থযোজনাম্ ।
 পূজাশ্রয়ঃ এবং হি বিজ্ঞাতা লোক-বেনয়োঃ ॥
 নিত্যনৈমিত্তিকং কালঃ সদাঃ কাম্যো নৃশৃঙ্গিভে
 নিত্যং মাসক পূজক বর্ষকেষ যথাক্রমম্ ॥ ৩১

যত্নপূর্বক কথায় করুন। মাসের এক উদয়
 ইতি অপরা উদয় পূজা কালের নাম ব্যৱহা, উহা
 ব্রহ্মপ্রতিভা বর্ষের পূজার প্রবর্তক ২১—২৫।
 বিজ্ঞান তিথির পূজাশ্রয়ে অসুস্থিত দেবপূজা
 মনুষ্যাদিগকে সম্পন্ন ফল প্রদান করে, কিন্তু
 তিথি মধ্যাহ্নের অন্তর প্রভৃৎ হইলে, উহা
 দে (পূর্ব) ভাগ ব্যৱহা মা ও যুক্ত, তাহাই
 পিতৃকাথোর পূজা প্রশস্ত এবং (পরদিনের)
 দিব্যর সহিত যুক্ত উহা পরভোগ দেবকাথোর
 পূজা প্রশস্ত। ব্যৱহা যদি ঐ তিথি উভয়দিনের
 মধ্যাহ্নপ্রভৃৎ হয়, তবে যে দিনে পূজাদিগকে
 ও মধ্যাহ্নপ্রাপ্ত হইবে, সেই দিনই ঐ
 তিথি-বিজ্ঞিত কথায় করিবে দেবকাথো সেই-
 রূপ তিথি এবং ভ-নকত্রাদি গ্রাহ ব্যৱহা
 বিদ্যর সমাক্রমে বিচার করিয়া পূজা এবং
 জপাদি করিবে। বেদে 'পূজা' শব্দের অর্থ
 এইরূপ করা হইয়াছে যে, ব্যৱহা ব্যৱহা 'পূজা'
 উৎপন্ন হয়, তৎসংখ্যাক দিন 'পূজা'। পূজা শব্দের
 অর্থ ভোগ্যগলসিক্রিপ্রদা, উহা ঐরূপ ক্রিয়াতেই
 সিদ্ধ হয়। ঐ কথায় ব্যৱহা মনের আভিমানিত
 ভোগ এবং অতীত জ্ঞান সিদ্ধ হয়। সেই জ্ঞান
 এবং ইষ্টভোগরূপ অর্থের বোঝক কাথাই লোকে
 এবং বেদে পূজাশ্রয় বিজ্ঞিত ২৬—৩০।
 নিত্য ও নৈমিত্তিক কথায় সকল কাম্যভোগ হয়

ভক্তকাম্যফলপ্রাপ্তিস্তাদৃশ্যপক্ষঃ ক্রমাৎ ।
মহাপ্রপত্তে: পূজা চতুর্থায় কৃষ্ণপক্ষকে ॥ ৩২
পক্ষপাপক্ষমকরী পক্ষভোগফলপ্রদা ।
চৈত্রে চতুর্থায় পূজা চ কতা মাসফলপ্রদ ॥ ৩৩
বর্ষভোগপ্রদা ক্ষেত্র চতাব সিংহভোগকে
শ্রাবণাদিত্যাবরে চ সপ্তমায়ঃ স্তব্ধে দিনে ॥ ৩৪
মাঘপক্ষে চ সপ্তমায়াদিত্যভক্তনঃ চরেৎ
জ্যৈষ্ঠভাদ্রকসৌম্যে চ দাদশায়ঃ শ্রাবণপক্ষে ॥ ৩৫
দাদশায়ঃ বিম্বজনমিষ্টে সম্প্রদায়কঃ বিম্বঃ
শ্রাবণে বিম্বজনমিষ্টে প্রোগপ্রদঃ ভবেৎ ॥ ৩৬
গবাদীন দাদশানখান সাত্ত্বন চ ৭ যঃ কলমু ।
তৎ ফলঃ সমবাপ্রাপ্তিঃ স্বাক্ষরঃ বিম্বভূতনা ॥ ৩৭
দাদশায়ঃ দাদশান বিপ্রান বিম্বোদাদশানমতঃ
ষোড়শৈকপচাবেৎ যক্ষঃ তৎ পৌত্তিম্যমুখ ॥ ৩৮

প্রদান করে এবং কাম্য কাম্য অর্থাৎ
মাত্রেই ফলপ্রদ হয় নিম্নঃ মস পক্ষ ও
বৎসর যথাক্রমে কক্ষবিশেষের ফল এবং পক্ষ-
ক্ষয়ের কারণ ইতিবাৎসর্যকে যেমন কক্ষ-
পক্ষের চতুর্থাতে মহাপ্রপত্তির পূজা দ্বারা
পক্ষের মতো পাপক্ষম এবং পক্ষের মতো
ভোগরূপ ফলের লাভ হয় চৈত্রমাসের চতু-
র্থাতে ঐ পূজা করিলে মাসের মতো ফললাভ
হয় এবং যে ভাদ্রমাসে সূর্য্য সিংহরাশিতে
থাকেন, এইরূপ ভাদ্রমাসের চতুর্থাতে ঐ
পূজা করিলে বৎসরের মতো অর্থাৎ ফলের
সিদ্ধি হয়। শ্রাবণমাসকৃতযুক্ত রবিবারে, স্তব্ধ-
নক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীতে, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের
সপ্তমীতে এবং জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্রমাসের
বুধবারে শ্রাবণনক্ষত্রযুক্ত দাদশীতে আদিত্য-
বর্জন করিবে। দাদশীতে বিম্বভাগ করিলে
অভিলষিত সম্পদ বঞ্চিত হয় এবং শ্রাবণা-
নক্ষত্র-যুক্ত তিথ্যাদিতে বিম্ব-বর্জন করিলে ইষ্ট
ও আরোগ্যলাভ হয়। সমুদয় অবস্থাবের সহিত
গো আদি সপ্ত পদার্থ দান করিলে যে ফললাভ
হয়, দাদশীতে বিম্বভূত করিলে সেইরূপ
ফলপ্রাপ্তি হয়। বিম্বের দাদশ নামে দাদশটি
আম্বলকে ষোড়শ উপচার দ্বারা পূজা করিলে

এবং সর্বদেবান্য ভক্তদাদশনামকৈঃ ।
দাদশবর্ষবর্জনঃ ভক্তপ্রীতিকরঃ ভবেৎ ॥ ৩৯
ককটে সোমবারে চ নবমায়ঃ মৃগশীর্ষকে ।
মকায়ঃ যজ্ঞভূতিকাং সর্বভোগফলপ্রদাম ॥
অশ্বমুকুজভবমী সর্বভোগফলপ্রদা ।
আদিবারে চতুর্দশায়ঃ কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ।
আম্বলম্ মহাদায়ঃ শিবপূজা বিশিষ্যতে ।
মাঘকক্ষচতুর্দশায়ঃ সর্বভোগফলপ্রদা ॥ ৪০
আদিমবী মৃত্যুরা সর্বসিদ্ধিকরী নৃণাম্ ।
কোষ্ঠমাসে মধ্যমায়ঃ চতুর্দশীদিনেপি চ ॥
মৃগশীর্ষকায়ঃ বা ষোড়শৈকপচারুটকৈঃ ।
ভক্তমুখিত্যং পূজা ভক্ত বে পাদদর্শনম্ ॥ ৪১
শিবস্ত যজ্ঞনঃ ক্ষেত্র ভোগমোক্ষপ্রদঃ নৃণাম্
বারাদিদেবযজ্ঞনঃ কাকটিকে চি বিশিষ্যতে ॥ ৪২
কাকটিকে মাসি সম্প্রাপ্তে সর্বদেবান যজ্ঞ

বিম্বপৌতি লাভ হয়। এইরূপ নিম্নলিখিত দেব-
স পদাদিশ নাম দ্বারা দাদশবী বাক্ষরের প-
করিলে সেই সেই দেবতার প্রীতিনাভ হয়
শ্রাবণ মাসের সোমবারে মৃগশীর্ষক
নবমীতিথিতে ঐহক্যপ্রার্থা মতস্য সেই ।
ভোগদায়িনী অম্বর পূজা করিবে ৩৯-
আগ্নিন মাসের শুক্ল নবমীতে জগদগুরু
সকল প্রকার অর্থাৎ প্রদান করে। শি-
রবিবারযুক্ত কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীতে পূজা
ফলদায়িনী হয়। সামান্ত্রাত আদ-নক্ষ-
রবিবারযুক্ত আদ-নক্ষত্রে শিবপূজা
ফলপ্রদ, মাঘের কক্ষচতুর্দশীতে শিবপূজা
প্রকার অর্থাৎ প্রদান করে। জ্যৈষ্ঠ
মহাদায়ুক্ত চতুর্দশীতে শিবপূজা মনুষ্যা
আম্বলদি করে, মৃত্যুভয় অপহরণ করে
সকল প্রকার সিদ্ধি উৎপাদন করে। অত্র
মাসে আদ্রা নক্ষত্রযুক্ত তিথিতে ষোড়শ উপ-
শিবের ভূতিবিশেষের যে পূজা করে,
পাদদর্শন কৃতব্য। শিবপূজা মনুষ্যাদিগে
এবং মোক্ষ প্রদান করে। কাকটিক মাসে
বিশেষে দেবভূতিবিশেষের পূজাও বিশেষ
প্রদান করে। বুদ্ধিমান মনুষ্য কাকটিক

নেম উপমা হোমৈর্জপেন নিয়মেণ চ ॥ ৪৬
 তৈশ্চৈবপচারৈশ্চ প্রতিমাবিগ্রহমুদৈকৈঃ।
 কখনাং ভোজনেন নিকামার্থিককো ভবেৎ।
 দ্বিত্ব দেবযজ্ঞনং সর্গভোগপ্রদং ভবেৎ।
 কীনাং হরণকৈব ভবেত্ততঃপ্রদক্ষয়ঃ ॥ ৪৮
 ত্রিকসিতাবেষু নৃণামাদিতাপুজনাং।
 ভবত্বসদানতু ভবেৎ কৃষ্ণাদিসংক্রমঃ ॥ ৪৯
 তৈশ্চৈবদৌচ্যনং বহুকীবাঙ্গিদানতঃ।
 কৃষ্ণতৈশ্চ চব কবোপেক্ষে ভবেৎ ॥ ৫০
 লক্ষ্যপদনং অপসুবিগ্রহে ভবেৎ।
 দ্বিত্ব সমবদ্রেঃ শিবায় যজ্ঞনং নৃণামু ॥ ৫১
 ত্রিকসিতামনং সর্গসম্পদং ভবেৎ।
 ত্রৈলোক্যনিক পদং প্রদত্তবদিত ॥ ৫২
 দ্বিত্ব তৈশ্চৈব দেবদেব যজ্ঞনং নৃণামু
 সর্গসদানতু বাকসিদ্ধিচিহ্নং ভবেৎ ॥ ৫৩
 ত্রৈলোক্যদেবদেব বিদ্যোৎসব যজ্ঞনং নৃণামু

তাইল নিখিল দেবগণকে দান, উপাস্ত,
 উপ, নিধম, অর্ঘ্য, উপবাসাদি প্রদ
 না করিলে যে বিপ্র, ত্রৈলোক্যিক
 বৈষ্ণব উপচার দ্বারা প্রতিমালক্ষ্য এবং
 দ্বিত্ব উপাস্ত ভোজন করাইলে কাম-
 দি তনিত পৌত্তল্য হয়। কার্তিক
 বৈষ্ণবের পূজা সর্গপ্রদ ভোগপ্রদ
 শেষ ব্যাধি বিনাশ করে এবং তদ্বারা তৃত
 ত্রিক উপাস্ত পৌত্তল্য হয়। কার্তিক
 সর্গপূজা এবং ত্রিক উপাস্ত প্রদানে
 দ্বিত্ব উপাস্ত-বৈষ্ণবের উপশম হয়।
 কী মরীচ, বহু ও কৌতুক প্রদান এবং
 দান করিলে কবোপেক্ষা হয়।
 উপ এবং সর্গ দানে অপসুবিগ্রহ
 হয়। কার্তিক মাসের সোমবারে
 কৃত্তিকানকত্রয় সোমবারে শিবের
 মূর্ত্যাদিগের অতিশয় সন্মান
 বিগ্রহের সম্পদ লাভ হয়। ত্রৈলোক্য
 মাসের অথবা কৃত্তিকা-নকত্রয় মঙ্গল-
 ক্রেত, দীপ ও পটাদি দানপূর্বক
 উপকরণাদি দ্বারা কার্তিকের পূজা

দধ্যোদনস্ত দানক সংস্ধানকরং ভবেৎ ॥ ৫৪
 কৃত্তিকা শুক্লাবাস্তু ত্রৈলোক্য যজ্ঞনাক্রমৈঃ।
 মধুসর্গজ্ঞানেন ভোগরক্ষিভবেদুণামু ॥ ৫৫
 কৃত্তিকা শুক্লাবাস্তু গজকোমডপ্রাজনাং।
 গজপুপাদানেন ভোগরক্ষিভবেদুণামু ॥ ৫৬
 বক্ষাঃ সুপুত্রং লভতে সর্গপ্রোপ্যাদিদানতঃ।
 কৃত্তিকা শনিবারে দিকপালনং বন্দনমু ॥ ৫৭
 সিংহগজনাং মগনাং সেতুপানাং পূজনমু।
 ত্রৈলোক্য চ কদম্ব বিক্রমঃ পাপহরস্ত চ ॥ ৫৮
 দানমং সর্গপ্রদং বহুদুর্গাদিনেপুণ্য।
 রোগাপমুদারবৎ ত্রৈলোক্যাদিশ্রুতমু ॥ ৫৯
 লবণমসৈলানাং মাদানীনাং দানতঃ।
 দ্বিত্ব কলসকনাং জলদানীনাং দানতঃ ॥ ৬০
 দ্বৈতনাং কাশীনাং প্রাচীন কলমদানতঃ।
 বাকপ্রদিত্বমসৈঃ সর্গকাল চ পূজনমু ॥ ৬১

করিলে বাকসিদ্ধি হয়। ত্রৈলোক্য কার্তিক মাসের
 বা কৃত্তিকানকত্রয় সোমবারে বিষ্ণুর পূজা এবং
 দধ্যোদন দান করিলে সর্গ-সম্পদ লাভ হয়।
 ত্রৈলোক্য কার্তিক মাসের বা কৃত্তিকানকত্রয়
 সোমবারে বন দ্বারা ত্রৈলোক্য পূজা এবং মধু,
 সর্গ ও তৃত দান করিলে মনুষ্যদিগের ভোগের
 রক্ষি হয়। কার্তিক মাসের বা কৃত্তিকানকত্র-
 য় শুক্লাবাস্তু পঞ্চোৎসব পূজা এবং গজপুপাদি
 দান করিলে মনুষ্যদিগের ভোগ্য বস্তুর বৃদ্ধি
 হয়। কৃত্তিকানকত্রয় বা কার্তিক মাসের
 শনিবারে বহু ও প্রোপ্যাদি দান এবং দিকপাল-
 গণের পূজা করিলে বক্ষাও সুপুত্র লাভ করে।
 সিংহগজদিগের, মগনাং, সেতু, মাংস প্রতিপালক
 দিগের, বৈষ্ণব ক্রেত এবং পাপহর বিষ্ণুর
 পূজাতেও ত্রৈলোক্য লাভ হয়। ত্রৈলোক্য পূজনে
 কলস, জল এবং বহুদুর্গ ও অশ্বিনীকুমার-
 দিগের পূজাও রোগ ও অপমৃত্যুর ভয় থাকে
 না এবং সমাব্যাদি সকল নিবৃত্ত হয়। ৫১-৬১।
 যে মাসে পূজা করু-রাশিতে গমন করেন, ঐ
 মাসে লবণ, লৌহ, তৈল, মাংসলাই, ত্রিকটু-
 কলের বহুদুর্গ জলাদি এবং অস্ত্র একত্র জমা
 ও করিয়া পান্য এবং বা পান পরিদানে দান

শিবানীনাং সর্বেষাং ক্রমাতৈ সর্গসিদ্ধয়ে ।
 শাল্যবস্ত্র হবিষ্যস্ত নৈবেদ্যং শস্ত্রমুচ্যতে ॥ ৬২
 বিবিধবস্ত্র নৈবেদ্যং ধনুর্মাসে বিশিষ্যতে ।
 মার্গশীর্ষেহনৈবেদ্যং সর্গমিষ্টফলং ভবেৎ ॥ ৬৩
 পাপকষকেষ্টেসিকিঞ্চিরোগাং ধনুর্মাসে চ ।
 সমাধেদপরিষ্ঠানং সদনুষ্ঠানমেব চ ॥ ৬৪
 ইহামুত্র মহাতোগামস্তে যোগক শাস্ত্রতম ।
 বেদান্তজ্ঞানসিদ্ধিক মার্গশীর্ষানন্দো নভেৎ ॥ ৬৫
 মার্গশীর্ষে হাযঃকালে দিনত্রয়মথাপি বা ।
 যজ্ঞেন্দ্রবান ভোগকমে নাদনুর্মাসিকো ভবেৎ ॥
 বাবংসংকালস্ত ধনুর্মাসে বিশিষ্যতে ।
 ধনুর্মাসে নিবাহারে মাসমাসং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৬
 আমধ্যাহ্নে জপেতিপ্রাণায়াত্রীং বেদমাত্তরম্ ।
 পঞ্চাঙ্গবাদিকান মন্ত্রান পশ্চাদমুখিকং জপেৎ ॥

কবিলে এবং উহাকালে পূজা করিবে সর্গপ্রাপ্তি
 হয় । শিব প্রভৃতি নিখিল দেবগণের নিকটে
 সমুদয় সিদ্ধি প্রাপ্তির নিমিত্ত শালি-অর এবং
 হবিষ্য ত্রব্যের নৈবেদ্য দান করিবে ; কারণ,
 ঐরূপ নৈবেদ্য প্রদত্ত ধনুঃসংক্রান্তিযুক্ত
 মাসে নানাবিধ অস্ত্রের নৈবেদ্য বিশেষফলদায়ক ।
 মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপ্রদান-
 কারীর সকল প্রকার অভিসম্বিত ফল লাভ,
 পাপক্ষয়, ইষ্টসিদ্ধি, আরোগ্য, ধর্ম, সমাকপ্রকার
 বেদের জ্ঞান এবং সদনুষ্ঠান লাভ হয় ।
 মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে অন্নদাতা
 ইহ এবং পরকালে সমুদয় ভোগের পর শাস্ত্র-
 যোগ এবং বেদান্ত-জ্ঞান-সিদ্ধি লাভ করে ।
 ভোগাভিলাষী ব্যক্তি অগ্রহায়ণ মাসে প্রাতঃকালে
 অথবা উপহাসপরি তিন দিন দেবগণের পূজা
 করিবে এবং কখনই ধনুঃসংক্রান্তি অভিক্রম
 করিবে না । সূর্যের বাবংকাল ধনুরাশিতে
 সংক্রম থাকে, তাবংকাল ধনুর্মাস নামে
 অভিহিত হয় । ঐ ধনুর্মাসে একমাস বরাবর
 জিতেন্দ্রিয় ও নিবাহারী হইয়া মধ্যাহ্ন-
 কাল পর্যন্ত বেদমাতা গায়ত্রীর জপ করিবে ;
 পরে নিত্রাকাল বতকণ না হয়, সেই পর্যন্ত
 পঞ্চাঙ্গবাদি মন্ত্রের জপ করিবে । ব্রাহ্মণ

জ্ঞানং লভা চ দেহান্তে বিপ্রো মুক্তিযবাগুণাং ।
 অস্ত্রেষাং নরনারীণাং ত্রিঃপ্রাণেন জপেন চ ॥ ৬৭
 সদা পঞ্চাঙ্গরসৈব বিত্তজ্ঞঃ জ্ঞানমাপ্যতে ।
 ইষ্টমন্ত্রান সদা জপ্ত্বা মহাপাপক্ষয়ং লভেৎ ॥ ৬৮
 ধনুর্মাসে বিশেষেণ মহানৈবেদ্যমাচরেৎ ।
 শালিতুলভারোণ মরীচপ্রস্থকেন চ ॥ ৬৯
 গণনাং দ্বাদশং সর্গং মধ্যাহ্নাকুড়বেন হি ।
 দোষসুস্তেন মুদোন দ্বাদশব্যঞ্জনেন চ ॥ ৭০
 ঘৃতপটেকরপুটৈশ্চ মোদকৈঃ শালিকাদিভিঃ ।
 দ্বাদশৈশ্চ দধিকৌটৈরদ্বাদশপ্রস্থকেন চ ॥ ৭১
 নারিকেলফলাদীনাং তথা গণনয়া সহ ।
 দ্বাদশক্রমুদৈশ্চ কুং ঘটত্রিংশং পট্টকৈশ্চ ॥ ৭২
 কর্পূরবচুর্বেন পঞ্চমৌগিকৈকুতম ।
 তাম্বুলযুক্তম্ দদা মহানৈবেদ্যলক্ষণম্ ॥ ৭৩
 মহানৈবেদ্যমেতদৈ দেবতাপর্বপূর্ষকম্ ।
 বর্ণনক্রমপূর্ষকং তদ্বক্তৃত্বাঃ প্রদাপয়েৎ ॥ ৭৪

একবারমাত্র উক্ত কার্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞান
 লাভপূর্ষক দেহান্তে মুক্তিলাভ করে । ব
 অর্থাৎ নরনারীর ত্রিবার জ্ঞান এবং পঞ্চা
 মস্ত্রের ত্রিবার জপ দ্বারা বিত্তজ্ঞ জ্ঞান প্র
 হয় । সর্গদা ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে মহাপাপ
 ক্ষয় হয় । ৬০—৭০ । ধনুর্মাসে বিশেষ কা
 ভাবপরিমিত শালিধাত্রের তুল এবং ও
 পরিমিত মরীচ দ্বারা মহানৈবেদ্য নি
 করিবে । ঐ মহানৈবেদ্যে যে দ্রব্যের যে
 মণ বলা হইল, তাহা দ্বাদশগুণ দুগুণে তা
 উহাতে কুড়ব-পরিমিত মণ ও আভা : (
 পরিমিত মুদ্রা এবং দ্বাদশ প্রকার ব্যঞ্জন
 করিবে ; মহানৈবেদ্যে দৃতপক অপূর্ণ,
 দ্বাদশবিধ শালিতুল, দ্বাদশ-প্রস্থ-পরিমিত
 কৌর, দ্বাদশ প্রস্থ পরিমিত নারিকেল
 প্রভৃতি, দ্বাদশ প্রস্থ সুপারি, ঘটত্রিংশং
 তাম্বুল-পট্ট—উহা আবার কর্পূর,
 (বর্ষি), চূর্ণ (চূর্ণ), এলাচ, লবঙ্গ ও
 পাঁচ প্রকার সুগন্ধি ফলের সহিত স
 করিয়া দিবে, কারণ মহানৈবেদ্যে এ
 লক্ষণই কথিত হইয়াছে । উক্তলক্ষণ-

যকৌননৈবেদ্যাদ্যো রাষ্ট্রপতিভবেৎ ।
 যকৌননৈবেদ্যাদ্যেন নরঃ স্বর্গমবাধুয়াৎ ॥ ৭৭
 যকৌননৈবেদ্যাদ্যেন সহশ্রেণ দ্বিঅর্থভাঃ ।
 যজ্ঞোক্তক ত্রৈলোক্যে পূর্ণমায়ুবাধুয়াৎ ॥ ৭৮
 যজ্ঞোক্তক ত্রৈলোক্যে মহানৈবেদ্যাদ্যনতঃ ।
 যজ্ঞোক্তকমাপ্যে ন পুনর্জন্মভাধুয়াৎ ॥ ৭৯
 যজ্ঞোক্তক বটত্রিশঙ্কনৈবেদ্যাদ্যোবিত্তম্ ।
 যকৌননৈবেদ্যাদ্যেন মহাপূর্ব তদুচ্যতে ॥ ৮০
 যজ্ঞোক্তক নৈবেদ্যাদ্যেন জন্মনৈবেদ্যাদ্যিমাতে ।
 যকৌননৈবেদ্যাদ্যেন পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮১
 যজ্ঞোক্তক যি নিম্নে পূণ্যে জন্মনৈবেদ্যাদ্যিমাচরেৎ
 ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্য-পৌরুষাঙ্গ্যাদিসংসুতে ॥ ৮২
 যজ্ঞোক্তক কুর্য়াজন্মনৈবেদ্যাদ্যুচ্চমম্
 যজ্ঞোক্তক ত্রৈলোক্যাদ্যাদিনেহপি চ ॥ ৮৩
 যকৌননৈবেদ্যাদ্যেন পিতৃভ্যঃ সমাচরেৎ ।
 যকৌননৈবেদ্যাদ্যেন জন্মপূর্ণকলং লভেৎ ॥ ৮৪

নৈবেদ্য দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া বর্ষাসু-
 মসেই সেই দেবগণের ভক্তগণকে পূজন
 করে কেবল ওকনের নৈবেদ্য দান করিলে
 যার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তে বিজয়ভঙ্গম
 মহানৈবেদ্য দান করিলে, মনুষ্য সত্য-
 কপ্রাপ্ত হয় এবং ত্রৈলোক্যে পূর্ণ আয়ু
 করে, ত্রিশং সহস্র মহানৈবেদ্য দান
 লে, সত্যলোকের উচ্চস্থিত লোক প্রাপ্ত
 এবং তঁহার স্বর্গ জন্ম হয় না বটত্রিশং
 মহানৈবেদ্যাদ্য নম জন্মনৈবেদ্য
 পরিমাণে নৈবেদ্যাদ্যেন নম মহাপূর্ব
 ৮০ মহানৈবেদ্য নৈবেদ্যকেও জন্ম-
 দা বলে জন্মনৈবেদ্য দান করিলে
 বীর আর জন্ম হয় না। সংক্রান্তি, যাত্রা-
 জন্মকর এবং পৌরুষাঙ্গী ও অমাবস্তাদি-
 কার্তিক মাসের কোন পূণ্য দিবসে জন্ম-
 দার আয়োজন করিবে। জন্মতিথির
 এবং অস্ত্র মাসে যে দিবসে জন্মকরের
 প হয়বে, সেই দিবসে উত্তমরূপে জন্ম-
 দান করিবে। সকল পূণ্যযোগের
 নৈবা নৈবেদ্য-দিবসে সহস্র জন্মনৈবেদ্য

অমার্গপাচ্ছিনঃ প্রীতঃ সমাসুজ্যং দদাতি হি ।
 ইদং তজ্জন্মনৈবেদ্যং শিবৈস্তৈব প্রদাপয়েৎ ॥ ৮৫
 যোনিগ্নিস্বরূপেণ শিবো জন্মনিরূপকঃ ।
 তন্মাজ্জন্মনিরূপাৎ জন্মপূজা শিবস্ত হি ॥ ৮৬
 বিন্দুনামাস্তকং সর্বং জগৎ স্বাবরজন্মম্ ।
 বিন্দুঃ শক্তিঃ শিবো নমঃ শিবশক্ত্যাস্তকং জগৎ
 নাদাদারমিদং বিন্দুবিন্দাদারমিদং জগৎ ।
 জগদাদারভূতো হি বিন্দু-নাদো ব্যবস্থিতো ॥ ৮৮
 বিন্দু-নামসুতং সর্বং সকলীকরণং ভবেৎ ।
 সকলীকরণং জন্ম জগৎ প্রাপ্তোত্তমশংকঃ ॥ ৮৯
 বিন্দু-নামাস্তকং লিঙ্গং জগৎ ক'রনমুচ্যতে
 বিন্দুদেবী শিবো নমঃ শিবলিঙ্গং কথ্যতে ॥ ৯০
 তন্মাজ্জন্মনিরূপাৎ শিবলিঙ্গং প্রাপ্তোত্তমঃ
 মাতা দেবী বিন্দুরূপ নারদপুং শিবঃ পিতা ॥ ৯১

নিম্নেও কথিত। জন্মনৈবেদ্য প্রদান করিলে,
 জন্মদানের ফল লাভ হয়। জন্মদান করিলে,
 শিব পাও হইবে। সমাসুজ্য প্রদান করেন। অত-
 এই এই জন্মনৈবেদ্য শিবকেই দান করিবে।
 শিবই যোনি-লিঙ্গরূপে জগতের কারণ, অতএব
 জন্মনিরূপের নিমিত্ত শিবেরই পূজা কর্তব্য।
 এই সমুদয় স্বাবর জন্ম মরুপ জগৎ বিন্দু এবং
 নামাস্তক। বিন্দু বলিতে শক্তি এবং নাদ
 বলিতে স্বরং মহাশব্দ। সুতরাং সমুদয় জগৎ
 শিব ও শক্ত্যাস্তক। নাদের আধার বিন্দু এবং
 এই জগৎ বিন্দুর আধার। একিকে বিন্দু ও
 নাদ এই উভয়ই জগতের আধাররূপে অব-
 স্থিত। বিন্দু ও নাদসুত সমুদয় বস্তু কলা-
 নিচর্য্য আর মিত্রীকৃত হয়, ত্রৈলোক্য মিত্রীকরণ
 হইতে সমুদয় জগৎ জন্মলাভ করে, এ বিহীন
 কোন সংশয় নাই। বিন্দু এবং নাদ এই
 উভয়স্বক লিঙ্গকে পাণ্ডিত্যে জগতের কারণ
 বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বিন্দু-সাক্ষাৎ
 দেবী এবং নাদ শিব, এই নিমিত্ত ত্রৈলোক্যস্বক
 লিঙ্গ শিবলিঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। ৮১—৯১।
 অতএব জন্মনিরূপ জন্ম শিবলিঙ্গের পূজা
 করিবে। বিন্দুরূপ। দেবী—মাতা এবং নারদপুং

পুজিতাত্মাঃ পিতৃভ্যাম্ পরমানন্দ এব হি ।
 পরমানন্দলাভাৎ শিবলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ৯২
 সা দেবী জগতাং মাতা স শিবো জগতঃ পিতা ।
 শিবোঃ শস্যম্বে নিত্যং কপালিকাং হি বদন্তে ॥
 কপয়ান্ত্যুগৈশ্চৈব পূজকস্তদদাতি হি
 তস্মাদন্তর্গতানন্দলাভাৎ মুনিপুংসবঃ ॥ ৯৩
 পিতৃমাতৃস্বরূপেণ শিবলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ
 ভগ্নঃ পুরুষরূপো হি ভগ্নাঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ॥ ৯৪
 অব্যক্তান্তরবিষ্টানং গভঃ পুরুষ উচ্যতে ।
 হব্যক্তান্তরবিষ্টানং গভঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ॥ ৯৫
 পুরুষস্তাদিশতো হি গভবান্ জনকো যত
 পুরুষাং প্রকৃতৌ যুক্তং প্রথমং জন্ম কথ্যতে ॥ ৯৬
 প্রকৃত্যৌ ততঃ সাত্ত্বং দ্বিতীয়ং জন্ম কথ্যতে ।
 জন্ম জন্মম্ তাজন্ম পুরুষাং প্রতিপদ্যতে ॥ ৯৭
 অকৃত্যে ভাব্যতেঃ বহুং মায়া, জন্ম কথ্যতে

শিব—পিতা, মাতা ও পিতা পুজিত হইয়া
 পরম আনন্দ দান করেন, অতএব পরম
 লাভের নিমিত্ত শিবলিঙ্গের পূজা করিবে
 সেই দেবী জগতের মাতা এবং শিব জগতের
 পিতা। সেবাকারী পুত্রের প্রতি সর্বদাই
 পিতামাতার রূপা বহুল পরিমাণে বর্জিত হয়।
 পিতামাতা, সেবানিরত পুত্রকে আপনাদের
 অন্তর্গত অর্থাৎ গুপ্ত ঐশ্বর্য প্রদান করেন,
 অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। অন্তর্গত আনন্দ
 লাভার্থ পিতা-মাতা স্বরূপে শিবলিঙ্গের পূজা
 করিবে। কারণ মহাদেব পুরুষস্বরূপ এবং
 পার্শ্বভী প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত হন। যে
 উপাঙ্গানস্বরূপ গর্ভ স্বরূপে অভ্যন্তরে অব-
 স্থান করে, তাহার নাম পুরুষ এবং যে উপা-
 ঙ্গানীভূত গর্ভ দুলভাবে অবস্থান করে, তাহার
 নাম প্রকৃতি। পুরুষ অদর্শ এবং প্রকৃতিকপ
 গর্ভের সংস্পর্শে গর্ভবান হইয়া জগতের জনক
 হন। পুরুষ হইতে প্রকৃতিতে সংক্রমণের নাম
 প্রথম জন্ম। প্রকৃতি হইতে ব্যক্ততা-লাভের নাম
 দ্বিতীয় জন্ম। জীব পুরুষ হইতে জন্ম ও মৃত্যু
 প্রাপ্ত হয়। মায়া দ্বারা অবশ্য একটীকৃত এবং
 উৎপাদিত হয় বলিয়া উহাকে 'জন্ম' বলা হয়

জীবাতে জন্মকালাদৃশং তস্মাজীব ইতি স্মৃত্যে ॥
 জন্মতে তন্মতে পাতৈজীবনকার্থ এব হি ।
 জন্মপাশনিবৃত্তার্থং জন্মলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ১০০
 তং বুদ্ধিঃ প্রাকৃতীতাত্মাংগঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।
 প্রাকৃত্যেঃ শব্দমাতাদোঃ প্রাকৃত্যেঃ শিবভোজনং ।
 ভগ্নস্বেদং ভোগমিতি শব্দার্থো মুখ্যাতঃ কৃতঃ ।
 মুখ্যো ভগ্নস্ত প্রকৃতিভগবান শিব উচ্যতে ॥ ১০২
 ভগবান্ ভোগদাতা হি নান্তভোগপ্রদায়কঃ ।
 ভগ্নস্যমৌ চ ভগবান্ ভগ্ন ইত্যাচ্যতে বুদ্ধিঃ ॥ ১০৩
 ভগ্নেন সহিতং লিঙ্গং ভগ্নং লিঙ্গেন সংযুতম্ ।
 ইহামুত্র চ ভোগার্থং নিত্যভোগার্থমেব চ ॥ ১০৪
 ভগবন্তু মহাদেবং শিবলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ।
 লোকপ্রসবিতা স্ত্রীয়াস্তচ্ছিত্রং প্রসবাহুবেৎ ॥ ১০৫
 লিঙ্গে প্রকৃতিকল্পারং লিঙ্গিনং পুরুষো যজ্ঞঃ ।
 লিঙ্গাংগমকং চিত্রং লিঙ্গমিত্যাভিধীয়তে ॥ ১০৬

এবং জন্মকাল হইতে জীব হইতে থাকে বহি
 প্রাণিগণ 'জীব' বলিয়া অভিহিত হয়। যে
 কেহ বলেন, যাহা জন্মিয়া অবধি মায়াপা
 আবদ্ধ হয়, তাহার নাম জীব। জীব জন্মপা
 নিবৃত্তির নিমিত্ত জন্মলিঙ্গের পূজা করিবে
 ১০০—১০১ ভগ্ন শব্দের অর্থ—বুদ্ধি। যা
 প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রকৃতি—ভগ্নশব্দে অভি
 হিত। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন শব্দাদি প
 ত্নাত্ম এবং ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারাই ভোগ হই
 থাকে, এই নিমিত্ত ভগ্ন অর্থাৎ প্রকৃতির
 এই কথাটী লোকে বিস্তৃত হইয়াছে।
 শব্দের মুখ্য অর্থ—প্রকৃতি; এই নিমিত্ত শি
 'ভগবান্' এই নামে অভিহিত করা।
 ভগবান্ শিবই ভোগদাতা, তিনি ভিন্ন
 দাতা আর কেহই নাই এবং সেই ভ
 ভগ্ন অর্থাৎ প্রকৃতির স্বামী বলিয়া পরি
 ত্যাক্যে 'ভগ্ন' এই নামে অভিহিত ক
 ভগ্ন সহিত লিঙ্গ এবং এবং লিঙ্গের
 ভগ্ন ইহলোকে ও পরলোকে নিত্য
 কারণ হন। শিবলিঙ্গ-স্বরূপ ভগবান
 দেবের পূজা করিবে। লোকপ্রসবিতা
 জগতের প্রসব হেতু সেই প্রসবিতা

নিম্নমর্থঃ হি পুরুষঃ শিবঃ গময়তীত্যাদিঃ ।
 শিবশক্ত্যোঃ চিহ্নং মেলনং লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ১০৭ ॥
 বহুপূজ্যঃ পীতচিহ্নকাৰ্য্যঃ ন গৌরভে ।
 চিহ্নকাৰ্য্যজ্ঞানাদি জ্ঞানাদ্যঃ বিনিবৃত্তে ॥ ১০৮ ॥
 প্রাকৃতৈঃ পুরুষৈঃ পি বাহ্যভাস্তরসংগ্রহৈঃ ।
 যোঃশৈবপট্টৈঃ শিবলিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ১০৯ ॥
 যোঃশৈবপট্টৈঃ হি পূজা জ্ঞাননিবর্তিকা ।
 যোঃশৈবপট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১০ ॥
 যোঃশৈবপট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১১ ॥
 যোঃশৈবপট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১২ ॥
 যোঃশৈবপট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৩ ॥
 যোঃশৈবপট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৪ ॥
 যোঃশৈবপট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৫ ॥
 যোঃশৈবপট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৬ ॥
 যোঃশৈবপট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৭ ॥
 যোঃশৈবপট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৮ ॥
 যোঃশৈবপট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৯ ॥
 যোঃশৈবপট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১২০ ॥

বিল্ললিঙ্গস্ত বসন্ত সান্নিধ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১১৩ ॥
 উকারঃ চরলিঙ্গং সাদকারং গুরুবিগ্রহম্ ।
 বডলিঙ্গপূজয়া নিত্যং জীবন্তকো ন সংশয়ঃ ॥ ১১৪ ॥
 শিবস্ত ত্র্যম্বকো পূজ্যঃ চিহ্নমুক্তিকরী নৃণাম্ ।
 কৃদাক্ষপারবাং পাদমৰ্জ্যং বৈ ভূতিধারবাং ॥ ১১৫ ॥
 ত্রিপাদং মনজাপ্যাক্ষ পূজয়া পূৰ্ণভক্তিমান্ ।
 শিবলিঙ্গম্ ভক্ত্য পূজ্যং যোঃশৈব লভেৎ ॥ ১১৬ ॥
 য ইমাঃ পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৭ ॥
 য ইমাঃ পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৮ ॥
 য ইমাঃ পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৯ ॥
 য ইমাঃ পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১২০ ॥

নাম প্রসিদ্ধং হইয়াছেন । মনুষ্যপুত্র
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৩ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৪ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৫ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৬ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৭ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৮ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৯ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১২০ ॥

যা হইয়া উইয়াছেন । মনুষ্যপুত্র
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৩ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৪ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৫ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৬ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৭ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৮ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১১৯ ॥
 হইয়া পট্টৈঃ প্রপূজয়েৎ পূজয়েৎ ॥ ১২০ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

আদিবার—রবিবার ।

পঞ্চদশোঃ অধ্যায়ঃ ।

৪ম উচুঃ ।

প্রবত্ত চ মহাত্মাঃ ষট্শিঙ্গস্ত মহামুনে ।
শিবভক্তস্ত পঞ্চক ক্রমশো ব্রুতি নঃ প্রভো ॥ ১

স্বত উবাচ ।

অপোদনৈর্ভবন্তি সন্যাক্ প্রণামিৎ কৃতম্ ।
অসৌম্যং মহামোহো জনাতি স্ম ন চাপরঃ ॥ ২
তথাপি কক্ষা তমঃ শিবস্ত কপটৈব হি
শিবোহ্যাকং যুগ্মকং বক্ষ্যঃ গুরুত্ব ভূরিণঃ ॥ ৩
প্রো হি প্রকৃতিজাতস্ত নঃসাব্য মহোদধে
নবং নাব্যবমিতি প্রবৎ ১০ বিহুবুধাঃ ॥ ৪
প্রঃ প্রপক্ষে ন নাপ্তৌ বে যুগ্মকঃ প্রবৎ বিহুঃ ॥ ৫
প্রকর্ষণে ন্যেদ্যম্মানেকং বঃ প্রবৎ বিহুঃ ॥ ৬
যজ্ঞপকনঃ বোহিনঃ সমস্পৃক্তকস্ত চ
সর্বকর্ষকঃ কৃৎ দিব্যজ্ঞানন্ত নতনম্ ॥ ৭
ভ্যমব মায়াব্রহ্মিতঃ নতনঃ পরিচক্রেত

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ।

কথিগণ বলিলেন, হে প্রভো । হে মহা-
মুনে ! প্রবত্তের মহাত্মা, ষট্শিঙ্গের মহাত্মা
এবং শিবভক্তের পুত্রের বিষয় আমাদের নিকট
ক্রমশঃ কীৰ্ত্তন করুন । স্বত বলিলেন, হে অ-প-
ধনগণ ! আপনাদের অতি সাধু প্রশ্ন করিয়া-
ছেন, ইহার উত্তর কেবল মহামুনের জ্ঞানেন
অব কেহই জ্ঞানেন না । তবে আমি সেই শিবের
কপটেই আপনাদিগের প্রশ্নের উত্তর বলি-
তেছি । শিব আমাদের এবং আপনাদের ভূরি
পরিমাণে বক্ষ্য করুন । 'প্র' এই কথাটি
প্রকৃতিজাত সংসাররূপ মহাদেবির নতন নৌকা
বিশেষ ; সেই 'প্র' সহিত যোগ থাকিতেই
পতিভেদ প্রবত্তের গৌরব করেন প্রশকুলে,
'তোমাদিগের প্রপক্ষ নাই' এইজন্ত প্রবৎ ;
অথবা বাহা বাহা প্রকৃষ্ট মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া
বার, তাহার নাম প্রবৎ । প্রবৎ-আপক যোগী-
দিগের ও প্রবত্তমন্ত্রের পূজকের সমুদয় কর্ম কর
ইয়া যে দিব্য জ্ঞান হয়, তাহার নাম নব বা
নতন । সেই প্রবৎকেই প্রকৃষ্টরূপে নতন

প্রকর্ষণে মহাত্মানঃ নবঃ শুদ্ধস্বরূপকম্ ।
নতনং ১০ করোতীতি প্রবৎ তং বিহুবুধাঃ ॥ ৭
প্রবৎ বিবিধঃ প্রোক্তঃ স্মৃষ্ণ-দুলকিতভতঃ ।
স্মৃষ্ণমেকাক্ষরং বিদ্যাং সূনং পঞ্চাক্ষরং বিহুঃ ॥
স্মৃষ্ণমব্যাক্তপঞ্চাৰ্ণং সূবাক্তাৰ্ণং তথৈতরং ॥ ৯
জীবমুক্তস্ত স্মৃষ্ণং হি সর্বসারং হি তন্ত হি ।
মহেপাখ্যানসন্ধানং সন্দেহবিলয়াবধি ॥ ১০
সন্দেহ গলিতে পূর্ণং শিবং প্রাপ্নোতি নিঃস্বঃ
কেবলং মহাজ্ঞানী তু যোগং প্রাপ্নোতি নিঃস্বঃ ॥
ষট্শিঙ্গং কোটিজ্ঞানী তু নিঃস্বঃ যোগমাপুয়াৎ ॥
স্মৃষ্ণকঃ বিবিধঃ ক্রমঃ ব্রহ্ম-দীর্ঘবিভেদতঃ ॥ ১২
অকারঃ উকারঃ মকারঃ ততঃ পরম্
বিন্দুং সমুত্তং তন্নি শক কালকলাষিতম্ ॥ ১৩
দীর্ঘপ্রবত্তমেবং হি যোগিনঃ সৈব জ্ঞাতম্
মকারঃ তং ত্রিতমং হি ব্রহ্মপ্রবত্ত উচ্যতে ॥ ১৪

শুদ্ধস্বরূপ মাদ্যরহিত পরমাত্মা বলিয়া নির্দি-
কতেন ক্রমে ক্রমে নতন নতন পদার্থের গা-
কতেন বলিয়া প্রবত্তেরকে পণ্ডিতগণ প্র-
বলেন । প্রবত্ত দুই প্রকার ; স্মৃষ্ণ এবং সূন
একস্বরূপ প্রবত্তের নাম স্মৃষ্ণ এবং পঞ্চাক্ষর
প্রবত্তের নাম সূন । প্রথমে পঞ্চাক্ষরের অর্থা-
ব্যক্তি না থাকায় তাহার নাম স্মৃষ্ণ এবং দ্বিতী-
পঞ্চাক্ষর সূবাক্ত বলিয়া উহার নাম সূ-
জীবমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে স্মৃষ্ণ প্রবত্তই সর্ব-
সার এবং ত্রিতম জনক । ইহাদের স্বা-
মেহ যে পর্য্যন্ত বিলীন না হয়, সেই পর্য্যন্ত
বাহা অর্থের অনুসন্ধান করেন । ১—
তাঁহারা স্বীয় মেহ গলিত হইলে নিঃস্বই
পূর্ণ শিবস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন ।
কেবল অর্থাৎ অর্থানুসন্ধান ব্যতিরেকে
অপকারী ব্যক্তি স্বদেহান্তে যোগ প্রাপ্ত
ষট্শিঙ্গং কোটি অপকারী নিঃস্বই
প্রাপ্ত হয় । স্মৃষ্ণও আবার ব্রহ্ম-দীর্ঘ-
বিবিধ । অকার, উকার, মকার, নাদ (য-
বিন্দু (অনুস্বার) এই পঞ্চবর্ণে সিঙ্গ
কলা-মাত্রা-সম্বিত প্রবত্তই দীর্ঘপ্রবত্ত ;
যোগিনদের জ্ঞানেই বিরাজিত । অকার,

শক্তিঃ শক্তিশ্চৈকৈক্যং মকারস্ত ত্রিকাক্ষকম্ ।
 হৃদয়েবং হি জাপাং স্মাং সৰ্ব্বপাপকশৈষিণাম্ ॥
 ভূবাণ-কনকার্ণো-দ্যো-শকাদ্যাশ্চ তথা দশ ।
 দ্বাদশায়ে দশ পুনঃ প্রবৃত্তা ইতি কথ্যতে ॥ ১৬
 হৃদয়েব প্রবৃত্তানাং নিবৃত্তানাঞ্চ দীর্ঘকম্ ।
 যাক্ততানো চ মহাদ্যো কাম্যং শককলাপুতম্ ॥ ১৭
 কোটো চ প্রবেত্তাং সাদ্বন্দনে সঙ্কায়োরপি ।
 নবকোটি পাক্ষপ্পাঃ সংভুক্তাঃ পুঙ্খেন ভবেৎ ॥ ১৮
 পুনঃ নবকোটি ৩ পৃথিবীজয়মাম্বুয়াং ।
 পুনঃ নবকোটি ৩ হৃদপাং জয়মাম্বুয়াং ॥ ১৯
 পুনঃ নবকোটি ৩ তেজস্যাং জয়মাম্বুয়াং ।
 পুনঃ নবকোটি ৩ অগ্নৌ জয়মাম্বুয়াং ॥

আকাশজয়মাপ্রোতি নবকোটিজপেন বৈ ॥ ২০
 গন্ধাদীনাং ক্রমেণৈব নবকোটিজপেন বৈ ।
 অচক্ষুঃশ্রুত চ পুনর্নবকোটিজপেন বা ॥ ২১
 সহস্রমজপেন নিতান্তক্কে ভবেৎ পুমান্ ।
 ততঃ পরাং পসিদ্ধার্থং প্রাপো ভবতি হি বিজ্ঞাঃ ॥
 এবমপ্যেতদ্বশত-কোটিজপেন বৈ পুনঃ ।
 প্রববেন প্রবৃত্তস্ত শুক্লযোগমবাপুয়াৎ ॥ ২৩
 শুক্লযোগেন সংযুক্তো জীবন্তকো ন সংশয়ঃ
 সদা জপন সদা বাহন শিবং প্রববকপিণম্ ॥ ২৪
 সমাধিস্থে যথায়োনি শিব এব ন সংশয়ঃ ।
 তস্মি-চন্দ্র-দেবতানি কৃত্য দেহে পুনর্জপেৎ ॥
 জপেৎ মাতৃকাসূক্তং দেহে কৃত্য তস্মিভবেৎ ।
 তদমাতৃকাসূক্তমি সর্গী স্তাসকলং লভেৎ ॥ ২৬

এ নবকোটি এই বিত্তবৃক্ষকপ প্রবর্তক হইবে।
 প্রথম সমস্ত পাপকামী, বালি এই বৃক্ষ-
 প্রবর্তক করিবে। পৃথিবী, জল, তেজ, অগ্নি
 ও আকাশ এই পঞ্চভূত আর শন, স্পন্দ, বসু,
 রস ও স্পর্শ এই পঞ্চবিষয়, সমষ্টিতে হইল-
 নবকোটি এই বৃক্ষের এক একটী বৃক্ষভেদে
 যে বৃক্ষের বীজ আছে, তাহার প্রতীকিত্ব বি-
 লম্বী মালার বিন্যাসভেদে প্রতীকিত্ব বিলম্বী
 পুঙ্খপুঙ্খবিদ্যে বীজ বীজ প্রতীকিত্ব বিলম্বী
 পুঙ্খ বৃক্ষপ্রকার জপে অধিকারী আর নিম্ন-
 মার্গবিন্দী পুঙ্খ বীজপ্রকার জপে অধিকারী
 পুঙ্খবৃক্ষই বীজভিত্তিক, বীজ আভ্যন্তর, বীজ
 পুঙ্খের অর্থাৎ বীজবন্দনাদিও আছে এবং
 সর্গভেদে প্রবর্তকিত্ব বীজের আর নিম্ন-
 মার্গবিন্দী বীজভেদে প্রবর্তকিত্ব করিবে
 বিত্তভেদ পুঙ্খ ও অলম্বীভিত্তিক বীজ
 আবৃত্তক নবকোটি প্রবর্ত জপে, পুঙ্খ
 সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধিলাভ করে পুনর্জপ নব-
 কোটি জপ করিলে, পৃথিবীভেদে সমস্ত বৃক্ষ
 যার অর্থাৎ পৃথিবীর বিকারে তাহার বিকৃতি
 ঘটে না এবং পৃথিবী পলাথের উপর তাহার
 সর্গভেদমুখী কমতা হয়। পুনর্জপ নবকোটি
 জপ করিলে, জলভেদে সামর্থ্য হয়। পুনর্জপ
 নবকোটি জপ করিলে, তেজোভেদে সামর্থ্য
 হয়। পুনর্জপ নবকোটি জপ করিলে, বায়ুভেদে

করিতে পারা যায়। পুনর্জপ নবকোটি জপ
 করিলে, আকাশভেদে পারা যায়। পুঙ্খ,
 রস, বসু, স্পর্শ এবং শন এই পঞ্চবিষয়কে,
 বীজভেদে নবকোটি করিবে প্রবর্ত জপ করিলে,
 তৎকালে পারা যায়। আর নবকোটি জপ
 করিলে অচক্ষুঃশ্রুত বীজ নিতা সহস্র বৃক্ষ জপে
 পুঙ্খ, নিতা পুঙ্খপ্রাপ্ত হয় যে বিকল্পন।
 অনন্তর মাতৃকাসূক্ত জপ (নবকোটি) জপ
 করিতে আরম্ভ পঞ্চভূত, পঞ্চবিষয়, অচক্ষুঃ
 এবং অগ্নি এই বীজ বীজ ভেদে জপ
 প্রত্যেক নবকোটি করিবে জপ করিলে সর্গভেদ
 অষ্টোত্তর পুঙ্খভেদে জপ করা হয়। এতৎ-
 সাংখ্যিক জপে জপে শুদ্ধিলাভ প্রাপ্ত হইল। শু-
 ধিলাভে অধিকার হয় ১১—২৩। শু-
 ধিলাভে পুঙ্খ জীবন্তক, এ বিষয়ে সন্দেহ
 নাই। সমাধিস্থ অবস্থায় সর্গী শিবকী
 প্রবর্তের উপবানপুঙ্খন মহাবোধী সাক্ষ্য
 শিবরূপেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। জপ,
 জপ এবং দেবতানিগ্রাস করিয়া প্রবর্ত জপ
 করিবে যথাবিন্যাসে যাক্তকাসূক্ত প্রবর্ত দেহে
 জাপ করিলে, পুঙ্খপ্রাপ্তি হয়। পুঙ্খভেদ
 বীজভেদ ও বীজভেদে নিম্নমাম্বুয়াং এবং
 জাপ করিলে, তাসকল সমস্ত পাওয়া যায়।

প্রবর্তনাক্রমিণাং স্মরণপ্রবর্তনমিতি ।
 ত্রিষা-অপো-জপৈরুক্তান্ত্রিবিধাঃ শিবযোগিনঃ ॥২০
 ধনাদিবিভবৈশ্চৈব করাদ্যৈর্নৈমাদিভিঃ ।
 ত্রিষা পূজয়া যুক্তঃ ত্রিষাযোগীতি কথ্যতে ॥২৮
 পূজায়ুক্তঃ মিত্রু গন্তে লিম্বজযাদিতঃ ।
 পরদোহাদিহিতস্তপোযোগীতি কথ্যতে ॥২৯
 এতৈর্ভুক্তঃ সদ্ধা শুদ্ধঃ সর্গকামাদিবির্জিতঃ ।
 সদ্ধাপপরঃ শাস্তো জপযোগীতি তৎ বিদ্য ॥ ৩০
 উপচারৈঃ সোড়শভিঃ পূজয়া শিবযোগিনাম্ ।
 সালোক্যাদিক্রমেণৈব শুদ্ধে মূর্তিং নভেরবঃ ॥
 জপযোগমথো বক্ষ্যে গন্তঃ শৃণুত দ্বিজাঃ ।
 তপঃকর্তৃর্ভূতঃ প্রোক্তো বজ্রপদে পরিমার্জিতঃ ।
 শিবনাম নমঃপূর্ষং চতুর্থাং পঞ্চতন্ত্রকম্ ।
 স্মরণপ্রবর্তনং চি শিবপঞ্চকং দ্বিজাঃ ॥ ৩৩
 পঞ্চকরূপেনৈব সর্গসিদ্ধিং নভেরবঃ ।

প্রবর্তনাদিসংযুক্তং সদ্ধা পঞ্চকরূপে ॥৩৪
 শুকপদেপং সদ্ধয়া স্মরণাসে স্মৃত্তলে ।
 পূর্ষপক্ষে সমারভ্য কৃষ্ণভূতাবধি দ্বিজাঃ ॥ ৩৫
 মাঘং ভাদং বিশিষ্টং সর্গকালোত্তমোত্তমম্ ।
 একবারং মিত্রী তু বাগ্যতো নিবর্তেন্নিঃ ॥৩৬
 স্বয়ং রাজপিতৃণাক শুশ্রূষক নিত্যশঃ ।
 সহস্রজপমাত্রেন ভবেচ্ছুদ্ধোহুথ্য ঋণী ॥২৭
 পঞ্চকরূপং পঞ্চলক্ষং জপেচ্ছিবমনুষ্মরন ।
 পদাসনং শিবদং গঙ্গাচন্দ্রকলারিতম্ ॥ ৩৮
 বমোহস্তিতলতা চ বিরাজন্তং মহাগণৈঃ ।
 মুগটমধরং দেবং ববদাভরণপাণিকম্ ॥ ৩৯
 সদ্ধা গ্রহকর্তাবঃ সদ্ধাশিবমনুষ্মরন ।
 সম্পজ্ঞা মনসা পর্ষং কুদি বা সধ্যামুত্তম ॥ ৪০
 তপেঃ পঞ্চকরূপীং বিদ্যাং প্রামুখ্যঃ শুদ্ধকর্ম্মণঃ
 প্রভঃ চক্ষুচতুর্ভুগাং নিত্যকর্ম্ম সমাপ্য চ ॥ ৪১
 মনোবয়ে স্বেচো দেশে নিরতঃ শুদ্ধমানসঃ

প্রবর্তিমাংগবলম্ভী এবং প্রবর্তি নিবর্তি উভয়
 লক্ষণযুক্ত পুরুষের স্মরণ প্রবর্ত জপই শাস্ত্রোক্ত-
 দিগের অভিপ্রায় । কর্ম্ম তপস্তা এবং জপ
 এই ত্রিবিধ সাধনভেদে শিবযোগীও ত্রিবিধ
 ধনাদি বিভব স্বর্গ, হস্ত এবং অন্যান্য অস্ত্র
 দ্বারা, আর নমস্তাদি দ্বারা শিবকর্তৃষা ও শিব-
 পূজায় অসক্ত ব্যক্তিই ত্রিষাযোগী বলিয়া
 কথিত । শিবপূজারত, মিত্রহরী বাহেলিম্ব-
 জরী এবং পরদোহাদি-পরামুখ ব্যক্তিই তপো-
 যোগী নামে কথিত । অপোযোগীর লক্ষণসম্পন্ন
 সর্গদাশুদ্র, সর্গকামাদি-বির্জিত, শাস্ত্রোক্ত-
 কলম্বী এবং সদ্ধা জপনিরত ব্যক্তিই জপযোগী
 নামে প্রখ্যাত । মানব সোড়শ উপচার দ্বারা
 শিবযোগীদিগের পূজা করিলেও ক্রমে শুদ্ধ
 হইয়া সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিতে পারে ।
 হে দ্বিজগণ ! আমি জপযোগের বিষয় কীর্তন
 করিতেছি, শ্রবণ করুন । জপযোগীরও জপ
 করা বিধেয় ; কেননা, বক্ষ্যমাণ মন্ত্ররূপে পাপ
 নশ হয় । হে দ্বিজগণ ! প্রথমে 'নমঃ', তৎপরে
 চতুর্থাৎ শিবনাম অর্থাৎ 'শিবায়' : শিবান্তক
 পঞ্চকরূপ পঞ্চতন্ত্ররূপ স্মরণ প্রবর্তই এই
 মন্ত্র । মনুষ্য পঞ্চকর জপ দ্বারাই সর্গবিধি

সিদ্ধিলাভ করিতে পাবে । প্রথমে প্রবর্তণে
 করত এই পঞ্চকর মন্ত্র সর্গদা জপ করিবে
 হে দ্বিজগণ । শুকপদেপ প্রাপ্তির পর সর্গকাল-
 শেষে উৎকৃষ্ট মাঘ মাস বা ভাদ্রমাসে একাত্তরী,
 মিত্রহরী, মোনী এবং ত্রিতেন্নিঃ হইতে শুক-
 পক্ষে আরম্ভ করত কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী পর্যন্ত
 পবিত্র দেশে উত্তম স্থানে এই মন্ত্র জপ করিবে ।
 এ সময়েও আপনার ও রাজার এবং মাত-
 পিতার নিম্নে শ্রদ্ধা করিবে । এইরূপ ভাবে
 সহস্রবার জপ করিলেও সিদ্ধিলাভ করিবে
 পাবে । উহাদিগের স্মরণ না করিলে সর্গ
 গন্ত থাকে । পদাসনে অবস্থিত, গঙ্গা ও
 চন্দ্রকলা-শোভিত, মুগচন্দ্রধারী বরাভরণ
 সর্গদা অনুগ্রহকর্তা, মঙ্গলপ্রদ শিবকে—গায়
 বম উকুতে ভগবতী-শক্তি সমাসীন, যে
 মহাগণ-সমূহ-পরিবৃত শিবকে—কদম্বে জা
 সধ্যামুত্তম মধ্যে ধ্যান করত মানসোপচ
 পূজা করিয়া পূর্ষাভিমুখে এই পঞ্চকর
 পঞ্চলক্ষ বার জপ করিবে । সেই শুদ্ধা
 ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীতে প্রাতঃ
 নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া মনোরম পবিত্র

পঞ্চাঙ্গমন্ত্র সহস্রং দ্বাদশং জপেং ॥ ৪২
বরযেচ্চ সপত্নীকান্ শৈবান্ বৈ ত্র্যক্ষণোত্তমান ।
একং শুক্লবরং শিষ্টং বরয়েৎ সামমৃতিকম্ ॥ ৪৩
দশানুগাথ পুণ্ড্রমম্বোরং বামগেব চ ।
সদ্যোজাতক পক্ষেব শিবভক্তান বিজ্ঞোত্তমান ॥ ৪৪
পূজাদ্বারি সম্পাদ্য শিবপূজাং সমাপ্তয়েৎ ।
শিবপূজাক বিবিধং কৃত্বা হোমং সমাপ্তয়েৎ ॥ ৪৫
দুখাশ্রয়ঃ সন্তোষে কৃত্বা হোমং সমাপ্তয়েৎ ।
নৈশকং বা শতৈকং বা সহস্রৈশকমথাপি বা ॥ ৪৬
কপিলেন দত্তেনৈব জুহুয়াৎ সন্ময়েব চি
করয়েচ্ছিবভক্তৈর্বাধ্যাক্ষোত্তরশতং দুবাঃ ॥ ৪৭
হোমোদে দক্ষিণা দেয়া শুক্লোদ্যোগমিখুনং তথা
দশানুগপাংস্তান শুক্লং সামং বিভাব্য চ ॥ ৪৮
তেষাং সিংহভোয়েন সশিরঃ স্নান্যচরেৎ ।
বহুত্রিশংকোটিতীর্থেষু সদ্যঃ স্নানফলং লভেৎ ॥

শুদ্ধচিত্তে, একান্তভাবে, পঞ্চাঙ্গমন্ত্র সহস্র
সহস্র রূপ করিবে। তৎপরে সেই ব্যক্তি
পত্নীযুক্ত উত্তম শিব ত্র্যক্ষণগণকে বরণ করিবে।
তদ্বারা একজন প্রধান শিষ্ট ব্যক্তিকে উম'সহ-
চর শিবপূজাপী প্রধান শুক্লরূপে বরণ করিবে।
আর পাঁচজন শিবভক্ত ত্র্যক্ষণগণকে দশানু-
গতরূপে বরণ করিবে। তারপর মধ্যবিধি পূজা-
দ্বয় সম্পাদনপূর্বক শিবপূজা আরম্ভ করিবে।
যথাবিধি শিবপূজা করিয়া হোম আরম্ভ করিবে।
২৪—৪৭। পক্ষীয় গৃহোক্ত স্তোত্র অনুসারে
অগ্নিস্থাপন অবধি ক্রম করিয়া হোমকর্মের
অনুষ্ঠান করিবে। ব্রহ্মমান ব্যক্তি এই হোম
কপিলারোহণর দক্ষজাত দ্বাদশ দ্বারা সমাগ্র দশবার
শতবার বা সহস্রবার করিবে অথবা শিবভক্ত
দ্বারা করাইবে। হোমাবসানে পক্ষেণ্ড শিব-
ভক্তদিগকে দশানুগরূপ এবং শুক্লকে
সামমুত্তি চিত্রা করিয়া শুক্লকে দক্ষিণা এবং
গোমিথুন দান করিবে। তাহাদিগের অতি-
যেকাবশিষ্ট জল দ্বারা আপনার মস্তক ধৌত
করিয়া সদ্য বহুত্রিশংকোটি তীর্থস্থানের ফল

দশাঙ্গমন্ত্রং তেষাং বৈ দদ্যাদৈ ভক্তিপূর্বকম্ ।
পর্যাবৃত্তা শুক্লোঃ পত্নীমীশানাদিক্রমেণ তু ॥ ৪০
পরমানেন সম্পূজ্য যথাবিভববিস্তরম্ ।
কুদাক্ষবস্ত্রপূর্বক বটকাপূপকৈর্গুতম্ ॥ ৪১
বলিদানং ততঃ কৃত্বা ভূরিভোজনমচরেৎ ।
ততঃ সম্প্রাণ্য দেবেশং জপং তাবৎ সমাপয়েৎ
পূর্ণচন্দ্রপমেবমু কৃত্বা যক্ষী ভবেন্নরঃ ।
পূর্ণচন্দ্রপক্ষেণ সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৩
অতলাদি সমারভ্য সত্যলোকাবধি ক্রমাৎ ।
পঞ্চলক্ষতপাং তত্ত্বম্বোটকৈর্গুতম্যাপুয়াৎ ॥ ৪৪
মধো মৃতশ্চন্দ্রোদগাত্ত ভূমৌ তক্ষাপকো ভবেৎ
পূর্ণচন্দ্রপক্ষেণ ব্রহ্মসামীপ্যমাপুয়াৎ ॥ ৪৫
পূর্ণচন্দ্রপক্ষেণ সারপৌষধ্যমাপুয়াৎ ।
আহতা শতলক্ষ্যেণ সাকাদব্রহ্মসমো ভবেৎ ॥ ৪৬
কথ্যব্রহ্মণ এবং হি সামুদ্র্যং প্রতিপদ্য বৈ ।

লাভ করিবে অনন্তর তাহাদিগের মধ্যে শুক্ল-
পত্নীকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরশক্তি বিবেচনা করিয়া
উৎকৃষ্টকৈ দশানুগরূপে ভক্তিপূর্বক দশাঙ্গ
অন্নদান করিবে। তদনন্তর পরমাত্র দান করিয়া
অপনার বিভবানুসারে কুদাক্ষ ও বস্ত্র দান-
পূর্বক বটকা (বট) ও অপূপ (পিষ্টক)
দান করিবে। তাহার পর বলিদান করিয়া ভূরি
পরিমাণে ত্র্যক্ষণ ভোজন করাইবে। তাহার পর
মহাদেবের নিকটে বর প্রার্থনা করিয়া জপ সমা-
পন করিবে। এইরূপ পূর্ণচন্দ্রপ করিলে মনু-
ষ্যের মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়। অতঃপর পঞ্চলক্ষ
জপ করিলে সকল প্রকার পাপের ক্ষয় হয়।
প্রত্যেক পঞ্চলক্ষ জপ দ্বারা, অতল হইতে
সত্যলৌক পর্যন্ত যাবতীর লোক আছে, যথাক্রমে
তাহার এক একটীর ঐশ্বর্য লাভ করে। ঐরূপ
জপ করিবার মধ্যে যদি মৃত হয়, তবে বহুত
কর্মফলের ভোগান্তে পুনর্জন্ম পৃথিবীতে আসক
হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ঐরূপ, জন্মলাভের
পর পঞ্চলক্ষবার জপ করিলে ব্রহ্মসামীপ্য
প্রাপ্ত হয়। তাহার উপর পঞ্চলক্ষবার
জপ করিলে সারপৌষধ্য প্রাপ্ত হয়। তাহার
উপর শতলক্ষ বার জপ করিলে সাক্ষাৎ

যথেষ্টং ভোগমাপ্নোতি তদ্বক্ষ্যাম্যনরাধি ॥ ৫৭
 পুনঃ কৰ্মান্তরে কুন্তে ব্রহ্মপুত্রঃ স জাযতে ।
 পুনঃ তপসা দীপ্তঃ ক্রমান্বজে ভবিষ্যতি ॥ ৫৮
 পৃথাদিকার্যভূতভো লোকা বৈ নিম্নিতাঃ ক্রমাৎ
 পাতালাদি চ সত্যাতং ব্রহ্মলোকাচতুর্দশ ॥ ৫৯
 সত্যাদৃষ্টং ক্রমান্বং বৈ বিমূলোকাচতুর্দশ ।
 ক্রমালোকৈ কার্যবিমূর্ভৈকৃষ্টে বরপন্তনে ॥ ৬০
 কাশালম্বা মহাভোগী বক্ষ্যং কৃত্যধিতীতি ।
 উদকগাং শুচাত্য লোকাষ্টাবিশতিঃ স্থিতাঃ ॥ ৬১
 শুচৌ লোকে তু কৈলাসে কুন্দে বৈ ততঃস্থিতঃ
 বহুস্তরাস্ত পঞ্চাশদহিংসাত্তানন্দক্লমঃ ॥ ৬২
 অহিংসালোকমাস্থায় জ্ঞানকৈলাসকে পুরে
 কাযোবরন্তিরোভাবং সৰ্বান কৃত্যধিতীতি ॥ ৬৩
 যন্তে কালচক্রং হি কালাতীতন্ততঃ পরম্ ।

স্বত্বলা হয় । এইরূপে কণ্ঠ ব্রহ্ম অর্থাৎ
 ইরণ্যগর্ভের সাদৃশ্য লাভ করিয়া, যে পদ্য
 তাঁহার বিনাশ না হয়, সেই পদ্য যথেষ্ট
 ভোগ প্রাপ্ত হয় । পুনর্বার কৰ্ম্মের উপস্থিত
 হইলে, সে ব্রহ্মার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে
 এবং পুনর্বার তপসা দ্বারা উদীপ্ত হইয়া
 ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে । পরমেশ্বর পৃথিবী
 আদি পঞ্চ মূলভূত হইতে যথাক্রমে পাতালাদি
 সত্যাত চতুর্দশ লোকের নিম্নণ করিয়াছেন ।
 ইহারা ব্রহ্মলোক নামে প্রসিদ্ধ । সত্যের উর্দ্ধে
 ক্রমা পদ্যাত চতুর্দশলোক ১৪ হইয়াছে ।
 উহার বিমূলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ । ক্রমালোক
 বৈমূর্ভ-নগর বলিয়া বিখ্যাত । উহাতে কায
 অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট বিমূর্ভ বাস
 করেন ৪৬—৬০ । তিনি কার্য অর্থাৎ উৎ-
 পত্তাদি বিশিষ্ট লক্ষীর সহিত মহাভোগে নিরত
 হইয়া ঐ লোকের বক্ষাবিধান করেন । ক্রমা-
 লোকের উর্দ্ধে শুচাত্ত অষ্টাবিশতি লোক অব-
 স্থিত । শুচিলোক কৈলাসনামে প্রসিদ্ধ ।
 উহাতে সর্বভূতের সুদৃশ্যিত কুন্দ বাস করেন ।
 তাহার উর্দ্ধে অহিংসা-লোকাগত জ্ঞানকৈলাস
 নামক নগরে, কার্য অর্থাৎ উৎপত্তাদি-বিশিষ্ট
 ঈশ্বর সকল বস্তুকে তিরোভাব করত অধিষ্ঠান

শিবেনাধিষ্ঠিতস্তত্র কালচক্রেশ্বরাস্থয়ঃ ॥ ৬৪
 মাহ্মিং ধন্যমাস্থায় সৰ্বান কালেন যুজ্যতি ।
 অসত্যাতাশুচিঃ চ হিংসা চৈবাথ নিম্নণা ॥ ৬৫
 অসত্যাদিচতুষ্পাদঃ শকাংশঃ কামরূপধক্ ।
 নাস্তিকালক্ষীতঃ সঙ্গো বেদবাহুধনিঃ সঙ্গা ॥ ৬৬
 ক্রোধসঙ্গঃ কৃষ্ণবর্ণো মহামহিষবেশবান ।
 ত্যজহে ধরঃ প্রোক্তন্তিরোভাবস্তাবদেব হি ॥ ৬৭
 তদর্শ্যক্ কাম্যভোগো হি তদঙ্গং জ্ঞানভোগকম্ ।
 তদর্শ্যক্ কাম্যায় হি জ্ঞানমায়া তদঙ্গকম্ ॥ ৬৮
 মা লক্ষীঃ কাম্যভোগো বৈ যতি মাযেতি কথ্যতে
 মা লক্ষীজ্ঞানভোগো বৈ যতি মাযেতি কথ্যতে ॥
 তদঙ্গং নিত্যভোগো হি তদর্শ্যজননধরং বিদুঃ ।
 তদর্শ্যক্ চ তিরোধানং তদঙ্গং ন তিরোধানম্ ॥
 তদর্শ্যক্ পাশবকো হি তদঙ্গং ন হি বক্ষনম্ ।
 তদর্শ্যক পবিত্রম্ কাম্যকাম্যান্তমারিক ॥ ৬৯

করেন । সেই অহিংসা লোকের অষ্টে কাল
 চক্র, তাহার পর কালাতীত, উহাতে শিব
 কতক অধিষ্ঠিত চক্রেশ্বর নামক কাল ব্য
 করেন । ঐ কাল বক্ষ্যমাণ মাহ্মিষধম্ম অবলম্ব
 করিয়া, সকল বস্তুকে কালের সহিত যু
 করিতেছেন । অসত্য, শুচি, হিংসা, নির্দবত
 এই চারিটী মাহ্মিষধম্ম । ঐ কাল শর্ক অর্থাৎ
 শিবের অংশ, অসত্যাদি চতুষ্পাদ-বিশিষ্ট, কা
 কপী, নাস্তিক্য-প্রচারকারী, দৃষ্টসংসর্গী ও
 বেদবিরুদ্ধবাদী । ঐ কাল ক্রোধসঙ্গী, কৃষ্ণ
 এবং মহামহিষরূপধারী তিনিই মহেশ্বর ও
 তাঁহাতেই সকলের তিরোধান হয় । ৬৪
 নীচে কাম্যভোগ এবং তাহার উর্দ্ধে জ্ঞানভোগ
 তাহার নিম্নে কাম্যমায়া এবং তাহার উর্দ্ধে জ্ঞা
 মায়া । মা শব্দের অর্থ লক্ষী, কাম্যভোগ বাহা
 গমন অর্থাৎ আশ্রয় করে, তাহার নাম কাম্য
 এবং জ্ঞানভোগ বাহাতে আশ্রয় করে, তা
 নাম জ্ঞানমায়া । ৬১—৬২ । ঐ জ্ঞানমা
 উর্দ্ধে অনধরভোগ এবং তাহার নীচে ন
 ভোগ । তাহার নীচে তিরোধান এবং তা
 উর্দ্ধে তিরোধানের অভাব । উহার নীচে প
 বক্ষন এবং উহার উর্দ্ধে বক্ষনাত্মক । ৬৩

[illegible]

তং ক্রিয়াবৃক্ষং ধ্বং কালাতীতোহধিতীতি ॥ ৮৭ ॥
 ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং স্বস্বাদিনমুচ্যতে ।
 উদ্ভূতং ন দিনং রাত্রিন্ অমরবাদিকম্ ॥ ৮৮ ॥
 পুনঃ কারণসত্যাতাঃ কারণব্রহ্মপুত্ৰা ।
 গন্ধাদিত্যস্ত ভূতেভ্যস্তদ্বন্দ্বং নিশ্চিতাঃ সদা ॥ ৮৯ ॥
 হৃদয়গন্ধস্বরূপা হি স্থিতা লোকাচ্চতুর্দশ ।
 পুনঃ কারণবিষ্ণো বৈ স্থিতা লোকাচ্চতুর্দশ ॥ ৯০ ॥
 পুনঃ কারণব্রহ্ম লোকাষ্টাবিংশকা যতাঃ ।
 পুনশ্চ কারণেশস্ত বটপকাশং তদ্বক্ষ্যামঃ ॥ ৯১ ॥
 ততঃ পরং ব্রহ্মচধ্যলোকানাং শিবসংহতম্ ।
 তত্রৈব জ্ঞানকৈলাসে পদাধিবসংযুতে ॥ ৯২ ॥
 পঞ্চমণ্ডলসংযুক্তং পঞ্চব্রহ্মকলাবিতম্ ।
 আদিশক্তিসম্যগুজ্জ্বলিতলিঙ্গস্ত তত্র বৈ ॥ ৯৩ ॥
 শিবালয়মিদং প্রোক্তং শিবস্ত পরমেশ্বনঃ ॥

পরশক্তা সমাধুক্তস্তত্রৈব পরমেশ্বরঃ ॥ ৯৪ ॥
 সৃষ্টিঃ স্থিতিশ্চ সংহারস্তিরোভাবোহপ্যনুগ্রহঃ ।
 পঞ্চকৃতা প্রবোধোহসৌ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ৯৫ ॥
 ধ্যানবশ্যঃ সদা বস্ত সদানুগ্রহতঃ পরঃ ।
 সমাধাসনমসীনঃ স্বাস্থ্যারামো বিরাজতে ॥ ৯৬ ॥
 তস্ত সন্দর্শনং সাধাৎ কণ্ঠধ্যানাদিভিঃ ক্রমাৎ ।
 নিত্যাদিকমুপভূক্তনাস্তিব্রহ্মমতির্ভবেৎ ॥ ৯৭ ॥
 ক্রিয়াদিশিবকম্ভাতাঃ শিবজ্ঞানং প্রসাবয়েৎ ।
 তদ্বন্দ্বনগতাঃ সর্কেষু মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৯৮ ॥
 মুক্তিরাত্মপুরুষোপায়াসাম্যমেব হি ।
 ক্রিয়া-তপো-জপ-জ্ঞান-ধ্যান-বশ্যেণ হুত্বিতঃ ॥ ৯৯ ॥
 শিবস্ত দর্শনং লক্ষ্যং স্বাস্থ্যারাম্যমেব হি ।
 যথা রবিঃ স্বকিরণাদভ্যুদয়মপনেষ্যতি ॥ ১০০ ॥
 কৃপাবিচক্ষণঃ শত্রুরজ্ঞানমপনেষ্যতি ॥

তাঁহার মন ও বুদ্ধি বেদাকর স্বক ও গৌরব-
 বিত । পূজা, তপস্কা, জপ, জ্ঞান ও ধ্যানাদি-
 রূপ ক্রিয়া সকলই ধর্ম এবং ঐ সকল ধর্ম,
 সর্কদা জগতের কারণ ব্রহ্মাদিতে অব-
 স্থিত । যে সকল ব্যক্তি পূর্কোক্ত কালকে
 অতিক্রম করিয়াছে, তাঁহারাই ঐ ক্রিয়াক্রপী
 ধর্মব্রহ্মতে অবস্থিতান করে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং
 মহেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের আশ্রয় সমষ্টি
 পরিমাণে শিবের একদিন হয় । তাঁহার পর আর
 দিনরাত্রি বা অমরবাদির বিভাগ নাই । উহার
 উর্ক কারণরূপী ব্রহ্মার কারণ সত্যাত্ত লোক
 অবস্থিত ; উহার গন্ধাদি ভূত হইতে নিশ্চিত ।
 ঐ সকল লোকের সংখ্যাও চতুর্দশ ; উহার
 হৃদয় অর্থাৎ তদ্ব্রহ্মরূপ গন্ধাদির ব্রহ্মরূপ । উহা-
 দের উর্ক কারণরূপী বিষ্ণুর চতুর্দশ লোক
 অবস্থিত ॥ ৮২—৯০ ॥ তাঁহার পর কারণরূপী
 ব্রহ্মের অষ্টবিংশতি লোক এবং তাঁহার উর্ক
 কারণরূপ ক্রেশর বটপকাশং লোক । তাঁহার
 উর্ক শিবের প্রিয় ব্রহ্মচধ্য নামক লোক সকল
 অবস্থিত । সেই স্থানে পদাধিবসংযুক্ত জ্ঞান-
 মর কৈলাস নামক পুরে পঞ্চমণ্ডল-সংযুক্ত
 পঞ্চব্রহ্ম-কলাবিশিষ্ট, আদিশক্তি-সমধিষ্ট আদি-
 লিঙ্গ বিরাজ করেন । তাঁহাই পরমাত্মার ব্রহ্ম

শিবের আলয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ঐ
 স্থানেই পরমেশ্বর শিব পরাশক্তির সহিত বস-
 করেন ঐ পরমাত্মা শিব সচ্চিদানন্দভি
 এবং সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও
 অনুগ্রহ এই পাঁচটি কার্যে নিপুণ । সর্কদা
 ধ্যানই তাঁহার ধর্ম এবং তিনি সর্কদা লোকের
 গ্রহ তৎপর, যোগাসনে উপবিষ্ট ও স্বকী
 আশ্রয় অনুধ্যাননিরত হইয়া বিরাজ করিতে
 ছেন পূতনাদি এবং ধ্যানাদি কণ্ঠ ব্র-
 ক্রমশঃ তাঁহার সন্দর্শন হইতে পারে । নি-
 ও নৈমিত্তিক পূজা দ্বারা শিবের কার্যে যা
 হয় । ক্রিয়া-তপস্কাদিক্রপ শিবকম্ভের সহায়
 শিবজ্ঞান লাভে সহ করিবে । শিবকে যাই
 দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহার সর্কলেই য
 হইয়াছেন, এবিষয়ে সংশয় নাই । আর
 ব্রহ্মপাবনাই মুক্তি ; স্বাস্থ্যারাম্য অর্থাৎ আর
 নিরতিশয় আনন্দরূপতাই সেই ব্রহ্মপাব
 ক্রিয়াযোগ, তপোযোগ, জপযোগ, জ্ঞান
 অথবা ধ্যানযোগে তৎপর ব্যক্তিই শিবের
 লাভ করিয়া স্বাস্থ্যারাম্য প্রাপ্ত হয় ।
 ব্রহ্মপ নিজ ক্রিয়াবলী দ্বারা জগতের আ-
 দুর করেন, উজ্জপ করণাময়, শিব; লো

निष्ठावान् भवितुः । अविनाशः एवम् वाञ्छनीयः ।

নন্দীশয়ে বহিস্তিষ্ঠন্ পঞ্চাক্ষরমুপাসতে ॥ ১১৮
 এবং গুরুক্রমাদক্ষং নন্দীশাক্ত ময়া পুনঃ ।
 ততঃ পরং স্বসংবেদ্যং শিবেনৈবানুভাবিতম্ ॥ ১১৯
 শিবস্ত রূপম্ সাক্ষাচ্ছিবলোকস্ত বৈভবম্ ।
 বিজ্ঞাতুং শকাতে সর্গৈর্নান্যথেষ্টাছরাস্তিক্যৈঃ ॥
 এবং ক্রমেণ মুক্তাঃ স্মার্ত্তাক্ষণা বৈ জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
 অন্তেষাঞ্চ ক্রমেণ বক্ষ্যে পদতঃ শৃণুতামরাং ॥ ১২১
 গুরুপদেশাচ্ছাপ্যং বৈ বাক্ষ্যমানাং নমোহম্বকম্ ।
 পঞ্চাক্ষরং পঞ্চলক্ষম'যুগ্মং প্রকথ্যেহিবিধিঃ ॥ ১২২
 স্ত্রীতাপনম্নন্যর্থস্ত পঞ্চলক্ষং জপেং পুনঃ ।
 কথ্যেং পুণ্যম্ ভূত্বা ক্রমাদুক্তো ভবেদুদ্বিধঃ ॥ ১২৩
 কলিযঃ পঞ্চলক্ষেন কলিত্বমপনেষ্যতি ।
 পুনঃ পঞ্চলক্ষেন কলিষো ব্রাহ্মণো ভবেং ॥ ১২৪

জানিতে পারে, কিন্তু তৎপরে শিবের বৈভব-
 প্রকাশক গৃহাদি অনেকই অবগত নহে ।
 স্বয়ং নন্দীশ্বরও পঞ্চমাবরণেব বহির্ভাগে থাকিয়া
 পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উপাসনা করিতেছেন নন্দীশ
 তবে গুরুক্রমে এ তত্ত্ব প্রাপ্ত হন, আমি
 নন্দীশের মুখে ইহা শুনিয়াছি তারপর নিজ
 কলম-বিচ্ছেদে শিব, রূপ করিয়া বধাসময়ে সে
 বিষয়ের জরুত্ব করাইয়া দেন সাক্ষাৎ
 শিবের রূপ হইলেই শিবলোকের বৈভব
 জানিতে পারে বস্তু অত্র কোনরূপে তত্ত্ব
 জানিতে পারা যায় না—আশ্চর্য্যের এই কথা
 বলেন ॥ ১১৮—১১৯ ॥ জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ
 এইরূপে মুক্তিলাভ করেন কত্রিগণি অপর
 অর্ধের এ সম্বন্ধে নিম্ন বর্ণিতেনি, আদরপূর্ব্বক
 শ্রবণ করুন । ব্রাহ্মণদিগের জপ্য পঞ্চাক্ষর-
 মন্ত্রই গুরুপদেশ অনুসারে 'নমঃ' পদ আদিতে
 না দিয়া, কিন্তু পরে দিয়া (শিবায় নমঃ) পঞ্চ-
 লক্ষ বার জপ করিবে, এই বিধি আদ্যুর্দ্ধক ।
 স্ত্রীলোক, স্ত্রী-অপনম্ননব জন্ত এই মন্ত্র পঞ্চ-
 লক্ষবার জপ করিবে, ক্রমে মন্ত্রপ্রভাবে পুরুষ
 প্রাপ্ত হইয়া এবং জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তি
 পাইবে । কত্রিগ পঞ্চলক্ষ জপ করিলে তাহার
 কত্রিগত অপনোত হইবে । আবার পঞ্চলক্ষ
 জপ করিলে, সেই কত্রিগ ব্রাহ্মণ হইবে ।

মন্ত্রসিদ্ধির্জপাচ্ছেব ক্রমাদুক্তো ভবেদুদ্বিধঃ ।
 বৈশ্বাক্ষ পঞ্চলক্ষেন বৈশ্বাক্ষমপনেষ্যতি ॥ ১২৫
 পুনঃ পঞ্চলক্ষেন মন্ত্রকলিষ উচ্যতে ।
 পুনঃ পঞ্চলক্ষেন কত্রিমপনেষ্যতি ॥ ১২৬
 পুনঃ পঞ্চলক্ষেন মন্ত্রবাক্ষণ উচ্যতে ।
 শূদ্রৈঃস্বং নমোহস্তেন পঞ্চবিংশতিলক্ষতঃ ॥ ১২৭
 মন্ত্রবিপ্রমাপদ্য পঞ্চাঙ্গুষ্ঠো ভবেদুদ্বিধঃ ।
 নরো বাধ নরো বাধ ব্রাহ্মণো বাহু এব বা ॥ ১২৮
 নমোহস্তং বা নমঃ পঞ্চমাতুরঃ সন্দদা জপেং ।
 তত্র স্ত্রীণাং তথৈবোক্ত গুরুনির্দেশ্যেং ক্রমাং ॥
 সাধকং পঞ্চলক্ষান্তে শিবপ্রীতামেব হি ।
 মহাভিষেকনিবেদ্যং কৃত্বা তক্তাং পূজয়েং ॥
 পূজয়া শিবভক্তস্ত শিবঃ প্রীততরো ভবেং ।
 শিবস্ত শিবভক্তস্ত ভেদো নাস্তি শিবো হি সঃ ॥
 শিবস্বরূপমন্তস্ত ধারণাক্ষিণ এব হি ।
 শিবভক্তশরীরে হি শিবো তৎপরমে ভবেং ॥ ১২৯

এইরূপে জপপ্রভাবেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, ক্র-
 মুক্তিলাভ হইবে । পঞ্চলক্ষ জপে বৈশ্ব-
 বাক্ষ হইবে । আবার পঞ্চলক্ষ জপ করি-
 লেই বৈশ্বকে মন্ত্র-কত্রিগ বল যায় আর
 পঞ্চলক্ষ জপ করিলে কত্রিগত অপনোত হইবে
 আরও পঞ্চলক্ষ জপ করিলে, বৈশ্ব মন্ত্র-বাক্ষ
 হইবে । শূদ্র উক্ত 'নমোহস্ত' মন্ত্র ঐক-
 পঞ্চবিংশতি লক্ষ জপ করিয়া মন্ত্র ব্রাহ্মণ
 লাভের পর ক্রমে মুক্তি পাইবে । নর পর
 ব্রাহ্মণ অথবা অত্র যে কেং, যাতুরাবধ
 আদিতে 'নমঃ' পদযুক্ত বা শেষে 'নমঃ' পদযু-
 পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সন্দদা জপ করিবে । গুরু বিচ-
 করিয়া স্ত্রী এবং শূদ্রজাতিকে, প্রনব-রুহি
 পঞ্চাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিবেন । সাধক, প্রতে
 পঞ্চলক্ষ জপের পর, শিবপ্রীতি উদ্দেশে, মহা
 যেক ও নৈবেদ্য করিয়া শিবভক্তগণকে পূ-
 করিবে । ১২১—১২৯ ॥ শিবভক্তের পূ-
 করিলে, শিব অতীব প্রীত হন । শিব এ
 শিবভক্তে প্রভেদ নাই ; যেহেতু, শিব
 শিবই । শিবস্বরূপ মন্ত্রের ধারণপ্রভাবে, সা
 শিবই হয় । অতএব শিবভক্তের স্বরূপ

শিবভক্তাঃ ক্রিয়াঃ সৰ্ব্বা বেদসৰ্কৃষ্ণিয়া বিদুঃ ।
 ধৰ্ম্মধৰ্ম্মচিৰমন্তঃ যেন জপ্তং ভবেৎ ক্রমাৎ ॥
 তবৈব শিবসান্নিধ্যং তস্মিন্ দেহে ন সংশয়ঃ ।
 দেবীমিত্যং ভবেদপং শিবভক্তিস্থাপ্তথা ॥ ১৩৪
 ধৰ্ম্মরূপং কপোদেব্যান্তাবৎ সান্নিধ্যমস্তি তি ।
 শিবং সম্পূজয়েচ্ছৌমান যস্যং বৈ শঙ্করপত্নী ॥
 ধৰ্ম্মকৈব শিবো ভূত পুণ্যং শক্তিং প্রপত্তয়ে ॥
 শক্তিং বেদং শিস্তং তানৈবাম যস্যং ধৰ্ম্মকৈ ॥
 শিবলিঙ্গং শিব মতা সান্নিধ্যং শক্তিরূপকম্
 শক্তিলিঙ্গং দেবীক মতা সান্নিধ্যং শিবরূপকম্ ॥ ১৩৭
 শিবলিঙ্গং নানরূপং বিদ্যেদপম্ শক্তিরূপকম্
 উপাসনানন্তরং অস্ত্রোক্তং সতুল্লিঙ্গকম্ ॥ ১৩৮
 পত্নীক শিবং শক্তিং স শিবো নৃপতাবন ॥
 শিবভক্ত শিবমন্তরূপকং শিবরূপকম্ ॥ ১৩৯
 যোভবেৎ শিবভক্তঃ পত্নীকশিষ্টম যুগলং
 যেন নঃ ধৰ্ম্মদোষঃ শিবভক্তস্ত লিঙ্গিনঃ ॥ ১৪০

শিবের প্রতি ভক্তি-যুক্ত হইলে শিবভক্ত-
 শিবের সহস্র কাহারো বেদলিঙ্গঃ চন্দ্রসম
 যারো নিবিষ্ট হই পণ্ডিতের কামেন যেন
 যুক্তি কমে যেমন যেমন শিবমন্তরূপ করিলে
 তবই দেহে তেমনি তেমনি শিব-সান্নিধ্য
 হইলে পাবিলে তে বিদ্যে সঃ নাই শিব
 ভক্তপুত্রের শক্তিরূপ যেন মন্তরূপ
 উপাসন শিবভক্ত-পুত্রসমভে দেবীর সান্নিধ্য
 যঃ জানী ব্যক্তি তদা শিবসক করিলে
 তঃভে মন্তরূপভা শিবমন্তরূপ হই পবন
 শক্তিপুত্র করিলে সান্নিধ্য শক্তিরূপ তবই
 শিবলিঙ্গ নিমুণ করিলে মন্তরূপে পুত্র করিলে
 শিবকে লিঙ্গ ও আপনাকে শক্তিরূপী শিবচর
 করত এবং দেবীকে শক্তিপুত্র ও আপনাকে
 শিবরূপ বিবেচনা করত শিবলিঙ্গ নাম-
 বরূপ শক্তি ও বিদ্যরূপ প্রণব সাগাধো এট
 শক্তিলিঙ্গ ও শিবলিঙ্গের একযোগ সম্পাদন-
 পূর্বক মূলমন্ত ভাবনা সহকারে শিবলিঙ্গ
 পূজাযে করিলে, সেই শিব, শিবভক্ত—
 শিবমন্তরূপ, অতএব শিবরূপ। ঠাণ-
 দিগকে যোজনোপচার দ্বারা পূজা করিলে ইষ্ট-

আনন্দং জনয়েদ্বিদ্ভাসিঃ পীতভরো ভবেৎ ।
 শিবভক্তান সপত্নীকান পত্নী সহ সৈব তৎ ॥
 পত্নীকোজনাদ্যোঃ পদ বা দশ বা শতম্ ।
 যেন দেহে চ ময়ে চ ভাবনামবধকঃ ॥ ১৪২
 শিব-শক্তিরূপে ন পুনরুপাতে ভবি
 নাভেরূপে বহুভাগমাকর্ষণং বিমুক্তরূপকম্ ॥ ১৪৩
 যুগলং লিঙ্গমিতি প্রোক্তং শিবভক্তশরীরকম্ ।
 যুগলং দাদ্যদিসুতান বা দাদ্যদিরহিতান যুগলম্ ॥
 শিব-শক্তিরূপে ন পুনরুপাতে শিবমেব হি ।
 পত্নীকঃ শক্তিরূপঃ শিবভক্তঃ পুত্রমেব ॥
 শিবলিঙ্গং সান্নিধ্যং ক্রমাৎ ভবেদুভয়ঃ ।
 শিব-শক্তিরূপে ন পুনরুপাতে শিবমেব হি ॥ ১৪৬
 শিব-শক্তিরূপে ন পুনরুপাতে শিবমেব হি ।
 শিব-শক্তিরূপে ন পুনরুপাতে শিবমেব হি ॥ ১৪৭

শিবভক্তঃ ৩১—১৪০ বিদ্যন ব্যক্তি শুক্র-
 তব শিবচিহ্নের শিবভক্তের যে আনন্দ উৎ-
 পাদন করে, তঃভে শিব অতিশয় প্রীতিলাভ
 করেন যে মন্তরূপ শিবভক্ত মন্তরূপ, ঠাণদিককে
 পত্নীর সহঃ পত্নীক দশ বা শতরূপ ভোক্তাদি
 করত পুত্র করিলে যে সাধক যেন দেহে
 এবং মন্তরূপ শিব শক্তিরূপে চিত্র করে, তাহার
 পুনরুপে আর পদবীঃ মন্তরূপ নভি
 অবেদেদে বহুভাগ এবং নভি উচ্চ কর্তা
 পদ্যম বিমুক্তরূপ আর মূল শিবঃ শিবভক্তের
 মন্তরূপ এতঃপে শিবভক্ত পদ্যমিযুক্ত অর্থাৎ
 যদ্যদিত্যং শিবভক্তিরূপে বহুভাগ হইয়াছে—
 এইরূপ মন্তরূপ বহুভাগের দাদ্যদিত্য হই নাই—
 এইরূপ মন্তরূপ ব্যক্তিরূপের উদ্দেশে অঙ্গিনিতা
 শিবের পত্নী করিলে, তাহার পত্নী আদি-
 মাতঃ পত্নী করিয়া শিবভক্তিরূপের পূজা
 করিলে। এইরূপ পূর্বক মন্তরূপে পিতৃলাক
 প্রাপ্ত হইয়, ক্রমাৎ মূল ইব মন্তরূপ
 ক্রিয়াকারী অপেক্ষা একজন অসামুক্ত বিশেষ
 ফলপ্রাপী হয়; নতঃ নত অসামুক্ত অপেক্ষা
 একজন অপকারী বিশেষ ফলপ্রাপী হয় এবং
 সহস্র সহস্র অপকারী অপেক্ষা একজন
 শিবকারী বিশেষ ফল লাভ করে। এইরূপ

শিবজ্ঞানিষু লক্ষ্যভোঃ ধ্যানযুক্তো বিশিষ্যতে

ধ্যানযুক্তেনু কোটিভ্যঃ সমাধিস্থো বিশিষ্যতে ॥১৪৮

উত্তরোত্তরবৈশিষ্ট্যাং পূজাযামুত্তরোত্তরম্ ।

কল্য বৈশিষ্ট্যরূপক দুর্লভস্বেদং মনীষিত্তি ॥১৪৯

তন্মাত্রে শিবভক্তস্য মহিমানং বেত্তি কো নরঃ ।

শিব-শক্তোঃ পূজনক শিবভক্তস্য পূজনম্ ॥১৫০

কুন্ততে যো নরো ভক্তা স শিব শিবমেধতে ॥১৫১

য ইমং পঠতেহধায়মর্থবদেদসম্বিতম্ ।

শিবজ্ঞানী ভবেদ্বিপ্রঃ শিবেন সহ মোহতে ॥১৫২

প্রাবরেচ্ছিবভক্তাং বিশেষজ্ঞো মনীষকঃ

শিবপ্রসাদসিদ্ধিঃ স্ফুটিবন্ত রূপস্য দুধ্যঃ ॥১৫৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপূর্বণে বিনোদনসংহিতায়াং

প্রণবমাহাশ্বাকধনপ্রসঙ্গে বিবিধ-

শিবলিঙ্গপূজাফলবর্ণনং নাম

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

কথ্য উচুঃ ।

বন্ধ-মোক্ষপদপং হি কহি সর্কার্ণবিন্দম ॥ ১

সূত উবাচ ।

বন্ধ-মোক্ষং তথোপায়ং বন্ধোহহং শৃণুতাম্বাং ॥২

প্রকৃত্যাদ্যষ্টবন্ধেন বন্ধো জীবঃ স উচ্যতে ।

প্রকৃত্যাদ্যষ্টবন্ধেন নিম্মুক্তো মুক্ত উচ্যতে ॥ ৩

প্রকৃত্যাদিবলীকারো মোক্ষ ইত্যাচ্যতে শতঃ ।

বন্ধজাবস্ত নিম্মুক্তো মুক্তজীবঃ স কথ্যতে ॥ ৪

প্রকৃত্যগ্রে ততো বুদ্ধিরহঙ্কারো গুণায়কঃ ।

পঞ্চতন্ত্রত্রিমিতোতে প্রকৃত্যাদ্যষ্টকং বিদুঃ ॥ ৫

প্রকৃত্যাদ্যষ্টজো দেহো দেহজং কর্ম উচ্যতে ।

পুনঃ কর্মজো দেহো জন্মকর্ম পুনঃপুনঃ ॥ ৬

শরীর বিবিধং দেহং স্থূলং সূক্ষ্মক কারণম্ ।

স্থূলং ব্যাপারনং প্রোক্তং সূক্ষ্মমিন্দ্রিয়ভোগদম্ ॥৭

ষোড়শ অধ্যায়ঃ ।

লক্ষ লক্ষ শিবজ্ঞানী অপেক্ষা একজন ধ্যান-
যুক্ত বিশেষ কলভানী, যাবৎ কোটি কোটি
ধ্যানযুক্ত অপেক্ষা একজন সমাধিস্থ বিশেষ
ফললাভ করে। এইরূপ উত্তরোত্তর বিশেষ
ফলপ্রাপ্তির কথা থাকায় পূজা বিন্যাস উত্তরো-
ত্তর ফলের কিংপ তরুণ্য হইবে। তাহা
পণ্ডিতগণের দুর্ভেদ্য। অতএব শিবভক্তের
মহিমা কোন মনুষ্য ভাবিতে পারে। যে মনুষ্য
তত্ত্বপূর্বক শিব ও শক্তির এবং শিবভক্তের
পূজা করে, সে শিবরূপ হইয় নিঃস্বদেশ
লাভ করে। যে ব্যক্তি এই বেদতুলা গুরুধ-
কৃত এই অধ্যায় পঠ্য করে সেই ব্রাহ্মণ শিব-
জ্ঞানী হইয়া শিবের সহিত আনন্দ ভোগ করে।
হে বিদ্বান্ মনীষকগণ! যে ব্যক্তি শিবভক্ত-
দিক্কে এই অধ্যায় প্রবণ করায়, শিবের রূপার
তাহার শিবপ্রসাদ সিদ্ধ হয়। ১৪১—১৫৩।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

অধিগণ বলিলেন, হে সর্কার্ণবিন্দ সূত!
তুমি আমাদিগের নিকট বন্ধ এবং মোক্ষের
পদপ কীভূত কর। সূত বলিলেন, আমি
বন্ধ, মোক্ষ এবং উহাদের উপায় বলিতেছি,
আদ্যপর্ন্তক শ্রবণ করুন। প্রকৃতি প্রভৃতি
অষ্ট প্রকার বন্ধ দ্বারা বন্ধকে জীব বলে এবং
ঐ প্রকৃত্যাদি আট প্রকার বন্ধমুক্ত ব্যক্তিকে
মুক্ত বলে। প্রকৃত্যাদিবলীকরণের নাম স্বাভা-
বিক মোক্ষ। পূর্ববন্ধ জীব মুক্তি লাভ করিলে
মুক্তজীব বলিয়া অভিহিত হয়। প্রথমে প্রকৃতি,
তাহার পর বুদ্ধি ও গুণরূপ অহঙ্কার এবং
পঞ্চতন্ত্রঃ এই আটটিকে পণ্ডিতেরা প্রকৃ-
তাদি আট বলিয়া জানেন। প্রকৃতি প্রভৃতি
আট হইতে দেহ উৎপন্ন হয়, দেহ হইতে
কর্ম উৎপন্ন হয়, পুনর্বার আবার কর্মজন্ম দেহ
উৎপন্ন হয়; এইরূপ জন্ম ও কর্ম পুনঃপুনঃ
হইয়া থাকে। শরীর তিনপ্রকার; স্থূল, সূক্ষ্ম
এবং কারণ। স্থূল শরীর ব্যাপার অর্থাৎ চেষ্টা-
এবং, সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়ের ভোগ প্রদান করে

কাবলস্বভোগার্থং জীবকস্মাস্থরূপতঃ ।
 কৃষ্ণং দুঃখং পুষ্যপাপৈঃ কস্মাভিঃ ফলমশ্রুতে ॥ ৮
 তস্মি কস্মরক্ষা হি বাক্ষা জীবঃ পুনঃপুনঃ ।
 শরীরত্বকস্মভাঃ চক্রবদ্ভ্রামাতে সদা ॥ ৯
 চক্রনমানরুপাং চক্রককারমৌভয়েঃ ।
 প্রকৃত্যাদি মহাচক্রং প্রকৃতে: পরতঃ শিবঃ ।
 চক্রকতা মহেশো হি প্রকৃতে: পরতো যতঃ ॥ ১০
 পিবতি বাধ বমতি জীবাবালে জলং যথা ।
 শিবস্তথা প্রকৃত্যাদি বশীকৃত্যধিভিষ্টতি ॥ ১১
 সর্গং বশীকৃতং যস্যঃ তস্যোচ্চিব ইতি স্মৃতঃ ।
 শিব এব হি সর্গকরঃ পরিপূর্ণঃ নিঃস্পৃহঃ ॥ ১২
 সঙ্গজ্ঞতাঃ পুরনানিবোধঃ
 সত্ত্বতা নিত্যমুপশক্তিঃ ।
 অনন্তশক্তিঃ মহেশ্বরস্ত
 ধ্যানসৈবগ্যমবৈতি বেদ ॥ ১৩
 অতঃ শিবপ্রসাদেন প্রকৃত্যাদি বশং ভবেৎ ।

এক জীবের সদস্য কস্মাস্থসারে আয়তন
 ভোগের নিমিত্ত যে শরীর, তাহাকে কারণ-শরীর
 বলে। এই কারণশরীর কৃষ্ণ, দুঃখ, পুষ্য এবং
 পাপকর্ম দ্বারা ফলান্বিত করে। অতএব জীব
 কস্মরূপ রক্ষা দ্বারা পুনঃপুনঃ বন্ধ হইয়া
 পুনরায় শরীরত্ব এবং কস্মের সহিত চক্রের
 মত সর্গদা ভ্রমণ করে। এই চক্রনম নিরন্তর
 নিমিত্ত চক্রকতার পূজা করিলে প্রকৃতি
 যদি মহাচক্র এবং শিব প্রকৃতি হইতে ভিন্ন।
 যেহেতু চক্রকতা মহেশ্বর প্রকৃতির পর অবস্থান
 করেন। বুদ্ধিবিশেষের আলবলে যেমন জলপান
 করে এবং বমন করে, সেইরূপ শিবও প্রকৃ-
 ত্যাদি আট প্রকার বস্তুকে আপনার বশীভূত
 করিয়া অধিষ্ঠান করেন। সমুদ্রব বস্তু বাহার
 বশীভূত বলিয়া তাহাকে 'শিব' বলে। এই
 শিব সর্গজ্ঞ, পরিপূর্ণ এবং নিঃস্পৃহ।
 সর্গজ্ঞতা, তপ্তি, অনাদিবোধ, নিত্য-সত্ত্বতা,
 অসুপ্তশক্তি এবং অনন্তশক্তি এই কয়টি মহে-
 শ্বরের মানসিক ঐশ্বর্য। অতএব শিবের
 অনুগ্রহে প্রকৃত্যাদি বশীভূত হয়। শিবের
 অনুগ্রহলাভার্থ শিবেরই পূজা করিলে।

শিবপ্রসাদলাভার্থং শিবমেব প্রপূজয়েৎ ॥ ১৪
 নিঃস্পৃহস্ত চ পূর্ণস্ত তস্ত পূজা কথং ভবেৎ ।
 শিবোদদেশকৃতং কস্ম প্রসাদজনকং ভবেৎ ॥ ১৫
 লিঙ্গে বেরে ভক্তজনে শিবমুদ্दिष्ट পূজয়েৎ ।
 কামেন মনস বাচা বনেনাপি প্রপূজয়েৎ ॥ ১৬
 পূজয়া ২ মনোশো চি প্রকৃতে: পরমঃ শিবঃ ।
 প্রসাদং কুরুতে সত্যং পূজকস্ত বিশেষতঃ ॥ ১৭
 শিবপ্রসাদঃ কস্মাভাঃ ক্রমেণ স্ববশং ভবেৎ ।
 কস্মারভ্য প্রকৃত্যন্তং যনা সর্গং বশং ভবেৎ ।
 তদা মুক্ত ইতি প্রোক্তঃ স্যাম্মারামো বিরাজতে ॥ ১৮
 প্রসাদাঃ পরমেশ্বরঃ কস্মদেহো যদা বশঃ ।
 তদা বৈ শিবলোকে তু বাসঃ সালোক্যমুচ্যতে ॥ ১৯
 সামীপাং যতি সাস্ত্র্য তদ্ব্যক্তে চ বশং গতে ।
 তদা তু শিবসামুদ্র্যামুদ্রাদ্যৈঃ ক্রিয়াদিভিঃ ॥ ২০
 মহাপ্রসাদলভে চ বুদ্ধিঃ স্যাপি বশা ভবেৎ ।
 বুদ্ধিস্ত কাধাং প্রকৃত্যন্তং সৃষ্টি রিতি কথ্যতে ॥ ২১

১—১৩। শিব সর্গ পরিপূর্ণ এবং নিঃস্পৃহ ;
 পূজা দ্বারা বাহার কেনরূপ অভাব মোচন হয়
 না সত্য, কিন্তু শিবের উদ্দেশে কস্ম করিলে এই
 কস্ম বাহার অনুগ্রহের জনক হয়। শিবকে
 উদ্দেশ করিয়া লিঙ্গে বেরে (দেহে) এবং তক্ত
 বাক্যেও কাম মন বাক্য বা বন দ্বারা পূজা
 করিলে প্রকৃতির পরে বর্তমান মহেশ্বর,
 শিব পূজা দ্বারা পূজকের উপর সত্য সত্য
 বিশেষ অনুগ্রহ করেন। শিবের অনু-
 গ্রহে ক্রমশঃ কস্মাদি পূজকের বশীভূত
 হয়। যখন কস্ম হইতে প্রকৃতি পর্যন্ত সমুদ্র
 বশীভূত হয়, তখন সে মুক্ত বলিয়া অভিহিত
 হয় অর্থাৎ তখন সে স্যাম্মারাম হইয়া বিরাজ
 করে; মহাশিবের অনুগ্রহে বৎকালে কস্মদেহ
 বশীভূত হয়, তখন শিবলোকে বাস হয়, উহার
 নাম সালোক্য এবং তদ্ব্যক্ত বশীভূত হইলে
 শিবের সামীপ্য প্রাপ্ত হয়। এই তদ্ব্যক্তকে বশী-
 ভূত করিবার পর ত্রিগুণাদি আয়ুধ এবং ক্রিয়া-
 বিশেষ দ্বারা শিবের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয়, আর
 মহাপ্রসাদ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনুগ্রহ লাভ করিলে
 বুদ্ধি বশীভূত হয়। বুদ্ধি একজিহ্বা কাণ্ড; উহা

পুনর্ব্বাপ্রসাদেন প্রকৃতির্ব্বশমেয্যতি ।

শিবস্ত মানসৈবধাং তদাহবহুং ভবিষ্যতি ॥২২

সাক্ষীজ্ঞাদাং শিবৈবধাং লজ্জা স্যাস্মি রাভতে ।

তং সাযুক্তামিতি প্রাহবৈদ্যমপরাধবাঃ ॥২৩

এবংক্রমেণ মূর্ত্তিঃ স্ফালিত্বানো পূজয়া স্বতঃ ।

অতঃ শিবপ্রসাদাৎ ক্রিয়ান্যোঃ পুণ্যেচ্ছিবম্ ॥২৪

শিবক্রিয়া শিবতপঃ শিবমহতপঃ সদা ।

শিবজ্ঞানং শিবধানমুত্তরোত্তরমভ্যাসে ॥২৫

আ সূপ্তোহা মতেঃ কালং নয়েদৈ শিবচিন্তয়া ।

সদাদিচ্ছিত্ব কুসুমৈরুচ্চয়েচ্ছিবমমমতি ॥২৬

কথয় উচুঃ

লিঙ্গান্যো শিবপূজায়া বিধানং কতি সুবত ॥২৭

স্বত উবচ

লিঙ্গান্যাক ক্রমং যজ্ঞো যথাবচ্চ ন তদ্বিভাঃ ।

অদেব লিঙ্গং প্রথমং প্রণবং সাক্ষীকামিকম্ ॥২৮

সাক্ষী নামে অভিহিতঃ সঃ ১২—২১ ।

পুনর্ব্বার মহাপ্রসাদ লাভ লইলে প্রকৃতি স্বয়ং

বশীভূত হয় । প্রকৃতি বশীভূত হইলে অন্যায়সে

শিবের মানসৈবধা লাভ হয় । তখন সাক্ষীজ্ঞতা

প্রকৃতি শিবৈবধা লাভ করিয়া নিম্নলিখিত আশ্র-

রূপে বিরাজ করে । বৈদ্যমপরাধপা পণ্ডিতগণ

ক্রম অবস্থাতেই সাযুক্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া-

ছেন । এইরূপ লিঙ্গাদি পূজাক্রমে আপন-আপনি

জিজ্ঞাসিত হয় । অতএব শিবের অন্তঃপ্রাণ

ক্রিয়াদি দ্বারা শিবের স্বর্জন করিবে । ঐ শিব-

প্রতিকরী ক্রিয়া আর কিছুই নয়, কেবল শিবের

আন করত তপস্ভাচরণ এবং সর্জন শিবমহেশ্বর

আন করা । শিবজ্ঞান এবং শিবধান ইহা উচ্চ-

প্রাণের অর্থাৎ ক্রমশঃ অধিকরূপে অত্যাশ

কিবে ; যে পর্য্যন্ত নিদা না হয়, অথবা যে

উচ্চ বৃত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত শিবের চিন্তা

ক্রিয়া কাল অতিবাহিত করিবে । পূর্ব্বোক্ত

ন্যাদি যজ্ঞ পাঠপূর্ব্বক কুসুম দ্বারা অর্চনা

কিলে শিব লাভ হয় । বহির্গত বলিলেন, হে

ব্রত ! লিঙ্গাদিতে বাসন বিধান শিবপূজা

কিতে হয়, তাহার কীৰ্ত্তন কর । স্বত বলিলেন,

বিশ্বমণি ! আমি লিঙ্গসমূহের ক্রম বলি-

হুস্তপ্রণবরূপং হি হুস্তরূপস্ত নিম্নলিঙ্গম্ ।

মূললিঙ্গং হি সকলং তং পঞ্চাক্ষরমুচ্যতে ॥২৯

অয়োঃপজা তপঃ প্রোক্তং সাক্ষীমোকপ্রদে উভে

পৌরুষপ্রকৃতিভূতানি লিঙ্গানি সুবহুনি চ ॥৩০

তানি বিস্তরতো বক্তুং শিবো বেত্তি ন চাপরঃ ।

ভবিকারানি লিঙ্গানি জ্ঞাতানি প্রত্নবৌমি বঃ ॥৩১

স্বয়ম্ভুলিঙ্গং প্রথমং বিপুলিঙ্গং দ্বিতীয়কম্ ।

প্রতিষ্ঠিতং চতুর্কৈব গুরুলিঙ্গস্ত পঞ্চমম্ ॥৩২

দেবর্ষিতপসা তুষ্টিঃ সান্নিধ্যার্থস্ত তত্র বে ।

পৃথিব্যস্তগতিঃ শর্কো বীজং বে নাদরূপতঃ ।

হাবরাহুরবভুমিমুচ্ছিত্য ব্যক্ত এব সঃ ॥৩৩

স্বয়ং ভূগং জাতমিতি স্বয়ম্ভুরিতি তং বিদুঃ ।

তল্লিঙ্গপূজয়া কালং সগমেব প্রবকতে ॥৩৪

সুবর্ণবস্ত্রতপো বা পৃথিব্যাঃ স্থিতুলেহপি বা ।

সহস্রাবিধিতং লিঙ্গং সাক্ষীপ্রণবমধিকম্ ।

তেছি, শবণ করুন সমুদয় কামপ্রদ প্রণবই

প্রথমলিঙ্গ । হুস্তপ্রণবরূপ অতি হুস্ত এবং

নিম্নলিঙ্গ ; মূললিঙ্গ সকল এবং উচ্চ পঞ্চাক্ষর ।

এই উভয়বিধ লিঙ্গ পূজার নাম তপ এবং

এই উভয়বিধ লিঙ্গই সাক্ষী মোকপ্রদ

পুরুষ ও প্রকৃতিসমুদয় বহুবিধ লিঙ্গ

আছেন । সেই সকল লিঙ্গের বিষয় বিস্তার-

রূপ বলিতে, শিব ভিন্ন আর কেহই সক্ষম

নহেন ; তবে তাঁহাদের মধ্যে ভূমির বিকারে-

পন্ন বিজ্ঞাত লিঙ্গদিগের বিষয় আপনাদের নিকট

বলিতেছি । ২২—৩১ । প্রথম স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, দ্বিতীয়

বিপুলিঙ্গ, তৃতীয় প্রতিষ্ঠিতলিঙ্গ, চতুর্থ চত-

লিঙ্গ, পঞ্চম গুরুলিঙ্গ । দেবর্ষির তপস্ভায় সন্ত

হইয়া তাহার সাক্ষী নর্জন দিবার নিমিত্ত

সকল প্রপত্তের বীজ নাদরূপী পৃথিবীর অভা-

স্তরহিত মহাদেব, হাবর বস্তুর অভ্যুত্থার

সেই স্থানে ভূমি উদ্ভেদ করিয়া অভিব্যক্ত

হন । তিনি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া স্বয়ং উৎপন্ন

হইরাছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ।

ঐ লিঙ্গের পূজা দ্বারা জ্ঞান স্বয়ং বর্জিত হয় ।

সুবর্ণ বা বস্ত্রতপো ভূমিতে অথবা যেদী প্রকৃতি

উচ্চ পরিষ্কৃত স্থানে বহুকে লিখিত বিস্ত

স্বলিঙ্গং সমালিখ্য প্রতিষ্ঠাবাহনং চত্বঃ ॥ ৩৫
বিলু-নামময়ং লিঙ্গং স্থাবরং জঙ্গমকং যং ।
ভাবনামবমেতচ্চি শিবদৃষ্টং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬
যত্র বিশ্বস্ততে শত্ৰুস্তত্র তন্মৈ ফলপ্রদঃ ।
বহুস্তালিখিতে যন্তে স্থাবরাদিবক্রতিমে ॥ ৩৭
আবাহ্য পূজয়েচ্ছত্ৰং ষোড়শৈরুপচানকৈঃ ।
স্বয়মৈবধাম্যাপোতি জ্ঞানমভ্যাসতো ভবেৎ ॥ ৩৮
দেবৈশ্চ অধিভিচাপি স্বাস্থ্যসিদ্ধার্থমেব হি ।
সমস্তৈশ্চাত্ত্বেন কৃতং যচ্ছুদ্ধমণ্ডলে ॥ ৩৯
ভুক্তভাবনয়া চৈব স্থাপিতং লিঙ্গমুত্তমম্ ।
তদ্বিস্তপোকমঃ প্রাহস্ত্য প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ॥ ৪০
তদ্বিস্তপময়ং নিত্যং পৌরুষৈবগাম্যপুয়া
মহত্ত্বক্ৰমেণাপি বাস্তবিকং মহাধনৈঃ ॥ ৪১
নিরিন্দ্রজিতং লিঙ্গং মন্ত্রেণ স্থাপিতকং যং
প্রতিষ্ঠিতং প্রাকৃতং হি প্রাকৃতেষ্ব্যভোদনম্ ॥ ৪২

প্রথমমন্ত্রক লিঙ্গের নাম বিদুলিঙ্গ । এই
লিঙ্গ অঙ্কিত করিয়া প্রতিষ্ঠা এবং আবাহন
করিলে যে সকল বিদ্বান্দময় স্থাবর বা
জঙ্গমলিঙ্গ তাহার সকল শিবকর্তৃক দৃষ্ট সে
বিষয়ে সংশয় নাই যেখানে শত্রু আছেন
বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সেই স্থানেই তিনি
তাহার ফলপ্রদ হন । বহুস্ত-লিখিত স্থাবরাদি
যক্রতিম বসে শিবের আবাহন করিয়া ষোড়-
শোপচারে পূজা করিলে । ঐরূপ পূজার ফলে
পয়ঃ ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয় । আর পুনঃপুনঃ ঐরূপ
পূজার অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় । দেবগণ
ও অধিগণ কর্তৃক অকাম্য আশ্রয় সিদ্ধিলাভের
নিমিত্ত বিত্তকমণ্ডলে মহাপাঠপূর্বক বহুস্ত
লিখিত, বিত্তক ভাবনাপূর্বক স্থাপিত উত্তম
লিঙ্গে পৌরুষ এবং প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ বলে
নেতা ঐ লিঙ্গ পূজা করিলে, অবিমানি অষ্ট-
সিদ্ধিপ্রদ পৌরুষৈবধা প্রাপ্ত হয় । মহাত্মা
পুণ্ড্র, ব্রাহ্মপুণ্ড্র, রাজপুণ্ড্র, অথবা বিশুল-ধন-
শালী ব্যক্তিগণ কর্তৃক শিবী দ্বারা নির্মিত এবং
ত্রিপূর্বক স্থাপিত লিঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতলিঙ্গ
লে । ঐ লিঙ্গ কাম্য প্রাকৃতেষ্ব্যভোদনম্
কাম প্রদান করেন । ৩১—৪২ । বাহ্য অভ্য-
ব

বদর্শিতক নিত্যক তচ্চি পৌরুষমুচ্যতে ।
যদ্বর্জলমনিত্যক তচ্চি প্রাকৃতমুচ্যতে ॥ ৪৩
লিঙ্গং নাতিস্থখা জিহ্বা নাসাগ্রক শিখা ক্রমাৎ ।
কটাদিষু ত্রিলোকেষু লিঙ্গমাধ্যাত্মিকং চরম্ ॥ ৪৪
পর্বতং পৌরুষং প্রোক্তং ভূতলং প্রাকৃতং বিতুঃ
বৃক্ষাদি পৌরুষং ক্ষেত্রং গুহাদি প্রাকৃতং বিতুঃ ॥
যাটিকং প্রাকৃতং ক্ষেত্রং শালিগোধমং পৌরুষম্ ।
ঐশ্বর্যং পৌরুষং বিদ্যাদবিদ্যাদষ্টসিদ্ধদম্ ॥ ৪৬
শ্রুতীদনাদিবিষয়ং প্রাকৃতং প্রাহরাস্তিকং ।
প্রথমং চরলিঙ্গেশু রসলিঙ্গং প্রকথ্যতে ॥ ৪৭
রসলিঙ্গং ব্রাহ্মণনাং সর্বাভীষ্টপ্রদং ভবেৎ ।
বাণলিঙ্গং কত্রিয়ণাং মহারাজ্যপ্রদং ততম্ ॥ ৪৮
স্বর্গলিঙ্গং বৈশ্যনাং মহাধনপতিত্বদম্ ।
শিল লিঙ্গং শূদ্রাণাং মহাত্ত্বকিরং ততম্ ॥ ৪৯
কটিকং বাণলিঙ্গক সর্কেষাং সর্ককামদম্ ।
সৌভাগ্যবৈভবশৌভব পূজ্যং ন নিষিধ্যতে ॥ ৫০

সম্পদ এবং নিতা, তাহাকে পৌরুষ বলা যায়
এবং দাতা কর্তৃক ও অনিত্য, তাহাকে প্রাকৃত
বলা হয় । কটী প্রভৃতি অর্থাৎ কটী, ক্রমাৎ
এবং মুখ এই তিন স্থানে বধাক্রমে নাভী,
জিহ্বা, নাসার অগ্রভাগ এবং শিখারূপ যে
আধ্যাত্মিক লিঙ্গ, তাহার নাম চরলিঙ্গ । পর্বত
পৌরুষ এবং ভূতল প্রাকৃত । বৃক্ষাদি পৌরুষ
এবং লতাদি প্রাকৃত । যাটিক নামক যাট-
বিশেষ প্রাকৃত এবং শালি ও গোধম পৌরুষ ।
অবিমানি অষ্টবিধ সিদ্ধিপ্রদ ঐশ্বর্যও পৌরুষ ।
অস্থিক লোকে শূদ্রবী হী এবং ধনাদি বিষয়কে
প্রাকৃত ঐশ্বর্য বলিয়াছেন । চরলিঙ্গের মধ্যে
প্রথমে রসলিঙ্গের বিবরণ কথিত হইতেছে । রস-
লিঙ্গ ব্রাহ্মণদিগের সকল প্রকার অভীষ্ট-
প্রদ হন এবং বাণলিঙ্গ কত্রিয়দিগের সুবহু
রাজ্যপ্রদ ও তত্তাবহ হন । শূদ্রলিঙ্গ বৈশ্য-
দিগকে মহাধনপতিত্ব প্রদান করেন এবং
শিলালিঙ্গ শূদ্রদিগের অতিশয় তত্ত্বিকর ও
তত্ত্বপ্রদ । কিন্তু কটিকর বাণলিঙ্গ, সকল
জাতিতেই নিখিল কামকল প্রদান করেন ।
যদি লিঙ্গের না থাকে, তবে অগরের লিঙ্গ পূজা

ত্রীণাম্ পার্শ্বিণ্যং লিঙ্গং সততং বাং বিশেষতঃ ।
 বিধবানাং প্রবৃত্তানাং ফাটিকং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 বিধবানাং নিবৃত্তানাং বসলিঙ্গং বিশিষ্যতে ।
 বাল্যে বা যৌবনে বাপি বর্জকে বাপি সূত্রতঃ ॥৫২॥
 শুদ্ধফটিকলিঙ্গস্ত্রীণাং তং সর্বভোগদম্ ।
 প্রবৃত্তানাং পীঠপূজা সর্বাভীষ্টপ্রদা ভূবি ॥ ৫৩ ॥
 পাত্রেণৈব প্রবৃত্তস্ত সর্বপূজা সমাচরেৎ ।
 অভিব্যক্তাদে নিবেদ্য শালাগ্ৰেণ সমাচরেৎ ॥ ৫৪ ॥
 পূজ্যে স্থাপয়ন্তি সস্পৃষ্টে পৃথগ্ গৃহে ।
 করপূজানিবৃত্তানাং স্বভোগ্যস্ত নিবেদয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
 নিবৃত্তানাং পবং স্তম্ভং লিঙ্গমেব বিশিষ্যতে
 বিভূতভার্জনং কুর্য়াদ্ভিত্তিকং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
 পূজাং কুত্বা তল্লিঙ্গং শিবসং ধারয়েৎ সদা ।
 বিভূতিবিধি প্রোক্তা লোক-বেদ-শিবাগ্নিভিঃ ॥
 লোকাগ্নিহমধো ভস্ম দ্রব্যভুজ্যার্থমবহেৎ ॥

করিতে কোন দোষ নাই ৭৩—৫০ । সধবা
 স্ত্রীদিগের পক্ষে পার্শ্বিণ্য লিঙ্গ বিশেষ ফলপ্রদ
 এবং সংসারাসক্ত বিধবদিগের পক্ষে ফাটিক
 লিঙ্গ বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ।
 পুরুষ হে সূত্রভঙ্গ । বালক কালেই হউক,
 যৌবনকালেই হউক অথবা বৃদ্ধকালেই হউক,
 মুমুকু বিধবদিগের পক্ষে বসলিঙ্গই বিশেষ
 ফলপ্রদ । সামান্ত্রতঃ স্ত্রীদিগের পক্ষে শুদ্ধ
 ফটিকময় লিঙ্গ, সকল প্রকার ভোগপ্রদ এবং
 ভোগার্থিনী স্ত্রীদিগের পক্ষে ত্র্যমুখ সন্দয়
 অভীষ্ট-প্রদায়িনী হয় । যে পূজক উপযুক্ত
 স্তম্ভ সহিত প্রবৃত্ত, সে সকল প্রকার লিঙ্গের
 পূজা করিতে পারে । অভিব্যক্তের পর শালাগ্র
 দ্বারা নিবেদ্য নিষ্ঠা করিবে । পূজার পর ঐ
 লিঙ্গকে পৃথক্ গৃহে সস্পৃষ্ট (কোটে) মধ্যে
 রাখা করিবে । যে সকল ভক্ত কেবল মানস-
 পূজাপরায়ণ, তাহারা অ'পন'র ভোজ্যই দেব-
 তাকে নিবেদন করিবে । মুমুকুদিগের পক্ষে
 স্তম্ভ লিঙ্গ বিশেষ ফলপ্রদ । বিভূতির অর্চন
 করিবে এবং বিভূতি দান করিবে; সেই
 লিঙ্গের পূজা করিয়া সর্বদা স্তম্ভকে ধারণ
 করিবে । বিভূতি জিন প্রকার উক্ত হইয়াছে;

মুদ্রাকলোহরুপাণাং ধাত্বানাঞ্চ তথৈব চ ॥ ৫৮ ॥
 তিলাদীনাঞ্চ সন্ধ্যাণাং বস্ত্রাদীনাং তথৈব চ ।
 তথা পর্শ্বাধিতানাঞ্চ তন্ময়ানা শুদ্ধিবিষ্যতে ॥ ৫৯ ॥
 বাসিভিন্ধিতানাঞ্চ তন্ময়ানা শুদ্ধিবিষ্যতে ।
 সজলং নির্জলং ভস্ম যথাযোগ্যস্ত যোজয়েৎ ॥ ৬০ ॥
 বেদাগ্নিঞ্চ তথা ভস্ম তৎকর্মাভ্যেযু ধারয়েৎ ।
 মন্ত্রেণ ক্রিয়য়া জগৎ কর্মাগ্নৌ ভস্মকপর্জক্ ॥ ৬১ ॥
 তত্ত্বমুখং বা কশ্ম যাস্তস্তারোপিতং ভবেৎ ।
 অথোরাশ্বস্তম্ভেণ বিস্ফাট্য প্রদাহয়েৎ ॥ ৬২ ॥
 শিবাগ্নিরিতি সম্প্রোক্তস্তেন দ্রব্যং শিবাগ্নিকম্ ।
 কপিলাগ্নোময়ং পূর্ণং কেবলং গব্যামেব বা ॥ ৬৩ ॥
 শম্যপথপলাশান বা বটান্দপবিত্রকান্ ।
 শিবাগ্নিনা দাহেচ্ছূদ্য তথৈব ভস্ম শিবাগ্নিঞ্চ ॥ ৬৪ ॥
 দর্ভাগ্নৌ বা দহেৎ কাষ্ঠং শিবমন্ত্র সমুচ্চবন ।
 সমাক্ সংশোধ্য কস্তেণ নবকুন্তে নিধাপয়েৎ ॥ ৬৫ ॥

লৌকিক, বৈদিক এবং শৈব-অগ্নি । লৌকিক-
 অগ্নি ভস্ম—মৃত্তিকা, দারু, লৌহ, বৌপা
 এবং ধাতু প্রভৃতি দ্রব্যভুজির নিমিত্ত ব্যবহার
 করিবে । তিলাদি, বস্ত্রাদি এবং পর্শ্বাধিত বস্ত্র
 ভস্ম দ্বারা শুদ্ধি হয় । কুর্মাদি দ্বারা সম্পূর্ণ
 বস্ত্রও ভস্ম দ্বারা শুদ্ধি হয় । যেখানে যেরূপ
 যোগ্য বিবেচনা করিবে, সেই স্থানে সেইরূপ
 অর্থাৎ সজল অথবা নির্জল ভস্ম ব্যবহার
 করিবে ৫১—৬০ । সেই সেই কৰ্ম্ম সম্পন্ন
 হইলে বৈদিকাগ্নি-জগ্গ ভস্ম ধারণ করিবে ।
 মন্ত্র পাঠপূর্বক অনুষ্ঠিত-ক্রিয়াজগ্গ কৰ্ম্ম
 অগ্নিতে ভস্মরূপ ধারণ করে; অতএব সেই
 ভস্ম ধারণ করিলে ঐ কৰ্ম্ম আত্মাতে আরোপিত
 করা হয় । অথোরাশ্বক মন্ত্র দ্বারা বিস্ফাট
 প্রজ্জালিত করিবে । ঐ অগ্নির নাম শিবাগ্নি
 এবং তজ্জাত ভস্মকে শিবাগ্নি ভস্ম বলে ।
 কপিলাগ্নোরগ্নিময়, অথবা সামান্ত্র গোরুর
 গোময় এবং শমী, অগ্ন্য, পলাশ, বট, আরণ্য,
 বিদ্র, এই সকল বৃক্ষ শিবাগ্নি দ্বারা দহ্য করিলে
 যে শুদ্ধ ভস্ম হয়, তাহাকেও শিবাগ্নি ভস্ম
 বলে । অথবা পূর্বোক্ত শিবমন্ত্র উচ্চারণ-
 পূর্বক দর্ভাগ্নি দ্বারা দহন করিবে; তাহা

দীপাং তু সংগ্রাহং যজ্ঞতে পূজ্যতেহপি চ ।
 তদ্বশং ত্বং হি শিবঃ পূৰ্ণঃ ত্বাকরোং ॥ ৬৬
 যথা দ্বিষয়ে রাজা সারং গৃহীতি যং করম্ ।
 যথা যজ্ঞাঃ শত্ৰুদীন দক্ষা সারং ভজতি বৈ ॥ ৬৭
 যথা হি ভাটরাগ্নিঃ ভক্ষ্যাদীন বিবিধান বহন ।
 দক্ষা সারতরং সারাং যদেহং পরিপুষ্যতি ॥ ৬৮
 তথা প্রপককতাপি স শিবঃ পরমেশ্বরঃ ।
 যাবিশেষপ্রপকস্ত দক্ষা সারং গৃহীতবান ॥ ৬৯
 দক্ষা প্রপকং তন্তুম্ শাস্ত্রভারোপসংস্থিঃ ।
 উত্থলনেন ব্যাণেন তপঃসারং গৃহীতবান ॥ ৭০
 সারং স্থাপনামাস সর্কসে হি শরীরকে ।
 কেশমাকানসারেন বায়ুসারেন বৈ মুখম্ ॥ ৭১
 জলকথিমারেন স্থপাং সারেন বৈ কটিম্ ।
 তত্র চরনিসারেন তদং সর্কসে তদঙ্গকম্ ॥ ৭২

(ঐ অগ্নিজাত ভূমিব) বহু ধর্ম সংশোধন
 করিয়া উহা নতুন ভূমি প্রাধিকার দীপ্তির
 নিমিত্ত ঐ ভূমি গ্রহণ করিবে শিব পূজ্য
 তম শব্দে অর্থ মাতা এবং পুত্রা বলিয়া
 নির্দেশ করিয়াছেন। যেকপ রাজা আপ-
 নার প্রাণের মত সার, তাহারই করতলে
 গ্রহণ করেন, সেইরূপ যজ্ঞমা, শত্ৰুদীকে
 দমন করিয়া তৎ হইতে সারস্বরূপ ভূমি
 গ্রহণ করে। যেকপ ভাটরাগ্নি বহু পরিমাণে
 জ্বলি তক্ষা দ্বা সর্কস দমন করিয়া তৎসার
 হইতে সারতর গ্রহণ করিয়া শরীর পোষণ
 করে; সেইরূপ প্রপককতা সেই পরমেশ্বর শিব
 স্থাপনার অধিষ্টে প্রপককে দমন করিয়া
 গৃহীত হইতে সার গ্রহণ করিয়াছেন। শিব
 প্রপককে দমন করিয়া তাহার তম আপনাতে
 যারোপিত করিয়াছেন। উত্থলনফলে তিনি
 সপ্ততর সার গ্রহণ করিয়াছেন। ৬১-৭০।
 সর্বসহিত ঐ ভূমি আপনার দেহে স্থাপিত
 করিয়াছেন। আকাশের সাররূপ ভূমি কেশে
 এবং বায়ুর সাররূপ ভূমি মুখে স্থাপন করিয়া-
 ছেন। অগ্নির সাররূপ ভূমি কটীতে, জল
 রূপ ভূমি কটিদেশে, পানির সাররূপ

ব্রহ্ম-বিষ্ণুঃ চ ব্রহ্মাণ্যং সারকৈব ত্রিপুরকম্ ।
 যথা ত্রিপুররূপেণ ললাটাত্তে মহেশ্বরঃ ॥ ৭৩
 ভগদ্যা সর্কমেতদ্ধি যজ্ঞতে অগ্নিমিত্যসৌ ।
 প্রপকসারসর্কসমেনৈব বনৌকতম্ ॥ ৭৪
 তম্ভদন্ত বনৌকতং নাস্তীতি স শিবঃ স্মৃতঃ ।
 যথা সর্কসমগ্গাণ্যং হিংসকো সর্গহিংসকঃ ॥ ৭৫
 অস্ত হিংসামুগো নাস্তি তন্মহাং সিংহ ইতীরিতঃ ।
 গং নিতাং শুবমানন্দমিকারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৬
 বকঃ শক্তিপ্রদাতা মেলনং শিব উচ্যতে ।
 তম্ভদেবঃ স্মা য়ানং শিবং কৃত্যকরোচ্ছিবম্ ॥ ৭৭
 তম্ভদনন পুরুষঃ ত্রিপুরং ধারসং পরম্ ।
 পুরুষকালে হি সজনা তদ্বাক্য নির্জলং ভবেৎ ॥
 শিবঃ যদ্যপি ব্রাহ্মণো নারী বাধ নারোহপি বা ।
 পূজ্যঃ সজনা তম্ভ ত্রিপুরেভ্যৈব ধারয়েৎ ॥ ৭৯
 ত্রিপুরং সজনা তম্ভ বহু পূজ্যং করোতি যঃ ।

—সংস্কৃতঃ—এইরূপে সমুদয় অঙ্গে ভূমি-
 লেপন করিয়াছেন। মহেশ্বর ব্রহ্ম, বিষ্ণু এবং
 বহুধর সার লইয়া ত্রিপুরক এবং ললাটে
 ত্রিপুর ধারণ করিয়াছেন। কেহেতু মহেশ্বর
 ত্রিপুরাং ব্রহ্মের প্রতি নিমিত্ত ঐ সমুদয়
 সারকে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা করেন, এই
 হেতু তিনি প্রপকসাররূপ সর্কসকে আপনার
 বনৌকত করিয়াছেন। তাহার কেহ বনৌকতা
 নাই, তাহার নাম শিব; যেমন সমুদয় পুত্ৰ-
 পণ্ডের হিংসক কেশরী, নিজের অপর কেহ
 হিংসক নাই বলিয়া 'সিংহ' নামে অভিহিত
 হইয়া থাকে। বস্তুতঃ 'শ' শব্দের অর্থ নিজ
 মুখ এবং আনন্দ, ইকার শব্দের অর্থ পুরুষ,
 বকঃ শব্দের অর্থ অমৃত শক্তি, এই কয়েক
 মেলনে শিব, অতএব আপনাকে শিবস্বরূপ
 করিয়া শিবের অচ্চনা করিবে। সুতরাং পূর্বে
 উত্থলন, তৎপতাং ত্রিপুরক ধারণ করিবে।
 পূজ্যার সময় সজল এবং অস্ত সময় নির্জল
 ভূমি ধারণ করিবে। বিষ্ণুভেই হটক অথবা
 ব্রাহ্মভেই হটক, পুরুষ হটক অথবা স্ত্রী হটক,
 পূজ্যার ত্রিপুরের সহিত সজল ভূমি ধারণ
 করিবে। এই সময় সজল ভূমি সহিত ত্রিপুর

শিবপূজাকালং সাক্ষং তদৈব হি স্থানিচিৎসু ॥ ৮০ ॥
 তস্য বৈ শিবমগ্নেণ ধৃত্য হৃত্যাম্রমী ভবেৎ ।
 শিবপ্রমীতি সম্প্রোক্তঃ শিবৈকপদমো বতঃ ॥ ৮১ ॥
 শিবব্রতৈকনিষ্ঠস্ত নশোচং ন চ স্তুতকম্ ।
 ললাটেহগ্রে সিংহং তস্য তিলকং ধারয়েদ্দৃঢ় ॥ ৮২ ॥
 বহুতাদ্গুরুহস্তায়া শিবভক্তস্য লক্ষণম্
 গুণান্ কুৰ্ব্ব ইতি প্রোক্তো গুরুশরঙ্গ বিগ্রহঃ ।
 সবিকারান্ রাজসাদীন গুণান কৃৎ বাপোহতি ।
 গুণাতীতঃ পরশিবো গুরুশপং সমাশিতঃ ॥ ৮৩ ॥
 গুণত্রয়ং বাপোহাগ্রে শিবং বোধয়তীতি সঃ
 বিবর্তনাত শিবাপাং ত্রিকুটিভিত্তীয়ত ॥ ৮৪ ॥
 তদ্বাদ্গুরুশরীরস্ত গুরুলিঙ্গং ভবেদ্ভুদঃ
 গুরুলিঙ্গস্ত পূজা : গুরুশরংগং ভবেৎ ॥ ৮৫ ॥
 কৃত্যং কুরোতি লক্ষ্মণা কংকম মনসা পিতা
 উক্তং বদগুরুশ পুরুষকায়ং বশকামেব বা ॥
 কুরোত্যেব হি পুত্রস্ত প্রাণৈরপি ধনৈরপি

ধারণ করিয়া পুত্র করে। তাহারই নিমিত্ত সম্পূর্ণ
 শিবপূজার সঙ্গলাভ হয়। ৮০—৮১। শিব-
 ব্রত উচ্চারণপূর্বক তস্য ধারণ করিয়া উক্তমাশ্রম
 আশ্রয় করিবে, ঐরূপ সর্বদা শিবপূজা
 বলিয়া শিবপ্রমী নামে সে উক্ত হয়। একমাত্র
 শিবব্রত অবলম্বনকারাদিগের মতশোচ বা
 স্তুতকাশোচ নাই। সে ব্যক্তি সর্বদা ললাটের
 অগ্রভাগে তিলক ভূষ এবং মুক্তিকর তিলক নিভ
 হস্ত এবং গুরুহস্ত ধরা ধারণ করিবে। যিনি
 গুণদিগকে বোধ অর্থাৎ অবদন করেন,
 তাহার নাম গুরু। সেই গুণাতীত পরম শিব,
 গুরুরূপ আশ্রয় করিয়া স প বিকারের সহিত
 বর্তমান রাজসাদি গুণসমূহকে নিরুদ্ধ অর্থাৎ
 জিরোধান করেন। তিনি গুণত্রয়কে তিরো-
 হিত করিয়া বিবস্ত্র শিব্যদিগকে শিব-রূপ
 বোধ করান বলিয়া 'গুরু' এই নামে
 অভিহিত হন। এই নিমিত্ত হে পণ্ডিতগণ!
 গুরুশরীরও পূজা দিহ। ঐ গুরুলিঙ্গের পূজা
 করিলে গুরুত্বলাভ হয়। শরীর, মন এবং
 বাক্য দ্বারা গুরুসেবা শাস্ত্রজ্ঞান উৎপাদন করে।
 গুরু পূর্বক বাহা বলিয়াছেন, তাহা সকাই হউক

ওদ্বায়ে শাসনে যোগাঃ শিবা ইত্যভিধীয়তে ॥ ৮৬ ॥
 শরীরাদ্যর্থকং সর্বং গুরোর্দিষ্টা শিব্যাকঃ ।
 অগ্রপাকং নিবেদ্যাগ্রে ভূত্বীয়াদৃগুর্কমুজয়া ॥ ৮৭ ॥
 শিবাঃ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ সদা শিব্যক্ৰোধপতঃ ।
 তিস্র্যালিঙ্গান্নম্নস্ত্রকং কর্ণযোনৌ নিবিচ্য বৈ ॥ ৮৮ ॥
 জাতঃ পুত্রো মনুপুত্রঃ পিতরং পূজয়েদৃগুরুম্ ।
 নিমজ্জয়তি পুত্রং বৈ সংসারে জনকঃ পিতা ॥ ৮৯ ॥
 সন্তারয়তি সংসারাদৃগুরুর্নৈ বোধকঃ পিতা ।
 উৎসোরয়তি জ্ঞাতা পিতরং গুরুমচ্চরেৎ ॥ ৯০ ॥
 কপ্ত শক্ষসয় চাপি ধনাদ্যোঃ সাক্ষিভৈর্গুরুম্ ।
 পাদানিকেশপর্ষাভ্যং লিঙ্গাগ্রানি বদন্তরোঃ ॥ ৯১ ॥
 ধনরূপৈঃ পাদুকাদ্যোঃ পাদসংগ্রহবাদিভিঃ ।
 স্নানভিক্ষেকনৈবেদ্যৈর্ভোজনৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৯২ ॥
 গুরুপদৈব পূজা সাক্ষিবস্ত পরমাশ্রয়ঃ

বা অশকাই হউক, যে পুত্রস্বা ব্যক্তি সীম বন
 ও প্রাণ পশ্যন্ত ব্যয় করিয়া উহা সম্পাদন করে,
 সেই গুরুশাসনানুসারীই প্রকৃত শিবা নামে
 অভিহিত হয়। শিবস্বা গুরুকে আপনার শরীর
 ও সমুদয় অর্থ সমর্পণ এবং প্রথম পদ অন্ন
 নিবেদন করিয়া সন্ত ভোজন করিবে। সর্বদা
 শাসন-পালনকারী শিবা পুত্র বলিয়া অভিহিত
 হয়। কারণ, শিবের করুণপ যোনিতে তিস্র-
 রূপ লিঙ্গ হইতে মনু স্বরূপ গুরুরূপ সেক দ্বারা
 ঐ শিবরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐগুরু
 পুত্রহানীর শিবা পিতৃরূপ গুরুর পূজা করিবে।
 উৎপাদক পিতা, পুত্রকে সংসারে নিমজ্জ
 করেন, কিন্তু জ্ঞানদাতা গুরুরূপী পিতা শিবা-
 রূপী পুত্রকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন।
 উৎপাদক ও গুরুরূপী পিতা এই উভয়ের মধ্যে
 উক্ত ভেদ অবগত হইয়া গুরুরূপী পিতারই
 অর্চনা করিবে। ৮৬—৯২। শরীর সংবাহ
 নাদি দ্রব্য ও যোগার্জিত ধনাদি দ্বারা গুরু
 সেবা করিবে। গুরুর পা হইতে কেশ পর্য্য
 বত অন্ন অগ্নি, তৎসমূহের—ঘনদান, পাদ
 কাদি দান, পাদগ্রহণ, স্নান, অভিষেক ও নৈবে
 দ্যাদি দান দ্বারা অর্চনা করিবে। গুরুপূজা
 দ্বারাই পরমাত্মা শিবের পূজা হয়।

গুরুপুত্রঃ সৰ্বমাত্মভিকল্পং ভবেৎ ॥ ১৫
 গুরোঃ শেখঃ শিবোচ্ছিতঃ জলময়াদিনির্মিতম্ ।
 শিবাংশঃ শিবভক্তানাং গ্রাহ্যঃ ভোজ্যঃ ভবেদ্ভিজাঃ
 গুরুপুত্রাধিহিতং চোত্তমং সকলং ভবেৎ ।
 গুরোঃ বিশেষস্তং যত্নাদগম্যত বৈ গুরুম্ ॥ ১৬
 অজ্ঞানমোচনং সাধ্যং বিশেষস্তো হি মোচকঃ ।
 অদৌ চ বিশেষমনঃ কৰ্তব্যং কস্যপুত্রয়ে ॥ ১৭
 নির্দিষ্টেন কৃতং সাধ্যং কস্য বৈ সকলং ভবেৎ ।
 তস্যৈ সকলকৰ্মাদৌ বিশেষঃ পুত্রয়েদুঃ ॥ ১৮
 সৰ্বদানিষ্টোক্তাঃ সৰ্বান দেবান বক্তেদুঃ ।
 জ্ঞানপিতৃগোষ্ঠং সাদা হাদ্যাদিকম্ মতাঃ ॥ ১৯
 শিচত্বকাদীনং বহুকাদ্যম্ভবে তথা ।
 হস্তশিল্পমোৰাদিকাদীনং পত্নেনৈপি চ ॥ ২০
 গৃহে কল্প-সৰ্প-স্ত্রী-দুৰ্জনাঃ সৰ্বেনৈপি চ
 কল্প-সৰ্পাদীনং প্রত্যাতিবিসময়েপি চ ॥ ২১

পুত্রবিশিষ্টঃ সৰ্বং ধার্যঃ সৰ্বদা কৰ্ত্তব্যে ।
 চ হিতম্ । গুরুপুত্রাধিহিতং ও শিবোচ্ছিতং
 জলময়াদিনির্মিতম্ শিবাংশঃ শিবভক্তানাং গ্রাহ্যঃ
 ভোজ্যঃ ভবেদ্ভিজাঃ গুরুপুত্রাধিহিতং চোত্তমং সকলং
 ভবেৎ । গুরোঃ বিশেষস্তং যত্নাদগম্যত বৈ গুরুম্ ॥ ১৬
 অজ্ঞানমোচনং সাধ্যং বিশেষস্তো হি মোচকঃ ।
 অদৌ চ বিশেষমনঃ কৰ্তব্যং কস্যপুত্রয়ে ॥ ১৭
 নির্দিষ্টেন কৃতং সাধ্যং কস্য বৈ সকলং ভবেৎ ।
 তস্যৈ সকলকৰ্মাদৌ বিশেষঃ পুত্রয়েদুঃ ॥ ১৮
 সৰ্বদানিষ্টোক্তাঃ সৰ্বান দেবান বক্তেদুঃ ।
 জ্ঞানপিতৃগোষ্ঠং সাদা হাদ্যাদিকম্ মতাঃ ॥ ১৯
 শিচত্বকাদীনং বহুকাদ্যম্ভবে তথা ।
 হস্তশিল্পমোৰাদিকাদীনং পত্নেনৈপি চ ॥ ২০
 গৃহে কল্প-সৰ্প-স্ত্রী-দুৰ্জনাঃ সৰ্বেনৈপি চ
 কল্প-সৰ্পাদীনং প্রত্যাতিবিসময়েপি চ ॥ ২১

ভাবি হুঃখং সমায়াতি তন্মাত্রে ভৌতিকা মজঃ
 অমেধ্যাশনিপাতন্ত মহামারী তথৈব চ ॥ ১০৩
 অমারী বিদ্বিষ্ট গোমারী চ মহাবিকা ।
 অমক-গ্রহসংক্রান্তি-গ্রহযোগাঃ বরাশিকে ॥ ১০৪
 হুঃখপ্রদৰ্শনাদ্যন্ত মতা বৈ অধিদৈবিকাঃ ।
 শব-চাণাল-পতিতস্পর্শদ্যোগ্যস্তগ্ৰহে পতে ॥ ১০৫
 এতাদৃশে সমুৎপাদে ভাবিহুঃখস্ত হৃৎকে ।
 শাস্ত্রবাক্ত মতিমান কুৰ্য্যাত্তদোষশাস্তয়ে ॥ ১০৬
 দেবালয়েও পোটে বা চেতো বাপি গৃহস্থানে ।
 প্রদোষোদ্যতিকা বা বিহন্তে চ সলগ্নতে ॥ ১০৭
 ভাবমাত্রবীহিত্যন্ত প্রতাপ্য পরিহতা চ
 মনো বিলিখা কলং তথা দিত্ব বিলিখ্য বৈ ।
 তন্মতা খেতিতং কুপ্তং নবতপ্পনপুণিতম্ ।
 মনো স্থাপ্য মহাকুপ্তং তথা দিত্বপি বিস্তম্ ॥

হাঃ পরিদর্শন এবং গুরু শ্রী ও গো প্রভৃতির
 সহ বিদ্যে প্রসব—এই সকল ঘটনা ভাবী
 হুঃখের সূচনা করে, এই নিমিত্ত ইহারা আধি-
 ভৌতিক বাধা বলিয়া অভিহিত হয় । অমেধ্য
 অর্থাৎ রক্তাদি অপবিত্র বস্তু বর্ষণ, বস্ত্রপাত,
 মহামারী, অমারী (ব্যালেরিয়া), বিদ্বিষ্ট-
 মারী (কলেরা), গোমারী, বসন্ত, বীর রান্ধিতে
 জলদ্রব ও গ্রহের সংক্রমণ বা অস্ত্র হুট
 গ্রহের যোগ এবং অস্ত্র হুঃখ প্রদর্শন, ইহারা
 আধিদৈবিক বাধা বলিয়া কথ্য । গৃহস্থে
 শব, চাণাল বা পতিতবির স্পর্শ বা এতাদৃশ
 অপব বস্তুসমূহ ভাবী হুঃখের হৃৎক ঘটনা
 উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঐ সকল
 ঘটনার শাস্ত্র নিমিত্ত শাস্ত্রবাক্তের অনুষ্ঠান
 করিবে । দেবালয়ে, পোটে, চেতায়ানে অথবা
 গৃহের অন্তরে একটী প্রদোষবার উত্তর এক
 বিহন্ত পরিহিত উত্তমরূপে অলঙ্কৃত বোঁ
 নিষ্কাশ করিবে । উহাতে তার পরিহিত
 ব্রীহিবাণ্ড স্থাপন করিয়া চারিদিকে ছকাইয়া
 দিবে । উহার মধ্যে একটী পদ অঙ্কিত
 করিবে ও পূর্বদিক দিকে কল্প-হস্ত বৌদ্ধ হুঃখ
 পতিত করিয়া বক্তহস্তে কল্প-হস্ত বা বা
 একটী মহাকুপ্ত স্থাপন করিবে এবং অধিদৈবিক

সনাতনককৃচ্ছাদীন্ কলসাসং ৮ তথাষ্টম্ ।
 পুরঃসরপুত্রেণ পকদব্যকুতেন হি ॥ ১১০
 প্রক্ষিপণবরহানি নীলাদীন্ ক্রমশস্তথা ।
 কৰ্ম্মস্বক সপত্নীকমাচার্য্যং বরয়েদ্বধাঃ ॥ ১১১
 সুবর্ণপ্রতিমাং বিষ্ণোরিন্দ্রাদীনাং নিষ্কপেং
 সশিরস্তে মধ্যকুস্ত্রে বিষ্ণুমাৰুহ পূজয়েং ॥ ১১২
 প্রাপাদিবু বধামম্মিত্রাদীন্ ক্রমশো বজেং ।
 তন্ত্রাণা চতুৰ্থা চ নমোহস্তেন বধাক্রমম্ ॥ ১১৩
 আবাহনাদিকং সৰ্ব্বমাচার্য্যেণৈব কারয়েং ।
 আচার্য্য কৃত্বা সাক্ষং তদ্ব্যন্থান্ প্রজপেচ্ছতম্ ।
 কুস্ত্রে পশ্চিমে তানে অপান্ত্রে হোমমাচরেং ।
 কোটিং লক্ষং সহস্রং বা শতমষ্টোত্তরং বৃধাঃ ॥
 একাহং বা নবাহং বা তথা যৎকালমেব বা ।
 বধাযোগ্যং প্রকুক্ষ্যত কালদেশানুসারতঃ ॥ ১১৬
 শমীহোমশ্চ শাস্ত্যৰ্থে কৃত্যৰ্থে চ পলাশকম্ ।

আন্তঃপল্লাবাদি-বুদ্ধ কলস স্থাপন করিবে ,
 পরে ঐ কুস্ত্র সকল সৌগন্ধিক পকদব্য-সংস্কৃত
 মস্তপুত জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে ১০১—১১০
 তাহার পর ক্রমশঃ নীলাদি নবরত্ন নিষ্কপ
 করিবে । অনন্তর শাস্তিকর্মে মিশ্রণ সপত্নীক
 আচার্য্যকে বরণ করিবে । তাহার পর ঐ
 বেদীর উপর বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবতার সুবর্ণ-
 ময়ী প্রতিমা স্থাপন করিবে । পরে সমস্তক মধ্য-
 কুস্ত্রে বিষ্ণু আবাহনপূর্বক পূজা করিবে ।
 অনন্তর পূর্বাদি দিগুজ্ঞানে ইন্দ্রাদি দেবতার
 স্ব স্ব নামে চতুৰ্থস্ত ও প্রত্যেকের অস্ত্রে
 'নমঃ' এই শব্দের যোগ করিয়া বধাক্রমে পূজা
 করিবে । আচার্য্য দ্বারাই আবাহনাদি নিষ্কল
 কার্য্য করাইবে । আচার্য্য পুরোহিতের সহিত
 সাতবার এই মন্ত্রের জপ করিবেন । অপের
 পর হে পণ্ডিতগণ ! কুস্ত্রে পশ্চিমভাগে
 কোটি, লক্ষ, সহস্র বা অষ্টোত্তর শতবার হোম
 করিবে । একদিন হউক, নয়দিন হউক, অথবা
 চল্লিশ দিন হউক, দেশ, কাল এবং আপনার
 যোগ্যতানুসারে এইরূপ শাস্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান
 করিবে । শাস্তির নিমিত্ত শমীহোম এবং
 কলিঙ্গ নিমিত্ত পলাশহোম করিবে, অথবা সশি-
 র

সমিদগাজ্যকৈঃ ক্রিয়ৈর্নান্না মন্ত্রেণ বা বনেং ॥ ১
 আরুণ্ডে বং কুতং দ্রব্যং তং ক্রিয়াস্তং সমা
 পূণ্যাহং বাচয়িত্বাস্তে দিনে সম্ভ্রাক্ষয়েজ্ঞনৈ
 ত্রাক্ষণান্ ভোজয়েং পশাদ্যাবদাহুজিনং ধ্যায়
 আচার্য্য-১১ হবিষ্যানী কৃত্বিচ্ছ-১ ভবেদ্বধাঃ ॥
 আদিভ্যাদীন্ গৃহান্ বক্ষেং সৰ্ব্বহোমাস্ত এব
 কৃত্বিগুতো দক্ষিণাং দদ্যাদিবরং যধাক্রমম্
 দশদানং ততঃ কুৰ্য্যাধুরিদানং ততঃ পরম্ ।
 বালানামুপমীতানাং গৃহিণাং বানিনাং ধনম্ ॥
 কন্তানাং সন্ততুণাং বিধানানাং ততঃ পরম্ ।
 তস্তোপকরণং সৰ্ব্বমাচার্য্যায় নিবেদয়েং ॥ ১
 উংপাতানাং মারীণাং দুঃখস্বামী ধমঃ স্মৃতঃ
 তদাদ্বমস্ত প্রীতার্থং কালদানং প্রদাপয়েং
 শতনিক্ষেপ বা কুৰ্যাদশনিক্ষেপ বা পুনঃ ।
 পাশাকুশধরং কালং বৃধাং পুরুষরূপিনম্ ॥

অত্র এবং আজ্যাদি দ্বা দ্বারা দেবতার না
 ময় উচ্চারণপূর্বক বন করিবে । যে
 দ্বারা হোমকর্ম্মের আরম্ভ করিবে, হে
 সমাপন অবধি সেই দ্বারার ব্যবহার কা
 সেই দিবসে কক্ষের শেষে পূণ্যত পাঠ
 ইয়া জল দ্বারা উহার প্রোক্ষণ করিবে ।
 তদ্র সংখ্যা অনুসারে পরে ত্রাক্ষণত
 করাইবে । হে পণ্ডিতগণ ! ঐ দিবস
 এবং কৃত্বিগুণ হবিষ্যানী হইবে ।
 হোমের অন্তে আদিভ্যাদি গ্রহণের
 করিবে । তাহার পর কৃত্বিগুণকে যধা
 নবরত্ন দক্ষিণাদান করিবে । তাহার
 দশদান দান করিবে ; অনন্তর উ
 বালক এবং গৃহিণকে ভূরিপরি
 ধনদান করিবে । তাহার পর সন্ত
 কন্তা ও বিধবাদিগকে দান করিবে ,
 পর উপকরণ সকল আচার্য্যকে নি
 করিবে । ১১১—১২২ । উংপাত ও
 প্রভৃতি দুঃখের অধিপতি ধম, অতএব
 প্রীতির নিমিত্ত একবার কালের প্রতিমা
 করিবে । শত বা ততোধিক নিক্ষেপ
 দ্বারা পাশাকুশধর পুরুষরূপী ধমের

২৭ প্রতিমা দানঃ কুর্ধ্যাদিক্রিয়া সহ ।
 দানঃ ততঃ কুর্ধ্যাৎ পূর্ণাঙ্ক্যাদিসিদ্ধয়ে ॥ ১২৫
 আবেশনানঞ্চ কুর্ধ্যাদ্যধিনিবৃত্তয়ে ।
 হস্তঃ ক্রোড়ে যিহান্ন দক্ষিণঃ শতমেব বা ॥ ১২৬
 ভক্তাবে দরিদ্রস্য বধাশক্তি সমাচরেৎ ।
 ক্রবন্ত মনাপূজাঃ কুর্ধ্যাদ্ভূতাদিশাত্তয়ে ॥ ১২৭
 দক্ষিণকঃ নৈবেদ্যং শিবস্তাস্তে ক কারয়েৎ ।
 ক্ষণমভ্যুত্থয়েৎ পশ্চাদ্ভুক্তিতোজনরূপতঃ ॥ ১২৮
 বঃ ক্রুতেন যৎকেন দোষশাস্তিমবাপুয়াৎ ।
 ত্রিধর্মমিত্য কথ্যং বর্ষে বর্ষে তু কাক্ষনে ॥ ১২৯
 ক্রুতেনৈব সোম্যং বৈ মাসমায়ে সমাচরেৎ ।
 দক্ষপদিসংস্পৃশ্যেৎ পূজ্যৈঃ পূজ্যৈঃ ॥ ১৩০
 হস্তাদিসমুৎপত্তৌ সঙ্গঃ পুনরুচরেৎ ।
 ক্রুতবে দরিদ্রস্য দীপদানমর্থচরেৎ ॥ ১৩১
 ক্রুতভ্যঃ পূজ্যৈঃ বৈ যৎকিঞ্চিদানমাচরেৎ ।

দ্বিধাক্রমঃ সমপূর্ণাঙ্ক্যেণাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১২২
 সহস্রমবুত্তং লক্ষং কোটিং বা কারয়েদ্বিধঃ ।
 নমস্কারাশ্রয়জেন তুষ্ঠাঃ স্ত্রীঃ সর্গদেবতাঃ ॥ ১৩০
 ত্বং স্বরূপেহর্পিতা দুর্জিন্তেহশূন্যে চ রোচতি ।
 যা চাস্ত্যশ্রদহন্তেতি ত্বয়ি দৃষ্টে বিবর্জিতা ॥ ১৩৪
 নমোহহং হি স্বদেহেন ভো মহাংস্বমসি প্রভো ।
 ন শূন্যো মং স্বরূপো বৈ তব দাসোহস্মি সাঙ্গতম্ ।
 বধ্যাযোগ্যং স্বাস্থ্যবজ্রং নমস্কারং প্রকল্পয়েৎ ।
 অথাত্র শিবনৈবেদ্যং দধা তামূলমাহরেৎ ॥ ১৩৬
 শিবপ্রদক্ষিণং কুর্ধ্যাৎ স্বয়মষ্টোত্তরং শতম্ ।
 সহস্রমবুত্তং লক্ষং কোটিমন্তেন কারয়েৎ ॥ ১৩৭
 শিবপ্রদক্ষিণাঃ সর্গং পাতকং নশতি ক্রবাৎ ।
 হস্তস্ত দুলং ব্যাধির্হি বাধের্মূলং হি পাতকম্ ।
 ধর্মোদৈব তি পাপানামপনোদনমৌচিতম্ ।
 শিবোদৈব তি ধর্মঃ ক্রমঃ পাপবিনোদনে ॥ ১৩৯

কর্তব্য করিবে দক্ষিণের সহিত সেই মূর্তি-
 ত্তি দান করিবে। ততঃ পর পূর্ণ-আয়
 ার প্রদক্ষিণ নিমিত্ত তিল দান করিবে।
 বিনিবৃত্তি ক্রম আভ্যবেক্ষণ দান করিবে;
 নতর সহস্র বাক্ষণ-ভোজন করাইবে।
 তৎকাল দরিদ্র হস্ত তব শত বাক্ষণ ভোজন
 রাইবে। দরিদ্র ব্যক্তি দ্বিভুত অতাব নিব-
 ন বধ্যাশক্তি কাহারে স্বত্বদান করিবে এবং
 তদ্বি উপ-বশ্যতির নিমিত্ত ভৈরবের মহা-
 ত্য করিবে। ক্রমের অবসানে শিবের
 স্তে মহাভিক্ষক এবং নৈবেদ্য করিবে।
 তার পর ভুক্তিভোজন দ্বা বাবা বাক্ষণ-
 গতে ভোজন করাইবে। এইরূপে বাক্ষণ
 বৃত্তি করিলে দেবের শান্তি হয়। প্রতি-
 ি সাক্ষনমাসে এইরূপ শান্তিবদ্ধ করিবে।
 নরূপ দুর্জিন উপস্থিত হইলে, সত্য বা
 ক্রমের মধ্যে শান্তিকর্ম করিবে; মহা-
 ত্তিকাল উপস্থিত হইলে ভৈরবের পূজা
 রিবে। ১২৩—১৩০। মহাব্যাক্তি উপস্থি-
 তিলে পুনর্বার সর্গ করিবে। দক্ষিণ ব্যক্তি
 দান প্রকার সামগ্রীর আয়োজনে অকম
 ইলে দীপদান যাত্র করিবে। অতঃপর

অশঙ্ক হইলে দান করিয়া বধ্যাশাধ্য বাক্ষিকিং
 দান করিবে এবং মনুষ্যপুণ্ড্রক অষ্টোত্তর
 শতবার স্ত্রীকে নমস্কার করিবে। দুর্জিন
 ব্যক্তি সহস্র, অশুভ, লক্ষ বা কোটি নমস্কার
 করিবে; কারণ নমস্কারাত্মক বন্ধ দ্বারা নিবিল
 দেবদগ তুই হন "হে শিব! নম, সন্তপ
 এবং দীপদান তোমার স্বরূপে আমি বুদ্ধি
 অর্পণ করিয়াছি, আমার যে অহংকার আছে,
 তোমার দর্শনে তাহ নষ্ট হইয়াছে। আমি
 বকীর দেহে নত হইয়াছি। হে প্রভো!
 আপনি আকাশ তুলা মহান, কিন্তু আপনি পৃথ-
 নহন, আমার স্বরূপ, সম্পত্তি আমি আপনার
 দাস" এইরূপ বধ্যাযোগ্য আত্মবাক্ষরূপ নম-
 স্তবের কল্পনা করিবে। অনন্তর শিব নৈবেদ্য
 দান করিয়া তামূল প্রদান করিবে। স্বয়ং
 অষ্টোত্তর শতবার শিবের প্রদক্ষিণ করিবে এবং
 অস্ত্রের দ্বারা সহস্র, অশুভ, লক্ষ ও কোটিবার
 প্রদক্ষিণ করাইবে। শিবের প্রদক্ষিণ বাক্ষ
 মূর্ত্তের মধ্যে সমুদ্র পাতক খিন্ত হয়।
 ক্রমের দ্বা ব্যক্তি এবং কল্পিত দুল পাতক।
 বর্ষাকালেই পাপের অপনোদন হয়। শিবের
 দর্শনে যে পাপ ক্রমাৎ নষ্ট হয়, তাহ

অধ্যক্ষঃ শিবধর্মোঃ প্রদক্ষিণমিতিরিতিম্ ।
 ত্রিবিধা জপরূপঃ হি প্রবর্ত্ত্য প্রদক্ষিণম্ ॥ ১৪০
 জননঃ মরণঃ বন্ধঃ মারাচক্রমিতিরিতিম্ ।
 শিবস্ত মারাচক্রং হি বলিনীঠং উচ্যতে ॥ ১৪১
 বলিনীঠং সমারভ্য প্রদক্ষিণাক্রমেণ বৈ ।
 পদে পদান্তরং গচ্ছ। বলিনীঠং সমাধিশে ॥ ১৪২
 নমস্কারং ততঃ কৃধ্যাঃ প্রদক্ষিণমিতিরিতিম্ ।
 নিগম্য জননং প্রাপ্য নমস্কারসমর্পণম্ ॥ ১৪৩
 জননঃ মরণঃ বন্ধঃ শিবমাধাসমর্পিতম্ ।
 শিবমার্গার্গিতব্ধো ন পুনস্ত্যক্তভাগ্ভবেৎ ॥ ১৪৪
 বাবদেহঃ ত্রিবিধীনঃ স জীবো বহু উচ্যতে ।
 দেহত্ৰয়বশীকারে মোক্ষ ইত্যুচ্যতে বৃধেঃ ॥ ১৪৫
 মারাচক্রপ্রণেতা হি শিবঃ পরমকারণম্ ।
 শিবমার্গার্গিতব্ধঃ শিবস্ত পরিমার্জিতি ॥ ১৪৬
 শিবেন কল্পিতং বন্ধং তন্নির্যেব সমর্পয়েৎ ।
 শিবস্তাতিপ্রিয়ং বিদ্যাঃ প্রদক্ষিণং নমো দুধ্যাঃ ॥

অপনোদনে সমর্থ হয়। শিবোদ্দেশে অমু-
 স্তিত ধর্মের মধ্যে প্রদক্ষিণই মুখ্য বলিয়া
 অভিহিত হইয়াছে : কারণ, প্রদক্ষিণ আর
 কিছুই নহে, ত্রিবিধ দ্বারা প্রবর্ত্ত্য জপ মাত্র
 জনন ও মরণ এই দুইটী মারাচক্র, শিবের
 মারাচক্র বলিনীঠ নামে অভিহিত হয়।
 ১৩১—১৪১। বলিনীঠ হইতে আরম্ভ করিয়া
 দক্ষিণক্রমে পার পার চলিয়া পুনর্বার বলিনীঠে
 প্রবেশ করিবে। তাহার পর নমস্কার করিবে।
 এই সমুদয় ত্রিবিধ নাম প্রদক্ষিণ; প্রদক্ষিণক্রমে
 গমন হইতে জন্মমৃত্যু বন্ধ, নমস্কার দ্বারা আত্মসম-
 র্পণ করা হয়। জনন ও মরণ এই উভয় শিব-
 মারাতে সমর্পণ করিবে। যে ব্যক্তি শিব-
 মারাতে এই উভয় অর্পণ করিয়াছে, সে পুন-
 র্কার আর জন্মমৃত্যু করে না। যে অবধি দেহ
 থাকে, সেই অবধি ত্রিবিধ অধীন জীব বহু
 বলিয়া অভিহিত হয়। দেহত্ৰয়ের বশীকারের
 নাম মোক্ষ। মারাচক্রের প্রণেতা শিবই
 পরম কারণ; শিবের মায়া অর্গিত বন্ধকে
 শিবই পরিত্যক্ত করেন। শিব কর্তৃক নির্মিত
 বন্ধকে শিবই মুক্ত করিবে, এই নিশ্চিত

প্রদক্ষিণমমকার্যঃ শিবস্ত পরমাত্মনঃ ।
 ষোড়শৈকপটায়ৈশ্চ কৃতপূজা ফলপ্রদা ॥ ১৪৬
 প্রদক্ষিণবিদ্যাস্তং হি পাঠকং নাস্তি ভূতলে ।
 তন্মাৎ প্রদক্ষিণেনৈব সর্বপাপং বিনাশয়েৎ ॥ ১৪৭
 শিবপূজাপরো মোনৌ সত্যাদিগুণসংযুতঃ ।
 ত্রিবিধা-তপো-জপ-জ্ঞান-ধ্যানৈবেককমাচরেৎ ॥
 ত্রৈবিধ্যং শিবাদেহৈশ্চ জ্ঞানমজ্ঞানসংকরঃ ।
 শিবসামিধামিত্যেতে ত্রিবিধীনঃ ফলং ভবেৎ ॥
 কবচেন ফলং ধ্যতি তমসঃ পরিহাপনাৎ ।
 অন্নঃ পরিমার্জিত্বাহ্ন্যস্তদ্ব্যাক্তা জনিতানিব ॥ ১৪৮
 যথাদেশং যথা ফলং যথাদেহং যথাধনম্ ।
 যথাযোগ্যং প্রদক্ষ্যীত ত্রিবিধীন শিবভক্তিমান-
 গ্যামার্জিতমুখিতেন বসেৎ প্রাক্তঃ শিবস্থলে ।
 জীবহিংসাদিরিহিতমতিক্রমবিবর্জিতম্ ॥ ১৪৯

হে পণ্ডিতগণ! প্রদক্ষিণ এবং নমস্কারের
 শিবের অতিশয় প্রিয় বলিয়া জানিবে। পর
 মায়া শিবের উদ্দেশে কৃত প্রদক্ষিণ ও নমস্কার
 সকল ষোড়শ উপচার দ্বারা অমুষ্ঠিত পূজা
 ফল প্রদান করে। এই পৃথিবীতে এম
 কোন পাপ নাই, যাহা প্রদক্ষিণ দ্বারা বিনা
 প্রাপ্ত না হয়। অতএব প্রদক্ষিণ দ্বারা সমু
 পাপের বিনাশ করিবে। সাধক শিবপূজ
 পরায়ণ, মোনৌ এবং সত্যবাদিত্বাদি গুণ
 হইয়া ত্রিবিধ, তপস্তা, জপ, জ্ঞান এবং ধ্য
 ইত্যাদির মধ্যে এক একটীর অমুষ্ঠান করিবে
 ১৪২—১৪৬। অনিমা দি অষ্টবিধ ত্রৈবিধ্য, দি
 দেহ, জ্ঞান, অজ্ঞানকর, শিবের সামিধ্য
 কর্তা ত্রিবিধীর ফল। ত্রিবিধীচরণ দ্বারা অম
 রূপী অন্ধকারের বিনাশ হওয়ার মনুষ্য ফল
 করে এবং অমের পরিপোষণ হেতু ত্রি
 প্রভৃতি যেস পরমস্বভূতি প্রেরণার অ
 এইরূপ ভাবে অমুষ্ঠান করিবে। এক
 কাল, পরীক্ষাসামর্থ্য, ধন ও যোগ্যতা অনুস
 তত্ত্বমান ব্যক্তি ত্রিবিধীর অমুষ্ঠান করি
 বুদ্ধ্যমান ব্যক্তি শিবোদ্দেশে ত্রৈবিধ্যক
 এবং জীবহিংসা পরিভোগ করত, ক্র

বিদ্যোত্তরসংহিতা ।

অন্যে গুণক তোরময় বিদ্যা হুখম্ ।
 বাহ্যবিস্তৃত ভিকার্য জ্ঞানকং ভবেৎ ॥ ১৫৫
 তত্ত্ব ভিকার্য শিবভক্তিবিবর্ধনম্ ।
 নত্মিতি প্রাহতিভিকার্য শিবযোগিনঃ ॥ ১৫৬
 কেনাপ্যপায়েন যত্র কুতাপি ভূতলে ।
 ব্রতকৃ সদা মোনৌ রহস্তং ন প্রকাশয়েৎ ॥
 শবেৎ তু ভক্তানাং শিবমাহাত্ম্যমেব হি ।
 যঃ শিবময়স্ত শিবা জ্ঞানাত নাপরঃ ॥ ১৫৮
 ভক্তা বসেন্দ্ৰিত্য শিবলিঙ্গং সমাপ্রিতঃ ।
 দ্বিপ্রায়ৈব স্বাপুর্ভবতি ভূত্বাঃ ॥ ১৫৯

পুজয়া চরলিঙ্গত ক্রমায়ুক্তো ভবেৎ প্রথম ।
 সর্বমুক্তং সমাসেন সাধ্যসাধনমুত্তমম্ ॥ ১৬০
 ব্যাসেন যং পুরা প্রোক্তং বহুতং হি ময়া পুরা
 ভূতমন্ত হি বোহম্যাকং শিবভক্তির্দৃঢ়াঙ্গ সা ॥ ১৬১
 যদ ইমং পঠতে হৃদ্যাং যঃ শৃণোতি নরঃ সঙ্গা ।
 শিবজ্ঞানং স লভতে শিবস্ত কৃপয়া কুখাঃ ॥ ১৬২
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বিদ্যোত্তরসংহিতায়
 সাধ্যসাধনখণ্ডে শিবলিঙ্গমহিমবর্ণনং
 নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

বাস করিবে। পঞ্চাঙ্গের মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক
 তে জল ও অন্ন সুখপ্রদ জানিবে, অথবা
 দেহ ভিকার জ্ঞানপ্রদ হইবে। শিবভক্তের
 শিবভক্তির বিবর্ধক এবং শিবযোগীর
 শিব শৃঙ্গমত নামে অভিহিত হইয়াছে।
 কোন উপায়ে পৃথিবীর যে কোন স্থলে
 ব্রহ্মভোগী এবং সর্বদা মোনৌ হইয়া বাস
 তদন্ত প্রকাশ করিলা না। ভক্তদ্বিধের
 টে শিবমাহাত্ম্য প্রকাশ করিবে। শিব-
 রহস্ত শিব ভিন্ন আর কেহ জ্ঞানে না।
 তত নিত্য শিবলিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া
 করিবে; হে ব্রাহ্মণগণ! মহাদেবের

লিঙ্গের আশ্রয়ে মনুষ্য মহাদেব তুল্য হয়।
 চরলিঙ্গের পূজা দ্বারা নিত্য ক্রমশঃ মুক্তিলাভ
 হয়। সংক্ষেপে উক্ত সাধ্য-সাধন সমুদয়ই
 উক্ত হইল। ব্যাস এই পুরাণ বলিয়াছেন
 এবং পূর্বে আমি ইহা প্রবণ করিয়াছি।
 আপনাদিগের মঙ্গল হউক এবং আমাদেবেরও
 পূজা শিবভক্তি হউক। যে মনুষ্য এই অধ্যায়
 পাঠ করে এবং যে শ্রবণ করে, হে পণ্ডিত-
 গণ! সে মহাদেবের কৃপায় শিব-জ্ঞানলাভ
 করে। ১৫১—১৬২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সমাপ্তোত্তরং বিদ্যোত্তরসংহিতা ।



কৈলাসসংহিতা ।

প্রথমোধ্যায়ঃ ।

নমঃ শিবায় সত্যায় সগুণায় সস্বনয়ে ।
 এখানপুরুষেশ্বর সর্গাহিত্যত্বহেতবে ॥ ১
 হিমবাহিনীপরে পূর্বে তপস্ততো মহোজসঃ ।
 বারানসীং পশ্চতামা মুনয়ঃ কৃতসংবিদঃ ॥ ২
 নির্গতা তন্মাং সম্প্রাপ্য পিরেঃ কানীং সমাহিতাঃ
 স্নাত্বমেবেতি তদা স্তুতমর্ষিকর্ষিকাম্ ॥ ৩
 তত্র স্নাত্বা স্তমস্তপ্যা দেবাদীনঞ্চ জাহ্নবীম্ ।
 বৃষ্টা স্নাত্বা মুনীন্দ্ৰান্তে বিশেষং ত্রিশশৈবরম্ ॥ ৪
 নমস্ত্যক্তা সম্পূজ্য ভক্ত্যা পরমরহিতাঃ ।
 শতকুহাদিতিঃ স্তুত্বা স্তুতিভির্বেদপারগাঃ ॥ ৫
 আশ্রয়ং মেদিয়ে সর্কে কৃতার্থা বরমিত্যুত ।
 স্নানবসরে স্তুতং পুণ্ড্রকেশদিশুস্বয় ॥ ৬
 স্নাত্বা সমাগত্য বীজা মুদা তে তং বর্নয়ন্তে ।

সোহপি বিশেষরং সাক্ষ্যদেবদেবমুপাতিম্ ॥ ৭
 নমস্ত্যক্তাঃ তৈঃ সাকং মুক্তিমণ্ডপমাবিশং ।
 উদাসীনং মহাশ্রয়ং স্তুতং পৌরাণিকোত্তমম্ ॥ ৮
 অর্থাদিভিঃ সর্কে মুনয়ঃ সমুপাচরন্ ।
 অতঃ স্তুতঃ প্রসন্নাত্মা মুনীনাং লোকা স্তুততান ॥ ৯
 পত্রাচ্চ কুশলং তেহপি প্রোচুঃ কুশলমাম্বনঃ ।
 তে স্তমস্তপ্তকলমং স্নাত্বা সর্কে মুনীশ্বরাঃ ॥ ১০
 প্রণবং বাক্যতাপমুচুঃ প্রস্তাবকং বচঃ ॥ ১১
 মুনয় উচুঃ ।

ব্যাসশিষ্য মহাতাপ স্তুত পৌরাণিকোত্তম ।
 ভবত্বমেব ভগবান্ ব্যাসঃ সর্কজগদগুরুঃ ।
 অভিষিচ্য পুরাণানাং গুরুভে সমবোজয়ঃ ॥ ১২
 তন্মাং পৌরাণিকী বিদ্যা ভবতো জদি সংহিতা

প্রথম অধ্যায় ।

যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ এবং
 প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, সেই ব্রহ্মস্বরূপ
 শিব, জগদ্বাতা পার্শ্বতী, গণেশ, কার্ত্তিকের ও
 ঐশ্বর্যশালীকে নমস্কার । পূর্বকালে মহাভক্ত
 মুনিগণ হিমালয়শ্রেণীতে তপস্তা করিতে করিতে
 বারানসী নগরে কৃতসংকল্প হইলেন । তাঁহারা
 হিমগিরি হইতে বহির্গত হইয়া “একবারে
 কানীয়ারে উপস্থিত হইয়া স্নান করিব” এই-
 রূপ একাগ্রচিত্তে মনি-কর্ষিকার উপস্থিত হই-
 লেন । বেদপারগ সেই মুনীন্দ্রগণ তথায় স্নান-
 পূর্বক দেবাদিউর্গণ সমাপনান্তে স্নান করিয়া
 গঙ্গায় স্নান করিয়া, দেবদেব বিশেষরূপে পরম ভক্তি-
 সহকারে এখান এবং তাঁহার পূজা ও রূপাখ্যায়
 প্রকৃতি তৈর দ্বারা স্তব করিয়া, আপনাদিগকে
 কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, ইত্যবসরে মহর্ষি স্তুত
 বর্নয়ন্তে মহাতাপ স্তমস্তপ্য উপস্থিত হইলেন ।

তাঁহারা স্তবকে সমাগত দেখিয়া আনন্দসা-
 করে বন্দনা করিলেন । সেই স্তুত ও সা-
 ভবানীপতি দেবদেব বিশেষরূপে নমস্কার ক-
 র্ত্তা হইলেন স্তমস্তপ্যের সহিত মুক্তিমণ্ডপে প্রবেশ ক-
 রিলেন । পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা স্তুত ও
 উপস্থিত হইলে পর, সকল মুনিগণ তাঁহ
 অর্থাদিগানে বহাবিধি পূজা করিলেন ।
 স্তব মহর্ষি স্তুত সেই মুনিগণকে সন্না-
 দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহাদিগের ক-
 জিহ্বাসা করিলে, তাঁহারা আশ্বকুশল নিবে-
 দিলেন । পরে সেই মুনীন্দ্রগণ স্তুত
 সন্তুষ্ট চিত্ত দেখিয়া প্রণবার্থ অবগতি ।
 স্তুতিপূর্ণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে পৌ-
 রিকশ্রেষ্ঠ, ব্যাসশিষ্য, মহাত্মন স্তুত !
 পূজ্য ভগবান্ ব্যাসদেব আপনাকেই গ-
 নকলের গুরুরূপে অভিষিক্ত করি-
 লেন । ১—১২ । অতঃপূর্ব পৌরাণিক

পানি চ সর্বাণি বৈদ্যার্থে প্রযোজ্যি হি । ১৩
 ১. প্রবাসস্ততাঃ প্রবাসার্থে মহেশ্বরঃ ।
 ২. মহেশ্বরস্থানং ত্বয়ি বিদ্যাং প্রতিষ্ঠিতম্ । ১৪
 ৩. ভাষ্যং পবিত্রমঙ্গলকরমমোহরম্ ।
 ৪. কীর্ত্তনং পীতা ভবিষ্যামো নতঃপরাঃ ॥ ১৫
 ৫. যতো গুরুত্বং হি নাশ্রোহম্যাকং মহামতে ।
 ৬. জ্যোৎ বচঃ শ্রুত্বা হতো ব্যাসতপঃকলম্ ॥
 ৭. পশং যদ্ব্যং সাক্ষ্যমহেশানীং মহেশ্বরম্ ।
 ৮. দাদুসরং দেবং নন্দীশং সুবশাপতিম্ ॥ ১৭
 ৯. কুমারং ব্যাসকং প্রণিপাত্যামন্ত্রবীং ॥ ১৮
 স্তুত উবাচ ।

। সাধু মহাত্মা মুনয়ঃ কীর্ত্তনম্ ॥
 দ্রুততর জাতঃ কুলভা সাপি দ্রুততম্ ।
 । শরণ্যেণ গুরুণ নৈমিষারণ্যাবাসিনাম্ ॥ ১৯
 । মূপমিষ্টং যদ্ব্যকোহহং মূনিপুংসবঃ ।
 । না ভবন্ত্যে যদ্ব্যকং পরমং মুখা ॥ ২০
 । চিহ্নেহতরে পূর্ক্যে তপস্তস্তো দৃঢ়কতাঃ ।

মর হৃদয়ে বিরাজিত আছে । সকল
 ই বৈদ্যার্থে প্রতিপাদক ; বেদ সকল
 । ইহাতে সমুৎপন্ন, প্রবাসার্থে মহে-
 -বৃক্য, অতএব আপনার জ্যৈষ্ঠপুত্রকে
 ই প্রতিষ্ঠিত আছেন । আপনার মুখ-
 -মুখ মকরকে মনোহর অপূর্ক্য অর্থ-
 -পান করিয়া আমরা মুগ্ধতায় হইব ।
 তৎ, হে মহামতে ! আপনি ভিন্ন আশা-
 -কেহ গুরু নাই । তাহাঙ্গিরের এইরূপ
 তুমি ব্যাসের তপঃফলস্বরূপ সেই
 বেশ, কীর্ত্তিকের, ভবানী, ভব, শিলাদ
 পুত্র সুবশার নামী নন্দীশের সন-
 -ও ব্যাসকে প্রণিপাতপূর্ক্য বলি-
 -সাধু ! সাধু ! মহাত্মা মুনিন ।
 । এই বাক্য শুতপূৰ্ণ । যেহেতু এই
 নিতে আপনাদিগের গুরুত্ব হইয়াছে ;
 হৃদ-পুণ্ড্রের হৃদভ । হে মূনিপুংসবঃ
 -পুত্র গুরুসেব ব্যাস নৈমিষারণ্যবাসী
 ক বাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা
 বলিতেছি ; আপনারা অবহিতকরিত

কর্যো নৈমিষারণ্যে সর্কসিদ্ধ নিবেদিত ॥ ২১
 দীর্ঘসত্রং বিভবন্তো রুদ্রমধ্বরনারকম্ ।
 প্রীণরতঃ পরং ভাবমৈবরং জ্ঞাতুমিচ্ছবঃ ॥ ২২
 নিবসন্তি স্য তে সর্ক্যে ব্যাসদর্শনকার্ত্তিকঃ ।
 তেষাং ভাবং সমালোক্য তপস্বান বাদরায়ণঃ ॥ ২৩
 নারায়ণাংশসমুতঃ সাক্ষ্যং সর্ক্যজগদগুরুঃ ।
 প্রাহুর্কৃত্ব সর্ক্যাত্মা পরাশরতপঃকলম্ ॥ ২৪
 তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্ক্যে প্রহুর্কৃত্ববদনেকপাঃ ।
 অত্মোপাসামিতিঃ সর্ক্যে রুপচাতৈরুপাচরন ॥ ২৫
 আসনং প্রদত্তবন্তে সৌবর্ণং বিষ্টকং ততম্ ।
 সুবোধবিষ্টঃ স তদা তমিন্ সৌবর্ণবিষ্টে ॥ ২৬
 প্রাতঃ পতীশ্বর্য বাচ পারাশর্যো মহামুনিঃ ॥ ২৭
 ব্যাস উবাচ ।

কুলজং কিং গুহ্যকং প্রহুর্কৃত্বহৃদিন মহামবে ।
 অক্লিতঃ কিম্ব মুখাভিঃ সমাপ্রহুর্কৃত্বাতকঃ ।
 কিম্বমত্র মুখাভিরুপরে পরমেশ্বরঃ ॥ ২৮
 অক্লিতঃ ভক্তিভাক্তেন সাক্ষ্যং সংসারবোচকঃ ।

পরে অনিন্দ প্রবণ করুন, পূর্ক্যকলে
 মহোচ্চৈষ মহত্তরে কবিশ্রম কর্তার ত্রুত অব-
 -লম্বনপূর্ক্যক সিদ্ধপদ-সেবিত নৈমিষারণ্যে তপস্তা
 করিতেন একমাত্র তাহার বহুকালসাধা কল্পে
 প্রহুর্কৃত্ব : ইয়া । মহেশ্বর তপস্বান রুদ্রদেবের
 পীতি সাক্ষ্যপূর্ক্যক গুরুদের পরমতত্ত্ব জানি-
 -বার উদ্দেশে ব্যাসদেবের নন্দনবাসনায় উপবিষ্ট
 আছেন, ইতিমধ্যে জগদগুরু, সর্ক্যাত্মা, নারায়ণের
 অংশ-সমুৎপন্ন, পরাশর মূনির
 তপঃফল স্বরূপ তপস্বান বাদরায়ণ সেই মূনি-
 -পুত্রের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, সাক্ষ্যং
 আবির্ভূত হইলেন । ১৩—২৪ । তাঁহাতে
 দেখিয়া সকল মুনিন প্রহুর্কৃত্ব উৎকৃষ্টমোহনে
 পারোপাসামিতি বিধি উপচারে অজ্ঞানতা করি-
 -লেন । তাহার সুবর্ণনির্মিত ত্রুত আসন
 প্রদান করিলে, পরাশরপুত্র মহর্ষি ব্যাস তাহাতে
 হবে উপবেশন করিয়া, ভাবমৈবরং নন্দী
 বাক্য করিলেন, হে মূনিগণ । আপনাদিগের
 এই আসন কল্পের কল্প গু । আপনাদিগের
 বাহ্য বাক্যবোধী বাক্যবোধী পূর্ণা করিলেন ।

বুৎপ্রবৃত্তির্ভে ভাতি তত্রাশা পূর্বমেব হি । ২১
এবমুক্তা মুনীশ্রেণ ব্যাসেনামিত্তেজসা ।
মুনয়ো নৈমিষারণ্যবাসিনঃ পরমোজসঃ । ৩০
প্রতিপত্তা মহাত্মানমিচ্ছৎ বচনমক্ৰবন । ৩১

কথয় উচুঃ ।

ভগবন মুনিশাস্ত্র ল সাক্ষাৎপ্রাপ্যাপন্নম্ ।
তুং হি সর্গজনকর্তৃমহাদেবস্ত বেষসঃ ।
সামস্ত সগন্ধস্ত প্রসাদানঃ নিবিঃ সমম্ । ৩২
তুংপাদান্তরসাহস-মধুপাতিতমানসাঃ ।
কৃতার্থ বরমদৌব ভবংপাদান্তদর্শনাং । ৩৩
তলীচরণাস্তোজদর্শনং বলু পাপিনম্ ।
দুর্লভং লক্ষমধুনা তুয়াং সূর্য্যভিনো বসম্ । ৩৪
অশ্বিন দেশে মহাত্মা নৈমিষারণ্যসংস্ককে
দীর্ঘমত্রং বিতস্তঃ প্রববার্ধপ্রকাশকঃ । ৩৫
জ্ঞাতব্যঃ পরমেশান ইতি কৃত্য বিনিশ্চিত্যঃ
পরম্পরং বিতস্তঃ পর ভাবঃ মহেশিত্যুঃ । ৩৬
অজ্ঞাতবস্ত এতৈতে বসং তুয়াংবান প্রতো
হেতুমহিতি নঃ সর্গান সংশয়ান সঙ্গয়হিতান । ৩৭

আপনারা এই ক্ষেত্রে ভক্তিতাবে ভগবত্যা পার্শ্ব-
তীর সহিত ভববন্ধ-মোচক দেবদেবের কি
নিমিত্ত পূজা করিয়াছেন, তাহার আভাস মদীয়
ভক্তব্যস্ত স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। অমিত-
ভেজা মহর্ষি ব্যাস এইরূপ বলিলে, নৈমিষাণ্য-
বাসী মুনিগণ মহাত্মা ব্যাসকে প্রাণপাতপূর্ব্বক
কহিলেন, হে সাক্ষাৎ নারায়ণাংশোঃপর ভগ-
বন্ মুনিপুত্রব! আপনিই ভবানীপতি, প্রমথ-
নাথ, ত্রিত্বক-নাথক, শ্রুতা মহাদেবের কৃপার
পাত্র । ২৫—৩২। আমরাগিরের চিত্তভূত আপ-
নার চরণাবম্বল-মধুপানে লোলুপ; অন্য আপ-
নার পাদপদ্ম দর্শনে আমরা কৃতার্থ হইলাম।
আপনার পাদপদ্ম দর্শন পাপিনদের দুর্লভ; তাহা
কখন অন্য লাভ করিয়াছি, তখন আমরাগিরের
অপেক্ষা পূর্ণ্যবান কে? হে মহাত্মন! “নৈমিষা-
ণ্যস্থায়ীক এই হাশে দীর্ঘকাল বিস্তার করত
সামস্ত সগন্ধ-প্রকাশক পরমোজকে জানিব” এই
নিশ্চয় করিয়া, আমরা পরস্পরে বচন বিচার
করিয়া সর্গের পরমভাব জানিতে পারি নাই,

তখনঃ সংশয়ভাত ছেজা ন হি অগস্ত্যে ।
তুয়াংপারশরীর-ব্যামোহাকিমিষজিতান্ । ৩৮
তারয় শিবজ্ঞান-প্রকোষান্ দয়ানিধে ।
এবমভ্যর্থিতস্তত্র মুনিভিবৈদ্যপারমৈঃ । ৩৯
সর্গবেদার্থবিমুখ্যঃ শুকতাতো মহামুনিঃ ।
বেদান্তসারসর্গস্বং প্রণবং পরমেশ্বরম্ । ৪০
ব্যাতা স্তংকর্ণিকামধ্যে সাক্ষং সংসারমোচকম্ ।
প্রহৃষ্টমানসো ভূত্যা ব্যাজহার উপোনিধিঃ । ৪১
ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে কৈলাসসংহিতায়াং
সুতসম্মিথানে শিবজ্ঞানপ্রাজিজ্ঞাসা
নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ । ১ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

সাদু পুরোমিতং বিদ্যা ভবন্তিভাগবন্তমৈঃ ।
দুর্লভং হি শিবজ্ঞানং প্রববার্ধপ্রকাশকম্ ।

তখন হে প্রতো। আমরাগিরের সঙ্গয়হিত সর্গ
সংশয় দূর করুন। ত্রিত্বক মধো আপনি জি
এই সংশয়ের ছেদনকর্তা কেহ নাই; অতএ
হে কৃপানিধে! আমরা অনন্ত পত্নীর অজ্ঞা
সমুদ্রে নিমগ্ন; আমরাগিরকে সেই সমুদ্র হইতে
শিবভক্তজ্ঞানরূপ ভেলায় উদ্ধার করুন। জা
এইরূপে বেদপারম মুনিগণ কর্তৃক প্রার্থিত হই
সর্গবেদান্ত-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি, উপোদন, শুকদেব
পিতা,—স্তংপুত্রীক মধো সংসারভাগ
বেদান্তসারসর্গস্বং প্রণবরূপ সেই পরমেশ্বর
ভবানীর সহিত চিন্তা করিয়া জটীচিতে বলি
আরম্ভ করিলেন। ৩৩—৪১।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আপন
সাদু প্রশ্ন করিয়াছেন; আপনারা অতিশয় জ্ঞা
বান, কেনহু প্রববার্ধ প্রকাশক শিব

বাং প্রসন্নো ভগবান্ সাক্ষাৎসমুদয়ঃ ।
জ্যোত্বেব শিবজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি প্রকাশকম্ ॥ ২
স্বয়ং ন হি সন্দেহো নেত্রেবামিতি ঋতিঃ ।
পৌরুষেণ যুগ্মাতিভগবান্দিকাপতিঃ ॥ ৩
উপাসিত ইতৌলং মে দৃষ্টমদ্য বিনিশ্চিতম্ ।
জ্যোত্বেবামি যুগ্মাকমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৪
উমা-মহেশসংবাদরূপমদ্রুতমাত্তিকাঃ ।
পুরা কিল জগদ্ব্যতা সত্যী দাক্ষায়ণী তনুয় ॥ ৫
শিবনিদ্রাপ্রসঙ্গে তাকু হিমবতো নিরেঃ ।
উপপ্রভাতাং সা দেবী সূতাকুশুনিসমুদয়াঃ ॥ ৬
তদ্বিন্ ভূধরবর্ষে তু স্বয়ংবরবিধানতঃ ।
সেবহপি চ কৃতোদ্যাহে দেবী দেবমভ্যবত ॥ ৭

ঐদেব্যাচ ।

ভগবন পরমেশান পকৃত্যবিধায়ক ।
সর্গজ্ঞ ভক্তিহীনত পরমাত্মবিগ্রহ ॥ ৮
দাক্ষায়ণী তনুয় তাকু পুত্রী হিমবতো নিরেঃ ।
মহেশমদ্য মহেশান যম্মদীকাবিধানতঃ ॥ ৯
মৎ বিত্ত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানং কুরু নিত্যং মহেশ্বর ॥ ১০

ত। শূলপাণি, বরহত, সাক্ষাৎ ভগবান্
দিশের প্রতি প্রসন্ন, তাহাদিগেরই প্রসবের
প্রকাশক শিবজ্ঞান নিঃসংশয় জ্যে, অস্ত্রের
ম না, এইরূপ ঋতি আছে। আপনারা
যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া ভগবান্ ভবানীপতি
গমনা করিয়াছেন, ইহা অদ্য আমি নিশ্চয়
নিয়াছি। অতএব হে প্রজ্ঞানুশীলন! আমি
মা-মহেশ-সংবাদরূপ অদ্রুত পুরাতন ইতিহাস
আপনাদিকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন;—হে
নিমজ্জগৎ! পূর্বকালে জনমাতা সত্যী দাক্ষা-
য়ণী, শিবনিদ্রাপ্রসঙ্গে উপায়ে দেহ পরিভ্রাম
কিয়া হিমবান্ পর্বতের কঙ্কাজলে সমুৎপন্ন
হইয়াছিলেন। সেই পর্বতজল হিমালয়ে মহা-
শব স্বয়ংবর-বিধি যতে দেবীর পানিগ্রহণ করিলে
সবী তাঁহাকে বলিলেন, হে সর্গজ্ঞ! ভক্তি-
শক্তি! অক্লান্তবাহ। সৃষ্টিহিত প্রকৃতি পক-
র্যের বিধায়ক! ভগবন! পরমেশ্বর! আমি
দাক্ষায়ণী, দেহ পরিভ্রাম করিয়া হিমবান্ পর্ব-
ত পুত্রী হইয়াছি; হে মহেশ্বর! অদ্য সাক্ষাৎ

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সঙ্কোচিতো দেব্যা দেবঃ সীতাংতত্বমকঃ ।
প্রভুবাচ ততো দেবীং যদি তাত্ তদ্বী মতিঃ ।
কৈলাসশিখরং পত্যা করিস্যে তাদ্বীমিতি ॥ ১১
ততো হিমবতো পত্যা কৈলাসং ভূধরেশ্বরম্ ।
তত্র দীক্ষাধিপ্যামেন প্রববাদৌলমুদ্রমাং ॥ ১২
উকু। মহান মহাদেবীং কৃত্য শুদ্ধাশ্রমি হিজম্ ।
সাক্ষং দেব্যা মহাদেবো দেবোদ্যানং প্রভোক্তব্যং
ততঃ সূমালিনীমুখ্যোদ্যোদ্যোঃ প্রিয়সবীজসৈঃ ।
সমাজ্যৈঃ প্রকৃষ্টৈঃ পুষ্ণৈঃ কলতরুভৈঃ ॥ ১৪
অলকৃত্য ততো দেবীং বাক্ষ্যামোপ্য শকরু ।
প্রভুভবনতঃখৌ বিলোক্য চতুরাননম্ ॥ ১৫
ততঃ প্রিয়কথা কৃত্যঃ পার্বতী-পদমেশরোঃ ।
হিত্যঃ সর্গলোকানাং সাক্ষাৎসমুদয়সম্বিতাঃ ॥ ১৬
তদা সর্গজগদ্ব্যতা ভূধরং সমাপ্রিতাঃ ।
বিলোক্য বদনং তদ্বীমিতিহাস উপাখ্যাতাঃ ॥ ১৭

ঐদেব্যাচ ।

উপনিষ্টান্তঃ দেব যত্নাঃ সপ্রণবা মতাঃ ।

দীক্ষা দান করিয়া আমার বিত্ত্ব আশ্রমতত্ত্ব
করুন। দেবী এইরূপ প্রার্থনা করিলে, দেব চন্দ্র-
শেখর বলিলেন, দেবি। “যদি তোমার ঈশ্বর মতি
হইয়া থাকে; তবে কৈলাসশিখরে গিয়া তোমার
মহাদানপূর্বক বিত্ত্ব আশ্রমতত্ত্ব করিব।” এই
কথা বলিয়া মহাদেব হিমালয় পর্বত হইতে
কৈলাসশৈলে সমনপূর্বক দেবীকে প্রবক্ষ্য
ময়ে দীক্ষিত করিয়া বিত্ত্ব আশ্রমতত্ত্ব করি
লেন; পরে দেবীসহ নন্দনকামনে সমুপহিত
হইলেন। ১—১৩। তখন উপহিত হইয়া ভগবান্
শবর, সূমালিনী প্রভৃতি দেবীর প্রিয়সবীজন
কর্তৃক আলত, বিকসিত, কলতরুপূর্ণ দেবীকে
ভূষিত করিয়া নিজ ক্রোড়দেশে বসাইয়া তনুবে
দৃষ্টিপাতপূর্বক প্রমুগ্ধরূপে অবস্থান করিলেন।
এইরূপ অবস্থানের পর পার্বতী ও পরমেশ্বর
সর্গলোক-হিতকর সাক্ষাৎ যোগার্থ-সীতা, সূর্য
প্রিয় কথা হইতে গেলিল। তখন হে ভগবান্
মহা! শিবজ্ঞানী দেবী পতি দেবোদ্যান
করিয়া দান দীক্ষা করিয়া এই সাক্ষাৎ

উদাহরো শ্রোতুমিচ্ছামি প্রণবার্থবিনিশ্চয়ম্ ॥ ১৮

কথং প্রণব উৎপত্তিঃ কথং প্রণব উচ্যতে ।

যজ্ঞাঃ কতি সমাখ্যাতাঃ কথং বেদাদিক্রিয়াতে ॥ ১৯

দেবতা বা কতি প্রোক্তাঃ কথং দেবাদিত্যবনঃ ।

ক্রিয়াঃ কতিবিধাঃ প্রোক্তা ব্যাপ্যব্যাপকতঃ কথম্

ব্রহ্মাণি পঞ্চমহেহ্মিন্ কথং তিষ্ঠন্তানুক্রমাৎ ।

কলাঃ কতি সমাখ্যাতাঃ প্রপঞ্চাকৃতঃ কথম্ ॥ ২০

বাচ্য-বাচকসম্বন্ধঃ স্থানানি চ কথং শিব ।

কোহত্রাধিকারী বিজ্ঞেয়া বিবরঃ ক উদাহৃতঃ ॥ ২১

সম্বন্ধৈশ্চ কঃ প্রোক্তঃ কিং প্রয়োজনমুচ্যতে ।

অনুষ্ঠানবিধিঃ কো বা পূজাস্থানক কিং প্রভো ॥ ২২

পূজায়াং যণ্ডলং কিং বা কিং বা কথ্যাদিকং হর

শ্রাসজাতবিধিঃ কো বা কো বা পূজাবিধিক্রমঃ ॥ ২৩

এতং সৰ্বং বক্ষ্যেহান বদ্যন্তি ময়ি তে কৃপা

ইতি দেব্যা সমাপ্নিষ্টো ভগবানিন্দ্রভূষণঃ ।

তাং কিলোক্তা মহেশানীং বক্তুং সমুপচক্রেম ॥ ২৪

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বৈকুণ্ঠসংহিতায়ঃ

প্রণবাদিষুবিবরণপ্রঃ নাম

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

শৈব,—হে দেব! আপনি প্রণবপ্রমুখ মন্ত্র
আমার উপদেশ করিয়াছেন, তদুপায় আমি
প্রণবের প্রণবের নিশ্চিত অর্থ জানিতে ইচ্ছা
করি। প্রণবের উৎপত্তি কিরূপে হইল?
তাহাকে প্রণবই বা বলে কেন? মন্ত্র কতপ্রকার
আছে? কেনই বা প্রণবকে বেদের আদি বলিয়া
থাকে? দেবতা কতপ্রকার আছেন? সেই
সেই দেবতার চিত্তাই বা কিরূপে হয়? ক্রিয়া
কতপ্রকার? যজ্ঞকর্ণের ব্যাপ্য ব্যাপকস্বভাব
কিৰূপ? এই প্রণব মধ্যে বধাত্মক পঞ্চব্রহ্ম
কিৰূপে অবস্থান করিতেছেন? কলা কয় প্রকার
কথিত আছে? এই প্রণবের প্রপঞ্চই বা
কিৰূপ? ইহার বাচ্য কে? বাচকই বা কি?
হে মহেশ্বর! ইহার স্থান কতগুলি? ইহার
উপাসনার আধিকারী কে? বিবরই বা কি কথিত
আছে? সম্বন্ধ ও প্রয়োজন কি কথিত আছে?
হে প্রোক্তা! ইহার অনুষ্ঠান-প্রণালী ও পূজা-
— কি প্রকার? হে হর! পূজাকালে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

দ্বৈত উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞাং ত্বং পরিপূচ্ছসি ।

তস্ত প্রবক্ষ্যামেহ জীবঃ সাক্ষাচ্ছিবো ভবেৎ ॥ ১

প্রণবার্থপরিজ্ঞানম্বেব জ্ঞানং যদাস্তকম্ ।

বীজং তং সৰ্ববিদ্যানাং যন্তং প্রণবনামকম্ ॥ ২

অভিস্থং মহার্থক জ্ঞেয়ং তদ্বটীবীজবৎ ।

দেবেণ্ড গুণত্রয়াভীতঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বকৃতঃ প্রভুঃ ॥ ৩

ওমিত্যেকাক্ষরে মম্বে স্থিতঃ সৰ্বগতঃ শিবঃ ।

যদন্তি বস্তু তং সৰ্বং গুণপ্রাধান্তযোগতঃ ॥ ৪

সমস্তং বাস্তবমপি চ প্রণবার্থং প্রচক্ষ্যতে ।

সম্বার্ষসাধকং তদ্বাদেকং ব্রহ্মৈতদনুকরম্ ॥ ৫

যণ্ডল কি? কথ্যাদি কি? শ্রাস কি? পূজা-

প্রণালীই বা কি? হে শ্রীশৈব! যদি আমার

প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে এই সমস্ত

বস্তু, দেবীর এই প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ

ভগবান চন্দ্রমৌলি সেই মহেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি

পাত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১১—২৪

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

শ্রীশৈব কহিলেন, দেবি! তুমি আমায় বাহ্য
জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বলিতেছি, প্রণব কণ
উহা গুণিবামাত্র সাক্ষাৎ শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে।
প্রণবের অর্থ-জ্ঞান ও আমাকে জ্ঞান উভয়ই
তুল্য; প্রণব নামক মন্ত্র সকল বিদ্যার বীজ।
প্রণব বটীবীজের জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু
উহার মহান অর্থ আছে। “ওঁ” এই একাক্ষর
মন্ত্রে ত্রিগুণাতীত, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বব্যাপী, সৰ্ব-
প্রভা, প্রভু, দ্যুতিমান শিব বস্তুমান আছেন।
গুণের প্রাধান্ত বশতঃ সমস্ত বস্তুনিচয়ও উহাতে
অবস্থিত আছে, প্রণব শব্দে সেই বিরাট পুরুষ
রূপের এবং স্বাক্ষর-অক্ষরও বুঝায়; অতএব “ওঁ”
এই শব্দই সৰ্বব্যাপক এক ব্রহ্ম।

নোমিতি জগৎ কৃতং কৃততে প্রথমঃ শিবঃ ।
 বা প্রণবো হেব প্রণবো বা শিবঃ স্মৃতঃ ॥
 চা-বাচক্যোভেদো নাত্যন্তং বিদ্যাতে বক্তঃ ।
 শ্রোতাক্ষরং দেবং মাং ব্রহ্ম কথয়ো বিদুঃ ॥ ৭
 চা-বাচক্যোত্রৈক্যং মন্তমানা মনস্বিনঃ ।
 তত্ত্বমেব জামীয়ায়ুযুঃ পরমেশ্বরী ॥ ৮
 ত্রাদো সম্প্রক্যামি প্রণবোদ্ধারমসিকৈ ।
 ব্রহ্মমুখেরঃ পূর্বমিচ্ছনাক উতঃ পরম ॥ ৯
 পদ্য সমুচ্চরং পশ্যাদগুণীষরমেব চ ।
 ব্রহ্মকরুণোহমমেবং প্রণব উদ্ধৃতঃ ॥ ১০
 স্মাদিহাব্রাহ্মণ্যং সর্গেবাং প্রাণিনাং যশু ।
 প্রাণঃ প্রণব এবামং তন্মাং প্রণব স্মরিতঃ ॥ ১১
 যকবাচ্যাপ্যকারোহমং মকারস্য ত্রয়ং ক্রমাং ।
 স্মিত ম'রাঃ সমাখ্যাতা অক্ষমাত্রা উতঃ পরম ॥
 অক্ষমাত্রা মহেশানি বিন্দু-নাদস্বকপিণী
 ক্রমানঃ সর্গবিদ্যানামিত্যাখ্যাঃ প্রত্যয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৩
 মন্ত এষ ভবতীতি বেদাঃ সত্যং বদন্তি হি ।

সর্গার্থ-সাধক বলিয়া প্রথমে শিব উহা
 সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন; অতএব
 নরা শিবকে প্রণব অথবা এই প্রণবকে
 লিখ থাকেন; যেহেতু বাচ্য ও বাচকের
 প্রভেদ নাই; উক্ত মনস্বী কবিগণ
 গৈব অভেদ বিবেচনা করিয়া আমাকে
 কব ব্রহ্ম বলিয়া জানেন; অতএব হে
 শ্রীমুখ! যুক্তি উহাই ব্রহ্ম বলিয়া
 বো। তদ্বধ্যে হে অন্তিকে! কিরূপে
 উদ্ধার করিতে হয়, অগ্রে বলিব। পূর্বে
 র, তৎপরে উকার, তৎপশ্চাৎ মকার,
 র বিদ্যু ও নাদ উদ্ধার করিব। এইরূপ
 লই পঞ্চবর্ণীয়ক এই প্রণবের উদ্ধার করা
 ॥ ১-১০ ॥ এই প্রণবই ব্রহ্ম হইতে
 র পঞ্চম সকল জীবের প্রাণ; এইজন্য
 কে প্রণব বলিয়া থাকে। অকার, উকার,
 ২ এই তিনটি ক্রমে তিন মাত্রা, তৎপরে
 ত্রা। মহেশানি। ঐ অর্ধ মাত্রা বিদ্যু
 ব্রহ্ম; প্রিয়ে। উহাই সর্গবিদ্যানা
 ইচ্ছাধি নামা কতি আছে। অতঃ

তন্মাদেবাদিরেবাহং প্রণবো মম বাচকঃ ॥ ১৪
 বাচকত্বায়ামেবোহপি বেদাদিরিতি কথ্যতে ।
 অকারস্য মহাবীজং ব্রহ্মঃ স্ট্রা চতুর্ভূষঃ ॥ ১৫
 উকারঃ প্রকৃতিধোনিঃ সত্যং পালয়িতা হরিঃ ।
 মকারঃ পুরুষো বীজী তমঃসংহারকো হরঃ ॥ ১৬
 বিদ্যুর্মহেশ্বরো দেবভিরোতায উদ্ধারকঃ ।
 নাদঃ সঙ্গাশিবঃ প্রোক্তঃ সর্গানুগ্রাহকঃ প্রভুঃ ॥ ১৭
 নাদমুখনি সর্গিষ্ঠাঃ পরাংপরতমঃ শিবঃ ।
 সর্গিষ্ঠাঃ সর্গকর্তা চ সর্গেশো নির্মলোহম্বরঃ ॥ ১৮
 অকারাদিনি বর্ণেণ ব্যাপককোস্তরোদ্ধরম্ ।
 ব্যাপ্যত্বমন্তরং বর্ণমেবং সর্গিত্ত তায়রং ॥ ১৯
 সঙ্গাদৌশানপর্যন্তাভ্যন্তকারাদিনি পঞ্চম ।
 দ্বিতানি পঞ্চ ব্রহ্মাণি তানি মনুষ্ঠয়ঃ ক্রমাং ২০
 অষ্টৌ কলাঃ সমাখ্যাতা অকারে সঙ্গাতাঃ শিবৈ ।
 উকারে বামঃপিণ্যাস্ত্রোদ্ধার সমীকৃতজঃ ॥ ২১
 অষ্টকবোব্রহ্মকপিণো মকারে সংস্থিতাঃ কলাঃ ।

হইতেই সেই সৃষ্টি সকল প্রস্তুত হয়, ইহা
 সত্য বটে। অতএব আমিই বেদের আদি;
 প্রণব শব্দে আমাকেই বুঝায় বলিয়াই এই
 প্রণবকে বেদের আদি বলিয়া থাকে। অকার
 সৃষ্টিসাধন-বীজ, ব্রহ্ম-গুণ, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম-
 স্বরূপ; উকার প্রকৃতি, সৃষ্টির আধার সত্ত্বগুণ
 পালনকর্তা বিদ্যু স্বরূপ; মকার পুরুষ সৃষ্টিসাধন-
 বীজ-সম্পন্ন, তন্মাগুণ, সংহারকর্তা ক্রম স্বরূপ।
 বিদ্যু সাক্ষাৎ মহেশ্বর, উহাকে জিরোতায বলা;
 নাদ সঙ্গাশিব স্বরূপ, উহাই সকলের অনুগ্রহ-
 কর্তা বলিয়া অভিহিত হয়। নাদ-ব্রহ্মকে
 সর্গিষ্ঠা সর্গকর্তা, সর্গেশ্বর, পরাংপরতম,
 নির্মল, অবিভীর্ণ শিবকে ডিতা করিব। অকার,
 উকার, মকার বিদ্যু ও নাদ এই পঞ্চবর্ণ যতো
 পর পর বর্ণ ব্যাপক ও পূর্ব পূর্ব বর্ণ ব্যাপ্ত
 বলিয়া জানিবে। ঐ অকারাদি পঞ্চবর্ণে সত্য,
 বামদেব, অধোম, পুরুষ ও বীজ এই পঞ্চ-
 ব্রহ্ম বর্ণাক্রমে অবস্থিত; উহারা আমারই
 সৃষ্টি ॥ ১১-২০ ॥ হে শিব! অকার
 সঙ্গাদৌশান এই কলা, উকার সমীকৃত
 বামঃপিণ্যাস্ত্রোদ্ধার এই কলা, মকার সংস্থিত

বিন্দো চতুঃ সঙ্খ্যাতঃ কলাঃ পুরুষগোচরাঃ ॥ ২২
 নামে পঞ্চ সমাখ্যাতাঃ কলাঃ স্ত্রীশানসম্ভবাঃ ।
 বহুব্রীহিক্যাসুসম্ভানাং প্রপঞ্চায়কতোচ্যতে ॥ ২৩
 যন্তো যন্তং দেবতা চ প্রপঞ্চো গুরুতরো চ ।
 শিবাস্ত'ষট্‌পদার্থানামেবামর্থং শৃণু প্রিয়ে ॥ ২৪
 পঞ্চবর্ষসমষ্টিঃ স্ত্রীশানঃ পূর্বমুদাহৃতঃ ।
 স এব যন্ততাং প্রাপ্তো যন্তো তমগুণক্রেমম্ ॥ ২৫
 যন্তস্ত দেবতারূপং দেবতা বিবরূপিনী ।
 বিবরূপো গুরুঃ প্রোক্তঃ শিষ্যো গুরুবপুঃ সূতঃ ॥
 ওমিতীকং সর্বমিতি সর্বং ব্রহ্মেতি চ ক্রতেঃ ।
 বাচ্য-বাচকসম্বন্ধোহপায়মেবার্থ দ্রবিতঃ ॥ ২৭
 আখ্যাতো মণিপূর'চ হ্রদয়ক ততঃ পরম্ ।
 বিভক্তিরাজ্ঞা চ ততঃ শক্তিঃ শাস্তিমিতি ক্রমাৎ ॥
 হানাক্তেতানি দেবেশি শাস্ত্যতীতং পরাংপরম্ ।
 অধিকারী ভবেদ্বস্ত বৈরাগ্যং জায়তে দৃঢ়ম্ ॥ ২৯
 বিবরঃ স্ত্রীমহং দেবি জীব-ব্রহ্মৈক্যতাকনাং ।

বিন্দুতে পুরুষগোচর চারি কলা ও নামে স্ত্রীশান-
 জাত পাঁচ কলা বিদ্যমান, ইহা কথিত আছে ।
 বহুব্রীহি ছয় প্রকার পদার্থ প্রপঞ্চের প্রপঞ্চ
 স্বরূপ । হে প্রিয়ে ! যন্ত, যন্ত, দেবতা, প্রপঞ্চ,
 গুরু ও শিষ্য ; এই ছয় পদার্থের অর্থ প্রবণ
 কর । যন্ত পঞ্চবর্ষ সমবার, ইহা পূর্বে কলা
 হইয়াছে । সেই যন্তই যন্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে,
 এই যন্তের মণ্ডলপ্রণালী পশ্চাৎ বলিব । যন্ত
 দেবতার রূপ, দেবতা—বিবরূপিত, গুরু—বিব-
 রূপ ও শিষ্য—গুরুর দেহ বলিয়া কথিত হয় ।
 "ও" এই শব্দে পরিতৃপ্তমান বিবকে দুকার ও
 সমস্ত বিব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এই ভক্তি
 দুকার প্রপঞ্চের বাচ্য-বাচক ভাব সুস্পষ্ট
 প্রতীয়মান হয় । হে দেবেশি ! মূলধার,
 মণিপূর, হ্রদয়, বিভক্তি, আজ্ঞা, শক্তি, শাস্তি
 ও শাস্ত্যতীত এই কয়েকটি স্বাক্ষরমে প্রপঞ্চের
 কলা এই শাস্ত্যতীত হানীত তমগুণে সর্বোৎ-
 কৃষ্ট, সর্বোৎকৃষ্ট বৈরাগ্য অধিকারে, সেই
 অধিকারী ॥ ২১—২৯ ॥ হে
 দেবেশি ! প্রপঞ্চের প্রকৃত-ভাব-প্রকৃত
 আখ্যাত মণিপূর জীব-ব্রহ্ম

জীবাত্মনো যন্তা সাক্ষৈক্যন্ত প্রপঞ্চ চ ॥ ৩০
 বোধ্য-বোধকভাবোহত্র সম্বন্ধঃ সমুদীকৃতঃ ।
 ত্রতাদিনিরতঃ শাস্ত্যন্তপন্থী বিজিতেশ্রিয়ঃ ॥ ৩১
 শৌচাচারসমায়ুক্তো ভূমেবো বেদনিষ্ঠিতঃ ।
 বিবরেষু বিবরুতঃ সঠৈহিকামুদ্বিকেষু চ ॥ ৩২
 সর্বশাস্ত্রার্থভূক্তঃ বেদান্তজ্ঞানপারগম্ ।
 আচার্যমুপসঙ্গম্য বতিং যতিমতাং বরম্ ॥ ৩৩
 দীর্ঘদণ্ডপ্রণামাদৈক্যভাবেরদ্বকৃতঃ সূচীঃ ।
 যো গুরুঃ স শিবঃ প্রোক্তো যঃ শিবঃ স গুরুঃ সূতঃ
 ইতি নিশ্চিত্য মনসা যবিচারং নিবেদ্য চ ।
 লঙ্কামুজ্ঞাত গুরুণা দাদশাহং পরোব্রতী ॥ ৩৪
 সমুদ্রতীরে নদ্যাং বা পর্বতে বা শিবানয়ে ।
 গুরুপক্ষে তু পঞ্চম্যামেকান্তামখ্যাপি বা ॥ ৩৫
 প্রাতঃ স্নাত্বা বিভক্ত্যন্তা কৃতনিত্যক্রিয়ঃ সূচীঃ
 গুরুমাত্মনঃ বিধিনা নান্দীপ্রাঙ্কং বিধায় চ ॥ ৩৬
 কৌরুক কারণিত্যধ কঙ্কোপস্থবিবর্জিতম্ ।
 কেশ-শৃঙ্গ-নখানান্ত স্নাত্বা নিরতমানসঃ ॥ ৩৭

ঐক্য এখানে ইহার বোধ্য এবং প্রপঞ্চই নি-
 বোধক, এইরূপ সম্পদ উক্ত আছে । তা
 সনাতন-সম্পদ, বেদজ্ঞ, সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ঐহি
 ও পারত্রিক বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্বক
 সর্বশাস্ত্রার্থ-ভূক্ত, বেদান্তবিদ্যা-বিশারদ, সুব্রী
 শ্রেষ্ঠ, যমনিয়মাদি-সম্পদ আচার্যের নিব
 উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদি করি
 বহুপূর্বক তাঁহার সমস্ত বিধান করিবে
 "যিনি গুরু, তিনিই শিব ; যিনি শিব, তিনি
 গুরু বলিয়া অভিহিত হন" মনে মনে এইরূপ
 নিশ্চয় করিয়া গুরুর নিকট আপন মত বার
 করিবে ; পরে তাঁহার অনুমতিক্রমে
 দিন কেবলমাত্র দুই পান করিয়া সমুদ্র বা
 তীরে, পর্বতে বা শিবমন্দিরে অবস্থান করি
 গুরুপক্ষের পক্ষী অথবা একাদশী তি
 প্রাতঃস্নান ও নিত্যকর্ম সমাধাপূর্বক
 গুরুকে আরাধন করিয়া নান্দীপ্রাঙ্ক করি
 ৩০—৩৭ । অসন্তুষ্ট ও উপহাসি ম
 সঠৈহিক্যে, গুরু (বাচ্য) ও শিব (বোধ্য)
 সনাতন করিয়া পুরুষের দান-সমাপ

শুক্রে প্রাতঃ সায়াহ্নে স্নাত্ব সন্ধ্যামুপাস্ত চ ।
সায়মুপাসনং কৃৎয়া শুক্লশা সহিতো যিজ্ঞঃ ॥৩১
বস্ত্রাদিক্কাণাং দণ্ডাচ্ছিবায় শুক্লরূপিণে ।
হোমদ্রব্যানি সম্পাদ্য স্বশ্রোত্রোক্তবিধানতঃ ॥ ৪০
অগ্নিমাধায় বিধিলৌকিকাদিবিভেদতঃ ।
আহিতাগ্নিস্থ যঃ কুৰ্ব্বাৎ প্রাজাপত্যোষ্টিমাহিতে ॥
শ্রোতে বৈদ্যনরে সম্যক্ সৰ্ব্বেবেদসদক্ষিণাম্ ।
অগ্নিমাধায় প্রোপ্য ত্রাক্ষণঃ প্রত্নজেন্দুগৃহাৎ ॥ ৪১
প্রপরিভা চক্ৰং তন্মিন্ সমিদমাজ্ঞতেদতঃ ।
পৌরুষেবৈব স্তেনেন হত্বা প্রত্যুচমাস্ববান্ ॥ ৪২
হত্বা চ সৌবিষ্টকৃত্যং স্বশ্রোত্রোক্তবিধানতঃ ।
হত্বাপরিষ্টাঃ তদ্বক্ৰং তেনাশ্বকুন্তরে যুধঃ ॥ ৪৩
দ্বিত্যসনে ভূপেদ্রোনী চৌর্যাজিনকুশোত্তরে ।
বদন্তাক্ষমুহুত্ব সাবিত্রীং নৃচমানসঃ ॥ ৪৪
ততঃ স্নাত্বা বধাপূৰ্ণং প্রপরিভা চক্ৰং ততঃ ।
পৌরুষ স্তুতমারতা বিরজাত্যং হনেনুধঃ ॥ ৪৫

সংযজ্ঞিতে শকু (ছাতু) ভোজন করিবে ।
তৎপরে সায়াহ্নান করিয়া শুক্ল সহিত সন্ধ্যা-
বন্ধনাদি সমাপ্তিপূৰ্ণক শুক্লরূপী শিবকে
দ্রব্যাদি দক্ষিণা প্রদান করিবে । নিজ নিজ
শ্রোতঃশ্রোত্র বিধান অনুসারে সমিধ্ প্রভৃতি
হোম দ্রব্য আরোজন করিয়া লৌকিকাদি ভেদে
বিভিন্ন বহি বধাবিধি স্থাপন করিবে । সেই
রূপিত বহিতে প্রাজাপত্য যাগ সম্পাদন
করিয়া সৰ্ব্বশ দক্ষিণা দিবে । অনন্তর ত্রাক্ষণ
স্থাপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া পূজ্যাম-
ৰ্জক প্রব্রজ্য অবলম্বন করিবে । ঐ অগ্নিতে
কপাক করিয়া পুরুষ-স্ত্রীক প্রত্যেক যন্ত্র
পূৰ্ণক সমিধ্, অগ্ন ও আত্মাহুতি প্রদান
করিবে ; তৎপরে য য শ্রোতঃশ্রু যিধি অনু-
সারে বিষ্টকং হোম এবং অগ্নির উত্তর দিকে
দীপ্য কর্তব্য করিবে । অগ্নে কুশ, তদুপরি যুগচক্ৰ,
তদুপরি বস্ত্রখণ্ড পাতিয়া সেই স্থানসনে উপ-
বসন করত নৃচিহ্ন হইয়া যৌন অবলম্বনপূৰ্ণক
দ্বয় যুগুত পৰ্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে । তৎপরে
সেই স্থান পূৰ্ণকত গায়ত্রীক কপাক
করিয়া পূৰ্ণকত হইতে বিদ্যাহোম পঠিত

বামদেবমভেনাপি শৌনকাদিমভেন বা ।
তত্র যুধ্যৎ বামদেব্যং নর্ভযুক্তো যতো মূনিঃ ॥৪৭
হোমশেষং সমাপ্য প্রাতঃরোপাসনং জনেৎ ।
প্রোতঃশ্রিমাশ্রুতারোপ্য প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্ত চ ॥ ৪৮
সবিতরুদ্রাদিতে পশ্চাৎ সাবিত্রীং প্রাশিশেৎ ক্রমাৎ
এবমানাং ত্রয়ং ত্যক্ত্বা প্রৈষমুক্তার্থ্য চ ক্রমাৎ ॥৪৯
শিখোপবীতে সন্ত্যজ্য কটিন্দ্ৰাদিকং ততঃ ।
বিস্তজ্য প্রোমুখো পক্ষেদন্তরাশামুখোহথ বা ॥ ৫০
গৃহীরাঙ্গকৌশীনাদ্য্যচতঃ লোকবর্তনে ।
বিরক্তশ্চৈব গৃহীরাঙ্গলোকবর্তিবচারণে ॥ ৫১
শুরোঃ সমীপং নদ্যং দণ্ডবৎ প্রাক্ষমেৎ ত্রয়ম্ ।
সমুখায় ততঃশ্রোতঃশ্রুপাদসমীপতঃ ॥ ৫২
ততো শুক্লঃ সমাদায় বিরজানলজং সিভম্ ।
ভস্ম ভেনৈব তং শিখ্যং সমুহৃত্য বধাবিধি ॥ ৫৩

বাবতীর আভূতি দিবে । বামদেবের মতে
অথবা শৌনকাদি কবির মতে উক্ত কার্য
করিবে ; কিন্তু তদ্ব্যতীত বামদেবের মতই
প্রধান ; যেহেতু, সেই মূনি নর্ভবাস-নৃশ
হইতে মুক্ত হইয়াছেন । অনন্তর হোমশেষ
সমাপন করিয়া প্রাতঃকালীন হোম করিবে ;
তৎপরে আপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া
প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে ; পরে হৃদ্য উদিত হইলে
বধাবিধি গায়ত্রী জপ করিবে । পূজ্যজ্ঞা,
ধনেক্ষা এবং লোকেক্ষা—এই ইচ্ছাক্রমে
জলাঞ্জলি দিয়া “প্রৈষৎ” এই মন্ত্র উচ্চারণ-
পূৰ্ণক শিখা, ক্রোশপবীত ও বেথলা প্রভৃতি
পরিভ্রাম করিয়া পূৰ্ণমুখ অথবা উত্তরমুখ
গমন করিবে । ৪৮—৫০ । লৌকিক ব্যবহারের
অনুবর্তী হইলে বধযোগ্য হও ও কৌশীন
প্রভৃতি গ্রহণ করিবে ; কিন্তু যদি তদ্ব্যতীত
বৈদ্য হইয়া থাকে ও লৌকিক ব্যবহার মন
বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা
গ্রহণ করিবে না । অনন্তর শুক্ল-সরিবাসে গমন
করিয়া ভিনবায় দণ্ডবৎ প্রবিপাতপূৰ্ণক শুক্ল-
পদ-সমীপে দণ্ডায়মান থাকিবে । শিখা এই-
রূপে দণ্ডায়মান থাকিলে, শুক্ল, বিজয়া প্রভৃতি
বহি হইতে বিদ্যাহোম প্রদান করিয়া

অগ্নিরিত্যাদিভির্মৈত্রিপুত্রান্ ধারয়েৎ ততঃ ।
 হুংপঙ্কজে সমাসীনং মাং তস্মৈ সহ চিত্তয়েৎ ॥ ৫৪
 হুং নিধায় শিরসি শিষ্যস্ত্রীত্মানসঃ ।
 কথ্যাদিসহিতং তস্ত দক্ষকর্ণে সমুচ্চরেৎ ॥ ৫৫
 প্রণবং ত্রিপ্রকারস্ত ততস্তস্ত্রার্থমাদিশেৎ ।
 বহুবিধার্থং পরিজ্ঞায় গুরুং প্রণম্য দণ্ডবৎ ॥ ৫৬
 তদধীনো ভবেন্নিত্যং বেদান্তং সমাগত্যসেৎ ।
 যামেব চিত্তয়েন্নিত্যং পরমাত্মানমাত্মনি ॥ ৫৭
 শব্দানির্ঘনিন্মতো বেদান্তজ্ঞানপারগঃ ।
 অত্রাধিকারো স প্রোক্তো যতিবিশ্বতমং সরঃ ॥ ৫৮
 হুংপুণ্ডরীকং কিরীটং বিশোকং বিশদং পরম্ ।
 অষ্টপদং কেশরাট্যং কর্ণিকোপরিশোভিতম্ ॥ ৫৯
 আধারশক্তিমারভ্য ত্রিতন্ত্রাস্তময়ং পদম্ ।
 বিচিন্ত্য ন্যাতস্তস্ত দহরং যোম ভাবয়েৎ ॥ ৬০
 গমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাং তস্মৈ সহ ।

অন্যে বিধিযুক্ত মাধাইয়া দিয়া “অগ্নিরিত্যি তম
 ব্যাহরতি তম” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক
 ত্রিপুণ্ড্রধারণ করাইবেন এবং হুংপঙ্কে বিরাজ-
 মান আমাকে ও তোমাকে ধ্যান করত শিষ্যের
 মস্তকে হস্ত দিয়া সন্তর্ভাচিত্তে তাহার দক্ষিণ
 কর্ণে কথ্যাদি সহিত তিন প্রকার প্রণব উচ্চা-
 রণপূর্বক তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিবেন ।
 গুরু এইরূপ বস্তু দিলে শিষ্য, মন্ত্র বস্তু প্রভৃতি
 হুং প্রকার অর্থ জ্ঞাত হইয়া গুরুকে দণ্ডবৎ
 প্রণাম করিয়া নিম্নত গুরুর আজ্ঞাবর্তী হইবে,
 কথ্যাদি বেদান্ত অভ্যাস করিবে এবং আপনাতে
 পরমাত্ম-রূপ আমাকে প্রতিনিম্নত চিন্তা
 করিবে । শব্দ-ব্যাখ্যান-ধর্ম-নিম্নত, বেদান্ত-জ্ঞান-
 কল্প, ধর্ম-নিম্নত-নৈল, নিম্নত-সর ব্যক্তিকেই
 যিহা অধিকারী বলিয়া জানিবে । কেশর-
 পদম্, কর্ণিকোপরিভূত, বিতন্ম, ভাবর, প্রহ্ম,
 পুণ্ডরীকং হুংপুণ্ডরীকম্বে আধারশক্তি হইতে
 প্রকট, যদ্বিপুর ও হুং এই তিন তন্ত্রের
 মিলিতভাবে হুং চিন্তা করিয়া বহর সামক
 প্রকট প্রকট করিবে । ৫১—৬০ । হে মেধি !
 এই মন্ত্র আমক বেদান্তের মন্ত্র “ও” এই

চিত্তয়েন্নিত্যং নিত্যমুদ্বৃত্তমানসঃ ॥ ৬
 এবং বিধোপাসকস্ত মল্লোকপত্নিরেব চ ।
 মন্তো বিজ্ঞানমাসাদ্য মংসাযুজ্যফলং প্রিয়ে ॥ ৬২
 ব্রাহ্মে মুহূর্তে উখায় শিরসি বেতপঙ্কজে ।
 সহস্রারে সমাসীনং গুরুং সক্তিভয়েদ্যতিঃ ॥ ৬৩
 শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং যত্নেত্রং বরদাভয়ে ।
 দধানং শিবসম্ভাবং ভাবনাতিমনোহরম্ ॥ ৬৪
 ভাবোপনীতৈঃ সম্পূজ্য গচ্ছাদিভিরমুদ্রমাং ।
 বহ্মাঙ্গলিপুটে ভূত্বা নমস্কৃত্য গুরুং ততঃ ॥ ৬৫
 প্রাতঃপ্রভৃতি সায়ান্ত্রং সায়াদিপ্রাতঃস্তুতঃ ।
 যং করোমি জগন্নাথ তদন্ত তব পূজনম্ ॥ ৬৬
 ইতি বিজ্ঞাপ্য গুরুবে লঙ্কানুজ্ঞাত্তো গুরোঃ ।
 নিরুদ্ধপ্রাণ আসীনো বিজিতাত্মা জিতেশ্বরঃ ॥ ৬৭
 মূলাদিত্রক্ষরজ্ঞাতং প্রণবং পরিচিন্তয়েৎ ।
 বিদ্যাংকোটিসমং ধীমান্ শিরোনাসিকয়া সহ ॥ ৬৮
 বিশোধ্য দেহং বিধিবৎ তপমাধায় ভূতলে ।

একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিয়া নিত্য একা-
 চিন্তে আমাকে এবং তোমাকে চিন্তা করিবে ।
 হে প্রিয়ে! যে এইরূপে উপাসনা করিবে,
 তাহার শিরলোকে গতি হইবে এবং আমার
 নিকটে ভক্তজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমার সাযুজ্য-
 ফল লাভ করিবে । যদি ব্রাহ্মমূর্ত্তে উঠিয়া
 শুদ্ধফটিকসম্মিত, যত্নেত্র, বরদাভাভা, ধ্যান-
 ক্রমে অতি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান, মস্তকস্থ
 সহস্রকল বেতকমলে সমাসীন, শিবস্বরূপ
 ত্রিগুরুদেবের ধ্যান করিবে । এইরূপ ধ্যান
 করিয়া গচ্ছাদি মানস উপচারে বধাক্রমে পূজা
 করত কৃত্যঙ্গলিপুটে গুরুদেবকে প্রণাম
 করিবে । “হে জগন্নাথ! প্রাতঃকাল হইতে
 সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল
 পর্যন্ত আমি বাহা বাহা করিব, তৎসমস্তই
 আপনার পূজা হউক” এই কথা গুরুকে নিবে-
 দন করিয়া তাহার নিকটে অমুজ্ঞা গইয়া
 সংবর্ত্তিতে সংবর্ত্তিত্রিয়ে প্রাণবায়ুরোধ করিয়া
 উপবেশন করিবে । এইরূপে উপবেশন করিয়া
 বীণাভিযোজন শিষ্য, মূল হইতে ব্রহ্মরূপ
 পর্যন্ত বিদ্যাংকোটিকলা ওকার চিন্তা করত ভূমি-

গৃহীতশিখ উদ্বাধ জতো পক্ষেজলাশয়ম্ ॥ ৬৯
উল্লতা বা বধাত্মারং শৌচং কুৰ্যাদতল্লিতঃ ।
হস্তো পৃষ্ঠো চ সংশোধ্য দ্বিরাচম্যামিতি শরন ॥
উত্তরতিমুখো মৌনী দন্তধাবনমাচরেৎ ।
ত্বপর্শৈঃ সদা কুৰ্যাদমা একাদশীং বিনা ॥ ৭১
অপাং দ্বাদশং ত্রৈলোক্যং সংশোধয়েৎ ততঃ ।
দ্বিরাচম্য মৃদা তেষৈঃ কটিশৌচং বিধায় চ ॥ ৭২
অরুণোদয়কালে তু নানং কুৰ্যাদমৃদা সহ ।
গুরুং সংস্রুত্যা মাকৈব নানসঙ্কাদ্যমাচরেৎ ॥ ৭৩
অবধ্য শঙ্খমুদ্রাক প্রণবেনাভিবেচয়েৎ ।
শিরসি দ্বাদশাঙ্গুষ্ঠা তদন্তঃ বা তদর্ককম্ ॥ ৭৪
ত্রীমণ্ডতা কোপীনং প্রকাল্যাচম্য চ দ্বিধা
প্রোক্ষয়েৎ প্রণবেনৈব বস্তুমন্তোপমার্জনম্ ॥ ৭৫
মুখং প্রথমতো মৃদা শিব আরত্যা সর্কৃতঃ ।
জেনৈব মার্জ্জবেদেহং হিত্ব চ গুরুসম্মিধৌ ॥ ৭৬

জল ৩৭ পাতিয়া তত্পরি শরীরস্থ মলভাগ-
পূর্ক উপস্থ গ্রহণ করিয়া উঠিয়া জলাশয়ে
গমন করিবে । তথায় গমন করত জল উত্তে-
জন করিয়া, আলস্ত-বশিত হইয়া বধাবিধি শৌচ-
কর্ম সমাধা করিবে, পরে চল পাশ প্রকা-
লন পূর্ক হইবার আচমন করিয়া “ও” এই
অক্ষর স্বরণ করত অমাবস্থা ও একাদশী ভিন্ন
তিথিতে উত্তরমুখ হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ক
৩৭ ও পত্র দ্বারা দন্তধাবন করিবে ৬১—৭১ ।
তৎপরে দ্বাদশ গুণ জলে মুখ প্রকালন
করিবে; অনন্তর হইবার আচমন করিয়া
মুতিকালপন ও জলে কটিবেশ তত্ত করিয়া
অরুণোদয় সময়ে মুস্তিকা লেপনপূর্ক গ্রহণ
করিবে । এই সন্ধ্যাদি ক্রিয়াকলাপের সময়
আমাকে ও গুরুকে স্মরণ করিবে । পরে
শঙ্খমুদ্রা বন্ধন করিয়া প্রণব দ্বারা যন্তকে দ্বাদশ
বার, ছয় বার বা তিন বার অভিব্যক্ত করিবে ।
এইরূপ অভিব্যক্তের পর জল হইতে তীরে
উঠিয়া কোপীন প্রকালন করিয়া হই বার
আচমনপূর্ক গাত্রমার্জনী (গামছা) প্রণব
দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে । সেই গাত্রমার্জনী
দ্বারা প্রণব মুখ, তৎপরে যন্তক আরত করিয়া

আবধ্য বাগ্ধতঃ শুদ্ধং কোপীনক সর্ভোরকম্ ।
দ্বিরাচম্য সমাপার তন্ম সন্ধ্যাদিমন্ত্রতঃ ॥ ৭৭
অগ্নিরিত্যাদিভিমগ্নৈরভিমন্ত্য স্পৃশেৎ তদুদম্ ।
আপো বেত্যতিমন্ত্যাপ জলং তেনৈব সেচয়েৎ ॥
ওমাপো জ্যোতিরিত্যুক্তা মানস্তোকৈতি মন্ত্রতঃ ।
সংমর্দ্য কবলমুদং কুৰ্যাদেকস্ত পঞ্চধা ॥ ৭৯
শিরো-বদন-হৃদ-গুহ-পাদেষু পরমেধরি ।
ঈশানাং সমারত্যা সন্ধ্যাস্তং পঞ্চভিঃ ক্রমাৎ ৮০
উল্লতা কবলং পশ্চাৎ প্রণবেনাভিবেচয়েৎ ।
সর্কৃতক জতো হস্তৌ প্রকাল্যাচম্য সমাহরেৎ ॥
সংমর্দ্য পূর্কবৎ তদু ত্রিগুণাংস্তন ধারয়েৎ ।
দ্বিগুণমৈশ্বর্য্যাকৈঃ প্রণবেন শিবেন চ ৮২
শিরস্তথ ললাটে চ বক্ষসি হৃদে এব চ ।
নাভৌ বাহুভ্যাঃ সন্ধিস্থ চ পৃষ্ঠে চৈব বধাক্রমম্ ৮৩

সমস্ত দেহ মার্জন্য করিবে এবং বিতৃত ডোর,
কোপীন পরিধান করিয়া গুরুসমীপে বাগ্ধত
হইয়া দণ্ডাভ্যাস থাকিবে । পরে হুইবার
আচমন করিয়া ‘সন্ধ্যাদি’ মন্ত্রপাঠপূর্ক তন্ম
গ্রহণ করিয়া “অগ্নিঃ” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ
করত দেহ স্পর্শ করিবে; অনন্তর “আপো বা”
ইত্যাদি মন্ত্র জল পুত করিয়া সেই মন্ত্র-পুত
জলে তন্ম অভিষিক্ত করিবে । “ও আপো
জ্যোতিঃ” এবং “মানস্তোক” এই হুই মন্ত্র
দ্বারা সেই তন্ম সংমর্দিত করিয়া হুই পিণ্ড
বিতৃত করিবে; তদ্বাচ্যে উহার একটিকে পঞ্চ-
ভাগে বিভক্ত করিবে । হে পরমেধরি । উক্ত
পঞ্চভাগ দ্বারা যন্তক, মুখ, জবর, গুরুদেশ ও
চরণে ঈশান হইতে সন্ধ্যোজাত পঞ্চাঙ্গ পঞ্চ-
ত্রয়কে বধাক্রমে অভিব্যক্ত করিবে । ৭২—৮০ ।
পরে দ্বিতীয়তন্ম কবল গ্রহণ করিয়া প্রণব দ্বারা
সর্কৃতক অভিব্যক্ত করিবে; তদনন্তর হুই
প্রকালনপূর্ক অস্ত তন্ম গ্রহণ করিবে ।
সেই তন্ম পূর্কবৎ বর্দিত করিয়া তদ্বারা
“অমবদেহ্যাদুদং” ইত্যাদি, “জ্যোতঃ কবলমহে”
ইত্যাদি মন্ত্র এবং শিবব্রহ্মণ প্রণব উচ্চারণ
পূর্ক যন্তক, ললাটে, বক্ষসস্থ, হৃদ, পৃষ্ঠে,
বাহুভ্যাঃ, সন্ধিস্থ সমস্ত ও পৃষ্ঠদেশে বধাক্রমে

একাদশ হস্তো চ ততো বিরাচম্য বধাবিধি ।
 পক্ষীকরণযুক্তার্থ্য্য ভাষয়েৎ স্বং শুক্লং বৃক্ : ॥ ৮৪
 বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ প্রাণায়ামান্ কৃত্যচরেৎ ।
 কথ্যাদিকক কৃত্য বক্ষ্যমাণবিধানতঃ ॥ ৮৫
 কক্ষহস্তেন সংগৃহ্য জলং বামেদৈ পাশিনা ।
 সমাপ্তম্যোস্ত্রিগ্ধারং প্রবেশেনাতিমদ্বয়েৎ ॥ ৮৬
 এবং ত্রিবারং সম্প্রোক্তা শিরসি ত্রিঃ পিবেৎ ততঃ
 সমাপ্তিভ্যে মনসা ধ্যানযোগাকারমী বরম্ ॥ ৮৭
 সৌরমণ্ডলমধ্যস্থং সৰ্বভেদোন্ময়ং পরম্ ।
 অষ্টবাহুং চতুর্ভুজমর্দ্ধনারীকমকুণ্ডলম্ ॥ ৮৮
 সর্বাঙ্গচ্যুতপেপেতং সর্কালঙ্কারশোভিতম্ ।
 এবং দ্যাবাধি বিধিবদ্যাদ্যত্রয়ং ততঃ ॥ ৮৯
 অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা দ্বিভাবারম্ভ তপয়েৎ ।
 পুনরাচম্য কক্ষীত প্রাণায়ামত্রয়ং ততঃ ॥ ৯০
 কথ্যাদিকক বিধিৎ কৃত্য মৌনং সমাপ্তিভ্যঃ ।
 পূজাসম্পন্নমাসাদ্য পদার্থ প্রাকাল্য বাগ্ধৃত্যঃ ॥ ৯১

ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে । এইরূপে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ
 করিয়া কৰ্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন শিষ্য হস্ত প্রক্ষালন-
 পূর্বক বাতবায় আচমন করিয়া বধাবিধি পক্ষা-
 ক্রম যত উচ্চারণ করত নিজ শুক্লর ভাবনা
 করিবে । পরে বক্ষ্যমাণ প্রকারে চতুর্ভুজ
 প্রাণায়াম করিবে । অনন্তর বক্ষ্যমাণ বিধিমতে
 কথ্যাদি ভাস করিয়া দক্ষিণহস্তে জল লইয়া
 বামপাশি দ্বারা নাসিকাদি হোল্লিঙ্গ-দ্বার গোপ-
 পূর্বক সেই জল প্রবেশময়ে অতিমত্তিত
 করিবে । এইরূপে ত্রিবার অতিমত্তিত
 করিয়া তদ্বারা মস্তক প্রোক্ষিত করিয়া সেই
 জল ত্রিবার পান করিবে ; তৎপরে সাধক
 একপ্রতি হইয়া সূর্যমণ্ডল-মধ্যস্থিত, সর্ক-
 ভেদোন্ময় অষ্টবাহু চতুর্ভুজ সকল দিব্য গুণ-
 সম্পন্ন, বিদ্যালঙ্কারভূষিত, অর্দ্ধনারীবর, অকুণ্ড
 সৌরমণ্ডল স্বরূপ ওকারের ধ্যান করিয়া বধা-
 বিধি ত্রিবার অর্থাৎ প্রদান করিবে । পরে
 অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া বামপাশি তর্পণ
 করিবে ; পুনরায় আচমন করিয়া ত্রিবার
 প্রবেশ করিবে । অনন্তর বধাবিধি কথ্যাদি
 ভাস করিয়া মৌনাকালপূর্বক পূজাপূর্বে

বিরাচম্য বিধানেন কক্ষপাদপূজাসময় ।
 এবিভ মণ্ডলং তত্র মণ্ডলং রচয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৯২
 ইতি ত্রৈলোক্যে মহাপুরাণে কৈলাসসংহিতায়
 সন্ন্যাসাশ্রমগ্রন্থবিধিবর্ণনং নাম
 তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

পরীক্ষা ভূমিঃ বিধিবদ্যত্র-বর্ণ-রসাদিভিঃ ।
 মনোহতিলম্বিতে তত্র বিতানবিত্ততাম্বরে ॥ ১
 সূত্রলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে দর্শনোদয়সম্বিতে ।
 অরতিযুগ্মমানেন চতুর্ভুজং একম্বরেৎ ॥ ২
 তালপত্রং সমাদায় তৎসমায়ামবিস্তরম্ ।
 তন্মিন্ ভাগান্ প্রকুর্কাত ত্রয়োদশ সমাংশকম্ ॥
 তৎ পত্রং তত্র নিক্ষিপ্য পশ্চিমাভিমুখঃ স্থিতঃ ।
 তৎপূর্বভাগে সূর্যতৎ সূত্রমাশ্রয় রঞ্জিতম্ ॥ ৪

সমন করিয়া পাদপ্রক্ষালন করত বাগ্ধৃত
 হইয়া থাকিবে । পশ্চাৎ দুইবার আচমন
 করিয়া দক্ষিণপাদ একেপত্রমে মণ্ডপে
 প্রবেশপূর্বক তথায় বধারাতি মণ্ডল রচনা
 করিবে ॥ ১-২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন, তথায় গন্ধ, বর্ণ ও রস
 প্রভৃতি দেখিয়া বিধিমতে ভূমি পরীক্ষা করিয়া
 চত্ৰাতপ-শোভিত, গোময়োপলিপ্ত, দর্শনপূ-
 র্ণ, অরতিযুগ্ম-পরিমিত, মনোহতিলম্বিত ভূপ-
 চতুর্ভুজ মণ্ডল রচনা করিবে । সেই চতুর্ভুজ
 মণ্ডল-সমান বীর্ষ ও বিস্তৃত তালপত্র নই
 তাহাতে সমান অংশে ত্রয়োদশ ভাগ করিয়া
 তাহাতে সেই তাল-পত্র নিক্ষেপ করিয়া সে
 চতুর্ভুজ মণ্ডলের পূর্বভাগে পশ্চিমমুখে অব-
 ক্রান্ত রঞ্জিত ভূপ-সূত্র মইয়া পূর্ব পশ্চিমে

প্রাকপ্রত্যগ্গণিকাদি চ চতুর্দশ নিশাভয়েৎ ।
 হুত্বাশি সৈবদেবেশি নবযজ্ঞোত্তরং শতম্ ॥ ৫
 কোষ্ঠানি সূক্ততত্ত্ব মধ্যকোষ্ঠে কৰ্ব্বিকা ।
 কোষ্ঠষ্টকং বহিস্তত্ত্ব দলষ্টকমিহোচ্যতে ॥ ৬
 দলানি শ্বেতবর্ণানি জামায়াণি প্রকল্পয়েৎ ।
 পীতকপাং কৰ্ব্বিকাক কুহা রক্তক পীতকম্ ॥ ৭
 অভিদলদলক সমারতা সুরেশ্বরি ।
 ত্রুত্বা-ক্রমেণৈব দলসঙ্কীৰ্ণচিহ্নয়েৎ ॥ ৮
 কৰ্ব্বিকায় লিখ্যেদ্বয়ং প্রববার্ণপ্রক শকম্ ।
 অধঃপীঠং সমালিখা শ্রীকৰ্ণক উদৰ্ভতঃ ॥ ৯
 তদুপধামরেশক মহাকালক মধ্যতঃ ।
 তদন্তঃকণ্ডং দণ্ডক ততঃ স্রবরমানিধেং ॥ ১০
 জামেন পীঠং পীঠেন শ্রীকৰ্ণক বিচিত্রয়েৎ ।
 অমরেশং মহাকালং রক্তকক তৌ ক্রমাৎ ॥ ১১
 কুহাং হুত্বং দণ্ডক ধকলকবরং দুধঃ ।
 এতং যজ্ঞং সমালিখা রক্তং সন্দোন বেষ্টয়েৎ ॥ ১২
 তদনন্তরেন নাপেন ভিন্দ্যা দীপানমৌষরি ।

উক্তলিখ্যে চতুর্দশটী সূত্র পাতিত করিবে :
 ১. সৈবদেবেশি । তাহাতে একশত উনসত্তরটী
 হুত্ব (যজ্ঞ) হইবে । উহার মধ্য-কোষ্ঠে কৰ্ব্বিক
 মধ্য-কোষ্ঠের বহিরে যে আটটী কোষ্ঠ,
 তাকে আটটী দল বলিয়া থাকে । হে সুরে-
 ষ্বর ! এই দলগুলি শ্বেতবর্ণ ও উজাদিপের অগ্র-
 ২. জামবর্ণ করিবে এবং কৰ্ব্বিকা পীতবর্ণ ও
 তাম্রবর্ণ ও পীতবর্ণ করিয়া, কৰ্ব্বিক দল
 তৎ ক্রমে দলসঙ্কীর্ণ লিখ ও কক্ষবর্ণ
 ত করিবে । কৰ্ব্বিকায় (মধ্য-কোষ্ঠে)
 বর অর্ধ প্রকাশক যজ্ঞ লিখিবে, উহার
 পীঠ অঙ্কিত করিয়া, উর্ধ্বে শ্রীকর্ণ (অ)
 বি অমরেশ (উ), মধ্যো মহাকাল (ম),
 তকে দণ্ড (নাগ) ও তদুর্ধ্বে স্রবর (বিশ্ব)
 ত করিবে । ১—১০ । জামবর্ণ পীঠ,
 বর্ণ অ, রক্তবর্ণ উ ও কক্ষবর্ণ ম
 ব । নাগ যজ্ঞবর্ণ ও বিশ্ব ধকলবর্ণ করিব,
 প বিধি বর্ণ রক্তিত যজ্ঞ লিখিয়া
 ১১. জামায়াণি যজ্ঞে জামাবর্ণ করিবে ।
 ১২। জাহা হইতে উৎপন্ন নাগ যজ্ঞ

তদাতপঃকো গহ্বীয়াদাধোমুখিক্রমেণ বৈ ॥ ১৩
 কোষ্ঠানি কোণভাগেণ চত্বার্যোতানি সূক্ষরি ।
 ত্রুত্বেনাপূর্বা বর্ণাদিচতুর্কং রক্তখাতুতিঃ ॥ ১৪
 আপূর্বা তানি চত্বারি দ্বারাদি পরিকল্পয়েৎ ।
 ততস্তং পার্শ্বরোধকং পীঠেনৈব প্রপূরয়েৎ ॥ ১৫
 আধোমুখিকোষ্ঠমধ্যে তু পীঠাতে চতুর্দশকে ।
 অষ্টপদং লিখ্যং পদং রক্তাভং পীতকৰ্ব্বিকম্ ॥ ১৬
 হকারং বিলিখ্যেদ্ব্যধো বিশ্ণুযুক্তং সমাহিতঃ ।
 পদত্ব নৈব তে কোষ্ঠে চতুর্দশাত্তরা লিখ্যং ॥ ১৭
 পদমষ্টদলং রক্তং পীতকিঞ্চককৰ্ব্বিকম্ ।
 শব্দাং ততীয়াং বটম্বরসমবিত্তম্ ॥ ১৮
 চতুর্দশদ্বারোপেতং বিশ্ণু-নাগবিভূতিম্ ।
 এতদৌত্তরং ভদ্রে পদমধ্যে সমালিখ্যং ॥ ১৯
 পদস্তোত্রান্নকোষ্ঠে তু তথা পদং সমালিখ্যং ।
 কবর্জিত ততীয়াং পদম্বরসংযুক্তম্ ॥ ২০
 বিলিখ্যেদ্ব্যধোভূতং বিশ্ণুকর্ণকুলকৃতম্ ।
 তদাতপঃকৃত্যস্তরে পূর্বাধিপরিভঃ ক্রমাৎ ॥ ২১
 কোষ্ঠানি পক গহ্বীয়াদিক্রিয়াত্বতে ভদ্রে ।

অশ্বিনের প্রভেদ করিবে । হে সূক্ষরি ! এই অষ্ট-
 দলের বহিঃপাতিত (সারিতে) অধি-
 কোণাদিক্রমে চারিকোণে চারিটী কোষ্ঠ ত্রু-
 বর্ণে পূরণ করিয়া লইবে ; পরে শৈবিক-মুক্তিকা
 ও কুহুনাগি চারি বর্ণে পূরণ করিয়া এই চারিটী
 কোষ্ঠ দ্বারবর্ষণ করিয়া করিবে । অনন্তর এই
 দ্বারের উত্তর পার্শ্ব হই হই কোষ্ঠ পীতবর্ণ
 পূরণ করিবে । অধিকোণস্থিত কোষ্ঠের মধ্য-
 ভাগ চতুর্দশ ও স্রব-পীতবর্ণ হইবে ; উহাতে
 স্রব-রক্তবর্ণ, পীত কৰ্ব্বিককর্ণিষ্ট, অষ্টদল
 পর লিখিতে হইবে । হে ভদ্রে । তদন্তে
 সাবধান "হং" এই অক্ষরটী লিখিবে ; উক্ত
 পদের নৈকট কোষ্ঠে চতুর্দশের মধ্যে পীত
 কোণ ও কৰ্ব্বিকা বিশিষ্ট রক্তবর্ণ অষ্টদল পর
 লিখিয়া উহার মধ্যে "শু ঙ" এই বীজ লিখিবে
 এবং এই পদের উপরকোষ্ঠে পূর্ববৎ পর
 অঙ্কিত করিয়া তদন্তে "ভং" এই বীজ
 লিখিবে । হে সূক্ষরি ! বিশিষ্ট-রূপে । উক্ত
 কতিপয় পদিক্রিয়াতে কৰ্ব্বিকবর্ণ

মধ্যস্থ কর্ণিকাং কুৰ্ণাং পীতাং রক্তক রক্তকম ॥২২॥
 দলানি রক্তবর্ণানি কৰ্ম্ময়েং কৰ্ম্মবিস্তমঃ ।
 দলবাহু তু কৰ্ম্মেন রক্তানি পরিপূরয়েং ॥ ২৩ ॥
 আগ্নেয়াদীনি চত্বারি শুক্রে নৈব প্রপূরয়েং ।
 পূৰ্বে বহুবিন্দুসহিতং বটকোণং কৃষ্ণমালিখং ॥
 রক্তবর্ণং দক্ষিণতন্ত্রিকোণকোণস্তরে ততঃ ।
 বৈজাতমৰ্দ্ধচন্দ্রক পীতবর্ণক পশ্চিমে ॥ ২৪ ॥
 চতুস্তম্ভে ক্রমাং তেব নিষেধীজচতুষ্টয়ম্ ।
 পূৰ্বে বিন্দু সমালিখ্য তত্র কৃষ্ণাঙ্ক দক্ষিণে ॥২৬॥
 উকারমুক্তরে রক্তং মকারং পশ্চিমে ততঃ ।
 অকার পীতমবস্ত কৃত্য বর্ণচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৭ ॥
 সৰ্ব্বোৰ্দ্ধপঙ্ক্তাধঃপঙ্ক্তৌ সমারভ্য চ সূক্ষ্মরি ।
 পীতং বৈজাত রক্তক কৃষ্ণকোতি চতুষ্টয়ম্ ॥ ২৮ ॥
 তদধো ধবলং ক্রমাং পীতং রক্তং চতুষ্টয়ম্ ।
 অধঃস্থিকোণক রক্তং তত্র পীতং বরাননে ॥২৯॥

কোষ্ঠে নইয় উহারিগের মধ্য-কোষ্ঠে পীতবর্ণ
 কর্ণিকা ও উহার রক্ত রক্তবর্ণ করিবে
 ১১—২২ . বহুলাঙ্ক নিম্ন উহার দলগুলি
 রক্তবর্ণ করিয়া উহার বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা
 ছিদ্রগুলি পূরণ করিবে । আগ্নেয়াদি কোষ্ঠে-
 চতুষ্টয় শুক্রেণ পূরণ করিবে ; পূৰ্ব্বকোষ্ঠে
 ছয়টি বিন্দু সমুত্ত বটকোণ লিখিয়া কৃষ্ণবর্ণে
 রঞ্জিত করিবে । দক্ষিণকোষ্ঠে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ
 উত্তরকোষ্ঠে দ্বয়ংগত অৰ্দ্ধচন্দ্র, পশ্চিমকোষ্ঠে
 পীতবর্ণ চতুস্তম্ভ অঙ্কিত করিয়া ক্রমে তাহাতে
 নিম্নোক্ত চারিটি বীজ লিখিবে, যথা—পূৰ্ব্ব-
 কোষ্ঠে শুক্রেণ বিন্দু, দক্ষিণ-কোষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণ
 উকার, উত্তরকোষ্ঠে রক্তবর্ণ মকার ও পশ্চিম
 কোষ্ঠে পীতবর্ণ অকার লিখিবে । এইরূপে
 চারিটি বর্ণ লিখিয়া সৰ্ব্বোৰ্দ্ধপঙ্ক্তির অধঃ-
 পঙ্ক্তিতে আরম্ভ করিয়া পীত, বৈজাত, রক্ত ও
 কৃষ্ণ ; তন্নিম্নে বৈজাত, কৃষ্ণ, পীত ও রক্ত এবং
 তাহার অধঃ ত্রিকোণে রক্ত, শুক্রে ও পীতবর্ণের
 চূর্ণ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পর্যন্ত
 প্রবেশ করিবে । তাহার বহিঃস্থ পঙ্ক্তিতে
 পূৰ্ব্বাদি তম্ভের বহুলাঙ্ক দ্বারা পীত, রক্ত,
 কৃষ্ণ, ক্রমাং বৈজাত ও পীতবর্ণ চিত্রিত করিবে ।

এবং দক্ষিণমারভ্য কুৰ্ণাং সোমাত্তমীধরি ।
 তদ্বাহুপঙ্ক্তৌ পূৰ্ব্বাদিমধ্যমাত্তং বিচিত্রয়েং ॥
 পীতং রক্তক কৃষ্ণক ক্রমাং বৈজাত পীতকম্ ।
 আগ্নেয়াদি সমারভ্য রক্তং ক্রমাং সিতং প্রি-
 রক্তং কৃষ্ণক রক্তক বটকমেবং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 দক্ষিণাভ্যাং মহেশানি পূৰ্ব্বাবধি সমৌরিতম্ ॥ ৩০ ॥
 নৈৰ্দ্ধতাদ্যস্ত বিস্তেয়মাগ্নেয়াবধি চেদরি ।
 বারুণস্ত সমারভ্য দক্ষিণাবধি চেদিতম্ ॥ ৩১ ॥
 বায়ব্যাভ্যাং মহাদেবি নৈৰ্দ্ধতাবধি চেদিতম্ ।
 সোমাদ্যং পরমেশানি বারুণাবধি চেদিতম্ ।
 ঈশানাদ্যস্ত বিস্তেয়ং বায়ব্যাবধি চান্নিকে ॥ ৩২ ॥
 এবং মণ্ডলমালিখ্য নিষতাস্তা যতিঃ স্মৃতঃ ।
 সৌরপ্ত্যাং প্রকীর্ত্তিত স বিন্দু ব্রহ্মতৎপরঃ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে কৈলাসসংহিতায়
 সৌরমণ্ডলনিষ্কাশবর্ণনং নাম

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

দক্ষিণে মণ্ডলস্তাধ বৈদ্যাবৎ চন্দ্র শোভনম্ ।
 আতীত্য শুক্রেতোয়েন প্রোক্ষয়েদম্ভ্রমস্ততঃ ॥ ১ ॥
 অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া রক্ত, ক্রমা
 শেত, রক্ত, কৃষ্ণ ও রক্ত এই ছয়টি বর্ণ বিস্তার
 করিবে । হে মহেশ্বর ! দক্ষিণ হইতে পূর্ব
 অবধি, নৈৰ্দ্ধতকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্যন্ত
 পশ্চিম হইতে দক্ষিণ অবধি, বায়ুকোণ হইতে
 নৈৰ্দ্ধতকোণ পর্যন্ত, উত্তর হইতে পশ্চিম অবধি
 ও ঈশানকোণ হইতে বারুকোণ পর্যন্ত
 পূৰ্ব্বোক্তরূপে বর্ণচিত্রণ করিবে । এইরূপে
 মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পঞ্চদ্বারা ব্রহ্মপরা
 যতি পূর্ণপূজা করিবে । ২৩—৩৫ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন, দেবি ! সাধক, মণ্ডলে
 দক্ষিণতম্ভে ব্যাসচন্দ্র আকৃত করিয়া “ক”

৫ পূর্বমুক্তা পশ্চাদ্ধারমুদ্রয়েৎ ।
 পশ্চাচ্ছতিকমলং চতুর্থান্তং নমোহস্তকম্ ॥ ২
 যনঃ সমুচ্চাৰ্য্য হিহা তন্নিম্নদ্বয়ঃ ।
 পান্যম্য বিধিবৎ প্রণবোচ্চারণপূর্বকম্ ॥ ৩
 ত্রিত্যাদিভিন্নৈর্ভিন্ন সঙ্কারয়েৎ ততঃ ।
 সি ত্রিকুণ্ডলং নহা মণ্ডলং রচয়েৎ পুনঃ ॥ ৪
 কাণ্ডং বৃন্তং বাহ্যে তু চতুরস্রাভ্যকং ক্রমাৎ ।
 শুচ্যামিতি সাধারণ স্থাপা শব্দং সমর্চয়েৎ ॥ ৫
 পূৰ্ণা শুভতোয়েন প্রণবেন স্থপঞ্জিনা ।
 গুণ্য গন্ধপুষ্পাদিঃ প্রণবেন চ সপ্তধা ॥ ৬
 ত্রয়ো ততস্তম্ভিন্ ধেনুযুগ্মাঙ্ক দর্শয়েৎ ।
 যুগ্মাঙ্ক তেনৈব প্রোক্ষয়েদস্তম্ভস্ততঃ ॥ ৭
 ত্রয়ং গন্ধপুষ্পাদি-পূজোপকরণানি চ ।
 পদ্যমন্ত্রং কৃত্ব ত্রয়াদিকমধাচরেৎ ॥ ৮
 ত্রীসৌরমন্ত্রস্ত দেবভাগ কথিততঃ ।
 ত্রা গায়ত্রীমিত্যুক্তং দেবঃ সূর্য্যমহেশ্বরঃ ॥ ৯
 বজ্রা ত্রাং বড়ঙ্গানি ত্রামিত্যাঙ্গীতি বিস্ত্রমেৎ ।

ইহা বিস্ত্র কালে প্রোক্ষণ করিবে। "৩"
 আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চা-
 রণপূর্বক তাহাতে উত্তরমুখে উপবেশন
 করিয়া "৩" উচ্চারণ করত ধ্যাবিধি প্রোক্ষণ
 করিয়া "অগ্নি" ইত্যাদি মন্ত্রে অস্ত্রে তদধারণ
 করিবে। পরে ত্রিকুণ্ডলসেবকে প্রণাম করিয়া
 ত্রৈলোক্য, তৎপরে বৃন্ত, তাহাতে চতুরস্র
 ইকপ প্রণালীক্রমে পুনরায় মণ্ডলরচনা
 করিবে। "আগুচ্যোৎ" এই মন্ত্রে আধারের
 হিত স্থাপন করিয়া শব্দপূজা করিবে; বা, —
 পশ্চাৎ উচ্চারণ-পূর্বক কপূরাদি-মুগ্ধাসিত বিস্ত্র
 লে শব্দ পূর্ণ করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা
 করিবে। পরে "৩" এই মন্ত্র সাধারণ ভূপ-
 ত্রিগ শব্দে ধেনুযুগ্মা এবং গুহা দ্বারা শব্দ-
 ত্রা প্রদর্শন করিবে। "কটু" এই মন্ত্রে গন্ধ-
 পুষ্পাদি পূজোপকরণ ও আপনাকে প্রোক্ষণ
 করিবে। অনন্তর ত্রিসার প্রোক্ষণ করিয়া
 ত্রৈলোক্য দ্বারা ভাস করিবে। এই পূর্বমন্ত্রের
 ১—দেবভাগ, ২—গায়ত্রী এবং দেবতা—
 ত্রৈলোক্য। "ত্রাং বজ্রাং বড়ঙ্গানি" ইত্যাদি

ততঃ সপ্তোচ্চারণে পদ্যমন্ত্রেণাধারগোচরম্ ॥ ১০
 তন্নিম্ন সমর্চয়েদ্বিধান্ প্রভূতাং বিমলামপি ।
 সারাক্ষণ সমাধা পূর্বাদিপরিতঃ ক্রমাৎ ॥ ১১
 অথ কালাদিগুহক শক্তিমাধারসংজ্ঞিতাম্ ।
 অনন্তর পৃথিবীকৈব রত্নবীপং তথৈব চ ॥ ১২
 সহস্ররূপকোদ্যানক গৃহং মণিময়ং ততঃ ।
 রত্নপীঠক সম্পূজা পাদেশু প্রাপ্তপক্রমাৎ ॥ ১৩
 বহুং জ্ঞানক বৈরাগ্যমৈবধ্যক চতুর্ভয়ম্ ।
 অগ্ন্যাদিগণিকোপাদিকোণেশু চ সমর্চয়েৎ ॥ ১৪
 মাদ্যাদিগণিক পশ্চাদ্ধারমুদ্রাচ্ছদনং ততঃ ।
 সত্বং রজস্তমসৈব সমত্যক্ত্য বধাক্রমম্ ॥ ১৫
 পূর্বাদিদিগ্ধ মধ্যো চ দীপ্তাং সূক্ষ্মাং জয়ামপি ।
 তদাং বিভূতিং বিমলামমোঘাং বৈদ্যতামপি ॥ ১৬
 সর্বতোমুখসংজ্ঞা কন্দলালং তথৈব চ ।
 তদ্বিরক ততস্তত্ত্ব কর্তব্যং তদনন্তরম্ ॥ ১৭
 মূলচ্ছদনকিরীট-প্রকাশসকলাঙ্গনঃ ।
 পকগ্রাদিকর্ষিকাক ললানি তদনন্তরে ॥ ১৮
 কেশরান্ ত্রয়-বিধু চ ক্রদমাঙ্গানমেব চ ।
 অস্ত্ররাজানমপি চ জ্ঞানাস্ত্রপরমাস্ত্রনি ॥ ১৯

ক্রমে বড়ঙ্গ ভাস করিবে। তৎপরে অগ্নি-
 কোণস্থিত কোণে অস্থিত পর "কটু" এই মন্ত্রে
 প্রোক্ষিত করিবে। ১—১০। বিস্ত্রণ নিম্ন
 সেই পর পূর্বাদি চতুর্ভিক প্রভূতা, বিমলা ও
 সারাক্ষণ পূজা করিবে। অনন্তর পাদদেশে কালাদি
 গুহ, আধার-শক্তি, অনন্তর, পৃথিবী, রত্নবীপ,
 সহস্র-রূপকোদ্যান, মণিময় গৃহ ও রত্নপীঠ এই
 সকলের পূজাপূর্বক পূর্বদিক হইতে আরম্ভ
 করিয়া বহু, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐবধ্য এবং
 অগ্ন্যাদি কোণে অগ্ন্য, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও
 অবৈবধ্যের অর্চনা করিবে। পরে মাদ্যবীজ
 দ্বারা অথ ও বিদ্যাবীজ দ্বারা উর্ধ্ব আচ্ছাদন
 করিবে। অনন্তর পূর্বাদি চতুর্ভিক বধাক্রমে
 সত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং মধ্য বীজা,
 সূক্ষ্মা, জয়া, তদা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা,
 বৈদ্যতা, সর্বতোমুখসংজ্ঞা, কন্দ, লাল, হবির,
 মূল, পদ, কেশর, অস্ত্র, তদকটক, পক-
 গ্রাদি কর্তব্য। তৎপরে বিস্ত্র ললকোণস্থিত
 কেশর, বিস্ত্র, কন্দ, আধা, অস্ত্ররাজা, জ্ঞানাস্ত্র

সম্পূজ্য পশ্চাৎ সৌরাধ্যং যোগেশ্বীং সমর্চয়েৎ ।
 শীতোপরি সমাকর্য মূর্তিং মূলেন মূলবিৎ ॥ ২০
 নিকরুপ্রাণ আসীনো মূলমৈব সমুদতঃ ।
 শক্তিযুগ্মাণ্য ভেদেন ঐতাবাং পিন্ধনাধনা ॥ ২১
 পুষ্পাকুলো মিগমব্য মণ্ডলহস্ত ভাস্বতঃ ।
 সিন্দূরাক্ষদেহস্ত বামাক্ষদয়িতস্ত চ ॥ ২২
 অক্ষ-প্রক্ষ-পাশ-ধট্টাশ-কপালাকুশ-পঙ্কজম্ ।
 শঙ্খ-চক্রং দধানস্ত চতুর্ভুজস্ত লোচনঃ ॥ ২৩
 রাজিতস্ত বানশভিস্তস্ত হস্তপদ্মজোদরে ।
 ঐশব্যং পূর্বমুদ্রিত্য হ্রাং হ্রীং সন্তদনস্তরম্ ॥ ২৪
 প্রকাশশক্তিসহিতং মাস্তওক ততঃ পরম্ ।
 আবাহয়ামি নম ইত্যাবাহাবাহনাখ্যয়া ॥ ২৫
 মুদ্রয়া স্থাপনাদ্যাস্ত মুদ্রাঃ সমর্চয়েৎ ক্রমাৎ ।
 বিস্তৃত্যঙ্গানি হ্রাং হ্রীং হ্রুং মন্তেন মনুনা ততঃ ॥ ২৬
 পঞ্চোপচারান্ সমক্ৰম্য মূলেনাভ্যর্চয়েৎ ত্রিধা ।
 কেশবেষু চ পরস্ত বড়ঙ্গানি মহেশ্বরী ॥ ২৭
 বহুশ-রক্তো-বায়ুচ পরিভঃ ক্রমশঃ সুখাঃ ।
 দ্বিতীয়াবরণে পূজ্যাস্তভ্যো মূর্তয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ২৮
 পূর্বাদ্যস্তবর্ণ্যস্তং দলদলেণ পার্শ্বাতি ।

ও পরমাত্মা এই সকলের পূজা করিয়া স্বর্গের
 যোগেশ্বীর্থে অর্চনা করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা
 মূলমন্ত্র দ্বারা সেই পীঠের উপর অক্ষমালা,
 পাশ, ধট্টাশ, অকুশ, শঙ্খ, চক্র ও পঙ্কজাবলী,
 সিন্দূররক্তদেহ, বামভাগে অক্ষমালী-বিবাজিত
 চতুর্ভুজ, বামশলোচন, স্তম্ভপুণ্ডরীকশাবলী, মণ্ডল-
 মণ্ডলবর্তী স্বর্গের মূর্তি কল্পনা করিয়া কৃত্রিম
 করিবে। পরে মূলমন্ত্রে মূল হইতে পিন্ধনাপথে
 আধারশক্তিকে উর্ধ্বে নীত করিয়া, পুষ্পাকুলি
 মধ্যে আনয়ন পূর্বক “হ্রাং হ্রীং হ্রুং সঃ প্রকাশ-
 শক্তিসহিতং মাস্তওক ইত্যাবাহয়ামি নমঃ” এই মন্ত্রে
 আবাহনী-মুদ্রায় আবাহনপূর্বক ক্রমে দ্বিতীকরণ
 প্রকৃতি মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। যে মহেশ্বরী!
 মন্ত্রের অন্ত “হ্রাং হ্রীং হ্রুং” প্রয়োগপূর্বক
 অকৃত্রিম করিয়া পঞ্চোপচার কল্পনা করত পদ্ম-
 কেশবের মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার বড়ঙ্গের অর্চনা
 করিবে। ১১—২৭। সুবুদ্ধি সাধক, দ্বিতীয়
 আধারপথে বহি, বৈশ, ব্রহ্ম ও বায়ু এই চারি

আদিত্যো ভাস্করো ভাস রবিঃ চতুর্ভুপূর্বকঃ ॥ ১
 অর্কো ব্রহ্মা ওষা রুদ্রো বিষ্ণুঃ চতি পুনঃ প্রিয়ে
 ঈশানাদিষু সম্পূজ্যাত্তৃতীয়াবরণে পূমঃ ॥ ৩০
 সোমমঙ্গারককৈব বুধং বুদ্ধিমতাং বরম্ ।
 বৃহস্পতিং বৃহদবুদ্ধিং ভার্গবং ভেজসাং নিধিম্ ॥
 শনৈশ্চরং তথা রাহুং কেতুং শক্রং ভয়ঙ্করম্ ।
 সমস্ততো বজ্রদেভান্ পূর্বাদিদলমধ্যতঃ ॥ ৩২
 অথবা ষাটশাদিত্যান্ দ্বিতীয়াবরণে বজ্রেৎ ।
 তৃতীয়াবরণে চৈব শতাদীনৈব পূজয়েৎ ॥ ৩৩
 সপ্তসংপরসঙ্গাস্ত বহিরস্ত সমস্ততঃ ।
 কবীন দেবাংস্ত পঙ্কজান্ পদ্মগানপারোগগান ॥ ৩৪
 গ্রামণ্যস্ত ওষা বক্ষান্ বাতুধানাংস্তথা হৃদয়ান্ ।
 সপ্তচ্ছন্দোঃ স্যাস্তৈশ্চ বালধিলাংস্ত পূজয়েৎ ॥ ৩৫
 এবং ত্র্যাবরণং দেবং সমস্তার্চ্য দিবাকরম্ ।
 বিনিখা মণ্ডলং পশ্চাচ্চতুর্ভুজং সমাহিতঃ ॥ ৩৬
 স্থাপ্য সাধারণকং তান্ত্রপাত্রং প্রমোদবিস্তৃতম্ ।
 পূরয়িত্বা জলৈঃ শুভৈর্দেবানিভৈঃ কুমুদাদিভিঃ ॥ ৩৭

দ্বিতীয় বর্ষাক্রমে পূজা করিবে। পার্শ্বাতি
 পূর্বাদি উত্তরাদিক পর্ষাস্ত দলের মূলভাগে
 আদিত্য, ভাস্কর, ভাসু ও রবির অর্চনা করিয়া,
 হে প্রিয়ে! ঈশানাদি কোণে অর্ক, ব্রহ্মা, রুদ্র
 ও বিষ্ণুর পূজা করিবে। পরে তৃতীয় আবরণে
 সোম, অঙ্গারক, সুবুদ্ধি-শ্রেষ্ঠ, বিশাল-বুদ্ধি
 বৃহস্পতি, ভেজানিধি ভার্গব, শনৈশ্চর, রাহু
 ও শক্রভীষণ কেতু এই সকল দেবতার
 পূর্বাদি-দল মধ্যে অর্চনা করিবে। অথবা
 দ্বিতীয় আবরণে ষাটশ আদিত্য এবং তৃতীয়
 আবরণে শতী প্রকৃতি দেবগণের অর্চনা
 করিবে। ইহার বাহিরে চতুর্ভুজকে সপ্তসংগর,
 গঙ্গা, কবি, দেব, পঙ্কজ, পদ্মগ, অপারোগ্য,
 গ্রামণী, বক্ষ, বাতুধান, ছন্দোময় সপ্ত অথও
 বালধিলা এই সকলকে পূজা করিবে।
 ২৮—৩৫। তিনরূপ আবরণ সম্পন্ন হইলে
 এইরূপে অর্চনা করিয়া অবহিত-চিত্তে প্রথম
 মণ্ডল, তৎপশ্চাৎ চতুর্ভুজ অঙ্কিত করিবে।
 তন্মধ্যে এই পরিমিত জলধারণকম আধার
 তন্ত্রপাত্র স্থাপনপূর্বক কুমুদাদি সুবাসিত

অজ্ঞা পক্ষপুষ্পাটোজ্যামবনীং পতঃ ।
অৰ্ঘ্যপাত্রং সমাদার জমধ্যান্তং মমুজয়েৎ ।
উত্তো কৃষ্ণদ্বিমং মঙ্গলং সাদিতং সর্গসিদ্ধিম্ ॥ ৩৮
সিন্ধুবর্ণায় স্তম্ভপুণ্ডায় নমঃ স্তম্ভভাজনায় তৃত্যম্
পদাতনেত্রায় স্তম্ভজায় ত্রৈলোক্যনারায়ণকারণায়
সরকৃষ্ণং স্তম্ভবর্ণভোজয়
ত্রকুম্ভাটায় স্কৃষ্ণং সপুষ্পম্ ।
প্রকুম্ভাটায় সত্বেমপাত্রং
প্রশস্তমর্গং ভগবন প্রসাদ ॥ ৪০

এবমুক্তা উত্তো নমঃ ভগবান স্তম্ভমুজয়েৎ ।
নমঃ প্রদায়ং মঙ্গলং পঠিত্বা তু সমাহিতঃ ॥ ৪১
নমঃ শিবায় সাত্বায় সপণায়ান্নিহেভবে ।
কুম্ভায় বিষ্ণবে তৃত্যং ত্রকুণে স্তম্ভমুজয়েৎ ॥ ৪২
এবমুক্তা নমস্তুতা আসনে সমুপস্থিতঃ ।
কুম্ভায় পুনঃ কৃত্বা কব্জং সংশোধ্য বারিণী ॥ ৪৩
পুনঃ ভব সঙ্কর্ষা পূর্বোক্তেনৈব বর্ণনাম্ ।
কুম্ভভ্যং প্রকুম্ভাতি শিবস্তববিবৃদ্ধয়ে ॥ ৪৪

বিষ্ণু ভলে পূর্ণ করিয়া পক্ষ পুষ্পাদি দ্বারা
ভঙ্গন করিবে। পরে ভূজলে জাম্বু পাতিয়া
অৰ্ঘ্যপাত্র গ্রহণপূর্বক “হুং” এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিবে। অনন্তর সর্গসিদ্ধিপ্রদ স্তম্ভের এই
মন্ত্র বলিবে; যথা,—হে সিন্ধুবর্ণ। স্তম্ভপুণ্ড।
শোভন গীৰ্জালভূত। কমলমন্ত্র। ত্রকুণ্ড, ইন্দ্র
ও নারায়ণের কারণ। শোভনপক্ষবর্ণপ
স্তম্ভ। তোমায় নমস্কার। হে ভগবন! হেম-
পাত্র করিয়া লোহিত চূর্ণ, স্তম্ভ জল, বালা,
কুম্ভ, কৃষ্ণ ও পুষ্প সহিত প্রদত্ত অৰ্ঘ্য আঙ্গুরকে
মিডেছি; প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন। ৩৮-৪০।
ইহা বলিয়া স্তম্ভদেহকে সেই অৰ্ঘ্য প্রদান-
পূর্বক একাগ্রচিত্তে বজ্রাঘাত মন্ত্র পাঠ করিয়া
প্রণাম করিবে; যথা,—শিব, পার্বতী ও প্রব-
ণবর্ণপ, ত্রকুণ্ড-বিষ্ণু-কুম্ভরূপী, অমৃতের আদি-
কারক, হে স্তম্ভ! তোমায় প্রণাম। এই মন্ত্র
পাঠ করিয়া প্রণামপূর্বক নিজ আসনে বসিবে।
পুনরায় কুম্ভাদি গ্রাস করিয়া অঙ্গের হস্ত একা-
লপূর্বক পূর্বোক্ত বিধিতে ভব প্রদান
মন্ত্র বিবর্তন করিয়া মন্ত্র জপ করিবে।

পক্ষোপচারে: সপুষ্পা শিবস্যা শ্রীভক্তং যুগঃ ।
প্রণবং শ্রীচতুর্থান্তং * মমোহন্তং প্রণমেৎ ততঃ
পক্ষান্তকং বিন্দুযুগলং পক্ষমন্ত্রসংযুগলম্ ।
তদেবং বিন্দুসহিতং পক্ষমন্ত্রবর্জিতম্ ॥ ৪৬
পক্ষমন্ত্রসংযুক্তং মন্ত্রীণকং সবিন্দুকম্ ।
উচ্চত্যা বিন্দুসহিতং সংযুক্তকম্বোধোচ্চরেৎ ॥ ৪৭
এতৈরেবং ক্রমাবধৌজৈরুচ্চৈতৈঃ প্রণমেদুগ্ধঃ ।
ভূজগোহরুযুগ্ম চ ভুক্তং পক্ষপতিং ভবা ॥ ৪৮
দুর্গাকং কেন্দ্রপালকং বজ্রাঙ্গলিপুটঃ বসম্ ।
ওম্ভায় কড়িত্যক্কা করৌ সংশোধ্য বটক্রমাৎ ॥
অপসর্পন্থিতি প্রোচ্যা প্রণবং তদনন্তরম্ ।
অস্তায় কড়িতি প্রোচ্যা পার্শ্বাভ্যন্তরেণ তু ॥ ৫০
উদ্যাত বিষ্ণুং তুমিষ্ঠান কব্জতালভ্রুণে তু ।
অস্তরীক্ষপতান দৃষ্টা বিলোক্য দিবি সংস্থিতম্ ॥
মিত্রভ্রুণাণ আসীনো হং সমস্তমন্ত্রস্বকম্ ।
ভূমিত্বং জীবচৈতন্তং ত্রকুণ্ডাড্যা সমাধয়েৎ ॥ ৫২
বামশাস্ত্রঃ হবিশদ-সহস্রাবহানুজৈঃ ।
চিহ্নমন্ত্রপুণ্ডাভ্যঃ চিহ্নপং পরমেষবকম্ ॥ ৫৩

বিচক্ৰণ সাধক শ্রীভক্তদেহকে পক্ষোপচারে পূজা
করিয়া “ও শ্রীভক্তদেহ নমঃ” এই মন্ত্রে প্রণাম
করিবে। পরে “ও ভুং, নং হুং একং কং” এই
চত্বিটি বীজ পূর্বক উচ্চারণ করিয়া মাঝের
অন্তে চতুর্থী বিভক্তি যোগ দিয়া ভূজদেহে ওম
ও পক্ষপতি এবং উরুযুগ্মে দুর্গা ও কেন্দ্রপালকে
কৃত্যঙ্গলি-পুটে প্রণাম করিবে। অনন্তর বজ্র-
ভাসপূর্বক “ও অস্তায় কড়ি” এই মন্ত্র বলিয়া
কুম্ভায় শোভন করিবে। পরে “অপসর্পন”
ইত্যাদি মন্ত্র এবং “ও অস্তায় কড়ি” এই মন্ত্র
বলিয়া ভূজলে ভিসবার পার্শ্বাভ্যন্তরে করিয়া ভোম
বিষ্ণু উৎসারণ করত ভিসবার করজলি দিয়া
উর্ধ্বে দৃষ্টিপূর্বক অস্তরীক্ষস্থিত বিল বিষ্ণু
অপসারণ করিবে। অনন্তর প্রণবায় ভোম
করিয়া “মোহন্তং” এই মন্ত্রে কুম্ভায় বীজদ্বয়কে
স্বকুম্ভাঘাত দিয়া মন্ত্রকব্ধ সংযুক্তক-কমল
কব্জিকাপর্গও চৈতন্তবর্ণন পক্ষোপচারে সংযুক্ত-

।।ব-বাহ-প্রবান্ কুৰ্য্যাদ্বেচকাদিক্রমেণ তু ।
 যোড়শচতুঃষষ্টিষাট্রিশদসপনামুদৈঃ ॥ ৫৪
 যুগ্মিসলিগার্ধৈঃ স্তৈঃ স্ববেদান্যৈরনুক্রেমাৎ ।
 গাণপ্রতিষ্ঠাং বিধিবৎ কুৰ্য্যাদত্র সমাহিতঃ ॥ ৫৫
 ।।কাগ্রমানসো যোগী বিমৃশ্যাত্তাক মাতৃকাম্ ।
 তুষ্টিতং প্রণবেনাথ স্তম্বেষাহে চ মাতৃকাম্ ॥ ৫৬
 লুপ্ত সংকটপ্রাপঃ কুৰ্য্যাদ্বেচকাদিকং বৃথঃ ।
 প্রণবস্ত পৰির্ভ্রাজ্য দেবি গারুড়ীমৌরিতম্ ॥ ৫৭
 হনোহত্র দেবতাহং বৈ পরমাত্মা সদাশিবঃ ।
 মকারো বীজমাখ্যাতমুকারঃ শক্তিকচ্যতে ॥ ৫৮
 মকারঃ কীলকং প্রোক্তং মোক্ষার্থে বিনিবৃত্ত্যতে
 অমূল্যমুদয়ত্যা ত্যাত্যং পরিমার্জয়েৎ ॥ ৫৯
 ওমিত্যুক্তাথ দেবেশি করুণাসং সমারুভেৎ ।
 নবহস্তহিতাসুষ্ঠং সমারুভা বধাক্রমম্ ॥ ৬০
 বামহস্তকনিষ্ঠাত্তং বিস্তম্বেষম্ ক্রেমাৎ * ।

জিত করিয়া ও তৎসমান ভাবিয়া পুনরায়
 বহুনে আনয়ন করিবে । অনন্তর “বং” এই
 বাহুবীজের বোলবার জপে রেচক, “রং” এই
 অঙ্গবীজের চৌষটিবার জপে কুন্তক এবং “বং”
 এই সলিলবীজের বত্রিশবার জপে পূরক
 করিয়া একমনে অকারাদিবির্ণ ও স্ব স্ব বেদের
 আদি বহু দ্বারা স্বাধিধি প্রাণপ্রতিষ্ঠা
 করিবে । ১১—২৫ । যোগরত সাধক, একাগ্র-
 চিত্ত হইয়া আদ্যন্তে প্রণব সংযোগ করিয়া
 অন্তর্মাতৃকাস্তাস করিবে ; পরে বাহুমাতৃকাস্তাস
 করিবে । বিচক্ষণ সাধক, প্রাণবায়ু রোধপূর্বক
 পুনরায় কব্যাদিস্তাস করিবে । তাহার মন্ত্র এই,
 বধা,—“প্রণবস্ত ব্রহ্মবির্গারুড়ী জ্জদঃ পরমাত্মা
 সদাশিবো দেবতা অকারো বীজমুকারঃ
 শক্তির্মকারঃ কীলকং মোক্ষার্থে বিনিরোগঃ ।”
 এই মন্ত্রানুসারে কব্যাদিস্তাস করিয়া “ওঁ” এই
 বীজ উচ্চারণপূর্বক দুই হস্তের বৃদ্ধাসুলিধর
 হইতে আরম্ভ করিয়া দুই করতলের শেষ
 পর্যন্ত মার্জনা করিবে । অনন্তর হে দেবেশি !
 “অং নমঃ,” “উং নমঃ” এবং “মং নমঃ” এই
 তিন মন্ত্রে স্বাক্ষর করিয়া হস্তের বৃদ্ধাসুলি

* পূর্বত্ন ক্রেমবিধি বা পাঠঃ ।

অকারমপ্যকারক মকারং বিন্দুসংযুতম্ ॥ ৬১
 নমো২স্তং প্রোচ্য সর্বত্র হৃদয়ান্যো জসেদথ ।
 অকারং পূর্বমুচ্ছত্য ব্রহ্মান্মনমখোচ্চরেৎ ॥ ৬২
 ৫২স্তং নমোহস্তং হৃদয়ে বিনিবৃত্ত্যাত্তা পুনঃ
 উকারং বিদ্যুসহিতং শিরোদেশে প্রবিষ্টম্ ॥ ৬৩
 মকারং রুদ্রসহিতং শিখারান্ত প্রবিষ্টম্ ॥
 এবমুক্তা মূনির্মন্ত্রী কথচং নেত্রমন্ত্রকম্ ॥ ৬৪
 বিস্তম্বেদেদেবেশি সাবধানেন চেতসা ।
 অস্তবক্রকলাভেদাৎ পঞ্চ ব্রহ্মাণি বিস্তম্বেৎ ॥ ৬৫
 শিরো-বদন-হৃদগুহ-পাদদেশেতানি বিস্তম্বেৎ ।
 ঈশানস্ত কলাঃ পঞ্চ পঞ্চদশেভ্যু চ ক্রেমাৎ ॥ ৬৬
 ততঃতুযু বক্রেনু পুরুষস্ত কলা অপি ।
 চতুস্রঃ প্রাণিধাতব্যঃ পূর্বাদিক্রমযোগতঃ ॥ ৬৭
 হ্রংকণ্ঠ্যেসু নাভৌ চ কুকৌ পৃষ্ঠে চ বক্রসি ।
 অধোরস্ত কলাচাত্তৌ পূজনীয়া বধাক্রমম্ ॥ ৬৮
 পশ্চাৎ ত্রয়োদশ কলাঃ পায়ুমেটোরুজ্জায়ু ।
 জন্মান্তিকটিপার্শ্বেষু বামদেবস্ত ভাবয়েৎ ॥ ৬৯
 সদ্যস্তাপি কলা হস্তৌ পাদয়োরাপি হস্তয়োঃ ।
 প্রোচ্য শিরসি বাহুয়োঃ কল্পয়েৎ করবিষ্টমঃ ॥ ৭০

হইতে আরম্ভ করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠাসূত্রি
 পর্যন্ত সকল অঙ্গুলিতে স্তাস করিয়া করতাল
 করিবে । যোগী শিব “অং ব্রহ্মান্মনে নমঃ”
 এই মন্ত্রে হৃদয়ে, “উং বিকবে নমঃ” এই মন্ত্রে
 মস্তকে এবং “মং” “রুদ্রায় নমঃ” এই মন্ত্রে
 শিখায় স্তাস করত পূর্বোক্ত মন্ত্রগুলি উচ্চর
 করিয়া কথচ, নেত্র ও অন্তঃস্তাস করিবে । তৎ
 পরে হে দেবদেবেশি ! অস্ত, মুখ ও ক
 বিষয়ে সমিধেব প্রাণিধানপূর্বক মস্তক, মু
 হৃদয়, গুহদ্বার ও পাদদেশে পূর্বোক্ত ঈশানা
 পঞ্চবক্রের বিস্তাস করিয়া কলাস্তাস করি
 কলাস্তাস বধা,—ঐ মস্তকাদি পঞ্চ
 ঈশানের পাঁচ কলা ; পূর্বাদি দিকক্রমে চ
 মুখে পুরুষের চারি কলা ; হৃদয় কণ্ঠ, স্বরূপে
 নাভি, কুকি, পৃষ্ঠ ও বক্রহলে অধোরের ৩
 কলা ; গুহদেশ, শির, উরু, জাহু, জ
 কটিপশ্চাত্তাস ও পার্শ্বেদেশে বামদেবের ত্রয়ো
 কলা এবং পাদদ্বার, হস্তদ্বার, হৃদয়দ্বার, ক

অষ্টত্রিংশৎ কলাভাসমেবং কৃত্বা তু সর্বশঃ ।
পশ্যৎ প্রববিকীমান্ প্রববস্তাসমাচরেৎ ॥ ৭১
বাহববে কুর্পরয়োজ্যত্না মণিবহুরোঃ ।
পার্বত্যোদরজঙ্ঘেষু পানরোঃ পৃষ্ঠতন্তথা ॥ ৭২
ইবং প্রববিকীমান্ কৃত্বা শ্রাসবিচক্ষণঃ ।
হংসস্তাসং প্রকুর্সীত পরমাস্ত্রপ্রবোধিনি ॥ ৭৩
ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে কৈলাসসংহিতায়াং
সৌরমণ্ডলপল্লবনির্মাণবিবরণং নাম
পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মদৌহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

দ্বয়ম চতুরশ্রয় মণ্ডলং পরিকল্পয়েৎ ।
ঐতিভাস্য তস্মিন্শ্চ শঙ্খমস্তোপশোধিতম্ ॥ ১
কৃপা সাধারণকং তস্মৈ প্রববেনার্চয়েৎ ততঃ
অপূৰ্ণা নক্সতোয়েন চন্দনাদিসুপক্কিনা ॥ ২

ওহরবে কনকশঙ্খ শিখা সদ্যেব আট কলা
ভক্তি বধাক্রমে বিস্তার করিবে। প্রববস্ত
বুদ্বিমন্সধক এইরূপে অষ্টত্রিংশৎ কলাভাস
করিয়া বহু, কুর্পর, (কনুই) মণিবহুরান, পান,
উদর, জঙ্ঘা ও পানরোঃ এবং পৃষ্ঠে প্রববস্তাস
করিবে যে পরমাস্ত্রক্ষে গোঁরি। শ্রাসসক
সধক, এইরূপে প্রববস্তাস করিয়া হংস মর
স্তাস করিবে ৫০—৭৩।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঈশ্বর কহিলেন, দেবি। সাধক নিজের
বামভাগে চতুরশ্রয় মণ্ডল রচনা করিয়া “ও”
এই মন্ত্রে অর্চনাপূর্বক তন্মধ্যে আধারপাত্রের
সহিত “কই” এই মন্ত্রে শোধিত শঙ্খ স্থাপন
করিয়া প্রথমমন্ত্রে পূজা করিবে। পরে সেই
শঙ্খ চন্দনাদি-স্থাসিত বিতস্ত অঙ্গে পূর্ণ করিয়া

অভ্যর্চ্যা গন্ধপুষ্পাদ্যোঃ প্রববেন চ মণ্ডলা ।
অভিমন্ত্র্য তন্তস্তম্বিন্ ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩
শঙ্খমুদ্রাক পূরতশ্চতুরশ্রয়ং প্রকল্পয়েৎ ।
তদন্তরেৎ কচক্রক জিকোণক তদন্তরে ॥ ৪
বট্টকোণবৃত্তমেবেদং মণ্ডলং পরিকল্পয়েৎ ।
অভ্যর্চ্যা গন্ধপুষ্পাদ্যোঃ প্রববেনাধ মণ্ডতঃ ॥ ৫
সাধারণমধ্যপাত্রক স্থাপ্য গন্ধাদিনার্চয়েৎ ।
আপূৰ্ণা তন্ততোয়েন তস্মিন্ পাত্রে বিনির্মিলেৎ ॥
কুলাগ্রাশাকতাং তৈশ্চ বব-ত্রীহি-ভিলানপি ।
আত্ম-সিদ্ধার্থ-পুষ্পাণি ভসিতক বরাননে ॥ ৭
সদ্যোজ্যতাদিভির্মন্ত্রৈঃ বডৈহঃ প্রববেন চ ।
অভ্যর্চ্যা গন্ধপুষ্পাদ্যোঃপ্রতিমন্ত্র্য চ বর্ষণ ॥ ৮
মণ্ডলমুদ্রাং তন্মন্ত্রেণ সংরক্ষ্য প্রদর্শয়েৎ ।
ধেনুমুদ্রাক তেনৈব প্রোক্ষয়েদনুমন্ত্রতঃ ॥ ৯
স্বাস্তানং গন্ধপুষ্পাদিপূজোপকরণাভিপি ।
পরস্তেশানদিকৃপদ্রে প্রববোচ্চারপূর্বকম্ ॥ ১০
গুর্কাসনায় নম ইত্যাসনং পরিকল্পয়েৎ ।

গন্ধ-পুষ্পাদিযাত্রা পূজাপূর্বক সাতবার “ও”
এই মন্ত্রে অতিমন্ত্রিত করত জহাতে কেনু-
মুদ্রা ও শঙ্খমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। জহার
সমুখে চতুরশ্রয়, তন্মধ্যে অর্চক্র, তন্মধ্যে
জিকোণ ও তন্মধ্যে বট্টকোণ বৃত্ত এইরূপ মণ্ডল
কল্পনা করিয়া, “ও” এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি যাত্রা
অর্চনা করত সেই মণ্ডলের মধ্যে সাধারণ অর্ঘ্য-
পাত্র স্থাপন করিয়া গন্ধাদি যাত্রা অর্চনা করিবে।
যে বরাননে। সেই অর্ঘ্যপাত্র পরিত্র অঙ্গে
পূর্ণ করিয়া জহাতে কুলাগ্র, আতপতুল, বব,
ত্রীহি, ভিল, হুত, বেতসর্ষপ, পুষ্প ও তন্ম
নির্দেশ করিবে। সদ্যোজ্যতাদি বক্ত মন্ত্র
ও প্রবব পাঠপূর্বক সেই অর্ঘ্যপাত্র পুষ্পাদি
যাত্রা অর্চনা করত “হং” মন্ত্রে অতিমন্ত্রিত করিয়া
“কই” এই মন্ত্রে অবগুঠন পুঙ্কসর ব্রহ্মবর্ষ
“কই” এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে।
তৎপরে গন্ধপুষ্পাদি পূজার উপকরণসামগ্রী ও
আগমকে “কই” এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিবে।
পরে প্রোক্ষকোণে পদ্রে “ও” গুর্কাসনায় নম
এই মন্ত্রে আসন জ্ঞান করিয়া “ও” তৎপরে

তুরোৰ্ভূতিকা তৈব কল্পেতপদেশজঃ ॥ ১১
 এতৎ ৩২ গুরুভ্যোহন্তে নমঃ প্রোচ্যাস্ব দৈনিকম্
 সমাহুয় ততো ধ্যায়ৈতদ্বিধাভিমুখং হিতম্ ॥ ১২
 সূত্রসমুখং সৌম্যং শুদ্ধচৈতন্যনিৰ্গমম্ ।
 বরদাত্তহস্তকং ত্রিনেত্রং শিববিগ্রহম্ ॥ ১৩
 এবং ধ্যানা বজ্রেন্দ্র-পুষ্পাদিভিরনুক্রমাৎ ।
 পঞ্চম নৈৰ্বভে পূৰ্ণে পঞ্চপদ্মাসনোপরি ॥ ১৪
 মূৰ্ত্তিং প্রকম্য তৈব পদান্যং ভেতি মন্ততঃ ।
 সমাহুয় ততো দেবং ধ্যায়ৈতদ্ব্যগ্রমানসঃ ॥ ১৫
 ব্রহ্মবর্ণং মহাকায়ং সৰ্বদাত্তবভূষিতম্ ।
 পাশাঙ্কুশট্টকশনান দধানং করপঙ্কজৈঃ ॥ ১৬
 গজাননং ঐতুং সৰ্ববিধোষাঙ্কমুপাসিতুঃ ।
 এবং ধ্যানা বজ্রেন্দ্র-পুষ্পাদৈরুপচারকৈঃ ॥ ১৭
 কবলী-নারিকেলান্যকলসভু কপূৰ্ণকম্ ।
 নৈবেদ্যক সমর্প্যাস্ব নমস্কৃত্য গজাননম্ ॥ ১৮
 পঞ্চম বাহুবিকপঙ্কে সঙ্কম্য স্তান্যমাসনম্ ।
 স্বম্মূৰ্ত্তিং প্রকম্যাস্ব স্বম্মমাবাহরেতুঃ ॥ ১৯
 উচ্চাৰ্য্য স্বম্মমাবাহরীং ধ্যায়ৈতদ্ব্যগ্রো কুমারকম্ ।

গুরুভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া গুরুর উপদেশ-
 কুমারে তথায় গুরুর মূৰ্ত্তি কল্পনা করিবে ।
 অনন্তর আবাহনপূৰ্ব্বক দক্ষিণমুখে উপবিষ্ট
 ঐশ্বর্যবদন, সৌম্য, বিত্তভূ কটিকের দ্বার নির্মল
 বরদাতা, অস্তরহস্ত, ত্রিনেত্র, শিবমূৰ্ত্তি গুরুদেবের
 ধ্যান করিবে । ১—১০। এইরূপে ধ্যান
 করিয়া গঙ্গাদি দ্বারা বধাক্রমে পূজা করিবে ।
 পূৰ্ণের নৈৰ্বভেকোপস্থ পূৰ্ণে পঞ্চেশ্বর আসনো-
 পরি মূৰ্ত্তি কল্পনা করিয়া "পদান্যং ত্বা" ইত্যাদি
 বৈদ্যমন্ত্র দ্বারা আবাহন করত একাগ্রমনে ব্রহ্মবর্ণ,
 সুলভনু, সৰ্বদাত্তবভূষিত, পাশাঙ্কুশধারী,
 বরদাত্তহস্ত, গজানন, উপাসকের সৰ্ববিধহর
 ঐতুং পঞ্চেশ্বর ধ্যান করিবে । এইরূপে ধ্যান
 করিয়া গঙ্গাপুষ্পাদি উপচারে পূজা করত কবলী,
 নারিকেল, আম্র, ও লভু কপূৰ্ণ নৈবেদ্য নিবেদন
 করিয়া গজাননকে প্রণাম করিবে । বিচক্ষণ
 শিষ্য, পূৰ্ণের বাহুবিকপঙ্কে পূৰ্ণে কাটিকের
 আসন তাকিয়া করিয়া তথায় তুম্বুতি কল্পনা-
 পূৰ্ব্বক আবাহন করিবে । অত্র কবলী

উদ্যানাদিত্যসঙ্কাশং মধুরবরবাহনম্ ॥ ২০
 চতুৰ্ভুজমুদারাসং মুকুটাদিবিভূষিতম্ ।
 বরদাত্তহস্তকং শক্তিকুঙ্কটধারিণম্ ॥ ২১
 এবং ধ্যানা গঙ্গাদৈরুপচারৈরনুক্রমাৎ ।
 সম্পূজ্য পূৰ্ব্বদ্বারস্ত দক্ষশাখামুপাসিতম্ ॥ ২২
 অন্তঃপুরাধিপং সাক্ষাৎশিবিনং সমাগচ্চরেৎ ।
 চামৌক্যচলপ্রখ্যং সৰ্বদাত্তবভূষিতম্ ॥ ২৩
 বালেন্দ্রমুকুটং নৌম্যং ত্রিনেত্রকং চতুৰ্ভুজম্ ।
 দৌণ্ডশূল-মৃগী-টঙ্ক-হেমবেত্রধরং বিভূম্ ॥ ২৪
 চন্দ্রবিন্দুভবদনং হরিবক্রমখাপি বা ।
 উত্তরম্যং তথা তস্ত ত্র্যম্বকং মরুতাং সূতাম্ ॥
 সূৰ্যশাং সূত্রতামস্যাং পাশমণ্ডনতঃ পরাম্ ।
 সম্পূজ্য বিধিবদ্র-পুষ্পাদৈরুপচারকৈঃ ॥ ২৬
 ততঃ সন্তোষকরং পঞ্চং সাক্ষাৎশিবাদিবিনুতিঃ ।
 কল্পয়েদাসনং পঞ্চাদাধারাদি বধাক্রমম্ ॥ ২৭
 অখ্যাতশক্তিং কল্যাণীং স্তাম্যং ধ্যায়ৈতদ্ব্যগ্রবি ।
 তস্তাঃ পুরস্তাচ্চ কণ্ঠমনস্তং কুণ্ডলাকৃতিম্ ॥ ২৮
 ধবলং পঞ্চকণিনং লেহিহানমিবাশ্রয়ম্ ।

পাঠ করিয়া । তুরুণ-তপন-সমিভ, মধুর-বাহ
 চতুৰ্ভুজ, অনবদ্যাস, মুকুটাদি বিবিধ ভূষ
 ভূষিত, বরদাতা অস্তর-হস্ত শক্তি
 কুঙ্কটধারী কুমারের ধ্যান করিবে । এই
 রূপে ধ্যান করিয়া গঙ্গাদি উপচারে পূ
 করত পূৰ্ব্বদ্বারের দক্ষিণশাখায় অন্তঃপুরাধিপা
 সূৰ্য্যসমকান্তি, নানালঙ্কার-ভূষিত, চন্দ্রাঙ্কমুখ
 মধুরমূৰ্ত্তি, ত্রিনেত্র, চতুৰ্ভুজ, তৌণ্ডশূল মৃগী ট
 ও হেমবেত্রধারী, শশাঙ্কবদন অথবা সিংহে
 দ্বার উগ্রমুখ সাক্ষাৎ নন্দীর বধাবিধি পূ
 করিবে । তাহার উত্তর শাখায় গঙ্গাপুষ্পা
 উপচারে পতিশািব-সেবারতা, জগন্মাতা, পার্ণ
 ত্রতা, মরুৎকতা মন্দিজাখ্যা সূৰ্যশাকে বিধিমা
 পূজা করিয়া "কটু" এই মন্ত্রে শম্ভুজলে ৭
 প্রোক্ষিত করত আসন, তৎপশ্চাৎ আধারা
 বধাক্রমে কল্পনা করিবে । ১৪—২৭। তুর্গা
 অখ্যাতশক্তি কল্যাণদায়িনী স্তামবর্ণা আখ্যায়ণি
 তৎসমুদে উৰ্দ্ধকণ্ঠ কুণ্ডলাকৃতি ধবলবর্ণ প
 কল্যাণবিত্ত কল্পনাদি অনন্তমেব এবং তদু

উত্তাপাশনং ভজ্যং কটীরচতুশ্চন্দম্ ।
 ধর্মো জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈবৈবাক্য পদানি বৈ ॥ ২১ ॥
 অগ্নিহোত্রাদিষুওপীতরক্তশ্রামানি বর্ণতঃ ।
 অগ্নিহোত্রাদিষুওপীতরক্তশ্রামানি বর্ণতঃ ॥ ৩০ ॥
 রাজবর্জমবিপ্রখ্যাত্ত পাত্রাণি ভাবয়েৎ ।
 অখণ্ডিহৃদনং পশ্যৎ কক্ষং নালক কণ্টকান ॥ ৩১ ॥
 কলাদিকং কবিকাক্য বিভাব্য ক্রমশোহর্জয়েৎ ।
 কলেবু সিদ্ধবঃ কক্ষাঃ কেশবৈষু সশক্তিকাঃ ॥ ৩২ ॥
 কুপ্য বামদ্বয়ভট্টৌ পূর্বাঙ্গি পরিভূতঃ ক্রমাৎ ।
 কবিকার্যক বৈরাগ্যং বীজেষু নব শক্তয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
 বামদ্ব্যা এব পূর্বাঙ্গি ভজ্যন্ত মনোহরী ।
 কল শিবাকো ধর্মো নালে জ্ঞানং শিবশ্রয়ম্ ।
 কবিকোপরি বহুশ্রুৎ মণ্ডলং সৌরমৈশ্বর্যম্ ।
 বাম-বিদ্যা-শিবাক্য উক্তত্বমতঃ পরম্ ॥ ৩৪ ॥
 সর্কাসনেপরি সুখং বিচিত্রকুমোক্ষলম্ ।
 পুরোমাবকাশাখ্যবিদ্যায়াতীতভাসবম্ ॥ ৩৫ ॥
 রিক্রাসনং মূর্তি-পুণ্ডরিকাসপূর্ককম্ ।

মহাকব চরিত্র-বিশিষ্ট উদাসিনের ধ্যান
 রিবে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য ঐ
 উদাসিনের চরিত্র, উহার অগ্নিহোত্রাদিকণে
 তে উহাঙ্গিগের বর্ণ বেত, পীত, রক্ত ও
 ঐ পূর্ক হইতে উক্ত পদ্যস্ত দিক
 ধর্ম প্রভৃতি উহার অপর চরিত্র আছে । ঐ
 নজ্জবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাজবর্জ মণিরক্ত
 জ্বল ও কাশ্মিনালী বিবেচনা করিবে ।
 ২পরে পূর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, উর্দ্ধহৃদ, কক্ষ, নাল,
 কট, কবিকা ও কলাদি ভাবনা করিয়া ক্রমশঃ
 ঈর্ষ্য করিবে । পূর্বাঙ্গি চতুর্দিকের কলে
 ঈর্ষ্য; কেশবঃ বাম প্রভৃতি অষ্টরক্ত ও
 ঈর্ষ্য; কবিকার্য বৈরাগ্য; বীজ নবশক্তি;
 ঈর্ষ্যদিকে বামাদি অষ্টরক্ত; পূর্বের মধ্যে
 নোহরী; কলে শিবরূপী ধর্ম; নালে শিবশ্রয়
 জ্ঞান; কবিকার উপরে বহুশ্রুৎ, মণ্ডল
 ১ চন্দ্রমণ্ডল এবং সকল আসনের উপরে
 ব্রহ্মবিদ্যার মূখ্যময়, বৈচিত্র্য, বিচিত্র
 ইন্দ্রজাল, পরমাশ্রা জ্ঞান ও শিবরূপী উক্ত
 ২ কলা করিয়া জ্ঞান, মূর্তি ও পুণ্ডরিক-

আধারশক্তিয়ারক্ত শুদ্ধবিদ্যাসনাবধি ॥ ৩৭ ॥
 ওকারাদিচতুর্থাঙ্কং নামময়ং নমোহন্তকম্ ।
 উচ্চাখ্য পূজয়েদ্বিধান সর্কজৈবং বিধিক্রমঃ ॥ ৩৮ ॥
 অঙ্গবক্রকলাভেদাৎ পঞ্চ ত্রাণি পূর্ববৎ ।
 বিক্রমসে ক্রমশো মূর্তী উক্তমুদ্রাবিচকণঃ ॥ ৩৯ ॥
 আবাহয়েৎ ভক্তো দেবান পুণ্ডরিকপুটস্থিতঃ ।
 সন্দোজাতং প্রপদ্যামীত্যাক্রমোময়মুচ্চরন্ ॥ ৪০ ॥
 আধারোপিতনাদিক্ত ষাটশগ্রন্থিভেদতঃ ।
 ত্রাশ্বরক্তমুচ্চাখ্য ধ্যায়েন্দোক্তাক্রমোচ্চরন্ ॥ ৪১ ॥
 শুদ্ধকটিকসঙ্কাশং দেবং নিকলমকরম্ ।
 কারণং সর্কলোকানাং সর্কলোকময়ং পরম্ ॥ ৪২ ॥
 অস্ত্রবর্জিঃস্থিতং ব্যাপ্যমণোরণু মহন্তরম্ ।
 ততানামপ্রকল্পে দৃশ্যমৌষধমব্যয়ম্ ॥ ৪৩ ॥
 ত্রাশ্বরক্ত-বিষ্ণু-কুন্দাদৌরপি যৌবৈকগোচরম্ ।
 বৈদ্যসারকং বিষ্ণুগোচরমিতি ক্রতম্ ॥ ৪৪ ॥
 আদিমধ্যান্তরহিতং ভেদজং ভবরোগিণাম্ ।

পূর্কক আধারশক্তি হইতে আকৃষ্ট করিয়া
 বিষ্ণু জ্ঞানাসন অবধি প্রত্যেক নামে চতুর্থা
 বিষ্ণু এবং তাহার আদিতে ওকার ও অস্ত্র
 ময়ঃ যোগ করিয়া ময় উচ্চাখ্যপূর্কক বিচকণ
 সাধক পূজা করিবে । সর্কজৈ এইরূপ বিধি
 জানিবে ২৮—৩৮ । মূর্ত্যতির্যক শিখা অঙ্গ,
 মূখ ও কলা বিষয়ে সর্কশেষ প্রবিধানপূর্কক
 পূর্কমত পঞ্চতন্ত্র বিজ্ঞাস করিয়া সেই সেই
 মূর্ত্য প্রকল্প করত সেই সেই মূর্তিতে ক্রমশঃ
 দেবতা আবাহন করিবে । তৎপরে কপুট
 মধ্যে পুণ্ডরিক নইয়া "সন্দোজাতং প্রপদ্যামি
 শিবো মেহং সঙ্গশিবোহম্" এই ময় উচ্চাখ্য
 করত ষাটশগ্রন্থি ভেদ করিয়া ত্রাশ্বরক্ত পদ্য
 মূল্যময় হইতে উক্ত নাম উচ্চাখ্য করিয়া—
 যিনি শুদ্ধ কটিকের ভায় বহু, অধিনাশী, পূর্ব,
 সর্কলোকের কারণ, সর্কলোকময়, ময়
 হইতে ময়জ, ময় হইতে ময়জ ও সর্ক-
 ব্যাপী : যিনি অস্ত্রের করিতে অবহান করিতে
 যেন ; মূর্ত হইতে বাহ্যক শুদ্ধ অঙ্গ
 ময়িত পায় ; ধর্ম আদি, কট ও কলা

সমাহিতেন মনসা ধ্যাত্বৈবং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪৫
 আবাহনং স্থাপনঞ্চ সন্নিবোধং নিরীক্ষণম্ ।
 নমস্কারঞ্চ কুর্বাতি বহু মুদ্রাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৬
 ধ্যয়েৎ সদাশিবং সাক্ষাদেবং সকলনিবলম্ ।
 শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং প্রসন্নং নীতলহ্যতিম্ ॥ ৪৭
 বিহাঙ্গমরসঙ্কাশং জটামুকটভূষিতম্ ।
 শার্দূলচন্দ্রবসনং কিকিংস্থিতমুখাপূজম্ ॥ ৪৮
 রক্তপদ্মলম্বপ্রাধাপাণিপাদভূষণম্ ।
 সর্কলকণসম্পন্নং সর্কালভরণভূষিতম্ ॥ ৪৯
 দিব্যাবুধবৈরৈর্যুক্তং দিব্যপদ্মানুলেপনম্ ।
 পঞ্চবক্ত্রং দশভূজং চন্দ্রখণ্ডশিখামণিম্ ॥ ৫০
 অস্ত পূৰ্বমুখং সৌম্যং বালার্কসদৃশপ্রভম্ ।
 ত্রিলোচনারবিন্দাচ্যং বালেন্দুকুণ্ডলেশ্বরম্ ॥ ৫১
 দক্ষিণং নীলজ্যোতঃসমানকচিরপ্রভম্
 ভৃকুটীকুটিলং বোরং রক্তবস্ত্রত্রিলোচনম্ ॥ ৫২
 দংষ্ট্রাকবালং হৃস্ত্রেক্যং কুরিতাধরপল্লবম্ ।

নাই; পণ্ডিতেরাও বাহ্যকে দেখিতে পান না।
 এইরূপ ক্রতি আছে; যিনি সর্করোগীর ঔষধ
 স্বরূপ,—সেই বেদময়, সর্কনিবৃত্তা, ত্রিঙ্গা বিষ্ণু
 রূপ ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের আগোচর পরম
 দেবকে ধ্যান করিবে। এইরূপে অবহিত-মনে
 ধ্যান করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক
 আবাহন, স্থাপন, সন্নিবোধ, অতিমুখীকরণ
 ও নমস্কার করিবে। ৩৯—৪৬। এইরূপে
 সদাশিবের ধ্যান করিতে হইবে,—যে সদাশিব
 সাক্ষাৎ পূর্ণ ও কলাহীন, শুদ্ধ ফটিকের ত্রায়
 বক্ত্র, সৌম্য ও সিন্ধুকান্তি; বাহ্যর বর্ণ বিহা-
 নগুণের মত উজ্জ্বল; ভূষণ—জটামুকট,
 পরিকর বসন—শার্দূলচন্দ্র, পাণিভল, পদভল
 ও অধর—রক্তপদ্মল তুল্য লোহিত; যিনি
 স্কেরানিন, সর্কলকণাধিত, সর্কালঙ্কার-শোভিত,
 দিব্যাবুধারী, দিব্যপদ্মানুলেপন, পঞ্চমুখ, দশ-
 হস্ত ও চন্দ্রাৰ্দ্ধমৌলি; বাহ্যর পূৰ্বমুখ প্রশান্ত,
 বালার্কিতের মত প্রজ্ঞালী, নরপল্লবের
 বিরাজমান ও নিরোক্তবর্ণ অর্ধচন্দ্র; বাহ্যর
 দক্ষিণমুখের একটা নীলজ্যোতঃের দ্বারা স্নেহের,
 নরপল্লব তিনটী রক্তবর্ণ, ভৃকুটী কীর্ণ

উত্তরং বিক্রমপ্রধাং নীলালকবিভূষিতম্ ॥ ৫৩
 সখিলাসং ত্রিময়ং চন্দ্রাৰ্দ্ধকুণ্ডলেশ্বরম্ ।
 পশ্চিমং পূর্ণচন্দ্রাভং লোচনত্রিতয়োজ্জ্বলম্ ॥
 চন্দ্রলেখাধরং সৌম্যং মন্দমিতমনোহরম্ ।
 পঞ্চমং ফটিকপ্রাথম্যম্পুরেখাসমুজ্জ্বলম্ ॥ ৫৫
 অতীবসৌম্যমুঃকুল-লোচনত্রিতয়োজ্জ্বলম্ ।
 দক্ষিণে শূল-পরশু-বক্ত্র-ধৃঙ্গানলোজ্জ্বলম্ ॥ ৫৬
 সর্বো পিনাক-নারাচ-বণ্টা-পাশাঙ্কুশোজ্জ্বলম্ ।
 নিরস্ত্রা জাহ্নুপর্ধাভুমা নাভেচ্চ প্রতিষ্ঠয়া ॥ ৫৭
 আকর্ষণং বিদ্যায়া তদ্বদাললাটস্ত শাস্ত্রয়া ।
 তদ্বক্ত্রং শাস্ত্রাতীতাদ্যকলয়া পরয়া তথা ॥ ৫৮
 পঞ্চাধব্যাপিনং তস্মাৎ কল্পপঞ্চকবিগ্রহম্ ।
 ঈশানমুকুটং দেবং পুরুষাশ্রয়ং পুরাতনম্ ॥ ৫৯
 অধোবহুদধং তদ্বদামণ্ডলং মহেশ্বরম্ ।

ভৃকুটী, নিম্নে বোর দংষ্ট্রা, অধরপল্লব কলি
 অতএব তৎপ্রতি লোকের দৃষ্টিপাত করি
 ক্ষমতা নাই; বাহ্যর উত্তরমুখ প্রবাল-সম
 ভ্রমরকৃষ্ণ চূর্ণবস্ত্রল বাহ্যর শোভা সম্পা
 করিতেছে, বাহ্য বিলাসপূর্ণ, বাহ্যর তিনটী ন
 ও অর্ধচন্দ্রভূষণ; বাহ্যর পশ্চিমমুখ পূর্ণচন্দ্রে
 আভাস, নরপল্লবের উজ্জ্বল, চন্দ্রখণ্ডব, প্রশ
 ও স্নেহহাস্তে শোভমান; বাহ্যর পঞ্চম :
 ফটিকের ত্রায় নিখল, চন্দ্রেখার সমুচ্ছ
 অতি প্রশান্ত ও বিস্ফারিত নরপল্লবের শোভি
 বাহ্যর দক্ষিণভাগে শূল, পরশু, বক্ত্র, ধৃঙ্গা
 অনল; বাহ্যর বামভাগে পিনাক, নারাচ, বণ্ট
 পাশ ও অঙ্কুশ সমুদ্ভাসিত আছে, যিনি নির
 নামক কলা (অ) দ্বারা জাহ্নু পর্ধাভ, প্রতি
 নামক কলা (উ) দ্বারা নাভি পর্ধাভ, বি
 নামক কলা (ম) দ্বারা কণ্ঠ পর্ধাভ, শা
 নামক কলা (নাভ) দ্বারা ললাটদেশ পর্ধাভ
 সর্কোৎকট শাস্ত্রাতীতা নামে কলা (বিদ
 দ্বারা বাহ্যর উজ্জ্বল পর্ধাভ—এই পঞ্চ
 ব্যাপিরা আছেন; বাহ্যর শরীর—নিরস্ত্রা
 পাঁচটা কলা, মুকুট—ঈশান, মুখ—পূর্ণ
 কবরহান—অধোবহুদধ, তদ্বদামণ্ডল—বাম ও পা

পাপক উত্তীর্ণকৃত্রিমং কলাময়ম্ ॥ ৬০
 কলাময়ীনাং পঞ্চক্রময়ং তথা ।
 কলাময়কৈব হংসস্তাসং ময়ং তথা ॥ ৬১
 কলাময়ং দেবং বড়করময়ং তথা ।
 কলাময়কৈব জাতিষট্‌কসমর্থিতম্ ॥ ৬২
 কলাময় মধ্যমতাপে তাক মনোময়ীম্ ।
 কলাময়ময়শ্চ প্রবচনোদ্যত ভক্তিভঃ ॥ ৬৩
 বাহু পূর্ববৎ কৃত্যধমস্তারাত্তমোবরি ।
 তেত উত্তরং দেবেশি সমাহিতমনা মুনিঃ ॥ ৬৪
 কলাময়পলপত্রাতং বিস্তীর্ণায়তলোচনাম্ ।
 কলাময়ভবনাতং নীলকুণ্ডিতমুচ্ছ্রাম্ ॥ ৬৫
 কলাময়পলনপ্রখ্যাতং চন্দ্রাকৃতিশেখরাম্ ।
 কলাময়বনেতুস-স্মিতপীনপরোধরাম্ ॥ ৬৬
 কলাময় পদপ্রাণীং পীতহৃদয়রাম্ ।
 কলাময়সম্পন্নং ললাটভিলকোদ্ভূতাম্ ॥ ৬৭
 কলাময়পূর্ণসদৌ-কেশপাশোপশোভিতাম্
 কলাময়মুগ্ধাকারং কিকিঞ্চলতাননাম্ ॥ ৬৮

কেশ-পাশ, এইরূপে যিনি সেই সেই মূর্তি
 ধারণ করিয়াছেন ; যিনি অষ্টক্রিংশং কলাময়,
 কলাময়, কলাময় পঞ্চক্রময়, ওকারময়, হংস-
 কলাময়, অকারাদি-পঞ্চাকরময়, বড়করময় এবং
 কলাময় ছয়টি অক্ষ ও ছয়টি জাতি,—সেই
 পূর্ণ মনোময় সদাশিবকে এইরূপে ধ্যান
 করিয়া, হে ঋষি! আমার বামতাপে “ও
 মনোময় গোবিন্দময়” ইত্যাদি মন্ত্রে ভক্তি-
 পূর্বক তেমাতে আবাহন করিয়া পূর্বমত মন-
 য়ে অবধি কাণ্ড করিবে। তৎপরে হে
 দেবেশি! যোগী একাগ্রচিত্তে তোমার ধ্যান
 করিবে। ৪৭—৬৮। ধ্যান করিবার কালে
 তোমার রূপ—নীলোৎপলকল ভূষা, লোচনদ্বয়
 কেশ ও আকর্ষণত, আনন পূর্ণশিখরত,
 কেশকলাপ কৃষ্ণ ও আকৃতিত, যৌলিন্দে
 ত্রয়োবিধ বিরাজমান, পরোক্ষ-মুগ্ধল বর্জুল
 নিবিড় উন্নত ও স্নিগ্ধ, মধ্যতাপ ক্রীণ এবং নিতম
 হৃদ—(এইরূপ) ভাবিতে হইবে; আর তুমি
 কলাময়-পীতহৃদ-ধারিণী, সর্বাসক্তায় ভূষিতা,
 ললাটদেশে ভিলক-শোভিতা, কুমুদবাসনে সংযত-

হেমারবিন্দং বিলসদধানং দক্ষিণে করে ।
 দণ্ডবচাপরং হস্তং স্তম্ভাসীনাং মহামনে ॥ ৬৯
 এবং মাং তাক দেবেশি ধ্যায়া নিয়তমানসঃ ।
 নাপরোক্ষমতোয়েন প্রবচনোদ্যতক্রমাং ॥ ৭০
 ভবে ভবে নাতিভব ইতি পাদ্যং প্রকময়েৎ ।
 বামায় নম ইত্যুক্তা দদ্যাচ্চমনীয়কম্ ॥ ৭১
 জ্যোষ্ঠায় নম ইত্যুক্তা শুভবস্ত্রং প্রকময়েৎ ।
 শ্রেষ্ঠায় নম ইত্যুক্তা দদ্যাৎপ্রোপবীতকম্ ॥ ৭২
 ক্রদ্রায় নম ইত্যুক্তা পুনরাচমনীয়কম্ ।
 কলাময় নম ইত্যুক্তা পঞ্চং দদ্যাৎ সুসংকৃতম্ ॥ ৭৩
 কলাময়বদনায় নমোহংকৃতং পরিকময়েৎ ।
 কলাময়বদনায় নম ইতি পুষ্পাশি দাপয়েৎ ॥ ৭৪
 কলাময় নম ইত্যুক্তা পূর্ণং দদ্যাৎ প্রবচনতঃ ।
 বলপ্রমথনায়োতি সুদীপক প্রদাপয়েৎ ॥ ৭৫
 ত্র্যম্বকং বড়কং অতো মাংকর্য সহ ।
 প্রবচন শিবেনৈব শক্তিযুক্তেন চ ক্রমাং ॥ ৭৬
 মুদ্রাঃ সন্দর্শয়েচ্ছং ভূতাক বরবর্ণিনি ।
 ময়ি প্রকময়েৎ পূর্বমুপচারং স্তবস্ত্রি ॥ ৭৭

কেশ-পাশ শোভিনী, অনবদ্যাক্রী, ইবং লজ্জা-
 বনত মুখী, দক্ষিণকরে সর্বপদ-ধারিণী, বামহস্তে
 মহামনে দণ্ডবৎ স্থাপন করিয়া আসীনা—
 তোমার এই মূর্তি ভাবনা করিতে হইবে। হে
 দেবেশি! এইরূপে তোমার ও আমার ধ্যান
 করিয়া, সাধক সংযতচিত্তে ওকার দ্বারা যোজন
 করিয়া পঞ্চজলে গান করাইবে। “ভবে ভবে
 নাতিভবে” এই মন্ত্রে পাদ্য, “বামায় নমঃ” এই
 মন্ত্রে আচমনীয়, “জ্যোষ্ঠায় নমঃ” এই মন্ত্রে
 শুভবস্ত্র, “শ্রেষ্ঠায় নমঃ” এই মন্ত্রে প্রোপবীত,
 “ক্রদ্রায় নমঃ” এই মন্ত্রে পুনরাচমনীয় “কলাময়
 নমঃ” এই মন্ত্রে দিব্য বস্ত্র, “কলাময়বদনায় নমঃ”
 এই মন্ত্রে অঙ্কত, “কলাময়বদনায় নমঃ” এই
 মন্ত্রে পুষ্প “কলাময় নমঃ” এই মন্ত্রে পূর্ণ এবং
 “বলপ্রমথনায় নমঃ” এই মন্ত্রে বহুপূর্বক দীপ
 নিবেদন করিতে হইবে। হে ঋষিণি!
 বামকা, প্রবচন ও শক্তিযুক্ত শিবীক দ্বারা
 তোমার ও আমার মূর্তি সকল প্রদর্শন করিবে।
 এবং আমার তৎপরে তোমার পাদ্য

যদা তুয়ি এককোণ্ড ত্রীলিঙ্গং বোজয়েৎ তদা ।
পঞ্চাবরণপূজাং প্রারভেত বধাক্রমম্ ॥ ৭৮
প্রথমং পূজিতো বহু তত্রৈব ক্রমশঃ সূচীঃ ।
পঞ্চান্দোর্চ্চয়েৎ পূর্বে দেবো হেরম-বগ্নুখো ॥ ৭৯
পঞ্চ ত্রীলিঙ্গাণি পরিতো বহুৎ সম্পূজয়েৎ ক্রমাৎ ।
ঈশানদেশে পূর্বে চ দক্ষিণে চোত্তরে সদা ॥ ৮০
পশ্চিমে চ তত্তন্তমিহ বহুতানি সমর্চয়েৎ ।
অগ্নয়ে চ তথৈশানে নৈরুতে বায়ুদেশকে ॥ ৮১
মধ্যে নেত্রং ভবকৃতং পূর্বাদিপরিভঃ ক্রমাৎ ।
প্রথমাবরণং প্রোক্তং দ্বিতীয়াবরণং শৃণু ॥ ৮২
অনন্তং পূর্বাদিকপত্রে হৃদয়ং দক্ষিণতন্ততঃ ।
শিবোত্তমং পশ্চিমত একনেত্রং তথোত্তরে ॥ ৮৩
এককৃতং তথৈশানে ত্রিমূর্তিং বহুদিশলে ।
ত্রীকণ্ঠং নৈরুতে বায়ৌ শিবতীশং সমর্চয়েৎ ॥
দ্বিতীয়াবরণে চৈব পূজ্যাস্তে চত্রেবর্তিনঃ ।
পূর্বাদ্যবরণং যথো তু ব্রহ্মেশ্বরং প্রপূজয়েৎ ॥ ৮৫
তদক্ষিণে নন্দিনক মহাকালং তদুত্তরে ।

উপচার নিবেদন করিতে হইবে। যৎকালে
জোয়ার নিবেদন করিবে, তখন ত্রীলিঙ্গ মাত্র
বোজনা করিতে হইবে। অনন্তর বধাক্রমে
পঞ্চ আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে। ৭৫—৭৮।
বিচক্ষণ সাধক প্রথমে বধার গণেশ ও কুমারের
পূজা করিয়াছিল, ওখার অগ্রে পঞ্চাদি উপচারে
তাহাদিগকে পূজা করিয়া মণ্ডলের চতুর্দিক
ঈশান, পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমে পঞ্চ
কৃত্তের অর্চনা করিবে। তৎপরে তাহাকে—
সেই মণ্ডলের অগ্নি, ঈশান, নৈরুত ও বায়ুদেশে
বহুতর পূজা করিয়া মধ্যে নেত্র ও পূর্বাদি
চতুর্দিকে অস্ত্র পূজা করিতে হইবে। দেবি!
এই প্রথম আবরণের কথা বলা হইল; দ্বিতীয়
আবরণ গ্রহণ কর। পূর্বদলে অনন্ত, দক্ষিণে
হৃদয়, পশ্চিমে শিবোত্তম, উত্তরে একনেত্র,
ঈশানে এককৃত্ত, অগ্নিকোণে ত্রিমূর্তি, নৈরুতে
ত্রীকণ্ঠ ও বায়ুদেশে শিবতীশকে পূজা করিতে
হইবে। তৎপরে দ্বিতীয় আবরণ উক্ত চত্রে-
বর্তিনের পূজা করিবে। পূর্বাদ্যবরণ মধ্যে
ব্রহ্মেশ্বর, তদক্ষিণে নন্দী, তদুত্তরে মহা-

ভূতীশং দক্ষিণদ্বারপশ্চিমে সম্পূজয়েৎ ॥ ৮৬
তৎপূর্বকোষ্ঠে পঞ্চান্দোঃ সম্পূজ্য চ বিনায়কম্ ।
পশ্চিমোত্তরকোষ্ঠে চ ব্রহ্মতং দক্ষিণে শুভম্ ॥ ৮৭
উত্তরদ্বারপূর্বে তু প্রদক্ষিণবিধানতঃ ।
ভবঃ শর্কঃ তথৈশানঃ কৃত্তং পশুপতিং পুনঃ ॥ ৮৮
উগ্রং ভীমং মহাদেবং তৃতীয়াবরণপূজয়িতুম্ ।
যো বেদান্দো স্বর ইতি সমাবাহ মহেশ্বরম্ ॥ ৮৯
পূজয়েৎ পূর্বাদিগুণ্ডানে কমলে কর্ণিকোপরি ।
ঈশ্বরং পূর্বাদিকপত্রে বিবেশং দক্ষিণে ততঃ ॥ ৯০
সৌম্যো তু পরমেশানং সর্কেশং পশ্চিমে যজ্ঞে
দক্ষিণে তু যজ্ঞোত্তমো যো রাজানবিভ্রাচা ॥ ৯১
আবাহ পঞ্চপূঙ্গান্দোঃ কর্ণিকায়ং দলেষু চ ।
শিবঃ পূর্বে দক্ষিণতো হর উত্তরতো মূড়ঃ ॥ ৯২
ভবঃ পশ্চিমদিকপত্রে পূজ্য এতে বধাক্রমম্ ।
উত্তরে বিষ্ণুমায়া পঞ্চপূঙ্গাদিভির্জয়েৎ ॥ ৯৩
প্রতর্জয়িতুং প্রোচ্য কর্ণিকায়ং দলেষু চ ।
বাসুদেবং পূর্বভাগে দক্ষিণে চানিরুদ্ধকম্ ॥ ৯৪

কালকে পূজা করিয়া, দক্ষিণ দ্বারের পশ্চিমে
ভূতীশের পূজা করিতে হইবে। উহার
পূর্বকোষ্ঠে পঞ্চাদি উপচারে বিনায়কের
অর্চনা করিয়া উত্তর-পশ্চিম কোষ্ঠে ব্রহ্মত,
দক্ষিণে শুভ এবং উত্তরদ্বারের পূর্বে প্রদ-
ক্ষিণক্রমে ভব, শর্ক, ঈশান, কৃত্ত, পশু-
পতি, উগ্র, ভীম ও মহাদেবের পূজা করিবে।
ইহাই তৃতীয় আবরণ উক্ত হইল। “যো
বেদান্দো স্বরঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক
পূর্বাদিকের পক্ষে কর্ণিকার উপরে মহেশ্বরকে
পূজা করিয়া, পূর্বদলে ঈশ্বর, দক্ষিণে বিবেশ,
উত্তরে পরমেশান ও পশ্চিমে সর্কেশের পূজা
করিবে। দক্ষিণদিকের কর্ণিকা ও দলে “যো
রাজানঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহনপূর্বক
পঞ্চপূঙ্গাদি দ্বারা কৃত্তের অর্চনা করিয়া পূর্বে
শিব, দক্ষিণে হর, উত্তরে মূড় ও পশ্চিমদলে
ভব—ইহাদিগের বধাক্রমে পূজা করিতে
হইবে। উত্তরপক্ষে “প্রতর্জয়” ইত্যাদি মন্ত্রে
আবাহন করত পঞ্চপূঙ্গাদি দ্বারা বিষ্ণুকে অর্চনা
করিয়া কর্ণিকা ও দলের উপরে পূর্বভাগে বাসু-

সৌম্য সঙ্কর্ষণকৈব প্রত্যয়ঃ পশ্চিমে যজ্ঞে ৷
 তদ্ব্যং পশ্চিমে পশ্চিম সমাধাঃ সমর্চয়েৎ ॥১৫
 হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততেতি মন্ত্ৰেণ মন্ত্রবিৎ ।
 হিরণ্যগর্ভঃ পূর্বজ্ঞাং বিরাজং দক্ষিণে ততঃ ॥১৬
 উত্তরে পূর্বকৈব কালং পশ্চিমতো যজ্ঞে ৷
 সর্কোদ্ধপাভক্তৌ পূর্বাদিপ্রদক্ষিণবিধানতঃ ॥ ১৭
 তত্ত্বস্থানেষু সম্পূজ্য। লোকপালা অনুরক্তমাং ।
 রাত্তং বাহুং তথা স্ত্রাস্তং লাস্তং লাস্তমপূর্বকম্ ॥
 বাহুং লাস্তক বেদাদ্যং ত্রীবীজক দশ ক্রমাং ।
 বীজানি লোকপালানামেতৈরেতান সমর্চয়েৎ ॥১২
 নৈরতে উত্তরে তদ্বদীশানস্ত চ দক্ষিণে ।
 ব্রহ্মবিষ্ণু চ বিধিনা পূজয়েৎপচারকৈঃ ॥ ১০০
 বাহুরেখাসু দেবেশি পঞ্চমাবরণং যজ্ঞে ৷
 ত্রীমং ত্রিশূলমীশানে বজ্রং মাহেশ্বরিমুখে ॥ ১০১
 পরন্তঃ বহুদিগ্ভাগে যাম্যে শায়কমর্চয়েৎ ।
 নৈরতে তু যজ্ঞে ৷ খণ্ডাং পাশং বক্রংগোচরে ॥
 অঙ্গুশং মারুতে তাগে পিনাককোস্তরে যজ্ঞে ৷

যে, দক্ষিণে অনিরুদ্ধ, উত্তরে সঙ্কর্ষণ ও
 পশ্চিমে প্রত্যয়ের পূজা করিবে। তৎপরে
 ব্রহ্মসাম্বক “হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তত” ইত্যাদি
 মন্ত্ৰে আবাহন করত পশ্চিম-পরে-ব্রহ্মার পূজা
 সমাধা করিয়া পূর্বদিকে হিরণ্যগর্ভ, দক্ষিণে
 বিরাজ, উত্তরে পূর্ব ও পশ্চিমে কালের
 অর্চনা করিবে। অনন্তর সকলের উর্ধ্ব-
 পঙ্ক্তিতে পূর্বাদি প্রদক্ষিণক্রমে পূর্বাদি দিকে
 লোকপালগণের বধাক্রমে পূজা করিতে হইবে।
 রাত্ত, বাহু, স্ত্রাস্ত, লাস্ত, লাস্ত, অবর্ণাদি, বাহু,
 শায় প্রণব ও ত্রীবীজ এই দশটা লোক-
 পালগণের বীজ। এই বীজ দ্বারা উহা-
 দিগের প্রত্যেককে বধাক্রমে পূজা করিবে।
 ১০-১১। নৈরতে, উত্তর ও ঈশানের
 দক্ষিণে বধাবিধি উপচারে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর
 পূজা করিবে। হে দেবেশি! বহিঃস্থ
 কোষে সকলে পঞ্চম আবরণের পূজা করিতে
 হইবে; যথা—ঈশানে ত্রিশূল, পূর্বে বজ্র, বক্র-
 কোণে পরশু, দক্ষিণে সায়ক, নৈরতে পাশ,
 পশ্চিমে পাশ, বাহুরেখা অঙ্গুশ ও উত্তরে শিখা-

পশ্চিমাভিমুখং রৌদ্রং ক্ষেত্রপালং সমর্চয়েৎ ৷
 কৃতাজ্জলিপুটঃ সর্কো চিত্ত্যাঃ স্মিতমুখানুজাঃ ।
 সাদরং প্রোক্ষমাণাঃ দেবং দেবীক সর্কদা ॥ ১০৪
 ইখমাবরণাভ্যর্চ্যং কৃত্য ব্যাক্ষেপশাস্তয়ে ।
 পুনরভ্যর্চ্য দেবেশং প্রণবক শিবং যজ্ঞে ॥১০৫
 এবমভ্যর্চ্য বিধিবদ্বাদ্যৈরুপচারকৈঃ ।
 উপচর্য ততো দদ্যাদ্ভৈবেদ্যং বিধিসাধিতম্ ॥১০৬
 পুনরাচমনীয়ক দদ্যাদর্ঘ্যং যথা পুরা ।
 ততো নিবেদ্য পানীয়ং তামূলকোপদংশকৈঃ ॥১০৭
 নীরাজনাদিকং কৃত্য পূজাশেষং সমাপয়েৎ ।
 ধাত্বা দেবক দেবীক মনুমন্তোস্তরং জপেৎ ॥ ১০৮
 তত উখার রচিতপুষ্পাজলিপুটঃ স্মিতঃ ।
 জপেদ্ব্যাস্তা মহাদেবং যো দেবানামিতি ক্রমাং ॥
 যো বেদানো স্বরঃ প্রোক্ত ইত্যস্তং পরমেধরি
 পুষ্পাজলি ততো দত্ত্বা ত্রিঃ প্রদক্ষিণমার্চয়েৎ ॥
 সাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ ততঃ স্তব্যা পরমব্রাহ্মিতঃ ।
 পুনঃ প্রদক্ষিণং কৃত্য প্রণমেৎ পুনরেকবা ॥ ১১১

কের পূজা করিয়া পশ্চিমাভিমুখে রৌদ্র ক্ষেত্র-
 পালের অর্চনা করিবে। ইহারা সকলেই “কৃত্য-
 জলিপুটে স্মিতমুখে সাদরে দেব ও দেবীকে
 সর্কদা নিরীক্ষণ করিতেছেন” এইরূপ ভাবিতে
 হইবে। এইরূপে আবরণ-পূজা সমাপ্ত করিয়া
 বিধি বিধানান্তির নিমিত্ত দেবদেবকে পুনর্বার
 পূজা করিয়া প্রণব ও শিব এই নাম উচ্চারণ
 করিবে। এইরূপে পূজা উপচারে বধাবিধি
 অর্চনা করিয়া বৈধ নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়,
 পূর্বমত অর্ঘ্য, পানীয় জল, তামূল (চাইনি)
 ও তামূল নিবেদন করত আনুষ্ঠানিক করিয়া
 পূজা সমাপ্ত করিবে। পরে পুনর্বার দেব ও
 দেবীকে ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপ
 করিতে হইবে। ১০০-১০৮। হে পরমেধরি!
 তৎপরে পুষ্পাজলি লইয়া উঠিয়া মহাদেবের
 ধ্যান করত “যো দেবানামিতি” ইত্যাদি মন্ত্র
 হইতে “যো বেদানো স্বরঃ প্রোক্তঃ” ইত্যাদি
 মন্ত্র পর্বক পাঠ করিয়া পুষ্পাজলি দিয়া
 ত্রিঃ প্রদক্ষিণ করিবে। পরে পরমব্রাহ্ম-
 ত্বের প্রমাণার্থে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে।

হিতাসনে সমভ্যর্চ্য দেবং নামাষ্টকেন চ ।
 সাধু বাসাধু বা কৰ্ম বদ্যনাচরিতং যয়া ॥ ১১২
 তং সৰ্বং ভগবন শস্ত্রো ভবদারাদনং পরম্ ।
 ইতি শম্বোদকেনৈব সম্পূর্ণ সমর্চয়েৎ ॥ ১১৩
 পূজ্যং পুনঃ সমভ্যর্চ্য সার্থং নামাষ্টকং জপেৎ ।
 শিবো মহেশ্বরশ্চৈব কৃত্রো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ ॥ ১১৪
 সংসারবৈদ্যাঃ সৰ্বজ্ঞাঃ পরমাস্তেতি মুখ্যতঃ ।
 নামাষ্টকমিদং নিত্যং শিবস্ত প্রতিপাদকম্ ॥ ১১৫
 আদ্যন্ত পঞ্চকং তত্র শাস্ত্রাতীতান্যমুক্রমাৎ ।
 সংজ্ঞা সদাশিবাদীনাং পঞ্চোপাধিপরিগ্রহাৎ ॥ ১১৬
 উপাধিবিবিরস্তো তু বধ্যং বিনিবর্ততে ।
 পঞ্চমেব হি ভগ্নিত্যমনিড্যাঃ পদিনঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১৭
 পদানাং পরিবৃতিঃ স্মাচ্যুতঃ পদিনো যতঃ ।
 পরিবৃত্তভবে দেবং ভূবন্তস্তাপ্যুপাধিনা ॥ ১১৮
 আদ্যন্তরাভিধানং স্মাদ্যদাদ্যং নাম পঞ্চকম্ ।
 অস্তং তু ত্রিভুং নামামুপাদানাদিযোগতঃ ॥ ১১৯

ক্লিষ্ট করিয়া সৰ্বং প্রণাম করিবে। অনন্তর আসনে বসিয়া নামাষ্টক পাঠ করিয়া “দেব। শস্ত্রো! সং হটক বা অসং হটক, আমি যে যে কৰ্ম করিয়াছি, তৎসমস্তই কেবল আপনার আরাধনার জন্য” ইহা বলিয়া শম্বুজল ও পুষ্প-জলি দ্বারা দেবের অর্চনা করিবে। আরাধ্যা দেবীকে পুনর্বর্চনা করিয়া অর্বসম্পন্ন নামাষ্টক পাঠ করিবে। শিব, মহেশ্বর, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, পিতামহ, সংসারবৈদ্যা, সৰ্বজ্ঞ ও পরমাত্মা এই আটটি নাম প্রধান; এই গুলিই নিয়ত শিবের প্রতিপাদক। উল্লেখ্য প্রথম পাঁচটি শাস্ত্রাতীতাদিক্রমে পঞ্চ উপাধির ধারণ বশতঃ সদাশিবাদির সংজ্ঞামাত্র। কিন্তু উপাধির নিবৃতি হইলে উক্ত সংজ্ঞাদিরও নিবৃতি হইয়া থাকে, যেহেতু পদ নিত্য ও পদধারী অনিত্য বলিয়া কথিত আছে। ১১২—১১৭। পদের পরিবর্তন হইলে পদধারী উহা হইতে মুক্তি পায় বটে, কিন্তু ঐ পরিবর্তনে পদধারীর পূর্ববর্ত উপাধি পুনরায় বর্তিয়া থাকে। যে প্রথম পাঁচটি নাম কা হইয়াছে, উহাদিরই আদ্যন্তর্য্যক। সর্বশেষ তিনটি নাম

ত্রিবিধোপাধিচলচ্ছিন্ন এব তু বর্ততে ।
 অনাদিমলসংশ্লেশ-প্রাগভাবাৎ স্বভাবতঃ ॥ ১২
 অত্যন্তপরিপাকোত্তোহয়ং শিব উচ্যতে ।
 অথবাপ্রশংসকল্যাণপুণ্ডরীকধন ঈশ্বরঃ ॥ ১২১
 শিব ইত্যুচ্যতে সত্ত্বিঃ শিবতত্ত্বার্থবেদিভিঃ ।
 ত্রয়োবিংশতিভেদভ্যঃ পরা প্রকৃতিরুচ্যতে ॥ ১২২
 প্রকৃতেস্ত পরং প্রাভঃ পুরুষং পঞ্চবিংশকম্ ।
 যৎ বেদান্দো স্বরং প্রাহর্বাচ্যব্যচকতাবতঃ ॥ ১২৩
 বেদৈকবেদ্যাং বাধ্যস্ত্যাদেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 স এব প্রকৃতৌ নীনো ভোক্তা যঃ প্রকৃতেভ্যঃ
 তস্ত প্রকৃতিজনস্তু যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ।
 তদধীনপ্রবৃত্তিত্বাৎ প্রকৃতেঃ পুরুষস্ত চ ॥ ১২৪
 অথবা ত্রিগুণং তত্ত্বং মায়েষ্যমিদমব্যয়ম্ ।
 মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মাক্ষিনস্ত মহেশ্বরম্ ॥ ১২৫
 মায়াবিকোভকোহনন্তো মহেশ্বরসমময়াৎ ।
 কৃষ্ণঃখং হৃৎখতেতুর্বা তদ্রাবয়তি যঃ প্রভূঃ ॥ ১২৬

প্রকৃতি প্রভূতির সম্পর্কে ত্রিবিধ উপাধি কথ্য হেতু শিবের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। আদিমল ও প্রাগভাব না থাকায় স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিপাকোত্তো হইয়া শিব বলিয়া থাকে। অথবা শিবরহস্তস্ত পণ্ডিতেরা অশেষ-কল্যাণময় বলিয়া ঈশ্বরকে শিব নামে অভিহিত করেন। প্রকৃতি, মহাদাদি ত্রয়োবিংশতিভেদ হইতে শ্রেষ্ঠা; ঐ প্রকৃতি হইতে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে। উক্ত পুরুষই পঞ্চবিংশতঃ। বাহাকে বেদাদিশাস্ত্র-বাচ্য ও বাচকভাবে প্রশংসা, বেদৈকরম্য ও বধ্যার্থরূপে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বলিয়া থাকেন সেই পুরুষই প্রকৃতিতে নীন ও ভোক্তা কর্তা। যিনি সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজন সেই পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনিই মহেশ্বর। যেহেতু প্রকৃতি ও পুরুষের প্রবৃত্তি তাঁহার অধীন। ১১৮—১২০। অথবা এই অব্যয় সত্ত্ব-রজ-তমোরূপ ত্রিগুণ ভব-মায়াময়; মায়াকে প্রকৃতি ও মায়ার মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। নারায়ণ মহেশ্বর সম্পর্কেই মায়ার বিকাক করিত সমর্থ। ১২১। অথবা এই অব্যয় বা হৃৎখতেতুর্বা; তাহা

ভূচ্যতে তস্মাচ্ছিবঃ পরমকারণম্ ।
 পিতৃমাতৃং শরীরাদি বটাদি চ ॥ ১২৮
 প্রতিষ্ঠিত শিবস্তস্মাদ্বিশুদ্ধকাত্তঃ ।
 পিতৃভূতানাং শিবো মূর্ত্যায়নামপি ॥ ১২৯
 যেষ সর্বেষাং পিতামহ উদারিতঃ ।
 জ্ঞো যথা বৈদ্যো রোগস্ত বিনিবৃত্তকঃ ॥ ১৩০
 যত্নৈষৈকেন্দ্রিয়ভোগাধিকারতঃ ।
 যন্তেধ্বরো নিত্যং মূলম্ বিনিবৃত্তকঃ ॥ ১৩১
 যবেদা ইহা তুঃ শিবতত্ত্বার্থবেদিতঃ ।
 জ্ঞানসিদ্ধার্থমিচ্ছিয়েতু চ সংসৃপি ॥ ১৩২
 ভাবিনো ভাবান মূলান সন্ধানশেষতঃ ।
 নৈব জ্ঞানন্তি যাম্ভার্যবয়বভূতঃ ॥ ১৩৩
 যপি চ সর্বেষু সিদ্ধসম্মার্যবেদিনু ।
 যবন্তঃ বদ্ধ তুঃ তথৈব সনানিবঃ ॥ ১৩৪
 যনৈব জ্ঞানন্তি তস্মাৎ সর্গজ উচ্যতে ।
 য় পরমৈরুভিত্তিভৈর্নিত্যসমস্তাঃ ॥ ১৩৫
 ১২ পরমবিহঃ পবনাস্তা শিবঃ স্বয়ম্

জনকাদি আদিকারণ প্রভৃ শিবকে "কুন্দ-
 ১২ ভগবান শিব শরীরাদি, বটাদি ও
 উৎসহিতে ভূমি পর্যন্ত সমস্তই ব্যাপিয়া
 হই, এই নিমিত্ত তাঁহাকে বিদ্যুৎ বলা হয় ।
 স্রষ্টা পিতৃভূত ব্রহ্মাদি সকলের পিতা বলিয়া
 কপিতামহ বলা হয় । যেরূপ নিদানক-
 ণ্ডে প্রবেশ করিয়া রোগের নিরাস্তি
 সেইরূপ ভগবান শিব, ভূক্তি-মুক্তি
 দ করিয়া মূলসংসারের নিরাস্তি করিয়া
 ন; অতএব শিবরহস্তের মন্ত্রজ্ঞ পণ্ডি-
 তাহাকে সংসারবৈদ্য নামে অভিহিত
 ১৩ অনন্তমায়ার আশ্রিত ক্ষুদ্র-জীবগণ
 ১৪ বিষয়-জ্ঞান সিদ্ধির অস্ত্র প্রবণাদি
 ১৫ নিচয় থাকিলেও মূল অথবা মূল ভূত,
 ১৬ বর্তমান বিষয় নিরূপে জানিতে
 না। কিন্তু সনানিব নিরাস্তি হই-
 ১৭ অন্যাসে যে সে বিষয় জানিতে পারেন,
 ১৮ তত তাঁহাকে সর্গজ বলা যায় । তাঁহাতে
 ১৯ যদি সকলগুণ নিরূপ থাকে একক
 সকলের আশ্রা এবং তাঁহা হইতে যেরূপ

ইতি স্তুত্বা মহাদেবং প্রণবাস্তানমব্যয়ম্ ॥ ১৩৬
 দস্তা পরাশ্রুথার্থ্যক পঞ্চাদীশানমন্তকে ।
 পুনরভ্যর্চ্য দেবেশং প্রণবেন সমাহিতঃ ॥ ১৩৭
 হস্তেন বদ্ধাঙ্গলিনা পূজাপুষ্পং প্রগৃহ্য চ ।
 উন্নয়নাস্তং শিবং নীত্বা বামনাসাপূর্টধ্বনা ॥ ১৩৮
 দেবীমুখ্যস্ত চ ততো দক্ষনাসাপূর্টধ্বনা ।
 শিব এবাহমস্মীতি তদেবমবুভূয় চ ॥ ১৩৯
 সর্গাবরণদেবাংচ পুনরুদাসয়েদ্ধৃদি ।
 বিদ্যাপূজাং গুরোঃ পূজাং কৃত্বা পঞ্চাদধ্বাত্রয়ম্
 শম্মাদ্যপাত্রমস্তাংচ ছন্দয়ে বিস্তসেং ক্রমাৎ ।
 নিম্নালাক সমর্প্য চ চণ্ডেশ্বরেশগোচরে ॥ ১৪১
 পুনঃ সংযতপ্রাণ কব্যাদিকবধোচ্চরেৎ ।
 কৈলাসপ্রান্তরো নাম মণ্ডলং পরিভাষিতম্ ॥ ১৪২
 অর্চয়েদ্বিত্যমেবৈতৎ পক্ষে বা মাসি মাসি বা ।
 যমাসে বৎসরে বাপি চাতুর্থাঙ্গাদিপর্জনি ॥ ১৪৩
 অসমর্থঃ সমভ্যর্চ্যারিত্যং যদ্বিচ্ছামাস্তিকঃ ।

নই;—এই তত্ত্বই ভগবান শিব নিজে পর-
 মাত্মা। এইরূপে প্রণবরূপী অব্যয় মহা-
 দেবকে স্তব করিয়া প্রশান-মন্তকে অর্থাৎ প্রশান
 করত পুনরায় সমাহিতভাবে প্রণব দ্বারা
 তাঁহার অর্চনা করিবে । ১২৬—১৩৭। এই-
 রূপ অর্চনার পর কৃত্যঙ্গলিপুটে পূজা-পুষ্প
 লইয়া বামনাস-পথে শিবকে উন্নয়ন (নাড়ী-
 বিশেষ) অস্ত্রে লইয়া বাইরা ও দক্ষিণনাসা-
 পথে দেবীকে উদ্ধে নীত করিয়া সাধক আপ-
 নাকে শিব হইতে অভিন্ন ভাবিবে । সকল
 আবরণ দেবতাকেও ছন্দয়ে স্থান দিয়া বধা-
 ক্রমে ময় ও গুরু পূজা করিয়া, শম্ম ও অর্ঘ্য-
 পাত্রের ময়গুলি ক্রমশঃ ছন্দয়ে ভাস করিবে
 এবং মহাদেবের সমক্ষে চণ্ডেশ্বকে নিম্নালা
 সমর্পণ করিবে । অনন্তর প্রাণবায়ু রোধ করিয়া
 পুনরায় কব্যাদিস্তাস করিবে । পূর্বে যে
 মণ্ডল কীর্তিত হইয়াছে, উহার নাম কৈলাস
 প্রান্তর । উহার নিত্য অর্চনা করিবে; অথবা
 পক্ষে, মাসে, চাতুর্থাঙ্গের প্রথম পর্জনিনে,
 বমাসে বা বৎসরে অর্চনা করিতে হইবে ।
 উহা সর্গজা করিতে সমর্থ হইলে, অভিন্ন

অনিম্ন ক্রমে মহাদেবি বিশেষঃ কোহপি কথ্যতে
উপদেশদ্বিনে লিঙ্গং পূজিতং গুরুণা সহ।
পুস্তকাদিবিদ্যাযামি শিবমাপ্রাণসংকল্পম্ ॥ ১৪৫
এবং ত্রিবারমুচ্চাৰ্য্য শপথং গুরুনমিবো।
ততঃ সমচ্চরেন্নিত্যং পূৰ্ণোক্তবিধিনা প্রিয়ে ॥ ১৪৬
অৰ্ঘ্যং সমর্পয়েন্নিস্কৃতমুচ্চবোদ্যদেকেন চ।
প্রণবেন সমভ্যর্চ্য ধূপ-দীপৌ সমর্পয়েৎ ॥ ১৪৭
ঐশাভ্যং চণ্ডমারুধ্য নিশালাক্য নিবেদয়েৎ।
প্রকাল্য লিঙ্গং বেদৌক বস্ত্রপূতৈর্জলৈস্ততঃ ॥ ১৪৮
নিক্ৰিপ্য পুষ্পং শিরসি লিঙ্গস্ত প্রণবেন তু।
আধারশক্তিমাৱভ্য তদ্বিদ্ভাসনাবধি ॥ ১৪৯
বিভাব্য সর্কং মনসা হ্রাপয়েৎ পরমেশ্বরম্।
পঞ্চমব্যাদিত্তিগবৈর্ধ্বাবিত্তবসংভূতৈঃ ॥ ১৫০
কেবলৈর্বা ভলৈঃ শুভৈঃ সুরভিহব্যবাসিতৈঃ।
পাবমানেন রুদ্রেণ নীলেন ত্রিভুজেন চ ॥ ১৫১
লিঙ্গস্থতাদিস্তৈশ্চ শিরসাধর্ষণেন চ।

সাধক নিত্য আমার লিঙ্গ পূজা করিবে। মহা-
দেবি! উক্ত লিঙ্গ পূজা করিতে গেলে কিছু
বিশেষ আছে, বলিতেছি। ১৪৫—১৪৯। শিষ্য
দীক্ষাদিবসে গুরু ও লিঙ্গ পূজা করিয়া লিঙ্গ-
পূজাত্তত্ত্ব গ্রহণ করিবে। “অজ্ঞান শিব-
লিঙ্গ পূজা করিব” গুরু-সন্নিধানে এইরূপে
তিনবার শপথ করিয়া, প্রিয়ে! পূৰ্ণোক্ত বিধি-
মতে নিত্য লিঙ্গের অর্চনা করিবে। লিঙ্গ-
মস্তকে অগ্ন্যাদকের সহিত অৰ্ঘ্য সমর্পণ
করিবে। প্রণব-মন্ত্রে অর্চনা করিয়া ধূপ ও
দীপ নিবেদন করিবে। ঈশান-কোণে চণ্ডের
অর্চনা করিয়া নিশালা অর্পণ করিবে। তৎ-
পরে বস্ত্রপূত জলে লিঙ্গ ও বেদী প্রকালিত
করিয়া প্রণববীজে লিঙ্গ-মস্তকে পুষ্প নিক্ষেপ
করিবে। অনন্তর আধারশক্তি হইতে আর
আমার তদ্বিদ্ভাসন অবধি সমস্ত মনে মনে
চিন্তা করিয়া, পরমেশ্বরকে কথাসক্তি সংগৃহীত
পঞ্চমব্য অথবা কেবল চন্দ্রাদি-সুবাসিত
বিত্ত-জলে স্নান করাইবে। স্নান করাইবার
পূর্বে পাবমানীশ্বত, রুদ্রাভ্যাস, নীলশ্বত,

ঋগ্ভিত্তি সামভির্বাণি ত্র্যম্বকিত্তৈশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ১৫২
হ্রাপয়েদেবদেবেশং প্রণবেন শিবেন চ।
বিশেবার্ঘ্যাদেকেনাপি প্রণবেনাভিষেচয়েৎ ॥ ১৫৩
বিশোধ্য বাসসা পুষ্পং লিঙ্গমুচ্চনি বিষ্ঠাসেৎ।
পীঠে লিঙ্গং সমারোপ্য সূৰ্য্যাদ্যর্চ্যং সমাচরেৎ।
আধারশক্ত্যনন্তৌ বৌ পীঠাধস্তাং সমর্চয়েৎ।
সিংহাসনং তদুচ্চৈস্ত সমভ্যর্চ্য যথাক্রমম্ ॥ ১৫৪
অখোচ্ছদনং পীঠপাদে কল্পং সমর্চয়েৎ।
মূর্ত্তিং লিঙ্গে সমাকল্প্য মাং তুয়া স হরং জয়েৎ।
এবং ময়া তে কথিতমতিশুভমিদং প্রিয়ে।
গোপনীয়ং প্রণয়েন ন দেয়ং বস্ত্র কস্তচিৎ ॥ ১৫৫
মম তক্তার দাতব্যং বভূবে বীতরাগিণে।
গুরুতক্তার শাস্তার মদর্ঘ্যোদযোগভাগিনে ॥ ১৫৬
মমাক্ষামতিলাজ্যৈস্তদ্ব্যো দদাতি বিমুখোঃ।
স নারকী মম জ্যোহী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৭
যন্তুতদানাদেবেশি মংপ্রিহন্ত ভবেদুঃস্বম্ ॥ ১৫৮

ত্রিভুজশ্বত, লিঙ্গস্থতাদি-শ্বত, শেখাধর্ষণী
পঞ্চ সাম, সন্ধ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্র, ওঙ্কার ও
শিব-বীজ উচ্চারণে ওঙ্কার-বীজে বিশেবার্ঘ্য
জল দ্বারাও অভিষেক করিবে। ১৪৫—১৫০।
স্নানের পর বস্ত্র দ্বারা লিঙ্গকে মার্জনা করিয়া
লিঙ্গমস্তকে পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে
পীঠোপরি লিঙ্গ স্থাপন করিয়া সূৰ্য্যাদি দেবতার
পূজা করিতে হইবে। পীঠের অধোভাগে
আধারশক্তি ও অনন্ত, উচ্চৈঃ সিংহাসন
উচ্ছদন এবং পাদদেশে স্বপ্নের অর্চনাপূর্ব্ব
লিঙ্গে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তোমার ও আমার
পীঠ সাধন করিবে। প্রিয়ে! অতি শুভ-কথা
এইরূপে তোমার বলিলাম; ইহা বহুপূর্ব্ব
গোপন করিব, যে কোন ব্যক্তিকে দিবে না।
তবে যে ব্যক্তি আমার তক্ত, বহ্নিরমাদিসম্পদ,
সংসার-বিরক্ত, গুরুতক্ত, শাস্ত ও আমার নিমিত্ত
চেষ্টাপন্ন, তাহাকে দিতে পারিবে। কেবল
আমার আজ্ঞা উলঙ্ঘন করিয়া যে মূঢ়ব্যক্তি ইহা
দিবে, আমার অপকারী সেই ব্যক্তি নিশ্চয়
নারকপাশী হইবে। আর আমার তক্তকে দণ্ড
করিলে আমার পীঠপাত্র হইবে। ১৫১—১৫৮।

বাস উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহাদেবী দেবেন পরিভাষিতম্ ।
স্বত্বা তু বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্দেবং বৈদ্যর্থপতিভিঃ ।
শ্রীমৎপাদক্লিষ্টোঃ পত্ন্যঃ প্রণম্য পরমেশ্বরী ॥ ১৬১ ॥
অতিপ্রস্তুতদয়া মুমোদ মুনিসন্তমাঃ ।
অতিশুভমিদং বিপ্রাঃ প্রণবার্থপ্রকাশকম্ ।
শিবজ্ঞানং পরং হেতুভবতামাৰ্জিমানমম্ ॥ ১৬২ ॥
সুত উবাচ ।

ইত্যুক্তা মুনিশার্ঙ্গিলঃ পারাশর্যো মহাতপাঃ ।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা মুনিভির্বৈদ্যাদিভিঃ ॥ ১৬৩ ॥
কৈলাসাদিমন্তস্মাত্য যবৌ তস্মাৎ উপোষনাং ।
জেপি প্রস্তুতদয়াঃ সত্রাস্তে পরমেশ্বরম্ ।
সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা সোমং সোমার্জশেখরম্ ।
যমাদিযোগনিরতাঃ শিবধ্যানপরাতপন ।
গুহ্যং কথিতং হেতুদেব্য। তেনাপি নন্দিনে ॥ ১৬৪ ॥
সনৎকুমারমুনে প্রোবাচ ভগবানপি ।
উদ্বাহকং মদগুরুণা ব্যাসেনামিত্তেজসা ॥ ১৬৫ ॥
উদ্বাহকমিদং পুণ্যং যথাপি মুনিপুংসবাঃ ।

বাস কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পর-
মেশ্বরী মহাদেবী এইরূপ দেবদেবের বাক্য
শুনিয়া অতি সন্তোষিত্তে বৈদ্য-সম্মিলিত বিবিধ-
স্তোত্রে স্তব করিয়া পতিত শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম-
পূর্বক আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । হে
দ্বিজগণ! এই প্রণবের অর্থপ্রকাশক সর্বো-
ত্তম শিবজ্ঞান অতি শুভ; ইহাতে আপনা-
দিগের অশেষবৃত্তি বিদূরিত হইবে । সুত
বলিলেন, এই কথা বলিয়া মহাতপা, মুনিশ্রেষ্ঠ,
পরশরপুত্র উদ্বাহ বৈদ্য মুনিগণ কর্তৃক পরম
ভক্তিসহকারে পূজিত হইয়া সেই উপোষন
হইতে কৈলাসাত্মস্থে প্রস্থান করিলেন । সেই
মুনিগণও বজ্রাস্ত্রে ভগবান চন্দ্রাৰ্জ্যবোদিক
অতি ভক্তিপূর্বক পূজা করিয়া বহাদিযোগে
নিরত হইয়া শিবধ্যানে তৎপর হইলেন ।
ভগবতী কন্দকে, কন্দ নন্দকে, নন্দী সনৎ-
কুমার কথিত এই শিবরহস্য বলিয়াছিলেন ।
মহাভক্তা মদগুরু ব্যাস সেই সনৎকুমার মুনি
নিকট গাইয়াছিলেন; আদি উদ্বাহ নিকট

উদ্বাহরূপি দাতব্যমেতৎস্বত্বং শিবপ্রিয়ম্ ॥ ১৬৬ ॥
যতিভ্যঃ শাস্ত্রচিহ্নভ্যো ভক্তভ্যঃ শিবপাদয়োঃ ।
এতচ্ছ্রুত্বা মহাতপাঃ সুতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ ॥ ১৬৭ ॥
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন চচার পৃথিবীমিমাম্ ।
এতদ্রহস্যং পরমং লজ্জা স্ততামুনীশ্বরঃ ।
কান্ত্যামেব সমাসীন। মুক্তাঃ শিবপদং বহু ॥ ১৭০ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে কৈলাসসংহি-

তায়ং বিবিধপূজাক্রমবর্ণনং নাম

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

পতেহং সুতে মুনয়ঃ সুবিশিষ্টা-
বিচিন্ত্য চাত্তোক্তমিদং বিস্মৃতম্ ।
বহ্মদেবস্ত মতং মুনীশ্বর-
প্রসূচিতং তং ধনু কষ্টমদ্য নঃ ॥ ১ ॥
কদা হু ভূয়ামুনিবর্গাদর্শনং
ভবাক্ষিহৃদযৌবহরং পরং হি তং ।

পাইয়াছি । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদিগে
শিবভক্ত শাস্ত্রাচর্য যতিগণকে শিবপ্রিয় এই
গুহ্যবিষয় প্রকাশ করিলেন । এই কথা বলিয়া
পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ মহাতপা সুত তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে
সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে গেলেন । মুনি-
শ্রেষ্ঠগণ সুতের নিকট এই পরম রহস্য লাভ
করিয়া কান্ত্যামে অবস্থান করিয়া মুক্তি ও
শিবপদ প্রাপ্ত হইলেন । ১৬১—১৭০ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

বাস কহিলেন,—সুত প্রস্থান করিলেন পর
মুনিগণ ইহা ভাবিয়া পরস্পরে অতি বিস্মিত
হইলেন । “হায় কি কষ্ট! বহ্মদেবের মত
রহস্য করিয়াছিলেন, তথা অন্য দিক্‌জনা
করিত আশ্রয় বিস্মৃত হইয়াছি । ভবসংসার
জগৎ সুখের উদ্বাহ সাক্ষ্যকার আশ্রয় করে

মহেশ্বরানুগ্ৰহপূর্বকোহুয়ম্ ।

মুনীশ্বরঃ সত্তরমাবিরক্ত নঃ ॥ ২

ইতি চিত্তাসমাবিষ্টা মুনয়ো মুনীপুঙ্গবম্ ।

ব্যাসঃ সম্পূজ্য হৃৎপদ্মে তদুত্তমদর্শনোহুকাঃ ॥ ৩

সংবৎসরান্তে চ পুনঃ কালীং প্রাপ মহামুনিঃ ।

তৎ বৃদ্ধা হৃৎসারান্তং মুনয়ো হৃষ্টচেতসঃ ॥ ৪

অত্যাখ্যানসমার্থাদিপূজয়া সমপূজয়ন্ ।

সোহপি তান্ মুনিশাঙ্কলানভিনন্দ্য শ্রিতোদরম্ ॥ ৫

অথ শ্রাত্বা জাহ্নবীরে জলে পরমপাবনে ।

কুববীন্ সত্তর্পা চ হরান্ পিতৃংস্ তিস্তত ঙ্গৈঃ ॥ ৬

তীরমাগত্য সম্প্রাক্ষ্য বাসসী পরিধায় চ ।

ধিরাচম্য সমাদায় ভস্ম সন্ধ্যাদিময়তঃ ॥ ৭

উত্থলনাদিক্রমতো বিধায়া মুনীশ্বরঃ ।

হৃদ্যাক্ষমালাভরণঃ কৃত্যনিত্যক্রিয়ঃ সুধীঃ ॥ ৮

ইবৈবরমুমাকান্তং সমুত্তং সঙ্গপাধিপম্ ।

সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা স্তত্বা নত্বা মুহুর্ষুহঃ ॥ ৯

শান্ত করিব! এক্ষণে আমরা যে মহেশ্বরের
আরাধনা করিগছি, তাহারই পুণ্যফলে মুনিবর
আমাদিগের সমীপে সত্তর আবির্ভূত হইলেন।
এই প্রকার চিত্তায় আকুল মুনীগণ কহিলেন
ব্যাসদেবকে হৃৎপদ্মধ্যে পূজা করিয়া হৃৎপদ্মের
কর্মে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে
বৎসরান্তে মহর্ষি হৃত পুনরায় কালীধামে উপ-
স্থিত হইলেন। তাঁহারকে আসিতে দেখিয়া
কবিশ্রম প্রকল্পমানে প্রত্যাখ্যান, আসনদান ও
অর্থাদি দ্বারা পূজা করিলেন। মহর্ষি হৃৎপদ্মে
সম্মিতভাবে তাঁহাদিগের প্রত্যভিনন্দন করি-
লেন। অনন্তর তিনি পরমপবিত্র জাহ্নবীজলে
স্নান করত তিল ও তুল দ্বারা কবি, দেবগণ
ও পিতৃগণের ভর্গন করিয়া তীরে উঠিয়া
প্রোক্ষণপূর্বক বহুবল পরিধান করিলেন।
কিঞ্চন মুনিবর বারবার আচমন করিয়া “সদ্য”
আমি ময়ে উত্থলনাদি এখানী ক্রমে ভস্ম
প্রস্তুত করিয়া লইয়া রক্তাক্ষমালা ধারণ করিয়া
নিত্যকর্ম সমাপনান্তে অতি অভিনবকারে
তবানী, বিবেকর, যেরব, কুমার এক এক-
কভাবে পূজা করিয়া পুণ্যহৃত ভস্ম ও সমস্ত

কালভৈরবনাথক সম্পূজ্যার্থ বিধানতঃ ।

প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনঃপ্রোখ্য নত্বা চ পঞ্চম ॥ ১০

পুনঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রথম্য ভূবি দণ্ডবৎ ।

শ্রীমৎপঞ্চাঙ্গরীং বিদ্যামষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥ ১১

সংজপ্য পুরতঃ স্থিত্বা ক্রমাপ্য চ মহেশ্বরম্ ।

চণ্ডেশং সম্পূজ্যার্থ মুক্তিমণ্ডপমধ্যতঃ ॥ ১২

নির্দিষ্টমাসনং জেজে মুনিস্তিবেদপারগৈঃ ।

এবং স্থিতেষু সর্কেষু নমস্কৃত্য সমস্তকম্ ॥ ১৩

অথ গ্রাহ মুনীশ্রাণাং ভাবরুদ্ধিকরং বচঃ ॥ ১৪

সুত উবাচ ।

ইতে নিগত্য সম্প্রাপ্য তীরং দক্ষপয়োনিকে ।

শ্রাত্বা সম্পূজ্য বিধিবদেবীং কস্তায়রীং শিবাম্ ।

পুনরাগত্য বিপ্রশ্রাঃ সুবর্ণমুখরীতটে ॥ ১৫

শ্রীকালহস্তিশৈলাখ্যানগরে পরমাত্মতে ।

সুবর্ণমুখরীতটে শ্রাত্বা দেবানুবীক্ষ্যপি ॥ ১৬

সত্তর্পা কালহস্তীশং চন্দ্রকান্তসমপ্রভম্ ।

পশ্চিমাভিমুখং পঞ্চশিরসং পরমাত্মম্ ॥ ১৭

করিলেন। অনন্তর কালভৈরবনাথকে বিধিযুক্তে
পূজা করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ ও পাঁচবার
নমস্কারপূর্বক পুনরায় প্রদক্ষিণ ও তুলে দণ্ড-
বৎ প্রবিপাত করিলেন। পরে পঞ্চাঙ্গর মন্ত্র
অষ্টোত্তর সহস্র বার জপ করিয়া মহেশ্বরের
নিকট ক্রম্য প্রার্থনান্তে চণ্ডেশের অচ্চনা করত
মুক্তিমণ্ডপ মধ্যে বেদপারদশী মুনীগণের নির্দিষ্ট
আসনে উপবেশন করিলেন। মুনীগণও সকলে
সমস্ত নমস্কার করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট
হইলেন। ১—১৩। এইরূপে সকলে উপ-
বিষ্ট হইলে পর মহর্ষি সুত মুনীশ্রগণের ধর্ম-
ভাষোদীপক-বাচ্য বলিতে লাগিলেন। সুত
বলিলেন, হিজেস্রগণ! আমি এই স্থান
হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে উপ-
স্থিত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া স্নান ও
কল্যাণময়ী কুমারিকা দেবীকে বহাবিধি পূজা
করিয়া সুবর্ণমুখরী নদীর তীরবর্তী অতি বিচিত্র
শ্রীকালহস্তিশৈল নামক নগরে প্রত্যাগত
হইলাম। তত্রত্য সুবর্ণমুখরী নদীর জলে
অবসান করিয়া কবি-দেবগণের ভর্গপায়ে

কৈলাসলংঘিতা সর্বকলকাকরকম্ ।
 লম্বা পরয়া উক্তা উক্ত লক্ষণগাং শিবাম্ ॥ ১৮
 জ্ঞানপ্রসন্নকলিকামপি সম্পূজ্য তত্ত্বিতঃ ।
 শ্রীমৎপৰ্বাকরীং বিদ্যামষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥ ১৯
 প্রদক্ষিণীকৃত্য স্তম্ভা নত্বা মুহুৰ্ভূতঃ
 প্রদক্ষিণীকৃত্য গিরিং প্রত্যহং পরয়া মুদ' ॥ ২০
 এবং নিয়মাস্ত্যাহ সিংহোহরং ক্ষেত্রনাথকে ।
 তাতা চ চতুরো মাসানেতদন্তে মুখীভবাঃ ॥ ২১
 জ্ঞানপ্রসন্নকলিকামহাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ ।
 একম তু সমাস্তীৰ্ণা চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ২২
 দাসনং পরমং তম্বিন্ হিত্বা কুন্তেজিয়ো যুনিঃ
 দাম্যাদিত্য সদা পরমানন্দচিন্তনঃ ॥ ২৩
 পরিপূর্ণঃ শিবোহমীতি নির্বাণকুণ্ডলোহস্তম্ ।
 এতন্নিম্নেব সময়ে মদন্তুরঃ করুণামিধিঃ ॥ ২৪
 শীলভীতসহস্রশো বিদ্যাংপিহজ্ঞাতীধরঃ
 প্রান্তঃ কমণ্ডলু-দণ্ড-কুম্ভাজিনধরঃ স্বয়ম্ ॥ ২৫

উন্মাদবদাসর্বজঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ ।
 ত্রিপুরবিলাসভালো রুদ্রাকালকৃতাকৃতিঃ ॥ ২৬
 পদপদ্মাক্ষারাম-বিন্দীর্ণনয়নধরঃ ।
 প্রোহুর্ভূতঃ স্তম্ভোহে উদানীয়েব সত্তরম্ ॥ ২৭
 বিমোহতি-চ উদবানেতদন্তেজ্যস্তিকাঃ ।
 আসীদ্যমীলা নরনে বিলাপং কৃতবাহনম্ ॥ ২৮
 আসীদ্যমাক্ষপাত-চ গিরিনির্বরসম্বিতঃ ।
 এতন্নিম্নেব সময়ে কৃত্বা বাণশরীরিণী ॥ ২৯
 যোদ্রঃ স্তম্ভ মহান্তাপ গচ্ছ বাণাশরীং পুরীম্ ।
 উদাসিন্ মুনয়ঃ পূৰ্ণমুপদিষ্টাঙ্করাধুনা ॥ ৩০
 কুতুপাগমকল্যাণং কাঙ্ক্ষন্তে বিবশা কৃতম্ ।
 তিষ্ঠতি তে নিরাহার ইতি সা বিররাম চ ॥ ৩১
 তত উদার উরসা দেবং দেবীক তত্ত্বিতঃ ।
 প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনঃ প্রণম্য ভূবি দণ্ডবৎ ॥ ৩২
 শিবভূবাকং রোরোহিত্যং বিলাপ্য শিবরোরবঃ ।
 ক্ষেত্রাগ্নিগতা উরসা চত্বারিংশিন্দ্রান্তরে ॥ ৩৩

যদি বিচিত্র, পশ্চিমাস্ত, পঞ্চবক্র ও একবার
 দক্ষিণে সর্বপাপহর কালহস্তিনাথকে এবং
 উত্তর দক্ষিণ-পার্শ্ববর্তিনী কল্যাণদায়িনী জ্ঞান-
 প্রসন্ন-কলিকা দেবীকে আতি ভক্তিপূৰ্ব্বক
 পূজা করিয়া অষ্টোত্তর-সহস্র বার পঞ্চ-
 কণ্ঠ তপ, সমাপনান্তে কখনকাল প্রদক্ষিণ,
 স্তব ও পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া প্রত্যহ পরম-
 বলসে গিরি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম ।
 ১৪—২০ ধনোত্তরণ! এইরূপ নিয়ম অব-
 লম্বন করিয়া আমি সেই প্রধান ক্ষেত্রে চারি
 দিক বাপন করিলাম । পরের পঞ্চম মাসে
 জ্ঞানপ্রসন্ন-কলিকা দেবীর প্রসাদে একদিন
 কুণ্ড-চর্য চৈলময় স্থানসনে বসিয়া প্রাণবায়ু
 নিরোধ করত সমাধি অবলম্বনপূৰ্ব্বক “আমিই
 সেই পরমানন্দময় চিত্ত, পূর্ণাঙ্গা শিব” ইহা
 ভাবিয়া অমূৰ্ছিত-মনে রহিয়াছি, এমন সময়ে
 উন্নতকার চর্মদণ্ড-কমণ্ডলুধারী, কুম্ভামিধি ধরী
 গুরুদেব স্বয়ং কুংপুণ্ডরীকমণ্ডে আবির্ভূত
 হইলেন । আমি দেখিলাম—শীল-শীল-বদন
 তার তাঁহার দেহজ্বলি, মস্তকে বিদ্যা-পিনাক
 মণ্ডা, কল্যাণ, ত্রিপুর, পদে কল্যাণমাল্য,

লোচনদ্বয় রক্তোৎপলবৎ লোহিত ও আকর্ণ-
 বিস্তৃত, সর্মাঙ্গ তম্বলম্বিত এবং জাহ্নতে
 সকল মূলকণ লক্ষিত হইতেছে । হে আদিত্য
 মুনিপণ! এই অকৃত ঘটনা ঘটিল যে, উদবান্
 কুংপদ-মধ্যে এইরূপে প্রোহুর্ভূত হইবামাত্র
 অস্তহিত হইলেন । আমি তখন নরনকুল
 উদ্বীলিত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলাম এবং
 গিরিনির্বর তুল্য আমার অক্ষপাত হইতে
 লাগিল । ইত্যবসরে দৈববাণী হইল যে, “হে
 মহাত্মন! স্তম্ভ । বাণাশরীমাসে গমন কর, উদার
 যে মুনিগণকে তুমি পূৰ্বে উপদেশ করিয়াছিলে,
 তাহারা এক্ষণে তোমার তত্ত্বগমন প্রতীকার
 অনাহারে নিশ্চিন্তভাবে রহিয়াছেন ।” এই
 কথা বলিয়া আকাশবাণী বিস্তৃত হইল ।
 ২১—৩১ । ইহা শুনিবামাত্র তৎকথ্য উঠিয়া
 উন্নত হরণ্যকর্তী মুক্তিক তত্ত্বসহকারে
 প্রদক্ষিণ ও বাপনকার কৃতিত্ব হইয়া প্রণাম
 করিয়া, তাঁহাদিগকে উন্নত আসনে দান-
 ইয়া তপ হইতে উদার নির্ণত হইলেন ।
 ইতিহাস । এই বলিয়া দিগন্ত পদ উদ্বীলিত

আপত্যনি মুনিশ্রেষ্ঠা অমুগ্ৰহপূৰ্ণক যানিহ ।
 যয়া কিম্বা বক্তব্যং ভবতত্ত্বকৃত্বমে ॥ ৩৪
 ইতি স্তবচঃ কৃত্বা কথয়ো জ্ঞেয়ানসিঃ ।
 অবোচন্ মুনিশাৰ্দ্ধকঃ ব্যাসঃ নত্যা মুহূৰ্ভুজঃ ॥ ৩৫
 কথয় উচুঃ ।
 স্তুত স্তুত মহাত্মাঃ কাম্যদুঃস্বপ্নকৃতম্য ।
 অতঃ পরিশুদ্ধামঃ শিষ্যেণ গুরুবঃ সতা ॥ ৩৬
 দ্বিতীয়া ইতি পুরা দশিতং ভবতাত্মনা ।
 বিরজাহোমসময়ে বামদেব্যমতং পুরা ॥ ৩৭
 স্তুতিং ভবতাত্মাভির্ভক্ত্য বিস্তরায়নে ।
 তদিশনীং শ্রোতুকায়া বয়ং তত্বকুম্বইসি ॥ ৩৮
 ইতি ডেয়াং বচঃ কৃত্বা স্তুতো জ্ঞেয়ভনকঃ ।
 নবকৃত্বা মহাদেবং দেবীং ব্যাসক ভক্তিভঃ ॥ ৩৯
 গ্রাহ গন্তীয়া বাচা মুনীনাংলাদয়দ্বিতম্য ॥ ৪০
 স্তুত উবাচ ।
 বক্তব্যং মুনয়ঃ সৰ্বকৈঃ সুধিনঃ সন্ত সৰ্বকৈঃ ।
 তন্ততীৰ বিচিত্রং হি কৃত্ব গুরুমুখ্যমুজাং ।

হইয়াছি; এক্ষণে অমুগ্ৰহপূৰ্ণক আমার কি
 বলিতে হইবে বলুন। তাঁহার এই বাক্য
 শুনিয়া ঋষিগণ সানন্দচিত্তে ব্যাসদেবকে পুনঃ-
 পুনঃ বন্দন করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ স্তবকে বলি-
 লেন,—মহাত্মন স্তুত! আপনিই আমাদের
 প্রাণীকৃত গুরু; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি।
 গুরু কখনই শিষ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা বর্ণন
 করান না, ইহা আপনি পূর্বে দেখাইয়াছেন।
 মহর্ষে! পূর্বে বিরজাহোম সময়ে আপনি যে
 বামদেবের মত স্তবনা করিয়াছিলেন, তাহা
 আমরা সর্বদা শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে
 ভজিতে অভিলাষ হইতেছে; আপনি বলুন।
 ৩২—৩৮। তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া
 মহর্ষি স্তুত পুনর্ভক্তিপূর্বক হর-
 পূজিত ও ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া মুনিগণের
 আনন্দবিশান করত গন্তীয়া-বাক্য বলিলেন,—
 মুনিগণ! আপনারা সৰ্বকৈঃ সুধে বাসুন,
 আপনাদিগের মনন হউক; আপনারা বাহা
 জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমি বিচিত্র ও
 আমি ভবদেবের মুখে বলিয়াছি। আমি

ইত্য পূৰ্ণকঃ বয়ঃ সোক্তং ভবপ্রাকট্যশব্দা ॥ ৪১
 বয়ং বলু মহাত্মনা ভবতত্ত্বা দৃষ্টতাত্মা ।
 ইতি নিশ্চিত্য বুদ্ধাকং বক্ত্যামি শ্রয়তাং মুনা ॥ ৪২
 পুরা রথতরে কলে বামদেবো মহামুনিঃ ।
 গর্তমুক্তঃ শিবজ্ঞানবিদ্যাং গুরুতমঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩
 বেদাগমপুরাণাদি-সৰ্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।
 দেবাসুরমহুযাদি-জীবানাং জ্ঞানকর্মবিৎ ॥ ৪৪
 ভাস্বাদাতসৰ্ব্বাঙ্গো অটামণ্ডলমতিভূতঃ ।
 নিরাশ্রয়ো নিঃস্পৃহঃ নির্ভন্দো নিরহঙ্কৃতিঃ ॥ ৪৫
 দ্বিপদমরো বীতভয়ো মহেশ্বর ইবাপরঃ ।
 শিষ্যভূতৈর্মুনীন্দৈঃ চ তাদৃশৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৬
 পর্থাট্ পৃথিবীমেনাং স্বপাদস্পর্শপূণ্যভঃ ।
 পবিত্রম্ পরে ধ্যায়ি নিমগ্নজ্ঞদয়োরহম্ ॥ ৪৭
 কুমারশিখরং মেঘোর্দিক্কাং প্রাণিশমুদ্রা ।
 ভ্রাতৃত্ব ভগবানীশভনয়ঃ শিখিবাহনঃ ॥ ৪৮
 জ্ঞানশক্তিধরো বীরঃ সৰ্বাসুরবিমর্দনঃ ।
 গজাবলীসমাবৃত্তঃ সৰ্বদেবৈর্নমস্কৃতঃ ॥ ৪৯

ইতিপূর্বে ব্রহ্মভেদ-শব্দায় ইহা প্রকাশ কা
 নাই। আপনাদিগকে মহাত্মা দৃষ্টতাত্ম ও শিব
 ভক্ত দেখিতেছি বলিয়া বর্ণিতেছি; পরমা
 ন্দ্রে শ্রবণ করুন। পূর্বেকালে রথতরকরে মহা
 মুনি বামদেব পৃথিবীপর্থাটন-প্রমুখে নিজ পদা
 র্পণে ধরামণ্ডল পবিত্র করিতে করিতে আনন্দ
 কুমার-শিখর নামক স্তম্ভের দক্ষিণশ্রে
 শ্বে উপস্থিত হইলেন। তিনি নিঃ
 গর্তবাস-রথপায়ুক্ত ও শৈবদিগের পরম গুরু
 তাঁহার চিত্ত মিত্র পরম-ব্রহ্মে নিমগ্ন; সে
 আগম পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রই তাঁর
 নবকর্ণের মত। দেব, দৈত্য, মহুযা প্রভৃ
 জীবগণের কি কর্মকলে জন্ম, তাহা তিনি বি
 ভূত অবগত আছেন; তাঁহার সৰ্ব্বাসে ভ
 মতকে অটোজয়; তিনি নিরাশ্রয়, নিঃস্প
 নির্ভন্দ, নিরহঙ্কার, নির্ভয় ও দ্বিপদমর; অত
 তাঁহাকে দেখিলে দ্বিতীয় মহেশ্বর বলি
 বোধ হয়। সেই কুমার-শিখরে জ্ঞানশক্তি
 সৰ্ব-দেব-প্রমুখকামী, সৰ্বদেবের ন
 শিবজয় ভগবান শিখিবাহন, গ

কনকরে নাম সন্ন্যাসাঙ্গসম্বন্ধম্ ।
 ব্রহ্মা পানীয়ং স্বচ্ছাপান্যবহনকম্ ।
 চর্চাওপোপেতং বিদগ্ধে স্বামিসম্মিধৌ ॥ ৫০ ॥
 স্নাত্ব ব্রাহ্মদেবঃ সহ শিবোর্মহামুনিঃ ।
 রশ্মিরাবৌশং মুনিরুদ্ভবনিষেবিতম্ ॥ ৫১ ॥
 দাদিতাসন্ন্যাসং ময়বব্রবাহনম্ ।
 চুস্তমুদাবাসং মুকুটাদিবিভূষিতম্ ॥ ৫২ ॥
 লবঙ্গযোপাসনং শক্তিকুকুটধারিণম্ ।
 ভবন্তকং দৃষ্ট্বা কন্দং মুনিবহুঃ ।
 জ্ঞানপদ্যভক্ত্য জ্যোতুং সমুপচক্ৰম ॥ ৫৩ ॥
 ব্রাহ্মদেব উবাচ-

মঃ প্রবর্ত্যসি প্রবর্ত্যবিধায়িনে
 ব্রহ্মসীমং প্রবর্ত্য নমো নমঃ ॥ ৫৪ ॥
 প্রবর্ত্যরূপং ব্রহ্মসীমং বিধায়িনে
 প্রবর্ত্যসি নিত্যং বিদিত্য নমো নমঃ ॥ ৫৫ ॥
 প্রবর্ত্য ভক্ত্যং জ্যোতুং নিতিতম চ ।
 প্রবর্ত্যরূপং প্রবর্ত্যগম্যসি নমঃ ॥ ৫৬ ॥

কনকরে নাম সন্ন্যাসাঙ্গসম্বন্ধম্ ।
 কনকরে নামক এক সন্ন্যাসের আছে ;
 ব্রহ্মা পানীয়ং স্বচ্ছাপান্যবহনকম্ ।
 ব্রহ্ম পানীয় সগরতুল্য—কল অগাধ,
 চুস্তমুদাবাসং মুকুটাদিবিভূষিতম্ ।
 চুস্তমুদাবাস ও মধুর ৩১—৫০ । মহর্ষি
 দেব শিবাসহ তদ্বৎ জ্ঞান করিয়া
 গেলেন—মুনিগণের আরাধ্য, বাল্যাদিত্যনিত্য,
 দাদিতাসন্ন্যাসং ময়বব্রবাহনম্ ।
 দাদিত্যসন্ন্যাস স্বল্প চতুর্হস্তে শক্তি, কুকুট,
 ও অস্ত্র ধারণ করিয়া মুকুটাদি বিবিধ-ভূষণ
 দ্বারা অঙ্গে ময়রূপে বিরাজমান অগ্গমন ;
 চুস্তমুদাবাসং মুকুটাদিবিভূষিতম্ ।
 চুস্তমুদাবাস নামকে উপাসন করিতেছে
 কনকরে নামকে পরমভক্তিপূর্বক পূজা ও
 করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মদেব ব্রহ্ম-
 ন—হে ভগবন । তুমি প্রবর্তের প্রতিপাদ্য
 প্রতিপাদক, তুমি প্রবর্তার ব্রহ্মদেব, তুমি
 ব্রহ্ম ; তোমার অসংখ্য নমস্কার তুমি
 প্রবর্তের অর্থ, তুমি ব্রহ্মদেবের অর্থবিধাতা, তুমি
 শক্তিকবির নিত্য সঙ্গিহিত ; তোমার
 জ্ঞান । হে গুরু । তুমি জীবনগণের হৃদি-
 য়া উপাশ্রয়্যে অবস্থিত, তুমি গুরু, তোমার
 প্রবর্ত, কেন্দ্র গুরু আগমে তোমার আশ্রিত

অগোরবীরসে তুভ্যং মহতোহপি বহীর্জসে ।
 নমঃ পরাবরাজ্যে পরমাত্মরূপিনে ॥ ৫৭ ॥
 কন্দার কন্দরূপায় সিন্দূরাক্ষতেজসে ।
 নমো মন্দারমালোদ্যমুকুটাদিভূতে সদা ॥ ৫৮ ॥
 শিবশিখায় পুস্ত্রায় শিবস্ত শিবদায়িনে ।
 শিবপ্রিয়ায় শিবয়োরাঙ্গনিধয়ে নমঃ ॥ ৫৯ ॥
 গাঙ্গেয়ায় নমস্কার্য কাঙ্ক্ষিকেষায় ধীমতে ।
 মাওপুস্ত্রায় মহতে শরকাননশায়িনে ॥ ৬০ ॥
 বড়কন্দরূপায় বড়বিদ্যার্থবিদায়িনে ।
 বড়মাতীতরুপায় বড়দায় নমো নমঃ ॥ ৬১ ॥
 ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞেয়ায় ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞেয়ায় ।
 ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞেয়ায় ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞেয়ায় নমোহস্তিতে ॥ ৬২ ॥
 চতুর্ভূজায় শাস্ত্রায় শক্তিকুকুটধারিণে ।
 বরদাক্ষরহস্তায় নমোহস্ত্রবিদায়িনে ॥ ৬৩ ॥
 গজবলীকুচালিঙ্গ-কুস্তমুদাবাসিনে ॥

পরি ব্রহ্ম : তোমার নমস্কার ! হে পরমাত্ম-
 রূপিন ? তুমি হৃদয় হইতে হৃদয় ও মহৎ
 হইতে মহৎ কর, তুমি পরাবরাজ্য ; তোমার
 নমস্কার ! হে কন্দ । তুমি অমৃতরূপের শক্তি-
 শোষণ, তোমার দেহকান্তি সিন্দূরের জ্বালা
 অরুণবর্ণ, তুমি মন্দারমালার উজ্জ্বল-মুকুটাদি-
 ধারী ; তোমার সদা নমস্কার ! হে শিবপুত্র !
 তুমি শিবের প্রিয় শিখা কল্যাণদাতা ও ব্রহ্ম-
 পার্শ্বতীর আনন্দনিধান, তোমার নমস্কার ।
 হে গাঙ্গেয় ! তুমি কৃত্তিকা ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি
 মাতঙ্গের পুত্র, ধীমান ও শরবণধারী ; তোমার
 নমস্কার : ৫১—৬০ । হে বড়কন্দ । তুমি হর
 ইন্দ্রের অতীত, মহাব্রহ্মা হর অর্ধের বিধাতা,
 হর অকর তোমার শরীর ; তোমার অসংখ্য
 প্রণাম : হে ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞ ! তোমার ব্রহ্ম
 আশ্রয়লোচন, ব্রহ্ম আশ্রয় ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম
 অমৃতধারী, তোমার নমস্কার ! হে অমৃতবিদায়িন !
 তুমি চতুর্হস্ত শক্তি কুকুটধারী, বরদ, অস্ত্র-
 ধারী ; তুমি শান্ত তোমার নমস্কার । হে
 ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞ ! হৃদ-হৃদযুক্ত ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞ

• ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞ—ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞ ।

নমো গজাননায়-পরিবাসনিতাশ্রমে ॥ ৬৪

ব্রহ্মাদিদেব-কবি-কিরণগীৰ্জমান-

গাথাবিশেষকুবিচিত্রিতকীর্তিধাম্বে ।

বৃন্দারকামলকিরীটবিভূষণপ্রকৃ-

পুজাভিষামপদপঙ্কজ তে নমোহস্ত ॥ ৬৫

ইতি কৃত্বা বামদেবো দেবং সেনাপতিং প্রভুম্ ।

এদক্ষিণং কৃত্বা প্রণম্য ভুবি দণ্ডবৎ ॥ ৬৬

সাত্ত্বিক পুনঃ কৃত্বা এদক্ষিণমমৃতীঃ ।

অস্তবং পার্শ্বতঃ কৃত্বা বিনয়ানতঃ বিজ্ঞাঃ ॥ ৬৭

ভুম্বাচ মহাসেনঃ প্রীতোহস্মি তব পূজয়া ।

ভক্ত্যা ভক্ত্যা চ ভক্তং তে কিমদ্য করবাণ্যহম্ ॥

মুনে হং যোগিনাং মুখ্যঃ পরিপূর্ণঃ নিঃস্পৃহঃ ।

ভবাদৃশাং হি লোকেহস্মিন্ প্রার্থনীয়ং ন বিদ্যতে

তথাপি লোককল্যে বিচরন্তি হি সাধবঃ ।

শ্রোতব্যমস্তি চেদ্ব্রহ্মণ বক্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥ ৭০

ভদ্রানীমহং বক্ষ্যে লোকানুগ্রহহেতবে ।

ইতি বন্দ্যচঃ কৃত্বা বামদেবো মহামুনিঃ ॥ ৭১

ব্যংসন্য বশতঃ তুমি গজাননের আনন্দ-
গৌরবে আনন্দিত, তোমায় নমস্কার। হে
দেবগণ্যরাধিতপাদাঙ্ক ! ব্রহ্মাদি দেবগণ, কবি-
গণ ও কিরণগণ গাথা রচনা করিয়া
তোমার কীর্তি গানে ব্যগ্র, তোমায় নমস্কার
করি। ৬১—৬৫। মহর্ষি বামদেব এইরূপে
ভগবান্ সেনানীদেবের স্তব করিয়া তিনবার
এদক্ষিণ ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। হে
বিজ্ঞগণ! তৎপরে পুনরায় এদাক্ষণ ও সাত্ত্বি
এদিকপাত করিয়া বিনয়ানতভাবে তাঁহার পার্শ্বে
দণ্ডায়মান রহিলেন। ভগবান্ মহাসেন তাহাকে
বলিলেন, মুনিবর। তোমার ভক্তি স্তব ও
পূজায় আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল
ইষ্টক, আমাকে অদ্য তোমার কি করিতে
হইবে বল। মুনে! তুমি যোগিগণের প্রধান
পূর্বকাম ও নিঃস্পৃহ; আমি আনিতাম, ভবাদৃশ
লোকের ভগতে প্রার্থনার বিষয় কিছুই নাই,
তথাপি লোকহিতার্থ সাধুগণ বিচরণ করিয়া
যাকেন। ব্রহ্মণ! যদি ভক্তিতে ইচ্ছা হয়,
তবে কল, আমি তাহা লোকহিতের জন্য এক-

প্রেরায়নতঃ গ্রাহ প্রেমগদগদয়া গিরা ।

ভগবন্ পরমেশ্বরং পরাবরবিভূতিনঃ ॥ ৭২

সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তা চ সর্বশক্তিধরঃ প্রভুঃ ।

জীবা বসন্ত তে বক্তুং সন্নিধৌ পরমেশিতুঃ ॥ ৭৩

তথাপ্যনুগ্রহীতব্যা বিজ্ঞানলবমাত্রতঃ ।

প্রেরিতঃ পরিপূচ্ছামি কৃত্তব্যোহতিক্রমো মম ॥

প্রণবো হি পরঃ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরবাচকঃ ।

বাচ্যঃ পশুপতির্দেবঃ পশুনাং পাশমোচকঃ ॥ ৭৫

বাচকেন সমাহৃতঃ পশুন্ মোচয়তি কণাৎ ।

তন্মাষাচকতাসিদ্ধিঃ প্রণবেন শিবং প্রতি ॥ ৭৬

ওমিতীদং সর্বমিতি শ্রুতিগ্রাহ সনাতনৌ ।

ওমিতি ব্রহ্ম সর্বং বৈ ব্রহ্মেতি চ সমব্রবীৎ ॥ ৭৭

দেবসেনাপতে তুভ্যাং দেবানাং পতয়ে নমঃ ।

নমঃ পতীনাং পতয়ে পরিপূর্ণায় তে নমঃ ॥ ৭৮

এবং স্থিতে ভগত্যস্মিন্ শিবাদভ্যন্ন বিদ্যতে ।

সমষ্টি-ব্যুষ্টিভাবেন প্রণবার্থঃ শ্রুতো ময়া ॥ ৭৯

নেই বলিব। মহামুনি বামদেব মহাসেনে
এই বাক্য শুনিয়া বিনয়ানতভাবে প্রেমগদগদ
বাক্যে বলিলেন, ভগবন্! আপনি পরমেশ্বর
দাতা সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা, সর্বশক্তিধর ভগ-
বান্ পরমেশ্বর; আমরা ক্ষুদ্রজীব; আপনার
নিকট বলিতে আমাদের সামর্থ্য নাই
তথাপি জ্ঞানের কণামাত্র দানে আমরা
কৃতার্থ করিতে হইবে। আমি আপনার প্রেরণা
তেই জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমার অধিন
কর্যা করিবেন। ৭২—৭৪। প্রণবই সর্বোৎ
কৃষ্ট, ইহা সাক্ষাৎ সমস্তে পরমেশ্বরকে বুঝায়
পশুপতের পাশমোচন ভগবান্ পশুপতি ইহা
প্রতিপাদ্য। শিবকে ঐ প্রণব দ্বারা উপাসন
করিলে তিনি তৎকণাৎ জীবগণকে মোচন
করেন; তাহা হইলেই প্রণবের বাচক
সফল হইল। এদিকে সনাতন-শ্রুতি বলেন
ওকারই এই পরিকৃষ্টমান বিশ্ব, ওকারই ব্রহ্ম
এবং সমস্তই ব্রহ্ম। হে দেব-সেনানায়ক
তুমি দেবগণের পতি দেবের দেব; তুমি পূর্ণ
কাম; তোমার প্রণাম। এইরূপই যদি হইবে
তবে এই ভগতে শিবই একমাত্র বিদ্যমা

କାତୁ ଚିନ୍ତାହାମେନ ଉତ୍ତରଃ ବହୁର୍ଭାସି ।
 ପଦେଶବିଧାନେନ ସଦାଚାରକ୍ରମେନ ଚ ॥ ୮ ॥
 ଯୋଗ ସୂକ୍ଷ୍ମଜ୍ଞାନଃ ପାଶଚ୍ଛେଦକରୋ ଗୁରୁଃ ।
 ଯଜ୍ଞଃ କୃପୟା ମୋହର୍ଥଃ ଶ୍ରୋତବ୍ୟୋ ହି ଯସ୍ୟ ଗୁରୋଃ ।
 ଇତି ସଂସ୍କୃତା ପୁଣିଃ ଶବ୍ଦଃ ପ୍ରଥମା ସଦାଶିବଃ
 ପ୍ରଥମପୁରଃ ସାଞ୍ଜିତ୍ରିଂଶଃ କଳାସଦ୍ଭିନ୍ନାସ୍ତିତ୍ତ୍ୱମ୍ ।
 ସହିତଃ ପରଃ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଯୁନିସ୍ତ୍ରବରାଧିତଃ
 ନିତୁମ୍ପଚକ୍ରାୟ ଶ୍ରେୟଃ କ୍ରୀତିସ୍ତପି ଗୋପିତମ୍ ॥ ୯ ॥
 ଶ୍ରୀମଦେବେ ମହାପୁରାଣେ କେଳାସମହିତାଦ୍ୟା
 ଶ୍ରୁତ୍ୟ ପୁନଃ କାଳ୍ପାପମନଃ ନାମ
 ସମ୍ପ୍ରୟୋଗାଦ୍ୟାମଃ ॥ ୧ ॥

ଅକ୍ଷୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକଥା ଉବଚ

ଏମାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ବାସନ୍ତେଷାଂ ଯୁନିସ୍ତ୍ରବରା
 ଶ୍ରୀମଦେବେ ମହାପୁରାଣେ କେଳାସମହିତାଦ୍ୟା
 ଶ୍ରୁତ୍ୟ ପୁନଃ କାଳ୍ପାପମନଃ ନାମ
 ସମ୍ପ୍ରୟୋଗାଦ୍ୟାମଃ ॥ ୧ ॥

ଆଜ୍ଞେ ଯେ ମହାତ୍ମନାଂ ବାସନ୍ତେଷାଂ ଯୁନିସ୍ତ୍ରବରା
 ଶ୍ରୀମଦେବେ ମହାପୁରାଣେ କେଳାସମହିତାଦ୍ୟା
 ଶ୍ରୁତ୍ୟ ପୁନଃ କାଳ୍ପାପମନଃ ନାମ
 ସମ୍ପ୍ରୟୋଗାଦ୍ୟାମଃ ॥ ୧ ॥

ସମ୍ପ୍ରୟୋଗାଦ୍ୟାମଃ ॥ ୧ ॥

ଅକ୍ଷୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକଥା ଉବଚ
 ଏମାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ବାସନ୍ତେଷାଂ ଯୁନିସ୍ତ୍ରବରା
 ଶ୍ରୀମଦେବେ ମହାପୁରାଣେ କେଳାସମହିତାଦ୍ୟା
 ଶ୍ରୁତ୍ୟ ପୁନଃ କାଳ୍ପାପମନଃ ନାମ
 ସମ୍ପ୍ରୟୋଗାଦ୍ୟାମଃ ॥ ୧ ॥

ତସ୍ୟା ହବିଦିତଃ କିଞ୍ଚିଦାସ୍ତି ଲୋକେଷୁ କୁଞ୍ଚିତଃ ।
 ତଥାପି ତବ ବକ୍ୟାମି ଲୋକାନ୍ତଃସଂହାରୀନଃ ॥ ୨ ॥
 ଲୋକେଷୁମିନ୍ ପ୍ରବତଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ନାନାଶାସ୍ତ୍ରବିରୋଧିତାଃ
 ବଳିତାଃ ପରମେଶ୍ୱରାୟାସ୍ତିବିଚ୍ଛିନ୍ନା ॥ ୩ ॥
 ନ ଜ୍ଞାନନ୍ତି ପରଂ ମାତ୍ରଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଂ ଯତ୍ତେଷୁ ।
 ନିଜଂ ବାହୁଃସ୍ତତଃ ନିଜଂ ପ୍ରବ୍ରବୀମି ତେ ॥ ୪ ॥
 ମତ୍ୟଃ ମତ୍ୟଃ ପୁନଃ ମତ୍ୟଃ ମତ୍ୟଃ ମତ୍ୟଃ ପୁନଃ ପୁନଃ
 ପ୍ରବ୍ରବୀମି ଶିବଃ ମାତ୍ରଂ ପ୍ରାଧାତୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଃ ॥ ୫ ॥
 ଯତୋ ବାଚୋ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟା ଯନମା ମହ ।
 ଆନନ୍ଦଃ ସତ୍ତ୍ୱଃ ସେ ବିଦ୍ୱାନ୍ ନ ବିଦେତି କୃତଃ ॥ ୬ ॥
 ଯନ୍ମାତ୍ରଂ ନିଜଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ବିଦୁଃସ୍ତେଷୁମୁକ୍ତଃ ॥ ୭ ॥
 ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ॥ ୮ ॥
 ନ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ॥ ୯ ॥
 ବଳିତାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ॥ ୧୦ ॥
 ଯନ୍ମାତ୍ରଂ ନିଜଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ବିଦୁଃସ୍ତେଷୁମୁକ୍ତଃ ॥ ୧୧ ॥
 ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ॥ ୧୨ ॥
 ଯନ୍ମାତ୍ରଂ ନିଜଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ବିଦୁଃସ୍ତେଷୁମୁକ୍ତଃ ॥ ୧୩ ॥
 ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ॥ ୧୪ ॥
 ଯନ୍ମାତ୍ରଂ ନିଜଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ବିଦୁଃସ୍ତେଷୁମୁକ୍ତଃ ॥ ୧୫ ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକଥା ଉବଚ
 ଏମାଂ ମହାତ୍ମନାଂ ବାସନ୍ତେଷାଂ ଯୁନିସ୍ତ୍ରବରା
 ଶ୍ରୀମଦେବେ ମହାପୁରାଣେ କେଳାସମହିତାଦ୍ୟା
 ଶ୍ରୁତ୍ୟ ପୁନଃ କାଳ୍ପାପମନଃ ନାମ
 ସମ୍ପ୍ରୟୋଗାଦ୍ୟାମଃ ॥ ୧ ॥

নির্ভণা শুভৈবৈব নিগঢ়া নিবলা শিবা ।
 তদীরং ত্রিবিধং কপং মূলং সূক্ষ্মং পরং ততঃ ॥ ১১
 নিবলঃ সর্কধেবানামাদিদেবঃ সনাতনঃ ।
 জ্ঞানক্রিয়ান্বতাবো বঃ পরমাস্তেতি গীয়তে ॥ ১২
 তস্ত দেবাদিদেবস্ত মুক্তিঃ সাক্ষাৎ সঙ্গশিবঃ ।
 পঞ্চমস্ততুর্দেবঃ কলাপককবিগ্রহঃ ॥ ১৩
 শুদ্ধকটিকসঙ্কশঃ প্রসন্নঃ শীতলভূতিঃ ।
 পঞ্চমস্তো দশভূজস্ত্রিপঞ্চনয়নঃ প্রভূঃ ॥ ১৪
 ঈশানমুষ্টিপেতঃ পুরুষাভ্যঃ পুরাতনঃ ।
 অশোকহৃদয়ো বামদেব গুহ্যঃ প্রদেশবান্ ॥ ১৫
 সদ্যপাদঃ তুমুষ্টিঃ সাক্ষাৎ সঙ্গনিবলঃ ।
 সর্কজ্ঞানাদিষট্শক্তি-ষড়ঙ্গীকৃতবিগ্রহঃ ॥ ১৬
 শকাশক্তিফুরিত-হুংপঙ্কজবিরজিতঃ
 স্বশক্ত্যা বামভাগে তু মনোমত্তা বিভূষিতঃ ॥ ১৭
 যদ্যদ্বিষড়্বিধার্থানামর্থোপভাসমার্গতঃ
 সমষ্টি-ব্যষ্টিভাবার্থং বক্ষ্যামি প্রবাস্তুকম্ ॥ ১৮
 উপদেশত্রয়ো হ্যাদৌ বক্তব্যঃ শ্রুততাময়ম্ ।

দেখিলে, যে পুরুষের নির্ভণ নিজগুণে তিরো-
 হিত, পূর্ণ, কল্যাণময়ী মনোহর পরমশক্তি
 প্রতীয়মান হয়; তাঁহারই রূপ তিন প্রকার—
 মূল, সূক্ষ্ম ও অতিসূক্ষ্ম ১—১১। তন্মধ্যে
 বাহ্যকে পূর্ণ সর্কধেবের আদিদেব, সনাতন,
 জ্ঞান ও ক্রিয়া-স্বরূপ পরমাত্মা বলা যায়, সদা-
 শিব সেই দেবাদিদেবের সাক্ষাৎ মূর্তি
 সন্মোজ্যাতা পঞ্চমস্ত ও নিবৃত্তিপ্রভৃতি পঞ্চ-
 কলা তাঁহার শরীর; তিনি শুদ্ধ-কটিক তুলা
 রূদ্ধ ও সিদ্ধপ্রভ, তাঁহার পাঁচ দৃশ, দশ হস্ত,
 পঞ্চনয়ন; মুষ্টি—ঈশান, আনন—পুরুষ,
 ছবর—অশোক, গুহ্যদেশ—বামদেব ও চরণ—
 সদ্য। তিনি এইরূপ মূর্তিসম্পন্ন, পুরাতন
 প্রভু পূর্ণ ও অংশ। সর্কজ্ঞাতা প্রভৃতি ছয়
 শক্তি তাঁহার ছয় অঙ্গ, তিনি শকাশক্তি পূর্ণ,
 হুংপঙ্কজ-মধ্যে বিরাজমান; নিজশক্তি মনোমত্তী
 তাঁহার কবচভাগের শোভা সম্পাদন করিতেছে।
 তিনিই প্রবাস, সেই প্রবাসের অর্থ-প্রসঙ্গসঙ্গে
 যজ্ঞ-ব্যষ্টি ছয়প্রকার পদার্থের সমস্ত-ব্যস্তভাব
 বলি। ১১—১৮। এখন উপদেশক্রমে বলি-

চাতুর্কর্ণ্যং হি লোকেহস্মিন্ এমিদ্ধং যামুযে
 ত্রৈবর্ষিকানামেবা ত্রৈবর্ষ্যচারসময়ঃ ।
 শুভ্রবামাত্রসারা হি শূদ্রাঃ ক্রতিবহিষ্কৃতাঃ ॥ ২০
 ত্রৈবর্ষিকানাং সর্কধেবাং স্বশাস্ত্রমরতাস্থনাম্ ।
 ক্রতি-স্মৃত্যুদিতো ধর্মোহনুষ্ঠেয়ো নাপরঃ কচিৎ
 ক্রতি স্মৃত্যুদিতং কন্ম কুর্ক্সন্ সিদ্ধিমবাপ্যতি ।
 বর্ষপ্রমাচারপুষ্পেরভাক্ষ্য পরমেধরম্ ।
 তৎসামুজ্যং গতাঃ সর্কধে বহবো মুনিসত্তমাঃ ।
 ব্রহ্মচর্যেণ কথয়ো দেবা যজ্ঞক্রিয়াদিনা ।
 পিতরঃ স্বধর্ম্মা তপ্তা ইতি হি ক্রতিব্রবীৎ ॥ ২২
 এবমুপত্রয়ামুক্তো বানপ্রস্থ্যশ্রমং গতঃ ॥ ২৪
 শীতোক-সুখভূঃখাদিসহিষ্মুর্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 তপস্বী বিজিতাহারো যমাদ্যং যোগমভ্যাসেৎ ॥ ২৬
 যথা দৃঢ়তরা বুদ্ধিরবিচাল্যা ভবেৎ তথা ।
 এবং ক্রমেণ শুদ্ধাত্মা সর্ককর্মাণি বিমুসেৎ ॥

তেছি, শ্রবণ কর! মূনে। এই পৃথিবীতে চা-
 বর্ষ আছে, ইহা সর্কবিদিত; তন্মধ্যে ত্রি-
 বর্ষের ক্রতিবহিত আচারের বিধি আছে
 শূদ্রগণ ক্রতিবহিষ্কৃত; ঐ তিন বর্ষের সর্ক
 উহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ত্রি-
 বর্ষ নিজ নিজ আশ্রম পালন করিয়া ক্রতি
 স্মৃতিবহিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, ইহা
 অন্তর্ভুক্ত করিবে না। ক্রতি স্মৃতি অনুসার
 কর্য্য করত বর্ষাণ্যের আচাররূপ কুর্ম্ম ধ
 পরমেধরের অটননা করিলে সিদ্ধিলাভ হই-
 থাকে। অনেকানেক মুনিগোষ্ঠগণ উহা করি
 পরমেধরের সামুজ্যলাভ করিয়াছেন। ক্রতি
 কথিত আছে, ব্রহ্মচর্য্যে কথিগণ, যজ্ঞে দেব
 ও স্বধর্ম্ম পিতৃগণ পরিচপ্ত হন। উহাদিগে
 তপ্তিসাধনপূর্ব্বক কণ্ড্রয় হইতে মুক্ত হই
 বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিবে। ৭
 শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ধর্ম্মসহিষ্মু হই
 ইন্দ্রিয়জর ও আহার-সংযম করিয়া যথা
 বুদ্ধির দৃঢ়তা ও অচলতা প্রযে, সেইরূপে
 নিরামি যোগ অভ্যাস করিবে। এইর
 ক্রমে সার্বভূমি হইলে সকল কর্ম্ম সমাধ

কৈলাসবংশীতা ।

১৩ সর্বকর্মানি জ্ঞানপূজাপরো ভবেৎ ।
 হি সাক্ষিষ্টিবৈকোন জীবন্তুক্তিফলপ্রদা ॥২৭
 শাস্ত্রার্থতত্ত্বং বেদান্তজ্ঞানপারম্য ।
 চাৰ্য্যমুপসঙ্গম্য যতিং মতিমতাং বরম্ ॥ ২৮
 দ্বিওপ্রণয়াদৌস্তোষয়েদ্বকৃতঃ শ্রুধীঃ ।
 গুরুঃ স শিবঃ প্রোক্তো যঃ শিবঃ স গুরুঃ স্মৃতঃ ।
 ত্রিনিতিয়া মনসা স্মৃতিচারং নিবেদ্য চ ।
 তুষ্ণকৃত গুরুণ ধ্যানশাহং পমোত্তরী ॥ ৩০
 পক্ষে চতুর্থ্যাং বা দশম্যাং বা বিধানতঃ ।
 তঃ সত্যং বিত্ত্বং হা কৃতনিত্যক্রিয়ঃ শ্রুধীঃ ॥ ৩১
 স্মার্য্য বিধিনা নান্দীপ্রাক্তং সমাচরেৎ ।
 স্মেবঃ সত্যবসুং স্রাবন্তঃ প্রকৌত্তিতঃ ॥ ৩২
 প্রাক্তে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাঃ কথিতাঃ স্মৃতঃ ।
 ইপ্রাক্তে তু সঃপ্রাণৈঃ দেবেভ্যঃ স্মৃত্যভ্যাসঃ ॥ ৩৩
 ইপ্রাক্তে তু বহুদৃশিতাঃ সম্প্রকৌত্তিতাঃ

সকল কর্মে ত্রিনিতি দিয়া জ্ঞান-
 করিতে থাকিবে, যেহেতু শিবের
 ঐক্য থাকিলে ঐ জ্ঞানপূজা জীবন্তুক্তি
 প্রদান করে ॥ ২৭—২৮ বিচক্ষণ
 সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, বেদান্তজ্ঞ, বসু-নিদ-
 সম্পন্ন বুদ্ধিমান-শ্রেষ্ঠ অচাধ্যাক্ষের নিকট
 হইয়া দণ্ডবৎ প্রণয়াদি ধারা বহু-
 দ্বারা সন্তোষবিধান করিবে, যিনি
 ত্রিনিতি এবং যিনি শিব, ত্রিনিতি গুরু-
 যনে যনে দ্বিগু করিয়া প্রণয়োপাসনা
 । নিম্ন বিচার ইত্যাদি নিবেদন করত
 র অনুমতি প্রাপ্তে তাঁহার সাহিত্য
 নি হস্তমাত্র পান করিয়া থাকিবে
 ১৩ শিষ্য গুরুপক্ষের চতুর্থ বা
 ১১ ত্রিভিতে যথাবিধি প্রাতঃপ্রণয়পূর্বক
 হইয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে গুরুকে
 বন করিয়া বিবিধভেদে নান্দীপ্রাক্ত আরম্ভ
 ব। ইহাতে বিধিদেবের সত্য ও বহু
 । দেবপ্রাক্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ;
 ব্রহ্মদেব, ক্ষেত্র ও বহুব্রহ্ম; বিদ্যোপ-
 ১০ দেবপ্রাক্তে বহু, ক্রম ও আদিত্য;

চত্বারো মাতৃব্রাহ্মে সনকান্য মূখীকরাঃ ।
 ভূতপ্রাক্তে পঞ্চ মহাত্মানি চ ততঃ পরম্ ।
 চন্দ্রাবদীশ্বরগ্রামো ভূতগ্রাম-চতুর্বিধঃ ॥ ৩৪
 পিতৃপ্রাক্তে পিতা ততঃ পিতা ততঃ পিতা ৩৫
 মাতৃপ্রাক্তে মাতা-পিতামহৌ চ এপিভাবয়ী ৩৬
 আত্মপ্রাক্তে তু চত্বার আত্মা পিতৃ-পিতামহৌ ৩৭
 প্রপিতামহনামা চ সপত্নীকাঃ প্রকৌত্তিতাঃ ৩৮
 মাতামহাশ্রকপ্রাক্তে ত্রয়ো মাতামহাদয়ঃ ।
 প্রতিপ্রাক্তং ব্রাহ্মণানাং সূত্রং কুতোপকল্পিতম্ ৩৯
 অ'হম পাদৌ প্রক'ল্য স্বরমাচম্য বহুতঃ ৪০

সমস্তসম্পৎ সমর্পাধিহেতবঃ

সমুত্তাপং কুলদ্ব্যকৃতবঃ ।

অপারসংসারসমুদ্রসেতবঃ

পুনস্ত মাং ব্রাহ্মণপাদপাং শবঃ ॥ ৩১

আপদনন্দ্যস্তসহস্রভানবঃ

সমৌচিতার্থার্থক'মধেনবঃ ।

সমস্ততীর্থানুপবিত্রকৃত্বৈ-

ব্রহ্মণ মাং ব্রাহ্মণপাদপাং শবঃ ॥ ৩২

ইতি তত্ত্ব নমস্তুতা সাষ্টোক্তং তুবি কৃতবঃ ।

মাতৃব্রাহ্মে সনকানি চারি মূখি; ভূতপ্রাক্তে
 পঞ্চমহাত্ম, চন্দ্রাবদি ইশ্বর এক বেদ
 অগুত, অরাদুত ও উত্তম এই চারি এক
 ভূতগ্রাম, পিতৃপ্রাক্তে পিতা, পিতামহ
 এপিভাবয়, মাতৃপ্রাক্তে মাতা, পিতামহী
 প্রপিতামহী, আত্মপ্রাক্তে আত্মা, পিতা, মাতা
 পিতামহ, পিতামহী, এপিভাবয় ও এপিভাবয়ী
 এবং মাতামহ-প্রাক্তে মাতামহ, এমাতামহ
 ব্রহ্মপ্রাক্তে ব্রহ্ম দেবতা বসিয়া কীর্তিত। প্রতি
 প্রাক্তে হইলেন ব্রাহ্মণ যনে যনে কল্যাণ করিয়া
 আত্মার করত বহু পাদপ্রণয়পূর্বক
 মন করিয়া পাঠ করিবে,—“সকল সম্পদ
 লাভের নিদান বিপাক্যানন্দ, অসার-সমুদ্র
 সমুদ্রের সেতুরূপ ব্রাহ্মণের পদপাং: আমি
 পবিত্র করুন। বিপাক্যানন্দ পদ অসার
 ব্রহ্ম, অতিঅবিত্যনে কল্যাণ, সকল
 আমার জ্ঞান পবিত্রকৃত ব্রাহ্মণ পদ
 আমার পদাং: করুন।” ইতি

শিবপূজাধর্ম

১৫ প্রাণুঃ শক্তাঃ পান্ডিত্যগুণঃ শরৎ ॥ ৪১
 বিষ্ণুঃ শুভ উপবীতী দৃঢ়াসনঃ ।
 ১৬ শিবঃ কৃতা কৃতা তিথ্যাদিকং পুনঃ ॥ ৪২
 সত্যাসক্তঃ বৈষ্ণবেবাদিকং ক্রমাৎ ।
 ১৭ কৃষ্ণাং মাতামহন্তঃ পার্শ্বেনৈব ॥ ৪৩
 ১৮ ক্রিয়ায়ামি বৃন্দাভ্যাপ্তঃ সরম্ ।
 ১৯ বিষ্ণু সঙ্কল্প ভর্তৃহৃদয়তন্ত্ৰাজে ॥ ৪৪
 ২০ শিবঃ উদ্যত বরণক্রমহারভেৎ ।
 ২১ বিষ্ণুঃ সংস্পৃশ্য পানী ত্রাঙ্কণযোর্বদেৎ ॥ ৪৫
 ২২ দেবোহ ইত্যাদি ভবন্ত্যঃ ক্রম ইত্যপি ।
 ২৩ আদ্যোহ ইত্যন্তঃ সর্বত্রৈব বিধিক্রমঃ ॥ ৪৬
 ২৪ সমাপ্য বরণং যশ্চানি প্রকল্পয়েৎ ।
 ২৫ শিবায় নমঃ চ কৃত্যভ্যর্চনমকৃত্যঃ ॥ ৪৭
 ২৬ ক্রমেণ সংস্থাপ্য ত্রাঙ্কণান পাদয়োঃ পুনঃ ।
 ২৭ ক্রমেণ বরণস্ত ত্রাঙ্কণেন্দমাসনম্ ॥ ৪৮
 ২৮ ইতি ভর্তৃসনঃ নমঃ ভর্তৃপাণিঃ সযং স্থিতঃ ।

সেই দুইজন আত্ম ত্রাঙ্কণে ভূমিষ্ঠ
 হইয়া প্রণাম করত পূজাশ্রে বসিয়া
 সত্যসিদ্ধের পাদযুগল স্মরণ করিবে। পরে
 ক্রমেণ দৃঢ়াসনে উপবীতি-ভাবে তিনবার
 শিবায় নমঃ কৃতা তিথ্যাদি উদ্দেশ্য করিয়া
 আদ্যাদিগের অনুমতিক্রমে বৈষ্ণবে হইতে
 আদ্যমহ পর্যন্ত, মনোর সন্ত্যাসের অন্তত অষ্ট
 প্রকার শ্রদ্ধ পার্শ্ববিধানে করিবে এইরূপ
 সঙ্কল্প করিয়া উত্তরদিকে ক্রম ভাগ করিবে।
 ৪৪-৪৫। অনন্তর আচমনপূর্বক দণ্ডায়মান
 হইয়া বরণ করিতে আরম্ভ করিবে। পবিত্র
 শক্ত দিয়া সেই দুই জন নিমন্ত্রিত ত্রাঙ্কণের
 পানী স্পর্শ করিয়া “বিশ্বদেবের জন্ত আপনারা
 সকল প্রসন্ন হইয়া থাকুন” এই কথা তাঁহা-
 দিকে বলিবে। সকল শ্রদ্ধেই এইরূপ ক্রম
 বিধি হইবে। এইরূপে বরণ-কাণ্ড সমাপ্য
 দণ্ডায়মান রচনা করিবে। উত্তর হইতে
 ক্রমেণ দণ্ডায়মান রচনা পূর্বক সেই
 ক্রমেণ ত্রাঙ্কণদিকের ক্রমেণ অকৃত্য যাত্রা
 করিয়া শিবায় নমঃ করিয়া ক্রমেণ বরণ

অশ্বিন্ নান্দীমুখভাঙ্গে বিবেদেবার্থ ইত্যপি ।
 ভবন্ত্যঃ ক্রম ইত্যুক্তা ক্রিয়তামিতি সংসদে
 প্রাপ্ততামিতি সম্প্রোচ্য ভবন্ত্যাবিতি সংসদে
 বদেতাং প্রাপ্তবাবিতি তৌ চ ত্রাঙ্কণপুস্তবৌ
 সম্পূর্ণমন্ত সঙ্কল্পসিদ্ধিরস্তিতি তান প্রতি ॥
 ভবন্ত্যেহুগুহুস্তিতি প্রার্থয়েদ্বিষ্ণুপুস্তবান্ ।
 ততঃ শুদ্ধকদল্যাদিপাত্রেণ কালিতেষু চ ॥ ৪
 অন্নাদিতোজ্যাদব্যাপি নমঃ দর্ভেঃ পৃথক পৃথক
 পরিষ্ঠীয়া সযং তত্র পরিষিচ্যোদকেন চ ॥ ৫
 হস্তাত্যামবলম্ব্য পাত্রং প্রত্যেকমানরাং ।
 পৃথিবী তে পাত্রমিদাদি কৃতা তত্র ব্যবস্থিত
 দেবাদীং চ চতুর্থান্তানন্যাকৃতসংযুতম্ ।
 উদং গৃহীত্বা স্বাহেতি দেবারাং তাজেৎ ॥
 ন ময়েতি বদেদন্তে সর্বপ্রাণং বিধিক্রমঃ ।
 যৎপাদপদম্বরাদবচ্ছীনাযজপাদপি ॥ ৫৬
 নানং কস্য ভবেৎ পূর্ণং তং বদে সাধমীশ
 ইতি জপ্তা ততো ক্রমাৎ কৃতমিদং পুনঃ

দিয়া, সযং ক্রম-হস্তে থাকিয়া “এই নমঃ
 শ্রদ্ধে বিশ্বদেবের জন্ত ক্রমকাল বিলম্ব
 এই কথা বলিয়া “আপনারা আসন গ্রহণ
 ইহা তাঁহাদিগকে বলিবে। তাঁহারাও
 করিলাম” এই প্রত্যুত্তর দিবেন।
 “আপনাদিগের অনুগ্রহে শ্রদ্ধ সম্পূর্ণ
 সঙ্কল্পসিদ্ধি হউক” ইহা তাঁহাদিগের
 প্রার্থনা করিবে। তৎপরে পবিত্র ক্রম
 পাত্র প্রকালিত করিয়া তাহাতে অন্নাদি
 দ্রব্য রাখিয়া সেই পাত্রগুলির নিম্নে ক্রম
 করিয়া সযং তাহাতে জলসেক দিয়া, দুই
 প্রত্যেক পাত্র সমস্তে ধরিয়া “পৃথিবী তে
 ইত্যাদি যন্ত্রে দৈবপক্ষে তন্ত্ৰপাত্রীয় দে
 নাম চতুর্থান্ত উদ্দেশ্য করিয়া অকৃত
 প্রহরণপূর্বক “স্বাহা নমঃ” বলিয়া দেবতা
 প্রণাম করিবে। সর্বত্রই এইরূপ
 আদিবে। “বায়ুর পাদপদ স্মরণে
 নামকরণে অন্নবীণ কর্তব্য সাধ য

কৈলাসলিপি

মুখ্যাক্ষরমিতি যথোক্তক বনেত ততঃ ।
 তি ক্রতেতি চ তান্ প্রসাদ্য বিজপুস্তবান্ ॥ ৫৮ ॥
 য় স্বকরস্বোদং প্রণম্য ভুবি দণ্ডবৎ ।
 ৪৮ ততো ব্রহ্মাণ্ডমুতং ভবতু বিজান্ ॥ ৫৯ ॥
 ত্র চমকং স্কৃতং পৌরুষক বধাবিধি ।
 । সন্যাসিবং ধ্যায়া অপেন্দ্রব্রহ্মাণি পক চ ॥ ৬০ ॥
 ক্রমন্তে কুদ্রুতং সমাপদ্য বিজান্ পুনঃ ।
 ত্রণ ততো দদ্যাহুস্তরাপোশনং পুনঃ ॥ ৬১ ॥
 নিত্যভূমিরাচম্য পিণ্ডস্থানং ত্রজেং স্বয়ম্ ।
 ানঃ প্রাশুখে মোদী প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ ॥
 ামুখ্যে ক্রমাক্রমং করিষ্যে পিণ্ডস্থানকম্ ।
 । সমস্তা দক্ষাঃ সমারভ্যোদগম্যকম্ ॥ ৬৩ ॥
 রেবাঃ সমালিখ্য প্রাগগ্রাং বন্দ্যঃ ক্রমাৎ ।
 িদর্ভন দক্ষাঃ দেবানি স্থানপককে ॥ ৬৪ ॥
 দনাঃ সাক্ষতোদং ত্রিষু স্থানেষু চ ক্রমাৎ ।
 ত্রৈমাত্য মাৰ্জয়ন্তঃ ততঃ পরম্ ॥ ৬৫ ॥

“যদি যে নান্দীমুখ প্রাঙ্গ করিতেছি,
 অপনাসিগর প্রসাদে সম্পূর্ণ হউক,
 বসুন এই কথা ব্রহ্মাণ্ডকে বলিবে ।
 ৫৮ এই কথা বলার পর নিজ কর-
 লহেনিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণামপূর্বক
 বিজপুস্তকে “অমৃত হউক” বলিবে ।
 তৎপরে সন্যাসিবের চিত্ত করিয়া বিধান
 ক্রমক (অধাবিশু সজোবসা
 । একদশ অনুবাক), পুরুষস্কৃত ও
 াদি পুরুষপঠ করিবে । তৎপরের
 বিজপুস্তকে দিয়া ক্রমাক্রম পঠ করাইয়া
 মুক্তা ভূমি অচ্ছাদনস্বরূপ হও” এই
 ব্রহ্মশেখর-এম দিবে । তৎপরে স্বয়ং
 পঠ করিয়া পিণ্ডস্থানে দিয়া পূর্বমুখে
 ানকলনপূর্বক তিন বার প্রাণায়াম
 ঐ প্রাণায়ামের পর “নান্দীমুখ
 পিণ্ডস্থান করিব” এই সঙ্কল্প করিয়া
 হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত পঞ্চাঙ্গ
 করিয়া নয়টা বেদা অধিত করিবে ।
 পাঁচটা দেবাদি-স্থানে ক্রমাক্রম
 পঠি-স্থানে মোদীকলনপূর্বক

অত্রোতি পিতরঃ পশ্যন্ত সাক্ষতোদং সমাপ্য
 দদ্যাত ততঃ ক্রমেণৈব দেবাদি স্থানপককে ॥ ৬৬ ॥
 ততঃ দেবাদিনামানি চতুর্বাঙ্গান্যাদীর্ঘা চ ।
 পিণ্ডবধাং ততো দদ্যাত প্রত্যেকং স্থানপককে ॥
 ৬৭ ॥ দদ্যাত সাক্ষতোদং পিত্তাদি স্থানপককে
 সগত্যোক্তেন যোগেন দদ্যাত পিণ্ডান্ পৃথক পৃথক
 দদ্যাতুদং সাক্ষতক ততঃ সাদৃশ্যহেতুবে ।
 ধ্যায়া সন্যাসিবং দেবং ক্রমাক্রমোদগম্যকম্ ॥ ৬৮ ॥
 যং পাদপদমুদগম্য দিতি প্রোকং পঠং পুনঃ ।
 নমস্তুতা ব্রাহ্মণেভ্যো দক্ষিণাক বশতিভ্যে ।
 দত্ত ক্রমাপদ্য চ তান্ বিজ্ঞাত্য চ ততঃ ক্রমাৎ ॥
 পিণ্ডাত্মং সজা গোত্রাসং দদ্যাতো চেচ্ছলে কিলে
 পূণ্যং বচনং ক্রমা ভূমিরাচম্য চিত্তেঃ সহ ॥ ৬৯ ॥
 ততোহোঃ প্রাতঃকাল্য ক্রমাক্রমোদগম্যকম্ ॥
 উপোষা কোরকাদি ক্রমোপহবিষ্যতিভ্যম্ ।
 কেশ-পুষ্ক-নমঃস্তব ক্রমাবিধি বিজ্ঞাত্য চ ॥ ৭০ ॥

ও কল দিবে । তৎপরে যত্বহানে “যার্কনভাষ্য
 পিতরঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে অকৃত ও কল অর্পণ
 করিয়া দেবাদি পাঁচ স্থানে ও উক্ত ব্রহ্মাণ্ডকে
 দিবে । পরে সেই সেই দেবাদির নাম ক্রম-
 াক্রম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক স্থানে পিণ্ডস্থান
 করিবে । তৎপরে পিত্তাদি পাঁচটা স্থানে মোদী-
 বননপূর্বক অকৃত ও কল দিয়া দিল পূ-
 ত্রোক্ত বিধানক্রমে পৃথক পৃথক পিণ্ডস্থান-
 পূর্বক বহুপদ সনের অস্ত পূজার অকৃত ও
 কল দিবে । অনন্তর ক্রমাক্রমোদগম্যকম্
 সন্যাসিবকে চিত্তা করিয়া “যাহার পাদপদ
 মূদগম্য” ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্র পূজার পঠ
 করিবে । তাহার পর ব্রাহ্মণবশতি দক্ষিণ-
 পূর্বক বধাশক্তি দক্ষিণা দিয়া ও ক্রমাৎ প্রাঙ্গ
 করত বিহার দিয়া, উৎকর্ষ পিণ্ডস্থানক ক্রম-
 করাইবে অথবা ক্রমে বিজ্ঞান করিবে । এই
 ক্রমে প্রাঙ্গ সমাপ্তি করিয়া পূর্ণাঙ্গানপূর্বক
 ব্রহ্মাণ্ডা ব্যক্তির সনিত বসে পিণ্ডস্থান করিবে
 ৬৯ ৭০ ॥ পূর্বক বিজ্ঞান পিণ্ডস্থান
 কর-সন্যাসিবকে ক্রমাৎ পিণ্ডস্থান

শিবপূজাশাস্ত্র।

পঞ্চাং প্রোচ্য মরসতত্ত্বজনগণৈঃ সহ ।
 সন্মিতক ততঃ পকসংবৎসরময়ং ততঃ ॥ ৬৩
 সমাগ্নায়ঃ সমাগ্নাতঃ অথ শিক্ষাং বহুং পুনঃ ।
 প্রবক্ষ্যামীত্যানীত্যাং চ বুদ্ধিরাদৈচ সংবৎসং ।
 অথাভো ধর্মজিজ্ঞাসাতুচ্চার্য পুনরঙ্গসা ।
 অথাভো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বেদাদীনমপি সঙ্গপেং
 ব্রহ্মাণমিত্রং সূর্যক সোমকৈব প্রজাপতিম্ ।
 আত্মানমন্তরাত্মানং জ্ঞানাত্মানমতঃ পরম্ ॥ ৬৮
 পরমাত্মানমপি চ প্রবদ্য নমোহস্তকম্ ।
 চতুর্থান্তং নমিঃ শতকুমুটিং প্রণত চ ॥ ৬৭
 প্রাণাধ প্রবেশেনৈব দ্বিরাচম্যাসংস্পর্শন ।
 নাভিঃ মস্তান্ বক্ষ্যমাণান্ প্রবদ্যান্ নমোহস্ত
 আত্মানমন্তরাত্মানং জ্ঞানাত্মানং পরং পুনঃ ।
 আত্মানক সমুচ্চার্য প্রজাপতিমতঃ পরম্ ॥ ৬৯
 সাহস্তুান প্রজপেং পঞ্চাং পয়ো-লধি-প্রতপ
 অনন্তর ম, ধ, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ, ও ল
 সকল সাক্ষেতিক-বর্ণময় ছন্দঃশাস্ত্র এবং সং
 সর, পরিবৎসর, ইন্দাবৎসর, উদাবৎসর ও ব
 বৎসর এই পঞ্চ সংবৎসরময় জ্যোতিঃশাস্ত্র
 করিবে। এইরূপে পাঠ করিয়া “শিক্ষা
 করিব” এই কথা বলিয়া “বুদ্ধিরাদৈচ”
 শিক্ষাসূত্র পাঠ করিবে। অনন্তর “অথা
 ধর্মজিজ্ঞাসা” এই ধর্মসূত্র এবং “অথাভো ব্র
 হ্মজিজ্ঞাসা” এই ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিবে; ৭
 কেবলমাত্র বেদের আদিমন্ত্রগুলি পাঠ করি
 ইহা পাঠের পর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য, সোম, ও
 পতি, আত্মা, অন্তরাত্মা, জ্ঞানাত্মা ও পর
 ইহাদিগের অস্ত্রে চতুর্থী-বিত্তি যোগ ব
 আদিতে ওকার ও শেবে “নমঃ” এই
 দিয়া প্রণামপূর্বক একমুষ্টি শতু লইয়া ৭
 করিবে। এইরূপে শতুভঙ্গের পর
 দ্বারা হুইবার আচমন করিয়া নাজিলেশ
 করত আত্মা, অন্তরাত্মা, জ্ঞানাত্মা ও প্রজা
 পরে পুনরায় আত্মা, ইহাদিগকে ৮
 বিত্ক্যন্ত করিয়া আদিতে “ওঁ” অস্ত্রে ৭
 যোগ করিয়া উচ্চারণপূর্বক ঐ চতুর্থী-বিত্ত
 দ্বারা প্রণাম করত “বাহ্য” যোগ

কর্তব্যরূপ কৌরকর্য বিধিযুক্তে করাইবে; পরে
 মাননস্তর বস্ত্র প্রকালনপূর্বক শুচি ও বাগ্ধত
 হইয়া হুইবার আচমন করিয়া বধাবিধি ভস্ম
 ধারণ ও পূণ্যাহবাচন করত দেহস্বভাব-তত্ত্বের
 অন্ত উহা দ্বারা আত্মপ্রোক্ষণ করিবে। অন-
 তর যোব ও আচার্য-দক্ষিণার জন্ত দ্রব্য রাখিয়া
 অবশিষ্ট দ্রব্য এবং বস্ত্রাদি সদাশিব ও তত্ত
 ব্রাহ্মণগণকে এবং গুরু-রূপী শিষ্যকে দক্ষিণা
 দিয়া তুমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিবে। পরে
 প্রকালিত পবিত্র ডোর, কোপীন ও হওদি
 এবং সমিধ্ আদি হোমের দ্রব্য লইয়া নদীতীর,
 সমুদ্রতীর, পর্বত, শিবমন্দির, অরণ্য বা গোষ্ঠ-
 স্বত উত্তম স্থান দেখিয়া লইয়া তথায় থাকিয়া
 আত্মপূর্বক অগ্রে মামসজপ, পরে “ওঁ নমো
 ব্রহ্মণে” এই ব্রহ্মমন্ত্র জিহবার জপ করিবে।
 তৎপরে “অগ্নিবেদে পুরোহিতঃ” “অথ ব্রহ্ম-
 ব্রহ্ম” “অগ্নির্বে দেবানামবমঃ” ইবে বোকে
 “হা” “অথ সায়াহি বীজম্” এবং “নমো
 দেবীরাতিষ্ঠয়ে” ইত্যাদি, অথ পঠ করিবে।

পঞ্চাং প্রোচ্য মরসতত্ত্বজনগণৈঃ সহ ।
 সন্মিতক ততঃ পকসংবৎসরময়ং ততঃ ॥ ৬৩
 সমাগ্নায়ঃ সমাগ্নাতঃ অথ শিক্ষাং বহুং পুনঃ ।
 প্রবক্ষ্যামীত্যানীত্যাং চ বুদ্ধিরাদৈচ সংবৎসং ।
 অথাভো ধর্মজিজ্ঞাসাতুচ্চার্য পুনরঙ্গসা ।
 অথাভো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বেদাদীনমপি সঙ্গপেং
 ব্রহ্মাণমিত্রং সূর্যক সোমকৈব প্রজাপতিম্ ।
 আত্মানমন্তরাত্মানং জ্ঞানাত্মানমতঃ পরম্ ॥ ৬৮
 পরমাত্মানমপি চ প্রবদ্য নমোহস্তকম্ ।
 চতুর্থান্তং নমিঃ শতকুমুটিং প্রণত চ ॥ ৬৭
 প্রাণাধ প্রবেশেনৈব দ্বিরাচম্যাসংস্পর্শন ।
 নাভিঃ মস্তান্ বক্ষ্যমাণান্ প্রবদ্যান্ নমোহস্ত
 আত্মানমন্তরাত্মানং জ্ঞানাত্মানং পরং পুনঃ ।
 আত্মানক সমুচ্চার্য প্রজাপতিমতঃ পরম্ ॥ ৬৯
 সাহস্তুান প্রজপেং পঞ্চাং পয়ো-লধি-প্রতপ
 অনন্তর ম, ধ, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ, ও ল
 সকল সাক্ষেতিক-বর্ণময় ছন্দঃশাস্ত্র এবং সং
 সর, পরিবৎসর, ইন্দাবৎসর, উদাবৎসর ও ব
 বৎসর এই পঞ্চ সংবৎসরময় জ্যোতিঃশাস্ত্র
 করিবে। এইরূপে পাঠ করিয়া “শিক্ষা
 করিব” এই কথা বলিয়া “বুদ্ধিরাদৈচ”
 শিক্ষাসূত্র পাঠ করিবে। অনন্তর “অথা
 ধর্মজিজ্ঞাসা” এই ধর্মসূত্র এবং “অথাভো ব্র
 হ্মজিজ্ঞাসা” এই ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিবে; ৭
 কেবলমাত্র বেদের আদিমন্ত্রগুলি পাঠ করি
 ইহা পাঠের পর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য, সোম, ও
 পতি, আত্মা, অন্তরাত্মা, জ্ঞানাত্মা ও পর
 ইহাদিগের অস্ত্রে চতুর্থী-বিত্তি যোগ ব
 আদিতে ওকার ও শেবে “নমঃ” এই
 দিয়া প্রণামপূর্বক একমুষ্টি শতু লইয়া ৭
 করিবে। এইরূপে শতুভঙ্গের পর
 দ্বারা হুইবার আচমন করিয়া নাজিলেশ
 করত আত্মা, অন্তরাত্মা, জ্ঞানাত্মা ও প্রজা
 পরে পুনরায় আত্মা, ইহাদিগকে ৮
 বিত্ক্যন্ত করিয়া আদিতে “ওঁ” অস্ত্রে ৭
 যোগ করিয়া উচ্চারণপূর্বক ঐ চতুর্থী-বিত্ত
 দ্বারা প্রণাম করত “বাহ্য” যোগ

কৈলাসসংহিতা ।

১০. প্রথমেই প্রাণাচম্য বিধা পুনঃ । ১০.
১১. উপবিশাথ প্রাণায়ামত্রয়ঃ চরেৎ । ১১
১২. শ্রীশৈল্য মহাপুরাণে কৈলাসসংহিতায়
সমাসাশ্রয়গ্রন্থপ্রসঙ্গে নামপ্রাকবর্ণনঃ
নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ । ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাক্ষণা উবাচ ।

১. যথাক্রমে যথা নিরুতমানসঃ ।
২. পূজ্যকৃতানি পূজ্যদব্যাপ্যপূজয়েৎ ॥ ১ ॥
৩. তে পূজ্যদেবঃ বিশেষঃ বিশিষ্টজিহ্ম ।
৪. ধনং তেতি মনো সমাবাহ্য বিধানতঃ ॥ ২ ॥
৫. ধনং মনোময়ং সর্গে ভরণভূষিতম্ ।
৬. দ্বাদশক ভোগ্যং দধানং করণসংজ্ঞে ॥ ৩ ॥
৭. ধনং প্রভুং বাতা গন্ধাদিত্যনুক্রমাৎ
৮. তাস্য পদমপূর্ণ-নারিকেলগুড়াদিতিঃ ॥ ৪ ॥
৯. ক্রিয়ানুসৃত্য নির্মিত্য প্রার্থয়েত্ততঃ ।

করিবে তৎপণ্ডাৎ সতঃ সূক্ষ্ম ও নখি
বর প্রণবময়ে ভোজন করিয়া দুইবার,
মনপূর্বক পূজ্যে উপবেশন করিয়া তিন-
প্রাণায়াম করিবে । ১০—১১ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮ ।

নবম অধ্যায় ।

মহাক্ষণা বলিলেন, অনন্তর বিজ্ঞ যথাক্রমে
১. পূজন করিয়া সংযতচিত্তে পদ্ম, পুষ্প ও
২. ত-বাদি পুষ্পাদি ব্যাভরণপূর্বক নৈকত-
৩. তে বিশিষ্টজিহ্ম ভগবান বিষ্ণু-নারকের পূজা
৪. কবে। প্রথমে "গণানাং হা" ইত্যাদি মন্ত্রে
৫. হন করিবে। পরে ব্রহ্মবর্ণ, সুলকার,
৬. ভিষ্ম-ভূষিত, করকমলে বর অকুণ্ড পাপ
৭. অকমালাধারী প্রভু গজাননের মূর্তি ধ্যান
৮. রা পদ্ধতি উপচারে অচনাপূর্বক পায়স,
৯. ক, নারিকেল ও গুড়াদি

ঔপাসনাদ্যো কৰ্ত্তব্যং যদ্যহোক্তবিধানতঃ ॥
আজ্যভাগ্যস্তমধেয়ং যদ্যহোক্তবিধানতঃ পদম্ ।
ভূঃ সাহেতি স্রুতা পূর্ণাহুতিং হত্যা সমাপ্য চ ।
গায়ত্রীং প্রজপেদ্যাবদপরাহুতমতন্ত্রিতঃ ।
অথ সাযন্তনোঃ সন্ধ্যামুপান্ত নানপূৰ্ণকম্ ॥ ১ ॥
সান্নমোপাসনং হত্যা গুরুং বিজ্ঞাপ্য বাগুবক্তঃ
প্রপদিত্য চক্ৰং তাম্বনু সমিদমাজ্যভেদতঃ ॥ ২ ॥
হত্যা রৌদ্রেণ হৃৎকেন সন্ধ্যোজ্যাদি পকজিহ্ম ।
ব্রহ্মভিষ্ম মহাদেবং সাংসং বহুৌ বিজ্ঞাপয়েৎ ॥ ৩ ॥
গৌরীমিমায় মন্ত্রেণ হত্যা গৌরীমমুশ্বরন ।
ভক্তোহয়ম্বে নিষ্টিক্ৰতে স্বাহেতি জুহুয়াৎ সতঃ ॥
হত্যা পরিষ্ঠাঃ তদ্বৎ ভক্তোহয়ম্বেকুন্তরে বৃধঃ ।
হি সসনে তপোমুনী চলাজিনকুশোত্তরে ॥ ১১ ॥
বৎসাক্ষমুহুতঃ পায়ত্রীঃ নৃতমানসঃ ।
ততঃ স্বাহা হৃৎকেন হৃৎকেন বা বিধানতঃ ॥ ১২ ॥

করিয়া প্রণাম করত "কার্য নির্মিত্য সম্পন্ন
হউক" এই প্রার্থনা করিবে। এইরূপে পূর্ণক
পূজার পর আহবনীর অগ্নিতে নিজ পূজ-
নৃত্যোক্ত বিধান অনুসারে আজ্যভাগ্য হোম
করিয়া স্বাহা বা "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে
পূর্ণাহুতি দিয়া নিরুতমান-ভাবে অপরাহুত পদ্য
জপ করিবে অনন্তর নানপূর্বক সাংসন্ধ্যা-
বসনে আহবনীর অগ্নিতে সিতা হোম করিয়া
গুরু অমুমতিক্রমে মৌনাবলম্বনপূর্বক সেই
অগ্নিতে চক্ৰপাক করিয়া "পরিষ্কা ক্রমস্ত যেকি
জিহ্ম স্রুতা" ইত্যাদি ক্রমশঃ ও সন্ধ্যা-
জ্যাদি পদমধে সমিধ-হোম, চক্ৰহোম ও
অবহোম করত সেই অগ্নিমধ্যে শিব-পার্বতী-
মূর্তি চিত্তা করিবে পরে "গৌরীমিমায়"
ইত্যাদি মন্ত্রে গৌরীকে স্মরণ করত হোম
করিয়া "অহরে নিষ্টিক্ৰতে স্বাহা" এই মন্ত্রে
একবার আহুতি দিবে । ১—১০ । অনন্তর
পায়স দ্বিগুণ উত্তীর্ণ করিয়া অগ্নি উত্তী-
র্ণিক-কুণ্ড-চক্ৰচক্ৰে অগ্নিতে বসিয়া মৌন-
কলহনপূর্বক একাগ্রচিত্তে সাত মূর্তি পূজা
করিতে করিবে । ১১—১২ ॥

অগ্নিহো চক্রে অগ্নিহোমবেতিবাতিতম্ ।
 উত্তরোত্তর বাইবাসাদ্যাজোন ততঃসকম্ ॥ ১৩
 অতিবাধ্য যাজ্ঞতীশ্চ রৌদ্রশ্চক্রে পক চ ।
 অপেক্ষত্রমপি সঙ্ঘাতি চিত্তং শিবপদামুজে ॥ ১৪
 এতাপতিমধেনুক বিধান দেবাঃস্ততঃ পরম্ ।
 ত্রম্বাপক চতুর্থাহুঃ স্বাস্ত্যস্তান প্রণবাদিকান ॥ ১৫
 সঙ্ঘাতি বাচরিহাধ পুণ্যাহক ততঃ পরম্
 পরিত্যক্ত ত্রম্বমধে স্বাহেত্যগ্নিমুখাবধি ॥ ১৬
 বিকীর্ণ্য পশ্চাৎ প্রাণায় স্বাহেত্যগ্নিতা পকতিঃ ।
 হুতা ততঃ রৌদ্রেণ স্তুতেন ব্রহ্মতিঃ ক্রমঃ ॥ ১৭
 বশাধাক্রমতো হুতা অমিদম্ভাজাতেনতঃ ।
 মহেশাদিচতুর্বাহুঃ সঙ্ঘাহনমস্ততঃ ॥ ১৮
 সশক্তিকমরো হুতা সমিদম্ভাজাতেনতঃ ।
 সাজোন চক্রে পশ্চাদগ্নি স্তুতিততঃ বনে ॥ ১৯
 পুনঃ এতপেং স্তুতং রৌদ্রে ব্রহ্মপি পক চ ।
 মহেশাদিচতুর্বাহুঃ প্রজপন পুনঃ ॥ ২০
 মহেশপরিষ্ঠাঃ তত্রস্ত সশযোক্তেন বহনঃ ।

যারা জান করিয়া, সেই অগ্নিতে চক্রেপক-
 পূর্বক অবশটন করত অগ্নির উত্তরদিকে নাম-
 ইয়া কুশোপরি রাখিয়া, হুত যারা চক্রে পুনরায়
 অবশটিত করিয়া তুরানি সপ্ত বাচতি, বদ-
 স্তুত ও সযোজাতানি পক মন্ত—শিবপাদপদে
 চিত্ত সমর্পণ করিয়া পূর্ণ করিবে পরে
 এতাপতি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব ও ব্রহ্ম এই সকলের
 অস্ত্রে চতুর্থা-বিত্তি, অন্তিতে প্রণব ও সঙ্ঘ-
 পেরে স্বাহা বোপ করিয়া পশ্চাদ্ পক পুণ্যাহবাচন
 করিয়া “অগ্নয়ে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নিমুখাবধি
 উদীচ্যকর্ম সমাধানান্তে প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি
 পক মন্ত্রে আর্হতি দিয়া কন্দলুক ও সযো-
 জাতানি পকমন্ত্রে নিজ শাপাঙ্গুসারে সমিধ, চক্রে
 ও আত্মা হোম করিয়া, নিজ নিজ বাহময়ে
 সমিধ অন্ন ও স্তুত বর, শক্তির সহিত মহেশ
 প্রভৃতি-চতুর্বাহুর আর্হতি দিয়া ততঃপশ্চাৎ প্রত-
 ষ্টম্ব যারা স্তুতিকং অগ্নির আর্হতি দিবে ।
 ১১—১৯ । বিচক্রে নিজ পুনরায় কন্দলুক,
 সযোজাতানি পকমন্ত্রে ও মহেশ প্রভৃতি চতুর্বা-
 হু পাঠ করিয়া উদীচ্য-হোমাবসানে নিজ-

তত্তদেবান্ সমুদ্ভিষ্ট ত্যাপং কুর্বাধিচক্রে ॥ ২
 এবমগ্নিমুখাদ্যং তং কৰ্ম্মতস্তং প্রবর্তিতম্ ।
 অতঃ পরং প্রজুহুয়াধিরজাহোমমাগ্নিঃ ॥ ২২
 বডবিশং ততঃপেহম্মিন্ দেহে লীনস্ত শুদ্ধয়ে
 তত্ত্বাংস্তেতানি মদেহে শুদ্ধাত্মামিত্যুত্থরন ॥ ২৩
 তত্রায়তত্ত্বত্বাং মন্ত্রেয়াক্রপকেতুকে ।
 পশ্যামানৈঃ পৃথিব্যাদিপুরুষাঃ স্তুত্ৰমাম্মনে ॥ ২৪
 সাজোন চক্রে মোনৌ শিবপাদামুজং বহনঃ ।
 পৃথিব্যাদি চ শল্যাদি বাগাদ্যং পককং পুনঃ ।
 শোত্রাদ্যক শিরঃ পার্শ্ব-পৃষ্ঠাদিরচতুষ্টয়ম্ ।
 অক্ষক বোজয়েৎ পশ্চাৎ কপাদ্যং দাতুমপক
 প্রাণাদ্যং পককং পশ্চাদিম্মাদ্যং কোশপককম্
 মনো ক্রেতঃ বুদ্ধিঃ আহুতিঃ ব্যাতিরেক চ ।
 সঙ্ঘাতি শুণাঃ পশ্চাৎ প্রকৃতিঃ পুরুষস্ত তু ।
 ভোক্তৃঃ প্রতিপন্নস্ত ভোজনে চ প্রযত্নতঃ ॥
 অস্ত্রব্রহ্মতয়া তত্ত্বপককং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 নিগতিঃ কালরাগশ্চ বিদ্যা চ তদনন্তরম্ ॥ ২৫

শযোক্ত বিধান অনুসারে সেই সেই দেব
 উক্তেণ আর্হতি দিবে । এইরূপে অগ্নিমু-
 কের কার্যের নিয়ম বলিনাম ইহার
 প্রকৃতি প্রভৃতি বডবিশং তত্ত্বমধ এই
 সাজোন আত্মার বিশুদ্ধি অত্র স্বামীর দেহ
 এই তত্ত্বগুলি বিস্তৃত হউক” ইহা তা
 বিবর্তাহোম করিবে তদ্বোধে দেহ
 আত্মতত্ত্বগুলির অত্র তত্ত্ববিশুদ্ধিগণকে
 “অষ্টমোনৌমন্ত্রেপুত্রাঃ” ইত্যাদি হইতে
 পুরুষঃ সপ্তপুরুষঃ এই পর্যন্ত মন্ত্র পাঠ ক
 মোনবলম্বনপূর্বক শিবপাদপদে বহন
 সাজো চক্রে যারা আর্হতি দিবে । ও ত
 বিশেষ-তত্ত্বগুলি এই,—পৃথিব্যাদি পক
 শল্যাদি পকতত্ত্ব, বাগাদ্য পকতত্ত্ব, শ্রো-
 পকতত্ত্ব, মন্ত্রক, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর, জ
 বক্ আদি সপ্তধাতু, প্রাণাদি পকবায়ু, অ
 পককোষ, মন, শুক্র, বুদ্ধি অহঙ্কার, বা
 সঙ্ঘ, শুণ ও প্রকৃতি । ভোগকর্তা পুরু
 ভোগের জন্য অস্ত্রব্রহ্ম যে পাঁচটা তত্ত্ব কী
 আছে ; তাহা এই ;—নিগতি, কাল,

৫৫ পঞ্চমিহং মায়েঃ পঞ্চ মুনিবর ।
 প্রকৃতিং বিদ্যামাসা কৃতিবিত্তিহিতা ॥ ৩০
 জ্যোতানি তুহানি কৃত্যুতানি ন সংশয়ঃ ।
 কঃ কভাবে নিগতিবিত্তি চ কৃতিববৌ ॥ ৩১
 ৩: পঞ্চমবাসু পঞ্চকৃকমুচ্যতে ।
 জনন পঞ্চত্বানি বিদ্যানপি বিমুচ্যতাঃ ॥ ৩২
 যবস্তা প্রকৃতেকুপরিষ: পুমানয়মু
 ক্তিঃ সমাশিতা বভূতে পার্বতোহঃ ১মু ॥ ৩৩
 "তুহিমা প্রোক্ত লকুবিদ্যামহেশ্বরো
 শিবঃ কৃতিঃ শিবঃ পঞ্চ পঞ্চম ॥ ৩৪
 তুহিমাঃ বসন প্রকৃতিবসবাক্যতঃ
 তাদিশিবঃ যঃ তুহিমাঃ মুনিবর ॥ ৩৫
 যবস্তাঃ কৃতিবস বিদ্যাতমু :
 পঞ্চমবাসু পঞ্চম পঞ্চম ॥ ৩৬
 কৃতিঃ কৃতিমিহ পঞ্চমবাসু:
 কৃতিমঃ পঞ্চমবাসুতাং কৃতিমঃ ॥ ৩৭

৬ জন, যে মুনিবর। এই পাঁচটি
 ইতিহাসে মঙ্গলকে প্রকৃতি বলিয়া
 বসন-বসনকে এইরূপ কৃতি আছে
 ইতিহাসে এই তুহিলি সমস্ত হই
 ইহা কৃতি উক্ত আছে, এতদ্বারা
 নই কল, প্রভৃতি নিমিত্তি
 কৃতি আছে এই পাঁচটি তুহিলি
 কৃতি বলিয়া থাকে; ইহা না জানিলে
 জ্যোতিষ দ্বারা ইহা থাকে ২০—৩০
 প্রকৃতি প্রকৃতি উপরে উক্ত পুত্র
 কৃতি-গোলক দ্বারা উহাঙ্গিগের পক্ষে
 নিমিত্ত বর্তমান আছে। উক্ত বিদ্যা
 বলিয়া যে বিদ্যা। "প্রকৃতি বসন"
 কৃতিবাসুসংগে পঞ্চ বিদ্যা, মঙ্গল
 পঞ্চ শক্তি ও শিব এই পাঁচটিতে শিব-
 বলি হয়। যে মুনিবর। পৃথিবী হইতে
 পৃথিবী যে সমস্ত তুহি বলি হইল;
 তিরঙ্গ দ্বারা উহাঙ্গিগের কৃতি বিদ্যান
 ত হইবে। বসামাণ একাদশ মঙ্গল
 প্রকৃতি-মঙ্গলদ্বারা তাম বলিয়া
 বে। সেই মঙ্গলি এই;—"পঞ্চম

অতঃ পরং বিবিত্তি কসোংকারেতি মন্তব্যোঃ ।
 ব্যাপকায় পদজ্ঞাত্রে পরমাস্ত্রন ইত্যপি ॥ ৩৮
 শিবজ্যোতিঃ চতুর্থাত্মং বিবভূতপদং পুনঃ ।
 বসনোঃ সুকশকঃ চতুর্থাত্মমথো বসেৎ ॥ ৩৯
 লোকত্রয়পদজ্ঞাত্রে ব্যাপিনে পরমাস্ত্রনে ।
 পরমৈশ্বর্যমুচ্চাণ্য দেবায় পদমুচ্চরেৎ ॥ ৪০
 উক্তিগোপতি মন্তব্য বিবকপায়শকতঃ ।
 পুত্রমাসপদং কয়ালোমু সাহেত্যস্ত সংবদেৎ ॥ ৪১
 লোকত্রয়পদজ্ঞাত্রে ব্যাপিনে পরমাস্ত্রনে ।
 শিবাস্ত্রনং ন মম চ পদং কদামতঃ পরম ॥ ৪২
 মঙ্গলোঃ কশকঃ পুত্রমাসঃ তুহিলি চ ।
 নিষ্কল্য সর্পিষ মিশ্রঃ চক্ৰঃ প্রাপ্ত পুরোধসে ॥ ৪৩
 প্রদদ্যাক্ষিপণং তুহিমে হে মাদিপরিহিতাম্ ।
 বসনমুচ্চাণ্য ততঃ প্রাতঃপোষনং হনেন ॥ ৪৪
 স মাং শিবঃ মন্তব্য ইতি মন্তব্য মপন মুনিঃ ।
 যতে অথ ইতিহাসেন মঙ্গলোঃ প্রতাপা চ ॥ ৪৫
 ইন্দ্রমথো সমস্তোঃ পদমুচ্চাণ্য ইতিহাসিনি ।
 প্রাতঃপোষনং ততঃ সজ্জামুপাত্য দিত্যমপাথ ॥ ৪৬
 উপাস্য প্রকৃতিমুচ্চাণ্য নতিমন্তব্যং প্রবেশয়েৎ ।

"শিবজ্যোতিষে ইন্দ্র ন মম" "বিবিত্তি বাহ্য"
 "কসোংকার সাহ্য" "ব্যাপকায় পরমাস্ত্রন"
 "ইন্দ্র ন মম" "শিবজ্যোতিষে ইন্দ্র ন মম"
 "বিবিত্তি ইন্দ্র ন মম" "বসনোঃ সুকশক ইন্দ্র
 ন মম" "লোকত্রয়ব্যাপিনে পরমাস্ত্রনে পরমৈশ্ব
 র্যমুচ্চাণ্য ইন্দ্র ন মম" "উক্তিগোপতি বিবকপায়
 শকতঃ ন মম" "উক্ত পুত্রমাস" এবং "লোকত্রয়-
 ব্যাপিনে পরমাস্ত্রনে শিবায় ইন্দ্র ন মম" এই
 একাদশ মন্তব্য উপাসন করিয়া আরাতি দিবে।
 অতঃপর নিজ শব্দে কৃতি অনুসারে পূর্বমত
 প্রদান কল্প সমাধি করিয়া হৃতমিহ চক্ৰ জোড়-
 পূর্বক তুহিলি সুবর্ণনি কৃতিয়া দিয়া ব্রহ্মার
 বিসর্জন করিয়া প্রাতঃকালে নিত্যহোম করিবে।
 ৩০—৪৭। সেই মুনি "স মাং শিবঃ মন্তব্য"
 ইত্যাদি মন্তব্য পাঠ করত "যা তে অর্থ" ইত্যাদি
 মন্তব্য দ্বারা অর্জিতে হস্ত উত্তর করিয়া কৃতি-
 বাস বীর আরাতে অগ্নি আরাপকরিত
 প্রাকসন্ধ্যা ও হৃতোপহাস্যতে বসন

আহিতারিকঃ কৃষ্ণাঃ প্রাজাপত্যোষ্টিমাহতে ॥৪৭॥
 ত্রোতে বৈশ্বানরে সম্যক সর্গবেদসদক্ষিনাম্।
 অখ্যামান্যত্রোপ্য ত্রাক্ষণঃ প্রভ্রোহুগৃহাঃ ॥৪৮॥
 সারিত্রীপ্রথমঃ পাদঃ সারিত্রীমিত্তাদীর্ঘা চ
 এবেশরামিশকাত্তং ভূবরোমিতি চ সংবদেৎ ॥ ৪৯
 বিতীরং পাদমুচ্চাখ্য সারিত্রীমিতিপূর্নকম্।
 এবেশরামিশকাত্তে ভূবরোমিতি সংবদেৎ ॥ ৫০
 তৃতীরং পাদমুচ্চাখ্য সারিত্রীমিতি পূর্নকম্।
 এবেশরামিশকাত্তে ভূবরোমিতি সংবদেৎ ॥ ৫১
 পাদদ্বয়মুচ্চাখ্য সারিত্রীমিত্যতঃ পরম্।
 এবেশরামিশকাত্তে ভূবরোমিতি বদেনব ॥ ৫২
 তৃতীরং পাদমুচ্চাখ্য সারিত্রীমিত্যতঃ পরম্।
 এবেশরামিতি বদম্ ভূবরোমিতি সংবদেৎ ॥ ৫৩
 ত্রিপাদমুচ্চরেৎ পূর্নং সারিত্রীমিত্যতঃ পরম্।
 এবেশরামিশকাত্তে ভূবরোমিতি কৃতীকরেৎ ॥ ৫৪
 ইহাঃ ভগবতী সাক্ষাচ্ছবদশ্রীদ্বিতী
 পঞ্চবক্তা দশভূক্ত ত্রিপঞ্চনরনোক্তা ॥ ৫৫

হইয়া নাতিপরিমিত স্থানে সারিত্রীকে প্রবেশ
 করাইবে। উক্ত সঙ্গিক ত্রাক্ষণ শোভ অগ্নিতে
 প্রাজাপত্য যাগপূর্নক সর্গবেদ সক্ষিপ শিব
 আশ্রিতে অগ্নি আরোপণ করিয়া গৃহস্থাস্রম
 হইতে প্রভ্রোহু আশ্রম অবলম্বন করিবে
 গায়ত্রীর প্রথম পাদ উচ্চারণ করত 'গায়ত্রীকে
 এবেশ করাইতেছি' ইহা বলিয়া 'ভূবরোম্'
 উহার বিতীর পাদ উচ্চারণ করত 'উহাকে
 এবেশ করাইতেছি' বলিয়া 'ভূবরোম্' উহার
 তৃতীর পাদ উচ্চারণ করতঃ 'উহাকে প্রবেশ
 করাইতেছি' বলিয়া 'বরোম্' উহার দ্বি
 পাদ উচ্চারণ করত 'উহাকে প্রবেশ
 করাইতেছি' বলিয়া 'ভূবরোম্' তৃতীপাদ উচ্চা-
 রণ করত উহাকে প্রবেশ করাইতেছি' বলিয়া
 'ভূবরোম্' ও উহার তিনপাদ উচ্চারণ করত
 'উহাকে প্রবেশ করাইতেছি' বলিয়া 'বরোম্'
 উচ্চারণ করিবে ৪৫—৫৪। এই গায়ত্রীই
 শব্দের অর্থমুখি সাক্ষাৎ ভগবতী। ইহার
 পাঁচ মূল, দুই হাত, ঐক্য হাতে কণ আয়ুধ;

নবরাত্রিকিরীটোদ্যতলম্বোবতঃ সিনী।
 ত্রাক্ষণটিকসম্মাশা দশাযুগধরা ভূতা ॥ ৫৬
 হাব-কেথর-কটক-রশনা-নপুবাদিভিঃ।
 ভূষিতাবয়বা দেবকৃষি-গন্ধর্ষ-দানবৈঃ ॥ ৫৭
 মানবৈঃ সনা সেবা সর্গাস্ত্রব্যাপিকা শিবা।
 সদাশিবস্ত দেবস্ত ধর্মপত্নী মনোহরা ॥ ৫৮
 যো হস্তাখ্য নয়েৎ পাপী গায়ত্রীং শিবকপিলীম্।
 স পচাতে মহামোরে নরকে কল্পসংখ্যায়া ॥ ৫৯
 সা ব্যাঙ্গতিভাঃ সস্তাতা তাস্মৈন বিলম্ব গতাঃ।
 তাস্য প্রণবসহতাঃ প্রণবে বিলম্ব গতাঃ ॥ ৬০
 প্রণবঃ সর্গদেবাশিঃ প্রণবঃ শিববাচকঃ।
 শিবো বা প্রণবো হোম প্রণবো বা শিবঃ স্মৃতঃ।
 বাচ্য-বাচকযোর্ভেদো নাতাত্তং বিদ্যাতে যতঃ।
 তস্মাদেকাক্ষরং দেবং শিবং পরমকাবলম্ ॥ ৬১
 উপাসতে যতিশ্রেষ্ঠা ক্ষদ্রমাত্রেস্তমদাগম্য
 এবং বিলপ্য গায়ত্রীং প্রণবে শিববাচকে ॥ ৬২

পঞ্চদশ চক্ষু ইহার মস্তকে অভিনব
 কিরীটের স্তম্ভ চন্দ্রেরূপা দীপ্ত পাইতে
 ত্রাক্ষণটিকের স্তম্ভ ইহার আভা। হাব, কো
 বসন, কাকী ও নপুত্র প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার
 ইহার সর্গাস্ত্র অলঙ্কৃত। দেব, দানব, গন্ধ
 মুনি ও মানবের ইনি আরাধ্য। সর্গব্যাপী
 ভূতদায়িনী, মনোহারিণী ভগবান্ সদাশি
 ধর্মপত্নী। যে পাপিষ্ঠ শিবকপা গা
 অস্ত্রভায়ে ভাবনা করে, সে কল্পকাল প
 মহামোরে নরকে পচিতে থাকে। সেই গা
 ব্যাঙ্গতি হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই ব্যা
 তেই লগ্ন প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার ()
 ব্যাঙ্গতিগুলি প্রণব হইতে উৎপন্ন হইয়া ()
 প্রণবেই বিলীন হইয়াছে। প্রণব সর্গদে
 বাশিঃ প্রণব শিববাচক, শিবই প্রণব, প্র
 বা শিব—এইরূপ পরস্পরের অভেদ ক
 আছে যেহেতু বাচ্য ও বাচকের অ
 প্রভেদ নাই, অতএব যতিশ্রেষ্ঠেরা এই
 গায়ত্রীকে শিববাচক প্রণবে বিলীন করি
 ত্যুৎপন্নমধ্যে পরম কারণ একাক্ষর জ
 শিবকে উপাসনা করিয়া থাকেন ৫৫—

হং বৃক্ষঃ পেরিবেতানুবাকং অপেং পুনঃ ।
 কন্যাসমুভ ইত্যনুবাকমুপক্রমাং ॥ ৬৪
 পাপহৃৎ অপনু পশ্যাদেশাবানাহঃ ত্রয়ঃ গজেং
 নৈমগ্নাঃ ততো গাশ্বিত্যতঃ সমিতি ক্রমাং ॥
 নৈমগ্নাঃ তথা গাশ্বিত্যতঃ সমিতি ক্রমাং
 গাশ্বিত্যতঃ তপ গাশ্বিত্যতঃ সমিতি ক্রমাং ॥ ৬৫
 গজগণঃ ত্রিণ মন্দমবোদ্ধাঃ ক্রমাংগ্নে
 পূৰ্ব্বমুভ তঃ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ক্রমাং ॥ ৬৬
 ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং সনাতনঃ ভবন্তু
 ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং সনাতনঃ পদমুচ্চবন ॥ ৬৭
 ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং ময়েতি চ পদাং বদে
 ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং সমষ্টিবাক্যতঃ পদে ॥ ৬৮
 ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং সমষ্টিবাক্যতঃ সমষ্টিবাক্যতঃ
 ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং মন্দমবোদ্ধাঃ ততো মনে ॥ ৬৯
 ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং সনাতনঃ চেতস
 ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং মন্দমবোদ্ধাঃ ততো মনে ॥ ৭০
 ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং সনাতনঃ চেতস
 ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং মন্দমবোদ্ধাঃ ততো মনে ॥ ৭১

কোন কোন অংশের বিবরণ এই বৃক্ষের প্রেরণ
 ইত্যাদি অনুবাক ও "অনুবাকমুপক্রমাং" ইত্যাদি
 হইতে "ক্রমাং" মে গোপন এই পদ্য অনুবাক
 ক্রমাং পদ্যে ও ক্রমাং হইতে আমি
 অসম্ভব হইলম এই কথা বলিয়া ইত্যাদি
 উপ করিলে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ক্রমে
 ত্রিপ্রকার (মন্দ, মধ্য ও উচ্চ) প্রকার
 উচ্চারণ করিয়া উপ করিতে হইবে অনন্তর
 "ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং সনাতনঃ" "ক্রমাং ক্রমাং ক্রমাং
 এই মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিলে ইত্যাদিপদের
 প্রত্যেকে মন্ত্রে "মন্দা" এই পদটি বোঝান
 করিও পাঠ করিলে পরে প্রথম উচ্চারণ
 করিয়া সমষ্টি ব্যক্তি (ভূত্বাঃ সঃ) বলিতে
 হইবে, ইহার অন্তে "সংক্রান্ত মন্দ" বোঝান
 করিলে তৎপরে মনে। সমাপ্তিরূপে ক্রমে
 চিত্ত করিয়া মন্দ, মধ্য ও উচ্চ এই ত্রি-
 প্রকার প্রণব ও প্রেষ মন্ত্র এইরূপে অর্ঘ্য-
 চিত্ত উপ করিয়া "অন্তঃ সর্বভূতভোজ্য মন্দ
 যাহা" এই কথা বলিয়া এক অঙ্গুলি জল
 উজ্জলপূর্বক পূর্বদিকে নিক্ষেপ করিলে।

নিধাং যজ্ঞোপবীতক গায়ত্র্যোং পাট্য পাবিনা ॥ ৭২
 গায়ত্রী প্রণবং ভূত সমুদয়ং গচ্ছ সংকমেং ।
 বহিঃপাশাং সমুচ্চায়া সোদকাঙ্গলিনা ততঃ ॥ ৭৩
 অপর্য তদাপ্য প্রেসেবতিমন্ত্য ত্রিণা তপঃ ।
 গাশ্বাঃ চ মা সমগম্য ভূমৌ বহ্নাদিকং তাজেং
 উদযুগাঃ প্রাচ্যুগো বা গচ্ছেং সপ্তপদাধিকম্ ।
 কিকিরমপাচার্য্যস্তিষ্ঠে তিষ্ঠেতি সংকমেং ॥ ৭৫
 লোকসং যাবদার্য্য কোপীনং ন গুমেব চ ।
 ভগবন সৌভাগ্যেতি নদাং স্নেহেনৈব পাবিনা ॥ ৭৬
 ক্রমাং সোভাগ্য কোপীনঃ কাম্যবসনং ততঃ ।
 অচ্চাদ্যমা চ দেব তঃ শিবামিতি সংকমেং ।
 ইত্যন্ত বক্তব্যমিতি ততঃ ইতি মন্ত্রমুদাহরন ।
 মন্ত্রাণাং ন তঃ গায়ত্রীঃ সপ ম ইতি সংকপন ।
 অপর্য তদাপ্য প্রেসেবতিমন্ত্য ত্রিণা তপঃ ।
 প্রথম ন গুমেব চ কোপীনঃ পুনঃ পিতঃ ॥ ৭৯

তৎপরে প্রবর্তী হইয়া শিব ও যজ্ঞোপবীত
 পাবিত্র্য করিয়া দিয়া সনাতন গচ্ছ যাহা
 এই মন্ত্র উচ্চারণ করত উদকাঙ্গলির সহিত
 কলে নিক্ষেপ করিলে এইরূপে নিক্ষেপের
 পর "ভূত সমুদয়ং মন্দ" ইত্যাদি মন্ত্রে ত্রিবার
 জল পান করত আচমন করিয়া অসিদ্ধা ভূমিতে
 বহ্নাদি তাপপূর্বক উচ্চারণ বা পূর্বীক হইয়া
 সপ্ত পদ্যের অধিক গমন করিলে এইরূপে
 ক্রিয়া নব গলে অচ্চায়া, ভগবন! "তিষ্ঠে
 তিষ্ঠে লোকিক যাবদার্য্যের নিমিত্ত কোপীন ও
 ন গুমেব ক্রমাং এই কথা বলিয়া বহ্নিতে
 কোপীন ও ন গু দিবেন। আচার্য্যের এই
 বাক্য শ্রবিতা হইলে কোপীন ও কাম্য বহ্ন
 পরিধান হইয়া বহ্ন আচমন করিলে আচার্য্য
 ইত্যাদি শিবা বলিয়া ডাকিবেন ॥ ৬৪—৭৭ ॥
 অনন্তর শিবা "ইত্যন্ত বক্তব্যমিতি সবে মাং
 গোপাশ" এই মন্ত্রে আচার্য্যের নিকটে প্রার্থনা
 করিয়া "সবা মা গোপাশ" এই মন্ত্র বলিয়া ৭৩
 গ্রহণ করিলে পরে ক্রমাং পদ্যে পুনঃ পূর্বক
 শিবপাদপদ দ্বারা করত ভূতলে ত্রিবার ন গুমে

• আরও কতিপয় পূর্বক পাঠ্য হইতে ।

কৃতান্তনিপুটস্তিষ্ঠেৎ গুরুপাদসমীপতঃ ॥
 কৰ্ম্মারম্ভাৎ পূৰ্ব্বমেব গৃহীত্বা গোমৰ্শং স্তম্ভম্ ॥ ৮০ ॥
 স্থানামলকমারেণ কৃত্বা পিণ্ডান্ বিশোধ্য চ ॥
 সৌরৈশ্চ কিরণৈরেব হোমরত্নাগ্নিমধাগ্নান ॥ ৮১ ॥
 নিলিপ্য হোমসম্পূৰ্ণে ভস্ম সংগৃহ্য গোপথে ॥
 ততো গুরুঃ সমাদায় বিরজানলভঃ সিতম্ ॥ ৮২ ॥
 ভস্ম ভেনৈব তং শিখামগ্নিক্রিয়াদিভিঃ ক্রমাৎ
 যজ্ঞৈরত্নানি সংশ্লগ্ন মূৰ্ছাদিচরণাত্ততঃ ॥ ৮৩ ॥
 স্ফোনান্যোঃ পঞ্চমস্ত্রৈঃ শির আকতা সৰ্ব্বতঃ ।
 সমুদ্বল্যবিধানেন ত্রিপুণ্ড্রং ধারয়েৎ ততঃ ॥ ৮৪ ॥
 ত্রিগামুবেজ্যাকৈশ্চ মূৰ্ছাকতা যথাক্রমম্
 ক্ৰমপক্ষে সমাসীনঃ ধ্যাত শিবমুম্মসবম্ ॥ ৮৫ ॥
 হস্তং নিধায় শিরসি শিখাস্ত পীতমানসঃ
 পৰ্য্যাসিসহিতং তস্ত দক্ষকৰ্ণে সমুচ্চরেৎ ॥ ৮৬ ॥
 এণবং ত্রিপ্রকারস্ত তত্তলুস্ত্রৈর্মাদিশৈঃ
 বহুবিধার্থপরিজ্ঞানসহিতং গুরুসমুদয়ঃ ॥ ৮৭ ॥
 দ্বিষ্টপ্রকারং স গুরুঃ প্রণম্য তুবি দণ্ডবৎ ।
 জম্বীনো ভবেদ্বিত্যং বেদান্তার্থানুসারতঃ ॥ ৮৮ ॥

এণাম করিয়া উঠিয়া গুরুপাদপদ সমীপে
 কৃতান্তনিপুট দণ্ডবৎমান থাকিবে কার্যকরত্ব
 পূৰ্বে গোমর্শ সংগ্রহ করিয়া তদ্বার দ্বারা আম-
 লকী কলের মত কতকগুলি পিণ্ড নির্মাণপূর্বক
 সূৰ্য্যকিরণে শুদ্ধ করিয়া হোমারম্ভের অগ্নি মধ্যে
 দিয়া হোমাবসানে তদ্বার ভস্ম সংগৃহ্য করিয়া
 রাখিবে। তৎপরে ভস্ম বিরজ-হোমের অগ্নি
 হইতে ভস্ম লইয়া "অগ্নিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তক
 হইতে চরণ পর্যন্ত সেই শিখোর অগ্নি স্পর্শ
 করিয়া, স্ফোনাদি পঞ্চমস্ত্র দ্বারা মস্তক হইতে
 মাথাইয়া "কস্তপস্ত্র ত্র্যম্বকঃ" এবং ত্র্যম্বকঃ
 কামায়ে ইত্যাদি মন্ত্রে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করাই-
 কেন। পরে ক্রমপক্ষে বিরাজমান শিব ও
 পার্বতীকে চিন্তা করিয়া শিখোর মস্তকে হস্ত
 দিয়া পীতমানে তাহার দক্ষিণকর্ণে পৰ্য্যাসির
 যবিত্ত তিন প্রকার এণব উচ্চারণ করিয়া
 পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে অৰ্ঘ্যবোধপূর্বক দ্বাদশবার
 সেই এণবের অৰ্ঘ্য উপদেশ করিবে। শিখা
 তরকে তুমিষ্ট হইয়া এণবপূর্বক বেদান্তের

শিবজ্ঞানপনো ভূম্বাহু বণাদ্যঙ্গপূর্বকম্ ।
 প্রাত্যস্তিকাদানুষ্ঠানং জপান্তং কারয়েৎ গুরুঃ ॥ ৮৯ ॥
 পূজাঞ্চ মণ্ডলে তস্মিন কৈলাসপ্রস্তরান্নয়ে ।
 শিখোদিতেন মার্গেণ শিখাস্ত্রৈব পূজয়েৎ ॥ ৯০ ॥
 দেবং নিত্যমশ্রুতশ্চ পূজিতং গুরুণ স্তম্ভম্ ।
 ফাটিকং পীঠিকোপেতং গুল্লীয়াস্ত্রিমৈশ্বরম্ ॥ ৯১ ॥
 ববং প্রাণপরিভ্যাগশ্চেদনং শিরসোহপি মে ।
 ন জনভাস্য ভূগীয়াং ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ৯২ ॥
 এবং ত্রিবারমুচ্চাযা শপথং গুরুসম্মিলিতৌ ।
 তস্মিন্বেব মহাদেবং দিত্যমুদ্বুল্লম্মনসঃ ।
 পূজয়েৎ পৰম্য ভক্তা পঞ্চাবরণমার্গতঃ ॥ ৯৩ ॥

ইতি ত্রীশেষে মহাপুরাণে কৈলাসসংহি-
 তস্যং হোমাদিবিবিধবর্ণনং নাম
 নবমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

অর্থমুসারে নিষত তাহার অধীনে থাকিয়া শিব
 মনন ইত্যাদি করিয়া শিবজ্ঞানপরায়ণ হইবে।
 গুরু প্রাতঃকৃত্য হইতে জপ পর্যন্ত সমস্ত কার্য
 ও পূজা তাহাকে করাইবেন। ৮—৮৯। শিখা
 কৈলাস-প্রস্তর নামক সেই মণ্ডলে সাক্ষাৎ শিব
 কতক কথিত প্রণালীক্রমে নিতা শিবস্ত্র
 করিবে। অশ্রুত হইলে, গুরুদেব যে পীঠের
 উপর ফাটিকময় শিবলিঙ্গেব পূজা করিয়াছিলেন,
 তদ্বাৎ গ্রহণ করিবে। এবং প্রাণভ্যাগ ও
 মস্তকচ্ছেদন আমার ইষ্ট, তথাপি ভগবান্ মহা-
 দেবের পূজা না করিয়া আমি ভোজন করিব
 না" এইরূপে তিনবার গুরুসমীপে শপথ করিয়া
 সেই ফাটিক লিঙ্গে একাগ্রচিত্তে পরম ভক্তি-
 সহকারে পঞ্চ আবরণ-পূজা-প্রণালী ক্রমে
 নিতা মহাদেবের পূজা করিবে। ৯০—৯৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশমোহন্যায়ঃ ।

বামদেব উবাচ ।

ভগবন ষাণ্মাশেষবিজ্ঞানামুত্তরারিবে
বিজ্ঞানবিশেষতঃ প্রণতাক্তিপ্রভঞ্জন ॥ ১
ষড়বিধাঃ পৰিচ্ছানমিষ্টদং কিমুদাহৃতম্ ।
কে তত্র মতঃ বহাঃ পৰিচ্ছানক কিং প্রভো ॥
প্রতিপাদ্য কস্তস্ত পৰিচ্ছানে চ কিং ফলম্ ।
এতমধমবিজ্ঞানং পঞ্চশাঃ পৰিচ্ছানমিতি ॥ ২
এতং নিবদনং তে তচ্ছানামুত্তরসাময়নম্ ।
শ্রীঃ বিগতসংস্কেতো ভবিস্যামি যথা তথা ॥ ৩
সপদতঃ পুণ্যো বিলোকা দুচিরং ময়ি
কায়োহনুগ্রহঃ শ্রীমৎপাদাঃ শরণং গতে ॥ ৪
ইতি শ্রুত্ব বনানশ্চৈতৎ জ্ঞানশক্তিবরো বিজ্ঞঃ
প্রহৃষ্টমনঃ সত্যসজ্জনকঃ বচঃ ॥ ৫

শ্রীমুদ্রাক্ষণা উবাচ

ভগবতঃ মুনিশঙ্করঃ কৃত্যঃ সৎ পট্টমাকরতঃ
মন্ত্রী-বাস্তবভবেন পৰিচ্ছানং মহেশিতুঃ ॥ ৬
প্রহর্যপৰিচ্ছানরূপং তদ্বিস্তৃত্যাহম্

দশম অধ্যায়ঃ

বামদেব বলিলেন ভগবন বড়নন ।
যিনি অনন্ত জ্ঞানামৃতের অক্ষয়-ভণ্ডার
ও দেবদেবতনয় । আপনি যে চার প্রকার অর্থ
ও তত্ত্বের জ্ঞান অলৌকিক-কলদাহক বলিয়া কীজন
করিলেন তে ছয় প্রকার অর্থ কি ? তত্ত্বের কোন
কি প্রকার ? তত্ত্বের প্রতিপাদ্য কে ? তত্ত্বের
ফলে কলই বা কি ? এই অর্থ না জানিয়া আমি
যে শাণ্মাশ মুখ চাইছি, তাহাও বাহাতে
যাহতে শিবতত্ত্ব জ্ঞানরূপ স্বয়ং পান করিয়া
আমার মোহ অপগত হয়, শ্রীপাদপদে শরণা
গত এই দোনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া
সেইরূপ অনুগ্রহ করুন । ভগবান জ্ঞানময়
শক্তিধর সেই মুনীন্দের এই কথা শুনিয়া বাহা
বলিলেন, তাহা শিবশাস্ত্র ত্রিংশততম শাস্ত্রসেবী-
দিগের মহাসম্মানজনক কথা । মুদ্রাক্ষণা বলি-
লেন মুনিবর । তুমি যে আদরপূর্ব্বক সমস্ত-
বাস্তবতারে মহেশ্বরের আননবিষয়ক প্রশ্ন
করিলে, উহাই একেবারে অর্থজ্ঞান : তে

বদামি ষড়বিধার্থৈক্যপরিচ্ছানেন সূত্রতঃ ॥ ৮

প্রথমো মন্ত্ররূপঃ স্তাদ্বিতীয়ো বস্তুভাবিতঃ ।

দেবতার্থস্তৃতীয়োহর্থঃ প্রপঞ্চার্থস্তৃতঃ পরম্ ॥ ৯

চতুর্থঃ পঞ্চমোহর্থঃ স্তাদ্গুরুরূপপ্রদর্শকঃ ।

ষষ্ঠঃ শিষ্যাস্তরূপোহর্থঃ ষড়থাঃ পৰিকীর্তিতাঃ ॥ ১০

তত্র মন্ত্ররূপঃ তং বদামি মুনিসন্তম ।

আদ্যঃ সুরঃ পঞ্চমঃ পৰ্ব্বাঃ স্তৃতঃ পরঃ ॥ ১১

বিন্দু-নাদৌ চ পঞ্চাৰ্থাঃ প্রোক্তা বেদৈর্ন চান্তথা ।

এতঃ সমষ্টিরূপে তি বেদাদিঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ১২

নাদঃ সর্গসমষ্টিঃ স্তাদ্বিন্দু-নাদাঃ ষষ্ঠতুষ্টিম্ ।

বাস্তবরূপেণ সংসিক্তং প্রণবে শিববাচকে ॥ ১৩

যন্ত্ররূপঃ পুণ্য প্রাক্কালশিবলিঙ্গং তদেব তি ।

সর্গ-দন্ত-লিঙ্গং পীঠং তদুৎকং প্রথমং স্বরম্ ॥ ১৪

উৎকং তদুৎকং পৰ্ব্বাঃ স্তৃতঃ তদুৎকম্ ।

তদুৎকং স্তৃতং বিন্দু-তদুৎকং নাদমালিষেৎ ॥ ১৫

এবং যন্ত্রং সমালিষ্য প্রণবেনৈব বেষ্টয়েৎ ।

এতেনৈব নাদেন ভিন্দ্যাদ্ভাবসানকম্ ॥ ১৬

আমি ছয়প্রকার অর্থের ঐক্যজ্ঞানসহকারে

এই ষড়তরুপে বলিতেছি, প্রবণ কর ।

১—৮ হে মুনিসন্তম ! প্রথম মন্ত্র, দ্বিতীয়

মন্ত্র, তৃতীয় দেবতা, চতুর্থ প্রপঞ্চ, পঞ্চম গুরু ও

ষষ্ঠ শিষ্য, এই ছয় অর্থ কীর্তিত আছে ।

তদ্বোধো মন্ত্ররূপে বলিতেছি ;—প্রথম ও পঞ্চম

স্বর, পঞ্চমের অন্তর্গত, তৎপরে বিন্দু ও নাদ

এই পঞ্চমর্ভই মন্ত্ররূপ বেদে কথিত,—ইহার

অস্তিত্ব নাই । ইহাদিগের সমবায়ে একে

বলিয়া থাকে । নাদ, সকল স্বরের সমবায়ে ;

অবশিষ্ট বিন্দু আদি যে চারিটা বস্তু আছে,

উহার বাস্তবাবে একেবারে শিব-অর্থ সংসাদন

করিয়া থাকে । হে সুখী ! মন্ত্ররূপ প্রবণ

কর ;—শিবলিঙ্গই মন্ত্ররূপ । সর্গমিছে পীঠ

অঙ্কিত করিবে । তদুৎক প্রথমস্বর (অ),

তদুৎক উকার, তদুৎক পঞ্চমের অন্তর্গত (য),

তদুৎকে বিন্দু, তদুৎক নাদ (অর্ধচন্দ্রাকার)

লিখিবে । ১—৮ এইরূপে ষাট শিখিরা

বাস্তবতারে মহেশ্বরের আননবিষয়ক প্রশ্ন

করিলে, উহাই একেবারে অর্থজ্ঞান : তে

দেবতায় প্রবক্ষ্যামি গাঢ় শব্দবোধিতম্ ।
 সন্দোজাতং প্রপদ্যামীতুপক্রম্য সদাশিবম্ ॥ ১৭
 ইতি প্রাহুঃ সাক্ষাদব্রহ্মপঞ্চকব'চকম্ ।
 প্রণবং ব্রহ্মরূপিণ্যঃ সূক্ষ্মাঃ পঞ্চৈব দেবতাঃ ॥ ১৮
 এতা এব শিবস্তাপি মূর্তিঃ নোপবাহিতাঃ
 শিবস্ত বাচকো যন্তঃ শিবমূর্তে'ব'চকঃ ॥ ১৯
 মূর্তি-মূর্তিমতো'র্ভেদে' নাতাস্তং বিদ্যাতে যতঃ ।
 ঈশানমূর্তোপেত ইত্যাবতা পুরোচিতং ॥ ২০
 শিবস্ত বিগ্রহঃ পঞ্চ বক্তৃণি গুণ সম্পত্তম্
 পঞ্চমসি সম'বতা সন্দোজাতানুক্রম'ং ॥ ২১
 উচ্চাত্মীশান'চক মুখপঞ্চকমৌশিতুঃ
 ঈশানমৈব দেবস্ত চতুর্কো'পদে স্থিতম্ ॥ ২২
 পুরুষাচক সন্দোজং ব্রহ্মরূপচতুষ্টিম্
 পঞ্চব্রহ্মসমষ্টিঃ স্তানীশানং ব্রহ্ম বিকৃতম্ ॥ ২৩
 পুরুষাচক উচ্চাষ্টিঃ সন্দোজাতাশু'কং মূনে ।
 অনুগ্রহময় চক্রেমিনঃ পঞ্চা'ধক'রণম্ ॥ ২৪
 অনুগ্রহো'পি বিবিধভিবে'ভাবাদিগো'চরঃ ।

বিষয়ে ভগবান্ শব্দর যে গুণ কথ্য বলিয়াছেন,
 তাহা বলিতেছি,—“সন্দোজাতং প্রপদ্যামি
 শিবো মে অক্স সন্দা শিবোম্” এই প্রণব দে
 সাক্ষাৎ পঞ্চব্রহ্মের বাচক, ইহা ক্রটিতে কথিত
 আছে। এই সন্দা প্রভৃতি পঞ্চব্রহ্মের ব্রহ্ম-
 স্বরূপই ইন্দ্রিয়ের অগোচর, মহাদেবেরই মূর্তি-
 বিশেষ। ক্ষেত্রে শরীর ও পরীক্ষিতে অতাস্ত
 প্রভেদ নাই, অতএব ঐ ২৪ সাক্ষাৎ শিবের
 বাচক ও শিবমূর্তির বাচক ঈশান নামের
 মুকুটে ইত্যাদি ক্রমে পূর্বে শিবের মূর্তিবিষয়ে
 কথা হইয়াছে; এক্ষণে তাহার পঞ্চমুখের কথা
 অবগত কর;—পঞ্চম হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ
 পর্যন্ত এবং সন্দোজাত হইতে আরম্ভ করিয়া
 ঈশান পর্যন্ত মহাদেবের পঞ্চমুখ। পুরুষ
 হইতে সন্দা পর্যন্ত চারিটা ব্রহ্ম ভগবান্ শিবের
 চারি মুখ। হে মূনে! ঈশান নামক প্রসিদ্ধ
 ব্রহ্ম পঞ্চব্রহ্মের সমষ্টি এবং পুরুষ হইতে
 সন্দোজাত পর্যন্ত সেই পঞ্চব্রহ্মের ব্যষ্টি।
 এই অনুগ্রহময় চক্রেই হুটি প্রভৃতি পঞ্চ
 অর্থের কারণ। অনুগ্রহও দুই প্রকার;

একটা স্তম্ভ জীবান্নাং পরাপরবিমুক্তিঃ ॥ ২৫
 এতৎ সদাশিবমৈব কৃত্যদয়মুদাতম্ ।
 অনুগ্রহো'পি হুটিাদিকৃত্যানাং পঞ্চকং বিভোঃ ॥
 অস্তি তত্রাপি সন্দোজা দেবতাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
 অনুগ্রহময় চক্রে শাস্ত্রাতীতকলাময়ম্ ॥ ২৭
 সদাশিবাবিষ্টিতক পরমং পদমুচ্চাতে ।
 এতদেব পদং প্রাপ্য যতীনাং ভাবিতাস্তনাম্ ॥ ২৮
 সদাশিবো'পাসক'নং প্রণব'সমুচ্চেষ্টসাম্ ।
 এতদেব পদং প্রাপ্য তেন সাকং মুনীশ্বরঃ ॥ ২৯
 ব্রহ্ম হুদিপূজনং ভোগ'ন দেবেন ব্রহ্মরূপিণ
 মহাপ্রলমসমুত্তো শিবসাম্যং ভক্তা'হু হি ॥ ৩০
 তে ব্রহ্মলোকে ইতি চ ক্রটিরা'ত সত্যতনা
 ঐশ্বর্য্যং সদাশিবস্তাপি সমষ্টিরিদমেব হি ॥ ৩১
 সর্বৈশ্বর্য্যোণ সম্পন্ন ইত্যাহাধর্ম্মী শিখা
 সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদঃ সৈব প্রবদন্তি হি ॥ ৩২
 চমকস্ত পদং নাস্তদধিকং বিদ্যাতে পদম্ ।
 ব্রহ্মপঞ্চকবিস্তারঃ প্রপঞ্চঃ খলু দৃশ্যতে ॥ ৩৩

তদ্বদো একটা তিরো'ভাবাদিগো'চর, অপটু
 সন্দোজা সাক্ষাৎকা'দি মূর্তির বিবরণ। সদাশিবের
 দুইটা কথা বল চাইল। এই অনুগ্রহে বিভূ
 কৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চকো'পদে বাক্যে ১৬—২৬
 এই কৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চকো'পদে সন্দা প্রভৃতি
 দেবতা কীর্তিত আছে। ঐ অনুগ্রহময় চক্রে
 অষ্টমৌ-দেবতা সদাশিব, উচ্চ শাস্ত্রাতীত
 কলাময় পরমপদ বলিয়া কথিত হয়। এই
 পদ প্রণবপর্যন্ত দিল্লীকৃত্য সদাশিবের উপাসক
 ব্যক্তিগণ পাইয়া থাকেন। মুনীশ্বর এই পদ
 পাইয়া ব্রহ্মরূপ ভগবান্ সদাশিবের সতি
 একত্র অপঘাপ্ত সুখভোগ করিয়া মহাপ্রলয়কালে
 শিবসাদৃশ্য প্রাপ্ত হন। সনাতন যেরূপে কথিত
 আছে যে, “তাহারা সকলেই মহাপ্রলয়কালে
 মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান
 করেন” ইহাই সদাশিবের ঐশ্বর্য্য-সমষ্টি। অধর্ম্ম
 উপনিষদে কথিত আছে, “তিনিই সকল ঐশ্বর্য্য
 সূক্ষ্ম” আর পণ্ডিতেরা বলেন, “তিনিই সকল
 ঐশ্বর্য্যসাতা।” চমকাত্মকের প্রতিপাদ্য সন্দা
 শিবেরই পদ সর্বপ্রধান; উহা অপেক্ষা উচ্চ

কর। অতঃপর্যন্ত ভগবান্ সদাশিব সমষ্টি ;
মহেশ্বর, কন্দ, দিম্ব ও বক্ষ এই সদাশিবের
বাঈ। সদাশিবের সহস্র আশ হইতে মহেশ্বরের
উৎপত্তি। তিনি পুরুষ হইতে অস্তিত্ব বলিয়া
হইত। অতঃপর্যন্ত মহেশ্বর বামভাগে মাসামক্তি
বিশ্রাম্যমান, তিনি পূর্ব ও অধিক ক্রিয়শালী
জন, বিবেচন, পরামেশ ও সর্বেশ্বর, ইহাটাই
এই মহেশ্বরের বাঈ, ইহাকেই ত্রিমূর্ত্যের চক্ৰ
বায়। উক্ত ত্রিমূর্ত্যের দুই প্রকার, — প্রথম-
তীর বিষয় কন্দ প্রভৃতি এবং দ্বিতীয়টী পাপ ও
পুণ্যের সাম্যজন্য অবধি জীবনমুহুর পরীক্ষ-
বক্ষপে ভোগে অনুরক্তি জন্মায়। ঐ ত্রিমূর্ত্যেরই
পাপ ও পুণ্যের সাম্য অবস্থা হইলে অনুগ্রহময়
অবস্থা পরিণত হয়। বিশেষ-রূপে পুণ্যোক্ত
সর্বেশ্বর হইতে ঈশ পঞ্চত চারিটী উহার
দেবতা কীৰ্ত্তিত আছে। ত্রিমূর্ত্যের চক্ৰ শান্তি-
কলাময়, উহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মহেশ্বর এবং
উহাই সর্বাংকুট পদ। মহেশতন্ত শৈবপদ
এই পদ পাইয়া থাকেন এবং ইহাই তাঁহা-
দিগকে সালোকাভ্যাসে মুক্তি প্রদান করিয়া

মহেশ্বরসহস্রাংশক্রিয়মুত্তিরজারত ।
 অশোকবদনাকারস্তেজস্বত্বাধিপঃ ॥ ৫১
 গৌরীশক্তিযুতো বামে সর্কসংহারকঃ প্রভুঃ ।
 অশেষ ব্যষ্টিরূপং স্তাচ্ছিবাদ্য চতুষ্টয়ম্ ॥ ৫২
 শিবো হস্তো মূড়-ভবো বিদিতঃ চক্রমধুতম্ ।
 সংহারখ্যস্ত সংহারত্রিধা নিত্যাদিভেদতঃ ॥ ৫৩
 নিত্যো জীবহৃদ্যুত্থো বিধেইনৈমিত্তিকঃ স্মৃতঃ ।
 বিলম্বস্তম্ স্মহানিতি বেদনির্দিষ্টতঃ ॥ ৫৪
 জীবনাং জন্মদুঃখাদিশ্রাস্তানাং মুনিভ্যামনাম্ ।
 বিশ্রান্ত্যর্থং মুনিভ্যেষ্ঠাঃ কল্পণাং পাকহস্তৈব ॥ ৫৫
 সংহারঃ কল্পিতস্তম্ কন্দেপমিত্যুভয়সা
 কন্দৈস্তেব তু কৃতানাং ত্রয়মেতদুদাহৃতম্ ॥ ৫৬
 সংজ্ঞ্যতাপি সৃষ্টাদিকৃতানাং পক্ষকং বিভোঃ ।
 অস্তি তত্র ভবাদ্যন্তে দেবতাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৫৭
 সংহারখ্যমিত্যং চক্রং বিদ্যাকপকলামমম্ ।
 অধিষ্ঠিতক কন্দেপ পদমেতন্নিরামমম্ ॥ ৫৮
 এতদেব পদং প্রাপ্য কন্দেপাধনকং জিজ্ঞাসম্ ।

রৌদ্রাণাং তদ্ধি সালোকাক্রমাং সাগুহ্যাদং মু-
 ক্তদমুর্থেঃ সহস্রাংশাদিকোরেবাবজ্জনিঃ ।
 স বামদেবচক্রাখ্য বারিতত্বৈকনায়কঃ ॥ ৬০
 রমানক্তিযুতো বামে সর্কসংহারকো মহান ।
 অশেষ বাহুদেবাদিচতুষ্কং ব্যষ্টিভাং গতম্ ॥ ৬১
 বাহুদেবেহনিরুদ্ধঃ ততঃ সঙ্গর্ষণঃ পরঃ ।
 প্রহ্লাদেতি বিখ্যাতঃ স্থিতিচক্রমিত্যং পরম্ ॥ ৬২
 স্থিতিঃ সৃষ্টস্ত জগতস্তংকর্তৃণাক পালনম্ ।
 আরককর্মভোগান্তঃ জীবানাং কলভোগিনাম্ ॥
 বিকোবেবেদমাখ্যাতঃ কৃত্যং রক্ষাবিধায়িনঃ ।
 স্থিতাবপি তু সৃষ্টাদিকৃতানাং পক্ষকং বিভোঃ
 অপি প্রহ্লাদমুখ্যাস্তে দেবতাস্তে কীর্তিতাঃ ।
 স্থিতিচক্রমিত্যং ত্রক্ষন্ প্রতিষ্ঠাকপমুত্তমম্ ॥ ৬৩
 জনার্দিনাধিষ্ঠিতক পরমং পদমুচ্যতে ।
 এতদেব পদং প্রাপ্য বিদ্যাপদপ্রসেবিনম্ ॥
 বৈকবানামিত্যং চক্রং সালোকাং দিপদপ্রদম্ ।
 বিকোবেব সহস্রাংশাং সমস্তব পিতামহঃ ॥ ৬৪

থাকে। মহেশ্বরের সহস্র অংশ ইহাতে
 অশোকমুখাকৃতি, বামভাগে গৌরীশক্তি-মুক্ত,
 সর্কসংহারক, তেজস্বত্বের অধীশ্বর, ভগবান
 কন্দেব উঃ পর ইহাছেন শিব, হর, মূড় ও
 ভব এই চারিটি এই কন্দেবের ব্যষ্টি-রূপ,
 ইহাকেই সংহার-চক্র বলে; এই চক্র অতি
 আশ্চর্য্য সিদ্ধি, নিমিত্তিক ও মঙ্গলপ্রদ
 ভেদে সংহার তিনপ্রকার বিদ্যাতর পরম-
 ত্রক্ষে লয় মহাসংহার বলিয়া যেসে কথিত
 আছে। অমিত্যুভয় কন্দেব, কন্দেব পর্ভ-
 বাতনা প্রভৃতি দুঃখ দায় অনাস্বদ জীবন্যের
 কর্তৃপরিপাক জন্ত সংহার তিন প্রকার করিয়া
 করিয়াছেন। ইহাতে এই তিনটি কার্য্য
 সংহারকালেও সেই ভগবানের সৃষ্টি, স্থিতি,
 লয়, বিরোভাব ও অমুগ্রহ এই পাঁচ কার্য্য
 সুস্বভাবে বিদ্যমান আছে। ভব, মূড়, হর ও
 শিব এই চারিটি এই সংহার-চক্রের দেবতা
 কীর্ত্তিত আছেন। এই সংহারচক্র বিদ্যারূপ
 কলাময়; কন্দেব ইহার অধিষ্ঠাতা এবং ইহাই
 নিত্যের পর। কন্দেবেবাণর কন্দতরুণ এই

পদ পাইয়া থাকেন। তে মনে। ইহাই তা
 দিকে সালোকা ক্রমে সাগুহ্য-মুক্তি
 থাকে। ৫১—৫২ কন্দেবের সহস্র অংশ
 ইহাতে বামদেব চক্রাকৃতি, বারিত্বের অধি-
 বামভাগে রমানক্তিযুত, সর্কসংহারক বিদ্যার
 ইহাছে। বাহুদেব, অনিরুদ্ধ, সঙ্গর্ষণ
 প্রহ্লাদ, এই চারিটি এই বিদ্যুর ব্যষ্টি
 ইহাকে স্থিতিচক্র কহে, ইহা উৎকৃষ্ট
 জগৎ ও তৎসৃষ্টা ব্রহ্মাদির স্থিতি এবং
 আরক কর্মের ভোগ না হয়, তাহা সেই
 ভোগী জীবের পালন, ইহাই বক্ষণবি
 কাথ্য। এই স্থিতিচক্র মধ্যেও ভগবান
 পুঙ্খোক্ত সৃষ্টি প্রভৃতি পক্ষ কার্য্য
 আছে। প্রহ্লাদ, সঙ্গর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও বা
 তখন ইহার দেবতা। তে ব্রহ্ম! এই
 চক্রের প্রতিষ্ঠা কলা; জনার্দন অধিষ্ঠাতা
 ইহা পরম পদ বলিয়া উক্ত আছে।
 পদসেবী বৈকবেবা এই পদ পাইয়া থা
 ইহা তাঁহাদিকে সালোকা প্রভৃতি মুক্তি
 থাকে। উক্ত বিদ্যুর সহস্র অংশ

করোতাবিরতঃ লীলামেকঃ শক্তিবুতঃ শিবঃ ॥ ৮৫
বহনেন্ কিমুকুন মুনৈ সারং বদামি তে ।
শিব এবমবদিত্ব শক্তিম্যানিতি নিশ্চিতম ॥ ৮৬
স্বত উবাচ ।

কৃত্বোপদিশ্যে গুরুণা বেদার্থং মুনিপুত্রবঃ ।
পরমেশ্বনি সন্ধিময়ং পপ্রচ্চ সাক্ষবম ॥ ৮৭
বামদেব উবাচ

জ্ঞানশক্তিধর শ্যামিন পরমানন্দবিগ্রহ ।
প্রবৎসত্যং পীতং ত্রীমূখাক্ষরবিস্তৃতম ॥ ৮৮
বৃহপ্রচ্চ জ্ঞাতোহস্মি সন্দেহে বিগতো মম
সদাশিবমীকীতীশ্বরপদ্ম ভগতঃ স্থিতিঃ ॥ ৮৯
দ্বীপুংকপঞ্চ সর্গত্রয়ং তে ন তি সংশয়ঃ
এবংকপস্ত ভগতঃ কাবলং হং সনাতনম ॥ ৯০
দ্বীকপং তং কিমাহোহস্মি পুরুষং বা নপুংসকম
উত মিশং কিমন্ত্যং ন জাতম্ভূত নিবধঃ ॥ ৯১
বহবা বিবদন্তীত বিবাসঃ শাস্ত্রমোহিতঃ ।
ভগং স্টোত্রাভিধায়িকঃ ক্রতয়ে ভগতঃ সতঃ ॥ ৯২

বলিয়া জানিলে একমাত্র শিব, শক্তি সহ
সলিল ও তম্বোধো শক্তির সৃষ্টি, স্থিতি, লয়
অনুগ্রহ ও অগ্নিভাব প্রকাশ করিয়া অবিরত
লীলা করিতেছেন হে মুনৈ । এ বিষয়ে দত্ত
উক্তির প্রয়োজন নাই তে'ম'র সার কথা বলি-
তেছি,—এই নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ শক্তিদ্বারা শিব
ভিন্ন আর কিছুই নহে ৭১—৮৬ স্বত বলি-
লেন,—তখন মুনিবংশে বামদেব গুরুপদে
প্রবণ করিয়া তর্ক-সংকল্পে পরমেশ্ব-বিসয়ে
সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
পরমানন্দময় ! ভগবন্ জ্ঞানশক্তিধর । আপ-
নার ত্রীমুখ-নির্গত প্রভাবের অর্থ ভগবৎ করিয়া
আমার সংশয় দূর হইয়াছে ও তদ্বিষয়ে
জ্ঞানলাভ করিয়াছি । সদাশিব হইতে কীট
পক্ষ্যস্ত এই জগতের অবস্থান দ্বী-পুরুষরূপে
সর্গত্রয়ই-নৃষ্ট হইয়া থাকে, এই জগতের মিনি
সনাতন-কারণ, তিনি দ্বী, পুরুষ বা ক্রীত,
কি মিশ্র, কি এতদন্ত, এ বিষয়ে আমার
মহান সন্দেহ আছে । কারণ, নামাশাস্ত্রের

ধর্মেকাতাবং গচ্ছেশ্ববেতদন্ত্যচ বেদয় ।
জ্ঞানামীতি করোমীতি ব্যবহারঃ প্রদৃশ্যতে ॥ ৯৩
ম হি সর্গাস্ত্রসংসিদ্ধো বিবাদো নাত্রে'কস্তচিৎ
স চ দেহোশ্চৈবমনো-দেহাহংকারসমুৎসবঃ ॥ ৯৪
আহোহস্মিদাস্ত্রেনো কপং মহানত্রাপি সংশয়ঃ
ষষ্ঠমেতদপি সর্গেষাং বিবাদো'পদমদ্যতম ॥ ৯৫
উৎপাতো'জ্ঞানসমুৎসবঃ সংশয়াবাবিধক্ৰমম্ ।
শিবো'দৈতমহাকরণকৃত্তমিধবা ভবেৎ ।
চিদং মম তথ' দেব বোধোহস্মি কপয়া তব ।
স্বত উবাচ ।

ক্রতয়ে'ন' মুনিম পুঞ্জং বচো বেদাশ্রয়িতম্
রাস্য প্রভুবো'হো' কিঞ্চিৎপ্রসিদ্ধাননং ॥ ৯৬
ত্রীমুখকপা উবাচ

এতদেব মুনৈ ভগং শিবেন পরিভাষিতম্ ॥
অসংখ্যং শূন্যতন্ত্রাং শূন্যং পীতং মনুষ্যমুৎ
মমপি নিশ্চিতং ভূতং বদামি শূন্যং সাক্ষতম্ ।

বিবাদ করিয়া থাকেন ক্রতয়ে সৃষ্টিবিষ-
য়ে পদ্যস্বরূপে যে বিবাদের আছে, তৎ তত্ত্ব
পূর্ণক উক্ত বিবাদ বলুন । "আমি করিতেছি"
এইরূপ ব্যবহার দোষ
পাওয়া যায় এই জ্ঞান-কিবাশ্রয় ব্যবহার
সকলেই অনুভবসিদ্ধ, এতদ্বিষয়ে কপয়
সন্দেহ নাই ইহা কি দেহ, ইন্দ্রিয়, ম-
নস্কি ও অহংকার হইতে সমুৎপন্ন অথবা স্বা-
রূপ ? এ বিষয়ে মহান সন্দেহ আছে ও
হইতে বিবদ লইয়া বিচিত্র বিবাদ চলিয়াছে
ভগবন । অজ্ঞান-জ্ঞানিত সংশয়রূপ বিষয়
উৎপাতন করিয়া আমার চিত্তক্ষেত্রে বাহ্য
শিবোদৈতকপ কল্পরূপ রোপিত হয়, সেই
জ্ঞানোপদেশ অনুগ্রহপূর্বক প্রদান করুন
স্বত বলিলেন,—বামদেব মুনি বেদাশ্রয়
এইরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবন্ ।
ঈদং হস্তপূর্বক তদ্বিষয়ে গাতব্য বলি
আরম্ভ করিলেন । সূত্রস্বরূপ করিলেন, স্ব-
এই ব্রহ্মই পিতা শরীর, মাতার দি-
বলিয়াছিলেন । আমি তাহা মাতার
পান করিতে করিতে উনিয়াছিলাম ; এ

—নিখিল পরিভাষণ এ বিষয়ে বহু

বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কিন্তু এত বড় একটা বিষয় কেন এত সহজেই
সম্পন্ন হইয়াছে? —" — "পক্ষান্তরে
গোপনীয় নীতি ও নীতিবোধের প্রভুত্ব ভাষ্য
করিয়াছিলেন, ওজস্বী ওজস্বী হইয়া
কহিলেন, "নি-প্রণীত নিবারণ সমাধান —
অন্য কথাকেও —" — "কিন্তু এত সহজেই
বন্দী, ওজস্বী ওজস্বী হইয়া
নাই যেহেতু পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিহীন
প্রতিষ্ঠা, তেজ, উদাহরণ, উপনয় ও নিষেধ
এই পক্ষের অনুমান প্রমাণের অবকাশ আছে,
হে সুব্রত! যেমন শ্রমশ্রমে পক্ষান্তে বস্তুজ্ঞান
হয়, তদ্রূপ এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান-প্রাপ্তি বোধিত
পরমেশ্বরের জ্ঞান। যাহা, এতদ্বিময়ে সংশয়
নাই। এই জ্ঞান-প্রাপ্তি হইয়াছে বিরাটমান
প্রত্যক্ষ হয়। দেহাঙ্গের ছয় কোষ, তন্মধ্যে
হৃদয়, বায়ু ও মজ্জা এই তিন কোষ পিতৃ
অংশ হইতে উৎপন্ন এবং চক্ষু, মাংস ও কবির
এই তিন কোষ মাতৃ অংশ হইতে উৎপন্ন,—
কিন্তু এইরূপ জিহ্বিত আছে। অতএব

সকল শরীরে প্রকৃষ ভাব বস্তুমান আছে,
লোক জ্ঞানে পাণ্ডিত্য পুরুষগণেরও ঐ
ভাবই সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়া জ্ঞানেন। যেহেতু
প্রকৃষ্টি-সন্নিবিষ্ট-স্বরূপ বলিয়া থাকে। এখানে
সামান্য জড়-নির্মিত পুরুষ ঐ সংশ্লিষ্ট
স্বাভাব্য প্রকৃষ্টি-স্বরূপ পুরুষ পুঞ্জিত
এবং সন্নিবিষ্ট চিৎশক্তি পুঞ্জিত, তাহা
হইলেই এই প্রকাশ ও চিৎ—এই পুরুষ ও
স্বাভাব্য প্রকৃষ্টি-স্বরূপ হইলেন। সেই জগৎ-
কারণ সন্নিবিষ্ট এক, তাহাতেই শিব ও
শক্তি এইরূপ ব্যবহার করা গিয়া থাকে।
তল ও বসি প্রভৃতির মালিন্য বশতঃ উহা
প্রকাশ ও মলিন এবং চিত্তবলানিতে অশিব
দেখা যায়, তজ্জন্তই ক্রটিতে ইচ্ছাকে শিব
বলিয়াছেন “আমি বলবান, আমি শক্তিমান”
এইরূপ ব্যবহার বধন দেখিতে পাওয়া যায়;
তখন প্রায়ে চিৎশক্তির আভাষ উপলব্ধি হয়;
কিন্তু সে চিৎশক্তি নিরন্তরই দুর্বল, তজ্জন্ত
ঈশ্বরে সেই চিৎশক্তি সার্বকালিক বলিতে
হইবে। ১০১—১০২। এইরূপে পরমাশ্রমে

* ইত্যাহ ছেদ দেখে। ইতি পাঠান্তর।

* ইত্যাহ কেব কেবো ইতি পাঠান্তর কচিং।

জ্ঞানক্রিয়েক্ষারূপং হি শাস্ত্রোদ্ভূতম্ ॥ ১৩০ ॥
 এতন্মোনোমধাং সর্গশক্তিপ্রকারগোচরম্ ।
 অনুপ্রবীণ জ্ঞানান্তি কয়োতি চ পলঃ সদা ॥ ১৩১ ॥
 তদানন্তরং বেদং রূপমিত্যেব নিশ্চিতম্ ।
 প্রপঞ্চার্থং প্রবক্ষ্যামি প্রবণেব্যপ্রদর্শকম্ ॥ ১৩২ ॥
 এমিত্যং সর্গশক্তি ক্রতিবাহ সনাতনো
 তদাত্তোতাপক্ৰমা জগৎস্থিতিঃ প্রকীৰ্ত্তিত ॥ ১৩৩ ॥
 তদা ক্রতেক তৎপথ্যং বক্ষ্যামি সনাতনম্ ।
 শিবশক্তিসমাবেগঃ পরমেশ্বরশ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ১৩৪ ॥
 পরমেশ্বরঃ সনাতন চিত্তশক্তিঃ তদুৎসবঃ ।
 জ্ঞানশক্তিস্বরূপঃ সর্গশক্তিঃ সনাতনম্ ॥ ১৩৫ ॥
 জ্ঞানশক্তিস্বরূপঃ সনাতন চিত্তশক্তিঃ সনাতনম্ ।
 এতান্বেদমাত্ত নিরুদ্ভূতঃ কলঃ মূনে ॥ ১৩৬ ॥
 চিত্তশক্তিস্বরূপঃ সনাতন চিত্তশক্তিঃ সনাতনম্ ।
 ইত্যেতৎসংকল্পঃ জ্ঞানশক্তিস্বরূপঃ সনাতনম্ ॥ ১৩৭ ॥

জ্ঞানশক্তি এই মাত্মশক্তিই অতীতকাল জ্ঞানশক্তি-
 রূপে বর্ণিত আছে ॥ ১১৫—১২১ ॥ জ্ঞান
 শক্তি ও ইচ্ছা, এই তিনটি শক্তির দ্বারা, ইচ্ছা
 দ্বারা মনোমতো গুণ হইয়া সেতে প্রবেশ
 করিয়া "কর্তৃ" ও "কর্ম" নিত্যই পুনরুৎপাদিত
 হয় সর্গশক্তি জ্ঞান হয় ॥ ১২২ ॥ অতএব অতীতকাল
 এই প্রকার প্রদর্শিত হইল ॥ এক্ষণে প্রবণেব
 সর্গশক্তি প্রকার ইচ্ছা দেবতাবৎ কল প্রদর্শনের
 আশংক্যে, গবন কর। সনাতন বেদে
 উক্ত আছে যে, "এই সমস্তই ৩ এবং সেই
 পরমেশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে
 ইত্যাদি ক্রমে স্রষ্টার দ্বারা কীৰ্ত্তিত আছে ॥
 ইহাদের গা পদা বর্ণিত হইল ॥—শিব ও
 মাত্মশক্তির মিলনই পরমেশ্বর, ইহা নিশ্চিত
 আছে ॥ ইচ্ছাশক্তি হইতে চিত্তশক্তি, তাহা
 হইতে আনন্দশক্তি, তাহা হইতে ইচ্ছাশক্তি, এই
 ইচ্ছাশক্তি হইতে জ্ঞানশক্তি এবং এই জ্ঞানশক্তি
 হইতে ক্রিয়াক্রিয়া, এইরূপে এই পঞ্চশক্তি
 উদ্ভূত হয় ॥ হে মূনে! এই পাঁচ শক্তি
 হইতে নিরুদ্ভূত কলার উৎপত্তি হইয়াছে ॥
 হে মূনিবর! চিত্ত ও আনন্দ-শক্তি হইতে বায়
 ইচ্ছাশক্তি হইতে অকার, জ্ঞানশক্তি

শিবঃ ক্রিয়াক্রিয়াতে অকারঃ সূর্যবর ।
 শিবাদীশান উৎপন্নস্তত্ত্বং পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৩৮ ॥
 ততোহব্যোমপুত্রো বায়ঃ সন্ধ্যোজাতোত্তমস্ততঃ ।
 এতমাত্মা স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ ॥ ১৩৯ ॥
 স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ ॥ ১৪০ ॥
 উৎপন্নোহ্যে শক্তিঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ ॥ ১৪১ ॥
 প্রতিষ্ঠা চ নিরুদ্ভূতঃ বায়ঃ সন্ধ্যোজাতোত্তমঃ ॥ ১৪২ ॥
 স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ ॥ ১৪৩ ॥
 স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ ॥ ১৪৪ ॥
 স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ ॥ ১৪৫ ॥
 স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ ॥ ১৪৬ ॥
 স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ ॥ ১৪৭ ॥
 স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ ॥ ১৪৮ ॥
 স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ ॥ ১৪৯ ॥
 স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ স্রষ্টাঃ ॥ ১৫০ ॥

হইতে উকার এবং ক্রিয়াক্রিয়া হইতে অকার,
 এইরূপে বিলোমক্রমে প্রবণ-বর্ণ উৎপন্ন হয় ॥
 আবার উকার শিব হইতে স্রষ্টা, তাহা হইতে
 পুরুষ, তাহা হইতে অব্যোম, তাহা হইতে বায়
 এবং এই বায় হইতে সন্ধ্যোজাত আবির্ভূত হন ॥
 ই অকারশি মাতৃকা হইতে আটক্রিয় কলার
 উদ্ভব হয় ॥ স্রষ্টা হইতে শাস্ত্রাতীতা কলা,
 পুরুষ হইতে শক্তি, অব্যোম হইতে বিদ্যা,
 বায় হইতে প্রতিষ্ঠা এবং সন্ধ্যা হইতে
 নিরুদ্ভূত নদী কলা সমুৎপন্ন ॥ স্রষ্টা ও
 চিত্তশক্তি, পুরুষ ও আনন্দশক্তি, অব্যোম
 ও ইচ্ছাশক্তি, বায় ও জ্ঞানশক্তি এবং
 সন্ধ্যোজাত ও ক্রিয়াক্রিয়া, এই পাঁচটি
 শিবের মিলন ॥ ইহারাই অনুগ্রহ প্রভৃতি পঞ্চ
 কার্যের কারণরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হন ॥ হে
 মূনিবর! কলা ও বর্ণ বরূপ এই পঞ্চক ব্যাক-
 বাচক-সম্বন্ধ বশতঃ বিধূনতাব আশ হইলে,
 এই মিলন হইতে অকারাদি পঞ্চ মহাত্ত্ব ক্রমে
 উৎপন্ন হইল ॥ তদন্তই এই অকারাদি পঞ্চ
 মহাত্ত্বকে স্রষ্টা ও চিত্তশক্তাদি বলা
 য়কম ॥ ১৩০—১৪০ ॥

শক-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঢ্য পৃথিবী মতা ।
 ব্যাপকত্বক ভূতানামিদমেবং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১৭৬
 ব্যাপ্যত্বং যপরীত্যেন গন্ধাদিক্রমতো ভবেৎ ।
 ভূতপককরূপোহয়ং প্রপকঃ পরিকীৰ্ত্তিতে ॥ ১৭৭
 বিরাট সর্কসমষ্টায়া ব্রহ্মাণ্ডমিতি চ যুগ্মম্ ।
 পৃথিবীতত্ত্বমারভা শিবতত্ত্বাবধি ক্রমঃ ॥ ১৭৮
 নিম্নায় তত্ত্বসংক্ষেপঃ জীব এব বিলীয়তে ।
 সশক্তিকে পুনঃ সৃষ্টৌ শক্তিধরা বিনির্গতঃ ॥ ১৭৯
 হুলপ্রপকরূপেণ তিষ্ঠেৎপ্রলয়ঃ সুখম্ ।
 নিম্নেচ্ছয়া জগৎসমুদ্ভূতম্ মহেশিতুঃ ॥ ১৮০
 প্রধ্বংসঃ পরিস্পন্দঃ শিবতত্ত্বং তদুচ্যতে
 এবেবেচ্ছা শক্তিতত্ত্বং সাক্ষ্যাত্মানুভবনাম্ ॥ ১৮১
 জ্ঞানক্রিয়াশক্তিসূত্রো জ্ঞানবিকো সদাশিবঃ
 মহেশ্বরঃ ক্রিয়োদেকে তত্ত্বং বিকি দুনাথর ॥ ১৮২
 জ্ঞানক্রিয়াশক্তিসাম্যং গন্ধবিন্যাসকং মতম্
 স্বাক্ষরূপেনু ভাবেষু ম'হা তত্ত্বভেদবদীঃ ॥ ১৮৩
 শিবো বহু নিত্যঃ রূপঃ পরমেশ্বরাপকম্

বায়ুর—শক ও স্পর্শ, ব'হু—শক, স্পর্শ ও
 রূপঃ জলের—শক, স্পর্শ, রূপ ও রস, এবং
 পৃথিবীর গুণ—শক, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ
 ইহাদিগের মধ্যে যাহা অধিক বিদ্যমান, তাহা
 ব্যাপক এক অস্তিত্ব থাকিলে ব্যাপ্য এই পক
 ভূতকেই প্রপক করে এই প্রপক সর্ক-
 সমষ্টি লইয়া বিরাট ও ব্রহ্মাণ্ড নামে কথিত
 হয়। পৃথিবীতত্ত্ব হইতে শিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমুদয়
 তত্ত্ব শক্তিসূক্ত পরমেশ্বরে লীন করিয়া জীবরূপ
 বিরাট স্বয়ং লয়প্রাপ্ত হন পুনরায় সৃষ্টিকালে
 ব্যাপ্যশক্তি দ্বারা নির্গত হইয়া হুল প্রপকরূপে
 প্রলয় পর্য্যন্ত সুখে অবস্থান করেন। স-ইচ্ছায়
 জগৎ-সৃজন উদ্ভূত হইলে মতে পরের যে প্রথম
 চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাকে শিবতত্ত্ব বলে সৃষ্টি-
 প্রভৃতি সকল কাছো অন্তর্গতি বসতঃ এই
 ইচ্ছাই সেই ইচ্ছাশক্তিতত্ত্বঃ হে দুনাথর!
 জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির মধ্যে জ্ঞানের আধিক্য
 সদাশিবতত্ত্ব, ক্রিয়ার উদ্যেগে মহেশ্বরতত্ত্ব এবং
 উহাদিগের সমপরিমাণকে বিতক্ত জ্ঞানরূপ
 শিবতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। বহু শিব শকীর

নিগাছ মায়াবাধিল-পদার্থগ্রাহকো ভবেৎ ॥ ১৮৪
 তদা পুরুষ ইত্যাকা তং সৃষ্টেতাভবচ্ছ্রুতিঃ ।
 অগমেব তি সংসারী মায়ায়া মোহিতঃ পুণঃ ॥ ১৮৫
 শিবানভিন্নং ন জগদাস্ত্রানং ভিন্নমিত্যপি ।
 জানতোহস্ত পশোদেবমোহো ভবতি ন প্রভোঃ ॥
 যৈবেশজালিকস্তাপি যোগিনো ন ভবেদ্রমঃ ।
 গুরুনা স্তাপিতৈবধাঃ শিবো ভবতি চিদমঃ ॥ ১৮৬
 সর্ককত্বরূপা চ সর্কজত্বরূপিনী ।
 পূর্বরূপা নিত্যত্ব-ব্যাপকত্বরূপিনী ॥ ১৮৭
 শিবস্ত শক্তয়ঃ পক সঙ্কটপভাস্বর্যঃ ।
 স্তাপি সঙ্কটরূপেণ বিভাভা ইব নিত্যশঃ ॥ ১৮৮
 পশো কন্যাবিদোতি রাগ-কালো নিয়তাপি ।
 তত্ত্বপককরূপেণ ভবস্তাত্ৰ কলেতি সা ॥ ১৮৯
 কিকিৎ কত্বমহতুঃ স্তাঃ কিকিস্তৈকসাধনম্
 স বিদ্যা তু ভবেদগো বিষয়েষনুরক্তকঃ ॥ ১৯০
 কালে হি ভবত্যবানং ভাসনাভাসনাত্মকঃ
 ক্রমবচ্ছ্রুতকো ভূত ভূতাদিরিতি কথ্যতে ॥ ১৯১

অংশকরূপ ভূত তত্ত্বগুলি মায়াবৎ পর বলিয়া
 ভেদজ্ঞান করত মায়াবলে নিজপরমেশ্বরীয় রূপ
 সংগত করিয়া নিখিল পদার্থের সংগ্রাহক হন
 তখন তাহাকে পুরুষ আখ্যা দিয়া থাকে
 তজ্জগৎ তাহা সজন করিয়া তাহাতে প্রবেশ
 করিলেন এইরূপ ক্রতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে
 এই পুরুষই সংসারবদ্ধ মায়ায়ুক্ত জীব জগৎ
 শিব হইতে অভিন্ন ইহা না জানিলেও এবং
 আপনাকে ল'হ হইতে ভিন্ন জানিলেও, যেরূপ
 ব্রহ্মজালিক ও যোগিপুরুষের এমন বটে না
 সেটুকু ইহঁদেরও মোহ কদাপি হয় না গুরু
 নিকট ব্রহ্মা জানিয়া শিষ্য, জ্ঞানময় শিবরূপী
 হয় সর্ককত্বঃ, সর্কজত্বঃ, পূর্বত্ব, নিত্যত্ব ও
 ব্যাপকত্ব—শিবের এই পকশক্তি। সঙ্কট-
 রূপে নিয়ত প্রতীক্ষমান হইলেও ইহাদিগের
 রূপে গুণও ভিন্নভূত হন। কলা, বিদ্যা, রাগ,
 কালও নিয়তি—জীবের এই পকতত্ত্ব। তদ্ব্য
 আংশিক কত্বহেতুকে কলা, আংশিক তত্ত্ব-
 সাধনকে বিদ্যা ও বিষয়ানুরাগকে রাগ বলে।
 কালেই প্রাদুর্ভাব ও বিরোভাব এবং কালই

ইহমম কর্তব্যমিদং নেতি নিয়ামিকা ।
নিয়তিঃসাদিভোঃ শক্তিঃসদাঃপাং পতেং পতঃ
এতং পতঃকমেবাস্ত্র স্কপাবারকত্বতঃ ।
পতঃককমধ্যাতমস্তরঙ্গক সাধনম্ ॥ ১৬৫
বামদেব উবাচ ।

নিয়ত্যন্তাং প্রকৃতৈরুপরিহৃতঃ পূর্ণানিতি ।
পূর্ণত্বং প্রাকৃতিমিদানীং কথমগাথা ।
মহাসমুদ্রপদ্মবৎ ইতি প্রভেদে ॥ ১৬৬
শ্রীকৃষ্ণকথা উবাচ

অদ্বৈতশিবদেবেত্যং পতং ন সহ্যেত যচিৎ ॥
সর্গকঃ সর্গকঃ চ শিব এব সমাধিয়া
সমুদ্রপদ্ম ইব সন পুরুষঃ সমুদ্রবৎ ॥ ১৬৭
কলিপুরুষকেনৈব ভেদে কলেন প্রকৃতিতঃ
প্রকৃতিতঃ পূর্ণানেন চৈক্যে প্রকৃতিতঃ পূর্ণান ।
ইতি সনন্যাস্তস্য প্রকৃতিঃ ন বিদেধকঃ

তব ও অতএব পদার্থের কল্পপরিচ্ছিন্নক তত্ত্বজ্ঞ
ইহকল্পপরিচ্ছিন্নক তত্ত্বজ্ঞ আদি বলিয়া থাকে
ইহ অমর কল্প ইহা কল্পনা নহে, এইকল্প
নিয়মকে নিয়তি কহে, যে নিয়তি কল্পের
শক্তি উহা ত্যাগ করিলে তাঁহাদের অদ্বৈত
হয় তাঁহাদের স্বরূপ আনন্দ কারণ বলিয়া উক্ত
কলিপুরুষকেনৈব ভেদে কলেন প্রকৃতিতঃ
১৬৪—১৬৫ বামদেব ক্রিয়াম কল্পিলেন—
প্রভেদে অর্পণ পূর্ণের বলিয়াছেন যে, পুরুষ
নিয়তির নিতি ও প্রকৃতির উপরে বিদ্যমান,
একপে সেই পুরুষ মায়াবলে রূপ সংক্লেচ
করিয়া মায়া নিজে বহিষ্করেন এইকল্প নিপ-
রীত কথা কেন বলিতেছেন? হৃদয়কথা বলি-
লেন—মুনে। ইহা অদ্বৈত শিবদেব, স্বভাব
কল্পপি সহ করিতে পারে না। সর্গক, সর্গ
কর্তা শিবই সর্গ নিজে মায়াবলে রূপ সংক্লেচ
করিয়া পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।
সই পুরুষই প্রকৃতিত্ব হইয়া কলা প্রকৃতি
পতঃকবলে ভোক্তরূপে কল্পিত ও ঐ প্রকৃতির
ওপভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ
নিজরূপ সংক্লেচ করত স্বানন্দের মধ্যবর্তী
আছেন; হৃদয় ইহাতে কোন বিরোধ নহিল

সমুদ্রপদ্মরূপাণাং জ্ঞানাদীনাং সমষ্টিমং ॥ ১৬৯
সমুদ্রপদ্মরূপাণাং বুদ্ধাদিত্রিতয়াস্বকম্ ।
চিত্তং প্রকৃতিভুং তদাসীং সমুদ্রিকারণাং ॥ ১৭০
সাবিকাদিবিভেদেন গুণাঃ প্রকৃতিসমুদ্রাঃ ।
গুণোভ্যা বুদ্ধিঃ পদ্ম বস্তুনিচয়কারিণী ॥ ১৭১
অহঙ্কারস্ততে বুদ্ধেঃ সজ্জাতস্ববিধং চ সঃ ।
জীবনকার সংরহঃ সর্গঃ ত্রিধা বপুঃ ॥ ১৭২
সমুদ্রভেদাঃ স পূর্ণনৈক্যসাদিত্রিভেদবান্ ।
অহঙ্কারঃ সর্গঃ তু মনোবুদ্ধৌশ্রিয়াদি চ ॥ ১৭৩
জ্ঞাননি মনসে রূপং ত্যং সঙ্গবিভকম্ ।
বুদ্ধৌশ্রিয়াদি শোবং চক্চনু জিহ্বা চ নাসিকা ॥
শব্দঃ স্পর্শঃ রূপক রসে গন্ধঃ সৌচরঃ ।
বুদ্ধৌশ্রিয়াদি কথিতাঃ শ্রেতাদিত্রিমতস্ততঃ ॥ ১৭৪
বিকারিভ্যহঙ্কারঃ কথ্যকপি প্রজ্ঞিতঃ ।
তানি বাক্য পানিপদ্যো চ পদ্যপদ্যো চ তন্ত্রিয়াঃ
বসনং বসনং বসনং বসনং বসনং ॥ ১৭৫
ভূতং বসনং বসনং ভূতং বসনং বসনং ॥ ১৭৬
তানি বসনং বসনং বসনং বসনং বসনং ॥ ১৭৭

ন জ্ঞানপ্রকৃতির সমষ্টিরূপে পরিণত,
সমুদ্রপদ্মরূপা, বুদ্ধিপ্রকৃতি ত্রিভয়ের স্বরূপ
চিত্ত প্রকৃতিভু, উহা সমুদ্রিকারণ হইতে
উৎপন্ন হইয়াছে। সাবিক, বাজসিক ও জাম-
সিক এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে সমুদ্র। ঐ
গুণ হইতে বস্তুগাহিনী বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে
অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত অহঙ্কারের তিন
মুক্তিঃ—জীবন, সংরহ ও সর্গ সমুদ্রপদ্ম
ভেদে ঐ অহঙ্কার আবার তিনভঙ্গ প্রকৃতি তিন
ভঙ্গে বিভক্ত। তিনভঙ্গ অহঙ্কার হইতে মন
ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। মন সঙ্গ-
বিভকরূপে চন্দ্র, কণ, নাসিকা, জিহ্বা ও
বাক্য এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়। রূপ, শব্দ, গন্ধ,
বস ও স্পর্শ এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়।
বিকারিক অহঙ্কার হইতে বাক্য, পানি, পাদ,
বাহু ও উপর, এই সকল কথ্যবিষয়ের উৎ-
পত্তি হইয়াছে। উক্তি, গ্রহণ, পয়ন, ত্যাগ
ও আনন্দ ইহাদিগের কাণ্ড। ভূতাবিক অহ-
ঙ্কার হইতে বস্তু পদ্যপদ্যের উৎপত্তি।

ভূত্যাশাকাশ-বায়ুশি-পাথে ভূমিজনিঃ ক্রমাৎ ॥
অবকাশপ্রদানতঃ বাহকত্বক পাচনম্ ।
সংরস্তো ধারণ তেষাং ব্যাপারঃ পরিকৌষ্ঠিতাঃ ॥
বামদেব উবাচ ।

ভূতসৃষ্টিঃ পুরা প্রোক্তা কলাদিভ্যাঃ কথং পুনঃ ।
মাস্তত্ত্বমকরঃ স্রাবিন্য ভ্রাহ্মতঃ পরম্ ॥ ১৮০ ॥
শিবত্বং মকারঃ স্রাঃ সৰ্ব্বভূতধিকাবুভৌ ।
বিলু-নালৌ তু ভূতত্যা দেবতাঃ শূণ্ণ সাম্প্রতম্ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ রুদ্রঃ মহেশ্বর-সদাশিবৌ ।
ত হি সাক্ষাচ্ছিবমৈব মূর্তয়ঃ ক্রতিবিক্রতাঃ ।
তন্মাত্রেভ্যো ভবন্তীতি সন্দেহোহত্র মহান প্রভো

শ্রীমুদ্রাক্ষণা উবাচ

তন্মাত্রেতি সমাক্রতা ভূতসৃষ্টিক্রমে মূনে । ১৮১ ॥
জাতানি পঞ্চ ভূতানি কলাভা ইতি নিশ্চিতম্
মূলপ্রপকরূপানি তানি ভূতপতেবপুঃ ॥ ১৮২ ॥
শিবত্বাঙ্গিপদাভ্য-তৎস্বনামুদ্রাক্রমে ।
তন্মাত্রেভ্যো ভবন্তীতি বক্তব্যানি ক্রমমূনে ॥ ১৮৩ ॥

এ পঞ্চভূত হইতে স্রিষ্টি, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্রিতির উদ্ভব হইয়াছে অবকাশ-প্রদান, বাহন, পাচন, সংরস্ত ও ধারণ ইত্যাদিগের ব্যাপার বলিয়া কৌষ্ঠিত তম ১৮৫—১৭৯ । বামদেব বলিলেন, ভগবন ! যদি অকার—আব্রহ্ম, উকার—বিজ্ঞাতত্ব, মকার—শিবত্ব এবং বিলু ও নাল—সমস্ত ভূত হইল ; ইহাদিগের অধিদেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর ও সদাশিব ক্রতিপ্রসিক সাক্ষাৎ শিবের মূর্তি হইলেন এবং তাপরে সমস্তই তন্মাত্র হইতে সম্ভূত বলিলেন, তবে কেন ভূত-সৃষ্টি কলাদি হইতে হইয়াছে, পূর্বে বলিয়া-ছেন ? হে প্রভো ! এ বিষয়ে আমার মহান সন্দেহ আছে, ভঞ্জন করুন। মুদ্রাক্ষণা বলিলেন,—মূনে ! ই সদাশিব হইতে ভূত-সৃষ্টির বর্ণনাক্রমে যে পঞ্চভূত মূল প্রপকরূপে কলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকলই ভূতনাথ শিবের শরীর। শিবত্ব হইতে পৃথক পৃথক ধাতবীয় ভূতের উৎপত্তি, তন্মাত্র হইতে ক্রমে ক্রমে হইয়াছে বলিয়া জানিয়ে।

তন্মাত্রাণাং কলানামট্যেকাং স্রাভূতকারণাং ।
অবিকল্পকমেবাত্র বিদ্ধি ব্রহ্মবিদাংবর ॥ ১৮৬ ॥
মূলস্রাস্রাকৈ বিধে চন্দ্রস্রাদিরো গ্রহাঃ ।
সনকত্রঃ সঙ্গাতাস্তথাশ্চ জ্যোতিষাং গণাঃ ॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদিদেবতা ভূতজাতয়ঃ ।
ইন্দ্রাদয়োহপি দিকৃপালা দেবাঃ পিত্তরোহমুরাঃ
রাক্ষসা মামুষাণানো জন্তুমতুবিভাগিনঃ ।
পশবঃ পক্ষিণঃ কীটাঃ পশুগাদিপ্রভেদিনঃ ॥ ১৮৭ ॥
তদু-গুণ-লভৌষধাঃ পর্বতাশ্চষ্ট বিক্রতাঃ ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সপ্ত সাগরাঃ মহর্ষয়ঃ ॥ ১৮৮ ॥
যঃ কিঞ্চিদন্তজাতং তং সৰ্ব্বমত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ।
স্বীপুংকপমিদং বিধং শিবশক্ত্যাঃ কং বুধে ॥ ১৮৯ ॥
ভব্যাশৈরুপাস্তাং স্রাচ্ছিবজ্ঞানবিদাংবরৈঃ ।
সৰ্ব্বং ব্রহ্মে হ্যুপাসীত সৰ্ব্বো বৈ রুদ্র ইত্যপি ॥
ক্রতিব্রহ্ম মূনে তন্মাত্র প্রপকাত্মা সদাশিবঃ
মষ্টত্রিংশৎ কলাভাসমসংখ্যাদৈতভাবনাং ॥ ১৯০ ॥
সদাশিবোহমেবেতি ভাবিতাস্তা গুরুঃ শিবঃ

হে ব্রহ্মজ্ঞানিশেষ । তন্মাত্র ও কলা উভয়েই ভূতপঞ্চকর উৎপাদক বলিয়া উভয়েই এক, এ উভয়ে কোন পাথক্য নাই জানিও এই মূলস্রাস্রাকৈ বিধে চন্দ্রস্রাদি গ্রহগণ নক্ষত্রমণ্ডল, অপরাপর জ্যোতিঃপদার্থ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি দেবতা, ভূতজাতি, ইন্দ্রাদি দিকৃপালবর্গ, পিত্ত, দেব, দৈত্য, রাক্ষস, মামুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পশুগ, তদু, গুণ, লত, ওষধি, সুমেক প্রভৃতি বিখ্যাত অষ্টপঞ্চত, গঙ্গাদি পুণ্যানদী, সপ্তসাগর, মহর্ষি এবং অগ্ন্যস্ত্র ধাতবীয় বস্তুজাত উহা হইতে উৎপন্ন হইয় উহাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে শক্তি ও শিবময় স্বী-পুংকপমী এই বিধ ভবাত্ম শিবত্বক পণ্ডিতগণের সৰ্ব্বথা উপাস্ত হে মূনে ! ক্রতিতে কথিত আছে—
“সমস্তই ব্রহ্ম ও সমস্তই রুদ্র এই জ্ঞানে”
উপাসনা কর্তব্য ; অতএব ভগবান সদাশিব এই পরিকল্পমান প্রপকবর্ণন। অষ্টত্রিংশৎ কলাভাসে গাহার সামর্থ্য সেই শিবই একমাত্র বিজ্ঞানবান এবং তাঁহাতে ও আমাতে জে

প্রপদেবতাম্বুজমাস্ত্রা ন হি সংশয়ঃ ॥ ১৯৪
 এবংবিধাচার্যকৃপাপাটিতাবিলবন্ধনঃ ।
 শিশুঃ শিবপদাসক্তো সক্ষায়া ভবতি ব্রহ্ম ॥ ১৯৫
 হস্তি বক্ষু তং সক্ষ্যং গুণপ্রাধাত্যযোগতঃ ।
 সমস্তং ব্যস্তমপি চ প্রণবার্থং প্রচক্ষতে ॥ ১৯৬
 বগনিদোষরহিতং বেদসারং শিবোদিভম্
 যে হৃদযেতৎস্মৃতে মধুচো মদগন্ধিতঃ ॥ ১৯৭
 দেব বা মানবঃ সিক্তো গন্ধক্কো মনুজোহপি ব
 হুঃ সুনস্তু শিবশিখিন্দ্র্যাসমনয়া ক বম্ ॥ ১৯৮
 যচ্ছ্রীয়া ত্রিপূকাদ্যধিকনয় নহি সংশয়
 ব্রহ্মনব মূনে সাক্ষিচ্ছিবোদিতবিদ্যাবরঃ ॥ ১৯৯
 ব্রহ্মকক্ষসাম্পদঃ পক্ষঃ পক্ষপতিব্রহ্ম
 ইদং ব্রহ্মং পরমং প্রতিষ্ঠিতমুদ্রি ॥ ২০০
 ইমপি গন্ধযা নতা প্রণবোদেব সাদরম্
 উপদেশ চ ত্বান সক্ষ্যেন সংযোজ্য পরমেশ্বরে
 বিচরন নোৎকল্যে নৃণামক্ষরমাসুতি ॥ ২০১

নই এইকপ বেদ হইলে প্রপদ, দেবতা যক
 ওৎকল্যে শুক শিবকপে গণা হন, এ বিধে
 নাই নই এইকপ শুক কপায় নিখিল
 বন্ধন উপাতিত হইলে শিবপদাসক্ত শিবা
 সক্ষ্যপুত্র ইহা থাকেন এই বিধে যে যে
 যে আছে সেই সমস্ত ব্রহ্ম ও তৎসম্পদের
 এক একই প্রদানত গুণসম্পদে প্রণবের অর্থ
 প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহা সাক্ষ্য শিবের
 উক্তি—বগনিদোষরহিত ও বেদের সার হে
 ব্রহ্ম যদি কোনও দেবতা, কি মান কি গন্ধক্ক
 বা মনুষ্য মনুষ্য ইহা ইহা অস্ত্রবা ভাবে
 উৎ হইলে শতগণের পক্ষে কালপ্রিতুল্য
 এই শক্তি বার মাঝি সেই ব্রহ্মস্বর
 যন্তক ছেদন করিব, হে মূনে! তুমি
 সাক্ষ্য শিবোদিত জ্ঞানের নিধি, তোমার
 কটাক্ষপাতে জ্ঞান, জীবের মধ্যে প্রধা-
 নই হইয়া থাকে। অতএব তোমার নিকট
 এই অতি গুরু কথা কথিত হইল; তুমিও
 প্রজাপ ও ভক্তজনকে ইহা উপদেশ দিয়া
 পরমেশ্বরে সকলকে লীন করিয়া লোকরক্ষা
 হেতু বিচরণ করও অক্ষর সুখলাভ কর।

সূত উবাচ ।

শ্রুতৈবমধুতমতং হি বড়াননোক্তং
 বেদান্তনিষ্ঠিতম্বিস্ত বিনম্রমূর্তিঃ ।
 ভূত প্রণম্য বহুশো ভুবি দণ্ডবৎ তং-
 পাদারবিন্দবিহরদ্রমদ্রমাপ ॥ ২০২

ইতি শ্রীশেবে মহাপুরাণে কৈলাসসংহিতায়াং
 প্রণবার্থপ্রকাশপ্রসঙ্গে আশ্বিনাস্ত্রবিক্রেব-
 নবনাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

বামদেব উবাচ

ভগবন সক্ষ্যং শুক ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্বারিধে ।
 গুহ্যং কথ্যেতেষাং বতীনাং ভাবিতাক্ষনাম্ ॥ ১
 জীবন্য ভোগমোক্ষাদিসিদ্ধিঃ সিদ্ধান্তি বক্ষ্যাম্ ।
 পদস্পর্শা বিনা নৈমামুপদেশাধিকারিতা
 এতচ্চ কোরকমুগ্ধং মনক কথ্যমীদৃশম্ ॥ ২
 শ্রীমুত্রক্ষণ উবাচ ।
 বোগপদং প্রবক্ষ্যামি শুকত্বং যেন ভাস্তত ॥ ৩

সূত বসিলেন—ভবন সেই মূনি মুত্রক্ষণ
 বড়ানন-কথিত বেদমূনিই অদ্বুত মত প্রবণ
 করিয়া ভূতল বারংবার দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক
 ভগবান কার্শ্বক্যের পদপদ-বিহারী ভূমি-
 মাপ হইলেন ১৮০—২০২ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

বামদেব বলিলেন, হে সক্ষ্যভক্ত মুখা-
 সাগর ভগবন বড়ানন! বাহার বলে, জীবনের
 ভোগ মোক্ষ প্রভৃতি সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে, বিত-
 ক্সা বড়াননের বিরূপে সেই গুহ্য বটিল?
 কারণ, পরম্পরায়ত সন্তান-জ্ঞান ব্যতিরেকে
 কাহারও গুহ্য (উপদেশে অধিকার) হয়
 না। আর এই কোর কর্ণাক মানই বা কিরূপ
 কর। এইরূপ কথি ন, যে মূনি।

বৈশাখে আবধে বা জাম্বায়ামুজি কার্তিকে ।
 মার্গশীর্ষে চ মঘে বা শুকপক্ষে শুভে দিনে ॥ ৪
 পক্ষম্যাং পৌর্ণমাস্য বা কৃতপ্রাত্যতিক্রিয়ঃ ।
 লক্ষ্যুজ্জন্ত শুকলা সাত্বা নিরতমানসঃ ॥ ৫
 পঞ্চমশৌচং কৃত্বা ত্রাসসাত্বং প্রমজ্জা চ ।
 দ্বিগুণং ভোরমাবণা পারবায় চ বাসসী ॥ ৬
 কলিতানি দ্বিরাচমা ভস্ম সন্ধ্যাদিমমৃতঃ ।
 সমাদায়ৈব সন্ধ্যায়া সমুদ্রনমস্কৃতঃ ॥ ৭
 গৃহীতহস্তো শুকলা সন্তোভাঃ প্রামুখ্যে যথ
 প্রথমেবেশিতস্তিষ্ঠেৎ ত্রাপ সমলক্ষ্যত ॥ ৮
 শুকাসনকরে শুভে চৈন তিনকশোভ্যে
 অথ দেশিক আদায় শঙ্কঃ সর্বারমমুতা ॥ ৯
 শেখা তং প্রভঃ স্থাপা সম্পজ্জা কুমুদাভিঃ ।
 সাধারণ শঙ্কমপাৎ-বসুভ্যং শোভিতং তলম্ ॥ ১০
 আপূৰ্ণ্য পূৰ্ণবৎ সজা বভূবুঃ শুকপদেণ চ
 সপ্তদৈবাত্তিমিয়াং প্রণবেন পুনঃ তং ॥ ১১
 অভ্যাস্তা পক্ষপূর্ণাদৌ পক্ষীণৌ প্রদশা চ

শুকভলভের নিদানভূত যোগপট (যোগচন্দ্র)
 বিষয়ক কথা বলিতেছি, শব্দ কর । বৈশাখ
 আবধ, অধিন, কার্তিক অগ্রহায়ণ বা মার্গ
 মঘে শুকপক্ষে শুভদিনে পক্ষমী বা পূর্ণিমা
 তিথিতে শিখ্য প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনেষু শুক-
 মেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সানপূৰ্ণক সাত-
 চিত্তে আসনশক্তি করিয়া বসু দ্বারা গাদমার্জনে
 করত দ্বিগুণ ভোর কোপীন বকনপূৰ্ণক উত্ত-
 রীষ ও অধোবাস পরিধান করিলে পরে পক্ষ-
 প্রকালনপূৰ্ণক বাদ্যদ্বয় গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যা
 আদি যন্ত্রে ভস্ম গ্রহণ করত উদ্বলন প্রণালী
 ক্রমে তাহা বস্ত্রণ করিলে তৎপরে শুকদেব
 কর্তৃক গৃহস্থ হইয়া সূচাক্ষুণ্ডে শুকপ্রসঙ্গ
 চৈলাজিন-কুশোভা আসনে পূৰ্ণাঙ্গে উপবেশন
 করিয়া থাকিলে । অনন্তর শুকদেব সাধারণ
 শঙ্ক প্রদর্শনপূৰ্ণক অগ্ন্যধ্বন দ্বারা তাহা শোধন
 করত আত্মাভিমুখে স্থাপন করিয়া পূর্ণাদি দ্বারা
 পূজাপূৰ্ণক অস্ত্র ও কবচ যন্ত্রে শোভিত জল
 দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া বভূবুঃ ক্রমে পূৰ্ণবৎ
 পূজা করত সপ্তদৈব প্রণব দ্বারা অভিমন্ত্রিত

সংরক্ষ্যাত্তোণাবণ্ড্যা বস্মণাথ প্রাঙ্গণ্যে ॥ ১২
 বেতু-শঙ্খাধামুদ্রে চ দেশিকঃ স্বপুং পুনঃ ॥ ১৩
 শঙ্ক দক্ষিণদেশে তু পূজাৰ্যোক্তবিধানতঃ ।
 মণ্ডলং কৃতমভ্যাস্তা সুগন্ধকুমুদাভিঃ ।
 সাধারণ শোভিতং শুকবটং তদ্বপরিমিতম্ ॥ ১৪
 স্থাপিতং স্থাপিতং শুকবাসিতোদপ্রপূরিতম্ ।
 পক্ষপূর্ণপক্ষপত্রৈঃ মৃন্তিকাভিঃ পক্ষাভিঃ ॥ ১৫
 মৌলিতক সুগন্ধেন লোলিতং সমলক্ষ্যতম্ ।
 বস্মমলকচ্ছাত্রনারিকেলসুমেস্ততঃ ॥ ১৬
 পক্ষবদানি বিজ্ঞাস্তা নীলং মাণিকা-হেমনী ।
 প্রবাল-গেমদেক চ রক্তাভাবে হিরণ্যমম্ ॥ ১৭
 নৃমুখমিতি সম্প্রোচ্য মৃমিত্যস্তে সমর্চয়েৎ
 আধারশক্তিমাভ্যাস্তা যজ্ঞনোক্তবিধানতঃ ॥ ১৮
 দেবমাবাহ সম্প্রজ্য পক্ষাবলগম্যতঃ ।
 নিবেদ্য পায়সান্নক তাম্বুলাদি যথ পুরা ॥ ১৯
 ন্যাসাষ্টকাক্ষনাত্তক কৃত্বা তম্ভিমন্ত্রা চ ।
 প্রণবঃকটোত্তরশতং ত্রক্ষতিঃ পক্ষাভিঃ ক্রমাৎ ॥ ২০

করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পুনরায় অর্চন করত
 পূর্ণ ও দীপ দেবাইয়া অগ্ন্যধ্বনে রক্তা ও কবচমন্ত্রে
 অবতীর্ণপূৰ্ণক দেবমুদ্রা ও শঙ্কমুদ্রা দেবাই-
 বেন ১—১৩ শঙ্কের দক্ষিণভাগে মণ্ডল রচনা
 করিবেন তাহাকে বিশেষাৰ্য্যোক্ত বিধিক্রমে
 গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া তদ্বাধ্যো স্তববেষ্টিত
 শুক সুগন্ধি জলপূর্ণ পক্ষপত্র, পক্ষমৃন্তিক ও
 পক্ষপূর্ণ মিশ্রিত শোভিত সাধারণ শুক বট
 স্থাপনপূৰ্ণক বসু, আম্রপত্র, নারিকেল ও
 পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তদ্বাধ্যো ইন্দ্রনীল
 মাণিকা, সুবর্ণ, প্রবাল, ও গেমদ এই পক্ষা
 অথবা শুকভাবে কেবলমাত্র সুবর্ণ নিক্ষেপ
 করিবেন । আদিত্যে "নৃমুখম্" ও অস্ত্রে "মৃমু"
 এই পদদ্বয় প্রয়োগ করিয়া আধারশক্তি প্রভৃতি
 পূজা করিবেন । তৎপরে আবরণ দেবতা
 সহিত ভগবান শঙ্ককে আবাহনপূৰ্ণক পূর্ণ
 করত পূৰ্ণবৎ পায়সান্ন ও তাম্বুলাদি নিবেদ
 করিয়া শঙ্কপ্রভৃতি নামাষ্টকের অর্চনাতে উ
 স্থাপিত বটকে অষ্টোত্তর শত প্রণবোচ্চা
 অভিমন্ত্রিত করিয়া পক্ষত্রয়ের সহিত সা

দাদীশাস্ত্রমপ্যন্তরহিতং বস্মণা পুনঃ ।
বস্মণা প্রদশ্যথ বপদীপো প্রদশ্য চ ॥ ২১
ত্রয়োত্রয়াধুদে চ দর্ভৈরাক্রাদ্য মন্তকম্ ।
ওপদৈশদিগ্ভাগে চতুরশ্রং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২২
দুপদাসনং কন্যা তত্র সংস্থাপ্য তং শিশুম্
তঃ কন্তুং সমুবাধ্যা স্তম্বিবাচনপূর্বকম্ ॥ ২৩
ভিষিকৈব গুরুঃ শিষ্যং প্রদক্ষিণোন মন্তকে ।
পবং সক্ষমুচ্চায়া সপ্তবঃ ব্রহ্মভিস্ততঃ ॥ ২৪
কতিভিষিকৈকক শচোদেনাভিবেষ্টয়েৎ ।
কুং দাপং প্রদশ্যথ বাসসো পরিদ্রব্য চ ॥ ২৫
তন্ন ভেদকোপনং বাসসো পরিদ্রব্য চ ।
দ্রিত্যনি দ্রিত্যচম্য দ্রুতভম্ভগুরুঃ শিশুম্ ॥ ২৬
কৃত্যবলম্ভাথ তস্তৌ মণ্ডপমধ্যতঃ
আসনে সম্পবেশং কপিতে সূর্যমাস্থিতম্ ॥ ২৭
কুতিমুখমাস্থিতং তদানং ভিলাষিণম্
দমনহো গুরুক গান্ধমলাস্ত্র ভবেতি তম্ ॥ ২৮
কুং পরিপাত্যতমি শিব ইত্যচলস্থিতিঃ

ব্রহ্মাণ্ডমপ্যন্তরহিতং বস্মণা পুনঃ ।
বস্মণা প্রদশ্যথ বপদীপো প্রদশ্য চ ॥ ২১
ত্রয়োত্রয়াধুদে চ দর্ভৈরাক্রাদ্য মন্তকম্ ।
ওপদৈশদিগ্ভাগে চতুরশ্রং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২২
দুপদাসনং কন্যা তত্র সংস্থাপ্য তং শিশুম্
তঃ কন্তুং সমুবাধ্যা স্তম্বিবাচনপূর্বকম্ ॥ ২৩
ভিষিকৈব গুরুঃ শিষ্যং প্রদক্ষিণোন মন্তকে ।
পবং সক্ষমুচ্চায়া সপ্তবঃ ব্রহ্মভিস্ততঃ ॥ ২৪
কতিভিষিকৈকক শচোদেনাভিবেষ্টয়েৎ ।
কুং দাপং প্রদশ্যথ বাসসো পরিদ্রব্য চ ॥ ২৫
তন্ন ভেদকোপনং বাসসো পরিদ্রব্য চ ।
দ্রিত্যনি দ্রিত্যচম্য দ্রুতভম্ভগুরুঃ শিশুম্ ॥ ২৬
কৃত্যবলম্ভাথ তস্তৌ মণ্ডপমধ্যতঃ
আসনে সম্পবেশং কপিতে সূর্যমাস্থিতম্ ॥ ২৭
কুতিমুখমাস্থিতং তদানং ভিলাষিণম্
দমনহো গুরুক গান্ধমলাস্ত্র ভবেতি তম্ ॥ ২৮
কুং পরিপাত্যতমি শিব ইত্যচলস্থিতিঃ

সমাধিসাম্বার অতো মুহূর্তং গচ্ছমানসঃ ॥ ২১
পশ্চাদ্ভীল্য নয়নে পশ্চন্ শিষ্যমনাকুলঃ ।
সহস্রং ভসিতালিঙ্গং বিস্তৃত শিশুমন্তকে ॥ ২২
দক্ষকৃত্যবলপদিশেদ্বংসঃ সোহহমিতি ফুটম্ ।
তত্রাদ্যোহহংপদস্তার্থঃ শত্যাশ্চ। স শিবঃ স্বয়ম্
স এবাহং শিবোহমীতি সাত্ত্বানং সংবিভাবয় ।
য ইত্যধোরর্থতত্ত্বমুপদিশ্য ততো বদেৎ ॥ ২৩
অবাস্তবাপাং বাক্যানামর্থতাং পর্যমাদরম্ ।
বাক্যানি বচ মি তে ব্রহ্মন্ সাবধানমতিঃ শৃণু ॥ ২৪
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম । অহং ব্রহ্মস্মি । তত্ত্বমসি ।
অযমাস্তা ব্রহ্ম । ইশা বাস্তমিদং সর্বম্ ।
প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞানাস্তা । ধন্দেবেহ তদমূত্র,
বদমূত্র তদবিহ । অস্তদেব তদ্বিত্তিতাদবো
অবিত্তিতাদবি । এব ত আত্মাত্ম্যাম্যতঃ ।
স বচ্যন্তং পুরুষে বচ্যাসাবাদিতো স একঃ ॥
অতমস্মি পরং ব্রহ্ম পরংপরংপরংপরম্

কান করিবেন তৎপরে সমাধিস্থ হইয়া মুহূর্ত-
কাল একাগ্রচিত্তে থাকিয়া পরে যেহে উন্নীলন
করিয়া শিষ্যকে স্থিরভাবে দর্শন করত তদ্বলিঙ্গ
নিজ হস্ত তদীয় মন্তকে বিস্তৃত করিয়া দক্ষিণ-
কর্ণে “হংসঃ সোহহম্” এই মন্ত্র স্পষ্ট উপদেশ
করিয়া বলিবেন যে, উক্ত মন্ত্রের প্রথম “হং”
পদের অর্থ—শক্তিরূপ ও “সঃ” পদের অর্থ—
স্বয়ং শিব ; সেই শক্তিরূপী শিবই আমি
এইরূপ নিজ আত্মাকে ভাবনা কর । “য
ইত্যধোঃ” এই মন্ত্রের অর্থ উপদেশ দিয়া গুরু-
দেব অস্তান্ত ক্রতিবাক্যের অর্থ তাৎপৰ্য্য অঙ্গর-
পূর্বক বলিবেন । হে ব্রহ্মবরপিন্ ! আমি
তোমাকে কতিপয় ক্রতিবাক্য বলিতেছি, তুমি
অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । ক্রতিবাক্য বলা,—
(১) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, (২) অহং ব্রহ্মস্মি, (৩)
তত্ত্বমসি, (৪) অযমাস্তা ব্রহ্ম, (৫) ইশা-
বাস্তমিদং সর্বম্, (৬) প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞানাস্তা,
(৭) ধন্দেবেহ তদমূত্র, বদমূত্র তদবিহ, (৮)
অস্তদেব তদ্বিত্তিতাদবো অবিত্তিতাদবি, (৯) এব
ত আত্মাত্ম্যাম্যতঃ, (১০) স বচ্যন্তং পুরুষে
বচ্যাসাবাদিতো স একঃ, (১১) অতমস্মি

বেদশাস্ত্রগুরুত্বা * তু স্বয়মানন্দলক্ষণম্ ॥ ৩৪
সর্বভূতস্থিতং ব্রহ্ম ভবেবাহং ন সংশয়ঃ ।
তত্ত্বম্ প্রাণোহহমস্মি পৃথিব্যাঃ প্রাণোহহমস্মি ॥
অপাঞ্চ প্রাণোহহমস্মি । তেজসঞ্চ প্রাণোহহ-
মস্মি । বায়োঞ্চ প্রাণোহহমস্মি । আকাশঞ্চ
প্রাণোহহমস্মি । ত্রিগুণঞ্চ প্রাণোহহমস্মি ।
সর্বোহহং সর্বাঙ্ককোহহং সংসারী বহুতং যচ্চ
ভব্যং বহুতমানং সর্বাঙ্ককত্বাদ্বিতীয়োহহম্ ॥ ৩৬
সর্বং বহিঃসং ব্রহ্ম । সর্বোহহং । বিমুক্তোহহম্ ।
বোহসো মোহহং হংসঃ মোহহমস্মি ইত্যোবং
সর্বত্র সঙ্গা ব্যাধেদিত্তি ॥ ৩৭
প্রজ্ঞানং ব্রহ্মবাক্যার্থং পূর্কমেব প্রবেদিতঃ
অহংপদস্বার্থভূতঃ শক্তাস্ত্র পরমেববঃ ॥ ৩৮
অকারঃ সর্ববর্ণাগ্রাঃ প্রকাশঃ পরমঃ শিবঃ
হকারো বোমরূপং স্রাক্ষকৃত্যস্রা সম্প্রকীর্ণিতঃ ॥
শিব-শক্ত্যোক্ত সংযোগাদানন্দঃ সত্বতঃসিতঃ

পরমব্রহ্ম পরাপরপরং পরম । বেদশাস্ত্র গুরুত্বা
তু স্বয়মানন্দলক্ষণম্ (১২) সর্বভূতস্থিতং
ব্রহ্ম ভবেবাহং ন সংশয়ঃ তত্ত্বম্ প্রাণোহহ-
মস্মি পৃথিব্যাঃ প্রাণোহহমস্মি (১৩) অপাঞ্চ
চ প্রাণোহহমস্মি তেজসঞ্চ প্রাণোহহমস্মি
বায়োঞ্চ প্রাণোহহমস্মি । আকাশঞ্চ প্রাণোহহ-
মস্মি (১৪) ত্রিগুণঞ্চ প্রাণোহহমস্মি, (১৫)
সর্বোহহং সর্বাঙ্ককোহহং সংসারী বহুতং
যচ্চ ভব্যম্ । বহুতমানং সর্বাঙ্ককত্বা-
দ্বিতীয়োহহং, (১৬) সর্বং বহিঃসং ব্রহ্ম
সর্বোহহং বিমুক্তোহহং, এবং (১৭) বো-
হসো মোহহং হংসঃ মোহহম্ ইত্যাদি বাক্য-
গুলি গুরুত্বের তাহাকে সর্বত্রা অধ্যয়ন করাই-
কেন । ২১—৩৭ । ১ম বাক্যের অর্থ পূর্কম্
কথিত হইয়াছে । ২য় বাক্যের অহং পদের
অর্থ—শক্তিরূপী পরমেববঃ; কারণ সর্ববর্ণ-
প্রেক্ষ অকার শব্দের অর্থ—প্রকাশরূপী পরম
শিব ও হকার শব্দের অর্থ—সর্বকারণভূত

ব্রহ্মেতি শিব-শক্ত্যোক্ত সর্বাঙ্ককত্বমিতি স্কুটম্
পূর্কমেবোপদিষ্টং তং মোহহমস্মিতি ভাবয়ে
তত্ত্বমিত্যত্র তদ্বিত্তি স শব্দার্থঃ প্রবেদিতঃ ॥ ১৪
অনুগ্রহা মোহমিত্যত্র বিপরীতার্থভাবনা ।
অহং শব্দস্ত পুরুষস্তদ্বিত্তি স্তান্নপুংসকম্ ॥ ১৫
এবমগ্নোক্তবৈরুদ্ধ্যাদব্রহ্মো ন ভবেৎ তয়োঃ ।
দ্বীপুংসকপঞ্চ জগতঃ কারণকাণ্ডা ভবেৎ ॥ ১৬
স তত্ত্বমসি ইত্যোবমুপদেশার্থভাবনা ।
অয়মাস্মেতি বাক্যে চ পুংসপং পদযুক্তকম্ ।
ঈশেন ব্রহ্মণীয়াদীনা বাস্তবিকং জগৎ
প্রজ্ঞানাস্ত্রা যদেবেহ তদমুত্রেতি চিত্তয়েৎ ॥ ১৭
যঃ স এবতি বিব্রহ্মিঃ সিদ্ধান্তিভিরিহোচ্যতে ।

শক্তি : এই শিব ও শক্তির সংযোগে সত্তা
অনন্দ ইতিহাস এবং উক্ত বাক্যে ব্রহ্ম
বাক্যের শিব ও শক্তির সর্ববর্ণপত্রা পরিপূ
হইয়াছে, ইহা পূর্কম্ উক্ত হইয়াছে ।
বাক্যের অর্থ—“আমি সেই পরমাত্মা” এইর
ভাবনা করিলে, ইহা পূর্কম্ উক্ত হইয়াছে
‘তত্ত্বমসি’ এই বাক্যস্থিত তৎপদের অর্থ
শক্তিরূপী শিব অনুগ্রহা মূলবাক্যে ও
ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবনা বোধ হইতে
কিষ্ট বিবরণ বাক্যে শক্ত্যাস্ত্রক শিবের সর্গ
অভেদভাবনা উপদিষ্ট হইতেছে । অতঃ
জিহ্মার্থে সম্ভাবনা হইতে পারে, আর ‘অহ
পুংসিচ ও ‘তং’ কীবলিঙ্গ ; সুতরাং পরস্পরে
বিগোষ বশতঃ উভয়ের অর্থ হইতে পারে
এবং দ্বীপুরুষরূপী জগতের উপাদান-কারণ ব
হইতে বিভিন্ন হইয়া যায় ; অতএব ‘তত্ত্বম
এই বাক্যের আদিত্তে যে ‘সঃ’ এই পদ আ
তাহা লইয়া শক্ত্যাস্ত্রক ব্রহ্মরূপী তুমি হইবে
এইরূপ উপদেশপত অর্থ ভাবনা করিলে
৪র্থ “অয়মাস্মি” এই বাক্যে কোন আশ
নাই । কারণ, দুইটি পদই ইহাতে পুং
আছে । ৫ম বাক্যের অর্থ—এই জ
ঈশ্বরের ব্রহ্মণ দ্বারা এই সকলই আচ্ছাদন
৬ষ্ঠ বাক্যের অর্থ—আমি সেই প্রজ্ঞা
ব্রহ্মব্রহ্মণ আশপদার্থ । ৭ম বাক্যের আ

* বেদশাস্ত্রগুরুত্ব এবাদ্বা ব্রহ্ম ব্রহ্মেতি
বিব্রহ্মেত্বাদানন্দোপ অর্থঃ ।

হিহিবাকো চ যোহমুত্র স ইহ স্থিতঃ ॥ ৪৬
 পূর্ববদেবার্থঃ পূর্ববো বিহ্বাং মতঃ ।
 স তদ্বিতিতাদধো অবিতিতাদধি ॥ ৪৭
 ন বাকোঃ পদাঙ্গাপি বৈপরীতাভিভাবনা ।
 স্তং তদেবাত্ৰ বক্ষ্যামি শ্রুত্যাং মূনে ॥ ৪৮
 বিদিতাক্ষকো অপূর্ববিদিতাদিতি ।
 স্তং তদ্বিতিতাং তথৈবাদিতাং পরম ॥ ৪৯
 স হি সখিনৈকো ন ভেদেদিতি নিশ্চিতম্ ।
 ত আশ্রয়ম্যমী যোহমুত্র শিবঃ পরম ॥ ৫০
 স পূর্বম্ শ্রুত্যাং দিত্যে ব্যবস্থিতঃ ।
 সো মেধি পার্থক্যং নৈক এব স ইবিতঃ ॥ ৫১
 পবিত্রমুদ্রা উপচার্য তথৈত্যে
 শ্রুতম্ শ্রুতবে বন্দতি হি হিরণ্যম্ ॥ ৫২
 শ্রুতম্ ইতি সৰ্ব্বমুদ্রা উপলক্ষম্ ।

। কালো কাল উপাধি সমর্থিত চৈতন্য—
 বৈদ্যগের পক্ষে স স'দী বনিম্য: আভাস-
 : তিনিই কেবলমাত্র কার্যবোধপাধিক ইহা
 ন কবিরে; কারণ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত
 ন যে, তিনিই কার্যবোধ জীব, তিনিই
 স'পাধি উপাধি তাহা হইলে পুরুষই পণ্ডিত-
 র অভিমত ইহা অর্থ ৩ম বাক্যের
 —তিনি কার্য ও কারণ হইতে পৃথক ।
 ইহে মূনে। এতদংশ খণ্ড করিলে ভেদজ্ঞান
 স্থিত হয়, অতএব মোক্ষফল লাভের সমা-
 ধাৎ ন' সূত্রায় যাহা সমর্থ, তাহা
 তেছি শ্রবণ কর । ৩৮—৪৮ এই বাক্য
 দিত' শ্রুতবে অর্থ—অবস্থাবিধিত ও "অবি-
 শ্রুতবে অর্থ—অপূর্ববিদিত, তিনি তদ্ব-
 ইতে ভিন্ন, সূত্রায় ভেদজ্ঞান তিরোহিত
 , ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে গোলযোগ থাকিল
 ৩ম বাক্যের অর্থ—এই তোমার অন্তর্যামী
 গ আশ্রয় সাক্ষাৎ শিবরূপী । ১০ম বাক্যের
 —যে শ্রুত, পুরুষে অবস্থিত, তিনিই
 দিত্যমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন, কোন
 কি নাই—উপাধিগত ভেদ মাত্র কথিত
 তাহাকেই কতি সকল হিরণ্যম বসিয়া বর্ণনা
 : "হিরণ্যবাহ" প্রদীপ সৰ্ব্বাক্ষের উপলক্ষ

অন্তথা তৎপতিত্বং ন ভবেদিতি বক্তৃতঃ ।
 য এবোহস্তরিত শ্রুত্যাং দিত্যে শ্রুতঃ শিবঃ ।
 তিরণ্যশ্রুত্যাং দিত্যে দিত্যমণ্ডলেশ্বরান্ ॥ ৪৪
 নখমারভ্য কেশাগ্রাং সৰ্ব্বত্রাপি হিরণ্যম্ ।
 অহমস্মি পরং ব্রহ্ম পরাপরপরাং পরম ॥ ৫৫
 ইতি বাক্যস্ত তাত্পর্যং বদামি শ্রুতামিদম্ ।
 অহং পদস্তার্থভূতঃ শ্রুত্যাং শিব ইবিতঃ ॥ ৫৬
 স এবাম্যতি বাক্যার্থযোজন্য ভবতি ক্রমম্ ।
 সর্কোংকষ্টে সর্কাস্মা পরব্রহ্ম ইবিতঃ ॥ ৫৭
 পরম্যাপরম্যেতি পরাংপরমিতি ত্রিধা ।
 ক্রমে বাক্য চ বিদ্যুৎ প্রোক্তাঃ ক্রতৌব নান্তথা
 তেভ্যস্ত পরমে দেবঃ পরশকেন বোধিতঃ ।
 বৈদ্যশ্রুতরূপক বাক্যভাসবশাক্ষিশোঃ ॥ ৫৯
 পূর্ণানন্দময়ঃ শ্রুতঃ প্রোক্তভূতো ভবেদ্বিধিঃ ।
 সৰ্ব্বভূতস্থিতঃ শ্রুতঃ স এবাহং ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
 তদ্বাক্যস্য সৰ্ব্বম্ প্রোক্তম্ শ্রুতমহং শিবঃ ।
 ইত্যুক্তা পুনরপ্যাহ শিবস্তত্ত্বমহং চ ॥ ৬১
 প্রোক্তম্যমীত্যত্র পূর্ণাদি গুণাত্তদ্রহণমূনে ।

মাত্র, নতুবা তিনি হিরণ্যপতি কদাচ হইতে
 পারেন না । ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে
 যে, আদিত্যমণ্ডলমধ্যবস্তী হিরণ্যশ্রুত, হিরণ্য-
 কেশ, নখ হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত হিরণ্যম্ যে
 পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই তত্ত্ব-কল্যাণকারী সাক্ষাৎ
 শিব । ১১শ বাক্যের তাত্পর্য বর্ণিতেছি,
 শ্রবণ কর । "অহং" পদের অর্থ—শক্তিরূপী
 শিব কথিত হইয়াছে । "তিনিই আমি"—এই-
 রূপ বাক্যার্থ যোজনা করিবে । তিনি সর্কোং-
 কষ্টে, সর্কাস্মা । ক্রতিতে "পর" "অপর" ও
 "পরাংপর" শব্দের অর্থ—ক্রম, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু
 কথিত আছে, তিনি তাহাদিগের হইতে পরম
 দেব, ইহা পরশকে বুঝাইতেছে । বৈদ্যশ্রুত
 গুরু বাধ্যভাসে শিবের জগৎ পূর্ণানন্দময়
 শ্রুত প্রোক্ত হইয়া থাকেন । ১২, ১৩ ও ১৪শ
 বাক্যের অর্থ—আমিই সেই সৰ্ব্বভূতস্থিত শ্রুত,
 ইহাতে সংশয় নাই । ১৫—৬০ । আমিই
 মহাদেবী শিবিন-কল্পে প্রাপ্তব্রহ্ম সেই সাক্ষাৎ ।

আত্মজ্ঞানি সৰ্ব্বাণি গৃহীতানীতি ভাবয় ॥ ৬২
পুনঃ সৰ্ব্বগ্রহণং বিদ্যাভ্যাস-শিবাস্তনোঃ
তত্ত্বোপাসনাং প্রাণঃ সৰ্ব্বঃ সৰ্ব্বাঙ্গকো হ'হম্ ॥
জীবন্ত চাত্ত্বমিত্যজ্ঞাবোহহং তন্ত সৰ্ব্বদা ॥
বহুতং বহু ভব্যং বহুবিদ্যং সৰ্ব্বমেব চ ॥ ৬৩
মহমজ্ঞানং সৰ্ব্বঃ সৰ্ব্বো বৈ কৃত ইতাপি ॥
কৃত্যিহ যুনে স'হি সাক্ষিহিবমুখোক্তা ॥ ৬৪
সৰ্ব্বজ্ঞা পরমৈবৈতি গুণৈনিতাসমম্বয়াং ॥
সম্ব্যং পরাস্তবিরহান্বিতীযোহহমেব হি ॥ ৬৫
সৰ্ব্বং বহিঃ ক্লেতি বাক্যং পূৰ্ব্বমৌচিত ॥
পূৰ্ব্বোহহং ভাবকপদ্বিত্যমুক্তোহহমেব হি ॥ ৬৬
পদবো যঃ প্রসাদেন মুক্তঃ স্তবমনিতঃ ॥
যৌতসৌ সৰ্ব্বাঙ্গকঃ সঃ সোহহং সঃ শিবোহমহম্
ইতীশকৃতিকাত্যমুপদিষ্টাৰ্থমাসরাং ॥
সাক্ষিহিবৈক্যং পুংস'মুপদিষ্টা শিশো গুরুঃ ॥ ৬৭

শিব, আমিই সেই পৃথিবীর প্রাণ, জলের জীবন,
ভেজের প্রাণ, বায়ুর প্রাণ, আকাশের প্রাণ ও
ত্রিগুণের প্রাণ হে মূনে। এখানে পৃথিবী
হইতে গুণ পর্যন্ত গ্রহণ করায় সমস্ত আত্মতত্ত্ব
সংগৃহীত হইল অন্তরে। (১৫) পুনর্বার
সৰ্ব্বপদের উল্লেখ থাকায়, আমিই সেই বিদ্যা-
ভ্যাস ও শিবভ্যাসের প্রাণ, আমি সৰ্ব্ব ও সৰ্ব্বা-
ঙ্গক, আমিই সৰ্ব্বদা জীবের অস্ত্বামী বলিয়া
সেই জীব বাহ্য অতীত, ভাবী ও বহুমান,
সে সমস্তই আমি, সমস্তই আমার স্বরূপ
বলিয়া আমি সৰ্ব্ব। হে মূনে। সাক্ষ্য
শিবমুখনিকৃত কৃতি বলিতেছে,—“সমস্তই
কৃত্যিহ” এই সমস্ত পরমগুণের সচিৎ নিত্য-
সম্বন্ধ থাকায় ও আমি হইতে পৃথক্ আত্মা না
থাকায় আমিই অবিভীত। (১৬) এই সমস্তই
ব্রহ্মস্বরূপ। এই বাক্যের অর্থ পূর্বে বলিয়াছি।
আমি সৰ্ব্বপদার্থ স্বরূপ পূর্ণ ও আমি নিত্যমুক্ত
কারণ, জীবগণ আমার এসানে বহুতাব প্রাপ্ত
হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। (১৭) যিনি
সৰ্ব্বাঙ্গক নহু, তিনিই আমি এবং যিনি শক্তি-
রূপী শিবনামে এসিদ্ধ, তিনিও আমি। জীব-
গণের সাক্ষ্য শিবভ্যাস-এবং ইতীশ শিববাক্য ও

আদ্য শব্দ সাধারণমন্ত্রধ্বনে তম্বনা।
শোধ্য তৎপুতঃ স্থাপ্য চতুরশ্রে সমর্চিতে ॥
ওমিত্যভ্যাস্য পঙ্কাজৈরম্মমস্তোপশোধিতম্ ॥
বাসিতং জলমাপূৰ্ণ্য সম্পূজ্যামিতি মন্ত্রতঃ ॥
সপ্তধৈবাভিমুখ্যাব প্রণবেন পুনঃ চ তৎ ॥
বহুস্বরং কিকিদিদং কৃতে স তু ভীতিভাক ॥
ইত্যাহ কৃত্যিহাতত্ত্বং দৃঢ়তয়া গতভীতব ॥
ইত্যভ্যাস্য সঃ শিবঃ দেবঃ ধ্যানেন সমস্তে
শিবাসনং সম্পূজ্য বহুধ্যানেনমার্গতঃ ॥
শিবাসনক সঙ্গত শিবমুষ্টিং প্রকৃত্য চ ॥ ১৮
পঞ্চ ব্রহ্মাণি বিস্তৃত শিরঃপাদবিসানকম্ ॥
মুণ্ডবক্রকলভৈঃ প্রণবস্ত কলা অপি ॥ ১৯
অষ্টত্রিংশম্বরূপাঃ শিবাদেহেতৎ মন্ত্রকে ॥
সমাবহ শিবং শাস্তং স্থাপনীয়াঃ প্রদর্শ্য চ ॥
মুদ্রাভ্যাসানি বিস্তৃত সৰ্ব্বজ্ঞানীত্যত্র কমাং ॥
উপচার্যঃ সঙ্গত্যা বোডশাসনপক্ষিকান ॥ ২০

কৃত্যিহাতত্ত্ব উপদিষ্ট অর্থ, গুরুদেব সঃ
শিবকে উপদেশ দিয়া অঙ্ক-মন্ত্রোচ্চারণপন
সাধারণমন্ত্রগ্রহণ, ভাস্মশোধন ও শিবের পূজা
ভাগে চতুরশ্রেয়স গুল স্থাপন করিয়া প্রণবম
পঙ্কজপাদি দ্বারা অর্চনা। অস্ত্রমন্ত্রে শোণি
মুদ্রাসিত জল পূরণ, প্রণব-মন্ত্রে পঞ্চ
সপ্তবার প্রণব উচ্চারণপূর্বক সেই জল প
করিয়া, “যদি কোন উপাসক ইত্যব দস্ত
ভিদ আছে” এইরূপ বোধ করে, তাহা হই
ভীতিভাক হই—কৃত্যিহ এই কথা উ
আছে; অতএব “তুমি আমাকে ভূত করি
ভীতিভাক হও” এই কথা বলিয়া শিব
সাক্ষ্য দেবতা বোধ করিয়া অর্চনা করি
৬১—৭৩। প্রথমে শিবের আসনপূজা
শিবাসন-কল্পনা, শিবমুষ্টি ভাবনা, শিব
মন্ত্রক, মূণ্ড, স্তদয়, গুহ ও পাদদেশে পঞ্চ
বিস্তার; মন্ত্রক ও মুখ সংক্রান্ত কলাদি
দ্বারা প্রণবের অষ্টত্রিংশ মন্ত্ররূপ ক
শিবের মন্ত্রকে শিবের আবাহনপূর্বক জ
দেহে বিস্তার; মুদ্রাশ্রমণ; সৰ্ব্বজ্ঞানি ইত
বহু বহুভাস; আমনাদি বোডশ উপ

সম্যক নৈবেদ্য সমর্পোয়মি জায়য়া ।
 প্রচমনাখ্যাদি বপদীপান্তিকং ক্রমাৎ ॥ ৭০
 পুষ্কিনে মস্পৃজ্য ত্রাক্ষণৈবেদপারগৈঃ ।
 পুষ্কবিদ্যপ্রোতি ভৃগুর্গৈ বাকুণিস্ততঃ ॥ ৭১
 দেবানপুজ্য যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ।
 প্রত্যং পুতঃ কলারাদিবিনিমিত্তম্ ॥ ৮০
 প্রায় যানুসায় শ্রীবিষ্ণুপাক্ষনিমিত্তে ।
 পুষ্কপাক্ষিক রূপে সিদ্ধিসংকং জপন শনৈঃ ।
 তিঃ পুষ্কিতাম্যং কঠদেশে সমর্পয়েৎ ।
 নন্দনপুষ্কতাম্যং কঠদেশে সমর্পয়েৎ ॥ ৮১
 প্রায় চন্দ্রেনাথ মঙ্গলকালেন পুনঃ ।
 প্রায় চন্দ্রেনাথ মঙ্গলকালেন পুনঃ ॥ ৮২
 প্রায় চন্দ্রেনাথ মঙ্গলকালেন পুনঃ ॥ ৮৩
 প্রায় চন্দ্রেনাথ মঙ্গলকালেন পুনঃ ॥ ৮৪
 প্রায় চন্দ্রেনাথ মঙ্গলকালেন পুনঃ ॥ ৮৫
 প্রায় চন্দ্রেনাথ মঙ্গলকালেন পুনঃ ॥ ৮৬
 প্রায় চন্দ্রেনাথ মঙ্গলকালেন পুনঃ ॥ ৮৭
 প্রায় চন্দ্রেনাথ মঙ্গলকালেন পুনঃ ॥ ৮৮
 প্রায় চন্দ্রেনাথ মঙ্গলকালেন পুনঃ ॥ ৮৯
 প্রায় চন্দ্রেনাথ মঙ্গলকালেন পুনঃ ॥ ৯০

শিষ্যস্তথা সমুখায় নমস্কৃত্য গুরুং ক্রমাৎ ।
 গুরোরপি গুরুং তস্ত শিষ্যাস্ত গুরোরপি ॥ ৯১
 এবং কৃতনমস্কারং শিষ্যং জপ্তা গুরুঃ স্বয়ম্ ।
 অদ্য প্রভৃতি লোকানামনুগ্রহপরো ভব ॥ ৯২
 পদোক্ষ্য বঃ সর্বং শিষ্যমঙ্গীকুরু বিধানতঃ ।
 বাগাদিদোষান সত্যজ্ঞা শিবধানপরো ভব ॥ ৯৩
 সংস্পৃশ্য সঙ্গমিত্তৈঃ সঙ্গং কুরু ন চেতরৈঃ ।
 অনভ্যক্ষ্য শিবং জাতু মা ভূক্ষ্যাপ্রাণসঙ্করম্ ।
 গুরুভক্তিং সমাশ্রয় সুখী ভব সুখী ভব ।
 ইতি ক্রমং গুরুবদঃ সমং শিষ্যং সমাচরেৎ ॥ ৯৪
 যোগপটপ্রকারস্তে কথিতো মুনিসম্ভব ॥ ৯৫
 সত্য উবাচ ।

ইত্যুক্ত বয়ং শ্রুতমৈ কোরং শ্রীনিবিক্রমম্ ।
 বক্রমাত্ততে যেন ভক্তিঃ সাদৃশ্যিনঃ পরম্ ॥ ৯৬
 শ্রীমুদ্রাক্ষণা উবাচ
 গুরুং নমঃ বিশেষেণ লভ্যন্ত্যন্ততো গুরোঃ ।
 শিব সঙ্কল্যা বাচমা সবাঙ্গাঃ কোরমাচরেৎ ।
 কালনং কংসেহসো-দনং প্রোতিঃ সুবাদিকম্ ॥ ৯৭

প্রায় ও সত্য মনুষ্য নৈবেদ্য, পারসায়, বক্রম, অখ্যাদি বপদীপ পঞ্চাঙ্গ বক্রম, ইত্যদে ও পুষ্কৈক নামান্তক বক্রম পুজ্য "ভৃগুবিদ্যপ্রোতি" ইত্যাদি, "ভৃগুর্গৈ" ইত্যাদি এবং "যে দেবানঃ" ইত্যাদি "মহেশ্বরঃ" ইত্যাদি পঠ্য করিবেন তৎ- ফলানি পুষ্কপুতিত মনোহর গুরুতা, ১১ পঞ্চাঙ্গ লক্ষ্যমান মাল্য লইয়া শিব- পুষ্কপুষ্করূপ প্রোতিপদক শাস্ত্রবিদ ১১ "বাতিঃ পুষ্কিতম্" ইত্যাদি পঠ্য করিয়া কঠ অর্পণ করিবেন । পরে নিজ সম্প- ১১ শ্রীপাদ-সংস্কৃত ত্রিলক ও চন্দ্রন শ্রীসেপন করিয়া দিবেন । অনন্তর ছত্র, শ্রীচন্দ্রাব্যবস্থা, শিবমন্ত্রাদির ব্যাখ্যা- কর্ম্মরূপে গুরুর আসন-পরিগ্রহ-ভার দিবেন । গুরুদেব এইরূপে শিষ্যস্বী- ১১ যাকে অনুগ্রহীত করিয়া "আমিই শিব, ইহা সমাধিই ইহা সর্বস্বা- ১১ এই কথা জ্ঞাতক বলিয়া বক্রম ১১

স্বর করিবেন তৎপরে অপর লোকে তাঁহকে সম্প্রদায়-বিধিযত প্রণাম করিবে । তখন শিষ্য উত্তরপূর্বক নিজগুরু, গুরুর গুরু ও নিজ গুরুর শিষ্যাদিগকে নমস্কার করিবে । এইরূপে শিষ্য নমস্কার করিলে গুরুদেব বক্রম তাহকে বলিবেন,—অদ্য প্রভৃতি তুমি লোকের অমুগ্রহে রত হও, সংবৎসর পরীক্ষা করিয়া বক্রবিধি শিষ্য কর, বাগাদিদোষ ত্যাগপূর্বক শিব-ধানপরাধ হও, সংসঙ্গ কর, অসংসঙ্গ করিও না, শিবপূজা না করিয়া প্রাণান্তে জোজন করিও না এবং গুরুভক্তি আশ্রয়পূর্বক সুখী হও । এতদংশ উপদেশ প্রদান করিয়া গুরু- দেব শিষ্যকে নিজ ভূল্য আচরণ করিবেন । ১৪ —১১ হে মুনিশ্রেষ্ঠ । এই তোমাকে যোগপট- ১১ বিধি বলিলাম । সত্য বলিলেন, বক্রম ইহা করিয়া বক্রির পরম পাবন কোর ও শাস্ত্রবি- ১১ ক্রম জ্ঞাতক বলিতে আরম্ভ করিলেন । তৎপরে শিষ্য, গুরুকে সন্নিবেশ প্রণাম করিয়া ভীতি

তদন্তো চ মৃদালিপা কালরেতি মদং দদেৎ ।
 স্থাপিতং প্রোক্ষিতং তৌঃ শিবং শিবমিতীবরন
 স্নেহে পিহিতে চৈবানামাসুষ্ঠাভিমুখিতৈ ।
 অস্ত্রোণোদীনা সংলগ্না স্মৃদিকৌরসংধনম্ ॥১৬
 অভিমুখা ধানশাখ প্রোক্ষয়েদনমমৃত ।
 স্মৃৎ গৃহীত্ব তারৈশ দক্ষভাগে নিকৃষ্টয়েৎ ॥১৭
 কেশাংস্ কাংশ্চিদগ্রেণ বস্ত্রা সর্ষক বাপয়েৎ ।
 পৃথিব্যাং পৰ্বমানায় বিক্ষিপেন্ন ভুবঃ স্থলে ॥ ১৮
 শাক্তিহি হস্তপাদস্থনখানি চ নিকৃষ্টয়েৎ ।
 বিদ্যাবৎ-তুলস্তাদিস্থানে সংগচ্ছ মস্তিকাম্ ॥ ১৯
 বিকটবারং নিমজ্জ্য পুশু তীরং গর্হেপবিণা চ ।
 তদুদেশে তু সংস্থাপ্য মূলং ত্রেধা বিভজ্য চ ॥২০
 একং পূনঃস্থিত্য কৃৎ প্রোক্ষ্যেদভিমুখ্য চ ।
 তত্রৈকং মদমাস্তম দাপদ্বিহস্তপণিন ॥ ২১
 করৌ ধানশাখালিপা প্রত্যেকং ফলা বরিণা ।

পুনরেকাং পাদয়োঃ চ মুখে চাত্তাং করক্রম
 লেপা সংকাল্য চাত্তোভিঃ পুনঃ চ জলমারি
 অস্ত্রাং মদং ভাগয়িত্বা শিরসি ধীমিশ ক্রমা
 আলিপা মদমাস্তাত্তং নিমজ্জ্য চ পুনঃ পুনঃ
 তীরং গর্হা তু গর্হণং ঘোড়শাচমনং দ্বিধা ॥
 প্রাণানায়মা চ পুনঃ প্রণবান্যষ্টসংখ্যয়া ।
 মদমগ্নাং পুনঃস্থেধা বিভজেচ্চ তদেকয়া ॥ ২১
 কটিশৌচং পাদশৌচং বিদ্যায়াম্য চ দ্বিধা ।
 প্রণবেনাথ ঘোড়া চ প্রাণানায়মা বাপয়তঃ ॥
 পুনরগ্নাং স্নোক্রদেশে ত্রিধা বিভজ্য চৌমিহি
 প্রোক্ষ্যভিমুখয়েৎ সপ্ত সপাণোন্তলমেকয়
 ত্রিধালিপাথ সংলগ্না স্মৃদ্যমুভেঃ স্ককক্ষ্যোঃ
 সমালিপা চ পানিতাং ব্যাত্যস্তাত্যামবগ্নয়
 শির আবত্যা পাদাত্তং বিলিপ্যাদিত্যষ্টেধা
 গৃহীত্বাত্তাং সমুখায় দণ্ডমানদ্য ভূতলে ॥২২

সবস্তু কোর-কথা করিবে। মস্তিকা ও জল
 দ্বারা বস্ত্রকালনপূর্বক পক্ষস্থাপিত জলপ্রোক্ষিত
 স্মৃদ্যদি ও “হস্তদ্বয়ে মস্তিক লেপন করিয়া
 প্রকালন কর” কোরকারকে এই কথা বিনীত
 তাহকে মস্তিকা প্রদান করিবে। শিবঃ শিবঃ
 এই কথা উচ্চারণ করিয়া অসুষ্ঠ ও অনামিকা
 দ্বারা অভিমুখিত নিজ নেত্রের আকৃষ্টনপূর্বক
 অস্ত্রময় দ্বারা উদীলন ও স্মৃদ্যদি কোরসাদন
 অস্ত্র দর্শন করত ধানশব্দে অস্ত্রময়ে অভিমুখ
 ও তদন্ত পাঠপূর্বক প্রোক্ষণ করিবে। তাংপরে
 প্রণব ময়োচ্চারণপূর্বক স্মৃৎ গ্রহণ করিয়া
 দক্ষিণ ভাগের কটিপদ কেশ ছেদন করত
 কোরকার সমস্ত কেশ ছেদন করিবে। সেই
 উপ্ত কেশগুলি পাত্রেপরি স্থাপন করিবে,
 মস্তিকায় রাখিবে না। তাংপরে শূক ও হস্ত-
 পদস্থিত নখ কঠন করিয়া দিবে। অনন্তর
 শিবা, বিদ্য, অগ্নি ও তুলসী প্রভৃতি প্রোক্ষণ
 স্মৃদ্যিত মস্তিকা সংগ্রহ পূর্বক ধানশব্দে জলে
 বিমজ্জন করত তীরে উঠিয়া উপবেশন করিবে।
 পরে সেই মস্তিকা বিভক্ত স্থানে রাখিয়া তিনভাগ
 করিয়া আবার তাহার এক ভাগকে তিনভাগ
 করিয়া আবার তাহার এক ভাগকে তিনভাগ

তদ্ব্য চইতে একভাগ মস্তিকা লইয়া অস্ত্র
 যণ্ডন, ধানশব্দে করদ্বয়ে লেপন ক
 প্রত্যেক দ্বার বরি দ্বার প্রকালন ব
 পুনরায় একভাগ লইয়া পাদদ্বয়ে ও মপ
 লইয়া মুখে করদ্বয়োক্ত প্রণালীক্রমে লে
 জল দ্বারা প্রকালনপূর্বক পুনরায় জলে
 জ্ঞন করিবে। পরে অত্র একভাগ
 লইয়া মুখ পর্য্যন্ত মস্তিকে দ্বারা
 লেপন ও পুনঃপুনঃ নিমজ্জন করিয়া
 উঠিয়া ঘোড়শ গর্হ দান, দ্বি-ব
 মন ও প্রণবোচ্চারণপূর্বক অষ্টবার ও
 করত অত্র একভাগ মস্তিকাকে বি
 বিভক্ত করিবে। ১২—১০৫। তাহার
 ভাগ দ্বারা কটিশৌচ ও পাদশৌচ বিধ
 প্রণব-ময়ে বারবর আচমন, বাপয়ত
 চরবার প্রাণায়াম, পুনরায় অত্র মস্তি
 নিজ উরুদেশে তিনভাগ করিয়া বিভাগ
 দ্বারা প্রোক্ষণ ও তাহা দ্বারা সপ্তবার
 করিবে। তাহার একভাগ দ্বারা নি
 তলদ্বয়ে তিনবার লেপন, স্মৃদ্যদর্শন, ও
 ভাগ প্রোক্ষপূর্বক ব্যাত্যস্ত-পানি দ্বারা
 চইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত লেপন ও ত

শিবক সংযুতা সাষ্টাঙ্গং প্রণমেঃ ত্রয়ম্ ।
 কনৈকব্যাক সমুখায় চ বন্দয়েৎ ॥ ১১০
 প্রবিশ্য তদ্বিবো নিমজ্জ্যামজ্জা তাম্ মদম্ ।
 সংস্থাপ্য পূৰ্ণোক্তপ্রকারেণ বিলিপ্য চ ॥
 শিষ্টং সংযজ্ঞ জলমধো বিলোলা চ ।
 কুমারিতঃ স্তব্ধা শিবপাদপূজং স্মরন্ ॥ ১১১
 ভবিষ্য শঙ্খাখ্যমুদয়া দ্বাদশোমিতি ।
 প্রজ্ঞা সংশোবা করৌ পাদৌ মৃদাংগয়া ॥ ১১২
 সংশোবা করৌ বিরচিতমোমিতি স্মরন্
 দ্বিচ্যামিতি কনং বিবজ্ঞাভবলোলিতম্ ॥ ১১৩
 পদ্মজলং চৈব স্মর্যতা ভিক্ষুনা ততঃ ।
 ত্রুত দিব্যং কতম্ দানিনিকম্ ॥ ১১৪
 তীর্থকং সৎকল্যানমুদয়া মদেবদম্
 পরমেশান পদাব পদিকস্মিতে ॥ ১১৫
 যেচিত্তং কুৰ্যাদমিত্যত্র বিবজ্ঞয়েৎ ।
 নদী প্রোক্তা কিং চৈব শোভুমিচ্ছসি
 ক্রীড়তে মহাপ্রবনে কলাসংহিতায়
 চন্দ্রমুখপ্রসঙ্গে ক্ষৌরম্মানসি
 বিবিবিবিদ্যনং নমৈকাদেশো

১১৬

রত উভয় করিঃ দণ্ড লইয়া শিব ও
 কৈলাসপুষ্কক সাষ্টাঙ্গে তিনবার এবং
 একবার প্রণাম করিবে, পরে ভীষণ
 করিবে অনন্তর তাঁথে প্রবেশপুষ্কক
 নিম্ন ৩ ৩২পরে ত্রয়ম্ হইয়া সেই
 যজ্ঞ স্থাপন করত পূৰ্ণোক্ত প্রকরণ
 করিয়া অবশিষ্টাংশ লইয়া জলমধো
 দ্বিতীয় পরে তিনবার প্রণব উচ্চারণ
 যান করত শিব-পাদপদ স্মরণান্তে
 র ওষ্ঠ-মুখে শঙ্খমুদা দ্বারা অতি-
 তরে আগমন, মূর্তিকাহারা করপা-
 দন, পুনরায় করশোধন, প্রণবস্মরণ-
 বারম্বার যাচমন, আঙ্গোপমার্জন, তদ্ব-
 ত্রিপুণ্ড্রবিধান ও মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন
 রুও তীর্থ বন্দনা করিবে। তদনন্তর
 ১ প্রণামপুষ্কক পদাবরণক্রমে করিত
 পরমেশানের পূজান্তে বধোচিত তিষ্ঠা

দ্বাদশোহিধ্যায়ঃ ।

বামদেব উবাচ ।

যে মুক্তা যতশস্ত্রেণাং দারকণা ন বিদ্যতে ।
 যননং যদু তেষাং তং কস্মাচ্চক্ষু গুরো যম ॥ ১
 পূৰ্ণাভ্যভাবমাশিত্য যে মুক্তা দেহপত্ররাং ।
 যে উপাসনমার্গেণ দেহমুক্তাঃ পদং গতাঃ ॥ ২
 তেষাং গতিকশেষক ভগবন বক্তুমর্হসি ॥ ৩
 সত্য উবাচ ।

মুনিঃ স্পৃহমাকণা শক্তিপাণিঃ সুরারিতঃ ।
 প্রোক্তা হুতস্তুক্যে নতুণা শ্রুতমাপরাং ॥ ৪

শ্রীমদ্রক্ষা উবাচ ।

ইদমেব মূনে গুহ্যমভব শিবযোগিনে ।
 ইত্যং ভগবতঃ সাক্ষাৎ সন্মুদয়ৈন পিনাকন
 বক্ষ্যে তদসা তে বাক্যেন ন মেহং যজ্ঞ কস্তচিৎ ॥ ৫

করিবে, কিন্তু নমিত লোকের অঙ্গ গ্রহণ করিবে,
 না যে মূনে, এই তোমাকে ছৌর ও
 স্মরণের ক্রম বলিলাম, এক্ষণে কি শুনিতে ইচ্ছা
 কর—বল ১০৬—১১৭।

১১৮ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

বামদেব বলিলেন, মুক্ত যতিগণের শব্দ
 নর কণা হুতস্তুক্যে মূর্তিকায় প্রোষিত
 কাষ্ঠে হুত, সেই কস্মের বিধি আপনি আমাকে
 বলুন সত্যম্ অতঃপর অর্থীহ পদমাস্ত্রা
 পরমেশ্বরের সঙ্গিত একমুখ হইয়া যত্ন
 দেহকণ পিতর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এবং
 যত্নে উপাসনমা হুতস্তু করিয়া, দেহ
 হইতে মুক্ত হইয়া মহাশ্বন প্রাপ্ত হইয়াছে,
 হে ভগবন তাহাদের গতি কীকর্তন করুন
 সত্য বলিলেন, বামদেবের কথা শুনিয়া সেই
 শক্তিবাহী দেও-বাতা শুবক্ষ্য, সাক্ষাৎ মহা-
 দেবের মুখ হইতে কিছু নাহক শিবযোগি-কিশেব
 বাহা অবগণ করিয়াছিলেন, তাহা সেই মুনিকে
 বলিলেন। হে মূনে! তদযান সর্বজ পিনাক

সম্বন্ধিতা যতিঃ কশ্মিচ্ছিবভাবেন দেহভুক্ত * ।
 অস্তি চেৎ সমববীরঃ পরিপূর্ণা শিবো ভবতঃ ॥ ৬
 অষ্টৈষাচিহ্নৈঃ যঃ কশ্মিৎ সমাধিঃ ন চ বিদ্যতি ।
 ত্রিপদার্থপরিষ্কারণং বেদাঃ স্থাগমবাক্যম্ ॥ ৭
 ক্রমঃ শুক্লমুখাদ্বৈশ্বানরঃ সমভাস্তম্বমাদিকম্ ।
 শিবদানপত্রো নিত্যং প্রণবঃ স ক্রমানসঃ ॥ ৮
 দেহলোকোক্ষলাবশতো যদ্যদৈশ্বর্যমুৎপাদ্যেৎ ।
 সমাশিবনুগ্রহাতা নন্দিনা প্রেরিতা মুনৈঃ ॥ ৯
 আতিবাহিককপিণো দেবতাঃ পঞ্চ বিক্রমতঃ ।
 অগ্নাহুতঃ কশ্মিৎ ক্রোড়িতঃ পুণ্ড্রপুণ্ড্রতঃ ॥ ১০
 অহুঃ ২ ভিম্যানিনী কশ্মিৎ ক্রপক্ৰতিম্যানিনী

সাক্ষাৎ মহাদেব, অর্থাৎ নামক শিবদেগি-
 বিশেষের নিকটে যে শুভ বিষয় কীটন করিয়া-
 ছিলেন, হে বন্ধন । অতঃ পরে আমি তোমার
 নিকটে তাহা কীটন করিব ইত্যাদি যে কোন
 ব্যক্তির নিকটে কীটন করিও না । যদি কোন
 মহাবীর যতি সমাধিস্থ হইয়া থাকে সেই
 শিবভাবে ধারণ করে, তাহা হইলে সেই সম্পূর্ণ
 শিবরূপ লাভ করিতে সমর্থ হয় । যে চিত্তের
 অষ্টৈষা দেহ সমাধি লাভ করিতে অক্ষম, সে
 বেদান্ত কর্তৃত্ব জ্ঞান, ক্ষেদ্র এবং জ্ঞাতার
 স্বরূপরূপ পার্থক্যের জ্ঞান-নির্লব্ধক বেদান্তের
 বিষয় শুক্লমুখ এবং পুণ্ড্র এবং সমাধি অভ্যাস
 করিয়া প্রণবঃ স ক্র-চিহ্ন নিত্য শিবের দ্বায়ে
 রূপ হইবে । তে মুনৈঃ । ঐকম ব্যক্তি যদি
 শরীরের দেহলোকা তত্ত্ব অষ্টৈষা হেতু শরীর
 পরিভ্রমণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে
 আনয়ন করিবার ক্ষমতা সমাধির অমুগ্রহ বশতঃ
 নন্দিকটক অতিসংহিত-রূপিনী † পাঁচ প্রকারে
 বিক্রমতা দেবতা প্রেরিত হন । তাহাদের মধ্যে
 কেহ কেহ অগ্নাভিম্যানিনী, কেহ কেহ তেজো-
 বাহাভিম্যানিনী, কেহ কেহ অহন অর্থাৎ

উত্তরাধ্বকপা চ পকাত্যগ্রহতঃ পরাঃ ॥ ১১
 দুম্বা তম্যানিনী বাহিঃ কক্ষপক্ষাভিম্যানিনী ।
 দক্ষিণাধ্বনরূপা চ কক্ষানুগমনতঃ পরাঃ ॥ ১২
 গৃহীতা ত্রিদিবং যতি তে তু পুণ্যকরে পুণ্য
 মাতৃসং লোকমাসাদ্য ভজন্তে জগৎ পূর্ববৎ
 তাঃ পুনঃ পঞ্চম্যং যতিঃ বিভজ্যারভা তুতম
 অগ্নাদিক্রমতো গৃহঃ সদাশিবপদং যতিম্ ॥
 নিনীষ বন্দ্য চরণৌ দেবদেবস্ম পৃথগ্ ॥
 তিষ্ঠেদানুগ্রহাকারকশ্চ গোব প্রয়োজিতা ॥ ১৩
 সমাগতম্যানিত্রিকা দেবদেবঃ সমাশিবঃ ॥
 বিব্রলেন্দ্রমহামহতাঃ পঞ্চমুপদিষ্টা চ ॥ ১৪
 গগনৈকত্রিশূলগ্ৰা-বরদানবিভূষিতম্ ।
 যিনেত্র চন্দ্রকলগচ্ছোভাসিতাবরম্ ॥ ১৫
 অসামান্য বপুর্ভূতঃ গণপতোহনিন্দিচ চ
 অনুগ্রহ বিমলঃ সর্গঃ সর্গকামদম্

শিবভিম্যানিনী, কেহ কেহ ক্রপক্ৰতি
 আর কেহ কেহ উত্তরাধ্বকভিম্যানিনী
 সকলেই অনুগ্রহ করিতে উৎসুক ১-
 ইত্যাদির মধ্যে ১-১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯
 দক্ষিণাধ্বনরূপা তম্যানিনী বাহিঃ
 ঐক-তঃ পরদিগকে গ্রহণ করিয়া সবে
 করে ঐ সকল লোক, পুণ্যকর
 পুণ্যকর পুণ্যকর যত মাতৃ
 প্রাপ্ত হয় । ঐ আতিবাহিক-কপিণী
 ১-১৩ অগ্নাদিক্রমে পাঁচ প্রকার পথ
 করিয়া ১-১৪ দিগকে গিয়া সদাশিবপদ
 স্থাপিত করে । ১-১২ তাহার চরণ
 করিয়া কেবল অনুগ্রহকায়ে নিয়োজিত
 সেই দেবদেবের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থায়
 দেবদেব সদাশিব সেই যতি পুরুষকে
 দেখিয়া যদি তাহাকে বিরক্ত বোধ করে
 হইলে মহামন্ত্রের তাৎপর্য উপলক্ষে
 তাহাকে মৃগ, টক, ত্রিশূলগ্র এবং
 বিভূষিত ; যিনেত্র, চন্দ্রকলা ও গগন
 রত্ন ; অটোর এবং আশ্বত্থা শ

* দেহতাপিতি পাঠান্তরং কচিৎ ।

† ঐক-কিরোপের পর পিণ্ডীভূত ইন্দ্রিয়
 সঙ্গতঃ বাহারা বহন করে, তাহাদিগকে

মাধবিকৃত্য কৃদকশাসমাগতম্ ।
 লীল-মদ্যাদিবাধাবেশমনোহরম্ ॥ ১৯
 লবঙ্গলিপ-ভূমণৈরভিভূষিতম্ ।
 দ্রুতগতিঃ পূর্ণং দিব্যপঞ্চপুত্রিতম্ ॥ ২০
 তটপ্রতীকশ্চ চন্দ্রকোটীশ্চীতলম্ ।
 বেগং সর্গগক বিমানমমৃত্যু চ ॥ ২১
 ভোগ্য তস্যপি ভোগ্যকৌতুহলকসে
 ত্যশক্তি তীকতরং প্রকৃত্যাদিত্যমম্ ॥
 কাম্যকাম্যং পলয়ননসম্প্রদায়
 কহত্যুততঃ পদ্য পরমেধরঃ ॥ ২২
 হননকপঃ শাসনমুত্তি নিশ্চলম্
 গুহসংগীতঃ সন্যাসসম্পদপিতা ॥ ২৩
 দিকৃদমদ্যাদি সিদ্ধিদানমাল্যঃ
 ক্রমপদ্যাদি পুনরাবর্তিতম্ ॥

১. সর্গগক প্রকৃত্য একটা শ্রেণী বিমান
 নকরন হননমুত্তি দি যতি অবিকৃত হন,
 হনন উত্তরকর্তৃ এই প্রকৃত্য ব্যবহারের
 কনককাম্যদ্রুত নতাত্ত ও ননকামি
 ক্রমিত ননকর, কৌতুহল-সম্প্রদ এই
 টীকায় কনকীতল, মনোর কনক বেগমালী,
 হননকন একটা বিমান দান করিয়া,
 হননকন চরিতার্থ হইলে ততঃপরে
 কনককৌতুহল কনক সাক্ষ্য করেন,
 কনককৌতুহল প্রকৃত্যাদি যতি কনক-
 কনককৌতুহল পক্ষে প্রলয়নন-সম্প্রদ
 কনককৌতুহল কনক, অমি সম্প্রদায়
 প হইয়াছি। ইত্যাকার মনোরমের
 গ এবং হির সমাদি শিক্ষা দিয়া সেট
 হনকৌতুহল হইতে সন্যাস, সন্যাসি
 রিতে সমর্থ, অপ্রতিভ-সিদ্ধির সহিত

মূল "সর্গগক সর্গকাম্যক" এইরূপ
 আছে; ঐ পাঠ রাখিলে, "সর্গগক" এর
 সর্গকাম্যক এইরূপ একটা করিতে
 কিছু উহা লিপিকর-প্রমাণ নুসিরা, যদি
 ১৯ এইরূপ করা হয়, তাহা হইলে বেশ
 হয়। এইরূপ

মুক্তিক পরমাঃ তেষাঃ প্রসঙ্গতি অগদগুহঃ ।
 এতদেব পদ্য তস্যঃ সর্গগকসমষ্টিমঃ ॥ ২৬
 মুক্তিকটাপকতি বেদান্তানাঃ বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২৭
 মুমুর্ষোস্তত মনসঃ যতেঃ সংস্পাদয়িনঃ ।
 যতঃ পরিতঃ স্থিঃ প্রববাদীশ্চনুক্রমাঃ ।
 উপদিষ্টা চ বাক্যানি তাতপ্যাক সমাহিতাঃ ॥ ২৮
 বর্ণনেনুপ্রতিষ্ঠিত প্রাণস্ত বিলয়াবধি
 এতদেব সময়েব সংস্পাদকম উচ্যতে ॥ ২৯
 অসংস্পাদকীয়াং দৌর্গতাঃ নৈব জ্ঞাতাঃ ।
 সন্যাস সর্গকাম্যনি শিবান্যপরা যতঃ ॥ ৩০
 দেহং ননকৌতুহলং ব্রহ্মেণ ব্রহ্মক ননতি ।
 তনয়ানন্যসিন্ধুপি ভবেৎ কনকধিনঃ ॥ ৩১
 অশেষপরিচয়ঃ—
 নমো হিরণ্যায় চৈত সমাহিত্য হন জপন ।
 অমিত্যাদি জপন দেহজনা পূরণে ততঃ ॥ ৩২

কনক কনককৌতুহল পুনরাবর্তিত পরমা
 মুক্তিক প্রলয়ন করেন অতএব এই পক্ষই
 সকল প্রকৃত্য ঐশ্বর্যের সমষ্টিগুহপ এবং
 বেদান্তনাং ইহ প্রধান মুক্তিমার্গ বলিয়া
 নিশ্চিত হইয়াছে ১২—২৩ যখন কোন
 যতি মুক্ত হন প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে হইয়া
 পড়েন, তৎকালে সংস্পাদকী যতিগণ বাহার
 চরিত্রিকে অবস্থিত হইয়া সমাহিত্যে বাক্য-
 কমে প্রববাদি বাক্য এবং তাহাদের তাতপ্য
 উপদেশ করিয়া সেই মুমূর্ষুর প্রাণ নির্গম
 পথায় আপনাদের অনুরূপ উপদেশ বাক্য-
 সকল উচ্চারণ করিতে থাকেন; এইরূপ অনু-
 শ্রব সাধ্য হই "ক্রম" নামে অভিহিত হয়।
 যাহারা সমুদয় কনক পরিত্যাপপূর্বক মহাদেবের
 পরমাপত্ত হন, তাহাদের শরীর-সংস্কার না
 হইলেও দুর্গতি লাভ হয় না। যদি কোন
 রাজ্যও তাহদের দেহ দ্বিত করত, তাহা
 হইলে তাহার রাজ্য বিনষ্ট হয় এবং সেই
 রাজ্যবাসী প্রজাপণ অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হয়।
 সেই দোষ পরিহারের নিমিত্ত

পুত্ৰাদয়ো যথাগ্ৰাহ্যঃ কুণ্ডাঃ সংস্কারমুত্তমম্
অভাজা স্থাপ্য তৎকালৈকভাস্য কুম্ভাদিভিঃ ॥৩৩
শ্রীকৃষ্ণ-চমকভাস্য কুম্ভদ্বয়েন চ ক্রমাৎ
শঙ্কর পুরতঃ স্থাপ্য তৎকালৈকভাস্য চ ॥ ৩৪
পুষ্পং নিবায় শিরসি প্রণবেন প্রমজা চ
কৌপীনকীনি সম্ভাজা পুনরুজ্জ্বলি যথা চ ॥ ৩৫
ভস্মনোক্তা সর্ষাপঃ তদুত্তরবিধিঃ ততঃ
ত্রিপুত্রক বিধানেন তিলকং চন্দনে চ ॥ ৩৬
বিরাচ্য পুষ্পমাল্যভিরলঙ্কতা কলবরম্
উরঃ-কণ্ঠ-শিরঃ-বাহু-প্রকোষ্ঠ-শক্তিঃ ক্রমাৎ ॥৩৭
কুণ্ডলকমাল্যভরবৈরলঙ্কতা চ মনঃ
নৃপিতঃ সমনু-স্থাপ্য শিকোপরি নিবায় চ ॥ ৩৮
পক্ভক্ষময়ে স্থাপ্য রবে সম্প্রদাত্য তৎ প্রথম
ওমাদৈঃ পক্ভক্ষময়েঃ সম্প্রদিতৈঃ ক্রমাৎ ॥
সুগন্ধিকুম্ভমৈম্বলোরলঙ্কতা সমনুতঃ

তপ করিয়া গলে পূরন করিবে । এই মতের
ধর্ম গহস্থ-স্থানের পুত্রাদি থাকে, তাহা এইমতে
ঐ মতের অতীত লেপনপূর্বক তাহা স্থাপন
করিয়া জল দ্বারা পরিষ্কৃত এবং কুম্ভাদি দ্বারা
অঙ্কিত করিয়া বহুবিধ উত্তমরূপে সংস্কার
করিবে । সমুদ্রে শঙ্কর স্থাপন করিয়া বহুক্রমে
শ্রীকৃষ্ণ-চমকরূপ এবং কুম্ভদ্বয় পুষ্প সেই
জল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে । তাহার অন্তরে
পুষ্প স্থাপনপূর্বক প্রণব উচ্চারণ করত উহা
দ্বারা মর্জিত করিবে । পুষ্প-কৌপীন পরিভাষণ
করাইয়া অস্ত্র-ভস্ম-কৌপীন পরাইবে । গর্ষাপ-
বিধানে ভস্ম দ্বারা সর্ষাপ অনুলিপ্ত করিয়া
চন্দনদ্বারা বহুবিধানে ত্রিপুত্রতিলক রচনা করিয়া
এবং তাহার উরঃ, কণ্ঠ, শিরঃ, বাহু প্রকোষ্ঠ
এবং কণ্ঠ-প্রভৃতি অবস্থান পুষ্পমাল্য দ্বারা অল-
ঙ্কৃত করিবে । পরে কুণ্ডলকমালার অবরণ
দ্বারা সমুদ্রে অলঙ্কৃত করিবে এবং গন্ধ
ও পুষ্প দ্বারা হব্যমিত করিয়া একটি শিকার
উপর রাখা করিবে । অনন্তর ঈশানাদি পক-
ভক্ষময় ঐ দেহ স্থাপিত করিবে এবং
একমাত্র প্রণবকৃত পাঁচটি ব্রহ্মসং ব্রহ্মসং
উচ্চারণ করিয়া ঐ দেহের পূজা করিবে । তাহার

নৃত্যবাদৈরাক্ষণানাং বেদবোধৈঃ সর্ষপঃ ॥
গাম্যং প্রাক্ষণীকৃত্য গ্রামপ্রাচ্যামুখাপি বা ॥
উদীচ্যাং পূর্ণাদেশে তু পূর্ণাবৃক্ষসমাপতঃ ॥ ৪১
খনিয়া দেবযজ্ঞনং দণ্ডমাত্রপ্রমাণতঃ ।
প্রণব-ব্যাকৃতিভ্যাক প্রোক্ষ্য চান্তীধ্য চ ক্রমাৎ
শমীপত্রৈঃ সঙ্কুশৈকুন্তরাগ্রাংস্ববৃদ্ধতঃ ।
আস্তীধ্য দর্ভাংস্তং পীঠং চৈলাজিনশোভনম্
প্রণবেন বক্ষতিঃ পক্ষণবোন তাং তনুম্ ।
প্রোক্ষ্যভিষিচ্য প্রৌদগ স্তোত্রেন প্রণবেন চ
শঙ্করভস্মভিষিচ্য মুক্তি পুষ্পং বিনিষ্কিপে
ওমিত্যপ সঙ্কৃত্য সন্তিবাচনপূর্বকম্ ॥ ৪২
গর্ভে যোগাসনে স্থাপ্য প্রামুখ্যং সাদৃশ্যং যথা
পক্ষপুষ্পবলঙ্কতা বপঃ শুণ্ডশুলুনা ততঃ ॥ ৪৩
বিদ্যো হব্যমিতি প্রোচ্য বক্ষপেতি বদনং
দণ্ডং দক্ষিণহস্তে তু বামে দদাত্য কমণ্ডলু

পর সুগন্ধিকুম্ভ এবং মাল্য দ্বারা উহা
অঙ্কিত করিয়া সর্ষাপ্রকার নৃত্যবাদা এবং তা
গর্ভে স্থাপিত বেদ-পাঠের সহিত উহাকে
গ্রাম প্রাক্ষণ করাইবে । তাহার পর
পুষ্প বা নিস্তরমিত পবিত্রস্থানে কেন
পবিত্র প্রকর সমাপে দণ্ডপ্রমাণ একটি
বদন করিয়া প্রণব ও ব্যাকৃতি উচ্চারণ
দ্বারা প্রোক্ষণ এবং শমীপত্র ও কুম্ভ
আবরণ করিবে । পরে তাহার উপর উর
দণ্ড, পীঠময়, মগচন্দ্র এবং কুম্ভ উপর
বিছাইয়া প্রণব ও বেদমত উচ্চারণপূর্বক
দণ্ডমত পক্ষণব্য দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া
দণ্ড এবং প্রণব পাঠ করিয়া অধি
করিবে ২৮—৪৪ । তাহার পর শঙ্কর
জল দ্বারা উহাকে পুনর্বার অভিষিক্ত
দণ্ডকের উপর পুষ্প প্রক্ষেপ করিবে ।
প্রণব উচ্চারণপূর্বক সন্তিবাচন করি
দেহ উঠাইয়া, ঐ গর্ভের ভিতর পূ
যোগাসনে স্থাপিত করিবে । অনন্তর গন্ধ
দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, “বিক্ষো হব্যঃ
এই মন্ত্র পাঠ করত শুণ্ডশুলু সহিত
করিবে । তাহার পর দক্ষিণ হস্তে দণ্ড

দ্বাপতে ন তুদেতাগ্ৰাম্যেণ সৌদকম্ ।
 প্রজ্ঞানং প্রথমমিতি মন্ত্ৰেণ মন্ত্ৰকে ॥ ৬৮
 শনু জ্ঞানং কদম্বকং কুবের্মিথো স্পৃশন জপেৎ
 কাম্যমিতাদিচতুর্ভিমন্ত্ৰকং ততঃ ॥ ৬৯
 কুবেরেন নির্ভীতাদবটং পূজয়েৎ ততঃ ।
 ভিঃ পূজিঃ স্পৃষ্টে জপেৎ স্বলম্ননগ্রাধীঃ ॥ ৭০
 দেবানুপূজমা যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ।
 উভয়ং মহাদেবং সংসারভেষজ্যং শিবম্ ॥ ৭১
 ক্রিয়পদ্বীনং সর্গানুগ্রাহকং পবম্ ।
 বহিঃসংসারবহিঃসংসারবিমুক্তম্ ॥ ৭২
 পৌঃ প্রজ্ঞাথ গোময়নোপলোপসং ।
 ত্রৈলোক্যং পূজ্যতমমিতি ততঃ ॥ ৭৩
 ক্রিয়মৈবিত্ত্বলক্ষ্যং স সমস্তসং ।
 যেন তত্তে নরো নরোপো পয়ো নবিঃ ॥ ৭৪
 প্রজ্ঞানীকৃত্য নমস্কাং চ পূজকঃ
 স ব্রহ্মদেবো স ব্রহ্মা স ব্রহ্মা ॥ ৭৫

শুকপ্রজ্ঞাপতে ন তুদেতাগ্ৰাম্যে ইত্যাদি
 পূজকজনপদ কাম্যং । নন করিবে
 ত্রৈলোক্যং প্রথমঃ এই মন্ত্র দ্বারা মন্ত্ৰক
 ক্রিয়তপ করিয়া পরেই মন্ত্রাংশ স্পর্শ
 । কদম্বক জপ করিবে তৎপরে
 নমস্কাং ইত্যাদি চারিটি মন্ত্র উচ্চা-
 রিত করিয়া পরেই মন্ত্রক ভেদ করিয়া
 উপাস্য করিবে তৎপরে পব "ব্রহ্মভিঃ"
 পূজ মন্ত্র পঠি করত সেই গুহুস্থান
 বিদ্যা প্রদানেন জপ করিবে ॥ ৬৮—৭০
 পরে সান্নিধ্য-বেশের উষদ সর্গাক্ষ
 নি সর্গাক্ষক পূজা পরে মন্ত্ৰলম্ব
 কে মন্ত্রণ করত বো দেবানাং ইত্যাদি
 ৭১ পরে পূজাশ্রম ইত্যাদি মন্ত্র জপ
 এক অরতি উচ্চিৎ এবং বি অরতি
 একটী চতুষ্কোণ মন্ত্র পৌঃ কখন
 গোময় দ্বারা তাহা লেপন করিবে ।
 মধ্যে গন্ধ ও অক্ষত-সংশ্লিষ্ট সুগন্ধি
 বিগদল এবং তুলসী দ্বারা অর্চনা
 অনন্তর প্রথমে উচ্চারণপূর্বক হু,

নিখিদিব্রহ্মতে দদ্যাদ্ভ্রাক্ষাং প্রণবেন চ ।
 এবং তদাহপর্যন্তং বিধিরেকাদশেহহনি ॥ ৭৬
 সম্যাক্ষা বেদিমালিপ্য কৃত্য পূজাহবাচনম্ ।
 প্রোক্ষ্য পশ্চিমমাত্রতা পূর্বোক্তং পক চ ক্রমাৎ ॥
 মণ্ডলান্যস্তরাশাশ্চ কৃণ্য্য স্যমবস্থিতঃ ।
 প্রাদেশম' বং সঙ্করা চ তুরশ্চক মধ্যতঃ ॥ ৭৮
 বিদ-ত্রিকোণ-ষট্‌কোণ-দশাক্ষরাণি চ ক্রমাৎ ।
 শঙ্কর পুরতঃ স্থাপ্য পূজোক্তক্রমমার্গতঃ ॥ ৭৯
 প্রাণান'থ্যা সঙ্করা পূজাশ্রমো সুরেশ্বরীঃ ।
 দেবতা পক পূজোক্তা মতিদাহককপিনীঃ ॥ ৮০
 সম্যাক্ষা ওরাতঃ নতানপ' সংপূজয়েৎ ততঃ ।
 পশ্চিমাদি সম'ত্রতা মণ্ডল'সনমার্গতঃ ॥ ৮১
 মণ্ডলানি চ তেষাং পূজা'বাদ'স পঠিবৎ
 উ'দৌম'দ্যাক্ষা'দ্য'প'ম'তিবারিকদেবতাম্ ॥ ৮২
 স্ব'ব'দ'দ'ন' ইত্যাদি সর্গাক্ষ ভাবয়েৎ
 প্রাণান'দ্য'স' ম'দ' মূলাঃ প্রত্যেকমালব' ॥ ৮৩

ও নমস্কাং করিবে পরে ত্রৈলোক্য প্রণব
 জপ করিয়া প্রণাম করিবে তৎপরে পব প্রণব
 উচ্চারণ করত যথাক্রমে দিক্ ও বিদিকে
 দক্ষিণা দান করিবে দশ দিবস পর্যন্ত এই
 প্রকার নিয়ম একাদশ দিবসে ঐ বেদি
 সম্যাক্ষন ও উপলোপন করিবে পূজাহবাচন-
 প্রোক্ষ্য পশ্চিমাদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া
 পূর্ব পর্যন্ত যথাক্রমে পাঁচবার প্রোক্ষিত
 করিবে । পরে স্বয়ং উত্তরাভিমুখে অবস্থিত
 হইয়া মধ্যভাগে প্রাদেশমাত্র একটী চতুষ্কোণ
 নিম্নাণ করিয়া যথাক্রমে বিদ্য ত্রিকোণ ষট্‌কোণ
 ও দশাক্ষর মণ্ডল অঙ্কিত করিবে এবং পূজা
 পদ্ধতি অনুসারে সমুদ্রে শঙ্কর স্থাপনপূর্বক
 প্রাণান'ম করিবে "মামি পূর্বোক্ত সেই আতি-
 বাহিকরূপিনী পক সুরেশ্বরীর পূজা করিব"
 এই বলিয়া সঙ্কর করিবে ৭১—৮০ । তৎপরে
 কুশভাস করিয়া জল স্পর্শ করিবে । পরে
 পশ্চিম দিক্ হইতে উদাসনক্রমে দ্বাটী মণ্ডল
 করিয়া তাহাদের মধ্যে পীঠের মত পুষ্প বিকেশ
 করত "ও হুই" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক

হাং হৌমিত্যাদিনা কুর্ঘাদাসামহানি চ ক্রমাং ।
 পাশাঙ্কুশাভয়াভৌপাণিচন্দ্রোপলপ্রভঃ ॥ ৬৪
 বক্তাস্থলীষকচ্ছায়-বস্ত্রিতাখিলদিম্বাঃ ।
 বক্তাস্থবধরকর-পদপদ্মজলশিতাঃ ॥ ৬৫
 ত্রিনেত্রোঃসিবদন-পূর্ণচন্দ্রমনোহরাঃ ।
 মাণিক্যমুকুটোঃসিস-চন্দ্রলেখাবতাঃ সিনীঃ ॥ ৬৬
 কণ্ডলামষ্টগণ্ডা-পৌনঃপত্যপমোহরাঃ ।
 চতুঃকেয়ব-কটক-কাঞ্চীদামমনোহরাঃ ॥ ৬৭
 তমুমদাঃ পুংস্রোণো বকসিবাংসবাহরাঃ ।
 মাণিক্যমমমগ্রীত-শিখাঃ প্রদমবোহরাঃ ॥ ৬৮
 পাতাঙ্কুলীক্ষশেনী-মঙ্গলতিমনোহরাঃ ।
 অনুগ্রহেণমুর্ভেন শিববঃ কিস্ত সাদাতে ॥ ৬৯
 তস্মাক্ষক্কাগ্রমুর্ভেন সক্ষঃ সাদাঃ মহেশবঃ ।

করিবে, এই অর্থেই মধু এবং নমঃ এইরূপ
 সকল প্রকার আতিথ্যাদিক দেবতগণের নাম
 উল্লেখপূর্বক মধু পাঠ করিবে। তাহার পর
 প্রত্যেক দেবতাকে আনুপূর্বক স্থাপনাদি মূলা
 দর্শন করাইবে। “হাং হৌঃ” ইত্যাদি মধু পাঠ
 করিয়া তাঁহাদিগের অঙ্গভাস করিবে। অনন্তর
 তাঁহাদের ধ্যান করিবে—ইহাদের সকলেরই
 হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, অভয় এবং বর, প্রভা চন্দ্র-
 কাশ্য মণির মত কামল ইত্যাদের বক্তবর্ণ
 অম্বরীক্ষকর কণ্ঠেতে দিম্বা সকল বস্ত্রিত
 হইয়াছে। সকলেরই বক্তবর্ণ-পরিধান এবং
 হস্তপাদরূপ পদ বাক্য শোভিত; সকলেরই মুখ
 ত্রিনেত্রে উজ্জাসিত, সকলেরই মূখরূপ পূর্ণচন্দ্র
 মনোহর; সকলেরই মস্তক মাণিক্য মুকুটে
 উজ্জাসিত, চন্দ্রকলায় শোভিত; গণ্ডস্থল কণ্ডল
 দ্বারা আশ্রষ্ট এবং পায়ের পীন ও উন্নত।
 তাঁহারা হার, কেয়ুর, কটক ও কাঞ্চীদামে অল-
 ক্তা, তমুমদা, বিপুল-নিতম্বিনী এবং বক্ত-
 বর্ণ বিবাহে আবৃত। তাহাদের পাদপদ্মে
 বাণিক্যমর নগর শকারমান এবং পদের অঙ্গুলি-
 ভূমি অতিশয় বহুল ও মনোহর। স্তম্ভিত
 কৈল অমুগ্ধ দ্বারা কিছুই গাথিত হয় না,
 বেকা বিকলকায় পরমায়-বরণ শিবের

সর্বাঙ্গগ্রহকর্ত্তেব স্বীকৃতাঃ পঞ্চ মূর্তয়ঃ ॥ ৭
 এবং দ্বাভ্য তু তাঃ সর্বা অমুগ্রহগরাঃ শি
 পাদমোঃ পাদামেতাসাং দদ্যাচ্ছোদবিদু
 হস্তেবাচমনীষক মৌলিধরাঃ প্রদাপয়েৎ ।
 শোদবিদুস্তাসাং স্তানকম্ ৮ ভাবয়েৎ
 র কামরাণি দিব্যাণি সোত্তরীয়াণি দাপয়েৎ
 মুকুটাদৌগ্ধনগ্যাণি দদ্যাদাভরণানি চ ॥ ৭৩
 সুবাসিতক শ্রীপদ্মকম্ভাং-অতিশোভনান্ ।
 সুবাসিতা মনোজ্ঞানি কুম্মানি চ দাপয়েৎ ॥
 পঞ্চ পদমামোদং সাক্ষ্যবর্ত্তিক দীপকম্ ।
 সর্গঃ সমর্পয়ামৌতি প্রণবঃ হৌমপক্রমাং ॥
 নমোহং হৃক ততো বদ্যঃ পায়নঃ মধুনা যুত
 সাক্ষ্যকরম্পূপ-কদলী-গুড়পরিভম্ ॥ ৭৬
 প্রত্যেকং কদলীপত্রে ভবিতক সুবাসিতম্ ।
 ও তুর্ভবঃ সবিতি চ পোক্ষণাদিনি কক্ষ্যে

মনের অনুগ্রহ দ্বারাই অবিদ্যাকৃত ।
 সমুদয় সাধা হয়, যেমন মহেশ বি
 দান করেন, এই হেতু সেই সা
 গ্রহকারী মহাদেব এইরূপ পাঠে ঐতি
 করিয়াছেন। ৬১—৭০ সেই অনুগ্রহ
 দেবদীপকে এইরূপে ধ্যান করিবে।
 স্থিত জলবিদু দ্বারা তাঁহাদিগকে
 দান করিবে। হস্তে বাচমনীষ, ৭
 অন্য এবং শঙ্খ-জলবিদু দ্বারা তাঁহা
 স্তানকর্ম করাইবে। অনন্তর দিবা
 এবং উত্তরীয় দান করিবে। পরে অমূল
 এবং আভরণ সকল দান করিবে। তাহ
 সুবাসিত গন্ধ, অতিশোভিত অক্ষত এবং
 ও মনোহ পুষ্প সকল দান করিবে।
 সুগন্ধি পুষ্প এবং হতাত্ত দীপ দান ও
 পাদ্যাদি সমুদয় বস্তু প্রথমে প্রণব, তা
 “হৌঃ নমঃ সমর্পয়ামি” এই বলিয়া ।
 করিবে। দীপ দানের পর ঘৃত, মধু ও
 রাস সহিত পঞ্চকদলীপিষ্টক মিশ্রিত
 পায়ন এক একখানি কদলীপত্র
 করিয়া, প্রত্যেককে দান করিবে
 করিয়া এই মত দ্বারা ঐ ম

মিতি সমুচ্চা নৈবেদ্যং বহিঃস্বয়ং ।

নমঃ কৃত্যুনা সমর্পোহান্ত পূর্বতঃ ॥ ৭৮

২ বিশেষা গাঃ চামনার্য্যাণি দাপয়েৎ ।

৩ পূর্ণ-দীপো চ প্রদক্ষিণ-নমস্কৃতো ॥ ৭৯

৪ প্রাথয়েদেতাঃ শিরঃসজ্জিমা দপং ।

৫ সূত্রসম্রা যতিং শিবপদৈর্মিণম্ ।

৬ প্রব্রবন্ত পরমেশপদাভয়োঃ ॥ ৮০

৭ সম্প্রাথ্য তঃ সঙ্গা বিসৃজ্য চ যথাগতম্ ॥ ৮১

৮ প্রদাদদুস্তা কল্যকাতাঃ প্রদাপয়েৎ ।

৯ কলমধ্যে বা বিক্ষিপেদ্রাক্ষা কচিৎ ॥ ৮২

১০ পাক্ষণ বর্ষাক্ষে কোদিয়েৎ যতঃ সচিৎ ।

১১ পাক্ষণকে নিয়মঃ প্রোচ্যতে মতঃ ॥ ৮৩

১২ যঃ বহুপ্রণ পবাতী সমাশিতঃ ।

১৩ তদব্রহ্মসং পূর্বাতিথ্যামিতি কবন ॥ ৮৪

কবিঃ কবিঃ কবিঃ, এবং "এই

এইমত উক্তারন করিয়া নৈবেদ্য দান

র মত নৈবেদ্য পূর্ণতঃ দক্ষ

নামঃ এই মত দ্বারা পানীয় দান

র উক্তার পর স্থান বিস্তৃত করিয়া,

যত্নে এবং মত দান করিবে, অতঃ-

পরমেশপদ পূর্ণ দাপ দানের পর

সং নমস্ করিবে ১—৭৯।

৮ পূর্ণতঃ দানের পর, মস্তকে অঙ্কলি

ন করিয়া, ৯ সকল দেবতার নিকটে বক্ষা-

কি এবং প্রার্থনা করিবে, — হে শ্রীমাতা:

আপনার সূত্রসম্রা ইহাঃ এই শিবপদ

চূড়াক্ষণ যতিকে সেই পরমেশের পদ-

নাত করুন। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া

দ্বীপকলকে যথাগানে বিসর্জন করিবে,

১২ তাহাদের প্রদান প্রদান করিয়া

দিলকে দান করিবে, অথবা গোত্রের মুখে

মণ্ডো নিক্ষেপ করিবে; অথবা স্থানে

নিক্ষেপ করিবে না। এই স্থানেই এই

উদ্দেশে পাক্ষণগ্রাক্ষ করিবে; কোন

বস্ত্র একোদিয়ে বিচিত্র হয় নাই।

সেই পার্শ্বপ্রাক্ষের নিয়ম কথিত

হে। প্রাক্ষকতা, যানান্তর বাতাবিক

করিষ্যে পার্শ্বপ্রাক্ষমিতি সঙ্কল্য চোস্তরে।

দত্তা দর্ভানপঃ স্পৃশ্য সান্ত্যসকৃতমজ্জনান্ ॥ ৮৫

৩ আচর্য চতুরো বিপ্রান্ শিবভক্তান্ দৃঢ়ব্রতান্ ।

৪ বিবেদেবার্থে ভবতা প্রসাদঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ৮৬

৫ আগ্নে ভবতা পশ্চাদন্তরাগ্নন ইত্যপি ।

৬ পরমাগ্নন ইতোবৎ কৃতা বরণমাদরাং ॥ ৮৭

৭ পাদৌ প্রক্ষাল্য তেষাম্ প্রামুখ্যাপবেণ চ ।

৮ গন্ধাদিভিরলগ্নতা ভোজয়িত্বা শিবাত্তঃ ॥ ৮৮

৯ গোময়ের্নোপলিপ্যাত্ত দর্ভান্ প্রাগথ্যকমিতান্ ।

১০ আশ্বায়া সংযতপ্রাণঃ পিণ্ডানাক প্রদানকম্ ॥ ৮৯

১১ কবিয়া ইতি সঙ্কল্য মণ্ডলত্রয়মক্য চ ।

১২ আগ্নানমন্তরাগ্ননং পরমাগ্ননমপাতঃ ॥ ৯০

১৩ চতুর্ভাষ্যং বদন পশ্চাদিদং পিণ্ডাদিত্যরন ।

১৪ দদামীত চ সন্তোষা দদাম্ পিণ্ডান কুশোদকম্

উপবাতী ইহাঃ পবিত্রতাপে মদা অমুক মাসে

অমুক পূর্ণতিথিতে অমুকের নিমিত্ত পার্শ্ব-

প্রাক্ষ করি। এই বলিয়া সঙ্কল্য করিয়া উক্তরূপে

দত্ত অশ্বায়া করিয়া অচমন করিবে। সন্ত্যস-

কৃত-মজ্জন শিবভক্ত চারিটা দাক্ষণকে নিমন্ত্রণ

করিয়া তাহাদের মদা একজনকে বলিবে,

আপনি বিজ্ঞেদেবার্থ অনুগ্রহ করুন, কাহাকেও

বলিবে, আপনি আশ্বার নিমিত্ত অনুগ্রহ করুন;

প্রত্যেক বলিবে, আপনি অহরাহার নিমিত্ত

অনুগ্রহ করুন, এবং চতুর্ভাষ্য বলিবে, আপনি

পরমাগ্নার নিমিত্ত অনুগ্রহ করুন। এই

বলিয়া অদ্বৈতপূর্বক বদন করিবে। ইহাদিগের

পাদদ্বয় প্রক্ষালিত করিবে, পরে পূর্ণমুখে বসা-

ইয়া গন্ধাদি দ্বারা তাহাদিগকে অলগ্নত করিয়া

মহাদেবের সম্মুখে ভোজন করাইবে। তাহার

পর গোময় দ্বারা ভূমি লিপ্ত করিয়া দত্ত সকল

পূর্ণাঘ্রতাবে বিস্তার করিবে। অনন্তর প্রাণ-

যামপূর্বক পিণ্ডদান করি এই বলিয়া সঙ্কল্য

করিবে। পরে মণ্ডলত্রয়ের অচ্চনা করিয়া

আশ্বা, অহরাহা এবং পরমাশ্বা ইহাদিগকে

চতুর্ভাষ্য উচ্চারণপূর্বক "এই পিণ্ডদান করি"

এই বলিয়া পিণ্ড এবং কুশোদক দান করিবে।

দঃ প্রাণায়াম বিদ্যায়াং প্রদক্ষিণ-নমস্কৃতৌ ।
 কৃত্বা দক্ষা ত্র্যক্ষগণভ্যো দক্ষিণাক্ষা যথাবিধি ॥১২
 নারায়ণবলিং কৃত্বাঃ তদ্বিগ্লেব স্থলে দিনে ।
 রক্ষার্থমেব সর্কর বিদ্যাঃ পূজাবিধিঃ স্মৃতঃ ॥১৩
 কৃত্বাষিকোর্মহাপূজাং পায়সান্নং নিবেদ্য চ ।
 ষাটশাখ সমাহুয় ত্র্যক্ষগান্ বেদপারগান্ ॥ ১৪
 কেশবাভিভিরভাক্ষ্য গন্ধপুষ্পাক্রতাদিভিঃ ।
 উপানচ্ছত্রবস্ত্রাদি দ্বাভ্যো ভোজ্যং ভূতলে ॥ ১৫
 আন্তর্য্যাক্ষ্য কর্ত্ত্বান্ পূর্ক্সগ্রান্ ভূঃ স্বাহা চ ভুবঃ সুবঃ
 প্রণবাদি সমুচ্চয়া পায়সান্নং বলিং হরেং ॥ ১৬
 ষাটশাখ সমুচ্চয়া প্রাতঃ স্নাত্বা কৃতাক্ষিকঃ ।
 শিবভক্তান যতীন বাপি ত্র্যক্ষগান্ বা শিবপ্রিয়ান্ ॥ ১৭
 নিমন্ত্য তান্ সমাহুয় মধ্যাহ্নে হস্তাক্ষ্য চাপ্রতান্ ।
 সন্নিধৌ পরমেশস্ত পক্যাবরণমার্গতঃ ॥ ১৮
 সম্পূজ্য তস্ত সংস্থাপ্য প্রণবনামমা চ ত্রিধা ।

মহাসঙ্কল্পমার্গেণ সঙ্কল্পাঃ স্মৃৎপোরিঃ ॥ ১৯
 পূজাং করিষ্য ইত্যুক্ত্বা ততো দত্তানুপপ্পশেৎ
 পাদৌ প্রক্ষাল্য চাচম্য স্বয়ং কর্ত্ত্বা চ বাগ্ধ্যতঃ
 তানাসনেষু সংস্থাপ্য প্রামুখ্যান ভ্রমভূষিতান্ ।
 সনাশিবাদিক্রমতো ধ্যাত্বাষ্টৌ তত্র চেতরান্ ॥
 গুরুক পরমং তস্মাৎ পরাংপরগুরুং ততঃ ।
 পরমেষ্ঠীগুরুং ধ্যাত্বা সান্নবুদ্ধ্যা স্ননামতঃ ॥ ১০
 ইদমাসনমিত্যুক্ত্বা চাসনানি সমর্পয়েৎ ।
 প্রণবাদি দ্বিতীয়াস্তং স্বাসনাম সমুচ্চরন্ ॥ ১১
 আবাহয়ামি নম ইত্যাবাহার্যোদকেন তু ।
 পাদ্যমাচমনকার্য্যং বস্ত্রগন্ধাক্রতানপি ॥ ১২
 দক্ষা পুষ্পবল্লভতা প্রণবাদ্যোঃ স্ননামভিঃ ।
 সচতুর্ধীনমোহৈশ্চৈশ্চ সুগন্ধিকুমুদৈশ্চ ততঃ ॥ ১৩
 ধূপ-দীপৌ প্রদত্ত্বা চ সকলাবধনং কৃত্বা
 সম্পূর্ণমস্থিতি প্রোচ্য নমস্কৃত্য সমুচ্চিতিঃ ॥ ১৪

পরে প্রাতোহ্নান করিয়া প্রদক্ষিণ ও নমস্কার
 করণানন্তর ত্র্যক্ষগণদিগকে যথাবিধি দক্ষিণ দান
 করিবে। ১০—১২ সেই স্থানে এবং সেই
 দিনে নারায়ণ-বলি করিবে, করণ, গন্ধের
 নিমিত্ত সকল কার্য্যে বিদ্যার পূজা শাস্ত্রে বিধিত
 হইয়াছে। বিদ্যার মহতী পূজা সমাপনান্তে
 পায়সান্ন নিবেদনপূর্ক্ক দ্বাদশটী বেদপারগ
 ত্র্যক্ষগকে নিমন্ত্রণ করিবে। ঐ ত্র্যক্ষগদিগকে
 কেশব নারায়ণ প্রভৃতি দ্বাদশ নামে গন্ধ, পুষ্প
 ও অক্ষত দ্বারা অর্চনা করিয়া উপানত, ছত্র ও
 বস্ত্রাদি দান করিবে। পরে ভূতলে পূর্ক্সগ্র
 কর্ত্ত্ব আন্তর্য্যাক্ষ্য করিয়া আদিত প্রণবযুক্ত "ভূঃ
 স্বাহা," "ভুবঃ স্বাহা" এবং "স্বঃ স্বাহা" এই
 কয়টী মন্ত্র উচ্চারণপূর্ক্ক পায়সান্নরূপ বলি
 প্রদান করিবে। পরে দ্বাদশদিনে প্রাতঃকালে
 শয্যা হইতে উঠান করিয়া স্নান ও আক্ষিক
 সমাপনপূর্ক্ক শিবভক্ত সতি বা শিবপ্রিয়
 ত্র্যক্ষগণকে নিমন্ত্রণ এবং মধ্যাহ্নে অস্থান
 করিবে। পরে ত্র্যক্ষগদিগকে সুগন্ধিদ্রব্যের চূর্ণ
 দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া স্নান করাইয়া পরমেশ্বরের
 সমীপে বসাইয়া পূর্ক্কোক্ত পক্যাবরণ-প্রকারে
 পূজা করিবে। অনন্তর তিনবার প্রাণায়াম

এবং বৃহৎ সঙ্কল্প-রীতিতে কামাদির উর
 পূর্ক্ক সঙ্কল্প করিয়া "এই স্থানে আমি
 তুমি পূজা করি" এই বলিয়া দত্ত দান
 করিবে, তাহার পর কর্ত্ত্বা সঙ্কল্প পাদপ্রক্ষা
 পূর্ক্ক বাগ্ধ্যত হইয়া আচমন করি
 ১৩—১০০ পরে ঐ নিমন্ত্রিত যতি
 ত্র্যক্ষগদিগকে ভ্রমভূষিত করিয়া নানাবিধ আ
 পূর্ক্সভিনুবে বসাইয়া তাহাদিগের মাধো
 জনকে পূর্ক্কোক্ত সনাশিব-মহেশ্বাদি স্ব
 এবং অবশিষ্ট চারিজনকে যথাক্রমে গুরু,
 গুরু, পরাংপরগুরু এবং পরমেষ্ঠীগুরু স্ব
 ধ্যান করিয়া সঙ্গতিক চিন্তা করত—যত
 ভাবে ধ্যান করিয়াছে, তাহাকে সেইর
 সম্বোধনপূর্ক্ক "এই আসন"—এই
 আসন সকল সমর্পণ করিবে। পরে
 প্রণবযুক্ত ঐ সকল নাম দ্বিতীয়াস্ত উ
 করিয়া "আবাহয়ামি নমঃ" এই বলিয়া আ
 করিয়া অগোদক দ্বারা পাদ্য, আচমন,
 বস্ত্র, গন্ধ ও অক্ষত দান করিবে। পরে
 সকল চতুর্ধাস্ত নামের পর "নমঃ"
 করিয়া সুগন্ধি-কুমুদ ও পুষ্প দ্বারা
 করিবে। তাহার পর, ধূপ দীপ প্রদান

ত্রিণি কদলীপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১০৭ ॥

পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১০৮ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১০৯ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১১০ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১১১ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১১২ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১১৩ ॥

পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১১৪ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১১৫ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১১৬ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১১৭ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১১৮ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১১৯ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১২০ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১২১ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১২২ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১২৩ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১২৪ ॥

৥ পদ্মপত্রাণ্যাম্বীষ্যান্তির্নিশোধ্য চ ।

৥ পদ্মপাপপুপ-মৃগ-বাজনপূর্বকান্ ॥ ১২৫ ॥

কৃত্যচাত্তাশাসনেসু স্থাপয়িত্বা যথাসুখম্ ।

৥ শুক্লোদকং প্রদত্ত্বাধ কপূরাদি যথোচিতম্ ॥ ১১৪ ॥

মুখবাসং দক্ষিণাক পাছুকামাতপত্রকম্ ।

৥ বাজনং ফলকান্ দত্ত্বং বৈশ্বক প্রদায় তন্ ॥ ১১৫ ॥

প্রদক্ষিণনমস্কারৈঃ সন্তোষাশিষ্যবহন ।

৥ পুনঃ প্রণম্য সম্প্রার্থ্য গুরুভক্তিমচকলাম্ ॥ ১১৬ ॥

সদাশিবদয়ঃ প্রীতা গচ্ছন্ত চ যথাসুখম্ ।

৥ ইত্যুদ্যস্ত দ্বারদেশাবধি সমাগনব্রজন্ ॥ ১১৭ ॥

৥ নিরুদ্ধস্তেঃ পরারত্য দ্বাঃস্থৈবিপ্রঃ বকুভিঃ ।

৥ দীনান্যৈঃ সহিতে ভুক্ত্বা তিষ্ঠেদ্বথাসুখম্ ॥ ১১৮ ॥

৥ প্রত্যক্ষমেব কক্ষিপো গুরুব্রাহ্মণমুত্তমম্ ।

৥ ইহ ভুক্ত্বা মহাভোগান শিবলোকমবাপুযাং ॥ ১১৯ ॥

সত্য উবাচ

এবং কৃত্যচাত্তাশাসনশিষ্যঃ

শ্রীব্রাহ্মণেবং পুনরুচ মেবঃ

ব'র জল দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে অ'চমন করা ইয়া আসনের সম্মুখে উপবেশন করাইবে; তাহ'র পর শুক্লোদক এবং যথো- চিত্ত কপূরাদি দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে মুখবাস, দক্ষিণা, উপনয়, ছত্র, বাজন (পাখা বা চামর) পীঠ ও বংশদণ্ড দান করিবে। তাহ'র পর ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার দ্বারা সম্বোধন করিবে। ইত্য'দেব নিকট হইতে অ'লৌকিক গ্রহণপত্রক পুনর্বার প্রণাম এবং ব্রাহ্মণের নিকট হইতে অচকল গুরুভক্তি প্র'থনা করিয়া, 'হে সদাশিববাদিগণ। আপনারা প্রীত হইয়া যথাসুখে গমন করুন' এই বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিয়া দ্বার-দেশাবধি অনু- গমন করিবে। পরে ঐ বিপ্রগণ তাহাকে আরও দবে যাইতে নিবেদন করিলে, ফিরিয়া আসিয়া অতিথি-ভোজন, বকুগণ এবং দীন ও অনা'ধিগের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করত যথাসুখে অবস্থান করিবে। প্রতি- বৎসর এইরূপ উত্তম রীতিতে যে ব্যক্তি গুরুর আরাধনা করে সে ইহলোকে মহৎ জ্ঞান লাভ করিয়া অন্তে শিবলোক প্রাপ্ত হয়।

বৈমিশ্যরূপমুনীশরাণং

প্রোক্তং পুরা ব্যাসমুনীশরেশ ॥ ১২০

তস্মাদসাবাদিগুরুভবাংস্ত

দ্বিতীয় আখ্যো ভবতো মুখাভ্যাং ।

শ্রুত্বা মুনীন্দ্র সনৎকুমারং

শুকায বক্তা ভবিতা চ ভূমো ॥ ১২১

প্রোক্তং মুনিন্দ্র ন শিষ্যবর্গচতুষ্টয়ম্ ।

বৈশম্পায়ন এব স্মাং পলো জৈমিনিরেষ চ ॥

সুমন্ত্ৰশ্চেতি চতুরো ব্যাসশিষ্যা মহোজসঃ ।

অগস্ত্যঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুর্বেশ চ ॥ ১২৩

তব শিষ্যঃ মহাশ্রমো বামদেব মহামুনে ।

সনকঃ সনন্দঃ সনাতনমুনিস্ততঃ ॥ ১২৪

সনৎসুজাত ইতোতে যোগিবধ্যাঃ শিবপ্রিয়ঃ ।

সনৎকুমারশিষ্যাস্তে সর্গবেদার্থবিস্তারঃ ॥ ১২৫

গুরুঃ পরমশৈব পরাংপরগুরুস্ততঃ ।

পরমেশিগুরুশ্চেতে পূজ্যঃ স্মাঃ একযোগিন ॥

ইদং প্রণববিজ্ঞানং স্থিতং বর্গচতুষ্টয়ে ॥ ১২৬

—

১১১—১১৯ . অত বলিলেন, ব্রহ্মদেব পৌর

শিষ্য শ্রীবামদেবকে এইরূপে অনুগৃহীত করিয়া

পুনরায় বলিলেন,—পূর্বে মুনীশ্বর ব্যাসদেব,

নৈমিশ্যরূপ-বাসী ঋষিদিগের নিকট ইহা কীর্তন

করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত ব্যাসদেবদি গুরু

এবং ভূমি (বামদেব) দ্বিতীয় গুরু . তোমার

মুখ-পদ হইতে মুনীন্দ্র সনৎকুমার ইহা শ্রবণ

করিয়া, পরে পৃথিবীতে ব্রহ্মদেবের নিকট

কীর্তন করিবেন . হে মুনিন্দ্র ! ব্যাস

প্রভৃতি মুনীগণের প্রত্যেকের চারিজন করিয়া

শিষ্য . বৈশম্পায়ন, পলো, জৈমিনি এবং

সুমন্ত্ৰ, এই মহোজস চারিজন, বেদব্যাসের

শিষ্য . হে মহামুনে বামদেব ! অগস্ত্য, পুলস্ত্য,

পুলহ এবং ক্রতু, এই চারিজন মহাত্মা তোমার

শিষ্য . সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনৎ-

সুজাত, এই সর্গবেদ-শ্রেষ্ঠ, যোগীদিগের

প্রধান, শিবতত্ত্ব চারিজন সনৎকুমারের শিষ্য .

অতএব উঠারা যথাক্রমে শুকদেবের গুরু,

পরমগুরু, পরাংপরগুরু এবং পরমেশিগুরু,

সুতরাং পূজনীয় . এই পূর্বোক্ত প্রণব-

এতদ্ব্যন্তরমন্তুতং পরশিবা-

ধিষ্ঠানরূপং সদা

বেদান্তার্থবিচারপূর্ণমতিভিঃ

পূজ্যং যতীকৈঃ পরম

বেদাদিপ্রবিভাগকল্পিতমহা-

কাশাদিনাপ্যাবৃতং

হংসস্তোষকরং তথাস্ত জগতাং

শ্রেয়স্করং শ্রীপদম্ ॥ ১

ইদং রহস্যং পরমং শিবোদিতং

বেদান্তসিদ্ধান্তবিনিশ্চিতং পবম্ ।

মন্তুঃ শ্রুতং যত্নবতা ততো মূনে

ভবন্তং প্রাক্কৃতমা বদন্তি ॥ ১২৯

তস্মাদনেনৈব পথাগতঃ শিবঃ

শিবোহমস্মীতি শিবো ভবেদ্যতিঃ

পিতামহাদিপ্রবিভাগমুক্তয়ো-

নন্তো যথা সিদ্ধিমিমাঃ প্রযাতি ॥ ১৩০

সুত উবাচ ।

এবং মুনীশ্বরারৈতদুপদিষ্টা শ্রবণরঃ ।

বিজ্ঞান কেবল ঐ চারিজন শিষ্যবর্গে জ

হইয়া আসিতেছে . এই অদ্বৈত ঋষিমণ্ড

পরমশিব সর্গদ . ইহাদিগের হৃদয়ে

করেন বলিয়া, সর্গদ . তাঁহাদের অধিষ্ঠ

বেদান্তার্থের বিচারে নিপুণ দৃষ্টিশালী হই

কর্তৃক সর্গদ . পূজ্য এবং ইহারা

আদিত্যে কল্পিত বিভাগসকল মহাকাশাদি

আবৃত অর্থাৎ প্রকৃত্যাদিগুরু হইলেও

নার সন্তোষকর, সুতরাং জগতের ও

ও শ্রীপদ হউন . ইহা শিব কর্তৃক

বেদান্ত-সিদ্ধান্ত দ্বারা বিশেষরূপে নিশ্চিত

শ্রুত হইয়া, তুমি আমার নিকট শ্রবণ ক

বলিয়া, পণ্ডিতেরা ইহাকে তোমার

বলিয়া থাকেন . অতএব যতি এই পথ

শিবারাধনে তৎপর হইয়া, “আমি শি

হইয়াছি” এইরূপ চিন্তা করিলে না

যেমন সমুদ্রাভিমুখে গমন করে সেইরূপ

মহাদি বিভাগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া

লীন হন . ১২০—১৩০ . সুত :

শ্রীচরণোজঃ পিত্রোঃ সৰ্বস্বার্থিতম্ ॥
 শিখরং প্রাপ কুমারঃ শিখরাবৃতম্ ।
 দেবোপ সচ্ছিত্যেঃ সংবৃতঃ শিখিবাহনম্ ॥
 কৈলাসশিখরং দৃষ্ট্বা চরণমৌশয়োঃ ।
 বেপিতসৰ্বাঙ্গো বিস্মৃতা স্বকলেবরম্ ॥১৩৩
 তস্মিন্দো ভূয়ো নত্বা নত্বা সমুখিতঃ ।
 বহুবিশেষে শ্ৰোত্রে বৈদ্যগমরসোংকটোঃ ॥১৩৪
 চরণোজঃ দেবদেবোঃ সন্মুখনি
 নৃহমাসাদা তত্ৰৈব জীবসং সুখম্ ॥ ১৩৫
 তদপি বিদিতৈবং প্রণবার্থং মহেশ্বরম্ ।
 রত্নমাসীনা শ্রীবিপ্রেস্বরপাদয়োঃ ॥ ১৩৬
 জ্ঞানেন্দুনা ভক্ত্যং মূর্তিমুখমাম্ ।
 শ্রবণং যোজসেবায়ে বাদরাসমম্ ॥ ১৩৭
 যাতব্যং ভক্ত্যং স মস্ত্যবমমম্ মে
 বস সমুখিতঃ স মস্ত্যবমমম্ মুনীশ্বরঃ ॥

এইরূপে, মুনীশ্বর বামনেবকে এইরূপ
 কৃপা দি। সকল দেবগণ বড়ক পুজিত
 হইতে চরণ চরণপূজক শিখরপরিবৃত
 নৃহমাসাদা তত্ৰৈব জীবসং সুখম্ ॥ ১৩৫
 তদপি বিদিতৈবং প্রণবার্থং মহেশ্বরম্ ।
 রত্নমাসীনা শ্রীবিপ্রেস্বরপাদয়োঃ ॥ ১৩৬
 জ্ঞানেন্দুনা ভক্ত্যং মূর্তিমুখমাম্ ।
 শ্রবণং যোজসেবায়ে বাদরাসমম্ ॥ ১৩৭
 যাতব্যং ভক্ত্যং স মস্ত্যবমমম্ মে
 বস সমুখিতঃ স মস্ত্যবমমম্ মুনীশ্বরঃ ॥

পুরাণং ক্রদ্রসাহস্রং শিবসংজ্ঞং শিবপ্রদম্ ।
 সৰ্বপাপপ্রশমনং সৰ্বারিষ্টনিবারণম্ ॥ ১৩৯
 সৰ্বাভীষ্টপ্রদং নৃণাং পরত্রেহ চ সৌখ্যদম্ ।
 এতচ্ছ্রুত্বা চ তে সৰ্ব্যে আনন্দং পরমং গতাঃ ॥
 হর্ষগদাদয়া বাচা প্রণেমুস্তং পুনঃ পুনঃ ।
 অম্বাকং চেতসা ভ্রান্তিগতা বৈ কৃপয়া তব ॥১৪১
 তচ্ছ্রুত্বা চ পুনর্বা কামুবাচ কবিসন্তমান্ ।
 বাসশিষ্যাস্তচ্ছ্রুত্বং হি কথয়ামাস তাত্তদা ॥ ১৪২
 নাস্তিক্যম্ ন বক্তব্যং শ্রদ্ধাহীনায় বৈ সদা ।
 অশ্রদ্ধায়া ন বাচ্যং হি ন চাস্ত্যশ্রবণে তথা ॥১৪৩
 অষ্টাদশ পুরাণানি ইতিহাসাত্মনেকশঃ ।
 বেদার্থসংগ্ৰহপানেকাঃ চ বিচার্য চ পুনঃপুনঃ ॥
 সারমেতং সমুদ্রতা বাসেন পরিভাষিতম্ ।
 অভক্তো ভক্তিপ্রাপ্তো ভক্তে ভক্তিঃ বর্জ্যতে ॥
 একবার শ্রবণে পাপ নিউতঃ ত্রয়েঃ ।
 পুনঃ শ্রুতে চ ভুক্তির্ভুক্ত্যেতে পুরুষত্বং হি ॥ ১৪৬
 পুনঃ শ্রুতে বিবৃতিঃ শ্রুত্বোক্তেইব ন সংশয়ঃ ॥

আপনার, আমাকে যাঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
 তাহা সম্যকরূপে বল হইল সেই সকল
 মুনীগণ সৰ্বপাপ-প্রশমন, সকল প্রকার অনি-
 ষ্টের নিবারণ, সৰ্বাভীষ্টপ্রদ মনুষ্যদিগের ঐহিক
 ও পারিত্রিক সুখকর, মঙ্গলপ্রদ ক্রদ্রসাহস্র
 ব শিবসংজ্ঞক পুরাণ শ্রবণ করিয়া, অভিশ্রু
 হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৩১—১৪০ ॥ তাহার
 সেই স্মৃতে বারংবার প্রণাম করিয়া হর্ষগদাদ
 যাদো বলিলেন—অপনার অনুরূপে আমাদের
 চিত্তের ভ্রান্তি দূর হইল। বাসশিষ্য স্ত,
 কবিশ্রুতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাদিগকে
 পুনঃবার বাসের শাসন-বাক্য বলিতে লাগি-
 লেন : নাস্তিক শ্রদ্ধাহীন, অভক্ত এবং শ্রদ্ধা-
 শূন্য ব্যক্তির নিকটে এই পুরাণ কদাচ বলিবে
 না। কারণ মহামুনি বেদবাস অষ্টাদশপুরাণ,
 অনেক ইতিহাস এবং বেদার্থসকল বারংবার
 বিচার করিয়া, তাহা হইতে সার উদ্ধারপূর্বক
 এই পুরাণ ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে
 অভক্ত ভক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি
 পায়। ইহা একবার মাত্র শ্রবণ করিলে, পাপ

পুনঃ ক্রতে শিবং সাক্ষাৎ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুঃ ॥
 পুনঃ ক্রতে মোহহমিতি পশ্যন্তীতি স্থনিশ্চিতম্ ।
 তস্মাৎ পুনঃ পুনঃ শ্রাব্যং ভক্তিযুক্তিফলপশুভিঃ
 পকারস্তুঃ প্রকৃত্বা ব্যাসস্ত বচনম্বিদম্ ।
 বহুদিক্ সলং শেষ্ঠং তং প্রাপ্নোতি স্থনিশ্চিতম্
 ন হুতং ভবেৎ তস্ত যেনেদং কৃতমুত্তমম্ ।
 ইত্যুক্তান্তে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কশ্যকঃ পবন্য মুদা ॥১৫০
 পকৃৎস্তু তচ্ছ্রুত্বা লজ্জা চ শিবদর্শনম্ ।
 পুরাতনাস্ত মুনয়ঃ সিদ্ধিক পবন্য গতাঃ ॥ ১৫১
 ইত্যেবং পঞ্চাশৎ ক্রতু অনন্দং পরমং গতঃ
 তত্রৈব পূজয়াম সূৰ্য্যনাবস্টেঃ সুশোভনৈঃ ॥ ১৫২

তস্মাৎ হয, বহুদিক্ শবদে ভক্তি ক্রমে তিন-
 বার শ্রবণে নিঃসন্দেহ ভক্তির বৃদ্ধি হয় চারি
 বার শ্রবণ করিলে জ্ঞানচক্ষু লাভে সাক্ষাৎ
 মহাদেবের দর্শন হয় পুনঃশ্রবণে নিঃসন্দেহ
 “মোহহং” তত্ত্ব দর্শন হয়, অতএব ভক্তি ও
 মুক্তিসঙ্গ-লাভার্থ সমুৎসুক শাস্ত্রীগণের এই
 পুরাণ বাক্যের শ্রবণ করা কর্তব্য। ব্যাস
 বলিয়াছেন,—এই পুরাণের পাঁচবার আবৃত্তিতে
 নিঃসংশয় ধারতীর্থ শ্রেষ্ঠত্বই প্রাপ্ত হয় যে
 এই পুরাণ শ্রবণ করে, তত্কার কিছুই দুর্লভ
 থাকে না। এইরূপে উক্ত হইয়া সেই মুনিগণ
 অতিশয় আনন্দে সহিত ইচ্ছা শ্রবণ করিয়া-
 ছিলেন। পুরাতন মুনিগণ পাঁচবার এই পুরাণ
 শ্রবণে মহাদেবের সাক্ষাৎকার ও পরম সিদ্ধি
 প্রাপ্ত হন সেই মুনিগণও পাঁচবার এই
 পুরাণ শ্রবণ করিয়া পরম অনন্দ লাভ করিয়া-

চন্দনৈঃ সুবিচিত্রৈঃ নানাজঙ্ঘনৈঃ স্তব্ধা ।
 নমস্কারৈঃ স্তবৈশ্চৈব স্থতিবাচনপূৰ্ণকম্ ।
 আশীর্ভিঃ বিবিধৈশ্চৈব বক্ষয়ামাস্বরজসা ।
 সন্তুষ্টাঃ চ তে সার্বৈঃ সন্তুষ্টাঃ স্তব্ধা এব চ ॥
 পরস্পরক সন্তুষ্টাঃ শিবভক্তিপরাযণাঃ ।
 এতদেব পরং মহা নমস্তু চ ভজন্তি চ ॥ ১
 এবং যঃ শৃণুয়াদত সৰ্বান কামানবাশ্রুয়াৎ ।
 অস্তে ভক্তিঃ পরাপ্রাপ্য মুক্তিং বৈ প্রাপুয়া
 শিবে ভক্তিঃ শিবে ভক্তিঃ শিবে ভক্তিভবেৎ
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে কৈলাসসংহিতা
 মুক্ত্যপায়বর্ণনং নাম দ্বাদশো-

অধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ছেন এবং সেই স্থানেই নানাবিধ স্তব
 বস্ত্র, চন্দন, অলংকার, নমস্কার ও স্তব
 স্থতিবাচনপূৰ্ণক মহাদেবের পূজা ক
 ছিলেন। সেই আশীর্ভা ও স্তব
 সন্তুষ্ট হইয়া নান আশীর্ভাদ প্রার্থনা
 আপনাদিগকে বক্তি ও কবিত পরস্পর
 এবং শিবভক্তি-পরাযণ হইয়া এই শিবত
 সৰ্বাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ জানিয়া প্রণাম ও
 করিতে লাগিলেন এই পুরাণ যে শ্রবণ
 সে সকল কামপ্রাপ্ত হয় এবং মহাদেবে
 ভক্তি লাভ করিয়া শেষে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।
 ভজয়ামাস্তে যেন শিবেই ভক্তি হয়, ভি
 ভক্তি হয়; শিবেই ভক্তি হয়। ১৫১—১৫২

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

সমাপ্তেয়ং কৈলাসসংহিতা ।

সনৎকুমারসংহিতা ।

প্রথমোধ্যায়ঃ ।

দেবমাণানং সস্কমপরাঙ্জিতম্ ।
 সস্কভতানামনাদিঃ বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১
 দোঃ দ্ব প্রোক্ত ওম্মারাখো মহেশ্বর
 তস্কভূতানি পকভূতঃ সনাশিবঃ ॥ ২
 পদমঃ যোগং বটৈঃ পাণ্ডপৈস্তথা
 কনকং কংকম দিব্যমুপাতিম্ ॥ ৩
 ভগবান দেবো ভূতিব্রহ্মবিবাকভান
 সস্কভূতানং ত্রিবাণানং স্কভ রাজঃ ॥ ৪
 ভগবানেক এব মহেশ্বর
 স্কভিতক বহু নিগ্নাত শিবোহবাসঃ ॥ ৫
 মহেশ্বরঃ বৈবকপঃ মহেশনিম্
 ক্রীড়কোদেবঃ ক্রীড়তে যোগমুখি ॥ ৬

দগিতানং বপুঃ কং নৃত্যারন্তে স্থিতো হরঃ ।
 জগৎস্থিতিঃ কুরুতে লোকস্তানুগ্রহং শিবঃ ॥ ৭
 তত্ চিত্তাপ্রভাবেণ ন তস্ত বিদিতং জগৎ ।
 তদন্ত্যা সবাস্ক্যামি পুরাণং শিবভাষিতম্ ॥ ৮
 নৈমিষশ্রমপদে পুণ্যে পূর্ষং যদ্যেদিতে ।
 পরাশরজ দাদাদঃ শ্রীমান সত্যবতীশ্বতঃ ॥ ৯
 ব্রহ্মাণিঃ স চ ব্রহ্মাণ্য কালযোগবিদ্যাংবরঃ ।
 ব্রহ্মলোকস্ত ব্রহ্মাণ্য ব্রহ্মচারী ভূপানিধিঃ ॥ ১০
 কবিসঙ্কটঃ পরিদূতঃ শ্রুতৈরিব পিতামহঃ ।
 ভারতে শতমাহাত্ম্যং সংহিতাস্থ্যং কবীশ্বরঃ ॥ ১১
 দেবো যো ব্রহ্মণা প্রোক্তঃ ব্রহ্মৈব পুনরন্তথা ।
 চতুর্ভুজঃ মতিমান শিষ্যঃ স্যাদ্যাপয়ং পৃথক্ ॥
 তেষাং সুখোপবিষ্টানাং কথ্যং কথয়তাং পরম্ ।

প্রথম অধ্যায় ।

যিনি সস্কভূতানি নিখিল-ভূতের উৎ-
 স্কভ ও পদমঃ কংকম পরাঙ্জিত নহেন,
 সস্কভূতানি অনাদিসেব সনানকে ভক্তনা
 দেবের প্রথমে 'ও' ইত্যাকার যে
 দ্বিঃ হইয়াছে, তিনিই মহেশ্বর;
 যিনি দেবই ক্রিতি, কন, তেজ,
 ব্রহ্মণ এই পরভূত দ্বারা নিখিল-
 ভূত করিতেছেন। এই আদিদেব উম-
 স্কভভূতানির সম্প্রদায় এবং ত্রিবি-
 পদপত্ৰ ও পরমভূতপদ এই
 প্রথম প্রকাশ হইয়া নিম্ন তিন-ভূতির
 সঙ্ঘাত অবতারণা করিয়াছেন।
 এই অঙ্ক নিখিল-ভূতের রক্ষা আপনাকে
 গৌ সজন করিতেছেন। ভগবান মহেশ্বর
 এক, কিন্তু ব্রহ্মাদি সংজ্ঞা-বশতঃ ত্রিবা-
 ছেন। এই অসায় শিব নিত্যমুক্ত ও
 শিব হিতাভিলাষী। এই দেব প্রজাতি

মহেশ্বর ও ভীষণ রূহঃ বজ্র ধারণ করিয়া নানা
 ক্রীড়নক দেবো যোগমায় দ্বারা ক্রীড়া করিতে-
 ছেন মহাদেব নৃত্যকালে নিজ শরীরের
 অকভাঙ্কে পদ্য করিয়া জগৎস্থিতি এবং
 লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন। শিব-
 চিত্তাধ নিম্ন ব্যক্তির এই চিত্তাপ্রভাবে জগতের
 কিছুই অবিসিত থাকে না, এ জন্ত আমিও
 তাঁহার প্রতি ভক্তিফলেই তৎকথিত শিবপুরাণ
 করিতেছি। পূর্বে মহাক্ত নৈমিষারণ্যের
 পার্শ্বে আসামে কালযোগ-বেঙ্গাদিপের শ্রেষ্ঠ,
 জগদগুরু, উপম্বী, ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মাণ্য, সুবুদ্ধি,
 লক্ষ্যপ্রোকাষিত-ভারত-প্রণেতা সত্যবতীনন্দন
 পরাশরতনয় ব্রহ্মাণ্য ব্যাস, বেঙ্গপণ-পরিদূত
 ব্রহ্মাণ্য মত স্বয়ং কবিশ্রমে পরিবৃত হইয়া, ব্রহ্ম-
 কথিত ও ব্রহ্মপদপ্রতিপাদক ব্রহ্ম নামে অভি-
 হিত বেঙ্গকে চরিত্রাণে বিভাগ করিয়া শিষ্য-
 স্কভকে পৃথকরূপে অব্যয়ন করাইলেন। ১—১২।

তত্র চাখ্যাত্মকায় ব্রহ্মণ্ডময়ঃ ১৬
 অমৃতানন্দময়ীণাং দর্শনং কৃতবানুবিঃ ।
 স দর্শনং সুখাসীনান্ ব্রহ্মণীনমিতৌজসঃ ॥ ১৭
 এতিহ্যগ্রাহ্য বিধিবৎ স চাপি মুনিপুংগবঃ ।
 অর্চয়ামাচমনৌরুহ তেষাং দত্তক ধর্মবিৎ ॥ ১৮
 ততঃ সম্পূজয়ামাস ব্রহ্মণীন সংশিতবতান ।
 বিধিনা ব্রহ্মণোক্তেন ভগবান ব্রহ্মণঃ সূতঃ ॥ ১৯
 অনুজ্ঞাতঃ ততঃ সর্গৈরুপবিষ্টঃ কুশাসনে ।
 পৃষ্ঠক্কা কথিতস্তত্র ব্রহ্মপুত্রো মহামুনিঃ ॥ ২০
 লিঙ্গার্চনবিধিকৈব দেবদেবস্ব পূজনম্ ।
 গ্রাসাদস্ত চ ধ্বং পুণ্যং দেবদেবস্ব ধীমতঃ ॥ ২১
 সংবৎসরস্য ধ্বং পূজাং শিবস্য পরমং ফলম্ ।
 আবর্তকবিধিকৈব পুনরাবর্তকং তথা ॥ ২২
 মূর্ত্তীনাং কথিতং মন্ত্রস্ত পরমং বিদ্যম্ ।
 স্থানানি কষ্টবস্ত্রাপি কদম্ব তু মহাশয়নঃ ॥ ২৩
 উপবিষ্টক ভগবান যোগেশো ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।
 ভোগেশোহুচ্যেতু আসনেসু যথায়ম্ ॥ ২৪
 সনৎকুমারোক্তঃ সর্গৈর্দেবৈরুদয়মপ্রভৈঃ ।

তাহারা যুগোপবিষ্ট হইয়া উক্তম কথ্য কহিতে
 ছেন, ইত্যবসরে তাহাদের সন্নিধানে যথাস্ব-
 ধর্মের আশ্রয়, ব্রহ্মণ তনয়, মঙ্গলনিধান সনৎ-
 কুমার উপস্থিত হইলেন । কথিবর কেবলমাত্র
 কথিগণের প্রতি দয়বশতই দর্শন দিয়াছিলেন
 স্বয়ং ও ঐ উপস্থিত-তেজস্বী যুগোপবিষ্ট
 ব্রহ্মর্ষিদিগকে দর্শন করিলেন । বসুন্ত মুনিবর
 সনৎকুমার, তাহাদিগের প্রদত্ত অর্ঘ্য, আচমনীয়
 বখ্যাবিধি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ঐ শংসিতবত
 ব্রহ্মর্ষিদিগকে বেদোক্তবিধানে পূজা করিলেন ।
 তখন সকল কথিগণ কর্তৃক অচ্যুত হইয়া
 সনৎকুমার কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং
 তাহার লিঙ্গপূজা-বিধি, দেবদেবের পূজা, শিব-
 মন্ত্র-নিমন্ত্রণের ফল, সংবৎসরব্যাপী শিব-
 পূজার ফল, আবর্তক-বিধি, পুনরাবর্তক-বিধি,
 মূর্ত্তিবিভাগ, মন্ত্রবিধি এবং মহাত্মা সূতের কষ্ট-
 বস্ত্র, ইত্যাদি বিষয় সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন । ব্রহ্মণ তনয় যোগিবর ভগবান
 সনৎকুমার উপস্থিত ও কেশের অনুরূপ আসনে

বিরাজ্যত্যধিকং ব্রহ্মা তেষাং ব্রহ্মাধিভিঃ সদা
 সত্যং যথো চ ধন্যাত্মা ভগবান্ স্মৃৎযোগবিৎ
 কৃতাজ্জিহ্বপুটঃ সর্গৈঃ কথয়ন্তমথাত্মবন ॥ ২৫
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংগি
 তায়াম্ লিঙ্গার্চনাদিবিষয়কপ্রথমজিজ্ঞাসা
 নাম প্রথমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

সময় উচুঃ ।

ব্রহ্মণ শোভামিচ্ছামস্তব পুণ্যং সনাতনম্
 শিবং পূরণং দেবস্ব যদন্তং তদবদীতি ন
 ন হি কিকিদিবদিতং বেলোকাকাননানসি ।
 স এবমুক্তৈস্ত্রিবিপ্রৈর্ব্রহ্মপুত্রোহবদৌ তদা
 সনৎকুমার উবাচ ।

শিবং পূরণং ভবতুঃ শৃণুস্ব দ্বিজসত্তমঃ
 ময়োচ্যামানং তৎকেন দেবভূতং সনাতনম্ ॥

উপবিষ্ট মুনিগণে পরিব্রত হইয়া ব্রহ্মা
 পরিব্রত ব্রহ্মণ তনয়, অধিকতর বিবাজিত
 লেন । প্রদান যোগী বসুন্তা ভগবান
 কুমার, ঐ সাদৃশ্য মধ্য উপবিষ্ট হইলে স
 কথিগণ ও লিঙ্গকনপূজক তাহাকে ক
 লাগিলেন । ১৩—২৩

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

কথিগণ কহিলেন,—হে ভগবন । এ
 আমরা আপনার নিকট হইতে পবিত্র আ
 শিবপুরাণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি
 আমাদিগকে শিবচরিত্র বর্ণন ; আপনার বি
 অবিস্ত নাহি, যে হেতু ত্রিভুবনের
 বিষয়ই আপনি জানিতেছেন । তখন
 পুত্র সনৎকুমার সেই সকল ব্রাহ্মণগণ
 এইরূপে কথিত হইয়া তাহাদিগকে ক
 লাগিলেন,—হে বিজয়গণ । আপনারা

ক্ষুদ্রা নির্মাণাঃ সন্তুষ্টিস্তাস্তং পরায়ণাঃ ।
 রুতি ভাবিতা স্তানঃ কৃতকৃত্য বিশেষতঃ ॥ ৪
 গুণ যশস্মাদুভাং পূর্ণিয়ারোগ্যমেব চ ।
 পূর্ণিয়ারুদ্রং পূর্ণাং পূর্ণাং বৈদ্যসম্বিতম্ ॥ ৫
 গৌরবং দেবদেবস্ত হরস্ত পরমং শিবম্ ।
 ত্বনং শঙ্করানানামিহলোকে পরম চ ॥ ৬
 কৃত্যাবিকারেণ প্রবানপুণ্ড্রেশ্বরম্ ।
 গৌরীম্যমি বো বিপ্রাঃ পূর্ণাং শিবভাসিতম্ ॥ ৭
 হরঃ পূর্ণা মধ্য বাসাদেবদেবস্ত বীমতঃ ।
 হরঃ প্রবক্ষ্যামি যথা পূর্ণং কৃত্যং মধ্য ॥ ৮
 নকলং বিস্তরাৎ কুমপি বৈদ্যশত্রুপি ॥ ৯
 কৃত্যবৈদ্যং বক্ষ্যামি পুণ্ড্রিয়ারি যথা তথা ।
 কৃত্যবৈদ্যং পুণ্ড্রিয়ারি সত্যং তদ্বি-বক্ষ্যে ॥ ১০
 কৃত্যবৈদ্যং চ পূর্ণাং বৈদ্যশত্রু চ ॥ ১১
 কৃত্যবৈদ্যং চ পূর্ণাং বৈদ্যশত্রু চ ॥ ১২

এই দেবতাদিগের নিকটেও গোপন্য এই সন-
 ত্তকৃত্যের আমি যখন কহিতেছি । সন-
 ত্তকৃত্যের কৃত্য, নিবে চিত্ত সমর্পণ করত
 রূপবান হইয়া নিমগ্ন হইয়া বিশেষ-
 পূর্ণ কৃত্য হইয়া থাকেন বৈদ্যতুল্য এই
 বৈদ্যতুল্য পুণ্ড্রিয়ারি, যশ ও পূর্ণিয়ার
 রূপবান এই সনৎকুমার দেবদেব
 হরদেব কখন পরমমঙ্গলজনক বিশেষতঃ
 কখন কালিদেবের ইহলোকে ও পরলোকে
 ক্রিয়বিদ্যক হইয়াছেন । আমি মহাদেবকে
 বিদ্যার করিয়া যথ সজ্জিত যজুসারে সেই
 যজুসজ্জিত পূর্ণাং আপনাদিগের নিকটে
 বিন কহিতেছি । পূর্ণিয়ার আমি সনৎক দেব-
 তাসককে বিস্তাররূপে যথা জনিয়াছি, তাহাই
 রূপ কহিতেছি, কারণ, শতবৎসরেও উহা
 বিস্তার বলা যায় না । ১—১ । ইহাতে
 কৃত্যবৈদ্য উৎপত্তি, ত্রি ও বক্ষ্য সংবাদ,
 পূর্ণিয়ার ও সন্তুষ্টিগের সমাধান, অবলোক ও
 কৃত্যবৈদ্য কখন, চিত্ত, তথা ও গ্রহণের
 গ, সনৎকুমারের বিজ্ঞান এবং এই কৃত্যতুল্য

আরাধিত মহাদেবং ব্রহ্মণ্ডনয়নং তু ।
 বরদানেন সনৎকো মুনিশিবাসমাপমঃ ॥ ১২
 ভবনং মেদুশ্যস্ত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরান ।
 বিভীষণস্ত সংবাদং কৃত্য চ মহেশ্বনঃ ॥ ১৩
 সনৎকৌতুহলং পূর্ণাং শিবলিঙ্গস্ত পূজনম্ ।
 শিবলিঙ্গসমুৎপত্তিঃ লিঙ্গ প্রলয়মেব চ ॥ ১৪
 লিঙ্গাচ্চনবিদিকৈব দেবস্ত পূজনং তথা ।
 প্রাসাদস্ত চ যঃ পূর্ণাং মহাদেবস্ত বীমতঃ ॥ ১৫
 সংবৎসরস্ত যঃ কৃত্যং শিবস্ত পরমং ফলম্ ।
 আবর্তনবিদিকৈব পুনরাবর্তিকং তথা ॥ ১৬
 নৃত্যানাং প্রবিভাগেণ কৃত্য পরমং বিবিম্
 স্থানাদিত্যোঃ পূর্ণাং পূর্ণাং কৃত্য মধ্যমঃ ॥ ১৭
 শিবস্ত পরমং দিব্যং তদ্বৎ পরমাত্মনঃ ।
 দেবস্ত চ পুণ্ড্রিয়ারি কৃত্য তথাষ্টকম্ ॥ ১৮
 লিঙ্গাচ্চন দেবস্ত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মোহনম্ ।
 লিঙ্গসংস্থাপনে পূর্ণাং পূর্ণাং বৎ ফলম্ ॥ ১৯
 পূর্ণা চ বিদিকৈব মাসনাক পরং ফলম্ ।
 অনশকবিদিকৈব নানক বিবিমুস্তমম্ ॥ ২০
 চতুর্ভুজমধ্যমঃ বিদ্যানে বিহিতে ফলম্
 নামাষ্টমীবিদ্যানে তথা বৈদ্যকণাষ্টমীম্ ॥ ২১

চতুর্ভুজতনয় সনৎকুমার কৃত্য আরাধিত মহা-
 দেবকে বর্নন করিব । বরদান সনৎক, মুনি ও
 তংশিবা-সমাপম, মেদুশ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
 মহেশ্বরের গহ, মহাত্মা কৃত্য ও বিভীষণের
 সংবাদ, সকল কার্যের ফল, শিবলিঙ্গ পূজা,
 শিবলিঙ্গের উৎপত্তি, এই লিঙ্গই প্রলয়োৎপত্তি,
 লিঙ্গ-পূজাবিদি মহাদেবের পূজা, শিবলিঙ্গ-
 নিষ্কাশের ফল মহাদেবের বর্নবাপী মহোৎ-
 সবের উৎকর্ষ ফল, আবর্তন-পুনরাবর্তনাদি
 বতবিদি, নৃত্যভেদে মহাদেবের পূজাবিদি, স্থান
 ও মূর্তি প্রভৃতির প্রাধিক্য, এই মহাত্মার রূপের
 ও স্থান বিশেষের প্রাধিক্য, পরমাত্মা শিবের
 পরম দিব্যত্ব, অতি পবিত্র ব্রহ্ম, শিবলিঙ্গ,
 শিবলিঙ্গোৎপত্তি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিমোহন,
 লিঙ্গসংস্থাপনের ফল, পূর্ণাংবানের ফল, পূর্ণাংবিদি,
 মাসকল উপবাসবিদি, উত্তম দানবিদি, চতুর্ভুজ
 আষ্টমীতে ব্রতাদি অমৃতকনের ফল, নামাষ্টমী

বিভূতিং দেবদেবস্ত স্বেবরস্ত চ বীমতঃ ।
 শৌচাচাববিধিং প্রোক্তং যোগস্ত বিধিমুত্তমম্ ॥ ২২
 যোগনাড্যাস্তথাখ্যানং যথা প্রোক্তং পূবাতনম্
 অবিমুক্তস্ত মহাস্ত্রাং তথা চোক্তাববর্ণনম্ ॥ ২৩
 যজ্ঞেশ্বরস্ত মহাস্ত্রাং তথা তীর্থাসুবর্ণনম্
 ভগবদাবধানং নন্দেন্দ্রধা নন্দাভিষেকনম্ ॥ ২৪
 নীলকণ্ঠস্ত মহাস্ত্রাং ত্রিপুরস্ত তথা বধঃ
 বাহুদেবস্ত মহাস্ত্রাং বিধানকৈব তস্ত চ ॥ ২৫
 সর্ষপশ্চং হরস্তাপি মহাদেবস্ত কীটনম্
 জ্ঞানপ্রশংসনকৈব মোক্ষং পরমসম্পদম্ ॥ ২৬
 ইতি সংগ্রহঃ প্রোক্তং তথা বস্তুপরিগ্রহম্ ।
 ইদানীং বিস্তরং চিত্রং বিভাগং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ২৭
 আসীং তমাময়ং সর্ষপপ্রজাতমলক্ষণম্
 ভক্ত রক্তো মহাযোগী রুদ্রঃ পরমকাবণম্ ॥ ২৮
 আকুনা সর্ষপাত্মনং সন্ধিস্তা ভগবান হরঃ
 মনঃ সংযজতে পূর্নমহাকাবস্ত পৃষ্ঠতঃ ॥ ২৯
 অহঙ্কারং প্রজাতানি মহাত্মানি পঞ্চ চ

ও বিশিষ্টাষ্টমী বিদ্যানের ফল, অসামান্য জ্ঞান-
 সম্পন্ন ঈশ্বরের বিভূতি, বিহ্বল অচরবিধি
 উত্তম যোগবিধি, যোগনাডীর কথা কাশ্মীরমের
 মহাস্ত্রা, ওক্তাববর্ণন, যজ্ঞেশ্বরের মহাস্ত্রা, তীর্থ-
 বর্ণন, নন্দীর শিবাবধান, নন্দীর অভিষেক,
 মহাদেবের মহাস্ত্রা, ত্রিপুরাসুবধ, নীলকণ্ঠের
 মহাস্ত্রা ও তাঁহার পূজাবিধি, সকল ধর্মের
 আশ্রয় মহাদেবের কীটন, জ্ঞানের প্রশংসা,
 পরম সম্পত্তি মোক্ষ এবং বস্তু বিচার, এই
 সকল বিষয় আমি কহিব, এক্ষণে আশ্চর্যজনক
 ঈশ্বরের মূর্তিবিভাগ বিস্তার পূর্বক কহিতেছি ।
 ১০—২৭ প্রথম, এই সমুদয় বিপষ্ট
 প্রত্যক্ষের অবিসম, লক্ষণবিস্তারিত, অস্বকারণময়
 ছিল; তখন সকলের কারণ একমাত্র মহাযোগী
 রুদ্র অবস্থিত ছিলেন সেই ভগবান স্বয়ং
 আকুতাবনা করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে প্রা-
 যতঃ মনকে, পশ্চাৎ অহঙ্কারকে সৃজন করি-
 লেন। অহঙ্কার হইতে পঞ্চমহাত্ম-পদাংশরা

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তা বিকারাটৈচব বোড়শ ॥ ৩০
 শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপশ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ।
 প্রাপোপানঃ সমানশ্চ উদানো বান এব চ ॥ ৩১
 সপ্তং রজস্তমটৈচব তুণাঃ প্রোক্তাস্ত তে ত্রয়ঃ
 তস্মাদ্ভগবতো ব্রহ্মা তস্মাদ্বিষ্ণুরজাশ্চ ॥ ৩২
 ব্রহ্ম-বিষ্ণোর্মোহনর্থং ততঃ সন্তবতি মহান ।
 অশরীরো মহাদেবো অনূপত্তিরযোনিজঃ ॥ ৩৩
 ব্যামোহয়িত্বা তং সর্ষপং তেজসা মোহিতং জগং
 তস্মাৎ পরতরং নাস্তি নাস্তি তস্মাৎ পরং শিবম্
 ব্রহ্ম-বিষ্ণুশ্চ দাবেতাবুদ্ভাতৌ শঙ্করাং তু তৌ ।
 কল্পে কল্পে তু তং সর্ষপং সৃজতো মোহয়ন জগং
 তপসা হবতে * চৈব নানাতুতানি সর্ষপঃ ।
 একসপ্ততিগুণাত্তেব মনস্তর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৬
 চতুর্দশ তু তাত্তেব কল্পমেকং বিধীয়তে
 দিনৈকং বক্ষ্যে প্রোক্তং নিশা কল্পস্তথোচ্যতে ॥
 ১০ং মাসকা বর্ষক তথা বর্ষশতং দ্বিজাঃ

উৎপন্ন হইল। সর্ষপক্ক অষ্ট প্রকৃতি এক-
 বোড়শ বিকারঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ
 প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বান এই পঞ্চবা
 এবং সপ্ত রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণ—সকলই
 সেই ভগবান রুদ্র হইতে উৎপন্ন হইল
 এবং সেই ভগবান রুদ্র হইতেই ব্রহ্ম, বিষ্ণু
 উৎপন্ন হইলেন ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিমো-
 হনর্থ, শিবই মহৎ স্বরূপে সত্ত্ব হইলেন।
 শিব কিস্তি নিরাকার, উৎপত্তি-শূন্য ও উদার
 কারণ কেহই নাই। মহাদেব তেজোদ্বারা তাঁহা-
 দিককে বিমোহিত করিয়া জগৎ মুক করিতে
 ছেন ঐ দেবের অধিক আর কিছুই নাই
 এবং শিব অপেক্ষা মঙ্গলকর আর কিছুই নাই।
 ব্রহ্মা-বিষ্ণু ইহারা উভয়ে মহাদেব হইতে উৎ-
 পন্ন হইয়া প্রতিকল্পে জগৎ মোহিত করত
 সকল সৃজন করেন। তপশালী রুদ্র নানা-
 দিকে নানাজীব সংহার করিতেছেন। একান্তর-
 মূলে একটী মনস্তর হয়, চতুর্দশ মনস্তরে এক
 একটী কল্প হয়; ঐরূপ একটী কল্প ব্রহ্মার
 এক দিন ও একটী কল্প এক রাত্রি বলিয়া
 * উপসংহৃত ইতি পাঠঃ কাদাচিৎকঃ।

এবমাদিপার্বাক্ষো হরশ্চ নিমেষঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮
 ত্র্যম্বকোপসর্গাচ্চ নিমিষঃ মহেশ্বরঃ ।
 নিমিষঃ জীবিতং সর্বং চক্ষাদীনঃ গ্রহৈঃ সহ ॥
 নিমিষঃ প্রসূপ্তঃ দৈবতৈর্কিঞ্চিভিঃ সহ ।
 এবং বিশ্বমিদং সর্বং মপ্ললোকং চবাচরম্ ॥ ৪০
 ভূলোকোহথ ভুবলোকঃ স্বলোকঃ মহন্তথা ।
 জনপুংসঃ সত্যং বক্ষলোকঃ সপ্তমঃ ॥ ৪১
 পাতালং যুতলং তালং বিতলং তলমেব চ ।
 প্লকমং বিক্লি পাতালং ক্লমসৌবর্ণিকং স্মৃতম্ ॥ ৪২
 সপ্তমং শকবাভূমিরষ্টমং বিজয়ং স্মৃতম্ ।
 ত্রেতু বসুপ্রথ্যাত অদৌ পাতালবাসিনঃ ॥ ৪৩
 ত্রেতাদৌ চ মনো চ অস্তে কদঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 ত্রে প্রকৃতে লোকান কৌতুহলং মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪
 ত্র্যলোকপদ্রামণ্যভিহুং বিবর্ণিতঃ ।
 ত্রিভা চত্বিক্লি চ দিশঃ বিদিশান্তথা ॥ ৪৫
 তদুত্তরং গিরীণাং অন্তঃকমণসংযায়
 সন্দনাকং বিস্তারং প্রমাণ্য তথা শবু ॥ ৪৬

কথিত হইল যে ত্রিভুগণ। এইরূপ ত্রিংশৎদিনে
 ব্রহ্ম এক মাস এইরূপ ব্রহ্মদশমাসে এক বৎসর
 হয়। শতবৎসরও বহিরা এইরূপ এই
 ত্রিভুগণের মধ্যে মহাদেবের একটী নিমেষ
 হয় ৩৮—৪০ বাক্য হইতে স্পষ্ট কাট
 প্ৰত্যক্ষ নিখিল পদার্থই মহাদেবের নিমেষকাল-
 মধ্যে অবস্থিত এবং অগ্ন্যস্ত্র প্রহরণের সহিত
 চন্দ্র দেবগণের জীবনও শিবনিমেষকাল
 মধ্যে প্রতিবাহিত হয়। স্বাবর-অশ্রমরূপ
 বপুলোকায়ক নিখিল-বিশ্ব—দেবগণ, কৃষি-
 গণ—অর্কনিমেষকাল নির্দিষ্ট মহেশ্বরের লীলা-
 যাত্রা। ভূলোক, ভুবলোক, স্বলোক, মহলোক,
 জনলোক, সত্যলোক ও ব্রহ্মলোক, এই সাতটি
 লোকের এবং যুতল, তল, বিতল, পাতাল,
 রৌমসৌবর্ণিক, শকবাভূমি এবং বিজয় এই
 অষ্টবিধ পাতালের আদি, মধ্য ও অন্তে ক্লমদেব
 অবস্থিত আছেন, মহেশ্বর কৌতুহল এইরূপ
 লোকভ্রমণ করেন। ব্রহ্মলোকের পরিমাণাবস্থা
 পবে বর্ণনা করা যাইবে, এক্ষণে পৃথিবী, অস্ত্র-
 রাক, দিক, বিদিক পর্জন্তসমূহ ও সমুদ্রসমূহের

স্বাবরাণ্য চরাণ্যক দেবানাং দিবৌকসাম্ ।
 চতুঃপাদদ্বিপাদানাং ধার্মিকান্ কন্মমোককান্ ॥ ৪৭
 সহস্রশৃণমাখ্যাতং স্বাবরাণ্য প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 সহস্রং পাদহীনান্ ইত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ॥ ৪৮
 মহেশ্বরঃ পরশ্বেষাং সর্ষেষাং দেবমানুষ্যং ।
 এবং সংখ্যাত সংখ্যাতা সর্ষক্ষেণ স্ময়ত্বা ॥ ৪৯
 এষাং মহেশ্বরঃ জ্ঞানং ভক্তিমস্টৈঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 সর্ষকশ্চ ব্রহ্মে যতন্ত শিবমব্যয়ম্ ॥ ৫০
 একং জ্ঞানং নমস্তস্মি অভূতং ভূতসংজ্ঞকম্ ।
 নির্ভুগং নিমূলং জ্ঞানং শঙ্করেণ প্রচোদিতম্ ॥ ৫১
 কৌণ্ডিন্য প্রোক্তকামানাং ভক্তানাং দৃঢ়ব্রত ।
 শাবিতং কানসর্ষকং পুরাণেষু চ গীষতে ॥ ৫৩
 ততো জ্ঞানং পরং শ্রেষ্ঠং প্রোক্তমৌশেন বীমতা ।
 বক্ষণানাং তিতার্থ্য সর্ষকং বিশেষতঃ ॥ ৫৩
 যথা সত্যবতি জ্ঞানং তথা স্মরণং প্রবর্ততে ।
 অহমাদিঃ মধ্যমঃ অহকাঃ চ সংস্থিতঃ ॥ ৫৪

বিশ্বাবর এবং স্বাবর, অশ্রম, দেবতাগণ, স্বর্গবাসি-
 গণ, চতুঃপদ ও দ্বিপদ-সমূহের পরিমাণ অবগ-
 কব। স্বাবরদিগের পরিমাণ এক সহস্রশৃণ;
 অগ্ন্যস্ত্র সকলের পরিমাণ পাদপাদহীন;—স্বয়ং
 ভগবান্ শিব, নিকামধাম্মিকগণকে এইরূপ
 কহিয়াছেন। মহেশ্বর এই সকলের মধ্যে
 নছেন, সর্ষক স্বয়ং এইরূপ পরিমাণ নির্দেশ
 করিয়াছেন। ৩৯—৪১। ইষ্টাদিগের বধাসময়ে
 যবসমূহ বক্ষসাক্ষ্যকার, শিবভক্তি দ্বারা হয়।
 এবাস শিবস্বরূপ-জ্ঞান হইতেই লোকের কন্ম-
 প্রকৃতি হয় সেই জ্ঞানকেই সকলে নমস্কার
 করেন। অনূৎপন্ন হইলেও উৎপন্ন-সংজ্ঞক,
 ভূনাভীত, নিমূল, শঙ্করোক্ত ঐ জ্ঞান উৎপন্ন
 হয় যে দৃঢ়ব্রত। প্রোক্তকাম ভক্ত কামিনীকে
 ঐ জ্ঞানমাস্ত্র শ্রবণ করাইয়াছি এবং সকল
 বর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে সর্ষক
 শিবের কথিত ঐ পরমশ্রেষ্ঠ জ্ঞান পুরাণসমূহেও
 গীত হইয়া থাকে। যখন স্মরণের ইষ্ট-
 সাধনেচ্ছা হয়, তখন তিনি সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত
 হন এবং “আমি আদি, আমি মধ্য ও আমিই
 অন্তে অবস্থিত” এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া

ক্রীড়ার্থমীহতে ব্যাস উৎপন্নমভিব্যাসঃ ।
 এক এব শিবস্তত্র তস্যাং কালো বধাভবঃ ॥ ৫৫
 কাল এব হি তং সৰ্বং কালানন্তো ন বিদ্যাতে ।
 ততঃ কালো হি ভগবান্ সোহভিধায় শিবানুয়া
 সৃষ্টিস্ত প্রথমং কৃদনু প্রকৃতিং নাম নামতঃ ।
 তস্মাদব্রহ্মা প্রকৃত্যন্ত উৎপন্নঃ সহ বিহুনা ॥ ৫৬
 ততঃ সমুৎপত্তো ব্রহ্মা ব্রহ্মণান্ সমকল্পয়ঃ ।
 পাদহীনান্ কত্রিয়াং তস্মাকীনান্ বৈশাকান ॥
 চতুর্থপাদহীনান্ অচাটৈঃ বহিঃতান ।
 সমুদ্ভূতান্ পৰ্শ্বতান্ ব্রহ্মা চোদ্যমানঃ শিবেন বৈ ।
 পৃথিবীকান্তবিক্ষক দিশটৈঃ সমকল্পয়ঃ ।
 লোকলোকপ সংখ্যানং দ্বিপদমুদদেশ্ববা ॥ ৫৭
 সন্নিভাং সাপরাধাক তীর্থস্থানতনানি চ ।
 বিদ্যাংলুনিভনিবোধ-বোধিতেন্দ্রিয়ৈঃ চ ॥ ৬০
 উন্মাদিপাতং কেতুক জ্যোতিষাং পতনংহপি ।
 স্বেদস্তমসহস্তাণি কমক্ষিকমংকুণান্ ॥ ৬১

সেই অবাস পুরুষ একমাত্র শিব ব্রহ্মাওলীলা
 করিয়া থাকেন । হাত হইতেই কাল উৎপন্ন
 হইলেন এই সকলই কাল, কালবাতীত কিছুই
 নাই । অনন্তর সেই ভগবান্ কাল চিন্তা
 করিয়া শিবের আদেশানুসারে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত
 হইয়া প্রথমে প্রকৃতিদেবীকে সজ্জন করেন ।
 সেই প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা ও বিহু উৎপন্ন হই-
 লেন । * শিবকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পরে
 ব্রহ্মা নিজমুখ হইতে ব্রহ্মণগণকে ব্রহ্মাদিকারে,
 ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পদনান করিয়া কত্রিয়াদিককে,
 কত্রিয় অপেক্ষা পদনান করিয়া বৈশাদিককে
 এবং ধর্ম্মাদিকারে পদা অপেক্ষা পদনান ও
 বেণাচারভট করিয়া চতুর্থবর্ণ শূদ্রাদিককে সজ্জন
 করিলেন । আর সমুদ্র, পৰ্শ্বত, পৃথিবী,
 অম্বরীক্ষ, দিক্, লোকালোকপৰ্শ্বত, মনুষ্য,
 সন্নিভ, তীর্থস্থান, বিদ্যাং, মেঘশল, রোহিত,
 ইন্দ্রবনু, উন্মাদপাত, কেমকেতু, জ্যোতিঃপাত,

* অতএব ব্রহ্মা ও বিহু, শিবেরই সৃষ্টি ।
 কল্পভেদে সৃষ্টিপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিপ্রণালীর
 বিরোধ দেখিলে, কল্পভেদে বীমাংসা করিলে ।

এবং সর্বার্থপ্রাপ্তি বৈ চোদ্যমানঃ শিবেন বৈ ।
 উৎপন্নকৈব তং সৰ্বং জুযঃ কালেন পীডাতে ॥ ৬২
 ব্যাস উবাচ ।
 কথং ব্রহ্মা সমুৎপন্ন কথং সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ।
 কথং ভূমিধরো দেবঃ কথং ব্রহ্মমাগতঃ ॥ ৬৪
 সনৎকুমার উবাচ ।
 আসীং তমোময়পৈত্তম প্রাক্তাস্ত কিকন ।
 ততঃ শিবো মহাদেবো যোগরূপ স তু সৰ্বশঃ ॥ ৬৫
 ক্রীড়ার্থমভিসুতঃ তেজো গুহমকল্পয়ঃ ।
 ভস্মেজো বহিমাধস্ত আশ্রনা চৈব সংস্থিতম্ ॥ ৬৬
 তস্মাৎ পৃথীঃমাপন্নং তস্মাদাপস্তুতো ভুব ।
 তস্মাৎ কালঃমাপন্নো যন্ত ভাষা তু বোধ্যতে ॥ ৬৭
 তং তমো দারয়ামাস আপো ভূম তু শশব
 তস্মাত্তেজসা চৈব বায়ুনা চ সদা ক্ষিপন ॥ ৬৮
 তস্মাদুৎসমুৎ সিস্তুতো নারায়ণ সূতঃ

এবং সৃষ্টি সহস্র পৈত্তম জীব— ক, মক্ষিক
 মংকুণ প্রভৃতিক, শিবের আদেশে সৃজন
 করিলেন । ব্রহ্মা এইরূপে শিবকর্তৃক আদি
 হইয়া সর্বার্থপ্রাপ্তি হইয়াছেন । এই সকলই
 উৎপন্ন হইয়া পুনরায় কালে নিসীড়িত হইয়া
 ব্যাস করিলেন । ব্রহ্মা ক্ষিপে উৎপন্ন, সৃষ্টি
 ক্ষিপে হইয়া থাকে এবং পৃথিবীপালনকর
 দেব ক্ষিপেই ব্রহ্মা লভ করিয়াছিলেন
 ৫০—৬১ । সনৎকুমার করিলেন, প্রথমে
 সকলই অন্ধকারময় ছিল, কিছুই প্রভাসে
 বিষয় ছিল না । তখন সেই পরমদেব শি
 যোগাবলম্বন দ্বারা সকলস্থানে ক্রীড়ার্থ প্র
 হইয়া সত্ত্বগুণরূপ হুগু তেজ রচনা করিলে
 ঐ তেজ আপনাতে অবস্থিত ব্রহ্মাওগুণ
 বহিতে ধারণ করিলেন । ঐ সত্ত্বগুণ-সি
 ব্রহ্মাওগুণ হইতে তমোওগুণ উৎপন্ন হই
 ঐ গুণত্রয় হইতে জল, জল হইতে পৃথি
 তমাত্র এবং তাহা হইতে সূর্য্যস্বরূপ
 উৎপন্ন হইলেন । এই সূর্য্যেরই তেজ স
 প্রকাশিত হইতেছে । মহাদেব অগ্রাই জল
 হইয়া সেই অন্ধকার বিদারণ করিয়াছিলে
 তখন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত বলরূপী শঙ্কর হ

ବିତ୍ତୀୟ ବ୍ୟୟର ସମୀକ୍ଷା ॥ ୨ ॥

প্রাচীণ ইতিহাসে অবিভক্ত মঙ্গল সমুদ্র
 ছিল। উহাতে অমিত-বিস্তার বক্ষাওরূপে
 ছিল। এই মঙ্গল সমুদ্রের বক্ষা উৎপন্ন হওয়ায়
 মঙ্গল ও নদী সাধারণ করিয়াছে। সেই
 বক্ষার সমুদ্রসমূহ শোণিত, আকাশ উষ্ম,
 পবনসেব নিব্বাস, তেজ জীবনল, নদীসমূহ
 বস, আকাশ ও তম শোণিত, চন্দ্র-সুখ
 নগনবুগল, যমের উৎসবগুলি পৃথিবী বক্ষা
 বসাতলের অস্তিত্ব জল, জলের পর নাগরাজগণ,
 তমার পর পুনরায় আকাশ, তাহার পরও পুন-
 রায় জল, জলের পর অক্ষর, উহার পর
 অগ্নি, তেজের পর পৃথিবী, এই পৃথিবী—সমুদ্র,
 অক্ষর, তেজ, জল, বসাতল, সর্গ এবং
 আকাশ—এই সপ্ত পদার্থে পরিণত। বৃহৎ
 অস্তুর ধারণাশ্রয়িত মহাত্মা ব্রহ্মার জন্ম—এই
 ব্রহ্মা... মহাধারণ নামে অভিহিত। যেখানে যে
 যোনিতে গমন করে, তাহা বিশেষরূপে অভিহিত।

আপো নরেশ বৈ হৃষ্টো আপো বৈ নরেশ্বনবঃ ॥৮
তা বদন্তায়নং পূৰ্ণং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ।
ধাৰ্য্যেতো পুরুষো লোকে করুণাকর এব চ ॥ ৯
করে করে তথা তীতে যুগসাহস্রসংখ্যায়
তদা লোকান্ততো জীবঃ সৰ্বাঃ পদাশ্রয়ঃ স্মৃতঃ
জরাদুঃখাণ্ডোহিচ্ছাঃ সেনজঃ চ চক্ষুঃ ।
অষ্টবিধা দেবযোগিনীঃ সৰ্বাঃ কবিধাঃ ॥ ১১
মানুষ্যকৈকবিধস্ত চাক্ষুঃপদাশ্রয়কথা
পৃথিবী চাতুরীকর ত্রিবিধা ভুবনং স্মৃতম্ ॥ ১২
পৃথিব্যন্ত পদাশ্রয় ভূমিস্তো বিধিঃ স্মৃতঃ
সমুদ্রঃ সৰ্বভূতেশ্বর সচরাচরমেব চ ॥ ১৩
একক দিবাং ভুবনং ত্রিধ দেবেকপদাশ্রয়ে
একস্ম কোটীঃ বিপাশ্রমেব চ ভুবনং স্মৃতম্ ॥ ১৪
কুশলং কোটীবেদ্যঃ পূৰ্ব চাতুর্যবসিত
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ ধাৰ্য্যেতো উপাস্যত মহেশ্বরম্ ॥ ১৫

সেই প্রধান নর (পুরুষোত্তম) কর্তৃক তল
হৃষ্ট হইয়াছে, এ-ক জন নর—অর্থাৎ নর-
সমুহ বলিয়া কথিত হয়। যেহেতু সেই নর
পূৰ্ণে ঐ প্রধান নরের স্থান ছিল, একজন
তিনি নরত্ব নামে কথিত হন। এই লোকে
জীব ও অজীব, এই দুই পুরুষ বলিয়া কথিত।
সহস্র যুগসংখ্যায় বহুতর স্ত্রীত হইলে
প্রথমতঃ ভূমি লোকস্ফটী, অনন্তর জীবস্ফটী,
তৎপরে কিতানিপকৃত্ত্বক প্রাণিগণের
সৃষ্টি হইয়াছে, ১—১০। জীব চক্ষুঃপদাশ্রয় —
জরাদুঃখ, অণ্ডো, উত্তীক্ষ এবং সেনজঃ দেব-
যোগিনী অষ্টবিধ; মানুষ্য এক প্রকারই, তবে
যনুযজ্ঞাতি একপ্রকার হইলেও চক্ষুঃপদাশ্রয়ে
নামা। পৃথিবী, অকাশ এবং স্বর্গ—এই তিন
স্থান ভুবননামে প্রসিদ্ধ। সর্বিঃ সমুদ্রপর্কতাদি
পাৰ্থিব স্থাবরজঙ্গমের পরিমাণ মাত্র। পৃথিবীর
পরিমাণও তাহা। আর এক ক্ষণে ভুবন আছে,
—মহর্লোক প্রকৃতি লোকস্বয়ঃ তাহা দেবগণ
ত্রিতাপে বিভক্ত করিয়া ভোগ করেন। আর এক
ভুবন কোটিযোজন বিস্তৃত (তাহা পাতাল বা
ব্রহ্মলোক), এইরূপে, ত্রিভুবন জানিবে।
এক কোটি ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইত্যাদি।

পৃথিব্যাদিপ্রসংখ্যানং তপসা সমুদাহৃতম্ ।
তদ্বিধং সম্প্রবক্ষ্যামি পুরুষান্ লোকবিশ্রুতান্ ॥১৬
শিবকৌডনসংস্থানং শিবেন পরিকল্পিতম্ ।
তত্র তত্র মহেশ্বর লিঙ্গার্চনমমুত্তমম্ ॥ ১৭
কামাবানকং শস্ত্রোঃ পূজনং দ্বীপবাসিভিঃ ।
সাক্ষিপকালীতিশত-যোজনাদিবিদ্যাবিশু ॥ ১৮
জম্বুদ্বীপাদিদ্বীপেষু ময়া ব্যাপ্তনিদং দিচ্ছ ।
জম্বুদ্বীপে মহাদেবো গোমেদে গিরিজেশ্বরঃ ॥ ১৯
শাল্লিঙ্গদ্বীপমধ্যস্থো দেবঃ পশুপতিঃ স্বয়ম্ ।
কুশদ্বীপে হরো ভূত্বা ক্রৌঞ্চো প্রোক্তো বৃষধ্বজঃ
শাকো শঙ্করনামায়ং পুষ্করে ভাললোচনঃ ।
তত্র তত্র মহাদেবং পূজয়ন্তঃ স্থিরান্ বহন ॥ ২০
ভোগান্ মহোদধীস্থেভাঃ প্রাপ্নুর্বাতি শিবাক্ষ
জম্বুদ্বীপঃ গোমেদঃ শাল্লিঙ্গঃ কুশপ্তম্ ॥ ২১
ক্রৌঞ্চদ্বীপমধ্য শাকঃ পুষ্করঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ
অতঃ পবং প্রবক্ষ্যামি দ্বীপানাম্ পৃথক পৃথক
পরিমাণক সংখ্যাক দ্বীপপ্রবরমেব চ ।

পুরুষোত্তমো অবস্থিত হইয়া মহেশ্বরের উপাসন
করেন। পৃথিবী প্রকৃতির সাংখ্যাদিনির্দি-
তপোবলেই হইয়াছে। হে লোকসিধ্যাত পুরুষ-
প্রবরব্রহ্ম। তাহা কোমদিগকে বলিতেছি,—
শিবের কৌডান স্থান অর্থাৎ শিব কর্তৃক রচিত
হইয়াছে, সেই সেই স্থানে শিবসিদ্ধপদ
অতি উত্তম করিয়া। সাক্ষিপকালীতিশত-যোজন-
বিস্তৃত জম্বুদ্বীপ প্রকৃতি দ্বীপপুঞ্জ। সেই সেই
দ্বীপবাসী ব্যক্তিগণ অভিষ্টসাধক শিবপূজা
করিয় থাকে। হে কৃষে। আমর গতযত
সমস্তই আছে। জম্বুদ্বীপে ইহার নাম মহা-
দেব, গোমেদদ্বীপে গিরিজেশ্বর, শাল্লিঙ্গদ্বীপে
পশুপতি, কুশদ্বীপে হর, ক্রৌঞ্চদ্বীপে বৃষধ্বজ,
শাকদ্বীপে শঙ্কর এবং পুষ্করদ্বীপে ভাললোচন।
লোকে জম্বুদ্বীপাদি দ্বীপে মহাদেবাদি নামে
শিবপূজা করিয়া, শিবের আদেশে ঐ সব শিব-
মুণ্ডি হইতে প্রচুর অক্ষয় ভোগ ও মহোদধি
প্রাপ্ত হয়। জম্বুদ্বীপ, গোমেদদ্বীপ, শাল্লিঙ্গদ্বীপ,
কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ, পুষ্করদ্বীপ, এই
সাতটি দ্বীপ। ততঃপর দ্বীপসমূহের পরিমাণ

5. ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ : ପଦ୍ୟର ମୂଳ ଗୁଣ

* ক্রৌঞ্চ এবং ইলাহুত—একই।

যে গুরুত্ব: স্বল্পমুদ্রা (গে)-প্রাক্কলিত্তে রুড: ১৪০

চতুর্থসময়ে চতুর্দশম বর্ষ মঙ্গল আছে।
মুমেক্ষাজের উত্তরপার্শ্বে নীল ও বেত এই দুই
পক্ষতরাজ সমভায়ে নির্মিত হইয়াছে। কল-
কান-বিশালদেব। এইরূপ সহস্র পক্ষতের সংখ্য।
কবিবাজেন ২৩—৩৩। তথায় জম্বুদ্বীপের
জম্বুদ্বীপে তালে দেবভূষণ সুবর্ণ উৎপন্ন হয় ও
উত্তর উত্তরপার্শ্বে মেকনামক মহাপক্ষিত আছে।
ঐ মেকনাম প্রদক্ষিণ করিয়া জম্বুদ্বীপে পুনরায়
প্রবেশ করিলে। মেকনাম ও দ্বীপের মধ্যে
কোনকর স্থান বিরাজ করিতেছে। উহা
চতুর্দশীতি সহস্র যোজন উন্নত, দশ সহস্র
যোজন অধঃপ্রদেশে অবস্থিত ও পার্শ্বদেশে
যত্বেংশতি সহস্র যোজন। ঐ মেকনাম প্রদক্ষিণ
করিলে পর কৈলাসনামক পক্ষিত দৃষ্ট হয়; ঐ
প্রদক্ষিত পক্ষতরাজের বিস্তার চতুর্দশীতি যোজন।
উহার বিচিত্র সানুদেশ, কন্ডর ও দ্বীপদেশে
অম্বাদেব সস্তাপ প্রদান করিতে পারেন না,
চন্দ্রানন্দ ও তারকাগণ জ্যোতিঃপ্রকাশে অসমর্থ
এবং গিরিরাজের প্রভাবে পক্ষিত বর্ণ করিতেও
অসমর্থ। ঐ পক্ষিতে জিতক্রোধ, জিতলোভ;
জিতক্রম, শিবচিন্তাময়, শিবপরাশর, জিতেন্দ্রিয়

তে বাতি পরমং স্থানং প্রসাদাং পরমেষ্টিনঃ ।
 শতং শতসহস্রাণি যোজনানাং সমততঃ ॥ ৪১
 নীলশঃ নিষদশৈব হেমকটশঃ পক্ষিতঃ ।
 হিমবান দক্ষিণে পার্শ্বে তাবৎ পরমমুক্তিতঃ ॥ ৪২
 পক্ষিংশঃ সহস্রাণি বিস্তবেণ সন্দেচ্যতে ।
 তথৈব বৃক্ষসিদ্ধশঃ তিস্রস্তা ইব প্রতীচাগাঃ ॥ ৪৩
 নলিনী কুশিনী চৈব শাবনী চৈব পুষ্পগাঃ
 গজা বা তু সমং তাসাং জম্বুদ্বীপসংবিভরা ॥ ৪৪
 তস্তাং নদ্যপনদাশঃ শতশোহং সহস্রশ
 গজাসমানরূপাশঃ প্ৰবাতীর্ষশিলোক্ষরা ॥ ৪৫
 দেবতীর্থাঃ সুপ্ৰসাদাঃ পৃথিব্যামুদীভিতাঃ
 জম্বুদ্বীপঃ প্রসংখ্যাতো দ্যুতীর্ষধান বিবিধাঃ ॥ ৪৬
 বগামিতরদ্বীপানাং শেখরঃ প্রথমগোষ্ঠঃ ৭ঃ
 জম্বুদ্বীপপ্রমাণেন দ্বিগুণং দদতঃ সূতঃ ॥ ৪৭
 উক্তয়েণ সূতঃ সর্কে অত্রে স্বর্গবাসিনঃ
 দ্বীপাদ্বীপসমানত্বে নামদেহানি সর্কশঃ ॥ ৪৮

পুরুষগণ আগমন করেন পদযুদ্ধে যে গজ-
 ব্যক্তিরূপে এবং বাক্যবোধে চিত্তার্থে নিরুত
 হন, তাহারা সর্কশেষ্টে মহাদেবের অনুগ্রহে
 এই প্রেষ্ঠ কৈলাসদামে গমন করেন ।
 কৈলাসের দক্ষিণসীমায় শতসহস্র যোজন বিস্তৃত
 ও পক্ষিংশতি-সহস্র যোজন উন্নত নীল, নিষদ
 হেমকট ও হিমবানপক্ষিত রহিয়াছে এবং
 পশ্চিমদিকে তিনটী পক্ষতসহস্রত সিক প্রবাহিত
 হইতেছে । ৩৪—৪৩ নলিনী কুশিনী ও
 শাবনী, এই নদীতর পক্ষদিকে গতি, জম্বু-
 দ্বীপের প্রধান নদী গজ, এই সকল নদী
 অপেক্ষা পবিত্র । এই গজ শতসহস্র নদী-
 উপনদী গমন করে । রহিয়াছে গজের সমান
 পবিত্র তীর্থ, পক্ষতসহস্র ও যে সকল অতি-
 পবিত্র দেবতীর্থ আছে, তাহা পক্ষাং কীর্জন
 করিব । হে বিচক্ষণ ! জম্বুদ্বীপ দ্ব্যর্থরূপে
 বর্ণনা করিলাম ; অপর ছয় দ্বীপের বিষয়
 দ্ব্যর্থরূপে প্রবণ কর । এই দ্বীপপুত্রের পরিমাণ
 জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ । তাহারা উক্তরূপে অব-
 স্থিত । জীকরণ স্বর্গভোগ করিয়া অবশিষ্ট
 পুণ্ডরকের ভোগার্থ এই সকল দ্বীপের মধ্যে

কার ইন্দ্ৰঃ সুরা সর্পির্দৈত্যোদা নাম নামতঃ ।
 যোগোদাঃ প্রসংখ্যাতস্ততঃ স্বাদুককোত্তরঃ ॥ ৪৯
 দ্বীপানাং সহস্রাণি অবিক্রান্তানি তানি তু ।
 সপ্তৈব তু সমাসেন ব্যাখ্যাতানি ময়া দ্বিভাঃ ॥ ৫০
 অপি বর্ষশতৈর্বিপ্রা ন শকাং কথিতুং ময়া ।
 একদ্বীপে একরূক্ষঃ শাবলে শাবলিঃ সূতঃ ॥ ৫১
 কুশরূপে কুশস্তম্বঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাগিরিঃ ।
 শাকদ্বীপে শাকরূক্ষঃ পুন্ডরে পুন্ডরঃ সূতঃ ॥ ৫২
 জম্বুদ্বীপপ্রমাণেন দ্বিগুণোত্তরতঃ সূতঃ ।
 সসেনামেব রূক্ষণামনতশ্চ উচ্যতে ॥ ৫৩
 তপ পৌরুষতবসং দীপায়ত্বক গচ্ছতি ।
 ন ততঃ যোগো ন জগা ন শোকো ন পরিশমঃ ॥ ৫৪
 সমকৈল তু জায়ন্তে সগেন মিততে তথা ।
 নাশং প্রিয়ং বিজানন্তি চক্রবাকসদৃশিণাঃ ॥ ৫৫
 সর্ক মণিময়ী ভূমিঃ সূক্ষ্মকাকনবারুকা ।

আগমন করে এবং গজ, ইন্দ্ৰ, সুরা, সর্পি পরি-
 বৃত্ত ও স্বাদুক এই সপ্তসমুদ্রে প্রত্যেক দ্বীপ
 বেষ্টিত রহিয়াছে । হে বিচক্ষণ ! সহস্র সহস্র
 দ্বীপ অত্যাশ্রিত অবিক্রান্ত রহিয়াছে । এই
 সাতটীমাত্র দ্বীপ আমি সংক্ষেপে কীর্জন করিলাম
 এই দ্বীপসকলের বিষয় শতবর্ষেও বিস্তারপক্ষ
 কথিতে পারি না । একদ্বীপে একরূক্ষ শাবলি-
 দ্বীপে, শাবলিরূক্ষ, কুশরূপে কুশস্তম্ব, ক্রৌঞ্চ
 দ্বীপে ক্রৌঞ্চনামক মহাগিরি, শাকদ্বীপে শাকরূক্ষ
 পুন্ডরদ্বীপে পুন্ডররূক্ষ আছে । এই দ্বীপত্রয়
 সকল উক্তরূপের পরিমাণে দ্বিগুণ অর্থাৎ জম্বু-
 দ্বীপত্রয় জম্বুদ্বীপের যে পরিমাণ, শাক উক্ত
 দ্বিগুণ, ইত্যাদি । এই সকল রূক্ষেরই অমৃতের
 জল আগাদ কথিত হয় । এই রূক্ষ সকলের
 অমৃতের মত রস পান করিলে দীর্ঘায়ু হয় ।
 তথায় রোগ, জরা, শোক ও পরিশম কিছুই
 নাই । এই ছয় দ্বীপে লোক যৌবনাবস্থাপন্ন
 হইয়া জাত হয় ও তদবস্থাতেই মৃত হয়
 তাহাদের যৌবনেতর অবস্থা ভোগ করিতে হয়
 না এবং তাহারা চক্রবাক পক্ষীর সমদৃশ্য ।
 পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহাকেও কেহ প্রিয় বলিয়া
 জানে না । এই স্থানের ভূমি—মণিময়ী

কালকলা বৃক্ষাঃ শৃঙ্গকক্ষলাশ্রয়াঃ ॥ ৫৬
কৈষিকৈব দ্বীপানাং সপ্তানাং কুলপৰ্বতাঃ
শৈব নদাস্তেষামস্ত সপ্তৈব কল্পিতাঃ স্তভাঃ ॥ ৫৭
সঃ নদাপনদাস্ত শতশোহং সহস্রশঃ
স্তাঃ পদ্মতরাজানাং পবিবাহ্য সমস্ততঃ ॥ ৫৮
শিতাঃ শৃঙ্গবৎ শোভন্তে গিরয়স্তথা
স্তাঃ সিদ্ধাঃ কষয়ো গন্ধকা দানবাঃ যগাঃ ॥ ৫৯
নদাধিবাসী যক্ষাঃ প্রমত্তে তব তব চ
চ বর্ষতি পৰ্ব্বতাঃ ন চ কলস পথায় ॥ ৬০
তস্মৈ নমঃ ইত্যাহ ভগবান শিব
স্তাঃ পদ্মতরাজানাং পবিবাহ্য সমস্ততঃ
স্তাঃ সিদ্ধাঃ কষয়ো গন্ধকা দানবাঃ যগাঃ ॥ ৬১
স্তাঃ সহস্রশঃ পবিবাহ্য ন বিদ্যাতে
স্তাঃ পদ্মতরাজানাং পবিবাহ্য সমস্ততঃ
স্তাঃ সিদ্ধাঃ কষয়ো গন্ধকা দানবাঃ যগাঃ ॥ ৬২
স্তাঃ সহস্রশঃ পবিবাহ্য ন বিদ্যাতে
স্তাঃ পদ্মতরাজানাং পবিবাহ্য সমস্ততঃ
স্তাঃ সিদ্ধাঃ কষয়ো গন্ধকা দানবাঃ যগাঃ ॥ ৬৩
স্তাঃ সহস্রশঃ পবিবাহ্য ন বিদ্যাতে
স্তাঃ পদ্মতরাজানাং পবিবাহ্য সমস্ততঃ
স্তাঃ সিদ্ধাঃ কষয়ো গন্ধকা দানবাঃ যগাঃ ॥ ৬৪
স্তাঃ সহস্রশঃ পবিবাহ্য ন বিদ্যাতে
স্তাঃ পদ্মতরাজানাং পবিবাহ্য সমস্ততঃ
স্তাঃ সিদ্ধাঃ কষয়ো গন্ধকা দানবাঃ যগাঃ ॥ ৬৫

দীর্ঘায়ুঃ কৃতং তেষাং বিদ্যাতে কামগা পতিঃ ।
অম্বুদীপস্ত পর্য্যায়ঃ কথং বিদ্যাতে বৈ বিজ্ঞাঃ ॥ ৬৫
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরং কলিচৈব চতুর্ভুগম্ ।
মানুস্যাণ্যক বর্ষাণাং যুগানাকৈব সংখ্যয়া ॥ ৬৬
কৌতুহিষ্যামি বো বিপ্রাঃ পুরাণে যদ্বিত্যভ্যতে ।
লক্ষাঃ সপ্তদশ প্রোক্তা অমুতে দে তথৈব চ ॥ ৬৭
অষ্টবর্ষমহাশ্রয়কালং কৃতযুগং বিদুঃ ।
লক্ষাঃ দ্বাদশ বৈ প্রোক্তাঃ ষট্‌সহস্রাণি বৎসরাঃ
ত্রেতাযুগস্ত প্রামাণ্যং পুরাণে পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
অষ্টবর্ষমহাশ্রয়কালং লক্ষাঃ দ্বাদশৈ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৬৮
দ্বাপর্যুগে দুগলৈব পুরাণে পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
লক্ষাঃ দ্বাদশৈ চ লক্ষো বো অমুতে দে তথৈব চ ॥ ৬৯
অষ্টবর্ষমহাশ্রয়কালং কলিযুগে স্মৃতং
দ্বাপর্যুগে দুগলৈব পুরাণে পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৭০
চতুর্ভুগমুতে একটী কর হয় ।
নিম্নেকং বৎসরঃ প্রোক্তঃ তথা নিশি কলোচ্যতে ॥

মুক—সকল মূর্খ, কক্ষ—সকল—সকলকালে
জলান ও নিম্ন নিম্ন মূর্খের সকলের আশ্রয়
৫৬—৫৭। ঐ সপ্তদ্বীপেই সপ্তকুলপৰ্বত ও
সপ্তনদী আছে। শত সহস্র নদী উপনদী তন্ত
সপ্ত কুলচলের চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া
বৈষ্ণব করিতেছে। ঐ সকল দ্বীপে শৃঙ্গকক্ষলা
শ্রয়ী পৰ্ব্বত সকল আছে ও সেই সেই
স্থিতে বিদ্যাধর, সিদ্ধ, কবি, গন্ধকা, দানব,
যক্ষ, উরগ ও যক্ষপণ ক্রীড়া করিতেছেন এবং
পৰ্ব্বত উৎস বর্ষণ করে না, তথাঃ কলেরও
বর্ষণ নাই। কিন্তু কলসকালে সকলই নদ
ইব থাকে, ইহা ভগবান শিব কহিয়াছেন। ঐ
দ্বীপগুলির পদ্মতরাজ, নিজ নিজ প্রভাব
মুজল হইয়া রহিয়াছে। ষষ্টি সহস্র পৰ্ব্বত
ত্রেতা যুগকালের চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া
রহিয়াছে; এতদতিরিক্ত সহস্র সহস্র পৰ্ব্বত
থাকে, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ সকল
পৰ্ব্বতে তরুণত প্রিয়ংবদ পুরুষগণ বিদ্যা
করেন; উহাদের কোনরূপ হুণে বা শ্রম
নাই ও কেবল আনন্দের লীলা করে না।

কাল ঐ উপদ্বীপে পুরুষেরা উক্ত দ্বীপেই
উৎপন্ন হন। উহারা দীর্ঘায়ু এবং কামচর।
হে বিজ্ঞান। সম্প্রতি অম্বুদীপের কালপথ্য
কহিতেছি ৫৭—৬৫। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর,
কলি এই চারিটী যুগ হে বিজ্ঞান!
মানবদিগের বর্ষসংখ্যায় ঐ সকল যুগপরিমাণ
পুরাণবাক্যানুসারে তেমাদিগের মিকটে কীৰ্ত্তন
কহিতেছি। সপ্তদশ লক্ষ, ষি অমুত, আট
হাজার বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ। দ্বাদশলক্ষ
ষট্‌সহস্র বৎসর ত্রেতাযুগের পরিমাণ পুরাণে
পরিবর্জিত আছে। আট লক্ষ, আট হাজার
বৎসর দ্বাপরযুগের পরিমাণ পুরাণে পরিবর্জিত
আছে এবং দশলক্ষ ষি অমুত আট সহস্র
বৎসর কলিযুগের কাল নির্ণীত আছে। ঐরূপ
বাহ্যস্তর ২ যুগে এক যবন্তর হয়। • ঐরূপ
চতুর্ভুগমুতে একটী কর হয়। ঐরূপ একটী
করে ত্রাহার একদিন ও একটীতে এক রাত্রি

• কলিতেই বীকার ব্যতীত বীয়াস
উৎপন্ন হয়।

এবমাদি চ বর্ষক তথা বর্ষশতং বিজ্ঞাঃ ।

এবমাদিভিত্ত্যেব হরস্ত নিমেষঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৩

ত্রক্ষাদিস্তমপথ্যঃ নিমিষোৎপত্তিরীশ্বরঃ ।

নিমেষজীবিনঃ সর্গে চক্ষাদিত্যৌ গ্রহেঃ সহ ॥ ৭৪

মহাকলক বিখ্যাতঃ শিবস্ত নিমিষস্তথা ।

প দ্বীপন্যৈকৈব বর্ষণঃ কথয়ামি সমাসতঃ ॥ ৭৫

প অস্ত্রোষ্যৈকৈব দ্বীপান্যং বিবিধং বিহিতা গতিঃ ।

ত ভারতস্ত তু বর্ষস্ত নব ভেনঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৭৬

ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেকঃ তামপর্বে গভস্তিমানঃ ।

নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গাক্ষকঃ স্রবণস্তথা ॥ ৭৭

অরস্ত নবমস্তথাঃ দ্বীপঃ সাগরসমুদ্রতঃ ।

স্বান্নকো নম নভঃ সাগরোত্তরতে মহান ॥ ৭৮

উক্ত চান্য পূর্বা পৃথ্বী দ্বিভূতেন প্রমাণতঃ ।

উদ্যং পরকঃ চ লোকো লোকালোকঃ নামতঃ ।

লোকান বিশতি অত্রৈকপ্রমাণং লোকবিস্তারঃ ।

মানসঃ সিক্তিসম্পন্নঃ নীরোগঃ স্রবণজীবিনঃ ॥ ৮০

হয়। হে দ্বিজগণ। ই প্রকার দিন পরিমানে

শতবর্ষ ত্রক্ষর অদ্বৈতল নির্দিষ্ট; উহা মহা-

দেবের নিমিষ মাত্র কাল। অথবা নিমিষ মধ্যে

ত্রক্ষাদি স্তম্ভ কট পথ্যস্ত স্তম্ভন করেন, সর্গ-

লেনই জীবন মহাদেবের নিমিষ কালের মধ্যে।

অস্ত্রাত গ্রহণের সহিত চন্দ্র গ্রহের জীবনও

নিমিষের মধ্যে ৮০—৭৯ মহাকল মহা-

দেবের নিমিষকাল বলিয়া শাস্ত্র দ্বীপ ও

বর্ষের বিষয় সংক্ষেপে কহিতেছি। অস্ত্রাত

দ্বীপের বিবিধ অঙ্গ, কীর্তিত হইয়াছে; উদ্যো

ভারতবর্ষের নয়টি বস্তু কীর্তিত আছে,—ইন্দ্র-

দ্বীপ, কশেক, তামপর্ব, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ,

সৌম্য, গাক্ষক, চন্দ্র এবং সাগরের উত্তরে

সাগরসমুদ্র স্বান্নকনমা। এই নবম দ্বীপ

ইহাই মহান। এই নবম দ্বীপই পৃথিবীর

আদিভূত, ইহাই সর্গশেষ। সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর

দ্বিভূত-পরিমাণ সম্পন্ন লোকালোক নামে

পরিচিত; অহা সমগ্র পৃথিবী যেটন করিয়া

অবস্থিত। সে স্থান হইতেই লোক প্রমাণ ও

লোক বিস্তার হয়; এই অস্ত্র তাহার নাম

অস্ত্রাত। অস্ত্রাতের আধিবাসীরা অস্ত্রসিদ্ধি-

আকারহিতয়ৈশ্চব সৌবর্ণ্যৈশ্চ সহাব্বাঃ ।

লোকেশ্যৈশ্চব চতুরো লোকালোকে দ্বিভূতঃ

এবং স ভূবি বিস্তারদ্বিভূতঃ পরিমাণতঃ ॥ ৮২

ইতি ক্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়

সপ্তদ্বীপবর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

পৃথিব্যন্ত মধ্যবাতো বিস্তারো দীর্ঘতঃ তথা ।

অধস্তাৎ প্রবক্ষ্যামি পাতালতলবাসিনাম্ ॥ ১

তত ভোগবতী বম্যা নানাবহ্নোপশোভিতা ।

সর্গে চ নাগরাজনো বিপ্রমগ্নে মুদাবিতাঃ ॥ ২

তত সিকা মুনিগণা ভরতান্যঃ প্রকীর্তিতাঃ

বাসুকিস্তম্ভকটৈশ্চব কর্কোটক-ধনত্রয়ো ॥ ৩

কালিয়ঃ পবনে নাম নগঃ পূরণ এব চ ।

মণিমাল্যৈশ্চব ভদ্রে নাগশৈব্যৈশ্চ কোশিকঃ ॥ ৪

বসুশ্চ বসুমারশ্চ কল্যাণতরুভো

ত্রিকির্তিত্রিভুজশ্চ ত্রিশূভদো বলহকঃ ॥ ৫

সম্পন্ন, নীরোগ, চিবজীবী, সুবর্ণময় এক

সৌম্যভূতিসম্পন্ন। সমুদ্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ

ও চতুর্দিকপাল লোকালোক পক্ষ্যতেই অবস্থিত

এইরূপে লোকালোক পক্ষ্যত লইয়া পৃথিবীর

পরিমাণ ত্রিভুজ ৭১—৮২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—পৃথিবীর বিস্তার ও

দীর্ঘতার বিষয় কহিলাম। এক্ষণে অধঃপ্রদেশে

পাতাল-তলবাসী নাগগণের বিষয় কহিতেছি।

সেই পাতালে বিবিধরত্ন-সুশোভিতা ভোগবতী

নামে সুন্দর পুরী আছে; তথায় নাগরাজগণ

সামান্য বিশ্রাম করেন এবং সিদ্ধগণ, ভরতাদি

মুনিগণ, বাসুকি, তম্বক, কর্কোটক, ধনত্রয়,

কালিয়, পবন, পূরণ, মণিমাল্য, ভদ্র, কোশিক,

কবীর-পুত্রীকৌ সংগ্রহোহথ মহোরগঃ ।
 যে চাণ্ডো নাগপত্নীঃ অন্তাদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৬
 পূৰ্বা ভোগবতী রমা নানারূপশোভিতা ।
 বিচিত্রাঃ পতাকাভিবিমানৈঃ সতশ্শশঃ ॥ ৭
 দেবানিভবাসাঃ মুক্তাদিমৈরলংকাঃ
 হস্তনৈবিচিত্রাভির্গানবাদিবনিশনৈঃ ॥ ৮
 সৰ্বকমপ্রসিদ্ধাঃ শিশুনা পদসোপমাঃ ।
 নবভেষজ ভবেদ্যানির্ন শোকো ন তরা তথা ॥ ৯
 কলাসুন্দর্যঃ নানি সৰ্বকামহিতে বতাঃ
 পুষ্কিনলবদিতা সস্কন্ধমেসু পতিতাঃ ॥ ১০
 তুলাভোগবতী রমা প্রভালেকাদিশিখাতে
 তুলাসংস্পর্শনি সৌবর্ণনি সমুচ্চতাঃ ॥ ১১
 বস্ত্রৈশ্চন্দ্রনি মহাবর্ণনি শোভিত
 ইন্দ্রনীল-মহানীলঃ সস্কন্ধাভির্মণ্ডিতঃ ॥ ১২
 সৰ্বকালো নদা সৰ্বপদসকলমঃ
 কালো নতস্যামাঃ সনৎকুমারো ভিত্তিঃ ॥ ১৩
 হস্ততরুণাঃ শশী কল্লোলপাণরা

কল্পিতা বক্ষণা পূর্ণাঃ শঙ্করচ্ছায়া পুরা ॥ ১৪
 পদ্মনিভ্যপূর্ণানি ভাজনানি সমুচ্চতাঃ ।
 মধুকল্যাণ সংগ্ৰাস্তা বক্তৃদ্যুতিশোভিতাঃ ॥ ১৫
 প্রিয়বদাস্থখা চাণ্ডা ভাণ্ডা যৌবনসম্পদাঃ ।
 ভূক্তা ভূক্তাঃ প্রিয়েস্তু যোনিস্থাসাং ন চ ক্রতা
 প্রস্তুতাস্থক কল্যাণা যৌবনং নাপি হীয়তে ।
 পদ্যৈশ্চৈ ন জনতি সদান্নিরতাঃ সদা ॥ ১৬
 ইষ্টভক্তসকলকর্ণ নাগলোকে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 উক্তাঃ শিখাগুণিতাঃ খ্যাতাঃ তাসাং তেষামনেকশাঃ
 নাগলোকেন বিস্তারং হিতুণাং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
 একদেশপ্রমানেন মন্যমানাঃ যথা তথ ॥ ১৭
 যৌবনৈঃ কেচিরেকাঃ তু নাগলোক প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 উক্তাঃ শিখাগুণিতাঃ খ্যাতাঃ তাসাং তেষামনেকশাঃ
 অনন্তরং প্রবক্ষ্যামি হিরণ্যপূর্ববাসিনাম্ ।
 তদপি কোটিঃ সাংখ্যাতা যৌবনৈঃ পরিমণ্ডিতাঃ ॥
 তদনন্তরং সস্কন্ধাঃ পুষ্কিনলৈঃ সুবর্ণিনাঃ ।
 নানাবিচিত্রনিভৈঃ নিশনৈঃ পূর্বকল্পিতৈঃ ॥ ২২

যে পুত্রের কলস অশ্রুত, তিরিহি, তিরিহি,
 নদী কবীর, পুত্রীকৌ সংগ্রহ প্রভৃতি নানা-
 বৎসর না অনন্ত প্রভৃতি নাগরাজ্যের বিজয়
 হইলেন — এই ভোগবতীপুরী
 চিত্রপতক-সংগ্রহে যৌবনভিত্তি, তথ্য
 জিহ্বা-বসন মুক্তা-সংগ্রহে অলংকার পদকাম
 পদ্যুলা অশ্রুতী হীরা সস্কন্ধা তুলা নাট্য
 তুলা বাদ্য আসক্তা হইল বহিঃস্থে এই
 ভোগবতী-নিবাসী ব্যক্তিগণের এনি শোক ব
 দ্য কিছুই নাহি পরস্পর সন্ধ্যা হইতে ভয়
 হই। তবতা ব্যক্তি সকল পরস্পর সত্যমা-
 নে তৎপর, চরিত্র ও সকলের মনোভীষ-
 রিপূরক। ভোগবতী-পুরী কাঞ্চিজালে উদ্ভা-
 স্তা উহার চতুর্দিকে সুবর্ণময় স্তম্ভসমূহ
 বরাজময়, উল বস্ত্র ও বদন্য মণিময়
 দামাঙ্গ রহনিমিত্ত প্রদেশে শোভিতা ও টঙ্ক-
 লি মহানীলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত। উহার নদী-
 মুখে সস্কন্ধাই অলপ্রবাহ বর্ত্তমান। পারস্য
 র্ম্মরূপে অবস্থিত এবং কৃত্রিম নদী সকল
 ভোগবতী ও সস্কন্ধা বৃক্ষশ্রেণী-রূপে শোভিত।

এই পুত্রীকৌ সংগ্রহে মত তত্ববর্ষ
 অশ্রুত পুত্রীকৌ সংগ্রহে মত তত্ববর্ষ
 নিম্নোক্ত করিয়া বর্ণিত হইল এবং তত্বতা বহ
 কলসময় সস্কন্ধাই অশ্রুত, মধুকল্যাণ তথ্য
 বচিত্ত অশ্রুত এবং এই পুত্রীকৌ তাত্ত্বলচর্চণে
 বক্তৃদ্যুতি শিত্ত প্রিয়বর্ণিনী যৌবনশালিনী
 নাগলোক স সন্ধ্যা কতক পুনঃপুনঃ
 মপ্তুলা হইল ও তত্বদের যৌবন কতক না
 এবং প্রসব করিলেও নারীর যৌবন অপগত
 হয় না পুরুষগণ সস্কন্ধা নিজ পুত্রীতে আসক্ত,
 পরস্পর নাহাদিগের অবস্থিত। ৭—১৭।
 নাগলোকে আশ্রয় বক্ষুবাক্য সকলেই পূর্বমনো-
 রথ এবং তত্বতা হী ও পুরুষদিগের গতি অবাস-
 তত নাগলোকের একদেশ বর্ণনা করিলাম,
 উহার পরিমাণ উক্ত, দীর্ঘ এবং প্রস্থে চতুর্দিকে
 বিস্তার এককোটি যোজন। সমগ্র নাগলোকের
 বিস্তার, তৎপেক্ষা শিগুণ। হে বিজয়! অনন্তর
 হিরণ্যপূর্ব-নিবাসীদিগের বিবরণ কহিজেছি;
 হিরণ্যপূর্বের পরিমাণও কোটি যোজন নির্দিষ্ট
 করিয়াছি। তদনন্তরং সস্কন্ধাঃ পুষ্কিনলৈঃ সুবর্ণিনাঃ

যৌবনঃ স্থিতিশ্চ সুকুমারঃ প্রিয়বদনঃ
 পুরুষঃ কপসম্পন্নঃ স্বদারনিবতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২৩
 সৌবর্ণাশ্চ গৃহান্তত্র মানন্তৈর্বিভূষিতাঃ
 বিমানচারিণঃ সর্কে সর্কে চ স্থিতযৌবনাঃ ॥ ২৪
 অকৃতপ্রতিমাস্তত্র স্থিতিশ্চাসরসোপমঃ ।
 শুক্লদন্তাস্থরধরাশ্চন্দ্রাঃ শুবিমলপ্রভাঃ ॥ ২৫
 মনোরমাঃ সুসিদ্ধার্থাঃ শুক্লবাকসধর্মিণঃ ।
 নোহেপো ন চ কোপজ্ঞঃ স্বেদাশ্চাবিবর্জিতঃ ॥ ২৬
 তোরণৈশ্চ সুসম্পন্নৈর্মণি-মৌক্তিকমালিভিঃ ।
 সর্কৈর্বহুমৈঃ সিন্ধুৈর্মোহনৈঃ প্রমদৈঃ সহ ॥ ২৭
 বর্কৈরনৈকৈঃ সংগাতাঃ শুভাশ্রয়িন পুরোত্তমৈঃ ।
 কৈতাস্তত্র বসন্তোত্তে প্রহাদাভ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
 তেষাং প্রসাদাচ্ছবিত্তি সস্রলোকান সংশয়াঃ ।
 ব্রহ্মদ্যা দেবতাঃ সস্রাঃ ধামান্তে সমনন্তরম্ ॥ ২৮
 পরাপরাধাং লোকানাং ধারকৈর্নৈকধরৈঃ
 সর্কানিমান ধারয়তি সর্কৈঃ সুধা নাম নামতাঃ ॥ ৩০
 পৃথ্বীং ধারয়তি সর্কৈঃ সুধা নাম নামতাঃ ।

বৃক্ষ সকল আছে, পৃথ্বীতেও কলর সকল নানা
 বিচিত্র শব্দে পরিপূর্ণ। তথ্য রমণীরা প্রিয়-
 বাদিনী সুকুমারী সুবতী, পুরুষেরা কপসম্পন্ন
 স্বদারনিবৃত্ত। তথ্য সুবদেবিতা ভিত্তিসমূহ
 বিভূষিত সুবর্ণময় গৃহ। তথ্য সকল ব্যক্তিই
 বিমানচারী ও স্থিতযৌবন। সেই স্থানে
 অবিকলাঙ্গী, শুক্লদন্তা, শুক্লবদন, চন্দ্রদিশ-
 ভূলা-বিমলদ্যুতি সকলমনোরম, অপরূপ
 জ্ঞান সুন্দরী রমণীরা চক্রবাক চক্রবাকীর গৃহ
 সত্তত একত্র অবস্থিত। তথ্যদের উদ্দেশ্য,
 কোপ, স্বেদা বা অসুখ কিছুই নাই এবং উৎসাহ,
 মণিমুক্তা-মালা-বিশিষ্ট সুরচিত্ত বচিৎকার-সম্বন্ধিত
 এই পুরীতে আনন্দিত সিদ্ধগণের সহিত আনন্দ
 অনুভব করে। ১৮—২৭। সেই নগরী-প্রান্তের
 ভূমি পূর্ণা করা বহুসংসরসাধ্য। এই স্থানে
 প্রহ্লাদ প্রভৃতি বিদূষক দৈত্যগণ বাস করেন,
 ভূতাদিগণের অহুগ্রহই সকল লোক জীবিত
 রক্ষিচ্ছে। ইহাতে সংশয় নাই। পরাপর
 লোকসমূহের ধারকোপায় লোকধারকগণ

সর্কাদিঃ সুসর্কাদিঃ সুগতা চোত্তরাঃ দিশম্ ॥ ৩
 দক্ষিণাঃ চমকা নাম ধারয়তি দিশং সদা ॥
 তেষাং প্রসাদাচ্ছবিত্তি ব্রহ্মদ্যাগ্নিদিবৌকসঃ ॥ ৩১
 তন্মিন দিব্যানি বেষ্মানি চিত্রাণি চ লগ্নি চ ।
 পতাকাধ্বজচিত্রাণি প্রাসাদানাঞ্চ পঙ্কজঃ ॥ ৩২
 সর্ককামফলা বৃক্ষা রম্যাশ্চিত্রাশ্চ পাদপাঃ ।
 স্বর্গাদিতিতরাং রম্যা সুখস্পর্শা জলাশয়াঃ ॥ ৩৩
 কামা নাম পৃথ্বী হেমা সদা সম্পূর্ণমানসা ।
 বহুধা বিহিতা পূর্কৈঃ কামকপশ্রুণাবিতা ॥ ৩৪
 পায়সেন চ পূর্ণানি ভাজনানি সহস্রশঃ ।
 সর্কৈঃ চৈব সুখস্পর্শাশ্চারণ্যাপি বেষ্মনি ॥ ৩৫
 ধনবজ্রাপি বিশ্রেন্দ্রশোভিতা দিব্যবোহপি চ ।
 প্রাসাদপঙ্কজৈঃ ভাতি শরদীব হৃদয়ঃ সত্যঃ ॥ ৩৬
 ধনতানি চ কুণ্ডানি দিশো দিব্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ
 পায়সেন চ পূর্ণানি ভাজনানি সহস্রশঃ ॥ ৩৭
 সর্কান্তানি চ চন্দ্রে হৃদয়ঃ দিব্যমুতোপমম্ ।

এই সমুদয় ধারণ করিতেছেন, সুধা ও
 পৃথ্বীকে ধারণ করিতেছেন। সর্কাদি, সুসর্কাদি
 সুগতা ও চমকা ইত্যাদি যথাক্রমে পূর্ক, পশ্চি-
 উত্তর, দক্ষিণ দিক সর্কাদি ধারণ করিতেছেন
 সুরভি প্রভৃতির অহুগ্রহে ব্রহ্মাদি দেব
 জীবিত থাকেন। এই স্থানে কি কদ গৃহ,
 প্রাসাদ সকলই দিবা বিচিত্র ধ্বজপত-
 শোভিত। সকল যন্ত্রপ্রদ কলপকর্ম
 অস্ত্রাশ্র বিচিত্র বৃক্ষ এবং স্বর্গ অপেক্ষা গা
 রমণীস সুখস্পর্শ জলাশয় সকল তা
 আছে। ৩৮—৩৯। পূর্কৈ ব্রহ্মা যথেষ্ট
 গুণশালিনী করিয়া এই পুরী নির্মাণ কর
 এইজন্ত এবং সর্কাদি যত্রত্য লোকদিগের
 কামনা পূর্ণ করে বলিয়া ইহার নাম কা
 তথাকার সহস্র সহস্র পাত্র পায়সে পরি
 অধিক কি, এখানে সামান্য ব্যক্তির গ
 সকল পদার্থই সুখজনক। হে দ্বিজ
 এই স্থানে অক্লান্তদের যুগোভিত সুদ
 প্রাসাদশ্রেণী শরৎকালীন নিখিল ব্রহ্ম
 মত শোভা পাইতেছে। তথ্য কুণ্ড
 অমৃতময়, চন্দ্রদিক দেবসমূহ অধিষ্ঠিত,

নানাবিশ্বাস্ত্র ভূষণাঃ পূর্ণকল্পিতাঃ ॥ ৩০
 নাপি বসুধৈত্বিপ্রা গুণাভ্যামিন্ সুরোত্তমৈঃ ।
 ন শকা নামমাত্রেণ আখ্যাতুং সূসমাহিতৈঃ ॥ ৪০
 উদ্দেশ্যমাত্রে কথিতাঃ পাতালেহ্মিন্ গুণা ময়া ।
 ত্রেম্য বক্ষ্যামি তৈ বিপ্রা নাগপাতালবাসিনাম্ ॥
 চিত্র বিচিত্রাঃ কল্পাণাঃ স্মৃষ্ণাণি চ গুহাণি চ ।
 কৃষ্ণে তানি নিত্যং হি অব্যক্তাব্যক্তসংক্রিতাঃ ॥
 পুরী গুহা অনন্ত পাতালে পদিকৌ ততাঃ ।
 গুহা ন শানরতি চাস্মিন পুরবরে তদা ॥ ৪১
 পুরী চ বিস্তৃত্য পুরীক্ষ্য তু তদন্ত ।
 অনন্তপানহস্ত সঙ্গকামমুপজিতাঃ ॥ ৪২
 যতঃ পদম বিপ্রো ন শূন্যকমনা কথম্ ।
 যস্য বিদ্য দিব্যঃ যতঃ পদমুপস্থিতম্ ॥ ৪৩
 নরকো দৌরবে বোধ্য শক্যো বাল এব চ ।
 কুস্তীপাকঃ নরকস্তথ চৈব গলগ্রহ ॥ ৪৪
 প্রবাহেযুধা চৈব নদী বৈতরণী যত
 ব্রহ্মলোকনৈকৈব যমশলী ভূতবহ ॥ ৪৫

পূর্ণমহৎসহস্র পাত্রে, কল্প দিব্যঃ সুরোত্তমা,
 নানাবিশ্বাস্ত্র ও অপরিমিত অলঙ্কার । ঐ
 নগরাদি কত গুণ তাহা নামমাত্রে উল্লেখ
 করিতে নিবন্ধিত হইয়াছে দেবগণ শতব্রহ্ম-
 দেও সমর্থ হন না ৩১—৪০ । হে দ্বিজগণ ।
 এই পাতালেব গুণ সংক্ষেপে কহিয়াছি নাগ
 ও হস্তাগ্র পাতালবাসিগণ অক্ষয়রৌদ্রাদী বলিয়া
 অতি ক্রম অতিবিচিত্র গুণ নিরূপণ করে,
 এক্ষণ উহা বর্ণনার অসম্ভাব্য । ঐ পাতালে
 নগরাদি অনন্তদেবের—ব্রহ্মপুরী, বিদ্যুৎপুরী
 ও ইন্দ্রপুরী অমরবতীর স্থায় সর্বাভীষ্ট-
 প্রদায়িনী অসামান্য পুরী আছে । উহা
 অসংখ্য গুণের আধার বলিয়া দেবগণেরও
 প্রশংসাপাত্র । হে দ্বিজবর ! অতঃপর স্বর্গ-
 জন্ম যমের অদিকৃত স্থান ও উত্তম সকল
 বিষয় বর্ণন করিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ
 কর ৪১—৪৫ । দৌরব, বোধ, বালশূকর,
 কুস্তীপাক ও গলগ্রহ নামে নরক তথ্য
 বর্তমান । ঐ গলগ্রহ হইতে বৈতরণী নদী
 প্রবাহিত হইতেছে । অসি-পাত্র-

ভেদবানি চ কপালি একপাশাণমেব চ ।
 অসিতালবনং বিপ্রা অসিপত্রবনং তথা ॥ ৪৬
 উর্জকক তথা শূলং তথা বৈতরণী নদী ।
 করহুবাণুকা চৈব শৃঙ্গটকবনং তথা ॥ ৪৭
 অঙ্গকারং তমোষোরং নরকো মক্ষিকা তথা ।
 নরকা বহুশঃ প্রোক্তা যমস্ত বিষয়ে স্মৃতাঃ ॥ ৪৮
 স্নেহ কন্যাবিপাক্রেণ প্রাপ্যন্তে চ পৃথক পৃথক্ ।
 সর্পাদানৈরনৈকৈঃ ক্রিষ্ণান্তে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯
 স্মৃষ্ণভিঃ স্কন্ধবৈতৈঃ চৈব ক্রকচৈঃ চৈব পাটনম্ ।
 বৈতরণ্যাস্থা কবঃ শাস্ত্রলোকবৎ তথা ॥ ৫০
 আসানং যমস্ত্রয় কুস্তীপাকে চ মর্দনম্ ।
 দৌরবে কুটসাক্ষিপাঃ পাতনং নাত্ সৎশয়ঃ ॥ ৫১
 পরহিংসানিবর্তনাত্ বোধকে পতনং ভবেৎ ।
 শূকরেযুধ বিভ্রমে চ তরে চ নরকাধমে ॥ ৫২
 ব্রহ্মসহস্রবৈক্যে কুস্তীপাকে চ পাতনম্ ।
 পদুদস্তঃ স্যঃ স্ততা গলগ্রহং বিশেষতঃ ॥ ৫৩
 বর্ষাণাং সহস্রাণি পীডাতে চ নরাদয়ঃ
 বর্ষাণাং শতসংখ্যং পীড্যমান পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪
 কৌশলী পুতিমংসে চ নিকৃষ্টঃ পচাতে ক্রবম্ ।

বন, ভীষণ যমশলী, ভৈরব, একপাশাণ, অসি-
 তালবন, অসিপত্রবন, উর্জক, শূল, বৈতরণী-
 নদী, করহুবাণুকা, শৃঙ্গটকবন, বোধ অঙ্গকার
 এবং মক্ষিকা প্রভৃতি কতক নরক যমের অধি-
 কারে আছে । ভাবগণ স্ব স্ব কন্দুবশত পৃথক
 পৃথক নরক প্রাপ্ত হয় ও নামাধিগত স্থানে পুনঃ-
 পুনঃ ক্রেশভোগ করে ; সর্পদংশন, ক্রকচ দ্বারা
 কষ্ট, বৈতরণীর লবণাক্ত জলে শাস্ত্রলোক বৃক
 হইতে আকর্ষণ, ব্রহ্মস্ত্রের সংগ্রহ, কুস্তীপাক
 নরকে মর্দন, এই সকল পীড়ন ঐ স্থানেই
 হয় । কুটসাক্ষিপের দৌরব নরকে পতন,
 পরহিংসানিবর্তনগের বোধ নরকে পতন,
 ব্রহ্মসহস্র বরণ করিলে শূকর কুস্তীপাক প্রভৃতি
 অপকৃষ্ট নরকে পতন হয় । মানব পদুদ
 বরণ করিলে গলগ্রহে প্রবেশ করে, ঐ স্রাবস
 সহস্র বর্ষ তথ্য পীড়িত হয় । কৌশলী পুতি-
 মংসে ক্রবম্ হইতেছে । অসি-পাত্র-

ধন-বাক্ত-সুবর্ণানি হিরণ্যং বা বিশেষতঃ ॥ ৫৭
 স্ত্রীয়া নরকমাপোতি যমশূলং তয়াবহম্ ।
 মাতঙ্গ্যঃ সূচিমুখেন শতং বর্ষানি পীড়নম্ ॥ ৫৮
 পিতৃহত্যা অধোমুখে পীড়াতে চ সূচুঃখিতা ।
 সর্পেষু বৈতরণ্যাক দেবদব্যাবিনাশক ॥ ৫৯
 পচ্যাতে নরকে ধোরে বর্ষাব্যমেবংশতিম্
 অসিপত্নবনে ধোরে পুরষঃ পচ্যাতে নর ॥ ৬০
 যলাপহস্ত মূলানি তিস্তমানো হি মানবঃ ।
 বৈতরণ্যে চ রূপানি ধোরে পরমদারুণম্ ॥ ৬১
 অধোমুখেন পতিতি বর্ষাব্যমেবংশতিম্
 একপাশাধনরকে মিত্রভাষ্যভিলাষিণ ॥ ৬২
 তথা চাস্তাভ্যং দ্ব্য তসমুপাদাতে পুনঃ
 অসিতালবনে ধোরে পচ্যাতে নর সংশয়ঃ ॥ ৬৩
 পরস্মীণামিণ্যৈব পরদব্যভিলাষুকাঃ
 অসিপত্নবনে ধোরে পচ্যাতে নর সংশয়ঃ ॥ ৬৪
 সাকীভূতস্ত বা কশ্মিদিধ্যা সন্তুষ্টো তদা
 উর্দ্ধপাদস্তথা শূলেন মহানরকপাতনে ॥ ৬৫
 জিহ্বা চোৎপাতিতে তস্ত হলেস্ত্যৈকৈক্য পচ্যাতে

পীড়িত হইয়া পচিতে থাকে । ধন, বাক্ত,
 সুবর্ণ বা বিশেষতঃ সুবর্ণ হরণ করিলে তদন্তর
 যমশূল নরকে গমন করে । মাতৃহত্যার শতবর্ষ
 সূচীমুখ নরকে পীড়ন হয় । পিতৃহত্যার অতি
 বস্ত্রা প্রাপ্ত হইয়া অধোমুখ নরকে পীড়িত হয় ।
 দেবদব্যাবিনাশক ব্যক্তি সর্পময় বৈতরণী
 নদীতে নিপতিত ও একবিশতিবর্ষ ধোরে
 নরকে, পরে অসিপত্নবনে, প্রাশাদিধ্বংসক
 মানব, অসিপত্নবনে পচিয়া থাকে । ধন্থের মূল
 উপোক্তাদি আচরণের বেদক মনুষ্য তদন্তর
 রূপ ধারণ করিয়া অতি কঠোর বৈতরণ নরকে
 সহস্রবর্ষ অধোমুখে নিপতিত হয় এবং মিত্র-
 পরস্মীণামীরা একপাশাধন নরকে গমন করে । যে
 ব্যক্তি অত্যন্ত প্রদান করিয়া পুনরায় ভয়োৎপাদনে
 বিশ্বাসঘাতকের কার্য করে, সে নিঃসংশয়
 অসিতালবনে পড়ে । পরস্মীণামী ও পর-
 দব্যভিলাষী ব্যক্তিরা ভীষণ অসিপত্নবনে পড়ে,
 ইহাতে সংশয় নাই । যে ব্যক্তি সাকী হইয়া

বাক্তবানাক লিঙ্গানাং নিন্দাং যচ্চ কৰোতি সঃ ॥
 বৈতরণ্যং মহানদ্যাং পচ্যাতে স নরাধমঃ ।
 গৃহাটকবনে তীব্রে কষাতে যমশাসনৈঃ ॥ ৬৬
 হস্তচ্ছেদক যঃ কৃধাং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্ত বা ।
 করহস্তবালকান্ধেব ধোরে পরমদারুণম্ ॥ ৬৭
 গহদাহক বর্ষাব্যমেবংশতিম্ পচ্যাতে স নরাধমঃ ।
 অন্ধকারে মহাধোরে নরকে মাফিকে তথা ॥ ৬৮
 পচ্যাতে স মহাধোরে দুঃখাবমহালয়ে ।
 বর্ষাব্যমেবংশতিম্ অসিভিঃ কলকোটয়ঃ ॥ ৬৯
 এবং শুভপ্রদকৈব নানাকপমবস্থিতম্ ।
 পাপানামতিদরম্ দুর্য্যোধনমতিদারুণম্ ॥ ৭০
 জননাং পুনাক্ষয়ং ক্ষণেন গমনং প্রতি ।
 সৌম্যপথ্যং শোভাং গমনং কববণিতম্ ॥ ৭১
 সংক্ষেপান্নবক খাতা হস্তরাস্য মহামুনে ।
 গর্ভবাসে চ যঃ কেশো মিয়মাণেঃপি বৈ তথা ॥
 তস্যমনস্ত যঃ কেশমজ্ঞানস্ত চ যঃ সম

নরকে উর্দ্ধপাদ হইয়া এক হস্ত ও তাতার জিহ্বা
 উৎপাতিত হয়, পুনঃ সেই ব্যক্তি তীক্ষ্ণ হল
 ধ্বং উৎখানিত হয় । যে ব্যক্তি দাম্পণ্যের
 শিব ও যজ্ঞসত্ত্ব প্রভৃতির নিন্দা করে, সেই
 নরাধম মহানদী বৈতরণীতে পচিতে থাকে এবং
 যজ্ঞাস্তান গৃহাটকবনে যমশাসনে আকৃষ্ট হয় ।
 যাতরা স্ত্রী বা পুরুষের হস্ত ছেদন করে, তাতারা
 করহস্তবালক ও ভীষণ ধোরে নরকে প্রাপ্ত হয়
 এবং গহদাহকারী নরাধম ব্যক্তি মহাধোরে
 অন্ধকার মাফিক ও দুঃখ-সমুদ্রের প্রদান স্থান
 মহাধোরে নরকে সহস্র বর্ষ পচিয়া কোটিকর
 অসিপত্ন-নরকে ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৫৬—৭০ ॥
 এইরূপ নানাবিধ শুভপ্রদ প্রদেশ তথায় অর্থাৎ
 সর্গও অবস্থিত আছে । ঐ সকল স্থান পাপী-
 দিগের অতিশয় দূরে অবস্থিত ও বিশেষ
 দুর্গম । শুভ স্থান সকল, পুণ্যবান ব্যক্তি
 দিগের মুহূর্ত্ত মধ্যে গমনযোগ্য । সুন্দর প
 ও বীধিসমূহ তথায় বিরাজ করিতেছে
 সজ্জনেরা সেই স্থানেই নিশ্চয় গমন করেন
 হে মহামুনে! শুভ নরকনিকর সংক্ষে-
 বর্ণনা করিলাম এবং গর্ভবস্ত্রা, মৃত্যু

অবিদ্যা বাধতে দুঃখমজ্জানাং বনবাসিনাম্ ॥ ৭৩
 যদুঃখং যান্তিকানাং যদুঃখং সাংখ্যযোগিনাম্ ।
 যদুঃখং মোক্ষকাজ্জিণাং রাগাদীনামবর্জনাং ॥ ৭৪
 তস্মৈ সর্বপ্রযত্নেন দুঃখমেব বিসর্জয়েৎ ।
 সিদ্ধমেন যতেদ্যজ্ঞং তস্মাদ্যজ্ঞং সমাচবেৎ ॥ ৭৫
 ক্রনমোবা গয়েদ্বিধান্ জাতিদোষবিনাশকম্ ।
 জাতিদোষবিনাশেন সর্বক্রেমবিনাশনম্ ॥ ৭৬
 যৌবন কটীসাক্ষিণাং পাতনং নাত্ সংশয়ঃ ।
 অস্ত্রোপনিপাতে বৈতরণ্যামুদীরিতঃ ॥ ৭৭
 তিষ্ঠিতনকবৌ চ অসিপত্রবনং বজ্রেৎ ।
 সিদ্ধমযজ্ঞতে যজ্ঞং হিংসাদোষমবাপ্রবন ॥ ৭৮
 হিংসাদোষমাপ্রোতি মগাপা নপতে স্থিত ।
 অস্ত্রোপনিপাতে প্রোক্তা মোহিতা শিবমায়য়া ॥
 যঃ প্রণবী হি গচ্ছতি নরকং স্বর্গমেব চ

প্রবিশন্তি ত্রয়োহোরমবিদ্যাকর্মসম্ভবম্ ॥ ৮১
 মোক্ষং ধর্মবিদো যান্তি বিদ্যাধর্মফলোদয়ম্ ।
 সর্কে ব্রহ্মাণ্ডকা দেবা স্বাবরাণাক কারকাঃ ॥ ৮২
 বদ্ধা বেদযন্তে ধর্মং ন সুখং প্রাপ্নুবন্তি তে ।
 দুঃখাহংখং বিশভ্যোতে অবিদ্যাতমসাকুলাঃ ॥ ৮৩
 দুর্জয়ং কামমোক্ষাণামবিদ্যাকর্মসম্ভবাঃ ।
 মোক্ষং ধর্মবিদো বিপ্রা মত্তন্তে ব্রহ্মচোদিতাঃ ॥
 যমস্ত বিষয়ং সর্কে দুঃখং প্রাপ্য পুনঃ সুখম্ ।
 যথা যেনেহ ভুঞ্জন্তি নরকং স্বর্গমেব বা ॥ ৮৫
 কথং মানুষভাবোহয়ং কেশঃ সংসর্গবাসিনাম্ ।
 গর্ভবাসবিনির্মুক্তো নরককৈব পশ্যতি ॥ ৮৬
 নরকচ্চ বিনির্মুক্তো দেব-মানুষ্য-তির্থগাঃ ।
 সর্কে চি পরিবর্তে সর্কং নরকমুচ্যতে ॥ ৮৭
 তস্মাদেব প্ররুদ্যানাং ব্রাহ্মণানাং হিতৈষিনাম্ ।

জন্মমরণ-মুখ্যকর-জন্ম-যে ভয়, অবিদ্যাসমুদায়
 কষ্ট-যজ্ঞ-বনবাসিগণের দুঃখ, হিংসামোক্ষ-
 দিগের দুঃখ, সাংখ্যযোগীদিগের দুঃখ এবং
 যোগিদিগের উপবিত্তাগ-ভেদক মোক্ষভিলাষী-
 দিগের যে দুঃখ হয় সে সকলই নরক-বিষয়ক
 বলিয়া জানিবে। একত্র বহুল যত্নসহকারে
 ঐ সকল দুঃখ-বিষয় পরিবর্তন করিবে
 অসিপত্রের দ্বারা যজ্ঞ করিবে, পঞ্চমহাযজ্ঞ
 করিবে, যে যজ্ঞে দুঃখ নাই সে যজ্ঞ আশ্রয়ণীয় ।
 বিদ্যন যান্তি, জন্ম এবং অহংকারাদির বিনাশক
 ক্রনমোবা সাধন দ্বারা আশ্রয় করিবে। কারণ
 জন্মের দুলীভূত অহংকারের নশ হইলে, সকল
 প্রকার ক্রেশেরই বিনাশ হয়। মিথ্যাসাক্ষা-
 তাদিগের বৌরব নরকে পতন হয়, ইহাতে
 সন্দেহ নাই; জীবজাতীর বৈতরণীতে পতন
 নিশ্চিত আছে এবং যজ্ঞের জীবিকা যে নষ্ট
 করে, সে অসিপত্রবনে গমন করে। সিদ্ধায়
 বরা অস্ত্র ধারণ করিলে এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ না
 করিলেও হিংসাদোষগ্রস্ত হয়। বাহারা শিব-
 শাস্ত্র অনুসরণ করিয়া শিবোপাসনা করে,
 তাহারা অহিংসা-দোষে অর্থাৎ শিবসাক্ষাৎকার
 রূপ ফললাভ করে। শিবমায়য়া-মোহিত
 হৃদয়দিগের বিষয় পূর্বেই কতি-

যাছি। ১১-৩০ প্রাপিগণ যাহার ফলে
 স্বর্গ বা নরক ভোগ করে, তাহা অবিদ্যা।
 সেই অবিদ্যামূলক কর্ম হইতেই তাহারা মহা-
 ত্রয়ো-নিমগ্ন হয়। ধর্ম-বেদগণ বিদ্যা ও
 ধর্মফল-সম্ভূত মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে
 ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা অবিদ্যা-মূলক কর্মের
 বশবস্তা বলিয়া বহু স্বাবর সৃষ্টিতে সমর্থ হইয়া
 এবং বশবস্ত হইয়াও অবিদ্যা-প্রভাবে সাতিশয়
 দুঃখেই নিমগ্ন থাকেন, প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ
 হন না। সে মহাদুঃখ কামতৎপর ব্যক্তিগণের
 পক্ষে অজ্ঞেয়। কেন্দোপদিষ্ট-ধর্মবেত্তা ব্রাহ্ম-
 ণেরা মোক্ষকেই সার বোধ করেন। সকলেরই
 যমরাজ্যে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া বেকপ আবার
 টহলোকে স্বর্গ নরক ভোগ হয়, এবং মানুষ
 অথবা সংসারিকদিগের পক্ষে ক্রেশকর কি না,
 তৎসমস্ত বলিতেছি। গর্ভবাস ভোগ করিবার
 পর, নরকভোগ হয়, নরকভোগের পর তির্থাঙ্ক
 মনুষ্যবোনি ও দেববোনি প্রাপ্ত হয়। তির্থাঙ্ক-
 বোনি, মনুষ্যবোনি এক দেববোনি পরিবর্তন-
 নীল। কালক্রমে, পক্ষীও মানুষ বা দেবতা
 হয়, মানুষ বা দেবতাও পক্ষী হয়, দেবতা মানুষ
 হয়, আবার মানুষও দেবতা হয়, অতএব এ

ସୁଧାନାଂ ସମ୍ପଦଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାଃ ସର୍ବଜ୍ଞାନସମା ସିଦ୍ଧିଃ ॥ ୮୮
 ନରକାଞ୍ଚ ବିନାଶାୟ ଜାତିହୁଃସବିନାଶନମ୍ ।
 ସଂସାରଚକ୍ରମାରୁତଂ ଜୟତେ ସମ୍ପଦଚକ୍ରବଂ ॥ ୮୯
 ତସ୍ୟାଚକ୍ରବିନାଶାୟ ଶିବଚକ୍ରଂ ସମାଧାରେଂ ।
 ଶିବଚକ୍ରଂ ସମାରୁଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ ଦୋଷେର୍ନ ଲିପାତେ ॥ ୯୦
 ଅବିଦ୍ୟାକର୍ମଜ୍ଞାନ ଦୋଷାନ୍ ବକ୍ଷ୍ୟାମାସ ମାୟୟା ।
 ଏବଂ ମାହେଶ୍ୱରେ ଜ୍ଞାନେ ଭକ୍ତିମାନ ସଃ ପ୍ରିୟୋ ଭବେଂ
 ପାପରାଶିଂ ନହେଦେବଂ ତ୍ୱମ୍ରାଶିମିବାନଳଃ ॥ ୯୧

ହିତି ଶ୍ରୀଶୈବେ ମହାପୁରାଣେ ସନଂକୁମାର-
 ସଂହିତାସ୍ୟାଂ ନରକବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ
 ଚତୁର୍ଥୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୫ ॥

ପଞ୍ଚମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

ସନଂକୁମାର ଉବାଚ

ପୃଥିବୀଂ ପ୍ରାକ୍ପ୍ରତୀଚ୍ୟାଞ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣଞ୍ଚ ଉତ୍ତରଂ ଚ ।
 ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପାଃ ସମୁଦ୍ରାଞ୍ଚ ଚାଧ୍ୟାତା ହି ମୟା ସିଦ୍ଧ ॥ ୧

ହିତୈଷାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣେରା, ସୁଧନାଭେର ଋଷି ସର୍ବଜ୍ଞ,
 ସର୍ବତ୍ର ସମନ୍ତର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ଆଶ୍ରୟଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
 ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସେର ଯୁକ୍ତିଭୂତ ହୁଏ ବା କର୍ମ ବିନଷ୍ଟ
 ହୁଏନେହି ନରକଭୟ ନର ହୟ । କିନ୍ତୁ ସଂସାର-
 ଚକ୍ରାରୁ ଚ୍ୟାନ୍ତିମଣ, ସମ୍ପଦଚକ୍ରର ଶ୍ରୀୟ ନିରୁତ ନାନା-
 ଶୋନି ଜୟନ କରେ । ଅତଏବ ସଂସାର-
 ଚକ୍ର-ନାଶେର ଋଷି ଶିବଚକ୍ର ଆଶ୍ରୟ କରିବେ ।
 ଶିବଚକ୍ରାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଚ୍ୟାନ୍ତି ଦୋଷେ ଲିପ୍ତ ହନ ନା ।
 ଶିବି ମାୟା ଅଧୀନ ଅବିଦ୍ୟା-କର୍ମସମ୍ଭୂତ ଦୋଷ-
 ରାଶିକେ ବକ୍ତିତ କରେନ । ଏହିରୂପେ ଶିବଜ୍ଞାନେ
 ଭକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଚ୍ୟାନ୍ତି ଶିବେର ପ୍ରିୟ ହନ । ଅଗ୍ନି
 ବେଦନ ତ୍ୱମ୍ରାଶି ନଷ୍ଟ କରେ, ସେ ଚ୍ୟାନ୍ତିଂ ପାପ-
 ରାଶିକେ ତଦ୍ରୂପ ନଷ୍ଟ କରେ ୮୧—୯୧ ।

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ॥ ୧ ॥

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ସନଂକୁମାର କବିତ୍ୱେନ,—ହେ ବିଜ୍ଞାନ । ଆମି

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତାବଂ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଯାବଦ୍ବ୍ରହ୍ମକୁଳଂ ଭବେଂ
 ପ୍ରଥମଂ ଭବନଂ ଭୂୟୋ ବ୍ୟାଧ୍ୟାତଂ ତଦ୍ଦିଜ୍ଞମ୍ଭୀନାମ୍ ॥ ୧
 ଦ୍ୱିତୀୟଂ ଭବନଂ ଭୂମେର୍ବ୍ୟାଧ୍ୟାତ୍ତାମି ଯଥା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ।
 ମହୀତଳେ ମହାସ୍ରୀଂ ଶତେନୋକ୍ତଂ ବିଭାବ୍ୟାତେ ॥ ୩
 ତତ୍ର ଭାବୁଂ ଚକ୍ରଂ ଗ୍ରହାନ୍ତାବାଗ୍ଗଣେଃ ମହା ।
 ଉପରୂପରିମଂ ଯଥୋକ୍ତଂ ଗ୍ରହତାବକଃ ॥ ୫
 ଏକମସ୍ତବଂ ବିପ୍ରା ଯନ୍ତ୍ର ଦେ ଗ୍ରହତାରକଃ ।
 ଯଥାହରୀକ୍ଷେ ମିକ୍ତିଭାସି ଶାନ୍ତି ଯଥା ଗ୍ରହଃ ॥ ୬
 ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ନାନାବିଧାନ୍ତ୍ର ମେଷା ନାନାବିଧାଃ ସ୍ତୁତାଃ ।
 ନକ୍ଷତ୍ରୋଦନସାହସ୍ରଂ ନକ୍ଷତ୍ରୋଦନମୁନତମ୍ ॥ ୭
 ଆଗ୍ନେୟା ନବ ଜ୍ଞାନଂ ପର୍ଜ୍ଜନ୍ତାଂ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା ।
 ବରୁଣସ୍ତ ସ୍ୱନାଃ ପ୍ରୋକ୍ତା ବିଚରନ୍ତି ଯଥା ପରେ ॥
 ଏତେଷାମୁପରିଷ୍ଠାନ୍ତୁ ଭାନୋଲୋକୋ ବିଭାବ୍ୟାତେ ।
 ତସ୍ୟାନ୍ତାନୋର୍ଯ୍ୟତୋଃ ସାହଲୋକାଃ ସୁବନମନ୍ତ୍ରତାଃ ॥ ୮
 ତତ୍ର ଦେବବିମାନାନି ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟବର୍ଚ୍ଚସଃ ।
 ଯନ୍ତ୍ରୈଶ୍ଚ ସହସ୍ରାଣି ନକ୍ଷତ୍ରାଂ ଭାବିତାୟନାମ୍ ॥ ୯

ବନ୍ତୀ ମଞ୍ଚଦ୍ୱୀପ ଓ ସମୁଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛାହି ।
 ଏକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ବିବରଣ
 କାହିତେଛି । ପ୍ରଥମ ଭୂତଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେର ଭବନ
 ହିଂସା ବଳିଆଛି । ଐ ଭୂମି ହିତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତାଣେ
 ଦ୍ୱିତୀୟ ନିବାସ କିରୁପ ଏବଂ କାହାମାନେର—ତାହ
 କାହିତେଛି । ଏହି ଭୂମିତଳ ହିତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣୋଦନ
 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ, ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ମଣୋଦନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ
 ଚକ୍ରଲୋକ, ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ମଣୋଦନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଗ୍ରହ
 ଗଣ ଓ ତାରାଗଣେର ଆଶ୍ରୟ ; ଏହିରୂପେ ଉପରୁ
 ପରି ଗ୍ରହଗଣ ଅବସ୍ଥିତ ଆଛେ । ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ
 ଗ୍ରହ-ତାରାମାନେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରସ୍ତର କାଳ ଏକତାବେ ପ୍ରକା
 ପାୟ, ମନ୍ତ୍ରରୂପ କରେ, ଶେଷେ ପତିତ ହୟ । ଐ
 ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ମନ୍ତ୍ରସ୍ତରଭେଦେ ଗ୍ରହ ଓ ଯେଷମମ୍
 ନାନାବିଧ ହୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରସ୍ତରେ ଯେକ
 ଅପର ମନ୍ତ୍ରସ୍ତରେ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୟ । ମେଷହା
 ନକ୍ଷତ୍ରସହସ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଜନ ଉନ୍ନତ । ଉତ୍ତାତେ ନବବି
 ଜ୍ଞାନସମୂହ ଆଗ୍ନେୟ ଓ ଅଗ୍ନାଶ୍ର ମେଷ ମକ
 ବରୁଣଦେବେର, ହିଂସା ପତିତଗଣ କାହିୟା ଥାକେନ
 ଉତ୍ତାତେର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ ; ଐ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକେ
 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଦେବଗଣ-ପୂଜିତ ଯହୋଽସାହସ୍ର ଗ୍ରହ
 ଯାହା ଆଛେ । ୧—୯ । ଐ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକେ ବ

পাস্তে বথবরং ভানোরক্লিষ্টকর্ণণঃ ।
 তেজো মহাস্থানো নাগ-গন্ধর্ব-রাক্ষসাঃ ॥ ১০
 ঐশ্বর্যমুদ্রাণি অপ্সরাণাং প্রসংখ্যয়া ।
 গন্ধর্ববোমঃ হাহা হুহুরনেকশঃ ॥ ১১
 তপোময়বিমানানি শতশচৈব তথ্যুতানি চ ।
 যত্রবিচিত্রানি পতাকৈঃ শোভিতানি চ ॥ ১২
 ক্লিষ্টক্লিষ্টানি নানারহোক্ষলানি চ ।
 কামসমুদ্রানি কাব্যশকাহিতানি চ ॥ ১৩
 চৈবক্লিপেতানি কল্পকল্পযুতানি চ ।
 তথ্যবরং বন্যা অমৃতকচরা স্মৃতা ॥ ১৪
 রত্নপদং হেতুঃ ক্ষরন্তি সলিলং বভু ।
 যঃ শতশস্ত্রং সপ্তশক্রেণৈব তথা ॥ ১৫
 গণা যন্তি তনু গন ভাগানাকামৈব চ ।
 পদমশিতা চরন্তি বিমলোদকঃ ॥ ১৬
 তদ্যাপ্যবোমঃ সিদ্ধৈঃ স্যাপ্সরাশ্চিহ্নৈঃ ।
 দিব্যানি বোমনি বিচিত্রানি বহুনি চ ॥ ১৭

দেবদেব আছে, সে স্থানের অধিবাসীরা
 এই স্থানেই তেজস্বী । সৃষ্টিসহস্র ভাবি-
 'রক্ষিণ প্রাণসিতকম্বা স্বর্গদেবের প্রাণস্ব
 ক্রমে' করিতেছেন । ঐ সকল উপাসক-
 রমণে সৃষ্টিসহস্র মহাস্থা নাগ, হাহা হুহু
 তি গন্ধর্ব, রাক্ষস ও সৃষ্টিসহস্র-সংখ্যক
 রা আছে । গীত ও গন্ধর্বদিগের নিনাদপূর্ণ
 সঙ্গিত বিবিধ রং চিত্রিত, ধ্বজসমূহে
 শোভিত কিস্কিন্দীসংহে শক্তি, নানারহে
 ক্ল, সর্ষকামসমুদ্র, কাব্যশকসমগ্নিত,
 নরী ও কল্পরহে সংযুত, শতশত বিমান
 আছে । স্বর্গদেব দৃষ্টির কারণ বলিয়া তৎ-
 ইমেব বর্ণনা করিতেছি ; উহার অস্তরীক-
 , অতি সুন্দর এবং বায়ু অবলম্বন করিয়াই
 গমনাগমন করে ও জল ক্ষরণ করে ।
 লকে সপ্তসংখ্যক বায়ব্য গণবিশেষ সপ্ত
 ণে বিভক্ত হইয়া নিখুল সলিল বহনপূর্বক
 প্রাণপ্রয় করত নিজ নিজ অংশে আকাশে
 শত দেব, অপ্সরা ও সিদ্ধগণের সহিত
 গমন করে । ঐ স্বর্গলোকে পুণ্যবান জন-
 সমগ্নিত সমুদ্রল বিচিত্র বহু সহস্র দিব্য

পুণ্যকল্পিকপেতানি ভানবানি সহস্রশঃ ।
 তত্র দেবা বিমানস্থা রমন্তে কেলিকারকাঃ ॥ ১৮
 দিব্যভোগযুতাঃ সর্ষে অন্তরীক্ষে বিরাজতে ।
 যন্তদ্বারি দিবি খ্যাতমাদিত্যং তৈজসং যদেৎ ॥ ১৯
 যত্র গচ্ছন্তি সুরুতঃ সর্ষসঙ্গজিতা নরাঃ ।
 এতে লোকা মন্থখ্যাতা আদিত্যস্ত মহাত্মনঃ ॥ ২০
 আদিত্যস্তোপরিষ্ঠাঃ তু লোকা বৈবস্বতাঃ স্মৃতাঃ ।
 তত্র দিব্যাঃ শুচিময়া বিমানশতশোভিতাঃ ॥ ২১
 সন্ধরন্তি সর্ষে লোকে পুণ্যকল্পির্নিষেবিতৈঃ ।
 তস্মাদ্দিব্যঃ সুমহান সোমলোকঃ স্মৃতস্ততঃ ॥ ২২
 কত্রিগাটৈঃ চ যজ্ঞানো মন্থিণঃ সোমপায়িনঃ ।
 বসন্তি তত্র সুধিনঃ শত্র-বস্ত-হিরণ্যদাঃ ॥ ২৩
 তস্মাদ্ভিঃ ততো লোকো ভানবঃ সমবস্থিতঃ ।
 বিপ্রা ভবন্তি যজ্ঞানো বিমানশতশোভিতাঃ ॥ ২৪
 যান্তি লোকাঃ তত্রস্থা ধর্মীণাং সুমহাত্মনাম্ ।
 দিব্যানুরধরাঃ সর্ষে উপরিষ্ঠাঃ প্রভূষিতাঃ ॥ ২৫
 আকাশগচ্ছা তত্রস্থা সর্ষে চৈব গ্রহাস্তথা ।

গৃহ বহিয়াছে । ঐ স্থানে দেবগণ বিহারেচ্ছায়
 বিমানে অবস্থিত হইয়া ক্রীড়া করেন ও দিব্য-
 ভোগ-সম্পন্ন হইয়া অন্তরীক্ষে বিরাজিত হন ।
 আকাশে, জল অর্থাৎ মেঘাণি বলিয়া বাহা কথিত
 হইয়াছে, ঐ সকলই স্বর্গভোজের আকর্ষণে
 সমুৎপন্ন হইয়াছে ; ঐ স্বর্গলোকে সংসারভজতা
 পুণ্যবান ব্যক্তিগণ গমন করেন । এই মহাস্থা
 স্বর্গের লোক সকল বর্ণনা করিলাম । ১—২০ ।
 উহার উর্ধ্বে বৈবস্বত নামে লোক আছে, তথায়
 শতসংখ্য বিমানে পরিশোভিত দার্শনিক-সেবিত
 পবিত্রলোকে তুচি দিব্য ব্যক্তিগণ বিচরণ
 করেন । উহার উর্ধ্বে এতদপেক্ষা সুন্দর বিস্তৃত
 সোমলোক আছে । তথায় ষাগকর্তা, যজ্ঞ
 আরাধনায় তৎপর, সোমরস-পাতা, শত্র বস্ত্র ও
 হিরণ্য-প্রদাতা কত্রিগণ সুখে অবস্থান করেন ।
 তাহার উর্ধ্বে মহাস্থা কবিদিগের সমুদ্রল লোক
 অবস্থিত আছে, তথায়, বাবজুক ব্রাহ্মণগণ
 শত্রবিমানে শোভিত হইয়া গমন করেন ।
 তথাকার লোকসমূহ দিব্যবসনধারী ও অলঙ্কৃত
 হইয়া সন্ধরণ করে । ঐ স্থানেই আকাশ-

তস্মাদ্ভূমিবীণাং বৈ লোকঃ পরমপুজিতঃ ॥ ২৬

তত্র শূরা রণে প্রাণান্ পরিত্যজ্য মহাহবে ।

ত্রিবিষ্টপে চ বিখ্যাতো শত্রুস্ত্রেয়ামরাবতী ॥ ২৭

উপরিষ্ঠাদ্ভূমিবীণাস্ত শত্রুলোকস্ত তং যুতম্ ।

তস্মাদ্ভূমিঃ ক্রমং লোকং সূর্য্যাকোটীসমপ্রভম্ ॥ ২৮

কোটীশতসহস্রৈশ সাধ্যানাং পরিবারিতম্

চতুর্ভূষণস্ত বিখ্যাতং দেবলোকপ্রমাণতঃ ॥ ২৯

অতঃ সনৎকুমারঃ কাক্তিকেশঃ নন্দনঃ ।

এবং ভবন্তি সুধিনঃ শয্যা-বস্ত্র-হিষণ্যদাঃ ॥ ৩০

তস্মাদ্ভূমিঃ জনলোকো যোহত্যাত্মং ভূবি ভাব্যতে

উপরিষ্ঠাতারকাণাং ব্রহ্মলোকেতি তং যুতম্ ॥ ৩১

তত্র সিদ্ধা মুনিগণা ব্রহ্মা চৈব চতুর্ভূষণঃ

সপুংসরো কবচৈশ্চ বিমুণ্ডৈশ্চ মহামতিঃ ॥ ৩২

ব্রহ্মলোকাং পরং সত্যং সত্যমেতদ্ভবীমহম্

অস্তোক্তং বিমুলোকঃ গোলাকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

পৃথিবীমণ্ডলাদ্যং যোজনবর্ণিতং তথ

অখাণ্ডোক্তোক্তাপে তু ব্রহ্মলোক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৩

গঙ্গা ও সমুদ্র এই অবস্থান করিতেছেন তাহার উর্ধ্বে কবিপুজিত এক লোক আছে যে বীরগণ মহারণে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা এই তথ্য বস করেন তাহা হইবে ইন্দের অমরাবতী পুরীর জায় শোভা পাইতেছে বহিলোকের উর্ধ্বে ইন্দ্রলোক, তাহার উর্ধ্বে কোটি সূর্য্যের জায় দীপ্তিশালী ব্রহ্মলোকটি সাধ্যা-রণে পরিবৃত্ত ব্রহ্মলোক, উহার পরিমাণ দেবলোকের চতুর্ভূষণ এই স্থানে সনৎকুমার কাক্তিকেশ নন্দন প্রভৃতি অনেক অবস্থিত। শয্যা বস্ত্র এবং হিষণ্য দ্রব্য দ্বারা করেন, তাঁহারাও এইরূপ সুখে থাকেন। ৩১—৩০। তাহার উর্ধ্বে জনলোক, উহার প্রশংসা পৃথিবীতে নাই আছে। তারালোকের উপরিস্থিত লোক ব্রহ্মলোক নামে কথিত; এই লোকে সিদ্ধগণ, মুনিগণ, স্বয়ং চতুর্ভূষণ ব্রহ্মা, সপুংস-পুং, কবচ ও মহামতি বিমু বিহার করেন। এই লোকের পর সত্যলোক আছে, ইহা আমি সত্য কহিতেছি। তাহার উর্ধ্বে বিমুলোক ও গোলাক; পৃথিবীমণ্ডলের পর এই সকল লোক

উর্ধ্বমেকস্ত বৈ লোকং কোটীনাং শতযোজনম্

এবোহধ্বগপ্রচারো বৈ জ্ঞানং জ্ঞানং তথৈব চ

ন শক্যং প্রাপ্যতে গম্যং বর্জ্জয়িত্বা শিবানুগান্

অনুগ্রহাধা যোগাধা নৈষ্ঠিকাধা তথা দ্বিজাঃ ॥

স্বয়ং মূর্ত্যা চ ভগবান্ ব্রহ্মা ভবন বিরাজতে ।

এতস্মিন্নস্তরে দেবাঃ সর্বে ইন্দ্রপুত্রোৎতমাঃ ॥ ৩

পাদযোঃ পতিতাঃ সর্বে ব্রহ্মাণমুদগম্যতঃ ।

বক্ষণ চাপানুস্মাতাঃ সর্বে সুখমগাঃ স্থিতাঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

স্মাগতং বো মহাভাগাঃ শৃণুধ্বং কিমিহেচ্ছথ

যেন কার্ষেণ বাসাতাস্তদ্ব্যবঃ সুরোত্তমাঃ ॥

দেবা উচুঃ ।

চতুঃ ববেণ পৃথ্যাপ্তং স্রষ্টা ইং পরিপূজসি ।

বরাণাং বৈ সহস্রাং তু দর্শনং দেব শম্যতে ।

মহান নঃ সংশয়েহত্যাতং ভগবান্ বতুমর্চ্য

দ্রুতভঃ পরমং শুভং প্রহ্লাদাঃ প্রঃমুদগম্য ॥

যথাক্রমে বর্ণিত হইল। যাহার উর্ধ্বে

ব্রহ্মলোক, উহারও শতকোটি যোজন উর্ধ্বে

লোক আছে, এই স্থানে কেবলমাত্র দ্য

গমন করিতে পারেন। গমন করিলে

জ্ঞানের উদয় হয়। এই স্থানে শিবানুচর

কেহই গমন করিতে সমর্থ হয় না।

অনুগ্রহ, যোগ অথবা নষ্টিক ব্রহ্মচর্য

লোক-প্রাপ্তির কারণ। হে দ্বিজগণ! ত

শিবই ব্রহ্মা হইয়া পদ্যং তথ্য বিদ্যা করি

ছেন, এমনত সময় ইন্দ্রাদি সকল

কবিগণ সকলেই আসিয়া ব্রহ্মার চরণে নি

হইলেন ও ব্রহ্মকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অ

বস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,

মহাভাগগণ! তোমরা নির্দ্বিগ্নে আসিয়া

কি ইচ্ছা করিতেছ? যে কাযার্থ আ

তাহা বল। দেবগণ কহিলেন,—হে

আমাদিগের করে প্রয়োজন নাই। জগ

আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন! ইহা

আর কি বল আছে এবং ভবদীয় দর্শন

বল হইতে প্রশংসনীয়। আমাদিগের

সংসার উপস্থিত, আপনি তাহা পর

সনৎকুমার উবাচ।

কৃষ্ণবান্ পূৰ্বং কৃষ্ণস্ত পৰমাস্তনঃ ।
 সনৎকুমারমি ইতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৪০
 যিষ্যন্তঃ কথয়ো জিতজ্ঞোবা জিতেন্দ্রিয়াঃ ।
 চাহেবিনিস্মৃতা বানযোগপরায়ণাঃ ॥ ৪১
 ব্রহ্মনসম্প্রদা গতা ব্রহ্মসভাং পরাম্
 শ্রিতব্রহ্মো চ পুরস্তাং কৃতবান্ নচিঃ ॥ ৪২
 কথমহা নাম সভা পরমভাবিনী
 ব্রহ্মত পুত্রাণি পৰমৈশ্চকাতং গতাঃ ॥ ৪৩
 কৃত্বত্ৰ উপাশি ন চন্দো নিব তারকা-
 দি নিব দেবাঃ কঃ শতশ্রমসঃ পরঃ ॥ ৪৪
 ব্রহ্মপস্যাচরঃ সদাচারবিবক্ষিতঃ
 স পিতৃভ্যঃ কৃত্য নিব্রযং পাপ-পূণ্যয়োঃ ॥ ৪৫
 স এব মহাময়া সৰ্বং চরতি কিমিষম্
 যুক্তকঃপিতৃযোগদানো কথ্যে ভবে ॥ ৪৬
 তি ব্রহ্মৈবৈব মাপদ্রব্ধে সনৎকুমারসংহি-
 তে কৃতবান্ কৃতবান্ নাম
 সনৎকুমার উবাচ ॥ ৪৭ ॥

কৃত্ত গোপনীয় উত্তম প্রঃ বিদ্যাস
 ৪০-৪১ সনৎকুমার বলিলেন,
 যিষ্যন্তঃ কথয়ো জিতজ্ঞোবা জিতেন্দ্রিয়াঃ
 যোগপরায়ণ, কৃতবান্-ব্রহ্মনসম্প্রদা নিমিষ-
 সানিগদন অবঃ কৃত্ত এবং অচিরে এই
 কথিতব্যে অত্র কথিত হইবে, ব্রহ্ম-
 ৪২ জিতজ্ঞোবা অর্থাৎ পরমাত্মা ব্রহ্মের
 টিপে প্রঃ কথিতজ্ঞানম্ একপ্রঃ, (দেবতা
 বিগণের মধ্য হইতে) কথিতরাই সেই প্রঃ
 । বিদ্যঃ করিলেন, আমি সেই সনৎ
 সনৎকুমার কাহন করিব, পরম-প্রভা-
 । ব্রহ্ম-সভার নাম 'কামময়' পর-
 ৪৩ ষি সহিত একপ্রাপ্ত পুরুষেরাই ভ্যাস
 ৪৪ ও পার; অপরে দেখিবে কিরূপে
 না, সেখানে কথিতরাই নাই, চন্দ্রকিরণ
 তারকামণ্ডলের জ্যোতি নাই। ফল কথা,
 ৪৫ জীত শিব ব্যতীত সে স্থান একাল করা
 ৪৬ সাধ্যায়ত্ত নহে। পাপ ও সদাচার-
 ৪৭ ত্তা, শিব তিন্ন সকলেরই কিছু না কিছু

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

নত উবাচ ।

বিনয়াদাগতো বাসঃ সদ্ভাবং ভক্তিমান্ভিতঃ ।
 সনৎকুমারং সর্গজং সন্দেহমথ পৃষ্টবান ॥ ১
 ভগবন্ শোভামিচ্ছামি সৎপ্রসাদাদিব্রজোত্তম ।
 এষ মে সংশয়ো বন্ধন ক্রটি মে হং মহামুনে ॥ ২
 কতিদয়স্মিন্ লোকেন পৃষ্টো ময়েবমর্থতঃ ।
 সমাধৌ বেদি হুং লোকে কঃ পুমান্ কথয়িষ্যতি ॥ ৩
 ভগবন্ ভূতভব্যোপশক্তা শাবসি হুং কথঃ
 আখ্যতি কথমহাশ্রয়ং শ্যামঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৪

সনৎকুমার উবাচ

ইদং সৰ্বং পূরা ভূতং সৰ্বমাসৌন্দর্যবম্
 অত্র বঃ ছিল 'ভ্যাস' শব্দের প্রকাশ ও
 অপ্রকাশেই পাপ ও পুণ্যের নির্ণয় হয়। কেবল
 একমাত্র 'যোগময়'ই শু সকল পাপকে অপ-
 ৪৫ নশ করেন, যোগশাস্ত্রোক্ত বিধানে ধ্যান
 করিলে 'কামময়' হইতে পাপেরও ক্ষয়
 হয় ৪৬-৪৭ ।

সনৎকুমার উবাচ ॥ ৪৮ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

নত কহিলেন—বাস সর্গজঃ সমাপ্ত
 ৪৮ হইয়া নতচিত্তে ভক্তিসহকারে সর্গজঃ সনৎ-
 কুমারকে নিঃ সন্দেহ-বিষয় জিজ্ঞাসা করি-
 লেন—হে ভগবন্ দ্বিতীয়! 'অপনার অনুগ্রহ
 বশতই আমি সন্দেহনিরাকরণে ইচ্ছুক হই-
 ৪৯ য়ছি। হে বন্ধন মহামুনে! এই বিষয়ে
 আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি
 আমাকে বলুন হে ভগবন্! আমি এইরূপ
 সন্দেহ অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, ত্রিলোক যথো
 ৫০ আর কে ইহার সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া সন্তুষ্ট
 দিতে পারিবে? মহাদেবের নিকট হইতে লব
 ৫১ শক্তিবলে উহা শ্রবণ করাইতে সমর্থ হইতেছেন,
 একপ্রঃ দেব-ব্রহ্মের বাহ্যিক কথন; আখ্যতি
 ৫২ সংশিতব্রত হইয়া প্রবণ করিতেছি। সনৎ-
 কুমার কহিলেন,—এই কৃতবান্ চরিত্র পুরুষ

নাশ্বিন বায়ুদিতো ন ভূমিন দিশো দশ ॥ ৫
 ন চক্ষো ন চ নক্ষত্রং মুহূর্তকরণে তথা ।
 ন দেবাসুরকর্কসো ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ ॥ ৬
 ছাদিতান্তেজসা তস্ত ন কিকিৰকুমুংসহে ।
 দৃষ্টাহং মোহমাপন্নো নিশ্চেষ্টশ্চিরমাস্থিতঃ ॥ ৭
 লক্ষকোটিসহস্রাণাং লোকানাং হিতকাময়া ।
 কৃত্বা করালং দষ্টাস্তং মুখপদং শূশোভনম্ ॥ ৮
 হৃদুভিস্বরনিঘোষ-পর্জন্তুনিদোপমম্ ।
 প্রহসন্ত ভগবান ক্রুদ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯

ক্রুদ উবাচ ।

অহমেকস্ত নাক্তো বৈ মম সর্কেষ যুগে যুগে ।
 সমমাস্থিতঃ সমুদ্রাঃ কিমর্থং পরিত্যজ্য ॥ ১০
 লোকান সসর্কস্ক্রুদে বৈ মমার্থং নিশ্চিতে ময়া
 এবমুক্তা তদা ক্রুদন্তু ত্রৈবাস্তববীষত ॥ ১১
 অসুতং বো মহাভাগা উপদেশং যথাক্রমম্ ।
 যথাবস্থানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ১২

এইরূপ ছিল, তারপর দেখিতে দেখিতে সকলই
 মহাসমুদ্রের ভূলে আবৃত হইল। তখন অগ্নি,
 বায়ু, সূর্য, দশ দিক, চন্দ্র, নক্ষত্র, মুহূর্ত, করণ,
 দেব, অসুর, পক্ষী, পিশাচ ও রাক্ষস সকলই
 মহেশ্বরের তেজ দ্বারা সমাক্রম হইল, তদ্বিনয়ে
 বিশেষ বলিতে সমর্থ নহি। তখন ঐ সকল
 অবলোকনে আমি মোহিত হইয়া কিছুকাল
 নিশ্চেষ্টভাবে রহিলাম। পরে ভগবান ক্রুদ
 লক্ষ-কোটী-সহস্র লোকের চিত্তার্থে মনন-
 মনোরম নিজ হৃদয় দৃশ্য-কমল বাদন করিয়া
 হৃদুভি ও ঘেষের শব্দে গায় হস্ত করিয়া এই
 কথা বলিলেন,—আমি একমাত্র, আমার দ্বিতীয়
 নাই, সকলই যুগ যুগে আমা হইতে এককালীন
 প্রাচুর্য হইয়াছে, হে নৃপেয়! কি ভক্ত ভাবিয়া শুক
 হইতেছ ? ১—১০। মায়াদেবীর সাহায্যের অস্ত
 ক্রমকে নিষ্কাশ করিয়াছি, তিনি নিখিল লোক
 শূন্য করিয়াছেন। তৎকালে ক্রুদ ইহা এবং
 নিম্নলিখিত কথা বলিয়া তথায় অবস্থিত হই-
 লেন। তাঁহার শেষের কথা এই,—হে মহা-
 ভাগবন! যথাক্রমে আমার উপদেশ শ্রবণ
 কর। যাক্ষ অসুর পুর্বে যেমন থাকে, নতুন

প্রাপ্যপত্যং ভবেদনমগ্রে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 অনাদ্যন্তি ভূতানি অগ্নং বৈ যজ্ঞসমুত্তমম্ ॥ ১৩
 যজ্ঞাভ্যবতি পর্জন্তো যজ্ঞঃ কশ্মসমুত্তমঃ ।
 তত্র সর্কমিদং যজ্ঞং ব্রহ্মযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৪
 ক্ষেত্রো যজ্ঞঃ স্যামানি কন্নোপনিষদন্তথা ।
 মন্ত্রাণ্যারণ্যকৈব রহস্ত্যার্থকং তথা ॥ ১৫
 একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম ওকারঃ পর উচ্যতে ।
 ষড়ঙ্গৈঃ সহ সম্প্রোক্তঃ সাংখ্যযোগবিশারদৈঃ ।
 সাবিত্রীসত্ত্বো হেষ্ণ ব্রহ্মাক্ষরময়ো মহান ।
 ময়া শতাব্দী ব্রহ্মণা চ বিমূনাপি স ইজ্যতে ॥ ১৬
 যজ্ঞলোকান্তদা স্যামি প্রতিপত্তিঃ স্বয়মুবা ।
 উপদেশং ততঃ কৃত্বা মহাদেবো মহেশ্বরঃ ।
 উক্তা বচনমাশানন্তু ত্রৈবাস্তববীষত ॥ ১৭
 তস্ত তদ্বচনং ব্রহ্ম ব্রহ্মা কমলসমুত্তমঃ ।
 অপ্রবানপ্রযতেন নিত্যমুক্তং মহেশ্বরম্ ॥ ১৮
 তস্ত বৈ নৃত্যঃ পঞ্চ ব্রহ্মতন্ত্রা নিবোধ মে ॥ ১৯

সৃষ্টিতেও তাহাই হয়। আগ্নের দেবতা প্র-
 পত্তি, অগ্নিই জীবের জীবন, অগ্নি হইতেই ও
 সকল উৎপন্ন হইতেছে, অগ্নি হইতে, যজ্ঞে
 উৎপত্তি। যজ্ঞ হইতে পর্জন্ত হইতেছে
 নিখিল কশ্মের উৎপত্তি স্থান, এই সকল য
 সেই ব্রহ্মযজ্ঞের অন্তর্ভূত আছে। অগ্নি যজ্ঞ
 সামবেদ, কর, উপনিষদ, মন্ত্র, আরণ্যক
 রহস্ত্যার্থক এই সকলই পুর্কোক্ত ব্রহ্ম
 কিস্ত সামখ্যোক্ত যোগনিপুণ ব্যক্তির ইচ্ছা
 একাক্ষর ওকারকে পরব্রহ্ম বলিয়া ষড়ঙ্গ-ব
 প্রস্তাবে সর্কপ্রধান বলিয়াছেন। ঐ
 ব্রহ্মাক্ষরাক্ষর, সাবিত্রী হইতেই উৎপন্ন
 রাহে; শক্তি ব্রহ্মা বিমূ ও আমি, আ
 ওকারের পূজা করি। ওকারই যজ্ঞের প্রা
 ব্রহ্মার সামবেদ-প্রতিপত্তিও ওকার হই
 মহাদেব সৈদৃশ উপদেশ করিয়া তথায় অ
 হইয়াছিলেন, ইহা পুর্বেই বলিয়াছি। ব
 যোনি ব্রহ্মা তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 গ্রাসে নিত্যমুক্ত মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হই
 মহেশ্বরের পঞ্চমূর্ত্তি আমি কহিতেছি, শ্রবণ

কো ভগবতো মূর্তিরূপোমা ভগবতঃ ।
 তীর্থা ভগবৈ মূর্তিঃ সূর্য্যোজ্যোতিঃসমপ্রভা ॥ ২১
 তীর্থা ভগবতো মূর্তিঃ শশিনঃ পরমাস্ত্রনঃ ।
 তীর্থা ভগবতো মূর্তিঃ কুবেরস্ত মাতনুঃ ॥ ২২
 কমা ভগবতো মূর্তিস্তমৈ ব্রহ্ম পরমপদম্ ।
 তু পশুতি বিদ্বাংসঃ সূর্য্যদ্যানবিচিন্তকাঃ ॥ ২৩
 তাম ভগবান কন্দঃ পঞ্চা পরিপঠ্যতে ।
 একে বেদে চ সংযুক্তা শৈবী চৈব পৃথক্ পৃথক্
 ভেদে প্রথমা মূর্তিঃ দ্বিতীয়া তপ্যতে তপঃ ।
 তীর্থা ভগবতো লোকাংসু তুথী সজতে প্রজাঃ ।
 তীর্থা ভগবান সর্গমাতা তিষ্ঠতি ॥ ২৪
 সর্গঃ সর্গভূতঃ সর্গপ্রলয়বিভক্তম্ ।
 ত্রৈলোক্যং সর্গভূতং গোপ্তা ঈশান উচ্যতে ॥ ২৫
 ত্রৈলোক্যং প্রলয়কৈব ভূতানাং সর্গভূতং গতিম্ ।
 ত্রৈলোক্যমবিদ্যাং ত্রৈলোক্য ভগবানিহ ॥ ২৬
 ত্রৈলোক্যং মহতো যম্মাশ্রয়িত্বং মহীষতে

যানের এক-মূর্তি উর্দ্ধরোমা এবং ভগবতী ।
 তীর্থা-মূর্তি সূর্য্যকিরণের জ্যোতিঃ প্রদীপ্তা ।
 তীর্থা ভগবতো মূর্তি উর্দ্ধরোমা তৃতীয়-মূর্তি ।
 কুবের বিশাল শরীরই ভগবানের চতুর্থ-মূর্তি ।
 তপস্বী ব্রহ্ম উর্দ্ধরোমা পঞ্চমী তনু । জ্ঞানিগণ
 নমস্ করিয়া এই ব্রহ্মকে অবলোকন করেন ।
 তিনি কন্দ এই পাঁচ প্রকারে আবির্ভূত
 হইছেন । ঐ সঙ্গে শিবমূর্তি লোকে
 বেদে পৃথক পৃথক কাণ্ডে আসক্ত
 ন । প্রথমমূর্তি ক্রৌঞ্চ করেন, দ্বিতীয়-
 তপস্বী করেন, তৃতীয়মূর্তি লোক-
 ১ করেন, চতুর্থী মূর্তি প্রজাপতি
 , পঞ্চমী মূর্তি জ্ঞানপ্রদান, সর্বস্ব-সমর্পিত
 । জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন ।
 ২৫। তিনিই সকলের প্রভু, সকল জীব
 ত, সৃষ্টি ও প্রলয়-সম্পাদক এবং সকল
 রক্ষিতা ; তাঁহার নাম ঈশান । তিনি
 । উৎপত্তি, প্রলয়, সর্গতি, গতি, বিদ্যা ও
 ১। জ্ঞানেন বলিয়া ভগবান নামে কথিত
 ছেন । তিনি মহৎ হইতেও মহান, তিনি
 তি ব্রহ্মদি কর্তৃক পুজিত এবং এই

যম্মাদিত্যং মহাব্রীত্যং মহাদেব ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৮
 যম্মাশ্রয়তে পূর্ণং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
 পশুনাং পশুনকৈব তম্মাং পশুপতিঃ স্মৃতঃ ॥ ২৯
 স্মরং মাতা স্মরং ভূত্বা প্রিয়ো লোকৈবভূতম্ ।
 লোকেন চ স্মরং ভূত্বা স্মরতি হি স্মৃতঃ ॥ ৩০
 যম্মাদেকং শিরশ্চিহ্না তৎকপালমধারয়ৎ ।
 কপালোতি ততঃ প্রোক্তো ব্রহ্মদৈব্যঃ বিভিস্তথা ॥
 যম্মাং ক্রমাভ্যে ত্রৈলোক্যং শঙ্করে বাতি সংক্রমম্
 তম্মাং সংবর্তকো ধাতা শঙ্করেত্যভিধীয়তে ॥ ৩২
 যম্মাদিমানি ভূতানি পশুভ্যে নাদিকং ততঃ ।
 সর্গং বিশেষরো দেবস্তদানীশানতোহভবৎ ॥ ৩৩
 মহাত্মা মহতো যম্মাশ্রয়িত্বং মহীষতে ।
 মহাদৈব্যমিচ্ছতি মহেশ্বর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৪
 ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ভ্যে যম্মাং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
 ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ভ্যে যম্মাং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩৫

মহঃ পদার্থ জগৎ বাহ্য হইতে উৎপন্ন ।
 একজ্ঞা তিনি নিত্য মহাদেব নামে কথিত হন ।
 যেহেতু সচরাচর সম্পূর্ণ ত্রৈলোক্যের সংহার ও
 পুনঃ অর্থাৎ জীবের কন্ম-বন্ধন মোচন করেন,
 এই জ্ঞা তিনি পশুপতি নামে অভিহিত হন ।
 তিনি, স্মরং মাতা, স্মরং পিতা এবং স্মরং প্রিয়
 হইয়া স্মরং উৎপন্ন হন । এই জ্ঞা সেই
 সর্গপ্রদান দেবতা লোকে স্মরন্ত বলিয়া খ্যাত
 হন । যেহেতু তিনি একটী মন্তক ছেদন
 করিয়া উহা ধারণ করিয়াছিলেন, সেইজ্ঞা
 ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক কপালী নামে
 অভিহিত হন । যেহেতু ক্রমাভ্যে ত্রৈলোক্য
 শঙ্করে লয় প্রাপ্ত হয় ; একজ্ঞা ঐ প্রলয়-কর্তা
 স্রষ্টা শঙ্কর নামে অভিহিত হন । যেহেতু
 এই বিধ, উহা হইতে জাত হইয়া উহা
 অপেক্ষা অধিক কিছুই দেখে না, সে জ্ঞা
 বিশেষর দেব ঈশান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ।
 মহাক্ষম অপেক্ষাও মহৎ ঐ দেব হইতে লোক,
 মহৈবর্য্য প্রার্থনা করে ও তিনি স্মরং ব্রহ্মাদি
 মহাত্মা কর্তৃক পুজিত বলিয়া মহেশ্বর নামে
 অভিহিত হন । এই সচরাচর জিতুনের জাহার ;

বস্তুদ্বয়ভেদং ব্রহ্ম নির্ভেদং নৈব শকাতে ।
 অক্ষরং প্রতি ভস্মাং তং ব্রহ্ম নীললোহিতঃ ॥
 এতৎ সমারুতং ব্রহ্ম যাবৎ প্রাপ্যময়ো কবঃ ।
 বং বৃষ্টা দেবদেবশমুপগচ্ছতি নিকৃতিম্ ॥ ৩৭
 অক্ষরাণ্য পুরো রুদ্রো হক্ষরাণ্য বয়ং পুরা ॥ ৩৮
 অক্ষরং দেবতা রুদ্রো বয়ং দেবেষু দেবতাঃ
 দেবা দেবা বিভ্রাজীনাং বিভ্রাজঃ শেষস্ত দেবতাঃ ।
 ইত্যেবং দেবদেবশ রুদ্রঃ পৰমদেবতম্ ॥ ৪০
 য এবং বেত্তি তন্মেন নিতাক পরিকীৰ্ত্তয়েৎ
 আপদ্ভাবঃ সমাপন্নো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীশেবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতা-
 তস্য মহাদেবস্বরূপবর্ণনং নাম
 ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রসাদে ব্রহ্মজ হুয় বলিহ এবং নিভের ১: ৪
 ও সর্বপ্রকাশঃ হেতু তিনি ব্রহ্ম নামে কথিত
 হন। অতিগুহ্য যে ব্রহ্ম, তাহা প্রত্যক্ষের
 বিষয় নহে, কিন্তু প্রকৃতির সচিৎ সাক্ষর বশতঃ
 উক্ত ব্রহ্মই নীল-লোহিত নামে কথিত। এই
 ব্রহ্ম, ভীষের প্রানময় কোশ পদাচ্ছ আচ্ছন্নভাবে
 থাকেন, অর্থাৎ আনন্দময় কোশ আবির্ভূত
 হইলেই ব্রহ্মরূপ হয়। যে দেবদেবেশ্বরকে
 অবলোকন করিয়া চিত্র আনন্দ লাভ কর যাহা,
 সেই রুদ্র কেবল প্রকৃতি হইতে পৃথক্; আমরা
 সকলে প্রাকৃতিক, রুদ্র আমাদেরই দেবতা;
 আমরা দেবগণের দেবতা, দেবগণ ব্রাহ্মণগণের
 দেবতা, ব্রাহ্মণগণ অবশিষ্ট সকলেরই দেবতা।
 এইরূপে রুদ্র—দেবদেবেরও পরম দেবতা।
 যে ব্যক্তি এই প্রকার বার্থ রূপে জানিবে
 ও নিত্য কীৰ্ত্তন করে, তাহার উপস্থিত বিপদ
 নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। ২৬—৪১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

ক্ষপণো ব্রহ্মপদৈব তপনো লবণস্থখা ।
 এতৎ কারণসঙ্গাতং নিশ্চলং কেবলং কবম্ ॥
 সর্বমেতদ্বিরূপাক্ষজং সর্বং প্রবর্ততে ।
 বিষ্ণুঃ পার্শ্বাভু সঙ্কতো লিঙ্গং ভূতাঃ সুরাস্থখা ॥
 লিঙ্গাঃ প্রসবধ্মেণ জগৎ স্বাবরজস্রমম্ ।
 লিঙ্গমতি-ভগবাননাদিনিবনঃ শিবঃ ॥ ৩
 বৎসাক্যপ্রমুত্তেন হেতুনানেন বৈ দিগ্ধাঃ ।
 অলক্ষ্যমিদং গুহ্যং যমৈকাতে নিশায়াতম্
 অহং বিষ্ণুঃ পুরা শক্ৰো অত্রো ব সুরপুঙ্গবাঃ
 বিরূপাক্ষস্ত নেত্রাভ্যাং নিমিষোন্মেষণে স্থিতাঃ
 যন্ন শকাং যয়া কর্তুং যদেব পরমং কবম্ ।
 তচ্চ বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র ঈশ্বরং সম্পচক্ষতে ॥
 অচিন্ত্যনিয়মো রুদ্রো অচিন্ত্যবলপৌরুষঃ ।
 অচিন্ত্যক তদক্ষানং ন শকাং ভক্তিবৎসলম্

সপ্তম অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—(ব্রহ্ম বলি
 ছিলেন) বায়ু, পৃথিবী, তেজ, জল এবং
 অগ্নি আকাশ, এতৎ-কারণ-সমষ্টি ও কা
 সমস্ত নিখিল জগৎ বিরূপাক্ষ হইতেই উৎ
 বিষ্ণু তাহার পার্শ্ব হইতে এবং অত্র দে
 তাহার লিঙ্গ হইতে উদ্ভূত। স্বাবর-জস্র
 জগৎই লিঙ্গ-সঙ্কত; অনাদি, অক্ষয়, জ
 শিবই লিঙ্গ-স্বরূপ। হে দ্বিজগণ! বহু
 প্রয়োজন কি? অলক্ষ্য এই গুহ্য তত্ত্ব আ
 নিকট অবগত কর। আমি (ব্রহ্ম) বিষ্ণু
 এবং অপর সকল সুরবরেরাই বিরূপাক্ষের
 নিমিষোন্মেষণেই অবস্থিত; অর্থাৎ আমার
 লেই মহাদেবের নয়নের নিমিষকাল মাত্র
 আমি যাহা করিতে সক্ষম নহি, যাহা
 নিত্য ও যাহা ঈশ্বরকে ব্যক্ত করে, হে বি
 তাহা কহিতেছি। ১—৬। দেব রুদ্রের
 অচিন্ত্যীয়, তিনি সর্বব্যাপী এবং অ
 কল ও পৌরুষ ধারণ করেন; তাহার যাহা

দ্বয়ং সংস্রবতে নিত্যং ক্রুদে চ পরমং পদম্ ।
 ক্রুদে সন্দেহং দেবং নাশ্রয়ং পশ্যামহে বরম্ ॥ ৮
 ক্রুদা বহুক্ষমাঃ যে ভক্তাঃ পরমেশ্বরে ।
 হৃদয়বাসিনাং তুল্যা মুনীনাং ভাবিতাশ্রনাং ॥ ৯
 সৰ্পাতকসংযুক্তা যে প্রপন্না মহেশ্বরে ।
 বপাং ন বিন্দন্তি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১০
 ক্রুদাশ্রমেণেযে যজন্তি বিদ্যোত্তমাঃ ।
 ন লোকান্তে ন গচ্ছন্তি ক্রুদভক্তস্ত যান ব্রজেৎ
 দেবসু বগন্ধারী ন যক্ষা ন চ রাক্ষসাঃ ।
 ভুং সৰ্পলোকেশমিন্ স করন্তি হি নিতাশঃ ॥
 যুগং বাসবতঃ অমরতং সুবৈঃ সহ ।
 জলোকা চাপিতাঃ বা তুষ্টি ক্রুদঃ প্রযচ্ছতি ॥
 নর বদন্তিস্তু ক্রুদভক্তস্ত সুবতাঃ ।
 দত্ততাপ বিপ্রেশাঃ প্রাপ্নবন্তি শিবলয়ম্ ॥ ১৪

হইতে পারে না ও ভক্তিপ্রিয় সেই দেবকে
 বাতীত নিজের অধীন করা যায় না ।
 নিত্য ক্রুদকে স্মরণ করে, ক্রুদেই পরম-
 তিষ্ঠিত আছে । ক্রুদের গুণ অত্যা কোন
 ৪ অমর দেখিতেছি না । তরাচার
 ৪ সৰ্পদা যাহারা ভক্তিভাবে ঐ পরমে-
 চিত্ত করে, তাহারা ভাবিতাশ্রা মুনীগণের
 যাহারা বিবিধ পাপে লিপ্ত হইয়াও
 রেশ শরণাগত হয়, অর্থাৎ তাহারা ভক্তন
 ওঁহা সংসারিক বেশ লাভ না করিয়া
 ৪ অবস্থা প্রাপ্ত হয় । হে দ্বিজবরগণ !
 নিবৃত্ত অশ্রমে যক্ষ করে, তাহারাও
 লোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না—যে
 ক্রুদভক্তের গমন করে । দেব, দানব,
 যক্ষ, রাক্ষস ইহারা অবাধে সকল লোকে
 ৪ করিতে সমর্থ হইলেও, কেবল ক্রুদ-
 গণের লভা ঐ লোকে, শিবের বিনাশ্র-
 ত গমন করিতে পারে না । ক্রুদদেব
 হইলে, বিষ্ণু, ইন্দ্র, অমর, দেব-
 সহিত একত্র বাস ও ত্রিভুবনের আধি-
 সকলই প্রদান করেন । ৭—১০ । হে
 গণ ! যাহারা ভগবান ক্রুদের প্রতি অচলা
 করে, তাহারা শিবলোকে গমন করিয়া

অন্ততাঃ পাপকর্মাণো যে নরাঃ কল্মষীকৃতাঃ ।
 ঈশ্বরং প্রতিপশ্যন্তে দ্বিজা ভাবিতভাবনাঃ ॥ ১৫
 আদিদেবং মহাদেবং প্রভুং প্রভবতামপি ।
 যে স্মরন্তি সদা ক্রুদং ভয়ং তেষাং ন বিদ্যাতে ॥ ১৬
 যে কৌতুহলি সততং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ।
 ন মোহমধিগচ্ছন্তি যেহপি স্যাঃ পাপধোনয়ঃ ॥ ১৭
 কৌণাদেবদেবস্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।
 মুচ্যতে সৰ্পপাপেভ্যা ক্রুদলোকমবাশ্রয়াৎ ॥ ১৮
 ক্রুদ ক্রুদেতি ত্রিসকলং যস্য কয়া দ্বিচক্ষণঃ ।
 কৌণান্দ্রীলকস্ত সৰ্পপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৯
 সৰ্পলক্ষণদীনোহপি যুক্তো বা সৰ্পপাতকৈঃ ।
 সৰ্পং তত্র তং পাপং ভাবতঃ শিবমাস্থিতঃ ॥ ২০
 নাস্মৈ ব্রহ্মমাণানাং পাপধোনিম্ব বধুবেৎ ।
 মহাদেবপ্রপন্নানাং ভয়ং তেষাং ন বিদ্যাতে ॥ ২১
 মনসাপি শিবং দেবং যে প্রপদ্যন্তি মানবাঃ ।

মহাপ্রাণ লাভ করে, মানবগণের চিত্ত
 অনবরত পাপ-কর্মের অনুষ্ঠানে কলুষিত
 আছে, তাহারাও ভগবান ক্রুদকে ভক্তিযোগে
 চিত্ত করিলে, উহার দর্শন লাভ করিয়া থাকে ।
 ঐ অলৌকিক-ভক্তিশালী দেবগণেরও প্রভু
 আদিদেব মহাদেব ক্রুদকে যাহার সৰ্পদা স্মরণ
 করে, তাহাদিগের কোন ভয় থাকে না ।
 যাহারা নিরন্তর দেবদেব মহেশ্বরকে কৌতু-
 করে, তাহারা মোহপ্রাপ্ত হয় না, কিন্তু চণ্ডাল
 প্রভৃতি নীচ জাতিও দেবদেবের সঙ্কীর্তন
 করিলে তেজস্বী ব্রাহ্মণ হয় ও সকল পাপ
 হইতে মুক্ত হইয়া ক্রুদলোকে গমন করে । যে
 বিচক্ষণ ব্যক্তি ত্রিসকল 'ক্রুদ' এই স্বাক্ষর নাম
 উচ্চারণ করে, সে ঐ নীলকণ্ঠের কৌতুহল বশতঃ
 সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । সৰ্পপ্রকার নিজ-
 ধর্মবিহীন ও সকল পাপে লিপ্ত যে ব্যক্তি কেবল
 চিত্ত করিয়া শিবকে আশ্রয় করে, সেও সকল
 পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয় । জীবগণ এই সংসারে
 নিত্য নতন নতন বোনিতে জন্ম লাভ করে ; ঐ
 কালে যদি তাহারা মহাদেবের শরণাগত হইয়া
 তাহারই ধ্যান করে, তবে তাহাদিগের পাপ-
 বোনিতে গমন করিতে হয় না যদিও তদ্বোনি-

বিধ্বাঃ সৰ্বপাপেভ্যো দেবৈঃ সহ ব্রহ্মসি তে ॥
 অগ্নিহোত্রকং যে নিত্যং বজ্রাংষ্ট্রৈশ্চ ব্রহ্মক্ষিপান্ ।
 ক্রুদতন্তুস্ত বিপ্রৈশ্চ কলাঃ নারহন্তি যোড়শীম্ ॥
 সৰ্বেষাং ধ্যানযোগানাং যে চাক্ষে মোক্ষকাজিহ্বাঃ
 মহাদেবপ্রসাদেন প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ॥ ২৪
 সাংখ্যযোগাভ্যাসকরং সঙ্কিতং কবমবায়ম্ ।
 অপ্রাপ্য চ বিরূপাক্ষং কঃ পুমান্ সিদ্ধিমৰ্হতি ॥ ২৫
 তীর্থানাঞ্চ মহাতীর্থং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।
 যং পবিত্রং পবিত্রাণাং সম্প্রপদ্যে তমৌষধম্ ॥ ২৬
 এষ দেবো বিরূপাক্ষঃ সৰ্বভূতপতিঃ ॥
 জুহুয়ুঃ সৰ্বভূতানামোক্ত্যরমণিগচ্ছতি ॥ ২৭
 নিকলং পুরুষবরং স মহালিঙ্গলক্ষণম্ ।
 অশাম্যশমনকরং কথং তং কলং বিদহে ॥ ২৮
 যথা চতুৰ্ভুজঃ পশুসি যথাশ্রিতৈশ্চ লোকৈশ্চ
 ক্ষিতৌ জলং জলে সত্যং যথা হি সৰ্বভূতাহনিলঃ

গমনকৃত্য ভবং ধ্বংসং ॥ যে মানবগণ অস্তুরে
 দেব শিবকে আশ্রয় করে, তাহারা সকল পাপ
 হইতে মুক্ত হইয়া দেবগণের সহিত বিচরণ
 করে। বাহারা নিত্য অগ্নিহোত্র যোগ ও অস্ত্রাঙ্ক
 ব্রহ্মক্ষিপাবুক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তে বিজয়গণ।
 তাহারাও ক্রুদতন্তুর যোড়শাংশের একাংশের
 যোগ্য নহে। ১৭—২৩ ঈশ্বর-চিন্তাতপস্বী
 ব্যক্তিদিগের মধ্যে নুতন ব্যক্তির মহাদেবের
 অনুগ্রহে পরম গতি লাভ করেন। সাংখ্য ও
 যোগসাধ্য ফলের উপাসক সৰ্বব্যাপক অব্যয়
 নিজ দেব বিরূপাক্ষকে না পাইয়া কোন পুরুষ
 সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়? যিনি তীর্থগণের
 মধ্যে প্রধান তীর্থ, মঙ্গলের মধ্যে প্রধান মঙ্গল ও
 পবিত্র-সমূহের মধ্যে পরম পবিত্র, সেই ঈশ্বরের
 শরণাপন্ন হই। এই সৰ্বভূতের ঈশ দেব বিরূ-
 পাক্ষ জীবের অস্তুরে অবস্থান করিলে ঐ জীব-
 ত্বজ্ঞের সহিত আপনার অভেদজ্ঞান লাভ করে।
 যিনি গুণাতীত এবান পুরুষ, অখিল ব্রহ্মাওযারা
 তাহার অনুমান হয় ও যিনি বিশ্বাদির উপশমনে
 সমর্থ; কলবরূপ তাঁহাকে কিরূপে লাভ করিব?
 যেমন দুগ্ধে দূত, কাঠে অগ্নি, কুম্বিতে জল, জলে
 শৈল। সৰ্বভূতের যজ্ঞ ও সেই ঈশ্বরে আশ্রয়

যথা বরং তথা চাক্ষে তথা সনৎকুমারাদয়ঃ ।
 আধ্যাত্মিকৈঃ সুরবরৈর্ব্রহ্মণঃ স্বাশ্রয়স্তবৈঃ ॥ ২৯
 প্রকৃত্যজাপাং স্তুতি-হোমলিঙ্গং
 নতো ব্রহ্মীমাত্র মহামহেশ্বরম্ ।
 পুনস্তত্তাপি দদর্শলিঙ্গ-
 মনাময়ং লিঙ্গমলক্ষণকং ॥ ৩১
 ন দেব-গন্ধৰ্ব ন ভূতসম্ভবাঃ
 সসিদ্ধ-যক্ষাধিপ-পন্নগাধিপাঃ ।
 বিভূঃ প্রপঞ্জস্তি মহেশ্বরং পবং
 মহাবিষ্ণুং যোহজ্ঞরয়ং কপেন ॥ ৩২
 পিতৃ-মাতৃ-নাগানাং ন ভয়ং বিদ্যাতে কচিৎ
 বৈবশ্বতং ন পশ্যন্তি ন পচ্যন্তে চ কুন্তিষু ॥ ৩৩
 কাম্যেষু বিমানেষু বিচরন্তি হি মানবাঃ ॥ ৩৪
 যত্রৈব চ শতলোকঃ সৰ্বৈ চ সুবপুঙ্গবাঃ
 অষ্টমন্তি বিরূপাক্ষং লিঙ্গমৰ্হতি মহেশ্বরম্ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতা
 ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

নিত্য সমবেত্ত আছি, তদ্রূপ অস্ত্রাঙ্ক দে
 সনৎকুমারাদি কৃষিগণ ও ব্রহ্মার মানসপুত্র
 গণ ইচ্ছারা সকলেই সেই ঈশ্বরে অনু
 অর্থাৎ তিনিই ইচ্ছাদিগের কারণ। ২৪—
 আমি মহামহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহি
 তিনি অজ্ঞা প্রকৃতির সাহায্যে লভ্য, জ্ঞা
 হোম তাঁহার অনুমাপক; তথাপি ঐ
 অনির্দেশ্য আনন্দময় চিহ্নভূত লিঙ্গ পরিদর্শ
 দেব, গন্ধৰ্ব, ভূতসমূহ, সিদ্ধ, যক্ষাধিপ ও ন
 ধিপগণ কেহই সেই বিভূ মহেশ্বরকে পো
 পান না, যিনি মুহূর্ত মধ্যে সমুদ্র-মন্ডনে
 মহাবিষ্ণুকেও জীর্ণ করিয়াছেন। বাহারা যিনি
 গঠিত লিঙ্গমুক্তি বিরূপাক্ষ মহেশ্বরকে জ
 করেন, পিতৃ, মাতৃ ও নাগপুত্রের জ্ঞ তাঁহ
 কদাচ হয় না; যম তাঁহাদের দৃষ্টিপথে প
 হয় না। কুন্তীপাকাদি নরকে তাঁহাদের
 হয় না। তাঁহারা অভিলষমাত্র অতীত
 গাবী ক্রীড়াসে বিভ্রম করেন এবং যে

অন্তঃমোহধায়ঃ ।

সময় উচুঃ ।

কথং প্রসাদাতে কুদঃ কথং বাপি প্রসাদতি ।
নরকং কথং চান্যাকমেতদিক্ষাম বেদিতুম্ ॥ ১

বক্ষোবাচ ।

ঐবসং আনি ষষ্টিবংশতানি চ ।

দ্ব্যকোশেন বিশ্রেন্দ্রা বর্ষকোটিং প্রসাদিতঃ ॥ ২

আরাধিতো মহাদেবঃ শূলপাণিমহেশ্বরঃ ।

তুষ্ণেন চ তথা বিমূঢ়বৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ যোজিতঃ ॥ ৩

দাতা চ দম্ভভিঃ মহাচক্রধরো বলী ।

ম তুলাবলো ভূমিঃ স্ত্রী চ বহুশো হরে ॥ ৪

দ্বিবর প্রসাদেন বিমূঢ়ঃ পরমভৈক্ষসঃ ।

জ্ঞাতে পৃথিবীং সক্ষামভৈক্ষসঃ বলী ভূতঃ ॥ ৫

দ্যুতিঃ বিকপাক্ষঃ স্করাক্ষঃ মহেশ্বরঃ

শূলক ও সকল দেবগণ আছেন তথায়
স্থান করেন । ৩১—৩৫ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

কথং কহিলেন,—ভক্তেরা কুদকে
রূপে আরাধনা করেন ও তিনিই বা কি
লে প্রসন্ন হন ? এই সকল কথা আমা-
কে বলুন, ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি
॥ কহিলেন,—হে বিজ্ঞান ! পূর্বে এক
টি ষাট হাজার ষাট বৎসর বিমূঢ় কটক
পাণি মহাদেব মহেশ্বর আরাধিত হন ; পরে
ইহঁরা তিনি বিমূঢ়ে শাস্ত্রভাবে এইরূপ
ন বর প্রদান করিয়াছিলেন,—হে হরে ।
সকল মুদ্রা জয়ী হইবে, মহাচক্র সুদর্শন-
। করিয়া অভিলষান্ হইবে, এমন কি,
রি প্রতি ভক্তি থাকায় তুমি মন্ত্রা বলশালী
বা তদবধি বিমূঢ় স্রবের অনুগ্রহে
রি পরম ভৈক্ষ্য হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে
ন করিতেছেন । ১—৫ । ঐ দেব বিক-

ইষ্টাভিঃ স্তুতিপূজাভিবিবিধৈঃ কণ্ঠভিঃ ॥ ৬

আরাধিতো মহাদেবঃ শূলপাণির্হিরণ্যঃ ।

তুষ্ণেন চ কতো ব্রহ্মা সংহতা বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৭

দাতা হতা চ গোপা চ সংহতা চ যুগে যুগে ॥ ৮

পিতামহঃ ক সুব্রাহ্মণ্য

বক্ষাদিপত্যঃ পরমদায়ক ।

অনাগতঃ বর্তমানক বিশ্বঃ

সর্বৈশ্চ লোকৈশ্চ চরাচরৈশ্চ ॥ ৯

সর্বৈ চ বেদাঃ সন্ত মভিভবন্তৈঃ

সাংখ্যক যোগক সপারিতাষম্ ।

বিপ্র প্রসাদেন চ নিরুল্লসঃ

প্রাপ্তঃ ময় বক্ষলোকক দিব্যম্ ॥ ১০

শত্রেণাপি পুরা চৌর্বি দিব্যং পাপপতং মহং

বাপ্তভক্ষোহমুভক্ষঃ স্ত্রীসামুসংবৃতঃ ॥ ১১

এবমাদৌন্দ্রিকপাক্ষো কুদঃ শূদ্রাট্যাসতঃ

কপদী ততঃ তুষ্ণে বৈ কৃতিবাসাঃ পিনাকদ্বক্ ॥ ১২

গণেশো বৈ কৃতঃ শত্রেণ মহাব্রহ্মধরো বলী ।

ভূম্যঃ কুতুস্তেন দণ্ডকৈব ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৩

পাক্ষ মাকটক স্ত্রী পূজাবিশেষ ও ধ্যান
ধারণা প্রভৃতি বিবিধ কাণ্ড দ্বারা আরাধিত
হইয়া সন্তোষ লাভপূর্বক আমাকে বিশ্বমুখ ও
আমার অশ্রুভাত কুদের সাহায্যে আমাকে
সংহারকতা কহিয়াছেন ; একজ্ঞ আমি প্রতি-
যুগেই দত্ত, আহতা, রক্ষিত ও সংহতা
হইয়াছি হে বিপ্র ! তাঁহার অনুগ্রহেই
আমার দেব ও অমুরগণের পিতামহ, বেদাধি-
পা, পরম অবিনাশি, ভাবী ও বর্তমান
সকল বিপদের প্রভু হইয়াছে এবং আমি
শিলাদি মন্ডলের সহিত বেদচতুষ্টয়, পরি-
ভ্রমার সহিত সাংখ্যযোগ ও গুণাতীতঃ এবং
মনোরম বক্ষলোক প্রাপ্ত হইয়াছি । ৬—১০ ।
এইরূপ পূর্বে ইন্দ্র জল ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ
করিয়া চর্ম পরিধান করত দিবা কষ্ট-সাধ্য পাপ-
পত ব্রত আচরণ করেন । ভগবান্ পিনাকধারী
বিক্রপাক উহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে
মহাব্রহ্ম প্রদান করিয়া বলবান্ ও গণের অধিপতি
করিয়াছেন : পুনরায় ভগবতঃ ইন্দ্র বর্ষাকাল

ঈশ্বরস্ত প্রসাদেন স্বর্গে যোদতি রত্নহা ।
 সনৎকুমারঃ পুত্রো মে ব্যাখ্যাতো যানসো দ্বিজাঃ
 সহস্রক বিমানানাং সপ্তসংখ্যাসু যং পুরা ।
 চন্দ্রস্বৰ্ণপ্রকাশেষু বিমানেষু প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৭
 স্ত্রীসহস্রসমা কীর্ণো দীপ্যমানঃ সূতেজসঃ ।
 গরুড়ভীৰ্ত্যমাতৈশ্চ বাদয়ন্তি সৰ্বশঃ ॥ ১৮
 ক্রৌড়পদসরসায় যথো উল্লসন্তবলগন্ধিতঃ ।
 বজ্রহটকসর্কাসৈরপ্রমোদগাহোত্তমৈঃ ॥ ১৯
 পুরুষৈঃ স্বেদাসক্তাশৈর্দীপ্যমানৈঃ সূতেজসঃ ।
 উপবিষ্টঃ স্থিতস্তত্র গিরিঃ পাদেন পীড়যন ॥ ২০
 যজমানাশ্চ যে দৃষ্টে লোকযাত্রাকরাশ্চ যে ।
 পার্শ্ববিন্দুস্তে তমাসান্য সর্কসিঞ্চোদবিষ্টিতাঃ ॥ ২১
 উদ্বোধনিনাঞ্চ তর্জিভুং ভৌরবঞ্চ নিবারণম্ ।
 পুষ্পকালে চ পুষ্পান্তি ফলকালে ফলপ্রদং ॥ ২২
 পাককালে চ পচ্যন্তে স্বপ্নেষু চ সুসংবৃতং ।
 শৈলেনু নিবৃত্তং যে চ পাতালে চ সমাশ্রিতং ॥ ২৩

লাভ করিয়াছেন রত্নহা ইন্দ্র এতজ্ঞ
 স্বর্গে বিরাট করেন যে দ্বিজগণ।
 সনৎকুমার আমার মনসপুত্র রূপে বিবাহিত
 আছেন। পূর্বে সপ্তসংখ্য-সংখ্যক যে সকল
 বিমান ছিল, তদ্বোধো চন্দ্র-স্বর্ণ-সংখ্য প্রভাশালী
 বিমান-সমূহে কমনীয় তেজঃসম্পন্ন এই সনৎ
 কুমার সহস্র স্ত্রীগণে পরিবৃত্ত হইয়া অধিষ্ঠিত
 থাকেন এবং শিবদত্ত বলে গন্ধিত হইয়া শিব-
 গিরিকে পদধাত পীড়িত করিয়া, এই স্থানে
 সুবর্ণহীরকখচিত অনুপম গুহসমূহে স্বেদাতুলা
 তেজস্বী পুরুষগণে পরিবৃত্ত থাকিয়া, সমীত বাসা
 ও নৃত্য-কুশল গন্ধর্বগণ ও অঙ্গরোগণের
 সহিত ক্রৌড়-তাপস্বী হইয়া সপ্তসংখ্য অঙ্গর-
 গণের যথা উপবিষ্ট থাকেন ॥ ১৭—১৮
 সনৎকুমারের প্রসাদেই অনেক রাজা সংসারে
 থাকিয়াও শিবপুত্র-প্রভাবে সর্কলোকে অবস্থান
 আশ্রয় হইয়াছে তিনি স্বর্গ-জগৎকে অসুর-
 গণের ভীষণ ও ভীতুদিগের ভয় নিবারণ
 করেন এবং তাহার গৃহস্থিত বৃক্ষ পুষ্পকালে
 পুষ্প, ফলকালে ফল প্রদান করে ও পাক-
 কালে পচিয় পচিয় যায়। এই স্থানে বাহারা যাবতুক,

অন্তরীক্ষচরা যে চ চরন্তি দিবি সংশ্রিতাঃ
 যে চ নক্ষত্রমার্গেষু নক্ষত্রাণি সমাশ্রিতাঃ ॥
 হামরজ্জিকরা যে চ চন্দ্র-স্বর্ঘ্যো প্রসন্তি যে
 স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিতাঃ সাংখ্যযোগমনুরতা
 অসংখ্যাতা জনেকাশ্চ জজ্ঞমাংসমাঃ স্থিতা
 রুদ্রস্ত পার্শ্বেষু চান্তে দেবদেবস্ত ধীমতঃ ॥
 অঙ্গস্তমুখাং মুকুতি ন ভয়ং তে সমাশ্রিতাঃ
 দিবাঃ পার্শ্বগতাঃ সর্কসিঞ্চগাহস্ত পাদপালুকা
 কুন্দৈশ্চুমুদপ্রখ্যাং মালাং পরমুগন্ধিনীম্ ।
 ভিষন্তি চৈব ধাবন্তি রুদ্রপার্শ্বগতা গণাঃ ॥ ২
 তেষাং বর্ণবিশেষোহস্তি প্রমাণকৈব দৃশ্যতে
 একেকস্ত গণেশস্ত শরীরং প্রতিষ্ঠিত ॥ ২
 মেঘমন্দরশৈলানাং গণানাং পরিমাণতঃ ।
 তেষাং পরিবৃত্তো দেবো গ্রহণামিব ভাস্করঃ
 সনৎকুমারো দেবেশো গণেশস্ত মতাস্থনে ।
 এবং দৃষ্টং যদাখ্যাতং ভীমস্তমিততেজসঃ ॥

যাহারা শৈলবাসী, যাহারা পাতালবাসী, যা
 অন্তরীক্ষচরা, যাহারা স্বর্গবাসী, যাহারা না
 পদে নক্ষত্রগণের আশ্রিত, যাহার ক্ষয় ও
 কর, যাহার চন্দ্র-স্বর্গকে গ্রাস করে, যা
 সাংখ্যোক্ত যোগের অনুকূল রত্নানুষ্ঠান ক
 দস্থানে অবস্থিত, তাহারা এবং এতদ্বারা অ
 অনেক হাবর জজ্ঞম তথ্য রুদ্রপার্শ্বে অব
 আছে। যাহারা ধীমান্ দেবদেব রুদ্রের প
 অবস্থিত, তাহারা নিভয় এবং নিশ্বাস দাতার
 অগ্নি মোচন করিতেছে। এই রুদ্রের প
 দ্বিত গৃহ ও বৃক্ষ সকলই দিবা। এই রু
 পার্শ্বগত প্রমথগণ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের
 তনু মুগন্ধি পদমালা আদারণ করেন। উ
 দিগের বর্ণ এবং পরিমাণ বিশেষ বিশেষ
 এক পরিমাণ, এক বর্ণ, একটী গণের ও
 অগ্নি গণের অগ্নি একরূপ। গ্রহগণে পা
 স্বর্ঘ্যদেবের মত দেবেশ্বর সনৎকুমার মেঘ-ম
 পরিমাণ পূর্বোক্ত গণসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া
 নাথ মহাদেবকে প্রণাম করেন। ভীষণ-পর
 শালী অভিতেজস্বী সনৎকুমারের বিষয়
 দেখিয়াছি, তাহা এই কহিলাম ॥ ২১—

নিষাঙ্গসংখ্যানং মনসাপি সদা স্মরেৎ ।
 যত্নমানসো ভূত পঠেৎ পক্ষিণি পক্ষিণি ॥ ৩০
 ক্রীদ কামীনবাপ্রোতি অমৃতত্বক বিদ্বতি ।
 তু শতসহস্রাণি কুদ্রলোকে মহীষতে ॥ ৩১
 তু কালে চ নারীণাং তথৈব সমুদাহবেৎ ।
 যমোষবেতা ভবতি সংগ্রামে চ জয়ো ভবেৎ ॥ ৩২
 গাহবকালে তু পঠেদ্বাত্রাক্ষণানাক সন্নিধৌ ।
 ত্যামেবং পঠতি যঃ শব্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩
 তু কুদ্রলং তত্শ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 লোকান্তিকলং যচ্চ সর্কং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৩৪
 নহুপাপ্যক্তো বা স গচ্ছেকুদ্রলোকতাম্ ।
 ঋতং ততঃ পুণ্যং গণসংখ্যাক নিভাশঃ ॥ ৩৫
 যদ্যপি যে ভক্তা সর্কপাঠৈঃ প্রমুচ্যতে
 ভাস্তমঃ কালে সমুখ্যং মহামনঃ ॥ ৩৬
 ক্রাণ দেবকৃত্যং সর্কশাং বিশাবদম্
 যচ্চ বিদিন দেবে বক্ষ্যন্তে ভগবান বচ ॥ ৩৭
 যঃ সিদ্ধিং প্রাপন্নঃ সিকান্তে গচ্ছিতঃ পুণ্য
 দ্বাবতিভূতেন ববৎ তত্শ ন পুণ্যতে ॥ ৩৮

যক্তি গণসংখ্যার বর্ণনা শব্দে করে, কি
 ন মনে সর্কদা স্মরণ করে, কিংবা পক্ষি
 ঋ পঠ করে, সে সর্কভায়ে প্রাপ্ত হয়,
 কিলভ করে ও কে'টি বৎসর কুদ্রলোকে
 ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পত্নীর কতুকালে
 পঠ করে, সে অমোঘবোধী হয়; সুক্কালে
 কিলে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ভিত্তে
 য ও শ্রদ্ধাপ্রদান হইয়া অহংকালে ও
 কণ্ঠগণের সন্নিধিতে ইহা নিত্য পাঠ করে, সে
 সন্দেহ শত্রুর কদাধাশ-পাঠ-মফল ও
 টিবার বেদপাঠক লভ করে; সে অসীম
 সম্পন্ন হইলেও কুদ্রলোকে গমন করে
 সংখ্যা নিত্য পাঠ করিলে ইহা অপেক্ষা
 হয়। যে মনসী ব্যক্তি প্রভাতকালে
 ইহা ভক্তিসহকারে শ্রবণ করে, সে
 ল পাপ হইতে মুক্ত হয়। তখন
 কুমার, সর্কশাস্ত্র দেবদেব ব্রহ্মকে সমা-
 দিধিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—হে
 হ! আমার পিতৃ-পিতামহগণ যে ভগবান

উর্দ্ধক নয়নং দৃষ্টা দেবতেজোময়ং স্থিতম্ ।
 পিতা চ পিতরো মেহদ্য দৃষ্টা পাত্রমুপাগতাঃ ॥ ৩৯
 বাসিতা দেবদেবেন ন কিঞ্চিদ্বক্তুমুৎসহে ।
 এবং দৃষ্টা স মাং পুত্রো ব্যাজহার সসম্মতঃ ॥ ৪০
 সনৎকুমার উবাচ ।
 নিগৃহীতোঃ স্মি ভদ্রং তে বালেনাকৃতকর্মণা ।
 বিমানানি চ ব্রহ্মানি অজ্ঞশক সুসংস্কৃতম্ ॥ ৪১
 তেনাতং হঃসমস্তাপাদেহং তাক্যো ন সংশয়ঃ ।
 পুত্রস্ত বচনং শ্রুত্ব ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ৪২
 অস্মানং গময়ামাস ধ্যানযোগেন দৃষ্টেবান্ ।
 স পার ইতি তং জ্ঞাত্ব ততো দৃষ্টেনরোহভবৎ ॥
 উখায় চাসনাদব্রহ্মা প্রাজ্ঞনিঃ প্রবৃত্তঃ স্থিতঃ ।
 সমস্ত হং মহাদেবমৌর্যং সর্কতোমুখম্ ॥ ৪৩
 প্রভবং নিদনকৈব ভূতানাং পতিমব্যয়ম্ ।
 ইদমহং মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৪৪

কুমার জোঁড়নয়ন উর্দ্ধনয়ন অবলোকন করিয়া
 সর্কভূতের মাতা হইয়াছেন ও তৎকর্তৃকই
 স্তম্ভালোকে নিবেশিত হইয়াছেন, পূর্বে সিদ্ধগণ
 সেই প্রভুকে কৃত্যে এই প্রকার সিদ্ধিলাভে
 গচ্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ তত্ব কি, তাহা
 বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহা অতি আশ্চর্য
 দেব হইতেছে। সনৎকুমার এইরূপ কহিলে
 তখন ব্রহ্মা নিবস্তব হইয়া রহিলেন, তখন
 ব্রহ্মতনয় পুনরায় সসম্মতে কহিলেন,—হে
 পিতা! অকৃতকর্ম বালকের মত বিমান, ব্রহ্ম,
 নানাবিধ উত্তম গা, এ সকল পাইয়া আমি মুখ
 হই নাই, আমার বোধ হইতেছে, আমি
 নিগৃহীতই হইয়াছি। তাহাতে এতই চূর্ণিত
 হইয়াছি যে, ভীষন পরিতাপেও কৃতসঙ্কল্প
 হইয়াছি। ব্রহ্ম পুত্রের স্তম্ভ বাক্য শ্রবণ
 করিয়া কণকাল ধ্যানমগ্ন হইলেন ও তখন
 চিত্তবলে শিবসাক্ষ্যকার পাইয়া ভক্ত ও
 অন্তর লোকদিগকে জ্ঞাত হইয়া, সনৎকুমারকে
 পরম ভক্ত ও সংসার হইতে অতীত জানিতে
 পারিলেন। ৩০—৪৩। তৎকালে ঐ পরম
 তেজস্বী লোকপিতামহ ব্রহ্মা আসন হইতে
 উখিত হইয়া ভীষনরোহিত হইয়া

অপি দেবো মহাদেবঃ প্রভুঃ প্রভবতামপি ।
 তস্মাৎ কৃত্তমিদং সৰ্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥
 যোগানামধিকো যোগী দেবানামনিকাপতিঃ ।
 কৃষ্টা পুরা নন্দিমুখং দেবদেবেন ভাষিতম্ ॥ ৪৭
 পুস্তশোকো ন কৰ্ত্তব্যো জাতঃ কস্তম্মরোহভবৎ ।
 অনুগ্রহং মহাদেবঃ কৰ্ত্তুকামো মহেশ্বরঃ ॥ ৪৮
 সৰ্বং বৈ দর্শয়ামাস আত্মা চৈব সুদূরভঃ ।
 গাণপত্যং লভন্তেতে বিমুনা চ প্রকৌন্তিতাঃ ॥ ৪৯
 ন কিঞ্চিদ্রক্ষ্যচারী চ পশ্যত্যকৃতবুদ্ধযঃ ।
 ভক্তিমানপি দেবস্ত স্মৃতিশ্চাপি মহীয়তে ॥ ৫০
 ত্রৈকাঙ্গেন চ সৌখ্যে বা নাস্তি তত্র বিচারণা ।
 গচ্ছ প্রপদ্যন্তেশানং স তে যোগং প্রদাস্ততি ॥ ৫১
 ব্রহ্মীষাঙ্গং মহাদেবং গাণপত্যং সুদূরভম্ ।
 গাণপত্যক ভদ্রং তে বিমুনা সাদিতং পূবা ॥ ৫২

স্বয়ং অবিনাশী ভূতনাথ ঈশ্বর মহাদেবকে
 নমস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন,—বৎস!
 গীতা হইতে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল
 বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ভগবান মহাদেব
 প্রভুদিগেরও প্রভু, যোগিগণের মধ্যে প্রধান
 যোগী। অস্বিকান্দ, পূর্বে শোকাভ নন্দীকে
 দেবগণ মধ্যে কহিয়াছিলেন, 'হে পুত্র! শোক
 করা উচিত নহে, কারণ, জন্মগ্রহণ করিয়া কোন
 ব্যক্তি ক্রমাগত হইয়া আছে।' পরে মহাদেব
 তাহার প্রতি দয়াশ্রু হইয়া নিখিললোক দেখা-
 ইয়াছিলেন। আত্ম-সাক্ষাৎকার বড়ই দুলভ।
 ত্রৈরূপ বিমুকৌন্তিত প্রমথেরা অকৃতী হইয়াও
 গাণপত্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু আত্মা তাহা-
 দেব অগোচর হইয়া রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি
 জ্ঞানী হইয়া ভগবানের প্রতি ভক্তি করে গাণ-
 পত্য-লাভ দূরে থাকুক, সে মুক্তি পর্যন্ত লাভ
 করে ও আত্ম-বিমর্শিনী স্মৃতি, ছাড়ার জায় তাহার
 অনুসরণ করে। অতএব এই অবশ্যস্বাবী
 রূপে অস্ত্র বিচার না করিয়া তুমি গমন কর,
 সেই ঈশানকে ভজনা কর, তিনি তোমাকে
 দাক্ষ-বর্ণনের সাধন যোগ প্রদান করিবেন।
 প্রথমতঃ দাবৎ আত্ম-সাক্ষাৎকার না হয়,
 প্রবৎ অস্ত্রের দূরভ গাণপত্যরূপ বর প্রার্থনা

জপন্ প্রবত্বান্ ভূত্বা যতো দক্ষ্যসি শঙ্করা
 ব্রক্ষণো বচনং শ্রুত্বা প্রথতো মানসং জপন্
 প্রসন্নঃ মহাদেবঃ শূলপাণির্মহেশ্বরঃ ॥
 স সমাকৃ স্ততিভিমৈত্রৈর্গুণজুঃসামভিস্তথা ।
 তুষ্টিঃ প্রসন্নো দেবেশঃ কস্মাভিচামিতৌজসঃ
 স্থিতঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবদেবস্ত ধীমতঃ ॥
 চরাচরপ্রীতিচারী ধর্ম্মিষ্ঠো বরদো বরঃ ।
 ধারণং সৰ্বভূতানাং ধরাধরপতির্বমঃ ॥ ৫৩
 ভূতসংসারকরণো গোপতিস্তিদশেশ্বরঃ ।
 সাংখ্যযোগেশ্বরঃ কস্মাকুমারঃ কমলেক্ষণঃ ॥
 শংখ্যাধিনেত্রঃ চাক্রনেত্রবিভূষিতঃ ।
 চতুর্মুখঃ চতুর্দিকঃ চতুর্ভূজঃ চতুর্গুণঃ ॥ ৫৪

কর, কারণ পূর্বে ভগবান বিষ্ণুও প্রা-
 গাণপত্য স্বীকার করিয়া পবে আত্মদর্শী হ-
 ছেন, অতএব গাণপত্য একটি আত্মদর্শ-
 প্রধান উপায়। এক্ষণে চমত্রে শিবমন্ত্র
 কব, পরে তাহার সাক্ষাৎ পাইবে ও
 এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সনৎকুমার ও
 হইয়া মানস জপে মহাদেবের চিত্তা কা-
 লাগিলেন। পরে দেবদেব মহাদেব উ-
 ক্ত-যজুঃ-সাম-বেদোক্ত শিবমন্ত্র-জপে, বি-
 শ্রবে ও অস্ত্রাস্ত্র কস্মৈ প্রসন্ন হইয়া অর্চ-
 তেজা সনৎকুমারের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া
 তখন সনৎকুমার প্রতিমাশ্রিত শ্রীমান্ ম-
 দেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলে
 ৫৩—৫৫। সনৎকুমার কহিলেন,—আ-
 স্থাবর জঙ্গম উভয়েই প্রীতি বিস্তার কর-
 বলিয়া চরাচরপ্রীতিচারী; আপনি ধর্ম্ম
 বরদাতা, সৰ্বশ্রেষ্ঠ ও সৰ্বভূতের পো-
 পস্বত্যাধিপতি ও যম, আপনাকে নম-
 আপনি জীবগণের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কা-
 ইন্দ্রিয়কে বশীকৃত করিয়াছেন বলিয়া গো-
 আপনি দেবগণের প্রভু; সাংখ্যযোগের অধি-
 ও কস্মাধীন কুমার-ভাব ধারণ করেন; আ-
 নয়নদ্বয় পদ্মের জায়, অপর তৃতীয় নয়ন
 সূর্যের জায় দীপ্তিশালী, আপনি চাক্র-
 ভূষিত; আপনি মূর্তিভেদে চতুর্মুখ, চতু-

স্বর্গলোকেশ্বরো দেবো বিভূঃ সর্গস্য সন্তবঃ ॥ ৬৬
সহস্রবাট পলপতিঃ সহস্রশতযোজনঃ ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ ভগবানেব সর্গশঃ ॥ ৬৭
তদগাত্রেভ্যঃ প্রসূয়ন্তে ত্রয়ো লোকাঃ সনাতন্যঃ ।
ন হি চৈবং বিজানন্তি গতিং বচনমেব চ ॥ ৬৮
যোগেশ্বরো মহাযোগী যোগেশোহসি নমোহস্ত তে
এবং সংস্কৃত্যমানঃ স ব্যক্তীভূতো মহেশ্বরঃ ॥ ৬৯
উপগম্য যুদা যুক্তস্তদা দৃষ্টঃ স দৃষ্টিমান্ ।
কমণ্ডলুধরো দণ্ডী শশাঙ্ককৃতশেখরঃ ॥ ৭০
ব্যাঘ্রচর্মাসরধরঃ সিংহচর্মাসরচ্ছদঃ ।
নাগযজ্ঞোপবীতী চ অক্ষমালাবিভূষিতঃ ॥ ৭১
জটী শিখণ্ডী খট্ণী পটিশাশনিশূলধক্ ।
পদঃ শরধরো দেবঃ শক্তিচাপসমুদগরৈঃ ॥ ৭২
শঙ্খ-চক্র-গদাপাণিঃ পদ্ম-শক-হলায়ুধঃ ।
শশি-সু-স্বর্ণদধনঃ কপালী ষোড়শাঙ্গক ॥ ৭৩
মহাভূতং দীপ্যমানো গর্ভৈঃ পরিবৃত্তো হরঃ ।
নন্দিন শলহস্তেন পুংস্বাদর্শিতঃ প্রভূঃ ॥ ৭৪

দেব, চতুর্দশ আপনার চারিটী ক্রি়া ও
দ্বারাও প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া চারিটী নথন,
নকে প্রসন্ন করিবার জন্ত অগাদি বেদ-
সিদ্ধি চারিটী পথ, আপনিই বাদ, যম, অগ্নি,
ও ইন্দ্র, দিক্ আপনার বহু, আপনি
ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং
স্বর্গ, কাটিক, ব্রহ্মপ্রদ, শীকর ও কলি-
শক; আপনি বিদ্যারও বরদাতা, সমুদ্র-
নিধি এবং দেব-দানব-জৈতা ও দেব-
গণের কলাপাথী; আপনি কপালী,
পাণি, গদাদি, আপনিই একমাত্র গতি ও
মোক্ষের পরমতত্ত্ব; আপনি পবন পদ-
ধরী, জীবের উচ্চাষচ-দাতা ও সর্গদা-
তরী, আপনি অমিতাঙ্গ, সিতাঙ্গ, আপনি
কতক স্তম্ভ হন, আপনার নাভিপদ্মে
অবস্থিত আছেন; আপনি নীল ও
জটী-সংযুত; আপনি শঙ্খ-চক্র-গদাধারী
স্রী-সংযুত বলিয়া বিষ্ণুরূপী, আপনাকে
৥ ৬৬—৬৮ ॥ আপনি গৃহস্থ, ব্রহ্ম-
বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু; আপনিই ঋক্,
যজুঃ এই বেদত্রয় ও কল্প, উপনিষৎ
যজুর ও অথর্ব-বেদের উৎপত্তি

স্থান বিভূ। আপনি সর্গলোকের স্রষ্টা
ও কাবণ; আপনি পলপতি ও সহস্র
ব্রহ্ম ও ধারণ করিতেছেন। আপনি শতসহস্র
যোজন বিস্তৃত ভগবান। আপনিই ভূত
ভবিষ্যৎ বর্তমান—ত্রিকাল। আপনার অঙ্গ
হইতেই ভূত ভুবঃ স্বঃ এই অকিনাশী লোকত্রয়
উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার গতি ও বাক্য
কেহ বুঝিতে পারে না। আপনি যোগেশ্বর
মহাযোগী ও যোগেশ আপনাকে নমস্কার।
মহেশ্বর সনৎকুমার কতক এইরূপে সংস্কৃত
হইয়া প্রকাশ পাইলেন। তৎকালে প্রভু
মহাদেব কমণ্ডলু ও দণ্ডধারী, চন্দ্রচূড়, ব্যাঘ্র-
চর্ম-পরিধান, সিংহচর্মোত্তরীয়, অক্ষমালায
ভূষিত, নাগযজ্ঞোপবীতী এবং গণসমূহে পরিবৃত্ত
হইয়া জটী, শিখণ্ড, পটিশ, খট্ণী, অশনি, শূল,
বাণ, শক্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শকাগ্রের
যত তীক্ষ্ণ হলায়ুধ, চন্দ্রকলা, কুকসার-সুগচর্ম,
সু-কপাল ও তীক্ষ্ণ ধনু ধারণ করিয়া ক্রমে
আরোহণপূর্বক তথায় উপস্থিত হইলেন।

দৃশ্যে ভগবান্ দেবঃ সূর্য্যাদিশশিনা দৃশ্য ।
 ততস্ত ভগবানীশ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৫
 সনৎকুমার প্রীতোহস্মি পশ্য মাং দ্বিজসত্তম ।
 দৃঢ়ব্রতোহসি ভদ্রং তে অতিজ্ঞোহসি ভো দ্বিজ
 বরয়স্মেপিতং কামং মন্তঃ শেযো হবাম্যসি ।
 এসন্নমুখো ভূত্বা ভামেবেদং ব্রবীমাহমু ॥ ৭৭
 সনৎকুমার উবাচ ।

বর এষ মহাদেব বং ত্বাং দক্ষো মহেশ্বরম্ ।
 ব্রহ্মণা কথিতং পূৰ্ব্বং যথাশ্রুতং যথোদ্রবম্ ॥ ৭৮
 যদি চাহমব্রুগ্রাহো যদি দেযো বরো মম ।
 ভক্তিভবতু দেবেশ ত্বয়ি নিত্যং মহেশ্বরে ॥ ৯৯
 অকৃত্বা মনসি ধাতং ইমেব কষ্টমর্হসি ।
 মনসঃ কাম-লোভো মে লোভান মে হর্ষণকঃ সঃ
 ইন্দ্রিয়াকঃ সর্কেষামিন্দিয়ানি মনঃসি চ ।
 প্রাণাপানসমানক উদানব্যানমেব চ ॥ ৮১
 কালেন সর্কভূতানং নিপত্তিঃ সমুদাত্ত

নাগন্তি তর্পিতা দেবাঃ সন্না শিবদয়ানসঃ ॥
 ত্বয়া চ বিহিতো ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বমপি নোংমহে
 ইমেবোরগ-গন্ধর্ক-পিশাচ-যক্ষ-রাক্ষসাসাঃ ॥
 প্রভূত্বমসি দেবেশ জগৎ সর্কমিদং প্রভো
 তদ্বতে নাগভকোহস্মি মনসা কৰ্ম্মণা গিবা
 তস্মৈবং বচনং শ্রুত্বা উমাপতির্মহেশ্বরঃ ।
 ইতুবাচ মহাদেবঃ সর্কভূত-পতিভবঃ ॥ ৮
 মহাবোগীশ ভদ্রং তে মহামুনিপতিস্তথা ।
 মম নামানি সর্কানি গোচরানি ভবন্ত তে ॥ ৮১
 দীপ্যন্তে মম লোকস্ত নাম গুহ্যানি তত্ত্বতঃ ।
 সুসংগ্রহানি সর্কানি নাস্তি কার্চির্বিচারণ ॥ ৮২
 পাদাশ্রয় ইতি খ্যাত উৎপৎস্রতি মহাতপঃ
 বেদব্যাসঃ স পশ্মাস্তা জ্ঞানবান দীপদর্শনঃ ॥ ৮৩
 ব্যাসঃ কমলপত্রাক্ষঃ স তে শিষ্যো ভবিষ্যতি
 নির্মলঃ বিমলঃ শুদ্ধঃ জ্ঞানঃ চন্দ্রসমপ্রভম্ ॥
 বথঃ কামগমঃ দিব্যঃ সারবঃ বিহসিতম্

দৃষ্টিগোচর করাইলেন । ৬৫—৭৪ সনৎকুমার
 দেখিলেন, ভগবান—সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্র এই
 নবনব্রহ্মে সমন্বিত আছেন অনন্তর ভগবান
 মহাদেব কহিলেন,—হে সনৎকুমার । তোমার
 প্রতি সন্তুষ্ট হইবাঁছি, তুমি আমাকে অবলোকন
 কর । হে দ্বিজ । তুমি দৃঢ়ব্রত ও অতি জ্ঞান
 তোমার মঙ্গল হইবে ; আমার নিকটে অভীষ্ট
 বর প্রার্থনা কর । তুমি কুশলী হইবে, আমি
 এসন্ন-বদন হইব তোমাকে ইচ্ছা কহিতেছি
 সনৎকুমার কহিলেন—হে মহাদেব । এই
 আমার বর যে, আপনার ক্রমে সময়ে সন্তান
 করিতে পারি । পূর্বে ব্রহ্মা আপনার বিষয়
 সকলই কহিয়াছেন যদি আমি আপনার
 অনুগ্রাহক হই বা যদি আপনার বর লাভ্য হই,
 তবে এই বর দেন আপনারে আমার যেন
 নিজ ভক্তি থাকে ; আপনি ভিন্ন যে কিছু
 বিষয় ধ্যান করিয়াছি, সে সকল আপনি ক্রমা
 করিবেন । আমার মানসিক কাম-লোভ,
 সকল ইন্দ্রিয়ের লোভ-জন্ত হর্ষণ ক্রমা করুন ;
 কেননা প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান এবং
 'সমান এই পঞ্চ বায়ু ইন্দ্রিয় ও মন সকলই

আপনি, প্রভো ! সর্কভূতের সৃষ্টি সম
 যথাকালে আপনিই করিয়া থাকেন । যা
 মন, আপনার প্রতি ভক্তিবশে নির্মল হই ন
 দেবগণ তাহাব প্রদত্ত বস্তু ভোজন করেন
 ব্রহ্মাও আপনার সৃষ্ট ; আমি ব্রহ্মপদও
 ন । প্রভো ! আপনি নাগ, গন্ধর্ক, পিশাচ
 রাক্ষস, আপনিই আবাব তাহাদিগের প্রা
 বিশ্ব-প্রপঞ্চ আপনার, এজন্ত কায়মনো
 আপনা ভিন্ন আমি কাহাবও ভক্ত নহি ।
 ভূতেশ্বর উমাপতি মহেশ্বর সনৎকুমারের ব
 বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে মহাবোগী
 তোমার মঙ্গল হউক, তুমি প্রধান মুনি
 শ্রেষ্ঠ, আমার নাম সকল তোমার গোচর হই
 যে সকল নাম আমার লোকস্ত ব্যক্তির
 গুপ্ত আছে, সে সকলও তুমি জানিতে পারি
 ইহাতে কোন তর্ক নাই । ৭৫—৮৭ ।
 উপন্য পরাশরনন্দন উৎপন্ন হইবেন,
 ধর্ম্মাস্ত্রা জ্ঞানী ও হৃদয়দর্শী হইয়া বেদের বি
 করিবেন, সেই কমললল-লোচন তোমার
 হইবেন । নির্মল শুদ্ধ পঞ্চপ্রদর্শক, চন্দ্রের

জ্ঞানপরিচ্ছন্নং হেমজালসমাবৃতম্ ॥ ১০ ॥
বিদ্যবচিত্তং দিব্যাপসুপিতম্ ।
তৈকৈকমণ্ডলং তত্র সেব্যমানং সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥
নঃ স্যাসঙ্গাণং সৰ্বলোকোচ্ছলং শুভম্ ।
যাত্ৰাসি তং তেন পূজ্যমানং সুরাসুরৈঃ ॥ ১২ ॥
নঃ তত্র ত্রৈলোক্যে ভবিষ্যতি মমাক্ষয় ।
তুলা ভগবান দেবপুত্রৈবাস্তবদীয়ত ॥ ১৩ ॥
তি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
তস্য কদম্বাবনপ্রকারকাতনং নাম-
ষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

কুমারোহপি তদা দেবেন কৃতবিগ্রহঃ
কচাবলোকায়ান বক্ষসুত্রৈঃ সিকান্তত ॥ ১ ॥
দত্ত চ কন্যা চ সংহতা চ যুগে যুগে ।

দপ্রভ শেটবঃ বিভূষিত, মুক্তাঞ্জলে
চর ও সুবর্ণবাশিসমাবৃত সুবর্ণময়-বেদিযুক্ত
গম্যে অভীষ্টদেশযায়ী দিবা রূপে সূর্যক-
ী, পতাকায়িত ও দেবদানবগণসেবিত, শুধা
। ভেজঃসম্পন্ন, সৰ্বলোকসমুজ্জল বিমান
রূপে কবিয়া তুমি সুরাসুরপূজিত আমার
ক আগমন করিবে । ঐ স্থানে আমার
দশে তোমার সঙ্কোচকট্ট ত্রৈলোক্য হইবে
যান্ মহাদেব এই কথা বলিয়া তথায় অস্ত-
হইলেন । ৮৮—৯৩ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

বক্ষা কহিলেন,—মহাধেবের বরপুত্র বলিয়া
বিতানন্দন, বক্ষার মানসপুত্র সনৎকুমার,
ন ঐশ্বর-সমীপে-দিব্য দেহ লাভ করিয়া
যেন বিচরণ করিতে লাগিলেন । ঐশ্বর মহা-
ই যুগে যুগে দাতা, কৰ্ত্তা এবং সংহর্তা । হৃষ্ট

এতস্ত ত্রিবিধং সৰ্বমীশানন্ত মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥
এম যজ্ঞপতির্দেবঃ কৃতান্তঃ স উমাপতিঃ ।
এম হোতা চ হোম্যঃ চ এবং যজ্ঞবিদো বিহুঃ ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রিয়ানীশ্রিয়ার্থসু সৰ্বা এব মহেশ্বরঃ ।
এবং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম প্রশান্তং নিশ্চলং শিবম্ ॥
অবাক্তকৈব ব্যাক্তক জ্ঞানকাজ্ঞানমেব চ ।
সাংখ্যঃ যোগঃ পরং সাংখ্যঃ যঃ পশুতি স পশুতি
তত্তো জ্ঞানেন শুদ্ধাস্ত প্রাণায়ামজিতেন্দ্রিয়াঃ ।
ধ্যায়ন্তি পরমোদ্ধারং যোগিনাং পরমং পদম্ ॥ ৬ ॥
নবমোদ্ধপতিং নিত্যং প্রয়োগং যোগমেব চ ।
তপসাক প্রসাদেন লভন্তে যোগচিন্তকাঃ ॥ ৭ ॥

কবমমলমভীতা যোগধর্ম্যং
ত্রিদশশতৈরপি দুর্লভং যদেতং ।
ব্যবসিতচরিতং ব্রতং চরন্তি
শিববদনে বিগতকমং বিশন্তি ॥ ৮ ॥
কমলমিব পুন্দরেন চ যদ্রস
মহাসংযোগং ন লিপ্যতে তং ।
কৃতিরিষং পদম শিবস্ত শুভং
ক্ৰতু পরমেনসং ন লিপ্যতে সঃ ॥ ৯ ॥

স্থিতি-প্রলয় এই তিন কাণ্ডাই পরমাত্মা শিবের ।
ব্যক্তিকরণ ঐ উমাপতিকে যজ্ঞেশ্বর, কৃতান্তবে
এবং হোতা ও হোম্যরূপে জ্ঞানেন । বিষয়েন্দ্রিয়
সম্বন্ধও মহেশ্বর, তিনি জ্ঞানাতীত, প্রশান্ত,
নিশ্চল, ব্যক্ত তথাপি অবাক্ত, জ্ঞান-অজ্ঞান-
স্বরূপ, সাংখ্য-যোগস্বরূপ ; যে ব্যক্তি শুদ্ধজ্ঞান-
গম্য শিবকে দর্শন করে, সে যথার্থ জানিতে
পারে । পরে যাহারা প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানে
ইন্দ্রিয়গণকে বশীকৃত করিয়া, স্বয়ংও শুদ্ধ হইয়া
ঐ যোগীদিগের পরমপদ, সংসারমোচনের এক-
মাত্র প্রভু, অবিনাশী, অমুষ্ঠানবিধি ও যোগরূপী
ওনারস্বরূপ ঐশ্বরকে ধ্যান করে, সেই যোগিগণ
তপস্যার প্রসাদে উহাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরে
ঐ শত শত দেবগণের দুর্লভ অবিনশ্বর বিত্তক
যোগাচারকেও পরিত্যাগ করিয়া, গাহারা ভেদ-
জ্ঞান-বিরহিত ব্রত আচরণ করেন, তাহারা
শিবের দান-বিষয়ে অপ্রাসক্ত্যাবে লীন হন ।
যেহন সর্বোচ্চস্থিত পর, জলের সহিত মিশ্র হয়

এবং ক্রতু ততঃ সর্বে কথয়ো ধন্ববৎসলা ।
পাদয়োঃ পতিতাঃ সর্বে সদসি ব্রহ্মণোহবদন্ ॥ ১০
ধানং হি পরমং ধন্বং কথিতং পরমং পদম্ ।
অভ্যুজ্জাপ্যতাং দেব গচ্ছামো বিগতেষণাঃ ॥ ১১
অপৌধু পৈরলঙ্কারৈঃ সূর্যতে বিবিধৈঃ শিবাঃ ।
ওকারাদিনমস্তারৈঃ সহিতৈস্তোতবাদনৈঃ ॥ ১২
অথ সব্যাপসর্বোণ্য বামদেবস্ত সূরভাঃ ।
আরাধয়ন্তি মুনয়ো রুদ্রস্ত জদধিপ্ৰিয়ৈঃ ॥ ১৩
ন জ্ঞানেন ন তপসা চিত্তনাড্যাবতায়নাম্ ।
সাংখ্যাদেব পরং মোক্ষং যজ্ঞোক্তাবিবিধেষুধা ॥ ১৪
কথিত্বিবিধমুক্তান বৈ কথীনাং প্রদদৌ বরান্ ॥ ১৫
এবমক্লেহপি যে ভক্তা মহেশ্বরে কথংবদনে ।
তেষামপি কথাকামং মনসা স্পৃশিতং দদেৎ ॥ ১৬
সর্বকামকরো দেবঃ সর্বথা ভক্তবৎসলঃ
সর্ববর্ণাচক্ষুশী চ সর্বতীর্থময়োহবাদঃ ॥ ১৭
ক্রিয়াক্রমপি যে ভক্ত স্তবরং কথমবায়ম্ ।

ক্রিয়াকুলপ্রকৃষ্টোহপি নাসৌ নিষ্কল্যাণং ব্রজে
যেযাস্ত কণ্ঠা বুদ্ধির্জ্ঞানাং ভারিতায়নাম্ ।
তে বৈ সূক্ষ্মাং যোগমুক্তিং বিশন্তি বিদুষো জন
নিকলা বিরজাঃ খ্যাতা ভবিষ্যন্তি শিবাশিতাঃ
যতীনাং ব্রহ্মগীতা চ ব্রহ্মণা সমুদাহৃতা ॥ ২০
ষট্শনাং পঠতে নিত্যং ষট্শনাং শৃণ্বাং সদা
এবং হি ব্রাহ্মণো ব্রহ্মন্ রুদ্রলোকং স গচ্ছা
দেবাগারে পঠেন্নিত্যং সদা ব্রাহ্মণসন্নিধৌ ।
নিত্যমেবং সদা কার্যং পঠমানস্ত সিধ্যতি ॥
ইদমখিলমিহার্থতো বিদিতা
পঠতি যঃ প্রথতো মহেশ্বরস্ত ভক্তঃ ।
স ভবতি জরামরণনির্মুক্তকঃ
স শিবমুপৈতি গত্যমৃতভ্যঃ সঃ ॥ ২৩
ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমার-
সংহিতায়াম্ ব্রহ্মগীতা নাম
নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

না, তদ্বৎ এই শিবের প্রধান ক্রতি প্রবণ করিয়া
পাপে লিপ্ত হইতে হয় না ১—২ ধন্বপরা-
স্তম কথিগণ এইরূপ যাক্ষা শ্রবণ করিয়া তথায়
সকলেই ব্রহ্মার চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন,—
হে দেব! ধ্যানকে পরম ধন্ব ও পরম পদ
কহিয়া কহিলেন, অতএব সেই ধ্যান-করণার্থ
অনুজ্ঞা করুন; আমরা নিঃসংশয় হইয়া গমন
করি। কথিগণ তদবধি উপ যজ্ঞস্বরূপ প্রভৃতি
উপহার প্রদান করি, ওকারজপপূর্বক নমস্কার
ও পীত বাদ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা মহাদেবের
উপাসনা ক্রিয়াতে লাগিলেন। সুদত মুনিগণ
অর্ধ প্রহর ও মহাদেবের অঙ্গের তুষ্টিসাধক
কার্য দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগি-
লেন। হে হিমা! তখন ব্রহ্মা কথিগণ কর্তৃক
পূজিত হইয়া, উহাদিগকে উপযুক্ত বস্ত্রপ্রদান
করিলেন। অব্যয় মহেশ্বরে এইরূপ অস্ত্রান্ত
বাহারী ভক্তিমান হইবে, তিনি তাহাদিগের
সর্বাতীর্থে প্রদান করেন। ঐ অব্যয় দেব, সকল
অতীন্দ্রাজদিগের শ্রেষ্ঠ, কথিগণ ভক্তবৎসল,
ব্রাহ্মণদি চতুর্ভূজের প্রতি দয়াবান এবং সকল

সেই অব্যয় নিত্য স্তবরকে ভক্তিপূর্বক ত্রি
উপাসনা করেন, তাহার কণ্ঠ বিকল হইয়া
এবং স্তব-চিত্তাস আসক্ত হইয়াও যে যোগ
পথের বুদ্ধি ভোগাসক্ত হয়, তাহারও
অভৌতিক যোগজ দোহ প্রাপ্ত হইয়া যোগ
দ্বারা শিবকে আশ্রয় করায়, সম্পূর্ণভাবে রূপ
গুণব্রহ্ম হইয়া যায়। যতিগণ-উদ্দেশে ব্রহ্মা ক
কথিত এই ব্রহ্মগীতা যে নিত্য পাঠ করে,
সেই ব্রাহ্মণ রুদ্রলোকে গমন করিয়া
দেবালয়ে বা ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে ইহা
পাঠ করিবে; এইরূপ পঠমান ব্যক্তির
কার্য সিদ্ধ হয়। শিবভক্ত যে ব্যক্তি এই
গীতা যথার্থরূপে জানিয়া, তদ্রূপে পাঠ করে
সে জরা-মরণ-বিরহিত হইয়া শিবকে প্রাপ্ত
পরে নিত্য সুখ অনুভব করে। ১০—২৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

দশমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

স্বলোকং বিদুলোকং কুদন্ত ভুবনোত্তমম্ ।
মহং কাকৃমিচ্ছামি বিঃস্রেণ মহামুনে ॥ ১

সনৎকুমার উবাচ ।

সৌদূরিতবো ব্যাস যোজনানাং সমস্ততঃ ।
কৌতুহলমিহাশী নদীপ্রশ্রবণৈশ্চ তঃ ।
কুহেলস্থিতো বক্ষন্তাবানৈবোচ্ছিতঃ স্মৃতঃ ॥ ২
তালমপি স ব্যাপা তিষ্ঠাৎকৃমিব স্থিতঃ ।
ব্রহ্মসংবিব্রোষ্টমামৌকরসমপ্রভঃ ॥ ৩
স্বপ্নেভ্যঃ বসন্তে কন্দরেণ দরীশু চ ।
অকমলচৈতন্য শিখিনাং মদরা গিরিঃ ॥ ৪
ভ্রূতঃ স পথৈঃ চক্রে বৈরগ্নিতেষু চ
জলবলীর্ণো মদন বাসিতেষু চ ॥ ৫
বাপ্যাব বক্ষণাং যগনাং ভবনেষু চ ।
স্বপ্নেণ কানো সিংহানাং কপশালিনাম্ ॥ ৬
পতিতপিরিব্রো চ দেবানাং সুরা গণঃ
অপ্রমথ বক্ষঃ ক্রীড়তি চ সমস্ততঃ ॥ ৭

দশম অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস কহিলেন,—ও মহামুনে । সর্বোৎকৃষ্ট
লোক বক্ষলোক ও বিদুলোক বিস্তারপূৰ্ব্বক
নিতে ইচ্ছা করি সনৎকুমার কহিলেন—
ব্যাস । চতুর্দিকে অষ্টাশীতি-সহস্র যোজন
দূরতঃ অব্যাপ্যমান উন্নত, বহু-নদী-প্রশ্র-
বণস্থিত পর্বতগুহা সমুদায় স্তম্ভরূপে অব-
স্থিত আছে । সমুদায় পাতাল, উর্দ্ধ এবং মধ্য-
দেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত । ঐ সুবর্ণ-ভূলা
তিশালী গিরি দেবগণের আশ্রয় গিরি-
জরনামবিশ পুষ্পে মনোহর প্রত্যেক গুহা,
সর ও গুহাপ্রদেশ মধুরদিগের সুমধুর রবে
পূর্ণ । ভৈরব, সর্গদেব, চকোর প্রভৃতি
কিঞ্চ, মদম্রাবী গজরাজ, ব্যাঘ্র, ভৃক, কী
ও মূকপ সিংহগণ তথায় বিদ্যাজ-
ন, সুবর্ণস্তম্ভ-শোভিত গৃহসমূহ তথায়
বিদ্যাজে । ঐ সুন্দর পর্বতে প্রধান প্রধান
বিশ্ব ও কুবের প্রভৃতি বক্ষগণ ক্রীড়া

চিত্রসেনাদয়স্তত্র যোষিত্তিঃ সহিতাঃ সুখম্ ।
বিচরন্তি মুদা যুক্তা বিদ্যাধরগণাষিতাঃ ॥ ৮
হাহা হুহুঃ গন্ধর্ব্বাস্তপুরুপ্রমুখাস্থথা ।
সমেতা বিদ্যাবসুনা বিচরন্তি মুদাষিতাঃ ॥ ৯
যম্মদারানিবাতেষু নিনদন্তি শিখন্তিনঃ ।
তাস্ত চন্দ্রাংস্তভাঃ কামং জ্যোৎস্নায়াঃ সরিত্তম্বাঃ
যত্র সা পততে গঙ্গা দেবতানাং কুলানি বৈ ।
তেষু চান্মনি বাতান্তি উদিতানি সমস্ততঃ ॥ ১১
তং প্রাপ্য সর্ষভুতানি সৌবর্ণানি মতান্তি বৈ ।
বন্ধিতাশ্চ প্রমেয়স্ত পিরিভাজস্ত মূর্ধনি ॥ ১২
যত্র পুণ্যো ববৌ বায়ুঃ সুরভির্মধুরগনঃ ।
সংগং পরমকং তত্র প্রাপ্যং যং সুরৈরপি ॥ ১৩
ন তত্র ভাস্করো ভাতি ন চন্দ্রো ন চ বৈ গ্রহাঃ ।
ন চাপি সপ্ত রশ্ময়ো বাস্তি বৈ মাকুতাঃ স্তভাঃ ॥
ন তত্র মেঘা বিদ্যন্তে ন চ বর্ধতি বাসবঃ ।
মনসা তত্র পশ্যতি দেবতাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৫

করেন, চিত্রসেনাদি গন্ধর্ব্বগণ বিদ্যাধরগণে
মিলিত হইয়া, নারীগণের সহিত সাহস্রাঙ্কে সুখে
বিচরণ করেন । হাহা, হুহু ও তুধুক প্রভৃতি
গন্ধর্ব্বগণ বিদ্যাবসুর সহিত আসিয়া সানন্দে
বিচরণ করেন । উহার যে যে স্থানে চন্দ্রকির-
ণের স্তায় স্তম্ভ বারিধারা পতিত হইয়া জ্যোৎস্না-
নদীর স্তায় প্রবাহিত হইতেছে, তথায় উহার
সুপহার লক্ষ্যে মধুরবুল মেঘাশনিবিশেষনার নৃত্য
করিয়া থাকে । ১—১০ । বহুগুণে নিপাতিত
হইতেছেন, তথায় দেবতারা আশ্রয়স্থানে ইন্দ্রিয়-
গণের স্তায় পরম-কুতিসম্পন্ন । সেই সুমেক্ষক
প্রাপ হইয়া সর্ষভ জীবই সুবর্ণ-বর্ণ ও দীর্ঘকায়
হইয়া, অমুপম পর্বতসমূহের শৃঙ্গে বর্ত্তিত হই-
য়াছে । ঐ স্থানে মধুর-শব্দসম্পন্ন সুন্দর পক্ষি
বায়ু প্রবাহিত ; সুসুগন্ধ-হর্ষত সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্গ
তথায় বিদ্যমান । উহা অত্যুচ্চ বলিয়া ঐ স্থানে
সুখ চন্দ্র গ্রহগণ ও সপ্তর্ষিগণ কেহই একাশিত
হন না, মেঘ-সমূহ অবস্থান করে না, ইন্দ্র বর্ষন
করেন না, শিব-ব্রহ্মা-নাভ্য বাতীত দেব ও
মহর্ষিগণ উহাকে চিত্তেও বন্দী করিতে সমর্থ
হন না এবং দেবগণ অপেক্ষা অধিক জ্যোৎস্না

তত্র দেবাজিদেবস্ত গুপ্তকণ্ঠমহাস্থনঃ ।
 ভুবনং কাকনশ্রীমহিভয়ং বিজয়া নদী ॥ ১৬
 বোজনানাং সহস্রাণি দশ চাষ্টৌ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 তাপনৌয়েন মহতা প্রাকারেণ সমারূঢ়াঃ ॥ ১৭
 গৃহস্তুত্র সুরমাণ্য পতাকাশোভিমালিকাঃ ।
 দিবাকরকরাভাণ্ড সূপ্রভা অমিতৌজসঃ ॥ ১৮
 তত্র দ্বারসহস্রাণি তাবস্তুণ্য দ্বিজোত্তমাঃ ।
 সৰ্ব্বাণি পুণ্যকৰ্ম্মাণি তরুণাৰ্কসমপ্রভাঃ ॥ ১৯
 বহ্নি স্বস্তিকাদীনি স্ত্যামকলিতানি চ ।
 বিস্তৃষ্টৈঃ পূৰ্ণকুণ্ডৈশ্চ শোভিতানি যথা তথা ॥ ২০
 মুক্তাদামৈঃ সুবিপুলৈর্ভূষিতানি সমন্ততঃ ।
 পুষ্পাপনারৈর্বিবিধৈর্পৈশ্চানুরূপসমুদৈঃ
 রঞ্জিতৈশ্চ সমান্তঃপাশৈঃ বিপুলৈশ্চাশালিভিঃ ॥ ২১
 প্রাকারপ্রতিসঙ্গম-প্রাসাদৈশ্চ ইপঙ্ক্তিকৃতিঃ
 কৈলাসশিখরপ্রথা বিরাডন্তে সহস্রশাঃ ॥ ২২
 অস্ত্রা ভাস্করদমরাঃ প্রাসাদানাক পঙ্ক্তয়ঃ
 পাবকা ইব দীপ্যন্তে জ্বলাবিপুলমালিনঃ ॥ ২৩
 কেচিমক্ষিয়ান্তত্ৰ প্রাসাদা ভবনোত্তমাঃ ।
 প্রেরয়ন্তি দিশঃ সৰ্ব্বাঃ শরদীবেদিতাঃ গ্রহাঃ ॥ ২৪

বাসনা-বিবহিত মহাস্থা কাকনশ্রীমহিভয়ং জন্তু সুবর্ণ
 কাঙ্ক্ষিশালী বিজয়ভুবন ও বিজয়ানদী তথায়
 আছে । তথায় প্রকাণ্ড মোবর্ণ প্রাচীরে
 সমারূঢ়, পতাক-শোভিত অর্ঘ্যের স্তায় দীপ্তি-
 শালী অষ্টাদশসহস্র সুরমা গৃহ আছে ।
 ঐ সকল গৃহের সহস্র দ্বার ; প্রতিদ্বারে বালার্ক
 সমূহ কাঙ্ক্ষিসম্পন্ন পবিত্রকর্ম্ম ব্রাহ্মণগণ রচিয়া-
 ছেন এবং পূর্ণকুণ্ড-পরি-শোভিত, বিপুল-মুক্তা-
 দাম বিরাজিত, বিবিধ পুষ্পাপহার ও অনুরূপসমুদ
 কূর্ম্ম সুবভীকৃত, পুষ্পমালা-সমপ্লিত বহুতর সস্তি-
 কাদি (গৃহ-কেশম) আছে । ঐ পূর্ণ রঞ্জিগণে
 রঞ্জিত ও অতুল ঐশ্বর্য-সমপ্লিত প্রাচীরবেষ্টিত
 গৃহ-পংক্তিতে পরিগৃহীত আছে । উহার কতকগুলি
 প্রাসাদশ্রেণী কৈলাস-পরিশৃঙ্খের স্তায় শোভা
 পাইতেছে । ১১—২২ । অস্ত্রা সুবর্ণময় ভবন
 বিপুল-শিখাশালী অগ্নির স্তায় দীপ্তি পাইতেছে ।
 কোল কোল মণিময় গৃহ শরৎকালীন সমুদিত
 জ্বলন্ত স্তায় দিম্বগুল প্রকাশিত করিতেছে । ঐ

তস্মিন্ সুরবরশ্রেষ্ঠে শিবস্ত ভবনং মহৎ ।
 মধ্যো ক্ষিতিতলস্তাস্ত সৰ্ব্ব এব নরোত্তমাঃ ॥ ২৫
 সপ্তস্তুত্রসহস্রাণি সহস্রৈশ্চ সমুপস্থিতম্ ।
 ভূমিকার্ভিঃ পরিচ্ছিন্নং কাননৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২৬
 গবাক্ষমালাকলিতং মুক্তাদামৈর্ভূষিতম্ ।
 বিচিত্রৈর্ভূষিতৈর্নক্কং শিবেন মনসা কৃতম্ ॥ ২৭
 দ্বারৈঃ সুবিপুলৈশ্চৈত্রৈঃ শোভিতঃ সপরিচ্ছিন্নৈঃ ।
 নানারহস্যতৈশ্চৈত্রৈঃ পতাকাশতশোভিতৈঃ ॥ ২৮
 বৃক্ষৈঃ পুষ্পৈঃ ফলাদ্যৈশ্চ ফলানাক সুবর্ণিতৈঃ ।
 পারিজাতকবচৈশ্চ মৌবর্ণকদলীবনৈঃ ॥ ২৯
 নদীভিঃ তড়াগৈশ্চ পদ্মৈশ্চ সমন্ততঃ ।
 বাপীভিদৌঘিকার্ভিঃ হৃদৈঃ কূপৈশ্চ শোভিতৈঃ ॥
 পদ্মৈঃ পলপরিচ্ছিন্নৈর্মসৃষ্টপদনাদিতৈঃ ।
 কদম্বপল্লবৈশ্চাপি বলাকানাক পঙ্ক্তিভিঃ ॥ ৩১
 ময়ূরৈশ্চৈত্রবাকৈশ্চ তথৈব শুকসারিকৈঃ ॥ ৩২
 তস্মিন্ দ্বারপুরাণাষ্টৌ পুরশ্রেষ্ঠে দ্বিজোত্তম ।
 শ্রীদ্বারং প্রথমং তত্র মহাসিন্ধো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৩
 পূর্ব্বস্তাং দিশি বৈ শৈবঃ পদমালাবিভূষিতঃ ।
 পুরাস্তরাণে কদম্বাখিলস্ত তপসো নিধিঃ ॥ ৩৪

পূর্ব্বতে মহাদেবের বিশাল ভবন আছে
 নরোত্তমগণ । উহাতে ভূতলস্থিত নিখিল পদ
 আছে এবং উহা সপ্ত সহস্র স্তম্ভের উপর
 স্থিত চতুর্দিকে পরিগৃহীত স্থান, কানন
 গবাক্ষ-সমূহে সমপ্লিত, মুক্তামালায় ভূষিত,
 নিকা-সংযুত সুবিপুল দ্বারে সুশোভিত । ঐ
 সকল শত শত রহস্যরাজি-বিরাজিত পত
 সমূহে সমপ্লিত উহাতে রমা-পুষ্প-ফলা
 বৃক্ষ ও পারিজাতের স্তায় সুন্দরবর্ণ পূর্ব
 কদলীকবচ, নদী, তড়াগ, পদ্ম, বাপী, দাঁ
 হৃদ এবং কূপ আছে । ঐ জলাশয় সকল
 সমূহে সুশোভিত এবং মস্ত ভবনের নক্ষত্র
 মুখরিত ; আর কদম্ববৃক্ষের পল্লব বলাকা
 শুক-সারিকা প্রভৃতি পঙ্ক্তিগণে সমপ্লি
 ২৩—৩২ । হে দ্বিজোত্তম ! ঐ শিবপুরে
 পুরদ্বার আছে । তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে প্রথম শ্রী
 পদমালা-বিভূষিত তপোনিধি শৈব মহা

লক্ষীদেবী ততস্তস্মৈ যত্রানুদসমপ্রভঃ ।
মহাকালো মহাকায়ঃ স্থিতঃ শূলী মহাবলঃ ॥৩৫
শিবঃ নারী পুংসু তত্র দক্ষিণেন ব্যবস্থিতম্ ।
গণ্ডকর্ণঃ পিতৃপুত্র মহাবীৰ্য্যঃ শিবাক্ষয়ঃ ॥ ৩৬
দক্ষিণেন তথা চাগ্রে তস্তামেব দিশি দ্বিজাঃ ।
শালিতং ভীমনাদেন গণেশেন মহায়না ॥ ৩৭
শনিমং বাকপং দাবং তত্র নন্দীশ্বরঃ শ্রুতঃ ।
শালিতং হবির্জিহ্বেন গণনাথেন ধীমতা ॥ ৩৮
লক্ষীদেবী তথোদীচ্যা তস্তামেব দিশি দ্বিজাঃ ।
ব্রহ্মবাকপপ্রথো দ্বারাব্যক্শো মহেশ্বরঃ ॥ ৩৯
উপক্ৰীড়নৈকশিতৈঃ ক্রীড়তে ভগবান প্রভুঃ ।
দেহানি জিতকোদা জিতলোভা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥
নয়তে পশুপতেভ্যস্তা কল্পভক্তিপরা দ্বিজাঃ ।
য চ বগমসংযুক্তঃ সাংখ্যাস্ত শ্রুতশ্রবণঃ ॥ ৪০
যদ্যস্মান্ বসুস্তা কন্দভক্তা জিতকুমারঃ ।
যতে যুগ্মানন্দঃ সংগ্রামাভিমুখে হতঃ ॥৪১
হ্রিমে গোমহাস্তার্থে মিতার্থে বাইপালনে ।

বৈশ্বানর নিরতা ধর্ম্যে সত্যবাচো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥৪৩
কদেন্দ্রবিমুক্তদয়া বে ব্রাহ্মণহিতে রতাঃ ।
গোসহস্রপ্রদাতারো ভূমিদাতার এব চ ॥ ৪৪
যে সুবর্ণস্ত দাতারস্তথা সর্কপ্রিয়ংবদাঃ ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্ন্য ধ্যায়িনো ব্রতচারিণঃ ॥ ৪৫
যজ্ঞস্তি বিধিনা যজ্ঞৈঃ ক্রতুভিঃ চারুদক্ষিণৈঃ ।
তে তত্র গহা কুষ্ঠান্ত নিবসন্তি যথাসুখম্ ॥ ৪৬
কল্মষুতসহস্রাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ ।
বিচারিত্য সুরপূরে পুনঃ প্রাপ্য মহীতলম্ ॥ ৪৭
জায়ন্তে শ্রেষ্ঠবর্ণেষু সূতৈশ্চ পরমৈর্যুতাঃ ।
জগতীকান্তিনন্দন্তি চিরং প্রমুদিতাস্থতা ॥ ৪৮
তং পুংসু দেবদেবস্ত সর্ককামসমবিতম্ ।
সর্ককিকামদৈকৈব সমাসেন প্রকীর্তিতম্ ॥ ৪৯
তত পুংসু প্রবক্ষ্যামি রৌপ্যশুনিবাসিতম্ ।
পদপত্ন্যযতাক্ষস্ত বিকোর্ভুবনমুত্তমম্ ॥ ৫০
যং তংপ্রভাবমুদিতং চন্দ্রাচ্ছকিরণপ্রভম্ ।
বজ্রতং গিরিবাক্ষস্ত শৃঙ্গং শ্রীসাগরং মহৎ ॥ ৫১

বসিত থাকেন। অনন্তর লক্ষীদেবী, ঐ
রে মহাবলী মেঘকূলা দাবকায় ভগবান
দক্ষিণ দিক দক্ষিণে অবস্থান করিতেছেন।
তত্র দক্ষিণে শিবপুংসু, উহাতে শিবের
দিশে মহাবলী গণ্ডকর্ণ বহিয়াছেন। ঐ
কেই নিকটে যত্রস্ত ব্রাহ্মণগণ অবস্থান
করেন পশুপতি বাকপদার, ভীমনাদ মহা
শয়ন কর্তৃক বসিত ও তথায় নন্দীশ্বর বহিয়া
ছেন ঐকপ উদ্বদিকে কীর্তিবাব। সেখানেও
জগণ আছেন। তথা ও বক্রপের প্রায় প্রভু
গবান্ মহেশ্বর ঐ দ্বারে বক্রক হইয়া বিবিধ
গৌড়ক দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। পিতৃ-
দাব, জিত-লোভ, জিতেন্দ্রিয় কন্দভক্ত ব্রাহ্মণ-
। উহার প্রতি ভক্তিবলে ঐ শিবলোকে গমন
করেন। যে ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রাত্ম্যে নিরত,
দক্ষ, যোগী এবং যে ব্রাহ্মণেরা অসাত্তভাবে
দ্রুতক গাথিক গহস্থ ; যে সব ক্ষত্রিয় ক্ষায়-
শীল সত্যযুদ্ধ করিয়া বর্ণশূন্যে নিহত হইয়া-
নি কিংবা গো-রক্ষার জন্য, মিত্রের জন্য বা
জ্যায় সুপালনের জন্য নিহত হন ; যে সকল

জিতেন্দ্রিয় সত্যবাক বৈশ্বগণ ধ্যানানুষ্ঠান করেন ;
যাহারা ব্রাহ্মণগণের হিতাভিলাষী এবং রুদ্র,
ইন্দ্র ও বিষ্ণুগতপ্রাণ, যাহারা সহস্র গোদান,
ভূমিদান, সূবর্ণদান করেন ; যাহারা সকলের
প্রতি প্রিয়ংবদ ; যাহারা বেদপাঠ-নিরত,
ধ্যানামত ও ব্রতানুষ্ঠায়ী যাহারা প্রচুর
দক্ষিণাশালী যজ্ঞ দ্বারা যথাবিধি যাগ করেন ;
যাহারা শিবলোকে বাইয়া যথাসুখে কালযাপন
করেন। এইকপ চতুর্দশ-সহস্র-গুণিত অমৃত
সহস্র কল্প শিবলোকে বাসের পর তাঁহারা
ভূতলে সমাগত হইয়া, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ
করত পবন সূচ অনুভব করেন ও স্বয়ং চির
আনন্দভোগী হইয়া পৃথিবীকে আনন্দিত
করেন। এই অতীষ্টানুরূপ-বস্ত্র-সম্পন্ন ও
সর্কাতীষ্টপ্রদ দেবদেবের ভবন সংক্ষেপে
কীর্তন করিলাম। এক্ষণে পদপলাশলোচন
ভগবান বিষ্ণুর বজ্রতন্ত্রে নিবেশিত সর্কোত্তম
ভূবনের বিষয় কীর্তন করিতেছি। ৩৩—৫০।
বিষ্ণুলোকের আশ্রয় গিরিবাক্ষ সুরেশ্বর
শ্রী-সাগর বজ্রতন্ত্র চক্রের নির্মল কিরণের

যোজনানাং সহস্রাণি ত্রীণ্যেবস্ত পৰং হিতম্ ।
 প্রাকারেণাথ মহতা রাজতেন সমারূতম্ ॥ ৫২
 অলঙ্কতেন দিব্যেন পতাকাধ্বজমালিনা ।
 যত্র গোপুরচিত্রেণ মণিবহ্নিভিঃ ৫৩
 রাজতহারসাহস্রৈর্মণিচিত্রেণ চ চিত্রিতম্ ।
 যত্র স্তম্ভসহস্রাভ্যাং ঘাভ্যাং প্রাসাদমুস্তমম্ ॥ ৫৪
 পূরমধ্যে স্থিতং কাশ্যং রাজতং ধাতুভূষিতম্ ।
 নাম্না বিকুপদং নাম তং সুরৈরপি কীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৫৫
 চতুর্দারং চতুঃশঙ্গং কৈলাসশিখরপ্রভম্ ।
 নানারহস্যমাকীর্ণং নানাক্রমলতারুতম্ ॥ ৫৬
 উত্তমুর্দ্ধি স্থিতে দ্বারে কুঙ্করূপঃ প্রতাপবান্ ।
 দ্বারাধ্যাক্ষঃ স্থিতস্তত্র হৃদয়জ্জকবো বলী ॥ ৫৭
 প্রতীহারো মহাকাষো হরিপ্রাণময়ো জবে
 পশ্চিমে চ ততো দ্বারে হরিতঃ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৮
 তস্মিন্ মধুমতী নাম নদী সার্বপ্রকাশিকা ।
 কাকুনৈঃ কমলৈশ্চাপ নানাপক্ষিনির্নাদিতা ॥ ৫৯
 তে বসন্তি চ তত্রস্থ্যঃ পূরমধ্যে নিবাসিনঃ ।
 অগ্নিহোত্রবতা নিত্যং দেবদৈবতপূজকাঃ ॥ ৬০

জায়ন্তমান, তিনসহস্র যোজন পরিমিত
 পতাকাধ্বজশালী, বিবিধ দ্রব্যে ভূষিত, দিব্য
 মহৎ রজত প্রাচীরে পরিবৃত্ত এবং মহাদেবের
 প্রভাবে সকল প্রকার সুখভোগের স্থান। ঐ
 বিমূলোকে মণিবহ্নিশালী বিচিত্র পূরদ্বারে,
 অস্ত্রাস্ত্র সহস্র রজতদ্বারে ও বি-সহস্র স্তম্ভে
 সমন্বিত উত্তম অটালিকা আছে এবং ঐ পূর-
 মধ্যে কৈলাসগিরির জায় সুন্দর, বিবিধ-রহ-
 সমাকীর্ণ, নানা-রহস্যময়-পরিবৃত্ত, গৈরিকাদি-
 ধাতু-ভূষিত, চতুর্দার-সমন্বিত বিকুপদ নামে
 এক রজতময় ভবন আছে। দেবগণও উহার
 প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাহার সম্মুখস্থ
 দ্বারে অভিপ্রায়স্ক প্রতাপশালী কুঙ্করূপ-
 বায়ু দ্বারাধ্যাক্ষ আছেন। ৫১-৫৭। উহার
 পশ্চিমদ্বারে বিষ্ণুর আনন্দল্য প্রিয় হরিতম
 নামক মহাকাষ দ্বারপাল আছেন। ঐ পূরে
 সুবর্ণমণিবিভী নানাপক্ষিগণমণ্ডিত, অতিমত
 বিহারের উপযুক্ত, মধুমতী নামে এক নদী
 আছে এবং নিজ শিবপূজক ও অগ্নিহোত্র-

তত্রাথ সূচিরং কালং ভরশোকবিবর্জিতাঃ ।
 সম্প্রাপ্য মানুষে লোকে জায়ন্তে চ সুকর্মসু ॥
 পুনরেব চ তান্ লোকান্ ত্রজন্তি ন চিরাদিবা ।
 তৈস্তেঃ কৰ্ম্মভিরাদিষ্টাঃ শক্তিতঃ সমুদ্ভূতৈঃ ।
 এতং সবিস্তরং নোক্তং সমাসেন প্রকীৰ্ত্তিতম্
 প্রাঙ্গাপত্যং প্রবক্ষ্যামি তস্মৈ নিগদতঃ শৃণু ॥
 তৃতীয়ং সূচিরং শৃঙ্গং মণিরত্নময়প্রভম্ ।
 নগরং পদ্মগর্ভস্ত পদ্মাকারং ব্যবস্তিতম্ ॥ ৬১
 যোজনানাং সহস্রে ধ্রে বিশোকং নাম নামতঃ
 প্রাকারেণ সুবর্ণেন মণিঃ সন্ময়েন চ ॥ ৬২
 চন্দ্রার্কগ্রহসঙ্কাশং প্রভাকরানুস্তমম্ ।
 ত্রিভিঃ চিত্রেঃ সুবিপুলৈঃ শিখরৈশ্চাপানন্যতম
 তস্মিন্ নগরে খেষ্ঠে মধ্যো স্ত্রীভবনোস্তমম্ ।
 স্থিতং স্তম্ভসহস্রেন প্রাসাদপূরমালিনম্ ॥ ৬৩
 হস্ত্যাটালকসংযুক্তং বলভীনাং শতেন চ ।
 গবাক্ষাণাং সহস্রেন শোভিতং পঙ্কজমালয়া ॥
 দ্বারৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তং স্বপ্রমানেঃ সুশোভিতম্
 অলঙ্কারৈর্দিশিষ্টাটীঃ সর্ষতঃ পবিবস্তৃত ॥ ৬৪

যাজুরা তথায় বাস করেন। তাহার ত
 শোকশূন্য হইয়া তথায় বহুকাল অবস্থানপূর্ব
 মনুষ্যালোক প্রাপ্ত হইয়া সংকলে জন্ম
 করেন এবং নিজশক্তির অনুযায়ী পুণ্যকা
 অনুষ্ঠান করিয়া উহান প্রভাবে অচিরকাল ম
 পুনরায় পূর্বোক্ত লোকে গমন করেন। এ
 সংক্ষেপে বিমূলোক কীৰ্ত্তন করিলাম এক
 বহুলোক কহিতেছি শ্রবণ কব। ৫০-৬০
 সুমেরুর তৃতীয় গুপ্তে লোহিতরহস্য পদ্মকা
 অবস্থিত, দুইসহস্র যোজন বিস্তৃত, মণিবহ্নি
 সুবর্ণ-প্রাচীরে পরিবৃত্ত বিশোক নামে রক্ষা
 নগর অবস্থিত। উহা অতি বৃহৎ বিচি
 শিখরত্রয়ে অলঙ্কৃত; চন্দ্র, সূর্য ও অস্ত্রা
 প্রভাবশালী গ্রহের মত সমুজ্জ্বল। উ
 মহাশৃঙ্গে সহস্র স্তম্ভোপরি প্রতিষ্ঠিত, প্রাসা
 শ্রেণীপরিবৃত্ত হস্ত্যা, অটালিকা ও শত সংখ্য
 বলভীসংযুক্ত সহস্র গবাক্ষে সুশোভিত প
 মিত-দ্বারচতুর্ভিঃ-সংযুক্ত সূচাক্ষ এক ভব
 আছে। তথায় বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত, সর্ব

নাম্না দ্বারাধিপঃ শ্রীমান্ জলনাকসমপ্রভঃ ।
 দ্বাবাধ্যাক্ষো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সজলান্দসমিতঃ ॥ ৭০
 উত্তবে তুংগে হাবে ব্রহ্মযোনিরিত্তি স্মৃতঃ ।
 নান্না পরমশ্রমিন স্থিতঃ সক্ষারুণপ্রভঃ ॥ ৭১
 তম্বিন পুত্রবরে শেষ্ঠে বরায় ভগবান্ প্রভুঃ ।
 প্রজাপতিঃ সুরশেষ্ঠো বেদসাংখ্যাবিশারদঃ ॥ ৭২
 অমৃত্য নাম বিখ্যাতা নদী তম্বিন পরোত্তমে ।
 পুনীলোঃ পলগুতা শুভকাঞ্চনবাসুকা ॥ ৭৩
 পিতৃতে মুসংজ্ঞ্যস্তোস্তোষং পুত্রবাসিনঃ ।
 তং পীড়া চ জবা নৈব ন শোকো ন পরিশমঃ ॥
 তদ্রাশ্তি মহাশ্বানো বেদাধ্যয়নচিহ্নকাঃ ।
 মুপ্রভাঃ শুভকামাঃ সত্যসিদ্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৭৪
 ব্রহ্মদানপ্রসক্তাঃ শুকলাক্ষ প্রিয়ে বতাঃ ।
 ৭৫ চ ভিক্ষাপ্রসক্তে তীর্থযাতনবাসিনঃ ॥ ৭৬
 কেষু নিরতা য়ে চ বিপ্র ক্রোধবিবর্জিতাঃ
 ৭৭ চ ব্যানপবা নিত্যং যোগে চ নিরতাঃ সদা ॥ ৭৮
 ৭৯ খাবানপরা বিপ্রান্ধেয়াঃ বৈ প্রত্যয়ে মহান
 ১০০ শ্চানি চ কম্মাণি য়ে চবন্তি তদর্থিনঃ ॥ ৭৮

দেবতায় শ্রমবর্ণ ও স্ত্রীমিত্রীলা তেজস্বী
 রাধিপ নামক এক দ্বারবক্ষক দ্বিজবর আছেন
 বরদাবে সক্ষার তায় লোহিতকাষ্ঠি পরম
 মে বক্ষাব পত্র আছেন । ঐ শেষ্ঠপরে অদ্বি-
 য় বেদজ্ঞ সুরবর ভগবান্ প্রজাপতি বক্ষ-
 গীতা করেন । সেই শেষ্ঠনগরে পদসংযুক্ত
 বর্ণবান্ধাময়ী অমৃত্য নামে এক নদী আছে ।
 বাসিগণ পরম সুখে ঐ নদীর জল পান
 রে, উহা পান করিয়া তাহাদিগের বাক্যকা-
 ণিক বা পরিশ্রম কিছুই থাকে না । ৭৫—৭৮ ।
 ব্রহ্মলোকে বেদাধ্যয়ন-তৎপর স্মৃতি জিতে-
 য় সত্যপরায়ণ মহাস্বগণ গমন করেন ।
 বাবাযাজক, দাতা, গুরুজনের প্রিয়-কার্যে
 রত ; বাহারা তীর্থবাসী হইয়া ভিক্ষামাত্র
 প্রস্র করে ; যে ব্রাহ্মণগণ ক্রোধশূন্য হইয়া
 কার্যাসক্ত ; বাহারা ধোগ আশ্রয় করিয়া
 নপরায়ণ ; বাহারা নিরন্তর ব্রহ্ম-ধ্যান করে ;
 কসাকাকার তাহাদিগের সুলভ । বাহারা
 কলেকপ্রার্থী হইয়া নিষ্পাপ কার্য অনুষ্ঠান

তে যান্তি পরমং স্থানং শোক-মোহবিবর্জিতাঃ ।
 কক্ষায়ুতসহস্রাণি বর্তন্তি সুখান্বিতাঃ ॥ ৭৯
 কক্ষলোকান্তরং প্রাপ্য যজন্তি বিধিপূৰ্ব্বকম্ ।
 শৌচাচারসমায়ুক্তান্তে লভন্তে পরং সুখম্ ॥ ৮০
 জানেনৈব চ তং স্থানং প্রয়ান্তি পবমার্চিতম্ ।
 সঙ্কুপ্তা মহাশ্বানো জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥
 প্রাজাপত্যাদিৎ স্থানং কীর্তিতক সনাতনম্ ।
 এবমেতানি বিপ্রার্থে ভুবরেন্দ্রস্ত ধীমতঃ ॥ ৮২
 ত্রীণি ত্রিভিঃ ভুবনৈরাশ্বানীকৃতানি বৈ ।
 তে বৈ ভদাদিকগুতা যাবদ্ব্যস্তি সুরেশ্বরঃ ॥ ৮৩
 মেবা ভগ্নায়গজ্জন্তি বিদ্যামালা ইবান্নবে ।
 ৮৪ হনকরতারাঃ তে ভবন্তি মহেশ্বরঃ ॥ ৮৪
 কামগাঃ সর্কসিদ্ধার্থা রমন্তে ভবনে সুবাঃ ।
 ইদং সমস্তবাস্যাতং পঠেৎ পর্কণি পর্কণি ॥ ৮৫
 লভতেঃ ভাপিতান কামান মোহশোকবিবর্জিতঃ
 ইদং পরমং পবিত্রং শুভং তচ্চ
 কথিতং বিপুলং মবা মুনীন্

করেন, বাহারা শোক-মোহশূন্য হইয়া পরম স্থান
 বক্ষলোকে গমন করেন এবং অমৃতসহস্র কক্ষ
 পরম সুখে তথ্য কালযাপন করেন । অনন্তর
 বাহারা কক্ষশেষে ভুলোক প্রাপ্ত হইয়া, বিদ্বদ্ধ
 আচারাবলিত হইয়া যথাবিধি যগ করিয়া পরম
 সুখ লাভ করেন । জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়,
 সর্কসিদ্ধার্থ মহাস্বগণ নিজ কানবলে ঐ সর্কপুঞ্জ
 বক্ষলোকে গমন করেন । এই ব্রহ্মলোক সনাতন
 বলিঃ কীর্তিত আছে । হে দ্বিজবর ! পর্কত-
 ব্রহ্ম সূমেকুর তিন শিখরে পর্কোক্ত ভুবনত্রয়ের
 মদিষ্টান । ঐ সকল ভুবনস্থিত দেবগণ পূজা-
 সাম্য পধ্যত্ব কল্যাণশুক হইয়া প্রকাশ পান ।
 তাবৎ আকাশমাগে মেঘ হইয়া গর্জনে করেন,
 বিদ্যুৎপংক্তির মত প্রকাশ পান এবং উচাচাই
 গ্রহ, নক্ষত্র, তারা হন ; তন্মধ্যে কেহ কেহ
 ইচ্ছানুযায়ী গমন করিয়া সকল সিদ্ধিসম্পন্ন
 হইয়া ঐ ভবনেই ক্রোড়া করেন । এই ব্রহ্ম-
 কথিত ত্রিভুবনকীটন যে ব্যক্তি প্রতিপূর্ক
 পাঠ করে, সে শোকমোহশূন্য হইয়া সর্কাতীষ্ট
 লাভ করে । হে মুনীন্ ! অতি-পবিত্র বিপুল

পতিতি স মহাপাতকোহপি বন্ধন
পবমপদমুপৈতি শিবপ্রসাদাং ॥ ৮৭
ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমার-
সংহিতায়াং শিবপূর্ববর্ণনং নাম
দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি মহাত্ম্যং পুণ্যকর্মণঃ
যানি স্থানানি কুদলোকং যথাবদনুপূর্ণশঃ ॥ ১
ভূবাদ্যা ব্রহ্মলোকঃ সত্যলোকঃ প্রকীর্তিতঃ
অগুস্তাভ্যস্তুবে সর্গমুঃ পন্নং তদ্ববৌচি মে ॥ ২
সনৎকুমার উবাচ
এবং শতসহস্রাণি যোজনানং প্রমাণতঃ ।
উখিতং ব্রহ্মসন্দনং দ্বিবা বৈষ্ণবমুচ্যতে ॥ ৩
বেষ্ণবাং কোটি বিজ্ঞেয়ং যোজনানং প্রমাণতঃ
মহেশ্বরপদং বাস যত্র দেব উমাপতিঃ ॥ ৪
ব্রহ্মলোকঃ সর্বং বিন্দুলোকঃ সপ্তমম্

লোকত্রয় কীর্তন করিনাম । হে বন্ধন । মহ-
পাতকীও ইহ পাপ করিলে মহালেবের প্রসাদে
পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৭—৮৮ ॥

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়

বাস কহিলেন,—হে ভগবন্ । আমি পুণ্য-
জনক কার্যের মাহাত্ম্য ও কুদের যে যে স্থান
আছে, তাহা অনুপূর্ণিক যথার্থরূপে শ্রবণ
করিতে ইচ্ছা করি এবং ভূবাদি ব্রহ্মলোক
পর্যন্ত বৈষ্ণব অগুর অভ্যাস্তরে উৎপন্ন হই-
য়াছে, তাহা আমাকে বলুন । সনৎকুমার
কহিলেন,—মানব-পরিমিত লক্ষযোজন উর্দ্ধে
ব্রহ্মলোক, তাহার দ্বিগুণ দূরে বিন্দুলোক,
তাহার কোটি যোজন উর্দ্ধে শিবলোক,—যে
স্থানে দেব উমাপতি বাস করেন । পঞ্চভূতা-
ভিরিক্ত বহু পদার্থ ব্রহ্মলোক, সপ্তম বিন্দুলোক,

অষ্টমং কুদলোকঃ এতদ্রূপং ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ৫
এবং ত্রিপিষ্টপং তত্র দেবানামমিতৌজসাম্ ।
ব্রহ্ম-বিন্দু-মহেশানং মনুভিঃ সমধিষ্ঠম্ ॥ ৬
তস্যং ত্রিপিষ্টপট্টৈব বিজ্ঞানেন প্রমাণতঃ ।
কুদলোকেতিবিখ্যাতে যোগিনাং গতিচ্ছ্যতে ॥
শতং কুদসহস্রাণি বিন্দুকোটিশতানি চ ।
শিবপ্রসাদাং ক্রৌড়িণী সর্গে বিনতকম্বাঃ ॥ ৮
সর্গে কুসুমাক্ষায়াঃ ষড়্ভা-যষ্টিধরা অপি ।
শালিনো দংশি ধ্বনৈঃ সর্গে বিগতমংসবাঃ ॥ ৯
চন্দ্রাক্ষমৌলিনঃ সর্গে সর্গে রুমভগামিনঃ ।
সর্গে ব্রহ্মপুত্রাঃ সর্গে বিন্দুপুত্রাঃ চ ॥ ১০
অমলাস্তে মহাত্মাননৈলোকো সুবিশবদাঃ
সর্গে মণিময়ী ভূমিঃ স্মৃষ্ণাক্ষানবালুকা ॥ ১১
ন তত্র চন্দ্রকৌ বায়ুঃ প্রকাশেতে ন বাতি চ
ন দংশি দেবভাস্ত্র চন্দ্রাক্ষিতবিভম্বাঃ ॥ ১২
সমং প্রভাক্ষবদাঃ সর্গে এব প্রকাশতে ।
প্রাসাদশুমালানি গোপাবে লক্ষণানি চ ॥ ১৩

অষ্টম কুদলোক : এই লোকত্রয় লইয়া সর্ব
ত্রিপিষ্টপ বলিয়া খ্যাত । উহা ব্রহ্ম, বিন্দু
শিব প্রভৃতি অসামান্য বলশালী দেবগণ ও
মনুনাগণের আশ্রয় । হে দ্বিজ ! ত্রীশৈব
এক কুদলোক পরিমাণে ত্রিভুবনের অর্ধেক
উহা যোগিগণের আশ্রয় । ত্রীশৈব শতসহ
কুদ, শতকোটি বিন্দু শিবের প্রসাদে সকলেই
নিপাপ হইয়া ক্রৌড়া করেন, সকলেই ষড়্ভা-
যষ্টিধারী, সকলেই পুষ্পগন্ধমুবভীকৃত । শিবের
প্রসাদে সকলেই শূলপাণি ও দংশী অঙ্গ
পরের প্রতি দেবশূত্র ; শিব-প্রসাদে তথ্য
সকলেরই অর্ধচন্দ্র-শিরোভূষণ ও দুষ্-বাহ
ব্রহ্মলোক ও বিন্দুলোকস্থিত সকলেও ত্রিভুব
বিখ্যাত নিখুল মহাত্মা ; তথাকার ভূমি বহু
ও বালুকা স্মৃষ্ণ-সুবর্ণময়ী । ১—১১ । তথা
চন্দ্রাক্ষের প্রকাশ নাই ; বায়ুসঞ্চরণ নাই
দেবগণও তথায় গমন করিতে পারেন না । সেই
স্থানের সকলেই অর্ধচন্দ্রে ভূষিত ও সাক্ষাৎ
বরদাতা অর্থাৎ শিব মূর্তিধারী । তথায় অট্টা
লিকা হর্ষাশ্রয়ী সকল ও পুরধারে নানা বি

জ্ঞানব্রাহ্মণৈঃ সাকং গৃহস্থাঃ সম্পথে স্থিতাঃ
মহাদেবং জপন্তি শতং দ্বিষম্ ॥ ১৭
গন্ধৰ্বপাদিভিঃ চৈব সদা যজন্তি শশিনম্ ।
সৰ্বপাপবিনশ্তু তা গৃহস্থাঃ সধাবসাসঃ ॥ ১৮
মহাদেবপ্রসাদেন কদলোকং ব্রজন্তি তে ।
সৰ্গে লোকা অবস্তাঃ তু দ্বিগুণেন প্রমাণতঃ ॥ ১৯
ভুবনান্য প্রভুস্থানং দ্বিতীয়ং সমুদ্যতম্ ।
তৃতীয়ে তু মহাযোগী ভূতেঃ পরিব্রজতঃ ॥ ২০
জ্ঞাপি ভবনং দিব্যং মায়েশবসতিঃ স্মৃতা ।
গৃহিণী চৈব দিব্যানি প্রচুরানি মহাস্তি চ ॥ ২১
ভবনোকো হরেণৈব দ্বিগুণেন প্রমাণতঃ ।
সৰ্গং নাম প্রভুস্থানং চতুর্থং সমুদ্যতম্ ॥ ২২
অগ্নিস্থানং পবং দিব্যং পঞ্চমং সমুদ্যতম্ ।
অগ্নিপ্রবেশঃ যঃ কুণ্ডলং সিদ্ধিহর্যো জগদাচ্চিরম্
অগ্নিস্থানং পরং দ্বিগুণং তৎ প্রমাণতঃ ।
উগ্রং নাম প্রভুস্থানং ষষ্ঠং তৎ সমুদ্যতম্ ॥ ২৩
ত্রৈলোক্যপতিঃ সাকং যোগিভিঃ পরমেশ্বরঃ ।

যাহে ঐ শিবলোকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল
হস্ত সম্পথে থাকিয়া, মহাদেবের পক্ষ ও
মতা কদাব্যায় পাঠ করেন এবং উহার সকল
পাইতে মুক্ত হওয়ায় যথোর স্থান দীপ্ত-
লাভইয়া, গন্ধৰ্বপাদি দ্বারা সৰ্বদা মহা-
বকে আরাধনা করেন । উহার প্রসাদে
দলোকেই অবস্থান করেন । কদলোকেই
যোগে সকল লোক আছে । সকল ভুব-
ন দ্বিগুণ পরিমাণ শিবের দ্বিতীয় লোক ঐ
যোগী তৃতীয় স্থানে ভূতগণ-পরিব্রজতঃ হইয়া
গড়া করেন । তথায় দিব্যগ্রহে মায়ানাথ শিব
সকলেন । মহৎ প্রচুর দিব্য গৃহ সকল
ই স্থানে বর্তমান । হহার নাম ভবলোক,
গর পরিমাণ বিদ্যালোকের দ্বিগুণ । চতুর্থ
লোক সৰ্বনামক প্রভুর স্থান । পরম পবিত্র
গ্নি স্থান প্রভুর পঞ্চম স্থান বলিয়া কথিত ।
যাক্তি অগ্নিতে প্রবেশ বা অগ্নিতে আহুতি
দান করে, সে ঐ স্থানে বাস করিতে পার।
ই অগ্নিস্থানের পরবর্তী প্রভুর উগ্রনামে বস-
ন আছে, তাহার পরিমাণ পূৰ্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ।

অনুগ্রহার্থং লোকানাং ক্রৌড়তে ভস্মকৃতিতঃ ॥ ২২
দম-প্রশমসংস্কৃতা ভূতানামভয়প্রদাঃ ।
যথোক্তকারিণো দাত্তা যোগিনস্তৎ পরায়ণাঃ ॥ ২৩
ভৈক্ষুচর্চাদাতা নিতাঃ ধ্যানতৎপরপূজকাঃ ।
যাস্তি পান্তপতং স্থানং পুনরাবৃত্তিহীনভম্ ॥ ২৪
তস্যং পান্তপতাঃ স্থানাদ্বিগুণেন প্রমাণতঃ ।
মাহেশ্বরং পবং স্থানং সপ্তমং সমুদ্যতম্ ॥ ২৫
ত্রৈলোক্যে মহাদেবো মহাকালো মহেশ্বরঃ ।
মাহেশ্বরেঃ পরিব্রজো বসতে ভূতভাবনঃ ॥ ২৬
তত্রৈব সৰ্বলোকেশঃ স্রবরঃ কামরূপরূক্ ।
আবিশ্য সৰ্বভূতানি লোকানন্দঃ করোতি বৈ ॥ ২৭
ন তেষাং পরিসংখ্যানং প্রমাণং বাপি বিদ্যতে ।
দেবলোকসহস্রাণি ব্রহ্মলোকশতানি চ ॥ ২৮
অপিত্যক্তং সজ্জাতোহ ভূতানামৌষধো যতঃ
যতঃপরং দ্বিগুণশ্চৈব স্থিরস্থানং * মিতী স্মৃতম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীশৈব মহাপুরাণে সনৎ কুমারসংহি-

তস্যং কদলোকবিবরণং নামৈকম্-

দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ঐ স্থানে পরমেশ্বর, শিবভক্ত যোগিগণের সহিত,
অস্ত্রে ভস্ম বিলপন করিয়া লোকের প্রতি
অনুগ্রহের জন্য ক্রৌড়া করেন ১২—২২ । শম-
দমাবলম্বী ভূতগণের প্রতি অভয়দাতা শিবের
ধান ও পূজা-তৎপর, দ্ব্যবিহিত কন্দের অনু-
ষ্ঠাতা, ভিক্ষু-মাত্রোপজীবী যোগিগণ ঐ পান্তপত
স্থানে গমন করেন । ঐ স্থানে গমন করিলে
পুনর্জন্ম হয় না । ঐ স্থানের পর, পরিমাণে
উহার দ্বিগুণ প্রভুর মাহেশ্বর নামে সপ্তম
স্থান আছে । তথায় আত্মা-প্রকৃতির স্বামী
মহাদেব মাহেশ্বর শৈবগণে পরিব্রজতঃ হইয়া বাস
করেন এবং ঐ সৰ্বভূতপতি কামরূপরূপী
স্রবর, নিখিল ভূতের অস্ত্রে অবিষ্ট হইয়া
তাহাদিগের আনন্দবর্ধন করিতেছেন । ঐ
সকল লোকের সংখ্যা ও পরিমাণের নির্ণয়
নাই । যেহেতু ভূতনাথ মহাদেব ইচ্ছানুসারে
সহস্র সহস্র ব্রহ্মলোক ও শত শত দেবলোকাदि

* শিবস্থানমিতি পাঠান্তরং কচিৎ ।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

কথয় উচুঃ ।

যং পরং তচ্ছিবস্থানং তুয়া প্রোক্তং মহামুনে ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি শুভং ন তে প্রভো ॥

সনৎকুমার উবাচ

শৃণু বিপ্রা ইদং স্থানং শিবস্য পরমাত্মনঃ
যত্র পশ্যন্তি হরস্তা ব্রহ্মাদা দেবসত্তমাঃ ১০
সাংখ্যা বাপাখ্যা যোগা ন বিদুস্তদ্বিনো জনাঃ
ন চ বিদ্যন্তি গৃহ্যন্তা উমা ন চ গণেশ্বরঃ ১১
ন বিদূর্ন চ কুদ্রুগ ন চান্তে দ্বিজসত্তমাঃ
ভৈরব চ প্রসাদেন যথা ক্ষাত্যে তথা শৃণু ১২
শতং কোটিসহস্রাণ্য যোজনানাং প্রমাণতঃ
অত্রোপনীতং দেবস্য যত্র সুক্তা শিবোহব্যয়ঃ ১৩
অস্তোত্তমো নরো নরো নরো সিতাসিতসমপ্রভে

স্বজন করিতেছেন। তে বিজয়র! ইহার পর
প্রভুর শিবস্থান আছে, অর্থাৎ যে স্থানে গমন
করিলে লোকের পুনর্জন্ম হয় না ১০—১৩

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

কথিগণ কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি
শিবের যে একটি পরম স্থান কহিলেন, হে
প্রভো! যদি গোপনীয় ন হয়, তবে আমি
তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। সনৎকুমার
কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! পরমাত্মা শিবের ঐ
স্থান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মাদি-
দেবগণ যদি মহাদেবের অনুগ্রহ-ভাজন না হন,
তবে তাঁহারাও ঐ স্থান দেখিতে পান না এবং
শিবের অনুগ্রহ ব্যতীত সাংখ্যোক্ত যোগসাধকগণ
ও শিবের কুটুম্ব-মদ্যবস্তা উমা, গণপতি, বিষ্ণু,
কৃষ্ণ ও অস্তান্ত দ্বিজবরগণ কেহই উহা লাভ
করিতে পারেন না। আমি তাঁহাকেই অনুগ্রহে
যথা কিছু জানিয়াছি, তাহা প্রবণ কর। ঐ
শিবস্থানে শতকোটি যোজন পরিমিত প্রভুর
উপনীত আছে, উহাতে অব্যয় শিব সমাধিস্থ

সম্ভাবপ্রভবেণাদৌ উমা চৈব যশস্বিনী ১৪
বামনেতাদ্বিনিষ্ক্রান্তা উমা দেবী চ সূত্রতা ।
বামপার্শ্বোপবিষ্টা চ তস্মাদৈব বামলোচনা ১৫
দক্ষিণাশ্রয়নামৃতো জলবিন্দুঃ সিতপ্রভঃ ।
স সর্কেষু চ লোকেষু গতো বৈ ভূভুবাদিকম্ ।
উপস্থ যেমাং গাং প্রাপ্তা তস্মাদগ্নেতি চোচ্য
নেত্রাভ্যাং প্রথমাক্ষাতা গগ্নেতি দ্বিজসত্তমাঃ
হরস্য যোগযুক্তস্ত দ্বিতীয়ং কামখোভবঃ ।
ব্রহ্মণো যত্নশীলস্ত ঈশ্বরেণ মহাশ্রনা ১৬
তং তৃতীয়স্ত বিজ্ঞেয়ং কপালবদনং যম্মা ।
বিদুচক্রং চতুর্থস্ত পঞ্চমং দক্ষসপ্তবঃ ১৭
ষষ্ঠকন্ত যদা দেবো হিমবতং মহামুনে ।
ভরুণাদিত্যসঙ্গাশৈ কুটৈঃ পবিত্রোভাবসং ১৮
দ্বিতীয়স্ত পরীবারং ততো দ্বিগুণবিস্তরাং ।
রুদ্রাণ্যং হেমবর্ণানাং ত্রিংশংকোটাং প্রকীর্তিতঃ

অনুভব করেন। তাহার বেতনক্রমে উন্নত
নয়নপ্রস আছে। প্রথমতঃ তাহার বাম নয়ন
হইতে যশস্বিনী সূত্রতা উমাদেবী নিষ্ক্রান্তা
হইয়াছেন বলিয়া তাহার নাম বামলোচনা হই-
য়াছে। তিনি শিবের বাম-পার্শ্বে আসীন।
দক্ষিণ নয়ন হইতে জলবর্ণ জলবিন্দু নিপতিত
হইয়া ভূভুবাদি সকল লোক গমনের পর গো-
পথ্যে পৃথিবীতে সমাগত হইয়াছে বলিয়া
তিনিই গগ্ননামে খ্যাত হইয়াছেন। ১০—১৩
হে দ্বিজবরগণ! যোগনিমগ্ন শিবের প্রথম
চরিত গগ্নোপস্থি, যত্নশীল ব্রহ্মাকে উপেক্ষ
করিয়াও কামদেবকে অশরীর করা উহার
দ্বিতীয় চরিত; ব্রহ্মার বদনচ্ছদ করিয়া কপাল
ধারণ করা উহার তৃতীয় চরিত, বিষ্ণুর
সুদর্শন চক্রদান চতুর্থচরিত এবং দক্ষকে
বীরভদ্রের আবির্ভাবন পঞ্চম চরিত। ১৪
মহামুনে! ষাৎকালে দেবদেব বালার্কসম
প্রভাশালী রুদ্রগুণে পরিবৃত্ত হইয়া হিমালয়ে
অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন অজ্জকাসুর ব
করেন, তাহাই শিবের ষষ্ঠ চরিত। পূর্বোক্ত
রুদ্রগণ অপেক্ষা দ্বিগুণ উহার দ্বিতীয় পরিবার
ত্রিংশংকোটি স্ববর্ণবর্ণ রুদ্রগণ তৃতীয় পরিবার

রা কৃষ্ণবর্ণানাং কোটোহনীতিপ্রিজোত্তম ।
মস্ত পবীবারং অতো দ্বিগুণবিস্তরম্ ॥ ১৪
সপ্তমীকৈবং যে কুদাস্তান বিবোধত ।
শিলাভা বিমলা কৃষ্টা নিদ্ধিগতে সদা ॥ ১৫
ঐষ্টপদীবাং মানসস্ত মহাশয়নঃ ।
কাস্ত তস্মা বিজ্ঞানং দৃষ্টোহে তদ্বিচারণা ॥ ১৬
ঐ ব্রহ্মপুরোগামী সর্কৈ বিখ্যাপ্তঃসরাঃ ।
ঐষ্টে মহাশয়নৈলোক্যস্ত সুরেশ্বরাঃ ॥ ১৭
ঐ বো বদতি স্থানং শুদ্ধং পবনাময়ম্ ।
দপাং পিতৃশ্চো ব গোষ্ঠো ব গুরুভগ্নগঃ ॥
ইপি গচ্ছন্ত পবং স নং লিঙ্গং শিবমনাময়ম্
পুনঃ শুচয়ো দাতা মহেশ্বরপবায়নাঃ ॥ ১৮
ব্রহ্মক্রিয়াযোগী লোকানাং ভূতিবাদিনাম্ ॥ ১৯
ইতি শ্রীশেবে মহাপুরাণে সনৎকুমার-
সংহিতায়াং শিবমাংসাস্ত্রা নাম
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মবর্ণ অনীতিকোটি কদ চতুর্থ পরি-
তদপেক্ষা দ্বিগুণসংখ্যক পঞ্চম পরি-
পরিভাভ, বিমল এবং কৃষ্ণবর্ণ কদম্ব
ক্রমে উভাব ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পরিবার
নিদ্ধিগতে আছে। ঐ শিব-পরিবার কদ-
কেহ কেহ ব্রহ্মপুরোগামী, কেহ কেহ
বিখ্যাপ্তঃসর অর্থাৎ সকলেই নানানিকে
দেবের অনুচর হইয়াছে এবং তৈলোক্যের
প্রভৃতি কার্যে সক্ষম। এই প্রকার
নন্দময় বিগুণ পুরম শিবস্থান যে ব্যক্তি
জন করে, সে মদ্যপায়ী, পিতৃহত্যা গো-বাভী
শূর্যচনাগামী হইলেও ঐ পবিত্র শিবস্থানে
ন করিয়া নিত্যশুখ অনুভব করে। বাহ্যিক
গুণ ও শিব-পরাধণ এবং বাহ্যিক ঐশ্বর্য-
জ্ঞী লোকদিগের মধ্যে ব্রহ্মক্রিয়াযোগী,
বাগিগের ঐ স্থানে গমনেও কিছুই বাধা
হই। ১০—২০।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

মাহাস্মাৎ সর্কভূতানাং প্রভুতং বর্ততে শিবে ।
বিধিনা ভূমোত কেন কপদী বৃষবাহনঃ ॥ ১
সনৎকুমার উবাচ ।
শুন্য ব্যাস ইমাং বাণীং সর্কপাপভয়াপহাম্ ।
বিধিনা যেন ভূমোত লোকানাং ভুবনেশ্বরঃ ॥ ২
তমহং কীর্তয়িষ্যামি শুন্য ত্বেন মে দ্বিজ ।
মেরুপর্কিতমাসাদ্য দেবা বক্ষা মহোরগাঃ ॥ ৩
ঐশ্বর্য চ মাহাস্মাৎ শ্রেষ্ঠকামাঃ স্থিতাঃ পুরা ।
নমস্তুভ্য প্রবক্ষ্যামি পুরাণং ব্রহ্মনির্মিতম্ ॥ ৪
তস্মিন্ বিভীষণো গতা সত্যশাস্ত্রো জিতেশ্বরঃ ।
বিনীতবেশো ভবনমৌলানং পরিপূচ্ছতি ॥ ৫
বিধিনা কেন বশ্মেণ ভূমোত স পরমেশ্বরঃ ।
এতন্মহাশয়নং দেব কহি তং বৃষভধ্বজ ॥ ৬

ঐশ্বর উবাচ ।

সত্যং শুন্য মহাবাহো যস্যাতং তং পরিপূচ্ছসি ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

বাস কহিলেন,—হে প্রভো! মহাদেবে
অলৌকিক মাহাস্মা ও সর্কভূত-প্রভুত আছে,
ইহা অবিলম্বে। এক্ষণে ঐ বৃষবাহন দেব
কপদী কি প্রকারে পরিতুষ্ট হন, বসুন।
সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস! সকল
পাপভয়নিবারক বাক্য শ্রবণ কর। যে বিধানে
ঐ ভুবনপতি পরিতুষ্ট হন, তাহা আমি ঐশ্বরকে
প্রণাম করিয়া, বধ্যার্থরূপে কীর্তন করিতেছি।
পূর্বে দেবতা, বক্ষ ও নাগগণ, সুমেক পর্কিতে
গমনপূর্বক মহাদেবের মাহাস্মা-শ্রবণ-বাসনা
অবশিষ্ট আছেন, এমনত সময়ে সত্যপ্রয়ী,
অভিশাস্ত, নমবেশ, জিতেশ্বর, বিভীষণ সমাগত
হইয়া, সর্কভূতপ্রয় ঐশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে দেব! বৃষভধ্বজ! আপনি দেব-
গণোক্ত বিষয়ে আমার সম্বন্ধে কহ
করুন। ১—৬। ঐশ্বর কহিলেন,—হে ব্রহ্ম-
বাহু বিভীষণ! বাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ঐ

বিভীষণ মহারাজ শূন্য গুহং পরং মম ॥ ৭
 ছাগলাক্ষং ভদ্রকর্ণং গোকর্ণক বিশেষতঃ ।
 অবিমুক্তক ওঙ্কারং পক্ষাযতনমুস্তমম ॥ ৮
 এতান দৃষ্টা লভেন্নোক্ষং গুহমেতদুদাত্তম ।
 অবিমুক্তে বিশেষণ সদা সন্নিহিতো হৃদম ॥ ৯
 ওঙ্কারং চিত্তমানস তথা তুষ্টিহৃদ্যাহং সদা ।
 সোহমমেধফলকৈব লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০
 যত্র সাক্ষাৎ স্থিতো দেবো ব দাবাসে তু মুক্তিদঃ
 মম চৈব পূবং তত্র হৃদভক্যকৃত্যশ্চিতিঃ ॥ ১১
 অগ্নিপ্রাকারসংযুক্তং পবিক্ষিপ্তং সমস্ততঃ ।
 হরিশ্চন্দ্রপদে রম্যো রুদ্রকোটিমহামুনিঃ ॥ ১২
 যোগীশ্বরে সুবর্ণপাখ্যে তথৈব বাতি কেশবঃ ।
 ভদ্রদণ্ডী মহাকালো দেবস্তুকুবনে সদা ॥ ১৩
 ভৈরবে কমলে চৈব বিবিকরোহনে তথা
 কালগুরে উগ্রনয়ঃ কৰ্কটেশ্বরনাম চ ॥ ১৪
 ভূতেশবে বায়ুকূটো বিশ্বস্থানেশ্বরেতি চ ।

গুহাতিগুহকেদারে তয়োর্মধ্যে মহেশ্বরঃ ॥ ১৫
 দেবদারুবনে পুণ্যে বাসো যত্র সদা মম ।
 গুহস্থানপবিত্রাণি মমৈতানি বিভীষণ ॥ ১৬
 যে তু ব্রজন্তি মচ্ছিত্তা মন্তুতা মংপরায়ণাঃ ।
 তে শ্রেষ্ঠাঃ সর্বভূতানাং ভবন্তীহ বিভীষণ ॥ ১৭
 অযুতগর্ভদান কোটীন্তথা পদ্মায়ুতানি চ ।
 ক্রীড়ন্তি কদলোকাংস্তান্ স ধন্যো যৈস্ত রাধাতে
 তেষাং সমস্তসুজনাং পুরুষানাং বিভীষণ ।
 ত্রৈলোক্য-স্বানপুংসকানাস্ত কুরাণাং পাপকর্মণাম
 যত্র তত্র নৃত্যনাস্ত কবং মাহেশ্বরী গতিঃ ॥ ১৮
 অপৌ গুহপবিত্রাণি যে যজন্তি ক্ষিতৌ নবাঃ ।
 তেষাং তুষ্টিং প্রযচ্ছামি গাণপত্যং বিভীষণ ॥ ১৯
 তে তু মাং প্রতিপদ্যন্তে মন্তুতা মংপরায়ণাঃ ।
 সর্বপাপবিনিশ্চুতা লভন্তে পরমাং গতিম্ ॥ ২০
 কিং তেষাং যক্ষদানেন ক্রিয়াভিঃ বিলম্বঃ ।
 মং প্রপদ্য লভন্ত্যেব যক্ষদানফলংগপি ॥ ২১

আমার অতি গোপনীয় বিষয় যথার্থরূপে শ্রবণ
 কর ছাগলাক্ষ, ভদ্রকর্ণ, গোকর্ণ, বারানসী ও
 উজ্জয়িনী এই পাঁচটি মহাদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ
 আবাসস্থান। এই সকল স্থান অবলোকন
 করিয়া, লোক মোক্ষপদ লাভ করে। এই
 পরম রক্ষিত কলিম, বিশেষতঃ কানীক্ষেত্রে
 আমি নিত্য সন্নিহিত আছি যে ব্যক্তি
 ওঙ্কাররূপী মহাদেবের ধ্যান করে, তাহার প্রতি
 আমি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকি ও সে ব্যক্তি
 নিঃসন্দেহে অশ্বমেধের ফল লাভ করে।
 পূর্কোক্ত পদস্থানের মধ্যে যে স্থানে আমি
 মুক্তিদান করিতে তাহাভাবে অবস্থিত আছি,
 সেই কানীক্ষেত্রে প্রকৃতিবহিত ব্যক্তিদিগের
 হৃদয়, অগ্নিপ্রাচীরে পরিদ্রুত, চতুর্দিকে দেব-
 নিবাস-সম্পন্ন মনোহর বসতি-মন্দির আছে।
 এতদ্বিত্ত রমণীয় হরিশ্চন্দ্র-পদে মহামুনি
 রুদ্ররূপে অবস্থান করি। যোগীশ্বর প্রদেশে
 সুবর্ণপূরীতে আমি আদিকেশ্বররূপে; ভদ্রকুবনে
 নগেশ্বর মহাকালরূপে; ভৈরবে, কমলে ও বিবিক-
 কারোহনে আমি সেই সেই মূর্তিতে অবস্থিত।
 কালগুর পরীতে কৰ্কটেশ্বর নামে অভিহিত

হই। ভূতেশ্বরে বায়ুকূট ও পবনগুহা কেন্দ্রে
 কেন্দ্রনাথ হইয়া আছি। তে কেন্দ্রে
 দেবদারুবনে সর্বদাই আমি বাস করি।
 বিভীষণ। এই কথায় আমার পবিত্র গুহস্থান
 ১—১৬ হে বিভীষণ। আমার যে ভক্তগণ
 সর্বদা হৃদয়ে মচ্ছিত্তাপরাধন হইয়া ত্রৈপিত্র-
 স্থান-সমূহে আগমন করে, তাহার সর্বজীবের
 শ্রেষ্ঠ হয়। যাহারা ত্রৈবিকল্প-স্থানে গমনরূপ
 ধর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা অযুত অর্ধ
 কোটি ও পদ অসুত বর্ষ কদলোকে অবস্থ
 করে। হে বিভীষণ। পাপিষ্ঠ, কুরকর্ম
 ত্রৈলোক্য-স্থানলোক বা কীব, ইহা বাও যদি যে-কো
 স্ত্রে পূর্কোক্ত স্থানসমূহে গমন করিবার্থ থাকে
 তবে, তাহাদিগের যে-কোন অপবিত্র স্থানে মৃত্যু
 হইলেও শিবশোভা-রূপ সদাতি হয়। গৃহি
 বীতে যে সকল মানব পূর্কোক্ত অষ্ট গুহ-স্থান
 স্থিত, মন্দিরের অর্চনা করে, হে বিভীষণ
 আমি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে গণের আদি
 পত্য প্রদান করি ও সেই মন্তুতেরা সকল পাপ
 হইতে মুক্ত হইয়া আমার সম্মিথানে আগমন
 পূর্বক পরমগতি লাভ করে। তাহাদিগের

হা অপো মহাধোরং যং ফলং লভতে নরঃ ।

স্বয়ম্যাক্তনাদেব লভতে ফলমুত্তমম্ ॥ ২৩

যোগে মাত্মমাস্ত্য সাত্বা যলভতে ফলম্ ।

২ ফলং বাস সকলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪

চোরালশতং সাত্বা যং ফলং লভতে নরঃ ।

লক্ষণশতং কৃত্বা যং ফলং লভতে নরঃ ॥ ২৫

২ ফলং লভতে মত্তো মম লিঙ্গাদিপুত্রে ॥ ২৬

কলানং মহাগ্রন যং ফলং প্রাপ্যতে নরৈঃ

মৈত্র্যবকাহার-শাকভিক্ষাশনেন্দ্রথা ।

২ ফলং লভতে মত্তো লভতে সন্ম্যাক্তনা ॥ ২৭

লক্ষণশতং কৃত্বা দত্তা বিপ্রায যং ফলম্ ।

২ ফলং লভতে মত্তো মম লিঙ্গাক্তনে কৃতো ॥ ২৮

কৃত্বা পিতৃ-গোম-সুবা-পো-ওক-তন্ত্রণঃ ।

কৃত্বা নরভক্তে যে প্রাপ্যতি গতিমুত্তমাম্ ॥ ২৯

পাশ লভতে নিত্যং লিঙ্গাক্তনাবিভীষণ ।

পশু-মনসা চৈব দানেনৈব তু যং তদা ॥ ৩০

ভাসেনৈব তৎকৈবৈতৈবোপপন্নমণৈঃ ।

ন ও যত্নাং সংকারো কিছুই প্রয়োজন

হই। অতঃ পর ভক্তির সাহায্যে আমাকে

পুত্র হইয়া যক্ষ ও মনাদি জন্তু ফল লভ

করিয়া থাকে। মানব অতি কঠোর তপস্কা

চরণ করিয়া যে ফল লাভ করে সে ব্যক্তি

আমাকে পূজা করিয়াই উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়

। নিব মাষমাসে প্রথাগতীর্থে স্থান কিংবা শত

হোরাণ স্থান অথবা শত চান্দ্রমণের অনুষ্ঠান

করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, আমার লিঙ্গের অক্ষনা

করা সেই ফল লাভ করে ॥ ১৭—২৬ ॥

মূত্র মিশ্রিত যব ও ভিক্ষালক্ষ শাকান্ন ভক্ষণ

করিয়া, সহস্র সুবর্ণ দান করিলে, যে ফল

পুত্র হয়, আমার পূজা করিয়া মানব ঐ ফল

ভ করে। দ্বিজগণ মনিষ্যের অক্ষনা করিয়া,

ক্ষণকে অষ্টশত গ্রন্থ-পরিমিত তিলাদানের

লাভ করেন। বক্ষয়, পিতৃহত্যা, গোষাভী,

প্যাসী এবং গুরুদ্রোহনোপপত্ত ব্যক্তিও মনোর

জের অক্ষনা করিয়া পরমগতি লাভ করে।

বিভীষণ! লোক তপস্চরণ, মানসপূজা,

যোগাভাস ও কঠোর ব্রত আচরণ করিয়া

তং সর্বং লভতে প্রাজ্ঞো মম লিঙ্গার্চনে রতঃ ॥

অহং কর্তা চ হর্তা চ স্রষ্টা চাপি যুগে যুগে ।

প্রভবঃ সন্মভূতানাং মহাত্মা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২

অহং বক্ষা চ বিদুষঃ সোমশাহং মহামুনে ।

যংকিঞ্চিদুদ্যতে লোকে সন্মক্লেশং বিভীষণ ॥ ৩৩

কামশৈবায় বায়ুশ্চ নানা ক্লময় এব চ ।

পূজ্যমানে প্রমাণে চ অহং কৃতিরসংশয়ঃ ॥ ৩৪

এবং হি বনদো বজ্রা ভাস্করঃ সোম এব চ ।

সোমো বসুশ্চ মন্দঃ সন্মক্লেশং বিভীষণ ॥ ৩৫

বনদো গৌরাকালঃ সোমশ্চ শিশিরেন্দ্রথা ।

প্রাচুর্যকালঃ বিজয়ঃ শরংকালো মহানদী ॥ ৩৬

বায়ুশ্চৈব তক্ষকশ্চৈব অনন্তো নাগরাজ ইথা ॥ ৩৭

পক্ষতো মন্দরো মেক কৈলাসো গন্ধমাদন ।

মেকশাহং ত্রিকূটঃ পারিপাত্রঃ পক্ষতঃ ॥ ৩৮

চন্দ্রো বৃক্ষঃ শিপোন্দ্রঃ মৈনাকঃ বিভীষণ ।

প্রহ্লাদঃ গণ্ডহ্লাদঃ কীরোলেন্দ্রবসন্তথ ॥ ৩৯

লবণশৈব বিজয়ে লোহি ৩ঃ বিভীষণ ।

স্ববনঃ অশ্রমশৈব অহমেকো ন সংশয়ঃ ॥ ৪০

বনঃ মাসাঃ পক্ষঃ সন্মক্লেশং বিভীষণ

যে পুণ্য-সংকল্প করে, এক শিবলিঙ্গাক্তনায় নিরত

হইলে, সে সকলই লাভ হয়। হে মহামুনে!

বিভীষণ! আমিই যুগে যুগে স্রষ্টা, রক্ষিতা ও

সংহতা এবং সন্মভূতের করণ পরমাত্মা। বক্ষা

বিদুষ ও আমি, আমিই চন্দ্র। লোকে বাহ্য

কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই আমি। আমিই

কাম, আমিই বায়ু, আমিই নানা ক্লম। পরম-

দরগীর প্রমাণশাস্ত্রের কভূৎ ও আমি হইতে

পক্ষক নহে ॥ ২৭—৩১ ॥ ঐরূপ বুকের, ইন্দ্র,

সূর্য্য, বৃষ, বসু, কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবগণ, বসন্ত,

গ্রীষ্ম, শিশির, বর্ষা ও শরৎকাল, গন্ধা, নাগ-

রাজ বাহুকি, অনন্ত, তক্ষক; মেক, মন্দর,

কৈলাস, গন্ধমাদন, মৈনাক, ত্রিকূট, পারিপাত্র,

প্রভৃতি পক্ষতনিচয়; প্রহ্লাদ, গণ্ডহ্লাদ প্রভৃতি

বৈকবগণ; লবণ, ইক্ষু, সূরা, কীর, লোহি

প্রভৃতি সমুদ্র ও এতদ্ভিন্ন স্বাবর, অশ্রম, সকলই

একমাত্র আমি; আমি ভিন্ন কিছু নাই। হে

বিভীষণ! লোক বৎসর, মাস, পক্ষ কিংবা

মমার্চনকৃতো নিত্যং যক্ কাময়তে নরঃ ॥ ৪১
 মম সত্যপরো যন্ লভতে তদ্বিভীষণ ।
 দীপপ্রদানং যো দদ্যাৎপ্রাণ শুদ্ধমানসঃ ॥ ৪২
 তেন দীপপ্রদানেন মংপুং যতি মানবঃ ।
 স্বর্ণদানস্থ যো দদ্যাৎপ্রাণপত্যং নমাম্যহম্ ॥ ৪৩
 অধাপাত্রপ্রদানেন দপদানেন যং ফলম্ ।
 দাস্যামি চ গতিং পুণ্যং গাণপত্যক দুর্লভম্ ॥ ৪৪
 যৈস্তেজস্বিনীশিষ্টোন্নয়ং ফলং লভতে দিগ্ ।
 তং ফলং লভতে বিপ্রঃ মম লিঙ্গাভিষেচনং ॥
 যথাভিলষিতং পুণ্যং তং সংফলবান ভবেৎ ।
 এবং প্রকালো দোষাৎক নেষ্যামি পদমাং গতিম্
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা দেহেনাপি চ যং কৃতম্
 মমার্চনরত্নানক তেহং পাপং ন বিদ্যাতে ॥ ৪৭
 যন্ত সংবৎসরং পুণ্যং পুণ্যসংকলিতকৈ
 তস্ত তুষ্টিঃ প্রযুক্তাঃ গাণপত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮
 প্রত্যসক প্রসঙ্গং নৈমিষং পুণ্যং তথা ।
 মনো যন্ত ন মুহুত তস্ত তীর্থং সৰ্বকৈ গুণৈঃ ॥ ৪৯

এক অহোরাত্র, শিবপূজা-পরায়ণ হইয়া যাহা
 অভিলষ করে, আমাতে সত্যদ্বিত আছে বলিয়া
 তাহার সেই সকল অভিলষ পরিপূর্ণ হয়
 যে ব্যক্তি অতি পবিত্রমানে দানকে দীপ-দান
 করে, তাহাতে সে শিবলোকে গমন করে ।
 ত্রৈলোক্য স্বর্ণ-দানকরীকে আমি গণের আধিপত্য
 প্রদান করিবা থাকি । অধাপাত্রদাতা ও দপ-
 দাতা আমার প্রসঙ্গে পবিত্র গতি প্রাপ্ত হয় ।
 ব্রাহ্মণ বহুচরশালী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া
 যে ফল লাভ করে, মল্লীর লিঙ্গের অভিব্যক্তি
 করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয় ও যথাভিলষিত
 পুণ্যশালী হয় । উত্তমের দোষকলন করিয়া
 উত্তম গতি লাভ করাইয়া থাকি । লোক
 কার-মনোবাক্যে কৰ্ম্ম দ্বারা যে পাপসঞ্চয় করে,
 তাহারা আমার পূজাপরায়ণ হইলে সেই পাপে
 লিপ্ত হয় না ॥ ৪১—৪৭ ॥ যে ব্যক্তি মল্লীর
 লিঙ্গের বর্ষব্যাপী পূজা করে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া
 তাহাকে গাণাধিপত্য প্রদান করি । যাহার চিত্ত
 তীর্থহাসেও শিখ্যান-পরায়ণ হয় না, তাহার
 ক্ষুদ্র প্রত্যস, পুণ্য, প্রায়গ, নৈমিষাদি তীর্থ

তীর্থকোটীসহস্রেণ ন কদাচিৎপরাধমাঃ ।
 মমার্চনগতং পুণ্যং লভতে চ বিভীষণ ॥ ৫০
 ন মাং পশ্যতি তে মূঢ়া মনসা যে মলীকৃত্যঃ ॥ ৫১
 অগ্নিপ্রবেশনং কুত্বা তথা মাসোপবাসকম্ ।
 যং ফলং লভতে মর্ত্যো লভতে তন্মমার্চনাং ॥ ৫২
 কন্দরেষথবারণ্যে গৃহে বাপি সমাহিতঃ ।
 যো মামকুযতে নিত্যং তস্ত গাণেশ্বরী গতিঃ ॥ ৫৩
 যৈশ্চনং পঠতে নিত্যং যৈশ্চনং কীৰ্ত্তয়েন্নরঃ ।
 সৰ্বপাপবিনশ্মুক্তো হৃদলোকে গতিং লভেৎ ॥ ৫৪
 যৈশ্চনং নিযতো ভুত্বা মাহাত্ম্যং ধারয়িষ্যতি ।
 ন গচ্ছেরকং বিদ্বান্ মহাশৌর্যং ভয়াবহম্ ॥ ৫৫
 চল্যকৌ ন প্রকাশেতে যস্মিন দেশে পুণ্য সদা ।
 প্রকাশেতে চি মনুজান্তস্মিন দেশে সূক্তেজসা ॥ ৫৬
 এন মমো হি জপাং হব্যকব্যে বিভীষণ ।
 মাহাত্ম্যাস্ত সূর্যশেষে সৰ্বভূতনমস্কৃতম্ ॥ ৫৭
 মাহাত্ম্যং মে ততঃ পুণ্যং পঠিষ্যতি নরঃ শুচি ।

অবস্থান করে । যে নরাধমগণ শিবসেবা-বিহীন
 হইয়া সহস্রকোটী তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া
 গুণা শ্রম করে, হে বিভীষণ ! তাহারা মংপুজা
 জগু পুণ্য লাভ করে না । যাহাদিগের চিত্তে
 পাপস্পর্শ হইয়াছে, তাহারা আমার দর্শন পায়
 না । মানব অগ্নিপ্রবেশ ও মাসব্যাপী উপবাস
 করিয়া যে ফল লাভ করে, মদচ্চন করি
 সেই ফল তাহাকে আশ্রয় করে ; যে ব্যক্তি
 অরণ্যে, গিরিগুহায় অথবা গৃহে থাকিয়া এক
 চিন্তে আমার অর্চনা করে, সে যত্নের
 শিবের গণলোকে গাণাধিপত্য লাভ করে ।
 ব্যক্তি শিবমাহাত্ম্য-প্রকাশক এই অধ্যায়
 বা কীৰ্ত্তন করে, সে সৰ্বপাপ হইতে মু
 হইয়া, শিবলোকে সন্মতি লাভ করে ।
 শিব-পূজাপরায়ণ হইয়া এই মাহাত্ম্য বা
 করিবে, সে ভীষণ দারুণ নরকে গমন ব
 না এবং চন্দ্র সূর্য্য যেদেশে পূর্বে কদাপি প্র
 পান নাই, তথায় অসীম ভেজঃসম্পন্ন হই
 প্রকাশিত হইয়া থাকে । দেবার্চনা ও প্রা
 কৰ্য্যে ইহা যজ্ঞহীন এবং সৰ্বভূতনম

রক্ষিয্যন্তি যে চাত্রে ঋতুধারস্বাশুচি ।
তেষাং কিস্মিং কিস্মিণ্মি তুষ্টে ভবিষ্যতি ॥৫৮

বিভীষণ উবাচ ।

নমস্তে সর্ষভূতেশ সর্ষতো বিশ্বতোমুখ ।
ক্ষ্যচাপ্রমেষঃ পূরণঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৯
বাযুস্তং হতাশচ ত্বং শিবো দক্ষিণামুখঃ ।
শুচিঃ সাগরশ্চৈব ভক্তানাক সুরেশ্বরঃ ॥ ৬০
যোহহং তে সুরশ্রেষ্ঠ সর্ষভূতনমস্কৃত ।
তো কামান্ প্রযচ্ছস অক্ষহস্ত মহাপ্রভো ॥৬১
গতিঃ সর্ষভূতানাং শরণং ত্বং ন সংশয়ঃ ।
কস্য বরদ্বৈতাত্মং পরমোহস্যবিপজিতঃ ॥ ৬২
বানমোকো ভবানিস্তো ভবানগ্নি সনাতনঃ ।
বানমেষু পুণোপু সঙ্গস্য মনোনিধাম ॥ ৬৩
ক তুষ্টিপূর্বেবা বৃক্ষিঃ কামো মনস্তথা ।
মহঃ পুণ্যং প্রপশ্যন্তি দেবা ঋষিগণাস্থবা ॥ ৬৪
বানমোকঃ শান্তিঃ ভবান ক্লেত্রক আশ্বনঃ

ইন্দ্রায় যবাক্ষন মায়ায়া যাহার পবিত্রভাষে
ঋতুধার কবচরূপে ধারণ করে, আমি সন্তুষ্ট
। বলিয়া তুমি দেব কিছুই পাপ থাকে
। ৫৮—৫৮ । বিভীষণ কহিলেন,—
ভো পদানন! আপনি ইচ্ছামাত্রে সর্ষ-
ভূত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন এবং
আদি অন্তর্যমিত অবিদ্যের প্রধান-পুরুষ,
পনাকে নমস্কার। আপনি অগ্নি, বায়ু,
বায়ু দেব, আপনি ভক্তরূপে রুদ্র নদীর
শর ও দেবগণের প্রভু, আপনাকে নমস্কার।
সর্ষভূত-পূজনায় সুরবর! আমি ভবদায়
এ অক্ষমালিন মহাপ্রভো! আমাকে
বৈদ্য প্রদান করুন। একমাত্র
নি সর্ষভূতের গতি ও আশ্রয়। সকল
গণ আপনার পূজা করেন, আপনি শ্রেষ্ঠ
যদনে আমাকে রক্ষা করুন। আপনি
ক, ইন্দ্র, অগ্নি ও বর্ষাকার্য্যে পণ্ডিতদিগের
বাক্য; আপনি তুষ্টি, বপুঃ, মেধা, বুদ্ধি
কাম্যাকার্য্যে চিন্তাভিনিবেশরূপ। দেবতা
ঋষিগণই অতি বিত্তক শিবরূপ আপনাকে
। করিয়া থাকেন। আপনি শান্তি ও

ভবাংস্ত সর্ষলোকানাং নিত্যং হর্ষবিবর্ধনঃ ॥ ৬৫
ভবান্ ক্লেত্রং বিনির্জিত্য সিদ্ধতায় গমিষ্যতি ॥৬৬
নমস্তে ভগবন রুদ্র নমস্তে ভগবন শিব ।
নমস্তে ত্রিনু লোকেসু নমস্তে পরতন্ত্রিসু ॥ ৬৭
সর্ষতঃ পানিপাদান্ত সর্ষতোহক্ষিণিরোমুখ ।
সর্ষতঃ সর্ষতোমুত্রিপ্রমেষ নমোহস্ত তে ॥ ৬৮
অনাগতং ন জানামি পতিং নৈব চ নৈব চ ।
যোগেশ্বর মহাদেব যোহসি সোহসি নমোহস্ত তে
মহেশ্বর উবাচ ।
যতেনং পদে নিত্যং শিবপ্রোক্তমনিন্দিতঃ ।
বিভীষণ কথাত্মায়ং নিত্যং বেদেন পূজিতম্ ।
অশ্বমেধস্ত যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৭০
ব্রতং ব্রহ্মনমাতুলো লিঙ্গং যোহভ্যর্চয়েৎ সদা
পঠেদ্য শৃণুয্যচ্চৈব চতুর্দশষ্টমীসু চ ॥ ৭১
যজ্ঞ লিঙ্গ ভবেত্তকঃ শ্রদ্ধাবান্য যো ভবেৎ ।
তস্ত দেয়মিদং শাস্তমগ্ৰথা ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৭২

পরমায়ার ঋতুধার্য্যবিদ্রাভা ও নিখিল জীবের
আনন্দ বর্ধন করেন। আপনি দেহে আত্মা-
ভিমান বলীকৃত করাইয়া আমাকে সিদ্ধ করি-
বেন। হে ভগবন রুদ্র! হে ভগবন ত্রিলোক-
বর্তমান শিব! আপনাকে নমস্কার। হে
বিশ্বমুর্তে! সর্ষস্থানেই আপনার বহু চরণ,
নয়ন, মস্তক, বদন; আপনি স্বয়ং অপ্রমেষ;
আপনাকে নমস্কার। হে মহাদেব! আপনি
যোগেশ্বর বলিয়া ইচ্ছামাত্রে ষাট্ক্ষিক দেহ
ধারণ করেন, আমি আপনার অতীত ও
ভবিষ্যৎরূপের কিছুই বিদিত নহি। হে
প্রভো! আপনার স্বরূপ যে প্রকারই হউক,
তৎস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। মহেশ্বর কহি-
লেন,—হে বিভীষণ! যে ব্যক্তি অতি পবিত্র
হইয়া এই দেবগণ-পূজিত যজ্ঞ সংবাদ
বধাবিধি নিত্য পাঠ করে, সে অশ্বমেধযজ্ঞের
ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-চিন্তাপর
হইয়া সর্ষদা যজ্ঞের অর্চনা করে কিংবা
চতুর্দশী অষ্টমীতে শিবমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ
করে কিংবা শ্রদ্ধাবান হইয়া শিবলিঙ্গ তত্ত্বমান
হয়, তাহাকেই এই যজ্ঞ শাস্ত দিবে।

মহেশ্বরস্তবং শ্রুত্বা স্বর্গং গচ্ছেষ সংশয়ঃ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-

তাসাং শিবস্তোত্রকথনং নাম ত্রয়ো-

দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

দেবজ্ঞানান্নানীহ স্নানতীর্থফলানি চ

উপবাসফলৈব দানানাং তপসঃ ফলম্ ॥ ১

অকৃত্য ফলমেতেষাং ব্রাহ্মণো বিন্দতে কথম্ ।

এতন্মে সংশয়কৈব তং সর্বং বক্তুমহসি ॥ ২

সনৎকুমার উবাচ ।

যত্র বা কোশিকী গঙ্গা দেবী কামার্থমোকদা

কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগক নৈমিষং পুন্ডরং তথা ॥ ৩

ত্রিস্রোতা চ পরোক্ষী চ তৃতীয়া গণ্ডকী তথ

ব্রহ্মাবতা নদী শুভ্রা যমুনা চাতিপাবনী ॥ ৪

গঙ্গাধারং সহস্রাং তদবগাহসমুদ্রা

দৃষতী ককুতোয় লোহিতা চ মহানদী ॥ ৫

নিকট প্রকাশ করিবে না। এই শিবস্তব
প্রবণ করিলে স্বর্গলাভ হয়, ইহাতে সংশয়
নাই। ৫২—৭০।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বাস কহিলেন,—হে ঐশো! ব্রাহ্মণ
সোমাদি বাগ, তুলাপুষ্কাদি মহাদান, নানা
তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য না করিয়াও
কি প্রকারে উহাদিগের ফল লাভ করেন, এ
বিষয়ে আমার সংশয় দূর করুন। সনৎকুমার
কহিলেন,—কোশিকী, ধনু-অর্থ-মোকদারিনী
ভগবতী গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য,
পুন্ডর প্রভৃতি তীর্থ, ত্রিস্রোতা, পরোক্ষী, গণ্ডকী,
ব্রহ্মাবতা, অতিপাবিত্রা যমুনা, গঙ্গাধার, সহস্রাং,
ককুতোয় নদী, দৃষতী, ককুতোয়, মহানদী

সরগর্গণ্ডকী চৈব সাগরঃ সরিতাং পতিঃ ।

কোকা নদ্যাক্ষণা তাম্রা রম্যা শোণো মহাত্তমঃ

গোদাবরী নন্দনা চ নদী বেত্রবতী তথা ।

কাবেরী কৃষ্ণবর্ণা চ বিতস্তা চ মহানদী ॥ ৭

সারস্বতানি তীর্থানি কীর্তিতানি মনৌষিভিঃ ।

শিবলিঙ্গপ্রণামস্ত কলাং নাইস্তি বোড়নীম্ ॥ ৮

ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ ।

ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি পরিসংখ্যা প্রকীর্তিতা ॥

বিবিধানি চ তীর্থানি ব্রাহ্মণো যোহবিগচ্ছতি

অক্ৰোধনঃ কচিদক্ষঃ সর্বং তীর্থফলং লভেৎ ।

সর্কেষামেব তীর্থানাং যং ফলং পরিকীর্তিতম্

মাসেন তদবাপ্নোতি লিঙ্গং যোহচ্ছমতে এবম্

মুচ্যতে বিধিনা যুক্তো মুহূর্তাং তদবাপ্নুয়াৎ ।

লিঙ্গোদ্ভবমিদং দিব্যং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥

বাস উবাচ ।

কথং লিঙ্গোদ্ভবং নাম ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্

কথং প্রণয়ং নাপি লিঙ্গে গচ্ছতি নিত্যম্ ॥ ১

লোহিত, সরস, সরিতপতি সাগর, কোক
অক্ষণ, তাম্রা নদী, মহাত্তম শোণ, গোদাবরী
নন্দনা, বেত্রবতী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও মহান
বিতস্তা প্রভৃতি তীর্থ সমুদায় এবং সারস্বত
সারস্বত তীর্থ, ইহাদিগের নিরন্তর প্রাণে
একবার শিবলিঙ্গ প্রণামের বোড়না
একবার ফললাভ হয় না। ষষ্টিকোটি সহস্র
ষষ্টিকোটি শত, এবং ষষ্টি সহস্র তীর্থ আর
এই সকল গণে যে ব্রাহ্মণ ক্রোধান্বিত
পবিত্র হইয়া নিপুণভাবে গমন করেন, তিনি
সকল তীর্থের ফল লাভ করেন। ১—১০।
১১। বর্ষ নানা তীর্থে ভ্রমণ করিলে যে ফল হয়, এ
মাস শিবলিঙ্গের অর্চনা করিলে সেই ফল
প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সচরাচর ত্রৈলোক্য
শিবলিঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া শি
লিঙ্গ সর্কেষামেব। ব্যানযোগে শিবলিঙ্গ
অর্চনার মুহূর্ত মধ্যে অসংখ্য তীর্থফল-প্রা
প্ত ও মুক্তিলাভ হয়। বাস কহিলেন,—
মুনে! এই ত্রিভুবন কি প্রকারে শিবলি
হইতে সমুৎপন্ন, কিরূপেই বা উহাতে গ

লিঙ্গার্জনবিধিঃ কো বা গতির্বা কুত্র শাস্তী ।
কথঞ্চ তুয়াতে দেবো ভক্তিমান্ ভক্তিবৎসলঃ ॥
কৃশাচ্চ দক্ষিণাং মূর্তিমৌরস্ভামিতৌজসঃ ।
যস্য পিতরো দেবা যজন্তে সংশিতব্রতাঃ ॥১৫
কুন্দলোকং নবো গতা পুনরাবর্ততে কথম্ ।
কথং ন পুনরাবর্তিষ্ঠাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৬

সনৎকুমার উবাচ ।

অহং তে কথয়িষ্যামি ত্রয়তাং মে বিজ্ঞোত্তম ।
যথা লিঙ্গোদ্বং ব্যাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥১৭
লিঙ্গক যাদৃশং তচ্চ দেবদেবস্ত ধীমতঃ ।
প্রলম্বক যথা লিঙ্গে তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৮
যথা চ পুনরাবর্তিষ্ঠা নাবর্ততে পুনঃ ।
যথা ক্রতা যথাপক্ষ্মং পদতো বক্ষণঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯
ব্রহ্মহৃদে চৈবোদো প্রকৃতা সহ সঙ্গতঃ ।
সুভূতা মহাবলস্তৃপাদিঘিরজাযত ॥ ২০
সং তস্যাং সনুহৃতং সর্বারাশিসমপ্রভম্ ।
চ সনুহতে লিঙ্গং কাকনং ব্রহ্মভূমিতম্ ॥ ২১
জ্যোজনবিন্দুর্গং শতসাহস্রমুগিতম্ ।

১. ঐ লিঙ্গের ক্রিপ পজাবিধি, কোন স্থানে
হইবে নিতা অবস্থান, ক্রিপে ভক্তিপ্রিয় ভগবান্
বিপ্রসন্ন হন এবং কৃষিগণ পিতৃগণ, দেবগণ
জ্যো ঐ অসামান্য ভোজ্যেব আশ্রয় ঈশ্বরের
কৃপাভূতির যোগ করেন এবং জীব কুন্দলোকে
নি করিয়া কি হেতু প্রত্যাহৃত হয় ও কি
গুই বা তথায় থাকিয়া প্রত্যাহৃত হয় না, এই
কল বিবরণ যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি,
পনি বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—হে
জ্বর ব্যাস। যেহেতু এই বিশ্ব লিঙ্গ হইতে
মুংপন্ন ও উহাতেই লীন হয়, ঐ শিবলিঙ্গের
মুং আকার এবং যেহেতু শিবলোকগত
জ্বর পুনরাবর্তি ও অপুনরাবর্তি হয়, তাহা
ঐ ব্রহ্মার মুখে অবগত হইয়াছি, এক্ষণে
মাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সৃষ্টির
সে মহেশ্বর প্রকৃতির সহিত মিলিত হইলে,
বায়ু প্রাচুর্ভূত হয়। ঐ বায়ু হইতে অগ্নি
পন্ন, ঐ অগ্নি হইতেই অসংখ্য সূর্য্যকুলা
শালী বিপুল লিঙ্গ সমুৎপন্ন হন। ঐ লিঙ্গ-

লিঙ্গরাজং সুবিপুলং প্রশান্তাদিত্যবর্চসম্ ॥ ২২
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা বজ্রাশ্চ সহ বিষ্ণুনা ।
তল্লিঙ্গং সমনুপ্রাপ্তা স্ততঃসংজ্ঞাঃ সুহৃঃখিতাঃ ॥২৩
উমাপতিবিরূপাক্ষো নীলকণ্ঠো বিলোহিতঃ ।
সব্রহ্ম রজস্তমশ্চৈব ক্ষেত্রজঃ প্রকৃতিস্তথা ॥ ২৪
সাংখ্যযোগস্তথা নন্দ্যো গিরয়ঃ সাগরা ব্রহ্মা ।
পৃথিবী হস্তরিক্কক দিশশ্চ বিদিশস্তথা ॥ ২৫
নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব মাসাঃ সংবৎসরাস্তথা ।
লীষন্তে তত্র লিঙ্গে চ ঈশ্বরস্ত মহাত্মনঃ ॥ ২৬
লিঙ্গাহুংপাদম্যাস ত্রীন্ লোকান্ সচরাচরান্ ।
ব্রহ্মাণমহুজং পুত্রং প্রজাপতোহভ্যষেচয়ৎ ॥২৭
কুশা প্রজাপতিং দেবো দেবলোকাগ্রামৌরম্ ।
পুনর্বিযুক্তো যজ্ঞতে লীলয়া গর্ভসমুভবম্ ॥ ২৮
সুতিং সংক্ষিপা সর্কেষাং তত্রৈবাস্তবধীমত ॥ ২৯
এবং লিঙ্গোদ্বং সর্কেষং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
প্রলম্বক যথা লিঙ্গে তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৩০
পুরা হেকার্ণবে ব্যাস হরস্ভামিতৌজসঃ ।

রাজ শতযোজন-বিন্দুর্গং লক্ষযোজন-উন্নত
এবং সুবর্ষরত্নাদি-বিভূষিত প্রশান্ত সূর্যের জ্বা
তেজ সম্পন্ন ॥ ১১—২২ ॥ তখন ব্রহ্মাদি
দেবগণ ও বক্ষগণ লিঙ্গতৃষ্ণে সংজ্ঞাহীন হওয়ায়,
সুহৃতাভ্যাকরণে ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত মিলিত
হইয়া ঐ লিঙ্গে মিলিত হইলেন। বিরূপাক্ষ
নীলকণ্ঠ বিলোহিত উমাপতি, সব্রহ্মজন্তম এই
ক্ষেত্রজ, ক্ষেত্রজ পুরুষ, প্রকৃতি, সাংখ্যযোগ,
পক্ষত, নন্দ, নন্দী, সাগর, ব্রহ্ম, পৃথিবী, অস্ত্ররীক,
গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্ বিদিক্, মাস, সংবৎসর এই
সকলই ঈশানলিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইল। ভগ-
বান্ প্রথমে লিঙ্গ হইতে সচরাচর ত্রিলোক
উৎপাদন করিয়া, পুত্ররূপে ব্রহ্মাকে সৃজন
করিলেন ও উহাকে প্রজাপালন-কার্যে নিযুক্ত
করিয়া, যিনি মায়াবলে নারীপর্ভে জন্মগ্রহণ
করেন, সেই দেবলোক-পুজনীর পরমেশ্বর
বিষ্ণুকে সৃজন করিলেন ও সকলেরই পূর্ব-
স্বৃতি নিলোপ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন।
এইরূপে লিঙ্গ হইতে ত্রৈলোক্য উৎপন্ন হই-
ল ॥ ২৩ ॥ হে প্রকারে ঐ সকল উহাতে লীন হয় ॥

এতৎ মধ্যবৃত্তক জলে লিঙ্গমদৃশ্যত ॥ ৩১
 জালামাল্যার্চিভির্গাণ্ডং সর্ষভূতভয়ঙ্করম্ ।
 যো হৃদিক্রমত্যাৰ্থং বিভক্ত্যপি চ রোদসী ।
 এবংভূতক বিভক্ত্য তিষ্ঠতি জালমণ্ডলে ॥ ৩২
 জালাভিস্তম্ভ লিঙ্গম্ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
 দক্ষ্যন্তে সর্ষভূতানি কুন্ডমায়াবিমোহিতাঃ ॥ ৩৩
 সমুদ্রানুরগক্ষমাঃ সযজ্ঞোরগরাক্ষমাঃ ।
 পৃথিব্যাপস্তম্বা বায়ুরাকশস্তেজ এব চ ॥ ৩৪
 যানি যানি চ ভূতানি স্বাক্ষরাণি চরাণি চ ।
 তাত্তাক্ষমস্ত সর্ষাণি চরাণি চ ভয়স্থলে ॥ ৩৫
 তেভ্যামাক্রম্যমানাং বেগার্থং মুচ্ছিতোহনিলঃ ।
 কুরোতি ভৈরবং নাদমাকশং পূরয়মিব ॥ ৩৬
 জীবমাত্ৰাণি সর্ষাণি গচ্ছানি তু যথাগ্নিনা ।
 সংরক্তানীহ তিষ্ঠন্তি বাস্তানি চ দহদ্রিব ॥ ৩৭
 ততো ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠো দেবাশ্চ সহ বিমুনা ।
 লিঙ্গং তে সমনুপ্রাপ্তা নষ্টসংস্কারাঃ সুদুঃখিতাঃ ॥ ৩৮

তাহা কহিতেছি, অবগণ কর হে বাস ।
 পূর্বে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জলময় থাকিলে, ঐ
 জলে অসামান্যভেজসী মহাদেবের অতি বৃহৎ
 গোলাকৃতি লিঙ্গ দেবা গেল শিবলিঙ্গ
 অগ্নিশিখাকৃত্য তেজোব্যাপ্ত ও সর্ষভূতবের
 ভয়োৎপাদক । ঐ লিঙ্গ, অগ্নিরূপ ধারণ
 করায় তেজ দ্বারা স্বর্গ-মর্ত্যকে অভিভব করিয়া,
 ঐ তেজোমণ্ডল মধ্যেই অবস্থান করিলেন ।
 ২০—৩২ । ঐ লিঙ্গের তেজে ত্রিভুবন লব্ধ
 হইতে লাগিল এবং দেব, দানব, বক্ষ, রাক্ষস,
 নাগ ও গন্ধর্বগণ এবং ক্রিতাপ্তেজো-মক্ৰ-
 ঘোম ও এতদ্ভিন্ন বাহ্য কিছু স্বাবর-জন্ম—
 সর্ষভূতই শিবমায়ায় মোহিত হইয়া ঐ লিঙ্গে
 আকৃষ্ট হইতে লাগিল আর আক্রম্যমাণ জীব-
 গণের বেশ উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া,
 পক্ষ্মদেব প্রবৃত্ত হইলেও আকাশ পরিপূর্ণ
 করিবার মানসেই বেন ভীষণ শব্দ করিতে
 লাগিলেন । ঐ লিঙ্গ বৎকালে অসংখ্য জীব
 লব্ধ করিয়া অস্ত্রান্ত নহন করিতে অগ্রসর
 হইলেন, তখন লিঙ্গদৃষ্টে চেতনহীন, অতএব
 অবিজ্ঞান হইয়া ব্রহ্মা ও দেবগণ বিমুদ

ভীতশৈব নিরীকৃত্য শিবমায়াবিমোহিতাঃ ।
 অবশান্ত্র তে সর্ষে চন্দ্রাদিত্যেগ্রহৈঃ সহ ।
 দিবৌকসশ্চ ব্রহ্মা চ রুদ্রস্তামিতভেজসা ॥ ৩৯
 ততঃ সুপ্তাশ্চ তে দেবাশ্চক্ষুঃশ্রোত্রো বশস্বিনঃ ।
 উপলভ্য স্মৃতিং দেবাস্ততৈব শরণং গতঃ ॥ ৪০
 স্তবস্তি চ মহাদেবং সর্ষভূত তিং শিবম্ ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ উচুস্তত্র উমাপতিম্ ॥ ৪১
 তুং কুমারঃ কুমারত্বং জাতস্ত্বং সর্ষতোমুখঃ ।
 ওঙ্কারত্বং বষট্কারো দণ্ডনীতিস্তথৈব চ ॥ ৪২
 বিশস্তি হৃদয়ং সর্ষে বৃহস্পতিপুৰোগমাঃ ।
 ব্রহ্মা দেবাশ্চ যজ্ঞাশ্চ শক্রশ্চ সহ বিমুনা ॥ ৪৩
 তুস্তঃ প্রসূতা দেবেশ সর্ষভূতভবোদ্রব ।
 এবং মায়া পরা স্মৃতা যয়া পশ্যাম অশ্ববম্ ॥ ৪৪
 শিব উবাচ ।

যোগিনঃ মহারূপা জনৈর্নৈর্ঘ্যাসমমিতাঃ

সহিত লিঙ্গসন্নিধানে উপস্থিত হইলে
 সকলেই শিবমায়ায় বিমোহিত, অতএব
 হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলে
 পরে উহারা শিব-মায়ায় বলহীন হওয়ায় চ
 স্মৃতিাদি গ্রহণের সহিত অমিতভেজা ম
 দেবকে চিত্তা করিতে করিতে নিদ্রাবিষ্ট হ
 লেন । অনন্তর পূর্বস্মৃতিপ্রাপ্তে জ্ঞান-
 লাভ করত মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া
 সর্ষভূতপতি মহাদেবকে স্তব করিলে
 তথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র—জগ
 উমাপতিক কহিতে লাগিলেন,—হে প্রভে
 আপনি কুমার, আপনিই কুমাররূপে জ
 আপনি সর্ষতোমুখ অর্থাৎ নিখিল ব্র
 ওই আপনার বদনবিবরে অবস্থান করিতে
 হে দেবদেব ! হে সর্ষভূতোৎপাদক ।
 ৩—
 প্রব, বষট্কার ও দণ্ডনীতিরূপ । ৩০—
 আপনা হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণ, বৃহ
 প্রভৃতি বশিষ্ঠ, বজ্রনিচয়, ইন্দ্র ও
 জগবান্ বিষ্ণু সমুৎপন্ন হইয়া, আপন
 প্রবেশ করেন । জগবতী মায়া পরা
 তাহারই এসানে আমরা আপনার দর্শন
 রাছি । শিব কহিলেন,—হে দেবগণ !

কুমারো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুস্ত্যঃ পুত্ৰহঃ ক্রতুঃ ।
 নন্দীশ্বরো গণেশেষ্ঠো মহাকালঃ বীৰ্যবান ॥ ৬২
 ভৃগুশিরা মরীচিঃ দ্বীচিঃ সমস্তথা
 সংবর্তঃ সন্ধীগীষুঃ তথা ভক্ত-বৃহস্পতি ॥ ৬৩
 চ্যবনো জমদগ্নিঃ উজ্জ্বলগন্তিবেব চ ।
 দক্ষঃ প্রজাপতিঃ শ্রেষ্ঠো দক্ষপুত্রোহস্তু সপ্ত ॥ ৬৪
 তথা মনুঃ ভগবান্ প্রজাদো নমুচিস্তথা ।
 অত্রির্বসিষ্ঠো ভগবান্ কংগপঃ মহাতপাঃ ॥ ৬৫
 গৌতমঃ ভবদ্বাজে বিহামিত্রঃ কোবিদঃ ॥ ৬৬
 আদিত্যো বসবো কুন্দা মরুতঃ তথাগনৌ ।
 সাধ্যা বিদ্যাধর্যো নাগা ঋষয়ো বিশ্বদেবতা ॥ ৬৭
 অর্থো ধনুঃ কামঃ বায়ুকিল্বকস্তথা ।
 কমলাশ্বতরো নাগ এলাপতস্তথৈব চ ॥ ৬৮
 কাকোদঃ পুরুষো গচ্ছা শশন নি চ সর্পশঃ ।
 এবং তে কথিতো ব্যাস উব-প্রলয়ো তথা ॥ ৬৯
 ক্রৌঞ্চতে ভগবান্ ভূতৈর্বাণঃ ক্রৌঞ্চকবিব
 এষ কারয়তে কশ্ম তেন মে বাবলৌকিত্যঃ ॥ ৭০

করিয়া যে সকল প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মণ নিম্ন-
 নায় নিরত হইলে এক দিবসে সেই সকল
 প্রাপ্ত হইল ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার, পুস্ত্য,
 পুত্ৰহ, ক্রতু, গণেশবক নন্দীশ্বর, বীৰ্যবান,
 মহাকাল, ভৃগু, অশ্বিনী, মরীচি, দ্বীচি,
 ধম, ভক্ত, বৃহস্পতি, চ্যবন, জমদগ্নি, উজ্জ্বল,
 অগস্তি, প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ দক্ষ ও গার্হ্য সপ্ত
 জন, ভগবান্ মনু, প্রজাদো নমুচি, অত্রি,
 বসিষ্ঠ, ভগবান্ কংগপ, মহাতপা গৌতম,
 ভবদ্বাজ, সুপণ্ডিত বিহামিত্র, দ্বাদশ আদিত্য,
 অষ্ট বসু, কুন্দ, মরুত, অগ্নীকুমারদ্বয়, সাধ্য,
 বিদ্যাধর, নাগ, ঋষি ও বিশ্বদেবগণ, ধনু, অর্থ,
 কাম, বায়ুকি, তক্ষক, কমল, অশ্বতর নাগ,
 এলাপত, কীকোদ, পুরুষ, ভগবতী গচ্ছা ও
 শশনাধিপতী দেবতা, ইহারা সকলেই শিব-
 লিঙ্গ পূজা করিয়া সর্কত্র বিদ্যাত হইয়াছেন ।
 হে ব্যাস ! এই তোমাকে সৃষ্টি ও প্রলয়ের
 বিষয় কহিলাম । ৫৪—৬৯ । বালকেরা বেরূপ
 ক্রৌঞ্চক লইয়া খেলা করে, সেইরূপ ভগবান্
 শিব চরাচর বিষয়ে লইয়া ক্রৌঞ্চা করিতেছেন

যজামহে তমেবেশং তস্মাদিচ্ছাম বেদিতুম্
 ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়ো দেবাস্তমে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৭
 ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শক্রঃ চন্দ্রাদিত্যো সৌর্যণঃ ।
 যমঃ কালঃ মৃত্যুঃ বরুণো ধনদোহনলঃ ॥ ৮
 ঋষেদঃ সামবেদঃ যজুর্বেদস্তথৈব চ ।
 ইতিহাসোহথর্কবেদস্তথা গায়ত্রিরেব চ ॥ ৯
 সংবৎসরং তপো ভক্ত্যা বশীকমুত্তিকাসু চ
 কণ্ডবামূলপলাশে শিবলিঙ্গা চাগ্রতঃ ॥ ১৪
 শতং সম্যর্জনে বিদ্ধি সহস্রমূলপলানে ।
 পুষ্পোপহারপৈশ্চ তুলাং ফলমবানুযায় ॥ ১৫
 দশাপবাধান্তোযেন ক্ষীরেণৈব শতং ক্ষমে
 অপরাধমহম্মে তু সপিষা সপনং ভবেৎ ॥ ১৬
 ক্ষীরজানং দত্তাভাসঃ সহস্রং গুণং তথ
 এতদ্ব্যয়ং দত্তব্যং সাদেব ববমিচ্ছত ॥ ১৭
 দশসৌর্বারিকং পুষ্পং যো ভবাস প্রযচ্ছতি
 সঃ সঃ কাময়তে কামং তং তু পূর্বমতে শি

ও উনিষ্ট করিয়া করাইতেছেন সেই
 দ্বারা আমরা গতিশয় ব্যাপনিত হইবে
 আমরা শিব-পুত্রের অন্তর্গত করি-
 সকলই জানিতে পারি । ব্রহ্মা, বিষ্ণু,
 চন্দ্র, শক্র, বায়ু, যম, কাল, মৃত্যু, বরুণ
 অগ্নি, ঋষেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ অথবা
 ইতিহাস ও গায়ত্রী দেবী ইহারা স-
 শিবের আরাধনা করিয়া নোটে পদ লাভ ক-
 রেন । সংবৎসর বশীকমুত্তিকায় স-
 হইয়া ও ভক্তিরোগে তপোব্রতান করিয়া
 লিঙ্গসম্মিধান তদুপহের বিলেপন ক-
 শিব-পুত্রে সম্যর্জনে করিলে শতগুণ, বি-
 সহস্রগুণ এবং পুষ্প উপহার ও
 বিলেপনসদৃশ ফল হয় । জল দ্বারা
 জ্ঞান করাইলে দশ অপরাধ, ক্ষীর দ্বারা
 করাইলে শতাপরাধ ও ঘৃত দ্বারা জ্ঞান ক-
 সহস্র অপরাধ মার্জিত হয় । মহ-
 নিকট বর ইচ্ছা করিলে ক্ষীর ও ঘৃত দ্বারা
 করাইবে ও দ্রতযুক্ত গুণগুণ প্রদান
 যে ব্যক্তি শিবোদ্দেশে দশটী সুবর্ণপুষ্প
 করে, মহাদেব তাহার সর্কাতীষ্ট পূরণ

যা শতসাহস্রা জাপ্যঃ দশগুণং স্মৃতম্ ॥ ৭৯
যজ্ঞোপযুক্তো বিশিষ্টো দশভির্ভূতৈঃ ।
১২০ স্মৃতাঃ স্তবঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥ ৮০
জ্যোতির্ভূতঃ নি লম্বাবলীকৃত্যৈব চ ।
১২১ যঃ তিস্তেত বায়ুকো ন তু হিংসকঃ ॥
১২২ ব সর্ষপুত্রাণাং পুংসং পতং ফলং ৩৮ম
জানি সুপুংগাণি বীজানি শতদা তথা ।
১২৩ দেবেপুত্রানি স্বর্গাঃ যাহি ন সংশয়ঃ ॥ ৮১
১২৪ যঃ কৃষ্যাকৃষ্টিঃ প্রথতমানসঃ
১২৫ যতঃ স্তবঃ লিঙ্গে যোহুচ্যতে ভবম্ ॥ ৮৩
১২৬ ১২৭ ন তে সর্ষে স্বর্গাঃ যাহি দ্বিজোত্তমঃ
১২৮ ১২৯ কংসোপ শ্রুতঃ পুংসং যথা নৈবৈঃ ॥ ৮৪
১৩০ যুগ্মেভ্যঃ তব বিধিপুংসং সমাধিতঃ
১৩১ ১৩২ যঃ স্তবঃ কৃত্য তত্র শুচির্নরঃ ॥ ৮৫
১৩৩ ১৩৪ কংসোপশ্রুতঃ শুভ্রঃ শিবেন বৈ
১৩৫ ১৩৬ যিহ স্তবঃ বদ্যোকে মহাযতে ॥ ৮৬

পূজার্থং প্রত্যহং যন্ত গন্ধমালাকৃতং শুভম্ ।
যো ন সম্পাদয়েন্নোহাং পাপক্লেশ স বাহ্মিকঃ ॥ ৮৭
সম্পাদয়েদতঃ পূজাং প্রস্তুষ্টেনাস্তরাঙ্গনা ।
তস্তা পরিচয়ং কৃথ্যং তদেব ফলমধ্বুতে ॥ ৮৮
তক সর্ষগতং ভক্তো ভক্তানাং ভক্তিবৎসলম্ ।
সর্ষভূতোহবং সর্ষঃ সর্ষভূতপতিং শিবম্ ।
অচ্চয়েৎ সততং লিঙ্গে যদীচ্ছৎ সিদ্ধিমাঙ্গনঃ ॥
চিরপদ্যাসিতং মালাং ভবস্তাপনয়েচ্চ যঃ ।
গোসহ শ্রবণং পুণ্যং প্রাণুয়ান্নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ৯০
অপূংসস্ত চ লিঙ্গস্ত শুচিঃ প্রথতমানসঃ ।
শতজাপোপকারেণ তদেব ফলমধ্বুতে ॥ ৯১
দ্বিসং শ্রুতং স্তবং যো যাত্রে পাপঘননয়ঃ ।
নমস্কারসংশ্রেন তদেব ফলমধ্বুতঃ ॥ ৯২
নমস্কারোপানুষ্ঠাতো মনুপ্রণববর্জিতঃ
শতবারং দেবভক্তানাং মহাদেবেন দীমতা ॥ ৯৩
পূণ্যভির্ভূতঃ প্রানক চন্দ্রেনানুপলপনম্

জ্যোতির্ভূতঃ নি লম্বাবলীকৃত্যৈব চ ।
১২১ যঃ তিস্তেত বায়ুকো ন তু হিংসকঃ ॥
১২২ ব সর্ষপুত্রাণাং পুংসং পতং ফলং ৩৮ম
জানি সুপুংগাণি বীজানি শতদা তথা ।
১২৩ দেবেপুত্রানি স্বর্গাঃ যাহি ন সংশয়ঃ ॥ ৮১
১২৪ যঃ কৃষ্যাকৃষ্টিঃ প্রথতমানসঃ
১২৫ যতঃ স্তবঃ লিঙ্গে যোহুচ্যতে ভবম্ ॥ ৮৩
১২৬ ১২৭ ন তে সর্ষে স্বর্গাঃ যাহি দ্বিজোত্তমঃ
১২৮ ১২৯ কংসোপ শ্রুতঃ পুংসং যথা নৈবৈঃ ॥ ৮৪
১৩০ যুগ্মেভ্যঃ তব বিধিপুংসং সমাধিতঃ
১৩১ ১৩২ যঃ স্তবঃ কৃত্য তত্র শুচির্নরঃ ॥ ৮৫
১৩৩ ১৩৪ কংসোপশ্রুতঃ শুভ্রঃ শিবেন বৈ
১৩৫ ১৩৬ যিহ স্তবঃ বদ্যোকে মহাযতে ॥ ৮৬

বাস করেন । পুজিত হইল যে ব্যক্তি শিবপূজা-
পরাধন হইয়াও প্রত্যহ পূজার্থ গন্ধমালা প্রস্তুত
ন করে, সে যবাহ্মিক ও পাপিষ্ঠ । এক্ষন্ত
সানন্দ-মনে গন্ধাদি দ্বারা শিবপূজা করিবে ।
যত পর পূজাপরিচয়া করিলেও পূজাফল প্রাপ্ত
হইবে । তত ব্যক্তি যদি আপনার অতীষ্টসিদ্ধি
কামন করে, তবে সেই সর্ষভূতাস্তবো, সর্ষ-
ভূতজনক সর্ষভূতপতি ও সর্ষময় ভক্তিপ্রিয়
ভক্তবান বিষ্ণুকে সর্ষদা তদীয় লিঙ্গে
অচ্চন করিবে । যিনি শিবলিঙ্গ-স্থিত চির-
পদ্যাসিত মালা দ্বারকৃত করেন তিনি সহস্র-
গোম-নকুলা পুণ্য প্রাপ্ত হন ; শুচি ও নিয়মী
হইয় শতরুদ্রোক্ত বিধানে ঐ অনাদি লিঙ্গের
অভিষেক করিলেও উক্ত ফল লাভ হয় ।
দ্রোগোক, শব্দ, ভেদ ও যে কোন পপবিত
যোনিজাত ব্যক্তিরাও 'নমঃ নমঃ' বলিয়া অনাদি
শিবের অভিষেক করিলে পূজোক্ত ফল প্রাপ্ত
হয় । প্রণব প্রভৃতি বেদমন্ত্রে উহাদিগের অভি-
কার নাই ; নমস্কার মন্ত্রই বেদমন্ত্র হলে উহাদি-
গের পক্ষে বিহিত । জীব যদি নিজের মঙ্গল
কামনা করে, তবে সে সর্ষদা মহাদেবকে

মনোরমৈঃ সততং গন্ধমাল্যবিভূষিতম্ ॥ ৯৪
 কুর্ঘ্যাই সততং রুদ্রে বদৌচ্ছ্রুতমাস্তনঃ ॥ ৯৫
 ধর্মপুত্রঃ সততং শিবমভ্যর্চয়েৎ ততঃ ।
 পুষ্পবাসোপহারৈঃ সততক নিবেদনৈঃ ॥ ৯৬
 তস্মৈ প্রীতো মহাদেবঃ সর্গান্ কামান্ প্রযচ্ছতি
 সৌবর্ণৈ রাজতৈঃ কুণ্ডৈশ্চ যয়োহুসরৈস্তথা ॥ ৯৭
 নাপরোত্তমভূতং হি নিযতাস্মা চ বভূবেৎ
 অযৌঃ বিবিধৈঃ শুভৈঃ সশৃঙ্গারৈর্হিরণ্যৈঃ ॥ ৯৮
 ইন্দ্রনীলমহানীলৈর্বজ্র-বৈদ্যকৈস্তথা ।
 মুকেতকৈঃ প্রবালৈঃ তথা মারুতৈরপি ॥ ৯৯
 অক্ষয়ৈশ্চ সদা রুদ্রঃ সর্গভূতসুখাবহম্ ।
 সর্গবাদিত্রির্বেশৈর্পাতৈর্বা বিবিধৈস্তথা ॥ ১০০
 ক্ষতি-বাদ্য-নমস্কারৈর্মুখবান্দোস্তথৈব চ ।
 পল্লভির্ধন্যৈশ্চ ইষ্টদারৈঃ প্রিয়ারৈঃ ॥ ১০১
 প্রাপ্তভাবপ্রযৈঃ ইষ্টদানৈর্মহেশ্বরম্
 এতিয়াশ্চ বহুভাবিবিধৈর্নিয়মৈস্তথা ॥ ১০২
 সততকার্ষয়েদেবং শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।

বিভূষিত জলে স্নান করাইবে ও চন্দনাদি গন্ধ-
 দ্রব্য দ্বারা উহার অঙ্গরূপ করিয়া সুবাসিত মাল্য
 দ্বারা ভূষিত করিবে। ধার্মিক ব্যক্তি পুষ্প,
 বস্ত্র, উপহার ও নৈবেদ্য প্রদানে সর্গদেব মহা-
 দেবকে পূজা করিলে, তিনি সহস্রট ইচ্ছা উহার
 সর্গভীষ্ট পূরণ করেন। ধার্মিক ব্যক্তি নিয়মী
 হইয়া হেম, রাজত, কুমুদ ও উৎকৃষ্ট কুমুদপুণ্ড
 জল দ্বারা ভগবানকে স্নান করাইবে এবং
 সর্গ জীবের সুখসম্পাদক ঐ শিবকে রত্ন-
 মাণিক্য-সুবর্ণ-মিশ্রিত অর্ঘ্য দ্বারা ইন্দ্রনীল,
 মহানীল, বজ্র, বৈদ্য, মুকেতক, প্রবাল, মারুত
 প্রভৃতি রত্ন দ্বারা এবং সুন্দর সঙ্গীত ও বিবিধ
 বাদ্যধ্বনি দ্বারা সহস্র করিয়া সর্গদেব অচ্চনা
 করিবে। ৮০—১০০। যিনি শুদ্ধ ও নিয়মী
 হইয়া শুভ, বাদ্য, মুখবাদ্য, নমস্কার, পল্ল, ধন,
 ধাত্র, দ্বারা প্রভৃতি প্রিয় বস্তুর উৎসর্গ, আত্মরিক
 ক্ষয়ের সহিত আচ্ছাদিত প্রিয়-বস্ত্র প্রদান এবং
 ঐর্জিত অস্ত্রাস্ত্র বিবিধ ব্রজদির অনুষ্ঠান দ্বারা
 সর্গদেব ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি সর্গ-
 পাপনির্মুক্ত ও অতি গর্বিত হইয়া বর্গাদিলোক

সর্গপাপবিশুদ্ধায়া সর্গভূঃখবিবর্জিতঃ ॥ ১০১
 লোকান্ কামানিহ প্রাপ্য রুদ্রলোকে মহীষ্যে
 এতচ্চাশ্রিত্য বহুভাবিচিহ্ননিয়মব্রতৈঃ ॥ ১০২
 ত্রিকালমর্চয়েদেবং শুচিঃ প্রযতমানসঃ ।
 সর্গপাপবিশুদ্ধায়া সর্গভূঃখবিবর্জিতঃ ॥ ১০৩
 শিবেন কথিতং সর্গমুপপন্নায় ব্রহ্মণে ।
 স তেন বিধিনা সুতোহপুজয়চ্চ মহেশ্বরম্ ॥ ১০৪
 মূর্ত্যোহপি শিবৈস্ততাস্ত্রয়ে নিগদতঃ ॥ ১০৫
 যোগমতিঃ প্রথমা ত্রৈলোকী ইন্দ্রসমা স্থিতা ॥
 দ্বিতীয়া দক্ষিণা মূর্তিঃ সমাগত্য তিষ্ঠতি ।
 তৃতীয়া বাক্রলী মূর্তিঃ পশ্চিমা তুষ্টিদা যম ॥
 চতুর্থী স্তাঃ তু বরদা ধনদা সূক্ষ্মাবহা ।
 অবস্তাঃ পঞ্চমী মূর্তিঃ চারু বিদিনা তপঃ ॥ ১০৬

সমনুস্কৃত অভীষ্ট লাভ করেন, পরে সর্গ
 বিবর্জিত হইয়া রুদ্রলোকে অদ্বৈতানু-
 সকলের নিকট পূজিত হন। পূর্বেও জ্ঞা
 ও তদ্বিত্ত বহুতর ব্রত-নিয়মের অনুষ্ঠান
 ত্রিসংখ্য। শুদ্ধভাবে মহাদেবকে অচ্চনা
 সর্গভূঃখ-বিবর্জিত ও সর্গপাপ-নির্মুক্ত হ
 যায়। হে মুনৈ! পূর্বে মহাদে
 সমস্ত নিজ পূজাবিধি, যোগাদি-সাক্ষ
 এক ব্রাহ্মণকে কহিলে, তিনি প
 বিধানের কাহার আরাধনা করিয়া
 হে ব্যাস! এক্ষণে শিবের মূর্তি
 কহিতেছি, শ্রবণ কর। সর্গজীবের
 পতিহেতু ইচ্ছার ত্রৈলোকী নামে প্রথমা
 ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া পূর্ষদিকে রহি
 দক্ষিণা নামে দ্বিতীয় মূর্তি যমকে যাত্র
 সংহার-কার্যে প্ররুত হইয়া দক্ষিণদিকে
 স্থিতি করিতেছেন। তৃতীয়া মূর্তি
 আশ্রয় করিয়া পশ্চিমদিকে অবস্থিতি
 আমার সমস্ত বিষয় বিতরণ করিতেছেন।
 নামে চতুর্থী মূর্তি কুবেরকে আশ্রয়
 সর্গ-জীবের সুখ-সম্পাদনপূর্বক জ
 অবস্থিতি করিতেছেন। পঞ্চমী মূর্তি
 মহামুনি কপিলকে আশ্রয় করিয়া তপে

বদধঃপ্রগতিঃ যতো বৈকবী প্রতিবিব্যাতে ।
 ১১০ চ মূর্তিরাগ্নেয়ী সর্ষভতপ্রমর্দিনী ॥
 প্রশান্তা নিকলা মূর্তিঃ সর্ষভতস্থাবহা ।
 ১১১ তিভিঃ সেবাতে ব্যাস জরামরণভীরুভিঃ ॥
 যেনে বিধিনা ব্যাস যশ্চ জানাতি ঈশ্বরম্ ।
 ১১২ তেন পাতপতং চৌৰ্যং বিমলং ত্রতমব্যয়ম্ ॥
 শিবং সর্ষভতং জ্ঞাত্বা সর্ষভতঃ প্রমুচ্যতে ।
 ১১৩ একং বিজ্ঞায় মেধাবী ভৈক্ষুরস্তি সমাচরেৎ ॥
 ১১৪ যঃ তে কথিতস্তাত সত্বঃ প্রলয়স্তথা ।
 ১১৫ তীনাং প্রতিভাগং শিবলিঙ্গাচ্চনং তথা ।
 ১১৬ যো বিবিধাঃ শ্রেষ্ঠা যৈশ্চ তুষ্যতি শঙ্করঃ ॥
 ১১৭ স্যামপি মূর্তীনাম্ পূজার্তা দক্ষিণা পরা ।
 ১১৮ চ মূর্তি তৃতানি তথা সংহরতে প্রজাঃ ॥
 ১১৯ তিঃ শঙ্করঃ সুখং কামং মেধাকৈব প্রযচ্ছতি ।
 ১২০ বিধানং বিদতে কামান্ মূর্তিঃ সা দক্ষিণা পরা ॥
 ১২১ রাশ্যাঃ সদা যুক্তো দক্ষিণামুত্তিমচ্চরেৎ ।

রিভেছেন। আর বেস ও যক্ষের একমাত্র
 দশ বর্ষী মূর্তি বৈকবী, বিমূর্তক আশ্রয়
 রূপে অবস্থান করিতেছেন। হে ব্যাস।
 গতি সর্ষভীবেদে সুখসম্পাদিকা। উপাধি-
 ১১০ জ্ঞানস্বরূপ। এক অতিব্রজ মূর্তি আছেন,
 কৈ জরামরণ-ভীরু যতিগণ নিত্য আরাধনা
 ১১১ ১০১—১১১। হে ব্যাস! পূর্বোক্ত
 গবে ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে অক্ষর
 পত ত্রাত আচরণ করা হয়। শিবকে
 ব্যাপিতরূপে জ্ঞাত হইলে সকল দুঃখ
 নষ্ট, জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া
 কন স্থানে যৎকিঞ্চিৎ লাভে সম্বষ্ট হইয়া
 প্রতি অবলম্বন করিবে। হে বৎস!
 প্রলয়, মূর্তিভেদ, শিবলিঙ্গের পূজাবিধান
 অস্ত্রাণ্ড বিবিধ শিবসন্তোষকর বিশেষ
 ধনা-বিধি,—সকল বিষয়ই তোমাকে
 ১১৫। সকল মূর্তি অপেক্ষা দক্ষিণামুর্তি
 পূজনীয়। এই দক্ষিণামুর্তি জীবের
 ও সংহার করেন এবং উহাদিগকে
 ১১৬, ধর্মকার্যে প্রজা, সুখ-কাম ও মেধা
 করেন; আর ইনিই জীবের অভিনা-
 ১১৭

ভাবো নরতি সর্ষভং নিকলং চাক্ষুঃ দদেৎ ॥১১৭
 এতং তে কথিতং ব্যাস শিবলিঙ্গাচ্চনং পরম্ ।
 ১১৮ প্রজাকামসমায়ুক্তান্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥
 ১১৯ সর্ষভাধিপ্ৰশমনং সর্ষভঃখবিনাশনম্ ॥
 ১২০ দর্শনাক্ষুবণাধাপি নামসঙ্গীতনাদপি ।
 ১২১ প্রমাণকৈব লিঙ্গম্ অস্ত্রাণ্ড পাঠেঃ প্রমুচ্যতে ॥
 ১২২ ত্রিঃ শূদ্রাশ্চ ব্রহ্মাশ্চ যে চাত্রে পাপযোনয়ঃ ।
 ১২৩ অশমেধকলং সমাগলভুতে নাত্র সংশয়ঃ ।
 ১২৪ প্রজাকামসমায়ুক্তান্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥
 ১২৫ শিবনামেতিহাসোহয়ং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতঃ ।
 ১২৬ ক্রোধমোহপ্রশমনো মহাপাতকনাশনঃ ॥
 ১২৭ সর্ষভাবর্তয়েদেবং ভবন্ত ভবনে তুচিঃ ।
 ১২৮ অশমেধকলং সমাগলভুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
 ১২৯ যতেনং পরিত্যজ্যে নিত্যং যতেনং শৃগুয়াবরঃ ।
 ১৩০ বিযুক্তঃ সর্ষভাপেভ্যো রুদ্রলোকমবাপ্নোত ॥
 ১৩১ ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
 ১৩২ তাম্ শিবলিঙ্গাচ্চনবিধিকথনং নাম
 ১৩৩ চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

রূপ ফল বিতরণ করেন। হে পরাশর-
 তনয় ব্যাস। সর্ষভা যোগময় হইয়া, চিত্ত-
 শোধনপূর্বক ঐ দক্ষিণা-মূর্তির পূজা করিবে;
 কারণ, চিত্তভক্তিই সকল কামনা পূর্ণ করে।
 হে ব্যাস। এই সর্ষভাতিশায়ী লিঙ্গপূজাবিধি
 তোমাকে কহিলাম, যাহারা প্রজাবান হইয়া
 ইচ্ছাপূর্বক ইহা শ্রবণ করে তাহারা পরমগতি
 লাভ করে এবং ইহা শ্রবণে সকল ব্যাধি ও
 সকল দুঃখ শান্ত হয়। শিবলিঙ্গের জনন
 বা ত্রিবিধক জ্ঞাত্যাদি ও শিবলিঙ্গ-পরিমাণ
 শ্রবণ কিংবা শিবনাম সংকীর্তন করিলে
 নিষ্পাপ হওয়া যায়। শ্রী, শূদ্র, ব্রহ্ম বা যে
 কোন নিকট জাতি-সমুৎপন্ন ব্যক্তি প্রজাপূর্বক
 শেচ্ছা পূর্বোক্ত কাণ্ড করিলে, অশমেধক-
 ফল লাভ করিয়া, শিবলিঙ্গকে গমন করে।
 এই ব্রহ্মোক্ত শিব-ইতিহাস ক্রোধ-মোহের
 দূরীকর্তা ও সর্ষভ-মহাপাতকের সংহারক। যে
 ব্যক্তি শিব মন্দিরে একবার ইহা পাঠ করাই-
 কে, তিনি অশমেধক ফল লাভ করিয়া

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ভগবন্ প্রোতুমিচ্ছামি যানকস্য মহাত্মনঃ
স্থানানি যানি লোকেষু যৈশ্চ সন্নিহিতাঃ সদা ॥
প্রমাণকৈব সর্কেষাং তেষু যজ্ঞতাত্ত্বিকম্
সত্যং ভজনে সমাক্ তুষাতে বা কথ্যং ততঃ ॥১
সনৎকুমার উবাচ ।

নমস্তে অদিত্যেবাঃ পিতৃণাম্ কপালিনে
ভক্তানুকম্পিনে নিত্যং সর্কদেবদত্তম্ ৮ ॥ ৩
শূন্যবাস পরাং বাকীং সর্কলোকহিতাং ভক্তম্
যেষু স্থানেষু ভগবান্ সন্নিহিতঃ সত্যং সদা ॥ ৪
নান্যকপল্লবঃ সেবঃ সর্কভূতেশ্বর বভূবে

এবং যে যতি ভক্তিসংকারে নিত্যং নিত্য
পাঠে বা শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্কপাপ
বিমুক্ত হইয়া, অষ্ট শিবলোকে গমন করি-
বেন ১১—১২

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ১৫ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ।

বাস কহিলেন,—ভগবন্! ত্রিভুবনে
মহাত্মা শিবের যে সকল স্থান আছে ও যে যে
স্থানে তিনি সর্কদা সন্নিহিত থাকিবেন, তদ্বৎ
জনগণের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করেন, সেই
সকল স্থানের নামাদি কি এবং ত্রি সকল স্থানে
ভক্তদিগের সমাক্ষ আরাধনার ভগবান শিব
কি রূপে সম্বৃত হন, এই সকল প্রসঙ্গে অভিলাষী
হইয়াছি আপনি বলুন। সনৎকুমার কহি-
লেন,—সেই সর্কদেব-পুঞ্জিত ভগবান আদি-
দেব কপল্লবকে নমস্কার করি, যিনি সর্কদা
ভক্তজনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া নিজ
মহিমা বিস্তার করিতেছেন, হে বাস!
ভগবান্ যে যে স্থানে নিত্য সন্নিহিত থাকেন,
সেই সর্কজীবিতকর ভক্তব্যাক্য শ্রবণ কর
ঐ দেব অসংখ্য রূপ ধারণ করিয়া সকল জীব

নামভাববিধৈশ্চৈব স্বয়ং বৈ প্রাপ্যতে সদা ॥ ৫
ব্রহ্মা দিবাকরো বিষ্ণুঃ স্কন্দশাশ্বিঃ পুণ্ডরীকঃ
অকঃ সোমঃ কবেরশ্চ বরুণশ্চাপ্যমাপতিঃ ॥ ৬
মরুতঃ কপিলশ্চৈব অব্যক্তঃ বুদ্ধিরেব চ ।
এতৈর্নামভিরুগ্মশ্চ অক্ষয়ন্তি সদা ভবম্ ॥ ৭
যো হি ধ্যাতু দেবতাং ভক্ত্যা আরাধয়তি সর্কতঃ ।
তস্মৈ তাত্ত্বিকমিচ্ছামি মহাদেবঃ প্রসীদতি ॥ ৮
স্থানানাং পরিসংখ্যানং বক্তুং শক্তো ন চ কচিৎ
অপি বহুসংখ্যৈব সমাসেন তু মে শূন্য ॥ ৯
ইহ লোকে তু যাত্ত্ব্যৌ স্থানানি শূন্যানি মে
প্রমাণকৈব সর্কেষাং তেষু যো বাপ্যনুগ্রহঃ ॥ ১০
মাহেশ্বরীমিমাংসঃ সৃষ্টিং তচ্চিভূতানি শাময় ।
নরঃ কদম্বদং শ্রেষ্ঠং তথা মাহেশ্বরং পদম্ ॥ ১১
শ্রেষ্ঠাতকং তথা প্রোতুমিচ্ছামি মংগলম্
গোকর্ণং ভদ্রকর্ণকং সর্কসংস্থানমষ্টমম্ ॥ ১২
স্থানেষুভেতেন সত্যং সান্নিধ্যং কুরুতে ভবঃ ।
অনুগ্রহকং বৃহতে ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৩
দেবৈর্দেবমিতিঃ সিন্ধুস্তবাক্যো পদমিতিঃ

বুদ্ধিযাছেন - ভগবান্ বিবিধ নামে ও বি-
কল্পে উহাকে প্রত্যক্ষ করেন। উপসর্গ
ব্রহ্ম, বিষ্ণু, সূর্য, কাশিক, অগ্নি, ইন্দ্র, চ-
বের, বায়ু, বরুণ, তমাপতি, মরুতাদি কহি-
অব্যক্ত ও বুদ্ধি এই সকল নামে মহাদেব
উপাসনা করেন। লোকে ভক্তিসংক
দেবের আরাধনা করে, মহাদেব সেই দে-
বার আশ্রয় করিয়া ভক্তের উপাসনা
প্রদান করেন। মহাদেবের স্থানসংখ্যা সা-
বর্ষেও বলিতে সক্ষম নহি, অতএব সত্য
কহিতেছি, শ্রবণ কর। ১—১৩। ভূনোকর্ক
অষ্ট স্থান, তৎপরিমাণ ও তদ্বৎ লোকের
মহাদেবের যে রূপ অনুগ্রহ, তাহা ভক্তি
শ্রবণ কর। সর্কোত্তম কদম্বদ, মাহেশ্ব
শ্রেষ্ঠাতক, বারাগসীধাম, মহালয়, গোকর্ণ,
কর্ণ ও স্বর্ণ নামে যে অষ্ট স্থান আছে,
প্রেমিক ভগবান্ ঐ অষ্ট স্থানে নিত্য অ-
করিয়া ভক্তগণের প্রতি দয়া-বিস্তার ক-
ছেন। মহাদেব ঐশ্বর্যমুক্ত মাহেশ্বরপদে

মাহেশ্বরে তু ভগবান্ নিত্যং পূজ্যঃ শঙ্করঃ ॥ ১৪ ৷ বারানশাস্ত্র ওঙ্কারপমো বিবেশ্বরঃ সদা ॥ ২৩ ৷
 দ্বিযোজনং তং ক্ষেত্রং দক্ষিণোত্তরতঃ স্মৃতম্ । পূজ্যতে ভগবান্ দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
 বিস্তারো তু তাবদ্ধি এবং মাহেশ্বরঃ পদম্ ॥ ১৫ ৷ লিঙ্গস্ত দেবদেবস্ত সর্কতেজোময়ং শুভম্ ॥ ২৪ ৷
 প্রবিশন্তি মৃতাস্ত্রে পরাং মাহেশ্বরীং তনুম্ । চর্নভস্ত সুরৈঃ সিদ্ধৈশ্চাম্বিন্ স্থানে তু তিষ্ঠতি ।
 তস্য দেবস্য তোষেণ উময়া বিহিতং পরা ॥ ১৬ ৷ অন্তর্ভূতঃ কলৌ ব্যাস তস্মিন্ভাস্তনে প্রভুঃ ॥ ২৫ ৷
 অপি পাপপ্রসক্তোহপি কুদলোকং বজ্রেশ্বরঃ ॥ ১৭ ৷ অকুগ্রহকং কুরুতে ভক্তানাং মতিবৎসলঃ ।
 যক্ষঃ বাক্ষসৈশ্চৈব পিশাচৈঃ পরগেষ্তথা । বিবেশ্বরস্ত ওঙ্কারং প্রণমন্তি স্তবন্তি চ ॥ ২৬ ৷
 শ্রেষ্ঠতমো চৈব দেবো নিত্যমেবমুপাস্ততে ॥ ১৮ ৷ অবিমুক্তো চ ওঙ্কারো নিত্যং সন্নিহিতো হরঃ ।
 চতুর্দশ যোজনকং তত্ত্ব শ্রেষ্ঠাতকং স্মৃতম্ । দেবানাং কামদেবো তথা রাজর্ষয়ঃ সদা ॥ ২৭ ৷
 কুদসাপ্রজামারোতি তত্র যন্তাক্রতে তনুম্ ॥ ১৯ ৷ ধ্যানিনো নিত্যযোগান্তে প্রশান্তা বীতকলমাসাঃ ।
 দেবদানব-গন্ধর্বাঃ পুষ্পাঃ তপোধন্যশ্চ । বেদবিদ্যাভ্যাসপরাসিদ্ধাঃ পরমর্ষয়ঃ ।
 নৃপজ্ঞা সত্যতঃ শ্রেষ্ঠাঃ সদা কুদপদে ভবম্ ॥ ২০ ৷ উপাসতে সদা ব্যাস পঞ্চাবতনবাসিনম্ ॥ ২৮ ৷
 দ্বিযোজনং তং ক্ষেত্রং সমগ্রাং স্থানমুচ্যতে । অচিন্ত্যং নাম তদস্থ তনুদেবস্ত নিধতিঃ ।
 ওঙ্কারস্য স লভতে মৃতো কুদপদে নর ॥ ২১ ৷ বিশন্তি চ মহাত্মনঃ পরাং মাহেশ্বরীং তনুম্ ॥ ২৯ ৷
 ত্রিসকং তব ভগবান্ সন্নিহিতং কুরুতে সদা । দ্বিযোজনং ততঃ ক্ষেত্রং সমগ্রাং সর্কতোমুখম্ ।
 ব্যাসোমং শক্রঃ আদিত্য মকুতোহগ্নিনো । অতুল্যমিতি তং ক্ষেত্রমবিমুক্তং ততঃ স্মৃতম্ ।
 স্তবন্তি সূর্যবাহো মেয়ো নিত্যং ত্রিলোচনম্ ॥ ২২ ৷ অক্ষ চাশ্বিনী সোমশ্চ বিদুর্বিষ্ণুঃ বৃহস্পতিঃ ।
 দ্বিযোজনবিস্তীর্ণং সূর্যবাহ্যং বিদুর্বিষ্ণুঃ ॥ ২৩ ৷

ব্যাস, সিদ্ধ ও অচিন্ত্য কামিগণ কর্তৃক নিত্য
 জিত হন উহা উত্তর দক্ষিণে কুদ
 জনন্য, বিস্তারও সেইরূপ, জীব ঐ স্থানে
 হইলে শিবদেহে লীন হইয়া পুনরাব্র-
 তী হন পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও ঐ সকল স্থানে
 দেব আরাধনা করিলে কুদলোকে গমন করে,
 পক্ষে ভগবতী বলিয়াছেন। শ্রেষ্ঠাতক-
 ত্রে যক্ষ, বাক্ষস, নাগ ও পিশাচের সতিত
 বান্ সর্কদা বাস করেন। ঐ স্থান যোজন-
 পরিমিত, ১০—২০। ঐ স্থানে দেব ভাগ
 লে পুরুষ মুক্ত হন। চতুর্দিকে যোজনদ্বয়-
 মিত কুদপদক্ষেত্রে কুদকে পূজা করিয়া
 , দানব, গন্ধর্বা ও তপোধনগণ সর্কশ্রেষ্ঠ
 ৥ছেন। ঐ স্থানে ভগবান সর্কদা সন্নিহিত
 হন বলিয়া, মানব দেহত্যাগ করিলে গাণ-
 লোক লাভ করিয়া থাকে। ঐরূপ হুমেক
 ত্রয় যথাস্থিত অর্কযোজন-বিস্তীর্ণ সূর্যবাহ্য-
 ৷ ভগবান্ ত্রিলোচনকে বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র,
 বায়ু, অগ্নীকুমারদ্বয় নিত্য আরাধনা

করেন। ঐ ওঙ্কার-বাজ্রদেব পরমাত্মা ভগবান
 সনাতন-পুরুষ কানীক্ষেত্রে বিবেশ্বর নামে
 পূজিত হইতেছেন। ঐ স্থানে সর্কতেজের
 আধার, সুর-সিদ্ধগণেরও চর্নভ কলাপময় লিঙ্গ
 রহিয়াছেন। হে ব্যাস! কালিতে অন্তর্গত-লিঙ্গ
 হইয়া কানীতে অবস্থানপূর্বক ভক্তের প্রতি দয়া
 প্রকাশ করিতেছেন। হে ব্যাস! ঐ কানী-
 ক্ষেত্রে নিত্য-সন্নিহিত ওঙ্কাররূপী ভগবান বিবে-
 শ্বরকে দেব, কামি ও রাজর্ষিগণ সর্কদা ধ্যাননিষ্ঠ
 হইয়া প্রণাম ও স্তব করেন এবং বেদাধ্যয়ন ও
 বতানুষ্ঠানতঃপর সিদ্ধ-মহর্ষিগণ নিত্য যোগা-
 নুষ্ঠানে নিমগ্ন ও প্রশান্ত-হৃদয় হইয়া তত্রত্য
 কামেশ্বর প্রতি পঞ্চস্থান-স্থিত ভগবানের
 নিত্য উপাসনা করেন। তদ্ব্যতীত চিত্তাপধাতীত
 ভগবানের শাস্তিময় শরীর আছে। ঐ পরমদেহে
 স্থানী মহাত্মারা লয় প্রাপ্ত হন। চতুর্দিকে
 যোজনদ্বয়-পরিমিত ঐ কানীকে বিবেশ্বর কখনও
 ত্যাগ করেন না বলিয়া, উহা অমুপম অবিমুক্ত
 ক্ষেত্র নামে কথিত হয়। ২১—৩০। ঐরূপ ভক্তকর্ষ
 ক্ষেত্রে ভগবান্কে ব্রহ্মা, অগ্নি, চন্দ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু

সমুদ্রাশৈব সন্নিভো দ্বীপা ওষধিঃ ॥ ৩১
 উপাসতে মহাভাগঃ ভদ্রকর্ণে সদানিধম্ ॥ ৩২
 উজ্জ্বলকঃ সুপূজ্যকঃ কথিতঃ পূৰ্ণমেব চ ।
 ভাস্ময়ঃ সত্বশঃ কিকিঃ স্থানমন্ত্রজ বিদ্যাতে ॥ ৩৩
 পূজ্যত্বাচ্চ রম্যত্বাং সংযোগাচ্ছরস্ব তু ।
 তত্রাহং নিয়তো ব্যাসঃ পদ্মাস্থারে ভবপ্রিয়ে ॥ ৩৪
 ক্রীদানদৈবতে তস্মিন নিত্যং সিদ্ধগণৈর্ভরতে ।
 অধর্মমনসো বাপি নাধর্ম্যং বসতে নরঃ ॥ ৩৫
 সিদ্ধান্তপশুভূতঃ ত্র্যম্বকঃ দক্ষিণে ।
 এতদ্বাহনং নাম পুরাণং পুণ্যমুত্তমম্ ॥ ৩৬
 তেহু স্থানেহু বৈ পূৰ্ণমঙ্গলঃ সিদ্ধিম'গতাঃ ।
 দিব্যা মহেশ্বর্য ভোগাঃ শক্তির্ভদ্রাক্ষয় পরা ॥ ৩৭
 এতেন্তে কথিতং ব্যাসঃ যস্যং তুং পরিপূজসি ।
 স্থানমাহাস্মাতুলং পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্ ॥ ৩৮
 অথোত্তম্যং ব্রাহ্মণেন যো বা ভক্তো মহেশ্বরে ।
 বৈধেব বেদাচার্যনং তথা চেৎ প্রশস্ততে ॥ ৩৯

বৃহস্পতি, সমুদ্র, নদী, দ্বীপ ও ওষধি—সকলেই
 সর্বদা উপাসন করেন। ঐ স্থান পূর্বেই
 কথিত হইয়াছে, উহা অতি উজ্জ্বল ও পরম
 পবিত্র। উহার সত্বশ আর কোন স্থান নাই।
 স্থানীয় পবিত্রতা, রমণীয়তা ও ভগবানের নিত্য
 সন্নিধান বশতঃ প্রভূপ্রিয় পদ্মার দ্বারদ্বয় ঐ
 স্থানে নিয়মী হইয়া আমি নিত্য বাস করি। ঐ
 শিবাধিষ্ঠিত স্থান নিত্য সিদ্ধগণ-পরিবৃত আছে
 বলিয়া, অধর্মাত্মা পাপিষ্ঠ মানবগণ থাকিতে
 সমর্থ হয় না। ত্র্যম্বক-নদের দক্ষিণে অবস্থিত
 পরম পবিত্র পুরাতন পীঠস্থান ভদ্রকর্ণে সিদ্ধগণ
 নিত্য ভগবান সংস্কৃত রহিয়াছেন। পুরাতন
 কথিত ঐ সকল স্থানেই উপাস্তব্য করিয়া
 সর্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং দিব্য মহেশ্বর
 ভোগ ও অক্ষয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে
 ব্যাস! তুমি আমাকে বাহা জিজ্ঞাসা করিলে,
 ঐ অকুল পুণ্যজনক পাপ-বিমোহক শিবস্থানের
 বাহ্যিক কহিয়া। ব্রাহ্মণ কিংবা শিবভক্তগণ
 এই স্থানমাহাত্ম্য পাঠ করিবে; কে-পাঠের
 দ্বারা ইহার পাঠ অতি প্রশংসনীয় ও পুণ্যজনক।

নাভ্যন্তর্য্য দাতব্যং শিবস্য শঠায় চ ।
 শ্রাবিনে শ্রাব্যমাস্য ইমং ধর্ম্যং প্রকাশয়েৎ ॥ ৪০
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারগৃহি-
 তাস্য ত্র্যম্বকমাহাত্ম্যকথনপ্রসঙ্গে অবি-
 মুক্তকোষবর্ণনং নাম পঞ্চদশো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোদধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ত্রয়শ্চতুর্ভুগবন্ সম্যক্ স্থানমাহাস্মাতুলম্ ।
 সর্বাপি যানি তীর্থানি শুপ্রাচ্যাতনানি চ ॥ ১
 অনুগ্রহকঃ যং তেষাং পুণ্যকৈব হি শংস মে ।
 ন হি মে তৃপ্তিরন্তীহ শৃণুতো বাক্যমুত্তমম্ ॥ ২
 মাহাত্ম্যং দেবদেবস্ত শশ্বরস্ত মহাত্মনঃ ।
 শ্রুয়ামি সততং ব্রহ্মণ পবং কৌতুহলং হি মে
 স এবমুক্তো ভগবান্ ব্যাসেনামিততেজসা ।
 সনৎকুমারঃ প্রোবাচ বাচা মধুরযা তদা ॥ ৩

অন্ত-দেবভক্ত বা শঠ, কুর, আস্রপ্রাধিকার
 অথবা নীচজনের নিকট ইহার মাহাত্ম্য প্রকাশ
 করিবে না। ৩১—৪০।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন! অস্ত
 সর্বোত্তম স্থানমাহাত্ম্য এবং যে যে তীর্থ
 দেবগৃহ অতি গোপনীয় আছে ও তত্ত্বসেব
 যে পুণ্যজনক হয়, তাহা আমাকে বহু
 পূর্বেই বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি
 হইতেছে না। হে ব্রহ্মণ! দেবদেব মহা
 শশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে অতি আনন্দ
 হই বলিয়া উহা শ্রবণে আমার পরম কৌ-
 তুহল হইতেছে। ভগবান্ সনৎকুমার পরম-জ্ঞে
 ব্যাস কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া
 মধুর বাক্যে কহিলেন, হে বা

সনৎকুমার উবাচ ।

শুণু ব্যাস পরাং বাণীং বিচিত্রাং পাপনাশিনীম্ ।
মঙ্গলাক পীবিত্রাক পঠেৎ পক্ষ্মহু পক্ষ্মহু ।
ইন্দ্রলোকং স গচ্ছেত্তু ধারয়ন্ত সদা তুচিঃ ॥ ৫
যানুজানি পণিতোণি স্বয়ং দেবেন ধীমতা ।
তানি তে কথ্যমিষ্যামি তস্মাদেকমনাঃ শৃণু ॥ ৬
ছগলাণ্ডং কুরুণ্ডং বা মুকুটং মণ্ডলেশ্বরম্ ।
কালক্রুরং বনকৈব গদগণ্ডং শ্বলেশ্বরম্ ॥ ৭
এতেষু চ সনৎ ব্যাস ভূতসংস্কৃতঃ প্রভুঃ ।
বসতে পরমা পীত্যা পূজ্যমানো দিবোকসৈঃ ॥ ৮
চতুর্দশযোজনানাং সর্কেষাং হি পরগ্রহঃ ।
ঋষি-গন্ধর্ব্ব-জুহুতানি সিদ্ধৈর্বা চরিতানি চ ॥ ৯
স্থানাভ্যুতানি গুহ্যানি রুদ্রেণ সগণেন বৈ ।
দ্যুভিতানি সদা ব্যাস দেবদেবেন শৃণুনা ॥ ১০
প্রথমমধিগচ্ছেত্তু তুচির্বিপতকিপ্রিয়ঃ ।
যতোরাত্রং বসেচ্চৈব রুদ্রে চৈব নিবেদয়েৎ ॥ ১১
পিতৃণ্যং তর্পয়েৎ তত্র শৃণু তস্তাপি যৎ ফলম্ ॥
জহ্মাশ্রমেবানি প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ
মিত্তো হব্রহ্মহস্তেমাং পুণ্যং বৈ মুক্তিরেব চ ॥ ১৩

পাপনাশক অত্যন্তাধা বাক্য শ্রবণ কর, যে
জনময় পবিত্র বাক্য ভক্ত-ব্যক্তি প্রতি-
পক্ষে পাঠ করিলে ও কবচ করিয়া ধারণ
করিলে, ইন্দ্রলোকে গমন করে, ঐ পবিত্র
ক্য সকল ভগবান স্বয়ং কহিয়াছেন ;
যি তাহাই কহিতেছি, অতএব নিবিস্ট-
ক হইয়া শ্রবণ কর। ছগলাণ্ড, কুরুণ্ড,
ট্ট, মণ্ডলেশ্বর, কালক্রুর বন, গদগণ্ড-
লব্বর এই সকল স্থানে ভগবান্ দেবগণ
ঐক পূজিত হইয়া, প্রমথগণের সহিত পরম
ভাবে সর্কসী বাস করেন ॥ ১-৮ ॥ হে ব্যাস !

সকল স্থান প্রত্যেকেই চতুর্দশ যোজন
বৃত্ত এবং ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ কর্তৃক
বিত। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে পয়সপূর্ব্বক
নিবাসের সঙ্কল্প করিয়া ভগবানেই সকল
পর্ণপূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করে, সে
পাপ-শরীর ও অতি পবিত্র হইয়া রাজহর
মধ্যমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ভগবান্

যো বৈ পাতয়তে প্রাণান্ শৃণু তস্তাপি বা গতিঃ ।
অহুরো বাহুরো বাপি দেবেশস্ত হিতং সঃ ॥ ১৪
অনৌপম্যমথৈশ্বর্যমিহলোকে তু প্রাপ্য বৈ ।
বিশন্তি তু মহাদেবং পতিতাস্ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ১৫
মুনিগণপরিবৃতং মহাত্রিদশগণৈরভিষ্টুতং প্রিয়ম্ ।
সদৈব ভবমিহ শৃণুতো ভবেৎ সূহৃৎতা গতিঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমার-
সংহিতায়াং শ্রেষ্ঠাধ্যায়ঃ নাম
ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

উক্তং ভগবতা সম্যক পবিত্রং স্থানমুত্তমম্
ফলভোগ্যং সাকামানাং বহুশস্য মহাযশাঃ ।
প্রোক্তানি যানি গুহ্যানি তানি বৈ বক্রুমহিসি ॥ ১
সনৎকুমার উবাচ ।
গুহ্যানামপি গুহ্যানি শৃণু ব্যাস সমাহিতাঃ ।

দেহান্তে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া অনুগ্রহ
প্রকাশ করেন। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে দেহ
পাতন করে, তাহার সঙ্গতি শ্রবণ কর; সে দেব
বা দানব কিংবা প্রভুর প্রিয় বা অপ্রিয় হউক,
ইহলোকে অনুপম ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া পরে
ঈশ্বরে লীন হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থানস্থিত মুনিগণ-
পরিবৃত দেবগণ-সংস্কৃত ভগবানের মাহাত্ম্য-
শ্রোতা ব্যক্তির সাধারণ-দুর্লভ সঙ্গতি
হয় ॥ ১-১৬ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি
সকল পবিত্র স্থান ও সাকামদিগের ফলভোগ
সম্যকরূপে কহিলেন, এক্ষণে ইহা ত্রিষ্ণ গুহ্য-
স্থান সকল বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—হে
ব্যাস! পরম গুহ্যস্থান সকল ও ভগবান্

যথা চ ভগবান্ দেবঃ কৃতবাংশচাপ্যনুগ্রহম্ ॥ ২ ॥
 পুরা বৈ কথয়ো ব্যাসঃ পপ্রচ্ছূর্দ্ধকিবিধাঃ ।
 বালখিল্যাস্ত মুনয়স্তথা ভাগবতাভবন ॥ ৩ ॥
 ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ ।
 কৃতবাননুগ্রহং তেষাং দর্শনেন মহেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥
 তে প্রণম্য মহাত্মানো ভক্তানামীশ্বরং প্রভূম্ ।
 উচুঃ প্রাঞ্চলয়ো ভূত্বা বালখিল্যাস্তপোদন ॥ ৫ ॥
 মনসা প্রার্থিতং যচ্চ তং কৃতাসৌ ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
 ভক্তন্তে প্রীতমনসো দৃষ্ট্বা দেবং দৃষত্বজম্ ।
 এষ দেব পরঃ পারো যদৃষ্টো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
 বরৈর্বরসহশ্রেণী দলভ্য তব দর্শনম্ ।
 অনুগ্রহা যদি বয়ং যদি দেবো বরঃ পরম্ ॥ ৮ ॥
 ইচ্ছামো ভগবন জ্ঞাতুং গুহ্যজ্ঞায়তনানি চ
 নিত্যমুক্তোহব্যয়ো দেবো ভক্তভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৯ ॥
 এবং প্রসাদিতৈস্তৈস্ত মূনিভিঃ পুণ্যকাজিহতিঃ ।

বেরূপে ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কহিতেছি। তুমি অনন্তমনা হইয়া অবগত কর। পূর্বে ভগবন্ত ভগবন্ত বালখিল্যাদি মুনিগণ ও নিষ্পাপ-শরীর মুনিগণ সমবেত হইয়া পূর্বে ভগবন্ত ভগবন্তকে দ্বিধাস করিলে, ভক্তানু-কম্পী প্রভু মহেশ্বর ঐ ভক্তগণের ভক্তি-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, দয়-প্রকাশপূর্বক তাঁহাদিগকে দর্শন দিদিগিলেন। তখন মহাত্মা বালখিল্যাদি মুনিগণ দৃষ্টান্তে দর্শন লাভে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া ভগবান্ ভূপতিক প্রণাম করিয়া, কৃতজ্ঞলিপটে কহিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! আমরা মনে দায় প্রার্থনা করি, আপনি সে সকলই পূরণ করিতে সমর্থ, আপনি চিত্তাবর জীত বলিয়া, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অস্ত্রাঙ্গ সহস্র বর লাভ করিলেন ও ভবদীয় দর্শন অতি দুলভ হে ভগবন! যদি আমরা আপনার দয়াল পাত্র হইয়াছি বলিয়া, আমরা দিগকে বরপ্রদান করেন, হে প্রভো! তবে আমরা আপনার পরম গুহ্য-হীন সকল প্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অন্য কিছুই অতীষ্ট নহে। যাত্রা-সঙ্গ-রহিত ও ভক্তপ্রিয় ভগবান্ অনাদিদেব রুদ্র, পুণ্য-জিলাদী মুনিগণ কর্তৃক এইরূপে প্রসাদিত

উবাচ তানুযীন সর্কান্ বাকোন জীবয়মিব ॥ ১০ ॥
 শ্রীমহারুদ্র উবাচ ।

শস্যতাং পরমং গুহ্যং যেষু নিত্যং বসামহম্ ।
 স্বজামি হনুগহামি ভক্ত্যা পরময়া সদা ॥ ১১ ॥
 তানি বঃ সম্প্রবক্ষ্যামি তীর্থানি চ মহীভলে ।
 গুহ্যস্ত কথয়ঃ সর্কেষ শুচিশ্রদ্ধাসমবিতাঃ ॥ ১২ ॥
 মহাপুরং চক্রপুরং গুহ্যং শ্রীপর্কিতং তথা ।
 জাপোশ্বরং ততো গুহ্যং গুহ্যমাদিকেশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥
 তথা মহাকালপুরং গুহ্যং মধ্যমকেশ্বরম্ ।
 দেবদারুবনং গুহ্যং মহাভৈরবমেব চ ॥ ১৪ ॥
 গুহ্যন্তোতানি বিশ্লেষ্য যঃ কন্দিদধিগচ্ছতি ।
 ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো ভক্তো বৈ শ্রদ্ধাবানিতঃ ॥ ১৫ ॥
 এতান্ দৃষ্ট্বা তু যো ভক্ত্যা তস্ত তুষ্যাম্যহং সদা
 গুহ্যস্থানেহ কয়েদ্যো মাং ভক্ত্যা বৈ শ্রদ্ধাবিত
 বলিপুষ্পোপহারেণ গন্ধপুষ্পবিলেপনৈঃ
 প্রবিপাতেন চৈবাত্মো যো মাং সমধিগচ্ছতি ॥
 অকামো বা সকামো বা গুহ্যেষু চ যো নবঃ

হইয়া, সেই কথিগণকে উক্তি-বিশেষের অ-বিষয়ে উৎসাহিত করিবাই যেন কহিতে লা-লেন,—হে মহাত্মগ কথিগণ! আমি যে সকল গুহ্যস্থানে নিত্যবাস করি ও ভক্তি-গুণে হইয়া তত্ত্ব লোকের প্রতি যেকপ অনু-প্রকাশ করি, সেই মহীভলস্থিত তীর্থাদি বি-ভোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা এক-ইইয়া পবিত্র-ভাবে অবগত কর। —
 মহাপুর, চক্রপুর, শ্রীপর্কিত, জাপোশ্বর, আ-ডিকেশ্বর, মহাকালপুর, মধ্যমকেশ্বর, দেবদ-বন ও মহাভৈরব এই সকল গুহ্যস্থান। যে-ভক্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া, এই সকল স্থানে প-ভক্তিসহকারে গমন করে, তাহার প্রতি-পাত হই, অথবা ঐ সকল স্থানে যদি ভ-মান হইয়া বলি, পুষ্প, উপহার, গন্ধাদি-বি-ও প্রদান এবং নমস্কারাদি দ্বারা আমার-করে, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ, ক-বৈশ্য কিংবা গুহ্র অথবা অসদাচারী ক্ষে-কেহ সকাম বা কামনাগুহ্র হইয়া, পু-স্থানে আমার পূজা করে, সে চিরস্থায়ী প

ব্রাহ্মণঃ কলিয়ো বাপি বৈশ্বাঃ শূদ্রস্তথৈব চ ॥ ১৮
 মেচ্ছা বা ক্রুরকর্মাণঃ স্ত্রিয়ো বাপি ন সংশয়ঃ ।
 গাণপত্যং কবস্থানমিন্দ্রলোকে মনীয়তে ॥ ১৯
 অক্ষয়াক্ষয় লোকো বৈ তথাপন্যো মিয়ন্তি য়ে ।
 পিতৃনাকৈবমক্ষয়ং স্থানেসেতেস যো নরঃ ॥ ২০
 শ্রদ্ধাং দদ্যাদ্ভাগো দদ্যাদ্ভাগো তিলোদকম্ ।
 দত্তাস্তবসকীর্ণে পিণ্ডং স্থানে নিবেশ্য চ ॥ ২১
 স্নানং স্পৃশ্যতিঃ সাক্ষং স্বর্গলোকে মনীয়তে ।
 এতং সর্কং সমাখ্যাতং তুল্যভং সর্কদেহিনাম ॥ ২২
 য ইদং নিয়ম্যঃ কলিদ্ভেদস্বাগে তু শ্রাবয়েৎ ।
 ক্রতুর্বাৎ গৃহমাখ্যানং যো নবাঃ পাপয়োনয়ঃ ॥ ২৩
 স্মিতং শূদ্রাণ্য মেচ্ছাণ্য প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ।
 তদ্বিহীনস্বীকৃত্য শ্রাবয়েচ্চ সমাধিতঃ ॥ ২৪
 ন প্রশাস্ত্য দাতব্যং ন চাত্যাহিতকাবিশেণ ।
 কলিদ্ভেদস্বাগে পিতৃনাম শঠ্য চ ॥
 চপলং নৃশাস্ত্রং ন দেয়ং স্নানং কথং ন ॥ ২৫
 ইদং শ্রেষ্ঠপুত্রায় শিষ্যায় চ দিতব্য চ ॥
 যতিনে শ্রাব্যমানস্য প্রশাস্ত্য তপস্বিনে ॥ ২৬

হে কলি, ইন্দ্রলোকে পূজিত হইয়া থাকে
 গাণপতিগণের এই সকল স্থানে দেহ-পতন
 ও ব্রহ্মদিগের পক্ষেও পূর্বোক্ত লোক চি-
 ত্ত হইয়া কিংবা যে মহাভাগ মানব
 তনু পিতৃলোকেই থাকে কি কৃশ অস্ত্রব-
 র্জক তদনুশ্রেণে পিণ্ড ও তিলোদক প্রদান
 কর, সে নিজ পিতৃগণের সহিত স্বর্গলোকে
 যত্নবান বাস করে। হে ব্যাস! এই তোমাকে
 বিজ্ঞাবৎ কর্তব্য বিষয় কহিলাম। ১৩—২২
 কোন ব্যক্তি নিয়মী হইয়া, প্রভুর সম্মিধানে
 বিষয় শ্রবণ করাইবে, এবং নীচকুলোদ্ভূত
 শূদ্র বা মেচ্ছ যে কেহ পূর্বোক্ত গৃহস্থান-
 ন শ্রবণ করিবে, তাহাবাও সঙ্গতি লাভ
 পাবে; এই জন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি নিবিষ্ট চিত্তে
 অধ্যয়ন ও শ্রবণ করাইবে। অপ্রশাস্ত
 যজ্ঞের অধিকারী, কলি, অপবিত্র, শঠ,
 চপল বা নিষ্ঠুর ব্যক্তিদিগকে এই গৃহ-
 প্রদান করিবে না। শ্রেষ্ঠপুত্র, প্রিয়শিষ্য,
 শ্রাব্যমণি, শ্রাব্যনীয় ও প্রশান্ত তপস্বী,

প্রিয়বদায় শ্রোত্রিয়ায় ভক্তায় চ মহেশিতুঃ ।
 যতিনে চ তথা দেয়ং তথা জ্ঞানবতে সদা ॥ ২৭
 শ্রাবয়েদ্যজ্ঞ বিপ্রায় সদা পর্কসু পর্কসু ।
 কুন্দলোকং স গচ্ছেত্তু ধারয়েদ্যজ্ঞ বৈ পুমান্ ॥ ২৮
 সম্প্রোক্তং বেদশাস্ত্রেণ তস্মাদ্গৃহমিতি স্মৃতম্ ।
 বহুশ্চ রহস্যানামিতি গৃহবিদো বিদুঃ ॥ ২৯
 বহুশ্চ দেবদেবশ্চ গৃহমিত্যভিসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩০
 তস্মাদিপ্র মণ্ডিত্য কীৰ্ত্তিতং গৃহমুত্তমম্ ।
 স্থানেসেতেস সততমভিগম্য মহেশ্বরঃ ॥ ৩১
 গৃহ তপস্বতো নিত্যং মানসং বিমলং শিবম্ ।
 তদাতং নিত্যং বিপ্র গচ্ছাদ্বারে চ নিত্যশঃ ॥ ৩২
 আদ্যস্থানেণ এতেস পূজয়ন্তি সদাশিবম্ ।
 গচ্ছন্তি বিমলাঃ স্ত্রীয়া পদং মহেশ্বরং হি তে ।
 ন তেষাং পুনর্যঃ স্তির্ভবম্ভূমহাশ্রয়নাম্ ॥ ৩৩
 এষ স্ত্রীশ্বরসদৃশঃ কপিতাস্ত্র সমাসতঃ ।
 যং ক্রতুঃ কবকর্মণঃ প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩৪
 য ইমং শ্রাবয়েদ্যপি ব্রাহ্মণঃ সংপথে স্থিতঃ ।

প্রিয়বদ শিবভক্ত, শ্রোত্রিয়, যতি অথবা জ্ঞান-
 বান ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি
 প্রতিপর্ক ব্রাহ্মণকে ইহা শ্রবণ করাইবে
 বা শ্রবণ পত্রাঙ্কিত করিয়া দেহে ধারণ করিবে,
 সে কুন্দলোকে গমন করিবে। রহস্যবিদ
 পণ্ডিতগণ ইহা বেদ-শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে
 বলিয়া গৃহ ও পবন রহস্য কহিয়া থাকেন।
 হে ব্রহ্মণ! পূর্বোক্ত কারণে গৃহ বলিয়া
 নির্দিষ্ট, দেবদেবের রহস্যস্থান সকল পূজনীয়
 ও চিরস্থায়ী, এই স্থান সকলে ভগবানের মর্শনার্থ
 গমন করিয়া উপাস্তবান করিলে, চিত্ত অতি
 নিম্নল ও কল্যাণময় হয়। হে ব্যাস! পূর্বোক্ত
 স্থানে ও গচ্ছাদ্বারে আমি নিয়মী হইয়া অবস্থান
 করি। এই আদ্য স্থানসমূহে যাহারা ভগ-
 বানের নিত্য পূজা করেন, তাহারা নিম্পাপ
 হইয়া শিবলোকে গমন করেন এবং এই সকল
 মহাত্মা পুনরাবৃতি ও জন্ম-মৃত্যু-রহিত হন। এই
 তোমাকে স্ত্রীবাধিষ্ঠান সংক্ষেপে কহিলাম, যাহা
 অল্পেই নষ্টুর ব্যক্তিবাদ সঙ্গতি লাভ করে।
 যে বিপ্র সদাচার-সম্পন্ন হইয়া ইহা শ্রবণ করান

সর্ষকামাদিকং বন্ধুঃ শোভুস্ত্রোপতিষ্ঠতি ॥ ৩৫
 এতেন্ধে কথিতং পূণ্যং গুহ্যানাকৈব কৌতুভনম্ ॥ ৩৬
 দেবদেবস্ত বং স্থানং গুহ্যানং গুহ্যমুত্তমম্ ।
 কৌতুভনং মহাপুণ্যং সত্যেনৈব মহামুনে ॥ ৩৭
 ষ ইদং আবরণবিপ্রাঃ সদা পর্ষসু পর্ষসু ।
 ন দুর্গতিমবাপোতি কুদলোকক গচ্ছতি ॥ ৩৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-

তাব্যং মহাপুরাণনিবর্ণনং নাম সপ্ত-

দশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

মহাদেবস্য বিমুঃ ত্রস্তা চৈব হি শূদ্রত ।
 প্রভাবৈঃ কক্ষুণ্টকৈব কোঃক্ষিকো বদ ঈশ্বরঃ ॥ ১
 এতেন্ধে সংশয়ং তাত কথি দুষ্টিমতাং বর
 অনাগতমতিক্রম্য বর্তমানক দুঃসে ॥ ২

সনৎকুমার উবাচ

অত্রাপাদ্যব্রহ্মমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৩

যঃ কঠেন, ঈশ্বর সর্ষকৌটু-সিদ্ধি করতলস্থ হস্ত
 হে মহামুনে । পবিত্র গুহ্যস্থান ও ভগবানের
 অতি পবিত্র পরম-গুহ্য যে সকল স্থান, তাহা
 বর্ষাধিক্যে কৌতুভন করিলাম্ । যে ব্যক্তি প্রাতি-
 পর্ষক ইহা শ্রবণ করান, তিনি কুদলোকে গমন
 করেন ও তিনি কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হন
 না ॥ ১৩-৩৮

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

বাস কহিলেন,—হে শূদ্রত । মহাদেব বিমু
 ও ত্রস্তা ইহাদিগের মধ্যে কক্ষুণ্টকভাবে কে
 অধিক শ্রেষ্ঠ, তাত কথি' আমার সম্বন্ধে দ্র
 কখন । হে তাত । যেহেতু আপনি কৃত,
 ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল বিষয়ে অবগত
 আছেন ও বুঝিযাদিগের অঙ্গগণ্য । সনৎ-
 কুমার কহিলেন,—হে মুনে ! এ বিষয় যে

পুরা ত্রৈলোক্যবিজয়ে বিমুনা প্রভবিমুনা ।
 বলিবকো মহারাজ ত্রৈলোক্য প্রাপ্তবাংস্তদা ॥ ১
 সম্বলন্তে চ দৈত্যেযু প্রজ্ঞাদপ্রমুখাহরা ।
 অধাজয়ুঃ প্রভুং দৃষ্টুং দেবদেবং সনাতনম্ ॥ ২
 যত্রাসৌ বিশ্বরূপাক্ষঃ কৌরোদস্ত সমীপতঃ ।
 সিদ্ধা বিদ্যাধরা নাগা নন্দাঃ সর্ষাচ পর্ষতাঃ ।
 সাধা ত্রক্ষর্যো যে চ গন্ধর্ষাপসরসন্তথা ॥ ৩
 দৃষ্টাস্বরগতা বিমুং দেবদেবং সনাতনম্ ।
 স্তবন্তি বরদং দেবং প্রহৃষ্টেনাতুরাতন ॥ ৪
 হুং ধাতা হুং হি কর্তা তুং কাম্যক্রেংধংভয়ংমম
 হুং ধারবাসি লোকাংস্তৌঃস্বমেব সৃজসি প্রভো ॥ ৫
 হুং প্রসাদাচ্চ কল্যাণং প্রাপ্তং ত্রৈলোক্যমবাসম্
 অমুবাচ ততঃ সর্ষে বন্ধুতৈঃ ব বলিষ্ঠথা ॥ ৬
 স্থাপিতক ত্বা পূর্ষং জগং আবরতমম

পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা শ্রবণ কর
 পূর্ষকালে মহাবাক্ত বলি, ত্রৈলোক্য জয় করি
 ভগবান বিমু স্বীয় প্রভাবে তাতাকে বদ্ধ করি
 ত্রৈলোক্য লাভ করিয়াছিলেন । দৈত্যগণ তাঁহা
 প্রভাবে ভীত হইলে, প্রজ্ঞাদ প্রভৃতি অসুর
 গণ জগৎপ্রভু দেবদেব সনাতন বিমুকে অ
 লোকন করিবার নিমিত্ত যেষ্টানে সেই ভগব
 বিশ্বরূপ অবস্থিত ছিলেন, সেই কৌরোদ সমু
 নিকটে আগমম করিলেন । তখন সিদ্ধ, বিদ্যাধ
 নাগ, নন্দা, পর্ষত, সাধা ত্রক্ষরি, গন্ধর্ষ
 আকাশস্থিত অপসরোগণ সেই অভীষ্টপ্রদ দে
 দেব সনাতন বিমুকে অলোকন করিয়া অ
 ন্তিত-মনে তাঁহাকে এইরূপ স্তব করি
 লাগিলেন,—হে ভগবন ! আপনি কা
 ক্রোধ, ভয়, অহঙ্কার ইহাদিগের স্রষ্টা
 পাতা । হে প্রভো ! আপনিই এই ত্রিল
 সৃজন করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন, যা
 আপনার প্রসাদে এই ত্রিভুবন অক্ষয় কল
 প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনার প্রভাবে অসুর
 হত হইয়াছে ও দুর্দান্ত বলিরাজ বদ্ধ হইয়া
 ১-৬ পূর্ষেও আপনি দুষ্ট বিনাশ করিয়া যা
 অনমাত্মক এই বিশ্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন

গতিঃ সৰ্বদেবানাং ত্বং যোগী প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ১০ ॥
কমলকুণ্ডলঃ সুরৈবিস্তৃতঃ সিন্ধুচ পরমর্ষিভিঃ ।
পূৰ্বাচ ওতো বিষ্ণুঃ সৰ্বগঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১১ ॥
বিস্ময়করাচ ।

স্বতমভিবাশ্যামি কারণং সুরপুংসবাঃ ।
স্বতঃ সৰ্বভূতানাং প্রভুতমদদাচ্ছিবঃ ॥ ১২ ॥
স্বতঃ সৰ্বভূতানাং চৈব সপ্ত লোকাণাং মায়য়া ।
স্বতঃ চ প্রভাবেণ অহং শ্রেষ্ঠতমাগতঃ ॥ ১৩ ॥
স্বতমসি অব্যক্তে ত্রিলোকাং প্রসিতং মহা
স্বতঃ স্তবৈশ্চ একোহহং শরিতস্তথা ॥ ১৪ ॥
স্বতঃ সৰ্বভূতানাং চৈব সপ্ত লোকাণাং মায়য়া ।
স্বতঃ চ প্রভাবেণ অহং শ্রেষ্ঠতমাগতঃ ॥ ১৩ ॥
স্বতমসি অব্যক্তে ত্রিলোকাং প্রসিতং মহা
স্বতঃ স্তবৈশ্চ একোহহং শরিতস্তথা ॥ ১৪ ॥
স্বতঃ সৰ্বভূতানাং চৈব সপ্ত লোকাণাং মায়য়া ।
স্বতঃ চ প্রভাবেণ অহং শ্রেষ্ঠতমাগতঃ ॥ ১৩ ॥
স্বতমসি অব্যক্তে ত্রিলোকাং প্রসিতং মহা
স্বতঃ স্তবৈশ্চ একোহহং শরিতস্তথা ॥ ১৪ ॥

অহং কর্ণানি লোকানাং স্বয়ম্ভবিতোমুখঃ ॥ ১৮ ॥
মহাপ্রদাহতং ব্রহ্মহং নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
বাতা কৰ্ত্তা চ লোকানাং সংহর্তা চ জগৎপ্রভুঃ ॥
এবং সন্তাবয়ানৌ তু পরস্পরমিতি তদা ।
উত্তরাং দিশমাস্তায় জালাং পশ্চামি তিষ্ঠতীম্ ॥ ২০ ॥
ততস্তাং জালামালোকা বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ ।
তেজসা তস্ত জালস্ত সৰ্বং জ্যোতিস্ততোহজলং
বর্ধমানেন মহাজালে অতীতং পরমাদ্বিতে ।
তদ্বদ্রূপমস্মাদ্যদ্যতো বিস্মিতমানসৌ ॥ ২২ ॥
দিবং ভুবকং বিষ্টতা তিষ্ঠতে জালমণ্ডলম্ ।
তস্ত মনো তু পশ্যাবো লিঙ্গস্ত বিমলপ্রভম্ ॥ ২৩ ॥
প্রদেশমানং ব্রহ্মলোকং চরিতকপ্যকং দুঃসহম্ ।
মহাকায়ং মহাভেজং বদমানমিবৌজসম্ ॥ ২৪ ॥
জালমালাদিভির্বাণ্ডং সৰ্বভূতভক্ষকম্
দেবকং দাক্ষণ্যমুদ্রাং নির্জিহ্বিষ বোদসী ॥ ২৫ ॥
প্রভুঃ মহা প্রদবীদ্রহ্ম অপাতং ত্বং সমবিতঃ
অতাত্ত্বকং বিজ্ঞানীয়াং লিঙ্গস্তস্ত মহাস্থনঃ ॥ ২৬ ॥

পনিই দেবগণের শরণ, অ'পনিই যোগী,
প্রভু ও নিতাপ্রকৃষ সৰ্বব্যাপী পুরুষো-
বিস্বাত্মনঃ, সিন্ধু ও মহাসাগর কর্তৃক এইরূপ
হইয়া তাহ'দিগকে কহিলেন, হে সুর-
পুংসব! যিনি সকল বস্তুগণের কারণ,
যাকে নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে
॥ সৰ্বভূত-সম্ভাবন যে মহাদেবের নিকট
তে প্রভু হুপদ লাভ করিয়া, অকীয় মায়া
এই সপ্তলোক সৃজন করিয়াছেন, সেই
দেবের প্রসাদেই আমি শ্রেষ্ঠ লাভ
প্রাপ্তি । প্রলয়কালে অনির্জটনায় অঙ্ককার
। জগৎ আচ্ছন্ন হইলে, আমি সকল
টিকে গ্রাস করিয়া মায়াবলে সহস্রমণ্ডক,
অলোচন ও সহস্রপদ হইয়া, শঙ্খ, চক্র ও
। ধারণপূর্বক একাকী বিমল সমুদ্রজলে
ব করিয়া আছি, তখন কৃষ্ণসার-চন্দ্র-পরি-
। কমণ্ডলুবিভূষিত, বিমলপ্রভ, জগৎপ্রভু
কমলাসনকে দেখিলাম । সেই পুরুষো-
সৰ্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা নিমিষমাণ্যে
টে আগমনপূর্বক আমাকে কহিলেন,—

ভূমি কি জ্ঞান এই সমুদ্রজলে শয়ন করিয়া
আছি, তাহা যথার্থরূপে বল, বিলম্ব করিও না ;
আমি সৰ্বলোকের কর্ত্তা, সৰ্বব্যাপী স্বয়ং
অনাদি দেব । ১০—১৮ । তখন আমিও
বলিলাম,—হে ব্রহ্মন! আমি সৰ্বলোকের
সম্মান, পালন ও সংহারকর্ত্তা জগৎপ্রভু নারায়ণ ।
এইরূপ পরস্পর বিতণ্ডা করিতে করিতে
উভয়দিকে এক ভয়ানক তেজোপিণ্ড দেখিলাম ;
তাহার প্রভাব অপরাপর জ্যোতির্গণ প্রভলিত
হইতে লাগিল । পরে স্বর্গ ও পৃথিবীব্যাপী
সেই আশ্চর্যজনক তেজোমণ্ডল বর্দ্ধিত দেখিয়া,
উভয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম । অনন্তর সেই
জালমাধ্যে ধামশাস্ত্রী পরিমিত, চূর্ণ, নির্জ-
অনির্জটনীয়, দুঃসহ, অতি স্থল, অতি তেজ-
সম্পন্ন, অতি বলবান, শিখা-সমূহে পরিব্যাপ্ত,
সৰ্বপ্রাণীর ভক্ষক, দাক্ষণ্য বিমলকান্তি এক
তেজোময় লিঙ্গ দেখিলাম । অনন্তর ব্রহ্মা
আমাকে বলিলেন,—এস, আমরা উভয়ে এই
মহা তেজোলিঙ্গের আদ্যন্ত অনুসন্ধান করি ;

অহমুর্দ্ধং গমিষ্যামি বাবদন্তোহস্ত বিদ্যতে ।
 ত্বকাধস্তাদ্বিজানৌহি অস্তং তস্ত মহাস্থনঃ ॥ ২৭
 এবঞ্চ সময়ং কৃত্বা গত উর্দ্ধং হৃদো হহম্ ।
 মনোজবগতির্ভূত্বা যোগযুক্তো মহাবর্তী ॥ ২৮
 বর্ধাণাস্তু সহ শ্রাণি বিমূশস্তো পবম্পরম্ ।
 ন চ পশ্যামি তস্তাস্থং ততঃ শমবশাদহম্ ॥ ২৯
 তথৈব ব্রহ্মা সংশ্রাস্তো অস্ত্যকৈব ন পশ্যতি ।
 সমাপতো ময়া সাক্ষং তথৈব বিমলাহসি ॥ ৩০
 ভূতে বিমূষমাপনৌ ভীতো চাপি মহাবলো ।
 মাসয়া মোহিতো তেন নহেসংবাদভো তথ ॥ ৩১
 ধ্যানাধ্বজা মহাদেবমৌখরং সর্ষভে মুখম্ ।
 প্রভবং নিধনকৈব ভূতানাং ভূতমব্যয়ম্ ॥ ৩২
 ব্রহ্মাঃ পলিপুটে ভূত তস্ত শরীর শলিনে
 অবাক্য অনাহু্য নমস্কাং প্রচক্রেমে ॥ ৩৩
 নমস্কৈলোকানাথ্য সুরেশ্বরং নমোহস্ত তে ।
 ভূতপভবে নমস্কাং সর্বং সর্বযোনেয় ॥ ৩৪

যাবৎ ইহার অস্ত্র না পাওয়া যায়, তবৎকাল
 ভূমি অবলম্বে গমন কর ও আমি উর্দ্ধদেশে
 গমন করি। এইরূপ নিম্ন করিয়া, সেই
 মহাবর্তী ব্রহ্মা যেপথে মনের জ্ঞান বেগপায়ী
 হইয়া উর্দ্ধে গমন করিলে আমিও যোগ-
 যুক্ত মনের জ্ঞান বেগপায়ী হইয়া অধো-
 দেশে গমন করিলাম্ । অনন্তর আমরা উভয়ে
 সহস্র বৎসর সেই তেজঃস্বরূপ লিঙ্গ অন্তঃস্থান
 করিয়াও যখন অস্ত্র পাইলাম না, তখন পরিশ্রান্ত
 হইয়া পুনরায় সেই সমুদ্রতলে আপমন করি-
 লাম্ । মহাবলশালী হইলেও আমরা বিষম
 ও ভয়ে অতিতৃত এবং তাঁহার মাস্রাস মোহিত
 ও জ্ঞানহীন হইয়া কিয়ৎকাল কিছুই স্থির
 করিতে পারিলাম না । অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যানবলে
 কারণের কারণ ও সর্ষভূতের উৎপত্তি-নিধন-
 কর্তা সর্ষব্যাপী ভগবান মহাদেবকে লিঙ্গরূপী
 জানিয়া, অব্যক্ত অনন্ত ও শলধারী সেই মহা-
 দেবকে প্রণামপূর্বক কৃতান্তলিপুটে এইরূপ
 ভাব করিতে লাগিলেন,—হে ত্রৈলোক্যনাথ !
 হে হৃদেধর ! হে ভূতনাথ ! হে সর্বভূত-
 কাশিন ! হে সর্বযোনে । আপনাকে নমস্কার

পবমেষ্ঠী পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরং পদম্ ।
 তেজস্ত্বং কামদেবত্বং রূদ স্বন্দ বিতোহক্ষয়
 ত্বং যদ্বত্বং বর্ষট্কারত্বমোক্ষারঃ পরঞ্চ পদম্
 স্নাহাকারো নমস্কারঃ সর্ষকর্ম্মস্থ স্তবান্ ॥
 স্নাহাকারঞ্চ জাপ্যঞ্চ ব্রতানি নিয়মানি চ ।
 বেদে সাংখ্যো চ যোগে চ ভগবানেব সর্ষগা
 কামঃ ক্রোধো হিংসাঃ দ্বৈতমিচ্ছা দেবো দমঃ
 ক্রিয়া চ ব্যাঘ্রশৈব ত্বং পশ্যাস্থং সুবত্বং
 কজবে বৎসরশৈব বিদ্যাবিদোহনলপুত্ৰা ।
 ইন্দ্রিয়াণাম্ সর্ষমামিন্দ্রিয়াণাম্ তে স্মৃতঃ
 শ্রুতিশৈব স্মৃতিশ্চ ভগবানেব সর্ষশঃ
 বিশ্বরূপে মহারূপঃ সর্ষপশুত্বৈব চ ॥ ৪০
 তেজসম্ভে পরং তেজঃ স্পর্শনং স্পর্শমেব
 রূপ-গন্ধ-রসো আপোহবিপশ্যন্ত ভবনেশ্বরঃ
 আকাশত্বং বৈ ক্ষণে ভূতানাং প্রভাবাৎ
 ত্বং কৃত্বা সর্ষভূতানাং লোকেণ প্রলয়াক্ষরঃ
 ত্বং দাবয়সি লোকং স্থীং যমেব স্তমসি প্রো

করি। হে প্রভো ! আপনি ব্রহ্মের পর
 আপনি পরমাত্মা ও যোগিগণের পর
 আপনিই সূর্য্যাদি তেজঃস্বরূপ, কামদেব,
 কাহ্নিক ও অব্যক্ত হে প্রভো !
 বেদ, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র, যদ্ব, বর্ষট্কার
 স্নাহাকার, নমস্কার, পুণ্যব্রত ব্রহ্মচর্যা
 একমাত্র জপনীয় মন্ত্র ও সর্ষব্যাপী
 নির্দিষ্ট হইয়াছেন । ১১—৩০ । হে
 আপনিই কাম-ক্রোধ-মত্তত হিংসারূপ,
 নিই ইচ্ছা, দেব, দম, শাস্তি, ক্রিয়া, বা
 সুবত্বাভীত ; আপনিই স্তম্ভকর্তৃ, বৎসর
 অবিন্দ্যা, অগ্নি, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার বিশ্ব
 অতিষ্ঠ হইয়াছেন হে ভগবান !
 মূল-শব্দ-বিশ্বরূপী ও অনির্কচনীয়রূপ
 বিতো । আপনি তেজঃপদার্থের তেজ
 স্পর্শের স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, জল,
 ও জগৎপতি । হে জগৎপতি !
 আকাশ, ছন্দঃ, লোকনাথ ও অক্ষয়
 হে বিতো ! আপনি সর্ষভূতের
 কর্তা, রক্ষাকর্তা, প্রলয়সময়ে সংহত

চমেন তু বক্রেন বক্রণস্তং প্রকাশসে ।
 তেণ তু সৌম্যেন তুর্ভুবস্তং প্রজাবিধিঃ ॥ ৪৩
 স বহুধা দেব প্রজানাং প্রবরো ২ সি ॥ ৪৪
 ক্রীড়া বসবো কদা বক্রণং তথাগিনো ।
 বিদ্যাধরঃ নাগা অপসরো-বক্র-বাক্সসঃ ॥ ৪৫
 বক্রণমুপৈ ব চারবাং তপোধনাঃ
 দ্বিলাক্ কন্যাস্তপঃসিদ্ধাঃ সহস্রাঃ ॥ ৪৬
 প্রসূতা দেবেশ অক্ষরাং মহাবলঃ
 স্ত্রীষোহনন্যং বসবাস্থকিরেব চ
 মন্যতেজা গরুডং মহাবলঃ ॥ ৪৭
 বক্রণং কাম্যং যশো মোহঃ সমীরণঃ
 মন্যতেজা প্রজাতান্তে মহেশ্বর ॥ ৪৮
 সীতা তথ কালী দেবী গায়ত্রীরেব চ
 কাতিব্রীহি সিকিমেষ লজ্জা বপুঃ স্মৃতিঃ ॥
 পৃষ্ঠীস্থানন্দা জয়া দেবী সবস্তুতী
 জাত মহাভাগ অস্তে চাপি মহাবলঃ ॥ ৪৯

নি এই ত্রিলোককে বাক্য করিতেছেন
 দেব! আপনার পশ্চিমমুখ হইতে বক্রণ
 হইয়াছেন এবং স্বন্দর উত্তরমুখ
 হইতে বক্রণ হইয়াছেন। এই লোকের ও প্রজা-
 উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, আপনি প্রজা-
 নামে অভিহিত হইয়া যুগে যুগে নানা
 বক্রণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। হে
 প্রজা! দেবগণ, বক্রগণ, রুদ্রগণ, বক্রণ,
 নীলমাব সিকি বিদ্যাধর, নাগ, অপসরা,
 বাক্সস যোগসিদ্ধ, বক্রমি, আকাশপামী
 , তপোধন মূনি, সহস্র সহস্র সিদ্ধতপা,
 ধীরাধিগণ ও মহাবল পরাক্রান্ত অক্ষর
 । প্রমথগণ আপন হইতে উৎপন্ন হই-
 । হে মহেশ্বর! আপন হইতে সহস্র-
 অনন্ত, বাহুকি, বক্র, অতি তেজস্বী
 শির গরুড, বসু, অর্থ, কাম, কৌন্ত,
 বায়ু, অগ্নি ও মহাসমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে
 পপতে! আপন হইতে লক্ষী, সীতা,
 গায়ত্রী-দেবী, সম্পদ, কৌন্ত, সিদ্ধি, মেধা,
 স্মৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, দেবী নন্দা, জয়া ও
 সবস্তুতী উৎপন্ন হইয়াছেন। হে মহাভাগ!

অতুঃ সংবৎসরো মাসঃ পক্ষোহহোরাত্র এব চ ।
 কলা কাঠা নিমেষাং মূহূর্তাং লবাস্তথা ॥ ৫১
 নক্ষত্রাণি গ্রহাণৈশ্চ অশ্বা গাবো অজ্রাবিকাঃ ।
 যজ্ঞহব্যাক যঃ কিকিৎ তন্তো জাতং সুব্রহ্মর ॥ ৫২
 রজোভির্মায়াচ্ছন্নং ন ত্বাং পশ্যন্তি কেবলম্ ।
 যোগিনো নিত্যমুক্তা য়ে পশ্যন্তি ত্বাং বুধাস্তথা ॥ ৫৩
 মায়া মোহিতঃ লোকঃ ত্বংপদক সনাতনম্ ।
 ন ত্বাং পশ্যন্তি সংযুতা যশ্চাস্তমসি দারুণে ॥ ৫৪
 তন্তো বক্ষা অহকৈব প্রসূতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৫
 আদৌ মন্যো তথ চাস্তে ন বিদন্তি কদাচন ।
 ন বেদযন্তি ত্বাং কেচিৎ পরাণক মহেশ্বরম্ ॥ ৫৬
 ধোয়ঃ পরাণঃ পরমং পবিত্রং
 পরাংপরত্বং পুরুষোত্তমত্বম্ ।
 পরমং সাক্ষ্যং মূনিভিঃ গীতং
 পরাংপরত্বং পরমক শাস্তম্ ॥ ৫৭
 নমোহহু আদিতাসমানবক্র
 নমোহহু আদিতাসমানমৌলিন্ ।

অতুঃ ক্রম এই দুই পক্ষ, দিব্যাত্রি, কাল,
 নিমেষ, মূহূর্ত, নক্ষত্রগণ, নবগ্রহ, অশ্ব, গো,
 হজ, মেঘ, বক্র, হব্য প্রভৃতি যাহা এই জগতে
 পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সে সকল পদার্থই
 আপন হইতে উৎপন্ন হইতেছে। ৩৮—৫২ ।
 হে সুব্রহ্মর! লোকগণ রজোত্তম ও মায়া দ্বারা
 আচ্ছন্ন হইয়াই আপনাকে দর্শন করিতে পারে
 না। কিন্তু যে সকল যোগী অস্বসাক্ষ্যকারে
 সমর্থ ও নিঃসমুদ্র, তাহারা অনায়াসে আপনাকে
 দর্শন করিতে পারেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ
 নিরতিশয় মায়া ও তমোত্তমে আচ্ছন্ন এবং
 অনিত্য; কেবল আপনিই সনাতন। হে ভগ-
 বন! আপন হইতে পুরুষোত্তম বিষ্ণু ও অমি
 উৎপন্ন হইয়াছি। হে নাথ! আপনার আদি
 অস্ত ও মধ্য কেহ কখন জানিতে পারে না এবং
 আপনি একমাত্র স্বানুভববেদ্য বলিয়া আপনার
 স্বরূপ জানাইয়াও দিতে পারে না। হে অজাদি-
 দেব! আপনিই একমাত্র ধোয়, পরম পবিত্র,
 পরাংপর, পরম সূক্ষ্ম, পুরুষোত্তম, পরাণ-পুরুষ
 ও অব্যয় পরমেশ্বর বলিয়া মূনিগণ কর্তৃক অভি-

নমোহস্ত তে বজ্রপিনাকধারিন
 নমোহস্ত তে ভূতপতেঃসুধারিন ॥ ৫৮
 নমোহস্ত তে ভস্মবিভূতিনীল
 নমোহস্ত তে কামশরীরনাশিন ।
 নমোহস্ত তে স্মৃত্য অনন্তরূপিন
 নমোহস্ত তে ধাতুরনন্তরূপিন ॥ ৫৯
 নমোহস্ত তে যম অনন্তরূপিন
 নমোহস্ত তে ভূত-ভবিষ্য-ভাব্য ।
 নমোহস্ত তে পূৰ্ব্বনিকেতবাস
 নমোহস্ত তে বৈ অবিমুক্তবাসিনে ॥ ৬০
 নমোহস্ত তে পরমমুক্তি বাসিন
 নমোহস্ত তে লোকসমুদ্রবাসিন ।
 নমোহস্ত তে আশ্রয়রীরবাসিন
 নমোহস্ত তে সৰ্ব্বহিরণ্যগৰ্ভ ॥ ৬১
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যরেতো
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যবাসিন ।
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যপাদ
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যমৌলে ॥ ৬২
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যবর্ণ
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যকর্ণ
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যনেত্র
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যপাশে ॥ ৬৩

হিত হইয়াছেন। হে দেব। আপনার বদন
 ও মস্তক স্ফাসদংশ প্রভাশালী। আপনি বজ্র
 ও পিনাক ধারণ করিতেছেন। হে কিরণ-
 বাসিন! ভূতনাথ! আপনাকে নমস্কার। হে
 প্রভো! আপনি কামশরীরঘাতী ও ভস্ম-
 বিভূষিতকলেবর, আপনাকে নমস্কার। হে
 ভগবন্! আপনি স্মৃত্য, বিধাতা, যম ও
 অনন্তরূপী ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান স্বরূপ; আপ-
 নাকে নমস্কার। হে অলৌকিক স্থান-
 বাসিন, কামীপতে! আপনি এই ত্রিলোক
 সমুদ্রে বাস করিলেও স্তম্ভাবে সকলের উর্দ্ধে
 ও আশ্রয়রীরেই বাস করেন। আপনিই
 সৰ্ব্বধর,—হে হিরণ্যগৰ্ভ! আপনাকে নমস্কার।
 হে হিরণ্যরেতঃ! আপনি হিরণ্যর হানে বাস
 করেন; আপনার চরণ, মস্তক, রূপ, বরন,

নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যদংষ্ট্র
 নমোহস্ত তে দেব হিরণ্যকম্বন ।
 নমো নগেন্দ্রাশ্রয়ক দেব নিত্যং ।
 নমোহস্ত তে শঙ্কর নীলকণ্ঠ ॥ ৬৪
 নমোহস্ত তে দেব সহস্রধার
 নমোহস্ত তে পিত্রলনীললোচন ।
 নমোহস্ত তে সৰ্ব্বজগদুত্তরো ভব
 নমোহস্ত তে ভূতগণাশ্রয়শোভিত ॥ ৬৫
 নমোহস্ত তে কন্যসহস্রপূজিত
 নমোহস্ত তে চারণসিদ্ধসেবিত ।
 নমোহস্ত তে ঋষিগণৈঃ সুপূজিত
 নমোহস্ত তে বজ্রসহস্রকল্প ॥ ৬৬
 নমোহস্ত তে কল্পসহস্রভূষিত ।
 নমোহস্ত তে পদ্মভপদ্মনাভাবায়াম্বন ॥ ৬৭

এবং সংস্কৃত্যমানো হি কীৰ্ত্ত্যমানো মহেশ্বরঃ ।
 বভাষে চ তথা তুষ্টি দীশানো বরদঃ প্রভুঃ ॥ ৬৮
 বজ্রকোটিসহস্রেশ গ্ৰাসমান ইবাশ্রয়ম্ ।
 আদিত্যেবো মহাধোণী সূৰ্য্যাকোটিসমপ্রভঃ ॥ ৬৯
 একগ্রীবঃ সূক্ষ্মরো নানাভরণভূষিতঃ ।

হস্ত, দন্ত ও কন্য সকলই হিরণ্যের ।
 প্রভাশালী ও শ্রাবনীয়; হে দেব। আপনাকে
 নমস্কার। হে নীলকণ্ঠ। আপনি লো-
 মসলদাতা ও পক্ষ্মভের অধিষ্ঠাতা, আপনাকে
 নমস্কার। হে নীললোচন! আপনি অ-
 রূপধারী, আপনাকে নমস্কার। হে জগদু-
 ত্তর! আপনি বটকাবতার সময়ে ভূতগণের
 রূপ বজ্রোপবীত দ্বারা শোভিত হইয়াছি
 আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! লো-
 অসংখ্য বজ্রাদি কন্যা দ্বারা আপনাকেই
 করিষা থাকে; আপনি চারণ, সিদ্ধ ও ঋষি
 একমাত্র পূজনীয় এবং অসংখ্য বজ্র
 আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি
 সহস্র কল্পেও বিরাজমান থাকেন; হে
 হে পদ্মনাভ! হে অব্যয়! হে আশ্রয়! আ-
 নমস্কার। ৫০—৬৭। বরপ্রদ প্রভু মা
 এই প্রকার ক্রম কীৰ্ত্তনে পরিতুষ্ট হইয়া
 রূপে উদ্ভাসিত হইলেন,—এক গ্রীবা,

নামবিচিত্রাঙ্গো নানাগন্ধানুলেপনঃ ॥ ৭০

নাকদৌপিতকরঃ পটিশাশনিশূলধরকৃ ।

নান্যক্লেপবীণী চ চীরবস্ত্রভরকরঃ ॥ ৭১

দুভিন্মনির্ঘোষঃ পর্জন্তান্নিমদোপমঃ ।

তো হাসন্তদা তেন লোকান্তত্র প্রকম্পিতাঃ ॥ ৭২

তম শব্দেন মহতা ভয়ত্রস্তা মহাত্মনঃ ।

তঃ প্রোবাচ ভগবান প্রীতোহথাপ্যাবয়োক্তথা ॥

তদ্বৎ বে মহাত্মানো ভয়ং সর্ক্ষিত মুচ্যতাম্ ।

স্বং মে দক্ষিণো বাহুর্জক্ষা ত্বং হি মমাত্মজঃ ॥ ৭৪

মবাহুঃ মে বিমুঃ সংযুগে উপরাজিতঃ ।

ময়ঃ সৎসং সমাগবরং বৃণুতং সুব্রতো ॥ ৭৫

তঃ প্রহৃষ্টমনসো পাদয়োঃ পতিতাবুভৌ ।

দীপ্তোহসি ভগবন যদি দেবো বরশ্চ মে ॥ ৭৬

তিষ্ঠবেহবে নিত্যং তসি দেব সুরেশ্বর

যুতঃ সুরশ্রেষ্ঠঃ সৃজনধঃ নিপুণাঃ প্রজাঃ ॥ ৭৭

১৮, নানা ঘনসঙ্গার, অঙ্গে নানাবিধ মণি,

বিগন্ধানুলেপন, হস্তে পিনাক পটিশ

শূল, সর্ষাপবীণ, চীর-বস্ত্র পরিধান,

দুভির্ঘোষে গ্রাস প্রভ এবং মেঘহৃদিত-

বস্ত্র পর, তখন তাহার হইল । নবরূপ-

সমুদয়াদিদের মহাযোগী শিব, উচ্চহাস

করিলেন, মহা হাসনাক্ষে ত্রৈলোক্য ভয়ে

কম্পিত হইল । অনন্তর সেই ভগবান্ বেন

টি বস্ত্রে অঙ্গর গ্রাস করত ভামুকে বলি-

ল,—আমি তোমাদের উপর প্রীত হইয়াছি ।

মহাত্মন । ব্রহ্মা ও বিষ্ণু । সর্ক্ষিত চাহিয়া

ভয় নাই । হে ব্রহ্মন ! তুমি আমার

বাহু, আর এই বিষ্ণু, ইনি মুক্

রাজিত মদীস বামবাহু । তোমরা আমার

। এক্ষণে হে সুব্রতধর ! তোমাদের

কি অনুরূপ বর প্রার্থনা কর । অনন্তর

। ও বিষ্ণু উভয়ে তাঁহার এইরূপ বাক্য

শ্রবণানন্দিত-চিত্ত হইয়া তাঁহার চরণদ্বয়

ম্পর্শক বলিলেন,—হে প্রভো ! যদি

নি আমাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া বর-

করেন, তাহা হইলে, হে সুরেশ্বর ! কেন

নাতেই আমাদিগের অচলা ভক্তি থাকে,

ইত্যুক্তা ভগবান্ দেবস্তত্রৈবাত্তরধীয়ত ।

এবং সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ প্রভাবস্তস্ত যোগিনঃ ॥

তেন সর্ক্ষমিদং দৃষ্টং হেতুর্ভূতা তু সর্ক্ষজিৎ ।

ইদক স্বর্গায়াযুযামিদং শান্তিকরং তথা ॥ ৭৯

তস্ত বিদ্বৎ ন কৃক্ষিতি দানবা গ্রহরাক্ষসাঃ ।

পিশাচা যাতুধানাশ্চ শুশ্রুকা ভুজগাস্তথা ॥ ৮০

যঃ পঠেত স্তুতিঃ প্রাতর্জক্ষচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

অভয়যোগমহাস্বাঃ সোহস্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৮১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমার-

সংহিতায়াং লিঙ্গোদ্ভবনামাষ্টা-

দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

লিঙ্গস্তথাপনে কিক পুষ্পদানে চ কিং ফলম্ ।

অভ্যঙ্গে চৈব কিং প্রোক্তং কীর্ত্তন্যানে চ কিং ফলম্

এইরূপ বর দান করুন । অনন্তর ভগবান্

মহেশ্বর আমাদিগকে প্রজাদিগের সৃজনভার ও

অভিলষিত বর দান করিয়া অস্তাইত হইলেন

হে মহর্ষে ! যিনি জগৎকারণ হইয়া ঐশ্বর্য

বলে এই জগৎ সৃজন ও বশীভূত করিয়াছেন,

সেই মহাযোগী মহেশ্বরের মহাস্বা সংক্ষেপ-

রূপে বর্ণনা করিলাম । ইহা শ্রবণ করিলে

স্বর্গ, আত্ম ও মঙ্গল লাভ হয় । যে ব্যক্তি

পবিত্র জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ও যোগাসক্ত

হইয়া এই শিবমহাস্বা পাঠ করেন, বক্র,

রাক্ষস, দৈত্য, গ্রহ ও পিশাচ, কেহই তাঁহার

অনিষ্ট করিতে পারে না এবং তিনি অশ্বমেধ-

যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন । ৮০—৮১ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

বাস কহিলেন,—হে মুনিষর ! শিবলিঙ্গ

স্থাপন ও উজ্জ্বল পুষ্পদান করিলে এক

অপার্ণ্যে কুশাংশৈচ আশ্বযুক্তৈঃ নিবেদয়েৎ ।
সদা সিতানি পুষ্পাণি যাবৎ কালং নিবেদয়েৎ ॥ ১৭ ॥
বকস্য কবীবস্ত্র অর্কশ্চোন্নতকস্ত চ ।
চতুর্গাং পুষ্পজাতীনাং গন্ধমাদ্রাতি শঙ্করঃ ॥ ১৮ ॥
বকপুষ্পক পদ্মক নিম্বালাং নৈব গচ্ছতি ।
কবীব্রহ্মসহস্রং তু উৎপলক বিশিষ্যতে ॥ ১৯ ॥
উৎপলানাং সহস্রেন অর্কমেকং বিশিষ্যতে ।
চম্পকানাং সহস্রেন ধতুরক বিশিষ্যতে ॥ ২০ ॥
ধতুরকসহস্রেন নাগপুষ্পং বিশিষ্যতে ।
সিন্ধুপুষ্পসহস্রেন পুন্নাগং বিশিষ্যতে ॥ ২১ ॥
পুন্নাগানাং সহস্রেন কর্ণিকাবং বিশিষ্যতে ।
সিন্ধুপুষ্পসহস্রেন রুহতীনাং বিশিষ্যতে ॥ ২২ ॥
বিপ্লবো পদ্য নাস্তি যেন তুষাতি শব্দবঃ ।
সর্কে শুক্লং যুগলং কক্ষং নৈব নিবেদয়েৎ ॥

যত্নৈকং বিম্বপত্রস্ত চতুঃষষ্টিরুদাহৃতম্ ।
যথালভ্যং যথাপক্ষং পুষ্পাণি তু নিবেদয়েৎ ॥ ২৩ ॥
অলাভেন তু পুষ্পাণাং পর্ণাণি তু নিবেদয়েৎ ।
বিশেষেণ তু যো ভক্ত্য ভোমামেকফলং শৃণু ॥ ২৪ ॥
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি পুষ্প-পত্রনিবেদনে ।
তস্মাচ্চৈব রুদপরঃ কুষ্ঠাং পুষ্পনিবেদনম্ ॥ ২৫ ॥
যো দদ্যাদীশ্বরে দীপং রুদ্রং সমধিগচ্ছতি ।
ঐশ্বর্যস্ত তু নৈবেদ্যাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২৬ ॥
ঐশ্বর্যং যেন ভাবেন পূজয়েৎ তস্ত তৎ ফলম্ ॥ ২৭ ॥
যত সর্গগতং স্মৃত্য তত্র তত্রার্চসেচ্ছিবম্ ।
স বিন্ধতি মহাপণাং রুদ্রসামুজ্যমাত্রজেৎ ॥ ২৮ ॥

ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতা-

‘তস্মাৎ পুষ্পসংবসমুদ্দেশো নামৈকেন-

বংশোহব্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

অগ্নি মাসেব স্যাপক্ষে ঠাহাকে অপা-
র্না ও পশু দ্বারা পূজা করিবে এবং ভক্ত-
সর্গকালেই ঠাহাকে শ্বেতপুষ্প প্রদান
তে পারে। দেবদেব মহাদেব বক, কব-
র, ক্রম ও বসু এই চতুর্গাং পুষ্পেরই গন্ধ
ধরপে প্রভু করেন। বকপুষ্প ও পদ্ম
ন নিম্বালা হয় না। সহস্র কবীব্র-পুষ্প
ন অপেক্ষা একটা উৎপল প্রদান করিলে
কল হয়। সহস্র চম্পক-পুষ্প প্রদান
কি অপেক্ষা একটা পদ্ম-পুষ্প প্রদান
লে অধিক ফল হয়। ১১—২০। সহস্র
ব-পুষ্প প্রদান অপেক্ষা একটা নাগ-
ব-পুষ্প প্রদান করিলে অধিক ফল
সহস্র নাগকেশর-পুষ্প প্রদান অপেক্ষা
টা পুন্নাগ-পুষ্প প্রদানে অধিক ফল হয়।
টা পুন্নাগ-পুষ্প প্রদান অপেক্ষা একটা
কব-পুষ্প প্রদানে অধিক ফল হয়। সহস্র
কব-পুষ্প প্রদান অপেক্ষা একটা রুহতী-
প্রদানে অধিক ফল হয়। কিন্তু বিম্বপত্র
কা কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, যেহেতু মহাদেব
দ্বারাই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।
১৭ যুগলযুক্ত সকল পবিত্র বস্তুই মহা-
ক নিবেদন করিতে পারে, কিন্তু কক্ষক

পুষ্পাদি ঠাহাকে নিবেদন করিবে না। মহা-
দেবকে একটা বিম্বপত্র দ্বারা পূজা করিলে,
চতুঃষষ্টি পুষ্প দ্বারা পূজা হইয়া থাকে। প্রতি
পক্ষে যথানিয়মে ঠাহাকে পুষ্প প্রদান করিবে।
পুষ্পের অভাবে পত্র নিবেদন করিবে। যে
ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক উদ্দেশে পুষ্প-পত্রাদি
নিবেদন করে, সে কখন দুর্লভাপন্ন হয় না।
অতএব ঠাহাকে ভক্তিপূর্বক পুষ্প-পর্ণাদি
নিবেদন করা কঠব্য। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক
শিবোদ্দেশে প্রদীপ ও নৈবেদ্য প্রদান করে,
সে শিবপ্রাপ্ত ও স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া
থাকে। যে ব্যক্তি বৈরাগ্য ভাবে ঠাহাকে পূজা
করে, সে তদনুরূপ ফলভাগী হয় ও বাহ্যর
ঠাহাকে সর্বব্যাপী ভাবিয়া সর্বত্র পূজা করেন,
ঠাহারা মহা-পুণ্য ও শিবসামুজ্য প্রাপ্ত
হন ২১—২৮।

উনিবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তুষ এবাহমিচ্ছামি ঈশ্বরারাদনং কথম্ ।
কথঞ্চ তুষ্যতে দেবঃ কথঞ্চা চৈব ভক্তিমান্ ।
এতন্মে সংশয়ং তাত ত্রবীহি ভগবান্ মম ॥ ১
সনৎকুমার উবাচ ।

নন্দিনে পৃচ্ছতে ব্রহ্মন্ কথিতকাপ্যনুগ্রহাং ॥ ২
গণেশ্বরপতির্নন্দী সূর্য্যাসুতসমপ্রভঃ ।
ঈশ্বরস্ত তু মহাস্ত্য্য পৃচ্ছতে নন্দিকেশ্বরঃ ॥ ৩
কথোক্তং পৃচ্ছতে দেব্যা ঈশ্বরেণ মহাস্ত্য্যনা ।
শ্রোতুর্মম পরা তুষ্টির্ভগবন্ বক্তুমর্হসি ॥ ৪
নন্দিকেশ্বর উবাচ ।

শ্রয়তামভিধান্ত্যামি তব শ্রেহানুগ্রহামুনে ।
মহেশ্বরেণ পার্ষত্যাতাঃ পুরতোঃ ভিহিতং পুরা ॥ ৫
মহুতাঃ স্থাপয়ন্তিঃ যথোক্তং বরবার্ণিনি ।

বিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন,—হে স্তানিবর! কিরূপে
পরমেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিতে হয় ও
কোন কোন কথায় সেই ভক্তিপ্রিয় ভগবান
প্রসন্ন হন, তাহা আমি পুনরাব প্রবণ করিতে
অভিলাষী হইয়াছি হে পিতঃ! তৎসমুদয়
বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ দূর করুন। সনৎ-
কুমার কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পূর্বে অসুত-
সূর্য্য-তুল্য তেজস্বী প্রমথস্বাধিপ নন্দিকেশ্বর
মহাদেবের মহাস্ত্য্য-ভগবৎ চইয়া সেই দেব-
দেবকে প্রণামপূর্ব্বক হে প্রভো! আমি
আপনার মহাস্ত্য্য ভক্তি অন্বেষিত হইয়াছি,
অতএব আপনি তাহা বর্ণন করুন। এইরূপ
কহিলে, সেই মহাস্ত্য্য মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া,
জিজ্ঞাসু নন্দিকেশ্বরকে দেবীর নিকটে নীচ
মহাস্ত্য্যাদি বসিরাছিলেন। অনন্তর আমি
তাহা জিজ্ঞাসু হইলে, নন্দিকেশ্বর আমাকে
কহিলেন,—হে মুনিবর! পূর্বে ভগবান্ মহেশ্বর
পার্ষতীর নিকটে যে নীচ মহাস্ত্য্যাদি কহিয়া-
ছিলেন, আমি তাহা শ্রবণ করতঃ তোমাকে
কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বরবার্ণিনি! যে

অপ্যেং পরমং রম্যং গৃহং কৈলাসসমপ্রভম্ ॥
যং দেবকুলং দৈবাং কুর্ধ্যামে কুশুমেক্ষণে ।
যত্রাহং তত্র সো নিত্যং ভবেদষ্টপদাধিতঃ ॥ ৬
যো মে প্রযচ্ছতি দেবি ত্র্যটমাত্রকং কাঞ্চনম্ ।
তস্ত হৈমবতে শৃঙ্গে গৃহং বালার্কসন্নিভম্ ॥ ৭
তস্ত দেবি প্রযচ্ছামি গৃহং বালার্কসন্নিভম্ ।
যন্ত গাবো হিরণ্যং বা সমুদ্ভিষ্টা প্রদাপয়েং ॥ ৮
তস্ত কামদূষাং পৃথ্বীং দদামি নিকৃপদবাম্ ।
দুষভং যঃ প্রযচ্ছত অন্নং কুসরমেব চ ।
বরেন্দ্রেন ব্রহ্মকৃৎন তস্ত পাপং ন কিকন ॥ ৯
উপহারেণ জ্ঞাপ্যেণ ভাবিতেন্জাপি নিত্যং
তপোপবাসনিযমৈর্বলিভিঃ চ পুদলম্ ॥ ১০
পাত-বাদিত্রশকেন যো মামর্চয়তে সদা ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি পূজ্যাত ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
অগ্নিষ্টোমাদিভিঃ ক্ষয়্যে মাচ্চয়তি শোভনে

ব্যক্তি কৈলাস-গিরি-তুল্য অতি রমণীয় অথ
রণ গৃহে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি মদীয় নিচ
আমার সহচর দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করে,
কমললোচনে। সে অগ্নিমাди অষ্ট প্রণাম
হইয়া, যে স্থানে আমি বাস করি, সেই
বাস করে। হে দেবি! যে ব্যক্তি আমার
ত্র্যট-পরিমিত সুবর্ণ প্রদান করে, তাহার
ময় কৈলাসশিখরে বালার্কের ত্য্য প্রভা
সুবর্ণময় বাসগৃহ হয়। হে দেবি! যে
মহুন্দ্রেশ হিরণ্য কিংবা গে-প্রদান
তাহারও ঐরূপ বাসগৃহ হয়। হে প্রিয়ে
ব্যক্তি মহুন্দ্রেশে দুষভ ও তিলমিশ্রিত অন্ন
করে, তাহাকে নিকৃপদবা অভ্যষ্টপ্রা
পৃথিবী প্রদান করি এবং আমার ও
সে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মভাদি লাভ করে এবং নি
শরীর হয়। ১—১০। হে সুব্রতে! যে
উপাস্তা, উপবাসব্রত, জপ, কুদন্ত,
নৈবেদ্যাদি বিবিধ উপহার ও নৃত্য-গীত-
ধারা প্রত্যহ আমার অর্চনা করে, সে
লোক প্রাপ্ত ও ব্রহ্মসাক্ষ্যকারী নারদাদি
কর্তৃক পুন্নিভ হয়। হে শোভনে! যে
আমার প্রীতির নিমিত্ত অগ্নিষ্টোমাদি

কুমারসংহিতা প্রাপ্য সুরলোকে মহীয়তে ॥ ১৩
 বাঃ সন্ধ্যাঃ শ্রিয়া দেবি কৈবল্যমধিগচ্ছতি ।
 কপাং গুরুভূতা যক্ষো ভবতি বীৰ্য্যবান ॥ ১৪
 ত্যাং মধ্যমিনে চৈব যোহভিগচ্ছতি শঙ্করম্ ।
 কপালগুরুভূতা পূজ্যতে দৈবতৈঃ সহ ॥ ১৫
 পনভাচনামালৌপ্যপগন্ধানুলেপনৈঃ ।
 মায়র্য্যতে দেবি স মাযাশ্চাতিবর্ততে ॥ ১৬
 যজ্ঞেন পঞ্চশতং সহস্রমুলেপনে ।
 ত্রৈলোক্যে কপোশ্চ অচর্য্যন্তি সুরেশ্বরম্ ॥ ১৭
 স্পৃষ্ট্বা যো দেবি করোতি মম শোভনে ।
 পতমবাপোতি কুদলোকক গচ্ছতি ॥ ১৮
 ভাস্ত্রেন পঞ্চশতং আপনে দ্বিগুণং ভবেৎ ।
 কাদকে পঞ্চগব্যে কর্পুরে চ চতুর্ভুজম্ ॥ ১৯
 বাঃ পঞ্চশতং দেবি আপনে তু চতুর্ভুজম্ ॥ ২০

চুইন করে, সে দেবলোকে গমনপূর্ব্বক দেব-
 গণের সহিত একাসনে উপবিষ্ট ও দেব-
 কটক পূজিত হয়। যে দেবি। যে
 ক্রি প্রত্যকালে আমার আচনা করে, সে
 দ্বিতীয় সম্পত্তিশালী হয় এবং যে ব্যক্তি
 ত্রৈলোক্য ও মাধ্যমকে আমার অর্চনা করে, সে
 কপালগুরুভূত করিয়া অতি বীৰ্য্যবান ও
 পনভিগত প্রভৃতি হয়। যে পতিবর্তে। যে ব্যক্তি
 নিম্নের প্রতিপাদ্য পূজ্য দ্যপ চন্দনাদি
 পূজা করিয়া থাকে সে ইন্দ্রাদি লোকপাল-
 ও প্রভৃতিইয়া দেবগণের সহিত পূজিত
 হয়। যাহা দ্বারা লিপ্ত হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি
 ব গৃহ-মার্জ্জনা ও গোময়াদি দ্বারা গৃহের
 পনদি সঞ্চাল করে, সে পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণ
 কা শতসহস্রগুণ ফল লাভ করে
 পাতনে। যাহা বা সূর্য ও রোপ্যাদি দ্বারা
 রি ও মদীয় লিঙ্গের পূজা করে, তাহারা
 লোকে গমনপূর্ব্বক গাণপত্য লাভ করে;
 ত্রৈলোক্য আমাকে তৈল মাখাইলে তাহা
 কা পঞ্চশতগুণ; স্থান করাইলে তৈল-
 । অপেক্ষা দ্বিগুণ, গন্ধোলক প্রদানে স্থান
 কা তিনগুণ এবং পঞ্চগব্যস্থান ও কর্পুর-
 নে চতুর্ভুজ অর্থাৎ দ্বিসহস্রগুণ ফললাভ

মাল্যে পঞ্চশতং দেবি-গীতবাদ্যবরপ্রিয়ে ।
 কুদলোকমনুপ্রাপ্য গাণপত্যে নিয়োজয়েৎ ॥ ২১
 অশ্বকুং শতসাহস্রং দশগুণং চন্দনং ভবেৎ ।
 গন্ধং দশগুণং সর্ব্বং যথোক্তং তদনন্তরম্ ॥ ২২
 মাল্যং পঞ্চশতং দেবি নিখ্যাত্য তদনন্তরম্ ।
 চতুর্ভুজসহস্রাণি নপঃ কৃষ্ণাশ্বকুঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
 অনেন দ্বিগুণকৈব সহস্রতক চতুর্ভুজম্ ।
 অপরাধসহস্রক ক্ষমতে মদুভাষিণি ॥ ২৪
 যদিদং কুমারসংহিতাং গুণ্ডলং সগুণং দদেৎ ।
 দেবে সংবৎসরে পূর্বে ততো নন্দিমমো ভবেৎ ॥
 দক্ষিণায়াস্ত মন্ত্রকৌ দিব্যানাক দ্যুতপ্রদৌ ।
 নিবেদয়তি গায়ত্রী ততঃ সন্ম নিবেদিতা ॥ ২৬
 পুনশ্চ পিতরঃ সর্ব্বৈঃ ভিক্ষাং দেবি নিবেদিতম্ ।
 দ্যুতমন্নমসংযোষ্যমিহ প্রত্যক্ চ শাস্তম্ ॥ ২৭

করে। ক্ষীরস্থানে তাহা অপেক্ষা পঞ্চশতগুণ
 এবং মাল্য দানে কুমারসংহিতা অপেক্ষাও পঞ্চশত-
 গুণ ফললাভ হয়। যে গীতবাদ্যপ্রিয়ে। তাহারা
 আমের প্রসাদে শিবলোকে গমনপূর্ব্বক গাণপত্য
 লাভ করে ১১—২১। যে মদুভাষিণি। মদু-
 দেশে অশ্বকুচন্দন প্রদান করিলে পূর্ব্বোক্ত
 শতসহস্রগুণ, গন্ধদ্ব্য দান করিলে তদপেক্ষা
 দশগুণ, মাল্যপ্রদান করিলে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ-
 শতগুণ ও নিখ্যাত্য গ্রহণ করিলে তবনুরূপ,
 এবং নৃপ ও কৃষ্ণাশ্বকুচন্দন দান করিলে
 তদপেক্ষা চতুঃসহস্রগুণ, কৃষ্ণাশ্বকু, চন্দন ও
 নৃপ দান করিলে পূর্ব্বোক্ত দ্বিগুণ এবং
 ঘূতের সহিত নৃপদানে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ভুজ
 ফল হয়। যাহারা এই সকল প্রদান
 করে, আমি তাহাদিগের সহস্র অপরাধ
 ক্ষমা করি। যে দেবি! যে ব্যক্তি আমার
 নিকটে নিয়মপূর্ব্বক একবৎসর ঘূতের সহিত
 কুমারসংহিতা পোড়ায়, সে নন্দিভূত
 হয়। যে শোভনে! যে ব্যক্তি মদুদেশে
 দ্যুতপ্রদান করিয়া, গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক নৈবেদ্য
 সমর্পণ করে ও ব্রাহ্মণোদ্দেশে দক্ষিণা দান
 করে, সে দিবাকলেশ্বর, পরমজ্ঞান ও মোক্ষ-
 লাভে সমর্থ হয়; তদ্রিবেদিত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য
 সকল পিতৃগণ পারিত বজ্রিয়া গণন করেন ১৫২২

অক্ষভক্তসমানস্ত দেবং সর্গহরং শিবম্ ।
 ঘৃতাভিষেকং যঃ কৃষ্যাং সংবৎসরমতল্লিতঃ ॥২৮
 নাসৌ মৃত্যুবশং গচ্ছেকাগণপতাস্ত ভোক্ষাতে ॥২৯
 যন্ত দীপং প্রযচ্ছত মমার্চনৈককৌশিকম্ ।
 কুদ্দাণং সদৃশো ভূত্বা বৃষেণ বিচরেৎবি ॥ ৩০
 যন্ত ক্ষতং প্রযচ্ছত মম ভাবাদ্বিষাদিনে ।
 ত্রেয়োমণ্ডলসঙ্কশং দেবং ব্রহ্মতি শক্তবৎ ॥ ৩১
 চতুর্দশমথাষ্টম্যামুভৌ পক্ষৌ বিধানতঃ ।
 অনিয়মবৃক্তস্তাপি ব্রহ্মচর্যপুংসবন ॥ ৩২
 ব্রাহ্মণস্ত সুবাসিতা মম ভক্তিপদস্ত চ ।
 তস্ত পূর্ণফলং দেবি মং প্রসাদাদিনং শুন ॥ ৩৩
 যক্ষ্মনিবতো ভক্তা যোমচারৌ বিচরবৎ ।
 অদ্বিতঃ সর্গভূতেষু সুরলোকে মর্তীষতে ॥ ৩৪
 ক্রতিমাত্রেণ যে দেবি মম ভক্তিপদায়ণং
 গাণপত্যং হি তেষাং বৈ দদামি কমলাননে ॥৩৫

তন্নিবেদিত ঘৃত ও অন্নাদি ইত্যাদি ও পদ-
 লোকে চিবকল প্রদান হয়। যে ব্যক্তি
 আলম্বনশ্রুত হইয়া এক বৎসর কমল বীজান্নেব
 ক্রায় কেবলপ্রকৃতি সর্গ-পাপবিনাশন ভগবান
 মহাদেবকে চিত্ত বাক্য অভিব্যক্ত করে, সে কখন
 মৃত্যুমুখে পতিত হয় না ও গাণপত্য লাভ করে
 হে দেবি। যে ব্যক্তি মহাদেশে অচ্চনা দ্ব্যেব
 প্রবান দীপ দান করে, সে কদম্বের তুল্য
 প্রভাবশালী হইবে। যদ্যেবোৎপন্ন পৃথিবীতে
 বিচরণ করে। যে ব্যক্তি ভক্ত ও কৃষ্ণ পক্ষের
 চতুর্দশী ও অষ্টমীতে যথাবিধি ভক্তিপূর্বক
 মহাদেবকে চিত্ত প্রদান করে, সে ইন্দের ক্রায়
 ত্রেয়োমণ্ডল স্বরূপ ভগবান মহাদেবকে লাভ
 করে। হে দেবি। যে ব্রাহ্মণ ত্রেয়োমতে
 ও আমাতে ভক্তিমান হয়, সে ব্রহ্মচারী হইয়া
 অনিয়মবৃক্ত হইলেও আমার প্রসাদে যে যে
 ফল লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। ২২—৩৩।
 ঐ ব্যক্তি পরম যুগ সক্ষম কল্যাপন
 করে, পক্ষীদিগের ক্রায় আকাশগামী হয় ও
 সর্গলোক মধ্যে কাহারও কর্তৃক পরাজিত না
 হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হয়। হে দেবি!
 যাহারা আমার কথা শ্রবণমাত্র আমাতে

যথা স্থানানি সর্গাণি ময়াতিরচিতানি বৈ।
 মহেশ্বরী তথা তেষু মৃত্যুতে। ন কদা ভয়
 যন্ত কামকৃতং তাক্সা একভক্তিকৃষ্টো নরঃ
 কায়বান্ধনঃ সংযুক্তো যাবজ্জীবন্ত গচ্ছতি।
 দেবি তিষ্ঠতি তাবচ্চ যাবদাভূতসংগ্রহম্ ॥
 অনেকবিঘ্নসমুত্তাপস্তমসং বহলীকৃতঃ।
 ব্যাধিতা নিত্যযোগস্থাঃ সত্যসন্ধা জিতেন্দ্রি
 একাগ্রমনসো নিত্যং পশ্যন্তি নিশ্চিতান্তঃ।
 তেষাং ন প্রলযো দেবি যুগকোটশতৈরপি
 নরাণামগ্নবিস্তানাং বিধিনা ভাবনাং বিনা।
 যথা ভক্ত্যাক্ষিতো দেবি তস্ত দাম্ভ্যমি না
 এতদুৎকৃষ্টতরং দেবি ত্বাক্ষিকেষু গুবৈবপি
 অচ্চনঞ্চ যথোক্তং বৈ গুহ্যং বাপি মতং ॥
 অচ্চাক্ষিতো ন তুষামি তব সন্দস্ত চ প্রিয়ে।

ভক্তিপরাশর হয়, হে পত্নীমানে, মর্ত্য
 তাহাদিগকে আমি গাণপত্য দান করি
 তাহার মদচিত্ত উপযুক্ত স্থান সকল
 করে এবং মৃত্যু হইতে তাহাদিগের ভয়
 না। হে দেবি! যে নর যথোক্তাচার
 ভাগ্যপূর্বক কেবল ভক্তিপরাশর হইয়া ক্রায়
 দ্বারা আমার উপাসনা করে, সে প্রলয়কাল
 জীবিত থাকে। হে দেবি। যাহারা ত্রয়ো
 দ্বারা অচ্চন, আমোদে উদ্বিক্ত হইয়া ভক্তি
 যত্ন না হয়, তাহারা পদে পদে বিঘ্ন লাভ
 ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়। আর যাহারা সগুণ
 জিতেন্দ্রিয় ও সমাবিশ্রুত হইয়া একগ্রা
 সর্গদা আমাকে ভাবনা করে, শতকোটি
 তাহাদিগের অপায় হয় না। হে পত্নী
 অল্প দনশালী যে সকল মানব ধ্যানযোগ
 কেবলমাত্র বিধিমাতে আমার অচ্চনা
 তাহার বিপুল ধন ও অতীষ্ট ফল লাভ
 কিন্তু আমার অচ্চনা বাতীত কিছুতেই
 সমর্থ হয় না। হে দেবি! দেবগণেরও
 অতিগোপনীয় এই অচ্চনামাহাত্ম্য তো
 কহিলাম, এক্ষণে ইহা অপেক্ষা গুহ্যতম
 তেছি, শ্রবণ কর। ইতর ব্যক্তি কর্তৃক
 পূজিত হইয়া আমি যাদৃশ সন্তোষলাভ

ভ্যো যথা তস্ম তুয্যামি হরিণেক্ষণে ॥ ৪২
জহং বরারোহে পূজিতঃ সৰ্বদৈবতৈঃ ।
দেবি ঐশ্বৰ্য্যামি জরামৃত্যুবিবর্জিতঃ ॥ ৪৩
ক্লেশমালোচ্য রক্তকাকনবাসসৈঃ ।
ক যজতে দেবি গাণপত্যো নিযুক্ত্যতে ॥ ৪৪
ত্রাষিতো মতাঃ পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ।
ক্লেশং তস্ম স্বর্গে চ বিপ্লবং ফলম্ ॥ ৪৫
স্বপনং কৃত্বা যো মে ভক্ত্যা নিযুক্ত্যতি ।
লোকানতিক্রম্য রুদলোকং স গচ্ছতি ॥
পরমবা যুক্তাঃ সাংখ্যযোগবিচারদাঃ ।
মম লোকান্ত ভিন্নো মণ্ডঃ সুদারুণঃ ॥ ৪৬
তু ন শমোতি দহি মাং দেবতা অপি ।
নব নিযুক্তা মাং পশ্যন্তি দেবি নাক্ষত্রাঃ ॥ ৪৮
কেষু সক্ষেম্যঃ সাংখ্যা নাব্যয়ী স্ততিঃ ।
নাস্তু সক্ষেম্যঃ সংখ্যা দেবি ন বিদ্যতে ॥ ৪৯

কীয়ন্তে সৰ্বভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ ।
বিনাশো গম ভক্তানাং সংহারেহপি ন বিদ্যতে ॥
যো ভূয়ো দেবতায়ুক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্ছতে নরঃ ।
তস্ম তাং মূর্তিমাশ্রয় প্রসীদামি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১
যো হি সৰ্বগতঃ পশ্যেৎ সৰ্বক ময়ি পশ্যতি ।
তস্মাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৫২
সত্যার্চিতমনোবুদ্ধিময়ি ভাবেন ভাবিতঃ ।
মমৈব চ প্রসাদেন নরঃ পাপাঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৩
সক্ষমা বহমানোহপি যো মাং দেবি সদা স্মরেৎ
রুদলোকং সমাপ্নোতি পশ্যাতে তু বৃষধ্বজম্ ॥ ৫৪
সক্ষারহে তু যো নিত্যং সততং ধ্যানকর্মণা ।
যদি ব্যর্থতি মাং দেবি চতুর্কসিমো ভবেৎ ॥ ৫৫
মভগেন তু ধোগেন যো মামর্চয়তে সদা ।
স মাং প্রবিশতে দেবি ন স্তি তত্র বিচারণা ॥ ৫৬
ধতুরকৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ বিদ্যপত্রৈশ্চ শোভনৈঃ ।

মললোচনে প্রিয়ে! কর্ণিক ও তেজঃ
প্রতিমাতে পূজিত হইয়া আমি তদৃশ
হই না। হে বরারোহে! আমি দেব-
র্গকে পূজিত হইলে তাহাদিগকে মোক্ষ
দ্রি এবং যাহারা বৃষ, দীপ, গন্ধ, মালা,
ও রক্তবস্ত্রাদি দ্বারা আমার অঙ্গনা
তহাদিগকে গাণপত্যপদে নিযুক্ত করি
৪২ যে ব্যক্তি একবারে উপবাস করিয়া
অঙ্গনা করে, সে সিতোৎপল প্রদান-
ল ও সক্ষমফলের ফল লাভ করে এবং
কে গমনপূর্বক পুণ্যকল-ভোগী হয়
ব্যক্তি পবিত্র হইয়া নিয়মপূর্বক ভক্তি-
রআমাকে স্নান করায়, সে ভূপ্রসূতি
র অতিক্রম করিয়া শিবলোকে গমন
সাংখ্যযোগকল যে সকল লোক পরম-
র্ষক আমার উপাসনা করে, তাহারাও
কে গমন করে, কিন্তু যাহারা অপর
উপাসনা করে, তাহারা অতি নিদারুণ।
বি! দেবগণও ভক্তি-সহকারে ধ্যান-
যতীত তপস্বী দ্বারা আমাকে অবলোকন
পারে না। ভক্তগণ অপর দেবতার
করিলে নিয়মিত ফল লাভ করে; কিন্তু

যাহারা আমাতে ভক্তিমান হয়, তাহাদের ফলের
ইহুতা নাই। হে প্রিয়ে! প্রলয়কালে স্বাবর-
জঙ্গমাশ্রক সকল পদার্থ ই বিনষ্ট হইয়া থাকে,
কিন্তু আমার ভক্তগণ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না।
যে নর ভক্তিপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্বক যে
কোন দেবতার উপাসনা করে, আমি সেই
দেবতার দ্বারপূর্বক তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
থাকি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যে ব্যক্তি
আমাকে সক্ষম্য ভাবে ও সকল পদার্থকে
মৎসরপ কান করে, সে কখন বিনষ্ট হয় না,
আমিও তাহাকে পবিত্রতাগ করি না। হে ভক্তে!
যে নর সত্য মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া ভক্তি-
পূর্বক আমাকে ভাবনা করে, সে আমার
প্রসাদে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং যে নর
সক্ষমা আমাকে স্মরণ করে, সে সর্বপ্রকার
পাপাচারী হইলেও শিবলোকে গমনপূর্বক মদীয়
দান লাভ করে। ৪৫—৫৪। হে দেবি! যে নর
সকল কাহারো সক্ষমা ধ্যান দ্বারা আমাকে
স্মরণ করে, সে ধন্য, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই
চতুর্কর্গে উৎকৃষ্ট ফলভোগী হয়। যে নর
বড় ভ্রাসাদি দ্বারা সক্ষমা আমার অর্চনা করে,
সে সংসারজা লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই,

চম্পকশ্রেণী মহাভাগে যো মে কুর্ঘ্যানিবেদনম্ ॥৫৭
 চম্পকপুষ্পৈঃ মাং দেবি অর্চয়েদ্যো হতস্তিতঃ
 গাণপতামবাপ্রোতি উগ্রৈর্ভৌমগণৈঃ সহ ॥ ৫৮
 পুষ্পৈঃ পদ্মচ্চিত্তৈর্বাপি কুর্ঘ্যাদ্যোঃ ভার্জনং মম
 অর্কপুষ্পৈস্তথা দেবি যো মামচ্চয়তে নরঃ ॥ ৫৯
 করবীরসহস্রং বা যো মে দদ্যাদিশেষতঃ ।
 করবীরসহস্রে তু যং ফলং শৃণু সাংপ্রভম্ ॥ ৬০
 অর্কাণাম্ সহস্রেন পদমেকং বিশিহাতে ।
 পদ্মানাম্ সহস্রেন ফলং তেষ্টব বদন্তবেৎ ॥ ৬১
 বকশ্চ কুন্দপুষ্পশ্চ তং ফলস্ত নিবেদয়েৎ ।
 কুন্দপুষ্পসহস্রশ্চ বকপুষ্পস্ত তং সমম্ ॥ ৬২
 বকানাম্ সহস্রেন উৎপলস্ত নিবেদয়েৎ ।
 একতো বিবপত্রস্ত তং ফলং সমুদ্রহৃতম্
 চম্পকস্ত মহাভাগে পুষ্পং বস্তুরকৈঃ স্মৃতম্ ॥৬৩
 এবমেতানি সর্গাণি নিবেদয়তি যশ মে ।
 তথা সর্গস্থ স্তোত্রাণি তস্মৈ পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৬৪

হে মহাভাগে! যে ব্যক্তি ধনুস-পুষ্প, চম্পক-
 পুষ্প ও বিবপত্রাদি আমাকে নিবেদন করে ও
 অনলস হইয়া, তাহা দ্বারা আমার অর্চনা করে,
 সে উগ্রমুষ্টি ভীম গণাদির সহিত গাণপত্য
 লাভ করে। হে দেবি! যে ব্যক্তি প্রশস্ত
 পদ ও অর্কপুষ্প দ্বারা আমার অর্চনা করে,
 কিংবা সহস্র করবীর-পুষ্প আমাকে নিবেদন
 করিয়া দেয়, সে পূর্ণানুব্রত ফল-প্রাপ্ত হয়।
 হে দেবি! সহস্র করবীর-পুষ্পাদি দান করিলে
 যে যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি, এক্ষণে শ্রবণ
 কর। ৫৭—৬৪। সহস্র অর্ক-পুষ্প অপেক্ষা
 একটি পদ দান করিলে অধিক ফল হয়। ঐ
 সহস্র উৎপল দান করিলে যে ফল হয়, বক ও
 কুন্দ-পুষ্প নিবেদন করিলে সেই ফল হয়। ঐ
 সহস্র কুন্দ-পুষ্প ও একটি বকপুষ্প, উভয়ের
 তুল্য ফল। সহস্র বকপুষ্প অপেক্ষা একটি
 উৎপল দানে অধিক ফল হয়। ঐ সহস্র
 উৎপল দানে যে ফল হয়, একটি বিবপত্র দানে
 সেই ফল হয়। হে মহাভাগে! আমাকে
 চম্পকপুষ্প দান করিলে, ধনুস-পুষ্পের সমান
 ফল হয়। যে ব্যক্তি প্রতিপূর্ণ ঐ সকল

সংবৎসরে চৈকেন পুষ্পাণাং যং ফলং লভেৎ
 দিবসেন তু তং সর্গং বিখ্যাতক বরাননে ॥ ৬৫
 শোভনৈর্দিবাগজাটোঃ শৃণু তস্মাপি যং ফলম্ ।
 বকপুষ্পপ্রদানেন অশীতিস্বর্গজং ফলম্ ॥ ৬৬
 কামেনাভ্যর্কমানস্ত শৃণু চৈব ফলং মহৎ ॥ ৬৭
 মম তুল্যো নরো ভূত্বা ত্রিশূলী রুমবাহনঃ ।
 ন হস্ততে গতিস্তস্ত অনিলস্তানসবে যথা ॥ ৬৮
 যস্ত শঙ্করনিশালাং পাদেনাক্রমতে নরঃ ।
 যস্তি বর্ষসহস্রাণি তিষ্ঠাগুণোনিম্ন জায়তে ॥ ৬৯
 ত্রযস্রিংশং সহস্রাণি দেব-দানব-রাক্ষসাঃ ।
 পূজয়ন্তি তু মাং নিত্যং ধন্যকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৭০
 অকামাং পঠতে নিত্যং যৈঃ চৈব শৃণুয়াত্ততঃ ।
 তু দলোকমবাপ্রোতি তুষ্টিস্তস্ত রুমধ্বজঃ ॥ ৭১
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতা
 পুষ্পসমুদ্দেশে নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

পুষ্প আমাকে নিবেদন করিয়া দেয়, তাহ
 পুণ্যফল কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বরানন
 এক বৎসর এক একটি পুষ্প দান করিলে
 ফল হয়, একদিন ভক্তিপূর্বক সেই সকল
 চন্দনের সহিত দান করিলে সেই ফল হয়
 অশীতি রতি সুবর্ণ দান করিলে যে ফল
 আমাকে বকপুষ্প দান করিলে সেই ফল হয়
 যে নর ভক্তিপূর্বক আমার অর্চনা করে,
 আমার জায় ত্রিশূলী ও রুমবাহন হইয়া যথ
 যুজ্য লাভ করে ও আকাশে বায়ুর জায়গা
 অব্যাহত-গতি হয়। হে দেবি! যে ব্যক্তি
 পাদ দ্বারা মন্দীর নিশালা স্পর্শ করে, সে
 সহস্র বর্ষ পদ্মাদি তিষ্ঠাগুণোনিতে ভ্রম
 করে। হে দেবি! ত্রযস্রিংশং সহস্র
 দানব ও রাক্ষসগণ ধন্য, অর্থ, কাম এই ত্রি
 সিদ্ধির নিমিত্ত নিত্য আমার পূজা ক
 থাকেন। যে ব্যক্তি কামনাপূর্বক
 কামনাপূর্ণ হইয়া, নিত্য এই শিব-মাহাত্ম্য
 করে কিংবা শ্রবণ করে, সে শিব
 গমন করে ও মহাদেব তাহার প্রতি
 হন। ৬১—৭১।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তুমিছামি ভগবন যেন তুষ্যতি শঙ্করঃ ।
কৌতুশং প্রোক্তং পুষ্পমূল্যস্ত কৌতুশম্ ॥ ১
পুষ্পেণ কিং পুণ্যং পরিমাণং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
কৌতুশং যোগমুপযুক্তং মহং ফলম্ ॥ ২
কেন প্রকারেণ আৰ্ঘ্যপূৰ্ণাং শঙ্করঃ ।
স্তব বিধিং কুংক্ষমুপোষ্যে চৈব কৌতুশম্ ॥ ৩

সনৎকুমার উবাচ ।

হানং মহাদেবং সয়ং দেবী তপঃস্থিতা ।
পরতি দেবেশং ভূতানামাদিমব্যয়ম্ ॥ ৪
ঐ দেবদেবেশ যেন তুষ্যসি শঙ্কর ।
ভক্ত ভবেন্দ্রেন মনসা কমুণাপি বা ॥ ৫
কৃত্যমহং শোভুং সৰ্বদেবনমস্কৃত ।
প্রববং কহি যথাপষ্টং মহামিতিঃ ॥ ৬
প্রমত্ত ভগবান দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৭

একবিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন! দেবদেব
যে প্রকারে সম্বোধন হন, তাহাকে কোন
পুষ্পে, অথবা পুষ্পের অভাবে কৌতুশ মূল্য
করিতে হয়, কোন কোন পুষ্প দান করিলে
ফল হয় ও শাস্ত্রসংযুত কিরূপ অশুলি-
ভাৱে পুষ্প দান করিলে মহৎ ফল হয়,
করে তাঁহার পূজা করিতে হয় এবং তু-
ল্যদান ও উপবাস করিলে কি কি ফল হয়,
আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি,
সতঃসমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন ।
আমি কহিলেন,—একদা অপোনিষ্ঠা ভগ-
বান্ধী, দেবগুরু ভূতপতি ভগবান্ধী মহা-
শম্ভোদন-পূর্বক কহিয়াছিলেন,—হে
দেবগুরো! কিরূপ আরাধনা করিলে
সম্বোধন হন এবং কিরূপ মানসিক জপ
দ্বি কৰ্ম্ম দ্বারা লোকগণ মুক্তিলাভ করে?
তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-
হে সৰ্বদেব-নমস্কৃত! তাহা আমি শ্রবণ
অভিলাষী হইয়াছি, অতএব তৎ-

শঙ্কর উবাচ ।

সাধু সাধু মহাভাগে বধোক্তং প্রথমমুত্তমম্ ।
ভক্তানাং মনুকম্পার্থং যথা ত্বং হি নিবোধ মে ॥ ৮
পুষ্পাণি রক্তপীতানি অসিতানি তথাপরে ।
লোমশা দণ্ডমায়ে চ দুৰ্গন্ধাঃ স্তব্ধকিনঃ ॥ ৯
অগন্ধা বা স্তব্ধকিনাং নানাগন্ধাস্তথৈব চ ।
তেষাং প্রসংখ্যা বক্ষ্যামি দেবি একমনাঃ শৃণু ॥ ১০
দেবানাং শুক্লপুষ্পে তু দুৰ্গন্ধা দানবেষু চ ।
কৰ্কশা লোমশাঃ চৈব রাক্ষসানাং প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১১
উদ্ধবেষাপাবেলায়াং যে চাত্রে পুষ্পিতা বনে ।
পুষ্পিতাস্তে চ পিতৃণাং সত্যং দেবি ত্রবীম্যহম্ ॥

দেবীবাচ ।

প্রমচ্ছন্তি চ যে মন্ত্র্যাঃ পুষ্পাণি বিবিধানি চ ।
তেষাং কৌতুশো ধর্ম্মঃ সম্যাক্তর্জনেপলপনে ॥ ১৩
পুষ্প স্থাপনেহ ভ্যস্তে গীত-বাদিত্রিনিঃস্রনে ।

সমুদয় আমার নিকট বর্ণন করুন । অনন্তর
দেবদেব ভগবান্ধী মহেশ্বর ঈশ্বর হস্ত ও সাধু-
বাদপূর্বক কহিতে লাগিলেন,—হে মহাভাগে ।
ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশার্থ তুমি যাহা
জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ
কর । হে দেবি! নরগণ স্তব্ধকিন, দুৰ্গন্ধ কিংবা
গন্ধশূন্য রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ কিংবা অপবর্ণ
পুষ্প ও স্তব্ধ কণ্টিকাদি দেবতা প্রভৃতিকে
প্রদান করিবে । ঐ সকল পুষ্পাদির মধ্যে
যাহাকে যাহা প্রদেয়, তাহা কহিতেছি, তুমি
একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর । দেবি! দেব-
গণকে স্তব্ধকিন শুক্ল পুষ্প, দানবগণকে দুৰ্গন্ধ
পুষ্প, রাক্ষসগণকে কঠিন শুভ্র কণ্টক এবং
পিতৃগণকে সাধারণ বনমাত্র প্রস্তুত ও
অসময়ে উদ্ভূত পুষ্প সকল প্রদান করিবে, ইহা
সত্য সত্যই কহিতেছি । ১—১২ । দেবী কহি-
লেন,—হে নাথ । আপনাকে বিবিধ পুষ্প সকল
নিবেদন করিলে, আপনার গৃহে সম্যাক্তর্জন,
খিলেপন, পুষ্পদীপাদি স্থাপন, অত্যন্তকরণ ও
মৃত্যু-গীত-বাদ্যাদি দ্বারা আপনার পূজা করিলে,
নরগণের কিরূপ পুণ্য হয়, তাহা আমি শ্রবণ
করিতে অভিলাষী হইয়াছি । কখনো

এতঃ সৰ্বাঃ সমাধাহি বসি চেষ্টক্ৰিবন্তি মে ॥ ১৪

শঙ্কর উবাচ ।

শুণু দেবি বধাতথ্য কৌতুহানমিতং শৃণু

সৰ্বসুখোৎসেহপি হ্যঃ সুবর্ণং শেষ্ঠমুচ্যতে ॥ ১৫

শক্তিভোগঃ স প্রদানেন ভক্তিমানীযরে দ্বিজঃ ।

তস্যাদেব প্রসাদেন মম লোকে মহীয়তে ॥ ১৬

দশ চৈব সহস্রাণি অপারোভিঃ ক্রৌড়তে ।

কন্দলোকমুপাসিক্কাঃ পশ্যন্তে কামপর্যায়ঃ ॥ ১৭

কৰ্ম্মজীতিকা বিজ্ঞেয়ঃ মায়া একাদশাপাথঃ ।

এতাদেবি প্রমাণেন সুবর্ণজীতিং ভক্তিমান ॥ ১৮

এতস্তে দেবি মতব্যঃ ভক্তানাং ভক্তিবৎসলে

প্রতিসৌবর্ণিকং পুষ্পং তত্রৈব কথ্যমামম ॥ ১৯

দোণপুষ্পক কন্দক কুণ্ডলে শঙ্করাঙ্গনম্

প্রতিসৌবর্ণিকং দেবি বিগপত্রক পাক্ষতি ॥ ২০

জবকুম্বমসৌবর্ণং তথ্য উরুমেব চ ।

বিসৌবর্ণক বিজ্ঞেয়ঃ সত্যক কথ্যমামম ॥ ২১

আমার প্রতি আপনাব স্নেহ থাকে, তাহা হইলে তৎসমুদয় বর্ণন করুন অনন্তর শঙ্কর কহিলেন,—হে দেবি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর হে দেবি! সকল দস্যের মধ্যে যে সকল বস্ত্র বহুদূলা, তন্মধ্যে সুবর্ণ সকলের শেষ্ঠ। যে ব্রাহ্মণ ভক্তি-পূৰ্ব্বক স্তব্ধে ঐ সুবর্ণ অর্পণ করে, আমার অনুগ্রহে সে শিবলোকে পুঞ্জিত হয় ও শিবলোকে স্থিত দশসহস্র অপারো-গণের সহিত ক্রৌড়া করিয়া, ভোগকাল-অবসান হইলে পৃথিবীতে পণ্ডিত হয়। হে ভক্তিপ্রিয়! অশ্রীতি প্রতি ও একাদশ মাস পরিমিত স্বর্ণকে সুবর্ণ বলে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূৰ্ব্বক ঐ অশ্রীতিসংগত সুবর্ণ দান করে, তাহার অসীম পুণ্য হয়। হে পার্শ্বতি! যে এক একটা পুষ্প পূৰ্ব্বোক্ত সুবর্ণের দ্বারা কলপ্রদ হয়, তাহা কহিতোহু শ্রবণ কর। আমার অভিলষণীয় দোণপুষ্প, কুম্বপুষ্প ও বিগপত্র; ইহারা পূৰ্ব্বোক্ত সুবর্ণের দ্বারা কলপ্রদ বলিয়া সত্যই অভিহিত হইয়াছে। জবা ও নাগকেশর পুষ্প, বিম্বকর্ণের দ্বারা কলপ্রদ বলিয়া সত্যই

জাতিমল্লিকপুষ্পাঃ পক্ষসৌবর্ণিকাঃ সূতাঃ

বৰ্ণকোটিং শতগুণং মম লোকে মহীয়তে

ভৈলেনাপি প্রিষো দদ্যাদ্ভ্যতাতাবে তু মানবঃ

ভেন দীপপ্রদানেন শশিবদাজতে দ্বিজঃ ॥ ২৩

শতং সত্যার্জনে বিদ্ধি সহস্রমুপলপনে।

পুষ্পোপহাব-বৃষ্টৈশ্চ শতং যোগিনমুত্তমম্।

মালাশতসহস্রস্ত জপাং শতগুণং সূতম্ ॥ ২৪

অঙ্কুরঃ গন্ধ-বপক চন্দনক বিলেপনম্।

একবিংশতিং সুবর্ণানি ময়া তে কীৰ্ত্তিতং পৃথক

চন্দনেনাভিলিপ্পিত সমতেনাপি বপয়েৎ।

কীরেণ ভাপয়েন্নিঃশ্চ দ্যতাতাতক কাবয়েৎ।

এন এব বিবিদেবি কত্তব্যো দেবমাতৃষে ॥ ২৫

পিং-গন্ধকর্ণ-যক্ষাণাং নাগানাং বক্ষসাত্তথ্য।

সকলে কহিতায়াং ময়া তে কীৰ্ত্তিতং তথ্য।

অভিহিত হইয়াছে ১৩—২৫। জাতি, মল্লিক চন্দনপুষ্প, বহু সুবর্ণের দ্বারা কলপ্রদ ও উক্ত হইয়াছে যে মানব দ্যতাতাবে তলপ্র ভক্তিপূৰ্ব্বক নিবেদন করিয়া দেয়, সে শতক বৎসর শিবলোকে পণ্ডিত হয় ও সেই দীপ প্রদান-হেতুক সেখানে চন্দ্রের দ্বারা শো-পায় হে দেবি। মদীয় গৃহ মার্জিত করি পূৰ্ব্বোক্ত শতগুণ ও গৃহ বিলেপন করি তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ কল হয়। ব্যক্তি বপ, দীপ ও পুষ্প প্রভৃতি উপহাব ব আমার পূজা করে, সে পূৰ্ব্বোক্ত শতগুণ উৎকৃষ্ট কল লাভ করে। শত মালাদান অপেক্ষা, জপ শতগুণ ব মালাদান অপেক্ষা, জপ শতগুণ ব প্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে পার্শ্ব ভক্তিপূৰ্ব্বক ভক্ত-প্রদত্ত অঙ্কুরচন্দন ও সু-বপ একবিংশতি সুবর্ণের দ্বারা কলপ্রদ। দেবি! ভক্তগণ চন্দন ও ঘৃত দ্বারা ম লিঙ্গের বিলেপন করিবে, কীর দ্বারা করাইবে, বপ দ্বারা বপিত ও ঘৃত দ্বারা অভ্যাস্ত করিবে। দেব ও নরগণ এই বিধানানুসারে আমার এবং পিতৃ, গন্ধৰ্ব, নাগ ও রাক্ষসদিগের পূজা করিবে। দেবি! লোক-হিতার্থে তোমার নিকট

দামহাকালে গনৈঃ সহ রুধক্ষজঃ ।

নো ঋতদেবি যো মাং বিধিবদাকুতে ॥ ২৮

সনৎকুমার উবাচ ।

স্ববিধ প্রোক্তা পরমীশেন এব বিজ্ঞা ।

নং তিতকামাণ কিমশুঙ্কোতুমিহাসি ॥ ২৯

পূজ্যে নিত্যং শব্দেঃ সক্ষিপস্ব

সমুদ্রাপোভ্যা কুদলোকং স পাকুতি ॥ ৩০

৫ ত্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসং-

হিতস্যং পুস্তকবিবিকখননামেক-

বিংশোঃ পাদঃ ॥ ২১ ॥

চাবিংশোঃ পাদঃ

বাস উবাচ ।

ব্রহ্মোতুমিচ্ছামি উপবাসক যো বিবিঃ

কৈবল্যমানং বিবানং পরমং তথ

। কথং স্মারিন বক্রনস্তনয় প্রভো ॥ ১

কহন করিলাম । যে ব্যক্তি যথাবিধি

কৈ পূজা করে, সে যথাক্রমে নন্দিপদ

করে, এমন কি, কালে সাক্ষাৎ রুধক্ষজ

নাথ হয় । সনৎকুমার কহিলেন,—হে

ব্রহ্ম! ভগবান মহাদেব লোকগণের হিত

জনিনিও এইরূপ পুস্তকবিবিক কহিয়া-

এক্ষণে তুমি আর কি শ্রবণ করিতে

চাও হইয়াছে, তাহা বল । যে ব্যক্তি

হইয়া পায়, করে কিংবা প্রতিপক্ষ

কৈ শ্রবণ করায়, সে সকল পাপ হইতে

হইয়া শিবলোকে গমন করে ॥ ২—৩০ ॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

চাবিংশ অধ্যায় ।

। কহিলেন,—হে ভগবন্ ব্রহ্মস্বজ !

কি কি ফল হয় এবং কোন্ কোন্

ন করিলে ও কোন্ কোন্ মাসে পূজাদি

কিরূপ ফল হয়, তাহা আমি জানি

সনৎকুমার উবাচ ।

১ ক্রমঃ পূর্নাতরঃ শুভমপবাসবিধিঃ পরম্ ॥ ১

চিম্বৎপক্ষতে শালে সিদ্ধ-পক্ষসেসেবিতে ।

ভপবিষ্টা দ দেবাদ্যাভ্যক্ষঃ ত্রিপুরশাসনম্ ॥ ৩

দেব-পক্ষসংহিতা মুনিসংসমাবলাঃ ।

প্রষ্টক পরমেশানং পরমং স্মিৎপূজিতম্ ॥ ৫

পরেণো ভাবানিন্দো ভবানগ্নিঃ সনাতনঃ ।

ভবান বসন্তঃ কামঃ সঙ্করঃ মনোবিধিঃ ॥ ৭

২ ১ সৃষ্টিঃ প্রতিমেবা শাক্তা কামো মনস্তথা ।

ন পক্ষেতঃকঃ বিদ্যাত্তবেবোরা ভবাবহম্ ॥ ৯

চন্দ্রশৌন প্রকাশ্যেতে যস্মিন দেশে গতা মম ।

প্রকাশ্যে চ সন্তান্তস্মিন দেশে যুক্তোতসা ॥ ১১

এব যেষ্টো তি জপাঃ হব্যকবো মনোবিধিঃ ।

মাহাত্ম্যং তে সুরশেষে যঃ পরোব্রহ্মতো নরঃ ॥ ১৩

কহিতে গতিলাসী হইয়াছি । হে প্রভো !

তৎসমুদয় যথার্থরূপে বর্ণন করুন । সনৎ-

কুমার কহিলেন,—হে দ্বিজবর । একদা দেব,

পক্ষস ও মুনিগণ অতি গোপনীয় পূর্নাতন

উপবাসবিধি সংক্ষেপরূপে শ্রবণ করিয়া, তাহাতে

তাত্পর্য পাত্তি না হওয়ায়, ভগবান ত্রিলোচন

ত্রিপুরশাসন মহাদেবকে বিস্তাররূপে জিজ্ঞাসা

করিবার মানসে, সিদ্ধ ও পক্ষসগণে পরিবৃত্ত

চিম্বালয় পক্ষতে গমনপূর্বক তাহাকে স্তব

কহিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনিই

বসুভাজ যম, ইন্দ্র, অগ্নি ও নিত্য-পুরুষ । হে

প্রভো ! আপনিই বসু, অর্থ, কাম ও মনস্বী

ব্যক্তির সঙ্করসকল । হে নাথ ! আপনি

সন্তোষ, ধৈর্য, মেধা, শাক্তা, কামনা ও মনঃ-

স্বরূপ । আপনার প্রসাদে ভক্তগণ দুঃখপ্রদ

ভীষণ নরক হইতে উদ্ধার হয় । হে দেব !

যে স্থানে আপনার ভক্তগণ গমন করে, সে

স্থানে চন্দ্র-সূর্য ও তাহাদিগের ভেজ হীন-প্রভ

হয় ও তাহারা নিজ ভেজ সমধিক দীপ্যমান

হইয়া অধিষ্ঠান করে । মনোবিগ্ন দেব ও

পৈতৃকাধো এইরূপ ভবদ্বীপ মন্ত উচ্চারণ

করেন । হে হুরবর ! যে নর প্রজ্ঞা-

সম্পন্ন হইয়া, তাহা জানি

ଧାର୍ଯ୍ୟସାଧି ସେ ଚାନ୍ତେ ଅନ୍ଧଧାନାନ୍ତ ମାନବାଃ ।
 ନ ତେହାଂ କିଞ୍ଚିତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ତ୍ବୟି ଭୁଞ୍ଜେ ଭବିଷ୍ୟତି ॥
 ନମୋଽସ୍ତୁ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସର୍ବତୋ ବିଷ୍ଣୁତୋମୁଖ ।
 ଅକ୍ଷୟଂ ଚାପ୍ରୟେୟଂ ପୁରାଣପୁରୁଷୋକ୍ତମ ॥ ୧୦ ॥
 ତ୍ବଂ ବାୟୁରନଳଟି-କଂ ତ୍ବଂ ଜଳଂ ତ୍ବଂ ମହୀ ସ୍ବତା ।
 ଜାତି-ଯନ୍ତ୍ର-ଧୂଷାଂ ପଦ୍ମସୌବର୍ଣ୍ଣିକାଃ ସ୍ବତାଃ ॥ ୧୧ ॥
 କୁକ୍କୁଟଂ ପଳଂ ତଦ୍ବା ଚାନ୍ତେ ସପ୍ତସୌବର୍ଣ୍ଣିକାଃ ସ୍ବତାଃ ।
 ନ୍ୟସୌବର୍ଣ୍ଣିକା ଛେଦ୍ୟା ବିଶ୍ବାଶୋକସିତି ସ୍ବତାଃ ॥ ୧୨ ॥
 ଏକାଦଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣାନି ନାମପୁଷ୍ପଂ ମକେଶବରମ୍ ।
 ଦୁଃକ୍ଷଂ ପଳଂ ବିକ୍ରେୟଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣାନି ତୁ ସାମନ ॥ ୧୩ ॥
 କନକଂ ଚ ପଞ୍ଚମଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣାନି ତ୍ରୟୋଦଶ ॥
 ଶାନ୍ତିଂ ଶଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣାନି ପଦ୍ମପୁଷ୍ପଂ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ॥ ୧୪ ॥
 ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗୀତିସହସ୍ରାଣି କ୍ଷୁଦ୍ରପୁଷ୍ପଂ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ।
 ବିମହସ୍ରଂ ବିକ୍ରେୟଂ ଶବ୍ଦଂ ବୈ ନିଗନ୍ତାତେ ॥ ୧୫ ॥

ତ୍ରିସୁବର୍ଣ୍ଣସହସ୍ରାଣି ଅକ୍ଷୁଦ୍ରପୁଷ୍ପଂ ନିଗନ୍ତାତେ ।
 ସହସ୍ରାଙ୍ଗୀତି ବିକ୍ରେୟଂ ବକ୍ଷୁପୁଷ୍ପଂ ନିଗନ୍ତାତେ ॥
 ଶତସାହସ୍ରିକୋ ଛେଦ୍ୟୋ ବଞ୍ଚୁରକ୍ଷୁ ଇତି ସ୍ବତାଃ ॥ ୧୬ ॥
 ଅକ୍ଷୁ କରବୀରଂ କୁଶୋଦ୍ଭବକ୍ଷୁ ଚ ।
 ସୋ ମେ ପ୍ରସଞ୍ଜତେ ଦେବି ଲଭତେ ମାମପତାତାମ୍ ॥
 ଏତାବଂ ପୁଷ୍ପଜାତୀନାଂ ଗଞ୍ଜାମାୟାମାହଂ ମନା ।
 ଅଷ୍ଟମୀ ଚାପରାହ୍ନେ ତୁ ତଥା କ୍ଷୁଚତୁର୍ଦ୍ଦଶି ॥
 ଏତେଃ ପୁଷ୍ପବିଶେଷେଷଂ ବୃଦ୍ଧ୍ୟାନ୍ନାୟାନ୍ତନଂ ମନା ॥ ୧୭ ॥
 ତତ୍ତ୍ବ ପୁଷ୍ପେନ ଗାନ୍ଧୋକାନ୍ ମୟ ଲୋକନିବାସିନଃ ।
 ଯଥେଷ୍ଟମକ୍ଷତେ ମୋହପି ଯତ୍ନେ ଦେବଃ ଶିବୋଽସ୍ତବଃ ॥
 ଆନାୟାର୍ଗଂ ସିଂହାରୁଦ୍ରମାୟାତୋ ବ୍ୟାପକଂ ଫଳମ୍ ।
 ଶବଂ ତବହୋକମନାଃ ପୂଜୟେନ୍ନାସ୍ତୁ ଯୋ ନରଃ ॥
 ନ ତତ୍ତ୍ବ ଦେବତାଃ କାଞ୍ଚିଦ୍ବିଧଂ କୁର୍ବନ୍ତି ସର୍ବଦା ।
 ଇହଲୋକେ ସୁଧଂ ତତ୍ତ୍ବ ପୁନଃସ୍ତତ୍ତ୍ବ ଚ ଜାୟତେ ॥ ୧୮ ॥
 କିଂ ବ୍ରତେଃ କିଂ ତପୋଭିଦା ମହାସାଂଧ୍ୟୋପୁଷ୍ପା

କରେ ଓ ଧାରଣ କରେ, ସେ ଆପନାର ପ୍ରସାଦେ କବନ
 ପାପେ ଲିପ୍ତ ହେବା । ହେ ଦେବ । ଆପନି ସର୍ବ-
 ଭୂତେର ଶରୀର ସର୍ବବାଣୀ ଓ ପଦ୍ମଧୂସ, ଆପନାକେ
 ନମସ୍କାର । ହେ ଭଗବନ । ଆପନି ଯବାସ୍ତ, ଅପ୍ର-
 ଯେଷ୍ଠ ଓ ପୁରୁଷୋକ୍ତମ । ଆପନିହି କ୍ଷିତି, ଶମ୍ଭୁ,
 ଛେଦ୍ୟଃ ଓ ବାୟୁ ସ୍ବରୂପ ବାଲିଆ ଅଭିହିତ ହୈଷା-
 ଛେନ । ହେ ଦେବ । ଆପନାକେ ନମସ୍କାର । ଦେବ-
 ଶ୍ୟମ ଏହିକ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଲେ, ଭଗବାନ ଯହେବର
 ପ୍ରସନ୍ନ ହୈଷା, ଶାନ୍ତିନିକ୍ଷେପେ ତ୍ରିକାସିତ ବିଷୟ
 କହିତେ ଲାଗିଲେନ :—ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମ । ଯଦ୍ବିକ୍ରେଣେ
 ଛତ୍ରପ୍ରଦଂ ଶାନ୍ତି । ଧୂସିକା ଓ ଯନ୍ତ୍ର-ପୁଷ୍ପ, ପଦ୍ମ
 ସୁବର୍ଣ୍ଣେର ଗ୍ରାହ ଫଳପ୍ରଦ ହେ । ବକ୍ଷୁପୁଷ୍ପ ଓ ତଦି-
 ତ୍ବର ପୁଷ୍ପ, ମଞ୍ଚ ସୁବର୍ଣ୍ଣେର ଗ୍ରାହ ଫଳପ୍ରଦ ହେ ଏବଂ
 ବିଷ୍ଣୁପୁଷ୍ପ ଓ ଅଶୋକପୁଷ୍ପ, ନ୍ୟସ ସୁବର୍ଣ୍ଣେର ସମାନ
 ଫଳଦ ବାଲିଆ ଅଭିହିତ ହୈଷାଛେ । ମକେଶବ-
 ନାମପୁଷ୍ପ, ଏକାଦଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣେର ମଞ୍ଚ ଫଳପ୍ରଦ ।
 ଦୁଃକ୍ଷପୁଷ୍ପ, ଦାଦଶ ସୁବର୍ଣ୍ଣେର ଗ୍ରାହ ଫଳପ୍ରଦ । ସୁଗନ୍ଧ
 ସୁବର୍ଣ୍ଣିକା ପୁଷ୍ପ ସକଳ ଛେଦନ ସୁବର୍ଣ୍ଣମଞ୍ଚ
 ଫଳଦ । ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ, ଶାନ୍ତିଂ ଶଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣେର ସମାନ
 ଫଳପ୍ରଦ । କ୍ଷୁଦ୍ରପୁଷ୍ପ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗୀତିସହସ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣେର
 ମଞ୍ଚ ଫଳଦ ଓ କରବୀରପୁଷ୍ପ, ବିମହସ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣେର
 ସମାନ ଫଳଦ ବାଲିଆ ଅଭିହିତ ହୈଷାଛେ ।

୧—୧୫ । ଏହିକ୍ଷୁଦ୍ର ଅକ୍ଷୁଦ୍ର, ତ୍ରିସହସ୍ର ସୁବ
 ମଞ୍ଚ ଫଳଦ । ବକ୍ଷୁପୁଷ୍ପ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗୀତିସହସ୍ର ସୁବ
 ମଞ୍ଚ ଫଳପ୍ରଦ ଓ ବକ୍ଷୁପୁଷ୍ପ, ଶତ ସହ
 ସୁବର୍ଣ୍ଣେର ସମାନ ଫଳଦ ବାଲିଆ ଅଭିହିତ ହୈଷା
 ହେ ଦେବି ! ଯେ ବାଞ୍ଛିତ ଚିନ୍ତିତୁକ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତା
 ଅକ୍ଷୁ, କରବୀର, କୁଶ ଓ ବକ୍ଷୁପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କ
 ସେ ମାମପତା ଲାଭ କରେ । ଯେହେତୁ ଆମି
 ସକଳ ପୁଷ୍ପେରହି ଗଞ୍ଜ ବିଶେଷରୂପେ ଗ୍ରହଣ କା
 ବାଞ୍ଛି । ହେ ଦେବି ! ଯେ ବାଞ୍ଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାଷ୍ଟମୀ
 ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶିତେ ଅପରାହ୍ନକାଳେ ଐ ସକଳ ପୁଷ୍ପ
 ନାୟୋକ୍ତାପୁଷ୍ପକ୍ଷୁଦ୍ର ଆମାର ଅପନା କରେ, ସ
 ଲୋକବାସୀରା ସେ ସକଳ ଲୋକେର ପୂଜା ଏ
 ମେ ମେହି ସକଳ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେ ଓ ଯେ
 ଅକ୍ଷୁ ଭଗବାନ ଯହେବର ପୂଜିତ ହେ, ସେହି
 ସମାକ୍ ପୂଜିତ ହେ । ସେ ବାଞ୍ଛି ଚିନ୍ତିତ
 ଫଳାଭିଳାସୀ ହୈଷା ଅନନ୍ତ ମନେ ଆମାର
 କରେ, ସେ ଦାନ-ପରିବରାଦି ବାଞ୍ଛିକତା ମି
 ଲାଭ କରେ ଓ ଶୃଙ୍ଗାଳାଦିପୁର୍ଣ୍ଣ ନାନାବିଧ ସାତ
 ମରକତ ହୈଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେ ; ଦେବଗଣ ଓ
 ବିଷ୍ଣୁଚରଣ କରିତେ ପାରେନ ନା ଏବଂ ଇହଲୋ
 ପରଲୋକେ ତାହାର ସୁଧ-ସମ୍ପାଦି ହେ ।
 ତାହାନିମେର ବ୍ରତ, ତପସ୍ତା ଓ ସାଧ୍ୟତା

স্তে তু মহাশ্রানো ন চৈব মুনিগাতনৈঃ ॥ ২৩
 শাশ্বতৈব পাশেন বধ্যন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ ।
 রাধেন তু কীরেণ পূজায়াত্মা যমাগ্রতঃ ॥ ২৪
 বদয়েদ্যথাকামং তস্ত পূণ্যফলং শৃণু ।
 টীকতসহস্রাণি বর্ষাণ্যন্ত হিমালয়ে ॥ ২৫
 ঐষ্টমৌমুক্ষুয়িত্বা যত্র তত্র যথা তথা ।
 স্রষ্টাকৈব পুংসাবাং বিশেষেণোপলভাতে ॥ ২৬
 বিদ্যং নবো যন্ত লিঙ্গমুচ্চয়তে সদা ।
 হং মংপ্রিয়ো দেবি যুগকোটি মমাগ্রতঃ ।
 তে মম লোকে চ যদি দীক্ষানুব্রুতে ॥ ২৭
 লং দেবদাকং বা ভক্ত্যা পুং প্রদাপয়েৎ ।
 শং দেবি লিঙ্গানাং তস্ত পূণ্যফলং শৃণু ॥ ২৮
 ব্রহ্মং চ সুবর্ণানি সাক্ষীকৃতি পুনঃপুনঃ ।
 বর্ষসহস্রাণি যোদতে চ মমালয়ে ॥ ২৯
 তং গুপ্তলং বাপি অগুরুকৈব যো দহেৎ ।

ঠানে প্রযোজন নাই এবং সে ব্যক্তিকে
 শাসনা উপদেশরূপে মুনিগাতনায় ক্রিষ্ট হইতে
 না । কিন্তু যাহারা সহস্রসিদ্ধ আমার
 সন্যাস পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র ব্রহ্ম-
 উপাদক শাস্ত্র অধ্যাস করে, তাহারা মিথ্যা
 মাত্রে বদ্ধ হইয়া বন্ধিত হয় । যে ব্যক্তি
 রাধা হৃদ্য দ্বারা মদীয় লিঙ্গ জ্ঞান করাইয়া,
 ৥৩ অস্তিত্বাচার্য্য দ্বারা নিবেদন করে,
 শতসহস্র-কোটিবর্ষ হিমালয়ে পূজিত হয় ।
 —২৭। যে মানব শিবমন্ড্রে দীক্ষিত হইয়া,
 ঐষ্টমৌমুক্ষুয়িত্বেন, যে কোন স্থানে, যে কোন
 লিঙ্গ, যে কোন পুংস দ্বারা অর্চনা করিয়া
 রাধা হৃদ্য দ্বারা মদীয় লিঙ্গের অর্চনা
 করে দেবি ! ঐ ব্যক্তি আমার প্রিয় হইয়া
 লোকে আমার সন্নিধানে কোটিযুগ বাস
 ৥। যে ব্যক্তি আমাকে সরলরূপসম্বৃত্ত
 দেবদাক-সম্বৃত্ত পুং ভক্তিপূর্বক প্রদান
 ৥, সে দ্বিপকাশদধিক শতসংখ্যক সুবর্ণ
 বহনিসের অর্চনাজনিত ফলতুলা ফল প্রাপ্ত
 ও ঐষ্টসহস্র-বর্ষ শিবলোকে আমল অশ্রু-
 করে । যে ব্যক্তি আমার পূজাকালে সম্বৃত্ত

যুগকোটিসহস্রাণি মম লোকে মহীয়তে ॥ ৩০
 কালদীপং তমো দদ্যাৎ সংবৎসরং যমাপি চ ।
 জলমস্তং শিবচৈব ভক্তানাং সুরেশ্বরঃ ॥ ৩১
 যবো হস্তে সুরশ্রেষ্ঠ সর্বভূতনমস্কৃতঃ ।
 অষ্টৌ কামান প্রয়চ্ছস অক্ষয়ানি মহীয়তে ॥ ৩২
 হং প্রতিঃ সর্বভূতানাং শরণং ত্বং ন সংশয়ঃ ।
 ঋষিভিঃ স্নাপয়েচ্ছম্মং লভতে মহতীং শ্রিয়ম্ ॥ ৩৩
 ভবপার্ষমুপাগম্য প্রাণলিঃ প্রবতাকরৈঃ ।
 উপবাসং পরং ধর্মং স্পৃশতি যনমা স্মৃতাঃ ॥ ৩৪
 দেব্যবাচ ।
 সর্বলোকপতে দেব সর্বলোকনমস্কৃত ।
 সর্বলোকহিতং বাক্যং ত্বং সমর্থোহসি ভাবিতুম্
 সর্বলোকায়ৈব বর্ণনাং কিং ফলং লভতে নরঃ ।
 ততঃ কথয় মে দেব বিবিং বিন্দুরতন্তুখা ॥ ৩৫
 এতৎসর্ববিধিং সম্যক শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৬
 শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শৃণু দেবি যথাগ্ৰামমুপবাসকলং ভূতম্ ।
 গুপ্তলং বা অগুরু পোড়ায়, সে কোটি-সহস্র
 যুগ শিবলোকে পূজিত হয় । যে ব্যক্তি অঙ্ক-
 কার-বিনাশের জন্ত সংবৎসর ব্যাপিয়া, যথা-
 কালে মন্ড্রদেশে দীপ-দান করে, ভগবান্ ভক্ত-
 প্রিয় শিব তাহার অন্তরে অবস্থান করেন । যে
 ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া, আমার সন্নিধানে
 আসিয়া, কৃতাজলিপুটে, “হে সুরেশ্বর ! আপনার
 অশ্রুতে যথো মলক্ষণ ধব আছে, সর্বভূতই
 আপনাকে নমস্কার করে ; হে ভগবান্ !
 আপনি আমার অবিস্মরণ মনোরথ পূর্ব করুন
 এইরূপ নিত্য প্রার্থনা করে, ধর্ম চতুষ্পাদ
 হইয়া তাহাকে অশ্রুত করেন । ২৬—৩৫ ।
 দেবী কহিলেন,—হে লোকনাথ ! হে নিখিল-
 জীৱনমস্কৃত ভগবান্ ! আপনি সর্বলোকের
 হিতকর বাক্য কহিতে সমর্থ । হে দেব !
 মানব পূর্বোক্ত উপবাসাদি কিরূপে কোন্ কালে
 অশ্রুতান করিয়া, কীদৃশ ফল প্রাপ্ত হয় ; এই
 সকল বিষয় স্বার্থরূপে শুনিতে অভিলাষি
 হইয়াছি ; আপনি বিস্তারপূর্বক বলুন । মহা-
 দেব কহিলেন,—হে প্রিয় । পরে ১৭ম অধ্যায় ।

যথা চ বালখিল্যানাং নৈমিষারণ্যবাসিনাম্ ॥ ৩৬
 উপবাসকালং দিব্যং কথিতং তাবিত্যশ্রুতাম্ ।
 সমুদ্যানাং দারিদ্র্যানাং জতুনাং দুঃখজীবিনাম্ ॥ ৩৭
 যথা ক্রবৎ ময়া দেবি ইদমাখ্যানমুচ্যতে ।
 শুনু বক্ষ্যামি অস্তেন মমবক্ত্রাধিশেষতঃ ॥ ৪০
 উপবাসকালকৈব মোক্ষং বাপি বিশেষতঃ ।
 সৰ্বমেতদশেষেণ প্রবক্ষ্যাম্যনুপূৰ্ব্বশঃ ।
 যথাপি দেবি সম্প্রোক্তান্তথা ত্বেকমনাঃ শুনু ॥ ৪১
 পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চ পৌর্ণমাসী তথৈব চ ।
 উপোষ্য মম ভক্তেন শুনু তস্তাপি যং ফলম্ ॥ ৪২
 সুভগো দশনীর্যস্য জ্ঞানভাগী ভবিষ্যতি ॥ ৪৩
 কৃষ্ণাষ্টকং ততুর্দশীং তথৈব চাষ্টমী ভবেৎ
 উপোষ্য একরাত্রেণ শুনু তস্তাপি যং ফলম্ ॥ ৪৪
 বহুতো বহুপুত্রস্য বিদ্যাভাগী চ জায়তে ।
 শুক্রাং চতুর্দশীকৈব যাবচ্ছূড়াষ্টমী ভবেৎ
 উপোষ্য একরাত্রেণ শুনু তস্তাপি যং ফলম্ ॥ ৪৫
 সুভগো দশনীর্যস্য জ্ঞানভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৪৬
 নবম্যাস্ত সদা ব্যাস একভক্তেন পূজয়েৎ
 কৃষিভাগী ধন্যস্য বহুপুত্রো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৭
 বালগ্ৰাস্ত সদা ব্যাস একভক্তেন পূজয়েৎ
 বিদ্যাভাগী ধন্যস্য ধনভাগী তু নিরিন্দেহঃ ॥ ৪৮

কৃষ্ণবাসী বালখিলা মুনিগণকে ও ধনা, নির্জন
 কি দুঃখজীবী, যে কোন পরমশেব পুরুষকে
 যে বেদমার্গাভ্যাসী দিব্য উপবাসকাল কহিয়াছি,
 এক্ষণে মোক্ষোপায় ও তদ্বিষয় বিশেষরূপে আনু-
 পূর্বিক সমস্তই কহিতেছি; তুমি স্থিরচিত্ত
 হইয়া শ্রবণ কর। আমার ভক্তজন যদি পঞ্চমী,
 ষষ্ঠী ও পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করে, তবে
 সে প্রিয়দর্শন, মহাজ্ঞানী ও পরম ভাগ্যবান
 হয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণচতুর্দশী
 তিথিতে মনুজ্ঞেয়ে উপবাস করে, সে ধনাঢ্য,
 বহুপুত্র ও বিদ্বান্ হয়। শুক্রাষ্টমী ও শুক্র-
 চতুর্দশীতে উপবাস করিলে, জ্ঞানী ও পরম
 সুন্দর হয়। হে ব্যাস! নবমী তিথিতে
 একাহারী হইয়া শিবপূজা করিলে, কৃষিজীবী
 হইয়া বহু ধন ও বহু পুত্র লাভ করে। দ্বাদশীতে
 একজন ব্রাহ্মণ ধন্যমান ও বিদ্বান্ হয়। এক

অমাবাস্যায় ত্রিরাত্রেণ যন্ত সংবৎসরং ক্রিপেৎ ।
 শতং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৪৯
 মাসে মাসে ত্রিরাত্রেণ যন্ত সংবৎসরং ক্রিপেৎ ।
 অপ্সরোগণসংঘট্টে বিমানৈ দিবি রাজতে ॥ ৫০
 যদি কালং ক্রবৎ প্রাপ্য জায়তে বিপুলে কলে ।
 এতন্তে কথিতং ব্যাস উপবাসস্ত যং ফলম্ ॥ ৫১
 যো দীপো দীপ্যমানস্ত কান্তিকে চ বিচক্ষণঃ ।
 সংযমৈরুপবাসৈশ্চ একভক্তেন যঃ ক্রিপেৎ ॥ ৫২
 অপট্টমিব পিবেন্মাসং নিরন্তো ভোজনান্তরে ।
 পৌষমাসং মহাভাগে তস্তাপি তুং বিবিং শুনু ॥ ৫৩
 একভক্তস্ত যঃ কৃধ্যাদেবং পরিচরেন্নরঃ ।
 তস্মিন্ মাসে সমস্তে তু প্রিয়ে শুনু ততস্তপি ॥ ৫৪
 বিধিনা তেন পানেন তপসিতু চ ব্রাহ্মণান্ ।
 শক্ত্যা তু দক্ষিণাং দদ্যাচ্ছুনু তস্তাপি যং ফলম্ ॥ ৫৫
 হংস-সারসসংযুক্ত-বিমানেন স গচ্ছতি ।
 মহাশ্বানঃ স্তভান্ লোকান্ সৰ্ব্বদেবেন বন্দিত ।
 শতবর্ষসহস্রাণাং সুখং তত্র বসতি চ ।

বর্ষ অমাবাস্যায় ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া, শিব
 পূজা করিলে, শত-সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে
 পূজিত হয়; ঐরূপ এক বৎসর প্রতি মাসে
 মনুজ্ঞেয়ে ত্রিরাত্র উপবাস করিলে, সে
 আকাশমার্গে অপ্সরোগণের সহিত নির্জনে
 বিচরণ করিতে পারে। ঐ ব্যক্তি যদি
 কখন কালবশে স্বর্গ হইতে চাও হয়
 তবে উচ্চকূলে ৬৭ লাভ করে। হে ব্যাস
 এই উপবাসকাল শ্রবণ করিলে। ৩৬—৫১
 এক্ষণে যে বিচক্ষণ ব্যক্তি কোন দি
 উপবাসী, কোন দিন একাহারী হইয়া, কতি
 মাসে দীপ প্রদান করিয়া, পর মাসে হস্তা
 দ্বারা ভোজন হইতে বিরত হইয়া কেবলম
 জল পান করিয়া অতিবাহিত করে পর
 পৌষ মাসে একাহারী হইয়া মাসান্তে ব্রাহ্ম
 দিগকে যথাবিধি জলপানে তৃপ্ত করিয়া যথাশ
 দক্ষিণা দেয়, তাহার ফল শ্রবণ কর; সে মৃত
 পর হংসসারসসমযুক্ত বিমানে আরোহণপূ
 দেবগণপূজিত মহাশ্বগণ কর্তৃক অধি
 লোক গমন করে। তদ্বায় লক্ষ বর্ষ

তত্চাপি চ্যুতো ভূয়ো জায়তে বিপুলে কুলে ॥৫৭
 জতিস্বরমাগ্নোতি স ধর্মং কুরুতে সদা ।
 তথা দুর্গতিং নৈব ভেন মাসস্ত মে প্রিয়ঃ ॥৫৮
 ত্রিরাত্রং কপয়েদ্যন্ত মাসে মাসে তু যো নরঃ ।
 তস্মিন মাসে সমাপ্তে তু পূজয়েচ্চ মম প্রিয়ে ॥
 বিবিনোদপানেন তর্পয়িত্বা তু ব্রাহ্মণান্ ।
 শক্তিতো দক্ষিণং দদ্যাচ্ছনু তস্তাপি যঃ কলম্ ॥
 নিম্নোগাদপবঃ বিদ্বান কিং ন পশাতু মাং প্রিয়ে ।
 ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ ॥ ৬১
 ভাগশঃ কামচারী স কামরূপী ব লোকতে ।
 দীপাতে ত্যগ্নি লোকেশ সলোকশ্চৈব নিত্যশঃ ॥
 তত্চাপি চ্যুতো ভূয়ো ব্রহ্মত্বং লভতে নরঃ ।
 সর্বস্বমেব সম্যগ্নং বাজরাজেন পূজিতঃ ॥ ৬৩
 দক্ষনম্ সদা মাসমেকভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ ।
 তস্মিন মাসে সমাপ্তে তু পূজয়িত্বা তু মাং প্রিয়ে ॥
 কতো দক্ষিণং দদ্যাচ্ছনু তস্তাপি যঃ কলম্
 যানপ্রসূবর্গেন বিস্তীর্ণে শতযোজনে ।

কবিষা তাত্ হইতে চ্যুত হইলে, পৃথিবীতে
 ঐ কুলে জন্ম গ্ৰহণ করে এবং জাতিস্বর
 পু হইয়া, সর্বস্ব ধনু চরণ করে ও মংপ্রিয়
 ণ্য কদাপি দুর্দশাপন্ন হয় না । যে মনব
 ণ্যসি ত্রিরাত্র উপবাসাদি আহার কবিষা
 নাতে শিবপূজা করিয়া, বিবিধ অন্ন-পানাদি
 ভজন করাইয়া ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সম্পাদন
 ত যথার্থকি দক্ষিণা দেয়, তাহার পূণ্যকল
 ণকর । সে পূর্বোক্ত সংকার্যের অত্
 ন ব্রহ্মত্ব হইয়া, ষষ্টিসহস্র বৎসর শিব-
 ণ্যংকার লাভ করিতে পায় এবং ইচ্ছা-
 ত্র কপাত্তব পবিগ্রহে ও যে কোন
 নে গমনে সমর্থ হইয়া, অগ্নি অপেক্ষা
 ণিক প্রকাশমান লোকে চির-নিবাস
 র । পরে তথা হইতে চ্যুত হইয়া সকল
 যানের অম্পদ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া, সম্রাট
 ঐকণ্ড পূজিত হয় । যে ব্যক্তি একাহারী
 ণ্য, দ্বাদশ মাস অতিবাহন করত মাসান্তে
 মার পূজা করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন
 ণিয়া, যথার্থকি দক্ষিণা দেয় ; হে পত্নমুখি ।

দীপাতে চারবিদ্যাক্ষি ব্রহ্মলোকগতে । নরঃ ॥ ৬৫
 তত্ বা বিচ্যুতো ভূয়ো মুখতন্ত্র জায়তে ॥ ৬৬
 ব্রহ্মত্বং লভতে চৈব চতুর্দেদশ জায়তে ।
 জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন্য বিনীতাশ্চ ভবতি তে ॥৬৭
 ধর্মজ্ঞাশ্চ হুভাধ্যাশ্চ অনেককৃত্যাদকাঃ ।
 চৈত্রমাসং মহাভাগে একভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ ॥৬৮
 তস্মিন মাসে সমাপ্তে তু পূজয়িত্বা তু মাং প্রিয়ে ।
 বিবিনোদপানেন তর্পয়িত্বা তু ব্রাহ্মণান্ ॥ ৬৯
 শক্ত্যা তু দক্ষিণং দদ্যাৎ শনু তথ্যাপি যঃ কলম্
 অশীতিসহস্রাণি শতবর্ষাণি পঞ্চ চ ।
 বাকুণ্যং লোকমাপ্নোতি যানেন মম তেজসা ॥ ৭০
 বৈশাখম্ যদা মাসমেকভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ ॥ ৭১
 তস্মিন মাসে সমাপ্তে তু পূজয়িত্বা তু মাং প্রিয়ে ।
 বিবিনোদপানেন তর্পয়িত্বা তু ব্রাহ্মণান্ ॥ ৭২
 শক্ত্যা তু দক্ষিণং দদ্যাচ্ছনু তস্তাপি যঃ কলম্ ।
 ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীষতে ॥ ৭৩
 তত্চাপি চ্যুতো ভূয়ো গবাং কোটিপ্রদো ভবেৎ
 জ্যৈষ্ঠমাসে চৈকভক্তং মমভক্তেনাহবাসনা ॥ ৭৪
 একহরৈব বর্ষাণো মুচ্যতে সর্বকিঞ্চিৎ ।

সে শতযোজন বিস্তীর্ণ ও অগ্নিসমানবর্ণ বিমানে
 আরোহণপূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া প্রকাশ
 পায় । পরে ঐ লোকচ্যুত হইয়া, পুনরাষ চতু-
 র্দেদবিদ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ধর্মজ্ঞ বিনীত
 পরম ধাত্তিক অনুকুল-ভাধ্যাশালী ব্রাহ্মণ হয় ।
 হে মহাভাগে ! ঐরূপে যে ব্যক্তি চৈত্র মাস
 অতিবাহিত করিয়া, মাস-সমাপ্তিতে আমার পূজা
 করিয়া যথাবিধি অন্ন-পানাদি ভোজন করাইয়া,
 ব্রাহ্মণগণকে পবিত্রপু করিয়া, যথার্থকি দক্ষিণা
 দেয় ; সে অশীতিসহস্র পঞ্চশত বর্ষ মংপ্রভাবে
 বরুণলোকে বাস করে । ৫২—৭০ । হে প্রিয়ে !
 ঐরূপে বৈশাখমাস অতিবাহিত করিয়া, আমার
 পূজা করত, যথাবিধি অন্ন-পানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ-
 গণকে তৃপ্তিসাধন করিয়া, যথার্থকি দক্ষিণা
 দিলে, ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত
 হইয়া, পৃথিবীতে কোটি গোপ্রদাতা হওয়া যায় ।
 হে প্রিয়ে ! বাকুণ্যমাসে একভক্ত

ক্রমহা ব্রহ্মহা চৈব তথৈব গুরুভক্ষণঃ ॥ ৭৫
 তন্মিথ্যাসে সমাপ্তে তু পূজয়িত্বা তু মাং প্রিয়ে
 বিধিনাম্নেন পানেন তপয়িত্বা চ ব্রাহ্মণান্ ॥
 ন তেষাং পুনরাবৃষ্টিবিদ্যাতে তু মহাত্মনাম্ ॥ ৭৬
 এব ঈশ্বরসন্তাষঃ কথিতস্তে সমাসতঃ ॥ ৭৭
 উপবাসস্ত যং পুণ্যং সাংবৎসরং যথোদিতম্ ।
 যজ্ঞকৃত্য শুভকৰ্ম্মণঃ প্রাপ্যান্তে ধৰ্ম্মমুত্তমম্ ॥ ৭৮
 ইদম্ আকরেষাপি ব্রহ্মসংসদ্যথোদিতম্ ।
 সার্ককামিকমক্ষ্যায় পিতৃভ্যাং পিতৃভিঃ ॥ ৭৯
 শকৈব কপিলায় বৎস নন্দ্যাদেকস্ত ব্রাহ্মণঃ ।
 তত্র স্তব্ধপ্রতীকাশমপ্সরোপপসেবিতম্ ॥ ৮০
 বিমানং লভতে শুভ্রং স নরো নাত্র সংশয়ঃ ।
 দশবর্ষসহস্রাণি স্বৰ্গলোকে মহীয়তে ॥ ৮১
 সুখং বসতি ধৰ্ম্মভুঃ সৰ্কদুঃখবিবৰ্জিতঃ ।
 তত্র চাপি চ্যুতো ভূয়ো জায়তে বিপুলে কূলে ॥ ৮২
 রাজত্বং লভতে মৰ্ত্ত্যঃ সংবৎসরশতাব্দ্যপি
 সৰ্কবৰ্ণবিনিশ্ৰুতঃ সৰ্কদুঃখবিবৰ্জিতঃ ॥ ৮৩

ইথং পরমং দেবি শুভং সৰ্কসমাভূতম্ ।
 একবিংশতিকল্পানি জাতিমেবং ন বাধুয়াৎ ॥ ৮৪
 ন জহাতি চ তং ধৰ্ম্মং রাজধৰ্ম্মং সমাপ্তিতঃ ।
 আষাঢ়মাসে সপ্তম্যামেকভক্ত উপোষিতঃ ॥ ৮৫
 শৃঙ্গটকং তদা পার্শ্বং দক্ষিণাং মূর্ত্তিমাঙ্কিতঃ ।
 লভতে বহুশো ধৰ্ম্মং যো হ্যাপোষতি চাষ্টমীম্ ॥
 শ্রাবণস্ত যদা ব্যাস একভক্তেন যঃ ক্লিপেৎ ।
 তন্মিথ্যাসে সমাপ্তে তু পূজয়িত্বা তু মাং প্রিয়ে ॥
 বিবিধান্নেন পানেন তপয়িত্বা চ ব্রাহ্মণান্ ।
 শক্ত্যা তু দক্ষিণাং নন্দ্যচ্ছগু তস্তাপি যং কলম্
 দশবর্ষসহস্রাণি সোমলোকে মহীয়তে ।
 হংস-সারসযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি ॥ ৮৬
 পিতবস্তস্ত তুষ্যতি বিংশদ্বর্ষশতানি চ ।
 তব চাপি চ্যুতো ভূয়ো জায়তে বিপুলে কূলে ॥
 গচ্ছতি-দেববিশ্রুতং সৰ্কভূতসমাপ্তিম্
 ব্রহ্মভুতৈব ব্রহ্মত্বং বিজ্ঞানকৈব জায়তে ॥ ৮৭
 যস্ত ভাদ্রপদং বাস একভক্তেন সংক্লিপেৎ

করিলে, পূৰ্ণোক্ত কল্পভোগী হয় ব্রহ্মহা, ব্রহ্মহা, গুরুভক্ষণমী বা যে কোন পাতকী, ঐ মাসে একদিন একভক্ত করিলে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। আর যে মাস-সমাপ্তি পঞ্চাশ মনস্করনা করিয়া অন্নপানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মবিধি তৃপ্তিসাধন করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। এই সংক্ষেপে ঈশ্বরপ্রভাব এবং বর্ষব্যাপী উপবাস-বিধি কহিতেছি; উহা শ্রবণে শ্রুতিগণ উত্তম ধর্ম্ম লাভ করে। ব্রাহ্মণ-বংশী এই সর্কভুত-সাধক অক্ষয় উপবাস-বিধি শ্রবণ করাইলে, পিতৃলোকে নিজ পিতৃ-গণের সহিত সুখে কাল অতিবাহিত করেন। ৭১—৭২। পাঠান্ত্রে যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে কপিলারো প্রদান করে, সে স্তব্ধতুল্য প্রতী-শালী, শুভ্র ও অম্পরোপ-সমবিত্ত বিমান লাভ করিয়া, সৰ্কদুঃখবর্জিত ও ধার্ম্মিক হইয়া স্বর্গ-লোকে দশসহস্র বর্ষ সুখে বাস করে। পরে তথা হইতে চ্যুত হইয়া, প্রশংসিত মানবকুলে জন্মগ্রহণ করত সৰ্কদুঃখবর্জিত ও সকল বহ-ভক্ত হইয়া শতবর্ষ রাজত্ব লাভ করে। যে

দেবি। ইহা অপেক্ষাও শুভতম কথা কহি-
 তেছি, শ্রবণ কর। ঐ ব্যক্তি একবিংশতিক
 পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে না এবং সে রাজত্ব
 আশ্রয় করিয়াও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না।
 ব্যক্তি আষাঢ় মাসে সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে
 একবার মাত্র শৃঙ্গটক কল ভক্ষণ করিয়া, মৌ
 দক্ষিণামূর্ত্তির উপাসনা করে, সে অসীম পু-
 লাভ করে। ৮০—৮৬। হে ব্যাস! যে ব্যক্তি
 একাদশী হইয়া শ্রাবণ মাস অতিবাহিত করি-
 মাসসমাপ্তিতে শিবার্চনা করত বিবিধ অ-
 পানাদি ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি
 সাধন করিয়া ধর্ম্মশক্তি দক্ষিণা দেয়, সে হংস
 সারসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নানাস্থায়
 বিচরণ করিতে সমর্থ হয় ও অমৃত বর্ষ চতু-
 লোকে পূজিত হইয়া সুখে বাস করে। তাহা
 প্রতি পিতৃগণ দ্বিসহস্র বর্ষ সন্তুষ্ট থাকেন
 পরে চতুর্লোক হইতে চ্যুত হইলে, মহৎ ব-
 দেব-পদার্থপূজিত ও পুত্রপৌত্রাদি-সমর্থ
 ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পরম ব্রহ্ম
 হয়। হে ব্যাস! যে ব্যক্তি ঐরূপ ভাৱে

মাসেসে সমাপ্তে তু পূজয়িত্বা তু মাং প্রিয়ে ।
 বিধেনাপ্রাপ্তেন তপয়িত্বা চ ব্রাহ্মণান্ ।
 জ্ঞাতু দক্ষিণাং দদ্যাক্ষুণ্ণ তস্তাপি যং ফলম্ ॥
 ষষ্ঠসহস্রাণি বায়ুলোকে মহীয়তে ।
 এতাপি চ্যুতো ভূত্বা জায়তে বিপুলে কূলে ॥
 ধীদেবং নিখিলং সর্ষভূতসমগতম্ ।
 ধেন চতুর্দশদ্বাপনীয়ং যো ভবেৎ ॥ ১৫
 বনস্থ যদা ব্যাস একভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ ।
 মাসেসে সমাপ্তে তু পূজয়িত্বা তু মাং প্রিয়ে ॥
 এতু দক্ষিণাং দদ্যাক্ষুণ্ণ তস্তাপি যং ফলম্ ।
 তু রাজকুমার্য ত্রিগুণং লভতে ফলম্ ॥ ১৭
 ষষ্ঠসহস্রাণি সূর্যলোকে মহীয়তে ।
 চপি চ্যুতো ভূত্বা জায়তে বিপুলে কূলে ॥ ১৮
 বৌ বৌদ্যম্পন্নো ধনৌ ভবতি মানবঃ ।
 মাসে যদা ব্যাস অভ্যাজেন কীর্তিতম্ ॥ ১৯
 ষষ্ঠ কলস্ত পঞ্চদা স ভবেন্নরঃ
 গতিব্রতাদিনাকৈকাহরোপবাসিনাম্ ॥ ১০০
 পবাসিনাকৈব তথা মাসোপবাসিনাম্ ।

শাকভক্ষ্যাসুভক্ষ্যণং যসেৎ তু জলশায়িনাম্ ॥ ১০১
 ব্রহ্মচারিত্রতানাক ফলমূল্যশিনাং তথা ।
 যন্ত যন্তে তু কালে তু সংবৎসরমুপোষতি ॥ ১০২
 এবংবিধং প্রবক্ষ্যামি শৃণু তস্তাপি যং ফলম্ ।
 অশ্বমেধসহস্রস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১০৩
 বাজপেয়স্ত ধর্ম্যজ্ঞ ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
 যন্ত কল্যাক সায়ক ভূজানো নাস্তরং পিবেৎ ॥ ১০৪
 অহিংসানিরতৈশ্চ শৃণু তস্তাপি যং ফলম্ ।
 পৌণ্ডরীকস্ত যজ্ঞস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
 যন্ত চচারি মাসানি বীরাঙ্গনগতো ভবেৎ ।
 অহিংসানিরতৈশ্চ শৃণু তস্তাপি যং ফলম্ ॥ ১০৬
 দশবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
 যদি কালে ক্ষয়ং পক্ষেজায়তে বিপুলে কূলে ॥
 অব্যাধিতো নিরোগশ্চ দীর্ঘায়ুতৈশ্চ জায়তে ।
 যন্ত দাদশবর্ষাণি একাহারো ভবেন্নরঃ ॥ ১০৮
 অহিংসানিরতৈশ্চ শৃণু তস্তাপি যং ফলম্ ।
 সর্ষভূতফলকৈব লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৯
 হংস-সারসযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি ।

গরী হইয়া মাসান্তে শিবপূজা করিয়া,
 গণকে বিবিধ অন্নপানাদি ভোজন করা-
 য়াশক্তি দক্ষিণা দেয়, সে লক্ষবর্ষ বায়ু-
 পুঞ্জিত হইয়া সেই লোক হইতে চ্যুত
 হুতলে মহাকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া,
 তের সহিত দেব ও গন্ধর্ব্বকেও শাসন
 সমর্থ হয় এবং বিশেষ যুক্তি দিয়া বেদ-
 অধ্যাপনা করে। হে ব্যাস! ঐরূপ
 তি আশ্বিন মাসে একাহারী হইয়া
 শিবপূজা করিয়া, বিবিধ দ্রব্যে ব্রাহ্মণ-
 করাইয়া, যথাসক্তি দক্ষিণা দেয়, সে
 ষষ্ঠ অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞের ত্রিগুণ
 করিয়া, ষষ্ঠসহস্রবর্ষ স্বর্গলোকে পুঞ্জিত
 থাকে। পরে ঐ লোক হইতে চ্যুত হইয়া,
 বলিষ্ঠ ও ধনবান হইয়া, উন্নত মানব-
 য়গ্রহণ করে। সনৎকুমার কহিলেন,—
 ॥ এই প্রত্যেক মাসের ব্রত স্বয়ং
 গারে কীর্তন করিলাম । ৮৭—১০০ ।
 কহিলেন,—যে ব্যক্তি আমাকে ভক্তি-

পরায়ণ হইয়া একদিনান্তর উপবাস করে, কি
 পক্ষোপবাসী হইয়া পক্ষান্তে বা মাসোপবাসী
 হইয়া মাসান্তে ভোজন করে, কিংবা কেবল
 মাত্র শাকভোজী বা জলপায়ী হইয়া দিন
 ধাপন করে, কিংবা সর্ষদা জলশায়ী হইয়া
 থাকে, কি ফল-মূল মাত্র ভক্ষণ করিয়া
 ব্রহ্মচর্য-ব্রতচরণ করে, অথবা সংবৎসর
 দিবসের বস্তুভাগে আহার করে, সেই মন্তক
 মানব সহস্র অশ্বমেধ ও বাজপেয় যজ্ঞের ফল
 প্রাপ্ত হন। সনৎকুমার কহিলেন,—যে
 ব্যক্তি অহিংসা-পরায়ণ হইয়া, প্রাতঃ ও সায়-
 কালে ভোজন করে, ইহার মধ্যে কিছু পান
 পর্ধ্যস্ত না কবে, সে পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল-
 ভাগী হয়। যে ব্যক্তি হিংসাত্মক ও চতুর্দাস
 ফলমূল্যশী হইয়া অন্নচরী হয়, সে অযুত বর্ষ
 স্বর্গলোকে পুঞ্জিত হয় ও কালক্লেশ বর্গচ্যুত
 হইলে অরোগ ও দীর্ঘায়ু হইয়া মহাকূলে
 জন্মগ্রহণ করে। যে মানব দ্বাদশ বর্ষ হিংসা-
 যুক্ত হইয়া একাহারী হয়, সে বিজিত

শতবর্ষসহস্রাণি ষষ্টিবর্ষশতানি চ ॥ ১১০ ॥
 ইহলোকে সুখং প্রাপ্য পশ্যন্তঃ স্বর্গে মহীয়তে ।
 যদি কালক্রয়ং গতা জায়তে বিপুলে কুলে ॥ ১১১ ॥
 অব্যাহিতো নিরোগঃ দীর্ঘায়ুর্ভোগ্য জায়তে ।
 স নরো ব্যাধিরহিতঃ স ভবেৎ সুখভাজনম্ ॥ ১১২ ॥
 পদে পদে যক্ষ্মণঃ লভতে চানুপূর্ণশ ।
 তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১১৩ ॥
 পুষ্পকেন বিমানেন দেবলোকঃ প্রতিক্রমেৎ ।
 ক্রীসহস্রব্রতে রম্যো রমতে নত্রে সংশয়ঃ ॥ ১১৪ ॥
 কাকীনপূরশচৈব সুখং স প্ৰতিবুধ্যতে ।
 মৃদুবেণুশব্দেন বংশৈশ্চ কবমুখিতঃ ॥ ১১৫ ॥
 তপসঃ কৃতস্তাপি ফলমস্তাপানুভবম্ ।
 ব্যাধিকং স বিনির্জিতা শোক-বাগবিবর্জিতঃ ॥ ১১৬ ॥
 দিবসং পঞ্চশতিকং বাতৌ সাত্ত্বিকং অপেৎ ।
 বজ্র-বনধাসু ক্রেন বিমানেন স গচ্ছতি ॥ ১১৭ ॥
 যদি কালক্রয়ং গতা জায়তে বিপুলে কুলে ।
 বলবান্ কপসম্পন্নো লভতে বিপুলং শিবম্ ॥ ১১৮ ॥

সকল যজ্ঞের কলভাগী হইয়া, হংস-সারসযুক্ত
 বিমানে আরোহণ করিয়া, এক লক্ষ ষট্‌সহস্র
 বৎসর পূর্বালোকে বিচরণ করে ও ইহলোকে
 পশুর সুখী হইয়া পরলোকে পূজিত হয় ।
 কালক্রমে পূর্বালোক হইতে চ্যুত হইলে
 নীরোগ, দীর্ঘায়ু ও পরম সুখী রাজা হইয়া
 মহাকূলে জয়প্রভা করে এবং প্রতিপদে
 আনুপূর্ণিক সকল যজ্ঞের কলভাগী হয়,
 পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকেও
 গমন করে, সর্কস্ত্রী সহস্রমঞ্চল সুরম্য প্রদেশে
 ক্রীড়া করে এবং নারীগণের কাকী ও নপুংসের
 মনোহর নিনাদে নিদ্রিত হইয়া, বেণু, বংশ ও
 মৃদঙ্গাদি বাদ্যের মৃদুস্বরাদি শ্রবণেতে আগ্রহিত
 হয় এবং নীরোগ হইয়া, নিভ্র আচরিত
 তপস্যার অনুরূপ এই সুচাক্র ফল ভোগ
 করে । ১০১—১১৫ । যে ব্যক্তি রাগধেবাদি
 শূন্য হইয়া, “নমঃ শিবায়” এই পঞ্চাকর মন্ত্র
 দিবসে পঞ্চশত ও রাত্রিতে সহস্রবার জপ করে,
 সে হীমক-প্রমালাদি যথিযুক্ত বিমানে বিচরণ
 করে । কালক্রমে তাহা হইতে চ্যুত হইলে,

দীপপ্রদানং যো দদ্যাদ্দৈবতে ব্রাহ্মণেষু
 তেন দীপপ্রদানেন অক্ষয়্যাকং গতিং ল
 অত উক্তং প্রবক্ষ্যামি শৃণু তস্তাপি দং
 ব্রাহ্মণেভ্যো দদাতীহ পানীয়ং অকম্যা
 তেন পান্যাদকানাম-নদীমধ্যে বসতি
 চন্দ্রপ্রদানং যো দদ্যাদ্ভিজায় অনিতানি
 গৃহাণি হস্ত্যাদিযানি লভতে নাত্রে সংশয়ঃ
 ধেনুপ্রদানং যো দদ্যাদ্ভ্রাহ্মণেষু বিশেষ
 যাবন্তি রোমকূপাণি তস্তা গাত্রেসু তিষ্ঠি
 তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
 কপবান্ শীলসম্পন্নো বিদ্যাভ্যাসং ভবেৎ
 বহুদানকং যো দদ্যাদ্ভ্রাহ্মণেষু বিশেষতঃ
 নববর্ষপ্রদানেন লভতে অক্ষয়ং বলম্ ।
 নববর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি মানবঃ ॥
 যদি কালক্রয়ং গতা জায়তে বিপুলে কু
 লে কপিলাদানং যো দদ্যাদ্ভ্রাহ্মণেষু বিশেষ
 যাবন্তি রোমকূপাণি তস্তা গাত্রেসু বসতি
 তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥

বলবান্ ও সুকপ হইয়া মহাকূলে
 করত মহৈশ্বর্য প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি
 ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দীপ দান করে,
 দীপ-প্রদানে অক্ষয় সঙ্গতি লাভ করে ।
 কহিতেছি শ্রবণ কর । মানব শ্রদ্ধাবান
 ব্রাহ্মণকে পানীয় প্রদান করিলে প
 নামক নদী মধ্যে বাস করে এবং ত
 কর্পর প্রদান করিলে বিবিধ হস্ত্যযুক্ত
 মান গৃহ লাভ করে । ব্রাহ্মণকে ধেনু
 করিলে ত্রি ধেনুর গাত্রে যতগুলি
 আছে, তত সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত
 পরে সংস্কার সম্পন্ন, বিদ্বান্ ও পর
 হয় । যে মানব ব্রাহ্মণকে নতন বস্ত্র
 করে, সে অক্ষয়ফলভোগী হইয়া, নববর্ষ
 স্বর্গলোকে আনন্দ অনুভব করে, ব
 স্বর্গচ্যুত হইলে মহাকূলে জয় লাভ
 হে ব্যাস ! ব্রাহ্মণকে কপিলা দান করি
 ধেনুর গাত্রস্থিত রোমকূপ সংখ্যক

[illegible]

১। ব্রহ্ম ত্রিভুবনশেষে ত্রাসক ত্রিপদেশবর ।
 ত্রিপদস্তরণে জ্যেষ্ঠৈব ত্রিপদগাবর ॥ ১
 যক্ষরক্ষঃপ্রমথন শূলপাণে ত্রিপদুক্ষ ।
 প্রমথবিপাতে দেব নীলকণ্ঠ বশন্তম ॥ ২
 কপাদিন ভূতসংহেদে ব্যাঘ্রচক্ষুনিবাসক ।
 ভগবন তুষাঙ্গে কেন ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩
 কো বা বিবিঃ কিং ব্রহ্মক কথ্যকৈব অনাশকঃ ॥ ৪
 পরিচর্য্য নিযমা যমাঃ কথং
 পুংপানি পক্ষানি ফলানি কিংসিংহ ।

वाकिरुण अवायु मयासु ॥ २२ ॥

দেবী কহিলেন,—হে ত্রিভুবনপাতি !
 ত্রিভুবন । দেবদেব নাসিক । আপনি সংগ্রামে
 ত্রিপুরবাতী ও যক্ষ বাক্স আপনায় অনুচর ।
 হে শূলপাণে । রিপুতর । পদ্মধর । প্রমথনাথ !
 দেব নালক । আপনি অষ্টবনুর অধিপতি,
 ভূভগণ আপনার অনুচর, ব্যাঘ্রচক্ষু আপনার
 পরিধান । হে ভগবন । ভক্তবৎসল ! কপাদিন্ !
 আপনি বিরূপ আরাধনার ভক্তপথের প্রতি
 সজ্জ হন, উহা কোন বিধি ? কি ব্রত ?
 কেনই বা উহা অনাসক বলিয়া কথিত ? এবং
 হে দেবদেব ! বিরূপ উপাসনা, নিরূপ ও

কস্তাং ভিষো বা তব পূজনং শ্রীং

প্রকৃতি দেবেশ্বর শূলপাণে ॥ ৫

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

চতুর্কর্মমষ্টমীক যন্ততো যঃ ক্রিপেয়ঃ

নৈবেদ্যৈববিধৈশ্চৈব শ্রয়তাং চাকলোচনে ॥ ৬

অষ্টম্যাস্ত বরারোহে গবাং কৌরেণ মো মম ।

নাপয়েচ্চ নিরাহারঃ প্রসঙ্গাত্মা ভিত্তিস্থিঃ ॥ ৭

দেবভোঃপাদনং কৃতা অমুনা বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ

গন্ধমালামধু স্নানং ভূপাং বৎ প্রচিহ্ষয়েৎ ॥ ৮

সিদ্ধমন্ত্রং সাধয়েত শাক-মূল-ফলানি চ ।

অগ্রমুদ্রতা বিধিনা ঈশ্বরায় নিবেদয়েৎ ॥ ৯

চতুর্কিধায়াং মূর্তৌ ৬ স্থিতিলে বৎ চিত্তমেৎ

জানুত্যাং ভানুনা বর্ষা মন্যে গতা সমাশ্রিতঃ ॥

ব্যাশ্রিতোপবিষ্টো বা শ্রদ্ধয়া পরমা মৃতঃ

তাত্ত তৎকেন গহুতি ভক্তানাং ভক্তিবৎসলে ॥ ১০

শ্রদ্ধয়া ঈশ্বরী চেষ্টে ভক্তিসম্মেধলক্ষণ ।

বৎসবাদবিচিত্রানি দিত্যাকরানি যানি চ ॥ ১১

সংক্ষেপে, কোন পুষ্প, ফল ও গন্ধদি প্রদান

পূর্বক কোন ভিধিতে অ'পনার পক্ষ' করা

কর্তব্য ? তাহা বলায় । মহাদেব কহিলেন,—

হে চাকরনন্দন । যে মন্ত্রকে মানব চতুর্কর্মী

ও অষ্টমী ভিধিতে আমাকে নিবেদ্যাদি

নিবেদন করিয়া উপবাস করে, তাহার ফল শ্রবণ

কর । হে বরারোহে । মানব ভিত্তিস্থি ও

নির্মলাস্ত-করণ হইয়া অষ্টমীদিনে গে দুঃ

খাবা আমাকে প্রদান করাইবার পর প্রতিষ্ঠা

স্থানে মংসাদি করিয়া, গন্ধমালা প্রভৃতি

প্রদানপূর্বক ভূপাণ্ডুরে মচ্চিস্তাপ্রদান হইয়া

সিদ্ধমন্ত্র সাধন করিলে ও শাক-মূল-ফলাদির

অগ্রভাগ তুলিয়া বিধিপূর্বক আমাকে নিবেদন

করিবে । হে প্রিয়ে । ভক্তিবৎসলে ! অনন্তর

সাধক জানু'পট্ট-মহীতল হইয়া, প্রসন্নময়ী

একুতি মদীয় চতুর্কর্ম মূর্তিতে পরম প্রদাসহ-

কারে আমাকে চিত্তা করিয়া মন্ত্রাদিপাঠে অনু-

কূল ও প্রসন্ন করিবে । প্রকার সহিতই এই

পূজাদি কার্যে জীবের ভক্তি প্রকাশ পায় এবং

পূর্বক প্রভৃতি বিচিত্র বাদ্য ও দ্রব্য অন্ন-পানাদি

ভক্তিহীনাগ্ৰন্থেয়ানি সদ্যোক্ততরসানি চ ।

তস্তাহং নৈব তুষ্যামি বিমুখোহহং বরাননে ।

মন্ত্রকৈব প্রবক্ষ্যামি শৃণুযায়তলোচনে ।

যস্ম সিংহরথৈশুভং ব্যাবস্তান্নাক্ষগামিনঃ ॥

তমহং পুণ্ডরীকাক্ষং ক্রুদমোক্ষারয়াম্যহম্ ।

আয়াস্ত দেবাঃ সগণা উমা দেবী মহেশ্বরী ॥

ভগবতে মহাদেবায় পার্শ্বগতায় অনুচরায় স্বা

আমলকং গন্ধমম্রং শিবস্নানং পুনর্ভজ স্বা

প্রদক্ষিণং পরাবর্তে সর্কমেব উমাগুতে স্বা

ইমা আপঃ শান্তাঃ শান্ততমা

অমৃততম্য অমৃততম্য আপঃ পূতাঃ ॥ ১১

বক্ষপবিত্রেণ পূতাঃ সখ্যায় বশিষ্ঠিঃ

আহারঃ সর্কমেবান্নং গন্ধোহহং প্রতিগৃহত

স্বাহা ॥

গন্ধং নস্তং মম ভক্ত্য প্রতিগৃহ্য নমোহহং

মুগন্ধং সুমনোদিবোঃ সর্কমকৈরনন্তম্ ॥

যে কিছু সুরস-দ্রব্য অশুদ্ধপূর্বক যা

দেয় হে বরাননে । আমি তৎপ্রতি প্রতি

হইয়া সে সকল গ্রহণ করি না ও কে

সম্বলিত হই না । হে বিশাললোচনে ! এ

মন্ত্র কহিতেছি, শ্রবণ কর । "ব্যাসের

উচ্চগতি যে প্রভৃ সিংহ-বাহন রথেই

করেন, সেই কমললোচন কদকে ওক্ষর

আবাহন করিতেছি । মাণ্ডচর সকল ও

ও পরমেশ্বরী উমা এই স্থানে আগমন কর

১—১৫ এইরূপ আবাহন করিয়া, "ভ

মহাদেবায় পার্শ্বগতায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ কর

পূর্বক আমলকফলের রস দ্বারা স্নান করা

পরে "প্রদক্ষিণং পরাবর্তে" ইত্যাদি মন্ত্র

প্রদক্ষিণ করিবে । হে প্রভো !

পানীয় ভল শান্ত, শান্ততম, ।

অমৃততম, অতি পবিত্র এবং ব্রহ্মপরি

দ্রব্যের কিরণ-সম্পকে পূত হইয়াছে, ।

গ্রহণ করুন । "আবেদ্যঃ সর্কমেবান্নং

হং প্রতিগৃহতাম্" এই মন্ত্র পাঠ করি

অতো ! আমি ভক্তিসহকারে গন্ধ প্রদান

করি, আপনি গ্রহণ করুন, আপনাকে না

১৫ ব্রহ্মপবিত্রেণ পূতঃ স্ৰীশ্চ রশ্মিভিঃ ।
১৬ দক্ষা ময়া ভক্ত্যা প্রতিগত্ব নমোহস্ত তে ॥
প্রজানাংপতয়ে নমো ভক্তগণাচ্চিত ।
জিহ্ব ইমং দীপং শিবলিঙ্গ নমোহস্ত তে স্বাহা
পো জ্যোতিঃ তেজঃ দেবানাং প্রভবঃ সূতঃ
তা ব্রহ্মপবিত্রেণ পূতঃ স্ৰীশ্চ রশ্মিভিঃ ॥ ২২
জিহ্ব ইমং দীপং শিবলিঙ্গ নমোহস্ত তে ।
কো মনস যুক্তং দেবানাং গন্ধমুত্তমম্ ॥ ২৩
তা ব্রহ্মপবিত্রেণ পূতঃ স্ৰীশ্চ রশ্মিভিঃ ।
হবঃ সসীদেবানাং নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং

স্বাহা ॥ ২৪

কৃতঃ পুত্রিতৈঃ ১৫ ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতা ।
পুষ্পপত্রৈঃ তং কৃপাং কতুমর্চসি ॥ ২৫
কিঞ্চিৎ প্রদদামি নৈবেদ্যস্ত বিধিঃ শুন
চন্দনগন্ধৈঃ হরিভালানুলেপনৈঃ ॥ ২৬
ভুক্তি বরাং হে মদে তং সমালভেৎ

দিস্তা গন্ধ দিবে, হে প্রভো! বেদ
স্বধিক- সম্পদে অতি পবিত্র এই
যদি ভক্তিপুষ্পক দিতেছি, আপনি গ্রহণ
আপনাকে নমস্কার, এই বলিয়া পুষ্প
হে প্রজাপতে! হে ভক্তবৎসল!
কে নমস্কার, আপনি এই দীপ গ্রহণ
হে শিবলিঙ্গ! আপনাকে নমস্কার,
বলিয়া দীপ দিবে। পরে 'আপো
'ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, হে শিব-
এই দীপ গ্রহণ করুন, আপনাকে নম-
এই বলিয়া দীপ দিবে। অনন্তর
সিগের চিত্ত-বিনোদন উত্তম গন্ধ নিবেদন
পূতঃ ব্রহ্মপবিত্রেণ' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ
নিবেদন করিবে। পরে এইরূপ
করিবে, হে প্রভো! আমি যথামতি
হকারে গন্ধপুষ্প প্রভৃতি নানা উপ-
আপনাকে পূজা করিলাম, আপনি
ইহা, এই ভক্তের প্রতি কৃপা-বিস্তার
১৬-২৫। হে বরারোহে! এক্ষণে
কর্তব্য নৈবেদ্যবিধি প্রবণ কর। তত্ত
সুদীর্ঘ-দিনে গন্ধ, বস্ত্রচন্দন ও চর্চি

অর্চয়েৎ কবচীরেণ সুগন্ধকুসুমৈস্তথা ॥ ২৭
কদম্বৈঃ কিংকরশোকেগন্ধপুষ্পাভিমুক্তকৈঃ ।
পট্টৈঃ ৮ ময় সান্নিধ্যং ফলৈঃ পুষ্পৈস্তদ্বৈস্তথা ॥ ২৮
আপস্তাবে ন নৈবেদ্যমতিঃ ক্রিয়াং ক্রিয়্যতি ।
মস্ত্রৈঃ ৮ দহেদুপং দ্ব্যতেন সহ শুগুণ্ডলম্ ॥ ২৯
ও নমোহস্ত মহাদেব ভক্তানাং ভক্তিবৎসল ।
ত্রৈলোক্যাধিপতে বিক্ষো নমো হরিহরেশ্বর ॥ ৩০
নমঃ শ্রীবৎসধারায় নমো জ্যেষ্ঠভূজায় চ ।
নমঃ পিনাকধারিণস্তে নমঃ ৫ ব্রহ্মদাধর ॥ ৩১
গঙ্গাধর নমস্কামি দেবং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ।
উমাপতিং নমস্কামি জম্বুবীপপতে প্রভো ॥ ৩২
দ্রাবেভো দেবসম্প্রদো প্রসীদেতামনেকধা ।
যতেনং পরিতো নিত্যমুভে সঙ্কো বশশ্রিনি ।
যদহা ক্রিয়তে পাপং তদ্রাতো প্রতিমুচ্যতে ॥ ৩৩
ন চেদং তত্র বক্তব্যং যত্র নারী বজ্রহনা ।
শূন্যং কুংসিতো বাপি যত্র বা যতস্ততকম্ ॥ ৩৪

তালদি বিলেপন দ্বারা দ্বারাদি মদীয় প্রতিমা
অঙ্গরাগ করিয়া, কবচীরাদি সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা
অচ্চনা করিবে এবং কদম্ব, কিংকর, অশোক
প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প ও অস্ত্রাস্ত পত্র ফল দুর্কাদি
প্রদান করিয়া, নৈবেদ্যদান, নৈবেদ্যদানে
অপারক হইলে, তদ্বারা তৎকার্য্য নির্বাহ
করিবে ও সমস্ত শুগুণ্ডল ও দূপ যন্ত্রোচ্চারণ-
পুষ্পক দ্বন্দ্ব করিবে হে ভক্তপ্রিয়! ত্রিলোক-
নাথ! মহাদেব! আপনি ও তাঁহার প্রভু,
আপনাকে নমস্কার হে পিনাকপাণে! আপনি
শঙ্ক-চক্র-গঙ্গাধর শ্রীবৎসলাঙ্গন, হে প্রভো!
গঙ্গাধর! পাক্ষতীনাথ! আপনি জম্বুবীপপতি,
আপনাকে নমস্কার। ঐ প্রভু ভগবান্ ও অম্বা
ভগবতী উভয়ে সর্বদা আমার প্রতি এসম
হউন। হে বশশ্রিনি! যে ব্যক্তি নিত্য পূজার
পর প্রাতঃ ও সায়ংকালে এই অর্থোর যন্ত্র-পাঠ
করে, সে ১০ দিনে পাপ করিবে, সেই ব্যক্তিতেই
তৎপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে প্রিয়! যে ব্যক্তি
বজ্রহনা স্ত্রী থাকিবে, তদ্বারা ইহা পাঠ করিবে

সপ্তমে বা প্রবাসে বা সত্ত্ব ত্রয়োঃ ৩ ৪ঃ
তদ্বাহং সততং গীতো ভবিষ্যামি যশসিনি ॥৩১
ন হি তদ্বাহং কিকিদ্ধবি সর্গে চ বিদ্যাতে ॥৩২
এতৎ তে কথিতং দেবি চতুর্দশষ্টমৌ চ
কহি কহি বিশালাক্ষি কিমক্কেছোতুমিচ্ছসি ॥৩৩

বাস উবাচ।

ভগবন শোভুমিচ্ছামি দেবদেব নীমতঃ
উপবাসঃ কথং কথং দেবস্য পুত্ৰনম্ ॥ ৩৪
নামাষ্টমৌ কথং কথং কথং মানসেন বা
তদ্বাহং শোভুমিচ্ছামি তুং প্রসাদাম্মামুনে ॥৩৫

সনৎকুমার উবাচ

শ্রুতং পূর্বে ময়া বাস কদম্ ৩ মহাশুনঃ
দেব্যা চ সংলগ্নং পুষ্কো হিমবতি নগোত্তম ॥৩৬
বরা শ্রুতং ময়া বাস কথয়ামি চ শ্রুতত ॥ ৩৭
নামাষ্টমৌঃ প্রবক্ষ্যামি দেবস্য বিবিধমুত্তমম্
যং শ্রুত্বা নিমুল্লং যতি কদম্ চ মহাশুনঃ ॥ ৩৮
যাগশীর্ষে তু বৈ মাসে অষ্টম্যাঃ শতরং নবঃ

শ্রবণ করে, তবে পুরুষ সুতপ ও নারী জীবৎ-
পুত্রা হয় যে ব্যক্তি গুরু কি বিশেষে যে
কোন স্থানে, ভক্তিময়গে ইচ্ছা পায় করে,
তাহার প্রতি আমি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকি এবং
ইহলোকে ও পরে তাহার কোন অশু - হয়
না। হে দেবি! হে বিশালাক্ষি! এই
তোমাকে চতুর্দশী ও অষ্টমীতে পূজাবধান
করিলাম, এক্ষণে অস্ত্র কি শ্মিতে ইচ্ছা কর
২৬—৩৭। বাস করিলেন,— হে মহামুনে।
কি এক্ষণে নরপদ দেবদেব মহাদেবের পূজা ও
তদ্বাহে উপবাস করিবে এবং অষ্টমী-তিথিতে
কীদৃশ নাম দ্বারা তাহার উপাসনা করিবে?
তাহা আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি।
হে ভগবন! তৎসমুদায় সন্তুঃপ্রসূক কান্তন
করুন। সনৎকুমার কহিলেন,— হে শ্রুত
বাস! পূর্বে ভগবতী, হিমালয়-পর্বতে সমা-
গীত ভগবানকে ব্রহ্মবিদ্রি বিবর জিজ্ঞাসা
করিলে, তিনি দ্বারা কহিয়াছিলেন, মহাত্মা
করুন সেই ব্রত-বিধি ও নামাষ্টমী-বিধান আমি

পূজিতা চ বিবিধৈর্গন্ধপুষ্পোপাশোভিতৈঃ।
গোমুত্রপ্রাশনং কুড়া সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে
নভতে চাক্ষুঃ পূজাঃ য উপোষ্যতি চাষ্টমী
পৌষমাসে তথাষ্টম্যাং দেবদেবং প্রপূজয়েৎ
এতৈকৈব সদা প্রাণা ধন্যক লভতে বত।
অক্ষয়ং নভতে পূজাঃ য উপোষ্যতি চাষ্টমী
মাবমাসে তথাষ্টম্যাং মতে ধরং প্রপূজয়েৎ।
কৌবক পায়সকৈব দক্ষিণামতিমাশিতঃ ॥ ৩৪
নভতে বতশাঃ পূজাঃ য উপোষ্যতি চাষ্টমী
দক্ষিণেন চ তথাষ্টম্যাং ত্র্যম্বককৈব পূজয়েৎ।
ভিলঙ্গ প্রাশনং কুড়া দক্ষিণামতিমাশিতঃ।
নভতে বতশো ধন্যঃ য উপোষ্যতি চাষ্টমী
চৈত্র মাসি তথাষ্টম্যাং সনাতনং পূজয়েৎ।
বাহং প্রাশয়েৎ তদ দক্ষিণামতিমাশিতঃ ॥
নভতে বতশো ধন্যঃ য উপোষ্যতি চাষ্টমী
বশাৎ চ তথাষ্টম্যাং সদাশিবতি পূজনা

ভেদে ইচ্ছা থাকিলে লোক মকরুণ শিবা
শ্রমণ করে। মানব, অশ্রমায়ণ মাসে
তিথিতে কেবলমাত্র গোমুত্র পান করিয়া
পুষ্পাদি বিবিধ উপচারে মহাদেবকে
করিলে, সর্ষপাট এইতে মুক্ত হয়। যি
ঐ তিথিতে উপবাস করিলে অক্ষয় পূজা
মস। এই উপোষ্যমীতে যতমান অক্ষয়
ভগবানের পূজা করিলে, বত এবং ন
যদি ঐ দিনে উপবাস করে তবে গদবি
লাভ করে। যে ব্যক্তি মাবমাসে য
কৌব পায়স ভক্ষণ করিয়া ভগবানের
ভক্তির পূজা কিংবা ঐ দিনে নিরসু
করে, সে বহুতর পূজা লাভ করে।
চৈত্রমাসের অষ্টমীতে কেবলমাত্র ভিল
করিয়া, শান্তভাবে ত্র্যম্বকেন পূজা বা
করিলে, অসীম ধন লাভ হয়। ঐ
ব্যক্তি চৈত্রমাসের অষ্টমীতে যব ভোজন
সনাতন দেবের পূজা করে বা তদ্বিনে
করে এবং বৈশাখমাসের অষ্টমীতে
পান করিয়া, শান্তভাবে সদাশিবের পূজা
কি তদ্বিনে উপবাস করে; সে বহু

প্রাশনং কৃষাদক্ষিণামুষ্টিমাসিতঃ ।
 তে বহুশে বসুং য উপোষ্যতি চাষ্টমীম্ ॥ ৫১ ॥
 ত্রিংশৎ তথৈমাং ভগবানিতি পূজয়েৎ ।
 যত্র প্রাশনং কৃষাদক্ষিণামুষ্টিমাসিতঃ ॥ ৫২ ॥
 তে বহুশে বসুং য উপোষ্যতি চাষ্টমীম্ ।
 যত্র তু তথৈমাং নীলকণ্ঠে প্রপূজয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
 তত্র প্রাশনং দক্ষিণামুষ্টির্যেব চ ।
 তে বহুশে বসুং য উপোষ্যতি চাষ্টমীম্ ॥ ৫৪ ॥
 যত্র তু সন্যাসাৎ অষ্টমাং স্থানং যত্র চ
 যত্র যত্রোক্তং প্রাশনং বসুং যত্র ॥ ৫৫ ॥
 কৃষাদক্ষিণামুষ্টিমাসিতঃ বিচক্ষণঃ
 তে বহুশে বসুং য উপোষ্যতি চাষ্টমীম্ ॥ ৫৬ ॥
 যত্র প্রাশনং বাস অষ্টমাং শতমেব চ
 প্রাশনং কৃষাদক্ষিণামুষ্টিমাসিতঃ ॥ ৫৭ ॥
 তে বহুশে বসুং য উপোষ্যতি চাষ্টমীম্
 যত্র তু সন্যাসাৎ অষ্টমাং যত্রোক্তং ॥ ৫৮ ॥
 যত্র প্রাশনং কৃষাদক্ষিণামুষ্টিমাসিতঃ
 তে বহুশে বসুং য উপোষ্যতি চাষ্টমীম্ ॥ ৫৯ ॥
 যত্র তু সন্যাসাৎ অষ্টমাং যত্রোক্তং
 যত্র প্রাশনং কৃষাদক্ষিণামুষ্টিমাসিতঃ ॥ ৬০ ॥
 তে বহুশে বসুং য উপোষ্যতি চাষ্টমীম্
 যত্রোক্তং তত্রোক্তং দেবদেবমুপাতিম্ ॥ ৬১ ॥

একপদে ব্যক্তি চাষ্টমীতে গোময়
 ক্রিয়া, ভগবানের দক্ষিণামুষ্টি পূজা
 যত্রোক্তমীতে শতটিক কল ভক্ষণ করিয়া
 নীলকণ্ঠকে শাস্ত্রভাষে পূজা করে যা
 ন উপবাস করে, সে বহু বসু লাভ করে।
 ৫৪। যে ব্যক্তি বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐরূপ
 যত্রোক্তমীতে লবণোদক মাত্র ভক্ষণ
 ৫৫। ভগবানের মততা পূজা করিবে, পরে
 গবে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে এবং ভাদ্র
 ৫৬। অষ্টমীতেও দধি ভক্ষণ করিয়া, প্রভুর
 ৫৭। ও উক্ত তিথিতে উপবাসাচরণ করিবে :
 হইলে অসীম ধর্ম লাভ করিবে। যে মহা-
 ৫৮। ঐরূপ আশ্বিনাষ্টমীতে তুলসীপান
 ৫৯। অষ্টমীতে দধি মাত্র ভক্ষণ করিয়া যে
 ৬০। কৃষাদক্ষিণামুষ্টি পূজা করে ৥ ৬১ ॥

অর্চয়েৎ সততং কুমারং এসমাস্তা সমাহিতঃ ।
 গঠৈর্মাল্যৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ পুষ্পৈশ্চৈব বিশেষতঃ ॥ ৬২ ॥
 সমাপ্তে ভোজয়েদ্বিপ্রান্ দদ্যাৎ সৌবর্ণদক্ষিণাম্ ।
 ভক্ষয়েচ্চ যথাসক্ত্য শিবযোগী বিশেষতঃ ॥ ৬৩ ॥
 ততো মৃত্যুবশং প্রাপ্য শিবলোকং স গচ্ছতি ।
 চন্দ্রার্ক্ষমৌলিনস্তত্র ত্রিনেত্রব্রহ্মজাঃ ॥ ৬৪ ॥
 সচ্ছন্দঃ শিবং লোকং সচ্ছন্দোপতিমুত্তমাম্ ॥ ৬৫ ॥
 কুমার্য চৈব সহিতো গচ্ছেৎ তু পরমং পদম্ ।
 দিব্যং পরমসমাকীর্ণং ক্রীড়তে চ মহাশ্বনা ॥ ৬৬ ॥
 বসতে চ অনুবিধঃ শিবলোকমুত্তমম্ ।
 কুমারেন যানেন সচ্ছন্দোল্লসিতঃ সন্যাসী ॥ ৬৭ ॥
 যত্র পুন্যক্রমঃ প্রাপ্য স্মারতে বিপুলে কুলে ।
 সর্ষসৌভাগ্যসংযুক্তঃ সর্ষলোকপরাধনঃ ॥ ৬৮ ॥
 প্রার্থিতং লভতে রাজ্যং প্রজ্ঞাসু-কৃতং বহুভুতং ।
 শত্রু মাতী তু ধর্মোক্তো মিথ্যাদ্রব্যবিবর্জিতঃ ॥ ৬৯ ॥
 পূজ্যঃ স্মারতে নিত্যং দেবং পূজয়েৎ পুনঃ ।
 স গচ্ছতি পুনঃ পুনঃ কুমারলোকে মহীমতে ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীশ্রীশ্রী মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
 তস্য নামাষ্টমীবিধিকথনং নাম
 ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

তিথিতে উপবাস করে, সে অক্ষয়-ধর্ম লাভ
 করে। যে ব্যক্তি অকপট-ভক্তি-সহকারে দেব-
 দেব উপাস্তিকে গন্ধ পুষ্প, মালা ও ফাদি
 দ্বারা প্রত্যহ অর্চনা করিয়া, ত্র্যম্বকমন্ত্রকে
 সুবর্ণদক্ষিণা প্রদানপূর্বক ভোজন করাইবে,
 সেই শিবযোগী মৃত্যুর পর শিবলোকে গমন-
 পূর্বক তথায় চন্দ্রশেখর ব্রহ্মহন ও ত্রিনয়ন
 হইয়া, ভব ও ভবানীর সহিত দিব্য-অঙ্গরোপ-
 সমন্বিত পরম স্থানে গমন ও ব্রহ্মহনে আরোহণ-
 পূর্বক যে কোন স্থানে সচ্ছন্দগতি লাভ করিয়া,
 অনুবিধভাবে ক্রীড়া করে। পরে নিজ পুণ্য
 কম্ব হইলে পরম সৌভাগ্যশালী, বুদ্ধিমান,
 শাস্ত্রপারদর্শী ও সর্ষভূতহিতমী হইয়া, কুটলে
 মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রার্থিত রাজ্য
 লাভ করে এবং বহুশীল ও দিব্যদ্রব্য-সম্বিৎ

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ব্রহ্মণ্য শ্রোতুমিচ্ছামি হরস্ত বতুমহঁসি ।
কুজাশ্চ রোগিণো রৌদ্রা জায়ন্তে যেন মানবাঃ ॥ ১
সর্বলক্ষণসম্পন্নঃ সৌভাগ্যঃ শিবদর্শনাঃ ।
কেন বা কৰ্ম্মণা দেব জায়ন্তেহ পূৰ্ণলক্ষণাঃ ।
ব্রহ্মি ভবেন কথং প্রমাণং লক্ষণাষ্টমীম্ ॥ ২

সনৎকুমার উবাচ ।

কৃত্য পূৰ্ণং যত্র বাস যদেবো প্রোক্তবান্ হরঃ
মহেশ্বর উবাচ ।

শূণু দেবি পরং দিব্যমুপবাসং পরং মম ।
লক্ষণাষ্টমীং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছূণু ত্বং নিলোচনে ॥ ৪
কার্ত্তিকস্ত তথাষ্টম্যামুপোষ্য মম ভক্তিমান ।
অহোরাত্রোষিতে ভূজা শিবেতি চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫
গন্ধ-মাল্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পূজয়েদ্বক্তৃমান হরম্ ।

পুনরায় স্বর্গে গমন করিয়া কুন্দলোকে পঞ্জিত
হয় । ৫৫—৭০ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

বাস কহিলেন,—হে প্রভো! মানবগণ
কোন কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানে কৃত্য, রোগী বা নির্দয়
এবং সর্ব লক্ষণসম্পন্ন, সৌভাগ্য-শালী ও
প্রিয়দর্শন হইয়া কত লাভ করে? আমি
এই ব্রহ্ম-বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি
ও কোন অষ্টমী সর্বলক্ষণপ্রদান করে,
জহ্য বর্ষাৰ্থ প্রমাণ আপনি বলুন । সনৎ-
কুমার কহিলেন,—পূৰ্ণ মহাদেব ভগবতীকে
এই বিষয় কহিলে, বাহা আমি কনিষ্ঠাছি,
জহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । মহেশ্বর
কহিলেন,—হে দেবি ত্রিসয়নে! পরম দিব্য
উপাসবিধি ও লক্ষণাষ্টমী কহিতেছি, তুমি
শ্রবণ কর । যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিমান
করিলে, সে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিমান

রোচনং তস্ত দেবস্ত তুথেনৈব নিবেদয়েৎ ॥ ৬

অতো বিষ্ণুপদং দেবি কুদ্রস্ত ভবনোত্তমম্ ।

যত্র বৈ রমণং দিব্যং মং প্রসাদান্তবিষ্যতি ॥ ৭

সর্বসর্গাক্ষয়কৃত্য যাবদৈব শিব উচ্যতে ।

ততো যজ্ঞেত মাং দেবি মম ভক্তস্ত সর্বশঃ ॥

সর্বলক্ষণসংযুক্তো জায়তে মানবোত্তমঃ ॥ ৯

দেবুবাচ ।

তুষা প্রোক্তং দেবদেব সংক্ষেপেণ তথৈব চ ।

নৈবং বুধ্যামি শূলাস্ত নিখিলং তদববাহি মে

নাম নাম তথাষ্টম্যাং বিস্তরেণ ব্রবীহি মে ॥ ১

মহেশ্বর উবাচ ।

বিস্তরং তে প্রবক্ষ্যামি শূণু দেবি নগাস্তজ্জৈ ।

নাথং শিরসি বৈ দেবি পাদে শঙ্করমেব চ ॥ ২

জম্বেরতিরুদ্রং মে দেবি ঈশানং কটিকৃচ্যাৎ

ত্রাসকেতি চ মেট দ্ব যথোক্তেন বিধানতঃ ॥ ৩

আমার পূজা করে ও সানন্দ-সুদয়ে গোরো
ও কুঙ্কম প্রভৃতি নিবেদন করে; হে প্রি-
মে ব্যক্তি আমার প্রসাদে বিষ্ণুপদ নাম
কুদ্রভবনে গমন করিয়া দিব্যক্রীড়ায় আস-
থাকিয়া পরমসুখে কালযাপন করে ।
আমার প্রসাদে ঐ স্থানেই মুক্তিলাভ করি-
বে প্রিয়ে! পুরুষ যাবৎ শিব-স্বরূপ হই-
শিবনামে অভিহিত না হয়, তাবৎ ভবি-
ভাবে আমার আবাধনা করিবে, তথা
সকল লক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ-মানব-যো-
উৎপন্ন হইবে । ১—১০ । দেবী কহি-
—হে দেবদেব । শূলপাণে! আপনি সং-
বাহা কহিলেন, তাহাতে সমুদায় জা-
না পারায় আপনাকে কহিতেছি, হে প্র-
শরীরের স্থানবিশেষে আপনার পূজা-
যে সকল নাম ও অষ্টমীদিনে যাহা ক-
তংসমস্ত বিস্তার করিয়া আমাকে ব-
মহেশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! পার্শ্ব
তোমাকে বিস্তারপূর্বক কহিতেছি,
কর । তত্ত ব্যক্তি আমার যন্তকে
বাসে, পার্শ্বপুর্ন 'শঙ্কর' নামে, জম্ব-
'জম্বেরতি' নামে, কটিকৃচ্যাৎ 'ঈশান'

কক ততো দেবি কপদ্যষ্টাঙ্গমেব চ ।
পাণ্ডিত্যং যোগঃ ক্ষেপে তু বৃহত্ত্বজম্ ॥ ১৩
কতি চ কক্ষং দেবি শ্রোত্রে ত্র্যঙ্গক উচ্যতে
পাণ্ডিত্যং মে দেবি নাসা পশুপতিস্তথা ॥ ১৪
হা কর্ণয়োঃ দেবি ত্রিপুরদ্বন্দ্ব চক্ষুযৌ ।
নবাসৌ স্রমধ্যে ভূতেশোতি কপোলয়োঃ ॥ ১৫
যজ্ঞবিন্দৌ তু দন্তসেবনমেব চ ।
ত্রিঃ জিহ্বয়া দেবি শিরঃ পশুপতীতি চ ॥ ১৬
পাণ্ডিত্যং চ মূর্দ্ধি ললাটে তু উমাগ্রিযঃ ।
ধরেতি কেশেযু সর্বাঙ্গে শিবমেব চ ॥ ১৭
তুহনি যো ভক্ত্যা উপোষ্য বিধিনাষ্টম্যম্ ।
চরন্তঃ ততো রুদং প্রযতাত্মা সমাহিতঃ ॥ ১৮
দাপেণ মালোচ্য হৃদয়েণ বিশেষতঃ ।
প্রেমভোজ্যেদিপ্রান যথাবিত্তমেব চ ॥ ১৯
৥ তত্ত্বতান পূর্ণান ত্র্যক্ষণায় বিশেষতঃ ।
কর্ণাশ্বখাশক্ত্যা সুবর্ণানঃ যথামতি ॥ ২০
৥ ভোজনং পূর্ণং তৈলেন চ বিশেষতঃ
৥ স্বর্গং সমারুহ্য বসেদামবসমিধৌ ॥ ২১
৥ বর্ষসংখ্যানি বসতেঃ পরসৈঃ সহ ।

ত 'ত্র্যঙ্গক' নামে, অষ্টাঙ্গে 'কপদী' নামে,
দ্বন্দ্বয়ে 'শূলপাণি' নামে, স্বক্কেদেশে 'বৃহত্ত্বজ'
। কক্ষদেশে ও কর্ণদ্বয়ে 'ত্র্যঙ্গক' নামে,
পৃষ্ঠে 'উমাগ্রি' ও 'পশুপতি' নামে, নয়ন-
দ্বয়ে 'ত্রিপুরদ্বন্দ্ব' নামে ক্রমবাস্তানে 'শাশানবাসী'
। কপোলদ্বয়ে 'ভূতনাথ' নামে, দন্তসমূহদ্বয়ে
যজ্ঞবিন্দৌ নামে জিহ্বয়া 'জটিল' নামে,
শিরশে 'পশুপতি' নামে, মস্তকে 'শশাঙ্ক-
র' নামে, ললাটে 'উমাগ্রি' নামে, কেশ-
দ্বয়ে 'গঙ্গাধর' নামে ও আমার সর্বাঙ্গে
। নামে যথোক্তবিধানে পূজা করিবে। যে
সংযত ও অনন্তমনা হইয়া বিধি অনুসারে
তে উপবাস করিয়া গন্ধ, মালা, ধূপ,
পাণি দ্বারা ভক্তিপূর্বক আমার পূজা
ও পূজাতে নিমগ্নবিভবানুসারে ত্র্যক্ষণ-
। ভোজন করাইয়া যথাশক্তি সুবর্ণ
। কলপূর্ণ তাম্রপট ও তৈলপূর্ণ যক্ষ্মণ পাত্র
। করিবে, সে যত্নপর পর স্বর্গে গমন করিবে।

স্বর্গলোকে উষিত্বা তু দিব্যোর্বনভূষণৈঃ ॥ ২২
ততঃ কালক্রমে প্রাপ্য জায়তে চ পুনঃ ক্রমাৎ ।
মহাভাগকূলে চৈব জন্ম লোকে বিধীয়তে ॥ ২৩
সর্বলক্ষণসম্পন্নো জায়তে মানবোত্তমঃ ।
ন কশ্চিৎক্ষণেনহীনো ভবতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
তায়ামলক্ষণাষ্টমৌকথনং নাম
চতুর্কিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

মহেশ্বর উবাচ ।

অত্র চৈব হিতার্থায় লোকনাকৈব সূত্রতে ।
কথয়িষ্যামাহং ধর্ম্মং যথাবদনুপূর্বকম্ ॥ ১
অন্নদানং পরং দানং নৈব কিঞ্চিদ্ভিষ্যতে ।
অন্নান্তবন্তি ভূতানি তন্মাত্তদধিকং সূত্রম্ ॥ ২
অন্নং যস্য সূক্ষ্মসংস্কৃত্য প্রার্থকেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ।
মথুর-হংসসংযুক্তং সর্ককামসমৃদ্ধিমত্ ॥

ইন্দ্রসমিধানে অপ্সরোপগনের সহিত দিব্যভূষণে
ভূষিত হইয়া দেব সহস্রবর্ষ বাস করে।
কালক্রমে স্বর্গচ্যুত হইলে, মহীতলে মহৎ-
কূলে সর্ককামলক্ষণ-সম্পন্ন মানবশ্রেষ্ঠ হইয়া
জন্মগ্রহণ করে এবং ঐ পুরুষ কোন লক্ষণে
হীন হয় না। ১১—২৪।

চতুর্কিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

মহেশ্বর কহিলেন,—হে সূত্রতে। এক্ষণে
শাস্ত্রানুরূপ দানধর্ম্ম আনুপূর্বিক কহিতেছি,
শ্রবণ কর। হে দেবি! অন্নদান অপেক্ষা অন্ন-
বিধ দান তাদৃশ প্রশস্ত নহে, যেহেতু অন্ন
হইতে জীবগণ প্রাণধারণ করিতেছে। অত-
এব অন্নদানই সর্কোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীৰ্ত্তিত।
যে ব্যক্তি অর্থাঙ্গিকে বাসনাদি-সহিত, সুসংস্কৃত

বিমানং স্ৰীসমকাশমন্নদো লভতে শুভম্ ॥ ৩
 যদি মানুষ্যমায়াতি কদাচিৎ পুরুষোত্তমঃ ।
 ধনধাত্তসমাকীর্ণে কুলে যাতি সুকপবান্ ॥ ৪
 যথাশক্ত্য তু যো দদ্যাৎপ্রায়শ্চ বরো নরঃ ।
 স তেন কন্যাপ্রোতি প্রজাপতিসলোকতাম্ ॥ ৫
 কদাচিদপি যো দদ্যাৎপূর্ণং বিপ্রায় সংকৃতম্ ।
 তস্ত শতপুত্রং পুণ্যং সহস্রপুত্রমেব চ ॥ ৬
 উপতিষ্ঠতি লোকেষু ইহ চাপি সুখী ভবেৎ ॥ ৭
 অবদ্রাভমবজ্ঞাতমসংকৃতমবাপি বা ।
 অগ্নং প্রদদ্যাৎযো দেবি বান্ধবঃ তাদৃশং ভুভে ॥ ৮
 ভক্তাপি নরকে যোরে পাত্যমানস্ত রাক্ষসৈঃ ।
 উপতিষ্ঠেৎস্বর্গে সিদ্ধির্ধেনাস্ত জন্মতে ॥ ৯
 যদি মানুষ্যমায়াতি কদাচিৎ স নরঃ পুনঃ ।
 ক্ষেত্রেষু ভোগী ভবতি বরমাত চ যথা নরঃ ॥ ১০
 অন্নমেব বিশিষ্টং হি তস্মাৎ পরতরং ন হি ।
 অগ্নং প্রজাপতিঃ প্রোক্তং স চ সংবৎসরঃ পুনঃ ॥

সংবৎসরক যজ্ঞোহসৌ যঃ সৰ্বং প্রতিষ্ঠিতম্
 তস্মাক্তবন্তি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ১১
 তস্মাদগ্নং বিশিষ্টং বৈ সৰ্ব্বভো ইতি বিক্রতিঃ ।
 অন্নদানাৎ পরং দানং নৈব কিকির্দিশিষ্যতে ॥ ১২
 অন্নাদবন্তি ভূতানি তস্মাৎ তদে বিশিষ্যতে ।
 সুগন্ধাঃ নীতলাভ্যাপো রসৈর্দৈবৈঃ সমগ্নিতাঃ ।
 যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রৈভ্যস্তস্ত দানফলং শৃণু ॥ ১৩
 বিমানং স্ৰীসমকাশমন্নরোগণনাদিতম্ ।
 সোহধিকৃষ্ণ দিবং যাতি বরুণস্ত সলোকতাম্ ॥
 তত্রাসাবসুতাক্ষৌ উষিত্য দেববৎ সুখী ।
 কুলে মহতি সঙ্গীর্ণে জায়তে ধনধাত্তবান্ ॥ ১৪
 তস্মাদগ্নং যো ভাঙ্ত ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি ।
 রসান্ত্যোপতিষ্ঠতি পূজ্যতে চ দিবং গতাঃ ॥
 ভাজনানি চ যো দদ্যাৎপূর্ণং শুভাননে ।
 ভোজনস্তার্থভোগানাং তারয়েচ্চ পিতৃন ভয়াৎ
 ভূতাপং বস্ত কুক্ষাতি বাপিকাক সমুদ্ভবান্ ॥ ১৫

অভিলষিত ঐশ্বর্য-সমূহে পরিপূর্ণ সখ্যাতুল্য
 প্রোভাশলী সুন্দর বিমান লাভ করে। কাল-
 ক্রমে পুণ্য কৰ্ম হইলে, ধনধাত্তাদিপূর্ণ মানব-
 কুলে অতি রূপবান হইয়া জন্ম গ্রহণ করে
 যে মানব ব্রাহ্মণকে শতানুসারে অন্নদান করে,
 সে ঐ অন্নদান হেতু ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ও সে
 ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সুসংকৃত অন্ন কখন প্রদান
 করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে শতপুত্র ও পরলোকে
 সহস্রপুত্র পুণ্যফল লাভ করিয়া পরমসুখে
 কালযাপন করে। হে শুভ! সে নর সূচ্য
 কিংবা কুংসিত, যে কোনরূপ দুর্গন্ধ কিংবা
 অসংকৃত অন্ন অবজ্ঞাপূর্বক দান করে, সে
 ব্যক্তি ভীষণ নরক মধ্যে প্রাক্ষসগণকর্তৃক
 নিশ্চিহ্নিত হইয়া ও নানাবিধ অন্নাদি উপভোগ-
 ক্রমে বঞ্চিত হয় না। নরক ভোগান্তে মনুষ্য
 লাভ করিলে ক্ষেত্রে কুলে জন্মগ্রহণপূর্বক পরম
 কিশোরী হইয়া স্ত্রীপুত্রের সহিত ক্রীড়া করে।
 ১—১০। হে দেবি! অন্নই সকল বস্তু
 অপেক্ষা প্রশস্ত, তাহা অপেক্ষা কিছুই প্রশস্ত
 নহে; কেহেহু অন্ন সকল জীবের আশ্বাসের

হইয়াছে। ঐ প্রজাপতি সংবৎসর
 ও সংবৎসর যজ্ঞরূপে অভিলষিত হইয়াছে
 ঐ যজ্ঞ হইতে এই স্থাবর ও জঙ্গমাশ্রক ভূ-
 গণ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব অন্নই সকল
 দ্বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অন্নদান অপেক্ষা অপ
 কোনরূপ দান প্রশস্ত নহে। অন্ন হইতেই
 জীব উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অন্ন সকলে
 প্রশংসিত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ
 দিব্যরসযুক্ত সুগন্ধি ও নীতল জল প্রদান করি
 সে অন্নরোগণ সমপিত ও সর্বোত্তম গায় দীর্ঘ
 শালী বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে বরু
 লোকে গমন করে ও তথায় অষ্ট অযুত
 দেবতার গায় সুখে বাস করিয়া পরে সে
 লোক হইতে চ্যুত হইলে ধন-ধাত্তাদি সম
 হইয়া মহাবুলে জন্ম লাভ করে। যে ব্য
 ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্বক অন্নপূর্ণ ভাণ্ড প্রা
 করে, সে পুণ্যের আশ্রয় হইয়া ও স্বর্গত
 পূজিত হয় এবং যে ব্যক্তি ঐকপ অনেক
 বিপ্রকে প্রদান করে, সে নিজ পিতৃগণের
 হানী পিতৃ হানি করে বলিয়া তাহাদিগের

যে পিতৃতি বৈ তত সর্ক্সে জন্তব এব চ ।
 বিধিত্ব চ স পিতৃংস্তথৈব চ পিতামহান ॥ ২০ ॥
 পিতামহলোকেসু কার্গেষু বিহঙ্গমঃ ।
 ততে দেবব্রিত্যং বর্ণাসুতশতানি চ ॥ ২১ ॥
 নচ মানুষ্যে লোকে সর্ক্সরোগবিবর্জিতঃ ।
 নলী ভ্রুতি ভোগ্যানাং রাজামাত্যন্ত জায়তে ।
 তা দৃষ্ট্বা চ বলবান সুভগঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ২২ ॥
 বসন্তো নবঃ বৃষাদপাং পৰ্বণং তচ্চিস্মিতে ।
 গাক্ত ব্রাহ্মণৈভ্যস্ত ভোজয়িত্বা যথার্থবৎ ॥ ২৩ ॥
 কৃতিঃ সুবিচিৎসিতঃ পতাকাভিবল্যতম ।
 জেন বজ্রযন্তা তু পুষ্পৈশ্চ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ২৪ ॥
 চূর্ণিত্ব তু পিতৃন বিমানেন নবোত্তমঃ ।
 তপ্সরোপণাতেন বক্রপাশ সলোকতাম্ ॥ ২৫ ॥
 রণাং মেঘমুক্ তিলান্ বহ্নানি বাপি যঃ ।
 দদ্যৎ সর্ক্সভূতৈভ্যস্তস্মৈ পূণ্যফলং শুন ॥ ২৬ ॥
 বিমানেন মহতা সর্ক্সকামসমবিতঃ ।
 লল্ল লোকং সম্পাপ্য মোদতে বিবুধো যথা ॥ ২৭ ॥

দ্বিশালী ব্যক্তি গোক ও নানাবিধ জন্তুদিগের
 লপনর্থ তড়াগ ও কপ খনন করায়, সে নিজ
 চপিতামহগণকে উদ্ধার করিয়া থাকে ও
 কাশচারী হইয়া হিম্মলোকে শত অমৃতবর্ষ
 মতর ত্য্য পুঞ্জিত হইয়া নিত্য সুখে বাস
 রা। পরে মনুষ্যমূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরম
 নীরোগ, দাতা, যাগকর্ত্তা, সৌভাগ্যশালী
 যদর্শন, রাজা বা অমাত্য হয়। ১১—২২ ।
 চিস্মিতে। যে ব্যক্তি জলপূর্ণ এক গর্ভ
 করিয়া, উহাকে অতিবিচিত্র অষ্টপতাকা-
 ও অচ্চাত্ত ধ্বজপতাকা এবং পুষ্পাদি দ্বারা
 ত করিয়া উৎসর্গপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান
 সেই নরশ্রেষ্ঠ নিজ পিতৃগণের তপ্তি
 নি করিয়া অপ্সরোগণের মধুর-সঙ্গীত-
 সম্পন্ন বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বক্রপা-
 শগমন করে এবং যে ব্যক্তি সর্ক্স জীবকে
 বা তরিশ্বিত তুমি, তিল বা রহ প্রদান
 সে লক্ষমনোরথ হইয়া, মহৎ বিমানে
 হরণপূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দেব-
 গার আনন্দ অনুভব করে। পরে ঐ

ততচ্চাত্তং চ ধর্ম্মাস্তা সর্ক্সকামসমুচ্ছিন্নান্ ।
 কলে মহতি লোকেশো জায়তেহদ্বৈতাপসঃ ॥ ২৮ ॥
 যন্ত বৃক্ষক কুরুতে ছায়াপুষ্পকলাবিভম্ ।
 পথি দেবনবঃ সৌম্য স তারয়তি বৈ পিতৃন ॥ ২৯ ॥
 তথৈব দদ্যাৎ প্রেভ্যো নিকলক পুনর্নবঃ ।
 যৎ কলং সমবাপোতি তচ্ছুশ্ব মহামতে ॥ ৩০ ॥
 যাবদ্বৃক্ষস্ত পত্রাণি উপযুজ্যসি দেহিনঃ ।
 দলানি চৈব ভক্ষ্যন্তে জন্তুভিঃ কলিতস্ত চ ॥ ৩১ ॥
 তাবদধর্ম্মস্য যানি তাবয়িত্বা পিতৃনপি ।
 সৌমলোকং সমাসাদ্য সমুদ্রং কলমাপ্রবাত ॥ ৩২ ॥
 দলানি যঃ প্রযচ্ছত হেমবহ্নসমবিতম্ ।
 দলানং স তু ভাগী সাদ্রপবান সুভগশ্চ চ ॥ ৩৩ ॥
 ভাজনং যঃ প্রযচ্ছত তু হেমবহ্নসমবিতম্ ।
 সৌমসরঃ শতসঙ্গীর্ণে বিমানে দিবি মোদতে ॥ ৩৪ ॥
 বাক্তং যঃ প্রযচ্ছত বিপ্রৈভ্যো ভাজনং শুভম্ ।
 স গর্ক্সকপদং প্রাপ্য উর্ক্সগা সহ মোদতে ॥ ৩৫ ॥
 তমং যো ভাজনং দদ্যাৎ ব্রাহ্মণৈভ্যো বিশেষতঃ ।
 লভতে বক্রবাক্তস্ত পদং বলসমবিতঃ ॥ ৩৬ ॥

বর্ষাস্তা ঐ লোক হইতে চ্যুত হইলে অনাস্রাসে
 তপঃফল প্রাপ্ত ও অভিলাষাতুরূপ সমুচ্ছিন্নালী
 মানবশ্রেষ্ঠ হইয়া মহৎ কলে জন্ম লাভ করে।
 যে ব্যক্তি বাক্তপথে পথিকদিগের ছায়ার্থ সুচারু
 পুষ্প ও ফল প্রসবকারী বৃক্ষ রোপণ করে, ঐ
 নবকপী দেব নিজ পিতৃগণকে উদ্ধার করে।
 যে ব্যক্তি সেইরূপ অরূপম বৃক্ষ ব্রাহ্মণকে দান
 করে, ঐ বৃক্ষের যাবৎসংখ্যক ফল ও পত্র
 জীবগণ উপভোগ করে, সে তাবৎসংখ্যক সহস্র
 বর্ষ পিতৃগণের উদ্ধার করিয়া চন্দ্রলোকে গমন-
 পূর্ব্বক চুপ্রাপ্য ফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি
 বিপ্রকে সাধারণ ফল দান করে, সে সুবর্ণ ও
 বক্রমুখ ফললাভ করে এবং সুরূপ ও প্রিয়-
 দর্শন হয়। যে ব্যক্তি সুবর্ণ ও বক্রনির্ম্মিত
 পাত্র দান করে, সে আকাশে অপ্সরোগণ সমুদ্র
 বিমানে অধিষ্ঠিত হইয়া আনন্দ অনুভব করে।
 যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে রোপ্যপাত্র প্রদান করে,
 সে গর্ক্সলোকে গমন করিয়া উর্ক্সগীর সহিত
 ক্রীড়া করে। ২৮—৩৫ । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-

গৃহং বস্ত্রং প্রযচ্ছত সৰ্বকামসমৃদ্ধিমং ।
 স লোকং ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্য সৰ্বকামৈশ্চ সংরতঃ ॥
 বর্ষকোটিশতকৈব তৎপ্রশস্তেন কশ্যপা ।
 গৃহমেষা সদা দাতা ভোগবাংশৈশ্চ জায়তে ॥ ৩৮
 ওষধীঃ প্রযচ্ছত ব্রাহ্মণায় মহামুনে ।
 সৰ্বকামসমৃদ্ধস্ত সৌমলোকং সমশ্রুতে ॥ ৩৯
 তত্র বর্ষসহস্রাণি সপ্ত স্থিঃ পুনর্নরঃ ।
 ইহ সত্ত্বং ততঃ প্রাপ্তো ভোগবানভিজায়তে ॥ ৪০
 ভূমিকৈব প্রযচ্ছত ব্রাহ্মণেভ্যো মহামুনে ॥ ৪১
 সৰ্বলোকেষু শুমুবে বিমানেন শুবচস ।
 বহুবর্ষসহস্রাণি চরতে কামরূপবান ॥ ৪২
 বহি মনুষ্যমায়তি স নরঃ কালপদ্যদাং
 সৰ্বকামহুবা তস্ম মনী ভবতি সৰ্বশাঃ ॥ ৪৩
 পশুং বস্ত্রং প্রযচ্ছত ব্রাহ্মণায় সমাহিতঃ ।
 স সৌমলোকমাপ্রাপ্তি ত্রৌভতে কামমুদয় ॥ ৪৪
 অগ্নং বস্ত্রং প্রযচ্ছত সংরতঃ ব্রাহ্মণায় চ
 রাজ্যদানমবাপ্রাপ্তি হব্যকপ্রেতি বিদ্বদঃ ॥ ৪৫

পশুকে ভাত্রপাত্র প্রদান করে, সে বালি হইয়া
 কুবেরলোক লাভ করে। ঐকপ ধ্যে ব্যক্তি
 অশ্বশব-সমৃদ্ধিমান গৃহ দান করে, সে ঐ মহৎ
 কর্মফলে শতকোটি বর্ষ ব্রহ্মলোকে পূর্ণমণ্ডল
 হইয়া বাস করে, পরে উচ্চমহাত্মা ও পরম-
 ভোগী গৃহস্থ হয়। যে ব্যক্তি বিত্তক ব্রাহ্মণকে
 ওষধি প্রদান করে, সে পূর্ণকাম হইয়া চন্দ্র-
 লোকে গমন করে; তৎপরে সপ্তসহস্র বর্ষ
 অবস্থান করিয়া, পরে মর্ত্যলোকে ভোগী হইয়া
 জন্মগ্রহণ করে। যে মহামুনে। যে ব্যক্তি
 ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করে, সে কামরূপী হইয়া
 সুচর বিমানে অমরোৎপন্নক বহুসহস্র বর্ষ
 নানা লোকে বিচরণ করে ও বহি কখন কালক্লে-
 শগ্রস্ত হয়, তবে সমগ্র পৃথিবী তাহার নিকটে
 কামরূপ। হইয়া অর্থাৎ তাহার সকল মনোরথ
 সিদ্ধ করেন। যে ব্যক্তি একাত্তমানে ব্রাহ্মণকে
 পশু দান করে, সে চন্দ্রলোকে হইয়া অমর-
 কাম ভোগ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শুমু-
 বচস প্রদান করে, সে ইন্দ্রলোকে রাজ্যবান

বস্ত্র শয্যাঃ প্রযচ্ছত ব্রাহ্মণায় শলকুণ্ডলম্ ।
 স গতা পিতৃলোকে বৈ বর্ষায়ুতশতং বসেৎ ॥
 ইহ বাপি কুলে জাতঃ সৰ্বকামসমাহিতঃ ।
 ভাৰ্য্যাং প্রাপ্নোতি ভদ্রাঙ্গীং প্রজাবাংশোপজায়
 ণ্যং বস্ত্রং প্রযচ্ছত হেমচিহ্নং সলক্ষণম্ ।
 স তেন কশ্যপা দেবি মাক্তং লোকমশ্রুতে ॥ ৪৬
 বর্ষমবধুতং দাসীং কন্তাং গৃহমথাপি বা ।
 ভূমিং যশ্চ প্রযচ্ছত স রাজা ভূবি জায়তে ॥ ৪৭
 বিধিনা মমসুজেন তস্ম ধন্যলং ভবেৎ ।
 সৰ্বকামহুবা তস্ম ধেনু ভূয়োপতিষ্ঠতে ॥ ৪৮
 জলধেনুক যো দদ্যাৎ তস্ম দানফলং শত ।
 প্রপাং গবাং তড়াগং বা কূপং তস্ম সুপুলকম্ ।
 কুহা কুহাংশ্চ সম্পূর্ণনি মালোশ্চ সমলক্ষতনু ।
 পুষ্পৈশ্চ বিবিধাকরৈরভার্য্য দ্বিজসন্তান ॥ ৪৯
 ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ সুসংযুতান তিলপত্রাণি দাপ
 নক্ষিণাং পুন্ড্রাং দদ্যাৎ তেভ্যস্তান দর্শয়েদুবা
 অ'পা শিবান্চ সৌমা'শ্চ তর্কয়িত্ব পিতৃনৃপা

হইয়া পরে স্বর্গ গমন করে। যে ব্যা
 ব্রাহ্মণকে অলক্ষত শয্যা দান করে, সে নি
 পিতৃলোকে হইয়া শতায়ুত বর্ষ বাস করে
 পরে ইন্দ্রলোকে সংকুলে জাত হইয়া, যুদ্ধ
 ও অকুল্য ভাৰ্য্যা লাভ করত সকল সি
 সম্পন্ন ও পুত্রবান হয়। যে ব্যক্তি শুমুবা
 ভূমিত শলকুণ্ডল-সম্পন্ন অশ্ব প্রদান করে
 দেবি। সে ঐ কর্মপ্রভাবে বায়ুলোকে গ
 করে। যে ব্যক্তি বিধি-মত অনুসারে অশ্ব
 বধ, দাসী কন্তা, গৃহ অথবা ভূমি প্রদান ক
 সে ভূতলে জন্মলাভ করিয়া রাজা হয় ও
 পৃথিবী, ধেনুরূপ ধারণপূর্বক উদ্ভগে অব
 হইয়া তাহার ধেনুর দল স্বরূপ সকল আ
 প্রদান করেন ৩৮—৫০। যে ব্যক্তি
 ধেনু দান করে, তাহার দানফল শ্রবণ
 তাহার বহুতর উড়ান কূপাদি অধীনে ধা
 জল-পূর্ণ কুস্তচক্রে মাল্যে বিভূষিত করি
 ব্রাহ্মণসমূহকে পুষ্প দ্বারা পুষিত ও ভক্ষ্য
 প্রদানে পরিকল্প করিয়া, ঐ সকল কুস্ত
 করিবে। পশুচাং তিলপাত্র ও প্রসূ পরি

১। কাশ্যদাতাবো ভবন্তি চ পদে পদে ॥ ৫৪
 ২। নক্ষত্রা চ গাং ধেনুং পুরকৃত্য চ বৈ তদা ।
 ৩। যথেষ্ট প্রপাং দেবি তক্ষলোকসমর্পিণীম্ ॥ ৫৫
 ৪। জ্ঞাপাত্রাণি যো দদ্যাং তথা বন্ধযুগং নরঃ ।
 ৫। কাশ্য চ সন্নিধাং কলানি বিবিধানি চ ।
 ৬। তে ততঃ প্রদদ্যাৎ দ্বাধ্বপেভ্যো যথাবিধি ॥ ৫৬
 ৭। তং গাবা প্রযযন্তে তুতং ভূম্যাং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 ৮। তদগ্নিঃ দেবঃ ততঃ মে সম্পদীয়তাম্ ॥ ৫৭
 ৯। ক্ষণং তদগ্নিঃ ২ গন্ধমালৌরুলক্ষতান ॥ ৫৮
 ১০। নকলে ততশ্চত্বাং সুবা গাত্রাণি সংশ্রিতাঃ
 ১১। ক্ষতঃ শিরো মুখি শক্ভো ভালং সমাশ্রিতঃ
 ১২। ক্রমিতো নেত্রদেশে প্রাণে বধ্য প্রভঞ্জন ।
 ১৩। ততঃ শিরো বক্ষিষ্ঠিষ্ঠ্যঃ সোমঃ সপশুবাঃ
 ১৪। গ্নিঃ শিরো দেবো শিরো কলঃ সমাশ্রিতঃ
 ১৫। যথেকপালঃ সর্কো চব তু পরগাং ॥ ৫৯
 ১৬। সপশু ভাব্যে পশুভ্যাং উপনাং শ্রিতঃ

১। যেকপাল-সোমো তে কুশলিল পিতৃ-
 ২। বপরিঃপ করিবে, তদপ তে কুশ সফল
 ৩। গবেদও অলীষ্ট পূরণ করিয়া 'কামদ' নাম
 ৪। করিবে তে দেবি। এইকপ দেব দান
 ৫। লে, বকলে ক পয়স পানাস-শাল সংস্থ-
 ৬। করা হয় যে মানব তিল-পাণ্ড ও বহু-
 ৭। দান করে, যুবক ও বিবিদ বাল তাহার
 ৮। গতি হয় অনন্তর শাক্ত সময়ে বাক্ষপ-
 ৯। কে তে দান করিবে, তখন গৃহীত। এই
 ১০। পঠ করিয়া, গহণ করিবেন বস্ত্রীয়া
 ১১। প্রসব করেন, দাত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত
 ১২। আছে, দাত পয়স অগ্নি, দাতই দেবতা, এক্ষণে
 ১৩। ইহত আমাকে দান কর " বাক্ষপদিকে
 ১৪। গ্রন্থগন্ধি মালাদি দ্বারা পট্টিত করিয়া
 ১৫। র দ্ব্যদান করিবে। গো-প্রদান কালে
 ১৬। গগণ ঐ গোকুর শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন,
 ১৭। তাহার মস্তকে, ইন্দ্র তাহার কপালে, চন্দ্র
 ১৮। নরন-যুগলে, বায়ু, প্রাণে, অগ্নি মুখে, চন্দ্র
 ১৯। স্রায়, অগ্নিনীকুমারদ্বয় কর্ণদ্বয়ে, ষাটশ ক্রম
 ২০। ব্রাহ্মণে এবং লোকপালগণ ও সকল নৃগণ
 ২১। দ্রোণে অবস্থান করেন সপ্তসমুদ্র তাহার

১। স্তনে গঙ্গা সন্নিঃশ্রেষ্ঠা পার্শ্বে তু বসবস্তথা ॥ ৬২
 ২। উপস্থক শুদং তীর্থাঃ প্রতাপতিসমাস্রিতাঃ ।
 ৩। পুরীষং ত্রীর্ভুবাঙ্গা নাগা শাসানিলাশ্রিতাঃ ॥ ৬৩
 ৪। সাধ্যা শিখেন্থ লোকাঃ পুচ্ছমেব তু সংস্থিতাঃ ।
 ৫। মম্বা যক্ষাঃ কলানি যমঃ কষিভিঃ সহ ॥ ৬৪
 ৬। নক্ষত্রাণি গহাষ্টৈব তারাকপাণি যানি চ ।
 ৭। গাংগী চৈব বিদুঃ জগতি পঙ্কিরেব চ ॥ ৬৫
 ৮। অশ্বষ্টপ চৈব যক্ষাঃ সামান্তাধর্মবস্তথা ।
 ৯। লোকজ মাতরঃ চৈব মেধবর্মযথাপি বা ॥ ৬৬
 ১০। ধেনু নারায়ণঃ চৈব ভূতানি সন্নিঃশ্রুতা ।
 ১১। রোমকপাণি সংশ্রিতা তস্তাঃ দেব্যাঃ ব্যবস্থিতাঃ ।
 ১২। যক্ষাঃ বাক্সপৈঃ পিশাচাঃ পক্ষিণঃ
 ১৩। যক্ষস্বয়ং পক্ষিণাঃ তথা অপসরসঃ শুভাঃ ॥ ৬৮
 ১৪। গন্ধর্ভাঃ মহাস্থনে দে চাক্ষুঃপোষমানসঃ ।
 ১৫। ততঃ বিবৎসার্যাসে সর্ক এব সমাশ্রিতাঃ ॥ ৬৯
 ১৬। দানি সর্কদানানং পতনঃ পৃথিবীঃ
 ১৭। সমাশ্রিতা সর্ক এব সর্কদেবমদী ভূবি ॥ ৭০
 ১৮। বিশ্রেষ্ঠো মেদাদেনুঃ ততঃ প্রদদ্যাং সুসমাশ্রিতঃ
 ১৯। ১০০ গুবরীভ্যানি তিলা সিক্তাধিকান্তথা ॥ ৭১

১। সর্কদে, সাদাদেব আশ্রয়, সন্নিঃশ্রুতা গঙ্গা স্তনদেশে,
 ২। অশ্বষ্টপ পার্শ্বদেশে এবং সাধাগণ ও বিশ্বদেবগণ
 ৩। তাহার পৃষ্ঠে এবং লক্ষী তাহার পুরীষ ও নাপন
 ৪। তাহার শাসানকৃত আশ্রয় করিয়া থাকেন
 ৫। ১-৬২ যক্ষগণ, যক্ষ, দান, নিহম, কষিগণ, গ্রহ,
 ৬। নক্ষত্র, তারাকপী যে কোন গ্রহ, দেবী পার্বতী,
 ৭। বিদুঃ, অশ্বষ্টপ পক্ষি ও অশ্বষ্টপ প্রতিষ্ঠিত ছন্দ, সাম-
 ৮। বেদ, অধ্বয়বেদ, লোকমাতৃগণ মেধ, বৃষ্টি, বর্ষা,
 ৯। নারায়ণ-নৃগণ ও নদীগণ ইহারা সকলে ঐ গো-
 ১০। কপ ভগবতীর গহাষ্ট্রিত রোমকপ আশ্রয় করিয়া
 ১১। অবস্থান করেন আর যক্ষ, বাক্স, পিশাচ,
 ১২। পক্ষী, যক্ষলক্ষিণ, অপসরোগণ, গন্ধর্ভগণ এবং
 ১৩। ঐকপ অগ্ন্যস্ত্র মহাস্থগণ সকলেই তাহার পৃষ্-
 ১৪। ঠয়ে অবস্থান করেন। সকল দানকল ও
 ১৫। গণেশাদি সকলেই গোককে আশ্রয় করেন
 ১৬। বলিয়া ঐ ধেনু সর্কদেবতার আশ্রয়। হে
 ১৭। স্ত্রুতে! বক্ষ্যাম্য মম দ্বারা সেই পবিত্র
 ১৮। ১০০ বাক্সকে প্রদান করিয়া কপ, তিলা সিক্তা-

প্রদেয়াস্ত জতোহস্তিঙ্গ যশ্বেনানেন সূবতে ।
 সৰ্বদেবময়ীং লোকীং সৰ্বলোকময়ীং তথা ॥ ৭২ ॥
 সৰ্বলোকনিমিত্তাকং সৰ্বলোকনমস্তুতাম্ ।
 প্রযচ্ছামি মহানুত্তিমক্ৰমাং মে ভক্তামিতি ॥ ৭৩ ॥
 এবং স দত্ত্বা তাং প্রাপ্ত্ব যত্র যত্র প্রজাযতে ।
 তত্র তত্র গতা সা তং তারযেৎ তু ভগ্নাং তথা ॥
 সৰ্ম্মান্ কামান্ সংরূপোতি গোদানেন যথামবঃ ।
 ইহ জাতস্য তামেব কামগাং প্রতিপদাতে ॥ ৭৪ ॥
 মনসা মানুষ্যে ভূত্বা গোসহস্রী মহাবলঃ ।
 রূপবান্ বলবাংশৈব বহুপুত্রঃ জায়তে ॥ ৭৫ ॥
 প্রসূষমানঃ যো গাং দদ্যাৎ ভক্ত্যভ্যুতমুখীম্ ।
 হেমশৃঙ্গীং বোপাংবীং স জাতিমব্রতঃ লভেৎ ॥
 যন্ত গাং সম্প্রযচ্ছত ব্রাহ্মণেন্তো যথাবিধি ।
 তস্ত সা গোমহাদেবৈরৈক্যতে নবকার্দ্দভিঃ ॥ ৭৬ ॥
 কৃষ্ণাভিনন্ত যো দদ্যাৎ বর্জিতেন ব্রহ্মচারিণে

ধন ও সুবর্ণ প্রদান করিবে । ময় যথা—“হে
 ধেনো । আপনি সৰ্বদেবময়ী ও সৰ্বলোকময়ী
 এবং অন্নসাধক যজ্ঞের অংশ, হাত আপনারই
 হৃদে উৎপন্ন হয় বলিয়া আপনি এই দুঃখমান
 জীবের জীবন-ধারণের একমাত্র কর্তব্য, এ
 জন্ত সকলেই আপনাকে নমস্কার করে, ব্রাহ্মণ
 উদ্দেশে আপনার ৬ মহানুত্তিম প্রদান করিতেছি
 আপনি আমার নিতা মঙ্গল করুন । এইরূপে
 সে ব্যক্তি যেই দান করিয়া যে কোন স্থানে গমন
 করে, তথায় দেবতার গুণ ইচ্ছামতে পূর্ণকাম
 হয় এবং সেই ধেনু সেই সকল স্থানে গমন
 করিয়া, সকল বিপদ হইতে তাকে উদ্ধার
 করে । সে ব্যক্তি পুনরায় কৰ্ম্মভূমিতে জাত
 হইলে, সেই ব্রাহ্মচারী ধেনু লাভ করিয়া
 অস্ত্রান্ত সহস্র দেবুর অধিকারী পশু রূপবান,
 বলিষ্ঠ ও বহু পুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭৪—৭৬ ॥
 সুবর্ণময়-শৃঙ্গ-শালিনী ও বজ্রনির্মিত পুরসম-
 বিতা অর্দ্ধপ্রসূতা পদাশিনী ধেনু যে ব্যক্তি প্রদান
 করে, সে পুনর্জন্মে জাতিম্বর হইয়া থাকে এবং
 যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অদ্বৈতবতী ধেনু প্রদান
 করে, সেই ধেনুও তাকে ভীষণ নরকময়ণা
 হইতে জ্ঞাপ করে । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মচারীকে

পৃথিবীকলমাপ্রোতি যোগশাস্ত্র প্রবক্তৃ
 যোগিতো ব্রহ্মচারিতো গৃহস্থেভো যথ
 যঃ প্রযচ্ছতি আবাসমথমেধফলং লভেৎ ॥ ৭৭ ॥
 প্রাপ্ত্বাং পুণ্ডরীকস্ত গোসহস্রস্ত বিন্দতি
 স স্মৃতিক পরাং লজ্জা যোগমাপ্রোতি সূবতে ॥
 কমণ্ডলুক যো দদ্যাৎ ব্রাহ্মণায় নবোত্তমঃ ।
 স তেন কৰ্ম্মণা দেসি ধন্যঃ নিত্যমবাপ্তুয়াৎ ॥
 ব্যাধিতঃ যস্য বিপ্রর্ষে দীনঃ মুচ্যেতে নমঃ ।
 উদ্ধরেৎ তু যথাশক্তি স মুচ্যেৎ ব্রহ্মহত্যয়া ॥
 যঃ সুবর্ণং প্রযচ্ছত দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে ।
 দশানামথমেধানাং ফলং প্রাপ্রোতি মানবঃ ॥
 যট্টৈবৈভানি বয়োগি দানাত্মাত্মনি কংকশং ।
 সৰ্ম্মণি যুগপচ্ছৈব পৃথিব্যামেকব্রাডভবেৎ ॥ ৭৮ ॥
 ইদং যঃ শৃণুয়াত্তিত্যং দদ্যাৎ সৈব দশকিতঃ ।
 পশুতি চ মহাভাগ সোহপি নচ্ছৈঃ ত্রিবিষ্টপ

ইতি শ্রীশৈবে মহাপরমহংসনং কুমারসংহিতা

তাস্য দানধর্ম্মবিধির্নিকল্পণং নাম

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

যুগচন্দ্র দান করে, সে পৃথিবীদানের দান ও
 হয় ও যোগসমূহ তাকে আশ্রয় করে । বি
 যে ব্যক্তি যোগী ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থকে বাস
 দেয়, সে অশ্বমেধ ও পৌণ্ডরীক যজ্ঞের
 প্রাপ্ত হইয়া সহস্র দেবুর লাভ করে এবং
 স্মৃতি লাভে অচিরে মরণ যবে যোগী ত
 হস্তগত হয় । হে প্রিয়ে । কিংবা যোগী
 বর ব্রাহ্মণকে কমণ্ডলু দান করে, সে
 কৰ্ম্মপ্রভাবে নিতা অনন্ত ধন লাভ কর
 হে দ্বিজবর ! যে ব্যক্তি পীড়িত চেতনাশ্রু
 ব্যক্তিকে নিজ সমর্থানুসারে চিকিৎসা প
 চর্যাদি দ্বারা সুস্থ করে সে ব্রহ্মহা হইলেও
 ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং যদি
 ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি সুবর্ণ দান করে, সেই
 দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে । হে প্রি
 যে সকল সুন্দর দানবিধি कहिल्याम, যে ব্য
 এই সকলের এককালে অনুষ্ঠান করে,
 পৃথিবীতে সম্রাট হয় । যে ব্যক্তি ইহা প্রা
 জ্ঞাপ করে, বা নিজসামর্থ্যানুসারে দান

৭৬ বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শিশু ভূয়োহপি যথা দানং বিনা শুভম্ ।
 ত্রয়োপবাসেন যথা ধন্যোহপি লভ্যতে ॥ ১
 ত্তেন দেবী মাসং মার্গশিরে ক্ষিপেৎ ।
 তস কশ্মণা দেবি মাং তজ্জন্নিব নিত্যশঃ ॥ ২
 যমাসে তু যো দেবি বক্ষশকাভিধায়কম্ ।
 মাসে তু কুর্ষাণঃ শ্রিয়মাপ্নোতি বৈ প্রিয়ে ॥ ৩
 তৎকৃষ্ণ কুর্ষাণঃ শাস্ত্রেন মাসি নিত্যশঃ ।
 সুসৌভাগ্যমাপ্নোতি স্মিয়ন্ত পরমা শ্রিয়ম্ ॥ ৪
 ক্ষিপদেকভক্তেন চৈত্রমাসং নরোত্তমঃ ।
 তজ্জন্নিব চ কুলে জায়তি রূপবান্ ॥ ৫
 যঃ ক্ষিপেদ্যমাসমেকভক্তেন মানবঃ ।
 সাত্ত্বিকভ্যং প্রাপ্য পুণ্ডিতো ধনবানপি ॥ ৬

এই গবলোকন করে, সেই মংলাগ
 গমন করে । ১—৬

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন,—ঃ দেবি । পুরোক্ত
 বিষয় দান ব্যতীত উপবাসেও যেকপ মঙ্গল
 লাভ করা যায় তাহা পুনরাব কহিতেছি,
 কর প্রিয়ে । যে ব্যক্তি একাহারী
 অগ্রহায়ণমাস অতিবাহন করে, সে নিত্য
 যি ধারাবন জন্ত পুণ্য লাভ করে । পৌষ-
 া ঐরূপ করিলে ওৎকার-উচ্চারণ জন্ত কল
 হয় । মাঘমাসে ঐরূপ করিলে লক্ষ্য
 করে । ফাল্গুনমাসে নিত্য ঐরূপ করিলে
 বীভাষা ও অসামান্য ঐশ্বর্য লাভ করিয়া,
 া সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় । যে মানবশ্রেষ্ঠ
 মাস একাহারী হইয়া অতিবাহন করে, সে
 নিমিগের কুলে পরম রূপবান্ হইয়া জন্ম
 করে । যে নর বৈশাখমাসে ঐরূপ করে,
 ধনবান ও জ্ঞাতিমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া পুঞ্জিত

জ্যৈষ্ঠমাসং ক্ষিপেদ্যো বৈ একভক্তং সমাচরন্ ।
 জ্যেষ্ঠো ভবতি ভাতৃণাং ভোগানাপ্নোতি পুঙ্কলান
 আষাঢ়ং বাপি যো মাসমেকভক্তং সমাচরেৎ ।
 স রাজ্ঞো মাতৃত্যং প্রাপ্য কামানাপ্নোতি পুঙ্কলান
 শ্রাবণে দেবি যো মাসে একভক্তং সমাচরেৎ ।
 সৈন্যপত্যক সম্প্রাপ্য বলবানপি জায়তে ॥ ৭
 যন্ত ভাদ্রপদং মাসমেকভক্তং সমাচরেৎ ।
 স তেন কশ্মণা দেবি ধনবানপি জায়তে ॥ ৮
 মোহপি চারমুজং মাসমেকভক্তেন তিষ্ঠতি ।
 বাণিজ্যং লভতে তস কষিঃ পশুগণাস্থবা ॥ ৯
 কার্তিকং বাপি যো মাসমেকভক্তেন তিষ্ঠতি ।
 সৌখ্যমেবমলং প্রাপ্য বহ্নিলোকে মহীয়তে ॥ ১০
 যঃ ক্ষিপেদেকভক্তেন মার্গশীর্ষং ন সংশয়ঃ ।
 বিমানেনার্কবর্ণেন স গচ্ছেক্ষত্ৰলোকতাম্ ॥ ১১
 সংবৎসরস্ত যঃ পূর্ণমেকভক্তেন তিষ্ঠতি ।
 স পার্শ্ববসমো ভূত্বা মহাং পাতি মহেন্দ্রবৎ ॥ ১২
 অহরাজস্ত যো দেবি কৃধ্যাদেকং নরোত্তমঃ ।

হয় একভক্তচরণে জ্যৈষ্ঠমাস অতিবাহন
 করিলে, জ্যেষ্ঠভাতৃরূপে জাত হইয়া অশেষ
 ভোগে বঞ্চিত হয় না । যে ব্যক্তি আষাঢ়মাস
 একভক্ত করিয়া অতিবাহন করে, সে রাজার
 নিকট সম্মান পাইয়া সর্বপ্রকারে পূর্ণমনোরথ
 হয় । যে দেবি । শ্রাবণমাসে ঐরূপ করিলে
 অতি বলবান হইয়া সৈন্যপতিত্ব লাভ করে ।
 যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসে একভক্তচরণ করে, সে
 ঐ কশ্মবলে ধনবান্ হয় । যে আশ্বিনমাসে
 একাহারী হইয়া অবস্থান করে, সে কৃষি,
 বাণিজ্য ও অসংখ্য পশু লাভ করে । কার্তিক
 মাসে ঐরূপে অবস্থান করিলে অশ্রমেধ যজ্ঞের
 ফল প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে বাইয়া সকলের
 পুঞ্জিত হয় । যে ব্যক্তি অগ্রহায়ণমাসে এক-
 ভক্ত করে, সে শ্রমের দ্বারা প্রভাবশালী বিমানে
 আরোহণপূর্বক ইন্দ্রলোকে গমন করে ।
 ১—১৩ । যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ এক বৎসর নিত্য
 একাহারী হইয়া অতিবাহন করে, সে রাজা
 হইয়া ইন্দ্রের দ্বারা রাজ্য পালন করে ।
 যে দেবি । যে মানব এক অগ্রহায়ণ একাহারী

দশানং স সূৰ্য্যানং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৫
 মাসে মাসে অহোরাত্রং সৰ্ব্বপাপবিবৰ্জিতঃ ।
 ন বাতি নরকং যোরং যমকং স ন পশ্যতি ॥ ১৬
 মাসে মাসে চ যঃ কৃধ্যাং ত্রিরাত্রং ক্ৰেপযেধরঃ
 কৌবেয়ং লোকমাসাদা স বিদ্যেৎ পরমং সুখম্*
 চতুৰ্থেহনি যো ভুক্তে প্রযতাস্মা তুচিৰ্বঃ
 স ব্রহ্মৰ্ষপদং প্রাপ্য মোহতে স্বর্গবিদ্যুৎ ॥ ১৮
 পঞ্চমেহনি যো ভুক্তে প্রতিমাসমতন্মিতঃ
 বায়ুলোকং সমাসাদা স্বর্গলোকং গচ্ছতি ॥ ১৯
 যো ভুক্তে দিবসে ষষ্ঠে নিত্যং নিয়মমাস্থিতঃ ।
 বাক্ষণং লোকমাসাদা স চ বিদ্যেৎ মহাপদম্ ॥ ২০
 সপ্তমেহনি যো ভুক্তে ত্রিভবন্দো দৃতব্রতঃ ।
 আদিত্যলোকং প্রাপ্নোতি সৰ্ব্বদেবং মহাপদম্ ॥
 অষ্টমেহনি যো ভুক্তে প্রতিমাসমতন্মিতঃ
 বায়ুলোকং সমাসাদা স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥ ২২

হয়, সে দশসূৰ্য্যদান করিয়া ফল প্রাপ্ত হয়। যে
 ব্যক্তি প্রতিমাসে এক দিন উপবাস করে, সে
 নিপাপ হইয়া যোর নরকে গমন করে না ও
 ককাসি শমনের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। যে
 ব্যক্তি প্রতিমাসে ত্রিরাত্র উপবাস করে, সে
 কুবেরলোক প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখ ভোগ করে।
 যে মানব অতি পবিত্র হইয়া ত্রিরাত্র উপবাসী
 থাকিয়া চতুর্থ দিবসে ভোজন করে, সেই সাধু
 ব্রহ্মৰ্ষলোকে গমন করিয়া দেবতার স্তব্ধ আনন্দ
 ভোগ করে। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে অনলস
 হইয়া দিনচতুর্থে উপোষিত থাকিয়া পঞ্চমদিনে
 ভোজন করে, সে কিছুকাল বাক্ষণলোকে অবস্থান
 করিয়া পরে স্বর্গলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি
 নিত্য নিয়মী হইয়া পঞ্চদিনান্তে ষষ্ঠ দিবসে
 ভোজন করে, সে কিছুকাল বায়ুলোকে অবস্থান
 করিয়া পরে স্বর্গলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি
 ছয় দিন উপোষিত থাকিয়া সপ্তমদিবসে ভোজন করে,
 সে দেবসম-সেবিত অতি সুখকর স্বর্গলোক
 প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অনলস হইয়া প্রতি-
 মাসে সপ্তদিন উপোষিত থাকিয়া অষ্টম দিনে

যো ভুক্তে নবমেহনি নিত্যং নিয়মমাস্থিতঃ
 বাক্ষণং লোকমাসাদা স চ বিদ্যেৎ মহাপদম্ ॥ ২৩
 দশমেহনি যো ভুক্তে দশাহস্ত ফলং লভেৎ ।
 অগ্নিভ্যাকং সমো ভূতী স্বর্গাবস্থলতে সদা ।
 মানুষ্যক পুনঃ প্রাপ্য দশ ভাধ্যা লভেত সঃ ॥ ২৪
 একাদশে তু যো ভুক্তে দিবসে মানবঃ তুচিঃ ।
 একাদশাঃ ফলং প্রাপ্য যক্ষবানিহ জায়তে ॥ ২৫
 দিনে দ্বাদশমে দেবি ভুক্তে বস্তু সদা নরঃ ।
 বসেৎ স ভার্গবস্থানে প্রাপ্নদিত্যুখান্বিতঃ ॥ ২৬
 ত্রয়োদশে মানুযো ভূতী স নরো জায়তে তুচিঃ ।
 বনধাতুসমাযুক্তো জায়তে সুকূলে শুভে ॥ ২৭
 চতুর্দশ চ যো ব্রাত্তীনিত্যমুৎকৃপতে নরঃ ।
 নৈমিষং লোকমাসাদা ভবেদপপতিনরঃ ॥ ২৮
 অধমাসং ক্রিপেদ্বশ্চ নিত্যমেব যতন্মিতঃ ।

ভোজন করে, সে বায়ুলোকে গমনান্তর স্ব-
 লোকে গমন করে। যে ব্যক্তি ত্রৈকপ নিয়ম
 হইয়া অষ্টদিবসান্তে নবমদিনে ভোজন ক-
 রে সে কিছুকাল বাক্ষণলোকে অবস্থান করিয়া পা-
 অনুষ্পম ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪—২৩ ॥
 ব্যক্তি নব দিন অনাহারে অতিবাহিত করি-
 দশম দিনে ভোজন করে, সে পরলো-
 সাধিকদিগের অগ্নির সদৃশ পবিত্র হইয়া সৰ্ব্ব
 স্বর্গের গাত দাপ্তি পায় ও পুনরায় জন্ম
 করিলে পরম সুন্দরী দশ ভাধ্যা প্রাপ্ত হ-
 ত্রৈকপে একাদশ দিনে ভোজন করিলে এ-
 দলীর অনুষ্টান জঠ পূৰ্বা প্রাপ্ত হইয়া স-
 যজ্ঞের ফলভাগী হয়। তে দেবি। যে যা-
 দ্বাদশ দিনে ভোজন করে, সে শুক্ললো-
 বাস করিয়া দিব্য সুখ ভোগ করে। অন্য
 সে ইহলোকে উত্তম কূলে বনধাতুশালী ও
 মানব হইয়া জন্ম লাভ করে। যে ব্যা-
 ত্রৈকপ চতুর্দশ অহোরাত্র উপোষিত থাকি-
 পরে ভোজন করে, সে নৈমিষ লোকে যা-
 ক্রপনাস্তক হয়। * যে ব্যক্তি নিত্য অন-

* ত্রয়োদশ দিন উপবাস করিলে যে
 হয়, তাহার বচন বিলুপ্ত হইয়াছে।

* পানমিতি পাঠান্তরং কচিৎপঠতে ।

বরাহেন তুল্যোহসৌ ভূতা স্বর্গে চ তিষ্ঠতি ॥
 হ ব্রাহ্মা মহান ভূমৌ যত্র তত্রাভিভাষতে ॥ ৩০
 এক মাস ক্ষিপেকৌরো জিতক্রোধো জিতেশ্বিয়ঃ
 মানেন স দিবোন অপ্সরোভিঃ সমধিতঃ ॥ ৩১
 জামানো যথা দেবঃ সুরম্যানোহথ সর্কশঃ ।
 যাদিতাসঙ্গাশঃ স নিত্যং সুখমশ্নুতে ॥ ৩২
 লোকেষু বসতে রাজগুবসনানি চ ।
 পদাসনং প্রাপ্য দশ ভাঘা লভেত সঃ ॥ ৩৩
 লোকনিবাসেন যথা ব্রহ্মা নরোত্তমঃ
 বা পুনরাবুভি ব্রাহ্মণো ভবতীশ্বরঃ ।
 এক তত্র লভেত যেনৈশ্বৰ্য্যং লভেত তু সঃ ॥ ৩৪
 চতুর্বিধং বা হত্যাগ্নৌ স সমাধিতঃ ।
 যিত্ব তথা স্থানমুপবাসং চরেদ্ভিক্ষুঃ ॥ ৩৫
 যদ্যি শরবশৈব দুর্গপালোহ্মিরেব চ ॥ ৩৬
 তপন দেবগায়ত্রীং পবিত্রাণি চ নিত্যশঃ
 ন্যমন্তান বাপি রাত্রৌ চ শ্রুতিলেশয়ঃ ॥ ৩৭

যক্ষমাস উপবাসী থাকে, সে ইন্দ্রতুলা
 স্বর্গে অবস্থান করে ও পরে মর্ত্যতলে যে
 স্থানে জাত হয়, সেই স্থানে প্রদান রাজ্য
 যে ব্যক্তি বীর, জিতেশ্বিয় ও জিতক্রোধ
 এক মাস উপেষিত থাকে, সে সূর্য্য ও
 মত তেজঃসম্পন্ন কলেবর ধারণপূর্ব্বক
 অপ্সরোগণ-সমধিত ও দেবতার ক্রাদ
 র পূজা ও শ্রবের পাত্র হইয়া দিব্য-
 । অধিরোহণ করত সর্কশে বিচরণ করে
 ব্রহ্মলোকে বাইয়া ব্রহ্মোচিত বস্ত্রালঙ্কারে
 হইয়া দশ সূন্দরী স্ত্রীর বস্ত্রভ হন এবং
 গাক-বাসের পর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্ম-
 করত পরমৈশ্বৰ্য্য ভোগ করে । অনন্তর
 প্রাপ্ত হইয়া নির্কাম পদ প্রাপ্ত হয় ।
 ৩৪। ঐকপ যে ব্রাহ্মণ স্নাত হইয়া
 ভাবে অগ্নিতে আর্জতি দেয়, পরে মনকে
 ত্তর হইতে নিরুদ্ধ রাখিয়া উপবাসাচরণ
 নরদেব, দুর্গপাল ও ভগবান বৈশ্বানর
 আশ্রয় হন, তাহাতে সেই মানব
 র পূজনীয় হয় । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণবাচি
 অসংকট হইয়া, স্ত্রী ও শূদ্রের সহ

কুশানাস্তৌষা বিধিবৎ স্ত্রী-শূদ্রপরিবর্জিতঃ ।
 সমগ্নীয়াৎ তু বে রাত্রৌ বাতরাগো বিমৎসরঃ ॥ ৩৮
 যাবন্ত্যানি সন্তিষ্ঠেৎ তাবদ্বিত্রাংস্ত ভোজয়েৎ ।
 ততঃ পূর্ণে তু কালে বৈ ব্রাহ্মণানাং শতং গবাম্ ॥
 সঃ স্রমধবা শত্যা পূজয়িত্বা তু সর্কশঃ ।
 হবিষ্যং ভোজনং দদ্যাৎসাবো বাসাংসি চ ক্রমাৎ
 সুবর্ণং ত্রিাপাত্রং বা একৈকস্ত তু দাপয়েৎ ।
 ততস্ত বরমাপ্নোতি মদন্ত্রেদুর্লভং ভবেৎ ॥ ৪১
 রুসভং যন্ত নীলাঙ্গং গাং দদ্যাচ্চ পরিশ্রিনীম্ ।
 যাবদ্রামসহস্রাণি বর্ষাণাং দিবি মোদতে ॥ ৪২
 ত্রিাপাত্রাণি যৌ দদ্যাৎপ্রিপ্রোভাঃ শত্ৰুয়া নরঃ ।
 অমাবাস্তাং সমাসাদ্য কৃষ্ণাষ্টমীং সমাহিতঃ ॥ ৪৩
 যন্ত চান্দ্রায়ণং কৃষ্যান্দ্যথোক্তং সুসমাহিতঃ ।
 স পিতৃ-স্তুপয়িত্বা তু অক্ষয়ং নরপুংসবঃ ॥ ৪৪
 পিতৃলোকমবাপ্নোতি দেববৎ সুখমশ্নুতে ।
 উপবাসবিধিস্তেষ কথিতো মে সুশোভনে ॥ ৩৫

পরিভাগপূর্ব্বক নিত্য দিবাভাগে অনশনে
 থাকিয়া ব্রহ্মাসনে উপবেশন করত যথাবিধি
 কন্দ-পারতী ও কন্দ ন্যম তপ করে এবং রাত্রি-
 কালে ভোজন করিয়া ভূমি-লম্বায় শয়ন করে,—
 এইরূপে যতদিন যায়, পবে—যথাসময়ে তদ্বিন-
 সমসংখ্যক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহাদিগকে
 নিজ বিভবোচিত বস্ত্র, অলঙ্কার ও ত্রিাপাত্র
 দ্বারা পূজা করিয়া, প্রত্যেককে সহস্র অথবা
 শত ধেনু প্রদানের পর, হবিষ্যভ ভোজন করা-
 ইয়া পরিচর্য্য করে, সে অস্ত্রের দুর্লভ বর লাভ
 করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি নীলব্রহ্ম ও পরশ্রিনী
 ধেনু প্রদান করে, তে দেবি ! সে ঐ উভয়ের
 রোম-সংখ্যক বর্ষ স্বর্গমুখ ভোগ করে । যে
 ব্যক্তি অমাবস্তা বা অষ্টমীতে ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা-
 পূর্ব্বক ত্রিাপাত্র দান করে, সে অশেষ ধন
 লাভ করে । যে ব্যক্তি একান্ত মনে বিহিত
 চান্দ্রায়ণ করে, সেই মানবশ্রেষ্ঠ নিজ পিতৃ-
 গণকে পরিচর্য্য করিয়া, পিতৃ-লোকে বাইয়া,
 দেবতার ক্রাদ অক্ষয় সুখ ভোগ করে ।
 হে ত্রিয়ে ! সুশোভনে ! এই উপবাস-বিধি
 কহিলাম, এক্ষণে পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত-বিধি কহি-

পবিত্রাণাং বিধিং ভুত্ব একচিৎকারায়ম্ ।
 প্রজাপতিসমো ভুত্বা তস্ত লোকে মহীষতে ॥ ৪৬
 বস্ত্র সাত্ত্বপনং কৃচ্ছং করোতি নরসন্তমঃ ।
 আত্মনিমুচ্ছরেং কৃচ্ছান্নিলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৭
 মহাসাত্ত্বপনং বস্ত্র করোতি শুমহামনাঃ ।
 সর্গজ্ঞানমবাপোতি ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৮
 ভূলাপুত্রবৎ বস্ত্র কলাতি দ্বিজসন্তমে ।
 বিমুক্তঃ সর্গপাপৈক্যং ব্রহ্মলোকে দেবপুত্রিতঃ ॥ ৪৯
 অতিকৃচ্ছং তু নরঃ সর্গস্ত ভূতনং ব্রহ্মেং
 কৃচ্ছাতি কৃচ্ছং তথা গাণপতামবাধুঃ ॥ ৫০
 বস্ত্র সর্গানি দানানি কুরুতে নরসন্তমঃ ।
 বৎ বৎ প্রার্থয়েত কামং তৎ তমেব সমশ্রুতে ॥ ৫১
 বস্ত্র কচ্ছতিসেবেহ কৃচ্ছং হুসমাহিতঃ ।
 স তেন সিদ্ধো ভবতি দেবতকপি বিদ্বতি ॥ ৫২
 জপী তজ্জপো নিত্যং নরঃ সংবৎসরং কসেং
 যাবৎকোপমুচ্ছনো গোমত্রেণাপি সংকৃতম্ ॥ ৫৩
 পিণ্ডাকমাত্রলক্ষ্যং বা বদন্তীহববা পুনঃ ।

ভেঁহি, দ্বি-চিৎ হইয়া প্রবণ কর একটি
 প্রজাপতি অনুষ্ঠান করিলে, প্রজাপতিভূলা
 হইয়া প্রজাপতিলোকে কৃষে অবস্থিত হয় ।
 যে মানব কষ্টসাধ্য সাত্ত্বপন বস্ত্র করে, সে
 আপনাকে অশেষ কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়া,
 অহিলকে গমন করে ও যে ব্যক্তি একান্ত
 মনে মহাসাত্ত্বপন করে, সে সর্গজ্ঞান লাভ
 করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে যে ব্যক্তি
 সদ্ব্রাহ্মণকে ভূলা-পুত্র বান করে, সে সকল
 পাপ হইতে বিমুক্ত ও দেবপুত্রও পুত্রিত
 হইয়া ব্রহ্মলোকে বিহ্বল করে মানব অতিকৃচ্ছ
 ব্রত করিলে পিতৃলোকে গমন করে, কৃচ্ছাতি কৃচ্ছ
 ব্রত করিলে, গাণপতা প্রাপ্ত হয় । সে মানব-
 ত্রেষ্ঠ সর্গব দান করে, সে বৎস দ্বারা প্রার্থনা
 করে, সে সকলই প্রাপ্ত হয় ৩৫—৫০ ।
 মানব এই কষ্ট-কৃত্রিমিত্তে যে কোন কষ্টসাধ্য
 ব্রতের আচরণ করে, তাহাতেই সে সিদ্ধ হয় ও
 দেবত লাভ করে । যে মানব সংবৎসর গোমত্রে
 ব্যাধা সংকৃত করিকর্তি বা জিলমণ্ড অথবা
 বায়ুমাত্র তপস করিয়া নিত্য আমার মন জপ

অগ্নমেধমপ্যং ভুক্ত্বা ব্রহ্মলোকং সমশ্রুতম্ ॥ ৫৪
 সর্গপাপবিনিস্কৃতো বিমুক্তঃ সর্গবন্ধনৈঃ ।
 বিমানেনাকর্ণেন ব্রহ্মলোকে সতী ॥ ৫৫
 যজ্ঞেতানি চ সর্গানি বাস্তানি নরসন্তমঃ ।
 যাবদুচ্ছং সমাসেন মহাত্মা নষ্টকিঞ্চিৎ ॥ ৫৬
 সালোক্যং বা মহাশক্তং যথেষ্টং যোক্ষয়েৎ চ ।
 ঐশ্বর্য্যং মহং প্রাপ্য দীপ্যমানো বতিষ্ঠতি ॥ ৫৭
 বরং প্রাপ্য চ সর্গানি দানানি চ যথেষ্টমু
 বিনা যজ্ঞেন সত্ততং শূদ্রানামিহ সঙ্গমঃ ॥ ৫৮
 বিধীয়তে ন সৎকর এবমহং প্রজাপতিঃ
 অমপান্তে স্মৃত্যঃ সর্গে শাস্তা বিগতকামাঃ ॥ ৫৯
 সৌদাম্যং দেবতং 'ভূত' ভূতো নাত্মো বিদ্যতে
 স গতিঃ পরমে ধর্ম্মং স ধর্ম্ম পরমং স্মৃতম্ ॥ ৬০
 তেন স' অভ্যাস্যত ইদং ধর্ম্মং সমাচরতঃ ।
 সাত্ত্ব্যং তস্ত বস্ত্রম্ প্রার্থয়েত শুমহামতি ॥ ৬১

করে ও অগ্নি তপস করে, সে অগ্নিমেধ
 ব্রত ভোগ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করে এ
 অশেষ পাপ ও সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত
 হইয়া, অশেষ কষ্ট ত্রেষ্ঠসাম্পন্ন বিমান যত
 হবপুত্রিক ব্রহ্মার জ্ঞান সর্গক সকল বা
 বিচরণ করে তে প্রিয়ে । যে সকল বি
 সংক্ষেপে কহিলাম্ । যে মানব এই মন্ত্র
 একত্রিংশ অনুষ্ঠান করে, সেই মহাত্মা নি
 হইয়া, ইহলোকে মহতী কতি নষ্ট করি
 পরে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মরূপে লাভ করে
 মহৈশ্বর্য্য-লাভ ত্রেষ্ঠ হইয়া, যথেষ্ট
 প্রাপ্তে শূদ্র হইয়া অবস্থান করে পূর্বে
 কাঁধা সকলে মন ব্যতীত যে বস্ত্রের অনু
 আছে, তাহা শূদ্রদিগের বিহিত, ইহা জ
 প্রজাপতি কহিয়াছেন । কারণ শূদ্রেরা বা
 পশুকাদিগের অনুষ্ঠানেই নিপাপ হইয়া বা
 নারীদিগের পতিই দেবতা, তদন্ত কেই
 এবং পতি উদ্ধারের পতি, পরম ধর্ম্ম ও
 পদ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে । এক
 বদি বামীর অনুষ্ঠান পাঠিয়া, ভক্তিপূর্ণ
 কর্তব্য অনুষ্ঠান করে, তবে উদ্ধার

তু কোননুজাতা ধর্ম্যং কথ্যাকচিহ্নিতা ।
 তৎকালং সা লভতে লভতে চ সতীকলম ॥ ৬২ ॥
 চ ভ্রাতানুজাতা কৃত্বা ধর্ম্যং সুপুঙ্কলম ।
 দ্বাপু পঠিতে নাবী তন্তাননু হি তৎকালম ॥ ৬৩ ॥
 চ প্রাথম্যতে কিকিদিহলোকে পরত্র চ ।
 সর্গং প্রাপ্যতে চৈব সুভগা চাপি আধতে ॥ ৬৪ ॥
 দৃশ্যস্তা ভবেচ্ছতী শ্রিয়া তন্ত চ সা তথা ।
 চ প্রজা চ ভবতি ন চ দৃশ্যং সমশ্রুতে ॥ ৬৫ ॥
 বদন্তু মনস্যাত্মনঃ প্রভাবাননে ॥ ৬৬ ॥
 ইতি শ্রীশৈব মহাপুৰাণে শনকুবারলহতা-
 দ্বাদশোপাস্যাদিশ্লোকপদ্য নাম
 : শ্রীশৈবোপাস্যাদিশ্লোকপদ্য নাম ॥ ৬৭ ॥

শ্রীশৈবোপাস্যাদিশ্লোকপদ্য নাম

দেবাবচ ।

কিঞ্চিদস্মিন্ সর্গকামপদ্যকিতম্
 ধর্ম্যং ত্রিনবদশ ভবন্তঃ শ্লোকপদ্যকিতম্ ॥ ১ ॥

যে হী অমীর বিনা অনুমতিতে ধর্ম্যচর-
 তে ততঃ সন প্রাপ্ত হইয়া প্রভুত-
 ত্বিনীতঃ যে নারী অমীর আদেশে মত-
 কথ্য করে বা বদন্তু পদ্য করে তা শ্রবণ
 । সে মনঃ ললাভ করিয়া ইহলোকে চ-
 লিতঃ প্রাথম্য করে, সে সকলই প্রাপ্ত
 পদ্য সৌন্দর্য্যবতী হয় এবং অমীর
 ই বস্তুতঃ হয় আর সেম অমীর
 মা হইয়া প্রভুতী হয় ও কখন দৃশ্য
 হয় না যে বদন্তনে প্রিয়ে । তোমার
 যে বশতঃ আমি এই পরমধর্ম্য
 মি। ৫১—৬২ ।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

যাও হইলেন,—যিনি এই বিশ্বসংসারের
 ইতি-প্রশ্ন-করা, সর্গকাম ও অপরাধিত,
 যত্ন শ্লোপাণি ত্রিনবদশ দেব দৈবানক

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যৎ সচ্চ বৈদ্যং পরং হর ।
 বিদিতং তব তং সর্গং তেন সর্গগতো কসি ॥ ২ ॥
 যদি তেঃ সমুগ্রাহা যদি তে ময়ি সৌকলম্ ।
 যং পৃচ্ছামি মহাদেব তমে কুহি যথাতথম্ ॥ ৩ ॥
 যঃ বে নিয়মাংসঃ কুর্ভাক্ষণাঃ কত্রিয়া বিণঃ ।
 যে চাত্তে নিয়মাংসে চিৎ তেয়াং বে কুহি যংকলম্
 যেসু তীর্থেসু সর্গেয়াং সমুদ্রাঃ সলরুদ্রাঃ ।
 দৃশ্যন্তে নিয়মানাক যোগ-ধান-তপো-লয়াঃ ॥ ৪ ॥
 এম মে সংশযো দেব চিত্তব্যাকুলকারকঃ ।
 শময়স্ব মহাবুদ্ধে নীহারমিব ভাস্বরঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

এক এবাং নিয়মো নিয়মাংসপ্রদনৈঃ ।
 বদন্তা দৃশ্যতে লোকে নিয়মো নিয়মাংসদেঃ ॥ ৬ ॥
 নিয়মস্ত নর কৃত নিয়মাংসকৃতো নিয়মঃ
 দৃশ্যতে দেবি কুরুতে স তন্ত সলমশ্রুতে ॥ ৭ ॥
 অনিত্যং শ্রমিতোবঃ মাতৃব্যং দুদুসোপমম্
 দৃশ্যতে নিয়মাং কুরু মনুষ্যোপ বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥

নমস্ করি হে মহাদেব । জগতে ভূত
 ভবিষ্যৎ বর্তমান ব্যাঃ কিছু আছে, সে সকলই
 আপনি বিদিত আছে ন বলিয়া । সর্গগতঃ রূপে
 কবিত হন । হে নাথ । যদি আমি আপনার
 অনুগ্রহের পাত্রী হই ও আমাতে আপনার
 অনিচ্ছনীর প্রেম বরক, তবে যাহা জিজ্ঞাসা
 করিতেছি, তদ্বিষয়ে সহজর প্রদান করুন
 হে প্রভো । ব্রাহ্মণ, কত্রিয়া ও বৈষ্ণবের
 কথবা নিয়ম এবং অপর নিয়মের ব্যাঃ সল,
 তাহা বদন । যে সব তীর্থে সকলেরই সম্পূর্ণ
 লভ সল হয়, সে সব স্থানেও কি যোগ, ধ্যান,
 তপস্বা বা মুক্তি নিয়মের অনুষ্ঠান হওয়ার
 কোন নিয়ম আছে ? এই সকল বিষয় শুকতঃ
 জানিতে না পারায় সংশয় আমার চিত্তকে ব্যাকুল
 করিতেছে । হে মহামতে ! উপনয়ন বেলপ
 হিমজাল দ্র করেন, সেইরূপ আপনি আমার
 সংশয় উচ্ছেদ করুন । মহাদেব কহিলেন,—হে
 দেবি । মানব যথানিয়মে জিজ্ঞেসিয়া হইয়া,
 শুকর নিয়ম আচরণ করিলে, তাহার সূক্ষ্ম
 সল লাভ হবে এবং আপাতদৃশ্য বলিয়া

নরা লোভাভিত্তাঃ নরা ধর্মোপহিসকাঃ ।
 বর্তমানমুখাসক্তা ন ধন্যকুচয়োহভবন্ ॥ ১০
 উচ্যমানক নিয়মং করোতাভিমতং নরঃ ।
 স তু বর্ষসহস্রাণি বহু বৈ ফলমশ্নুতে ॥ ১১
 অসিপত্রবনে যং তু নিয়মস্ত কলীলতা ।
 তেন ধারণতুল্যেন নিয়মস্তানুপালনম্ ॥ ১২
 দেবতং দেবতাঃ প্রাপ্তা নিয়মান্নিয়মাগিতে ।
 তারাকপো জলজ্যোতির্নিয়মস্ত উপাধনে ॥ ১৩
 নিয়মেন বদ্যরোহে বেলাং নাক্রমতে নরঃ ।
 নিয়মাঙ্কুলতে চাপ্লিস্তপতে নিয়মাদবিঃ
 নিয়মাং প্রববৌ বায়ুর্নিয়মাক্তি যতে যঃ ॥ ১৪
 নিরুপা তপঃ কৃত্বা নিয়মক যথা তথা
 মম পত্নীমহমি হুং শুভে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৫
 বর্ষক নিয়মং যং কুরুতে নিয়মাংস্ততঃ
 স ব্রহ্মানন্দ লোকেষু চরতে দেববৎ সুখম্ ॥ ১৬

প্রতীক্ষমান মনুষ্যঃ জলদুর্গদেব গ্রাম কপ্তম্যৌ।
 একস্ত দ্রুত নিয়মচরণ মনুষ্যেব সর্গতোভাবে
 কর্তব্য। অতি লোভী ধনুদেবী মানবগণ বর্ত-
 মান যুগে আসক্ত হইয়া, পরিণামে অশেষ
 সুখপ্রদ ধন প্রদর্শিত করে না। যে মানব
 প্রতিজ্ঞাপূর্বক নিয়মচরণ করে, সে তাহাতে
 সহস্রবর্ষ অশেষ পুণ্যকল ভোগ করে। হে
 নিয়মাগিতে। দেবগণ নিয়মচরণ করিয়াই অস-
 ম্যাক্ত দেব প্রাপ্ত হইয়াছেন। নক্ষত্রপুং
 নিয়মচরণে সমুদ্ভূত-জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়াছে।
 হে বরহিষে। মানব নিয়মচরণেই মধ্যম
 অতিক্রম করে না। নিয়মাবলম্বনেই বহিঃ
 প্রসঙ্গিত হন, সখ্যাদেব উত্তাপ দান করেন,
 বায়ু প্রবাহিত হন ও পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডক ধারণ
 করিতেছেন। হে ভগবৎ। তুমিও নিয়মপূর্বক
 উপোষস্থান করিয়া নিশাপ হইয়া, আমার
 পক্ষীয় লাভ করিয়াছ, ইহাতে সন্দেহ নাই।
 যে ব্যক্তি এক বর্ষ নিয়মপূর্বক ধর্ম-কার্য করে,
 সে ব্রহ্মলোকাদি নানাস্থানে দেবতার শ্রায় যুগে
 বিচরণ করে। ১—১৫। হে পার্শ্বতি। কোন
 এক নিয়মী ব্যক্তি নিয়মকল বাহা প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিল। বিদ্যমান হইয়া, বিদ্যমান বিদ্যমান

নিয়মস্ত ফলং প্রাপ্তং যথা তু নিয়মাগিত।
 দ্বিজাতীনাং প্রিয়ং তন্মে নিশাময় নগাস্ত্রয়ে
 বারানস্তামভূষিতঃ কেবলং নামধারকঃ ।
 বিকৃতঃ কশ্মমুচ্যে পরদ্রব্যাপহারকঃ ॥ ১৬
 নিষ্ঠুরোহকরণো দেবি জাতি-কশ্মবিঘটকঃ ।
 শূচকো হাক্রজঃ পাপোহবিভক্তো ভাতি মৎ
 মিথ্যাবিনীতো দুশ্শ্রেয়া দেব-দানবধিকৃতঃ ।
 বিকণনোহধর্ম্যকুর্চিনাশূচকো বেদনিন্দকঃ ॥ ১৭
 পরদ্রব্যেণ সন্তুষ্টঃ পরদ্রব্যবিচারকঃ ।
 উদ্বৈজনীয়ঃ সর্গস্ত দুষ্টাচিবিব পার্শ্বতি ॥ ১৮
 অশূচকো নির্মমধারো নিরোক্ষারো হপঙ্ক্তিজ
 মিথ্যাবিনীতো দুশ্শ্রেয়া বেদবাদবহিঃকৃতঃ ॥ ১৯
 ক্ষিরদংষ্ট্রো যথা সর্পঃ শৃঙ্গহীনো যথা কুম্ভঃ
 ত্রুণপক্ষে যথা পক্ষী বিপুষ্প ইব পাদপঃ ॥ ২০
 বারানস্তাং স বৈ বিপ্রো বিপ্রকোটিশতর্জনঃ

নিকটে এক্ষণে শবণ কর। হে দেবি। পু
 কাশীধামে একজন নামমাত্র ব্রাহ্মণ ছি
 তাহার পত্নীক বাসভূমি অন্ধাশ্রম। সে
 কুরূপ, কপের অযোগ্য, পরদ্রব্যাপহারী
 নৃশংস ছিল। ঐ অপবিত্র পাতকী, সর্ব
 চিত্ত কষ্ম পরিভাগপূর্বক রূপট নম
 সর্গদা পরনিন্দারত ওষ্যদ দেব-দানবগণ
 বিকারের পাত্র হইয়াছিল এবং ঐ অশ
 নাস্তিক সন্দেহ। আশ্রমাদাতাপব হইয়া, ও
 পথ্যম নিন্দা কবিতো আরও করিয়া
 হে পার্শ্বতি। ঐ অপবিত্র ব্রাহ্মণ পর
 লোভে পরম সন্তুষ্ট ও তদ্বিষয়ে ঐ
 শূদ্রাদি বর্গভেদ পথ্যম সৌকার করিত না
 দেবতাকে ও ব্রাহ্মণকে নমস্কার বা ও
 উচ্চারণ কিছুই করিত না। এইরূপে গর্হ
 উষ্ট সর্পের শ্রায়, সবলেই উদ্বৈগ-সম
 হইয়াছিল বলিয়া কেহই উহার সহিত
 বাস করিত না। হে কমলাক্ষি! ঐ
 ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদের বর্গ পথ্যম উচ্চা
 করায় বস্ত্রহীন সর্পের শ্রায়, শৃঙ্গহীন কুম্ভের
 পক্ষহীন পক্ষীর শ্রায়, পুষ্পহীন রূপ
 হতমান হইয়া, ঐ কাশীতে শতকোটি ব্রা

তস্য তপত্রাক্ষি সোহলসংচারহারকঃ ॥ ২৪ ॥
 ॥ পূর্ণাং ন সোহন্তীহ পুরুষঃ প্রমদোত্তমঃ ।
 ১৪: স ভবেদ্বীকৃষ্ণ ঠাহিরিব হুঃখণঃ ॥ ২৫ ॥
 ১৫: পাপগঃ সোহথ নিম্নতং কুচিরাননে ॥ ২৬ ॥
 ১৬: বর্ষশতাশ্চৈব বনিগাপগস্ত বৈ ।
 ১৭: ক্রোধানি বিপ্রম্ নবাশিষ্টেস্ত পার্শ্বতি ॥ ২৭ ॥
 ১৮: অঙ্গপদঃ সিন্ধুঃ সিন্ধু-গন্ধর্বপুঞ্জিতঃ ।
 ১৯: গতো দৃষ্টমোক্ষারং সিন্ধুবন্দিতম্ ॥ ২৮ ॥
 ২০: স্যাস্থ্য কাশাস্ত মুনিগিন্ধেজ সংকৃতঃ ।
 ২১: রুচতি তথা তস্মিন্ পক্ষ্যাতনদর্শনে ॥ ২৯ ॥
 ৩০: কৃত্যঃ কলাবাসন সর্কসে তং প্রণমন্তি চ ।
 ৩১: স্তোদ্যাস্তে দেবঃ পক্ষ্যাতনসংস্থিতম্ ॥ ৩০ ॥
 ৩২: ক্রিৎ প্রকর্ষতি অঙ্গপাপক্ষ্যাবহম্ ।
 ৩৩: বাসে তু পানীশ্বঃ পিবন্তি বিহরন্তি চ ॥ ৩১ ॥
 ৩৪: গঙ্গাং বিশালাক্ষি নমস্তু ত্রিদিবালয়ঃ ।

৩৫: দিষ্ণু নিম্নত অর্থাপহরণ-তাপব হইয়া
 ৩৬: করিত হে যেমিহরে। এই পূর্ণাং
 ৩৭: প কেহ ছিল ন, এই ব্যক্তি যাহার
 ৩৮: প্রিয় ছিল ন এবং যাহার প্রিয় ছিল, তৎ
 ৩৯: পব জায় সকলেই সর্কসে তাহাকে হৃদয়
 ৪০: হে সুবদনে পার্শ্বতি! সে নিত্য
 ৪১: ক্রিৎগের আপনে গমন করিত। এইরূপে
 ৪২: বর্ষকম শতবর্ষ অতিবাহিত হইল, তথাপি
 ৪৩: ব্যক্তি সং হইল ন অনন্তর একদিন
 ৪৪: ১ ও গন্ধর্বগণ পুঞ্জিত অঙ্গপদ নামক
 ৪৫: নিসিন্ধু, সিন্ধুগণ বন্দিত ওস্বারকপী ভগ্ন-
 ৪৬: মহাদেবকে দর্শন করিতে কালীক্ষেত্রে
 ৪৭: গমন করিলেন। ২৬—২৮। তথায় অস্ত্রাত্ম
 ৪৮: ও মুনিগণ কর্তৃক পুঞ্জিত হইলেন ও নিম্নম
 ৪৯: পক্ষ্যাতন সংস্থিত ওস্বাবনাথের দর্শনার্থ
 ৫০: করিলেন। কলিকালে লোক সকল
 ৫১: ৪ হুঃখপীড়িত হইলে, কালীক্ষেত্রে মংস্ত্রো-
 ৫২: তে পক্ষ্যাতন সংস্থিত ভগবানকে প্রণাম
 ৫৩: পূনর্জন্ম সম্পাদক পাপের নিরাকরণার্থ
 ৫৪: কণ করে ও সর্কসে। ওস্বালয়ে অবস্থান
 ৫৫: ১১, তাহার প্রসাদীকৃত সলিলাদি পান
 ৫৬: ১২, যথেষ্ট বিহার করে। হে বিশালমোচনে।

স তত্র ভ্রমমাণশ্চ সিন্ধো বিকৃতরূপয়ক্ ॥ ৩২ ॥
 তমারান্তমন্ত্রপ্রাপ্তো যত্রাশ্বেহসৌ দ্বিজাধমঃ ।
 স তং বিকৃতমায়াতুং সিন্ধুরূপং সমাগতম্ ।
 প্রহসন্তিব চাহেদমভ্যুখায়াভিবাদয়ন ॥ ৩৩ ॥
 অপর্কদর্শনং হ্যস্ত পক্ষ্যামাহমথো ভবান ।
 কৃত্যঃ কথস্ত প্রাপ্তোহসি শঙ্কে স্বর্গাং সমাগতঃ ॥
 ন হ্যদৃশেন রূপেণ কাশ্চেন চতুরেণ তু ।
 দৃশ্যতেহ্যন্ততঃ শঙ্কে স্বর্গভ্রষ্টো ভবানিতি ॥ ৩৪ ॥
 সিন্ধু উবাচ ।

সাব ভোঃ স্বর্গবিক্রান্ত মহাজ্ঞানমযো হসি ।
 স্বর্গাদহমন্ত্রপ্রাপ্তঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
 প্রিয়ং তে কথ্যমিচ্ছামি বদ সর্কসে তথেষ্পিতম্ ॥ ৩৬ ॥
 দেবগণও এই স্থানে অলক্ষিতভাবে ভ্রমণ
 করেন। পবম সিন্ধু অঙ্গপদও স্বরূপ ত্যাগ
 করিয়া, এক বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া তথায়
 ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় পূর্বেস্ত
 কপটনিক দ্বিজাধম তাহাকে দেখিতে পাইল।
 সেই দ্বিজ আপনার ভ্রাম বিকৃতাকৃতি সিন্ধু-
 রূপীকে আগত দেখিয়া উপহাস করত পাত্ৰো-
 থানাদি দ্বারা যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক
 বলিল,—অহো! আপনার দর্শন কি মনোহর,
 অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কোথায়
 হইতে এবং কেন অভিলাষে এই স্থানে উপ-
 স্থিত হইলেন? আমার বোধ হইতেছে,
 আপনি অমরনগরী হইতে আগমন করিতেছেন,
 কাবণ আপনার ভ্রাম কমলীয় কাতিশালী এবং
 নিম্ন পুরুষাতরকে পৃথিবী মধ্যে দেখিতে পাই
 ন। অতএব বোধ করি, আপনি স্বর্গ হইতে
 অবতরণ করিতেছেন। তাহার সেই বাক্য
 শ্রবণ করিয়া সিন্ধু বলিলেন,—মহাস্বন!
 আপনি স্বর্গবাসিগণ কর্তৃক বিশেষরূপে বিজ্ঞাত
 এবং আপনি সুন্দর অনুমান করিয়াছেন, সত্য
 সত্যই আমি স্বর্গ হইতে আগমন করিতেছি;
 ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনি অভি-
 লষিত এবং অস্ত্রাত্ম সকল বাক্য জিজ্ঞাসা
 করুন, আমি আপনার মনোনীত উত্তর প্রদান

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যদি যর্গেতি বসতিস্থিষ্ঠে সন্ধিসমস্তম্

বস্ত্রাশ্রয়বসায় শেঠাং যদি জানাসি কথাতম্ ॥ ৩৮

সিদ্ধ উবাচ ।

অভিযাং স্বর্গসংস্থানামপরাধাং ন সংশয়ং ।

শ্রিয়ং বা কথয়াম্যেহাং জানে সর্কং যথেষিতম্ ॥ ৩৯

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যদি তুম্যেবাবসসি কথমসং মমাত্মনঃ

কো হি স্বর্গলভ্যঃ বস্ত্রাং ন বিন্দেচ্চেন্দ্রসমিতাম্ ॥

পরিষাসি পুনঃ স্বর্গং কথ্যচিৎ ব্রাহ্মণম্বহু

ব্রহ্মমনামহং নক্স বচনাময় সন্তম্ ॥ ৪০

সিদ্ধ উবাচ ।

যদি যস্যেহি সিসং ব্রাহ্মণ নষ্টমসংসেহমমম্

অপক্ৰম্যনং দিব্যং কথং ব্রাহ্মণমহোত্তমং ॥ ৪১

স তু পুত্রাণি নিষ্কৃত্য চ ললেন্দ্রং পুত্রসংসারং

কহিতেছি ॥ ৩৮—৩৯ ব্রাহ্মণ বলিল,—হে
সদাশ্রয় বিজ্ঞপ্তের অগ্রগণ্য । আপনি যদি
যর্গেই নিবাস করেন, তাহা হইলে ক্রিষ্ণকাল
খিন হইবে, আপনার কল্যাণ করি আপনার
শ্রেষ্ঠ বস্ত্রকে আপনি কি বিক্রয় করিবেন ?
কথাপি জানেন, তাহা হইলে বস্ত্র সিদ্ধ
বলিলেন,—আমি স্বর্গবাসী অপরাধের
কথা অতিশয় বস্ত্রকে বিশেষরূপে বিক্রয়
করি, অতএব আপনার অভিলষিত শ্রিয়
লাভ করিব । ব্রাহ্মণ বলিল,—আপনি যদি
যর্গে নিবাস করেন, তাহা হইলে আমার কল্যাণ
করুন, স্বর্গবাসী কোন ব্যক্তি স্বর্গবাসী হইলে
সদাশ্রয় বস্ত্রকে বিক্রয় করে ? হে ব্রাহ্মণ
সাদৃশ্য ! আপনি কথাপি পুনর্বার কখন যর্গে
বসন করেন, তাহা হইলে আমার বাক্য
বস্ত্রকে কখন বিক্রয় করিবেন ? সিদ্ধ
বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ । যদি আমি আপনার
অগ্রগণ্য বস্ত্রকে বিন্দেচ্চেন্দ্রসমিত
করি, তাহা হইলে আপনার আদেশ পরি-
পালন করিব । এই প্রকারে ব্রাহ্মণকে সান্তনা
দিত, সিদ্ধ সদাশ্রয় বস্ত্রের কথকাল মধ্যে
স্বর্গবাসী স্বর্গবাসীকে কখন করিয়া কথাকে

অপক্ৰম্যনং ব্রহ্মণী বস্ত্রাং ব্রহ্মপদামিব ক্রিয়ম্ ॥

পূর্ণচন্দ্রাভবদনাং মননাক্রময়োমিব ।

পক্ষকুন্তনিভাত্যাক্ত স্তনাত্যাত্মশোভিতাম্ ॥

পীনবিল্বৌর্ণজবন-বক্ষোরু-মুখ-নাসিকাম্ ।

ব্রহ্মতামাববিন্দাত্যাত্ম পাদাত্যাত্ম সম্প্রতিষ্ঠিতা

বস্ত্রাং বৌণায়িতাং তেষাং সুরাণাং স্বাস্ত্যচাবিনী

সিদ্ধো দৃষ্টানবদ্যাস্তীমিদং বচনমববৌ ॥ ৪৬

ব্রাহ্মণস্তাং নিবসতি ব্রাহ্মণো হি ব্রাহ্মণে ।

স হং পক্ৰতি শুশোণি যদি জানাসি কথং

ব্রহ্মণম্বহু

তং ন জানাম্যসং বিপ্র চিত্তমস্মাপি সন্তম্

ইতোবমুক্তোহপ্যবসামুবাচ সিদ্ধবদিত ॥ ৪৭

স্বমেবাবসথং তুর্গং সাত্ত্বিকশোকনোচনে

অপ্যুতং স সিদ্ধো ব্রহ্মসিদ্ধঃ সিদ্ধশ্রুতঃ

ব্রাহ্মণসৌম্যপ্রাপ্তঃ পুত্রসংসারমপিত

চন্দ্রকলাবদাং অকাল হইতে বহির্গত হইলে
কেনিহ তাহার সমীপে উপস্থিত হইলে
ব্রহ্মতামাববিন্দাত্ম পাদাত্ম সম্প্রতিষ্ঠিতা
বস্ত্রাং বৌণায়িতাং তেষাং সুরাণাং স্বাস্ত্যচাবিনী
সিদ্ধো দৃষ্টানবদ্যাস্তীমিদং বচনমববৌ ॥ ৪৬
ব্রাহ্মণস্তাং নিবসতি ব্রাহ্মণো হি ব্রাহ্মণে ।
স হং পক্ৰতি শুশোণি যদি জানাসি কথং
ব্রহ্মণম্বহু
তং ন জানাম্যসং বিপ্র চিত্তমস্মাপি সন্তম্
ইতোবমুক্তোহপ্যবসামুবাচ সিদ্ধবদিত ॥ ৪৭
স্বমেবাবসথং তুর্গং সাত্ত্বিকশোকনোচনে
অপ্যুতং স সিদ্ধো ব্রহ্মসিদ্ধঃ সিদ্ধশ্রুতঃ
ব্রাহ্মণসৌম্যপ্রাপ্তঃ পুত্রসংসারমপিত
চন্দ্রকলাবদাং অকাল হইতে বহির্গত হইলে
কেনিহ তাহার সমীপে উপস্থিত হইলে
ব্রহ্মতামাববিন্দাত্ম পাদাত্ম সম্প্রতিষ্ঠিতা
বস্ত্রাং বৌণায়িতাং তেষাং সুরাণাং স্বাস্ত্যচাবিনী
সিদ্ধো দৃষ্টানবদ্যাস্তীমিদং বচনমববৌ ॥ ৪৬
ব্রাহ্মণস্তাং নিবসতি ব্রাহ্মণো হি ব্রাহ্মণে ।
স হং পক্ৰতি শুশোণি যদি জানাসি কথং
ব্রহ্মণম্বহু
তং ন জানাম্যসং বিপ্র চিত্তমস্মাপি সন্তম্
ইতোবমুক্তোহপ্যবসামুবাচ সিদ্ধবদিত ॥ ৪৭
স্বমেবাবসথং তুর্গং সাত্ত্বিকশোকনোচনে
অপ্যুতং স সিদ্ধো ব্রহ্মসিদ্ধঃ সিদ্ধশ্রুতঃ
ব্রাহ্মণসৌম্যপ্রাপ্তঃ পুত্রসংসারমপিত

জিনা চ সংপৃষ্টশিরেণ পুনরাগতঃ ॥ ৫০
প্রহস প্রোবাচ বারাবস্তাং নিকেতনঃ ।
ব্রাহ্মণ দৃষ্টা সা হুয়া ব্রহ্ম বরাপরাঃ ।
সাবলতে দৃষ্টা পাকুতো বা হুয়াসিনা ॥ ৫১
সিদ্ধ উবাচ ।

দৃষ্টা ততঃপাৎ প্রহসা বচনাম্ময় ।
বিত্তিমায়াং নব জানামি কোঃপাসো ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ

গোবিন্দ পুনঃ সর্বাংগদা নাম মহাপ্রাজ্ঞে
সিদ্ধ উত্তরোবাচ ন বেত্তি লবতী কথম্ ॥ ৫৩
ভবতু চেদ্বাক্তা স সিদ্ধস্তা প্রিজ্ঞোত্তমম্ ।
সুদত্তানাং বাস সমস্তো ব্রহ্মা চ সঃ ॥ ৫৪
তপোহুঃ পিতৃন্যাদানাত মুদ
সংপাতঃ চিত্তঃ হবতীমিব সুকথম্ ॥ ৫৫
সংপদাং বরাংমুদতশ্চনশালিনাম্
সিদ্ধ প্রাসন্নরতাঃ ভাবপ্রচলনাম্ ॥ ৫৬
চিত্তপদো বহু ব্রাহ্মণস্তে প্রিয়ো বরঃ ।

কথক বদিত পদ্যভূতন উপস্থিত
ব্রাহ্মণসীদসী সেই ব্রাহ্মণ বহুকাল-
মধ্যে সিদ্ধকে দর্শন করত জিজ্ঞাসা
—হে সিদ্ধ! আপনি যদুগ্ধেশ্বর
কি নন্দন করিয়াছেন, আপনার
বর্তিনী সেই সুদত্তন আপনার
নরকি উত্তর দিলেন, সিদ্ধ বলিলেন,—
ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছি তদনন্ত ব্রহ্ম
বাক্যে বহু অর্জন কর পদ্য চিত্ত
সমস্তে বলিল,—আপনি যাহার নাম
ন, ইনি কে? ইহাও নামও কখন
টি সেই কথা শব্দ করত ব্রাহ্মণ
—হে জেগিন। আমি ব্রাহ্মণ
পুনর্বার সর্বাংগদা করিয়া ব্রহ্মকে
তুমি ব্রাহ্মণকে জান না, সে কি
ব্রাহ্মণ সেই বাক্য শ্রীকৃষ্ণ করত
গোবিন্দসুখ সর্বাংগমনপূর্বক ব্রহ্ম
পদ্য করিলেন। সিদ্ধ, বিশাল-হৃদয়-
শালিনী, উত্তম-জ্ঞানী, কৃতজ্ঞ-নন্দা,
শিহরিণী এবং পদ্যগান-সমকালি সুক
অলোকন করিয়া স্মর্য হাত

বারাবস্তাং পুনঃচাতং নাদিয়ে তু পুনঃ কথম্ ॥ ৫৭
স্মিতং বিহসিতং কৃতা ততঃ সর্বাংগরোবরা ।
ব্রহ্ম সিদ্ধং সহস্রাবামুনাচামস্তা কারণম্ ॥ ৫৮
সিদ্ধ তং ব্রাহ্মণ কহি যদি জাতুং কিলেক্ষসি ।
নিয়মং বহু বিদ্যানং ততঃ সর্বাংগভবিষ্যসি ॥ ৫৯
ইত্যুক্তা সিদ্ধমামস্তা নমস্ তা তু সাংসরাঃ ।
নন্দনং বনমাগতা সমস্তা তব চাপসরাঃ ॥ ৬০
স ব্রাহ্মণ পুনর্দেবি দেব-গন্ধর্বসেবিতঃ ।
কন্দাসমকপ্রাপ্য তং ব্রাহ্মণমপজাত ॥ ৬১
অধেনং ব্রাহ্মণং প্রাঃ সুসিদ্ধা সুবসম্পদঃ ॥ ৬২
সিদ্ধ উবাচ

দশীকৃষ্ণি পরিচ্ছাদ্যামস্তানাং কিল বহু
দেব-গন্ধর্ব নিয়মং জাতুং নিয়মং কুর্মসামনয়ম্ ॥ ৬৩
ব্রাহ্মণ উবাচ

অদ্যপ্রভৃতি পদ্যং ন ব্রাহ্মণি প্রিজ্ঞোত্তম

করত সেই চকল-ভাব অপরকে জিজ্ঞাসা
করিলেন—হে ভূত-। তোমার পরম প্রিয়
ব্রাহ্মণ বরাংসীতে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন
যে, আমি তব ইচ্ছা প্রিয়, অথচ সে আমাকে
কি নিমিত্ত সমস্ত কর না? অপরসমূহের
মধ্যে প্রদান যিতাননা ব্রহ্ম স্মর্য হাত পূর্বক
সহস্র সিদ্ধপনের সেই সিদ্ধবরকে সম্বোধন করত
বলিল,—হে সিদ্ধ! আপনি সেই ব্রাহ্মণকে
বলিবেন যে, হে ব্রাহ্মণ! আপনি যদি ব্রহ্মকে
অন্তঃকরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে
নিয়ম করুন, তদনন্ত সর্বাংগমন করিবেন,
ব্রহ্ম এই বাক্য ধারা সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে সম্বোধন
করত ব্রহ্মকে নমস্কারপূর্বক নন্দনকামনে
সকল অপসরার সহিত সমস্ত হইল। হে
দেবি! দেবগন্ধর্ব-বন্দিত সেই সিদ্ধ পুনর্বার
কালীধামে সমাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে দর্শন করি-
লেন এবং দশীকৃষ্ণ সুখ স্বরূপপূর্বক ব্রাহ্মণকে
বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! যদি ব্রহ্মা এবং দেব-
গন্ধর্ব নিকটে আশ্রয়লাভে অভিলাষ থাকে,
তাহা হইল বিশেষরূপে নিয়ম পরিচ্ছাদ
হইয়া নিয়ম আচরণ করুন ॥ ৬৪—৬৬ ॥
ব্রাহ্মণ বলিল,—হে সিদ্ধবর! অদ্য প্রভৃতি

পশ্চাসে যদি চোপেতাং রস্তামপরসং দিবি ।
 পাষাণং ধাদতি ন যঃ স ত্ভাং পৃচ্ছতি ব্রাহ্মণঃ ॥৬৪
 ইতৌদং বচনং শ্রুত্বা সিক্তস্তম্ভে দ্বিজাতয়ে ।
 দিবমেব-পতন্তুর্ণং বায়ুবাহতো যথা ॥ ৬৫
 স রস্তামবদাদেবি স ত্ভাং পৃচ্ছতি ব্রাহ্মণঃ ।
 ব্রহ্মে তং তে বিজানীহি পাষাণং যো ন ধাদতি ॥
 যমেব দিবসং তেন নিয়মেদু কৃত্য মতিঃ
 তমেব দিবসং বস্তা ত্ভাং পুরীমহা চিস্তয়ং ॥ ৬৬
 তস্তাথাপ্রকৃভেনপি নিয়মেন বিজ্ঞানঃ
 প্রকাশ্য জজিরে দেবি প্রদীপন যথা নিশি ॥ ৬৭
 বস্ত বস্তাপ্রিয়ে হাসীং তস্তাং পূর্বাং স তে বিজঃ
 তস্ত তস্ত প্রিয়ে জ্ঞান নিয়মেন প্রভাবিতঃ ॥ ৬৮
 স বস্ত নাস্তি নহং বস্ত বা মতি তে নহাং
 কথং জীবামি কে বহমিতি তস্তাত্তবমতি ॥ ৬৯

—
 পাষণ ভেদন করিলে না। আপনি যদি আগে
 সমাগত রত্নকে সন্ধান করেন, তহা হইলে
 বলিবেন, “যে ব্রাহ্মণ পাষণ ভেদন করে
 না, সেই তোমাকে সিক্তাস্তা করিতেছে”
 সিদ্ধ ব্রাহ্মণের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া
 তাঁহাকে যথোচিত সম্ভবন দ্বারা সমোদিত
 করত অস্বাভাব্যতা বাদুর জায় বেগে সর্গে
 গমন করিলেন এবং রত্নকে বলিলেন,—
 দেবি! সেই ব্রাহ্মণ তোমাকে সিক্তাস্তা করি-
 তেছে হে রত্ন! তুমি কি রত্নকে চেন
 না? যিনি পাষণ ভেদন করেন না, সেই
 ব্রাহ্মণ যে দিন তইতে নিয়ম অবলম্বন করিলেন,
 রত্নও সেই দিনে তাঁহার বিষয়ে চিস্তাবিত্তা
 হইল। হে দেবি! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণের
 অলৌকিক নিয়ম দ্বারা সকল বস্তাই ব্যতিক্রমে
 প্রদীপ দ্বারা যে প্রকার প্রকাশমান হয়, তদ্রূপ
 দেদীপ্যমান হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণ নগর-
 বসী যে সকল লোকের অগ্রিয় ছিলেন, তিনি
 অলৌকিক উপায়ে প্রভাবসম্পন্ন হইয়া, সেই
 সকল ব্যক্তিরই প্রিয় হইলেন। তিনি যাহার
 গৃহে গমন না করিতেন কিংবা যাহার গৃহ
 হইতে নির্গত হইতেন, সেই ব্যক্তিই আশ্র-
 বিশ্বজনপূর্ণক “আমি কে? এবং কি একায়ে

নিয়মং সততং বিপ্রো জ্বাহমুপাঙ্গা ॥
 সিদ্ধিং পারমিকাং প্রাপ্য ব্রহ্মলোকময়ং গতঃ ॥
 নিয়মো বা যমো দেবি অগ্নো বা যদি বা বহুঃ ।
 তনোতু্যপাসিতঃ সর্গং নমতে নরমহিকে ॥৭০
 নিয়মাদব্রহ্মলোকং বা প্রাপ্যতে নাপি পার্শ্বতি
 প্রাপ্নুবতি নরঃ স্তনং কৃতা চিরমমমবাঃ ॥৭১
 বচনং কিমিতি তে চ
 শতপত্রমুখি পর্ষতাশ্রুতে ॥ ৭২
 নিয়মমনিন্দালোচনে
 গতঃ সমুৎপত্তা ব্রাহ্মণঃ ।
 কমলপুরাণং গতো ব্রহ্মে
 বসতি শচীপতিবদ্বিবি ॥ ৭৩
 ইতি চ তপনেদুসম্মিভে নিয়ম-
 কলং গদিতং যমো চাকালোচনে ।
 কক কক সদা হি নিয়মে
 নিয়মানিন্দিতভাববন্ধনম ॥ ৭৪
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমার-
 সংহিতায়াং নিয়মনিরূপণং নাম
 সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

বাহার সন্দর্শনে জীবন বাণ করিয়া এই
 সন্তান একচিত্তে চিন্তা করিত। ব্রাহ্মণ নি-
 যম নির্ভর স্থানে নিয়ম পরিপালনপূর্ব্ব
 পরম সিদ্ধি লাভ করত ব্রহ্মময় ব্রহ্মলোকে
 গমন করিলেন। হে দেবি! অমিকে! নি-
 যম বা যম কিংবা বহুপরিমাণে উপ-
 সিত হইলেও উপাসক নরগণকে সপ্রভা
 প্রকটিত সর্গে লইয়া যাব। হে পার্শ্বতি
 মনুষ্য নিয়মবলেই যে ব্রহ্মলোকে গমন কর
 মনুষ্যাগণ চিরকাল যশস্তর কলকলাপ অনুরূপ
 করিয়াও অকোশে সেই লোকে গমন করি
 পারে না। হে কমলবদনে! পর্ষতনন্দিনি
 অনন্তর তোমার কি বক্তব্য? হে সুলোচনে
 সেই ব্রাহ্মণ নিয়মাবলম্বন দ্বারা ব্রহ্মলোকে গম-
 করত শচীপতি ইন্দ্রের জায় সর্গে পরম সু-
 নিবাস করিতে লাগিলেন। হে সূর্য্য-চন্দ্র-সদৃশ
 কাতিশালিনি! কমলনয়নে! আমি নিয়ম
 কল উক্ত একায়ে বর্ণন করিলাম। অ-

। অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

যমস্ত ফলকোক্তং শ্রুত্বা পীতাম্ববং সতী ।
 ঠারং লোককর্তারং পুনরপ্যাহ পার্শ্বতা ॥ ১
 বন নিয়মানাং হি ফলং প্রোক্তং মহোদয়ম্ ।
 ন কৰ্ম্মকুতোনাপি বক্ষলোকং গতো দ্বিজঃ ॥ ২
 যমস্ত ফলং দেব শ্রুতং নিত্যং ময় প্রভো ।
 চোক্তারদেবস্ত প্রসঙ্গেন তথৈবিতম ॥ ৩
 ন শ্রোতুমিচ্ছামি বহুতং ভুবনেশ্বর ।
 তে চন্দ্রবর্ণাভি চন্দ্রসাদৃশং তথ কথম্ ॥ ৪
 বরৈকৈব কথয় যেন যুং চন্দ্রশেখর
 ত্বিহি স্তম্যম্ভেন মাং দেহাং ভবনু যথ ॥ ৫

সনৎকুমার উবাচ ।
 ৬১—৬২

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

সনৎকুমার বলিলেন,—ভগবতী মহাদেবের
 উক্ত নিয়মফল শ্রবণ করত সঙ্কষ্ট হইয়া
 ক্রুদ্ধ নিভত্বকে বলিলেন,—ভগবন ।
 সিদ্ধি-সাধক ভদ্রক নিয়ম-ফল শ্রবণ করি-
 ত্বাংকণ, কুমুদালা হইলেন এই নিয়ম
 যাই বক্ষলোকে গমন করিলেন । প্রভো ।
 রসে-প্রসঙ্গে আপনা করুক উক্ত নিত্য
 ফল শ্রবণ করিলাম । কিন্তু সন্তোষ আর
 টা গোপ্য বিষয় শ্রবণে আমার অত্যন্ত
 ক্ষাতিয়াছে । হে চন্দ্রসদৃশ-স্তনকান্তে !
 নি কি নিমিত্ত অকচন্দ্রকে নিবস্তুর মস্তকে
 করেন এবং আপনি যে চন্দ্রকে
 করিয়া চন্দ্রশেখর নামে প্রসিদ্ধি লাভ
 করেন, ইহার কারণ বিশেষরূপে বর্ণন
 ন । আপনি আমাকে যে প্রকার দেখাই
 করিতেছেন, চন্দ্রকে সেই প্রকারে
 নির্মিত মস্তকে ধারণ করিতেছেন ।

কথমেতৎ কৃতো হ্যেব তব চন্দ্রঃ শিরোপতঃ ।

এতদাখ্যাহি ভগবন্ সহধর্ম্মচরীতি মে ॥ ৬

সনৎকুমার উবাচ ।

এবমগ্নিকয়া প্রোক্তস্তদর্থং নীললোহিতঃ ।

উমামাচ পবিত্রা শ্যু দেবি স্তভাননে ॥ ৭

মহাদেব উবাচ ।

তয়া সদোঃ বিনির্মুক্তো অরণ্যভূদিতস্তথা ॥ ৮

নির্দেহঃ পবমঃ গতা মোক্ষসেনাস্তরাঙ্গনা ।

অহং তপসি সকাংঘ্য চরামি বিনিকেতনঃ ॥ ৯

ভূহাস্য বমণীয়াস্ত নদীনাং পলিনেষু চ ।

বৃক্ষবাসিন্ বৃক্ষেষু দেবেদ্যানবনেষু চ ॥ ১০

অহমিন্দীবরাভাসে বসামি বিচরামি চ ।

নিয়মং তীব্রমাস্তম দনপীনেভ্রাতৃশ্রুনি ॥ ১১

যত যত চ ত্রিণামি গিরৌ বৃক্ষে চ পার্শ্বতি ।

ম স বৃক্ষে গিরি-পাশি দহন্তে স তপো-ভগ্নিন ॥

অ'র দেবতার' হ'ব চরণবলি প্রার্থনা

কবেন, সেই চন্দ্রই ব' আপনার শিরোদেশে

কি প্রক'রে অধিকত হইল ? হে ভগবন্ !

সহধর্ম্মিণী বলিয়া আমার প্রতি দয়া প্রকাশ-

পূরক এই বিষয় বর্ণন করুন । সনৎকুমার

বলিলেন,—সেই বিষয় শ্রবণের নিমিত্ত অতিশয়

উৎকণ্ঠিতা পার্শ্বতী মহাদেবকে এই প্রকারে

জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও প্রেমে তাঁহাকে

অগ্নিস্তমপূরক বলিতে লাগিলেন,—হে

সুমুখি ! শ্রবণ কর হে পার্শ্বতি । তুমি

সতীকপ তা'গ করিলে তে'মার বিরহে আমি

বনবাসই সুখকর বিবেচনাষ অতিশয় নির্দেহ

অমৃতব করত মুক্ত আশ্রমাত্মহিতীয় হইয়া

বনে বনে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলাম এবং

তপস্যা করিব'ব ইচ্ছা'ব গহ পরিত্যাগপূরক রম-

ণীয়া ভূত, নদীতীর, বৃক্ষবাসিগণের সমীপ, বৃক্ষ,

দেবেদ্যান ও সাধারণ বন প্রভৃতি নানা স্থানে

বিচরণ করিতে লাগিলাম এবং প্রক্ল-ইন্দীবর-

যুক্ত জলের সমীপে বিচরণ ও নিবাস করিতাম ।

হে সুমুখি । কঠোর তপস্যা অবলম্বনপূরক

যে'হে বৃক্ষ কিংবা পর্বতে নিবাস করিতাম,

সেই সেই বৃক্ষ এবং পর্বত তীব্র তপস্যা-রূপে-

কচিকুমারানানি কচিৎ প্রজ্জলিতানি চ ।
 শৃঙ্গাপি ধরণীধারা দহন্তে মম তেজসা ॥ ১৩
 নিম্প্রভং গ্রহচলার্কং জ্বালিতমিবারকম ।
 ত্রৈলোক্যমভবৎ সর্কসং পদ্মাস্তকসুবাংসুম ॥ ১৪
 ততো দেবগণাঃ সর্কসে সশক্রাঃ সপিতামহাঃ ।
 সমীযুর্মন্দরস্ত্রে মম তেজঃপবিব্রুতে ॥ ১৫
 অথ ব্রহ্মাণমমহা মহেন্দ্রে দেবতাবিপাঃ ।
 কিমিদং ভগবন কেন বয়মগ্ন্যাবিরাবিতাঃ ॥ ১৬
 কথমস্ব ভবেবহিঃ কথমব্যয় সন্তম
 ইতীন্দ্রে বদমানো তু নন্দমানো যথাসুদে ॥ ১৭
 চন্দ্রমুখমিলোকেশমাহেন্দ্রক পিতামহঃ
 ন কুদস্য পতিঃ কানুং প্রভবামি মহাশুনঃ ॥ ১৮
 শত্রু ধস্ত প্রভাবেণ দহতে জ্বালনবিলম্ব
 ন বদ্য প্রমুখাননং ন চ বর্ধোহস্ম নিশা ॥ ১৯

শনে ৮ হইত, কোপিত হইয়া কোন পরিত্রের
 শত্রু সকল আমায়, কেবল ব কোন পরিত্রের
 শত্রুসকল জ্বলমান হইত এইমত আমার
 উপপ্রভবে বদ্যবদসনত ৮ হইতে গিয়া ।
 ১—১৩ চন্দ্র কন্যা প্রভৃতি মহামূল্য প্রভ-
 হীন, লোকনিদ্রিত যমক যেন ভরাগ্রস্ত, নদিক
 কি ছিলে কবসী দেব দানব প্রভৃতি সকলেই
 পদ্মাস্তক হইল চন্দ্রমুখ দেবগণ সকলে
 ইন্দ্রে এবং পিতামহ ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া
 আমার তেজস্বী বর অকীর্ণ মন্দরাচলের
 অগ্রদেশে আগমন করিলেন । অনন্তর দেব
 রাজ ইন্দ্র ব্রহ্মকে সত্যদ্রব্যপূর্বক বলিলেন,—
 হে ভগবন! এ কি অদ্ভুত ঘটনা! কোন
 মহাত্মা আমাদিগকে অগ্নি বরা এতদংশ পীড়
 অন্তর করাইতেছেন হে অমরসকল । কি
 প্রকারে এই অগ্নি লাগু হইবে, আশিত্যপূর্বক
 তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন ইন্দ্রে এই
 প্রকার বলিলে চন্দ্রমুখ ব্রহ্মা সকলভঙ্গদের তায়
 গভীর প্রজ্জ্বলন বলিতে লাগিলেন,—হে দেবেশ!
 বাহ্য প্রভায়ে এই জিহ্বাবন দহ হইতেছে, সেই
 মহাত্মা মহাদেবের বিক্রম জানিতে আমি সমর্থ
 নহি এবং মহাদেবের সমুদে আমাদের কোনও
 প্রকার আশ্রয় নাই; ইহা নিশ্চয়, কে অত্যা

অবশ্যক মম। তুভ্যং হিতং কাথ্যং জ্ঞানিতম্ ।
 হবেণেন্দ্রন লক্কো হি সৌম্যং পশুতি নৈব সা
 প্রগুহা যাম ত্রেদং যদি নিস্পাপমিচ্ছসি ।
 স তি জ্ঞাবিরাডিভো দিবা দাপ্ত ইবানলঃ ।
 প্রদহিয়াতি নঃ সন্মানেকং ভূতম্ দেবতম্ ॥
 বহিয়াতীদং শিরসা সৌম্য পীতং ন সংশয়ঃ ।
 তেজোহভিভবিত সৌম্য চন্দ্রজ্যোতিঃ মা
 এবং নঃ সূকৃতং কাথ্যং স চ পীতো ভবিষ্য
 প্রভাবাচ্চশিনশাপি স শীতল ভবিষ্যতি ॥২
 এতৎ পিতামহেনোক্তমুপায়ং ক্ষমিতা হিতম্
 পশীতং নবতঃ সেনৈর্মণিবর্নং ততঃ স্থিতম্
 তেন সবাককাঃ সেনা দেবা দিবতবন্দিতে
 এব কস্ম প্রযমেহম ইতি মঃ প্রচকিরা
 ততোহমৃতসমপূর্ণমেবমেক বিজ্ঞ চ

করিবে কিম্ব আমিও অসংখ্যের নি
 ত্রেরা পিতৃকর কাথ্য কাথ্য মাদেব চ
 শেখর চন্দ্রকে ন পাইয়া এতদংশ প্রশং
 দাবল করিয়াছেন অতএব যদি এই চ
 হইতে নিশ্চয় লাভ করিবে ইচ্ছা থাকে, এ
 হইলে চল সবলে চন্দ্রকে লইয়া চন্দ্রশেখ
 মস্তবে সাঙ্গাপন করিবে পদাবিন
 দেব দিবসে প্রদাপ্ত অগ্নি কাথ্য জ্ঞানী
 হই। আমাদিগকে দান করিবেন
 সৌম্য । নিশ্চয়ই তিনি দেবতাপ
 চন্দ্রকে পতিপূর্বক মস্তকে বরা পতি
 মহাদেবের মস্তকে চন্দ্রচন্দ্রিহ-মণি শো
 হইয়া সকল তেজ সন্দরূপে সংস্থাপন করি
 এইরূপে আমাদের কাথ্যসিদ্ধি হইবে
 তিনিও সম্মত হইবেন । আর হিমাত্তব প্র
 কাশিত সকল সমাপ দ্রৌড় হইলে তি
 শান্তিলাভ করিবেন । ইন্দ্রে দেবগণ পিত
 কদক উক্ত হিতজনক উপায় অঙ্গীকারপূ
 মচলকর সেই চন্দ্ররূপ মণি দ্বারা একটী অ
 পূর্ণ এবং অপূর্ণ বিবপূর্ণ এই দুইটী
 গ্রহণ করত, হে দেববন্দিতে । সেই গ
 শিবসমীপে উপস্থিত হইলেন । বরাও
 হস্ত-পরিমাণে উত্তম বিষ এবং অমৃতপূর্ণ

২২ কৃষ্ণোপাদায় দেবাস্তে সমুপস্থিতাঃ ॥ ২৩
সাপিবানৌ কলশাব্দগ্ৰৌ নিগতস্তরৌ ।
২৪ তুতঃ শতঃ পক্ষা চন্দ্রনাবিব পুষ্পিতৌ ॥ ২৫
দেবঃ সমকৃতঃ প্রসবেন্দ্রিয়মানসঃ ।
২৬ চিত্রস্বয়ামস্য প্রাচ দেবঃ পিতামহঃ ॥ ২৭
২৮ ব্রহ্মদেবকপি কক্ষা তালোলাভিমম ।
২৯ প্রাচঃ পাতনঃ তুতঃ পক্ষাঃ দেবতান ॥ ৩০
মহাঃ দেবী প্রথমঃ প্রমথ্যস্বিতঃ
৩১ শিবোভাসে লেবামানো বিনিমিত্তঃ ॥ ৩২
৩৩ হপি চ পুনর্দেবি বিসঃ জলকরাননে
৩৪ প্রাচ সমালকঃ প্রদেখিতঃ মানসে ॥ ৩৫
৩৬ নৈব চন্দ্রঃ কক্ষোব বিবেশ মে
৩৭ মনিতঃ নক্তি লজ্জাং দেবজাবিব ॥ ৩৮
৩৯ সৌম্যম চন্দ্রমঃ উত্তমাদ্যভ্যন্তেন
৪০ প্রজ্ঞানশতঃ নীতাঃ মহাবলঃ দেবদ্বন্দ্বা ॥ ৪১

৩২ তেন তালোলাভিনাপি বিসেপ মম পার্শ্বতি ।
৩৩ কক্ষৌ মম কৃতঃ শ্যামো যন্ত মে বামলোচনে ॥ ৩৪
৩৫ শিবঃ সৌম্যঃ দেবানামসি সুন্দরি ।
৩৬ দর্শনায়ঃ সংরক্তো ব্রহ্মপীনকচোদরি ॥ ৩৭
৩৮ ইত্যেব তে ময়া প্রোক্তঃ যথ চন্দ্র শিরোগতঃ
৩৯ যঃ দঃ শ্যামাদেবি চন্দ্রকোঃ পতিমহুবম ।
৪০ গাণপত্যঃ নতঃ তুতঃ দিব্যঃ দেহবিপদ্যয়ে ॥ ৪১
৪২ বলিকন্যাঃ নিহতি যন্তেদঃ পুণ্যললদঃ
৪৩ সম্প্রকালঃ চিত্রনাঃ সুখপ্রাপকম ।
৪৪ চন্দ্রমহাঃ ৩ যো দ্রিভোঃ বীভেতঃ বোমুখঃ লচি-
৪৫ স্ত্র্যঃ দদ্যাক্রৌবাতাসে গাণপত্যঃ মহমিতি ॥ ৪৬
৪৭ ইতি প্রাশ্নেবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
৪৮ তাস্যঃ হরঃ চন্দ্রশেখরঃ তেতুকীঠনঃ
৪৯ নামাষ্ট্রবিশেষঃ ন্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

অষ্টমোঃ চন্দ্রশেখরঃ ন্যায়ঃ হরঃ প্রাক্ষণ
১—২০ । যনন্তরঃ কথ্য প্রাক্ষণ
২১ দেবগণের সন্নিঃ সকলঃ এব চিত্র
২২ দেবঃ পিতামহঃ বক্ষাঃ মনোবলঃ
২৩ কক্ষোবদেবঃ বলিলেন ৩৪ দেবঃ ৩৫
৩৬ এবং বিবপঃ কলসঃ মাপনি ৩৭
৩৮ ৩৯ অষ্টমঃ সনৎকুমারঃ মাপনঃ ত্রৈলোক্য
৪০ কলসঃ প্রমথ-পুষ্টিঃ ৪১ প্রমথঃ
৪২ বক্ষাঃ কলসঃ কলসঃ কলসঃ কলসঃ
৪৩ অষ্টমঃ কলসঃ প্রাচঃ ব্রিলায়ঃ
৪৪ তামারঃ বক্ষাঃ চন্দ্রঃ বেখামাতঃ
৪৫ তেইয়াঃ অবস্থিতঃ বহিলেন ৪৬ ইন্দ্রী-
৪৭ যনবেঃ দেবি ৪৮ তদনন্তরঃ বিবপূর্ণঃ
৪৯ অমূলিয়ারাঃ স্পন্দপূর্ণঃ সেই অমূলি
৫০ য়ে লেপনঃ করিলামঃ এবং আমারঃ
৫১ অমৃতঃ থাকঃ চন্দ্রশেখরঃ ও কক্ষঃ
৫২ কক্ষঃ নীলকঃ এই উভয়ঃ আখ্যাঃ লাভ
৫৩ যঃ সমকালে আমারঃ মস্তকঃ এবং ললাটঃ
৫৪ ভ্রুয়ানে চন্দ্রঃ এবং বিসঃ লেহিকঃ অস্ত্রঃ
৫৫ য়িলঃ যন্ত প্রকারঃ সুন্দরঃ বস্ত্রঃ আছে
৫৬ যথোঃ অধিকতরঃ সুন্দরঃ উত্তমাদ্যভ্যন্ত চন্দ্রঃ
৫৭ ইত্যেজঃ জলঃ গারাঃ পার্শ্বঃ গুলিরঃ গারঃ

বিনয়ঃ হরঃ ৩৮ বামলোচনে পার্শ্বতি ৩৯ সেই
৪০ কক্ষাঃ বিবপঃ আমঃ কক্ষাঃ মনঃ হইল ।
৪১ সেই সুন্দরি ৪২ তদনন্তরঃ আমি দেবগণেরঃ সমক
৪৩ ন্যায়ঃ কলসঃ সৌম্যঃ চন্দ্রঃ ব্রহ্মঃ করিলামঃ ৪৪
৪৫ তুমি ৪৬ আমি চন্দ্রঃ লক্ষ্যে ব্রহ্মলক্ষিতঃ
৪৭ তঃ সঃ সম্প্রকালঃ চিত্রনাঃ হইলামঃ ৪৮
৪৯ নিমিত্তঃ আমি মস্তকে চন্দ্রঃ ব্রহ্মঃ করিতেছি
৫০ সে বিসঃ বিশেষকরণে তোমারঃ নিকটে বসন
৫১ করিলামঃ ৫২ ব্যক্তিঃ অকচন্দ্রের উৎপত্তি-
৫৩ ব্যক্তিঃ নবনঃ করে ৫৪ দেবি ৫৫ সে দেহাঃ
৫৬ গাণপত্যঃ পদঃ প্রাপঃ হয় এবং যে ব্যক্তিঃ পুণ্য-
৫৭ গ্রামঃ সকলঃ কালে সুখকরঃ এবং পিতৃগণেরঃ
৫৮ সর্গপ্রাপকঃ এই প্রবক্ষঃ প্রবণঃ করায়ঃ তাহঃ
৫৯ কলিঃ কলসঃ বিবপঃ হয় ৬০ যে ব্রাহ্মণঃ লক্ষ
৬১ হইয়া চন্দ্রঃ অবায়নঃ করে ৬২ স্বয়ং মহাদেবঃ
৬৩ গাহকে দেহাঃ বিষয়ঃ সম্প্রকলঃ মহঃ গাণ-
৬৪ পত্যঃ পদঃ অর্পণঃ করেন ২৪—৩৮ ।

অষ্টমোঃ অধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ

বিষদেবকলঃ শ্রুত্বা গিরীশতনয়াবাথা ।
ইদমাহ মহাভাগা সনৎদেবপতিঃ পতিম্ ॥ ১
আশাবসন দেবেশ নাস্তি ধনুতবা ময়
যজ্ঞা এব মহাদেবো ভক্তদেবপতিঃ পতিঃ ॥ ২
বিভূত্যা পরম যুক্তা ভূত্যা চ সুবিভূষিতম্
পশ্যামি ত্বাং শূন্যনয়ন নৃত্যচ্ছন্দঃ প্রাণৈঃ সম ॥ ৩
এবং বিস্মিতবেশম্ অকৃতবরদক্ষ চ
কথং তে লেপনং ভাতি তব ভূত্বং ব্রহ্মকৃতম্ ॥ ৪
গৌলীকনককণাশ্রুতৈঃ বদচন্দনৈঃ
মত্তঃ প্রিয়তবা দেব ভূত্বিত্ত্বেন হি তব কথম্ ॥ ৫
কৃত এন কথংকন বরদক্ষমুপগত
ভূত্বিত্ত্বং বিদ্যম্য শ্রেষ্ঠ বরদক্ষোভূতম্ ॥ ৬
এবমুক্ত প্রভৃতিবাক্যে সোমদা সোমভূষণ
উবাচ সনৎবিদজ্ঞা গোপীনাং দীপ্যমানসমিতম্ ॥ ৭

উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার বলিলেন—নগেন্দ্র-নন্দিনী
অবাস্য মহাভাগা পক্ষ্যতী বিষদেব-পরিণাম
শ্রবণ করিয়া, সকল দেবগণের পতি নিভ
পতিরূপে বলিলেন—ও নিগমরূপ দেবেন্দ্র!
আমি আপেক্ষা পূন্যবতী আর কোং নাই, কেন
না, ভূত এবং দেবগণের পতি মহাদেব আমার
পতি প্রমদগণের সহিত গঙ্গাধানে নৃত্যপর
আপনাকে অগ্নিমান্দি-উপহা-সদৃশযুক্ত এবং
জম্বুবিভূষিত রূপে দর্শন করিয়াছি। অথচ
আপনি বিভূষিত এবং ইচ্ছা-ব্রহ্মপ বরদানে
সমর্থ হইয়াও কি নিমিত্ত ভয় এবং
ব্রজ অঙ্গে লেপন করেন? গোপেচন ও অগ্ন্যজ্ঞ
উৎকৃষ্ট চন্দন থাকিতও আপনি কি নিমিত্ত
ভূতিকেই আমি আপেক্ষা প্রিয় দেব করেন?
ভূতির জন্ম কোথ হইতে? এবং কি নিমিত্তই
বা উহা আপনার এতদূর প্রিয়তম হইল?
হে ঈশ্বরশ্রেষ্ঠ বাজেন্দ্রভূষণ! এই বিষয় বিশেষ
রূপে আমাকে বলুন। চন্দ্রশেখর উমার এই-
রূপ বাক্য শ্রবণ করত আশ্চর্যমান অনল সন্ত

চন্দ্রাভে চন্দ্রবদনে চন্দ্রপঙ্কজহাসিনি ।
শুনু দেবি যথা ভূতিলেপনমভ্যম ॥ ৮
বক্ষ্যামো ব্রাহ্মণো হাসীদৃগুৎবেশে প্রভাবতঃ
নিয়মং ভীবমান্থায় ততাপ বিপুলং তপঃ ॥ ৯
গীয়ে পক্ষতপা ভূত হেমন্তে চ জলেশ্বর
বধাস্থাকাশগম্যাপি সোমভবচ্চ বৃদ্ধিকৃতঃ ॥ ১০
চতুর্থে পক্ষমে মঠে সপ্তমে দশমেহপি চ
কালে কালে মিতালপেহহপূর্বমাত্মরম্যঃ
ঃমক্ষ্যঃ শবভাঃ সিংহাঃ শৃগালাদ্যঃ জহুবা
ন সান দ্যম সক্ষৈ বৈ তত গচ্ছতি নতবঃ ॥ ১১
যে চ শঙ্ককৃশতাব যে চ মাংসাশিনে মগ্না
তে তে প্রভবাঃ তস্যথ নিরেক্ষাঃ সহচারি
স চাপি তপসা দীপ্তো দীপ্যমানঃ প্রভাঃ ॥ ১২

উনবিংশোহধ্যায়ঃ আলিঙ্গনপূর্বক
লাগিলেন,—হে চন্দ্রাভে চন্দ্রমুখি! চন্দ্র
পদেব ত্বাং শোভাশালিনি দেবি। যে
ভয় আমার অঙ্গলেপন হইল, তব শবদ
বক্ষ্য কতক স্তম্ভ উৎকৃষ্ট চন্দ্রবেশে
ভেষ্যমী ব্রাহ্মণা ছিলেন। তিনি ব
নিয়ম অবলম্বনপূর্বক ভীব তপসা
করিয়াছিলেন তিনি এতদূর কষ্টেব
করিতেন যে গীয়াকালে চতুর্পদে
এবং মস্তকে সহস্রাঙ্গুর সজ্জাপ সন,
কতুতে জলমধো শয়ন এবং বক্ষ্যকালে
সনঃের প্রবল বার সনপূর্বক আকাশ
অবস্থান করিতেন এই প্রকার তপসা
করিতে তাঁহার কৃপা বোধ হয়। অনন্তর
চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম কিংবা দশমদিনে
কালে পরিমিত বাক্য প্রয়োগপূর্বক অপর
বের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১—১১
শবভ (অষ্টাপদ যুগবিশেষ), সিংহ এবং
প্রভৃতি জহুগণ দতের গ্রাষ বনে বনে
আচরণপূর্বক সেই স্থানে তাঁহার নিকট
স্থিত হইতে লাগিল। যাহারা শস্ত্র
চোজন করে এবং যে সকল যুগ মাংসা
করে, তাহারা সকলেই তাঁহার প্রভাবে
বিক শক্ততা পরিভ্যাগপূর্বক তাঁহার

লোকান্ বক্ষ্যবিস্তাপয়ন স যথা পুরা ॥১৪
 কালবৎ তচ্ছাহারমতঃ প্রিয়ম্ ।
 যদি ইতোহ ততো লোকেষু বিকৃতঃ ॥১৫
 শিনিস্থ যথা পূর্ণাশিনিস্থথা ।
 নি যতানি বর্ষণামুতবর্ষিণি ॥ ১৬
 যুরতরাসীমানসং সম্পত্তিষ্ঠিতম্
 বয়স্য সত্যবয়ুরতা যনঃ ॥ ১৭
 কবসানাসং ভাবন্ধি কবিবৎ যম
 ঐশ্বর্যম্ ভবেদ্বিত্যমং তথা ॥ ১৮
 প্রসঙ্গেন কনচিং স তপোধনঃ
 পূর্ণগভাতে দত্তান বিন্যাসবিতান ॥ ১৯
 ব্রতে ভূতান দত্তাদেন পার্শ্বতি
 ত্ত্বন দত্তে পাবিত্র্য প্রদেশিনী ॥ ২০
 তুলীকণাং তত শাকনিধাসমবিনমু
 শেবিতঃ তবদসং দৃষ্টা প্রসঙ্গ চ ॥ ২১

লোকান্ বক্ষ্যবিস্তাপয়ন স যথা পুরা ॥১৪
 কালবৎ তচ্ছাহারমতঃ প্রিয়ম্ ।
 যদি ইতোহ ততো লোকেষু বিকৃতঃ ॥১৫
 শিনিস্থ যথা পূর্ণাশিনিস্থথা ।
 নি যতানি বর্ষণামুতবর্ষিণি ॥ ১৬
 যুরতরাসীমানসং সম্পত্তিষ্ঠিতম্
 বয়স্য সত্যবয়ুরতা যনঃ ॥ ১৭
 কবসানাসং ভাবন্ধি কবিবৎ যম
 ঐশ্বর্যম্ ভবেদ্বিত্যমং তথা ॥ ১৮
 প্রসঙ্গেন কনচিং স তপোধনঃ
 পূর্ণগভাতে দত্তান বিন্যাসবিতান ॥ ১৯
 ব্রতে ভূতান দত্তাদেন পার্শ্বতি
 ত্ত্বন দত্তে পাবিত্র্য প্রদেশিনী ॥ ২০
 তুলীকণাং তত শাকনিধাসমবিনমু
 শেবিতঃ তবদসং দৃষ্টা প্রসঙ্গ চ ॥ ২১

স হসন নৃত্যমানঃ নর্দমানঃ ব্রাহ্মণঃ ।
 বাসম্যামস সহসা যুগাংস্তাননুগানপি ॥ ২২
 তদাপূর্ববিকারস্ত দৃষ্টা সর্কমুগানিকে ।
 ব্রহ্মা ভূত সমুৎপত্তা যুগাঃ সিংহাদিতা ইব ॥২৩
 তদা মা চিত্তবিন্যশো ভবেদ্বিত্ত ততোহনিকে ।
 যদা য়া বিপ্রকপেণ তদ বিপ্রজ দর্শিতঃ ॥ ২৪
 অহং ভো ইতি চাপ্যাক্তো যদা বিপ্রঃ স পার্শ্বতি
 স নৃত্যন নিনদঃতাপি ন চ মামপাভাষত ॥ ২৫
 যদা তদানুরক্তা চ বিররাম তপোধনঃ
 ততো ময় কবে গুহ্য ইদমুক্তো বচোহঙ্কনে ॥ ২৬
 কিমিদং বচতে বিপ্র বিকাবেতপূর্ব এব তে
 ন তি লভামিহা ভূতান চক্ষাদিব যথা তমঃ ॥ ২৭
 তপোধনঃ যদ্যপিহা প্রশংসাম্যমমং লভেৎ
 তপো যজ্ঞস্য কীর্তিস্য মা হিংসৌশি ব্রসবিতাম্ ॥

লেন তদন্থনে তিনি চক্ষুপূর্বক নৃত্য
 করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভবন্তর গর্জনে
 দ্বারা অনুগত যুগগণকে সম্বাসিত করিলেন
 হে অশ্বিকে! সেই যুগগণ বাহ্যব সেই
 যক্ষের বিকার দর্শনে ভীত হইয়া সিংহ-
 সম্বাসিতের দ্বারা পলায়ন করিতে লাগিল
 হে অশ্বিকে! তদন্থনর বাহ্যর চিত্তবিন্যশ
 না হয় এই বিবেচনার আমি বিপ্রকপ ধ্বংস-
 পূর্বক সেই বক্ষণের দৃষ্টিগোচর হই-
 লাম ২২—২৩ পার্শ্বতি! আমি তাঁহাকে
 হে ব্রাহ্মণ! আমি তোমার নিকট উপস্থিত
 হইয়াছি এই প্রকার বলিলেও পর্বদ আমার
 বাক্যে কণপাতন করিয়া পূর্ববৎ নৃত্য এবং
 গর্জনে করিতে লাগিলেন কিহু যে কালে
 আমি বাহ্যর অত্যন্ত নিকটস্থ হইলাম,—
 তখন তিনি নৃত্য হইতে বিরত হইলেন! হে
 পার্শ্বতি! অনন্তর আমি তাঁহার হস্ত ধারণ-
 পূর্বক বলিলাম,—হে বিপ্র! এ কি?
 তোমার আজ এ অভূতপূর্ব ভাব কি নিমিত্ত
 উপস্থিত হইল? চক্ষু হইতে যে প্রকার
 অশ্রুকারেণ উদ্ভব অত্যন্ত অসহ্য, তদ্রূপ
 তোমারও এ ভাব অবলম্বন অসূচিত। আশ্চ-
 র্য্যব পণ্ডিত্যগ করিলে অক্লেদে উপস্থাপন

ন সৌম্যোহমিতীবেন্দ্রোহমিতি ভাঙ্গরঃ ।
 ন মহামৌতি বাপাঘিঃ স্বয়ং কৃষ্ণাতি কঠিচিঃ ॥ ২৯
 তং তু বস্মজপোদানৈবৌ তং তে জগৎসকিতম্ ।
 তেজসা কস্মৎ সর্কং অপোমদমিমং জিহি ॥ ৩০
 অনন্তরাত্মা পৃথিবী মা তে ভূমিস্থে মুনৈ
 তপস্বিনঃ স্থিতা হেতে ভবতোহপি তপোবনঃ ॥
 নিকৃৎসং শরীরং মে তপসা পশ্য ব্রাহ্মণ ।
 অহং তবানুপগামি কিম্বিষস্তং সাক্ষিবিষম্ ।
 শরীরং সযতে ভূমি মহামানং তপঃ পশ্য ॥ ৩১
 ততঃ প্রদেশিনী দেবী মম সুন্দরসুন্দরি
 সঠৈকঃ করুণৈঃ শিচমা সমক্ষং ব্রাহ্মণম্ ৫ ॥ ৩২
 কীরবাঃ পতন্ত্যামূল্যলুপ্তাঃ তদ্বদৌ সিং
 ভূতিবান্ প্রহৃষ্টাঃ বহুবান্ ইবাংগার ॥ ৩৩

জাতি হইয়া তপস্কাই যক্ষ এবং কীর্তি,
 অতএব চিরসকিত সেই তপস্কা নাশ করিও
 না ৫ ॥ চন্দ্র, আমি সুন্দর—তুমি আমি
 তেজসী—এব আমি—আমি ভিন্ন লোকগণ
 সমস্ত হইয়া—এই বিবেচনায় এখন
 অতঃপর করেন না ক্ষয়-সকিত হে আমার
 তপস্কা স্বয়ং বস্ম এবং দানদি এর নিম্নলি
 হইয়াছে । আশ্চর্য্যাক্ষার সকলই ক্রমশঃ
 হয়, অতএব তুমি তপস্কাভিনত অতঃপর পরি
 ত্যক্ত কর শরীররূপিনী পৃথিবী অস্ত্র হইয়া
 লিঙ্গ, তৎপরে কল্পবিষ রস বহুমান আছে,
 অতএব তোমার শরীর হইতে শাকরস নিঃসৃত
 হইয়াছে বলিয়া তুমি বিস্ময়-বলীভূত হইও না
 এই ভূমিও তোমার অপেক্ষা তপঃশালী অনেক
 তপস্কা আছে । হে ব্রাহ্মণ ! দেখ, আমারই
 শরীর তপস্কা দ্বারা নিভসম হইয়াছে । তুমি
 অভিমান করিতেছ, ‘আমি কল্পবিশুদ্ধ’, কিন্তু
 আমি তোমাকে পানী বলিয়াই সম্বোধন করি ।
 দাহমান তুমি হইতে যে প্রকার ভস্ম বহির্ভূত
 হয়, সেইরূপ আমারও শরীর হইতে ভস্ম পতিত
 হইয়াছে । হে পরমসুন্দরি ! তদনন্তর আমি
 সেই ব্রাহ্মণের সমক্ষেই নিজ অঙ্গুলি দ্বারা
 আশ্চর্য্য বহুমাঙ্গুলি ছেদন করিলাম । অনন্তর
 সেই অঙ্গুলি হইতে স্বাক্ষরাদি পতিত হইতে

মমাঙ্গুলিরাবান্ তস্মাৎস্বাক্ষরাদি সমীক্য সমা
 সাধিত্বাচ্চৈরিতি প্রোক্তা ইদমাত্ম সবিষয়ঃ ॥
 অনন্তবধা পৃথিবী যতঃ তদিত্যং ৩৪ ॥
 স্বয়ং পাকরসোহুতং ভূত্যা প্রশমিতং হি যো
 কে ভবানুকিক তে গোত্রেনাম কিংকিক তেত
 যত তে সযতে ভস্ম অঙ্গুল্যাংগে নিকৃৎসনঃ ॥ ৩৫
 ননং বসসহ শ্রাণি বহুনি মম ব্রাহ্মণ ।
 মহাদেবপ্রসাদাক্ষ কৃষ্ণতঃ পবমং তপা ॥ ৩৬
 মেবশ্যমাচ্ছাতো বাপি ভবান মেববথো ৩৭ ॥
 এবমেব ভবানম্ মম তস্ম ততোহনিকৈ
 দনিতং দশনীযাক্ষি কপং কপসং সযদে ৩৮ ॥
 ততঃ সূবলিভেৎগৈকৈঃ সম্যাক্রনিতৈঃ ক্ষণে
 স মে পদ্যাত পপাত্যাক্ষ তুংহি ৮ স মা গ্ৰিহে

লাগিল এবং সেই প্রকার ভস্ম বহুবার
 প্রবাবার ক্রম পতিত হইল । সেই ভস্ম
 আমার অঙ্গুলি হইতে বহুবার পতিত হই
 তেছে দেখিয়া, আশ্চর্য্যভিত হইয়া সব
 সঙ্কট বলিল—‘আপনি এই পৃথিবী
 রস আছে’ এইরূপ দ্বারা নাকৈ বলিয়াছেন ত
 সনা । আমার অঙ্গুলি হইতে শাকরস নি
 সৃত হইতে দেখিয়া, যে অতঃপর তৎপদিত ত
 আপনি অঙ্গুলি হইতে ‘ভবদার’ নিঃসৃত হই
 য়াছে কহিয়াছেন । আপনি কে ?
 ততঃপর কোন কোন পদ্যাত পদ্যাত
 আপনি কোন নামে কেন কহিব ?
 হন । এবং আপনার তপস্কাই বাকি প্রকা
 র আপনার অঙ্গুলিছেদন করিয়া বহুবার প
 তিতল । অনেক সহস্র বৎসর বহু কষ্টে
 দেবের অনুগ্রহে আমি তপস্কা করিতেছি বাকি
 অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি কি নবজন্মবরকৃতি
 ভগবান বিপ্ররূপে আমাকে দর্শন দিবাব নি
 উপস্থিত হইয়াছেন ? কিংবা সেই
 বাহন ঈশ্বর উপাস্য দেবাদিদেব মহা
 ইহার মধ্যে আপনি কে ? হে বামনো
 সৌন্দর্য্য-সম্পাদিনি । সেই ব্রাহ্মণ এই প্র
 বলিলে, আমি তাঁতাকে দশনীর নিজ
 সাক্ষ্য দর্শন দিলাম । হে চকলাক্ষি প্রি

পর্ণাদ উবাচ ।

ব্রাহ্মণং পাপং মহাদেবায় শলিনে ।
স্ববিশুপদ্রায় শশবায় নমোহস্ত তে ॥ ৪৩
তস্য চ রাগায় হ্রস্বোৎপত্তিবিকারিনে ।
সপ্তাঙ্গদেহায় কৃৎস্নাঙ্গফলদায়িনে ॥ ৪৪
স্তোত্রেন তুষ্টাব তমত্রবমহং বিজম্ ।
স্বভক্তভাবঃ তং ভাবন্তকেন চেতসা ॥ ৪৫
মন্ত্রোষিতোহম্যাদ্য স্তোত্রোহু শুন মে ফলম্ ।
স্বমাধুভ্যঃ সর্ষভঃ খবিবর্জিতাঃ ॥ ৪৬
পিতৃভির্মহং ভবন্ত পবমপ্রিয়ঃ ।
স্বমধাচেহং মামেদোহসি গণাধিপঃ ॥ ৪৭
বিশ্রেয় ভক্তে দেবেষু চ তে দয়া ।
প্রমুদিতো হুতাশ্বঃ প্রবনা গণেশ্বর ॥ ৪৮
দক্ষ বাহুঃ সুরমোহো সুরসমিতম্ ।

ত। তদনন্তরং সেই ব্রাহ্মণ স্তব্ধমে লোচ-
নিত অর্থে আমার চরণতলে পতিত
নবঃ পূব কবিত্তে ল'গিলেন পর্ণাদ
ন—ব্রাহ্মণপী শলবাণী মহাদেবকে
বদবি। বক্ষ, ইন্দ্র এবং বিদ্যাব পূজা
করামি পবন করি হুম্ আপনার
স্বভক্ত্যে এবং স্তব্ধ ভক্ত লেপন
বিজ্ঞেয় জ্ঞান হুতাশ্ব হইতেছেন
স্বমধ প্রভাস-সনৎকুমার হুতাশ্ব
পিতৃ হইতেছে এবং আপনি ব্রহ্ম-
গণ প্রদান করুন। হে দেবি।
ব্রাহ্মণ এইরূপে আমার পূব
ভাবন্তকিতে ভাব-সম্ভাব দ্বারা স্তব-
ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিল।—হে ব্রাহ্মণ।
স্বভাব দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ,
বল অবগ কর, এষ্ট স্তবপাঠে অমব-
লী এবং সকল কৃৎস্নবর্জিত হই, আর
আমার প্রিয়তম গণাধিপতি হইবে। অন্য
আমার ইষ্ট সিদ্ধ হইল; অতএব তুমিও
তদপ ইষ্ট গণাধিপতি হও। গো,
হুতাশ্ব এবং দেবগণের প্রতি তোমার প্রজ্ঞা
হে গণেশ্বর। যোগবলে আনন্দিত
আমাকে প্রণাম করত মন্দন্ত সুরম-
ক-

জতস্মাৎ কারণাদেবা মম মৃতসুগন্ধিনি ॥ ৪৮
ভূতিবিলেপনং জাতা স্নানকালসুখমং প্রিয়ে ।
পূণ্যো কনকলে যচ্চ প্রযাগে যচ্চ সুন্দরি ।
তং দলং সকলং দেবি ভূতিস্নানে বিধীয়তে ॥ ৪৯
পূর্বে চ প্রভাসে চ যচ্চ সপ্তমলে দলম্ ।
ভূতিস্নানে তং পূণ্যং লভতে যত্নতো নবঃ ॥ ৫০
তং দলং লভতে দেবি ভূতিস্নানে বিধীয়তে ॥ ৫১
পূর্বে চ প্রভাসে চ যচ্চ সপ্তমকে ফলম্ ।
ভূতিস্নানে তদ্বীক লভতে শতগুণং প্রিয়ে ॥ ৫২
বক্ষা বিম্বেনহস্ত শক্রোহগ্নির্দ্রবো যমঃ ।
স্নানেনানেন সম্পদাঃ সর্ষভামুপরিস্থিতাঃ ॥ ৫৩
আদিত্যঃ বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাগ্নির্নাবপি ।
এতং স্নানমুপাসন্ত্য দেবা দেবঃ স্নানতাঃ ॥ ৫৪
ব্রহ্মপদমহং যো চাভ্যাসিকাস্তোভাবগ-চারবাঃ ।
স্নানস্ত চ প্রভাসেন জাতা ভূতিবিবর্জিতাঃ ॥ ৫৫

পূর্ভতিস্থিত দেব-যোগ্য আবাসে নিবাস কব।
হে অমৃত-সুগন্ধিনি। ঐ নিমিত্ত ভূতি আমার
বিলেপন এবং সর্ষভসম স্নান হইল। হে
সুন্দরি। পূণ্য কনকল-স্থিত গচ্ছতে স্নান
করিলে ৩ পূণ্যসকল হয় এবং প্রযাগতীর্থে
স্নান করিলে দ্বাদশ পূণ্যসকল হয়; হে দেবি।
সেই পূণ্যদল সমস্তই ভূতিস্নানে হয়। পূর্বে,
প্রভাস এবং সপ্তমল নামক তীর্থে স্নান করিলে
যে দল লভ হয়, মরুতা যঃ পূর্ষক ভূতিস্নান
করিলেও সেই দল লাভ করে। ৪৮—৫১।
পূর্বে, প্রভাস এবং সপ্তমক তীর্থে স্নান করিলে,
দ্বাদশ দল লাভ হয়, হে ভীক প্রিয়ে। ভূতি-
স্নানে তাহা অপেক্ষা শতগুণ ফলপ্রাপ্তি হয়।
বক্ষা, বিম্ব, অনন্ত, শক্র, যম, অগ্নি
এবং বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এই ভূতিস্নানবলে
সম্পদ লাভ দ্বারা সকলের পূজা হইয়াছেন।
দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবহু, একাদশ রুদ্র, উন-
পঞ্চাশৎ পবন এবং অগ্নিনীকুমার স্বয়ং এই
সকল দেবগণ ভূতিস্নান-উপাসনাবলে দেবত্ব
লাভ করিয়াছেন এবং অস্ত্রান্ত উপাধন, সিদ্ধ,
উরস ও চারণ সকলে এই স্নান-মাহাত্ম্য

পিশাচেভ্যো রাক্ষসেভ্যো যজ্ঞেভ্যোচাপি পার্শ্বতি
 ন ভবেৎ তন্তরং দেবি ভূতিন্মানেন সর্কশঃ ॥ ৫৬
 যে চেমে যজিধা যোগে মম তুল্যপ্রভাঃ প্রিয়ে
 মমাসুগা ভবন্তোভ্যে ভস্ম্মানেন পার্শ্বতি ॥ ৫৭
 তুল্যৈব ধৃতং স্বর্গং মম ভূতেঃ স হুবম্ ।
 ভূতিলক্ষণবস্তানি ধনানি বিবিধানি চ ।
 রাক্ষসানামহিংসাঃ ভবন্তি গিরিনন্দিনি ॥ ৫৮
 যে জনাসুপজীবন্তি ভূতিং পারমিকং দ্বিজাঃ ।
 তে চরিত্যন্তি গণপাঃ মম লোকে মদাস্তথা ॥ ৫৯
 ভূতিন্মানসমং স্থানং নাস্তি ইব বামলোচনে ।
 স্থানস্ত চ কলং যন্ত উদ্বিগ্নাঃ গণেশ্বর্যঃ ॥ ৬০
 নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি বেঙ্গসমং ক্রতিঃ ।
 নাস্তি মৃত্যুসমং শাস্ত্রা নাস্তি ভূতিসমং তপাঃ ॥ ৬১
 উচ্ছিষ্টং বা প্রমত্তং বা তিস্মতে ন চ তিসকাঃ
 ন নরঃ ভূতিসংস্পৃষ্টং ধরয়সি বিনাশকাঃ ॥ ৬২

মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন হে পার্শ্বতি ।
 ভূতিন্মানী ব্যক্তির কোন প্রকার পিশাচ, রাক্ষস
 এবং যজ্ঞাদি হইতে ভয় হয় না হে প্রিয়ে ।
 আমার সন্তান, যেরূপ বিষয়ে আমার তুল্য ক্ষমতা-
 শালী এই যে সকলকে দেখিতেছ, ইহারা ভূতি-
 ন্মানবলেই আমার অমৃত্যু হইয়াছে আমার
 ভূতি হইতে উৎপন্ন স্বর্গ, পরিমিত কল
 প্রদান করে কিম্বা আমার সাক্ষ্যে ভূতি
 বিবিধ ধন দানে সমর্থ হয় হে শৈলেশ্ব-
 রনন্দিনি । যে সকল রাক্ষস পরম ভূতির প্রতি
 নির্ভর করিয়া থাকে, রাক্ষসগণও তন্তরংর বিষয়
 করিতে সমর্থ হয় না এবং যে সকল রাক্ষস
 পরম ভূতি অশ্রয় করে, তহারা আমার
 আশ্রয়বস্তী হইবে আমার লোকে বিচরণ
 করে হে বামলোচনে । যত প্রকার স্থান
 আছে, তাহার মধ্যে ভূতিন্মানেই সর্কশপেক্ষ
 উৎকৃষ্ট । ভূতিন্মানের যে কি কল, তাহা গণে-
 শ্বর সকলে অবগত আছেন । যেমন গঙ্গা
 সন্তান তীর্থ নাই, বেঙ্গ সন্তান ক্রতি নাই,
 মৃত্যুর স্তায় শাস্ত্র নাই ; সেই প্রকার ভূতি
 সন্তান তপস্বী নাই । যে প্রকার হিংস্রভ-
 ন্দর পরিত্যক্ত অথবা প্রমত্ত অথবা হিংস্র

এবং পর্ণাশ্রয়ী মমৈব । উদ্ভগন্ধিনি ।
 ভূতিবিলেপনং জাতা দেবি তামরসেক্ষণে ॥ ৬৩
 এতৎ তে কথিতং দেবি ময়াপূর্বং শুচিস্মিতে
 যথোৎপন্ন চ জাতা চ মম ভূতিবিলেপনম্ ॥ ৬৪
 অবনিধরবরাস্তজে
 যো হি কশিচানবাধুরেণ চ ॥ ৬৫
 নিষেবেত বৈ ভস্ম্মানং মমৈতৎ প্রিয়ং
 স হি জলরূহপত্রতুলোক্ষণে ।
 স নো গণেশত্বাপদ্যতে স্থায়াশিসোমত্যা
 দেবগন্ধর্কসিকান্তিতো বমোহতীব ॥ ৬৬
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
 তায়াং বিভূতিমাহাশ্রমাকৌতুকং নামৈ-
 কোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

করে ন, সেই প্রকার বিষয়মূহ ভূতি
 ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না । হে কমলনয়
 সুগন্ধে । এই প্রকারে পদাদির প্রতি যত
 বিধানের নিমিত্ত আমি ভূতিকে অস্ত্রে লে-
 কত্রিয়াছি হে শুচিস্মিতে । যে প্রকার
 ভূতি উৎপন্ন হইল এবং যাহাতে তাহা
 অশ্রলেপ হইল সেই পূর্বদ্রব্যের বর্ণন
 লম্ব হে নগেন্দ্রনন্দিনি । মনুষ্য কি
 অমুরের মধ্যে যে আমার এই ভস্ম্মান উপা-
 করে, হে কমললোচনে । সেই ব্যক্তি আমার
 প্রমথগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, স্থায়া অগ্নি ও
 সন্তান কাতিশালী, দেব, গন্ধর্ক ও সি-
 গণ কর্তৃক পূজিত এবং পরম ধর্ম
 হয় ॥ ৫২—৬৬ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

। দ্বিশোইত ধায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

পতিং ভুভাং ক্রতা ততো গিরিবরাং বজ্রা ।
পতিবতা প্রাহ বিকসংকমলেক্ষণা ॥ ১
নিগম্যে চৈব শবদমাক্রমেক্ষণে ।
পতিবতশ্চ প্রাহ নিতে চিত্তানলে ॥ ২
পতিবতশ্চৈব সঙ্কলিতমন্ততো ।
পতিবতশ্চৈব নিমিত্তে ভূতভূমিতে ॥ ৩
ভূতমাক্রমে মেদোরবিরপক্ষিলে ।
কমিতগতীরে কাকোলকশতাকুলে ॥ ৪
কমিতগতীরে সারমেয়কশতপনে ।
কমিতগতীরে শবদমাক্রমে ॥ ৫
কমিতগতীরে শবদমাক্রমে ॥ ৬

দ্বিশোইত ধায়ঃ ।

কমিতগতীরে পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ২ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৩ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৪ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৫ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৬ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৭ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৮ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৯ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১০ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১১ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১২ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১৩ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১৪ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১৫ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১৬ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১৭ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১৮ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১৯ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ২০ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ২১ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ২২ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ২৩ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ২৪ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ২৫ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ২৬ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ২৭ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ২৮ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ২৯ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৩০ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৩১ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৩২ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৩৩ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৩৪ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৩৫ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৩৬ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৩৭ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৩৮ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৩৯ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৪০ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৪১ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৪২ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৪৩ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৪৪ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৪৫ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৪৬ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৪৭ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৪৮ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৪৯ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৫০ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৫১ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৫২ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৫৩ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৫৪ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৫৫ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৫৬ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৫৭ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৫৮ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৫৯ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৬০ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৬১ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৬২ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৬৩ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৬৪ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৬৫ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৬৬ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৬৭ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৬৮ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৬৯ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৭০ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৭১ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৭২ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৭৩ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৭৪ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৭৫ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৭৬ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৭৭ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৭৮ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৭৯ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৮০ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৮১ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৮২ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৮৩ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৮৪ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৮৫ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৮৬ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৮৭ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৮৮ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৮৯ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৯০ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৯১ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৯২ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৯৩ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৯৪ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৯৫ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৯৬ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৯৭ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৯৮ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ৯৯ । পতিবত গিরীক-
কমলেক্ষণে ১০০ ।

মুখলোপলম্বুতে শিবাশতরবোংকটে ॥ ৬
আজ্যাজিতিপাঠে ৭ বর্জমানচিত্তাকুলে ॥ ৭
খট্টিভিঃ পিটকৈঃ শূর্পৈরপবিষ্টৈর্নিরন্তরে ।
নানাভরণবৈষ্ণবৈঃ ভূবনৈঃ বিভূষিতে ॥ ৮
রৌদ্রৈরদ্রবীভৈঃ সৈর্ভরদৈঃ সর্ষদেহিনাম্ ।
দ্রবাকালপ্রতিমে দুর্ক্ষিণাশ্চ দুরাসদে ॥ ৯
বালহস্তকুতাপীডে ভূষিতে বনমাগয়া ।
পঞ্চচক্ষুরুত্তম-ব্যাঘচক্ষুঃবিভূষিতে ॥ ১০
বমাপর্নকপালৈঃ চিত্রাগ্রো মহিষং পচন্ ।
নৃত্যমানোহুতাসাং সজ্জমানো ভয়ঙ্করান্ ॥ ১১
জাসযন সর্ষদুতানি পাতয়ন্তি দানবান্ ।
এমন্তবদন্তঃ প্রভুঃ প্রভবতামপি ॥ ১২
বরৌ শাশানে যুগ্মোহসি কিং কশ্মৈতং ভবেৎ
ক্রতো জৈলোকানখং বিক্রতস্ত হরস্ত চ ॥ ১৩
তব নাম মহাদেব চিত্তিতং রক্তমৌদ্রঃ ।
তব ভাষা নিয়ুক্তং ভাষা জৈলোকাতাখিনী ॥ ১৪
নমস্তীব হি মে চিত্তং নমস্তেব হি মে মনঃ ।
সংকটবস্ত বিক্রতং ভবাচং নিশাম্য হি ॥ ১৫
স্থানে স্থান কাল প্রভৃতি দ্বারা মৃতব্যক্তির
দেহে গিও প্রদত্ত হইতেছে, স্থানে স্থানে
কালের দ্বারা পতিত বহিষ্কৃত, মুখল, ঊর্ধ্ব-
খল পতিত হইতেছে, শূণ্যলসদ প্রভৃতি বহু
করিতেছে, অজ্যাজিতি নিক্ষেপ দ্বারা চিত্তানল
অনিক প্রজ্বলিত হইতেছে, অপবিত্র খট্টি,
পীঠক (বোঁ) ও শূর্পাদি দ্বারা ব্যাঘ্র এবং
মৃতগণের নান প্রকার বস্ত্র ও আভরণাদি দ্বারা
বিভূষিত, সেই স্থান সকল দেহিগণের ভয়ঙ্কর
রৌদ্র, অদ্রুত এবং বীভৎস রসের নীলাভূমি,
দুর্গম ও দুর্জয় ১—২ । কোঁধা মৃতকেশ পতিত
দ্বারা বোধ হইতেছে, যেন বনশ্রেণী-ভূষিত,
সেই স্থান শিরোভূষণে শোভিত হইয়াছে;
কেন কোন স্থানে ভীত মৃত ব্যাঘ্র এবং পঞ্চ-
চক্ষু নিপতিত হইয়াছে । বেদ-বিখ্যাত
জৈলোকানখ মহাদেব হব । আপনার নাম ও
চিত্তিত সর্ষচিত্তিত । হে ঈশ্বর ! জৈলোক্য-
ভাষিনী আমি আপনার আজ্যাকারী ভাষা এবং
পোষকী ; কিন্তু আপনার এই অসদাচরণ

সৰ্বদৈবতপূজ্য সৰ্বদৈবমমম্ ৮।

তব নাম মহাদেব গহিতং বৃক্ষমীশ্বর ॥ ১৬

ঈশঃ কো নাম জগত্তত্ত্ব দৈবমসাধনম্ ।

ঋষমত্র মহাদেব কারণং মহদন্তি বৈ ॥ ১৭

কৌতূহলমতীবেদং মম যুক্তমিদং প্রভো ।

দেবগুহ্য মহাগুহ্য পৃচ্ছন্ত্যামম বেদম ॥ ১৮

ইত্যেবমভিযুক্ত স তথা পতির্ভব

হাসোঃ স্নানার্থে দেবে হ্যসোঃ স্নানার্থে ববীঃ ॥ ১৯

অহং শোণিতপ কালঃ কবালবদনোহমিকৈ ।

বৌদে মুহুর্তে সন্মতে দেবি বৌদিমি বিসবম ॥ ২০

জ্ঞাতো মামবদন্তেবঃ পূর্ববেদনাদিবাস্য

কুমাব কিমিদং বোবঃ বৌদিবৌদিত ভয়তুব ॥ ২১

তদ্যাবোচমহং দেব বদন্তঃ বদন্তি বদম্

দর্শনে আমার চিত্র নাক এবং সচক্ষু — এই-
অছে — হে সৰ্বদৈবঃ পূজ্যঃ । সকল দেব-
গণই আপনার সচক্ষু কবি স্বকেন এবং
আপনি মহাদেব নামে বিখ্যাত — ইত্যুত
তপসি কি নিমিত্ত আপনার অচর এ প্রকার
কুংসিত ১ জগদীশ্বর । আপনার আবার বদন্ত
কে ১ অতএব এ বিদ্যে বদ-জনিত নয়
হে মহাদেব । নিম্ন ইত্যুত তদন্তঃ কবঃ
অছে, হে প্রভো । এ বিদ্যে আমার মহঃ
কৌতূহল জন্মিত — হে দেব । আমি এই
গোপ্য বিষয় জিজ্ঞাস করিতেছি, অতএব
আমার নিকটে এ বিষয় বর্ণন করুন ১০ — ১৮
পার্কীতি এইরূপ জিজ্ঞাস করিলে কুমার হ্যসঃ
প্রশ্ননমন পতি মহাদেব কুমলান্ধিতচিত্তে
বলিতে লাগিলেন, — হে বৃক্ষগণ অমিকৈ ।
তপস্তব কাল সচক্ষু বদন্ত-বদন আমি বৌদ-
মুহুর্ত উপস্থিত হইলে স্নান বিকটপরে বৌদন
করিতাছিলাম তদন্তঃ অনাদি অবাস্য
পূরাতন দেব আমাকে সন্মোদন করিয়া বলি-
লেন, — হে কুমার । তুমি কি নিমিত্ত ভয়া-
তুব হইয়া এ প্রকার বোবরূপে বৌদন
করিতেছ ১ বৃক্ষগণের অগণ্য সেই দেবকে
তবন আমি বলিলাম, — হে দেব । আমাকে
সচক্ষু নাম প্রদান করুন । এই কথা শুনি

দেহি মে নাম সচক্ষু তেন তু দেব কাদিহি
রুদন্তমিতি তেনাহমুক্তো বৈ মন্তকাশিনি ।
ন তিষ্ঠামি কদামোব ততো মাং পুনববীঃ
কিমিদং রুদ্যতে ভূয়ো নীললোহিত ম রুদ
এহি মাং কিমতো ভয়ঃ কববাণি তবানম ॥
নাম মে দেহি তমহং রুদন্তেব তদাকনম্ ।
সপ নামানি মে তেন জনিতানি গুহবাণি ॥
অতানি তবপি কতে বৌদিমোব ততোহপি
ততো মাং পাশিনা ১০ প্লা লোকেশঃ প্রভু
কিমিদং কদ্যতে তাতং বৌদন্তঃ বৌদন্ত
তথৈব চ তান সৌদন্তে নামানানি পাশ
স মাং বিদিতবেদাতা বিদিতা গায়ত্রী
মহাদেবোহসি দেবানাম প্রভোঃ নামদঃ

কবির তিনি বলিলেন — হে দেব । এই
তুমি বৌদন করিতেছ ১ চিত্র বি-
হীনে তুমি রুদ নামে বিখ্যাত হই
বদবিনি । এই কথা তিনি শুনে
লেন । হে অমিকৈ । তুমি আমাকে
হইতে উত্তমবর্জিত বৌদন করিতে লা-
তদন্তঃ তিনি পুনর্বার জিজ্ঞাস করি-
তে নীল-লোহিত ১ তুমি আমার কি
বৌদন করিতেছ ১ বৌদন করিতে
অনন্ । বল, আমি তোমার কেন ১
পন করিতে হইবে ১ ১০ তার এই
অবগে আমি আমাকে বৌদন করিতে ১
বলিলাম, আমাকে আবার নাম প্রদান
হে কাটিকেশ্বজননি । তিনি আমাকে
কবঃ সাত্তি নাম প্রদান করিলে
অমিকৈ । সেই অত সাত্তি নাম
আমি বৌদন করিতে লাগিলাম
লোকেশ্বর স্বয়ং কেশব আমাবহঃ ১
বৌদনামান আমাকে বলিলেন, —
নিমিত্ত বারংবার অতিশয় বৌদন ১
তোমার বৌদনের কারণ কি ১
তিনি স্বয়ং আমাকে অতাত্ত নাম স-
করিলেন । হে পার্কীতি । তদন্তঃ
সচক্ষু নাম প্রদান করুন । এই কথা শুনি

গৌরীপ্রাণে সম্যং সূক্তবাক্য সমস্ততঃ ।
 যি চ যমোক্তং তেন ক্রদোহসি বিকৃতঃ ॥
 যি চ সংসাবে হরন্তেনাস্মি নামতঃ ।
 ৩২০ মংকালস্তেনাহং কালসংক্রিতঃ ॥৩০
 যি চি প্রাণে লক্ষণাঃ সিতা যকম
 লকনং সমাযোক্তেন সর্কোহহমকিকে ॥
 ত্রিমুখস্য লোকান সঙ্কনপণ্ডিতান
 দেবমিন্দ্রং যঃ ভবন্তেনাস্মি পার্শ্বতি ॥ ৩১
 যি চি দিগে যঃ ক্ষিপোমি স্তেনে বদম ।
 ত্রিমুখোহসি তেনে যোহহমনিন্দিতো ॥৩৩
 ত্রিমুখোহসি মংকালপণ্ডিতো চ
 যদমনিন্দিতা মংকালবন্তোহহম ॥ ৩৪
 ত্রিমুখোহসি মংকালবন্তোহহম ॥

কর্তুং হর্তুং দাতুং তেনাহং পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৫
 গুহ্যগোতানি নামানি মমেষ্ঠানীহ পার্শ্বতি ।
 যেন চাপি দিতাস্মি বৈ স্তত্ত্বস্যামাতীৰ্হি ॥ ৩৬
 অতথাতং যদা কুধ্যং প্রজামন্তু মম প্রিয়ে ।
 রৌদ্রভাবং যদা কুধ্যং রৌদ্রকর্ষা ততোহহম ॥
 ততঃসত্যং মাং দেবি যোহপ্যচ্যুতি নামভিঃ ।
 অচিৎসিদ্ধিশেষার্থি বিবীশেরেব তুল্যতাম ॥ ৩৮
 য এতানি তু নামানি দারয়েত মম প্রিয়ে ।
 শাস্তং পদমাপ্নোতি গাণপত্যক সংক্ষমে ॥ ৩৯
 যঃ কশ্মগি বিকৃতোহসি বিধিনা দেহি ভাবিনি ।
 স কশ্য কুরুতে নান দৃশ্যকৃশো নিযোজ্যতে ॥ ৪০
 যদযদভ্যাসিতং কশ্ম পুরুষক গিরোহুতে ।
 তং তেনাবশ্যকং তব্যং নতং ব যদি বেতরং ॥ ৪১

— কুমারসংহিতা দ্বারা প্রদত্ত নামের মধ্যে প্রদত্ত
 নাম যাহা হইবে তাহা প্রিয়ে ।
 যি চ যমোক্তং তেন ক্রদোহসি বিকৃতঃ ॥
 যি চ সংসাবে হরন্তেনাস্মি নামতঃ ।
 ৩২০ মংকালস্তেনাহং কালসংক্রিতঃ ॥৩০
 যি চি প্রাণে লক্ষণাঃ সিতা যকম
 লকনং সমাযোক্তেন সর্কোহহমকিকে ॥
 ত্রিমুখস্য লোকান সঙ্কনপণ্ডিতান
 দেবমিন্দ্রং যঃ ভবন্তেনাস্মি পার্শ্বতি ॥ ৩১
 যি চি দিগে যঃ ক্ষিপোমি স্তেনে বদম ।
 ত্রিমুখোহসি তেনে যোহহমনিন্দিতো ॥৩৩
 ত্রিমুখোহসি মংকালপণ্ডিতো চ
 যদমনিন্দিতা মংকালবন্তোহহম ॥ ৩৪
 ত্রিমুখোহসি মংকালবন্তোহহম ॥

যাহা হইবে তাহা প্রিয়ে ।
 যি চ যমোক্তং তেন ক্রদোহসি বিকৃতঃ ॥
 যি চ সংসাবে হরন্তেনাস্মি নামতঃ ।
 ৩২০ মংকালস্তেনাহং কালসংক্রিতঃ ॥৩০
 যি চি প্রাণে লক্ষণাঃ সিতা যকম
 লকনং সমাযোক্তেন সর্কোহহমকিকে ॥
 ত্রিমুখস্য লোকান সঙ্কনপণ্ডিতান
 দেবমিন্দ্রং যঃ ভবন্তেনাস্মি পার্শ্বতি ॥ ৩১
 যি চি দিগে যঃ ক্ষিপোমি স্তেনে বদম ।
 ত্রিমুখোহসি তেনে যোহহমনিন্দিতো ॥৩৩
 ত্রিমুখোহসি মংকালপণ্ডিতো চ
 যদমনিন্দিতা মংকালবন্তোহহম ॥ ৩৪
 ত্রিমুখোহসি মংকালবন্তোহহম ॥

প্রজাপতেঃ ক শত আদেশঃ কটুমগ্ধাঃ।
নিদেশে তস্তা ভুগনি স করোতাপদেশাত্মম্ ॥৭২
সোহং তেন বরাব্রোহে পুরুষেণ বরাননে।
নিযুক্তঃ কলিকালে কথ্যাদেশঃ ততঃ প্রিয়ে ॥৭৩
অহং সংবৎসরঃ কালঃ প্রজাসংহারকঃ
কালরাত্রিঃ চ বহুঃ সহস্রচরী মম ॥ ৭৪
অহং হি হং বিজানামি যাকঃ কঃ পক্ষীশাস্ত্রে
ব্রহ্মঃ মনুষ্যকৈব নারায়ণপদতমম্ ॥ ৭৫
মামতঃ কস্ম উচিতং বিবর্ততি সম পিতৃম
নানান্যনামৈব যঃ নাপি বাশ্চিক্রম ॥ ৭৬
পুনাক্ত বয়সীকৃৎ সিন্ধুক্ষেত্রকঃ পার্শ্বতি
ইতিঃ শশানমেবং মে তৎ ততঃ বয়স্যম ॥ ৭৭
ইমে চ তৎ পুনঃ পুনঃ বয়স্যমবশ্যকেন
বয়স্যমি বয়স্যমি মতঃ শশানং তেন মে মাম্যম
সো মতঃ পৌত্রোহে মেবি বিমাতঃ বিমাতঃ মিতঃ
স ততঃ বয়স্যমি বয়স্যমি পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৮

লোকসমষ্টা বিবর্তন্তঃ কালেন অহং কটুমগ্ধে
কহং কটুমগ্ধে অহং কটুমগ্ধে কটুমগ্ধে
বশবতী তিনিত্ত সকলকে স স স স স স স
কটুমগ্ধে কটুমগ্ধে কটুমগ্ধে কটুমগ্ধে
কালে আমি সেই পুরুষের আদেশানুসারে কটুম
করি হে প্রিয়ে প্রজা-সংহারকঃ আমি
সংবৎসরঃ কালঃ আমার সমবয়সী তুমি কাল-
রাত্রি। হে পার্শ্বতি আমি তোমাকে বিশেষ-
রূপে জানি তুমিও আমাকে বিশেষরূপে জান
ত্রিভুতমেষ পদমেষ পদমেষ এই কাল-সংহারকঃ
এবং আমার বয়স ১০—৭০ বিবর্ত উচিত
বিবেচনায় এই কস্ম আমাতে নিত্যম করিয়াছেন
যে, যে প্রকার নতি চইতে আচার বচিভূত
মতে হে পার্শ্বতি পুণ্য বয়স্যম এবং সিন্ধু-
ক্ষেত্র পদম শশানভূমিই আমার অতীপিত,
সেই স্থানে অবস্থান করিলে আমি অত্যন্ত
সুখী হই হে বামলোচনে বিশেষতঃ এই
পদপতিগণ তথ্য অতিশয় সুখী হন, তাঁহাদের
অনুরোধে আমিও তথ্য পরমানন্দ অহুভব
করি, অতএব শশানই আমার প্রিয়তম স্থান।
হে বিবর্তান্তিগে দেবি! বিবর্তা বাহকে বে

স তস্মিন পশ্যমানস্ত জনাংক জগৎবিমি।
স্নেহং সদা চ কুবতে শশানেহমিবানবে ॥
যক্ষাগমেণু তীথেষু শক্তিষু চ কলং বিহুঃ।
ফলক শানচধ্যায়ামন্যে প্রবদামাহম ॥ ৭৯
মসৌ হি সাধকঃ স হং বেদাদিরতঃ কটুমগ্ধে,
তেন দৃষ্টৌ ময়েবেণ দেবদেবো জনঃপতিঃ।
সনৎকুমার উবাচ।

উবাচ পুনরুপাং প্রমথ্য বিহুঃ
কালকাল কলেশান বচো মে বদতাং বহু ॥
অহং কালরূপাঙ্গ হম্য হে কটুমগ্ধে
শশানালে ক্ষিতৌ ব্যানি শগোক্ষপবনে
লিঙ্গে চ মেহকা একস্মি সদা নিক্তমুতা
অহং হু যেনক্ষয়মি হা নানাগতৈঃ
অহং হু যেনক্ষয়মি হা নানাগতৈঃ
হে বদতা ক্ষীণেন জলেন চ কটুমগ্ধে
হে বদতা ক্ষীণেন জলেন চ কটুমগ্ধে
হে বদতা ক্ষীণেন জলেন চ কটুমগ্ধে

মিয়ং নিবেদন করেন, সে ব্যক্তি হইবে
লক্ষনপুঙ্কক পক্ষ্মনে যবন বরে
তাহাই ততঃ কটুমগ্ধে হে প্রজা-
সংহারকঃ আমি হে পুরুষ শশানভূমিকেই তিত্তকরি
করি সকলেই সেইরূপ বিবর্তন বি-
বর্তনশালী বিবেচন করঃ সনৎকুমার
স্নেহবান হও হে জনকঃ আমার শ্রী
তাহাঙ্গি সেবাধ যে যললভ হই আমি
ভেছি, ভিত্তমান আচরণে সেইরূপ
হম বেদাদিতে কাবিত, এই আমিই
অতএব আমি সেই বেদাদিদের অঙ্গ
দশন করিমছি ১০—৭০ সনৎকুমার
লেন,— হে যমবৎ অতঃ চক্ষুশব্দক
কালপুরুষিন আমি পার্শ্বক বাক্যের
শব্দ করিনাম। পৃথিবী, অগ্নি, চ
আকাশ, বায়ু এবং লিঙ্গে মনুষ্যগণ তাঁ
পূজা করে। কেহ কেহ নৃত্য গীত
তোমার পূজা করে নানামেধ-নয়নে
পূজ্যক প্রণাম করে। কোন কোন
হুত, দধি, ক্ষীর, সুগন্ধি-জল এবং গোম

অক্ষয়ন্তি তম নাত্মা লিঙ্গাক্ষররূপে নবাঃ ॥ ৭২
 যো মামক্ষয়তে লিঙ্গে মানবো মম চক্ষতে ।
 গন্ধর্ব্বাঋষসাং বৃন্দৈঃ সেবাতে পীতবাসিন্তি ॥ ৭৩
 নবনারায়ণো দেবি জগদীশ্বরো বলিঃ সদা
 ভূতীমেতৎ বিজানন্তি লিঙ্গ মামক্ষয়ন্তি যো ৭৭
 যোহক্ষয়ামক্ষয়ন্তি পুণ্যং তস্য তৎ নবা
 একত্র দিবসং লিঙ্গং সমামেত্র সমাশ্রয় ॥ ৭৮
 উপহারং পহবেদমক্ষয় মে পুরুষোত্তমিহ
 সে পুত্রপৌত্রোহপি ভবিষ্যেৎ কল্যাণপতিভবতঃ ॥ ৭৯
 যস্য পুত্রসিদ্ধিঃ স তস্য কল্যাণনাশো নবা
 স নবায়ং স পুত্রোহক্ষয়ঃ সনতপুত্রোহক্ষয়ঃ ॥ ৮০
 বহুমান প্রাণ তে চ উপহারং দাতব্যং ৭১
 নবদ্বারোহিহৈব চ উপহারং মম কক্ষতে ৭২
 নবদ্বার প্রাণে চ হুং লিঙ্গাক্ষররূপে নবা

ইহু তমে বিচরণ করেন । ইহু সেম ত
 পুত্রা বহু অশ্বি এত নিম কর প্রকৃতি দে নবা
 যনাম সেই কর্তব্য পুত্রা করেন । যতএব
 মনুষ্যপণ্ড সক্ষম লিঙ্গে পুত্র কর্তব্য থাকে
 তে চক্ষতে । সে ব্যক্তি লিঙ্গে মমকে ৭২
 করে, সেই মনুষ্য । অক্ষয় অক্ষয় প্রকৃতি
 সকলের সিত ও পুত্রাদি পুত্র পৌত্রও হয়
 লিঙ্গ পুত্রও অক্ষয়কে নবা করেন নবা
 নবদ্বার, জগদীশ্বর ও বলি সেম লিঙ্গাক্ষর-
 জমিত নবদ্বার লিঙ্গ ত ইন । সে ব্যক্তি
 প্রতিময় আমাকে সমাশ্রয় নবদ্বার সদা কল
 পুত্রা পুত্র করে সে ব্যক্তি যদি এক শিবসিত
 লিঙ্গে পুত্র করে তৎ হইলে তৎসমূহ পুত্র
 নিম্নবৃষ্টি লাভ করিলে তে অক্ষয়কে । যে
 ব্যক্তি লিঙ্গে নবা কর্তব্য নিম্নবৃষ্টি উপহার
 সকল অক্ষয় করে, সে ব্যক্তি গণপতি হইবে
 তৎ অক্ষয়কিত তৎসমূহ উপহার উপভোগ করে
 ৭৮-৭৯ যে ব্যক্তি আমায় অক্ষয় হইতে পার্যন্ত
 মন্য অপনও করে, সে অনন্ত সুখ ভোগ
 পূর্ব্বক যথো নিবাস করে । বাহ্যরা আমাকে
 বহুমান ও উপহার প্রদান করে ; দদি, কীর,
 কজাদি দ্বারা যে ব্যক্তি আমাকে দান করায়
 ৭৯-৮০ ব্যক্তি তৎসমূহে বাহ্যবান লিঙ্গ পুত্রা

তে চ স্বর্গগণা ভুত্বা ভুত্বা বিপ্রবংশিনে
 রমন্তে চ প্রিয়সাক্ষ্যং ব্রাহ্মণ্যং কথং ৭৩
 তেতৈব পিতৃসং কুদং কুদং য পুত্রসং
 স ভববন্দবন্দবস্ত স্তপ্যো মে যোগক্ষণ
 অভ্যক্ত্য লিঙ্গাক্ষরভোগিতে হত
 দদে দিগন্ত কিমুবা ৭৪ ততঃ পরম
 চৈবমুত্তাপিতহাটকপ্রভে
 স্তবনেন চন্দ্রদিবকবপ্রভে ৭৫
 ৭৬ এবংবাওমনিদিত্তকমে
 যনে চ বপ্রবৎ হতলবা
 নামোহক্ষয়ঃ পক্ষীঃ পক্ষঃ পুত্রঃ
 পুত্রঃ সনতপুত্রবন্দসামন ৭৭
 স দেব পুত্রাসমুদায়া পুত্রিত
 বাসনিকবা চক্রেণে মম সন ৭৮

৭৯-৮০ শ্রীশিবো নব পুত্রো সন ৭৯
 ৮০-৮১ শ্রীশিবো নব পুত্রো সন ৮০

এব, তে বিপ্রপুত্রা । অক্ষয়
 অক্ষয়াদিগের যথো পুত্রাদি
 যে প্রকার ভোগে সনিত লিঙ্গ
 তৎসমূহ হুত্বা ও প্রিয়সাক্ষ্যং
 তৎসমূহ যে ব্যক্তি লিঙ্গে পুত্র
 পুত্র করে তে অক্ষয় নবা । সন
 দেব আমায় পুত্রসং পুত্র ৭৩
 সনতপুত্রা । চন্দ্র-পুত্রা সন
 নালিনি । পুত্রা । মনুষ্যপণ্ড
 দ্বারা আমাকে সনতপুত্রা করিলে
 বাহ্যবান, অধিক কি, তৎসমূহ
 থাকে না । তে সুননি । লিঙ্গ
 যে উত্তর ভাগে তোমার অক্ষয়
 কনিষ্ঠাছিল, তৎ আমি সন করি
 নাপ্রশ্নননি । সে ব্যক্তি
 প্রণাম এবং পুত্রাদি দ্বারা বাহ্যবান
 পার্শ্বের সনিত এই বিবস পাঠ করে
 তমে । সে ব্যক্তি দেতায়ে অ
 একত্র নিবাস করে । ৭৯-৮০
 ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৮০

একত্রিংশোইধ্যায়ঃ ।

ন্যাস উবাচ ।

ঐশ্বর্য প্রোক্ত শিবস্ত পরমা যুগঃ ।

শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন কথং প্রভো ॥ ১

সনৎকুমার উবাচ ।

সুখানীনাং বক্ষ্যে পুণ্যতি শাসনম্ ।

ক্লেচ্চ ভাবেণ দণ্ডব্যোহসি ময়া প্রভো ॥ ২

মহেশ্বর উবাচ ।

মহাদেবং প্রাপ্যে তু মহেশ্বরম্ ।

অনন্তমুখং প্রাপি তামহম্ ॥ ৩

কালেশং প্রভাসে শশিঃ সপম্ ।

অগ্নিগন্ধা বিমলেশ্বরে ॥ ৪

কালেশং মহাদেবং মতঃ পবনম্ ।

কালেশং মহাদেবং মতঃ পবনম্ ॥ ৫

কালেশং মহাদেবং মতঃ পবনম্ ।

কালেশং মহাদেবং মতঃ পবনম্ ॥ ৬

কালেশং মহাদেবং মতঃ পবনম্ ।

কালেশং মহাদেবং মতঃ পবনম্ ॥ ৭

কালেশং মহাদেবং মতঃ পবনম্ ।

কালেশং মহাদেবং মতঃ পবনম্ ॥ ৮

একত্রিংশ অধ্যায়ঃ

সে জিহ্বাসা করিলেন—পরমেশ্বর

ত্রিটিশনং উক্ত আছে, সেই

লিখন করিতে ইচ্ছা করি, তে

স্বার্থরূপে বর্ণন করুন । সনৎকুমার

বাক মন্দরচলে স্বার্থ উপবিষ্ট মহা

বাক করিলেন,—হে প্রভো ! কেন

আপনার সাক্ষ্য পাইব ? মহা

বাক—বারণনীতে মহাদেব, প্রাপ্যে

নমিস্ক্রমে দেবদেব, গড়াতীথে

কুরুক্ষেত্রে কালেশ, প্রভাসে শশি

৥ অগ্নিগন্ধা বিমলেশ্বরে বিষ্ণু, অট

দি, মরুতোটে মহোৎকট, শব্দকর্ণে

গাকর্বে মহাবল, কদুকোণীতে মহা

প্রলে মহালিঙ্গ, অবতীতে মহাকাল,

কী, কেদারে দীশানদেব, হিমালয়ে

সহস্রাক, রবে বৃষভধ্বজ, তৈরবে

উগ্র কনথলে চৈব ভদ্রকর্ণহাসে শিবম্ ॥ ৮

দেবদাক্ষবনে ভিন্নঃ চণ্ডক কতিজ্ঞলে ।

উর্দ্ধকৈতুঃ সুরগে তু মঙ্গলভাগে কপাদিনম্ ॥ ৯

কৃষ্ণিবাসে ২ ববদঃ সক্ষমা নাড়িকেশ্বরে ।

কালেশ্বরে নীলকঃ শ্রীকঃ মণ্ডলেশ্বরে ॥ ১০

ধানসিকেশ্বরে যোগঃ উত্তরেশ্বরে গায়ত্রিঃ ।

বিজয়কেশঃ কাশ্যাবে ভদ্রকঃ মরুতেশ্বরে ॥ ১১

যমেশ্বরে বিষ্ণুঃ কপিলঃ করবীরকে ।

কাশ্যাবে গায়ত্রিঃ দেবিকাঃ উমাপতিম্ ॥ ১২

বিষ্ণুঃ লোকেশ্বরে পুন্ড্রেশ্বরে শঙ্করঃ ।

কৃষ্ণিঃ কালেশ্বরে বিষ্ণুঃ সৌম্যঃ কুরুতেশ্বরে ॥

কালেশ্বরে মক্ষায়াঃ বদধ্যাক্ ত্রিলোচনম্ ॥

কালেশ্বরে ত্রিলোচনঃ শ্রীশৈলে ত্রিপুরাচকম্ ॥ ১৩

লেপনে পদ্মপতিঃ দীপ্যমেশ্বরে বিষ্ণুঃ

কালেশ্বরে অমরমোহনমরুতেশ্বরে ॥ ১৪

মঙ্গলেশ্বরে ভীমঃ পাতালে হট্টকেশ্বরে

কালেশ্বরে গায়ত্রিঃ কেলসে ত্রিপুরাচকম্ ॥ ১৫

হেমকটে হেমপাক্ নকমাদনে ভূভুবঃ

সিদ্ধেশ্বরে অনলঃ প্রভাসে লিঙ্গঃ শ্রীশৈলে ॥ ১৬

কালেশ্বরে গায়ত্রিঃ কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে কালেশ্বরে

দানবানাং বিনাশায় বারাহং বিজ্ঞাপক্যতে ॥ ১৮
 গঙ্গাহ্রদে হিমস্থানং মানবং বড়বামুখে ।
 শ্রেষ্ঠকোটীশ্বরং তীর্থে বিশিষ্টকৈষ্টকাপথে ।
 কুকুতপুরে প্রহাসং লঙ্কারামলকেশ্বরম্ ॥ ১৯
 অষ্টবষ্টিস্ত নামানি তত্র দেবস্ত চাশ্রয়াং ।
 পূরণে চোপগীতানি ব্রহ্মণা চ মহাস্থনা ॥ ২০
 যঃ তু চিঃ প্রকৃতো ভূত্বা উভে সঙ্কো পঠেৎগর ।
 দশানামধর্মোধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২১

বাস উবাচ ।

কৃতং ব্রহ্মণ ময়া সর্কং রহস্তং দ্বিজসত্তম ।
 বিভূতিং দেবদেবস্ত শ্রোতুমিচ্ছামাহং দ্বিজ ॥ ২২

সনৎকুমার উবাচ ।

আসীনং বন্দরস্তাগ্রে নানারত্ববিভূষিতে ।
 তত্র নন্দীশরো দেবং বিভূতিং পর্ষ্যপুচ্ছত ॥ ২৩

নন্দীশ্বর উবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ ত্রিপুরাস্ত সুব্রাধিপ ।
 বিভূতিং মে মহাদেব পুচ্ছতো বক্তুমর্থসি ॥ ২৪

অকৈকবাত, বিজ্ঞাচলে দানববিনাশকারী
 বারাহ, গঙ্গাহ্রদে হিমস্থান, বড়বামুখে মানব,
 তীর্থে শ্রেষ্ঠকোটীশ্বর, ইষ্টকাপথে বিশিষ্ট,
 কুকুতপুরে প্রহাস এবং লঙ্কারা মলকেশ্বর;
 এই আটটি স্থানে আটটিরূপে নিবাস
 করি, এ বিষয় মহাস্ত্র। ব্রহ্মা এবং পৌরাণিক
 সকলে গান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিয়ম-
 পূর্বক শুদ্ধভাবে দুই সন্ধ্যা পাঠ করে, সে
 এককালে দশ অবশেষ ফল লাভ করে।
 ১১—২১। বাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মণ দ্বিজ-
 সত্তম! আপনার মুখে আমি রহস্ত বিষয়
 সকল শ্রবণ করিলাম। হে দ্বিজ! সম্প্রতি
 দেবদেব মহাদেবের বিভূতি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা
 হয়, অতএব বসুন। সনৎকুমার বলিলেন,—
 নানারত্ন-শোভিত বন্দরাজলে উপবিষ্ট দেবদেব
 মহাদেবকে নন্দীশ্বর বিভূতির বিষয় জিজ্ঞাসা
 করিলেন। নন্দীশ্বর বলিলেন,—হে ভগবন্
 দেবদেবের ত্রিপুরাক সুব্রাধিপ। আপনার
 শ্রীষ্ট

মহেশ্বর উবাচ ।

শৃণু নন্দীশ্বর মন্তো বিভূতিধাদনী মম ।
 একাগ্রমাসো ভূত্বা নিশাময় সমাহিতঃ ॥ ২৫
 অগ্নিশ্রাকারকোটীস্থ আরতোহহং ন সংশয়ঃ ।
 চরামি পৃথিবীং সর্কামাসমুদং সুরাস্বরম্ ॥ ২৬
 যথেষ্টকৈব তিষ্ঠামি চক্রেয়সু কুবন্তিতঃ ।
 পর্কতেষু সদা স্তম্ভো দেব্যা সহ বসামাহম্ ॥ ২৭
 প্রদক্ষিণং সদা কুর্ধ্যাদ্যোশতস্ত ফলং লভেৎ ।
 গবাং শতসহস্রস্ত ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৮
 চন্দ্রোহস্মি বরুণচ্চাহং বসামি পৃথিবীমহম্ ।
 দিনং কপা চ সন্ধ্যা চ কালোহহং মৃত্যুনা স
 প্রলয়েহস্মি কুবেরোহহং চন্দ্রোহহং বেদবাদিনা
 ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়াণ্যেহম্ কুবেরোহহং মক্ষমম্ ॥ ৩০
 রত্নানং বুদ্ধিরেবাহং জয়োহহং সর্কভূতিঃ ।
 বিনাশচ্চ সুরা দৈত্যাস্তাঃ পবনো মহনস্তথা ॥ ৩১
 মারুতোহহং জলকাহং ক্ষিপামি বলবং স
 অনুগ্রহপর্কক আপনাব বলা ভঁচিত। মা
 বলিলেন,—হে নন্দীশ্বর। আমার বি
 বেষণ মাতান্ত্র্য, বলিতেছি, শ্রবণ কর। এ
 চিন্তে সাবধানে শ্রবণ কর। আমি অগ্নি
 মদ্যে যথেষ্টকালে অবস্থান করি, সুব
 অশুবর্ণের সমক্ষে অসম্মেচে সমুদ্রে
 পৃথিবীতে সঞ্চরণ করি। আমি নিউর
 নিশ্চিন্তমানসে অনারত চক্রেয়সে গমন
 করি এবং পর্কতজন্মিনীর সহিত পর্কত
 লের চুষ্টিগোচর হইয়াও অধিষ্ঠান করি।
 আমার প্রদক্ষিণ করিলে শত শত গো
 দল লাভ হয়, অধিক কি অবশ্যই সে ব্য
 স্তস গোদানের ফল লাভ করে। আমি
 আমি বরুণ এবং নিরন্তর পৃথিবীতে
 করি; অধিক কি, আমিই দিন, ব্য
 কাল এবং মৃত্যু। প্রলয়ে আমার
 নাই। বেদবাদিগণ আমাকেই ছন্দরূপে
 করেন। আমিই ইন্দ্রিয় হইয়া বিরা
 করাই। আমি অনিত্য পৃথিব্যাঙ্গি
 নিত্য ব্রহ্মরূপ। ২২—৩০। আমি
 বুদ্ধিসমূহের প্রকাশক। আমার কু
 লী এবং দ্বিগত। আমিই দে

স্বর্গমি ভূতানি সংক্ষিপ্যামি যুগে যুগে ॥৩২
শতসহস্রৈশু ভ্রাম্যতে হ্যঙ্গলীলয়া ।
কুঙ্কন তং সর্ষং খেচরত্বং প্রহণ্যতে ॥ ৩৩
তে নিহতা দৈত্যাস্তারকান্য মহাবলাঃ ।
নিগদ্যন্তেন ত্রয়ো লোকাঃ প্রকম্পিতাঃ ॥
ভূতকণ্ঠং হেবং কৃতবান্ নাত্র সংশয়ঃ ।
ভূতেশু বৈ নিত্যং বসামি মদিতঃ সদা ॥ ৩৫
দাম-পুরাণেষু বেদে চৈব বসাম্যহম্ ।
দেবং বিজানামি ময়া শৃণুং হি যন্তবেৎ ॥
নাং সর্ষভূতানাং যে চ মাং শরণাগতাঃ ।
মানসো ভূতা যো মাং পূজয়তে নরঃ ॥ ৩৭
ঐহং প্রদাত্যামি গাণপত্যং সুহৃৎভম্ ॥ ৩৮
হং পুষ্পিতেষু বৃক্ষেষু চ লতাষু চ ।
কেশর নাবীণাং স্থিতোহহং রূপযৌবনে ॥ ৩৯
জীবন্ত্য দামন্ত্য সর্ষেষাং নিষমৈঃ সহ ।

স্বর্গপী হইয়া জলবর্ষক মেঘসকলক বাণী-
জনবর্ষণ করি। আমি ভূত সকলকে
ধরি ও যুগে যুগে বিনাশ করি। আমার
নে ভূতগণ শত সহস্র খোনিতে ভ্রমণ
হইতে নিপাতিত করি। যাহাদের
পাশে এই ত্রিভুবন কম্পিত হয়,
সেই মহাবল ভাড়াকা দৈত্যসকলকে
করিয়াছি। নিশ্চয় আমি সর্ষভূতের
করত পুনর্কার সেই সকল
বাস্থানে অবস্থাপিত করি। ইতিহাস
গ প্রভৃতি সর্ষভূতই আমি নিবাস
বাস্থান স্থান আমার নন্দনগোচর হয়
আমি উপস্থিত না থাকি। ভূতগণ
ভূতগণ যাহারা আমার শরণাগত এবং
অনন্তমানস হইয়া আমার আরাধনা
দের প্রতি সম্ভব হইয়া, তাহাদিগকে
পদ প্রদান করি। পুষ্পিত বৃক্ষ এবং
কর্ষদা অবস্থান করি। হে নন্দীশ্বর!
গণের রূপ এবং যৌবনেও অবস্থিত
আমি এককালেই নিষোজ্য এবং
ভাবে ভূতা ও স্বামী উভয়েই হই।

অহকারোহস্মি নর্পোহস্মি রজঃ সঙ্ঘঃ তমন্তথা ॥
সর্ষভূতার্থাভিগমনং কৃতং ভবতি ভারত ।
সর্ষোপবাসং যঃ কৃত্বা তং ফলং প্রতিপদ্যতে ॥৪১
ন তস্য ভবতে ব্যাধিন চ কামং জহেবরঃ ।
ব্রহ্মচারিসু যং পুণ্যং সত্যবাদিসু যং ফলম্ ।
তং ফলং লভতে নন্দিন বিভূতিং মম যঃ পঠেৎ
মহাস্মা স জনশ্রেষ্ঠো জরা-মরণবর্জিতঃ ।
বিমুক্তঃ সর্ষপাপেভ্যো রুদ্রলোকে মহীকুতে ॥৪৩

সনৎকুমার উবাচ ।

স্বধার্মীনা যথাশান্তি ক্রীড়ন্তে চ যথাসুখম্ ।
যথা হি ভগবান্ পটেকঃ সর্ষদানন্ত যং ফলম্ ॥৪২
প্রাপ্নুবন্তি শুভান্ লোকান্ কৃতৈবৈ কশ্মভিঃশুভৈঃ
চণ্ডালাদ্যাশ্চ মাং ভক্তাঃ শূকরীপক্ষিপোষকাঃ ॥৪৫
মং প্রপন্ন্যন্ত ক্রব্যাদাঃ সর্ষদংশোপজীবিনঃ ।
তেহপি সর্ষে প্রমুখস্তি প্রাপ্যাস্তে পতিমুত্তমাম্ ॥
ব্রহ্মপুত্রস্ত তদ্বাক্যং শ্রুত্বা নন্দী গণাধিপঃ ।
প্রত্যাচ শুভং বাক্যং যথাপূজং যথাবিধি ॥৪৭

আমিই অহকার, নর্প, রজঃ সঙ্ঘ এবং তমোময় ।
৩১—৪০ । হে নন্দীশ্বর! যে ব্যক্তি আমার এই
ভূতি পাঠ করে, তাহার সর্ষভূতের গমন হয়;
সকল প্রকার উপবাসে যে কিছু ফল নির্দিষ্ট
আছে, সে সমস্তই পায়, তাহার কোন ব্যাধি
থাকে না, তাহার কোন কামনা অপূর্ণ থাকে
না, ব্রহ্মচারী নিয়মে এবং সত্যবাদিতায়
যে কিছু ফল লাভ হয়, সে সকল পুণ্যেরই
ভাজন হয়। মহাস্মা সে ব্যক্তি লোকা-
তীত জরা-মৃত্যু-রহিত সকল প্রকার পাপ
হইতে বিমুক্ত হইয়া, রুদ্রলোকে পূজিত হয়।
সনৎকুমার বলিলেন,—যে ব্যক্তি শান্তভাবে
মহাসুখে অধিষ্ঠিত, সে, মহাদেব যেপ্রকার
স্বর্ণের সহিত মহাসুখে ক্রীড়া করেন, তদ্রূপ
ক্রীড়া করে; অনুষ্ঠিত শুভকর্ম দ্বারা সেই
সকল ব্যক্তি শুভলোক এবং সর্ষদাননের ফল
লাভ করেন। চণ্ডালাদি শূকর ও পক্ষি-
পোষক, ক্রব্যাদ (রাক্ষসাদি), সর্পোপজীবী
ইহারাও প্রমুখ হইয়া, অত্যুত্তমা পতি লাভ
করে। ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারের সেই কথা

মধ্যাহ্নাধ্যায়নযুক্তং বেন সিধ্যন্তি মানবাঃ ।
 ৩২ সর্কং সম্প্রবক্ষ্যামি নমস্তু পিনাকিনম্ ॥৪৮
 মানবাস্তেষু তেষু তুল্যকশ্যবশানুগাঃ ।
 তাবদ্ভ্রমন্তি সংসারে যাবজ্জানং ন বিন্দতি ॥৪৯
 অমুরাশৈব দেবাশ্চ ক্ষয়ঃ পিতরস্তথা ।
 যথা ব্রহ্মাদয়ো দেবা দীপ্যন্তে ধ্যানতেজসা ॥৫০
 গৃহেষু ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোহথ ভিক্ষুকঃ
 এতে ধ্যানেন দীপ্যন্তে ন চ লিপ্যন্তি কশ্যতিঃ ॥৫১
 ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাদ্যা বর্ণসম্বরাঃ ।
 এতে ধ্যানেন দীপ্যন্তে ন চ লিপ্যন্তি কশ্যতিঃ ॥
 চাণ্ডালান্চ অন্ত্যজান্চ সর্কং তে পাপকশ্যকঃ ।
 তে চরন্তি শুভান লোকান ধ্যানং দত্তি কিমিষম্
 অন্নগ্রহমিষং শুক্লং সারভূতং সমুচ্চয়ম্ ।
 সর্কপাপেষু সক্তা যে তে চ সিদ্ধান্তি মানবাঃ ॥৫৪
 তং সর্কং সম্প্রবক্ষ্যামি তব মেহান্হমামুনে ।

শ্রবণ করিয়া, গণপতি নন্দী, যথাবিধি যথাসম্মান
 তত প্রতিভা বালিলেন, —মহাযোগ অধ্যায়-
 ধ্যান-যোগে যথা যথ সিদ্ধি লাভ করে,
 মহাদেয়কে নমস্কারপূর্বক সেই সকল বর্ণন
 করিব। স্বকীয় কহের অনুগামী মহাযোগ
 সেই তব জন্মিতে ইচ্ছুক হইলেও ততদিন
 পর্যন্ত এই সংসার-মণ্ডলে ভ্রমণ করে, যে
 কাল পর্যন্ত ধ্যান বিদিত না হয়। অমুর,
 দেব, কবি, পিতৃ এবং ব্রহ্মদি দেবগণ যে
 প্রকার ধ্যানে প্রভাবে জ্ঞান্যমান হন, সেই
 প্রকার গৃহস্থ ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুক
 ইহারা ধ্যান-প্রভাবে দেদীপ্যমান হন। কিন্তু
 কশ্ম্ব দ্বারা লিপ্ত হন না। ৪১—৫০। ব্রাহ্মণ,
 কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সন্তোষ, জাতিও ধ্যানমহি-
 মায় দ্রাভিশীলা হয় এবং কশ্ম্বলিপ্ত হয় না।
 চাণ্ডালদি পাপ-কশ্ম্ব দ্বারা প্রসিক্ত সকল প্রকার
 অন্ত্যজজাতিসমূহ ধ্যানে শুভলোকে বিচরণ
 করে, ধ্যান-প্রভাবে তাহাদের কিম্বদন্ত্য
 দ্বীভূত হইয়া যায়। বাহারা সর্কদ্বা পাপ-
 কশ্ম্বই অনুবৃত্ত, সেই মহাযোগও বাগাড়ম্বর-
 রহিত, অর্ধবাক্য, অতি গোপ্য বাক্যমাণ, এই

ধ্যানযোগবিধি কংসং মোক্ষদারবিধি শৃণু ॥
 অবজ্ঞানং গুরুশু যো করোতি ন চ বিন্দতি ।
 অগম্যাগামী ব্রহ্মঘ্নঃ সুরাপো গুরুভগ্নঃ ॥ ৫৫
 শতং শকটভারানং জন্তুনাং যেন হিংসিতম্ ।
 তং পাপং হরতে ধ্যানৌ কাষ্টরাশিমিবানলঃ ॥
 কুমারৌদ্ষণং কৃত্বা মাতঙ্গীগমনং তথা ।
 একেন ধ্যানরূপেণ তং পাপং নশতে কথম্ ॥
 অভক্ষ্যভক্ষণং কৃত্বা অপেষং পীতমেব চ ।
 তদ্বিশেষতে ধ্যানৌ দীপ্তাগ্নিরিব কাকনম্ ॥
 উদধিং প্রাপ্য নদ্যাস্ত যথা মার্গং ন পশ্যতি ।
 তত্তজ্ঞানাতরং প্রাপ্য সর্কপাপৈঃ প্রমুচ্যতে
 ধ্যানযোগবিধিং শ্রুত্বা যদি মোক্ষং ন গচ্ছতি
 ব্রহ্মলোকেহপি বা বাসো বিমূলোকে যদুচ্ছ
 সোমস্বর্গাদিবেন্দ্রবিশেষং স্থানমাশুযাং
 ধমলোকেহপি বা বাসঃ পূজ্যমানস্ত দেবতৈ

প্রবন্ধ পাঠ করিলে, সিদ্ধি লাভ করে।
 মহামুনে! তোমার প্রতি মেহপ্রযুক্ত
 সমস্ত বর্ণন করিব। মোক্ষের দ্বার স্বর্গ
 ধ্যান-যোগ বিধি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি
 তব ব্যক্তির অবমান করে, সে এই ধ্যান
 বিধি অবগত হইতে পারে না। অগম্যতে
 ব্রহ্মবধ, সুরাপান, গুরুপিতৃ-হরণ এবং শত
 পরিপূর্ণ জন্তুসমূহের হনন প্রভৃতি
 রশিকে, ধ্যানাবলম্বী ব্যক্তি কাষ্টরাশিকে
 জ্ঞায়, সন্ধ্য দ্রুত করে। কুমারৌদ্ষণ, চ
 গমন প্রভৃতি মহাপাপ, এক ধ্যান দ্বারা
 হয়। প্রদীপ্ত অগ্নি যে প্রকার কাকনর
 করে, সেই প্রকার ধ্যানী ব্যক্তিও
 ভক্ষণ ও অপেষ-পানজন্ত পাপসমূহে
 বিনষ্ট করে। সমুদ্রাভিমুখীন নদীর
 সঙ্গমপথ নির্ণয় করা যায় না, সেই প্রক
 জ্ঞান লাভে অনুরক্ত ব্যক্তিতে কোন পাপ
 হয় না। ৫১—৬০। ধ্যানযোগোপায়
 যদিও ভোগাদি বাসনা হেতু মোক্ষ
 হয়, তথাপি ইচ্ছাক্রমে বিমূলোকে
 ব্রহ্মলোকে অবশ্যই অবস্থান করবে।

ক্লম্বিধানেন বিজ্ঞানান্তরাঙ্গনা ।
 ধ্যানযুক্তস্ত শিবং প্রাপ্নোতি নাত্মধা ॥ ৬৩
 চতুরো বেদান্ সান্ধোপনিষদো দ্বিজঃ ।
 দেবগুহ্যস্ত কলাং নারহিতি ষোড়শীম্ ॥ ৬৪
 যবরং ধ্যানং শৌচাচারসমম্বিতম্ ॥ ৬৫
 ব্রহ্মসংপ্রাণ রাজস্বয়শতেন চ ।
 পবর্তন্তে ধ্যানমেকং বিশিষ্যতে ॥ ৬৬
 ক্রাং কলং প্রাপ্তুং ক্রতুকোটিশতৈরপি ।
 ২ ধ্যানযোগেন একেন তু সমাধিনা ॥ ৬৭
 চতুরো বেদান্ ধ্যানযোগং বিশিষ্যতে ।
 দিব পশ্চেন ন স পাপৈর্বিপ্লিপাতে ॥ ৬৮
 ২ সহস্রাণাং ভোজয়েদৈ দ্বিজাংস্তথা ।
 ত্রিবিং প্রীতঃ সর্কর্মহিতি বৈ দ্বিজঃ ॥ ৬৯
 ২ সহস্রাণাং ভোজয়েৎ সত্যবাদিনাম্ ।
 ত্রিবিং প্রীতঃ সর্কর্মহিতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৭০

সকলিনাং সহস্রাণাং স্নাতকানাং শতেন চ ।
 একস্ত মনুবিং প্রীতঃ সর্কর্মহিতি বৈ দ্বিজঃ ॥ ৭১
 গৃহস্থানাং সহস্রাণাং ব্রাহ্মচারিশতেন চ ।
 বানপ্রস্থসহস্রাণাং যতিবৈকো বিশিষ্যতে ॥ ৭২
 সাংখ্যযোগবিত্তকানাং ভূঞানো যস্ত যোগবিৎ ।
 পবিত্রো গ্রামতে পিণ্ডাংস্তাবৎ তস্ত হবির্মথঃ ॥ ৭৩
 সর্কর্মপাপরতিশূন্য যস্ত ধ্যানং ন বিদ্যতে ।
 প্রতিগ্রহেণ মৃত্যুয়া ন বিমুচ্যতে কিমিষাৎ ॥ ৭৪
 যস্ত বৈ বৃদ্ধাতে ধ্যানো নাস্তি তস্ত সমুদ্রবঃ ।
 যস্ত তুষ্যতি বৈ ধ্যানো কুলং তস্ত প্রবর্ততে ॥ ৭৫
 নিম্নতো ধ্যানযোগেন গচ্ছতে বৈ দিশো দশ ।
 পূনাতি ধ্যানিনস্তেষামিতি জ্ঞানপরিগ্রহে ॥ ৭৬
 ন স লিপ্যতি পাপেন তপসা কল্পমেষ চ ।
 যথা পর্কতমাসাদ্য আগ্র্যতি মৃগাবিপাঃ ॥ ৭৭
 তদ্বিষয়বিদো যোগমশ্রয়তি দ্বিজোস্তমাঃ ॥ ৭৮

ইহ প্রভৃতি দেবগণের সন্তান স্থান
 বিবে ধ্যানাবলম্বী ব্যক্তি যমলোকে
 গিলেও দেবগণ তাহর পূজা করেন ।
 উপায় দ্বারা বিজ্ঞান অতিকরণে
 ২ সেই ব্যক্তিকে পদে পদে কল্যাণ
 করে । ব্রাহ্মণ নিয়মপূর্বক অশ্র
 পনিষদ প্রভৃতির সহিত চতুর্বেদ
 পরিচাও দেবগোপ্য এই ধ্যান-পাঠে
 শর এক অংশ পুণ্যও লাভ করে না ।
 পূর্বক দেবদেবের পূজা এবং
 মিব, শত রাজস্ব প্রভৃতি পুণ্য-কর্ম
 এক ধ্যানই অতিরিক্ত । শত
 বদ্ধ করিলেও সে কল লাভ হয়
 এক ধ্যান-সমাধি পাঠে প্রাপ্ত হওয়া
 চতুর্বেদ অধ্যয়ন অপেক্ষা ধ্যানই গুরু-
 শ যে প্রকার কোন প্রকারে পক্ষিপ্ত
 ই প্রকার ধ্যানাবলম্বী ব্যক্তিও পাপে
 ১ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে নানা-
 দ্রব্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে যে কল
 ১ একজন ব্রাহ্মণের পরিতৃপ্তিতে
 পাওয়া যায় । সহস্র সহস্র সত্য-
 ক মিষ্টদ্রব্য ভোজনে পরিতৃপ্ত

করিলে, যে কল হয়, মনুবিং এক মনুবলে সেই
 কল লাভ করে ৬১—৭০ । সনৎকুমার পুণ্যকর্মে
 প্রস্তুত সহস্র এবং পুণ্যমানপর শত ব্যক্তি যে
 পুণ্য সম্বন্ধ করে, ধ্যানাবলম্বী এক প্রীতিপূর্বক
 সেই পুণ্য লাভ করে । বার্ষিক সহস্র গৃহস্থ শত
 ব্রাহ্মচারী এবং সহস্র বানপ্রস্থ ইহাতে একজন
 যোগী প্রশংসনীয় হয় । সাংখ্যযোগ দ্বারা
 বিজ্ঞান ব্যক্তিগণের মধ্যে পবিত্র যোগবিৎ বাহার
 যাকে ভোজন করে, সেই ব্যক্তির যজ্ঞ, সেই-
 কালে হবি গ্রাস করে । বাহার ধ্যানে অনুরাগ
 নাই, তাহার সকল প্রকার পাপে আসক্তি হয় ।
 মৃত্যু সকলের নিকটে প্রতিগ্রহ করিয়া মহা-
 পাপগ্রস্ত হয় । বাহার প্রতি ধ্যানী ব্যক্তি
 বৃদ্ধ হয়, তাহার আর লভ নাই এবং বাহার
 প্রতি ধ্যানী সমৃদ্ধ হয়, পুত্র-পৌত্রক্রমে সে
 ব্যক্তির কলবৃদ্ধি হয় । লোক নিয়মপূর্বক
 ধ্যান অবলম্বন করিলে, দশদিকেই গমন
 করিতে পারে । ধ্যানিগণ ধ্যানশূন্য ব্যক্তি-
 দিগকে পাপী নিঃশব্দ করত পবিত্র হয় । সেই
 ব্যক্তি পাপ-ভ্রমোত্তরণ এবং সাধারণ পাপে লিপ্ত
 হয় না । ২ প্রকার মৃগপতিসমূহ পর্কতমৃগ-
 লাভে আনন্ডিত হইয়া তাহান আশ্রয় গ্রহণ

গামবাটে কথা বহিঃ সর্ব্বং দধ্বা ন লিপাতে ।
 বৈবিং সর্ব্বকর্মাণি তথা কৃত্বা ন লিপাতে ॥ ৭১
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
 তায়ঃ ধ্যানফলকথনং নামৈক-
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ষাতিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

নম্বিন্ বহুভুং দেবেন ধ্যানস্ত কলমুস্তমম্ ।
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কেন মন্ত্ৰেণ ধ্যায়তে ॥ ১
 ধ্যানং কতিবিধং দেব প্রতিগৃহুস্তি তং তথা ।
 অক্ষরাশ্চ কথং দেবা কুদ্-বিষ্ণু-পিতামহাঃ ।
 এতন্মে সংশয়ং দেব তত্ত্বমাখ্যাত্বি শূত্রত ॥ ২
 নন্দীশ্বর উবাচ ।

ব্রহ্মা বৈ বামপার্শ্বে তু দক্ষপার্শ্বে তু কেশবঃ ।
 উভাত্যাং মধ্যাতো কুদন্তিষ্ঠতে হে কবিগ্রহাঃ ॥ ৩

করে, সেই প্রকার তব দ্বারা নিখিল বিষয়ঃ
 বিজ্ঞাপন যোগ আশয় করেন গ্রামপথে যে
 প্রকার বহিঃ সকল বস্তু লক্ষ্য করিয়াও কিছুতেই
 লিপ্ত হয় না। সেই প্রকার তব দ্বারা
 বিদ্যেভ্য কৰ্ম্ম করিলেও তাহাতে লিপ্ত হয়
 না। ৭১—৭২।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ষাতিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে নম্বিন । দেব
 যে প্রকার ধ্যানের উত্তম ফল বলিলেন, কোন
 বস্তু দ্বারা সেই ধ্যান সিদ্ধ হয়, তাহা আমি
 অবশ্য জানিতে ইচ্ছা করি। ধ্যান কতপ্রকার,
 কুদ্, বিষ্ণু এবং পিতামহ প্রতিষ্ঠিত অক্ষর দেব-
 গণ কিপ্রকার ধ্যান করেন? হে শূত্রত দেব-
 পার্শ্বক! এই বিষয় বখারূপে আমার সম্বন্ধে
 বর্ণন কর। নন্দীশ্বর বলিলেন,—বামপার্শ্বে ব্রহ্মা,
 দক্ষিণ পার্শ্বে বিষ্ণু এবং মধ্যো কুদ্, এই একাদশ

পূর্বাঙ্কে ধ্যায়তে ব্রহ্মা মধ্যাঙ্কে চ জনর্দনঃ ।
 পশ্চিমাখ্যং স্থিতো কুদ্ভুগুস্তে চৈকবিগ্রহাঃ ।
 ত্রৈলোক্যাং দেবদেবস্ত কুদ্-বিষ্ণু-পিতামহাঃ ।
 অনুগ্রহার্থং লোকানাং ভক্তানাং কৃপয়া ।
 আয়ুদেহং ত্রিধা দেবঃ স করোতি পৃথক্ পৃথ-
 একমেব ত্রয়ং হেতদ্ব্যদি ধ্যায়ন্তি ধ্যানিনঃ ।
 কুদ্ভুগুজ্যতাং ঘাতি ইত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ।
 যে নিত্যং দেবদেবস্ত হৃদয়েন স্মরন্তি বৈ ।
 ন তান্ সংক্রমতে পাপং মিয়তে চেন্দ্রিযং গ-
 অকারো ভগবান্ বিষ্ণুরুকারশ্চ পিতামহঃ ।
 মকারশ্চ স্বয়ং কুদ্ভে। বিষ্ণেয়া ধ্যানতঃ পরৈ-
 অকারক ভূধঃ কুদ্ভা ওকারক প্রযোজয়েৎ ।
 উকারক মকারক মাত্রায়া সহ যোজয়েৎ ॥ ১
 অকারে হৃদি উৎপন্ন উকারং বিনিযোজয়েৎ
 মকারস্ত শনৈঃ কুদ্ভা যোজয়েৎ ত্রিবিধং তথা

একদেহ পুরুষত্রয় একত্র অবস্থান কর
 পূর্বাঙ্কে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে হয়, ম
 বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হয় এবং মাঝাঙ্কে
 মুক্তির ধ্যান করিতে হয়, কিন্তু তিন জনেব
 আশ্রয়। এই ত্রিভুবনই কুদ্-বিষ্ণু ও
 মহরূপ দেবদেবের রূপ। লোকগণের
 অনুগ্রহ এবং ভক্তগণের প্রতি দবার্থি
 নিমিত্ত এক হইলেও অদ্বিতীয় পুরুষ
 দেহকে তিন ভাগে পৃথক্ পৃথক্ রূপে
 করেন। ভগবান্ শিব বলিতেছেন, এক
 তিন রূপে প্রকট হইলেও এক; এই
 যে ব্যক্তি চিন্তা করে, সে কুদ্দেব স্মরণ
 করে। বাহারা প্রতিদিন দেবদেবকে
 স্মরণ করে, পাপ তাহাদিগকে স্পর্শও
 পাবে না, কিন্তু দেহান্তে স্বর্গদাম লাভ
 ধ্যানিগণ অকারকে ভগবান্ বিষ্ণুরূপে, উ
 ব্রহ্মারূপে এবং মকারকে স্বয়ং র
 জ্ঞানবে, অর্থাৎ ওকারান্বক-প্রণবকে
 রূপে জানিবে। 'ও'কার প্রয়োগ
 হইলে প্রথমত অক্ষর অকার উচ্চারণ
 তৎপনস্তর উকার এবং মকারকে মাত্রা
 যোগ করিবে। অকার হৃদয়ে উদ্ভূত

কারসংযুক্তমকারো বুদ্ধিচ্যুতে ।
কারনিযুক্তো মকারঃ প্রত্যবস্থিতঃ ॥ ১১
পবমঃ স্তানং পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ।
সুতমোদারস্তমাদ্বক্ষ প্রকৌর্তিতম্ ॥ ১২
কদম্ কদম্ দ্বাভ্যামেকতরং সদা ।
কদয়ে কদা ধ্যানং যুক্তৌত যোগবিৎ ॥ ১৩
বৈদিকানাম যোগিনাক তথৈব চ ।
ধ্যায়মানস্ত অমৃতং ন বিদ্যাতে ॥ ১৪
রক্তমোদারঃ প্রত্যবস্থিতমুদ্রনি ।
কারযোগী চ অক্ষবাদক্ষরং ভবেৎ ॥ ১৫
যোজ্যমানস্ত মনো বিজয়তে পরম্ ।
সর্কোল্লিঙ্গানি ধ্যানং যুক্তৌত যোগবিৎ ॥ ১৬
ত্রৈলোক্যং পুরুষং সদি কৃত্য শিবং প্রভূম্ ।
যো চ বিখ্যাতং সাংখ্যাতত্ত্বগুণায়িতম্ ॥ ১৭
যো চন্দ্রভমচ্যুতং লোকপাবনম্

। সচিত উকারকে যোগ করিবে, ব্যঞ্জন
যুক্ত মকারকে মূহুর্তে উচ্চারণ করিবে ।
বর্ত্তন একত্রিত চইলেই প্রববরূপে
তইবে ১—১০। অকার এবং উকারযুক্ত
। ব্রহ্মজ্ঞান বলিবা কথিত হয় এবং
। ও উকার শব্দ মকার সর্কৌতই
বিত্তেছে । অক্ষরত্রয়স্বক ওকারকে
চিন্তা করিলে মনুষ্যগণ পবম-পদ
ও ততাব পুনর্জন্ম হয় না । ব্রহ্মা,
কদ এই নামতয়ের আদ্য নামদ্বয়
উকার উৎপন্ন হয় । যোগিগণ
। কদয়ে চিত্তাপূর্ক ধ্যান আরম্ভ
ওকার বৈদিক, আগমী এবং ব্যানি-
নর্জনের সমূলে বিনাশক । উকার
প্রতিবন্ধকসমূহের বিনাশক । অতএব
এক ব্যক্তি, ওকার হইতে ব্রহ্মরূপ
। এই প্রকারে ওকারকে প্রয়োগ
ন সর্কৌৎকষ্ট হয় । যোগবিৎ ব্যক্তি
কে নিগ্রহপূর্ক ধ্যান করিবে ।
মহাদেবকে হৃদয়ে অমূর্তরূপে চিত্তা
সাংখ্যাতত্ত্ব-গুণবিশিষ্ট বিখ্যাত পুরুষকে
চিত্তা করিবে । অচ্যুত, লোক-

অব্যয়ং স্ফুটভাবং তং মুক্তি কৃত্য শিবং প্রভূম্ ।
ওমিতি ব্রহ্ম যুক্তৌত বিখ্যাতো যোগমাস্থিতঃ ॥ ১৮
উচ্চাধ্যমাপং করতে প্রশান্তং ব্রহ্ম উচ্যতে ।
তম্যমোচ্চারযেদব্রহ্ম মা বক্ষ করতাং ব্রহ্মেৎ ॥ ১৯
ত্রিবক্ষ ত্রিগুণকৈব ত্রিগুণং ব্রাহ্মরং তথা ।
ত্রিমাত্রং সর্কৌতাত্রৈলোক্যং বেদ স বেদবিৎ ॥ ২০
উচ্চাধ্যমাপমপি চেৎ সংযম্যাস্তানমাস্থবিৎ ।
প্রাণায়ামে চিরং প্রাণং সংযম্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ২১
নিমেঘমাত্রমপি চেদ্যানং যুক্তৌত যোগবিৎ ॥ ২২
ওদারে প্রথমং যোগং নিত্যং ধায়ীত মানবঃ ।
বিমুক্তঃ সর্কৌৎসংসারঃ প্রাপ্নোতি শিবমব্যয়ম্ ॥ ২৩
কম্যোৎসানীব সংসৃত্য ইন্দ্রিয়ানি স্থখানি চ ।
প্রকাশয়েৎ তদাস্তানং নির্কৌতে দীপবদুখঃ ॥ ২৪
ততলদারামিবাক্ষিণ্যং সুপ্তস্তনিতনিদ্রনঃ ।
ওদারং ধায়তে দীপো বিভক্তেনাস্তরাস্তনা ॥ ২৫

পাবন, চন্দ্রভ পুরুষকে ললাটে মধো এবং
অব্যয় স্ফুটভাব প্রভু শিবকে মস্তকে চিত্তা
করিবে । অমশক্ত হইয়া যোগ অবলম্বনপূর্ক
ওকার অরূপ ব্রহ্ম প্রয়োগ করিবে । শাস্ত্রকার-
গণ বলেন, কেবলমাত্র ব্রহ্ম উচ্চারণ করিলে
প্রশান্ত ব্রহ্ম করিত হন । অতএব কেবল
ব্রহ্ম উচ্চারণ করিবে না ; ব্রহ্ম কোন প্রকারে
যেন করিত হন না । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহা-
দেবাস্বক ত্রিবক্ষ, সর্কৌত স্বরূপ গুণত্রয়,
স্তানত্রয়স্বক, অক্ষরত্রয়স্বক, ত্রিমাত্রাস্বক, এবং
অত্রিমাত্র-মকারাস্বক ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি জানে,
তাহারই ধ্যান সদৃশ ১১-২০। আস্থবিৎ ব্যক্তি
উচ্চারণ করিলেও আত্মসংযমপূর্ক প্রাণায়াম
দ্বারা বহুকাল বারংবার প্রাণসংযম করত যোগ-
বিৎ নিমেঘ মাত্র-কাল ধ্যানযোগ করিবে, তাহা
হইলে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত
অব্যয় শিবকে লাভ করে । পণ্ডিত ব্যক্তি
বায়ু-শূন্য-প্রদেশস্থ প্রদীপের স্তায় আত্মাকে
প্রকাশমান করিবে এবং কৃষ্ণ যে একার বকীর
অঙ্গসমূহ সঙ্কোচিত করে, তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তি
বকীর হইতে ও মূখ সঙ্কোচিত করিবে । বীর
ব্যক্তি বিত্তক অন্তরাত্মা দ্বারা নির্মিত করিবে

ন কম্পয়েন্নোঙ্কসেচ ন চ গাত্রাণি বিক্লিপেৎ ।
 গায়িত্বা যথাশক্ত্যা ততঃ প্রত্যাহরেৎ পুনঃ ॥ ২৬
 প্রাণায়ামৈবশং কৃত্বা মনশ্চ স্থিরমেব চ ।
 অকারশ্চ উকারশ্চ মকরাষ্টশ্চ তে ত্রয়ঃ ॥ ২৭
 একৈকশব্দয়ো দেবা বিষ্ণু-রুদ্র-পিতামহাঃ ।
 নন্দীশ্বরং পরিষজ্য হৃষ্টঃ পুষ্টস্তপোধনঃ ॥ ২৮
 অভিষাদ্য তু বাগ্ভিত্তং তং রুদ্রং চন্দ্রমৌলিনম্
 যোগং শুভতমং কৃত্বা স্থানেনু চ যথাতথম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহ-
 তায়াম্ নন্দীশ্বরযোগাখ্যানং নাম
 ষাট্ৰিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ধ্যানযোগস্ত বিস্তবম্
 কথয়স্ব মহাব্রহ্মণ নৈপুণ্যেন মহামুনে ॥ ১

স্তাব্য বাস প্রশংস প্রক্ষেপে ভলাদি-নিপাতিত
 ভৈলবিস্মৃ মনশ্চ বিস্তৃতরূপে "ওঁ"কার ধ্যান
 করেন । তখন কম্পিত হইবে না, উজ্জ্বলিত
 হইবে না এবং গাত্রক্ষেপ করিবে না । প্রাণা-
 যাম দ্বারা বায়ুকে শক্তি অনুসারে পুষ্করপূরক
 প্রত্যাহার করিবে । ঐ প্রাণায়ামে স্থির মন
 বশ করিবে । অকার, উকার এবং মকার এই
 তিন বর্ণ একে একে বিষ্ণু, রুদ্র এবং পিতামহ-
 রূপে পরিগণিত হন । তপোধন প্রভেদে উত্তর
 প্রবণ করত অতিশয় আনন্দিত-চিত্তে নন্দী-
 স্বরূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং বাক্য দ্বারা
 মহাশয় চন্দ্রশেখরকে অভিষাদনপূরক যথাস্থানে
 প্রযুক্ত শুভতম-যোগ প্রবণ করিলেন ২১—৩০ ।

ষাট্ৰিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় ।

বাস কহিলেন,—হে ভগবন্ ! বিস্তার-
 রূপে ধ্যানযোগ প্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ; হে

সনৎকুমার উবাচ ।

মহেশ্বরেণ যৎ প্রোক্তং যৎ তদ্ব্যং সনাতনম্
 তৎ সৰ্ব্বং ক্রমযোগেণ কথ্যমানং নিবোধ মে
 প্রাণায়ামং যথাধ্যানং প্রত্যাহারকং ধারণাম্ ।
 যোগকং পরমং প্রোক্তং পঞ্চবর্ষং প্রকীর্তিতম্
 ভেষ্যং ক্রমবিশেষেণ যোগানাং লক্ষণং পরম্
 প্রবক্ষ্যামি যথাতত্ত্বং সয়ং কল্পেণ ভাবিতম্ ॥
 প্রাণায়ামস্তথা চাপি প্রাণসায়াম উচ্যতে ।
 সৰ্ব্বস্ত ত্রিবিধং প্রোক্তং মন্দং মধ্যমমুত্তমম্ ॥
 প্রাণাপাননিরোধৈস্ত মন্ত্রৈর্দ্বাদশভিত্তিকা ।
 মন্দং দ্বাদশমাত্রস্ত উদ্ভাতঃ প্রথমং সূতম্ ॥
 মধ্যমশ্চ ত্রিরুদ্রাত-চতুর্বিংশতিমাত্রকঃ ।
 উত্তমস্ত ত্রিরুদ্রাতো মাত্রাঃ ষট্‌ত্রিংশতিঃ সূত-
 ইত্যেব বিবিধঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামস্ত লক্ষণং ॥
 সিংহো বা কঙ্কবো বাপি তথাত্তো বা মগো বা

মহাব্রহ্মণ । নৈপুণ্য-সহকারে বর্ণন কর
 সনৎকুমার বলিলেন,—মহেশ্বর যথা
 করিয়াছেন এবং যাহা সনাতন ব্রহ্ম প্রকট
 সকল বিষয় ক্রমে ক্রমে বর্ণন কবিতোছি ।
 কর । প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা
 যোগ ; এই পাঁচ প্রকার ব্রহ্ম । সয়ং মহা
 যাহা বর্ণন করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মসমূহের
 ভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ যথার্থরূপে বর্ণন
 তোছি । প্রাণায়াম শব্দ পঞ্চ-প্রাণের নি
 অর্থে অভিহিত হয় ; সেই প্রাণায়াম মন্দ,
 এবং উত্তম ভেদে ত্রিবিধ্য লাভ ক
 তন্মধ্যে প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ুসংবোধ
 দ্বাদশ অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে কাল আব
 হয়, সেইকালে দ্বাদশ প্রাণব দ্বারা সম্প
 প্রাণায়ামই প্রথম মন্দ নামক । চতুর্বি
 অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে কাল-ক্ষণ হয়,
 কালে সাধ্য দ্বিতীয় প্রাণায়াম মধ্য
 ষট্‌ত্রিংশটি অক্ষর যতকালে উচ্চারণ হয়,
 কালে নিম্পন্ন প্রাণায়াম উত্তম ও তৃতীয় ।
 রূপে প্রাণায়ামের নানাপ্রকার লক্ষণ কীর্তন
 নাম । সিংহ, হস্তী এবং অন্যান্য হিংস্র
 বা গ্রাহ ও অন্যান্য জনচর জন্তুসমূহ যোগ

হোঁ ন বাতো বা হুঁরাধর্ষচ জায়তে ॥ ৯
নিবিশমানস্ত ন দোষঃ প্রাপ্নুয়াৎ কচিৎ ।
তুরগঃ সিংহঃ কুঞ্জরো বাথ দুর্ঘদঃ ॥ ১০
বিশাদ্যোগাদভীষ্টং পরিমর্দনাৎ ।
যমানঃ কালেন বশ্যত্বকৈব গচ্ছতি ॥ ১১
যমানযোগস্ত তথা জায়েত মারুতঃ ।
তথা চাপি গচ্ছতে যোগমাস্থিতঃ ॥ ১২
সং দত্তপ্রাণো নয়ন্তুময়ং গচ্ছতি ।
সং যোগো বাপি নীরমানো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩
মনুষ্যাণাং যোগেভ্যঃ সম্প্রবর্ততে ।
বিচীযমানঃ শরীরে কিম্বিষং দহেৎ ॥ ১৪
যেন যুক্তস্ত বিপ্রস্ত নিয়তায়নঃ ।
যঃ প্রবশতি সত্ত্বশ্চৈব জায়তে ॥ ১৫
যনি পঠ্যন্তে নিষমানি ত্রতানি চ ।
ফলকৈব প্রাণায়ামস্ত তৎ সমম্ ॥ ১৬
মৈত্রিহেন্দোষান পারণাতিচ কিম্বিষম্ ।
রোগ বিময়ান ধ্যানেনানপ্যরান শুণান ॥ ১৭

অভিভূত কবিত্তে পারে না ১—৯ সে
কান স্থানেও দোষার্থ হয় না । যে প্রকার
সিংহ এবং মদমস্ত হস্তী কালক্রমে উপায়
দ্বি বশীভূত হইয়া নিরন্তর পরিচিতবঃ
ই প্রকার যোগাভ্যাসী যোগী ব্যক্তি যোগ-
রূপ ঐশ্বর্য লাভ করিলে বায়ু ও তাহার
লাভ করে । যেমন সিংহ ও মৃগগণ
জি দ্বারা নিগৃহীত হইলে তাহার বশ-
য গ্রাহকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাণপণে
রে, সেইরূপ বায়ু তাহার বশীভূত হয়
হাদিগকে দেখিয়া মনুষ্যাগণও যেমন
য় না, তদ্রূপ প্রাণায়াম অভ্যাসমান
রীরস্ত কিম্বিষরাশি হইতে ভয় থাকে না,
তাহারা দগ্ধ হয় । প্রাণায়াম যোগে তৎ
তাত্ত্ব্য ব্রাহ্মণের বাসনা দোষ-সমূহ
য় এবং প্রতিদিন সন্তুগুণ বুদ্ধি লাভ
তীর্থ, নিয়ম, ব্রত এবং যজ্ঞে যে সকল
এক প্রাণায়ামে সেই সকলের সমান
কষ্ট হইয়াছে । প্রাণায়াম দ্বারা দোষ
রিপা দ্বারা পাপ-সমূহ, প্রত্যাহার দ্বারা

তস্মাদ্যুক্তঃ সদা যোগী প্রাণায়ামান্ সমাচরেৎ ।
সর্বপাপবিভক্তাত্মা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১৮
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রাণায়ামস্ত লক্ষণম্ ।
আসনং স্বস্তিকং কুর্যাৎ পদং ভদ্রাসনং তথা ॥ ১৯
সমজানুমেকপাদং পাণ্যোস্তানক সংস্থিতঃ ।
মনো-গ্রীবাসমে ভূত্বা সংগৃহ্য চরণাবুত্তৌ ॥ ২০
জানকৌরন্তরে বিপ্র কৃত্বা পাদভলে উত্তে ।
সমগ্রীবশিরস্কস্ত স্বস্তিকং তৎ প্রচক্রেতে ॥ ২১
অঙ্গুষ্ঠাবপি গৃহীয়াৎকস্তাত্যাং ব্যুৎক্রমেণ তু ।
উরৌরুপরি বিপ্রেন্দ্র কৃত্বা পাদভলদ্বয়ম্ ॥ ২২
পদাসনং ভবেদেতৎ পাপ-রোগ-ভয়াপহম্ ।
শূলকৌ তু ব্রহ্মপত্নাধঃ সীবত্যাঃ পার্শ্বয়োঃ ক্ষিপেৎ
পার্শ্বপাদৌ চ পাণিত্যাং দৃঢ়ং বদ্ধা সূনিচলঃ ।
ভদ্রাসনং ভবেদেতদ্বিমরোগবিনাশনম্ ॥ ২৪
সংরতাস্তো মৌলিতাক্র উপবিষ্টেচ বাগ্‌যতঃ ।

বিষয়-কলাপ এবং ধ্যান দ্বারা অনন্তর গুণ দগ্ধ ;
অতএব যোগতৎপর যোগী সর্বদা প্রাণায়াম
আচরণ করিবে । ইহা দ্বারা সকল পাপ হইতে
মুক্ত হইয়া পরমব্রহ্ম লাভ করে । ১—১৮ ।
অনন্তর প্রাণায়ামের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি ।
আসন তিন প্রকার—স্বস্তিক, পদ এবং ভদ্র ।
এক পাদ উপর চরণের উপরিদেশে সংস্থাপন-
পূর্বক পাণি দ্বারা আশ্রয় করিবে । নিচল-
চিত্তে স্থিরগ্রীব হইয়া পাদদ্বয় সংগ্রহ করিয়া
পাদদ্বয়ের তলপ্রদেশ জামু এবং উরুর মধ্যে
বিপ্রকৃত করিবে ও গ্রীবা এবং মস্তক সমভাবে
অবস্থিত হইলে স্বস্তিক আসন প্রসিদ্ধ হয় ।
হে বিপ্রবর! উরুদ্বয়ের উপরিভাগে পাদদ্বয়ের
উভয়তল সংস্থাপনপূর্বক বামহস্তের অঙ্গুলি
দ্বারা দক্ষিণ-পাদাঙ্গুলি এবং দক্ষিণ হস্তের
অঙ্গুলি দ্বারা বামপাদাঙ্গুলি গ্রহণ করিবে, এই
আসন পদাসন ; ইহা দ্বারা পাপ, রোগ ও
ভয়া দূর হয় । কোষের অধঃস্থিত রেখার
উভয় পার্শ্বে পাদের শূলকদ্বয় নিকষপূর্বক
নিচলভাবে জামুর উভয় পার্শ্বে হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে
ধারণ করিবে । ইহা দ্বারা ভদ্রাসন সিদ্ধ হয়,
ইহাতে বিষরোগ বিমর্ষ্ট হয় । মুখ আচ্ছাদন-

পার্কিত্যং কৃষ্ণং রক্তং তথা শেফেন নিত্যশঃ ॥
 কিকিহুয়ামিতমুখো দন্তৈর্দন্তান ন সংস্পৃশেৎ ।
 জিহ্বাং ন চানয়েৎ কাপি পাষণ ইব নিশ্চলঃ ॥
 তমঃ প্রচ্ছাদ্য রজসা রজঃ সন্তেন সংস্থিতো ।
 কৃত্বা ভূত্বা স্থিরো যোগী সংযুক্তঃ সুসমাহিতঃ ॥২৭
 ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থাংস্চ মনঃ পঞ্চমবায়বঃ ।
 নিরুধ্য সমভাবেন কৃশোহসানীব সর্কশঃ ॥ ২৮
 নিরুজ্জ্বলং বিষয়াণ্যস্ত প্রত্যাহারমুপক্রমেৎ ।
 ততো যাত্নাস্ত যিজ্জেষ্য নিমেষোন্মেষমেব চ ॥ ২৯
 তথা স্বাপনমাত্মস্ত প্রাণায়ামো বিধীয়তে ।
 ধারণাষাঢ়শায়ামে সেবেচ্চ ধারণা হৃদয়ম্ ॥ ৩০
 দশ-দ্বাদশ-বিংশতা চতুর্কিংশতিধারণাঃ ।
 ধারণা ধারবেদযোগী নিত্যমধ্যাস্তচিহ্নকঃ ।
 পশুতে পরমাত্মানং দিব্যমেবং কৃতো জনিঃ ॥৩১
 ধারণিত্বা যথাসক্তা শনৈঃ প্রত্যাহারেৎ পুনঃ ।

পূর্বক নয়ন মীলন করিয়া বাক্যসংযম করিবে, পার্কিত্যে কোষ সংবরণপূর্বক শেফ দ্বারা নিরুজ্জ্বল রক্তা করিবে। মুখ অসং অবনামিত করিয়া, দন্ত দ্বারা দন্ত স্পর্শ করিবে না, কোন দিকে জিহ্বা সকালিত না হয়, এবং পাষণের গ্রাস নিশ্চল হইবে। রজোত্তপ দ্বারা তমোত্তপ আচ্ছাদন করত সন্তপ্ত দ্বারা পুনর্বার রজোত্তপ নিবারণ করিবে। যোগী যোগবলে নিশ্চল হইয়া সমাধি অবলম্বনপূর্বক ইন্দ্রিয় বিষয় মন এবং প্রাণাদি পাচ বায়ু স্থিরোধ করিয়া, কচ্ছপের গ্রাস অঙ্গ সকল সঙ্কোচিত করিবে। ১৯—২০ বিষয় হইতে নিরুজ্জ্বল প্রত্যাহার আরম্ভ করিবে। তদনন্তর, নিমেষ-নিমেষ কাল যাত্নরূপে নিদ্রিষ্ট হয়, সেই স্বাপনমাত্র কালে প্রাণায়াম বিহিত হয়। এই যোগীর স্বাপন প্রাণায়াম-সিদ্ধিকালে এক ধারণা হয়। যোগী ধারণা অভ্যাস করিবে। অধ্যাত্ম-যোগী প্রতিদিন দশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দ্বাদশ, বিংশতি, চতুর্কিংশতি ধারণা অভ্যাস করিবে। ইহা দ্বারা যে ব্যক্তি দিব্য পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে, তাহার আর জন্ম হয় না। যিনি শক্তি অনুসারে ধারণা হির করত

জিহ্বা জিহ্বা শনৈর্ভূয় আরভেচ্চ সদা মূনিঃ ।
 অজিতো হি সদা ভূমিং দোষং বা কুরুতে য
 বিবর্জয়তি সমুচ্চং তস্মাদেব জিতা মহী ॥ ৩৩
 প্রাণায়ামস্ত সংরোধাৎ প্রাণায়ামস্ত পর্যাতে ।
 ধারয়েচ্চাপি যদ্বায়ুং ধারণামিতি নির্দিশেৎ ॥
 নিরুজ্জ্বলবিষয়াণ্যস্ত প্রত্যাহারং ন সংশয়ঃ ।
 সর্কেষাং সমবাসেন সিদ্ধিঃ সাদৃযোগলক্ষণা ।
 ধ্যানযুক্তাস্ত পশ্যন্তি আত্মানং জলচন্দ্রবৎ ।
 তথা সন্দর্শনং প্রাপ্তে কেমপ্রাপ্তিং বিনির্দি
 দেশকালবিদে শস্তং বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বলক্ষণম্ ।
 আদেশকালে তত্ত্বস্ত দর্শনস্ত ন বিদ্যাতে ॥ ৩৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমার

সংহিতায়াং যোগবিবিনাম ত্রয়-

স্বিশোহধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

পুনর্বার প্রত্যাহার আরম্ভ করিবে। ইন্দ্রিয় অঙ্গ অঙ্গ জয় করত নিরুজ্জ্বল ধ্যানাদি করিবে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মহান হইবে। বিস্ময়কষ্ট চাকলাপর মোহাক্রান্ত হয়, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়সমূহ জয় করিবে। সমূহের সৈব-বিহার সংরোধ করার নাম প্রাণায়াম। অস্তরে বায়ু ধারণ করিলেই হয়। বিষয় হইতে নিরুজ্জ্বল প্রত্যাহার উক্ত হইয়াছে। প্রাণায়ামাদি সকল হইলে, যোগাস্ত্রিকা সিদ্ধি লাভ করে। যোগী ব্যক্তি জলে চন্দ্রের গ্রাস আত্মার বিস্তৃত পরমাত্মাকে দর্শন করে। পর দর্শন পাইলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। দেশ বিস্তৃত ব্যক্তিকে তত্ত্ব বিষয় বিজ্ঞাপন আদেশকালে তত্ত্বদর্শন হইত। ২৩—৩৫

ত্রয়স্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্তিশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

|| তুমিচ্ছামি ভগবন যোগস্ত পরমং বিধিম্ ।
|| ২ || শৌচমিচ্ছামি ত্বং প্রসাদাদ্বিজোত্তম ॥ ১ ||

সনৎকুমার উবাচ ।

|| আপবিত্তমাসীনং মহাদেবং স্বয়মুত্তমম্ ।
|| ৩ || মুনিশাঙ্গলো দুর্ক্যাসাস্ত মহামুনিঃ ॥ ২ ||
|| বহুং ভবোদ্বিগ্ন ইদমাহ কৃতাজলিঃ ।
|| ৪ || বন কেন মুচ্যন্তে নরাঃ পাপেষু যে রতাঃ ॥ ৩ ||
|| ক্রমাঃ ক্রিয়া বৈশাঃ শূদ্রাশ্চৈব তথা বিভো ।
|| ৫ || ক্রাশ্চৈব মাতঙ্গাঃ শূকরাঃ পক্ষিঘাতকাঃ ॥ ৪ ||
|| শাশ্বতাঃ কৃতঘ্নাঃ লোমপাশ্চ হবিষ্যকাঃ ।
|| ৬ || নান্দ দম্বকাশ্চৈব কুলঘ্নাঃ স্ত্রীনপুংসকাঃ ॥ ৫ ||
|| ত্যাগী পিতৃত্যাগী রাজঘ্নাশ্চৈব যে নরাঃ ।
|| ৭ || দ্রব্যপহারী চ যুদ্ধে চাপি পরাশ্রুতাঃ ॥ ৬ ||
|| ত্যক্তা বহুশাশ্বতাঃ শত্যা বৃন্তিভূজাশ্চ যে ।
|| ৮ || গা মংস্তবদ্ধাশ্চ অগম্যাগমনে রতাঃ ॥ ৭ ||
|| ৮ || চাত্রে চ বহবঃ সর্বপাপেষু যে নরাঃ ॥

চতুস্তিশ অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন! বিজয়বর!
|| ১ || পরম বিধি বিশেষরূপে শুনিতে ইচ্ছা
|| ২ || আপনি অন্তঃপ্রসূরক বর্ণন করুন ।
|| ৩ || কুমার বলিলেন,—মুনিশেষ্ঠ মহামুনি
|| ৪ || সাংখ্যাসীন স্বয়মুত্তম মহাদেবকে জিজ্ঞাসা
|| ৫ || লেন । সংসারোদ্বিগ্ন মুনি কৃতাজলিপূরক
|| ৬ || নুকে বলিলেন,—ভগবন! পাপপ্রবৃত্ত
|| ৭ || ১, ক্রিয়া, বৈশা, শূদ্র, এবং সহজ-পানী
|| ৮ || ক, ক্রোচ্ছ, চণ্ডাল, শূকর, পক্ষিঘাতক, পাপা-
|| ৯ || কৃতঘ্ন, লুপ্ত, হবিঃপ্রতিবন্ধক, কস্তাদবক,
|| ১০ || স্ত্রীজাতীয় নপুংসক, মাতৃপিতৃত্যাগী,
|| ১১ || গাতক, পরদ্রব্যপহারী, রণে পরাশ্রুত,
|| ১২ || কারে অসমর্থ, পরবৃন্তিহারী, মংস্তবাতী
|| ১৩ || বিশেষ ও অগম্যাপামী; ইহারা এবং
|| ১৪ || প্রকার পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ কি প্রকারে
|| ১৫ || গাত করে? হে ভগবন! ইহারা কি

গচ্ছন্তে ন কথং তাত পাপিষ্ঠাং প্রতিমেব চ ।
|| ১ || এতন্মে সংশয়ং তাত বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥ ৮ ||
|| ২ || মহেশ্বর উবাচ ।
|| ৩ || ব্রাহ্মণাঃ ক্রত্বিয়া বৈশাঃ শূদ্রাশ্চৈব তথা পরে ॥ ১ ||
|| ৪ || যপাকা শ্লেচ্ছ-মাতঙ্গা যে চাত্রে পাপকর্ম্মিণঃ ।
|| ৫ || এবং তে ধ্যানিনো বিপ্রা দহন্তে পাপকং ক্রমাং
|| ৬ || ধ্যানিনাং শুদ্ধবুদ্ধীনাং ধ্যানেন বিদিতাশ্রনাম্ ।
|| ৭ || লভ্যতে ব্রহ্মনির্কামং শুদ্ধধ্যানেন সাধ্যতে ॥ ১১ ||
|| ৮ || ধ্যানং চিত্তয়মানস্ত একচিত্তেন ধ্যানিনঃ ।
|| ৯ || একেন ধ্যানযোগেন তং পাপং নির্দহেৎ ক্রমাং
|| ১০ || পিতৃপুত্রীং ভ্রাতৃপুত্রীং ভগিনীং গাবমেব চ ।
|| ১১ || গস্তাক্ষকো নরো বিপ্র ধ্যানেন তু ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ||
|| ১২ || ধ্যানহীনো যন্ত নিত্যং দৃঢ়যুক্তো দৃঢ়ব্রতঃ ।
|| ১৩ || লভতে ধারণাদ্যোগং যেন সিধ্যতি বৈ যতিঃ ॥ ১৪ ||
|| ১৪ || লভা সর্বপ্রযত্নেন স যতিস্ততঃপরো ভবেৎ ॥ ১৫ ||
|| ১৫ || অতস্ত্যাগেন সিধ্যতি তস্মাদেতৎপরো ভবেৎ ।
|| ১৬ || তৎসনাত্ততঃপরশ্চৈব মুক্তির্নির্কামমুচ্ছতি ।

প্রকারে পাপিষ্ঠগণের গতি হইতে নিষ্কৃতি
|| ১ || লাভ করে? এই বিষয়ে আমার মহান
|| ২ || সন্দেহ হইয়াছে, শাস্ত্রানুসারে সংশয় ছেদন
|| ৩ || করুন । ১—৮ । মহাদেব বলিলেন,—ব্রাহ্মণ,
|| ৪ || ক্রত্বিয়, বৈশা, শূদ্র, অস্ত্রাত্র চণ্ডালবিশেষ, শ্লেচ্ছ
|| ৫ || এবং চণ্ডাল প্রভৃতি পাপপরায়ণ মনুষ্যগণ
|| ৬ || ধ্যানবলে ক্রমকালের মধ্যে সকল পাপ দহ
|| ৭ || কবে । ধ্যান দ্বারা আস্রবিৎ শুদ্ধবুদ্ধি ধ্যানিগণ
|| ৮ || ব্রহ্ম ও মোক্ষ লাভ করে । শুদ্ধধ্যান দ্বারা
|| ৯ || সিদ্ধি লাভ হয় । একাধিচিত্তে ধ্যানচিত্তনশীল
|| ১০ || ধ্যানিগণ এক ধ্যানযোগে সকল পাপ দহ
|| ১১ || করে । পিতা ও ভ্রাতার পুত্রী ভগিনী ও
|| ১২ || গো প্রভৃতিতে সঙ্গমকারী নর ধ্যান দ্বারা
|| ১৩ || সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । দৃঢ়ব্রত
|| ১৪ || নিত্যযোগী যে ব্যক্তি অল্প পরিশ্রমে ধ্যান
|| ১৫ || স্থির করে, তাহার ধারণাবলে একরূপ মোক্ষ
|| ১৬ || লাভ হয়, বাহা দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । যতি
|| ১৭ || ব্রতসহকারে ধারণা-লাভের নিমিত্ত তৎপর হইবে,
|| ১৮ || ধারণা-লাভ হইলে সিদ্ধি হয়, অতএব তদ্বিকারে

অথবা রুদ্রলোকে সৃষ্টিলোকে তথৈব চ ॥ ১৭
অগ্নিলোকং বায়ুলোকমিত্তলোকং প্রজাপতিঃ ।
বিষ্ণুলোকাস্তরং গতা ব্রহ্মলোকাং পরাং গতিম্ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
তায়াং ধ্যানমাহাত্ম্যাকথনং নাম
চতুস্ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

দুর্কাসা উবাচ ।

কিঞ্চ ধ্যানং সুরশ্রেষ্ঠ কস্য ধাত্য চ নিত্যশঃ ।
এতদ্বিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বং প্রসাদাদ্ভবৌহি মে ॥ ১
মহেশ্বর উবাচ ।

ধ্যানযোগবিধিং কুংক্ষং মোক্ষদ্বারবিষটনম্ ।
অহং বক্ষ্যামি তং সৰ্ব্বং শৃণুস্বাবহিতো মম ॥ ২
ওঙ্কারং পরমং ধ্যানং যোগং যুক্তীত যোগবিৎ ।
সুব্রহ্মণ্য নমস্কার্যা মম্বমেবমনুসরেৎ ॥ ৩

তৎপর হইবে ধ্যানে তখন এবং তৎপর
ব্যক্তি মোক্ষ মন্ত্রকহিতা অথবা সে যদি রুদ্র-
লোক, সৃষ্টিলোক, অগ্নিলোক, ইন্দ্রলোক, বিষ্ণু-
লোক এবং প্রজাপতি মন্ত্র হইয়া ব্রহ্মলোক
বা মোক্ষ বাঞ্ছা করে, তাহাও তাহার অপ্রাপ্য
হয় না । ১—১৮ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

দুর্কাসা বলিলেন,—হে নাথ । সেই ধ্যান
কি প্রকার এবং প্রতিদিন কোন ব্যক্তি সেই
ধ্যান করিয়া থাকে ? আপনি যদিও অনুগ্রহ-
পূর্বক সেই সকল বিষয় বর্ণন করেন, তাহা
হইলে শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হই । মহেশ্বর
বলিলেন,—মোক্ষদ্বারের মোচনকারী ধ্যানযোগ-
বিধি বলিব, সাবধানে শ্রবণ কর ; যোগী
পরমধ্যান স্বরূপ, “ওঁ” যোগ প্রয়োগ করিবে,
পঞ্চমধ্যম স্বরূপ, “ওঁ” যোগ প্রয়োগ করিবে,

উপবিশ্রামসং তত্র সোমমণ্ডলকং তথা ।
শাসনে তু প্রযত্নেন বুদ্ধ্যা যুক্তীত যোগবিৎ ॥ ৪
পদমণ্ডলকৈব স্তম্ভিকং সমুদাহৃতম্ ।
রুদ্রপীঠক বজ্রক বজ্রদণ্ডোন্নতং তথা ॥ ৫
ইত্যেতে আসনাঃ প্রোক্তা নানারূপপুণ্যবিতাঃ ।
এতেষামেকমাস্থায় আসনম্ বিচক্ষণঃ ॥ ৬
লকাহারো জিতক্রোধ একান্তে চ নিরাময়ঃ ।
শিষ্টসংসর্গবর্জিতো দর্শনাভ্যাগমং তথা ॥ ৭
চিন্তয়েদ্যানিনো নিত্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কশ্মণা ।
যমস্তেনৈব মার্গেণ একাগ্রমানসো ভবেৎ ॥ ৮
একাগ্রমানসো ভূত্বা উৎপত্তিং প্রলয়ং তথা ।
যুক্তীত স্বশরীরস্ত যুক্তানো ন চ হিংসকঃ ॥ ৯
যথা হহং শরীরস্ত শুক্রে-শোণিতমন্তব্যঃ ।
কিমস্মাকং শরীরার্থেহ নিত্যং চৈব শরীরকে ॥
মজ্জামেদোহস্থিসম্পূর্ণে শিরাজালেন সংবৃত্তে ।
নবদ্বারপুরে দোহে মম চৈব শরীরকে ॥ ১১

করিবে মহাদেবোপদিষ্ট আসনে উপবেশ
পূর্বক বহুসহকারে প্রাণনিয়মনের উপায়
যোগ প্রয়োগ করিবে প্রথম পদমণ্ড
দ্বিতীয় স্তম্ভিক, তৃতীয় রুদ্রপীঠ এবং চতুর্থ
দণ্ডোন্নত এই কয় প্রকার আসন শা-
নির্দিষ্ট আছে এবং আসনসমূহের নানাপ্র-
রূপ ও গুণও বর্ণিত আছে বিজ্ঞ ব্য-
ইহার মতো যে কোন একটি আসন সা-
পূর্বক নিয়মিত আহার আহরণ করত হি-
ক্রোধ হইয়া, নির্জনে নিরাময় ভাবে ।
ব্যক্তির সংসর্গ বর্জন করিবে, সাধারণ জ-
দর্শন কিংবা নিকটে প্রমদ বিশেষকপে ত-
পূর্বক ধ্যানী নিরন্তর শাস্ত্র-নির্দিষ্ট উপ-
অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিবে । এই প্র-
একাগ্রমানস ব্যক্তিই যমো হয় একাগ্র
হইয়া, “উৎপন্ন এই শরীর অবগত
হইবে” এই প্রকার চিন্তা করিবে, শ-
কোন প্রকারে হিংসা আচরণ করিবে
“যেহেতু আমি শুক্রে-শোণিতাদি দ্বারা নি-
শরীর ধারণ করিতেছি, অতএব এ-
দ্বারা কি উপকার সাধিত হইবে ? ”

মূত্র-পুত্রাণ্যেহু হৃগ্গন্ধে জন্মসম্ভবে ।
 শোকগণে শোরে মমত্বং হি শরীরকে ॥ ১২
 ইদা শরীরস্ত নিত্যানিত্যং হি যোগবিৎ ।
 মতং প্রবক্ষ্যামি বাহ্যভ্যন্তরমেব চ ॥ ১৩
 ত্তে স্থিতো দেবো রুদ্রাবাসে তু ঈশ্বরঃ ।
 স্ত রুদ্রা বিষ্ণেয়া অবিমুক্তং পরং স্মৃতম্ ॥ ১৪
 স্থানে বসেদেবো রুদ্রবাসেতি চোচ্যতে ।
 বাহ্যন্তরো যোগো ময়া তে কথিতো মুনৈঃ ॥
 কথয়িষ্যামি হিতার্থং সৰ্বজ্ঞস্তব ।
 শূন্যাদুযোগং যোগবিদ্যাং বরং সদা ॥ ১৬
 চক্ষুঃ চক্ষুঃ জিহ্বা নাসিকা চেতি পঞ্চমী
 বুদ্ধাহঙ্কারং মনশ্চেতি চ পঞ্চমী ॥ ১৭
 পাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশপঞ্চমীঃ ।
 তানি কৰ্ত্তব্যং জ্ঞানার্থং কানমেব চ ॥ ১৮
 পঞ্চাঙ্গাংস্তু প্রাণায়ামস্ত ধারণা ॥ ১৯

এই শরীর মজ্জা যেদঃ ও অস্থি দ্বারা
 নাড়ীজালে জটিল, আমার শরীর-
 খরনখী ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারে বেষ্টিত হই-
 ত কি আশ্রয়। যেহেতু, মূত্র ও পুত্রীষ
 ইত্যদ্বা স্থান হইতে উৎপন্ন হৃগ্গন্ধে ব্যাধি
 শোকাদি দ্বারা ভয়ঙ্কর এই শরীরেও মূত্র
 র মমত্ব হইতেছে। যোগবিৎ ব্যক্তি
 নিত্য ও শরীর অনিত্য, এই প্রকার
 করিবে। সম্প্রতি বাহ্য এবং অভ্যন্তর
 বর্ণন করিব। ঈশ্বর মহাদেব রুদ্রাবাস
 ণ্মে অবস্থান করেন। প্রাণসমূহ রুদ্রে
 ত হইয়া থাকেন, পঞ্চম শরীর অবিমুক্ত,
 ণ্মে দেব বাস করাষ রুদ্রাবাস বলা যায়।
 না এই অভ্যন্তর যোগ তোমার
 বর্ণন করিলাম, সম্প্রতি সকল জন্তর
 নের নিমিত্ত বাহ্যযোগ বর্ণন করিব।
 এই পরমযোগ নিরন্তর শ্রবণ করিবে।
 চক্ষু, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা
 অস্ত্র, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, চিত্ত,
 পাঁচ এবং পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু,
 আকাশ এইগুলি মহাত্ম জ্ঞানরূপ,
 র নিমিত্ত জ্ঞান অভ্যাস করিবে।

প্রাণায়ামৈবশং কৃত্বা সৰ্ব্বাশিল্পিবাহিনীম্ ।
 ততো যুক্তীত মেধাবী প্রাণক মনসা মুনিঃ ॥ ২০
 মনঃ পূৰ্ব্বং মনঃ সৰ্ব্বৈ মনস্তন্ময়ান লভয়েৎ ।
 পৃথগ্ভাবেন তন্মানাং পঞ্চাদ্যুক্তীত মূৰ্দ্ধনি ॥ ২১
 একত্বং প্রাণ-মনসোরিন্দ্রিয়াণাং সমন্বিতঃ ।
 আত্মনৈবাত্মনো বিপ্র ধারয়িত্বাত্মনোমিতি ॥ ২২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমার-
 সংহিতায়াং হৃকাস উপনিষদ্রাম
 পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মহেশ্বর উবাচ ।

প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ ।
 তানু হিহা বায়বঃ পঞ্চ ধারয়িত্বাত্মনাত্মনি ॥ ১
 নবেৎ সুলিঙ্গ সৰ্ব্বাত্ম সৰ্ব্বাত্ম পৰ্ব্বসঙ্কিষু ।
 পাদে চৈবোক্তজ্ঞাতাসু শিঙ্গে কৃষণয়োস্তথা ॥ ২

অব্যক্ত বিচার করিবার নিমিত্ত আরক্ত প্রাণ-
 ণ্যামকে ধারণা বলে। মেধাবী, সকল ইন্দ্রিয়ের
 চালক মনকে প্রাণায়াম দ্বারা বশীভূত করিয়া,
 মন দ্বারা প্রাণযোগ আচরণ করিবে। মন
 লক্ষন করিয়া কোন কন্ম করিবে না, যেহেতু
 মন সকলেরই মূল; অধিক কি, মনকে সকলের
 স্বরূপ বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। অনন্তর
 মন্তকে যোগ দ্বারা তত্ত্বসমষ্টির পৃথকরূপে
 ভাবনা অভ্যাস করিবে। প্রাণ, মন ও
 ইন্দ্রিয় সকলের একতাপূৰ্ব্বক আত্মা দ্বারাই
 আত্মাকে চিত্তনপূৰ্ব্বক ওক্তাকে ধারণ
 করিবে। ১১—২২।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

মহেশ্বর বলিলেন,—প্রাণ, অপান, সমান,
 উদান এবং ব্যান; সাধারণ বায়ু হইতে পৃথক
 এই পাঁচ প্রকার বায়ু আত্মবলে আত্মাকে
 ধারণ করে। নব, অসুলিঙ্গ সকল, পৰ্ব্বসঙ্কিষু

পায়ুপঙ্খ-কটী-বাহুহোহ্মনয়ে পার্শ্বয়োস্তথা ।
 হস্তয়ে বিপুলে মধ্যো পৃষ্ঠে চাখ ললাটয়োঃ ॥ ৩
 জিহ্বাগ্রে তাসুমধ্যো তু চক্ষুর্নাসিকয়োস্তথা ।
 ক্রবোর্মধ্যে তথা শ্রোণৌ ললাটে তু মুমূর্ধনি ॥ ৪
 নাভিমধ্যে শরীরস্ত বিদিতং স্খ্যামণ্ডলম্ ।
 জালামালাসহস্রৈশ্চ আপামানেষু তেজসা ॥ ৫
 তস্ত মধ্যো তু বিহিতং সৌম্যং সৌমস্ মণ্ডলম্ ।
 সৌমসমণ্ডলমধ্যো তু পবমাস্তাভিভিষ্ঠতি ॥ ৬
 অস্থি-শ্মা-শিরা-মাংসবর্জিতো হৃৎখবর্জিতঃ ।
 ন চ স্লামো ন চ রক্তো ন কৃষ্ণো ন চ পাণ্ডুরঃ ॥
 নাপিত্তলো ন পিত্তশ্চ লোহিতো ন ন শাবলঃ ।
 আকিত্যবর্ণং পুরুষং স তং বিদ্যাচ্চক্ষণঃ ॥ ৮
 ইন্দ্রিয়ৈশ্চ ভবনৈশ্চ চিত্তাঃ কঠা স কীর্তিতাঃ ।
 শুদ্ধফটিকবর্ণতো দৃষ্টতে ন চ চক্ষুঃ ॥ ৯
 যেন সর্কমিকং ব্যাপ্তং পদোদধি চ সপিহ ।
 ক্রৌড়ার্থং সক্ষতে লোকান্ ব্যাভ্যর্থক মহেশ্বরঃ

সন্ধিস্থল, পাদ, উরু, জঙ্ঘা, শিরঃ, ক্রবঃ, পায়ু, উপর, কটী, বাহু, সপদমধ্যা, পৃষ্ঠ, ললাটে, জিহ্বাগ্র, তাসুমধ্যা, চক্ষু, নাসিকা, ক্রম্যা, শ্রোণি, ললাটের একদেশ এবং মস্তক; এই সকল স্থানে ঐ পাঁচ প্রকার বায়ু অবস্থান করে। আর শরীরের মধ্যে নাভিমণ্ডলে জালামালে জালামানে স্খ্যামণ্ডল অবস্থান করে। তাহার মধ্যে বর্তমান স্তম্ভের চক্ষু-মণ্ডলে পরমাস্তা অবস্থান করেন। তিনি অস্থি, শ্মা, শিরা, মাংস এবং হৃৎখবর্জিত; তিনি স্লাম, রক্ত, কৃষ্ণ, পাণ্ডুর, আপিত্তল, শিবল, লোহিত কিংবা শবলবর্ণ নহেন; কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি দ্বারা এক শতস্খ্যাসমকান্তিশালী-রূপে নির্ণয় করেন। চিত্তনীর ইন্দ্রিয় ভব কঠা-রূপে কীর্তিত হন, শুদ্ধ ফটিকের দ্যায় শুদ্ধ-কান্তি সেই পুরুষ চক্ষুর অগোচর। অসংখ্য প্রকার জলনিধিকে বেটন করিয়া বর্তমান, সেই প্রকার তিনিও এই বিধ ব্যাপিয়া বর্তমান হইয়াছেন। মহেশ্বর ক্রৌড়ার নিমিত্ত অবস্থা-করণে নিমিত্তই হউক, এই জনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্যজ্ঞানীসকল - সত্যজ্ঞানী সত্য

লোকেষু ক্রৌড়তে নিত্যং বালঃ ক্রৌড়নকৈরিব
 পলাশস্ত বথা পত্রং সর্কং ব্যাপ্তং হি তদ্বৃতিঃ
 পরমাস্তা তথা লোকান্ জগৎ কৃৎসং হি তিষ্ঠি
 স্খ্যো রশ্মিযথা হেথ সর্কতেজাংসি ধারয়ন ।
 এবং তেন তথা ব্যাপ্তং শরীরং পরমায়না ॥ ১
 পরমাস্ত্যেতি বিজ্ঞেয়ো জ্ঞানাত্যাসেন ভো বিজ
 জ্ঞানাত্যাসং পশ্যতে সর্কং পবমাস্তানমায়নি ॥ ২
 ইমং যোগবিধিং কৃত্বা শৃণু তত্ত্বং মনোবিদঃ ।
 মশ প্রাপবতা নাড্যো দেহিদেহেষু সংস্থিতাঃ ॥ ৩
 চত্বেশোহধস্ত বিজ্ঞেয়া দে চ নাড্যো চ পার্শ্বয়ো
 উচ্চস্ত চতুরো জ্ঞেয়া নাড্যস্ত পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৪
 নাডীনাস্ত সহস্রাণি দাসপ্ততিবিত্তি ক্রতিঃ ।
 শরীরং ব্যাপা তিষ্ঠেহে হেহেন পঙ্গলং বধা ॥ ৫
 পদসঙ্কশসংস্থানং স্তম্ভে তত্র দৃষ্টতে
 স্তম্ভো হি পুরুষো জ্ঞেয়ঃ পরাত্মা স্মদি সংস্থি
 শুদ্ধফটিকবর্ণভং নির্ভবঃ শাস্তং নবম্
 নিবন্ধনোহথ মদকুঃ পবমক্ষবমবায়ম্ ॥ ৬

এই লোকসমূহ দ্বারা ক্রৌড়া করেন। পলাশ-
 পত্র যে প্রকার সকল অবস্থানে শুদ্ধসমুদ্র বেষ্টি
 সেই প্রকার পরমাস্তা নির্ধন লোকসমূহ
 ব্যাপিয়া অবস্থিত হইয়াছেন। ১—
 স্খ্যাকরণ যে প্রকার নিজ তেজে সকল তেজ
 ব্যাপিয়া অবস্থিত হইয়াছে, সেই পরমা-
 ত্তমপ শরীরে অবস্থান করিতেছেন।
 ত্রাঙ্গণ। এই প্রকার জ্ঞানাত্যাস দ্বারা পর
 স্তম্ভকে জানিতে হইবে। এই প্রকার স্তম্ভ
 সকল ভ্রূক জ্ঞানাত্যাসবলে পরমাত্মার
 দর্শন করিবে। মনোবিগণের জ্ঞেয় এই
 বিধি করিবে, সাবধানে শ্রবণ কর। মশ
 নাড়ী প্রাপক বহনপূর্বক শরীরে অবস্থা
 করে। অধঃপ্রদেশে চারিটী নাড়ী থাকে
 পার্শ্ব দুই এবং উর্ধ্বে চারিটী নাড়ী।
 মশ নাড়ী। বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীও
 আর। মাংস যে প্রকার স্নেহজালে নিবদ্ধ
 তদ্রূপ নাড়ীসমূহও সকল শরীরে এক
 করে। স্তম্ভের মধ্যে পদসমূহ সংস্থান
 করার দ্বারা শুদ্ধফটিকবর্ণ নির্ভব নিত্য

সর্গাঙ্কেষু সর্গগামী
ঐশ্বর্যে ধাতা চ প্রযুক্তবান প্রসূতঃ ।
ধিতা ভাবনাং স্রষ্টা হৃতা প্রসবিতা
স্রোতুমুদেবাগ্নিস্তদাদিত্যঃ ॥ ১১
শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
তাস্থাং বিবিধযোগবিধিকথনং নাম
ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মহেশ্বর উবাচ ।

দ্ব্যস্ততঃ প্রোক্তা বাসাঃ প্রোক্তাস উক্তগাঃ
নকুবতে বিপ্র পবমাস্তানমবাসম ॥ ১
প্রোক্তা তদা যোগী নিত্যধ্যানপরায়ণঃ
হি পরমাস্তানং পাপকর্ম্মা ন পশ্যতি ॥ ২
অপি যো নিত্যং নিত্যং ধ্যানপরায়ণঃ ।
স্মিঃ সর্গকর্ম্মাণি দৃষ্টতাপ্রিরিবেকনম ॥ ৩

ন মংপবায়ণ পবম অক্ষব অব্যসনরূপ
স্মি পুরুষ অবস্থান করেন । আপনাই
শরীরে অবস্থিত, তীর্থ-স্রষ্টা, বিধাতা,
জ্ঞা, প্রসবকারী, পরার্থসমূহের প্রবরূপ
সংহতা, প্রসবিতা, ধন্যপ্রবর্তক এবং অধি-
পতিস্বরূপ ॥ ১২—১১

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

দ্ব্যস্তি চারুণী বায় উক্তবচঃ । হে বিপ্র !
বায়ু-সাহায্যেই অব্যস পরমাস্তার আশ্র-
ণ করা হয় । সেই ক্ষণেই নিত্যধ্যান-
ন পুরুষ যোগি-নামে অভিহিত হয় । কিন্তু
ব্যক্তি এ পথে পরমাস্তাকে দেখিতে পার
তবে যে ব্যক্তি, নিত্যপাপকর্ম্মা হইলেও
ধ্যানপরায়ণ, তাহার কোন দোষ নাই,
যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করেন, তদ্রূপ, ধ্যানাভি

ন বেদযট্টৈর্জন জটৈর্ন যোতৈ-
র্ন শৌচ-জটৈর্ন চ বেদচর্যয়া ।
প্রাপ্তং বসং তং তু নরেন লোকে
ধ্যানার্ণবং যন্ত নিষেবতে ক্রবম্ ॥ ৪
ন নদীমানমাত্রেণ ন তীর্থভিগমেন চ ।
ন চ দীক্ষাবিধানেন ন শিরোমুণ্ডনেন চ ।
ন বেদাচ্চনমাত্রেণ ত্রিদশানাং বিধারণাং ॥ ৫
প্রাপ্তং পদং কস্ত নরেন লোকে
ধ্যানার্ণবং যন্ত ন সেবতে কৃধঃ ॥ ৬
সর্গতঃ সমচিত্তজ সর্গমাস্তন এব চ ।
চিস্তয়ন সর্গভূতানি তদা সিধ্যতি স বিজ্ঞঃ ॥ ৭
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
তাস্থাং যোগলক্ষণবর্ণনং নাম সপ্ত-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

দুর্কাসা উবাচ ।

স্বাপদ্যমি পুনর্দেব প্রসাদং কুরু শঙ্কর ।
কীর্ত্তনোং প ভবেন্দ্রেতে যড়জে যোগ উচ্যতে ॥ ১
সর্গকর্ম্মকেই দগ্ধ করে ১—৩ । বেদ, বস্তু,
জপ, যোগ, শৌচ, মানসজপ এবং ব্রহ্মচর্য
দ্বারাও যে পরম তত্ত্ব পাওয়া যায় না ; অগতে যে
মানুষ ধ্যান-সাগর সেবন করেন, সেই নিত্য
পরম তত্ত্ব তাহারই লভ্য । নদীতে স্নান,
তীর্থ-গমন, দীক্ষাবিধি, শিরোমুণ্ডন, দেবপূজা
অথবা ত্রিদশদ্বারকে কিছু হয় না । যে মুঢ়-
মানব, ধ্যান-সাগর সেবা না করিয়াছে, পরম-
পদ-প্রাপ্তি তাহার ভাগ্যেও ঘটে না । সর্গজ
সমদর্শী হইয়া সর্গভূতকে আশ্র-স্বরূপ ও
আশ্রায় অবস্থিত চিত্তা করিলে সিদ্ধিলাভ
হয় ৪—৭ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

দুর্কাসা বলিলেন,—যেব শঙ্কর ! আর
একটি বিষয় জানাইতেছি, অসুখের কারণ

মহেশ্বর উবাচ ।

প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং ধারণা যোগ উচ্যতে ।
 প্রাণস্ত গ্রহণং নিত্যং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ২
 ওঙ্কারং মনসা ধ্যায়েদেকাগ্রং মনসা স্মরন্থ ।
 ধ্যানেন তু সদা যোগী ধ্যানসংবিত্তত পরঃ ॥ ৩
 সর্কেষামিল্লিঙ্গাণাম্ বিম্বাণাং তথৈব চ ।
 প্রতিপত্ত্যাহরং কুলা প্রতাহাবঃ স উচ্যতে ॥ ৪
 দশানামিল্লিঙ্গাণাম্ ওঙ্কারে প্রীতিমানসঃ ।
 যোজনানাং অপৈটৈশ্ব যোগো ব কৌত্তিতো বৃধৈঃ
 অহিংসা সত্যবচনমন্তেষুকাপ্যকঙ্কত ।
 পঞ্চমং ব্রহ্মচর্য্যক ইতোতে নিয়মঃ স্মৃতঃ ॥ ৫
 অক্রোধো ওকতশ্রম শৌচং সঙ্গোদমর্ষবৎ ।
 এতে তু নিয়মঃ পঞ্চ বিদ্যেয়া ব্রহ্মবাদিনু ॥ ৬
 বড়সো যোগ ইতোব তস্মৈ বিজ্ঞান উচ্যতে
 স পঞ্চং পরমং স্থানং শাস্তং পদমব্যয়ম্ ॥ ৮
 অভিশুদ্ধং যস্যর্থে শরীরং কৌত্তিতঃ বৃধৈঃ
 তস্ত চাত্তে শরীরস্ত সশরীরঃ স উচ্যতে ॥ ৯

করুন। শরীরে কি প্রকারে বড়স-যোগ
 সাধিত হয়? মহাশয় বলিলেন,—প্রাণায়াম
 এবং ধ্যানকে ধারণা-যোগ বলা হয়, তখনো
 প্রাণনিগ্রহকে প্রাণায়াম বলে। যোগপ্রভু ব্যক্তি
 নির্জনে স্থিরচিত্তে মনে ওঙ্কার ধ্যান করিলে
 ধ্যান ধার তাহার প্রভূত ধর্ম্ম বুদ্ধি হয়। সকল
 ইন্দ্রিয় এবং নেই সকল ইন্দ্রিয়ের বিনয়-
 সমূহকে প্রভু বলে সঙ্কেচিত্ত করার নাম
 প্রজাহার। দশ ইন্দ্রিয়ের ওঙ্কারে যোগ
 এবং ব্রহ্মকে যোগ বলিয়াছেন। অহিংসা,
 সত্যবাক্য, অস্তেয়, বিনয়ে অকাপট্য এবং ব্রহ্ম-
 চর্য এই পাঁচটি 'নিয়ম' পুণের বাচ্য।
 অক্রোধ, ওকতসেবা, শৌচ এবং অর্থহীনতা এই
 পাঁচটি বেদান্ত বিধির নিয়ম। ঐ পাঁচটি এবং
 তত্ত্ববিজ্ঞান, ইহাকে বড়স যোগ বলে। সেই
 যোগী নিত্য অব্যয় পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। যে
 সকল নিয়মাদি সাধনের নিমিত্ত শরীর অকিঞ্চিৎ-
 ক্রম বিবেচনা করা যায়, সেই নিয়মাদি সিদ্ধ
 হইলে শরীরের কোন অংশের কতি হয় না।

জ্ঞানং নিরন্তরৈক্যং অব্যক্তং ত্রিগুণং স্মৃতং ।
 দ্রষ্টা দ্রষ্টা চ স পিতা মাতা বোদ্ধা তথৈব চ ॥ ১০
 পুরুষং শাস্তং স্ম্যং দ্রষ্টব্যং ধ্যানচক্ষুষা ।
 যত্নে ধ্যানযোগেন যদি লভ্যেত পশ্চাতি ॥ ১১
 শরীরে চ স্তিতা বুদ্ধির্মনোহঙ্কার এব চ ।
 অব্যক্তং ত্রিগুণং ভদ্র পুরুষ-জাত শাস্তং ॥ ১২
 ব্রহ্মসমোভাং সংস্রবো যদা কিকিন্ন চিত্তয়েৎ ।
 বর্তমানস্ত বিদ্যেয়-চতুর্থী গতিরৈব চ ॥ ১৩
 পঞ্চবিংশং তু বিদ্যেয়মীশমীশানমব্যয়ম্ ।
 সমুত্তিক বিন শক ভাবভাবো তথৈব চ ॥ ১৪
 যস্ত বেত্তি নরঃ প্রাজ্ঞঃ সর্কে দ্রষ্টাবিংশকঃ ।
 ন তু মনৈস্ত বিদ্যেয়া চতুর্থগতিরৈব চ ॥ ১৫
 পঞ্চবিংশকতত্ত্বানি কাষেতু তু সদা নরৈঃ ।
 পঞ্চবিংশং তদা জ্ঞেয়মীশানমব্যয়ং পবম্ ॥ ১৬
 পুরুষঃ সকাবদ্যং তং যস্ত বেত্তাপবিত্তিম্
 কুদবাসে তু ওঙ্কারং হবিমুক্তং স উচ্যতে ॥ ১৭

পাণ্ডিত্যবান বলিয়া থাকেন, নিরন্তর অব্যক্ত
 জ্ঞানই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। দ্রষ্টা দ্রষ্টা, পিতা
 মাতা এবং বোদ্ধা, ধ্যানচক্ষু দ্বারা সাক্ষ্য
 করিয়া, স্ম্যং সেই নিতাই পুরুষ বলিয়া অভি-
 হিত হন। তাহার দর্শন-কাল্পন্য নানা প্রকার
 যোগ অবলম্বন করিয়া যদি সেই যোগলভ হয়,
 তাহা হইলে পুরুষও নরনবিষয় হন যে
 সভ্য। শরীরে বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, অব্যক্ত,
 ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং শাস্ত পুরুষ-অব্য-
 স্থান করেন। ১—১০। ব্রহ্ম এবং তম পর
 নষ্টদৃষ্টি হইয়া জীব যখন সদস্যবিচারে অন্ধ
 হয়, তখন পুরুষই জন্মে বর্তমান হইয়া
 চতুর্থী গতি—মুক্তির কাবণ হন পঞ্চ
 বিংশতি ভূতের প্রতিপাদ্য অব্যয় ঈশ
 মহাদেব। যে ব্যক্তি ঐ পঞ্চবিংশতি ভূত
 সমূহ, বিনাশ এবং ভাবভাব মহাদে
 বিচার করে, সে অষ্টাবিংশতিদর্শক। প্রা-
 ধায়া চতুর্থ গতি—মুক্তি জানিবার সা-
 নাই। মহাব্যাপণ যখন পঞ্চবিংশতি-ভূত জানি
 পারে, তখন তাহার প্রতিপাদ্য অব্যয় ঈশ
 মহাদেবকে জানিতে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি

হাস্যাত্মকং তৎ প্রোক্তং সম্পন্নং তত্র বিদ্যাতে
বিদিতা চ ক্ষাতা চ স গচ্ছন্তঃ পরমাং গতিম্
এবং পঞ্চবিংশতিকঃ সপ্তবিংশকস্তথৈব চ ।
নবিশতিকং বিদ্যাং তত্ত্বক্ষানার্থচিন্তকঃ ॥ ১৯
শকন্ত তদা ক্ষাতা অমৃতত্বায় কল্পতে ।
চতুর্বিংশগুহং যোগ এষ বৈ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ২০
চতুর্বিংশতিস্তথা ক্ষেয়া অব্যাক্ষঃ সপ্তবিংশকঃ ।
ষ্ট্রবিংশকঃ পুরুষবিংশতঃ পুরুষলোকপুরুষ ॥ ২১
বিদিতা ন শোচতি তং শিবং কথয়ামি তে ।
সর্বকথিতো ব্রহ্মন মযা হি তব স্মরত ॥ ২২
ক্ষেদোহপি হি যো নিত্যং সর্ব-ব্যঞ্জনবর্জিতঃ
চিন্তয়েদ্যতিনিত্যং মাত্ৰাক্ষরবিবর্জিতম্ ॥ ২৩
বিমুক্তে স্থিতো দেবো মংগোদধ্যাস্ত দক্ষিণে
ক্ষরং পরমং দেবং পঞ্চায়তনবাসিনম্ ॥ ২৪
স্তোত্রং প্রসাদেন নিস্কলভুং প্রপদ্যতে ।

কলর উর্দ্ধবায়ী ওদ্যবকে রুদ্রাবাসে সন্নিব-
সিত দেখেন, তাঁহাকে অবিমুক্ত বলা যায় ।
হায় তদৃশ মহাত্মা হই, যাহা দ্বারা তিনি
ক্ষমিত করেন এবং যাহা জানিয়া পরম
শান্ত করেন তত্ত্বক্ষানী ব্যক্তি সেই
যকে পঞ্চবিংশতি, সপ্তবিংশতি এবং উন-
শতি তত্ত্বস্বরূপ বলিয়া জানে, বিংশতি-
যক জানিয়া মুক্তিলাভ করে । যোগোপ-
পাদ চতুর্বিংশতি-তত্ত্বস্বরূপ, পঞ্চবিংশতি-
স্বরূপ এবং সপ্তবিংশতি-তত্ত্বস্বরূপ বলি-
তে নির্দিষ্ট হইয়াছেন সপ্তবিংশতি-
স্বরূপ হইলে অব্যাক্ষ, অষ্টবিংশতি-তত্ত্ব-
স্বরূপ হইলে পুরুষ এবং ত্রিংশতত্ত্ব-বেদ্য
পুরুষ লোকপুরুষ বলিয়া কথিত হন ।
২১। যাহাকে জানিয়া শোকেব বিষয়
হই, তাহার স্বরূপ বলিতেছি । তে স্মরত !
হার নিকটে কিয়দংশ বলিলাম । তিনি
দ্বারা অচ্ছদ্য ; সর্ব-ব্যঞ্জনাদি বর্ণ দ্বারা
স্বরূপ নিষেধ হয় না, যতি অক্ষর-মাত্ৰা-
হইত যাহাকে নিরন্তর চিন্তা করেন ;
ধামে যিনি পার্শ্বতীর দক্ষিণে অবস্থান
ন, পঞ্চায়তনবাসী ওদ্য-স্বরূপ শিব পরম-

চিন্তয়েদ্যোগবান নিত্যমেব বৈ নিস্কলো ভবম্ ॥
তুর্কাসা উবাচ ।
কথং ক্ষেয়ং হি ভগবন্ মাত্ৰাক্ষরবিবর্জিতম্ ।
এতন্মে বদ গুহকং ক্রহি তত্ত্বং বৃষধ্বজ ॥ ২৬
মহেশ্বর উবাচ ।
শুন্য বিপ্র যথাশ্রায়ং মাত্ৰাক্ষরবিবর্জিতম্ ।
শবীরং হি তদা ব্রহ্ম যজ্ঞ-ক্ষাতা মুচ্যতে যতিঃ ॥ ২৭
ওদ্যরং পরমং ব্রহ্ম কিঞ্চিদগ্নম বিদ্যাতে ।
তদব্রহ্ম মুচ্যতে পঞ্চমাত্ৰকং পরিকীর্তিতম্ ॥ ২৮
প্রথমা বৈ দ্বিতীয়া চ বিজ্ঞেয়াক্ষরমালিনী ।
তৃতীয়ানিমিষা চৈব বিজ্ঞেয়া যোগচিন্তকৈঃ ॥ ২৯
পিপীড়িতার্থমাত্ৰা বৈ বিজ্ঞেয়া তুণবর্জিতা ।
প্রশান্তা চাক্ষরকৈব তাং বিদিতা তু মুচ্যতে ॥ ৩০
অকারো বৈহত্যতা চৈব উকারো-ক্ষরগামিনী ।
মকারো নিমিস্য নাম প্রশান্তস্ত পিপীড়িতা ॥ ৩১
অকারো ব্রহ্ম ইত্যাহ উকারো বিমুক্তচ্যতে ।
মকারস্ত উনং ক্ষেয়া প্রশান্তং শাস্তং ভবম্ ॥ ৩২

দেবই তাহার স্বরূপ । তাহার অনুরূপে মনুষ্য
নিম্নাধিক হয় । যোগবিৎ ব্যক্তি “ইনি নিস্কল”
এইরূপে পরমেশ্বরের চিন্তা করিবে । তুর্কাসা
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বৃষধ্বজ ! আপনি
মাত্ৰাক্ষর-বিবর্জিত যাহা বলিলেন, সে কি
প্রকারে জানা যাইবে ? পরম গোপ্য এই বিষয়
বর্ণন করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করুন । মহাদেব
বলিলেন,—হে বিপ্র ! ব্রহ্ম যে প্রকারে মাত্ৰা
এবং অক্ষর-বিবর্জিত, তাহা শ্রবণ কর,—যতি-
গণ যাহা জানিয়া মুক্তিলাভ করেন । ওদ্যরই
পরমব্রহ্ম ; ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই । সেই
ব্রহ্ম শরীরশূন্য পঞ্চমাত্ৰ বলিয়া কীর্তিত হন ।
প্রথমা ও দ্বিতীয়া সর্ব-ব্যঞ্জনবর্ণাশ্রিতিকা । তৃতীয়া
অতিশয় সূক্ষ্ম, যোগিগণ চিন্তা করেন । তিনি
অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তুরও অত্যাংশসদৃশ সূক্ষ্ম,
নির্গুণা প্রশান্তা এবং অক্ষর ; তাহাকে জানি-
লেই মুক্তি হয় । অকার ভেজোময়ী, উকার
অক্ষররূপিনী, মকার তুরীয় সূক্ষ্ম ;—ইহাতে
ওদ্যর হয় । অকার ব্রহ্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হয় ;
উকার হিহা এতৎ ব্রহ্মত উনং ভবম্ — ইত্যাহ

ওকারত বদ। বোগী যুগ্মানঃ সমুদাহরেৎ ।
 বিজ্ঞানাত্মা তদা জ্ঞেয়া নিত্যমক্ষয়গামিনী ॥ ৩৩
 চিত্তমানন্ত বহুশো মবিত্তনিদর্শনৈঃ ।
 ইষুকার ইবাসক্তো যথাস্থিঃ ন তু পশ্যতি ॥ ৩৪
 তাদৃশং ভাবয়েদ্ব্রজ্ঞ তদা বিন্দতি তৎপরম্ ॥ ৩৫
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়াং
 তুর্কাসউপনিষৎসু ষডঙ্গযোগাদিকথনং
 নামাষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

মহেশ্বর উবাচ ।

ইদং শরীরং বিশ্রান্ত সর্কদেবময়ং শূন্য
 তদ্বৎ তে প্রবক্ষ্যামি তস্মিন্স্থিত্যংগং দেবতম্ ॥ ১
 বিমুক্ত পাদে বিজ্ঞেয়ো জ্ঞানসার্মকৃতস্তথা ।
 আত্মতামসিনো জ্ঞেয়ো উক্ত্যাত বরুণস্তথা ॥ ২
 শরীরো মিত্রহর বরুণ উপস্থে তু প্রজাপতিঃ ।
 কুবেরো হি কটিস্থানে বক্রেণ সহিতস্তথা ॥ ৩

এশাস্ত্র নিত্যব্রহ্মরূপ ওকার উৎপন্ন হয় ।
 বোগী বেকলে ওকার উচ্চারণপূর্বক বোগ
 আবৃত্ত করিব, তখন বিজ্ঞানাত্মা অক্ষয়গামিনী
 নিত্য সিদ্ধি লাভ হইবে । এক মঞ্চিত অন্তঃস্থ
 একটি সূত্র যে প্রকার বস্তুর প্রতীত হয়, সেই
 প্রকার ব্যক্তব্য চিত্ত করিব । শূকাসক্ত নীর
 যে প্রকার জেজগী বাণের মধ্যেও অগ্নি দর্শন
 করে না, তদ্রূপ একাত্ম হইয়া চিত্ত করিলে
 সেই পদ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩—৩৫ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

মহাদেব বলিলেন,—হে বিজ্ঞকুলভিলক !
 এই শরীর দেবরূপ ব্রহ্মণ । কোন্ অঙ্গ কোন্
 দেবের ব্রহ্মণ, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ
 কর । চক্ষুণে বিষ্ণু, জ্ঞানায় পদম, আত্মতে
 ইন্দ্র, শ্রোত্রে ব্রহ্মা, হৃদয়ে সাক্ষী, বাক্যে ইশ্বর ও

অস্ত্রে সমুদ্রা বিশ্রান্ত উদরে পদ দেবতাঃ
 হৃদি স্থানে তু সাবিত্রী উরঃ সোমস্তথৈব চ
 চক্ষুয়ো রিষ্ম মিত্যাহস্তচি বৈ বিদ্যাত্তথা ।
 ওষধাঞ্চ বনস্পত্যো নখে কেশেষু বৈ বিষ্ণু
 রোমকূপে ধন্য এব মূর্দ্ধাদিত্যো ন সংশয়ঃ
 সকৌ সপ্তধয়ো জ্ঞেয়াঃ চক্ষুভ্যাং সূর্য্য এব চ
 শ্রোত্র্যপি চ দিশঃ সর্কী বিজ্ঞেয়া ব্রহ্মবাদি
 ভ্রুবোক্ত পক্ষীতা জ্ঞেয়া ললাটে বসবস্তথা ।
 শিবঃ স্বয়ম্ভুর্বিজ্ঞেয়ো নিত্যমেব প্রতিষ্ঠিতঃ
 অপর্য্যন্তে যমতৈশ্চ তথা বেধাঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 অপরাহ্মে রাত্রয়শ্চ দেবতাতৈশ্চ পার্শ্বয়োঃ ।
 স্তম্ভে প্রাপগতিঃ কঠো ভবন্তি রূষভধ্বজ ॥ ১
 অহঙ্কারে তথা কদো বুদ্ধৌ ব্রহ্মা প্রজাপতি
 ইতোবাং হি ময়া প্রোক্তং সর্কদেবময়ং পরম
 এতজ্জ্ঞানং চ ব্রহ্ম চ গচ্ছতি পরমায় গতি
 তুর্কাসা উবাচ ।

এতে প্রোক্তাঃ শরীরস্তা দেবতাঃ কবচস্তথা
 প্রাণাহতি কথং সর্কো লভন্তে রূষভধ্বজ ॥ ২
 মহাদেব উবাচ ।

প্রাণোহপানঃ সমানশ্চ উদানো বায়ু এব চ
 বরুণ, উপস্থে প্রজাপতি, কটিদেশে বরুণ
 সচিত্ত ব্রহ্মপতি কুবের, অস্ত্রে সমুদ্র, উদরে
 দেবতা, হৃদয়ে সাবিত্রী, বাক্যস্থলে চন্দ্র, চক্ষু
 ইন্দ্র, চক্ষু বিদ্যা, ওষধি ও বন
 সকল ; নখ, কেশ ও রোমকূপে ধন্য, মা
 মূর্দ্ধাদিত্য, সর্কস্থলে সপ্তধি, চক্ষু
 শ্রোত্রে দিশগুল, কণ্ঠয়ে পক্ষী, ললাটে
 বসু, যন্তকে স্বয়ম্ভু নিতাই যথাস্থিঃ
 গুপ্তপ্রাণে যম ও বেধা, পৃষ্ঠে রাত্রি, পার্শ্বে
 লভকর্মে প্রাপগতি রূষভধ্বজ, অহঙ্কারে
 এবং বুদ্ধিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা অধিষ্ঠান
 এই প্রকারে সর্কদেবময় শরীরের
 বর্ণন করিলাম । এই সকল বিষয়
 পরমগতি লাভ করে । তুর্কাসা জি
 করিলেন,—হে রূষভধ্বজ ! যে যে
 বা ওষধি যে যে শরীরে থাকেন,
 বলিলেন । সকলে প্রাণাহতি কি প্রকারে

তে বায়বঃ পঞ্চ শরীরে চ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৩
ত্যা জুহতে বস্তু প্রথমামাহুতিং দ্বিজঃ ।
দ্বী চতুরো বেদাঃ সযজ্ঞপদক্রেমাঃ ॥ ১৪
শ বনস্পতাঃ সোম-ভাস্কর-মাকুতাঃ ।
জেন তু তপ্যন্তি যং প্রাণে জুহতি দ্বিজাঃ ॥
নে জুহতে বস্তু দ্বিতীয়ামাহুতিং দ্বিজঃ ।
নাগাঃ সমুদাশ্চ সরিতঃ সাগরাস্তথা ॥ ১৫
পিতৃশৈব সর্গে দেবাঃ সবাসবাঃ ।
জেন তু তপ্যন্তে অপানে জুহতে যদি ॥ ১৬
ন জুহতে বস্তু তৃতীয়ামাহুতিং দ্বিজঃ ।
নৌ মকতো বিশ্বব্রহ্মণশ্চ যমস্তথা ॥ ১৭
পতিঃ কবেবশ্চ সর্গে দেবগণাস্তথা ।
জেন তু তপ্যন্তে সমানে জুহতে যদি ॥ ১৮
ন জুহতে বস্তু চতুর্থামাহুতিং দ্বিজঃ ।
হক ভবশৈব তাত্তো নন্দী গণেশ্বরঃ ॥ ১৯
ব্রহ্মপি বিশ্রেন্দ্র মনঃ প্রাণাস্তথৈব চ ।
জেন তু তপ্যন্তে ঈদানে জুহতে যদি ॥ ২০
নৈব জুহতে বস্তু পঞ্চমামাহুতিং দ্বিজঃ ।

তেষা সর্গা সনকত্রা সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ॥ ২১
সপ্তলোকাশ্চ ব্রহ্মাণ্ডাঃ সযজ্ঞোত্তরাক্ষস্যাঃ ।
জেনেন তু তপ্যন্তে ব্যানে বৈ জুহতে যদি ॥ ২২
এবম্ সততং বিপ্রা জুহতে প্রণবেন বৈ ।
যপাক্ষসাপি ভুঞ্জানো ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ২৩
ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বা যদি বা পঠেৎ ।
বিযুক্তঃ সর্গপাপেভ্যঃ ব্রহ্মদানমুত্তমো ভবেৎ ॥ ২৪
বেদাহমেতং পুরুষং মহাত্ম-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরম্ব্যং ।
অমেব বিদিত্বা ন ভবেন্ন্যত্মা-
র্নাত্মাঃ পশ্য বিদ্যাতেহমস্ময় ॥ ২৫
যদি শ্রীষ্যং পরিব্রজেদমৃতবস্তু সমীহতে ।
বিষং হলাহলং পীড়া ন কদং মৃত্যুমাশুয়াৎ ॥ ২৬
এতমেবগিদং ক্ষাত্বা অমৃতমমবাশুয়াৎ ॥ ২৭
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
তস্যঃ দক্ষাস্তপনিসংস্কৃ একোন-
চত্বরিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ন, তাত্তো বান ১—১: মহাদেব বলি-
—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং বায়, পাচনী শরীরে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণ পাঁচ বায়ুতে প্রথম হোম করেন। ব্রাহ্মণ-প্রাণ-বায়ুতে যে অন্ন দ্বারা হবন করেন, সেই দ্বারা সাবিত্রী, অশ্ব এবং পদক্রেমের সতি: ঈদ, গুণবি, বনস্পতি, চন্দ্র, ভাস্কর, এবং উপহন। ব্রাহ্মণ অপান বায়ুতে দ্বিতীয় হোম করেন; ব্রাহ্মণ কটুক অপান বায়ুতে তেই অন্ন দ্বারা নাগ, সনন্দ, নদী, সাগর, পিতৃ এবং বায়ু প্রভৃতি দেবগণ সংতুষ্ট ব্রাহ্মণ সমান-বায়ুতে যদি তৃতীয় হোম তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ কটুক সমান-তত সেই অন্ন দ্বারা অশ্বিনীকুমার, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, বরুণ, যম, প্রজাপতি এবং কবেব দেবসমূহ পরিভূক্ত হন। উদানে ব্রাহ্মণ চতুর্থ হোম করেন, তাহা হইলে, সেই অন্ন হি, আমি, নন্দিকেশ্বর, উমা, ব্রহ্মা, মন প্রাণসমূহ সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণ ব্যান-বায়ুতে

যে পঞ্চম অহুতি প্রদান করেন, তাহা দ্বারা নকত্রমণ্ডল, সপ্তদ্বীপ, সপ্তলোক, বসু, উরুগ, ব্রাহ্মস প্রভৃতির সহিত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল এবং পৃথিবী সকলে তৃপ্তি লাভ করেন। ১৩—২০। এই প্রকারে ব্রাহ্মণ সকল প্রণব উচ্চারণ-পূর্বক হোম করত সিক্ত হইয়া চাণাল্য ভোজন করিলেও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না। ব্রাহ্মণ, কত্রিয়া, বৈশ্য কিংবা শূদ্র, যেই পাঠ করুক, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মবান্ হইয়া। স্বেদবনস্কল প্রভাশালী, তমোভগাভীত সেই মহাপুরুষকে আমি জানি। তাহাকে ভজিতে পারিলে অমৃত-মৃত্যু-পরম্পরাশুভ্রী সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়। ইহা ভিন্ন মোক্ষরূপ সঙ্গতির আর উপায় নাই। যদি জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে মোক্ষপাথির উপায় অবলম্বন করিবে। হলাহল-বিষ পান করিলেও মিত্র জীবন মুক্ত হইবে না। এই অক্ষরে পরিব্রাজক

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাস উবাচ ।

যং তুর্যোক্তং ভগবত সাংখ্যযোগবিশারদ ।
যোগনাড়ীমিমাং ত্রক্ষন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্ব্রতম্ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

প্রথম্য শিরসা দেবমক্শং ভুবনেশ্বরম্ ।
কাত্যায়নৌ নমস্তুভ্য ক্রুদ্রপত্নৌ বিশেষতঃ ॥ ২
হরি-হর-হিরণ্যগর্ভৈর্যোগেশাসু মুদ্রিতম্ ।
পারমেষ্ঠ্যমিদং জ্ঞানং নাড়ীসকারসংস্থিতম্ ॥ ৩
বিষম্ভির্ধন। শ্রীমান দেহস্থঃ ক্রৌড়তে তদ ।
অনন্তা রশ্ময়স্তস্ত জগদেহাশ্রিতাস্তথা ॥ ৪
যোগনাড়ীঃ প্রবক্ষ্যামি হৃদয়স্থানমাশ্রিতাঃ ।
পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তরঃ স্তম্ভিমাশ্রিতাঃ ॥ ৫
অধস্তাদেব নাড়াস্ত তাসং বর্ণান নিবেদ মে ।

জানিতে পারিলে, অবশ্যই মুক্তিলাভ
করিতে ২৪—২৫

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

ব্রাস বলিলেন,—হে সাংখ্যযোগবিদিত্ত !
ভগবন! আপনি যাহা বলিলেন, সেই
যোগনাড়ী এবং তৎসংস্কার বস্তু প্রবণ
করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—
অব্যয় লোকনাথকে নতমস্তকে প্রণামপূর্বক
ক্রুদ্রপত্নী কাত্যায়নীর বিশেষরূপে প্রণাম করি
হরি হর এবং ত্রক্ষা, যোগেশ্বর প্রণমন করিয়া-
ছেন। নাড়ীসকার-সংস্থান এই পারমেষ্ঠ্য জ্ঞানও
নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমান যেকালে বিশ্বের
সকল মুক্তিভেদেই অবস্থান করেন, তখন তিনি
যেহীরা জ্ঞান ক্রৌড়া করেন। তাঁহার অসাংখ্য
রশ্মিসমূহ জগতের সকল দেহে অবস্থান করে।
হৃদয়স্থিত যোগনাড়ী সকল বর্ণন করিতেছি।
সেহের পূর্ব দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর মুক্তি
অলাভ করিয়া অবস্থিত অব্যয়মৌর্য নাড়ী-
সংস্থান বর্ণ বর্ণন করিতেছি, জ্ঞান কর।

পীত-লোহিত-কৃষ্ণাঃ উত্তরাঃ পাণ্ডু-পিঙ্গলাঃ ॥
পূর্বাঃ শ্বেতাশ্রবা নাড়্যো দক্ষিণাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ
উর্দ্ধস্ত নিষ্ঠিতা যান্ত কৃষ্ণা নাড়াস্ত চোদিতাঃ ॥
পক পক স্মৃতা নাড়্যো হৃদি সংস্থানসংশ্রিতাঃ ।
শতমেকোত্তরং নাড়ীমুপাসন্তে চ যোগিনঃ ॥ ৬
সর্ক্সাঃ তাঃ সমুৎসৃজ্য ত্রক্ষনাড়ীং সমাশ্রয়েৎ ।
রশ্ময়ো যে তু সূর্যাস্ত দৃশ্যন্তে চ নভঃস্থলে ॥ ৭
পরমাত্মা হৃদিস্থো হি স চ সর্ক্সং প্রকাশ্যতে ॥
নাভিনাডীভিরত্যর্থং ক্রৌড়া-মোহবিসর্জকম্ ।
যংবতাঃ সহস্রাণি নাড়ীনাং স্তম্ভিসংস্থিতাঃ ॥ ১১
পূর্বনাডাস্ত যাঃ পক প্রাণাদ্যাঃ পরিকীৰ্তিতাঃ ।
দক্ষিণা যাঃ স্তিতা নাডাস্তাসং পকজলা ইতি ॥
পশ্চিমোত্তরনাড্যোক্ত উদানকোত্তরাণি চ ।
সমানস্থানি বোধ্যানি অধস্তাদৃশাঃ সমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫
দ্বিগুণস্ত প্রবিষ্টোক্ত হৃদয়ানন্তরং ততঃ ॥

উত্তর নাড়ীসমূহ পীত, লোহিত এবং কৃষ্ণ
পূর্বভাগস্থ নাড়ী পাণ্ডু ও পিঙ্গল-বর্ণ। দক্ষি
ভাগস্থ নাড়ী শ্বেতবর্ণ এবং পশ্চিম-ভাগস্থ না
সকল কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ। উর্দ্ধভাগস্থ নাড়ী
সমূহ কৃষ্ণবর্ণ। জলয় স্থানে অবস্থিত না
লইয়া, উক্ত নাড়ী পাঁচ পাঁচ প্রকার। যোগি
একশত এক নাড়ীর উপসনা করেন। ১—৮
উক্ত সকল নাড়ী ত্যাগ করিয়া, বক্ষনাড়ী
আশ্রয় করিবে। প্রভাকর সূর্য্যে প্রভাসমু
নভেমণ্ডলে উদ্ভিত হইয়া যে প্রকার অন্ধকার
রাশি বিনাশ কবে, সেই প্রকার পরমাত্মা
হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া মালিন্য দরীভূত করেন।
নাভিনাডী যাবতাস ক্রৌড়া ও মোহাদি দূরী
কৃত করে। যংবতি সহস্র নাড়ী হৃদয়ে
অবস্থান করে। পূর্বে যে পাঁচটি নাড়ী
কথা বলিলাম, তাহাকে পকপ্রাণ বলিয়া নির্দেশ
করে। দক্ষিণভাগস্থিত নাড়ী পাঁচটি ক
নামে বিখ্যাত। পশ্চিমভাগস্থিত নাড়ী উ
এবং উত্তরভাগস্থিত নাড়ী উত্তর বলি
প্রসিদ্ধ। অথোদেশে যে সকল নাড়ী অবস্থান
করে, তাহাদের নাম সমানস্ব। বিস্তৃত জ
এবং অক্সোদেশীয় উত্তর নাড়ীই হৃদয়

১৪
এতন্নাদীপ্রমাণস্ত বিখ্যং যত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

উক্তাঃ স্তুতিঃ সংযুক্তমণোরমীয়ো

নাদী হৃদয়স্তাং স তু বিশ্বকর্মাণা ।

তেনৈব নাডাস্তরসকরোণ

তুঙ্গস্ত নাদীং হৃদি মূর্দ্ধি লক্ষ্যেৎ ॥ ১৫

স। বক্ষনাদীতি বদন্তি তজ্জ জ্ঞাঃ

পরাপরজ্ঞাননিবানভতাঃ ॥ ১৬

মূর্দ্ধাশ্রয়ানি রক্ষতি মনস্তত্র প্রযোজ্যতম্ ।

পুরুষানি সংযুক্তা পক্ষকশ্মতিরিন্দিয়ৈঃ ॥ ১৭

সর্কে তে হৃদি সমস্ত যোগেন হৃদি পাদয়োঃ

হৃদাস্তরসকরোণাং শুণানৈব চতুষ্টিয়ম্ ॥ ১৮

সং ন দৃশ্যতে স্বচ্চেৎ বহুসং চ তুষ্টিয়ম্ ।

ত্রিংশতিশ্চ চৈব সর্কেভ্যো নগরং জগৎ ॥ ১৯

সং সর্কেবেদাঃ হৃদি সর্কে ব্যবস্থিতাঃ

ভিত্তিরযতে বিখ্যং প্রববেনৈকমুচ্চতি ॥ ২০

কুতিভা নভো যতি নাসিকান্ধ এব চ

ক্রমতঃ নাদী একীভতা তু মিশ্রিত ॥ ২১

বিষ্টি। এই প্রকার নাদীপ্রমাণ নির্দিষ্ট
হইছে। যাহাতে এই বিশ্বমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত,
স্বকর্মা এই নাদী সকল যতিশয় স্ফুটভাবে
বাস্তবিক নাদীচতুষ্টিয়ের সহিত সংযোগ
রহিয়াছেন। বায়ু-নিবোধ পরা তুঙ্গস্বার
ডী হৃদয় ও মস্তকে লক্ষিত হয়। পরাপর
জ্ঞান (তুঙ্গজ্ঞানের) নিধিস্বরূপ বিজ্ঞান
হাইকেই বক্ষনাদী বলেন। ১—১৬। তথায়
যোজিত মন জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে রক্ষা করে।
চী কশ্মলিরের সহিত ইন্দ্রিয় পাচনী
জ হয়। হৃদয়ে সমস্ত নাদী সকল, যোগ-
পাদপথে অবস্থাপিত হয়। সহস্র নাদী-
হর মধ্যে আদ্যা (পূর্বাধি) নাদী চতুষ্টি
সমস্ত। যজ্ঞ এবং নিখিল বেদ সমস্তই
এই প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইতেই সুললিতরাতি-
আস্বাদ তুঙ্গজ্ঞান লাভ করা যায় এবং
হইতে উৎকর্ষপ্রাপ্তি হয়। নাসারজ
মস্তকে এবং মস্তক ভেদ করিয়া আকাশ
পতি হয়। তুঙ্গবহা এবং মূত্রবহা নাদী
এই মিশ্রিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়।

রেতসা সম্প্রস্রবন্তে মূত্রকৈব তথৈব চ ॥ ২২

ব্রক্ষনাদী মুখে যন্ত মনসা হৃদি চেত্বরম্ ।

ত্রিংশ চাশ্বিনহস্তাণি বর্গসৃষ্টিঃ প্রকীর্তিতা ॥ ২৩

স্বাধীনাস্ত সহস্রাণি পরং সংবৎসরং স্মৃতম্ ।

নভ এবৈতি বৈ বিখ্যং মনসঃ সর্কতোমুখম্ ॥ ২৪

একচিন্তাপরো নিত্যং যত্রতো নিম্নলী ভবেৎ ।

সম্মাং স্মৃতাং ভাবো যং বিদিত্বা ন যুজ্যতে ॥

সোমস্বর্গ্যাক্তিঃ পীতং পদ্বকৈব স বিন্ধতি ।

তত্রোপরি নগরো যব যোগিনাং মূর্দ্ধি শাফিনাম্ ॥ ২৫

তেনৈব মার্গেণ বিযোজিতং ভবান

মনেকশস্তা দিবি দেবসর্কান

ফানেন বিজ্ঞান নিরুৎকর্ষমা

ভিত্তি প্রতিঃ ব্রহ্মবিদঃ প্রযাশ্রিত ॥ ২৬

সনৎকুমারেণেদন্ত নাদীসকারস্চিৎ ॥

যোগশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যোগশাস্ত্রং সূনিশ্চিতম্ ॥

বক্ষনাদীকর্মিভিগী তং যোগশাস্ত্রং বিনিশ্চিতম্ ।

পুণ্যং পুণ্যতরং হোতং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥

তুঙ্গ পর এই নাদী সমস্তনোংপাদক এবং মূত্র-
নিষ্পাদক। ত্রিশংস্র অস্থিই বর্গসৃষ্টি, সহস্র
স্বাধীন সংবৎসর। যাহার মুখে মনোমিলিত
ব্রক্ষনাদী, হৃদয়ে হৃদয়, তাহার পক্ষে সুললিতরা-
তিমানী স্বাধীনকে আকাশপত এবং আকাশ
হইতেও সর্কব্যাপী বলিয়া একাগ্রচিত্তে স্বরূপ
করিলে নিম্নলতা লাভ হয়। স্মৃতা হইতে স্মৃতা-
তর তুঙ্গ তাহার পক্ষে পরিষ্কৃত হয়। এই সব
তুঙ্গজ্ঞান-ফলেই তাহাকে আর সংসারী হইতে
হয় না। সোমস্বর্গ্যকর-নিকর-পীত সহস্রার পদ্ব
সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যোগিগণ শিব-
স্থিত সেই পদ্বই আত্মবোজনা করিয়া থাকেন।
১৭—২৬। সেই পদ্বই সংসারমোচনের উপায়।
জ্ঞান-শাস্ত্র-সাহায্যে তাহা বিদিত হইবার পর
নিম্নল-চিত্ত হইয়া দেবতাব প্রভৃতি স্বর্গীয় জগৎ
হইতেও মুক্তিলাভ করিয়া বহজন-প্রশংসিত
ব্রহ্মবেত্তগণ আত্মস্বরূপ লাভে সমর্থ হন। সনৎ-
কুমার-নির্গত এই নাদীসকার-স্চিৎ পবিত্র
যোগশাস্ত্র যোগশাস্ত্র। এই সূনিশ্চিত যোগ-
শাস্ত্র ব্রহ্মাদি ব্রহ্মবৈদ্যের কীর্তিত। ইহা পবিত্র

নাড়ীমুখে চ চিত্তাশ্র। সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
 নাড়ীমধ্যাগতং বিধং শুধ্যতে পিতৃ-মাতৃজম্ ॥ ৩০
 শ্রোমুত্রং সপ্তমে পাপং দহতে চাষ্টমে তথা ।
 তেনাপি ব্রহ্ময়া নাড়ী মূৰ্দ্ধাধস্তাধিনিঃসৃত্য ॥ ৩১
 স নাড়ীতোহং মন্তব্যো যেন বিধং হৃদি ব্রজেৎ
 পূৰ্ব্বান্তে হৃদি তিষ্ঠন্তি তন্মনাস্তং পরায়ণাঃ ॥ ৩২
 তাবৎ সন্ধিস্তেষুগ্রং বাবতা তন্মতো মতঃ ॥ ৩৩
 এবং চিত্তনযোগেন বাকস্তবয়তে পরম্ ।
 নাড়ীহৃদ্ষেপ মার্গেণ উৰ্দ্ধং বতুস্তরায়ণম্ ।
 তাত্ম্যমধ্যস্তাদৃশং কাৰ্য্যং তদগতং তস্ত সংসৃতম্ ।
 উভৌ মার্গৌ তু বিচ্ছিন্নৌ দেহং সংবৎসরং স্যুতম্
 স গতা তেন মার্গেণ জায়তে ন কণাচন ।
 নিত্যাত্ম উত্তমটেকন অবিমুক্তং পরং পদম্ ॥ ৩৬

হইতে পবিত্রতর এবং পাপনাশক নাড়ী-
 মুখচিহ্নক ব্যক্তি সৰ্ব্বপাপ-বিমুক্ত হয়। শুক্র-
 শোণিত-সম্ভূত হুল-দেহাভিমানী বিধ নামক
 চৈতন্য, নাড়ী-মধ্য-সংস্থাপিত হইলে নির্মূল
 হয়। গোহুত্র বা উগ্রামক নাড়ীর চিত্তা সপ্ত বা
 অষ্ট জন্মের পাপ নাশ করে। তৎপরে
 সেই পবিত্র ব্যক্তি ব্রহ্মনাড়ীকে শিরোদেশের
 অধঃস্থানে নিয়োজিত করিবে। * অনন্তর
 সেই আত্মাকে, উক্ত নাড়ীতেই চিত্তা
 করিবে; তাহা হইলেই বিধ অর্থাৎ উক্ত
 আত্মা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। পূৰ্ব্ব ঋষিগণ,
 সেই আত্ম-চিত্তক এবং আত্মপরায়ণ হইয়া
 হৃদয়েই অবস্থিত আছেন। যতদিনে সেই
 আত্মতত্ত্বে অতিশ্রদ্ধা লাভ হয় এবং এইরূপ
 চিত্তাবোগ যতদিনে পরম ভগ্নের উদ্ভাসক হয়,
 ততদিন দৃঢ়ভাবে চিত্তা করা কর্তব্য। নাড়ীর
 হৃদ-পথে যে উৰ্দ্ধগমন, তাহাই উত্তরায়ণ; আর
 যে অধোগমন, তাহাই দক্ষিণায়ন। হুই পথ শ্রামু-
 ক্ত দেহই হইল—সংবৎসর। ২৭—৩৬ উত্তরা-
 য়ণমার্গে বাহার গতি হয়, তাহাকে কখন আর

* সেই পবিত্র ব্যক্তি, ব্রহ্মসহকারে শিব-
 হিত নাড়ীকে অধোগমানে নির্গত করিবে (ইহা
 সাংসার-জন্মসংসারিত সারগত) ॥

বিধানকৈব নাড়্যাশ্র শরীরে যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ
 শ্রামুদ্রৌণি সহস্রাণি সৰ্ব্বান্তা নাভিজাঃ সূতাঃ ॥
 ষৎষতঃ সহস্রাণি শিরাণাং হৃদি সংস্থিতাঃ ॥
 তে বৈ শিবানি মার্গাণি বিপ্রো যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ
 সৰ্ব্বনাড়ীঃ পরিত্যজ্য ব্রহ্মনাড়ীং সমাপ্রয়েৎ
 সা নাড়ী সৰ্ব্বদুর্গাণি তারয়েন্নৌরিবার্ণবম্ ॥ ৩৭
 একনাড়ী নিরালম্ব্য তালুমধ্যে শিরোগতা ।
 সা নাড়ী যোগযুক্তানাং যোক্ষদা সা দিবং গ
 শুক্র-মজ্জা বসা-মেদঃ কফং পিত্তং শরীরে
 শিরাংসি তস্ত শ্রোতাংসি একৈকং শুক্ররক্ত
 কূতপাপা দিবং যাস্তি মুক্তিং ভিত্তা তমৌশরম্
 সূৰ্য্যাস্থিমুপরিস্থানমুপৈতি ত্র্যতিমানিব ॥ ৩৮
 দেবৈঃ সদিবৈব্যৰ্হষয়ঃ সমগ্ৰা
 ব্রহ্মা চ বিষ্ণুঃ মহেশ্বরশ্চ ॥
 বায়ুর্ধমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
 সৰ্ব্বান নিরৌটেকাব দিবং প্রযাস্তি ॥ ৩৯

জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পরম-পদ অর্থাৎ
 নিত্য-নাড়ী হইতেও উত্তম। শরীর
 নাড়ীর গণনা এই,—তিন সহস্র শ্রামু
 তাহার সকলেই নাভি হইতে উৎপন্ন।
 ষৎষতি সহস্র শিরা, তথায বিধ প্রতি
 সেই সব নাড়ীই কল্যাণদায়ক পথ।
 নাড়ী পরিত্যাগ করিয়া এক ব্রহ্মনাড়ীর
 লইবে। নৌকা যেমন, সমুদ্র হইতে মা
 উদ্ধার করে, সেইরূপ, ব্রহ্মনাড়ী সৰ্ব্ব
 হইতেই আশ্রিতকে উদ্ধার করিতে প
 নিরালম্ব এক নাড়ী তালুমধ্য দিয়া
 গিয়াছে। স্বর্গাশ্রমিণী সেই নাড়ী, যোগী
 মুক্তিলাভিনী। পিতৃ-মাতৃ-শরীরস্থিত
 শোণিত ধারাই শুক্র, মজ্জা, বসা, মেদ
 এবং পিত্তের এক একটা মন্তক। দেহ
 অপবিত্রতায় হইলেও চিত্তাবোগ ও
 মন্তকে ঈশ্বরহান দ্বারা উৰ্দ্ধগতি হইলে,
 হইয়া ত্র্যলোকে গমন করে,—সূর্য্যভূম্য
 হইয়া, সূর্য্য ও অগ্নির উপরিস্থান প্রা
 দেবদেবী, দেবতা, সমগ্র ঋষি, ব্রহ্মা
 কশ্যপ, বায়ু, বন, অগ্নি, বরুণ এবং

তুষ্ণে জ্বলন্তোহপি মুখাভিমুখ্যে-
ধার্যন্তি গায়ন্তি চ পূজয়ন্তি ।
স যুক্তযোগঃ স চ পূজ্যমানঃ
পরং পদং গচ্ছতি চেৎপরানয়ম ॥ ৪৪

ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
তায় নাতীবিবরণং নাম চতুঃ-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্রাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

মুক্তমাহাস্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।
চোদ্যাদেবস্তমহাভাগ্যং বদস্ব মে ॥ ১

সনৎকুমার উবাচ ।

মুক্তমাহাস্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছসি তত্ত্বতঃ ।
বাস পরং শুভং ব্রহ্মং যোগমুত্তমম ॥ ২
কপি ন বিদতি কাঙ্ক্ষমাণাঃ পরং পদম্ ।
তপি কখা তস্মৈ অবিমুক্তম্ সূত্রতঃ ॥ ৩

দ্বিগুণে দেখিতে দেখিতে সেই ব্যক্তি সর্গে
ন করে। সর্গপ্রাপ্তিও যোগীর মুখদর্শন
রা দেবতারা গুণপ্রকাশ পুরঃসর, তাঁহার
ব্যান, গান ও পূজা করেন। এইরূপে
প্রাপ্ত যোগী পরম-পদ স্বরূপে গমন
। ৩৭—৪৪ ।

চত্রাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্রাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

বাস বলিলেন,—অবিমুক্ত-ক্ষেত্র এবং
র দেবের বখার্ব মাহাস্ম্য্য অবশ্যে অভিলষী
ছি, তাহা আমাকে বলুন। সনৎকুমার
লেন,—অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের বখার্ব মাহাস্ম্য্য
অভিলষী হইয়াছ? হে ব্যাস! তবে
পরম-ব্রহ্ম উত্তম যোগ অবশ্য কর।
ত! পরম-পদাভিলষী দেবতারাও এ
বিত্ত নহেন। সেই অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের

সত্যে প্রসাদসর্বস্ত বুদ্ধিস্তত্র ন জায়তে ।

তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি যন্ময়া তু ক্রতং পুরা ।

পার্কীত্যা সহ সংবাদং দেবদেবস্ত শূলিনঃ ॥ ৪

দেব্যাবাচ ।

কথয় দেবদেব ত্বং ব্রহ্মজ্ঞানমুত্তমম্ ।

তীর্থোপনিষদং পুণ্যং মোক্ষদং সর্বদেহিনাম্ ॥ ৫

কথয়ামাস দেবেশো ব্রহ্মত্বং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ৬

স্বপুরুং চিত্তয়ামাস সোহবিমুক্তগণাধিপঃ ।

বারাণসীং বিনা দেবো ন রতিং প্রাপ্য কুত্রচিৎ ॥

উবাচ বাক্যং বরদো জগন্নাথঃ পিনাকধরকৃ ।

তস্মিন্নবধরে নিত্যং রতির্মৈ বর্জতে পুনঃ ॥ ৮

যেন কার্যেণ সুশ্রোণি তদিত্তেহেকমনাঃ শৃণু ।

সিদ্ধান্তানাং সর্বেষাং স্মৃতিনাকৈব সুন্দরি ॥ ৯

চতুর্দশানাং ভূবনানাং যস্য সারঃ প্রকীর্তিতঃ ।

আত্মজ্ঞানং পরং শুভং যজ জ্ঞাত্ব মোক্ষমশ্নুতে ॥

সোহব্রং দেবি হিতং সাক্ষ্যজ-দ্রাবাসে স্বয়ং প্রভুঃ

তেনৈব চ তু সুশ্রোণি তস্মিন্ স্থানে হিতং সদা

কথাপ্রসঙ্গও হ্রস্বত। সেই সত্যক্ষেত্রে, কোন
প্রকার পাপেরই বুদ্ধি হয় না। আমি এ
সমক্ষে যে দেব-দেব শূলপাণি এবং পার্কীতীর
কথোপকথন শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি।
পার্কীতী বলিয়াছিলেন,—হে দেবদেব! আপনি
উত্তম ব্রহ্ম মুক্তিপদ পবিত্র তীর্থোপনিষদ
কীর্তন করুন। তখন, দেবদেব উত্তম ব্রহ্ম
সেই জ্ঞাতব্য-বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
প্রমথাদিপতি দেবাদিদেব কান্ধী ব্যতীত অন্ত্র
মুখ-সন্তোষ না পাইয়া তখন-সেই স্বীয় অবি-
মুক্ত-পুরের বিষয় তাকিতে লাগিলেন। অন-
ন্তর পিনাকধারী বরদাতা জগন্নাথ শিব বলিতে
লাগিলেন,—হে সুশ্রোণি! যেহেতু সেই তীর্থ-
ক্ষেত্রে আমার সন্তোষ অধিক, তাহা এক্ষণে
একাগ্রচিত্তে অবগণ কর। হে সুন্দরি! সমস্ত
সিদ্ধান্ত শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র এবং চতুর্দশ ভূবনের
বাহা সার, বাহা লাভ করিলে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়,
সেই পরম শুভ আত্মজ্ঞান—সেই ব্রহ্মপ্রকাশ
পদার্থ—হে দেবি! এই শিব-নগরী কান্ধীতে
সাক্ষ্য বর্তমান। হে সুশ্রোণি! সেইসকলেই

পকারভম্যাসাদ্য মনস্তপতি তং যজ্ঞেং ।
 ত্রিভাষানং ত্রিভাক্তারং ত্রিভোজ্যক তথা পরম্ ॥
 যন্তরোচ্চ পরং বিদ্যাং সিদ্ধন্তে প্রণবং বিভূম্ ।
 যেমু পান্তপতাঃ শ্রেষ্ঠা ময়পুত্রা দ্যুততঃ ॥ ১৩
 তেহবিমুক্তং পরং স্থানং রুদ্রাবাসং হি সৰ্বদা ॥
 দক্ষ্যন্তি পরম্ ভক্ত্যা সন্তং পরমাহিতাঃ ॥ ১৪
 ওক্তারং পরমং ত্রুপ পরমক বিহুবুধাঃ
 পকত্রক্ষসমাসুতং পকারভনবাগিনাম্ ॥ ১৫
 যে দক্ষ্যন্তি শিবং তত্র তে দক্ষ্যন্তি পরং পদম্ ।
 ত্রাঙ্গশান্তব মুকুতি বেদবেদং পাপরাগাঃ ॥ ১৬
 বতরঃ পুণ্যকর্মাণো যে চান্তে বেদসংস্থিতাঃ ।
 নানালিঙ্গধরা বিশ্রা বেদশাস্ত্রপরাযণাঃ ॥ ১৭
 গৃহস্থাস্থিঃ বতরভূম্যঃ তীর্থ উপাসকাঃ ।
 এককণ্ঠাস্থিঃ হংসভূম্যঃ তীর্থ উপাসকাঃ ॥ ১৮

আমি সত্যত সেই স্থানে থাকি ১—১১ সেই
 কানীকিরে আমর মনস্তপ হইতেছে সেই
 অবিমুক্তকেত্রে এবং পকারভনে উপস্থিত হইয়া
 ওক্তরেখর শিবের পূজা করা কর্তব্য অকার,
 উকার এবং মকার এই ত্রিবিধ রূপ সেই
 শিবের স্থিতি ; তিনি ত্রিলোকপালক এবং
 ত্রিলোকতোতা । প্রভু ওক্তরেখর অবিদ্যা এবং
 মায়ার অতীত, ইহা অবাস্তর সিদ্ধিলাভের পরে
 জ্ঞাতব্য । সেই ওক্তরেখরের অভিজ্ঞ বাহারে,
 তদ্ব্যে হুত্বত শিবভক্তেরাই শ্রেষ্ঠ : শিব-
 ভক্তপণ আমার পুত্র । সন্তোষপ্রাপ্ত শিবপণ,
 সৰ্বদাই শিবপুরী পরম স্থান অবিমুক্তকেত্রে
 পরম ভক্তিতাবে দর্শন করিতে পারিবে
 পণ্ডিতেরা ওক্তারকে পরম পদার্থ ও পরম ত্রুপ
 বলিয়া জ্ঞানেন । সেই ওক্তার দেবই সন্ধ্যো-
 জাজি পকত্রক্ষময় । পকারভনবাসী অর্থাৎ
 শরীরীদিগের মধ্যে যে সেই শিবকে দর্শন
 করিবে, সে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে । হে দেবি !
 জোয়ার ভক্ত বেদ-বেদান্তপরাগ ত্রাঙ্গপেরাও
 মুক্তিলাভ করে । বেদবার্গিকলরী নামাঙ্কিত-
 লক্ষ্য পুণ্ডরীক্য বতিন, কো-শান্ত-পরাগ
 শিবভক্ত পুণ্ডরীক, তদসেকা শ্রেষ্ঠ তীর্থসেবি-
 কা, এককণ্ঠী, ত্রিভাষী ও হংসভূমী বতিন,

শৈবাঃ পান্তপতা যে চ কপালত্রুচাঙ্গিনীঃ ।
 উপাসতে চ মাং নিত্যং মুকুত ব্রতমাহিতাঃ
 অবিমুক্তে পরে কেত্রে উ ভাগবতমানসাঃ
 ঋতুভেদেন তেষাম্ সর্কেষামাহিতো হহম্
 বিভজ্যামি পরং স্থানং ত্রোক্তং পরমং পদম্
 শশানং তত্র বিখ্যাতমবিমুক্তস্ত মুক্তিদম্ ॥ ১২
 শ্রীভৈঃ পান্তপতেহু ষ্টং দেব-গুরুসেবিতম্
 যত্র নিত্যং শিবঃ সাক্ষাদবিমুক্তেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥
 নিত্যং সন্নিহিতো দেবো জহ্ননকৈব তরকঃ
 ত্রুপাং পুণ্যং বাবস্থানাং প্রখ্যাতা মেহবিদুঃ
 মন্য কলিঙ্গং ত্রিগৈব তথা সংসারভীকৃতিঃ
 তত্র বিবেকধরং দৃষ্ট্বা সংসারে ন পতেৎ পুনঃ
 বিবেকধরক ওক্তারমোতং সারং প্রকীর্তয়েৎ ॥
 সিদ্ধকেত্রে তপঃকেত্রে যথা ব্যবাসী মুনৈঃ
 অবিমুক্তেশ্বরং দেবং সংসারেহকম্যচনম্ ॥
 কপীজলন্ত ওক্তরং দেবদেবত সন্নিহিতো
 স্পন্দনানন্দনঃ তত্র কৃত্য মানব ভূমিঃ ॥

শিব, পান্তপতা এবং কপালিকগণ পরম
 মুক্ত-কেত্রে, শিবশাস্ত্রসম্মত মৌনব্রত
 আমর উপাসনা করিয়া থাকেন কর্তব্য
 ব্রাহ্মদিগের সকলের প্রতিই মহোত্তম
 (শিব), তাঁতাদের বাসনারসম্মত পরম পদ
 বিভরণ করি ১২—২০ অবিমুক্ত-কেত্রে
 প্রদ শশান বিখ্যাত আছে, পান্তপতা
 দেবতা ও গুরুসেবিত সেতানের সেবা
 তথায় অবিমুক্তেশ্বর প্রভু শিব প্রাণি
 নিস্তারক রূপে সদা সন্নিহিত । আমি
 সৰ্বদা সেই নগরীতে অবস্থান করি
 তাহার বিখ্যাত নাম হইয়াছে 'ব'
 তথায় সংসারভীকগণের ভয়কারক কি
 তথায় বিবেকর দর্শন করিলে আর
 পতিত হইতে হয় না । (সনৎকুমার
 লেন,) হে মুনৈ ! সিদ্ধকেত্রে তপঃকে-
 ত্রী যেমন শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ বিগো
 ওক্তরেখর শিবলিঙ্গধরের কীর্তন
 সংসারমোচক অবিমুক্তেশ্বর শিবের
 কর্তব্য । শিবধন-সমীপে জ্ঞান

ক্ক কলো দিব্যোজ্জলং কুমুতোপমম্ ।
 ২৭ সর্ষপ্তজনাং নানাপাপস্ত নাশনম্ ॥ ২৭
 ষোড়শ মূনিনা যত্র ক্রুদ্ধোহপরোষিতঃ ॥ ২৮
 সক্ষ্যামুপাসিতা বক্ষ্যন্তু দেবতা ।
 উপাসিতা ভবতি স কৃত্য দশমাসকৃত্য ॥ ২৯
 দেবো নদী গঙ্গা সৃষ্টিময়ঃ স্তুতা পতিঃ ।
 ৩০ মহাপুৰাণং কস্ত বাসো ন রোচতে ॥ ৩০
 ত্রীশৈবে মহাপুৰাণে সনৎকুমারসংহিতানা-
 মবিমুক্তকেন্দ্রস্য মাহাত্ম্যকথনং নৈমিক-
 চত্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বিচত্রাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ

চন্দ্রতঃ শ্রীম নাসীদ্যক্ষ প্রত্যপবান
 কশ ইতি খ্যাতো ভ্রাক্ষণো ধর্মক ॥ ১
 জয়প্রভৃত্যেব শর্কসে ভক্তিরনন্তম্

বর্ধন-স্পর্শনে মানবেরা ভাতলে কৃত-
 সেই বাপীর অমৃতোপম জল কলিকালে
 পেরও হর্ষভ। সেই জল সর্ষপ্রাণি-
 নিস্তারক এবং নানাবিধ পাপের বিন-
 সেই বাপীতীরে জগীষব্য মূনি ক্রুদ্ধ
 পরাভূত কবির' দেন। সেই বাপীতে
 উপাসনা করিলে অক্ষয় দেবতা যে ব্রহ্ম,
 পত-প্রাপ্তি হয়। একবার তথায় সক্ষ্য
 , দশ মাস সক্ষ্য করার ফল হয়। যথায়
 দেবদেব বিশেষর, নদী গঙ্গা, জম্বুই
 উপায় এবং মরণ প্রশস্ত, সেই
 যে কাহার বাস করিতে প্ররুতি না
 ১-৩০ ।

বিচত্রাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

বিচত্রাবিংশ অধ্যায় ।

কুমার বলিলেন,—শ্রীমান হরিকেশ
 াত ব্রহ্মনিষ্ঠ ধার্মিক এক বক ছিলেন;
 পণের মধ্যে প্রবলপ্রতাপ। তাঁহার

তদাসীতমমস্মারতততততং পরায়ণঃ ॥ ২
 আসীনচ শয়ানচ গচ্ছন তিষ্ঠনমুত্তমম্ ।
 ভূগানো বাপি ধাবনচ রূপমেবানুচিন্তয়ন ॥ ৩
 তস্মৈবং মুক্তমনসঃ পূর্বভদ্রঃ পিতাব্রবীৎ ।
 ন ত্বাং পুলমহং মস্তে প্রজাতো বস্তুমকুধা ॥ ৪
 নহি যক্ষকুলীনানামেবংরুস্তিভবেং সূত ।
 গুহ্যকাবহু মৃগং বৈ স্তভাবাং ক্রুরচেতসঃ ॥ ৫
 ক্রব্যাদাটৈশ্চ কিং তত্র হিংসানীলাচ পুলক ।
 নৈব কার্য্যো ন তে রুস্তিরেবং দৃষ্টা মহাস্বনাম্ ॥ ৬
 সস্বপ্তবা যথা দৃষ্টা ত্যক্তবান্ মহিতে ভবেৎ ।
 আশ্রমাস্তরক্ষ্যং কশ্চ ন কুর্ধ্যাদ্গৃহিণস্ততঃ ॥ ৭
 হিতা মনুষ্যভাবক কশ্চিৎপিতৃবিধৈশ্চ হ ।
 দেবঃ নোহদিমার্গেণ মানুযাং জাতিমেব চ ॥
 অনুবিক্রি ইদং তেবাং বস্তুস্তংপ্রাপ্তিচেতসা ।
 ন ময়া বিহিতং তস্মৈ কশ্চ তত্রাত সংশয়ঃ ॥ ৮

পিতা পূর্বভদ্র হরিকেশ, জন্মাবধি শিবের
 প্রতি মহাভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শিবনিষ্ঠ,
 শিবপ্রণত, শিবভক্ত এবং শিবপরায়ণ হইলেন।
 আসন, শয়ন, গমন, অবস্থান, অনুগমন, ভোজন
 এবং ধাবন সময়েও হরিকেশ শিব-রূপ-চিন্তায়
 তৎপর থাকিতেন। হরিকেশ এইরূপ শিব-
 পরায়ণ-চেতা হইলে, পিতা পূর্বভদ্র বলিলেন,
 যখন তুমি আর একপ্রকার হইয়া গিয়াছিস,
 তখন তোকে আর আমি পুত্র বলিয়াই মনে
 করি না। পুত্র। যক্ষবংশীয়গণের রুস্তি এরূপ
 নহে, তোমরা গুহ্যক, স্তভাবতঃ ক্রুরচেত
 হইবে। রে কুপুত্র। হিংস্রক হওগা ও অম কথ্য,
 তোরা মাংসাদ হইবি। তুমি যে রুস্তি অবলম্বন
 করিয়াছিস, তাহা কদাচ কর্তব্য নহে। মহাস্বা-
 দেব এ রীতি দেখা যায় বাই। অস্বস্ত্য বিবেচনা
 করিয়া (মনুষ্যগণের পক্ষে) বাহ্য পূজনার বলিয়া
 স্থির করিয়াছেন, বক্ষগণ তাহা ত্যাগ করিবে।
 অস্ত্রাশ্রমের কশ্চ গৃহিণগণেরও কর্তব্য নহে।
 আমরা বিবিধ সংকল্পকালে মানুযভাব অভিক্রম
 করিয়া দেবোনিষ্ঠ রূপ ক্রোড়ন প্রাপ্ত হই-
 য়াছি। তুমি বাহ্য কর, সে সব কর, বস্তুভাব-
 বিশিষ্ট বাহ্য, তাহাবিপণ্যই আনিবে। আমি যে

সনৎকুমার উবাচ ।

ইত্যেবমুক্তা পুত্রস্ত পূৰ্ণভদ্রঃ প্রতাপবান্ ।
উবাচ নিম্ভ্রম ক্রিঞং গচ্ছ বত্র ভূমিচ্ছসি ॥ ১০
ততঃ স নির্গতস্তস্ত গৃহাত্যন্তরতস্তথা ।
বারাণসীং সমাসাদ্য উপস্তেপে মহেশ্বৰান্ ॥ ১১
হাগুভূতে কবিশেষঃ শুককাষ্ঠোপলোপমঃ ।
তাকুা গোত্রকৃত্যং বৃষ্টিং তথা জাতিকৃতান্ততঃ ॥
ইহাগত্য চ ধর্মাত্মা গোকর্ণাশ্রমে স্ততে ।
আরাধয়ন্ বো বোণীণং গোকর্ণং দেবমৌষরম্ ॥ ১২
তস্মিন স্থানে স্থিতো ব্যাস একচিন্তঃ প্রসন্নধীঃ ।
সন্নিম্মোদিতগ্রামমবতিষ্ঠত নিশ্চলঃ ॥ ১৪
অথ তৈস্তেবং বসতস্তস্ত বক্তঃ সদাশিবঃ ।
সহস্রমেকং বর্ষাণাং দিব্যাং সম্রাতিবর্জিত ॥ ১৫
বশীকেন সমাক্রান্তো ভক্তামাণঃ পশুপতৈকঃ ।
ব্রাহ্মচরীমুখৈস্তীকৈর্বিদ্যমানস্তথৈব চ ॥ ১৬
নির্মলঃ সক্রোধিতঃ সর্বং কুন্দ-শব্দেন্দ্রসম্রাভঃ ।
অস্তি গোপা ভবেৎ সর্বং দেবং বৈ চিত্তব্রজপি ॥

একবার ধর্মপ্রাপ্তি চাহি না, ঐকম কষ্টও করি না, ইহাই নিশ্চিত জানিবে ১—২ সনৎকুমার বলিলেন,—প্রতাপবান্ পূর্ণভদ্র এই কথা বলিয়া পুত্রকে বলিল, তুমি নীচ এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হ, বখা ইচ্ছা গমন কর। অনন্তর মহাত্মা হরিকেশ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বারাণসীতে আসিয়া উপস্থ করিতে লাগিলেন। উপস্তা-কালে তিনি হাগু-নির্কীর্ষে এবং শুককাষ্ঠ ও প্রস্তর-সমূহ হইলেন। বৎস ও জাতির বৃষ্টি তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হে ব্যাস! শাহারা বোণীণের গোকর্ণ মহাদেবের আরাধনা করেন, বর্ষাষা হরিকেশ বারাণসীতে আসিয়া গোকর্ণ শিবালয়ে ঠাঁহাদিগের নিকট একাগ্র ও প্রসন্নচিত্তে অবস্থান করত ইন্দ্রিবসমূহ সংযমন-পূর্বক নিশ্চলভাবে থাকিলেন। এইরূপভাবে সহস্রবর্ষ অভিযাচিত হইল। তখন শিব ঠাঁহার প্রতি অমূর্ত হইলেন। ঠাঁহার দেহ বশীকের ন্যায় হইল। শিল্পীলিকা মাংসরহিতসে এবং ঠাঁহার ব্রাহ্মচরীমুখ কীটপ জাহ বিহীন হইল। দেব-ভক্ত-সমূহ কখন

এতদ্বিরক্তরে দেবী বিজ্ঞাপয়তি শঙ্করম্ ।
উদ্যানং পুন্ময়েবেদং দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে বর ॥ ১৭
ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবঃ পার্শ্বত্যা পরমেশ্বরঃ ।
শর্কঃ পৃষ্ঠে। যথান্তায়মাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ১৯
নির্মলগাম চ দেবেশঃ পার্শ্বত্যা সহ শঙ্করঃ ।
উদ্যানং দর্শয়ামাস দেব্যা দেবঃ পিনাকবৃক ॥

দেবদেব উবাচ ।

প্রজ্ঞানানাক্রমগুণশোভিতং
লতাপ্রতানাবনতং মনোরমম্ ।
বিক্রতপুষ্পৈঃ পরিভঃ সুগন্ধিতং
সুপুষ্পিতৈঃ কণ্টকিভিঃ কেতকৈঃ ॥ ২১
তমালগুঠৈর্নিচিভং সুগন্ধিভিঃ
সকর্ষিকারৈর্বকুলৈঃ সর্ষতঃ ।
অশোকপুন্মগবনৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ
দ্বিরেকগালাকুলসকরৈঃ কচিৎ ॥ ২২
কচিৎ প্রদুলাসুজরৈঃ ভূষিতৈঃ
বিহঙ্গমৈশ্চাকুলপ্রবাদিভিঃ
নির্নাদিতং সৌবভমং সুনাদিতং
প্রসন্নজম্বুহরিতৈঃ পর্বতিভিঃ ॥ ২৩

স্বতে ঠাঁহার দেহ এইরূপে একমাংস-বর্ষ হইল এবং কুন্দ, চন্দ্র ও শঙ্কর তুল্য প্রসম্পন্ন অর্থাৎ অদ্বিসার হইল। (তা হউব বক্ষ্যকস্তা আছেন, আবার সকলই হইবে) তিনি এইরূপ ভাবিয়া ঈশ্বরচিন্তাতেই নিরহিলেন। এই সময়ে দেবী শঙ্করকে বলি—হে পূজ্য! আপনার উদ্যান-দর্শনে পুন অভিলାষিনী হইয়াছি। পার্শ্বতী পরমেশ্বরকে কখা বলিলে, তিনি পার্শ্বতীর সহিত গি হইলেন এবং উদ্যান প্রদর্শন ও প্রদান উত্তর-দান বখাযোগ্য করিতে লাগিল ১০—২০। উচ্ছল বিবিধ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা বৃক্ষকুম্মিত কণ্টকী কেতকী বৃক্ষ এই সমস্ত উদ্যানের শোভা এবং সৌরভ সম্পাদন হইল। কোথাও সুগন্ধি তমাল গুল্ম, গুল্ম, কচিৎ, বকুল, অশোক এবং পুন্মগবন হুলে আবৃত। কোথাও প্রদুলাসুজর শোভিত লজিক-কলনাধী বিহঙ্গনা

বিহঙ্গকুলোপমাদিতং
 তু কাদম্বরবেণ শোভিতম্ ।
 চক্ৰ কারণবরাবনাদিতং
 চক্ৰ মস্তা কুলাকুলীকৃতম্ ॥ ২৪
 কলাভির্ভ্রমরাঙ্গনাভি-
 য়েবিতং চাক্ৰ সুগন্ধি পুষ্পিতম্ ।
 চিংসপুষ্পেঃ সহকারবৃক্ষৈ-
 প্রসূনৈস্তিলকৈঃ ২৫
 গৌতবিদ্যাধরচারণক
 কুন্তন্যাত্তগতাপরোগণম্ ।
 চট্টমানবিধপক্ষিসেবিতং
 যন্তরীতকুলোপমোদিতম্ ॥ ২৬
 গেলনানাকুলমানবৈঃ কচি-
 প্তৈঃ কচিবন্ধকদম্বকং যুগৈঃ ।
 গেলনানবিধচারপক্ষ্যৈঃ
 রত্নপৈক্যপশোভিতং কচিৎ ॥ ২৭

ইওসৌভ ছড়াইতেছে, কোথাও বা
 কল-বসন্ত পক্ষিগণ সুসরলহরী
 করিতেছে। কোথাও কলহংস,
 কারওর পক্ষী, কোথাও অপর বিহঙ্গ-
 ং কোথাও বা মস্ত অঙ্গিকুলের উত্তম
 বনের রমণীকতা সম্পাদন করিতেছে।
 উত্তম সুগন্ধ-সম্পন্ন পুষ্পিত বৃক্ষ সুক-
 ্রমরীগণ সেবা করিতেছে। কোথাও
 ত সহকারবৃক্ষ এবং পুষ্পভারাবনত
 শোভা পাইতেছে। বিদ্যাধর-চারণেরা
 তেছে, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে,
 ম্যোদিত এবং হারীত পক্ষিগণ মধু-
 উদ্যানের শোভা সম্পাদন করি-
 কোথাও যুগেন্দ্রভীত (অথবা যুগেন্দ্র-
)—এ অর্থ ভাবসম্মত, কিন্তু কিঞ্চিৎ
) হস্তীরা বিচরণ করিতেছে, কোথাও
 লবঙ্গ হইয়া বেড়াইতেছে, কোথাও
 ধ কমলবন-শোভিত জলাশয় শোভা
 করিতেছে। (কোথাও) বনসন্ধি-
 নে লতাক্ষেপী উদ্যানের নিলীমা

নিবিড়নিচুলনীলং নীলকণ্ঠাভিঃসং
 মদমুদিতবিহঙ্গব্রাতনাদাভিঃসং ।
 কুমুদিততরুশাখানীনমস্তবিরেকং
 নবকিসলয়শাখাশোভিতং প্রান্তশাখম্ ॥ ২৮
 কচিচ্চ দত্তকতচারুবীকুধং
 কচিল্লতালিঙ্গিতচারুবৃক্ষম্ ।
 কচিদ্দিশালসগামিনীভি-
 নিষেবিতং কিম্পুরুষাঙ্গনাভিঃ ॥ ২৯
 পারাবতধ্বনিবিক্রিতচারুশৃঙ্গৈ-
 রজ্জকষঃ সিংহনোহরচারুকুপৈঃ ।
 আকীর্ণপুষ্পনিকরৈঃ প্রবিমুক্তহাসৈ-
 বিলাসিতং ত্রিদেশদেবকুলৈরনেকৈঃ ॥ ৩০
 কুমোঃপলৈঃ সারসহংসযুক্তৈ-
 স্তোয়াশরৈঃ সমনুশোভিতদেবমার্গম্ ।
 মালান্তরাগলিতপুষ্পবিচিত্রভক্তিং
 সংবন্ধগুণ-বিতপৈবিরহগৈঃ যুক্তম্ ॥ ৩১
 নীলৈঃ পুষ্পস্তবকতরলপ্রান্তশাখৈরশোকৈ-
 মস্তালিত্রাতগৌতক্রতিমুখজনকৈ-
 ভাসিতান্তং মনোজৈঃ ।

সম্পাদন করিতেছে, ময়ূরগণ উদ্যায় সুখে
 অবস্থিত। এই উদ্যান, মদমস্ত বিহঙ্গকুলের
 স্বরে মনোহর। কুমুদিত তরুশাখার মস্ত অঙ্গি-
 কুল লীন হই। রহিয়াছে। নব-পল্লব-বৃক্ষ শাখায়
 শোভিত এই উদ্যানের প্রান্তভাগ শাখাজ্জা-
 দিত। ২৮—২৯। কোথাও দত্তকত মনোহর
 বীকুধ, কোথাও লতা মনোহর বৃক্ষ আলিঙ্গন
 করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা বিলাসময়রগামিনী
 কিম্বকামিনীরা বিচরণ করিতেছে। মনোহর
 চূড়ায় বসিয়া পারাবতগণ কলধ্বনি করিতেছে,
 পুষ্পসমূহ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ বলিয়া ও মুচল
 স্তবর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। যেন ইহারা
 হাস করিতেছে—এইরূপ অনেক দেবমন্দির
 এই উদ্যানের শোভাবর্ধক। দেবমন্দির-মার্গে
 সারস-হংসযুক্ত এবং কুমকমলকুল-শোভিত
 জলাশয়; পুষ্পমালাখলিত কুমুদ-নিকর
 সুসরলহরী সজ্জিত এবং পার্শ্বস্থিত কুমুদাশ্রয়
 বিহঙ্গম-গণী। পুষ্প-স্তবক-তরল-প্রান্ত-শাখা-বিশিষ্ট

যাজ্ঞো চন্দ্র ভাসা কুম্বিত্তিলকৈ-
 বেকভাসং প্রযাতং
 ছায়াশুপ্তপ্রবুদ্ধিতহরিবক্সা-
 নুপ্তদর্ভাক্ষরাণ্যম্ ॥ ৩২
 হংসানাং পক্ষবাতপ্রচলিতকমল-
 স্বচ্ছবিশ্ভীর্ণতোষং
 ভোরানাং তীরজাতপ্রবিকচকমলৌ-
 বাস্তুতান্ময়ম্ ।
 মায়রৈঃ পক্ষচৈঃ কচিদপি পতিতৈ-
 রভিতং ক্ষাপ্রদেশং
 দেশে দেশে মুদিতবিলনমস্তহারীতনভ্যম্ ॥ ৩৩
 সারঙ্গৈঃ কচিৎপশোভিতপ্রদেশং
 স্বচ্ছময় কুম্বমচৈঃ কচিৎকিচিৎকৈঃ
 কুম্বাভিঃ কচিদপি কিম্বরাভনাভিঃ
 কীরতিঃ সমদুপপীতবক্ষণম্ ॥ ৩৪
 সংকটৈঃ কচিৎপলিপুংকএপুটৈ-
 রাবাসৈঃ পরিবৃতপাদপং মুনীনাম
 অপ্রাস্তোঃ পলনিচিৎকৈঃ কচিৎকিচিৎকৈঃ
 বীককুম্ব সন্মলমগীকটৈকপুটম্ ॥ ৩৫

কুম্ব কুম্বন-মদুর মনোহর নীলাশোক এই
 উদ্যানের শোভাবক্সন করিতেছে এখানে
 কুম্বিত্তিলক রত্নিকালে শশধর-কিম্বের
 সঙ্গে সমান হইয়া থাকে । ছায়াশুপ্ত হরিবক্স
 প্রবুদ্ধ হইয়া এই উদ্যানের কুম্বাক্ষরাণ্য দংশন
 করিয়া থাকে । বিশাল তলপত্রের স্বচ্ছকমল
 এক পক্ষবন, ময়ালকুলের পক্ষসমীকরণ বিক-
 শিত হইতেছে, তীরজাত-কমলীকাননে
 ময়ূররা নৃত্য করিতেছে, মদুরের চন্দ্রকান্ত
 আলিত পক্ষ কোন স্থলের বিচিত্র শ্রী সম্পাদন
 করিতেছে, আর নানাভাবে মুদিত হারীতপক্ষি-
 কুল নৃত্য করিতেছে কোথাও স্বচ্ছবচরী
 হরিবক্স, কোথাও বিচিত্র কুম্বমচর এবং
 কোথাও বা কুম্ব। কিম্বকমিনীরা মস্তাবহার
 প্রদর্শন করিতেছে-পাশে ৩২-৩৪ ।
 কোথাও পক্ষপদ-সংকট উৎপলনিচিৎ মূনি-
 কুম্বাভিঃ কচিদপি কিম্বরাভিঃ জাকিয়া রাখিয়াছে,
 কোথাও বা বিশাল ময়ালকুল সমস্ত উদ্যান-

কুম্বাভিমুক্তকলতাগ্হলাল্যসিদ্ধং !
 সিদ্ধান্তনাভনবিকস্বরচাটরম্যম্ ।
 কুম্বপ্রিয়সুতকুম্বরিসকলভুং
 ভূতাবলীসরলিতাক্ষকমপুপম্ ॥ ৩৬
 পুষ্পোঃ করানিলবিদ্যাবতপাদপাণ্ডু
 অগ্রেসরৈর্ভূবি নিপাতিতবংশম্ ॥
 গুণাতুরপ্রসুততীরমুগীসমুৎ
 বল্লীলতাতনুভূতামপবর্গদং তম্ ॥ ৩৭
 চন্দ্রাংস্তলপদবলৈশ্চিলকৈর্মুনোদৈঃ
 সিন্দুরকুম্বকুম্ব হুনিভৈরশোভৈঃ
 চামীকরপ্রতিমুর্মেবকর্ণিকাটৈঃ
 কুম্বাবিন্দপদচিত্রবিশালশাখৈঃ ॥ ৩৮
 কচিদগ্ননবর্ণাভঃ কচিৎকন্দ্যাসমিভঃ
 কচিৎ সকাটৈঃ শোভাভ্যঃ পুষ্পবচিত্ত
 পুষ্পপেদু বিম্বপদবিকৃতং
 বক্তাশোকসুতকতবলিতম্

ভূমিকে অস্বস্ত করিব'র ক্ষণ মিজিত হই
 সিদ্ধপন কুম্ব মাদবীলতামণ্ডপে আমোদ
 ভেছে, সিদ্ধকমিনীগণের প্রযুক্ত প্রি
 উদ্যানের এক প্রাচ মনে হর হইয়াছে,
 শ্যাম ময়ূরীতে আলিঙ্গন নিলীন, আর
 কুম্বের অন্ধাংশ ময়রশ্রেণীর স
 সরলিত । পুষ্পসমুচ্চসী সমীরণে ত
 মোদুল্যমান, অগ্রবর্তী অনুরের ব
 ভূমিপাতিত কবিরাছে, তাই মুগীসমুৎ
 সুরে ধাবিত হইতেছে, (অধিক কি
 সেই উদ্যানভূমি লতাক্ষাদিরূপ যে
 তাহাদিগেরও মুক্তিসম্পাদক । চন্দ্রা
 কুল মনোহর তিল, সিন্দুর-কুম্ব-কুম্ব
 অশোক, সুবর্ণবর্ণ কর্ণিকার ও কুম্বারী
 চিত্রিত বিশাল শাখী তথায় বর্তমান ।
 কুম্বাবিন্দাশ্রিত, বিশালশাখাসম্পন্ন,
 কর্ণিকার) । কোথাও কুম্ববর্ণ, কোথাও
 মণির প্রায় রক্তবর্ণ, কোথাও বা শো
 কালকুম্ব সমবেত বিবিধ পুষ্প, উ
 ব্যাও করিয়া রাখিয়াছে । পুষ্পগুরু
 কুম্ব করিতেছে । আর রক্তা

পাপাত্তমহাপবনং

ক্ষেপে প্রমত্তবিস্মিতম্ ॥ ৪০

জলভবনকণ্ডা লোকনাথশ্রদধানীঃ

হিনশিবরসংবাস্তকনিষ্ঠৈর্গণৈশ্চৈঃ

বিধতকবিশালং মন্ত্রলুপ্তাক্রুপৈ-

পবনতরুরমাং দম্যামাস দেব্যাঃ ॥ ৪১

দেব্যাচ ।

৪০ শিতিং দেব শোভয়া পরয়া যুতম্ ।

৪১ তু গুণান সর্মান পুনর্বকুমিহার্হসি ॥ ৪২

ক্ষতম্ মাতায়ামবিমুক্তম্ তং কথাম্ ।

৪৩ পুনর্হি মে গুপ্তিরথ ভূয়ো বদস্ব মে ॥ ৪৩

দেবদেব উবাচ ।

৪৪ তব ক্ষেত্রে সদা বারানসী মম ।

৪৫ যমেব জগদ্রাজ হে তুমি ক্ষত সর্ষপ ॥ ৪৫

৪৬ ন সিক্ সঙ্গ দেবি মদীয়ং কৃত্যমাশ্রিতাঃ ।

৪৭ নিচর নিঃসার মম লোকাভিকারিণঃ ॥ ৪৭

৪৮ স্তুতি পরং যোগং যুক্তাস্তানো ত্রিতেন্দ্রিয়াঃ

৪৯ রক্ষমাণীর্বেদানবিহগরাক্রিতে ॥ ৪৯

৫০ পুনর্পুন্যৈঃ সর্বোভিঃ সমলংগতে

৫১ হইতেছে, শমাপহ সমীরণ রমণীর

প্রভে প্রচর এবং প্রলোকমলবনে নম-

তা করিতেছে তখন হিমালয়-শিবর-

সকলভবনকণ্ডা লোকনাথ, কতিপয় গণ-

মভিত্যাহবে মন্ত্রলুপ্ত প্রাণিপূর্ণ, বিবিধ

অসম্পন্ন উদ্যানভাগ ভবানী দেবীকে

তে লাগিলেন দেবী বলিলেন,—পরম-

সাম্প্র এই উদ্যান দেখা হইয়াছে, এখন

৪০ ক্ষেত্রেওপকীর্ণ করুন । আমি অবিমুক্ত-

৪১ মাতা যাকথা জনিয়াছি বটে, কিন্তু আশা

হই না, আমার বলুন ৩৫—৪৩ । দেবদেব

৪৪—বারানসী আমার গুহাতর সনাতন

এই ক্ষেত্র সর্ষপাণীর সত্য মুক্তির

হে দেবি ! এখানে মদীয় লোকপ্রাপ্তি-

৪৫ সঙ্গপ নানা চিহ্ন ধারণপূর্বস্বর মদীয়

৪৬ বলস্বন করত যুক্তচিত্ত ও অিভেক্ষিত

৪৭ সত্য পরম যোগ অভ্যাস করিতেছে ।

৪৮ রক্ষমাণীর্, নান-পরি-বিহগরাক্রিতে, বদস-

অপ্সরোগণকটকৈঃ সদা সংশোভিতে শুভে ॥ ৪৭

রোচতে মে সদা বাসো যেন কার্যেণ তচ্ছুগু ।

মথনা মম তত্ত্বং যস্মি সর্ষাপিতক্রিয়ঃ ॥ ৪৮

যথা মোক্ষমিহাপ্নোতি অথবা ন তথা কচিৎ ।

এতন্ময় পুরং দিব্যং গুহাদ্গুহাতরং মহৎ ॥ ৪৯

বক্ষাদযো বিজানান্তি যে চ সিন্ধা মুমুক্শবঃ ।

নাতঃ প্রিয়তরং ক্ষেত্রং তন্মাত্রে হরতে মনঃ ॥ ৫০

বিমুক্তং নাময়া যস্য মোক্ষাতে ন কদাচন ।

মহাক্ষেত্রমিদং তন্মাদনিমুক্তমিতি শ্রুতম্ ॥ ৫১

নৈমিষেষু কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাবারে তু পুঙ্করে ।

৫২ স্নানং সংসেবনাবাপি ন মোক্ষঃ প্রাপ্যতে যতঃ ।

ইহ সম্প্রাপ্যতে যেন তত এতদ্বিশিষ্যতে ।

প্রয়াগে বা ত্রয়েমোক্ষ ইহ বা মংপরিগ্রহাৎ ॥ ৫৩

প্রয়াগাদপি তীর্থগ্রাদিদমেব মহৎ শ্রুতম্ ।

৫৪ ত্রৈলোক্যঃ সত্যং সিদ্ধিং যোগতঃ স মহাতপাঃ ।

৫৫ যত ক্ষেত্রম্ মাতায়াং তত্ত্বং মম ভাবনাং ।

৫৬ জগীষ্যে মহাক্ষেত্রে যোগিনাং জ্ঞানমিচ্ছতি ॥

কল্যাণী-শোভিত-সরোবর-নিচয়ে সমলংগত

এব গঙ্গাঈ ও অপ্সরোগণ কটক সত্য সংশো-

ভিত এই ক্ষেত্রে যে কারণে সত্য বাস করিতে

আমার প্ররতি, তাহা শুনি । এখানে যেমন

লোকে মর্ষিত-চিত্ত, আমার তত্ত্ব এবং

আমাকে অর্পিতকথা হইয়া মুক্তিলাভ করিতে

পারে, অথ কোথাও সেরূপ পারে না । এই

আমার দিবা পুর গোপনীয় হইতেও গোপনীয়-

৪৭ তর বক্ষাদি দেবগণ এবং মুমুক্শু সিদ্ধগণ

ইহা জেনেন । যেহেতু এই মহাক্ষেত্রে আমি

কখন মোচন (তাপ) করি নাই এবং করিব

না, এতৎকৃত ইহার নাম 'অবিমুক্ত' । নৈমিষা-

৫০ রণো, কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গাবারে এবং পুঙ্করে স্নান

বা বাস করিলে মুক্তিলাভ হয় না, কিন্তু এই

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে তাহা হয় ; এই অত ইহা

সর্বোৎকৃষ্ট । মুক্তি এখানে হয়, আর আবার

৫১ পরিশ্রীত ক্ষেত্র বলিয়া এইখানে হয় । তীর্থ-

৫২ স্নান এখানে অপেক্ষাও এই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ । সেই

৫৩ যে মহাতপা নৈমিষ্য পানসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া

৫৪ ক্ষেত্র-আশা এই ক্ষেত্রে মহাতপা

ব্যাক্তে হত মাং নিত্যং যোগাধিকার্যপাতে ৬০
 কৈবল্যং পরমং বাতি দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৬১
 অব্যক্তলিঙ্গং মূর্তিঃ সৰ্বসিদ্ধাত্তবেদিত্তিঃ ।
 ইহ সম্প্রাপ্যতে মোক্ষো দুর্লভোহুত্ৰ কৃত্তচিৎ ॥
 তেজোচ্চাহং প্রবক্ষ্যামি যোগৈব ধ্যায়ামনুত্তমম্ ।
 আশ্রমশৈব সাধুজামৌপিতং স্থানমেব চ ॥ ৬২
 কুবেরঃ স মহাবলস্তথা সৰ্বপিত্তপ্রিয়ঃ ।
 ক্ষেত্রস্ত বন্ধনাদেব গণেশমবাপ ৬৩
 সংকল্পো ভাবিতার্থঃ সোহপি তক্তা মমৈব হি ।
 ইহৈবাব্যাহা মাং দেবি সিত্তিঃ বক্ততানুত্তমম্ ॥
 পরাশরমুতো যোগী কবির্দ্যাসো মহাপদঃ ।
 বর্ষবক্তা তবিত্যং বেদশাস্ত্রপ্রবক্তকঃ ॥ ৬৪
 রমতে সোহপি পরাং কিং ক্ষেত্রেহি নু মুনিপুত্রবঃ ।
 ত্বম্ চ কবিত্তিঃ সাক্ষং বিদুর্বার্যদিকর ॥ ৬৫
 দেবরাজস্তথা শক্তো যে চাক্তে চ দিব্যকসঃ ।
 উপাসতে মহাত্ম নাঃ সৰ্বৈবর্ম্মহ মনুষ্যতঃ ॥ ৬৬
 অস্তে চ যোগিনঃ সিদ্ধাঃ চ মনুষ্যঃ মহাত্মতঃ ॥

প্রতি তত্ত্ব ও আশ্রম চিত্ত করিয়া মহাপ্রভু
 জৈমিন্যবা এখন কোন্সিমা কানলিপনুঃ ইহা
 ছেন। তিনি সত্তত আমাকে এই স্থানে বান
 করিতেছেন যোগ ইহতে পরমনিঃসংশয়প্রাপ্তি
 হয়। ৪৪—২৬ অব্যক্তলিঙ্গ দেবলীল পরম-
 কৈবল্য প্রাপ্তি এই স্থানে হয়। সৰ্বসিদ্ধাত্তবেদিত্তি
 মূর্তিগণ অস্ত্র স্থানের দুর্লভ মুক্তি এইস্থানে প্রাপ্ত
 হয়। আমি ইহাশ্রমকে অনুত্তম যোগৈব ধ্যায়ামনু-
 ত্তমম্। আশ্রমশৈব সাধুজামৌপিতং স্থান প্রদান
 করি। মহাবল কুবের শিবপিত্তপ্রিয়ঃ ইহা
 এই ক্ষেত্রের বন্ধন করিয়াই গণেশ প্রাপ্ত
 ইহাছেন। সংকল্প কবি এবং ভাবিতার্থ কবি
 তত্ত্বজ্ঞহকারে এইখানেই আমার আশ্রম
 করিয়া বর্ষক্রমে সিদ্ধিলাভ করিবেন। হে
 কল-মহাশয়! তবিসংসারবক্তা ও বেদশাস্ত্রবিভা-
 জক পরাশরনবন যোগী মহাত্মা মুনিপুত্রব ব্যাস
 কবি এই ক্ষেত্রেই হলে অবস্থান করিতেছেন।
 হে ব্রহ্মক! কবিশ্রম-সমুচিত্যবয়ে ত্বম্, বিদু-
 র্ভা, ইহা এবং অস্ত্র দেবানামপি এই-
 কল-মহাশয় করি। অস্ত্র শিব

সোহপি ভূতামিহোপাসতে সন্যাসী
 অলঙ্কারপূর্ণাঃ সন্যাসীঃ সন্যাসীঃ সন্যাসীঃ
 তেনৈবং পূর্বতঃ কৃত্তা চতুর্কর্ণসমাকুলাম্ ।
 ক্ষীতাঃ জনপদাকৌর্গা ভূত চ বসতিং নর
 যমি সৰ্বপিত্তপ্রাপ্তো যামেব প্রতিপদ্যতে ॥
 ততঃ প্রভৃতি চাক্ষুষ্টি যে যে ক্ষেত্রনিবাসিনা
 গহিবো লিঙ্গিনো বাপি মনুষ্যতা মংপরায়ণাঃ
 মংপ্রাসাদাধামিয্যন্তি মোক্ষং পরমদুর্লভম্ ।
 বিষয়াসক্তচিত্তোহপি তাক্ষুষ্টিঃ সো নর
 ইহ ক্ষেত্রে মৃতঃ সোহপি সংসারে ন পু-
 মে পুনবিমম্য ধীরাঃ সন্তুতা বিজিতেন্দ্রিয়া
 ত্তিনঃ নিরাবস্থাঃ সৰ্বথা মগি ভাবিতাঃ
 দেহভঙ্গং সমাসাদ্য ধীমন্তঃ সন্তবর্জিতাঃ
 গতা এব পরং মোক্ষং প্রাসাদাম্য মনুষ্য
 জন্মান্তরসংশ্রয় যুগল যোগী সমাসাদ্য
 ত্তিমিত্তেব পরং মোক্ষং মনুষ্যপিত্ত গজুতি
 এতং সংক্ষেপতো দেবি ক্ষেত্রস্ত চ মহাত্ম

যোগিগণও এইস্থানে প্রভুসংস্পর্শে মহাত্ম
 গমনপূর্বক অনন্তমানে সত্তত আমায় উপ-
 করেন। যে ব্যক্তি আমায় প্রসাদে এই
 ভূত নগরী প্রাপ্ত হয়, সেই মানব
 সকল জনপদাকৌর্গা ক্ষীত রাজা প্রভা
 ইহা, পরে আমাতে প্রার্থনার পূর্বক
 কেউ লাভ করে ৫৭—২৬ হে চা
 এই ক্ষেত্র-নিবাসী গুঃ স্ব ব বর্ষচর্য
 মংপরায়ণ ইহা আমার প্রাসাদে
 মুক্তিলাভ করিবে। যে মানব, বিষয়
 এবং বর্ষত্যাগী, এই স্থানে মৃত্যু ইহা
 কেও আর সংসারে প্রবেশ করিতে ইহা
 মায়া-মমতা-বিহীন, সন্তুগাবলম্বী, নি-
 ব্যক্তি বাহারা দত্তাবলম্বনপূর্বক বিজয়
 আশ্রয় করিয়া সৰ্বদা আমাকে চিত্তা
 থাকে, সেই সন্তুত্যাগী জ্ঞানিগণ দেহ
 হইলে আমার প্রসাদে মোক্ষপদ এ
 নানিগণ মহাত্ম মহাত্ম জন্মান্তরে যে
 হে জ্ঞানিগণ এই স্থানে মরণান্তে
 অমোক্ষপদ লাভ হয়। হে দেবি

মুক্তস্ত কথিতং যদা তে শুভমুভয়ম্ ॥ ৭২
পরতরং নাস্তি সিদ্ধগুহং মহেশ্বরি ।
যুক্তি যোগং তে যে চ বোপেন্বরী ভূবি ॥ ৭৩
ন পরং জ্ঞানমেতদেব পরং শিবম্ ॥ ৭৪
ন পরং ব্রহ্ম এতদেব পরং পদম্ ॥ ৭৫
গারামসী তু ভুবনত্রয়সারভূতা
ম্যা পুরী মম সদা গিরিরাজপুত্রি ।
যজ্ঞগতা বিবিধহৃতকারিণোহপি
পক্ষাদিরজসঃ প্রতিভাস্তি মর্ত্যঃ ॥ ৭৬
জ্ঞং স্মৃতিং প্রিয়তমং মম দেবি নিত্যং
পূজ্যং পবিত্রতমং গুহনিকামৃচ্ছম্ ।
মিন্ যতান্তরুভূতঃ পদমাধুভক্তি
খগমেন রহিতা ন হি সংশয়োহত্র ॥ ৭৭

সনৎকুমার উবাচ ।

অন্তরে দেবো দেবীঃ গ্রাহ গিরীন্দ্রজাম্ ।
এসাদং যক্ষায় বরং কৃত্য ভবিতম্ ॥ ৭৮
মম বরারোহে তপসা হতকিগ্রহঃ ।

ক্ষেত্রের এই পরম রহস্য সংক্ষেপে কহি-
ইহা আশ্রমিগণের অশেষ কল-জনক ।
অতিরিক্ত গুহসিদ্ধি আর নাই, যোগে
ই এই যোগ বৃদ্ধিতে পারেন । ইহাই
জ্ঞান, ইহাই একান্ত মঙ্গলজনক, ইহাই
স্বরূপ এবং ইহাই পরম পদ । তে-
তে! এই গারামসী নগরী ত্রিভুবনের
ও পরম রমণীয়; বিবিধ পাপকারী
যদি এ স্থানে আগমন করে, তাহা-
সে নিপাপ হইয়া কলষাপন করে ।
সাধ্যানিয়মাদিশূন্য অজ্ঞানী লোকও
পরম পদ প্রাপ্ত হয়, সেই হৃদয়ের তরু-
ভিত্ত পবিত্র স্থান আমার অতি প্রিয়
কেন স্বরণ করিয়া থাকি । সনৎকুমার
—এই সময়ে মহাদেব, ভক্তশ্রেষ্ঠ
বর দিবেন বলিয়া পার্শ্বতীকে বলি-
হুপ্রোণি! সেই বক্ষ আমার
ও নিরন্তর উপোনিয়মাদি ব্যাখ্যা

নীতি বা পাঠ্য ।

অহো অসৌ বরং লভা অমৃতো ভুবনেশ্বরি ॥ ৭৯
সনৎকুমার উবাচ ।
এবমুক্তা ততো দেবঃ সহ দেব্যা জগৎপতিঃ ।
জগাম বক্ষো যত্রান্তে কুশো ধম্মিসমুত্ততঃ ॥ ৮০
তং দৃষ্ট্বা প্রণতং ভক্ত্যা হরিকেশং বৃষধ্বজঃ ।
দিব্যাং চমুঃরদাং তমৈষ বেনাপশুত শঙ্করম্ ॥ ৮১
অথ বক্ষন্তদা তত্র শনৈরুদীল্য লোচনে ।
অপশুং সপথং দেবং এবমুক্তমুমাপতিম্ ॥ ৮২
দেবদেব উবাচ ।

বরং দদামি তে পুত্র ত্রৈলোক্যে হৃদভং প্রভো ।
সামগ্র্যাক শরীরস্ত যাতি মাং বিগতজ্বরঃ ॥ ৮৩
সনৎকুমার উবাচ ।

অতঃ স লভা তু বরং শরীরেণাকুতন তু ।
পাদম্যোঃ প্রণতস্তম্বো কুহা শিরসি চাঙ্কলিম্ ॥ ৮৪
উবাচাথ তথা চৈনং বরদোহমীতি চোদিতঃ ।
ভগবন্ ভক্তিমব্যগ্রাং ওষ্যনস্তাং বিধং ব মে ॥ ৮৫
অগ্রদত্বক লোকিনাং গাণপত্যং তথাক্ষরম্ ।
অবিমুক্তে যনে স্থানং পশ্যেয়ং সর্ষদা বদা ।

নিপাপ হইয়াছে, একান্ত আমার নিকটে বর
পাইবার উপদ্রুত । ৬৭—৭৯। এই বলিয়া
জগৎপতি মহাদেব দেবীর সহিত বক্ষের সমীপে
গমন করিলেন । ঐশ্বর্য কলেশ্বর বক্ষ মহাদেবকে
আগত দেখিয়া ভক্তিপূর্বক প্রণত হইল;
বৃষধ্বজ তাহাকে দিব্যচমুঃ প্রদান করিলেন,
তাহার প্রভাবে বক্ষ শঙ্করকে দেখিতে পাইল ।
সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর বক্ষ তখন ক্রমে
চমুঃরদ উন্মীলিত করিয়া দেখিল, মহাদেব
রুমাক্ত হইয়া প্রমথনগণের সহিত আগমন
করিয়াছেন । মহাদেব কহিলেন,—হে বৎস!
তোমাকে আমি ত্রিলোক-হৃদভ বর দিব, তুমি
সমগ্র শরীরের সহিত আমাকে প্রাপ্ত হও ।
সনৎকুমার কহিলেন,—অনন্তর সেই বক্ষ বর-
প্রাপ্ত হইয়া প্রহুগ-শরীরে (দেবদেবের) পদ-
ভলে পতিত হইল ও বকীর মস্তকে অঙ্গুলি
ধারণপূর্বক অবস্থান করিল এবং বলিল,—
ভগবন্! আপনার প্রতি আমার অসন্তোষ-
অভি কোন অবিদ্যিত থাকে এবং কোন

এতদ্বিচ্ছামি দেবেশ বরং দন্তমন্তুমম ॥ ৮৬

দেবেশ উবাচ।

জরা-মরণনিম্মুক্তং সর্বশোকবিবর্জিতং।

ভবিষ্যসি পণাধ্যক্ষো বরদঃ সর্বপুঞ্জিতঃ ॥ ৮৭

অজ্ঞেয়শ্যপি লোকভাঃ ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।

মহাবলো মহাসত্ত্বো ব্রহ্মণো যম চ প্রিয়ঃ ॥ ৮৮

ভ্রাক্ষণ্যং দত্তপাণিঃ মহায়ে গৌ তথৈব চ

উদ্ভ্রমঃ সমুদ্ভ্রমঃ গণৌ তে পরিচারকৌ।

ত্বাক্ষর্য্য করিমোহে লোকেশদে-ম-সমুদ্ভ্রমো ॥ ৮৯

সনৎকুমার উবাচ

এবমুবাচ দেবেশ বরং দন্তমন্তুমম।

জন্মায় বাসং দেবেশো ব্রহ্মবাসং সুরেশ্বরঃ ॥ ৯০

ইতি শ্রীশিবো মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতা-
ভাগ্যং দত্তপাণিব্রহ্মপ্রদানে বিচা-
রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

সম্পত্তা প্রাপ্ত হইয়া যেন (আমি) লোকের
অনন্ততা হই এবং অবিমুক্ত পুণ্যবলে বাস
করিয়া যেন আপনাকে দেখিতে পাই এই
বর আমাকে দিউন, এই আমার অভিলাষ
অনন্তর মহাদেব বলিলেন,—তুমি ভগ্ন, মূঢ়
ও সর্বদঃ বিহীন হইয়া আমার পদপতি
হইবে এবং সকলের পূজা ও বন্দনা
হইবে, তোমাকে কেও পরাভূত করিতে
পারিবে না। তুমি দেববল ও ঐশ্বর্য্যমুক্ত
হইয়া লোকের অনন্ততা ও ক্ষেত্রপাল হইবে;
তুমি মহাবল পরাক্রান্ত বলিয়া ব্রহ্মার এবং
আমার প্রিয়পাত্র হইবে। তুমি বজ্র, তুমি
দত্তপাণি এবং মহাবলৌ উদ্ভ্রম ও সমুদ্ভ্রম
নামক প্রবঞ্চক তেজোর পরিচারক হইবে,
তোমার আশ্রয় ইহারা কার্য্য করিবে। সনৎ-
কুমার কহিলেন,—ভগবান্ মহাদেব এই
একবারে বন্ধকে পদাধিক করিয়া ব্রহ্মবাসে
গমন করিলেন। ৮০—৯২।

বিচারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

বিচারিংশোধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

আশ্রয়ং তত্র বদন্তং পকারতনমুত্তমম।

পরা কস্মৈ বিজ্ঞোষ্ঠে তদিতৈকমনাঃ গুণ।

চরতে তত্র যঃ কৌ পকারতনমুত্তমম।

নিম্নালাং দেবদেবস্ত ওদারেশ্বরসম্বিবো ॥ ৯৩

পকারমাগতা ব্রহ্মণ কালেন কতিনাঃ সমা।

জাতিস্বরং সম্পাপ্তা রাঙ্কঃ সূমনসে গৃহে

যৌবনম্ যদ ভ্রাতা তদা রাজ, সবিদ্যম্।

দাতুকামস্তদা রাঙ্কঃ তস্মা চ বিনিবারিতঃ ॥ ৯৪

বৈরাগ্যং মনসা গতা বারানস্তমুপগতা।

ওদারং দৃষ্টবান্ দেব-পকারতনবাসিনম্।

তত্রৈব চ তন্তং তাক্ষা শিবনো কমুপগত

মঃ কৌ চাপি তত্রৈব সিদ্ধিকেষমুপগতা।

এতস্তু কথিতং ব্রহ্মণ বদন্তং তত্র বপু

অন্তঃসেব ২ বদন্তং তদ্বিষয়তনে মঃ ॥

বিচারিংশ অধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার কহিলেন,—যে দ্বি

পূর্বকালে বারানসীর উত্তরভাগে প

নামক যে উত্তম তীর্থ ছিল, সেই স্থানের

ব্রহ্মা কহিতেছি, অনন্তচিও হইয়া এবং

সেই উত্তম পকারতন তীর্থে এক

ওদার-দেবের নিকটে থাকিয়া ব্রহ্ম

ভক্ষণ করে, কিঞ্চৎকালান্তর সেই

পকার প্রাপ্ত হইয়া সূমনা নামক

রাজকস্তারূপে জন্মগ্রহণ করিল। ক

তাহাকে প্রাপ্তযৌবন দেখিয়া সম্পদ

ইচ্ছা করেন, কিঞ্চ সে পরিশ্রম

অনিচ্ছুক হইয়া রাজাকে নিবার

এবং মনে মনে বৈরাগ্য আশ্রয় করি

বসীতে উপস্থিত হইল। সে স্থানে

বাসী ওদার-দেবকে দর্শন করিয়া ক

ত্যানপূর্বক শিবলোক প্রাপ্ত হই

হইয়াও সে স্থানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হই

ব্রাহ্মণ। পূর্বকালে সে স্থানে ব

জাতি বসিয়া এবং সে স্থানে

২ প্রতাপমুকটো রাজা পরমবার্ষিকঃ ।
পুত্রস্ত ধর্মাস্তা আশ্রয়ানসমবিতঃ ॥ ৮
ন গচ্ছতা শব্দদাজা পুত্রং তমুক্তবান ।
২২ গ্রহণং পুত্র তুয়া কার্যাক শাপ্তম্ ॥ ৯
২৩ নিধুতো বৎস ভবামি চ যথাসুখম্ ।
ভক্তদা তেন স পুত্রঃ পিতরং ত্রবীং ।
ন শকাতে কর্তুং তবাজ্ঞাপরিপালনম্ ॥ ১০
বাজোবাচ ।

যশচনং পুত্র প্রভুস্মি পিতা তব ।
যজ্ঞীঃ কুলং মহং নরকে সততং ক্রমাং ॥
তং পিতৃরাদেশং শ্রুত্ব নৃপসুতো বলী ।
সংসৃত্য পৌরানীং সংসারস্ত বিচিত্রতাম্ ॥ ১২
ততঃ চৈব মহং তত্ত্ববাক্যং মহেতুকম্ ।
ভ্রমসংসারি জন্মমৃত্যুশতানি চ ।
নিদারসংযোগ-বিযোগানি চ সর্কশা ॥ ১৩

৫. তদাও বলিতেছি। সেই স্থানে
মুকট নামক পরম বার্ষিক এক রাজা
বহুব পুত্রও মতি ধর্মাস্তা এবং
নন্দম্বর, কিছুকালের পর রাজা পুত্রকে
ন—পুত্র। তোমার দারপরিগ্রহ করা
ইতেছে; তুমি দারপরিগ্রহ করিলে
প্রত হইয়া পরম সুখে থাকিব। এই-
জন পুত্র পিতাকে বলিলেন,—আমি
আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিব না।
তদা ভনিয়া রাজা বলিলেন,—
মামপ্র বাক্য প্রতিপালন কর; আমি
পিতা, তোমার উপর আমার প্রভুতা
মদীক বুল নরকে চিরনিমগ্ন করিও না।
ন নৃপতনয় পিতার আদেশ শ্রবণ
সংসারভূত সংসারের বিচিত্রতা
বলিতে লাগিলেন,—পিতাঃ!
ক-সমবিত, তত্ত্ব-জ্ঞানাস্তক বাক্য
।—আমি সহস্র সহস্র বার জন্ম-
রিয়াছি; সহস্র সহস্র বার
হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি;
। স্ত্রী-পুত্রাদি-সংযোগ-মুখ ও বিয়োগ

তপ-ভুগ-লতা-বল্লী-সরীসৃপ-মৃগ-বিজাঃ ।
পল-স্ত্রী-পুরুষাদ্যানি প্রাপ্তানি পতয়ো ময়া ॥ ১৪
গণাঃ কিম্বর-গন্ধর্ষ-বিদ্যাধর-মহোরগাঃ ।
যক্ষ-গুহক-রক্ষসি দানবাপ্সরসস্তথা ।
অন্তরেপেররক প্রাপ্তং তাত পুনঃপুনঃ ॥ ১৫
স্বষ্টে ন বহুশঃ সৃষ্টৌ সংহারে চাপি সংসৃতঃ ।
দারসংযোগমুক্তস্ত জাতা চৈব বিডমনা ॥ ১৬
ন রাজ্যং দ্ব্যামু সৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি সর্কশা ।
শরীরং দ্ব্যামু সৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি সর্কশা ॥ ১৭
রাজ্যদব্যবিমুক্তস্ত শরীরে তাত গচ্ছতে ।
যো ধর্মো যঃ সুখং তাত দিমতাং যদু তত্ত্বথা ॥
দ্যাকবল ভবেন্য তুরক্ষং ব্রহ্ম শাপ্তম্ ।
বক্ষ-দ্বারা উভৌ রাজন তদ্যামুগ্ধে ব্যবস্থিতৌ ॥ ১৮
অতন্যামণৌ ভূতানি যোভয়েতামসংশয়ম্ ।
অনিবারণং সর্কশ নিধনং যদি বা পিতঃ ।
ভিষ শরীরং ভূতানামহিংসাং প্রতিপদ্যতে ॥ ২০
লজা বা পথিবীঃ সন্ধ্যাং সহস্রাবরজঙ্গমাম্ ।

দুঃখ অসুখ করিয়াছি, আমি তপ, ভুগ,
লতা, সরীসৃপ, পক্ষী ও পল যোনি এবং স্ত্রী-
পুরুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি; গণ, কিম্বর, গন্ধর্ষ,
বিদ্যাধর, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস, গুহক, দানব ও
অপ্সর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; হে তাত!
আমি পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হইয়াছি, আমার সংহার-
কালে সংসৃত হইয়াছি। দারপরিগ্রহ করা
কেবল বিডমনামাত্র। কেবল রাজ্যই অভিমান
ভাগ করিলে সিদ্ধি হয় না; কিন্তু শরীরাত্তি-
মান ভাগ করিলে সিদ্ধি হয়। রাজ্যঅভিমান-
বিমুক্ত ব্যক্তির শরীরাত্তিমানের যে ধর্ম ও যে
সুখ গ্রহীত হয়, তাহা শত্রুর সুখের ত্য
বিকল, প্রভূত দুঃখপ্রদায়ক। হে রাজন!
দ্যাকর অর্থাৎ দুই অক্ষরযুক্ত, মৃত্যু (সংসার)
এবং অক্ষর (নাশহীন) শাপ্ত ব্রহ্ম এই দুই
বস্তুই জনতে আছে। হে পিতাঃ! এই দুই
বস্তু, অতিক্রান্ত তাহে প্রাণিসকল নিত্য ও
নিধনে নিমুক্ত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি,
সমগ্রভূত শরীর ভেদ করিয়াও অহিংসক,
দ্যাক-অক্ষর-সংসার গুণিবী পাইয়াও

মমত্বং বস্ত্রং নৈব ত্বাং কিং তথা স কৰ্ম্মকৃতি ॥২১॥
 অথবা সততং রাজন বনে যন্তেন জীবতঃ ।
 জ্ব্যেষ্ঠো তু মমতা বস্ত্রং মৃত্যোর্বশ্যে স বর্ততে ॥২২॥
 বীকাস্তরাণাং শক্রাণাং স্বভাবা বস্ত্রং মে মতিঃ ॥২৩॥
 বস্ত্রং পশ্যতি তদ্বৎ মূঢ়াভে মহতো ভয়াং ।
 কামাস্ত্রানং প্রাণংসন্তি লোকে কামা স্তনো জনাঃ ॥
 তীর্থানি বেদাধারনং কাচিমস্তি প্রবর্তন।।
 কেচিমপ্যচ কামেন কশ্চাৎ বাঃমৃত্যোঃশুকঃ ॥২৫॥
 অতোহহং কাময়ে নিত্যং পকারতনমৌষধম্ ।
 অবিমুক্তে দ্বিতং দেবমোক্ষারং পরমং পদম্ ॥২৬॥
 তত্র মাং প্রহিতং বিদ্ধি পকারতনমৌষধম্ ।
 ইতত্ত্বতীয়ে বদন্তঃ তন্নিম্নাভ্যুতনে মম ॥২৭॥
 কথ্যামি সমাসেন তীর্থমাহাশ্রামুত্তমম্ ॥২৮॥
 অতীত্য স্ত্রানি বহুনি তাত
 ভূদেব-গন্ধৰ্ব-মহোৎপাদ্যম্ ।
 বিদ্যাধরাণাং ধন-কিন্নর-বাং
 অতোহম্যাহং বৈষ্ণবকুলে বিলসে ॥২৯॥

বাহার মমতা হইয়া না, অথবা বস্ত্র উপায় দ্বারা
 জীবন ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি বনমধ্যে থাকে,
 তাহার ব্রাহ্ম্য কি প্রয়োজন? ১১—২২।
 জ্ব্যেষ্ঠো বাহার মমতা আছে এবং ইন্দ্রিয়ের অনু-
 কর্তন করা বাহার সত্যবসে মৃত্যুর বশীভূত হয়।
 যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে
 পারে, সে-ই কেবল মৃত্যুরূপ মহদন্ত হইতে
 পরিত্রাণ পায়। কামাস্ত্রা লোকেবাই পৃথিবীতে
 কামাস্ত্রকে প্রাণস করিয়া থাকে। কেহ কেহ
 সাক্ষ্য কর্তৃক দ্বারা উপভোগ করিয়া থাকে, কেহ বা
 মুক্তি-নিমিত্ত করিয়া থাকে; তীর্থযাত্রা ও
 কোষাভ্যাস রূপ প্রবর্তন। কিছু আমার আছে,
 অতএব আমি পবিত্র পকারতন প্রার্থনা করি।
 সেই বাগ্মনসী-কেহে ওকার-দেবের আরাধনার
 নিমিত্ত পূর্বোক্ত পকারতনে আমি এখানে
 করিব। ইহার পূর্ব পূর্ব জন্মে সেই হানে
 আমার বহা ঘটনাই এই সেই উত্তমতীর্থের
 বাহ্যক করিতেছি;—যে নিজ। ব্রাহ্মণ,
 গন্ধৰ্ব, নর, বিদ্যাধর, নরী ও কিন্নরগণ
 আমার মামা, মামা, মামা, মামা, মামা; পর

অতো মমাত্মনচলা চ ভক্তিঃ
 শর্ক্রে শিবে শক্রে ত্রিপুরয়ে ।
 ত্রতোপবাসৈর্কির্বিধিঃ স্তবৈশ্চ
 সম্ভোষিতঃ শূলশিতাঙ্গধারী ॥ ৩০ ॥
 এবং হি সুমহৎ কালং ভ্রমতস্তীর্থকারবাং ।
 ততঃ কদাচিদৃগুহং তদবিমুক্তং গতৌহম্যাহ
 ওঙ্কারং দৃষ্টবাংস্তত্র পকারতনবাসিনম্ ।
 কুদ্রাবাসকুতস্থানং দেবদেবস্ত চাগ্রতঃ ॥ ৩১ ॥
 রাত্রিআগরণং তত্র বৈশাখ্যে চ কৃতং ময়া ।
 তং সর্করং ময়া দৃষ্টং দেব-গন্ধৰ্ব-কিন্নরৈঃ ॥ ৩২ ॥
 তেনৈব কশ্মণা জাতো ভবতোহহং গৃহে স্ততে
 তত্র বাস্তামাহং নীচং রচিতোহহং ময়াঞ্জলিঃ ॥
 ওঙ্কারেণরদেবস্ত প্রসাদেন ময়া পিতঃ ।
 প্রাহুর্ভূতং মহামানং দুর্লভং যং সুরৈবপি ॥
 সংসারে চ প্রপশ্যামি আশ্রয়ং প্রকৃতেঃ পবম্
 তত্র চৈব গমিষ্যামি অবিমুক্তে তু ত্রৈশ্বরম্ ॥ ৩৩ ॥
 ওঙ্কারং নিকলং ব্রহ্ম পকারতনবাসিনম্ ।

পবিত্র বৈষ্ণবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। ৩০
 অস্ত্র মঙ্গলনিদান ত্রিপুরারি মহাদেবের ও
 আমার অচলা ভক্তি ছিল, আমি ত্রুত-নির্য
 ও স্তবপঠাদি দ্বারা শূলধারীকে সন্তুষ্ট করিয়া
 সেই বৈষ্ণবজন্মে বহুকাল তীর্থপাঠের কা
 পরে কোন সময়ে সেই গুহ অধি
 ক্ষেত্র প্রাপ্ত হই। সে স্থানে পকারতন
 ওঙ্কার-দেবকে দর্শন করিয়া, দেবতা
 সমুদ্ববন্তী কুদ্রাবাসে অবস্থানপূর্বক
 মাসে রাত্রি আগরণ করি। আমার
 সকল কার্য দেবতা, গন্ধৰ্ব ও কিন
 অবলোকন করেন, আমার সেই কৰ্ম্ম ব
 আপনার পবিত্র গৃহে জন্ম হইয়াছে।
 এক্ষণে কৃতজ্ঞানি হইয়া বলিতেছি, ও
 আমাকে অনুমতি করুন, আমি নীচই
 হানে বাই। ওঙ্কার-দেবের প্রসাদে
 দিব্য জ্ঞান অধিরাছে, আমি সংসারে বা
 আমাকে বাগ্মনধীন দেখিতেছি; ও
 আমি অবিমুক্ত-কেহে ত্রৈশ্বর-দর্শনে
 করিব। ২৯—৩০। পকারতনমাসী

মামি শঙ্করং দেবং যং দৃষ্ট্বা নোভবঃ পুনঃ ।
মুক্তস্ত পুত্রেন পিতা বচনমব্রবীং ॥ ৩৭
ব্রাজোবাচ ।

ততঃ গমিষ্যামি যত্র গুং প্রস্থিতোহনব ।
তিম্বরতং সম্প্রাপ্য উদ্বিগ্নমানসো হহম্ ॥ ৩৮
সারে চ সদা পুংসাং বৈরাগ্যং জায়তে পুনঃ ॥
গোত্রকৃত্যং রুস্তিং যথা জাতিকৃত্যমপি ।
প্রিয়ানি সর্কানি নিম্মো নিরহস্ততিঃ ॥ ৪০
কর্মণি সর্কানি অস্বস্তকানি ধারয়েৎ ।
স্ব সর্কক্খানি অবিমুক্তং ততো ব্রজেৎ ॥ ৪১
মুক্তপ্রবিষ্টস্ত বিহারো নৈব বিদ্যাতে ।
পি ক্ষেত্রসম্যাসমবিমুক্তমুপাসকাঃ ॥ ৪২
দাত্তা জিতকোষান্তিতিক্রাপরমায়ুধাঃ ।
হুতান্নান্নাধায় ওকারেবরসঙ্গমম্ ॥ ৪৩
ভূতেশু চাত্মনং পশ্যতি বিজিতৈশ্বিয়াঃ ।
ভূতিন্দিগৈশ্চ তস্মিন্ ক্ষেত্রে উপাসকাঃ ॥ ৪৪
বভাবিতাঃ সর্কৈ জপন্ত শতরুদিয়ম্ ।
স্থি পরমং দেবমোকারং পরমং পদম্ ॥ ৪৫

নিকল বন্ধস্বরূপ, তাঁহাকে দর্শন করিলে
পুনর্জন্ম হয় না । পুত্র এইরূপ বলিলে
পিতা বলিলেন,—হে পুণ্যাত্মন! তুমি
গমন করিবে, আমিও সেই স্থানে
গরিব; জাতিস্বরূপা বশতঃ আমার
উদ্বিগ্ন হইতেছে । সংসারে থাকিয়া
সর্কদাই বৈরাগ্য হইয়া থাকে, তখন
ক ও জাতিমূলক রুস্তি ত্যাগ করিয়া
কি প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে মায়া
অহংকার-শূন্য হইয়া এবং সকল কন্ম
করিয়া অস্বস্তিক বিধান করিবে, পরে
হইয়া অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে যাইবে । অবি
ন করিলে আর পর্যটন করিতে হয় না ।
স্থিত উপাসকেরা আত্মত্যাগ করিলেও
তিতিক্রানি উপায়-বিশিষ্ট হইয়া ও
জপ করিয়া আত্মাতে আত্মা স্থাপন-
নিধিল প্রাণিবর্গে ওকারেবরকে ও
আত্মাকে দর্শন করেন । সেই
মধ্যজলিনী নামক এক প্রকার সম্যাসী
করিয়া পরে পরমপদ ওকার-

সর্কৈ বেদা যং পদমামনন্তি
তপাংসি সর্কানি চ যদদন্তি
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তং পদমবিমুক্তে নিহিতম্ ॥ ৪৬

এবমুক্তস্তদা রাজা ওকারং মনসা স্মরন্ ।
ব্রাজ্যেহভিষেচয়ামাস পুত্রকৈব কনৌবসম্ ॥ ৪৭
সংস্মরন পূর্কচরিতং ততো নির্কেদমাগতঃ ।
প্রণম্য মনসা দেবং পক্কাভনবাসিনম্ ॥ ৪৮
ওকারং পরমং ব্রহ্ম বারানস্তামুপাগতম্ ।
পূর্কজন্মকপোতোহসৌ তস্মিন্ভাস্তনে সদা ॥ ৪৯
প্রদক্ষিণাং প্রকুরুতে ওকারং দেবমৌবরম্ ।
স্তবং পরমং দেবমোকারক স্তবেন তম্ ॥ ৫০
পক্কাভমাগতস্তত্র রাজযোনিসমাগতঃ ।
আরাধয়ন্তো দেবেশং পক্কাভনমৌবরম্ ।
স্তবন্তো পরমং দেবমোকারং পরমৈবরম্ ॥ ৫১
ব্যাস উবাচ ।

কৌশলক ব্রতং তাত্যং কৃতং দেবস্ত শূনিনঃ ।
যস্ত চোকারমাত্রেণ আত্মা সম্প্রকটীভবেৎ ॥ ৫২

দেবে লীন হইয়া থাকেন । বেদ সকল যে
পদ অবগত আছেন, তপস্তা যে পদের বিষয়
বর্ণিয়া থাকে, যে পদ ইচ্ছা করিয়া লোকে
ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে, সেই পদ অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে
নিহিত আছে । এই প্রকার বলিয়া তখন
রাজা মনে মনে ওকার-দেবকে চিন্তা করিয়া
কনিষ্ঠ পুত্রকে ব্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং
পূর্কজন্মচরিত কাঁধা স্মরণ করিয়া বৈরাগ্য-
বলগী হইলেন । তখন মনে মনে পক্কাভন-
স্থিত মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বারানগী-ক্ষেত্রে
ওকার-দেবকে প্রাণ হইলেন । ৩৭—৪৮ ।
এই রাজা পূর্কজন্মে কপোত হইয়া এই স্মার-
তনে বাসপুংসক ওকারদেবকে প্রদক্ষিণ করি-
লেন এবং স্তবাদি দ্বারা উপাসনা করিলেন ।
পরে সেই স্থানে পক্কাভপাইয়া রাজকুলে জন্ম-
গ্রহণ করেন । একদিন উত্তরে দেবদেব ওকার-
দেবকে স্তবাদি দ্বারা আরাধনা করিতে লাগি-
লেন । ব্যাস কহিলেন,—তাঁহার পুণীর বিশেষ
ব্রতচরণ করিয়াছেন ।

সনৎকুমার উবাচ ।

শৃণু ব্যাস পরং শুভং রহস্যযোগমুত্তমম্ ॥ ৫৩
মৃত্যুশূন্য পরং যোগমবিমুক্তে স্থিতং পরম্ ।
ওঁকারজং শিবপদমনাদিমজ্জমবায়ম্ ॥ ৫৪
স্বয়ম্ভূতমনির্দেশ্যং কারণং পরমং বিভূম্ ।
ভাবাতাবস্বতাবহমচিহ্ন্যমচলং পদম্ ॥ ৫৫
নির্ভীকং নির্ভলং নিভ্রং নিরূপেক্ষমনাশয়ম্
নিভ্রতি নির্নমস্কারং নিঃসঙ্গং নিরূপদবম্ ॥ ৫৬
নিরঞ্জনং নিরুৎপাদং নিরালম্বক নিশ্চলম্
অপবর্গমবিজ্ঞেয়মনোপম্যমনাময়ম্ ॥ ৫৭
অনিভাং কারণং দেবমলম্ সর্গোত্তমম্
নমস্কৃত্য মহাদেবং বিভূতং জ্ঞাননি পুলম্ ॥ ৫৮
শিবং সর্গোত্তমং সূক্ষ্মমনাদিঃ পদদৈবতম্ ।
আত্মত্বিকোপবিষয়ং স্তুতম্ আচারবর্জিতম্ ॥ ৫৯
শকারবকাশরহিতং ব্রহ্ম নির্দোষকৈবলম্
শকারিশেষনিশ্চুতং বিদ্যাপতিভূতম্ চনম্ ॥ ৬০

আত্ম প্রকাশিত হয় ? সনৎকুমার কহিলেন,—
অতি গোপনীয় উত্তম রহস্য যোগ শ্রবণ কর ।
অবিমুক্ত-ক্ষেত্রস্থ মৃত্যুশূন্য পরম-যোগস্বরূপ,
ওঁকারেবর, শিবপদ, অনাদি, অনূৎপন্ন ও
অক্ষয় । ইনি সত্তাঃ সমুৎপন্ন, ইহার স্বরূপ-
নির্দেশ হয় না । ইনি সকলের কারণ, তাব
ও অতাবের স্বরূপ কৃষ্টি ও প্রলয়-কার্য
সাহার স্বভাব, সাহাকে চিহ্ন্য করি হ্রস্ব ;
যিনি মুক্তি-স্বরূপ, সাহার ভয় ও পাপ নাই ;
যিনি নিরূপেক্ষ ও অনাত্ম, সাহার স্ততি নাই,
নমস্কার নাই, সঙ্গ নাই, উপদ্রব নাই, বিকাশ
নাই, উদ্ভব নাই, অবসান নাই, মলিনতা নাই
ও উপদ্রব নাই, যিনি মঙ্গল ও অপবর্গস্বরূপ,
সাহা অপেক্ষা আর নিতাবল্য নাই, যিনি
সকলের কারণ ; যিনি সর্গের সঙ্গিহিত অথচ
কোন দ্বন্দ্বের আসক্ত নহেন ; যিনি পবিত্র ও
জ্ঞাননির্ভল ; যিনি সকল বস্তু স্বরূপ অথবা
সকলের আত্মস্বরূপ, শূন্য, অনাদি, মঙ্গলময়
এক ওকারস্বরূপ : সাহাতে বিকারসমীপ্যও
অধিক ; যিনি সত্তা ও আচার-বর্জিত
অবিদ্যার স্বরূপ অসংখ্য ও কেবল

চিত্তং ভেদো জনস্তাখ্যং স্থিতং স্বাবরবর্জিতম্
নিষ্ক্রিয়া চাস্ত্রনাস্ত্রানং প্রকটং জ্ঞানদীপকম্ ॥
মুক্তোপদেশবিজ্ঞাতং প্রত্যস্তমিতবিগ্রহম্ ।
আত্মাপলকিবিজ্ঞেয়ং চিত্তং চিত্তাবলোকনম্
সমাগমবিনিশ্চুতং বহিঃস্থং চ কেবলম্ ।
নিতাবকাশরহিতং শকারাদ্যাগেচবম্ ॥ ৬১
মুক্তাধিত্তোর্বিশূন্যং দেবদেবং সুরাস্ত্রকম্ ।
হেতুপ্রমাণরহিতং কল্পনাজালবর্জিতম্ ॥ ৬২
চিত্তাবিলোকবিষয়ং ব্যোমবৎ প্রবলং স্থিতম্
অনিষ্পন্দং মহাত্মনং নিরানন্দাবলোকনম্ ।
লোকালোকনমার্গস্থমানেকারবর্জিতম্
স্বভাবং ভাবনাগ্রাহ্যং ভাবাতীতং সুলক্ষণম্
বাক্যাপবাদরহিতং নিষ্প্রাপক্যায়কং শিবম্
জ্ঞানজ্ঞেয়াবলোককং হেতুং পরমক'রবম্ ॥
অন্যতঃ সর্গগতং শব্দাদিগুণসংহতম্
শব্দরূপগতং শাস্তং শব্দশব্দভূতম্ ॥

যে ক্ষেত্রের আধার, যিনি শব্দ, ভয়-রহিত
জ্ঞানপাপী ও মোচন কৰ্ত্তা । ৪৯—৬০ ।
ভিন্ন পদার্থ সাহায্যে অনস্তাখ্য চৈতন্য ও
বহুমান, যিনি স্বয়ং জীবশরীরে প্রবেশ
জ্ঞান দ্বারা সমস্ত প্রকাশ করিতেছেন
মুক্তির উপদেশে বিদিত ও বিনুপদে
জ্ঞান দ্বারা পরিভ্রম, জ্ঞানদৃষ্টি, সঙ্গশূন্য
ও বাহিরে বিদ্যমান, নিতাবকাশ
ও অশব্দাদি পদার্থেরও অগোচর, এ
বিশূন্য ও ব্যাপক, মুক্তি ও প্রমাণের
কল্পনা-জাল-রহিত, কেবল চিত্তাদৃষ্টির
এবং সঙ্গের স্থায় বিশাল, সাহায্য
দৈবগ্নিক-স্থ ও দর্শন নাই, যিনি
প্রকাশমণ্ডো অবস্থিত, অনেক
আকার-রহিত, সত্তাবের স্বরূপ, যি
জগতের অতীত ও সুলক্ষণ, যি
বিত্ততার বহির্ভূত, মহাত্বের অন
জ্ঞানময় পদার্থেরও হেতু ; সাহা
স্পর্শ করিতে পারে না, অথচ যি
হাসেই বিদ্যমান আছেন ; যিনি শব্দ
সমূহের কারণ ও শব্দ ব্রহ্মময়, শব্দ

তিরিক্তবিষয়ঃ সৰ্বজ্ঞানপদে স্থিতম্ ।
 নিমিত্তং দিব্যং প্রমাণাতীতগোচরম্ ॥ ৬৯
 জ্যেষ্ঠং গত্য নীত্য জীবাত্মং হেতুসংস্থিতম্
 দিব্যশাস্ত্রং প্রাণপানোদয়াক্ষকম্ ॥ ৭০
 হিমালয়াগ্নানং নিষ্কলঙ্কাক্ষকং বিভূম্ ।
 দিব্যজ্ঞাতীতং বর্ণাদিপরিবর্জিতম্ ॥ ৭১
 মনোব্যবহাৰং ওকারাদ্ধ্বনিপিতম্ ।
 তর্কমতং কাব্যং কলনাকালবর্জিতম্ ॥ ৭২
 কল নিষ্কলং সৌম্যং দেহাতীতং পরাংপরম্
 বর্ণাহরিতং নিঃশব্দমেকধা স্থিতম্ ॥ ৭৩
 ত্যং পরমং সূক্ষ্মং পঞ্চতন্ত্রাদিসংবৃতম্ ।
 মেঘমনস্তম্ভমক্ষয়ং কামরূপিণম্ ॥ ৭৪
 কং সৰ্বভূতানাং বীজাক্ষরসমুৎপদম্ ।
 কং সৰ্বকালখ্যাক্ষরং পরমং মহৎ ॥ ৭৫
 সূক্ষ্মভিগম্যন্তং নাত্যবাক্যং সনাতনম্ ।

সকলের আশয়-ভূতঃ : বাহ্যের স্বরূপ
 বহির্ভূতঃ যিনি নিখিল কালের আশয়
 : যদি নাই, কাল নাই : যিনি প্রমাণের
 ক্ষা, যিনি উচ্চ ও অধোদেশে বিদ্যমান :
 নিত্য ও জীবস্বরূপ : যিনি কারুণিকরূপা
 লিখ, যন ও অহংস্বরূপে যিনি অবস্থিত
 কল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাণু : যিনি ইন্দ্রিয়
 স্বরূপ, বাহ্যের আশ্রয়, নিষ্কলঙ্ক : যিনি
 গগন বর্ণের অতীত, দেহবস্তুরাদিবর্ণ-
 বাক্যপাণ্ডিত্য মহেশ্বর : যিনি তৎকাল
 হন ও কাব্য নহেন, উৎপত্তি-সময়
 টি ৬১—৭২ । বাহ্যের শব্দ নাই, স্পন্দন
 রীর নাই, যিনি সুন্দর ও পরাংপর :
 বাহ্যের অবগত নাই, যিনি নিষ্কল
 রূপেই অবস্থান করিতেছেন : যিনি
 যোগোচর : পরম সূক্ষ্ম বেদ-চতুষ্টয় ও
 প্রতিপাদিত, বাহ্যকে প্রমাণ দ্বারা অব-
 রা হকর, যিনি অনন্ত চক্ষু দ্বারা
 রন : যিনি কামরূপী, অক্ষয়, সকল
 উৎপত্তি-কারণ ও বীজাক্ষরেরও
 যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ;
 তার স্বরূপ অচ্যুত ও পরম মহৎ : যিনি

আদিমধ্যান্তরহিতমনাদিনিধনং মহৎ ॥ ৭৬
 মহাভূতং মহাকাশং শিবং নির্মাণভৈরবম্ ।
 যোগক্রিয়াবিনির্মুক্তং মৃত্যুজয়মহেশ্বরম্ ॥ ৭৭
 সর্বোপসর্গরিহিতং সর্বতঃ সূর্যাসন্নিভম্ ।
 অব্যক্তং পরতো নিত্যং কেবলং দৈতবর্জিতম্ ॥
 অনন্তভেদঃ সংক্রান্তমবিমুক্তনিবাসিনম্ ।
 ভূবি সূর্যাসমপ্রপ্যং পঞ্চায়তব্রহ্মীশ্বরম্ ॥ ৭৯
 শব্দাং দেবমৌলানমোক্ষারং শিবরূপিণম্ ।
 দেবদেবং মহাদেবং পঞ্চবক্রং বৃষদ্বজ্রম্ ॥ ৮০
 সদাশিবং বিরূপাক্ষং শূলহস্তং জটাদধরম্ ।
 স্তূপং পরকোষমধ্যস্থং নমস্কামি শিবায় কুম্ ॥ ৮১
 বাবাণস্তাং স্থিতং দেবমোক্ষারং পরমং পদম্ ।
 ভাবকং সর্বজ্ঞত্বনং নমস্কামি নমো নমঃ ॥ ৮২

সনৎকুমার উবাচ ।

এবম্ জবতস্তু দিব্যং তেজো বভূব হ
 বহির্ভাসবসম্ভাষণং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৮৩
 স্তোত্রাণ্যে হুত সঙ্কতে স রাজা স পুত্ৰসুদা ।
 একমেবাদ্বনির্জিষ্টে স্তোত্রং শাস্ত্রাঃ পঠিষ্যতি ॥
 অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে সর্বোত্তমভিসংস্কৃতঃ ।
 ততঃ সিন্ধিঃ সদা বাস দিব্যা করতলে স্থিতা ॥ ৮৫
 কল ও সূক্ষ্ম, প্রকৃতি ও পুরুষ এবং নিত্য ;
 বাহ্যের আশ্রয়, সর্বদা মহালক্ষ্যতা, বিরূপ-
 নাই, যিনি মহাভূত-স্বরূপ, মহাকাশ, নির্মাণ ও
 মঙ্গলের নিধান, যিনি যোগক্রিয়া হইতে বিমুক্ত
 সকল উপাদি-রহিত, সূর্য্যের স্তায় প্রভাবিশিষ্ট
 ও দৈতবর্জিত নিত্য পুরুষের স্বরূপ : বাহ্যেতে
 অপরের তেজ নাই, সেই পঞ্চবক্র, বৃষদ্বজ্র,
 সকলের আশ্রয়, সর্বদা মহালক্ষ্যতা, বিরূপ-
 লোচন, শূল ও জটাদারী, অবিমুক্ত-ক্ষেত্রস্থিত
 ওকারেশ্বর মহাদেবকে নমস্কার । সকল ক্ষর
 উদ্ভাবক বাবাণসীস্থিত পরমপদ ওকারেশ্বরকে
 পুনঃপুনঃ নমস্কার ৭৩—৮২ । সনৎকুমার
 কহিলেন,—এই প্রকার জব করিলে পর, জব-
 পাঠান্তে সেই রাজার কোটি সূর্য ও অগ্নিসমূহ
 দিব্য তেজ হইল । অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে
 সংকীর্ণ হইয়া যে ব্যক্তি ওকার-সিদ্ধিষ্ট পুরু-
 ষের পাঠ করিলে, হে বাস ! দিব্য সিদ্ধি

ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রোহপি যদি বা পঠেৎ
মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যঃ ব্রহ্মাবান্ যঃ শুবে ভবেৎ ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহাত্ম-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরমাত্মাং ।
তমেব বিদিত্বা ন ভবেদ্ভূত্যা-
নৃত্যঃ পশ্য বিজ্ঞাতে হি জনানাম্ ॥ ৮৭
যদি বক্রসহস্রানি লক্ষকোটির্ভবন্তি হি ।
তদা চোক্তারমদেবস্ত শতং মহাস্বামীরিতুম্ ॥ ৮৮
ইতোরিতং তে তু ময়া সমস্তং
মহাস্বামীমোক্তারকৃতৈকদেশম্ ।
শকাং ন বটৈকুব্ধভিঃ সহস্রৈ-
বদীহ কেনাপি সুধেন বক্রম্ ॥ ৮৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
তায়ামোক্তারেশ্বরবর্ণনং নাম ত্রিচত্বা-
রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুঃশচারিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

অহো কথেষং সুভগা মহাপুণ্যলোদয়া ।
ন তপ্তিমধিপচ্ছামি ওক্তারস্ত কথ্যং পরাম্ ॥ ১
শৃণু ততঃ পুনর্ভক্ষন্ যদানুগ্রহবানসি ।
তস্ত মহাস্বামীচক্ষু বিস্তরেণ তপোধন ॥ ২
সনৎকুমার উবাচ ।
শৃণু বাস কথ্যং দিব্যং পৌরাণীং বেদসংযিত
শত্ভাগীরিসুতা দেবী ভাষ্যা কালীতি বিকৃত
অত্যর্ধদযিতা সাধ্বী শীলবৃন্তগুণযিতা ।
তদা মহারমদেবে অবিমুক্তে পুরোত্তমে ॥ ৪
পঞ্চায়তনসংস্থস্ত কালে যাতি দ্বিজোত্তম ।
সদা নিত্যক্রিয়ার্থক সোপান্তে শঙ্গবে বনী ॥
সক্য্যং পূৰ্ণ্যং পশ্চিমাংক ওক্তারে সংশ্রিতে
গন্ধর্ষ্যাপরসটৈব বিদ্যাধরগণাস্তথা ॥ ৬

চতুঃশচারিংশ অধ্যায়ঃ ।

(মুক্তি) তদাত্মকং অবস্থান করিবে । এই শ্রব
ব্রহ্মাবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য কিংবা
শূদ্র যদি পাঠ করে, তদা হইলে সে সকল পাপ
হইতে মুক্ত হয় । আমি শুধা-সমগ্র্যতি এই
মহৎ পুরুষকে জানি, ইহাকে জানিলে আর
সংসারে আসিতে হয় না । ইহা ব্যতীত
লোকের উক্তারের অন্ত আর উপায় নাই ।
যদি সহস্র অথবা লক্ষ কোটি মূল হয়,
তাহা হইলেও ওক্তারেশ্বরের মহাস্বামী বর্ণন
করিতে শক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু আজ
কিঞ্চিৎ ওক্তার-শ্রবণে তুমাকে ওহিলাম, অপর
কেহ কহে সহস্র মূল দ্বারাও বলিতে পারে
না ॥ ৮০—৮৯ ॥

ত্রিচারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

বাস কহিলেন,—অহা, কি সুন্দর
কল-জনক কথা শুনিলাম । কিন্তু ও
পরের এই পরম কথা শ্রবণ করিয়া ত
তপ্তি হইল না । হে ব্রক্ষন্ । যদি ত
প্রতি আপনার অনুগ্রহ হইয়া থাকে,
হইলে আমি পুনর্বার শ্রবণ করিতে
করি, হে তপোধন । আপনি তাঁহার মা
বিস্তারপূর্বক বর্ণন করুন । সনৎকুমার
লেন,—হে বাস ! বেদসংযিত দিব্য
কথা শ্রবণ কর । দেবী গিরিসুতা কালী
অভিহিত হইয়া শত্ভাগ ভাষ্যা হইয়াছি
তিনি স্বভাব ও চরিত্রগুণে পতির অতি
হন ; পুরশ্রেষ্ঠ অবিমুক্ত-দেশে মহাদেব
সংযিত রমণ করেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ।
পঞ্চায়তনে অবস্থান করত তাঁহাদের কাল
বাহিত হইতে লাগিল । লোকবাত্রা-ও
অন্ত তিনি উক্তর সন্ধ্যায় ওক্তারহিত
উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
অপস্যা ও বিদ্যাধরগণ চারিদিকে মৃত

মানাঃ স্থিতাঃ সর্কে নীতবাদিত্রসংবৃত্তাঃ ।
 ধর্মহস্ত্রেণ শ্বেদভূতা গণান্তথা ॥ ৭
 ভূতান্তথা দেবা কৃষ্টা ননুভুস্তমম ।
 তদাসং মুকুন্তি অলভ্য পদে পদে ॥ ৮
 তদশমথো দৃষ্টা গৌরী বচনমব্রবীঃ ।
 বিরূপাক্ষ নৃত্যোহয়ং মম বিষয়কারকঃ ॥ ৯
 কৈবল্যভিঃ স্থানৈর্দৃষ্টং নৃত্যং ময়া পুরা ।
 শৈলৈর্গিবিবরৈস্তথা পর্ষাশ্চভূদরৈঃ ॥ ১০
 আসে নৈব সংদৃষ্টং কদাচিৎ তু ময়া পুরা ।
 কং কথং হৃদ্য মদ্যনুগ্রহভাগমম ॥ ১১
 ক্রুশদা দেবো দেব্যা চ পদমেধরঃ ।
 চ প্রহসন দেবো দেব্যাঃ স মুখপদ্মজম ॥ ১২
 ম্যাপিনা দেবঃ সঙ্কলেন মহাশূনা ।
 হন প্রাহ বচনমিদং সাংকলেন তনুহং ॥ ১৩
 ইং কথং মেহত্র স্থানে গিরিসূতে শৃণু ।
 সৌ পরাববো দেবঃ সাক্ষিকঃ পরিকীর্তিতঃ ॥
 ধাঃ সূদতে ভদ্রে মোহম্বিনে স্থানেস্থিতঃ সমম
 দ্য কবিত্তে গ্রাহ্য কবিল । লক্ষবর্ষ পূবে
 পূর মহাদেবোব শরীর-বদ্য হইতে প্রমথগণ
 উগণ আবির্ভূত হইয়া সহস্রে নৃত্য কবিত্তে
 তৎকালে পদে পদে পতিত হইয়া
 বিবস্ত্র হইতে লাগিল পার্শ্বসী মহা-
 ৩ তদশ দেখিয়া বলিলেন,—হে বিক-
 আপনার এ কিকপ নৃত্য হইয়া
 আমার অতিশয় বিষয় হইতেছে ।
 নেক স্থানে আপনার নৃত্য দেখিয়াছি ;
 মন্দরাদি পর্বতে, কখন বা কৈলাস
 কখন বা গুহ্যস্ত পর্বতে দেখিয়াছি ।
 মি আপনার অনুগ্রহভাগিনী হই, তাহা
 আমাকে ইহার কারণ বলুন । ১—১১ ।
 ব মহাদেব দেবা কতক এইরূপ আভি-
 য়োহস্ত করিলেন এবং দেবীর মুখ-
 য়ী কর দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া সান্ত্বনা
 । অস্ত এই কথা বলিলেন,—হে গিরি-
 এই স্থানে নৃত্য করিবার বিশিষ্ট
 আছে । হে সূত্রভে ! যে দেব পরাৎ-
 পতিভূত নাম নামে পরিকীর্তিত হইয়া

এতদব্রাহ্মণং ব্রহ্ম পকাশ্যং সংস্থিতং প্রভূম্ ॥ ১৫
 পকাশ্যস্থিতং দেবং পকাশ্যতনবাসিনম্ ।
 তেন নৃত্যামাহং দেবি পরমানন্দমাহিতঃ ॥ ১৬
 ব্রহ্মাণ্ডোদরবস্ত্রানি তীর্থানি গিরীশোভবে ।
 তেষামত্যধিকং স্থানং পকাশ্যতনমুত্তমম্ ॥ ১৭
 মম চাপ্যধিকা প্রাতির্ধেন কাধোণ তচ্ছৃণু ॥ ১৮
 ষোহসৌ পদবনে লোকে আনন্দো ব্রহ্মণঃ পরঃ ।
 মোহরং স্থানে পরে দেবি মত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥
 অসিন্ স্থানে স্থিতস্তাপি পুরুষস্ত জিতাশ্বনঃ ।
 দিব্যং চক্ষুঃ প্রবর্তেত যেন পশ্যতাসৌ পরম্ ॥ ২০
 প্রত্যক্ষং জ্ঞাতবান ভদ্রে পুরুষস্ত চতুর্ভুজঃ ।
 ত্রিনেত্রং শূলশস্ত্রক ললাটাকং কৃষ্ণধ্বজম্ ॥ ২১
 ব্রহ্মাচি মানবঃ পূর্কঃ পকাশ্যতনসংস্থিতাঃ ।
 শিবলোকস্ত সকারং পকাশ্যতনসংস্থিতম্ ॥ ২২
 ব্রহ্মসং সর্কজ ত্বনাং পকাশ্যতনমুত্তমম্ ।
 সর্কভূতকলো দেবি অবিসৃক্তে রুতিং প্রতি ॥ ২৩
 নরাণামগ্ৰবুদ্ধানাং বিষয়াক্রান্তচেতসাম্ ।
 অচ ভূতস্ত সংস্থানং বেদশাস্ত্রবহিষ্ঠতাঃ ॥ ২৪
 শাস্ত্রাণাং দ্বিত্যক্রোধাঃ পকাশ্যতনপূজয়া ।
 থাকেন, তিনিই এই স্থানে আছেন । হে গিরি-
 রাজ-পুত্রি । ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে যত তীর্থ আছে,
 তাহা হইতে এই পকাশ্যতন শ্রেষ্ঠ ও উত্তম
 এবং যে জগৎ ইহাতে আমার অধিক প্রীতি
 হইয়াছে, তাহা প্রবণ কর । জগদম্বার অতি
 প্রিয় যে কেলিনিবাস-স্থান পদবন, তাহাতে
 বন্ধের যে পরম আনন্দ, এই পবিত্র স্থানে
 তাদৃশ আনন্দ আমারও হইতেছে ; ইহা নিশ্চয়
 জানিবে । এই স্থানে জিতাশ্বা পুরুষ অব-
 স্থান করিলে কাহার দিব্য চক্ষু হয়, বাহার
 প্রভাবে তিনি জ্ঞানবান হইয়া প্রত্যক্ষরূপে
 চতুর্ভুজ পরমপুরুষকে দেখিতে পায় । পূর্কে
 পকাশ্যতন-স্থিত মানবেরা ত্রিনেত্র শূলধারী কৃষ্ণ-
 বাহন মহাদেবকে প্রত্যক্ষতঃ দেখিত । পকাশ্য-
 তনে শিবলোকের সকার আছে, ইহা সকল
 লোকের গোপনীয় এবং বিষয়াক্রান্ত-চিত্ত
 হৃদিকে লোকের পক্ষে ইহা অলভ্য কথক ।
 আশ্ব বাহ্য শাস্ত্রবহিষ্ঠ-কার্যকারী, জগদম্বার

সত্যাবতাবিতাঃ সর্কে দ্রাক্ষ্যন্তি পরমেশ্বরম্ ॥ ২৫
 বৈষ্ণব জগদ্বরে দেবি পুরা আর দ্বিতো হুহম্ ।
 তে বিদন্তি পরং স্থানমবিমুক্তং পরং পদম্ ॥ ২৬
 ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে চ যানি তীর্থানি সূত্রেতে ।
 রাবণস্তাং গমিষ্যন্তি বৈশাখস্ত চতুর্দশীম্ ॥ ২৭
 ব্রহ্ম্যন্তি পরমং দেবং পঞ্চায়তনবাসিনম্ ।
 দেবান্চ কষয়ন্ত্যেব কুদ্রাঃ পাতপতন্যে ॥ ২৮
 পরিবার্য দ্বিতাঃ সর্কে ওকারেশস্ত সূত্রেতে ॥ ২৮
 মংস্তোদধ্যাক্ষ পরিভ আদিত্যেব কেশবঃ ।
 যম্মিন্ কেষ্ট্রে স্মরন্ত্যে দ্বিতাঃ পূর্বেণ কেশবঃ ॥ ২৯
 কুদ্রাণ্যৈকৈব কোটিং কশীপুর্বেণ সংস্থিতা ।
 গায়ত্রীনা চ ওকারঃ দ্বিতা উষ্ট্রৈব দক্ষিণে ॥ ৩০
 বামদেবঃ সার্বভৌমঃ কপিলঃ পদে ।
 দেহল্যাখ্য দেবস্ত দ্বিতো দেবস্ত চোস্ত্রে ॥ ৩১
 ধায়মানান্ ওকারঃ পঞ্চায়তনবাসিনম্ ।
 সপ্তকোটীম্ মন্ত্রাণাং সর্কেণাং উপসাদিকঃ ॥ ৩২
 কৃত্তিবাসাঃ দ্বিতো ভদ্রে তস্ত দেবস্ত পশ্চিমে
 এবং ব্রহ্ম্যন্তি তংস্থানং মল্লীকঃ শাশ্বতং শুভম্ ॥ ৩৩

পঞ্চায়তন-সেবন শম-দম্বাঙ্গি-সম্পন্ন হয় এবং
 পঞ্চায়তন সত্যাব-সম্পন্ন হইয়া পরমেশ্বরকে
 দেখিতে পার। ১২—২৫ হে দেবি। মহারা
 পূর্বকালে আমাকে আরাধন করিয়াছে, কেবল
 তাহারাই জানিতে পারেন যে, অবিমুক্ত-কেশব
 পরম স্থান হে সূত্রেতে। ব্রহ্মাও মধ্যে যে
 সকল সাধু আছেন, মহারা কশাখী চতুর্দশী
 জিহ্বিতে বাসবসীক্রে হইয়া পঞ্চায়তনবাসী
 মহাদেবকে দেখিবেন। হে সূত্রেতে! ওকারে-
 শব্দের চতুর্দিকে দেবতারা, কশীপ, কুদ্রাণ ও
 পাতপতন্য অবস্থান করিতেছেন। ঐ পঞ্চায়-
 তন-ক্রেত্রে আদিত্য কেশব ও ব্রহ্ম পূর্ব-
 দিকে আছেন; দক্ষিণদিকে কোটি কুদ্রাণ,
 ওকারেশবের চিত্রাপরাধণা কশীপুর্বে জায়
 অবস্থান করিতেছেন; এবং বামদেব, সার্বভৌম,
 কপিলসেব দেহল্যাখ্য দেবতা উক্ত-
 দিকৃদ্বারে অবস্থান করিতেছেন, ইহারা সকলেই ওকারে
 স্থানে আছেন; পশ্চিমদিকে দেব কৃত্তিবাস

মনো বুদ্ধিহকারঃ কামলোভো তথাপরে ।
 এভ্যো ব্রহ্ম্যন্তি সত্যতং পঞ্চায়তনবাসিনম্ ॥ ৩৪
 ওকারদর্শনাদেব গতিং প্রাপ্নোতি দুর্লভাম্ ॥ ৩৫
 ইতি শ্রীশেবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
 তায়ামোক্ষারনির্ঘয়ো নাম চতু-
 স্তারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

যম্মিন্ স্থানে পুরা বৃন্তং তদিত্যেকমনঃ শ্রু-
 বৎসবে পুরা কল্পে রাজ্যসীং পুষ্পবানঃ ।
 নানাং লোকেণ বিখ্যাতস্তেজসাঃ সত্যসংহিতা ॥
 তপস তস্ত সূত্রেণ দেবদেবেন শঙ্কন
 কমলং কাকন দন্তং যথ কামগমং মুনৈঃ ॥
 স তেন বিচরন লোকান সপ্তদ্বীপনিবাসিনা
 দ্বীপানি সুবলোকক যথেষ্টং বিচরন সদা ॥
 কল্পানো সপ্তদ্বীপেষু তস্ত পুরুষবাসিনা

অদ্বিত্য আছেন। উক্ত দেবগণ যন,
 অত্কার, কাম ও পোভ হইতে মল্লীক
 সনাতন স্থানকে ব্রহ্ম করিতেছেন ।
 দেবের দর্শনে লোকদুর্লভ গতি
 হয়। ২৬—৩৫।

চতুঃসারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চচত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—এই স্থানে
 তন ঘটনা কহিতেছি, শবণ কর।
 নামক পূর্বজন কোন কল্পে পুষ্পবান
 এক রাজা ছিলেন। তিনি স্বকীয় নামে
 বনে বিখ্যাত এবং সূর্যাসদৃশ তেজস্বী
 দেবদেব শঙ্ক তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া
 পদ্ম দিয়াছিলেন, বাহার প্রভাবে যথেষ্ট
 হইতে পারে। রাজা সেই স্বর্ণপত্র
 ইচ্ছানুসারে স্বর্ণ, মর্ত্তা ও পাতাল
 সপ্তদ্বীপ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

নায়া তু তদ্বীপং পুষ্করদ্বীপমুচ্যতে ॥ ৫
ব বক্রণা দত্তং যানমস্ত মনোজবম্ ।
বাহনগিত্যাহস্তম্যাং তং দেব-দানবাঃ ॥ ৬
নাগমামস্তান্তি জগল্লয়েহপি
ব্রহ্মসূজস্তাপি জগল্লয়েহপি ।
পতী চ তদাপ্রতিমানকপা
নাবীসচঃসরভিতোহভিমাগা ॥ ৭
না চ লাবণ্যবতী বভূব
স পার্শ্বতী চেষ্টতমা ভবস্ত
উজ্জ্বলানামমৃতং বভূব
ব্রহ্মসূত্রমগ্রানুদ্রবণাম ॥ ৮
ভগ্নানঃ সর্ষমেবন্ধা বাজ
ব্রহ্মসূত্রবাস্যাসসাদ ।
সংপাগতং বাক্ষ্য মুনিপ্রবীরঃ
প্রচেতসং বাক্যমিদং বভাসে ॥ ৯
কস্মিন্ বিভূতিরমল চ মমাদ্য পূজা
মতা চ সর্ষবিদিতা মম হৃন্দরীদম্ ।
ভগ্না মমাতপসৈব সূতোষিতেন
মম মমাপুজ্যহর্য সুধীরবাত ॥ ১০

যস্মিন্ প্রবিষ্টমপি কোটিশতং নৃপাণাং
সামাত্য-কুঞ্জর-রথৌষ-বনাবৃতানাম্ ।
নালক্যতে ক গতমগ্নররত্বপূর্ণং
বীথীগণৈরথ বিচিত্রমমৃতমক ॥ ১১
তস্মাং তুমগ্নজনুধীৰ বরোদ্ভবেন
ব্রহ্মাদিকং কৃতমশেষজনাভিগম্যাম্ ।
যদাস্তি তং কথয় মে প্রবিনাম্যকীতে
মধাধামে তদবিলক বদ প্রচেতঃ ॥ ১২
মুনিবপ্যবোচত ভবাত্তরিতাং
পৃথিবীপতে ননু নিশমা কথাম্
তব জন্ম শূকককলে পরমঃ
মতিরপ্যনেকজনবাতকরা ॥ ১৩
বপবপাদস্তিপকুষং কনখা-
ভরণং কসন্ধি ন বনে শূকতম্ ।
ন চ স্তনুভূত চ বন্ধুভনো
ন পিতা স্বসঃ ন জননী চ তথা ॥ ১৪
অভূদনাগৃষ্টিরতীৰ রৌদ্রা
কদর্পচন্দ্রাহারমবিন্দতা তে
কুংসীড়িতেন লমতা ন কিকি-
দাসাদিতং বস্তফলাদি সদ্যঃ ॥ ১৫

। পুষ্করদ্বীপে সেই বক্রণ নামেই
পরমধ্যে সেই দ্বীপ পুষ্করদ্বীপ নামে
ত হইয়াছে। ব্রহ্ম ঠাহাকে মনোবৎ
পর ঘন দিয়াছিলেন, সেই কারণে
সেই ঠাহাকে পুষ্করবাহন বলিয়া
ত্রিজনতে ইহার কোন স্থান অগম্য
না। ঠাহার পতীও অপ্রতিম-রূপ-
বৎ শ্রেষ্ঠা বলিয়া নারীকুলে মাননীয়।
। মহাদেবের পার্শ্বতীর জায়, সেই
তী নারী ভাষা ঠাহার প্রিয়তমা হইয়া-
। পুষ্করবাহনের অগুতসংখ্যক পুত্র,
। সকলেই বর্ষাস্ত্র এবং ধনুষ্কারীর
। ছিলেন। ১—৮। রাজা ঠাহাদের
ক দেখিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিস্মিত হইতে
ল। একদা রাজা প্রচেতা মুনিকে
দেখিয়া এই কথা বলিলেন,—সুধীর
কিজন আমার অমৃতপাত্র সন্তুষ্ট
নন্দো বিভূতি, লোকবিখ্যাত কীৰ্ত্তি,

এই হৃন্দরী ভাষা এবং এই পরগৃহ দিয়া-
ছেন? এই গৃহ বসন-রত্ন-পূর্ণ ও বীথী-সমূহে
সুশোভিত, ইহাতে অমাত্য, হস্তী ও রথ-
নিচয়-সূক্ত শতকোটি ধনাঢ্য রাজগণ এবিষ্ট
হইলেও লক্ষ্য হয় না যে, ইহার কোথায়
যাইল। অতএব যদি আমার অমাত্য-কৃত
শুকৃতি দ্বারা এই ঐশ্বর্য হইয়া থাকে,
তবে তাহা আপনি আমার নিকট প্রকাশ
করুন। মুনি বলিলেন,—পৃথিবীপতে! তোমার
অমাত্যরীণ ব্রহ্মাস্ত্র কহিতেছি, অবশ্য কর। তুমি
পূর্বেজন্মে ব্যাধকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলে, সেই-
অস্ত্র তোমার মতি নির্দ্বন্দ্ব, লোক-হিংসাকর এক
শরীর অকার্য্য বশতঃ করুণ, হৃদযবল ও বিকৃত
হইয়াছিল। তোমার পিতা-মাতা, পুত্র কন্যা,
বন্ধু-বান্ধব কেহই ছিল না, কেবল ভাষা ছিল।
পরে কোন সময়ে অতি ক্রেশদারক অমাত্য
হইলে তুমি আহায়াভাবে কথায় পীড়িত হইয়া

অখাত্যপদ্মমহদমুজাট্য
 সরোবরং পক্ষপরীতরোধঃ ।
 পদ্মভ্রুখাদায় ততো বহুনি
 গতঃ পুরং সোহবিমুক্তনামধেয়ম্ ॥ ১৬
 তদুন্মীলাভায় পুরং সমন্তং
 ভ্রাতৃং তদা শেষমভূং তদানীম্ ॥ ১৭
 উপবিষ্টমেব কশ্মিন্ সভাযো ভবতাননে ।
 কুদ্রাবাসে তু. সংস্থায় ত্বয়া প্রাত্তো মহাশ্রুতিঃ ॥ ১৮
 সভাযন্ত স ভগবান্ তদ্রাসো মলচ্ছবনিঃ ।
 তত্র দৃষ্টত্বয়া দেবো দিব্যা-চ্যবিভূতিমান্ ॥ ১৯
 ওকারপরমং ত্রক্ষ দেব-গন্ধর্ক-কিররৈঃ ।
 ত্রাক্ষপৈর্বেদভূতৈঃ সিংহৈঃ পাতপতৈঃ পটৈঃ ॥
 ত্র্যংপদকোষসংহারৈর্মুক্তগুণলিভিস্থখা
 ত্র্যম্বকভাসনৈরোজিতপদ্মানসৈঃ ॥ ২১
 অত্রৈব বিবিধৈঃ সিংহৈস্তম্বিন দেশ উপস্থিতঃ ।
 ব্যারমাসঃ পক্ষ ত্রক্ষ বঁকাবাস্ত্র ঋষয়ম্ ॥ ২২
 ত্র্যম্বকভাসনৈঃ সর্ম্মং পক্ষপতনমর্ননাং ।
 ভক্তিভৈশ্চ তদা ত্র্যংপতাস্ত্র নরেশ্বর ॥ ২৩

দানাদান ভ্রমণ করিয়াও কোন বস্তু কলাদি
 পাইলেন না। অনন্তর পক্ষময়-তীর ও পদবহন
 এক সরোবর দেখিতে পাইলেন। তথা হইতে
 প্রচুর পর সংগ্রহ করিয়া অবিমুক্ত নামক পুরে
 উপস্থিত হইলেন। তথায় ততঃ বিক্রয় করিয়া
 কৃত্য পাইবার আশায় সমস্ত পুরী নগর করিলেন ও
 কার্য সকল হইল না। ১—১৭। পরে তুমি
 ভ্রাতৃসহিত এক স্থানে অবস্থান করিয়া, কুদ্রা-
 বাসে থাকিয়া, রাত্রি যত্নসহিত শ্রবণ এবং
 আশ্রয় ঐশ্বর্যশালী দেব ও দেবীকে দর্শন
 করিলে। এই স্থানে তদুন্মীল-সদর ও তদুন্মীল-
 ভিৎ দেবতা, গন্ধর্ক, কিরর, বেদভূত ত্রাক্ষপ, সিংহ ও পাতপতেরা ত্র্যংপদ-কোষে পরেশ-
 চরণধারণপূর্বক বস্তুকে অঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া
 ভক্ত্যবগতক ভাসন করত উপস্থিত আছেন।
 পক্ষপতনমর্নন-নামক এই এক-সম ভাব বুদ্ধিতে
 পক্ষপতনমর্নন-নামক এই এক-সম ভাব বুদ্ধিতে
 পক্ষপতনমর্নন-নামক এই এক-সম ভাব বুদ্ধিতে

কিমিতিঃ কমলৈঃ কার্যং বরং শত্বলকৃতঃ ।
 নিবেদিতান্তথা পুষ্পা পক্ষাযতনবাসিনে ॥ ২৪
 দৌরমানক দেবার্য সুবর্ণস্ত শতং পরম্ ।
 ন গৃহীতং ততঃ ক্ষেত্রে মহাসমুদ্রমহাশ্রনা ॥ ২৫
 তত্র জাগরণৈব প্রসঙ্গেন ত্বয়া কৃতম্ ।
 প্রভাতে চ ত্বয়া তম্বিন দৃষ্টঃ শত্বলকৃতম্ ॥ ২৬
 আশ্রয়ং পরমং যত্র তম্বিনারতনে স্থিতঃ ।
 সম্যাক্তজ্ঞান সপত্নীক উপলেনপনতঃ পরঃ ॥ ২৭
 কালেন গচ্ছতা তত্র কুদ্রাবাসপদে প্রসূত।
 পক্ষপত্ন্য প্রাপ্তবাৎস্ত্র দেবদেবস্ত সন্নিধৌ ॥
 অথো প্রবিণা সুশোণী তদা গৃহ কলেবরম্
 কম্বুণা তেন রাজেন্দ্র ইয়ং ব্যুষ্টিস্বাগতা ॥
 স ভবান্ পক্ষকো জাতঃ সপত্নীকো নরেশ্বর
 পুষ্পানুকম্বনাং তদুন্মীলকৃতম্ চ পূজনাং ॥
 ইয়ং ব্যুষ্টিস্বাগতা জাতা পক্ষাযতনপূজনাং ।
 ওকারেবরমহাস্মান্নেন তপসা নৃপ ॥ ৩১
 বখাকালগতে সভাবর্ধয়ানে চতুম্বুধঃ ।

পদ সকল কি হইবে? ইহা দ্বারা
 ভূমিত করা উচিত" ইহা বিবেচনা
 তুমি পুষ্প সকল পক্ষাযতনবাসী
 দেবকে নিবেদন করিলে। তুমি মহাশ্র
 দেবতের দেশে প্রসূত সুবর্ণশত সেই ক্ষেত্র
 আর আশ্রয় করিলে না। প্রসঙ্গক্রমে
 সেই স্থানে জাগিয়া প্রাতঃকালে যত্ন
 শত্বকে দর্শন করিলে; মনে মনে অতি
 বিত হইয়া পত্নী-সমভিযাহারে সেই স্থা
 র্জনী ও লেনপন দ্বারা পরিচর
 থাকিলে। কিছু কালের পর কুদ্রাবাসের
 বস্তী দেবদেবের সন্নিধানে পক্ষপত্ন্য প্রাপ্ত
 ১৮—২৮। তোমার পত্নী তখন আ
 করিল। হে রাজেন্দ্র! সেই ক
 তোমার এই ঐশ্বর্য হইয়াছে। তুমি ব
 মহাদেবের পূজার্থে পুষ্পসমর্পণ করা
 পক্ষাযতন-পূজাপ্রভাব বশতঃ নরেশ্বর
 ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছ। ইহা জা
 হইলেও একান্ত ওকারেবরের মহাশ্র
 আকাশদ্বারা প্রেত বাল প্রদান দর্শন

ঐশ্বর্য রাজেন্দ্র ব্রহ্মরূপী চ ঐশ্বর্যঃ ।
 ঐশ্বর্য রাজেন্দ্র পুঙ্করং তং মহীতলে ॥ ৩২
 পুঙ্করং সমাসাদ্য ওঙ্কারং শরণং ব্রজ ।
 নাদং তস্ত দেবস্ত দণ্ডাসি পদমৌষরম্ ॥ ৩৩
 পুঙ্করং স তু রাজা বৈ তেনৈব তু মহর্ষিণা ।
 যাক্ষসর্গগাত্রস্ত হর্ষাবিষ্টমন্ত্রবীং ॥ ৩৪
 পুঙ্করং হুয়াগাতং ব্রহ্মণ্যং কুলবর্জন ।
 নারে হুসমৈঃ সঙ্গঃ পূণ্যভারাং তু জায়তে ॥
 প্রসাদ্য তং বিপ্রং রাজা তু কৃতনিশ্চয়ঃ ।
 ত্রীকো জগামাস্ত বারাবস্তাং মহামুনে ॥ ৩৫
 প্রকৃতমে দেশে পুঙ্করতনমুক্তিদে ।
 পদ্যান্তে ব্রহ্মন কদা বাসস্ত চোত্তরে ॥ ৩৬
 পুঙ্করতনম্ ওঙ্কারবস্ত্রং সংস্থিতঃ ।
 মহাদেবো নাম দেবসংগে স্থিতঃ পুর ॥ ৩৭
 পুঙ্করং স্থানং যাবদৈবকৃতান্ত্রিতিঃ ।
 সৈতি বিখ্যাতং পুণ্যদং সর্গদেহিনাম্ ॥ ৩৮

ওছ, "চতুর্ভূষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন," সেইরূপ,
 পী ঐশ্বর্যও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট; ইহা
 ব, অতএব তুমি পুঙ্কররূপ রাণিয়া দেও,
 অবিমুক্তক্রেত্রে যাইবা ওঙ্কারেবস্ত্রের শরণা-
 ৩৩, সেই দেবের প্রসাদে ঐশ্বর্য পদ
 উপাইবে। সেই মহর্ষি রাজাকে এই-
 বলিলে পর রাজা আনন্দে রোমাঞ্চিত-
 হইয়া উঠিলেন,—হে ব্রহ্মবল-
 অর্পণি আমর পুঙ্করতন-ব্রহ্মবস্ত্র
 , সংসারে আপনার গ্রাম সাধুর
 গাত্রের ব্যতীত হয় না। রাজা
 ব্রহ্মণের নিকট অমুনয় করিয়া
 যাইবার জন্ত স্থিরসম্মত হইলেন এবং
 বারাবস্তীতে সত্তর গমন করিলেন।
 ত্রোদরী তীরের তীরবর্তী কুদ্রাবাস
 রাস্তার উত্তরে শত্ৰু প্রথম মুক্তি-
 গণতনয়ে দক্ষিণা-মুখি স্থাপিত,
 ওঙ্কারেবস্ত্রের পূজা করিলেন। সেই
 কুদ্রাবাস নামক দেবত্ব
 —৩৮। সে স্থান অকৃতপুণ্য
 দে প্রতি দূর্গত এবং সকল প্রাণীর

দিব্যোরাপি তদগ্ৰে কাম্যক ক্রেতৃপুঙ্করকৈঃ ।
 কুদ্রাবাসে কৃতজ্ঞানঃ পুঙ্করতনবাসিনম্ ।
 প্রজ্যামি ঐশ্বর্যং দেবং বং দৃষ্টা নোত্তরঃ পুনঃ ॥ ৩৯
 মনোরথং প্রকৃষ্যন্তি তস্ত দেবস্ত দশনৈঃ ।
 হুয়াগাধ্যং হুঃসহক সমস্তাদুরতিক্রমম্ ॥ ৪০
 কলিকশ্যভূতৈস্ত যেষাং নোপগতা মতিঃ ।
 তেষাং দৃষ্টক গম্যক তং স্থানং শশিমৌলিনঃ ॥ ৪১
 তীর্থক স্থাপিতং ব্যাস দেবদেবেন শূনিনা ।
 ন কৈশ্চিদ্রূপে তত্র দৃষ্টে কলিযুগে ভরে ॥ ৪২
 গন্ধর্ষৈঃ কিস্রৈর্বৈষ্ণবৈরপ্যরোতিস্তথোরগৈঃ ।
 সিদ্ধৈঃ সম্পূজ্যতে তত্র দেভ্য-দানবনায়কৈঃ ॥ ৪৩
 অস্তর্ধ্যানশতৈর্নিভ্যং পূজ্যতে পরমেশ্বরঃ ।
 তত্র গতা তু রাজর্ষিঃ পরমং ভাবমান্বিতঃ ॥ ৪৪
 আরাধয়ানো দেবেশং পুঙ্করতনমৌষরম্ ।
 শাস্ত্রাকারং বিনির্নতা জ্ঞানদীপেন ঐশ্বরম্ ॥ ৪৫
 দৃষ্টোবাস তু রাজর্ষিরোক্তারং পরমং পদম্ ।
 তেন ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং শিবৈব পরমাত্মনা ॥ ৪৬

পুণ্যজনক। ঐ স্থান স্বর্গীয় লোক এবং
 অপর ক্রেতৃপুঙ্করকৈরা প্রার্থনা করেন। কুদ্রা-
 বাসে স্থান করিয়া পুঙ্করতনবাসী ঐশ্বরকে
 দর্শন করিতে। ইহাকে দেখিলে আর অন্যগ্রহণ
 করিতে হইবে না। দেবতারাও এই দেবের
 দর্শনে মনোরথ সফল করেন। কলির
 পাপাত্মারা এই স্থান চিত্রা করিতে, কি সহ
 করিতে, কি অতিক্রম করিতে পারে না; কারণ,
 তাহাদের জ্ঞান হয় নাই। কিন্তু বাহাদের
 বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, তাহারাই দেখিতে ও
 যাইতে সক্ষম হয়। হে ব্যাস! দেবদেব
 মহাদেব সেই তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন। সেই
 স্থানে গন্ধর্ষ, কিস্র, বক, অপসর, উরগ, সিদ্ধ
 ও দেভ্যপতিরা অলঙ্কিতভাবে পরমেশ্বরকে
 পূজা করিয়া থাকেন। রাজর্ষি সেই স্থানে শিরা
 পরম ভক্তি অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রমুখি পুঙ্কর-
 তনম্ ঐশ্বরকে প্রণতিপূর্বক আরাধনা করিতে
 লাগিলেন। সেই রাজর্ষি পরমপদ ওঙ্কারে-
 বস্ত্রকে দেখিলেন। বাক্য বেরণ বিবর্তন,
 সেইরূপ পরমাত্মা কর্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত

অপত্তি যোগিনো দেবি ভস্মিয়েব লয়ং গতঃ ।
 এতন্তে কথিতং দেবি যন্মাং তুং পরিপূচ্ছসি ॥৪৮
 বারাপস্তু ওকারং পকারতনসংস্থিতম্ ।
 বদর্শনারা লোকে বিজ্ঞানৈশ্বৰ্য্যভাজনাঃ ॥ ৪৯
 হর্ষভং তপসা দেবি যত্রাস্তে দুর্লভং পদম্ ।
 দানানাং দুর্লভং দানং ব্রতানাং দুর্লভং পরম্ ॥৫০
 সর্কত্বে দুর্লভং স্থানমিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ ।
 উক্ত্যা পরময়া যুক্তা মহাদেবঃ বিশত্তি চ ॥ ৫১
 পূজয়িত্বাতি যে তত্র সর্কতাবেণ শক্য়ম্ ।
 বিজ্ঞেয়াস্তে গণা ভেদ মনুষ্যীং প্রকৃতিং স্থিতাঃ
 সিদ্ধযোগস্ত সোপানমেব লক্ষ্যাস্ত্য সুন্দরি ।
 বারাপস্তু যে কেচিৎ তীর্থান্ভায়তনানি চ ॥ ৫৩
 তেবাকৈব তু সর্কতামোকারং প্রথমং শ্রুতম্ ।
 ওকারদর্শনাদেবি সর্কতং দৃষ্টা ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫

সনৎকুমার উবাচ ।

ভতঃ স ভগবান্ দেবো দেবদেবস্ত মাতরম্ ।
 উবাচ দেবি পশ্চাদমূল্যানং নিম্নিতং পুরা ॥ ৫৫

যদ্যন্তি দেবলোকেহপি বস্ত সৎ তৎ কৃতং যয়া
 তদুত্তমস্তি লোকে ন যন্ত নো বিস্ময়েশ্বরঃ ॥৫৬
 দেব্যাবাচ ।

এবং ভবতু দেবেশ যথাখ তুং সনাতন ।
 ন হি মেহন্ত্র গন্তব্যং তদ্যতঃ মনোহর ॥ ৫৭
 সনৎকুমার উবাচ ।

সহ দেব্যা ভতো বাস বারাপস্তুঃ রম্যজঃ ।
 দেবোদ্যানং হি দিদৃক্ষুর্ভগবাংস্তং সমস্ততঃ ॥
 পূর্বমিহ স্তম্ভসিগে ভাগে দেবো দেব্যাঃ পরাং
 উদ্যানং দর্শয়ামাস নানাকিঞ্জরনাদিতম্ ॥ ৬০
 নানারক্ষসমাকীর্ণং নানাকুমুমশোভিতম্ ।
 নানারক্ষসমাকীর্ণং নানাপক্ষিবিনাদিতম্ ॥ ৬১
 চম্পকশোক-পুঙ্গব-প্রিয়মুদ্রশতসমূলম্ ।
 বিদ্যাজ্জুনকদম্বৈঃ স্তম্ভোদ্যোতসরৈরপি ॥ ৬২
 গন্ধবস্ত্রিণ্য কুমুমৈর্জ্যতি-কেশর-কেতকৈঃ ।
 রম্যোঃ সুরভিপুষ্পৈশ্চ সঙ্গা সেবিতম্ভটপদৈঃ ॥
 সংযুক্তং সর্কতঃ শ্রীমদ্বনং তদ্রাজসমিতম্ ।
 স তদুদ্যানমাসাদ্য দেবীং প্রাপ্ত জগৎপতিঃ

আছে । সেই স্থানে যে গৌরা অপ করিয়া লয়
 প্রাপ্ত হইয়াছেন হে দেবি । তুমি আমাকে
 বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা কহিলাম
 ৩১—৪৮ । বারাপসী-ক্ষেত্রে পকারতনস্থিত
 যে ওকারেবর অছেন, তাহাকে দর্শন করিয়া
 লোকে জ্ঞান ও ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হয় । যে স্থানে
 সেই দুর্লভ পদ আছে, তাহা তপস্যায় অপ্রাপ্য ;
 ইহা দানের দুর্লভ দান, ব্রতের দুর্লভ ব্রত
 এবং ইহা সর্কতাই দুর্লভ, ইহা ভগবান্ শিব
 কহিয়াছেন । দৃঢ় ভক্তি সহকারে বাহারা
 শক্যকে পূজা করে, তাহারা মহাদেবে লয়
 প্রাপ্ত হয় এবং মানুষী-প্রকৃতিসম্পন্ন জনগণ
 আবার গণবরূপ হয় । হে সুন্দরি ! ইহাই
 সিদ্ধযোগের এবং সম্পত্তির একমাত্র সোপান ।
 বারাপসী-ক্ষেত্রে যে কোন তীর্থ-স্থান আছে,
 সে সকল হইতে ওকার-স্থান শ্রেষ্ঠ ও প্রথম ;
 হে দেবি ! ওকার-দর্শনে সকল দর্শনই হয় ।
 সনৎকুমার কহিলেন,—তাহার পর সেই ভগ-
 বান্ মহাদেব দেবদেব পশ্চাদেব মাতাকে বলি-
 লেন,—হে দেবি ! আমি পূর্বে যে উদ্যান নির্মাণ

করিয়াছি, তাহা দর্শন কর, দেবলোকেও য
 একপ উত্তম বস্তু আর নাই জগতে ।
 প্রাণী নাই, যাহার মন ইহা দেখিয়া বি
 না হয় দেবী কহিলেন,—হে দেবেশ ।
 বাহা বলিলে, তাহাই হইবে । আমার
 স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই, তথায়
 জগৎ যাবান্ হও । ৪৯—৫৭ সনৎ
 কহিলেন,—হে ব্যাস । অনন্তর রম্যজ
 দেবীর সহিত দেবোদ্যান দেখিতে
 করিলেন এবং পূর্বদিগ্‌বস্তা অসিতীর্থে
 টঙ্ক মনোহর উদ্যান দেখাইলেন
 স্থানে কিম্বদন্ত গান করিতেছে, চ
 কুমুম-শোভিত রক্ষ সকল বিরাজিত
 বিহগগণ মধুর কূজন করিতেছে,
 অশোক, পুঙ্গব, চম্পক, প্রিয়মু, অর্জু
 বট ও উড়ঙ্গর রক্ষ সুশোভিত
 রমণীয় সুগন্ধি জাতি ও বকুল পুষ্পে
 আসক্ত রহিয়াছে, সর্কতঃ শ্রীসম্পন্ন
 সেই উদ্যানে জগৎপতি মহা

বি বিমানস্থানু কিল্লরাংচ মনোরমে ।
 ততঃপাণ্ডানি তথা কল্পক্ষমাণি চ ॥ ৬৪
 তাকৈ চ যে ব্রহ্মা বিমূলোকে চ যে শুভাঃ ।
 তুপি যে লোকে তান্ সর্সান্ পশু সূত্রেতে
 বারাহসী দেবী শিবলোকং সমাশ্রিতা ।
 ই ভারতোদ্যানে দেবদেবো জনার্দিনঃ ॥ ৬৬
 ত সর্সলোকেশো ব্রহ্মা কমলসমুদয়ঃ ।
 যঃ স্থিতাঃ সর্সী ওঙ্কারকাতিমুক্তিদম্ ॥ ৬৭
 য়েশে সুরা দেবি তিষ্ঠন্তি মম শোভনে ।
 গোলোকসংস্থানং গবাং বাসঃ স্বয়মুদৈঃ ॥
 যত্র সবর্ণানাং পয়ো ভূক্তি সমাপতঃ ।
 যদ্যেকিতো দৃষ্টা গাবস্তা সোমপাতৃগাঃ ॥ ৬৯
 যৌকিতাস্তত্র ভীতা গাবস্তদাভবন ।
 যম নির্দমা নকবর্ণা যদ্যদ্বিতাঃ ॥ ৭০
 পূর্মিমা দেবি আসন কপিলবংশজাঃ ।
 যদ্যত্র ভীতা যদেতাঃ প্রেক্ষিতা ময় ॥ ৭১

দেবীকে কহিলেন—হে দেবি । দেখ,
 রা বিমানেব উপর রহিয়াছে । এই দেখ,
 তিষ্ঠ ও কল্পক্ষ রহিয়াছে । যে সকল
 ব্রহ্ম শিবলোকে, বিমূলোকে ও ব্রহ্মলোকে
 সেই সকল ব্রহ্ম এই স্থানে দর্শন কর ।
 বারাহসী দেবী শিবলোক আশ্রয় করিয়া
 ন এই ভারতোদ্যানে দেবদেব জনা-
 নার্দিকমল-সমুদয় সর্সলোকেস্বর ব্রহ্মা
 আছেন এবং দেবতারা সকলে মুক্তি-
 কারেণরকে বেষ্টন করিয়া আছেন ।
 ক্রমশে গোলোক, যে স্থানে ব্রহ্মাদি
 গাকুদিগকে বাস দিয়া থাকেন । এই
 কবর্ণ গাভীগণের দৃষ্ট আমার উপরে
 ইচ্ছাছিল, অনন্তর আমি উপরে চাহিয়া
 গের উপকরণভূত গো সকল উর্দ্ধদেশে
 হিলাম । ৬০—৬১ । গাভী সকল
 ত তাহারা ভীত হইল এবং আমার
 হইতে থাকিল । হে দেবি ! এই
 ৭ পূর্বে কপিলবংশোৎপন্ন বলিয়া
 ৭, পরে আমার দর্শনে তাহারা নানা-

তং বৈ শরণ্যতাং গতা মামেবং লোকমাতরঃ ।
 আশ্রিতাঃ সোমমাগত্য সোমোৎপত্তিং সমাধবুঃ ॥
 প্রসাদয়িত্বা তা গাবো ব্রহ্মা মামব্রবীৎ ততঃ ।
 প্রসাদং কুরু দেবেশ গাবস্তব তু তেজসা ।
 ন বিনাশং যথা যান্তি তথা কুরু সুরার্চিত ॥ ৭৩
 ততোহহমাস্থিতো দেবি স্থানেহস্মিন্ স্বয়মেব তৎ
 গোপ্রেক্ষক ইতি খ্যাতো যন্ততঃ সর্সদৈবতৈঃ ।
 গোপ্রেক্ষকেবরং গতা দৃষ্টা চাত্যর্চ্য মানবঃ ।
 ন দুর্গতিমবাপোতি কল্যাণাচ্চৈব মুচ্যতে ॥ ৭৫
 ততস্তা বৌদ্ধমাণাস্ত প্রসন্নৈ সূত্রেতে ময়ি ।
 ব্রহ্মে সিদ্ধিতুমায়েতে শাস্তাঃ স্থিরচরাস্ততঃ ॥ ৭৬
 যথা ভক্তা হি তাঃ সর্সী ব্রহ্মণাপি মহাস্থনা ।
 যত্নাঃ পূ জ্যাংচ মাত্যাংচ ভবিষ্যৎ মমাক্ষয়া ॥ ৭৭
 কপিলাহুদমাংস্যাং তদাপ্রভৃতি কথ্যতে ॥ ৭৮
 অত্রাপি স্বয়মেবাহং ব্রহ্মহৃদ ইতি স্মৃতঃ ।
 সান্নিধ্যং কৃতবান্ দেবি সত্যং বৈ দৃশ্যতাং পরঃ ॥
 কপিলাহুদবিখ্যাতে দেবানামপি দুর্লভম্ ।

বর্ণ হয় । লোকমাতা গাভীগণ আমার শরণা-
 পন্ন হইয়া আশ্রিত হইল এবং সোমোৎপত্তির
 কারণ হইল । অনন্তর ব্রহ্মা সেই সকল
 গাভীগণের জন্ত আমাকে প্রসন্ন করিয়া বলি-
 লেন—হে দেবেশ ! আপনি প্রসন্ন হউন ;
 যাহাতে এই ধেনু সকল বিনাশ প্রাপ্ত না হয়,
 তাহা করুন । তাহার পর আমি নিজ স্থানে
 উপস্থিত হইলাম, একত্র আমাকে সকল দেব-
 তারা গোপ্রেক্ষক বলিয়া থাকেন । মনুষ্য
 গোপ্রেক্ষকেস্বরে গিয়া তাহাকে দর্শন করিয়া
 পূজা করিলে আর দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং
 সর্সপাপ হইতে মুক্ত হয় । হে সূত্রেতে !
 অনন্তর আমি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে দর্শন
 করিলাম ; পরে তাহারা প্রশান্তচিত্ত হইয়া
 বিচরণ ও ব্রহ্মে অবগাহন করিতে থাকিল ।
 মহাস্থা ব্রহ্মা ইহাদের ভক্তি ও উপকারিতা
 কহিয়াছেন বলিয়া আমার আজ্ঞার ইহারা
 অঙ্গতে মাজ-পণ্য হইবে । সেই অবধি ইহা
 আশ্রয় কপিলাহুদ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে ।
 এই স্থানে বসিয়া আমি ব্রহ্মহৃদ নামে অভিহিত

অশ্বিন্যপি প্রদেশে তু দর্শিতং ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥ ৮০
 শান্ত্যর্থং ধন্যলোকানাং সর্বদুঃখপয়োহমৃতম্ ।
 আসাং কীরেণ সজ্জাতং হৃদমেতন্মনোহরম্ ॥ ৮১
 কুদ্রহৃদমিতি খ্যাতং তেন দেহহৃৎ শতম্ ।
 সর্কৈর্দেবৈরহং দেবি অশ্বিন স্থানে প্রসাদিতঃ ॥
 গচ্ছেরমহমীশেতি উপশাস্তঃ স্থিতস্তদা ।
 শিবো ভূত্বা স্থিতোহহং পুণ্যমস্তাপি দর্শনম্ ॥ ৮৩
 প্রেক্ষতে প্রবতন্তং বৈ সুব্রলোকমবাধুয়াং ।
 অত্রাহং ব্রহ্মণানীষ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৮৪
 ব্রহ্মণা চাপি সংগৃহ্য বিষ্ণুনা স্থাপিতঃ পুনঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণা বিষ্ণুঃ প্রোক্তঃ সংবিধচেতসা ॥ ৮৫
 মমানীতমিদং লিঙ্গং কন্যাং স্থাপিতবানসি ।
 তমুবাচ পুনর্বিষ্ণুব্রহ্মণং কুপিতানলম্ ॥ ৮৬
 কামমেব সদোঃপন্নং পবং ভাবমহা হুতম্ ।
 ময়েব স্থাপিতস্তেন সাংপ্রত্যক ভবিষ্যতি ॥ ৮৭
 হিরণ্যগর্ভ ইতোব ততোহভূৎ সমাহিতঃ ।
 দৃষ্টে চ ময়ি দেবেশে শমনং কো ব্রহ্মবরঃ ॥ ৮৮

ও সজ্জনগণের দৃষ্টি হইয়া অধিষ্ঠিত আছি। এই
 বিখ্যাত কপিলাহর দেবতাদেরও দর্শিত। স্বয়ং
 ব্রহ্মা ইহা দেখাইয়াছেন। ধান্বিক লোকের
 শাস্তির জন্য ইহার জল অমৃতস্বরূপ। এই
 ক্ষেত্রেই দেব ও এই মনোহর-হৃদ উৎপন্ন
 হইয়াছে। ৭০—৮১। ইহাকে কুদ্রহৃদ ও
 দেবহৃদও বলিয়া থাকে। পরে সকল দেবতারা
 এইস্থানে আমাকে প্রসন্ন করিলেন, তখন আমি
 সকলের মঙ্গল-বিধাতা হইয়া ও ঈশ সংস্কা
 রাণ্ড হইয়া অবস্থিতি করিলাম। এই হৃদ
 অতি পুণ্যজনক; যে ব্যক্তি সংস্রুত হইয়া এই
 হৃদ দর্শন করে, সে দেবলোকে গমন করে।
 এই স্থানে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা আমাকে আনিয়া
 স্থাপন করিলে পর, বিষ্ণুও আমাকে পুনঃস্থাপন
 করেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা উদ্ভিগ্ধচিত্ত হইয়া
 বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি কি কারণে
 মদামীত এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলে? বিষ্ণু
 তখন ক্রোধে অগ্নিসদৃশ ব্রহ্মাকে কহিলেন,—
 তুমি যে ভক্তি হওরাতে আমি স্থাপিত
 হইলাম, তবুও তুমি এই শিবের নাম হইলে

পুনর্যেব ততো ব্রহ্মা মম লিঙ্গমিদং ততঃ ।
 স্থাপয়ামাস বিধিবদ্ভক্ত্য। পরময়া যুতঃ ॥ ৮৯
 দেবদেবং মহাদেবং প্রচ্ছষ্টেনাত্তরাশ্বনা ।
 স্বয়মেব মহাদেবি নয়শ্বেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৯০
 ততোহহং সর্কদেবানাং পশুতাং তত্র তত্র ।
 প্রবিষ্টো লিঙ্গমধ্যে তু বিষ্ণু-ব্রহ্মপ্রচোদিতঃ ।
 মানন্যার্থং হি তাত্যাক স্মৃষ্টো ভূত্বা স্বলীলয়
 সুনীলেশ্বরনামা বৈ লোকানাং সর্বনেত্রঃ
 তস্যাং সুনীলমিত্যেবং গুহ্যক্ষেত্রমিদং মম
 প্রাণানি ত্যজতে যোহত্র ন পুনর্জায়তে ভূমি
 এবং দেবি ততো বিষ্ণু ব্রহ্মা লোকপিতামহ
 প্রসন্নমনসৌ বৌ চ সুবর্ণৌ সূমহাশ্রনৌ ॥
 অশক্যা সা গতিস্তস্ত যোগিনাকৈব শাশ্বতী
 অশ্বিন্যপি স্থিতা দৈত্যাঃ সর্কৈ তে দেবক
 ব্যাঘ্রপং সমাস্তায় নির্দগ্ধাস্তেজসা ময়া ।
 ব্যাঘ্রেণরস্ততঃ খ্যাতো নিত্যং তত্রাহমস্মি

—‘হিরণ্যগর্ভ’। তাহার পব আমি স
 হইলাম। আমাকে দর্শন করিলে লোক
 সন্মানে যায না। অনন্তর ব্রহ্মা পুনর্বার
 ভক্তির সহিত ষথাবিধি আমাব লিঙ্গ
 করিলেন এবং প্রচ্ছষ্টচিত্তে বলিলেন,
 মহাদেবের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হও।
 পর আমি সকল দেবতার সাক্ষাৎ
 ও বিষ্ণু কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া
 সম্মানের নিমিত্ত সন্মত হইয়া।
 প্রবিষ্ট হইলাম। তখন হইতে
 সুনীলেশ্বর রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকি; যে
 আমার এই গুহ্যক্ষেত্র সুনীল নামে
 হইল। যে প্রাণী এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যা
 তাহাকে আর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করি
 না। হে দেবি! অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু
 পিতামহ ব্রহ্মা উভয়ে প্রসন্নচিত্ত হইলেন
 গম এইস্থানে থাকিয়াও দেবতাদের ক
 হইল, পরে আমি ব্যাঘ্ররূপী হইয়া
 ব্যাঘ্রা তাহাদিগকে দগ্ধ করিলাম;
 সেই স্থানে ব্যাঘ্রেণর নামে বিখ্যাত

দুর্গতিং যান্তি দৃষ্টেয়ং ব্যাঘ্রমীষরম্ ।
লো বিমলশ্চৈব ধৌ দৈত্যৌ ব্রহ্মণা পুরা ।
দৈবতৈঃ সৃষ্টৌ তুয়েব নিহতো শুভে ॥৯৭
স্মৃতিকৈ চাত্ৰ ভাস্করং হৃদমাস্তিতম্ ।
ধনাম বিখ্যাতং সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ ৯৮
মনুজঃ সত্যং পশুপাশৈর্বিমুচ্যতে ॥ ৯৯
ব্রাহ্মাসাদ্য প্রস্থিতো গণপৈঃ সহ ।
স্থানমিদং তস্মাদেতন্মে পুণ্যদর্শনম্ ॥ ১০০
সমলং লিঙ্গং জ্যোত্স্থানে সমাস্তিতম্ ।
চতি পুনর্মর্ত্যো নাস্তিতো মৃত্যু-জন্মণী ॥১০১
মৃত্যুত্ব দেবেশি লিঙ্গানি স্থাপিতানি চ ।
প্রিয়তো মর্ত্যো দেহভেদশূণ্যে ভবেৎ ॥১০২
মহাগতা সন্মমাস্তিতবস্থিতঃ ।
ভুং ময়া তস্য দবিমুক্তমিদং ততঃ ॥ ১০৩
ভুতদা দেবি পূবা কস্মৈ সুরাসুরৈঃ ।
হং বিবিধস্তে ত্রৈলোক্যাদেবেতি ভাবিতৈঃ ॥
মম লিঙ্গস্থ ভিত্তা ভূমিং সুরালয়ম্ ।

প্রদত্তং দর্শনং তেষাং সর্বৈষাক দিবৌকসাম্ ॥
মহাদেবেতি তে সর্বে দ্যায়মানাঃ সুরোত্তমাঃ ।
বারাণস্তাং ততো দেবি দেবানাং মানিতোত্তমম্
ক্ষেত্রং বারাণসী পুণ্য মুক্তিদা সা ভবিষ্যতি ।
অবিমুক্তেশ্বরং মাং বৈ যোহত্র দক্ষ্যতি মানবঃ ।
মম লোকে গতিশ্চ যত্র তত্র মৃতশ্চ চ ॥ ১০৭
প্রাণানিহ তু সন্মাস্ত যাস্তস্তি গতিমুত্তমাম্ ॥১০৮
পিত্রা তে গিরিরাঞ্জন পুরা হিমবতা স্বয়ম্ ।
মম প্রিয়মিদং স্থানং ব্রাহ্মা লিঙ্গং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
শৈলেশ্বরমিতি খ্যাতং দৃশ্যতামিদমাস্তিতম্ ।
দৃষ্টেব শৈলজং দেবি মম লোকমবাপুয়াং ॥১১০
পুরা বারাণসী চেদং পুণ্যভাগা প্রমোদিনী ।
ক্ষেত্রাগতমলংতা জ্ঞানীয়া সহ সঙ্গতা ।
বরণা নাম তৈবৈব গঙ্গাসিন্ধু সরিষরা ॥ ১১১
স্থাপিতং সঙ্গমে তাত্যাং ব্রহ্মণা লিঙ্গমুত্তমম্ ।
সঙ্গমেগ্নরমিতোব খ্যাতং জগতি দুর্লভম্ ॥ ১১২
সঙ্গমেগ্নরং দৃষ্টেব ব্রাহ্মা চ মনুজঃ শুচিঃ ।

৯৬। এই ব্যাঘ্রেশ্বরকে দেখিলে লোকে
প্রাপ্ত হইল। পূর্বে ব্রহ্ম উৎপল ও
নামক দুই দৈত্য সৃষ্টি করেন, তাহারা
মহাব্যা। ভূমি তাহাদিগকে বিনাশ
এবং তোমার আচ্ছাদ্য এইস্থানে নির্মাণ
রাসুর-পুষ্টি ও তৎকালীন হৃদ রহিয়াছে,
দর্শন করিলে ব্রহ্ম-পাশ হইতে মুক্ত
গে আমি এই স্থানে আসিয়া পরে
র সহিত প্রশ্ন করি, এই শ্রেষ্ঠস্থান
দর্শন বলিয়া বিবেচনা করি। এই
স্থিত আমার অমল লিঙ্গমুষ্টি দর্শন
লোক জন্ম-মৃত্যু-নিবন্ধন আর হুঃখ
। চতুর্দিকেই আমার লিঙ্গ স্থাপিত
; মনুষ্য সংঘত হইয়া তাহা
করিলে, দেহান্ত-ভেদ-জ্ঞান প্রাপ্ত
প্রতি আমি এই স্থানে আসিয়া
বস্থান করিতেছি, কখন এই ক্ষেত্র
করি না, সেইজন্য ইহার নাম
ক্ষেত্র হইয়াছে। পূর্বকমে সুরা-
এই স্থানে বিবিধ তরু বারা আমার

স্তব করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত ভূমি ভেদ করিয়া
আমার লিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া দেবতাদিগের
দর্শনগোচর হইল। তখন দেবতারা মহাদেব
বলিয়া বান করত বারাণসীতে আমাকে পূজা
করিতে লাগিলেন; সেই পবিত্র বারাণসী-
ক্ষেত্র মুক্তিদাত্রী হইল। যে মানব অবিমুক্তে-
শ্বর দর্শন করিবে, যেখানে-সেখানে মৃত
হইলেও শিবলোক প্রাপ্ত হইবে এবং এই-
স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে উত্তম গতি প্রাপ্ত
হইবে। পূর্বে তোমার পিতা গিরিরাজ
হিমালয় স্বয়ং আমার এই প্রিয়তম স্থানে
লিঙ্গস্থাপন করিয়াছেন। ৯৭—১০১। ঐ দেখ,
সেই শৈলেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছে। শৈলজ গিঙ্গ
দর্শন করিলে, লোক শিবলোক প্রাপ্ত হয়।
পূর্বে এই পুণ্যভাগা বারাণসী দেবী এই
ক্ষেত্র অলঙ্কৃত করিয়া জাহ্নবী দেবীর সহিত
মিলিত হইয়া আছেন; এই স্থানেই সন্নি-
ধরা বরণা, গঙ্গা ও অসি বিদ্যমান
আছে; ইহাদের সঙ্গম-স্থানে ব্রহ্মা উত্তম
লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সমস্তের

অর্চয়েৎ সঙ্গমেশানং তস্ত জন্ম গতং পুনঃ ॥ ১১৩
ইদমত্রাভুতং ক্ষেত্রং নিবাসং যোগিনাং পরম্ ।
ক্ষেত্রমধ্যে চ যত্রাহং স্বয়ং ভূতা সমাস্থিতঃ ॥ ১১৪
মধ্যমেশ্বরমিত্যেব খ্যাতং সর্কৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১১৫
সিদ্ধানাং স্থানমিত্যেবং মদীয়ব্রতচারিণাম্ ।
যোগিনাং মোক্ষলিপানাং জন্ম-মৃত্যু ন শোচতি
স্থাপিতং লিঙ্গমেতচ্চ শুক্রেণ ভৃগুশূন্য ।
নান্না শুক্রেণৈব পুণ্যং সর্কসিদ্ধৈঃ প্রাৰ্চিতম্ ॥
দৃষ্ট্বৈব মানবঃ সদ্যো মুক্তঃ স্মাৎ সর্ককিঞ্চিষৈঃ
মৃতস্ত ন পুনর্জন্ম সংসারঞ্চ লভেত্তরঃ ॥ ১১৮
পুরা জন্মকরূপেণ অশুরো দেবকণ্টকো ।
ব্রহ্মণা চ ভলে নদ্যা স্বাস্তিতো দিবতৈঃ সহ ॥ ১১৯
প্রতিবিদ্ধা ময়া তে তু গোমায়ুবধশক্তিভাঃ ।
ময়া জন্মকরূপেণ সান্নিত্য দানবাঃ পুরা ॥ ১২০
মমাজ্ঞয়া পুনঃসুস্ত লিঙ্গানি স্থাপিতানি চ ।

নাথ্যে অভিহিতঃ । মনুষ্য এচি হইয়া এই
স্থানে স্থান করিয়া সঙ্গমেশ্বরকে অর্চনা করিলে,
তাহার আর জন্ম হয় না । এই স্বহৃত ক্ষেত্র
অতি শ্রেষ্ঠ ও যোগীদিগের নিবাসস্থান; এই
ক্ষেত্রের যে মধ্যস্থলে আমি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া
আছি, সেই স্থানের লিঙ্গকে দেবাসুরেরা মধ্য-
মেশ্বর বলিয়া থাকে । মদীয় ব্রতাবলম্বী মোক্ষা-
ভিলাষী সিদ্ধ যোগিগণের এই স্থান; এই
স্থানে আসিলে লোক জন্মমৃত্যু-জন্মিত দুঃখ
প্রাপ্ত হয় না । এই লিঙ্গ ভৃগু-পুত্র শুকদেব
স্থাপন করিয়াছেন, শুকেশ্বর নামক এই
লিঙ্গের পূজা পূর্বে কেবল সিদ্ধগণই করি-
তেন । মনুষ্য এই লিঙ্গ দেখিলে সকল পাপ
হইতে মুক্ত হয় এবং এই স্থানে মৃত্যু হইলে
আর জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে আসিতে হয়
না । পূর্বে ব্রহ্মা জন্মকরূপ ধারণ করিয়া
নদীতটে দেবতাদিগের সহিত দেবকণ্টকোভূত
দুই দানব বিনাশ করিয়াছেন; দেবতারা
গোমায়ু কর্তৃক বধে শাস্তিত হওয়াতে তাহা-
দিককে সাক্ষ্য করিয়া বলিলাম, পূর্বে “আমিও
পূর্ণাঙ্গ হইয়া অনেক দানব বিনাশ করি-
য়াছি।” আমার আকার কাহারও অনেক লিঙ্গ

যস্ত লিঙ্গানি পুণ্যানি সর্ককামপ্রদানি তু ।
গন্তীরেশ্বরবিখ্যাতং লিঙ্গং সূর্যোণ স্থাপিত
কলে শিবং মহাপুণ্যং লিঙ্গং যমভয়াপহম্
যমেন স্থাপিতং ভদ্রে দৃষ্টা বৈ তস্ত মোক্ষ
ঈশেন স্থাপিতং লিঙ্গং যস্মাদ্গতা চ ক্রৌড়
যশেঃমং দেবমীশানং দৃষ্টা বাভ্যর্চ্য মানবঃ
সদ্যঃ পাপপার্বনির্মুক্তঃ পশুপাশৈবিমুচ্যতে
ঈশানস্তত্র তং তস্মাৎ পরং সুরনমস্তম্
এবমেতানি পুণ্যানি সন্তি স্থানানি সুরতে
কথিতানি মহাক্ষেত্রে শুদ্ধকস্তমিদং শৃণু ।
ক্রোশং ক্রোশং চতুর্দিশু ক্ষেত্রমেতং প্র
যোজনং বিধিক্ষেত্রস্ত মৃত্যুকালেহমৃতপ্রদম্
মহানদীগিবিস্তং মাং কেদারে চ ববে স্তিত
গণং লভতে দৃষ্টা স্বয়ং মোক্ষমবাশ্রয়তি
গাণপত্যং ততো যাতি গতিঃ সা মুক্তির
ততো মহালয়ে যস্মাৎ কেদারাম্ভিমাশ্রয়

স্থাপন করিলেন, সেই সকল লিঙ্গ
করিলে পুণ্য হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ
১১০—১২১ । এই স্থানে সূর্যকর্তৃক
গন্তীরেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ এক লিঙ্গ
তাহা কল্পাশ্রয় ও মঙ্গলজনক ও যমভয়
এবং যমস্থাপিত যে এক লিঙ্গ আছেন,
দর্শন করিলে মুক্তি হয় । ঈশস্থাপিত
লিঙ্গ আছেন; যে মনুষ্য এই ঈশানকে
ও অর্চনা করে, সে নিপাপ হইয়া
পাশ হইতে মুক্ত হয় । এইজগৎ এই
নমস্তত ঈশানলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ । হে সুরতে
সকল পবিত্র স্থান তোমাকে কহিলাম
মহাক্ষেত্রের শুদ্ধ স্থান কহিতেছি, এবং
চতুর্দিকে এক এক ক্রোশ—এইরূপ
পরিমিত যে ক্ষেত্র আছে, তাহা মৃত
মোক্ষ প্রদান করে । গঙ্গা-হিমালয়
কেদারখণ্ডে অবস্থিত আমাকে যে দর্শন
সে গাণপত্য লাভ করিয়া পরে মোক্ষ
হয়, গাণপত্য-প্রাপ্তিই মুক্তি । যেহেতু
পত্য হইতেই নির্কাল, অতএব কেদার

বাস উবাচ ।

রৌতু দেবেশৌ চক্রতুর্ধচ্চ সন্ততম্ ।
সর্গশেষেণ কথয়স্ব মহামুনে ॥ ১৩০

সনৎকুমার উবাচ ।

রৌতু সচম্যা পবস্পরমনিন্দিতৌ ।
স্বাস্ত্রজং পুত্রং প্রযুক্তানং প্রচক্রেতুঃ ॥ ১৩১
যোনিজৈশ্চৈব সর্গগো ভগবান্ প্রভুঃ ।
সর্গকল্যাণং জগৎপতিমনিন্দিতম্ ।
সন্ততং লক্ষ্য মহাগণ্যং বিনির্গম্যভৌ ॥ ১৩২

বাস উবাচ ।

কৌ সনৎপন্নঃ কথমাখ্যা শব্দরম্ ।
মগাচ্ছ্রো প্রতীহারঃ প্রমেব চ ॥ ১৩৩

সনৎকুমার উবাচ ।

সধর্ম্মায়া শিলাদৌ নাম বাধ্যবান্ ।
ছিন্নকৈবন্তিঃ শিবলোকে চ মোহভবঃ ॥
অমরান স্থান নিরম্বেহসতি স বিজ্ঞঃ
মহতিশ্রেষ্ঠো নিবসে পত্নতে তু সঃ ॥ ১৩৪
সংপত্যকামস্ত দেবলোকাদিমব্যয়ম্ ।

বাস কহিলেন,—হে মহামুনে! দেবে-
শদেব ও পার্শ্বতী যাহা করিয়াছেন,
সবিশেষ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ।
১৩০। সনৎকুমার কহিলেন,—অনিন্দিত
মহাদেব পরস্পর মিলিত হইয়া শিলাদের
যোগী করিয়াছেন । সেই শিলাদ-পুত্র
সন্তত, সর্গগামী ও ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন
জগদাধা কল্যাণদাতা জগৎপতি
কে আরাধনা করিয়া, তাহার নিকট
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । বাস কহি-
কি প্রকারে নন্দা উৎপন্ন হইলেন এবং
তারে শব্দরের আরাধনা করিয়া শিবতুল্য
বর প্রতীহারী হইলেন? সনৎকুমার
ন—শিলাদ নামক ধর্ম্মায়া বীৰ্য্যবান
ঋষি ছিলেন, তাহার শিলবন্তি ছিল ।
একদা শিবলোকে গিয়াছিলেন । পরে
জ্ঞানক নবকের উপর লসমান স্বীয়
কি দেখিলেন । তাহার শিলাদকে
—সন্ততিছেদ হইলেই নরকে পতিত

আরাধয় মহাদেবং পুত্রার্থং দ্বিজসন্তম ॥ ১৩৬
যোহস্মৎসস্তারণে শক্তঃ স তে পুত্রং প্রদাত্ততি
তেষাং বাক্যং ততঃ শ্রুত্বা জগাম শরণং শিবম্ ॥
দিব্যান তু সহস্রৈশ্চ তপ্যমানস্ত গুলঞ্চক্ ।
সর্গদেববরদন্ত বরদোহস্মাত্যভাষত ॥ ১৩৮
তং দৃষ্ট্বা সোমমৌলানং প্রণতঃ পদম্বোর্গতঃ ।
হর্ষগদগদয়া বাচা তুষ্টাব বিবুধেশ্বরম্ ॥ ১৩৯
নমঃ পরমদেবায় মহেশায় মহাত্মনে ।
শ্রেষ্ঠে সর্গস্বরেশানাং ব্রহ্মণঃ পত্নয়ে নমঃ ॥ ১৪০
কামাচ্ছনাশনাত্মৈব যোগসন্তবহেভবে ।
নমঃ পর্কতবাসায় ধ্যানগম্যায় বেদসে ॥ ১৪১
কমৌণ্যং পত্নয়ে নিত্যং দেবানাং পত্নয়ে নমঃ ।
বেদানাং পত্নয়ে চৈব যোগিনাং পত্নয়ে নমঃ ॥ ১৪২
প্রধানায় নমো নিত্যং তস্যায় পরমহিতৈ ।
বরদায় চ ভক্তানাং নমঃ সর্গগতায় চ ॥ ১৪৩
তন্মাত্রেন্দ্রিয়ভুতানাং বিকারাণাং গণৈঃ সহ ।
প্রবোধপত্নয়ে চৈব নমস্তে প্রভবিক্ষবে ॥ ১৪৪
জগতঃ পত্নয়ে চৈব জগৎশ্রেষ্ঠে নমঃ সদা ।

হইতে হয় । তুমি পুত্রলাভের জন্য দেবাদি
অব্যয় মহাদেবকে আরাধনা কর, যিনি আমা-
দের উদ্ধারে সক্ষম, তিনিই তোমাকে পুত্র
দিবেন । তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
শিলাদ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং দিবা
বর্ষসহস্র ধরিয়া তিনি তপস্তা করিলে পর,
দেবেশ্রেষ্ঠ গুলী বলিলেন,—আমি তোমার বর-
দাতা আসিয়াছি । দ্বিজ ঈশানকে আগত দেখিয়া
তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং হর্ষ-
গদগদ-বাক্যে মহাদেবের স্তুত করিলেন । হে
পরমদেব মহাত্মন মহেশ! তোমাকে নমস্কার ।
তুমি সকল ব্রহ্মণের শ্রেষ্ঠা এবং ব্রহ্মাণ্ড
পতি; তুমি কামাচ্ছ-নাশক এবং যোগোৎপত্তির
কারণ; তোমাকে নমস্কার । তুমি পর্কত-
বাসী, ধ্যানগম্য এবং বিদ্যাতা; তোমাকে নম-
স্কার । তুমি ঋষি ও দেবতাদিগের পতি;
তুমি বেদ সকলের পতি; তুমি যোগীগণের পতি;
তুমি প্রধান এবং পরম তত্ত্ব; তোমাকে নম-
স্কার । তুমি জগতের বরদাতা এবং সর্গদেব:

প্রকৃতে: পতয়ে নিত্যং পূজায় পরগামিণে ॥ ১৪৫
 ঈশ্বরায় নমো নিত্যং যোগগম্যায় বৃহসে ।
 সংসারোৎপত্তিনাশায় সর্বকামপ্রদায় চ ॥ ১৪৬
 অবস্থায় নমো নিত্যং নমো ভয়াঙ্ঘারিণে ।
 নমস্তে যোগরূপায় তেজসাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৪৭
 সূর্য্যানলানুজ্ঞায় অক্ষচন্দ্রধরায় চ ।
 স্থিতায় চ নমো নিত্যং নমস্তৈলোক্যবেধসে ॥ ১৪৮
 স্তোত্রব্যস্ত মূনে দেব বিশ্রামস্তে ন বিদ্যাতে ।
 কন্যাহৃৎকম্বেবাস্ত জগতঃ স্থিতি-নাশয়োঃ ॥ ১৪৯
 অশরৎশ দেবেশ তুস্তস্য শরণার্থিনঃ ।
 প্রসীদ পরমানন্দ বরদো ভব বিশ্বকৃৎ ॥ ১৫০
 তৈস্তব বদন্তে। ব্যাস দেবদেবস্ত্রিলোচনঃ ।
 বরদোহস্মীতি তং প্রাহ শিলাদং মুনিসত্তমম্ ॥ ১৫১
 বঃ স্তোত্রমেতদধিলং পঠতি দ্বিজশ্রী
 প্রাতঃ কুচিনিসমবান্ দ্বিজসত্তমানাম্
 তং ব্রহ্মরাক্ষস-পিশাচক-ভূতসম্ ।
 হিংসস্তি নো দ্বিপদ-পন্নগ-পুতনাশ্চ ॥ ১৫২
 ভূতঃ স ভগবান্ দেবঃ স্তুষ্মানো মহোদয়ঃ ।

তোমাকে নমস্কার। তুমি শ্রুতি এবং জগৎ
 ও প্রকৃতির পতি। তোমাকে নমস্কার।
 তুমি ঈশ্বর এবং যোগগম্য; তোমাকে নমস্কার।
 তুমি মৃত্যু ও উৎপত্তির বিনাশক এবং অতীষ্ট-
 দাতা। তোমাকে নমস্কার। তুমি তোমার
 অস্বাভাব্য; তুমি যোগরূপ ও তেজঃপতি;
 সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি তোমার চক্ৰ; অক্ষচন্দ্র
 তোমার ললাটে বিরাজমান রহিয়াছে; তুমিই
 কেবল নিত্যরূপে জগতে রহিয়াছ; তুমিই
 ত্রিলোকের বিধাতা। তোমাকে নমস্কার।
 ১০১—১৪৮। এই জগতের স্থিতি ও ধ্বংসের
 কারণ বলিয়া তুমি স্তোত্রব্যস্ত বিপ্রায়; হে
 দেব! আমরা তোমার শরণার্থী, হে বিশ্বকর্ত্ত: !
 প্রসন্ন হও এবং বরদান কর। তিনি এই-
 রূপ বলিলে পর দেবদেব ত্রিলোচন, মুনিস্রেষ্ঠ
 শিলাদকে বলিলেন,—আমি বরদাতা; যে
 ব্রাহ্মণ ভক্তি ও সংকট হইয়া প্রাতঃকালে এই
 ভক্তি পাঠ করে, ব্রহ্মস, পিশাচ, ভূত, পন্নগ,
 পুতনা ও অন্যান্য ভয়ানক অশিষ্ট সকল করিতে

উবাচ বরদোহস্মীতি কহি যন্তে মনোগত
 তমেবংবাদিনং দেবং শিলাদোহভাবদং ও
 উবাচ দেবদেবেশং বাচা সংসজ্জমানয়া ॥
 ভগবন্ যদি তুষ্টোহসি যদি বা বরদস্য মে
 ইচ্ছামি তৎসমং পুত্রং মৃত্যুহীনমযোনিম্
 এবমুক্তস্ততো দেবঃ প্রীতমানস্ত্রিলোচনঃ ।
 এবমস্তিতি তং প্রোচ্য তত্রৈবান্তরীক্ষত ॥
 গতে তস্মিন মহাদেবে ঋষিঃ পরমপূজিতঃ
 স্বমামমমুপাগম্য ঋষিভ্যঃ কথয়ন্ততঃ ॥
 তৈর্ভূতং সংস্কৃতশ্চৈব কালেন মুনিসত্তমঃ
 স দিগ্ভূতভূমিং লাস্তলেন চকর্ব তম্ ।
 তস্ম তৎকর্বমানস্ত সীতায়াং সমুপস্থিতঃ ।
 সংবতকানলপ্রখ্যঃ কুমারঃ প্রত্যদৃশত ॥
 স তং দৃষ্ট্বা অদোহুতং কুমারং দীপ্ততেজঃ
 রাক্ষসোহয়মিতি জ্ঞাত্বা ভয়ান্নোপসসার হ
 কুমারোহপি তথোহুতঃ পিতরং দীপ্ততেজঃ
 উপাসপত দীনাস্তা তাত তাত্তেতি সোহব্র

পারে না। পরে ভগবান্ মহাদেব স্তুষ্মান
 বলিলেন,—তোমার কি অভিষ্ট? বল।
 সেই বর দিব। মহাদেব এইরূপ বলিলে
 দেবদেবেশ্বর মহাদেবকে বলিলেন,—হে
 বন্! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া আমায়
 দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার সন্তান
 অযোনিজ পুত্র ইচ্ছা করি। প্রীতমান
 এই প্রকার অভিহিত হইয়া “তাহাই”
 এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। য
 গমন করিলে পর পরমপূজিত ঋষি
 আশ্রমে আসিয়া ঋষিদিগের নিকট
 কথা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের
 সংস্কৃত হইয়া কালত্রয় বজ্রভূমি
 ইচ্ছুক হইলেন ও তাহা কর্বণ করিলেন।
 করিতে করিতে দেখিলেন, লাস্তলমার্গে
 অগ্নির গ্নায় তেজস্বী একটি কুমার র
 এই উজ্জ্বল কুমারের প্রদীপ্ত তেজ দেখিয়া
 বিবেচনা করিয়া ভয়ে নিকটে বাইতে পা
 না। তখন সেই দীপ্ততেজ কুমার, “তাতা!
 বলিয়া দীনভাবে শিলাদেব নিকটে

তুচ্ছমানোহপি যদা তং নাভ্যনন্দত ।
 যুগ্মদাকশে শিলাদং প্রাহ সত্বরম্ ॥ ১৬২
 তনুপুত্রে যোহসৌ দেবেন শত্বন ।
 জ্ঞঃ পুবা দত্তঃ স এষ প্রতিনন্দয় ॥ ১৬৩
 করস্তুহয়ং সদৈব দ্বিজসন্তমঃ ।
 নীতি ন্যায়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৪
 বায়ুবচনান্দিনং পরিষসজে ।
 চাশ্রমং নীতো নন্দীশস্তৃষ্টিবর্জনঃ ॥ ১৬৫
 নন্দাদীনী কথ্যাপি চকার হ ।
 ধাপয়ামাস বেদান সাস্ত্রপদক্রমান ॥ ১৬৬
 দং ধনুর্কেদং গাকর্ষশাস্ত্রমুত্তমম্ ।
 চৈব সর্কানি নিমিত্তস্তানমেব চ ॥ ১৬৭
 চিকিৎসাক মাভূবাং চরিতক যং ।
 ॥ সর্কেষাং যং কিকিৎ পরিচেষ্টিতম্ ॥
 ॥ সদাচারমষ্টৌ ব্যাকরণানি চ ।
 ॥ পুরাণানি ইতিহাসমশেষতঃ ॥ ১৬৯
 ॥ যানি শ্রুত্যাতিগণবিচিস্তনম্ ।
 ॥ মহামন্ত্রং যোগিনাং শাস্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১৭০
 ॥ বৈশেষ্যাস পরিজ্ঞানমশেষতঃ ।

১৬১ । কিন্তু কুমার এইরূপ বলিলেও
 তখন তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন না ।
 আকাশ হইতে সত্বর শিলাদকে বলি-
 হে সলঙ্কবংশোদ্ভব ! এতী তোমার
 পুত্র ; মহাদেব পূর্বে তোমাকে বর
 দান, এক্ষণে ইহাকে অভিনন্দন কর ।
 শ্রুত ! তোমার এই কুমারটী আনন্দ-
 প্রাপ্তে এই পুত্র 'নন্দী' নামে অভিহিত
 অনন্তর শিলাদ বায়ুর কথায় নন্দীকে
 এবং গ্রহণ করিয়া নিজাশ্রমে বাই-
 পরে তাঁহার চূড়া ও উপনয়ন-কাধ্য
 বস্ত্র, পদ ও ক্রমের সহিত বেদচতুষ্টয়
 যজুর্বেদ, বহুর্বেদ, গাকর্ষশাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা,
 ন, আনিচিকিৎসা, মাত্ৰচরিত, ভুজঙ্গ-
 পর্শশাস্ত্র সকল, অষ্টপ্রকার ব্যাকরণ,
 ইতিহাস, পঞ্চবঙ্গ, জ্যোতির্গণজ্ঞান,
 মহামন্ত্র এবং যোগশাস্ত্র—এই সমস্ত
 তাহা মধ্যে পড়াইলেন, সেই কুমার

নন্দঃ শুচিরদীনায়া প্রিয়বাননন্দকঃ ।
 সর্কলোকপ্রিয়ো নিত্যং মনো-নয়নমন্দমঃ ॥ ১৭১
 তস্তাধ সপ্তমে বর্ষে ঋষী দিব্যো অপোধনৌ ।
 আশ্রমং সমনুপ্রাপ্তৌ শিলাদস্ত মহৌজসৌ ॥ ১৭২
 তাবভার্চ্য যথাশ্রায়ং শিলাদঃ সূমহাতপাঃ ।
 তাবালক্য সূখাসীনাবাসনে পরমার্চিতো ॥ ১৭৩
 মিত্রাবরুণনামানৌ তপোযোগবলান্বিতৌ ।
 অভিজ্ঞৌ সর্কজন্তুনাং সর্কলোকে চরাচরে ॥ ১৭৪
 তেনাগ্রিতৌ সুবিশ্রুকৌ নিব্রুকৌ তু বরাসনে ।
 উপবিষ্টৌ ততঃ প্রাপ্তাবিষ্টাতির্বাগ্ভিরন্তবং ॥ ১৭৫
 তাভ্যাং পৃষ্ট্বস্ত কচ্চিত্তে পুত্রস্তুষ্টিপ্রদঃ প্রভুঃ ।
 স্বাধ্যায়নিরতঃ কচ্চিত্ত কচ্চিত্তস্তু সন্ততিঃ ॥ ১৭৬
 কচ্চিত্তদ্বর্ভবালানাং নাত্র যন্তোত কহিচ্চিত্তং ।
 কচ্চিত্তম্বিম্বাদেন কচ্চিত্ত তুষ্টিপ্রদঃ প্রভুঃ ॥ ১৭৭
 স এবমুক্তস্তেজস্বী শিলাদঃ পুত্রবৎসলঃ ।
 উবাচ গুণসম্পন্নঃ স মে বংশবিবর্জনঃ ॥ ১৭৮
 সমানন্ত সন্তুষ্টিঃ পুলং নন্দিনমচ্যুতম্ ।
 তয়োঃ পাদে সশিরসা পাতযন্তুমনিন্দিতম্ ॥ ১৭৯

কার্যাদক্ষ, পবিত্রাত্মা, প্রসন্নচিত্ত, প্রিয়বাদী,
 অহিংসক এবং চিত্ত ও নয়নের আনন্দ-
 কর হইলেন । তাঁহার সপ্তমবর্ষ বয়স্ক্রম
 কালে মহাতেজস্বী দিব্য তপস্বিভর শিলা-
 দেব আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । মহাতপা
 শিলাদ যথোচিত তাঁহাদের অর্চনা করিয়া,
 তাঁহার সহিত উত্তম আসনে সুখোপবিষ্ট,
 যোগবল-সমবিত, চরাচরস্থ আনিচিরের
 অভিজ্ঞ, মিত্রাবরুণ নামক সেই ঋষিভরকে
 স্তব করিলেন । ১৬২—১৭৫ । তাঁহার শিলা-
 দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার পুত্র তুষ্টি-
 প্রদ হইয়াছেন ত ? ধার্মিক ও স্বাধ্যায়-
 তৎপর হইয়াছে ত ? সংবত-বাক্য দ্বারা
 সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে ত ? পুত্রবৎসল
 তেজস্বী শিলাদ এইরূপ অভিহিত হইয়া
 বলিলেন,—“এই গুণসম্পন্ন পুত্র আমার বংশ-
 বর্জন” এই বলিয়া তাঁহাদের চরণে সেই অবি-
 নয়ন অনিন্দিত পুত্র নন্দীকে বীর সন্তানের
 সন্নিহিত পাতক করিলেন ।

তৌ তু তস্তাশিষং দেবৌ প্রায়ুক্তকং ধর্ম্মনিত্যতাম্
 গুরুভ্রাতৃক্ৰমণে ভাবং লোকাংষ্টে'চব তথাক্ষয়ান্ ॥ ১৮০
 শিলাদন্তৌ তথালক্য আশিষংদেবযোঃস্তয়োঃ ।
 বিসৃজ্য নন্দিনং ভীতঃ সোহপৃচ্ছদৃষিসস্তমৌ ॥ ১৮১
 শিলাদ উবাচ ।

অপোবন্তৌ কষী সত্যৌ গতিস্কৌ সর্কসেহিনাম্ ॥
 কিমর্থং মম পুলস্ত দীর্ঘমায়ুরুভাবপি ।
 প্রযুক্তবন্তৌ সমাক্ তু নাশিষো মুনিসস্তমৌ ॥ ১৮২
 মিত্রাবরুণ'চতুঃ ।

তবৈষ উনয়ন্তাত অষ্ট'দুঃ পূর্কধর্ম্মতঃ ।
 অদ্যাবত্যাষ্টমে বর্ষে জীবিতুং ন ভবিষ্যতি ॥ ১৮৩
 ততঃ স শোকসমুপ্তো নৃপতত্ববি হুঃখিতঃ ।
 বিসৃজ্য মুনিশাদূল্যবেকা'কৌ বিললাপ হ ॥ ১৮৪
 তস্ত শোক'বিলপতঃ স্বরং শ্রু'ত্ব স্তুতঃ শুভঃ ।
 ক্রন্দমানক তং দৃষ্টা পিতরং হুঃখিতং ভ্রম ॥ ১৮৫
 নন্দ্যবাচ ।

কেন ত্বং তাত হুঃখেন বেপমান'ঃ রোদিষি
 হুঃখং তে কৃত উদ্ভূতং ক্ষাতুমিচ্ছ'মি তদ্বতঃ ॥

বালককে "ধর্ম্মব্রতী হউক, গুরুসেবায় রতি
 থাকুক এবং লোক সকল অক্ষয় হউক" এই
 আশীর্বাদ করিলেন শিলাদ তাঁহাদের আশী-
 র্বাদ লক্ষ্য করিয়া এবং নন্দীকে ছাড়িয়া দিয়া
 তাঁহাদিগকে তিস্রাসা করিলেন,—আপনারা
 তপসিদ্ধ সত্যবাদী এবং সকল প্রাণীর
 গতি আনিতেছেন, অতএব আপনারা কিজন্ত
 আমার পুত্রের লীল'য় আশীর্বাদ করিলেন
 না? মিত্রাবরুণ কহিলেন,—বাপু! তোমার
 এই পুত্রের অষ্টবর্ষ পরমায়ু; এই বৎ-
 সরেই ইহার মৃত্যু হইবে। ইহা শুনিয়া
 সেই শিলাদ অতি শোকাবল ও হুঃখিত
 হইয়া মুনিশাদূল্যকে বিদায় দিয়া একাকী
 ক্লিাপ করিতে লাগিলেন। পুত্র ক্রন্দমান
 পিতার করুণ-স্বর শুনিয়া এবং হুঃখিত দেখিয়া
 তিস্রাসা করিলেন,—হে তাত! কিজন্ত
 আপনি হুঃখে কলিঙ-কলেবর হইয়া রোদন
 করিতেছেন? আপনার কিসের দুঃখ উদ্ভূত
 হইয়াছে, আমি—আনিব ইচ্ছা করি।

শিলাদ উবাচ ।

পুত্র ত্বং কিম বর্ষেণ জীবিতুং সম্প্রহাস্ত
 উচতুস্তাদৃশং সর্কসং ততো মাং হুঃখমাবি
 অত্রং হি নোচতুর্বিপ্রৌ ন তাবনুভাষিনৌ ।
 তেনাহং পুলশোকেন ভ্রুশং পীড়িতমানসঃ ॥

নন্দ্যবাচ ।

দেবো বা দানবো বাপি যমো বাপি কদাচন।
 তথাপি ন চ মৃত্যুর্মে প্রভবিষ্যতি মা কদঃ ॥

শিলাদ উবাচ ।

কিং তপঃ কিং পরিচ্ছানং কো যোগঃ

কঃ সমাপ্তিতঃ ।

যেন ত্বং দারুণং মৃত্যুং বর্কয়িষ্যসি পুত্রক'ঃ
 নন্দ্যবাচ ।

ন ত'ত তপসা মৃত্যুং বর্কয়িতো ন বিদ্যাম্ ।
 মহাদেবেন নাথেন মৃত্যুং জেয্য'মি নতথা ।
 ন স কশ্চিদুপাযোগ'স্তি তাত্ত দেবঃ পিনা-
 দক্ষ্য'মি শক্রবং দেবং স মে মৃত্যুং বিজয়া
 শিলাদ উবাচ ।

ময়া বর্ষসংস্রোণ তপস্তত্বা মৃত্যু'বম

মহাদেবঃ পুরা কৃণৌ লকৃতঃ মে যতঃ স্তুতঃ ॥

১৮৬—১৮৭ শিলাদ বলিলেন,—হে পু

তুমি সংবৎসরেব মরো জীবনভাগ ক
 ইহা সত্যবাদী তই জন বিপ্র বলিয়াছেন
 কারণ আমার এই হুঃখ উপস্থিত ।
 কহিলেন,—কি দেবতা, কি দানব, কি
 ইহারা ইচ্ছা করিলেও আমার মৃত্যু
 না। আপনি রোদন করিবেন না ।
 কহিলেন,—হে পুত্র! তুমি কি তপস
 যোগ ও কি বিদ্যা লাভ করিয়াছ এবং কা
 আশ্রয় করিয়াছ যে, তুমি দারুণ মৃত্যু
 হইতে পরিত্রাণ পাইবে? নন্দী কহিলে
 হে পিতঃ! বিদ্যা বা তপস্যা দ্বারা ইহা
 না; মহাদেবের অনুগ্রহে আমি মৃত্যু
 করিব, পিনাকী মহাদেব ব্যতীত আর
 উপায় নাই। আমি মহাদেবকে দর্শন
 জিনি আমার মৃত্যুকে জয় করিলেন।
 বলিলেন,—আমি সহস্র বৎসর তপস

বর্ষেণৈকেন কথং দক্ষ্যতি শতরম্ ।
কিং তপঃ পুত্র শক্যং কর্তুং বৃদ্ধবজ্রাং ॥
শক্তির্মহাভাগ যেন মৃত্যুং বিজেষ্যসি ।
নন্দ্যবাচ ।

তপসা দেবো দৃশ্যতে ন চ বিদ্যায়া ।
মনসা ভক্ত্যা দৃশ্যতে পরমেশ্বরঃ ॥১৯৭
ব চ জানামি যেন দক্ষ্যামি শতরম্ ।
সৃষ্টো গচ্ছামি অচিরেণ ত্রিলোচনম্ ।
সুত ন সন্দেহে বিসৃজ্যস্ব সুতস্ব মাম্ ॥১৯৮
ঐব কালেন জন্ম-মৃত্যুবিবর্জিতম্ ।
ব মাতং কৃতার্থকং তস্মান্মাতং ১২ বিসর্জ্য ॥
নিভয়োহদ্যোহ পশ্যত্যন্তহৃতিসংহতঃ ।
ন বা যথ্য ভেদাদিতি তাত প্রজামাতম্ ॥
বা শয়নং বা বাবস্তং পতিতং তথা
কৃতি ব মৃত্যুং বিদ্যা বিসর্জ্য ॥২০১
বৃহস্পতি যথাকোটিশতানি চ ।

মহাদেবের দর্শন পাঠি এবং আমার বরে
ক পুত্রকে প্রাপ্ত হই। তুমি এক
প্রমোদকি প্রকারে মহাদেবকে দর্শন
এবং একবরে মমো কি তপস্বী করিতে
হইবে ও কোন শক্তিপ্রভাবে মৃত্যুকে
বিবে। নন্দী কহিলেন,—হে তাত।
বা বিদ্যা দ্বারা মহাদেবকে পাওয়া যায়
উচ্চিষ্ট ও ভক্তি দ্বারা তাহার দর্শন
যায়। তাঁহাকে যে উপায়ে পাইব,
তাহা জ্ঞাত আছি আমি আপনার
বিদায় লইয়া অচিরে মহাদেবের নিকট
এ বিষয়ে আপনি সন্দেহ করিবেন না;
আমায় বিদায় দিউন। ১৮৮—১৯৮।
দেখিবেন, আমি অচিরকালের মধ্যে
হইয়া আসিব। আমার জন্ম, মৃত্যু,
হইবে না। অতএব আমাকে বিসর্জন
নির্ভয়ে অবস্থান করুন। যেন আপনার
শক্তি না হয়। কি অবস্থিত, কি শাসিত,
ত, কি পতিত, কোন ব্যক্তিকেই মৃত্যু
করে না। এই বিবেচনা করিয়া
পরিভ্রম করুন। কথাসি মহাদেব

অভিদ্বেষন্তি সংক্ৰুদ্ধা দণ্ডপাশোদ্যাতায়ুধাঃ ॥ ২০২
তত্রাপি নাশ্রুত্বা তাত ভয়ং ভুং মে করিষ্যসি ।
ন মমৈতে করিষ্যন্তি ব্যথাং লোমোহপি চৈব হি
অবতীর্ণা জলে তাত ভাবন্তু কিং সমাস্থিতঃ ।
অভ্যর্চ্য কুদমব্যাসং তথা চ শতরুদিয়ম্ ॥ ২০৩
দক্ষ্যামি বরদং নাথং দেবং মৃত্যুহরং পরম্ ॥২০৪
জপতপ্যপি যুক্তস্য কুদভাবাশ্রিতস্য চ ।
ন মৃত্যুকালো যমো বা করিষ্যতি মম ব্যথাম্ ॥
তমেবংবাদিনং মত্ব ক্রোধং শুদ্ধয়া গিরা ।
ব্যসর্জ্যাদনানাত্মা কৃচ্ছ্রাং পুলং মহাতপাঃ ॥ ২০৭
প্রণম্য স পিতুঃ পাদৌ শিরসা চ মহাযশাঃ ।
প্রদক্ষিণং সমাহৃত্য সম্প্রত্যস্থেহতিনিশ্চিতম্ ॥২০৮
নমস্যাথ পিতুঃ পাদৌ স দিগ্ভ্রুদুদারবীঃ
ব্যস্মতে মনসা দেবং প্রণতান্ত্রিহরং হরম্ ॥২০৯
সীত শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়
নন্দিজন্মবিবরণং নাম পঞ্চচত্বা-

বিশেষোক্তব্যাসঃ ॥ ৪৫ ॥

ও শত্রুকে যি ম দণ্ড পাশ অস্ত্র বারণ করিয়া ও
দৃক হইয়া আমার প্রতি দাবিত হয়, তথাপি
আমার কিছুই হইবে না। অতএব আপনি
ভয় করিবেন না; ইহার আমার লোমেরও
ব্যথা উপাসন করিতে পারে না। আমি
ভাবন্তি অবনমনপূর্বক, জলে অবস্থান করিয়া
শতরুদ্রায় অব্যায় জপ করিয়া সেই মৃত্যুহর
বরদাতা পরমদেবকে দর্শন করিব। আমি
যোগাবলম্বনপূর্বক জপ করিয়া কুদ্রভাবরত
হইলে, মৃত্যু, কাল বা যম কেহই আমার
অনিষ্ট সম্পাদনে সক্ষম হইবে না। পুত্র,
বিত্তকবাকৃবিজ্ঞাসে এই সব কথা বলিলে পর,
সেই অনীনস্বভাব মহাতপা শিলাদ, অমুমতি
করিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে বিদায় দিলেন;
মহাযশঃ পুত্র অবনত-মস্তকে পিতার চরণে
প্রণাম করিয়া ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান
করিলেন এবং আন্ত্রিহর মহাদেবের ধ্যান করিতে
করিতে চপিয়া গেলেন। ১৯৯—২০৯।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

ষট্চহাৰিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

নিৰ্গতোহথ তদা নন্দী জগাম সরিতাং বরাম্ ।
 ভুবনামিতি বিখ্যাতাং সৰ্বলোকসুখাবহাম্ ॥ ১
 তাং প্রবিষ্টা ততো ধীমানেকাগ্রো হৃদি সংস্থিতঃ ।
 জজ্ঞাপ স তদা নন্দী রুদ্রং পরমকারণম্ ॥ ২
 ভয়ান্মৃত্যোস্ততো ধ্যানৈরেকচিত্তঃ সমাহিতঃ ।
 ধ্যায়তা তেন তত্রৈব তংপরেণ তদা হৃদি ॥ ৩
 কোটিকৈকা যদা জপ্তা তদা দেবস্তুতোষ হ ।
 তদাগত্যাহ ভগবান গৃহে শৰ্মঃ কপৰ্দ্ধকৃ ॥ ৪
 নন্দিন্ তুষ্টিহাসি ভদ্রং তে বরং বণ শৰ্বেষ্মিতম্
 এতচ্ছ্রুয়া বচস্তত্র মহাদেবস্ত তু দ্বিজা ।
 উবাচ প্রণতো ভূয়ঃ প্রণতাত্মা তদৈব হ ॥ ৫
 দ্বিতীয়াং তু পুমিক্ৰামি কোটিং পরমকারণ ।
 এবমুক্তস্ত দেবোহপি উক্তাগচ্ছদুখপাতম্ ॥ ৬
 সোহবতীৰ্ঘ্য ততো ভূয়ঃ প্রণতোহভিবভূব হ ।
 জজ্ঞাপ কোটিমগ্ৰাহ ক্রুদ্রমেবানুচিন্তয়ন্ ॥ ৭

ষট্চহাৰিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—অনন্তর নন্দী তখন
 গৃহ হইতে নিৰ্গত হইয়া, ভুবন নামে বিখ্যাত
 সৰ্বলোকের সুখজনক এক নদী প্রাপ্ত হইয়া,
 তাহাতে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশ করিয়া,
 একাগ্রচিত্তে পরমকারণ রুদ্রের ধ্যান করিতে
 লাগিলেন এবং জননিমগ্ন ও তন্মতচিত্ত হইয়া,
 বখন কোটিসংখ্যক জপ করিলেন, তখন
 অটোজুটধারী মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহার নিকট
 উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে
 নন্দিন্! আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল
 হউক, তুমি ইচ্ছামূৰ্ত্তপ বর প্রার্থনা কর
 এবং তাম্ । নন্দী মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ
 করিয়া, প্রণতিপূৰ্ব্বক পুনৰ্বার বলিলেন,—হে
 পরমকারণ! আমি আর এক কোটি জপ
 করিতে ইচ্ছা করি । মহাদেব এইরূপ অত-
 হিত হইয়া, “তথাহ” বলিয়া মহাদেব গমন
 করিলেন । তিনি পুনৰ্বার আসে অবতীর্ণ হ

দ্বিতীয়ায়াং ততঃ কোটিং সম্পূৰ্ণায়াং বৃষধ
 আজ্ঞাম চ তত্রৈব বরদোহম্যাত্যভাষত ॥
 অগ্ৰাঞ্চ ভগবান্ কোটিং তৃতীয়ামপি জপি
 ইচ্ছামি দেবদেবেশ ত্বংপ্রসাদাদহং বিভো ॥
 এবমস্তিতি ভূয়োহপি ভগবান্ প্রতুবাচ হ ।
 উক্তা জগাম দেবেশো দেব্যা সহ মহাত্মা
 ততস্তৃতীয়াং তত্রৈব কোটিমগ্ৰাহ জজ্ঞাপ হ ।
 যুগান্তাদিত্যসঙ্কশং ততঃ সমভবদ্বপুঃ ॥ ১১
 তস্তাং কোটিং তৃতীয়ায়ামঙ্গলদ্বিদ্যয়া সহ ।
 সর্কৈৰ্গ নৈর্দেবরতঃ স গন্তমুপচক্রমে ॥ ১২
 স তং কৰেণ সংগৃহ উদ্ধত্য শিরসা তথা ।
 সম্পূৰ্ণাং শ্যগ্রহস্তেন নন্দিনং কামমববীং
 শৈলাদে বরদোহং তে তপসানেন তেহি
 সাধু জপ্তা ত্বয়া বীমন্ কাহি যং তে মনো
 নন্দাবাচ ।

জপেয়ং কোটিমগ্ৰাহ বৈ ভূয়োহপি ত্রৈ
 বরমেতং বণে দেব তুষ্টিহাসি যদি মে বি

কোটি জপ করিলেন । জপ সম্পূর্ণ
 মহাদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলি
 আমি বরদান করিতে আসিয়াছি । ক
 লেন,—তৃতীয় আর এক কোটি জপ
 ইচ্ছা করি । মহাদেবও আবার “তথাহ”
 দেবীর সহিত গমন করিলেন । ১—১০
 নন্দীও সেইস্থানে তৃতীয় এক কোটি জ
 যুগান্তসুখের জ্ঞান শরীর ধারণ করি
 বিদ্যার সহিত শরীর যেন আজ্ঞামান
 মহাদেব তখন সকল ভূতগণের সহিত
 হইয়া, কর দ্বারা তাহাকে গ্রহণপূৰ্ব্ব
 উত্তত করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহাকে
 লেন এবং বলিলেন,—হে শি
 তোমার তপস্তায় আমি তুষ্ট হই
 প্রার্থনা কর । হে ধীমন্! ত
 জপ করিয়াছ, তোমার মনে
 তাহা প্রকাশ কর । নন্দী বচি
 প্রত্যো! যদি আপনি তুষ্ট হই
 তবে এই বর দেন যে, জপ

দেবদেব উবাচ ।

জপেন ভূয়োহপি তুষ্ণোহস্মি তব সৰ্বদা ।
 হি বৃগুশ্চৈব কামং সৰ্বং বদ দদামি তে ॥ ১৬
 মথ বিমুতমগ্নৈরপি তু কা কথ্য ।
 তাত্ত্বং কুদো বা যোক্তো বা মম তুল্যত ।
 মুক্তো দেবেন শিরসা পাদয়োৰ্নতঃ ।
 পরমেশানং জরাসোকবিনাশনম্ ॥ ১৮
 দেবাদিদেবায় মহাদেবায় বৈ নমঃ ॥ ১৯
 ধামান্ধাশাং ত্রৈলোক্যহননায় চ ।
 ধানোদগ্ৰদণ্ডায় উগ্রদণ্ডায় বৈ নমঃ ॥ ২০
 নীলশিখণ্ডায় সহস্রশিরসে নমঃ ।
 শাণ্ডে চৈব সহস্রচরণায় চ ॥ ২১
 :পানিপাদায় সৰ্বতোহক্ষিমুখায় চ ।
 :ক্রতয়ে চৈব সৰ্বমারুত্য তিষ্ঠতে ॥ ২২
 :কুদত্তায় তথৈবাতাল্লিয়ায় চ ।
 পদিনে তুভ্যং কনকপিঙ্গায় বৈ নমঃ ॥ ২৩
 শ্রীকৰ্ণেন্দ্রায় যোগীশায়াজিতায় চ ।
 পাণ্ডয়ে চৈব শূল-মুক্তাবপাণয়ে ॥ ২৪

জপ করি। দেবদেব বলিলেন,—
 র আর জপে কি প্রয়োজন? আমি
 ই তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি; তুমি
 ক্ষা কর, আমি তাহাই দিব। ব্রহ্মলোক
 লোক ইচ্ছা কর, অথ কথ্য কি বলিব,
 গা বা কুদ হইতে ইচ্ছা কর, বা যোক্ত
 কর, তাহাই পাইবে। নন্দী দেবদেব
 তরুণ উক্ত হইয়া, তাহার চরণে মস্তক
 করিয়া, জরা ও শোক-দুঃখ নিহতা পর-
 স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবাদি-
 দেব! তোমাকে নমস্কার। হে ত্রৈলোক্য-
 তুমি কামের শরীর ধ্বংস করিয়াছ,
 নমস্কার ॥ ১১—১৯। হে উগ্রদণ্ডধারিণ!
 লেরও দণ্ডকারী, তোমাকে নমস্কার।
 সহস্র মস্তক, সহস্র হস্ত ও সহস্র
 গায়ার সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই
 দিকেই চক্ষু, সকল দিকেই মুখ,
 কই কর্ণ; তুমি সকল ব্যাপি
 হে অতীন্দ্রিয়! হে কপর্দিণ! স্বর্ঘ্য

খড়্গিনে গদিনে চৈব পরশধরায় চ ।
 রথিনে চর্শ্বিণে চৈব মহেশ্বাসায় বৈ নমঃ ॥ ২৫
 নমস্তিশূলহস্তায় উগ্রদণ্ডধরায় চ ।
 নমো দেবাধিপত্যে কুদ্রাশাং পত্যয়ে নমঃ ॥ ২৬
 সহস্রেন্দ্রায় বৈ তুভ্যং সহস্রবাহবে নমঃ ।
 আদিত্যানাং পত্যয়ে বহুনাং পত্যয়ে নমঃ ॥ ২৭
 নমঃ স্বর্লোকপত্যয়ে মহালোকপতে নমঃ ।
 নমো যোগাধিপত্যায় সৰ্বযোগপ্রদায় চ ॥ ২৮
 ধ্যানিনে ধ্যায়মানায় ধ্যানিভিঃ সংস্কৃতায় চ ।
 নৃতাবে কালদণ্ডায় যমায় চ মহাত্মনে ॥ ২৯
 দেবাধিপত্যে চৈব দিব্যসংহননায় চ ।
 যজ্ঞায় চ সদানায় স্বর্গজ্ঞায় প্রদায় চ ॥ ৩০
 অবিদ্রে সৰ্বদেবানাং ধর্মায়ানেকনেত্রিণে ।
 অমৃতায় চ বেণ্যায় সৰ্বদেবস্তুবায় চ ॥ ৩১
 উমারুদেস্তরুপায় তথা নারায়ণায় চ ।
 ব্রহ্মণঃ শিরসে চৈব যজ্ঞস্ত পরিপত্নিনে ॥ ৩২
 ত্রিপুরায়-চরোত্রায় সৰ্বাত্তভরায় চ ।

চক্ষু তোমার চক্ষু, তুমি যোগীশ্বর; পিনাক, শূল
 ও মুক্তার ধারণ কর, তোমাকে কেহ জয় করিতে
 পারে না, তুমি খড়্গা, গদা, পরশ, মহাধনু ও
 উগ্রদণ্ড ধারণ করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার।
 তুমি কুদ ও দেবতাদিগের অধিপতি; তোমার
 সহস্র চক্ষু এবং সহস্র বাহ; তোমাকে নম-
 স্কার। তুমি আদিত্য ও বহুদিগের পতি, তুমি
 স্বর্লোক ও মহর্লোক পতি; তোমাকে
 নমস্কার। তুমি যোগেশ্বর, যোগপ্রদ;
 তুমি ধ্যানশীল, ধ্যেয় এবং ধ্যানপর ব্যক্তি
 কর্তৃক সংস্কৃত; তোমাকে নমস্কার। তুমি
 মৃত্যুস্বরূপ, কালদণ্ডস্বরূপ, যমস্বরূপ, তোমাকে
 নমস্কার। হে দেবাধিপতে! তুমি দিব্য-শরীর
 ধারণ করিয়া থাক; তুমি জান-সহিত ব্রহ্মস্বরূপ,
 স্বর্গ ও জম্ব তুমি প্রদান করিয়া থাক; তুমি
 বহুনেত্র ও ধর্মরূপী এবং দেবতাদেবেরও রক্ষক;
 তুমি যোক্তবরূপ, বেণ্যবরূপ, উমারুদ ও
 নারায়ণস্বরূপ; তুমি ব্রহ্মমুণ্ড ও ইন্দ্রবরূপী
 পত্নী; তোমাকে নমস্কার ॥ ২৫—৩২। অতীন্দ্রিয়!

ললাটাক্ষিতেন্দ্রায় ভক্তোক্তজননায় চ ॥ ৩৩

মহিষাক্ষহস্ত্রে চ অশিষে চ নমো নমঃ ।

ব্রহ্মণো গুরুবে চৈব ব্রহ্মণো জনকায় চ ॥ ৩৪

কুমারগুরুবে চৈব কুমারবরদায় চ ।

হলিনে মূলদায় মহাহাসায় বৈ নমঃ ॥ ৩৫

মৃত্যুপাশোগ্রহস্তায় নক্ষত্রালোকস্থিত্রিণে

সরিংপ্রধানবাহায় তথৈব কৃষকায়িণে ॥ ৩৬

হিমবর্ষিছ্যবাসায় মেরুপর্বতবাসিনে ।

কৈলাসবাসিনে চৈব ধনেশ্বরসখায় চ ॥ ৩৭

বিকুন্দেহাঙ্কসংস্থায় তমিঃ ৩ বরদায় চ

সর্ষভূতায় সংজ্ঞায় সর্ষভূতানুকম্পিনে ॥ ৩৮

অমৃতভূতাবাসায় প্রাণিনাং জীবনায় চ ।

বাচে চ বাগিনে চৈব সৃষ্টায় তমবে নমঃ ॥ ৩৯

নমস্তেহপশবে নিত্যং ক্ষেত্রজায় বিটায় চ ।

বিষ্ণবে লোককর্ত্রে চ প্রজানাং পত্রে নমঃ ॥ ৪০

হস্তা, উগ্রচর এবং সকল অস্ত্র বিনাশ কর,
তোমার ললাটে নেত্রচিহ্ন রহিয়াছে, তুমি উচ্চ-
লোকের উপাসক এবং মহিষবাহন ধর্মের
সংহতা, তোমাকে নমস্কার তুমি ব্রহ্মার
গুরু এবং জনক, তুমি কার্তিকেয়ের পিতা ও
বরদাতা, তুমি মহাহাসপূরক হল ও মূলদায়
দ্বারা সকল বিনাশ কর, তুমি মৃত্যুপাশ ধারণ
করিয়া থাক, একান্ত তোমার হস্ত অস্ত্র উগ্র,
তুমি নক্ষত্র ও আলোকের আধার; তুমি পশুকে
বহন করিয়া থাক এবং কৃষকগণের গমন করিয়া
থাক, তুমি হিমালয়, বিষ্ণুগিরি, মেরু ও
কৈলাস পর্বতে বাস করিয়া থাক, তোমাকে
নমস্কার। তুমি বিকুন্দ দেহকে অবস্থান করি-
তেছ এবং তাহারও বরদাতা; তুমি সর্ষভূত-
বরদ, চৈতন্যবরদ, সকল প্রাণিপদের প্রতি
করা প্রকাশ করিয়া থাক, প্রাণিপদের অন্তরে
অবস্থান করিতেছ এবং তাহাদের জীবন-
বরদ; তোমাকে নমস্কার। তুমি বাকা, তুমি
বক্সা, তুমি সৃষ্টশরীর, তোমাকে নমস্কার।
৩৩—৩৮। তুমি পশুপতি, আত্মা ও বিট;
তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণু এক লোক-
কর্তা এবং পশুপতি, তোমাকে নমস্কার। তুমি

নমো রাতে সপ্তর্ষয়ে উপ্যমানায় তপিনে ।

ব্রাহ্মণায় বিষ্ণুদায় তথা দুর্কাসসে নমঃ ॥ ৪১

শিল্পিনে শিল্পনাশায় বিদুষে বিশ্বকম্পে ।

অত্রয়ে ভৃগবে চৈব তথৈবাস্মিনসে নমঃ ॥ ৪২

পুলহায় পুলস্ত্যায় ক্রতুহাবনায় তপিনে ।

ধম্মায় ক্রতয়ে চৈব বশিষ্ঠায় নমোহস্ত তে ॥

ভূতায় ভূতনাথায় কুম্মাণ্ডপত্যে নমঃ ।

তিষ্ঠতে দবতে চৈব গায়তে নৃত্যতে তথা ॥

অবগম্যাপ্যবধ্যায় অজরায়ামরায় চ ।

অক্ষয়্যাব্যয়ৈব তথাপ্রতিহত্য চ ॥ ৪৩

অনাথস্য সর্ষেযাং তথৈব পুণ্যকপিনে ।

স্বম্ভোতাংচাতিশৃঙ্খায় সর্ষগাস মহাত্মনে ॥

নমস্তে ভগবন্ত্যক্ষ নমস্তে ভগবন্ত শিব ।

নমস্তে সর্ষলোকেশ নমস্তে সর্ষভাবন ।

নমো দেবাধিপত্যে বক্ষণে বাগবে নমঃ ॥

ন বিসৃজ্য ন দেবজং নাপী ন চক কাময়ে।

ইচ্ছাম্যহং বিদনাং সংসারধিনিবৃত্তনম্ ॥

প্রাতি, সপ্তর্ষি, উপ্যমান ও প্রাপ্ত তুমি

ব্রাহ্মণ ও দুর্কাস, তোমাকে নমস্কার

শিল্পী, শিল্পনাশক, বিদ্বান ও বিশ্বকর্মা

নমস্কার। তুমি অত্রি, ভৃগু অশ্বিনী,

পুলস্ত্য ও তপস্বী, তোমাকে নমস্কার

ধম্ম, বশিষ্ঠ ও বশিষ্ঠ, তুমি ভূত, ভূত

পিশাচপতি তোমাকে নমস্কার। তুমি

ও জম্বব, তুমি গায়ক ও নটক, তুমি

বশ নও, বধ্য নও, তোমার পুত্র নাই

নাই, ক্রম নাই, তুমি অব্যয় ও অক্ষয়

তুমি সকল অনাথের গতি ও পুণ্যকর্ষ

স্বম্ভোতাংচাতিশৃঙ্খা, সর্ষভগামী ও

হে ভগবন ত্রিগোচন! তোমাকে

হে ভগবন শিব। তোমাকে নমঃ

সর্ষভূতবর! হে সর্ষজনক!

নমস্কার। হে দেবাধিপতে! তুমি

বায়ুধর, তোমাকে নমস্কার। তুমি

বিকুন্দ, দেবপদ বা ইন্দ্রপদ আক

না, আমি জন্ম হইতে নিবৃত্তি ইচ্ছা

তোমার বিষ্ণু পরাপন্ন; তুমি এক

তে শরণং নাথ প্রসন্নোহস্য পরিচ্ছদম্ ।
 আমি যোগেন এষ মে দীপতাং বরঃ ॥৪৯
 গতিঃ পূবা দেব ত্বং বা নাথাত্মনঃ মহং ।
 তন্ত্ৰ চবাস্তে বিনাশো নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥৫০
 গতিং ন পশ্যামি পশ্যাম্যাত্মস্থিকং সুখম্
 ক তন্ত্ৰক ত্বংপরং তদপাশ্রয়ম্ ।
 সর্বলোকেশ সংসারমভিস্তরম্ ॥ ৫১
 ২ মহাদেব যথা তত্র তথা কুরু ।
 মাং মহাদেব এষ মে দীপতাং বরঃ ॥৫২
 প্রাতরুখ্য পশ্চৈদবিমনা নরঃ ।
 ২ বিশেষণ বাক্ষণো বা যতিস্তথা ।
 ভস্মাসাদা নন্দীপরসমো ভবেৎ ॥ ৫৩
 পুণ্যবিত্তাং শাব্যেদ্রা দ্বিলোকমঃ ।
 যদেহং প্রাপ্য কদলোকে মজীযতে ॥৫৪
 দ্রুপি ছেনং স্তবং পাপপ্রণাশনম্ ।
 নতো বাস দ্বাতিং ন সমাপ্রদাং ॥ ৫৫
 বীত্য নিত্যং স্তবমেতদগ্ৰা
 ২ সদাভ্যাসতে যতাস্মা

তোমার বিভূতি দেখিতে ইচ্ছা করি,
 ব আমার প্রদান কর, আমি আমাদের
 তে দেব। আমার মহং আশ্রয়।
 তাকে পরিত্যাগ কর, তাহার মত
 আমি ইচ্ছা ভিক্ষা অগ্র আর উপায়
 ইহাই পরম সুখ। ৪০—৫১। আমি
 তন্ত্ৰ সংসার তোমাতে অসুরক্ত ও
 তে দেখিতে পাই। হে মহাদেব।
 তে থাকিতে পারি, তাহা কর। এই
 প্রদান কর। (সনৎকুমার বলি-
 যেনা হইয়া যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে
 উঠিয়া এই স্তব পাঠ করে, বিশে-
 ষণ বা যতি চতুর্দশীতে পাঠ করে,
 দহভেদ প্রাপ্ত হইয়া নন্দীপর-তুল্য
 জ্যেষ্ঠ এই স্তব নিত্য শ্রবণ করে
 শোনায, সে অবশেষকল প্রাপ্ত
 কে পূজিত হয়; জীব যদি এই
 ব একবারও শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি
 ১ মৃত হইলেও দুর্গতি প্রাপ্ত হয়

কিং তন্ত্ৰ যৎকৈর্বিবিধৈশ্চ দাটেনঃ
 স্তীত্রে: সূত্রেণৈশ্চ তথা অপোত্তিঃ ॥ ৫৭
 সমাপ্তকৃত্যো দ্বিজপুঙ্গবো হি
 গৃহস্থধর্ম্যাপি যতেনরঃ সমঃ ॥ ৫৮
 এষ মন্ত্রজপটৈশ্চ সংসারবিনিবর্তকঃ ॥ ৫৯
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়াং
 মহাদেবতপঃপ্রবর্ণনং নাম ষট্চত্বা-
 রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

তত্তন্ত্ৰং দেবদেবেশে ভক্ত্যা পরময়া যুতম্ ।
 অশ্রুপূর্ণেকণ দীনং পাদযোঃ শিরসা নতম্ ॥ ১
 কবাত্ম্যং সাদৃশ্যভাস্ত সংগত ভুবনেশ্বরঃ ।
 উপাশ্রয় পরমেশনো মুখং তন্ত্ৰ মমার্জ্জ হ ॥ ২
 উবাচ ভগবতঃ নাথো বচসা তোবহংস তম্ ।
 নিরীক্ষ্য প্রণপান সর্বান মহাদেবোহবদৎ পুনঃ ॥

ন যে ব্যক্তি নিত্য এই শ্রেষ্ঠ স্তব পাঠ
 করিয়া সংযতাস্থা হইয়া সর্বদা মহাদেবকে
 অঙ্গনা করে, তাহার বিবিধ বস্ত্র, দান বা তীত্ৰ
 তপস্যায় কি প্রয়োজন? সেই সমাপ্তকার্য
 দ্বিজশ্রেষ্ঠ গৃহস্থ হইলেও যতির তুল্য হয় এই
 মন্ত্রজপ সংসারের নিবর্তক। ৫২—৫৯।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কাহলেন,—অনন্তর দেবদেবে-
 নর মহাদেব সন্মুখবর্তী হইয়া, পরম-ভক্তি-
 সম্পন্ন, দীন-ভাবাপন্ন, সাক্ষনরূপে চরণপ্রান্তে
 মস্তক স্থাপনপূর্বক প্রণত সেই নন্দীকে
 কর দ্বারা গ্রহণ করিয়া উপাশ্রয়পূর্বক তাঁহার
 বদন-মার্জ্জন করিয়া দিলেন এবং দ্ব্যক্য দ্বারা
 সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন,—হে পুত্রক। তোমার
 ভয় নাই, ভয় নাই; আমার প্রদান

ন ভেদবাং ন ভেদবাং কুটোহং তব পুত্রক ।
 ন চ জন্ম জরা মৃত্যুর্ম্মং প্রসাদাত্তবিষ্যতি ॥ ৪
 তব ভক্তিমহং বৎস জানে চাৰ্ত্তিং তবানব ।
 তন্ত সৰ্ব্বস্ত শৈলান্দে বহুতং তন্নিশাময় ॥ ৫
 অমরো জরয়া মুক্তঃ সৰ্ব্বহুঃখবিবৰ্জিতঃ ।
 অক্লেশচাৰ্য্যশ্চৈব সপিতা সগুহুজ্ঞানঃ ॥ ৬
 যে চ ত্বাং সহ সংহৃষ্টাঃ স্নিহুতাবং গতাস্তে যে ।
 তে সৰ্ব্বৈ চ ত্বয়া সাক্ষং মম লোকে প্রয়াস্ত তে ॥
 যম্মেষ্ঠো গণপতৈশ্চ বম্বীর্যো মং পরাক্রমঃ ।
 ইষ্টো মম সঙ্গা চৈব মম পার্শ্বগতঃ সঙ্গা ।
 মদ্রপশৈশ্চ ভবিতা মহাবোগবলাধিতঃ ॥ ৮
 বহুবুতং সহস্রীপং কীরোদমমৃতকরম্ ।
 সবারসং প্রবচ্ছামি তত্র ত্বং বস পুত্রক ॥ ৯
 কুশেশ্বরময়ীং মালাং স্বয়ং হরাস্তনঃ শুভাম্ ।
 আববদ্ধ মহাদেবে। নন্দিনে দেবরূপিনে ॥ ১০
 ন ত্বয়া মালায়া নন্দী বস্তো কঠাবসন্তয়া ।
 ত্র্যক্ষো দশভুজঃ শ্রীমান দ্বিতীয় ইব শঙ্করঃ ॥ ১১
 তত এনং সমাধায় হস্তেন ভগবান্ হরঃ ।
 উবাচ কহি কিং ভেদ্যা দদামি বহুমুখমম ॥ ১২
 আশ্রয়চর্যমত্যাগং তপসা তব ভাবিতঃ ।

তোমার জন্ম, জরা ও মৃত্যু হইবে না ।
 হে বৎস ! তোমার ভক্তি আমি জানি-
 য়াছি । তুমি পিতা ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত
 জরা, মৃত্যু ও হুঃখবিহীন হইয়া শিব-
 লোকে গমন করিবে । তুমি আমার
 তুল্য কম-বীৰ্য্য-পরাক্রম-সম্পন্ন হইয়া, আমার
 প্রদান গণপতি হইয়া সৰ্ব্বদা আমার পার্শ্ব-
 গত থাকিবে এবং বোগবলসম্পন্ন ও মংসদৃশ
 রূপবান্ হইবে । তোমাকে ঐশ্বর্য্যকুন্তরীপ-
 সম্পন্ন কীরোদ সমুদ্র অর্পণ করিতেছি, তুমি
 সেই স্থলে বাস কর । এই বলিয়া স্বয়ং
 মহাদেব হস্তে কামলালা, দেবরূপী নন্দীকে
 দিলেন । নন্দী সেই মালা কণ্ঠে পরিয়া পরম
 শোভিত হইলেন এবং তিন চক্ষু, দশ হস্ত ও
 হৃদয় ঐসম্পন্ন হইয়া দ্বিতীয় শঙ্করের ভায়-
 হইলেন । ১-১২ । পরে ভগবান্ হর তাঁহাকে
 কহিলেন ।—তোমাকে

আপোখরসমাখ্যাতো মম গুহো ভবিষ্যতি ॥
 সমভ্যাদ্বোজনং ক্ষেত্রং দিব্যসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।
 সিদ্ধচারণসকীর্ণম্পরোগণসেবিতম্ ॥ ১৪
 সিদ্ধক্ষেত্রং পরং গুহং ভবিষ্যতি ন স শয়ঃ ॥
 কন্থাধা মনসা বাচা বং কিকিং কুরুতে নরঃ
 অন্তস্তং বা শুভং বাত্র সৰ্ব্বং ভবতি ভয়সা
 অপমানস্ত তৌলাং বৈ রুদ্রাণাং তত্ত্ববিষ্যতি
 যত্র যত্র মৃত্যুস্তত্র বাস্তবিত্তি মম লোকতাম্ ॥ ১৫
 ততো জপাং শ্রুতং বারি গৃহীত্ব হারনির্ম্মল
 উত্তমানন্দো ভবন্তেতি বিসদর্জক মহাতপাঃ ॥
 সা তত্র দিব্যতোষা চ পূৰ্ণা মানজনাস্ততা
 হংসকারগুণাকীর্ণা চক্রেবাকোপশোভিতা ।
 ব্রহ্মপদবরা চৈব প্রাবর্ত্তত মহানদী ॥ ১৬
 সৌরপধারিণী চৈব প্রাজ্জলিঃ শিরসা নতা ।
 পদেঃ পলদলাভাকী মহাদেবমুপস্থিতা ॥ ১৭
 মহাদেব উবাচ ।

যম্মাদ্ব্যজ্ঞোদকান্দেবি প্রবর্ত্ত তং শুভানন্দে
 কি বর দিতে হইবে, তাহা বল । এই
 তুমি উৎকট তপস্যায় প্রাপ্ত হইয়াছ,
 আপোখর নামে বিখ্যাত পরম গুহ ।
 এই স্থান মোক্ষ-প্রদায়ক, চতুর্দিকে এক
 যোজন । এই স্থানে সিদ্ধ, চারণ ও অপ
 গণ থাকেন ; এই সিদ্ধক্ষেত্র অতি গোপ
 মনুষ্য কন্থ দ্বারা, মন দ্বারা বা বাচ্য ।
 কিছু লভ্য করিয়া থাকে, তাহা এই
 ভয়ীভূত হইয়া যায় । এই স্থানে যে
 জপ করে, সে রুদ্রের সমতা প্রাপ্ত হয়
 যে কোন স্থানে মৃত হইলেও শিবলোকে
 করে । পরে আনন্দময় মহাতপা
 অভিমুখিত, হারবং নির্ম্মল, প্রসিদ্ধ বারি
 করিয়া ও এই কথা বলিয়া তাঁহাকে
 দিলেন । সেই সময় পবিত্রসলিলা,
 জনের অজ্ঞানায়িনী, হংসকারগুণ-চক্রে
 জলচরোপশোভিতা এক মহানদী
 হইল । সেই নদী কমলদল-গোচ
 মুখিতে বহাজলি হইয়া মন্তক-ন
 মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইল ।

জ্যোতিকা নাম ত্রিবিম্বসি সরিদ্ ॥ ২১

নান্দ বঃ কুর্ধ্যাক্ষুচিঃ প্রবর্তমানসঃ ।

মেধফলং প্রাপ্য রুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ২২

দেব্যা মহাদেবো নন্দীশ্বরপতিঃ প্রভুঃ ।

স্নেহমিতি গ্রাহ পাকয়োস্তং বিনাময়ন্ ॥ ২৩

বাসায় শিরসি পাণিভ্যাং পরিমার্জ্যতী ।

মৃণালভিক্ষতী শ্রোতোভিক্ষনুজৈস্তথা ॥ ২৪

শঙ্কগৌরোণ দেবং দেবী নিরীকতী ।

স্রোতসি ত্রীণি স্রাক্ষোত্রোভ্যাঃপতিতা নদী

ত্রিস্রোতসং পূণ্যং ততস্তামবীক্ষত ॥ ২৫

ত্রিস্রোতসং দৃষ্টা ভূয়ঃ পরমহর্ষিতঃ ।

নান্দং তস্মাক্ত সরিদ্গা ততোহভবৎ ॥ ২৬

প্রপাদেন প্রবস্তা সা মহানদী ।

চুবেন কাস্তা বৈ উবাচ রুমভধ্বজঃ ॥ ২৭

দময়ঃ চিত্রং স দেবঃ পরমাত্মতমঃ ।

দদৌ তস্মৈ কণ্ডলে চামতোস্তবে ॥ ২৮

ভার্জিতং ব্যোমি দৃষ্টোমেয়প্রভাকরম্ ।

—হে শুভাননে । তোমার অল

ক্ষেব নিমিস্ত উদ্ভূত হইল, এইক্ষণ

জ্যোতিকা নামে নদী হইবে । ১২—২১ ।

ত ও শুচি হইয়া তোমাতে স্নান করে,

মেধফলের তুলা ফল প্রাপ্ত হইয়া

ক পূজিত হয় । নন্দীশ্বর-পতি প্রভু

নন্দীকে, দেবী ভবানীর চরণে প্রণাম

হই দেবীকে বলিলেন,—পুত্রের প্রতি

তিনি তাহার মস্তক আরাণ করিয়া

হস্তমার্জনা করিয়া, পুত্রস্নেহ হেতু

পরঃশ্রোত দ্বারা তাহাকে অভিষিক্ত

গিলেন । অনন্তর তাঁহার শ্রোত্র

নদী পতিত হইল । তাহার তিন

দী সেই পবিত্র ত্রিস্রোতা নদীকে

ই ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং মহৎশক্তি

পরে তাহা হইতেও অস্ত্র এক

ইল । মহানাদে এই রম্য মহা-

গুণাতে, রুমভধ্বজ মহাদেব তাঁহাকে

ও অমৃতোস্তব কণ্ডলধর দিলেন

। প্রভাকরের স্তায় কান্তিবিম্বিত

দেবোহপি রাজ্যোহতিবিক্রম ননাদ শততৃণম্ ॥

তস্তাতিবিক্রমস্ত তদা প্রবৃন্তে শ্রোতসি ভূশম্ ।

যস্মাং সুবর্ণাঘ্নিঃস্রত্য নদীয়াং সম্প্রবর্ততে ।

তং সুবর্ণোদকা নামা মহাদেবোহত্যভাবত ॥ ৩১

জানুনদময়াদ্যস্মাদেবা মুকুটতঃ প্রভা ।

প্রাবর্তত নদী পূণ্যা শ্রোক্তা জানুনদী ততঃ ॥ ৩২

তচ্চ জানুনদং নাম আপ্যোশ্বরসমীপতঃ ।

বিখ্যাতং ফলমেতেষাং যজ্ঞো দানং মহাস্বনাম্ ॥ ৩৩

তচ্চ জানুনদং দিব্যং দেবং আপ্যোশ্বরক যঃ ।

ত্রিরাত্রোপোষিতো গহা স্নাত্বাভার্জ্য চ শূলিনম্ ॥

ব্রাহ্মণাংস্তপস্বিত্বা চ যত্র তত্র মৃতো নরঃ ।

নন্দীশ্বরসানুচরঃ কীরোদনিলয়ো ভবেৎ ॥ ৩৪

যস্মৈ আপ্যোশ্বরে প্রাণান পরিত্যজতি দৃত্যজান্ ।

নিশাম্য নাক্ষথা বাপি স মে গণপতির্ভবেৎ ॥ ৩৫

নন্দীশ্বরসমো নিত্যং শাস্তো হৃদয়োহব্যয়ঃ ।

যস্মৈ প্রিয়ন্তে দেবেশ প্রিয়ঃ স মম এব চ ॥ ৩৬

আপ্যোশ্বরং পকনদক তদৈ

বো মানবোহভ্যোতা জহাতি দেহম্ ।

স মে সদা স্নাত্বাণপো বরিস্ত-

স্তয়া সমঃ কাস্তবপুর্ভবেদিতি ॥ ৩৭

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়

নন্দীশ্বরোৎপত্তির্নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

সেই নন্দীকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, জ্য-

পেকা শততৃণ উক্টেঃস্বরে শক্তি করিলেন ।

অভিষেক-সময়ে প্রবল শ্রোত বহিতে থাকিল ।

মহাদেব বলিলেন,—যেহেতু এই নদী সুবর্ণ

হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রবৃত্ত হইতেছে, এইক্ষণ

ইহার নাম সুবর্ণোদকা হইল, অথবা জানুনদময়

মুকুট হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে বলিয়া এই নদী

জানুনদী নামে অভিহিত হইবে । যে নর সেই

স্থানে বাইয়া ও ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া স্নান-

পূর্বক শূলীকে অর্চনা করে এবং ব্রাহ্মণদিগকে

পরিভূপ্ত করে, সে ব্যক্তি মৃত হইয়া, নন্দীশ্বরের

অনুচর হয় এবং কীরোদ সাগরে তাহার বাস

হয় । সে নন্দীশ্বরের তুল্য হইয়া অক্লিষ্ট

ও অকল হইয়া থাকে । হে দেবেশ ।

যে ব্যক্তি তোমার দ্বিগুণ স্নেহ প্রকাশ করে

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

এতেন্তে কথিতং ব্যাস নন্দীশস্য সমুদ্রবম্ ।
ফলেন জীবিভেনাপি সৈন্যপতোহভিষেচিতঃ ॥ ১
ভগবান্ দেবদেবেশঃ সৰ্বভূতপতিভবঃ ।
উবাচ দেবীমীশানীমুমাং গিরিবরাস্বজাম্ ॥ ২
দেবো নন্দীশ্বরঃ দেবকাভিষিচ্য বিভূষিতম্ ।
গণেশ্বরানাং সৰ্বেষাং কিং তস্মৈ মন্ত্রসে ভূতে ॥ ৩

দেবুবাচ ।

সপ্তলোকাবিপত্যক গণেশানাং তথৈব চ ।
সৰ্বেষামিতি দেবেশ নন্দী পুত্রো মহাশ্বনঃ ॥ ৪
ততঃ স ভগবান্ দেবঃ সুর-সিদ্ধপঞ্চাঙ্গিতঃ ।
ব্রাহ্মণঃ সপঞ্চশো বৈ ভূতা দেবো মহেশ্বরঃ ।
চিহ্নায়ামাস সপণান্ রুদ্রাংশ্চ দিশিবাসিনঃ ॥ ৫
অগ্নিরূপবরা ব্যাস ত্রিনেত্রশূলধারিণঃ ।
আপত্যন্তে মহাভাগ অসংখ্যাতা মুদা যুতাঃ ॥ ৬

যে লোক আপ্যায়ন ও পকনদে আসিয়া দেহ
ত্যাগ করে, সে আমার গণপতি হয় এবং
তোমার শ্রাব্য কমনীয় দেহ হয় । ২২—৩৮ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস ! নন্দী-
শ্বরের সমুদ্রসত্ত্ব তোমাকে কহিলাম । মহা-
দেব পরে নন্দীশ্বরকে অলঙ্কৃত করিয়া অভিষিক্ত
করিলেন । মহাদেব বলিলেন,—হে মহল-
কারিনি দেবি ! এই নন্দীশ্বরকে গাণপত্য
প্রদান করিতে তোমার কি অভিপ্রায় ? দেবী
কহিলেন,—নন্দী আপনার পুত্র, ইহাকে সপ্ত-
লোক এক সকল গণাধ্যক্ষের আধিপত্য দেওয়া
করিতে পারে । পরে মহাদেব সিদ্ধ, সুর ও
ব্রাহ্মণ পরিবৃত্ত হইয়া, পূৰ্বমুখ হইয়া নিজ
অগ্নি ও দিব্যসী রূপগন্ধকে চিত্তা করিতে
পারিলেন । চিহ্নায়ামে গণেশকনক চতুর্ভুজ
কনক উপবিষ্ট হইল । কান্দোবর সবে দেব

এবং চিত্তিতমাত্রান্তে গণাধ্যক্ষা মুদাবিতাঃ ।
সম্প্রাপ্তাঃ সপ্তলোকেশা যে রুদ্রাঃ স্বর্গবাসিনাঃ ।
যে স্থিতা দক্ষিণামাশাং পশ্চিমামুত্তরাং তথা ।
পূৰ্ব্বাকোর্দ্ধমধস্তে তু শূলহস্তা নিষঙ্গিণঃ ॥ ৮
নীলকণ্ঠাসিতগ্রীবাঃ শুদ্ধপ্রজ্ঞলনেক্ষণাঃ ।
সমাগতাস্তদা ব্যাস যেবাং সংখ্যা ন বিদ্যাতে
ব্রহ্মাণ্ডাবরণাঃ পঞ্চ অধউদ্ধাদযো যুনে ।
কপালীশো বিশোকশ্চ শত নেত্রঃ শতানিলঃ ।
অনন্তরুদ্রাঃ শতশঃ শতপাদাঃ শতাননাঃ ।
সম্প্রাপ্তাঃ সৰ্বলোকেশা স্তান্ শৃণুষ মহামুতে
ততঃ করালবদনো ভূকুটীভূষিতাননঃ ।
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণো দীর্ঘতস্তাদৃগেব চ ॥ ১২
ততশ্চত্বারি বজ্রাণি বিদ্রুচ্ছচ্ছন্দোপাধ্বঃ ।
পঞ্চাঙ্গিহোৰ্দ্ধকর্ণশ্চ পাশহস্তো মনোজবঃ ।
রুতঃ কোটিশ্চ তনৈব সদৃশানাং মহাশ্বনাম্ ।
ভারভূতিরিতি খ্যাতে মহাযোগবলান্বিতঃ ।
পঞ্চাবেগধরশ্চৈব ধ্যানযোগপরায়ণঃ ।
সোমবর্ষেতি বিখ্যাতঃ কোটীরধসমাপ্রভঃ ।
তাদৃশানাং গণাধ্যক্ষো দেবস্ত চ স্থিতেহ

বা দক্ষিণদিকে, কেহ বা পশ্চিমদিকে, কেহ
উত্তরদিকে, কেহ বা পূর্বদিকে, কেহ বা
দিকে এবং কেহ বা অধোদিকে ।
কেহ বা শূল ও কেহ বা নিষঙ্গ বারন
অছে । কাহারও কর্ণ নীলবর্ণ, কাহারও
করবর্ণ, কাহারও চক্ষু শুদ্ধ ও উজ্জ্বল,
ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন করিতে পারে, কেহ বা
হস্ত, কাহারও শত নেত্র, কেহ বা
শ্রাব্য বেগশালী, কেহ বা শতপাদ ও
এই সকল গণনায়েকেরা সৰ্বলোকপ্রভু ।
সুর করালবদন, ভূকুটীভূষিত-মুখ, প
বিস্তীর্ণ ও তাদৃশ দীর্ঘ, চতুর্মুখ, শঙ্খ
করবর্ণ, বিদ্রুতজিহ্বা, উর্দ্ধকর্ণ, পাশহস্ত,
বৎবেগশালী ভারভূতি নামক গণাধ্যক্ষ,
সদৃশ শত ভূতগণ-পরিবৃত্ত হইয়া এবং
কলবুজ, বজ্রবেগধারী ও ধ্যানযোগ
ব্যক সোমবর্ষ, নিজ সদৃশ কোটি
হইয়া সবারেবেরা নিকট উপস্থিত

পরে মহাকারঃ শূলপাণিমহাবলঃ ।
 অনলসঙ্কশঃ স্থিতঃ স্থিরবশোবলঃ ॥ ১৬
 মৌলিমহাকেশঃ চতুর্বাহুবিমোহিতঃ ।
 পাদৈর্মহাকায়ৈর্য্যাকৈস্তৈঃ শূলপাণিভিঃ ॥ ১৭
 কোটিশতেনৈব স্থাগুস্তত্রাত্যবর্ত্তত ।
 ধ্বংসোৎসঃ ক্রুদ্ধস্ত সর্কাসুন্নপুঞ্জিতঃ ॥ ১৮
 গদগঃ পদ্মাসনো ব্রহ্মপাদো হরঃ শুচিঃ ।
 স্রবাসচরণঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ॥ ১৯
 বদনৈশ্চ মহাসর্পপরিচ্ছদঃ ।
 শূলকৃতাপীড়ঃ শিরোমালাবিভূষিতঃ ॥ ২০
 মৌলিমহাকেশঃ কোটিশঃ পরিবারিতঃ ।
 পরিবৃতঃ সোম আজগাম মহাবলঃ ॥ ২১
 পরং সমীপে তং দেবদেবং বরপ্রদম্ ।
 ক্রৌ মহাতেজাশ্চতুর্কিংশতিলক্ষণৈঃ ॥ ২২
 স্বর্বাঙ্গান্ত্রে মহাদেবোজ্জ্বাহনঃ ।
 দনৈশ্চ শঙ্কুর্কণো মহাবলঃ ॥ ২৩
 দিমহাতেজাঃ শতপাদঃ ক্রশোদরঃ ।
 কেশো মহাস্তম্ভ তথৈবোভয়ভোগতিঃ ॥ ২৪

পরে সর্কাসুন্ন-পুঞ্জিত অশ্বাশিব
 প্রলয়-বহিসদৃশ মহাবলশালী শূলধারী
 পার্শ্বদ আসিলেন। ইহার মস্তকে
 চব্বি হাত, ব্রত্শবর্ণ এবং সঙ্গে একপদ
 তদৃশ শতকোটি শূলপাণি গণপতি।
 নামক গণপতি আসিলেন। তাঁহার
 হস্ত, সহস্রসংখ্যক বাহু ও চরণ,
 মুখ, বিস্তৃত বদন, সর্পসমূহ ভূষণ; তিনি
 ব, অন্ধচন্দ্র-ভূষণে শোভিত ও মুণ্ড-
 অলঙ্কৃত, কেশ সকল অতি প্রশস্ত।
 কোটিসংখ্যকগণ তাঁহার সঙ্গে। পরে
 এক মহাবলশালী এক বরদাতা গণ-
 দেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন।
 চতুর্ভুজ, বিংশতিলক্ষণ ও মহৎ ভেজঃ-
 পরে মহাদেবোজ্জ্বাহন নামক গণপতি
 হইলেন; ইহার সহস্র বাহু, বিস্তৃত
 বদন, শঙ্কুর স্থায় কর্ণধর, শতসংখ্যক
 চরণ, বিস্তৃত সর্প কেশকম্প;

অজৈকপাদবিখ্যাতে কৃতঃ কোটিশভেন সঃ ।
 কাঞ্চনোৎপলবৃক্ষাভ্যো হৃদয়ে ইব পর্কিতঃ ॥ ২৫
 আগ্নাং ততোহপরো ব্যাস গণপঃ স মহাবলঃ ।
 সর্কতোবদনঃ শ্রীমান্ সর্কিতঃ পাণিপাদবৃক্ ॥ ২৬
 ব্রহ্মবাহুরপাদশ্চ অশনিং ধারয়ন্ শুভাম্ ।
 শতৈরুতস্ত কোটীনামষ্টভিষ্ঠান্ননঃ সঠৈঃ ॥ ২৭
 নিকুন্ত ইতি বিখ্যাতে শতপাদঃ শতাননঃ ।
 আগতো হুপর্য্যাত্ত তড়িৎকেশো মহাবলঃ ॥ ২৮
 চন্দ্রমালাধরো দেবঃ সহস্রকরণপদবঃ ।
 দণ্ডধারী মহাচক্রঃ শঙ্কুন্দসমপ্রভঃ ॥ ২৯
 গণকোটিশতবৃত্তো দেবস্ত পুরতঃ স্থিতঃ ।
 ততোহপরঃ সহস্রেন কোটীনাং গণপৈরুতঃ ॥ ৩০
 সর্পমালাশতং বিভ্রদাজগাম মহাতপাঃ ।
 স সূর্য্যাপ্যায়নো নাম দেবস্ত পরমপ্রিয়ঃ ॥ ৩১
 সর্কজ্ঞানমহাতেজা বিকৃতঃ সূমহাত্ম্যতিঃ ।

এবং অজৈকপাদনামক এক গণপতি আসি-
 লেন; তাঁহার মুখ অতি প্রশস্ত, সমুখ ও
 পশ্চাৎ উভয়দিকে তাঁহার গতি; তদৃশ কোটি-
 সংখ্যক প্রমথগণে পরিবৃত, সুবর্ণ পদ ও বৃক্
 ধারী সুশোভিত পর্কিতের ভায় অজের। অন-
 তর মহাবল পরাক্রান্ত অপর এক গণপতি
 আসিলেন; তাঁহার চতুর্দিকে মুখ, চতুর্দিকে
 চরণ ও চতুর্দিকে হস্ত। অনন্তর অপাদ নামক
 এক গণাধিপতি আসিলেন; তাঁহার বাহু ক্ষুদ্র,
 কিন্তু উত্তম অশনি ধারণ করিয়া আছেন এবং
 অশ্বসদৃশ অষ্ট কোটি ও শত কোটি গণপতি
 কতৃক পরিবৃত। পরে চন্দ্রমৌলি, মাণ্ডভূষিত,
 সহস্রহস্ত, চন্দ্রদণ্ডধারী, শঙ্কু-কুন্দসদৃশ শুভ্র-
 বর্ণ নিকুন্ত নামক এক গণপতি আসিলেন;
 তাঁহার শতসংখ্যক চরণ ও মুখ, বিস্তৃত
 কেশগুচ্ছ ও অসীম পরাক্রম। ১৬—২১।
 তিনি শতকোটি গণ কতৃক বেষ্টিত হইয়া দেব-
 দেবের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। তার পর
 মহাদেবের পরম প্রিয়পাত্র শতসর্পমালাধারী
 সূর্য্যাপ্যায়ন নামক এক ভগ্নসেবায় গণপতি
 আসিলেন; পরে মহাত্ম্যভিশালী সর্কজ্ঞান
 মহাতেজা নামক এবং সর্কজ্ঞান

তথ্যঃ সৰ্বমানী চ বজ্রাতরণ এব চ ॥ ৩২
 চন্দ্রাযুধো মহাতেজা চক্রবাহুঃ কটাকটঃ ।
 গণকোটিশতৈঃ ষড়্ভির্ভূতঃ সমনুধাবতি ॥ ৩৩
 শঙ্কুর্কর্ণোহভয়াচৈব গণকোটা মহাবলঃ ।
 নন্দিকটৈশ্চ দশভিঃ পিত্তাকোহষ্টভিরেব চ ॥ ৩৪
 বিনায়ক চতুষ্টয়া কুশ্মাণ্ডো নাম বিক্রমঃ ।
 হিরণ্যবর্ণঃ ষড়্ভিঃ একপাদস্তথৈব চ ॥ ৩৫
 ধূমকেশো দ্বাদশভিঃ পতাকো দশভিস্থা ।
 শতমুক্তোহষ্টাদশভিঃ শতপদভিরেব চ ॥ ৩৬
 সহস্রলীৰ্ঘঃ ষড়্ভিঃ গণকোটিশতৈর্ভূতঃ ।
 বীরো দশভিরাষাভঃ কুণ্ডলবস্ত্রাষ্টভিঃ ॥ ৩৭
 বিশ্ববলঃ সহস্রৈশ্চ মনুষ্টয়াঃ শতেন বৈ ।
 নাদেশনিম্বস্তাষ্টভিঃ সপ্তভিঃ চন্দ্রবর্তনঃ ॥ ৩৮
 মহীধরঃ সহস্রৈশ্চ কোটীনাং গণপৈর্ভূতঃ ।
 প্রণবাসিত্যমৃতিঃ কোট্যা চৈব রক্তো বহিঃ ॥ ৩৯
 সন্তোষঃ শতেনৈব ককুদোহষ্টভিরেব চ ।
 কুস্তক পঞ্চদশভিস্থা সঙ্কোচতঃ পর ॥ ৪০

ভরণ, মহাতেজা, চন্দ্রাযুধ, চক্রবাহী কটাকট
 নামক গণপতি ষট্শত কোটিগণে বেষ্টিত হইয়া
 ধাবিত হইলেন । কোটীগণপরিভূত হইয়া মহাবল
 শঙ্কুর্কর্ণ আসিলেন এবং নন্দিক নামক গণপতি
 দশসংখ্যক গণপতির সহিত ও পিত্তাক, অষ্ট
 গণের সহিত উপস্থিত হইলেন । বিনায়ক নামক
 গণপতি চতুষ্টয় শত কোটি গণের সহিত ;
 কুর্কবর্ণ একচরণ কুশ্মাণ্ড নামক গণপতি ষট্শত
 কোটিসংখ্যক গণের সহিত ; ধূমকেশ দ্বাদশ
 শত কোটি গণের সহিত ; পতাকী দশ শত
 কোটি গণের সহিত ; শতমুক্ত অষ্টাদশাধিক
 পদশত শতকোটি গণের সহিত ; সহস্রলীৰ্ঘ
 ষট্শত কোটি গণের সহিত ; বীর নামক গণ-
 পতি দশ শত কোটি গণের সহিত ; কুণ্ডল
 অষ্টকোটি গণের সহিত ; বিশ্ববল সহস্র কোটি
 গণের সহিত ; মনু শতকোটি গণের সহিত ;
 নাদেশনি অষ্টকোটি গণের সহিত ; চন্দ্রবর্তন
 দশকোটি গণের সহিত ; মহীধর নামক গণপতি
 সহস্রকোটি গণের সহিত ; প্রণবাসিত্য-মৃতি
 নামক গণপতি কোটি গণের সহিত ; সন্তোষ

অমোঘো ভূতকোটা চ তথা দ্বৌ মেঘ-ভূজি
 একপাদোহষ্টযষ্ট্যা চ তথা সপ্তশিরোগণঃ ॥ ৪১
 মহাবলঃ দশভিরপস্মারঃ বিক্রমঃ ।
 নীলোদ্ভবঃ দেবেশঃ কণ্ঠভদ্রস্তথৈব চ ॥ ৪২
 বিক্রতিশ্চাপি সপ্তত্যা কোটীনামাজগাম চ ।
 কোটীনাং সহস্রাণাং শতৈবংশতিভির্ভূতঃ ॥
 ইত্যেতৎ আভ্যগুমহাযোগবলান্বিতঃ ॥ ৪৩
 ভূতকোটীসহস্রৈশ্চ প্রমথৈঃ কোটিভির্ভূতঃ ।
 বীরভদ্র চতুষ্টয়া দ্ব্যকঃ মহাবলঃ ।
 মেঘসৌদামিনী নাম নবত্যা কোটিভির্ভূতঃ ॥
 প্রভাকবঃ বিংশত্যা বিদ্যাস্তিত মহাবলঃ ।
 মৃত্যুটৈশ্চ ষমটৈশ্চ কালো বিষধরস্তথা ॥ ৪৪
 শতমায়ো মহামায় পর্কতাভরণস্তথা ।
 একশৃঙ্গাভিবিখ্যাতস্তথা ভূচিরিটিঃ য ॥ ৪৫
 এতে চাগ্রে চ বহবো গণপাঃ মহাবলাঃ ।
 মুখেন বাদ্যনি তথা বাদয়ন্তো মুদাশিতাঃ ॥

শতকোটি গণের সহিত , ককুদ আটকোটি
 সহিত , কুণ্ড পঞ্চদশ কোটি গণের ;
 অমোঘ কোটি ভূতের সহিত , মেঘ ও
 নামক গণপতিদ্বয় কোটি গণের সহিত ,
 ও সপ্তশিরা নামক গণপতিদ্বয় আটশটি
 ভূতের সহিত , মহাবল ও অপস্মার
 কোটি গণের সহিত , নীলোদ্ভব, দ্বৌ
 কণ্ঠভদ্র ও বিক্রতি সপ্ততি কোটি
 সহিত আসিলেন । বিংশতি শত
 কোটি ভূতগণের সহিত চতুর্দিক
 মহাযোগ-বলশালী গণপতি সকল
 লাগিলেন । ৩০—৪৪ । বীরভদ্র কোটি
 ভূত ও কোটিসংখ্যক প্রমথের সহিত ;
 দ্ব্যক চতুষ্টয় কোটি ভূতের সহিত ;
 সৌদামিনী নামক গণপতি নবই কোটি
 সহিত ; মহাবল পরাক্রান্ত প্রভাকর
 নামক বিংশতি কোটি গণের সহিত
 আসিলেন । মৃত্যু, ষম, কাল, বিষধর,
 মহামায়, পর্কতাভরণ, একশৃঙ্গ ও মহাক
 রিটি, ইহার এবং অগ্র অনেক মহাক
 পতি সকল মুখে বাদ্য বাজাইতে

হইলৈশ্চ বজ্রমর্কটবাহনাঃ ।
 ইহ-বিমানৈস্ত শর্পপক্ষিভিরেব চ ॥ ৪৯
 চ তথানেকৈরশ্চৈব বিবিধৈরপি ।
 যু তথাক্রুতা নানারূপধরাঃ পরে ॥ ৫০
 ন বিমানেন তথা মহাধিপেন চ ।
 ত্য তদাকাশং সক্ষিপ্ত-মহোরগম্ ॥ ৫১
 ব্রহ্মজেন হংসযুজেন চাপরে ।
 শৃঙ্গ-মৃদঙ্গৈশ্চ পদবানকগোমুখৈঃ ॥ ৫২
 ব্রহ্মবিধৈশ্চৈত্রেঃ পট্টৈরেকপুষ্পকৈঃ ।
 ঈশ্বরসমাদৈর্নানাডমরুডিণ্ডিমৈঃ ॥ ৫৩
 বৈশ্ব-বীণাভিবিবিধৈশ্চ শ্বনৈরপি ।
 স্তম্ভধাতৈশ্চ করাতৈঃ পদবৈরপি ॥ ৫৪
 নৈর্মহাঘোরৈরাজগুর্ঘ্রৈশ্চ শব্দরঃ ॥ ৫৫
 মনেন দিব্যান পদযোনিঃ পিতামহঃ ।
 বাসসংসিদ্ধৈরতাঃ সর্কৈ সমহৃতঃ ॥ ৫৬
 দক্ষিণে ভাগে দিব্যকুণ্ডলভূষিতঃ ।
 সামবেদশ্চ নানারূপধরঃ শুভঃ ॥ ৫৭
 চান্তরে চৈব বহিনা সদৃশপ্রভঃ ।

হইয়া কেহ কেহ বা রথে, কেহ কেহ
 হানে, কেহ কেহ বা অশ্ববাহনে, কেহ
 ভদ্রকবাহনে, কেহ কেহ বা মর্কট-
 কেহ কেহ বা ব্যাঘ্রবাহনে, কেহ কেহ
 হানে, কেহ কেহ বা বিমানে, কেহ
 সর্প ও পক্ষিবাহনে, এইরূপ অস্ত্র
 ধর স্বাপদবাহনে নানারূপ ধারণ করিয়া
 পদ বিমান ও মহাহস্তী সকল দ্বারা
 গ-সঙ্কুল আকাশ আচ্ছাদন করিয়া
 , মৃদঙ্গ, পদব, আমক, গোমুখ, এক-
 টৈ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য এবং ভেদী-
 র ডমরু, ডিণ্ডিম, বেণু, বীণা, নর্দর
 প্রভৃতি মঙ্গল-বাদ্যযন্ত্র সকল বাজাইয়া
 গটায় মহাদেবের নিকটে উপস্থিত
 সেই স্থানে দিব্য আসনে পিতামহ
 পবিত্র হইলেন । হে ব্যাস ! সিদ্ধ-
 হৃদিকে, দক্ষিণভাগে দিব্য কুণ্ডল-
 , পশ্চিমদিকে নানারূপধারী সামবেদ,

যজুর্বেদশ্চ পুর্বেণ বিদ্যাক্রপধরঃ সদা ॥ ৫৮
 ইতিহাসপুরাণানি নানারূপধরাণি চ ।
 অগ্নতো দিব্যপাশেন তোষিতাস্তত্র জগত্যুঃ ॥ ৫৯
 দেবদেবো মহাদেবো যজ্ঞরূপধরঃ শুভঃ ।
 দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং মহাদেবোহব্রবীৎ তদা ॥ ৬০
 বাচা গন্তীরয়া তস্ত স দেবং লোকভাবনম্ ।
 শৃণু বিষ্ণো বচো মহ্যং যদ্বক্ষ্যামি সুরেশ্বর ॥ ৬১
 অভিষেকং প্রযচ্ছ ত্বং নন্দিনে সুরপুত্রিত ।
 যদি তে চ প্রিয়ং কৃষ্ণা অভিষেকং কুরুষ মে ॥ ৬২
 প্রহস্ত চ মহাদেবং ততো নারায়ণোহব্রবীৎ ।
 যথা বদসি দেবেশ করিষ্যেহং তথা বিতো ॥ ৬৩
 দেবানামপি দেবস্ত্বং প্রমাপস্ত ন সংশয়ঃ ।
 শত্রু ঐরাবতাক্রুত আজগাম শিবাভিকম্ ॥ ৬৪
 বহুভির্মাক্রুতৈশ্চৈব প্রাণিবাসান্ মহাবলৈঃ ।
 পৃথগ্য়মানসংহৈশ্চ নাদয়িত্বা নভস্তলম্ ॥ ৬৫
 তে বিশ্বকর্মাদ্যবিচিত্রদেহা
 বিশেষমেকাক্ষরমব্যয়ক ।

উত্তরদিকে বহিঃ প্রদীপ্তমুতি অখর্কবেদ,
 পূর্বদিকে বিদ্যাসদৃশ রূপধারী যজুর্বেদ এবং
 অগ্নে বিবিধ-রূপধারী ইতিহাস পুরাণ সকল
 দিব্য পাশে তোষিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত
 হইলেন । তখন যজ্ঞরূপধর দেবদেব মহাদেব,
 লোকভাবন (অগংপালক) নারায়ণকে দেখিয়া
 গন্তীরবাক্যে বলিলেন,—হে সুরেশ্বর বিষ্ণো !
 আমি ধাহা বলি, তাহা প্রবণ কর । যদি
 তোমার প্রিয় হয়, তবে নন্দীর এবং আমার
 অভিষেক কর । তখন নারায়ণ ঈশং হস্ত
 করিয়া মহাদেবকে বলিলেন,—হে বিতো !
 আপনি বাহা বলিলেন, আমি তাহাই করিব ।
 হে বিতো ! আমি দেবতাদিগেরও দেবতা, এ
 বিষয়ের প্রমাণে কোন সংশয় নাই । তখন
 ইন্দ্র ঐরাবত হস্তাতে আকৃষ্ট হইয়া বহুগণ ও
 মহাবল পরাক্রান্ত পৃথক-বিমানাক্রুত দেবগণের
 সহিত নভোমণ্ডল শবিত করিয়া মহাদেবকে
 সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রকুল
 আখরমুতি বিশ্বকর্মা প্রভৃতি সুরগণ সেই স্থানে

• সহস্রনেত্রপ্রতিমানভাষরাঃ

প্রণেতৃকৈচরাপি চাতিনেতৃঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-

তাষাং নন্দাপাখ্যানে অষ্টচত্বা-

রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

তে গণেশা মহাসত্তাঃ সর্বদেবেশ্বরেণ্বরম্ ।

প্রণম্য দেবদেবক ইদং বচনমব্রবন্ ॥ ১

ভগবন্ দেবদেবেশ সর্বভূতনমস্কৃত ।

বর্ষক সমাজ্ঞপ্তা আজ্ঞাপয় বচো মম ॥ ২

কিং সাগরান শোষণায়ঃ পাটয়ামঃ সুপর্কতান ।

হম এতা দিশঃ সর্কী যমং বা সহ বান্ধবৈঃ ॥ ৩

কস্তাদ্য বাসনং ধোতুং করিষ্যামস্তবাজ্ঞয়া ।

কস্ত বায়োৎসবং দেবং সর্ককামসমৃদ্ধিমং ॥ ৪

তাংস্তবাবাদিনঃ সর্কান সততং ভক্তবৎসলঃ ।

অবিনাশী বিবেকর উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ
করিয়াছিলেন । ৪৫—৬৬ ।

অষ্টচত্বরিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

উনপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—সেই মহাপরা-
ক্রান্ত প্রমথগণ দেবদেবকে প্রণাম করিয়া এই
কথা বলিলেন,—হে ভগবন্ । হে সর্বভূত-
পুজিত দেবদেব ! কিমন্ত আমাদের আজ্ঞা
করিলেন, তাহা বলুন । সমুদ্র সকল শোধন
করিতে হইবে, কি পর্কতবৃন্দ উৎপাটন করিতে
হইবে, কি দিক সকল নষ্ট করিতে হইবে,
কিহা বন্ধ-বান্ধবের সহিত বন্ধকে বধ করিতে
হইবে ? আপনার আজ্ঞার অন্য কাহার ঘোর
বিশ্ব-বর্জিত হইবে, কাহার সমৃদ্ধিসম্পন্ন
হইবে ? কিসের কিসের হইবে ? কিসের
কিসের হইবে ? কিসের কিসের হইবে ?

উবাচ দেবঃ সম্পূজ্য গগান্ কুদ্রো মহেশ্বরঃ ।

শৃণুধ্বং যংকৃতে পূর্কমিহাহুতা জগদ্ধিতাঃ ।

ক্রত্বা চ প্রণতাস্তানঃ কুরুধ্বং তদশক্তিভাঃ ।

নন্দীশ্বরোহমং পুত্রো নঃ সর্কেষামৌশ্বরেণ্বরঃ

প্রিয়ো গণপ্রণীদেবৈঃ ক্রিয়তাং বচনামম ।

সৈনাপত্যোহভিষিক্তধ্বং মহাগণপতিং পতি

অদ্যপ্রভৃতি যুগ্মাকময়ং নন্দীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ১

এবমুক্তে ভগবতা কুদ্রানী গণকাঃ শুভাঃ ।

এবমস্তিতি সংস্থা সস্তারাংস্তে হকুরুত ॥

তং সর্কক স্বয়ং দিব্যং জাম্বনদসমপ্রভম্ ।

আসনং মেরুসঙ্কশঃ শুভং সমুপকরয়ন্ ।

শাতকুস্তময়কাপি বরং চামীকরপ্রভম্ ।

মুক্তাদামনিভকৈব মণিরহবিভূষিতম্ ॥ ২

স্তোত্রং বৈদধ্যময়ৈঃ কিস্কিনীজালসঙ্কম্ ।

চতুরঙ্গকসংযুক্তং যণ্ডপং বিপ্রতোমুখম্ ॥ ৩

কুদ্রা চ কবচমপ্যোতদাসনপ্রবরে শুভাঃ ।

তস্মিন সংস্থাপ্য দেবেশমভ্যধিকৃত্য নন্দিন

বাসোযুগং ততো দিব্যং দিব্যগন্ধাস্ত্রধৈবচ

তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়া বলিলে

তোমরা জনতের হিতকারী; তোমরা

যে জন্ত আহ্বান করিয়াছি, তাহা প্রণ

প্রবধানস্বর প্রবৃত্ত হইয়া অশঙ্কিতভাবে

পালন কর । এই নন্দী আমাদের পু

ইনি সকলের প্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম ।

আদেশে ইহাকে সকল দেবতারা

করিয়া সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করন

হইতে এই নন্দীশ্বর তোমাদের উপ

করিবেন । ভগবান্ কুদ্র এইরূপ

পরে গণেরা তাহা স্বীকার করিয়া অতি

করণ-ভার সজ্জীকৃত করিতে ।

অনন্তর সুবর্ণময় ও সুমেরুসদৃ

সুন্দর আসন করিত হইল ।

শোভিত দিব্য সুবর্ণ-পাঠিত যণ্ড

হইল । ঐ যণ্ডপের স্তম্ভ সকল

মুক্তা মণি ও রত্ন দ্বারা সুসজ্জিত এবং

কুদ্রা চ কবচমপ্যোতদাসনপ্রবরে শুভাঃ

কুণ্ডলে চৈব মুকুটে হারমেব চ ॥ ১৪

শূলবজ্রক রশনাক স্বয়ং হরঃ ।

বাস্ত জগ্রাহ বালব্যাজনমেব চ ॥ ১৫

ধ্রুবশৈলেন পিতামহপুরোগমাঃ ॥ ১৬

গুণাগায় বজ্রোদ্যাতকরায় চ ।

নপুত্রায় হলমার্গোপস্থিতায় চ ॥ ১৭

চ পুত্রায় রুদ্রজ্ঞাপ্যপরায় চ ।

নয় দেবায় নমস্তে জলশায়িনে ॥ ১৮

গাধিপত্যে মহাযোগীশ্বরায় চ ।

য চণ্ডায় একাদশশতায় চ ॥ ১৯

মৃত্যুয়ৈব অজরায়াব্যয়ায় চ ।

যতয়ে চৈব রুদ্ররূপধরায় চ ॥ ২০

নবোদয় সর্ষকস্বাজিতায় চ ।

রসে চৈব অনেকবদনায় চ ॥ ২১

বগুণিনে মহাপরিষবাহবে ।

বিগণাং চৈব পাহি দেব নমোহস্ত তে ॥ ২২

। তদা দেবস্তম্ভিন্ ব্যাস মহাত্মনে ।

প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা জয়শব্দং চকার হ ॥ ২৩

ততো দেবা জয়েত্যাচুস্ততো দৈত্যাস্ততোহমুরাঃ ।

ততঃ সর্ষাপি ভূতানি ব্রহ্মা শক্রস্তথৈব চ ॥ ২৪

ডিণ্ডিমা ধেনুকাঃ চৈব মর্দনাঃ সহস্রশঃ ।

ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্যাঃ চ মর্দলাঃ চ সহস্রশঃ ॥ ২৫

বংশাঃ চ বাংশিকাঃ চৈব কর্করা গোবিষাণিকাঃ ।

অবাদয়ন্ত গণপাঃ সৰ্বক্ষাস্থরপন্নগাঃ ॥ ২৬

নন্দীশ্বরস্ত য ইমং স্তবং দৈবতনির্মিতম্ ।

যঃ পঠেৎ সততং মর্ত্যঃ স গচ্ছেন্নম লোকতাম্ ॥

নমো নন্দীশ্বরায়েতি যঃ কৃত্বা স্ততিমাচরেৎ ।

তস্ত কুশ্মাণ্ডরাজেত্যো ন ভয়ং বিদ্যাতে কচিৎ ॥ ২৮

প্রভাতে যঃ পঠেন্নিত্যং স্বয়ং বৈ ভাবসংযুতঃ ।

তস্ত দেবো বরং দদ্যাৎ স্তবেনানেন পূজিতঃ ॥ ২৯

ন ভয়ং তত্র ভবতি ভয়েত্যো ব্যাস সর্ষদা ।

নন্দীশ্বরং যে প্রণমাস্তি নিত্যং

প্রসন্নসর্ষেন্নিস্রুতদ্রসভাঃ ।

যা, মহাদেব স্বয়ং দিব্য বস্ত্রযুগ্ম,

১, কেয়ুর, কুণ্ডল, মুকুট, হার,

বজ্র, রশনা, ছত্র এবং চামর

ন। ১—১৫। ব্রহ্মা প্রভৃতি

গণ নন্দীকে স্তব করিতে লাগি-

কুশ্মাণ্ডরাজ! সালঙ্কারনপুত্র!

বজ্রধারণ করিয়া থাক; তোমাকে

শিলাদপুত্র! তুমি হলমার্গ

হইয়া রুদ্রজ্ঞাপ্যপরায়ণ হইয়াছ;

১৭। হে দেব! তুমি রুদ্রভক্ত,

তুমি গাধিপতি মহাযোগীশ্বর;

১৮। তোমার দন্ত অতি প্রচণ্ড,

একাদশ শত; তোমাকে নমস্কার।

অমৃত, অজর, অব্যয়; তুমি

তি ও রুদ্ররূপধারী; তোমাকে

গম্য বোশ অতি ভয়ঙ্কর, তুমি

জিত, তোমার অনেক মন্তক;

২১। তুমি কিরীট, কুণ্ডল

ধারণ করিয়া থাক; তোমাকে

নমস্কার। তুমি সকল ভূতগণকে ব্রহ্মা

কর; তোমাকে নমস্কার। হে ব্যাস! দেব-

তারা প্রণত ও রুতাজলি হইয়া সেই মহাত্মার

এই প্রকার স্তব করিয়া জয়শব্দ করিলে

পর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, অমুর-

গণ ও অপরায়ণ প্রাণিবর্গ জয়শব্দ করিল।

তখন বক্ষ, অমুর ও নাগগণের সহিত ভূতগণ

সহস্র সহস্র ডিণ্ডিম, ধেনুকা, মর্দনা, সহস্র

সহস্র শঙ্খ, ভেরী, মর্দল, বংশ, বাংশিকা, কর্করা

ও গো-বিষাণিকা নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে

লাগিল। দেবনির্মিত সেই নন্দীশ্বরের স্তব যে

মনুষ্য সতত পাঠ করে, সে ব্যক্তি শিবলোক

প্রাপ্ত হয়। “নমো নন্দীশ্বরায়ে” এই বলিয়া যে

লোক স্তব করে, তাহার কখন ভূতাদি হইতে

ভয় হয় না। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক প্রাজ-

কালে এই স্তব নিত্য পাঠ করে, তাহার পুজার

মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রদান

করেন এবং হে ব্যাস! তাহার কখন ভয় হয়

না। যে ব্যক্তি নন্দীশ্বরকে নিত্য প্রণাম করে

অথবা ইতিমধ্যে সর্বদা হে ব্যাস! নন্দীশ্বরকে

তে দেবদেবস্ত সঙ্গতিপূজ্য

ইতি বিশিষ্টাং গণা ভবন্তি ॥ ৩০

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-

তায়াম্ নন্দীরাভিষেকো নামৈকোন-

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

তত্তত্তানাগতান্ দেবান্ দেবানামধিপো হরঃ ।

মাক্রতান্ গ্রাহ সম্পূজ্য কস্তার্থং সংপতিঃ প্রভুঃ ॥

আমহ্য নম্রা তান্ দেবান্ সর্কান্ শত্রুপুরোগমান্

মাক্রতা বা মহাভাগা মহাসত্ত্বা মহোজসঃ ॥২

বৃদ্ধাকং প্রীতিনা কস্তা হুতগা দিব্যরূপিনী ।

বাতুমর্হষ তাং তুভ্যং সুধামেতাং সত্যং মম ॥ ৩

দেবা উচুঃ ।

বৃদ্ধাকৈব তুভ্যং সর্কস্ত জগতঃ সমা

প্রভুরিষ্টিলোকেশ ন ত্বং বাচিতুমর্হসি ॥ ৪

তথৈব দেবদেবস্ত ত্বং নো প্রতিব্রূহস্ব ॥

মাক্রতঃ পরাবরেশান বস্ত ত্বং সমসদৃশকঃ ॥ ৫

অস্মৈ এবং দেবদেবের অতি প্রিয়পাত্র ও মাক্রত

হইয়া সে বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হয় । ১৬—৩০ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—অনন্তর দেবাধিপতি
হর, সমাপ্ত দেবতাদিগকে নন্দীর বিবাহের
জন্ত কস্তার নিমিত্ত বলিলেন,—হে মহাভাগ
মহাসত্ত্ব তেজস্বি-দেবগণ! তোমাদের মধ্যে
কহারও যদি দিব্যরূপা হুল্লল্লপাক্রান্তা মনো-
হারিনী কস্তা থাকে, তাহা হইলে আমার সুধা
করিবার নিমিত্ত আমাকে অর্পণ করিতে প্রস্তুত
হও । দেবজয়া কহিলেন,—হে ত্রৈলোক্য-
কেশ! নন্দী আমাদের সকল জগতের ও সেই
কুমারের পিতা ।

পিতা নঃ কস্তপঃ শ্রীমান্ মরীচিঃ পিতামহঃ

পিতা ব্রহ্মা চ তুভ্যাপি দেব ত্বং প্রপিতামহঃ ।

স ত্বং পিতামহোহস্মাকং ন ত্বং বাচিতুমর্হসি
ঈশ্বর উবাচ ।

নাহমর্হামি কল্যাণীং সত্যং বো ভাবিতং কচা

কিন্তু লোকহিতার্থায় মুনীনাং কেশবঃ তথা ॥ ৮

অদস্ত্যং ন গ্রহীষ্যামি এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৯

ঋত্বা বাক্যন্ত দেবেশাং মরুতির্দেবসন্তম্যং ।

তং কপাম্মনসি ধ্যায়া দেবদেববরং তদা ॥ ১০

স্বয়ং হোতা তু তত্রাসীদব্রহ্মা লোকপিতামহঃ

ব্রহ্মে চ পাবিগ্রহণে গন্ধর্কীঃ সহ চারুণৈঃ ॥ ১১

নারদঃ পর্কতশ্চৈব চিত্রসেনঃ সপার্বদঃ ।

সর্কীষঃ সুরুচিশ্চৈব হাহা হুহুস্তথৈব চ ॥ ১২

এতে চাত্তো চ গন্ধর্কী জগ্মুর্মধুতরস্ববাঃ ॥ ১৩

বাচ্চা করা উচিত হয় না । হে পা

ঈশান! আপনি আমাদের প্রধান প

শ্রীমান্ কস্তপ আমাদের পিতা, মরীচি পি

মহ, ব্রহ্মা ঠাহারও পিতা, আপনি ব্রহ্ম

পিতা, অতএব আপনি আমাদের পিতা

(ব্রহ্মপ্রপিতামহ); আপনার প্রার্থনা

যোগ্য হয় না । মহাদেব কহিলেন,—হে

ব্রহ্মা এই বলিয়াছ, আমি কস্তা প্রার্থনা ক

পারি না; কিন্তু লোকহিতের জগুই

প্রার্থনা । এইরূপ মূনিদিগেরও আছে ।

অদস্ত্য গ্রহণ করিব না, কারণ ইহাই ম

ধর্ম্ম । মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ

প্রধান দেবগণ তৎক্ষণাৎ মনে মনে ধ্যান

দেবদেবকে কস্তার্পণ করিলেন । লোক

মহ ব্রহ্মা স্বয়ং সেই স্থানে হোতা হই

পাবিগ্রহণ-কার্য্য নিৰ্ব্বাহ হইলে, চাত্ত

সহিত গন্ধর্কগণ, নারদ, পর্কত, সারদ

সেন, সর্কীষ, সুরুচি, হাহা, হুহু এক

গন্ধর্কীয়া মধুর স্বরে গান করিতে

• অত্র কস্তপঃ পূনঃ শ্রীমান্
পিতামহঃ ॥ ইতি পার্শ্বাত্তর্য্য কহিলেন

শ্রী চৈব রস্তা চ হুতাচী লোকবিক্রতা ।
লাভ্যা চ বিখ্যাতা অগ্ন্যাশ্চাপরসঃ শুভাঃ ।
ত্যন্ত মহাভাগা নৃত্যং দেবমনোহরম্ ॥ ১৩
সমভবন্যাস বিবাহস্তস্ত ধীমতঃ ।
নো গণমুখাস্ত অনোপম্যো মনোহরঃ ॥ ১৪
স সংকৃতোদাহো নন্দী গতা মহাস্থনঃ ।
ববন্দে দেবস্ত তথা বিফোর্জগংপতেঃ ॥ ১৫
দ্বিষ্য স বৈ ব্যাসঃ ব্রহ্মণঃ স তথা পুনঃ ।
কুলে চারুং প্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥ ১৬
ঐশ্বর উবাচ ।

কুণ্ড পুত্র তুং সুষা চেয়ং তব প্রিয়া ।
তে বরং তুষ্ট্যা মনসা যদভীপ্সিতম্ ॥ ১৭
নন্দীশ্বর উবাচ ।
যদি তুষ্টোহসি ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্ত মে ।
লাং মহাদেব তব তুষ্টো ভবোদ্রব ॥ ১৮
মম দেবেশ মহেশ্বর জগংপতে ।
হৃদ দিব্যেন যোক্তুমর্হসি কামদ ॥ ১৯
দেবদেব উবাচ ।

তব নন্দীশ সন্তুষ্টস্ত গণেশ্বর ।
ত হইল। উর্কশী, রস্তা, তিলোস্তমা
অগ্ন্যাশ্চ অপরোগণ দেব-মনোহর নৃত্য
লাগিল। ১—১৩। এইরূপে সেই
ধীমান্ নন্দীর অপ্রতিম বিবাহ-মহোৎসব
হইলে পর, কৃতদার নন্দীশ্বর শিলাদ-
। শ্রী-সম্পন্ন হইয়া মহাত্মা দেবদেবের,
গংপতি বিষ্ণুর এবং ব্রহ্মার চরণ
বিলেন। মহাদেব বলিলেন,—হে
আমার এই সুষা তোমার প্রিয়া;
মি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দিতে
রাছি, তুমি অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর।
কহিলেন,—হে ভগবন্ জগংকারণ
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন,
বর দেন যেন আপনার প্রতি আমার
ভক্তি থাকে এবং আপনিও আমার
সন্তুষ্ট থাকেন। আর হে জগৎ-
প্রদায়িন্! আমার পিতার প্রতি
সন্তুষ্ট প্রদান করুন। দেবদেব

দেব্যা চ সহিতো বংস শৃণু মে পরমং বচঃ ॥ ২০
সদেষ্টেচ বরিষ্ঠেচ পরমৈশ্বর্যসংযুতঃ ।
মহাযোগী মহেশ্বাসঃ প্রপিতা স পিতামহঃ ॥ ২১
অজয়ন্তেচ জ্যেতাস্ত পূজ্যোশ্চ মহাবলঃ ।
অহং বত্র ভবাংস্তত্র যত্র ত্রং তত্র চাপ্যহম্ ॥ ২২
অয়ক তে পিতা পুত্র পরমৈশ্বর্যসংযুতঃ ।
ভবিষ্যতি গণাধ্যাক্ষো যস্তা গণপতিঃ ক্রবম্ ॥ ২৩
পিতামহোহপি তে বংস যে চাত্রে তব বংশজাঃ
মংসমীপং গমিষ্যান্ত ময়া দস্তবরাস্তথা ॥ ২৪
পর্কতকৈব বৈভাজং কামগং সর্ককামদম্ ।
উপপন্নং বনৈর্দিব্যোঃ প্রযচ্ছামি জলারতম্ ॥ ২৫
অতো দেবী মহাভাগা নন্দিনং বরদাত্রবীং ।
বরং ক্রহি চ তে পুত্র মন্তঃ কামান্ যথেষ্পিতান্ ॥
নন্দীশ্বর উবাচ ।

বরং মে দেবি ভক্তির্মে সদা তুভ্যং ভবেদিত্তি ॥ ২৬
অতো মকংসুতা চৈব দেব্যাভ্যোভ্য ত্রবেদয়ং ।
পাদয়োঃ পতিতায় দৃষ্টা তুষ্টা দেবী অতোহব্রবীং ॥

কহিলেন,—হে গণেশ্বর! দেবী ও আমি সর্ক-
দাই তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট; তুমি এক
তোমার পিতা, পিতামহ—তোমরা পরম ঐশ্বর্য-
সম্বিত হইয়া আমার স্থানে গমন করিবে।
তোমরা অজয় হইবে এবং সকলের পূজ্য ও
মহাবল পরাক্রান্ত হইবে। যে স্থানে তুমি,
সেই স্থানেই আমি এবং যে স্থানে আমি, সেই
স্থানেই তুমি থাকিবে। তোমার পিতা, পিতা-
মহ এবং তোমার বংশজাত অপরাপর সকলেই
ঐশ্বর্যযুক্ত হইয়া আমার গণাধ্যাক্ষ হইবে এবং
আমার বরে মল্লোকে গমন করিবে। তোমাকে
বৈভাজ নামক পর্কত প্রদান করিতেছি; ঐ
পর্কত সর্কভীষ্টপুরুষ, ইচ্ছানামী এবং দ্বিত্য
বস্ত্রবৃক্ষে পরিপূর্ণ জলাশয়ে শোভিত। অনন্তর
দেবী নন্দীকে বরপ্রদান করিতে অভিলাষিনী
হইয়া কহিলেন,—হে পুত্র। তুমি আমার নিকট
হইতে ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ কর। ১৪—২৬।
নন্দী কহিলেন,—হে দেবি! আমাকে এই বর
দেন, কে সর্কদা আপনার প্রতি আমার ভক্তি
থাকে। অনন্তর মকংসুতা নন্দী-পত্নী-দেবী-কহিলেন—

বংশে বরং বধেই হি জিনেত্রা অম্বর্জিতা ।
 পুত্রপৌত্রৈস্ত জন্মিমে তথা তষ্ঠ্যি চৈব হি ॥২১
 নিত্যং ধ্যানপরা শ্রায়ে জ্ঞানে চ মতিব্রতমা ।
 এতদ্বস্ত তে পুত্রি দেবো তে চ বরপ্রদো ॥ ৩০
 দেব্যাং চ বচনং ব্রহ্মা ব্রহ্মনারায়ণাবুভো ।
 উচ্যুর্মুদিতো দেবাবেবমস্তিতি তাবিনি ॥ ৩১
 নারায়ণমখালোকা ব্রহ্মণা সহিতং হরঃ ।
 উবাচ সহিতো দেবো প্রগৃহ্যৈনাস্তরাশ্বনা ॥ ৩২
 অন্যপ্রভৃতি নন্দীশঃ পুত্র্যভ্যাং যানিনঃ সদা ।
 প্রভুতৈব হি দেবানাং প্রতীহারং মে সদা ।
 এবং ভবতু দেবেতি সহিতো তাবতাবতাম্ ॥ ৩৩
 দেবা ক্রুদ্রা নপাটৈব সর্কদেবপ্রিয়ে সমান্ ।
 বরান্ নহ্মহাসম্বা একমেতদুবিধ্যতি ॥ ৩৪
 ততো নন্দাত্রবীং সর্কান্ ভবতাং তন্তিরজ মে
 ঐশ্বর্য্যক মমাক্ষয়াং ভবন্তি চানুমোদিতম্ ॥ ৩৫

আসিয়া নিবেদন করিলেন। দেবী তাঁহাকে
 পদতলে নিপতিত দেখিয়া তাঁহার প্রতি
 ভূট হইয়া বলিলেন,—হে বংশে! তুমি অম্ব-
 বর্জিতা হইয়া আমার তুল্য হও। পুত্র-
 পৌত্রের সহিত আমার প্রতি ও তষ্ঠ্যির প্রতি
 জন্মিত হইয়া আমার চিত্তায় তৎপর হও
 এক আমার প্রতি মতি রাখ; এই বর তোমার
 বধেই হইবে এবং ব্রহ্মা ও নারায়ণ তোমার
 বর-দাতা হউন। এই কথা বলিলে পর, ব্রহ্মা
 ও নারায়ণ উভয়ে দেবার বাক্য শ্রবণ করিয়া
 ভূট হইয়া “তাহাই হউক” বলিলেন। অনন্তর
 হর, ব্রহ্মার সহিত নারায়ণকে দেখিয়া ভূট-
 চিত্তে তাহাদিগকে বলিলেন,—অন্য হইতে
 নন্দী পুত্ররূপ তোমাদের নিকট পূজিত
 হইবে, আমার দাবিপাল হইবে এবং দেবতাদের
 উপর প্রভুত করিবে। দেবদত্ত—ব্রহ্মা ও
 নারায়ণ “তাহাই হউক” বলিলেন। অনন্তর
 মহাপ্রজ্ঞামণী দেবগণ ও ক্রুদ্রগণ সর্ক-
 কেবলির সেই নন্দীকে “ইহাই হইবে” এই
 বর সমান ভাবে দিলেন। অনন্তর নন্দী
 সকলকে বলিলেন,—আপনাদের প্রতি আমার
 প্রতি-পালন-দাবিপাল-দাবিপাল-দাবিপাল

সর্ক প্রিয়া যে সততং ভবতাকাপ্যহং প্রিয়া।
 একত্র বাসন্ত সদা ন চ কালবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৬
 ক্রুদ্রগণা উচুঃ ।
 তবান্ মতা চ বস্তা চ প্রতিচাপতিয়েব চ ।
 অম্বাকমীশঃ সর্কেষাং দেবানামপি চেৎসরঃ ।
 চরিত্যভ্যাং হরস্তাথে ক্রুদ্রাণাং ক্রুদ্রসত্তমঃ ।
 ক্বীণাং দেবতানাঞ্চ প্রমথানাং তথৈব চ ॥
 মহাবলো মহাযোগী ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।
 অম্বাকং ভবনাথস্ত নারকোহধ বিনায়কঃ ।
 প্রং বৈ মহাসেনসমঃ সুরাণাং
 নারায়ণেনামরপূজিতেন ।
 স্বয়ম্ভবা চৈব তু বানসেন
 দেব্যা মুতন্তং ভব তাত দেব ॥ ৩৭

বহুতং ভবতা বস্ত সর্কজাপোপরেৎসরঃ ।
 মহাক্রোত্রং তদত্রাস্ত হরস্তেতি নমো নমঃ ।
 জাপোপরনিকৈতন্ত জাপোপরিভাবিতঃ
 হুতৈব সর্কদাতা চ বরদো ভব দীক্ষিতঃ
 সর্কতঃ সর্কলোকেশো দেবদেবপতির্বরঃ ।
 স এবং সর্কদেবৈস্ত বরদৈঃ প্রতিবোধিত

অক্ষয় ঐশ্বর্য্য হইবে। আপনারা আমার
 হউন এবং আমিও যেন আপনাদের প্রিয়
 আপনাদের সহিত একত্র সহবাসহু
 যেন কদাচ বিচ্ছেদ না ঘটে। ক্রুদ্রগণ
 লাগিলেন,—আপনি আমাদের, সকল
 দিগের, কবিদিগের, মহাদেবের
 ক্রুদ্রগণের এবং প্রমথগণের বিচারকতা
 গতি, আগতি ও অশেষ শক্তিসম্পন্ন।
 মহাযোগী হইবেন সন্দেহ নাই এবং
 আমাদের প্রভুর প্রভু ও নারক হইলেন
 দেব! আপনি দেবতাদিগের সেনানায়ক
 সর্কপ অমরপূজিত নারায়ণ, ব্রহ্মা,
 দেবী শিবানীর সহিত মিলিত হইয়া
 ২৭—৪০। আপনি জাপোপরে।
 জাপোপরের সম্মানিত, সর্কদাতা;
 মহাদেবদীক্ষিত হইয়া, নিখিল ভূত
 হইয়াছেন। সেই নন্দীর
 সকল দেবতার নিকট ভূত হইয়া

বচনং সৰ্বান কৃত কিং করবাণি বঃ ॥ ৪৩

ভাশ্চ গণপা কুজাশ্চ ভাবভাবিতম্ ।

বন্ দিব্যজ্ঞানা জ্ঞানং দেবস্ত সন্নিধৌ ॥ ৪৪

কং গণাধাক্ষঃ স্ততো দেবেন শূলিনা ।

ভিষ্ণুভিষিক্তস্ত নায়কো মোক্ষদায়কঃ ॥ ৪৫

শিশুশ্চ সৌম্যশ্চ গুণবান্ নির্ভণৌহপি চ

শৌচ-দমোপেতা ভবান্ নঃ প্রিয়কুং সদা

নন্দা নন্দী সৰ্বান প্রবলমানিতঃ ।

জলিমাদায় গণপানন্তবৎ তদা ॥ ৪৭

সৰ্বভূতেভ্যো নমো যোগিত্য এব চ ।

রম্যোগিত্যো জটিলেভ্যশ্চ বো নমঃ ॥ ৪৮

ঐশ্বর্যরূপেভ্যো বিশ্বপেভ্যস্তথৈব চ ।

ভলবাসিত্যঃ কৃতিবাসিত্য এব চ ॥ ৪৯

বৈশ্বকোভ্যশ্চ বহুরূপেভ্য এব চ ।

চ সূক্ষ্মভ্যশ্চ সঙ্কীর্ণেভ্যো নমো নমঃ ॥ ৫০

নিভ্যো মৌনিভ্যো বিপ্রভ্যশ্চ নমো নমঃ

—আপনাদেব কি করিতে হইবে ?—

ও কুদ্রগণ এইরূপ অভিহিত হইয়া

বৈকট নেই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নন্দী-

পূর্ণ বাক্য কহিলেন,—আপনি শূলী

নিত ও সমাদৃত হইয়া আমাদের

সাছেন এবং আমরাও আপনাকে

প্রিয়াছি; আপনি আমাদের নায়ক

দাতা; আপনি বালক হইয়াও

গুণবান্ ও নির্ভণ; কমা, শৌচ

তি উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত এবং

াদিগের প্রিয়কারী। তখন নন্দী

ব্রপূৰ্ণক অভিহিত হইয়া, মন্তকে

করিয়া, সেই সকল গণপতিদিগকে

নাগিলেন,—হে ভূতগণ! তোমরা

মহযোগী; তোমাদিগকে নমস্কার।

গাধারী কুদ্ররূপ; তোমাদিগকে

তোমরা বিশ্বরূপী বিশ্বরক্ষক;

নমস্কার। তোমরা বহুল ও চক্ষু-

কর; তোমাদিগকে নমস্কার।

পী ও দেবভেশ্বর; তোমাদিগকে

গমরা মুনি, মৌনী ও বিপ্ররূপ-

নমঃ সহস্ররূপেভ্যঃ শতরূপেভ্য এব চ ॥ ৫১

নমঃ সংঘতরূপেভ্যো বায়ুরূপেভ্য এব চ ।

নমো মার্জাররূপেভ্যঃ কালরূপেভ্যঃ এব চ ॥ ৫২

দেবাস্থরমমুখ্যাপামাপ্যায়িত্যো নমো নমঃ ।

নমো দৈবতকার্যেভ্যঃ পবনেভ্যস্তথৈব চ ॥ ৫৩

নমোহগ্নিত্যস্ত বায়ুভ্যো বহুরূপেভ্যস্তথৈব চ ।

নমশ্চাদিত্যরূপেভ্যঃ সৰ্ব্ববায়ুভ্য এব চ ॥ ৫৪

নমো বামনরূপেভ্যঃ কামরূপেভ্যঃ এব চ ॥ ৫৫

নমোহিষ্ট্যঃ সৰ্বদেবানাং নমঃ সৰ্বগতাঃ স্তভাঃ ।

গ্রহেভ্যশ্চ নমো বোহস্ত মোক্ষেভ্যশ্চ নমস্তথা ॥

সমানেন্ত্যোহসমানেন্ত্যঃ স্তভেভ্যস্তথৈব চ ।

নমঃ সৌম্যগিরিত্যশ্চ ভবন্ত গণনায়কাঃ ॥ ৫৭

ইতি স্তুতা গণপতয়ো মহাবলাঃ

ওতৈর্বচোভিঃ সুরসিদ্ধপূজিতাঃ ।

দিশস্ত মে সুখমতুলং সুখপ্রদা

বলক বীৰ্য্যং শ্রিততাক সংযুগে ॥ ৫৮

ভূতঃকরং জ্ঞানমনন্তমা গতি-

ধনস্তথা বা বহুধর্মনিভ্যতাম্ ।

তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা শতসহস্র

রূপ ধারণ কর; তোমাদিগকে নমস্কার।

তোমরা সংঘতরূপী, বায়ুরূপী, মার্জাররূপী ও

কালরূপী, তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা

দেবতা, অস্থর ও মনুষ্যাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া

থাক; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমাদের দেব-

শরীর এবং তোমরা অগ্নি, বায়ু, বহুরূপ, আদিত্য

ও উনপঞ্চাশৎ-বায়ুরূপ; তোমাদিগকে নম-

স্কার তোমরা বামনরূপী ও কামরূপী; তোমা-

দিগকে নমস্কার ৫১—৫৫। হে মঙ্গলবিধাতৃক-

গণ! তোমরা ভলরূপ, সৰ্বদেবগণমধ্যে

তোমরা সৰ্বভূতগামী ও গ্রহের স্বরূপ; তোমা-

দিগকে নমস্কার। তোমরা সমান, কিন্তু তোমা-

দের সমান নাই; তোমরা মুক্ত; তোমাদিগকে

নমস্কার। হে গণনায়করূপ! তোমরা সৌম্য-

পূৰ্ণভেদ স্বরূপ; তোমাদিগকে নমস্কার। সেই

সুর-সিদ্ধবর্ষপূজিত শক্তিশালী গণপতিগণ, যাহার

যাহার ভূত হইয়া, আমাদের অতুল কল, বীৰ্য্য

বলক বীৰ্য্যং শ্রিততাক সংযুগে ॥ ৫৮

দিশন্ত সর্কং মনসেপ্সিতক বং

মুয়েবরা বক-পিশাচ-গুহকাঃ ॥ ৫১

ইদং নন্দিকৃতং স্তোত্রং যো বাচয়তি নিত্যশঃ ।

সোহমমেধাবত্ববং সর্কপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫০

সঙ্কায়ামপরম্ভাং তু বং পাপক কৃতং দিনে ।

পূর্বম্ভাং সস্ত্যজেষ্টাপি সর্করাত্রং ন সংশয়ঃ ॥ ৫১

তত্ত্ব গণপাঃ সর্কৈ সংযুতাস্তেন ধীমতা ।

বিস্তৃষ্টাশ্চ তথা জগুঃ প্রবিপতা বৃষধ্বজম্ ॥ ৫২

দেবান্ত ঋষয়শ্চৈব স দেবোহপি মহেশ্বরঃ ।

ঈপ্সিতং সহ দেব্যা বৈ জগামাকাশমব্যয়ম্ ॥ ৫৩

ব ইদং নন্দিনো জন্ম বরদানং তথৈব চ ।

অভিষেকং বিবাহক পঠেদা শ্রাবয়েৎ তথা ॥ ৫৪

ব্রাহ্মণঃ পাঠতো বাতি নন্দীশ্বরসলোকতাম্ ॥ ৫৫

যো নিযতস্ত পঠেৎ প্রবতাস্তা

সর্কমিদং শৃণুতে ভবতক্যা ।

সোহপি ভবেৎ পরলোকনিবাসী

নন্দিসমোহনুচরোহপি ভবন্ত ॥ ৫৬

ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়াং

নন্দিবিবাহো নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

ইন্দ্র, বক, পিশাচ ও গুহকগণ সেইরূপ অক্ষয় জ্ঞান, অনুত্তম গতি, ধর্ম্যে দৃঢ়তা ও সর্কপ্রকার মনোরথ প্রদান করুন। এই নন্দিকৃত স্তব বে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করে, সে অমমেধ-ফল প্রাপ্ত হইয়া, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং মনুষ্য, দিনের পূর্ব-সন্ধ্যা, অপর-সন্ধ্যা ও রাত্রি-কৃত পাপ হইতে নিষ্কলিত কবিত্তে পারে। অনন্তর সকল গণপতিরা সেই ধীমানের সহিত মিলিত হইয়া, বৃষধ্বজকে প্রণামান্তর বিসর্জিত হইয়া গমন করিলেন। দেবগণ, ঋষি-গণ এবং মহাদেব দেবীর সহিত আকাশমার্গ দিয়া অস্ত্রোপ্সিত স্থানে গমন করিলেন। যে বিপ্র নন্দীর জন্ম, বরদান, অভিষেক ও বিবাহ পাঠ করে, অথবা অন্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করায়, সে নন্দীশ্বর-লোকে গমন করে এবং যে ব্যক্তি নিযত সংযত হইয়া মহাদেবের প্রতি ভক্তি সহকারে এই স্তব পাঠ করে বা শ্রবণ করায়,

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কস্মিন্ দেশে মহাপুণ্যমেতদাখ্যানমুত্তমং ।

বৃন্তং ব্রহ্মপুরোগাণাং কস্মিন্ কালে মহাত্ম্যে এতদাখ্যানি নঃ সর্কং যথাবৃন্তং অপোদন ॥ ১

সনৎকুমার উবাচ ।

যথা কৃতং ময়া সর্কং বায়ুনা জগদাস্মদা ।

কথ্যমানং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শতবর্ষমহম্মিকৈ ॥ ২

নীলতা যেন কর্ণস্ত দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।

তদহং কৌতুহিযামি শৃণুধ্বং শংসিতব্রতাঃ ।

উত্তরে শৈলরাজস্ত সরঃসু চ সরিঃসু চ ॥ ৩

পুণ্যোদ্যানেষু তীর্থেষু দেবতায়তনেষু চ ।

গিরিশ্চৈষেযু তুঙ্গেষু শঙ্করোপবনেষু চ ॥ ৪

এবং ভক্ত্যা মহাত্মানং মুনয়ঃ শংসিতব্রতা

স্বভ্যোবং মহাদেবং তত্র তত্র যথাবিধি ॥

অগ্ধজুঃসামরূপাভিগীতিশাখর্কাদিভিঃ ।

সে নন্দীশ্বরলোকে গমন করে এবং মহাদেব

নন্দিসদৃশ অনুচর হয় । ৫৬—৫৭ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন—হে কাস্তিমন্ !

ধন ! কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে ব্রহ্মাধিরানে এই পবিত্র উত্তম আখ্যান ঘটিল সেই সকল আপনি আনুপূর্বিক আনিকট বর্ণন করুন। সনৎকুমার কহি কোটিবর্ষ পূর্বে জগদাস্মদা বায়ুকর্তৃ আখ্যান বেরূপ কথিত হইয়াছে, আমি শ্রবণ করিয়াছি এবং দেবদেব শূলীর নীলকর্ণতা ঘটয়াছে, সেই সকল আমি করিব, শ্রবণ করুন। কৈলাস পর্বতের দ্বিপুত্রগে সরোবরে, নদীতে, পবিত্র তীর্থসমূহে, দেব-মন্দিরে, গিরিশ্রেণীতে, ব্রহ্মাধিরানগারায় মুনিগণ এই

নমস্কাৰৈৱৰ্চয়ন্তি সদাশিবম্ ॥ ৭
জ্যোতিষাং চক্ৰে মধ্যাং প্রাপ্তে দিবাকরে
নিযতাস্থানঃ সৰ্বৈ তিষ্ঠন্তি তাং কলাম্ ॥ ৮
নিয়মস্তান্তে প্রাণিনাং জীবনোদ্ভবঃ ।
নীলকণ্ঠায় ইত্যুবাচ সদাগতিঃ ॥ ৯
হৃদা ভাবিতাস্থানো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
লোতি বিখ্যাতাঃ পতঙ্গসহচাৰিণঃ ॥ ১০
তিসহস্রাণি যযীষামুৰ্দ্ধৱেতসাম্ ।
প্ৰকৃতিং বৈ বায়ুং বায়ুপৰ্ণাস্তভোক্তনাঃ ॥ ১১
স্বয় উচুঃ ।

গুণতি যং প্রোক্তং হুয়া পবন সন্তমঃ ।
গুহং পবিত্ৰাণাং পুণ্যং পুণ্যবতাংবর ॥ ১২
তুমিচ্ছাম তং সৰ্বং : : প্রসাদাং প্রভঞ্জন
কেন কং শ্চ প্রকাৰেণাস্থিকাপতেঃ ॥ ১৩
তুমিচ্ছামহে সম্যক্ তদব্রুতু বিশেষতঃ ।
চঃ প্রবৰ্ত্তন্তে সৰ্বাস্তাঃ প্রেরিতাস্তব ॥ ১৪
ন গতে বায়ো বাঁধৌ সম্পবৰ্ত্ততে ।

পূৰ্বক যথাবিধি কক্, যজুঃ, সাম ও অধৰ্ব্ব-
ক বাকা দ্বাৰা মহাস্থা সদাশিবকে স্তব
এবং ওঙ্কার, হংকার ও নমস্কাৰ দ্বাৰা
অৰ্চনা করেন। একদা জ্যোতিষ্ক্ৰে
র মধ্যস্থিত প্রাপ্ত হইলে পর, সকল
রা সংযতচিত্ত হইয়া আছেন : অনন্তর
ধবসানে প্রাণীদিগের জীবন সদাগতি
কথায় নমঃ এই কথা বলিলেন ॥ ১—৯ ॥
র স্বৰ্ঘানুগামী বায়ু-পত্নভোক্তা অষ্টা-
ংশ বানখিল্যাদি মুনিগণ চিন্তাবিত
কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভ-
ব পবনশেষ্ঠ! তুমি পবিত্ৰ ও পুণ্য-
শ্ৰেষ্ঠ, তুমি যে “নীলকণ্ঠ” এই শব্দ
ইহা অতি গুহ ও পুণ্যজনক। অত-
প্রকাৰে অধিকাপতি মহাদেবের নীল-
হইল, তাহা আমরা তোমার মুখে
পে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; মহু-
হইতে যে সকল বাক্য প্রবৃত্ত হয়,
তাহার একমাত্র প্রেরক। তুমি বিখ্যাত,
পৰ্বন-গত হইলে মনুষ্যের বাক্য প্রবৃত্ত

জ্ঞানপূৰ্ব্বক যথোৎসাহং যন্তো বায়ুঃ প্রবৰ্ত্ততে ॥ ১০
তস্মি নিষ্পদ্যমানে তু সৰ্বৈ বর্ণাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
যতো বাচো নিবৰ্ত্তন্তে দেহবন্ধাশ্চ দুৰ্লভাঃ ॥ ১৬
তত্রাপি তেহন্তি সন্তাবঃ সৰ্বগন্তং সদানিলঃ ।
নাথঃ সৰ্বগতো দেবস্তদুত্তেহস্তীহ সৰ্বতঃ ॥ ১৭
অথ তে জীবলোকস্ প্রত্যক্ষং জীবনোদ্ভবঃ ।
বেন্তি তাবং স্মৃতিৰ্মেধা সমানোহয়ং ভূমীশ্বরঃ ।
কহি মঙ্গলসংযুক্তাং কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ১৮
শ্রুত্বা বাচং ততস্তেষাং মুনীনাং ভাবিতাস্থনাম্ ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা বায়ুলোকনমন্ততঃ ॥ ১৯

বায়ুৰুবাচ ।

শৃণুধ্বমুযয়ো বিপ্রা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ২০
বসিষ্ঠো নাম ধৰ্ম্মাস্থা মানসো বৈ প্রজাপতেঃ ।
পপ্রচ্ছ কৰ্ত্তিকেষং বৈ ময়ূরবরবাহনম্ ॥ ২১
ক্ৰৌঞ্চজীবিতহভারং গৌরীহৃদয়নন্দনম্ ।
মহিষাসূরনারীণাং নয়নাঙ্গনতম্বরম্ ॥ ২২
মহাসেনং মহাস্থানং মেঘস্তনিতনিস্বনম্ ।
তমানতঃ প্রহৰ্ষেণ বালকং স্বচ্ছরূপিণম্ ॥ ২৩

হয়। জীবের জ্ঞানপূৰ্ব্বক যে ক্রিয়া, তাহা
তোমা হইতে হয়। তোমা হইতেই সমগ্র ব
নিষ্পন্ন হয়। যাহা বাক্যপথের অগম্য, সে
স্থানেও তোমার সন্তাব আছে। তুমি সৰ্ব
গামী; তোমা ব্যতীত আর অন্য কো
দেবতা সৰ্বগামী নাই। প্রাণিবৃন্দ তোমানে
জীবনের কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞাত আছে
তুমি স্মৃতিস্বরূপ তুমি মেধাস্বরূপ। অতএ
তুমি পাপনাশক মঙ্গলাঙ্কক বাক্য আমা
দিগকে বল। ১—১৮। অনন্তর চিন্তাবিত সর্গ
মুনিদিগের কথা শুনিয়া, লোকপুজিত মহা
তেজা বায়ু বলিলেন,—হে বেদবেদাঙ্গবি
বিপ্রগণ ও ঋষিগণ! আপনারা শ্রব
করুন। ব্রহ্মার মানসপুত্র বসিষ্ঠ নামক এ
ধৰ্ম্মাস্থা আছেন, তিনি ময়ূর-বাহন, ক্ৰৌঞ্চ
বিনাশক, মহিষাসূর-কামিনীদিগের অঙ্গভঙ্গ
উৎপাদক গৌরী-হৃদয়ের আনন্দ-বিধায়ক
মেঘমল্লেশ্বর, মহাস্থা, বজ্রধামকরুণী কাৰি

ত্রিহি মঙ্গলসংযুক্তাং কথাং পুণ্যং জনপ্রিয়াম্ ।
 এতদাপ্যায় দান্তায় ভক্তায় ত্রিহি পৃচ্ছতে ॥ ২৪
 ক্রত্বা বাক্যং ততস্ততঃ বসিষ্ঠস্ত মহাস্থনঃ ।
 প্রত্যুবাচ মহাতেজা দৈত্যাবিঃ পাবকোপমঃ ॥ ২৫
 ক্রয়তাং বদতাং শ্রেষ্ঠ কথ্যমানমিদং ময়া ।
 উমোৎসঙ্গোপবিষ্টেন বধাপূৰ্ণং ক্রতুং ময়া ॥ ২৬
 পার্শ্বত্যাগৈশ্চ সংবাদং শরীরে চ মহাস্থনঃ ।
 তদ্বৎ কীৰ্ত্তয়িষ্যামি ত্বংপ্রিয়ার্থং মহামুনে ॥ ২৭
 কৈলাসনিধিরে রমো নানাধাতুবিচিক্রিতে ।
 তদুপাধিতাসম্বন্ধে তদুপকাকনভূষিতে ॥ ২৮
 স্বাক্ষরচিক্রসোপানে চিত্রপটশিলাতলে ।
 জাম্ববনমঘে দিব্যে নানাধাতুবিভূষিতে ॥ ২৯
 নানাক্রমলতাকীর্ণে নিত্যং পুষ্পফলাশ্রয়ে
 হংসকারণমাকীর্ণে কিম্বৈরুপশোভিতে ॥ ৩০
 বীৰজীবকজাতীনঃ বিকুটৈশ্চ কুসুমিতৈঃ
 কোকিলাপবহলে সিংহচারণসেবিতৈঃ ॥ ৩১

আপনি সেই মঙ্গলসংযুক্ত লোকপ্রিয় পবিত্র কথা
 কলুন, আমবা আপনার ভক্ত, বসিষ্ঠ ও দান্ত,
 আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। সেই
 অগ্নিসদৃশ তেজঃশালী দৈত্যসংহতা কঠিকের,
 মহাত্মা বসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে
 বসিষ্ঠে! আমি উমার কোলে বসিয়া বাহা
 আত্মপূর্ণিক শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আমি কহি-
 তেছি, শ্রবণ কর। হে মহামুনে! পার্শ্বতী ও
 মহাত্মা মহাক্ষের সেই সংবাদ তোমাদিগের
 হিতার্থে কীৰ্ত্তন করিতেছি। ১১—২৭। বাহা
 নানাবিধাতু ও উজ্জ্বলবর্ণ-বিভূষিত বলিয়া অতি
 সুন্দর ও তদুপাধিতব্যঃ দীপ্তিশালী;
 যে স্থানের সোপানকূল স্বাক্ষর ও কটিক দ্বারা
 বিভূষিত, যেখানে সুবর্ণের দিব্য শিলাপটে সকল
 বিদ্যুত স্ফুরিতেছে; বাহা পুষ্প ও ফলপূর্ণ
 দাম্ববন কূল ও লতায় সমাকীর্ণ, হংসকারণ
 ও কিম্বাদি দ্বারা পরিশোভিত, বীৰজীবক
 জাত পক্ষীদিগের কূলে নিবাসিত, কোকিল-
 দিগের আশ্রয়ে পরিচাণ; যে স্থানে সিংহ-
 চারণের দ্বারা, কুসুমিত; যে স্থানে

গৌরভের নিবাসীরাও মেঘস্তুতিনিশ্বনে।
 বিনায়কভয়োধিতৈঃ কিম্বৈরুপকাকনরে ॥ ৩২
 বংশবাদিত্রিনিখোবৈঃ শ্রোত্রে শ্রিয়মনোহরৈঃ
 দোলালম্বিতসম্পাত সুবসন্তনিবেষিতে ॥ ৩৩
 ধ্বজালম্বিতদোলানাং বণ্টানাং নিন্দাবূতে
 বর্ণকৌশলবহলে নিত্যং ব্যাপারসঙ্কুলে ॥ ৩৪
 মুখপ্রভবদৈশ্চ বর্ণিতাশ্চোটিভৈস্তথা।
 ক্রৌড়াচষ্টিতবাদ্যানাং নির্গোধৈঃ পূর্ণবন্দরে
 হাসৈঃ সন্তাসজননৈবিকরালমুখৈস্তথা।
 দেহবর্ণৈর্বিচিত্রৈঃ প্রকৌড়িতগণৈস্তথা ॥ ৩৫
 ব্যাঘ্রসিংহমুখৈর্গৌরৈর্ভৌমরূপৈর্দ্রাসদৈঃ
 মৃগমেঘমুখৈশ্চৈত্য়গজবাক্সিমুখৈস্তথা ॥ ৩৬
 বিভালবদনৈশ্চৈত্য়ঃ ক্রৌড়ৈবানবমূর্তিভিঃ
 ব্রহ্মদেবৈঃ কেশৈঃ সুলৈর্লম্বোদরমহোদরৈঃ
 হংসজৈঃ প্রলম্বৈঃ স্তম্ভজৈস্তথাপরে
 গোকর্ণৈরেককর্ণৈঃ মহাকর্ণৈরেককর্ণৈঃ ॥ ৩৭

বৃষনিনদে নিরন্তর মেঘের শব্দের শ্রবণ
 হইতেছে, কিম্বেরা বিনায়কের ভয়ে
 হইয়া কন্দর তাপ করিয়াছে মনোর
 ধ্বনি-শব্দিত, যে স্থানে দোলালম্বিত
 ক্রৌড়া করিতেছেন, সমুখিত ধ্বজ
 বণ্টার শব্দে চতুর্দিক নিবাসিত হইতে
 যে স্থান বাণিজ্যপথ বণিক ও বোধগণ
 পরিব্যাপ্ত এবং মুখবাদা, বর্ণন, ভূজাঙ্গ
 ক্রৌড়া চেষ্টা ও বাদ্যের শব্দে কন্দর
 পরিপূর্ণ; যে স্থানে কবালবদন বিচি
 তগণেরা ক্রৌড়া করিতেছেন ও ত
 অটহস্ত করিতেছেন ২৮—৩৬। তাহাদের
 কাহার ঘোর ব্যাঘ্রের শ্রবণ মূগ, কাহার
 শ্রবণ, কাহার মেঘের শ্রবণ, কাহার গজের
 কাহার অশ্বের শ্রবণ, কাহার বিভালের
 কাহার উগ্র শৃগাল ও বানরের শ্রবণ,—কেহ
 ব্রহ্ম, কেহ বা দীর্ঘাকৃতি, কেহ বা কূল,
 বা কুল, কেহ বা মহাসর্পের শ্রবণ লম্বো
 —কাহার কাহার জজ্বালম্বিত হস্ত, বা
 কাহার ওষ্ঠের অভিলম্বিত, কাহার ক
 শিল্প অতি সুন্দর,—কাহার কাহার পর।

দৈর্ঘ্যপাদৈর্বহুপাদৈরপাদকৈঃ ।
 ঐশ্বৰ্য্যচতুঃশ্লোকৈর্বহুশ্লোকৈর্বহুশ্লোকৈঃ ॥ ৪০
 ঐশ্বৰ্য্যহানেত্রে চতুর্নৈত্রৈরনেত্রকৈঃ ।
 ঐশ্বৰ্য্যমহাশ্লোকৈর্বহুশ্লোকৈর্বহুশ্লোকৈঃ ॥ ৪১
 বিচিত্ররূপবিভূষণাচ্ছিত্তে
 শিলাতলে হেমময় মনোরমে
 সুখোপবিষ্টঃ মদনাস্তনাশনঃ
 জগদ্বাক্যং গিরিগজপুলী ॥ ৪২
 দেব্যাচ :

দেবদেবেশ গৌরবাস্তিতবাহন
 তে মহাদেব প্রাজতেহমুদমস্মিতম্ ॥ ৪৩
 তব তব শুদ্ধং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ।
 দেব দীপ্তং তে কঠে কামাস্তনাশন ॥ ৪৪
 কঃ কারণং কিং বা যেনেদং নীলমৌগর ।
 সর্কঃ যথাগায়ঃ শ্রেতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪৫
 বাক্যং তত্ত্বস্তাঃ পার্শ্বত্যা পার্শ্বতীপ্রিয়ঃ ।
 মঙ্গলসংযুক্তাং কথয়ামাস শঙ্গরঃ ॥ ৪৬

কাহার কাহার এককর্ণ, কাহার কাহার
 কাহার বা কণ নাই,—কাহার এক
 কাহার প্রশস্ত চরণ, কাহার বহু-
 কাহার ব চরণ নাই, কাহার কাহার
 মস্তক, কাহার কাহার চারি মস্তক,
 কাহার বহু মস্তক, কাহার বা
 নাই,—কাহার এক চক্ষু, কাহার মহা-
 কাহার চারি চক্ষু, কাহার বা চক্ষু নাই,—
 কৈলাসপর্বতশিখরে বিচিত্র রহভূষণে
 ত হেমময় মনোহর শিলাতলে সুখোপ-
 ও ভূতগণ-পরিবৃত মদনারিকে পার্শ্বতী
 সা করিলেন,—হে বৃষবাহন ভগবন্ দেব-
 া! আপনার কঠে নীল মেঘখণ্ডের গায়,
 লাঞ্জনরাশির গায় কি বিরাজ করি-
 হে ঈশ্বর! ইহার কারণ কি? কি
 এই নীলকণ্ঠতা হইল? এই সকল
 ঐশ্বর্য্যরূপে প্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।
 ৪৫। অনন্তর পার্শ্বতীপ্রিয় মহাদেব
 র বাক্য প্রবণানন্তর মঙ্গলময় কথা

মহেশ্বর উবাচ ।

মধ্যমানেহমুতে পূর্ক্স কীরোদে সুরদানবৈঃ ।
 অগ্রে সমুখিতং তস্মাদ্ধিবং কালানলপ্রভম্ ॥ ৪৭
 তদ্বদ্রা সুরসজ্জা চ দৈত্যাতৈব বরাননে ।
 বিষমবদনাঃ সর্কৈ নতাস্তে ব্রহ্মণোহস্তিকম্ ॥ ৪৮
 দৃষ্টা সুরগণান্ ভীতান ব্রহ্মোবাচ মহাহৃতিঃ ।
 কিমর্থং বৈ মহাভাগা ভীতা উদ্ভিগমানসঃ ॥ ৪৯
 যদ্বাষ্টগুণমেশ্বর্য্যং ভবতাং সম্প্রবর্তিতম্ ।
 ত্রৈলোক্যস্তেশ্বর্য্যং সর্কৈ চ বিগতজ্বর্য্যঃ ॥ ৫০
 বিমানচারিণঃ সর্কৈ সর্কৈ অক্ষুণ্ণচারিণঃ ।
 অধ্যাস্তে চাধিভূতে চ অধিদৈবে চ সর্কণঃ ।
 প্রজাঃ কৰ্ম্মবিপাকেণ শক্তা যুগং প্রবর্তিতম্ ॥ ৫১
 যেন যুগং সমুদ্ভিগ্ন যুগাঃ সিংহান্বিতা ইব ।
 এতং সর্কং যথাগায়ঃ নীলমাত্মমহর্ষি ॥ ৫২
 শ্রুত্বা বাক্যং তত্ত্বস্ত ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
 উচুস্তে পবিত্রিঃ সাক্ষং দেব-দৈত্যৈশ্চ-দানবাঃ ॥ ৫৩
 সুরাসুরৈর্মধ্যমানে কীরোদে সুরসত্তম ।
 অভ্রমেঘসমকাশং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ॥ ৫৪

কহিতে লাগিলেন,—হে বরাননে! পূর্ক্স দেবতা
 ও অসুরেরা কীরোদ-সমুদ্র মন্থন করিলে পর,
 অগ্রে তাহা হইতে প্রলয়াগ্নির গায় ভরতর বি
 উদ্ভিত হইল তাহা দেখিয়া দেবতা অসুরকুল
 বিষমবদন হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হই-
 লেন। অশেষ-হৃতিমান্ ব্রহ্মা দেবতাদিগকে
 ভীত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগ-
 পণ! তোমরা কিজন্য উদ্ভিগ্ধ হইয়াছ? তোমাদিগকে আমি অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য দিয়াছি,
 তোমরা বিগতজ্বর হইয়া ত্রৈলোক্যের আধিপত্য
 করিতেছ, সকলেই বিমানচারী ও অক্ষুণ্ণবিহারী,
 তোমরা কৰ্ম্মবিপাকে প্রজাবর্গকে আধ্যাত্মিক,
 আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক ব্যসনে প্রবৃত্ত
 করিতে পার, কেন তোমরা সিংহান্বিত
 যুগের গায় উদ্ভিগ্ধ হইয়াছ? ইহা
 তোমরা যথাধরূপে আমাকে নীল বল।
 অনন্তর পরমাত্মা ব্রহ্মার বাক্য প্রবণানন্তর
 বর্ষিদিগের সহিত সেই দেবগণ ও অসুরগণ
 করিলেন,—হে দেবসত্তম! দেবতারা

প্রাকৃতিক বিষং বোরং সংবর্ত্তাসমগ্রভম্ ।
কালকূটমিতি খ্যাতং বিষং বিষমবেশপূক্ ॥ ৫৫
তং দৃষ্ট্বা সুরভাষা চৈত্যাচৈব বরাননে ।
বিবৰ্ণবক্সাঃ সর্কে তামেব শরণং গতঃ ॥ ৫৬
ব্রহ্মোবাচ ।

নমস্ত্যক্ত্য বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুঃ ।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥ ৫৭
সাংখ্যায় চৈব যোগায় ভূতগ্রামায় বৈ নমঃ ॥ ৫৮
নমঃ ত্রৈলোক্যানাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ।
নমঃ সুরারিহস্তে চ সোমহৃদ্যাগ্নিচক্ষুঃ ॥ ৫৯
ব্রহ্মণে চৈব ক্রদ্রায় বিষ্ণুবে চৈব তে নমঃ ।
মদনাত্মবিনাশায় কালকালায় বৈ নমঃ ॥ ৬০
ক্রদ্রায় বহুরেত্যায় দেবদেবায় বৃংহসে ।
কপালিনে করালায় শঙ্করায় হরায় চ ॥ ৬১
কপালিনে বিরূপায় শিবায় বরদায় চ
ত্রিশূরয়ে মথরায় মন্ত্রাণাং পতয়ে নমঃ ॥ ৬২

কীরোদসাগর মল্লন হইলে, বোর মেঘাকার
নীলাঙ্গনরাশি-সদৃশ বিষ উৎপিত হইল । ঐ
এলরাশিভূষণ ভয়ঙ্কর ও বিষম বেশশালী বিষ্ণু-
রূপি কালকূট নামে বিখ্যাত । উহা দেখিয়া
দেবগণ ও লৈত্যাগণ বিষয় হইয়া আপনার
শরণাপন্ন হইয়াছে ৫৬—৫৮ । ব্রহ্মা কহিলেন,—
হে বিরূপাক্ষ ! হে দিব্যচক্ষুঃ ! তুমি হস্ত দ্বারা
পিনাক বজ্র ধারণ করিয়া থাক ; তোমাকে
নমস্কার । তুমি সাংখ্য-যোগস্বরূপ এবং মহা-
ভূত স্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার । হে ত্রৈলোক্য-
নাথ ! তুমি ভূতপতি ; তোমাকে নমস্কার ।
হে সুরারি-সংহারিন ! চন্দ্র-সূর্য্য তোমার
চক্ষুঃ ; তোমাকে নমস্কার । তুমি ব্রহ্মা, তুমি
বিষ্ণু, তুমি ক্রদ্র, তুমি মদনের হস্তা এবং
কালসরও কালস্বরূপ ; তোমাকে নমস্কার ।
হে শঙ্কর ! হে হর ! তুমি ক্রদ্র-
স্বরূপ, তুমি বহুরেতা, তুমি দেবদেব ;
কপাল নামক জটাকূট ধারণ করিয়া থাক ;
তোমাকে নমস্কার । হে কপালিন ! হে শিব !
তোমার রূপ নাই, তুমি মদন-বিনাশক ;

বুদ্ধায় চৈব শুদ্ধায় মুক্তায় কেবলায় চ ।
নমঃ কপালহস্তায় * দিব্যাসায় শিখণ্ডিনে ॥ ৬৩
অগ্রায় চৈব চোগ্রায় বিপ্রায়ানেকচক্ষুঃ ।
রজসে চৈব সঙ্কায় নমস্তেহব্যক্তবোনয়ে ॥ ৬৪
অনিত্যায় চ নিত্যায় নিত্যানিত্যায় বৈ নমঃ ।
অচিন্ত্যায় চ চিন্ত্যায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায় বৈ নমঃ ॥
তক্তানামার্জিনাশায় নারায়ণপ্রিয়ায় চ ।
উমাপ্রিয়ায় সর্কায় নন্দিবক্ত্রানলায় চ ॥ ৬৬
পদ্মাসাদ্ধমাসায় ঋতুসংবৎসরায় চ ।
বহুরূপায় মুণ্ডায় দণ্ডিনে চ সবন্ধিনে ॥ ৬৭
বন্ধিনে ধ্বিনে চৈব জটিনে ব্রহ্মচারিণে
কণ্ঠজুঃসামরূপায় পুরুষায়েশ্বরায় চ ॥ ৬৮
লোককল্পনিপাতায় ইন্দ্রায় বরুণায় চ ।
ইত্যেবমাদি চরিতং ততস্তত্যাং নমোহস্ত তে
ক্ষিতেঃ পিতৃস্তত্যতমং ভবন্তং
কন্ত প্রসাদেন বিনা দদন ।

তোমাকে নমস্কার । হে মথর ! তুমি ত্রি-
মূলের ধ্বংসকারী ও মন্ত্রসমূহের
তোমাকে নমস্কার । তুমি বুদ্ধ, তুমি পবিত্র,
মুক্ত ও অধিতীয় । তুমি দিব্যাস : তুমি শিখণ্ড
ও কমলহস্ত, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি উগ্র তুমি
তোমার অনেক চক্ষুঃ, তোমাকে নম
তুমি সঙ্ক ও রজঃস্বরূপ, তুমি ব্যক্ত
তোমাকে নমস্কার । তুমি অনিত্য ও
এবং নিত্যানিত্য, তোমাকে নমস্কার ।
চিন্তার বিষয় ও চিন্তার অবিষয় ; তুমি ত
মার্জিনাশক ও নারায়ণপ্রিয় ; তোমাকে নম
তুমি উমাপ্রিয় এবং নন্দিবক্ত্রানল, তে
নমস্কার । ৬৭—৬৮ । তুমি পদ্ম, মাস, ঋ
বৎসর ; তোমাকে নমস্কার । তোমার
তুমি দণ্ড ও বস্ত্রলধারণী ; তোমাকে নম
তুমি কণ্ঠ, জুঃ ও সাম স্বরূপ প্রধান-পু
ঈশ্বর । তোমাকে নমস্কার । তুমি
ধ্বংসহীন, তুমি ইন্দ্র ও বরুণ ; তোমাকে
কার । তোমার চরিত্র অতি প্রধান ; তে

* কপালহস্তায়ৈতি বা পাঠঃ ।

নিত্য ভক্তিঃ মম দেবদেব
সৌদ গঙ্গাত্যতিসিক্তকেন ॥ ৭০
ক্ষোহসি দেবাতিময়াদিচিন্ত্য
হি প্রভুব্যক্তমপৈহি ক্রুদ ॥ ৭১
মহেশ্বর উবাচ ।

ভগবতা পূৰ্ব্বং ব্রহ্মণা লোককতুৰা ।
হং বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্বেদবেদাঙ্গসমুভৈঃ ॥
প্ৰীতো হং তস্মৈ ব্রহ্মণে সুমহাশ্রমে ।
সুমুখা প্ৰীতা বিদ্যাযাহমধাত্ৰবম্ ॥ ৭৩
ভূতভব্যেণ ভূতাপি মহাতপঃ ।
প্ৰাণং তে ময়া ব্রহ্মণ কৰ্ত্তব্যং মম সূত্রত ॥
বাক্যং ততো ব্রহ্মা প্রত্যাচানুজ্ঞেয়ঃ ।
ন্যতব্রহ্মাশ্চ শ্রুত্যাং কাৰণং মম ॥ ৭৫
বৈশ্বদেব্যেণ পৰ্য্যায়ো পদ্মজ্ঞেয়ঃ ।
শ্রবসঙ্গাশ্চ নীলাঙ্গনচম্পকমম্ ॥ ৭৬
ভূতং বিষ্ণুং বোহং সংবত্যাগ্ৰসমপ্রভম্ ।
মিবোহুতং যুগান্তাদিত্যবৰ্জসম্ ॥ ৭৭
গ্ৰহাদিগ্ৰহাতঃ বিষ্ণুরস্তুং সমস্ততঃ ।
ঐ বিষ্ণু ভীতঃ দৃষ্টঃ বৃষভবাহনম্ ॥ ৭৮

। হে পৃথ্বীপিতঃ । তুমি মুখ্য-স্ববাহু,
প্রসাদ ব্যতীত তোমাকে কেহ দেখিতে
। তুমি প্রসন্ন হও, আমাকে জ্ঞান ও
প্রদান কর । মহেশ্বর কহিলেন,—
কার লোককতা ভগবান্ ব্রহ্মা বেদ-
কথিত স্তব দ্বারা আমাকে স্তব করিলে
সই মহাত্মা ব্রহ্মার প্রতি প্রসন্ন ও
সমুখীন হইয়া বলিলাম,—হে জীব-
ান ভূতাপি ! হে মহাতপঃ ! হে
মংকর্তৃক আপনার কি কাৰ্য্য সম্পন্ন
৬৭—৭৪ । অনন্তর পদলোচন ব্রহ্মা
বলিলেন,—হে ভূত-ভবিষ্যৎ-নৃত্ত-
প্রাধিপত্যে ! আমার কাৰ্য্য প্রবণ
দেবাসুরেরা সমুদ্র-মস্থল করিলে পর,
নীলাঙ্গনরাশির শ্রাব ও পৰ্ব্বতান্নি-
কর যোর বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছে । ঐ
পাদিত্যের শ্রাব ভরস্বর ভেজঃসম্পন্ন ।
তাহার ভেজ বিকীর্ণ হইয়াছে । ইহা

স্বং পিবন্ত মহাদেব লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
ভবানগ্র্যচ্চ ভোক্তা বৈ ভবান্ দেববরপ্রদঃ ॥ ৭৯
ভবাংস্তস্মৈ মহাবেগং সমর্থঃ সন্নিযচ্ছিতুম্ ।
ন হি কশ্চিৎ পুমান্ শক্তগ্নিস্থ লোকেষু বিদ্যাতে ।
বেনাত্মাপিতমাত্রেণ কৃতঃ কৃকো জনাৰ্দ্ধনঃ ॥ ৮১
ব্রহ্মভক্ত বরারোহে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।
বাঢ়মিত্যেব তদ্বাক্যং প্রতিগৃহ্য বরাননে ॥ ৮২
অতোহহং পাতুমারকো বিধমন্তকসন্নিভম্ ।
পীতক মে মহাবোরং বিষ্ণুং সুরগণাৰ্দ্ধনম্ ।
কৰ্ণং সমভিরক্ষন্ত দৃষ্টা কৃষ্ণানুজ্ঞেয়ং ॥ ৮৩
তদুদ্যোৎপলপদ্মভং বিষ্ণুং কালানলপ্রভম্ ।
তক্ষকং নাগরাজানং লেলিহানমিবাশ্রমম্ ॥ ৮৪
অদোবাচ মহাতেজা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
শোভসে ত্বং মহাদেব কঠেনানেন সূত্রত ॥ ৮৫
ইতি তস্মৈ বচঃ শ্রুত্বা ময়া গিরিবরাস্তজে ।
পশুতাং সুরসঙ্ক্ৰানং নৈত্যানাক বরাননে ॥ ৮৬
বক্ষ-গন্ধৰ্ব্ব-নাগানাং পিশাচোরগরক্ষসাম্ ।
সুতং কঠে বিষ্ণুং বোরং ততঃ শ্রীকৰ্ণতা মম ॥ ৮৭

দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া আপনাকে দেখিতে
ইচ্ছা করিয়াছেন । আপনি অগতঃ হিউস
জন্ত সেই বিষ্ণু পান করুন ; কারণ, আপনিই
একমাত্র ভোক্তা, আপনি দেবতাদিগেরও বর-
দাতা ; আপনি ব্যতীত তাহার মহাবেগ কেহই
সহ্য করিতে পারিবে না । ত্রিলোকে এমন
কেহ নাই, যে একাধো সমর্থ হয় ; যেহেতু
উহা উখিত হইবার সময়ে জনাৰ্দ্ধন কৃষ্ণ
হইয়াছেন । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এইরূপ বলি-
পার, আমি “তদ্বাক্য” বলিয়া, সাক্ষাৎ অন্তর
সদৃশ, দেবপীড়া-জনক সেই ভরস্বর বিষ্ণু পা-
করিলাম । ঐ বিষ্ণু অতিভোজনেচ্ছুক বিত্তী
নাগরাজ তক্ষকের শ্রাব ভরস্বর । ৭৫—৮০
অনন্তর তেজস্বী লোকপিতামহ ব্রহ্মা কহি-
লেন,—হে মহাদেব ! ইহাতে আপনার কঠে
অতি শোভা হইয়াছে ; হে পার্শ্বতি ! তাঁহ
এই কথা শুনিয়া দেবগণ, অসুরগণ ও ব-
গন্ধৰ্ব্ব, নাগ, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসদিগে
সাক্ষাৎ সেই যোর বিষ্ণু কঠে বার্ষ্য কর

তং কালকূটং বিষমুগ্রভেজো
 গুডকং যং পর্কডরাজপুত্রি ।
 সম্প্রস্রম্যাসাঃ সুর-কৈত্যসম্ভা
 হৃষ্টাঃ পরং বিশ্বমাস্তা ॥ ৮৮

ততঃ সুরগণাঃ সর্কে সৰকোরগরাকনাঃ ।
 উচুঃ প্রোক্তলয়ো ভূত্বা মন্ত্যাতঙ্গপামিনি ॥ ৮৯

অহো কলং বীৰ্যপরাক্রমং তে
 অহো বপূর্ধোপবলং তদেব ।
 অহো বিভূতিস্তব দেবদেব
 পদ্মাজলপ্রাবিকেশপাশ ॥ ৯০
 তুম্বেব বিষ্ণু-তুরাননস্তব
 তুম্বেব মৃত্যুর্ধনদত্তুম্বেব
 তুম্বেব বহ্নিঃ পরমত্তুম্বেব
 তুম্বেব সূর্য্যং পরমক সূর্য্যম্ ॥ ৯১
 তুম্বেব যো নৈরতিগম্য এক-
 তুম্বেব সর্কস্র চরাচরস্ত ।
 পৃথগ্ভিতোক্তা এনয়ে চ গোপাঃ
 ইতীকমুক্তা বচনং সুরেন্দ্রাঃ ॥ ৯২
 প্রপদ্য সোমং প্রবিপত্য তবঃ
 সমেতা সর্কে বিমদেবমুক্তাঃ ॥ ৯৩

আমার ত্রীকণ্ঠতা হইল। হে পর্কডরাজ-
 পুত্রি! সেই উগ্রভেজ কালকূট বিষ আমাকে
 পান করিতে দেখিয়া, দেবতা ও অসুরগণ
 অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং অশেষ বিশ্বয় প্রাপ্ত
 হইলেন। হে মন্ত্যাতঙ্গ-পামিনি! অনন্তর
 দেবতা, বক, উরুগ ও রাক্ষসগণ কৃতান্তলি
 হইয়া বলিতে লাগিল,—হে পদ্মাজল-সিক্ত-
 কেশ-পাশ দেবদেব! আপনার কি আশ্চর্য
 কল, বীৰ্য, পরাক্রম! কি আশ্চর্য বপুঃ! কি
 আশ্চর্য বিভূতি! ৮৮—৯০। আপনিই বিষ্ণু,
 আপনিই ব্রহ্মা, আপনিই বম, আপনিই কুবের,
 আপনিই বহ্নি, আপনিই পরম-পুরুষ।
 আপনি সূর্য, আপনি পরম সূর্য, আপনি
 সোমের অভিনয়; এই চরাচর বিশ্বের
 আপনিই ভোক্তা এবং একমাত্র নিত্য; আপনি
 একমাত্র রক্ষক। দেবতারা এই একরূপ ভব-
 যক্ষা প্রভৃতি করিয়া উভয়দ্বীপিককে প্রথম

গতা বিমানৈরনিলোত্রবেগৈ-
 নিনাদয়ন্তো বিদিশো দিশচ ।
 অধ্যাবসন্ নাকমুপত্য সর্কে
 মহেশ্বরস্ত স্তবনং ঐঃক্লুঃ ॥ ৯৪

ইত্যেতং পরমং গুহ্যং গুহ্যাদগুহ্যতরং মহং ।
 নীলকণ্ঠেতি যং প্রোক্তং ত্রিযু লোকেষু বিষ্ণু
 স্বয়ং স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তাং কথাং পাপপ্রমোচনৌম্ ।
 যন্ত ধারয়তে চৈনাং ব্রহ্মোক্ষীতাং কথাং গুভা
 তস্ত বক্ষ্যাম্যহং সমগ্নগতিক্কেহাপ্যমূত্র চ ॥ ৯৬
 বিষং তস্ত বরারোহে স্থাবরং জঙ্গমকং যং ।
 পাত্রং প্রাপ্য চ সূত্রোপি ক্ষিপ্তক প্রতিলগ্নতে ।
 শমস্ত্যন্ততং যোরং দুঃস্বপ্নকাপকর্ষতি ॥ ৯৮
 ত্রীণাং বলভতাং যাতি সভায়াং পার্থিবস্ত চ ।
 বিবাদে জয়মাপ্রোতি যুদ্ধে গুরতুম্বেব চ ॥ ৯৯
 গচ্ছতি ক্ষেমমধ্বানং শরীরে নাস্তি তদুদয়ম্ ।
 শরীরভেদে বক্ষ্যামি গতিং তস্ত বরাননে ।
 হস্তিশাশ্বনাংলকণ্ঠঃ শশাক্ষাঙ্কিতমূর্ধজঃ ।
 নন্দিতুল্যবলঃ শ্রীমান্ নন্দিতুল্যপরাক্রমঃ ।
 অভেদ্যাত্রিশিরাস্ত্যাক্ষশিশুলী বরবাহনঃ ।

করত অবস্থান করিলেন। পরে ব
 বেগশালী বিমানে আরোহণপূর্বক দি
 নিনাদিত করিয়া স্বর্গে গিয়াও মহেশ্বরে
 করিতে লাগিলেন। ইহা মহং গুহ্য
 হইতেও গুহ্যতম 'নীলকণ্ঠ' এই
 ত্রিলোকে এসিদ্ধ। এই পাপনাশিনী ভ
 স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কতক উল্লীত হইয়াছে
 ব্যক্তি এই ব্রহ্মোক্ষীত কথা ধারণ করে,
 ঐহিক ও পারত্রিক গতি কহিতেই—
 জঙ্গম-ভব বিষ তাহার পাত্র লাগিলে এ
 হইবে। তাহার যোর অন্তত শান্তি।
 দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হইবে, সে নারীগণের প্রিয়।
 রাজনভায় বিবাদে জয়প্রাপ্ত হইবে,
 শৌর্যশালী হইবে, পথে মঙ্গল হইবে,
 ভয় হইবে না। হে বরাননে! যে
 যে গতি হইবে, তাহাও ক
 ৯১—৯০০। যে ব্যক্তি ইহা ধার
 সে নন্দিতুল্য বল ও পরাক্রমশালী

খিলান্ সিদ্ধঃ সপ্তলোকান্ সমাজ্ঞয়া ॥
 ত গতিস্তস্মৈ অনিলস্ত যথাস্বরে ।
 ল্যবলো ভূত্বা তিষ্ঠত্যাত্তসংপ্রবম্ ॥ ১১৩
 জ্ঞা বরাবোহে যে চ শ্রুতি মানবাঃ ।
 গতিং প্রবক্ষ্যামি ইহ লোকে পরত্র চ ॥
 শতসহস্রস্ত সমাগ্নিস্তস্মৈ যৎ ফলম্ ।
 স্নং লভতে মন্ত্যঃ শ্রুত্বা দিব্যামিমাং কথাম্
 বা যদি বাপ্যর্জিৎ শ্লোকং শ্লোকার্জমেব চ ।
 তেহেতে নিত্যং কুঙ্গলোকং স গচ্ছতি ॥ ১১৬
 তীতিহাসং গিরিরাজপুত্রি
 বা স্তুত্বেন তবাসজ্ঞানেন ।
 নৈবেদিতং পুণ্যফলাদিযুক্তং
 এক গীতং চত্বানেন ॥ ১১৭
 যমিমাং পুণ্যফলাদিযুক্তাং
 বদ্য দেব্যাঃ শশিবদ্ধনুর্জজঃ ।
 স্ত পুঠেন সহোময়া প্রভু-
 ॥ম কৈলাসগুহাং গুহপ্রিয়ঃ ॥ ১১৮

ইহবে এবং ত্রিশিরা, ত্রিলোচন, ত্রিশূল-
 ইয়া শ্রেষ্ঠ বাহনে আরোহণপূর্ব্বক
 আচ্ছাদ্য সপ্তলোক ভ্রমণ করিতে
 আকাশে বায়ুর যেরূপ গতি, সেইরূপ
 যপ্রতিহত গতি ইহবে। আমার
 গবান ইহয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত অবস্থান
 যে মানবগণ আমার প্রতি ভক্তি-
 ইয়া শ্রবণ করিবে, তাহার সম্বন্ধে
 পারত্রিক গতি কহিতেছি ;—শত
 গোদানে যে ফল হয়, এই দিব্য
 শিলে মনুষ্য সেই ফল প্রাপ্ত হয় ।
 ইহার শ্লোক বা শ্লোকার্জি, পাদ বা
 নিত্য ধারণ করে, সে কুঙ্গলোকে
 হে অসুজ্ঞাননে গিরিরাজ-পুত্রি !
 স্বয়ং কীর্তন করিয়াছেন, পুণ্য-
 সেই এই ইতিহাস তোমাকে
 অনন্তর শশিশেখর কার্তিক-
 এই পুণ্যফলজনক কথা দেবীর
 ৭ করিয়া, উমার সহিত কুবের
 হিণপূর্ব্বক কৈলাসগুহার প্রস্থান

শ্রুতং যয়া পাপহরং মহং পুংসং
 নিবেদ্য ভেত্যঃ প্রযযৌ প্রভঞ্জনঃ ।
 অধীত্য সর্ব্বং লিখিতং স তৎকথং
 জগাম চাদিত্যপথং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১৯
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়
 নীলকণ্ঠস্তবো নামৈকপকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপকাশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ইচ্ছামি বেত্তুং ত্রিপুরক দক্ষ-
 যেকেশুণা বিপ্র পিনাকথবা ।
 যথা পুরা ভক্তবরপ্রদেন
 তন্মে মূনে ক্রহি যথা প্রকৃতম্ ॥ ১
 পৃষ্টস্তথৈবং মূনিনা মুনীশ্বরঃ
 প্রহং যথাবৎ কথয়াককার ।
 দক্ষং যথা তৎ ত্রিপুরং তথা ত-
 ক্ষুণ্ণ পুত্রোতি যথাক্রবন্ বচঃ ॥ ২
 তস্মিন্ হতে দৈত্যবরে নৃসিংহে
 পুরা । হরণ্যাক্ষহুতে প্রবীরে ।

করিলেন। এই পুণ্য কথা আমি শুনি-
 য়াছি। অনন্তর বায়ু ঠাঁহাদের নিকট নিবেদন
 করিয়া প্রস্থান করিলেন। দ্বিজোত্তমগণ, তৎ-
 কথায়-লিপিত সেই কথা অধ্যয়ন করিয়া
 আদিত্যপথে গমন করিলেন। ১০১—১০২।

একপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপকাশ অধ্যায় ।

বাস কহিলেন,—হে মূনে সনৎকুমার ।
 ভক্তের অতীষ্টদাতা মহাদেব পিনাকথবা যে
 একারে এক বাণের দ্বারা ত্রিপুর দক্ষ করিয়া-
 ছেন, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি
 বলুন। এইরূপে মুনীশ্বর সনৎকুমার, মূনি কর্তৃক
 পৃষ্ট হইয়া প্রমাদরূপে কহিতে লাগিলেন,—
 হে পুত্র বাস ! যে একারে ত্রিপুর দক্ষ
 হইয়াছে, তাহা প্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সেই

জন্মেযু দৈত্যেযু সন্দানবেযু
 ময়োহধ দধ্যা বভিহুঃখতপ্তঃ ॥ ৩
 স বিশ্বকৃদানবরাজলক্ষ্য
 ক্রতোব হীনো মকরধ্বজোহভুং ।
 আদ্যায় দৈত্যং সহতারকাখ্যং
 বিজ্যং প্রভং বিষ্ণুসমপ্রভাবম্ ॥ ৪
 তপশ্চারো গ্রন্থোষোরকশ্মা
 দৈত্যো চ তাবন্তকতুলাকম্বো
 তে শীতকালে হিমপর্কতস্থা
 গ্রীষ্মে চ পঞ্চজলনাভিতপ্তাঃ ॥ ৫
 অবভে পক্ষঃপ্রাণিতভূমিভাগে
 চৈকুল্পপঃ প্রাগৃষয়ঃ প্রবভূং ।
 তেষামগান্ধিব্যসমাসহস্রং
 তথাযুজ্যোগ্রতপঃস্থিতানাম্ ॥ ৬
 চন্দ্রাংশিশেষা অলনপ্রভাবাঃ
 সুখাদিহীনা দিতিপুত্রসিংহাঃ
 আদিত্যতেজঃপ্রতিমানবীৰ্যা
 বজ্রদুরাদিত্যতপঃপ্রকাশাঃ ॥ ৭
 পিতামহস্তানভিগম্য সর্ষান
 প্রিয়ংবদস্তান বচনং বভাষে ।

তপ্তং তপো বো হবশতপ্রমোচনং
 বরভিধানীং বণুতেহ হৃষ্টাঃ ॥ ৮
 তং প্রাজ্ঞলিভূমিনিবিষ্টজানু-
 র্মায়ঃ সুরেশং প্রণতোহভ্যবাচ ।
 অবধ্যতামপ্রতিমং বলক
 স্থানক দিব্যং পরমং সুখক ॥ ৯
 মৃত্যুর্ধ্বা নৈব ভবেৎ তদেব
 বরং প্রযচ্ছতমভৌপিতং নঃ ।
 করোম্যহং যন্নগরং শুভাস
 এভিঃ পুরৈর্দিব্যবিমানকল্পম্ ॥ ১০
 তন্মে ভবেৎ সর্ষানরৈরগম্যঃ
 স্বচ্ছন্দসংস্থানগতিঃ পুরীষম্ ।
 ইত্যেবমুক্তে দনুজাধিপেন
 ব্রহ্মা বচন্তং ময়মাবভাষে ॥ ১১
 দাতুং ন শক্যো বর এষ তুভ্যং
 তস্মাদ্বরং সান্তরমেতদেব ।
 ত্বং পুত্র যাচস্ব ততঃ প্রদাস্তে
 চিত্তক মা তে দনুজাগ্রথাভুং ॥ ১২
 ততো ময়ঃ প্রাহ তথাপি যুতো
 বরো যথা প্রার্থিত এষ নোহস্তু

দৈত্যশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু নৃসিংহ কর্তৃক নিহত
 হইলে, সকল দৈত্য-দানব ভয় হইয়া পড়িল ।
 তখন ময় নামক এক দৈত্য ভূখিত হইয়া চিন্তা
 করিল,—রতিহীন মকরধ্বজের দ্বারা সেই বিশ্ব-
 কর্তা দানবরাজ লক্ষীরতিত হইয়াছেন । এইরূপ
 চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর দ্বারা পরাজিত বিজ্যংপ্রভ
 ও তারকাক নামক অশুরদ্বয়ের সহিত উগ্র
 তপস্তার প্রকৃত হইল । তাহার শীতকালে
 হিমালয়ে থাকিয়া, গ্রীষ্মকালে পঞ্চান্নিমধ্যে
 থাকিয়া, বর্ষাকালে জলময় ভূমিতে থাকিয়া, দৃঢ়
 বহুপূর্বক তপশ্চরণ করিতে লাগিল । তাহা-
 দের তপস্তার দিব্য বর্ষসহস্র ও বৃণসহস্র অতীত
 হইল । ১—৬ । তখন সেই দিতিপুত্রগণের
 অহি-চন্দ্রাংশিষ্ট বেহে, অগ্নির দ্বারা প্রভাব ও
 সূর্যের দ্বারা তেজস্বিতা হইল । পিতামহ ব্রহ্মা
 তাহাদের নিকটে গিয়া প্রিয়বাক্য বলিলেন,—

তোমরা বহু পাপনাশক তপস্তা করিয়াছ, এ
 অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর । তখন
 ভূপৃষ্ঠে জানু-সন্নিবেশপূর্বক কৃতাজ্ঞলি ও
 হইয়া সেই সুরেশ্বর ব্রহ্মাকে কহিল,—
 অবধ্যতা, অসীম বল, দিব্যপুর এবং প
 প্রার্থনা করি । যাহাতে আমার মৃত্যু না
 এই আমার অতীষ্ট বর ; এই বর
 প্রদান করুন । সেই সকল পুর দ্বারা
 বিমানসদৃশ যে মহানগর নির্মাণ করি
 সকল নরের অগম্য হইবে এবং আমা
 প্রায়মতে গমনাগমন ও অবস্থান
 দানবপতি এইরূপ কহিলে, ব্রহ্মা
 কহিলেন,—হে পুত্র ! ঠিক এই বর
 দিতে পারিব না ; কিকিৎ ছিদ্র রা
 প্রার্থনা করিলে দিতে পারিব ।
 তুমি মনে কিছু অশ্রদ্ধা তাহি
 অবশ্যই মৃত্যুচতা ময় তথাপি বলি

ব্রীমি ষষ্ঠাশ্রমহং সুরেশ
 রম্যে সিদ্ধং প্রতিষাতু মহম্ ॥ ১৩
 ধূমে সহস্রে তু পুরং সমানাং
 জীবতর্ক্যানিমেষমাত্রম্ ।
 স্মিন্ ক্রণে যস্মিন্ সঙ্গতেষু
 বেষু দিব্যেষু সুরপ্রবীরঃ ॥ ১৪
 কেশুণা যস্মিন্ পুরং দহেত
 নো বিনাশস্মিন্ পুরস্ত ভূষাং ।
 ততস্তত্ত্বচনং ময়স্ম
 স্মা বরং তং জঘিষামস্মরায়া ॥ ১৫
 দাবতীষ্টং দনুজাধিপায়
 স্বা বরঞ্চ স্বপুং জগাম ।
 ততো ময়স্ম ত্রিপুরং সমর্জ্য
 গদ্বিধাতে চ পুংবাদিকল্পে ॥ ১৬
 যোমং তং প্রথমং চকার
 তঃপরং রাজতমগ্নিকল্পম্ ।
 গীষমন্তং পুরমাস্ত হৈমং
 র্ক্স মেবোরিব শৃঙ্গমুগ্রম্ ॥ ১৭
 তং তদা তং ত্রিপুরং ময়েন
 গস্ত কপং প্রজহার দিব্যম্ ।
 বৈর্মনোঈর্বলভীগবাক্ষে-
 খ্যস্নৈর্হৈমময়ৈঃ সপ্ততম্ ॥ ১৮

এ প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা এবং অপ-
 রাধা প্রার্থনা করিতেছি, তাহা আমার
 উক; তবে সহস্র বৎসর পূর্ব হইলে
 মেঘমাত্র যে সন্ধিকাল, সেই সময়ে যে
 ত্রিপুর মধ্যে আগত হইয়া এক বাণ
 পুর দগ্ধ করিতে পারিবে, সেই আমার
 বর বিনাশক হইবে। তখন ব্রহ্মা
 াকা ও বরপ্রার্থনা শুনিয়া সন্তোষিত
 দাবতীষ্টবর দানপূর্বক স্বস্থানে গমন
 । অনন্তর ময় জগদ্বিধাতের স্ত্রী ত্রিপুর
 ল। ১৭—১৮। প্রথম লৌহময়, তাহার
 তুল্য উজ্জ্বল রাজতময়, তাহার পর
 সুবর্ণময়। উহা সুরেশ্বরস্বয়ং অতি
 নোহর স্বাভাৱ, বলশীল, শবাক; হৈমময়
 সন দ্বারা সুরোত্তীর্ণ হইয়া সপ্ততম

চক্ষাংসুসম্পৃষ্টতমৈশ্চ হৈম্যৈঃ
 নীতানিল াহ্লাদমুখপ্রবেশৈঃ ।
 মুক্তা-প্রবালৈর্মণিধণ্ডচিত্রৈ-
 রালসিতৈশ্চিত্রতড়িতৈঃ কাশৈঃ ॥ ১৯
 বৈজ্রবিচিত্রৈঃ পবনাবধূতৈ-
 শ্চলংপতাকাভিরতীব রেজে ।
 প্রাসাদপংক্তিহিতরত্নধৌ-
 র্যমহামহীধূতাসম্মিকাশৈঃ ॥ ২০
 সতোরণাভ্যুখিতহৃদ্যমৃথৈ-
 রলঙ্কতং তং ত্রিপুরঞ্চ রেজে ।
 সর্কতুপুংপৈঃ ফলিভির্মনোভৈ-
 র্তং সমস্তাং তরুভির্মনোভৈঃ ॥ ২১
 রৈবন্তধোদ্যানশতৈরুপতং
 বৈজ্রকপেতং তনুভিঃ ফলাট্যৈঃ ।
 বাপীভিরাক্রান্তবিশুদ্ধভাভিঃ
 প্রসন্ননৌলোংপলসংবৃত্তাভিঃ ॥ ২২
 দত্যালয়ং তচ্ছূভতে তথৈব
 প্রসক্তকেকাবিহগৈর্মহন্তিঃ ।
 তং পংনখাভিন্নপমোদরাভি-
 রাকৌণরিত্তাস্তবিলোচনাভিঃ ॥ ২৩

সেই পুর স্বর্গের দিব্যকপ অপহরণ করিয়াছিল।
 ঐ পুরস্থিত হৃদ্যশ্রেণীর অমোরাশি চক্ষাংস
 দ্বারা দূরীভূত হইত। তথায় নীতল বায়ু প্রবা-
 হিত হওয়াতে আহ্লাদজনক ও সুখপ্রবেশ
 হইয়াছিল। মুক্তা, প্রবাল, মণিধণ্ড ও বিচিত্র
 হীরকধণ্ড সকল, বিচিত্র তড়িতপ্রকাশের দ্বারা
 আলসিত ছিল এবং পবন-কম্পিত চলংপতাকা
 সকল সুরোত্তীর্ণ ছিল। ঐ পুর মহাশৈল-
 শোভাহারী উচ্চ প্রাসাদ-পংক্তিহিত রত্নধণ্ড
 ও উন্নত-তোরণযুক্ত হৃদ্য দ্বারা বিরাজিত
 ছিল। ইহাতে চারিদিকে মনোহর বৃক্ষ-
 শ্রেণী ছিল; ঐ সকল বৃক্ষে, সকল বৃক্ষতে
 ফল ও ফুল হইত এবং ফলাঢ্য বস্ত তরুযুক্ত
 শত শত রত্নোদ্যান ছিল। তথায় প্রসন্ন-কমলা-
 বিত অতি শোভাশালিনী লীলিকা ছিল; ঐ
 লীলিকার কৃষ্ণকায়ী বিহগপটল ছিল। ঐ
 পুরী, পুরুষ-সখাসাধ-ভিন্ন-পরিমিত, প্রসব

সব্রীড়মীষচপলেকপাতি-
 ধোষিত্তিরাকীর্ণমতীষ রেছে ।
 লৌহং পুরং যং তু ময়শ্চকার
 তং তারকাখ্যায় দদৌ ময়শ্চ ॥ ২৪
 পুরং দ্বিতীয়ং রজতালয়ং যদ-
 বিদ্যং প্রভাসানুররাট প্রদায ।
 হৈমং তৃতীয়ং স্বল্পমেব দিব্যং
 জগ্ৰাহ রাজা ময় আশ্বনোহর্থে ॥ ২৫
 অধিষ্ঠিতং তং ত্রিপুরং তদাভূৎ
 সমং ত্রিভিষ্ঠৈর্দমুরাজসিংহৈঃ ।
 তে সর্কতঃ শত্রুবলান্ বিজিতা
 ত্রিগ্রাসহায়াঃ সহ বিপ্রভূতৌ ॥ ২৬
 সুখানি তস্মিন্ বিবিধানি চাপু-
 শ্চৈলোক্যাসৌখ্যানি কিনাশয়ন্তঃ ।
 তে দর্পমোহপ্রতিবদ্ধরাগা
 জিতানমস্তস্ত ততো হি দেবান্ ॥ ২৭
 মতা তু তেষাং প্রসভং নিপতা
 নানাবিধানশ্চক্রুরতীৰ পীড়াঃ ।
 কানি বৈজ্ঞানপূরঃসরাণি
 সন্তিদা তন্তাস্তসুখানি চক্রুঃ ॥ ২৮
 ভোমতীতঃ স ময়ো মহানলং
 প্রকূৰ্ত্ততাং দেববিনাশনানি ।

বিস্তৃত রক্তপ্রাস্ত-নরনা, সলজ্জ স্নেহচপলনয়না
 কামিনীগণে পরিবৃত ছিল। ময় ঈদৃশ ত্রিপুর
 নির্মাণ করিয়া, লৌহময় যে পুর, তাহা তারকা-
 খ্যকে এবং দ্বিতীয় রজতনির্মিত যে পুর, তাহা
 বিদ্যংপ্রভ নামক অমরকে প্রদানপূর্ব্বক নিজে
 উপভোগের জন্য হৈমময় পুর অধিকার করিল।
 এইরূপে সেই দানবসিংহত্রয় ত্রিপুরে অধিষ্ঠিত
 হইয়া জিলোকের সুখৈশ্বর্য কিনাশপূর্ব্বক শত্রু-
 বল বিধ্বংস করিয়া বিবিধ সুখভোগ করিতে
 লাগিল। তাহারা দর্প ও মোহে উদ্দীপ্ত হইয়া
 দেবতাদিগকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল; হঠাৎ
 ভয়সের উপর আপতিত হইয়া বিবিধ প্রকারে
 তাঁহাদের পীড়া উপাধন করিতে লাগিল।
 এইরূপ বৈজ্ঞান প্রভৃতি কন সকল কিন্ট করিয়া
 ইচ্ছাসমারে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল।

ততো ময়ং তে প্রতি জাজকোপা
 ইন্দ্রাদয়ো দেবগণাস্তদৈব ॥ ২৯
 কৃত্তং বখা সর্কমশেষমেত-
 ন্নাবেদয়ন্ত পিতামহায় ।
 তানাহ দেবঃ কমলাসনস্ত
 সর্কান্ সুরেশান্ প্রতি সান্তুষিত্বা ॥ ৩০
 মহাবলান্তে ত্রিপুরাসুরেশা
 হস্তং ন শক্যা শ্ববলাস্তবন্তিঃ ।
 তস্মাদয়ং বিষ্ণুরহক যুধান্
 প্রগৃহ্য শত্ৰুং শরণং প্রায়ামঃ ॥ ৩১
 গতিঃ সদা নঃ শশিভূং সুরেশঃ
 সর্কান বলান্ ধন্যতি শূলপাণিঃ ।
 তথৈব তে তু প্রতিপদা দেবা
 ব্রহ্মার্কশক্রানিলপাবকাদ্যাঃ ॥ ৩২
 কৈলাসমাগম্য সুরেশ্বরং তে
 দৃষ্ট্বা হরং তুষ্টিবুরাদিতান্তে ।
 নমস্কিলোকেশ্বরবন্দিতায
 প্রিয়ামরায়ামিতবিক্রমায় ॥ ৩৩
 নমস্ত চন্দ্রাঙ্গজটাকলাপ-
 কান্তিপ্রভান্যোতিতশেখরায় ।

১০—২৮ । এই প্রকারে তাহারা দেবগণ
 অনিষ্টসাধন করিতে করিতে বহুকাল অজিহা
 করিল। পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ ময়সুরের প্র-
 কৃষ্ট হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গিয়া তা-
 কার্থ্য নিবেদন করিলেন। কমলযোনি ব্রহ্মা
 সকল দেবতাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলে—
 সেই ময় প্রভৃতি দানবেরা অত্যন্ত বল-
 তোমরা তাহাদিগকে নিজ নিজ বলের
 বিনাশ করিতে পারিবে না; সেইজন্য
 এবং আমি তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া
 শরণাপন্ন হইতে যাইব। সেই শূলপাণি
 ভূং সুরেশ্বর আমাদিগের গতি, তিনি
 দেব শত্রুবল সমস্ত দন করিতে পারিব
 তখন ব্রহ্মা, সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু
 দেবগণ কৈলাসপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া
 দেবকে দর্শন করত শুভ করিতে লাগিলে
 হে জিলোকেশ্বর! তুমি সকলের

ত্রৈলোক্যদেবায় নমোহস্ত নিত্যং
 পিনাকহস্তায় নমস্তথৈব ॥ ৩৪
 নমঃ প্রদীপ্তোৎপন্নপ্রদায়
 ত্রিশূলহস্তায় নমোহস্ত নিত্যম্ ।
 নমো নমো নন্দিবরপ্রদায়
 জগদ্ধরণায় সুরেশ্বরায় ॥ ৩৫
 নমঃ সদা হর্ষবরপ্রদায়
 নমোহস্ত যজ্ঞেশ্বরপ্রদায় ।
 স্থিতায় নিত্যং হিমবদ্বিরীক্রে
 কৈলাসবাসায় নমঃ সदैব ॥ ৩৬
 নমোহস্ত মূলশয়কেতনায়
 নমোহস্ত নিত্যং বৃষভস্থিতায় ।
 দ্বিগ্নাসেসে শ্বেতবরপ্রদায়
 সম্পদমূল্যায় জগদ্বিধাত্রে ॥ ৩৭
 চন্দ্রার্শত্রাণিপিতামহানাং
 ভ্রষ্টে নমো দেববলৈরায় ।
 সূক্ষ্মায় নিত্যং পরমেশ্বরায়
 নিত্যং নমঃ সর্গগতায় গাত্র ॥ ৩৮
 নমঃ পরাধাতিপরা শ্বনে পরঃ-
 শতং নমঃ শঙ্করসংজ্ঞিতায় ।

র অসীম বিক্রম, দেবগণ তোমার অতি-
 প্রিয়পাত্র; তোমাকে নমস্কার। গাহার
 লাপস্থিত অকচলপ্রভায় মস্তক প্রদো-
 হইয়াছে, সেই পিনাকহস্ত ত্রিলোকদেব
 । তোমাকে নমস্কার। গাহার হস্তে
 ও প্রদীপ্ত পরশ্ব রহিয়াছে, সেই জগৎ-
 নন্দিবরপ্রদ সুরেশ্বর তুমি; তোমাকে
 ॥ যিনি সর্বদা হর্ষ ও অভীষ্ট বর
 করেন এবং যজ্ঞেশ্বরকে বর দান করিয়া-
 সেই কৈলাস ও হিমালয়পর্বতবাসী
 তোমাকে নমস্কার। গাহার ধোয় দিবস
 যিনি বৃষভোপরি অধিষ্ঠান করেন, সেই
 ঐশ্বর্যশূন্য জগদ্বিধাতা তুমি; তোমাকে
 । হে দেবেশ্বর! তুমি চন্দ্র, সূর্য,
 অগ্নি ও ব্রহ্মকে সৃজন করিয়াছ;
 ক নমস্কার। তুমি নিত্য, তুমি
 তুমি পরমেশ্বর; তোমাকে নমস্কার।

নমোহস্ত শর্কায় ধরাধরায়
 নমোহস্ত সর্ষপভবায় নিত্যম্ ॥ ৩৯
 সোম্যানিলার্কজগনামুভূমি-
 ব্যোমায়কাদিৎ সৃজতে নমোহস্ত ।
 পৃক্ষে নমো দত্তবিনাশনায়
 কামাঙ্গনাশায় নমোহস্ত নিত্যম্ ॥ ৪০
 নমঃ প্রধানায় নমো নমোহস্ত
 নমোহস্ত নিত্যং পুরুষোত্তমায় ।
 রুদ্রায় সৌম্যায় বপুষ্মতে চ
 নমো নমঃ সর্ষজগৎসৃজে চ ॥ ৪১
 নমঃ সৃজে যক্ষসুরাসুরাণাং
 নমস্তৃতীয়েক্ষণধারিণে চ ।
 নমো নমো নীলশিখাধানে চ
 নমোহস্ত নিত্যং পুরুষোত্তমায় ॥ ৪২
 শাশানবাসায় নমঃ সदैব
 নমোহস্ত দৈত্যাক্রবিনাশনায় ।
 নমঃ সদা মোহবিনাশনায়
 অজ্ঞাননাশায় চ তে নমোহস্ত ॥ ৪৩
 নমঃ সদা মোহবরপ্রদায়
 নমঃ সদা চান্দ্রভনংস্থিতায় ।

তুমি সৃষ্টিকর্তা ও পাতা, তুমি পরাৎ-
 পর পরমাত্মা, তোমার নাম শঙ্কর;
 তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্ষ, তুমি যজ্ঞ,
 তুমি সকল বস্তুর উৎপত্তির কারণ, তোমাকে
 নমস্কার। ২৯—৩৯। তুমি চন্দ্র, সূর্য,
 বায়ু, অগ্নি, জল, তুমি ও আকাশ প্রভৃতি সৃজন
 করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি অদন্তক
 পৃষা, তুমি কামের শরীর ধ্বংস করিয়াছ;
 তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! তুমি
 প্রধান, তুমি রুদ্র, তুমি সৌম্য, তুমি শরীরী
 এবং জগৎসৃজনকর্তা; তোমাকে নমস্কার।
 হে ত্রিলোচন! তুমি যজ্ঞ, সুর ও অমুরদিগের
 স্রষ্টা; তোমাকে নমস্কার। হে নীলশিখা-
 ধারিন! হে পুরুষোত্তম! তুমি শাশানবাসী ও
 দৈত্যবিনাশক; তোমাকে নমস্কার। তুমি
 মোহ ও অজ্ঞান দুর্নীকৃত কর; তোমাকে

জ্ঞে নমো ভূমিধরেস্তপুত্যাঃ
 পিত্রে কুমারস্ত নমোহস্ত নিত্যম্ ॥ ৪৪
 নমোহস্ত বিশেষ বরপ্রদায়
 ব্রহ্মাঙ্গনে বিশ্বসৃজে নমোহস্ত
 নমো নমো দেবসৃজে বিধাত্রে
 নমোহস্ত দক্ষস্ত চ বজ্রহস্তে ॥ ৪৫
 নমোহস্ত চণ্ডেশ্বরপ্রদাত্রে
 যোগেশ্বরানাং বরদায় তুভ্যম্।
 নমোহস্ত তে শর্ক দিগম্বরায়
 নমোহস্ত রুদ্রায় সদৈব ধাত্রে ॥ ৪৬
 হরায় শর্কায় নমো নমোহস্ত
 ভীমায় শক্তো চ নমঃ সদৈব।
 প্রসাদ্যমানঃ কুরু নঃ প্রসাদং
 তুভ্যঃ পরেষাস্ত বরপ্রদায় ॥ ৪৭
 এবক তেবাং স্তবতাং সুরানাং
 ব্রহ্মেশ্বরবিষ্ণুর্কপূরঃসরাণাম্
 প্রীতস্তয়া স্তোত্রবিশেষভক্ত্যঃ
 জগদ্র বাক্যং পরমেপিতাৰ্থম্ ॥ ৪৮
 তুষ্টোহস্মি দেবা কৃপুতাদ্য নীত্ৰং
 সমাহিতকাপদি কিকিদন্তি।

স্বায়। তুমি মোক্ষ ও অতীষ্ট বরদাতা,
 জীবের মুক্তির জন্য শরীর ধারণ করিয়াছ;
 তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমতপুত্রীর ভর্তা
 এবং কুমারের পিতা, তোমাকে নমস্কার। হে
 বিশেষ বরপ্রদ! তুমি ব্রহ্মা এবং বিশ্বপ্রদা;
 তোমাকে নমস্কার। হে ধীমান! তুমি শর্ক,
 তুমি রুদ্র, তুমি দিগম্বর, তুমি হর, তুমি শম্বু;
 তোমাকে সর্বদা নমস্কার। তুমি শক্রদিগকে
 বরদান করিয়াছ, এক্ষণে তোমাকে আমরা
 প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছি; এসন্ন
 হইয়া আমাদের প্রতি কৃপা কর। অনন্তর
 এই প্রকার স্তবকারী ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সূর্য
 প্রভৃতি দেবগণের সেই তত্ত্বপূর্বক স্তব দ্বারা
 পরিতুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহাদিগকে অতী-
 পিত বাক্য বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি
 তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বর প্রার্থনা কর, বিশেষ
 কোমল কি কামনাময় সাধে! আমি

দাতামি সর্বং তদশেষতোহদ্য
 কিকিন্ন যুগ্মাকমদেয়মন্তি ॥ ৪৯

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতা
 ত্রিপূরোপাখ্যানে শিবস্ততিবর্ণনং নাম
 দ্বিপকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

দ্বিপকাশোহধ্যায়ঃ।

দেবা উচুঃ।

ব্রহ্মগুরুবরৈর্দেব ময়াদ্যৌর্দানবৈষ্ণুভিঃ।
 স্তোত্রাংস্রসঃ সর্কী ধ্বংসিতানি বনানি চ।
 সর্কান দেবান্ নিহন্তোহদ্য শো হন্তেতি চ
 তেহব্রবন ॥ ১

ন তেষাং নিগ্রহে শক্তো ব্রহ্মাপ্যেব পিতামহ
 বিমূর্বাপি মহাদেব তেন নঃ সুমহত্ত্বম্ ॥ ২
 তদ্যথ ত্রিপুং নগোদেবাঃ স্যুর্জয়িনস্তথা।
 তথা কুরু সুরশ্রেষ্ঠ বরোহস্রং নঃ প্রদীপ্তম্।
 ইতি বিজ্ঞাপিতঃ সর্কৈশ্চৈর্দেবোহি সুরশ্রেষ্ঠ

সকল বস্তুই তোমাদিগকে নিঃশেষরূপে
 পারি। তোমাদের প্রতি আমার বি-
 অদেয় নাই। ৪০—৪৯

দ্বিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপকাশ অধ্যায়ঃ।

দেবগণ বলিলেন,—হে দেব! য
 দানবত্রয় ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হ
 অঙ্গরাগিগকে হরণ ও নন্দনকান্ন ভগ্ন
 ভেছে এবং “আজকালের মধ্যে সকল দেব
 নিহত করিব” এই কথা বলিতেছে।
 মহাদেব! পিতামহ ব্রহ্মা বা বিষ্ণু
 নিগ্রহে ক্রমবান্ নহেন; এজন্য আমাদের
 ভয় হইয়াছে। হে সুরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে
 ত্রিপুং নষ্ট হর এবং দেবগণ বিজয়ী হন,
 আপনি বিধান করুন; এইমাত্র বর
 প্রার্থনা করি। যথাতেজা মহাদেব সেই

হ মহাতেজাঃ সর্বাশাসনমিব ॥ ৪
 ১৭ঃ সুরগণা গৃহীতা মম তেজসঃ ।
 ত্রয়োময়া ভূতা দানবান্ বিনিহন্তধ ॥ ৫
 ১৮ পুনরেষণং প্রাহর্বাণ্যামিদং সুরাঃ ।
 ১৯ঃ সহস্রমপাংশং বোঢ়ং ন চ বয়ং ভব ॥ ৬
 ২০ঃ শক্তিঃ সুরেশান তেজো মাহেশ্বরং পরম্ ।
 ধারয়িতুং বাপি প্রসাদং কুরু নঃ প্রভো ॥ ৭
 ২১ঃ কিম্বৎ শক্তা গ্রহীতুং দানবান্ বলাৎ ।
 ২২ঃ সখ্যমেব তং ত্রিপুরং জহি শঙ্কর ॥ ৮
 ২৩ঃ কিল ববো দস্তো ব্রহ্মণা তেন শূলধ্বজ ।
 বর্ষসহস্রে তু সমেষ্যতি পুরত্ৰয়ম্ ॥ ৯
 ২৪ঃ ধ্বজং ক্রণে তস্মিন্ য এব ত্রিপুরং বলাৎ ।
 ২৫ঃ কমিনঃ ক্ষিপ্তা সম্প্রদাক্ষতি দানবান্ ॥ ১০
 ২৬ঃ তি ততো মৃত্যুনাগ্ধা মরণং হি বঃ ।
 ২৭ঃ মৃত্যুং ন শক্তাঃ স্য প্রসাদং তেন নঃ কুরু ॥
 ২৮ঃ ভগবান্ দেবঃ প্রণতান্ ব্রহ্মতধ্বজঃ ।

কর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া, তাঁহা-
 সান্ননা পূর্বক এই কথা বলিলেন,—
 আমার তেজের অর্দ্ধাংশ গ্রহণপূর্বক
 জায় শরীর ধারণ করিয়া দানবদিগকে
 করিবে। অনন্তর দেবগণ মহাদেবকে
 ন,—হে ভব ! আমরা আপনার সহস্রাংশ-
 কাংশও সত্ত্ব করিতে পারি না। হে সুরে-
 আমাদেব কি শক্তি আছে যে, মাহেশ্বর-
 করিতে বা অবলোকন করিতে সক্ষম
 তএব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন,
 দানবদিগকে কোন প্রকার বল দ্বারা
 তে পারিব না। হে ভগবন শঙ্কর !
 ১৭ঃ ত্রিপুর বিনষ্ট করুন। হে শূলধ্বজ !
 ২০ঃ দিগকে এই বর দিয়াছেন যে, দিব্য
 ২১ঃ পূর্ণ হইলে অর্ধনিমেষকালের
 পূর্বক এই স্থানে আগত হইয়া, একটি
 ২২ঃ বার মাত্র নিঃশেষ করত যদি কেহ
 ২৩ঃ দানবদিগকে দগ্ধ করে, তবেই মৃত্যু
 ২৪ঃ চেৎ মৃত্যু নাই। কিন্তু তাহা
 ২৫ঃ আমাদের ক্রমতা নাই। অতএব আরা-
 ২৬ঃ কৃপা করুন ॥ ১—১১ অনন্তর ভগবান্

পুনরাশাসনং প্রাহ সমুদ্ভিদান্ দিবৌকসঃ ॥ ১২
 বদ্যেবং সুরশাৰ্দূলান্ত্রিপুরং দুর্গমং মহৎ ।
 ইষুমেকং ভতঃ ক্ষিপ্তা প্রধক্ষ্যামি পুরোত্তমম্ ॥
 ব্রহ্ম-বিষ্ণুপ্রিয়ার্থং হি শক্ত্রাস্ত্রমুগ্রহায় চ ।
 ত্রিপুরং ব্রহ্মমাস্ত্রায় হিংসামি স্বয়মেব তু ॥ ১৪
 ত্রিপুরতাং স ব্রথঃ সজ্জো যত্রাকুহ দিবৌকসঃ ।
 ধক্ষ্যামি ত্রিপুরং দুর্গমাক্রান্তং দানবৈক্ৰিভিঃ ॥ ১৫
 ষাটশচ হি মাং বোঢ়ং শক্তঃ স্ত্রাং সুরপুংসবাঃ ।
 বলবান্ হিমবঃ কল্পঃ কর্তব্যস্তাদ্রশো ব্রথঃ ॥ ১৬
 ততো দেবাঃ প্রণম্যেত্যং প্রহৃষ্টমনসোহস্তবন ।
 ব্রথঞ্চ সহিতাঃ সর্ষে কল্পদামাসু কল্পমম্ ॥ ১৭
 ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু-হৃতাশনৌ ।
 সর্ষদেবময়ং দিব্যং চক্রস্তং ব্রথমুত্তমম্ ॥ ১৮
 ধাতরং ভাস্করকোগ্রং পবনং ধনদং বমম্ ॥ ১৯
 বশন ক্রদ্রাংস্তথা দিত্যান্ গজকর্কানশ্বিনাবপি ।
 গরুড়ং পক্ষতান্ নাগান্ শুভকান্ সমাহারগান্ ॥
 কবীন সিদ্ধাংস্তথা যক্ষান্ গ্রহাংশ্চ সুমহাবলান্ ।
 পর্জন্তং শশিনং কালং তথা চৈব বনস্পতীন্ ॥ ২০

ব্রহ্মধ্বজ, উদ্ভিগ্ধচেতা দেবগণকে সান্ননা করত
 পুনর্বার বলিলেন,—হে শুরশাৰ্দূলগণ ! যদি
 ত্রিপুর এইরূপ মহা দুর্গম হয়, তবে আমিই
 এক বাণ নিঃক্ষেপপূর্বক সেই পুর দগ্ধ করিব।
 ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর হিতের জন্ত এবং ইশ্বরের প্রতি
 অমুগ্রহ করিয়া, আমি স্বয়ং রথোপরি আরোহণ
 করত ত্রিপুর নষ্ট করিব। অতএব হে দেবগণ !
 তোমরা ব্রথসজ্জা কর, যাহাতে আরোহণ করিয়া
 দানবাক্রান্ত দুর্গম পুর দগ্ধ করিব। বেক্লপ ব্রথ
 আমাকে বহন করিতে সক্ষম হইবে, হিমালয়বৎ
 সারগর্ভ তাদৃশ ব্রথ প্রস্তুত কর। অনন্তর দেব-
 গণ মহাদেবকে প্রণাম করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে
 সকলে মিলিয়া উত্তম-ব্রথ-নির্মাণে উদ্যুক্ত
 হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
 অগ্নি ইহারা সর্ষদেবময় উত্তম-ব্রথ নির্মাণ করি-
 লেন। সেই ব্রথে ব্রহ্মা, সূর্য, প্রচণ্ড পক্ষ,
 কুবের, বম, অষ্টবহু, ক্রদ্রগণ, ষাটশ আদিত্য,
 গজকর্কস, অশ্বিনীকুমার, মরুত, পর্জন্তবৃক্ষ,
 শশি, কাল ও উমান, কবীন, সিদ্ধগণ, যক্ষ

দিবসান্বে মূর্ত্তীং কপান্ কাষ্ঠা লবাংস্তথা ।
 অয়নং চ কতুন্ মাসান্ বিবুধং বৎসরাংস্তথা ॥২২॥
 স্থাবরং জঙ্গমং যচ্চ নক্ষত্রানি তথৈব চ ।
 অষ্টৌ দেবানিকায়ান্বে রথৈ তস্মিন্ কল্পয়ন্ ॥ ২৩ ॥
 কাংশ্চিচ্চক্রদ্বয়ং চক্রং প্রোণাদকং মহাসুরান্ ।
 ধ্বজান্ কাংশ্চিদ্রথৈ তস্মিন্ ববধুঃ সুরপুংগবাঃ ॥
 কৃত্যখ্যান্ চতুরো বেদান্ রথৈ তস্মিন্ যোজয়ন্ ।
 সংবৎসরময়ং চক্রং ধনুর্গিরিবরং তথা ॥ ২৪ ॥
 জ্যাকৈব ধনুশ্চক্রদৈবং জগৎপতিম্ ।
 তে জয়েবংবিধং দেবা রথমগ্রং মচীকরন্ ॥ ২৫ ॥
 সর্ষদেবময়ং কৃত্বা গিরিকরং রথোত্তমম্ ।
 বিষ্ণুঃ পিতামহোহগ্নিঃ প্রণম্য পরমেশ্বরম্ ।
 রথং সজ্জমিতি প্রাহুর্বিনাশাশ্চ সুরধিষাম্ ॥ ২৬ ॥
 ততঃ স ভগবান্ শত্ৰুঃ সূর্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ।
 অবেক্য তং রথং দিব্যং সর্ষভেজোময়ং পরম্ ।
 অক্ণোদ্বিক সপ্তৈক্য তুশেবত্বেনশ্বরঃ ।
 পিতামহং ততো বীক্ষ্য প্রোবাচ বচসাংপতিম্ ॥
 রথ এব ধনুশ্চৈব ত্বয়া ব্রহ্মন্ প্রকল্পিতৌ ।

মহাবল গ্রহগণ, মেঘ, শনৈ, কাল, বনস্পতি, দিবস, মূর্ত্ত, কপ, কাষ্ঠা, লব, অয়ন, কতু, মাস, বিবুধ, বৎসর, স্থাবর, জঙ্গম, নক্ষত্র সকল এবং অষ্টবিধ দেবগণ স্থাপিত হইলেন । ১২—২৩ ।
 কতিপয় দেবগণ ধ্বজরূপে নিবদ্ধ হইলেন ।
 দেবগণ বেদচতুষ্টয়কে অগ্নি করিয়া সেই রথৈ যোজিত করিলেন । সংবৎসর চক্র, হিমালয় ধনু, জগৎপতি দেবদেব ধনুকের জ্যা—দেবগণ এইপ্রকার করিয়া সর্ষদেবময় গিরিকর উত্তম রথ প্রস্তুত করাইলেন । তখন দৈত্যবিনাশের দস্ত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অগ্নি পরমেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, “রথ সজ্জিত হইয়াছে” এই কথা বলিলেন । অনন্তর সর্ষভূষনেশ্বর ভগবান্ শত্ৰু, সুরাসুর-কর্তৃক বন্দিত হইয়া, তেজোময় দিব্যরথ বৈশাকনপূর্বক উর্দ্ধ ও অযোদ্ধি দর্শন করত ক্রুদ্ধ হইয়া পিতামহকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! এই রথ ও এই ধনুক আপনি নির্মাণ করিয়া—

দেবায় ত্রিপুরং যেম তমিসুং শীত্রমাপন্ন ॥ ৩০ ॥
 ততঃ প্রোবাচ তং ব্রহ্মা প্রণম্য রথভধ্বজম্ ।
 রথ এব কৃতো দেব ধনুশ্চ তে ময়া কৃতম্ ॥ ৩১ ॥
 তমিসুং ভগবন্ দেব উদ্যোগং কর্তুমর্হসি ॥ ৩২ ॥
 ততঃ পার্শ্বস্থিতৌ দৃষ্টৌ শত্ৰুর্বিধু-ভূতানৌ ।
 দৃষ্টিপাতেন তৌ দেবৌ সমাহবয়দব্রিন্দমৌ ॥ ৩৩ ॥
 যৌ তাবজ্জলিমাধায় সুরেশানমুপস্থিতৌ ।
 স্বয়মেব ততশ্চক্রে শত্ৰুর্বিধুং শরোত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥
 ওষধীনাং পতিং সোমং মুখে তস্ত গ্ৰাযোজয়ন্ ।
 শল্যক পাবকং চক্রে স ব্রহ্মাণং ততোহব্রবীৎ ।
 সারথিঃ কো রথৈ ব্রহ্মন্ ত্বয়ৈব পরিকল্পিতঃ ।
 তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রাঞ্জলির্জগতাং পতিম্ ॥ ৩৫ ॥
 মহ্যং দদাসি যদ্যাক্ষাং স্বয়মেব হি সারথিঃ ।
 প্রাপ্তং কিমবিকং দেব সারথাদবিকং ততঃ ॥ ৩৬ ॥
 সর্ষভং শোভনমিতুং কৃত্বা ততো দেবঃ পিনাককৃৎ ।
 হস্তে প্রগৃহ্য দেবেশমাকুরোহ রথোত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥
 ক্রুদ্ধস্ত পার্শ্বদা যে চ নন্দীধরপুরেগমাঃ ।

হইবে, সেই ইমু শীত্র আনয়ন করুন । তৎ
 ব্রহ্মা রথভধ্বজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—
 দেব ! আমি আপনার নিমিত্ত এই রথ ও ধনুক
 প্রস্তুত করিয়াছি ; কিন্তু আপনি স্বয়ং সে
 বাণের উদ্যোগ করুন । ২৪—২৫ । অন্য
 শত্ৰু, পার্শ্বস্থিত অসিদ্ধম বিষ্ণু ও ভূতান দেব
 দর্শন করিয়া দৃষ্টিপাত দ্বারা আহ্বান করিলে
 তখন তাঁহারা উভয় কৃত্যঞ্জলি হইয়া মহেশ্বর
 নিকটে উপস্থিত হইলেন । স্বয়ং মহেশ্বর বিষ্ণু
 উত্তম শর করিলেন, ওষধিপতি চন্দ্রকে তা
 মুখে নিয়োজিত করিলেন এবং অগ্নিকে
 করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! র
 সারথি কাহাকে করিয়াছেন ? অনন্তর
 কৃত্যঞ্জলি হইয়া জগৎপতি মহাদেবকে
 লেন,—যদি আপনার আদেশ হয়, তাহা হইলে
 আমি স্বয়ংই সারথি হই । আপনার
 হইতে আর অধিক কি পাইব ? অ
 পিনাকপাণি মহাদেব “সকলই ভাল হইয়া
 এই কথা বলিয়া, ব্রহ্মার হস্ত ধরিয়া রথ
 চল করিলেন । তখন রথের অগ্রভাগে

ধর্মপুত্রোপাশ্চ যে চ চণ্ডেশ্বরাদয়ঃ ॥ ৩৯
 শ্রী মহাযোগাস্ত্রাক্ষা পি টিশপাণয়ঃ ।
 শস্ত্রপ্রহরণা নানাবুদ্ধিবিহারদাঃ ॥ ৪০
 রক্তস্তথা বাদ্যং ভেরীশঙ্খম্বরান্ বহন ।
 দ্ব্যুগ্ধগমুখ্যাস্তে সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ৪১
 বিধানাং পুষ্পানামুপরিষ্ঠাং সহস্রশঃ ।
 পতুর্ভুষো মূর্দ্ধি দেবদেবস্ত শূলিনঃ ॥ ৪২
 ভাভরমুদ্রোক্তং মুমুহুর্দেবতা ভূশম্ ।
 স্তান্ দেবদেবেশো জ্ঞাতা যুক্তান্ দিবৌকসঃ ॥
 বীষং বপুশ্চক্রে সুরাঃ সর্কে বিহঙ্গবুঃ ।
 স্মিত্তরে বাস নারদোহভ্যাগমন্মনিঃ ॥ ৪৪
 দিতঃ স সর্কেষু স দেবো বৃষভধ্বজঃ ।
 তি ত্রিপুরং দক্ষমত্র যং সাধু তং কুরু ॥ ৪৫
 দেবময়ে দিবো সমাকুহ জগৎপতিঃ ।
 ণং সারথিঃ কৃতা স্বয়মায়ান্তি শঙ্করঃ ॥ ৪৬
 ভবচঃ শ্রুত্বা স তদা দানবাধিপঃ ।
 ধাং সমাহুয় বিহুয়ালিনমেব চ ॥ ৪৭

চণ্ডেশ্বর প্রভৃতি মহাযোগসম্পন্ন যুদ্ধ-
 চতুর্দশসহস্র সংখ্যক গণেশ্বরেরা পি টিশ
 নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া শঙ্খ
 প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি করত, তাঁহার নিকট
 গুহাইল। শূলধারী দেবদেবের মস্তকে
 পরিমাণে নানাবিধ পুষ্পরুষ্টি হইতে
 ১৩৩—৪২। দেবগণকে ভাববহনে অশস্ত
 যোগ্য জানিয়া, দেবেশ্বর মহাদেব নিজ দেহ-
 নৌয় করিলেন, ইহা দেখিয়া অমুরেরা
 ত আরম্ভ করিল। হে ব্যাস! এই
 নারদ ঋষি আগমন করিলেন। সকল
 গ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রসন্ন
 , তিনি বলিলেন,—বৃষভধ্বজ শঙ্কর,
 সারথি করিয়া দেবময় দিব্যরথে আরো-
 ত্রিপুর দক্ষ করিতে আসিতেছেন, এ
 হা ভাল হয়, তাহা কর। নারদের এই
 নিয়া দানবরাজ, তারকাখ্য, বিহুয়ালী
 শ্র অমুরগণ এবং ভূতানকে আহ্বান
 নারদ বাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিলেন।
 বিহুয়ালী নামক দৈত্যরাজ ইহা শুনিয়া

তথাগানমুজান্ ভূতান্ দানবোহপি পুরঃসরান্ ।
 নারদেন যথাখ্যাতং সর্কমাখ্যাতবাংস্তথা ॥ ৪৮
 ততঃ শ্রুত্বা দৈত্যরাজস্তারকাখ্যোহব্রবীদ্বিদম্ ।
 কিমর্থং চিত্ত্যতে রাজন্ সর্কে বধ্যা যথার্থতঃ ॥ ৪৯
 কস্তেহ ত্রিপুরং হস্তং শক্তির্বিদ্যেত দানব ।
 সঙ্গত্যা দৈবতাঃ সর্কে সর্কেষৌকুমিহাপতাঃ ॥ ৫০
 দুর্কলঃ কুরুতে ভেদং দানং সাস্ত্রমথাপি বা ।
 প্রমাণং যশসঃ সন্তো বীৰ্য্যস্ত বলিনঃ সদা ॥ ৫১
 দুর্কলস্ত রিপোর্দগ্ধো বলিনা বিজিগীষয়।
 কর্তব্যো বিক্রমেণেদং প্রাহ শুক্রশ্রুত্বা শুক্লঃ ॥ ৫২
 যথেষ্টে বলিনো দৈত্যা ন তথাপি দিবৌকসঃ ।
 ত্রিহাদণ্ডেনতান্ সর্কান্ হস্তামোনিবৃত্তঃ সুখম্ ॥
 তারকাখ্যচঃ শ্রুত্বা বিহুয়ালী মহাবলঃ ।
 সম্যাক্ত তদভ্যবেষ্টং রাজোহস্ত বচনং শুভম্ ॥ ৫৩
 ন শক্তা যো কুম্ভাভির্দৈবতা বলবার্জিতাঃ ।
 তে চেদ্যোঃ শস্ত্রি সমুদাঃ প্রযাশস্তি ততঃকরম্ ।
 অগ্নোহস্ত বহুং বুধ্যা উপায়ং তেষু যোঃশ্রুতে ।
 যুদ্ধেনৈব সদা দৈত্যাঃ প্রাপ্নুবন্তি জয়ং পরম্ ॥ ৫৪

বলিল,—হে রাজন্ ! আপনি কিজন্ত চিত্ত
 করিতেছেন ? আমরা সকলে যথার্থই অবধ্য।
 হে দানবরাজ ! এই ত্রিপুর ধ্বংস করিতে
 কাহার সাধ্য আছে ? এক্ষণে দেবতারা যুদ্ধ
 করিবার জন্ত মিলিত হইয়া এই স্থানে আসি-
 য়াছে। এ বিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্র বলিয়া-
 য়াছেন যে, দুর্কল ব্যাভ ভেদ, দান বা সাম
 দ্বারা কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে, পতিভেদ
 যশ ইচ্ছা করেন, বলবান্ ব্যক্তি বীৰ্য্য প্রকাশ
 করিয়া থাকেন। জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া বলবান্
 দ্বারা দুর্কল শত্রুর দণ্ড বিধান করা উচিত।
 ৫৩—৫২। এই সকল দৈত্যগণ বেক্রপ
 বলশালী, গর্ব্বাসী দেবতারা তাদৃশ নয়
 প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে জয় করিয়া
 আমরা স্থখে অবস্থান করিব। মহাবল পরা-
 ক্রম বিহুয়ালী তারকাখ্যের বাক্য শুনিয়া বলিল
 —দুর্কল দেবজগৎ আমাদিগের সহিত যুদ্ধ
 করিতে সক্ষম হইবে না, যদি তাহার।
 আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিত

প্রত্যাহত সুরান্ সর্কান্ কুরু রাজ্যং ত্রিবিষ্টপে ।
 ত্রৈলোক্যানির্কৃতো ভূত্বা ইন্দ্রো ভবসি বিশ্বকৃৎ ॥
 সপ্তলোকেশ্বরং হৃদ্য পশ্যাম ত্বাং পুরঃসরম্ ।
 হিরণ্যকশিপুংকৈব হিরণ্যাক্ক দৈতাপম্ ॥ ৫৮
 ভোক্তা চ জগতো রাজা ত্বং প্রয়াহি তয়োগতিম্ ।
 ততঃ ক্রত্বা ময়ো ব্যাস বিদ্যামালিবিভাষিতম্ ।
 নৈতদেবমিতি প্রাহ কম্পজ্ঞসকৃচ্ছিরঃ ॥ ৫৯
 বহুলভবলঃ শত্রুহীনো বা দৈতাপুঙ্গবাঃ ।
 তেদেবৈঃ সাক্ষিমম্বাকং যুক্তং সামাদিযোজনম্ ॥ ৬০
 য এব ভগবানীশঃ সর্কভূতেশ্বরঃ প্রভুঃ ।
 অম্বাকং দেবতানাক শ্রুত্বা হত্বা চ স প্রভুঃ ॥ ৬১
 স হস্তং স্বয়মাস্রাতি উপাযস্তস্ত কীদৃশঃ ॥ ৬২
 প্রণামঃ সংস্রবৈব গুণোপায়ৈঃ কপর্দিনঃ ।
 ষাষ্টিমৌ মাধনে তস্ত প্রযোজ্যাবিতি মে মতিঃ ॥ ৬৩

হইলে নিশ্চয় জয় প্রাপ্ত হইবে, অম্বরেরা যুদ্ধে
 নিশ্চয় জয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব দেবতা-
 দিগকে বিনাশ করিয়া স্বর্গে রাজ্য স্থাপন করুন
 ত্রৈলোক্যতে নিরুতি পাইয়া বিশ্বপাতা ইন্দ্র-
 স্বরূপ হউন এবং আমরা আপনাকে মহারাজ
 হিরণ্যাক্ক, হিরণ্যকশিপু, জায়, অগ্রগণ্য, সপ্ত-
 লোকেশ্বর দর্শন করি। আপনি জগতের রাজা,
 বিশ্বরাজ্য ভোগ করিয়া তাঁহাদের সাম্য আপনি
 প্রাপ্ত হউন। বিদ্যামালীর এইরূপ উক্তি শ্রবণ
 করিয়া, মম ব্যগ্রবার মস্তক কম্পনপূর্ব্বক “ইহা
 একরূপ হইবে না, —এই কথা বলিলেন। শত্রু-
 গণ আমাদের তুল্য বল অথবা আমাদের
 অপেক্ষাহীনবল হইলেও তাহাদের সহিত যুদ্ধ
 না ঘটাইয়া সাম্য প্রদোষ করা উচিত; কেননা,
 যে ভগবান্ সর্কভূতেশ্বর প্রভু মহাদেব আমা-
 দেয় এবং দেবতাদেরও স্বজনকর্ত্তা ও সংহার-
 কর্ত্তা, সেই তিনি যগ্ন আমাদের বিনাশের
 জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে আর
 কি উপায় আছে? কেবল সদ্ভূত দ্বারা
 তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া;
 এই বিবিধ উপায় এখন কার্য-সাধন-বিষয়ে
 প্রযোজ্য করা উচিত, এই আমার বিবেচনা।

যদি কার্কশ্যমাহার বোধরাম পিনাকিনম্ ।
 তস্ত ত্রৈলোক্যধেনৈব নিহতাঃ স্ব ভোজহর
 ব্রহ্মাদ্যাঃ শরণং সন্তুমর্দিতা যান্তি শান্তয়ে
 যোহভিযুক্তঃ স্বয়ং তেন শরণং তস্ত কো
 তস্ত সর্কমিদং দৈত্যা ব্রহ্মাদি প্রথিতং জগ
 অভিযানাং ক্রবৈনৈব প্রণশ্রোত ভবদপি
 যো হেতুরপবর্গস্ত কারণং জগতঃ স্বয়ম্ ।
 কীদৃশং তেন যুদ্ধং নো দেবদেবেন শম্ভুনা
 কিং তপোহপি বিমুক্তং নো নষ্টং কিমদন
 ভবন্তো লোষ্ট্রবো ভূত্বা গিরিকল্পসমাশিনঃ
 ইচ্ছন্তি সহিতা যোদ্ধুং কালপাশেন চোদি
 অহং ভক্তো মহাদেবং জানে তস্ত চ না
 সপ্রণামঃ স্বয়ং স্বাস্ত্রে ন যোহস্ত্রে শম্ভুনা
 যদি যুগমপি প্রাজ্ঞা মম শুশ্রুষবো যদি।

যদি আমরা কার্কশতা অবলম্বন করিয়া
 দেবের সহিত যুদ্ধ করি, তাহা হইলে
 তাহার বক্রচক্রে পতিত হইয়া, সমা-
 হইব। ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রপীড়িত
 তাহার শরণাপন্ন হন, সেই মহাদেব ক
 অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহার রক্ষক বে
 পারে ৭ ৫৩—৬৫। তাহার চিন্তায়
 মধ্যে এই ব্রহ্মাদি হইতে নিখিল জগ
 বিনষ্ট হইতে পারে এবং ক্রবকা
 উৎপন্নও হইতে পারে যিনি মোদে
 মাত্র কারণ এবং সয়ং জগতের
 সেই দেবদেব শম্ভুর সহিত আমরা
 করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?
 করিলে, আমাদের বিমুক্ত তপস্তা নষ্ট
 বা কত কালাতায় হইবে? ভো
 হইয়া পর্ত্তভ্রাসে অথবা পর্ত্তভের স
 বাইতে চাহ। দানবগণ কালপ
 হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করি
 করিতেছে। আমি তাহার ভ
 তাঁহাকে বিশিষ্টরূপ জ্ঞাত আ
 জ্ঞাত নহে। আমি নম্রতা অব
 তাঁহার নিকটে অবস্থান করিব,
 কথাক হু করিব না। যদি তো

ধ্বং শত্ৰুনা যুদ্ধং গচ্ছধ্বং শরণং শিবম্ ॥ ৭০ ॥
 বিংবাদিনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্মাণমুজ্জিতম্ ।
 দো ভগবানাহ দানবাস্তকরং বচঃ ॥ ৭১ ॥
 হুয়া বিশ্বকর্মেদমুক্তং বিস্তরতোহর্থবৎ ।
 ধ্বং যুক্তমিদং কিন্তু কালোহসং নাস্ত সম্প্রতি ॥
 তপঃ ক্রাণমৈশ্বর্যং ভুক্তমেব চ ।
 গম্যপি কুর্ষন্তো গয়ং নশ্বাং দানবাঃ ॥ ৭৩ ॥
 সর্ষামরৈঃ শত্রুর্ধবার্থং ভবতামিহ ।
 নান্যাসো যুগ্মাংস্তং প্রিয়ার্থং হনিষ্যতি ॥ ৭৪ ॥
 দনুহুতা ভূত্বা রাজানো বলগর্ভিতাঃ ।
 মৃত্যুং জিগীষধ্বং রূপণা ইব দানবাঃ ॥ ৭৫ ॥
 নাবিকমৈশ্বর্যং যশসো মূলনে যদি ।
 যুদ্ধং প্রপন্নানামস্তভা বো গতির্ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥
 প্রাপ্যথ বিশ্বংসং দেবদেবেন শূলিনা ।
 শ্রোন্ততো যুগ্মং ভবিতাবে ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭ ॥

শুণসিদ্ধিস্ততো নাস্তি যুগ্মাং দৈবতৈঃ সহ ।
 বিগ্রহে বো মতিযুক্তা সাম ত্যক্তা ভবেন চ ॥ ৭৮ ॥
 শৌর্ধ্যো ভবতাং প্রীতঃ কদাচিদ্রথভধ্বজঃ ।
 ভবেধ্বরপ্রদো দৈত্যাঃ শ্রেয়ো বস্তেন বিক্রমঃ ॥ ৭৯ ॥
 করিষ্যামি চ রক্ষাং বঃ শস্ত্রঘাতনিবারিণীম্ ।
 উত্তিষ্ঠত দনোঃ পুত্রা বিজয়ায় যুযুংসয়া ॥ ৮০ ॥
 নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা তারকাখ্যো মহাবলঃ ।
 বিদ্যামালী চ দৈত্যেন্দ্রো বাণাদ্যাং মহামুরাঃ ॥ ৮১ ॥
 কালেন নোদিতা মূঢ়াঃ ক্রীণপুণ্য গতায়ুধাঃ ।
 সর্ষং তচ্ছোভনং প্রোক্তং নারদেনেতি তেহক্রবন্ ।
 ময়োহপি তদ্বচো বুদ্ধা জ্ঞাত্বা নাশমুপস্থিতম্ ।
 শোভনং নারদেনোক্তমিতি বাক্যমুবাচ হ ॥ ৮৩ ॥
 নারদোহপি অতো হৃষ্টো রক্ষাং বদ্ধা তু মামরা ।
 যুযুংসনমুরান্ কৃত্বা যযৌ শর্ষরথং প্রতি ॥ ৮৪ ॥
 ততস্তে দানবাঃ সর্ষে যুদ্ধায় কৃতনিঃসরাঃ ।

ইচ্ছা কর তাহা হইলে শত্রুর
 রিও না, তাহার শরণাপন্ন হও ।
 বলশালী বিশ্বকর্মা ময়কে এই-
 দেখিয়া দৈত্য-ধ্বংসকর বাক্য
 গিলেন—হে বিশ্বকর্মন! তুমি
 প যাহা বলিলে, তাহা যুক্তিযুক্ত
 সম্প্রতি ইহার আব সময় নাই ।
 তপস্যা ক্রাণ ও ঐশ্বর্য পরিভূক্ত
 এক্ষণে কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া
 হও ? তোমাদের বিনাশের জন্ত
 গরা একমত হইয়া শত্রুকে বরণ
 তোমরা নম্রতা অবলম্বন করি-
 পর হিতের জন্ত তোমাদের বিনাশ
 তোমরা মহাবল পরক্রান্ত দনু-
 হইয়া ক্ষুদ্র দানবের স্তায় ভীত
 হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছা
 যুদ্ধ না করিলে অধিক ঐশ্বর্য
 বস্ত্র যশোনাশে তৎপর হইবে;
 তে তোমাদের অন্ততই হইবে ।
 দেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধ্বংস
 হইলে তোমরা নিশ্চয় জাহার

প্রমথেন্দ্র হইবে । ৬৬—৭৭ । দেবতাদের সহিত
 সামাদিপুণ-প্রয়োগে তোমাদের কাষাসিদ্ধির
 সম্ভাবনা নাই, অতএব সামাদি প্রয়োগ না করিয়া,
 মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমাদের বুদ্ধি
 করা উচিত । মহাদেব তোমাদের শৌর্ধ্য-বীর্ষ্য
 দেখিয়া প্রীত হইলেও হইতে পারেন এবং
 তিনি তোমাদিগকে বরপ্রদানও করিতে পারেন ।
 অতএব তোমাদের বিক্রম প্রকাশ করা উচিত ।
 এ বিষয়ে বাহাতে তোমাদের অন্ত্রাবাত নিবারণ
 হয়, তাহা করিব । এক্ষণে তোমরা জয়ের
 নিমিত্ত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া উত্তিত হও ।
 নারদের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া, মহাবল-
 পরক্রান্ত দৈত্যপতি তারকাখ্য ও বিদ্যামালী
 বলিল,—নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই
 বধার্থ; কারণ বাণ প্রভৃতি মহামুরেরা কাল-
 কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াই, ক্রীণপুণ্য হইয়া
 গতায়ু হইয়াছে । পরে যযাযুও তাহাদের
 বাক্য নুবিয়া এবং বিনাশ উপস্থিত জানিয়া,
 “নারদ উত্তম বলিয়াছেন” এই বাক্য বলিল ।
 পরে নারদ জট্ঠচিত্ত হইয়া কপট-মারা করিয়া,
 তাহাদের প্রলব্ধন করিয়া দিলেন এবং
 অসামান্যক যুদ্ধার্থী করিয়া শিব-সুপ্রসিদ্ধ

নানাপ্রহরণোপেতা বভূবুধুলালসাঃ ॥ ৮৫
 তরুকাঙ্কো বলো বাণো বিহ্যামানৌ চ দানবঃ ।
 সমহ সহিতাঃ সর্বে রাজানন্তমুদ্রিতঃ ॥ ৮৬
 অবাস্যন্ত ততঃ শঙ্খাভূষণি চ সহস্রাণি ।
 দানবানাং কলে ঘোরে কাতরাণাং ভয়প্রদে ॥ ৮৭
 স রথঃ সহস্রাশ্রিতি অয়ং কেতুশ্চ দৃশ্যতে ।
 কথমাগত ইত্যেবং তে চ উচুঃ পরস্পরম্ ॥ ৮৮
 বিনতভয়বিবাহাশ্চৈব পুরা দৈত্যসম্রাট্
 প্রকৃপিতবদনাস্তে যুদ্ধসজ্জা বভূবুঃ ।
 প্রহরণবরহস্তাস্তদ্রথং বীজমাণাঃ
 পশব ইব যথায়ৈবরথস্কন্ধে সমীপম্ ॥ ৮৯
 ইতি ত্রিশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়াং
 ত্রিপুরাখ্যানে ত্রিপকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

গমন করিলেন । অনন্তর সকল দানবেরা যুদ্ধ
 করিতে হুতনিচয় হইয়া, নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ
 করিতে লাগিল । দৈত্যরাজ তারুকাঙ্ক, বল,
 বাণ ও বিহ্যামানৌ ইহারাও সকলে বস্ত্রাদি
 পরিধান করিয়া অগ্রে দণ্ডায়মান হইল । তখন
 সহস্র সহস্র শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি বাজ্য বাজিতে
 লাগিল । হৃক্কলের ভয়জনক দানব-সৈন্য-
 মধ্যে সহস্রা "কথোপবিষ্ট হইয়া আসিভেছেন,
 এই ধজা দেখা বাইভেছে কি ? আসি-
 য়াছেন ?"—এই প্রকার পরস্পর কথোপকথন
 হইতে লাগিল । ভয়-বিবাহপুস্ত্র ত্রিপুরবাসী
 দৈত্যসম্রাট্ হইয়া, উত্তম উত্তম অস্ত্র সকল
 হস্তে লইয়া যুদ্ধে সজ্জিত হইল এবং রথের
 প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক, অগ্নির সমীপে পশু
 বেহন ব্যতী, সেইরূপ তাঁহার নিকট গমন
 করিতে লাগিল । ৭৮—১০ ।

ত্রিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

চতুঃপকাশোহধ্যায়ঃ

সনৎকুমার উবাচ ।

অথাভ্যাস্য পশ্চিমসাগরম্
 মূর্ধ্বস্থিতং তং ত্রিপুরং রথোহনা
 নানাপতাকোজ্জ্বলচিত্রমৌলি-
 হৈমোহপরো মেরুরিবাধিরাজঃ ॥ ১
 তে বীজ্য হৃগং ত্রিপুরং গণেশা
 নন্দীশ্বরান্যাঃ প্রমথ্যঃ সপত্নাঃ ।
 নাপং প্রচকুঃ সহিতাঃ প্রবীরা
 যুযুংসবো দানবসিংহমুখাঃ ॥ ২
 চণ্ডেশ্বরশ্চণ্ডবপূর্মহাস্রা
 জলংপ্রদীপোগ্রকুঠারপাণিঃ ।
 ব্যাদায় বক্রং পুরতঃ স্থিতোহভূদ-
 দেবস্ত শস্ত্রাঃ প্রমথেন্দ্রবীরঃ ॥ ৩
 দীপ্তং ত্রিশূলং পরিগৃহ্য নন্দী
 ত্র্যক্ষঃ প্রত্যঙ্গৈ হরতুল্যধর্ম্য ।
 পার্শ্বস্থিতোহভূতং স চ শঙ্করঃ
 প্রগৃহ্য দীপ্তং মুঘলং গণেশঃ ॥ ৪
 ভৃঙ্গী মহাস্রা স চ বীরভদ্র-
 স্তথা গণেশাঃ শতশঃ প্রবীরা
 বক্রত্রিশূলাসিগদাশ্চ হস্তাঃ
 প্রত্যঙ্গৈ তে বিজয়াস্তহস্তাঃ ॥ ৫

চতুঃপকাশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—অনন্তর
 পতাকা-মুশোভিত চিত্রচূড়া-বিশিষ্ট রথ,
 সাগরের উর্দ্ধস্থিত অপর শৈলরাজ হেমাদি
 বিরাজমান সেই ত্রিপুরাভিমুখে গমন
 নন্দীশ্বর প্রভৃতি সেই শিব-সৈন্যগণ ত্রিপুর
 হৃগ দেখিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া, যুদ্ধে
 সিংহনাদ করিতে থাকিলেন । ভয়ঙ্কর
 বিশিষ্ট মহাস্রা চণ্ডেশ্বর, জলন্ত
 অত্যাশ্র কুঠার হস্তে করিয়া, মুখ ব্যাদায়
 শস্ত্রের নিকটে অবস্থান করিলেন ।
 পরাক্রমশালী ত্র্যক্ষ নামক নন্দী, তাঁ
 ও প্রচণ্ড যুদ্ধ প্রহণ করিয়া, যথাসম
 করিতে হইলেন । মহাস্রা ভৃঙ্গী বীর

সমাগতং তং রথযোজ্যৈত্যা
যুদ্ধায় তে অগ্ন্যুপেতমোহাঃ ।
তে তারকাক্ষপ্রমুখাঃ সুবীরাঃ
সমস্ত নানাবিধদৌণ্ড্যস্তাঃ ॥ ৬
সর্দ্বং গণেশৈঃ সমরং প্রচক্ৰ-
দনোঃ সূতাঃ কোপবশং প্রয়াতাঃ ।
দেবোহপি চন্দ্রাৰ্দ্ধনিকেতমৌলিঃ
সৰ্বং সমীক্ষ্য ত্রিপুরং প্রদধুম ॥ ৭
তস্তৌ সহাসং কৃতবান্ স্বনক
পশ্যন্ রণং তদগণ-দৈত্যপানাম্ ।
ততঃ স নন্দী গণপৈঃ প্রবীরৈ-
শ্চীকরদ্যুধমহীনসম্ভৈঃ ॥ ৮
বৈদ্যাং ভৃঙ্গী দশভিঃ পৃষংকৈ-
বৈদ্যাংপ্রভং কোপসরক্তনেত্রঃ ।
ভৃঙ্গিঃ সমাসাদ্য শিলাধ্বাস্তে
শক্ৰং বংশস্ত কুজং প্রকটুম্ ॥ ৯
ভৃঙ্গ্যংপ্রভং ভৃঙ্গিরিটিস্ততোহমৌ
লেন দৌপ্তেন জঘান পৃষ্ঠে ।

ত বীরপরাক্রম প্রমথগণ বজ্র, ত্রিশূল,
গদা ও ঝাটি গ্রহণ করিয়া, বিজয়ের হস্ত
যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন। তখন তার-
প্রভৃতি সেই দৈত্যবীৰগণ, শিবরথ
। দেখিয়া, বর্ম পরিধান ও নানাবিধ অস্ত্র
। রিয়া, মোহ পরিহারপূর্বক যুদ্ধার্থ গমন
এবং ক্রুদ্ধ হইয়া প্রমথগণের সহিত যুদ্ধে
ইল। চন্দ্রাৰ্দ্ধমৌলি মহাদেবও সেই
ধিয়া, ত্রিপুর দগ্ন করিবার জন্ত অবস্থান
এবং গণ ও দৈত্যপতিদিগের যুদ্ধ
অটহাস্ত-ধ্বনি করিলেন। অনন্তর
সম্মুখী প্রমথগণ লইয়া ঘোর যুদ্ধে
ইলেন; তখন ভৃঙ্গী কোপরক্ত-নয়নে
রক দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অশু-
। প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া তাঁহার নিকট
। তাঁহার কিছু পীড়া উৎপাদন
কিল না। পরে ভৃঙ্গিরিটি তাঁর শূল
। প্রভৃতি পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিলেন।

শিতেন শূলেহ হতোহস্ত পূৰ্ণ-
কুংকারভৃদী প্রববৌ ভয়াত্মঃ ॥ ১০
ভগ্নস্তদাসৌ দ্বিভির্জাঘিপেশো
ভৃঙ্গিঃ সমুংসৃজ্য গণেশমুখ্যম্ ।
বিদ্যাং তীকৈর্নিশিঠৈঃ পৃষংকৈ-
র্দিনারকং সপ্তভিরংসদেশে ॥ ১১
পুনস্তিষ্ঠ্যা দশভিঃ ভূয়ো
বিদ্যাংপ্রভস্তং গজরাজবক্রম্ ।
জঘান মর্শ্মশ্বকিলকরপং
ততঃচূকোপাস্ত্র বিনায়কেশ্বঃ ॥ ১২
স পুঙ্করাগ্রেণ গজেশ্বসিংহো
গ্রীবাং তদা দৈত্যপতের্বিপিয়া
উৎপাটিয়ামাস শিরঃ শরীরাম্
পদ্রং যথা নাপ ইব ছিপেষ্বঃ ॥ ১৩
দৈত্যস্ত কুন্তং তন্ততে শিরস্ত
দস্তাবলেন্সপ্রতিভাচ্ছরীরাম্ ।
মহোংসবে ভৃঙ্গবরোপগীতং
ব্রদান্নতোৎখাতমিবাশ্ত পদ্রম্ ॥ ১৪
ততোহপরৌ দৈত্যপতী সপদৌ
নেমির্বলশ্চাককতুল্যবীৰ্য্যৌ ।

তখন ইহার নিশিত শূলে আহত হইয়া সে
কুংকার ভাগ করিতে করিতে ভয়ে পলায়ন
করিল। সেই দানবরাজ পরাজিত হইয়া,
গণাধ্যক্ষশ্রেষ্ঠ ভৃঙ্গীকে পরিত্যক্ত করত সপ্ত
নিশিত শরে গণেশের স্বরূপে বিদ্ধ
করিল। অনন্তর বিদ্যাংপ্রভ পুনরায় ত্রিভি
বাণে ও দশ বাণে অবিলম্বক্রুদী গণেশের
মর্শ্মস্থানে আঘাত করিল। তখন গজেশ্ব-
বদন বিনায়ক তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া,
হস্তী যেমন মৃগাল হইতে পদ উৎপাটন
করে, সেইরূপ দৈত্যপতির গ্রীবা নিঃস্পন্দ
করিয়া, শরীর হইতে মস্তক উৎপাটন করি-
লেন। ১—১৩। রণ-মহোংসবে সেই মস্তক
হতিবৎ সুদীর্ঘ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া,
ব্রদান্ন মৃগাল হইতে উৎখাত হইয়া নিম্নাবিত
পদ্রমে তাহ পোড়িত হইতে লাগিল। পরে
ভৃঙ্গ-পুত্র পদ্রমবদন সেই মস্তক

ক্রুদ্ধাধিপাণ্য চ শঙ্কৰ্ণ
 শিলামুখৈৰ্বিষ্যতুৰ্গণেশ্বৰ ॥ ১৫
 তৌ শঙ্কৰ্ণে এসত্তং নিপাত্য-
 চ্ছিন্নধ্বজাখৌ বিরোধৌ চকার ॥ ১৬
 অস্তৌ সমাকুহ রোধৌ পুনস্তৌ
 ভূয়ঃ সমাগম্য গণপ্রবীরম্ ।
 তং জঘ্নতুর্নৈকবিধৈঃ পৃষৎকৈ-
 বজ্রাভিষাতপ্রতিমৈঃ সূতীকৈঃ ॥ ১৭
 ক্রুদ্ধস্তদা স প্রসত্তং গণেশ-
 স্তৌ দৈত্যরাজৌ সূচিরং নিরীক্য ।
 দীপ্তন হতা মুখলেন বীবৌ
 সপ্তোষয়ামাস পুরং বমস্ত ॥ ১৮
 অস্তৌ চ দৈত্যান্ধিপরাধিবাসাঃ
 ক্রুদ্ধা বিনিস্ক্রম্য গণেশমুখ্যৈঃ ।
 নারাচ-বজ্রাসি-কুঠারহস্তা
 ষোড়শ মহাবুদ্ধমতীৰ-চক্রঃ ॥ ১৯
 দৈত্যেশ্বরান্ধৈরকল্পতুল্যৈ-
 র্গণেশ্বরৈঃ প্রাপ্তশিবপ্রসাদৈঃ
 হতা বভূবুর্বিগতাসমস্ত
 যুগ্মা বধা কেশরিভির্বনাস্তে ॥ ২০

প্রতীষ্টানান্যধবক্ষুধারা-
 শিহ্নৈর্ভুজৈঃ শোণিতমুখমন্তঃ ।
 বাত্যাহতাস্তে তু পরোধরা ইব
 পেতুঃ সমুদ্রে গিরিশৃঙ্গকল্পাঃ ॥ ২১
 অস্তৌ চ দৈত্যৌ বল-নৈমিসংজ্ঞৌ
 তৌ শঙ্কৰ্ণেন হতৌ প্রসহ ।
 পুরাধিনিষ্ক্রম্য স তারকাঙ্কঃ
 ক্রুদ্ধা গণেশং স্বয়মভ্যধাবৎ ॥ ২২
 তং শঙ্কৰ্ণো দিতিজাধিকল্পং
 জঘান মুক্তি প্রসত্তং গণেশঃ ।
 নিপত্য কিকিণ্মহিতস্ত বোধ্যং
 ভল্লেন দৈত্যাধিপতিং নিহত্য ॥ ২৩
 প্রোধায় তুৰ্গং স হি তারকাঙ্ক-
 শিষ্কপ তমৈঃ গণপায় চক্রম্
 ক্রুদ্ধস্ততঃ সোহভিহত্য গণেশ-
 স্তং তারকাঙ্কং স তু শঙ্কৰ্ণঃ ॥ ২৪
 নিপত্য মৃষ্ট্যা নিল্লবান মুক্তি
 সমাহতঃ সোহপি জগাম কৃচ্ছম্ ।
 জঘ্নংস্ত বভ্রাম যুমোহ তমৈঃ
 পপাত তত্যাঙ্গ বরাযধক ॥ ২৫

অপর দুই অশুরপতি ক্রোধে আগ্রসর হইয়া,
 গণাধ্যক্ষ শঙ্কৰ্ণকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল।
 গণেশ শঙ্কৰ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাদের রথের ধ্বজা
 ও অশ্ব ছেদন করিয়া, ভূজলে রথ নিপাতিত
 করিলেন। পুনর্বার তাহারা দুই জনে অস্ত
 রথভরে আরোহণ করিয়া, আবার গণপতিকে
 বজ্রের দ্বারা নানাবিধ তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা আঘাত
 করিল। তখন শঙ্কৰ্ণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া,
 কপকাল নিরীকপপূর্কক বিশাল মুখল দ্বারা
 তৎক্ষণাৎ সেই বীরস্বরকে বমালয়ে প্রেরণ
 করিলেন। তখন ত্রিপুরবাসী অপরাপর অশু-
 রেরা ক্রুদ্ধ হইয়া বহির্গত হইল এবং নারাচ,
 বজ্র, কুঠার ও কুঠার হস্তে করিয়া, প্রথমগণের
 গর্হিত বুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং শিব-
 প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়া সেই ভূতগণের
 সর্বসম্পত্তি লুপ্ত করিয়া বসন্তকাল সিংহ

থাকিল। কোন কোন গিরিতুল্য অশুর,
 হস্ত ও ভ্রষ্টায়ুধ হইয়া শোণিত বমন
 বাত্যাহত মেঘের দ্বারা, সমুদ্রে
 হইতে লাগিল। অনন্তর বল ও
 নামক দৈত্যদ্বয় শঙ্কৰ্ণ ও প্র
 কর্তৃক হঠাৎ নিহত হইয়াছে শুনিয়া, তা
 অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, পুরী হইতে নির্গম
 গণেশের অভিমুখে ধাবিত হইল।
 শঙ্কৰ্ণও তৎক্ষণাৎ দিতি-ভ্রাতৃ
 আঘাত করিলেন, তারকাঙ্কও ত
 উপিত হইয়া, সেই গণপতির প্রা
 নিক্ষেপ করিল। শঙ্কৰ্ণ তৎকর্তৃক
 হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া, তদভিমুখ গম
 মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত কা
 তারকাঙ্ক আহত হইয়া বিপন্ন হইয়া
 পরে কষ্টক মোহ প্রাপ্ত হইয়া, কষ্টে
 ভ্রমণ করিয়া, তাহার প্রতি ধাবিত

মাচ যোবৎ বিরাজ তীব্রং
 ধার পশাদম্বরঃ প্রসক্তঃ ।
 গৃহ বিপন্নং দিতিজাধিপেন্দ্রং
 গৃহ দৈত্য ভবনং মম্বন্ত ॥ ২৬
 তা নিবেদ্যাসুররাজভদ্রে
 দান প্রচক্ৰুর্বিবিধৈর্বিলাপৈঃ ।
 মৃত্যু ময়স্তান্ রুদতোহসুরেশা-
 পাশাসন্ন প্রাহ বচোহসুরেন্দ্রঃ ॥ ২৭
 হে ময়াহংকৈপামৃতং তদস্তি
 তনৈনমুখাপয়তাস্ত দৈত্যাঃ ।
 মৃত্যু গৃহীতামৃতমুস্তমং তে
 দৈত্যাধিপং দৈত্যবৃষাঃ প্রসৃষ্টাঃ ॥ ২৮
 চতুঃ সজীবং হি যথা পূর্বাণং
 ময়ং প্রপেমুচ মুহঃ শিরোভিঃ ।
 তারকাক্ষস্তত অংক ভূষো
 ধুংসয়া যুদ্ধপথং জগাম ॥ ২৯
 ষায়াস্তমালক্য পিতামহস্যং
 ক্লমং মৃতং জীবিতমাস্ত ভূষঃ ।
 প্রাচ্য বাক্যং স সুরাসুরেশং
 বিবেদয়ন বামকরেণ দৈত্যম্ ॥ ৩০

হতোহপ্যসং শঙ্কর তারকাক্ষঃ
 কৃতো ময়েনাস্ত সজীব এব ।
 অস্তান্তি দেবামৃতমুস্তমং হি
 তেনাসুরান্ জীবয়তেহসুরেন্দ্রঃ ॥ ৩১
 দেবো মহানেষ সুরেন্দ্র কেন
 মৃতান্ মৃতান্ জীবয়তে সদাসৌ ।
 ততোহমৃতং তময়সংস্থমাস্ত
 প্রহারমাত্রেণ হরাস্ত শস্তো ॥ ৩২
 শ্রুত্বা বচনস্তস্ত পিতামহস্ত
 প্রহারমাত্রেণ জহার সদ্যঃ ।
 তদামৃতং জগামিতং তদাস্ত
 গৃহাণ দেবেশ শিরোহব্যবস্তদা ॥ ৩৩
 পিতামহস্তং পুনরেব হৃষ্টঃ
 পিনাকিনং প্রাহ বচঃ প্রণম্য ।
 হৃষ্টং ময়া যুদ্ধমিদং গণনাং
 দৈত্যাধিপৈঃ সার্কমহীনসকৈঃ ॥ ৩৪
 দিব্যং সহস্রং হি পতং সমানাং
 ক্রয়ং ন চৈতৎ ত্রিপুরং জগাম ।
 ক্রিপ প্রদীপ্তং তমিস্রুং সুরেশ
 প্রয়াস্ত নাশং সুরবিধিক্ষতে ॥ ৩৫

নিজেপ করিল । অনন্তর যুদ্ধাসক্ত
 কোধ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণদর্শন
 মুখে পতিত হইল । এইরূপে
 মৃত দেখিয়া, অপর দৈত্যগণ
 ষায়াস্তরের গৃহে লইয়া ধাইল ।
 তাহারা অসুররাজ ময়ের নিকট
 গমন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনধ্বনি
 গল । তখন অসুররাজ দৈত্যগণকে
 তে দেখিয়া, আশ্বাস-বাক্যে সান্ত্বনা
 লাগিল,—হে দৈত্যগণ ! আমার
 মৃত গৃহে আছে, তাহা দ্বারা ইহাকে
 স্থাপিত কর । অনন্তর তাহারা একমুখ
 হইতে অমৃত আনিয়া, তাহাকে
 ল । তারকাক্ষ জীবিত হইলে, সকলে
 প্রণাম করিতে লাগিল । পরে সেই
 তারকাক্ষ, যুদ্ধভূক হইয়া নীর মুখ-
 বিহীন হইল । ইতিপূর্বে যে দৈত্য

পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে জীবিত এবং
 সমাপ্ত দেখিয়া, ব্রহ্মা বাম হস্ত দ্বারা দৈত্যকে
 দেখাইয়া সুরাসুরেশ্বর মহাদেবকে বলিলেন,—
 শঙ্কর ! এই তারকাক্ষ নিহত হইয়াছিল ; কিন্তু
 ময়াসুর ইহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছে । সুরেন্দ্র !
 ইহার নিকট উত্তম অমৃত আছে, তাহা দ্বারা
 অসুরদিগকে জীবিত করিয়া থাকে । হে শস্তো !
 এতদ্ব্যতীত এই ময়াসুরকে প্রহার করিয়া, তদধিকৃত
 অমৃত হরণ করুন । পিতামহের এই প্রকার
 বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাদেব তাহাকে প্রহার-
 পূর্বক তৎক্ষণাৎ অমৃত হরণ করিলেন । তখন
 পিতামহ হৃষ্ট হইয়া পুনর্বার প্রণামপূর্বক
 পিনাকীকে বলিলেন,—একল পরাক্রান্ত দৈত্য-
 পতিদিগের সহিত আপনায় প্রবলবলের যুদ্ধ
 করি করিয়া । ইহাতে সহস্র বিঘ্ন-বৎসর
 অতীত হইল, কিন্তু ত্রিপুরা ক্রিপ হইল না
 বিনাশ । হে সুরেশ্বর ! আমি সেই ত্রিপুরা

পূর্ণে সহজে ত্রিপুরং সমেজ
পূর্ণবিশেষত্বকৃত্যং সুরেশ।
কিপ্তত্বেরূপ চ দেবদেব
বোপেন কিং বা তব দেবনাথ ॥ ৩৬
সত্ত্বমাত্রাণি নান্যমেতি
দৈত্যাবাসং ত্রিপুরং ভবে।
যদি কুহং মানসিত্ব্য ঈশ
বিমুক্ত তত্ত ত্রিপুরে নিবন্ধে ॥ ৩৭
বিজ্ঞপ্ত এবং চতুরাননে
এলীচমালীচমনস্তহতা।
কৃদা ধনুস্তলবল্লিকৃদা
প্রোয়োজনকীপ্তমিত্যং পিনাকৈ ॥ ৩৮
সত্ত্বমাত্রাণি তল সমানি
পূর্ণাণি হৈতোঃ সহিতানি তানি।
চক্রে কপং স্তম্বিনাশকর্তা
জগচ্চ নিশ্চয়মকৃত্যং তদাত ॥ ৩৯
বিবাহকং পাবক-সোমপুত্রং
ত্রৈলোক্যসংহারমিত্যং প্রতীপম

চিকেন দেবতামিত্যং ভবে
কিপ্তা চ কষ্টং বিশতীতি চাহ ॥ ৪০
নন্দী সমাগম্য পতঃ সুরেশ
প্রোবাচ বাক্যং কিমিতি প্রণম্য।
নন্দীবরং তং ভগবানুবাচ
মহত্ত তত্তত্ত তত্ত চিকীদুঃ ॥ ৪১
নন্দীশ ভক্তো মম বিশ্বকর্মা
দহেং পুরং তত্ত যথা ন বহিঃ।
তথানলং সোমহরকং দেব
শীঘ্রং সমাগচ্ছ নিবারয়স্ব ॥ ৪২
নন্দী প্রণত্যা সুরেশ্বরাজ্যং
তর্কং যযৌ বিশ্বকৃতঃ পুরং তং।
স যোগশক্ত্যানিলতুলাবেগো
জ্যোতিষাতঃ পূর্বপুং জগাম ॥ ৪৩
পৃষ্টা ময়ং তত্ত স দানবেন্দ্রং
মুচ্ছা নতাকং দ্রবভক্ষজায়।
মৃত্যোর্মিত্যং তং শরণার্থনক
নন্দী সমাগম্য নন্দীশভক্তম্ ॥ ৪৪
তথং কৃদা ম। সুপরীক্ষিতস্ত
তত্ত্যা ভবেনেতি বচোহুবাচ।

আপনি নিক্ষেপ করুন, তাহাতে দেব-বিশেষক
দৈত্যসমূহ ভয় প্রাপ্ত হইবে। হে সুরেশ!
সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে এই ত্রিপুর বিপর্যস্ত
হইবে, কিন্তু আপনি ইচ্ছা করিলেন না।
হে দেবনাথ! বোপেনই বা আপনার কি প্রয়ো-
জন? আপনি ইচ্ছা করিলে, এই ত্রিপুর
একই কল প্রাপ্ত হয়। হে ঈশ! যদি আমি
অতলস্বর আনয়নীয় হই, আমি বলিজেছি,
ত্রিপুরে যান নিক্ষেপ করুন। ২৭—৩৭।
অতলস্বর কামরূপ, মহাদেব, চতুরানন কর্তৃক
এইরূপ অভিহিত হইয়া, সুদৃঢ় পিনাক নামক
কক্ষক অবনিত ও উন্নত করিয়া আকর্ষণ-
পূর্বক তাহাতে বাণবোজন করিলেন। স্তম্ভ-
কর্তার কর্তা তখন ইচ্ছামাত্রে সকল দৈত্যগণের
সহিত সেই ত্রিপুর নিশ্চয়িত করিলেন সমস্ত
কাল নিশ্চয়িত হইয়াছিল। পরে যখন
সুরেশ্বরী ও সুর, সেই ত্রিপুর দৈত্যগণ-
সহিত তাহাতে নিশ্চয়িত করিলেন।

করিলেন। নিক্ষেপ করিবামাত্র “হা
করিলাম” ইহা বলিলেন। তখন নন্দ
হইয়া ও প্রণাম করিয়া “কি হইয়া
কথা সুরেশ্বরকে বলিলেন। ভগবা-
নে,—মহাসুর আমার পরম ভক্ত
অমঙ্গল করিতে ইচ্ছা করি না।
হে নন্দীবর। তাহাতে তাহার পুরী
হয়, তাহা কর। তুমি শীঘ্র গিয়া
সোমকে নিবারণ কর। নন্দী
আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, সত্ত্বর দৈত্যপতি
গমনোদ্যত হইলেন। যোগশক্তি
নন্দী বায়ব্যে দ্রুতগামী হইয়া,
উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন,
দানবগণের সহিত মৃত্যুবর্তনপূর্বক
দৈত্যকে প্রণাম করিতেছে। তখন নন্দী
তথায় গিয়া শিবভক্ত দানবপতির
অভিমান দেখিয়া তাহা ভয় হইল।

দীপকং দানবরাষ্ট্র স দৃষ্টা
হা ময়ন্তং শিবসম্প্রদায়ম্ ॥ ৪৫
ধ্বং ক্রদায় ননাম মুক্কা
ক্রে প্রণামং স তথৈব তস্ত ।
খাধিরাগাং ত্রিপুরং দিধমুঃ
পীপয়িত্বা সকলং সমস্তাং ॥ ৪৬
বর্ত্তহিপ্রতিমো যুগান্তে
সং প্রসংহতুমিব প্রদীপ্তঃ ।
মাগতং বিশ্বকৃতো নিবাসং
দৈত্যকৃতং জননং স নন্দী ॥ ৪৭
বামেভ্য হতানেনেতি
চতুর্ভাচাখ বিতোনিয়োগাং
স বহিস্তমুবাচ দেবং
দধ্বামিদং ময়েতি ॥ ৪৮
হতশং স ততো হ্যবাচ
২ত্র তিষ্ঠত্যমরেশতকঃ ।
বহিরাহাসুররাজমাত
দ্বিনিগচ্ছ ময়েতি বাক্যম্ ॥ ৪৯

দেব তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছেন ।

নবরাজ ময় নন্দীর মুখে মহাদেবের
বিষয় শ্রবণ করিয়া, যেমন ক্রুদ্ধকে
করে, সেইরূপ মন্তকাবনতিপূর্ব্বক
নমস্কার করিল। অনন্তর অগ্নি
ধ্বং করিবার জন্ত চতুর্দিক্ প্রজ্জ্বলিত
জগৎ সংহার করিতে সমাগত
জগৎ, উদীপ্ত হইয়া সমাগত
—৪৬— নন্দী, বিশ্বনাথ-প্রবৃত্ত
সমাগত দেখিয়া বলিলেন,—হে
বিশ্বনাথের আদেশ যে, ত্রিপুর দহ
বে না। অনন্তর বহি নন্দীকে
—কিঞ্চ ত্রিপুর দহ করা হইবে
ন নন্দী বলিলেন,—এই পুরমধ্যে
হাদেবের তক্ত ময় অবস্থান করি-
। তনিয়া বহি অসুররাজ ময়াক্রকে
হে ময়। এই পুরী হইতে তুমি
। তখন সেই অসুররাজ ময় তুমি
ময় শিখিল এবং পূর্ব্বক

হৈমং গৃহীত্বা স মহেশলিঙ্গং
পুরাধিনিষ্কৃত্য ময়োরসুরেন্দ্রঃ ।
পাতালমার্গঃ সহসা প্রবিষ্টঃ
কুর্ধ্যামমস্কারমুমাশ্রিয়া ॥ ৫০
নন্দীশ্বরঃ সোহপি সুরেশপার্ব-
মাগম্য চাখ্যাং চ সংস্থিতোহকুং ।
ততঃ প্রদীপ্তং ত্রিপুরং বভূব
বিস্তৃষ্টনষ্টাকুলবেদিকেন ॥ ৫১
নৈকাসুরোন্মত্তমভোগনাদং
বিবস্তদৈত্যোন্মত্তবৃজনার্তম্ ।
বাতায়নে হস্ত্যবিমানসংহা-
শ্চাননাঃ পীতপয়োধরাঢ্যাঃ ॥ ৫২
পর্ধ্যাক্ষপ্তা মদবিহ্বলাকো
মানং প্রিয়াণাং সহ বীকমাণাঃ ।
বিলোচনৈস্তান্নিতান্তরাগৈঃ
স্তামাবদাত নরনৈর্বিপাটৈঃ ॥ ৫৩
দৈত্যান্নান্দ্যং দৃষ্টঃ প্রদীপ্ত-
মর্জিতমানাঃ শব্দপাকৈশ্চ ।
প্রাসাদসংহাঃ প্রববৃষ্ঠাস্তা-
হ্রসেন কিম্বদ্য ইবাচলহাঃ ॥ ৫৪

পড়িকে নমস্কার করত, পুরী হইতে বহির্গত
হইয়া সহসা পাতালে প্রবিষ্ট হইল। নন্দীশ্বরও
সুরেশ্বরের নিকটে আসিয়া তৎসমস্ত নিকেম-
পূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। অনন্তর ত্রিপুর
প্রজ্জ্বলিত হইল; বেদিগৃহ সকল বিশৃঙ্খল ও নষ্ট
হওয়াতে অসুরেরা তাহা পরিত্যাগ করিতে
লাগিল। দৈত্যরমণীগণ বিবস্ত্র হইয়া আর্জব
করিতে লাগিল। কোন কোন পীতপয়োধরা
রমণী বাতায়নে, হস্তো বা বিমানে বসিয়া, কেহ
কেহ বা মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া পর্ধ্যাক্ষপরি-
শয়ান থাকিয়া এবং কোন কোন স্তামাত্রী, কোন
কোন গৌরাকী দৈত্যাক্রমা পড়ির সহিত অগ্নি-
বাণে আশ্রিত হইয়া তাত্রকং আশ্রিত
বিশাল ময়নে সেই অগ্নি দেখিতে লাগিল।
অসুর কিরীস তার প্রাসাদে সেই দৈত্য-
রমণীগণ অসিদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন
করিল। অসুর অসুরের পর্ধ্যাক্ষপরি

প্রিয়াক্ষোবীক্য সমাগতাংস্তান্
মোহং সমালিন্য ভূশং স্য জঘ্যুঃ ।
প্রিয়গৃহীতা দিতিজান্ততন্তে
প্রনষ্টকামান্তরসান্তিজঘ্যুঃ ॥ ৫৫
নিষ্কান্তিমুতাঃ শিবভক্তিমুতাঃ
পেতুঃ সমুদ্রে বলবিপ্রযুক্তাঃ ।
দৈত্যান্ সমুদ্রে পতিতান্ প্রনষ্টান্
মংস্তা মহাত্তো গিরিসম্মিকাশাঃ ॥ ৫৬
তীত্রাশ্চ নক্রো মকরাশ্চ বোরাঃ
সঙ্গপ্রহ্ননষ্টবলান্ নিনষ্টান্ ।
জলেচরাস্তাস্থপরে মহাত্তঃ
সম্মিহারাঃ পতিতাঃ স্তিমিতাঃ ॥ ৫৭
হীনাঃ পরৈর্ভক্ষয়িতুং প্ররুতাঃ
করালদংষ্ট্রা বিকৃতাননাস্তাঃ ।
তা ভক্ষ্যমাণাঃ পতিতাস্তরুণাঃ
প্রিয়ান্ সরোষং বহশো নিরীক্য ॥ ৫৮
কৃশা হতাত্তাঃ পরিভিন্যমানাঃ
সকুক্রুতদীনতরং যুবানঃ ।
তাসাং তদা দৈত্যাবিলাসিনীনাং
ক্লেমে ভূশং ক্রোধনিরীক্ষিতং তং ॥ ৫৯

নারীঘের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া, মোহ প্রাপ্ত
হইতে লাগিল। তখন সেই দমুজগণ প্রিয়া-
লিঙ্গিত হইয়াও নষ্টকাম হইয়া বেগে গমন
করিতে লাগিল এবং শিবভক্তিহীন বলপরাক্রম-
গ্রহিত দৈত্যগণ নিষ্কান্ত হইয়া, সমুদ্রমধ্যে
পতিত হইতে লাগিল। তখন শিখিল-পরাক্রম
দানবদিগকে সমুদ্রে পতিত হইতে দেখিয়া,
পার্বত্যপ্রমাণ মংস্তগণ ও অতিতীব্র নক্র মকর
প্রকৃতি জলজন্তুসমূহ তাহাদিগকে গ্রাস করিতে
লাগিল এবং সেই একল বৃহৎ জলচরবৃন্দ
ছিন্নহারা, বিকৃতবদনা, পতিহীনা, সমুদ্রপতিতা
দৈত্যনারীদিগকে করাল দংষ্ট্রা দ্বারা ভক্ষণ
করিতে লাগিল। ৫৭—৫৮। তখন দৈত্য-
প্রহরণ জলচর কর্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া,
ক্লেমেভরে তাহাদের স্বামীদিগকে সন্নিবেশিত
করিল। দৈত্য-বৃন্দগণ তাহাদের নির্ভিন্যস্ত
করাল ভক্ষণের প্রমাণ করিতে লাগিল।

রতাবসানে পরিবেদিতানাং
প্রিয়ৈরিবাসামভিগন্তকামৈঃ ।
সর্কে ততো দৈত্যবৃথাঃ সভাধ্যাঃ
প্রদহমানান্ত্রিপুরানলেন ॥ ৬০
মগ্নাঃ সমুদ্রে মকরৈর্বিভিন্নাঃ
গতাসবো মৃত্যুবশং প্রজঘ্যুঃ ।
শরশ্চ সোহগ্নীন্দ্রনার্দনাস্তা
প্রদহ কুংসং ত্রিপুরং ততোহমুম ॥ ৬১
ক্ষিপ্তা সমুদ্রে সমং প্রয়াতঃ
সমন্ততঃ শত্রুকরং জগাম ।
দৈতৌহৈতৈস্তৈস্ত্রিপুরে চ দক্ষ
দেবানবস্থাপ্য পুরেব দেবঃ ॥ ৬২
পূর্কং যথা দিব্যশরীরধারী
চকার সৃষ্টিপ্রলয়াদি হেতুঃ ।
ব্রহ্মাদয়স্তে ত্রিদিবৌকসেশা
নেমূর্ক্ষচশ্চদমখোচুরীশম্ ॥ ৬৩
কৃতং তয়েদং ভগবন্নশক্যং
ভুভং মহদ্রৌদ্রকরকং কথং ।
দৈত্যা হতান্ত্রিপুরং প্রদক্ষ্য
শান্তিঃ কৃতা নশ্চ সুরাসুরেশ ॥ ৬৪

তৎকালীন দৈত্য-বিলাসিনীগের জো
রতিক্রিয়াবসানে শিবশরীর হইয়া, পু
শ্রুত জন্ত পতি কর্তৃক আক্রান্ত হইল।
হয়, সেইরূপ শোভিত হইতে লাগিল।
রূপে দৈত্যপতিরা স্ত্রীদিগের সহিত ত্রিপুর
দগ্ন হইয়া সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল এবং
ক্ষণাৎ নক্রাদি জলজন্তু কর্তৃক ছিন্ন-শরীর
মৃত্যুবলে নিপতিত হইল। পরে সেই
চন্দ্র ও বিষ্ণুময় শর সমস্ত ত্রিপুর দগ্ন
এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া, পুনরায় শ
উপস্থিত হইল। এই প্রকারে দৈত্য নি
ত্রিপুর দগ্ন হইলে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা
দেব পূর্কং দিব্য-শরীর ধারণ করিয়া, ত
দিগকে হাপন করিলেন। ব্রহ্মাদি দি
বৃন্দ দেবেশ্বর মহাদেবকে নমস্কার করি
কথা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপন
সমস্ত ভক্ষণের সমাপ্ত করিলেন, ইহা

মোহন্ত সর্গতঃ সপা হিতায়
 ত্রে মুরাপাং প্রমথেশ তুভ্যম্ ।
 নৈত্যক বিজ্ঞানলসংক্রিয়ায়
 মো নমঃ সর্গতঃ তুভ্যম্ ॥ ৬৫
 গনহ দেবঃ স তদা সুরেন্দ্রান্
 স্ফার্ক-বিষ্ণু-বমেধরাদীন ।
 দৈব যুগং পরিপালনীয়া
 ত্যাস্ত দেবাঃ সূতবৎ সদৈব ॥ ৬৬
 পূর্ণভিলাষা হতবিষ্ণিষণ্ড
 প্রযাত হৃষ্টাশ্চ নিবেশনানি ।
 দেবান্তো দেববরং প্রণম্য
 দ্যুঃ স্বকীয়ানি নিবেশনানি ॥ ৬৭
 দ্ব্যোহপি সাধ্যৈরভিনন্দ্যমানঃ
 কলাসম্পন্নৈঃ সহিতো গণৈশ্চৈঃ ।
 তীশ-নন্দীপুং-বীরভদ্রে-
 গাম কৰ্ত্তা জগতস্তিনেত্রঃ ॥ ৬৮
 গতিমশক্যং দেবদেবঃ কৰ্ম্ম
 হনসংজ্ঞং ব্যাস তুভ্যং ময়ৈতৎ ।

চক্ষুর। হে সুরাসুরেশ্বর! দেবতা নিহত
 ত্রিপুর দগ্ধ হইল এবং আমরাও শাস্তি
 হইলাম। হে প্রমথেশ। আপনি
 সর্গতঃ বিদ্যমান রহিয়াছেন, আপনি
 গেরও স্বজনকর্ত্তা; আপনাকে নমঃ
 হে সর্গতঃ! আপনি নিত্য এবং
 জ্ঞানে আগতিক-ক্রিয়া সম্পন্ন হই-
 তএব আপনাকে নমস্কার। তখন
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য্য, বম
 সেই সকল দেবগণকে বলিলেন,—
 বগণ। তোমরা আমার কণ্ঠ পাল-
 এবং সূত-নির্কীর্ণে রক্ষণীয় হই-
 ক্ষে তোমাদের শত্রু নিহত হওয়াতে
 পূর্ণভিলাষ হইয়াছে। অতএব স্ব স্ব
 কর। তখন দেবতারা সুরেশ্বরকে
 রিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন।
 বগংকর্ত্তা ত্রিনয়ন মহাদেব, সাংগ
 পুজিত হইয়া, চতীশ, নন্দীপুং ও
 প্রভৃতি গণৈশ্চ সহিত কৈলাস-

মনুজ ইদমবীতে যঃ শুচিঃ শর্কভক্তঃ
 স ভবতি গুণাপঃ স্বর্গভাগ্নেবজন্মা ॥ ৬৯
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমার-
 সংহিতায়াং ত্রিপুরদহনে চতুঃ-
 পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।
 ব্যাস উবাচ ।

গতা হিমবতঃ শৃঙ্গং পার্শ্বত্যা সহিতো হরঃ ।
 কিং চকার মুনে তত্র মহাদেবঃ সহোমরা ॥ ১
 সনৎকুমার উবাচ ।
 প্রয়াতে হিমবচ্ছৃঙ্গং দেবদেবে সহোমরা ।
 বভাবে গিরিজা দেবং প্রণম্য পরমেশ্বরম্ ॥ ২
 উদ্বৃন্তোহ্বিরণ্যস্ত নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ।
 শৌচেন তপসা ভক্ত্যা যুক্তস্ত চ শমেন হি ।
 স্বয়মেব প্রয়াতাহং দ্বিত্বাং পূজাং প্রতীক্ষিতুম্ ॥ ৩

শিখরে গমন করিলেন। হে ব্যাস! দেবদেব
 কর্ত্তক অনুষ্ঠিত ত্রিপুরদহনরূপ এই অসাধ্য
 কৰ্ম্ম তোমাকে কহিলাম। যে শিবভক্ত
 মনুষ্য শুচি হইয়া ইহা অধ্যয়ন করে, সে
 নিম্পাপ হইয়া দেবরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গ প্রাপ্ত
 হয়। ৫১—৬৯ ।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন,—মহাদেব পার্শ্বতীর
 সহিত হিমবৎশিখরে গমন করিয়া উমার সহিত
 সে স্থানে কি করিয়াছিলেন? সনৎকুমার
 কহিলেন,—দেবদেব উমার সহিত হিমালয়শৃঙ্গে
 গমন করিল, পার্শ্বতী মহাদেবকে প্রণাম
 করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—নৈমিষারণ্যবাসী
 হিরণ্য নামক এক উদ্বৃন্তভীষী ব্রাহ্মণ
 আছেন; তিনি শৌচ, ভক্তি ও শমভবে
 নিযুক্ত। আমি বর সেই ব্রাহ্মণ
 দিতে চাই। আপনি কিরূপে নিষেধ করেন।

মাহাত্ম্যং তস্ত তদ্বৃষ্টা ব্রাহ্মণস্ত তপস্বিন ।
 গতাহং বিশ্বয়ং দেব বিজ্ঞাঃ শ্রেষ্ঠতমা ইতি ॥ ৪
 দেবেভ্যোহপি গরীয়াংসো ব্রাহ্মণা ইতি মে মতিঃ
 কিন্তুস্ত শ্রোতুমিচ্ছামি বিজ্ঞমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৫
 দেবদেব উবাচ ।

এবমেব জগদ্ধাত্রি সুরাসুরনমস্কৃতে ।
 শ্রেষ্ঠাতপস্বিনো বিপ্রা দেবেভ্যোহপি গরীয়াসঃ ॥ ৬
 মনীরায়ং পুরাসৃষ্টৌ প্রথমঃ প্রবভৌ হহম্ ।
 ক্রুদ্রা বিজাতয়ঃ পূর্ক্সং ময়া সৃষ্টা মহোজসঃ ॥ ৭
 মদীর্যং সৃষ্টিমানায় ব্রাহ্মণোহপি সিন্ধুজয়া ।
 ব্রাহ্মণা মুক্ততঃ সৃষ্টাঃ পূর্ক্সমেব মহাব্রতাঃ ॥ ৮
 অগ্রিমো হহমেতেষাং বিজ্ঞাঃ শ্রেষ্ঠাত্ততোহভবন
 ততস্তে মননাঃ সর্ক্সে বভূবুর্বিজসস্তমাঃ ॥ ৯
 ধর্মাদিকচতুর্ক্সগঃ সর্ক্সস্তেষু প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 বজ্রহতির্বিবিপ্রান্তেন তপ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ১০
 জগৎ প্রতিষ্ঠিতং সর্ক্সং ব্রাহ্মণানাং হিতে তদা ।
 লক্ষণং সম্প্রবক্ষ্যামি বিজাতীনামিদং কলৌ ।

সেই তপস্বী ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য দেখিয়া বিশ্বয়া-
 পন্ন হইয়াছি ; তাদৃশ মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ যে দেবতা
 অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা আমার বিবেচনা
 হয়। আমি তাদৃশ ব্রাহ্মণের পবিত্র মাহাত্ম্য
 শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি : মহাদেব
 বলিলেন,—হে সুরাসুর-নমস্কৃতে ! জগদ্ধাত্রি !
 এইরূপই বটে ; তপস্বী ব্রাহ্মণগণ দেবতা
 অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম : মংকৃত প্রথম সৃষ্টিতে
 আমিই প্রথম প্রকাশমান ছিলাম, ক্রুদ্ধরূপী
 মহাতেজা বিজগৎকে তখন আমি সৃষ্টি করি।
 ব্রহ্মা সিন্ধু হইলে, মদীর সৃষ্টিক্রমে তিনিও
 বস্তুক হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন। আমি
 বিজগৎের অগ্রবর্তী, এইজন্যই বিজগৎ শ্রেষ্ঠ।
 আমি অগ্রবর্তী বলিয়াই বিজগৎ মচ্চিস্তনরত
 হইয়াছেন। বর্গাদি চতুর্ক্সগ, ব্রাহ্মণগণেই
 প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণগণেই বজ্র, হোম এবং হবিঃ
 দেবগণ তদ্বারাই কৃতিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ-
 গণেই সমস্ত কলম প্রযুক্ত। আমি সেই

শৌচাচারবিধানক প্রভাবং কশ্মুবৈভবম্ ॥ ১১
 ব্রাহ্মণস্ত ভবেজ্জাত্যা সংস্কারাধিজ উচ্যতে ।
 বিদ্যায়া বিপ্রতাং বাতি ব্রাহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
 সংস্কারাদৃষো ভবেদ্বিপ্রো বশ্চ স্ত্রাদ্বেদপারগঃ ।
 ভয়োস্ত্রাণে বধে চাপি পুণ্যপাপৌ সমৌ স্মৃতে
 জাত্যা চ বো ভবেদ্বিপ্রাঃ সর্ক্সাগমবিশারদঃ ।
 তপঃশৌচসমায়ুক্তস্ত্র্যাবো নাম্না স উচ্যতে ॥ ১২
 তাদৃশং ভোজয়েচ্ছান্দে দৈবে কশ্মুণি চাপি ক
 অক্ষয়ং ভক্তরক্তস্ত্র্যাবতা তস্ত তংকণাং ।
 বেদবিদৃষো ভবেদ্বিপ্রো বহ্নিহোমপারগঃ ।
 মোহপি শ্রেষ্ঠঃ স্মৃতো দেবি পুজিতস্তারয়েৎ
 সর্ক্সপূজাতিমাত্রেন বোহপি স্তাদ্ভ্রাহ্মণঃ কচি
 মোহপি লোকগুরুদেবি পুজিতঃ স্মৃতো ভ
 অগ্নিহোত্রং তপো যোগঃ শৌচমার্জবমেব চ
 সত্যং বেদপ্রসঙ্গচ দ্বিজকশ্মু পরং স্মৃতম্ ।
 নানুতং ব্রাহ্মণো কতে ন হস্তি প্রাণিনঃ দ্বি

কলি-কালে ব্রাহ্মণের শৌচ, আচার, ও
 প্রভাব এবং বৈভবের বিষয়ও জ্ঞাপন
 তেছি। জন্মই ব্রাহ্মণ-সংস্কার হেতু ; স
 (উপনয়ন) দ্বিজ-সংস্কার কারণ ; বিদ্যা
 নামের মূল, স্মৃতরাং ব্রাহ্মণ জি
 উপনীত ব্রাহ্মণ এবং বেদপারগ ব্রা
 রক্ষা ও বধে সমান পুণ্য পাপ জা
 যে ব্যক্তি জন্মতঃ এবং সংস্কারতঃ ও
 অথচ সর্ক্সশাস্ত্র-বিশারদ ও তপঃশৌচসম
 তাহার নাম 'ত্র্যাব'। যে ব্যক্তি
 পিত্র্য কশ্মুে তাদৃশ ব্রাহ্মণ ভোজন
 তংকৃত সেই কশ্মু অক্ষয় ফলজনক হয়।
 ব্রাহ্মণ বেদবেত্তা এবং বহ্নিহোমপারগ
 দেবি ! তিনিও শ্রেষ্ঠ ; পুজিত হইলে
 নিস্তার করিতে সক্ষম। যে ব্যক্তি যাত্রা
 ব্রাহ্মণ, তাঁহারও সর্ক্সবিষয়ের পুরণে
 আছে, তিনিও লোকগুরু। পুজিত
 তাঁহা হইতেও অন্যায়সে পুণ্য লাভ করা
 অগ্নিহোত্র, তপসা, যোগ, শৌচ, কশ্মু
 এবং বেদাভিজ্ঞানই ব্রাহ্মণের কর্ম।
 বিদ্যাভিজ্ঞান নহে না, ব্রাহ্মণ প্রাণিনঃ

কুরুতে বিদ্যা ন দ্বিজঃ পাপকৃত্যেৎ ॥
 ১০ তপস্বী চ ন জন্ম পুনরাগ্নুতে ।
 ১১ ক্ষণতাং লক্ষ্য কিং নরতৃক দেহিনাম্ ॥ ২১
 ১২ হি স্মৃতা হৃষ্টাবর্কসোমাদয়ো মম ।
 ১৩ নিবসন্তি স্ম ব্রাহ্মণে ভাগসেবিত্যে ॥ ২২
 ১৪ মহাদেবি বিপ্রাঃ ক্রিষ্টতমাস্ততঃ ॥ ২৩
 ১৫ বিদ্যাতে তেষাং দ্বিজানাং পরমোজসাম্ ।
 ১৬ স্তে প্রসঙ্গা বা প্রয হৃতি শুভাত্তভম্ ॥ ২৪
 ১৭ পশ্বিনো যে তু বেদবিদ্যাশিষ্যদাঃ ।
 ১৮ স্তে ভবেয়ুস্ত দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ২৫
 ১৯ পিতামহশ্চৈব তেষাং যোনির্দ্বয়ং স্মৃতম্ ॥ ২৬
 ২০ স্তে বিপ্রান্তদা দেবি পিতামহাং ।
 ২১ স্তে সমাখ্যাতা পুরুষঃ পরমো হৃদম্ ॥ ২৭
 ২২ ব্যাপিতং বিদ্বি গুণভূতেশু কৰ্ম্মসু ।
 ২৩ কো স্মৃতাবেতো তমো বামন্তথৈব চ ॥ ২৮
 ২৪ পরতে মোহং স চাগৌ সম্প্রবর্ততে ॥ ২৯
 ৩০ দসমা স্তোত্রে মহাত্মানে দ্বিজাতয়ঃ ।

সর্বতঃ প্রভবন্তে নাস্তি তেষাং নিবারণম্ ॥ ৩০
 আর্জবং সমতা চৈব বিদ্বি তেজো দ্বিজাতিসু ।
 তপোবিদ্যাসমাবৃত্তাদার্জবস্ত বিশিষ্যতে ॥ ৩১
 অসাধ্যং হৃতি পাপানি সমতা মোহবন্ধনম্ ।
 উভেহপ্যেতেহতিহৃতি স্ম আর্জবং সেবিতং দ্বিজৈঃ
 পুরা ভাগীরথীতীরে দ্বিজঃ পরমধর্মবিৎ ।
 নাম্না দানকুচিনাম্ উষ্ণবৃষ্টিবভূব হ ॥ ৩৩
 সর্কবিদ্যাশিষ্যাত্মা সর্কভূতাত্তয়প্রদঃ ।
 সহ পত্যা সমভবৎসিহোমপরাক্রমঃ ॥ ৩৪
 অতিথিং ভোজয়িত্বা তু পূর্কং দেবি বখাগতম্ ।
 যষ্ঠে কালে ততোহগ্নাতি তন্তেদং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৩৫
 তথৈব বর্তমানস্ত ভূয়ান্ কালো জগাম হ ।
 অতিথাবাগতে তন্ত ন বিকল্পঃ প্রজায়তে ॥ ৩৬
 স তপঃশৌচসংযুক্ত আর্জবৈকরতো দ্বিজঃ ।
 বভূবাত্মর্ষমচিহ্নানকাম্যোরপি তেজসা ॥ ৩৭
 তন্তৈবং তপসা বহিঃ প্রীতস্তপ্তিমগাং পরাম্ ।
 গুরুতৃষ্টিবভূবাস্ত সমীহিতফলপ্রদঃ ॥ ৩৮

না করেন না, ব্রাহ্মণ পাপ করেন
 । তপস্বী; প্রকৃত ব্রাহ্মণের পুন-
 না। বিদ্যা এবং ব্রাহ্মণ্য লাভ
 কে আর জঠর-বন্ধন ভোগ করিতে
 স্ত্র সৃষ্টি প্রভৃতি যে অষ্ট মূর্তি
 হ, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণে প্রতিষ্ঠিত ।
 ! অতি ক্রিষ্ট ব্রাহ্মণেরাও শুভা-
 ১ সমর্থ। মহাতেজা দ্বিজগণের
 ই নাই। তাঁহারা ক্রুদ্ধ বা প্রসন্ন
 শুভ-বিতরণ ত করিয়াই থাকেন ।
 দ-বিদ্যা-বিশারদ তপস্বী ব্রাহ্মণ,
 গদাতা এবং দেবগণেরও দেবতা ।
 ব্রহ্মা এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণগণের উৎ-
 সর্গপ্রসূত ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মোৎ-
 ত্রিগুণা প্রকৃতি, আমি পরম
 পুরুষ-ব্যাপ্ত রজোগুণও তুমি ।
 রজ এই গুণদ্বয় মোহা-
 ৮। সর্বগুণ মোহ নষ্ট করে,
 দায়িক-ক্রিয়ার বর্জিত হয়; সেই

তেজস্বী; তাঁহাদের সকল বিষয়েই অব্যাহত-
 প্রসন্ন, কেহই নিবারণ করিতে পারে না ।
 কজুতা ও সমদৃষ্টিতাই দ্বিজাতিগণের তেজ ।
 তপস্যা ও বিদ্যা অপেক্ষাও কজুতাগুণ শ্রেষ্ঠ ।
 সমতাগুণে অসাধ্য মোহবন্ধন ও পাপ নষ্ট
 করে । পূর্কে ভাগীরথীতীরে দানকুচি নামক
 পরমধার্মিক এক ব্রাহ্মণ উষ্ণবৃষ্টি অবলম্বন
 করিয়া বাস করিতেন । তিনি সর্ক-বিদ্যা-
 সম্পন্ন বলিয়া অনুদ্রুতচিত্ত এবং সকল প্রাণি-
 গণের অভয়দাতা ছিলেন । পত্নীর সহিত
 সর্বদা অগ্নিতে হোমকার্য্য করিতেন এবং
 অভ্যাগত অতিথিকে পূর্কে ভোজন করাইয়া
 দিবসের বষ্টভাগে আহার করিতেন;—এই
 তাঁহার ব্রত ছিল । এই অবস্থায় তাঁহার
 অনেক কাল অতীত হইল । অতিথি তাঁহার
 কাছে আসিলে কখন আতিথ্য বিষয়ে কৈ
 ছিল না । সেই তপঃশৌচ-পরাক্রম কবরুণি
 ব্রাহ্মণ হৃদয় ও অগ্নি অপেক্ষা অধিক তেজস্বী
 হইলেন । তাঁহার এই ব্রতের ফলস্বরূপ

কণাতিব কালেন যঠে কালেন সমাগতে ।
 হিমবধেনৈঃ নীতৈর্দুর্দিনং পর্ষটন্ বিজঃ ॥ ৩৯
 নাপশ্যতিবিং ককিৎ উপসা চ স বেদিতঃ ।
 বধা নাসাদিত্তেন দিনান্তেহপ্যতিবিং কচিৎ ॥ ৪০
 'মপ্রাপ্যৈব তু তং ককিৎপবাসপরায়ণঃ ।
 বভূব বিজমুখোহসৌ বাসুদেবমচিন্তয়ৎ ॥ ৪১
 পত্নী চাস্ত মহাভাগা পতিভক্তিভ্রতে হিতা ।
 বধা চাস্তাঃ পতিশক্রে তথৈবাপ্যকরোং সদা ॥ ৪২
 নীতবাতাদিত্তপ্ৰসো নৈকহৃদসমাহৃতঃ ।
 ক্লেশেন মহতাতীব বিগ্নোহভূদেবি স বিজঃ ॥ ৪৩
 নীতদুর্দিনদোষাং তু নৈবাতিধিমবিস্তত ।
 তথাশিস্তত তং জ্ঞাতা নিশ্চয়ং পরমং মহৎ ॥ ৪৪
 স্বপাকসমুদয়ং রূপং বিকৃতং কুংসিতং বহিঃ ।
 কৃত্য পাদপমূলস্তঃ প্রদদৌ তস্ত দর্শনম্ ॥ ৪৫
 সূক্ষ্মার্থোহথ স বিপ্রতঃ পর্ষট্গতিবীপস্যা ।
 অপশ্যদ্বৃকমূলস্থং যোরং বিকৃতরূপিণম্ ॥ ৪৬

লম্বিত ফলদাতা হইলেন । ২৯—৩৮ । অনন্তর
 কোন একদিন দিবসের নষ্টভাগ অতীত
 হইল, তথাপি ব্রাহ্মণ হিমানয়ের প্রবল নীতে
 দুর্দিনায়মান দিবসে পর্ষটন ককিরাও কোন
 অভিজ্ঞকে দেখিতে পাইলেন না । বধন
 ব্রাহ্মণ দিনান্তেও কোন অতিথি প্রাপ্ত না
 হইলেন, তখন দুঃখিত হইয়া বাসুদেবের চিন্তা
 করত উপবাস অবলম্বন করিয়া রহিলেন ।
 ইহার পরী অতি সৌভাগ্যবতী এবং পতিভক্তি-
 পরায়ণা । পতি যাহা করেন, ইনিও নিত্য
 জাহাই করেন । 'হে দেবি ! তাঁহার অঙ্গ
 সকল নীত-বাতাদিতে উপতপ্ত হইলে,
 নীতোক-হৃৎ-হৃৎরূপ-বন্দ-সহিষ্ণু হইয়া সেই
 বিজ মহাক্লেশে কি হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু
 নীতভক্ত দুর্দিনতা বশতঃ অতিথি পাইলেন
 না । অনন্তর আরি তাঁহার তাদৃশ শ্রেষ্ঠ
 অশ্বত্থায় আনিয়া, চণ্ডাল-সমূহ বিকৃত কুংসিত
 কাহারও ধারণ করিয়া, ভয়ঙ্কর অবস্থান করত
 তাঁহাকে দর্শন দিলেন । অতিথির প্রার্থনায়
 পতিভক্ত নীতভক্ত নীতভক্ত নীতভক্ত

স্বপাক নীতসংস্কৃত নৈকব্রহ্মণতাদিভ্য ।
 দদুশে তস্ত পাত্রে চ প্রভবং ক্রিমিশোভিতম্ ।
 বিক্রেণভুক্ত তাত্রেতি স চাপশ্চদ্বিজোদয়ঃ ।
 রূপণং তং সদা দৃষ্টা সপশ্যৎ দ্বিজসমুদয়ঃ ।
 সমাশ্বসিহি ভদ্রেতি প্রোবাচ যথুং বচঃ ॥ ৪৭
 নীতাপনয়নার্থকং বহিঃ প্রজ্ঞালয়নং বিজঃ ।
 বিদীতং বহিসংসর্গাং সমাশ্বস্তমুবাচ সঃ ।
 এহি ভদ্রাতিথে মেহমং ভুঙ্কু চাত্রেতি সা
 তমুবাচ ততো দীনঃ স্বপাকস্তপসাং নিধিম্ ।
 স্বপাকোহহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহামরমিহৈব হি ।
 কুংসিতায় প্রযচ্ছস্ব যথৈব মৃগপক্ষিণে ॥ ৪৮
 নাহং সংস্কৃতমাহর্ভুং যোগ্যোহন্নমিতি চাত্রে
 তমেবংবাদিনং ধ্যানাজ্জাত্য বহিমুপস্থি
 প্রোবাচ দ্বিজশার্দ্দূল ইদং বচনকোবিনঃ ॥ ৪৯
 নাহং জাতিং তবার্চ্যভিঃ পূজয়ামি তবান
 আশ্রা বৈ সর্বতো দ্রোষ্ঠঃ সর্বপ্রাণিষা
 আশ্রানং তমহং ভদ্র পূজয়ামি পরং শিব

উহার পাত্র শত শত ব্রহ্মপীড়িত, ও
 ক্রিমি-শোভিত নির্গলিত হইতেছে ; সে
 কল্পিতকলেবর হইয়া "হে পিত" এই
 আশ্রয়রে আহ্বান করিতেছে । তাহারে
 রূপ কাতর-ভাবাপন্ন দেখিয়া "ভদ্র ! ত
 আশ্রাস অবলম্বন কর" বিপ্র এই সুমধুর
 বলিলেন এবং নীত নিবারণের জন্য আরি
 অধিসংসর্গে তাহার নীত দূর হইলে,
 কহিলেন,—ভদ্র ! অতিথে ! তুমি এই
 আসিয়া অন্ন ভোজন কর । তখন সে
 ভাবাপন্ন স্বপাক, অপোনিধিকে বলি
 বিজবর ! আমি কুংসিত চণ্ডালজাতি ।
 বং আমাকে এই স্থানেই অন্ন দেন, আমি
 অন্নভোজন করিবার যোগ্য নহি । ও
 যে উপহৃত ব্যক্তি এই প্রকার যাকার
 বাসী বিজবর ধ্যানযোগে তখন জ্ঞান
 যজিয়া আনিতে পারিয়া বলিলেন,—হে
 আমি আপনায় আতিপূজা করি না
 সকল প্রাণিগণে অবস্থান করিতে

সংহিতং মত্বা পুরুষং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৫
কু ন হি মে কুংসা তুর্ধিষেযু বিশেষতঃ ।
ন হি দেবেতি তপঃশৌচপরায়ণঃ ।
ম্যহমবাগ্রং তত্র নিঃসংশয়ো ভব ॥ ৫৬
কীটাদিনর্গেষু স্বপাকেষু দ্বিজাতিষু ।
কর্ণতো হ্যত্রা তদা কুংসা কথকন ॥ ৫৭
মে কুংসিতে ভেদো ন হি মে তুমকুংসিতঃ
সংকৃতময়ং ত্বং পাবয়াম্যানুগ্রহাৎ ॥ ৫৮
দ্বিজেন্দ্রেন স্বপাকঃ প্রীতিমাংস্তদা ।
স বিপ্রস্ত বিপ্রানুগ্রহলিপ্সয়া ॥ ৫৯
কুচিস্তম্ভাতিথেরেব প্রপূজনে ।
বিধিবচ্চক্রে ভাবভঞ্জন চেতসা ॥ ৬০
সোহভবং প্রীতো ভোজিতো হব্যবাহনঃ
পিতৃ তস্ত যোগৈর্পর্যায়নুস্তমম্ ॥ ৬১
পরমং প্রাপ্য উৎকৃষ্টিদ্বিজোস্তমঃ ।
মহ পত্ন্যা তু প্রাপ্তবানমৃতং পদম্ ॥ ৬২

সি। সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বর সর্ক-
ন আছেন, এজন্য তঁর্য্যক্ প্রভৃতি
জিভেও, বিশেষতঃ তুর্ধিষ ব্যক্তিতে
॥ নাই; সকলেই দেবতা-স্বরূপ ।
তপঃশৌচযুক্ত আমি অব্যাকুলচিত্তে
।। আপনি নিঃসংশয় হউন। আস্বা
তিনি দ্বিজাতিতে বেক্রপ আছেন,
ঈ, সর্প ও চণ্ডালাদি জাতিতেও সেই-
ন; অতএব কুংসা কি প্রকারে
কুংসিত ও অকুংসিত জীবে আমার
জ্ঞান নাই। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ-
কনিস্পন্ন অন্ন ভোজন করিয়া আমাকে
কুন। চণ্ডাল দ্বিজেন্দ্র কর্তৃক
। অভিহিত হইয়া, প্রকুলচিত্তে তখন
ধর প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য
। টীতে বাইল। অনন্তর অতিশি
দ্বিজবর ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে, তাহার
। ষ্য-সংকার করিলেন। ভোজনা-
। তাঁহার প্রতি এসময় হইয়া,
। রূপপূর্বক তাঁহাকে যোগৈর্পর্যায়ণ
করিলেন। সেই উৎকৃষ্টিদ্বিজ

যথৈব কপিলঃ সিদ্ধস্তত্ববিৎ পরমো মূনিঃ ।
এবমার্জবসম্পন্নো ব্রাহ্মণঃ কৃতজ্ঞকণঃ ॥ ৬৩
ন কিকিৎ প্রাপ্তুর্গাদেবি শুভাশুভপরং পদম্ ॥ ৬৪
এবং তে কথিতং নগেন্দ্রতনয়ে
মাহাত্ম্যমত্মস্বমং
শ্রবন্ নিত্যমিদং পঠ্যং চ বিধিবৎ
সিদ্ধঃ শুচির্মানবঃ ।
পুণ্যং সৌখ্যমথাপ্যতীপ্সিতকলং
ভোজোবলং প্রাপ্তুয়াৎ ॥ ৬৫
আখ্যানমেতৎ কথিতং বথাব-
মহামহীশ্রেষ্ঠস্মৃতে দ্বিজানাম্ ।
দৃষ্টপ্রভাবা মম তে দ্বিজেন্দ্রা
মহামুনীনাং পদমধাবাংসুঃ ॥ ৬৬
সনৎকুমার উবাচ ।

বিজমাহাত্ম্যমুন্নিখ্য পার্শ্বতীপরমেশ্বরোঃ ।
বভূব চৈবং সংবাদঃ পুণ্যঃ পাপভয়াপহঃ ॥ ৬৭
বচাত্তদনুদত্তাম পারাশর্য্য উপোদন ।
শ্রোতব্যং মন্ত্রসে মন্ত্রস্তচ্ছৃণু সমাহিতঃ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়াং
বিজমাহাত্ম্যকথনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ব্রাহ্মণ পরম যোগ প্রাপ্ত হইয়া, পত্নীর সহিত
দেহত্যাগ করিয়া, মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন।
হে শ্রীশৈব! তোমার নিকট যে উত্তম
বিজমাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, যে ব্যক্তি শুচি
হইয়া তাহা বথাবিধি নিত্য শ্রবণ ও পাঠ করে,
সে পবিত্র-সুখ, অতীষ্ট ফল, ভেজ ও বল লাভ
করিতে পারে। হে মহাপ্রসিদ্ধ! তোমার
নিকট বথাত্ত যে বিজমাহাত্ম্য কহিলাম, সেই
দ্বিজেন্দ্রপণ অলৌকিক প্রভাব লাভ করিয়া,
মহামুনি-সুলভ আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।
সনৎকুমার কহিলেন,—উন্নিখিত বিজমাহাত্ম্য-
যুক্ত এই পার্শ্বতী-পরমেশ্বর-সংবাদ অতি পবিত্র
এবং পাপভয়-নিবারক। হে বনভ্রামরুচ্যে পরা-
শরহৃত উপোদন! তুমি আমার নিকট হইতে
যদি অপর কিছু শ্রোতব্য বিবেচনা কর, তবে
তাহা অব্যাসপূর্বক শ্রবণ কর। ৫০—৫৬ ॥
পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

বটপকাশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ভগবন বৎ ত্বয়া প্রোক্তং নাড়ীচক্রং নিশ্চয়ম্ ।
প্রাপ্য পাতপতং জ্ঞানং ব্রহ্মাদ্যাশ্চৈব শ্রোতব্যম্ ।
লোভিরে পরমং তত্ত্বং জ্ঞানকাপি মহাহাতে ॥ ১
অন্যে কথং তত্ত্বং শিষ্যায় পরিপুচ্ছতে ।
কৌশলং বা ভবেদ্ব্যোগং জ্ঞানং পাতপতং শুভম্
সনৎকুমার উবাচ ।

ব্রহ্মাদ্যা দেবতা বাস নকবজ্রমুখে পুরা ।
শরৎ শরণং জগৎ বীরভদ্রভগ্নাদিতাঃ ॥ ৩
শ্রুৎবেদবিভূক্তান্তে ভগ্নকুটাজিরে স্থিতেঃ ॥ ৪
বা তদ্ব্যঙ্গীকৃতং তেজসঃ শরমুত্তমম্ ।
অভয়ং তে ত্বা রোদ্রাঃ পশবো দীক্ষিতা ইব ॥ ৫
ভদ্রবিভগ্নভোগাঃ শরভ্রতধারিণাম্ ।
স্বযোগক বনো তেবাং তদা দেব উমাপতিঃ ॥ ৬
সর্কাসাং মোক্ষবিদ্যানাং বস্ত্রমিতি হোচ্যতে ।
হিরণ্যমর্ভপ্রদুর্ধ্বৈর্গোমিষ্টৈঃ প্রবর্তিতঃ ॥ ৭

বটপকাশ অধ্যায়ঃ ।

বাস কহিলেন,—হে ভগবন! আপনি
যে নাড়ীচক্রনিশ্চয়ক পাতপত বোনের কথা
কহিয়াছিলেন,—ব্রহ্মাদি শ্রবণরূপ যে পাতপত
জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া-
ছেন,—হে ভগবন! সেই তত্ত্বজ্ঞান
নিমিত্তে জগৎ বসুন। সেই পাতপত-বোণ
পাতপতজ্ঞান কি প্রকার? সনৎকুমার
কহিলেন,—পূর্বে নকবজ্রমুখে ব্রহ্মাদি দেব-
গণ বীরভদ্রের ভয়ে ভীত হইয়া শরভ্রত
ধারিণ হন। তদ্ব্যঙ্গীকৃত সেই সকল
ভক্তি, বজ্রবীকিত পত্নর ভাষা, ভগ্নকুট প্রাঙ্গণ-
স্থিত শ্রুৎবেদ প্রভৃতি কতক অভিব্যক্ত হইয়া,
ভগ্নভ্রতের বরণ সেই অভয়ের শরণাপন্ন
হইলে দেব উমাপতি ভদ্রবিভগ্নের শর
ভ্রত ব্রহ্মাদিগকে বকীর সেই বোণ দান
করিলেন। সর্কাসাং মোক্ষবিদ্যানাং বস্ত্রমিতি
হোচ্যতে। হিরণ্যমর্ভপ্রদুর্ধ্বৈর্গোমিষ্টৈঃ প্রবর্তিতঃ

যো যোগঃ সকলো বাস স কৃচ্ছোপায়সাধনঃ
জগদন্তরসহস্রৈশ্চৈব ভগ্নভ্রত মহামুনে ॥ ৮
সর্ককর্ম বহিঃ কৃত্বা নিকলস্ত প্রভবতঃ ।
দীক্ষাং পাতপতীং প্রাপ্য প্রবিশন্তি মহেশ্বরম্
সর্কজ্ঞানসমায়ুক্তং তপোধর্ম্মনমস্তুতম্ ।
সেবনাদস্ত মুচ্যন্তে তন্নিবোধ মহাব্রতম্ ॥ ১০
নাধর্ম্মেণ বিনা ধর্ম্মো ন ধর্ম্মেণ বিনান্তম্ ।
এতৌ পরস্পরং বুদ্ধৌ ত্যক্তৌ তদ্ব্যঙ্গীকৃত্য
ধর্ম্মাধর্ম্মপরিভ্যক্তঃ স্বরেং পাতপতং ব্রতম্
অতো যোগমিমং প্রাপ্য মহদৈশ্বর্যমশ্রুতে ।
ভগ্নগ্রহণমাত্রাঙ্কি সর্কবন্ধপ্রমোচনম্ ।
মুচ্যতে স্পৃষ্টমাত্রাঙ্কি ব্রহ্মভূতেন ভগ্ননা ॥ ১১
দহেং সোমকৃতং বহিঃস্বিকনকানলং বিহুঃ ।
কৃতকৃতং দহত্যগ্নিভূয়ঃ সোমসমাহুতঃ ॥ ১২
ভগ্ননা সক্তিভাঃ সর্কৈ ব্রহ্মাদ্যা অভিমানি
ভগ্ননন্তেজসা বীর্ষ্যং যদ্যং পাবনমৌশর্যম্ ।
আত্মনং শরভ্রং শ্রুত্ব বৎ জ্ঞানং ভগ্ননার

যোগপ্রধান কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছে
বাস! অপর যে সকল যোগ আছে
অতি কষ্টসাধ্য; সহস্র জগদন্তর ধরি
যোগ অভ্যাস করিতে হয়। সর্ক
পরিভ্যাগ করিয়া পাতপত দাক
করিলে মহেশ্বরে লীন হইতে পারে।
ধর্ম্ম-সমাহুত, সর্কজ্ঞানযুক্ত এই মহাব্রত
কর; ইহা অবলম্বন করিলে, লোক মুক্ত
হয়। ১—১০। অবশ্য ব্যতীত পাপ হয়।
ধর্ম্ম ব্যতীতও পুণ্য হয় না; অতঃ
অস্ত্রোস্ত্রাশ্রয়ী ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিভ্যাগ করি
মঙ্গলপ্রদ ব্রত শ্রবণ করিবে। অন্য
পাতপত-বোণ প্রাপ্ত হইয়া, মহৎ ঐশ্বর্য
করিতে; ভগ্নগ্রহণ মাত্রাই সকল
হয়। ব্রহ্মবন্ধরূপভগ্নের স্পর্শমাত্রে
হয়। ব্রহ্মাদি দেবতা সকল ভগ্ন
হইয়া, অভিমান করিয়া থাকে
অন্যের জেবে যে বীর্ষ্য উৎপন্ন
হইতে পবিত্র ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হয়
আত্মনং শরভ্রং শ্রুত্ব বৎ জ্ঞানং ভগ্ননার

শিবযোগেন মুচ্যতে পাপবন্ধনাং ॥ ১৬
 তু সুরাঃ সোমাং পিতরো বাহুসন্তবঃ ।
 আমান্সকং তস্মাজ্জগৎ সৰ্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
 ইগ্নিঃ সোমঃ তস্মানন্তোজ উচ্যতে ।
 ১ তস্ম সংসৃষ্টো মুচ্যতে তস্মনা দ্বিজঃ ॥ ১৮
 ২ বিদ্যাং তপশ্চৈব তাক্ষা ধৰ্ম্মাংশ্চ

বৈদিকান্ ।

৩ তস্ম সংস্রানাং প্রভোগচ্ছতি তং পদম্ ॥
 জাহপ্যধ্মান্না বহুধৰ্ম্মরতোহপি সন্ ।
 কৈপরঃ শস্তোভিস্মনৈব বিস্তৃধ্যতি ।
 ৪ পরং যোগং প্রাপ্য মুচ্যতি বন্ধনাং ॥ ২০
 ৫ তং মহং প্রাপ্য শূরঃ পাণ্ডপতো মুনিঃ ।
 হেধ্বরং জ্ঞানং শুভং পরমমভ্যাসেং ॥ ২১
 জ্ঞানং তথা জ্ঞাতা ত্রয়ং দেহে তথা স্থিতম্
 ৬ যথা বাস-স্থানত্রয়সমবৃত্তিঃ ॥ ২২
 ৭ যথা জ্ঞান্য আশ্রয়েবাবতিষ্ঠতি ।
 সৰ্বভূতেষু নিগঢ়স্তিষ্ঠতে তথা ॥ ২৩

শিব-যোগাস্তক ভস্ম দ্বারা পাপরূপ
 হতে মুক্ত হওয়া যায় । দেবগণ সোম
 পিতৃগণ বাহু হইতে সমুৎপন্ন ;
 এই প্রতিষ্ঠিত জগৎ অগ্নি-সোমাস্তক
 । ঈশ্বর অগ্নি ও সোম ভস্মের
 পিতৃ ; ত্রাস্ত্রণ সেই ভস্মের ভেঙ্গে
 হইলে, পাপ হইতে মুক্ত হন ।
 ১১.—তপস্যা ও বেদোদিত ধৰ্ম্ম সকল
 করিয়া, কেবল ভস্মজ্ঞান করিলে
 র সেই পদ প্রাপ্ত হয় । নিম্পাপই
 অধিষ্ঠিত হউক, অথবা বহুধৰ্ম্ম-
 ১২, শূর প্রতি ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি
 গুরু হয় এবং নীচই পরম-যোগ
 সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ।
 বলসী মুনী এই প্রকার মহৎ
 করিয়া, এই পরম-গুপ্ত মাহেশ্বর
 করিবে । জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা
 দেহে সেইরূপে অবস্থান করিতে-
 বেরূপ হানত্ৰয়বৃত্ত এবং বেরূপ
 ১৩ আশ্রাতেই অবস্থান করিতে-

পরঃ সোমস্তুতং ব্যাস বিদিত্বা চ স মুচ্যতে ॥ ২৪
 ন সেবিতুং বিনা জ্ঞানং সম্যগাস্মা কথকন ।
 রূপ-শব্দ-রসাতীতং কন্তং বেত্তি মাহেশ্বরম্ ॥ ২৫
 তথা হহং মহাভাগ প্রসাদাং ত্র্যমকস্ত তু ।
 আশ্রজ্ঞানে পরোপায়ং কথয়ামি ত্বানব ॥ ২৬
 সৰ্বমেব তমঃশূন্যমিদমাসীজ্জগৎ কিম্ ॥ ২৭
 ন দেবা নাসুরাশ্চৈব নদ্যাঃ সৃষ্টাশ্চ চন্দ্রমাঃ ।
 ন কিকিৎ সৰ্ব্বথা ভূতং দৃষ্টতে জগতি স্থিতম্ ॥ ২৮
 শুদ্ধং মহচ্চ বিমলমক্ষরং পরমীশ্বরম্ ।
 সৰ্বমাত্মগুণাতীতং নির্দিকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ২৯
 বহিরন্তঃচরং দীপ্তমবিকারং পরং ধ্রুবম্ ।
 বিজ্ঞানং পরমং যং তদক্ষরং ব্রহ্ম তচ্ছূ ॥ ৩০
 ওমিত্যেকাক্ষরং পূৰ্ণাক্ষরং তস্মাদিনির্গতম্ ।
 ত্র্যক্ষরং ত্রিমাাত্রং ওঙ্কারো ব্রহ্ম শস্যতে ॥ ৩১
 অকারে তত্র বিদুঃ স্তাদ্ধকারে তু পিতামহঃ ।
 মকারো ভগবানীশো মাত্রায়াং প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥ ৩২
 পদীরূপেণ সা শব্দঃ ভূততে প্রকৃতিঃ পুনঃ ।

ছেন, সেইরূপ সকল প্রাণিকর্মে গঢ়ভাবে আশ্রা
 অবস্থিত আছেন । জ্ঞানসেবা ব্যতীত আশ্রাকে
 কোন প্রকারে সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না ।
 রূপ-রস-শব্দবিবর্জিত সেই মাহেশ্বরকে কে
 জানিতে পারে ? হে পাপবিহীন ! আমি ত্র্যম-
 কের প্রসাদে আশ্রজ্ঞানের প্রধান উপায় বলি-
 তেছি । এই সমস্ত জগৎ অন্ধকারাক্ষর ও
 শূন্যময় ছিল,—দেবতা, অসুর, নদী, সৃষ্ট, চন্দ্র
 এবং পঞ্চভূতের মধ্যে কোন পদার্থ জগতে
 ছিল না, জগৎস্থিত কোন জন্তু-পদার্থ দৃষ্ট হইত
 না ; কেবল সেই নির্মল, পবিত্র, মহৎ পর-
 মেশ্বর ছিলেন । তিনি নিত্য, নির্দিকার ও
 সৰ্বগুণাতীত ; তিনি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্য-
 মান, নিরঞ্জন এবং ভেদোদীপ্ত ; তিনি জ্ঞান-
 স্বরূপ ও প্রধান ; সেই অবিদ্যার ক্রমের
 বিবরণ প্রবণ কর । সেই ব্রহ্ম হইতে প্রব-
 "ও" এই একাক্ষর নির্গত হয় । ঐ ওঙ্কার
 অক্ষরাক্ষর ও মাত্রাক্ষর-সমবিত্ত এবং ব্রহ্ম বলিয়া
 কথ্য হইয়া থাকে । ঐ ওঙ্কারাক্ষরও অকারে
 বিদ্য, ঐকারে ব্রহ্ম, মকারে মাত্রা, পদীরূপে

ব্রহ্ম-বিষ্ণু হিতৌ তৌ চ দেবাবীশ্বরসঙ্গিতৌ ।
 সম্পাদিকপং প্রকৃতিঃ সৰ্ব্বং বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ ॥৩৩
 তাবাক্রম্য মহেশ্বরং প্রকৃতিস্তৌ গুণাশ্রকৌ ।
 মহাবলো বিভূর্ভূতা নক্শং সংহারমেব হি ॥ ৩৪
 শুদ্ধমেতং পরং জ্ঞানং যয়োক্তন্ত মূনেহকরম্ ।
 ওকারং ধ্যায়তে বেন অতীত্য প্রকৃতিং মূনে ॥৩৫
 স তমাদিত্যমুক্তাস্তা কৃতার্থো জায়তে মুনিঃ ।
 নৈবং জনা বিমার্গস্থাঃ শুদ্ধহেতুপরাধনাঃ ॥ ৩৬
 ভোক্তারং প্রকৃতেজীশং পরং ভবেষু সংস্থিতম্ ।
 ওকারং প্রকৃতের্নিত্যং তস্মাৎ ভাস্বরং স্বয়ম্ ॥৩৭
 পরোমধ্যে বধা ব্যাস সর্পিঃসুগতং স্থিতম্ ।
 ঈশ্বরোহসৌ দদাতীশঃ স মূক্তঃ পশুবন্ধনৈঃ ॥৩৮
 নেত্রা প্রকৃতিঃ ধাতা গুণকর্মাদিতেদিনী ।
 বৃহদ্বাদবৃহতী শ্রামা বিষ্ণুত্বাধিভবা স্মৃতা ॥ ৩৯
 সাক্ষিমানা ভবেৎ সৃষ্টিভোক্তা তস্তা মহেশ্বরঃ ।
 অষ্টবাহুস্ত্রিপাদা চ পঞ্চদেহমুখী তথা ॥ ৪০
 ত্রিনেত্রা পঞ্চকর্মস্থা সপ্তবাহুরধোস্তমা ।
 অশ্রমাতা স্মৃতা হেবা গুণত্রয়বিকারজা ॥ ৪১

যাত্রা প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি পদ্বীকপে শত্ৰুকে
 ভোগ করেন। সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঈশ্বর
 সংস্থিত হইয়া অবস্থিত। ১৮—৩৩। হে মূনে!
 এই পরম-গুহ্য জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। হে
 মূনে! প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া, যে ওকারের
 ধ্যান করে, সে আদিত্য কর্তৃক মুক্তাস্তা হইয়া
 চরিতার্থ হয়। কিন্তু হেতুপরাধন কুমার্গগামী
 লোক এইরূপ কৃতার্থ হইতে পারে না। ওকার
 প্রকৃতি ঈশ্বর, পরম ভবে অবস্থিত। হে ব্যাস!
 জলের মধ্যে দ্রুত ঘেরূপ থাকে, সেই ভাস্বর
 ওকার প্রকৃতি মধ্যে সেইরূপ নিত্য অবস্থিত
 আছেন। সর্বাঙ্গি গুণ ও কর্মাদির ভেদিকা
 প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। সেই প্রকৃতি
 বৃহদ্বাদবৃহতী মহতী এবং মলিনা,—ঐ
 প্রকৃতি সাক্ষিমানা হইলে সৃষ্টি হয়। উহার
 ভোক্তা মহেশ্বর। উহার অষ্টসংখ্যক বাহু,
 ত্রিশ চরণ, দেহ ও মূখ পঞ্চদশক, ত্রিশ চক্ষু,
 পঞ্চকর্মপারায়ণ এবং সপ্তসংখ্যক।
 অষ্টবাহুরা এই প্রকৃতি

উভে শুভাশুভে তস্তাং বিদ্যাবিদ্যে তথা হুত
 উত্তরার্থং প্রমা বাগঃ ত্রিমানুষ্ঠানমেব চ ॥ ৪২
 নিমিত্তং ভবনে ধানে ভারাঃ সংক্ষেপভূমৌ ।
 ঈশ্বরাজ্ঞাত ওকারঃ স চ তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
 অতঃ কৃত্বা মহাযোগং যোগিনঃ কপিলাদয়ঃ ।
 ওকারং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকল্পমুপাসতে ॥ ৪৪
 স এব সৰ্ব্বযোগাস্ত্রা কারণং স চ এব তু ।
 এবং প্রকৃতিভূতৌ তাবোকারপ্রভবৌ স্থিতৌ
 ঈশতোজ্যো গুণাশ্রানৌ কৃত্বা বিষ্ণু-পিতাম
 উৎসৃষ্টৌ বেদবজ্রাখ্যৌ তাত্ত্বধর্মাদিবন্ধনৌ
 মহামোহভ্রমোচ্ছিতৌ বিদ্যায়া সঙ্গমুকরতৌ ।
 সঙ্গপূর্বৌ রজোমুখাঃ সুখদুঃখাধিতঃ সদা ।
 সংসারতাড়নৌ মূঢ়ৌ সৰ্ব্বনিত্যসমাবৃতৌ ॥
 ঈশ্বরে তু ভবেদ্বিধান্ ধ্যানযোগপরায়ণঃ ।
 তস্মাৎ প্রকৃতিরূপম্ তস্মিন্ প্রণশতি
 যেনাসাবীশ্বরো ভিন্নো যোগেনাত্মনি সংস্থিত
 প্রকৃতিস্তং ন বধাতি মুচ্যতে চ ভাবণাৎ
 ইতি শ্রীশৈবে সনৎকুমারসংহিতায়াং বি
 যোগো নাম ষট্‌পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

মাতা। এই প্রকৃতিতে শুভ ও অশুভ
 ও অবিদ্যা এই উভয় বিদ্যমান আছে
 উভয়ের জগত্‌ই স্বার্থ জ্ঞান, বাগ, ত্রি
 ধানাসন বিষয়ে শুভাশুভ লক্ষণ ও নক্স
 ওকার ঈশ্বর হইতে সজ্ঞাত এবং
 ইহাতে অবস্থিত। অতএব
 যোগিগণ, মহাযোগ অবলম্বন করিয়া
 নির্বিকল্প পরম ওকারকে উপাসনা
 থাকেন; সেই আত্মাই সৰ্ব্বযোগারূপ,
 মুক্তির কারণ। এই প্রকার সেই প্র
 ওকারপ্রভব, গুণস্বরূপ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু
 ও মন) ঈশ্বরভোগ্যরূপে অবস্থিত।
 বেদ, যজ্ঞ ও ধর্মাদি-বন্ধন-পরিভ্রম
 অবিদ্যা-প্রভাবে মহামোহ তমোমধ্যে
 একটী সঙ্গগুণাধিক, আর একটী রূপ
 সুখদুঃখময় উভয়েই; উভয়েই সৰ্ব্ব
 সংসার-পীড়ক এবং মোহ-বহন।

সপ্তপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

হ্মা হ্মেনো বুদ্ধিরহঙ্কারো গুণাস্তথা ।
নীলিম্রিসত্তারস্ত্রয়াত্রাণি দশানিলাঃ ॥ ১
ক্রমশো দেহে বিভাগেন যথাস্বয়ম্ ।
গ্রন্থপ্তেষু স্থানেষেতেষু সূত্রত ॥ ২
কর্ষিকায়ান্ত যৎ পদ্যং সর্ষতোমুখম্ ।
তৎ দশভিঃ স্মৃৎ তদ্বন্দ্বং সর্ষদেহিনাম্ ॥ ৩
তত্ত্ব সজীবন্ত সূমনঃসু প্রতিষ্ঠিতঃ ।
স্বপ্নমিতি প্রাহঃ সংসিদ্ধাঃ শিবযোগিনঃ ॥ ৪
নীলিমিত্রা চোত্রা বিদ্যাবিদ্যা বিশালিনী ।
নীলশঙ্করী চৈব সূমিত্রা বোধিনী তথা ॥ ৫
দশ মহানাডো জীবহঃস্মিত্তাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ
নং প্রতি চোদুন্ধো ভাবেবর্ভাষৈঃ সমাহিতাঃ ॥ ৬

যোগ-পরায়ণই বিদ্বান্ ; তাঁহা হইতেই
উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই আবার লীন
যে ব্যক্তি আত্মাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন
ত পারে, প্রকৃতি তাহাকে বন্ধন করিতে
না এবং সে ভবসমুদ্র হইতে মুক্তি প্রাপ্ত
৩৪—৩৯ ।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় ।

কুমার কহিলেন,—হ্ম আত্মা, মন,
হঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণসমূহ, পঞ্চভূত,
জ্ঞান, পঞ্চতন্ত্র এবং পঞ্চ প্রাণাদি-
সকল বস্তু দেহে ক্রমশঃ স্বপ্ন, জাগ্রৎ
প্রকৃপ অবস্থায় বিস্তৃত আছে ।
ত! হৃদয়-কর্ষিকায় হ্ম সর্ষতোমুখ
বেষ্টিত পদ আছে, সেই পুষ্পে জীবাত্মা
। সিদ্ধ যোগিসন তাঁহাকে স্বপ্ন
ধাকেন । আলিনী, তিমিত্রা, উত্রা,
অবিদ্যা, বিশালিনী, মালিনী, শঙ্করী,
ও বোধিনী এই দশ নাড়ী জীবাত্মায়
ত; শয়ন জীবাত্মায় সহিতই ইহা-

শকাদিবিষয়েভ্যস্ত আত্মসর্ষগতাত্মঃ ।

সত্ত্বিবা পূর্বসংযুক্তো জীব ঐক্যগতে পুনঃ ॥ ৭
অহঙ্কারো মনো বুদ্ধির্ভাবচতুষো দেহজাঃ ।
সহ নৈব ন তিষ্ঠন্তি বায়ুগতি শরীরিণম্ ॥ ৮
ত এবং বিহিতাঃ সর্ষে জীবচৈব তু পঞ্চমঃ ।
কর্ষিকায়ান্ত ত্তিব্যোম্মি সংস্থিতঃ সর্ষতোমুখঃ ॥ ৯
স্থিতো মনসি হ্মন্ত স তদগুণমনস্তকম্ ।
চেতঃ স এব সম্প্রাক্তং স এব পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ১০
অহঙ্কারোহপ্যজ্ঞানস্তভূতো ভাস্বরসঙ্করঃ ।
মম সোমস্বয়ং ব্রহ্মা জ্ঞানং ধর্মো রতিস্তথা ॥ ১১
রসমাস্তা মহৌষধ্যঃ সানুগো ভাববিস্তরঃ ।
অহঙ্কারো গতান্চ মৃত্যুত্বেষমনাময়ম্ ॥ ১২
কামরোষজবা হৃষ্টাঃ সূক্ষ্মাচ্চাভিতাঃ সমাঃ ।
বিনুর্দ্বিধার্থার্থ্য কারণ ভূমিরেব চ ॥ ১৩
জ্ঞানবৈরাগ্যাকাশং রাজসং ভাববিস্তরম্ ।
জীবমধ্যে স্থিতা হ্মন্তা বিদুমা পাবকং শিখা ॥ ১৪

দিগের সম্বন্ধ । জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সূক্ষ্ম
এই তিন কালই জীব সম্বন্ধ । সম্ভাব্যত্ব
প্রবুদ্ধ জীব ভাব এবং ভাবায় সমাহিত হইয়া
শকাদি বিষয় উদ্দেশে বৃষ্টিসঞ্চালন করেন ।
অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই চারি প্রকার
পদার্থ দেহজ । ইহারা আত্মার সহিত অব-
স্থান করে না, কিন্তু আত্মাকে অন্তর করে ;
ইহার মধ্যে জীবাত্মা পঞ্চম । ইহা কর্ষিকা-
মধ্যে পুরীততি নাড়ীতে সর্ষতোমুখে অবস্থান
করিয়া থাকেন এবং হ্মরূপে মনের মধ্যে
ধাকেন । তাঁহার অদৌম গুণ, তিনিই চিত্ত-
রূপে ও পুরুষরূপে অভিহিত হন । অহঙ্কার
হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি । অহঙ্কারই সর্ষের
সকলগুণকেন্দ্র । অহঙ্কার, ব্রহ্মা, সূর্য, চন্দ্র,
জ্ঞান, ধর্ম, রতি, রস, আত্মা, মহৌষধ, সপারিকর
ভাবসমূহ, নৈরাশ্র, মৃত্যু, হৃৎ, অনাময়, অতি
গহনীয় কামরোষ ও রোষরোষ, সর্ষতোমুখ
বর্ষজনক ; সমতা, বিনু, বুদ্ধি, কাষ্ঠকারণ ভূমি-
জ্ঞান, বৈরাগ্য, আকাশ ও ব্রহ্মোক্তপুরুষ
ভাবসমূহ, ইহা হ্মরূপে জীবের মধ্যে
অবিদ্যোভাবরূপে অবস্থিত থাকে, ইহা সম-
স্ত

অমৃতং সৰ্বভূতানাং পতিশ্চৈব হি সা পরা ।
 মধ্যে তত্ত্বানিসকলো জীবঃ প্রোতো ন দৃশ্যতে ॥
 সরসা লোহিতা মুখ্যা প্রোতা রসবতী তথা ।
 বিষ্ণুমা চামৃতা চৈব নন্দিনী বক্রবিস্তরা ॥ ১৬
 এতাঃ সূক্ষ্মতরা নাভ্যাঃ সত্ত্বিন্য দশপাবকম্ ।
 পৰ্য্যটন্তি সৰ্বা সোমং ভূতান্যহং পরোবৃতম্ ॥ ১৭
 স তাত্ত্বিকপিতঃ সোমঃ সৰ্বাস্তরসমীপতঃ ।
 শকাপয়তি বৃদ্ধস্তাং জীবমধ্যং গতং শিবাম্ ।
 তদেবামৃতমাখ্যাতং যচ্চৈবাস্তদমৃতমম্ ॥ ১৮
 তরা বদা হি সোমস্ত শিখরা কল্পিতাপ্রবঃ ।
 আগন্তোহপি পুনঃ প্রাক্তঃ সৰ্বযোগসমমিতঃ ॥ ১৯
 বা ভূতেষু সুরা নাড়ী সা সূক্ষ্মা প্রতিষ্ঠিতা ।
 বদা যোগোহয়মায়তি সূপ্ত ইত্যাচাতে তদা ॥ ২০
 উভ্যক্বেতৌ মুনির্জিহ্বা সূপ্তপ্রাণদবহ্নয়োঃ ।
 অজাগ্রতং স্বয়ংৈব ধ্যানযোগক চিত্তয়েৎ ॥ ২১
 প্রমনাধ্যাত্বে যে ভাবা মনসশ্চৈব বা ঘৃণা ।
 ন কুছো হৃদয়বৈরাগ্যং তেন বুধ্যন্তি যোগিনঃ ॥ ২২

জীবের অমৃত ও অপর পতিস্বরূপ ; তাহার মধ্যে অগ্নিসকল জীব গুপ্তভাবে আছেন, তাহা দৃষ্ট হয় না । ১—১৫ । সরসা, লোহিতা, মুখ্যা, প্রোতা, রসবতী, বিষ্ণুমা, অমৃতা, নন্দিনী বক্র ও বিস্তরা, এই সকল সূক্ষ্ম-নাড়ী দশাঙ্গিকে ভেদ করিয়া ভূতের আধারভূত পরোবৃত সোমকে পর্যটন করে । সৰ্বাস্তর-সমীপে সেই সোম সেই নাড়ী কর্তৃক তর্জিত হইয়া বর্তিত হয় এবং জীবমধ্যগত শিরকে আহ্বান করে । বদা উভয় এবং জীবনদাতা, তাহাকেই অমৃত বলিয়া থাকে । প্রাক্ত যোগিনগণ, যখন সেই সোমশিখাকর্তৃক অধিত হয়, তখনই আগ্রহ প্রকাশ্য এবং ভূতের মধ্যে সূক্ষ্মপ্রতিষ্ঠিত সূক্ষ্মকীর্ত্তি বহাকে প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই সূক্ষ্ম বলিয়া থাকে । মুনিগণ সূপ্ত ও আগ্রহব-হীন এই উভয়কে অগ্নি করিয়া থাকেন এবং যখন সেই অজাগ্রত ধ্যানযোগে চিত্তা করেন । অজাগ্রত জৈবিক ক্রিয়া কল্পপাণি মনসে নিবৃত্ত হইলে তাহা হইতে বদা বদা বদা

যমভূতে মনঃ কিকিঞ্চিদং যচ্চ বিকল্পতে ।
 যৎ তদ্ব্যাদহকারন্তজ্জাতা মরণং ত্যজেৎ
 নিক্ৰিয়া চ কুতঃ কৰ্ম্ম তদ্বিনা কুশলং কুতঃ ।
 কৰ্ম্মবদ্ধবিবাদস্ত সংস্কৃতো মুচ্যতে ক্ৰবম্ ॥ ২৩
 য ইমে বিষয়াঃ কিকিঞ্চিদ্যাঃ সোমস্ত সত্ত্বাঃ
 ভোক্তা বহ্নিঃ স্মৃতস্তেষাং তচ্চা নারেন বাধ্যত
 ইতি জ্ঞাত্বা ত্যজেচ্চিত্তাং সৰ্বযোগরতঃ সৰ্বা
 স হি জীবদবহ্নায়ামহমেব মহেশ্বরঃ ।
 ধর্ম্মবাদকরং লোকানিচ্ছা মাং বধ্যতে কথম্ ।
 ক্রিয়য়া যোগবিহ্বঃ শঙ্করং ব্রতমাশ্রিতাঃ ।
 গচ্ছন্তি স্বতমুং ত্যক্তা ভিত্তা মায়াং পরং প
 ইদমন্তং পরং জ্ঞানমস্ত সূক্ষ্মতরং সূচ্যম্ ।
 প্রবক্ষ্যামি তব ব্যাস ভক্তভ্রমসি শঙ্করে ॥ ২৪
 যোগিনো যং ন জানন্তি যং সূক্ষ্মং পরমেক
 মুক্তা পাপপতান্ শুদ্ধান্ যম ভূতেন বিদ্যতে

বৈরাগ্য অবগত হন । বুদ্ধির নিশ্চয়, ম
 সংশয়, অহঙ্কারের অভিমান ত্যাগ করি
 মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, নতুবা
 নিক্ৰেপ করিলে কি প্রকারে যোগসিদ্ধি
 কি প্রকারে মোক্ষরূপ কুশল হইতে পা
 যিনি কৰ্ম্মবদ্ধ-বিবাদ হইতে শুদ্ধ হন, জি
 মুক্তিসাধন করেন, জানিবে । নিখিল বি
 চন্দ্রসমুৎ এবং বিষয়ভোক্তা বহ্নি । স
 চন্দ্র—সেই অগ্নিকে বাধ্য করিয়া রা
 পারে না । এই প্রকার জানিয়া
 যোগানুরক্ত হইয়া চিত্তা ত্যাগ করিবে ।
 ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় “আমিই মহেশ্বর, জ
 ধর্ম্মবাদবহিত লোকের গায় ইচ্ছা, জ
 কি প্রকারে বাধিত করিবে ?” এইরূপ
 করিবে । ক্রিয়া দ্বারা যোগাভিজ্ঞ
 শঙ্কর-ব্রতালম্বনপূর্বক স্বীয় তনু জা
 মায়াভেদ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত
 ১৬—২৮ । হে ব্যাস ! ইহা হইতে
 অস্ত এক পরম জ্ঞানযোগ তোমাকে
 কারণ তুমি অতিশয় শিবভক্ত । এই
 সোমসূক্ষ্ম জ্ঞান যোগিনগণও জ্ঞাত
 বিতক পাতনও জি ইহা কোন ভূত

বুদ্ধিরহকার ইন্দ্রিয়গণ গুণঃ কয়ম্ ।
শক্তি সদাঙ্গানং বিকারান্তস্ত তে বহিঃ ॥ ৩১
বিদ্যাতে সোমং ন চ সর্কেষু দৃশ্যতে ।
তে চ ভগবান্ তু প্রায়ঃ কথকন ॥ ৩২
গবগুণানামচিহ্ন্যং পরমেশ্বরম্ ।
ন যে প্রপশ্যন্তি যোগিনস্তে পরা মতাঃ ॥ ৩৩
যং দৃশ্যতে যা তু চক্ষুর্বিষয়সঙ্গতা ।
স্তম্ভিত্তির্বাস হেতুঃ সর্ষিরোরিণাম্ ॥ ৩৪
স্তে স করো জ্ঞাতা হস্মো মধ্যগতো ন বঃ
কর্ষিকায়ান্ত নাড্যো জীবে চ সংস্থিতাঃ ॥ ৩৫
রী বিজয়া চৈব এতাঃ প্রাণবহাঃ স্মৃতাঃ ।
না তালগন্ধা নাড্যো নাভৌ চ সংযুতে ॥ ৩৬
দয়ো দশোজ্ঞাতা নাড্যো নাগেন সন্ত তাঃ ।
ণো বহিরন্তঃ চ তর্পয়ন্তি হব্যবাহনঃ ॥ ৩৭
বারষেদায়ং বহন পুংসা বলেন চ ।
তুয়া স্মৃণোতি সোমবহ্নিস্ববস্থিতা ॥ ৩৮
সহেতুকে দেহকুমারে চাতিশস্তিতা ।

।ই। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ
সর্ষাদিগুণ কয়ম্পশী; আত্মাকে ইহারা
করিতে পারে না; ইহারা আত্মার
কির যাত্র। তিনি সর্বত্রই বিদ্যমান
ন; অথচ কোন স্থানেই তাঁহাকে দেখা
না। সেই ভগবান্ পরমাত্মাকে প্রায়
রূপে দেখা যায় না। সেই পরমেশ্বর
ভব ও গুণের অগম্য; যে যোগিগণ
ক দেখিতে পান, তাঁহারাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া
না। হে ব্যাস! নেত্র-তারকার অন্তরে
রূপ আত্মছায়া দৃষ্টিগোচর হয়। সর্ক-
মূল হস্মজীব, ইহার মধ্যগত নহে;
সহস্রকর্ষিক পদে অবস্থিত। পূর্বোক্ত
সকলও তথায় জীব-সঙ্গে অবস্থিত।
।ও বিজয়া—ইহারা প্রাণধারিণী নাড়ী।
তালগন্ধা এই দুই নাড়ী, নাভিতে
। ২১—৩৬। যোগাদি উদ্ভাস্ত নশ
গ বায়ু কর্তৃক রক্ষিত। হব্যবাহন,
সহিত যুক্ত হইয়া অন্তর্বাহক রূপে
হস্মা নামক অস্ত্র নাড়ী সোম ও

তম্মিৎ চাতুরকে দেহে কুমারে চানলংস্থিতাঃ ॥ ৩১
তথ্যতে বা তবাসন্ন্য নিত্যবাতপ্রসারিণী ।
সমানধ্যানসংযুক্তা রক্তমাস্ত্রা পূর্ধ্যতে ॥ ৩২
তদা বায়োঃ পরো বায়ুঃ স চ কৃষ্য ইহোচ্যতে ।
নাড্যাং নাভিনিবন্ধায়াং নভায়াং তৌ প্রতিষ্ঠিতৌ
অধরাবধরে নাড্যাং বায়ুরজাস্তদোদ্ধতঃ ।
অধস্তাং পানসম্বন্ধঃ কৃষ্যঃ শিরসি চ স্থিতঃ ॥ ৩২
যৌ বায়ুর্দেবদন্তাখ্যঃ কৃতকার্যায় বোধিনঃ ।
বহ্নিসোমনিবন্ধৌ তু প্রাণদেবমহাবলৌ ।
একৌ বিবর্তয়ত্যগ্নিমন্তঃ সোমমতর্পয়ং ॥ ৩৩
দেবদন্ত-মহানাগ-কৃক-কৃষ্য-ধনঞ্জয়াঃ ।
প্রাণান্তে মস্মি বিখ্যাতাঃ চক্রযোগাতিপালিনঃ ॥ ৩৪
হতশেষং প্রদীপ্তং বা সোমং তত্র প্রতিষ্ঠতি ।
সোমং বিধিৎসতে বজ্রান্ ন ভেবাং মুক্তিলাকরণম্

বহ্নিতে অবস্থিত আছে। সেই কারণ-দেহ
ও কুমার-দেহ এই উভয় দেহেই অতিশস্তিতা
নাড়ী নাড়ী অবস্থিত এবং জীর্ণদেহ ও কুমার-
দেহ উভয়েতে অনলংস্থিতা নামে নাড়ী অব-
স্থিত। বাতবাসন্ন্য নামে নাড়ী অতি বিস্তৃত
এবং নিত্যবাত-প্রসারিণী। সমানধ্যানসং-
যুক্তা নামে যে নাড়ী, তাহা সর্কদ্বা রক্তপূর্ণ
থাকে। দেহমধ্যে বায়ু ও পরম-বায়ু অবস্থিত।
ঐ পরমবায়ু কৃষ্য নামে অভিহিত হয়। ঐ
উভয় বায়ু নাভিদেশগত সমস্ত নাড়ীতে অব-
স্থিত। অধর এবং অবধর নামক দুইটা
নাড়ীতে যুক্ত বায়ু অবস্থান করে। ঐ নাড়ীর
উর্দ্ধদেশে ও অধোদেশে পানসম্বন্ধ একটি বায়ু
এবং মন্তকোপরি কৃষ্য নামে আর একটি বায়ু
অবস্থান করে। দেবদন্ত নামক বায়ু আম-
দিগের কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান করিয়া দেব। প্রাণ-
দেব এবং মহাবল নামে দুইটা বায়ু বহ্নি ও
সোমে নিবদ্ধ। তাহার মধ্যে একটি অগ্নিরূপ
করে, অপরাটা সোম-রূপ করে। দেবদন্ত
মহানাগ, কৃক, কৃষ্য, ধনঞ্জয় এই কর্তী প্রাণ-
বায়ু; ইহারা আমাতে অবস্থান করিয়া
চক্রযোগের সাধন বলিয়া বিখ্যাত। ঐ প্রাণ-
বায়ুর বহ্নিতেই নাভিবিহীন হব্যবাহন

শিবপুরাণম্ ।

সৌম্যরশ্মিঃ স্মৃত্যন্তঃ অবিত্যন্তঃ বত্ৰ সা ।
 তপস্যং পূৰ্ণা তন্ত কৰ্ণিকায়ং তদা স্মৃতম্ ॥ ৪৬
 নৈবৈ পূৰ্ণাতি যজ্ঞোভিত্ত্যাক্ষরপং প্রকাশকম্ ।
 স জীব সৰ্বভূতানাং আত্মানক সমাধিতঃ ॥ ৪৭
 জ্যোতিষশ্চক্ষুঃ স্মৃত্যং তত্ত্বং তং পরমং স্মৃতম্
 তচ্চামৃতং সমাখ্যাতং জ্ঞানলভ্যং তদুচ্যতে ॥ ৪৮
 তস্মাৎ পরতরং নাস্তি যোগবিজ্ঞানদা গতিঃ ।
 জ্ঞানৈবং সন্ত্যজেম্যোহং গুণত্রয়বিকারজম্ ॥ ৪৯
 অভিন্নতান্মনস্তত্ত্ব বহির্গম্যোশ্বরস্ত চ ।
 তেনং তদন্তঃ কুৰ্য্যৎ কোহন্তো যোগবিশারদঃ ॥
 নিরঞ্জনং নিৰ্জকমং প্রভূতং ন বিকল্পয়েৎ ॥ ৫১
 কিমোহং জ্ঞানং সৎসর্গাক্রিয়াঃ কার্যাবিবৰ্জিতাঃ ।
 তং বিশন্তি মহেশানমৌশ্বরং কৃতকারিণী ॥ ৫২
 ইতি তত্ত্বং সমাখ্যাতং ব্যাস মাহেশ্বরং তব ।
 তদ্বাক্যং পরিপূৰ্ণস্ত নাম রূপক নাস্তি তে ॥ ৫৩
 ইতি ত্রৈলোক্যে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
 তায় বিবিধযোগবর্ণনং নাম সপ্ত-
 পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অবস্থান করেন । সোম যজ্ঞ বিধান করেন,
 কিন্তু তিনি মুক্তির কারণ নহেন । স্মৃতা নামে
 যে নাড়ী, তাহাতে প্রদীপ্ত অগ্নির বাস ; এবং
 যে স্থানে ঐ নাড়ীর অবস্থান, ঐ স্থানে অগ্নি
 নির্গত হইয়া থাকে । তাহার নির্গম সময়ে
 কৰ্ণিকায়ো পর্ক দ্বারা ঐ অগ্নির তৃপ্তি হইয়া
 থাকে । নেত্রমধ্যে যে জগৎপ্রকাশক তারা-
 বক্স জ্যোতি পুষ্ট হয়, ঐ জ্যোতি সমস্ত ভূতের
 জীবনরূপ এবং আত্মাতে অবস্থিত । চক্ষু-
 জ্যোতি হইতে যে সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাকে পরম-
 তত্ত্ব বলিয়া থাকে । ঐ পরমতত্ত্ব অমৃত বলিয়া
 বিখ্যাত এবং তাহা জ্ঞান দ্বারা লাভ হয়, এই-
 রূপে কহিয়া থাকেন । ঐ পরমতত্ত্ব হইতে
 আর কোন বস্তুই প্রেষ্ঠ নাই । তিনিই যোগ
 এবং বিজ্ঞানদা গতি । সৌক সকল এইরূপ
 বিবেচনা করিয়া গুণত্রয়ের বিকারজনিত মোহকে
 পরিত্যক্ত করিলে । কোন যোগবিশারদ ব্যক্তি
 ঐ জ্ঞান হইতে অভিন্ন পরমতত্ত্বকে তদবাস্ত
 সত্য হইতে তিনি বলিয়া থাকেন । নিরঞ্জন

অষ্টপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ভগবন্ সৰ্বযোগেশ সৰ্বমায়নমমৃত ।
 অহো জ্ঞানং ত্বয়াখ্যাতমজ্ঞানবিনিবর্তনম্ ।
 অদ্যাহং গতসন্দেহো মহাদেবং পরং প্রতি ॥ ১
 শঙ্করাং প্রকৃতিজাতা ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাকৌ ।
 জ্ঞাতা যদৌশমীশানাং মুচ্যতে সৰ্ববন্ধনাং ॥ ২
 সৰ্বযোগং যথাপূৰ্ণং ত্যক্তা সকলসংহিতম্ ।
 নিরঞ্জনং সকলং জ্ঞাতা সদা এব প্রকাশতে ॥ ৩
 শ্রবণাদস্ত বিশেষেণ হিতমুক্তমথাধিকম্ ।
 ত্বংপ্রসাদহং তাত প্রাপ্তজ্ঞানো গতান্ততঃ ॥ ৪

নিৰ্জকম্ ঈশ্বর হইতে ঐ পরমতত্ত্বকে ক
 ভিন্ন জ্ঞান করিবে না । হে ব্যাস ! ৪
 তোমার নিকট মহেশ্বরের যথার্থ বর্ণন ক
 লাম ; তিনিই পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহার নাম ও
 নাই । ৩৭—৫৩ ।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্ ! হে
 যোগেশ ! হে সৰ্বদেব-নমস্কৃত ! ৪
 অজ্ঞান-নিবর্তক পরম জ্ঞান উপদেশ করি
 সেই পরম পুরুষ মহাদেবের প্রতি ৪
 কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । সেই শঙ্কর হই
 সংসারহেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব—ই
 উৎপন্ন হইয়াছেন । ক্রমে ক্রমে ৪
 সংহিতা, সমস্ত যোগ পরিত্যাগপূৰ্ণক
 বৈদেবদ্যাশালী ঈশানকে অবগত হইলে,
 বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় । সেই
 ব্রহ্মকে অবগত হইলে, সমস্তই সুপ্রক
 হয় । হে বিশেষজ্ঞ ! ইহা শ্রবণ ক
 ‘আপনি অভিন্ন হিত উপদেশ করিলেন’
 রূপ বোধ করিলাম । হে তাত !
 আপনায় প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম

নহোহভবং শান্তঃ প্রষ্টব্যং নাশ্রুদন্তি মে
প জ্ঞাপয়ামীদং তং ত্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫
বিজ্ঞানসম্পন্নঃ প্রাপ্তবোগো মুনির্য়ুনিম্ ॥ ৬
ক্লেশং তমুং ত্যক্তু। যোগী যোগবলাদিতঃ ।
প্রোতি তদ্বস্ত নিষ্কলং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭
জ্ঞানসংপ্রাপ্তমুপায়ং যোগলক্ষণম্ ।
স মুনিশ্রেষ্ঠ প্রষ্টব্যং নাশ্রুদন্তি মে ॥ ৮
তুং স শিষ্যোণ ব্যাসেন সূমহাস্বনা ॥ ৯
সনৎকুমার উবাচ ।

মি চ বিশ্রেষ্ঠ শিবসিদ্ধান্তনিঃশয়ম্ ।
গাস পরং জ্ঞানমৌল্যধ্যানকারণম্ ।
ত্মা যেন মুচ্যন্তে যোগিনো জ্ঞানতঃপরঃ ॥
প্ৰতিমিতি মাং জ্ঞাত্বা মুহুরভ্যস্ত চৈব হি ।
ং বিদ্বৎ ত্যক্ত্বা বহুবিশেষেন ব্রহ্মপুয়াং ॥
জ্যো বায়ুসংরদ্ধাঃ সঙ্করান্তি শরীরিণঃ ।

র সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইল। আমি
গনিঃসম্পন্ন হইয়া শান্তি লাভ করিলাম।
আমার কিছুমাত্র জিজ্ঞাস্তা নাই। তাৎ
গী মাত্র জিজ্ঞাস্তা আছে, আপনি যথার্থরূপে
ন করুন। এইরূপ বিজ্ঞান-সম্পন্ন যোগ-
মুনিগণ বিনা ক্লেশে যোগবল আশ্রয় করত
নাশন তনুকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে
পরমবস্ত নিষ্কল পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হন ?
শ্রেষ্ঠ! যোগস্বরূপ ঈশ্বরচিন্তা-লভ্য সেই
আমাকে বলুন, তত্ত্ব আমার আর জিজ্ঞাস্তা
মহাত্মা শিষ্য ব্যাস এইরূপ জিজ্ঞাসা
১. সনৎকুমার কহিলেন,—হে বিশ্রেষ্ঠ
। বাহা দ্বারা শিবের সিদ্ধান্ত নিঃশয় হয়,
নি ঈশ্বর-চিন্তার কারণ এবং যোগিগণ
নি দ্বারা পরম-জ্ঞান লাভ করত ইচ্ছাসু-
মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সেই পরম-
কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমাকে গুরুরূপে
করত মহত্ববিদ্যার আত্মাসপূর্ষক, যে রূপ
সকল কার্যের প্রতিবন্ধক বলিয়া ত্যাস
হয়, সেইরূপ বীরকেহ তত্ত্বজ্ঞানের
ক বিবেচনা করত তাহাকে ত্যাস করিয়া
তত্ত্বজ্ঞানকে লাভ করিবে। সেহি-

সেতুস্তাসাং ততানান্ত কর্ণিকামধ্যমাত্রিভাঃ ॥ ১২
তমাত্রিত্য তু সা নাড়ী বাহুপাদেষু সংস্থিতা ।
স্মৃতা ভুয়ন্ত য়া নাড্যস্তা এককরমাত্রিতা ॥ ১৩
নিঃসমানৈঃ সহস্রাণি নাড়ীনাং পরমাস্মি ।
তাসামেকৈকশো ভেদঃ সূক্ষ্মসূক্ষ্মতরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
তানু সঙ্করতে প্রাণঃ কর্ণিকামধ্যমস্তবঃ ।
তত্রাত্মা সূক্ষ্মসংলক্ষ্যঃ প্রাপ্তকৃষ্টিষ্ঠতি বিজ ॥ ১৫
বিদ্যায়া দিশি পশ্চাৎস্তান্তং পশ্চেন্দ্রবোগমাস্থিতঃ ।
অস্তেজঃ সর্কনাড়ীষু বিভক্তং সর্কদেহিনাম্ ॥ ১৬
তাংচ নাড্যো মনঃসঙ্গায়নঃ কুর্কৃষ্টি শিশুতম্ ।
অস্তেজঃচক্ষুরাহত্যা সর্কনাড়ীসমাত্রিতম্ ।
মন একমতং কৃত্বা তথাস্মি নিবাসয়েৎ ॥ ১৭
বায়ুর্বর্গজয়ো নাম যো হৃদৌহ সুরেং সদা ।
ত্রৌণি তস্ত মুখান্তাহঃ শিরো নাভিহৃদেব হি ॥ ১৮
যে প্রমাণান্তবাখ্যাতা বায়বঃ কীর্তিতা ময় ।

গণের যে সকল নাড়ী বায়ু-সংরদ্ধ হইয়া ইত-
স্ততঃ সঙ্করণ করে, সেই বিস্তৃত নাড়ীসমূহকে
কর্ণিকাই সেতু এবং কর্ণিকার মধ্যে তাহা-
দিগের আশ্রয়। ঐ নাড়ী সেই সেতুকে আশ্রয়
করিয়া বাহু পাদে অবস্থান করে। অস্ত যে
সকল নাড়ী, তাহার একটা কল্পকে অঙ্গলয়ন
করিয়া থাকে। ১—১৩। সহস্র-সংখ্যক নাড়ী
দৃষ্টান্ত-রহিত পরমাত্মাতে অবস্থিত; তাহার
মধ্যে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর রূপে এক একটা ভিন্ন
ভিন্ন। কর্ণিকামধ্য হইতে উৎপন্ন প্রাণবায়ু ঐ
সমস্ত নাড়ীতে সঙ্করণ করে। হে বিজ্ঞ!
পূর্বেকৃত অতি সূক্ষ্ম আত্মা ঐ কর্ণিকাতে
অবস্থিত। যোগিগণ বিদ্যা দ্বারা ঐ সকল
নাড়ীকে দর্শন করত পরমাত্মাকে অবলোকন
করেন। ঐ ভেদঃস্বরূপ পরমাত্মা, সর্কদেহীর
সকল নাড়ীতে বিভক্ত। ঐ সকল নাড়ী, মনের
সহিত যুক্ত হইয়া, মনকে চকল করে। ঐ
ভেদ, চক্ষু দ্বারা আহত হইয়া সকল নাড়ীকে
আশ্রয় করে। মনকে একাগ্র করিয়া আত্মাকে
সিদ্ধ করিবে। ধননয় নামে যে যার, সেই
বায়ু জনক মধ্যে সর্কনা একাল পাইয়া
এক অঙ্গলয় শিব, যিনি, জনক এই সিদ্ধি

নবমস্ত তে সর্বৈ বশনা তন্নিবন্ধনাঃ ॥ ১৯
 ন বশা পশুমস্তত্র তন্নিবন্ধিষ্ঠতি সংস্থিতাঃ ॥ ২০
 নাতিবন্ধনমাসাদ্য নাড়ীচক্রে সমাপ্তিতাঃ ।
 দ্বিতীয়ং কর্ণিকায়ান্ত তৃতীয়ং তালুসংস্থিতম্ ॥ ২১
 ভ্রুবিকারপরং শূলং ত্রিবিধোক্তক্রান্তিরূচ্যতে ।
 হৃদি শূলং পরং নাড়্যাং তালৌ পরন্তরাস্থিতঃ ॥
 তালু কে হৃদি বন্ধনং পশুনাদ্যাং নিয়োজিতঃ ।
 তালৌ যিগোজিতং সর্বং প্রাণমেব বিমুক্ততি ॥ ২৩
 আক্ৰিপ্য ত্রিভুজং নাড়্যাং কর্ণিকায়ং নিবোজনম্
 চিত্তমানসনি সংযোজ্য বিজ্ঞপেৎ পূর্বতো মম ।
 প্রয়োগাদস্ত বিপ্রেক্ষ্য মূচ্যতে তৎকথানুনিঃ ॥ ২৪
 ধর্ম্মাধর্ম্মনিবন্ধৈস্ত কশ্যতিঃ প্রাপনুষ্ঠিতৈঃ ।
 বশা জীবা ন বাধ্যস্তে বোদিনস্তদ্বিধং শৃণু ॥ ২৫
 বাহুঃ শরীরজন্ততি মৃত্যুর্কিবিধ উচ্যতে ॥ ২৬
 বিবশত্বাদিবেগৈস্ত বাপদৈর্বহির্ভিত্তিজলৈঃ ।

হান। আমি তোমার নিকট যে সকল বায়ু
 কীৰ্ত্তন করিয়াছি সেই সমস্ত বায়ু ধনঞ্জয় নামক
 বায়ুর বশতাপন্ন এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ।
 একত্র অত্র স্থানে গমন করিতে অক্ষম ; তাহা
 ভেই অবস্থিত। বায়ুর প্রথম স্থান—নাতি-
 বন্ধন-নাড়ীচক্রে ; দ্বিতীয় স্থান—কর্ণিকা ; তৃতীয়
 স্থান—তালু। ভ্রুবিকার স্বরূপ শূল হইতে
 ত্রিবিধ উৎক্রান্তি। হৃদয়ে শূল, নাড়িতে শূল
 এবং তালুতে পরন্ত নাড়ী, মস্তক এবং হৃদয়ে
 আবদ্ধ বায়ু, পর নাড়ীতে নিয়োজিত হইয়া পরি-
 শেষে সমস্তই যদি সূর্যে নিয়োজিত হয়, তবে
 প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে। অতএব ঐ তিনটিকে
 আক্ৰেপপূর্বক কর্ণিকানাড়ীতে নিবোজন
 করিবে এবং আত্মাতে চিত্তকে সংযোজিত
 করিবে। আমার অগ্রে বিজ্ঞপ করিবে। হে
 বিপ্রেক্ষ! মুনিসগ এই যোগের অভ্যাসেই
 তৎকথায় মুক্তিলাভ করেন। বোণী জীব
 সকল বর্ষ, অবর্ষ এবং পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত
 কর্ম্ম দ্বারা বেগপে আবদ্ধ না হয়, তাহা
 কহিতেছি, শ্রবণ কর। বাহু ও শরীর
 এই দুই একত্র মৃত্যু। এই দুই একত্র
 মৃত্যু হইলেই মৃত্যু। এই দুই একত্র

বাহু। মৃত্যুরিতি খ্যাতঃ শারীরস্ত নিবোধ তে
 রোগজঃ কালজো বাপি মৃত্যুরভ্যন্তরে ভবেৎ
 কালজো জরয়া যুক্তো রোগজো ব্যাধিসংজ্ঞি
 দুর্লভো মৃত্যুরভ্যাসাদ্যোগসাধনজো মূনেঃ ॥
 যোগোপায়কতো বশচ যশচ কালকৃতঃ কয়ঃ ।
 তয়োর্ভেদাধিকারৌ বা শৃণু ব্যাস সমাসতঃ ॥
 কালজোভ্যন্তরেভেদকো দ্বিতীয়ে মনসি স্থিতঃ
 যোগমাত্রোমতঃ শব্দঃ ক্রমতে শ্রোত্রসন্ধিজঃ ।
 স পূর্বং নীয়তে কূর্শ্মে তেন বহিস্ত্যজেৎ ও
 নিশ্চিন্তঃ সততো বহিঃ শব্দযোগাধিমুচ্যতে
 শব্দস্পর্শা শুণাতীতো রূপযোগং বিমুক্ততি ।
 এবমগ্নৌ প্রবিষ্টে তু সর্বং এবানিত্যন্ততঃ ।
 একতো যোগমিচ্ছন্তো মন্থাণি বিনিকৃত্তি
 কিস্মিরো দেবদন্তশ্চ কুরো নাগ এব চ ।
 উদানো নাম সংযুজ্য কর্ণিকায়ং বিশস্তি হি

অগ্নি, জল এই সকল দ্বারা যে মৃত্যু, তা
 বাহুমৃত্যু বলে। একপে আমার
 শরীরজ মৃত্যু শ্রবণ কর। ১৪—২৭। শ
 মৃত্যু দুই প্রকার, রোগজ এবং কা
 প্রাচীনাবস্থায় জরায়ুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু কা
 ব্যাধি দ্বারা যে মৃত্যু, তাহা রোগজ।
 গণের যোগ দ্বারা যোগসাধনজাত যে মৃত্যু,
 অতি দুর্লভ। হে ব্যাস! যোগোপায় দ্বা
 মৃত্যু এবং কালকৃত যে মৃত্যু, তাহার
 তাহাতে কোন ব্যক্তির অধিকার,
 সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর।
 মৃত্যু কালক্রমে হইয়া থাকে; দ্বিতীয় ই
 বারী। শ্রোত্রসন্ধি শব্দ, যোগভা
 ব্যক্তির শ্রবণ-গোচর হয়। ঐ শব্দ
 কূর্শ্ম নামক বায়ুতে নীত হইলে বহি ও
 ত্যাগ করেন। পরে ঐ বহি নিশ্চিন্ত
 শব্দসংস্পর্শ হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং
 ও স্পর্শ শুণাতীত হইলে রূপকে
 করেন। অগ্নি এই রূপে প্রবেশ ব
 সমস্ত জীব একান্ত যোগ ইচ্ছা কর
 মনকে বিনষ্ট করেন। কিস্মির, ও
 উদান নাম এক উদান ইহার। কিস্মির

কর্মাঙ্ক ভবেৎ স্থানো মনো জীবতি নির্গমঃ ।
 প্রয়াগি মনো যান্তি মনঃ প্রাণাবিনির্গতম্ ॥ ৩৫
 যু সর্কেষু লীনেষু প্রাণবায়ুং নিপীড়য়েৎ ।
 ডামানান্ততঃ সর্কে ভবন্ত্যেকশতানিলাঃ ॥ ৩৬
 তংযুক্তং ততঃ স্থানং ততঃ কশ্ম যদাত্মকম্ ।
 তস্মা বায়বঃ সর্কে পূরয়ন্তি ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩৭
 বস্ত্রদীকৃষ্মাদ্যা জীবৎ ত্যক্তা স তিষ্ঠতি ।
 কালকৃতা হেয়া সর্কভূতগুণস্থিতিঃ ।
 যোগং ন জীয়েত স্মৃৎ মাহেশ্বরং পদম্ ॥
 দিষ্টঃ প্রমুপ্তো বা উংক্রান্তস্ত ন সংশয়ঃ ।
 চরা মুচ্যতে ব্যাস জ্ঞাতা তত্ত্বং মহেশ্বরম্ ॥ ৩৯
 কাং পরন্তুং বাপি শূলং বা চারয়েন্মুনিঃ ।
 সর্কে বিলীয়ন্তে বিকারাঃ করণৈঃ সহ ॥ ৪০
 যতে চেম্বরং ব্রহ্ম সর্কতত্ত্বং মহেশ্বরম্ ॥ ৪১
 চাবদ্ভজং জন্তোঃ প্রযচ্ছতি বিপদাতঃ ।
 জো মোহমাপন্নো জ্ঞানবন্ত ন বিন্দতি ॥ ৪২

কাতে প্রবেশ করে। মন, জীবাত্মার নিষ্ক্রিয়
 অবস্থিত থাকে। ইন্দ্রিয় সকল মনকে
 করে এবং মন প্রাণ-সম্মিলিত হয়।
 মন লীন হইলে প্রাণ-বায়ু নিপীড়িত হয়।
 ত প্রাণ-বায়ু একশত বায়ুরূপে পরিণত
 ২৮—৩৬। তৎপরে কশ্মাত্মক বায়ু-
 রস্পর যুক্ত হয়। পরে কৃষ্মাদি বায়ু
 একত্রিত হইয়া, ধনঞ্জয় বায়ুকে পরিপূর্ণ
 ঐ অবশিষ্ট ধনঞ্জয়-বায়ু জীবকে পরি-
 রিয়া অবস্থিত হয়। এইরূপ সমস্ত
 গুণে অবস্থিতি এককালকৃত। মাহে-
 অতি স্মৃৎ, যোগ ব্যতিরেকে কখনই
 বিপদ হয় না। হে ব্যাস! মননশীল
 উপবিষ্ট হউক, প্রমুপ্ত হউক, অথবা
 ক্রক, চুরিকা ধারণ, পরন্তু ধারণ বা শূল
 ক্রক, পরব্রহ্ম মহেশ্বরকে আনিতে ইচ্ছা-
 মুক্তিলাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই।
 জিয়ার সহিত সমস্ত বিকার লয় প্রাপ্ত
 সকলের যথার্থরূপ প্রবর্তমান
 মহেশ্বরকে লক্ষ্য করে। মনই
 যোগ দান করে। যোগবৃত্ত হইলে

অনেন কশ্মণী বিপ্র সর্কভূতাবিবর্জিতঃ ।
 সুখমারোহতি ব্রহ্ম কশ্মপুতন্তলাদিব ॥ ৪৩
 যদা ন পক বিজ্ঞায় দৃষ্টা তু পরিমিষ্ঠিতঃ ।
 পকতিব্রহ্মতিঃ পুতে ভস্মনা দৌক্ষিতো দ্বিজঃ ॥ ৪৪
 শকরৈকমনা যোগী জ্ঞানমেতদবাধুতে ।
 মাহেশ্বরমিমং যোগং নিকলং মুক্তিকারণম্ ॥ ৪৫
 যজ্ঞাদপি ন মুকন্তি ব্রতমপ্রাপ্য শাকরম্ ।
 সর্কজ্ঞাতে প্রবুদ্ধেন নেহ পাশপতং ব্রতম্ ॥ ৪৬
 মহাদেবপরো ভূত্বা সর্কজ্ঞানমবাধুহি ।
 নৈবামত্যা পরং ব্রহ্ম অগ্রে বিন্দন্তি যোগিনঃ ॥ ৪৭
 মহাদেবপ্রসাদেন ন মুক্তাঃ শিবযোগিনঃ ।
 এষ মোক্ষবিধিঃ কৃৎস্নঃ সর্কপ্রত্যয়বর্জিতঃ ॥ ৪৮
 সকলভ্রাম্পদং দিব্যং ব্রহ্মলোকাং পরস্থিতম্ ।
 মহাদেবত্ব বক্ষ্যামি তত্ত্বত্যা যেন যান্তি হি ॥ ৪৯
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহি-
 তায়ং যোগধ্যানে অষ্টপকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

বিপদ প্রাপ্ত হয়। বিপন্ন ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত
 হইয়া জ্ঞানরূপ বস্তুরূপে লাভ করিতে অক্ষম
 হয়। হে বিপ্র! লোকে যেরূপ বৈধ কশ্ম দ্বারা
 পবিত্র হইয়া ভূতল হইতে স্বর্গ লাভ করে,
 সেইরূপ এই সকল কশ্ম দ্বারা ভূতল পরিত্যাগ
 করত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করে। যে দ্বিজ
 সদ্যোজাতাদি পক ব্রহ্মকে না আনিয়াও লক্ষ্য
 মাতে তাঁহাদিগের কশ্মে নিষ্ঠবান, ভস্মদ্বারা পবিত্র
 অস্ত্র কশ্ম হইতে নিবৃত্ত এবং শকরের প্রতি
 একমনা হইয়া যোগাভ্যাসে রত; তিনিও এই
 জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এইটাই নির্গুণ মুক্তির কারণ,
 মাহেশ্বর যোগ। যে জীব শকরব্রত অনুষ্ঠান
 না করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সে মুক্তিলাভে
 অক্ষম। যে ব্যক্তি সমস্ত আনিয়া একটু জ্ঞান
 লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ইহলোকে পাশপত
 ব্রত অবলম্বন করিতে হয় না। মহাদেবে ভক্তি-
 পূর্বক একাগ্রচিত্ত হইলেই সকল জ্ঞান লাভ
 করা যায়। যে সকল যোগী তাঁহাকে চিন্তা না
 করে, তাহারা পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে
 না; মহাদেবের দ্বারা ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ
 না। শিবদাসবিদের এই সমস্তই

একোনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

সত্যস্ত মহতৈশ্চ জনস্ত তপসস্তথা ।
ভূত-ভব্য-ভবানাঞ্চ সপ্তানামুর্জিতঃ স্থিতাঃ ॥ ১
লোকাঃ স্তবতঃ শস্তোষিত্রাস্তে সত্ততঃ শিবঃ ।
নাসৌ তর্কবিনির্দেহঃ । লোকান্তমিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ
উর্দ্ধতিষ্ঠাপ্রথস্তাচ্চ লোকান্তধিনিবন্ধনাঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডং সকলং তস্মিদ্ধিবলোকে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩
নাসৌ নশ্রুতি সংহারে ক্রবস্থানং সুরালয়ঃ ।
ব্রহ্মাহং সনকাদ্যাশ্চ ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ ॥ ৪
বালধিন্যপুরোগাশ্চ সিদ্ধাশ্চ কপিলাদয়ঃ ।
শিবোহগং পরিপ্রাপ্তাঃ সদ্ধাদিগুণবর্জিতাঃ ॥ ৫
নিকামা নিষ্ঠিতা ব্যাস সেবমানাশ্চ ঈশ্বরম্ ।

উপায় ; ইহা অবলম্বন করিলে সমস্তই মিথ্যা
বোধ হয় । ব্রহ্মলোকের পরে মহাদেবের সম্পূর্ণ
স্থান ; শিবতন্ত্র ব্যক্তিরাই তথায় বাইতে সমর্থ ।
সেই স্থানের কথা বলিতেছি । ৩৭—৩৯ ।

অষ্টপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

উনষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস ! সত্য-
লোক, মহালোক, জনলোক, অপোলোক, ভূত-
লোক, ভব্যলোক, ভবলোক এই সপ্ত লোকের
উর্দ্ধে শিবলোকসমূহ প্রতিষ্ঠিত ; যে স্থানে তর্ক
ব্যর্থ অনির্দেহ শিব সর্বদা বাস করেন ; সেই
সব লোক আশ্রয় করিয়া উর্দ্ধ, মধ্য এবং অধো-
দেশে লোক সকল অবস্থিত । সেই শিবলোকেই
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত ; প্রলয়কালেও তাহা
মট হয় না । তুমাত্রই অকিনারী স্থান, সেই
স্থানেই দেবজগৎ অবস্থিতি করেন । যে স্থানে
আমি, সনকাদি যোগিসপ, পিতামহ ব্রহ্মা, বাল-
কিয়ারি কবিশপ এক কপিল প্রভৃতি সিদ্ধসপ,
আমরা সকলেই শিবদাস অবলম্বনপূর্বক
সবারি গুণগ্রন্থক পরিচয় করত নিকর

পরমাত্মা চ ভাবোহসৌ পরমোহসৌ মনীষি
পরমৈবধ্যসংযুক্তস্তত্রাস্তে বিগ্রহেশ্বরঃ ।
কমা সত্যং ধৃতিশ্চৈব তপো বৈরাগ্যমেব চ
বিমুক্তক বিধাতৃত্বমাদ্যবোধো মহেশতা ।
নিত্যমেতানি তিষ্ঠন্তি তস্মিন্ দেবে মহেশ্ব
অতঃ পরম্পরো দিব্যে পরমাণোঃ পদে স্থি
মনসঃ প্রাকৃতস্তাদৌ তৎ তেজঃসম্প্রকাশম্
যথাসিদ্ধৈর্মণ্ডলস্ত লৌকিকং সাপবর্গিকম্ ।
মহাস্তঃ সর্কতো নিত্যা ঈশ্বরাং তদভূৎ
তস্মাদ্বিজস্ত নির্ভেদঃ ক্ষেত্রতঃ স বিভূঃ সূ
প্রকৃতিবৈকবী প্রোক্তা সা চ তস্মাদিনির্গা
অমুখ্য পুরতো ব্রহ্মা ব্রহ্মণঃ শঙ্করাশ্রয়ঃ ।
ব্রহ্মলোকপুরস্তাচ্চ পুরং তেজোময়ং ত্রয়
যৎ স্থানং বিগ্রহেশস্ত ঈশ্বরস্ত মহাস্থনঃ ।
নাম্মা শিবপুরং ব্যাস প্রতিরৌশ্বরযোগিনাম্
শতং শতসহস্রাণাং যোজনানাং তদূচাতে

এই শিবরূপী ঈশ্বর—পরমাত্মা, নিত্য ;
মনীষীদিগের মধ্যে পরম বস্তু বলিয়া
তাঁহাতেই পরম ঐশ্বর্য বিদ্যমান আছে ।
সকল প্রাণীর প্রভু । কমা, সত্য, ধৃতি
বৈরাগ্য, বিমুক্ত, বিধাতৃ, শুদ্ধজ্ঞান এই
শতা ; এই সমস্তই সেই দেবদেব
নিত্যই অবস্থান করিতেছে ; এই হে
সর্কতিশায়ী দিব্য পরমাণু পদে অবস্থি
ও অহঙ্কার এই উভয়ের পূর্বকালস্থা
তাঁহা হইতেই অনির্কচনীয় তেজ প্রক
১—২ । যাহা হইতেই মহত্ত্ব ও নি
লাভ করা যায়, সেই মুক্তিপদ লৌকিক
মণ্ডলও তাঁহা হইতেই প্রসূত । সে
হইতে বিজের উৎপত্তি ; তিনি ঈশ
বৈকবী শক্তি তাঁহা হইতেই নির্গত হই
এই শঙ্কররূপী ব্রহ্মের অগ্রে ব্রহ্ম
ব্রহ্মলোকের অগ্রে তেজোময় পুর ;
সেই তেজোময় পুরে মহাত্মা প্রাণিক
ঈশ্বর অবস্থিত এবং ঐ স্থানেই
শিবের প্রতি হইয়া থাকে । ঐ

হামণ্ডলসংস্থানং তন্মধ্যে বিমলং শুভম্ ॥ ১৬
ব্রহ্মাদিত্যরূপোহসৌ বহ্নিতোহধিকতেজসা ।
হতা জাতরূপেণ প্রাকারেণ স বেষ্টিতঃ ॥ ১৫
ভিহেমজৈর্দারৈর্মণিমুক্তাবিভূষিতৈঃ ।
ভিত্তং তং পুরং রম্যং শুভভে সিদ্ধসেবিতম্
রা-মৃত্যু-শ্রম-ব্যাধি-মোহ-কোপ-মহাভয়ম্ ।
তে তত্র ন বিদ্যন্তে তস্মিন্ শিবপুরে মূনে ॥ ১৭
তং শতসহস্রাণাং যোজনানাং যথাশিশুম্ ।
১ পুরং বৃষভাক্ষস্ত সর্ক্সস্তাতিসমৃদ্ধিমং ॥ ১৮
বামরাবতী ভূমিঃ স্পর্শমাত্রাসুখাধরা ।
মলেন্দুবিকাশানি বালার্কসদৃশানি চ ॥ ১৯
চিত্তানি পদ্মানি কচিচ্ছ্বেতানি রেজিরে ।
ব্রহ্মপ্রমাণানি নানাবৈদর্ঘ্যসম্মিতাঃ ॥ ২০
বস্তু মহার্হাণি বিজ্ঞানানি মহীতলে ।
নীরলিকাশানি মহামণিনিভানি চ ॥ ২১
চৈব কৃষ্ণানি রক্তানি দিব্যগন্ধবহানি চ ।
তানি রেজিরে তত্র উৎপত্তাণি সমন্ততঃ ॥ ২২
হস্তি মহানদ্যো পুরেহস্মিন্নম্নতোদকাঃ ।

জন বিস্তৃত । যাহার মধ্যে নির্মল পবিত্র
মণ্ডল ; যাহার রূপ মধ্যাহ্নকালের সূর্যের
। উজ্জ্বল ও তেজ অগ্নি হইতেও অধিক :
। বিস্তৃত সুবর্ণময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত,
। মৃত্যু বিভূষিত সুবর্ণময় দ্বার দ্বারা
ভিত্ত, রম্য এবং সিদ্ধগণসেবিত ; যথায়
। মৃত্যু, শ্রম, ব্যাধি, মোহ, কোপ, মহাভয়
। তি কিছুমাত্র নাই ; যাহা বৃষভাক্ষ শিবের
। সমৃদ্ধিযুক্ত ; যাহার স্পর্শমাত্রে সুখ জ্ঞান
। সেই অমরাবতী ভূমিও যে স্থানে বির-
। ষে পুরের কোন স্থানে নির্মল চন্দ্রের
। শুক্লবর্ণ পদ্ম, কোন স্থানে বালসূর্যের জ্বা-
। সম্পন্ন রক্তপদ্ম বিরাজ করিতেছে ; যথায়
। ব্রহ্ম, প্রবালের জ্বা রূপসম্পন্ন, গন্ধবিশিষ্ট,
। উৎকৃষ্ট পৃথিবীভলক্ষিণ্ড ইন্দ্রনীলমণির
। শোভমান, মহামণিভূষণ পদ্ম সকল প্রসু-
। রহিয়াছে, কোন স্থানে কক, কোন স্থানে
। কুবর্ণ, হৃদয়যুক্ত, কমলীর পদ্মসমূহ একা-
। ত্রে এবং অমৃততুল্য উদক-সংযুক্ত নদী

পুরে ভগবতঃ শক্তোঃ পরিবার্য নিবোধ তাঃ ॥ ২৩
বরদা চ বরেণ্যা চ বরেশা বরবর্ধিনি ।
বরাহা বারিভদ্রা চ বরা চৈব মহাপগা ।
নানাকুসুমসম্মিশ্রং বহুতানি জলামৃতম্ ॥ ২৪
ন দেবা ন মুনীশ্চ নাসুরাঃ পশবো ন চ ।
ন চৈবাশ্চ মহেশশ্চ জাতুং তং পরমাত্মতম্ ॥ ২৫
অন্তর্ভাববিশুদ্ধা য়ে সর্ক্সতো ভক্তিভাবিতাঃ ।
শিবৈকমনসো ব্যাস তস্মিন্ মোদন্তি তে নরাঃ ॥
তস্ত মধ্যে পুরেন্দ্রস্ত সূর্য্যজলনবর্চসঃ ।
মেরুশৃঙ্গপ্রতীকাশো দৃশ্যতে চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৭
প্রাসাদো নক্ষপাদিস্ত কামদঃ কনকাময়ঃ ।
অনিরীক্ষ্যো মহালুকেঃ সমস্তাং পরিশোভিতঃ ॥ ২৮
বৈদর্ঘ্য-বোমসঙ্কশৈঃ ক্ষটিকৈশ্চন্দ্রসপ্রভৈঃ ।
প্রবালৈরর্কসঙ্কশৈরিন্দ্রনীলময়ৈঃ শুভৈঃ ॥ ২৯
শিখিরিশিপ্রকাশাভিঃ কচিদর্কস্বরূপিভিঃ ।

সকল প্রবাসিত হইয়া ভগবান্ শত্বর যে পুরকে
বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে,—তাহারই নাম
শিবপুর । এক্ষণে ঐ পুরপ্রবাহিনী নদী সকলের
নাম কহিতেছি, শ্রবণ কর । ১০—২৩ । কথা,—
বরদা, বরেণ্যা, বরেশা, বরবর্ধিনী বরাহা,
বারিভদ্রা, বরা এবং মহাপগা । ঐ সকল
নদীর জল নানা জাতীয় কুসুমে পরিপূর্ণ, বহু
বিস্তৃত এবং অমৃততুল্য । দেবগণ, মুনীশ্রগণ,
অসুরগণ, পশুসমূহ এবং নারদাদি ঋষিগণ
মহাদেবের সেই পরমাত্মত পুরকে জানিতে
সমর্থ নহেন । হে ব্যাস ! যাহারা অন্তর্ভাব-
বিশুদ্ধ, বিশেষ ভক্তিযুক্ত, শিবভক্তি কিছুই
জানেন না, সেই সকল নরই তাহাতে বাস
করেন । অগ্নি ও সূর্যের জ্বা শিখাসম্পন্ন
সেই পুরশ্রেষ্ঠের মধ্যস্থান মেরুশৃঙ্গের জ্বা
উচ্চ, ঐ স্থানে দিব্যরাজের বিভাগ নাই ;
উহাতে বাস করিলে সমস্ত অতীষ্ট সিদ্ধ হয় ;
উহা কনকময় ও সাধারণের দর্শনের অযোগ্য ;
উহার চতুর্দিকে অভিশয় লোভনীর রক্ত, বীল
ও শুক্লবর্ণ ক্ষটিক, বাল-সূর্যের জ্বা শুক্লবর্ণ
প্রবাল এবং ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা পরিপূর্ণ
প্রবাল পুষ্কপুষ্ক বহু হয় ।

শোভিতস্ত পতাকাভির্বিবরাজ সুখানিলম্ ॥ ৩০
 সর্ষভুর্কুহ্মৈশ্চৈত্রৈর্বিবিধৈশ্চ ফলৈরপি ।
 শুভভে তং পুরং দিব্যং পাদপৈঃ কামদৈশ্চিত্তম্
 যথৈব কাকনো মেরুঃ সর্ষেমাং প্রবরো মহান্ ।
 তথৈব তং পুরং রেজে সর্ষলোকোপরি স্থিতম্ ॥
 তত্র বিবেশ্বরঃ সাক্ষাৎসাহিত্যপরিগ্রহঃ ।
 সদাস্তে সহিতঃ পদ্মা ষড়্বিংশঃ সপরিগ্রহঃ ॥ ৩৪
 লক্ষ্মীর্মৈধা ধৃতিশ্চৈব শ্রীঃ কীর্তিশ্চ সরস্বতী ।
 উমরা সহিতাস্তত্র মোদন্তে লোকমাতরঃ ॥ ৩৫
 তাস্তা মুনীশ্বরী দিব্যা রূপিণ্যা যোগসংযুতাঃ ।
 ঋগৈশ্চৈব সহ মোদন্তে দেবতাসহিতা মুনৈঃ ॥ ৩৬
 পশ্যাম্যধিপাস্ত্রত কুন্ডবামনকপিণঃ ।
 কামরূপা মহাবেশা মহাযোগপরায়ণাঃ ॥ ৩৭
 প্রমথানাং মহাস্থানস্তত্র তিষ্ঠন্তি সূত্রতাঃ ॥ ৩৮
 মহাকালেশ্বরস্তত্র নন্দীশ্বরগণেশরো ।

শিবায় ত্রায় উজ্জ্বল, কোন স্থানে সূর্যের ত্রায়
 তেজঃসম্পন্ন পতাকা দ্বারা শোভিত এবং বথায়
 সুখজনক বায়ু বিরাজমান;—সেই দিব্যপুর
 সমস্ত বস্তুকালীন বিচিত্র পুষ্প, নানা প্রকার
 ফল এবং কল্লুবৃক্ষ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অতিশয়
 শোভা পাইতেছে। বেরুপ কাকনময় সূমেরু
 পর্বত, সমস্ত পর্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহান,
 সেইরূপ সমস্ত লোকের উপরিস্থিত ঐ পুর
 দীপ্তি পাইতেছে। মহাত্ম-পরিজন, পঞ্চ-
 বিংশতি ভক্তের অতীত, সাক্ষাৎ বিবেশ্বর পদ্বী
 ও পরিজনের সহিত সর্ষল। সেই পুরে বাস
 করেন। লক্ষ্মী, মেধা, ধৃতি, শ্রী, কীর্তি,
 সরস্বতী এবং লোকমাতাপণ উমার সহিত
 সেই স্থানে ক্রীড়া করেন এবং ঐ সকল
 দেবতারা যোগাবলম্বন দ্বারা দিব্যরূপ ধারণ
 করেন। হে মুনৈঃ! দেবতারা ঋগৈশ্চৈব
 সহিত সেইখানে খেলা করেন। বাহারা
 প্রমথগণের মধ্যে মহাস্থা, কুন্ড ও বামনরূপ-
 ধারী, কামরূপী, মহাবেশধারী, পাতপত-
 যোগসাহচরী এবং ঐহু তাঁহারাও সেই স্থানে
 উপস্থিত করেন। সেই স্থানে মহাকালের
 সন্তান পদ্বীশ্বরী, নন্দীশ্বরী, গণেশ

গৃহীতপাটিশৌ দিব্যৌ সদেবী দেবপার্শ্বগৌ ॥
 জয়া চ বিজয়া চৈব দিব্যযোগবলান্বিতৌ ।
 দেব্যাঃ পার্শ্বে স্থিতে নিত্যমসিহস্তে মহাবলে ॥ ৩৯
 ককুদ্রী চ মহানাদো মহানীশ্বরবাহনঃ ।
 তত্রাস্তে মেঘসঙ্কাশো গোপতিঃ কামরূপধ্বজঃ ॥ ৪০
 ষট্শক্তিধরঃ শ্রীমান্ পিতৃপার্শ্বে ব্যবস্থিতঃ ।
 শাখশ্চৈব বিশাখশ্চ নৈগমী চৈব সূত্রতঃ ।
 কুমারশ্চ স্থিতাঃ পার্শ্বে লোকানুগ্রহহেতবঃ ॥ ৪১
 দশ সূর্যসহস্রাণি রথে সূর্যে জগৎপতেঃ ।
 শার্দূলাঃ কাকনাস্তত্র সিংহাশ্চ রজতপ্রভাঃ ॥ ৪২
 প্রাজ্ঞানাং মণিতুল্যানাং মহাযোগবলৌজসাম্ ।
 অসংখ্যাতাঃ স্থিতাঃ কোট্যো রুদ্রাণাং তত্র সূত্র
 কাকনৈঃ সূত্রতৈশ্চৈত্রৈর্দৈবৈর্মণিময়ৈরপি ॥ ৪৩
 শুভৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ শ্রীমান্ শুভভে স্তম্বনোক্তম্
 স রথো দেবদেবস্ত যোগেশো যোগবাহনঃ ॥ ৪৪
 সর্ষলোকসমো দিব্যো বহুভিত্তিস্থিতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৪৫
 সকলান্কে গৃহেশস্ত দেবদেবজগৎস্বজঃ ॥ ৪৬

এবং দেবের পার্শ্ববর্তী নন্দীশ্বর ও গণেশ
 দিব্যরূপ ধারণ করত বাস করেন। ঋগৈ
 যোগবল-সমবিতা, মহাবল-পরাক্রান্তা অসিহ
 জয়া ও বিজয়া দেবীর পার্শ্বদেশে অবস্থ
 করেন। বৃহৎ ককুদ্রুত ভীষণনাদী, মহাবল
 মহাদেব-বাহন, মেঘের ত্রায় কামরূপ, কাম
 রূপধারী, ষট্শক্তিধারী বৃষ, পিতার পার্শ্ব
 বাস করে। ২৪—৪০। হে সূত্রত!
 পুরমধ্যে শাখ, বিশাখ, নৈগমী ও কুমার প্রভৃ
 লোকানুগ্রহ হেতু পার্শ্বদেশে অবস্থান করেন
 জগৎপতির সূর্যরথের মধ্যে দশসহস্র সূ
 কাকনবর্ণ শার্দূলগণ এবং কাকনবর্ণ সিংহসম
 বাস করে। হে সূত্রত! প্রাজ্ঞ, নির্মল
 স্বভাব, মহাযোগবল ও তেজঃসম্পন্ন, অসংখ্য
 কোটি কোটি রুদ্র সেই স্থানে বাস করে
 সেই স্থানে নির্মল কাকন ও নানাপ্রকার ম
 ণি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, পরমসুন্দর রথ শো
 পাইতেছে। দেবদেব জগৎস্বজ গৃহেশ
 দেবের সেই রথ যোগেশ, যোগবাহন, স
 লোক সমান ও বহুভিত্তি-যুক্ত। হে

উপাখ্যানমব্যগ্রং সর্ষাত্তনিবর্তনম্ ॥ ৪৭
 ঋতবার্ণিতান্নানো যে যোগাঃ ক্রুদ্রতং পরাঃ ।
 ৪৮ তত্র মৃত্যুং বৎস তেষাং তত্রাস্পদং স্মৃতম্ ॥ ৪৮
 ৪৯ চ মাহেশ্বর্য্য ব্যাস তিষ্ঠন্তে শঙ্করালয়ে ।
 ত্রৈলোক্যে ভক্তান্তান্ত গুণ সমাহিতঃ ॥ ৪৯
 হং সনন্দনশৈব সনকঃ সনাতনঃ ।
 তত্রাস্পদং তু জ্যোষ্ঠো নরনারায়ণাবপি ॥ ৫০
 পিলো যোগসিদ্ধস্ত সিদ্ধাঃ পঞ্চশিখরা ।
 নৈয়শিরা যং যজ্ঞবল্য দয়ন্তথা ॥ ৫১
 যঃ শুকধর্ম্মাণঃ পরমৈশ্বর্য্যাসংযুতাঃ ।
 ঈশ্বরমূলে তু গুণাতীতা দিদৃক্ষবঃ ॥ ৫২
 সংহারকালে তু অগ্নিত্র লয়সংজ্ঞিতে ।
 যঃ তে সমাবিশ্য প্রাপ্তবন্ত্যাপরাধিকম্ ॥ ৫৩
 ৫৪ দৃষ্টানি বিশ্রান্ত হরস্তায়তনানি তু ।
 কালেশ্বরশৈব গোকর্ণ চ তথা শুভো ॥ ৫৪
 যুক্তে চ ওঙ্কারং বিশেষ্যমিহাপি চ ।
 ৫৫ যঃ চৈব দেবঃ ত্রিগিরো বা মাহেশ্বরঃ ॥ ৫৫
 রাহণে চ দেবেশো মহাকালে চ শঙ্করঃ ।

উপাখ্যান, সমস্ত-অন্তত্ননাশক এবং সত্য ।
 ৪৭ যোগাশ্রমপূর্ব্বক সর্ষতোভাবে আত্মকে
 ৪৮ র্ণ করিয়া ক্রুদ্রদেবের চিত্তায় তংপর,
 ৪৯ য়া যেখানে-সেখানে মরিলেও, তাঁহাদিগের
 ৫০ র্য্য বাস হয় । হে ব্যাস ! সকল মাহেশ্বর-
 ৫১ রাই শঙ্করালয়ে অবস্থান করেন ; তন্নিমিত্ত
 ৫২ যাহারা মাহেশ্বরের ভক্ত, তাঁহাদিগের নাম
 ৫৩ তেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর ৪১—৪৯।
 ৫৪ হ, সনন্দ, সনক, সনাতন, বিধাতা, পিতামহ
 ৫৫ , কপিল, যোগসিদ্ধ নর, নারায়ণ, পঞ্চশিখ,
 ৫৬ রা নামে মুনি এবং যজ্ঞবল্যাদি ঋষিগণ,
 ৫৭ য়া শুক-ধর্ম্মাবলম্বী, পরম ঐশ্বর্য্যাসংযুক্ত,
 ৫৮ তীত । মাহাদেবের দর্শনাভিলাষী হইয়া
 ৫৯ মাহাদেবের নিকটে বাস করেন
 ৬০ প্রলয়কালে ঈশ্বরে প্রবেশপূর্ব্বক পঞ্চাং
 ৬১ ল প্রাপ্ত হন । হে বিশ্রান্ত ! যাহারা
 ৬২ বের আলয় দর্শন করিয়াছেন এবং
 ৬৩ য় মহাকালেশ্বর, গোকর্ণ, অবিমুক্ত নামক
 ৬৪ ওঙ্কার, এইখানে বিশেষ্য, ত্রিগিরো

ভদ্রেশঃ মহাদেবঃ শঙ্কর্ণেশ্বরস্তথা ॥ ৫৬
 মহাকালেশ্বরশৈব গোকর্ণে চ তথা শুভো ।
 অবিমুক্তে চ ওঙ্কারং যৈঃ চ দৃষ্টং মহামুনে ।
 তেহপি যান্তি মৃত্যুঃ কালে পুরে চ গিরিজাপতেঃ ॥
 যোগাঃ পাপপতে যন্ত ময়া তে পরিকীর্তিতঃ ।
 ব্রতং পাপপতং যন্ত মোহপি তত্র প্রবর্ততে ॥ ৫৮
 ভক্তির্যেষাং ভবে নিত্যং কৃতার্থান্তে নরোত্তমাঃ ।
 মৃত্যুঃ শিবপুরে ব্যাস ভিক্ষাপা ট্রশপাণয়ঃ ॥ ৫৯
 নন্দীশ-স্কন্দসঙ্কশা যোগৈশ্বর্য্যবলাষিতাঃ ।
 ক্রুদ্রা ভবন্তি বিশ্রান্ত সদা শঙ্করপার্শ্বগাঃ ॥ ৬০
 এষ তে কথিতঃ সর্ষো যোগো মাহেশ্বরঃ পরঃ ।
 সকলকৈব জ্ঞাতৈবং বিজ্ঞায় পরমেশ্বরম্ ॥ ৬১
 সর্ষবেদবিনির্মুক্তঃ পরং মোক্ষমবাপ্যসি ।
 ভবিষ্যসি চ যোগী চ জ্ঞানস্তাশ্র প্রভাবতঃ ॥ ৬২
 অগংস্থিতিকরো যোগী তন্মাদ্ধর্ম্মপ্রবর্তকঃ ।
 জ্ঞানসিদ্ধ্যা স্মৃতিং প্রাপ্য ব্রহ্মাতোত্তবকারণে ॥ ৬৩

বিকর্ণ-দেব অথবা মাহেশ্বর, কারোহণে দেবেশ,
 মহাকালে শঙ্কর, ভদ্রেশ, মহাদেব, গোকর্ণ
 পর্ষতে শঙ্কর্ণেশ্বর মহাকালেশ্বর এবং অবিমুক্ত
 নামক স্থানে ওঙ্কার, এই সকলকে দর্শন করিয়া-
 ছেন, হে মহামুনে ! তাঁহারাও মৃত্যুর পরে
 যথাকালে গিরিজাপতির পুরে গমন করেন ।
 ৪০—৫৭ । হে ব্যাস ! আমি তোমার নিকট
 কাহতেছি,—যাহারা শিবযোগাবলম্বী, পাপপত-
 ব্রতধারী, শিবের ভক্ত, তাঁহারাও সেই শিবপুরে
 বাস করেন এবং কৃতার্থ সেই সকল নরোত্তমগণ
 মৃত্যুর পরে শিবপুরে ভিক্ষাপা ট্রশ-হস্তে নন্দীশ্বর
 এবং কীর্তিকরের জ্ঞায় যোগৈশ্বর্য্য-বলাষিত হইয়া
 সর্ষদা শঙ্করের পার্শ্বে ক্রুদ্ররূপ ধারণ করত অব-
 স্থান করেন । আমি তোমার নিকট এই পরম
 মাহেশ্বর যোগ কীর্তন করিলাম । তুমি এই
 সমস্ত যোগ ও পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া
 সকল ক্রেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম মুক্তি লাভ
 করিবে এবং এই জ্ঞানের প্রভাবে যোগী
 হইবে যোগী ব্যক্তি অগংস্থাপন করেন
 সেই হেতু যোগীই পরমপ্রবর্তক । তুমি
 যাহা শিখিয়াছ করত এই মহা

স্থিতিস্থানিরোধানায় পুরাণক করিষ্যসি ।
 বক্তব্যপ্রচারার্থং বেদমেকং স্বয়মুভয়ম্ ॥ ৬৪
 বিজ্ঞানার্থমুদ্ভূত্যা চতুর্ধা বিকরিষ্যসি ।
 মনস্তরমিদং কৃত্ব বৈবস্বতমনিন্দিতম্ ॥ ৬৫
 লোকে স্থিতিকরা ধর্ম্যা বেদস্মৃতিপুরোগমাঃ ।
 তৎকৃত্যঃ প্রকরিষ্যন্তি তীর্থকং ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৬৬
 তস্মাদ্ভবতঃ সম্প্রাপ্য পশুপাশবিমোচনম্ ।
 শকরজ্ঞানসম্পন্ন ঈশ্বরে লয়মাপ্যসি ॥ ৬৭
 এবমুক্তস্তদা ব্যাসো মুনির্ন ব্রহ্মহনুনা ।
 উপসেব্য মুনীশ্রুত তস্য সংস্কারমাপ্রবৎ ॥ ৬৮
 তৎকথাচ্ছাস্ত্র যোগোহসৌ প্রাহুর্ভূতো মহামুনেঃ
 অভিবাধ্য গুরুং ব্যাসো ব্রহ্মপুত্রং মহাতপাঃ ।
 সবার তেন দীক্ষার্থং বিবেশ চ মহৌতলম্ ॥ ৭০
 একং সনৎকুমারস্ত পৃষ্ঠো ব্যাসেন ধীমতা ।
 মুনীশ্রুৎ কথয়ামাস পুরাণং শিবসম্ভবম্ ॥ ৭১
 সর্বাগমসমায়ুক্তং মনস্তরজগৎস্থিতম্ ।
 শিবযোগধরং ধীরং সর্বাঙ্গানার্ববং মহৎ ॥ ৭২

উপস্থিত করণ-বিষয়ে স্মৃতি লাভ করিয়া স্থিতি,
 ধর্ম ও নিরোধ সম্বন্ধে পুরাণ রচনা করিবে।
 তুমি বক্তব্য-প্রচারের নিমিত্ত স্বয়মুভয়বেদকে
 বিশেষরূপে বেদধর মন্ত চারিত্র্যে বিভক্ত
 করিবে। এক্ষণে অনিন্দিত সমস্ত কাল বৈব-
 স্বত মনস্তরঃ ইহলোকে তৎকৃত বেদ স্মৃতি
 প্রকৃতি ধর্মশাস্ত্র স্থিতিকর বলিয়া প্রচার হইবে।
 তুমি তীর্থক হইবে। তাহার পর শীতাই পশু-
 পান হইতে মুক্তিলাভ করত শিবজ্ঞান প্রাপ্ত
 হইয়া ঈশ্বরে লয়প্রাপ্ত হইবে। ৬৮—৬৭।
 ব্রহ্মজ্ঞানর সনৎকুমার মুনি, ব্যাসকে এই কথা
 বলিলে, ব্যাস মুনীশ্রুকে সেবা করিয়া তস্য দ্বারা
 সংকৃত হইলেন। মহাতপা ব্যাস, ব্রহ্মপুত্র
 তস্য সনৎকুমারকে অভিবাধন করিয়া মহৌতলে
 প্রবেশ করিলেন। ধীমান্ ব্যাস সনৎকুমারকে
 এইরূপ বিজ্ঞান্য করিলে, সনৎকুমার মুনিশ্রেষ্ঠ
 ব্যাসের নিকট শিবপুরাণ কহিয়াছিলেন। এই
 শিবপুরাণ সমস্ত আগম-সংকৃত; ইহাতে মন-
 তর ও জগতের সমস্তই বর্ণিত আছে। শিব-
 যোগ ও সর্বাঙ্গানার্বব ইত্যদ্যে বর্ণিত। ইহাতে

তস্মাদ্ভবতঃ পাপ্য ব্রতং পশুপতং বিজ্ঞা-
 অভ্যস্ত সকলং যোগমীশ্বরে লয়মাপ্য ॥ ৭৩
 ইদমাগত্য চাত্যস্ত ব্যাসোহসৌ মুনিসম্ভবঃ ।
 বেদার্থস্মৃতিসম্পন্নচিত্তাশ্রয়ে মহাত্ম্যজিঃ ॥
 অতো বিনির্গতো ধর্মো যোগবিদ্যাস্তথৈব চ ।
 পুরাণং প্রথমং প্রাহ শ্রাব্যং নন্দীশ্বরো বিজ্ঞা-
 স সর্বাংসং সমাখ্যাতো য ইমং রেস্তি সর্কত-
 ত্রিবর্গঃ পাপ্যতে তেন মুক্তিরেতেন জায়তে ।
 আয়ুঃ প্রবর্ততে যোগো বর্কতে তেন লভ্যতে ।
 কৃত্বস্ত জগতো বিদ্যাশ্বাদিকর্তা যথা হয়ঃ ।
 তথা সর্কপুরাণানাং পুরাণোহসং পরঃ স্মৃতঃ ।
 অধীতো বৈরিদং বিপ্রৈস্তং পরৈশ্চাপি সেকি-
 মৃত্যুকালমুপ্রাপ্য ন তে শোচন্তি জমিনঃ ॥
 শ্রবণাদেবদেবস্ত সাযুজ্যং ধারণাধিতোঃ ।

সমস্ত জ্ঞানের উপদেশ পাওয়া যায়।
 পুরাণ অতি গভীর এবং সকল হইতে প্রা-
 ততএব হে দ্বিজগণ! তোমরাও শিবব্রত
 লয়নপূর্বক সকল যোগ অভ্যাস করিয়া ঈশ-
 লয় প্রাপ্ত হও। মুনিসম্ভব মহাজ্ঞে
 ব্যাস এই শিবব্রত ও যোগ অনুষ্ঠান করি-
 সমস্ত বেদের তাৎপর্য এবং স্মৃতি অব-
 হইয়াছিলেন। এই ব্যাস হইতেই ধর্ম
 যোগবিদ্যা নির্গত হইয়াছে। নন্দীশ্বর
 এই শিবপুরাণকে প্রথম ও সকল পু-
 হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ, এইরূপ কহি-
 ছেন। যে ব্যক্তি এই পুরাণ সর্কত
 ভাবে অবগত আছে, সে সর্কবিদ্ বহি-
 কথিত হয়। ইহা দ্বারা ত্রিবর্গ প্রা-
 হয়, মুক্তিলাভ হয়, আয়ুর্বাদ্ধি হয় ও
 যোগলাভ করিতে পারা যায়। মহাদেবের
 সমস্ত জগতের বিদ্যাবিষয়ে আদিকর্তা, সে-
 রূপ এই শিবপুরাণ সকল পুরাণ হই-
 শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এই পুরাণ অধ্যয়ন
 এবং বাহারা তৎপর হইয়া ইহার সেবা
 সে সকল প্রাণী মৃত্যুকালে কিছুমাত্র
 হয় না। ৭৩—৭৪। ইহা শ্রবণ করিলে
 সর্কত লাভ করে। ধারণ ও

যোগসিদ্ধিঃ মোক্ষক পরমং লভেৎ ।
 গাথ্যং পুণ্যমুপাপত্তেই জগতাং
 স্তোত্রানুবাদং পরং
 ক্ৰোশ্যাপি মহাপ্রভাবকধনং
 সৰ্বাগমৈরর্চিতম্ ।
 কঠৈবং পরমং নরাঃ পদমিদং
 ত্র্যক্ষালয়ং প্রাপুয-
 নাকৈলৈশ্চ সুরেন্দ্রযজ্ঞবিবুধৈঃ
 সিদ্ধৈর্ষিভৈঃ সেবিতম্ ॥ ৮০ ॥
 বিপিতসৰ্বভাবহৃদয়ৈর্ধৈরৈবং সেবিতঃ
 তে জলদর্কবহ্নিবপুষ্পস্নাতকাঃ শশাঙ্কদ্বিভাঃ ।
 তুচরাশ্চতুর্দশ বরা নিম্মুক্তসৰ্বাত্তভাঃ
 হর্ষসমম্বিতাঃ ক্রতুধিয়ো নানাগুণৈরম্বিতাঃ ॥
 ই পরমং সম্প্রাপ্য যোগং মুনীন্দ্ৰাঃ
 পরমনন্তং প্রাপা দেবাধিবাসম্ ।

যোগসিদ্ধি ও পরম মুক্তি লাভ হয় ।
 লক্ষ্য উমাপতির পবিত্র স্তোত্রানুবাদ
 ভগবতীর মহাপ্রভাব-কীর্তন লইয়াই এই
 পুরাণ । ইহা সৰ্বশাস্ত্র-সম্মানিত । বক্ষ,
 সিদ্ধ, ষিদ্ধ, স্বর্গরাজ এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি
 ঈশগণের সেবিত এই পুরাণপদ শ্রবণ
 মানব শিবলোকে গমন করে । বাহারা
 ভাব এবং হৃদয় শত্বতে অর্পণ করিয়া
 সেবা করে, সেই সমস্ত ব্যক্তি, উজ্জ্বল
 অগ্নির আয় শরীর ধারণপূর্বক ত্রিনয়ন
 চক্রেয় আয় প্রভা ধারণ করত মহাদেবের
 শ্রেষ্ঠ অনুচর হন । তাঁহাদিগের কোন
 থাকে না, সৰ্বদা আনন্দে কালযাপন
 এবং সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া নানা-
 সঙ্গিত হন । পরে সেই মুনীন্দ্রগণ ইহ-
 পরম যোগী হইয়া পরম অনন্ত স্বর্গ

ত্রিপুরহরমিমং যে জ্ঞাতবন্তঃ প্রবহাদ-
 গতকলুচরাস্তে প্রাপুযন্তে চ মোক্ষম্ ॥ ৮২ ॥
 ইদং পুরাণং পরমং পবিত্রং
 ভূচিঃ পঠেদ্যঃ শৃণুয্যচ্চ যো নরঃ ।
 স সৰ্বকামান্ সমাপ্য দুর্লভান্
 শিবস্ত চাস্তে পদমুত্তমং ব্রজেৎ ॥ ৮৩ ॥
 পিতৃণাং তপ্তিদং শ্রাদ্ধে পঠ্যমানমিদং ভবেৎ ।
 দুষ্টসম্প্রাদি-দুঃস্বপ্ন-কলিকায়নাশনম্ ॥ ৮৪ ॥
 অধীতে চাস্ত যঃ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধং বা সমাহিতঃ ।
 শ্রদ্ধয়া ভক্তিযুক্তো বা তস্ত পীতো ভবেচ্ছিবঃ ॥ ৮৫ ॥
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায়
 পাশ্চপতব্রতাদিমাহাত্ম্যকথনং নামৈ-
 কোনবষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

লাভ করেন । যে সকল ব্যক্তি বহুপূর্বক এই
 ত্রিপুরহর মহাদেবকে জানিবে, তাহাদিগের
 সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং তাহারা মুক্তিলাভ
 করে । যে নর ভূচি হইয়া এই পরম পবিত্র
 পুরাণ পাঠ করে ও শ্রবণ করে, সে সমস্ত
 দুর্লভ অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া, পরে উত্তম
 শিবপদ প্রাপ্ত হয় । শ্রাদ্ধ সময়ে এই পুরাণ
 পাঠ করিলে পিতৃলোকের তপ্তি হয় । এই
 পুরাণ পাঠে দুঃস্বপ্নাদি দোষ ও অকাৰ্য্য জন্ম
 কলহ এবং পাপ নষ্ট হয় । যে ব্যক্তি মনো-
 যোগপূর্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া এই
 পুরাণের এক শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করে, শিব
 তাহার উপর অতিশয় প্রীত হন । ৭১—৮৫ ।

উনবষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

বাস্তবীকৃতসংহিতা ।

পূর্বভাগঃ ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

নমঃ সমস্তসংসার-চক্রভ্রমণহেতবে ।
 গৌরীকুচতটবন্দ-কুহুমাক্তিবজ্রসে ॥ ১
 উক্তা ভগবতো লক্শ্য প্রসাদাহুপমন্যুনা ।
 নিরমাহুখিতো বায়ুর্মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে ॥ ২
 কথংচাপি তে সর্কে নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ।
 অধারমর্থঃ প্রষ্টব্য ইতি কৃত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩
 কৃত্বা বধাশকং কৃত্যং প্রত্যাপতা বধা পুরা ।
 ভগবন্তমুপাস্যন্তং সমীক্ষ্য সমুপাধিশন্ ॥ ৪
 অথাসৌ নিরমস্তাস্তে ভগবানহরোদ্ধবঃ ।
 মধ্যে মুনিসমাজস্তা চ্ছেদ্যে কৃপ্তং বরাসনম্ ॥ ৫
 সুখাসনোপবিষ্টস্য বায়ুর্লোকনমস্ততঃ ।
 শ্রীমদ্বিতীয়াংশস্তা হৃদি কুণ্ডলমব্রবীৎ ॥ ৬

তংপ্রপদ্যো মহাদেবং সর্কজ্জমপরাভিতম্ ।
 বিভূতিঃ সকলং যন্ত চরাচরমিদং জগৎ ॥ ৭
 ইত্যাকর্ণ্য শুভাং বাণীমৃষয়ঃ ক্লীণকল্যাণাঃ ।
 বিভূতিবিস্তরং শ্রোতুমুচুস্তে পরমং বচঃ ॥ ৮
 কথং উচুঃ ।
 উক্তং ভগবতা বৃন্তমুপমহাগোর্মহাত্মনঃ ।
 কৌরার্থেনাপি তপসা বৎ প্রাপ্তং পরমেশ্বরাং ।
 দৃষ্টোহসৌ বাহুদেবেন কৃষ্ণেনাক্রিষ্টকর্মণা ।
 ধোম্যাগ্রজন্তুভ্রমন্তেন কৃতং পাপপতং ব্রতম্ ।
 প্রাপ্তক পরমং জ্ঞানমিতি প্রাগেব শুক্রম্ ।
 কথং স লক্শবান্ কৃষ্ণো জ্ঞানং পাপপতং পর
 বায়ুরুবাচ ।
 শ্বেচ্ছয়া হবতীর্ধোহপি বাহুদেবঃ সনাতনঃ ।

প্রথম অধ্যায় ।

পার্কতীর ত্তনক্লিষ্ট কুহুম বাবা তাহার
 বকঃস্থল রক্তিত এবং যিনি অধিল সংসারচক্র
 ভ্রমণের কারণ, সেই মহাদেবকে নমস্কার ।
 উপমন্যু ভগবানের প্রসাদ হইতে বাহা লাভ
 করিয়াছিলেন, বায়ু তাহা বলিয়া, দিবাকর
 আকাশের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত হইলে, নিরমাহু-
 সারে উল্লিখিত হইলেন । অনন্তর নৈমিষারণ্য-
 বাসী বধিগণ “এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে
 হইবে” এইরূপ নিশ্চয় করিয়া এবং আপন
 আপন কর্তব্য-কর্ম সমাপনান্তে, পূর্বের মত
 প্রত্যাপন করত ভগবানকে আগমন করিতে
 ডেবিয়া, সকলে উপবিষ্ট হইলেন । অনন্তর
 ভগবান্ অরোহণ বায়ু নিরম অর্থাৎ ব্রতবিশেষ
 সমাপন করিয়া, মুনিসমাজের মধ্যে নির্দিষ্ট
 গৌরীকুচতটবন্দ করিলেন । দিবাকর
 আকাশে উপবিষ্ট হইলেন ।

কথা বলিলেন,—“আমি সেই অপরাধী
 সর্কজ্জ মহাদেবকে ভজনা করি । এই সা
 চরাচর জগৎ তাহারই বিভূতি ।” এই
 বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিদিগের পাপ
 হইল । তাহারাই সেই বিভূতির বিষয় বি
 রূপে শ্রবণ করিবার মানসে এই সারবান্
 বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনি মহাত্মা
 মন্যুর ইতিবৃত্ত বলিলেন, অর্থাৎ তিনি গু
 নির্মিত তপস্তা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট হা
 বাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলি
 একদা অক্রিষ্টকর্ম বাহুদেব-পুত্র কৃষ্ণ ।
 ধোম্যাগ্রজ উপমন্যুর লহিত সাক্ষ্য ক
 পাপপত ব্রতের অনুষ্ঠান করেন এবং তা
 তাহার পরম জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, ইহা
 উল্লিখিত । এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত এই ক
 কিরূপে সেই গৌরীকুচতটবন্দ জ্ঞান প্রাপ্ত হ
 হইলেন ? ১—১১ । বায়ু বলিলেন,—

দক্ষিণ মায়ায় দর্শন মুনিসম্মতম্ ॥ ১২
 দক্ষমালাভরণং জটায়ুগুণমতিতম্ ।
 কৃত্যভূতৈর্মুনিভিঃ শাস্ত্রৈর্বৈদমিবাবৃতম্ ॥ ১৩
 ধ্যানরতং শাস্ত্রমুপমন্যং মহাহ্যতিম্ ।
 শকার তং দৃষ্টা হৃষ্টসর্ষতনরুহঃ ॥ ১৪
 মানেন কৃষ্ণোহসৌ ত্রিঃ কৃত্বা তু প্রদক্ষিণম্ ॥
 অবলোকনাদেব মূনেঃ কৃষ্ণস্ত ধীমতঃ ।
 মাসীমলং সর্ষং মায়েসং কস্ম এষ চ ॥ ১৬
 : কীমলং কৃষ্ণমুপমন্যার্থধাৰিণি ।
 নোকুলা তং মন্ত্ৰৈরগ্নিরিত্যাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥
 পাণ্ডপতং সাক্ষাদব্রতং দ্বাদশমাসিকম্ ।
 যিহা মুনিস্তম্যৈ নদৌ জ্ঞানমনুস্তমম্ ॥ ১৮
 প্রভৃতি তং কৃষ্ণং মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ ।
 : পাণ্ডপতাঃ সর্ষে পরিবৃত্যোপতস্থিরে ॥ ১৯

রুসারে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেও যেন
 র (হৃঃস্বল) মনুষ্যভাবে উপর বিরক্ত
 , সেই মুনিস্থে উপমন্যর নিকট গমন
 লন । দেখিলেন, উপমন্যর মস্তকে জট-
 সর্ষাঙ্গ রুদ্রাক্ষমালায় ভূষিত এবং বেদ
 সমুদয় শাস্ত্র দ্বারা পরিবৃত, তিনিও সেই
 আপনার শিষ্যগণে পরিবৃত । কৃষ্ণ, সেই
 ভাব শিবধ্যানরত মহাহ্যতি উপমন্যকে
 করিয়া, রোমাঞ্চিত কলেবরে তাঁহাকে
 করিলেন । কৃষ্ণ বহুমানপূর্বক তিন-
 ই মুনিকে প্রদক্ষিণ করিলেন । সেই
 দর্শনমাত্রেই বুদ্ধিমান কৃষ্ণের সমুদয়
 হইল ; যেহেতু সকল কস্মই মায়া-
 গহার পর মহর্ষি উপমন্য কৃষ্ণকে
 দেখিয়া বথাক্রমে “অগ্নিঃ—” ইত্যাদি
 চরণপূর্বক বধাবিধি তাঁহার গায়ে
 লপন করিলেন । অনন্তর সেই
 ১৭ মাস ব্যাপিয়া অনুষ্ঠের সাক্ষাৎ
 ব্রতের অনুষ্ঠান করাইয়া, তাঁহাকে
 পাণ্ডপত জ্ঞান প্রদান করিলেন ।
 হইতে দেবতুল্য পাণ্ডপত-ব্রতাকলা
 মুনিপুত্র কৃষ্ণের চারিদিকে ঘিরিয়া
 দিতে লাগিলেন ।

অতো গুরুনিরোগাটৌ কৃষ্ণঃ পরমশক্তিমান্ ।
 তপশ্চকার পুত্রার্থং সান্নমুদ্दिष्ट শকরম্ ॥ ২০
 তপসা তেন বর্ষান্তে দৃষ্টা দেবং মহেশ্বরম্ ।
 সান্নং সগণমব্যগ্রো লব্ধবান্ পুত্রমাস্থনঃ ॥ ২১
 বস্মাং সান্নো মহাদেবঃ প্রদদৌ পুত্রমাস্থনঃ ।
 তস্মাক্সান্নবতীশ্নুং সান্নং চক্রে স নামতঃ ॥ ২২
 পুরাণং ধর্মশাস্ত্রক বিদ্যা হেতাচ্চতুর্দশ ।
 আয়ুর্কৈদো ধনুর্কৈদো গাক্ষর্কৈচতানুক্রমাৎ ।
 অর্থশাস্ত্রং পরং তস্মাদ্বিদ্যা হৃষ্টাদশ স্মৃতাঃ ॥ ২৩
 অষ্টাদশানাং বিদ্যানামেতাসাং ভিন্নবর্গনাম্ ।
 আদিকর্তা কবিঃ সাক্ষাচ্চুলপানিরিতি ক্রতিঃ ॥ ২৪
 স হি সর্ষজগন্নাথঃ সিস্কুরধিলং জগৎ ।

সর্ষোৎকৃষ্ট শক্তিমান্ কৃষ্ণ গুরু উপমন্যর
 আশ্রয়ক্রমে অন্ন্যার সহিত শকরের উদ্দেশে
 পুত্র-কামনায় তপস্তা করিলেন । সেই তপস্তা
 প্রভাবে এক বৎসরের পর অব্যগ্রচিত্তে অন্ন্যার
 সহিত সগণ মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়া
 আপনার পুত্রলাভ করিলেন । যেহেতু গুরুবান্
 মহাদেব সান্ন অর্থাৎ অশ্বিকার সহিত একত্র
 মিলিত হইয়া তাঁহাকে পুত্রদান করিয়াছিলেন,
 এই নিমিত্ত কৃষ্ণ সেই আশ্ববতী-গর্ভজাত
 প্রথম পুত্রের নাম রাখিলেন ‘সান্ন’ । পুরাণ
 ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্র বিদ্যা চতুর্দশ প্রকার । *
 (ঐ চতুর্দশ বিদ্যার সহিত) অনুক্রমে, আয়ু-
 কৈদ, ধনুর্কৈদ, গাক্ষর্ক (গান-বিদ্যা) এবং
 অর্থশাস্ত্র মিলাইলে বিদ্যা অষ্টাদশ প্রকার
 হয় । ভিন্ন ভিন্ন মার্গের প্রদর্শক এই অষ্টাদশ
 প্রকার বিদ্যার আদিকর্তা স্বয়ং শূলপাণি, ইহাই
 বেদে কথিত আছে । সেই অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি

* মূলের “পুরাণং ধর্মশাস্ত্রক বিদ্যা হেতা-
 চতুর্দশ” এই শ্লোক—“অজানি বেদাচ্চত্বারো
 নীমাংসা ভ্রাববিত্তকঃ” এই শ্লোকের
 সহিত যোগ করিলে চতুর্দশ বিদ্যা হয় । অতঃ-
 পক্ষে—নিকা, কন, ব্যাকরণ, নিকট, হনু, ও
 অ্যোতিষ । এতদ্ব্যতীত পঞ্চ—সিদ্ধি, কল্যাণ, ও

ব্রহ্মাণং বিদম্বে সাক্ষাৎ পুত্রমগ্রে সনাতনম্ ॥ ২৫
 তস্মৈ প্রথমপুত্রায় ব্রহ্মণে বিশ্ববানয়ে ।
 বিদ্যাশ্চৈব দদৌ পূৰ্ব্বং বিশ্বস্থত্বার্থমীশ্বরঃ ॥ ২৬
 লক্ষবিদ্যোন তেনাপি প্রজাসৃষ্টিং বিভবতা ।
 প্রথমং সৰ্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্ ॥ ২৭
 অনন্তরন্ত বক্ত্রেত্যো বেদান্তস্ত্র্য বিনির্গতাঃ ।
 প্রবৃষ্টিঃ সৰ্ব্বশাস্ত্রাণাং ভূত্বানন্তরং ততঃ ॥ ২৮
 যদ্যন্ত বিস্তরং শক্তা নাধিগন্তং প্রজা ভূবি ।
 তদা বিদ্যাসমাসার্থং বিশ্বেশ্বরনিয়োগতঃ ॥ ২৯
 ষাপরাভেষু বিশ্বাস্য বিষ্ণুঃ সৰ্ব্বজগদম্বরঃ ।
 ব্যাসনায়া চরত্যশ্মিন্নবতীৰ্ণ মহীতলে ॥ ৩০
 স পুনর্দ্বাপরে চান্মিন কৃকবৈপাক্যনাথ্যয়া ।
 অরুণ্যামিব হব্যানী সত্যবত্যামজ্ঞাত ॥ ৩১
 যতিগণানমাবিধ্য যেন বেদমহার্ণবাং ।
 প্রকাশো অনিতো লোকে মহাতারতচক্রমাঃ ॥ ৩২

মহাদেব এই জগৎ সৃজন করিতে অভিলাষী হইয়া, প্রথমে সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মাকে পুত্র-রূপে নির্দ্দাণ করিলেন । ১২—২৫ । ঈশ্বর মহাদেব সেই প্রথম পুত্র বিশ্ববানী ব্রহ্মাকে বিশ্বস্থতির নিমিত্ত সেই অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যা দান করিয়াছিলেন । প্রজাসৃষ্টি-বিস্তারকারী সেই ব্রহ্মাও বিদ্যালান্ত করিয়া, সকল শাস্ত্রের মধ্যে প্রথমে পুরাণের স্মরণ করিয়াছিলেন । তাহার পর তাঁহার মুখ হইতে প্রথমে বেদ সকল নির্গত হয় । বেদ-নির্দ্দাণের পর তাঁহার মুখ হইতে অপরাপর শাস্ত্রের প্রবৃষ্টি হয় । পরে পৃথিবীতে প্রজাপতি সেই বিস্তৃত শাস্ত্র-সমূহ অব্যয়ন করিতে অসমর্থ হইলে, ঈশ্বরের আদেশানুসারে সেই সকল শাস্ত্রের সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত ষাপরমুণের অন্তে বিশ্বাস্য সৰ্ব্বজগদম্বর বিষ্ণু ব্যাস নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তিনি এই বর্তমান ষাপরে কৃক-বৈপাক্য নামে, অরুণিতে যেমন অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ সত্যবতীর গর্ভে অম-জ্ঞান করিয়াছেন । যে বেদভাস যতিগণ

সংক্ষিপ্ত স পুনর্বৈদ্যাংচতুর্ভা কৃতবান্ ৷
 ব্যস্তবেদভ্য লোকে বেদব্যাস ইতি কৃত
 পুরাণমপি সংক্ষিপ্তং চতুর্লক্ষপ্রমাণতঃ ।
 অন্যাপি দেবলোকে তচ্ছত্ৰকোটিপ্রবিস্তঃ
 যো বিদ্যাচতুরো বেদান্ সাক্ষোপনিষদে
 ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যাগ্নেব স স্মাদিচ
 ইতিহাসপুরাণভ্যাং বেদং সমুপবংহয়ে
 বিভেত্যঙ্গস্তাষেদো মামকং প্রতরিত্যপি
 সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো যন্তস্তরাপি চ
 বংশানুচরিত্যেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্
 দশধা চাষ্টধা চৈতৎ পুরাণমুপদিগতে ।
 ব্রাহ্মণং পাদ্যং বৈকবক শৈবং ভাগবতং
 ভবিষ্যৎ নারদীয়কমার্কণ্ডেয়মতঃ পরম্ ।
 আশ্বেয়ং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈক্যং বারাহম্যেব
 শাস্তক বামনকৈব কোর্ম্মং মাংস্তক গার

মহাতারতরূপ চক্রকে উৎখাপিত করেন
 কথি আবার বেদসমূহকে সংক্ষেপ করি
 তাগে বিভক্ত করিয়াছেন । তিনি
 বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম
 ব্যাস হইয়াছে । ২৬—৩৩ । তিনি
 সকলকেও চারি লক্ষ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত
 ছেন । কারণ, দেবলোকে অন্যাপি
 সমূহের শ্লোকসংখ্যা এক শতকোটি
 ব্রাহ্মণ অগ্নের সহিত চারি বেদ এবং
 নিম্নে জ্ঞানবান্ হন, কিন্তু পুরাণ না ।
 তাহা হইলে তিনি বিচক্ষণ হইতে পারে
 ইতিহাস এবং পুরাণ দ্বারা বেদের পূর্ণ
 করিবে । ‘অজ্ঞানী পাছে আমাকে
 করে’, বেদ সৰ্ব্বদা এইরূপ ভয় করে
 (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (অবাস্তর সর্গ বা
 বংশ, যন্তর এবং বংশানুচরিত পুরাণ
 পাঁচটি লক্ষণ অর্থাৎ এই পাঁচ বিষয়
 বর্ণিত হয় । পুরাণ সকলের সংখ্যা
 কথ্য—ব্রাহ্ম, পাদ্য (পদ্মপুরাণ),
 (বিষ্ণুপুরাণ), শিবপুরাণ, ভাগবত, জৈন
 বুজানদী-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ,
 অশ্বমেধ-পুরাণ, শিবপুরাণ, বারাহ-

৥তিপুণ্যোহয়ং পুরাণানামুক্রমঃ ॥ ৪০

৫ তুরীয়ং যজ্ঞার্থং সর্কার্যগাধকম্ ।

প্রমাণং তদ্যন্তং দ্বাদশসংহিতম্ ॥ ৪১

তচ্ছিবেনৈব তত্র ধর্ম্যঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

নব ধর্মোণ শৈবান্ত্রৈববিকা নরাঃ ॥ ৪২

নৈমুচ্যন্তে প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ।

ক্রিয়চ্ছিন্ শিবমেব সমাপ্রয়েৎ ।

গ্ৰ্যব দেবানামপি মুক্তির্ন চান্তথা ॥ ৪৩

ধর্ম্যথাতং পুরাণং বেদসম্মিতম্ ।

ন সমাসেন ব্রুবতো মে নিবোধত ॥ ৪৪

তথা রৌদ্রং বৈনায়কমুত্তমম্ ।

পুরাণক রুদ্রৈকাদশকং তথা ॥ ৪৫

শতরুদ্রং কোটিক্রুদ্রাধ্যমেব চ ।

কুরুদ্রাধ্যং বায়বীয়ং ততঃ পরম্ ॥ ৪৬

পুরাণকৈতোবং দ্বাদশ সংহিতাঃ ॥ ৪৭

মন-পুরাণ, কুর্শ্বপুরাণ, মৎস্তপুরাণ,

এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ । এই পুরাণ-

মুক্রমণিকা অতি পবিত্র । এই

পুরাণের মধ্যে চতুর্থ শিবপুরাণ,

বর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে । ইহার

যাহা দেবলোকে অবস্থিত, তাহার

একলক্ষ এবং দ্বাদশ প্রকার

বা পরিচ্ছেদে তাহা বিভক্ত ।

উহা সাক্ষ্য মহাদেব কর্তৃক

এবং উহাতে ধর্ম্য প্রতিষ্ঠিত

সেই শিবোক্ত ধর্ম্য অনুসারে

ত উৎপন্ন শিব-ভক্ত লোকেরা

৪৮ শিবের প্রসাদে একজন্মেই

ভ করে । অতএব মুক্তিলাভেচ্ছু

বর আশ্রয় লওয়া উচিত । এই

প্রয় করিয়াই দেবতাদিগেরও মুক্তি

কারে নহে । যে শৈব-পুরাণ বেদ-

কীর্জন হইয়াছে, তাহার পরিচ্ছেদ

৫ সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

রৌদ্র, বৈনায়ক, ঔম, মাতৃক,

কৈলাস, শতরুদ্র, কোটিক্রুদ্র,

৫০ বায়বীয় এবং পরম । সেই

বিদ্যোপনং দশসাহস্রমুদিতং গ্রন্থসংখ্যয়া ।

রৌদ্রং বৈনায়ককৌমং মাতৃকাখ্যং ততঃ পরম্ ॥

প্রত্যেকমষ্টসাহস্রং ত্রয়োদশসহস্রকম্ ।

রুদ্রৈকাদশকাখ্যং ৫২ কৈলাসং ষট্‌সহস্রকম্ ॥ ৪১

শতরুদ্রং দশ প্রোক্তং কোটিক্রুদ্রং তথৈব চ ।

সহস্রকোটিক্রুদ্রাখ্যং দশসাহস্রকং তথা ॥ ৫০

যদেতদ্বায়ুনা প্রোক্তং চতুঃসাহস্রমৌরিতম্ ।

তথা পঞ্চসহস্রস্ত যদেতদ্বায়ুনাশ্রিতম্ ।

তদেবং লক্ষমুদিতং শৈবং শাখাবিভেদতঃ ॥ ৫১

চতুঃসহস্রকং ৫২ তু বায়ুনা সমুদৌরিতম্ ।

তদিতং বর্ত্তয়িষ্যামি ভাগধ্বন্যসম্মিতম্ ॥ ৫২

নাবেদবিদুষে বাচ্যমিদং শাস্ত্রমুত্তমম্ ।

ন চৈবান্ত্রদধানায় নাপুরাণবিদে তথা ॥ ৫৩

পরীক্ষিতায় শিবায় ধার্মিকায়াননুসবে ।

প্রদেয়ং শিবভক্তায় শিবধর্ম্মানুসারিণে ॥ ৫৪

শিবপুরাণে এই দ্বাদশ সংহিতা বা পরিচ্ছেদ

আছে । ইহাদের মধ্যে বিদ্যোপন-সংহিতার

শ্লোক-সংখ্যা দশ হাজার । রৌদ্র, বৈনায়ক, ঔম,

এবং মাতৃক ইহাদের প্রত্যেকের শ্লোকসংখ্যা

আট হাজার । রুদ্রৈকাদশ নামক সংহিতার

শ্লোক-সংখ্যা দশ হাজার এবং কৈলাস নামক

সংহিতার শ্লোক সংখ্যক ছয় হাজার । শতরুদ্র

ও কোটিক্রুদ্র ইহাদের শ্লোক-সংখ্যা দশ হাজার

করিয়া । সহস্রকোটিক্রুদ্রের শ্লোকসংখ্যাও দশ-

হাজার । বায়ুপ্রোক্ত সংহিতার শ্লোক সংখ্যা চারি

হাজার এবং ধর্ম্মসংহিতার শ্লোকসংখ্যা পাঁচ

হাজার । এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখাসমূহ একত্র

করিলে শিবপুরাণের শ্লোক-সংখ্যা একলক্ষ

হয় ; তাহার মধ্যে বায়ু-কথিত সংহিতার চারি

হাজার । এক্ষণে তাগদ্বয়ে বিভক্ত সেই বায়ু-

কথিত সংহিতা-তাদের উল্লেখ করিতেছি ।

এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদজ্ঞানহীনদের নিকট

কখনই কখনীর নয় । প্রজ্ঞাবিহীন এবং

পুরাণ-জ্ঞানহীনদের নিকটেও এই শাস্ত্র বলিলে

না : সর্ব্বভোক্তার পরীক্ষিত অনুসারী শিব-

ভক্ত এবং সর্বার্থার্থী শিবভক্তই এই

পুরাণসংহিতা বস্ত্র প্রসাদাশ্রয়ি বর্ততে ।
নমো ভগবতে ভগ্নৈঃ ব্যাসায়ামিত্তেজসে ॥ ৫৫
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্বভাগে বিদ্যাবতারকথনং নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

পুরা কালেন মহতা কল্মষভীতে পুনঃপুনঃ ।
অগ্নিনুপহৃতিতে কল্মষে প্রবৃন্তে সৃষ্টিকর্মণি ॥ ১
প্রতিষ্ঠিতায়াং বাস্তায়াং প্রবুদ্ধাস্থ প্রজাস্থ চ ।
মুনীনাং যতীকুলীয়ানাং ক্রবতামিত্তরেত্তরম্ ॥ ২
ইদং পরমিদং নেতি বিবাদঃ সূমহানকুং ।
পন্থত্ব হুনিরূপত্বাৎ জাতস্তত্র নিশ্চয়ঃ ॥ ৩
ভেদভিভাষ্যুর্বিধাতারং দ্রষ্টুং ব্রহ্মাণমব্যয়ম্ ।
কত্রাস্তে ভগবান্ ব্রহ্মা সূর্যমানঃ সূর্যাসুরৈঃ ॥ ৪

প্রধান করিবে। বাহার প্রসাদে আমাতে
সমুদয় পুরাণ-সংহিতা অধিষ্ঠান করিতেছে,
সেই অমিত্তেজা ভগবান্ বেদব্যাসকে
বন্দন করি। ৪২—৫৫।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—পূর্বে অনেক কাল গত
হইলে ও বারংবার বেতসব্রাহ কল্মসকল অতীত
হইলে, এই বর্তমান বেতসব্রাহ কল্মসের
উপহৃতিতে সৃষ্টিকর্মের প্রবৃতি হইলে,
সংসারের কার্য চলিতে লাগিলে এবং প্রজা
সকল প্রবুদ্ধ হইলে “ইহাই ব্রহ্মজ্ঞ” “ইহাই
“ব্রহ্মজ্ঞ” এইরূপ কথোপকথনকারী যতীকুলীয়
মুনিকুলের যোগেশ্বর বাসাদেব প্রবৃতি
হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের হুনিরূপত্বাৎ বেদ
সংহিতার বেদ ভিৎসন হইয়া গিয়াছে।

যেহেতু তে শুভে রম্যো দেব-দানবসঙ্কুলে ।
সিদ্ধচারণসংস্রাধে বক্ষপক্ষর্ষসেবিতৈঃ ॥ ৫
বিহঙ্গসজ্জসংযুষ্ঠৈ মণিবিক্রমভূষিতৈঃ ।
নিকুঞ্জ-কন্দর-দরী-গুহা-নিবাসশোভিতৈঃ ॥
তত্র ব্রহ্মবনং নাম নানামৃগসমাকুলম্ ।
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্ ॥ ৭
সুরসামলপানীয়-পূর্ণরম্যসরোবরম্ ।
মন্ত্রভরসঙ্কর-রম্যাপুষ্পিভপাদপম্ ॥ ৮
তরুণাদিতাসক্কাশং তত্র চারু মহৎ পুরম্ ।
হৃৎকর্ষং বলদৃপ্তানাং দৈত্য-দানব-রক্ষসাম্ ॥ ৯
তপ্তজাম্বুনদময়ং প্রাংগুপ্রাকারতোরণম্ ।
নিয়্যাহবলভী-কূট-প্রতোলীশতমণ্ডিতম্ ॥ ১০
মহার্হমণিচিত্রাভিলেহিহানমিবাস্বরম্ ।
মহান্তবনকোটিভিরনেকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ১১

জাত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই
সেই স্থানে সেই অব্যয় লোক-স্রষ্টার
গমন করিলেন। দেব-দানবগণে সঙ্কুল,
চারুগণে পরিপূর্ণ, বক্ষ ও গন্ধর্ষণগণে
পক্ষিসমূহে কুজিত, মণি ও বিক্রমে
নিকুঞ্জ, কন্দর, দরী, গুহা ও নির্বাসে
অভিষয় রম্য এবং শুভদর্শন একটী
শূন্য আছে। সেই গুহে নানাবিধ
সমাকীর্ণ, দশ যোজন বিস্তীর্ণ, দশ
আয়ত ব্রহ্মবন নামে একটী বন আছে
স্থানে সরোবর সকল দেখিতে রমণীয়
সুরস ও নিখল জলে পরিপূর্ণ। বক্ষ
পুষ্পিভ এবং পুষ্প সকল ঝঙ্কারকারী
মধুকরে আচ্ছন্ন। সেই স্থানে বাহুবলে
দৈত্য, দানব ও রাক্ষসদিগের বিস্তৃত
নুতন সূর্যের তুলা দীপ্তিমান একটী
আছে। ঐ নগর তপ্ত সুবর্ণ দ্বারা
উহার প্রাকার ও তোরণ অভিষয় উজ্জ
উহা শত শত হস্তিদন্ত-নির্মিত বলভী ও
রাক্ষ-বর্ষে শোভিত। ঐ নগর মহামুগ
মিহিত বিচিত্র অনেকসংখ্যক
শিব-আল দ্বারা যেন আবৃত হইয়া
সেই স্থানে

নিবসতি ব্রহ্মা সাত্বেঃ সার্কঃ প্রজাপতিঃ ॥

১। মহাস্থানং সাক্ষালোকপিতামহম্ ।

নয়ো দেবা দেবর্ষিগণসেবিতম্ ॥ ১৩

দৌকরপ্রথ্যং সর্ক্যভরণভূষিতম্ ।

দনং সৌম্যং পদপত্রায়তেক্ষণম্ ॥ ১৪

স্তিসমায়ুক্তং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।

ক্রাস্তরুধরং দিব্যমালাবিভূষিতম্ ।

ব্রেহ্মযোগীশ্ব-বন্দ্যমানপদাম্বুজম্ ॥ ১৫

কণযুক্তাস্য লক্চামরহস্তয়া ।

গনং সরসত্যা প্রভয়েব দিবাকরম্ ॥ ১৬

ঐ মুনয়ঃ সর্ক্যে প্রহৃষ্টবদনেকপাঃ ।

নিমাধায় তুষ্টবুঃ সুরপুংসবম্ ॥ ১৭

মুনয় উচুঃ ।

ঐষে তুভ্যং সর্গস্থিত্যন্তহেতবে ।

পুরাণায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥ ১৮

ধানসেহায় প্রধানকোভকারিণে ।

তি ব্রহ্মা নিবাস করেন । ১—১২। ঋষিগণ

স্থানে গমন করিয়া দেবর্ষিগণ-সেবিত

লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিলেন ।

স্বার প্রভা বিশুদ্ধ সুবর্ণ সদৃশ এবং

সকল প্রকার আভরণে ভূষিত ।

মুখ প্রসন্ন, তিনি দেখিতে মনোহর,

চক্ষু পদপত্রের মত আয়ত ; কাণ্ড

বৎ শরীর স্বর্গীয় গন্ধ দ্বারা অমূলিপ্ত ।

রিধান দিব্য শুক্ল বস্ত্র, গলার দিব্য

হৃষিত এবং পাদ-পদ্ম সুরাসুরেন্দ্র ও

১৭ কর্তৃক বন্দিত । দিবাকর যেমন

গয় শোভিত হন, তিনিও সেইরূপ

ক-সর্ক্যাসী চামরহস্তা সরসতী

স্থিত ছিলেন । তাঁহাকে দেখিয়া সেই

মুখ ও চক্ষু হর্ষে প্রফুল্ল হইল ।

কে অঞ্জলি করিয়া সেই সুরশ্রেষ্ঠ

করিতে লাগিলেন ;—আপনি সৃষ্টি,

লয়ের হেতু, পুরাণ পুরুষ পরমাত্মা

মাকে নমস্কার করি । ত্রিভবায়ক

পদার দেব, আপনি ত্রিভবায়ক

পিতৃ-সম্পাদক করেন অর্থাৎ উৎসব

ত্রয়োবিংশতিভেদেন বিকৃতান্যাবিকারিণে ॥ ১১

নমো ব্রহ্মাণ্ডজাতায় ব্রহ্মাণ্ডোদয়বর্তিনে ।

অত্র সংসিদ্ধকাৰ্য্যায় সংসিদ্ধকরণায় চ ॥ ২০

নমোহস্ত সর্ক্যলোকায় সর্ক্যলোকস্থায়িনে ।

সর্ক্যাস্তদেহসংযোগ-বিয়োগবিধিহেতবে ॥ ২১

তুষ্টেব নিখিলং সৃষ্টং সংসৃজ্য পালিতং জগৎ ।

তথাপি মায়য়া নাথ ন বিদ্বস্ত্যং পিতামহ ॥ ২২

স্বত উবাচ ।

এবং ব্রহ্মা মহাত্মগৈর্মহাবিভিরতিষ্ঠিতঃ ।

প্রাহ গন্তীরয়া বাচা মুনীন প্রহ্লাদয়শ্চিব ॥ ২৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋষয়ো হে মহাত্মগা মহাসম্মা মহোজসঃ ।

কিমর্থং স হিতাঃ সর্ক্যে স্মরমত্র সমাপতাঃ ॥ ২৪

তমেবংবাদিনং দেবং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মবিস্তম্যঃ ।

সাম্যাবস্থা হইতে চালিত করেন, আপনি

মহাদানি ত্রয়োবিংশতি ভেদের স্বরূপ হইয়া

নানাবিধ কার্য্যরূপে অবস্থান করেন, অথচ

অবিকারী ; আপনাকে নমস্কার করি । আপনি

হইতে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, অথচ আপনি

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থান করেন ; আপনি

সংসিদ্ধ কার্য্য স্বরূপ এবং কার্য্যের সংসিদ্ধির

কারণও আপনি ; আপনাকে নমস্কার করি ।

আপনি সর্ক্য লোক স্বরূপ, সর্ক্য লোকের

বিধাতাও আপনি এবং আপনি সকল প্রকার

আত্মা ও দেহের সংযোগবিয়োগের হেতু ;

আপনাকে নমস্কার করি । আপনি সমুদয়

জগৎ সৃজন করিয়াছেন, আপনিই আবার

উহার সংহার ও পালন করেন, তথাপি হে

পিতামহ ! আপনার মায়ার একমুখ মোহিনী

শক্তি যে, আমরা আপনাকে জ্ঞানিতে অক্ষম ।

১৩—২২। স্বত বলিলেন,—ব্রহ্মা মহাত্মগ

মুনিগণ কর্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া ; গন্তীর

বাক্যে তেন তাঁহাদিগকে আনন্দিত করত

বলিলেন,—হে মহাত্মগ মহাসম্মা এক মহো-

জস ঋষিগণ ! কি শিথিল জোমরা সকলে

একত্রিত হইয়া এই বাক্যে সন্মান করিয়া

করুন এই কথা বলিলেন, স্বত উবাচ ।

বাগ্‌ভিবিম্বসর্গাতিঃ সর্কৈ প্রোক্তমোহক্ৰমম্ ॥ ২৫

মুনর উচুঃ ।

ভগবৎকারণে মহতা বরমাবৃতাঃ ।

বিদ্যা বিবদমানাশ্চ ন পশ্চামোহত্ব যৎ পরম্ ॥ ২৬

ত্বং হি সর্কৈজগদ্ধাতা সর্কৈ কারণকারণম্ ।

ত্বয়া হুবিদিতং নাথ নেহ কিঞ্চন বিদ্যাতে ॥ ২৭

কঃ পুমান্ সর্কৈসম্ভেভ্যঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরঃ ।

বিতত্বঃ পদ্বিপূর্ণশ্চ শাস্ত্রতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৮

কেনৈব চিত্তকৃতোহন প্রথমঃ সৃজ্যতে জগৎ ।

অন্তকালে পুনঃ সর্কৈ কস্মিন্ প্রলয়মেবাতি ॥ ২৯

কন্তু ভূতানি বস্তানি কঃ সর্কৈবিনিযোজকঃ ।

কথং স পুরুষঃ শক্যো দ্রষ্টুমস্মাভিরীশ্বরঃ ॥ ৩০

সুত উবাচ ।

এবং পৃষ্টস্তদা ব্রহ্মা বিশ্বম্ভেরুবীকরণঃ ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ মুনীনামপি সন্নিধৌ ॥ ৩১

উখায় সূচিকং ধ্যাত্বা রুদ্র ইত্যুচ্চরন্ গিরম্ ।

এবান বহিঃসকল ব্রহ্মাঙ্গি হইয়া বিনয়গর্ভ
বাঁকা বসিতে আরম্ভ করিলেন,—হে ভগবন!
আমরা যোর অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত;
আমরা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিয়া শ্রান্ত হইয়া
পড়িয়াছি, তথাপি পরমতত্ত্ব নির্ণয় করিতে
পারি নাই। আপনি সমুদয় জগতের বিধাতা
এবং সকল প্রকার কারণের কারণ। হে নাথ!
এই সংসারে আপনার অবিকিত কিছুই নাই।
কোন পুরুষ সকল প্রকার প্রাণী হইতে প্রাচীন,
বিতত্ব, পদ্বিপূর্ণ, নিত্য, পরমেশ্বর এবং পর-
পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত? কোন বিচিত্রকারী
এই জগৎকে প্রথমে সৃজন করিয়াছেন এবং
অন্তকালে কাহাতেই বা সমুদয় জগৎ প্রলয়
হয়? এই ভূতগণ কাহার বস্ত্র এবং কেই বা
সকল ভূতের বোজনাকারী? কেই স্রষ্টা-
পুরুষকে আমরা কিরূপেই বা দর্শন করিতে
সমর্থ হইতে পারি? বহিঃসকল এইরূপ জিজ্ঞাসা
করিলে বিনয়ের ব্রহ্মার চক্ষু বিকসিত হইল।
তিনি কেই দেব, দানব এবং মুনিকণের সভায়
কতকাল কতকাল কিছু কাল ধ্যান করিয়া পর-
মেশ্বর হইয়াছেন।

আনন্দস্রিসসর্কৈজঃ কৃতাজ্জলিতাবত ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

যডে। বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সা
আনন্দং বস্ত বৈ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চ
যস্মাৎ সর্কৈমিদং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রেন্দ্রপূর্বক
সহ ভূতেন্দ্রিয়ৈঃ সর্কৈঃ প্রথমং সম্প্রসৃজ্য
কারণানাঞ্চ যো ধাতা ধ্যাতা পরমকারণম্
ন সম্প্রসৃজ্যতেহশ্রম্যাৎ কুতশ্চন কদাচন।
সর্কৈঃ স্রষ্টোহন সম্পন্নো নাস্তি সর্কৈঃ স্রষ্টা
সর্কৈর্মুখ্যভির্ধেয়ঃ শত্ৰুরাকাশমধ্যগঃ ॥
যোহগ্রে মাং বিদধে পুত্রং জ্ঞানক প্রহি
যৎ প্রসাদান্ময়া লব্ধং প্রোজাপত্যমিদং পদ
স্রেশো বৃদ্ধ ইব স্তব্ধো য একো দিবি তি
যেনৈদমধিলং পূর্ণং পুরুষেণ মহাস্থনা ॥

পর আনন্দজন্তু যেরূে তাঁহার সর্কৈ শরীর
হইল; তিনি কৃতাজ্জলি হইয়া বলিতে
লেন,—ধাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি ক
পারিয়া মনের সহিত বাঁকা নিবৃত্ত হ
যিনি বাঁকা ও মনের অগোচর; নির
চিত্তম জন্তু নিরতিশয় সুখ উপ
কিছুতেই ভীত হন না; ধাঁহা হই
বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র আদি সমুদয় জগৎ
প্রকার ভূতও ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রথ
হইয়াছেন; যিনি সমুদয় কারণের
এবং পরম কারণের ধ্যানকারী;
কোন বস্তু হইতে কোন সময়ে
নাই, যিনি সকল প্রকার ঐশ্বর্যস
বস্ত্র সর্কৈঃ নামে প্রসিদ্ধ; সকল
ধাঁহার ধ্যান করেন; যিনি শত্ৰু অর্থাৎ
আলয় এবং আকাশের মধ্যগত;
আমাকে পুত্ররূপে সৃজন করিয়া আ
জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন; ধাঁহার অস্ত
এই প্রোজাপত্য পদ লাভ করিয়াছি;
অর্থাৎ সর্কৈঃ ঐশ্বর্যশালী, অর্থাৎ
কৃষ্ণ বস্ত্র অচলভাবে আঁকা
করিলে; হে ধাঁহা পুরুষ সর্কৈঃ

ক। বহুনাং জ্ঞানানাং নিষ্কিরাণাক সংক্রিয়ঃ ।
 প্রজা বহুধা বীজং কুরোতি স মহেশ্বরঃ ॥ ৩১
 বরেন্দিরমান লোকান্ সর্বানীশো য ঐশতে
 কো ভগবান্ কুদ্রো ন দ্বিতীয়োহস্তি কশ্চন ।
 জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টোহপি যঃ পটৈঃ ।
 কো লক্ষয়ন্ বিশ্বমধিষ্ঠিত্তি সর্বদা ॥ ৪১
 কালানুযুক্তানি কারণার্থাখ্যলাত্ৰপি ।
 ত্বশক্তিরেকো য়ে ভগবানধিষ্ঠিত্তি ॥ ৪২
 তমন্তর দিবা ন রাত্রির্ন সদপাসং ।
 শিব এবৈকো যশ্চাং প্রজ্ঞা বিনিঃসৃত্য ।
 সঃ পরা শক্তির্ভাবগম্যা মহীষসী ।
 স্বপ্তগৈরেব নিগতা নিকলা শিবা ॥ ৪৪
 কার্যকরণে ন সমানো ন চাধিকঃ ।
 বিকী পরা শক্তির্নিত্য স্তানক্রিয়া অপি ॥ ৪৫

পরিপূর্ণ; যিনি একাকী বহুসংখ্যক
 প্রাণীর শুভক্রিয়ার সম্পাদক এবং
 একাকী হইয়া বহুবিধ বীজের স্রষ্টা,
 পরমেশ্বর। ১৫—৩১। অপ্রতিহত-
 লী যিনি সমুদয় জীবের সহিত অখিল
 ঐশ্বর্য উপর আধিপত্য করিতেছেন; যিনি
 ভগবান্ অর্থাৎ ষট্‌ঋষ্যসম্পন্ন, যাঁহার
 হই; যিনি সর্বদা জনগণের হৃদয়ে
 ক্রিয়াও অলক্ষিত; যিনি নিজে অপ্র-
 হেয়াও সমুদয় জগৎকে প্রকাশিত
 বিধান করিতেছেন; যিনি ভগবান্
 ক এবং একাকী হইয়াও সমুদয়
 গরণে অবস্থান করেন;—যখন
 যের তমোরাশি পৃথিবী আবরণ
 ল—দিবা, রাত্রি, সৎ বা অসৎ কিছুই
 ছিল না, কেবল সেই মঙ্গলময় এক-
 মেশ্বরই বর্তমান ছিলেন,—তাঁহা হই-
 । প্রজা নির্গত হইয়াছে। যে পুরুষের
 সী, সর্বোৎকৃষ্টা, নির্ভুগা অথচ শুভ-
 ॥ ও মঙ্গলরূপা; কার্য সম্পাদক
 তাঁহার সমানও নাই; তাঁহা হইতে
 হ নাই। তাঁহার শক্তি সর্বব্যাপী
 এক। তাঁহার আশ্রয় সর্বজনীন

যজ্ঞেনং কল্পমব্যক্তং বদপ্যন্তরকল্পম্ ।
 তাবুতাবকরাশ্রানাবেকো দেবঃ স্বয়ং হরঃ ॥ ৪৬
 ঐশতে তদভিধানাদ্ব্যোজনাত্তত্ত্বজাবতঃ ।
 ভূয়োহ্যপ্যস্ত পশোরস্তে বিশ্বমাস্তা নিবর্ততে ॥ ৪৭
 যশ্মিন্ ন ভাসতে বিদ্যাস্ত সূর্যো ন চ চন্দ্রমাঃ ।
 যস্ত ভাসা বিভাতীদমিত্যেবা শাস্বতী জতিঃ ॥ ৪৮
 একো দেবো মহাদেবো বিজ্ঞেয়স্ত মহেশ্বরঃ ।
 ন তস্ত পরমং কিঞ্চিদপদং সমধিগম্যতে ॥ ৪৯
 অয়মাদিরনাদ্যন্তঃ স্বভাবাদেব নির্মলঃ ।
 স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণশ্চ স্বেচ্ছাধীনচরাচরঃ ॥ ৫০
 অপ্রাকৃতবপুঃ শ্রীমান লক্ষ্যলক্ষণবর্তিতঃ ।
 অমুক্তো মোচকশ্চায়মকালঃ কালচোদকঃ ॥ ৫১
 সর্বোপরিষ্ঠতাবাসঃ সর্ববাসশ্চ সর্ববিৎ ।

মিত্য। যে এই সকল কল্প অর্থাৎ নবর ভূতের
 উপাদান অব্যক্ত এবং যে সেই অমৃত অকল্প
 অর্থাৎ অবিনাশী কৃষ্ণ পুরুষ, এতৎ উক্তই
 অকল্পস্বরূপ এবং এক পরমেশ্বরেরই বিবর্ত।
 সেই শিবের অভিধান, যোজন এবং তত্ত্ব-জাবনা
 প্রভাবে মাস্তা শক্তিবৃত্ত হয়; এই জীবের অস্ত
 আবার সেই বিশ্বমাস্তার নিবর্ত্তি হয়। যাঁহার
 নিকট বিদ্যাত প্রকাশিত হইতে পারে না। যাঁহার
 নিকট চন্দ্র বা সূর্যের দীপ্তি নাই; যাঁহার শরী-
 রের কিরণে এই সচরাচর জগৎ প্রকাশিত হয়,
 হইয়াই মিত্য বেদ-বাক্য—সেই এক মহেশ্বর
 অর্থাৎ শিবকেই মহান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠকেই বলিয়া
 জানা উচিত। তাঁহার-পদ অপেক্ষা অপর
 কোন শ্রেষ্ঠপদের কথা শুনা যায় না। তিনিই
 আদি, সকলের প্রথমে অবস্থিত; কিন্তু তাঁহার
 আদি বা অন্ত কিছুই নাই। তিনি স্বাতন্ত্র্যিক
 নির্মল, স্বতন্ত্র, পরিপূর্ণ; এই চরাচর বিশ্ব
 তাঁহারই ইচ্ছায় অধীন। ৪০—৫০। তাঁহার
 শরীর অপ্রাকৃত অর্থাৎ কোন প্রকৃতিজাত বস্তু
 দ্বারা নির্মিত নহে। তিনি লক্ষ্য এক লক্ষণ
 পূর্ণ। তিনি স্বয়ং অমৃত অথচ পরের মোক্ষ-
 কৰ্ত্তা; যাঁহার নিয়ম কোন কালের সীমিত
 নহে, অথচ তিনি সর্বজনীন

বজ্রবিধাধমরসাত্ত সর্কস্ত জগতঃ পতিঃ ॥ ৫২
 উত্তরোত্তরভূতানামুত্তরশ্চ নিরুত্তরঃ ।
 অনন্তমহিমা ভূমিরনবচ্ছিন্নবৈভবঃ ॥ ৫৩
 অশেষবিষয়ামোষ-শুদ্ধবুদ্ধিবিজ্ঞপ্তঃ ।
 আশ্রয়ন্ত্যমৃতাস্বাদ-প্রমোদরসিকো যুবা ॥ ৫৪
 অনন্তানন্দসম্মোহ-মকরন্দমধুরতঃ ।
 অখণ্ডজগদগুণাং পিতৃকরণপণ্ডিতঃ ॥ ৫৫
 ঔদার্য-বীৰ্য্য-পারিতোষ্য-মাধুর্য্যমকরালয়ঃ ।
 নৈবান্ত সদৃশং বস্ত নাধিককাপি কিঞ্চন ॥ ৫৬
 অতুলঃ সর্কভূতানাং রাজরাজশ্চ তিষ্ঠতি ।
 অনেক চিত্রকূটোন্ন প্রথমং সজ্যাতে জগৎ ॥ ৫৭
 অন্তকালে পুনঃশব্দং তস্মিন্ প্রলয়মেবাতি ।
 অস্ত ভূতানি বস্তানি অয়ং সর্কনিবোধকঃ ॥ ৫৮
 অরস্ত পরয়া ভক্ত্যা দৃষ্টতে নাস্তথা কচিৎ ।
 ব্রতানি সর্কদানানি তপাংসি নিরমাস্তথা ॥ ৫৯

সকল বস্তুর বাস এবং তিনি সর্কর ।
 তিনি বক্ষ্যমাণ ছয় প্রকার অধমবৃত্ত জগ-
 তের স্বামী । তিনি ক্রমশঃ উৎকর্ষ-প্রাপ্ত
 ভূতদিগের উত্তর অর্থাৎ শেষ ভূমিতে অবস্থিত,
 তাঁহা অপেক্ষা আর কিছুই উৎকৃষ্ট নাই ।
 তিনি অনন্ত মহিমার আধার এবং তাঁহার
 বৈভব অপরিচ্ছিন্ন । তিনি অশেষ অর্থাৎ
 নিখিল শক্তিভোগ্য বস্তুতে শুদ্ধবুদ্ধি অর্থাৎ
 শুদ্ধজ্ঞানের প্রবর্তক এবং তিনি চিত্রবোবনশালী
 ও আশ্রয়স্তিরুপ অমৃতাস্বাদের রসিক । তিনি
 অনন্তানন্দ-কররূপ পুষ্পরূপে ভ্রমরের স্তায়
 আচরণশীল এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে একটা
 পিতৃাকারে পরিণত করিতে পণ্ডিত । তিনি
 ঔদার্য্য, বীৰ্য্য, পারিতোষ্য এবং মাধুর্য্যের সমুদ্র ;
 তাঁহার সদৃশ বা অধিক কোন বস্তু নাই । সর্ক
 ভূতের মধ্যে কিছুতেই তাঁহার তুলনা নাই এবং
 তিনি রাজাদিগের রাজা । সেই চিত্রকর্ষই
 এক্ষণে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন ; এই জগৎ
 অন্তকালে পুনর্বার তাঁহাতেই প্রলয় হইবে ।
 অস্ত ভূতানি বস্তানি অয়ং সর্কনিবোধকঃ
 অরস্ত পরয়া ভক্ত্যা দৃষ্টতে নাস্তথা কচিৎ ।

কথিতানি পুরা সঙ্কীর্ভাবার্থং নাত্র সংশয়ঃ ।
 হরিশ্চাহক রুদ্রশ্চ তথাশ্চৈব সুরাসুরাঃ ॥ ৬০
 তপোভিক্তগ্নৈরদ্যাপি তস্ত দর্শনকারিজ্ঞপঃ ।
 অদৃশ্যঃ পতিতৈর্মুঢ়ৈহুর্জ্জ্বলৈরপি কুংসিতৈঃ ।
 ভক্তৈরন্তর্বাহিণ্যাপি পূজ্যঃ সন্তুষ্টা এব চ ॥ ৬১
 তদ্বদং ত্রিবিধং রূপং সুলং সূক্ষ্মং ততঃ পর
 অস্পাদাদ্যমরৈর্দৃশ্যং সুলং সূক্ষ্মং যোগিভিঃ ।
 ততঃ পরস্ত যন্নিভ্যং জ্ঞানমানন্দমবায়ম্ ॥ ৬২
 তন্নিষ্ঠৈস্ত্বং পরৈর্ভক্তৈর্দৃশ্যং তদ্ব্রতমাধিতেঃ
 বহনাত্ৰ কিমুক্তেন গুহাদগুহতরং পরম্ ॥ ৬৩
 শিবে ভক্তির্ন সন্দেহস্তয়া যুক্তো বিমুচ্যতে ।
 প্রসাদাদেব সা ভক্তিঃ প্রসাদো ভক্তিসমুৎ
 বধা বাকুরতো বীজং বীজতো বা যথাকুরঃ ।
 প্রসাদপূর্ষিকা এব পশোঃ সর্কত্র সিদ্ধয়ঃ ॥

উপায়ে নহে । ব্রত, সকল প্রকার দান ও
 এবং নিয়ম এই সকল সেই পরম্বরে ভ
 বন্ধনার্থ পণ্ডিতগণ কর্তৃক উক্ত হই
 এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । বিষ্ণু, ব
 রুদ্র এবং অজ্ঞাত্য সুর ও অসুরগণ অ
 তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত অতিশয় উগ্র-ত
 অনুষ্ঠান করিয়া থাকি । তিনি হু
 মুঢ়, পতিত এবং নিন্দনীষচরিত
 কর্তৃক অদৃশ্য হইলেও সর্কদা ভক্ত
 অন্তরে ও বাহিরে সন্তুষ্টা এবং ॥
 ৫০—৬২ । তাঁহার স্বরূপ তিন প্রকার
 সুল, সূক্ষ্ম এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত অর্জি
 আমাদের স্তায় দেবগণ তাঁহার সুল নু
 দেখিতে সক্ষম এবং যোগিগণ তাঁহার
 নৃতির দর্শনকারী । এই উভয়ের অ
 নৃতি নিত্য জ্ঞান আনন্দ এবং অবার
 যে সকল ভক্ত তন্নিষ্ঠ, তৎপর এবং
 ব্রতেরই প্রীতিকর অনুষ্ঠান করিয়া
 তাঁহারাই সেই রূপের দর্শন করিতে
 অধিক আর কি বলিব, সে রূপ গুহ
 গুহকর । শিবে বাহার ভক্তি থাকে, সে
 নিশ্চয়ই সেই ভক্তিপ্রভাবে বিমু
 চ্য হইতে বীজ এবং

ধনৈরন্তে সর্কৈরপি চ সাধ্যতে ।
 ধনং ধর্মঃ স চ বেদেন দর্শিতঃ ॥ ৬৭
 বশাং সাম্যং পূর্বয়োঃ পুণ্য-পাপয়োঃ ।
 প্রসাদসম্পর্কে ধর্মোস্তাতিশয়ন্ততঃ ॥ ৬৮
 যমাসান্য পশোঃ পাপপরিষ্করঃ ।
 ক্রীণপাপস্ত বহুভির্জন্মভিঃ ক্রমাৎ ॥ ৬৯
 সর্কৈরন্তে তন্তির্জানপূর্বা প্রজায়তে ।
 ঐশীশস্ত প্রসাদো ব্যতিরিচ্যতে ॥ ৭০
 ২ কশ্মসন্ত্যাগঃ ফলতো ন স্বরূপতঃ ।
 কশ্মফলত্যাগাচ্ছিবধর্মায়মঃ ভূতঃ ॥ ৭১
 সর্কৈরপেক্ষ্য তদপেক্ষ ইতি বিধা ।
 পেক্ষাং সাপেক্ষো মুখ্যঃ শতগুণাধিকঃ ॥ ৭২
 শিবস্তাশ্চ শিবজ্ঞানসমময়ঃ ।

জ্ঞানায়বশাৎ পুংসঃ সংসারে দোষদর্শনম্ ॥ ৭৩
 ততো বিষয়বৈরাগ্যং বৈরাগ্যাস্তাবসাধনম্ ।
 ভাবসিদ্ধ্যুপপন্নস্ত ধ্যানে নিষ্ঠা ন কশ্মশি ॥ ৭৪
 জ্ঞানধ্যানাভিযুক্তস্ত পুংসো যোগঃ প্রবর্ত্ততে ।
 যোগেন তু পরা ভক্তিঃ প্রসাদদনন্তরম্ ॥ ৭৫
 প্রসাদামুচ্যতে জন্তুমুক্তঃ শিবসমো ভবেৎ ।
 অনুগ্রহপ্রকারস্ত ক্রমোহয়মবিবক্ষিতঃ ॥ ৭৬
 যাদৃশী যোগ্যতা পুংসস্তস্ত তাদৃগনুগ্রহঃ ।
 গর্ভস্থো মুচ্যতে কশ্চিচ্ছায়মানস্তথাপরঃ ॥ ৭৭
 বালো বা তরুনো বাথ বৃদ্ধো বা মুচ্যতে পরঃ ।
 তিথ্যগৃহোনিগতঃ কশ্চিচ্ছায়মানস্তথাপরঃ ॥ ৭৮
 অপরস্ত পদং প্রাপ্তো মুচ্যতে স্বপদকরাৎ ।
 কশ্চিৎ ক্রীণপদো ভূত্বা পুনরাবর্ত্ত্য মুচ্যতে ॥ ৭৯

সেইরূপ শিবের প্রসাদেই ভক্তির
 হয় এবং ভক্তি হইতেই শিবের
 হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রভাবেই
 সর্বত্র সিদ্ধিলাভ হয়। অবসানে
 বসাবন দ্বারা শিবও বসীভূত হন।
 গ্রহের সাধক এবং বেদে সেই
 প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদাত্মস-
 জ্ঞানার্জিত পুণ্য ও পাপের সাম্য
 ই সাম্য হইতে প্রসাদের সম্পর্ক
 আতিশয়া হয়। ধর্মের আতিশয়া
 বৈ পাপক্ষয় হয়। বহু জন্ম-
 পর পাপক্ষয় হইলে জীবের
 হিত মিলিত সর্কৈশ্বর মহা-
 পূর্বক ভক্তি উৎপন্ন হয়। জীব
 । যেরূপ ভাবনা করে, তদনুরূপ
 সাদ প্রাপ্ত হয়। প্রসাদ হইতে
 মুক্তি জন্মে এবং কশ্মফলে স্পৃহাশূন্য
 শিবধর্ম পরিগ্রহ করিতে সক্ষম
 ধর্ম গ্রহণ দুই প্রকারে হয়;—
 ১। সাহায্যে, দ্বিতীয়—গুরুর সাহায্যে
 গুরুর সাহায্যে যে ধর্মের পরিগ্রহ
 ২। সাহায্য ব্যতিরেকে ধর্মপরিগ্রহ
 ৩। প্রেষ্ঠ। ৬৩—৭২। শিবধর্ম
 ৪। শিবজ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

শিবজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মনুষ্য সংসারের দোষ
 দর্শন করে। তাহার পর বিষয়-বৈরাগ্য হয়।
 ঐ বৈরাগ্য হইতে ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা
 জন্মে। ঈশ্বরচিন্তা উৎপন্ন হইলে জীব কশ্ম
 পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানেই আসক্ত হয়। জ্ঞান
 হইতে ধ্যানে আসক্ত হইলে পুরুষের যোগ
 হয়, যোগ হইতেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি এবং তৎপরে
 তাহার প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ হইতে জীব
 মুক্ত হয় এবং মুক্ত হইয়া শিবের তুল্য হয়।
 এই অনুগ্রহ-প্রকারে ক্রম যে এইরূপই
 হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই; যে
 পুরুষের বেক্রপ যোগ্যতা, সে সেইরূপ অনু-
 গ্রহ লাভ করে। কেহ গর্ভাবস্থাতেই মুক্ত
 হয়, কেহ বা উৎপন্ন হইয়াই মুক্তিলাভ
 করে। কেহ বা বাল্যাবস্থায় মুক্ত হয়, কেহ বা
 তরুণ অবস্থায় মুক্ত হয় এবং কেহ বা বৃদ্ধ
 হইয়া মুক্তিলাভ করে। কেহ বা তিথ্যক
 বোনিগত হইয়া মুক্তিলাভ করে; কেহ বা
 নরকে পতিত হইয়া মুক্তি লাভ করে; অপর
 কোন ব্যক্তি বীর কশ্ম-বলে কোনরূপ উত্তম
 প্রাপ্ত হইয়া সেই উত্তমের কশ্ম হইলে মুক্তি
 লাভ করে; কেহ বা তাদৃশ পদকরাৎ
 পুনরাবর্ত্ত্য কশ্ম হইয়া মুক্তিলাভ করে।

কশ্চিদৃক্ষং গতস্তস্মিন্ স্থিতা স্থিতা বিমুচ্যতে ।
 তস্মাৎপ্রেক্ষ্যকারণে নরাণাং মুক্তিরিষ্যতে ॥ ৮০
 জ্ঞানভাবানুরূপেণ প্রসাদেনৈব নির্বৃত্তিঃ ।
 তস্মাদস্তু প্রসাদার্থং বাহুনোদোষবর্জিতাঃ ॥ ৮১
 ধ্যায়ন্তঃ শিবমেবৈকং সদাৱতনয়াম্যয়ঃ ।
 তদ্বিষ্ঠাস্তং পরাঃ সর্বে তদ্যুক্তান্তহুপাশ্রয়াঃ ॥ ৮২
 সর্গক্রিয়াঃ প্রকৃষ্ণানাস্তমেব মনসা গতাঃ ।
 নীৰ্বসত্ত্বং সমাসংসং দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৮৩
 সত্ত্বান্তে মন্ত্রবোণেণ বায়ুস্ত্রাগমিষ্যতি ।
 স এব ভবতাং শ্রেয়ঃ সোপাযং কথয়িষ্যতি ॥ ৮৪
 ততো বারানসৌ পুণ্য পুরী পরমশোভনা ।
 গন্তব্য্য বত্র বিবেশো দেব্যা সহ পিনাকধৃক্ ॥ ৮৫
 সঙ্গা বিহরতি শ্রীমান্ ততানুগ্রহকারণাং ।
 তত্রাশ্চর্য্যং মহদৃষ্টা মংসমীপং গমিষ্যথ ॥ ৮৬
 ততো বঃ কথয়িষ্যামি মোক্ষোপায়ং বিজ্ঞোক্তমাঃ ।

কেহ উদ্ভূত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করতই
 মুক্তি লাভ করে। অতএব মনুষ্যদিগের
 মুক্তি এক প্রকার অবস্থাতেই হয় না। জ্ঞান
 ও তত্ত্বের অনুরূপ প্রসাদবলেই মুক্তিলাভ
 হইয়া থাকে। অতএব তাঁহার প্রসাদলাভের
 নিমিত্ত বাক্য এবং চিন্তে দোষশূন্য হইয়া
 সকলে স্ত্রী, পুত্র এবং অগ্নির সহিত একমাত্র
 শিবের ধ্যান করিবে। শিবনিষ্ঠ, শিবপর, শিব-
 ধ্যান-যুক্ত এবং শিবাপ্রিত হইয়া তৎকালকালে
 সকল প্রকার কার্যের অনুষ্ঠান করিবে। ৭৩—৮২
 বায়ু দেবতাদিগের এক সহস্র বর্ষ ব্যাপক
 একটা বহুকালস্থায়ী বস্ত্র আরম্ভ করিয়াছেন
 কাজেই অবসানে তিনি মন্ত্রপ্রভাবে এই নৈমিষ-
 কালে আগমন করিবেন এবং তোমাদিগকে
 উপায়ের সহিত হিতের উপদেশ দিবেন।
 অনন্তর যেখানে পিনাকপাণি মহাদেব দেবীর
 সহিত বাস করেন, সেই পরম শোভন এক
 পবিত্র বারানসী পুরীতে তোমরা গমন করিবে।
 সেই স্থানে শ্রীমান্ মহাদেব ততঃপরে উপ-
 আসিয়া মনুষ্যদিগকে মুক্তি প্রদান করিবেন।
 সেই সময় পিনাকপাণি মহাদেব
 আসিয়া মনুষ্যদিগকে মুক্তি প্রদান করিবেন।

যে নৈকজন্মনা মুক্তির্মুখ্যং করতলে স্থিতা ॥ ৮৭
 এতদনোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিমুচ্যতে ।
 যত্রাস্ত নীৰ্য্যতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ ।
 ইত্যুক্তা সূর্য্যসঙ্কাশং চক্রং দৃষ্টা মনোময়ম্
 প্রণিপত্য মহাদেবং বিসমর্জ্য পিতামহঃ ॥ ৮৮
 তেহপি সৃষ্টতয়া বিপ্রাঃ প্রণম্য জগতাং প্র-
 ণয়যুস্তস্ত চক্রস্ত যত্র নেমিরনীৰ্য্যত ॥ ৮৯
 চক্রং তদপি সংক্ষিপ্তং সঙ্কটং চাকুশিলাত
 বিমলস্বাদুপানীয়ে নিপপাত বনে কচিং ॥ ৯০
 তদনং তেন বিখ্যাতং নৈমিশং মুনিপুঞ্জিভ
 অনেক-বক্ষ-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরসমাকুলম্ ॥ ৯১
 অষ্টাদশ সমুদ্রস্ত দ্বীপানহন পুরুববাঃ ।
 বিলাসবশমুর্ক্ষশ্চা যাতো দৈবেন চোদিতঃ ।
 অক্রমেণাহরমোহাদ্যজ্ঞবাতং হিরণ্যম্ ।

করিবে। হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ! তাহা
 তোমাদিগের নিকট মুক্তির উপায় কীর্তন
 বাহাতে একই জন্মে মুক্তি তোমাদের ব-
 গত হইবে। “আমি কতক সৃষ্ট এই
 চক্র দুইইয়া ছাড়িয়া দিতেছি; যাইতে
 যেখানে উহার নেমি নীর্ণ হইবে, সেই
 তপঃসাধনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রদেশ” এই
 বলিয়া পিতামহ ব্রহ্মা সূর্য্যের গাঘণ্ডে
 চক্র দেখিয়া মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্ব
 পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মা
 প্রস্তুতঃকরণে জগতের প্রভু ব্রহ্মাকে
 করিয়া, কোথায় ঐ চক্রের নেমি নীর্ণ হ-
 দেখিবার জন্ত চলিতে লাগিলেন। চক্র
 তলে নিক্ষিপ্ত সেই মনোহর চক্র।
 সুন্দর জল বিশিষ্ট কোন এক স্থানে
 হইয়াছিল। এই নিমিত্ত মুনিগণ
 সেই বন “নৈমিষ” নামে প্রসিদ্ধ
 অনেক বক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং বিদ্যাধর
 ব্যাপ্ত। পুরুববা নামক রাজা অষ্টাদশ
 দ্বীপ সবল উপভোগ করিয়া পরে
 প্রৌঢ় হইয়া উর্ব্বশীর বিলাসে
 মগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি বর্ষপঞ্চ
 কাল হইয়াছিলেন যে মুনিগণ

বিত্তীয় অধ্যায় সমাপ্ত ২২

সুত উবাচ ।

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ।

হৃত বলিলেন,—সেই স্থানে শাসিতব্রত
মহাভাগ্য মুনিগণ মহাদেবের অর্চনা করত বস
আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই বিখ্যাত
প্রজাপতি মহর্ষিগণের সেই বস পূর্বকালে
সকল লোকের বিশ্বাসের হইয়াছিল। অনন্তর
কিছুকাল পরে প্রভূতজলধি সেই বস
সম্পূর্ণ হইলে ব্রহ্মার নিয়োগে বায়ু স্বয়ং সেই
স্থানে আগমন করিলেন। তিনি ব্রহ্মার শিষ্য ও
জিভেন্দ্রিয়; দাঁহার সকল বস প্রভূতজলধির
এবং যে দেবের আজ্ঞার উত্তরকাল বায়ু
সর্বদা অবস্থিত; তিনি সর্বদা যোগ প্রভৃতি
রুচি দ্বারা অসমুহকে চালাইয়া করত সকল
যোগীর শরীর ধারণ করেন; তিনি অনিবার্য
অট্ট ঐশ্বর্যসম্বিত হইয়া, স্বর্গাধিপতি
এক দেব দ্বারা দুইজন সকলকে ধারণ করেন;
তদ্ব্যতিক্রমণ দাঁহারে আকাশোপরি পদ
শাল এই দুই ভগবৎ এক প্রভূত

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা প্রহর্ষমতুলং যযুঃ ॥ ৮
অভ্যুখ্য ততঃ সর্কে প্রণম্যাম্বরসস্তবম্ ।
চামীকরময়ং তস্মৈ বিষ্ণুং সমকল্পয়ন ॥ ৯
সোহপি তত্র সমাসীনে মূনিভিঃ সমাগচ্চিতঃ ।
প্রতিনন্দ্য চ তান্ সর্কান্ পপ্রচ্ছ কুশলং ততঃ ॥
বায়ুর্বাচ ।

অত্র বঃ কুশলং বিপ্রাঃ কচ্চিদ্রুভে মহাক্রতো ।
কচ্চিদ্বজ্রহনো দৈত্যা ন বাধেরনু সুরধিবঃ ॥ ১১
প্রায়শ্চিত্তং হুয়িষ্টং বা ন কচ্চিৎ সমজায়ত ।
স্তোত্রশতশ্চৈর্দেবান্ পিতৃন পিত্রেণ কৰ্ম্মভিঃ ॥
কচ্চিদভ্যর্চ্য যুগ্মাভিবিধিরাসীং স্বনুষ্ঠিতঃ ।
নিবৃন্তে চ মহাসত্ত্বৈ পশ্যন্ত কিং বশ্চিকীর্ষিতম্ ॥
সূত উবাচ ।

ইত্যাঙ্ক মুনয়ঃ সর্কে বায়ুনা শিবভাবিনা ।
প্রহৃষ্টমনসঃ পূতাঃ প্রত্যাচূর্বিনয়্যাবিতাঃ ॥ ১৪

দেখিয়া এবং পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া,
সেই দীর্ঘসত্রী মুনিগণ অতুল আনন্দ প্রাপ্ত
হইলেন। তখন ঋষিগণ অভ্যুখান-পূর্বক
সেই আকাশ-সমুদ্র বায়ুকে প্রণাম করিয়া,
বসিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সুবর্ণ-নির্মিত আসন
প্রদান করিলেন। বায়ু সেই আসনে উপ-
বেশন করিলে মুনিগণ তাঁহাকে যথাবিধি অর্চনা
করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে প্রতিনন্দন
করিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে বিপ্রগণ! এই মহাবজ্র আরম্ভ হওয়া
অবধি তোমাদের সকল বিষয়ে কুশল ত?
বজ্রবিষাডক সুরবেষ্টা দৈত্যগণ কোনরূপ বাধা
দিতেছে না? কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তার্থ
পাপ কার্য বা অনিষ্টও ঘটে নাই?
তোমরা দেবতাদিগকে স্তোত্র এবং শাস্ত্রগ্রন্থ
কর্ম্মসমূহ দ্বারা এবং পিতৃদেবের অর্চনা
করিয়া বিধি অনুষ্ঠান করিতেছ ত? এই
মহাবজ্র সম্পূর্ণ হইবার পরই বা কি করিতে
ইচ্ছা করিয়াছ? ১—১০। সূত কহিলেন,—
বিভবসী বায়ু এইরূপ কহিলেন, সেই
পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই
মুনিগণের প্রণাম প্রাপ্ত হইয়া, আমিও এই

মুনয় উচুঃ ।

অদ্য নঃ কুশলং সর্কমদ্য সাধু ভবেৎ তপা ।
অশ্বচ্ছুর্যোবিবৃদ্ধার্থং ভবানত্রাগতো যতঃ ॥ ১১
শৃণু চেদং পুরাতনং তমসাক্রান্তমানসৈঃ ।
উপাসিতঃ পুরাশ্মাভিবিজ্ঞানার্থং প্রজাপতিঃ
সোহপ্যশ্মানমুগৃহ্যাহ শরণ্যঃ শরণাগতান্ ।
সর্কশ্মাদধিকো বিপ্রা রুদ্রঃ পরমকারণম্ ।
তমপ্রত্যর্ক্যার্থার্থং ভক্তিমানেষ পশুতি ।
ভক্তিমান্ প্রসাদেন প্রসাদাদেব নিবর্তিতঃ ।
তস্মাদস্তু প্রসাদার্থং নৈমিষে মন্ত্রযোগতঃ ।
যজ্ঞধ্বং দীর্ঘসত্ত্বৈ রুদ্রং পরমকারণম্ ॥ ১২
তং প্রসাদেন সত্ত্বায়ে বায়ুস্তত্রাগমিষ্যতি ।
তস্মাদজ্ঞানলাভো বস্তত্র শ্রেয়ো ভবিষ্যি
ইত্যাদিশ্চ বয়ং সর্কে প্রেষিতাঃ পবমেষ্ঠিনা
অশ্মিন দেশে মহাভাগ তদাগমনকাজিকঃ

বিষয়ে কুশল এবং আমাদের উপস্থিতি
হইল। যেহেতু আমাদের কল্যাণ
নিমিত্ত আপনি এখানে আগত হইয়া
এই পুরাতন শ্রবণ করুন, পূর্বে
অদ্যানে মোহিত হইয়া, পরমব্রহ্মের
জ্ঞানের নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার
করিয়াছিলেন। সেই শরণাগত-বংশ
শরণাগত আমাদের অগ্রহ করি
কথা বলিলেন যে, ভগবান রুদ্রই
শ্রেষ্ঠ এবং পরম কারণ। যথার্থ ভক্তি
না করিয়া ভক্তিমান ব্যক্তিই তাঁহ
লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাঁহার
ভক্তি হয় এবং তাঁহার প্রসাদেই নির্ভর
হয়। অতএব তাঁহার প্রসাদ-লাভে
নৈমিষারণ্যে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দীর্ঘ
সেই পরম কারণ রুদ্রের উপাসনা ক
রুদ্রের প্রসাদে ব্রহ্মের অবসানে বায়ু
আগমন করিলেন। সেই
তোমাদের জ্ঞান লাভ হইবে এবং
কল্যাণ হইবে। পরমেষ্ঠী ব্রহ্ম
এইরূপ উপদেশ দিয়া এই
কহিলেন, আমরাও এই

সমাসীন দিব্যবর্ষসহস্রকম্ ।
 মাদক্যং প্রার্থ্যং মে নাস্তি কিঞ্চন ॥২২
 পুরাণস্তম্ভীণাং দীর্ঘসত্রিণাম্ ।
 স্মনা ভূত্বা তত্রাস্তে মুনিসংবৃতঃ ॥ ২৩
 নিভিঃ পৃষ্টস্তেষাং ভাববিরুদ্ধয়ে ।
 ঈর্ষমৈশ্বৰ্য্যং সমাসাদবদদ্বিভূঃ ॥ ২৪
 গীর্শবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
 বিভাগে নৈমিষারণ্যে মুনিভিরনুষ্ঠিতে
 যজ্ঞে বায়োরাগমনকথনং নাম
 তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

মহাভাগা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ ।
 যথাভাষ্যং গপ্রচ্ছুঃ পবনং প্রভূম্ ॥ ১
 নৈমিষীযা উচুঃ ।
 প্রাপ্তো জ্ঞানমৌপরগোচরম্ ।

অপেক্ষা করিতেছিলাম । সহস্র
 হইল, আমরা দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান
 এবং তাহার ফলে এস্থলে আপনার
 কাছে, আর আমাদের প্রার্থনীয়
 দীর্ঘসত্রী ঋষিদিগের এই পুরা-
 ণে, বায়ু প্রীতমনে মুনিগণ কর্তৃক
 ইয়া সেই স্থানে অবস্থান করি-
 ত্তর সেই বিশ্বব্যাপী বায়ু মুনিগণ
 সিত হইয়া তাঁহাদের ভক্তিবৃদ্ধির
 চান্দরের সজ্জন আদি সমুদয়
 করিলেন । ১৪—২৪ ।

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

—নৈমিষারণ্যবাসী বৃহত্তান
 বিন্দেবকে যথাবিধি প্রণাম
 করিলেন,—আপনি কিরূপে
 ন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন

কথক শিষ্যতাযজ্ঞে ব্রহ্মণোহব্যাক্তজ্ঞানঃ ॥ ২

বায়ুরূবাচ ।

একোনবিংশতিঃ কল্পো বিজ্ঞেয়ঃ শ্বেতলোহিতঃ ।
 তস্মিন্ কল্পে চতুর্বক্রঃ শ্রষ্টৃকামোহতপঃ তপঃ ॥ ৩
 তপসা তেন তীব্রেণ তুষ্টিস্তস্ত পিতা স্বরম্ ।
 দিব্যং কৌমারমাস্থায় রূপং রূপবতাং বরঃ ॥ ৪
 শ্বেতো নাম মুনিভূত্বা দিব্যং বাচমুদীরয়ন্ ।
 দর্শনং প্রদদৌ তস্মৈ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৫
 তং দৃষ্ট্বা পিতরং ব্রহ্মা ব্রহ্মণোহধিপতিং পতিম্ ।
 প্রণম্য পরমং জ্ঞানং গায়ত্র্যা সহ লব্বান্ ॥ ৬
 ততঃ স লব্ববিজ্ঞানো বিশ্বকর্মা চতুর্মুখঃ ।
 অশ্বক্ষং সর্কভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৭
 যচ্ছ্রুত্বা হমৃতং লব্বং ব্রহ্মণা পরমেশ্বরাং ।
 ততস্তদ্বদনাদেব ময়া লব্বং উপোবলাং ॥ ৮

মুনয় উচুঃ ।

কিং তজ্জ্ঞানং ত্বয়া লব্বং তথ্যাং তথ্যভরং শুভম্

এবং কিরূপেই বা আপনি সেই অব্যাক্তজ্ঞান
 ব্রহ্মার শিষ্যতা লাভ করিয়াছেন? বায়ু
 বলিলেন,—একোনবিংশ কল্প শ্বেতলোহিত
 নামে বিখ্যাত; সেই কল্পে উপবান চতুরানন
 ব্রহ্মা, স্বপ্নেনচ্ছু হইয়া তপস্তার অনুষ্ঠান
 করেন । তাঁহাব সেই তীব্র তপস্তার সফল
 হইয়া, পিতা পরমেশ্বর সেই দেবদেব মহাদেব
 অতিশয় সুন্দর কৌমার রূপ গ্রহণপূর্বক শ্বেত
 নামে মুনি হইয়া দিব্য বাক্য উচ্চারণ করত
 তাঁহাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন । তখন
 ব্রহ্মা সেই দেবের অধিপতি জগৎপতি পিতা
 মহাদেবকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া গায়ত্রীর
 সহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন । অনন্তর সেই
 বিশ্বশ্রষ্টা চতুর্মুখ ব্রহ্মা, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া
 চরাচর নিখিল ভূতের স্বজন করিলেন ।
 পরমেশ্বরের মুখ হইতে বাহ্য প্রবণ করিয়া
 ব্রহ্মা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, আনিং
 তপঃপ্রভবে ব্রহ্মার মুখ হইতে তাহাই জ্ঞান
 করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছি । মুনিগণ বলি-
 লেন,—যে আমের সম্পূর্ণ জ্ঞান করিলেন, তাহা
 ন জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন

বস্ত্র কৃতা পরাং নিষ্ঠাং পুরুষঃ সুখমুচ্ছতি ॥ ৯

বায়ুরুবাচ।

পশু-পাশ-পতিস্তানং বস্ত্রকৃতং ময়া পুরা।

ভুত্ব নিষ্ঠা পরা কার্ধ্যা পুরুষেণ সুখার্থিনা ॥ ১০

অজ্ঞানপ্রোভবং ভুংখং জ্ঞানেনৈব নিবর্ত্ততে।

জ্ঞানং বস্ত্রপরিচ্ছেদো বস্ত্র চ ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ১১

অজড়ক অড়কৈব নিবৃত্ত চ তয়োরাপি।

পশুঃ পাশঃ পতিঃ চ তি কথ্যতে তত্রয়ং ক্রমাং ॥

অজড়ক অড়কৈব অজ্ঞানপরাং ভবা।

ভবেতং ত্রিভয়ং ভূয়ঃ কথ্যতে তত্ত্ববেদিত্তিঃ ॥ ১৩

অজ্ঞানং পশুরিত্যুক্তঃ করং পাশ উদাহৃতঃ।

অজ্ঞানপরাং বং তং পতিরিত্যভিধীয়তে ॥ ১৪

মুনয় উচুঃ।

কিং তদজ্ঞানমিত্যুক্তং কিঞ্চ কথমুদাহৃতম্।

ভয়োঃ চ পরমং কিং বা ভবেতদ্ব্যকৃতিং মারুত ॥ ১৫

বায়ুরুবাচ।

প্রকৃতিঃ কথমিত্যুক্তং পুরুষোহজ্ঞান উচ্যতে।

একমপি জ্ঞান আপনি লাভ করিয়াছেন?

বায়ু বলিলেন,—আমি পূর্বে যে জ্ঞান লাভ

করিয়াছি, উহা জীব, মায়ী এবং ঈশ্বরবিষয়ক

জ্ঞান, সুখার্থী পুরুষের ঐ জ্ঞানেই সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ

করা উচিত। ১—১০। অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা-

জ্ঞান ভুংখ পুরুষোক্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়।

ভবের পরিচ্ছেদ্য (স্বাক্ষর) নির্ভাবনী বৃত্তির

দ্বারা জ্ঞান। বস্ত্র সকল তিন প্রকার;—অজড়

কর্তব্য সচেতন; জড় অর্থাৎ অচেতন এবং ঐ

ভবের নিবৃত্তি অর্থাৎ পরিচালক। এই তিন

প্রকার বস্ত্র বধাক্রমে পশু (জীব), পাশ

মায়ী) এবং পতি (ঈশ্বর) এই তিন নামে

খ্যাত হয়। তত্ত্বজ্ঞান আবার ঐ তিন প্রকার

ভবের অজড়, জড় এবং অজ্ঞানপরাং বলিয়া

ভিত্তিক করেন। অজড় বলিতে জীব, জড়

বলিতে মায়ী এবং অজ্ঞানপরাং বলিতে

ঈশ্বর। মুনীশ্বর বলিলেন,—যে মারুত।

কি মারুত? জড়, জীব বা অজ্ঞান বল

কি? জড়, জীব, অজ্ঞান পশু বা অজ্ঞান

জীবমৌ প্রেরয়ত্যন্তঃ স পরঃ পরমেশ্বরঃ।

মুনয় উচুঃ।

কৈবা প্রকৃতিরিত্যুক্তা ক এব পুরুষো মতঃ

অনয়োঃ কেন সম্বন্ধঃ কোহয়ং প্রেরক ঈশ্বরঃ

বায়ুরুবাচ।

ময়া প্রকৃতিরিত্যুক্তা পুরুষো মায়ারূতঃ।

সম্বন্ধো মল-কর্মভ্যাং শিবঃ প্রেরক ঈশ্বরঃ।

মুনয় উচুঃ।

কেয়ং মায়ী সমাখ্যাতা কিংরূপো মায়ারূতঃ

মলং কীদৃকৃ কৃতো বাস্ত কিং শিবঃ কৃতঃ।

বায়ুরুবাচ।

মায়ী মাহেশ্বরী শক্তিচিহ্নরূপো মায়ারূতঃ।

মলশিচ্ছাদকো নৈত্তো বিভক্তিঃ শিবতায়তঃ

মুনয় উচুঃ।

আরুণোতি কথং মায়ী ব্যাপিনং কেন হেতু

কীর্জন করুন। বায়ু বলিলেন,—এই

জড় বলিয়া থাকে এবং পুরুষ অজ্ঞান

উভয়কে যিনি চালিত করেন, সেই পর

পর অর্থাৎ এই উভয় হইতে ভিন্ন।

বলিলেন,—প্রকৃতি কে? পুরুষেরই

প্রকার স্বরূপ? এই প্রকৃতি ও পুরুষের

বা কি প্রকার? এবং ইহাদের প্রেরক

স্বরূপই বা কিরূপ? বায়ু বলিলেন,—

প্রকৃতি বলা হয়, মায়ারূত ব্রহ্মই

জ্ঞানের আবরক কর্ম দ্বারা এই

সম্বন্ধ হয় এবং পরমেশ্বর শিব

প্রেরক। মুনীশ্বর বলিলেন,—সেই

স্বরূপ কি? মায়ারূত পুরুষেরই বা

কি? সেই পুরুষের জ্ঞানাবরক

কিরূপ ও কোথা হইতেই বা উহা

হয়? শিবের শিবত্ব কি এবং

ঐহাকে শিব বলে? বায়ু বলিলেন,—

জড়ের শক্তিকে মায়ী বলা হয় এবং

জড় পুরুষ মায়ারূত আবৃত হয়।

আরুণোতি কথং মায়ী ব্যাপিনং কেন হেতু

এই ব্যাপিনং বিভক্তি অর্থাৎ

৥৬ বা বৃত্তিঃ পুংসঃ কেন বা বিবিধভূতে ॥২১
বায়ুৰূবাচ ।

চর্যাপিনোহপি শ্রাদ্ধ্যাপি বস্মাৎ কলাদ্যপি
কৈশ্বব ভোগার্থং নিবর্তেত মলক্ষয়াৎ ॥২২
মুনয় উচুঃ ।

কথ্যতে কিং তং কৰ্ম বা কিমুদাহৃতম্ ।
কৈমাদি কিমন্তুং বা কিংফলং বা কিমাপ্রয়ম্
ভোগ্যং কিংভোগ্যং কিং বা তত্তোপসাধনম্
বস্ত কো হেতুঃ কৌতুক কৌণমলঃ পুমান্ ॥২৩
বায়ুৰূবাচ ।

বিদ্যা চ রাগশ্চ কালো নিয়তির্যেব চ ।
সঃ সমাখ্যাতা যো ভোক্তা পুরুষো ভবেৎ ॥
পাপাত্মকং কৰ্ম সুখদুঃখফলস্ত যৎ ।
দ্বিমলভোগান্তমজ্ঞানাস্রসমাশ্রয়ম্ ॥ ২৬
কৰ্মবিনাশায় ভোগ্যমব্যক্তমুচ্যতে ।
ভুংকরণদ্বারং শরীরং ভোগসাধনম্ ॥ ২৭

ন,—মায়া কি হেতু এবং কি প্রকারে
বিপ্লব্যাপক পুরুষকে আবরণ করে ?
ই বা মায়া দ্বারা পুরুষের আবরণ হয়
করূপেই বা উহার নিরুত্তি হয় ? বায়ু
ন,—ব্যাপীকৃত আবরণ হইয়া থাকে,
কলাদিও ব্যাপী । ভোগার্থ কৰ্মই
হেতু এবং পুরুষের মলক্ষ হয় হইলে,
বিরণের নিরুত্তি হয় । মুনিগণ বলি-
কলাদি কাহাকে বলে এবং সেই কৰ্মই
উহার আদিই বা কি, অন্তই বা
কিসই বা কি এবং আশ্রয়ই বা কি ?
মিস্ত ভোগ ? ভোগ্যই বা কি ?
গের সাধনই বা কি ? মলক্ষের
? এবং পুরুষের মলক্ষ হয় হইলে
রূপ হয় ? বায়ু বলিলেন,—কলা,
কাল ও নিয়তি এই পাঁচটা কলাদি
ভিত্তি । পুরুষই ভোক্তা । কৰ্ম
—পুণ্য এবং পাপাত্মক । পুণ্য-
কল সুখ এবং পাপাত্মক কৰ্মের
ফলদি মল অর্থাৎ অজ্ঞান
কৰ্ম দ্বারা হয়, অজ্ঞান্যের ফল

ভাবাতিশয়লভ্যেন প্রসাদেন মলক্ষয়ঃ ।

কৌণে চান্মমলে তস্মিন্ পুমান্ শিবসমো ভবেৎ
মুনয় উচুঃ ।

কলাদি পকুত্ত্বানাং কিং কৰ্ম পৃথগুচ্যতে ।
ভোক্তেতি পুরুষশ্চেতি বেনাস্মা ব্যপদিত্ততে ॥২৯
কিমাত্মকং তদব্যক্তং কেনাকারেণ ভূজ্যতে ।
কিং তন্ত শরীরং ভুক্তৌ শরীরক কিমুচ্যতে ॥৩০
বায়ুৰূবাচ ।

দৃষ্টিয়াব্যাক্তিকে বিদ্যাকলে রাগঃ প্রবর্তকঃ ।
কালোহবচ্ছন্দকস্তত্র নিয়তিস্ত নিয়ামিকা ॥ ৩১
অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ ত্রিগুণপ্রভবাণ্যয়ম্ ।
প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি বদাহস্তত্চিহ্নকাঃ ॥ ৩২
কলাতন্তদভিব্যক্তমনভিব্যক্তলক্ষণম্ ।
সুখদুঃখবিমোহাস্মা মুচ্যতে গুণবান্ধিবা ॥ ৩৩

শেষ হইলে কৰ্মেরও অন্ত হয় এবং জীব
উহার আশ্রয় । কৰ্মের বিনাশের নিমিত্ত ভোগ
অর্থাৎ সুখ বা দুঃখের সাধনকার হয় ।
অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিই ভোগ্য । শরীর
বাহ্য এবং অন্তরিস্থিত দ্বারা ভোগের সাধন ।
অনুক্ষণ-শিব-তত্ত্বদ্যান-লভ্য প্রসাদবশেই মলের
ক্ষয় হয় । আশ্রয়িত মলের ক্ষয় হইলে,
পুরুষ শিবসাদৃশ্য লাভ করে । মুনিগণ
বলিলেন,—কলাদি পকুত্ত্ব হইতে কৰ্ম
কেন পৃথক,—যে কৰ্মফলের ভোগ-হেতু
আস্মা, পুরুষ বা ভোক্তা বলিয়া অভিহিত
হন, সেই অব্যক্তের স্বরূপ কি ? উহা
কিরূপেই বা ভোগ্যতা প্রাপ্ত হয় ? ভোগ-
ক্রিয়ায় পুরুষের আশ্রয় কি এবং শরীর বা
কাহাকে বলে ১২১—৩০ । বায়ু বলিলেন,—বিদ্যা
এবং কলা পুরুষের দর্শনক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞানের
ব্যক্তক এবং বিদ্যারূপ উহার প্রবর্তক । কাল
সকল বস্তুর পরিচ্ছেদকারী এবং নিয়তি তাহার
নিয়ামিকা । কারণরূপ অব্যক্ত ত্রিগুণপ্রভাব
এবং উৎপত্তি ও বিনাশশূন্য হইলেও উহাকেই
তত্ত্ব-চিহ্নকণ্য প্রধান ও প্রকৃতি বলিয়া
বলেন । কলা হইতেই তাহার প্রকাশ হয়

স্বয়ং রজস্বল ইতি শুভাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
 প্রকৃতো হৃদরূপেণ ভিলে তৈলমিব স্থিতাঃ ॥ ৩৪
 সুখক সুখহেতুঃ সমাসাং সাস্বকং স্মৃতম্ ।
 রাজসং তদ্বিপর্যাসঃ স্তম্ভমোহো তু তামসো ॥ ৩৫
 সাস্বিকার্জপতিঃ প্রোক্তা তামসৌ স্তাদধোগতিঃ ।
 মধ্যমা তু পতিষ্ঠা সা রাজসৌ পরিপ্যাসতে ॥ ৩৬
 তন্মাত্রাপককৈব ভূতপককমেব চ ।
 জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পকৈব পক কর্ষেন্দ্রিয়ানি চ ॥ ৩৭
 প্রেমানবুদ্ধ্যহংকার-মনাংসি চ চতুষ্টয়ম্ ।
 সমাসাদেবমব্যক্তং সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৩৮
 তং কারণদশাপন্নমব্যক্তমিতি কথ্যতে ।
 ব্যক্তং কার্যদশাপন্নং শরীরাদিষট্টিদিবং ॥ ৩৯
 যথা ষট্টিদিকং কার্যং মূদাদেন্দ্রিয়াভিভাষ্যতে ।
 শরীরাদি তথা ব্যক্তমব্যক্তান্নাভিভাষ্যতে ॥ ৪০
 তন্মাত্রব্যক্তমেবৈকং কারণং করণানি চ

এক সুখ-দুঃখ-বিমোহাস্বক তিন প্রকার গুণ-
 বান্ পুরুষই উহার উপভোগ করেন । প্রকৃতি
 হইতে সস্ব, রজস্ব এবং তমস্ব এই তিন গুণের
 উৎপত্তি হইয়াছে । তিলের মধ্যে যেমন তৈল
 থাকে, সেইরূপ এই গুণত্রয়ও হৃদরূপে
 প্রকৃতিতে অবস্থান করে । বাতীয় সুখ এবং
 সুখহেতু বস্তু—সস্বগুণের পরিণাম ; রজো-
 গুণের পরিণাম—টিক তাহার বিপরীত ; স্তম্ভ
 এক মোহ ইহারা তমোগুণের পরিণাম ।
 সস্বগুণপ্রভাবে উর্জপতি হয়, তমোগুণপ্রভাবে
 অধোগতি হয় এবং রজোগুণ প্রভাবে মধ্যমা
 গতি হয় । পক তন্মাত্র, পক মূল ভূত,
 পক জ্ঞানেন্দ্রিয়, পক কর্ষেন্দ্রিয় এবং প্রেমান,
 বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই চারিটি এই চতু-
 র্বিকির্শতি তত্ত্বই সবিকার অব্যক্ত বলিয়া
 উদাহৃত হয় । উহা যখন কারণ অবস্থায়
 থাকে, তখন উহাকে অব্যক্ত বলে এবং যখন
 ষট্টিদিকাদির দ্বারা শরীরাদি কার্য অবস্থায়
 থাকে, তখন উহাকে ব্যক্ত বলে । যেহেতু
 ষট্টিদিক কার্য কাল-মাটি হইতে তিন ময়,
 সেইরূপ তত্ত্ব শরীরাদি কার্যও অব্যক্ত হইতে
 তিন ময় ।

শরীরক তদাধারং ততোপ্যাকাপি নেতরং ॥ ৪১
 ঋষয় উচুঃ ।
 বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরেভ্যো ব্যতিরিক্তস্ত কস্তচিৎ ।
 আত্মশব্দাভিধেয়স্ত বস্তুতোহপি কুতঃ স্থিতিঃ ।
 বায়ুরুবাচ ।
 বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরেভ্যো ব্যতিরিক্তো বিভূর্নরঃ ।
 অস্ত্যেব কণ্ঠদাস্ত্যেতি হেতুস্তত্র সূহৃদমঃ ॥ ৪২
 বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরোপাং নাস্ত্যতা সত্তিরিধ্যতে ।
 স্মৃতেবনিয়তজ্ঞানাদযাবদেহবেদনানং ॥ ৪৩
 ততঃ স্মর্তানুভূতানামশেষঃ স্তেয়গোচরঃ ।
 অন্তর্ধর্ম্যোতি বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়েতে ॥ ৪৪
 সর্বং তত্র স সর্বত্র ব্যাপ্য তিষ্ঠতি শাস্বতঃ ।
 তথাপি কাপি কেনাপি ব্যক্তমেব ন দৃশ্যতে ॥

কারণ এবং ফল আদি করণ, অর্থাৎ
 আধাররূপ শরীরই পুরুষের ভোগ্য, ও
 অপর বস্তু পুরুষের ভোগ্য নহে । ৩১—
 ঋষিগণ বলিলেন,—বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং
 হইতে আতিরিক্ত আত্মা নামক বস্তুর
 স্থিতি-স্বীকারের আবশ্যক কি? বায়ু
 বলেন,—বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীর হইতে
 রিক্ত অবিনাশী ও ব্যাপক একটা আত্মা
 তদ্বিষয়ে কারণনির্দেশ অতি সহজ ।
 পণ্ডিতেরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের
 কখনই স্বীকার করেন না । তাহার
 যদি বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার ক
 হইলে স্মৃতি হইতে পারে না । যদি
 মধ্যে কোন একটীর আত্মতা স্বীক
 তাহা হইলে আমাদের যে না
 জ্ঞান হইতেছে, তাহা হইত না ; এক
 ইন্দ্রিয় দ্বারা একটা বিষয়েরই জ্ঞান
 শরীরের আত্মতা স্বীকার করিলে,
 জ্ঞান সমুদয় শরীরব্যাপী হইত, কি
 হয় না । অতএব অনুভূত বিষয়ের
 অশেষ ক্ষেত্রবস্তুর জ্ঞাতা, বুদ্ধি আদির
 আত্মা অবশ্য স্বীকার্য । যিনি বেদ
 অন্তর্ধানী বলিয়া গীত হইয়াছেন ;
 উহাতে এক তিনি সকল বস্তু

৪৭ চক্ষুশ্রী গ্রাহ্যে নাপরৈরিল্লিরৈরপি ।
সব প্রদীপ্তেন মহানামাবসীয়েতে ॥ ৪৭
স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চাপি নপুংসকঃ ।
৪৮ নাপি তিষ্ঠাক্ চ নাথস্তাম কুতশ্চন ॥ ৪৮
রীর শরীরেষু চলেয়ু স্থাপুংমব্যয়ম্ ।
পশ্চতি তং ধীরো নরঃ প্রত্যবদর্শনাং ॥ ৪৯
ত্র বহনোক্তেন পুরুষো দেহতঃ পৃথক্ ।
৫০ পশ্চতি তু পশ্চতি অসম্যাক্ তেষু দর্শনম্ ॥ ৫০
৫১ রীরমিদং প্রোক্তং পুরুষস্ত ততঃ পরম্ ।
কমবশং হুঃখমক্ষয়ক ন বিদ্যতে ॥ ৫১
৫২ ৫৩ বীজভূতেন পুরুষস্তেন সংযুতঃ ।
হুঃখী চ মুঢ়শ্চ ভবতি স্মেন কর্শ্বণা ॥ ৫২
৫৩ রাপ্রাপিতং ক্ষেত্রং জনয়ত্যক্ষরং যথা ।
নিপাবিতং কৰ্ম্ম দেহং জনয়তে তথা ॥ ৫৩

৪৭। আত্মা নিত্য, কিন্তু কেহ
ব্যক্তরূপে দেখে নাই; তিনি
৪৮। ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হন না।
৪৯। কেবল যোগাভ্যাস-বিশোধিত
হীত হন। আত্মা স্ত্রী নর, পুরুষ
পুংসকও নয়। আত্মা উচ্ছিন্ন নয়,
অধঃও নয়; কোন দিক্ই নয়।
৫০। শরীর নাই, কিন্তু তিনি নখর
বহন করেন, তিনি স্থাপুংস্বরূপ ও
৫১। রীর মনুষ্য শ্রবণ-মননাদির আভ্যাস-
কে সর্বদা দর্শন করে। অধিক
৫২। লেব, পুরুষ (আত্মা) দেহ হইতে
৫৩। হারা তাঁহাকে দেহের সহিত
৫৪। রা জানে, তাহার অসম্যগ্‌দর্শী।
৫৫। যের শরীর বলিয়া নির্দেশ করা হয়,
৫৬। যে পুরুষ হইতে ভিন্ন, তাহা সিদ্ধ
৫৭। এই শরীর অশুদ্ধ, ইন্দ্রিয়াদির
৫৮। ধর্ম ও অনিত্য, হৃতরাং ভগ্নদর্শীর
৫৯। হুই নয়। বিপদসমূহের বীজভূত
৬০। সহিত পুরুষ সংযুক্ত হইয়া, আত্ম-
৬১। ন হুখী, কখন বা হুখী, কখন বা
৬২। কেন। ক্ষেত্র জল দ্বারা আপ্রাবিত
৬৩। কক্ষর উৎপাদন করে, সেইরূপ

অত্যন্তমস্থাবাসং রূপকৈকান্তমুভয়ঃ ।
অনাগতা অতীতাশ্চ তনবোহস্ত সহস্রশঃ ॥ ৫৪
আগত্যাগত্যা শীর্ষেষু শরীরেষু শরীরিণঃ ।
অত্যন্তবসতিঃ কাপি ন কেনাপি চ লভ্যতে ॥ ৫৫
ছাদিতশ্চ বিমুক্তশ্চ শরীরেষু লভ্যতে ।
চন্দ্রবিশ্ববদাকাশে তরলৈরভ্রসকটৈঃ ॥ ৫৬
অনেকদেহভেদেন ভিন্না বৃত্তিরিহাস্তনঃ ।
অষ্টাপদপরিক্ষেপে হৃদয়মুদ্রৈব লভ্যতে ॥ ৫৭
নৈবাস্ত ভবিতা কশ্চিন্নাদৌ ভবতি কস্তচিৎ ।
পশ্চি সঙ্গম এবাং দারৈরগ্ৰৈশ্চ বদ্ধতিঃ ॥ ৫৮
যথা কাঠক কাঠক সমেয়াতাং মহোদধৌ ।
সমেতা চ ব্যাপেয়াতাং তদ্বদভ্রসমাগমঃ ॥ ৫৯
স পশ্চতি শরীরং তচ্ছরীরং তং ন পশ্চতঃ ।

কর্ম্ম-অপ্রান-প্রাবিত হইয়া দেহ উৎপাদন
করে। ঐ দেহ অতিশয় অন্তর্দীপ্ত, অহুধের
আবাস এবং রূপ। ঐ পুরুষের মনশীল অতীত
এবং অনাগত সহস্র সহস্র দেহ আছে। শরীর
সকল বারংবার যাতায়াত করে এবং শীর্ণ হয়;
কিন্তু শরীরী অর্থাৎ আত্মা একভাবেই অবস্থান
করেন। কোন স্থানে বা কোন কালে, কোন-
রূপ শরীরের সহিত উহার চিরকাল সংসর্গ
দেখা যায় না। যেমন অম্বরতলে পাতলা মেঘ-
সমূহ চন্দ্রবিশ্ব কখন আচ্ছাদিত, কখন বা
বিমুক্ত লক্ষিত হয়, সেইরূপে এই আত্মা শরীর
দ্বারা আচ্ছাদিত এবং বিমুক্ত লক্ষিত হন।
যেমন দ্যাকৌড়ায়, পাশার চিহ্নভেদে ঘুঁটির
চাল ভিন্ন ভিন্ন হয়, সেইরূপ এই সংসারে জিহ্ন
ভিন্ন দেহে আত্মার বৃত্তি বিভিন্নরূপ লক্ষিত হয়।
আত্মার আত্মীয় কেহই হয় না; আত্মাও
কাহারও আত্মীয় হন না। যেমন পথে বাইতে
বাইতে অনেক প্রকার লোকের সহিত সন্ধি-
লন হয়, দার-বন্ধুগণের সহিত আত্মার সন্ধি-
লনও সেইরূপ। যেমন সমুদ্র-জলে ভাসমান
হুখানি কাঠকলকের সন্ধিলন ও বিরাম থাকে;
প্রাণীদিগের সমাগমও সেইরূপ
আত্মা শরীরকে অড় বলিয়া জানেন, কিন্তু শরীর
তাঁহাকে লক্ষিত করেন। ঐ দেহ শরীর

তো পশুতি পরঃ কচ্চিৎ তাবুভৌ তং ন পশুতঃ
 ব্রহ্মাণ্যঃ স্বাবয়বাত্মাশ্চ পশবঃ পরিকীৰ্তিতাঃ ।
 পশুনাংমৈব সর্বেষাং প্রোক্তমেতদ্বিশ্বনিম্নম্ ॥ ৬১
 য এব বস্তুতে পাশৈঃ সুখদুঃখাশনঃ পশুঃ ।
 লীলাসাদিনভূজোহরমীষরস্তুতি সুরয়ঃ ॥ ৬২
 অজ্ঞো অস্তরনীশোহরমায়নঃ সুখ-দুঃখয়োঃ ।
 ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা পুত্রমেব বা ॥ ৬৩
 মূনয় উচুঃ ।

বোহয় পশুরিতি প্রোক্তো যশ্চ পাশ উদাহৃতঃ ।
 আত্মাং বিলকণঃ কচ্চিৎ কোহরমস্তানয়োগোপতিঃ
 বায়ুরুবাচ ।

অস্তি কচ্চিদপদ্যন্তরমণীষপশুপাশ্রয়ঃ ।
 পতিবিশ্বস্ত নির্মাতা পশুপাশবিমোক্ষণঃ ॥ ৬৫
 অতাবে তন্ত বিবস্ত সৃষ্টিরেবা কথং জবেৎ ।
 অচেতনহাদজানাদনয়োগো পশু-পাশয়োঃ ॥ ৬৬
 এখানপারমাণ্বাণি বাবং কিকিচচেতনম্ ।

আত্মা এই উভয়ের তত্ত্বই ক্ষাত হন; কিন্তু
 শরীর ও আত্মা এ উভয়ে ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে
 সমর্থ নহে। ব্রহ্মা হইতে স্বাবর পর্যন্ত বাবতীয়
 বৃষ্ট পদার্থ পশু বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয়। সমুদয়
 পশুরই বক্ষ্যমাণ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। পাশ
 অর্থাৎ শুণ্ঠরূপ বস্তু দ্বারা যে বদ্ধ হয় এবং
 সুখ-দুঃখের ভোগী, তাহার নাম পশু। পশুত-
 ৭ পশুত্বকেই ঈশ্বরের ক্রীড়নক-দ্রব্য বলিয়া
 গণিত করিয়াছেন। প্রকৃতিতেই অজ্ঞ এবং
 ঈশ্বর সুখ ও দুঃখের উপর ক্রমতাপশু। ঈশ্বর-
 পশুকে পরিচালিত হইয়া, কখন বা স্বর্গে, কখন
 বা নরকে গমন করে। ৪২—৬৩। মূনিগণ
 কহিলেন,—এই পশু এবং পাশের কথা বাহা
 কহিলেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ বস্তু বিলকণ
 কণ কেই বা ঐ পাশ-বিমোচনে সমর্থ?
 কহিলেন, অনন্ত বিচিত্র ঐশ্বরের আধার,
 বিশ্ব নির্মাতা, পশু-পাশ-বিমোচনে সমর্থ,
 একমাত্র ঈশ্বর আছেন। তিনি না
 কহিলেন এই কথার বৃষ্টিই হইত না। কারণ,
 পশু (পশু) পাশ (পশু) এ

ন তং কর্তৃ স্বয়ং দৃষ্টং বুদ্ধিমৎ কারণং বিনা ॥ ৬৪
 জগচ্চ কর্তৃসাপেক্ষং কাৰ্য্যং সাবয়বং যতঃ ।
 তস্যাং কাৰ্য্যন্ত কর্তৃত্বং পশুর্ন পশুপাশয়োঃ ॥ ৬৫
 পশোরপি চ কর্তৃত্বং পশুত্বাঃ প্রেরণপূর্বকম্ ।
 অযথাকরণজ্ঞানমহন্ত গমনং যথা ॥ ৬৬
 আত্মানক পৃথগ্ব্যক্তা প্রেরিতারং ততঃ পৃথক্ ।
 অসৌ ভূষ্টস্তত্ত্বেন হমন্তত্বায় কল্পতে ॥ ৬৭
 পশোঃ পাশস্ত পশুত্বং তত্ত্বতোহস্তি বদন্তম্ ।
 ব্রহ্মবিৎ তদ্বিদিদেব যোনিমুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ৬৮
 সংযুক্তমেতদ্বিতয়ং ক্রমক্রমেব চ ।
 ব্যক্তাব্যক্তং বিভক্তীশো বিশ্বং বিশ্ববিমোচন

এবং প্রকৃতি অচেতন অর্থাৎ জড়।
 প্রকৃতি এবং পরমাণু প্রভৃতি স্থল ও
 ভূতাদি—বাবং বস্তুই অচেতন অর্থাৎ
 বুদ্ধিমৎকারণ অর্থাৎ চৈতন্যসম্বন্ধ
 তাহার। স্বয়ং কখন জগৎকর্তা হইতে
 না। জগৎ বখন সাবয়ব ও কাৰ্য্য
 উহার একজন কর্তা আছেন, ইহা
 স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, কর্তৃ
 ঐক্যপ কাৰ্য্যের উৎপত্তিই হইতে পা
 অতএব এই জগৎ ঈশ্বরেরই কাৰ্য্য;
 শুণ্ঠের কাৰ্য্য নয়। আমরা জীবের যে
 বিষয়ে কর্তৃত্ব দেখিতে পাই, তাহাতেও
 পরিচালকতা দৃষ্ট হয়। কারণ জীব
 ভ্রমাস্থক, সুতরাং অজ্ঞ যেমন নি
 করিতে অক্ষম, জীবও সেইরূপ যা
 করিতে অক্ষম। জীবাত্মা এবং তাহা
 ঈশ্বর, ইহারা পরস্পর ভিন্ন, এইরূপ
 ঈশ্বরের উপাসনা করিত, ঐ জীব
 ঈশ্বরকর্তৃক অনুগৃহীত হয়, তখনই
 অর্থাৎ মুক্তির সাধন তত্ত্বজ্ঞান লা
 বস্তুতঃ পশু, পাশ এবং তাহাদের অ
 তত্ত্ব আছে, ব্রহ্মজ্ঞ মনুষ্য উহা জানি
 হইতে মুক্তি লাভ করে। ক্রম এ
 এই দুইটাই পরস্পর সংযুক্ত। বি
 পশুত্ব, যত এবং অব্যক্ত

জাভোগ্যং প্রেরয়িতা মন্তব্যং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ।
: পরং বিজ্ঞানদ্বিবেদিতব্যং হি কিকন ॥ ৭৩
ন বা বধা তৈলং দগ্নি বা সর্পির্পিতম্ ।
: ত্রোতসি ব্যাপ্তা যথারণ্যং ততশনঃ ॥ ৭৪
মব মহাত্মানমাত্মাত্মাবিলক্ষণম্ ।
ন তপসা চৈব নিত্যযুক্তোহনুপশ্রুতি ॥ ৭৫
কা জালবানীশ ঐশনোভিঃ স্বশক্তিভিঃ ।
ন লোকানিমান্ কৃত্বা এক এব স ঐশতে ॥
এব তদা রুদো ন দ্বিতীয়োহস্তি কচন ।
ম বিধং ভুবনং গোপ্তান্তে সাককোচ সঃ ॥
চক্ষুরেবায়মুতায়ং বিশ্বতোমুখঃ ।
বিশ্বতোবাহবিশ্বতঃ পাদসংযুতঃ ॥ ৭৬
মৌ চ জনয়ন দেব একো মহেশ্বরঃ ।
সর্বদেবানাং প্রভবঃ স্যাদবস্তথা ॥ ৭৭
ভিঃ দেবানাং প্রথমং জনয়েদয়ম্ ।

বিশ্বাদ্যধিকো রুদো মহাবিরিতি হি কতি: ॥ ৮০
বেদাহমেতং পুরুষং মহাত্মমমৃতং ব্রহ্ম ।
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং সংস্থিতং ব্রহ্ম ॥
অম্যাম্ভাস্তি পরং কিকিদপরং পরমাস্তনঃ ।
নাণীয়োহস্তি ন চ জায়ন্তেন পূর্বমিদং জগৎ ॥
সদৈকো ব্রহ্মবৎ স্তবঃ কেবলো দিবি তিষ্ঠতি ।
সকলপ্রভবং তস্ত চরাচরমিদং জগৎ ॥ ৮৩
সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ ।
সর্বব্যাপী চ ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥ ৮৪
সর্বতঃ পানিপাদোহয়ং সর্বতোহক্শিরোমুখঃ ।
সর্বতঃ ক্রতিমান্ লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৮৫
সর্বশ্রিয়গুণাভাসঃ সর্বশ্রিয়বিবর্জিতঃ ।
সর্বস্ত প্রভুরীশানঃ সর্বস্ত শরণং যুজ্যে ॥ ৮৬
অচক্ষুরপি যঃ পশ্যত্যকর্ণেহপি শৃণোতি যঃ ।

সংসারকে ধারণ করেন। মন্তব্য
অবস্থা-জ্ঞাতব্য বস্তু তিন প্রকার:—
ভোগ্য এবং উহাদের পরিচালক।
দিগের পক্ষে ইহা হইতে অধিক আর
জ্ঞাতব্য নাই। যে রূপ তৈল তৈল
তে গুত নিহিত হইয়াছে, আর যে রূপ
ল এবং অরণীতে অগ্নি ব্যাপ্ত হইয়া
ইরূপ আত্মাতে (আপনাতে) আত্মা
লক্ষণ মহাত্মাকে সত্য এবং উপশ্রু
যুক্ত ব্যক্তি দর্শন করে। ইন্দ্রজাল-
যুক্ত পরমেশ্বর আপনার ঐকী শক্তি
ন্য লোকের স্বজন ও তাহাদিগের
নার ঐশ্বর্য বিস্তার করেন। সেই
সময়ে কেবল একমাত্র রুদ্র বর্তমান
হাব দ্বিতীয় কিছুই ছিল না। তিনি
করিয়া উহার পালন এবং অবসানে
রিয়াছিলেন। সেই ঐশ্বরের চক্ষু
ঐশ্বর্য সর্বতোমুখ, তাহার বাহ
এবং পাদও সমুদয়-বিশ্বব্যাপক।
এবং দেব একাকীই আকাশ এবং
পালন করিয়াছেন। তিনি বিধি
এক এবং উৎপাদক। তিনি

দেবগণের প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন
করেন। মহাবি রুদ্র সমুদয় বিশ্ব হইতে অধিক,
ইহা বেদে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমি সেই
আদিত্যবর্ণ মহান, অমৃত, নির্জিকার এক
তমোগুণের অনেক দূরে সংস্থিত ব্রহ্মকে
জানিয়াছি। সেই পরমাত্মা হইতে অপর আর
কিছুই পর নাই; তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কিছুই
নাই এবং শ্রেষ্ঠও কিছুই নাই; তাহা ব্যা
এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। তিনি সর্বদা
একাকী, একটী ব্রহ্মের আয় নিশ্চলভাবে
আকাশে অবস্থান করেন। এই চরাচর সমুদয়
তাঁহার সঙ্কল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সকল
দিকেই তাঁহার মুখ, সকল দিকেই তাঁহার মস্তক
এবং সকল দিকেই তাঁহার গ্রীবা। তিনি সকল
ভূতের বুদ্ধিরূপ গুহাতে শয়ন করেন, সেই
ভগবান্ শিব সর্বব্যাপী এবং সর্বগত।
৬৪—৬৪। তাঁহার হস্তপদ সর্বদিশ্চাপী,
তাঁহার চক্ষু, মস্তক এবং মুখও সকল দিশ্চ-
ব্যাপী। তাঁহার কণ সর্বব্যাপী; তিনি লোকে
সকল বস্তু আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করেন।
তিনি সকল ইন্দ্রিয়গুণের আচ্ছাদক, এবং
সকল ইন্দ্রিয়বর্জিত। সেই ঐশ্বর্য সর্বদা
এক, সকলের শরণ

সর্বং বেত্তি ন বেত্তাস্ত তমাহঃ পুরুষং পরম ॥ ৮৭ ॥
 অধোবীরাণ্ মহতো মহীরাণমব্যয়ঃ ।
 ত্বাহাং নিহিতচাপি জন্তোচাস্ত মহেশ্বরঃ ॥ ৮৮ ॥
 তমক্রতুং ক্রতুশ্রায়ং মহিমাতিশয়াবিতম্ ।
 বাতুঃ প্রসাদাদীশানং বীতশোকঃ প্রপশ্যতি ॥ ৮৯ ॥
 বেদাহমেনমজয়ং পুরাণং সৰ্বগং প্রভুম্ ।
 নিরোধং জ্ঞানো যন্ত বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯০ ॥
 একোহপি ত্রীনিমান্ লোকান্ বহুধা শক্তিযোগতঃ
 বিদ্যাতি বিচেতান্তে বিশ্বমাদৌ মহেশ্বরঃ ॥ ৯১ ॥
 বিশ্বাত্মী ত্বজাখ্যা চ শবী চিং প্রকৃতিঃ স্মৃতা ।
 তামজাং লোহিতাং শুক্লাং কৃষ্ণামেকান্তজঃ প্রজাঃ
 জনিত্রীমনুশেভেহন্তো জুষ্মাণঃ সরূপিনীম্ ।
 তামেবাত্মজমজ্যৈহন্তস্ত তুতুভোগাং তহাতি চ ॥

চমুঃশ্রুত হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণহীন হইয়াও
 শ্রবণ করেন। তিনি সকলই জানেন, কিন্তু
 তাঁহার জ্ঞাতা কেহই নাই। পণ্ডিতেরা
 তাঁহাকে পরপুরুষ বলিয়া নির্দেশ করেন।
 তিনি অণু হইতে অণু, মহৎ হইতে মহৎ এবং
 অব্যয়। সেই মহেশ্বর জীবের বুদ্ধিরূপ
 হওয়াতে অবস্থান করেন। তিনি বহুবাহিত
 অথচ সমুদয় বস্তুর তাঁহার উদ্দেশে অনুষ্টিত
 হয়। তিনি অভিশয় মহিমাবৃত্ত। বিধাতার
 অনুগ্রহ হইলে, গজশোক ব্যক্তি সেই ঈশানকে
 দর্শন করিতে সক্ষম হয়। আমি সেই অজয়
 পুরাণ সৰ্বগত প্রভুকে জানিয়াছি। ব্রহ্ম-
 বাদীরা তাঁহার জন্ম নাই বলিয়া থাকেন।
 সেই মহেশ্বর একাকী হইয়াও শক্তি-সংযোগে
 বাক্যব্যয় প্রথমে এই তিন লোকের
 বিধান করেন এবং অস্তে উহার সংহার
 করেন। ঈশ্বরের বিশ্ব-বিধারিনী শক্তি অজা
 নয়ে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে পণ্ডিতেরা প্রকৃতি
 বলিয়া নির্দেশ করেন। ঐ প্রকৃতি সৰ্ব, রজঃ
 এবং তম—এই ত্রিগুণশক্তিশালিনী বলিয়া
 সৌহিত, তম এবং কৃষ্ণরূপে প্রখ্যাত হন।
 সেই প্রজা-প্রসাদী আশ্রয়ণে অবস্থিত
 প্রকৃতি এক রূপ (পুরুষ বা আত্মা) অমু-
 কুল্যমান হইতে মুক্ত হয়। ৮৭-৯১

যৌ সুপদৌ চ সমুজৌ সমানং ব্রহ্মমাহিতৌ
 একোহস্তি পিঙ্গলং স্বাত্ পরোহনগ্নং প্রপশ্য
 ব্রহ্মহস্মিন্ পুরুষো যথো মুহমানচ শোচতি
 জুষ্টমন্ত্যং বদ। পশ্চোদীশং পরমকারণম্ ॥ ৯৫ ॥
 তদাস্ত মহিমানচ বীতশোকঃ সুখী ভবেৎ ।
 ছন্দাসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো বভূতং ভব্যমেব চ।
 মায়ী বিশ্বং সৃজত্যস্মিন্ নিবিষ্টৌ মায়রা পূর
 মাধাত প্রকৃতিং বিদ্যাশ্ময়িনস্ত মহেশ্বরম্ ॥
 তস্তাস্তবয়বৈরেব ব্যাপ্তং সৰ্বমিদং জগৎ ।
 সৃজ্যতিসৃজ্যমীশানং কললস্তাপি মধ্যাতঃ ॥ ৯৬ ॥
 স্রষ্টারমপি বিশ্বস্ত চেষ্টিতারস্ত তস্ত চ।
 শিবমেবেশ্বরং জ্ঞাত্বা শান্তিমত্যন্তমুচ্ছতি ॥
 স এব কালো গোপ্তা চ বিশ্বস্তাধিপতিঃ প্রত
 ত্তং বিশ্বাধিপতিং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাং প্রমুচা

হইলে অস্ত্র অজ্ঞ তাঁহাকে পরিত্যাগ
 জীবাস্ত্র-পরমাস্ত্ররূপ হইল পক্ষী বন্ধুভাবে
 যোগে মনুষ্যের শরীররূপ ব্রহ্মে অবস্থান
 উহাদের একজন সুপদ পিঙ্গল অর্থাৎ
 ভোজন করিতেছে, আর একজন কিছু
 খাইয়া কেবল দেখিতেছে। এই উভয়ে
 একটা সংসারব্রহ্মে মগ্ন ও মোহপরত
 অনুতাপ করিতেছে, কিন্তু যখন প্রস
 পরম-কারণ পরমেশ্বর ও তাঁহার মহিমা
 করিবে, তখন সুখী হইবে। মায়ী পূর
 প্রথমে মায়ী দ্বারা বিশ্বমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া
 ব্রহ্ম, ক্রতু এবং বাহা হইয়া গিয়াছে।
 হইবে ইত্যাদি সমুদয় বিশ্বের সৃষ্টি
 প্রকৃতি মায়ী এবং পরমেশ্বর মায়ী।
 প্রকৃতির অবয়ব দ্বারা এই সমুদয় বিশ্ব
 পরমেশ্বর পরমেশ্বরের মধ্যদেশে অপেক
 হন। মনুষ্য মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে
 স্রষ্টা ও বিশ্বের পরিচালক বলিয়া জ্ঞাত
 অভ্যস্ত শান্তি লাভ করে। সেই প্র
 কীই কাল, বিশ্বের প্রতিপালক এবং
 সেই অধিপতির স্বরূপ জ্ঞান করি
 মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হয়। ৮৭-৯১

২ পবং মণ্ডমিব স্ফুটং জ্ঞানোপপাদ্য শিবম্ ।
ভূতেশু গঢ়ক সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০১
এব পরো দেবো বিশ্বকর্মা মহেশ্বরঃ ।
য সন্নিবিষ্টং তং জ্ঞাত্বৈবামৃতমশ্নুতে ॥ ১০২
সমস্তং ন দিবা ন রাত্রির্ন সদপ্যসং ।
ন শিব এবৈকো যতঃ প্রজ্ঞা পুরাতনী ॥ ১০৩
কিং ন তিথ্যকং ন মধ্যো পরিজগহৎ ।
প্রতিমা চাস্তি যন্ত নাম মহদ্বশঃ ॥ ১০৪
জমিমমৈবৈকং বুদ্ধা জন্মনি ভীরবঃ ।
প্রপদ্যন্তে ব্রহ্মার্থং দক্ষিণং মুখম্ ॥ ১০৫
করে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে সমুদাস্ততে ।
বদ্যে সমাখ্যাতো নিহিতে যত্র গঢ়বৎ ॥ ১০৬
বিদ্যা হুমতং বিদ্যোতি পরিগীষতে ।
ভূতেশু যন্ত সোহিতাঃ বস্তু মহেশ্বরঃ ॥
বহুবা জালং বিকূর্ষনৈকবচ চ যঃ ।

পব মণ্ডের তায় সর্বভূতে গঢ় সেই
যদিপতি শিবের স্বরূপ জ্ঞান করিয়া
সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। শিবই
দেব, বিশ্বের নিখাতা এবং মহেশ্বর ;
হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট জানিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত
য সময় দিবা-রাত্রি, সন্-অসন্, এ
কছুই ছিল না, সেই সময় একাকী
উমান ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই
প্রজা উৎপন্ন হয়। তাঁহাকে কেহ
পূর্বে এবং মধ্যোও গ্রহণ করে নাই,
প্রতিমাও নাই, তাঁহার নামই মহৎ
॥ জন্মভীরু ব্যক্তির সেই একমাত্র
অজাত বলিয়া জ্ঞাত হইয়া, ব্রহ্মার
দেব দক্ষিণ-মুখ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম
এই হুইটী অনন্ত অক্ষয় বলিয়া সমু-
দ্রাছে। ঐ মুখে বিদ্যা এবং অবিদ্যা
নিহিত হইয়াছে। অবিদ্যা ক্ষয় এবং
জ্ঞাত বলিয়া গীত হয়। যিনি এই
আপনার অধীন করেন, তিনি এত-
পরমেশ্বর। তিনি এইরূপ প্রতাপ-
শ্রোতাকে বহুবিধ এই জগৎ-
একটা বস্তুর তায় বিভাজন করেন

সর্বোপপাদ্য কুরুতে সৃষ্টা সর্বান প্রতাপবান্ ॥
দিশ উর্দ্ধমধস্তিধ্যগ্ভাসয়ন্ ভ্রাজতে স্বয়ম্ ।
যোনিঃস্বভাবাদপ্যেকো বরেন্যস্তদ্বিধিষ্ঠতি ॥ ১০৭
স্বভাবং বাচকান্ সর্বান বাচ্যাংস্চ পরিণাময়ন্ ।
গুণাংস্চ ভোগ্যভোক্তৃহে তদ্বিশ্বমধিষ্ঠতি ॥ ১১০
তং বৈ গুহ্যোপনিষদি গঢ়ং ব্রহ্ম পরাংপরম্ ।
ব্রহ্মযোনিং জগৎপূর্ষং বিহর্দেবা মহর্ষয়ঃ ॥ ১১১
ভাবগ্রাহমনৌড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্ ।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদ্যাস্তে অহস্তনুম্ ॥ ১১২
স্বভাবমেকৈ মণ্ডন্তে কালমণ্ডে বিমোহিতাঃ ।
দেবস্ত মহিমা হেষ যেনেদং ভ্রাম্যতে জগৎ ॥ ১১৩
যেনেদমারুতং নিত্যং কালকাসান্তনা যতঃ ।
ভেনেরিতমিদং কর্ম ভূতৈঃ সহ বিবর্ততে ॥ ১১৪
যং কর্ম ভূষণঃ কৃত্বা বিনিবর্ত্য চ ভূষণঃ ।
তত্ত্বস্ত সহ সন্বেদন যোগকপি সমেত্য বৈ ॥ ১১৫

এবং সকল বস্তু সৃজন করিয়া সেই
সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।
তিনি নিজের প্রত্যয় উর্দ্ধ, অধঃ এবং তিথ্যক্,
সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিজ্ঞাজ করেন।
তিনি দ্বিতীয়-রহিত, বরেন্য এবং কারপত্যবে
অবস্থান করেন। তিনি বস্তুর স্বরূপ, শব্দ,
অর্থ এবং গুণদিগকে ভোগ্য ও ভোক্তৃরূপে
পরিণত করত বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করেন।
এই জগতের পূর্ববর্তী দেব এবং মহর্ষিগণ
তাঁহাকে গুহ্য উপনিষদ্ শাস্ত্রে গঢ়রূপে অবস্থিত
ব্রহ্মার যোনি, পরাংপর ও ব্রহ্ম বলিয়া জানেন।
যে মনুষ্য সেই দেখকে ভাবগ্রাহ, আবাসপ্ত,
এই বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়কারী এবং কলার
সৃজনকারী বলিয়া জানিতে পারে, তাহার আর
মনুষ্যদেহ থাকে না। বিমোহিত-চিত্তেরা
কেহ কেহ তাঁহাকে স্বভাব বলে এবং কেহ
কেহ তাঁহাকে কাল বলে। তাঁহার এইরূপই
মহিমা যে, এই জগৎ তাঁহাতে ভ্রান্ত হয়।
তিনি কালেরও কাল-স্বরূপ হইয়া এই জগৎ
আবরণ করিয়া রহিয়াছেন। এই কর্মকুল
জগৎ তাঁহা কর্তৃক চালিত হইয়া ভূতকাল
সহিত বিচলিত করিয়াছে। তিনি সর্বভূত

অষ্টাভিষ্ঠ ত্রিভিষ্ঠৈব ষাভ্যাকৈকেন বা পুনঃ ।
 কামেনাস্তুতৈশ্চাপি কৃত্বমেব জগৎ স্বয়ম্ ॥ ১১৬ ॥
 শুভৈরায়ত্যা কৰ্ম্মাণি স্বভাবান্ বিনিবোজয়েৎ ।
 তেষামভাবে নাশঃ স্তাৎ কৃতস্তাপি চ কৰ্ম্মণঃ ॥
 কৰ্ম্মকরে পুনঃস্তুতং ততো যাতি স তত্ত্বতঃ ।
 স এবাৰ্হিঃ স্বয়ং যোগনিমিত্তং ভোক্তৃভোগয়োঃ ॥
 পরম্ভিকালানকলঃ স এব পরমেশ্বরঃ ।
 তৎ বিবরূপপ্রভবং ভবমীড্যং প্রজাপতিম্ ॥ ১১৭ ॥
 দেবদেবং জগৎপুজ্যং স্বচিন্তনমুপাসমহে ।
 কালাবিভিঃ পরো বস্মাৎ প্রপকঃ পরিবর্ততে ॥
 ধৰ্ম্মাবহং পাপমুদং ভগেশং বিশ্বধাম চ ।
 তমীশ্বরাম্ পরমং মহেশ্বরং
 তৎ দেবতানাং পরমকং দৈবতম্ ॥ ১২১ ॥
 পতিং পতীনাং পরমং পরস্তা-

বিদ্যাম দেবং ভুবনেশ্বরেশ্বরম্ ।

ন তস্ত বিদ্যাতে কার্যং কারণক ন বিদ্যাতে ॥
 ন তৎসমোহধিকশ্চাপি কচিচ্ছক্তিং দৃশ্যতে ।
 পরাস্ত বিবিধা শক্তিঃ শ্রুতৌ স্বাভাবিকৌ জ্ঞানং বলং ত্রিমা চৈব ষাভ্যো বিশ্বমিদং কৃৎ
 ন তস্তাশ্চি পতিঃ কশ্চিৎস্বৈব লিঙ্গং ন চৈশ্চ
 কারণং করণানাক স তেষামধিপাধিপঃ ।
 ন চাস্ত জনিতা কশ্চিন্ন চ জন্ম কৃতং চন ॥ ১১৮ ॥
 ন জন্মহেতবস্তদ্ব্যমল-মায়াদিসংজ্ঞকাঃ ।
 স একঃ সৰ্বভূতেষু গঢ়ো ব্যাপ্তক সৰ্বভূতঃ ।
 সৰ্বভূতাস্তরাষ্ট্রা চ ধৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ স কথ্যতে ।
 সৰ্বভূতাবিধাসং চ সাক্ষী চেতা চ নির্ভকঃ ॥
 একো বশী নিজ্জিহ্বাধাং বহুনাং বিশ্বাঙ্গনাম্
 একস্ত বহুধা বীজং করোতি সমবোচিভম্ ।
 তমেবাস্মি তিষ্ঠন্তং যে পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ ।

সহিত কলাদি অস্তুর যোগ করিয়া, বহুবার কৰ্ম্ম
 করিতেছেন এবং বহুবার নিবৃত্ত হইতেছেন ।
 আকাশাদি অষ্ট মূর্তি, সজ্বাদি গুণত্রয়, বিদ্যা ও
 অবিদ্যা এই হই অথবা এক, কাল এবং আত্ম-
 ভূত ইচ্ছাদি, এই সকল দ্বারা সমুদয় জগৎ
 ব্যাপ্ত । তিনি সজ্বাদি গুণ দ্বারা কৰ্ম্মের আরম্ভ
 করিয়া প্রাণিদগের প্রকৃতির যোগ করিয়াছেন ।
 এই সকল গুণ ও স্বভাবের অভাব হইলে,
 কৃতকৰ্ম্মের নাশও হয় । পূৰ্বকৰ্ম্মের ফল
 হইলে, তিনি পুনর্বার অপর একটি তাদৃশ কৰ্ম্ম
 প্রাপ্ত হন । তিনিই আদি এবং স্বয়ং ভোক্তা
 ও ভোগ-সংযোগের কারণ । তিনি ত্রিকাল
 হইতে পর এবং কালারহিত অর্থাৎ নির্ভক ;
 তিনিই পরমেশ্বর । সেই বিশ্ব-বোনি ভব,
 জ্ঞান, প্রজাপতি দেবদেব, জগৎপুজ্য মহা-
 ভোক্তা স্বচিন্তনিত জানিয়া উপাসনা করি ।
 তিনি কাল আদি হইতে পৃথক্ এবং তাঁহা
 হইতে এই জগৎ-প্রপক বিবৃত হইতেছে ।
 তিনি ধৰ্ম্মাবহ, পাপমুদারী, ঐশ্বর্যের অধিপতি
 এবং বিশ্বের আশ্রয় । তিনি ইন্দ্রাদিগেরও সৰ্ব-
 ভোক্তা ইহা এবং দেবতাদিগেরও পরমেশ্বর ।
 তিনি পশ্যন্তি মুমুক্ষবঃ পতি এবং পরমেশ্বর

শ্রেষ্ঠ, সেই দৈবকে আমরা ভুবনেশ্বর ও
 বলিয়া জ্ঞাত আছি । তাঁহার কোন ক
 নাই এবং কারণও নাই । ১০১-১
 এই জগতের মধ্যে কোন স্থানে তাঁহার
 বা অধিক পরিদৃষ্ট হয় না । বেদে
 নানাবিধ শ্রেষ্ঠ শক্তি পরিকীৰ্ত্তিত হইয়া
 তিনি আপনারই জ্ঞান শক্তি এবং ত্রিমা
 এই বিশ্বের নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন । তাঁহার
 ঈশ্বর আর কেহই নাই এবং
 জ্ঞাপকও কিছু নাই । তিনি আর
 কারণ-বস্তুরও কারণ এবং অধিপেরও
 তাঁহার উৎপাদক কেহ নাই এবং অপর
 রও নিকট হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয়
 সেইরূপ মলমায়াদি কিছুই তাঁহার
 নহে । তিনি একাকীই সকল ভূতের
 ভাবে গঢ়রূপে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন
 সকল ভূতের অন্তরাস্ত্রা এবং ধ
 বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হন । তিনি স
 আধার এবং সাক্ষিরূপ । তিনি
 ও নির্ভক । তিনি বশী এবং জগৎ
 বিশ্ব যোগিদগের মুখ্য । তিনি
 সমাবোচিভম্ নামাবি বীজের পু

এব সুখং নিত্যং নেত্রেবামিহাস্থনাম্ ॥১২১॥
নাম্যাসৌ নিত্যশ্চেতনানাক চেতনঃ ।
বহ্নাকাকামঃ কামানৌশঃ প্রযচ্ছতি ॥১২০॥
যোগাধিগম্য তং কারণং জগতঃ পতিম্ ।
দেবং পশুঃ পাতৈঃ সর্কৈরেব বিমুচ্যতে ॥
দ্বিখবিং স্বাত্মাষোনিজঃ কালকৃৎগৌ ।
ক্রেতুজপতিগুণেশঃ পাশমোচকঃ ॥ ১২২ ॥
বিদধে পূর্বং বেদাংশ্চোপাদিশং স্বয়ম্ ।
বস্তুমহং বুদ্ধা স্বাত্মবুদ্ধিপ্রসাদতঃ ॥ ১২৩ ॥
স্যাং সংসারাং প্রপদ্যে শরণং শিবম্ ।
নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ॥১২৪॥
পরং সেতুং দশেক্ষনমিবানলম্ ।
ঈদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১২৫ ॥

৭ তাঁহাকে নিজের হৃদয়ে স্থিত দর্শন
তাঁহাদেরই নিত্য সুখ হয়, অপর
নহে। তিনি নিত্য বস্তু সকলের
শেষ নিত্য এবং চেতনসমূহের মধ্যে
সেই ঈশ্বর স্বয়ং কামনা-শূন্য এবং
হইলেও অনেকের কামনা পূরণ
তিনি সাংখ্যযোগাধিগম্য কারণ স্বরূপ
জগতের অধীশ্বর। তাঁহাকে জানিতে
নিখিল জীবই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ
তিনি বিশ্ব-সৃজনকারী, বিশ্ববিং ও
রউৎপত্তি হেতু কৰ্ম্ম সকলের অস্তি-
তিনি সময়ের পরিচ্ছেদকারী ও
তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিষ্কৃতা,
অধিপতি এবং বন্ধন-মোচনকারী।
সে ব্রহ্মাকে নিষ্কাশ করেন এক স্বয়ং
র উপদেশ দেন। সেই দেবকে
বুদ্ধি প্রসাদ-বলে জানিতে পারিয়া
র হইতে মুমুক্ষু হইয়া, সেই নিষ্কল,
শান্ত, নিরবদ্য ও নিরঞ্জনে আশ্রয়
র। যখন মনুষ্যেরা, সেতু যেমন
র আচ্ছাদন করে এবং অনল যেমন
আচ্ছাদন করে, সেইরূপ চর্কের
শাকে বেষ্টন করিবে, তখন হে
জগদীশ্বর সেই তপঃপ্রদান

তদা শিবমবিজ্ঞায় হৃৎখণ্ডান্তো ভবিষ্যতি ।
তপঃপ্রভাবাদেবম্ভ প্রসাদাচ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ১২৬ ॥
অত্যাশ্রয়োচিতং জ্ঞানং পবিত্রং পাপনাশনম্ ।
বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পপ্রচোদিতম্ ॥১২৭॥
ব্রহ্মণো বদনান্নরুং ময়েদং ভাগ্যগৌরবাং ।
নাশ্রয়ান্তায় দাতব্যমেতজ্জ্ঞানমহুস্তমম্ ॥ ১২৮ ॥
নাপুত্রায়ামৃতায়া নানিষ্যায় চ সর্কধা ।
যন্ত দেবে পরা ভক্তির্ধ্বা দেবে তথা গুরৌ ॥১২৯॥
তস্মৈতে কথিতা হর্ষাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥১৩০॥
অতঃ সঙ্কেপমিদং শৃণুধ্বং
শিবঃ পরন্তাং প্রকৃতেন্চ পুংসঃ ।
স সর্গকালে চ কুরোতি সর্কং
সংহারকালে পুনরাদদাতি ॥ ১৩১ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীরসংহিতায়
পূর্বভাগে শৈবতত্ত্বকথনং নাম
চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অথবা ঈশ্বরের অনুরূপে শিবের স্বরূপ অজ্ঞাত
হইলেও তাহাঙ্গিরের হৃৎখণ্ডের অন্ত হইবে।
বেদান্তে পরম গুহ্য, পবিত্র, পাপনাশন, চতুর্থা-
শ্রয়োচিত জ্ঞান পুরাকল্পে উপদিষ্ট হইয়াছে,
আমি নিজ ভাগ্যের গৌরব প্রকৃত ব্রহ্মায়
মুখ হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এই
সর্কশ্রেষ্ঠ জ্ঞান অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে দেওয়া
উচিত নয়। অসদৃশ অথবা শিষ্য বা পুত্র
জ্ঞিকে এই জ্ঞান কোন একায়েই দেওয়া
উচিত নয়। বাহার ঈশ্বরে পরম ভক্তি এক
যেমন ঈশ্বরে তেমনই গুরুতে ভক্তি, তাহাঙ্গিরের
নিকট পণ্ডিতেরা এই সকল অর্থ প্রকাশ
করেন। অতএব সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র ব্রহ্মণ
কর,—শিব—প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে জ্ঞি।
তিনি সৃষ্টিকালে সমুদ্র বস্তুর নির্মাণ করেন,
আর সংহারকালে সমুদ্র বস্তুর সংহার
করেন। ১২০—১৩১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

মুন্স উচুঃ ।

কালাত্মপদ্যতে সর্বং কালাদেব বিপদ্যতে ।
ন কালনিরূপকং হি কচিৎ কিঞ্চন বিদ্যতে ॥ ১
বদান্তাত্মগতং বিশ্বং শব্দং সংসারমণ্ডলম্ ।
সর্গসংহতিমুদ্রাত্যাং চক্রবৎ পরিবর্ততে ॥ ২
ব্রহ্মা হরিচ চন্দ্রশ্চ তথাস্তে চ সুরাসুরাঃ ।
বৎকৃত্যং নিরজিৎ প্রাপ্য প্রভবো নাতিবর্তিতুম্ ॥ ৩
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যদৌবিত্ত্য জরয়ন্ প্রজাঃ ।
অতিপ্রভুরিতি স্বেরং বর্ততেহতিতরুণরঃ ॥ ৪
ক এষ ভগবান্ কালঃ কস্ত বা বশবর্তায়ম্ ।
ক এবাস্ত বশে ন স্তাং কথংৈতদ্বিচক্ষণ ॥ ৫

বায়ুক্রবাচ ।

কলা-কাষ্ঠা-নিমেষাদি কলাকলিতবিগ্রহম্ ।
কালোহিতি সমাখ্যাতং ভেদো মাহেশ্বরং পরম্ ॥ ৬
বদন্ত্যাম্বেশেষস্ত স্বাবরস্ত চরস্ত চ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

মুনিপুত্র বলিলেন,—কাল হইতে সমুদয়
উৎপন্ন হয় এবং কালেই সমুদয় বিনষ্ট হয়,
কাল-নিরূপক কোন বস্তু কোথাও নাই । এই
সমুদয় সংসারমণ্ডল, সেই কালেরই অন্তর্গত ।
সেই কাল সৃষ্টি এবং সংহার মুদার সহিত
চক্রের স্তায় পরিবর্তন করিতেছে । ব্রহ্মা, হরি,
কৃত্ত এবং অপরাপর সুর ও অসুরগণ যে কাল-
কৃত নিরজিক প্রাপ্ত হইয়া অতিক্রম করিতে
সমর্থ হন না, এই কাল ভূত, বর্তমান এবং
ভবিষ্যৎ দ্বারা প্রজাদিগকে বিভাগ করিয়া জীর্ণ
করেন । কাল অতিশয় সামর্থ্যশালী, অতিশয়
ভয়ঙ্কর এবং ধীরে ধীরে বিবর্তন করেন । এই
ভগবান্ কাল কে, ইনি কাহারই বা বশবর্তী
এক হইবার বশীভূত নহে এমন ব্যক্তি কে ?
হে বিচক্ষণ ! আমাদেরই মিকটু এ বিষয়
কীৰ্ত্তন করুন । বায়ু বলিলেন,—এই কালের
শরীর কলা, কাষ্ঠা এবং নিমেষ প্রভৃতি অংশ
দ্বারা গঠিত । তিনি মহাশয়ের ভেদোপদেশ
কালদ্বারা সারস্বতীকৃত । অতএব স্বাক্ষর বা

নিয়োগরূপমীশস্ত বলং বিশ্বনিয়ামকম্ ॥ ৭
তস্তাং সাংশময়ী শক্তিঃ কালাত্মনি মহাত্মনি
ভতো নিষ্ক্রম্য সংক্রান্তা বিশ্বষ্টাপেরিবারসৌ ।
তস্মাৎ কালবশে বিশ্বং ন স বিশ্ববশে স্থিতি
শিবস্ত তু বশে কালো ন কালস্ত বশে শিবঃ ।
যতোহপ্রতিহতং শার্কং তেজঃ কালে প্রতিষ্টি
মহতী তেন কালস্ত মর্যাদা হি দূরতয়া ॥ ১০
কালং প্রজ্ঞাবিশেষেণ কোহতিবর্তিতুমর্হতি ।
কালেন তু কৃতং কৰ্ম্ম ন কশ্চিদতিবর্ততে ॥ ১১
একচ্ছত্রাং মহীং কুংস্রাং যঃ পরাক্রম্য শাস্তা
সোহপি নৈবাতিবর্তেত কালং বেলানিবালাদি
যে নিগৃহেস্ত্রিগ্রামং জয়ন্তি সকলং জগৎ ।
ন জয়ন্ত্যপি তে কালে কালো জয়তি তান্
আয়ুর্কৈদবিদো বৈদ্যাভ্যনুষ্টিতরসায়নাঃ ।

জগন্মের অপ্রাপ্য ঈশ্বরের নিয়োগরূপ
বিশ্বের নিয়ামক । মহাত্মা কালে সেই
ঈশ্বরের অংশাংশের শক্তি মাত্র আছে ।
হইতে যেসকল স্মৃতিস্ম নিগত হয়, সেই
শক্তিও ঈশ্বর হইতে নিগত হইয়া কালে
হইয়াছে । এই নিমিত্ত বিশ্ব কালের
কাল কখন বিশ্বের বশীভূত নহেন ।
ঐ কাল শিবের বশীভূত, শিব কালের
নহেন । যেহেতু অপ্রতিহত শিব তেজ
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই হেতু কালের
অতিশয় মহৎ এবং দূরতয়া । প্রজা
দ্বারা কোন ব্যক্তি কালকে অতিক্রম
সমর্থ হয় ? কোনও ব্যক্তি কাল কর্তৃক
স্থিত কর্ম্মের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ
পারে না । যে ব্যক্তি আপনার
প্রকাশ করিয়া, একচ্ছত্রা পৃথিবীর উপর
করে, উদধি যেমন বেলা উল্লঙ্ঘন করিত
না, তেমনি সে ব্যক্তিও কালকে
করিতে পারে না । যে সকল ব্যক্তি
সমূহকে পরাভূত করিয়া, সমুদয়
আপনার বশীভূত করে, তাহারাও কা
করিতে পারে না ; বরং কাল ও
পরাজয় করেন । আয়ুর্কৈদে নিগত

মতিবর্ত্তে কালো হি দুৰ্ভিক্রমঃ ॥ ১৪
 রূপেণ নীলেন বসেন সকলেন চ ।
 তদুত্তে অস্তঃ কালোহস্তঃ কুরুতে বলাৎ ॥
 স্চ প্রিয়ৈশ্চৈব অচিন্তিতসমাগমৈঃ ।
 ক্ষতি ভূতানি বিবোধয়তি চেশ্বরঃ ॥ ১৬
 হুঃখিতঃ কশ্চিৎ তদৈব সুখিতঃ পরঃ ।
 ক্লেশভাবস্ত কালস্তাহো বিচিত্রতা ॥ ১৭
 স ভবেদ্রুদ্ধো যো বলীয়ান্ স দুৰ্জলঃ ।
 স্নানসোহপি নিঃশ্রীকশ্চিত্তঃ কালবিপর্যয়ঃ
 ত্যং ন বৈ নীলং ন বসং ন চ নৈপুণম্ ।
 পৰ্যায় পৰ্যাপ্তং কালশ্চৈব প্রতিরোধকঃ
 নিম্পরুষৈস্তু যৌগীভবাদৈরুপস্থিতাঃ ।
 নাথঃ পরান্নাদাঃ কালস্তেষু সমক্রিয়ঃ ॥ ২০
 লভ্যকালেন রসায়নানি
 মাক্ প্রযুক্তান্তপি চৌষণানি ।

নকারী, একপ বৈদ্যও মৃত্যুকে অতি-
 রিতে পাবে না। কালের অতিক্রম
 । মনুষ্যগণ আপনাব সম্পত্তি, সদ্বৃতি
 যুগ্ম বল অনুসারে এক প্রকার কার্য
 অভিলষ করে, কাল আপনার প্রভাবে
 কে অগ্ররূপ করেন। ১—১৫। যাহাদের
 তের বিষয় পূর্বে কিছু চিন্তা করা হয়
 ইরূপ প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর সহিত
 সেই প্রবল কাল কর্তৃক কখন সংযো-
 ধন বা বিয়োজিত হয়। সে সময় এক
 ংখিত হয়, সেই সময় আর একজন
 ; অহো দুঃখিতের-স্বভাব কালের কি
 গতি! যুবা দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ হয়,
 শ্রমাত্রেই দুৰ্জল হয় এবং শ্রীমান্
 হীন হয়; কাল আশ্চর্যরূপে বস্তুর
 করিয়া থাকেন। যদি কাল প্রতিকূল
 হইলে কি কৌলীভ, কি শূন্যতা, কি
 নৈপুণ্য—ইহারা কেহই কার্য করিতে
 য় না। যাহারা সর্বদা অকর্তব্য
 গীত-বাদ্যের সেবা করে, আর
 নাথ, পরান্নভোজী; এই উভয়ের
 লের কার্য একই রূপ। অকালে

তাগ্রেব কালেন সমাহৃতানি
 সিদ্ধিং প্রাপ্ত্যান্ত সুখং দিশন্তি ॥ ২১
 নাকালতোহয়ং ম্রিয়তে জায়তে বা
 নাকালতঃ পুষ্টিমগ্র্যামুপৈতি ।
 নাকালতঃ হুঃখিতং হুঃখিতং বা
 নাকালিকং বস্ত সমস্তি কিকিৎ ॥ ২২
 কালেন নীতঃ প্রতিবাতি বাতঃ
 কালেন বৃষ্টির্জলদানুপৈতি ।
 কালেন শস্ত্রানি ভবন্তি তস্মাৎ
 কালেন সঞ্জীবতি জীবলোকঃ ॥ ২৩
 ইত্যং কালাস্তনস্তস্বং যো বিজানাতি তদ্বতঃ ।
 কালাস্তানমতিক্রম্য কালাতীতং স পশ্যতি ॥ ২৪
 ন যস্ত কালো ন চ বন্ধমুক্তী
 ন যঃ পূমান্ ন প্রকৃতির্ন বিশ্বম্ ।
 বিচিত্ররূপায় শিবায় তস্মৈ
 নমঃ পরমৈ পরমেশ্বরায় ॥ ২৫
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
 পূর্বভাগে কালমাহাত্ম্যকথনং নাম
 পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

সমাক্রমে রসায়নের প্রয়োগ করিলেও ঔষ-
 ধের ফল হয় না, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে সমাহৃত
 হইয়া সফল হয় এবং সুখ প্রদান করে। কোন
 অস্ত্রই অকালে মৃত্যু বা জন্ম লাভ করে না এবং
 অকালে কোন বস্তুই অতিশয় পুষ্টিলাভ করে
 না, অকালে কাহারও সুখ বা দুঃখ হয় না,
 অকালোৎপন্ন কোন বস্তুই নাই। কালবশেই
 নীতল বায়ু বহন করে, কালবশেই মেঘে বৃষ্টি
 উপস্থিত হয়, কালপ্রভাবেই শস্ত্র উৎপন্ন হয়
 এবং কালপ্রভাবেই জীবগণ জীবিত থাকে।
 কালান্না পরমেশ্বরের এই তত্ত্ব যিনি জ্ঞাত হন,
 তিনি কালকে অতিক্রম করিয়া কালাতীতের
 দর্শন লাভ করেন। যাহার কাল নাই, বন্ধন
 নাই, মুক্তি নাই; যিনি পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও
 নহেন এবং বিশ্বের সহিত যাহার কোনরূপ
 সম্বন্ধ নাই, সেই বিচিত্ররূপ সর্বপ্রোক্ত পরমেশ্বর
 শিবকে সম্বোধন করি। ১৬—২৫।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কেন মানেন কালেহ্মিমাযুঃসংখ্যা প্রকল্যতে ।
সংখ্যাক্রপস্ত কালস্ত কঃ পুনঃ পরমোহবধিঃ ॥ ১

বায়ুক্রবাচ ।

আয়ুষোহত্র নিমেষাখ্যাদ্যমানং প্রচক্ষতে ।
সংখ্যাময়স্ত কালস্ত শাস্ত্যতীতকলাবধিঃ ॥ ২
অক্ষিপক্ষপরিক্ষেপো নিমেষঃ পরিকীর্তিতঃ ।
তদুপাশ্রয়ং নিমেষাখ্যং কাষ্ঠা দশ চ পঞ্চ চ ॥ ৩
কাষ্ঠাত্রিংশং কলা নাম কলাত্রিংশমুহুৰ্ত্তকম্ ।
মুহুৰ্ত্তানামপি ত্রিংশদহোরাত্রং প্রচক্ষতে ॥ ৪
ত্রিংশংসংখ্যোহহোরাত্রৈর্মাসঃ পঞ্চমাসিকঃ ।
ক্ষেত্রঃ পিতৃমহোরাত্রং মাসঃ কৃষ্ণাসিতাস্বকঃ ॥ ৫
মাসৈস্তৈররনং বড়তিবর্ষং যে চারুনে মতে ।
লৌকিকে নৈব মানেন অকো যে মানুষ্যঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
এতদ্ব্যমহোরাত্রমিতি শাস্ত্রস্ত নিশ্চয়ঃ ।
অক্ষিপক্ষরনং ত্রিংশবোধগমনং দিনম্ ॥ ৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—এই কালে কীৰ্ত্তন-
পরিমাণে আয়ুর সংখ্যা কল্পিত হয় এবং সংখ্যা-
ক্রপ কালের চরম সীমাই বা কি? বায়ু
বলিলেন,—এই আয়ুর আদ্যমান নিমেষ নামে
কল্পিত হয় এবং সাংখ্যাময় কালের শাস্ত্যতীত
কলাই চরমসীমা। চক্ষের পাতা পড়িতে
যেটুকু সময় লাগে, তাহার নাম নিমেষ। পঞ্চ-
দশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিংশং কাষ্ঠার
এক কলা, ত্রিংশং কলার এক মুহুৰ্ত্ত এবং ত্রিংশ
মুহুৰ্ত্তে একটা দিব্যরাত্রি অর্থাৎ এক দিন।
ত্রিংশ দিনে একটা মাস হয়। ঐ মাসে তরু ও
কৃষ্ণ দুইটা পক্ষ আছে। এক মাসে পিতৃ-
ক্ষেত্রের এক দিন হয়। ছয় মাসে একটা
অরন হয় এবং দুই অরনে একটা বৎসর হয়।
লৌকিক মানে মনুষ্যদিগের যে অরন, তাহাই
দেবতাদিগের এক অহোরাত্র বলিয়া শাস্ত্রে
নির্দীত হইয়াছে। উহার মত বর্ণনামূলক
মিতি কলা কালক্রপ দিবা। মনুষ্যদিগের

মাসত্রিংশদহোরাত্রৈর্দিব্যো মানুষ্যবৎ স্মৃতঃ
সংবৎসরোহপি দেবানাং মাসৈর্দাদ্যভিত্ত্য
ত্রীণি বর্ষশতাশ্চৈব ষষ্টিবর্ষযুগাভ্যপি ।
দিব্যসংবৎসরো ভেদেহো মানুষ্যেণ প্রকীর্ত্তি
দিব্যো নৈব প্রমাণেন যুগসংখ্যা প্রবর্ত্ততে ।
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি কবয়ো বিদুঃ ।
পূর্বে কৃতযুগং নাম তত্ত্বেন্ততা বিধায়তে ।
দ্বাপরঞ্চ কলিতৈশ্চ যুগাশ্চৈতানি ক্রমশঃ ।
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং তং কৃতং যুগম্
তস্ত তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধা ।
ইতরেষু সসঙ্খ্যেযু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিযু ।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥ ১০
এতদ্দাদশসাহস্রং সাধিকঞ্চ চতুর্যুগম্ ।
চতুর্যুগসহস্রং যং স কল্প ইতি কথ্যতে ॥ ১১
চতুর্যুগৈকসপ্তত্যা মনোরন্তরমুচ্যতে ।
কল্পে চতুর্দশৈকম্বিন্ মনানাং পরিবর্ত্তয়ঃ ॥ ১২

যেমন স্বীয় ত্রিংশ অহোরাত্রে এক মাস
এইরূপ দেবতাদিগের স্বীয় দ্বাদশ
এক বৎসর হয়; মনুষ্যদিগের জি
ষাট বৎসরে দেবতাদিগের এক
হয় এবং দিব্য-পরিমাণেই যুগের
করা হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, জি
চারিটা যুগ হয়। প্রথম কৃত বাস
তাহার পর ত্রেতাযুগ, তাহার পর দ্বাপর
নস্তর কলি; এই কয়টা মাত্র যুগ। ক
পরিমাণ দিব্য-পরিমাণে চারি হাজার ব
উহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে চারি শত বৎস
সন্ধ্যার অংশও ঐরূপ। অবশিষ্ট জি
পরিমাণ ক্রমশঃ এক এক হাজার বৎস
অর্থাৎ ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন হাজার
দ্বাপরের দুই হাজার এবং কলির এক
এইরূপ তাহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশও
শত বৎসর কম। অতএব সন্ধ্যা ও স
সহিত বর্ত্তমান চারিযুগের পরিমাণ বার
বৎসর। সহস্র চতুর্যুগে একটা ব
একাত্তর চতুর্যুগে একটা মনস্তর হয়
কল্পে চতুর্দশটা মনস্তর হয়। ১২

ক্রমযোগেণ কল্পমন্তরাণি চ ।
 নি যতীতানি শতশোহং সহস্রাণি ॥ ১৬
 ত্র্যচ সর্বেষামসংখ্যাতরা পুনঃ ।
 নৈবানুপূর্য্যাত্তে তেষাং বক্তুং সুবিস্তরঃ ॥
 াম দিবা প্রোক্তো ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ।
 বৈ সহস্রক ব্রাহ্মণঃ বর্ষমিহোচ্যতে ॥ ১৮
 ষ্টসাহস্রং যচ্চ তদব্রহ্মণো যুগম্ ।
 াসাহস্রং ব্রহ্মণঃ পদজন্মনঃ ॥ ১৯
 ২ সহস্রক ত্রিগুণং ত্রিরতং তথা ।
 সকলঃ কালো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২০
 দিবসে যান্তি চতুর্দশ পুরন্দরাঃ ।
 াসে চত্বারি বিংশত্যা সহিতানি চ ॥ ২১
 ৩ সহস্রাণি চত্বারিংশদযুতানি চ ।
 ১৭ সহস্রাণি পঞ্চলক্ষাণি চায়ুধি ॥ ২২
 বিংশাদিনে চৈকো বিষ্ণুঃ রুদ্রদিনে তথা ।
 দিনে রুদ্রঃ সদাখ্যাত্ত অথৈবরঃ ॥ ২৩

প্রকার সহিত শত শত সহস্র সহস্র কল্প
 মন্তর অতীত হইয়াছে । তাহাদের
 । অজ্ঞেয়ত্ব এবং অসংখ্যেত্ব প্রযুক্ত
 র বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলা সুকঠিন ।
 কল্প—অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মাব দিবাভাগ ।
 ত্রে ব্রহ্মার একটি বৎসর হয় । ঐ
 ৭ আট হাজার বৎসরে ব্রহ্মার একটি
 । পর্যাণি ব্রহ্মার ঐ সহস্র যুগে
 যবন হয় । তিন হাজার সবনের নাম
 উহাই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার জীবিত-কাল ।
 এক একটি দিবসে চতুর্দশটি ইন্দ্রের
 এবং ব্রহ্মার এক এক মাসে চারি শত
 পরিয়া ইন্দ্রের নয় হয় । ব্রহ্মার এক
 পাঁচ হাজার চল্লিশটি ইন্দ্রের নিপাত
 ব্রহ্মার সমুদয় জীবিত কালে (অন্যান)
 চল্লিশ হাজার ইন্দ্রের বিনাশ হয় ।
 ৬ এক দিনে এক একজন নতুন ব্রহ্মা
 ন এবং এক একটি রুদ্রদিনে এক
 নতুন বিষ্ণু উৎপন্ন হন । ঐক্লবের
 দিনে এক একটি নতুন রুদ্র হন ।
 বায়বীর এক একটি দিনে ঐক্লবের

সাক্ষাচ্ছিবস্ত তৎসংখ্যাত্তথা সোহপি সদাশিবঃ ।
 চত্বারিংশৎসহস্রাণি পঞ্চলক্ষাণি চায়ুধি ॥ ২৪
 তস্মিন্ সাক্ষাচ্ছিবেনৈব কালান্ধ্রা সম্প্রবর্ত্ততে ।
 যন্তং সৃষ্টেঃ সমাখ্যাতং কালান্তরমিহ বিজ্ঞাঃ ॥ ২৫
 এতং কালান্তরং জ্যেষ্ঠমহর্ষে পারমেশ্বরম্ ।
 রাত্রিঞ্চ তাবতী জ্যেষ্ঠা পরমেশস্ত কুংস্রণঃ ॥ ২৬
 অহস্তস্ত তু যা সৃষ্টী রাত্রিঞ্চ প্রলয়ঃ স্মৃতঃ ।
 অহর্ন বিদ্যাতে তস্ত ন রাত্রিরিতি ধারয়েৎ ॥ ২৭
 এষোপচারঃ ত্রিম্বতে লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 প্রজ্ঞাঃ প্রজানাং পত্নয়ো মূর্ত্তয়শ্চ সুরাসুরাঃ ॥ ২৮
 ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মহাত্মতানি পঞ্চ চ ।
 তন্মাত্রাণ্যথ ভূতাদিবুদ্ধিঞ্চ সহ দৈবতৈঃ ॥ ২৯
 অহস্তিষ্ঠন্তি সর্ক্সাণি পরমেশস্ত বীমতঃ ।
 অহরন্তে প্রলীয়েন্তে রাত্র্যন্তে বিবিসন্তবঃ ॥ ৩০
 যো বিশ্বাস্তা কশ্মকালস্তথাবা-
 দ্যার্থে শক্তির্ষস্ত নোল্লঙ্ঘনীয়্য ।

পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই সদাশিবও সাক্ষাৎ-
 শিবের এক দিন মাত্র স্থায়ী ; সুতরাং সাক্ষাৎ-
 শিবের সমুদয় জীবিত কালে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ
 হাজার সদাশিব নয় প্রাপ্ত হন । সেই
 সাক্ষাৎ শিবই এই কালকে ব্রহ্মার জীবিত-
 কালের ঘটনার প্রেরিত করেন । হে বিজ্ঞপণ ।
 ব্রহ্মার আয়ুই সৃষ্টির একটি কালান্তর । এক
 একটি কালান্তর পরমেশ্বরের দিবাভাগ, তাহার
 রাত্রিরও পরিমাণ সেইরূপ । তাহার দিবা-
 ভাগে সৃষ্টি এবং রাত্রিকালে প্রলয় হয় ।
 বাস্তবিক তাহার দিন বা রাত্রি কিছুই
 নাই ; কেবল লোকদিগের হিতকামনার এই-
 রূপ কল্পনা করা হয় মাত্র । প্রজা সকল,
 প্রজাপতিগণ, মূর্ত্তি সকল, দেব ও দৈত্য-সমূহ,
 ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু, পঞ্চ মূলভূত,
 তন্মাত্র, ভূতাদি, বুদ্ধি ও দেবতাপণ, ইহারা
 সকলে সেই জ্ঞানময় পরমেশ্বরের দিবাভাগে
 বর্ত্তমান হন, দিবার অবসানে রাত্রিকালে ইহারা
 আবার প্রলীন হন । রাত্রির অবসানে আবার
 বিদ্যে সৃষ্টি হয় । যিনি বিশ্বাস্তা ; যিনি
 শক্তি কর্ত্তা, কাল ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম উল্লঙ্ঘনীয়্য

বৈষ্ণবাজ্ঞানমেষং সমস্তং
নমস্তস্মৈ মহতে শঙ্করায় ॥ ৩১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্বভাগে ব্রহ্মদায়ুর্মানকখনং নাম
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কথং জগদ্বিনং কৃৎস্নং বিধায় চ নিধায় চ ।
আজ্ঞয়া পরমাং ক্রীড়াং করোতি পরমেশ্বরঃ ॥ ১ ॥
কিং তং প্রথমসমুত্তং কেনেদমবিলং ততম্ ।
কেন বা পুনরবেদং গ্রস্মতে পৃথুজিহবা ॥ ২ ॥
বায়ুর্ন্বাচ ।

শক্তিঃ প্রথমসমুত্তা শাস্ত্র্যতীতপদোত্তরা ।
ততো ময়া ততোহব্যক্তং শিবাস্থিতমতঃ প্রভো
শাস্ত্র্যতীতপদং শক্তোত্তমতঃ শাস্ত্রিপদক্রমাৎ ।

হয় না এবং এই সমস্ত জগৎ বাহার আজ্ঞা-
বীন; সেই মহান শঙ্করকে নমস্কার
করি। ১৬—৩১ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

মুনিপন বসিলেন,—কিরূপে পরমেশ্বর
আপনার শক্তি দ্বারা এই সমুদয় জগৎ নির্মাণ-
পূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরম ক্রীড়া করিতে
ছেন? ইহার প্রথমে কি উৎপন্ন হয় কিরূপে?
বা এই অখিল জগৎ বিস্তারিত হয়? আর পরে
কোন বিশাল কুক্ষিই বা ইহাকে গ্রাস করে?
বায়ু বসিলেন,—শাস্ত্র্যতীত পদ দ্বারা অলঙ্কৃত
শক্তিই শক্তিমান প্রভাবশালী শিব হইতে
প্রথম উৎপন্ন হয়, ঐ শক্তি হইতে মায়ার
উৎপত্তি হয় এবং ময়া হইতে অব্যক্তের
উৎপত্তি হয়। শক্তি হইতে শাস্ত্র্যতীত পদ উৎ-
পন্ন হয়, তাহা হইতে প্রথম শাস্ত্রিপদ উৎপন্ন

ততো বিদ্যাপদং তস্মাৎ প্রতিষ্ঠাপদমুত্তরং ।
নিরুত্তিপদমুৎপন্নং প্রতিষ্ঠাপদতঃ ক্রমাৎ ।
এবমুক্তা সমামেন সৃষ্টিরৌশ্বরচোদিতা ॥ ৫ ॥
আনুলোম্যাং তথৈতেষাং প্রাতিলোম্যেনসং
অস্ম্যাং পঞ্চপদোদ্ভিষ্টা ন সৃষ্ট্যন্তরমিষ্যতে ।
কলাভিঃ পঞ্চভির্ব্যাপ্তং যস্মাদ্বিশ্বমিদং জগৎ
অব্যক্তং কারণং যন্তদাস্তন। সমধিষ্ঠিতম্ ॥
মহাদাদি-বিশেষাত্তং সৃজতীত্যপি সম্যজম্ ।
কিন্তু তত্রাপি কর্তৃত্বং নাব্যক্তস্ত ন চায়নং ।
অচেতনত্বাং প্রকৃতেরক্ষত্বাং পুরুষস্ত চ ।
প্রধানপরমায়াদি যাবৎ কিঞ্চিদচেতনম্ ॥ ৬ ॥
ন তং কর্তৃ স্বয়ং দৃষ্টং নৃক্ষিমং কারণং কি
জগচ্চ কর্তৃসাপেক্ষং কার্য্যং সাবয়বং বতঃ ।
তস্মাচ্ছক্তঃ স্বতন্ত্রো যঃ সর্বশক্তিঃ সর্ববি-

হয়। শাস্ত্রিপদ হইতে বিদ্যাপদ এবং বি-
হইতে প্রতিষ্ঠাপদের সমুত্তি হয়। প্রতি-
হইতে ক্রমে নিরুত্তিপদ উৎপন্ন হয়। ঐ
সৃষ্টি এই সংক্ষেপে উক্ত হইল। ইহা
যে অনুক্রমে সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ
লোমে সংহার হয় অর্থাৎ সকলের
বাহার সৃষ্টি হইয়াছে, সকলের প্রথমে
সংহার হয়। এই পঞ্চপদোদ্ভিষ্ট সৃষ্টি
আর সৃষ্টান্তর নাই। যেহেতু এই সমস্ত
পাঁচটা কলা দ্বারা ব্যাপ্ত। অব্যক্তরূপে
উক্ত হইয়াছে, উহা আত্মা কর্তৃক
হইয়া, মহাদাদি-বিশেষাত্ত সমুদয়
সৃজন করে, ইহা সকলেই স্বীকার
কিন্তু তত্রাপি ঐ সৃষ্টি বিষয়ে অব্যক্তের
অস্মার কর্তৃত্ব নাই কারণ, প্রকৃতি বা
অচেতন এবং আত্মার সর্বজন্য নাই।
(অব্যক্ত) এবং পরমায়াদি যে কিছু
পদার্থ আছে, কোন বুদ্ধিমন্ত কর্তৃক
না হইলে, তাহাদের নিজের কর্তৃত্ব
না; কিন্তু এই জগৎ যখন সাবয়ব
তখন উহার একটা কর্তা আছে, ইহা
স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বি-
বতঃ, সর্বশক্তিমান এবং সর্ববি-

নিধনশায়ঃ মহাদেবদাসংযুতঃ ॥ ১১
জগতঃ কৰ্ত্তা মহাদেবো মহেশ্বরঃ ।
মঃ প্রধানস্ত প্রবর্ত্তিঃ পুরুষস্ত চ ॥ ১২
সত্যব্রতশ্চৈব শাসনেন প্রবর্ত্ততে ।
শান্তী নিষ্ঠা সত্যং মনসি বর্ত্ততে ॥ ১৩
পক্ষমাত্রিত্য বর্ত্ততে স্বরূচেতনঃ ।
সমারম্ভো যাবচ্চ প্রলয়ো মহান্ ॥ ১৪
জাতি সকলং ব্রহ্মণঃ শরদাং শতম্ ।
তায়ুষো নাম ব্রহ্মণোহব্যাক্তজন্মনঃ ॥ ১৫
রাখ্যং তদক্ষক পরাক্রমভিবীৰ্য্যতে ।
ষয়লাভে প্রলয়ে সমুপস্থিতে ॥ ১৬
মাস্তনঃ কার্যমাদায়ানি তিষ্ঠতি ।
বিস্তৃত্যবাক্তে বিকারে প্রতিসংযুতে ॥ ১৭
ধাৰ্হিত্যেতে প্রধান-পুরুষাবুভৌ ।
বিশ্বাবুভৌ সমহেন ব্যবস্থিতৌ ॥ ১৮
জীবননৌ তাবোতপ্রোতৌ পরস্পরম্ ।

ও অস্ত নাই এবং যিনি মহৎ-ঐশ্বর্য্য-
তিনিই জগতের কৰ্ত্তা, মহাদেব ও
১১—১২। প্রধানের পরিণাম এবং
প্রবর্ত্ত, এ সমস্তই সেই সত্যব্রতের
অনুসারে প্রবর্ত্ত হয়, পণ্ডিতদিগের
অচল বিশ্বাস। নৃত ব্যক্তির এ হরূপ
কাজ করিতে পারে না। সৃষ্টির আরম্ভ
মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যে কাল, উহাই
ই ব্রহ্মার শত বংসর আয়ুষ্কাল
মিথিত। ঐ কালের নাম পর এবং
যদি ভাগের নাম পরাক্র। হই পরাক্র
বসানে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। ঐ
উপস্থিত হইলে অধ্যাক্ত আপনার
কল সংহার করিয়া আত্মাতে লীন
ক। অব্যাক্ত যখন আত্মায় লীন হইয়া
খন সমুদ্র বিকারের সংহার হয়।
পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়ই আপনার
বহান করে এবং তমে গুণ ও সঙ্ক-
১৩ সমভাবে অবস্থান করে। তখন ঐ
যথো কাহারও অতিরিক্ত বা ন্যূনতা
উভয়ে পরস্পর ওত-প্রোতভাবে

গুণসাম্যে তদা তন্মিহবিভাগে ভ্রমোদয়ে ॥ ১৯
শান্তবাতৈকনীরে চ নে। প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ।
অপ্রজ্জাতে জগত্যাশ্মিনেক এব মহেশ্বরঃ ॥ ২০
উপাস্ত রজনীং কুংস্রাং পরো মাহেশ্বরীং ততঃ ।
প্রভাতাস্ত শর্কর্য্যাং প্রধান-পুরুষাবুভৌ ॥ ২১
প্রবিশু ক্ষোভয়ামাস মায়াযোগামহেশ্বরঃ ।
ততঃ পুনরশেষাণাং ভূতানাং প্রভবাণ্যায় ॥
অব্যক্তাদভবং সৃষ্টিরাজ্জয়। পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২২
বিশ্বোত্তরোত্তরবিচিত্রমনোরথস্ত
যশৈকশক্তিশকলে সকলঃ সমাপ্তঃ ।
আত্মানমধ্বপতিমধ্ববিদ্যো বদন্তি
তস্মৈ নমঃ সকললোকবিলক্ষণায় ॥ ২৩
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্ব্বভাগে শত্যাতিসমুদ্ভিষর্গিনঃ নাম
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

থাকে। ঐ উভয় গুণ, সমতা প্রাপ্ত হইলে,
কোন পদার্থের বিভাগ থাকে না; সকলই
অককারময় হয়। তখন স্থিরভাবেপন্ন একটী
সমুদ্রকল হয়, কিছুই বিজ্ঞাত হয় না। এই
জগৎ, এই অজ্ঞাত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সেই
এক পরমেশ্বর পূর্ব্বোক্ত সমুদ্র মাহেশ্বরী রাত্রি
অতিবাহিত করেন। অনন্তর সেই রাত্রি
প্রভাত হইলে তিনি পুনর্বার প্রধান ও পুরুষে
প্রবেশ করিয়া, মায়ায় যোগে, তাহাদিগকে
চালিত করেন। তদনন্তরই পরমেশ্বরের
আজ্ঞায় অব্যাক্ত হইতে পুনর্বার উৎপত্তি ও
লয়ের নিমিত্ত সকল ভূতের সৃষ্টি হয়। যাহার
ইচ্ছানুসারে এই উত্তরোত্তর বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্ট
হইয়াছে, যাহার শক্তির এক অংশে সমুদ্র শেব
হইয়াছে এবং অধ্ববিৎ অর্ধাৎ সংপথবজ্র
ব্যক্তির যাহাকে পথের নিয়ামক-রূপে কীৰ্ত্তন
করেন, সেই সকল-লোক-বিলক্ষণ পরমেশ্বরকে
নমস্কার করি। ১৩—২৩।

কঃ স সর্গজ যুগপৎ সম্প্রবর্ততে ।
 দ্বাবি পঞ্চৈব পঞ্চ কশ্মেজিরাণি চ ॥ ১৫
 ১ মনস্তত্ত্ব স্বপ্নেনোত্তরাঙ্গকম্ ।
 কাদহঙ্কারাভূততমাত্রাসম্ভবঃ ॥ ১৬
 দ্বাদিত্ত্বাভূতাদিঃ কথ্যতে তু সঃ ।
 শব্দমাত্রং স্মাৎ তত আকাশসম্ভবঃ ॥ ১৭
 ২ স্পর্শ উৎপন্নঃ স্পর্শাদ্বায়ুসম্ভবঃ ।
 ৩ তত্ত্বস্তজস্তেজসো রসসম্ভবঃ ॥ ১৮
 সমুৎপন্নান্ত্যো গন্ধসম্ভবঃ ।
 পৃথিবী জাতা ভূতেভ্যোহস্তচরাচরম্ ॥ ১৯
 ঈতত্ত্বাচ্চ অব্যক্তানুগ্রহেণ চ ।
 বিশেষাত্মা হৃৎসমুৎপাদয়ন্তি তে ॥ ২০

সাঙ্গিক অহঙ্কার হইতে সস্বপ্রধান
 ১১ হইয়াছে। এই বৈকারিক বা
 সর্গ, এক সময়ে প্রবর্ত হয়। সস্ব-
 বা সাঙ্গিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানে-
 ৩ পঞ্চ কশ্মেজিরাণি—এই পঞ্চ প্রকার
 র উৎপত্তি হইয়াছে। মন একাদশ
 উহা আপনার গুণ অনুসারে কণ্ঠ ও
 এই উভয় ইন্দ্রিয়াক্ষক। অমোঘুক্ত
 অহঙ্কার হইতে ভূত এবং তমাত্র-
 সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ তামস অহঙ্কার
 র আদিভূত বলিয়া ভূতাদি নামে অভি-
 ১ ভূতাদি অহঙ্কার হইতে শব্দ-তমাত্র-
 ২ হইয়াছে এবং শব্দতমাত্র হইতে
 উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ হইতে
 ৩ স্পর্শ হইয়াছে, স্পর্শ হইতে বায়ুর
 হইয়াছে। বায়ু হইতে রূপ, রূপ
 ৪ এবং তেজ হইতে রসের সম্ভব
 রস হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে,
 ৫ গন্ধ এবং গন্ধ হইতে পৃথিবী উৎ-
 ৬ হ; তাহার পর উক্ত পঞ্চভূত হইতে
 ৭ চরাচর সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষের
 এবং অব্যক্তের অনুগ্রহ-প্রভাবে
 ৮ তৎকাল পঞ্চভূত হই পঞ্চাঙ্গ

অত্র কার্যক করণং সংসিদ্ধং ব্রহ্মণো বদা ।
 তদাণ্ডোহগ্নিন্ধরুদ্রোহভূত্বেকোব্রহ্মসংজিতঃ
 স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ।
 আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণ্যে সমবর্তত ॥ ২২
 তত্ত্বৈবরস্মাপ্রতিমা জ্ঞানবৈরাগ্যালক্ষণা ।
 ধর্মৈশ্বৰ্য্যকরা বুদ্ধির্ব্রাহ্মী জ্ঞেয়ভিমানিনঃ ॥ ২৩
 অব্যক্তাঙ্কায়তে তত্ত্ব মনসা বদ্যদীপিতম্ ।
 বলীকৃতত্বাং ত্রৈলোক্যাং সাপেক্ষত্বাং স্বভাবতঃ ॥
 ত্রিধা বিভক্ত্য চাস্ত্রানং ত্রৈলোক্যে সম্প্রবর্ততে ।
 সৃজতে গ্রাসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিঃ স্বয়ম্ ॥ ২৫
 চতুর্মুখস্ত ব্রহ্মদে কালদে চাস্তকঃ স্মৃতঃ ।
 সহস্রমূর্তী পুরুষস্তিপ্রোহবস্থাঃ স্বয়ম্ভবঃ ॥ ২৬
 সস্বং রজশ্চ ব্রহ্মদে কালদে চ তমো রজঃ ।
 বিমুদে কেবলং সস্বং গুণবুদ্ধিবিধা প্রভোঃ ॥ ২৭
 ব্রহ্মদে সৃজতে লোকান কালদে সংক্ৰিপত্যপি ।

যখন ব্রহ্মার কার্য এবং করণ সম্যক
 সিদ্ধ হয়, তখন সেই অণ্ড ব্রহ্ম-নাথক
 কৈতব রুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ১১—২১।
 তিনিই প্রথম শরীরী এবং তাঁহাকেই পুরুষ
 বলা হয়। তিনি ব্রহ্মা এবং ভূতদিগের আদি-
 কর্তা। সেই অভিমানী ব্রহ্মার অপ্রতিমা,
 জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণা, ধর্মৈশ্বৰ্য্যকরী ব্রাহ্মী নামে
 বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সেই ব্রহ্ম বাহা বাহা ইচ্ছা
 করিতে লাগিলেন, সেই সমুদয় বস্তু অব্যক্ত
 হইতে উৎপন্ন হইল। সেই ব্রহ্ম স্বভাবতঃ
 বলীকৃত, ত্রিগুণ এবং পরাপেক্ষী হওয়ার
 ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনাকে তিন প্রকারে বিভক্ত
 করিয়াছিলেন;—একরূপে সৃজন করিলেন,
 একরূপে গ্রাস করিলেন এবং একরূপে রক্ষণা-
 বেক্ষণ করিলেন। তিনি সৃষ্টিকার্যে চতুর্মুখ,
 সংহার-কার্যে বহু এবং পালনকার্যে সহস্রমূর্তী
 পুরুষ;—ব্রহ্মার এই তিন অবস্থা। সেই প্রভু
 ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিধের সত্ত্ব ও রজোগুণ;
 সংহার বিধের তমোগুণ এবং পালনকার্য
 বিধের কেবল সত্ত্বগুণ করণ—এই তিন
 প্রকারে ব্রহ্মার তমো সত্ত্ব রজঃ

ত চতুর্ভুজা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ ॥ ৪২
প্রধানেন তথা লক্ষা শস্তোক্ত সমিধিম্ ।
ধরঃ পরোহব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্ ।
জ্জ্ঞেতে বিভূর্ব্রহ্মা লোকান্তেন কৃতান্ত্রিমে ॥ ৪৩
অবুদ্ধিপূর্কঃ কথিতো ময়ৈষ
প্রধানসর্গঃ প্রথমঃ প্রবৃত্তঃ ।
মাত্যন্তিকং প্রলয়োহস্তকালে
লীলাকৃতঃ কেবলমৌশ্বরস্ত ॥ ৪৪
স্তং স্মৃতং কারণমপ্রমেয়ং
ক্ষ প্রধানং প্রকৃতেঃ প্রসূতিঃ ।
নাদিমধ্যান্তমনন্তবীধ্যং
কুং স্মৃতং পুরাণেণ যুক্তম্ ॥ ৪৫
উপাদিকৃত্যদ্রজসোহতিরেকা-
লকৃত্য সম্ভানবিক্রিহেতুন ।
স্তৌ বিকারানপি চাদিকালে
সমাপ্তি তথাস্তকালে ॥ ৪৬
তাবস্থাপিতকারণানাং
বিস্তৃতির্বা চ পুনঃ প্রসূতিঃ ।

স্বস্থিত এবং প্রতি অণ্ডেই চতুর্ভুজ
ধু এবং শিব অবস্থান করেন ; ইহার
সমিকর্ষপ্রাপ্ত প্রধানকর্তৃক সৃষ্ট
।। সেই মহেশ্বর অব্যক্ত হইতে
ধু এবং অণ্ড অব্যক্ত হইতে উৎ-
পত্তি হইতে পরম ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মা
ইয়াছেন। এই সকল লোক আবার
ক সৃষ্ট হইয়াছে। আমি এই যে
গরি বিষয় কীর্তন করিলাম, ইহার
নিরূপ অবিদ্যা। পরিণামে ইহার
প্রলয় হইবে। ইহা পরমেশ্বরের
গামাত্র। অজ্ঞেয় ব্যাপক প্রধানই
র কারণ, উহা হইতেই অপর কারণ
নি হইয়াছে ; উহা আদি মধ্য ও
অনন্তবীধ্য, সমস্তজ্ঞোত্তরান্বিত এবং
সংযুক্ত। ঐ প্রধান, উৎপাদন-
কৃত রজোগুণবৃত্ত লোক-বিজ্ঞানের
ধর্ম অষ্টবিধ বিকারের স্বজন
কালে আবার তাহারিকের স্বজন

তং সর্বমপ্রাকৃতবৈভবস্ত
সকলমাত্রেণ মহেশ্বরস্ত ॥ ৪৭
ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়
পূর্কভাগে লোকোৎপত্তিবর্ণনং
নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।
মহন্তরাপি সর্ক্সাণি কল্পভেদাংস সর্ক্সণঃ ।
তেষবাস্তরসর্গক প্রতিসর্গক নো বদ ॥ ১
বাগুরুবাচ ।

কালসংখ্যাবিস্তৃত্য পরাক্কো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ।
তাবাংসৈবাস্ত কালোহন্তস্তাস্ত্রে প্রতিহৃত্যতে ।
দ্বিসে দ্বিসে তস্ত ব্রহ্মণঃ পূর্কজন্মনঃ ।
চতুর্দশ মহাভাগা মননাং পরিবৃত্তয়ঃ ॥ ৩
অনাদিত্তাদনন্তত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ কংক্ষণঃ ।

করেন। প্রলয়কালে কারণ সকল যে প্রকৃ-
তিতে লীন হইয়া অবস্থান করে এবং সৃষ্টি-
কালে তাহাদের পুনর্কার যে প্রবৃত্তি হয়, এ
সকলই সেই অপ্রাকৃত ঐশ্বর্যশালী পরমে-
শ্বরের ইচ্ছামাত্র ঘটিয়া থাকে। ৩৬—৪৭।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—একপে আমাদিগের
নিকট সমুদয় মহন্তর, সমুদয় কল্প এবং সেই
সেই মহন্তরে যে সকল অবাস্তর-সর্গ ও প্রতি-
সর্গ হইয়াছে, তাহাদিগের বিষয় কীর্তন করুন।
বায়ু বলিলেন,—ব্রহ্মার জীবনের পূর্কভাগের
কালসংখ্যা পরাক্ক এবং উহার উত্তরভাগের
কালেরও ঐ পরিমাণ ; উহার অস্তে সৃষ্টির
সংহার হয়। হে মহাভাগসন! সেই সকলের
একমে উৎপন্ন ব্রহ্মার এক একটা দ্বিসে
চতুর্দশ মহাভাগে বিভক্ত হইয়া

মহন্তরাণি কল্পাচ্চ ন শকাবচনাঃ পৃথক্ ॥ ৪
উক্তেষাপি চ সর্কেষু শৃংগতাং বোধধ্বা মম ।
কিমিহাশ্চি ফলং তস্মায় পৃথক্ কুতুমুংসহে ॥ ৫
য এব ধলু কল্পেযু কল্পঃ সম্প্রতি বর্ততে ।
তত্র সংক্ষিপ্য বর্তন্তে সৃষ্টয়ঃ প্রতিসৃষ্টয়ঃ ॥ ৬
বর্তন্তঃ বর্ততে কল্পো বারাহো নাম নামতঃ ।
অশ্বিন্যপি দ্বিজপ্রেষ্ঠা মনবন্ত চতুর্দশ ॥ ৭
স্বাক্ষত্বাদয়ঃ সপ্ত সপ্ত সার্বণিকাদয়ঃ ।
তেষু বৈবস্বতো নাম সপ্তমো বর্ততে মনুঃ ॥ ৮
মহন্তরেযু সর্কেষু সর্গসংহারবৃত্তয়ঃ ।
প্রায়ঃ সমা ভবন্তীতি তকঃ কার্ষ্যো বিজ্ঞানতা ॥ ৯
পূর্বকল্পে পরাবর্তে প্রবৃত্তে কালমাক্রতে ।
সমুদ্রানিতুলেযু বৃক্ষেষু চ বনেষু চ ॥ ১০
জগতি ত্রুণবৎ ত্রৌণি দেবে দহতি পাবকে ।
বৃষ্টা ভূবি নিষিক্তায়াং বিবেলেশ্বর্ণবেষু চ ॥ ১১

অনন্ত এবং অজ্ঞেয় হওয়ার সমুদয় মহন্তর ও
কল্প সম্বন্ধে ত্রয় ত্রয় করিয়া বলা হইল।
অথবা সেই সকলের কথা ত্রয় ত্রয় করিয়া
বলিলেও আমার নিকট প্রবণ করিয়া তোমা-
দের কোন বিশেষ ফল লাভ হইবে না; এই
নিষিদ্ধ আমি সেরূপে বর্ণনা করিতে ইচ্ছা
করি না। সমুদয় কল্পের মধ্যে এক্ষণে যে
কল্প চলিতেছে, ইহাতেও ছোট ছোট অনেক
সৃষ্টি ও প্রতিসৃষ্টি অর্থাৎ প্রলয় আছে। এই
বর্তমান কল্পের নাম বারাহ কল্প। হে দ্বিজ-
প্রেষ্ঠগণ! এই কল্পেও চতুর্দশ মনুর উৎপত্তি
তলা যায়। স্বাক্ষত্ব আদি সাত জন এবং
সার্বণিক আদি সাত জন—এই চৌদ্দটী মনু।
ইহাদের মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু,
বর্তমান সময়ের অধিপতি। সকল মহন্তরেই
সৃষ্টি এবং সংহারের প্রায় একই প্রক্ৰম;
অতএব জ্ঞানবানের সে সম্বন্ধে আপন আপনি
কিছু বিচার করিয়া দেখা উচিত। পূর্ব কল্প
কাল হইলে, প্রলয় বাহু বহিতে থাকিলে এবং
তাহা বরাহ সর্পের কব ও হৃদয় সকল উল্লিখিত
হইলে, প্রলয়-অগ্নি জ্বলা কাল কল্প মনুর
অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া পুনঃ সৃষ্টি করে।

দিন্দু সর্কান্ন মধ্যান্ন বারিপূরে মহীয়াসি ।
তরুণ্ডিচ্চট্টলাক্কেপৈস্তরঙ্গভূজমণ্ডলৈঃ ॥ ১২
প্রারকচণ্ডনৃত্যেযু ততঃ প্রলয়বারিষু ।
ব্রহ্মা নারায়ণো ভূত্বা সুখাপ সলিলে সুখম্ ॥
ইমকোদাহরন্ মন্ত্রং শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ।
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরঙ্গম্
অয়নং তস্ত তা বস্মাং তেন নারায়ণঃ সূতঃ
শিবযোগময়ীং নিদ্রাং কুর্কন্তুং ত্রিদশেশ্বরম্
বদ্ধাঙ্গলিপূটাঃ সিদ্ধা জনলোকনিবাসিনঃ ।
স্তোত্রৈঃ প্রবোধয়ামাসুঃ প্রভাতসময়ে সুরা
ততঃ প্রবুদ্ধ উখায় শয়নাং তোয়মধ্যগাং ।
উদৈক্যত দিশঃ সর্ক্য যোগনিদ্রাগসেক্ষণঃ
নাপশ্যং স তদা কিকিৎ স্বান্ননো ব্যতির্য্য
সবিস্ময় ইবাসীনঃ পরাং চিত্তামুগম্যং ॥ ১৩
ক সা ভগবতী য়া তু মনোজ্ঞা মহতী মহী

প্রাবিত ও অর্ণব সকল উদ্বেল হইয়া
সেই অতি মহান জলরাশিতে সম্মা
নিমগ্ন হইয়াছিল। তাহার পর সূর্য
মণ্ডলের দ্বারা চকল তরঙ্গ সকল ও
বিক্ষেপপূর্বক সেই প্রলয়ের বারিরাশি
বেগে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে
নারায়ণের সহিত অভিন্ন হইয়া সেই
উপর সুখে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি
যের উদ্দেশে এই শ্লোক উচ্চারণ
ছিলেন;—“আপ অর্থাৎ জল নরঙ্গম্,
উহার নাম নারা। ঐ নারা (জল)
কালে বারাহ বিজ্রামস্থান, তাহার নাম-
রণ ॥ ১২—১৫। তখন ত্রিদশেশ্বর
শিবের যোগময়ী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া
এক জনলোক-নিবাসী দেবগণ ও
স্তোত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ
অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ প্রবোধ প্রা
জলমধ্যগত শয়ন হইতে উখান কর
যোগনিদ্রায় অলস চক্ষু দ্বারা সকল দি
শেক্ষণ করিল। তিনি তখন আপন
অসিদ্ধিত কিছুই দেখিতে পান না
সিদ্ধিলাভের আশীষ প্রদান করিলেন।

বিধমহাশৈল-নদী-নগর-কাননা ॥ ১৯
সকিস্তয়ন্ ব্রহ্মা বুদ্ধে নৈব ভূস্থিতিম্ ।
সম্মার পিতরং ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ২০
পাদেবদেবস্ত ভবস্তামিত্তেজসঃ ।
জ্বান সলিলে মগ্নাং ধরণীং ধরণীপতিঃ ॥ ২১
ভূমেঃ সমুদ্রারং কর্তৃকামঃ প্রজাপতিঃ ।
গীড়োচিতং দিব্যং বারাহং রূপমশ্বরং ॥ ২২
ঋতবর্ণাং মহাজলদনিধনম্ ।
ব্রহ্মপ্রতীকশং দীপ্তশকং ভয়ানকম্ ॥ ২৩
স্বধনস্বকং পীনোন্নতকটীতটম্ ।
ভারুজঙ্গাগ্রং সুতীক্ষ্ণখরমণ্ডলম্ ॥ ২৪
গমবিপ্রখ্যং বৃন্তভৌষণমৌজম্ ।
ধর্মহাগাত্রং স্তম্ভকর্ণস্থলোজ্জ্বলম্ ॥ ২৫
গজাসনিখাস-বর্ণিতপ্রলয়ার্ণবম্ ।

। হন। তিনি চিন্তা করেন,—যাহার
। নানাবিধ মহাশৈল, নদী, নগর এবং
। সকল শোভিত ছিল, সেই ভগবতী
হারিণী পৃথিবী এখন কোথায়? ব্রহ্মা
। চিন্তাপরারণ হইয়াও পৃথিবীর স্থিতি
। পাবেন না, তখন তিনি আপনার পিতা
। স্নেহে স্মরণ করেন। সেই অমিত্তেজা
। বের স্মরণমাত্রেই ধরণীর অধিপতি
। ব্রহ্মা জানিতে পারেন যে, পৃথিবী
। নিমগ্ন হইয়াছেন। তখন সেই
। তি ব্রহ্মা পৃথিবীর উদ্ধার করিতে
। াবী হইয়া জলক্ৰৌড়নসমর্থ দিব্য বারাহ
। স্মরণ করেন; সেই বরাহ—মহা-
। ত্র গ্রায় বিশাল কলেবর, মহামেঘের
। শায়মান, নীলমেঘের গ্রায় প্রভাশালী
। দেখিতে ভয়ানক ও গর্জিতভাবে শক-
। তাঁহার স্বক পীন ও বর্জুলাকার এবং
। পীন ও উন্নত। তাঁহার উরুধর ও
। অগ্রভাগ ছোট এবং বর্জুলাকার, আর
। অতিশয় সুতীক্ষ্ণ। চক্ষু পদ্মরাগবর্ণের
। গোল গোল এবং ভীষণ। গাত্র
। ও দীর্ঘ, কর্ণ স্তম্ভক এবং সর্কশরীর
। তাঁহার বাস ও প্রবাস ধার্য্য করিলে—

বিস্তুরং হুসটাচ্ছন্নকপোলং স্বকবন্ধুরম্ ॥ ২৬
মণিভির্ভূষণৈশ্চৈত্রেমহারদৈঃ পরিস্কটৈঃ ।
বিরাজমানং বিদ্যুদ্ভির্মেষসজ্জমিষোন্নতম্ ॥ ২৭
আস্থায় বিপুলং রূপং বারাহমমিতং বিধিঃ ।
পৃথিব্যঙ্করণার্থায় প্রবিবেশ রসাতলম্ ॥ ২৮
স তদা শুভতেতীব শূকরো গিরিসন্নিভঃ ।
লিঙ্গাকৃতের্মহেশস্ত পাদমূলগতো বধা ॥ ২৯
ততঃ স সলিলে মগ্নাং পৃথিবীং পৃথিবীধরঃ ।
উল্লত্যানিস্র্য দংষ্ট্রাভ্যামুন্নমজ্জ রসাতলাং ॥ ৩০
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সিদ্ধা জনলোকনিবাসিনঃ ।
মুমূর্ছননৃত্যুর্হৃদ্ধি তস্ত পুষ্পৈরবাকিরন্ ॥ ৩১
বপুর্মহাবরাহস্ত শুভতে পুষ্পসংবৃতম্ ।
পতন্তিরিব ধন্যোদৈতঃ প্রাংস্তরঙ্গনপর্কতঃ ॥ ৩২
ততঃ সংস্থানমানীষ বরাহো মহতীং মহীম্ ।
স্বমেব রূপমাস্থায় স্থাপয়ামাস বৈ প্রভুঃ ॥ ৩৩
পৃথিবীক সমীকৃত্য পৃথিব্যাং স্থাপয়ন্ গিরীন্ ।

কালীন সমুদ্র স্তব্ধায়মান, গগনদেশ প্রদীপ্ত জটা
। দ্বারা আচ্ছন্ন এবং স্বক বন্ধুর। বিচিত্র এবং
। পরিস্কৃত মণি ও রত্নময় ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত
। হওয়ার তিনি, বিদ্যুৎ দ্বারা পরিশোভিত উন্নত
। মেঘের স্থায়, বিরাজমান। ব্রহ্মা এতদূশ
। বিশাল বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবী-উদ্ধারের
। নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। সেই
। পর্কত-সদৃশ দীর্ঘকায় শূকর, শিবলিঙ্গের পাদ-
। পীঠের স্থায়, শোভা পাইয়াছিলেন। অলঙ্কৃত
। সেই পৃথিবীধর বরাহ দংষ্ট্রাধর দ্বারা ধারণ করত
। প্রলয়-জলধি-জলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার
। করিয়া রসাতল হইতে উত্থাপিত করিলেন।
। তাঁহাকে দেখিয়া জনলোক-নিবাসী সিদ্ধ এবং
। মুনিগণ আনন্দভরে নৃত্য করত তাঁহার মস্তকে
। পুষ্পবাণি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই মহা-
। বরাহের শরীর পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া,
। উজ্জীর্ণমান ধন্যোত্তমানার শোভিত অত্যাচ্ছ
। কৃকপর্কতের স্থায়, শোভা পাইয়াছিল।
। তখনতর বরাহদেব এই বিশাল পৃথিবীর সংস্থান
। করিয়া নিজরূপ ধারণপূর্বক পৃথিবীকে বার-
। াহসে স্থাপন করিলেন।

ভূতান্যাত্তুরো লোকান্ কল্পয়ামাস পূৰ্ব্বতঃ ।

ইতি সহ মহতীক মহীং মহীধৈঃ

এলমহাজলধৈর্যঃ সমুদ্রাং ।

উপরি চ বিনিবেশ্য স বিশ্বকর্মা

চরমচরক জগৎ সমস্ত তুরঃ । ৩৫

ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীরসংহিতায়াং

পূর্বভাগে পৃথিবীকারণবর্ণনং নাম

নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুস্বাচ ।

সর্গং চিত্তস্তত্তত্তদা বৈ বুদ্ধিপূর্বকম্ ।

প্রধানকালে মোহস্য প্রাহুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥ ১

অমোমোহো মহামোহস্তামিশ্রচাক্ষসংজিতঃ ।

অবিদ্যা পঞ্চমী চৈবা প্রাহুর্ভূতা মহাক্ষনঃ ॥ ২

পঞ্চাবহিত্তঃ সর্গো ধ্যানতত্ত্বভিমানিনঃ ।

সর্বভূতমসাতীব বীজকুস্থবদারতঃ ॥ ৩

পৃথিবীকে সমস্তল করিয়া তাহাতে পক্ষিত
সকল স্থাপন করিলেন এবং পূর্বের মত পৃথিবী
আদি চারি লোকের কল্পনা করিলেন । সেই
বিশ্বকর্মা বিধি এইরূপ পক্ষিতপনের সহিত
পৃথিবীকে এলম-জলধির মধ্য হইতে উপরে
স্থাপিত করিয়া পূর্বকার চরাচরাসক জগতের
স্থাপন করিলেন । ১৬—৩৫ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দশম অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন,—সেই ব্রহ্মা বুদ্ধিপূর্বক
পাঁচিষ্ঠা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার
আমর মোহ প্রাহুর্ভূত হইল । সেই মহা-
মোহ অমোমোহ, মহামোহ, তামিস্র, অকৃত্যমিস্র
এবং অবিদ্যা প্রাহুর্ভূত হইল । সেই ব্যাস-
দেব আভিমতী ব্রহ্মার পক্ষ একবারে
বলিলেন—সেই ব্রহ্মা পক্ষ একবারে

বহিরন্ত্ৰাশ্রয়ঃ স্ত্রকো নিঃসংজ্ঞ এব চ ।

তন্মাং তেষাং বৃত্তা বুদ্ধির্মুখানি করণানি চ ॥

তন্মাস্তে সংবৃত্তানানো নগা মুখ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতা

তং দৃষ্ট্বাহসাধকং ব্রহ্মা প্রথমং সর্গমীদৃশম্ ॥

অপ্রসন্নমনা ভূত্বা দ্বিতীয়ং সোহভ্যমন্তত ।

তন্মাত্রাভিধ্যায়তঃ সর্গং তির্ধ্যাক্স্রোতোহভ্যবর্ত্ত

অন্তঃপ্রকাশান্তির্ধ্যাক্স্র আবৃত্তাং বহিঃ পুনঃ ।

পঞ্চাঙ্গানস্ততো জাতা উৎপথগ্রাহিনঃ তে ॥

তমপ্যাসাধকং জ্ঞাত্বা সর্গমন্তমমন্তত ।

অতোহক্স্রোতসো বৃত্তো দেবসর্গস্ত সাত্ত্বিকঃ

তে সুখপীতিবজ্রা বহিরন্ত্ৰাচ নাবৃত্তাঃ ।

প্রকাশা বহিরন্ত্ৰাচ স্বভাবাদেবসংজিতাঃ ॥ ১

অতোহভিধ্যায়তো ব্যক্তাদক্ষাক্স্রোতস্ত সাত্ত্ব

মনুষ্যনামা সঞ্জাতঃ সর্গো দুঃখসমুৎকটঃ ॥ ২

ধাকে, সেইরূপ তমোভূত দ্বারা চতুর্ধি
আবৃত ছিল । তাহার বহিঃ ও অন্তরে প্রা-
শূন্য, স্ত্রক এবং অচেতন হইয়াছিল,
নিমিত্ত তাহাদের বুদ্ধি, মূখ ও ইন্দ্রিয় অ-
দিত ছিল । এই নিমিত্ত সেই সম্যক্ ব-
দিত পদার্থেরা ‘নগ’ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হ

প্রথম সৃষ্টিকে এইরূপে অভিমত-
অবোধ্য বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মা অপ্রস-
ন্নমন হইলেন এবং অপর একটি সর্গের
করিলেন । তাঁহার তির্ধ্যাক্স্রোতঃ নামে
সর্গ উৎপন্ন হইল । তাহাদের তির্ধ্যাক্স্র
অথচ বাহিরে আবরণ হইল এবং ও
কুটিলগামী স্বভাবতঃ অসম্মার্গে প্রবৃত্ত ও
স্বরূপ হইল । সেই সৃষ্টিকেও আ

অভিপ্রায়-সাধনে অক্ষম অনিয়া, ব্রহ্মা
একটি সৃষ্টির চিন্তা করিলেন, তাহাতে স

প্রধান দেবসর্গ সমুৎপন্ন হইল । এই
সৃষ্ট জীবন বহল পরিমাণে সুখ
হইল, তাহাদের অন্তরে বা বাহিরে
আবরণ রহিল না ; কিন্তু প্রকাশময়
জগৎ প্রকাশময় স্বভাব হেতু তাহারা
অভিহিত হইল । ইহাতে ব্রহ্মা
বলিলেন—পূর্বকার জ্ঞানসংরক্ষণ হইলেন

৥ রহিত্তে তমোদ্রিক্তা রজোহবিকাঃ ।
 ৥ অনুগ্রহঃ সর্গচতুর্ধা সংব্যবহিতঃ ॥ ১১
 ৥ যেন শক্ত্যা চ তুষ্ঠ্যা সিদ্ধ্যা তথৈব চ ।
 ৥ পরিগ্রাহিণঃ সর্কে সংবিভাগরতাঃ পুনঃ ॥ ১২
 ৥ চাপ্যলীলাশ্চ ভূতাদ্যাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 ৥ মহতঃ সর্গো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৩
 ৥ দ্বিভাষ্যস্ত ভূতসর্গঃ স উচ্যতে ।
 ৥ তৃতীয়স্ত সর্গঃ ত্রৈলোক্যিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
 ৥ প্রকৃতেঃ সর্গঃ সত্ত্বতোহবুদ্ধিপূর্বকঃ ।
 ৥ সর্গচতুর্থস্ত মুখ্যা বৈ স্বাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৫
 ৥ প্রোক্তস্ত যঃ প্রোক্তস্তিষ্ঠাণ্যুমানিঃ স পঞ্চমঃ
 ৥ স্রোতসঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥ ১৬
 ৥ স্রোতসোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুসঃ ।

অভিহিত অর্থের সাধক, দুঃখবহুল মনুষ্য
 ইন। উহাতে সৃষ্ট জীবগণ বাহিরে
 শিল এবং অন্তরে তমোময় রজোগুণ-
 হইল। পঞ্চম সর্গ ঈশ্বরের অনুগ্রহ
 উহাচারি প্রকারে ব্যবহৃত হইল;—
 বিপর্যয় অর্থাৎ বিরোধভক্তি দ্বারা
 শক্তি অর্থাৎ তপোজনিত সামর্থ্য দ্বারা,
 সৃষ্টি অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রসাদ দ্বারা
 তুর্থা সিদ্ধি অর্থাৎ সাধনের ফলপ্রাপ্তি
 দ্বারা উক্ত চারি প্রকার অনুগ্রহপ্রাপ্তির
 প্রকরণ না, তাহারা স্ত্রী ও পুত্রাদিতে
 হইল। তাহারা কেবল ভরণাদিতপস্র,
 ব্রত, প্রেত পিশাচাদি নামে প্রসিদ্ধ
 পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা প্রথমে মহত্তের সৃষ্টি
 তাহার পর তমোদ্রিক্তের সৃষ্টি করেন;
 গৌণ সৃষ্টি ভূতসর্গ নামে অভিহিত হয়।
 ত্রিক সৃষ্টি, উহা ত্রৈলোক্যিক নামে
 -১৪। এই প্রাকৃত সর্গ অবুদ্ধি-
 হইয়াছে। চতুর্থ সৃষ্টিই মুখ্য;
 যার মুখ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিষ্ঠাকৃ-
 ম যে সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে, ঐ
 পশুপক্ষীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার
 তা নামে ষষ্ঠ সর্গ; উহা দেব-সর্গ
 ৥ তাহার পর সপ্তম সর্গ মানুস-সর্গ

অষ্টমোহনুগ্রহঃ সর্গঃ কোমারো নবমঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭
 প্রাকৃতাস্চ ত্রয়ঃ পূর্বে সর্গান্তেহবুদ্ধিপূর্বকঃ ।
 বুদ্ধিপূর্বকঃ প্রবর্ত্তন্তে মুখাদ্যাঃ পঞ্চ বৈকৃত্যঃ ॥ ১৮
 অগ্রে সমজ্ঞৈ বৈ ব্রহ্মা মানসানামনঃ সমান্ ।
 সনন্দং সনককৈব বিদ্যাংসক সনাতনম্ ॥ ১৯
 ঋতুং সনৎকুমারক পূর্বমেব প্রজাপতিঃ ।
 সর্কে তে যোগিনো জ্ঞেয়া বীতরাগা বিমৎসরাঃ ॥
 ঈশ্বরাসক্তমনসো ন চক্ৰুঃ সৃষ্টয়ে যতিম্ ।
 তেষু সৃষ্টানপেক্ষেষু গতেষু সনকাদিষু ॥ ২১
 স্রষ্টাকামঃ পুনর্ব্রহ্মা ততাপ পরমং তপঃ ।
 তস্তৈবং তপ্যমানস্ত ন কিঞ্চিদং সমবর্ত্তত ॥ ২২
 ততো দীর্ঘেণ কালেন দুঃখাং ক্রোধো ব্যজারত ।
 ক্রোধাবিষ্টস্ত নেত্রাভ্যাং প্রাপত্তব্রহ্মবিন্দবঃ ॥ ২৩
 ততস্ততোহব্রহ্মবিন্দুভ্যো ভূতাঃ প্রেতাস্তদাভবন্ ।
 সর্কাস্তানব্রহ্মজান্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাস্তানমনিন্দত ॥ ২৪
 তস্ত তীরাভবমুচ্ছিত্তা ক্রোধাম্বসমুদ্ভবা ।

স্রোতাদিগের সৃষ্টি; উহা মানুস-সর্গ বলিয়া
 প্রসিদ্ধ। অষ্টম অনুগ্রহ-সর্গ এবং নবম
 কোমার সর্গ। প্রথম উক্ত তিন প্রকার প্রাকৃত
 সর্গ অবুদ্ধিপূর্বক; মুখ্য আদি পাঁচটি বৈকৃত
 সর্গ বুদ্ধিপূর্বক। প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্রে আপ-
 নার তুল্য মানসপুত্র—সনন্দ, সনক, বিদ্যান্
 সনাতন, ঋতু ও সনৎকুমারকে উৎপাদন করি-
 লেন; তাঁহারা সকলে যোগী, বীতরাগ এবং
 বিমৎসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন ঈশ্বরে
 আসক্ত থাকায়, তাঁহারা প্রজাসৃষ্টির জন্য অতি-
 লাষ করেন নাই। সেই সনকাদি ঋষিগণ
 সৃষ্টিক্রিয়ায় পরাভূত হইয়া গমন করিলে পর,
 ব্রহ্মা পুনর্বার সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়া,
 অতিশয় উগ্র তপস্তা করিয়াছিলেন। তিনি
 তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলে আর কিছুই হয় নাই।
 অনন্তর দীর্ঘকাল তপশ্চরণ করিয়া দুঃখ বোধ
 হওয়াতে, তাঁহার মনে ক্রোধ উৎপন্ন হইল।
 ব্রহ্মা ক্রোধাবিষ্ট হইলে, তাঁহার নেত্র হইতে
 অশ্রুবিন্দু স্রবিত হইল। তাঁহার সেই অশ্রু-
 বিন্দু হইতে ভূত-প্রেত আদি উৎপন্ন হইল।
 সেই স্রোতস-সর্গ নামে অভিহিত হইল।

মুর্ছিত হইয়া প্রাণান্ ক্রোধাবিষ্টঃ প্রজাপতিঃ ।
 ততঃ প্রোথক্যো রুদ্রো ভগবান্ নীলসোহিতঃ ।
 এসাদমভূতং কর্তুং প্রোহুয়াসীং প্রতোমুখাং ॥২৬॥
 দশা চৈকথা চক্রে স্বাস্ত্রানং প্রভুরীশ্বরঃ ।
 তে ভেনোক্তা মহাস্ত্রানো দশা চৈকথা কৃত্যঃ ॥২৭॥
 সূর্য্যং সৃষ্টা ময়া বংসা লোকানুগ্রহকারণাং ।
 তস্মাৎ সর্ব্বত্র লোকত্র স্থাপনায় হিতায় চ ॥ ২৮ ॥
 প্রজাসত্ত্বানহতোচ একত্বমতন্ত্রিতাঃ ।
 এবমুক্তাশ্চ রুদ্রহৃৎ ক্রবুশ্চ সমস্ততঃ ॥ ২৯ ॥
 রোদনাদ্রোষণৈকেন তে রুদ্রা নামতঃ স্মৃতাঃ ।
 যে রুদ্রান্তে ধনু প্রাণা যে প্রাণান্তে মহাস্রকাঃ ॥
 ততো মৃতস্ত দেবস্ত ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বিনঃ ।
 যুধী দদৌ পুনঃ প্রাণান্ ব্রহ্মপুত্রো মহেশ্বরঃ ॥৩১॥
 প্রজষ্টবদনো রুদ্রঃ প্রাণপ্রত্যগমাধিতোঃ ।

নাকে নিদ্রা করিলেন। তখন তাঁহার ক্রোধ
 এক অমর্য হইতে মুর্ছিত উৎপন্ন হইল।
 ক্রোধাবিষ্ট সেই প্রজাপতি মুর্ছিত হইয়া প্রাণ-
 ত্যাগ করিলেন। তাহার পর প্রাণের ঈশ্বর
 নীলসোহিত ভগবান্ রুদ্র, অতুল অমুগ্রহ
 করিবার জন্য, তাঁহার মুখ হইতে প্রোহৃত
 হইলেন। তখন সকলের এতু সেই ঈশ্বর
 আপনাকে একাদশ একারে বিভক্ত করিলেন,
 এই জন্য তাঁহাদের সংখ্যা একাদশ বলিয়া উক্ত
 হয়। “হে বংশসম! লোকের উপর অমু-
 গ্রহের জন্য তোমরা আমা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছ,
 অতএব সমুদয় লোকের স্থাপন ও হিতের জন্য
 এক প্রজাপতির বৃদ্ধিহেতু, তোমরা অনানন্ত
 হইয়া বহু কর” এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহারা
 রোদন করিলেন এবং চারি দিকে দৌড়িলেন।
 সেইরূপে রোদন করিয়াছিলেন এবং দৌড়িয়া-
 ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের নাম রুদ্র হইল।
 দ্বিহারা রুদ্র, তাঁহারা ই প্রাণ এবং দ্বিহারা প্রাণ,
 তাঁহারা ই মহাত্মা। ১৫—৩০। অনন্তর ব্রহ্মার
 পুত্র মহেশ্বর দ্বাবিষ্ট হইয়া মৃত পরমেশ্বর
 রুদ্রকে পুনর্জীব প্রাণান্ করিলেন। তখন
 পুনঃ শিব পূজার প্রথম প্রসঙ্গ হইল।

অত্যন্তরত বিবেশো ব্রহ্মাণং পরমং বচঃ ।
 মা তৈর্মা তৈর্মহাত্মগ বিবিক্ত অগতাং গুণে
 ময়া তে প্রাণিতাঃ প্রাণাঃ সুখমুত্তমং সূত্রত
 স্বপ্রানুভূতমিব তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং মনোহরম্
 হরং বিবীজ্য শনকৈর্নেত্রৈঃ কুল্লাসুজপ্রভৈ
 তথা প্রত্যগতপ্রাণঃ স্নিগ্ধগন্তীরয়া গিরা ।
 উবাচ বচনং ব্রহ্মা তমুদ্दिष्टা কৃতাজলিঃ ॥ ৩
 ভো ভো বদ মহাত্মগ আনন্দয়সি মে মনঃ
 কো ভবান্ বিশ্বমুর্তিজ্বলং স্থিত একাদশাঙ্গক
 তস্ত তত্ত্বচনং শ্রুত্বা ব্যাজহার মহেশ্বরঃ ।
 স্পৃশনু করাত্যাং ব্রহ্মাণং সুমুখাত্যাং সূত্রে
 মাং বিদ্ধি পরমাত্মানং তব পুত্রত্বমাগতম্ ।
 এতে চৈকাদশা রুদ্রাঙ্কাঃ সুরকিতুমাগতাঃ
 তস্মাৎ তীৰ্ণামিমাং মুর্ছিতাং বিপদমদনুগ্রহা
 প্রবুদ্ধশ্চ যথা পূর্ব্বং প্রজা বৈ শ্রষ্টুমর্হসি।

বিশ্বপতি রুদ্র ব্রহ্মাকে অতি সা-
 বলিয়াছিলেন,—হে অগদগুরো ।
 আপনি ভয় করিবেন না, ভয় করিবে
 আমি আপনার প্রাণ প্রতাপণ কা
 হে সূত্রত! আপনি সুখে উত্থান
 তখন ব্রহ্মা স্বপ্রানুভূতের জায় সেই
 হর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং প্রবুদ্ধ
 নেত্র দ্বারা ধীরে ধীরে মহাদেবকে
 করিয়া, রুদ্র হইতে পুনর্জীব প্রাণের ও
 হওয়াতে তাঁহার উদ্দেশে কৃতাজলি হইয়া
 এবং গন্তীর স্বরে বলিয়াছিলেন,—
 ভাপু! আপনি আমার মনকে আনন্দ
 জেছেন। হে বিশ্বমুর্তে! আপনি কে
 আকারে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহা
 বাক্য শ্রবণে সেই সুরেশ্বর সুমুখ-হতা
 ব্রহ্মাকে স্পর্শ করত বলিয়াছিলেন,—
 তোমার পুত্রত্ববাপন্ন পরমাত্মা বলিয়া
 এই একাদশ রুদ্র তোমার রক্ত
 আকৃত হইয়াছে। অতএব আমার
 এই বচন শ্রবণে পুনর্জীবপূর্ব্বক প্র

বায়বীয়সংহিতা

ভগবত প্রোক্তো ব্রহ্মা প্রীতমনা হতুঃ ।

কম বিধায়া তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ৪০

ব্রহ্মোবাচ ।

ভগবন্ ক্রুদ্র ভাস্করামিত্তেজসে ।

ভবায় দেবায় রসায়ানুময়ান্নে ॥ ৪১

ক্লিতরূপায় সদা সুরভিণে নমঃ ।

বায়বে তুভ্যং নমঃ স্পর্শময়ান্নে ॥ ৪২

পত্রে চৈব পাবকায়াত্তিতেজসে ।

যোমরূপায় শব্দমাত্রায় তে নমঃ ॥ ৪৩

গ্ৰন্থরূপায় যজমানান্নে নমঃ ।

সোমায় নমোহস্তমৃতমূর্তয়ে ॥ ৪৪

মহাদেবং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

ন বিশেষং গিরা প্রণতিপূর্ব্বক ॥ ৪৫

তভ্যোশ মম পুত্র মহেশ্বর ।

ভুমুংপন্নো যমাস্তেহনন্দনাশন ॥ ৪৬

এই কথা বলিলে, বিধায়া ব্রহ্মা প্রীতচিত্ত হইয়াছিলেন এবং নামা-
য় আট প্রকার নাম দ্বারা সেই
র স্তব করিয়াছিলেন,—হে ভগবন্
আপনাকে নমস্কার করি। আপনি
ও অপরিমিত-তেজস্বী। হে দেব!
—রস ও ভলময়াক্তক; আপনাকে
রি। সর্বদা সৌরভ-বিশিষ্ট ক্লি-
তিকে আমার নমস্কার। হে ঈশ!
শর্ময় বায়ু-স্বরূপ; আপনাকে নম-
হ পশুপতে! আপনি অতি জ্যো-
ত্স্বরূপ; হে ভীম! আপনি শব্দ-
শ-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। হে
আপনি উগ্রমূর্ত্তি যজমান-স্বরূপ;
নমস্কার। হে মহাদেব! আপনি
সোম-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার।
হ ব্রহ্মা মহাদেবকে এইরূপে স্তব
ত-ব্যাক্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা
করিলেন,—হে ভগবন্ মহেশ্বর!
র পুত্র এবং ভূত ভবিষ্যৎ বস্তুর
হে অনন্দনাশন। হৃষ্টবৃত্তির
হ আমার অমর উৎপন্ন হইয়াছেন।

তদান্নহতি কার্যোহনিন্ ক্যান্তত মন প্রোক্তা ।

সাহায্যং কুরু সর্বত্র জইমর্হসি স প্রোক্তা ॥ ৪৭

তেনৈবং বাচিতে দেবো ক্রুদ্রস্ত্রিপুর্মর্দনঃ ।

বাচমিত্যেব তায় বাণীং প্রতিজ্ঞাহ শব্দকঃ ॥ ৪৮

ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা হৃষ্টস্তমভিবন্দ্য চ ।

অষ্টুং ভেনাত্মানুজাতস্তথাচ্চাচাস্তজং প্রোক্তা ॥ ৪৯

মরীচিভৃগুসিরসঃ পুনস্ত্যং পুনহং ক্রতুম্ ।

দক্ষমত্রিং বশিষ্ঠক সোহন্থজমনসৈব চ ।

পূরস্তাদিন্থজদব্রহ্মা ধর্ম্যং সঙ্কল্পমেব চ ।

ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা দাদশানৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৫১

সহ ক্রদ্রেণ সন্তুতাঃ পুরাণা গৃহমেধিনঃ ।

তেষাং দ্বাদশ বংশাঃ স্যাদিবা দেবগণার্চিতাঃ ॥

প্রজাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তো মহাবিভিক্লবকৃতাঃ ।

অথ দেবাসুরপিতৃনু মনুষ্যাংচ চতুর্ভুজম্ ॥ ৫৩

সহ ক্রদ্রেণ সিন্ধুস্বস্ত্রস্তেতানি বৈ বিধিঃ ।

হৃষ্টার্থং বৈ সমাধায় ব্রহ্মান্নানমবুজুং ॥ ৫৪

অতএব হে প্রোক্তা! এই মহৎ সৃষ্টিকার্যে
ব্যাপৃত আমার সাহায্য করুন,—প্রজাদিগকে
সৃজন করুন। ভগবান্ শব্দক ত্রিপুর্মর্দন ক্রুদ্র,
ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে বাচিত হইয়া “আচ্ছা
তাহাই হইবে” এই কথা বলিলেন। অনন্তর
ভগবান্ ব্রহ্মা প্রোক্তাভ্যুৎকরণে তাঁহাকে কখনা
করিলেন এবং উৎকর্তৃক সৃজন করিতে অনু-
জ্ঞাত হইয়া আরও কতকগুলি প্রোক্তা সৃজন
করিলেন। তিনি মরীচি, ভৃগু, অসিরা, পুনস্ত্য,
পুনহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি এবং বশিষ্ঠ—ইই-
দিগকে মন দ্বারাই সৃজন করিলেন। সকল
সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা ধর্ম্য এবং সঙ্কল্পের সৃজন
করিয়াছিলেন। ক্রদ্রেণ সহিত এই দ্বাদশ পুত্র
প্রথমে ব্রহ্মার উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহারা
সকলেই প্রাচীন ও গৃহস্থাত্মক। ইহা-
দিগের দিব্য ও দেবগণ কর্তৃক আর্চিত দ্বাদশটী
বংশ হইয়াছিল। ঐ সকল বংশ প্রজাবান্
ক্রিয়াবান্ এবং মহাবিক্লবকর্তৃক অনন্ত হইয়া
ছিল। অনন্তর ব্রহ্মা ক্রদ্রেণ সহিত সেই অস-
ক, অসুর, পিতৃ ও মনুষ্য, এই চারি প্রকার
প্রজা সৃজন করিলেন। অসিরা, অসুর, পিতৃ ও মনুষ্য

विषय-सूची

মুখ্যমন্ত্রীর কার্যে শিত্ত্বংষ্ট্রোপপন্নতঃ ।
 মন্ত্রীর কার্যে সর্কান্ এজনাননি মানুবান্ ॥ ৫৫
 অবস্থায় মুখ্যবিষ্টা ব্রাহ্মসান্ত্ত জজিরে ।
 পুত্রান্তমোরিজঃপ্রায়া বলিনস্তে নিশাচরাঃ ॥ ৫৬
 সর্গা ব্রাহ্মসন্তা ভূতা নরকী সম্প্রজজিরে ।
 ব্রাহ্মসি পক্ষতঃ সৃষ্টাঃ পক্ষিণো ব্রহ্মসোহমৃজৎ ॥
 মুখ্যতোহজাংস্তথা পার্শ্বজরুগাংষ্ট্রো বিনির্মমে ।
 পিতৃকাকাবান্ সমাভ্রান্ শরভান্ পুত্রান্ মৃগান্ ॥ ৫৮
 উষ্ট্রানবভরাংষ্ট্রো চ স্তনুভ্রাংষ্ট্রো জাতয়ঃ ।
 ওষধ্যঃ ফলমূলানি রোষভাস্ত্ত জজিরে ॥ ৫৯
 নারদ্রীক বচকৈব ত্রিবৃংস্তোমং রথস্তরম্ ।
 অজিষ্টোমক বজ্রানান্ নির্মমে ঐষমাশুখাং ॥ ৬০
 কজুবি ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃ স্তোমং পঞ্চদশং তথা ।
 কুংসাম অথোকথক দক্ষিণান্দ্রমুখাং ॥ ৬১
 সামানি অগতীহন্দঃ স্তোমং সপ্তদশং তথা ।

উহাদের সৃষ্টির নিবন্ধ আপনাকে সমাধিতে
নিবৃত্ত করিলেন। তিনি আপনার মুখ হইতে
শ্বেতগন্ধ, কক প্রদেশ হইতে শিউরগন্ধ,
জবন হইতে অমুরগন্ধ এবং শিঙ্গপ্রদেশ
হইতে মমুখাদিগন্ধ স্রবন করিলেন।
তাঁহার কনিষ্ঠবাহন হইতে কুখাবিশিষ্ট ব্রাহ্ম-
সোত্র উৎপন্ন হইল। ঐ সকল পুত্র তমঃ
ব্রজাশ্বপ্রধান, বনবান্ এবং নিশাচর হইল।
৩৬—৫০। তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে সর্প,
কক, কুত, গজকী ও বরোগণ উৎপন্ন হইল
এবং বকঃহন হইতে পক্ষী সকল সৃষ্ট হইল।
তাঁহার মুখ হইতে ছাগ এবং তাঁহার পাদ হইতে
হস্তী, অশ্ব, শরভ, গবয় এবং মৃগ সকল উৎপন্ন
হইল। উষ্ট্র, অশ্বত্থ, কুহু এবং অন্যান্য জীব
সকলও তাঁহার পাদ হইতে উৎপন্ন হইল;
আর তাঁহার লোম হইতে ওষধি এবং কলমূল
সকল উৎপন্ন হইল। তিনি এখন মূখ হইতে
শীতলী, কাম্বজ, ত্রিফল, কপূর এবং
অন্যান্য মনো অগ্নিভোজ্যাদি নির্গত করিলেন।
তিনি এখন বক্ষঃস্থল হইতে কক্কর, কৌটিল
কক্কর, কক্কর, কক্কর, কক্কর এবং কক্কর

বৈষ্ণবমতিরাত্রক পশ্চিমানন্দমুখাং । ৩২
 একবিংশমধর্মানমাশ্রোহ্যমাণমেব চ ।
 অনুষ্টুভং সবেরাজমুস্তরাদন্দমুখাং । ৩৩
 উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্ত অজিরে ।
 বক্ষাঃ পিশাচা গন্ধর্বাশ্তথৈবাপসরসাং গণাঃ ।
 নর-কিন্নর-রক্ষাংসি বরঃ-পশু-মৃগোরণাঃ ।
 অব্যয়কৈব যদিদং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ । ৩৪
 তেষাং বৈ যানি কর্মাণি প্রাকৃষ্ণ্যং প্রজিহ্মে
 তাম্বেষ তে প্রপদ্যন্তে সজ্জামানাঃ পুনঃ পুনঃ
 হিংস্রাহিংস্রে মহাকুরে ধর্ম্মাধর্ম্মারতানুতে ।
 তদ্ব্যবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তং তস্ত রোচ
 মহাভূতেষু নানাভুমিস্থিয়ার্থেষু মুক্তিমু ।
 বিনিয়োগক ভূতানাং ধাত্তেব বিদধৎ স্বয়ম্ ।
 নাম রূপক ভূতানাং প্রাকৃতানাং প্রপকনম্
 বেদশাস্ত্রেভ্য এবাদৌ নিশ্চয়েহসৌ পিতাম

সামবেদ, জগতী ছন্দ, সপ্তদশ স্তোত্র,
এবং অতিরাত্র বস্তু উৎপন্ন হইল।
উক্তর মুখ হইতে একবিংশ অক্ষর
আপ্তোধ্যামনু নামে বস্তু অনুষ্টিপ্ ছন্দ
বৈরাজ নামে সাম উৎপন্ন হইল।
শরীর হইতে নানাবিধ ভূত, বক,
পক্ষী এবং অপ্সেরোগণ উৎপন্ন হইল
কিম্বদ, ব্রাহ্মস, পক্ষী, পশু, মৃগ, গ
বিনাশশূন্য এই স্বাবর-জন্মান্তরক জগৎ
সকল তাহার শরীর হইতে উৎপন্ন
ইহাদিগের পূর্বসৃষ্টিতে যেমন সক্ষ
ধাক, বারংবার সৃষ্ট হইয়াও ইহা
কল্পই প্রাপ্ত হয়। সেই ঐশ্বর্যকর্তৃক
হইয়া জীবগণ হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু
কার্য), ক্রুর (নৈর্দুর্ঘ্য), ধর্ম, অধর্ম,
বিখ্যার আসক্ত হয় এবং বাহাতে জা
তাহাই তাহার ভাল লাগে। যি
মহাভূত, ইন্দ্রিয়, ভোগ্যবস্তু ও মৃত্তি
ভোগ এবং তাহাতে জীবের প্রবর্তি
করিয়াছেন। অসংখ্য সেই নিজ
ভোগ্যবস্তু হইতেই প্রকৃত প্রকৃত
ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়াছেন।

বারবীরসংহিতা ।

। চৈব নামানি ষাণ্চ বেদেষু দৃষ্টম্ ।
 তু প্রস্থতানাং তান্তেবৈভ্যো দদাবজঃ ॥ ৭০ ॥
 হুমিহানি নানারূপানি পৰ্য্যয়ে ।
 তানি তান্তেব তথা ভাবা যুগাদিসু ॥ ৭১ ॥
 করণোত্তো লোকসর্গঃ স্বয়ম্ভুতঃ ।
 বিশেষান্তো বিকারঃ প্রকৃতেঃ স্বয়ম্ ॥ ৭২ ॥
 প্রত্যজুষ্ঠো গ্রহ-মক্ষত্রমণ্ডিতঃ ।
 সমুদ্ভূতঃ পৰ্ব্বতৈশ্চ স মণ্ডিতঃ ॥ ৭৩ ॥
 বিবিধৈ রম্যৈঃ স্ত্রীভৈর্জনপদৈস্তথা ।
 রক্ষবনে ব্যক্তো ব্রহ্মা চরতি সৰ্ব্ববিৎ ॥ ৭৪ ॥
 জগৎপ্রভব ঈশ্বরানুগ্রহে স্থিতঃ ।
 হাশাখ ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ ॥ ৭৫ ॥
 প্রমাণশ্চ বিশেষামলপল্লবঃ ।
 পুষ্পাঢ্যঃ সুখদুঃখফলোদয়ঃ ।
 সৰ্ব্বভূতানাং ব্রহ্মরূপঃ সনাতনঃ ॥ ৭৬ ॥
 যুগ্মানং তস্ত বিপ্রো বদন্তি
 ব নাভিঃ চন্দ্রসূৰ্য্যো চ নেত্রে ।

। প নাম এবং জ্ঞান ছিল, অজ ব্রহ্মা
 রাত্রির অবসানে প্রস্থত সেই সকল
 রূপ নাম ও জ্ঞান দান করিলেন ।
 ।। র করণ হইতে উদ্ভূত লোকসর্গ এই-
 দি-বিশেষান্ত এবং সাক্ষাৎ প্রকৃতির
 ।। উহা চন্দ্র-সূর্য-প্রভাষ আলো-
 ক্ত দ্বারা সুশোভিত এবং নদী,
 ত, নানাবিধ সুরম্য পুং ও সমুদ্র
 ।। অলঙ্কৃত । সেই ব্রহ্মবনে সৰ্ব্বজ্ঞ
 ব্রহ্মা সৰ্ব্বদা বিচরণ করেন । ব্রহ্মা
 স ব্রহ্মরূপ, তিনি ঈশ্বরানুগ্রহরূপ
 ত হইয়া অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন
 বুদ্ধি ঐব্রহ্মের স্বরূপ এবং মহৎ
 পণ অভ্যন্তরস্থিত কোটররূপ ;
 উহার পরিমাণ এবং বিশেষের
 রূপ ; উহা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সুপুষ্প
 সুখ-দুঃখ উহার ফল এবং উহা
 ।। আভর । যে বিপ্রগণ । ব্রহ্ম-
 যার মস্তক, পাশাখ ইন্দ্রিয়-
 স্তরকোটর হইতে উদ্ভূত হইয়া

দিশঃ প্রোত্রে চরণো চ ক্রিতিঃ
 সোহচিন্ত্যাম্মা সৰ্ব্বভূতপ্রণেতা ।
 বক্রাং তস্ত ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতা-
 ত্তদক্ষসঃ কত্রিয়াঃ পূর্বভাগাৎ ।
 বৈশ্ণা উরুভ্যাং তস্ত পত্যাঞ্চ শূদ্রাঃ
 সর্কে বর্ণা পাত্ততঃ সম্প্রসূতাঃ ॥ ৭৮ ॥
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বারবীরসংহিতায়
 পূর্বভাগে সৃষ্টিনিরূপণকথনং নাম
 দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

কবর উচুঃ ।

ভবতা কথিতা সৃষ্টিভবন্ত পরমাত্মনঃ ।
 চতুর্মুখমুখাং তত্র সংশয়ো নঃ প্রজায়তে ॥ ১ ॥
 দেবপ্রোষ্ঠো বিক্রপাকো দীপ্তঃ শূলধরো হরঃ ।
 কালাস্তা ভগবান রুদ্রঃ কপর্দী নীলগোহিতঃ ॥ ২ ॥
 সত্রক্ষকমিমং লোকং সবিকুলং সপাবকম্ ।

লকে কর্ণ এবং পৃথিবীকে তাঁহার চরণরূপে
 নির্দেশ করা হইয়াছে ; তিনি অচিন্ত্যরূপ
 এবং সকল ভূতের প্রণেতা । তাঁহার মুখ
 হইতে ব্রাহ্মণগণ, বক্রঃহল হইতে কত্রিয়গণ,
 উরুগণ হইতে বৈশ্যগণ এবং পাদগণ হইতে
 শূদ্রগণ—এই সকল বর্ণ, তাঁহার পাত্ত হইতে
 উৎপন্ন হইয়াছে । ৫৭—৭৮ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

কবিরূপ বর্ণিলেন,—যে ব্যক্তি । আপন
 যে বর্ণিলেন, পরমাত্মা । তবু, চতুর্মুখের মুখ
 হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ বিধে আবার
 একটি ভরতের সংসার । তাঁহার সর্বভূত
 সৃষ্টিভবন্ত পরমাত্মনঃ ।

বঃ সংহতি সংজ্ঞা বৃগাঙ্কে সমুপস্থিতে ৩
 বঃ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুঃ প্রণাম্য তুহতে ভয়াৎ ।
 লোকসংহাচকস্তা বঃ তো বশবর্তিনো ৪
 যোহয়ং দেবঃ স্বকামান্ ব্রহ্মবিষ্ণু পুরাঙ্ক ৫
 স এব হি ভয়োনিত্যং যোগক্ষেমকরঃ প্রভুঃ ৬
 স কথং ভগবান্ কুদ্ৰ আদিত্যেবঃ পুরাতনঃ ।
 পুত্রতমপমহুত্বং ব্রহ্মণোহব্যক্তজ্ঞানঃ ৭
 প্রজাপতিশ্চ বিষ্ণুশ্চ কুদ্ৰস্ত তো পরম্পরম্ ।
 সৃষ্টৌ পরম্পরস্বাক্ষাতি প্রাগপি শুক্লম্ ৮
 কথং পুনরশেষাণাং ভূতানাং হেতুভূতয়োঃ ।
 শুণপ্রধানভবেন প্রাহুর্ভাবঃ পরম্পরাং ৯
 নাপৃষ্টং ভবতা কিঞ্চিদাশ্রিতক কথকন ।
 ভগবন্তিহাতুভেন ভবতা সকলং কৃতম্ ১০
 কথাহ ভগবান্ ব্রহ্মা বদ ত্বমপি নন্তথা ।
 সর্বমেতদ্ব্যবহৃতং বহুর্মহসি মাকুত ১১

স্বত উবাচ ।

এবং পৃষ্টঃ স ভগবান্ বায়ুরাকাশসমুদ্রঃ ।
 সর্বমেতৎ সমাসেন মুনীনামবদধিতুঃ ।
 বায়ুরুবাচ ।
 স্থানে পৃষ্টমিদং বিপ্রা ভবন্তিঃ প্রথকৌবি
 ইদমেব পুরা পৃষ্টৌ মম প্রাহ পিতামহঃ
 তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথা কুদ্ৰসমুদ্রবঃ ।
 যথা চ পুনরুৎপত্তিব্রহ্ম-বিষ্ণোঃ পরম্পর
 ত্রয়ন্তে করণাস্থানো জাতাঃ সাক্ষাৎসং
 চরাচরস্ত বিবস্ত সর্গস্থিতাত্তহেতবঃ ।
 পরমৈশ্বর্যসংবৃতাঃ পরমেশ্বরভাবিতাঃ ।
 তদ্ব্যক্ত্যাধিষ্ঠিতা নিত্যং তৎকার্যকরক
 পিত্রা নিরমিতাঃ পূর্ষং ত্রয়োহপি ত্রি
 ব্রহ্মা সর্গে হরিত্যেব কুদ্ৰঃ সংহরণে পু

ভগবান্ কুদ্ৰ কালহকণ । বৃগাঙ্কে উপস্থিত
 হইলে, তিনি কুদ্ৰ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং
 অগ্নির সহিত এই লোকের সংহার করেন ।
 ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্তব্ধের সহিত তাঁহাকে প্রণাম
 করেন এবং ইহারা উভয়ে সেই লোকসংহার-
 কারী দেবের নিত্য বশবর্তী হইয়া চলেন ।
 সেই মহাদেবই প্রথমে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সৃজন
 করেন এবং সেই প্রভু শঙ্করই নিত্য ব্রহ্মা ও
 বিষ্ণুর যোগক্ষেম নির্বাহ করেন । সেই পুরা-
 তন আদিত্যেব কুদ্ৰ কিরূপে অব্যক্তোৎপন্ন
 ব্রহ্মার পুত্রতম লাভ করিয়াছেন? প্রজাপতি
 ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইহারা হুজমে কুদ্ৰ কর্তৃক
 পরস্পরের অস্ত্র হইতে পরস্পর সৃষ্ট হইয়া-
 ছেন, ইহা আমরা শুনিরাছি : কি একবারেই
 বা এই সমুদ্র ভূতের কারণ-বরণ সেই হুই
 জন্মে পরস্পর হইতে প্রথম ও অপ্রধানভাবে
 প্রাকৃষ্ট হইরাছে? অতীত অজিহাদিত
 কিছুই নাই এবং অতীত অজিহাদিত কিছুই
 নাই । আপনি কুদ্ৰ সেই ভগবান্ ব্রহ্মা
 নিত্য হইরাছেন, কুদ্ৰ ভগবান্ সত্য
 সত্য হইরাছেন, কুদ্ৰ ভগবান্ সত্য

হে মাকুত । এ সকল ঘটনা যেরূপ
 ছিল, তৎসমুদয় আমাদেব নিকট
 করুন । ১—১০ । স্বত বলিলে
 আকাশসমুদ্র বিতু বায়ু এইরূপে
 মুনিক্সের নিকট এই সমুদ্র সংকো
 করিলেন । বায়ু বলিলেন,—হে
 প্রথকার্থে নিপুণ আপনারা অতি
 প্রশংসা করিয়াছেন ব্রহ্মাকে
 কথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি
 এইরূপ বলিয়াছিলেন । স্বতও
 কুদ্দের উত্তর এবং ব্রহ্মা ও বি
 উৎপত্তি হইয়াছে, আমি তাহা
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কুদ্ৰ—কারণ
 তিন জন, মহেশ্বর হইতে উৎপ
 এবং ইহারা এই চরাচর বিশ্বের
 ও অস্ত্রের হেতু । তাঁহারা দে
 কর্তৃক চালিত এবং পরম-
 তাঁহারা সেই পরমেশ্বরের শক্তি
 অধিক এবং তাঁহার কার্য
 শক্তিরূপে কর্তৃক এবং
 কুদ্ৰ ভগবান্ সত্য সত্য হইরাছেন, কুদ্ৰ

জাহ্নমাং সর্বাদ্রোহজাতিশাশিনঃ ।
 তোষিত্বা স্বং পিতরং পরমেশ্বরম্ ॥ ১৭
 সর্গাতা তন্ত্ৰ প্রসাদাং পরমোষ্ঠিনঃ ।
 নারায়ণৌ পূর্বং রুদ্রঃ কল্যাত্রেহংসজং ॥ ১৮
 রে পুনর্ব্রক্ষা রুদ্র-বিষ্ণু জগদ্বরঃ ।
 ভগবান্ রুদ্রং ব্রক্ষাণমসজং পুনঃ ॥ ১৯
 পুনর্ব্রক্ষা ব্রক্ষাণক পুনর্ভবঃ ।
 জম্বু কংসে ব্রক্ষ-বিষ্ণু-মহেশ্বরঃ ॥ ২০
 ৭ জায়তে পরম্পরজরৈবিধিঃ ।
 স্তব্রভাতমধিকৃত্য মহাবিভিঃ ॥ ২১
 কথ্যতে তেষাং পরম্পরসমুদ্ভবাং ।
 ২ কথ্যং চিত্রাং পূণ্যং পাপপ্রমোচনীম্ ।
 ২ পুরুষে কৃত্যং ব্রক্ষণঃ পরমোষ্ঠিনঃ ॥ ২২
 ষণৌ নাম কল্পে বৈ মেঘবাহনে ।
 সিংহস্ত্র মেঘো ভূহাবহজরম্ ॥ ২৩

তঁহাদের পরস্পরের উপর মাংসর্ষ্য
 প্পর পরস্পরের উপর আধিক্য লাভ
 ভিলাবী হইয়া, তপস্তা দ্বারা আপনা-
 তা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।
 ষেরের অনুগ্রহে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া
 রাছিলেন। এই নিমিত্ত রুদ্র ও
 ব্রক্ষা ও নারায়ণকে সজ্ঞান করিয়া
 এক কল্পে জগদ্বর ব্রক্ষা ও
 সজ্ঞান করেন এবং পুনর্ব্রক্ষা
 ২ ব্রক্ষা ও রুদ্রকে সজ্ঞান করিয়া
 ৩ ব্রক্ষা নারায়ণকে সজ্ঞান করিয়া
 ত্তরে রুদ্র ব্রক্ষাকে সজ্ঞান করিয়া
 ৪ কল্পে ব্রক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বরকে সজ্ঞান
 পরাজয় করিতে অভিলাষী হইয়া
 তাঁহাদের পরস্পর উৎসাহিত
 বিগণ সেই সেই কল্যাত্রেহংসজ
 ৭ তাঁহাদের প্রভাব কীটন করিয়া
 ই বিচিত্র, পবিত্র এবং পাপপ্রমোচনী
 কন; উহা তৎপুরুষ নারায়ণ
 ৭৪ সঙ্কল্পে সংঘটিত হইয়াছিল।
 পূর্বকালে মেঘবাহন

তন্ত্ৰ ভাবং সমালম্ব্য বিকোর্ব্বিজগদ্বরঃ ।
 শর্কঃ সর্কাস্তভাবেন প্রদদৌ শক্তিমব্যয়াম্ ॥ ২৪
 শক্তিং লজ্জা তু সর্কাস্তা শিবাং সর্কেশ্বরেবরং ।
 সসর্ক ভগবান্ বিষ্ণুর্ব্বিধং বিব্রহ্মজা সহ ॥ ২৫
 বিকোন্ত্রৈভবং দৃষ্টা স্তষ্টন্তেন পিতামহঃ ।
 ঐর্ঘ্যয়া পরয়া গ্রন্থঃ স হসন্নিদমব্রবীং ॥ ২৬
 পক্ষ বিকো ময়া জাতং তব সর্গস্ত কারণম্ ।
 আবয়োরধিকশ্চাস্তি স রুদ্রো নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ২৭
 তন্ত্ৰ দেবাদিদেবস্ত্ৰ প্রসাদাং পরমোষ্ঠিনঃ ।
 অষ্টা তু ভগবানাদ্যাঃ পালকঃ পরমার্থতঃ ॥ ২৮
 অহং তপসারাদ্য রুদ্রং ত্রিদশনারকম্ ।
 ত্বয়া সহ জগৎ সর্কং স্রজ্যাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২৯
 এবং বিষ্ণুপালিত্য ভগবান্জগদ্বরঃ ।
 এবং বিজ্ঞাপয়ামাস তপসা প্রাপ্য শত্বরম্ ॥ ৩০
 ভগবন্ দেবদেবেশ বিব্রহ্মজা মহেশ্বর ।

করিয়া ভগবান্ হরকে বহন করিয়াছিলেন। তখন
 সেই বিব্রহ্মজগদ্বর মহাদেব বিষ্ণুর মনের ভাব
 অনুভব করিয়া তাঁহাকে সর্কপ্রকারে অব্যয়
 শক্তি দান করেন। সকল ঐশ্বরের ঐশ্বর্য
 হইতে তাহা শক্তি লাভ
 করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ব্রক্ষার সহিত এই বিব্রহ্ম
 জগৎ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুকর্তৃক নতন উৎ-
 পাদিত ব্রক্ষা, বিষ্ণুর সেই শক্তি দেখিয়া,
 স্তব্রভাতমধিকৃত্য স্তব্রভাতমধিকৃত্য
 হইয়া, হস্ত করত
 হাকে এই কথা বলিলেন,—হে বিকো!
 য গমন কর, আমি তোমার স্তব্রভাতম
 করিয়াছি। রুদ্র যে আমাদের দুই জনের
 পক্ষা অধিক শক্তিশালী, সে বিষয়ে কোন
 সন্দেহ নাই। সেই সর্বোচ্চ পদে অবিরত
 ভগবান্ দেবাদিদেব রুদ্রের অনুগ্রহে কুবি
 অষ্টা হইয়াছে। সেই ভগবান্ প্রকৃত
 পালক। আমিও তপস্তা দ্বারা সেই
 শক্তিশক্তি আশ্রয় করিয়া তোমার সহিত
 জগতের সজ্ঞান করিব, সে বিষয়ে কোন
 সন্দেহ নাই। অতঃপর ব্রক্ষা, বিষ্ণু ও
 ৭৪ ভগবান্ করিয়া, তপস্তা প্রদান করিয়া

তব বামাক্ষে বিমূৰ্ছকিণাস্তবো হৃদয় ॥ ৩১
 ময়া সহ জগৎ সৰ্বং তথাপ্যহমদ্যুতঃ ॥ ৩২
 স মৎসরাহুপালকৃত্ত্বাশ্রয়বলানয়া।
 যত্নবাদধিকন্তু তবস্তৃষ্ণি মহেশ্বর ॥ ৩৩
 কৃত্ত্ব এব সমুৎপত্তিরাবয়োঃ সৃষ্টী বতঃ।
 কৃত্ত্ব ভক্ত্যা বধাপূৰ্ণং প্রসাদং কৃতবানসি।
 তথা মমাপি তং সৰ্বং দাতুমর্হসি শঙ্করঃ ॥ ৩৪
 ইতি বিজ্ঞাপিত্বেন্তেন ভগবান্ ভগনেত্রহা ॥ ৩৫
 শ্বরেন বৈ কদৌ সৰ্বং তস্তাপি স দৃশ্যানিধিঃ।
 দৈবমীশ্বরাদেব ব্রহ্মা সৰ্বাস্বতাং কণাঃ ॥ ৩৬
 তুরমাণোহথ সন্ময়া দদর্শ পুরুষোত্তমম্।
 কীর্ত্ত্বাবালরে শুভ্রে বিমানে সূর্যাসন্নিভে ॥ ৩৭
 হেমরত্নাঘ্রিতে দিব্যে মনসা তেন নির্মিতে।
 অনন্তভোপশ্যাস্তাং শরানং পঙ্কজেক্ষণম্ ॥ ৩৮

করিলেন,—হে দেবদেবাধিপতে ভগবন্ বিষ্ণু-
 বর মহেশ্বর! বিষ্ণু আপনার বাম-অঙ্গ হইতে
 এবং আমি দক্ষিণাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি।
 তথাপি বিষ্ণু আমার সহিত সমুদয় জগতের
 সৃজন করিয়াছেন। আমি মৎসর বশতঃ
 তাঁহাকে আপনার অমুগ্রহকলেই তিরস্কার
 করিয়াছি। হে মহেশ্বর! আমি অপেক্ষা কি
 আপনারে তাঁহার অধিক ভক্তি? দেখুন;
 আপন হইতে আমাদের দুই জনের সমান-
 ভাবে উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু আপনি বিষ্ণুর
 প্রভাবে তাঁহাকে যেমন অগ্র অমুগ্রহ করিয়া-
 ছেন, সেইরূপ আমাকেও অমুগ্রহপূর্বক অধিক
 শক্তি দান করুন। ২০—৩৪। ব্রহ্মা এইরূপ
 প্রার্থনা করিলে, সেই ভগনেত্রবাতী দরানিধি
 মহাদেব ঈশ্বর হস্ত করিয়া ব্রহ্মাকে সমগ্র দান
 করিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট সেই
 সর্বাঙ্গশক্তি লাভ করিয়া, তৎকণাৎ তৎকালিক
 হইয়া, বিষ্ণুর নিকটে প্রসন্নপূর্বক তাঁহাকে
 দর্শন করিলেন। মহাদেবের দিব্য কীর্ত্তি
 সমুদয় কীর্ত্তি দেখিয়া বিষ্ণু, আপনার
 বিমূৰ্ছকিণাস্তবো হৃদয় হইতে বিষ্ণুকে

চতুর্ভুজমুদারাসং সর্কীভরণভূষিতম্।
 শঙ্খচক্রধরং সৌম্যং চন্দ্রবিন্দুসমানম্ ॥ ৩৯
 ত্রীবৎসবকসং দেবং প্রসন্নমধুরমিডম্।
 ধরামৃদুকরান্তোজ-স্পর্শরক্তপদামুজম্ ॥ ৪০
 কীর্ত্ত্বাবেহমৃতিমিব শরানং যোগনিদ্রা।
 তমসা কালরুদ্রাখ্যং রজসা কনকাণ্ডম্।
 সন্তেন সর্কগং বিষ্ণুং নির্ভণ্ডে মহেশ্বরম্।
 তং দৃষ্ট্বা পুরুষং ব্রহ্মা প্রগল্ভমিদমবীং
 গ্রসামি ভ্রামহং বিষ্ণো ভ্রামাত্মনং যথা পূরা
 তস্ত তত্ত্বচনং ব্রহ্মা প্রতিবুধ্য পিতামহম্।
 উদৈক্যত মহাবাহুঃ শ্রিতমীষচকার চ।
 তন্মিহবসরে বিষ্ণুগ্রস্তেন্তেন মহাত্মনা ॥ ৪১
 সৃষ্টে চ ব্রহ্মণা সদ্যো ব্রুবোর্মধ্যাদিষতঃ
 তন্মিহবসরে সাক্ষাভগবানিন্দুভূষণঃ ॥ ৪২
 শক্তিং ভয়োরপি ভ্রষ্টমরূপো রূপমাহিত

করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ চতুর্ভু
 শ্রিত এবং সকল প্রকার আভরণে
 তাঁহার হস্তে শঙ্খ-চক্র, মূর্ত্তি অতি সৌ
 মুখ চন্দ্রবিন্দুতুল্য। তাঁহার বকঃস্থলে
 চিহ্ন এবং মুখ প্রসন্ন ও ঈষৎ
 তাঁহার পাদপদ্ম পৃথিবীর কোমল
 স্পর্শে রঞ্জিত। তিনি যোগনিদ্রায়
 হইয়া অমৃতের জায় কীর্ত্তসমুদ্রে শরান
 ভ্রামোক্তে কালরুদ্র নামে প্রসিদ্ধ,
 ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে সর্কগামী বিষ্ণু এই
 অবস্থায় মহেশ্বর। ব্রহ্মা সেই পুরুষকে
 প্রগল্ভতার সহিত বক্ষ্যমাণ বাক্য
 হে বিষ্ণো! তুমি প্রথমে যে আমাকে
 করিয়াছিলেন, সেই আমিও তোমাকে
 করিব। মহাবাহু বিষ্ণু, সেই ব্রহ্মাকে
 বাক্য প্রবণ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া
 দেখিলেন এবং একটু হাস্ত করিয়া
 অবতারে মহাত্মা ব্রহ্মা বিষ্ণুকে
 দেখিলেন। তাঁহার পর ব্রহ্মা আপন
 পাদপদ্ম হইতে বিষ্ণুকে

সং কর্তৃং পুরা দত্তবসন্তরোঃ ॥ ৪৬
তত্র যত্রোমৌ ব্রহ্ম-নারায়ণৌ হিতৌ ।
তুর্দেবং প্রীতো ভীতো চ কৌতুকাৎ ॥
চ বহুশো বহুমানেন দূরতঃ ।
ভগবানেতাবনুগৃহ্য পিনাকধ্বক্ ।
শ্রুতোরেষ তয়োরন্তরধীমত ॥ ৪৮
শেষে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
বিভাগে শেষশাশ্বি-নারায়ণবর্ণনং
নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুরূপাচ ।

প্রজ্ঞামি ব্রহ্মবির্ভাবকারণম্ ।
সমস্তানা ব্রহ্মসৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ॥ ১
প্রজাঃ সৃষ্টা ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডসম্ভবঃ ।

তি দেখিবার জন্য এবং তাঁহা-
র করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া-
থানে ব্রহ্মা এবং নারায়ণ অবস্থান
ন, তিনি সেই স্থানেই আগমন
ওখন তাঁহারা দুই জনে মহাদেবকে
ভীত হইলেন এবং কৌতুকবশে
কত বহু সম্মানপূর্বক দ্রব হইতে
কে প্রণাম করিতে লাগিলেন ।
স্বপ্নান মহাদেবও তাঁহাদের দুই
করিয়া তাঁহাদের দর্শন-পথেই
ন। ৩৫—৪৮ ।

মধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দশ অধ্যায় ।

১.—প্রতিকমে ব্রহ্মের আদি-
রূপে; বাহ্য হইতে ব্রহ্মার
নামক বস্তু মাকে । ব্রহ্মার
বস্তু হইয়া বস্তু হইয়া

অবস্থিহেতোর্ভূতানাং মূমোহ ভূশত্বেষু ॥ ২
তত্র হৃৎপ্রশান্ত্যর্থং প্রজানাক বিবৃদ্ধয়ে ।
তন্তংকল্পে কালান্না রুদ্রো রুদ্রপদাধিপঃ ॥ ৩
নির্দিষ্টঃ পরমেশেন মহেশো নীললোহিতঃ ।
পুত্রো ভূতানুগৃহ্ণাতি ব্রহ্মাণং ব্রহ্মণোহমুজঃ ॥ ৪
স এব ভগবানীশস্তেজোরশিরনাময়ঃ ।
অনাদিনিধনো ধাতা ভূতসঙ্কোচকো বিভূঃ ॥ ৫
পরমৈশ্বর্যসংযুক্তঃ পরমেশ্বরভাবিতঃ ।
তচ্ছক্ত্যাধিষ্ঠিতঃ শব্দং তচ্চিহ্নৈরপি চিহ্নিতঃ ।
তন্মামনামা তদ্রূপস্তং কার্যকারণকমঃ ।
তত্তুল্যব্যবহারঃ তদাজ্ঞাপরিপালকঃ ॥ ৭
সহস্রাদিতাসঙ্কাশ্চন্দ্রাবয়বভূষণঃ ।
ভূজঙ্গ-হার-কেয়ুর-বলয়ো মুক্তমেখলঃ ॥ ৮
জলধর-বিরকীন্দ্র-কপালশকলোজ্জ্বলঃ ।
পদ্মাত্মকতরঙ্গার্দ্ৰ-পিঙ্গলাননমূর্দ্ধজঃ ॥ ৯
ভগবৎপ্রাকুরাক্রান্ত-প্রান্তকান্তধরাধরঃ ।

প্রজার অবস্থি দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত এবং
মুচ্ছিত হন । রুদ্রপদের অধিপ ভগবান্ কাল-
স্বরূপ মহেশ্বর নীললোহিত রুদ্র, ব্রহ্মার সেই
হৃৎপ্রশান্তির নিমিত্ত এবং প্রজাধিপের বুদ্ধির
নিমিত্ত, পরমেশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া,
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ
করেন । তিনিই ভগবান্, ঈশ্বর, নীললোহিত,
তেজোরশি, অনাময়, আদি ও নিম্ন-রহিত,
বিধাতা, ভূতপদের সংহর্তা এবং বিভূ । তিনি
পরমৈশ্বর্যসংযুক্ত পরমেশ্বর কর্তৃক
প্রেরিত, তাঁহার শাসিত এবং বিধিত এবং
তাঁহার চিহ্নে চিহ্নিত এবং তাঁহার নামেই
তাঁহার এক নাম, ভগবান্ ও
তাঁহার কার্য করিতে তাঁহার সহিত
তাঁহার তুল্য ব্যবহার তাঁহার আকার
প্রতিপালক । তাঁহার আকার আদিভাসন,
বস্ত্রক রূপকালরূপে তাঁহার আকার হইয়া
কেয়ুর ও বলয় বাহ্যে তাঁহার আকার
মুক্তমেখল ও পদ্মাত্মক তরঙ্গার্দ্ৰ
পিঙ্গলানন কর্তৃক ভগবৎপ্রাকুরাক্রান্ত-প্রান্তকান্তধরাধরঃ

সব্যব্রবণপাশাত্ত-মণ্ডলীকৃতকুণ্ডলঃ ॥ ১০
 মহাব্রবণনির্ঘাণো মহাজলদনিখনঃ ।
 মহানলসমপ্রথো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১১
 এবং ঘোরমহারূপো ব্রহ্মপুলো মহেশ্বরঃ ।
 বিজ্ঞানং ব্রহ্মণে দত্ত্বা সর্গং সহকরোতি চ ॥ ১২
 তদ্ব্যাক্রুদ্ধপ্রসাদেন প্রতিকল্পং প্রজাপতেঃ ।
 এবাহরূপতো নিত্য প্রজাসৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ॥ ১৩
 কলাচিং প্রার্থিতঃ স্রষ্টুং ব্রহ্মণা নীললোহিতঃ ।
 স্বাস্ত্যনা সদৃশান্ সর্কান্ সমস্কর্জ মনসা বিভূঃ ॥ ১৪
 কপর্দিনো নিরাতঙ্কান্ নীলগ্রীবান্ স্থিলোচনান্ ।
 জরায়বর্ণনির্মুক্তান্ দীপ্তশূলবরাযুধান্ ॥ ১৫
 তৈল সঙ্কাদিতং সর্কং চতুর্দশবিধং জগৎ ।
 তান্ দৃষ্ট্বা বিবিধান্ রুদ্রান্ রুদ্রমাহ পিতামহঃ ॥ ১৬
 নমস্তে দেবদেবেশ মা আকীর্ষাদৃশীঃ প্রজাঃ ।
 অস্তাঃ স্বজ হ ভদ্রং তে প্রজা মৃত্যুসমখিতাঃ ॥ ১৭

যারা অতিশক্ত । বপ্রকৌড়াসক্তিতে ভগ্ন,
 কুবজংষ্ট্রাকুরে আকীর্ণ কৈলাস পর্বত তাঁহার
 বাসভূমি এবং বামকর্ণ মণ্ডলীকৃত কুণ্ডলে
 শোভমান । মহাব্রবণ তাঁহার বাহন এবং
 মহাজলনের স্তায় তাঁহার স্বর । মহানলের
 সমান তাঁহার তেজ এবং তিনি মহাবল পরা-
 ক্রমশালী । এইরূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর রূপ-
 শালী ব্রহ্মপুত্র রুদ্র ব্রহ্মাকে জ্ঞান দান করিয়া
 সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করেন । সেই
 রুদ্র প্রতিকল্পে উপর হইয়া সহায়তা করেন
 বলিয়া তাঁহার অনুরূপে এবাহরূপে প্রজাপতির
 প্রজাসৃষ্টির নিত্য রুদ্ভি হয় । ১—১০ । কোন
 সময়ে সেই নীললোহিত বিভূ রুদ্র, ব্রহ্মা
 কর্তৃক প্রজা সৃজনের নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া মন
 হইতে আপনার সদৃশ সমুদয় প্রজার সৃজন
 করিয়াছিলেন । তাহার অটাতুটধারী, আতঙ্ক-
 পূর্ণ, নীলগ্রীবশালী, স্থিলোচন, জরায়বর্ণবর্জিত
 এবং দীপ্তশূলধর । তাহার একেবারে চতুর্দশ
 ক্রম ব্যাপ্তি করেন । তখন পিতামহ ব্রহ্মা
 সেই সকল প্রজা সৃষ্ট করিয়া দিয়া বীর পুত্র
 সন্তান করিয়া দিয়াছিলেন ।—

ইত্যুক্তঃ প্রহসন্ প্রাহ ব্রহ্মাণং পরমেশ্বরঃ
 নাস্তি মে তাদৃশঃ সর্গঃ স্বয়ং কৃত্যন্তাঃ প্রজা
 যে ত্বিমে মনসা সৃষ্টা মহা স্তানো মহাবলঃ
 চরিত্যন্তি মধা সার্কিং সর্কং এব হি যাজ্ঞি
 ইত্যুক্তা বিব্রকর্মাণং বিব্রভূতেশ্বরো হরঃ ।
 সহ রুদ্রৈঃ প্রজানর্গাবিরক্তাস্তা ব্যতিষ্ঠত ।
 ততঃপ্রভৃতি দেবেহসৌ ন প্রসৃতে ভভা
 উর্দ্ধরেতাঃ স্থিতঃ শ্রাগুর্ধাবদাভূতসংপ্রবম্ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীসংহিতা
 পূর্বভাগে রুদ্রোৎপত্তির্নাম
 দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

বায়ুরূবাচ ।

যদা পুনঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ন ব্যবর্জন্ত বেদমঃ
 তদা মৈথুনজাং সৃষ্টিং ব্রহ্মা কর্তুমমগত ।

এরূপ প্রজার সৃজন করিবেন না ।
 মঙ্গল হউক, অন্তরূপ মরণশীল
 সৃজন করুন । এইরূপে কথি
 মহেশ্বর রুদ্র হাসিতে হাসিতে
 বলিলেন,—আমি ওরূপ সৃষ্টি ক
 তুমি মরণশীল অন্তত প্রজার সৃজন
 যে আমি মন হইতে মহাত্মা ম
 সৃজন করিয়াছি, এই সকল যাজ্ঞি
 আমার সহিতই ভ্রমণ করিবে । নি
 ঈশ্বর হর ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া,
 হইতে আপনাকে নিরন্ত করিয়া,
 সহিত অবস্থান করিতে লাগিলে
 অবধি রুদ্র আর শুভ প্রজার সৃষ্টি ক
 তিনি ঐশ্বর্য কাল পর্য্যন্ত উর্দ্ধরেতা
 স্থান করিতে লাগিলেন । ১৪—২১ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

যদা বলিলেন,—আমি ব্রহ্মা

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীসংহিতা

জং পুরা যম্মারীণাং কুলমীষরাং ।
মখুনজাং সৃষ্টিং ন শশাক পিতামহঃ ॥ ২
ন বিদধে বুদ্ধিমর্থনিচয়গামিনীম্ ।
মেব বুদ্ধার্থং প্রষ্টব্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৩
ন বিনা তস্ত ন বর্জেরম্মিমাঃ প্রজাঃ ।
কিত্য বিখ্যাতা তপঃ কর্তুং প্রচক্রমে ॥ ৪
পরমা শক্তিরনন্তা লোকভাবিনী ।
হৃদতরা শুদ্ধা ভাবগম্যা মনোহরা ॥ ৫
নিম্প্রপকা চ নিষ্কলা নিরুপপ্লবা ।
র্য নিত্য নিতামৌখরপার্শ্বা ॥ ৬
যথা শক্ত্যা ভগবন্তং ত্রিযশ্বকম্ ।
হৃদয়ে ব্রহ্মা ততাপ পরমং তপঃ ॥ ৭
পদা তস্ত যুক্তস্ত পরমেষ্ঠিনঃ ।
ব কালেন পিতা সম্প্রভূতোষ হ ॥ ৮
চিদংশেন মূর্তিমাণিষ্ঠা কামপি ।
গিরো ভূত্বা যথো দেবঃ স্বয়ং হরঃ ॥ ৯

নিম্নোক্ত প্রকার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা
। যেহেতু প্রথমে ঈশ্বর হইতে
নির্গত হয় নাই, এই নিমিত্ত ব্রহ্মা
মখুনজ প্রকার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন
অনন্তর অতীত্বার্থ সম্পাদন বিষয়ে
লেন যে, প্রজাদিগের বুদ্ধির নিমিত্ত
কেই জিজ্ঞাসা করা উচিত; তাঁহার
গত এই সমুদয় প্রজার বুদ্ধি হইবে
ইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ব্রহ্মা তপস্তা
প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লোককল্পী
বিশুদ্ধা, ভক্ত্যভিগম্য-প্রাপ্যা, মনোহরা
গুণা, নিম্প্রপকা, নিষ্কলা, উপপ্লব-
্যের সহিত অভিন্না, নিত্য, সর্বদা
বর্তিনী আদ্যা পরমা শক্তি, ব্রহ্মার
ত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পরমা
হৃত হৃদয়ে ভগবান্ জ্যোত্বকের ধ্যান
কৃত তপস্তা করিতে লাগিলেন। সেই
ব্রহ্মার তীব্র তপস্তায় পিতা মহাদেব
র মধ্যেই সত্ত্ব হইলেন। অনন্তর
এক অংশে কোন এক মূর্তিতে
। ব্রহ্মা মহাদেব অব্যবহীতরূপে

তং দৃষ্ট্বা পরমং দেবং তমসঃ পরমব্যয়ম্ ।
অধিতীয়মনির্দেশ্যমদৃশ্যমকৃতাস্বভিঃ ॥ ১০
সর্বলোকবিধাতারং সর্বলোকেশ্বরেশ্বরম্ ।
সর্বলোকবিধায়িতা শক্ত্যা পরময়া যুতম্ ॥ ১১
অপ্রতর্ক্যমনাভাসমমেয়মজরং ধ্রুবম্ ।
অচলং নির্গুণং শান্তমনস্তমহিমাস্পদম্ ॥ ১২
সর্বদং সর্বগং সর্বং সদস্যক্তির্জিতম্ ।
সর্বোপমাননির্মুক্তং শরণ্যং শাশ্বতং শিবম্ ॥ ১৩
প্রণম্য দণ্ডবদব্রহ্মা সমুখায় কৃতঃ ক্রলিঃ ।
ব্রহ্মাবিনয়সম্পন্নৈঃ শ্রাব্যৈঃ সংস্কারসংযুতৈঃ ॥ ১৪
যথার্থযুক্তসর্বার্থৈবেদার্থপরিবৃংহিতৈঃ ।
তুষ্টাব দেবং দেবীক স্তুতৈঃ স্তম্ভার্থগোচরৈঃ ॥ ১৫
ব্রহ্মোবাচ ।

জয় দেব মহাদেব জয়েশ্বর মহেশ্বর ।
জয় সর্বগুণশ্রেষ্ঠ জয় সর্বসুখাধিপ ॥ ১৬
জয় প্রকৃতিকল্যাণি জয় প্রকৃতিদায়িকৈ ।
জয় প্রকৃতিদুরাস্তি জয় প্রকৃতিসুন্দরি ॥ ১৭

ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। সেই অধিতীয়
অনির্দেশ্য, অপূর্ণাঙ্গীলগণের অদৃশ্য, সর্বলোকের
বিধাতা, সর্বলোকেশ্বরের, সর্বলোক-বিধায়িনী-
শক্তি-সংযুক্ত, অপ্রতর্ক্য, অজ্ঞেয়, অমেয়,
অজর, নিত্য, অচল, নির্গুণ, শান্ত, অনন্ত মহি-
মার আশ্রয়, সর্বদ, সর্বগত, সদস্যক্তি-
রহিত, সকল প্রকার উপমা-শূন্য, শরণ্য,
ভয়োগুণ-রহিত, অব্যয় এবং শাশ্বত পরম
দেবকে দেখিয়া, দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর কৃত-
ক্রলি-পুটে উত্থান করিয়া, ব্রহ্মা ব্রহ্মা ও বিনয়
সম্পন্ন, সুসংস্কৃত, মনোহর, সমুদয় সত্য অর্থ-
যুক্ত, বেদার্থ দ্বারা বৃংহিত স্তম্ভার্থ-গোচর স্তম্ভ
সকলের দ্বারা সেই দেব এবং দেবীকে জয়
করিতে লাগিলেন। ১—১৫। ব্রহ্মা বলি-
লেন,—হে দেব মহাদেব জয়েশ্বর মহেশ্বর ।
আপনার জয় হউক; হে সর্বগুণ-শ্রেষ্ঠ ।
আপনার জয় হউক; হে সুখাধিপ । আপনি
অদৃশ্য হউন। হে কল্যাণি প্রকৃতি । আপনি
জয় লাভ করুন; হে প্রকৃতিদায়িকৈ । আপ-
নার জয় হউক । হে প্রকৃতিসুন্দরি । আপনি

অমোঘমহামার অমোঘমমোরথ ।
 অমোঘমহালীল অমোঘমহাবল ॥ ১৮
 অর বিবজস্নাতর্জর বিবজস্নগরি ।
 অর বিবজস্নাত্তি অর বিবজস্নংসধি ॥ ১৯
 অর শাখতিকৈবর্ত অর শাখতিকালর ।
 অর শাখতিকাকর অর শাখতিকামুগ ॥ ২০
 অরাক্ত্রয়নির্ঘাত্তি অরাক্ত্রয়পালনি ।
 অরাক্ত্রয়সংহত্ৰি অরাক্ত্রয়নারিকৈ ॥ ২১
 অরাকলোকনারিক-অরংকারবরংহন ।
 অরোপেকাকটাকোখহতভূপুতুমৌক্তিক ॥ ২২
 অর দেবাদ্যবিক্তর-বাস্তবশূন্যশোকুলে ।
 অর হলাকশভ্যং-ব্যাপ্তবিবচরাচরে ॥ ২৩
 অর নানৈকবিবৃত্ত-বিবৃত্তসমুচ্চর ।
 অরানুরশিবোমিষ্ট-প্রোষ্ঠানুগকসহক ॥ ২৪

অরুত হউন । হে ঐকৃতি-হৃদরি ! আপ-
 নার অর হউক । হে অমোঘ-মহামারশালিনী
 মহাদেব ! আপনার অর হউক । হে অব্যর্থ-
 মমোরথ ! আপনি অর লাভ করুন । হে
 অমোঘ মহালীলা-শালিনী ! আপনি অরুত
 হউন । হে অমোঘ-মহাবল ! আপনার অর
 হউক । হে বিবজস্নাত্তি ! আপনার অর
 হউক । হে বিবজস্নগরি ! আপনি অর লাভ
 করুন । হে বিবজস্নাত্তি ! আপনার অর ।
 হে বিবজস্নংসধি ! আপনি অরুত হউন ।
 হে নিত্যবর্তমানিনি, নিত্য বস্তুর আশ্রয়,
 নিজাকার এক নিত্যবস্তকর্তৃক অমুগত মহা-
 দেব ! আপনার অর হউক । হে আক্সত্রয়-
 নির্ঘাত্তি, আক্সত্রয়পালনি, আক্সত্রয়সংহত্ৰি এক
 আক্সত্রয়নারিকৈ মহাপতি ! আপনার অর
 হউক । হে কর্মান্বীন-অরং-কারণের এসা-
 রক । হে অর-নোহানল-নর-কার মহাদেব !
 আপনার অর হউক । হে দেবাদ্য-অবিক্তর-
 শূন্যশূন্য-বাস্তবশূন্য ! হলাকশভ্যং-
 ব্যাপ্ত-বিবচরাচরে দেবি ! আপনার অর
 হউক । হে দেব ! আপনি বিকল বিবৃত্তকে
 অরুত হউন । অরুত হউন । অরুত হউন ।

অরোপাশ্রিতসংরক্ষা-সংবিধানপটীয়াসি ।
 অরোপাশ্রিতসংসারবিবৃত্তকাজুরোপমে ॥ ২৫
 অর প্রাদেশিকৈবর্ত-বীর্ঘশৌধ্যবিভূতগ ।
 অর বিবহির্ভূতনিরন্তরবৈভব ॥ ২৬
 অর প্রোষ্ঠপকার্ণ-প্রোপপরমামৃত ।
 অর পকার্ণবিজ্ঞান-মুখোত্রোতঃস্বরূপিণি ॥
 অরাক্সত্রয়সংসার-মহারোগভিষগর ।
 অরানাদিমলাহজ্ঞানতমঃপটলচন্দ্রিকৈ ॥ ২৭
 অর ত্রিপুরকালারে অর ত্রিপুরভৈরবি ।
 অর ত্রিগুণনির্মুক্ত অর ত্রিগুণমর্দিনি ॥ ২৮
 অর প্রমথ সর্কজ অর সর্কপ্রবাধিকৈ ।
 অর প্রচুরদিব্যাক্ত অর প্রার্থিতদারিনি ॥
 ক দেব তে পরং ধাম ক বয়ং ক চ নো

অবস্থান করে ; আপনার অর হউক
 মাতঃ ! আপনি আশ্রিত জনের র
 সুদক্ষা এবং সংসার বিবৃত্তকের অরুত
 উদ্ভলন করেন ; আপনার অর হউক
 দেব ! আপনি সামান্ত-ঐশ্বর্য-ময়া
 শৌধ্য বীর্ঘ সকল বিনাশ করেন এ
 নার প্রেষ্ঠ বৈভব বিশ্বের বহির্ভূত ;
 অর হউক ১৬—২৬ । হে দেব !
 নিজোৎপাদিত পকভূতের ব্যবহারে
 স্বরূপ ; আপনার অর হউক ।
 আপনি পকভূতবিজ্ঞান-মুখোত্রোজা
 আপনি অরুত হউন । হে দেব !
 এই অতি ভীষণ সংসাররোগের বি
 প্রেষ্ঠ বৈদ্য স্বরূপ ; আপনার অর হউ
 দেবি ! আপনি অনাদি অজ্ঞানার
 চন্দ্রিকাসমূহী ; আপনি অরুত হ
 ত্রিপুরের কালামিতুল্য মহেশ্বর !
 অর । হে ত্রিপুরভৈরবি মহেশ্বর !
 অর । হে ত্রিগুণাতীত মহাদেব !
 হউন । হে ত্রিগুণাশিনি দেবি !
 করুন । হে সর্কজ ! প্রমথ !
 হউক । হে সর্কপ্রবাধিকৈ দেবি !
 অর হউক । হে সর্কপ্রবাহর !
 লাভ করুন । হে অতিভিষগিনি দে

ভগবন্ ভক্ত্যা প্রণমন্ত্য কমনম্ ॥৩১
 যাবিধৈঃ স্তৈবিকৰ্ম্মা চতুৰ্ভুধঃ ।
 রুদ্রায় রুদ্রাণ্যে চ মুহুৰ্ভুধঃ ॥ ৩২
 ত্রিবরং পুণ্যং ব্রহ্মণা সমুদীরিতম্ ।
 ধরং নাম শিবয়োর্ব্বর্জনম্ ॥ ৩৩
 গীর্জয়েন্তুত্যা তস্ত কস্তাপি লিপ্সয়া ।
 লম্বাপ্রোতি শিবয়োঃ প্রীতিকারণাং ॥৩৪
 ভুবনভূতাবনাভ্যাং
 বিনাশবিহীনবিগ্রহাভ্যাম্ ।
 যুবাতিবপূৰ্ণাভ্যাং
 মহং প্রণতোহস্মি শঙ্করাভ্যাম্ ॥ ৩৫
 শৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
 ভাগে রুদ্র-ব্রহ্মসংবাদে ত্রয়ো-
 দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

করুন। হে দেব! আপনার সেই
 ই বা কোথায় আর আমরা এবং
 চনই বা কোথায়! তথাপি হে ভগ-
 বশে আমি প্রণাম করিতেছি
 ক কমা করুন। চতুৰ্ভুধ ব্রহ্মা
 ত দ্বারা স্তব করিয়া, রুদ্র এবং
 ত্রিবর প্রণাম করিতে লাগিলেন।
 উদীরিত, এই অর্জনরীষর নামক
 এবং শ্রেষ্ঠ স্তোত্র শিব ও শিবায়
 ॥ যে কোন ফল অভিলাষ
 স্তোত্র যে পাঠ করে, শিব ও
 হতু সে সেই ফল প্রাপ্ত হয়।
 ভূতভাবন, ভয় এবং বিনাশ-
 রী-মূর্ত্তিধারী শঙ্কর ও শঙ্করকে
 প্রণাম করি। ২৭-৩৫।

শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুস্বাচ ।

অথ দেবো মহাদেবো মহাজলদনাঙ্গা ।
 বাচা মধুরগন্তীর-বিশদপ্রসবর্ণয়া ॥ ১
 অর্থসম্পন্নপদয়া রাজলক্ষণবুজয়া ।
 অশেষবিবরারন্ত-রক্তা-বিলয়দক্ষয়া ॥ ২
 মনোহর তরোদার-মধুরস্মিতপূর্ণয়া ।
 সংবতাবে সুসম্প্রীতো বিশ্বকর্মাণমীশ্বরঃ ॥ ৩
 ঈশ্বর উবাচ ।
 বৎস বৎস মহাত্মগ মম পুত্র পিতামহ ।
 ক্লান্তমেব ময়া সর্কং তব বাক্যস্ত পৌরবম্ ॥ ৪
 প্রজানামেব বৃদ্ধার্থং তপস্তপ্তং কুরাধুনা ।
 তপসানেন তুষ্টোহস্মি দদামি চ ভবেদ্পিতম্ ॥ ৫
 ইত্যুক্তা পরমোদারঃ স্বভাবমধুরং বচঃ ।
 সসর্ক বপুষো ভাগ্যদেবীং দেবকরো হরঃ ॥ ৬
 যঃমাহব্রহ্মবিদ্যাংসো দেবীং দিব্যগুণাবিতাম্ ।
 পরস্ত পরমাং শক্তিং ভবস্ত পরমাস্বনঃ ॥ ৭

চতুর্দশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন,—অনন্তর মহাদেব ঈশ্বর
 সুপ্রীত হইয়া, মহাজলদেব তার নাকশালী
 মধুর, গন্তীর, বিশদ, প্রসবর্ণময়, প্রতিভা-অর্থ-
 যুক্ত, রাজলক্ষণাবৃত, অশেষ-বিবরারন্তের রক্তা
 ও বিলয়ে দক্ষ, মনোহরতর, উদার ও মধুর-
 স্মিতপূর্ণ বাক্য দ্বারা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে
 বৎস মহাত্মগ ব্রহ্মন্! তুমি আমার পুত্র;
 আমি তোমার বাক্যের সমুদয় পৌরব জ্ঞাত
 আছি; তুমি এক্ষণে প্রজাদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত
 তপস্তা করিতেছ। তোমার এই তপস্তায়
 আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার অভিলষিত
 বর দান করিব। পরমোদার দেবশ্রেষ্ঠ মহা-
 দেব, এই স্বাক্ষরিক মধুর বাক্য বলিয়া, আপ-
 নার শরীরের অংশ হইতে একটা দেবী
 ব্রহ্মস করিলেন। যে দিব্যতপ-পালিনী দেবী
 ব্রহ্মবিশ্বকর্মা, দেবশ্রেষ্ঠ পিতামহ, মহাজলদেব
 পরম শক্তি, পরমা শক্তি, পরমাস্বন, পরমাস্বন

বস্তা ন খলু বিদ্যতে জন্ম-মৃত্যু-জরাগতঃ ।
 বা ভবানী ভবতাক্ষাং সমাবিরভবৎ কিল ॥ ৮
 বস্তা বাচো নিবর্ততে মনসা চেত্ৰিঃসৈঃ সহ ।
 সা তুর্ভূতপুৰো ভাগ্যজ্ঞাতোব সমদৃশত ॥ ৯
 বা সা জগদ্বিনং কুংসং মহিমা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ।
 শরীরিণী সা দেবী বিচিত্রা সমলক্ষিতা ॥ ১০
 সর্কসং জগদ্বিনং বৈবা সংমোহয়তি মায়ায়া ।
 ঈশ্বর্যং সৈব জাতাত্মজাতা পরমার্থতঃ ॥ ১১
 ন বস্তাঃ পরমো ভাবঃ সুরাণামপি গোচরঃ ।
 বিবাহরোহরা চৈব বিভক্তা তুর্ভূতভূতঃ ॥ ১২
 ত্যং হৃষ্টা পরমেশানীং সর্কলোকমহেশ্বরীম্ ।
 সর্কজাং সর্কপাং হৃষ্টাং সদস্যক্তির্জিতাম্ ॥
 পরয়া নিখিলং ভাসা ভাসবন্তীমিদং জগৎ ।
 প্রণিগতা মহাদেবীং প্রার্থয়ামাস বৈ বিরাজে ॥ ১৪
 ব্রহ্মোবাচ ।

দেবি দেবেন সৃষ্টোহহমাদৌ সর্কজগদ্ব্যয়ি ।

দেবীর জন্ম, মৃত্যু বা জরাদি নাই; যিনি
 ভবানী ও ভবের অঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া-
 ছেন এবং বাহার মহিমা কীৰ্ত্তন করিতে অপা-
 রক হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বাক্য নিবৃত্ত
 হয়; সেই দেবী যেন মহাদেবের শরীর হইতে
 উৎপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। যে
 দেবী আপনার মহিমা দ্বারা এই সমুদয় জগৎ
 ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, সেই বিচিত্রা দেবী
 শরীরিণীর ভাৱ লক্ষিত হইয়াছিলেন। যে
 দেবী আপনার মায়ায় সমুদয় জগৎ বিমোহিত
 করেন, বস্তা: জন্ম-মৃত্যু, সেই দেবী মহাদেবের
 অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বাহার
 পরমভাব দেবতাদিগেরও গোচর নহে এবং
 কিল সমুদয় অমরের ঈশ্বরী, তিনি আপনার
 বাসী মহাদেবের অঙ্গ হইতে বিভক্ত হইয়া-
 ছিলেন। সেই সর্কলোক-মহেশ্বরী, সর্কজা
 সর্কপা, হৃষ্টা, সদস্যক্তিহীনা এবং আপনার
 সমুদয় শরীরপ্রভায় সমুদয় জগদ্ব্যয়িনী
 পরমেশানী দেবীকে দেখিয়া, ভ্রম: প্রণামপূর্বক
 প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৮-১৪। ব্রহ্মা বলি-
 লেন—এই সর্কজগৎই দেবি। আমি সর্ক-

প্রজাসর্গে নিবৃত্তস্ত সৃজামি সকলং জগৎ ॥ ১৫
 মনসা নিশ্চিন্তা: সর্কসে দেবি দেবাদয়ো যয়া ।
 ন বুদ্ধিমুপগচ্ছন্তি সৃজ্যমানা: পুনঃপুনঃ ॥ ১৬
 মিথুনপ্রভবামেব কৃত্বা সৃষ্টিমতঃ পরম্ ।
 সংবর্ত্তয়িতুমিচ্ছামি সর্কস্যা এব মম প্রজা: ॥
 ন নির্গতং পুরা তুভ্যে নারীণাং কুলমব্যয়ম্ ।
 তেন নারীকুলং স্রষ্টুং শক্তির্মম ন বিদ্যতে ।
 সর্কসামেব শক্তীনাং তুভ্য: খলু সমুদ্ভব: ।
 তন্মাং সর্কত্র সর্কেষাং সর্কশক্তিপ্রদায়িনি ।
 ত্বামেব বরদামন্য প্রার্থয়ামি সুরেশ্বরীম্ ।
 চরাচরবিরুদ্ধার্থমংশেনৈকেন সর্কসে ॥ ২
 দক্ষস্ত মম পুত্রস্ত পুত্রী ভব ভবাদিনি ।
 এবং সা বাচিতা দেবী ব্রহ্মণা ব্রহ্মযোনি
 শক্তিমেকাং জীবোর্মধ্যাং সমজ্জাত্যসমপ্রা
 তামাহ প্রহসনং ব্রহ্মা দেবদেববরে: হর:
 ব্রহ্মাণং উপসারাদ্য কুরু তস্ত বধেপিতম্ ।

দেব কর্তৃক প্রথমে সৃষ্ট হইয়া প্রজাসৃষ্টি
 নিবৃত্ত হইয়াছি এবং জগতের সৃষ্টি
 তোছি। হে দেবি! আমি প্রথমে য
 যে সকল দেবাদিকে উৎপাদিত
 তাহারা বারংবার সৃষ্ট হইয়াও বুদ্ধি
 হইতেছে না। এই নিমিত্ত আমি
 মৈথুনজন্ত সৃষ্টি দ্বারা সমুদয় প্রজা-বুদ্ধি
 অভিনাবী হইয়াছি। ইতঃপূর্বে
 হইতে অক্ষয় নারীকুল উৎপন্ন হয় ন
 নিমিত্ত আমারও নারীকুল সৃজন করি
 নাই। আপনা হইতেই সমুদয় শক্তি
 হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত হে সর্কসে!
 সকলের সর্কবিধ শক্তিদায়িনি তুরো
 দাত্তি! আপনার নিকট এই প্রার্থ
 তোছি যে, চরাচরের বুদ্ধির নিমিত্ত
 দ্বারা আমার পুত্র দক্ষের কন্যাকে
 করুন। বেদবস্তা ব্রহ্মা কর্তৃক
 বাচিত হইয়া সেই দেবী আপনার জ
 আশ্রিত্য প্রজাশালিনী একটি শক্তি
 করিলেন। দেবদেব মহাদেব তাঁহার
 হানিতে হানিতে বলিলেন,—ওগো

ঃ পরমেশ্বর শিরসা প্রতিগৃহ্য সা ॥ ২৩

বচনাদেবী দক্ষস্ত হুহিতাভবৎ ।

তুলাং শক্তিং ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপিণী ॥ ২৪

দেহং দেবস্ত দেবশাস্ত্রধীয়ত ।

তি লোকেহস্মিন্ স্ত্রিয়া ভোগঃ প্রতিষ্ঠিতঃ

ইচ্ছ বিপ্রেক্ষ। মৈথুনেন প্রবর্ততে ।

কর্মমাখ্যাতং দেব্যাঃ শক্তিসমুদ্ভবম্ ॥ ২৫

করং শ্রাব্যং ভূতসর্গানুসঙ্গতঃ ।

কীর্তয়ন্তিত্যং দেব্যাঃ শক্তিসমুদ্ভবম্ ।

কর্মবাপ্রোতি পুলাংচ লভতে শুভান ॥

ত্রিশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহি-

ত্যাং পূর্বভাগে সৃষ্টিরূপণং নাম

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪

করিয়া তাহার অভিলষিত সম্পাদন

ই দেবী মহাদেবের সেই আজ্ঞা

ত্বে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার বচনানু-

স্বর কহা হইলেন । অনন্তর ব্রহ্ম-

বী আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাকে অতুল-শক্তি

মহাদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন ;

অসৃষ্ট হইলেন । সেই অবধি

র হ্রীসঙ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং

স্রগপ। মৈথুন দ্বারা প্রজাসৃষ্টিরও

ন। দেবী আদ্যাশক্তি হইতে

ত্বর উৎপত্তি হইয়াছে, ভূতসৃষ্টি

। আমি তোমাদিগের নিকট কীর্তন

এই কথা অতি পবিত্র, মধুর এবং

। যে প্রত্যহ দেবীর এই শত্যা-

গীর্জন করে, সে সমুদয় অতীপ্সত

কং সংপূত্র লাভ করে । ১৫—২৭ ।

দ্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুর্বাচ ।

এবং লক্ষ্য পরাং শক্তিমৌশ্বাদেব শাস্ত্রতীম্ ।

মৈথুনপ্রভবাং সৃষ্টিং কর্তৃকামঃ প্রজাপতিঃ ॥ ১

স্বয়মপার্কতো নারী চার্কেন পুরুষোহভবৎ ।

বার্কেন নারী সা তন্ম্যাচ্ছত্ররূপা ব্যজায়ত ॥ ২

বিরাজমসৃজদ্বন্দ্বা সোহর্কেন পুরুষো বিরাহি ।

স বৈ স্বায়ত্ত্ববঃ পূর্বেং পুরুষো মনুরূচ্যতে ॥ ৩

সা দেবী শতরূপা তু তপঃ কৃৎস্না সূহৃচ্চরম্ ।

ভর্তারং দীপ্তবশসং মনুমেবাত্যপদ্যত ॥ ৪

তন্ম্যাং তু শতরূপা সা পুত্রধরমসৃজত ।

প্রিয়ব্রতোস্তানপাদৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ ॥ ৫

কন্তে ধে চ মহাতাপে বাস্ত্যাং জাতাঙ্ঘ্রিমাঃ প্রজাঃ

আকৃতিরেকা বিজেরা প্রসৃতিরপরা স্মৃতা ॥ ৬

স্বায়ত্ত্ববঃ প্রসৃতিস্ত দদৌ দক্ষায় তাং প্রভুঃ ।

রুচৈঃ প্রজাপতেচৈব আকৃ তং প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৭

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন,—ঈশ্বর মহাদেব হইতে এইরূপ নিত্য ও শ্রেষ্ঠ শক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মা মৈথুনপ্রভবা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন । তিনি স্বয়ং আপনার এক অর্ধে নারী, অপর অর্ধে পুরুষ হইলেন, তাহার যে অর্ধে নারী হইয়াছিল, তাহার নাম শতরূপা । ব্রহ্মা অপর অর্ধে যে বিরাহ পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই বিরাহ পুরুষ পূর্বকালে স্বায়ত্ত্বব মনু নামে অভিহিত হন । সেই দেবী শতরূপা অভিহুঃসাধ্য তপস্তা করিয়া দীপ্তবশা মনুকেই ভর্তৃরূপে গ্রাপ্ত হন । শতরূপা মনুর ঔরসে দুই পুত্র এসব করেন ; তাহার একটীর নাম প্রিয়ব্রত, অপরটির নাম উস্তানপদ । উক্ত দুই পুত্রও পুত্রবান হইয়াছিলেন । দক্ষতীর ঐ দুই পুত্র জিহ দুইটা কহা হইয়াছিল, বাস্ত্যা এই সমুদয় প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন । অপর মতে একটা কহা নাম আকৃতি, অপরটির নাম প্রজাপতি ।

আকৃত্যং বিধুনা জজ্ঞে মানসস্ত কুচে: শুভম্ ।
বজ্রং দক্ষিণাং তেব বাত্যাং সংযজিতং জনং ॥
বাক্তবহুভাষ্যে প্রহৃত্যাং লোকমাতর: ।
চত্বো বিংশতি কৃত্যং দক্ষস্বজনয়ং প্রভু: ॥২
অহা লক্ষ্মীতি: পুষ্টিভূতির্মোখা ত্রিরা তথা ।
বুদ্ধির্মহা বপু:শান্তি: সিদ্ধি: কীর্তিশ্রয়োদয়ী ॥১০
পশ্যৎ প্রতিজগাহ ধর্মো দাক্ষায়ণী: প্রভু: ।
তাত্য: শিষ্টা ববীরস্ত একাদশ স্থলোচনা: ॥ ১১
খ্যাতি সত্যং সন্ততি: স্মৃতি: প্রীতি: কমা তথা ।
সমৃতিচানুহয়া চ উর্জা স্বাহা স্বধা তথা ॥ ১২
ভুত্ব সর্গো মরীচিচ অদ্বিরা পূনহ: ক্রতু: ।
পুণ্ড্রোত্রির্বিংশতি পাবক: পিতরস্তথা ॥ ১৩
খ্যাতিয়া কণ্ঠ: কচ্চা মুনয়ো মুনিসন্তমা: ।
কামাখ্যাস্ত বশোহস্তা বে তে ত্রয়োদশ স্থনব: ॥১৪
বরস্ত অজিরে তানু প্রজাদ্যানু সুখোত্তরা: ।
হুখোত্তরাং হিংসারামবর্ষস্ত চ সন্ততো ॥ ১৫

দান করিলেন এবং কুচি নামক প্রজাপতির
সহিত আকৃতির বিবাহ দিলেন। ত্রক্ষার
মানসপুত্র কুচির ঔরসে এবং আকৃতির গর্ভে
একটী বিধুন (স্ত্রী ও পুরুষ) উৎপন্ন হইল।
পুরুষের নাম বজ্র এবং স্ত্রীর নাম দক্ষিণ;
তাহারা এই অঙ্গদের বর্জন করিলেন। প্রত্যব-
শালী বজ্র, বাক্তবহুভাষ্য প্রহৃতির গর্ভে,
চতুর্বিংশতি লোকমাতা উৎপাদন করিয়া-
ছিলেন। তাহার মধ্যে ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, গুতি, পুষ্টি,
ভুত্ব, মোখা, ত্রিরা, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু:, শান্তি,
সিদ্ধি এবং কীর্তি এই ডেরটী দক্ষকর্তাকে,
প্রজাপালী বর্ষ, পতীর জন্ত গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। অবশিষ্ট একাদশ কবীরসী স্থলোচনা
কর্তার নাম,—খ্যাতি, সত্য, সন্ততি, স্মৃতি,
প্রীতি, কমা, সমৃতি, অনুহয়া, উর্জা, স্বাহা ও
স্বধা। ইহাদিগকে কথাক্রমে ভুত, মহাদেব,
মরীচি, অদ্বিরা, পূনহ, ক্রতু, পুণ্ড্রা, অত্রি,
বর্জি, অবি এবং শিষ্টার আগল আগল পরীর
রূপে গ্রহণ করিলেন। কাম হইতে বন পর্বত
জন্মলাভ পুণ্ড্রোত্রির্বিংশতি ত্রয়োদশ পরিত
কামাখ্যাস্ত বশোহস্তা ইত্যদেব নামক

নিরুত্যানর উৎপন্ন: পুত্রাশাধর্মলক্ষণাঃ ।
নৈবাং ভাষ্যাশ্চ পুত্রা বা সর্গে হনিয়মা: স
স এষ ভামস: সর্গো জজ্ঞেহধর্মনিয়ামক:
যা সা দক্ষস্ত হুহিতা ক্রদস্ত দয়িতা সতী ॥
ভর্তৃনিন্দাশ্রমজেন ত্যক্তা দাক্ষায়ণীঃ তনু
দক্ষক দক্ষভাষ্যাক বিনিন্দ্য সহ বদ্ধতি: ॥
সা মেনাগ্রামাবিরভূৎ পুল্লী হিমবতো গিরে
ক্রদস্ত তাং সতীং দৃষ্ট্বা ক্রদাংস্তাশ্রমপ্রত
বধাস্থজদসংখ্যাতাংস্তথা কথিতমেব চ ।
ভূগো: খ্যাতিয়া সমুৎপন্ন লক্ষ্মীর্নারায়ণপ্র
দেবো ধাতু-বিধাতারো মনস্তরবিচারিণো ।
অমোর্বৈ পুত্রপৌত্রাদ্যা: শতশোহংগ সহস্র
স্বাস্তৃবেহস্তরেহতীতা: সর্গে তে ভার্গবা:

দায়ী হইয়াছিল এবং হিংসার গর্ভে অধা
পুত্র হইয়াছিল, তাহারা অতি দুঃখদায়ী
ছিল। ১—১৫। অধর্মের পুত্রগণ নিরুতি
খ্যাতি হইয়াছিল এবং সকলে অধর্ম লক্ষ
হইয়াছিল। তাহাদের ভাষ্যা বা পুত্র হ
তাহারা সকলে নিয়মশূন্য হইয়াছিল। এই
নাম ভামস সর্গ; অধর্ম উহার অধি
পূর্বে যে দক্ষের কণ্ঠা এবং মহা
পত্নী সতীর কথা বলা হইয়াছে, এ
ভর্তৃনিন্দা শ্রবণ করিয়া, দক্ষোৎপাদিত
শরীর পরিত্যাপপূর্বক বন্ধুজনের সহি
এবং দক্ষ-ভাষ্যাকে নিন্দা করিয়া, হি
গৃহে মেনার গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ
ছিলেন। ক্রদ, সেই সতীকে দেখিয়া
তুল্য প্রত্যশালী অসংখ্যাত ক্রদ্রূপে
স্বজন করিয়াছেন, তাহা তোমাদিগে
কথিত হইয়াছে। খ্যাতির গর্ভে ভূ
নারায়ণের প্রিয় লক্ষ্মী এবং মনস্ত
বিচরণশীল ধাতা ও বিধাতা নামে
উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ দুইজন
শত সহস্র পুত্র পৌত্রাদি হইয়াছিল।
লক্ষ্যে বাক্তব বহুভাষ্য উৎপন্ন হইয়া
সকলেই ভার্গব (ভূতবংশীয়)।

বারবীরসংহিতা ।

রূপি সন্ততিঃ পৌৰ্ণমাসমহত্ত্বং ॥ ২২
 তুষ্টিরকৈব মহীয়াংসন্তদবরাঃ ।
 বংশে সমুৎপন্নো বহুপুত্রঃ স কাশ্যপঃ ॥ ২৩
 ঋত্বিরসঃ পত্নী জনয়ামাস বৈ সূতো ।
 শরভকৈব তথা কশ্যাপতুষ্টিয়ম্ ॥ ২৪
 পুত্রপৌত্রাশ্চ যেন্তীতান্তে সহস্রশঃ ।
 পুন্সত্যভাৰ্য্যায়ান্ দত্তোহগ্নিরভবৎ সূতঃ ॥
 ঋনি যোগন্ত্যঃ সূতঃ স্বায়ত্ত্ববেহত্তরে ।
 ত্রীয়া বহবঃ পৌলস্ত্যা ইতি বিক্রতাঃ ॥ ২৬
 সুষুবে পুত্রান্ পুন্সহস্ত প্রজাপতেঃ ।
 অরীয়শ্চ সহিসুশ্চেতি তে ত্রয়ঃ ॥ ২৭
 বর্জসঃ সর্কৈ এষাং বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
 ক্রতুসমান্ পুত্রান্ সন্ততিঃ সুষুবে সূতান্
 ঋণ্যশ্চ পুত্রাশ্চ সর্কৈ তে হ্যর্জরেতসঃ ।

১। মরীচির পত্নী সন্ততি, পৌৰ্ণমাস
 প্রসব করেন, আর চারিটা কশ্যাপ
 রিয়াছিলেন। ঐ পুত্র ও কশ্যাপ বংশ
 ত হইয়াছিল। তাঁহাদের বংশেই সেই
 কাশ্যপ ঋষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন।
 পত্নী স্মৃতি দুইটা পুত্র উৎপাদন
 হন, তন্মধ্যে একজনের নাম আরীষ্ট,
 নাম শরভ; এতদ্বির আর চারিটা
 ইয়াছিল। ইহাদের সহস্র সহস্র
 পুত্র অতীত হইয়াছিল। পুন্সত্যের
 ত্রি গর্ভে দত্ত নামে অগ্নি উৎপন্ন
 হন, পূর্বজন্মে ইনি অগস্ত্য নামে
 ইয়াছিলেন। স্বায়ত্ত্বব মহত্তরে তাঁহার
 ঋত্বি সন্ততিগণ পৌলস্ত্য নামে
 ইয়াছিল। কশ্যাপ, পুন্সহ নামক
 ঋত্বি দুইটা পুত্র উৎপাদন
 তাহাদের নাম কর্জম, অরীয় এবং
 ইহারা সকলে ত্রেতাযুগে তেজ-
 ইহাদের সকলেরই বংশ প্রতিষ্ঠিত
 । সম্রাট, ক্রতুর ঋত্বি ক্রতুতুল্য
 উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহাদের
 পুত্র কিছুই ছিল না। তাঁহারা
 ইহারা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের

বহুতানি সহস্রানি বালধিন্য ইতি সূতাঃ ॥ ২২
 অনুরূপাশ্চৈতৈ বাস্তি পরিবার্য্য ঋত্বিরম্ ।
 অত্রৈর্ভাৰ্য্যায়ান্ চ পকাত্রেয়ান্ ৩০
 কশ্যাপক ঋত্বিঃ নাম মাতা শম্পদস্ত বা ।
 সত্যনেত্রশ্চ হব্যশ্চ আপোমূর্তিঃ শনৈশ্চ ৩১
 সোমশ্চ পকমজ্জ্বতে পকাত্রেয়াঃ একীভূতাঃ ।
 তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ আত্রেয়াণাং মহাস্রবাঃ
 স্বায়ত্ত্ববেহত্তরেহতীতাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ।
 উর্জায়ান্ত বশিষ্ঠস্ত পুত্রা বৈ সপ্ত অভিরে ৩২
 অরীয়শ্চ সস্মা তেষাং পুণ্ডরীকা সূমধ্যমা ।
 রজো গালোর্জবাহু চ সর্বনশাননশ্চ বঃ ৩৩
 সূতপাঃ শুক্রে ইত্যেতে সপ্ত সপ্তর্ষয়ঃ সূতাঃ ।
 গোত্রাণি নামভিহেবাং বশিষ্ঠানাং মহাস্রবাম্ ৩৪
 স্বায়ত্ত্ববেহত্তরেহতীতে শর্করানি শতানি চ ৩৫
 ইত্যেব ঋষিসর্গস্ত সাত্ত্বিকঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ৩৬
 সমাসাধিস্তরাধিকুমশকোহয়মিতি বিজাঃ ।

সংখ্যা ষাট হাজার এবং তাঁহারা বালধিন্য নামে
 খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বর্ঘ্য-সায়বি
 অনুরূপ সহিত স্বর্ঘ্যকে বেষ্টন করিয়া অগ্নি
 অগ্নি গমন করেন। অত্রির ভাৰ্য্যা অনুহুয়া
 অত্রির ঋত্বি পাঁচ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন।
 ১৬—৩০। তাঁহার ঋত্বি নামে এক কশ্যাপ
 উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ঋত্বি শম্পদের মাতা
 ছিলেন। অত্রির পাঁচ পুত্রের নাম—সত্যনেত্র,
 হব্য, আপোমূর্তি, শনৈশ্চ এবং সোম। এই
 পাঁচজন আত্রেয় নামে অভিহিত হন। স্বায়ত্ত্বব
 মহত্তরে সেই মহাস্রা আত্রেয়দিগের শত সহস্র
 পুত্র এবং পৌত্র অতীত হইয়াছিল। উর্জায়
 গর্ভে বশিষ্ঠের সাতটা পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল
 এবং সূমধ্যমা পুণ্ডরীকা তাহাদের স্ত্রী
 ভগিনী ছিলেন। রজঃ, গাত্র, উর্জবাহু, সর্বন,
 অনর, সূতপা এবং শুক্রে এই সাতজন
 ইহারা সপ্তর্ষি নামে বিখ্যাত। মহাস্রা বশিষ্ঠ
 পুত্রদিগের নাম ঋত্বি। স্বায়ত্ত্বব মহত্তরে
 কত শত শর্করান্যক সোম (কর)
 বিখ্যাত হইয়াছিল। যে বিজাঃ
 সংক্ষেপে বা অতি বিজ্ঞান

যোহসৌ কৃত্যাক্ষকো বহিঃস্বপ্নো মানসঃ স্মৃতঃ ।
 বাহ্য ততঃ পিতৃপুত্রো পুত্রোহন্যন্যমিত্যেভ্যমঃ ।
 পাবকঃ পবমানঃ তচিরিত্যেব তে ত্রয়ঃ ॥ ৩৬
 নির্বাহ্যঃ পবমানঃ ত্রায়েহাতঃ পাবকঃ স্মৃতঃ ।
 সূর্যে উপতি বচাসৌ শুচিঃ সৌর উদাহৃতঃ ॥ ৩৭
 হব্যবাহঃ কব্যবাহঃ সহরক্ষা ইতি ত্রয়ঃ ।
 ত্রয়াণ্যং ত্রয়শঃ পুত্রা দৈবপিতৃপুত্রাশ্চ তে ॥ ৪০
 এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ চত্বারিংশদৈব তে ।
 কাম্যনৈমিত্তিকাজপ্রকল্পসু ত্রিষু সংস্থিতাঃ ॥ ৪১
 সূর্যে উপতিনো জেয়াঃ সূর্যে ব্রততৃত্বত্বা ।
 সূর্যে কৃত্যাক্ষকটৈশ্চ সূর্যে কৃত্যপরাশ্রয়ঃ ॥ ৪২
 ত্রয়াণ্যমিষু বক্তব্যং ত্রায়েন কেনচিত্ ।
 তৎ সূর্যে কৃত্যমুদিত্ত নত্বং ত্রায়াত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩
 ইত্যেবং নিশ্চয়ঃ পুত্রানামমুত্রাভ্যো বধ্যতবৎ ।
 নাতিবিস্তরতো বিপ্রাঃ পিতৃন বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥

বলিয়া আমি এই প্রপঞ্চ কবিসংগের কৌতুক
 করিলাম। পূর্বে যে ত্রস্তার মানসপুত্র কৃত্য
 নামক বহিঃস্বপ্ন উক্ত হইয়াছে, তাঁহার
 ত্রায়া ত্রিগুণী অমিত্যেভ্যো পুত্র লাভ
 করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম পাবক, পবমান
 এবং শুচি। অরুণি জন্ত অরুণি নাম পাবমান,
 বৈদ্যুতি অরুণি নাম পাবক এবং সূর্য্য তাপদান
 করিলে যে অরুণি কৃত্য হয়, সেই সৌর অরুণি
 নাম শুচি। পূর্কোক্ত তিন জনের বধ্যত্রেমে
 হব্যবাহ, কব্যবাহ এবং সহরক্ষা, এই তিনটি
 পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; ইহারা আবার বধ্য-
 ত্রেমে দৈব, পিতৃ এবং আহুত বলিয়া বিখ্যাত।
 ৩১—৪০। ইহাদের পুত্র এবং পৌত্রের সংখ্যা
 একোনিশক। ইহারা সকলেই কাম্য, নৈমি-
 ত্তিক এবং নিজ, এই তিন প্রকার কর্ত্তব্য প্রয়ো-
 জনীয়। ইহারা সকলেই উপনী, সকলেই ব্রত-
 করী এবং সকলেই কৃত্যবরণ ও কৃত্যপরাশ্রয়।
 অতএব যে কোন ব্যক্তি যে কিছু বক্ত অমিষু
 কর্ত্তব্য করেন, সে সকল যে কৃত্যের উদ্দেশে
 নত্ব হয়, সেই কৃত্যের কোন ক্ষতি নাই। অরু-
 নি পুত্র এই কৃত্যের নিশ্চয়কর হইল। অত-
 এতঃ পুত্র সকলের পিতৃপুত্র নামক হইল।

ত্রয়শঃ পিতৃপুত্রাঃ স্মৃতো জজ্ঞিরে জ
 মধ্যমঃ বড়কৃত্বঃ স্থান পিতৃন পরিচক্য
 বধ্যাং বড়কৃত্ববন্তেবাং স্থানং স্থানভিমানি
 কৃত্বঃ পিতৃপুত্রাদিত্যেবা বৈদিকী কৃতি
 বধ্যাকৃত্ব সূর্যে হি জায়ন্তে স্থান-জন্মাঃ।
 ত্রয়াদেতেহপি পিতৃন আর্জবা ইতি চ কৃত্য
 এবং পিতৃণামেতেষামুত্থানাভিমানিনাম্।
 কৃত্যমাত্তবৎক পিতৃক প্রকৌত্তিতম্ ॥ ৪১
 মধ্যমঃ সূর্যে পিতৃপুত্রভিমানিনঃ।
 আর্জবঃ মহাত্মানস্তিষ্ঠতীহাব্রতম্য
 অগ্নিবাভা বর্হিষদঃ পিতৃনো দ্বিবিধঃ স্মৃত
 অবজ্ঞানঃ বধ্যানঃ ত্রয়াং তে গৃহমধি
 স্থানত পিতৃভ্যশ্চ দে কৃত্য লোকবিত্ত
 মেলাক ধরনীকৈব বাভ্যাং বিধিমিত্ত
 অগ্নিবাভাসুতা যেনা ধরনী বর্হিষঃ স্মৃত।

ত্রয়া সকলের পিতা, এই নিমিত্ত
 স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ও
 ইহাতে বসন্ত প্রভতি ছয় কৃত্য উৎপন্ন
 ছিল; তাহাদিগকে পিতৃ বলিয়া
 করে। যেহেতু স্থানভিমানী পিতৃ
 কৃত্য আশ্রয়, এই নিমিত্ত পুত্রদিগকে
 বিখ্যাত করা হয় বৈদিক কৃতি
 প্রমাণ। যেহেতু কৃত্যতে সমুদয়
 জন্ম উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত যে
 পণ্ডকে 'পিতৃপণ' বলিয়া নির্দেশ কর।
 এইরূপে কৃত্যকালভিমানী পিতৃ
 আর্জব এবং পিতৃ পরিচকিত
 সেই অভিমানী মহাত্মা পিতৃপণ সম
 ঐক্য লাভ করিয়া আকাশ-সা
 অবস্থান করেন। পিতৃপণ দ্বি
 অগ্নিবাভা, দ্বিতীয় বর্হিষদ; তাঁহার
 অবজ্ঞা ও বধ্য নামে খ্যাত। তাঁহার
 গৃহমধি। পিতৃপণের ওরূপে
 বিজ্ঞত হইল কৃত্য প্রদত্ত করে
 নাম মেলা, অপরটীর নাম ধরনী;
 আসে এই সমুদয় বিধ ধরনী
 মেলা, অগ্নিবাভাদিগের কৃত্য

হিমবতঃ পত্নী মৈনাকং ক্রৌঞ্চমেব চ ॥ ৫২ ॥
 গঙ্গাকং সুমবে ভবাক্সাগ্লেষপাবনীম্ ।
 ধরনী পত্নী দিব্যোষধিসমম্বিতম্ ॥ ৫৩ ॥
 সুমবে পুত্রং চিত্রসুন্দরকন্দরম্ ।
 মন্দরঃ শ্রীমান্ মেরুপুত্রস্তপোবলাং ॥ ৫৪ ॥
 ত্রীকর্ণনাথস্ত শিবস্তাবাসতাং গতঃ ।
 ধরনী ভূয়ন্তিস্রঃ কণ্ঠাশ্চ বিক্রতাঃ ॥ ৫৫ ॥
 নিয়তিকৈব তৃতীয়ামপি চায়তিম্ ।
 নিয়তিশ্চৈব পত্নী যো ডুপুত্রয়োঃ ॥ ৫৬ ॥
 হস্তরে পূর্বে কথিতস্ত তদধরঃ ।
 নাগরাধেলা কণ্ঠামেকামনিন্দিতাম্ ॥ ৫৭ ॥
 নাম সামুদ্রীং পত্নীং প্রাচীনবর্হিষঃ ।
 সুমবে পুত্রান্ দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥ ৫৮ ॥
 চেতসা নাম ধনুর্কৈদস্ত পারগাঃ ।
 যযুবে দক্ষঃ পুত্রতমগমং পুরা ॥ ৫৯ ॥
 শাপেন চান্দ্রমস্তাস্তরে মনোঃ ।

কথা । হিমালয় পর্বতের পত্নী
 নাক ও ক্রৌঞ্চপর্বত এবং মহাদেবের
 নপাবনী গৌরী ও গঙ্গাকে প্রসব
 লন । সুমেরু পর্বতের পত্নী ধরনী,
 সমবিত এবং বিচিত্র-সুন্দর কন্দর-
 র পর্বতকে প্রসব করিয়াছিলেন ।
 রুব পুত্র শ্রীমান্ মন্দর পর্বত তপা-
 ১২ ত্রীকর্ণনাথ মহাদেবের আবাসত
 রাছিলেন । ঐ ধরনী পুনর্বার আর
 ঠা প্রসব করিয়াছিলেন । ৪১—৫৫ ।
 নাম বেলা, নিয়তি এবং আয়তি ।
 ১৯ নিয়তি ইহারা দুই জন পূর্বে
 হস্তরে ডুপুত্রদ্বয়ের পত্নী হইয়া
 ন, তাঁহাদের বংশ কীর্তন করিয়াছি ।
 র ওরসে আপনার সর্ব, প্রাচীন-
 ১০ সামুদ্রী নামী কণ্ঠাকে প্রসব
 ১১ সামুদ্রী, প্রাচীনবর্হিষের ওরসে
 প্রসব করেন । তাঁহারা সকলে
 যে বিপাত এবং ধনুর্কৈদে পারগ ।
 ১২ যের দক্ষ, পূর্বে মহাদেবের শাপে
 ১৩ হস্তরে ইহাদের পুত্র হইয়া

ইত্যেতে ব্রহ্মপুত্রাণাং ধর্মাদীনাং মহাস্থনাম্ ॥ ৬০ ॥
 নাতিসংক্ষেপতো বিপ্রা নাতিবিহ্বলতঃ ক্রমাং ।
 বর্হিতা বৈ ময়া বংশা দিব্যদেবগণাধিতাঃ ॥ ৬১ ॥
 ক্রিয়াবন্তঃ প্রজাবন্তো মহাক্রিতিয়নকৃতাঃ ।
 প্রজানাং সন্নিবেশোহয়ং প্রজাপতিসমুদ্ভবঃ ॥ ৬২ ॥
 ন হি শকাঃ প্রসংখ্যাতুং বর্ষকোটিশতৈরপি ।
 রাজ্যামপি চ যো বংশো যিধা সোহপি প্রবর্ততে
 সূর্যবংশঃ সোমবংশ ইতি পুণ্যতমঃ ক্রিতৌ ।
 ইক্ষাকুরস্রীবশ্চ যযাতির্নহবানয়ঃ ॥ ৬৩ ॥
 পুণ্যলোকাঃ ক্ষতা বেহত্বে তেহপি তৎসংশস্তবাঃ ।
 অস্তে চ রাজস্বয়ো নানাধীর্ষ্যপরাক্রমাঃ ॥ ৬৪ ॥
 ক্রিতৈঃ ফলমমুক্তোত্তরকৃতপূর্কৈঃ পুরাতনৈঃ ।
 ক্রিক্ষেবরকথা বস্তা যত্র তত্রাস্তকীর্তনম্ ॥ ৬৫ ॥
 ন সন্তিঃ সম্যতং মত্বা নোহসহে বহু ভাবিতুম্ ।
 প্রসঙ্গানাগরশ্চৈব প্রভাবদ্যোতনাদপি ।

হইয়াছিলেন । আমি, ব্রহ্মার পুত্র ধর্মাদির
 এই সকল দিব্য এবং দেবগণাধিত বংশ অনতি-
 সংক্ষেপে এবং অনতি বিস্তারে কীর্তন করি-
 লাম । ইহারা সকলে ক্রিয়াবান, প্রজাবান
 এবং মহাসমৃদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত । প্রজাপতি
 হইতে সমুৎপন্ন এই প্রজাদিগের সন্নিবেশ
 কোটিশত বর্ষও গণনা করা যায় না । পৃথি-
 বীতে রাজাদিগের পবিত্র বংশও দুই একর
 প্রবর্তিত হইয়াছে ;—একটীর নাম চন্দ্রবংশ
 এবং অপরের নাম সূর্যবংশ । ইক্ষাকু, অহ-
 রীষ, যযাতি এবং নহষ প্রভৃতি যে সকল রাজা
 পুণ্যলোক নামে প্রসিদ্ধ, উহারাও ঐ বংশ
 হইতে উৎপন্ন । আরও অনেক বিবিধ বীর্ষ্য
 ও পরাক্রমশালী রাজবংশ ঐ বংশে অন্তর্গত
 করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের বিবরণ পূর্বে উক্ত
 হইয়াছে । এক্ষণে আর সে পুরাতন কথার
 বখাক্রম কখনে কল কি ? আরও দেখ, ইক-
 ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

সর্গাক্রোহপি কথাস্ত ইত্যন্তং তৎপ্রবিতরৈঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীরসংহিতায়
পূর্বতমো বায়বীরসংহিতায়
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

কথয় উচুঃ ।

দেবী দক্ষস্ত ভনয়্য ত্যক্তা দাক্ষ্যণীং তনুম্ ।
কথং হিমবতঃ পুত্রী মেনারামভবং পুরা ॥ ১
কথক নিমিত্তো রুদ্রো দক্ষেন চ মহাত্মনা ।
নিমিত্তমপি কিং তত্র যেন স্মারিত্তিতো ভবঃ ॥ ২
উৎপন্নঃ কথং দক্ষো অপি শাপাত্তবস্ত তু ।
চান্দ্রবস্ত্রান্তরে পূর্বে মনোঃ প্রক্ৰহি মাক্রত ॥ ৩
বায়ুরবাচ ।

শ্রুত্ব কথয়িষ্যামি দক্ষস্ত লঘুচেতসঃ ।
কৃত্যং পাপাং প্রমাদাচ্চ বিধায়বিদুষণম্ ॥ ৪
পুরা হুয়ামুহাঃ সর্ক্রে সিদ্ধাংচ পরমবরঃ ।

করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি-আদির বিষয় বতটুকুই
কলা আকর্ষক, ততটুকুই বলা উচিত। বিস্তার
বলিবার প্রয়োজন নাই। ৫৬—৬৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

কথিগণ বলিলেন,—দক্ষের কস্তা দেবী
দক্ষ্যণীপাদিত শরীর ত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত
হিমালয়ের পুত্রী হইয়া মেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন? মহাত্মা দক্ষ, কি নিমিত্তই বা
রুদ্রের সিদ্ধা করিয়াছিলেন এবং কি কারণে
কথাসেবই বা নিমিত্ত হইয়াছিলেন? হে মাক্রত!
কথাসেবের শাপে চান্দ্রবস্ত্রের অন্তরে দক্ষই বা
কি কারণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এ সকল
বিষয় আমায় সব কিছু বলুন। যার
কথন—আমায়, আমায় দক্ষের প্রমাদ
কারণে—আমায়, আমায় দক্ষের প্রমাদ

কদাচিত্তইমীশানং হিমবচ্ছিবরং বধুঃ ॥ ৫
তম। দেবস দেবী চ দিব্যাসনগতাকুভোঃ
দর্শনং দক্ষতুস্তেবাং দেবাদীনাং দ্বিজোত্তমাঃ ।
তদানীমেব দক্ষোহপি গতস্তত্র সহামরৈঃ ।
জামাতরং হরং ত্রুষ্ণুং ত্রুষ্ণুকাভ্রমুতাং সতীম্
তদাশ্বনৌরবাদেব দেব্যা দক্ষে সমাপতে ।
দেবাদিত্যো বিশেষণে ন কাচিদভবং স্মৃতি
তস্ত তস্তাঃ পরং ভাবমজ্ঞাতুংচাপি কেবলম্
পুত্রীত্যেবং বিমূঢ়স্ত তস্তাং বৈরমজায়ত ॥ ৬
ততস্তেনৈব বৈরেণ বিধিনা চ প্রচোদিতঃ ।
নাকুহাব ভবং দক্ষে দীক্ষিতস্তামপি দ্বিন্
অজ্ঞান্ জামাতরঃ সর্কানাহুয় স ধাক্রমম্
শতশঃ পুঙ্কলামর্চ্চাং চকার চ পৃথক্ পৃথক্
তথা তান্ সঙ্গতান্ ক্রুতা নারদস্ত মুখাং ত
দ্বৌ রুদ্রাশ্চ রুদ্রাণী বিজ্ঞাপ্য ভবনং পিতৃ

প্রবণ করুন। পূর্বকালে কোন সময়ে
হুয়, অহুয়, সিদ্ধ এবং মহাবিগণ
দেবকে দেবতার নিমিত্ত হিমালয়ের শি
গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর, ৫
গণ। দেব এবং দেবী দিব্য আসনে
হইয়া, সেই দর্শনাধী দেবাদিকে দর্শ
ছিলেন। এই অবসরে দক্ষও অ
সহিত আপনার জামাতা, হর এবং
কস্তা সতীকে দেখিতে সেই স্থা
করিয়াছিল। দেবী পরমাত্ম-স্বরূপিনী,
(তাহার সকলেই সমান) দক্ষ
অস্ত্র দেবতা অপেক্ষা তাহার প্রতি
সম্মান প্রদর্শন তিনি করিলেন
দেবীর প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে না
আমার কস্তা এইরূপ ভাবে।
কস্তার প্রতি বৈরিতাবাপন্ন হইল।
দীক্ষিত হইয়া নিয়তিবশেই, সেই
বিষয়ে শিবকে আহ্বান করিল
অস্ত্র জামাতাদিগকে আহ্বান করি
প্রত্যেককে প্রচুর পূজা করি
রূপী, নারদ-মুখে পিতৃভর
কথন-বাক্য প্রবণ করিয়া।

বারবারগীতিকা ।

হিতঃ দিব্যং বিমানং বিশ্বতোমুখম্ ।
 ১ সুখারোহমতিমাত্রমনোহরম্ ॥ ১৩
 নদপ্রখ্যং চিত্ররত্নপরিষ্কৃতম্ ।
 বিজানাগ্র্যং অগম্যসমলকৃতম্ ॥ ১৪
 ননির্গাহং রত্নস্তম্ভশতাবৃতম্ ।
 ভ্রমোপানং বিক্রমস্তম্ভতোরণম্ ॥ ১৫
 পরিস্ফীর্ণং চিত্ররত্নমহাসনম্ ।
 ক্রিষ্টিদ্রুমক্ৰিদ্মনির্কুটিমম্ ॥ ১৬
 যনোজ্ঞেন মহাবৃষভলক্ষণা ।
 পুরোভাগমলভ্রুণে কেতুনা ॥ ১৭
 কণ্ঠপ্রান্তৈশ্চিত্রবেত্রৈকপাণিভিঃ ।
 ভ্রমহাধারমগ্রধ্বোর্ণগণেশ্বরৈঃ ॥ ১৮
 লগীতাদি-বেণুবীণাবিশারদৈঃ ।
 শতাবৈশ্চ বভূভিঃ স্বীকৃতৈরতম্ ॥ ১৯
 চ মহাদেবি সহ প্রিয়সখীজনেঃ ।
 ন তস্তা বজ্রদণ্ডে মনোহরে ॥ ২০

ত্রা করিলেন। অনন্তর, সমীপানীত
 স্পন্নমনোহর সুখারোহ সর্বত্রগামী
 বীণা আরোহণ করিলেন। বিমানের
 কোণেরে স্থায়, বিচিত্র রত্ন তাহার
 স্পাদন করিতেছে, মুক্তাময় উত্তম
 এবং বিবিধ মাংসে তাহা অলঙ্কৃত।
 নির্গাহ তপ্তকাকন-মনোহর, শত শত
 রাজমান, সোপানাবলী হীরক-
 তোরণ বিক্রমমণি-নির্মিত। সেই
 পপট, বিচিত্র রত্নাসন, হীরকজাল
 দ্রুমমণির কুটিমে বিরাজিত।
 কৃষ্ণ মণিদণ্ড-সম্মিলিত উজ্জ-
 মানের শিরোভাগ শোভিত করি-
 ত্বককুধারী, বেত্রপাণি, দুর্ভাষ
 ৭ বিমানের দ্বারদেশে অধিষ্ঠিত।
 বীণা-বেণু-ভাল-গান-বিশারদ বহু
 ই বিমানে ছিলেন। মহাদেবী
 সহ সজে সেই বিমানে আরোহণ
 হীরক-দণ্ড-সম্পন্ন মনোহর চামর
 হইল রত্নকণ্ঠা দেবীকে ব্যজন
 করিল। তখন সেই চামরবর-

গৃহীত্বা রত্নকণ্ঠে যে বিবীজতরুতে ভুজে ।
 তদা চামরমোর্মধ্যে দেব্যা বদনমাবভৌ ॥ ২১
 অস্ত্রোক্তং যুদ্ধতোর্মধ্যে হংসয়োরিব পঙ্কজম্ ।
 ছত্রং শশিনিভং তস্তাশূড়োপরি সুমালিনী ॥ ২২
 স্তম্ভমুক্তা পরিষ্কিপ্তং বভার প্রেমনির্ভরা ।
 তচ্ছত্রমুজ্জ্বলং দেব্যা রুচ্যে বদনোপরি ॥ ২৩
 উপর্যমৃতভাগুস্ত মণ্ডলং শশিনো বধা ।
 অথ চাগ্রে সমাসীনা স্তম্ভিতাস্তাঃ স্তম্ভাবতী ॥ ২৪
 অক্ষদ্যতবিনোদেন রময়ামাস পার্শ্বভীম্ ।
 সুবর্ণা পাতুকে দেব্যাঃ শুভে রত্নপরিষ্কৃতে ॥ ২৫
 স্তনয়োরন্তরে কুত্বা তদা দেবীমসেবত ।
 অস্ত্রা কাকনচাক্ষুসী দীপ্তং অগ্রাহ ধর্পণম্ ॥ ২৬
 অপরা তালবৃন্তক পরা তাম্বুলপেটিকাম্ ।
 কাচিং ক্রীড়াভকং চাক্র করে চকার ভামিনী ॥
 কাচিং তু স্তম্ভনোজ্ঞানি পুষ্পাণি সুরভীণি চ ।
 কাচিদান্তর্য্যাম্বলং বভার কমলেক্ষণা ॥ ২৮
 কাচিচ্চ পুনরাগেপং সঙ্গম্ননং সস্তাজনম্ ।
 অস্ত্রাচ্চ হৃদয়স্তাস্তা বধা স্তম্ভচিত্তক্রিয়াঃ ॥ ২৯
 আদৃত্যস্তম্ভমহাদেবীমসেবন্ত সমস্ততঃ ।

মধ্যমত দেবী-বদন, পরস্পর যুদ্ধাসক্ত হংস-
 যবের মধ্যস্থিত পঙ্কজের স্থায়, শোভা পাইতে
 লাগিল। প্রেমময়ী সখী সুমালিনী তাঁহার
 শূড়োপরি মুক্তাখচিত সুখান্ত-সম্মিত ছত্র ধারণ
 করিলেন। সেই উজ্জ্বল ছত্র, চক্ষুর উপর
 বর্জুল অমৃতভাগের স্থায়, দেবীর বদনমণ্ডলো-
 পরি শোভিত হইল। স্নিতমুখী সখী স্তম্ভা-
 বতী, অগ্রে বসিয়া অক্ষ-ক্রীড়া দ্বারা পার্শ্বভীর
 সস্তোম সাধন করিতে লাগিলেন। সখী সুবর্ণাঃ
 দেবীর রত্নময় পাতুকবুল স্তনমধ্যে রাখিয়া
 দেবীর সেবা করিতে লাগিলেন। কাকনবর্ণা এক
 সহচরী দীপ্ত ধর্পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।
 ১২—২৬। আর কেহ তালবৃন্ত, কেহ তাম্বুল-
 পেটিকা (ভিবিয়া) এবং কোন সহচরী ক্রীড়া-
 ভকপতী হস্তে করিয়াছিলেন। কোন সখী
 মনোহর সুরভি পুষ্প, কোন কমলেক্ষণা অক্ষ-
 রত্নময় এবং কেহ পুষ্পক, পাতুক, অক্ষ-
 রত্নময় বাল্য করিয়াছিলেন। অক্ষ-
 রত্নময় বাল্য করিয়াছিলেন। অক্ষ-
 রত্নময় বাল্য করিয়াছিলেন।

অতীত তত্ত্বতে তাসামন্তরে পরমেশ্বরী । ৩০
 তারাপরিষদো মধ্যো চত্বলেন্থেব শারদী ।
 ততঃ শম্ভুসমুৎপত্ত নানন্ত সমনতরম্ । ৩১
 প্রোহানিকো মহানাদঃ পটহঃ সমতাত্যত ।
 ততো মধুরবাণ্যানি সহ তালোদ্যতৈঃ স্বনৈঃ ৩২
 অনাহতানি সন্ত্ৰেহঃ কাহলানাং শতানি চ ।
 সামুধানাং গগণানাং মহেশসমতেজসাম্ । ৩৩
 সহস্রাণি শতান্ত্রষ্টৌ তদানীং পুরুতো যযুঃ ।
 তেষাং মধ্যে কুসারুড়ো গজারুড়ো যথা শুভঃ ৩৪
 অগ্নায় গগণঃ শ্রীমান্ সোমেন্দ্রৌ সুরার্চিতঃ ।
 বেক্‌হুভরো নেহুর্দ্রিবি দিব্যমুখস্থনাঃ ৩৫
 ননুভূনয়ঃ সর্কৈ মুমুহঃ সিদ্ধযোগিনঃ ।
 সমুজ্জ্বলঃ পুষ্পরাজিক বিমানোপরি বারিধাঃ ৩৬
 তদা দেবগণৈশ্চাত্তৈঃ পথি সর্কৈ সঙ্গতা ।
 কপাদিব পিতৃর্গেহং প্রবিবেশ মহেশ্বরী ৩৭
 তাং কৃষ্টা কুপিতো দক্ষশ্চাস্তনঃ ক্রয়কারিণাং ।

গণ, স্বধাবোধ্য ভাবে উচিত কর্তব্য নির্দ্ধার করত
 মহাদেবীর সেবা করিতে লাগিলেন । পরমেশ্বরী
 নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে শারদী শিশিকলার দ্বায় সেই
 সর্বাঙ্গমধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন । তার
 পর শম্ভুনি হইলে, মহানাদ-সম্পন্ন বাত্রিক
 পটহ বাহিত হইল । তালশব্দ সহ মধুর
 বাণোদ্যম হইতে লাগিল । অনাহত শতশত
 কাহল বাদ্য বাজিতে লাগিল । মহেশ-সম-তেজা
 অস্ত্রধারী সহস্র শত এবং অষ্টসংখ্যক গণাধ্যক্ষ-
 গণ সমুদয়ে বাহিতে লাগিলেন ; উদ্যো গজারুড়
 কার্ত্তিকেশ্বর দ্বায় কুসারুড় দেব-বন্দিত, শ্রীমান্,
 শিবের আনন্দ-বিধায়ক গগণপতি গমন করিতে
 লাগিলেন । ২৭—৩৪ । আকাশে মধুর শব্দে
 বেক্‌হুভূতি সকল বাজিয়া উঠিল, মুনি সকল
 নতিতে লাগিলেন । সিদ্ধ-যোগিসগ আনন্দিত
 হইলেন এবং দেবগণ বিমানের উপর পুষ্প-
 কুটী করিতে লাগিল । অনন্তর পথে দেবগণ
 এবং অপরাক্রমের সহিত মিলিত হইয়া মহে-
 শ্বরী, কপকাসনযো পিতৃর্গেহ উপস্থিত হই-
 লেন । তাঁহাকে দেখিয়া বহু অতিশয় মুগ্ধ
 হইলেন এবং আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।

তদা ববীরসীভ্যোহপি চক্রে পূজামসংকৃত্য
 তদা শশিমুখী দেবী পিতরং সদসি স্থিতম্ ।
 অধিকা বক্তুমব্যগ্রমুবাচ কৃপণং যতঃ ৩১
 দেব্যুবাচ ।
 ব্রহ্মাঙ্গয়ঃ পিশাচাস্তা যস্তাঙ্গাবশবর্তিনঃ ।
 স দেবঃ সাম্প্রতং তাত বিধিনা নার্চিতঃ কি
 তদাস্তাং মম জ্যায়তাঃ পুত্র্যাঃ পূজাং কিমী
 অসংকৃতমবজ্ঞায় কৃতবানসি গর্হিতাম্ ৩২
 এবমুক্তোহব্রবীদেনাং দক্ষঃ ক্রোধাদমর্ষিতঃ ।
 কৃতঃ শ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা-চ পূজ্যা বালাঃ সূতা মম
 তাসান্ত য়ে চ ভর্তারন্তে মে বহুমতা মুদা ।
 শুভৈশ্চাপ্যধিকাঃ সর্কৈ ভর্তৃশ্চে ত্র্যম্বকাদপি
 স্ত্রীকাস্তা তামসঃ সর্কৈমিমং সমুপাশ্রিতা ।
 তেন ত্বামবমন্তেহহং প্রতিকূলে হি মে ভাঃ
 তথোক্তা পিতরং দক্ষং ক্রুদ্বা দেবীদমব্রবীৎ ।
 শৃণুতামেব সর্কৈষাং য়ে যজ্ঞসদসি স্থিতাঃ ৩৩

পূজা না করিয়া তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী
 পূজা করিতে লাগিল । তখন শশিমুখী
 অধিকা সভান্বিত পিতাকে অব্যগ্রভাবে
 যুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন দেবী
 লেন,—হে পিতঃ ! ব্রহ্মা হইতে
 পর্যন্ত যে দেবের আচ্ছাকারী, সাম্প্রতি
 দেবকে স্বধাবিধি অর্চনা করিলেন না
 বাহা হউক, আমি জ্যেষ্ঠা, আমার পুত্র
 করিয়া কেন এই লোকগহিত কনিষ্ঠা
 পূজা করিতেছেন ? দেবী কর্তৃক এই
 উক্ত হইয়া দক্ষ ক্রোধে অমর্ষ সহ
 তাঁহাকে বলিল,—তোমার কনিষ্ঠা
 হইতে শ্রেষ্ঠা ও বরিষ্ঠা, এই নিমি
 তাহাদিগের পূজা করিতেছি এবং
 ভর্তৃগণ সর্কৈ আমার সমাদরের
 তোমার ভর্তা ত্র্যম্বক অপেক্ষা তাহার
 গুণবান্ । সর্কৈ তুমোত্তমযুত এবং আমি
 তাহাকে তুমি আশ্রয় করিয়াছ, ত
 আমার অবজার পাত্র ৩৫—৩৮ । পি
 কবা ভগিনী দেবী ক্রুদ্বা হইয়া সর্গা
 গের সমস্ত পিতা দক্ষকে বলিলেন,—

ম তত্ত্বমজাতাশেষদৃশ্যম্ ।
 যসে দক্ষ সাক্ষাৎকমহেশ্বরম্ ॥ ৪৫
 রো গুরুদ্রোহী দেবেশ্বরবিদ্বকঃ ।
 বহুপাপানঃ সদ্যো দণ্ডা ইতি শ্রুতিঃ ॥
 কটস্ত্রাশ্র পাপস্ত্র সদৃশো ভূশম্ ।
 ক্রোধো দগুস্তব দেবাদ্ভবিষ্যতি ॥ ৪৬
 জিতো যস্মাদেব দেবস্ত্রিয়সকঃ ।
 ব কুলং দুষ্টং নষ্টমিত্যবধারণম্ ॥ ৪৭
 পিতরং কৃষ্টা সতী সন্ত্যজ্য সাব্যসা ।
 তনুং ত্যক্তা হিমবতং যযৌ গিরিম্ ॥ ৪৮
 রঃ শ্রীমান্ লক্ষপুণ্যফলোদয়ঃ ।
 কৃতবান্ সূচিরং হৃৎচরং তপঃ ॥ ৪৯
 নুগৃহ্যতি ভূধরেশ্বরমীশ্বরী ।
 ত্বরং চক্রে স্বাস্থ্যনো যোগমায়া ॥ ৫০
 তৌ দক্ষং বিনিদ্য ভ্রমবিহ্বলা ।

সাহার কোনরূপ নিন্দা হয় নাই,
 ১২ লোক-মহেশ্বর আমার তত্ত্ব
 অকারণে দুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করি-
 দ্যাচৌর, গুরুদ্রোহী এবং দেব ও
 দাকারী—এই সকল পাপী সদ্যো-
 ১ বেদে উক্ত হইয়াছে। এই
 ই দেব মহেশ্বর হইতে অচিরে
 ই অত্যাংকট পাপের সদৃশ
 তুমি যেহেতু দেবদেব ত্র্যম্বকের
 না, এ কারণেই তোমার এই দুষ্ট
 ইবে, ইহা স্থির জানিও। সেই
 কৃষ্ট হইয়া পিতাকে এইরূপ
 কে পরিত্যাগপূর্বক তদুৎপাদিত
 করিয়া হিমালয় পর্বতে গমন
 পর্বতশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ হিমালয়
 তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত হৃৎকর
 গান করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই
 দক্ষ লাভ করিলেন। সেই
 পরমেশ্বরী সেই পর্বতেশ্বরকে
 গন এবং আপনার যোগমায়া
 রাজ্যে তাঁহাকে পিতা করিলেন।
 দক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া
 গমনে যত্নেরা তরে ব্যাকুল হইয়া

তদা তিরোহিতা যম্ম। বিহতং চ ততোহধরঃ ॥ ৫০
 তদুৎপাদিত্য গমনং দেব্যাস্ত্রিপূরমর্দনঃ ।
 দক্ষায় চ ঋষিত্যং চ চূকোপ চ শশাপ তান্ ॥ ৫১
 যস্মাদবমতা দক্ষ মংকুতেহনাগসা সতী ।
 পুঞ্জিতাশ্চতরাঃ সর্কীঃ স্বমুতা ভর্তৃতিঃ সহ ॥ ৫২
 বৈবস্বতেহস্তরে বস্মাং তব আমাতরঙ্গমী ।
 উৎপংস্তুতে সমং সর্কী ব্রহ্মবজ্জৈবযোনিজাঃ ॥
 ভবিতা মানুযো রাজা চান্দ্রবম্ব তমবয়ে ।
 প্রাচীনবহিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসঃ ॥ ৫৩
 অহং তত্রাপি তে বিম্বমাচরিষ্যামি হৃদ্যতে ।
 ধর্ম্মার্থকামমুঃক্লমু কর্ম্মস্বপি পুনঃপুনঃ ॥ ৫৪
 তেনৈবং ব্যাহতো দক্ষো রুদ্রেণামিততেজসা ।
 স্বায়ত্ববীং তনুং ত্যক্তা পপাত ভূবি হৃৎখিতঃ ॥ ৫৫
 ততঃ প্রচেতসো দক্ষো অজ্ঞে বৈ চান্দ্রবহস্তরে
 প্রাচীনবহিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চৈব প্রচেতসঃ ॥ ৫৬
 ভূয়াদয়োহপি তে জাতা মনোর্বৈবস্বতস্ত তু ।

তিরোহিত হইলেন; সূতরাং বজ্রও বিনষ্ট
 হইল। ত্রিপুর-মর্দন মহাদেব দক্ষালয় হইতে
 দেবীর গমন শ্রবণ করিয়া, দক্ষ ও ঋষিগণের
 উপর কুপিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে এই-
 রূপ শাপ প্রদান করিলেন,—হে দক্ষ! যেহেতু
 তুমি আমার গুপ্ত সেই নিরপরাধা সতীকে
 অপমানিত করিয়াছ এবং অপরাপর হৃদিজ-
 দিগকে ভর্তৃগণের সহিত সম্মানিত করিয়াছ,
 এই কারণে বৈবস্বত মনস্তরে তোমার এই
 আমাতগণ ব্রহ্মবজ্জৈব সকলে একেবারে অযো-
 নিজ হইয়া উৎপন্ন হইবে এবং তুমিও চান্দ্র-
 মনুর বংশে প্রাচীন-বহিষের পৌত্র ও প্রচেত-
 দিগের পুত্র মনুবারাজা হইয়া জন্মগ্রহণ
 করিবে। হে হৃদ্যতে! আমি তখনও
 তোমার ধর্ম্মার্থবৃত্ত কর্মে বারংবার বিম্ব আচরণ
 করিব। অমিততেজা রুদ্র কর্তৃক এইরূপে
 অভিশপ্ত হইয়া দক্ষ স্বায়ত্ব শরীর পরিত্যাগ
 করিয়া হৃৎখিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল।
 তাহার পর চান্দ্র-মনুর সময়ে দক্ষ, প্রাচীন-
 বহিষের পৌত্র এবং প্রচেতাদিগের পুত্র প্রাচীন-
 বহিষের পৌত্র এবং প্রচেতাদিগের পুত্র প্রাচীন-
 বহিষের পৌত্র এবং প্রচেতাদিগের পুত্র প্রাচীন-

অন্তরে ব্রহ্মণো বজ্রং বাক্ষীং বিভ্রতন্তুম্ ॥৬১
তদা দক্ষস্ত ধর্মার্থং প্রবৃন্তস্ত হুরাস্তনঃ ।
মহেশঃ কৃতবান্ বিষ্ণুং মনো বৈবস্বতে সতি ॥৬২
ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াঃ
পূর্বভাগে সতীদেহত্যাগো নাম
ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং দক্ষস্ত ধর্মার্থং প্রবৃন্তস্ত হুরাস্তনঃ ।
মহেশঃ কৃতবান্ বিষ্ণুমেতদিক্ষামহে বয়ম্ ॥ ১
বায়ুর্বাচ ।
বিপ্লব জগতো মাতুরপি দেব্যাস্তপোবলাং ।
পিতৃভাবমুপাগম্য মুক্তিতে হিমবদ্ভরো ॥ ২
দেবেহপি চ কৃতোহ্যাহে হিমবচ্ছিবরালয়ে ।
ক্রৌড়মানে তয়া সাক্ষিঃ কালে বহুতরে গতে ॥ ৩
বৈবস্বতেহুতরে প্রাপ্তে দক্ষঃ প্রাচেতসঃ স্বয়ম্ ।

মুনিগণও বৈবস্বত-মনুর সময়ে ব্রহ্মার বজ্র
বাক্ষণ শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ।
অনন্তর বৈবস্বত-মনুর সময়ে হুরাস্তা দক্ষ
ধর্মার্থে প্রবৃত্ত হইলে মহাদেব তাহার বিষ
করিয়াছিলেন । ৪৫—৬২ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—কিরূপে হুরাস্তা দক্ষ
ধর্মার্থে প্রবৃত্ত হইলে, মহাদেব তাহার বিষ
করিয়াছিলেন, ইহা শুনিতে আমরা ইচ্ছা
করি । বায়ু বলিলেন,—হিমালয় পর্বত তপস্তা
প্রভাবে বিপ্লবসমাত্র পিতৃভাব প্রাপ্ত হইয়া
মুক্ত হইলে এক হিমালয়ের শিখরবাসী
মহাসেবক পুত্রায় তাহারক বিষয় করিয়া
তায়ার সুখিত প্রিয় করিতে করিতে বহু-
কাল অধীশ্বর করিলেন, বৈবস্বত-মনুর

অশ্বমেধেন যজ্ঞেন বক্ষ্যমাণোহবপদ্যত ॥
ততো হিমবতঃ পৃষ্ঠে দক্ষো বৈ বজ্রমাহরৎ
গজাঘারে শুভে দেশে ঋষিসিদ্ধনিবেষিতে ॥
তস্ত তস্মিন্ মখে দেবাঃ সর্কে শত্রুপুত্রোগম
গমনায় সমাগম্য বুদ্ধিমাপেদিরে তদা ॥ ৬
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাঃ সহ মরুগা
সোমপাশৈচ পিতর আজ্যপা ধূমপান্তধা ॥
অধিনো পিতরশৈচ তথা চাত্রে মহর্ষয়ঃ ।
বিষ্ণুনা সহিতাঃ সর্কে জাগতা বজ্রভাগিনঃ ॥
দৃষ্ট্বা দেবকুলং সর্কমীশ্বরেণ বিনাগতম্ ।
দধীচির্মহ্যুনা বিষ্টো দক্ষমেবমভাষত ॥ ১
দধীচির্বাচ ।

অপূজাপূজনে চৈব পূজ্যানাকাপ্যপূজনে ।
নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহৈষে নাত্র সংশয়ঃ ॥
অসত্যং সত্যতির্ধত্র সত্যমবমতিস্তথা ।
দত্তো দৈবকৃতস্তত্র সদ্যাঃ পততি দারুণঃ ।
এবমুক্তা তু বিপ্রর্ষিঃ পুনর্দক্ষমভাষত ।

প্রাপ্ত হইল । তখন প্রাচেতস
স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত
ছিল । অনন্তর ঋষি ও সিদ্ধগণ-নি
গসার উৎপত্তিভূমি হিমালয়ের শুভ পূ
দক্ষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল ।
প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ সমাগত হইয়া
সেই যজ্ঞ গমনের নিমিত্ত বুদ্ধি করিয়া
আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ,
সোমগণ, পিতৃগণ, আজ্যগণ, ধূমগণ,
কুমার এবং অপরাপর মহর্ষিগণ—ইহারা
বিষ্ণুর সহিত বজ্রভাগারী হইয়া সেই
আগমন করিয়াছিলেন । সমুদয় দেবগণ
দেবকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করি
দেখিয়া মহর্ষি দধীচি ক্রোধাবষ্ট হইয়া
বলিয়াছিলেন,—যে মনুষ্য অপূজাদি
করে এবং পূজাপণের পূজা না করে, সে
পাপ প্রাপ্ত হয়; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ
যেখানে অসত্যের সন্ধান এক সত্যের জ
হয় সেই স্থানে দৈবকৃত দারুণ দ
পতিত হয় । ১—১১ । বিপ্রর্ষি দধীচি

পশুভর্তারং কস্মাদ্ভার্চয়সে ঐভূম্ ॥ ১২
দক্ষ উবাচ ।

মে বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দিনঃ ।
দশাবস্থিতা যে নাভ্যং বেদি মহেশ্বরম্ ॥ ১৩
দধীচিরুবাচ ।

ভিরমরৈরন্তৈঃ পুজিতৈরধ্বরে ফলম্ ।
চেন্দ্রধরস্তাস্ত্র ন রুদ্রঃ পূজ্যতে তুয়া ॥ ১৪
ঐশ্ব-মহেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরব্যয়ঃ ।
য়ঃ পিশাচাস্তা যস্ত কৈকর্ষ্যবাদিনঃ ॥ ১৫
নাং পরশৈচব পুরুষস্ত চ যঃ পরঃ ।
ত যোগবিদন্তিক বিভিন্তকুদর্শিতিঃ ॥ ১৬
ং পরমং ব্রহ্ম অসচ্চ সদসচ্চ যঃ ।
মধ্য-নিধনমপ্রতর্ক্যং সনাতনম্ ॥ ১৭
চৈব সংহর্তা ভর্তা চৈব মহেশ্বরঃ ।
ভ্যং ন পশ্যামি শঙ্করাগ্রানমধ্বরে ॥ ১৮
দক্ষ উবাচ ।

প্রত্যবেশস্ত সুবর্ণপাত্রে
বিঃ সমস্তং বিধিমস্তপুতম্ ।

পূনর্বার দক্ষকে বলিলেন,—সেই জগ-
প্রভু এবং পূজ্য পশুপতিকে কি নিমিত্ত
করিতেছ না? দক্ষ বলিল,—আমার
অনেক শূলধারী কপর্দী রুদ্র আছে,
সংখ্যা একাদশ; তন্মধ্যে অপর মহে-
র্জনি না। দধীচি বলিলেন,—এই
রুদ্র বা অপর দেবতাকে যজ্ঞে পূজা
কি ফল? কারণ, তুমি এই যজ্ঞের
রুদ্র পূজা করিতেছ না। যে অব্যয়
জ্ঞা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্রষ্টা; ব্রহ্মা
পিশাচ পর্যন্ত যাহার ভূতা বলিয়া পরি-
চিত; যিনি প্রকৃতির পর এবং পুরুষেরও
যিনি যোগশাস্ত্রবিদ্যার তত্ত্বদর্শী কবিগণ
সর্বদা চিন্তিত হন; যিনি অক্ষয়, অসং-
খ্য পরব্রহ্ম স্বরূপ; যাহার আদি, মধ্য
নাই; যিনি অপ্রতর্ক্য ও সনাতন;
স্রষ্টা, সংহর্তা, ভর্তা এবং মহেশ্বর;—
আর কাহাকেও যজ্ঞে তত্ত্বকর বলিয়া
করি না। ১২—১৮—দিল,—এই যজ্ঞের

বিকোর্নসাম্যপ্রতিমস্ত ভাগং
প্রভো বিভজ্যাহবনীয়মদ্য ॥ ১৯
দধীচিরুবাচ ।

যস্মাদ্ভারাদিতো রুদ্রঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ ।
তস্মাদ্ভ্যং তবাপ্যেযো যজ্ঞোহয়ং ন ভবিষ্যতি ॥ ২০
ইত্যুক্তা বচনং ক্রুদ্ধো দধীচির্মুনিসন্তমঃ ।
নির্গম্য চ ততো দেশাজ্জগাম স্বকম্যাত্রমম্ ॥ ২১
নির্গতেহপি মুনৌ তস্মিন্ দেবা দক্ষং ন ততাজুঃ
অবশ্যমভূতাব্যতাদনর্থস্ত তু ভাবিনঃ ॥ ২২
এতস্মিন্নেব কালে তু জ্ঞাতৈত্তৎ সর্বমীশ্বরং ।
দক্ষং দক্ষাধরং বিপ্রা দেবী দেবমচোদয়ং ॥ ২৩
দেব্যা সাকোদিতো দেবো দক্ষাধরজিহ্বাংসরা ।
সসর্জ স হরো বীরং বীরভদ্রং গণেশ্বরম্ ॥ ২৪
সহস্রবদনং দেবং সহস্রকমলেক্ষণম্ ।
সহস্রমুদগরধরং সহস্রশরপাণিকম্ ॥ ২৫
শূল-টঙ্ক-গদাহস্তং দীপ্তকান্মুকধারিণম্ ।

অধিপতি অপ্রতিম বিষ্ণু, আমি বিধিমস্তপুত
সমুদয় আহবনীয় হবি সুবর্ণপাত্রে ব্রজা করিয়া
সেই প্রভুকেই, শ্রেষ্ঠ ভাগ বিভাগ করিয়া
দিতেছি। দধীচি বলিলেন,—ওহে, দক্ষ! যে
হেতু তুমি সর্বদেবেশ্বর রুদ্রের আরাধনা কর
নাই, এই কারণেই তোমার এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ
হইবে না। মুনিসন্তম দধীচি ক্রোধের সহিত
এই কথা বলিয়া নির্গত হইয়া আপনার আশ্রমে
গমন করিলেন। দধীচি নির্গত হইলেও ভাবী
অনর্থ অবশ্য ঘটিবে বলিয়াই দেবগণ দক্ষকে
ভাগ করিলেন না। ১২—২২। এই অব-
সরে মহাদেবী ঈশ্বরের মুখ হইতে সকল সংবাদ
অবগত হইয়া দক্ষব্রজ দক্ষ করিবার নিমিত্ত
মহাদেবকে উত্তেজিত করিলেন। তখন
মহাদেব দেবীকর্তৃক উত্তেজিত হইয়া দক্ষব্রজ
ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে বীরভদ্র নামক একজন
পরাক্রান্ত একটা গদাধিপতির সৃষ্টি করিলেন।
এ বীরভদ্র দীপ্তিশীল হইরাছিলেন; তাঁহার
মুখ এবং চক্ষু হাজার হাজার হইরাছিল; তিনি
সহস্র মুদগর, সহস্র শর এবং বীর কান্দুক-
ধারী; তাঁহার হস্তে শূল, টঙ্ক, গদা, কান্দুক

চক্র-স্বাক্ষরং যোয়ং চন্দ্রাঙ্কিতশেখরম্ । ২৬
 কুলিশোদ্যোতিতকরং তড়িচ্ছলিতমূৰ্দ্ধনম্ ।
 কংকটং কদম্বাণাং বিভ্রাণং মহাবক্রং মহোদরম্ । ২৭
 বিদ্যাজিহ্বং প্রলম্বোষ্ঠং মেঘসাপন্ননিবনম্ ।
 ২৮
 ২৯
 ৩০
 ৩১
 ৩২
 ৩৩
 ৩৪
 ৩৫
 ৩৬
 ৩৭
 ৩৮
 ৩৯
 ৪০
 ৪১
 ৪২
 ৪৩
 ৪৪
 ৪৫
 ৪৬
 ৪৭
 ৪৮
 ৪৯
 ৫০
 ৫১
 ৫২
 ৫৩
 ৫৪
 ৫৫
 ৫৬
 ৫৭
 ৫৮
 ৫৯
 ৬০
 ৬১
 ৬২
 ৬৩
 ৬৪
 ৬৫
 ৬৬
 ৬৭
 ৬৮
 ৬৯
 ৭০
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৪
 ৭৫
 ৭৬
 ৭৭
 ৭৮
 ৭৯
 ৮০
 ৮১
 ৮২
 ৮৩
 ৮৪
 ৮৫
 ৮৬
 ৮৭
 ৮৮
 ৮৯
 ৯০
 ৯১
 ৯২
 ৯৩
 ৯৪
 ৯৫
 ৯৬
 ৯৭
 ৯৮
 ৯৯
 ১০০

ছিল ; তাঁহার অপর হস্তে চক্র ও বক্রও ছিল ;
 অর্ধচন্দ্র দ্বারা তাঁহার শিরোদেশ ভূষিত ছিল ;
 বক্র দ্বারা তাঁহার হস্ত প্রদ্যোতিত হইয়াছিল ;
 তাঁহার কেশ সকল বিদ্যুতের দ্বারা অলিতেছিল ;
 তাঁহার দন্ত অতি করাল, মুখ ও উদর অতি
 মহৎ ; তাঁহার জিহ্বা বিদ্যুতের মত, ওষ্ঠ লম্ব-
 বান, শর মেঘ ও সাগরের দ্বারা গঠিত এবং
 পরিধানে কুণ্ডলশ্রাবকারী ব্যাগ্রচন্দ্র, তাঁহার
 কুণ্ডলদ্বয় দুই গণ্ডে সংলগ্ন হইয়া মণ্ডলাকারে
 শোভিত এক মন্তক শ্রেষ্ঠ দেবগণের মুণ্ড-
 মাল্যবন্ধিতে বেষ্টিত ; তাঁহার অঙ্গ শকারমান
 নৃপুং, কেশ ও মহা সুবর্ণে ভূষিত এবং বক্র-
 হস্ত রক্তাশির উজ্জল কিরণে সংদীপ্ত ও শ্রেষ্ঠ
 হার দ্বারা আবৃত ; তাঁহার বিক্রম মহাপরম,
 শার্কুল ও সিংহের সদৃশ, আর তাঁহার চলন
 শ্রেষ্ঠ মত হস্তীর গমনের দ্বারা মনোরম ; তাঁহার
 প্রভা শম্ব, চামর, কুম্ভ, ইন্দু ও মৃগালের মত—
 সুতরাং তাঁহার দেহ, ভূবাবাহুর অঙ্গ অস্ত্র-
 রূপের দ্বারা ভূষিত ; তাঁহার চারিদিকে
 অগ্নিশিখার দ্বারা জেদপূর্ণ নির্গত হইতে
 ছিল এবং তাঁহার হস্তদ্বয় ভূষণে অঙ্গ আবৃত
 করিয়াছিল ।

স জাতুজ্যাং মহৌঃ পদ্মা প্রবতঃ প্রাণনি
 পার্শ্বভো দেবদেবস্ত পৰ্য্যতিষ্ঠানগণেশ্বরঃ । ৩৪
 মনুনা চান্দ্রজন্তদ্রাং ভদ্রকালৌ মহেশ্বরীম্ ।
 আশ্বনঃ কৰ্ম্মসাক্ষিতে তেন গন্তং সইহম্ ।
 তং দৃষ্টাবস্থিতং বীরভদ্রং কালান্ধিসম্মিতম্ ।
 ভদ্রস্বা সহিতং প্রাহ ভদ্রমস্তিতি শিরঃ । ৩৫
 স চ বিজ্ঞাপয়ামাস সহ দেবা মহেশ্বরম্ ।
 আজ্ঞাপয় মহাদেব কিং কার্য্যং করবাণসম্ ।
 তত্তত্ত্বপূরহা এহি হৈমবত্যা প্রিয়েশ্বর ।
 বীরভদ্রং মহাবাহুং বাচা বিপুলনাদর । ৩৬
 দেবদেব উবাচ ।

প্রাচৈতসস্ত নক্ষত্র বস্ত্রং সদ্যো বিনাশম্ ।
 ভদ্রকাল্য সহাসি তমেতং কৃত্যং গণেশ্বর ।
 অহমপানয়া সাক্ষিঃ রম্যাশ্রমসমীপতঃ ।
 ত্বিত্ব বীরে গণেশান বিক্রমং তব হুঃসহম্ ।
 বক্রঃ কনকলে যে তু গঙ্গাধারসমীপতঃ ।

দেবীপায়ান প্রলম্বকালীন অধির মত
 হইতেছিল । অনন্তর সেই গণেশ্বর
 পৃথিবীতে সংলগ্ন করত কৃত্যঞ্জলি হইয়া
 পূৰ্ণক মহাদেবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া
 সেই বীরভদ্র আপনার কেশের দ্বারা
 আপনার সহিত গমন করিবার জন্ত ত্রে
 ভদ্রা নাদ্রী মহেশ্বরী ভদ্রকালীর সৃজন ব
 তখন শরীর কালান্ধিসম্মিত বীরভদ্রকে
 সহিত অবস্থিত দেখিয়া “মঙ্গল হউ
 কথা বলিলেন : ২৩—৩৬ । বীরভদ্র দেবী
 মহাদেবকে নিবেদন করিলেন,—হে
 আমি কি কার্য্য করিব, আজ্ঞা করুন ।
 ত্রিপুরহস্তা মহাদেব পার্শ্বতীর প্রিয়
 অভিপ্রায়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে মহাবাহু বী
 বলিলেন,—হে গণেশ্বর ! তুমি জ
 সমস্তবাহারে আছ, অতএব সদ্যঃ
 নক্ষত্র বস্ত্র বিনাশ কর ; এই তোমার
 হে গণেশান ! আমিও এই পার্শ্বতী
 রম্যা আশ্রমের সমীপে অবস্থান করিয়া
 সেই হুঃসহ বিক্রম দর্শন করিব ।
 পূৰ্ণ পূৰ্ণভের গঙ্গাধার সমীপে ক

১১৩ নির্যেবের মন্দরসংহিতা: ৪১

এদেশে দক্ষত যজ্ঞ: সম্প্রতিবর্ততে ।

তত্ত্ব যজ্ঞস্ত বিধাতং কুরু মা চিত্তম্ ॥ ৪২

৪ সতি দেবেন দেবী হিমগিরীশ্রীয়া ।

৪৩ সস্ত্রীয়া বংসং ধেনুরিবোরসম্ ॥

৪৪ ৫ সমাত্রায় মুর্ধ্বি বডুবদনং যথা ।

৪৫ বচনং গ্রাহ মধুরং মধুরস্বনম্ ॥ ৪৬

দেববাচ ।

৪৭ মহাভাগ মহাবলপরাক্রম ।

৪৮ ৪৯ তুমুংপন্নো মম মন্যং প্রমার্জক ॥ ৪৯

৫০ মনোহর যজ্ঞকম্বরতোঃ ভবং ।

৫১ ববেণ তং তম্যাদ্বিকি যজ্ঞং গণেশবৈরৈঃ ॥

৫২ তুল্যম্ ৪৩ ভদ্র কৃত্য মমাস্ত্রয়া ।

৫৩ ৪৪ তং হৃৎ বংস হিংসয় ভদ্রয়া ॥ ৪৫

৫৬ যিব তামাচ্ছাং শিবরোশিত্রকৃত্যয়োঃ ।

৫৭ তানমকৃত্য ভদো গন্তং প্রচক্রমে ॥ ৪৮

৫৮ ভগবান্ কুরুঃ প্রেতাবাসকৃত্যয়ঃ ।

মের মন্দর-সদৃশ বৃক্ষ আছে, সেই
সম্প্রতি দক্ষের যজ্ঞ হইতেছে । তুমি
সেই যজ্ঞের বিধি কর, বিলম্ব করিও
মহাদেব এই কথা বলিলে পর, হিমালয়-
বী, ধেনু যেমন আপনার বংসকে দেখে,

ভদ্রও ভদ্রকে দেখিয়া এবং বড়া-
য় মন্তকে আঘাণ করিয়া অতি মধুর
হাস্ত করত মধুর বাক্যে বলিলেন,—

! মহাবল পরাক্রম মহাতাপ ভদ্র !

ময় প্রিয় করিবার অস্ত্র উৎপন্ন হই-

তএব আমার দুঃখ দূর কর । দক্ষ

য যজ্ঞের বকে নিমন্ত্রণ না করিয়া যজ্ঞ-

হইয়াছে, অতএব তুমি গণেশবরের

হাট সেট যজ্ঞভঙ্গ কর । হে বংস

৫ আমার আচ্ছাণ ভদ্রার সহিত যজ্ঞ-

মলম্বী করিয়া যজ্ঞমানকে নিহত কর ।

৫৬ চক্রকর্মা শিব এবং শিবায় সমুদয়

৫৭ লায় মত যজ্ঞকে গ্রহণপূর্বক, বীরভদ্র

৫৮ ন মদায় করিয়া গমন করিতে

৫৯ গিলেন । কলত্র দেবীর কুৎসার

বীরভদ্রো মহাদেবো দেব্যা মন্যপ্রমার্জক: ৪১

৪২ সসর্জক রোমকুপেত্যো রোমজাখ্যান্ গণেশবান্ ।

৪৩ দক্ষিণাঙ্কদেশাং তু শতকোটিগণেশবান্ ॥ ৪৪

৪৫ সপারান্ সর্কতোভদ্রান্ সাক্ষাখ্যামাচ্ছ বৈ ভুজাং

৪৬ রুদ্রাত্তাবান্ রৌদ্রাং ৪৭ রুদ্রবীর্ষপরাক্রমান্ ॥ ৪৮

৪৯ পাদাং তথোরদেশাচ্চ পৃষ্ঠাং পার্শ্বাখ্যাদিস্তাং ।

৫০ শুভ্রাং শুভ্রাঙ্কিহিরোমধ্যাং কঠাদান্তান্তোধরাং ॥

৫১ তথা গণেশবৈরৈর্ভদ্রৈর্ভদ্রতুল্যপরাক্রমৈঃ ।

৫২ সঙ্ঘাদিতমভূং সর্ষং সাক্ষাখ্যবিরং জগৎ ॥ ৫৩

৫৪ সর্ষে সহস্রহস্তান্তে সহস্রাখ্যপাণয়ঃ ।

৫৫ রুদ্রাত্তাচরাঃ সর্ষে সর্ষে রুদ্রসমগ্রজাঃ ॥ ৫৬

৫৭ শূল-শক্তি-গদা-হস্তাষ্ট্রকোপলশিলাধরাঃ ।

৫৮ কালগিরিরুদ্রসমুদ্রাশ্রিতৈর্ভদ্রাং ৫৯ অটোধরাঃ ॥ ৬০

৬১ নিপেতুর্ভ্রমাকানশে শতশঃ সিংহবাহনাঃ ।

৬২ ধিনেতুং ৬৩ মহানাদং জলদা ইব ভদ্রজাঃ ॥ ৬৪

শাশানবাসী বীরভদ্ররূপী ভগবান্ মহাদেব কুরু

হইয়া আপনার রোমকুপ হইতে রোমজ নামক

কতকগুলি গণেশবরের স্বজন করিলেন এবং

দক্ষিণ বাহু হইতে শতকোটি গণেশবরের স্বজন

করিলেন । তিনি বাম-বাহু হইতে রুদ্রমূর্ধন,

বীর্ষ ও পরাক্রমশালী, তরঙ্গরবর্ধন, ভীষণকাণ্ড-

কারী কতকগুলি সপত্নীক সর্কতোভদ্রের স্বজন

করিলেন । এইরূপে তিনি পাদ, উরদেশ, পৃষ্ঠ,

পার্শ্ব, মুখ, গলদেশ, শুভ্র, শুভ্রাঙ্ক, শিরোমধ্য, কঠ

আস্ত্র এবং উদর হইতে সেইরূপ গণেশবরের

স্বজন করিলেন । ৩৭—৫২ । তখন সেই বীর-

ভদ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভদ্র নামক গণেশবরগণ

দ্বারা আকাশের ছিদ্র এবং নিখিল জগৎ আচ্ছা-

দিত হইল । তাহারা সকলেই সহস্রহস্ত এবং

সহস্র-আখ্যধারী ; সকলেই রুদ্রের অনুরূপ

এবং রুদ্রতুল্য পরাক্রমশালী । তাহারা সক-

লেই শূল, শক্তি, গদা, টঙ্ক, ইপল এবং শিলা-

ধারী । সকলেই কালগিরিরুদ্র-সমুদ্রাশ্রিত এবং

অটোধারী ; সেই শত শত বীরভদ্রসদৃশ রুদ্রগণ

নিপেতুর্ভ্রমাকানশে হইয়া আকাশে উপস্থিত

হইল এবং মহানাদ করিয়া জলদা ইব ভদ্রজা

তৈত্ত্বো ভগবান্ ভদ্রস্তথা পরিত্যজ্য বভৌ ।
 কালানলশতৈর্ভুক্তো যথাস্তে কালভৈরবঃ ॥ ৫৭
 তেষাং মধ্যে সমাক্রম্য বৃষেক্ষং বৃষভধ্বজঃ ।
 অগাম ভগবান্ ভদ্রঃ শুভ্রমব্ভং যথা ভবঃ ॥ ৫৮
 ভ্রমৎ বৃষমাক্রুড়ে ভদ্রে তু ভসিতপ্রভঃ ।
 বভার যৌক্তিকচ্ছত্রং গৃহীতমিত্যমরঃ ॥ ৫৯
 স তদা শুভভে পার্শ্বে ভদ্রস্ত ভসিতপ্রভঃ ।
 ভগবানিবাশৈলেন্দ্রঃ পার্শ্বে বিশ্বজগদ্ভরোঃ ॥ ৬০
 সোহপি ভেন বভৌ ভদ্রঃ শ্বেতচামরপাণিন ।
 সৌম্যবর্ণেন সৌম্যেন যথা শূলবরাযুধঃ ॥ ৬১
 দধৌ শম্ভং সিতং ভদ্রং ভদ্রস্ত পুরতঃ শুভম্ ।
 ভানুকম্পো মহাতেজা হৈমবরৈক্যলঙ্কৃতম্ ॥ ৬২
 দেবহৃদয়ো নেহুর্দ্ধিবি শকুলনিবন্যঃ ।
 বক্শুঃ শতশো মূর্ধ্নি পুষ্পবর্ষং বলাহকাঃ ॥ ৬৩
 কুমানাং মধুগর্ভাণাং পুষ্পাণাং গন্ধবন্ধবঃ ।
 মার্গানুকূলসংবাহা বনুশ্চ পশ্চি মাধুতাঃ ॥ ৬৪

ভগবান্ বীরভদ্র সেই ভদ্রগণে পরিত্যক্ত হইয়া,
 কালানলশতে পরিত্যক্ত কালভৈরবের স্তায়,
 শোভা পাইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে বৃষভ-
 ধ্বজ ভগবান্ বীরভদ্র বৃষভোপরি আরোহণ
 করিয়া, শ্বেত-মেঘাক্রুট মহাদেবের স্তায় গমন
 করিতে লাগিলেন। বীরভদ্র সেই বৃষভোপরি
 আরোহণ করিলে ভসিতপ্রভ নামক গণেশ্বর
 এক হস্তে শ্বেত চামর এবং অপর হস্তে মুক্তা-
 বর ছত্র ধারণ করিল। তৎকালে সেই ভসিত-
 প্রভ গণেশ্বর বীরভদ্রের পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া
 বিশ্বজগদ্ভরুর পার্শ্বস্থিত হিমাচলের মত
 শোভা পাইয়াছিল। সেই শুভবর্ণ সৌম্য শ্বেত-
 চামরবস্ত্র ভসিতপ্রভ দ্বারা বীরভদ্রও সাক্ষাৎ
 মহাদেবের স্তায় শোভিত হইয়াছিলেন।
 মহাতেজা ভানুকম্প নামক অপর গণেশ্বর
 বীরভদ্রের অগ্রে হেবরয় ভূমিত শত শ্বেত-
 পদ ধারণ করিয়া। আকাশে দেব-হৃদয়
 সকল ভ্রমিত হইয়া পদ করিতে লাগিল এবং
 সৌম্যবর্ণের ন্যায় নভসক পদ সন্ধ্যায় পুষ্পা-
 ণীকৃত হইয়া পদ সন্ধ্যায় পুষ্পা-
 ণীকৃত হইয়া পদ সন্ধ্যায় পুষ্পা-

অতো গণেশ্বরাঃ সর্বৈ মন্তবুদ্ধবলোদ্ধতাঃ ।
 ননৃতুমুহূর্নৈর্হুর্জহুর্জগদুর্জগতঃ ॥ ৬৫
 তদা ভদ্রগণাভ্যহো বভৌ ভদ্রঃ স ভদ্রগা ।
 যথা রুদ্রগণাত্তঃস্থত্যাশ্বকোহশ্বিকয়া সহ ॥ ৬৬
 তংকণাদেব দক্ষস্ত যজ্ঞবাটং হিরণ্ময়ম্ ।
 প্রবিবেশ মহাবাহুবীরভদ্রোহদ্রিজানুগঃ ॥ ৬৭

ততস্ত দক্ষপ্রতিপাদিতস্ত

কৃতপ্রধানস্ত গণপ্রধানঃ ।

প্রমোহভূমিঃ প্রবিবেশ ভদ্রো

রুদ্রো যথাস্তে ভুবনং দিধক্ষুঃ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিত
 পূর্বভাগে দক্ষযজ্ঞমধন্যার্থ বীরভদ্রাগমন
 নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অনন্তর সমুদয় মন্ত গণেশ্বরগণ যুদ্ধ করি
 ক্ষত আপনাদিগের পরাক্রমে উদ্ধৃত হইয়া
 করিতে, আনন্দ করিতে, সিংহনাদ পরি
 করিতে, হাসিতে, পরস্পর সন্তোষ করিতে
 গান করিতে লাগিল। রুদ্রগণের মধ্য
 ত্র্যম্বক অধিকার সহিত যেরূপ শোভা
 হন, অনন্তর ভদ্রগণের মধ্যস্থিত বীরভদ্রও
 সহিত তাদৃশ শোভিত হইয়াছিলেন। মহা
 বীরভদ্র পার্শ্বতীর অশুগমন করত কণ্ঠ
 মধ্যে দক্ষের হিরণ্ময় যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করি
 রুদ্র যেমন প্রলয়কালে দহন করিতে
 করিয়া অগ্নির মধ্য প্রবেশ করেন, গণ
 বীরভদ্রও সেইরূপ দক্ষের প্রধান যজ্ঞের
 ঠান-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ৫৩—৬৮

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

বায়ুরূবাচ ।

বিষ্ণুপ্রধানানাং সুরাণামমিতোজসাম্ ।
চ মহং সত্ত্বং চিত্তধ্বজপরিচ্ছদম্ ॥ ১
কজুসংস্তীর্ণং সুসমিক্তহৃতাশনম্ ।
নবজ্জ্বলিতৈশ্চ ভ্রাজিধুভিরলঙ্কতম্ ॥ ২
ঋজুপটুভিধ্বাং কশ্যককর্তৃভিঃ ।
বেদদৃষ্টেন স্ননুষ্ঠিতবহুক্রমম্ ॥ ৩
নামহস্রাঢ্যম্পরোগণসেবিতম্ ।
পারবৈজুষ্ঠং বেদবোধৈশ্চ বৃংহিতম্ ॥ ৪
কাক্ষরং বীরো বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্ ।
দাদং তদা চক্রে পশ্তীরো নিনদো যথা ॥ ৫
কিলকিলাশক আকাশং পুরয়ন্নিব ।
রঃ কুতো যজ্ঞে মহান শ্রুকু তসাগরঃ ॥ ৬
কেন মহতা ভ্রান্তাঃ সর্কো দিবৌকসঃ ।

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ।

বলিলেন,—অনন্তর বীরভদ্র বিষ্ণুপুত্র-
ভিত্তেজা দেবগণের বিচিত্র ধ্বজা ও
সমযুত মহাযজ্ঞ দর্শন করিলেন । ঐ
শাভন দর্ভ সকল ঋজুভাবে সংস্তীর্ণ
মুগ্ধ উন্মত্তরূপে প্রজ্বলিত হইতেছিল
কুতুম্ব সমুজ্জ্বল কাক্ষনময় বজ্রপাত্রে
হইরাছিল । এই যজ্ঞে যজ্ঞকশ্য-পটু
কশ্যককর্তৃক বেদোক্ত
সারে বহুবিধ কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইতে-
ঐ বজ্র-স্থলে সহস্র সহস্র দেবাক্রনা
গণ উপস্থিত হইরাছিল ; বেণু বীণা
শব্দ এবং অত্যাচ্চ বেদধ্বনি হইতে-
প্রতাপবান্ বীরশ্রেষ্ঠ বীরভদ্র নক্ষত্র
ভি পশ্তীর স্বরে সিংহনাদ করিলেন ।
অস্ত্রাচ্চ গণেশ্বরগণ সেই বজ্রস্থলে,
পুণ্ডিত করিয়া, সাগর-শব্দ অপ-
মহান কিলকিলা শব্দ করিয়া
দেবগণ সেই মহৎ পদে বীর
ভদ্রকে কাম-কুমা, বলাই

দুষ্কবুঃ পরিভো ভীতাঃ স্তম্ভবস্ত্রবিভূষণাঃ ॥ ৭
কিংবিস্তিগ্নো মহামেরুঃ কিংবিশ্বং সমীৰ্য্যতে বহী
কিমিদং কিমিদকেতি জজ্ঞজ্জ্বলিশা ভূশম্ ॥ ৮
মুপেন্স্রাণাং যথা নাদং গজেন্স্রা গহনে বনে ।
শ্রুত্বা তথাবিধং কেচিৎ ততাজুর্জীবিতং ভরাৎ ॥ ৯
পর্ষতাংচ ব্যনীৰ্য্যাস্ত চকম্পে চ বহুক্ষরা ।
যরুতংচ ব্যবর্ণন্ত চুমুদন্তে মকরালয়ঃ ॥ ১০
অগ্নয়ো নৈব দীপ্যন্তে ন চ দীপ্যতি ভাস্করঃ ।
গ্রহাংচ ন প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি চ তারকাঃ ॥ ১১
এতস্মিন্নেব কালে তু বজ্রবাটং তদুজ্জ্বলম্ ।
সম্প্রাপ ভগবান্ ভদ্রো তদ্রেচ সহ ভদ্ররা ॥ ১২
তং দৃষ্ট্বা ভীতভীতোহপি নক্ষো দৃঢ় ইব স্থিতঃ ।
কুরুবঘচনং গ্রাহ কো ভবান্ কিমিহেকসে ॥ ১৩
তস্ত তদচনং শ্রুত্বা নক্ষত্রং চ দুঃস্বপ্ননঃ ।
বীরভদ্রো মহাতেজা মেঘপশ্তীরনিখনঃ ॥ ১৪

ফেলিতে ফেলিতে চারিদিকে দৌড়িতে লাগি-
লেন । দেবগণ সমস্ত্রমে বলিতে লাগিলেন,—
একি ! সুমেরু-পর্বত কি জ্বলি হইয়াছে,
অথবা পৃথিবী বিদৌর্ণ হইতেছে ! অকস্মাৎ
ইহা কি উপস্থিত হইল ! যেমন গহন বনে
মুপেন্স্রদিগের শব্দ শুনিয়া গজেন্স্রগণ ভয়ে
প্রাণত্যাগ করে, ঐ শব্দ শুনিয়া দেবতা-
দিগের মধ্যেও কাহার কাহার সেইরূপ
দশা হইল । পর্বত সকল বিদৌর্ণ হইল ;
পৃথিবী কাঁপিল ; বায়ু সকল ঘুরিতে লাগিল ;
মহাসমুদ্র কোভ প্রাপ্ত হইল ; অগ্নি দীপ্তিশ্রুত
হইল ; সূর্য্য প্রভাহীন হইলেন ; গ্রহ, নক্ষত্র এবং
জ্যোতিষ অপ্রকাশ হইয়া পড়িল । ১—১১ । এই
সময়ে মহাবীর বীরভদ্র ভদ্রগণ ও জ্যোতির সহিত
সেই উজ্জ্বল বজ্র-বাটতে প্রবেশ করিলেন ।
তাঁহাকে দেখিয়া নক্ষর মনে মনে অত্যন্ত ভীত
হইয়াও বাহিরে অবিচলিত ভাব প্রকাশ করিয়া
কুরুবঘ ভাব বলিল,—কে যে ভূমি, এখানে কি
দেখিলে ? মহামেরু বীরভদ্র হুয়ায় নক্ষত্র
সেই যজ্ঞে জগদধিপতি হইয়াছেন । বজ্র-পটু
কশ্যক কুরুবঘ ভদ্রগণ ও জ্যোতির সহিত
সেই উজ্জ্বল বজ্র-বাটতে প্রবেশ করিলেন ।

শ্রয়স্বি তমালোক্য নক্ষত্রং দেবাংস্তে বহুভিঃ ।

অর্থপূৰ্ণমসম্ভাষ্যঃ বাচস্পতিতঃ বচঃ ॥ ১৫

বীরভদ্র উবাচ ।

বরং হৃদচরাঃ সর্কেষ শর্করামিত্তেজসঃ ।

ভাগ্যভিলিপ্সয়া প্রাপ্তা ভাগো নঃ সম্প্রদীয়তাম্ ॥

অথ চেন্দ্রধ্বংসশ্যকং ন ভাগঃ পরিকল্পিতঃ ।

কথাতং কারণং তত্র যুধ্যতাং বা ময়ামরৈঃ ॥ ১৭

ইত্যা কাস্তে গণেশেশ দেবা নক্ষত্রপূরোগমাঃ ।

উচুর্মহাঃ প্রমাণং নো ন বরং প্রভবজ্জিতি ॥ ১৮

মহা উচুঃ সুরা ঋতমোহপহতচেতসঃ ।

যেন প্রথমভাগার্হং ন বজ্রধ্বং মহেশ্বরম্ ॥ ১৯

অথোক্তা অপি তৈর্মহৈর্দেবাঃ সংযুজচেতসঃ ।

ভদ্রায় ন নহুর্ভাগং তং প্রহারমভীপসবঃ ॥ ২০

বদ্য ভদ্রাক পদ্যাক স্ববাক্যং তদুদ্বাভবৎ ।

তদা ততো বসুমহা ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ২১

অথোবাচ গণাধ্যক্ষো দেবান্ বিষ্ণুপূরোগমান্ ।

মহাঃ প্রমাণং ন কৃত্য যুধ্যাভির্ভলগর্ভিজে ।

যশ্মাদশ্বিন্ মখে দেবৈবন্ধিৎ বরমসংকৃত্য ।

তস্মাছো জীবিতৈঃ সাক্ষমপনেষ্যামি গর্ভিজে ।

ইত্যা কাস্তা ভগবান্ ক্রুদ্ধো ব্যাদহন্নৈবহিমা ।

বজ্রবাটং মহাকূটং বদ্য তিস্রঃ পুরো হরঃ ।

অতো গণেশ্বরঃ সর্কেষ পর্কতোদগ্ৰবিগ্রহাঃ ।

সূপাশুং পাটা হোতৃণাং কণ্ঠেধাবধা বজ্রজি ।

বজ্রপাত্রাণি চিত্রাণি ভিষা সক্রুণ্য বারিণি ।

গৃহীত্বা চৈব বজ্রাঙ্গং গঙ্গাশ্রোতসি চিহ্নি ।

তত্র দিব্যাস্তপানানাং রাশবঃ পর্কতোপমাঃ ।

কীরনদ্যোহমৃতস্রাবাঃ স্তম্ভিগ্নদধিকর্দমাঃ ।

উচ্চাবচানি মাংসানি ভক্ষ্যামি সুরভীণি ।

ব্রসবন্তি চ পানানি লেহ-চোষ্যামি তানি ।

বীরাস্তৃষ্ণতে বক্রৈবিন্দ্ৰপতি ক্রিপতি চ ।

বক্রৈশ্চ ক্রৈর্মহাশূলৈঃ শক্তিভিঃ প্রাসপতি ।

মুমলৈরমিতিষ্ঠৈকৈর্ভিন্দিপালৈঃ পরধৈঃ ।

এইরূপ অর্থপূর্ণ এবং উচিত বাক্য বলিলেন,—

আমরা সকলে সেই অমিত্তেজ মহাদেবের

অনুচর, বজ্রভাগপ্রার্থী হইয়া এই স্থানে আগ-

মন করিয়াছি; আমাদেরকে বজ্রভাগ প্রদান

কর। যদি এই বজ্রে আমাদের নিমিত্ত

উচিত ভাগ রক্ষিত না হইয়া থাকে, তবে না

রাখিবার কারণ নির্দেশ কর; নহুবা দেবগণ

আমার সহিত যুদ্ধ করুন। বীরভদ্র এই কথা

বলিলে, নক্ষত্রপূর্ণ দেবগণ বলিলেন,—মহাগণ!

তোমরা ইহার মীমাংসা কর, আমরা অক্ষম।

(ইহা শুনিয়া) মহেশ্বর বলিলেন,—হে দেবগণ!

তোমাদের চিত্ত অস্থানে আচ্ছন্ন হইয়াছে,

কেহেতু তোমরা বজ্রের প্রথম ভাগার্হ মহেশ্বরের

অর্চনা করিতেছ না। সংযুজচিত্ত দেবগণ ব্রহ-

সমুহ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়াও বীরভদ্র-

প্রহারভিলাষী হইয়া তাঁহাকে বজ্রভাগ দান

করিলেন না। ১২—২০। মহাগণ ভয়

নিবারণ কর এবং বিদ্য বাক্য শ্রবণ হইল

যেহিঁহু মহাগণ প্রত্যক্ষ করিলেন।

বীরভদ্র বক্রৈবিন্দ্ৰপতি বক্রৈঃ প্রাসপতি

আপনাদিগের বলে গর্ভিত হইয়া।

প্রমাণ করিলেন না। হে দেবগণ! এ

তোমরা আমাদেরকে এইরূপ অ

করিলে এই নিমিত্ত তোমাদের জীবনের

এই পর্ক দর করিব। ভগবান বারভ্র

সহিত এই কথা বলিয়া, পূর্বে যেরূপ

ত্রিপুর দহন করিয়াছিলেন, সেইরূপ

অনল দ্বারা নানাবিধ অন্নাদি কুটের মা

বজ্রবাটী ভষ্মসাৎ করিলেন। অনন্ত

তুল্য মহাকায় সেই গণেশ্বরগণ যুগ্ম

পাতিত ও বজ্র দ্বারা হোতাগণের

করিয়া এবং বিচিত্র বজ্রপাত্র সব

চূর্ণকার করিয়া বজ্রাঙ্গসমূহ একত্র

গঙ্গার শ্রোতোভ্রমে ফেলিয়া দিল

সেই বীরগণ নানাবিধ মাংস

মুখ্য এবং পানীয় লেহ ও চোষ

ভোজন করিতে লাগিল এবং

কেহিয়া দিতে লাগিল। পরে সেই

পর্কিত বক্রৈবিন্দ্ৰপতি বক্রৈঃ প্রাসপতি

মুমলৈঃ প্রাসপতি মুমলৈঃ প্রাসপতি

মুমলৈঃ প্রাসপতি মুমলৈঃ প্রাসপতি

ঈশ্বরশান্ সন্মান লোকপালপূরঃসরান্ ৷৩০

বলিনো বীরা বীরভদ্রাস্তসস্তথাঃ ।

ভিক্তি ক্রিপ ক্রিপত্রং মাধ্যাতাং দাধ্যাতামিতি

প্রহরয়েতি পাটয়োং পাটয়েতি চ ।

প্রভবাঃ ক্রুরাঃ শকাঃ প্রবণশকবঃ ৷ ৩২

ত্র গণেশানং জড়িত্রে সমরোচিতাঃ ।

মরনাঃ কেচিদষ্টদংষ্ট্রোষ্ঠতালবঃ ৷ ৩৩

স্থান্ সমাকৃষ্য মারয়ন্তি অপোধানান্ ।

পহরন্তঃ ক্রিপস্তোহগ্নিঃ জলেষু চ ৷ ৩৪

নপি ভিন্দন্ত্চিন্দন্তো মণিবেদিকাঃ ।

দন্তঃ হসন্তঃ মুহুর্ষুজঃ ।

পিবন্তঃ ননুতুর্গণপক্ষবাঃ ৷ ৩৫

সেনানমরান্ গণেশা

নাগেন্দ্র-মগেন্দ্রসারাঃ ।

হৃগপ্রতিমপ্রভাবাঃ

রামাণি বিচেষ্টিতানি ৷ ৩৬

নক্ষন্তি কেচিৎ প্রহরন্তি কেচিদ্-

ধাবন্তি কেচিৎ প্রলপন্তি কেচিৎ ।

মৃত্যন্তি কেচিদিহসন্তি কেচিদ্-

বলন্তি কেচিৎ প্রমথা মদেন ৷ ৩৭

কেচিচ্ছিন্নকন্তি বনান্ সতোয়ান্

কেচিৎগ্রহীতুং রবিমুংপতন্তি ।

কেচিৎ প্রসর্তুং পবনেন সার্ক-

মিচ্ছন্তি ভীমাঃ প্রমথা বিস্মংহাঃ ৷ ৩৮

আক্ৰিপ্য কেচিচ্চ বরাযুধানি

মহাভুজস্থানিব বৈনতেয়াঃ ।

ভ্রমন্তি দেবানপি বিদ্রবন্তঃ

ধমন্তলে পর্বতকটকমাঃ ৷ ৩৯

উংপাটা চোংপাটা গৃহাণি কেচিৎ

সজ্জালবাতায়নবেদিকানি ।

প্রক্ৰিপ্য বিক্ৰিপ্য জলন্ত মধ্যে

কালানুদাতাঃ প্রমথা নিনেহুঃ ৷ ৪০

সমুদয় দেবগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিল

। কব ভেদ কর, দরে নিক্ষেপ কর,

মাঝিমা ফেল ও বিদীর্ণ কর”

মুখে বলিতে লাগিল। তখন

সেই গণেশদিগের “হরণ কর,

। পাটিত এবং উংপাটিত কর” এই

কাকালোচিত ক্রোধবেগোৎপন্ন কর-

ভীষণ শব্দ সকল উৎপন্ন হইয়া-

কহ কেহ বা বিস্ফারিত নরনে দন্ত

ও তালু দংশন করত আশ্রমস্থিত

গিকে গৃহ হইতে নিকাসিত করিয়া

গিল এবং তাঁহাদিগের স্রব অপ-

ক অগ্নি ও জলে নিক্ষেপ করিল।

। তাহারা বারংবার হাসিতে হাসিতে,

তে ও উচ্চশব্দ করিতে করিতে কলস

দয়া ফেলিল এবং মণি-বেদিকা-

ত করিল। সেই মহাবলভ, মহা-

সিংহের সদৃশ মহাবল-পরাক্রম

ইশ্বরের সহিত দেবতাদিগকে মণিত

রূপ আসব পান করিতে লাগিল।

বিধ-প্রভাবালী পরাধীন

বিধ রোমহর্ষণ কার্য্য করিতে লাগিল এবং

কেহ নাচিতে, কেহ প্রহার করিতে, কেহ

দোড়াইতে ও কেহ প্রলাপের মত বকিতে

লাগিল। সেই প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ

মদোন্মত্ত হইয়া নাচিতে, হাসিতে এবং

প্লুত-পড়িতে চলিতে লাগিল; কেহ কেহ

জলধর-পটল উংপাটিত করিতে ইচ্ছা করিল;

আর কেহ কেহ বা সূর্য্যদেবকে গ্রহণ করিতে

প্রবৃত্ত হইয়া আকাশে উংপতিত হইতে

লাগিল। কোন কোন ভীষ্মদর্শনি প্রমথ

আকাশে অবস্থিত হইয়া পবনের সহিত যেরূপে

গমন করিতে ইচ্ছা করিল এবং পরুড়-বংশী-

য়েরা বেড়প ভুজঙ্গাদিগকে আকর্ষণ করে, সেই-

রূপ কেহ কেহ প্রেষ্ঠ আনুঘ্য সকল আকর্ষণ

করিতে লাগিল। সেই পর্বতশেখর-সদৃশ

প্রমথগণ আকাশমণ্ডলে দেবগণকে বিজিত

করত ভ্রমণ করিতে লাগিল; আর কেহ কেহ

বাতায়ন ও বেদির সহিত গৃহ সকলকে উংপা-

টিত করিতে লাগিল। প্রভাবালী পরাধীন

তার সেই প্রমথগণের সহিত দেবগণের

সংগ্রামের কথা

উত্তীর্ণত্বাৎকপাটকুডাৎ
বিশ্বস্তশালাবলভীপবাক্যম্ ।
অহোবতান্তজ্যাত বস্ত্রবাট-
মনাপ্তবহাক্যমিবাবধার্থম্ ॥ ৪১
হা নাথ তাত্তেতি পিতঃ সূতেতি
ভাতর্মমাস্তেতি চ মাতুলেতি ।
উৎপাট্যমানেষু গৃহেষু নারীণা
কনাথশব্দান্ বহুশঃ প্রচক্রে: ॥ ৪২

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বাক্যবীৰ্যসংহিতায়
পূৰ্ব্বভাগে দক্ষবক্তৃত্বমধনং নামাষ্টা-
দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুকুবাচ ।

তত্ত্বদ্বিশমুখ্যান্তে বিষ্ণু-শক্রপূরোগমাঃ ।
সৰ্কে ভয়পরিহৃত্য হুতবুভয়বিহ্বলাঃ ॥ ১
নিজৈরনুভিতৈরসৈর্দৃষ্টা দেবানুপকৃতান্ ।
দণ্ডাননুভিতান্ মত্যা চূকোপ গণপুংস্বকঃ ॥ ২

বেদপ আপনার বাক্য অর্পণ কর, সেইরূপ
সেই প্রমথগণ দ্বার, কপাট ও কুডা উত্তীর্ণ
এক শালা, বলভী ও পবাক বিশ্বস্ত করত
সেই বস্ত্রবাটী ভয় করিল। গৃহ সকল এই-
রূপে উৎপাটিত হইলে নারীগণ "হা নাথ!
হা পিতঃ! হা ভাত! হা ভাতঃ! হা অশ্ব!
হা মাতুল!" এইরূপ সন্মোহন করিয়া আত-
শক করিতে লাগিল। ৩৫—৪২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উদ্যোতন অধ্যায়ঃ ।

স্বয়ং কথিতম্—অন্যত্র বিহী ৩ ইতি
অন্যত্র কথিতম্—অন্যত্র বিহী ৩ ইতি
অন্যত্র কথিতম্—অন্যত্র বিহী ৩ ইতি
অন্যত্র কথিতম্—অন্যত্র বিহী ৩ ইতি

তত্ত্বদ্বিশমুখ্যান্তে সৰ্বশক্তিবিহ্বলম্ ।
উত্তীর্ণত্বমহাবাহুখ্যজ্জালাং সমুৎসবনম্ ।
অমরানভিজুদ্রাব দ্বিরদানিব কেশরী ।
তানভিদবতন্ত্রস্ত গমনং সূমনোহরম্ ॥ ৪
বারংস্তেব মস্তস্ত জগাম প্রেক্ষণীয়তাম্ ।
তত্ত্বত্বং কোভয়ামাস মহৎ সুরবলং বলী
মহাসরোবরং বহুশস্তো বারংগুপঃ ।
বিকূৰ্ব্বন্ বহুধা বর্ণান্ নীল-পাণ্ডুর-মোহিত
বিভ্রাভ্যাজিনং বাসো হেমপ্রবরতারকম্
ছিন্দন্ ভিন্দন্ কুন্ডলন্ ক্রন্দন্ দারয়ন্ প্রম
বাচরন্দেবসন্তেষু ভদ্রোহগ্নিরিব কক্ষণঃ ।
ভদ্র ভদ্র মহাবেগাচ্চরন্ত শূলধারিণম্ ॥
তমেকং ত্রিংশাঃ সৰ্কে সহস্রমিব যেনি
ভদ্রকালী চ সংক্রুত্বা যুদ্ধবুদ্ধিমদোকৃত্য ।
মুক্তজ্বালেন শূলেন নিক্ষিপ্তেদ রণে সুরা
স তরা কুরুচে ভদ্রো কুরুকোপসমুদ্ভবঃ ॥

দেবীরা অতিশয় কোপাধিত হইলেন।
পর সেই মহাবাহু বীরভদ্র সৰ্বশক্তি
ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া উল্কে দৃষ্টি নিক্ষেপ
মুখ হইতে অগ্নিশিখা নিকাসিত
লাগিলেন। সিংহ যেরূপ হস্তাদিগকে
করে, তেমনি বীরভদ্রও দেবতাদিগ
করিয়াছিলেন। দেবতাদিগকে বিজ
বার সময় তাঁহার মনোহর গতি মন্ত
গমনের জায় দর্শনীয়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল
রূপে বলবান বীরভদ্র, মন্ত হস্তিগুপা
মহাসরোবরকে ক্ষুভিত করে, সেইর
সুমহৎ দেবসৈন্যকে ক্ষুভিত করিয়া
সুবর্ণনির্মিত প্রবর-তারকাযুক্ত ব্যাঘ্র
ধানকারী সেই বীরভদ্র নীল, পাণ্ডুর ও
বর্ণকে বহুপ্রকারে বিরূত এবং দেব
দ্বিগ্নি, পীড়িত, ক্রন্দিত, বিদারিত।
বিত্ত করিতে করিতে ভূপনিচয়গত
কোনরূপে মধ্যে বিচরণ করিতে
কিছু স্থান প্রাপ্ত করিয়া এইরূপ মধ্যে
কোনরূপে লাগিলেন যে, দেবগণ
কোনরূপে লাগিয়া দিবেদ্য।

ধূগান্তাশিচলয়া ধূমধূময়া ।
তদা যুদ্ধে বিক্রতপ্রদশা বস্তো ॥ ১১
নলজালা দগ্ধবিরজগদৃষধা ।
জিনং সূর্য্যং রুদ্রান্ রুদ্রগণাগ্রণীঃ ॥ ১২
ক্লজযানা শু বামপাদেন লীলয়া ।
পাবকং ভদ্রঃ পট্টশৈলস্ত যমং যমী ॥ ১৩
তন শূলেন মুদারৈর্বরুণং দৃঢ়ৈঃ ।
কৃতিং বায়ুং টক্টৈষ্টকধরঃ স্বয়ম্ ॥ ১৪
দ রণে বীরো লীলগৈব গণেশ্বরঃ ।
বঃ সরস্বত্যা নাসিকাগ্রং সূশোভনম্ ॥ ১৫
করজাগ্রেণ দেবমাতুস্তথৈব চ ।
চ কুঠারেন বাহনপুং বিভাবসোঃ ॥ ১৬
দ্যামূল্যং জিহ্বামন্তহব্যাং শূলাব চ ।
চ্যাস্তথা দেবো দক্ষিণং নাসিকাপুটম্ ॥ ১৭

হতুক মদে উদ্ধতা ভদ্রকালীও সম্যক
৥ রণস্থলে মুক্তার ত্রায় উজ্জ্বল শূল
রঙ্গিকে নির্ভিন্ন করিয়াছিলেন । ভদ্র-
হিত যুদ্ধে রুদ্রকোপসমুদ্ভব সেই বীর-
ল ও গুমে ধূমকর্ণ স্বীয় প্রভার সহিত
লয়কালীন অগ্নির ত্রায়, শোভিত
ন । সমুদয় বিধকে দগ্ধ করিয়া
লের শিখা যেমন শোভিত হয়, সমু-
দয় বিদ্রবকারিণী ভদ্রকালীরও তেমনি
রাছিল । তখন সেই রুদ্রগণের অগ্রণী
জিগণের সহিত সূর্য্য এবং রুদ্র-
কে লীল্য অবজ্ঞাপূর্ব্বক বাম-পাদের
লেন । সেই গণেশ্বর সংযমী বীর-
। অবলীলাক্রমে অসি দ্বারা অগ্নিকে
। যমকে, দৃঢ় শূল দ্বারা রুদ্রদিগকে,
। বরুণকে, পরিষ দ্বারা নিরুজিক
দ্বারা বায়ুকে বিভিন্ন করিলেন ।
অনন্তর সেই দীপ্তিশীল বীরভদ্র
প দ্বারা বেদমাতা এবং সরস্বতীর
সিকাগ্র ছিন্ন করিলেন । সেই বীর
গ্নির বাহনও এবং ব্যাঘ্রাদ-
। যমুনি-পরিমিত অশ্রুতাপ ছিন্ন
হইল ।

চকর্ত করজাগ্রেণ বামক স্তমচুচুম্ ।
ভগন্ত বিপুলে নেত্রে শতপত্রসমপ্রভে ॥ ১৮
প্রসছোংপাটয়ামাস ভদ্রঃ পরমবেগবান্ ।
পূকো দশনরেখাক দৌপ্তাং মুক্তাবলীমিব ॥ ১৯
জয়ান ধনুযঃ কোট্যা স ভেনাস্পষ্টবাগভূৎ ।
ততঃ স্তমসং দেবঃ পাদাসুষ্ঠেন লীলয়া ॥ ২০
কর্ণাং ক্রিমিবদাক্রম্য স্বর্ঘয়ামাস ভূতলে ।
শিরশ্চিচ্ছেদ দক্ষন্ত ভদ্রঃ পরমশোভনম্ ॥ ২১
ক্রোশন্ত্যমেব বৈরিণ্যাং ভদ্রকাল্যে দদৌ চ ভূৎ
তং প্রহৃষ্টো সমাদায় শিরস্তালফলোপমম্ ॥ ২২
সা দেবো কন্দুকক্রীড়াং চকার সমরান্বয়ে ।
ততো দক্ষন্ত যা পত্নী কুলীলা ভর্তৃভির্ধবা ॥ ২৩
পাদান্ত্যাকৈব হস্তান্ত্যাং হস্ততে স্ম গণেশ্বরৈঃ ।
অরিষ্টনেমিনং সোমং ধর্ম্মকৈব প্রজ্ঞাপতিম্ ॥ ২৪
বহুপুত্রং চাস্মিৎসং ভূশাং কান্তপং ভবা ।

স্বাহাদেবীর দক্ষিণ-নাসাপুট এবং বাম স্তনের
চুচুম কর্তন করিলেন । অতিশয় বেগবান্ বীর-
ভদ্র ভগদেবের শতপত্র তুল্য বিপুল নয়নদ্বয়
বলপূর্ব্বক উৎপাটিত করিলেন । সেই বীর
ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা পুষা দেবের মুক্তাবলী-
সদৃশ দীপ্তিশীল দস্তপংক্তি বিনষ্ট করিলেন ;
তাহাতে পুষা দেব অস্পষ্টবক্তা হইলেন ।
অনন্তর চক্ষুকে অবলীলাক্রমে পাদদ্বয়ের
অসুষ্ঠ দ্বারা ক্রিমির ত্রায় আক্রমণ করিয়া পৃথিবী-
দলিত করিয়াছিলেন । পরে বীরভদ্র ধনুকের
সূশোভন মস্তক ছিন্ন করিলেন এবং ভদ্র
রোরুদ্র্যমানা দক্ষপত্নীর রোদনে কর্ণপাত না
করিয়া ঐ মস্তক ভদ্রকালীকে উপহার দিলেন ।
সেই দেবী ভদ্রকালী তালকলতুল্য সেই মস্তক
প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রহৃষ্টাভঃকরণে মুগ্ধহলে
উহা দ্বারা কন্দুকক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর কুলীলা পত্নীদ্বিককে স্বামীকে বেগে
প্রহার করে, সেইরূপ গণেশ্বরদ্বয় দক্ষপত্নীকে
হস্ত ও পাদ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল ।
পরে সেই সিংহকুল-বিজয়স্বামী অশ্রু-
নয়নদ্বারা ক্রিমিবদাক্রম্য স্বর্ঘয়ামাস ভূতলে

পলে এম্বু বনিলে। গণপাঃ সিংহবিক্রমাঃ ॥ ২৫
 তৎসংস্কৃত্য তুং বাপুতিঃ সঙ্কল্পমুষ্টিমুষ্টিঃ
 ধৰিতা তুংবেতানৈর্দায়াঃ সুতপরিগ্রহাঃ ॥ ২৬
 বধা কলিযুগে আৰৈবলেন কুলবোধিতঃ।
 তুচ্চ বিধবস্তকলসং তুংপুং পতোংসবম্ ॥ ২৭
 এদোপিঅশাশাং প্রতিপদ্যারতোঃপম্।
 উংপাটিতমুরানীকং হস্তমানঅপোধানম্ ॥ ২৮
 এশান্তব্রহ্মনির্ঘোষং একৌণজনসকরম্।
 ক্রন্দমানাতুরদ্রীকং হতশেষপরিচ্ছদম্ ॥ ২৯
 শূন্তাবানিতং জঙ্ঘে বজ্রবাটং তদাদিতম্ ॥ ৩০
 শূন্যবেগপ্রকৃষ্টাঃ ভিন্নবাহুবক্ষসঃ।
 বিনিকৃতোত্তমাজাঃ পেতুর্কর্যাং সুবোত্তমাঃ।
 হতেষু ভেষু দেবেষু পতিতেষু সহস্রশঃ ॥ ৩১
 একিবেশ গণেশানঃ কণাদাহবনারকম্।
 এবিষ্টমথ তং দৃষ্টা তদং কালান্ধিসম্ভিতম্ ॥ ৩২
 হুদ্রাৰ মরণাতোতো বজ্রো মৃগবপুর্ধরঃ।

পলা ধরিয়া অতি দুর্ভীকা দ্বারা তৎসনা করত
 মন্তকে মুষ্টি গ্রহণ করিতে লাগিল। কলিযুগে
 আরম্ভ বেরূপ কলপূর্বক কুল-বাধিঃদিগকে
 অভিহৃত করে, সেইরূপ তাল ও বেতালগণ
 জাহাঙ্গিরের দ্বারা এবং পুত্রবধূদিগকে ধৰিত
 করিয়াছিল। তখন সেইরূপে অর্জিত বজ্র-
 ক্রমিতে কলস সকল প্রধ্বস্ত, মৃগ তর,
 উৎসব বিনষ্ট, বিস্তৃত গৃহ সকল লুপ্ত,
 জোরগদার বিলিঙ্গ, সুরমৈত্র উৎপাটিত, কবি-
 গণ উৎপীড়িত, ব্রহ্মবোধ নিবৃত্ত, পরিচারক
 ও জটুর্গ একৌণ, দ্রৌপদ আত্মকরে রোক্তা-
 যান। এবং সমুদয় উপকরণ দ্রব্য বিদূষিত হও-
 য়ার উহা একটা শূন্য অরণ্যের মত লক্ষিত
 হইয়াছিল। ১৭—৩০। শূন্যবেগে প্রপীড়িত
 এযান এযান দেবগণের যাহ, উরু এবং বক-
 কল জিহ ও মন্তক ছিন্ন হওয়ার দ্বারা পৃথিবী-
 ভূমে পতিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে সহস্র
 সহস্র দেবগণ হত হইয়া কুলিকুলে পতিত
 হইলেন। পলা লক্ষ্যপূর্বক বীরগণ কলকালসে
 বজ্র-দেবগণের পলায়ন করিলেন। সেই

স বিস্ফার্য মহচ্চাপং হৃদ্যাযোযতীযম্
 তদন্তমভিহুদ্রাব বিকিপয়েব শায়কান্।
 আকর্ণপূর্ণমাকৃষ্টং ধনুর্মমুদসম্ভিতম্ ॥ ৩৪
 নাদরামাস তজ্জ্যাক ধক ভূমিক সর্কশঃ।
 তমুপক্রত্য সংনাদং হতোহস্মাত্যেব বিহু
 শরেণাকৈন্দ্রবক্রেন স বীরোহধ্বরপুরুষম্
 মৃগরূপেণ ধাবন্তং বিশিরন্তং তদাকরোং।
 তদীদৃশমবজ্রাতং দৃষ্টা তং স্ফূটসম্ভবম্।
 বিহুঃ পরমসংক্রুদ্ধো যুদ্ধায়াভবদ্যতঃ।
 তমুবাহ মহাবেগঃ স্তম্ভেন নতসন্ধিনা।
 সর্কেষাং বয়সাং রাজা গরুড়ঃ পন্নগাশনঃ
 দেবাঃ হতশিষ্টাঃ যে দেবরাজ পুরোগমাঃ
 প্রচক্রস্তম্ সাহায্যং প্রাণাংস্তাকুর্মিবোধ
 বিহুনা সহিতান্ দেবান্ বক্রেণ ক্রৌঞ্চিকা
 দৃষ্টা অহাস ভূতেশ্রো মৃগেন্দ্র ইব বিবাহ

দেখিয়া বজ্র মৃগরূপ ধারণপূর্বক সেই
 হইতে পলায়ন করিলেন। বীরগণ
 জ্যার শব্দে ভীষণ ধনুক বিস্ফারিত
 বাণকপ করিতে করিতে সেই
 পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। বীরগণ
 করিতে করিতে আকর্ণাকৃষ্ট ধনুক ও
 জ্যার শব্দে আকাশ ও পৃথিবীতে
 ধ্বনিত করিয়াছিলেন। অনন্তর
 বীর অর্জুনের দ্বারা বক্র বাণ দ্বা-
 রূপে পলায়মান ও পূর্বোক্ত শব্দ
 "আমি হত হইলাম" এইরূপ বি-
 ভববিহ্বল বজ্রপুরুষের শিরশ্ছেদন
 সেই স্ফূটসম্ভব বজ্রকে এইরূপে
 হইতে দেখিয়া বিহু আতশয় জোষ
 বৃদ্ধের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন।
 পক্ষীর রাজা মহাবেগ পন্নগাশন গরু-
 ণ্ডের উপর বিহুকে বহন করিয়া
 হতবশিষ্ট দেবগণ দেবরাজকে অ-
 প্রাণ অবধি পণ করিয়া বিহুর সাহা-
 য্যকৃত হইয়াছিলেন। সিংহ যো-
 গবিন্দ ব্যাক্রমে দেখিয়া কিকিয়ার
 মৃগপাতি বীরগণ বিহু

সরে যোগি সমাধিরতব্রতঃ ।
সিদ্ধাশ-চাক্ষরীরব্রতঃ ॥ ৪১
যোগারঃ স্বরচক্রচতুষ্টয়ঃ ।
নৈকবিদ্যাস্ত-শরবতপরিপ্লবতঃ ॥ ৪২
রথব্রতস্য স্মাং স এব হি সারথিঃ ।
ঋতুপূরে যুক্ত পূর্বং শার্করথে স্থিতঃ ॥ ৪৩
থবরং ব্রহ্মা শাসনাদেব শূলিনঃ ।
দীপমানীয় কৃতান্তলিভাষত ॥ ৪৪
দ্রুতদ্রাক্ষ ভগবানিন্দ্রভূষণঃ ।
তি ধীকং ত্বাং রথমারোঢ় মব্যয়ঃ ॥ ৪৫
মদমীপদস্যাকৌন্তসিকয়া সহ ।
মহাবাহো ভুঃসহং তে পরাক্রমম্ ॥ ৪৬
নং শ্রুত্বা স বীৰো রথক্ রথঃ ।
বৎস দিব্যমহগচ্ছ পিতামহম্ ॥ ৪৭

তল। ব্রতের তদ্বিন দিতে ব্রহ্মাণি সারথী ।
ভ্রমত ব্রতের লক্ষী রত্নস্তেব পুরবিষা ॥ ৪৮
ততঃ শম্ভবরং দীপ্তং চন্দ্র-কুন্দসমপ্রভম্ ।
প্রদগ্ধো বদনে কৃত্য তানুকম্পা মহাবলঃ ॥ ৪৯
তস্ত শম্ভস্ত সন্নাদং ভিন্নসাগরসম্মিতম্ ।
শ্রুত্বা ভয়েন দেবানাং জজ্ঞান জঠরানলঃ ॥ ৫০
ধক্ষবিদ্যাধরাহীষ্ট্রৈঃ সিন্ধৈর্ধুজ্জদিতুস্তিঃ ।
অপেন নিবিড়ীভূতাঃ সাকাশবিবরা দিশঃ ॥ ৫১
ততঃ শার্ঙ্গেন্দ্রচাপানঃ স নারায়ণনীরবঃ ।
মহতা বাণবর্ষণে ভূতোদ গগণগৌরবম্ ॥ ৫২
তং দৃষ্ট্বা বিমুখায়াত্তং শতধা বাণবর্ষণম্ ।
স চাদিদে ধনুর্জৈত্রং ভদ্রো বাণসহস্রকম্ ॥ ৫৩
সমাদায় চ তদ্বিভ্যং ধনুঃ সমরভৈরবম্ ।
শনৈর্বিষ্কারয়ামাস মেত্ৰং ধনুর্বিবেশ্বরঃ ॥ ৫৪
তস্ত বিষ্কার্যামানস্ত ধনুর্বোহভ্রমহাশ্বনঃ ।

তদপ অসুবিধ-চিস্তে হাসিতে
-৪০- সেই সময়ে সূচাক্ষ-
র্য সদৃশ প্রভাবুক্ত একখানি
বিভূত হইয়াছিল। সেই রথ
শ্রেষ্ঠ অশ্ব বোজিত ছিল।
চাকার অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ
এ অনেক উত্তম উত্তম দিব্যাস্ত্র
ইয়াছিল। পূর্বে ত্রিপুরাসুরের
অমর মহাদেবের রথে যিনি সারথ্য
লন, এই রথেও তিনিই সারথি-
হইয়াছিলেন। সেই সারথি
র আজ্ঞায় সেই রথশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু
দ্রের নিকট আনিয়া কৃতান্তলিপুটে
লেন,—হে ভগবন্ অতিশুদ্ধরাজ
ভগবান্ অব্যয় ইন্দ্রভূষণ আপনাকে
আরোহণ করিবার জন্য আস্তা
হে মহাবাহো! সেই ভগবান্
র সহিত বৈভ্যাশ্রমের সমীপ-
আপনার ভুঃসহ পরাক্রম কর্ম
সেই রথভ্রমর মহাবীর বীর-
ই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মার
পূর্ব সেই দিবা রথে আরো-

হণ করিলেন। ৪১—৪৭। সেই রথে ব্রহ্মা
সারথিরূপে অবস্থান করিলে, ত্রিপুরকালে
উদ্যত মহাদেবের স্তায় বীরভ্রমরের শোভা
বর্জিত হইয়াছিল। অনন্তর মহাবল তানুকম্প
চন্দ্র ও কুন্দ সদৃশ উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত শম্ভুশ্রেষ্ঠ
মুখে রাখিয়া বাজাইতে লাগিল। কোষিত
সাগরের তুল্য সেই শম্ভুর শব্দ শ্রবণ করিয়া
ভয়ে দেবগণের জঠরানল অগ্নি উঠিল। যুদ্ধ
লক্ষনার্থ সমাগত যক্ষ, বিদ্যাধর, সর্পাধিপ এবং
সিদ্ধগণ দ্বারা অগ্নিকালের মধ্যে আকাশ-বিসর
ও দিক্ সকল পরিপূর্ণিত হইয়াছিল। অনন্তর
শার্ঙ্গরূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা চিহ্নিত সেই নারায়ণ-
রূপী মেঘ সহঃ বাণবর্ষণ দ্বারা গগনরূপ গো-বৃহ-
দ্বিপকে উৎপীড়িত করিলেন। শতধারে বাণ-
বর্ষণকারী বিষ্ণুকে আগমন করিতে দেখিয়া
বীরভ্রমরও একেবারে সহস্র শর-মোচনকর্ম আরম্ভ
ধনুঃ গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই যুদ্ধ ভয়-
প্রদ দিবা ধনুঃ গ্রহণ করিয়া, পূর্বে মহাদেব
বেশন সুমেরুরূপ ধনুঃ বিষ্কারিত করিয়া-
ছিলেন, বীরে বীরে সেই ভাবে বিষ্কারিত
করিতে লাগিলেন। সেই বিষ্কার্যামান যক্ষের
অতি প্রবলশক্তি নির্ভর হইয়াছিল। সেই

ডেন স্বপ্নেন মহতা পৃথিবী সমকম্পত ॥ ৫৫
 ততঃ শরবরং ষোড়শ দীপ্তমাসীবিষোপমম্ ।
 অগ্রাহ গণপঃ শ্রীমান্ স্বয়মুগ্রপরাক্রমঃ ॥ ৫৬
 বাণোদ্ধারে ভূজো বস্ত তুণীবদনসঙ্গতঃ ।
 প্রত্যাদৃষ্টত বন্দীকং বিবিকুরিব পন্নগঃ ॥ ৫৭
 সমুদ্রতঃ করে তস্ত তৎক্ষণং রুদ্রচে শরঃ ।
 মহাভূজসম্পন্নো যথা বাণভূজসমঃ ॥ ৫৮
 শরেন বনতীরেণ ভদ্রো রুদ্রপরাক্রমঃ ।
 বিব্যাধ কুপিতো বাঢ়ং ললাটে বিষ্ণুমপাখ ॥ ৫৯
 ললাটেহিভিত্তো বিষ্ণুঃ পূৰ্ণমেবাবমানিতঃ ।
 চুকাপ নপ্পেন্দ্রাঃ মৃগেন্দ্রায়েব গৌরবঃ ॥ ৬০
 ততঃশমিকমেন ক্রুরাস্তেন মহেশুণা ।
 বিব্যাধ নগরভ্রম ভূজে ভূজগমগ্নিভে ॥ ৬১
 মোহপি তস্ত ভূজে ভূষঃ স্ফীয়াতসমপ্রভম্ ।
 বিসর্জক শরং বেনাদীরভদ্রো মহাবলঃ ॥ ৬২
 স চ বিষ্ণুঃ পুনর্ভদ্রং ভদ্রো বিষ্ণুঃ তথা পুনঃ ।

মহৎ শক্রে পৃথিবী একেবারে কাঁপিয়া উঠিল ।
 অনন্তর সেই উগ্রপরাক্রম শ্রীমান্ গণা-
 বিশ বর অভিষেকরূপ, প্রদীপ্ত এবং
 সর্পভূম্য একটা শ্রেষ্ঠ শর ধারণ করিলেন ।
 বাণ উঠাইবার অস্ত তুণীমুখে প্রবিষ্ট তাঁহার
 বাহু কনকমণ্ডো প্রবেশে উন্মত্ত সর্পের মত
 লজ্জিত হইয়াছিল । সমুদ্রত শর তাঁহার
 হস্তে রহৎ-সর্পমুখে দ্রুত হুঁ হুঁ সর্পের জ্বা
 দৃষ্ট হইয়াছিল । অনন্তর সেই রুদ্রভূম্য
 পরাক্রমশালী বীরভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই
 অতিভীক শর দ্বারা বিষ্ণুর ললাটেদেশ বিদ্ধ
 করিয়াছিলেন । সিংহকর্তৃক উপদ্রুত বাঁড়
 কেনন ঐ সিংহের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া, শরাঘাতে
 পূৰ্ণ-অপমানিত বিষ্ণুও তাঁহার উপর সেইরূপ
 ক্রুদ্ধ হইলেন । অনন্তর বিষ্ণু অতি ভীষণাস্ত
 ক্রমকম মহৎ বাণ দ্বারা নগরভ্রম ভূজগমভূম্য
 বাহুর বিদ্ধ করিলেন । ক্রমশঃ বীরভদ্রও
 পূৰ্ণকম অস্ত্র স্ফীয়াতসমপ্রভম্ প্রভাশালী সর্পের
 একটা শর বিষ্ণুর বাহুতে বেগে বিক্ষেপ
 করিলেন । যে বিষ্ণু । এইরূপ কথন
 সিংহকর্তৃক উপদ্রুত বাঁড় হইয়া, শরাঘাতে

স চ তৎ স চ তৎ বিপ্রাঃ শরৈস্তাবনুজয়ন্তু
 তথা পরস্পরং বেগাচ্ছরানান্ত বিমুক্তোঃ ।
 তয়োঃ সমভবদ্বন্দ্বং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ।
 তদৃষ্টা তুমুলং যুদ্ধং তয়োর্বৈ বিজিগীষতো
 হাহাকারো মহানাসীদাকাশে খেচরৈরিত্য
 ততঃশমিকমেন শরৈঃপাদিত্যবর্জমাঃ ।
 বিব্যাধ সূদৃঢ়ং ভদ্রো বিষ্ণোমহতি বক্রি
 স তু তীর প্রপাতেন শরেন দৃঢ়জীবিতঃ ।
 মহতীং রুজমাসাদ্য নিপপাত বিমোহিতঃ
 পুনঃ ক্রোধাদিবোধ্য লক্ষসংক্রান্তা হরিঃ ।
 সর্পাণ্যপি চ দিব্যাস্তাণ্যধৈনং প্রত্যবাস্ত
 স চ বিষ্ণুঃ সূর্য্যুজান সর্পান শরচম্পতিঃ
 সহসা বারয়ামাস ষোড়শঃ প্রতিশরৈঃ শ
 ততো বিষ্ণুঃ স্নানামাকং বাণমব্যাহতং
 সসর্জক্রেোধরক্রান্তমুদ্ভিগ্ন গণেশ্বরম্
 তং বাণং বাণবর্ষণেণ ভদ্রো ভদ্রস্বয়ং

বারংবার বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে ল
 বেগে পরস্পরের উপর বাণনিক্ষেপকা
 দুজনের এইরূপ তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ
 ছিল । ৪৮—৬৭ । সেই বিজিগীষ
 যুদ্ধ সর্পনকরিয়া আকাশে খেচরগণ
 কার রব করিতে লাগিল । অন্য
 আদিত্যভূম্য ভেজস্বী অগ্নিমুখ শর
 বিস্তৃত বক্রঃস্থল সূদৃঢ়রূপে বিদ্ধ
 সূদৃঢ় সারবান্ বিষ্ণু সেই তীর
 মহতী ব্যাধা পাইয়া অচেতন হই
 হইলেন । অনন্তর বিষ্ণু
 মধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া উবি
 বীরভদ্রের উপর সমুদয় দিব্যাস্ত্র
 করিতে লাগিলেন । মহাদেবে
 সেই বীরভদ্র ভীষণ প্রতিশর
 ধনুক হইতে নির্গত শর সক
 রণ করিলেন । অনন্তর বিষ্ণু ক্রে
 চকু হইয়া আপনার নাম-চিহ্নিত
 অস্ত্রসমূহ সেই নগরভ্রমের উদ্দেশে
 করিলেন । ক্রোধশালী বীরভদ্র
 চিহ্নিত শর বর্ষণ করিয়া, আপন

এব ভগবান্ চিত্তে ন শতধা পথি ॥ ৭১
নখুণা শাক্তং দ্বাভ্যাং পক্ষৌ পরুততঃ ।
ব চিত্তেদ তদন্তুতমিবাভবৎ ॥ ৭২
গণবগাধিধুর্দেহাদেবান্ সুদারুণান্ ।
কৃগদাহস্তান্ বিসমর্জ্য সহস্রশঃ ॥ ৭৩
হান্ কণমাত্রেন ত্রৈপুরানিব শকরঃ ।
মহাবাহুর্নৈত্র্যস্তেন বহ্নিনা ॥ ৭৪
কুরুতরো বিষ্ণু-চক্রমুদ্যাম্য সত্বরঃ ।
বীরে সমুৎপ্লুং তদানৌমুদ্যতোহভবৎ ॥ ৭৫
চক্রমুদ্যাম্য পুরতঃ সমুপস্থিতম্ ।
গণেশানো বাষ্টস্তয়দমহুতঃ ॥ ৭৬
স্তুতচক্রং বোরমপ্রতিমং কচিৎ ।
সমুৎপ্লুং ন বিস্মরভবৎ ক্রমঃ ॥ ৭৭
কমুরুতা বাহুং চক্রসমস্থিতম্ ।
মা বিষ্ণুঃ পায়ণ ইব নিঃশলঃ ॥ ৭৮
যথা জীবো বিশৃঙ্গে বা যথা বৃষঃ ।

আম্বিতে, পথিমধ্যে সেই বিষ্ণুবাণকে
ধরিলেন। পরে তিনি একটা বাণ
শাক্ত বহু এবং দুইটা বাণ দ্বারা
কণ্ব ছেদন করিলেন। তাহার
অনুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।
সু যোগবলে আপনার দেহ হইতে
রূপ শাক্ত-চক্র-গদাধারী সহস্র সহস্র
র সৃজন করিলেন। মহাবাহু শকর,
অগ্নি দ্বারা কণমাত্রেই, ত্রিপুর-
গ্রায়, সেই সমুদয় দেবগণকে
ভয়সাং করিলেন। তখন বিষ্ণু
ক্রোধিত হইয়া বেগে সুদর্শন-চক্র
সেই বীরের উপর পরিত্যাপ করিতে
লেন। সেই বিষ্ণুকে চক্র উঠাইয়া
স্থিত হইতে দেখিয়া গণাধিপ
বৎ হস্তপূর্বক অবলীলাক্রমে
স্তম্ভিত করিলেন। স্তম্ভিত হইয়া
ধরিয়াও সেই অতুল্য ভীষণ
প করিতে সক্ষম হইলেন না।
আক্রোশসহকারে চক্র-সম্বন্ধিত
ইব পায়ণের দ্বায়, নিশ্চলভাবে

বিনষ্ট-চ বধা সিংহস্তথা বিষ্ণুবস্থিতঃ ॥ ৭৯
তৎ দৃষ্টা দুর্দশাপন্নং বিষ্ণুমিত্রাদয়ঃ সুরাঃ ।
সুসমজ্ঞা গণেশেন মৃগেন্নেপেব গৌরবাঃ ॥ ৮০
প্রগৃহীতায়ুধা যোদ্ধুং ক্রুকাঃ সমুপতস্থিরে ।
তান্ দৃষ্টা সমরে ভদ্রঃ ক্ষুদ্রানিব হরিমৃগান্ ॥ ৮১
অটহাসেন ধোরেন ব্যষ্টস্তয়দনিন্দিতঃ ।
তথা শতমথস্তাপি সবজ্রো দক্ষিণঃ কবঃ ॥ ৮২
সিসৃক্ষুরেব তদন্তুং চিত্রীকৃত ইবাভবৎ ।
অন্তেষামপি সর্কেষামুদ্যুতা অপি বাহবঃ ॥ ৮৩
অলসানামিবারস্তান্তাং দশাং নাতিযাস্ত্যত ।
এবং ভগবতঃ তেন ব্যাহতানেষবৈভবাঃ ॥ ৮৪
অমরাঃ সমরে তন্ত পুরতঃ স্থাতুমকমাঃ ।
স্তকৈরয়বৈরেব দুষ্কবুভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৮৫
বিদ্রুতাংস্ত্রিংশদান্ বীরান্ বীরভদ্রো মহাতুভঃ ।
বিব্যাধ নিশিতৈবাতৈর্মেষো বর্ষৈরিবাচলান্ ॥ ৮৬

অবস্থান করিতে লাগিলেন। জীব দেহশূন্য
হইলে, বৃষ শূন্য হইলে এবং সিংহ দন্তশূন্য
হইলে যেমন হয়, বিষ্ণুও সেইভাবে অবস্থান
করিতে লাগিলেন। ৬৫—৭৯। ইত্যাদি দেব-
গণ বিষ্ণুকে তাদৃশ দুর্দশাপন্ন দেখিয়া, সিংহের
সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত বলীবর্ধের দ্বায়, সেই
গণাধিপের সহিত যুদ্ধ করিতে বদ্ধ-পরিকর
হইলেন। তাহার ক্রুদ্ধ হইয়া আয়ুধ ধারণ-
পূর্বক যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। সিংহ
যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে সম্মুখে দেখিয়া স্তম্ভিত
করে, তদ্রূপ অনিন্দিত বীরভদ্রও যুদ্ধ প্রবৃত্ত
সেই দেবগণকে দেখিয়া অটহাসেই তাঁহা-
দিগকে স্তম্ভিত করিলেন। সেইরূপে স্তম্ভিত,
বজ্রত্যাগে প্রবৃত্ত সবজ্র ইন্দ্রের বক্ষিণ হস্ত
চিত্রেতের দ্বায় হইয়াছিল, অস্ত্র সকল দেবগণে-
রও অস্ত্রত্যাগে প্রবৃত্ত বাহ সকল, অমরদিগের
আরস্তের দ্বায়, তাদৃশ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।
এইরূপে সেই ভগবান্ বীরভদ্র কর্তৃক সন্মুখ
কৈরব বিনষ্ট হইলে পর, দেবগণ যুদ্ধক্ষে-
ত্বেই পলায়িত হইয়া পলায়িত হইয়া পলায়িত
হইলেন। দেবগণ আর ব্যাহত হইয়া স্তম্ভিত
হইয়াই পলায়িত হইয়া পলায়িত হইয়া পলায়িত

বহুবলস্ত বীরস্ত বাহবঃ পরিষোপমাঃ ।
 শস্ত্রেণ কাশিরে দীপ্তৈঃ সান্নিভালা ইবোরগাঃ ॥
 অস্ত্রশস্ত্রাণ্যনেকানি স বীরো বিশ্বজন বভৌ ।
 বিশ্বজন সর্ষভূতানি বখাদৌ বিশ্বসত্ত্ববঃ ॥ ৮৮
 বখা রশ্মিভিরাদিত্যঃ প্রচ্ছাদয়তি মেদিনীম্ ।
 তথা বীরঃ কপাদেব শরৈঃ প্রাচ্ছাদয়দ্দিশঃ ॥ ৮৯
 ধর্মগুণে গণেশস্ত শরাঃ কনকভূষিতাঃ ।
 উৎপত্তস্তরিত্রপৈরুপমানপদং যমুঃ ॥ ৯০
 মহাস্তম্বে সুরাংস্তাণ্ড মণ্ডকানিব ডুভূতাঃ ।
 প্রাণৈবিরোজয়ামাসুঃ পপুণ্ড কুধিরাসবম্ ॥ ৯১
 নিকৃষ্টবাহবঃ কেচিৎ কেচিৎ নবরাননাঃ ।
 পার্শ্বে বিদ্যারিতাঃ কেচিৎ পিতৃমরা ভূবি ॥ ৯২
 বিশিখোন্মথিতৈর্গাটৈর্বাহতি চিহ্নসঙ্কতিঃ ।
 বিরক্তমনাঃ কেচিৎ পিতৃভূতলে মৃতাঃ ॥ ৯৩

শিলাবর্ষণ দ্বারা অচলদিগকে বিধ্বস্ত করে, সেই
 রূপ বীরভদ্রও সেই পলায়িত বীর্ষাসম্পন্ন দেব-
 গণকে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন ।
 অগ্নিশিখা উদগারী সর্পের স্থায় সেই বীরের
 পরিবর্তন্য বহু সকল দীপ্ত অস্ত্রসংযোগে
 শোভিত হইয়াছিল । সেই বীর অনেক প্রকার
 অস্ত্রশস্ত্র সজ্জন করত সৃষ্টির প্রথমে নানাবিধ
 ভূতসৃষ্টিতে প্রকৃত প্রজাপতির স্থায় শোভিত
 হইয়াছিলেন । স্থা যেমন আপনার ক্রিয়-
 জালে সমুদয় পৃথিবীকে আচ্ছাদন করেন, সেই-
 রূপ বীরভদ্রও কপকালর মধ্যে দিক্ সকলকে
 আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন । সেই পলায়িতের
 কনকভূষিত শর সকল আকাশমণ্ডলে উৎপত্তিত
 হইয়া স্ত্রিদের উপমান হইয়াছিল । ডুভূতেরা
 (নিকিঁর সর্প) যেমন মণ্ডকদিগকে বিনষ্ট
 করিয়া অহাঙ্গের কুধির পান করে, সেইরূপ
 সেই বৃহৎ শব সকল দেবগণের প্রাণসংহার
 করিয়া কুধিরপানরূপ মদ্য পান করিয়াছিল ।
 সেই দেবগণের মধ্যে কেহ ছিন্নবাহ, কেহ ছিন্ন-
 হস্ত কেহ বা পার্শ্বে বিদ্যারিত হইয়া ভূমিভলে
 পতিত হইয়াছিলেন । অহাঙ্গের মধ্যে কেহ
 কেহ বাসনিকসেহ, ছিন্নবাহ এক বিধুরিত-
 পদেহ বহু হইয়া ভূমলে পতিত হইয়াছিলেন ।

পাং প্রবেষ্টমিবেচ্ছতঃ ধং গজ্জমিব নিপ্পবা
 অলকাস্তিরোধানা ব্যলীয়স্ত পরস্পরম্ ॥ ৯৪
 ভূমৌ কেচিৎ প্রবিবিশুঃ পর্বতানাং গুহাঃ
 অপরে জম্বুরাকশং পরে চ বিবিশুর্জলম্ ॥ ৯৫
 তথা সঙ্কম্পসর্ষাশৈঃ স বীরহিন্দৈশ্বরভৌ ।
 পরিগ্রস্ত প্রজাবর্গো ভগবানিব ভৈরবঃ ॥
 এবং দেববলং সর্ষং দীনং বীভৎসমং
 গণেশ্বরসমুৎপন্নং কৃপণং বপুরাদদে ॥ ৯৬
 তদা ত্রিশশবীরাণামস্কৃৎসলিলবাহিনী ।
 প্রাবর্তত নদী বোরা প্রাণিনাং ভয়শংসি
 কুধিরেণ পরিক্রিমা যচ্ছভমিস্তদা বভৌ ।
 রক্তার্দ্ৰবসনা শ্যামা হতস্তম্ভেব কোশিকী ।
 তমিন্ মহতি নির্বস্তে সমরে ভূশদারুণে ।
 ভয়েনৈব পরিত্রস্তা প্রচচাল বহুকরা ॥ ৯৭
 মহোন্মিকলিলাবন্তচ্ছ্রুতে চ মহোদধি

তাহারা যেন পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করি-
 লাবী অথবা স্বর্গে যাইতে অসীদ্য
 আপনার শরীর লুকাইতে অক্ষম
 পরস্পর লীন হইয়াছিলেন । কেহ
 ভিতর প্রবেশ করিলেন, কেহ
 গুহায় লুকায়িত হইলেন, কেহ আকাশে
 গেলেন, কেহ বা জলে অস্তিত্তিৎ
 সেই বীর বীরভদ্র দেবগণের সমুদয়
 ভিন্ন করিয়া, প্রলয়কালে নিখিল-প্রম-
 কারী ভগবান্ ভৈরবের গায়, লক্ষিত
 ছিলেন । এইরূপে সমুদয় দেবগণ
 গণেশ্বর কর্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন, হস্তরাং
 বিকৃত-লশন হইয়া কৃপার পাত্র
 তখন দেব-বীরগণের রক্তশ্রোতোবা
 প্রাণিগণের ভয়োংপাদিনী একটি
 উৎপন্ন হইয়াছিল । ভূমদৈত্য-বা
 তাহার কুধিরে আর্দ্ৰবসনা শ্যামা
 যেরূপ শোভিত হইয়াছিলেন, তা
 ভূমিরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল ।
 সেই অতি দারুণ মহৎ যুদ্ধের অব-
 পৃথিবী ভয়ে বিকল হইয়া কাপিয়া
 সমুদয় বৃহৎ তরল ও গভীর আকর্ষ

কোলাঃ সহোঃ পাতৈঃ শাখাশ্চ মুমূক্ষুঃ মাঃ ।
 দিশঃ সর্বাঃ পবনশ্চাশিবো ববৌ ।
 বিবিধবিপায়াসস্ত্রমেধোহমমধ্বরঃ ॥ ১০২
 নঃ স্বয়ং দক্ষো ব্রহ্মপুত্রঃ প্রজাপতিঃ ।
 যঃ সদস্তাশ্চ রক্ষিতা গরুড়ধ্বজঃ ॥ ১০৩
 চ প্রতিগৃহ্তি সাক্ষাদিত্রাদয়ঃ সুরাঃ ।
 যজমানস্ত যজ্ঞস্ত চ সহর্ভিজঃ ॥ ১০৪
 যশিরশ্চৈব সাধু সম্পদ্যতে ফলম্ ।
 বেদনির্দিষ্টং ন চেৎস্বরবাহিতম্ ॥ ১০৫
 অগ্নিহোতক কশ্য কুর্ধ্যাং কদাচন ।
 হুমহং পুণ্যমিষ্টা বহুশ্চৈত্রেপি ॥ ১০৬
 সমবাপ্রোতি ভক্তিহীনো মহেশ্বরে ।
 হুমহং পাপং ভক্ত্যা যজতি যঃ শিবম্ ॥
 শতকৈঃ সর্বেষাং কাৰ্য্যা বিচারণা ।
 কিমুতেন বৃথা দানং বৃথা তপঃ ।

প্রাপ্ত হইল ? নানাবিধ উৎপাতের
 ভ্রাপাত হইতে লাগিল ; বৃক্ষ হইতে
 লক্ষ্মী পড়িল ; দিক্ সকল অপ্র-
 এবং অশ্বিন-বায়ু বহিতে লাগিল ।
 ! বিধাতা প্রতিকূল হওয়ায় সেই
 জের এইরূপ দুর্দশা হইল ! যে
 যান স্বয়ং ব্রহ্মপুত্র প্রজাপতি দক্ষ,
 সদস্তা ও বিষ্ণু রক্ষাকর্তা এবং
 ইন্দ্রাদি দেবগণ সাক্ষাৎ উপস্থিত
 ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ
 মানের এবং পুরোহিতগণেরও সদস্য
 হইল, অতএব কশ্যকলই সম্যক্
 হুতরাং বেদে অনির্দিষ্ট, ঐশ্বর-
 অসংপরিগৃহীত কশ্য কদাচ
 হুমহং পুণ্যকশ্য এবং শত শত
 ! করিয়াও যদি শিবের প্রতি
 ক, তাহা হইলে ঐ সকল কশ্য
 কল লাভ হয় না । অতএব
 গরী ব্যক্তিও যদি ভক্তিপূর্বক
 র্চনা করে, তাহা হইলে সে সমু-
 ৩ বিমুক্ত হয়, সে বিষয়ে কোন
 এ বিষয়ে বহু বাগাড়ম্বর

বৃথা যজ্ঞে বৃথা হোমঃ শিবনিন্দারতস্ত তু ॥ ১০৮
 ততঃ সনারায়ণকাঃ সক্রদ্রাঃ
 সলোকপালাঃ সমরে সুরৌষাঃ ।
 গণেশচাপচ্যুতবাণবিক্রাঃ
 প্রহস্তুর্গাঢ়রজাভিভূতাঃ ॥ ১০৯
 চেলুঃ কচিং কেচন দীর্ঘকেশাঃ
 সেহুঃ কচিং কেচন দীর্ঘগাত্রাঃ ।
 পেতুঃ কচিং কেচন ভিন্নবক্রা
 নেতুঃ কচিং কেচন দেববীরাঃ ॥ ১১০
 কেচিচ্চ তত্র ত্রিদশা বিপত্রা
 বিশস্তবস্ত্রাতরবাস্ত্রশত্রাঃ ।
 নিপেতুরুদ্ধাবিতদীনমুদ্রা
 মদক দর্পক বলক হিত্তা ॥ ১১১
 তমুং পথপ্রস্থিতমগ্রধুষো
 বিক্রিয়া দক্ষাধ্বরমক্ষতাস্রঃ ।
 বভৌ গণেশঃ স গণেশ্বরাণ্য
 মধ্যো স্থিতঃ সিংহ ইব বভৌ ॥ ১১২
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীরসংহিতায়
 পূর্বভাগে দক্ষ-শিবগণবুদ্ধবর্ণনং নামৈ-
 কোনবিশেষোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

প্রয়োজন কি, শিবনিন্দা-পরায়ণ ব্যক্তির দান,
 তপস্তা, যজ্ঞ, হোম সকলই বৃথা । অনন্তর
 সমরে সেই গণাধিপ বীরভদ্রের চাপচ্যুত বাণে
 বিক্র এবং উজ্জ্বল দারুণ ব্যথায় অভিভূত হইয়া
 নারায়ণ, রুদ্র এবং লোকপাল প্রভৃতি দেবগণ
 পলায়ন করিলেন । সেই দেব-বীরগণের মধ্যে
 কেহ কেহ আলুলায়িত কেশে কোন অনির্দিষ্ট
 স্থানে চাপিতে লাগিলেন, কেহ কেহ হাত পা
 ছড়াইয়া যে কোন স্থানে বসিয়া পড়িলেন, কেহ
 কেহ মুখ খুঁড়িয়া পড়িয়া গেলেন, কেহ কেহ
 একেবারে অদৃশ হইলেন । কোন কোন বিপত্র
 দেবগণ বসন ভূষণ ও আপন আপন অস্ত্র
 বসিয়া পড়ায় অতি দীনভাবে প্রাণ হইয়া
 সদর্পে বহুদরমন পরিতাপপূর্বক ভূমিতে
 পতিত হইলেন । সেই অসংখ্য গণের
 বীরভদ্রের বহু অস্ত্রের

বিংশোঃখ্যায়ঃ ।

বায়ুর্বাচ ।

ইতি সন্ধিভিত্তিমাঃ। দেবা বিষ্ণুরোগমাঃ ।
 কনাংকষ্টাং দশামেত্য ত্রেহুঃ স্তোকাবশেষিতাঃ ॥
 ত্রস্তাংস্তান্ সমরে বীরা বীরভদ্রপ্রচোদিতাঃ ।
 প্রগৃহ্য চ বধা দোষং নিগড়েয়াস্মৈদৃঢ়ৈঃ ॥ ২
 ববন্ধুঃ পাণিপাদেষু কঙ্করেষুদরেষু চ ।
 তন্মিববসরে ত্রক্ষা ভদ্রমদ্রাঙ্গজানুগম্য ॥ ৩
 সারথ্যাঙ্গকবাংসল্যঃ প্রার্থন প্রণতোহত্রবীঃ
 অগ্নং ক্রোধেন ভগবন্ নষ্টাং তে দিবোকসঃ ॥ ৪
 প্রসাদ কাম্যতাং সর্কঃ রোমজৈঃ সহ হুত্রত ।
 এবং বিজ্ঞাপিতস্তেন ত্রক্ষণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ৫
 শব্দং জগাম সম্প্রীতো গণপন্তস্ত গৌরবাৎ ।

দক্ষবজ্র ধ্বংস করিয়া, কবচদিগের মধ্যস্থিত
 নিখের ঠায় গণেশদিগের মধ্যে শোভা
 পাইতে লাগিলেন । ১০০—১১২ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন,—এইরূপে ছিন্ন-ভিন্ন বিষ্ণু
 প্রভৃতি সেই অজাবশিষ্ট দেবগণ এতদূশ
 কষ্টকর দশা-বিপর্যয় লাভ করিয়া ত্রাসাভিত
 হইলেন । বীরভদ্র-প্রেরিত বীরগণ সেই ত্রস্ত
 দেবগণকে যুদ্ধ গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের
 বাহ্য দেহরূপ দোষ ছিল, তদনুসারে হুত্র
 নোহ-নিশ্চিত নিষড় দ্বারা হাত, পা, ঠক
 উদরে বন্ধন করিল । সেই সময়ে ত্র
 সারথ্য-কাণ্ড দ্বারা বীরভদ্রের অঙ্গগ্রহ লাভ
 করিয়া প্রণামপূর্বক সেই পরমেশ্বর-হৃদিতার
 অঙ্গের বীরভদ্রকে প্রার্থনা সহকারে বলিতে
 লাগিলেন,—হে ভগবন্ ! এক্ষণে আর
 কোন্‌র প্রয়োজন নাই, দেবগণ নষ্ট হইয়াছে ।
 হে হুত্রত ! আপনি এসব হউন এবং
 সর্বদা আমাদের সঙ্গে সহিত কৰ্মা করুন ।

দেবাঃ লক্কাবসরা দেবদেবস্ত মন্ত্রিণঃ ।
 ধারয়ন্তোহঞ্জলিং মূর্দ্ধি তুহুর্বাংবিধৈঃ স্তবৈঃ ।
 দেবা উচুঃ ।

নমঃ শিবায শান্তায় বজ্রহস্তে ত্রিশূলিনে ॥
 রুদ্রভদ্রায় রুদ্রাণাং পত্যয়ে রুদ্রমূর্তয়ে ।
 কালাধিরুদ্ররূপায় কালকামাস্তহারিণে ॥ ৬
 দেবতানাং শিরোহস্তে দক্ষস্ত চ হুরাঙ্গনঃ ।
 সংসর্গাদস্ত পাপস্ত দক্ষস্তাক্রিষ্টকণ্ঠকঃ ॥
 শাসিতাঃ সমরে বীর তুরা বধমনিদিতাঃ ।
 দক্ষাণ্যমৌ বয়ং সর্কৈঃ তুস্তো ভীতাঃ ভো
 হমেব গতিরম্মাকং ত্রাহি নঃ শরণাগতান
 তুষ্টস্তেবং স্ততো দেবান্ বিযজ্য নিগজ্য
 আনয়দেবদেবস্ত সমীপমমরানিহ ।
 দেবোহপি তত্র ভগবানন্তরিক্ষে হিতঃ প্রবু
 সগণঃ সর্কগঃ সর্কঃ সর্কলোকমহেশ্বঃ

বীরভদ্র তাহার পৌরব-রক্ষার্থ শ
 হইলেন । স্তোত্র-নিপুণ দেবগণও
 সর লাভ করিয়া মন্ত্রকে অঞ্জলি-ব
 নানাবিধ স্ততি-বাক্য দ্বারা সেই
 স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । দেব
 গণ,—হে শান্ত, বজ্রসংহারিন্, ত্রিশূলি
 ভদ্র, রুদ্রদিগের অধীশ্বর, রুদ্রমূর্ত্তে
 নাকে নমস্কার ! আপনি কাল
 এবং কাল ও কামের শরীর-বিনাশ
 দেবগণের এবং হুরাঙ্গা দক্ষের
 করিয়াছেন ; আপনাকে নমস্কার ।
 আমরা সয়ং নির্দোষ হইলেও সেই
 পাপিষ্ঠ দক্ষের সংসর্গে দণ্ডিত হ
 এই নিমিত্ত যুদ্ধে আপনি আমাদের
 করিলেন । হে প্রভো ! আমরা এ
 কলে আপনার ভয়ে দক্ষ হইতেছি
 মাদের পতি, অতএব শরণাগত
 রক্ষা করুন । ১—১১ । এই প্রকা
 হইয়া প্রভু বীরভদ্র দেবগণকে
 যুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে সহ্য
 করিয়া যাইলেন । সেই সময় সেই
 সর্কলোক-মহেশ্বঃ

৥ পরমেশানং দেবা বিহুপুয়োগমাঃ ॥ ১৩
অপি চ ভীতান্চ নমস্ক্রমহেশ্বরম্ ।
গনয়ান্ ভীতান্ প্রণতান্ প্রণতার্জিহা ॥ ১৪
হ মহাদেবঃ প্রহসন্ প্রেক্ষ্য পার্শ্বতীম্ ।
ঐ ত্রিদশা যুগ্মং কাতোহস্মাভিব্যতীক্রমঃ ॥
স্বয়াম্ যুগ্মাকং ন স্থিতির্ন চ জীবিতম্ ।
জাহ্নুদশাঃ সর্কে সর্কেণামিততেজসা ॥ ১৬
দ্বিগতসমাসা ননুতুবিশা মুদা ।
সত্তরে ব্রহ্মা প্রণিপতা কৃতাজ্জলিঃ ।
বসরং প্রাপ্য ব্যস্তাপন্নত শূলিনে ॥ ১৭
ব্রহ্মোবাচ ।
ব মহাদেব প্রণতার্জিপ্রভঞ্জন ॥ ১৮
পরার্থেব কোহুত্বস্তঃ প্রসীদতি ।
৥ ভবিষ্যতি যে সুরা নিহতা মুখে ॥ ১৯
কর্ন কস্ত স্মাং প্রসন্নৈ পরমেশ্বরে ।
দবদেবানাং কৃতমঙ্গেষু দমণম্ ॥ ২০

তদিতং ভূষণং মন্ত্রে তবাকীকারপৌরবাং ।
ইতি বিজ্ঞাপ্যমানস্ত ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ২১
বিলোক্য বদনং দেব্যা দেবদেবঃ শ্রুগ্নিষ ।
পুত্রভূতস্ত বাঃ সল্যাদ্ ব্রহ্মণঃ পদ্রজম্বনঃ ॥ ২২
প্রনষ্টানাং পুনস্তেষাং প্রদদৌ পূর্ববৎ তনুম্ ।
ততঃ কথেন তে দেবাঃ শতক্রতুপুয়োগমাঃ ॥ ২৩
প্রতাপন্নশরীরাসাঃ প্রবেযুঃ পরমেশ্বরম্ ।
বাগীশাদ্যাং যা দেবো দণ্ডিতা দেবমাতরঃ ॥ ২৪
তাসামপি যথা পূর্বং তাত্ত্বজানি দদৌ ভবঃ ।
দক্ষস্ত ভগবানেব স্বয়ং ব্রহ্মা পিতামহঃ ॥ ২৫
তং পাপামুগুণং চক্রে অরচ্ছাগমুখং সুখম্ ॥ ২৬
সোহপি সংক্রাং ততো লক্ষা সমুখায় কৃতাজ্জলিঃ
প্রলপন বহধা ভীতস্তষ্টাব পরমেশ্বরম্ ।
তং তথা ব্যাকুলং ভীতং প্রলপন্তং কৃতাগসম্ ।
শ্রুগ্নিবাবদং প্রেক্ষ্য মা ভেরিতি রূপানিধিঃ ।
অখোক্তা ব্রহ্মণস্তস্ত পিতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২৮

অবস্থান করিতেছিলেন। বিমু-
পরম ঐশ্বর্য-সম্পন্ন মহেশ্বরকে
ং ভীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার
প্রদানের বিপদহারী মহাদেব
৭ত দেবগণকে নিরীক্ষণ করিয়া,
তে পার্শ্বতীর দিকে চাহিয়া
খা বলিলেন,—হে দেবগণ!
ভা নাই, আমি তোমাদের দোষ
ই। আমি ক্রুদ্ধ থাকিলে এতক্ষণ
র স্থিতি বা জীবন থাকিত না।
হাদেব এই কথা বলিলে পর
৥২ ত্রাদশ্যু এবং আনন্দে বিবশ
রতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা
শ যুগ্মে বুকিয়া কৃতাজ্জলিপুটে
মহাদেবকে প্রণাম করিয়া নিবে-
—হে প্রণতজনের আর্জিতঞ্জন
গনি অয়যুক্ত হউন। ঐশ্বর্য
৥ ভিন্ন আর কে এসেছে হইল।
হত দেবগণ পুনর্বার প্রাণলাভ
করিলেন। আপনি এসেছেন হইলে
গাণ্ডি হইল? দেবগণের

যে সকল দমণ হইয়াছে, উহা আপনার কৃত
বলিয়া ভূষণস্বরূপতা ধারণ করুক। পরমেষ্ঠি
ব্রহ্মা এইরূপ নিবেদন করিলে, দেবদেব মহা-
দেব ঈশ্বর হস্ত করত দেবীর মুখের দিকে
চাহিয়া পুত্রভাবাপন্ন পরজন্মা ব্রহ্মার প্রতি
বাঃ সল্য হেতু এমনষ্ট দেবদ্বিগকে পুনর্বার পূর্ব-
বৎ শরীর দান করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রপুত্র-
সর সেই দেবগণ কণকালের মধ্যে পূর্বশরীর
প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করি-
লেন। বাগীশা প্রভৃতি যে সকল দেবমাত
দেবী দণ্ডিত হইয়াছিলেন, মহাদেব তাঁহা-
দিগকেও পূর্ববৎ অস্ত্র প্রদান করিলেন।
ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষের পাপের প্রতিফল
স্বরূপ একটি বৃদ্ধ-ছানলের মুখ দিয়া তাহার
মুখ-নির্মাণ করিলেন। ১২—২৬। অনন্তর
দক্ষ চেতনা লাভ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে উবিব
হইয়া সত্তরে নানাবিধ প্রণাম করত পরমেশ্বরে
(শিবের) স্তুত করিতে লাগিল। কৃতাপন্ন
দক্ষকে করে ধাক্কা দিয়া এবং প্রসন্ন করিয়া
দেবীরা প্রাণিবি কৃতমঙ্গেষু দমণম্

গাণপত্যং নরো তৈশ্চ নক্ষত্রাকরমীশ্বরঃ ।
 ততো ব্রহ্মা মহাদেবমভিবন্দ্য কৃতাজলিঃ ॥ ২৯
 তুষ্টো ব তুতরা বাচা দেবীক পিরিজামুমাম্ ।
 ততো বিহুস্ততো দেবান্ততঃ সর্কে মহর্ষয়ঃ ॥ ৩০
 তুইবুর্দেবদেবেশং দেবীকাপি পৃথক্ পৃথক্ ।
 তদা পার্শ্বস্থিতং প্রেক্ষ্য ভ্রমমদ্রীকৃত্য স্বয়ম্ ॥ ৩১
 কৃতাস্থপ্রেষণং পুত্রং গৃহীত্বা তং কৃতাজলিম্ ।
 আকৃষ্য তদ্রা সার্বমন্তে সমুপবেশ্য চ ॥ ৩২
 সম্বজে শুহবলগাঢ়ং সমাজিভ্রুচ্চ মুর্ছনি ।
 ততঃ প্রীততরা দেবী বীরভদ্রায় শূলিনে ।
 প্রদদৌ বিবিধানিষ্টানু বরাং ১৫১৮ সহস্রা ॥ ৩৩
 অথ তদা হরি-শক্র-পিতামহ-
 প্রভৃত্যঃ সুরলোকমহেশ্বরঃ ।
 সকললোকমহেশ্বরমীশ্বরং
 শরণ্যমেতা কৃতাজলয়েত স্তবন ॥ ৩৪

চাহিয়া সৈং হস্ত করত “মাঠেঃ” এই কথা
 বলিলেন এই কথা বলিয়া তাহার পিতা
 ব্রহ্মার প্রিয় করিতে অভিলাম্বী হইয়া মহাদেব
 সেই দক্ষকে অক্ষয় গাণপত্য প্রদান করিলেন ।
 অনন্তর ব্রহ্মা কৃতাজলি-পুটে অভিবাদন করিয়া
 তুতবাক্য দ্বারা মহাদেব এবং দেবী পার্শ্বতীর
 স্তব করিতে লাগিলেন তাহার পর বিহু,
 তাহার পর দেবগণ এবং তদনন্তর মহর্ষিগণ
 বধাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ মহাদেব ও মহাদেবীর
 স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর স্বয়ং শৈল-
 রাজ-গৃহিতা পার্শ্বস্থিত কৃতাজলি এবং স্বকীয়
 আজ্ঞা-সম্পাদক পুত্রতুল্য বীরভদ্রকে তাহার
 হস্তধারণপূর্বক তদ্রা সহিত আকর্ষণ করত
 আপনার কোড়ে বসাইয়া, কার্ত্তিকেরের দ্বার
 গাঢ় আলিঙ্গন এবং মন্তক আত্মাণ করিলেন ।
 তাহার পর দেবী অত্যন্ত প্রীত হইয়া সেই
 শূলধরী বীরভদ্রকে সহস্র সহস্র নানাধি
 অভিলাষিত বরা প্রদান করিলেন । ২৭—৩৩ ।
 অনন্তর বিহু, শক্র ও পিতামহ প্রভৃতি প্রদান
 প্রদান দেবগণ এই সর্বলোক মহেশ্বর বরা-
 দেবের স্তব করিয়া কৃতাজলি স্তব

স চ পুনঃপ্রদদৌ শরণ্যগতান্
 পরমকার্ষণিকঃ পরমেশ্বরঃ ।
 অনুগতশ্রিতলক্ষণয়া পিরা
 শমিতসর্বভয়ঃ সমভাষত ॥ ৩৫
 যদিদমাগ ইহাচরিতং সুরৈ-
 বিধিনিয়োগবশাদিব যন্তিতৈঃ ।
 শরণ্যমেতা নতানবলোকা ব-
 স্তদধিলং কিল বিষ্মতমেব নঃ ॥ ৩৬
 তদ্বিহ সুরমপি প্রকৃতং মনস্ত-
 বিগণব্য বিমর্দমপত্রপাঃ ।
 হরি-বিরিকি-সুরেন্দ্রমুখাঃ সুরাঃ
 ব্রহ্মত দেবপুরং প্রতি সম্প্রতি ॥ ৩৭
 প্রতি সুরানভিধায় সুরেশ্বরো
 নিকৃতদক্ষকৃতকৃতুরকৃতুঃ ।
 সগিরিজানুচরঃ সপরিচ্ছদঃ
 স্থিত ইবাসরতোহন্তরবীৰ্যত ॥ ৩৮
 অথ সুরা অপি তে বিগতবাক্যঃ
 কথিতভদ্রস্তুভদ্রপরাক্রমাঃ ।

করিতে লাগিলেন । সেই পরম
 পরমেশ্বরও সৈং হস্তান্তরগত বচন
 অপনয়ন করিয়া শরণ্যগত দেবগণকে
 বলিয়াছিলেন,—দেবগণ নিয়তির নি-
 নিমন্ত্রিত হইয়া আমার সমক্ষে যে
 করিয়াছিল, সম্প্রতি সেই দেবগণকে
 গত এবং প্রবৃত্ত দেখিয়া আমি নিশ-
 সমুদয় অপরাধ বিষ্মত হইয়াছি ।
 এখন তোমরা লজ্জাগুণ হইয়া এ
 প্রকৃত বিমর্দনকে হৃদয়ে গণনা না
 হে হরি-বিরিকি-সুরেন্দ্র শ্রমুখ দেব-
 মুখে আপন আপন পুরে গমন
 বস্ত্র-ধ্বংসকারী বস্ত্র সঙ্গ-রহি
 মহাদেব, দেবগণকে এই কথা বলি
 অনুচরবর্গ এবং অজ্ঞাত বস্ত্র সহি
 দেখিতে আকাশ হইতে অস্তিত
 অনন্তর ইত্যপ্রভৃতি দেবগণ কথ-
 বীরভদ্রের অন্তর পরাক্রমবধা

পদি যেন সুধেন যথাসুখং
যুগেনকমুখং মধবমুখাঃ ॥ ৩৯
ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
কৃত্তগে হরপার্কীতীপ্রসন্নতাবর্ণনং নাম
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

নিগতো দেব্যা সহ সানুচরো হরঃ ।
কুত্ৰ বা বাসঃ কিং কৃত্তা চ বরাম চ ॥ ১
বায়ুরুবাচ ।

শ্রীমান্ মন্দরশিচ্ছকন্দরঃ ।
দ্বদেবস্ত নিবাসস্তপসোহভবৎ ॥ ২
কৃত্তং তেন বোতুং স্বশিরসা শিবো ।
কৃত্তং তং পাদ-পঙ্কজস্পর্শজং সুখম্ ॥ ৩
সৌন্দর্যং সহস্রবদনৈরপি ।
বিস্তরাধকুং বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ৪

তৎকণাং আকাশে নানাবিধ মার্গ
করিয়া সুখে গমন করিতে লাগি-
৪-৩৯ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

১ বলিলেন,—দেবী এবং অমুচর-
ও অতর্হিত হইয়া মহাদেব কোথায়
গন ? তাঁহার বাসভূমি কোথায় এবং
২ তিনি রমণ করিয়াছিলেন ? বায়ু-
-বিচিত্র-কন্দরযুক্ত শ্রীমান্ মন্দর
পনার ওপঃপ্রভাবে মহাদেবের প্রিয়
ইয়াছে । ঐ মন্দর পর্বত আপনার
৩ এবং শিবকে বহন করিবার নিমিত্ত
র অনুষ্ঠান করিয়াছিল । বহুকাল
৪ সেই দেব ও দেবীর পাদপঙ্ক-
-জ অমুভব করিয়াছিল । সহস্র-
৫ শত কোটি বৎসর ধরিয়া হইয়াছে

শক্যমপ্যস্ত সৌন্দর্যং ন বর্ণয়িতুম্‌সহে ।
পর্বতান্তরসৌন্দর্যসাধারণ্যাবধারণাং ॥ ৫
ইদন্ত শক্যতে বক্তুমেব পর্বতমুন্দরঃ ।
ঋক্ষ্য কয়্যাপ সৌন্দর্য-মীরাবাসবোজ্যতাম্ ॥ ৬
অত এব হি দেবেন দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
অতীব রমণীয়োহয়ং গিরিরন্তঃপুরীকৃতঃ ॥ ৭
মেখলাভূষমস্তস্ত বিপুলোপলপাদকাঃ ।
শিবয়োনিত্যসান্নিধ্যায়াকু স্ত্যখিলং জগৎ ॥ ৮
পিতৃত্যাং জগতো নিত্যং স্থানপানোপযোগতঃ ।
অবাগুপুণ্যসংস্কারঃ প্রসরন্তিরিতস্ততঃ ॥ ৯
লবুলীতলসংস্পর্শৈরচ্ছাট্টৈর্নিক রাসুভিঃ ।
আধিরাভ্য ইবাদ্রীণামাদিরেবোহভিষিচ্যতে ॥ ১০
নিশাসু শিখরপ্রান্ত-বর্তিনা স শিলোচ্চরঃ ।
চন্দ্রোচলসাম্রাজ্য-স্বত্রেণেব বিরাজতে ॥ ১১
স শৈলশঙ্কলীভূতৈর্বালৈশ্চমরবোষিতাম্ ।
সর্বপর্বতসাম্রাজ্য-চামরৈরিব বীজ্যতে ॥ ১২

ধাকিলেও সেই পর্বতের সমগ্র সৌন্দর্য বলিয়া
উঠিতে পারে না । আমি ইহার সৌন্দর্য বর্ণন
করিতে সমর্থ হইলেও উহা বলিব না ; কারণ,
লোকে তাহা হইলে ইহার সৌন্দর্যকে অপর
পর্বতের সৌন্দর্যের সহিত তুল্য বলিয়া অব-
ধারণ করিতে পারে । তবে, এই সুন্দর পর্বত
কীদৃশ সমৃদ্ধি প্রভাবে মহেশ্বরের বাসযোগ্য
সৌন্দর্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলা বাইতে
পারে । এইজন্যই মহেশ্বর দেবীর প্রিয় করি-
বার অভিলাষে এই অতি রমণীয় পর্বতকে
আপনার অন্তঃপুর করিয়াছেন । বিপুল
শিলাধও ও পাদপ-শ্রেণীতে শোভিত ইহার
মেখলাপ্রদেশ হরপার্কীতীর নিত্য সান্নিধ্য
হেতু সমুদয় জগৎকে পরাভব করিয়াছে ।
জগতের মাতাপিতা হরপার্কীতী কর্তৃক
নিত্য স্থানপানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হেতু
যে পর্বত পবিত্র সংস্কার লাভ করিয়াছে
এবং ইত্যন্তঃ লবু নীতলস্পর্শ, অতি
নির্মূল নিকর জলধারা সকল নিঃসৃত হও-
য়ায় যে পর্বত পর্বত-সাম্রাজ্যে কেন অতি

প্রাতঃপ্রভাতে তানো ভূধরো রত্নভূষিতঃ ।
 দর্পণে দেহসৌভাগ্যং দ্রষ্টুকাম ইব স্থিতঃ ॥ ১৩
 কুজবিশ্ববাচালৈর্বাতোভূতলভাভূজৈঃ ।
 বিমুক্তপুষ্পৈঃ সততং ব্যালক্ষ্মিমূদ্রপন্নবৈঃ ॥ ১৪
 নতাপ্রতানজটিলৈস্তরুভিত্তাপসৈরিব ।
 জয়াশিবা সহাভার্জ্য নিষেব্যত ইবাদিরাট ॥ ১৫
 অধোমুখৈরুর্জমুখৈঃ শৃঙ্গৈস্তিষ্ঠাভূতৈরিপ ।
 প্রপতন্তি পাতালে ভূপৃষ্ঠাহুঃপতন্তি ॥ ১৬
 পরীজ্য সর্কতো দিম্বু ভ্রমন্তি বিহারসি ।
 পতন্তি জগৎ সর্কৎ নৃত্যন্তি নিরন্তরম্ ॥ ১৭
 ওহামুখৈঃ প্রতিদিনং ব্যাঙাষ্টৈর্বিপুলোদরৈঃ ।
 অত্রীর্ণলাবণ্যতয়া জুস্তামিষ সদাচরন ॥ ১৮

কালে চল ঐ পর্কতের শিখরপ্রান্তে বিচরণ
 করার বোধ হইতেছিল, যেন উহার মস্তকে
 সাম্রাজ্য-চিহ্নিত ছত্র স্থত হইয়াছে; চামরীগণ
 উহার প্রান্তে পুঙ্খ দোলাইতে দোলাইতে
 বিচরণ করার বোধ হইতেছে, যেন উহার
 সাম্রাজ্য-চিহ্ন খেতচামর ঢুলাইতেছে; প্রাতঃ-
 কালে সূর্য উদিত হইলে বোধ হয়, ঐ রত্ন-
 ভূষিত পর্কত যেন আপনার দেহের সৌন্দর্য্য
 জলোৎসব করিবার জন্য সমুখে একখানি
 দর্পণ ধারণ করিয়াছে। শঙ্কাসমান বিহঙ্গরবে
 বাচাল, নতাপ্রতানে জটিল রুক্ষরূপী তাপসগণ
 বায়ু-সকলিও নতরূপ বাহ দ্বারা পুষ্প মোচন
 এবং মূদ্রপন্নবরূপ করতল সকলন করত সেই
 পর্কতরাজকে জয় ও আশীর্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক
 কন সেবা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়।
 ১—১৫। সেই পর্কতের শৃঙ্গ অধোমুখ,
 উর্জমুখ এবং তিষ্ঠাকৃ-বিস্তৃত হওয়ায় কখন
 বোধ হয়, ঐ পর্কত যেন পাতালে পতিত এবং
 কখন বোধ হয় যেন ভূপৃষ্ঠ হইতে উদিত হই-
 তেছে। সেই পর্কত চারিদিকে ব্যাপ্ত হওয়ায়
 বোধ হইতেছে যেন উহা আকাশে ভ্রমণ করি-
 তেছে, সমুদ্র জগৎ দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হই-
 তেছে, অথবা নিরন্তর নৃত্য করিতেছে। তাহার
 দর্পণে অসংখ্য সৌন্দর্য্য থাকায় এক শুভা সকল
 সুখভোগের ইচ্ছা ও অসংখ্য নৃত্য হওয়ার

এসম্মিষ জগৎ সর্কৎ শিবন্তি পয়োনিধি।
 বসন্তি ভ্রমোহন্তঃস্থমদন্তি খমসুদৈঃ ॥ ১৯
 নিবাসভূময়স্তান্তা দর্পণপ্রতিমোদরাঃ ।
 তিরস্কৃতাতপস্বিক্রান্তমহারা মহীকুহাঃ ॥ ২০
 সরিংসরন্তটাকা দি-সম্পর্কশিশিরানিলাঃ ।
 তত্র তত্র নিষাভ্যাং শিবাভ্যাং সফলীকৃতঃ ॥
 তমিমং পর্কতশ্রেষ্ঠং স্মৃতা সান্নিধ্যমুকঃ ।
 বৈভ্যাশ্রমসমীপস্থচাতুর্দানং গতো যযৌ ॥ ২১
 অত্রোদ্যানমনুপ্রাপ্য দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ ।
 বরাম বরনীয়াস্ত দিব্যাস্তঃপুরভূমিষু ॥ ২৩
 তথা গতেষু কালেষু বিবৃদ্ধাস্ত প্রজাসু চ ।
 দৈত্যৌ শুভ-নিশুস্তাখৌ ভ্রাতরৌ সমভূবতু
 তাভ্যাং তপোবলাদন্তং ব্রহ্মণা পরমেশিনা ।
 অবধ্যতুং জগত্যাশ্বিনু পুরুষৈরধিলৈরিপ ॥ ২৪

বোধ হইতেছে, ঐ পর্কত যেন সর্কদা
 তুলিতেছে, কিংবা সমুদ্র জগৎ একেবারে
 করিতে উদ্যত হইয়াছে, অথবা সমুদ্রে
 করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিংবা অন্তরস্থ
 কার বমন করিতে অভিলাষ করিয়াছে,
 মেঘের সহিত নভোমণ্ডল ভ্রমণ করিতে
 করিয়াছে। সেই পর্কতে বাসভূমি-
 অভ্যন্তর-ভাগ দর্পণের মত ঝকঝকে;
 বস্তী আশ্রমস্থ ছায়াপ্রধান রক্ষে আতপ
 হওয়ায় ঐ ভূমি সকল অতিশয় শি
 উহাতে সরিং, সরোবর ও তড়াগাদি
 সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হয়;—উহা
 বীজতা হর-পার্কতীর ইচ্ছা-বিহারে স
 হইয়াছে। বৈভ্যাশ্রম সমীপবর্তী ত্রাশ
 মন্দির পর্কতকে স্মরণপূর্ব্বক অন্তর্হি
 কার সহিত তথায় গমন করিলেন।
 দেবীর সহিত সেই পর্কত উদ্যানে গমন
 সুরম্য দিব্য অন্তঃপুর-ভূমিতে বিহার
 লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অত
 এবং সেই সঙ্গে প্রজাগণ বৃদ্ধিলাব
 দৈত্যকুলসমূহ শুভ ও নিশুস্ত নামে
 উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের অপ
 পরমেশী ব্রহ্মা তাহাদিগকে এই জগ

কাতু বা কণ্ঠা অসিকান্ধসমুদ্ভবা ।
 স্পর্শরতিবিলাস্যপরাক্রমা ॥ ২৬
 নো বধঃ স্তম্ভো তস্তাং কামাভিতুভয়োঃ ।
 তথিতো ব্রহ্মা তাভ্যাং প্রাহ তথাস্থিতি ।
 ভূতি শক্রাদীন বিজিত্য সমরে সুরান্ ।
 যবঘটকারং জগচ্চক্রতুরক্রমাং ॥ ২৮
 যদেবেশং ব্রহ্মাভ্যর্থিতবান্ পুনঃ ।
 পি রহস্তমাং ক্রোধয়িত্বা যথা তথা ॥ ২৯
 শক্রাং শক্রিমকামাং কণ্ঠাকামিকাম্ ।
 শুশ্রুহেইত্রীং সুরেভ্যো দাতুমর্হসি ॥ ৩০
 তথিতো ধাতা ভগবান্ নীললোহিতঃ ।
 হ রহস্তমাং নিন্দয়ন্নিব সম্মিতঃ ॥ ৩১
 ক্রতরা দেবী সুবর্ণা বর্ণকারণাং ।

ই গাথ্য হইবে বলিয়া বর প্রদান
 হলেন। অসিকার অংশ হইতে সমুদ্ভূত
 পরাক্রমবতী, পুরুষ-সংসর্গবর্জিতা,
 সস্তবা একটী কণ্ঠা হইবেন; ঐ কণ্ঠার
 আমরা উভয়ে কামাসক্ত হইলে, যুদ্ধ
 তিনি আমাদের উভয়ের বধ সাধন
 । তাহারাইজনে ব্রহ্মার নিকট এই-
 নী করিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে ‘তথাস্থি’
 প্রদান করিলেন। সেই দৈত্যদ্বয় যুদ্ধে
 বর্ণকে পরাজিত করিয়া একেবারে
 ংকে সাধ্যায় ও বঘটকাবাণ্ণ করিল।
 ৥ নিজেই আবার তাহাদের বধের
 দেবের নিকট এইরূপে প্রার্থনা করি-
 ন্ধেনে জগদম্বাকে নিন্দা করিয়াই
 যন্ত কোনরূপে ক্রোধ উৎপাদন করি-
 , শুশ্রু নিশ্চেষ্টের নাশকারিণী :দৌর
 হইতে সমুৎপন্ন কামভাবরহিতা,
 শক্তি দেবগণকে সমর্পণ করুন।
 । ভগবান্ নীললোহিত মহাদেব
 ষ্টক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া ঈশং
 রত জগদম্বাকে একান্তে নিন্দা
 রত কালী বলিয়া সম্বোধন করি-
 যাতে সেই সুবর্ণা দেবী আপ-
 নিয়া অভিযন্ত্র ক্রুদ্ধ হইয়া

স্বয়ন্তী চাহ ভর্তারমসমাধেয়য়া গিরা ॥ ৩২
 দেবুবাচ ।
 ঈদৃশে মম বর্ণেহস্মিন্ ন রতির্ভবতোহস্তি চেৎ ।
 এতাবস্তং চিরং কালং কথমেবা নিরম্যতে ॥ ৩৩
 অকুচ্যা বর্তমানোহপি কথঞ্চ রমসে ময়া ।
 ন হৃদ্যক্যং জগত্যগ্নিমীশ্বরস্ত তব প্রভো ॥ ৩৪
 স্বাস্ত্রারামস্ত ভবতো রতির্ন সুখসাধনম্ ।
 ইতি হেতোঃ স্মরো যস্মাং প্রসভং ভস্মসাংকৃতঃ ।
 যাচনাভিরতা ভর্তুরপি সর্কাস্তম্বন্দরী ।
 সা বৃধৈব হি জায়েত সর্কৈরপি গুণাতুরৈঃ ॥ ৩৬
 ভবুর্ভোগৈকশেষো হি সর্গ এবৈষ যোহিতাম্ ।
 তথা সত্যতথাত্তা নারী কুত্রোপযুজ্যতে ॥ ৩৭
 তস্মাদগ্নিমিমাং তাক্ষা ত্বয়া রহসি নিন্দিতম্ ।
 বর্ণাস্তরং ভজিষ্যে বা ন ভবিষ্যামি বা স্বয়ম্ ॥ ৩৮
 ইতুাক্তোখাস শয়নাদেবী রোষাং সগন্ধাম্ ।
 যযাচেহমুমতিং ভর্তৃস্তুপসে কৃতনিশ্চয়া ॥ ৩৯
 তথা প্রণয়ভঞ্জন ভীতো ভূতপতিঃ স্বয়ম্ ।

পর্কৈর সহিত ভর্তাকে কঠোর বাক্যে বলি-
 লেন,—আমার একপ বর্ণে যদি আপনার
 মনের প্রীতি না হয়, তবে এতকাল কেন
 আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন? একপ
 ঘোর অকুচিসত্ত্বেও আমার সহিত বিহার
 করেন কিরূপে? হে প্রভো! আপনি ঈশ্বর,
 আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি
 স্বাস্ত্রারাম, সামান্য রতি-সন্তোষ আপনার সুখ-
 সাধন নহে; এইহেতু পূর্কৈ কন্দর্পকে ভস্ম-
 সাং করিয়াছিলেন। যে রমণী ভর্তার মনো-
 মত নহে, সে সর্কাস্তম্বন্দরী ও সর্কগুণবতী
 হইলেও বধ। একমাত্র ভর্তার উপভোগের
 নিমিত্তই স্ত্রীদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা না
 হইলে, নারী আর কোন্ কাজে লাগে? অত-
 এব একান্তে নিন্দিত এই বর্তমান বর্ণ পন্নি-
 ত্যাপপূর্কক অস্ত্র বর্ণ গ্রহণ করিব, না হয় প্রাণ
 পন্নিত্যাগ করিব। এই কথা বলিয়া দেবী
 ক্রোধবশে শব্দা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং
 তপস্তার জন্ত হিরণ্যকশ্ব হইয়া পদদ্বয়-
 ভর্তার অনুরক্তি প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে

পাশরোঃ প্রথমম্বেব ভবানীং প্রত্যভাষত ॥ ৪০

ঈশ্বর উবাচ ।

অজানতীৰ ক্রৌড়োক্তিঃ প্রিয়ে কিং কুপিতাসি মে
রতিঃ কুতো বা জায়েত ত্বস্তং চন্দ্রতির্মম ॥ ৪১

মাতা ত্বমস্ত জগতঃ পিতাহমধিপত্যধা ।

কথং তত্পপদ্যেত ত্বস্তো নাভিরতির্মম ॥ ৪২

আব্রো রতিকামোহপি কিমসৌ কামকারিতঃ ।

কতঃ কামসমুৎপত্তেঃ প্রাপেব জগৎকৃতবঃ ॥ ৪৩

পৃথগ্জ্ঞানানাং রতঃ কামাত্মা কস্মিতো ময়া ।

ভতঃ কথমুপালকঃ কামলাহাদহং ত্বয়া ॥ ৪৪

মম ত্রিশসামান্তং মন্তমানো মনোভবঃ ।

মনাকু পরিভবঃ কুর্সন্ ময়া বৈ ভাস্তসামকৃতঃ ॥ ৪৫

বিহারোহপ্যাবরোহস্ত জগতস্থাপকারণাং ।

ভক্তত্বমর্থং ত্বাদ্যা ক্রৌড়োক্তিঃ কুতবানহম্ ॥ ৪৬

স চারমচিরাদর্শস্তবৈবাবিকরিষ্যতে ।

প্রথমম্বেব ভূতপতি স্বয়ং ভীত হইয়া দেবীর
পাশরোঃ প্রথম হইয়া প্রতিবাক্য প্রদান করি-
লেন,—হে প্রিয়ে! তুমি কি আমার এই
পরিহাস বাক্যের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আমার
উপর কুপিত হইয়াছ? যদি তোমাতে রতি না
হয়, তবে আমার আর কোথায় রতি হইবে?
তুমি এই জগতের মাতা, আমি ইহার পিতা ও
অধিপতি, যদি তোমাতে আমার রতি না
হাউকিত, তবে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইত।
হামের দ্বারা আমাদের রতি বা কাম কি সম্পা-
দিত হয়? তাহা কখনই নহে। কারণ, কন্দ-
র্পের উৎপত্তির অনেক পূর্বে এই জগৎ উৎপন্ন
হইয়াছে। সামান্ত লোকদিগের রতির নিমি-
ত্বে আমি কন্দর্পের সৃষ্টি করিয়াছি। তবে
কম তুমি 'কামের দাহ করিয়াছি' বলিয়া
আমাকে তিরস্কার করিতেছ? কন্দর্প আমাকে
পরিাপন্ন দেবের তুল্য মনে করিয়া, আমাকে
স্নান করিতে চেষ্টা করায়, আমি তাহাকে
স্বাসাং করিয়াছি। এই জগতের পরিচালকের
ভাই আমাদের বিহার এবং সেইজন্যই আমি
তাদের উপর এই পরিহাস-বাক্যের প্রয়োগ
করিয়াছি। প্রিয়-বাসনা মতো সেই অর্থ

ক্রোধেনালং মুখানেন স্তম্ভিষ্ঠং কি ন বৈশি
ইত্যেবমুনীতাপি ভক্তা গিরিবরাহ্মণা।
কালোতি বিপ্রিয়ং বাক্যং হৃদি কুতেনমব্রবী
দেবুবাচ ।

ক্রতপূর্বা হি ভগবৎস্তব চাটুভ্যো ময়া।
বাভিরেবমধীরাহমিতঃ প্রাগপি বক্তিতা ॥ ৪৭
প্রাণানপ্যপ্রিয়া ভক্তূর্নারী যা ন পরিতাজেৎ
কুলান্ননাসু সা সন্তিঃ কুংসিতৈব হি গণ্যতে
ভূয়সী চ ত্বাপ্রীতিরপৌরমিতি মে বপুঃ।
ক্রৌড়োক্তিরপি কালোতি ষটতে কথমন্তথা।
সদ্বিবিগহিতং তস্মাৎ হীসু কার্ণ্যমসংকৃত্য
অনুংসজ্জা তপোলোকাং স্বাতুমেবেহ নেং
দেব উবাচ ।

যদ্যেবং ব্যবসায়ন্তে তপসা কিং প্রয়োজনম্
মমেচ্ছয়া স্বেচ্ছয়া বা বর্ণাভ্রবতী ভব ॥ ৪৮

তোমার কাছে আপনিই প্রকট হইবে।
বৃথা-ক্রোধ পরিত্যাগ কর। আমি যে
একান্ত ভক্ত, তাহা কি তুমি জান
৩১—৪৭। পর্বত-রাজকন্যা যদি
এইরূপে অনুনীত হইলেও "কালী"
অপ্রিয় কথাটী মনে করিয়া স্বামীকে
বলিলেন,—হে ভগবন্! আমি পূর্বে
বার আপনার অনেক মন-রাখা কথা
এবং তাহার মোহিনী শক্তিতে আমি
এইরূপ ক্রোধ করিয়া আবার ভুলিয়া
যে নারী স্বামীর অপ্রিয় হইয়া প্রাণ
করিতে না পারে, পণ্ডিতেরা বুলান্ননা
তাহাকে কুংসিত বলিয়া গণনা করেন।
দেহ গোবর্ধন নহে, এইজন্য আপনা
অপ্রীতি অনুমিত হইতেছে, নতুবা
কালী বলিয়া পরিহাস করিবেন কে
কুবর্ধন পণ্ডিতগণের নিকট অতি
এবং অনাদৃত হয়, সুতরাং তপো
সেই কালবর্ধন পরিত্যাগ না করিয়া
করিতে ইচ্ছা করি না। মহাদেব
যদি তোমার এত দৃঢ়তা হইয়া থাকে,
তাহা প্রয়োজন কি? আমার ই

ব্রহ্মণ্যভ্যর্জিতা চৈবং দেবী গিরিবরাস্বজা ।
 ক্রকোশং সহসোংস্থজ্য গৌরী সা সমজারত ॥ ১৫
 সা ক্রকোশাক্রনোংস্থষ্টা কোশিকী নাম নামতঃ ।
 কালী কালানুদগ্ধা কক্ষকা সমপদ্যত ॥ ১৬
 সা তু মারাস্বিকা শক্তিরোগমিদ্ভা চ বৈকবী ।
 শম্ভু-চক্রে-ত্রিশূলাদি-সায়ুধাষ্টমহীভুজা ॥ ১৭
 সৌম্যা ঘোরা চ মিত্রা চ ত্রিভুজা চক্রেণেধরা ।
 অজাতপুংস্পর্শভিরুগ্রা চাতিশূন্দরী ॥ ১৮
 দ্বা চ ব্রহ্মণে দেব্যা শক্তিরেযা সনাতনী ।
 তত্ত্বস্ত চ নিভৃষ্টস্ত নিহতী দৈত্যসিংহরোঃ ॥ ১৯
 ব্রহ্মণাপি প্রহুঃস্টেন তস্মৈ পরমশক্তয়ে ।
 একলঃ কেশরী দন্তো বাহনং সমাগতঃ ॥ ২০০
 বিদ্যা চ বসতি তস্তাঃ পূজাকাসবপূর্বকৈঃ ।
 মাসৈর্মহংস্তৈরপুৈশ্চ নিক্কৃত্যাসৌ সমাদিশং ॥
 সা চৈবং সম্ভতা শক্তিব্রহ্মণা বিশ্বকর্মণা ।

তাহাদের উভয়ের মৃত্যুরূপিনী হইবে। ব্রহ্মা
 কর্তৃক এইরূপে বাচিত হইয়া সেই গিরীশ-
 পুত্রী পার্শ্বতী তৎকথাঃ চক্রেণ পরিচ্যাপ
 করিয়া নৌকবর্ণা হইলেন। সেই উৎসৃষ্ট
 চক্রেণ হইতে কোশিকী নামে কক্ষবর্ণ
 মেঘের মত কক্ষবর্ণা একটি কস্তা উৎপন্ন
 হইলেন। সেই মারামরী বৈকবী যোগ-
 নিহারপিনী শক্তি শম্ভু চক্রে ত্রিশূল প্রভৃতি
 অস্ত্রে বিভূষিত অষ্টবাহুশালিনী হইলেন।
 তাঁহার মূর্ত্তি সৌম্য ও ঝট, ঘোর ও ঝটে; অর্থাৎ
 উভয়রূপ মিশ্রিত। তাহার নয়ন তিনটী এবং
 মস্তক চক্রেণ ভূষিত। তিনি পুরুষসংসর্গ-
 বর্জিতা, অমৃত্যু অমর অতিশয় মনোহর রূপ
 ধারণ করিয়াছিলেন। দেবী দৈত্যসিংহ তত্ত্ব
 ও নিভৃষ্টের নিহতী সেই সনাতনী শক্তিকে
 ব্রহ্মণ হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রহ্মাও
 প্রহুঃ হইয়া সেই পরম শক্তিকে বাহনের
 নিমিত্ত একটি কৃষ্ণকল-পরাজাত সিংহ দান
 করিলেন এবং কালী, মংস্ত, মাংস ও শিষ্টকাদি
 উপাস্য বস্তু। তাঁহার পূজা নির্বাহ করিয়া
 বিহারকাল তাঁহার বাসস্থান করিত করিলেন।
 বিহারকাল সমাপ্ত হইয়া সনাতনী সেই

প্রথম মাতরং গৌরীং ব্রহ্মণকানুপূর্বক।
 শক্তিভিঃ স্বাস্ততুল্যাভিঃ স্বাস্ত্যভিনেকাঃ
 পরীতা প্রযযৌ বিদ্যাং দৈত্যোক্তো হস্তমুখ্য
 নিহতো চ তথা তত্র সময়ে দৈত্যপুংসো।
 তথাপৈঃ কামবাপৈশ্চ ছিন্নভিন্নান্মানসো।

ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বামবীরসংহিতা
 পূর্বভাগে দেব্যা গৌরীদেহধারণ নাম
 একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুকুবাচ ।

উৎপাদ্য কোশিকীং গৌরী ব্রহ্মণে প্রতি
 তস্ত প্রতাপকরায় পিতামহমথাব্রবীং ।

দেবুবাচ ।

দৃষ্টঃ কিমেব ভবতা শাস্ত্রলো মহাপাত্রঃ ।
 অনেন দৃষ্টসঙ্কেতো রক্ষিতং মে তপোজ

শক্তি কথাক্রমে আপনার মাতা গৌ
 ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। অনন্ত
 দৈত্যোক্তদ্বয়কে বিনাশ করিতে উদ্য
 মপরীত হইতে উৎপন্ন আয়ুসদৃশ
 অসংখ্য শক্তিগণে পরিপূর্ণ হইয়া
 গমন করিলেন। দৈত্যপ্রোক্ত তত্ত্ব ও
 সেই শক্তির শরাঘাতে ছিন্নাঙ্গ এবং
 বাণে ভিন্নহৃদয় হইয়া তৎকথাঃ পক্ষ
 হইয়াছিল। ১১—১০৭ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

গৌরী কোশিকীকে উৎপাদন প্র
 হস্তে অর্পণ করিয়া, সেই ব্যাপ্তের প্র
 জ্ঞত ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন।
 সেন,—এই আমার আশ্রিত ব্যক্তকে
 সেবিয়া ? এই ব্যক্ত দৃষ্টসং হইয়া

না এষ ভজতে মামনস্তথাঃ ।
 ক্রোধাত্মঃ প্রিয়ং মম ন বিদ্যতে ॥ ৩
 নেনাতো মমাস্তঃপুরচারিণী ।
 দ্ব্যক্ৰমৈ প্রীতো দাস্ততি শঙ্করঃ ॥ ৪
 নরং কৃত্বা সখীভির্গন্তুমুংসহে ।
 যনুজ্ঞা মে প্রজানাং পতিনা তুষা ॥ ৫
 প্রহসন্ ব্রহ্মা দেবীং মুখ্যমিব স্মরন্ ।
 ত্রঃ পুরারুন্তেদৌরাগ্ন্যাং সমবর্ণয়ং ॥ ৬
 ব্রহ্মোবাচ ।
 দ্বিঃ স্রগঃ ক্রুরঃ ৮ তেহনুগ্রহঃ শুভঃ ।
 মুখে সাক্ষাদমৃতং কিং নিষিচ্যতে ॥ ৭
 ন ন খয়েষ হৃষ্টঃ কোহপি নিশাচরঃ ।
 ক্রিতা গাষে ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধনাঃ ॥ ৮
 শঙ্কাকামং কামকপী চরতাসৌ ।
 ভোক্তব্যং ফলং পাপস্ত কৰ্ম্মণঃ ॥ ৯

না করিয়াছে। এই ব্যাঘ্র আমাতে
 করিয়াছে, অপর চিন্তা পরিত্যাগ
 কেই ভজন করিতেছে। সুতরাং
 কৃ প্রতিপালন ভিন্ন আমার আর
 গাণ নাই এই কারণেই এ আমার
 দী হটক এবং শঙ্কর প্রীত হইয়া
 গেষর-পদ প্রদান করুন। আমি
 গ্রেসর করিয়া সখীগণের সহিত
 ছা করি। হে প্রজাপতে! তুমি
 যুজ্ঞা প্রদান কর। ব্রহ্মা এইরূপে
 , দেবাকে মুক্তার মত দেখিয়া বিম্বিত
 বং হাস্ত করত কঠোর পুরারুস্ত দ্বারা
 গারায়োর বিষয় বর্ণনা করিলেন।
 লেন,—হে দেবি! কোথায় এই
 আর কোথায় আপনার মঙ্গলময়
 সাক্ষাৎ বিষয়বস্তুর মুখে কি নিমিত্ত
 করিতেছেন? এ কেবল ব্যাঘ্র
 জন হৃষ্ট নিশাচর। এ অনেক গুরু
 ণ্য তপোধন ব্রাহ্মণকে ভোজন
 এ কামরূপী, আপনার ইচ্ছামত
 গিয়া বিচরণ করে। সেই সকল
 লবণই ইহাকে ভোগ করিতে

অতঃ কিং কৃপয়া কৃত্যমীদৃশেষু হুরাস্তম্ ।
 অনেন দেব্যাঃ কিং কৃত্যং প্রকৃত্য কলুষাস্তনা ॥
 দেব্যাবাচ ।
 যহক্ৰং ভবতা সর্কং তথ্যমস্তমীদৃশঃ ।
 তথাপি মাং প্রপন্নোহভূন ত্যক্তো মামুপাশ্রিতঃ ॥
 ব্রহ্মোবাচ ।
 যস্ত ভক্তিমবিজ্ঞায়ু প্রাপ্ত স্তং তে নিবেদিতম্ ।
 ভক্তিন্দ্রদস্ত কিং পাপৈর্ন তে ভক্তঃ প্রপশ্যতি ॥
 পুণ্যকৰ্ম্মাপি কিং কুৰ্য্যাং তদৌদার্যজ্ঞানপেক্ষয়া ।
 আজ্ঞাপ্রজ্ঞা পুরাণী চ তমেব পরমেশ্বরী ॥ ১০
 তদধীনা হি সর্কেষাং বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবস্থিতিঃ ।
 তামুতে পরমাং শক্তিং সংসিদ্ধিঃ কস্ত কৰ্ম্মণঃ ॥ ১১
 তমেব বিবিধা শক্তির্ভাবানামভবা স্বরম্ ।
 অশক্তঃ কৰ্ম্মকরণং কৰ্ত্তা বা কিং করিষ্যতি ॥ ১২
 বিফোশ্চ মম চাত্তেয়াং দেব-দানব-ব্রহ্মসাম্ ।

হইবে। অতএব সৈদৃশ হুরাস্তাদিগের উপর
 কৃপা করিয়া কি ফল? হে দেবি! এই
 স্বাভাবিক কলুষাস্তাকে লইয়া আপনার কি
 কাণ্ড হইবে? দেবী বলিলেন,—তুমি যে
 সকল কথা বলিলে, তাহা সকলই ঠিক। তথাপি
 এ আমার আশ্রয় লইয়াছে, আমি আশ্রিত
 ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করি না। ১—১১। * ব্রহ্মা
 বলিলেন,—ইহার ভক্তি না জানিয়াই আমি
 ইহার পুরারুস্ত আপনার নিকট বলিয়াছি।
 যদি আপনার উপর ইহার ভক্তি থাকে,
 তবে পাপে ইহার কি করিবে? আপ-
 নার ভক্ত নষ্ট হয় না। আপনার আজ্ঞার
 অপেক্ষা না করিয়া পুণ্যকৰ্ম্মাই বা কি করিবে?
 হে পরমেশ্বরী! আপনিই আজ্ঞা, প্রজ্ঞা এবং
 পুরাণী, নিখিল-জীবের বন্ধ ও মোক্ষের
 ব্যবস্থা আপনারই অধীন। আপনি পরমা-
 শক্তিরূপা, আপনাতিনি কোন্ কৰ্ম্ম সিদ্ধ হয়?
 আপনি বহুং অভবা হইয়াও সন্তান হই-
 পদার্থের নানাবিধ-শক্তিরূপা। শক্তিরূপ
 হইয়া কৰ্ত্তা কি কর করিতে পারে? কি নিমিত্ত
 কি জানি, কি অসম্মত, কলুষ বা প্রাণসং

তত্তদৈবধ্যাসপ্রাপ্তৌ তদৈবাজ্ঞা হি কারণম্ ॥ ১৬
 অতীতাঃ ধ্বংসংখ্যাতা ব্রহ্মাণো হরসো ভবাঃ ।
 অনাগতাঃ সংখ্যাতাঃ স্তব্ধাজ্ঞানুবিধায়িনঃ ॥ ১৭
 তামনারাধ্য দেবেশি পুরুষাৰ্ঘ্যচতুষ্টয়ম্ ।
 লক্ষ্যং ন শক্যমস্মাভিরপি সর্গৈঃ সুরোত্তমৈঃ ॥ ১৮
 ব্যাত্যাসোহপি ভবেৎ সদ্যো ব্রহ্মত্বহাবরত্নয়োঃ ।
 হৃকৃতে হৃকৃতে চাপি তদ্ব্যবস্থাপনং যতঃ ॥ ১৯
 তং হি সর্গজগদুৎপত্তিঃ শিবস্ত পরমাত্মনঃ ।
 অনাদি-মধ্য-নিধনো শক্তিরাদ্যা সনাতনী ॥ ২০
 সমস্তলোকব্যাক্রান্তে মূর্তিমাৰিষ্ট কামপি ।
 ক্রৌড়সে বিবিধৈর্ভাবৈঃ কস্তাং আনাতি তত্ত্বতঃ ॥
 অতো হৃকৃতকর্ম্মাপি ব্যাত্যাসঃ তদনুগ্রহাৎ ॥
 প্রাপ্তোহু পরমাং সিদ্ধিমত্র কঃ প্রতিবন্ধকঃ ॥ ২২
 ইত্যাত্মনঃ পরং ভাবং স্মারিতানুরূপতঃ ।
 ব্রহ্মণ্যভ্যর্থিতা গৌরী তপসোহপি স্তবত ॥ ২৩
 ততো দেবীমনুজ্ঞাপ্য ব্রহ্মণ্যস্তহিতে সতি ।

সমুদয়েরই আপন আপন ঐবধ্যপ্রাপ্তির বিষয়ে
 আপনার আজ্ঞাই একমাত্র কারণ। অসংখ্য
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর অতীত হইয়াছে এবং
 ভবিষ্যতে আরও অসংখ্য ব্রহ্মাদি হইবে, ইহারা
 সকলেই আপনার অজ্ঞানুবর্তী। আপনার
 আরাধনায় অতীত অসংখ্যাদি নিখিল শ্রেষ্ঠ-
 দেবগণও পুরুষাৰ্ঘ্য-চতুষ্টয় লাভ করিতে সমর্থ
 হয় না। অতএব ও চৈতন্যের সদ্য ব্যাত্যাস
 অর্থাৎ বিপর্যয় হইতে পারে; যেহেতু হৃকৃত
 ও হৃকৃত আপনার ব্যবস্থানুসারেই ফল প্রদান
 করে। আপনিই সেই জগৎপতি পরমাত্মা
 মহাদেবের আদি-মধ্য-নিধন-রহিত সনাতনী
 আধ্যাত্মিক, সমস্ত লোকব্যাক্রান্ত-নির্কল্যাণ আপনি
 যে কোন একটা মূর্তিতে প্রবেশ করিয়া
 সান্নাভাবে ক্রৌড়া করেন; কে আপনাকে
 কল্যাণরূপে জানিতে পারে? অতএব
 এই ব্যাত্যাস হ্রাস হইলেও আপনার অনু-
 গ্রহে পরম সিদ্ধি লাভ করক; ইহাতে
 কে প্রতিবন্ধক হইবে? এই প্রকার অনু-
 গ্রহ করুন মাতা ব্রহ্মা, স্বীয় পরমাত্ম (মহেশ্বর)
 সনাতন দেবীমহাদেবীর আরাধনায় সতি।

দেবী চ মাতরং দৃষ্ট্বা মেনাং হিমবতা সহ ।
 প্রণম্যাস্ত বহুধা পিতরৌ বিরহাসহো ।
 ততঃ প্রণয়িনো দেবী তপোবনমহীকুহান্ ।
 বিপ্রয়োগভূচেষ্টায়া পুষ্পবান্ধব বিমুক্তয়ঃ ।
 তন্ত্রহাখাসমাক্রান্ত-বিহগোদৌরিতৈ কৃতৈঃ ॥ ২১
 ব্যাকুলং বহুধা দীনং বিলাপমিব কুরুতঃ ।
 সখীভ্যাঃ কথয়ন্ত্যেব সতরা ভূতদর্শনে ॥ ২২
 পুরস্কৃত্য চ তং ব্যাক্রং স্নেহাং পুত্রমিযোরঙ্গ
 দেহস্ত প্রভয়া চৈব দীপয়ন্তী দিশো দশ ।
 প্রযযৌ মন্দরং গৌরী যত্র ভক্তা মহেশ্বরঃ ।

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীরসংহিত
 পূর্বভাগে দেবী-ব্রহ্মসংবাদে
 ষাণ্মংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

হইতেও নিবৃত্ত হইলেন। অন
 আজ্ঞা লইয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হই
 স্বীয় মাতা মেনাকে দর্শন করিয়া, তাঁ
 সহিতে অসমর্থ পিতা-মাতাকে প্রণা
 বিধ বাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। ১
 বিরহ-হৃদয়েই যেন পুষ্পরূপ বান্দ
 এবং স্ব স্ব শাখাক্রান্ত পক্ষীদিগের
 ব্যাকুল ও দীনভাবে বহু বিলাপ
 তপোবন বৃক্ষদিগের বিষয় সখীদি
 বলিতে বলিতে ভূত-দর্শনে স্তব্ধতা
 সেই দেবী গৌরী, গুরুসপুত্রের
 ব্যাক্রকে অগ্রে রাখিয়া এবং স্বীয়
 দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া, যে স্থান
 অবস্থান করিতেছিলেন, সেই মন্দি
 গমন করিলেন। ১২—২৮।

ষাণ্মংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষি উচুঃ ।

১ বপুর্দিব্যং দেবী গিরিবরাস্বজা ।
২ ভীতীরং প্রবিষ্টা মন্দরং সতী ॥ ১
৩ য়ে তস্তা ভবনদ্বারগোচরৈঃ ।
৪ কিং কৃতং দেবস্তাং দৃষ্টা কিং তদাকরোং
বায়ুরুবাচ ।

১ সাহসকাস্তাদৃশঃ পরমো রসঃ ।
২ গর্ভেণ ভাবো ভাববতাং স্কৃতঃ ॥ ৩
৩ সন্তমৈরেব দেবো দেব্যাগমোংসুকঃ ।
৪ বিষ্টাং তাং তক সা সমপশ্যত ॥ ৪
৫ যভাবৈঃ ভবনাস্তরবর্তিভিঃ ।
৬ তা বাচা প্রণনাম ত্রিষস্কম ॥ ৫
৭ যতা যাবং তাবং তাং পরমেধরঃ ।
৮ গামাশ্রিয়া পরিতঃ পরয়া মুদা ॥ ৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

বলিলেন,—সেই গিরিবর-নন্দিনী
১ গৌর শরীর ধারণপূর্বক মন্দর-
২ ষ্ট হইয়া বিরূপে স্বামীকে দর্শন
৩ গ্রহণ প্রবেশ-সময়ে গৃহ-দ্বারে
৪ প্রবেশ করিয়া ব্যবহার করিল
৫ ই বা তাঁহাকে দেখিয়া কৌতু-
৬ লেন ? বায়ু বলিলেন,—যাহা
৭ মিলিত হইয়া সঙ্কল্পদিগের
৮ তাৎপৰ্য অনির্করণীয় চিন্তদ্রবম
৯ না করা যায় না। দেবীর আগ-
১০ উৎসুক মহাদেব, সন্তমে অব-
১১ দিগের সহিত সেই প্রবিষ্টা
১২ যেন কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়া-
১৩ দেবী তাঁহাকে দেখিলেন।
১৪ সেই পূর্বানুভূত প্রেমভাব
১৫ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গৃহ-
১৬ ক তাঁহাকে বন্দনা করিল এবং
১৭ এক প্রণাম করিলেন। তিনি
১৮ উঠিতে না উঠিতেই মহাদেব

স্বাক্ষে ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তোহপি সা পৰ্য্যকে স্তবীকৃত ।
পৰ্য্যকতো বলাদেবীং স্বাক্ষমারোপ্য স্তম্বিতাম্ ॥ ৭
সম্মিতো বিরূতৈর্নেত্রৈস্তবজ্জ্বলং প্রপিবদ্বিব ।
তয়া সস্তাবনারেশঃ পূৰ্ব্ভাষিতমব্রবীৎ ॥ ৮
দেব উবাচ ।

১ সা দশা চ ব্যতীতা কিং তব সৰ্ব্বাস্তম্ভরি ।
২ যস্তামনুনয়োপাক্ষ কোহপি কোপায় লভ্যতে ॥ ৯
৩ শ্বেচ্ছয়াপি চ কালীতি নাশ্চবর্ণবতীতি চ ।
৪ ত্বংসস্তাবাজ্ঞতং চিন্ত্য স্তুভ্য চিন্তাবহং যম ॥ ১০
৫ বিস্মৃতঃ পরমো ভাবঃ কথং শ্বেচ্ছাস্ববোধতঃ ।
৬ ন সন্তবন্তি যে তত্র চিন্তকালুয্যহেতবঃ ॥ ১১
৭ পৃথগ্জনবদন্তোহন্ত্য বিপ্রিয়স্তাপি কারণম্ ।
৮ আবয়োরপি যদ্যন্তি নাস্ত্যোবেতচ্চরাচরম্ ॥ ১২

১ তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া, অতি আনন্দ-
২ সহকারে আলিঙ্গন করিলেন। মহাদেব স্বীয়
৩ অঙ্কে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও দেবী পৰ্য্য-
৪ ক্তের উপর বসিয়া পড়িলেন। তখন মহাদেব
৫ সেই স্মিতমুখী দেবীকে বলপূর্বক আপনার
৬ অঙ্কের উপর বসাইলেন এবং ঈষৎহাস্তের
৭ সহিত বিস্ফারিত-নেত্র দ্বারা তাঁহার মুখ বেন
৮ পান করিতে করিতে তাঁহার সহিত কথোপকথন
৯ করিবার অভিপ্রায়ে, প্রথমে বেক্রপ বলা উচিত,
১০ সেইরূপ বাক্য বলিলেন। মহাদেব বলিলেন,—
১১ হে সৰ্ব্বাস্তম্ভরি! তোমার সেই অবস্থা
১২ গিয়াছে ত ? যে অবস্থায় তোমার একপ কোপ
১৩ হইয়াছিল যে, আমি অনুনয়ের কোন উপায়
১৪ দেখিতে পাই নাই। তুমি ইচ্ছাক্রমেই অপর
১৫ বর্ণ গ্রহণ না করিয়া কালীরূপ ধারণ করিয়া-
১৬ ছিলে। হে স্তম্ভ! তোমার স্বভাবে আমার
১৭ চিন্তা বিমূঢ় হওয়ার আমার একটা চিন্তার
১৮ কারণ হইয়াছে। তুমি কিরূপে আপনার সেই
১৯ পরম ভাব বিস্মৃত হইলে ? তুমি যখন আপন
২০ ইচ্ছাক্রমে সকল প্রকার বর্ণ গ্রহণ করিতে পার,
২১ তখন তোমার একপ চিন্তাকালুয্যের কারণ
২২ কিছুই নাই। আমাদের দুই জনের মধ্যেও
২৩ যদি সামান্য নন্দনীয় ভাব পরস্পর বিবেচনা
২৪ কারণ উপস্থিত হয়, তবে এই

অহম্মিশিরোনিষ্ঠঃ সোমশিরসি স্থিতঃ ।
 অন্নীবোমাস্তকং বিশ্বমাবাত্যাং সমাধিষ্ঠিতম্ ॥ ১০
 অগতিতায় চরতোঃ শ্বেচ্ছাস্তশরীরয়োঃ ।
 আবরোর্বিশ্রয়োণে হি স্তাগ্নিবালননং জগৎ ॥ ১৪
 অস্তি হেতুপরকাত্ৰ শাস্ত্রকৃতিবিনিষ্ঠিতম্ ।
 বাগধর্মময়মেবৈতজ্জগৎ স্বাবর-জগন্ময় ॥ ১৫
 ত্বং হি বাগমৃতং সাক্ষাৎসমধামমৃতং পরম্ ।
 স্বরমপ্যমৃতং কন্দাধিয়ুক্তমুপপদ্যতে ॥ ১৬
 বিদ্যাপ্রত্যয়িক। ত্বং মে যেনোহহং প্রত্যয়ান্তব ।
 বিদ্যাবেদ্যাস্তনোরেষ বিশেষঃ কথমাবয়োঃ ॥ ১৭
 ন কৰ্শ্বশা সৃজামীদং জগৎ প্রতিস্থজামি চ ।
 সৰ্ব্বভাষ্ট্রকলভাত্যাস্ত্রঃ ত্বং হি পরীক্ষসী ॥ ১৮
 আষ্ট্রকসারমৈবধ্যং বধ্যাং সাতম্যালক্ষণম্ ।

আর থাকে কিরূপে ? ১—১২ । আমি অগ্নির
 মস্তকস্থিত, তুমিও সোমের মস্তকস্থিত । আমরা
 দুইজনে এই অন্নীবোমাস্তক বিধকে অধিকার
 করিয়া রহিয়াছি । আমরা দুই জনে জগতের
 হিতের নিমিত্ত ইচ্ছামূসারে শরীর ধারণ করিয়া
 বিচরণ করি । আমাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ
 ছিলে, এই জগৎ একেবারে আশ্রয়-শূন্য হয় ।
 এ বিষয়ে শাস্ত্রকৃতি দ্বারা দ্বিরীকৃত অপর
 একটা হেতুও আছে । এই স্বাবর-জগন্ময়
 সমুদ্র জগৎ বাগধর্মময় অর্থাৎ নাম-রূপাস্তক
 বলিয়া প্রসিদ্ধ । তুমি সাক্ষাৎ অমৃতময় বাক্য
 স্বরূপা, আমিও অমৃতরূপী অর্থ । অতএব
 আমরা উভয়ে বধন অমৃত, তখন আমাদের
 বিশেষ কিরূপে সম্ভবপর ? তুমি আমার বোধ-
 কারিণী বিদ্যানরূপা এবং তবীর জ্ঞান হইতেই
 আমি জ্ঞেয় । বধন বিদ্যা এবং বেদ্য এ
 উভয়ের কখন বিশেষ নাই, তখন সেই বিদ্যা
 ও বেদ্যানরূপ আমাদের দুই জনেরই বা
 কিরূপে বিশেষ হইতে পারে ? আমি
 আশ্রয়ানার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি বা
 সংহার করি না, একমাত্র আজ্ঞাধর্মেই এই
 জগতের সৃষ্টি বা সংহার হইয়া থাকে ; তুমি
 সেই পরীক্ষসী আস। আমার এই যে
 সাক্ষাৎসমধামমৃতম্ । আজ্ঞাই আমার একমাত্র

আজ্ঞা বিপ্রযুক্তত্ব ঐশ্বর্য্য মম কৌশলম্ ॥
 ন কদাচিদবস্থানমাবরোর্বিশ্রয়োঃ ।
 তথাপি বিবহো বৃন্ত ইত্যতোহন্তঃ কিমভূতম্
 ন পরাসুগ্রহাদন্তঃ প্রয়োজনমিহাস্থনঃ ।
 প্রবৃন্তিলক্ষণং তস্মাদ্ভীলাপি ন বুধাবয়োঃ ।
 দেবানাং কার্য্যমুদ্दिष्टা লীলোক্তিঃ কৃত্বান
 ত্বরাণ্যবিদিতং নাস্তি কথং কুপিতবত্যসি
 ততঃক্লিষ্টলোকরক্ষার্থে কোপো মধ্যপি তে
 বদনর্থায় ভূতানাং ন তদস্তি খলু ত্বয়ি ॥ ২
 ইতি প্রিয়ংবদে সাক্ষাদীকরে পরমেশ্বরী ।
 শৃঙ্গারভাবসারাণাং জন্মভূমিরক্ৰিয়া ॥ ২১
 স্তভবা ললিতং তথ্যমুক্তং মতা মিতোজ
 লক্ষ্যম। ন কিমপ্যুচে কোশিকাবর্ণনাং পর
 দেবদ্যুচ

কিং দেবেন ন স দৃষ্টো যা সৃষ্টো কোশিকী

সার । আমি যদি সেই আশ্রয়
 তবে আমার সে ঐশ্বর্য্য আর থাকে
 বিযুক্ত হইয়া আমরা দুই জনে কখনই
 পারি না । তথাপি যে আমাদের ক্লি
 রাছে, ইহা অপেক্ষা অশ্রয় আর কি
 পারে ? এই সংসারে পরের প্রতি
 ভিন্ন আমাদের নিজের কোন প্রবৃত্তি
 জন্ম নাই । অতএব আমাদের কৌশল
 বুধা হয় না । দেবতাদিগের কা
 করিয়া আমি তোমাকে পরিহাস করি
 তোমারও তাহা অবিদিত নাই,
 কোপ করিয়াছিলে ? ত্রিলোকের র
 তই তুমি আমার উপর ঐরূপ ক্রো
 ছিলে, বাহা জীবদিপের অনর্থে
 হয়, এরূপ কার্য্য কখনই তোমার
 মহাদেব এইরূপ প্রিয়কাব্য বলি
 শৃঙ্গারভাব-সমূহের অকৃত্রিম জন্ম
 পরমেশ্বরী, “স্বামী বাহা বলিলেন,
 সত্য” মনে মনে এইরূপ বিক
 কিকিং হান্তপূর্ব্বক কোশিকীর উ
 ভিন্ন, সজ্জাজ্ঞেয় আর কিছুই বলি
 না । ১০—২৫ । দেবী বলি

জ্ঞান লোকে ন ভূতা ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬
 ৭ বলাং বিকো নিলয়ং বিজয়ং তথা ।
 নিশ্চিন্ত মারণক রণে তয়োঃ ॥ ২৭
 সনানক লোকাষ ভজতে সদা ।
 রক্ষণে শপদ্রক্ষা বিজ্ঞাপয়িষ্যতি ॥ ২৮
 ষমাণা দেব্যা এবাঙ্করা তদা ।
 ধ্যা সমানীয় পুরোহবস্থাপিতস্তথা ॥ ২৯
 গাহ পুনর্দেবী দেবানীতমুপায়নম্ ।
 জ্ঞান চানেন সদৃশো মহাপাসকঃ ॥ ৩০
 ঈশভেভ্যো বক্ষিতং মন্ত্রপোষনম্ ।
 য ভক্তস্য বিস্রজ্য স্বরক্ষণাং ॥ ৩১
 তিষ্ঠা প্রসাদার্থং সমাগতঃ ।

যে ক্তা যদি পীতিং করোষি মে ॥ ৩২
 যাবি নিরোগান্ধিনঃ স্বয়ম্ ।
 ত্রিষ্টুৎসব ত্তাময়গীষর ॥ ৩৩

যে যে ক্তার সৃষ্টি করিয়াছি,
 আপনি দেখেন নাই। এই
 প ক্তা আর হয় নাই, হইবেও
 নাই, বল, বিজ্ঞাচলে নিবাস, বিজয়,
 ও নিশ্চিন্তের বধ, সেবক জনকে
 দান এবং দেবতাদিগের নিত্য
 এই সকল বিষয়ের কথা বক্ষা
 বকট নিবেদন করিবেন। তখন
 ষমাণা দেবীর আশ্রয় সমীপ
 কে আনিয়া সমুখে রাখিল।
 জ্ঞান আনীত উপায়নরূপ ব্যাক্তকে
 পুনর্দেবী বলিলেন,—এই ব্যাক্তকে
 সদৃশ আর কেহ আমার উপাসক
 টাছ দুই-সত্ত্ব হইতে আমার তপো-
 রাচ্ছে; এ আমার অতিশয় ভক্ত
 আশ্রয়কা হেতু বিশ্বাসের পাত্রও
 যাদের অনুগ্রহলাভার্থ আপনার
 করিয়া আসিয়াছে। যদি আমা
 র পীড়িত হইয় এবং আমার
 আপনার কর্তব্য হয়, তবে হে
 ব্যাক্ত অপর বক্ষিপণের সহিত
 ভিক্ষিত হইয়া অন্তঃপুরবাটের দ্বার

মধুর প্রায়োদকং কৃত্বা দেব্যাঃ স্তবং বচঃ ।
 প্রীতোচসীতাহ তং দেবঃ স চাদৃশত তং কথ্যং
 বিনপেত্রলতাং হৈমীং রত্নচিত্রক ককুকম্ ।
 ছুরিকামুরগপ্রখ্যাং গণেশো রক্ষবেশগৃহ ॥ ৩৫
 যস্মাং সোমো মহাদেবো নন্দী চানেন নন্দিতঃ ।
 সোমনন্দীতি বিখ্যাতস্তস্মাদেব সমাখ্যাতা ॥ ৩৬
 ইত্যং দেব্যাঃ প্রিয়ং কৃত্বা দেবশার্কেন্দুভূষণঃ ।
 ভূষণমান তাং দিব্যৈর্ভূষণৈ রত্নভূষিতৈঃ ॥ ৩৭
 ততঃ স গৌরীং পিবিশো পিরীলুজাং
 সগৌরবঃ সর্কমনোহরাং হরঃ ।
 সমস্তমারোপ্য বরাঙ্গভূষণৈ-
 র্ভূষণ্যামাস শশাঙ্কভূষণঃ ॥ ৩৮
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীরসংহিতায়াং
 পূর্কভাগে দেব্যা পুনর্মন্দারপর্কভাগমনং
 নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

নন্দীর নিয়োগে অবস্থান করুক। দেবীর
 সপ্রণয় মধুর ও কর্ণশ্রবকর বাক্য শ্রবণ করিয়া
 মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন,—আমি প্রীত
 হইলাম। তং কথ্যং সেই ব্যাক্তও সুবর্ণ
 নিখিত বেত্রলতা, রত্নচিত্রিত ককুক, সর্পসদৃশ
 ছুরিকাধারী, রক্ষক-বেশী গণনাশকরূপে লক্ষিত
 হইল। যেহেতু সোমরূপা দেবী, মহাদেব ও
 নন্দী ঐ ব্যাক্তের কার্যে আনন্দলাভ করিয়া-
 ছিলেন, এই নিমিত্ত উহার নাম সোমনন্দী
 হইল। অর্কেন্দুভূষণ মহাদেব এই রূপে
 দেবীর প্রিয় কার্য করিয়া সেই দেবীকে
 নানাবিধ রত্নচিত্রিত দিব্য অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত
 করিলেন। অনন্তর শশাঙ্কভূষণ মহাদেব সর্ক-
 মনোহরা পিরীলু-কক্তাকে আপনার অঙ্কে স্থাপন
 করিয়া গৌরবের সহিত নানাবিধ শ্রেষ্ঠ ভূষণ
 দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। ২৬—৩৮।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

কথয় উচুঃ ।

দেবীং সমাদখানেন দেবেনেকং কিমোরিতম্ ।
অগ্নৌষোমাস্তকং বিশ্বং বাগর্থাশ্চকমিত্যপি ॥ ১
আজ্ঞৈকসারমৈবধামাত্মা তুমিতি চোদিতম্ ।
তদিত্যং শ্রোতুমিচ্ছামো যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ২

বায়ুত্বাচ ।

অগ্নিরিত্যুচ্যতে রৌদ্রী যোরা বা তৈজসী তমুঃ ।
সোমঃ শাক্তোহমৃতময়ঃ শক্তেঃ শক্তিকরী তমুঃ ॥
অমৃতং যং প্রতিষ্ঠা সা তেজোবিদ্যাকলা স্বয়ম্ ।
ভূতস্বশ্বেষু সর্কেষু তে এব রস-তেজসী ॥ ৪
বিবিধা তেজসো বৃত্তিঃ স্রষ্টাশ্চা চানলাস্মিকা ।
জৈবেষু রসবৃত্তিঃ সোমাস্তা চ জলাস্মিকা ॥ ৫
বৈজ্যতাদিময়ং তেজো মধুরাদিময়ো রসঃ ।
তেজো-রসবিত্তৈদৈশ্চ যুজ্যেতচ্চরাচরম্ ॥ ৬
অগ্নেয়মুতনিস্পত্তিরমৃতৈরগ্নিরেধতে

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

কথিত্বম্বলিলেন,—দেবীকে সান্ত্বনা করি-
বার সময় মহাদেব যে বিধকে অগ্নৌষোমাস্তক
এবং বাগর্থাশ্চকমিত্যপি করিয়াছেন,
তাহার তাৎপৰ্য্য কি? তিনি আরও
বলিয়াছেন যে, ঐশ্বর্যের সার একমাত্র আত্মা
এবং তুমিই সেই আত্মা, ইহারই বা ভাব
কি? আমরা কথার অমৃতরসে শুভিতে ইচ্ছা
করি। বায়ু বলিলেন,—মহাদেবের যে ভীষণ
তেজোর শরীর, তাহার নাম অগ্নি এবং
শক্তির শক্তিকর অমৃতময় শরীরের নাম সোম ।
অমৃতই কিংবদন্তি অবস্থান এবং তেজই সাক্ষাৎ
বিদ্যা ও কলাবরূপ । এই দুইটাই নিখিল সৃষ্টি-
ভূতে অর্থাৎ পৃথিবী আদির পরমাণু-সমূহে রস
ও তেজোরূপে অবস্থিত । সৃষ্টি ও অনলরূপে
তেজের অনেক প্রকার বৃত্তি, এইরূপ রসেরও
সোম ও অনলরূপে বানানরূপ বৃত্তি । তেজে
কেন বৈজ্যতাদি এবং রসের কেন মধুরাদি ।
কই তেজ ও রসের সাম্যবিশিষ্ট তেজ একরূপ হইয়া

অতএব হবিঃ কপ্তমগ্নৌষোমং জগদ্বিত্যম্ ।
হবিষে শস্ত্রসম্পত্তির্দৃষ্টিঃ শস্ত্রাভিব্রজয়ে ।
বৃষ্টয়ে চ হবিস্তম্মাদগ্নৌষোমগতং জগৎ ॥ ৮
অগ্নিরুর্দ্ধং জলতোম যাবৎ সোম্যং পরামৃত
যাবদগ্ন্যাস্পদং সোম্যমমৃতকং অবতায়ঃ ॥ ৯
অতএব হি কালাগ্নিরুদ্বাস্তাক্তিরুর্দ্ধতঃ ।
তাবতা দহনকোর্দ্ধমধশ্চাপ্লাবনং ভবেৎ ॥ ১০
আধারশক্তৌব যুতঃ কালাগ্নিরবমুর্দ্ধগঃ ।
তথৈব নিদ্রগঃ সোমঃ শিবশক্তিপদাস্পদঃ
শিবশ্চোর্দ্ধমধঃ শক্তিরুর্দ্ধং শক্তিরধঃ শিবঃ
তদিত্যং শিবশক্তিভ্যাং নাব্যাপ্তমিহ কিঞ্চ
অসকৃচ্চাঘ্নিনা দগ্নং জগদ্বিত্তমসাকৃতম্ ।

চরাচর বিশ্বকে ধারণ করিয়াছে ।
অমৃতের উৎপত্তি, আবার অমৃত হা
বৃদ্ধি হয় । এই জগুই অগ্নৌষোম
দেবতার উদ্দেশে আহুত হৃত, জগতে
বলিয়া কল্পিত হয় । হবির নি
উৎপত্তি, ঐ শস্ত্রের আবার বৃ
দৃষ্টি । দৃষ্টি আবার আহুত হবিঃ
হইতে নিঃসৃত হয়, এই নিমিত্ত
অগ্নৌষোম দ্বারা হৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ ।
সোম্য অমৃত অগ্নি হইতে পৃথক্
পৃথক্ অগ্নি উর্দ্ধদিকে জলিতে থা
সোম্য অমৃত অগ্নির সহিত মিলি
উহা অধঃপ্রাবী হয় । এইজগুই
অধঃ হইতে উর্দ্ধদিকে জলিত হয় ।
অবধি উহার উর্দ্ধগতি থাকে, তত
উহা দহন করে । অধোগতি হইলে
জলপ্রাবন হয় । ১—১০ । এই
কালাগ্নি আধারশক্তি দ্বারাই হৃত
আবার সেই নিদ্রগত আধারশক্তি
শিব-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়া
উপরে, শক্তি তাহার আধার;
শক্তির আধার শিব । অতএব এ
এমন কিছু নাই, যাহা শিব ও শ
ব্যাপ্ত নয় । যেহেতু এই জগৎ
যাহাযাহ দহ হইয়া জলসাৎ হইয়া

মিদং প্রাহস্তবীর্ষাং ভস্ম বৎ ভজঃ ॥ ১৩

ভস্মসাত্ত্বাৎ জ্ঞাত্বা স্মৃতি চ ভস্মনা ।

দ্বিভিন্নৈর্বন্ধঃ পাশাঘিমুচ্যতে ॥ ১৪

তু ভস্ম সোমেনাপ্রাবিতং পুনঃ ।

প্রকৃতেরধিকাবায় কল্পতে ॥ ১৫

তু ভস্ম প্রাব্যমানং সমস্ততঃ ।

অবর্ষণে চাধিকারান্নিবর্তয়েৎ ॥ ১৬

জ্ঞায়েদমমৃতপ্রাবনং সতামু ।

তস্পর্শে লব্ধ এব কুতো মৃতিঃ ॥ ১৭

হনং গুহ্যং প্রাবনক যথোদিতমু ।

পুটং চিত্তা ন স ভূয়োহভিভাষতে ॥ ১৮

তনুং লব্ধা শক্তিসৌম্যমুতেন ধঃ ।

গম্যার্গেণ সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৯

দিকৃতা দেবেন সমুদাহৃতমু ।

স্বকং বিশ্বং জগদিত্যনুরূপতঃ ॥ ২০

শৈবে মহাপুরাণে বায়বায়সংহিতায়াং

ঋভাগে ঋগ্বেদোমবিবরণং নাম

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

স্বকে অগ্নির বীর্ষ্য বলিয়া নির্দেশ

হে। জগতের এইরূপ ভস্মসাৎ

হইয়া, ভস্ম মাখিয়া যে “অগ্নি”

পাঠ করিয়া জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি

হইতে বিমুক্ত হয়। অগ্নির বীর্ষ্য

আবার সোম দ্বারা সর্ষতোভাবে

হইয়া, যোগরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত,

যষ্টি-কার্যে প্রবর্তিত করে। ঐ

দৃষ্টে শাক্ত-অমৃত বর্ষণ দ্বারা

হইয়া, প্রকৃতিকে স্বীয় অধিকার

করে। এইজন্ত মৃত্যু-জন্ম উদ্দেশ

ণ অমৃত দ্বারা অভিষিক্ত হন;

শক্তিরূপ অমৃতের স্পর্শ লাভ

আর কোথা হইতে আসিবে?

আমি কর্তৃক এই কথিত হইল।

অভিজ্ঞ হয়, সে অগ্নীষোমপুট

দ্বারা কখন জন্ম গ্রহণ করে না।

এ অগ্নি দ্বারা শরীর লব্ধ করিয়া

শক্তিরূপ অমৃত দ্বারা উহা

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুকুবাচ ।

অথ বক্ষ্যামি জগতো বাগর্থাস্বকতা যথা ।

বড়ধবেদনং সম্যক্ সমাসান্ন তু বিস্তরাৎ ॥ ১

নাস্তি কশ্চিদশকোহর্থো নাপি শকো নিরর্থকঃ ।

জ্ঞাতে হি সময়ে শকঃ সর্ষঃ সর্ষার্থবোধকঃ ॥ ২

প্রকৃতে: পরিণামোহসং দ্বিধা শকার্থভাবিতঃ ।

তামাহ: প্রকৃতিং ভূতিং শিবয়ো: পরমাত্মনো: ॥ ৩

শকার্থিক। ভূতির্ধা মা ত্রিবিধা কথ্যতে দুধৈ: ।

দুলা হৃদ্যা পরা চেতি দুলা যা ক্রতিগোচরা ॥ ৪

হৃদ্যা চিত্তাময়ী প্রোক্তা চিত্তয়া রহিতা পরা ।

প্রাবিত করে, সে মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়; এই অর্থ হৃদয়ে করিয়াই মহাদেব বিশ্ব অর্থ্যং জগৎকে অগ্নীষোমাস্বক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ১১—২০।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন,—এই জগৎকে বাগর্থময় কেন বলে, এক্ষণে সেই বিষয় বলিব; বিস্তার পূর্বক না হইলেও বাহার সংক্ষেপোক্তি দ্বারা ছয় প্রকার পথের বোধ হইবে। এই জগতে এমন একটা অর্থ নাই, বাহার বাচক শব্দ নাই এবং এমন শব্দ নাই, বাহা দ্বারা কোন না কোন প্রকার অর্থের বোধ না হয়। সঙ্কেত অমু-সারেই শব্দসমূহ সর্ষপ্রকার অর্থের বোধক হয়। শব্দ ও অর্থ এই দুই একায়েই প্রকৃতির পরিণাম নিশ্চিত হইয়াছে। সেই প্রকৃ-তিকে পরমাত্মা শিব ও শিবায় বিকৃতি বলিয়া কীৰ্ত্তন করে। শব্দ-স্বরূপা বিকৃতি, পণ্ডিত-গণ কর্তৃক তিন প্রকার বলিয়া অভিহিত হয়; যথা,—দুলা, হৃদ্যা এবং পরা অর্থ্যং ভূতি। তাহার মধ্যে বাহা কর্তৃক গোচর হয়, তাহার নাম দুলা, চিত্তাময় শব্দের দ্বারা হৃদ্যা এবং চিত্তাময় শব্দের দ্বারা পরা।

বা পরা সা ক্রিয়াশক্তিঃ শিবতত্ত্বসমাশ্রয়া ॥ ৫
 জ্ঞানশক্তিসমাবোধাদিচ্ছোপোদগিতা তথা ।
 সর্বশক্তিসমষ্টাশ্রয়া শক্তিতত্ত্বসমাখ্যা ॥ ৬
 সমস্তকার্যজাতস্ত মূলপ্রকৃতিতঃ গতা ।
 সৈব কুণ্ডলিনী মায়া শুদ্ধাধরম্য সতী ॥ ৭
 সা বিভাগস্বরূপৈব যদধ্বায়া বিজু গতে ।
 তত্র শক্যস্তয়োহধ্বানস্তদ্ব্যর্থঃ সমৌরিতাঃ ॥ ৮
 সর্বোপাশ্রয়মপি তে পুংসাঃ নৈজগদ্ভাবুরূপতঃ ।
 নরভোগাধিকারায় পৰ্যাপ্তা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৯
 মন্ত্রাধ্বা চ পদাধ্বা চ বর্ণাধ্বা চেতি শকতঃ ।
 ভুবনাধ্বা চ উজ্জ্বাধ্বা কালধ্বা চার্থতঃ ক্রমাৎ ॥
 উজ্জ্বাভ্যোহনুক সর্বেষাং ব্যাপাব্যাপকতোচ্যতে ।
 মন্ত্রাঃ সর্বৈ পদৈর্ব্যাপ্তা বাক্যভাবাঃ পদানি চ ॥
 বর্ণৈর্বর্ণসমূহঃ হি পদমাত্রবিপশিচ্যতঃ ।

পরই শিবতত্ত্বপ্রতি ক্রিয়া-শক্তিরূপ। জ্ঞান-
 শক্তির সংযোগে এবং ঐশ্বর্যেচ্ছা সহকারে
 পূৰ্বোক্ত শক্তি সকল একত্র হইয়া, শক্তিতত্ত্ব
 নামে খ্যাত হয়। ঐ শক্তিতত্ত্বই সমুদয় কার্যের
 মূল-প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনিই
 সাধ্বী, কুণ্ডলিনী, মায়া, বিভক্ত-কর্মমার্গ-
 স্বরূপ। তিনিই বিভক্তি-রূপ হইয়া ছয়
 প্রকার অধরূপে রুচি প্রাপ্ত হন। তাহার
 মধ্যে শূন্য তিন প্রকার অধরূপে এবং অর্ধ
 তিন প্রকার অধরূপে কীর্ণিত হইয়াছে।
 ঐ ছয় প্রকার অধরূপে, সকল পুরুষেরই চিত্ত-
 তত্ত্ব অনুসারে নর (মুক্তি) এবং ভোগের
 অধিকারের নিমিত্ত সমর্থ, এ বিষয়ে কোন
 সন্দেহ নাই। মন্ত্রাধ্বা, পদাধ্বা এবং বর্ণাধ্বা
 এই তিনটি শব্দধ্বার অন্তর্গত; ভুবনাধ্বা
 অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবন, উজ্জ্বাধ্বা অর্থাৎ মহৎ
 প্রকৃতি এবং কালধ্বা অর্থাৎ বহুমান
 নিরুজ্জাদি শব্দ—এই তিন প্রকার অধরূপ অর্থাৎ
 ধ্বার অন্তর্গত। এই ছয় প্রকার অধরূপই
 পরা-পরা ব্যাপ্ত-ব্যাপকতা আছে। যত্ন সকল
 বাক্য-বহুল, সুতরাং পদ দ্বারা ব্যাপ্ত (করণ
 পদ-সমূহের দ্বারা বাক্য)। পদ সমূহের বর্ণ
 দ্বারা বাক্য; কারণ, শক্তিতত্ত্ব বর্ণসমূহকে পদ

বর্ণান্ত ভুবনৈর্ব্যাপ্তান্তেবাং তে মূলভূতানাং
 ভুবনাশ্রয়িণী তত্ত্বোবৈরগুণান্তর্বহিঃ ক্রমাৎ
 ব্যাপ্তানি কারণৈস্তত্ত্বৈরারূপানেকশঃ ॥
 অন্তরগুণিতানীহ ভুবনানি তু কানিচিৎ ।
 পৌরাণিকানি চাশ্রয়ানি বিজ্ঞেয়ানি শিবাগ্রে
 সাংখ্যযোগপ্রসিদ্ধানি তত্ত্বাশ্রয়িণী চ কানিচিৎ
 শিবশাস্ত্রপ্রসিদ্ধানি ততোহন্যাত্মপি কুংক্ষণ
 কলাভিত্তানি তত্ত্বানি ব্যাপ্তান্তেব যথাতথ্যম্
 পরম্পরাঃ প্রকৃতেরাণো পঞ্চা পরিণামতঃ ।
 কলাশ্চ তা নিরুজ্জাদ্যা ব্যাপ্তাঃ পঞ্চ যথো
 ব্যাপিকাতঃ শরা শক্তিরবিভক্তা যদধ্বনা
 পরপ্রকৃতিভাবস্ত তৎসম্বন্ধিহিততত্ত্বতঃ ।
 শক্ত্যাদি চ পৃথিব্যন্তঃ শিবতত্ত্বসমুদয়ম্ ।
 ব্যাপ্তমেকেন তেনৈব যদা কুণ্ডাদিকং যথা

বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বর্ণ সকল
 চতুর্দশ ভুবন দ্বারা ব্যাপ্ত, কারণ, ভূত
 বর্ণদিগের জ্ঞান হইয়া থাকে। ১—১২
 সকল আবার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ৬
 মহাদি তত্ত্বসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত; যে
 রূপ কারণ-সমূহ দ্বারা অনেক প্রকার
 আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত
 গুলি মাত্র ভুবন পুরাণে উক্ত হইয়াছে
 শিবাগ্রে আরও অনেকগুলি ভূত
 হইয়াছে। সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রে
 মাত্র মহাদি তত্ত্বের নাম উল্লিখিত
 শিবশাস্ত্রে আরও অনেক তত্ত্ব বিস্তৃত
 হইয়াছে। ঐ সকল তত্ত্ব আবার ৫
 যোগিনী কলা দ্বারা ব্যাপ্ত; কারণ, প্র
 মূল-প্রকৃতির পাঁচ প্রকার পরিণাম হই
 ঐ পাঁচ প্রকার পরিণাম নিরুজ্জাদি
 নামে প্রসিদ্ধ; উহারাও ব্যাপ্ত এক
 অধরূপে অবিভক্ত, পরাশক্তিই উহাদের
 পরা প্রকৃতি শিবতত্ত্ব-স্বরূপে
 প্রকার অধরূপে (মার্গে) অবস্থান
 শক্তি হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয়ই
 হইতে সমুদ্র হইতে সমুদ্র হইতে
 সমুদয় বস্তু ব্যাপিকা বহুমান

২ পরমং ধাম যং প্রাপ্য বড়তিরুধতিঃ
 ব্যাপিকা শক্তিঃ পঞ্চতত্ত্ববিশোধনাং ।
 দ্বিপাশ্চাত্তা স্থিতিরুত্ত শোধ্যতে ॥ ২০
 তদ্ব্যবস্থাব্যবস্থাগোচরম্ ।
 দ্বিপাশ্চাত্তা মধ্যো যাবদ্বিদ্যোপরাবধি ॥ ২১
 দ্বিপাশ্চাত্তা বিজ্ঞানঃ শাস্ত্রাতীতয়া ।
 রিমং ব্যোম পরপ্রকৃতিযোগতঃ ॥ ২২
 ক তত্ত্বানি যৈর্ব্যাপ্তমখিলং জগৎ ।
 ধর্মোবেদং দৃষ্টব্যং খলু সাধকৈঃ ॥ ২৩
 মবিজ্ঞায় শুদ্ধিং যঃ কর্তুমিচ্ছতি ।
 কঃ শুদ্ধকর্মানং প্রাপয়িতুং কলম্ ॥ ২৪
 সমস্তস্ত নিরুপায়ৈব কেবলম্ ।
 সমাযোগাদুতে তত্ত্বানি তত্ত্বতঃ ॥ ২৫
 দ্বিপাশ্চাত্তা ক্রাতুমেব ন শক্যতে ।

কই ঐ সমুদয়ের ব্যাপক । উক্ত
 দ্বিপাশ্চাত্তা একমাত্র সেই পরম শিব-
 করা যায় । সর্বব্যাপিকা শক্তি,
 রা শোধান হেতু সেই শিবধামের
 রা নিরুতি দ্বারা ক্রম পঞ্চাত্ত ত্রিকা-
 ন হয় । প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহার পর
 ত্ত পঞ্চাত্তের শোধান হয় । বিদ্যা
 র পব হইতে মধ্যো বিদ্যোপরা পঞ্চা-
 হয় । শাস্ত্র দ্বারা তাহার পরের
 র এবং শাস্ত্রাতীত দ্বারা অধ্যাত্ত-
 দ্বি হয় । এই শাস্ত্রাতীতা, পর-
 যোগে পরম ব্যোম নামে অভি-
 এই নিরুতিপ্রভৃতি পঞ্চকলা (তত্ত্ব)
 ৥ জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব
 ত্ত পঞ্চকলার মধ্যে সমুদয় জগৎ
 ৥ থাকেন । ১৩—২৩ । যে ব্যক্তি
 দ্বিপাশ্চাত্ত না জানিয়া শুদ্ধি করিতে
 সে বহু শুদ্ধির ফল উৎপাদন
 র্ধ হয় না । তাহার সেই বৃথা-
 কল নরকভোগের কারণ হয় ।
 ৥ সম্পর্ক ব্যতীত তত্ত্ব সকল,
 দ্বি এবং তাহার বিজ্ঞান একতরূপে

শক্তিরাজ্য পরা শৈবী চিত্রপা পরমেশ্বরী ॥ ২৬
 শিবোহধিষ্ঠিত্যখিলং যয়া করণভূতয়া ।
 নান্বনো নৈব মায়ৈবা ন বিকারো বিচারতঃ ॥ ২৭
 ন বন্ধো নাপি মুক্তিঃ বন্ধমুক্তিবিধায়িনী ।
 সর্বেশ্বর্যাপরা কাষ্ঠা শিবস্তাব্যভিচারিণী ॥ ২৮
 সমানধর্মিণী তস্ত তৈস্তৈর্ভাবৈবিশেষতঃ ।
 স তয়েব গৃহী সাপি তেনৈব গৃহিণী সদা ॥ ২৯
 তয়োপত্যং যং কার্যং পর-প্রকৃতিজং জগৎ ।
 স কর্তা করণং সেতি তয়োর্ভেদো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩০
 এক এব শিবঃ সাক্ষাদ্বিধাসৌ সমবস্থিতঃ ।
 স্ত্রীপুংসভাবেন তয়োর্ভেদ ইত্যপি কেচন ॥ ৩১
 অপরে তু পরা শক্তিঃ শিবস্ত সমবাসিনী ।
 প্রভেদ ভানোচ্চিহ্নপা ভিন্নৈবেতি ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৩২

জানা যায় না ; ঐ শক্তি শিবের পরা-
 আত্মরূপা এবং চিত্তস্বরূপা পরমেশ্বরী । ঐ
 কারণভূত শক্তি দ্বারা শিব অখিল জগৎ
 উপর অধিষ্ঠান করিতেছেন । বাস্তবিক
 বিচার করিয়া দেখিলে ঐ শক্তি, আত্মার
 মিথ্যা মায়ারও নহে, বিকারও নহে । ইহার
 বন্ধন বা মুক্তি নাই ; ইনি স্বয়ং বন্ধ ও মুক্তির
 বিধায়িনী সর্বেশ্বরী, সকলের পরাকাষ্ঠা এবং
 শিবের সহিত নিত্যসম্বন্ধা । বিশেষরূপে শিবের
 গুণসমূহের সম্পর্ক থাকায় ইনিও শিবের
 সমানধর্মিণী । ইহাকে লইয়াই শিব গৃহী এবং
 শিবকে লইয়া ইনিও গৃহিণী । এই পর-প্রকৃতি
 জগৎ কার্যরূপ জগৎ সেই শিব ও শক্তির
 অপত্য । শিব—কর্তা, শক্তি—করণ, এই
 মাত্র শিব ও শক্তির মধ্যে প্রভেদ । কেহ কেহ
 বলেন, এক শিবই স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুই
 প্রকারে অবস্থান করেন, এই মাত্র তাঁহাদের
 মধ্যে প্রভেদ । অপর পণ্ডিতেরা বলেন, স্ত্রী
 এবং তাঁহার প্রভা যেমন পরস্পর বস্তুতঃ ভিন্ন
 হইলেও, প্রভা স্ত্রী সম্ভার-সম্বন্ধে স্থিত
 হওয়ায় স্ত্রী হইতে কখন পৃথকভাবে অবস্থান
 করে না, সেইরূপ সেই চিত্তস্বরূপা পরা-শক্তিও
 শিব সম্ভার-সম্বন্ধে অবস্থিত হওয়ায়, তাঁহা
 হইতে ভিন্ন হইয়াও, বস্তুতঃ পরস্পর সম্বন্ধে

তস্মাদ্ধিবঃ পরো হেতুস্তত্ত্বজ্ঞা পৰমেশ্বরী ।
 তস্মৈব প্রেরিতা শৈবী মূলপ্রকৃতিরব্যাসা ॥ ৩৩
 মহামায়ী চ মায়া চ প্রকৃতিস্বপ্নশেতি চ ।
 ত্রিবিধা কার্যভেদেন সা প্রসূতে ষড়্ধ্বনঃ ॥ ৩৪
 স বাগর্থময়চাঞ্চা ষড়্‌বিধো নিবিলং জগৎ ।
 অষ্টৈব বিস্তরং প্রাহ শাস্ত্রজাতমশেষতঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
 পূর্বভাগে ষড়্‌ধ্বনকথনং নাম পঞ্চ-
 বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

চরিত্রাণি বিচিত্রাণি গুহানি গহনানি চ ।
 তুর্কিচ্ছয়ানি দেবস্ত মোহয়ন্তি মনাংসি নঃ ॥ ১
 শিবরোস্তত্ত্বসম্বোধে ন দোষ উপলভ্যতে ।
 চরিতৈঃ প্রাকৃতো ভাবস্তরোরপি বিভাব্যতে ॥ ২

করেন না। এই নিমিত্ত শিবই জগতের
 প্রধান কারণ, পরমেশ্বরী শক্তি শিবের আকা-
 য়রূপা। সেই শক্তি দ্বারাই ত্রিগুণাত্মিকা
 অব্যাক্তা শৈবী মূল-প্রকৃতি জগৎ-কার্যের নিমিত্ত
 চালিত হন। কার্যভেদে ঐ শক্তি মহামায়ী,
 মায়া এক ত্রিগুণা প্রকৃতি এই তিন
 প্রকারে পরিণত হইয়া পূর্কোক্ত চয় প্রকার
 মার্গ প্রসব করেন। সেই বাগর্থময় ষড়্‌বিধ
 অর্থই এই সমুদয় জগৎরূপে পরিণত।
 শাস্ত্র-সমূহ অশেষ প্রকারে ইহারই বিস্তার
 কীর্তন করিয়াছেন। ২৪—৩৫।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

কবিরাজ বলিলেন,—মহাদেবের বিচিত্র,
 ভয়, গহন এবং তুর্কিচ্ছয় চরিত্র সকল
 আমাদের মন মোহিত করিতেছে। সেই শিব
 ও শক্তির তত্ত্ব বুঝিবার নিমিত্ত কোমরপে তুর্ক
 রূপা শিখরী দেখে আর পবিত্র বস্ত্র।

ব্রহ্মাদিহোহপি লোকানাং সৃষ্টিস্থিতিজ্ঞে
 নিগ্রহানুগ্রহৌ প্রাপ্য শিবস্ত বশবর্তিনঃ
 শিবঃ পুনর্ন কস্তাপি নিগ্রহানুগ্রহাঙ্গাম
 অতোহনতিশয়ৈর্গুণ্যং তস্মৈবেতি বিনি-
 যচ্ছেদমৌলীগৈর্গুণ্যং তং তু স্বাতন্ত্র্যলক্ষণ
 স্বভাবসিদ্ধকেতস্ত মূর্তিমস্তাস্পদং ভবৎ
 ন মূর্তি-চ স্বতন্ত্রস্ত বটেতে মূলহেতুনা।
 মূর্তেরপি চ কার্যত্বাং তংসিদ্ধিঃ স্তাদটৈ
 সর্কত্র পরমো ভাবো ভাবো নাশ্চ কথ
 পরমাপরমো ভাবো কথমেকত্র সমুতো
 নিকলো হি স্তভাবোহস্ম পরমঃ পরমাত্ম
 স এব সকলঃ কস্মাং স্তভাবো হবিপর্ধ্য
 স্তভাবোহপি বিপর্ধ্যস্তেং স্বতন্ত্রস্বেচ্ছা
 ন করোতি কিমৌশানো নিত্যানিত্যবিপর্

কারণ, তাঁহাদেরও কার্য দ্বারা অনেক
 ভাব স্রাত হওয়া যায়। দেখুন, এই
 সৃষ্টি স্থিতি ও নাশের কারণ তত্ত্ব
 শিবের নিগ্রহ এবং অনুগ্রহের বশবর্ত
 শিব কাহারও নিগ্রহ বা অনুগ্রহের পার
 অতএব শিবের ঐর্গুণ্য সকলের
 অধিক, ইহাতে কোন সংশয় নাই
 প্রকার ঐর্গুণ্যই স্বাতন্ত্র্য, উহা শিবের
 সিদ্ধ; তবে কিরূপে শরীরযুক্ত হয়
 স্বতন্ত্র অর্থাৎ মূল কারণ, তাহার শরীর
 সৃষ্টিতে পারে? কেননা, মূর্তি যখন
 তখন কারণ ব্যতীত তাহার সিদ্ধিই বা
 হইতে পারে? আরও দেখুন, সর্ক
 দেবের নির্গুণ স্বরূপই কথিত হইয়া
 ভাবের কখন হয় নাই। কিন্তু
 ভিন্ন অন্তরূপ হইতে পারে না।
 নির্গুণ ও সগুণ ভাবের একত্র অবস্থা
 সম্ভব হয়? পরমাঙ্গা মহাদেবের পা
 নির্গুণ, সেই স্বভাব আবার কিরূ
 হইতে পারে? কারণ, স্বভাবের ত
 নাই। যদি বল, সেই স্বতন্ত্র মহাদে
 কেসেই স্বভাবও পরিবর্তিত হইতে প
 সেই পরমাত্ম মহাদেব দ্বিবার ই

সকলঃ কশ্চিৎ স চাত্তো নিষ্কলাচ্ছিব।
 দ্বিগুণেতি সর্বত্র থলু কথ্যতে ॥ ১০
 যতদা মূর্তিঃ শিবস্তাত্ত ভবেদিত্তি ।
 তৌ মূর্তিমতঃ পারতন্ত্যং হি নিশ্চিতম্ ॥
 নিরপেক্ষেণ মূর্তিঃ স্বীকৃত্যতে কথম্ ।
 করণং তস্মাৎপ্রতিসাধ্যফলেন্দ্রিয়া ॥ ১২
 যচ্ছারীরত্বং স্বাতন্ত্র্যায়োপপদ্যতে ।
 তাদৃশী পুংসাং যস্মাৎ কস্মানুসারিণী ॥ ১৩
 শ্বেচ্ছয়া দেহং হাতুক প্রভবন্ত্যত ।
 : পিশাচাত্তা কিং তে কস্মাতিবর্তিনঃ ॥ ১৪
 মহনিষ্ঠাণামিন্দ্রজালোপমং বিদুঃ ।
 ঈশ্বরেণ্যবলীকারানতিক্রমাং ॥ ১৫
 দধিধুদধীচেন মহর্ষিণা ।
 দুপালকস্তদ্রূপং দধতঃ সয়ম্ ॥ ১৬

সর্বস্বাদধিকস্তাপি শিবস্ত পরমাত্মনঃ ।
 শরীরবর্তমায়াস্বসাধন্যং প্রতিভাতি নঃ ॥ ১৭
 সর্বানুগ্রাহকং প্রাহঃ শিবং পরমকারণম্ ।
 স নিগূহ্যতি দেবাদীন সর্বানুগ্রাহকঃ কথম্ ॥ ১৮
 বিভেদ বহশো দেবো ব্রহ্মণঃ পঞ্চমং শিরঃ ।
 বিষ্ণোরপি নৃসিংহস্ত রভসা শরভাকৃতিঃ ॥ ১৯
 বিভেদ পদ্ম্যামাক্রম্য হৃদযং নখরৈঃ খরৈঃ ।
 দেবসৌ চ দেবেষু দক্ষস্তাধ্বরকারণাং ॥ ২০
 বীরভদ্রেণ বারেণ ন হি কশ্চিদদগুতঃ ।
 পুরত্রাণক সগৌকং সপৈত্যং সহ বালকৈঃ ॥ ২১
 ক্রণেনৈকেন দেবেন নেত্রাধেরিকনৌকৃতম্ ।
 প্রজানাং রহিতেতুং কামো রতিপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ২২
 ক্রোশতামেব দেবানাং ভতো নেত্রহতাপনে ।
 গাবশ্চ কশ্চিদুদ্রোণং শ্রবন্ত্যো মূর্দ্ধি খেচরাঃ ॥

নিত্য এবং অনিত্যকে নিত্য করেন
 যদি বল, নির্গুণ শিব হইতে সন্তান
 একটা ভিন্ন পুরুষ, কিন্তু শিব তাঁহার
 ইহাই নিখিল বেদাদিতে কথিত
 তাহা হইলে সেই মূর্তিমানই
 তি স্বরূপ হইলেন। যে-কোনরূপ
 সেই মূর্তিমানের পরতন্ত্রতা অবশ্যই
 মূর্তিমানের পরতন্ত্রতা স্বীকার না
 মূর্তি-স্বীকারের আবশ্যকতা নাই।
 উদ্বারা বিশেষ ফল-সাদনের অভি-
 তি সীকৃত হইয়া থাকে। ইচ্ছানু-
 সারি-ধারণ স্বীকারে পরতন্ত্রতার হানি
 কথ্যও বলিতে পার না; কারণ,
 তাদৃশী ইচ্ছাই যে কস্মের
 (ইহা অবশ্য মানিতে হইবে)।
 হইতে পিশাচ পর্যন্ত সকলেই
 বিশেষ দেহ গ্রহণ এবং পরিত্যাগ
 র, তবে তাহারাও কি কস্মের
 ? পশুভেদে ইচ্ছাক্রমে দেহ
 প্রজালের তুল্য বলিয়াছেন; কারণ,
 যথ্য দ্বারা বন্ধীকরণ ব্যতীত ইচ্ছা-
 গ্রহণ সম্ভবপর নহে। দেখুন,
 কিছু যুদ্ধ যদ্বি দ্বীক কর্তব্য

বকিত হন, কারণ, দদীচও নিজে তাঁহার
 স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব পরমাত্মা
 শিব, সকলের শ্রেষ্ঠ হইলেও শরীরধারণ হেতুক
 আমরা তাঁহার অপরের সহিত সমতাই বুঝি-
 তেছি। ১—১৭। আরও দেখুন, পরম কারণ
 শিবকে সকলের অনুগ্রাহক বলিয়া নির্দেশ করা
 হইয়াছে, কিন্তু তিনি আবার দেবদিককে
 নিগূহীত করিলেন; তবে তিনি সর্বানুগ্রাহক
 কিরূপে হইতে পারেন? তিনি অনেকবার
 অর্থাৎ ভিন্ন-কল্পে ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছিন্ন
 করিয়াছেন এবং শরভরূপ ধারণ করিয়া পদ-
 যুগল দ্বারা আক্রমণপূর্বক তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা
 নৃসিংহরূপী বিধুরও হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া-
 ছেন। দক্ষভক্তের নিমিত্ত বীরভদ্র দ্বারা দেব
 ও দেবীগণের মধ্যে সকলকেই দণ্ড দিয়াছেন
 এবং তিনি স্বয়ং স্বীয় নেত্রানল দ্বারা কণ-
 কালের মধ্যে অসংখ্য দৈত্য এবং তাহাদের
 স্ত্রী ও বালকগণের সহিত ত্রিপুর ভস্মসাৎ
 করিয়াছেন। দেবগণ উচ্চৈঃশব্দে বিলাপ করিতে
 থাকিলেও সেই মহাদেব, এতাদিকের রুতিহেতু
 স্বয়ং রতিপতি কন্দর্পকে স্বীয় নেত্রদ্বিতে
 আবর্তিতরূপে দান করিয়াছেন। একবার
 কন্দর্পকনি পানকানিই পানী পান

সকল প্রোক্ষ্য দেবেন তৎক্ষণাৎ সমাংকৃত্যঃ ।
 জলকরাহুরোদীর্ণ চক্রীকৃত্য জলং পদা ॥ ২৪
 বজ্রানন্তেন যো বিমুঃ চিক্রেপ শতযোজনম্ ।
 তমেব জলসঙ্কায়ী শূলেনৈব জঘান সঃ ॥ ২৫
 উচ্চক্রং তপসা লজ্জা লব্ধবীৰ্যো হরিঃ সদা ।
 ত্রিবাংসতে সুরারীণাং কুলং নিঘৃণেচেষাম্ ॥ ২৬
 ত্রিশূলে নাককস্তোরঃ শিখিনেবোপতাপিতম্ ।
 কঠাং কালাঙ্গনাং সৃষ্টা দারুকোহপি নিপাতিতঃ
 কোশিকীং জনয়িত্ব তু গোধ্যাস্ত্রকোশগোচরাম্ ।
 ততঃ সহ নিভৃন্তেন প্রাপিতো গরুড়ং রণে ॥ ২৮
 কৃতক মহাবাহানং স্বাস্ত্রং সন্দম্যপ্রযম্ ।
 বধার্থে তারকাব্যস্ত্রং দৈত্যৈঃ স্তম্ভৈঃ প্রবিবিধঃ ॥ ২৯
 ব্রহ্মণাভার্বিতো দেবো মন্দরাস্ত্রঃ পুরং গতঃ ।
 বিজিত্য সূচিরং দেব্যো বিহারাতি প্রসঙ্গতঃ ॥ ৩০
 রমাং রমাতলং নো ভামিব কৃত্যতিষাণতঃ ।

মন্তকে দুঃখ করণ করায়, মহাদেব ক্রোধ
 দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিক্রোশ করিবামাত্র
 তাহারা একেবারে ভস্মভূত হইয়াছিল । তিনি
 জলকরাহুরের প্রার্থনায় পদ দ্বারা জলকে
 চক্রাকার করিয়া, অনন্তনাগ দ্বারা বিমুকে
 ধরিয়া শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ।
 আবার সেই জলসঙ্কায়ী মহাদেবই উক্ত জলকর
 অসুরকে শূল দ্বারা নিহত করিয়াছেন । বিমু
 তপস্যা দ্বারা ওদীয় চক্র লাভ করিয়া বীৰ্যবান
 হইয়া, অতি নির্ভয়চিত্ত অসুরদিগের কুল সর্বদা
 লুপ্ত করিতেছেন । মহাদেব অগ্নিসদৃশ ত্রিশূল
 দ্বারা অন্ধকাহুরের বক্ষঃস্থল দগ্ধ করিয়াছেন
 এবং কঠ হইতে একটা কক্ষবর্ণ গ্রীর সৃষ্টি
 করিয়া, দারুককে নিপাতিত করিয়াছেন । তিনি
 নৌরীর শরীর-কোশ হইতে কোশিকীকে জন্ম-
 ইয়া, কুচে তন্ত ও নিভৃন্তকে যত্নমুখে অর্পণ
 করিয়াছেন । স্বল্পপুরাণে স্বল্লখিত এই মহৎ
 আখ্যান শুনা গিয়াছে,—ইন্দ্রশত্রু দৈত্যৈঃ
 তারকের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা কৃতক প্রার্থিত
 হইয়া মহাদেব মন্দরপর্বতস্থিত অস্ত্রপুরে
 গমনপূর্বক দেবীর সহিত এইরূপে বিহার করেন
 যে, প্রভাত হইয়া যখন পৃথিবী বেল কল্যাণ

দেবীক বকসংস্তম্ভাং স্ববীৰ্যমতিদূর্য্য
 অবিস্রজ্য বিস্রজ্যার্ঘ্যো হবিঃপূতমিবায়
 গঙ্গাদিষপি নিক্ষিপ্য বহিঃস্থারা তদংশ
 তং সমাস্ততা শনকৈঃ স্তোকং স্তোকা
 স্বাহয়া কৃত্তিকারূপাং স্বভদ্রা রমমাণয়া
 সুবর্ণোভূতয়া শ্রুত্ব মেবো শরবণে কা
 সন্দীপয়িত্বা কালেন তন্ত ভাসা দিশো
 রঞ্জয়িত্বা গিরীন্ সর্কান্ কাকনৌকতা
 ততশ্চিরেণ কালেন সজ্জাতে তত্র তেজা
 কুমারে সুকুমারাস্তে কুমারাণাং নিদর্শনে
 তদৈশ্বর্যং স্বরূপক তন্ত দৃষ্ট্বা মনোহরম্
 সহ দেবাস্তুরৈর্লোকৈর্বিষ্মিতে চ বিমো
 দেবোহপি স্বয়মায়াতঃ পূজদর্শনলালসঃ
 সহ দেব্যাস্তমারোপ্য তং তন্ত যোরমান
 পীতাম্বতমিব স্নেহবিশেষমাতুরাত্মন

গমনোদ্যত হইল । পরে দেবীকে
 করিয়া তাঁহার গর্ভে আপনার অতি দু
 পাত ন করিয়া, পবিত্র ঘৃতের মত উৎ
 নিক্ষেপ করেন এবং অগ্নি দ্বারা ঐ
 গঙ্গাদিতেও নিক্ষেপ করেন । স্বাহ্য
 কৃত্তিকারূপে আপনার ভর্তা অগ্নির
 করিতে করিতে চতুর্দিকে অরুণ
 সেই বীৰ্য্য ধীরে ধীরে একত্র করিয়া
 পর্বতস্থিত কোন শরবণে নিক্ষেপ
 কালবশে তাহার প্রভায় দশদিক
 হইয়াছিল এবং সূর্য্যের সহিত অগ্নি
 সকলও সুবর্ণোভূত হইয়াছিল ।
 অনন্তর বহুকালের পর সেই জ্যে
 কুমারদিগের উপমাঙ্গল সুকুমার
 (কার্ত্তিকেয়) জন্মগ্রহণ করিলেন
 সেই মনোহর শৈশব-রূপ দেখিয়া
 সহিত সমুদয় লোক বিস্মিত এবং
 হইলে, মহাদেব স্বয়ং পূজদর্শন
 হইয়া সেই স্থানে গমন
 কুমারকে অঙ্কে স্থাপনপূর্বক তাঁ
 দেয় আশ্রয় (স্নেহ) হস্তযুগল
 দ্বারা পালন করিয়া মহাদেবীর

চ পশুংসু বীতরাগৈস্তপস্বিত্তিঃ।
স্থলে রঙ্গে নর্তয়িত্বা কুমারম্ ॥ ৩৯
তৎক্রোড়াং সন্তাষ্য চ পরস্পরম্।
পায়দেব্যঃ পায়িত্বামৃতোপমম্ ॥ ৪০
রা জগতাং হিতায়েতানুশাস্ত চ।
দেবী চ ন তপ্তিমুপজগ্মতুঃ ॥ ৪১
রূপ সঙ্কায় বিভ্রাতা তারকাসুরাং।
ভিষেকঞ্চ সৈন্যপত্যে দিবৌকসাম্ ॥ ৪২
তঃ কৃত্বা দেবেন ত্রিপুরঘিষা।
তেনৈব স্তম্ভমিন্দ্রাভিরক্ষিতম্ ॥ ৪৩
ক্রৌঞ্চভেদিয়া সুধি কালান্থিকজয়া।
গরকস্তাপি শিরঃ শক্রভিয়া সহ ॥ ৪৪
হবিপঃ সাক্ষাদ্রাবণো বলগর্ভিতঃ।
রুজৈদীর্ঘৈঃ কৈলাসং গিরিমাশ্রয়নঃ ॥ ৪৫
হমানস্ত দেবদেবস্ত শূলিনঃ।
স্পন্দামমজ্জমুদিতো ভূবি ॥ ৪৬

গায়ত্রী স্নেহে বিবশ হইয়াছিল।
ও বীতরাগ তপস্বিগণের সম্মুখে
ক নানা রঙ্গে বক্ষঃস্থলে নাচাইয়া
ক্রৌড়া দেখিয়া পরস্পর তাঁহার
রত দেবীকে স্তম্ভপান করাইতে
দেবীর অমৃতোপম স্তম্ভপান
কুমারকে “তুমি জগতের হিতের
হইয়াছ” এই কথা বলিয়াছিলেন।
বী তাঁহাকে বারংবার দেখিয়াও
রিতে পারেন নাই। তাহার
হইতে ভীত হইলের সহিত
তাঁহাকে দেবগণের সৈন্যপত্যে
ন। পরে ইন্দ্র কর্তৃক পালিত
রম্যত্র করিয়া ত্রিপুরারি মহাদেব
মভাবে, সেই পুত্রের কালান্থি-
দ্বারা ক্রৌঞ্চপর্বতের ভেদ
কাহুরের মণ্ডক ছেদন করিয়া
করিয়াছিলেন। আবার দেখুন,
নাথিপ রাবণ আপনার বাহসমূহ
পর্বতকে উঠাইলে, মহাদেব
না করিয়া পাদানুগে যান।

বটোঃ কস্তচিদর্থেন স্বাশ্রিতস্ত গতায়ুযঃ।
ওরয়াগত্য দেবেন পাদান্তং গমিতোহস্তকঃ ॥ ৪৭
স্ববাহনমবিজ্ঞায় বৃষেক্ষং বড়বানলঃ।
সগলগ্রহমানীতস্তত্ত্বজ্ঞে কোদকং জগৎ ॥ ৪৮
অলোকবিদিতৈস্তৈস্তৈশ্চৈতৈরানন্দমুন্দরৈঃ।
অসহারবশেনেন্দমসকৃচ্চলিতং জগৎ ॥ ৪৯
শাস্ত এব সদা সর্ক্সমুগত্বাতি চেচ্ছিবঃ।
সর্ক্সান্ যুগপদেবৈষ কথং শক্তো ন যোচয়েৎ ॥ ৫০
অনাদিকর্ম্মবৈচিত্র্যমপি নাত্র নিয়ামকম্।
কারণং ধ্বং কণ্ঠাপি ভবেদৌশ্বরকারিতম্ ॥ ৫১
কিমত্র বহুনোক্তেন নাস্তিক্যং হেতুকারিতম্।
যথাস্থাস্ত্র নিবর্ত্তেত তথা কথং মারুত ॥ ৫২
ইতি শ্রীশেবে মহাপুরাণে বারবীরসংহিতায়াং
পূর্বভাগে কার্ত্তিকেয়জন্মকথনং নাম
ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

চাপিয়া সেই রাবণকে মর্দনপূর্ব্বক পৃথিবীতে
প্রোথিত করিয়াছিলেন। নিজ আশ্রিত কোন
ব্রাহ্মণ-বালক পক্ষত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার
নিমিত্ত মহাদেব ত্বরিত গমন করিয়া যমকে
চরণ দ্বারা নিপীড়ন করেন। আপনার বাহন
বৃষভেক্ষকে চিনিতে না পারিয়া বড়বানলকেই
গলদেশে বহনপূর্ব্বক আনয়ন করেন; তাহাতে
সমুদয় জগৎ জলময় হইয়াছিল। অলৌকিক
আনন্দপ্রদ নানাবিধ সুন্দর নৃত্য এবং অঙ্গ-
বিক্ষেপ যশতঃ এই জগৎকে বারংবার চালিত
করিয়াছিলেন। শিব যদি শাস্ত হন এবং সর্ক্সনা
সকলকে অনুগ্রহ করেন, তবে তিনি সমর্থ
হইয়াও কেন এককালে সকলকে মুক্ত করেন
না? অনাদি কর্ম্মের বৈচিত্র্যকে এ বিষয়ের
নিয়ামক বলিতে পারি না; কারণ, কর্ম্ম
দৈব-প্রেরিত হইয়াই কারণরূপ ধারণ করে।
অধিক কি বলিব, কেবল যুক্তি অবলম্বন
করিয়া চলিলে নাস্তিক্যই আসিয়া পড়ে।
অতএব হে মারুত! বাহাতে আমাদের সেই
নাস্তিক্য নিবর্ত্তি পায়, এইরূপ তাহে উপদেশ
করুন। ৩৯—৫২।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বায়ুর্বাচ ।

স্থানে সংশয়িতং বিপ্রা ভবন্তিহেতুচোদিতৈঃ ।
 জিজ্ঞাসা হি ন নাস্তিক্যং সাধয়েৎ সাধুবুদ্ধিষু ॥ ১ ॥
 প্রমাণমত্র বক্ষ্যামি সত্যং মোহনিবর্তকম্ ।
 অসত্যমুক্তধাতাবঃ প্রসাদেন বিনা প্রভোঃ ॥ ২ ॥
 শিবস্ত পরিপূর্ণস্ত পরামুগ্রহমন্তরা ।
 ন কিকিঁদপি কৰ্ত্তব্যমিতি সাধু বিনিশ্চিতম্ ॥ ৩ ॥
 স্বভাব এব পৰ্যাপ্তঃ পরামুগ্রহকশ্মণি ।
 অক্ৰথা নিঃসৃত্যেন ন কিমপামুগততে ॥ ৪ ॥
 পরং সৰ্ব্বমমুগ্রাহং পশু পাশাস্তকং অসং ।
 পরমামুগ্রাহার্থস্ত পত্ন্যরাজ্ঞাসমবয়ঃ ॥ ৫ ॥
 পতিরাজ্ঞাপকঃ সৰ্ব্বমমুগতুতি সৰ্ব্বদা ।
 তদৰ্থমর্থবীকারে পরতন্ত্রঃ কথং শিবঃ ॥ ৬ ॥
 অমুগ্রাহানপেক্ষোহস্তি ন হি কশ্চিদমুগ্রহঃ ।
 অতঃ স্বাতন্ত্র্যশকার্ণে নানপেক্ষত্বলক্ষণঃ ॥ ৭ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

বায়ু বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপনারা
 হেতু অবলম্বন করিয়া যে সংশয় করিয়াছেন,
 তাহা অতি যুক্তিবৃত্ত হইয়াছে; সাধু-বুদ্ধিতে
 জিজ্ঞাসামাত্রেরেই যে নাস্তিক্য হয়, তাহা নহে;
 এ বিষয়ে সাধুদিগের মোহনিবর্তক প্রমাণ
 বলিতেছি। সেই প্রভুর অমুগ্রহ না থাকায়
 অসং ব্যক্তিদ্বিগের অক্ৰথা-ভাবে হইতে পারে।
 সাধুগণ ইহা নিশ্চয় জানেন যে, সেই পরিপূর্ণ
 মহাদেবের পরামুগ্রহ ব্যতীত আপনার কিছুই
 কৰ্ত্তব্য নাই। তাঁহার পরিপূর্ণ-ভাবরূপ স্বভা-
 বই পরামুগ্রহ-কারণ্য পৰ্যাপ্ত। স্বভাব-শূ-
 ন্তি কাহাকেও অমুগ্রহ করিতে পারে
 ।। আপনা হইতে ভিন্ন এই সমুদয় পশু
 । পাশ অর্থাৎ জীব ও মারাময় অসং
 প্রকার অমুগ্রাহ। অপরকে অমুগ্রহ করিবার
 ক্ষমতা তিনি পশু অর্থাৎ ইন্দ্র হইয়াও পাত্কার
 ক্ষমতাবলি করেন। মহেশ্বর সর্বদা পতি,
 পত্ন্যরাজ্ঞাপক, সর্বমমুগতুতি সর্বদা।

যন্তং পুনরমুগ্রাহং পরতন্ত্রং তদিত্যভে ।
 অমুগ্রহাদৃতে তন্ত্র ভুক্তিমুক্তোরনবয়ঃ ॥
 মূর্ত্যাস্থানোহপ্যমুগ্রাহাঃ শিবাজ্ঞাননিবর্তন
 অজ্ঞানাবিষ্টিতং শস্তোৰ্ণ কিকিঁদহ বিদ্যা
 যেনোপলভ্যতেহম্মাভিঃ সকলেনাভিনিকল
 স মূর্ত্যাস্থা শিবম্ভৈব মূর্তিরিত্যুপচর্যতে ।
 ন হসৌ নিকলঃ সাক্ষাচ্ছিবঃ পরমকারণ
 স্বাকারেণামুভাবেন কেনাপ্যনুপলভিতঃ ।
 প্রমাণগম্যতামাত্রং তং স্বভাবোপপাদকম্
 ন তাবতাত্রাপেক্ষা ধীকৃপণকণমন্তরা ॥ ৮ ॥
 আশ্রোপলক্ষণং সাক্ষামৃতিরিব হি কাল
 শিবস্ত মূর্তিমূর্ত্যাস্থা যতন্ত্রোপলক্ষণম্
 বধা কাষ্ঠাদ্যানারুঢ়ো ন বহিঃপলভ্যতে
 এবং শিবোহপি মূর্ত্যাস্থানারুঢ় ইতি ।

পরামুগ্রহের অক্ৰথা শরীরধারণাদি দীক
 তাহার পরতন্ত্রতা কিরূপে হইল
 গ্রাহকে পরিত্যাগ করিয়া, কোনরূপ
 থাকিতে পারে না; এই অক্ৰথাই স্বভা-
 ব—অপেক্ষাশূন্যতা। যাহা অমুগ্রহ
 তাহাকেই পরতন্ত্র বলে, অমুগ্রহ ব্যা-
 বা মোক্ষ হয় না। মূর্তিমান্ ব্যক্তির,
 বিষয়ে অজ্ঞানের নিবর্তি হইলে,
 পাত্র হয়, এই অগতে শত্রুর অজ্ঞানে
 কোন বস্তুই নাই। বদ্বিশ রূপ
 নির্ভণ পরমেশ্বর আমাদের জ্ঞানের
 সেই মূর্তিমান্ই মহেশ্বরের মূর্তি ব-
 চারিত হয়। সেই পরম কারণ সাক্ষা
 মহাদেব আপনার সচ্চিদানন্দ স্বরূ-
 জ্ঞানের বিষয় হন না। তাঁহার
 মননাদি প্রমাণ দ্বারা উপলভ্য
 প্রত্যক্ষবৎ দর্শন ব্যতীত কেবল
 এই সংসারে কাহারও অপেক্ষারূ-
 যে কোনরূপ মূর্তিই আস্তার সা-
 লক্ষক। অতএব যে মূর্তি
 উপলক্ষক, তাহাই শিবের
 যেমন কাষ্ঠাদিতে আরুঢ় না হই-
 যা সেইরূপ শিবও মূর্তিমান্

যেতুক্লে জলংকাষ্ঠাদিতে স্বয়ম্ ।
তে তৎ পূজ্যো মূর্ত্যাস্থনা শিবঃ ॥১৫
ই পূজ্যো মূর্ত্যাস্থপরিব্রজনম্ ।
কৃতং সাক্ষাচ্ছিব এব কৃতং যতঃ ॥১৬
পিতৃকৃত্যমর্চ্যাক বিশেষতঃ ।
অতাবেন শিবোহম্মাভিরূপাস্ততে ॥ ১৭
তে সোহপি মূর্ত্যাস্থা পরমেষ্ঠিনা ।
শ্রুনিষ্ঠেন শিবেন পশবো বয়ম্ ॥ ১৮
ইহাশিব শিবেন পরমেষ্ঠিনা ।
যঃ সর্বে মূর্ত্যাস্থানোহপ্যধিষ্ঠিতাঃ ॥১৯
তাভ্যতাবেন লক্ষা স্বয়মুগ্রহম্ ।
হনুগৃহস্থি শিবেন সমধিষ্ঠিতাঃ ॥ ২০
যঃ ভোগ্য মোক্ষ্য চ বিশেষতঃ ।
হরপেয় মূর্ত্যাস্থ শিবায়ম্ ॥ ২১
শ্রুবিপাকায় যথঃখায়কো যতঃ ।

হন না, ইহাই স্থির। যেমন
ন কর" এই কথা বলিলে, জলস্ত
আর কোনরূপে অগ্নির আনয়ন
সেইরূপ শিবও মূর্ত্তিমং বস্তুতে
১—১৫। অতএব পূজাদিতে
করনা করা হয়, কারণ মূর্ত্তি-
হকৃত হয়, সাক্ষাৎ শিবেরই তাহা
নিষ্ঠাদি বা প্রতিমাতে বিশেষ
কর্তব্য; কারণ, সেই সকল
রা সাক্ষাৎ শিবেরই উপাসনা
সেই মূর্ত্তিমান পদার্থ মহাদেব
ত হয়, সেইরূপ সেই শিবাদি-
পদার্থ কর্তৃক অম্বাদূশ পশুপদ
। সেই পরমাত্মা শিব লোকের
করিবার জন্যই সদাশিব প্রভৃতি
র অধিষ্ঠান করেন। সেই সদাশিব
তিভাবে শিবের অনুগ্রহ লাভ
অধিষ্ঠান বশতঃ অপর আত্ম-
গৃহীত করেন। আত্ম-সমূহের
বতঃ মোক্ষের নিমিত্ত একত্ব বা
মূর্ত্তিমান আত্ম-বিশেষে মহা-
।। ভোগ্যায়ই কর্তব্য বিপাক

ন চ কর্ম শিবোহস্তীতি উক্ত ভোগঃ কিমাস্তকঃ ॥
সর্বং শিবোহনুগ্রহাতি ন নিগৃহাতি কিমন ।
নিগৃহতাস্ত যে দোষাঃ শিবো ভোমামসন্তবাৎ ॥২৩
যে পুনর্নিগ্রহাঃ কেচিদ্ব্রহ্মাদিষু নির্দর্শিতাঃ ।
তেহপি লোকহিতায়ৈব কৃতাঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিনা ॥২৪
অণ্ডমাপ্যধিপত্যং হি শ্রীকৃষ্ণ ন সংশয়ঃ ।
শ্রীকৃষ্ণায়াং শিবো মূর্ত্তিং ক্রীড়ন্তীমধিষ্ঠিততি ॥২৫
সদোষা এব দেবাদ্যা নিগৃহীতা যথোচিতম্ ।
ততস্তেহপি বিপাপ্যানঃ প্রজাশ্চ বিগতজরাঃ ॥২৬
নিগ্রহোহপি স্বরূপেণ বিদূষাং ন জুগম্পিতঃ ।
অত এব হি দণ্ডোয়ু দণ্ডো ব্রাহ্মাণ্ড প্রশস্ততে ॥২৭
যঃ সিদ্ধিরোগরহেন কার্যবর্গস্ত কৃতং নশঃ ।
ন স চেদৌশতাং কুর্যাজ্জগতঃ কথমীশ্বরঃ ॥ ১৮
ঈশতা চ বিদ্যাঃ তং বিধিরাঙ্কপনং পরম্ ।

এক সুখ-দুঃখাস্তক। শিবের কোন কর্ম
নাই, অতএব তাঁহার কিরূপে ভোগ হইতে
পারে? শিব সকলকেই অনুগ্রহ করেন,
কাহাকেও নিগ্রহ করেন না। নিগ্রহকারীদিগের
যে সকল দোষ শুনা যায়, শিব সে সকলের
সম্ভব নাই। ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রতি যে
কোনরূপ নিগ্রহ দর্শিত হইয়াছে, উহা শ্রীকৃষ্ণ-
মূর্ত্তি মহাদেব কেবল লোকের হিতের জন্যই
করিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের উপর সেই
শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের যে আধিপত্য, সে বিষয়ে
কোন সংশয় নাই। শিব শ্রীকৃষ্ণ নামক
ক্রীড়নশীল মূর্ত্তিতেই অধিষ্ঠান করেন। সদোষ
দেবগণই যথোচিত নিগৃহীত হইয়াছেন।
তাহাতে তাঁহারাও পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন
এবং প্রজারাও পীড়াশূন্য হইয়াছে। যথোচিত
নিগ্রহ পণ্ডিতদিগের নিম্নমীর নহে। এই-
জন্যই দণ্ডার্থ ব্যক্তিগণের প্রতি রাজাদিগের
দণ্ডবিধান প্রশংসিত হইয়া থাকে। ঈশ্বর-
ভাবে তিনি সমুদয় কার্যের সিদ্ধি করিয়া থাকেন,
তিনি যদি ঈশ্বর না করেন, তবে তিনি কিরূপে
জগতের ঈশ্বর হইতে পারেন? সমস্ত কার্যের
বিধান-কর্তৃকের নামই ঈশ্বর, বিধানের নাম
আজ্ঞা। এইরূপ কর্তব্যের বিপাক

আজ্ঞা চেৎখমিতং কৃত্যং কৃত্যাদিতি শাসনম্ ॥২১
 উচ্ছাসনানুযুক্তিং সাধুভাবস্ত লক্ষণম্ ।
 বিপরীতমসাধু ভাব সৰ্ব্বং তু তুচ্ছতে ॥ ৩০
 সাধু সংরক্ষণীয়কেচিনিবর্ত্যমসাধু যৎ ।
 বিনিবর্তনে চ সামাদেয়ন্তে দণ্ডো হি সাধনম্ ॥৩১
 হিতার্থলক্ষণকেন্দ্রং দণ্ডান্তমশাসনম্ ।
 অতোহন্তবিপরীতং তদহিতং সম্প্রচকতে ॥ ৩২
 হিতে সঙ্গা নিষণানামৌষধঃ স্তান্নির্দর্শনম্ ।
 স কথং হৃদ্যতে সন্তিরসতামেব নিগ্রহাৎ ॥ ৩৩
 অযুক্তকারিণো লোকে গর্হণীয় বিবেকিনা ।
 বহুঘেজয়তে লোকং তদযুক্তং প্রচকতে ॥ ৩৪
 সর্বোহপি নিগ্রহো লোকে ন চ বিদেবপূর্ষকঃ ।
 ন হি শ্রেষ্ঠি পিতা পুত্রং যো নিগৃহ্যপি শিক্ষসেৎ
 মাধ্যমেনাপি নিগ্রহাত্মন যো নিগৃহ্যতি মার্গতঃ ।

না এই প্রকার অনুশাসনের নামই আজ্ঞা ।
 যাহারা সেই শাসনের অনুগমন করেন,
 তাহারাই সাধু । যাহারা তাহার বিপরীত
 আচরণ করে, তাহারাই অসাধু । কিন্তু সকলেই
 সাধু হয় না । ১৬—৩০ । অসাধু-ভাবে
 নিবর্তি করিয়া যদি সাধু-ভাবে রক্ষা করিতে
 হয়, তবে এক্ষণে সাম-দানাদির প্রেরণ করিয়া
 তাহাতে সিদ্ধি না হইলে অবশেষে দণ্ডই
 সাধক হয় । কেবল হিতের জন্যই দণ্ডান্ত
 শাসন বিহিত হইয়াছে । অতএব ইহার
 বিপরীত অনুষ্ঠান হিত বলিয়া অভিহিত হইতে
 পারে না । ঈশ্বরই সর্বদা হিতানুষ্ঠায়ীদের
 বৃত্তান্ত-বল, অতএব অসন্তের নিগ্রহ করেন
 বলিয়া সেই ঈশ্বর কিরূপে পণ্ডিতদের দৃষ্ট
 হইতে পারেন ? বিবেকী পুরুষেরা অযুক্ত-
 কারীকে তিরস্কার করেন । যে কার্যে লোকের
 শাস্তিভর হয়, তাহার নামই অযুক্ত । ইহ-
 লোকে বড় একর নিগ্রহ হয়, তাহার মধ্যে
 কোনটিই বিদেবপূর্ষক অনুষ্ঠিত হয় না ।
 দেখ, পিতা পুত্রকে অনেক সময়ে নিগ্রহ
 করিয়া শিক্ষা করে, তাই বলিয়া কি পিতাকে
 পুত্রের ঘেঁষা-গোঁড়া ধায় ? নবাব (উলসী)
 অর্থাৎ পিতাকে পুত্রের ঘেঁষা-গোঁড়া ধায়

উচ্ছাসনানুযুক্তিং যৎকিঞ্চিৎকিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ
 অজ্ঞা ন হিনস্তোষ সন্দোষানপ্যসৌ পরা
 হিনস্তি চারমপ্যজ্ঞান পরা মাধ্যম্যচর
 তস্মাদুঃখান্নিকাং হিংসাং কুর্ক্সাণো যঃ
 ইতি নির্বক্ষ্যন্ত্যেকো নিয়মো নেতি চাপ
 নিদানক্ষম্য ভিষজ্ঞো রুগ্নে হিংসাং প্রযু
 ন কিকিঞ্চপি নৈঘুণ্যং ঘৃণেবাত্র প্রযোচি
 ঘৃণাপি ন শুণায়ৈব হিংস্রেষু প্রতিবোধি
 তাদৃশেষু ঘৃণী ভ্রাতৃয়া ঘৃণান্তুরিতনির্ঘণঃ
 উপেক্ষাপি হি দোষায় বক্ষ্যেদু প্রতিবোধি
 শক্ত্যাং সত্যমুপেক্ষাতো রক্ষাঃ সদো
 সর্গস্তান্তগতং পশ্যন্ যন্ত রক্ষামুপেক্ষ

খাকিয়া নিগ্রহ করিয়া থাকে, তাহাতে
 অবশ্য কিছু পরিমাণে নির্দেহতা থাকার
 হইবে । তাহার কিকিঞ্চ নির্দেহতা না
 অপরে দোষযুক্ত হইলেও তাহার উপ
 করিত না । সম্পূর্ণ মাধ্যম্য ব্যক্তিও
 সন্দোষ ব্যক্তির উপর নিগ্রহ করিয়া
 (নিগ্রহ হিংসার কার্য, সূত্রার্থঃ
 অতএব যে ব্যক্তি সেই দুঃখগ্রস্ত
 অনুষ্ঠান করেন, তিনি অবশ্যই নির্দে
 কেহ এইরূপ নির্ধারণ করেন ।
 বলিল, এরূপ নিয়ম হইতে
 অর্থাৎ নিগ্রহ করাই উচিত, না
 দোষ । দেখ, নিদানক্ষ বৈদ্য যে
 নিগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তাহা কখনই
 তার কার্য নহে ; বরং বৈদ্য দরদর
 প্রযুক্ত হইয়া ঐ কার্যে প্রবৃত্ত থাকেন
 প্রতিপক্ষ হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হয়, ও
 আশ্রয় উপকারক হয় না । (কল
 দয়া থাকিতেই পারে না । সেই
 দয়াপর হয়, সে একেবারে দয়ার
 হইয়া পড়ে । যাহারা রমণীয় ব্যা
 তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করণ
 শক্তি থাকিতে উপেক্ষা করিলে
 সদ্য বিপত্তি লাভ করে । সপ
 দেখিয়া যে ব্যক্তি রক্ষণীয়

নাং সমুৎপ্রেক্ষ্যঃ ফলভ্যঃ সোহপি নিব্বন্ধঃ
 ॥ গুণায়ৈব সর্বধেতি ন সম্যক্তম্ ।
 ॥ গুণকারিত্বং সর্বভূতানসম্যতম্ ॥ ৪৩
 ॥ পিরাগাদ্যা দোষাঃ সন্তোষ বস্তুভ্যঃ ।
 ॥ জোষমেবৈতে ন শিবস্ত তু সর্বধা ॥ ৪৪
 ॥ সমাবিষ্টং তাম্রং বস্তু সাকালিকম্ ।
 ॥ গিরসৌ হৃষ্যং তাম্রসংসর্গকারণাং ॥ ৪৫
 ॥ চিসংসর্গাদন্তু চিত্তমুপেয়তে ।
 ॥ গিসংযোগাচ্চু চিত্তমপি জায়তে ॥ ৪৬
 ॥ ধ্যানসংসর্গনি হন্তকঃ শিবো ভবেৎ ।
 ॥ তন্ত্বেষ শোধ্যাত্তেব হি তুধ্যতি ॥ ৪৭
 ॥ সমাবিষ্টে দাহোহগ্নেবেব নায়সঃ ।
 ॥ বৈশ্বখ্যমোহরৈষ্টেব নাস্ত্রনাম্ ॥ ৪৮
 ॥ জলভাস্কমগ্নিরেব অসত্যসৌ ।
 ॥ তা নাগ্নেবেবমত্রাপি যোজ্যতাম্ ॥ ৪৯
 ॥ পত্যমিন্ কাষ্ঠ-পাষণ-মুংসপি ।

হেতুক বস্তুবিক সেও নির্দিষ্ট ।
 ॥ সকল সময়ে গুণকারক হয় না ;
 ॥ তা উপযোগী, তাহাই সম্যত, তত্ত্বি
 ৩। ৩১—৪৩। যদ্যপি শিবের
 ॥ প মূর্তিমুসমূহে বস্তুভ্যঃ নানাধি
 ॥ তথাপি ঐ সকল দোষ তাহাদেরই,
 ॥ অগ্নিতে তাম্র দিলে, তাম্র
 ২খা হয়, তাই বলিয়া তাম্রের
 কিছু হুই হয় না। অতুচি বস্তুর
 কিছু অতুচিত হয় না, কিন্তু
 ॥ অতুচি বস্তুর তুচিত হয়।
 ॥ ১১ আশ্রয় সংযোগে মহাদেব
 ॥ কিন্তু শিবের সংসর্গে সেই
 ২য়ারই তুচ্ছ হয়। লোহে
 হইলে, অগ্নিরই দাহ হয় ;
 সেইরূপ মূর্ত্যাস্থিত ঐশ্বর্য
 ২ই ; সেই সেই আশ্রয় নহে ।
 ২দিকে অলিত হয় না, কিন্তু
 ॥ অলিত হয় এবং কাঠেরই
 ২য়ির নহে ;—এইরূপ শিব
 ২মূর্তিদিগের সম্বন্ধেও যোজনা

নিবাবেশবশাদেব শিবমুপচর্যতে ॥ ৫০
 ॥ মৈজ্ঞানরো গুণা গোণা বস্মাং তে চিত্তবৃত্তয়ঃ ।
 ॥ তৈর্ভূতৈরুপবৃত্তানাম্ দোষায় চ গুণায় চ ॥ ৫১
 ॥ যং তু গোণমগোণক তং সর্বমমুগ্রহতঃ ।
 ॥ ন গুণায় ন দোষায় শিবস্ত গুণবৃত্তয়ঃ ॥ ৫২
 ॥ ন চানুগ্রহশকার্থং গোণমাহবিপশ্চিত্তঃ ।
 ॥ সংসারমোচনং কিন্তু শৈবমাজ্জাময়ং হিতম্ ॥ ৫৩
 ॥ হিতং তদাজ্জাকরণং বদ্ধিতং তদনুগ্রহঃ ।
 ॥ সর্বং হিতে নিযুক্তানঃ সর্বানুগ্রাহকঃ শিবঃ ॥ ৫৪
 ॥ যন্তুপকারশদার্থস্তমপ্যাহরনুগ্রহম্ ।
 ॥ তস্তাপি হিতরূপত্বাচ্ছিবঃ সর্বোপকারকঃ ॥ ৫৫
 ॥ হিতে সদা নিযুক্তস্ত সর্বং চিদচিদাস্বকম্ ।
 ॥ স্বভাবপ্রতিবন্ধং তং সমং ন লভতে হিতম্ ॥ ৫৬
 ॥ বধা বিকাশং বাস্তোষ রবেঃ পদানি ভাসুতিঃ ।
 ॥ সমং ন বিকসন্তোষ স্বস্বভাবানুরোধতঃ ॥ ৫৭

করিবে। এই অস্ত্রই এই অস্ত্রে কাষ্ঠ, পাষণ
 এবং মৃত্তিকাতেও শিবের আবির্ভাবে শিবের
 উপচার হয়। যেহেতু মৈত্রী, ক্রমা, দাক্ষিণ্য
 প্রভৃতি গোণ গুণ সকল উপবৃত্তাদিগের চিত্তে
 অবস্থান করে, অতএব ঐ সকল গুণ দ্বারা
 উপবৃত্তাদিগের দোষ, গুণ, উভয়ই হইয়া থাকে।
 গুণবৃত্তি গোণই হউক, আর অগোণই হউক,
 তাহাতে অনুগ্রহকারী মহাদেবের দোষ বা গুণ
 কিছুই হয় না। অনুগ্রহ-শব্দের অর্থকে
 পণ্ডিতেরা গোণ বলিয়া নির্দেশ করেন নাই ;
 সংসার-মোচন শিবের আজ্ঞাই অনুগ্রহ শব্দের
 অর্থ। মহাদেবের আজ্ঞার অনুষ্ঠানই হিত
 এবং বাহ্য হিত, তাহারই নাম অনুগ্রহ। মহা-
 দেব বধন সকলকে হিতে নিযুক্ত করেন, তখন
 তিনি সকলের অনুগ্রাহক। উপকার ও অনু-
 গ্রহ শব্দের একই অর্থ। উপকারও হিত-রূপ
 বলিয়া মহাদেব সকলের উপকারক। সমুদ্র অর্ক
 ও চৈতন্য সর্বদা মহাদেব কর্তৃক সমভাবে হিতে
 নিযুক্ত হইয়াও, আপনার স্বভাব দ্বারা প্রতিবন্ধ
 হইয়া সমানরূপ হিত লাভ করে না। ৪৫—৫৭।
 দেখ, হৃষ্যের কিরণ দ্বারা পদসকল ভাসিয়া

স্বভাবোহপি হি ভাবান্য ভাবিনোহর্থত কারণম্
 ন হি স্বভাবতোহসত্তমর্থং কঠৈশ্চ সাধয়েৎ ॥ ৫৮ ॥
 সুবর্ণমেব নান্যত্র জ্ঞাবরত্যাগিসম্ভবঃ ।
 এবং পুরুষলানেব মোচয়েৎ শিবঃ পরান্ ॥ ৫৯ ॥
 বদ্বন্দ্বা ভবিতুং যোগাৎ তং তথা ন ভবেৎ স্বয়ম্
 কিনা ভাবনয়া কঠা স্বভবঃ সত্ততো ভবেৎ ॥ ৬০ ॥
 স্বভাববিমলো বহৎ স্বর্কানুগ্রহকারকঃ ।
 স্বভাবমগ্নিনাস্তদ্বদ্বাদানো জীবসংস্কৃতিভাঃ ॥ ৬১ ॥
 অন্তরাং সংসরন্তোহ্যে নিরমায় শিবঃ কথম্ ।
 কর্মমায়ানুগ্রহোহস্ত সংসারঃ কথ্যতে বুদ্ধিঃ ॥ ৬২ ॥
 অনুগ্রহো বমন্তেব ন শিক্ত্যেতি হেতুমান্ ।
 ন হেতুরানুগ্রহমেব নিজে নাগন্তুকো মনঃ ॥ ৬৩ ॥
 আগন্তুকত্বে তস্তাপি ভাব্যং কেনাপি হেতুনা ।
 যোগেহং হেতুরসাবেকঃ কল্পতেহনেকশক্তিকঃ ॥ ৬৪ ॥

কেবল অমুরোহে সকলে সমভাবে প্রাকৃত হইয়া না।
 স্বভাবই বস্তুনিগের ভবিষ্যৎ অর্থের কারণ।
 পদার্থসমূহে স্বাভাবিক যে বস্তু নাই, কঠা
 জাহা করিতে কখনই সমর্থ হয় না। দেখ,
 অগ্নিশর্প সুবর্ণকেই পলিত করে, অস্ত্রাক
 করে না; এইরূপ মহাদেবও, বাহ্যের পাপ
 পরিপক হইয়াছে, তাহাঙ্গিকেই মুক্ত করেন,
 বাহ্যনিগের পাপ পকতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা-
 নিককে মুক্ত করেন না। যে বস্তু যে প্রকার
 হওয়ার উচিত, তাহা স্বয়ং কখন সেরূপ হইতে
 পারে না এবং চেতন-ক্রিয়া ব্যতীত একটা নিত্য
 স্বভব কঠাও হইতে পারে না। স্বর্কানু-
 গ্রহক শিব যেমন স্বাভাবিক নিম্নল, তেমনি
 জীবসংস্কৃতি আকরণ স্বাভাবিক মনিস। এই
 জীবসংস্কৃতি নিরমের অভিক্রম করিতে
 সমর্থ হয় না, ইহারা কিরূপে শিব হইবে?
 এই জীবের কর্ম ও বাহ্যের বস্তুকেই পণ্ডিতেরা
 সংসার বলিয়াছেন। ৫৭—৬২। এই কারণ
 কর্ম ও বাহ্য-রূপ বস্তু জীবেরই হইয়া থাকে;
 নিজেই স্বয়ং। সেই বস্তুসংস্কৃতি কঠা জীবনিগের
 স্বাভাবিক হেতু। কোমলপ উপাধিক হেতু
 হয়। তাহা হইলে কোমল উপাধিক
 হইয়া থাকত। তাহা হইলে কোমল উপাধিক

কার্যভেদেহপি ভজ্যভিভেদো নাত্রোপপাদ্য
 কর্মমায়ানুগ্রহো বঃ স বিচিত্রঃ স্বভাবতঃ ॥
 আশ্রিতাঃ সমভেদেহপি বদ্ধা মুক্তাঃ পরে ক
 বন্ধেষেব পুনঃ কেচিন্নয়-ভোগাধিকারতঃ ॥
 জ্ঞানৈবদ্যাদিবৈষম্যং ভজ্যে সৌকর্যাদ্য
 কেচিন্মুখ্যাস্তাতং বাস্তি কেচিন্ময়গোচরা
 মূর্ত্যাস্থ শিবাঃ কেচিদধনাং মূর্ত্তিহি
 মধ্যো মহেশ্বরা রুদ্রাস্ত্রকীর্তনপদে স্থিত
 আসন্নোহপি সমাবেশে পরস্তাং কারণ
 তত্রাপ্যাস্মা স্থিতোহধ্বজানুভবাস্তা তু মধ
 পরস্তাং পরমায়োতি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরা

থাকিত। পরিণামে যে মূল-হেতু
 তাহাকে অনেকশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া
 করিতে হইত। কার্যভেদে একটা
 অনেক প্রকার শক্তি-কল্পনা যুক্তিসি
 তাহা অপেক্ষা স্বভাবতঃ বিভিন্নরূপ
 মায়ার অনুবন্ধনকে হেতু স্বীকার
 সম্ভব। কারণ, দেখা যাইতেছে।
 জীবের আশ্রয় সমতা সত্ত্বেও কেহ
 বা মুক্ত হইতেছে এবং বন্ধের
 কেহ লয়াধিকার ও অপর ভোগাধি
 হওয়ার উচ্চনীচতাবসম্পন্ন হইয়া
 ঐশ্বর্যের বৈষম্য ভজনা করিতেছে
 ঐশ্বর্যের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হইতেছে
 তাহার অতি সমীপবর্তী হইলে
 প্রতিমূর্ত্তি রূপে সত্ত্ববিত ব্যক্তিনি
 কেহ কেহ সাক্ষাৎ শিবরূপে।
 পূর্বোক্ত ছয় প্রকার মাগের শিরে
 স্থান করিতেছে; কেহ কেহ বা
 সকলের মধ্যে অবস্থিত হইয়া
 আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে আর কেহ
 অবস্থিত হইয়া রুদ্রাদি নামে
 ডেকে। আসন্ন সমাবেশের
 কারণ বলবান্। তাহার মধ্যে
 পদবী-ভজনাকারীর নাম আ
 জ্ঞানীর নাম অন্তরায়া এবং
 জ্ঞানীর নাম পরমাত্মা;—ইহা

কঃ কেচিৎ পরমাত্মপদাশ্রয়াঃ ॥ ৭০
 কঃ কেচিৎ কেচিদাত্মপদে তথা ।
 শৈবঃ শান্তো মাহেশ্বরঃ যতঃ ॥ ৭১
 ধ্যায়োদ্রাঃ প্রতিষ্ঠায়াস্ত বৈষ্ণবাঃ ।
 শ্রোত্ৰানো ব্রহ্মা ব্রহ্মাঙ্গবোনয়ঃ ॥ ৭২
 মূখ্যং মানুষ্যমধ মধ্যমম্ ।
 পক্ষঃ পক্ষঃ যোনয়স্তাৎচতুর্দশ ॥ ৭৩
 বাহুপি নৈজঃ সংসারিণো মলঃ ।
 কৃষ্ণ পূর্ণং পশ্যন্ত তু পক্ষতা ॥ ৭৪
 পক্ষঃ ভবেৎ সংসারকারণম্ ।
 পুংসাং পক্ষে তুস্তরতা ক্রমাৎ ॥ ৭৫

পর নামে অভিহিত হন ।
 কেহ পরমাত্মপদের আশ্রিত,
 পর আশ্রিত, আর কেহ বা
 । শৈবগণ শান্ত্যতীত পদের
 মহেশ্বরগণ শান্তির উপাসনা
 বদ্যার আশ্রিত এবং বৈষ্ণব-
 নবক । ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার
 নিরুদ্ভিতে অবস্থিত । আট
 প্রধান, মানুষ যোনি মধ্যম
 পক্ষযোনি অধম,—সর্বসমেত
 নি । জীবদিগের উচ্চ-নীচ-
 বিক মল । যেমন ভূক বস্তুর
 চ-অবস্থা এবং পশু-অব-
 স্থা বলে । মলও পক্ষ এবং
 প্রকার : এই দুই প্রকার মলই
 কারণ । অপক মল জীবদিগের
 । এবং পক্ষ মল ক্রমশ : উচ্চ-
 ৭০—৭৪ । জীবগণও ব্রহ্মা-
 মল এবং ত্রিমল এই তিন
 । তাহাদের মধ্যে একমলেরা
 মধ্যম এবং ত্রিমলেরা অধম ;
 রাক্তর অধোভায়ে অবস্থিত

পরাশ্রয়ান্ধ্রিখাতিয়া এক-বি-ত্রিমলাঃ ক্রমাঃ ।
 তত্রোক্তরা হেকমলা ত্রিমলা মধ্যমা যতঃ ॥ ৭৬
 ত্রিমলাঙ্গধমা জ্যেষ্ঠা বধোক্তরমধিষ্ঠিতাঃ ।
 ত্রিমলানধিষ্ঠিত্তি ত্রিমলৈকমলাঃ ক্রমাৎ ॥ ৭৭
 এক-বি-ত্রিমলান্ সর্বাঙ্গিব একোহধিষ্ঠিত্তি ।
 অশিবাস্তকমপ্যেতচ্ছিবেনাধিষ্ঠিত্তৎ তথা ॥ ৭৮
 অরুদ্রাস্তকমপ্যেবং রুদ্রেজ্জগদধিষ্ঠিত্তম্ ।
 অণ্ডাত্তা হি মহাত্মনিঃ শতরুদ্রাদধিষ্ঠিতা ॥ ৭৯
 মায়ান্তমস্তরিকস্ত অমরেশাদিষ্ঠিঃ ক্রমাৎ ।
 অসুষ্ঠমাত্রপদ্যন্তেঃ সমস্তাং সত্তত্তৎ তত্তম্ ॥ ৮০
 মহামায়াবসানা দ্যৌর্কাম্যাদ্যৌর্ভূবনাধিপৈঃ ।
 অনাশ্রিতা তৈরক্ষাস্তর্কীর্তিভিঃ সমধিষ্ঠিতা ॥ ৮১
 তে হি সাক্ষাদ্বিষদস্তুরিকসদস্তথা ।
 পৃথিবীষ ইত্যেবং দেবা দেবত্রৈতৈঃ স্ততাঃ ॥ ৮২
 এবং ত্রিভিমলৈরাইমৈঃ পট্টৈরেব পৃথক্ পৃথক্ ।
 নিদানভূতৈঃ সংসাররোগঃ পুংসাং প্রবর্ততে ॥ ৮৩
 অস্ত রোগস্ত ভৈষজ্যং জ্ঞানমাজ্ঞৌষধৌষধম্ ।
 ভিষগাজ্ঞাপকঃ শত্ৰুঃ শিবঃ পরমকারণম্ ॥ ৮৪

ত্রিমল ও একমলগণ ব্রহ্মাক্রমে ত্রিমলদিগের
 উপর আধিপত্য করে । একমল, ত্রিমল ও ত্রিমল
 এই সকলের উপর একমাত্র শিবই অধিষ্ঠান
 করেন । এই জগৎ যেমন অশিবাস্তক হইলেও
 শিব কর্তৃক অধিষ্ঠিত, এইরূপ অরুদ্রাস্তক
 হইয়াও রুদ্রগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত এই ব্রহ্মাত্মাত্ত
 মহাত্মনি শতরুদ্রাদির অধিষ্ঠান চারিদিকে
 সর্বদা বিস্তৃত মায়ান্ত অন্তরীক আবার অসুষ্ঠ-
 মাত্র-পদ্যন্ত অমরেশ্বরগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত ।
 মহামায়ান্ত হ্যালোক বায়প্রভৃতি লোকপালগণ
 কর্তৃক অধিষ্ঠিত ; উহা পূর্বোক্ত ব্রহ্মাস্তর্কীর্তী
 দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলেও
 তাঁহাদের কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াছে । তাহারা
 সাক্ষাৎ দিব্যং, অন্তরিকসং প্রভৃতি
 দেববিশেষ এবং দেবত্রয় প্রভৃতি কর্তৃক

অহংধেনাপি শক্তশ্চেৎ পশুন্ মোচয়িতুং শিবঃ ।
 কথং হুঃখং করোতীতি নাত্র কার্থ্য বিচারণা ॥ ৮৫
 হুঃখমেব হি সর্কোহপি সংসার ইতি নিশ্চিতম্ ।
 কথং হুঃখমহুঃখং জ্ঞাত্ব স্বভাবো হবিপর্যায়ঃ ॥ ৮৬
 ন হি রোগো হরোগঃ স্তান্ত্রিষগুভৈষজ্যাকারণাৎ ।
 রোগান্তস্ত ভিষগোগাভৈষজ্যৈঃ সুখমুদ্বরেৎ ॥ ৮৭
 এবং স্বভাবমলিনান্ স্বভাবাদুঃখিনঃ পশুন্ ।
 স্বাজ্ঞৌষধিকথানেন হুঃখান্মোচয়তে শিবঃ ॥ ৮৮
 ন ভিষক্ কারণং রোগে শিবঃ সংসারকারণম্ ।
 ইত্যেতদপি বৈষম্যং ন দোষাস্ত কল্পতে ॥ ৮৯
 হুঃখস্বভাবসংসিদ্ধেঃ কথং তৎ কারণং শিবঃ ।
 স্বাত্ত্বিকো মলঃ পুংসাং স হি সংসারমতামুম্ ॥
 সংসারকারণং যৎ তু মলং যান্নাদ্যচেতনম্ ।
 তৎ স্বয়ং সম্প্রকর্তেত শিবসাম্বিদ্যমস্তরা ॥ ৯১
 যথা মণিরয়তাস্তঃ সাম্বিদ্যাহুপকারকঃ ।

রোগের ঔষধ এবং আত্মপক, পরমকারণ, মঙ্গলের আধার সাক্ষ্য মহাদেবই এই রোগের চিকিৎসক ১৭৫—৮৪। মহাদেব অনার্যসেই ও জীবনকে মোচন করিতে সমর্থ, তবে তিনি এত আয়াস করেন কেন, এরূপ আশঙ্কা করিও না। সমুদয় সংসার যে হুঃখময়, ইহা নিশ্চিত। বাহ্য স্বয়ং হুঃখ, তাহা হুঃখশূন্য কিরূপে হইবে? স্বভাবের কখনই ব্যত্যয় হয় না। বৈদ্য বা ঔষধের প্রত্যয়ে রোগ কখন আরোগ অর্থাৎ রোগ ছিন্ন অস্ত বস্ত হয় না; তবে বৈদ্য ঔষধ দ্বারা রোগান্ত ব্যক্তিকে রোগ হইতে অনার্যসে মুক্ত করেন। এইরূপ মলিন-স্বভাব এবং স্বভাবতঃ হুম্বিত জীবদ্বন্দ্বকে মহাদেব স্বীয় আত্মজ্ঞান ঔষধের দ্বিধান করিয়া; সেই হুঃখ হইতে মোচন করেন। বৈদ্য রোগের কারণ নহে, কিন্তু শিব সংসারের কারণ; শিবের এই বৈষম্যও দোষাবহ নয়। স্বভাবসত্তাই যখন হুঃখের সিদ্ধি হইতেছে, তখন শিবকে তাহার কারণরূপে কল্পনা করা উচিত নয়; জীবদ্বন্দ্বের স্বাত্ত্বিক মলই সংসারের প্রেরিত করে। সংসারের কারণ-স্বরূপে তাহাকে প্রেরিত করে, কিন্তু শিবের স্বভাবতঃ স্বয়ং বিনষ্ট হয়, তথাপি।

অরসশ্চলজন্তুহচ্ছিবোহপ্যশ্চেতি স্বয়ঃ ॥ ৯২
 ন নিবর্তয়িতুং শক্যং সাম্বিদ্যং সহকারণম্ ।
 অধিষ্ঠাতা ততো নিত্যমজ্ঞাতো জগতঃ শিবঃ
 ন শিবেন বিনা কিকিং প্রযুক্তমিহ বিদ্যতে ।
 তৎ প্রেরিতমিদং সর্কং তথাপি স ন দুষ্যতি
 শক্তিরাজ্যাস্থিক্য তস্ত নিয়ন্ত্রী বিশ্বতোমুখী ।
 তস্মা ততমিদং শব্দং তথাপি স ন দুষ্যতি ।
 অনিদং প্রথমং সর্কমীশিতব্যং স ঈশ্বরঃ ।
 ঈশনাচ্চ তদীয়াজ্ঞা তথাপি স ন দুষ্যতি ।
 যোহজ্ঞা মনুতে মোহাং স বিনশ্যতি তুষ্ণা
 তচ্ছক্তি বৈজ্ঞান্যদেব তথাপি স ন দুষ্যতি ।
 এতদ্বিস্তরে ব্যোমি শ্রোতী বাগশরীরী
 সত্যমোমমৃতং সত্যমিত্যবিরভবং সূচম্ ।
 ততো হৃষ্টতরাঃ সর্কো বিনষ্টোশেষসংশয়ঃ

অরসাত্ত্ব মণি সাম্বিদ্যমাত্রো মোহের প্রতি উপকারক, সেইরূপ শিবও এই কারণ; পণ্ডিতেরা এইরূপ বলিয়া সহকারণ সাম্বিদ্য নিবারণ করা হুঃসাধ্য শিব স্বয়ং উদাসীন হইয়াও সংসারের বলিয়া কল্পিত হন। এই জগৎ ব্যতীত কোন বস্তুরই প্রযুক্তি নাই। সমুদয় জগৎই শিবের প্রেরিত, কিন্তু সেও শিব কখন দুষণীয় নহেন। তাঁহার মুখী আত্মরূপা শক্তিই নিয়ন্ত্রী ও শক্তিই এই সমুদয় বস্তুর নির্মাণ ও তাহাতেও শিবের কোন দোষ নাই। ঈশিতব্য বস্তুর মধ্যে কোনটাই প্র তিনিই এবং তাঁহার আত্মা উহাদের বর্তমান হইয়া উহাদের উপর আধিপ্য বলিয়া যদিও তিনি ঈশ্বর বলিয়া অ তথাপি দুষণীয় নহেন। যে তাঁর বিবেচনা করে, সেই দুষ্যতি তাঁর প্রত্যয়ে স্বয়ং বিনষ্ট হয়, তথাপি। নহেন। ৮৫—৯১। এই সম্বন্ধে বৈদ্যমত। অশরীরী বাণী “ইহা অমৃত ও সত্য” এই বলিয়া শিব হইল। অমৃতের সেই সকল

বিশ্বাবিষ্টাঃ প্রধেয়ঃ পবনঃ প্রজুয় ॥ ১১
তস্মৈহান্ কৃত্বাপি পবনো যুনীন্ ।
প্রতিষ্ঠিতজ্ঞানা ইতি যতৈবমব্রবীৎ ॥ ১০০
বায়ুস্বাচ ।

অপরোক্ষক বিবিধং জ্ঞানমিহ্যতে ।
মস্থিরং প্রাহরপরোক্ষস্ত হৃদ্বিরম্ ॥ ১০১
সংশয়ং যৎ তৎ পরোক্ষং প্রচক্ষতে ।
কং পুনঃ প্রেষ্ঠানুষ্ঠানান্তবিষ্যতি ॥ ১০২
জ্ঞাদৃতে মোক্ষ ইতি কৃত্বা বিনিশ্চয়ম্ ।
জ্ঞানসিদ্ধার্থং প্রবতধ্বমতন্ত্রিতাঃ ॥ ১০৩
ত্রিশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়াং
পূর্বভাগে শিবতত্ত্বকথনং নাম
সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কিং অল্পেষ্ঠানুষ্ঠানং মোক্ষো যেনাপরোক্ষিতঃ ।
তৎ তত্ত সাধনকান্য কৰ্ত্তব্যমহঁসি সাক্ষত ॥ ১

বায়ুস্বাচ ।

শৈবো হি পরমো ধর্মঃ প্রেষ্ঠানুষ্ঠানশক্তিঃ ।
যত্রাপরোক্ষং লভ্যেত সাক্ষ্যমোক্ষপ্রদঃ শিবঃ ॥ ২
স তু পঞ্চবিধো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ ক্রমাৎ ।
ক্রিয়া-অপা-অপ-ধ্যান-জ্ঞানান্তিরনুষ্ঠানৈঃ ॥ ৩
তৈরেব সোস্তরৈঃ সিদ্ধো ধর্মস্তপসরমো মতঃ ।
পরোক্ষমপরোক্ষক জ্ঞানং যত্র চ মোক্ষদম্ ॥ ৪
পরমোহপরমশ্চেত্যৌ ধর্মৌ হি ক্রতিচৌদিতৌ ।
ধর্মশক্তিভেদেহেতুর্থে প্রমাণং ক্রতিরেব নঃ ॥ ৫
পরমো যোগপদ্যন্তো ধর্মঃ ক্রতিশিরোগতঃ ।
ধর্মস্তপসরমস্তদধঃক্রতিমুখে হিতঃ ॥ ৬

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—বাহা দ্বারা মোক্ষ
হস্তগত হয়, একপ প্রেষ্ঠানুষ্ঠান কাহাকে বলে ?
হে সাক্ষত ! একপ সেই অনুষ্ঠান এবং তাহার
সাধন আমাদের নিকট কীর্জন করুন। বায়ু
বলিলেন,—বাহাতে সাক্ষ্য মুক্তিপ্রদ মহাদেব
প্রত্যক্ষ লক্ষিত হন, সেই শৈব ধর্মই পরমধর্ম
এবং উহাই প্রেষ্ঠানুষ্ঠান নামে অভিহিত হয়।
উহা পাঁচ অংশে বিভক্ত হওয়ার সেই অনুষ্ঠানও
পাঁচ প্রকার বলিয়া অভিহিত হয়। ক্রিয়া,
অপভ্রা, অপ, ধ্যান, এবং জ্ঞান এই পাঁচটি
সেই অনুষ্ঠানের এক একটা পৃথক অংশ।
উহারাই আবার অপর ধর্মবিশেষের সহিত
মিলিত হইয়া ‘অপরম’ ধর্মের সাধন করে।
উক্ত উত্তরবিধ ধর্মের মধ্যে ‘অপরম’ ধর্ম
পরোক্ষ এবং পরম ধর্ম মুক্তিসাক্ষ্য অপ-
রোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। পরম এবং

হওয়ার অতিশয় সূক্ষ্ম এবং বিশ্বাস-
সহ প্রভাবশালী পবনকে প্রশম
পবনদেব এইরূপে সেই মুনিগণের
নোদনপূর্বক “ইহাদিগের জ্ঞান
হয় নাই” এইরূপ চিন্তা করিয়া
পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—জ্ঞান
—পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ।

অস্থির এবং অপরোক্ষ জ্ঞান
জ্ঞান অনুমান এবং আশ্বেপদেশ
৪, তাহার নাম পরোক্ষ এবং প্রেষ্ঠ
ত যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম
অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ
নিশ্চয় জানিয়া, আপনারা প্রেষ্ঠানু-
ষ্ঠান নিমিত্ত নিরালস্ত হইয়া যত
—১০৩।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অপরাধাধিকারঃ সাক্ষ্যঃ পরমো মতঃ ।
 সাধারণভূতঃ সর্বোদ্যমধিকারতঃ ॥ ৭
 স চারমপরাধঃ পরমঃ সাক্ষ্যঃ সাধনম্ ।
 ধর্মশাস্ত্রাদিভিঃ সম্যক্ সাক্ষ্য এবোপবৃংহিতঃ ॥ ৮
 উদ্যোঃ কঃ পরো ধর্মঃ শ্রেষ্ঠানুষ্ঠানশক্তিঃ ।
 ইতিহাসপুরাণাত্যাং কথ্যকুপবৃংহিতঃ ॥ ৯
 শৈবানুষ্ঠানং স পুনঃ সহস্রোপাসবিম্বরঃ ।
 সমংসারধিকারঃ সম্যক্ এবোপবৃংহিতঃ ॥ ১০
 শৈবানুষ্ঠানং শিবিঃ শ্রোতোহশ্রোতঃ স স্মৃতঃ
 কতিসারমঃ শ্রোতঃ বক্তা ইত্যরো মতঃ ॥ ১১
 বক্তাঃ দশা পূর্বং তথাষ্টাদশা পুনঃ ।
 কামিকরিসমাখ্যাতিঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধাস্তসংজ্ঞিতঃ ॥ ১২
 কতিসারমরো বক্তা শতকোটিবিম্বরঃ ।
 পরং পাপপতং বক্তা বক্তা জ্ঞানক কথ্যতে ॥ ১৩
 বৃন্দার্কভূমি শিব্যে বোপাচার্য্যবরূপিণা ॥

কতি-মুখের অধোভাগে হিত। পরম ধর্ম
 সকলেরই অধিকার থাকার উহা সাধারণ। এই
 অপরাধ ধর্ম পরম ধর্মের সাধন; ইহা ধর্মশাস্ত্রাদি
 দ্বারা সম্যক্ রূপে বীর অস্ত্রের সহিত পুষ্টিকৃত
 হইয়াছে। ঐ উক্তের প্রথম যে পরম ধর্ম
 শ্রেষ্ঠানুষ্ঠান নামে অভিহিত হইয়াছে, উহা
 ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বিকিমা পুষ্টিকৃত হই-
 য়াছে। উক্ত পরম ধর্ম কেবল শৈবানুষ্ঠান দ্বারা
 বীর ও উপাস-বিম্বর এবং সংসারধি-
 কারের সহিত সম্যক্ রূপে পুষ্ট হইয়াছে।
 ১—১০। শৈবানুষ্ঠান হই প্রকার; এক শ্রোত
 অপর অশ্রোত। বাহা বেদের অনুমোদিত,
 অথাকৈ শ্রোত কলা বার; আর বাহা বেদানু-
 মোদিত নহে,—কেন হইতে বক্তা, তাহার নাম
 অশ্রোত। ঐ বক্তা প্রথম দশ প্রকার,
 অপর পদ অপর অষ্টাদশ প্রকারে বিভক্ত
 হইয়াছে। উক্তের সাধারণ নাম সিদ্ধান্ত
 স্ত্রী কন্যা কাম্যাদি নামে এসিদ্ধ। বাহা
 কামিকরিসমাখ্যাত, সম্যক্ উপাসক,
 ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বিকিমা পুষ্টিকৃত
 হইয়াছে।

তত্র উদ্যোতীর্ন শিবেনৈব প্রবর্ততে ॥ ১৪
 সংক্ষিপ্তাশ্রয় প্রবক্তার চত্বারঃ পরমধর্মঃ ।
 রুদ্রদ্বীচোৎপত্ত্যঃ উপমহ্যমহাশাঃ ॥ ১৫
 তে চ পাপপতা জ্ঞেয়াঃ সংহিতানাং প্রবর্ত
 তংসত্ত্বতীয়া গুরবঃ শতশোঃ সহস্রাঃ ।
 তত্রোক্তঃ পরমো ধর্মঃ চর্যাদ্যাক্ষা চতুর্বিধঃ ।
 তেষু পাপপতো যোগঃ শিবঃ প্রত্যক্ষকৃত্য
 তন্মাক্ষেষ্ঠমুষ্ঠানং যোগঃ পাপপতো মতঃ ।
 তত্রাপ্যপায়ঃ কোহপ্যন্তো ব্রহ্মণঃ স তু ক
 নামাষ্টকময়ো যোগঃ শিবেন পরিকল্পিতঃ ।
 তেন যোগেন সহসা শিবৌ প্রজ্ঞা প্রজ্ঞয়ত
 প্রজ্ঞয়া পরমং জ্ঞানমচিরাততে স্থিরম্ ।
 প্রসীদতি শিবস্তত্ত্বং বস্ত জ্ঞানং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 প্রসাদাৎ পরমো যোগো যঃ শিবকাপরোক্ষ
 শিবাপরোক্ষাৎ সংসারকারণেন বিযুক্ত্যতে ॥

অবতীর্ণ হইয়া শিষ্যদিগকে ঐ ত্র
 জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করেন।
 পরম ধর্ম এই শাস্ত্রের সংক্ষেপ
 করিয়াছেন। তাহাদের নাম যথা;
 দ্বীচ, অগস্ত্য এবং মহাশা উপমহ্য
 পাপপতির উপাসক এবং পাপপত
 সমূহের প্রবর্তক। ইহাদিগের
 সহস্র গুরু উপর হইয়াছেন।
 শাস্ত্রে চর্যাদিরূপ চারি প্রকার পরম
 হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পাপপ
 শিবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাইয়া দি
 নিমিত্ত পাপপত যোগই শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান
 করে ব্রহ্মা যে একটি উপাস বলিয়াছেন
 তাহার কীর্তন করিতেছি। নামাষ্টক
 মহাদেব কতক পরিকল্পিত হইয়াছে
 যোগদ্বারা সহসা শিববিষয়ক প্রজ্ঞা
 ঐ প্রজ্ঞা দ্বারা অচিরকাল মধ্যে শি
 জ্ঞানের লাভ হয়। বাহার জ্ঞান
 হয়, শিব তাহার উপর এসম হন।
 শিবের প্রসাদ হইতে পরম যোগ
 পরম যোগ শিবকে অপরাধ

হইলে, সংসার কারণের বিনাশ হয়।
সে, সংসার হইতে মুক্ত হয় এবং
চরিত্র শিবের তুল্য হয়। নামাষ্টক
, মহেশ্বর, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, পিতামহ,
, সর্বজ্ঞ ও পরমাত্মা। এই
সর্বদা প্রধানত মহাদেবের প্রতি-
হাদের প্রথম পাঁচটী শাস্ত্রাভিত্তিক-
মে পাঁচ প্রকার উপাধির পরিগ্রহ-
এই প্রভৃতির সংজ্ঞা। উপাধির
উদ্দেশ্যেও যথাযথ নিরূপিত হয় ;
নেতা এবং পদের অধিকারিণ
রা কথিত হইয়াছেন। পদের
অধিকারাদিগের মুক্তি হয় এবং
। পুনর্বার মায়াযোগে পদপ্রাপ্তি
টী নাম কেবল আশ্রয়-বিশেষের
ষট্টি তিনটি মাত্রাবলম্বনাদি-
গিক। তিন প্রকার উপাধির
ঐ তিনটি নাম দ্বারা সাধাৎ
হইতেছে : কাম

একজন শিব বলিয়া অভিহিত হন। অথবা
অশেষবিধ কল্যাণ গুণ ঘাঁহাতে অভিয্য বলী-
ভূত অবস্থায় অবস্থিত, সেই ঈশ্বরই শিবত্ব-
বোধোপাধি পণ্ডিতগণ কর্তৃক শিব বলিয়া অভিহিত
হন। প্রকৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র
একটা তত্ত্ব। বাহ্য প্রকৃতি হইতেও পর, সেই
পঞ্চবিংশক তত্ত্বকে পণ্ডিতেরা পুরুষ বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাকেই বাচ্যবাচক
সম্বন্ধে লক্ষণা করিয়া পণ্ডিতেরা বেদের আদি-
হিত প্রণবাস্তব স্বর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন
এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বেদের একবাক্য
জ্ঞেয় বলিয়া তিনি বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত। সেই
পুরুষ প্রকৃতির ভোক্তা বলিয়া সমুদ্র, একজন
তিনি প্রকৃতিতে লীন। যিনি সেই প্রকৃতিলাভ
পুরুষ হইতেও পর, তিনিই মহেশ্বর
কারণ, প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়ের
প্রবৃত্তি সেই মহেশ্বরের অধীন। অথবা
মায়াই অব্যয় ত্রিগুণ তত্ত্বকারণ। ইহা
প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া অভিহিত
এই মহেশ্বরের সমস্ত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যাপ্যাবিভিক্তি শিবভক্তে। ক্রমা ইত্যন্তঃ ॥ ৩৬
 অমৃতঃ পিতৃভূতানাং শিবো মূর্ত্যাম্ভামপি।
 পিতৃভাবেন সর্কেবাং পিতামহ উদীরিতঃ ॥ ৩৭
 নিকামভো। বখা বৈভো। যোগেন বিনিবর্তকঃ।
 উপায়ৈতেবৈভোভবন-ভোগাধিকারতঃ ॥ ৩৮
 সংসারভবনো নিত্যং সমূলস্ত নিবর্তকঃ।
 সংসারবৈষ্য ইত্যন্তঃ সর্কভবান্বেদিতিঃ ॥ ৩৯
 বশাৰ্হজ্ঞানমিত্যর্থমিহিহেতুসু সংস্থপি।
 ত্রিকালভাবিনো ভাবান্ মূলান্ হৃদ্যানশেষতঃ ॥ ৪০
 অববো নৈব জানন্তি মাত্ৰাণবমলাবৃত্তাঃ।
 অসংস্থপি চ সর্কেবু সর্কাৰ্হজ্ঞানহেতুসু ॥ ৪১
 বদ্যবাবহিতং বস্ত তং তথৈব সদাশিবঃ।
 অববো নৈব জানন্তি তন্মাত্ৰাং সর্কভ উচ্যতে ॥ ৪২
 সর্কাৰ্হ। পরমৈবৈতি ঐশ্বৰ্যনিত্যসমবয়বঃ।
 বদ্যং পরাম্ভবিরহাং পরমাত্মা শিবঃ সমুৎ ॥ ৪৩

হুং বা হুং-হেতুকে দ্রাবিত করেন, সেই
 পরম কারণ শিব "ক্রম" শব্দের অধিকার।
 ক্রমশঃ শরীরাদি ও বটাদি এবং শিবভক্তাদি
 ব্যাপ্তি শিব অধিষ্ঠান করেন, এইজন্য চারি-
 দিকে ক্রমেরা অবস্থান করেন। যেহেতু শিব
 জন্মের পিতৃভূত প্রতিমূর্তিরূপ আত্মাদিসের
 পিতৃভাবে অবস্থিত, এইজন্য তাঁহাকে লোকে
 পিতামহ বলে। বেরূপ নিদানস্ত বৈষ্য বিবিধ
 উপায় ও ঔষধ দ্বারা রোগের নিবর্তক হয়,
 সেইরূপ শিব ও ভোগাধিকার অনুসারে ঐশ্বর্য
 নিত্য সমূল সংসারের নিবর্তক হইয়া থাকেন।
 এই নিবর্তক সর্কভবান্বেদন তাঁহাকে সংসারের
 বৈষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দশার্হের
 দ্বারা শরীরাদি বিহীন জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত
 ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিলেও জীবগণ মাত্ৰরূপ
 ভেদ-ভুলে আবৃত হইয়া ত্রিকালভাবী মূলহৃদয়
 পদার্থ-সমূহকে অশেষরূপে আশ্রিত পারে না।
 সত্যের অধিকারের হেতু ইন্দ্রিয়গণ না থাকিলেও,
 যেহেতু যে প্রকার সদাশিব আত্মার সেই
 সত্যের অধিকার আশ্রিত থাকেন বলিয়া তিনি
 সত্যের অধিকারী হইয়াছেন। এই সকল

নামাষ্টকমিহৈব লজ্জাচার্য্যপ্রসাদতঃ ॥ ৪৪
 নিরুজ্জাদিকলাগ্রহীন্ শিবান্যৈঃ পঞ্চনামভি-
 বখাং ক্রমশঃ স্মৃতা শোধয়িত্বা বখাণ্ডম্।
 শুনিভৈরেব সোন্দ্বাতৈর্নিরুজ্জাদৈরখাপি বা
 হুংকঠ-ভালু-ভ্রমণ-ব্রহ্মরজ্জসমবিতান্ ॥ ৪৫
 ভিত্ত। পূৰ্ণষ্টকাকারং স্বাস্তানক স্মৃয়মা।
 দ্বাদশাত্তঃস্থিতভেদেনান্যৈঃপরি শিবোজ্জি-
 সংহৃত্য বা ন বা পশ্চাদ্যথাং কারণে ন
 শান্তেনামৃতবর্ণেণ সংসিক্তায়ং ত্রয়ো পূ-
 অবত্যা স্বাস্তানমমৃতাস্বাকৃতি ছদি।
 দ্বাদশাত্তঃস্থিতভেদোঃ পরস্তাঙ্কেতপক্ষে
 অর্জুনীরীষং দেবং নির্মলং মধুরাকৃতি।
 শুদ্ধশ্চটিকসঙ্কাশং প্রসঙ্গং শীতলকৃতি।

থাকার এবং স্ব হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মার
 হেতু সেই সর্কাৰ্হ সদাশিব সাক্ষাৎ
 নামে প্রসিদ্ধ। আচার্য্যের অনুগ্রহে এই
 ষ্টক লাভ করিয়া নিরুজ্জাদি পঞ্চ কলা
 শিবাদি পঞ্চ নাম দ্বারা স্ব স্ব অধিষ্ঠান
 স্বরূপপূর্বক ক্রমশঃ শুণানুক্রমে শোধন
 পরে সোন্দ্বাত, বা নিরুজ্জাদ, * সে
 পঞ্চ নাম দ্বারা হুং, কঠ, ভালু, ভ্র-
 ব্রহ্মরজ্জ-সমবিত ঐ নিরুজ্জাদি কলাগ্রহ
 করিবে ৩৫—৪৬। তদনন্তর ভূতের
 পূরীর অধিষ্ঠাতা স্বীয় আত্মাকে হুং
 পঞ্চ দ্বারা দ্বাদশদল-হুংকমলস্থিত
 স্থিত শিবভেদে মিলিত করিবে। অ-
 কারণে ময়ের পরে তাহাদিগকে এ-
 বা না করিয়াই, শক্তি-সমুৎ অমৃত
 স্বীয় শরীরকে পুনর্বার অভিবিক্ত
 হুংদ্বারে অমৃতাস্বাকৃতি স্বীয় আত্মার
 করিবে। পরে দ্বাদশদল হুংকমল
 পঞ্চবর্তী খেতপরে নির্মল, মধুরাকৃতি

* নাতিমূল হইতে প্রেরিত
 আচার্য্যের নাম উদ্ভূত।
 নাম সোন্দ্বাত এবং ঔষধ

বায়বীয়সংহিতা ।

নামাষ্টকেনৈব ভাবপুষ্পৈঃ সমর্চয়েৎ ॥ ৫১

নাভে তু পুনঃ প্রাণানায়মা মানবঃ ।

চিত্তং সমাধায় সার্থং নামাষ্টকং জপেৎ ॥

গাষ্ট্রাহতীহঁতা পূর্ণাং কৃতা নমস্ততঃ ।

প্রদানেন কৃতাভ্যর্চনমভিমমু ॥ ৫৩

২ং স্মাত্মানং চুলুকোদকবর্ষণা ।

ত্ৰিচারিদেব জ্ঞানং পাতপতং শুভমু ॥ ৫৪

তৎ প্রতিষ্ঠাকং ব্রতকামুস্তমং তথা ।

২য়ং লক্ষ্যমুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫

শৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়

২য়ং শৈবধর্ম্যানুষ্ঠানস্ত শ্রেষ্ঠত্বকথনং

নামাষ্টাবিশোধধায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

২য় উচুঃ ।

তুমিচ্ছামো ব্রতং পাতপতং পরমু ।

২পি ২ং কৃতা সর্কে পাতপতাঃ স্মৃতাঃ

সন, নীতল্যুতি অর্চনারীধর দেবকে

২ নামাষ্টক এবং ত্তিক্রপ পুষ্প

২ করিবে । অভ্যর্চনার পর মনুষ্য

প্রাণায়াম ও চিত্তে সম্যক্ প্রকার

২ন করিয়া অর্থের সহিত নামাষ্টকের

২ অনন্তর নাভিতে অষ্টাহতি-

২ পূর্ণহতি দান করিয়া নমস্কার

২হার পর অষ্ট পুষ্প প্রদানপূর্বক

২ শেষ করিয়া জলগ্ ভূমিক্ষেপের

২র আশ্রয় সমর্পণ করিবে । কিছু-

২প করিলে মনুষ্য শুভ পাতপত

২ প্রতিষ্ঠা এবং সর্কোত্তম পাতপত

২ রিতে সমর্থ হয় । পরে শ্রেষ্ঠ

২র মোক প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে

২ নাই । ৪৭—৫৫ ।

২ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

২ন,—হে ভগবন্! যে ব্রতের

২রাদি দেবগণ পাতপত নামে

২ন, আমরা সেই ব্রত পাতপত

বায়বীচ ।

২য়ং বঃ প্রবক্ষ্যামি সর্কপাশনিকৃতমু ।

২তং পাতপতং ব্রৌতমধর্কশিরসি ২২

২কালচিত্তাপোর্ণমাসী দেশঃ শিবঃ পরিগ্রহঃ ।

২কেন্দ্রারাদিরন্তো বা প্রশস্তঃ শুভলক্ষণঃ ॥ ৩

২তৎ পূর্বং ত্রয়োদশ্যং স্মৃত্যতঃ স্মৃত্যাহিকঃ ।

২অনুজ্ঞাপ্য স্মাচার্য্যং সম্পূজ্য প্রাণপত্য চ ॥ ৪

২পূজ্যং বৈশেষিকীং কৃতা শুক্রাধর্কধরঃ স্বয়মু ।

২শুক্লজ্যোপবীতী চ শুক্রমালানুলেপনঃ ॥ ৫

২দর্ভাসনে সমাসীনো দর্ভমুষ্টিং প্রগৃহ চ ।

২প্রাণায়ামত্রয়ং কৃতা প্রাণুখো বাণ্যদমুখঃ ॥ ৬

২ধ্যাত্বা দেবক দেবীক তদ্বিজ্ঞাপনবর্ষণা ।

২ব্রতমেতং করোম্যতি জবেৎ সঙ্কল্য দীক্ষিতঃ ॥ ৭

২যাবচ্ছরীরপাতং বা যাবদাকমধ্যাপি বা ।

২তের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি । বায় বলি-

২লেন,—আমি তোমাদিগের নিকট সেই বেদে-

২দিত অধর্ক বেদের শিরোভাগে ব্রত, সর্কপাশ-

২বিমোচন, অতি গুহ পাতপত ব্রতের বিষয়

২কর্তন করিতেছি । চিত্তা নকত্রবৃত্ত পোর্ণমাসী

২উক্ত পাতপত ব্রতের প্রশস্ত কাল এবং মহা-

২দেবের অধিষ্ঠান-ভূমি, কেন্দ্র, আয়াম প্রভৃতি

২কিংবা শুভলক্ষণ-যুক্ত ব্রত হান এই ব্রতের

২প্রশস্ত দেশ । পূর্বদিগে ত্রয়োদশীতে স্নান

২ও আফ্রিক সমাপনানন্তর আচার্যের অনুমতি

২লইয়া তাঁহাকে পূজা ও প্রণাম করিবে ।

২অনন্তর বিশেষ-পূজা করিয়া, স্বয়ং শুক্র বস্ত্র

২পরিধান এবং শুক্র বস্ত্রোপবীত ও শুক্র মালা

২ধারণ করিয়া বেতচন্দনে সর্কাক দিগ করিবে ।

২তাহার পর দর্ভাসনে আসীন হইয়া দর্ভমুষ্টি

২গ্রহণপূর্বক প্রাণুখ বা উদমুখ হইয়া তিসবার

২প্রাণায়াম করিবে । পরে দেব ও দেবীর স্থান

২করিয়া, তাঁহাদের নিকট অনুজ্ঞাপ্রার্থনের বীজ

২“আমি এই ব্রত করি” এই বলিয়া সঙ্ক

২করণানন্তর ব্রতে দীক্ষিত হইবে । অন্তর

২সময় ব্রতানুষ্ঠান-কালের নিমিত্ত কোন

২নির্দিষ্ট হয় নাই । ব্রতের পর

২করিয়া সঙ্কল্য দীক্ষিত হইবে ।

তদ্বৎ বা তদ্বৎ বা মাসবানশকৎ বা ৮
 তদ্বৎ বা তদ্বৎ বা মাসমেকমখাপি বা ।
 বিনবানশকৎ বাধ বিনবটকমখাপি বা । ৯
 তদ্বৎ বিনমেকৎ বা ত্রতসঙ্কমনাবধি ৥ ১০
 অগ্নিমাধার বিবিধবিষয়জ্যোতিষকঃপ্রণাৎ ।
 বহুজ্যোতিষ সমিতি ৬ চক্রাঃ ৬ বধাক্রমম্ ॥ ১১
 পূর্ণাঙ্গাঃ পূর্ণতো ভূতন্তানান্ তদ্বিমুদিশনঃ ।
 কুহরামূলমন্ত্রেণ তৈরেব সমিতিমিতিঃ ।
 তদ্ব্যক্তজানি মদেহে শুধ্যতামিত্যুশ্মরন ॥ ১২
 পকতুতানি তদ্ব্যক্তাঃ পক কশ্মেপ্রিয়াপি চ ।
 জ্ঞানকশ্মেপ্রিয়েন পকপকবিভাগনঃ ॥ ১৩
 কুহরাদিষট্ঠকঃ সপ্ত পক প্রাণাদিবাগবঃ ।
 মনোহবুদ্ধিরহংখ্যাতিষ্ঠণাঃ প্রকৃতি-পুরুষৌ ॥ ১৪
 ব্রহ্মা বিদ্যা কলা চৈব নিরতিঃ কাল এব চ ।
 যারা চ তদ্বিদ্যা চ মহেশ্বর-সদাশিবৌ ॥ ১৫
 শক্তি-চ শিবতত্ত্বক তদ্ব্যনি ক্রমশো বিহুঃ ।

বৎসরের সঙ্কলন করিতে পারে, কেহ বা তাহার
 অর্ধ ছয় বৎসর, কেহ বা তাহার অর্ধ (তিন
 বৎসর), কেহ বা বার মাস মাত্র ত্রতাচরণের
 সীমা নির্দেশ করিয়া সঙ্কলন করিতে পারে ।
 আর কেহ বা ছয় মাস, কেহ বা তিন মাস,
 কেহ বা এক মাস, কেহ বা দ্বাদশ দিন, কেহ
 বা ছয় দিন, কেহ বা তিন দিন, কেহ বা এক
 দিন ত্রত করিব বলিয়া সঙ্কলন করিতে পারে ।
 ১—১০ । অনন্তর বিরজা-হোমের নিমিত্ত বিধি-
 পূর্বক অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে বধাক্রমে
 অন্ন, সন্নিধি ও চক্ৰ দ্বারা আর্ঘ্য দিবে । পুনরায়
 বহুমান তদ্বৎসমূহের তদ্বির উদ্দেশে ২১ম
 উচ্চারণপূর্বক সেই সকল সমিতি প্রভৃতি
 দ্বারা “অম্বাং দেহে এই সকল তদ্বৎ তদ্বি লাভ
 করক এইরূপ চিন্তা করত পূর্ণাঙ্গ হোম
 করিবে । পক কৃত, পক তদ্ব্যক্ত, পক কশ্মেপ্রিয়,
 পক জ্ঞানকশ্মেপ্রিয়ে, পক পকবিভাগ, পক
 কুহরাদিষট্ঠক, পক সপ্ত পক প্রাণাদি, পক
 মনোহবুদ্ধিরহংখ্যাতিষ্ঠণাঃ, পক প্রকৃতি, পক
 ব্রহ্মা, বিদ্যা, কলা, চৈব নিরতি, কাল, যারা, তদ্ব-
 বিদ্যা, কলা, চৈব নিরতি, কাল, যারা, তদ্ব-

মত্রেণ বিরজৈহং হোতাসৌ বিরজা
 অথ গোময়মাধার পিত্তকৃত্যভিমত্যা চ ।
 স্তত্রাগ্নৌ তচ্চ সংরক্ত্য দিনে তন্মিন্ হবিষ্য
 প্রভাতে তু চতুর্দশ্যাং কৃত্বা পর্কিং পুরোদিত
 দিনে তাম্যন্ নিরাহারঃ কালশেষং সমাপয়ে
 প্রাতঃ পর্ক্যপি চাপোবৎ কৃত্বা হোমাবধানজ
 উপসংহৃত্য কুদ্রাঘ্নিঃ গৃহ্মায়াজ্ঞস্য যত
 ততস্ত জটিলে মূণ্ডঃ শিথৈকজট এব ব
 তৃত্বা স্নাত্বা পুনরীতলজ্জং ১২ স্তাদিগম
 অগ্নঃ কাষায়বসনং চন্দ্রচীরাস্বরোহবৎ ।
 একান্তরো বস্ত্রলৌ বা ভবেদগৌ চ যথঃ
 প্রজ্জ্বল্য চরণৌ পশ্চাদ্বিরাচম্যাস্তনস্তনু
 সঙ্গসৌক্য তদ্ব্য বিরজানসমস্তবম্ ॥ ২
 অগ্নিপ্রিত্যাদিভিমত্রেঃ বভুভিরাথর্কণৈঃ ত
 বিমুজ্যাস্তানি মুর্দ্ধাদি-চরণান্তক সংপূর্ণে

এই সমুদয় তত্ত্ব বলিয়া বিখ্যাত । বি
 দ্বারা হবন করিয়া কশ্মকর্তা বিরজ অর্থাৎ
 শূন্য হন । অনন্তর গোময় আনিয়া পি
 এবং মন্ত্র দ্বারা সংরক্ত করিয়া অগ্নিতে
 পূর্বক অগ্নি রজা করিয়া সেই দি
 ভোজী হইবে । পরদিন প্রভাতে ।
 পূর্বকথিত কশ্ম সকল সমাপন করিয়া
 নিরাহার হইয়া অবশিষ্ট সময় ধ
 করিবে । পূর্বিমার দিবস প্রাতঃকালে
 বিধ অনুষ্ঠান করিয়া, হোমের অগ্ন
 দ্বির উপসংহারপূর্বক সমস্ত
 করিবে । তাহার পর জটিল ক
 মস্তক মূণ্ডপূর্বক একশিখারূপ জট
 পুনর্বার স্নান করিয়া বান লজ্জা পূ
 দিশস্তর হইবে । অপর অর্থাৎ
 কাষায়-বস্ত্রধারী চন্দ্র-চীরধারী,
 বস্ত্রধারী হইয়া দণ্ড ও মেখলা ধা
 ১১—২১ । পরে চরণের প্রকল
 দ্বারা আচমন করিয়া সেই বি
 জ্ঞানের সঙ্কলন করিবে । তদ্ব
 দেবোক্ত “অগ্নিঃ” ইত্যাদি হ
 করিয়া আশ্রয় পরীর এই

ন ক্রমেণৈব সমুদ্রতা চ উদ্ভাৱনং ।
 সাকুলনং কুৰ্খ্যাং প্রণবেন শিবেন বা ॥ ২৪
 পুণ্ড্রং রচয়েৎ ত্রিরাযুধসমাহবরম্ ।
 বং সমাগম্য শিবযোগং সমাচরেৎ ॥ ২৫
 ত্রিসঙ্কামপোবমেতং পাশুপতং ব্রতম্ ।
 যো মহাদেবো লিঙ্গমূর্তিঃ সনাতনঃ ॥ ২৬
 দলং হৈমং নবরত্নৈরলঙ্কৃতম্ ।
 কেশরোপেতমাসনং পরিকল্পয়েৎ ॥ ২৭
 তদভাবে তু রক্তং সিতমথাপি বা ।
 স্তম্ভপাতাবে তু কেবলং ভাবনাময়ম্ ॥ ২৮
 কর্ণিকামধ্যে কুত্বা লিঙ্গং কনৌদ্রসম্ ।
 পীঠিকোপেতং পূজয়েদ্ধি ততঃ ক্রমাৎ
 য বিধানেন তল্লিঙ্গং কৃতশোধনম্ ।
 আসনং মূর্তিং পঞ্চবক্রপ্রকারতঃ ॥ ৩০
 দিতিঃ পূৰ্ণোৰ্ধ্বাধিভববিস্তৃতৈঃ ।
 কলশৈঃ পূৰ্ণৈঃ সহস্রাদিসু সন্তবৈঃ ॥ ৩১

হইতে চরণ পর্যন্ত সমুদয় অঙ্গ
 । তাহার পর সেইরূপ ক্রমে ভস্ম
 । প্রণব বা শিবমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক
 লিঙ্গের উদ্ধলন করিবে । তাহার পর
 ত্রিপুণ্ড্র রচনা করিবে এবং শিব-
 রিয়া শিবযোগের অনুষ্ঠান করিবে ।
 রূপ পাশুপত ব্রতের অনুষ্ঠান
 মূর্তি সনাতন মহাদেবের পূজা
 ঐশ্বর্য থাকিলে নব প্রকার রত্ন দ্বারা
 গ-নির্মিত এবং কর্ণিকা ও কেশর-
 অষ্টদল পদ্ম আসনরূপে কল্পিত
 দি ঐশ্বর্য না থাকে, তবে শুদ্ধ বেত
 আসনরূপে স্থির করিবে । তাহারও
 কল্পনাময় আসন প্রদান করিবে ।
 ঈকার মধ্যে একটি পীঠিকায়ুক্ত
 লিঙ্গ স্থাপন করিয়া এইরূপ
 করিবে, যথা :—প্রথমে লিঙ্গের
 বধাবিধি প্রতিষ্ঠাপূর্বক আসন
 একাধারে মূর্তির পরিকল্পনা
 পূর্বক পশ্চিম পঞ্চমুখ্যাদি দ্বারা
 সাজু করিয়া সহস্রাদিসংখ্যক

গজদ্ব্যোঃ সকপূরৈশ্চন্দনাদ্যোঃ সঙ্কল্পনৈঃ ।
 সবেদিকং সমালিপ্য লিঙ্গং ভূষণভূষিতম্ ॥ ৩২
 বিম্বপট্টেচ পট্টেচ রক্তবেতৈস্তথোপট্টৈঃ ।
 নীলোপট্টৈস্তথাট্টৈঃ পূৰ্ণৈস্তৈঃ ভূষিতৈঃ
 পূৰ্ণোপট্টেচ শতপট্টৈঃ চিত্তৈর্দূৰ্জাকৃতাদিতিঃ ।
 সমভ্যর্জ্য বধালাভং মহাপূজাবিধানতঃ ॥ ৩৩
 ধূপং দীপং তথা চার্ঘ্যং নৈবেদ্যঞ্চ সমাদিশেৎ ।
 নিবেদয়িত্বা বিভবে কল্যাণক সমাচরেৎ ॥ ৩৪
 চুস্তানি চ বিশিষ্টানি জ্ঞানেনোপার্জিতানি চ ।
 সর্গদ্রব্যানি দেয়ানি ব্রতে তন্মিদং বিশেষতঃ ॥ ৩৫
 শ্রীপত্রোপলপদ্যানাং সংখ্যা সাহস্রিকী যতা ।
 প্রত্যেকমপরা সংখ্যা শতমষ্টোত্তরং বিজ্ঞা ॥ ৩৬
 তত্রাপি চ বিশেষেণ ন ত্যজেদ্বিম্বপত্রকম্ ।
 হৈমমেকং পরং প্রাচ্যঃ পদ্মং পদ্মসহস্রকাং ॥ ৩৭
 নীলোপলপাদিসংখ্যাতং সমানং বিম্বপত্রকৈঃ ।
 পুষ্পান্তরাধানিসমাদ্যধালাভং নিবেদয়েৎ ॥ ৩৮
 অষ্টোত্তমর্গ্যমুঃ কুষ্ঠং ধূপালোপৌ বিশেষতঃ ।

কলশ দ্বারা স্নান করাইবে । পরে সঙ্কল্পন
 এবং সকপূর চন্দনাদি গজদ্ব্য দ্বারা ভূষণ-
 ভূষিত সেই লিঙ্গকে বেদির সহিত লিঙ্গ
 করিবে । ২২—৩২ । তদন্তর বধালাভ বিম্বপত্র,
 পদ্ম, রক্ত বেত ও নীল উপল, অস্ত্রাঙ্গ এসিদ্ধ
 মুগন্ধি-পুষ্প, পবিত্র শতদল, বিচিত্র দূৰ্জা এবং
 অঙ্কতানি দ্বারা মহাপূজার বিধানানুসারে পূজা
 করিবে । তাহার পর ধূপ, দীপ ও অর্ঘ্য দান
 করিবে । এই সকল নিবেদনের পর, ধন
 থাকিলে, কল্যাণের অনুষ্ঠান করিবে । এই
 ব্রতে আপনার হস্ত, বিশিষ্ট এবং জ্ঞানোপার্জিত
 সমুদয় দ্রব্য বিশেষ করিয়া দান করিবে । যে
 বিজগৎ । বিম্বপত্র, পদ্ম বা উপল প্রত্যেকে
 সহস্র সংখ্যক করিয়া দান করিবে এবং মূল-
 কল্পে প্রত্যেকে অষ্টোত্তর শত পর্যন্ত দান
 করিবে । তাহাতেও বিশেষ এই যে, যিনি
 কখনই পরিত্যাগ করিবে না । সহস্র সংখ্যক
 পদ্ম অপেক্ষা একটি মূলপদ্ম দান করিলে
 হয় । নীলোপলপাদি

কৃষ্ণাঙ্কুরম্বোরাখ্যে যজ্ঞে সত্যে মনঃশিলায় ॥ ৪০
 চন্দনং বামবেদ্যে হরিভালক পৌরুষে ।
 ইশানে ভসিতং কেচিনালেনপনমিউদ্বিশম্ ॥ ৪১
 ন হুণ ইতি যজ্ঞে হুণান্তরবিধানতঃ ।
 সিতাঙ্কুরম্বোরাখ্যে মুখে কৃষ্ণাঙ্কুর পুনঃ ॥ ৪২
 পৌরুষে শুগুণসুং সত্যে সৌম্যে সৌপদিকং মুখে
 ইশানেহপি উদ্বিশমি দদ্যাৎপং বিশেষতঃ ॥ ৪৩
 শর্করা-মধু-কর্পূর-কপিলাদ্বয়সংযুতম্ ।
 চন্দনাঙ্কুরকাষ্ঠাভ্যং সামান্ত্রং সম্প্রচক্রেত ॥ ৪৪
 কর্ণবর্তিরাভ্যাভ্যা দেয়া দোপাবলী ততঃ ।
 অর্ঘ্যমাচমনং দেয়ং প্রতিবক্রমতঃ পরম্ ॥ ৪৫
 এষাবরণে পূজ্যা ক্রমাচ্ছেরম-ব-গা যৌ ।
 ব্রহ্মাণি ততশ্চৈবং এষাবরণেহর্জিত ॥ ৪৬
 বিতীরাবরণে পূজ্যা বিয়েশা-চক্রবর্তিনঃ ।
 তৃতীয়াবরণে পূজ্যাঃ ভবাদ্যা-চাষ্টদ্বৈতঃ ॥ ৪৭

করিবে। উৎকৃষ্ট অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য, বপ ও আল-
 পন দ্রব্য দান করিবে। অর্ঘ্যের নামক যজ্ঞে
 কৃষ্ণাঙ্কুর, সত্য নামক যজ্ঞে মনঃশিলা, বামবেদ
 নামক যজ্ঞে চন্দন, পৌরুষ নামক যজ্ঞে হরি-
 ভাল এবং ইশান নামক যজ্ঞে ভস্ম দান
 করিবে। কেহ কেহ ইহাদিগকেই আলপন
 বলিয়া বিবেচনা করেন । ৩৩—৪১। কিন্তু
 অপর হুণের বিধান করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার
 ইহাদিগকে হুণ বলিয়া বিবেচনা করেন না।
 অর্ঘ্যের নামক মুখে সিতাঙ্কুর, পৌরুষ নামক
 মুখে কৃষ্ণাঙ্কুর, সত্য নামক মুখে শুগুণ-
 সৌম্য মুখে সৌপদিক এবং ইশানে উদ্বিশমি
 বিশেষ হুণ দান করিবে। শর্করা, মধু, কর্ণপূর,
 কপিলার যুত, চন্দন এবং অঙ্কুর কাষ্ঠ প্রভৃতি
 যজ্ঞ দ্বারা নির্মিত হুণকে সামান্ত্র হুণ বলে।
 ভস্মভর হুণকে কর্ণবর্তি নির্মিত দোপাবলি
 দান করিবে। অর্ঘ্য এবং আচমনীয় প্রতি
 যজ্ঞ দান করিবে। এষাবরণে ক্রমশঃ
 ব্রহ্মাণি, কতিকো, এবং ব্রহ্মাণ্ডিকের
 দান করিবে। ততঃ চৈবং এষাবরণে আর্জিত
 হুণ দান করিবে। তৃতীয়াবরণে ভবাদ্যা-
 চাষ্টদ্বৈত হুণ দান করিবে। এই সকল হুণ

মহাদেবাদয়কৃত্র উৎকৃষ্টাঙ্গমুর্ভয়ঃ।
 চতুর্থাবরণে পূজ্যাঃ সর্কর এবং গণেশরাঃ।
 বহিরেব তু পশ্চাত্ত পঞ্চমাবরণে ক্রমাৎ।
 দশ দিকপতিয়াঃ পূজ্যাঃ সাত্তাঃ সানুচর্য
 ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রাঃ সর্করহপি জ্যোতি
 সর্কর দেবা-চ দেব্য-চ সর্করাঃ সর্করহপি
 পাতালবাসিন-চাত্রে সর্কর মুনিগণা অপি
 যোগিনো মুখ্যতঃ সর্কর পঞ্চমে মাতরম্বা
 ক্ষেত্রপাল-চ সগণঃ সর্করকৈতব্রাচরম্।
 অর্ঘ্যাবরণপূজ্যস্তে সম্পূজ্যা পরমেশ্বরম্।
 সাত্তাং সব্যঞ্জনং হুণ্যং হবির্ভক্ত্যা নিবেদ
 মুখবাসাদিকং দত্ত্বা তামূলং সোপদঞ্চকম্
 অনকৃত্য চ ভূয়োহপি নানা-পুষ্পবিভবকৈ
 নীরাঙ্কনাত্রে বিতীর্ণং পূজ্যশেষং সমাপন
 চন্দ্রসঙ্কাশহারক শয়নৌষে সমপ্যেৎ।
 আত্ম্য নুপোচিতং হুণ্যং তং সর্করমুদ্রা

অষ্ট মূর্তির পূজা করিবে। চতুর্থ
 মহাদেব প্রভৃতি একাদশ মূর্তির পূজা
 ইহারা সকলেই গণেশর। পদের
 পঞ্চম আবরণে ক্রমশঃ অষ্ট এবং আ
 সত্বে দশ জন দিকপতির পূজা করি
 পঞ্চম আবরণে ব্রহ্মার মানস গু
 গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ময় সকল, নি
 ও দেবীগণ, আকাশচারী সকল, পা
 সকল, মুনিগণ, প্রধান প্রধান যোগিগণ
 সগণ, ক্ষেত্রপাল এবং এই সমুদায়
 ব্রহ্মাক্রমে পূজা করিবে । ৪২-৫২।
 পর পরমেশ্বর মহাদেবের পূজা করি
 পর আত্ম্য ও ব্যক্তনের সহিত য
 ভক্তির সহিত নিবেদন করিবে
 উপকরণের সহিত তামূল এবং হুণ
 করিবে। পূর্বের নানাবিধ পুষ্প-নি
 বন দ্বারা অনকৃত করিয়া আরতির গে
 পূজা-শেষ সমাপন করিবে। পর
 দ্বারা দান করিবে। এই সকল হুণ
 বিবেক অমুদ্রণ, সমুদ্র, মনোহর
 প্রভৃতি করিবে যা করিবে।

কারিত্বা চ হুতা চ প্রতিপূজনম্ ।
 ব্যপোহনং অগ্নি বিদ্যাং পকাকরীং অপেৎ ॥ ৫৭
 প্রণামক কৃত্যস্নানং সমর্চয়েৎ ॥ ৫৮
 যজ্ঞদেবস্ত গুরু-বিদ্যো চ পূজয়েৎ ।
 মঠো পুষ্পানি দেবমুদ্ভাস্ত লিঙ্গতঃ ॥ ৫৯
 স্তম্ভং স্তম্ভক্য উদ্ভাস্ত চ তমপ্যত ।
 জন ইতোবং কৃত্যং সর্কং পুরোদিতম্
 সানুজং লিঙ্গং সর্কোপকরণাষিতম্ ।
 ২ গুরুবে স্তম্ভক্যে শিবালয়ে ॥ ৬০
 চ গুরুন্যান ত্রিতন্য বিশেষতঃ ।
 দ্বিজং শক্তং দীনানাথং তোষয়েৎ
 প্রাণ কলমুশানোত্তমবা ।
 ৥ ভিক্ষুণী ভবেদেকাশনস্তথা ॥ ৬২
 গুনো নিত্যং ভূষণানিবৃত্তঃ স্তম্ভঃ ।
 বেশ্যায়ী চৌরাজনিশযোহথ বা ।
 ৩ নিত্যং ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ৬৩

অর্কবারে ওষাভিরাং পকদশ্যাক পকরোঃ ।
 অষ্টম্যাক চতুর্দশ্যাক শক্তস্তম্ভক্যসেদপি ॥ ৬৪
 পাণ্ডুপতিতোদক্য-সুতিকাক্যপূর্ককান্ ।
 বর্জয়েৎ সর্কবৎসেন মনসা কশ্মণা গিরা ॥ ৬৫
 কমা-দান-দয়া-সত্যাহিংসালীলঃ সদা ভবেৎ ।
 সন্তুষ্টং প্রশান্তং তপো-ধ্যানবৃত্তঃ সদা ॥ ৬৬
 কৃত্যং ত্রিষবৎসানং ভূষণানমথাপি বা ।
 পূজাং বৈশেষিকৌটিকং মনসা কশ্মণা গিরা ॥ ৬৭
 বহনাত্ কিমুক্তেন নাচরেনশিবং ব্রতী ।
 প্রমাদাং তু তথাচারে নিরপ্য গুরুলাভবৎ ॥ ৬৮
 উচিতাং নিরুতিং কৃত্যং পূজা-হোম-অপাষিতিঃ
 অসমাপ্তব্রতস্তৈবমাচরেন প্রমাদতঃ ॥ ৬৯
 গোদানক রূপোঃ সর্গং কৃত্যং পূজাং অপং সদা ।
 সামাজ্যমেতৎ কথিতং ব্রতস্তাস্ত সমাসতঃ ॥ ৭০
 প্রতিমাসং বিশেষক প্রবক্ষ্যামি বধাক্রমম্ ।
 বৈশাখে বজ্রলিঙ্গস্ত জ্যেষ্ঠে মারকতং শুক্লম্ ॥ ৭১
 আষাঢ়ে মৌরিকং বিদ্যাভূষণে নীলনির্মিতম্ ।

বর শেষে প্রার্থনা ও স্তোত্র পাঠ
 পাকরী বিদ্যার জপ করিবে । তাহার
 ক্রম ও প্রণাম করিয়া আস্ত্রসমর্পণ
 তদনন্তর দেবের সম্মুখে গুরু এবং
 করিবে । পরে অর্ঘ্য এবং অষ্ট
 ষা সেই লিঙ্গ হইতে দেবের
 বে এবং অগ্নি হইতে অগ্নির রক্ষা
 করিবে । পূজক প্রত্যহ পূর্কোক্ত
 প অনুষ্ঠান করিবে । তদনন্তর
 প্রকার উপকরণ-সমর্পিত সানুজ-
 র গুরুকে সমর্পণ করিবে অথবা
 পিত করিবে ॥ ৫৩—৬০ ॥ পরে
 জ্ঞানীগের বিশেষ-পূজা করিবে ।
 তক্ত ব্রাহ্মণ এবং দীন ও অনাথ-
 ট করিবে । নিজে প্রায়োপ-
 লানী, হুম্মাত্রাহারী, ভিক্ষা-
 হারী অথবা নিত্য নক্তব্রতী,
 ভূষণায়ী, ভূষণায়ী অথবা
 এবং ব্রতচর্চক ও পবিত্র
 এই ব্রতের আচরণ করিবে ।

সমর্থ হইলে রবিবারে, আর্দ্রা নক্সে, উত্তর
 পক্ষের পকদশী বা শেষ-দিবসে অষ্টমীতে এবং
 চতুর্দশীতে উপবাসও করিবে । পাণ্ডু, পতিত,
 কৃতমতী, সুতিকা এবং অস্ত্রাঙ্গদিগকে সর্কবা
 কায়মনোবাক্যে পরিভাষণ করিবে । সর্কবা
 কমা, দান, দয়া, সত্য ও অহিংসালীল, সন্তুষ্ট
 প্রশান্ত এবং তপোধ্যান-পরায়ণ হইবে ।
 ত্রিষবৎসান, ভূষণান এবং কায়মনোবাক্যে
 বিশেষ পূজা করিবে । অধিক কথায় কি কল ?
 ব্রতী কখন অশিব আচরণ করিবে না । অনব-
 ধান বশতঃ কোনরূপ অসদাচরণ ঘটিলে,
 গুরু-লাভ বিবেচনা করিয়া পূজা, হোম ও
 অপাষি দ্বারা বধাযোগ্য নিরুতি লাভ করিবে ।
 যে পর্য্যন্ত ব্রতের সমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত
 প্রমাদেও অসদাচরণ করিবে না এবং সর্কবা
 গোদান রূপোঃ সর্গ, পূজা ও জপ করিবে ।
 এই ব্রতের সংক্ষেপে সাদাভাষিত মন্ত্র
 লাম । প্রতিমাসে যে সকল বিশেষ কথিত
 তাহাও একসঙ্গে বধাক্রমে বর্ণিত হইবে ।
 ব্রতের আচরণ করিবে ।

মাসে ভাদ্রপদে চৈব পদ্মরাগময়ং পরম্ ॥ ৭২
 আশ্বজ্যৈষ্ঠ্যক বিধিবদোমেদকময়ং শুভম্ ।
 কার্তিক্যং বৈষ্ণবং লিঙ্গং বৈদ্যং মার্গ শীর্ষকে ॥
 পুষ্পরাগময়ং পৌষে মাঘে ছায়বিজং তথা ।
 কাঙ্কশ্যং চন্দ্রকান্ত্যং চৈত্রে তদ্যত্যাগোহবা ॥
 সর্বমাসেষু রত্নানামলাভে হৈমমেব বা ।
 হৈমভাবে রাজতং বা তাম্রং শৈলজমেব বা ॥ ৭৫
 মৃগয়ং বা বখালাতং কবিকং চাক্ষুদেব বা ।
 সর্বগময়ং বাধ লিঙ্গং কুর্ধ্যাদবধাকৃতি ॥ ৭৬
 ব্রতাবসানসময়ে সমাচরিতনৈত্যকঃ ।
 কৃত্বা বৈশেষিকৌ পূজ্যং হুতা চৈব বধা পূরা ॥ ৭৭
 সম্পূজ্য চ সমাচার্যং ব্রতিনশ্চ বিশেষতঃ ।
 দৈনিকেনাত্যহুজাতঃ প্রায়ুষো বাপাদমুখঃ ॥ ৭৮
 দর্ভাসনো দর্ভপাণিঃ প্রাণাপানৌ নিয়ম্য চ ।
 অগ্নিতা শক্তিতো মূলং ধ্যায়া সান্নং ত্রিগ্নকম্ ॥

কন্ত-নির্জিত, আশ্বজ্যৈষ্ঠ্য মুক্তানির্জিত, প্রায়ণ নীল-
 মণি-নির্জিত, ভাদ্রমাসে পদ্মরাগ-নির্জিত, আশ্বিন
 মাসে গোমেদক-মণি-নির্জিত, কার্তিকে বিষ্ণু-
 ময়, অগ্রহায়ণে বৈদ্যময়, পৌষে পুষ্পরাগময়,
 মাঘে সূর্যকান্ত-মণিনির্জিত, কাঙ্কশ ও চৈত্রে
 চন্দ্রকান্ত-মণিনির্জিত লিঙ্গের উপাসনা করিবে
 অথবা উহার ব্যতীত করিবে। সকল মাসে
 রত্নময় লিঙ্গেরই অর্চনা করিবে, কিন্তু
 রত্নের অভাবে হৈম লিঙ্গেরও অর্চনা
 করিবে। হৈমের অভাবে রৌপ্যময়, তাম্র-
 ময় অথবা শৈলজ (প্রস্তরময়) লিঙ্গের অর্চনা
 করিবে। আপনার কৃতি অনুসারে বখা-
 লাত মুক্তিকা বা অস্ত্র কোমলরূপ কবিক বস্ত্র
 অথবা সর্ব গন্ধ-বিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ
 করিবে। ৭১—৭৬। ব্রতাবসান সময়ে নিত্য-
 জিহ্না সমাপনান্তে পূর্বের মত বিশেষ-পূজা
 এক হোম করিবে। তখনত্তর আচার্য এবং
 ব্রতীদিগের বিশেষরূপ পূজা করিবে। পরে
 আচার্যের অনুজ্ঞায় পূর্ব-মুখ বা উত্তরমুখে
 দর্ভ-ময় দর্ভাসনে উপবিষ্ট হইয়া এগ্ন এক
 বাসন দ্বারা নিম্নোক্তরূপ পতি অনুসারে
 ব্রতাবসান করিবে। ব্রতাবসান করিবে।

অনুজ্ঞাপ্য বধাপূর্বকং নমস্কৃত্য কৃৎকি
 সমুৎস্থজামি ভগবন্ ব্রতমেতং হুত্বা
 ইত্যুক্ত্বা লিঙ্গমূলস্ত দর্ভানুত্তরভাগ্যে
 ততো দণ্ড-জটা-চৌর-মেখলাদ্যপি চৌর
 পুনরাচম্য বিধিবৎ পঞ্চাক্ষরমুদীরয়েৎ ।
 যঃ কৃত্বাত্যস্তিকৌ দৌক্যাদেহান্তমনাকু
 ব্রতমেতং প্রকুব্বীত স তু বৈ নৈষ্টিক
 সোহত্যাশ্রমৌ চ বিজ্ঞেয়ো মহাপাপ
 স এব তপতাং শ্রেষ্ঠঃ স এব চ মহাব
 ন ভেন সদৃশঃ কশ্চিৎ কৃতকৃত্যো যু
 যতির্ধো নৈষ্টিকো জাতস্তমাহনৈষ্টিকো
 যোহনম্নন্ব দ্বাদশাহং বা ব্রতমেতং স
 সোহপি নৈষ্টিকতুলাঃ স্ত্যং তীব্ররস
 হুতাক্তো যশ্চরেদেতদব্রতং ব্রতপরাধ
 যিত্রৈকদিবসং বাপি স চ কচন নৈষ্টিক

ধ্যান করিবে। তৎপরে পূর্বক
 অনুজ্ঞা লইয়া এবং অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব
 করিয়া “হে ভগবন্! আপনার
 এই ব্রতের উৎসর্গ (প্রতিষ্ঠা)
 এই কথা বলিয়া লিঙ্গমূলের উত্তর
 করিবে। তাহার পর দণ্ড জটা
 মেখলাদিও ত্যাগ করিবে। পূর্ব
 আচমন করিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্র
 করিবে। যে এই আত্মস্তিকা
 করিয়া দেহান্ত পর্যন্ত স্থিরচিত্তে
 অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নৈষ্টিক
 এবং মহাপাপপত বলা যায়।
 তপস্তাকারীদিগের শ্রেষ্ঠ, এবং
 মহাব্রতী। ৭৭—৮৪। মুখস্থ করিবে
 সদৃশ কৃতকৃত্য আর কেহ নাই।
 হইয়া পরে নৈষ্টিক হয়, তাহাকে
 শ্রেষ্ঠ বলা যায়। যে ব্যক্তি যদ
 হইয়া এই ব্রতের আচরণ করে
 কর্তার ব্রতসম্বন্ধেতুক নৈষ্টিক
 ব্রতপরাধ ব্যক্তি হুতাক্ত-পরাধ
 এক দিবস এই ব্রতের অর্চনা
 এক প্রকার নৈষ্টিক।

দ্যব নিকামো যশ্চরেদ্বতমুত্তমম্ ।
 | স্মা সততং ন তেন সদৃশঃ কচিৎ ॥ ৮৮
 | বিজো বিদ্বান্ মহাপাতকসত্ত্ববৈঃ ।
 | চাতে সদ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৯
 | পরং বীৰ্য্যং তত্ত্বম্ পরিকীর্তিতম্ ।
 | ধনু কালেবু বীৰ্য্যবান্ ভস্মসংযুতঃ ।
 | দহন্তে দোষা ভস্মাগ্নিসঙ্গমাৎ ॥ ৯০
 | উদ্ধায়া ভস্মনিষ্ঠ ইতি স্মৃতঃ ।
 | সর্ষাপো ভস্মদীপ্তিত্রিপুণ্ড্রকঃ ॥ ৯১
 | পুরুষো ভস্মকশ্মভক্ষণাৎ ।
 | ব্রী পুংসাং রক্ষা রক্ষাকরী পরম্ ॥ ৯২
 | বক্তব্যং ভস্মমাহাত্ম্যাকারণম্ ।
 | ॥ স্মৃতঃ স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৯৩
 | বানাং ভস্মেতং পারমেশ্বরম্ ।
 | তপসি হ্যাপদো ধর্ম্মবিরিতাঃ ॥ ৯৪

বিষা কোনরূপ কামনাশূন্য হইয়া
 আত্মসমর্পণপূর্ব্বক এই ব্রতের
 তাহার সদৃশ আর কেহই
 যে জ্ঞানবান্ ত্রাস্কণ ভস্ম
 শরীর আচ্ছন্ন করে, সে মহা-
 পাপ হইতে সদা বিমুক্ত হয়,
 ১০ সংশয় নাই। রুদ্রাগ্নির শ্রেষ্ঠ
 গিয়া কীর্তিত হয়, এই নিমিত্ত
 যক্তি সকল কালেই বীৰ্য্যবান্ ।
 প ভস্মনিষ্ঠ ব্যক্তির দোষ সকল
 ৮ ব্যক্তির আত্মা ভস্মস্থানে
 কে ভস্মনিষ্ঠ বলে। যাহার
 দ্বারা দিগ্ধ, ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র
 ১১ ভস্মরাশি, ভস্ম দ্বারা তাহার
 হওয়ায় সে পুরুষও ভস্মনিষ্ঠ
 ১২ ভস্ম মনুষ্যদিগের ভূতি-
 বলিয়া 'ভূতি' এবং উত্তম
 'রক্ষা' নামে কথিত হয়।
 ১৩ শের নিমিত্ত আর অধিক
 ন করিলে ব্রতী সাক্ষাৎ
 ১৪। পরমেশ্বর সহস্রাব এই
 পদ্য আছে। যোধ্যাশ্রম

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কৃতা পাতপতং ব্রতম্ ।
 ধনবন্তস্য সংগৃহ্য ভস্মস্থানরতো ভবেৎ ॥ ৯৫
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বারবীরসংহিতায়াং
 পূর্ব্বভাগে পূজাবিধিনিরূপণং নামৈ-
 কোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

রুদ্র উচুঃ ।

যোম্যাগ্নেন শিশুনা কীর্ত্যর্থং হি তপঃ কৃতম্ ।
 যস্মাৎ কীর্ত্যর্থো দত্তস্তম্যে দেবেন শূনিয়া ॥ ১
 স কথং শিশুকো লেভে শিবশাস্ত্রপ্রবক্তৃতাম্ ।
 কথং বা শিবসম্ভাবং জ্ঞাত্বা তপসি নিষ্ঠিতঃ ॥ ২
 কথঞ্চ লব্ধং বিজ্ঞানং তপশ্চরণপর্জ্বণি ।
 রুদ্রাপ্রেমং পরং বীৰ্য্যং লেভে ভস্ম স্বরক্ষকম্ ॥ ৩
 বায়ুত্ববাচ ।

ন হেব শিশুকঃ কশ্চিৎ প্রাকৃতো কৃতবাংস্তপঃ ।

উপমহ্যার তপশ্চরণ কালে এই ভস্ম দ্বারাই
 সমুদয় বিষ নিবারিত হইয়াছিল। অতএব
 সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পাতপত ব্রতের অনু-
 ঠান করিয়া ধনের জ্ঞান আদরপূর্ব্বক ভস্ম
 সংগ্রহ করিয়া ভস্মস্থানরত হইবে। ৮৫—৯৫।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

রুদ্রিণ বলিলেন—যোম্যার অগ্রজ উপ-
 মন্য শৈশব অবস্থায় কীর্ত্তের নিমিত্ত তপসা
 করিয়াছিলেন, এই ভক্ত ত্রিশূলদ্বারা মহাদেব
 তাঁহাকে কীর্ত্তার্ব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু
 তিনি শিশুকালে কিরূপে শিবশাস্ত্রের বক্তা
 হন, কিরূপেই বা শিবের সম্ভাব জানিয়া তপ-
 সায় আসক্ত হন, কিরূপেই বা তাঁহার বিজ্ঞান-
 লাভ হয় এবং তপস্যার অনুষ্ঠান কালে রুদ্রাগ্নির
 শ্রেষ্ঠ বীজ স্বরক্ষক ভস্মই বা কিরূপে
 লাভ করেন। বায়ুত্ববাচ—

মুনিবর্ষস্ত তস্মৈ ব্যাঘ্রপাদস্ত ধীমতঃ ॥ ৪
 অস্মাদ্ব্যপেণ সংসিদ্ধঃ কেদাপি বলু হেতুনা ।
 বশদপ্রচ্যুতো ভিষ্টা প্রাপ্তো মুনিকুমারতাম্ ॥ ৫
 মহাদেবপ্রসাদস্ত ভাগ্যায়ত্তস্ত ভাবিনঃ ।
 হৃদ্যভিলাষপ্রভবং হারতামগমং তপঃ ॥ ৬
 অতএব পণেশত্বং কুমারত্বক শাস্ততাম্ ।
 সহ হৃদ্যাক্লিনা তস্মৈ প্রসাদো শকরঃ স্বরম্ ॥ ৭
 তস্মাজ্জ্ঞানাপ্রমোহপাত্ত প্রসাদাদেব শাকরাং ।
 কোষারং হি পরং সাক্ষাজ্জ্ঞানং শক্তিময়ং বিতুঃ
 শিবশাস্ত্রপ্রবক্তৃভূমি তস্ত হি তৎকৃতম্ ।
 কুমারমুখতো লক-জ্ঞানাক্ষেপিব নন্দিনঃ ॥ ৮
 বৃষ্টস্ত কারণত্বস্ত শিবজ্ঞানসমবয়ে ।
 বসাত্বচনং সাক্ষাচ্ছোকজং কীরকারণং ॥ ১০
 সাবদং কিল শোচন্তী মহসা হুঃসহং বচঃ ॥ ১১
 মাতোবাচ ।
 ক হৃদ্যং সাসু মো বৎস ক বরং বনবাসিনঃ ।

শ্রবণকারী উপমহু্য একজন সামান্ত বালক
 মহেন । তিনি ধীমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্রপাদের
 পুত্র । উপমহু্য পূর্ক্সজন্মে সিদ্ধ ছিলেন । কোন
 একটা অনির্কল্পনীয় কারণে তিনি আপনাব পদ
 হইতে চ্যুত হইয়াও পূর্ক্সপুণ্যকমেই মুনিকুমার
 রূপে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার ভাগ্যে মহা-
 দেবের অনুগ্রহলাভ নিশ্চিত থাকায় হৃদ্যভিলাষ-
 জন্ত তপশ্চরণ হওয়াতে হার (সাক্ষ) হইয়া-
 ছিল মাত্র । এই জন্তই শকর বরং তাঁহাকে
 হৃদ্যাক্লিন সহিত পণেশত্ব এক নিত্য কুমারত্ব
 দান করেন । শকরের তদুপ অনুগ্রহেই তাঁহার
 জন্মকৃত হয় । কারণ, পণ্ডিতেরা কুমার-
 জন্মকেই সাক্ষাৎ শক্তিময় জ্ঞান বলিয়া নির্দেশ
 করেন । অর্থাৎ এই কারণেই, কার্তিকেয়ের
 মূৰ্ত্তি হইতে অশ্রু জলপ্রাপ্ত নন্দীর ভায়,
 তিনিও শিবশাস্ত্রের বক্তা হন । হৃদয়ের নিমিত্ত
 হৃদ্যপ্রভূত নিজ যাক্ষবৎসাই তাঁহার শিবজ্ঞান-
 লাভের বৃষ্ট কারণ । ১—১০ । তাঁহার যাক্ষ
 বৎসকে বর্ণিত মহাত্মা এই কুমার যাক্ষ বলিয়া
 উল্লিখিত—এই কুমার । অস্মাদেব উক্ত হৃদ্য
 বৎসকেই সাক্ষাৎ শক্তিময় জ্ঞান দান করিয়া

কৃত্যভাবেণ দারিদ্র্যায়ত্তা তে ভাগ্যহীনরা ।
 মিথ্যাহৃদ্যমিদং দত্তং পিষ্টমালোভা বারিণা ।
 ত্বং মাতুলগৃহে স্বপ্নং পীড়া হৃদ্যং পরশুজ্ঞা
 জ্ঞাতা হাদস্ত পৰ্য্যাপ্তস্ত জ্ঞাতীমমুদয়ন ॥ ১৩
 দত্তং ন পর ইত্যুক্তা কদন হৃৎকরোহিবা
 প্রসাদেন কিনা শস্তোঃ পয়স্তব ন বিদ্যতে ।
 পাদপদজরোস্তস্ত সান্দ্রস্ত সগণস্ত চ ।
 ভক্তা সমর্পিতং যং তং কারণং সর্বদম্
 ধনাদ্যাদিশ্চ নাস্মাভিরিতঃ প্রাগর্জিতঃ শিব
 অতো দরিদ্রাঃ সজ্ঞাতা বরং তস্মৈ তং প
 বায়ুকুবাচ ।
 ইতি মাতবচঃ শ্রুত্বা তথা শে কাদিস্তক
 বালোহ পানুতপন্নস্তঃ প্রগলভমিদমবধৌ
 উপমহু্যকুবাচ ।
 শে কেনালমিতো মাতঃ সাস্মৈ যদাশ্চি শ
 তং প্রসাদেন হৃদ্যাক্লিন সাধবিষ্যামি শাস্ত

কৃষি অভাবে দারিদ্র্য বশতঃ অভাগিনী
 জলে পিষ্টক তুলিয়া এই মিথ্যা হৃদ্য
 দান করিয়াছি । তুমি মাতুলগৃহে
 অন্নমাত্র পান করিয়া আসাদ জানিতে
 গাছ । এক্ষণে তাদৃশ আসাদ মত
 অতপ্ত হইয়া “আমাকে হৃদ্য দাও নাই”
 কাদিয়া কাদিয়া কেবল আমার হৃদ্য
 তেছে ! মহাদেবের অনুগ্রহ ব্যতীত
 তোমার কপালে নাই । সেই সগ
 পার্কটী-সহিত শত্রুর পাদপদজে জী
 কোন বস্ত্র অর্পণ করিলে উহা স
 সম্পদের কারণ হয় । আমরা পূর্ক্স
 লাভের ঐচ্ছন্যে শিবের অর্চনা করি
 নিমিত্তই আমরা দরিদ্র হইয়াছি এবং
 বরং তাদৃশ হৃদ্যও নাই সেই জন্ত
 এই প্রকার শোকোদ্বীপক হিউবাব
 সেই কবিকুমার বালক হইয়াও অজ্ঞ
 হইয়া প্রলম্বভতার সহিত বলিলে
 যদি অধিকার সহিত মহাদেব এক
 থাকেন, তবে আর শোকের প্র
 উৎসাহ প্রসাদে আমি অন্ন হই

মাতোবাচ ।

ন বক্তব্যং পুত্র সন্ধিকং বচঃ ।
কোহন্ত্যেব শিবঃ পরমকারণম্ ॥ ১১
জগৎ সর্বং ব্রহ্মাদ্যন্তস্ত কিসরাঃ ।
তৈর্পর্যা দাসান্তস্ত বয়ং প্রভোঃ ॥ ১২
ন পরিত্যজ্য কাময়ে মনসা গিরা ।
সগণং ভজে ভাবপুরঃসরম্ ॥ ১৩
দেবস্ত শিবস্ত শিবদায়িনঃ ।
ধ্বায়েতি যন্তোহয়ং বাচকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
সমস্তাঃ সর্বে সপ্রণবাঃ পরে ।
গীয়েন্তে পুনস্তম্মাদিনির্গতাঃ ॥ ১৫
তে মন্তাঃ সাধিকারব্যপেক্ষয়া ।
কোহন্ত্যে মন্ত এবেবরাহ্মণা ॥ ১৬
কুষ্ঠান সর্কানপ্যাস্তনঃ শিবঃ ।
তত্ত্বমন্তোহয়মপি সর্কদা ॥ ১৭
চায়ং যন্তো মন্তান্তবাদপি ।

। বলিলেন, হে পুত্র! “বদি
সন্ধিকং বাক্য বলিও না। সক-
প্রম কারণ মহাদেব নিশ্চয়ই
নি এই সমুদয় জগতের সৃজন
ব্রহ্মদি দেবগণ তাঁহার কিসর
এসাহেই ব্রহ্মাদির ঐশ্বর্য লাভ
মিরা সকলে সেই প্রভুর দাস।
মন্ত দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া
রা তাঁহাকেই কামনা করি এবং
সিকার সহিত সগণ তাঁহারই
“নমঃ শিবায়” এই মন্ত সেই
লদাতা মহাদেবের সাক্ষাৎ-
টি মহামন্ত, সকলই প্রণবযুক্ত
রা তাঁহাতেই বিলীন হয় এবং
গত হয়। সেই সকল মন্ত
। অধিকার অনুসারে সূত্রসম
“নমঃ শিবায়” এই মন্তে
সকলেরই অধিকার আছে।
। নিকট, কি উৎকট, সর্কদা
রক্ষা করিতে সমর্থ, এই
। করিয়ে সকল এবং এই
তে প্রকল। এই মন্ত যেন

সর্করক্ষাক্রমো হেব নাপরঃ কণ্ঠিদিব্যতে ॥ ১৮
তম্মাদ্যন্ত্যন্তরং ত্যক্তা পকারপরো ভব ।
তম্মিন্ জিহ্বাস্তরগতে ন কিকিদ্দুর্লভং মতম্ ॥ ১৯
অধোরাগ্নক শৈবানাং রক্ষাহেতুরমুত্তমম্ ।
তচ্চ তৎপ্রভবং মন্তাঃ তৎপরো ভব নান্তথা ॥ ২০
ভম্মেন্দস্ত মন্তা লক্খং পিতুরেব অবান্তমম্ ।
বিরজানলসংসিদ্ধং মহাব্যাপদ্বিবারণম্ ॥ ২১
মন্তক তে মন্তা লক্খং গৃহাণ মদমুজ্জরা ।
অনেনৈবান্ত জপ্তেন রক্ষা ভব ভবিষ্যতি ॥ ২২

বায়বীয়বাচ ।

এবং মাতা সমাদিশ্র শিবং তেহস্তিত্যদীর্ঘ চ ।
বিস্তৃষ্টস্তবচো মুক্তি কুর্ক্সেব সদা মুনিঃ ॥ ২৩
তাং প্রণম্যেবমুক্তা চ তপঃ কর্তুং প্রচক্রমে ।
তমাহ চ তদা মাতা শুভং কুর্ক্সভে শুভাঃ ॥ ২৪
অমুজ্জাতস্তত্র তয়া তপস্তপে হুহুচরম্ ।

সকলকেই রক্ষা করিতে সক্ষম, অন্য কোন মন্ত
এরূপ নহে; অতএব মন্তান্তর পরিত্যাগ করিয়া
তুমি “নমঃ শিবায়” এই পকারব্রের সেবা
করিলে। এই মন্ত জিহ্বার মধ্যে অবস্থিত
হইলে কিছুই দুর্লভ হয় না। শৈবদিগের
রক্ষাহেতু সর্বোত্তম যে অধোরাগ্ন, তাহাকেও
ঐ পকারব্রসমুত্ত আনিয়া সেই পকারব্রে
অমুরক্ত হও, ইহার অন্তথা করিও না। আমি
তোমার পিতার নিকট হইতেই এই উত্তম তত্ত্ব
প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহা বিরজানল-সংসিদ্ধ এক
মহৎ আপদের নিবারক। আমি তোমার
“নমঃ শিবায়” এই মন্ত দান করিলাম; আশ্রয়
অমুজ্জায় ইহা তুমি গ্রহণ কর। এই মন্ত
জপ করিলে শীঘ্র তোমার রক্ষা হইবে।
২১—৩০। মাতা এইরূপ উপদেশ দিয়া
সর্কদা মাতার আত্মা-প্রতিপালক মুক্তিক
“তোমার মঙ্গল হউক” এই কথা বলিয়া বিদায়
লিগেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া সেই বদি-
কুমার “আপনার আদেশানুসরণ করিই করিয়া
বলিয়া তপসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতা
তখন তাঁহাকে বলিলেন,—দেবদাস, তোমার
সকল কাম। পুত্রবৎসল মাতা

হিমবৎপৰ্বতঃ প্রাপ্য বায়ুভকঃ সমাহিতঃ ॥৩৩
 অষ্টেষ্টকান্তিঃ প্রাসাদং কৃৎবা লিঙ্গক মৃদয়ম্ ।
 তত্রাৰাহ মহাদেবং সাস্তং সপৰ্ণমব্যয়ম্ ॥ ৩৪
 তন্ত্যা পকাকরৈশ্চৈব পত্রে: পুষ্পৈর্বনোক্তবৈ: ।
 সমভ্যর্চ্য পয়ং কালং চচার পয়মং তপ: ॥ ৩৫
 তথা তপশ্চরন্তং তং বাণমেকাকিনং কৃশম্ ।
 পূৰ্ণা মরীচিনা শপ্তা: কেচিন্মুনিপিণ্ডচকা: ॥ ৩৬
 সন্দীপ্য বাকসৈর্ভাবৈস্তপসো বিহমাচরন্ ॥ ৩৭
 স চ তৈ: পীড়্যমানোহপি তপ: কুৰ্বন্ কথকন ।
 সদ্ধা নম: শিবায়ৈতি ক্রোশতি স্মার্তনাদবং ॥ ৩৮
 জ্ঞানপ্রবণাং তপসে। বিয়কারিণ: ।
 উত্তম্যং সমুৎসজ্য মুনয়ন্তমুপাচরন্ ॥ ৩৯
 তপসা তত্ত বিপ্রস্ত এদৌপি তমভূজগং ।
 প্রণম্যাহং তং সৰ্বং হরয়ে দেবসন্তমা: ॥ ৪০

অনুজ্ঞাত হইয়া হিমালয় পৰ্বতে গমন করিয়া
 সমাধি অবলম্বনপূর্বক বায়ুভক তপস করত
 অতি কঠোর তপস্তার অনুষ্ঠান করিতে লাগি-
 লেন। আটটা ইষ্টক দ্বারা গৃহ নির্মাণ এবং
 তাহাতে মৃদয় শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, ঐ লিঙ্গ
 গণ এক অধিকার সহিত অব্যয় মহাদেবকে
 আৰ্হাণ করিলেন। অনন্তর তত্ত্বপূর্বক
 পকাকর মত্রে কসোদর পত্র ও পুষ্প দ্বারা
 মহাদেবের পূজা করিয়া অবশিষ্টকাল কঠোর
 তপস্তাচরণ করত অভিযাহিত করিলেন। এইরূপ
 তপশ্চরণ কৃশ একাকী সেই বালককে, পূর্বে
 মরীচি কর্তৃক অভিশপ্ত কতকগুলি পিণ্ডচক্রপী
 মুনিক্সসভাব হেতুক পীড়ন করত তপস্তার
 বিষ আচরণ করিয়াছিল। সেই বালক তাহাদের
 দ্বারা পীড়্যমান হইয়াও কোনরূপে তপস্তার
 অনুষ্ঠান করত অষ্টের মত সৰ্বদা উচ্চৈঃস্বরে
 “মহা শিবায়” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে
 লাগিলেন। সেই শব্দ শ্রবণমাত্র সেই
 তপস্তার বিয়কারী মুনিক্স বহু বাকসভাব
 পরিভ্রাম করিয়া সেই বালককে দেখ করিতে
 লাগিল। সেই বিয়কারী জ্ঞান-প্রবণ
 মুনিক্স বালককে পীড়িত হইয়াছিল। বালক প্রথম
 কাল তাহাদের দ্বারা পীড়িত হইয়াছিল। বালক প্রথম

কৃৎবা তেষাং তদা বাক্যং ভগবান্ পুরুষোত্তম
 কিমিদম্ভিত্তি সঙ্কিত্য জ্ঞাতা তং কারণক সা।
 অগাম মজ্জরং তুৰ্ণং মহে ধরদিদৃক্ষ।
 দৃষ্টা দেবং প্রণম্যৈবং প্রোবাচ চ কৃতজ্ঞি:
 হরিরুবাচ ।
 ভগবন্ ব্রাহ্মণ: কশ্চিৎপমমুরিতি কৃত:
 কীরার্থমদহং সৰ্বং তপসা তং নিবারয় ॥ ৪১
 বায়ুরুবাচ ।
 এতমিব্রহ্মণে দেব: পিনাকী পরমেশ্বর:
 শত্রুস্ত রূপমাহার গন্তং চক্রে মতিং তদা।
 অথ অগাম মুনেষ্ত তপোবনং
 গজবরেন সিংহেন তদা শিব:
 সহ সুরাসুরসিদ্ধমহোরগৈ-
 রমররাজতনুং সমমাস্থিত: ॥ ৪২

বরাজ ভগবান্ সোম: শত্রুরূপী তদা শি:
 তেনাতপত্রেণ বধা চন্দ্রবিশ্বেণ মন্দর: ॥ ৪৩
 আদ্বৈতৈবং হি শত্রুস্ত স্বরূপং পরমেশ্বর

কৃতান্ত জ্ঞাত করাইলেন। ৩১—৪০।
 পূর্বে সেই বচন শ্রবণ করিয়া
 পুরুষোত্তম বিষ্ণু “ইহা কি” এইরূপ
 করিয়া, কারণ জানিতে পারিয়া শিব
 পৰ্বতে মহাদেবের দর্শনার্থ গমন
 তিনি মহাদেবকে প্রণামপূর্বক কৃত
 বলিলেন,—হে ভগবন্! উপমন্ত্য না
 ব্রাহ্মণ ছুঁড়ের জন্ত তপশ্চরণে প্র
 এক্ষণে সমুদয় দম্ব করিতেছে,
 নিবারণ করুন। এই অবসরে
 পরমেশ্বর পিনাকী ইন্দ্রের রূপ গ্রহণ
 সেই স্থানে স্বয়ং বাইবার জন্ত ইচ্ছা
 ছিলেন। অনন্তর মহাদেব খেওর্ক
 উপর আরোহণ করিয়া স্বয়ং দেবরাজ
 রূপ ধারণ করিয়া সুর, অসুর
 এক মহোরগগণের সহিত
 গমন করিলেন। তৎকালে
 ভগবান্ মহাদেব, চন্দ্রবিশ্ব দ্বারা
 পৰ্বত শোভিত হই, সেইরূপ
 দেবরাজ পাইয়াছিলেন। মহাদেব

মানুগ্রহং কর্তুমুপমন্তোস্তমাপ্রমম ॥ ৪৭
দৃষ্টা পরমেশানং শত্রুরূপধরং শিবম্ ।
ম্মা শিরসা গ্রাহ মুনির্মুনিবরঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৮
উপমন্তুরুবাচ ।

তৈশ্চামঃ সোহয়ং মম দেবেশ্বর স্বয়ম্ ।
ঃ শত্রো জগন্নাথো ভগবান্ ভাসুসপ্রভঃ ॥ ৪৯
বায়ুরুবাচ ।

বাহিতং প্রেক্ষ্য কৃতাজ্জলিপুটে দ্বিজম্ ।
স্তীরয়া বাচা শত্রুরূপধরো হরঃ ॥ ৫০
শত্রু উবাচ ।

ম্মি তে বরং কহি তপসানেন সূত্রত ।
চেপিতান্ সর্কান ধোম্যাগ্রজ মহামুনে ॥
বায়ুরুবাচ ।

লম্বদা তেন শত্রেণ মুনিসত্তমঃ ।
শিবে ভক্তিমিত্যুক্তা তপতে পুনঃ ॥ ৫২
ীরং তপো ক্ষাত্তা শত্রুরূপধরো হরঃ ।
স্বগুণাতসৈঃ স্বমাস্ত্রানমনিদত ॥ ৫৩

পূর্বক অনুগ্রহ-বিভরণের নিমিত্ত
আশ্রমে গমন করিলেন। সেই
নৈশ্রেষ্ঠ মুনি উপমন্ত্য, শত্রুরূপ-
ধারী মহাদেবকে দেখিয়া মন্তক দ্বারা
স্বর্ক প্রণাম করিয়া বলিলেন,—
। স্বর্ধাসঙ্কাশ ভগবান্ জগন্নাথ
য়ং আমার আশ্রমে আগত হইয়া-
আমার আশ্রম পবিত্র হইল ।
ক্ত বাক্য-কথনান্তে কৃতাজ্জলিপুটে
জুম্মারকে শত্রুরূপধারী মহাদেব,
লিলেন ;—হে সূত্রত ধোম্যাগ্রজ
তোমার এই উপত্যায় আমি সন্তুষ্ট
র প্রার্থনা কর। তুমি বাহা ইচ্ছা
হাই দান করিবে। ৪০—৫১। বায়ু
সেই শত্রুরূপী মহাদেব এই কথা
সন্তুষ্ট উপমন্ত্য বলিলেন,—আমি
ভক্তি-প্রার্থনা করি। এই কথা
আমার উপত্যায় নিযুক্ত হইলেন ।
মহাদেব তাঁহার কঠোর উপত্যায়
তে পারিয়া উপত্যায়ান্নে আশ্রয়

মুনির তমবিকার শত্রুরূপধরং হরম্ ।
শিবনিন্দা শত্রেভ্যেব মন্তুং ব্যবসিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৪
ক্ষীরে বাহ্যমপি ত্যক্তা নিহন্তং শত্রুমুদ্যতঃ ।
ভম্মাদায় তদা ধোরমমোরাভিমন্ত্রিতম্ ॥ ৫৫
বিস্তৃত্য শত্রুমুদিশ্য স্বদেহং দক্ষুমুদ্যতঃ ।
আম্বেরীং ধারণাং বিভ্রতপমন্ত্যাবহিতঃ ॥ ৫৬
তাং তস্ত ধারণাং দেবো নিরীক্ষ্যাবারয়ং স্বয়ম্ ॥
তদ্বিস্তমমোরাভ্যং নন্দীপরনিয়োগতঃ ।
জগৎ হে মধ্যতঃ কিপ্রং নন্দী শত্রুবল্লভঃ ॥ ৫৮
দদৃশেহং মহাদেবো দেব্যা সাক্ষং কুবোপরি ।
গণেশবৈষ্ণবশূলাদ্যাদিবিদ্যাসৈবৈবপি সংবৃতঃ ॥ ৫৯
দেবহৃদুভয়ো নেহঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ ।
ত্রক্ষোল্লবিকুপ্রমুখৈর্দেবৈচ্ছদা দিশো দশ ॥ ৬০
অধোপমন্ত্যরানন্দ-সমুদ্রোদ্বিভিরাহতঃ ।
পপাত দণ্ডবহুমৌ ভক্তিনিয়ন চেতসা ॥ ৬১

পূর্বক করিত স্বীয় গুণ দ্বারা আপনাকে নিন্দা
করিতে লাগিলেন। মুনি তাঁহাকে শত্রুরূপ-
ধারী মহাদেব বলিয়া জানিতে না পারিয়া
“শিবনিন্দা শুনিলাম” এই বলিয়া প্রাণত্যাগে
উদ্যত হইলেন। উপমন্ত্য প্রথমে তুষ্টের ইচ্ছা
পরিচয়পূর্বক ইত্যক্রে বধ করিতে উদ্যত
হইয়া অমোর-অস্ত্রে অভিমন্ত্রিত ভীষণ ভয়
উঠাইয়া ইত্য উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। পরে
স্বদেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া আম্বেরী ধারণা
ধারণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন।
তাঁহার তাদৃশী আম্বেরী ধারণা দেখিয়া মহাদেব
স্বয়ং তাহা নিবারণ করিলেন এবং মহাদেবের
নিয়োগে নন্দী তদ্বিকিণ্ড সেই অমোরাভ্যকে
নিবারণ করিলেন। শত্রুর প্রিয় নন্দী সেই
সময়ের মধ্যে তাহাকে গ্রহণ করিলে সেই
কবিকুমার গণেশরূপ এবং ত্রিশূলাদি বিদ্য
অস্ত্রে পরিবৃত, দেবীর সহিত কুবতাক্ত মহা-
দেবকে দর্শন করিলেন। সেই সময়ে দেব-
হৃদুভির ধর্মি এবং পুষ্পবৃষ্টি হইল। ত্রক্ষা,
ইত্য, বিষ্ণুপ্রমুখ দেবকর্তার আগমনে দশ দিক
আচ্ছাদিত হইল। অনন্তর উপমন্ত্য রাস
আশ্রয়লাভের পরে পবিত্র উপত্যায়

এহেহীতি তমাহুঃ শিবঃ শীতানুভূষণঃ ।
 মূর্ত্যাক্ৰায় হৃদন্তেহরমিতি দেবৈঃ ভবেদধঃ ॥ ৬২
 দেবী চ শুভবঃ প্রীত্যা মূৰ্দ্ধি তস্ত কৰামুজম্ ।
 বিস্তৃত্য প্রদদৌ তস্মৈ কুমারপদমব্যয়ম্ ॥ ৬৩
 কীরাক্ষিরধ সাকারঃ কীরঃ স্বাহ্ করে দধৎ ।
 উপহার দদৌ তস্মৈ পিত্তীভূতমনধরম্ ॥ ৬৪

এবগচ্ছিত্তে ভূমিভূতেন দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ।
 তখন চন্দ্রশেখর মহাদেব তাঁহাকে “এস এস”
 বলিয়া আহ্বান করিয়া মন্তকান্যপূৰ্ব্বক “এই
 তোমার পুত্র” বলিয়া দেবীর হস্তে অর্পণ করি-
 লেন । দেবীও কার্তিকের-তুল্য প্রীতিতে
 তাঁহার মন্তকে করপদ বিস্তার করিয়া তাঁহাকে
 অব্যয় কুমারপদ দান করিলেন । অনন্তর
 মূর্তিমান কীরসমুদ্র হস্তে হৃদ্বাহ্ কীর ধারণ-
 পূৰ্ব্বক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই পিত্তী-
 ভূত অনধর কীর দান করিলেন এবং ধনাধিপ

সমৃদ্ধিং ধনদন্তবদদদাবাশ্রয়স্থিতাম্ ।
 ততঃ সমৃদ্ধমভবচ্ছনৈধিত্তিস্তপোবনম্ ॥ ৬৫
 ব্রতং পাতপতং জ্ঞানং ব্রতযোগঞ্চ তদ্বৎ
 তদ্বা তস্মৈ প্রবক্তৃত্বং পাদুকে চ চিত্রং প
 সৰ্ব্বজ্ঞত্বপদং দত্ত্বা দেব-চাস্তরধীষত ॥ ৬৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বাক্যবীর্যন্যহি
 পূৰ্ব্বভাগে উপমন্যপাথানে
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

কুবেরও তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
 রূপ প্রণয়পৰ্য্যন্ত-স্বামী সমৃদ্ধি দান করি
 অনন্তর সেই তপোধন ধন ও ধাত্তে
 হইল । মহাদেব তাঁহাকে পাতপত
 জ্ঞান ও ব্রতযোগের তত্ত্ব, প্রকৃষ্ট
 পাদুকাঙ্কর এবং সৰ্ব্বজ্ঞত্ব পদ দা
 অন্তর্হিত হইলেন । ৫১—৬৬

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

বান্ধবীসংহিতা ।

উত্তরভাগঃ ।

প্রথমোধ্যায়ঃ ।

। সোমায় সগণায় সস্নবে ।
সমায় সগণিত্যন্তহেতবে ॥ ১
ঐশ্য ঐশ্য ঐশ্যাকাপি সস্নগম্ ।
বভূবুধ স্বভাবং সস্পাচক্ষতে ॥ ২
কর্ণাণং শাস্তং শিবমহমম্ ।
মহাস্থানং ব্রজ্যামি শরণং শিবম্ ॥ ৩
মহাতীর্থে গঙ্গা-কালিন্দী-সঙ্গমে ।
মিথারণ্যে ব্রহ্মলোকস্ত বয়নি ॥ ৪
মহাস্থানং সত্যব্রতপরাম্বনাঃ ।
মহাভাগা মহাসত্ত্বং বিতেনিবে ॥ ৫

প্রথম অধ্যায় ।

। স্ততি-পুণ্ড্রম্বে নিযন্তা এবং সৃষ্টি-
পর হেতু, সেই মঙ্গলপ্রদ প্রমথগণ-
ক শিবকে নমস্কার করি । যাহাব
তি, ঐশ্বর্য্য সস্নব্যাপ্তি, সামিত্ত ও
হার স্বভাব বলিয়া কথিত, সেই
শ্রী, অদ্বিতীয়, মহাস্থা, মঙ্গলদাতা
শিবের শরণাপন্ন হইলাম । মহা-
ভাবত-পরাম্বন, মহাভাগ, প্রশংসিত
মুনিগণ কোন সময়ে নৈমিষারণ্য
লোকের পঞ্চস্বরূপ, মহাতীর্থ, ধর্ম্ম-
বিশ্বনাথ সঙ্গম-স্থল প্রয়াগ-ক্ষেত্রে
তেছিলেন । যিনি প্রতিজ্ঞা-
(প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ,
ন) বাক্যের গুণ-দোষজ ; এমন
বৃহস্পতি অপেক্ষাও উত্তম বক্তা ;
যিনি মনোজ্ঞ-পদ-রচিত কতি-

উত্তর সত্ত্বং সমাকর্ণ্য ভেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্ ।
সাক্ষাৎ সত্যবতীস্থনোর্বেনব্যাসস্ত ধীমতঃ ॥ ৬
শিষ্যো মহাত্মা মেধাবী ত্রিষু লোকেষু বিখ্যতঃ ।
পঞ্চাবয়বযুক্তস্ত বাক্যস্ত গুণদোষবিৎ ॥ ৭
উত্তরোত্তরবক্তা চ ক্রমতোহপি বৃহস্পতেঃ ।
মধুরশ্রবণানাক মনোজ্ঞপদপর্ম্মণাম্ ॥ ৮
কথানাং নিপুণো বক্তা কালবিনয়বিৎ কবিঃ ।
আজগাম স তং দেশং সূতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা সূতমায়াতং মুনয়ো জট্টমানসাঃ ।
তস্মৈ সাম চ পূজাক যথাবৎ প্রত্যপাদয়ন্ ॥ ১০
প্রতিগম্য স তাং পূজাং মুনিভিঃ প্রতিপাদিতাম্ ।
উদ্ভিষ্টমাসনং ভেঙ্গে নিষ্কৃতো যুক্তমাসনঃ ॥ ১১
ততস্ত্বং সঙ্গমাদেব মুনীনাং ভাবিতাম্বনাম্ ।
সোংকর্ম্মমভবচ্চিহ্নং শ্রোতুং পৌরাণিকীঃ কথাঃ ॥

স্বধর্ম্মের কথা কহিতে অতি নিপুণ ; যিনি কবি
ও নীতি-বেত্তা এবং যিনি পৌরাণিক মধ্যে
উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ ;—ধীমান সত্যবতী-উন্নয়
বেদব্যাসের সাক্ষাৎ শিষ্য সেই মেধাবী
ত্রিলোক-বিখ্যাত মহাত্মা সূত, কর্ম্মকুশল সেই
মুনিগণের যুক্ত-সংবাদ শুনিয়া ওয়ার উপস্থিত
হইলেন ; মহর্ষিরা তাঁহাকে আগত দেখিয়া
জট্টচিত্তে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বথায়োগ্য পূজা করি-
লেন । সেই ব্যাস শিষ্য সূতও মুনিগণের
দত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের আর্চনার
নিজের অনুরূপ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন
করিলেন । অনন্তর পৌরাণিকগণের সূতের
সহিত সন্মিলন হওয়ারূপে বিতর্কভঙ্গ্য মুনি-
গণের চিত্ত প্রসাদ-করকীর্ণ করা হইল ।

তদা তমমুকুলাভির্বাগুতিঃ পূজ্য মহর্ষয়ঃ ।
অতীবাভিমুখং কৃত্বা বচনকেনমক্ৰবন্ ॥ ১৩

কবয় উচুঃ ।

রোমহর্ষণ সর্বমজ্ঞ ভবান্ বৈ ভাগ্যগৌরবাং ।
পুরাণবিদ্যামধিলাং ব্যাসাং প্রত্যক্ষমীদৃষান্ ॥ ১৪
তস্মাদাশ্চর্যভূতানাং কথানাং ত্বং হি ভাজনম্ ।
রত্নানামুকুসারাণাং রত্নাকর ইবার্ণবঃ ॥ ১৫
বচ্ত ভূতক ভব্যক বচ্তাশ্চ বচ্ত বর্ততে ।
ন ভাবাবিহিতং কিকিৎ ত্রিযু লোকেষু বিদ্যাতে ॥
ত্বমদৃষ্টবশাদম্বদ-নাথমিহাপতঃ ।
অকুর্কন্ কিমপি প্রেরো ন কৃধা পশুতমহঁসি ॥ ১৬
তস্মাদ্ভাব্যতমং পুণ্যং সংকথাজ্ঞানসংহিতম্ ।
অপবর্গকলৈকাত্মমনাচারবহিষ্ঠতম্ ॥ ১৭
জগতঃ সৃষ্টি-সংহার-স্থিতিহেতু প্রদর্শকম্ ।
বেদাস্তসারসর্বম্বং পুরাণং প্রাবয়ান্ত নঃ ॥ ১৮
এবমভ্যর্ষিতঃ সূতো মুনির্ভির্বেদবাদিভিঃ ।

শ্রদ্ধাং কৃত্বা সংযুক্তাং প্রত্যাচাচ তৎ
সূত উবাচ ।

পূজিতোহমুগ্ধহীতঃ চ ভবত্তিরিতি চোদিত
কস্মাৎ সমাভূন বিক্রয়াং পুরাণমুপাধিত
অভিষন্দ্য মহাদেবং দেবীং স্বনং বিদ্য
নন্দিনক তথা সাক্ষাদ্ভ্যাসং সত্যবজ্র
বক্ষ্যামি পরমং পুণ্যং পুরাণং ব্রহ্মস্মি
শিবজ্ঞানার্ণবং সাক্ষাৎকৃতি-মুক্তিফলপ্রদম্
শকার্থশ্রায়সংযুক্তৈরাগমার্থৈর্নিবৃত্তি
যেতক্রে প্রসঙ্গেন বায়না কথিতং পু
বিদ্যাস্থানানি সর্বাণি পুরাণানুক্রমং
পুরাণশাস্ত্র চোংপত্তিঃ ক্রবতেমুনি
অস্মানি বেদাশ্চত্বরে মৌমাংসা ত্র্যয়ি
এতৎ কথিতং সর্বং কৃষ্ণাক্রিষ্টকর্ণ
মহর্ষেজ্ঞানলাভঃ পুত্রলাভঃ শঙ্করাং
য ইদং কীর্তয়েন্নিত্যং শৃণুয্যচ্ছাবসে

অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল। তখন মহর্ষিরা
ঐহাকে অনুকূল বাক্য দ্বারা পূজা ও অশ্রু-
দ্বিগ্নের অতিশয় অতিমুখীন করিয়া এই বাক্য
বলিলেন,—হে সর্বমজ্ঞ রোমহর্ষণ! আপনি
অতিশয় সৌভাগ্য-কর সাক্ষাৎ মহর্ষি ব্যাসের
সকলশে নিখিল পুরাণ বিদ্যা শ্রবণ করিয়াছেন।
১—১৮। ঐহার নিকট হইতেই আশ্চর্য-
জনক কথা শুনিয়া, মহাসার ব্রহ্মের
মিলন রত্নাকর সমুদ্রের দ্বারা, শোভা পাইতে-
ছেন। এই ত্রিলোক মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ
এক তদাতীত আর বাহ্য কর্তৃমান আছে,
সে সমস্ত বিষয় আপনার কিছুই অবগিত
নাই। আমাদের শুভাশুভ বশতই আপন
আমাদিগকে দেখিতে এখানে আসিয়াছেন।
হুজর কিছু প্রেরণ কাব্য না করিয়া বৃথা
গমন করা আপনার বিধে নহে। সেই
হেতু পবিত্র সংকথা-জ্ঞানপূর্ণ, মোক্ষকর, প্রদ,
অমৃত্যুপ্রদ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের
সকল কারণ, বেদা-শাস্ত্র-সর্বম্বং, সকল
সকল কারণের সারসংক্ষেপ, সকল

শ্রবণ করান। বেদবক্তা মহর্ষি
প্রার্থনা করিলেন, সূত শ্রাবসম্মিলিত
এই মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন,—
গণ! যখন আপনারা আমাকে পু
অনুগ্রহপূর্বক জিজ্ঞাসা করিতে
আমি সেই কথিপুঞ্জিত পুরাণ সমাধা
না বলিব? ভগবান্ মহাদেব, সে
কাঙ্ক্ষিকের, গণেশ নন্দী এবং সা
বেদব্যাসকে বন্দনা করিয়া শিব জ্ঞান
স্বরূপ, বেদসদৃশ, সাক্ষাৎ ভোগ
প্রদ, পরম পবিত্র পুরাণ কীর্তন ও
পুরাণ শকার্থ—শ্রায়-সম্মিলিত বেদ
এবং ইহাই বায়ু পূর্বক যেতক্রে
বর্ণনা করিয়াছিলেন। সকল বিদ্যা
পর্যায়ক্রম এবং এই শিব পুরাণ
বলিতেছি, অবগত হউন। রোম
মৌমাংসাশাস্ত্র ও শ্রাববিত্তি এ স
কিরক করিয়াছি। মহর্ষি উপমুখ
সকল কীরকের জ্ঞান-লাভ ও
সকল লাভ-বৃত্তান্ত যে কীর্তন করিয়া

নিমাসাদ্য তেনৈব সহ মুচ্যতে ॥ ২৮

শৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
ভবভাগে স্তব্ধসংবাদো নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

কথয় উচুঃ ।

পতন্তঃ জ্ঞানং কথং পতন্তিঃ শিবঃ

গ্রজঃ পৃষ্ঠঃ কৃষ্ণেনাভূতকর্ণণা ॥ ১

বায়ুর্ভবাচ ।

মহেশেন শ্রীকর্মাখ্যেন মন্দরে ।

হন কথিতং জ্ঞানং পাতপতং পরম ॥ ২

কৃষ্ণেন বিষ্ণুনা বিশ্বয়োনিনা

বাদীনাং পতিঃ শিবস্ত চ ॥ ৩

কৃষ্ণায় মূনিপুংসুপমমুখা ।

তো বক্ষ্যে তচ্ছৃণুধ্বমতশ্রিতাঃ ॥ ৪

কেও শ্রবণ করায়, তবে সে বিষ্ণু-
করতঃ তাহার সহিত মুক্তি প্রাপ্ত
২৮ ।

ম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বলিলেন,—সেই পাতপত জ্ঞান
নাম পতন্তি কেন? অদ্ভুত-
ধোম্যাগ্রজ উপমন্যুকে কিরূপ
জ্ঞাসা করিয়াছিলেন? বায়ু বলি-
মন্দর পর্বতে সাক্ষাৎ শ্রীকর্মা-
খ্যেন শিব, দেবী অগ্নিকাকে
পাতপত জ্ঞান বলিয়াছিলেন ।

বায়ু বিশ্বপ্রভা কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং
মুখ্য প্রভৃতির পতন্ত ও শিবের
বিষয়ও জিজ্ঞাসা করেন । তদ-
উপমন্যু কৃষ্ণকে বেকুল উপদেশ
দ্বারা সংক্ষেপে বলিতেছি, আপ-

পুরোপমন্যুমাঙ্গীনাং বিষ্ণুঃ কৃষ্ণবপুর্জরঃ ।

অপিপত্য বধান্তারমিলং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি দেবৈ দেবেন ভাবিতম্ ।

দিব্যং পাতপতং জ্ঞানং বিভূতিকাশ্ত কুংসনঃ ॥ ৬

কথং পতন্তির্দেবঃ পশবঃ কে একীর্জিতাঃ ।

কৈঃ পাতৈশ্চৈব নিবধ্যন্তে বিমুচ্যন্তে চ তে কথম্ ॥ ৭

ইতি সাকোদিতঃ শ্রীমানুপমন্যুর্মহামনাঃ ।

প্রণম্য দেবং দেবীক প্রাহ পৃষ্টো বধা তথা ॥ ৮

উপমন্যুর্ভবাচ ।

ব্রহ্মাদ্যাঃ স্বাবরাস্তাশ্চ দেবদেবস্ত শূলিনঃ ।

পশবঃ পরিকীর্জিতো সংসারবশবর্তিনঃ ॥ ৯

তেষাং পতিত্বাদ্বেশঃ শিবঃ পতন্তিঃ স্মৃতঃ ।

মল-মায়াদিভিঃ পাতৈঃ স বরাতি পশুন্ পতিঃ ॥

স এব যোচকন্তেষাং ভক্তানাং সমুপাসিতঃ ॥ ১১

চতুর্দশতিতস্তানি মায়াকর্মণা অমী ।

নারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । পূর্বে
কৃষ্ণ-রূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু, উপবিষ্ট উপমন্যু
মুনিরূপে বধাযোগ্য নমস্তার করিয়া এই বাক্য
বলিলেন,—হে ভগবন্ । ভগবান্ মহাশিব
দেবী পার্শ্বতীকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই
দিব্য পাতপত জ্ঞান এবং সেই পতন্তির
অধিমাধি বিভূতির বিষয় সমগ্ররূপে তুলিতে
ইচ্ছা করি । ভগবান্ শিব কেন পতন্তি
নামে কীর্জিত হন । কহাই বা পতন্তি বলিয়া
কীর্জিত? কোন্ পাশেই বা তাহার বন্ধ হইবে
এবং কি একারেই বা সেই পাশ হইতে মুক্ত
হইয়া থাকে? উত্তরমুখাঃ শ্রীমান্ উপমন্যু
এই একারে জিজ্ঞাসিত হইয়া দেব এবং
দেবীকে প্রণামপূর্বক প্রণামমুখারে বলিতে
আরম্ভ করিলেন,—সংসার-বশবর্তী ব্রহ্মাদি
স্বাবর পর্যন্ত সকলেই দেবদেব শূলী পতন্তি
বলিয়া পরিকীর্জিত । তাহাদিগের পতি বলিয়া
কথন দেবপতি শিব পতন্তি নামে করিয়া
হইয়া থাকেন; সেই পতন্তি, ব্রহ্মাদি পতন্তি
সকলকে কলমাদি বিষয়াদি দ্বারা বন্ধ করিয়া
আবার ভিন্নই উপস্থিত হইয়া থাকে ।

বিষয় ইতি কথাস্তে পাশা জীবনবন্ধনাঃ ॥ ১২
 ব্রহ্মাদিত্যপৰ্য্যন্তান্ পশুন্ বন্ধা মহেশ্বরঃ ।
 পাঠৈরৈতৈঃ পতির্দেবঃ কার্ধ্যাং কারয়তি স্বকম্ ॥
 তত্তাজ্ঞয়া মহেশস্ত প্রকৃতিঃ পুরুষোচিতাম্ ।
 বুদ্ধিং প্রসূতে সা বুদ্ধিরহঙ্কারমহকৃতিঃ ॥ ১৪
 ইন্দ্রিয়ানি দশৈকক তন্মাত্রাপককং তথা ।
 শাসনাদেবদেবস্ত শিবস্ত শিবদায়িনঃ ॥ ১৫
 তন্মাত্রাশ্চপি তন্তৈব শাসনেন মহীষসা ।
 মহাত্মাজ্ঞশেখাণি ভাবয়ন্ত্যনুপূৰ্ণশঃ ॥ ১৬
 ব্রহ্মাদীনাং তদাস্তানাং দেহিনাং দেহসমুত্তমম্ ।
 মহাত্মাজ্ঞশেখাণি অনয়ন্তি শিবাজ্ঞয়া ॥ ১৭
 অধ্যবস্ততি বৈ বুদ্ধিরহঙ্কারোহতিমগ্নতে ।
 চিন্তং চেতয়তে চাপি মনঃ সঙ্কল্পয়তাপি ॥ ১৮
 শ্রোত্রাদীনি চ গৃহুস্তি শব্দাদীন্ বিষয়ান্ পৃথক্ ।
 যানৈব নাশ্তান্ দেবস্ত দিব্যেনাজ্জাবলেন বৈ ॥ ১৯

তত্বেকে উক্ত পাশ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। ১—১১। চতুর্কিংশতি তত্ত্ব এবং যারাক্রান্ত কর্ত্ত্বের গুণ বিষয় বলিয়া কথিত হয়, ইহারাই জীবের বন্ধনসাধন বলিয়া পাশ নামে বিখ্যাত। দেব মহেশ্বর, ব্রহ্মা হইতে ৩৭ পর্যন্ত নিখিল পুরুষকে সেই পশে বন্ধ করিয়া নিজ কার্য সম্পাদন করেন। প্রকৃতি সেই মহেশ্বরের অজ্ঞাতে পুরুষোচিত বুদ্ধি প্রসব করেন; দেবদেব মঙ্গলদাতা শিবের শাসনে আবার সেই বুদ্ধি অহঙ্কারকে প্রসব করেন। অহঙ্কার আবার শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ তত্ত্বকে প্রসব করেন। সেই পঞ্চ তত্ত্ব দেবদেবের মহীষানু শাসনে আকাশাদি অনুক্রমে অশেষ মহাত্মাকে উৎপাদন করেন। সেই অশেষ মহাত্মাও আবার শিবের আজ্ঞায় ব্রহ্মাদি তল পর্যন্ত সকল দেহীর জন্ম সম্পাদন করেন। বুদ্ধির কার্য অধ্যবসায়; অহঙ্কারের কার্য অভিমান; চিন্তার কার্য চেতনা এবং মনের কার্য সঙ্কল্প। শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, (শ্রোত্র, বহু, চক্ষু, কণা, ঘ্রাণ) প্রত্যেককে সেই দেবদেবের নিজ আভ্যাসে বা য শব্দাদি বিষয় পৃথক পৃথক করিয়া বন্ধ করে। অহঙ্কারকে

বাগাদৌশ্চপি বাতাসংস্তানি কশ্মেত্রিয়ানি চ।
 যথাস্বং কশ্ম কুর্কৃতি নাশ্রুং কিকিচ্ছিবাজ্ঞ
 শব্দাদয়োহপি গৃহুস্তে ক্রিয়স্তে বচনাদয়ঃ।
 অবিলম্ব্যা হি সর্কেষামাজ্ঞা শস্ত্রোপরি
 অবকাশমশেষাণাং ভূতানাং সম্প্রবৃদ্ধি।
 আকাশঃ পরমেশস্ত শাসনাদেব সর্কেষঃ।
 প্রাণাদৈশ্চ তথা নামভেদৈরনুপূৰ্ণহির্জপঃ
 বিভক্তি সর্কেষঃ শর্কেষস্ত শাসনে চ প্রভঞ্জন
 হব্যং বহতি দেবানাং কব্যং কব্যশিনা
 পাকাদ্যক করোত্যগ্নিঃ পরমেশ্বরশাসনাং
 সঞ্জীবনাদ্যং সর্কেষস্ত কুর্কৃতিপশুদাজ্ঞয়া
 বিষমস্তরঃ জগন্নিত্যং ধন্তে বিবেকবাজ্ঞয়া
 দেবান পাত্যন্তরান্ হস্তি ত্রিলোকমভি
 আজ্ঞয়া তস্ত দেবেন্দ্রঃ সর্কেষদেবৈরনুসার

করে না। আর বাগাদি (বাক, পাশ, পায়ু, উপস্থ) কশ্মেত্রিয়, সেই শব্দে শাসনসারে যথোচিত কশ্ম করিয়া থাকে। কিন্তু কিছুই করে না। শব্দ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) গ্রাহ্য বচনাদি পাচটি (বচন, আদান, চলন ও মূত্রোৎসর্গ) কাথ্য বিষয় বলিয়া ১২—২০। প্রভু শত্ৰুর অনতিক্রমণী আজ্ঞামত এই সকল প্রকৃত্যাদি আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। সেই পরমেশ্বর আকাশ সক্ষব্যাপী। বায়ু সেই আজ্ঞায় প্রাণাদি (প্রাণ, অপান, ব্যান,) নামভেদে এই জগতের অরৈর ধারণকর্ত্ত। অগ্নি সেই মহা দেবতাদিগের হব্য ও কব্যতোতা কব্যের বাহক এবং পাকাদি তাঁহারই আজ্ঞায় সকলের জীবন। সেই বিবেকবাজ্ঞায় শাসনে বিষমস্তর ধারণ করিতেছেন। তাঁহার দেবতার অলঙ্কার; তাঁহারই দেবতাদিগকে পালন, অশ্রয় ত্রিলোককে রক্ষা করিতেছেন। পরমেশ্বর জীবিত অখণ্ডিক।

ধৃতিঃ সীড়াঃ মৃতানাকৈব বাতনাম্ ।
 ধর্মেশঃ করোতি শিবশাসনাং ॥ ২৭
 নানাং ফলং হরতি কর্ণধাম্ ।
 ত্যক কুরুতে শঙ্করাজ্ঞয়া ॥ ২৮
 ৭ নিত্যং কুরুতে বরুণো মূনে ।
 ধ্যাংচ পরমেশ্বরশাসনাং ॥ ২৯
 যজ্ঞেন্দ্রো দ্রবিণং দ্রবিণেশ্বরঃ ।
 ভূতভ্যঃ পুরুষস্তানুশাসনাং ॥ ৩০
 দঃ শবজ্জ্ঞানকৈব সুমেধসাম্ ।
 ধনামীশানঃ শিবশাসনাং ।
 ২ মূর্ত্তী শেশঃ শিবনিয়োগতঃ ॥ ৩১
 ২ রৌদ্রীঃ মূর্ত্তিমন্তকরীং হরেঃ ।
 শস্ত শাসনাক্তুরাননঃ ॥ ৩২
 ৩ঃ স্বাভিঃ পাতি চান্তে নিহন্তি চ ।
 ৩ বিধং বিধেশ্বরনিয়োগতঃ ॥ ৩৩
 ৩ চাপি স্বকান্তিস্তুভিস্তথা ।
 ৭২ সর্কং হরন্তুশ্চৈব শাসনাং ॥ ৩৪
 বিধাতা ত্রিধাভিন্নস্ত রক্ষতি ॥ ৩৫

রাক্ষসাদি দিয়া কষ্ট দিতেছেন ।
 সপতি নিকৃতিও তাঁহার নিয়োগ-
 হীন কর্মের ফলনাশ ও রাক্ষস-
 তা করিতেছেন ; বরুণও জলে
 গা এবং বহনীয় সকলকে পাশে
 হন ; ধনপতি কুবের সেই পরম-
 জায়তে প্রাণীদিগকে পুণ্যাকুরূপ
 করিতেছেন । তাঁহার শাসনে
 প্রাণান, সুমেধার জ্ঞান-বর্দ্ধন এবং
 হ করিতেছেন । অনন্ত শিবের
 কে ধরণীভার বহন করিতেছেন ।
 অনন্তের মূর্ত্তি হরির তামসী রৌদ্রী
 ৩টি বলিয়া কথিত হয় । চতুরানন
 র নিয়োগে স্বকীয় তিন মূর্ত্তি-
 হন, পালন ও অন্তকালে নিধন
 বিধও তাঁহার অনুমতিক্রমে
 পৃথক তনু দ্বারা বিশ্বের পালন,
 ৩ করিতেছেন ; এবং বিশ্বমূর্ত্তি
 ৩৫ এই অধিনায়ক

কালঃ করোতি সকলং কালঃ সংহরতি প্রজাঃ ।
 কালঃ পালয়তে বিশ্বং কালাকালস্ত শাসনাং ॥ ৩৬
 ত্রিভিরংশৈর্জগদ্বিত্বং তেজোভির্হৃষ্টিমাদিশনু ।
 দিব্যি বর্ষত্যসৌ ভানুর্দেবদেবস্ত শাসনাং ॥ ৩৭
 পুষ্কাতোষধিজাতানি ভূতানি হ্রাদয়ত্যপি ।
 দেবৈশ্চ পীয়তে চন্দ্রশ্চন্দ্রভূষণশাসনাং ॥ ৩৮
 আদিত্য বসবো রুদ্রা অগ্নিনৌ মরুতস্তথা ।
 খেচরা ঋষয়ঃ সিদ্ধা ভোগিনো মনুজা মৃগাঃ ॥ ৩৯
 পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব কীটাদ্যাঃ স্থাবরাশি চ ।
 নদ্যাঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ কাননানি সরাসি চ ॥ ৪০
 বেদাঃ সাক্ষাশ্চ শাস্ত্রাণি মন্ত্রাঃ স্তোমযজাদয়ঃ ।
 কালাগ্ন্যাশ্চ শিবাস্তানি ভুবনানি সহাধিপৈঃ ॥ ৪১
 ব্রহ্মাণ্ডাশ্চ পৃথগ্ধ্যানি তেষামাবরণানি চ ।
 বর্তমানাগ্রতীতানি ভবিষ্যন্ত্যপি কুংস্রশঃ ॥ ৪২
 দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব কালভেদাঃ কলাদয়ঃ ।

সৃজনকর্তা, পালক ও অন্তকালে সংহারক
 হইয়াছেন । এই যে কাল সকলকে সৃষ্টি
 করিতেছেন, কালই সকল প্রজাকে সংহার
 করিতেছেন এবং কালই বিশ্বের পালন করিতে
 ছেন, ইহাও তাঁহারই শাসনানুসারে । তিনি
 কালেরও কালস্বরূপ । স্বীয় তিন অংশ দ্বারা
 এই জগতের ধারণকর্তা ভানু সেই দেবদেবের
 শাসনে তেজ দ্বারা রূপের কারণস্বরূপ হইয়া
 অন্তরীক্ষে বর্ষণ করিয়া থাকেন । সেই চন্দ্র-
 শেখরের নিয়োগানুসারে চন্দ্র, ওষধিসমূহের
 পোষণ ও সকল ভূতের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াও
 দেবতাদিগের পেষ হইয়াছেন । আদিত্যগণ,
 অষ্টবনু, রুদ্র সকল, অগ্নীকুমারদ্বয়, মরুতগণ
 (উনপকাশং বায়ু), খেচরসমূহ, ঋষিগণ,
 সিদ্ধগণ, মনুষ্য, সর্প, পক্ষী ও কীট প্রভৃতি
 প্রাণী সকল ; নদী, সমুদ্র, পর্বত, কানন,
 সরোবর প্রভৃতি স্থাবর ; সাক্ষ বেদ, শাস্ত্র, মন্ত্র,
 বাগবক্তাদি ; কাল ও অগ্ন্যাদি শিব পণ্ডিত
 ভূবন সকল ও তাঁহার অধিপতিসমূহ ; অসংখ্য
 ব্রহ্মাণ্ড ও জগদ্বিগের আনন্দ, মনুষ্য, ভূত,
 ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ; দিগ্, দিশিগ, কলা
 ৩৫ এই অধিনায়ক

বচ কিকিঙ্গপত্যনিহ্ন দৃষ্টতে ক্ষয়তেহপি বা ।
তং সর্বং শঙ্করভাজ্যবলেন সমধিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৩
আজ্ঞাবলাৎ তস্ত ধরা হিতেহ
ধরাধরা বান্ধিধরাঃ সমুদ্রাঃ ।
জ্যোতির্গণাঃ শক্রমুখাঃ দেবাঃ
হিরং চরং বা চিচিচিবদন্তি ॥ ৪৪

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়-
মুক্তরত্নাগে পাতপতন্তাননিরূপণং নাম
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

উপমহ্যাক্রবাচ ।

অত্যাশ্চর্যমিদং কৃক শস্ত্রারমিতকম্বলঃ ।
আজ্ঞাকৃতং শৃণু কৈতক্ষুতং ক্রতিমুখে মহা ॥ ১
পুরা কিল শূরাঃ সেনা বিবদন্তঃ পরস্পরম্ ।
অশ্বান্ সমরে জিত্বা জেতাহমহমিত্যুত ॥ ২
তস্মা মহেশ্বরন্তেবাং মধ্যতোহবরবধকৃ ।

অধিক আর কি বলিব, বাহা কিছু এই জগতে
দৃষ্টি ও ক্রতির গোচর হইয়া থাকে, তৎসমস্তই
সেই শঙ্করের আজ্ঞায়েল অধিষ্ঠান করিয়া রহি-
য়াছে। তাঁহার আজ্ঞায়েল পৃথিবী, পর্বত,
যেব, সমুদ্র, নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপদার্থসমূহ, ইত্যাদি
দেবগণ, নিখিল চেতন অচেতন পদার্থ এবং
হাবর জগৎ সকলই এই জগতে অবস্থান
করিয়া আছে । ৩২—৪৪ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

উপমহ্য বলিলেন,—হে বাহুবল ! বাহা
আমি কোনদিকে তনিয়াছি, অমিতকর্ম্ম শঙ্কর
আজ্ঞা-নিষ্পন্ন সেই সকল আশ্চর্যজনক কার্য
করিয়াছি, প্রবণ করুন । এসিদ্ধি আছে যে,
পূর্বে ইত্যাদি দেবগণ সমরে অশ্বারোহী হইয়া
সমরে পরস্পরকে জিত্বা জেতাহমহমিত্যুত পদ-
ার্থসমূহে অবস্থান করিয়াছিল । ৩২—৪৪ ।

বলকটৈর্বিহীনান্নঃ স্বয়ং যক্ষ ইবাভবৎ ॥
স তানাহ শূরানেকং তৃণমাদায় ভুজসে ।
য এতদ্বিকৃতং কর্তুং কমেত স তু দৈত্যৈ
যক্ষস্ত বচনং ক্রত্বা বজ্রপাণিঃ শচীপতিঃ ।
কিকিৎ ক্রুদ্ধো বিহস্তেনং তৃণমাদায়ুতমুদায়
ন তং তৃণমুপাদাতুং মনসাপি চ শক্যতে
যথা তথাপি অচ্ছত্তুং বজ্রং বজ্রধরোহস্ম
তবজ্রং নিজবজ্রেণ সংসৃষ্টেমিব সর্বতঃ ।
অপেনাভিহত্য তেন তিষ্ঠ্যগং পপাত হ ।
তং তথাগ্রে সুসংরক্তা লোকপাল মহাব
সংজুস্তৃণমুদ্दिष्ट श्वायुधानि सहस्रशः ॥ ৮
প্রজজ্ঞান মহাবলিঃ প্রচণ্ডঃ পবনো যবে
প্রবুদ্ধোহপাং পতির্ধরং প্রলবে সমুপস্থি
এবং দেবৈঃ সমারক্তং তৃণমুদ্दिष्ट श्वायुधानि
ব্যর্থমাসীদহো কৃক যক্ষস্তাভাবলেন বৈ ।

মহেশ্বর স্বকীয় ঐশ্বর্যরূপ পরিভ্যাগপূর্ব
বেশ ধারণ করত যক্ষের সদৃশ হইয়া
মধ্যে আবির্ভূত হইলেন । অনন্তর
দেবগণকে বলিলেন যে, ধিনি ভুজ
একটী তৃণ লইয়া বিকৃত করিতে সমর্থ
তাহাকেই দৈত্যজয়ী বলি যাইবে ।
ইন্দ্র, যক্ষরূপী ভগবানের এই বচনে
তাঁহাকে উপহাস করত সেই তৃণগ্রহণ
হইলেন, কিন্তু ইন্দ্র সেই তৃণকে মনে
করিতে সমর্থ হইলেন না । তখন
ছেদন কারবার নিমিত্ত বজ্রধর ইন্দ্র
করিলেন, কিন্তু সেই বজ্রসদৃশ তৃণ
মাত্রেরই ইন্দ্রের বজ্র কুণ্ঠিত হইয়া
হইল । সেই প্রকার মহাবল অগ্নি
পালগণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই
উদ্দেশে সহস্র সহস্র অস্ত্র নিক্ষেপ
লাগিলেন । ১—৮ । তখন মহাবলি
হইল, প্রচণ্ড পবন বহিতে লাগিল
এ কাল উপস্থিত হইলে বাদল বর্ষিত
তৎকালে তদ্রূপ বৃষ্টি প্রাপ্ত হইল ।
কিন্তু যক্ষের নিমিত্ত দেবতাদিগের এ
কর্ম্ম (উদ্যোগ)ও সেই ফল

দেবেলঃ কো ভবানিত্যমর্ষিতঃ ।

তামেব তেষামন্তরধীয়ত ॥ ১১

বতী দেবী দিব্যবিভূষণা ।

গরুড়শোভমানা শুচিস্মিতা ॥ ১২

দ্ব্যবিষ্টা দেবাঃ শত্রুপুরোগমাঃ ।

পপ্রচ্ছুঃ কোহসৌ যক্ষো বিলক্ষণঃ ॥

দ্বিতং দেবী স যুগ্মাকমগোচরঃ ।

গতে চক্রং সংসারাত্ম্যং চরাচরম্ ॥ ১৪

যতে বিধং তেন সংহ্রিয়তে পুনঃ ।

কশ্চিৎ তেন সর্কসং নিয়ম্যতে ॥ ১৫

মহাদেবী তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।

তঃ সর্কসে তাং প্রণম্য দিবং যযুঃ ॥

ব মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়-

দিকপতিগর্জনাশোপাখ্যানে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

গেল। উদর্শনে দেবেল ক্রুদ্ধ

প্রী মহেশকে বলিলেন,—তুমি

তাহাকে দেখিতে দেখিতেই

ত হইলেন। সেই সময়ে

দিব্যবিভূষণা মুহূ-হাসিনী

জতনয়া নভোরঙ্গে আবি-

তাহাকে দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট

প্রণতিপুরঃসর জিজ্ঞাসা করি-

মাগ্ন বক্ষ কে? অনন্তর দেবী

বলিলেন,—তাহাকে জানিতে

তিনি তোমাদিগের অগোচর।

এই সংসার-চক্রকে ভ্রমণ

তিনিই প্রথমে এই বিশ্বের

ইই সংহতা। কোন নিয়মই

নহে, অথচ তিনি সকলের

ধা বলিয়া মহাদেবী সেখান

হইলেন। দেবগণও তাহাকে

বিম্বিত-চিত্তে স্বর্গে গমন

।

বায়সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

উপমহ্যাক্ষর্যাচ ।

শু কৃষ্ণ মহেশস্ত শিবস্ত পরমাত্মনঃ ।

মূর্ত্যাস্তিত্ত্বতং কংকং অপদেত্তকরাচরম্ ॥ ১

স শিবঃ সর্কমেবেদং স্বকীয়ান্তিষ্ঠ মূর্ত্তিভিঃ ।

অধিষ্ঠিত্যমেয়াস্তা বং তং সর্কস্ততঃ স্মৃত্তঃ ॥ ২

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো মহেশানঃ সদাশিবঃ ।

মূর্ত্তয়স্তস্ত বিজ্ঞেয়া বাতিবিশ্বমিদং ততম্ ॥ ৩

অষ্টাশ্চাশ্চাপি তনবঃ পঞ্চ ব্রহ্মসমাহবরাঃ ।

তুভিস্তাভিরব্যাপ্তমিত কিকিঞ্চ বিদ্যাতে ॥ ৪

ঈশানঃ পুরুষোহবোহো বায়ঃ সদ্যস্তথৈব চ ।

ব্রহ্মাণ্যেতানি দেবস্ত মূর্ত্তয়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞতাঃ ॥ ৫

ঈশানাখ্যা তু বা তস্ত মূর্ত্তিরাদ্যা পরীক্ষসী ।

তোক্তারং প্রকৃতেঃ সাক্ষাৎ কেব্রজমধিষ্ঠিত্তি ॥

হাণোস্তং পুরুষাখ্যা যা মূর্ত্তিমূর্ত্তিমতঃ প্রভোঃ ।

শুণাপ্রায়স্কং ভোগ্যমব্যক্তমধিষ্ঠিত্তি ॥ ৭

চতুর্থ অধ্যায় ।

উপমহ্য বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! পরমাত্মা

মহেশ্বর শিবের মূর্ত্তি সকল এই চরাচর অখিল

অপদেত্তকে যে ব্যাপিয়া আছেন, তদ্বিবর কীর্ত্তন

করিতেছি, অবগ করুন। অমেয়াস্তা শিব

স্বকীয় মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা এই সকলে অধিষ্ঠান

করিতেছেন বলিয়া তিনি “সর্ক” নামে কীর্ত্তিত

হন। তাহার যে সকল মূর্ত্তি এই বিশ্ব বিস্তার

করিয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর ও সদা-

শিবই সেই মূর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার

অষ্ট পঞ্চ মূর্ত্তি পঞ্চ ব্রহ্ম নামে কথিত

হয়। এই অপদেত্ত এমন কিছুই নাই,

বাহা তাহার ঐ পঞ্চ মূর্ত্তি দ্বারা পরি-

ব্যাপ্ত নহে। দেবদেবের পাঁচ মূর্ত্তি—ঈশান,

তংপুরুষ, অখোর, বায়দেব, সদ্যোজাত, এই

পাঁচ ব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ। তাহার ঈশান

নামে যে পরীক্ষসী প্রথম মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ প্রভো

জোক্ত। দেবদেব পুরুষ দেবদেব

ধর্মাদ্যষ্টাঙ্গসংযুক্তং বুদ্ধিতত্ত্বং শিনাকিনঃ ।
 অধিষ্ঠিত্যন্তে যোরাখ্য। মূর্তিরত্যন্তপূজিতা ॥ ৮
 বামদেবাহুয়া মূর্তির্মহাদেবস্ত বেধসঃ ।
 অহঙ্কৃতেরিষ্ঠাত্রীয়াহুয়াগমবেদিনঃ ॥ ৯
 সদ্যোজাতাহুয়াং মূর্তিং শস্তোরমিতবর্চসঃ ।
 মনসঃ সমধিষ্ঠাত্রীং মতিমন্তঃ প্রচক্ষতে ॥ ১০
 শ্রোত্রস্ত বাচঃ শকস্ত বিভোর্ব্যোমস্তথৈব চ ।
 ঈশ্বরীমীশ্বরস্তৈব তামীশাখ্যাং বিহুং ধাঃ ॥ ১১
 ত্বক্-পাণি-স্পর্শ-বায়নামীশ্বরীং মূর্তিমৈশ্বরীম্ ।
 পুরুষাখ্যাং বিহুঃ সর্কো পুরাণার্থবিশারদাঃ ॥ ১২
 চক্ষুষ-চরণস্তাপি রূপস্তায়েন্তথৈব চ ।
 অযোরাখ্যামধিষ্ঠাত্রীং মূর্তিমাছর্মনীষিণঃ ॥ ১৩
 রসনারাচ পায়োচ রসস্তাপাং তথৈব চ ।
 ঈশ্বরীং বামদেবাখ্যাং মূর্তিং তদ্বিরতা বিহুঃ ॥ ১৪
 যাপস্ত চৈবোপস্থস্ত গন্ধস্ত চ ভুবন্তথা ।
 সদ্যোজাতাহুয়াং মূর্তিমীশ্বরীং সম্প্রচক্ষতে ॥ ১৫
 মূর্তয়ঃ পক দেবস্ত বন্দনোরাঃ প্রবর্ততঃ ।
 শ্রোত্রোহধিষ্ঠিত্বৈবৈনিতাং শ্রেয়সামেব হেতবঃ ॥ ১৬

পুরুষ নামে দ্বিতীয় মূর্তি সঙ্খাদি-গুণাশ্রয় ভোগ্য
 প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত আছে। শিনাকীর
 অত্যন্ত পূজনার অযোরাখ্য তৃতীয় মূর্তি ধর্মাদি-
 অষ্টাঙ্গ-সংযুক্ত বুদ্ধিতত্ত্ব অবস্থান করিতেছেন।
 শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমানেরা অমিততেজা বেধাঃ মহা-
 দেবের বামদেব নামধের চতুর্থ মূর্তিকে অহ-
 কৃতের অধিষ্ঠাত্রী এবং সদ্যোজাত নামে
 পঞ্চম মূর্তিকে মনের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া কীর্তন
 করেন। ১—১০। পুরাণার্থ-বিশারদ পণ্ডি-
 তেরা ঈশ্বরের পূর্কোক্ত ঈশানাখ্যা মূর্তিকে
 শ্রোত্র, বাহু, শক, বিহু ও ব্যোমের; উৎ
 পুরুষনারী মূর্তিকে ত্বক্, পাণি, স্পর্শ ও বায়ুর;
 অযোরাখ্য মূর্তিকে চক্ষু, চরণ, রূপ ও অগ্নির
 এবং বামদেবাখ্য মূর্তিকে জিহ্বা, পায়, রস ও
 রসের ঈশ্বরী বলিয়া ভাসেন। আর সেই সদ্যো-
 জাতনারী মূর্তিকে দ্রাঘ, গন্ধ পৃথিবী ও উপস্থের
 ঈশ্বরী বলিয়া কীর্তন করেন। এই পাঁচ মূর্তি
 সমগ্র দেবতার শিনাকি, অষ্টাঙ্গ দেবতার
 অষ্টাঙ্গ দেবতার শিনাকি, অষ্টাঙ্গ দেবতার

উক্ত দেবাধিদেবস্ত মূর্ত্যষ্টকময়ঃ ॥
 তস্মিন্ ব্যাপ্য স্থিতং বিশ্বং স্ত্রে মণিগণ
 শর্কো ভবন্তথা রুদ্র উগ্রো ভীমঃ পশোঃ
 ঈশানচ মহাদেবো মূর্ত্যয়চাষ্ট বিকৃত
 ভূম্যন্তোহগ্নিমক্খ্যোম-ক্ষেত্রজাকনিশা
 অধিষ্ঠিতা মহেশস্ত শর্কাদৌরষ্টমূর্তিভিঃ
 চরাচরাশ্রকং বিশ্বং ধত্তে বিশ্বস্তাধিকা।
 শাক্বী শর্কাহুয়া মূর্তিরিতি শাস্ত্রস্ত নিশ
 সত্তীবনং সমস্তস্ত জগতঃ সলিলাস্রকম্।
 তব ইত্যাচ্যতে মূর্তিভবস্ত পরমাত্মনঃ।
 বহিরন্তর্জগদ্বিশং ব্যাপ্য তেজোময়ী চ
 রৌদ্রী রুদ্রাহুয়া মূর্তিরাপ্তিতা যোরা
 স্পন্দয়ন পবনো বিশ্বং বিভর্তি স্পন্দে
 উগ্র ইত্যাচ্যতে সক্তির্মূর্তিরুগ্রস্ত বেধসঃ
 সর্কাবকাশদা সর্কব্যাপিকা গগনাস্তিক
 মূর্তিভীমস্ত ভীমাখ্যা ভূতবন্দস্ত তেদৈ

বন্দনা করা কর্তব্য। সেই দেবাধি
 মূর্তিময় এই নিখিল জগৎ সেই
 স্ত্রে মণিগণের গ্রায, ব্যাপিয়া
 কপদীর সেই সকল অষ্টসংখ্যক
 ভব, রুদ্র উগ্র, ভীম, পশুপতি
 মহাদেব এই আট নামে প্রা
 শর্কাদি অষ্টমূর্তিই ক্রিতি, জল, অ
 আকাশ, ক্ষেত্রজ, সূর্য ও চন্দ্র
 অধিষ্ঠান করিতেছেন। ১১—১৪
 শাস্ত্রমিচ্ছয় যে, পরমাত্মা শর্কো
 রূপিনী শর্ক নামে মূর্তি স্বর্গ
 বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন। জল-
 নামে দ্বিতীয় মূর্তি সমস্ত জগতের
 করিতেছেন। রুদ্রের অযোরাখ্য
 তেজোময়ী রুদ্রাখ্যা মূর্তি জ
 এবং অন্তরে ব্যাপিয়া অধিষ্ঠান
 বেধা উগ্রের পবনাস্তিকা যে মূর্তি
 স্পন্দিত করিয়া ধারণ করিতেছেন
 স্পন্দিত হইতেছেন, পণ্ডিতেরা
 উগ্র নামে আখ্যাত করেন।
 অযোরাখ্যী পঞ্চমময়ী ভীমের

ধষ্ঠাত্রী সৰ্বক্ষেত্রনিবাসিনাম্ ।
ভেদেয়া পশু-পাশ-নিকন্তনী ॥ ২৫
গং সৰ্বং দিবাকরসমাহ্বয়া ।
মহেশস্ত মূর্তির্বিবি বিসপতি ॥ ২৬
যো বিশ্বময়তাং তুর্নিশাকরঃ ।
স মূর্তির্মহাদেবসমাহ্বয়া ॥ ২৭
মৌ মূর্তিঃ শিবস্ত পরমায়নঃ ।
রম্যতীনাং বিশ্বং তস্মাচ্ছিবাস্তকম্ ॥ ২৮
সেকেন শাখাঃ পুষ্যন্তি বৈ যথা ।
॥ তদ্বং পুষ্যত্যস্ত বপুর্জগৎ ॥ ২৯
॥ নক সৰ্বানুগ্রহণং তথা ।
করণং শিবস্তারাদনং বিদুঃ ॥ ৩০
পৌত্রাদেঃ প্রীত্যা প্রীতো ভবেৎ পিতা
। মন্যুত্যা প্রীতো ভবতি শত্ৰুঃ ॥ ৩১
ক কস্তাপি ক্রিযতে যদি নিগ্রহঃ ।

। ভেসন করত এই অখিল
পিঙ্গা এহিয়াছেন। সৰ্বক্ষেত্র-
ধষ্ঠাত্রী ক্ষেত্রক্ষেত্র অধিষ্ঠাত্রী
। পশুপতির বষ্ঠ মূর্তি পশুদিগের
দান করিতেছেন। নিখিল জগতের
। দিবাকরস্বরূপ। মহেশের স্তনানাথা
ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।
সোমময়ী মহাদেবাধিষ্ঠান মূর্তি
অখিল ভুবনের আনন্দোৎপাদন
পরমাত্মা শিবের ঐ অষ্টম মূর্তি
মূর্তিগুলিকে ব্যাপিয়া আছেন
শিবাস্তক নামে প্রসিদ্ধ। বেরূপ
চল করিলে শাখার পুষ্টি জন্মে,
জায় তাঁহার জগৎরূপ শরীর
করিয়া থাকে। আগমভেদে,
গলের অভয়দায়িনী এবং অনুরূপ
পরিণী বলিয়া উপদেশ দেন।
ইন্দ্র-পৌত্রাদির আমোদে আমোদী
ইরূপ ভগবান্ অীকর্ষ এই
ভিত্ত প্রীত হইয়া থাকেন।
দেবীর নিগ্রহ করে, তাহা

অনিষ্টমূর্তিভেদে কৃতমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩২
অষ্টমূর্ত্যাশ্রনা বিশ্বমধিষ্ঠায় হিতং শিবম্ ।
ভক্তস্য সৰ্বভাবেণ কৃতং পরমকারণম্ ॥ ৩৩
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বারবীরসংহিতায়-
মুস্তরতাপে মহেশস্তাষ্টমূর্তিত্ত্বকথনং
নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভগবন্ পরমেশস্ত সৰ্বম্ভামিত্ত্বভেদম্ ।
মূর্তিভির্বিধমেবেদং যথা ব্যাপ্তং তথা শ্রুতম্ ॥ ১
অধৈতজ্জাতুমিচ্ছামি বাধাস্বাং পরমেশ্বরোঃ ।
ত্রীপুস্তাবাস্তককেনং তাত্য্যং কথমধিষ্ঠিতম্ ॥ ২
উপমন্যুকুবাচ ।

শ্রীমহিভূতিং শিবয়োধাধাস্ত্যাক সমাসতঃ ।

বক্ষ্যে তদ্বিস্তারাকুং ভবেনাপি ন শকাতে ॥ ৩
শক্তিঃ সাক্ষাৎমহাদেবী মহাদেবঃ স শক্তিমান্ ।

হইলে মিশ্রয়ই অষ্টমূর্তি সেই নিগ্রহের ভাজন
হন। যিনি এইরূপে স্বকীয় অষ্টমূর্তিতে এই
অখিল বিধে অধিষ্ঠান করিতেছেন, হে কৃষ্ণ !
সেই পরম-নিদান বিরূপাক বৃক্ষটিকে ভজনা
করুন। ২০—৩৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ভগবন্! অমিত-
ভেজা পরমেশ্বর শিবের মূর্তি এই বিধকে
বেরূপ ভাবে ব্যাপিয়া আছেন, তাহা শ্রবণ
করিতাম। এক্ষণে জ্ঞানিতে ইচ্ছা করি যে,
তব ও ভবানীর স্বার্থ বরূপ কি এক বিরূপেই
বা তাঁহারা ত্রী-পুস্তবভাবে এই জগতে অধিষ্ঠান
করিতেছেন? উপমন্যু বলিলেন,—শিব
সৰ্বাধীশ বিভূতি এবং সৰ্বভাবের
সংলক্ষণ কর্তা তিনিই সর্বভাবের

অরোবিত্তিজেনেশে বৈ সর্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৪
 বস্ত কিকিচ্চিচ্চপং কিকিচ্চ চিদাস্তকম্ ।
 বয়ং শুভমশুভকং পরকাপরমেব চ ॥ ৫
 বয়ং সংসরাতি চিচ্চক্রেমচিচ্চক্রেমসমবিত্তম্ ।
 ভদেবাত্তমপরিমিত্তম্ তু পরং শুভম্ ॥ ৬
 অপরকং পরকৈব বয়ং চিদচিদাস্তকম্ ।
 শিবস্ত চ শিবায়ান্ত স্বাস্ত্যকৈতং স্বভাবতঃ ॥ ৭
 শিবয়োর্বৈ বয়ং বিশ্বং ন বিশ্বস্ত বশে শিবো ।
 স্বেতিভ্যামিচ্চ বয়ং তস্মাদ্বিশ্বেশ্বরয়ো শিবো ॥ ৮
 বখা শিবস্তথা দেবী বখা দেবী তথা শিবঃ ।
 নান্নরোরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্র-চন্দ্রিকগোরিব ॥ ৯
 চন্দ্রো ন খলু ভ্যভ্যেব বখা চন্দ্রিকয়া বিনা ।
 ন ভ্যতি বিদ্যামানোহপি তথা শক্ত্যা বিনা শিবঃ

বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে মহাদেবেরও সামর্থ্য
 নাই। মহাদেবী সাক্ষাৎ শক্তি ও মহাদেব
 সেই শক্তিবৃত্ত বলিয়া কথিত হয় এবং তাঁহা-
 দ্বিগের বিতৃতি-মেশই এই চরাচর জগৎ বলিয়া
 প্রসিদ্ধ। কতক বস্ত চৈতন্য ও কতক অচেতন
 বা জড় বলিয়া বিভক্ত আছে এবং সেই দুই
 বস্তুই বখাক্রমে শুভ ও অশুভ, পর ও অপর
 বলিয়া কীর্ণিত হয়। অজ্ঞান-সমূহ-সমবিত্ত
 যে বস্ত চৈতন্য-চক্রে মিলিত হয়, তাহাকে
 শাক্তবিশারদেরা অশুভ এবং অপর; আর
 এতদ্বিক্রমে অর্থাৎ চৈতন্য-সমবিত্ত চিচ্চক্রে-
 সংসারী বস্তকে শুভ এবং পর বলিয়া থাকেন।
 সেই পর এবং অপর বস্ত বখাক্রমে চৈতন্য ও
 অচেতন হইয়া থাকে। এই দুইটাই স্বভাবতঃ
 দেবদেবীর স্বরূপ বলিয়া কথিত আছে। এই
 বিশ্ব সেই শিব-পার্বতীর অবাস, কিন্তু তাঁহারা
 বিচ্ছিন্ন অবাস নহেন। এই বিচ্ছিন্ন নিরন্তর
 বলিয়া তাঁহারা বিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন নানে
 কীর্ণিত হইয়া থাকেন। সেই মহেশ্বর উমা-
 রূপী এবং উমাও মহেশ্বর-রূপী; চন্দ্র ও
 কোহীন তার এই উভয়ের কোন কোন নাই
 অসিদ্ধ। কেন্দ্রে সেই শিবকে কোহীন
 শিব কোহীন, শিব কোহীন, শিব কোহীন
 শিব কোহীন, শিব কোহীন, শিব কোহীন

প্রভয়া হি বিনা বহুভ্যামুরেষ ন বিদ্যাতে ।
 প্রভা চ ভামুনা তেন স্তত্ত্বাং তদপাশ্রয়া ।
 এবং পরস্পরাপেক্ষা শক্তি-শক্তিমতোঃ শিবি
 ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্ত্যা চ বিনা শিবঃ
 শক্তো যয়া শিবো নিত্যং ভুক্তো যুক্তো চৈব
 আদ্যা সৈকা পরা শক্তিচিন্ময়ী শিবসংপ্রয়া
 যামাহরখিলেশস্ত তৈস্তৈরনুগুণৈশ্চৈবৈবৈঃ ।
 সমানধর্ম্মিণীমেব শিবস্ত পরমাত্মনঃ ॥ ১৪
 সৈকা পরা চ চিদ্রূপা শক্তিঃ প্রসবধর্ম্মিণী ।
 বিভজ্যা বহুধা বিশ্বং বিদধাতি শিবোচ্চয়া ॥ ১৫
 সা মূলপ্রকৃতিমায়ী ত্রিগুণা ত্রিবিধা স্মৃতা ।
 শিবয়া চ বিপর্যস্তং যয়া ততমিদং জগৎ ।
 একধা চ ত্রিধা চৈব তথা শতসহস্রধা ।
 শক্তয়ঃ খলু ভিদ্যাতে বহুধা ব্যবহারতঃ ॥ ১৬

অসমর্থ হন। ১—১০। যেমন এই
 সূর্য্য প্রভাহীন হইয়া অবস্থান করেন না
 সেই প্রভাও সূর্য্য ব্যতিরেকে অস্ত
 তেও থাকে না, সেই প্রকার শক্তি
 শক্তিমান পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়া
 স্থান করেন; স্তত্ত্বাং শিববিহীন
 শক্তি থাকিতে পারেন না, শিবও শক্তি
 হইয়া অবস্থান করেন না। স্বয়ং মহেশ্বর
 শক্তি বিনা দেহাদিগের ভোগ ও মুক্তি
 অসমর্থ, শিবপ্রয়া সেই অদ্বিতীয়া চিন্ময়ী
 শক্তি আদ্যাশক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই
 বিচ্ছিন্নের অনুরূপ গুণনিচয় দ্বারা লি
 একস্ত পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পরমাত্মা ।
 সমানধর্ম্মিণী বলিয়া থাকেন। অদ্বিতীয়
 স্বরূপা প্রসবধর্ম্মিণী সেই পরমাত্মা শক্তি
 ইচ্ছাক্রমে এই বিশ্বকে বহুপ্রকারে
 করত বিভাজন করিয়া থাকেন। তিনি
 প্রকৃতি, তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিবি
 এবং তিনিই এই বিপর্যস্ত জগৎকে
 করিয়াছেন। সেই শক্তি আবার
 এক, দুই, শত, সহস্র এইরূপ বহুপ্র
 কারে থাকেন। প্রথম সৃষ্টির
 প্রকৃতি সেই পরা শক্তি, এবং

৥ পরা শক্তিঃ শিবতৈক্যতাং গত।
 বিকৃত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলানি ॥১৮
 স্বাখ্যা শক্ত্যা শক্তৌ শক্তিমহুখরা।
 ক্রোভ্যমাণায়ামাদৌ নাদঃ সমুৎপত্তৌ ॥১৯
 স্ততো বিন্দুবিন্দোদেবঃ সদাশিবঃ।
 ধ্বজো জাতঃ শুদ্ধা বিদ্যা মহেশ্বরায় ॥২০
 শ্রী শক্তির্বাণীশাখ্যা হি শূনিনঃ।
 ধরূপেণ মাতৃকেতি বিজৃম্বতে ॥২১
 যাবেশাখ্যা কালমবাস্তবঃ।
 জ্ঞানং বিদ্যাং কলাতো রাগ-পুরুষৌ ॥২২
 নরোভূতবাস্তবং ত্রিগুণাস্বকম্।
 স্ততো ব্যক্তাধিত্ততাঃ সূত্রায়ো গুণাঃ ॥
 মশেতি বৈব্যাপ্তমখিলং জগৎ।
 ক্রোভ্যমাণেভ্যো গুণেশাখ্যাস্তিমূর্তয়ঃ ॥

মান শিব হইতে, তিল হইতে
 য, পৃথক্ হইয়া প্রকাশিত হন।
 শক্তিমান শব্দ হইতে উৎপন্ন
 সেই আদ্যাশক্তিকে ক্রোভিত
 ম নাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই
 বিন্দু, বিন্দু হইতে দেব সদাশিব,
 সদাশিব হইতে মহেশ্বর উৎপন্ন
 যিনি (অ আ প্রভৃতি) বর্ণস্বরূপা
 । নামে প্রসিদ্ধা, সেই সদাশিব-
 র হইতে পরম পবিত্রা বিদ্যা
 ছেন ১১—২১। তিনিই বাক্যের
 র বাণীশা শক্তি বলিয়া বিদিত
 তিনিই বর্ণ স্বরূপিনী হইয়া
 এই জগতে বিস্তীর্ণা হইয়াছেন।
 ষ্টর সমাবেশ জগৎ যাত্রা কাল,
 । বিদ্যাকে উৎপাদন করেন। কলা
 রাগ ও পুরুষের উৎপত্তি হয়।
 তে পুনর্বার ত্রিগুণাস্বক অব্যক্ত
 ন এবং সেই অব্যক্ত হইতে সত্ত্ব,
 এই তিন গুণ পৃথক্ ভাবে বিতক্ত
 সত্ত্বাদি গুণত্রয় এই অবিল
 পিয়া আছে। সেই গুণত্রয়
 ৥ পর জাহা হইতে জগৎ স্রষ্টব্য

অতবন্ মহাদানি তৎকালি চ বখ্যাক্ষমন্।
 তেজঃ সূর্যওপিত্তানি তসংখ্যানি শিবাঙ্করা ॥২৫
 অধিষ্ঠিতানন্তান্যৈর্দ্যোবিন্দোদৈশ্চক্রবর্তিত্তিঃ।
 শরীরান্তরভেদেন শক্তেভেদাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥২৬
 নানারূপান্ত বিজ্ঞেয়াঃ সূলস্বাক্ষরভেদতঃ।
 রুদ্রস্ত রৌদ্রী সা শক্তিবিকোর্বৈবৈকরী যতা ॥২৭
 ব্রহ্মাণী ব্রহ্মণঃ প্রোক্তা ইন্দ্রতৈন্দ্রোতি কথ্যতে।
 কিমত্র বহনোক্তেন বহিঃশক্তি কীৰ্ত্তিতম্ ॥২৮
 শক্ত্যাশ্রয়েনৈব তদ্ব্যাপ্তং যথা দেহোহন্তরাঙ্করা।
 তস্মাক্ষতিময়ং সর্বং জগৎ হাবর-জগদম্ ॥২৯
 কলয়া পরমা শক্তিঃ কথিতা পরমাস্তনঃ।
 এষমেবা পরা শক্তিরোরেক্ষানুবাঙ্গিনী ॥৩০
 স্থিরং চরক বহিঃস্ব স্বজতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥৩১
 জ্ঞানক্রিয়াচিকীর্ষাভিত্তিস্বত্বিঃ স্বাস্ত্রশক্তিভিঃ।
 শক্তিমানীশ্বরঃ শব্দবিশ্বং ব্যাপ্যাদিষ্ঠিতি ॥৩২
 ইদমিখমিদং নেখং ভবেদিত্যেবমাস্তিকা।

তিন মূর্তি এবং মহাদানি তৎকাল উক্ত হই।
 শিবাঙ্করালে সেই তৎকাল হইতেই চক্রবর্তী
 অনন্তানি বিদ্যাপতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত অসংখ্য
 অণুপিও উৎপত্তি লাভ করে। তিন তিন
 শরীরভেদে সেই শক্তির ভেদ হইয়াছে এবং
 সূল স্বাক্ষর-ভেদে সেই শক্তির রূপও নানা
 প্রকার। যথা;—রুদ্রের শক্তি রৌদ্রী, বিষ্ণুর
 শক্তি বৈকরী, ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী এবং
 ইন্দ্রের শক্তি ইন্দ্রী বলিয়া কথিত হন। এ
 বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, বাহা এই বিশ্ব
 বলিয়া কীৰ্ত্তিত, সেই বিশ্বকেও অন্তরাঙ্করা
 বেক্সপ দেহকে ব্যাপিয়া আছেন, সেইরূপ সেই
 শক্তি ব্যাপিয়া আছেন। সেই হেতুই এই
 হাবর-জগদময়ক জগৎ শক্তিময় বলিয়া প্রসিদ্ধ।
 সেই শক্তিতে পরমাস্ত্রয় অংশ আছে বলিয়া
 তাঁহারা “পরমা শক্তি” নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া
 থাকেন। এই একান্তে ইন্দ্রের ইচ্ছাবশবর্তিনী
 সেই পরমাশক্তি চরাচর অবিল বিধকে সৃজন
 করিতেছেন, ইহাই শাস্ত্রনিষ্ঠা আশিষ্টিক।
 ২২—৩১। পরমাত্মা পুরুষের শক্তি
 তিন-মূর্তি ৩।

কেন্দ্রস্থিতঃ তদা ধ্বজঃ তদবানন্তকাস্তকঃ ॥ ৬৩
অহঃ শূলভুজো দেবঃ শূলপাণিপ্রিয়া নিশা ।
আকাশঃ শরয়ো দেবঃ পৃথিবী শঙ্করপ্রিয়া ॥ ৬৪
সমুদ্রো ভগবানীশো বেলা শৈলেশ্বরকন্তকা ।
কুক্ষোঃ কুম্বজো দেবো লতা বিবেকপ্রিয়া ॥ ৬৫
পুংলিঙ্গমখিলং ধ্বজঃ ভগবান্ পুরাশনঃ ।
ত্রীলিঙ্গকাখিলং ধ্বজঃ দেবী দেবমনোরমা ॥ ৬৬
শঙ্করাত্মশেষত্বং ধ্বজঃ শঙ্করঃ বরতা ।
অর্ধরূপঃ বখিলং ধ্বজঃ মূর্ধন্যশেখরঃ ॥ ৬৭
বজ্রবস্ত্র পদার্থত্বং বা বা শক্তিকলাহিতা ।
স্যাং য়া বিবেকপ্রী দেবী স স সর্কো মহেশ্বরঃ ॥ ৬৮
বৎ পদং বজ্রপদিকং বৎ পুণ্যং বচ মঙ্গলম্ ।
তৎ তদ্ব্যবহার্তাশাস্ত্রোত্তমোত্তমোত্তমোত্তমম্ ॥ ৬৯
বখা দীপত দীপ্তত্বং শিবা দীপয়তে গৃহম্ ।
ভগ্নঃ ভগ্নভয়োরেতদ্ব্যাপ্য দীপয়তে জগৎ ॥ ৭০

সকলগণ হইয়া থাকেন। তখন ভগ-
বৎ শিবকী কেন্দ্রস্থিত হইয়া সেই নামে
কীৰ্ত্তিত। সেই শূলভুজ ভগবান্ মহেশ্বরই
অহঃ এবং তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী দেবী উমাই
নিগলপ্রিয়া আনিবেন। এই প্রকার সেই
শঙ্করাত্মাই বখাজমে আকাশ ও পৃথিবী,
আকাশ ও বেলা, কুম্ব ও লতা। অধিক কি,
এই ত্রিকূটনর অখিল পুংলিঙ্গ ও ত্রীলিঙ্গ
সকলই সেই শিব-ভবানী দ্বারা আর কিছুই
নহী আনিবেন। দেবী-সর্কানীই জগৎমাণ শঙ্ক-
রাত্মক এবং ইন্দ্রভূষণই অখিল অর্ধরূপী হইয়া
কুম্বজীকরণ সেই সকল শঙ্কর মিলিত হইয়া
কুম্বজম্। কে.বে. পদার্থের বাহা বাহা শক্তি
আছে, বিবেকপ্রীকেই সেই সকল শক্তি এবং
কুম্বজিবেককে সেই সেই শক্তিমান পদার্থ
কীৰ্ত্তিত আনিবেন। বাহ্যিক পর, বাহ্যিক পবিত্র,
বাহ্যিক পুণ্য এবং বাহ্যিক মঙ্গল, বলা বাত,
সামান্য-বিদ্যাদিগণা সেই সকলকে সেই নিরিপ-
শিতভাৱে ভগ্নপ্রকৃতির কীৰ্ত্তিত করিলে।
সেই কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত
কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত

ভগাদি-শিবমুক্তান্তঃ বিশ্বস্তাতিশয়ক্রমঃ।
সম্বিকর্ষক্রমবশাৎ তরোরিতি পরা ক্রতি
সর্কাকারান্ত্রকাবেতো সর্কপ্রয়োবিধাঙ্গি
পূজনীয়ো নমস্কার্যো চিত্তনীয়ো চ সর্ক
যথাপ্রস্তুমিদং কুম্ব যথাভ্যাস পরমেশ্বরো
কথিতং হি ময়া তেহদ্য ন তু তাবদ্বিস্ত
তং কথং শকাতে বক্তু যথাভ্যাস পরমে
মহতামপি সর্কেষাং মনসোহপি বহির্গা
অন্তর্গতমনস্তানামৌষরাগির্ভেচতসাম্।
অশ্রেষাং বুদ্ধানাক্রটাক্রটং বা তৈব তং
যেরমুক্তা বিভূতির্বে প্রাকৃতী সা পরা য
অপ্রাকৃতীং পরামত্যাং গুহাং গুহাবিদো
যতো বাচো নিবর্তন্তে মনসা চেন্দ্রিয়ৈঃ
অপ্রাকৃতী পরা সৈম্য বিভূতিঃ পারমেশ্ব

ভগ্ন হইতে শিবমুক্তি পর্যন্ত বিশ্বস্ত্রমের
শিবশক্তির সম্বন্ধান বশতই এই ক্রমের
ইহা ক্রতিসম্মত। ৫৬—৭১। সেই স্ব
সর্কমুক্তিময় ও নিখিল মঙ্গলের বিধা
এব এ জগতে তাহারা উভয়ে কেননা
বন্দনীয় ও চিত্তনীয় হইবেন? হে কুম্ব
সেই পরমেশ্বর-পরমেশ্বর যথার্থ স্বরূপ
বুদ্ধি অনুসারে বাহা কিছু আপনার দ্বি
করিলাম; এমন আমার—অধিক
কমতা নাই যে, তাহাকে নি
করিবে। অথবা যখন সেই দেব-
স্বরূপ সাধারণ ব্রহ্মাদি মহতেরও মা
চর, তখন কেমন করিয়া মাণ্ডল জন
বান্ ভগবতীর যথার্থ স্বরূপ ক
সমর্থ হইবে? সেই তত্ত্ব স্ব
চিত্ত অনন্ততত্ত্ব ব্যক্তিগণের অন্তস্ত
অপরের বুদ্ধিগোচর নহে; সামান্য
গোচর হইলেও প্রকৃতরূপে বুদ্ধি
গোচর-তত্ত্বজ্ঞের প্রকৃতিসত্ত্বা বিভূতি
এব অপ্রাকৃতী বিভূতিকে পরা ক
কুম্ব, হইতে দ্বৈতের ও মঙ্গল
কীৰ্ত্তিত হই (সর্কেষাং যে বিভূতিঃ
কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত কীৰ্ত্তিত)

বায়বীরসংহিতা ।

সংসারসাগরায়ুক্তঃ শিবসামুদ্রায়ামুগ্ধাৎ ॥ ৮৫
কীৰ্ত্তনাদন্ত মন্ত্ৰান্তি মহান্তঃ পাতকোত্তমঃ ।
ত্রিচতুৰ্ভা সমভ্যন্তে বিনশন্তি ততোহধিকঃ ॥
নশ্চত্বারিষ্টৈরিপবো বর্জন্তে হৃদয়তথা ।
বিদ্যা চ বর্জন্তে শৈবী যতিঃ সত্যে প্রবর্তন্তে ॥
ভক্তিঃ পরা শিবে সাস্ত্রে সানুগে সপরিচ্ছদে ।
বদ্বদিষ্টতমকাক্তং তং তদাপোত্যসংশয়ম্ ॥ ৮৬
অতঃ শুচিঃ শিবে ভক্তো বিশ্বকঃ কীৰ্ত্তয়েৎ যদি ।
প্রবলৈঃ কশ্যতিঃ পুৰৈঃ ফলং চেৎ প্রতিবধ্যতে ।
পুনঃপুনঃ সমতীক্ৰেৎ তন্ত নাতীহ হৃদয়ম্ ॥ ৮৭
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীরসংহিতায়া-
মুক্তরত্নাগণে শিবভক্তকথনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫

কৃত্য বলিয়া কথিত হয়। এই
বিভূতিই পরম অভিলষিত ধাম ও
বা তাহাই পরমেশ্বরের পরাকাষ্ঠা
হয়। যেমন লোকে ছিদ্রশূন্য
গভ-কারাগার-দ্বারে রুদ্ধরাস
সে প্রকার মুনিগণ জিতে-
নিশ্বাস রোধপূর্বক তাঁহাকে
দেখান হন। ৭২—৭৯। সংসার-
সাগর মৃত জীবীর সঞ্জীবন ঔষধ-
সেবদেবীর বিভূতির তুল্য
হইতেও ভীত হন না। যে
অপরা বিভূতিকে যথার্থরূপে
ভূতি অতিক্রম করিয়া পরম
হইয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! সেই
নীর এই সত্ত্ব স্বরূপ বর্ণনা
নি শিব-ভবানীর তত্ত্ব বলিয়া
র বেদান্ত-প্রতিপাদিত নির্গুণ
করিতে বোধ্য হইতেছেন।
হুশাসন যে, উদ্বল অর্জকে
শ্রী কিংবা অজিতের নিকট
। হে কৃষ্ণ! সে কামিনী
নি জগৎ অধীন জগতের

নিকট বর্ণনা করিবেন। তত্ত্ব লোকের নিকট
বর্ণনা করিবেন না। যে জন এই ভাববান
ভগবতীর বিভূতি অমুরূপ পাত্রের নিকট
কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে, সে সংসারসাগর
হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শিবসামুদ্র লাভ করে।
ইহার কীৰ্ত্তন করিলেই শত শত মহাপাতক হ্রস্ব
হয়। আর যদি কেহ তিন চারিবার কীৰ্ত্তন
করে, তাহা হইলে অতোধিক মহাপাতক বিনষ্ট
হয়, অপকারকারক শত্রুর ক্ষয় হইয়া থাকে,
মত্তির সত্যে প্রবৃত্তি করে এক বিদ্যা ও মুক্ত
বুদ্ধি পাইয়া থাকে। তাঁহার কীৰ্ত্তনে লোকের
সামুচিত সপরিচ্ছদ শিবে পরম ভক্তি করে এক
বাহ্য অকৃষ্টে নাই, তাহাকেও সে পাইয়া থাকে,
তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব
শিবভক্তেরা পবিত্র এবং বিশ্বাসী হইয়া
পুনঃপুনঃ কীৰ্ত্তন করে, তাহা হইলে, যদি
কোনও কল পূর্বসঞ্চিত ফল করে এটি
বহুকাল হয়, তাহাও তাহার হৃদয়
হয় না। ৮০—৮১।

পূর্বসঞ্চিত ফল ॥ ৮০—৮১ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

উপসমুদ্রাচল ।

বিগ্রহং কেমসেবত বিব্রমেতচ্চরাচরম্ ।
 তমেব ন বিজামস্তি পশবঃ পান্দপৌরহাং । ১
 কমেবমেব বহবা বদন্তি বহুসন্দন ।
 অজামস্তাঃ পরং ভাবমবিকলং মহর্ষকঃ । ২
 অশরং ব্রহ্মরূপক পদবন্ধা বকং তবা ।
 কেতিমার্থহাৎকেমসাদিমিধনং পরম্ । ৩
 কুতঃপ্রিয়াতঃকরণ-প্রণামবিবরাগকম্ ।
 অশরং ব্রহ্ম বিকিষ্টং পরব্রহ্ম চিদানুকম্ । ৪
 কুব্জকুব্জংকুব্জাচ্চ পরমিত্যভিধীয়তে ।
 উভে তে ব্রহ্মণো রূপে ব্রহ্মণোহবিপতেঃ প্রভোঃ
 বিদ্যাবিদ্যাকরশীতি কৈশিকীশো নিমগ্নতে
 বিদ্যাতি চেতস্যাং প্রাণভাববিদ্যাম্চেতসাম্ । ৫
 বিদ্যাবিদ্যাকরকৈব বিবং বিবঙঃপ্রোথিতোঃ
 রূপমেব ন সন্বেহো বিবং তত্ত্ব বশে বতঃ । ৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

উপসমুদ্রা কহিলেন,—এই চরাচর বিব যে
 বিব্রমেই বিগ্রহ ; পশু সকল তাহা সেই
 কমেবমেব বিদ্যাকর অবগত হইতে পারে না ।
 যে অজামস্তা ! মহর্ষিঃ একমুখ পরমতত্ত্ব না
 জানিয়া অজিতীয় তাঁহাকে বহুরূপে বর্ণনা
 করেন । কেহ কেহ সেই অজামি-মিধন পর-
 ব্রহ্মা, কমেবমেব পর-ব্রহ্মরূপী ও অপর ব্রহ্ম-
 রূপী কহিয়া থাকেন । কুত, ইন্দ্রিয়, অস্তঃকরণ,
 প্রাণ এইগুলি বিদ্যাকর ব্রহ্ম অপর এবং
 বিব্র তত্ত্ব কুব্জ ও ব্যাপকত-বিশিষ্ট বলিয়া
 প্রাণ-করেন বিকিষ্ট হন । আর সেই কুই-
 তি ব্রহ্মরূপি নিম্নে রূপ বলিয়া থাকেন ।
 কুব্জ কেমস উপসমুদ্রকে বিদ্যা ও অবিদ্যা-
 কুব্জী কহেন । কেমসই সেই বিদ্যা, অবি-
 দ্যা এই দুই বলিয়া, ইহা উপসমুদ্র কেম ।
 বিদ্যা অবিদ্যা এই দুই ব্রহ্মরূপী কেম ।

জ্ঞানবিদ্যা পরকেতি শার্ক্যং রূপং পরে নি
 অবদ্যাবুদ্ধিরর্থেন বহবা জ্ঞানিকৃত্যে । ৬
 বধার্থকারসংবিত্তিবিদ্যোতি পরিকীর্ত্যে ।
 বিকল্পরহিতং তত্ত্বং পরমিত্যভিধীয়তে । ১
 তত্ত্বং শাকরং রূপং তদাজ্ঞাধিষ্ঠিতং বক্ত ।
 সদসরূপ ইত্যাহঃ সদসংপতিরিত্যপি । ২
 সত্যো সাধো চ সঙ্কটঃ সন্তিরেব প্রযুক্ত্যে
 বিপরীতে হসঙ্কটঃ কথ্যতে বেদবাদিজি ।
 সচ্চাসচ্চ জগৎবিং শরীরং পরমেষ্ঠিনঃ ।
 যদিহং সন্নিতি প্রোক্তং যচ্চাসন্নিতি কথ্য
 তয়োঃ পতিত্বাং তু শিবঃ সদসংপতিক্রিয়া
 ক্রিয়াকরাস্তকং প্রাণঃ ক্রিয়াকরপরং পরে ।
 ক্রয়ঃ সন্নিতি ভূতানি কুটুম্বোক্তকর উচ্য
 উভে তে পরমেষ্ঠস্ত রূপং তত্ত্ব বশে বতঃ
 তয়োঃ পরঃ শিবঃ শাকরঃ ক্রিয়াকরপরঃ ক্র
 সমষ্টি-বাষ্টিকরূপক সমষ্টি-বাষ্টিকবদ্যম্ । ১৫

আছে । জ্ঞান, বিদ্যা এক পর এই
 রূপ শিবের, অপর এই কথা বলা
 বলা বাহ্য নহে, তাহাকে সেই ভবে ।
 জ্ঞান, বধার্থ বুঝিতে বিদ্যা এক বি
 ব্রহ্মতত্ত্ব পর বলিয়া অভিহিত হয় ।
 শিবের এই ত্রিবিধরূপ শিবের আজ্ঞা
 বলিয়া, পতিতত্ত্ব তাহাকে সদসং
 থাকেন, সদসংপতিও কহেন ।
 সত্য ও সাধুতে সংশয় এবং
 অসাধুতে অসং শয় প্রযুক্ত হয় ।
 কুটিবাসের শরীর এই বিদ্যা সং
 বলিয়া কীতিত হয় । বাহ্য সং এক
 বলিয়া প্রসিদ্ধ, শরীর তাহার পতি বা
 সংপতি হন এবং কেহ কেহ সেই
 ত্রিমোচনকে ক্রিয়াকরাস্তক ও ক্র
 বলেন । নিখিল ভূতই সেই ক্র
 রূপ) ও কুটুম্ব চিদানুগাই অজ
 ক্রিয়াকর) বলিয়া কথিত । এই ক্র
 ক্রিয়াকর, অতএব তাঁহার ব
 ক্রিয়াকর এই ক্রিয়াকরের পর (শিব)

বাক্যবিশ্লেষণ।

যঃ কেচিচ্ছিবং পরমকারণম্ ।
 ত্র্যাক্ষং ব্যষ্টিং ব্যক্তং তথৈব চ ॥ ১৬
 পরমেশ্বর তদ্বিচ্ছামনুবর্তনাং ।
 ত্রিগুণত্বেন শিবং পরমকারণম্ ॥ ১৭
 বৈদঃ প্রাহঃ সমষ্টি-ব্যষ্টিকারণম্ ॥
 ত্রিস্বরূপীতি কথ্যতে কৈশ্চিদৌশ্বরঃ ॥ ১৮
 ত্র্যনুবর্তেত সা জাতিরিতি কথ্যতে ।
 ত্র্যক্সপং তং পিণ্ডজাতে সমাপ্রিতম্ ॥ ১৯
 ব্যক্তয়ৈশ্চ তদাজ্ঞাপরিপালিতাঃ ।
 মহাদেবো জাতি-ব্যক্তিবপুঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
 ত্র্য-ব্যক্ত-কালস্বাঃ কথ্যতে শিবঃ ।
 একতিং প্রাহঃ ক্ষেত্রজং পুরুষং তথা ॥
 শ্রুতিতত্ত্বানি ব্যক্তমাহর্মনৌষিণঃ ।
 জ্ঞাপকস্ত পরিণামৈককারণম্ ॥ ২২

মকারণ শিবকে সমষ্টি ব্যষ্টি স্বরূপ
 ১-ব্যষ্টির কারণ বলিয়া থাকেন।
 ত্র্যাক্ষ পদার্থকে সমষ্টি ও ব্যক্ত
 ব্যষ্টি বলেন। সেই সমষ্টি ব্যষ্টি
 অনুগামী বলিয়া তাঁহার প
 ত্ত হয়। কারণ ও শকার্যবস্ত
 সেই সমষ্টি ব্যষ্টির কারণ-ভাবে
 পরমকারণ ভূগবান্ ভূতিপতিক
 গরণ বলেন ও কেহ কেহ তাঁহাকে
 ১-স্বরূপী নামে কীর্তন করেন
 ২ বাহা পিণ্ডের (অর্থাৎ পঞ্চভূত-
 অনুগামী, তাহাকে, জাতি ও
 ৩ সেই পিণ্ডমাত্র-স্বরূপকে ব্যক্তি
 কেন। জাতি ও ব্যক্তি, সেই
 বানোপাতির আজ্ঞা-পালিত বলিয়া
 তাহাদিগকে তাঁহার শরীর কহিয়া
 ১-২০। আবার সেই উমাপতি
 ৩, মহাদেব ব্যক্ত, কালস্বরূপী
 ত হন। একতিই সেই প্রধান,
 সেই পুরুষ, জ্যোতিঃশক্তি কথ্য
 এবং কতিপয়জন্যে পরিণামৈক

এবামৌশোহধিপো ধাতা একত্বকনিবর্তকঃ ।
 আধিত্য-জিরোতায়হেতুরেকঃ স্বরাট্ ॥ ২৩
 তন্ম্যাং প্রধান-পুরুষ-ব্যক্তকালস্বরূপান্ ।
 হেতুর্নেতাধিপত্যেয়াং ধাতা চোক্তো মহেশ্বরঃ ॥ ২৪
 বিরাজহিরণ্যপর্ভাস্তা কৈশ্চিদৌশো নিগদ্যতে ।
 হিরণ্যপর্ভো লোকানাং হেতুর্বিধাতৃকো বিরাট্ ॥
 অস্ত্রধামৌ পরশ্চেতি কথ্যতে কবিত্তিঃ শিবঃ ।
 প্রাজ্ঞ-তৈজস-বিশ্বাস্ত্যেত্যপরে সম্প্রচক্যতে ॥ ২৫
 মাতা মানক মেরক মিডিকাহরথাপরে ।
 কতা ত্রিমা চ কার্যক করণং কারণং পরে ॥ ২৬
 আগ্রং স্বপ্নমুপ্যাস্ত্যেত্যপরে সম্প্রচক্যতে ।
 তুরীয়মপরে প্রাহন্তব্যাতীতমিতীতরে ॥ ২৭
 তমাহর্বিগুণং কেচিদৃগুণবস্তং পরে বিজুঃ ।

নিধন স্বরাট্ বিধাতা শিব সেই প্রধানাদির
 নিয়ন্তা, অধিপতি ও উৎপত্তি-ধাতৃস্বরূপ কারণ
 এবং তিনিই তাহাদিগের একত্বক বলিয়া
 বিদিত আছেন। সেই হেতুই প্রধানাদি-
 স্বরূপী ভূগবান্ মহেশ্বর প্রধান প্রভৃতির কারণ,
 নেতা ও অধিপতি বলিয়া কীর্তন হইয়া
 থাকেন। কেহ কেহ বা শিবকে বিরাট্ ও
 হিরণ্যপর্ভস্বরূপ বলিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা
 বিজুকেই ঐ বিরাটের স্বরূপ বলেন, হিরণ্যপর্ভ
 নিখিল লোকের কারণ। কোন কোন বহু-
 দর্শীরা ঐ শূন্যপাণিকে অস্ত্রধামৌ ও পর, কেহ
 কেহ বা প্রাজ্ঞ, তৈজস এবং বিশ্ব-নামে
 অভিহিত করেন। অপরে বলেন যে, সেই
 শঙ্করই মাতা, তিনি মান-সাধন, তিনিই
 মান, আবার তিনিই মের এবং তিনিই
 কতা, তিনিই কারণ, তিনিই ত্রিমা আবার
 তিনিই কার্যরূপে প্রধান পাইয়া থাকেন।
 কেহ কেহ বা আগ্রণাবহা এবং স্বপ্ন ও
 তুরীয়ব্যবস্থাকে তাঁহার স্বরূপ বলিয়া উপদেশ
 প্রদান করেন। অপরে তাঁহাকে তুরীয় সর্বাং
 প্রাজ্ঞাদিত্য এবং আশ্রয়াদিত্যাদিরূপে
 মের কেহ আবার হিরণ্যপর্ভ বলিয়া কহেন
 এবং কতিপয়জন্যে পরিণামৈক

কেচিং সংসারিণং গ্রাহকসংসারিণং পরে ॥ ২৯ ॥
 বসন্তবশং গ্রাহকবসন্তং পরে বিহুঃ ।
 বোরমিতাপরে গ্রাহঃ সৌম্যমেষ পরে বিহুঃ ॥ ৩০ ॥
 বাসবন্তং পরে গ্রাহবাসবন্তং তথাপরে ।
 নিম্নবসন্তং পরে গ্রাহঃ সক্রিয়কৈতরে ভবাঃ ॥ ৩১ ॥
 নিম্নবসন্তং পরে গ্রাহঃ সক্রিয়ক তথাপরে ।
 ক্রমবসন্তং পরে গ্রাহকক্রমবসন্ততরে ॥ ৩২ ॥
 অকৃতং কেচিৎকৃতং কপবন্তং পরে বিহুঃ ।
 অকৃতবসন্তং পরে গ্রাহকঅকৃতবসন্ততরে বিহুঃ ॥ ৩৩ ॥
 বাচামিতাপরে গ্রাহকবাচামিতি চাপরে ।
 শকাবন্তং পরে গ্রাহঃ শকাভীতবাপরে ॥ ৩৪ ॥
 কেচিচ্চিহ্নাকং গ্রাহকচিহ্নাকং রহিতং পরে ।
 জ্ঞানাবন্তং পরে গ্রাহকজ্ঞানমিতি চাপরে ॥ ৩৫ ॥
 কেচিচ্চৈবমিতি গ্রাহকজ্ঞানমিতি চাপরে ।
 একে তমেবমেষবসন্তকক তথাপরে ॥ ৩৬ ॥
 এক বিকৃত্যমানং তদ্বাচামিত্যং পরমেষ্টিকঃ ।

সন্তপ বসিয়া জানেন। এইরূপে তাঁহাকে
 কেহ বা সংসারী, কেহ বা অসংসারী, কেহ বা
 বসন্ত (অর্থাৎ বাসী), কেহ বা অকৃত
 (অর্থাৎ মারা-বসীতৃত), কেহ বা ক্রম, কেহ
 বা কৃতবসন্ত, কেহ বা পুণ্যবান, কেহ বা
 নিম্নব, কেহ বা ক্রিয়বান, কেহ বা নিম্নব,
 কেহ বা ইন্দ্রিয়বৃত্ত, কেহ বা ইন্দ্রিয়-বিহীন,
 কেহ বা চকল, কেহ বা নিশ্চল, কেহ বা কপ-
 কল, কেহ বা কপহীন এবং কেহ বা তাঁহাকে
 কপবসন্ত ও কেহ বা অকৃত বসিয়া জানেন।
 ২৯—৩০। আর কেহ কেহ সেই বিকৃতি-
 কৃত্যকে বসন্তবসন্ত ও কেহ বা বসন্তভীত
 একে কেহ বা শকাভীত আর কেহ বা
 জ্ঞানকে শকাভীত করেন। কেহ কেহ
 জ্ঞানকে চিহ্নাক এবং অপর চিত্তান্ত
 বসিয়া করেন, কেহ কেহ তাঁহাকে
 কপবসন্ত এবং কেহ কেহ নিম্নববসন্ত
 বসিয়া করেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে
 ক্রমবসন্ত ও কেহ বা অকৃতবসন্ত বসিয়া

মাধ্যবসন্তি যুগ্মো নামাগ্রাহকবাপঃ ॥ ৩৭ ॥
 যে পুনঃ সর্কভাষণে অপরাঃ পরমবাপঃ ।
 তে হি জানত্যাভ্যেদন শিবং পরমকারণম্ ॥ ৩৮ ॥
 বাবং পশুর্নৈব পশুতানীশং
 কবিং পুরাণং ভুবনভেদিতাম্ ।
 তাবদুঃখং বসন্তে বসন্তপাশঃ
 সংসারেহস্মিন্ চক্রেণেমিত্রমেণ ॥ ৩৯ ॥
 বদা পশুতং পশুতং কৃষ্ণবর্ণং
 কৃত্যরমীশং পুত্রমং ব্রহ্মবোনিম্ ।
 তদা বিধান পুণ্যপাপে বিদ্য
 নিরন্তরঃ পরমমুপৈতি সাম্যম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বাসবীয়াসংগি
 যুগ্মভাগে শিবভক্তকথনং নাম
 ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দেন যে, তিনিই অনেক। পরমেষ্ট
 সম্বন্ধে এইরূপ নানা মত নানাবি
 নিবন্ধন ধ্বনিগণও সম্বন্ধ-স্বরূপ-নির্বা
 হইয়াছেন। তাহারাই তাঁহাকে সর্কভা
 করেন, তাঁহারা এই সেই পরম-কারণ প
 বদার্থ-স্বরূপ শিবের করিয়া অনন্ত
 নিরন্তর হন। শতাব্দীকোনিরন্তর
 তিনিই সকলের ঈশ্বর, সেই প
 ভগবান্ শূলীকে বাহারা যে পদান্ত ব
 থাকে, সে পদান্ত তাহার পাশে বস
 সংসারে চক্রেণেমির জ্ঞান ভ্রমণ করি
 অসীম হুঃখভোগ করিতে থাকে এবং
 হিরণ্যবর্ণ, বেদশ্রুতি, সর্ক-সাকী, বিদ্যা
 পরম পুত্রকে দেখিতে পায়, সে
 আনন্দজন্য জ্ঞান-ভোগ ও নিপা
 অকুল আনন্দ-ভোগ করত পরম
 লাভ করিয়া থাকে। ৩৪—৪০।

বসন্ত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

উপমহ্যাক্ষরবাচ ।

বা বন্ধঃ কাশ্যো মায়ের এব বা ।
১ বোদ্ধো বা হৃৎকারাত্মকস্তথা ॥ ১
সো বন্ধো ন চৈস্তো নেন্দ্রিয়াত্মকঃ ।
হৃৎকাপি ভূতবন্ধো ন কশ্চন ॥ ২
কলা চৈব নাবিদ্যা নিরতিস্তথা ।
৩ বিদেবঃ শস্তোরমিত্তেজসঃ ॥ ৩
বৈশোহস্ত কুশলাকুশলাস্তপি ।
৪ পাকশ্চ সুখ-দুঃখে চ তৎফলে ॥ ৪
৫ সম্বন্ধঃ সংস্কারৈঃ কৰ্মণামপি ।
৬ গগনসংস্কারৈঃ কালত্রিতয়গোচরৈঃ ॥ ৬
৭ কৰ্ত্তা নাদিরত্মকস্তথাস্তরম্ ।
৮ বাপি নাকার্য্যং কার্য্যমেব চ ॥ ৮
৯ বিবী নিরত্মা প্রেরকোহপি বা ।

সপ্তম অধ্যায় ।

কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! ভূতপতি
কৃত, কৰ্ম্মকৃত, মায়াকৃত, বুদ্ধিকৃত,
কিংবা প্রাকৃত বন্ধ এ সকল
অথবা বাহ্যকে সম্বন্ধাত্মক-মন-
তত্ত্বলক্ষণ-চিন্তাসম্বন্ধীয়, প্রোক্তাদি
লিঙ্গিতমাত্র-সম্বন্ধীয় এবং বাহ্যকে
তক বন্ধ বল) বায়, সে সকলও
জানিবেন । সেই অমিত্তেজাঃ
র কাল নাই, কলা নাই, অবিদ্যা
ই, রাগ (অর্থাৎ আসক্তি) নাই,
২ অতিনিবেশ (অর্থাৎ আগ্রহ),
শল, কৰ্ম্ম, জাত্যাদি, সুখদুঃখ
জানিবেন । জাত্যাদি সংস্কার,
গগনসংস্কার বা ভোগ—ভূত,
ন কালে এ সব কাহারও
বন্ধ নাই । তাঁহার কারণ বা
৩ ওতিনি আদি মধ্য ও অন্ত-
শন কৰ্ম্ম অথবা অকার্য্য ইহার
গণনীয় হয় না । সেই কৰ্ম্ম-
ই নাই, কাল নাই, মায় নাই

ন পতিৰ্ভুক্তপ্রীতা নাথিকো ন সমস্তথা ॥ ৭
ন জন্ম-মরণে তন্ত ন কাঙ্ক্ষিতমকাক্ষিতম্ ।
ন বিধিৰ্ন নিবেশ-স ন মুক্তিৰ্ন চ বন্ধনম্ ॥ ৮
নাস্তি বদ্বন্দকল্যাণং তৎ তদন্ত কদাচন ।
কল্যাণং সকলকালস্ত পরমাত্মা শিবো বভূঃ ॥ ৯
স শিবঃ সৰ্ব্বমেবেদমধিষ্ঠায় শশক্তিভিঃ ।
অপ্রচ্যুতম্বতো ভাবঃ স্থিতঃ স্থাপুরতঃ স্মৃতঃ ॥ ১০
শিবেনাদিষ্ঠিতং বশ্মাজ্জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
সৰ্ব্বরূপঃ স্মৃতঃ সৰ্ব্বস্তথা স্ফাভা ন মুহতি ॥ ১১
সৰ্ব্বো কদো নমস্তস্মৈ পুরুষঃ সন পরো মহান্ ।
হিরণ্যবাহৰ্ত্তগবান্ হিরণ্যপতিরীশ্বরঃ ॥ ১২
অহিকাপতিরীশানঃ পিনাকী দেববাহনঃ ।
একো ক্রমঃ পরংব্রহ্ম পুরুষঃ কৃষ্ণশিঙ্গলঃ ॥ ১৩

প্রভু নাই, প্রধোক্তক নাই, পতি নাই,
কিংবা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার সমান
এমন কিছুই নাই । তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, অস্তি-
নামিত, অনস্তিনামিত, বিধি, নিবেশ, বন্ধন বা
মুক্তি কিছুই নাই জানিবেন । আর বাহ্য বাহ্য
অমঙ্গল বলিয়া বিদিত, সে সকলও সেই ভগ-
বান্ শূন্য নহে, আর বাহ্য বাহ্য মঙ্গল বলিয়া
প্রসিদ্ধ, সেই সকলও তাঁহার অবিবর নহে ।
সেইজন্তই সেই পরমাত্মার অপর একটি নাম
শিব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে । সেই শিব
সৰ্ব্বরূপতে অধিষ্ঠিত হইয়া শশক্তির প্রভাবে
অস্থলিতভাবে বিরাজমান, এই জন্ত তাঁহার
নাম স্মাণ ১—১০ । সেই পরম-পুরুষ শিব
এই চরাচর জগতে অধিষ্ঠান করিতেছেন বলিয়া
তাঁহার সৰ্ব্বরূপী 'সৰ্ব্ব' এই নাম জগতে
কীর্ত্তিত হয় । ইহা জানিতে পারিলে আশীরা
আর মুক্ত হয় না । যিনি সেই সৰ্ব্ব নামে
বিদিত আছেন, যাঁহাতে শাস্ত পয়, মহৎ ও
পুরুষ শক প্রবৃত্ত হয়, যিনি ক্রমঃ, হিরণ্যবাহ,
ভগবান্, হিরণ্যপতি, দেব, অহিকাপতি,
পিনাকী ও কুববাহন প্রভৃতি নাম ধারণ করেন
সেই পরম-পুরুষকে শিবক নাম করিয়া কহিবেন
একজনই পরম ব্রহ্ম এক কৃষ্ণশিঙ্গল

যালাগ্রন্থো জগতো বিচিত্রো বহুবাহুরে ।
 হিরণ্যকেশঃ পরাকো হরনতান্ এষ চ ॥ ১৪
 যোঃবসর্পতাসো দেবো নীলগ্রীবো হিরণ্যকঃ ।
 সৌর্যো যোরন্তরা মিশ্রচাকরচাকৃতোহব্যরঃ ॥
 স পুংলিখ্যঃ পরমো ভগবানন্তকাস্তকঃ ।
 চেতসচেতনেশ্বকঃ প্রকাস্ত পরাংপরঃ ॥ ১৬
 লোকে দাতিশরকেন জ্ঞানৈবযো বিলোকিতে ।
 শিবহনাতিনংড়েন দ্বিতে প্রাথমনৌবিনঃ ॥ ১৭
 প্রতিমায় প্রতুতান্য ত্রুণাং শাস্ত্রবিভবম্ ।
 উৎসেটো স এবানো কালাক্ষেদবর্জিতাম্ ॥ ১৮
 কালাক্ষেদবৃত্তান্য শুভধামশাসো শুকঃ ।
 সর্গেবাসব সর্গেশঃ কালাক্ষেদবর্জিতঃ ॥ ১৯
 সিদ্ধিঃ স্বভাবিকী তত শক্তিঃ সর্গাভিশাক্তিনী ।
 জ্ঞানমপ্রতিমং নিত্যং বপুস্তাস্ত নিরুদম্ ॥ ২০
 ঐবর্গমপ্রতিবদ্যং সুখমাত্যন্তিকং কলম্ ।
 তেজঃ প্রভাবো বীজক কমা কাকপদেব চ ॥ ২১
 পরিপূর্ণত সর্গবিহার্যাক্রনোহতি প্রয়োজনম্ ।

তিনি হরনতান্ কেনাগ্রন্থো সূক্ষ্মভাবে অব-
 দ্বিত, হরনাক্রনো তাঁহাকে চিত্র করিতে হর ।
 তিনি হিরণ্যকেশ, তিনি পরলোচন, তিনি
 অসংখ্য এক তিনিই জগদ্বর্ষ । এই যে দেব
 বিবাহ্যসী, তিনিই নীলগ্রীব, তিনিই হিরণ্যক ।
 তিনিই সৌর্য, যোর, অকর, অস্ত এক
 অব্যয় । সেই ভগবানই পরম-পুরুষ বিশেষ
 এক অকরকর অকর । তিনি চেতন এবং
 অচেতনের অতীত আর প্রেকাভীভেদও
 অতীত । সর্গবিধন করেন, জগতের জ্ঞান-
 বর্ষ সর্গীয় এক শিবের জ্ঞানৈবযো অসীম ।
 কাল-পরিচ্ছেদ্য প্রতিমায় প্রতুত ত্রুণাদিতে
 সেই শিবই শাস্ত্রসমূহ উপদেশ দেন । সেই
 সর্গেবাই কাল-পরিচ্ছেদ্য নিবিন শুভরও
 শুক ; কেন না, কাল পারচ্ছেদ তাঁহার নাই ।
 ১৪—১৯ । তাঁহার সিদ্ধি স্বভাবিকী, শক্তি
 সর্গাভিশাক্তিনী ; তাঁহার জ্ঞান নিত্য এক
 জ্ঞানমপ্রতিমং নিত্যং বপুস্তাস্ত নিরুদম্ ।
 ঐবর্গমপ্রতিবদ্যং সুখমাত্যন্তিকং কলম্ ।
 তেজঃ প্রভাবো বীজক কমা কাকপদেব চ ॥ ২১
 পরিপূর্ণত সর্গবিহার্যাক্রনোহতি প্রয়োজনম্ ।

পরাসুগ্রহ এবাত কলং সর্গত কর্ণঃ ।
 প্রণবো বাচকস্ত শিবস্ত পরমায়নঃ ।
 শিব-রুদ্রাভিশাক্তান্য প্রণবো হি পরঃ স
 শক্তোঃ প্রণববাচ্যস্ত ভাবনং ত্রুণাদি
 বা সিদ্ধিঃ সা পরা প্রাপ্য ভবত্যেব ন স
 ত্রুণাদিকাকরং দেবমাহর গমপারগাঃ ।
 বাচ্যবাচকরোহৈক্যং মণ্ডমানা মনসিনঃ ।
 অত ম'জ্ঞাঃ সমাখ্যাতা ত্রুণো বেষ্মুর্নি
 অকার'চাপ্যকার'চ মকারো নাদ ইত্যপি
 অকারং বহু চ প্রাহরকারো বজ্রচ্যতে
 মকারঃ সাম নাদোহত কতিবাক্ষসী সূ
 অকার'চ মহাবীজং রক্তঃপ্রটো চতুর্ভুগঃ ।
 উকারঃ প্রকৃতিধোনিঃ সত্ত্বং পালয়িতা হি
 মকারঃ পুরুষো বীজং তমঃ সংহারকো হি
 নাদঃ পরঃ পূমানীশো নিষ্ঠ বো নিষ্ঠির
 এবং তিস্তিত্তিরেবৈব মাত্রাভিমিথিল্য ।
 অতিমার শিবাস্তানং বোধ্যতাক্রমাত্রা ।

পূর্ণ, সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে তাঁহার শি-
 কল নাই । পরাসুগ্রহই তাঁহার
 উদ্দেশ্য । প্রণবই সেই পরম
 বাচক ; শিব রুদ্র ইত্যাদি শব্দের
 সর্গপ্রটো । প্রণব-বাচ্য শিবের
 প্রণবরূপ হইতে পরমা সিদ্ধি ।
 থাকে । এই অতই বাচ্য এবং
 অচেত-বীকতা আগম-পারগ মনসি
 দেহকে 'একাকর' স্বরূপ বলিয়া
 বেষ্মুর্নিকহিত এই প্রণবের চারিটি
 অবয়ব ; বধা,—অকার, উকার, ব
 নাদ । ইহার অকার রুদ্র, উকার
 মকার সামবেদ এবং নাদ অধর্কবেদ ।
 মহাবীজ, রক্তোণ্ড এবং প্রটো চতুর্ভু
 প্রভৃতি, সত্ত্বগুণ এবং পালয়িতা শিব
 পুরুষ, বীজ, তমোণ্ড এবং সংহারক
 আর 'আদ' নিষ্ঠগ নিষ্ঠির পরম-
 শিব । এই প্রণব, এইরূপ শি-
 বিবিন জগদস্ব-বাক্য হইয়া বর্ষ
 কাল শিবসুন্দরী পদকরা

পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিদ-
লীয়ে ন চ অ্যায়োহন্তি কশ্চিৎ ।
ইব স্তক্কো দিবি তিষ্ঠত্যোক-
নং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্ব্বম্ ॥ ৩১
ত্রিশৈবে মহাপুরাণে বাগবীরসংহি-
তায়মুত্তরভাগে শিবতত্ত্বকথনে
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

উপমহ্যাক্রবাচ ।

বকৌ তস্ত বিদ্যা বিশ্ববিলক্ষণা ।
পেণ ভাতি ভানোরিব প্রভা ॥ ১
স্তুত্বা ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াদয়ঃ ।
ন বহুবিকুলিন্সা যথা তথা ॥ ২
গ্যাং নানাবিদ্যোপদ্রাবয়ঃ ।
স্ফুটঃ প্রকৃতিশ্চ পরাং পরা ॥ ৩
যায়া অজাদ্যাংপি মূর্তয়ঃ ।

তার পর এবং অপর কিছু নাই,
তর এবং জ্যোষ্ঠ কিছু নাই, যিনি
এ বৃক্ষবৎ নিঃশলভাবে অধিষ্ঠিত,
ই নিখিল অগ্নং ব্যাপ্ত করিয়া
—৩১।

৪ম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

কহিলেন,—হে বনমালিন্ ! সেই
বিশ্ববিলক্ষণা স্বাভাবিকী বিদ্যা-
এক হইলেও তামুর প্রভার
পে প্রকাশ পাইতেছেন । আবার
উরু বহির বিকুলিন্স-সদৃশ ইচ্ছা,
মায়ায় অনন্ত শক্তি অবস্থিত
শক্তি হইতেই সর্বাংশে ইন্দ্র
। বিদ্যোপদ্রাবী পুরুষ পরাং পর
হইয়াছেন ।

বচ্যান্তপি তং সৰ্ব্বং তস্তাঃ কার্যং ন সংশয়ঃ ।
স শক্তিঃ সৰ্ব্বদা স্মৃতা এবোখানন্দরূপিনী ।
শক্তিমানুচ্যতে দেবঃ শিবঃ শীতাংভূষণঃ ॥ ৫
বেদ্যঃ শিবঃ শিবা বিদ্যা প্রজ্ঞা চৈব ক্রতিঃ স্মৃতিঃ
বৃত্তিরেবা স্থিতির্নিষ্ঠা জ্ঞানেন্দ্রাকর্ষশক্তয়ঃ ॥ ৬
অজ্ঞা চৈব পরং ব্রহ্ম য়ে বিদ্যে চ পরাপরে ।
তদ্বিদ্যা তদ্বকলা সৰ্ব্বং শক্তিকৃতং বতঃ ॥ ৭
মায়া চ প্রকৃতিভাবো বিকারো বিকৃতিস্তথা ।
অসক্ত সক্ত বং কিকিং তরা সৰ্ব্বমিদং ততম্ ॥ ৮
স দেবী মায়ায়া সৰ্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।
মোহয়ত্যপ্রবোহন মোচয়ত্যপি লীলয়া ॥ ৯
অনয়া সহ সর্বেশঃ সপ্তবিংশৎপ্রকারয়া ।
বিরং ব্যাপ্য হিতস্তম্যামৃতিব্রত প্রবর্ততে ॥ ১০

পর্যন্ত ও ব্রহ্মাদি নিখিল মূর্তি, আর এতদ্ব্যতীত
যাহা বাহ। আছে, সে সকল সেই বিদ্যাশক্তিরই
যে কার্য, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।
সেই শক্তিরই সর্বত্র পতি ; স্বয়ং তিনি চিন্ময়ী
আনন্দরূপিনী ও স্মৃতা বলিয়া বিদিতা আছেন ।
তাহা হারাই শীতাংভূষণ শিব শক্তিমান
বলিয়া প্রসিদ্ধ, জানিবেন । জেয় হইতে সেই
শিবই হন । আর সেই শক্তিই বিদ্যা, এক
বাহাকে বাহাকে প্রজ্ঞা, ক্রতি ও স্মৃতি বলা
বার, সেই সকল শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয় ।
সেই শক্তিই বৃত্তি, তিনিই স্থিতি, তিনিই নিষ্ঠা ;
তিনিই জ্ঞান, ইচ্ছা, কর্ষ প্রভৃতি শক্তি । পর-
ব্রহ্মস্বরূপ অজ্ঞাচক্রে, পর ও অপর বিদ্যায়,
তদ্বিদ্যা এবং তদ্বকলা এতৎসমস্তই শক্তি-
সম্পাদিত মায়া, প্রকৃতি, জীব, বিকার,
বিকৃতি ও বাহা বাহ। সং ও অসং বলিয়া
প্রসিদ্ধ, সে সকলকে সেই শক্তিই বিস্তার
করিয়াছেন । সেই শক্তি দেবীই মায়াবলে
চরাচর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে অনায়াসে মোহিত
করিতেছেন ; আবার অনলীলার সেই মোহ
হইতে মোচন করিতেছেন । সর্বেশ্বর
সেই সপ্তবিংশতিপ্রকারয়া
অনয়া সহ এই শিব ব্যাপ্য হিতস্তম্যামৃতিব্রত
প্রবর্ততে এই শিব

মুখকং পুৰা কেচিৎকুরো ব্রহ্মবাদিনঃ ।
 সংশয়াবিত্তকনসো বিম্বশক্তি বধ্যতথম্ ॥ ১১
 কিং কারকং কুতো জাতা জীবামঃ কেন বা বরম
 ক চান্বাকং সম্প্রতিষ্ঠা কেন বা বিষ্টিতা বরম্ ॥ ১২
 কেন বর্তমহে নবং সুবেষভেষু চামিশম্ ।
 অনিন্দ্য্য চ বিবত বাবহা কেন বা কুতা ॥ ১৩
 কালঃ বক্তব্যো নিবত্তিৎকু নাত্র বৃহাতে ।
 কুতানি বোমিঃ পুৰুষো বৈশ্বৈশ্বাং পৰোহথবা ॥
 অচেতনতাং কালান্বেষ্যতম্বেহপি চান্বকঃ ।
 সুবহুবাতিত্বং বরমীশকং বিচার্য চ ॥ ১৪
 তে ব্যাকরণানুগতঃ প্রাপত্তম্ শক্তিবৈবরীম্ ।
 পান্যক্কেদিকং সাক্ষাতিগতং বস্তুবৈতশম্ ॥ ১৫
 তস্মা বিচ্ছিন্নশাস্ত্রে সৰ্বকারণকারণম্ ।
 শক্তিমতঃ মহাদেবমপত্তম্ দিব্যচক্ষুৰা ॥ ১৬
 যঃ কারণানুশেষাদি কালান্বসহিতানি চ ।

লাভ করিতে কেহ অসমর্থ হয় না । ১—১০ ।
 পূৰ্বে কতকগুলি বেদব্যাখ্যায়ী মহাবি বৈষ্ণব-
 লয়া হইয়া সাধারণ উপাধিত হওয়াতে বসুধা
 ভিত্তি করিতে অসমর্থ করিলেন,—অম্বাদিনের
 কার্য কে ? কোথা হইতেই বা আমরা উৎপন্ন
 হইয়াছি ? কহা বরাই বা আমরা জীবন-
 কাল করিতেছি ? আত্মাদিনের স্থিতি ও বা
 কোথায় ? কহা কতকই বা আমরা অবিষ্টিত
 আছি ? কহা বরাই বা আমরা নিত্য সুখ
 এক মুখে নিরন্তর অধিগমন করিতেছি ?
 এক কেই বা এ বিশ্বের অসংখ্য বস্তু
 করিয়াছেন ? কাল, বক্তব্য, নিবত্তি, বৃহৎ-
 পকৃষ্ণ, প্রকৃতি, পুৰুষ বা এতৎসমষ্টি এ সন-
 তিভেদে কত ভেদে কেননা কালারি অচেতন
 অচেতনে কত ? বকে না । পুৰুষ (আত্ম)
 চেতন হইলেও সুব-হুবাতিত্ব, অ-চে-
 তন্যসমস্ত সামান্যতম ; ইহা বিচার করা
 জীব্যায় পান্য-বিচ্ছিন্নতা বস্তুপদ্য এইরূপ
 শক্তি, কাল-বৈশ্বৈশ্বাং পৰোহথবা এই
 শক্তিরূপের বিচ্ছিন্নতা হইয়া জীব্যায় সৰ্বকারণ-
 কালান্বিত্যসমস্ত বস্তুপদ্য এইরূপে অবিষ্টিত
 হইয়াছে ।

অগ্রমেয়োহনয়া শক্ত্যা সাক্ষ্যে কোবিদিত্ব
 ততঃ প্রসাদবোপেন বোপেন পরমেশ চ ।
 বৃটেন শক্তিবোপেন দিব্যাং গতিবাপুৰুষ ।
 তস্মাং সহ তথা শক্ত্যা কৃদপি পশ্যতি যে
 তেষাং শাস্তিকৌ শাস্তির্নেত্রেবামিতি কৃদপি
 ন হি শক্তিমতঃ শক্ত্যা বিশ্রয়োপোহনয়ি
 তদ্যাক্ষতেঃ শক্তিমতঃ প্রসাদবিত্তিক
 ক্রমোহবিবক্ষিতো ননং বিমুক্তো জন-
 প্রসাদে সতি সা মুক্তিধর্ম্যঃ করতলে দি
 দেবো বা দানবো বাপি পশুর্বা বিহগো
 কৌটোহথবা কৃমির্বাপি মুচ্যতে তৎপ্রসাদ
 পত্তমো জায়মানো বা বালো বা তরুণো
 বৃদ্ধো বা মিত্রমাণো বা সর্গস্থো বাধ নার
 পতিতো বাপি ধর্ম্যস্তা পতিতো মুচ্যেৎ
 প্রসাদে তৎকরণেন মুচ্যতে নাত্র সন্দ

দেব এই শক্তিসাহচর্যে কাল আত্মা
 অংশব কর্তব্য অধিষ্টিত । অনন্তর মূ
 ত্তিক-বর্ণে ও পরম বোপ (অর্থঃ বি-
 নিবেদ) বলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লব
 দিব্য-গতি প্রাপ্ত হইলেন সেই
 কৃষ্ণ । যে জন সেই শক্তির সহিত
 জন্মরাগের দোষে বঞ্চে, সেই
 শাস্তি-লাভে সমর্থ হয়, তদ্বিত্তিক
 করিতে পারে না । ১১—২০ । সেই
 মানু পরমেশ্বর কখনও শক্তির সহিত
 হন না । সেই হেতু শক্তি ও শক্তি
 হইলেই শাস্তি নিরতিশয় জ্ঞানরূপ
 লাভ হইয়া থাকে । মুক্তিলাভে জন
 এই দুঃসীম ভ্রম অধিত হয় নাই, তা
 শক্তি বা কামান প্রদান হইয়াই মুক্ত
 হইয়া গিয়াছে না । দেব, প
 পক্ষা মীট, তম স্বর্বা কৃষ্ণ
 সেই শক্তিশব্দে প্রসাদে মুক্তি পাই
 পত্তম অথবা জাত হউন, বালক কি
 অথবা বৃদ্ধ হউন ; বর্গস্থ, বার
 বর্গস্থ, পতিত অথবা মুক্ত হউন
 হইয়াই সেই শক্তি-বর্ণের

ক কারুণ্যাক্তান্য পরমেশ্বরঃ ।
ন সন্দেহো নিগূহ্য বিবিধান্ মলান্ ॥ ২৬ ॥
সা ভক্তিঃ প্রসাদো ভক্তিসম্ভবঃ ।
মুৎপ্রেক্ষ্য বিদ্যাংস্তত্র ন মুহতি ॥ ২৭ ॥
কিা বেষ্য ভক্তিমুক্তিবিধায়িনী ।
ক্যতে প্রাপ্তুং নরৈরেকেন জগত্ ॥ ২৮ ॥
সিদ্ধানাং শ্রোত-স্মার্তানুবর্তিনাম্ ।
প্রবুদ্ধানাং প্রসাদতি মহেশ্বরঃ ॥ ২৯ ॥
দেবেশে পশোন্ত্যমিন্ অবর্ততে ।
মমেত্যজ্ঞা ভক্তির্বুদ্ধিপূঃসরা ॥ ৩০ ॥
শৈবৈব শৈবঃ সংযুক্ত্যতে নরঃ ।
তদভ্যাসম্বতো ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥
ভক্তাঃ প্রসাদো লভাতে পরঃ ।
ধর্মান্ভো মুক্তিভুক্তিঃ হুনির্বতিঃ ॥

কিছুগাত্রও সন্দেহ নাই। সেই
যে ভক্ত অযোগ্য হইলেও করুণা-
র বিবিধ পাপ নাশ করত যে,
ধাক্কেন, ইহাতে কিছুই সংশয়
ঐ প্রসাদ হইতেই ভক্তি উৎপন্ন
সহি ভক্তিই প্রসন্নতার কারণ ;
যাতে অধিকারভেদ বিবেচনা করিয়া
ঐ মুক্তিবিধায়িনী প্রসাদ-
কে মনুষ্যেরা সহজে এক
করিতে পারে না ; অনেক
কর্মে, চিন্তাশোধন করিয়া বিষয়-
ও সত্যের মতানুবর্তী প্রবুদ্ধ
ই মনুষ্য প্রসন্ন হন ; তিনি
সেই পশু-পক্ষ-মাতৃ-ঈশ্বর
প্রকৃতির বুদ্ধিসম্পন্ন স্বাক্ষর ভক্তি
—৩০— শৈব ধর্ম ভোক্তাধিকার
গ্রহণ করে অনন্তর ভাগ্য
শৈব ধর্মের আচরণ অভ্যাস
ভক্তি পবন ভক্তি জন্মে। সেই
রা মনুষ্য পবন প্রসাদ লাভ
সেই প্রসাদবলে সকল পাপ
হুনির্বতি ভক্তি হইয়া থাকে।

অজ্ঞতাযোঃপি যো মর্ত্যঃ সোহপি জগজ্জগৎ পরম্
ন যোনিবস্ত্রপীড়াং বৈ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥
সাক্ষানহা চ বা সেবা সা ভক্তিরিতি কথ্যতে ।
সা পুনর্ভিদ্ধাতে ত্রেধা মনো-বাক্য-কায়সাধনৈঃ ॥ ৩১ ॥
শিবরূপাদিচিন্তা বা সা সেবা মানসী স্মৃতা ।
অপাদির্বাচিকী সেবা কৰ্মপূজাদি কারিকী ॥ ৩২ ॥
সেবয়ঃ ত্রিসাধনা সেবা শিবধর্ম্যচ কথ্যতে ।
স তু পঞ্চবিধঃ শ্রোতঃ শিবেন পরমাক্ষরঃ ॥ ৩৩ ॥
তপঃকর্ম জপো ধ্যানং জ্ঞানকেতি সমাস্ততঃ ।
কর্মলিঙ্গার্চনাদ্যক তপ-চাত্তারাদিকম্ ॥ ৩৪ ॥
অপরিমিত শিবাত্ম্যাসক্তিতা ধ্যানং শিবস্ত তু ।
শিবানমোক্তং যজ্ঞ জ্ঞানং তদত্র জ্ঞানমুচ্যতে ॥ ৩৫ ॥
শ্রীকর্ণেন শিবেনোক্তঃ শিবায়ৈ চ শিবাপনঃ ।
শিবাপ্রিতানাং কারুণ্যাক্তৈরসামেকসাধনম্ ॥ ৩৬ ॥
তস্মাদ্ভিবদ্ভয়েভুক্তিং শিবে পরমকারণে ।
তাজ্জেক্ষ্য বিষয়সমস্তং শ্রেয়োহর্থী যতিমান্ নরঃ ॥

ইতি শৌশেবে মহাপুরাণে বারবীরসংহি-
তায়ামৃতরত্নাগণে শিবতত্ত্বকথনে-
হষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

যে মনুষ্যের অল্প ভক্তি, সেও জগজ্জগৎ পর
যোনিবস্ত্রপীড়া হইতে মুক্ত হয় ; ইহাতে
কোনও সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা বার্তিক
উপচারযুক্ত সেবা ও মানসী সেবাকে ভক্তি
বলেন ; সেই ভক্তির আবার বাক্য মন্য কায়
রূপ সাধনভেদে তিন প্রকার। শিবরূপাদি-
চিন্তাই মানসী ভক্তি হয়, অপাদিকে বাচিকী
ভক্তি বলেন ও পূজাদি কর্ম, কারিকী ভক্তি
বলিয়া প্রসিদ্ধ এই ত্রিসাধনা ভক্তিই শিব-
ধর্ম বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় ; পরমাত্ম শিব, সেই
শিবধর্ম আবার পাঁচ প্রকার, ইহা বলিয়াছেন।
তপঃ, কর্ম জপ, ধ্যান, জ্ঞান এই পাঁচটি সেই
পাঁচ প্রকার শিবধর্ম ; চাত্তারাদিই তপঃ,
লিঙ্গার্চনাদিই কর্ম, তিন প্রকার শিবাত্ম্যই
জপ, শিব-চিন্তাই ধ্যান আর শিবানমোক্ত
জ্ঞানই জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। প্রেমসেব
পারমহংস ঐ শিবধর্মকে ভক্তিবলে ঐশ্বর্য
শিবধর্ম এই কায় মনো-বাক্য-কায়

নবমোহখ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

উপমন্ত্ৰোক্তমিহাশি শিবেন পরিত্যক্তম্ ।
 বেদসংগ্রহং শিবজ্ঞানং বাস্তবতানং বিমুক্তয়ে ॥ ১
 অতঃকালানবুতানামবুতানামগোচরম্ ।
 অর্থেষাং সংস্কৃতং গুণমগ্রানিহিতম্ ॥ ২
 বর্ণিতমকৃতৈর্ভৈর্বিদ্যৈর্ভৌতং কচিং সমম্ ।
 যোঃ কক্লান্তত্বতা সাংখ্যবোধোদয় কৃৎসনঃ ॥ ৩
 শঙ্ককোটিপ্রবাহেন বিদ্যৈর্ভৌতং গ্রন্থসংখ্যয়া ।
 কথিতং পরমেশেন তত্র পূজা কথং প্রোতো ॥ ৪
 কতাদিকারঃ পূজাভৌ জ্ঞানবোধোদয়ঃ কথম্ ।
 তং সর্জনং বিদ্যায়ৈব কক্লমহঁসি হুত্রত ॥ ৫

কীর্তন করিলেন । অতঃপূর্ব মতিমান্ মনুষ্যেরা
 বিদ্যাসক্তি পরিত্যাপ করত অনাদি-নিধন তত্ত-
 বৎসল সেই শিবের দিন দিন তত্ত্বের কলা ব্যক্তি
 করিতে আসন্ন হইবে না ॥ ৩১—৪০ ॥

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে উপমন্ত্ৰ ! বহা
 অতঃক, অগ্রদূত ও অবদূত লোকের আগোচর,
 বাহ্য পক্ষসর্গাধি-অর্থ-সংস্কৃত, বাহ্য বর্ণ ও
 আশ্রয়-কৃত বর্ণ বাহ্য হর্ষের ও কোন কোন
 স্থলে সলল এত অগ্রান্ত লোকের বাহ্যক
 সূত্র বলিয়া নিম্ন গরিষ্ঠ থাকে, সেই বাস্তব
 সৌন্দর্য বিমুক্তি-নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান পরমেশ্বর
 কর্তৃক অনুইপু হোকে কথিত, বহুত বেদ এবং
 আশ্রয়-বর্ণ হইতে সমগ্ররূপে উদ্ধৃত, শত
 কোটি পরিমাণে বিদ্যার্ণ বেদসংগ্রহ শিবজ্ঞান
 কীর্তিতে সর্গাধার শূন্য করিয়াছে ; অহা
 কীর্তন করিয়া অসংখ্য তিস্প্র করন
 কলম ভাষ্যে পূজাই বা কি প্রকার ? কারারা
 কলম পুস্তকাদি-সংস্কৃত কলম জ্ঞান-বোধনি
 মিত্তক কীর্তন করিয়াছে ॥ ৩১—৪০ ॥

উপমন্ত্ৰোক্তম্ ।

শিবং সংকিপ্য বেদোক্তং শিবেন পরিত্য-
 জ্ঞত-নিদ্রাকিরহিতং সদ্যঃপ্রত্যবকারকম্
 গুরুপ্রসাদজং দিব্যমনাশাসেন মুক্তিমম্ ।
 কথয়িষ্যে সমাসেন তত্ত্ব শঙ্কো ন বিস্তর
 সিংহকরা পুরাণ্যুক্তাচ্ছিবঃ স্বাগুর্মহেশ্বরঃ
 সংকার্যকারুণ্যপেতঃ স্বয়মাবিরূপঃ প্র
 জনসামাস চ তদা কবিবিদ্যাদিকঃ প্রভুঃ
 দেবানাং প্রথমং দেবং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মকঃ
 ব্রহ্মাপি পিতরং দেবং জায়মানোহবৈ
 তং জায়মানং জনকো দেবঃ প্রাপজ্ঞাত
 কৃষ্টো ক্রমেণ দেবোহসাবস্রজদ্বিমৌবর
 বর্ণপ্রমথ্যবস্থাঞ্চ চকার স পৃথক্ পৃথক্
 সোমং সমর্জ্য বক্ষ্যার্থে সোমাদ্রোণোঃ স
 ধরা চ বহ্নিঃ সূর্য্যোহং যজ্ঞো বিদুঃ শচী

কক্লন উপমন্ত্ৰা কহিলেন—হে
 আমি সেই আত্ম-বিদ্যাম জনক, স্রষ্টি
 করিত, গুরুপ্রসাদোৎপন্ন, অনায়সে
 বেদোক্ত, দ্বিবা, শিবভাবিত, ৩১
 সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি। প্র
 কারণ, আমার বিস্তার করিয়া বর্ণি
 নাই। পূর্বে সমং ভগবান মহেশ্বর
 বাসনার কারুণ্যরূপে অবস্থিত কার
 সমস্ত চইয়া অব্যক্ত হইতে আবির্ভূত
 আবির্ভূত হইয়াই সেই প্রভু ব্রহ্মপতি
 সকল দেবের প্রধান ব্রহ্মকে সৃজন
 ত্রৈ ব্রহ্মা উপমন্ত্ৰ হইয়াই দেব পিতার
 নিমিত্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।
 ব্রহ্মপিতা বিবনাথও জায়মান পু
 আশ্রয়দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ১—১০
 ব্রহ্মাও পিতা কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া
 করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ ও
 ব্যবস্থা বিধান করিলেন। তাহার পর
 সেই ব্রহ্মা সোমকে সৃজন কর
 সেই সোম হইতে বস, ধর্ম
 নিহ ও শচীপতি

বায়বীয়মংহিতা ।

চ সুরা ক্রুদ্ধং ক্রুদ্ধাধ্যাক্ষেন তুইবুঃ ।
 স্তম্বো দেবানামগ্রতঃ প্রভুঃ ॥ ১৩
 দলৌলার্থং তেষাং জ্ঞানং মহেশ্বরঃ ।
 জ্ঞাতো দেবাঃ কো ভবানিতি মোহিতাঃ ॥
 ভগবান্ ক্রুদ্ধো হৃহমেকঃ পুরাতনঃ ।
 মমেবাহং বর্তামি চ সুরোত্তমাঃ ॥ ১৫
 চ মস্তোহন্তো ব্যতিরিক্তো ন কণ্ঠন ।
 গং সর্ষং তপস্যামি স্বতেজসা ॥ ১৬
 : সমো নাস্তি মাং যো বেদ স মুচ্যতে
 গবান্ ক্রুদ্ধস্তত্বেবাস্তরধীমত ॥ ১৭
 জ্ঞাতো দেবং দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ ।
 ॥ ক্রুদ্ধমস্ববংশে চাভিহবঃ ॥ ১৮
 ক্রুদ্ধেণ ক্রুদ্ধেণ ব্রহ্মভিস্তথা ।
 বিবৈবৈরৈঃ স্তৈলৈঃ শৈবৈশ্চ নামভিঃ

অনন্তর সেই সকল দেবতা এবং
 দেবগণ “নমস্তে ক্রুদ্ধ” ইত্যাদি ক্রুদ্ধা-
 | স্তব করিলে প্রভু মহেশ্বর প্রসন্ন-
 | খে আবির্ভূত হইয়া লীলা-বাসনার
 | জ্ঞান অপহরণ করিলেন । এই-
 | গ জ্ঞানশূন্য হইয়া মোহ বশতঃ
 | করিলেন,—আপনি কে ? ভগবান্
 | লিলেন,—এ জগতে আমিই পুরাতন
 | টীয় বলিয়া কথিত হই । হে
 | ॥ প্রথমে আমিই এ জগতে
 | ষং এখনও অবস্থান করিতেছি,
 | তে আমিই থাকিব ; এ জগতে
 | আর কেহই নাই এবং আমিই
 | এই নিখিল জগতের তপ্তিসাধন
 | এ জগতে এমন কেহই নাই, যে
 | অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা সমান । যে
 | ক অবগত হইতে পারে, সেই
 | পথিক হয় । ভগবান্ সুরগণকে এই
 | । সেখান হইতে অন্তর্হিত হই-
 | য় পর বধন বিষ্ণু প্রভৃতি ত্রিমূ-
 | ল্যাকে দেখিতে পাইলেন না ;
 | রা উর্বাহ হইয়া নন্দনকোষে
 | ১৩ পরিভ্রম্য ক্রুদ্ধমহা, সর্বদা

ব্রতং পাতপতং কৃতা অধর্মশিরসি হিতম্ ।
 তন্ময়সমুদ্রসর্কাক্ষা বভূবুঃসরাস্বতী ॥ ২০
 অথ তেষাং প্রসাদার্থং পশুনাং পতিরীশ্বরঃ ।
 সগণ-চান্দ্রা সার্কং সান্নিধ্যমকরোং প্রভুঃ ॥ ২১
 বং বিনিদ্রা জিতশ্বাসা বোগিনো দক্ষকিষিকাঃ ।
 হৃদি পশুস্তি তং দেবং দদৃশুর্দেবপুঙ্গবাঃ ॥ ২২
 বামাহঃ পরমাং শক্তিমীশ্বরেচ্ছানুবর্তিনীম্ ।
 তামপশ্বান্ মহেশস্ত বামাস্তে বামলোচনাম্ ॥ ২৩
 যে বিনিদ্র-উৎসংসারাঃ প্রাপ্তাঃ শৈবং পরং পদম্ ।
 নিত্যসিদ্ধান্তে যে চান্তে তে চ দৃষ্টা নরেশ্বর্যঃ ॥ ২৪
 অথ তং তুইবুর্দেবা দেব্যা সহ মহেশ্বরম্ ।
 স্তোত্রৈর্মাহেশ্বরৈর্দিত্যৈ স্তোত্রৈঃ পৌরানিকৈশ্চ
 দেবোহপি দেবানালোক্য কুপয়া কুবজধ্বজঃ ।

ক্রুদ্ধমগ্নে, শিবনামকীর্ণনে এবং নানাবিধ ভব
 ও অস্ত্রাশ্রয় সূক্ত দ্বারা সেই ভগবান্ ক্রুদ্ধের ভব
 করিতে লাগিলেন এবং সকল অস্ত্র তন্ময়সর
 করিয়া অধর্মবেদের শিরোভাগস্থ পাতপতব্রত
 করিতে লাগিলেন । ১১—২০ । এই সকল ভব-
 নিয়মে ভগবান্ পাতপতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া
 সেই দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করিতে বেশী
 উমা ও স্বকীয় অনুচরবর্গের সহিত তাঁহাদের
 প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেন । নিম্নাপ গোষ্ঠীরা
 জিতশ্বাস ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যে দেব
 শূলীকে হৃদয়ে দেখিয়া শাস্ত অর্নিবর্তনীয়
 আনন্দ অনুভব করেন এবং যে উমাকে ঈশ্বরের
 ইচ্ছানুবর্তিনী পরমা শক্তি বলিয়া থাকেন ;
 দেবগণ সেই মহেশ্বরকে এবং তাঁহার বাম-
 শোভিনী বাম-লোচনা মহেশ্বরীকে দেখিয়া
 নন্দন সার্থক করিলেন । আর বাহারা সৎসার
 পরিত্যাগপূর্বক পরম শৈবগণ প্রাপ্ত হইয়া
 ছেন ও বাহারা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কেবল
 সেই গণপতিদিগকেও দেখিয়া অপর আনন্দকে
 আশ্রয় হইলেন । অনন্তর অমরবৃক্ষ বামহারা
 স্তোত্র এবং দিব্য ও পৌরানিক ভব দ্বারা এবং
 ও দেবীকে ভব করিতে লাগিলেন । পশুনাং
 শিরোভাগে তাঁহাদিগের অস্ত্র প্রসন্ন হইয়া, পশু-
 শিরোভাগে অস্ত্র প্রসন্ন হইয়া, পশু-
 শিরোভাগে অস্ত্র প্রসন্ন হইয়া, পশু-

বায়বীরসংহিতা ।

পারাদ্যং ব্রহ্ম-কৃত-বিশাশ্রিতি ।
 দেবেশং দেবা জগদ্ব্যপনতম্ ॥ ৪১ ॥
 যতঃ তস্মিন্ শাস্ত্রে তিরোহিতে ।
 পপ্রচ্ছ তদকস্মা মহেশ্বরী ॥ ৪২ ॥
 দত্তো দেবো দেব্যা চন্দ্রার্জভূষণঃ ।
 মুকুতা শাস্ত্রং সর্বাঙ্গমোত্তরম্ ॥ ৪৩ ॥
 তন্মাকে নিরোগাং পরমেষ্ঠিনঃ ।
 গুরুণা দধীচেন মহাবিশা ॥ ৪৪ ॥
 ধৌর্জ্যং যুগাক্তেষু শূলধ্বজ ।
 বিমুক্তার্থং কুরুতে জ্ঞানসত্ত্বতিম্ ।
 ভার্গবশ্চ অঙ্গিরাঃ সবিতা বিজাঃ ।
 তুর্ধ্বো বশিষ্ঠো মুনিপুত্রবঃ ॥ ৪৫ ॥
 আমা চ ত্রিরতো মুনিপুত্রবঃ ।
 স্বয়ং ধম্বো নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪৬ ॥
 বিধীমাংস্তথা চৈব কৃতজ্ঞতঃ ।
 ব্রহ্মাজো গৌতমঃ কবিসত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥
 সাক্ষাং তথা স্মারগণিঃ শুচিঃ ।

এ বেদশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র উপদেশ দান
 ত হইলেন । ২১—৪০ । অমর-
 াহোপদেশে “ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও
 ই পুজার অধিকারী” ইহা জানিতে
 দেবকে প্রণাম করত ব্রাহ্মণে
 ন । অনন্তর বহুকাল গত হইলে
 া বধন তিরোহিত হইল, তখন
 দী মহেশ্বরী পড়িকে জিজ্ঞাসা
 মাধ ভগবান্ চন্দ্রশেখর সারাংশ
 বদোংকুট শাস্ত্র বর্ণনা করিলেন ।
 সেই পরমপুরুষের নিরোগাত্মসারে
 দধীচি এবং আমি এ জগতে
 প্রচার করি এবং স্বয়ং শূলপাশিও
 ধীতে অবতীর্ণ হইয়া, স্বীয় ভক্ত-
 সিনার জ্ঞানসত্ত্বতি প্রদান করেন ।

ভু, সত্য, ভার্গব, অঙ্গিরা,
 বৈ, ব্রহ্ম, মুনিপুত্রবঃ বশিষ্ঠ,
 মুনিপুত্রবঃ ত্রিরত, শতশেখর,
 অবতার, নারায়ণ, স্বয়ং,
 কৃতজ্ঞ, দীর্ঘজীবী, অমর,

তুর্ধ্বমুনিঃ কৃষ্ণশক্তিঃ শাস্ত্রেণ উত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥
 জাতুকর্ণো হরিঃ সাক্ষাং কৃষ্ণকৈশোরসো বৃষ্টি-
 ব্যাসান্তে তে চ শৃঙ্গ কংকণোপায়ান্ কল্যাণ-
 লৈসে ব্যাসাবতারানি বাপরাহেবু হুত্রত ।
 যোগাচার্যাবতারানি তথা ভিষ্যে কু শূলিনঃ ॥ ৪৯ ॥
 তত্র তত্র বিতোঃ শিষ্যাশ্চহারঃ স্যুর্ধ্বহৌজসঃ ।
 শিষ্যাশ্চেষাং প্রশিষ্যাশ্চ শতশেখরঃ সহজঃ ॥ ৫০ ॥
 তেষাং সস্তাবণাম্নোকে মেবাস্ত্রাকরশানিভিঃ ।
 ভাগ্যবন্তে বিমুচ্যন্তে ভক্ত্যা চাত্যন্তজবিভাঃ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীরসংহিতা-
 মুত্তরভাগে শিবোক্তশৈবভক্তকথনে
 নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যুগাক্তেষু সর্বেষু যোগাচার্যজ্ঞেন তু ।
 অবতারানি শরীত শিষ্যাশ্চ ভগবান্ বদ ॥ ১ ॥

কবিসত্তম গৌতম, বাজজবা মুনি, ব্রহ্মা-
 শুচি, তুর্ধ্বমুনি, কৃষ্ণশক্তি, পরশুরাম, জাতু-
 কর্ণ্য এবং সাক্ষ্যং নারায়ণ বৈষ্ণব, এই
 অষ্টবিশতি ব্যাস । ইহারা করে করে জগত-
 বদ । শিষ্য-পুত্র এই বিষয় বর্ণিত আছে ।
 হে হুত্রত ! ব্যাসাবতার বাপরাহেবু ; শিষ্য-
 যোগাচার্য অবতার কলিহুমে । সেই এক-
 শিষ্যের এতোকেরই চারি চারি মহাশক্তি
 শিষ্য । প্রশিষ্য শত শত, সহস্র সহস্র শতকে
 তাঁহাদিগের সহিত সস্তাবণ, তাঁহাদিগের
 সেবা, আত্মপাক ইত্যাদি করিয়া জগত-
 শাসন অত্যন্ত ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত
 করেন । ৪১—৫০ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

নবম অধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—এ জগত-
 বদ । শিষ্য-পুত্র এই বিষয় বর্ণিত আছে ।

১. ককঃ কুভারো বদন্তঃ কুহোত্রঃ ককঃ এব চ ১
 ২. কৌশলিকঃ কুহোত্রো বৈশীষ্যকঃ কৌশলিকঃ ২
 ৩. কৌশলিকঃ কুহোত্রো বৈশীষ্যকঃ কৌশলিকঃ ৩
 ৪. কৌশলিকঃ কুহোত্রো বৈশীষ্যকঃ কৌশলিকঃ ৪
 ৫. কৌশলিকঃ কুহোত্রো বৈশীষ্যকঃ কৌশলিকঃ ৫
 ৬. কৌশলিকঃ কুহোত্রো বৈশীষ্যকঃ কৌশলিকঃ ৬
 ৭. কৌশলিকঃ কুহোত্রো বৈশীষ্যকঃ কৌশলিকঃ ৭
 ৮. কৌশলিকঃ কুহোত্রো বৈশীষ্যকঃ কৌশলিকঃ ৮
 ৯. কৌশলিকঃ কুহোত্রো বৈশীষ্যকঃ কৌশলিকঃ ৯
 ১০. কৌশলিকঃ কুহোত্রো বৈশীষ্যকঃ কৌশলিকঃ ১০

কপিল-চাহুরি: পঞ্চশিখো বাকল এষ চ
 পরাশর-চ সর্গ-চ ভার্গব-চাহুরিত্বা।
 বলবদ্ধনিরামিত্র: কেতুশ্চ স্তপোদন:। ২
 লক্ষ্মণ-চ লক্ষ-চ লক্ষ্মাকো লক্ষকেশব।
 সর্কভ: সমবুদ্ধি-চ সাধ্যবুদ্ধিস্থধৈব চ।
 সুধামা কান্তপটৈ-চ বশিষ্ঠো বিরজাত্বা।
 অত্রিক্রমো শুক্রেষ্ঠ: শ্রবণোহধ শ্রবিত্ব
 কুশি-চ কুশিবাহ-চ কুশরীর: কুনেত্রক:
 কান্তপো হ্যশন্য চৈব চ্যবন-চ ব্রহ্মপতি
 উত্তমো বায়দেব-চ মহাকালো মহানি
 বাচশ্রবা: সুবীর-চ শ্রাবাস-চ বতীবর:
 হিরণ্যনাভ: কোশল্যো নোকাঙ্কি: কুশি
 সূমন্তর্জৈমিনি-চ ব কবক: কৃশকহর:
 প্রজ্ঞে দাভাশ্রমি-চ ব কেতুমান্ গোজ
 তম্ববী মধুপিঙ্গ-চ শ্রুতকেতুশ্চৈব চ।
 উশিজো বৃহদ্রথ-চ দেবল: কবিরেব চ।
 শালিহোত্র: সুবেষ-চ সুবনাথ: শরবহ:
 ছন্দস: কুণ্ডকর্ণ-চ কুশ্ঠ-চৈব প্রবাহক:
 উল্লকো বিদ্যাত-চৈব শমুক-চ শল্লক:
 অকপাল: কপাল-চ উল্লকো বৃহস এষ চ

বিক্রম, লক্ষ্মণ, বিক্রম, সর্বদত্ত, মো
বাহ, সুবাহক, কপিল, আশুবি, পল্লি
পরাশর, সর্গ, ভার্গব, অশ্বিনা: বলবত,
কেতুগুপ্ত, অপোমন, নমোদর, লক্ষ
লক্ষকেশক, সর্বদত্ত, সমদত্ত, মাণ্ডুক
কান্তপ, বসিষ্ঠ, বিক্রম, অত্রি, উগ্র
অবন, শ্রবীষ্ঠক, কুণি, বক্রিবাহ, কুশট
কান্তপ, উশনা, চাবন, বৃহস্পতি, উ
দেব, মহাকাল, মহানিল, বাচস্প
স্তাবা, বরতীশ্বর, হিরণ্যান্ড, কোশল
কুশলি, সুবত, জৈমিনি, কব,
জ্ঞান, দার্তারিণি, কেতুমান, গৌ
কল্লিণি, চৈতন্যক, উশি, ক
কবি, শান্তিহোত্র, সুবে, সুব
কাল, সুওক, কুট, প্রবাহক, ক
কাল, অকাল, কলপা, ক

বায়বীয়সংহিতা ।

গর্গঃ মিত্রকো কৃষ্য এব চ ॥ ২১
মহেশস্ত যোগাচার্যাস্বরূপিণঃ ।
ভূমতেষাং সহ দ্বাদশসংখ্যয়া ॥ ২২
তাঃ সিন্ধা ভস্মোক্তিত্তিবিগ্রহাঃ ।
তত্ত্বজ্ঞা বেদবেদাস্তপারগাঃ ।
সর্কে শিবজ্ঞানপরায়ণাঃ ।
মুক্তাঃ শিবৈকাসক্তচেতসঃ ॥ ২৪
ধীরাঃ সর্কভূতহিতে রতাঃ ।
স্বস্থা জিতক্রোধা জিতেপ্রিয়াঃ ।
ভরণান্তিপুত্রাক্রিতমন্তকাঃ ।
সর্কজটা মজটা মুণ্ডশীর্ষকাঃ ॥ ২৬
প্রায়াঃ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।
দম্পত্যাঃ শিবধ্যানৈকতৎপরাস্তাঃ ॥ ২৭
সার-বিষয়কাক্ষরোদ্যমাস্তাঃ ।
দম্পত্যাঃ পরং শিবপুং প্রতি ॥ ২৮

গর্গ, মিত্রক, কৃষ্য, ইহারা
ই যোগাচার্য-স্বরূপি মহেশের
। তাঁহারা পাপপত-সিদ্ধ
। তাঁহারা সর্কশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ,
৭ ও শিবজ্ঞান-পরায়ণ এবং
রা গাত্র ভস্মভূষিত করেন।
মেই নিরন্তর নিরত ও সকলে
ইয়া সেই পরমাত্মা শিবে এক-
পণ করিয়া কি-এক আনন্দের
ধাকেন। ধীরতা, মুহূর্তা ও
র নিকটেই ধরার জায় দিয়া
না। তাহাদের কুদাক্ষয়ানাই
। ভূতের মঙ্গলই কামনা, ফল-
এবং নিরন্তর শিবাত্মানেই
নৌ। তাঁহাদিগের মন্তক ত্রি-
তত অঙ্কিত থাকিত। তাঁহারা
হিষ্ণুতা-ব্রতে ও প্রাণায়ামে পরা-
স্তর একাগ্রচিত্তে শিবের ধ্যান
গাহাদের মধ্যে কাহার মন্তক
ও মন্তকে শিখাই অট্টা, কাহারও
ম কাহার কাহারও বা অট্টাশূন্য।
রা সংসাররূপ শিবজ্ঞানভোগের

কর্তব্যনিমিত্ত মত্কা নিত্যং যঃ শিবমর্চয়েৎ ।
স বাতি শিবসামুদ্র্যং নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ২
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
মুস্তরভাগে শর্কীবতারকধনে
দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভগবন্ সর্কযোগীশ্র গণেশ্বর মুনীশ্বর ।
বড়াননসমপ্রখ্য সর্কজ্ঞাননিধে তুরো ॥ ১
প্রায়মবতীর্ঘ্যোক্ত্যাং পাপবিচ্ছিন্তয়ে মৃণাম্ ।
মহর্ষিবপুরাচার্য দ্বিতোহসি পরমেশ্বরঃ ॥ ২
অশ্রুধা হি ভগত্যশ্বিনু দেবো বা দানবোহপি বা
ভূতোহস্তঃ পরমং ভাবং কো জানীরাচ্ছিবান্বকম্
উদ্যাং তব মুখোক্তগীর্ণং সাক্ষাদিব পিনাকিনঃ ।
শিবজ্ঞানামৃতং পীত্বা ন মে তৃপ্তমভূমনঃ ॥ ৩

যদি নাশ করিয়া কৈলাসপুর-গমনে সজ্জিত
হইয়া থাকিতেন। বাহারা ইহাদিগকে বীর
আচার্য্য জ্ঞান করিয়া শিবার্চনা করিয়া থাকে,
তাহারা যে অবলীলাক্রমে শিবসামুদ্র্য লাভ
করে, তাহা আর বিচার্য্য নহে ২০—২১।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে সকল যোগী-
শ্রেষ্ঠ, বড়ানন-রূপ বুদ্ধিমান, মুনিজিনক,
অবিন-জ্ঞান-নিদ্র তপস্বী তুরো! যোষ কু-
আপনি স্বয়ং পরমেশ্বরই, মহাব্যাকরণে ব্যাখ্যান
হেমন-বাসনার মহাব্যাকরণে পৃথিবীতে অবতীর্ণ
হইয়াছেন; সচেষ্ট এ ভগবতে কোন দেব-
দানব আপনার জ্ঞান শিবের পরে ভাসে পাপ-
কণী হইয়াছেন? অতএব সর্বদা শিব-
জ্ঞান আপনার মুখোক্তগীর্ণ করিয়া শিব-
জ্ঞান করিয়া সাক্ষাদিব পিনাকিন হইয়া

সাক্ষাৎ সর্বজনঃ কৰ্ত্তৃকৃত্বকং সমাধিতঃ ।
তদনু কিং হু পশ্যতু তত্ত্বাং পরমেশ্বরী ॥ ৫
উপমহ্যুবাচ ।

হাসে পৃষ্টং ত্বা কৃক তৎকামি বখাত্ময় ।
তৎকৃত্ত্বক হুত্ব তব কল্যাণচেতসঃ ॥ ৬
বহীশ্বরঃ দিব্যে বন্দরে চাক্ষুশবরে ।
দেব্যা সহ মহাদেবো দিব্যোদ্যানপতোহস্তবঃ ॥ ৭
ত্বা দেব্যাঃ প্রিয়সখী হৃদিতাত্তা ততাবতী ।
হুনাভিমনোজ্ঞানি পুশ্যপি সমুপাহবঃ ॥ ৮
ততঃ বহুবদ্যোপা দেবীং দেবকরো হবঃ
অনন্তর চৈকঃ পুটেশ্বরঃ কটেশ্বরঃ বহু ॥ ৯
অখ্যাতপুষ্কাক্ষিণ্যো দেব্যা দিব্যবিকৃষণাঃ ।
অনন্তরঃ পৰেশ্বরঃ দেবঃ দেবীং দিব্যবিরে ॥ ১০
ততঃ প্রিয়াঃ কখা কুতা কিসোদয় মহেশ্বরোঃ ।
আনন্তর চ নৃণাং লোকঃ বে শিবঃ শব্দকঃ পতাঃ ।
তদানন্তরলোকা সর্বলোকমহেশ্বরী ।
তত্ত্বাং পশ্যতু সর্বলোকমহেশ্বরী ॥ ১১

একদা এতৎ এই যে, তদানন্তর জগৎপ্রভৃতি এতৎ
কৃত্ত্বকি অক্ষয়িত্য পরমেশ্বরী তদানন্তর
কেন বিদ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ? উপমহ্য
কহিলেন,—হে বাহুবো ! আপনি হুতিহুত্বই
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; তদানন্তর তৎকৃত্ত্বক কল্যাণ-
চেতা যোগেশ্বরের প্রত্যক্ষই এতৎ হইয়া
করেক । সম্প্রতি আমিও তদনুসারে বলিতেছি,
প্রথম করুন : কোন সময়ে দেবদেব ইন্দ্র-
শেখর-দেবী উমার সহিত চাক্ষুশবর পরম-
শেখর বহু পরমেশ্বর দিব্যোদ্যানে গমন করিয়া-
ছিলেন । সে সময়ে হৃদিতাত্তা ততাবতী
সহ দেবীর প্রিয়সখী অতি মনোহর প্রকৃতি
পুশ্য আবেশ করিয়াছেন । উমারূপ দেবীকে
কোমল করিয়া অসম্ভব সহকারে সেই সকল
পুশ্য হুতি করিয়াছেন । অনন্তর দিব্যবিকৃষণা
অনন্তরপুষ্কাক্ষিণী দেবী ও উমারূপের অন্তর
কল্যাণ-মহাভয় কোমল প্রকৃতিবান পরমেশ্বর
কীর্ত্তি দিব্যোদ্যানে গমন করিয়াছিলেন
অনন্তর দিব্যবিরে দেবী ও উমারূপের অন্তর
কল্যাণ-মহাভয় কোমল প্রকৃতিবান পরমেশ্বর

দেবুবাচ ।

কেন যন্তো মহাদেবো মর্ত্যানাং মনচেতা
অনন্তরপুষ্কাক্ষীণামানামকৃত্ত্বকাত্মনাম ॥ ১২
ঈশ্বর উবাচ ।

ন কখাং ন উপসানজপৈর্ন সমাধিভিঃ ।
ন জ্ঞানেন ন চৈতেন যন্তোহহং প্রজ্ঞা কি
প্রজ্ঞা যদ্যপি চেৎ পুশ্যং যেন কেনপি যো
বন্তঃ স্পৃশ্যন্ত দৃশ্যন্ত পূজ্যঃ সত্ত্বাৎ এতৎ
সাখ্যাত্মনামি প্রজ্ঞা মাং বশীকৃত্ত্বিকৃত্ত্বক
প্রজ্ঞা হেতুঃ স্বধনুত্ব বন্ধনং বর্ণিনামিহ ।
বহুবদ্যোপাভ্যাং বক্তৃত্ব বহু মানবঃ
ততঃ তবতি প্রজ্ঞা যদি ন কৃত্ত্ব কৃত্ত্বি
আনন্তরসিদ্ধমধিলং কৃত্ত্বমাত্মনিবাহ ।
ব্রহ্মণা কহিতু পুশ্যং মতম্বাদাপুসম
স তু পৈতামহো যন্তো বহুবিকৃত্ত্বিকৃত্ত্বিক
নাত্যন্তকলভুগিষ্ঠেঃ ত্রেণাসমসমিতঃ ॥ ১৩

ত্রিপুরাটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
এ অমতে বাহুরা অনন্তরিত মনচেতা
বা অনন্তর, সেই সকল নীচলোকে
আপনি কিরূপে বশ হন ? ১—১৩।
কহিলেন,—আমি প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে, কি
কি তপতা, কি জপ, কি সমাধি, কি জ্ঞান
অন্ত কোনরূপ উপায়ে কাহারও বশ নহি
কোনরূপে মনুষ্য আমার প্রতি প্রজ্ঞা
আমি তাহারে বশ হই এবং সেই
আমাকে বর্জন, অপমান, সন্তান ও
প্রজ্ঞা সকল কাটাই করিতে পারে।
বাহুরা আমাকে বশ করিতে ইচ্ছা
করাহিলে প্রজ্ঞাবান হওয়া উচিত ।
বহীশ্বরের বহু-রূপই প্রজ্ঞার লক্ষণ।
বহীশ্বর বর্ন-বর্ন এবং আশ্রয়ণ
করে, তাহারেই আমার প্রতি
করেক, তত্ত্ব কাহারও হয় না।
আমার লোকের লিখিল বাসিন্দা
আমার আশ্রয়ে ব্রহ্মণ
সেই কহিতু ত্রিপুরাটিকে
অনন্তর কল-বহন মহা এতৎ

মহতা শ্রদ্ধাং প্রাপ্য সুহৃৎতাম্ ।
 প্রপদ্যন্তে মামনন্তসমাজরাঃ ॥ ২০
 ন মার্গেণ ধর্মকামার্থমুক্তয়ে ।
 চারো ময়া ভূয়ঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ২১
 ক্ষমতামেব মদীয়ানান্ত বর্ধিনাম্ ।
 চাত্রেষামিত্যুক্তা নৈষ্টিকী যম ॥ ২২
 মার্গেণ বর্ধিনো মহাপ্রজ্ঞাঃ ।
 শাশ্বেভ্যো বিমুক্তা মংপ্রসাদতঃ ॥ ২৩
 আসাদ্য পুনরাস্তিত্বম্ ।
 দাধর্ম্যং প্রাপ্য নির্বতিমাগ্নুঃ ॥ ২৪
 দ্বা বা বর্ধর্ম্যং ময়েবিতম্ ।
 তত্ত্বশ্চেৎ স্বাস্থ্যনাম্মুদ্বরেৎ ॥ ২৫
 বৈষ কোটিকোটিকোটিধিকঃ ।
 লক্ষ্য বর্ধর্ম্যং নমাচরেৎ ॥ ২৬
 শুভে যোগাচার্যাক্ষলেন তু ।
 ত্যোর্থো সন্ততিঃ সহস্রশঃ ॥ ২৭

গৈর শিব ব্যতিরিক্ত অগ্ন আশ্রম
 গীরা উক্ত মহান ধর্মকলে সুহৃৎতা
 ত আমাকে পাইয়া থাকে । ১৪-২০ ।
 গৈর ধর্ম-কামার্থ মুক্তির নিমিত্ত
 পায়ে বর্ণ এবং আশ্রমের সমাচার
 ই । যাহারা আমাতে এবং সেই
 সেই বণীরাই এই ধর্মের অধিকারী,
 নাই, ইহাই আমার নিশ্চয়বতী
 ার আশ্রিত বণীরা মদাজ্ঞপ্ত পথ
 দাদ লাভ করত মলমায়াদি পান
 য়া পুনরাস্তি-রহিত মদীয়পুরে
 কে ; অনন্তর মম পরম সাধর্ম্য
 লীয় নির্বৃতির তাজন হয় ।
 ষ্ট বর্ণ-ধর্ম লাভ করুক, বা নাই
 চক্সাত্রই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া
 উদ্ধার করিয়া থাকে । এই পদ্বি-
 গাত ধর্মাপেকা কোটি কোটি
 এব মম সকাশে সেই কর্মের
 অনুষ্ঠানে ব্রতী হইবে । ২১-২৬
 মম মনসে বোধ্যার্থম্
 মম মনসে বোধ্যার্থম্

অবুৎসাহিবুদ্ধানামততানাম্ সুবেষরি ।
 হৃৎসং সন্ততিজ্ঞানং ততো বহুং সমাপ্রয়েৎ ॥ ২০
 সা হানিস্তমহচ্ছিত্রং স মোহঃ সাক্ষমুক্তা ।
 বদন্তত্র ভ্রমং কুর্ধ্যামোকমার্গবহিষ্কৃতঃ ॥ ২১
 জ্ঞানং ক্রিয়া চ চর্যা চ বোধ্যশ্চেতি সুবেষরি ।
 চতুষ্পাদঃ সমাখ্যাতো মম ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ২২
 পত-পাশ-পতিজ্ঞানং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে ।
 বড়ম্বতুদ্বিবিধিমা শুক্লধীমা ক্রিয়োচ্যতে ॥ ২৩
 বর্ণাশ্রমপ্রযুক্তম্ ময়েব বিহিতম্ চ ।
 মমার্চনাদিধর্মম্ চর্যা চর্যোতি কথ্যতে ॥ ২৪
 মহন্তে মৈব মার্গেণ মব্যবহিতচেতসঃ ।
 কৃত্যন্তরনিরোধো যো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৫
 অগ্নমেধশতাক্ষেপ্তং দেবি চিত্তপ্রসাদনম্ ।
 মুক্তিদক তথাপ্যোতসসাধ্যং বিক্রেয়বিধাম্ ॥ ২৬
 বিজিতেন্দ্রিয়বর্গম্ যমেব নিয়মেব চ ।
 সর্বপাপহরো যোগো বিরক্তশ্চৈব কথ্যতে ॥ ২৭
 বৈরাগ্যজ্ঞানতে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ভোগঃ প্রবর্ততে ।

মান আছে । যাহারা যোগবর্জিত, অপ্রবৃত্ত বা
 অজ্ঞ, হে সুবেষরি ! তাহারা সেই সকল
 অবতার ও সন্ততিক জ্ঞানে পাবে না ;
 অতএব বহু সহকারে সেই যোগাদিকে অর্জন
 করিবে । মোক্ষমার্গ-বহিষ্কৃত হইয়া অজ্ঞ ভ্রম
 করা মহা হানি, মহৎ ছিত্র, মোহ ও অন্ধ
 মুক্তা বৈ আর কিছুই নয় । হে, শৈলহৃতে !
 সেই সনাতন ধর্ম জ্ঞান, ক্রিয়া, চর্যা, যোগ
 এই চারি পাদে বিভূষিত । ২১-২৬ । পত-
 পাশ-পতি জ্ঞানই জ্ঞান ; বিধি-বিহিত, শুক্ল-
 কর্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম-তত্ত্বই ক্রিয়া ; বর্ণ ও
 আশ্রমপ্রযুক্ত মনোরচিত মদীয়ার্চনাদি ধর্মের
 অনুষ্ঠানই চর্যা ; মহন্তের আম্যকর্তৃক উপদিষ্ট
 পথ দ্বারা অস্ত বৃত্তির নিরোধই যোগ বলিয়া
 কথিত হয় । হে দেবি ! শত অহসেন বহু
 অশ্রম প্রেত, মুক্তিপ্রদ, চিত্তপ্রসাদক এই ব্রত
 বিকৃতভাবাবিশেষের হ্রাস্য মতে । যাহারা ধর্ম-
 নিরত ইন্দ্রিয়বর্গকে অস্ব করিয়া সেই নিরত
 কর্তৃকই যোগে অবিসার্য্য অর্জন করিতে
 পারেন তাহারা উত্তম, অর্জন হইতে পারেন

বোধকঃ পণ্ডিতো বাপি মুচ্যতে নাত্ৰ সংশয়ঃ ৷৩০৥
 কৰা কাৰ্য্যাদ্ৰ সত্ততমহিংসা জ্ঞানমংগ্রহম্ ।
 সত্যমহোম্মাতিক্যং ব্রহ্মা চেত্ৰিবিম্বম্ ৷ ৩১ ৥
 অধ্যাপনকাথ্যনং বজ্রনং বাজনং তথা ।
 ত্যাদবীৰব্রজবৎ সত্ততং জ্ঞানশীলতা ৷ ৩২ ৥
 ব একং কর্ততে বিদ্যা জ্ঞানবোধত সিদ্ধয়ে ।
 অচিরমেব বিজ্ঞানং লভা বোধকঃ সিদ্ধতি ৷ ৩৩ ৥
 ব্রহ্মা দেহমিহ জ্ঞানী কথাম্ জ্ঞানাদিনা প্রিয়ে ।
 এসাদাহম বোধকঃ কর্তব্যম্ এহাভতি ৷ ৩৪ ৥
 পুণ্যাপুণ্যাদক কর্তৃ মুক্তম্ এতিব্রহ্মকম্ ।
 তদ্ব্যভিযোগতো যোগী পুণ্যাপুণ্যং বিবৰ্জয়েৎ ৷৩৫৥
 কলকামনা কর্তৃ কৰ্ম্মাং এতিব্রহ্মতে ।
 ন কর্তব্যকৰ্ম্মাং তদ্ব্যং কর্তব্যম্ তত্ততং ৷৩৬৥
 এবমং কর্তব্যম্ বহিঃ সম্পূজা মাং প্রিয়ে ।
 জ্ঞানব্রহ্মতে কৃপা পশ্চাদ্ভোগং সমভ্যসেৎ ৷৩৭৥

অধিষ্ঠা যত্নে : পণ্ডিত ব্যক্তিও সেই
 বোধক হইলে মুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে
 কোনও সংশয় নাই : সত্তত ব্রহ্মবান্ হইয়া
 অহিংসা-জ্ঞান সংগ্রহ করিবে, সত্যকে নিরন্তর
 আশ্রয় করিবে এবং অস্তর, আত্মিকা,
 ব্রহ্মা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অধ্যাপন, অধ্যয়ন, বজ্রন,
 বাজন, ত্যাদ, ইব্র-ভক্তি ও জ্ঞান-শীলতা ইহা-
 দিককেও অবিরত অবলম্বন করিবে : যে বিদ্যা
 জ্ঞান-বোধের সিদ্ধি-বাসনায় এইরূপ কাৰ্য্য
 করিয়া থাকে, সে অচিরে বিজ্ঞানবান হইয়া
 কোলাহল করিয়া থাকে : যে হরমোহিনি !
 বোধক জ্ঞানীরা জ্ঞানরূপ অধিষ্ঠ এই কৃতমর
 যোগকে ব্রহ্ম করিয়া আমায় এসময়ে কর্তব্যকে
 পরিচয় করিতে সমর্থ হও : ৩১—৪০ । পুণ্য
 এবং অপুণ্যাদক কর্তৃ মুক্তির প্রতিব্রহ্মক, অত-
 ত্ব আশ্রয় আবেশানুসারে যোগীরা পুণ্যাপুণ্য
 কর্তৃ কর্তব্য পরিচয় করিবে : কল কামনা
 করিয়া কর্তব্য করা এই জ্ঞানবোধের প্রতিব্রহ্মক,
 কোলাহল কোলাহল করাই প্রতিব্রহ্মক, এমন করে
 সত্যমহোম্মাতিক্যং ব্রহ্মা চেত্ৰিবিম্বম্ ব্রহ্মা
 অধ্যাপনকাথ্যনং বজ্রনং বাজনং তথা ত্যাদবীৰব্রজবৎ
 সত্ততং জ্ঞানশীলতা ব একং কর্ততে বিদ্যা জ্ঞানবোধত
 সিদ্ধয়ে অচিরমেব বিজ্ঞানং লভা বোধকঃ সিদ্ধতি
 ব্রহ্মা দেহমিহ জ্ঞানী কথাম্ জ্ঞানাদিনা প্রিয়ে এসাদাহম
 বোধকঃ কর্তব্যম্ এহাভতি পুণ্যাপুণ্যাদক কর্তৃ মুক্তম্
 এতিব্রহ্মকম্ তদ্ব্যভিযোগতো যোগী পুণ্যাপুণ্যং বিবৰ্জয়েৎ
 কলকামনা কর্তৃ কৰ্ম্মাং এতিব্রহ্মতে ন কর্তব্যকৰ্ম্মাং
 তদ্ব্যং কর্তব্যম্ তত্ততং এবমং কর্তব্যম্ বহিঃ সম্পূজা
 মাং প্রিয়ে জ্ঞানব্রহ্মতে কৃপা পশ্চাদ্ভোগং সমভ্যসেৎ

বিনিতে মম বাখ্যন্তো কর্তব্যম্ভেন দেহি
 ন বজ্জতি হি মাং মুক্তাঃ সমলোষ্ঠাশ্চকা
 নিত্যবুস্তো মুনিশ্রেষ্ঠো মন্তকঃ সমাধি
 জ্ঞানবোধরতো যোগী মম সাজ্জামানু
 অধাবিরক্তচিত্তা যে বর্ণিনো মনুপাশ্রয়ঃ
 জ্ঞানচর্যাভিমুখ্যেব তেহধিকৃতদর্শকা
 বাহ্যমাত্মাত্মরূপৈব বাহ্যচাতুর্যম্ভব চ ।
 বাহ্যনঃকাগভেদাচ্চ ত্রিধা মন্তকনং বিহুঃ
 অপঃ কর্তৃ অপঃ যানং জ্ঞানকৃতানুপূৰ্ণ
 পক্ষা কথ্যতে সিদ্ধিস্তদেব ভজনং পুনঃ
 অস্ত্রাভিবিদিতং বাহ্যমমুদভার্জননিকম্
 তদেব তু স্বসংবেদ্যমাত্মাত্মরূপম্ভব চ ।
 মনো মংপ্রবণং চিত্তং ন মনোমুদ্রমুচ্য
 মনোনিবৃত্তা বাণী বাহ্যত মম নেতুঃ ৷৩৮৥
 লিঙ্গৈর্মহাসনাদিষ্টেপ্পুণ্ডাদভিহিতা

হইয়া যোগভাস করিবে যে জন
 বোধকজনী, মন্তক এবং কন্যে
 হইয়া সমাধিত চিত্ত অবস্থান বা
 যোগীই আমার সাধুজা-লভে সর্ব
 অবিরক্ত চিত্তের যদি আমার তত
 হইলে তাহার জ্ঞান, চর্যা, ত্রিধা, এই
 মাত্র অধিকারী হয়, যেহেতু তাহার এই
 মাত্র অনুরাগে সমর্থ বাহ্যিক ও বা
 ভজননের মধ্যে বাহ্য অপেক্ষ আত্মার
 প্রধান : সেই ভজন বাহ্যনঃ-কর
 প্রকার : আমার সেই ভজন রূপ
 তপস্বী, যান, জ্ঞান এই অনুপূর্ণ
 প্রকারে কথিত হয় : যে মন্তক
 কর্তৃক বিদিত হয়, তাহাকে বাহ্যিক ও
 গোচর পূজনাদিকে আত্মাত্মিক ভজ
 সাধারণ মনকে চিত্ত বলা বাহ্যনা, তদে
 আমার প্রতি অমুরক্ত, তাহাকেই
 উপদেশ দেওয়া হয় : যে বাণী আম
 নী হইয়া অবিরত প্রকাশ পায়, সেই
 অধিপতি-বাহ্য ; এতদতিরিক্ত কল
 কামনা মাং ৩১—৪০ । আমার
 এই জ্ঞানবোধের প্রতিব্রহ্মক

কিতঃ কার্যঃ কারো ন চেতয়ঃ ॥ ৫১
বিজ্ঞেয়ং বাহ্যং বাগাদি নোচ্যতে ।
শেষস্তপঃ কৃচ্ছাদি নো মতম্ ॥ ৫২
ব্রাত্যাসঃ প্রণবাত্যাস এব চ ।
কাত্যাসো ন বেদাধ্যয়নাদিকম্ ॥ ৫৩
চিত্তাদ্যং নাস্ত্যাদ্যর্থসমাধয়ঃ ।
জ্ঞানং জ্ঞানং নাস্ত্যার্থবেদনম্ ॥ ৫৪
কুরে বাধ যত্র স্তান্ননসো ব্রতিঃ ।
দেবি তত্র নিষ্ঠাং সমাচরেৎ ॥ ৫৫
কং শ্রেষ্ঠং ভবেচ্ছতপ্তপাদিকম্ ।
দ্বাধাৎ দৃষ্টানামপ্যাসম্ভবাৎ ॥ ৫৬
কিং বিদ্যায় বাহ্যং শৌচমুচ্যতে ।
মুক্তাত্মা শুচিরপাশুচির্ভূতঃ ॥ ৫৭
কৈব ভজনং ভাবপূর্বকম্ ।

তৎপর কায়কেই কায় বলা যায় ;
চিত্তাদি-রহিত শরীরকে কায় বলা
শামার পূজাই কায় ; মৎপূজাবির-
কে কায় বলা যায় না । আমার
শেষণই তপস্কা ; অল্প কৃচ্ছাদি
। কথিত হয় না । পক্ষাকরাভ্যাস,
৪ কৃদ্যাদ্যাদির অভ্যাসই জপ ;
। বেদাধ্যয়নাদিকে জপ বলা যায়
র কপচিত্তনাদিই ধ্যান ; মদ্রপ
দির নিমিত্ত সমাধি প্রভৃতি ধ্যান
মৎসমস্কীৰ আগমার্গের বিজ্ঞানই
অর্থের জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায়
দেবি ! পূর্ববাসনাবশতঃ বাহ্যিক
-তরিক ভজনের মধ্যে বাহ্যতে
৫, তাহাতেই নিষ্ঠাবান হইবে ।
৬ ভজন অসম্ভট এবং দৃষ্ট-
গাচর বলিয়া বাহ্যিক ভজন
৭ শ্রেষ্ঠ এবং ত্রৈ আভ্যন্তরিক
বলিয়া বিদিত ; কিন্তু বাহ্যিক
কহে, যেহেতু অস্তঃতত্ত্ব-বিবাহিত
হইলেও অস্তি হইয়া থাকে ।
। আভ্যন্তরিক ভজন অনুরাগ-
ভজন বলিয়া বিদিত হয় ।

ন ভাব্যহিতং দেবি বিপ্রলম্বেককারকম্ ॥ ৫৮
কৃতকৃত্যস্ত তপ্তস্ত মম কিং ক্রিয়তে নরৈঃ ।
বহির্বাভ্যন্তরে বাধ ময়া ভাবো হি গৃহ্যতে ॥ ৫৯
ভাবৈকাত্মা ক্রিয়া দেবি মম ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ।
মনসা কন্মণা বাচাপ্যনপেক্ষ্য ফলং কচিৎ ॥ ৬০
ফলোদ্দেশেন দেবেশি লবুর্মম সমাশ্রয়ঃ ।
ফলার্থী তদভাবে মাং পরিত্যক্তুং ক্ষমো বভূঃ ॥ ৬১
ফলার্থিনোহপি বশৈব ময়ি চিত্তং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
ভাবানুরূপফলদস্তাপ্যত্মনিম্মিতে ॥ ৬২
ফলানপেক্ষয়া বেধাং মনো মৎপ্রবণং ভবেৎ ।
প্রার্থয়েয়ঃ ফলং পশ্চাত্তত্বান্তেহপি মম প্রিয়াঃ ॥
প্রাকৃসংস্কারবশাদেব বেহবিচিন্ত্য ফলাফলে ।
বিবশা মাং প্রপদ্যন্তে মম প্রিয়তমা মতাঃ ॥ ৬৪
মন্ত্রাভ্যন্ন পরো লাভস্তেষামস্তি বধাতবম্ ।

যে ভজনের বকনা নিমিত্তই অনুষ্ঠান, সেই
ভাবরহিত ভজনকে ভজন বলা যায় না । কৃত-
কৃত্য এবং পরিত্যক্ত, অতএব আমার আর
মনুষ্যে কি ইষ্টসাধন তপ্তাংপাদন করিবে ?
তবে কেবল আমি সেই মনুষ্যপণের বাহ্যিক
এবং আভ্যন্তরিক অনুরাগকে গ্রহণ করিয়া
থাকি । হে দেবি ! ফলনিরপেক্ষী হইয়া
কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠিত কেবল অনুরাগময়ী
ক্রিয়াই আমার সনাতন ধর্ম্য ॥ ৫১—৬০ ॥
ফলাপেক্ষীদিগের ভক্তি সকামা বলিয়া তাহারা
আমার তত সুখকর হয় না, যেহেতু তাহাদিগের
ফলের অভাব হইলে আমাকে ত্যাগ করিতে
পারে । হে অনিম্মিতে ! সেই ফলার্থিগণেরও
চিত্ত আমাতে অনুরক্ত হইলে আমি তাহাদিগের
ভক্তির অনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকি ।
বাহারা প্রথমে ফল-নিরপেক্ষ হইয়া আমার
ভক্ত হয়, অনন্তর ফল প্রার্থনা করে, সেই
ভক্তগণও আমার প্রিয় আনিবে । বাহারা
ফলাফল বিবেচনা না করিয়া পূর্বসংস্কার-
বশতঃ বিবশ হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ
করে, তাহারা আমার প্রিয়তমা বলিয়া অভিহিত
হে শিষ্য ! আমার শ্রীমতঃ শ্রীমতঃ শ্রীমতঃ
শ্রীমতঃ শ্রীমতঃ শ্রীমতঃ শ্রীমতঃ শ্রীমতঃ

মমাপি লাক্ষ্মীভাগ্য পত্নঃ পরমেশ্বরী ॥ ৬৫
 মদনুগ্রহভক্ত্যেব ভাবো ময়ি, সমর্পিতঃ ।
 কলং পরমনির্ভাণং প্রবক্ষ্যতি কলাদিব ॥ ৬৬
 মহাক্ষনামনন্তানাং ময়ি বিগন্তচেতসাম্ ।
 অষ্টথা লক্ষণং প্রাক্ষর্যম ধর্মাদিকারিণাম্ ॥ ৬৭
 মন্তকজনবাংসল্যং পূজার্যকামুমোদনম্ ।
 স্বয়মপ্যর্চনকৈব মদর্থে চান্তচেষ্টিতম্ ॥ ৬৮
 মংকরাশ্রয়ং ভক্তিঃ স্বরূপেভ্যঃ বিক্রিয়াঃ ।
 মমাসুন্দর্যং নিত্যং বচ মামুপজীবতি ॥ ৬৯
 এবমষ্টবিধং চিত্তং বশিতং য়েহেহপি বর্ততে ।
 স হি প্রমোদ্য মুনিঃ স্রীমান্ স বতিঃ স চ পণ্ডিতঃ
 ন মে শ্রিত্যন্তর্যকৌলী মন্তকঃ স্বপচোহপি যঃ ।
 তন্মে হেবং ভক্তো গ্রাহ্যঃ স চ পূজ্যো যথা ক্রমম্

আমারও তাহাদিগের লাক্ষ্মী অর্পণ করা আর কিছুই
 লাক্ষ্মী-পত্নী হই না জানিবে আমার প্রসাদে
 তাহাদিগের আমাতে অনুগ্রহই বল প্রকাশ
 করিয়া পরম-নির্ভাণ-লক্ষণ মঙ্গল প্রদান করে ।
 মহাদিগের মহাভিহিত আর কেহই শরুণ
 নাই, নিরন্তর আমাতেই বাহারা চিত্ত অর্পণ
 করিয়া থাকে, সেই মনীর ধর্মাদিকারী মহাক্ষ-
 নদের আট প্রকার লক্ষণ কথিত হয় । আমার
 জন্তে প্রতি বাংসল্য, আমার পূজার অনুমোদন,
 স্বয়ং আমার অর্চন-করণ, আমার নিমিত্ত
 অজিত্রিয়া, মনীর কদম্ব প্রকণে অনুগ্রহ, স্বয়ং
 স্নেহ ও অস্বিকার করা, আমাকে মনুষ্য করা
 এবং নিরন্তর আমার আশ্রয় গ্রহণ করা, অধিক
 কি, যদি কোন যেকোন এই অষ্টবিধ লক্ষণ
 অকলঙ্ক করে, সেট প্রমোদ্য, সেই মুনী, সেট
 স্রীমান্, সেই বতি এবং সেই পণ্ডিত, ইহা
 নিশ্চয় জানিবে ॥ ৬১—৭০ ॥ অতঃ চতুর্ধক-
 বেদ্যও আমার প্রীতিভাজন হয় না; কিন্তু
 চতুর্ধক যদি আমার ভক্ত হয়, সেও আমার
 প্রিয়ভাজন হয় । সেই ভক্ত চতুর্ধক জানাদি
 প্রদান করা উচিত এবং তাহার নিকট
 হইতে জানাদি উপলব্ধি প্রার্থনা, আর
 আমার চার স্নেহ-সুন্দরী জানিবে । যে
 ভক্তি-অধিকারকর আমার উপলব্ধি পায়,

পত্রং পুষ্পং ফলং তেজঃখো মে ভক্তা
 ভক্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণত
 অথ বক্ষ্যামি দেবেশি ভক্তানাং অধিকারিণী
 বিহস্যং বিজমুখানাং বর্ণধন্যং সমাগত
 ত্রিঃশানকারি কার্যক লিঙ্গার্চনমন্তমম্ ।
 দানমৌষধভাবং চ দয়া সর্গত্র সর্গদা ॥ ৭১
 সত্যং সত্যোষমাস্তিক্যমহিংসা সর্গকৃত
 হ্রীঃ শ্রদ্ধাপ্যাপনং যোগঃ সদাধায়নম্বেব ।
 বাধ্যানং ব্রহ্মচর্যক শ্রবণক তপঃ কমা
 শৌচং নিবেদনপন্যতক উদ্যোগকৃত্যক
 নিমিত্তমেবনকৈব ভয়ক দাক্ষ্যক
 পক্ষণাভাসনং দেবি চতুর্ধকং বিশেষ
 পানক ব্রহ্মকৃতম্ মসি মসি যথাবিধি
 অর্চনং বিশেষণে তেনৈব দাপ্যম্
 সর্গক্রিয়াসমুদায়ঃ শ্রদ্ধাভাস চ বর্জন
 তথা পদ্যবিভাবক যাবকম্ ॥ ৭২
 মন্যস্ত মদাগ্রকম্ নৈবেদ্য চ বর্জন

পুষ্প, ফল, জল প্রদান কর,
 নিকটে আমি অধিনয়ন হইয়া
 করি এবং সেও আমার নিকটে অধিন
 অবস্থান করে হে দেবেশি । সর্গ
 বিজ্ঞা, বর্ণ অধিকারী ভক্তগণের বর্ণধন্য
 বলিতেছি, শ্রবণ কব ব্রহ্মচর্যক
 কার্য, লিঙ্গার্চন, দান, ঔষধভক্তি, স
 সকলের প্রতি দয়াপ্রকাশ, সত্য,
 আস্তিক্য, সৎল ভক্তিতে অহিংস
 লক্ষ্য, শ্রদ্ধা, অব্যাপন, যোগ, সর্গদা
 বেদাদিবিদ্যা-শ্রবণ, ব্রহ্মচর্য তপস্ব
 ভক্তি থাক, শিবাবরণ যজ্ঞপত্র
 উদ্যোগ ধারণ, উত্তরীয় ধারণ, নিমিত্ত বস্ত্র
 ত্যাগ, ভয়লেনন, দাক্ষ্য ধারণ, প্রতি
 বিশেষতঃ চতুর্ধকিতে অর্চন, বা
 ব্রহ্মকৃতবিধিতে সংস্কৃত পক্ষণের
 পান, সেই পক্ষণে আমাকে দা
 বিশেষরূপে আমার পূজা কর, সকল
 অর-পারিত্যাগ এবং প্রাণীকরণ, গা
 বিশেষতঃ ব্রহ্মকৃতের বর্জন, গা

বর্ণনাত্ৰাঙ্গণান্য বিশেষতঃ ॥ ৮০
 ৮ সন্তোষঃ সত্যমন্তেষুমেব চ ।
 ৯ জ্ঞানং বৈরাগ্যং ভ্রমসেবনম্ ॥ ৮১
 ১০ দশৈতানি বিশেষতঃ ।
 ১১ জ্ঞানং ভূয়ো দিব্যভিক্ষণং তথা ॥
 ১২ জ্ঞানং সমানমিদমিমাংসতে ।
 ১৩ জ্ঞানং কাৰ্য্যং সন্তোষাং ত্রক্ষচারিণাম্
 ১৪ জ্ঞানং কলিযন্ত প্রত্যাগ্রহঃ ।
 ১৫ শোষণং মধ্যমং বিবীৰ্যতে ॥ ৮৪
 ১৬ বর্ণনাত্ৰাঙ্গণান্য বিশেষতঃ ॥ ৮৫
 ১৭ সন্তোষঃ সত্যমন্তেষুমেব চ ॥ ৮৬
 ১৮ জ্ঞানং ভূয়ো দিব্যভিক্ষণং তথা ॥ ৮৭
 ১৯ জ্ঞানং সমানমিদমিমাংসতে ॥ ৮৮

ত্রক্ষণের মদ্য, মদ্যপক ও আমা-
 য়েদিত নিবেদ্যের পরিভ্যাগ এবং
 , সন্তোষ, সত্য, সন্তোষ, ত্রক্ষণ্য,
 , বৈরাগ্য ভ্রমসেবন, সন্তোষসন্তি-
 এই দশটী বিশেষকপে ত্রক্ষণ্য
 যোগিগণের চিহ্নরূপ দিব্য ভিক্ষা-
 তে ভোজন পরিভ্যাগ এই কয়টী
 অবলম্ব্য ত্রক্ষচারিগণের ধর্ম্য
 অব্যাপন, যাজন, প্রত্যাগ্রহ, এই
 রিগণের ধর্ম্য বলিয়া জানিবে ।
 বিশেষ করিয়া কিছু বিধান করি-
 দক বর্ণের রূপে প্রায়শ্চিত্ত যুক্ত
 ১০ দশৈতানি বিশেষতঃ ॥ ৮০
 ১১ জ্ঞানং ভূয়ো দিব্যভিক্ষণং তথা ॥
 ১২ জ্ঞানং সমানমিদমিমাংসতে ।
 ১৩ জ্ঞানং কাৰ্য্যং সন্তোষাং ত্রক্ষচারিণাম্
 ১৪ জ্ঞানং কলিযন্ত প্রত্যাগ্রহঃ ।
 ১৫ শোষণং মধ্যমং বিবীৰ্যতে ॥ ৮৪
 ১৬ বর্ণনাত্ৰাঙ্গণান্য বিশেষতঃ ॥ ৮৫
 ১৭ সন্তোষঃ সত্যমন্তেষুমেব চ ॥ ৮৬
 ১৮ জ্ঞানং ভূয়ো দিব্যভিক্ষণং তথা ॥ ৮৭
 ১৯ জ্ঞানং সমানমিদমিমাংসতে ॥ ৮৮

তত্রাশেষতরবর্ণনাত্ৰাঙ্গণান্য বিশেষতঃ ॥ ৮০
 উদ্যানকরণকৈব মম ক্ষেত্রসমাপ্রয়ঃ ॥ ৮১
 ধর্ম্যপত্ন্যস্ত গমনং গৃহস্থস্ত বিধীয়তে ।
 ত্রক্ষচর্যাং বনস্থানাং যতীনাং ত্রক্ষচারিণাম্ ॥ ১০
 স্ত্রীণাম্ভ তত্ত্বশ্রবণা ধর্মো নাত্যঃ সনাতনঃ ।
 মমার্জনক কল্যাণি নিরোপো তত্ত্বশ্রি চেৎ ॥ ১১
 যা নারী তত্ত্বশ্রবণাং বিচার্য ব্রততং পরা ।
 সা নারী নরকং যাতি নাত্র কাৰ্য্য বিচারণা ॥ ১২
 অথ তত্ত্বশ্রবণাং যঃ বক্ষ্যে ধর্ম্যং সমাসতঃ ।
 ব্রতং দানং তপঃ শৌচং ভূষণা নক্তভোজনম্ ।
 ত্রক্ষচর্যাং সদা স্নানং ভ্রমনা সলিলেন বা ।
 শান্তিমো নং ক্ষমা নিত্যং সংবিভাগো যথাবিধি ॥
 অষ্টম্যাক চতুর্দশ্যাং পৌর্ণমাস্তাং বিশেষতঃ ।
 ত্রক্ষচারিণাং দিগ্বিবহুপবাসো মমার্জনম্ ॥ ১৫
 ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তং মমাপ্রমনিশেষণম্ ।
 ত্রক্ষ-ক্ষত্র-বিশং দেবি যতীনাং ত্রক্ষচারিণাম্ ॥ ১৬

এই কয়টীই ধর্ম্য । উদ্যানকরণ, মদ্যের ক্ষেত্রের
 আশ্রয় গ্রহণ করা ও ইতর বর্ণের শুশ্রূষা করা,
 এই তিনটী শূদ্রদিগের ধর্ম্য । গৃহস্থের ধর্ম্য
 পত্নীগমন ও বনস্থ যতি ত্রক্ষচারিগণের ত্রক্ষচর্য্য
 ধর্ম্য বলিয়া কথিত হয় ৮৪—১০ । স্ত্রীলো-
 কের তত্ত্বশ্রবণা ভিন্ন অন্য কোনও সনাতন
 ধর্ম্য নাই এবং পতির আদেশক্রমে আমার
 অক্ষনা করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্য বলিয়া এসিদ্ধ ।
 যে নারী স্বামিদেবা পরিভ্যাগ করিয়া অন্য
 ত্রতানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া, সে স্ত্রী যে
 নরকগামিনী হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ
 নাই এবং বাহারা বিধবা, তাহাদিগের ধর্ম্য
 সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করা । ব্রত, দান,
 তপস্ব, শুচিতা, ভূষণন, নক্তভোজন, ত্রক্ষ-
 চর্যা, সন্তোষ ভয় কিংবা সলিলে স্নান, শান্তি
 অবলম্বন, মোনব্রত, ক্ষমা, যথাবিধি বিভ্যা
 অসংসঙ্গ পরিভ্যাগ, অষ্টমী, চতুর্দশী, পৌর্ণমাসী
 বিশেষতঃ পৌর্ণমাসীতে বিধিবৎ উপবাস করা
 আমার অক্ষনা করা, এই কয়টী বিধিবদ্ধ
 ধর্ম্য জানিও । দেবি ! ত্রাক্ষ, কলি, বৈরাগ্য

তথৈব বানপ্রস্থানাং গৃহস্থানাঞ্চ সুন্দরি ।
 শূদ্রাণামথ নারীণাং ধর্ম্য এষ সনাতনঃ ॥ ৯৭
 ধোয়ন্তরাহং দেবেশি সদা জাপ্যঃ বড়করঃ ।
 বেদোক্তমখিলং ধর্ম্যমিতি ধর্ম্যার্থসংগ্রহঃ ॥ ৯৮
 অথ যে মানবা লোকৈঃ স্বেচ্ছয়া রতবিগ্রহাঃ ।
 ভাবাতিশয়সম্পন্নাঃ পূর্বসংস্কারসংযুতাঃ ॥ ৯৯
 ক্লিষ্টাঙ্গাসুরক্কা বা ক্লিষ্টাদিবিষয়েষপি ।
 পাপৈর্ম তে বিনিপাত্তে পরপত্রমিবাশ্রয় ॥ ১০০
 তেষাং মমাস্তবিক্তানং বিত্তকানাং বিবেকিনাম্ ।
 মংপ্রসাদাবিত্তজানাং হুঃখমাত্মমরক্ষণম্ ॥ ১০১
 নান্তি কৃতামকৃত্যক সমাধিক্ষা পরায়ণম্ ।
 ন বিধিন নিবেদ্য তেষাং মম যথা তথা ॥ ১০২
 যথৈহ পরিপূর্ণস্ত সাধাং মম ন বিদ্যাতে
 তথৈব কৃতকৃত্যানাং তেষামপি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৩
 হস্তজানাং হিতার্থস্য মানুষঃ ভাবমাপ্রিতাঃ
 কল্পলোকাং পরিভ্রষ্টান্তে কদা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০৪

যতি, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, শূদ্র ও
 স্ত্রীলোকের এই মনীষাশ্রম সেবনরূপ সনাতন-
 ধর্ম সংক্ষেপে কথিত হইল। হে দেবেশি!
 তোমারও আমি ধোয় এবং বড়করময় ও
 বেদোক্ত অখিল ধর্মও তোমার উপদেশেই
 আছে, ইহাই ধর্মার্থের সংগ্রহ জানিবে। আর
 এই জগতে যে মনুষ্যের নিজের ইচ্ছাক্রমে
 শরীর পরিগ্রহ করত পূর্বসংস্কার বশত অতি-
 শয় অতিক্রান্ত ও স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে বিবর্ত ও
 অসুরক হয়, যেমন পরপত্র ভলে ক্লিষ্ট হয় না,
 তদৃশ তাহারও পাপে পড়িল হয় না।
 ৯১—১০০। সেই সদসদ্বিবেচক বিত্তক
 লোকদিগের মনোর বরূপ-বিক্রম আছে, আমার
 প্রসাদে তাহাদের আশ্রমধর্মপালন হুঃখকর
 হয় এক আমার দ্বারা তাহাদিগের কার্য-
 কার্য কিছুই নাই, সমাধি নাই, পরায়ণ নাই,
 বিধি নাই, শিক্স নাই ও যেমন সকল বিষয়ে
 পরিপূর্ণ আমার এ জগতে কিছুই আশ্রয় বস্তু
 নাই, সেইরূপ কৃতকৃত্য অস্বাভাবিক ও আশ্রয়
 বস্তু কিছুই নাই, জানিবে। তাহাদিগকে
 হস্তজানাং হিতার্থস্য মানুষঃ ভাবমাপ্রিতাঃ
 কল্পলোকাং পরিভ্রষ্টান্তে কদা নাত্র সংশয়ঃ

মমানুশাসনং বদন্ত্রস্কাদীনাং প্রবর্তক।
 তথা নরাণামগ্রেবাং তন্নিয়োগঃ প্রবর্তক।
 মমাস্তাধারভাবেণ মস্তাবাতিশয়েন চ ।
 তদালোকনমাত্রেণ সর্বপাপক্ষয়ো ভবৎ
 প্রত্যয়াঃ প্রবর্তন্তে প্রশস্তকলসচকঃ ।
 যস্মি ভাববতাং পুংসাং প্রাপদ্ব্যর্থগোচরা
 কল্পঃ সেন্দোহ্রপাতঃ ৮ কঃ ৫ স্বরবি
 আনন্দদ্যাপলকিঃ ৮ ভবেদাকাম্যমী মুখঃ ।
 এতৈর্বাষ্টৈস্তঃ সমষ্টৈর্বা শিষ্টৈর্ব্যভিচারি
 মন্দমধ্যোক্তমৈর্ভাবৈর্বিচ্ছিন্নোত্তরোত্তম
 যথাসোহ্মিসমাবেশান্নামো ভবতি কেবল
 তথৈব মম সান্নিধ্যায় তে কেবলমাম্বাঃ ।
 হস্তপাদাদিসাধন্যাক্রদান্ মদ্রাবপুংস্বন
 প্রাকৃতানিব মথানো নাবজানীত পণ্ডিত
 অবজ্ঞানং কৃতং তেষাং নৈর্ব্যমুচ্যতে
 আয়ুঃ শ্রিয়ঃ কুলঃ লীনঃ হস্তা নিবরম্বাঃ

পূর্বক মানুসভাব অবলম্বনকারী হস্ত
 জাতিও। যেমন আমার শাসন ব্রহ্মা
 ঠক, সেইরূপ মনুষ্যরূপী কদম্বের
 অগ্র মনুষ্যের প্রবর্তক জানিবে।
 তাহার আমার আদ্য-পালক এবং
 প্রতি অতিশয় ভক্তিমান হুজাং
 দমনমাত্রেই সকল পাপক্ষয় হইয়া
 যাহারা আমার ভক্ত, তাহাদিগের
 পোচর প্রশস্ত কলসচক চিহ্ন প্রকাশ
 থাকে। কল্পা, সেন্দ, অক্রপাত, স্বর
 বান্ধবার আনন্দাদির অনুভব প্রাপ্ত
 সকল চিহ্ন। এই সকল অস্বাভাবিক
 সমস্ত চিহ্ন ও উত্তম, মধ্যম, অধম
 তাহারা নরোত্তম হইয়াছে। যে
 সংসর্গে অগ্নিবৎ লৌহ কেবল সে
 ব্যবহৃত হয় না, সেইরূপ আমার সান্নি
 যম্বোরাও একত মনুষ্য-সংখ্যায়
 না। ১০১—১১০। পণ্ডিতরা
 সাধারণ্যে মনুষ্যরূপধারী সেই সকল
 প্রাকৃত মনুষ্যবোধে অবমাননা করি
 বে মুচ্যতেনরা তাহাদিগকে

রেশানামপি তুলায়তে পদম্ ।
পেক্ষণামুদ্ধতানাং মহান্ননাম্ ॥ ১১৩
কৃমৈশ্বৰ্য্যং প্রাকৃতং পৌরুষং তথা ।
স্তুত্যাং গুণাতীতপদৈমিণাম্ ॥ ১১৪
নোক্তেন শেষঃ প্রাপ্তোকসাধনম্ ।
সঙ্গো যেন কেনাপি হেতুনঃ ॥ ১১৫
উপমহ্যাকুবাচ ।
নাথেন শিবেন পরমায়না ।
গমুক্তো জ্ঞানসারার্থসংগ্রহঃ ॥ ১১৬
হস্তাং বেদশাস্ত্রাণি কংমশঃ ।
ব্রাহ্মণি বিদ্যাব্যাপ্যানবিস্তরঃ ॥ ১১৭
মনুষ্টেষমধিকাণোহধ সাধনম্ ।
ভদ্রানাং সংগ্রহস্তেষ সংগ্রহঃ ॥ ১১৮
ং জ্ঞানং ক্ষেপঃ পাশঃ পশুঃ পতিঃ ।
নৃষ্টেং তত্তত্ত্বধিকৃতো দ্বিজঃ ॥ ১১৯

অথ, কুল নীল, সম্পত্তি—সকল
ং অবশেষে নবকই তাহাদিগের
। তাহাদিগের আমি ভিন্ন অন্য
নীয় নয়, সেই মুক্ত মহাত্মাদিগের
ব্রহ্মত্ব, বিমুক্ত এবং শিবত্ব-পদও
তুল্য বলিয়া বোধ হয়। মহন্তত্ব-
তি, প্রকৃতিনিষ্পন্ন এবং জীবাশ্র-
বিভক্ত নহে অর্থাৎ গুণময়-গুণ-
গুণাতীত-পদাভিলাষী ত্রিগুণে-
। সব পদ অবশ্যই পরিত্যাজ্য।
কি বলিব। যে কোনও প্রকারে
। তাসক্তিই প্রাপ্তির এক
। কহিলেন,—হে বনমালিন!
বন ভগবান্ কর্তৃক সগতের
প্রকার জ্ঞানসারার্থ-সংগ্রহ
ইহাই বিজ্ঞান-সংগ্রহ, ইহাই
এবং ইহাকেই বেদব্যাখ্যা-
ও পুরাণ বলা যায়। জ্ঞান,
অধিকার, সাধ্য, সাধন এই
-সংগ্রহই ঐ সংগ্রহ বলিয়া
ওহ-সকাশে অধিনত হওয়া
জ্ঞান বলা যায়। পতি, পশু,

সাধনং শিবমহাদ্যং সাধ্যং শিবসমানতা।
বড়ৰ্শসংগ্রহস্ত জ্ঞানাং সৰ্ব্বজ্ঞতোচ্যতে ॥ ১২০
প্রথমং কৰ্ম্মবজ্ঞানৈর্ভক্ত্যা বিস্তামুসারতঃ ।
বাহোহত্যর্চ্য শিবং পশ্চাদনুধাপরতো ভবেৎ ॥
রতিব্রতান্তরে যন্ত ন বাহে পুণ্যপৌরবাৎ ।
ন কৰ্ম্ম করণীয়ং হি বহিস্তন্ত মহান্ননঃ ॥ ১২২
জ্ঞানামুতেন তপ্তস্ত ভক্ত্যা চৈব শিবাস্তনঃ ।
নাস্তর্ন চ বহিঃ কৃষ্ণ কৃত্যমস্তি কদাচন ॥ ১২৩
তস্মাং ক্রমেণ নস্ত্যজ্য বাহ্যমাত্মন্তরং তথা ।
জ্ঞানেন ক্ষেপমালোক্য জ্ঞানকাপি পরিত্যজেৎ ॥
নৈকাং চৈচ্ছিবৈ চিন্তং কিং কতেনাপি কৰ্ম্মণা
একাগ্রমেব চৈচ্ছিস্তমকুতেনাপি কৰ্ম্মণা ॥ ১২৫
তস্মাং কৰ্ম্মণ্যাকুত্বা বা কুত্বা বাস্তবহিঃ ক্রমাৎ ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন শিবে চিন্তং নিবেশয়েৎ ॥

পতি এই ভিনই ক্ষেপ, লিঙ্গার্চনাদি অনুর্তের,
তত্ত্ব ব্রাহ্মণেরা অধিকারী, শিব-মহাদি সাধন
এবং শিব-সাধুগাই সাধ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।
এই ছয় প্রকার অর্থ-সংগ্রহের জ্ঞানে সৰ্ব্বজ্ঞতা
লাভ করিতে পারা যায়। ১১১—১২০।
প্রথমতঃ বিস্তামুসারী বাগাদি-কৰ্ম্ম দ্বারা ভক্তি-
পূর্বক শিবকে অর্চনা করত অনন্তর আত্মাত্ম-
রিক যত্ন-কৰ্ম্মে রত হইবে। বাহ্যর অভ্যন্তরে
অনুরাগ আছে, পুণ্যবলে সেই মহাত্মার আর
বাহ্যিক কৰ্ম্ম কিছুই কর্তব্য সংখ্যায় পতিত হয়
না। হে কৃষ্ণ! জ্ঞানামৃত এবং ভক্তিতে
পরিভূত শিবরূপী মনুষ্যের কোনকালে আত্ম-
রিক কিংবা বাহ্যিক কিছুই কর্তব্য নাই। অত-
এব ক্রমে ক্রমে মনুষ্যেরা বাহ্যিক ও আত্ম-
স্তরিক কৃত্য পরিত্যাপ করত জ্ঞানালোকে ক্ষেপ-
তত্ত্বকে অবলোকন করিবে এবং পরিশেষে
ক্রমশঃ সেই জ্ঞানকেও পরিত্যাপ করিবে।
যদি কাহারও পরম পুরুষ শিবে চিন্তের একা-
গ্রতা থাকে, তাহা হইলে কোনও কার্য করা বা
না করা কিছুই প্রয়োজন নাই। হুত্বাং
আত্মরিক কিংবা বাহ্যিক কৰ্ম্ম করক কিংবা নাই
করক, মনুষ্যেরা ক্রমশঃ সেই পদপাশে
কোনও উপায়ে চিত্ত অর্পণ করিবে।

শিবে শিবচিহ্নানাং প্রতিষ্ঠিতানাং সত্যম্ ।
পরমেষ্ট সর্গত্র নিবৃত্তিঃ পরমা ভবেৎ ॥ ১২৭
ইহোং নমঃ শিবায়ৈতি মন্ত্রেণানেন সিদ্ধয়ঃ ।
স তদ্ব্যবস্থিতব্যঃ পদাবলিভূতয়ে ॥ ১২৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপ্রাণে বারবীসংহি-
তারমুত্তরভাগে শিবপূজাপত্র নাম
একাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বাদশোধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

মহর্ষিবর সর্গত্র সর্গত্রানমহোদধে ।

পকাকরত মহাত্মা শ্রোতুমিচ্ছামি তবতঃ ॥ ১

উপমহাত্মবাচ ।

পকাকরত মহাত্মা বহুকোটিশৈভুপি ।

অশক্যং বিশ্লেষণকৃত্য তদ্ব্যং সংক্ষেপতঃ শৃণু ॥ ২

কেষ শিবপূজা চতুমুত্তরত বড়করঃ

যস্যঃ স্থিতঃ সত্য মুখো লোকে পকাকরঃ সূতঃ ॥ ৩

ঐতনুর্হি শিব-নিষিষ্টোহতঃ সাধু লোকতঃ ইহ
ও পরমোহ সর্গত্রই পরম নিষিষ্টোহ তজন
হব ইহ জগতে "ও নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র
বরা সকল সিদ্ধি করে, অতএব পারত্রিক ও
ঐহিক বিকৃতি নিষিদ্ধ সেই মন্ত্র অধিগত
করিবে ১২১—১২৩

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

বাদশ অধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে শিবিন-কল-সিদ্ধ

সর্গত্র মহর্ষিবর। পকাকর মন্ত্রে বধার্থ

মাহাত্ম্য জানিত অমায় বলবতী ইচ্ছা

হইয়াছে, তব। তুমি আমার পুত্র

অপেক্ষাকর কর। উপমহা কহিলেন,—নত

কেউ কখনও পকাকরের মাহাত্ম্য বিচার

রূপে করি নাই। যার মন্ত্র, যার মন্ত্র, যার

সংকল্প, যার মন্ত্র, যার মন্ত্র, যার

শিবায় এই মন্ত্রের মন্ত্র, যার মন্ত্র, যার

শিবায় এই মন্ত্রের মন্ত্র, যার মন্ত্র, যার

সর্গত্রমাত্রিক-চারমোক্ষাদাদিঃ বড়করঃ ।

সর্গত্রায় শিবচিহ্নানাং শেখরপ্রদায়কঃ ।

উদভাকরমর্থ জাং বেদসাত্ত্ব বিমুক্তিময়ঃ ।

আজ্ঞাসিদ্ধমসিদ্ধিঃ বা কাম্যেতি চিহ্নায়কঃ ।

নানাসিদ্ধিযুতং শিবায় লোকচিহ্নায়কঃ ।

মুনিশ্চিতার্থগতীয়ং বা কাম্য তং পারমেশ্বরঃ ।

মন্ত্রঃ শিবমুখোচ্চার্যামশেখরপ্রদায়কঃ ।

প্রোহং নমঃ শিবায়ৈতি সর্গত্রঃ সর্গত্রো

তদ্বীজং সর্গত্রিন্যানাং মধ্যমাং বড়করঃ

অতিশুদ্ধং মহার্থকং দেবং তদবীজং

দেবে। শুভ্রব্রহ্মাভীতঃ সর্গত্রঃ সর্গত্রঃ ও

ওমিতোচ্চার্যে মন্ত্রে স্থিতঃ সর্গত্রঃ

শ্রোতব্যানি শ্রোতব্যানি বহুকোটিশৈভুপি

মন্ত্রে নমঃ শিবায়ৈতি সংস্থিতং যত্র

মন্ত্রে বড়করে শ্রোতব্যানি পদাবলিভূতঃ শিব

বাচ্য-বাচকভাবেন স্থিতঃ সাক্ষাৎ সূত

বাচ্যঃ শিবঃ প্রোহং শ্রোতব্যানি বাচকঃ সূত

এবং লোকে পকাকরঃ প্র

বাক্যে ও শ্রোতব্যানি বড়করঃ

জগতে ও ত মন্ত্র অচ্ছ, তদ্ব্যং

এবং কেবল শ্রোতব্যানি, কিন্তু সর্গ

প্রদায়কঃ সর্গত্র শত্রু সকল

অসিদ্ধি-নিষিদ্ধ অসিদ্ধ-সমি

অর্থবহল, মুক্তিপ্রদ, নানাসিদ্ধি

চিহ্নায়ক, শিবচিহ্নায়ক, শ্রোত

"ও নমঃ শিবায়" এই অচ্ছ

শিবায় মন্ত্র উপদেশ দিচ্ছেন।

আমি বড়কর মন্ত্র নিষিদ্ধ

বটবীজ-সদৃশ অতিশুদ্ধ মহান

শ্রীশৈবাতীত সর্গত্র সর্গত্রো সর্গ

শিব প্রণবরূপ একাকর মন্ত্র

ছেন। শ্রোতব্যানি একাকর

শিবায় এই মন্ত্রে বহুকোটি

ছেন। ১—১০। সাক্ষাৎ প

বড়কর মন্ত্রে বহুকোটি বাচ্য-বাচ

করেন। শিব প্রণবিত্তি শিব

মন্ত্র বড়কর করিয়া গিয়াছে।

জীবোহময়নাদিঃ সংহিতস্তয়োঃ ॥ ১২
বৃত্তোহয়ং ধোবসংসারসাগরঃ ।
ই তথানাদিঃ সংসারামোচকঃ স্থিতঃ
জগৎ স্বয়ং প্রতিপক্ষঃ স্বভাবতঃ ।
রদোষাণাং প্রতিপক্ষঃ শিবঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪
জগৎ তমোভূতমিদং ভবেৎ ।
থা হানং নিরালোকমিদং জগৎ ॥ ১৫
শ্বেবং জগৎ সৃষ্টিঃ কথং ভবেৎ ।
প্রকৃতেব্রহ্মহ্মাং পুরুষস্ত চ ॥ ১৬
দি যাবৎ কিকিঞ্চিৎ চেতনম্ ।
য়ং দৃষ্টং বুদ্ধিমং কারণং বিনা ॥ ১৭
শস্য বন্ধ-মোক্ষবিচারণা ।
না পুংসামাদিসর্গে প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ১৮
নিরানন্দঃ ক্রিশ্ণস্য রোগিণো যথা ।
রানন্দঃ ক্রিশ্ণতে হি জগৎ তথা ॥ ১৯

তস্মাদনাদিঃ সর্বজ্ঞঃ পরিপূর্ণঃ সদাশিবঃ ।
অস্তি নাথঃ পরিত্রাতা পুংসাং সংসারসগরাং ॥ ২০
আদিমধ্যান্তনির্মুক্তঃ স্বভাববিমলঃ প্রভুঃ ।
সর্বজ্ঞঃ পরিপূর্ণঃ শিবো জ্ঞেয়ঃ শিবাগমে ।
তজ্জাভিধানং ব্রহ্মোহময়মভিধেয়ং স স্মৃতঃ ॥ ২১
অভিধানাভিধেয়ভ্রামন্তঃ সিক্কাঃ পরঃ শিবঃ ।
এতাবৎ তু শিবজ্ঞানমেতাবৎ পরমং পদম্ ॥ ২২
যদোং নমঃ শিবায়ৈতি শিববাক্যং বড়করম্ ।
বিবিধাক্যামিদং শবং নার্ববাদং শিবাস্তকম্ ॥ ২৩
যঃ সম্পূর্ণঃ স সম্পূর্ণঃ স্বভাববিমলঃ শিবঃ ।
লোকানুগ্রহকর্তা চ স যুগার্থং কথং বদেৎ ॥ ২৪
যদযথাবস্থিতং বস্তু শুণদোষৈঃ স্বভাবতঃ ।
যাবৎ কলকং যং পুণ্যং সর্বজ্ঞস্ত তথা বদেৎ ॥ ২৫
বাগজ্ঞানাদিভির্দোষৈঃ স্তম্ভাদনৃতং বদেৎ ।
তে চেবনে ন বিদ্যন্তে কথ্যং স কথমন্তথা ॥ ২৬

সই শিব ও মস্ত্রে অবস্থান করি-
মন এই বোর সংসারসাগর অনাদি
আছে, সেইরূপ সংসার হইতে
ও অনাদি হইয়া জগতের অধি-
সেই ভগবান্ ব্যাধিনা ও শুষ্কতের
সংসার-দোষের শত্রু : এই জগৎ
রহে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ
ত এই জগৎ হইতে অন্তর্হিত
অমোয় হইয়া থাকে । প্রকৃতি
পুরুষ অজ্ঞ বলিয়া স্মৃত্যঃ সেই
পুংস্টা শিব অবিন্যমানে এই
হজন করিবে ? প্রকৃতি পরমাণু
কিছু আছে, সকলই অচেতন
॥ সচেতন কারণ ব্যতিরেকে স্বয়ং
ারে না এবং প্রথম সৃষ্টিকালে
যরই বস্তু ও অক্ষর উপদেশ
জের বিচার সেই সর্বজ্ঞ শিব
হয় না । যেমন বৈদ্য-বিহনে
নক হইয়া কেবল ক্রেশ ভোগ
। সেই আনন্দময় শব্দ বিহনে
নানদগুণ হইয়া অধি দেবের

আশ্রয় হয় অতএব সর্বজ্ঞ অনাদি পরি-
পূর্ণ জগৎব্যপী সদাশিব সকল মনুষ্যের এই
সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারক হইয়া অব-
স্থান করিতেছেন । ১১—২০ । শিবাগমে
সেই ভগবান্ আদিমধ্যান্তপুত্র, স্বভাব-
বিমল, পরিপূর্ণ, সর্বজ্ঞ ও প্রভুরূপে জ্ঞেয়
হন । ঐ মন্ত্র সেই শিবের অভিধান, স্মৃত্যঃ
তিনি ঐ মন্ত্রের অভিধেয়, অতএব ঐ প্রকারে
অভিধান-অভিধেয়-ভাব থাকিতে মন্ত্র ও পরম
পুরুষ শিব বলিয়া প্রসিদ্ধ : “ওঁ নমঃ শিবায়”
এতাবদ্যত্রই শিবজ্ঞান, এবং এতাবদ্যত্রই পরম
পদ বলিয়া বিদিত হয়, যেহেতু ঐ বড়কর
মন্ত্রকে শিব স্বয়ং বলিয়াছেন । এই শিবাস্তক
শৈব মন্ত্র বিধিবাক্য তিন স্ততিবাক্য নহে ।
তিনি সর্বজ্ঞ, স্বভাব-নির্মল ও লোকানুগ্রহকর্তা,
এহেন হইয়াও সেই পরিপূর্ণ শিব কেমন মিথ্যা-
বাক্য বলিবেন ? যে বস্ত স্বভাবতঃ শুণ-দোষে
বাহুণ্য তাহে বিদ্যমান আছে এবং বাহুণ্য
ফল ও পুণ্য, সর্বজ্ঞ পরমপুরুষ তাহাই
বলিয়া থাকেন । যাহারা রাস ও অজ্ঞান
দোষ-গ্রস্ত, তাহারা এই অসূত বলিয়া থাকে ।
সকল লোক ইহঁদের নাই, অতএব কোন শক্তি

অজাত। হোকদোষেণ সর্বজ্ঞেন শিবেন বৎ ।
 প্রীতমমলং বাক্যং তং প্রমাণং ন সংশয়ঃ ॥২৭
 তস্যাদীষদ্বাক্যানি প্রক্লেব নি বিপশিতা ।
 বখার্থং পুণ্যপাপেষু তদ্ব্যভ্রো ব্রজতাতঃ ॥ ২৮
 বর্গাপবর্গসিদ্ধাৎ ভাবিতং বৎ সুশোভনম্ ।
 বাক্যং মুনিবটৈঃ শাট্টপুত্রিভ্যঃ সুভাষিতম্ ॥
 রাগ-দেবামৃত-ক্রেম-কাম-ফাণুসারি বৎ ।
 বাক্যং নিরবহেতুঃ তদুভাষিতমুচ্যতে ॥ ৩০
 সংক্লেবমপি কিং তেন মননং ললিতেন বা ।
 অবিনাশবাক্যেণ সংসারক্লেবহেতুনা ॥ ৩১
 বজ্রুতা জ্ঞাতে চেত্তো রাগাদিনাক সংক্লেবঃ ।
 বিতপমপি তদাতঃ বিক্লেবমভিশোভনম্ ॥ ৩২
 বহুতপসি হি বখ্যাতঃ সর্বজ্ঞেন শিবেন বৎ ।
 প্রীতমমলং বৎ ন তেন সঙ্গঃ কচিৎ ॥ ৩৩
 সাত্ত্বানি বেদশাস্ত্রাণি সংশ্রুতানি বড়করে
 ন তেন সঙ্গস্তদ্ব্যবহোহস্তোহপি পরঃ কচিৎ ॥

দেবমম বিখ্যাত বাক্যে ও প্রদত্ত হইবে । শিব-
 প্রীত অমল বাক্যই যে প্রমাণ, তাহাতে কোনও
 সংশয় নাই । অতএব পুণ্য-পাপ সংক্লেব
 কৃষ্ণ-সত্তা সর্বদ-বাক্য পশ্চিৎগত প্রকাসময়
 হইবে । বমপুত্রমুনিমণ বাক্য ও মুক্তি
 অস্ত যে শোভন বাক্য কীর্তন করিয়াছেন
 তাহকে সুভাষিত বলিয়া জানিবে । যে
 বাক্য রাগ, ক্রোধ, বিখ্যা, কাম, তৃষ্ণাদি
 অনুসারী, নিরবহেতু বলিয়া সেই বাক্যকে
 সুভাষিত বলেন ৩১—৩১ । অবিনা-রূপাদির
 অনুসারী বাক্য কোমল অক্ষয়মাল্য গ্রথিত
 এক বিতপরূপে রচিত হইয়া সত্যযুগ
 হইলেও তাহাতে কি প্রয়োজন ? তবে যে
 বাক্য প্রেরণের নিমিত্ত, যে বাক্যপ্রবণে রাগা-
 দি ক্রম হয়, কর্মোত্তাকরাগি-দোষে দূষিত
 হইলেও সে বাক্য অতি শোভন হইয়া থাকে ।
 অতএব বাক্য অনেক থাকিলেও সর্বজ্ঞ শিব-
 প্রীত অমলম বাক্য আর কোথায়ও নাই ।
 বাক্য প্রেরণ প্রকৃতিসম্মত এই বাক্যের মত
 শিবপূজাপত্রের বাক্য এই বাক্যের একমাত্র
 সঙ্গীত।

সংকোটিবহামট্টরূপমট্টরূপেনকা ।
 মনঃ বড়করো ভিন্নঃ সূত্রং বৃত্তান্তনা ।
 শিবজ্ঞানানি বাবস্তি বিদ্যাভ্যানানি বানি
 বড়করস্ত সূত্রস্ত তানি ভাব্যং সমাসজ
 কিং তস্ত বহুভিমন্তেঃ শাট্টপুত্রী বহুভি
 যন্তোঃ নমঃ শিবায়ৈতি মন্তোঃ ২৭ কপি
 তেনাধীতং শ্রুতং তেন কতং সর্বমুত্তম
 যেনোঃ নমঃ শিবায়ৈতি মন্তোভ্যাসঃ দ্বিতী
 নমঃ প্রাদিসংযুক্তং শিবায়ৈত্যাক্ষরম্ ।
 ভিন্নাথে বক্ততে যন্ত সাক্ষর তন্ত জপি
 যন্তো বাক্যে বাপি মন্তো বা পঠিয়ে
 পক্ষাক্ষররূপে নিষ্ঠে মুচ্যতে পাপপুণ্য
 ইত্যুক্তং পরমেশেন দেবা পঠেন শ্রুনি
 তিতস সর্বমুত্তমানঃ তিমানঃ বিশেষ
 দেদুবচ
 কলৌ কলমিতে কলে দুর্জনে দুর্জনে

কৃষ্ণি বাক্য মন্তে বাক্য ও বড়কর
 কোটি মহামন্ত ও উপমন্ত সাক্ষর
 যে সকল শিবজ্ঞান ও যে সকল
 তাহা ও বড়কর মন্তের সঙ্গিত
 ও "ও নমঃ শিবায়" এই মন্ত জপ
 করিতেছে, তাহদের মত বহুভয়ে ও
 শাট্টপুত্রী কি প্রয়োজন ? যে ও ন
 এই মন্ত অত্যাশ করিতে সক্ষম হই
 সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সকল কা
 করিয়াছে । তাহদের ও নমঃ প্রসঙ্গ
 এই অক্ষরমন্ত ভিন্নাথে বিরক্ত
 তাহদের জীবন সাক্ষর জীবনে
 কথাই নাই, এমন কি, যদি কোন
 অমম বাক্য, কিংবা মন্তও
 মন্ত জপ করে, তাহা হইলে
 হইতে মুক্ত হয়, তাহাতে
 ৩২—৪০ । পরমেশ শ্রুতী ।
 পৃষ্ঠ হইয়া সকল মন্তের বিশেষ
 মন্তের হিতের নিমিত্ত এই
 দেবী কহিলেন,—হে মহম
 ভিন্নাথ, দুর্জন, দুর্জনে

সাক্ষরে লোকে ধর্মপরাধুখে ॥ ৩২
সমাচারে সঙ্গবে সমুপস্থিতে ।
র সন্ধিতে নিশ্চিতে বা বিপর্যয়ে ॥ ৩৩
ন বিহতে গুরুশিষ্যক্রমে গতে ।
ন মুচ্যন্তে ততোস্তব মহেশ্বর ॥ ৩৪
মহেশ্বর উবাচ ।

বিমাং বিদ্যাং হৃদ্যাং পকাকরীং মম ।
বিভায়ানো মুচ্যন্তে কলিজা নরাঃ ॥ ৩৫
ভৈদ্যোমৈবতুং মর্জুংগোচরৈঃ ।
হৃদ্যানাং নির্দ্যানাং খলোজ্ঞানাম্ ॥ ৩৬
কমনসামপি মংপ্রবণায়নাম্
গী বিদ্যা সংসারভয়তারিণী ॥ ৩৭
দ্বি প্রতিজ্ঞাতং বরাভলে ।
বিমুচ্যত মন্ত্রো বিদ্যানানয়া ॥ ৩৮
দেবোবাচ ।
ভবেমতাঃ পতিতো যদি সর্গধা ।

কর্মাবোপ্যেন বং কন্ম কৃতক নরকার হি ॥ ৩৯
ততঃ কথং বিমুচ্যত পতিতো বিদ্যানানয়া ॥ ৪০
দৈবর উবাচ ।
তথ্যমেতং ত্বয়া প্রোক্তং তথা হি শৃণু হৃদয়ি !
রহস্তমিতি মঠৈভ্যদ্যোপিতং যময়া পুরা ॥ ৪১
সমস্তকং মাং পতিতঃ পূজয়েদ্যদি মোহিতঃ ।
নারকো স্তান্ন সন্দেহো মম পকাকরং বিনা ॥ ৪২
অব তচ্চ বায়ুতক্ষাচ্চ যে চান্তে ব্রতকর্ষিতাঃ ।
তথ্যমেতৈব্রতৈর্নাস্তি মম লোকসমাগমঃ ॥ ৪৩
তত্যা পকাকরেনৈব যো হি মাং সকলচর্চয়েৎ ।
সোহপি গচ্ছেম্যম স্থানং মনস্তাতৈব গৌরবাৎ ॥
তন্মাং তপাংসি বজ্রাচ্চ ব্রতানি নিয়মান্তথা ।
পকাকরার্চনৈস্তেতে কোটিংশেনাপি নো সমাঃ ॥
বন্ধো বাপ্যধবা মুক্তঃ পাশাং পকাকরেন বঃ ।
পূজয়েমাং স মুচ্যত নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৪৬
মকন্দো বা সক্রন্দো বা সক্রং পকাকরেন বঃ ।

৪৩ হইলে এখন লোকে ধর্মপরাধুখ
র্ষাচার পদ্ধতি নান প্রাপ্ত হইয়া
ত, নিখিল অধিকার সন্ধি ও
প্ত হইয়া থাকে ও ক্রমে ক্রমে
নাদি নষ্ট হইয়া গুরুশিষ্যক্রম
থাকে, তখন আপনার ভক্তগণ কি
ক হয়? মহেশ্বর কহিলেন,—
কলিকালজ মনুষ্যেরা ভক্তিভাবিত
ধারিণী আমার পরম পকাকরী
মন করিলে মুক্তিমার্গের পথিক
হইয়া থাকে। বলা দরে থাকুক,
অবিধেয়, সেই দোষে দমিত, নির্দয়,
ভাব, কটিলম্বিত, পুরু লোকেরাও
জ্ঞ হইয়া ঐ পকাকরী বিদ্যা
তাহা হইলে তাহাদিগেরও ঐ
রি-ভয়-নিবারিকা হইয়া থাকে।
যদি বার বার ধরাভলে প্রতিজ্ঞা
মন্ত্র পতিত হইলে ঐ বিদ্যা-
পাইয়া থাকে। দেবী বলি-
পতিত মনুষ্য নিশ্চয়ই কল-
ম, হুতরাং সেই কল-ম

করী পতিত লোক যে কার্য্য করে, তাহার
নরকই পরিণাম, তবে কেমন করিয়া পতিত
লোকেরা ঐ বিদ্যায় মুক্ত হইতে সমর্থ
হয়? ৪১—৪০। মহেশ্বর বলিলেন,—হে
হৃদয়ি! তুমি ধর্মার্থই জিজ্ঞাসা করিয়াছ।
পূর্বে রহস্ত বলিয়া ঐ জিজ্ঞাসিত বিষয়
গোপন করিয়াছিলাম, এখন বলিতেছি,
শ্রবণ কর। পতিত ব্যক্তির সমস্তক আমাকে
পূজা করিলে নরকপায়ী হয়, তাহাতে কোনও
সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ পকাকর-মন্ত্র এভাবে
তাহার বিপরীত ফল হয়। জলভক্ষণ, বায়ু-
ভক্ষণ ও অশ্রুত ব্রতে কৃশ হইলেও লোকেরা
মদীয় লোকে সমাগত হইতে সমর্থ হয় না;
কিন্তু যদি কোনও মনুষ্য ভক্তিপূর্বক আমাকে
একবার মাত্রও ঐ পকাকর মন্ত্রে অর্চনা করে,
সে ঐ মন্ত্রবলে মদীয়-লোকে সঙ্গত হয়। অত-
এব তপস্যা, ব্রত, নিয়ম, বজ্র প্রভৃতি ঐ পকা-
কর মন্ত্রের কোটি ভাগের ভাগেও সমান হয়
না। কেহ পালে বহু বটক পান করে সেই
পান হইতে হৃত বটক পান করে ঐ পকাকর
মন্ত্রে অর্চনা করিলে হৃত বটক পান করিয়া

পূজয়েৎ পতিতো বাপি মূঢ়ো বা মূঢ়াতে নরঃ ॥৫৭
 বড়করেণ বা দেবি তথা পকাঙ্করেণ বা ।
 স ত্রাসাতো ন মাং তক্ত্যা পূজয়েদ্বাদি মূঢ়াতে ॥
 পতিতোহপতিতো বাপি মন্ত্ৰেণানেন পূজয়েৎ ।
 যম তক্তো জিতক্রোধো হনকো লরু এব বা ॥৫৮
 অলকারক এবহ কোটিকোটিগুণাধিকঃ ।
 তদ্ব্যক্তকৈশ্চ মাং দেবি মন্ত্ৰেণানেন পূজয়েৎ ॥ ৬০
 লরুঃ সম্পূজয়েদ্ব্যক্ত মৈত্রাদিগুণসংযুতঃ ।
 ত্রাসচর্যরূপো ভক্তনঃ যঃ সাদৃশ্যমবাধুয়াং ॥ ৬১
 কিমত্র বহনোক্তেন তক্তোঃ সর্বৈহধিকারিণঃ ।
 যম পকাঙ্করে মন্ত্ৰে তদ্ব্যক্তেষ্ঠতরো হি সঃ ॥ ৬২
 পকাঙ্করপ্রত্যবেণ লোকা বোদা মহর্ষয়ঃ ।
 তিষ্ঠতি শাসিতঃ বন্যো দেবাঃ সর্বমিদং ভূপং ॥৬৩
 এতরে সমুদ্রপ্রাপ্তে নষ্টে হাবরজসমে ।
 সর্বং প্রকৃতিমাপন্নং তত্র সংলদম্বেষ্যতি ॥ ৬৪

অহং কৃষ্ণ-ভক্তিযুক্ত অবস্থা সেই ভক্তিযুক্ত
 ও পতিত কিংবা দুঃখ দ্বারা হউক না কেন, ঐ
 পকাঙ্কর-মন্ত্ৰ-প্রত্যবে মূঢ় হইলে, ইহা
 নিসন্দেহ । মন্ত্ৰ-সংলদযুক্ত বড়কর বা পকা-
 ঙ্কর মন্ত্ৰে পূজা করিলে মূঢ় হয় । পতিত ও অপ-
 তিত ব্যক্তি দীক্ষিত বা অদীক্ষিত হউক না কেন,
 ক্রোধ জর কঠিনা মন্ত্ৰে হইলে ঐ মন্ত্ৰে পূজা
 করিতে সমর্থ হইবে । কিন্তু দীক্ষিত অপেক্ষা
 অদীক্ষিত কোটি কোটি গুণ ন্যম । অতএব
 হে দেবি ! গুরুসকল দীক্ষিত হইয়াই ঐ
 মন্ত্ৰে আমার পূজা করা কর্তব্য । ৫১—৬০ ।
 লোকেরা মৈত্রী করণ প্রকৃতি গুণসংযুক্ত ও
 লরু হইয়া ত্রাসচর্য অলকারক করত ভক্তি-
 পূর্বক অর্চনা করিলে আমার সাদৃশ্য লাভ
 করিতে সমর্থ হয় । অধিক আর কি বলিব,
 সকল ভক্ত যাহার আমার পকাঙ্কর মন্ত্ৰে
 অর্চনা করি, সেইজন্যই ঐ মন্ত্ৰে সর্বোৎকৃষ্ট
 বলিয়া প্রসিদ্ধ । ঐ পকাঙ্কর-মন্ত্ৰ-প্রত্যবে মহর্ষি,
 বৈদ্য, পণ্ডিত বর্গ, দেবদেব ও ঋষিগণ অসং-
 লবিত অসংখ্য । প্রত্যেকের উপস্থিত হইয়া
 অলকারক মন্ত্ৰে পূজা করত হইলে সকল প্রকৃতি
 অলকারক মন্ত্ৰে পূজা করত হইলে সকল প্রকৃতি

একোহংসংস্থিতো দেবি ন দ্বিতীয়োহসি
 তদা বেদাশ্চ শাস্ত্রাণি সর্বে পকাঙ্করে হি
 তে নাশং মৈব সম্প্রাপ্তা মন্ত্ৰত্যা হনুপা
 ত্রমুত্ত্যাসনাংকৈব ততোহবাস্তবসংজ্ঞা
 ততঃ সৃষ্টিব্রহ্মস্বতঃ প্রকৃত্যা প্রভেদতঃ ।
 তদা নারায়ণঃ শেতে দেবো মায়াযবী তু
 আস্থায় ভোগিপর্ষাক্ষয়নে তেজমধ্যগঃ ।
 তদ্রাভপক্ষজাজাতঃ পকবক্রুঃ পিতামহঃ
 সিসৃক্ষমাণো লোকাঃ স্ত্রীনাশতোঃ অসহায়
 মুনীন্ দশ সমজ্জাদৌ মানসানমিতৌজস
 তেষাং সিদ্ধিবিদ্রুদ্যতঃ মাং প্রোচ্চ পিতা
 মংপুত্রাণাং মহাদেব শক্তিং দেহি মন্ত্রে
 ইত্যেবং প্রার্থিত্বেন্তন পকবক্রুধরো হনু
 পকাঙ্করাণি ক্রমশঃ প্রোক্তবান পরমহংস

হইয়া থাকে । একাকা আমি বাতাস
 আর কোথায় কিছুই থাকে না, সেই
 মুনীশ শক্তি পালিত দেব ও ঋষি
 ও সেই সেই প্রকৃতিগণ অসহায়
 ঐ পকাঙ্কর মন্ত্ৰে অর্চনা করি
 এবং তাহার মতো সর্বদা ঐ
 ভক্তি ত্রাসাদিগুণ সংলবিত হয় ।
 যখন প্রথম প্রোক্তবান প্রবর্তিত হই
 পর আমা হইতে প্রকৃতি-পুত্র
 হইল । তখন দেব নারায়ণ মায়াযবী
 লবন করিয়া ওলম্বণে সর্পশায়াশ্রয়
 ছিলেন । ঐ সময় সেই নারায়ণের
 হইতে পকবক্রু পিতামহ উৎপন্ন হন
 মহ উৎপন্ন হইয়া, ত্রিলোক-স্বজন-বা
 র্যতে, স্বয়ং অশক্ত ও অসহায় গিয়া
 তেজাঃ মানসপুত্র দশ জন মুনীশ
 লেন । তাহাদিগের শক্তি রক্ষিত নিবি
 বোধি পিতামহ আমাকে বলিলেন,—
 বহু । আমার পুত্রগণকে শক্তি প্রদা
 ৬১—৭০ । এইরূপে পিতামহ কর্তৃক
 হইয়া আমি পকবক্রু বাস করত
 গীত করত ঐ পকাঙ্কর পকাঙ্কর

।স্তানি ৫৫ ন লোকপিতামহঃ।
জায়েন জ্ঞাতবান্ মাং মহেশ্বরম্ ॥৭২
।গং বিধিবং সিন্ধুমন্তঃ প্রজাপতিঃ।
নদৌ মন্থং মন্তার্থকং যথাভবম্ ॥ ৭৩
মন্তরদ্বং সাক্ষাৎলোকপিতামহাং।
মার্গেণ মদারাদনকান্তিকণঃ ॥ ৭৫
ধবে রম্যো মুগ্ধবান নাম পক্ষতঃ।
ততঃ ক্রীমান্ মন্ততৈরপি রক্ষিতঃ ॥৭৫
তপস্ত্যবং লোকসৃষ্টিসমুৎসুকাঃ।
।স্তস্ব বায়ভক্ষঃ সমাচরন্ ॥ ৭৬
মহং দৃষ্টা মদাঃ প্রত্যক্ষতামিষাম্।
। কালকং বীজং শক্তিকং দেবতম্ ॥৭৭
দিবকং বিনিয়োগমশেষতঃ।
মার্গাণাং জগৎসৃষ্টিবিরুদ্ধয়ে ॥ ৭৮
।হা ত্র্যাদশমুদ্রপদৈসিবিতাঃ।
ত সম্যক্ সন্দেবাহুবম্ভবাম্ ॥ ৭৯

৭২ ও পাঁচমুখে ও পঞ্চাঙ্কর মন্ত
মাকে বাঁচা বাঁচকভাবে অবগত
হর যথাবিধি তাহার প্রয়োগ
ক্রমস্থ হইলেন ও স্বীয় পুত্র-
মন্তার্থ যথার্থরূপে উপদেশ
৭৩ সাক্ষাৎ জনকের নিকট
।লাভ করিয়া তদুপদিষ্ট পঙ্ক-
রাধনা করিবার মানসে সুমেরু
শিখরস্থ আমার প্রীতিজনক
তরক্ষিত মুগ্ধবান নামক পক্ষ-
লাক-সৃজনে সমুৎসুক হইয়া
সহস্র দিব্য বংশর ব্যাপিয়া
ফিলেন। তাহাদিগের ভক্তি
ষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইলাম, এবং
।লক, বীজ, শক্তি, দেবতা,
ও দিব্যকন এবং বিনিয়োগ
রূপে সেই যান্ত্র মুনিগণকে
উপদেশ দিলাম। তপঃপ্রত্যক-
এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া মন্ত-
বহু ও বহুমুদ্রাধার সমস্ত

অস্তাঃ পরমবিদ্যায়াঃ স্বরূপমধুনোচ্যতে ॥ ৮০
আদৌ নমঃ প্রয়োগকৃত্যং শিবার্যেতি ততঃ পরম্।
সৈবা পঞ্চাঙ্করী বিদ্যা সর্কাকৃতিশিরোগতা ॥ ৮১
শঙ্কজাতস্ত সর্কস্ত বীজভূতা সমাসতঃ
প্রথমং মন্থখোদগীর্ণা সা মমৈবান্তিবাচিকা ॥ ৮২
তপ্তচামীকরপ্রখ্যা পীনোন্নতপয়োধরা।
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না বালেদুর্ভুজশেখরা ॥ ৮৩
পদোংপলকরী সৌম্যা বরদাত্তরপাণিকা।
সর্কলক্ষণসম্পন্ন সর্কাত্তরপভূষিতা।
সিতপদ্মাসনাসীনী মীলকৃকিতমূর্ছজা ॥ ৮৪
অস্তাঃ পঞ্চবিধা বর্ণাঃ প্রফুল্লমুখিমণ্ডলাঃ।
পীতঃ কৃষ্ণস্তম্বা বৃষ্ণঃ সূর্য্যভো রক্ত এব চ ॥ ৮৫
পৃথক্ প্রযোজ্যা যদ্যোতে বিন্দুনাদবিভূষিতাঃ।
অর্ধচন্দ্রাকৃতিবিন্দুর্নাদৌ দীপশিখাকৃতিঃ ॥ ৮৬
বীজং দ্বিতীয়ং বীজেষু মন্তস্তান্ত বরাননে।
দীর্ঘপূর্কং তৃতীয়স্ত পঞ্চমং শক্তিমানিশেৎ ॥ ৮৭

রূপে সৃষ্টিবিধান করিতেছেন। এখন ঐ
পরমবিদ্যার স্বরূপ কীর্তন করিতেছি, অবগ
কর। প্রথমে “নমঃ,” অনন্তর “শিবার্য” এইরূপ
প্রয়োগ করিতে হইবে। ৭১—৮০। সর্ক-
শঙ্কপ্রধান এই পঞ্চাঙ্করী বিদ্যা নিখিল শঙ্ক-
জাতের কারণ। প্রথম মন্থ হইতে নিঃসৃত
সেই আমারই অস্তিত্ব-বাচিকা পঞ্চাঙ্করী বিদ্যা
চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না এবং শনিকলা-নিরোদ্ধবণা
ও তাহার বর্ণ তপ্তচামকন-মূর্শ, হস্তে পদ
উংপল বর অভয় বিরাজমান, কেশ কৃকিত ও
যনকালিমায় চিকণ এবং সেই বিদ্যা পীনোন্নত
পয়োধরা, সর্ক লক্ষণ ও সকল আভরণে
বিভূষিতা ও মনোহর-কান্তিধারিণী। ঐ বিদ্যার
পীত, কৃষ্ণ, বৃষ্ণ, সূর্য্যবর্ণ, রক্ত, এই পাঁচ
প্রকার বর্ণ। এই পঞ্চাঙ্কর পৃথক্ পৃথক্
প্রযোজ্য হইলে নাদবিন্দুযুক্ত হইবে, তদ্ব্যন্ত
বিন্দু অর্ধচন্দ্রাকৃতি, আর নাদ দীপশিখার ভায়।
হে কল্যানেন! এই পঞ্চাঙ্কর মন্তের এবং
এই পঞ্চাঙ্কর-মন্তের মানসীয় বীজমন্তের বীজ-
দ্বিতীয় বর্ণ এবং শক্তি মন্তের বর্ণ। কেননা
চতুর্ভুজা বীজের শক্তি পঞ্চম বর্ণ (কেননা মন্তের

বাসনাবো নাম কবি: পণ্ডিতকল্প উদাহৃতম্ ।
 দেবতা শিব এবাহং মন্ত্রস্তত্র বরাননম্ ॥ ৮৮
 গৌড়মোহত্রির্বরোহঃ বিবামিত্ত্বখাদিরাঃ ।
 ভববাহুঃ কৰ্ণানং ক্রমশো কবর: স্মৃতা: ॥ ৮৯
 নারায়ণুইপু ত্রিইপু চ কুন্দাংসি বৃহতী বিরাটে ।
 ইন্দো কুন্দো হরিব্রহ্মা যমন্তেবাক দেবতা: ১০
 মম পদ মুখান্তঃ স্থানং তেষাং বরাননম্ ।
 পূৰ্ব্বাদিসুৰ্ভপৰ্বাতং নতাবামি বধাক্রমম্ ॥ ১১
 উদাত্ত: প্রবরো বর্ণনতুৰ্ভনং বিতীরক: ।
 পদম: বহিষ্ঠেভ্য চতীরো নিষ্ঠত: স্মৃত: ॥ ১২
 মূলবিদ্যা শিবকৈবল্য সূত্রং পদাকরত্বম্ ।
 নানাত্তত্র বিজানীয়াটেকং যে লবণং মহং ১৩
 নক'র: শিব উচ্যেত মকারত শিখোচ্যত: ।
 শিকার: কবচং ভববাহুরো নেত্রমুচ্যতে ॥ ১৪
 বকরোহস্থং নম: বাহা বহই চৈব যৌবডি ত্যপি ।
 কডিভ্যপি চ বর্ণনামন্তেহুতত্বং বদা তদা ॥ ১৫

বীজ ও শক্তি আছে) এই মন্ত্রের বাসনাব
 নামে কবি, পণ্ডিত নামে কল্প, আর অমিই
 দেবতা। এবং মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণের বধা-
 ক্রমে গৌড়ম, অত্রি, বিবামিত্ত্ব, অদ্বিরাঃ,
 ভববাহু এই পাঁচজন কবি: নারায়ী,
 কনুইপ, ত্রিইপ, কুন্দী, বিরাটে এই পাঁচটি
 কবাক্রমে কুন্দ: ইন্দ, কুন্দ, হরি, ব্রহ্ম,
 ভব বধাক্রমে এই পাঁচ দেবতা এবং পূৰ্ব-
 বক্ষিত হইতে উর্ভ পৰ্বাত যে পাঁচ মুখ আছে,
 তাহারাই ঐ মন্ত্রবর্ণের বধাক্রমে নাম জানিবে ।
 ৮১—১০ । প্রবর ও বিতীর বর্ণ উদাত্ত, ততীর
 ও চতুৰ্ভ বর্ণ বহিষ্ঠ, আর পদম বর্ণ অদুৰ্ভাত
 শব্দিত হয় । শিকার ০ মূলবিদ্যা পদাকরত্বম
 আমার নাম এক এই যে শিবনাম ইহা আমার
 হংকরণরূপ এবং মহাকলপ্রদ । নকার
 শিব, মকার শিবা, শিকার কবচ, বাকার নেত্র,
 কব, অত্রি বর্ণিয়া কবিত হয় এক ঐ সকল
 বর্ণে আমার নাম বাহা বহই, হং, যৌবই, বই
 ইহা কবাক্রমে পদম ভববাহু শিবকৈবল্য হইতে

তথাপি মূলমন্ত্রোহং কিংকিৎসনমবধাঃ ।
 তথাপি পদমো বর্ণো বাসনাববহুবিভ: ॥ ৯
 উদাত্তনেন মন্ত্রেণ মনোবাক্যভেদত: ।
 আবদোবর্চনং কৃষ্টাঙ্কপহোমাদিকং তদা ।
 বধাপ্রভং বধাপ্রভং বধাকালং বধামতি ।
 বধাশক্তি বধাসম্পদবধাযোগং বধামতি ॥ ১০
 বদা কন্যাপি বা ভক্ত্যা যত্র কন্যাপি বা কৃত
 যেন কেনাপি বা দেবি প্রভ দুক্তিঃ নষ্টিয়া
 মধ্যাসক্তেন মনসা যং কৃতং মম মুমুরি ।
 মংপ্রিয়ক শিবকৈবল্য ক্রমেণাপ্যক্রমেণ বা ।
 তথাপি মম ভক্তা যে নাতোমবিসং পূন:
 তেষামর্থে তু শাস্ত্রেসু মইদম নিদম: কৃত: ।
 উদাত্তো সম্পদবধ্যামি মনসংহৃতং তদা
 বধিন: নিফলং ত্যপ্যং যেন ব সফলা ত
 আফাধীনং ক্রিয়াধীনং বদাধীনং বদা
 আফাধ: লক্ষ্মীধীনং সদা তপুঃ নিফল

পারে । তে বরাননে । তেষাং ই প
 মন্ত্র মূলমন্ত্র জানিবে, কেবল 'কিৎসন
 আছে, এই পদম বর্ণে বাসনাব (ঐ
 বোধ কর যাত্র সেই ভেদ অতএব
 কামনোবাক্যে ঐ মন্ত্র বার, তেষাং
 অর্চনা ও তপ-গোমাদি করিবে । তে
 যেমন শক্তি, যেমন ক'ল, বদন মতি,
 শক্তি, যেমন সম্পত্তি ও যেমন
 তদনুসারে, বধাসম্ভব যে কোন ব
 কোন সময়ে, যে কোনরূপে পূজা করি
 কন্য হব । ক্রমানুসারেই হউক অ
 পরিভাষ করিয়াই হউক, হে মুমুরি!
 অদুৰ্ভাতমনা: চইদং বাহা করিবে
 কন্যাগ্রহণ এবং আমার প্রীতিজনক
 ১১—১০ । তাহা হইলেও যে
 আমার সম্পূর্ণ অধীন নহে, তাহাদিগে
 শাস্ত্রবিষয় এই নিয়ম নির্ধারিত হই
 সেবি ! তাহার মধ্যে প্রথমত: বাহা কি
 তপ শিবল এবং বাহা বাহা সকল
 তত মন্ত্রবর্ণ-প্রকরণ যদিও, ত
 যে জানকী ! উপদেশধীন, ক্রিয়াধীন

ক্রিয়াসিদ্ধং শ্রদ্ধাসিদ্ধং মনোহরম্ ।

বুদ্ধং মন্ত্রসিদ্ধং মহৎ ফলম্ ॥ ১০৪

বিপ্রমাচার্য্যং তৎ বেদিনম্ ।

পূজাপেতং ধ্যান-যোগপরায়ণম্ ॥

প্রযত্নেন ভাবতুঙ্গিসমম্বিতঃ ।

চৈব কায়েন দ্রবিনেন চ ॥ ১০৬

যচ্ছিয়াঃ সর্বদা হি প্রযত্নতঃ ।

নি ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ ॥ ১০৭

মাংসি ধাত্বানি চ বনানি চ ।

দদ্যাৎ ত্বা চ বিভবে সতি ॥ ১০৮

কুলোত্তমদীক্ষিতঃ সিদ্ধিমাঙ্গনঃ ।

দ্বি স্যাত্তানং সপরিচ্ছদম্ ॥ ১০৯

বিধিবদ্যধাশক্তি ত্বৎকমল

মিত্তং কনকৈব ক্রমেণ তু ॥ ১১০

কঃ শিষ্যঃ পুঙ্কং বৎসরোষিতম্ ।

গর দক্ষিণাশ্রুত জপ নিষ্কল ।

সিদ্ধ, ক্রিয়াসিদ্ধ, ভক্তিসিদ্ধ ও

সুজপ সকল ও মহাকলপ্রদ

ন তত্ত্বজ্ঞ ধ্যান-যোগ-পরায়ণ, সদা

হেন আচার্য্য ত্রাঙ্ককে গুরুত্ব-

করিয়া ভক্তি ও তত্ত্ব-সমম্বিত

মনোবাক্যে ও ধনেতে তাঁহার

করিবে। ফলে শিষ্য আচার্য্যকে

তই পূজা করিবে। আর যদি

তবে হস্তী, অশ্ব, রথ, রত্ন, ক্ষেত্র,

ধন, ধাতু প্রভৃতি গুরুকে দান

করে পূজা করিবে। অর্থাৎ

সিদ্ধিলাভে বাসনা থাকে, তবে

ব না। এইরূপে দক্ষিণাদি

পরে সপরিচ্ছদ আপনাকে

দশে নিবেদন করিবে। এই

পরিচ্যাপূর্ব্বক গুরুকে পূজা

সকালে প্রথমতঃ মন্ত্র, ত্রেনে

দিকা করিবে। ১০১—১১০ ।

প্রসন্ন হইয়া তত নকত্র,

কন দোষবিবর্জিত কার্য্য-

দেখিয়া সেই

তত্ত্বজ্ঞানহকার্য্য হাত্ত তচিমুপোষিতম্ ॥ ১১১

সাপরিদ্ধা বিত্তদ্যর্থং পূর্ব্বকৃত্ত্বেন বৈ ।

জলেন মন্ত্রভক্ষেন পূণ্যদ্রব্যবুডেন চ ॥ ১১২

অলঙ্কৃত্য সুবেষক গন্ধলগ্নত্বভূষণৈঃ ।

পূণ্যাহং বাচয়িত্বা চ ত্রাঙ্কণানভিপূজ্য চ ॥ ১১৩

সমুদতীরে নদ্যাং গোষ্ঠে দেবালয়েহপি বা ।

ততো দেশে গৃহে বাপি কালে সিদ্ধিকরে ত্রিখৌ

নকত্রে শুভযোগে চ সর্ব্বদোষবিবর্জিতে ।

অনুগাহ্য ততো দদ্যাৎ জ্ঞানং মম বধাবিধি ॥ ১১৫

স্বরেনোচ্চারয়েৎ সমাগেকান্তেহতিপ্রসন্নমীঃ ।

উচ্চাৰ্য্যোচ্চারয়িত্বা তথাবায়োর্মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১১৬

শিবকান্ত শুভকান্ত শোভনোহন্ত প্রিয়োহম্বিতি ।

এবং দদ্যাৎ গুরুর্মন্ত্র মাজ্জাকৈব ততঃ পরম্ ॥ ১১৭

এবং লজ্জা গুরোর্মন্ত্র মাজ্জাকৈব সমাহিতঃ ।

সকল্য চ অপেপ্লিত্যং পূর্ব্বচরণপূর্ব্বকম্ ॥ ১১৮

ধাবজ্জাবং অপেপ্লিত্যমষ্টোত্তরসহস্রকম্ ।

অনন্তস্তং পরো ভূত্বা স যতি পরমাং গতিম্ ॥ ১১৯

এক বৎসর নিরন্ত পূজা-তন্ত্রায় উৎপন্ন, উপ-

বৎস-পরায়ণ, স্নানাদিতে তুচি, অহঙ্কারপূত্র

শিষ্যকে তত্ত্ব করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বকৃত্ত্বিত হুতে

ও পূণ্যদ্রব্যবুত মন্ত্রতত্ত্ব জলে স্নান করাইয়া

এবং গন্ধ, বস্ত্র, মালা, ভূষণাদিতে অলঙ্কৃত

করিবেন। পরে পূণ্যাহ-বাচন ও ত্রাঙ্কণ-পূজা

করাইয়া সমুদতীরে হটক, অথবা নদীতে,

গোষ্ঠেতে, দেবালয়ে, পবিত্র দেশে কিংবা গৃহে

হটক, এই নির্দিষ্টের মধ্যে এক স্থলে অমৃত-পূর্ব্বক

বধাবিধি আমার জ্ঞান উপদেশ দিবেন।

হে দেবি! প্রসন্নচেতাঃ গুরু, নির্জনে আমা-

দের উত্তরের উত্তমমন্ত্র স্বয়ং উপবৃত্ত্বয়ে উচ্চা-

রণ করিয়া এবং সেই শিষ্যকে উচ্চারণ করাইয়া

বলিবেন,—“মন্ত্রল হটক, শুভ হটক, শোভন

হটক এবং প্রিয় হটক।” গুরু এইরূপে মন্ত্র

ও আজ্ঞা অর্থাৎ অপবিষয়ে উপদেশ দান করি-

বেন। এইরূপে শিষ্য গুরুসকালে মন্ত্র ও

আজ্ঞা শিলা পাইয়া অত্যাশক্তি পরিচয় করিয়া

সমাহিতচিত্তে মন্ত্রন করিয়া পূর্ব্বচরণপূর্ব্বক

কমলীকন একবারের আট করিয়া শিলা

অপেক্ষাকরণং তে চতুর্গুণিতমাদরাং ।
 নস্তাশী সংবমী যঃ স পৌরুষচরিতিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১২০ ॥
 যঃ পুরুষশ্চ কৃত্য নিত্যজাপী ভবেৎ পুনঃ ।
 উত্ত নাস্তি সমো লোকে স সিদ্ধঃ সিদ্ধিদো ভবেৎ
 জ্ঞানং কৃত্য ততো দেশে বহু কচিবাসনম্ ।
 কৃত্য মাং হৃদি সক্তিহা সক্তিহা সগুরুতঃ ॥
 উত্তমুখঃ প্রায়ুষো বা মৌনৌ চকায়মানসঃ ।
 বিশেষ্য পকত্বানি মহনপাবনাদিভিঃ ॥ ১২১ ॥
 মন্তাসাদিকং কৃত্য সকলৌক্যবিগ্রহঃ ।
 আকর্ষোবিগ্রহঃ ধ্যানেন প্রাপ্যপানৌ নিমম্য চ ॥
 বিদ্যাভ্যাসং যকং রূপমুখিঃ ছন্দোঃ বিদৈবতম্ ।
 বীজং শক্তিং তথা বাচ্যং যুতং পঞ্চকরৌ জপেৎ
 উত্তমং মানসং কাপামুপান্ত মধ্যমং বিতঃ
 অমমং বাচিকং প্রাহবঃ সমর্থনিমমসঃ ॥ ১২২ ॥
 উত্তমং কুত্বেবতাস মধ্যমং বিদুর্দৈবতম্
 অমমং ব্রহ্মদৈবতামিত্যতব্রহ্মপূর্ণিণঃ ॥ ১২৩ ॥

কঠিনে পরমপতি অনাদ্যসে লভ্য করে যে জন
 ব্যক্তিত্বজন ও সংবম অবলম্বন করিয়া, যত
 অক্লম, তত লক্ষের চারিগুণ জপ করে, তাকে
 পৌরুষচরিতিক বলা হয় । ১১১—১২০ ॥ যে
 ব্যক্তি পুরুষরূপ করত মিতা জপ-পদার্থ হইয়া
 তাহার সহতুল আর এ জপতে কেহ নাই এবং
 সে নিজে সিদ্ধ হইয়া অপেক্ষে সিদ্ধিমান করে
 শিষ্য হইয়া করিয়া নিম্নলিখিত তাল আসনে
 উপবেশন করত তেঁমাকে, আমাকে, অনন্ত
 তরুকে চিত্ত করিলে । পরে একগুণিতে
 উত্তমুখ বা পূর্ণমুখ হইয়া মহনপাবনাদিতে
 পকত্ব তত্ত্ব করিলে । অস্ত্রাস মন্ত-জাসাদি
 ও দেবতাসে ব্রহ্মজাস করিয়া, আমানের
 উত্তমের মূর্তি ধ্যান করত প্রাণাদি-বায়ু রোধ
 করিলে । তাহার পর বিদ্যাভ্যাস, যকৌরূপ,
 বীজ, শক্তি, অধিদৈবত, বীজ, শক্তি, আর বাচ্য
 প্রকৃতির জপ করত পঞ্চকররূপ জপ
 করিলে । আকর্ষোবিগ্রহসেয়া মনিসম্পদক
 উত্তম, উত্তম, মধ্যম, অমম, আর বাচিক
 উত্তম, উত্তম, মধ্যম, অমম, আর বাচিক
 উত্তম, উত্তম, মধ্যম, অমম, আর বাচিক

বহুজনীচস্মিতিঃ শটকঃ স্পষ্টপদার্থা
 মন্তমুচ্চারয়েৎবাচ্য বাচিকোত্তমং জপঃ
 জিহ্বামাত্রপরিমিতাদীমন্তস্মিতিঃ
 অপবৈরশ্রুতঃ কিকিছুতে যোগান্তক
 দিয়া যদক্ষরশেখা বর্ণাধর্মে পদ্য পদ
 শব্দার্থচিত্তনঃ ভূয়ঃ কথ্যতে মানসো জ
 বাচিকস্তক এব সাতপদ্যঃ শতমুচ্চার
 সাহস্রো মানসঃ প্রোক্তঃ সপদ্যঃ শত
 প্রাণসমসমুচ্চারঃ সপদ্যঃ জপ উচ্চার
 আদ্যমোহরগোত্রঃ পি প্রাণায়াম, প্রশম
 চত্বারিংশঃ সমাধিত্তি প্রাণায়ামা সংহত
 মন্তমুচ্চারিতাম নশক্ত শক্তিঃ জপ
 পঞ্চকং বিদ্যমেকং বা প্রাণায়াম সমা
 অগভঃ বা সগভঃ বা সগভঃ শত
 সগভঃ পি সাহস্রঃ সগভঃ জপ উচ্চার

আর ব্রহ্ম-সহত জপ অমম বসি
 উত্তম, অমম, মধ্যম, অমম, আর
 সগভঃ শব্দমুচ্চারকো জপ করে
 বসিয়া থাকেন । আর 'জপ' শব্দ
 উচ্চারিত জপ, আর কতক
 বা ন হউক, তাকে উপান্ত
 মনে মনে এ-বর্ণ হইতে ও বর্ণ
 হইতে ও-পদের, আর শব্দ-মন্ত
 মানসিক জপ করেন ১২১—১২২
 জপ একগুণ, উচ্চার শতগুণ
 জপ সহস্রগুণ ও সগভঃ জপ
 বসিয়া কথিত হয় পণ্ডিতেরা
 প্রাণসমুচ্চার জপকে সগভঃ
 বাকেন আর অগভঃ প্রাণায়
 জানিবে মন্তার্থক বীজনি সগ
 রোপাদি-সহকারে চত্বারিংশ-বার
 করিলে, ইহাতে অসমর্থ হইলে,
 জপ করিলে পাঁচবার, তিনবার
 আরও প্রাণায়াম করিলে । উত্ত
 অগভঃ হউক, অথবা সগভঃ হ
 কিছুই নিম্ন নাই, কিন্তু জ
 সগভঃ জপ, অগভঃ জপ, সগভঃ জপ

ধ্বংসকঃ কৰ্ত্তব্যঃ শক্তিতো জপঃ ॥ ১৩৫
পসংখ্যানমেকমেকমুদাহৃতম্ ।
বিদ্যাং পুলক্যবৈদ্যশাধিকম্ ॥ ১৩৬
অমণিভিঃ প্রবালৈস্ত সত্ৰকম্ ।
সাহস্র মোক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে ॥ ১৩৭
লক্ষ সৌবর্ণৈঃ কোটিকুচ্যতে ।
রুদ্রকৈরনন্তস্তনিতং ভবেৎ ॥ ১৩৮
কৃত মালা ধনদা জপকম্মণি ।
বহ্যতেরকৈঃ পুষ্টিপ্রদা ভবেৎ ॥ ১৩৯
বহ্যতেঃ কৃত মালাঃ প্রযুক্তি
দশভিভিচারঙ্গপ্রদা ॥ ১৪০
দ্বিবিদ্যাং তর্জনা শ কনাশিনী ।
শক্তিং কবেতোষ অনামিক ।
প্রোক্ত জপকম্মণি শোভনা ॥ ১৪১
জপামন্তেবমূলিভিঃ সত্ৰ

অমুঠেন বিনা আপ্যং কৃতং তদফলং বতঃ ॥ ১৪২
গৃহে জপং সমং বিদ্যাদোগাঠে শতগুণং বিজ্ঞঃ ।
পুণ্যারণ্যে তথারামে সহস্রগুণমুচ্যতে ॥ ১৪৩
অমুতং পক্ষ্মতে পুণ্যে নদ্যাং লক্ষমুদাহৃতম্ ।
কোটিং দেবালয়ে প্রাহরনস্তং যম সন্নিধৌ ॥ ১৪৪
স্ব্যস্ত্রায়ে গুৰোরিন্দোদীপস্ত চ জলস্ত চ ।
বিপ্রাণাক গবাকৈব সন্নিধৌ শস্ত্রতে তপঃ ॥ ১৪৫
তৎপূজ্যভিমুখং বস্ত্রং দক্ষিণকাভিচারকম্ ।
পাচিমং বনদং বিদ্যাদৌত্তরং শাস্তিদং ভবেৎ ॥
স্ব্যস্ত্রি-বিপ্রদেবানাং গুরুণামপি সন্নিধৌ ।
অন্তেষাক প্রশস্তানাং মন্ত্রং ন বিমুখো জপেৎ ॥
উকোষী ককুটী নদ্রো মুক্তকেশো গলাবৃত্তঃ ।
অপবিত্রকরোহস্তকো বিলপন্ন জপেৎ কচিৎ ॥ ১৪৬
ক্রোধং মদং কৃতং ত্রৌণি নিষ্ঠাবনবিজ্ঞস্তপে ।
দমনক শূন্যচান্যং বর্জয়েজপকম্মণি ॥ ১৪৭

১ নং স্তম্ভে যদিক এই
জপের মতো শতাব্দীর এক
কর্তব্য অমুনিব রেখাতে এক
জপের মতো যত্নে উপলব্ধ
রুদ্রকৈর্লক্ষমুচ্যতে উপলব্ধ
বহ্য দশগুণ, শাস্ত্রমণিতে শত-
বিদগুণ, কটিকৈর্লক্ষমুচ্যতে
লক্ষগুণ ফল উপলব্ধ হয় ।
দশ লক্ষ গুণ, সুবর্ণ নিম্নিত
গুণ, কুশপ্রি ও রুদ্রাকৈ জপ
প্রদলাভ কথিত হয় ত্রি-
নিম্নিত মালায় জপ করিলে বন-
ধাকৈ সাতাইশটি রুদ্রাকৈ
জপকাঠে পুষ্টিপ্রদা হয় ।
অকৈ নিম্নিত মালা মুক্তি-
গীতে নিম্নিত মালা অভি-
করিয়া থাকে । ১৩১—১৪০ ।
১ জপ করিলে মোকলাভ,
গুরু, মধ্যমাত্রে ধনলাভ ও
শ করিলে শাস্তিলাভ হয় এক
জপ করিলে হুঃখনাশ হইয়া
বহুনির সহিত অমুঠ অমুনি

বহুই জপ করিলে : যেহেতু অমুঠ-অমুনি
ভিন্ন অমু অমুনিতে জপ করিলে জপ অফল
হয় গৃহে জপ করিলে সমান ফল, গোষ্ঠে
করিলে শতগুণ, পুণ্যবনে ও উপবনে করিলে
সহস্রগুণ, পবিত্রপক্ষ্মতে করিলে অমুতগুণ ও
নদীতে করিলে লক্ষগুণ ফললাভ হয় এক
দেবালয়ে জপের ফল কোটিগুণ ও আশ্রয়
সন্নিধানে জপের অনন্তগুণ ফল জানিবে ।
স্ব্য, অগ্নি, গুরু, চল, দীপ, জল, বিপ্র, নো
ইত্যাদিগের সমীপে জপতপ প্রশস্ত । ঐ জপ
পূজ্যভিমুখ হইয়া করিলে, বক্ষীকরণ স্বরূপ
হয় দক্ষিণমুখ হইয়া করিলে, স্বীয় অভি-
চারতুলা হইয়া থাকে । পশ্চিমমুখ হইয়া
করিলে, ধনলাভ ও উত্তরমুখ হইয়া করিলে,
ঐ জপ শাস্তিপ্রদ হয় । স্ব্য, অগ্নি, বিপ্র,
দেবতা, গুরু ও অস্ত্রাস্ত্র প্রশস্ত লোকের নিকটে
বিমুখ হইয়া মন্ত্রজপ করিলে না । উকোষ বা
কবচ পরিধান করিয়া অথবা নদ্র কিংবা
মুক্তকেশ কিংবা বোঁড়-কর্ক, পতঙ্গ ও
বিলাপ কাণ্ডে করিতে কবচিৎ জপ
করিলে না । জপ করিবার সময় জোষ,
বল, হ্যাঁচি, নিষ্ঠাবন (অর্থাৎ ওষধি)

আচার্যে সন্তবে ভোজ্য স্বরোচা মাং ওয়া সহ ।
 জ্যোতীর্ষি চ প্রপত্ত্বা কৃধ্যা প্রাণসংযমম্ ॥
 অনাসনঃ শয়ানো বা গচ্ছন্ন বিত এব বা ।
 কৃধ্যায়াবশিষে স্থানে ন জপেং তিমিরাত্তরে
 প্রসাধ্য ন জপেং পানৌ কুরুটাসন এব বা ॥ ১১২ ॥
 বাস-শয্যাবিহীনো বা চিত্ত-ব্যাকুলিতোহথবা ।
 নস্তপেং সর্করোবৈতদনকঃ শক্তিতো জপেং ॥
 কিমত্র বহনোক্তেন সমাসেন বচঃ শৃণু ।
 সঙ্গাচারো অগ্নি শুক্লং ধ্যানম্ ভবং সমশ্রুতে ॥
 আচারঃ পরমঃ পশু আচারঃ পরমঃ ধনম্ ।
 আচারঃ পরমা বিদ্যা আচারঃ পরমা প্রতিঃ ॥ ১১৩ ॥
 আচারহীনঃ পুরুষো লোকে ভবতি নির্দিতঃ ।
 পরম চ সুখী ন ত্রাং তদ্বাচ্যাস্তান্ ভবেং ॥ ১১৪ ॥
 বহু বহিহিতঃ কথং বেদে শাস্ত্রে চ বহির্ভেদঃ

তত্ত্ব ভেন সমাচারঃ সঙ্গাচারো ন চেৎ
 সঙ্গিরাচরিত্বাচ্চ সঙ্গাচারঃ স উচ্যতে
 সঙ্গাচারস্ত তত্ত্বাচারান্তিক্যং মূলকাম্যম্
 আন্তিক্যেং প্রমাণাদ্যোঃ সঙ্গাচারাদি
 ন দৃশ্যতি নরো নিত্রাং তদ্বাদিত্ত্বজ্ঞ
 বধেহান্তি সুখং দুঃখং শূক্রেতদু মৌজ
 তথা পরম চাত্ত্বীতিমিত্ত্বান্তিক্যাদ্যুচ্যে
 রহ স্তম্যকাম্যামি গোপনীয়মিহ প্রি
 ন বাচ্যং বচঃ কস্তাপি নান্তিক্যং
 সঙ্গাচারবিহীনস্ত পতিতস্ত হুভুত চ
 পলাকর্যঃ পরং নান্তি পরিব্রজ ক
 গচ্ছতন্তিত্ত্বোত বাপি সেক্ষম কদু ক
 অতচেবা তচেবাপি মাত্ত্বোত ন চ
 অন'চ'পত' পুংস'মি' শক্ল'ত'পন'ম
 অন'সি'ক্ল'ত'পি ক'ত'ন' ম'ত'ত'ন'চ

করা), হাইতেলা আর অগ্নি-লোকের মন
 প্রকৃতি পরিভাষ করিয়ে, যদি সেই সকল
 কার্য কোথায় হয়, তবে তোমাকে আমাকে
 স্থান করিয়ে, কিংবা শয্যাগি কোণ্ডিত-
 পদার্থকে লোকের, অগ্নি প্রাণাচার করিয়ে
 ১১১—১১০ । আসনশূন্য ও শয়ান হইয়া কিংবা
 গমন করিতে করিতে অথবা উবিষ্ট হইয়া জপ
 করিয়ে না । আর পুণ্য কিংবা অমঙ্গলজনক ও
 তিমিরবহন জপ করিয়ে না । পা ছড়াইয়া,
 কুরুটাসন বা চিত্ত-ব্যাকুলিত হইয়া, অথবা ধনে
 কিংবা শয্যা থাকিয়া জপ কার্যে রুত হইবে
 না । বাহ্যিক শক্তিময় লোক, তাহারের প্রতি
 এই সকল নিয়ম, অসত্ত্ব হইলে বহুদূর শক্তি
 ত্যাগ করিয়ে । এ বিধের আর অধিক বিস্তার
 করিয়া কি হইবে, মোটে লক্ষ্যে বলিতেছি
 জপ কর । সঙ্গাচার-সঙ্গ হইয়া ব্যাসঅশাসি
 করিয়ে সকল-সঙ্গে সমর্থ হইবে । আচারই
 পশু পদ, আচারই পদম কন, আচারই পদম
 বিদ্যা, আচারই পদমতি । আচার-বিহীন
 লোক, হইয়া, পরমের
 বহু বহিহিতঃ কথং বেদে শাস্ত্রে চ বহির্ভেদঃ

বাহ্যিক ধর্ম । আচার বিহিত আছে
 আচার-অস্ত্রোনিই সঙ্গ'চ'এ, এতদ্বি
 চ'এ বলিয়া থাকেন । স'চ'এ স'
 অ-গ্নি'এ করিয়াছেন বলিয়া ঐ আচ'
 বলিয়া কথিত হয়, ঐ সঙ্গ'চ'এ
 মূল-কাণ্ড আন্তিক্য'এ যদি প্রমাণ
 সঙ্গ'চ'এ হইতেও ক'সিত হয়, তহ'এ
 যোমতাগন হয় ন । অতএব অ'ক্ল'
 অ'ক্ল' আ'গ্ন' করিয়ে ইহার
 পুণ্যপাপে সুখ-দুঃখ আছে, তেমন
 আছে । এতদ্বশ বুদ্ধিকে যতি
 দায় : ১১১—১১০ । হে প্রিয়ে ।
 তোমাকে বহুস্ত বলিতেছি, যাহার ত
 বিশেষতঃ নাস্তিক পণ্ডর নিকট বা
 কলিযুগে সঙ্গাচারশূন্য, পতিত ও
 পলাকর-ময় ব্যতিরিক্ত আর কিছুই
 কার্য নাই । গমন করিতে করি
 অথবা অবস্থান করিয়াই হউক, কি
 ক্রমে কর্য করিতে করিতেই হউ
 অতটি অবস্থায় কিংবা তটি অব
 কোল সময়েই ঐ সঙ্গ নিয়ম মন
 চরে রুত বা অবিভবদ্বারা কো

বাব্বীৰলংহিতা ।

প মূৰ্ত্ত্য মূৰ্ত্ত্য পতিত চ ।

৪ নীচস্ত মন্তোহয়ং ন চ নিষ্কলঃ ॥ ১৬৫

গতস্তাপি ময়ি ভক্তিযতঃ পরম্ ।

ন সন্দেহো নাপরস্ত তু কস্তচিৎ ॥ ১৬৬

।-মক্ত-বার-যোগাদয়ঃ প্রিয়ে ।

অবেক্ষাঃ স্যামৈষ সুপ্তঃ সন্দোদিতঃ ॥

। কস্তাপি রিপুৰেষু মহামতুঃ ।

মপি সিক্কা বা সাধো বাপি ভবিষ্যতি

। কুণাদিষ্টঃ সুসিক্কা ইতি কথ্যতে ।

পি বা দস্তঃ সিক্কা সাধাস্ত কেবল ॥

সাধিতো ব সিধ্যতোব ন সংশয়ঃ ।

। যুক্তস্ত ময়ি যন্তে তথা গুরো ॥ ১৭০

। যান্ত্যাক্রা সাপায়নদিকারতঃ ।

পরমাং বিদ্যাং পদ্যাম পকাঙ্করীং বুধঃ

সিক্কেম ময় এষ ন সিধ্যতি ।

। উপদিষ্টে হইলেও ঐ মন্ত নিষ্কল হয়

জাতি, মূৰ্ত্ত, মূৰ্ত্ত, পতিত, মর্গাদাশূত্র

হারও ঐ মন্ত নিষ্কল নহে । মন্ত-

।-অবস্থায় ঐ মন্ত সিক্কা হয়, তাহা

ভক্তি ময় কাহারও নহে ।

। এই মন্তপ্রদানে লগ্ন, তিথি,

যোগ প্রভৃতির অত্যন্ত অনুসন্ধান

না কেন না, এই মন্ত সুপ্ত নহে,

। এই মহামন্ত কাহারও অরিমন্ত

সাধা বা সুসিক্কা সকলের পক্ষেই

ক, সাধা, সুসিক্কা এবং অরি এই

। র বিষয় তত্ত্বশাস্ত্রে কথিত আছে ।)

সিক্কাগুরু-উপদিষ্ট হইলে সুসিক্কা,

উপদিষ্ট হইলে সিক্কা, আর কেবল

হইলে সাধা বলিয়া কথিত হয় ।

। র প্রতি মন্তের ও গুরুম এতি

। তাহাদিগের ঐ মন্ত সাধিত হউক

সিক্কা হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ

১৭০ । সুতরাং পতিতের

। যে আশ্রয়সম্পন্ন মন্তান্তর পতিত্যান

। ইয়া পকাঙ্করী বিদ্যাতে আশ্রয়

। ঐ মন্ত সিক্কা হইলে এই মন্ত-সিক্কা

সিদ্ধে তন্মিন্ মহামন্তে তে চ পতিতঃ

বধা দেবেষলকোহস্মি গম্যমানঃ

ময়ি লক্কে তু তে লক্কা মন্তোহয়ং

বে দোষাঃ সর্বমন্ত্রাণাং ন তেহস্মি

অস্ত মন্তস্ত আত্মানীমকপেকা

তথাপি নৈব সুদ্রেষু বসেবু

সহসা বিনিযুক্তীত বশ্যাবেষ

উপমহ্যুদ্রমতঃ ।

এবং সাক্ষামহাদেবো মহামন্তে

হিতায় অগতামুক্তঃ পকাঙ্করী

ন ইদং কৌতুহেলক্যা শূণ্ণায়া

সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ এয়াতি পরমাং

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বাব্বীৰলংহিতা-

মুত্তরভাগে পকাঙ্করীতত্ত্ববিদ্যা

নাম বাব্বীৰলংহিতা ॥ ১৭১ ॥

হয় না, কিন্তু এই মন্ত সিক্কা হইলে

হইয়া থাকে । হে মহেশ্বর, তুমি

দেবতা লক্কা হইলে আমি লক্কা হই না, কিন্তু

আমাকে লাভ করিলে সকল মন্তের

করা হয় ; সেইরূপ ঐ মন্তের লাভ

মন্তের লাভ হয়, কিন্তু অস্ত্রে লাভ

মন্তের লাভ হয় না । অস্ত্রের লাভ

দোষ আছে ; তাহা এই মন্তের

জাতিবিশেষ অপেক্ষা করিয়া

তাহা হইলেও সুত্র ফল

প্রয়োগ করিবে না । কেবল

ফলপ্রদ । এই প্রকার মহামন্ত

নিকট অগতের হিতমিতির

বলিয়াছেন । যে এই

ভক্তিসহকারে সমাহিত

সে জন নিবিল-পাপ হইলে

পতি লাভ করিয়া থাকে ।

[illegible]

বলেন এই পদার্থ-তত্ত্ব
 তবু এই পদার্থ-তত্ত্ব
 খাদ্য সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান নেই তা
 তবু লোক, যারা পদার্থ-তত্ত্ব
 বলিয়া উদ্ভাষন করিয়া লোক
 শুদ্ধত্ব দৃষ্ট দেখে তাহা অস্বীকার করে,
 প্রবেশ করত জ্ঞান প্রদান করে, তাহা
 লোক বলেন — ...
 বহুলা ...
 অস্বীকার করিতে হয় মন এ
 চানভিন্ন স্থানে যত এই লোক দিবে
 প্রাপ্তিই ...
 বলিয়া শিবা শক্তিপ্রাপ্তি অনুসারে
 লাভে সমর্থ হয় যাহাতে শক্তি
 তত্ত্ব নাই, বিদ্যা নাই, শুদ্ধত্ব
 সৃষ্টি ও সিক্তি কিছুই নাই।
 শক্তিপ্রাপ্তির চিহ্ন-সকল দেখি,
 জিজ্ঞাসা দ্বারা শিবকে পরিচয় করি
 ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ হইবে
 বিশেষ ব্যক্তিগত জ্ঞান কিছুই
 ...

বাগবোধনং হিতা ।

৥ তস্য প্রবোধানন্দমস্ত বঃ ।
 যা শক্তিঃ প্রবোধানন্দকপিনী ॥ ১৬
 ৥ নিম্নমস্তঃ স্তবণবিক্রিয়া ।
 প-বোমাকঃ স্তবনেত্রাদিবিক্রিয়াঃ ॥ ১৭
 ক্ষণৈবেতিঃ কৃষ্যাদ্গুরুপরীক্ষণম্ ।
 শব্দাদ্যো স্তবণৈবাপ্য তদগতিঃ ॥ ১৮
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ১৯
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২০
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২১
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২২
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২৩

সক্ষুঃ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ১৬
 সক্ষুঃ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ১৭
 স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ১৮
 স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ১৯
 স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২০
 স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২১
 স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২২
 স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২৩

ন। প্রথম শক্তি প্রবোধ-
 ৥ প্রবোধানন্দ স্তবণৈবাপ্য শক্তি-
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ১৬
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ১৭
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ১৮
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ১৯
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২০
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২১
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২২
 ৥ স্তবণৈবাপ্য স্তবণৈবাপ্য ॥ ২৩

সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে । প্রথম শক্তি প্রবোধ-
 ভোজন অথবা অন্য কোন কার্যে প্রবোধ-
 যে যে কথায় গুরু সমক্ষে প্রবোধ-
 আচ্ছাদিত করিয়াই সেই প্রবোধ-
 হইবে । গুরু যেহেতু দেবমন্দির, অতএব তাঁহার-
 গৃহে বধেচ্ছায় উপবেশন করিয়া প্রবোধ-
 পাপি-সংসর্গে থাকিলে প্রবোধ-
 হইতে হয়, সেজন্য গুরু-
 ফলভাগী হইতে পারা যায় । প্রবোধ-
 সংসর্গে মলভাগ পরিত্যাগ করিয়া প্রবোধ-
 গুরু-সংসর্গে শ্রীর পাপ হইতে প্রবোধ-
 বহির সংসর্গে কৃত্তিক হইতে প্রবোধ-
 সেইরূপ আচার্য্যের গুরু-
 হয় । গুরুকার্য্যকে প্রবোধ-
 সন্তুষ্ট হইলে সকল পাপ-
 বাক্য, কাণ্ড কিংবা অন্য-
 করিবে না । প্রবোধ-
 জ্ঞান, শ্রী, স্তবণ-
 প্রবোধ-

বারবীরসংহিতা ।

নৃ স্থিরা ভক্তির্ষদি স্তাঃ তৎ সমাপ্রয়েৎ
 ত্যাজ্যেচ্ছাতু নোপেক্ষেত কথকন ॥ ৪৭
 বোধো বা নান্নমপ্যুপলভ্যতে ।
 নিষোণ সোহগ্ৰঃ গুরুমুপাশ্রয়েৎ ॥ ৪৮
 পম্নোহপি নাবমন্তেত পৌর্কিকম্ ।
 ষ্ঠা পুত্রান্ বোধকান্ প্রেরকানপি ॥
 দ্বয়া ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ।
 ২ প্রাজ্ঞং সুভগং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ৫০
 তারং করুণাক্রান্তমানসম্ ।
 প্রমত্তেন মনসা কশ্মণা গিরা ॥ ৫১
 ক্ৰোধাঃ প্রসম্প্রোহসৌ ভবেদ্বথা ।
 শ্রে শিষ্যস্ত সদাঃ পাপকরো ভবেৎ ॥
 রত্নানি ক্ষেত্রানি চ গৃহানি চ ।
 বাসানি পানশয্যাসনানি চ ॥ ৫৩
 বদন্যাত্ত্যক্তা বিস্তামুসারতঃ ।
 বুদ্ধ্যাত যদাচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥

যতদিন জ্ঞানিতে না পারে,
 তার সেবা করিবে। বেশ জানা
 যদি সেই গুরুর প্রতি স্থিরা ভক্তি
 কই আশ্রয় করিবে, ত্যাপ বা কদাচ
 হবে না। যে গুরুসকাশে এক
 জন্মাত্রেও আনন্দবোধ লাভ না হয়,
 কট পরিভ্যাগ করত অস্ত গুরুকে
 ষ। কিন্তু অগ্র গুরুর নিকট গমন
 ষ গুরুকে অবজ্ঞা করিবে না এবং
 রুপ্ত বোধক ও প্রেরক ইহা-
 জায় প্ররু হইবে না, প্রথমতঃ
 ষাভ্যপ্রদাতা, করুণার্জ-জন্ম বেদ-
 । গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া
 ৭ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে।
 বাহাতে তিনি প্রসন্ন হন, একরূপ
 ৮ পায়গ হইবে। গুরু প্রসন্ন
 । সকল পাপ ক্ষয় পাইয়া থাকে,
 ৯ পদ অনুসারে ভক্তিপূর্বক গৃহ,
 ১০ ত্র, ভূষণ, বসন, শয্যা, আসন,
 ১১ তি সকলই নিবেদন করিবে।
 ১২ যখনভিলাষে বাসনা থাকে তখন

স এব জনকো মাতা ভ্রাতা ভগ্নবান্
 সখা মিত্রক বৎসন্যঃ সৰ্বাঃ স্তবিত্বাঃ
 নিবেদ্য পশ্যাৎ স্বাস্তানং সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ
 সমর্প্য সোদকং তন্মৈ নিত্যং ভজয়েৎ
 যদা শিবায় স্বাস্তানং কৃত্বান্ দেবিত্বম্
 তদা শৈবো ভবেদেহী ন ভবেৎ
 দেশিকাকৃতিমাত্ম্য পশোঃ শাসনম্
 ছিত্বা পরং পদং দেবো নরভোজিনী
 গুরুস্ত স্বাশ্রিতং শিবায় বৎসন্যঃ
 ব্রাহ্মণং কত্রিয়ং বৈশ্যং ক্রিয়কং
 ব্রাহ্ম-দ্রব্য-প্রদানাদৌরাদেশৈঃ সমাপ্রয়েৎ
 উত্তমাং চাধমে কৃত্বা নীচাত্মকমপি
 আকৃষ্টান্তাভিতা বাপি বে বিদ্যাং ন যত্নমি
 তে যোগ্যাঃ সংবতাঃ তজ্জাঃ শিষ্যকামানপি ॥ ৫৫

বিস্তার্য্য করিবে না। সেই ভাই জন-
 জননী, তিনিই ভ্রাতা, তিনিই বৎস, তিনিই
 ধন, তিনিই মুখ, তিনিই সখা এবং তিনিই
 মিত্র, অতএব সকলই তাঁহাকে নিবেদন করিবে।
 এই সকল নিবেদনের পর সন্তুষ্ট হইয়া
 আপনাকে পদ্যন্ত সজল করিয়া পান করিবে
 নিরুত তাঁহার অধীন হইয়া থাকিবে। আর সেই
 আচার্য্যরূপী শিব-উদ্দেশে আপনাকে নিবেদন
 করিতে পারিবে, তখন সেই ভাই হইবে
 এবং তাহার পর আর পুনর্জন্ম হইবে না।
 ইহাই ক্রতি যে, দেব শিব সন্তুষ্ট হইয়া
 করিয়া সকলপত্তর পাশ ছেদন করিয়া
 দিগকে পরমপদে আশ্রয় প্রদান করিবে। পর
 গুরুও স্বাশ্রিত শিষ্যকে সন্তুষ্ট করিবে
 বৎসর, কত্রিয় হইলে দুই বৎসর, বৈশ্য
 হইলে তিন বৎসর কাল, ক্রিয়ক হইলে
 প্রভৃতি আত্মা এক উত্তম হইবে। আর
 অধমকে উত্তম করিবে। আর
 আদেশ ইত্যাদি করিয়া
 ৫৬—৬০ । যে বিদ্যা
 হইয়াও বিদ্য হই না

निवभूत्तापद ।

[illegible][illegible][illegible][illegible]

বায়বীয়লংহিতা ।

। ফাল্গুন তস্য নাস্তি পরা ক্রিয়া ॥ ৭৬ ॥
 ৭৭ ॥ ক্রিয়াতে যোগবর্ণনা ।
 তু তুহো তুহুতু ক্রিয়োগোচরঃ ॥ ৭৭ ॥
 ৭৮ ॥ সৎসারঃ তুহুতু তুপপুষ্ককঃ ।
 ৭৯ ॥ মৎসন তুহু শকো ন বিস্তবঃ ॥ ৭৯ ॥
 ৮০ ॥ যেন মৎসনেন বায়বায়সংহিতায়া-
 ননেন শিবমুদাঙ্কবিবিনম
 ৮১ ॥ মোদশোভন্যাপঃ ॥ ১০ ॥

কাননিরশোভন্যাপ ।

৮২ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৮৩ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৮৪ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৮৫ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৮৬ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৮৭ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৮৮ ॥ মোদশোভন্যাপ

৮৯ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৯০ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৯১ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৯২ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৯৩ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৯৪ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৯৫ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৯৬ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৯৭ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৯৮ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ৯৯ ॥ মোদশোভন্যাপ
 ১০০ ॥ মোদশোভন্যাপ

। অথায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

তুর্দশ অধ্যায় ।

১০১ ॥ পবিত্র দিনে নিখিল-
 ১০২ ॥ স্থান দেখিয়া সেইখানে গুরু
 ১০৩ ॥ নামক সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত
 ১০৪ ॥ বিবি ভূমি পদীক করিয়া সেই
 ১০৫ ॥ বর্গ রসাদিতে বিখকর্ষাদি-
 ১০৬ ॥ শ্রুত পদ্ধতি

অষ্টদিক্ধবা দিক্ তু ত্রেণাক্ষাং পুষ্ককঃ
 প্রধানকুণ্ডং কক্ষীত যথা পশ্চিমভাগে
 প্রধানমেকমেবাথ কুত্ শোভাৎ প্রকল্পে
 বিভান-পদ্ম-মালাভিবিবিধাভিন্নকলা
 বেদিমধ্যে ততঃ কুর্ধ্যাৎ গুলং উত্তমকর্ণ
 রত্নহেমাদিভিচূর্বৈরাবরাবাহনোচিতম্
 সিদ্ধব-শালি নাবারচূর্বৈরেবাধ নির্ধনঃ
 একহস্তঃ দ্বিহস্তঃ বা সিতং বা রক্তমেব বা
 একহস্তঃ পদুস্ত কৰ্ণিকাস্থা মতা
 কেশরাণি তদ্বর্জানি শেষকাটিলানুকম্
 দ্বিহস্তঃ তু পদুস্ত বিগুণং কৰ্ণিকাদিকম্
 ১০৭ ॥ শেভোপশোভ্যামৈশাক্ষাং ততঃ কুর্ধ্যৎ
 ১০৮ ॥ একহস্তঃ তদ্বর্জঃ বা পূনর্বৈদ্যাত্ত কুণ্ডলম্
 ১০৯ ॥ কাটি-ত-ল-মিকার্ক-ওঁল-পুষ্প-কুশাভূতঃ

১১০ ॥ ততঃ বমধ্যে বেদি নির্মাণ করিয়া আট
 দিকে মধ্যম চাবিদিকে কুণ্ডলকল নির্মা-
 ১১১ ॥ করিয়ে তাহার ঈশান কোণ হইতেই কল
 ১১২ ॥ কলিবে বিংশ পশ্চিমভাগ হইতে প্রধান কুণ্ড-
 ১১৩ ॥ লকল নির্মাণ করিবে । অথবা একটী মাত্র প্রধান
 ১১৪ ॥ কুণ্ড নির্মাণ করিয়া বিবিধ বিভান-পদ্ম-মালা-
 ১১৫ ॥ দিতে শোভা রচনা করিবে । তাহার পর বেদি
 ১১৬ ॥ মধ্যস্থলে রত্নহেমাদিচূর্ণেতে ঈশকের আধারে
 ১১৭ ॥ গোলা মণ্ডলকলম্পন্ন পদ্মাকার মণ্ডল রচনা
 ১১৮ ॥ করিবে । তবে যাহারা নির্ধন, তাহার দিক্ধ, শালি
 ১১৯ ॥ পদ্ম ও নাবারাদিচূর্ণেতে পদ্মাকার মণ্ডল রচন
 ১২০ ॥ করিবে । উক্ত মণ্ডল একহস্ত পরিমিত হউক
 ১২১ ॥ অথবা দুইহস্ত-পরিমিত হউক, বিংশ কোণ
 ১২২ ॥ অথবা বক্ত বর্ণ ই হউক, এক হস্ত-পরিমিত
 ১২৩ ॥ পদ্মমণ্ডলের কণিকা (অর্থাৎ মণ্ডলকল) কল
 ১২৪ ॥ মূলপরিমিত হইবে, কেশর চাবি মণ্ডলকল
 ১২৫ ॥ হইবে । আর শেবভাগ কলকল নির্মা-
 ১২৬ ॥ থাকিবে । দুই হস্ত-পরিমিত মণ্ডলকল
 ১২৭ ॥ কাদি পূর্ষাপেক্ষা বিধি
 ১২৮ ॥ পর শোভা উপশোভা
 ১২৯ ॥ মণ্ডলের ঈশানকে ৮৭
 ১৩০ ॥ হস্ত অথবা অর্ধহস্ত পরিমিত

তত্র সৰ্বলগ্নসংযুক্তং শিবকৃতং প্রসাধয়েৎ ॥ ১০
 সৌম্যং দ্ব্যজ্ঞং বাপি ত্র্যজ্ঞং যুগ্ময়ন্ত বা ।
 নবপুণ্ড্রকাকীর্ণং কুশদুর্জাকুরাচ্চিতম্ ॥ ১১
 সিতহুত্ৰাণ্ডিতং কণ্ঠে নববস্ত্রমুপারুতম্ ।
 তদ্বাসুপুৰ্ণমুকুটং সমুদ্যং সপিধানকম্ ॥ ১২
 ত্বহারং বহুবীজাপি শঙ্খং চক্রকম্বেষ বা ।
 বিনা নৃত্যাদিকং সৰ্বং পরপত্রমখাপি বা ॥ ১৩
 তত্রাসন্নাবিবিনত কমরেহুত্বরে দলে ।
 অগ্ন্যস্তম্ভনাত্তোড়িতকুরাজস্ত বহুনীম্ ॥ ১৪
 মণ্ডলত তত্রঃ প্রোচ্যঃ মন্ত্রকৃতক পূৰ্ণবৎ ।
 কৃতা বিধিবিশিষ্ট মহাপূজামখাচরেৎ ॥ ১৫
 অঙ্গবিত্ত তীরে বা নদ্যাং গোষ্ঠেইপি বা পিরৌ
 দেবায়ারে গৃহে বাপি দেশেহস্ত্যশ্বিন মনোহরে ।
 কৃতা পূৰ্ণাবিত্তং সৰ্বং কিম্ বা মণ্ডপাদিকম্
 মণ্ডলং পূৰ্ণবৎ কৃতা হুতিলক বিভাকসোঃ ॥ ১৬
 এবির পূজাতকং প্রোচ্যৈবদনো তুতঃ ।

সৰ্বলগ্নসংযুক্তঃ সমাচরিতমৈতৎ ॥ ১০
 মহাপূজাং মহেশস্ত কৃতা মণ্ডলমখাচরৎ ॥
 শিবকৃতং তথা ত্র্যঃ শিবমাবাহ পূজয়ৎ ॥
 পশ্চিমাত্তিমুখং ধ্যায়া বস্ত্রবস্ত্রকমোদয়ৎ ॥
 অগ্ন্যস্তম্ভনবক্কিতামস্তমোশস্ত দক্ষিণে ॥ ১১
 মন্ত্রকৃতং চ বিভাক্ত মন্ত্রং মন্ত্রবিশারদঃ ॥
 কৃতা মুদ্রাদিকং সৰ্বং মন্ত্রমণ্ডলং সমাচরৎ ॥
 ততঃ শিবানলে হোমং কৃতা দক্ষিণমস্তম্ভন
 প্রদানবৃত্তে পবিত্রো হুত্বঃ ১২ পরে বিভাক্ত
 আচাৰ্য্যঃ পাদমকং বা হোমপুস্তকং বিদ্যা
 প্রধানকুণ্ড এবম্ভ হুত্বা দক্ষিণমস্তম্ভনঃ ॥
 অধায়মপরে কৃতা হোমঃ ১৩ নববস্ত্রম্
 অপর বিধিবাক্তো শিবভক্তিমণ্ডলম্ ॥ ১৪
 নৃত্যং গীতক বালাক মন্ত্রলগ্নপত্রাদি
 পূজনক সনস্তান ১৫ সমাচরিতম্ ১৬
 পূজাঃ ১৭ কবিরূপে পূজা সনস্তান ১৮

কৃত সৰ্বল, তিল, পুশ, কুশ প্রভৃতি বিশদীর্ণ
 পরিয়া তদ্ব্যক্ত লক্ষণাবিত্ত পশু-পুশ, মন্ত্রকৃত,
 হুত-দুর্জাকুরাবিকৃত, বেতবর্ণপুস্তক ও কণ্ঠে
 ত্র্যজ্ঞং বস্ত্রকৃত আকৃত, তদ্ব্যক্তলগ্নপূর্ণ, অস্ত্রাক্ত
 হুতাদিবিধিষ্ট ও আচাৰ্য্যনসমিতি একটী শিব-
 হুত স্থাপন করিবে। অসমর্থব্যক্তি, কৃতা-
 ভাবে কৃতা, পশু, শঙ্খ, চক্র বা পদপত্র
 স্থাপন করিবে; ইহাতে আর স্ত্রীদিগের প্রবেশ-
 জন্ম হইবে না। সেই আসন পদের উত্তর
 দিকে, অগ্ন্যস্তম্ভন জল হস্তা শিবলগ্নক
 পূজাঃ ১০ বহুবীজ অর্থাৎ পরাবাক্তি মণ্ডল
 পূর্ণকরিবে। ১০—১১। তাহার পর মণ্ড-
 লে পূর্ণকৃত পূৰ্ণবৎ মন্ত্রকৃত স্থাপন করিয়া
 শিবকৃত কৃতা মহাপূজা করিবে। অনন্তর
 সনস্তান বিদ্যা মন্ত্রকৃত কিংবা গোষ্ঠেতে
 কিংবা পিরৌ কিংবা দেবায়ারে কিংবা গৃহে
 অথবা মণ্ডপে কিংবা মনোহরে পূৰ্ণকৃত
 কৃতা পূৰ্ণবৎ কৃতা হুতিলক বিভাকসোঃ ১৬
 এবির পূজাতকং প্রোচ্যৈবদনো তুতঃ

তুতঃ শিবায়োঃ সমাচরিতমৈতৎ
 সনস্তান হুতঃ পত্রভবনে প্রবেশ করত
 মন্ত্রো মহেশব্রহ্ম মহাপূজা সমাচর
 ততঃ পর শিবায়োঃ শিবকৃত অবদন
 পূনকীর পূজ করিবেন আর অস্ত্রকৃত
 পশ্চিমাত্তিমুখং ধ্যায়া বস্ত্রবস্ত্রকমোদয়ৎ
 পূজ করিয়া ১১ পর দক্ষিণে অগ্ন্যস্তম্ভন
 করিবে ১২ তাহার পর মন্ত্রবিশারদ
 কৃতা মন্ত্র বিভাক্তমপুস্তক মুদ্রাদি করি
 অন্ত্রান করিবেন ১৩ তাহার পর আ
 শিবকৃত অগ্নিতে হোম করিবেন ১৪
 অপর বিদ্যগণ চতুর্দিকে প্রদান মে
 করিবেন ১৫ সেই দিকগণের হোম
 হোমের চতুর্দশ অথবা অকৃত্য বিধি
 অকৃত্য আচাৰ্য্য-শ্রেষ্ঠ কণ্ঠেই এ
 তার হোম করিবেন ১৬ আর শিবকৃত
 অপরে মন্ত্রকৃত পত্র, স্তোত্র
 বাচন ও জপ, এ সকল যথার্থ
 এই সময়ে নৃত্য, গীত, বালা ও
 মন্ত্রলগ্নপত্র হুতঃ থাকিবে।
 যথার্থি সনস্তান পূজা করি

ক। দেবঃ শিষ্যানুগ্রহকামায়া ॥ ২৬
বেশ দেহমাবিশা মামকম্ ।
বিশেষ যগয়া চ যগানিধে ॥ ২৭
বায়ীতি লক্ষ্যন্তু স্তম্ভ দেশিকঃ ।
তঃ শিষ্যঃ হবিম্যাশিনমেব চ ॥ ২৮
ব্রতঃ স্নাতঃ প্রাতঃ কৃতক্রিয়ম্ ।
দেবঃ ব্যাধুঃ কৃতমঙ্গলম্ ॥ ২৯
স্নাত্রে মণ্ডলে দক্ষিণস্ত বা
দীনঃ বিদ্যোদয়মুখঃ শিল্পম্ ॥ ৩০
ঈশ্বর দ্বাযঃ কৃতান্নিম্ ।
ক্ষণীতোদৈর্ঘ্যকৃত্যশ্চৈব মুদয়া ॥ ৩১
হস্তা বদ্যঃ সোচনঃ গুরুঃ ।
গুণ মস্তিতেন নবেন চ ॥ ৩২
ক্ষিযাঃ গুরুত্বেন মণ্ডলম্ ।
বিতঃ শতোবাচ্যেঃ ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্

১। পণ্যঃ বাচনাং করিয়া শঙ্করের
স্বাঃ মনুগ্রহকামনাঃ দেবসকাশে
নি হে দেবদেবেশ । হে
কপানিবে । আপনি প্রসন্ন হইয়া
ত প্রবেশ করত এই শিষ্যকে
পাশ-বন্ধন হইতে মোচন
২৭। অনন্তর দেব-সকাশে এই-
ভিত্তিমাংসাদি লাভ করিয়া
স্নাত্রে-জী, একবার মাত্র
মণ্ডলে, স্নাত, কৃতনিভা-
পরায়ণ, শিবধানে তৎপর
শিষ্যকে পশ্চিমদিকের দ্বাযঃ
মণ্ডলসমীপে উত্তরমুখে
হে পূর্বমুখ হইয়া বসিবেন
উক্তদ্বায ও কৃতান্নলি হইতে
প্রোক্ষণ-জলে অঙ্কুর-
ভাতিত করত অভিমুখিত
১৮। তাহার লোচন রাখিবেন ।
২৯। দ্বাযঃ মণ্ডলে প্রবেশ
শিষ্যও গুরু কর্তৃক আশিষ্ট
বার প্রদক্ষিণ করিবে ৩০।

ততঃ সুবর্ণমিশ্রিতং দত্তা পুষ্পাঞ্জলিং প্রত্যোঃ ।
প্রাঘুখোদমুখো বাপি প্রণমেদগুবং ক্রিতো ॥ ৩৪
ততঃ সম্প্রোক্ষ্য মূলে শিরঃ শস্ত্রেণ পূর্ববৎ ।
সম্যাদা দেশিকস্তম্ভ মোচয়েত্ত্রৈবকনম্ ॥ ৩৫
স দৃষ্টা মণ্ডলং ভগ্নঃ প্রণমেদগুনচ্ছিবম্ ।
যথানীনঃ শিবাচার্যো মণ্ডলস্ত তু দক্ষিণে ॥ ৩৬
উপবেশ্যা ত্রানঃ সব্যে শিষ্যঃ দর্ভাসনে গুরুঃ ।
স্বাধ্যায় চ মহাদেবঃ শিবহস্তং প্রবিষ্টমেব ॥ ৩৭
শিবভেজ্যাময়ং পানিং শিবমন্ত্রমুদীরয়ন ।
শিবাভিমানসম্পন্নো গুণসেচ্ছিব্যস্ত মন্তকে ॥ ৩৮
সর্কসানন্দনকৈব কুর্ধ্যাঃ তেনৈব দেশিকঃ ।
শিষ্যোহপি প্রণমেদমো দেশিকাকৃতিমীবরম্ ॥ ৩৯
ততঃ শিবানলে দেবঃ সমভ্যাক্তা যথাবিধিঃ ।
হস্তভুক্তিত্রয়ং শিষ্যমুপবেশ্য যথা পূরা ॥ ৪০
দর্ভাথেঃ সংস্পৃশ্যতঃ তং বিদ্যাস্ত্রানমাশ্রবিং ।
নমস্ততা মহাদেবঃ নাডীনন্দনমাচরেৎ ॥ ৪১
শিবশাস্ত্রোক্তমার্গেণ কৃত্বা প্রাণস্ত নিৰ্গমম্ ।

সুবর্ণমিশ্রিত পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া পূর্বমুখ বা
উত্তরমুখ হইয়া ক্রিতিতে দণ্ডবৎ প্রণাম
করিবে । তাহার পর গুরু পূর্বের দ্বায শিষ্যকে
মুখমুখ দ্বাযঃ মূলে প্রোক্ষণ ও তাড়ন করিয়া
নেত্রবন্ধন মোচন করিবেন । শিষ্য মুক্তনেত্র
হইয়া মণ্ডল দর্শনপূর্বক পুনর্বারও শঙ্করকে
দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে । অনন্তর শিবাচার্য
গুরু আসীন শিষ্যকে মণ্ডলের দক্ষিণে আপনার
দ্বাযে দর্ভাসনে উপদেশন করাইবেন এবং মহা-
দেবকে আরাধনা করিয়া শিবহস্ত বিজ্ঞাস করি-
বেন । তাহার পর শিবাভিমানী গুরু শিব-
মন্ত্র উচ্চারণ করত শিবভেজ্যাময় হস্ত শিষ্য-
মন্তকে অর্পণ করিবেন এবং সেই হস্তে
শিষ্যের সর্কস অবলম্বন করিবেন । শিষ্যও
আচার্য্যরূপী শঙ্করকে ভূমিতে প্রণাম করিবেন ।
অনন্তর গুরু শিবকুণ্ডল বহ্নিতে যথাবিধি
দেবকে অর্চনা করিয়া তিনবার আশুতি দান-
পূর্বক পূর্বের দ্বায শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া
শিষ্যকে দর্ভাশ্রম করিতে বলিবেন । তাহার

শিবদেহপ্রবেশক স্মৃতি মন্ত্রাংস্ত উপরেৎ ॥ ৪২
সম্পূর্ণায় মূলস্ত তেনৈবাহতয়ো দশ ।
কোটিপ্রসঙ্গাঙ্গানামৈবৈব বধাক্রমম্ ॥ ৪৩
ততঃ পূৰ্ণহুতিং দত্ত্বা প্রায়শ্চিত্তক দেশিকঃ ।
পুনর্দশহুতিং কুণ্ডামূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ৪৪
পুনঃ সম্পূজা দেবেশং প্রণম্যচম্য দেশিকঃ
দত্ত্বা চৈব বধাক্রমং স্বজাত্যা বৈশ্বমুকুরেৎ ॥ ৪৫
ততঃকং জনয়েৎ কাক্রমুকারক ততঃ পুনঃ ।
কৃত্বা তথৈব বিপ্রতঃ জনয়েদস্ত দেশিকঃ ॥ ৪৬
ব্রাহ্মকটিকমুহুর্ত্য কৃত্বা বিপ্রঃ পুনস্তথোঃ ।
কৃত্বকং জনয়েদগ্রে কুন্দনামৈব সাংঘেঃ ॥ ৪৭
প্রোক্ষণং তাদ্ভ্যং কৃত্বা শিশোঃ সান্নানমাস্তনি
শিবাস্তকমুহুর্ত্য ফুরস্তং বিকুলিতবৎ ॥ ৪৮
নাড্যা যথোক্তয়া বায়ুং রেচয়ন্ মন্ত্রতো গুরুঃ ।

বলিবেদ এবং শিব-শাস্ত্র-পদ্ধতিতে প্রাপ্য বতি-
পত করিয়া শিবদেহে প্রবেশমুদ্রণ করিয়া
মন্ত্রেণ উপর্ণ করিবেন । উপর্ণে মূলমন্ত্রেণ
প্রয়োগ কর্তব্য : মূলমন্ত্রে বারাই দশবার আহুতি
দান করিবে ; আর অস্ত্রদেবতাদিগের বধাক্রমে
ভিন্ন বার আহুতিদান অস্ত্রমন্ত্রেই করিবে - ২৮ —
৪৩। তাহার পর মন্ত্রক আচর্য্য পূৰ্ণহুতি দান
ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্দশ মূলমন্ত্রে দশবার
আহুতি দান করিবেন । আচর্য্য আবার পূৰ্ণবৎ
বধাক্রমক পূজা ও প্রণাম করিয়া আচমন-
পূৰ্ণক কৰ্ম্মান্তরে বৈশ্বজাতি দান করিয়া পরে
বৈশ্বজাতি হইতে উদ্ধার করিবেন : এইরূপ
একবার করিয়া ক্রমাইয়া আবার তাহা হইতে
উদ্ধার করিবেন । অনন্তর সেই একবারেই
অবার বিপ্রক ক্রমাইবেন । যে শিষ্য জাতি-
পণ্ডিত, পূৰ্ণ-একবারে তাক্রমক করিয়া হইতে
উদ্ধার করিয়া তাহার ব্রাহ্মণক ক্রমাইবেন ।
অনন্তর অগ্নিদেবের বিপ্রক উদ্ধার করিয়া
স্বয়ং সান্নান করিবেন । অনন্তর গুরু
শিষ্যের আচর্য্য বার আবার প্রোক্ষণ ও
সান্নান করিয়া অনন্তর সেই আবার বিকুলিত-
বৎ হইয়া শিবদেহে প্রবেশ করিয়া

নিগম্য এবিশেষাদ্যা শিষ্যস্ত কলম্ ৩
এবিশ্চ তস্ত চৈতন্ত্যং নীলবিন্দিভম্
যতেষসাপাস্ত্রমলং স্বলভমুচিহ্নম্
তমাদায় তয়া নাড্যা মন্ত্রা সংহাংমুদ্রা
পূরকেণ নিবেষ্টোনমেকোভাব্যমায়নি ১
কুহুকেন তয়া নাড্যা রেচকেন বধা পূর্য্য
তমাদাদায় শিষ্যস্ত কলমে তং নিবেশয়েৎ
তমালভ্য শিবাক্রমং ততঃ ক্রমোপবীতক্য
হুত্বাহুতিবেশং পশ্চাদ্দদ্যৎ পূৰ্ণহুতিং ততঃ
দেবস্ত দক্ষিণে শিষ্যমুপবেশ্য স্বমসেৎ
কুণ্ডপুস্পপরিমিত্যে বদ্ধাঙ্গনিঃসৃতম্ ১১
অস্তিকাসনমাকৃত্য বিদ্যম্ প্র ভূতঃ স্বয়ং
বদ্যসনস্থিতো মঠমধঃ পদজনিগম্যেৎ ১২
সমাসদ্য ষটঃ পূৰ্ণঃ পূৰ্ণদেব প্রদ জ্যৈ
ধ্যামানঃ শিবঃ শিষ্যমভিসিকৃত্য দেশিক
অথাপত্য সান্নানমু পদিত্য চিত্রায়

রেচন করিবেন ও ঐ নীল বতি
কলমে হইতে বতিভিত্ত হইবে পদজ
প্রবেশ করিবেন প্রবেশনকর শিষ্য
তাকে নীলবিন্দিভ জাম্ববান ১১
নাশিত-মল চিহ্ন করিবেন গুরু
সংহাংমুদ্রা দ্বারা সেই নাড়াপথে বধ
করত ঐক্য হইবার কলমে প
অস্ত্রদেহে নিবেশ করিবেন । অবার
দ্বারা সেই নাড়াপথে ব্যাক পূৰ্ণ
করত রেচক দ্বারা শিবাস্তদেহে প্র
ইবেন । তাহার পর শিষ্যকে
শিবসকাশে লক্ষ-উপবীত শিষ্যকে
আহুতিদ্রব্য দানপূৰ্ণক পূৰ্ণহুতি দান
অনন্তর শিষ্যকে কুণ্ড-পুস্পপরিমিত বা
উদ্ধারমুখে উপবেশন করাইয়া বদ্ধাঙ্গ
বলিবেদ এবং গুরু স্বয়ং ব্রাহ্মণ
হইয়া উপবেশন করত পূৰ্ণহুতি
প্রণপূৰ্ণক মহা-মন্ত্রলক্ষমিত্রিত ম
স্বয়ং করিত করিতে শিষ্যকে অর্জ
কে। শিষ্য এইরূপে অভিসিকৃত
কৃত্য ব্রাহ্মণক আপনোদন করত

ততঃ শিষ্যঃ প্রাঞ্জলির্মুপং ব্রজেৎ
 ॥১৪২॥ তং গুরুদর্ভবিষ্টরে ।
 ৪৮ দেবং কবচাসং সমাচরেৎ ॥১৪৮
 না দেবং ধ্যায়মানঃ স্বেদেশিকঃ ।
 পানিত্যঃ শিশুং শিবমুদীরয়েৎ ॥১৫০
 বিচক্ষণা দহনপ্রাবনাদিকম্ ।
 তস্য মাতৃকাসংস্কৃত্য ॥ ৬০
 নং ব্যাধিঃ শিষ্য-কনি দেশিকঃ ।
 ॥১৫১৥ সমস্তমুদীরয়েৎ শিবম্ ॥ ৬১
 ॥১৫২৥ লিঙ্গবৎ নিত্যমত্র স্থিতো ভব ।

তং শব্দোস্তেজসা ভাস্বরং সুরেৎ
 ২ শব্দোস্তেজসা প্রাপ্য শিবাস্ত্রিকাম্
 ১৫৩ শিবমুদীরয়েৎ ॥ ৬৩
 ১ ক্রমঃ মন্ত্রং তদাত্মনাম্
 ১৫৪ ত্রিভুজঃ শিবাচার্য্যঃ শাসনাত ॥৬৪
 মন্দিরা মন্ত্রং মন্ত্রবিচক্ষণঃ ।
 মুখং তেষাং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৬৫

এন পবে আচমনপূর্ব্বক অঞ্জলি
 প গমন করিবেন আর গুরু
 একে দর্ভাসনে উপবেশন করাইয়া
 "সাপুষ্ক কবচাস কনিবেন এবং
 করত ভজে শিবের অঙ্গলিপন
 উচ্চারণ করিবেন ৪৮—৫০ ।
 ১৫-পকৃতিতে শিষ্যের দহনপ্রাব-
 করণ করিয়া সেই শিষ্যের মস্তকে
 করত তাহাতে মনে মনে শিবকে
 ॥ তাহার মানসিক পূজা করিবেন
 ১৫১ শিবসকাশে "নিয়ত ইচ্ছাতে
 ন" এই প্রার্থনাপূর্ব্বক শিষ্যকে
 দেদীপ্যমান সুরণ করিবেন ।
 ১৫২ পূজা করিয়া শিবাস্ত্রিকা শৈবী
 রত শিষ্যের কর্ণে শনৈঃ-শনৈঃ
 ১৫৩ করিবেন । শিষ্য অঞ্জলি-
 দাতমনা হইয়া মন্ত্র প্রবণ করত
 শনৈঃ-শনৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ
 ১৫৪ দীক্ষা হইলে মন্ত্রবিচক্ষণ গুরু
 মন্ত্র তাহা উচ্চারণ করত

ততঃ সমাসামুদ্রার্থং বাচ্য-বাচকযোগতঃ ।
 সমাদিত্যৈশ্বরং রূপং যোগমাসনমাদিশেৎ ॥৬৬
 অথ গুরুস্বাস্ত্র্যা শিষ্যঃ শিবাস্ত্রি-গুরুসম্মিষৌ ।
 ভৈরব্যমভিসম্ভার্য দীক্ষাবাক্যমুদীরয়েৎ ॥ ৬৭
 বরং প্রাণপরিভ্যাগশ্চেদনং শিরসোহপি বা ।
 ন তনভ্যক্ত্য ভূজীয়াং ভগবন্তং ত্রিলোচনম্ ॥ ৬৮
 স এবমুক্ত্য নিয়তো যাবন্মোহবিপর্ধ্যয়ঃ ।
 তাবদারাদয়েদেবং তন্নিষ্ঠস্তং পরায়ণঃ ॥ ৬৯
 ততঃ স সময়ো নাম ভবিষ্যতি শিবাপ্রমে ।
 লক্ষাদিকারো গুরুস্বাস্ত্র্যাপালকস্তদ্বশো ভবেৎ ॥৭০
 অতঃ পরং শাস্ত্রকরো ভাস্বাদার সহস্রতঃ ।
 দদ্যাদিভ্যায় মূলেন কৃদাককভিমস্তিতম্ ॥ ৭১
 প্রতিমায় বাপি দেবস্ত মূর্ত্তদেহমথাপি বা ।
 পূজা-হোম-জপ-ধ্যানসাধনানি চ সস্তবে ॥ ৭২
 সোহপি শিষ্যঃ শিবাচার্য্যাদিকানি বহমানতঃ ।

শিষ্যকে উপদেশ দান করিয়া তাহাকে
 মন্ত্রল আদেশ করিবেন । তাহার পর গুরু
 বাচ্য-বাচক-যোগে সংক্ষেপে মন্ত্রার্থ উপদেশ,
 ইশ্বররূপ, যোগ ও আনন শিক্ষা দিবেন ।
 এইরূপ উপদেশ পাইয়া শিষ্য শিব, অগ্নি, গুরু-
 সম্মিধানে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া দীক্ষা-
 বাক্য উচ্চারণ করিবে যে, বরং প্রাণত্যাগ হউক
 অথবা শিরশ্চেদন হউক, তথাপি ভগবান্
 ত্রিলোচনের পূজা না করিয়া কখনও ভোজন
 করিতে প্রবৃত্ত হইব না । এইরূপে প্রতিজ্ঞা-
 পূর্ব্বক শিষ্য শিবনিষ্ঠাসম্পন্ন, শিবপরায়ণ ও
 সংযত হইয়া যে পর্য্যন্ত মোহ বিপর্যয় না হয়,
 তাবৎকাল নিরন্তর ভগবান্ ভূজতাবনের আরাধনা
 করিবে । তাহার পর সেই "শিষ্য শিবাস্ত্রবে
 সময় নামে প্রসিদ্ধ হইবে । শিষ্যও অধিকারী
 হইয়া গুরু-অজ্ঞা-পালক এবং গুরুর আশীষ
 হইবে । অনন্তর গুরু কবচাস করিয়া বহু
 ভজ্য গ্রহপূর্ব্বক মূলমন্ত্র দ্বারা শিষ্যকে দান
 করিবেন এবং অভিসম্ভিত কৃদাক দান করিবেন
 আর দেব-প্রতিমা কিংবা শিবমূর্ত্ত দেব ও সন্তান
 হইলে পূজা-হোমাদি-সাধনও দান করিবেন ।

আবদীতাজ্ঞয়া তত্ত্ব দেশিকস্ত ন চান্তথা ॥ ৭৩
 আচার্যাদাপ্তমধিলং শিরস্তাধায় ভক্তিতঃ ।
 ব্রহ্মরয়েং পূজয়েচ্ছত্ৰং মঠে বা গৃহে এব বা ॥ ৭৪
 অতঃ পরং শিবাচারমাদিশেদস্ত দেশিকঃ ।
 ভক্তি-প্রদ্বাহুসারেণ প্রজ্ঞারামানুসারতঃ ॥ ৭৫
 বহুস্তং বং সমাজাতং বচ বাস্তং প্রকীর্তিতম্ ।
 শিবাচার্যেণ সময়ে তং সৰ্ব্বং শিরসা বহেং ॥ ৭৬
 শিবাপবস্ত গ্রহণং বাচনং শ্রবণং তথা ।
 দেশিকাদেশতঃ কুৰ্য্যত্ন বেচ্ছাতো ন চান্ততঃ ॥ ৭৭
 ইতি সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ সংস্কারঃ সমসাহস্বয়ঃ ।
 সাক্ষাৎশিবপুরপ্রাপ্তৌ নৃপাং পরমসাধনম্ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়-
 মুক্তবভাসে দীক্ষাবিধানং নাম
 চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

সাক্ষরে গ্রহণ করিবে, নচেৎ নহে । আচার্য-
 সঙ্কল্পে প্রাপ্তদ্রব্যাদি মন্তকে ধারণ করত ভক্তি-
 পূর্বক রক্ষা করিবে । আর মঠে কিংবা গৃহে
 শত্ৰুর পূজার তৎপর থাকিবে । তাহার পর
 আচার্য শিবের ভক্তি, প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞানুরূপ
 শিবাচার উপদেশ দিবেন । ঐ সময়-সংস্কারে
 শুদ্ধ বাহা বলিবেন, বাহা আচ্ছা করিবেন ও
 বাহা বাহা শুক কর্তৃক প্রকীর্তিত হইবে, শিষ্য
 সে সকল মন্তকে বহন করিবেন । শিষ্য ও
 শিবাপবস্ত গ্রহণ বাচন বা শ্রবণ শুক-আচ্ছা
 পাইসেই করিতে প্রবৃত্ত হইবে । বেচ্ছা-
 পূর্বক কিংবা অন্য উপদেশে কখনও করিবে
 না । হে রুক! মন্তব্যাদিগের শিবপুর-গমনের
 বাহা পরম সাধন, সেই সময়সামক সংস্কার এই
 সংক্ষেপে কথিত হইল । ৩০—৭৮ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

উপমন্যুর্বাচ ।

অতঃপরং সমালক্ষ্য স্কন্ধঃ শিষ্যস্ত যোগ
 বড়ধ্বস্তঙ্কিং কুর্কীয়ত সৰ্ব্ববন্ধবিমুক্তয়ে ।
 কলা তত্ত্বক ভুবনং বর্ণঃ পদমতঃ পরম
 মন্ত্রশ্চেতি সমাসেন বডধ্বঃ পরিপূর্ণ্যতে
 নিরুজ্জ্বল্যঃ কলাঃ পদং কলাধ্বা কথ্যে
 ব্যাখ্যাঃ কলাভিরিতরে ভূধ্বানঃ পদং প
 শিবতত্ত্বাদি-ভূমাত্তং তত্ত্বাধ্বঃ সমুদ্রজ
 বড্বিংশসংখ্যায়োপেতঃ কলাভুক্তো
 আধারাত্মনামাত্তং ভূবনাদি প্রকীর্তি
 বিনা ভেদোপভেদাত্ম্যং বট্টসংখ্যাসম
 পকাশক-দ্বকপাস্ত বর্ণা বর্ণাধ্বসংজিতা
 অনেকভেদসম্পন্নঃ পদাধ্বঃ সমুদ্রজ
 মহামন্ত্রোপমমাত্রাণং বট্টতত্ত্ববদ্বজনা
 প্রধানাবয়বভেদে তু সোহধ্বা পদপদম

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

উপমন্যু কহিলেন—শুক শিষ্য
 দেখিয়া তাহার সর্ববন্ধ-বিমুক্তির দি
 ত্ত্বি করিবেন । নিরুজ্জ্বল-প্রতিষ্ঠা
 ভুবন, বর্ণ, পদ, মন্ত্র এই সংখ্য
 বলিয়া কথিত হয় । নিরুজ্জ্বল-প্রতি
 পাচনী কলা কলাধ্ব বলিয়া কথিত ।
 পাচনী কলাতে অতী তত্ত্বাদি পদ
 হইয়া থাকে । শিবতত্ত্বাদি ভূমাত্ত
 চান্দ্রিশতী তত্ত্বাধ্ব এবং সেই তত্ত্ব
 শুক ও অন্তর্ক এই উভয়গুণ
 লভ আছে । আধারাদি উদ্র
 বিশেষে ভূবনাদ্ব বলিয়া কীরি
 ভূবনাদ্ব আবার বিনাভেদ
 ভেদে ষাটসংখ্যক কথিত আছে
 যোগ ও ককারাদি ক পঞ্চাশত

মহামন্ত্রা মন্ত্রাধ্বা সমুদালতঃ ।
 | মন্ত্রৈর্মন্ত্রাধ্বা ব্যাপ্তঃ পরমনিদ্যয়া ॥ ৮
 | ন তত্ত্বেষু গণ্যতে তত্ত্বনাথকঃ ।
 | ন গণ্যতে তথাসৌ মন্ত্রনাথকঃ ॥ ৯
 | ব্যাপকত্বং ব্যাপ্যত্বকেতরাধ্বনাম্ ।
 | হৃতো যঃ স নৈবাহিত্যধ্বশোধনম্ ॥ ১০
 | ধ্বনো রূপং ন যেন বিদিতং ভবেৎ ।
 | পকতা তেন জ্ঞাতুমৈব ন শক্যতে ॥ ১১
 | রূপকং ব্যাপ্য-ব্যাপকতাং তথা ।
 | মৈব কুর্ধ্যাদধ্ববিশোধনম্ ॥ ১২
 | পধ্যত্বং তত্র কৃত্বা যথা পুরা ।
 | কক্যোত প্রাচ্যঃ কলশমণ্ডলম্ ॥ ১৩
 | শিবাচাধ্যঃ শশিষাঃ কৃতনৈতাকঃ ।
 | গুলং গহ্বাঃ পূজাং পূর্ববদাচরেৎ ॥ ১৪

কক্যোতি মহামন্ত্র মন্ত্রাধ্বা বলিষা
 আচে ও ঐ মন্ত্রাধ্বা মহামন্ত্র ও উপ-
 মন্ত্রবাস্তবক হয়। আর প্রধানভূত
 মন্ত্রের অববাস্তবক হইলে ঐ মন্ত্রাধ্বা
 ক হইয়া থাকে এবং ঐ মন্ত্রাধ্বা
 শিল মন্ত্র ও পঞ্চাঙ্গর-মন্ত্ররূপা পরম
 বিদ্যাপ্ত বলিষা কীৰ্ত্তিত আছে।
 যাক শিব তত্ত্বমধ্যে গণ্য হন না,
 ঐ মন্ত্রনাথক শিব মন্ত্রাধ্বা মধ্যে
 না। যে ব্যক্তি কলাধ্বের ব্যাপ-
 ত্তর অধ্বের ব্যাপ্যঃ যথার্থরূপে
 পারে না, সে কডধ্বশক্তি করিতে
 ১-১০। যে ব্যক্তি বড় বিধ
 প নীতি অনুসারে অবগত হইতে
 ব্যাপ্য-ব্যাপকতা জানিতে সক্ষম
 এই অধ্বরূপ ও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা
 গত হইয়াই অধ্বশোধনকার্যে রত
 ক পূর্ব অধ্যায়ে কথিতহলে কুণ্ড-
 পধ্যত্ব পূর্বমত করিয়া পূর্বদিকে
 ক কলশমণ্ডল করিবেন। তাহার
 দি নিত্যক্রিয়ক শিবের মণ্ডলে
 পূর্ববৎ পূজা করিবেন।

উদ্রাঢ়কাবরৈঃ সিদ্ধং ততুলৈঃ পায়সং প্রভোঃ ।
 অর্জং নিবেদ্য হোমার্থং শেষং সমুপকল্পয়েৎ ॥ ১৫
 পুরতঃ কল্পিতে বাথ মণ্ডলে বর্ণমণ্ডিতে ।
 স্থাপয়েৎ পক কলশান্ দিগ্ধু মধ্যে চ দেশিকঃ ॥
 তেষু ব্রহ্মাণি মূলার্ণেবিন্দু-নাভসমবিশিভেঃ ।
 নমাদ্যোচ যকারান্তঃ কল্পয়েৎ কল্পবিস্তমঃ ॥ ১৭
 ঈশানং মধ্যমে কুন্তে পুরুষং পুরতঃ স্থিতে ।
 অধোরং দক্ষিণে বামে বায়ং সদ্যক পশ্চিমে ॥ ১৮
 রক্ষাং বিধান মুদ্রাক বজ্রা কুস্তাভিমন্ত্রণম্ ।
 কৃত্বা শিবামলে হোমং প্রারভেত যথা পুরা ॥ ১৯
 বদকং পায়সং পূর্বং হোমার্থমুপকল্পিতম্ ।
 হতা শিষ্যস্ত তচ্ছেষং ভোক্তুং সমুপকল্পয়েৎ ॥ ২০
 তর্পণাত্মক মন্ত্রাণাং কৃত্বা কন্য যথা পুরা ।
 হতা পূর্ণাভিভিঃ তেষাং ততঃ কুর্ধ্যাৎ প্রদীপনম্ ॥
 ওদারাদনু হস্তারং ততো মূলং কডম্বকম্ ।
 স্বাহাস্তং দীপনে প্রাহরজানি চ বধাক্রমম্ ॥ ২২

তাহার পর চারপ্রস্থপরিমিত অপেক্ষা অধিক
 তুলে পক পায়সের অধিভাগ নিবেদন করিয়া
 শেষ হোমের নিমিত্ত রাখিবেন। অনন্তর
 পুরোভাগে রচিত বর্ণ চিত্রিত মণ্ডলের চারি-
 দিকে এবং মধ্যে পাঁচটি কলশ স্থাপন করি-
 যেন। সেই পককলশে পূর্ববিধিবেত্তা গুরু
 বিন্দুনাভ সহিত নমাদি যকারান্ত (নং মং শিং
 ইত্যাদি) মূলমন্ত্রাঙ্কর দ্বারা ব্রহ্মকল্পনা করি-
 যেন। মধ্যস্থিত কুন্তে ঈশানকে, পূর্বদিকে
 স্থিত কুন্তে পুরুষকে, দক্ষিণে অধোরকে,
 বায়বে (অর্থাৎ উত্তরবে) বামকে (বাম-
 দেবকে) ও পশ্চিমস্থ কুন্তে সদ্যকে (সদ্যো-
 জাতকে) আবাহন করিবেন। অনন্তর বজ্রা-
 বিধান করিয়া মুদ্রারচনাপূর্বক অভিমন্ত্রণ করত
 শিবকুণ্ডল অঙ্কিতে হোম আরম্ভ করিবেন।
 আর যে শেবার্জ পায়স, বাহা হোমের অন্ত দ্বাখা
 হইয়াছিল, তাহা হোম করিয়া ব্রহ্মশিব শিবের
 বাইবার অন্ত রাখিবেন। আচার্য তাহার
 পর পূর্বমত মন্ত্রের তর্পণ পধ্যত্ব কর্ত্ত করিয়া
 ওদারবিসের পূর্ণাভিভি দান করত তাহার পর

ভোমাহতয়ন্তিহো দেয়া দীপনকর্মণি ।
 মন্ত্রেণৈককণ্ঠেনৈব বিচিত্রা দীপ্তমূর্তয়ঃ ॥ ১৩
 ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য বিজকন্তাকৃতং সিতম্ ।
 সূত্রং সূত্রেণ সংমন্ত্য শিখাশ্রে বন্ধয়েচ্ছিশোঃ ॥ ২৪
 চরণদ্ব্যুপধাতুমুৎকায়স্ত তিষ্ঠতঃ ।
 লম্বয়িত্বা তু তং সূত্রং সূত্রানং তত্র যোজয়েৎ ॥ ২৫
 শান্ত্রা মুদ্রাদায়া মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।
 হত্ভাহতিত্বেয়ং তস্তাঃ সারিধামুপকল্পয়েৎ ॥ ২৬
 হৃদি সত্যাত্ম শিখাশ্রে পুষ্পক্ষেপেণ পূর্নবৎ ।
 চৈতন্তং সমুপাদায় ধ্যানশাস্ত্রে নিবেশ্য চ ॥ ২৭
 সূত্রং সূত্রেণ সংযোজ্য সংরক্ষ্যাস্তেণ বশুণা ।
 অবগুষ্ঠাধ তং সূত্রং শিখাদেহং বিচিহ্নয়েৎ ॥ ২৮
 মলত্রয়মলং ভোগ-ভোগা-ভোগেহলক্ষণম্ ।
 বিষয়োহুদেহানি জনকং তস্ত ভাবয়েৎ ॥ ২৯

পর মূলমন্ত্র, তাহার পর ফটু স্বাহা ইহার
 দীপনকর্মে বখাক্রমে প্রস্তুত করিয়া কথিত হয়
 সেই অস্ত্রের দীপনকর্মণ্য সেই মন্ত্র দ্বারা
 আহতি দেওয়ায়ান মুক্তি চিত্রা করত এক
 এক করিয়া তিন আহতি দান করিবেন
 বিজকন্তা-নির্মিত ত্রিগুণ বেতবর্নসূত্র আবার
 ত্রিগুণ ও অতিমুদ্রিত করিয়া সূত্রাস্তর দ্বারা
 শিখোর শিখাশ্রে রাখিবেন। সেই সূত্রে
 আবার উৎকায় হইয়া অবস্থিত শিখোর চরণের
 অঙ্গুলি-অঙ্গুলি পর্যন্ত লম্বমান করিয়া সেই সূত্রে
 জলু মধ্যগত সূত্রান নড়ী বোজন করিবেন ।
 মন্ত্রবিৎ গুরু মূলমন্ত্রে শান্ত্রমুদ্রা দ্বারা সেই
 সূত্রে গ্রহণ করিয়া আহতিত্ব দান করত সেই
 সূত্রে ঐ মুদ্রার সারিধা করনা করিবেন । তাহার
 পর পূর্নমত পুষ্পক্ষেপে শিখোর জগ্রে তড়না
 করিয়া তাহার চৈতন্ত গ্রহণ করত একাদশ
 অস্ত্রের আখার ইন্দ্রে নিঃশিত করিয়া সূত্রাস্তরে
 সূত্রে সংযুক্ত করিবেন । অনন্তর অস্ত্রের
 (কই) দ্বারা বন্ধ করিয়া সূত্রের (কই) দ্বারা
 বেটন করত সূত্রে শিখাদেহ চিত্রা করিবেন
 এক সেই শিখার দ্বারা ইতিমধ্যে দেবদ্বির
 জল ও মল, ভোগ, ভোগ, ভোগের কারণ

ব্যোমাদিত্যতরুপিণাঃ শান্ত্রাতীতাদয়ঃ ক
 সূত্রে শনামভিযোজ্যোঃ পূজ্যোঃ নমো
 অথবা ভূগবীজৈস্তঃ কৃত্বা পুষ্পক্ষেপেণ
 ততো মলাদেহস্তানো ব্যাপ্তিং সমবলো
 কলব্যাপ্তিং মলান্দো চ হুত্বা সন্দীপয়ে
 শিখাং শিরসি সত্যাত্ম তত্র দেহে যথ
 শান্ত্রাতীতপদে সূত্রং লাক্ষ্যমন্ত্রমুদ্রয়
 এবং কৃত্বা নিরুভ্যস্তং শান্ত্রাতীতান্যত
 হত্ভাহতিত্বয়ং পশ্যামগুণে চ শিবং য
 দেবস্ত দক্ষিণে শিখামুপবেশ্য তৎকৃত্ব
 সমর্চে নগুণে দদ্যাকোশিষ্টং চক্রে
 শিখাস্তদুৎকায়ং দত্তং সত্যং শিবমু
 ভূত্বা পশ্যাদিত্যমা শিবানুদীপয়ে
 অপরে মণ্ডলে দদ্যাকোশিষ্টং তথা
 মোহপি তচ্ছিত্তা পীঃ শান্ত্রাতীত
 ততঃসে মণ্ডলে শিখামুপবেশ্য যথ পূ

শান্ত্রাতীতপিনী শান্ত্রাতীতাদি ক
 সূত্রে শান্ত্রাতীত প্রভৃতি সূত্রনা
 করিবেন তানমঃ যুক্ত করিয়া সেই
 তাহাদিগকে পূজা করিবেন কি
 শান্ত্রাতীত দ্বারা সে সকল পূর্নমত
 তৎকৃত্ব মলানির ব্যাপ্তি অবলোক
 আর মলানিতে আর ব্যাপ্তিও যত
 হোম করিয়া সেই দেহ শিখোর মা
 মত তড়নপূর্নক কলামকল প্রকাশ
 সূত্রের শান্ত্রাতীতনামক অংশে মন্ত্রে
 চিত্র দিবে, নিরুভি পদ্যস্ত এইরূপ
 লম্বনীয় । পরে আহতিত্ব দিয়া
 রায় শিবপূজা করিবেন । আর শি
 দক্ষিণে উত্তরমুখ করিয়া বসাইবেন
 অনন্তর দর্ভযুক্ত মণ্ডলে হোমাবশিষ্ট
 দান করিবেন । শিখাও সেই
 পাইয়া সংস্কার করত ভোজন করি
 পর হুইবার আচমন করিয়া শিবা
 করিবে । গুরু তাহার পর অপর
 দ্বারা দান করিবেন, শিখাও বখাশি
 পাইয়া পূর্নবৎ হুইবার আচমন

বিনং যথাশাস্ত্রোক্তলক্ষণম্ ।
মুহুর্তা প্রাঙ্গণে বাপুদ্বয়ঃ ॥ ৩৮
। চাসীনঃ শিষ্যো দত্তান্ বিশোধয়েৎ ।
তুপবনং তাত্ত্বাচম্য শিবং স্মরেৎ ॥ ৩৯
শকাদিঃ প্রাঙ্গণিঃ শিবমণ্ডলম্ ।
তুপবনং দৃশ্যতে গুরুণা যদি ॥ ৪০
স্মৈ চাপ্যং শিবমন্ত্রচ্ছিবোত্তমং ।
যতদিন গুরুস্তদোষশাস্তয়ে ॥ ৪১
বক্তং বা জুহুমানলমন্ততঃ ।
সমানতা কপিহা কর্ণযোঃ শিবম্ ॥ ৪২
যে ভাপে তঃ শিষ্যামদিবাসয়েৎ ।
স্তোত্রং স দর্শনম্ভবে কচিঃ ॥ ৪৩
শিবং ধ্যানেন প্র কশিবস্তো নিশিষপেৎ ।
বদস্য শিষ্যঃ কচিৎকঃ গুরুঃ ॥ ৪৪
স্মৈ চাপ্যং চ বদস্যঃ ॥

অথবা গুরু পূর্বমত তৃতীয়
উপবেশন করাইয়া শাস্ত্রোক্ত
চরিত্র লক্ষণ করিবেন । শিষ্যও
ইহা পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ উপ-
নিষ্কাক্ত হইয়া সেই দত্তকাষ্ঠের
দত্তবিশেষন করিবে । তাহার
জ্বলনপূর্বক তাগ করিয়া মাচ-
স্বপন করিবে । তাহার পর শিষ্য
সভ কবত কতালিপূর্বক শিব-
। করিবে । গুরু যদি সেই পরি-
। অলোকন করেন, পূর্ব, উত্তর
সেই দত্তকাষ্ঠের অথবা থাকিলে
ক অস্ত্র । তবে অপ্রশস্ত্যদিকে
ক তাহার শাস্ত্রের নিমিত্ত শত
অন অথবা সেই অস্ত্রের অর্ধ
তাহার পর গুরু শিষ্যকে স্পর্শ
র্গে শিবনাম জপ করিয়া অথবা
দর্শন্যায় দেবের দক্ষিণতানে
করাইবেন । শিষ্যও অন্তরে
করত পূর্বশিরাঃ হইয়া বসিত
রিবে । তাহার পর গুরু শিষ্যের
। অগ্রভাগ হস্ত

রেখাত্রয়ক পরিতো ভয়না তিলসর্ষপেঃ ॥ ৪৫.
কৃত্যন্তজপৈস্ত্রয়াক্তে দিগীশানাং বলিং হরেৎ ।
শিষ্যোহপি পরতোহনন্তন কৃত্ত্বমধিবাসনম্ ॥ ৪৬
প্রবুদ্ধোখ্যায় গুরুবে সপ্নং দৃষ্টং নিবেদয়েৎ ।
ততঃ স্নানাদিকং সর্ষং সমাপ্যচাৰ্য্যচোদিতঃ ॥ ৪৭
গচ্ছেদ্বক্সালির্ধ্যায়ন শিবমণ্ডলপার্বতঃ ।
অথ পূজাং বিনা সর্ষং কৃত্বা পূর্বদিনে যথা ॥ ৪৮
নেত্রবন্ধনপর্যন্তং দর্শয়েন্নণ্ডলং গুরুঃ ।
বন্ধনেত্রেণ শিষ্যেণ পুষ্পাবকিরণে কৃতে ॥ ৪৯
যত্রাপত্যন্তি পুষ্পাণি তন্ত নামান্ত সন্নিশেৎ ।
অতোহপনীয় নির্মালাং মণ্ডলেহস্মিন যথা পুরা ॥
পূজয়েদেবমীশানং জুহুযাক্ত শিবানলে ।
শিষ্যেণ যদি হঃস্প্রো দৃষ্টেস্তদোষশাস্তয়ে ॥ ৫১
শতমর্কং তদর্কং বা জুহুযামলবিদ্যায়া ।
ততঃ স্তবং শিলাবন্ধং লক্ষ্মিহা যথা পুরা ॥ ৫২
আবহপজাপ্রভৃতি যত্রিস্তিকলাশ্রয়ম্ ।

বেষ্টন করিয়া অথগুরু বর্ষ (৬২) দ্বারা
তাহাকে আচ্ছাদন করিবেন এবং চতুর্দিকে
রেখাভয় করিয়া তাহার বাহিরে অস্ত্র (কট)
মসে জপ, ভয়, তিল ও সর্ষপে দিকপতিগণকে
বলি দিবেন । শিষ্যও উপবাসী হইয়া এইরূপে
লখন করিবে, পরদিন প্রবুদ্ধ হইয়া দৃষ্টস্বপ্ন
গুরুকে নিবেদন করিবে । তাহার পর গুরু-
আচ্ছাদ্য স্নানাদি কার্য সমাপন করিয়া কৃত্যন্তালি-
পূর্বক শিবমণ্ডলে গমন করিবে । অনন্তর
গুরু পূজা ভিন্ন পূর্বদিনমত নেত্রবন্ধন পর্যন্ত
সকল করিয়া মণ্ডল দর্শন করাইবেন । শিষ্য
বন্ধনেত্র হইয়া পুষ্পক্ষেপণ করিলে, বাহাতে
পুষ্পসকল পতিত হইবে, তাহার নামে ঐ
শিষ্যের নাম করিবেন । তাহার পর নির্মালা-
সকল নিক্ষেপ করিয়া পূর্বমত দেব ঈশানের
পূজা ও অনলে হোম করিবেন । শিষ্য যদি
হুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই দোষ-
শাস্ত্রের নিমিত্ত শত অথবা তাহার অর্ধ কিংবা
সেই অর্ধেরও অর্ধ মূলমুখে হোম করিবেন ।
তাহার পর শিলাবন্ধ-স্তবকে

বাগীশ্বরীপূজনাং কুৰ্ব্বাদেবমুদাসরম্ ॥ ৫০
 অথ এবম্য বাগীশ্বরী নিরুত্তর্যাপিকাং সতীম্ ।
 বওলে দেবমত্যাগ্য হস্তা চৈবাহতিত্ৰয়ম্ ॥ ৫১
 আৰ্হেচ শিনোঃ প্রাপ্তিং যুগপৎ সৰ্ব্ববোনিম্ ।
 হস্তদেহেহথ শিবাং জড়ন-প্রোক্ষণাদিকম্ ॥ ৫২
 কৃত্যস্বানং সমালায় বাহনায় নিবেদ্য চ ।
 অতোহপ্যাদায় মুগেন মুগয়া শাস্ত্রদ্বৈতম্ ॥ ৫৩
 বোজবৎসনসাত্যেহা যুগপৎ সৰ্ব্ববোনিম্ ।
 দেবানাং জাতব-১২টী তিস্র-১২ পত জাতবঃ ॥ ৫৪
 জাতোকরা বাহুবরা বোনি-১ চতুর্দশ ।
 জহু সৰ্ব্বানু যুগপৎ এবেশ্বর শিনোধিরা ॥ ৫৫
 বাগীশ্বরীং বহান্তাং শিবাংস্বানং নিবেদয়েৎ ।
 সৰ্ব্বনিপত্তয়ে দেবং সম্পূজ্য এবিশতা চ ॥ ৫৬
 হস্তা চৈব বহান্তাং নিপত্নাং তস্মৈ হস্তে
 নিপত্নৈস্তস্মৈ পত্তিসমুৎকৃষ্টিক কন্থয়ঃ ॥ ৫৭
 অৰ্হেচ ভোগনিপত্তি কুৰ্ব্বাঃ প্রোক্তপরাং তথা
 নিপত্নাংক জাত্যাকৃষ্টপদং স্বাসিত্বেন ॥ ৫৮

পূজা প্রকৃতি বাগীশ্বরী-পূজা পঞ্চম পূৰ্ণমত
 হোমপূৰ্ণক করিবে ॥ ৫৫—৫৮ ॥ অনন্তর
 তৎ নিরুত্তর্যাপিকা সতী বাগীশ্বরীকে প্রণাম
 করিব বওলে দেবের অত্যাগ্য ও আহতিত্ৰয়
 দান করত শিবের কন্যায় চতুর্দশবোনিতে
 এককালীন প্রাপ্তি প্রার্থনা করিবে ॥ তাহার
 পর শিবের পত্ন দেহে জড়ন-প্রোক্ষণাদি
 করিয়া তাহার আশ্রকে সেই এককাল-ত্বের
 আশ্র ইকরে নিবেদিত করিবে, জাতা ১২-
 টীও আশ্র মূল্যের শাস্ত্রদ্বৈত দুই বাবা
 আশ্রকে গ্রহণ করত এককালীন সকল চতুর্দশ-
 বোনিতে মুক্ত করিবে ॥ দেবতাদিগের আট-
 বোনি, পত্নসকীর পাঁচ ও বহুবোনি এক বোনি
 এই চতুর্দশ বোনিতে শিবাংস্বান ইচ্ছাসুসার
 একে নিষিত ঐ শিবাংস্বকে বাগীশ্বরীতে
 নিবেদন করিবে ॥ সৰ্ব-নিপত্তি নিষিত দেব-
 দেবকে পূজা করত প্রণাম ও তাহার হোম
 করিয়া সৰ্ব নিপত্তি ইচ্ছাসু ইচ্ছাই চিত্ত
 করিবে ॥ বহুনিপত্তি পর জহু, কন্থায়ুতি,
 অৰ্হেচ প্রোক্তপরাং এক পদ্য দ্বিত এই

হস্তাহতিত্ৰয়ং দেবং প্রার্থয়েদেদিকোক্ত
 তোকৃত্যবিষয়সম্মলং তৎকার্যশোভনম্
 কুতৈকমেব শিবাংস্ব চিত্তাং পাশত্ৰয়ং
 নিরুত্তা পত্তিবকৃত পাশতাত্যভেদনম্ ।
 কৃত্য শিবাংস্ব চৈতন্তং সচ্ছং মন্ত্রেত
 হস্তা পূৰ্ণাহতি বহৌ ব্রহ্মাণং পূজয়েৎ
 হস্তাহতিত্ৰয়ং তস্মৈ শিবাংস্বানুসন্ধি
 পিতামহ ইয়া নাস্ত বাতুঃ শিবং পদং
 প্রতিবন্ধো বিধাতব্যঃ শিবজৈস্মা পত্তী
 ইত্যাদি তমভ্যাজ্য নিপত্না চ বিধানত
 সমভ্যাজ্য মহাদেবং হস্তদানহতিত্ৰয়ম্
 নিপত্না ততমুত শিবাংস্বানং হস্তা পূ
 নিবেদ্যস্বান তত্রে চ বাগীশ্বরী পূজয়েৎ
 হস্তাহতিত্ৰয়ং তস্মৈ প্রণমা চ বিদ্যাত
 কুৰ্ব্বাণিহস্তে: সক্ষানং প্রতিষ্ট কন্থা সহ

সব ভাবনা করিয়া শিনোর নিপত্তি
 আদ্য এবং ভোগের শোভনও গুরুত্ব
 ত্রয় প্রদানপূৰ্ণক দেবদেবের নিট
 করিবে ॥ এইরূপে ভোগ, বিষয়
 তৎশোভন করিয়া তৎ শিবের জি
 ভোগ অর্থাৎ কন্থকপ পাশত্ৰয় ছেদ
 যেন এবং নিরুত্তিত পরিবর্তপাশে
 ছেদ করিয়া শিনোর চৈতন্তবে
 সচ্ছ বলিয়া অবগত হইবেন তা
 পূৰ্ণাহতি দিয়া ব্রহ্মকে পজ করি
 ব্রহ্মার উদ্দেশে আতিথ্য দান করি
 শিবাংস্ব অবগত করাইবেন ॥ যে, সেই
 আপনি পরম শৈব-পদে গমনকারী এই
 প্রতিবন্ধক হইবেন না ইহাই শিবের
 আজ্ঞা ॥ এই আদেশ করিয়া পুনরায়
 পূজা করত বহুবিধ বিসর্জন
 ৫৯—৬০ ॥ অনন্তর মহাদেবকে পূজা
 আহতিত্ৰয় দান করিবে ॥ তাহার পর
 কন্যার তৎ শিবাংস্বকে উদ্ধার করত
 আশ্রতে ও হস্তে নিবেদিত করি
 শাস্ত্রীয় পূজা করিবে ও জহু
 আহতিত্ৰয় দান ও প্রণামপূৰ্ণক

২ পূজাং কৃত্বা হতাহতিত্বেয়ম্ ॥ ৬৯
 প্রতিষ্ঠায়াং প্রবেশস্তথ্য ভাবয়েৎ ।
 মাধব কৃত্বাশেষং পুরোদিতম্ ॥ ৭০
 পিপিকাং তস্ত বাগীশানীক ভাবয়েৎ ।
 প্রথ্যাং কৃত্বা শেষক পূর্ববৎ ॥ ৭১
 শোদাচ্চাং শিশু পরমায়নঃ ।
 নিদাক কৃত্বা শেষক বিদ্যায়া ॥ ৭২
 কায় তস্তাকাপি যথা পুরা ।
 তদ্যাপ্তিং বাগীশাক যথাক্রমম্ ॥ ৭৩
 হোমাত্মং কৃত্বা শেষক পূর্ববৎ ।
 ষ তস্মৈ পূজাদিকং তথা ॥ ৭৪
 বাচ্চাক দদ্যাং পূর্বোক্তবৎসনা ।
 ষাচ্চ কৃত্বা তস্তাং শাস্ত্রে ॥ ৭৫
 মাধব তদ্যাপ্তিকাবলোকয়েৎ ।
 পেকং তদ্বাগীশানীক যথা পুরা ॥ ৭৬

বেন। এইরূপ করিয়া নিরস্তি-
 মকলার সহিত সন্ধান করিবেন।
 যুগপৎ পূজা ও আহতিত্বেয় দান
 ষার প্রতিষ্ঠাকলাতে প্রবেশ চিত্তা
 গাহার পর প্রতিষ্ঠাকে আবাহন
 ষা পূর্বমত করিবেন এবং সেই
 ব্যাপ্তি ও তাহার ব্যাপিকা
 পূর্বচন্দ্র-সদৃশী চিত্তা করিবেন।
 ষা পূর্ব মত করিবেন। অনন্তর
 বের ঐ আচ্চা বিষ্ণু-উদ্দেশে
 ঐ বিষ্ণুর বিসর্জনপ্রভৃতি কাৰ্য্য
 বন। তাহার পর ঐ প্রতিষ্ঠা-
 ষ সহিত সন্ধান করিয়া পূর্বের
 তাহার ব্যাপ্তি ও তাহার ব্যাপিকা
 র্মমত পূর্বচন্দ্র-সদৃশী চিত্তা করি-
 য় প্রদীপ্ত অগ্নিতে পূর্বহোম
 র্মমত অস্ত্রাচ্চ কাৰ্য্য করিয়া নান-
 ন করত পূর্ববৎ, পূজাদি পূর্বক
 তিতে শিবাত্মা অবগত করাইবেন
 পূর্ববৎ বিসর্জন প্রভৃতি কাৰ্য্য
 কলাতে বিদ্যাকলাকে নিরূপিত
 ব্যাপ্তি ও তদ্যাপিকা বাগীশানীক

বালাকসদৃশাকারাং ভাসরভীং দিশো দশ ।
 ততঃ শেষং যথাপূর্বং কৃত্বা দেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৭৭
 আবাহারাধ্য হতাহতি শিবাত্মাং মনসাদিশেৎ ।
 মহেশ্বরং ততোঃ স্তব্ধা কৃত্বা পঞ্চকলামিমাম্ ॥ ৭৮
 শাস্ত্রাতীতাং কলাং নীত্বা তদ্যাপ্তিমবলোকয়েৎ ।
 স্থায়নো ব্যাপিকাং তদ্বাগীশাক বিচিন্ত্যয়েৎ ॥ ৭৯
 নভোমণ্ডলসঙ্কল্যাং পূর্ণাত্মকপি পূর্ববৎ ।
 কৃত্বা শেষং বিধানেন সমভ্যর্চ্য সদাশিবম্ ॥ ৮০
 তস্মৈ সমাদিশোদাচ্চাং শস্তোরমিতকর্মণঃ ।
 তত্রাপি চ যথাপূর্বং শিবং শিরসি পূর্ববৎ ॥ ৮১
 সমভ্যর্চ্য চ বাগীশাং প্রণম্য চ বিসর্জয়েৎ ।
 ততঃ শিবেন সপ্তোদ্য শিষ্যং শিরসি পূর্ববৎ ॥
 বিলম্বঃ শাস্ত্রাতীতাসাঃ শক্তিতত্ত্বহর্থ চিন্তয়েৎ ।
 বড়ধ্বনঃ পরে পারে সর্বাধ্বব্যাপিনীং পরাম্ ॥ ৮৩
 কোটিহৃদ্যপ্রতীকাশাং শৈবীং শক্তিক চিন্তয়েৎ ।
 তদগ্রে শিষ্যমানীয শুদ্ধকটিকনির্মলম্ ॥ ৮৪

“বালাকসদৃশ আকারে দশদিকু ভাসিত করিতে-
 ছেন” এইরূপ চিত্তা করিবেন। তাহার পর অস্ত্রাচ্চ
 কাৰ্য্য পূর্বমত করিয়া দেব মহেশ্বরকে আবাহন
 পঞ্চক পূজা হোম প্রভৃতিতে আরাধনা করত
 মনে মনে শিবাত্মা জানাইবেন। তাহার পর
 মহেশ্বরকে বিসর্জন করিয়া শান্তিতে পঞ্চকলা
 শাস্ত্রাতীতাকে স্থাপিত করিয়া তদ্যাপ্তি ও
 তাহার ব্যাপিকা বাগীশানীকে পূর্ণা নভোমণ্ডল-
 সদৃশী চিত্তা করত যথাবিধি পূর্বমত শেষকাৰ্য্য
 করিয়া সদাশিবকে আবাহন করিয়া অর্চনা
 করিবেন। ৬৭-৮০। তাহার পর শুদ্ধ সেই
 সদাশিব-উদ্দেশে অমিতকর্ম্মা শস্তুর ঐ আচ্চা
 জানাইবেন এবং সেই শিষ্যমন্তকে পূর্বমত
 শিবকে অর্চনা করিয়া বাগীশানীকে প্রণাম করত
 বিসর্জন করিবেন। তাহার পর পূর্বের কায়
 পুনরায় শিষ্যমন্তক প্রকালন করিয়া শিবের
 সহিত শাস্ত্রাতীতা-কলার শক্তিতত্ত্বে কিসক চিত্তা
 করিবেন। অনন্তর শুদ্ধ বড়ধ্বন পরপারে
 অবস্থিতা ও সর্বাধ্বব্যাপিনী কোটিহৃদ্য-স্বরূপী
 পরমা শৈবী শক্তিকে চিত্তা করিবেন। এইরূপ
 চিত্তার পর বিত্তক শক্তিকে কায় নির্মল শিবকে

প্রকাল্য কঠরীং পশ্চাচ্ছিবশাস্ত্রোক্তমার্গতঃ ।
 তুর্থাং তস্ত শিবাচ্ছিবং সহ স্ত্রেণ দেশিকঃ ॥৮৫
 ততস্তাং গোময়ে স্তম্ভ শিবায়ো জুহুয়াচ্ছিবাম্ ।
 বৌদ্ধস্তেন মূলেন পুনঃ প্রকাল্য কঠরীম্ ॥ ৮৬
 হস্তৌ চ শিখ্যৈঃ তস্তাং ততঃ বিনিবেশয়েৎ ।
 ততঃ স্তম্ভ সমাচাভ্যং কৃতপশ্চাত্তানং শিল্পম্ ॥৮৭
 একেত মণ্ডলাভ্যাসং প্রবিপশ্য চ দণ্ডাৎ ।
 পূজাং কৃত্য যথাস্তম্ভং ক্রিষ্টবৈকল্যাকুরে ॥ ৮৮
 উপাংশুস্তব্ধেণেন জুহুয়াদাহতিবসম্ ।
 পুনঃ স্পৃশ্য ভবেশং মনুবেকল্যাকুরে ॥ ৮৯
 মান্দসোচ্চাতব্ধেণেন জুহুয়াদাহতিবসম্ ।
 ততঃ শিবং সমাচাভ্য মণ্ডলস্থং সমাপদ্য ॥ ৯০
 হস্তাভিত্যক্তং পশ্চাৎ প্রার্থয়েৎ প্রাকলিষ্ঠকঃ
 ভগবন্তঃ প্রসাদেন স্তব্ধিত্তম্ভমুদয়নঃ ॥ ৯১
 কৃত্য ততঃ পরমং ধর্ম গময়নঃ তবাহবম্
 ইতি বিষ্ণুপা দেবত নাতীসহানপূর্কম্ ॥ ৯২

সমুখ অমিহ কঠরী (অর্থাৎ কঠী) প্রকালন
 করিয়া, পশ্চাৎ সেই কঠীতে শিবশাস্ত্রোক্ত-
 পদ্ধতি অনুসারে স্তম্ভের সহিত শিবায় শিখ-
 য়ে দান করিবেন। তাহার পর সেই কঠী
 গোময়ে নিবেশন করিয়া শিখ্যায় ত্রি শিখ্য
 বৌদ্ধস্ত মূলকর্য অর্থাৎ করিবেন এবং পুনর্বার
 কঠী ও হস্ত প্রকালন করিয়া সেই শিখ্যায়
 শিবের চৈতন্য নিবেশিত করিবেন। তাহার পর
 কৃতপশ্চাত্তান ও কৃতপশ্চাত্তান শিখ্যায় মণ্ডল-
 সমাপন প্রবেশ করাইয়া স্তম্ভ মণ্ডলং প্রবেশ
 করত কঠলোপাদির জুহুয়াসনং যথানিদি
 পূজা করিবেন এবং উপাংশু উপাংশু অর্থাৎ
 ত্রি দান করিবেন। আবার মণ্ডলোপাদি ত্রি
 শিখ্যায় পুনরায় পূজা করিয়া মনে মনে উপাংশু
 করত আভিষ্টি দান করিবেন। তাহার পর
 মণ্ডল শিখ্যায় যাতা শরীরের সহিত পূজা
 করিয়া আভিষ্টি দান করত কৃতপশ্চাত্তানপূর্ক
 প্রার্থনা করিবেন—‘হে ভগবন! আমায়
 প্রসাদে বসন্তকালি আভিষ্টি করিবার; একদা
 এই শিখ্যায় আমায় অমিহ পূজায় যম

পূর্ণাঙ্কং পূর্কবং কৃত্য ততো ভূতানি
 স্থিরাশ্চিরে ততঃ শুক্লো নীতোকে চ জ
 দ্যাধেঘ্যাপ্যকতাকারে ভূতশাস্ত্রোক্ত
 ভূতানাং প্রতিবিচ্ছেদং কৃত্য তাক্রা স
 ভূতানি স্থিতিযোগেন যোজয়েৎ পরম
 বিশোধ্যাস্ত তনুং দক্ষা পাবনিত্য যুগ
 মাপা স্তানং ততঃ কৃষ্য ত্রিষ্টকাময়
 তত্রানৌ শাস্ত্রাতীতম্ভ ব্যাপিকং স্তম্ভ
 শুক্লমেব শিশের্মুর্দ্ধি ওমেচ্ছাতিমুখ
 বিদ্যাং গলানি-নাভাস্তং প্রতিঃ ত
 কাময়ঃ তদধে স্তম্ভেষ্টি ত্রিষ্টকাময়
 সবীজৈঃ স্তম্ভমুগ্নক স্তম্ভেষ্টি শিখ
 যুগ তঃ স্তম্ভমুগ্নক স্তম্ভেষ্টি শিখ
 স্তম্ভমুগ্নক স্তম্ভেষ্টি শিখ
 শিখ্যায় নিভাস্তম্ভমুগ্নক স্তম্ভেষ্টি শিখ

নিবেশন করিয়া নাতীসহানপূর্ক
 পূর্ণাঙ্কং পূর্কবং কৃত্য ততো ভূতানি
 স্থিরাশ্চিরে ততঃ শুক্লো নীতোকে চ জ
 দ্যাধেঘ্যাপ্যকতাকারে ভূতশাস্ত্রোক্ত
 ভূতানাং প্রতিবিচ্ছেদং কৃত্য তাক্রা স
 ভূতানি স্থিতিযোগেন যোজয়েৎ পরম
 বিশোধ্যাস্ত তনুং দক্ষা পাবনিত্য যুগ
 মাপা স্তানং ততঃ কৃষ্য ত্রিষ্টকাময়
 তত্রানৌ শাস্ত্রাতীতম্ভ ব্যাপিকং স্তম্ভ
 শুক্লমেব শিশের্মুর্দ্ধি ওমেচ্ছাতিমুখ
 বিদ্যাং গলানি-নাভাস্তং প্রতিঃ ত
 কাময়ঃ তদধে স্তম্ভেষ্টি ত্রিষ্টকাময়
 সবীজৈঃ স্তম্ভমুগ্নক স্তম্ভেষ্টি শিখ
 যুগ তঃ স্তম্ভমুগ্নক স্তম্ভেষ্টি শিখ
 স্তম্ভমুগ্নক স্তম্ভেষ্টি শিখ
 শিখ্যায় নিভাস্তম্ভমুগ্নক স্তম্ভেষ্টি শিখ

প্রসাদেতি প্রদাদ্যাদাত্তিত্রয়ম্ ॥ ১০০ ॥
 ধানেব পুনরুপপাদয়েৎ ।
 তথা ত্রিপুর বোধকাদাত্তবর্জিতম্ ॥
 ১০১ ॥ সাত্ত্বিকামনস্তাং শক্তিমেব চ ।
 কৃষ্ণাপ্য সদ্যাদিঃ শৈলশ্চ তম্ ॥ ১০২ ॥
 দেবেশং ধ্যায়মানে যথ ক্রমম্ ।
 তং শিব্যং শিবমভ্যাস্য পূর্ববৎ ॥
 পরাট্টেবার বিদ্যামষ্টম সমাদিশেৎ ।
 পাং তেন সম্প্রদাত্ত নমোঃ স্তবাম্ ॥
 ঐবৈব শক্তিবিদ্যাক তাদৃশীম্ ।
 ১০৩ ॥ দেবক শিবতাং শিবনোস্তথা ॥ ১০৪ ॥
 পাং শক্তোপাসনা ন চ সমাদিশেৎ ।
 ১০৫ ॥ দেবেশং যস্য সমস্তাশ্রিত ॥ ১০৬ ॥
 তা সক্ষমিতি বিদ্যাপর্যেচ্ছবম্ ।
 ১০৭ ॥ কুর্নৈব দত্তবৎ ক্রিতিম গুণে ॥ ১০৮ ॥

“যার অনিমাঙ্গি গুণ উপাদান
 প্রদান” বলিয়া আত্মতত্ত্ব দান
 নহর পূর্বমত পুনরায় ঐ
 ত ত্রিপুর, নিত্যবোধ, অসীম
 ১০০ ॥ স্বাভাব্য প্রভৃতি গুণ সম্পাদন
 ১০১ ॥ দেবসকল শিববেদনে অন্তর
 ই সকল যথাক্রমে সদ্য অষোর
 ১০২ ॥ মনে মনে শিবকে ধ্যান করত
 ত্রি করিবেন। অনন্তর শিবকে
 ১০৩ ॥ ঐ পূর্বের ভায় দেবেশের পূজা
 ১০৪ ॥ লাভ করত সেই শিবসকাশ
 ১০৫ ॥ ওঙ্কারপূর্বিকা ও ঐ ওঙ্কারে
 ১০৬ ॥ ত্তে নমোযুক্তা এবং শিবশক্তি-
 ১০৭ ॥ বিদ্যা-উপদেশ দান করিবেন
 ১০৮ ॥ ত্রিবিদ্যা ও ঐশ্ব, ছন্দঃ, দেবতা,
 ১০৯ ॥ ঐশ্বর শিবত্ব, পরমাত্মা শতুর
 ১১০ ॥ ও ধ্যান প্রভৃতি উপদেশ দান
 ১১১ ॥ যার পর পুনরায় পরম-শিবকে
 ১১২ ॥ প্রার্থনা করিবেন—“হে দেবেশ।
 ১১৩ ॥ বাহা বাহা অমুষ্ঠিত হইল, সে
 ১১৪ ॥ ত করিয়া এ প্রার্থকের প্রার্থনা
 ১১৫ ॥ এইরূপ প্রার্থনার পর কৃত

প্রণমোদ্যাসয়েৎ তস্মান্ গুণাং পাবকাদপি ।
 ততঃ সদসিকাঃ সর্কে পূজ্যাঃ পূজাইকাঃ ক্রমাৎ
 সেব্য্য বিস্তারসারেণ সদস্তাশ্চ সহভিঃ ।
 বিস্তাঠ্যাং ন কুর্বাৎ বদৌচ্ছ্চিবমাশ্রয়ঃ ॥ ১০৯ ॥
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়-
 মুস্তপ্রভাগে ষড়ধ্বজক্যাং কথনং নাম
 পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

মোড়শোহধ্যায়ঃ ।

উপমন্যুরূপাচ ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সাধকং নাম নামতঃ ।
 সংস্কারমন্ত্রমাহায়া-কথনে স্মৃতিতং ময়া ॥ ১ ॥
 সম্পূজ্য মণ্ডলে দেবং স্থাপ্য কৃত্বক পূর্ববৎ ।
 তত্র শিবামমুকৌষং প্রাপয়েদুমিমমণ্ডলম্ ॥ ২ ॥
 পূর্বোক্তং পূর্ববৎ কৃত্ব তত্রাত্তিশতং তথা ।
 সমুপ্য মূলমন্ত্রানি দশাংশৈর্দৈনিকোত্তমঃ ॥ ৩ ॥

শিষ্যো দেবকে ক্রিতিলে দত্তবৎ প্রণাম-
 পূর্বক মণ্ডল ও পাবক হইতে বিসর্জন করি-
 বেন। তাহার পর দীক্ষিত ব্যক্তি পূজনার
 মন্ত্র সকলকে ক্রমে ক্রমে পূজা ও বিস্তার-
 সারে তাহাদিগের সেবা করিবে। এইরূপ
 কৃত্বকগণেরও করিবেন। ফলে যদি আপনার
 মন্ত্রনগাভে বাসনা থাকে, তাহা হইলে বিস্তাঠ্যা
 করিবে না। ১০০—১০৯।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

উপমন্যু কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! সাধক
 নামে যে সংস্কার, মন্ত্র-মাহায়া-কথন সময়ে
 স্মৃতিত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহা বলিতেছি,
 শ্রবণ কর। আচার্য্য পূর্বের ভায় মণ্ডলে
 শিবকে পূজা ও কৃত্বহাপন পূর্বক শিষ্যকে
 উকৌষক করিয়া মণ্ডলে আবেশ করাইবেন।
 পরে পূর্বমত পূর্ববাহ পর্বত করিয়া পূজা
 আচার্য্য নামে মূলমন্ত্রের কর্তব্য করিয়া, পূজা

সম্বীপ্য চ যথাপূর্বং কৃত্বা পূর্বোদিতং ক্রমাৎ ।
 অতিথিত্য যথাপূর্বং প্রপদ্যাম্যমুত্তমম্ ॥ ৪
 তত্র বিদ্যোপদেশান্তং কৃত্বা বিস্তরণঃ ক্রমাৎ ।
 পুষ্পানুগা শিশোঃ পানৌ বিদ্যাং শৈবীং সমর্পয়েৎ
 তবৈহিকামুদ্রিকয়োঃ সর্গসিদ্ধিকলপ্রদঃ ।
 ততঃকৃত্ব মহামন্ত্রঃ প্রসাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৬
 ইত্যুক্তা দেবমভ্যাজ্য লজ্জানুজ্ঞাঃ শিবাদ্গুরুঃ ।
 সাধনং বিনিয়োগক সাধকায় সমাধিশেৎ ॥ ৭
 ততঃকৃত্ব গুরুসম্মেশং ক্রমশো মন্ত্রসাধকঃ
 পুরতো বিনিয়োগস্ত মন্ত্রসাধনম্বাচরেৎ ॥ ৮
 সাধনং মূলমন্ত্রস্ত পুরঃসরমুচ্যতে
 পুরতঃসরবীর্যবিনিয়োগাধ্যাকর্ষণঃ ॥ ৯
 নাত্যন্তকরবীর্যম্ দুর্মুক্ত্যর্থমসাধনম্
 কৃত্ব তদিত্যন্তর ততাপি কৃত্বা ভবেৎ ॥ ১০
 ততঃহনি ততঃ দেশে কালে বা দোষবর্জিতো
 ততঃকৃত্ব-নবঃ স্রাতঃ কৃতপূর্বাহ্নিকক্রিয়ঃ ॥ ১১

এক ভাগে অষ্টদেবতার তর্পণ
 করিলেন এবং পূর্ববৎ সম্বীপন প্রকৃতি কথো
 ও পূর্বোক্ত নিখিলকর্মে ক্রমানুসারে করিয়া
 শিবকে পূর্বের স্তব অতিবিস্তৃত করিয়া উত্তম
 মন্ত্র প্রদান করিলেন ততঃ পর বিদ্যোপ-
 দেশ পর্য্যন্ত পূর্বমত ক্রমে ক্রমে কাণ্ড করিয়া
 শিবের গড়ে পুষ্পানুগ জলদ্বারা নববিদ্যা
 সমর্পণ করিয়া বলিলেন, যে, এই মহামন্ত্র
 পরমেষ্ঠীর প্রসাদে তোমার ইচ্ছালাভ এবং
 পরলোকে সর্গসিদ্ধিকলপ্রদ হউক, এই
 প্রকার বলিয়া শিবের অর্চনাপূর্বক অমৃত্যু
 লাভ করত শিবকে সাধন ও বিনিয়োগ
 উপদেশ দিলেন মহাসাধক শিবা তাতুল
 ভাব্যক্য শ্রবণ করিয়া বিনিয়োগ কর্ত্তব্য
 পূর্বে যজ্ঞসাল অনুষ্ঠান করিলে, ঐ মূল-
 মন্ত্র সাধন বিনিয়োগকর্ত্তব্য প্রথমে অনুষ্ঠান
 বলিয়া পুরাতনক নামে কথিত হয়। মোক্ষা-
 ভিন্দবীকিনের মহাসাল অভ্যন্তরবীর্য মন্ত
 মন্ত; তবে ঐ মহাসাল করিলে সেই মন্ত
 করিলে ইচ্ছালাভ ও পরলোকে উত্তম
 হইবে। ততঃকৃত্ব-নবঃ স্রাতঃ কৃতপূর্বাহ্নিকক্রিয়ঃ

অলঙ্কৃত্য যথালঙ্কারকামান্যবিভূষণে
 সৌক্যেঃ সৌভাগ্যসুখঃ সর্গসুখঃ সম
 দেবালয়ে গৃহেহত্যশ্মিন দেশে বা যুগ
 সুধেনাত্যন্তপূর্বোৎসাহেন ক্রমানু
 তমুৎ কৃত্যস্বনঃ শৈবীং শিবশাস্ত্রোক্তা
 সম্পূজ্য দেবদেবেশং নকুলানবমৌর্য
 নিবেদ্য পায়সং তমৈশ সমাপ্যাক্রান্ত
 প্রবিপত্য চ তং দেবং প্রাপ্তানুজ্ঞা
 কোটিবারং তদন্তং বা তদন্তং বা জ
 লকবিশ্রুতিকং বাপি দশলক্ষমধি
 যদ্বিসংসকঃ কথী শান্তো দাতৃশিবস
 ততঃ পায়সাকারালবৈকমিতপন্য
 অলাভে পায়সস্ত গ্রন ফলদূলাদিকনি
 বিহিতানি শিবেনৈব বিশিষ্টোক্তাক্রান্ত
 চক্রং ততঃকৃত্ব শত্ৰুনাশং হারকম

নবাঙ্গি প্রকালনে ১১ করিয়া
 হ্রিক কৃত্যনি সমাপননম্বৎ যজ্ঞ
 বিভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া সৌক্য-উজ্জ
 যাবণ করত ফলতঃ সর্গসুখসুখ
 দেবমন্দিরে অস্ত্র যেন গৃহে
 মনেহর দেশে অভ্যন্তপূর্বক
 করিয়া উপবেশন করিলে ১-১১
 পর শিবশাস্ত্রোক্ত পকৃতিতে শৈবী
 করিয়া দেবদেবেশ নকুলানব
 করত ততঃকৃত্ব পায়স নিবেদন করি
 ততঃকৃত্ব প্রদান করত সর্গসুখ
 বিনির্গত মনুজ্ঞা লাভ করিয়া কোটি
 ততঃকৃত্ব অস্ত্র বা ততঃকৃত্ব অস্ত্র
 বা দশ লক্ষ শিবনাম জপ করিয়া
 সর্গসুখ হিংসাশূন্য শান্তি লাভ
 হইবে। ততঃ পর পায়স, জ
 লবণ এবং ক্রমে ক্রমে অলবণ
 বার ও পরিমিতরূপে ভক্ষণ করি
 পায়সের অভাবে ফলমূলদি
 থাকিবে। পরমাত্মা শিব এই প্রকার
 বিশেষ করিয়া ততঃকৃত্বা ক্রিয়
 পুরে চক্র এবং ক্রমশঃ ক্রমানু

ধি ঘৃতাং মূলং কলমখোদকম্ ॥ ১১
 ক্ষেপ ভক্ষ্য-ভোজ্যাদিকানি চ ।
 বিশেষণ নিতাং ভূগ্নীত বাগ্‌যতঃ ॥
 ন জলেন শুচিনা ত্রতী ।
 খেন প্রোক্ষয়েদ্বাথ শক্তিভঃ ॥ ১২
 নিতাং কুহ্বাচ্চ শিবানলে ।
 র্দৈবোত্তিষ্ঠির্বাথ হুতেন বা ॥ ২২
 ধ্বং শৈবে যঃ সাধয়তি সাধকঃ ।
 প্রাপং ন কিকিদিহ বিদ্যাতে ॥ ২৩
 ২ জপেদেকাগ্রমানসঃ
 জপং বিনা মন্ত্রস্য সাধনম্ ॥ ২৪
 কিকিন্ন তস্তাস্ত্যস্তভং কচিৎ ।
 যং সৌখ্যংলক্ষ্য মুক্তিকং বিন্দতি ॥
 গৈ চ নিত্যো নিমিত্তিকৈ উৎসাহৈঃ ।
 না চ সত্যো মনোঃ চ ক্রমাৎ ॥ ২৬

ঘৃত, কল, মূল এবং ক্রমে ক্রমে
 ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হইবে ।
 যথেষ্ট ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি পাক কর
 করিয়া আর বিশেষরূপে মৌন-
 করত ভোজন করিতে প্রবৃত্ত
 অষ্টাদিক-শত-মন্ত্রে পুত নদী-
 জ্ঞান করিবে, অথবা শক্তি
 করিবে পরে তর্পণ করিয়া
 দি সপ্ত দ্রব্য বা পঞ্চ দ্রব্য কিংবা
 বা মাত্র ঘৃত দ্বারা শিবকুণ্ডল
 রিবে । যে শৈব-সাধক ভক্তি-
 কারে শিবসাধনা করে, তাহার
 চর্চা কিছুই নাই । অথবা
 রকে মাত্র উপবাসী হইয়া যে
 মনে সহস্রমন্ত্র জপ করে,
 চর্চা নাই বা কোনও ফলে
 নাই এবং ইহলোকে বিদ্যা,
 করত পরে মুক্তিলাভ করিয়া
 গার্হ্য বিনিয়োগে বা নিজ-
 কলে ও জন্মে জ্ঞান করিয়া
 করিলে । এই পদ্ধতির ফল

তর্চিবর্জনিধঃ শ্রুতী সপবিত্রকরত্বা ।
 ঘৃতত্রিপুণ্ড্র-কুহ্বাকো বিদ্যাং পকাকরীং অপেক্ষ ॥
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বারবীরসংহিতায়া-
 মুত্তরভাগে মন্ত্রসাধনপ্রকারো নাম
 ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

উপমন্যুক্রবাচ ।

অধৈবং সংস্কৃতং শিমাং কৃতপাত্তপতব্রতম্ ।
 আচার্য্যভেদভিষিক্তেত তদ্যোগ্যভেদে ন চান্তথা ॥ ১
 মণ্ডলং পূর্ব্ববং কুহ্বা সম্পূজ্য পরমেশ্বরম্ ।
 স্থাপয়েৎ পঞ্চ কলশান্ দিম্বু মধ্যো চ পূর্ব্ববং ॥ ২
 নিরুত্তিং পুরতো হুস্ত প্রতিষ্ঠাং পশ্চিমে বটে ।
 বিদ্যাং দক্ষিণতঃ শান্তিমুত্তরে মধ্যভঃ পরম্ ॥ ৩
 কুহ্বা দীক্ষাদিকং তত্র বন্ধা মুদ্রাকং ধৈনবীম্ ।

করিতে হইলে তর্চি হইবে ও শিখা বাধিয়া হস্তে
 পবিত্র গ্রহণ করিবে এবং যজ্ঞোপবীত-মুত্র,
 কুহ্বাক ও ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ করিবে ।
 এতদংশ না হইয়া করিলে, সে অপেক্ষ কল
 বিফল হইয়া থাকে । ১৪—২৭ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

উপমন্যু কহিলেন,—গুরু এই প্রকারে
 সংস্কৃত হইয়া অনুষ্ঠিত পাত্তপতব্রত শিষ্যের
 আচার্য্য-কার্য্যে যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া, তাহাকে
 আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিবেন, অস্তথা নহে ।
 গুরু পূর্ব্ববং মণ্ডল করিয়া, পরমেশ্বর শিষ্যের
 পূজা সমাপনান্তর চতুর্দিকে ও মধ্যো পাঁচটা
 কলস স্থাপন করিবেন । পূর্ব্বদিক্‌ কলসে
 নিরুত্তি-কলাকে, পশ্চিমদিক্‌ কলসে প্রতিষ্ঠাক,
 দক্ষিণদিক্‌ কলসে বিদ্যাকে, উত্তরদিক্‌ শান্তিকে ও
 মধ্য কলসে শান্তিকলাকে বিদ্যান কলাকে
 দক্ষিণদিক্‌ কলসে শান্তিকলাকে বিদ্যান কলাকে

অতিমহা ঘটান্ হুতা পূৰ্ণাঙ্কক বধা পূজা ॥ ১ ॥
 এবেষে হুতং শিবামমুকৌষক দেশিকঃ ।
 তপ্পাদ্যন্ত মন্থাণাং কুৰ্ব্বাং পূৰ্ণবিসানকম্ ॥ ২ ॥
 ততঃ সম্পূজা দেবেশমনুজাপ্য চ পূৰ্ণবৎ ।
 অভিব্যক্ত্য তং শিবামাননমুখিবোহয়েৎ ॥ ৩ ॥
 সকলীকৃত্য তং পশ্যং কলাপককপিপম্ ।
 কৃত্তমহুতমুং নুকা শিবং শিবাং সমৰ্পয়েৎ ॥ ৪ ॥
 ততো নিমিত্তকৃত্তমি সমুচ্চতা ঘটান ক্রমাৎ ।
 মধ্যমাস্তং শিবেনৈব শিবাং তমতিষ্যয়েৎ ॥ ৫ ॥
 শিবহুতং সমৰ্প্য শিবঃ শিবসি দেশিকঃ ।
 শিবতাবৎ সমপন্নঃ শিবাচাৰ্য্য তমাদিশেৎ ॥ ৬ ॥
 অখালকৃত্য তং দেবমাতৃদা শিবমণ্ডলে ।
 নতমঃশেষতঃ হুতা পশ্যং পূৰ্ণাঙ্কিতং ততঃ ॥ ৭ ॥
 পুনঃ সম্পূজা দেবেশং প্রণম্য ত্বি নমস্ ॥
 শিবহুতমিমাংস শিবং বিজ্ঞাপয়েদুচ্চতঃ ॥ ৮ ॥

দেবমুখ্য কৰ্ম্মইহা ঘটনকল অতিমহুত কৰি-
 বেন পৰে পূৰ্ণমত পূৰ্ণতঃ পশ্যন্ত কাৰ্য্য
 কৰিবেন । অনন্তঃ শিবকে উকৌষক কৰিহা
 হুতমে এবেষ কৰাইয়া তপ্পাদি পূৰ্ণতঃ
 পশ্যন্ত কাৰ্য্য সমাপন কৰাইবেন ততঃ
 পৰ দেবেশবৎ পূজা কৰিহা শিবোৰ অভি-
 বেক নিমিত্ত অমুক্য পূৰ্ণশীত্বে গ্রহণ
 কৰিহা শিবকে আসনে উপবেশন কৰাইবেন
 পৰে সকলীকৃত্য কৰিহা এক শিবোৰ লেহে
 মন্থাণাং হইয়াছে জানিহা, কলাপককপী
 শিবমুখ্য শিবো সমৰ্পণ কৰিবেন ততঃ পৰ
 নিমিত্তকৃত্তমি মধ্যমুত পশ্যন্ত বহুতঃ উচ্চ-
 কল কৰিহা, শিব-মহুত হুতা শিবকে অভিব্যক
 কৰিবেন । অনন্তঃ হুত শিবতাবৎ প্রাপ্ত হইয়া
 শিবোৰ মন্থকে শিবহুত প্রদান কৰত ততঃ
 শিবচাৰ্য্য কৰিবেন । পৰে শিবমণ্ডল সেই
 পশ্যং পৰ দেবেশবৎ কলাপক কলাপ কৰিহা
 অখালপূৰ্ণক পৰোত্তমত হোমালয় পূৰ্ণ-
 ষ্টি দান কৰিবেন । ১-৮ ৥ অনন্তঃ পূজা
 সেই দেবেশবৎ পশ্যং পৰ দেবেশবৎ কলাপ

তপস্বৎ প্রসাদেন দেশিকোহয়ং যদা
 অমুক্য হুতা দেব শিবোচ্চতঃ প্রাপ্তঃ
 এবং বিজ্ঞাপ্য শিবোৰ সহ ভূমিঃ একম্ ।
 শিবং শিবগমং শিবং পূজয়েচ্ছিবহুতঃ
 পুনঃ শিবমনুজাপ্য শিবজ্ঞানমু পশ্যন্ত
 উচ্চতঃ পশ্যন্ত পশ্যন্ত পশ্যন্ত
 স তং মুক্তি সমাপন বিনা বিনাসন
 অধিবোপা যদা-মমতিবিনা সমুচ্চতঃ
 কৰ ততঃ পূৰ্ণদান তে কৰনমি
 আচাৰ্য্যপদবীঃ প্রাপ্তঃ পশ্যন্ত পশ্যন্ত
 অখালপূৰ্ণক যদা পশ্যন্ত পশ্যন্ত
 হুতা চ শিবহুতঃ পশ্যন্ত পশ্যন্ত
 শিবান পশ্যন্ত পশ্যন্ত পশ্যন্ত
 সংস্কৃত্য চ শিবক ন পশ্যন্ত পশ্যন্ত

নিবেশন কৰিবেন— ১. ততঃ
 প্রসাদে এই শিবকে আমি আচাৰ্য্য
 যিক কৰিবাম্, একম্ অমুক্য
 কৰিহা, ততঃ শিবো প্রদান কৰ
 কপ নিবেশনে পৰ শিবোৰ মতি
 প্রণম কৰত শিববৎ শিববৎ
 পূজা কৰিবেন । পুনঃ পৰ
 পূৰ্ণমত অমুক্য প্রদান কৰিহা, উ
 গ্রহণ কৰত শিবকে শিবজ্ঞানমু
 কৰিবেন । শিবো সেই তপস্বৎ-
 কৰত মন্থকে নিমিত্ত কৰিহা, বি
 হুপন কৰিবেন । এবং যদা বি
 পূজা কৰিবেন ততঃ পৰ
 শিবকে রাজকীয় উপবেশন প্রদ
 বেন, বেহেতুক অচাৰ্য্যপদবী
 রাজ্য পশ্যন্ত অধিকারী হইতে পৰ
 প্রাচীন কৰুক যেকপ আচাৰ্য্য
 আসিত্বে ও যেকপ আচাৰ্য্য শিব
 আহে এবং যে আচাৰ্য্য লোকে পূ
 য়কে, সেইরূপ আচাৰ্য্য উপবে
 দেবেশবৎ শিবো হইবে, তা
 শিবকে মন্থকে পশ্যন্ত কৰি
 পশ্যন্ত পশ্যন্ত পশ্যন্ত

১ দেবস্ত বিধিবৎ কর্তুমর্হসি ।
 দেবস্ত পূজাহোমাদিকং কুরু ॥ ১৯
 বাসং শৌচং ক্রান্তিং দধাং তথা ।
 ত্ব্যাকং যজ্ঞেন চ বিভাবয়েৎ ॥ ২০
 ত্বং শিবাং শিবমুদ্রাস্ত মণ্ডলাং ।
 দীপ্যতঃ সদস্মানপি পূজয়েৎ ॥ ২১
 সংস্কারান বুর্য্যাত গুণিনো গুরুঃ ।
 যঃ বাপি প্রয়োগস্তোপদিশ্যতে ॥ ২২
 কলশান কপ্রেদক্ষতকিবাং ।
 সংস্কারমভিসেকং বিনাখিলম্ ॥ ২৩
 শিবং ভূয়ঃ কৃত্বা চাক্ষুঃশোভনম্ ।
 সমাপ্তে তু পুনর্দেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ২৪
 স্তূপা সন্দীপ্যাক্ষা চৈবদম্ ।
 শিষ্যস্ত পণ্ডিতো শেষং সমাপ্যয়েৎ ॥ ২৫

আর ত্রি দেবের বিধিমাং প্রতিষ্ঠা
 পরের নিমিত্তও দেবদেবের পূজা
 রিতে পরিবে। কদম্ কাপণ্য
 রিবে ন সততই সচিত্র, ক্রান্তি
 প্রভৃতি গুণে বিভূষিত থাকিবে
 করে অক্ষয় পণ্ডিত্যন করিবে
 কলশান কপ্রেদক্ষতকিবাং
 শিবসং শিবানল প্রভৃতি ক
 র্তব্য সদস্মানপে যৎবিধি পূজা
 যৎব গুরু এতদিশ অকাপণ্য দি
 শিষ্যের এককালেই সকল সংস্কার
 গহ্যে প্রয়োগত্রয় ও প্রয়োগদ্বয়
 র উপদিষ্ট হইতেছে ১৯—২৫ ।
 প্রথমে অধ্বত্বকির গ্রাস কলস
 , অভিসেক ভিন্ন অখিল সময়
 করিবেন । পরে পুনর্দেব
 ৥ অধ্বত্বকি করিবেন, অধ্বত্বকি
 আবার পুনর্দেব দেবদেবের পূজা
 নস্তর হোম, মন্ত্রসম্পর্শ ও সন্দী-
 ৥, ঈশ্বরসকাশে পূর্বের গ্রাস
 ৥ তাহার পর শিষ্যহস্তে অ
 শেষ কার্য সকল সমাপন করি
 যোগত্রয়পক্ষে করিত হইল ।

অথবা মন্ত্রসংস্কারমুচিস্ত্যাখিলং ক্রমাৎ ।
 অধ্বত্বকিং গুরুঃ কুর্যাদভিসেকাবসানিকাম্ ॥ ২৬
 তত্র যঃ শাস্ত্রাতীতাদিকলাসু বিহিতো বিধিঃ ।
 স সর্কোহপি বিদ্যাতবাস্তত্ত্বত্রয়বিশোধনে ॥ ২৭
 শিববিদ্যা যত্রতত্ত্বাখ্যং তত্ত্বত্রয়মুদাহৃতম্ ।
 শক্তৌ শিবস্ততো বিদ্যা তস্মাস্তাস্মা সমুদভৌ ॥ ২৮
 শিবেন শাস্ত্রাতীতাক্ষা ব্যাপ্তস্তদপরঃ পরঃ ।
 বিদ্যায়া পরিশিষ্টোহক্ষা হ্যাত্মনা নিখিলঃ ক্রমাৎ ॥
 তুল্যতঃ শাস্ত্রবৎ মহা মন্ত্রমূলং মনীষিনঃ ।
 শাক্তং শাস্ত্রমস্তু সংস্কারং শিবশাস্ত্রার্থপারগাঃ ॥ ২৯
 ইতি তে সর্কমাখ্যাতং সংস্কারাখ্যাস্ত কৰ্ম্মণঃ ।
 চাতুর্কিধামিদং কুরু কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৩০

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
 মুত্তরভাগেহতিবেকাদিসংস্কৃতির্নাম
 সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অনন্তর প্রয়োগদ্বয়পক্ষে যাহা কর্তব্য, তাহা
 কথিত হইতেছে, শ্রবণ করুন । তাহার মধ্যে
 প্রথমতঃ অখিল মন্ত্র-সংস্কার চিত্তা করিয়া পরে
 অভিসেক পদ্যস্ত অধ্বত্বকি করিবেন । সেই
 অধ্বত্বকিতে শাস্ত্রাতীতাদি কলাতে যে বিধি
 বিহিত আছে, অনন্তর-কর্তব্য তত্ত্বত্রয়ত্বকিতে
 সেই সকল বিধি অনুষ্ঠান করিতে হইবে ।
 শিব-তত্ত্ব, বিদ্যা-তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব এই তিন তত্ত্ব-
 ত্রয় বলিয়া কথিত । শক্তি হইতে শিব, শিব
 হইতে বিদ্যা এবং বিদ্যা হইতে আত্মা আবি-
 র্ভূত হইয়াছেন । শিবকর্তৃক শাস্ত্রাতীতাক্ষ
 পরিব্যাপ্ত, আর তদপর অধ্ব বিদ্যাকর্তৃক পরি-
 ব্যাপ্ত এবং আত্মা-কর্তৃক নিখিল অধ্ব পরিব্যাপ্ত
 আছে । শিব-শাস্ত্রার্থপারগ মনীষীরা শাস্ত্রব
 মূলমন্ত্র তুল্য বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রসংস্কার
 প্রচার করিয়া থাকেন । হে কুরু ! এই চারি
 প্রকার সংস্কারাখ্য কৰ্ম্ম কথিত হইল । এক্ষণে
 কলুন, কি আর আপনার তুলিতে বাসনা
 আছে ? ২৬—৩০ ।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঃ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভগবন্ প্রোতুমিচ্ছামি শিবাপ্রমনিষেবণম্ ।

শিবশাস্ত্রোক্তং কৰ্ম নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা ॥১১

উপমহ্যুৰুবাচ ।

প্রোতুমিচ্ছামি শিবশাস্ত্রোক্তং কৰ্ম নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা ॥১২

অবাধে বিজনে দেশে কৃধ্যাদাবসকং ততঃ ।

কৃত্বা শৌচং বিধানেন দত্তদাবনমাচরেৎ ॥ ৩

অপাং দাদশপুৰুষৈঃ কৃধ্যাদাবসকং ততঃ ।

অপাং দাদশপুৰুষৈঃ কৃধ্যাদাবসকং ততঃ ॥ ৪

আচম্য বিধিবৎ পশ্যাদাবসকং ততঃ ।

নদ্যাং বা দেবঘাতে বা হৃদে বাথ গৃহেহপি বা ॥ ৫

মানসব্যাধি তত্ত্বোরে স্থপতিত্ব বহির্মলম্ ।

ব্যপোহ মৃদমালিপ্য শ্রুত্বা গোময়মালিপেৎ ॥ ৬

সাত্বা পুনঃ পুনর্বস্তু তাত্বা বাথ বিশোধা বা ।

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ভগবন্ ।

একপে শিবশাস্ত্রোক্ত শিবাপ্রমনিষেবণ ও নিত্য-
নৈমিত্তিক কৰ্ম তনিত্তে ইচ্ছা করি। উপমহ্যু
কহিলেন,—প্রোতঃকালে শব্দা হইতে উঠিয়া
জন্মপিতামাতা শিব-পৰ্বতীকে স্মরণ করিয়া,
কাৰ্য্য বিচার করত অক্লেশ উক্তি হইলে, বহি-
র্গত হইবে। পরে নিরুপদ্রব বিজনপ্রদেশে
আবৃত্তক কাৰ্য্য সম্পাদনপূৰ্ব্বক কথাবিধি শৌচাদি
করিয়া, দত্তদাবন করিবে। যদি দত্তকাষ্ঠ না
পাওয়া যায়, তাহা হইলে দাদশপুৰুষ জলে
মুখশোধন করিবে এবং অষ্টম্যাঙ্গি তিথিতেও
দত্তকাষ্ঠ পরিজ্ঞানপূৰ্ব্বক ঐ নিয়মে পুনঃ দ্বারা
মুখশোধন করিবে। তাহার পর বিধিযত
আচমন করিয়া নদীতে কিংবা দেবঘাতে অববা
হুদে বা গৃহে বাহুণ নামক দান-কিণেব করিবে।
সেই নদ্যানদ্রি তীরে মানসব্যাধিকল স্থাপন
করিয়া বহির্মল পরিহার করিয়া পরে মুক্তিকা
দেপন করত দান করিয়া পরে গোময় দেপন
করিলে। পরে পুনর্বাসন করিয়া, পুনর্বাসন

স্থানান্তে নৃপবহুয়ঃ শুক্লং বাসো বসৎ
মলমানং হৃদকান্যোঃ শ্রানং দত্তবিশিষ্ট
ন কৃধ্যাদাবসকচারী চ তপস্বী বিধায়ে
সোপবীতঃ শিবাং বক্সা প্রবিষ্ট চ জল
অবগাহ সমাচায়ে জলে তন্ত্বে ত্রিধা
সৌম্যে মধুঃ পুনর্মধুঃ অপেক্ষত্যা দি
উপায়াচম্য তেনৈব স্বাস্থ্যানমতিবৈর
গোশৃঙ্গেণ সমভেঁণ পান্যশেন নলেন বা
পায়েন বাথ পানিভ্যাং পঞ্চকৃষ্ণৈঃ
উদ্যানাদৌ গৃহে চৈব বক্সা কল
অবগাহনকালেহুতিমিষ্টৈস্তৈস্তৈঃ
অথ চেদ্বারুণং কর্তুমশক্যঃ শুক্লবাস
আর্দ্রেণ শোধয়েদেতমাপানতল-মন্ত
আধেয়ং বাথবা মাস্তং কৃধ্যাং শ্রানং
শিবচিহ্নাপবৎ শ্রানং দত্তকাষ্ঠাদিত্য

বস্ত্র ভোগ করিয়া অবব প্রকাল
করত স্থানান্ত হইয়া, নৃপবহুয় পুনঃ
পরিধান করিবে মলমান, কৃধ্যা
শ্রান ও দত্তশোধন এই সকল কৃধ্যা
বা বিধবা, ইত্যাদি করিবে না উপ
শিবা বক্সন করত জল অথ
অবগাহনপূৰ্ব্বক আচমন করত,
জলে ত্রিকোণাকার মণ্ডল করিবে
দিয়া শিবস্মরণ করত মধুস্রব করিবে
জল হইতে উঠিত হইয়া সেই
দ্বারা, সমস্ত পলাশপত্র বা পদপত্র
হস্ত দ্বারা পাঁচবারই হউক কি
চউক, আপনাকে অভিষিক্ত করিবে
উদ্যানাদিতে বা গৃহে অবগাহন করি
সেই সময় শরাব বা কলস বা
মস্তিভ জলে আপনাকে অর্জি
ইহাই বারুণ-শ্রান বলিয়া কথিত
শ্রানে অসমর্থ হইলে বিত্ত বা
হইতে পানতল পঞ্চাঙ্গ তত
আধেয়মান অথবা শিবস্মরণ
করিবে। আর কোন বক্সি
পান আধেয়িক-দান করি

ধানেন যজ্ঞাচমনপূর্বকম্ ।
 যজ্ঞান্তং কৃত্বা দেবাদিতর্পণম্ ॥ ১৫
 হাদেবং ধ্যানাত্ম্যাক্য বধাবিধি ।
 তত্তন্ত্রৈশ্চ শিবায়াদিত্যরূপিণে ॥ ১৬
 যজ্ঞোক্তং কৃত্বা হস্তৌ বিশোধয়েৎ ।
 ততঃ কৃত্বাৎ সকলীকৃতবিগ্রহঃ ॥ ১৭
 ত্রৈলোক্যমিদানি দ্ব্যর্থকাবিতৈঃ ।
 বাতুল্য মূলমস্ত্রসমবিতৈঃ ॥ ১৮
 দ্বিভূতমিষ্টৈঃ শেষমাচার্য বৈ জলম্ ।
 টেনৈব দেহং সপ্তাবয়েৎ সিতম্ ॥ ১৯
 দেহং সবাণাসাপুটেন চ ।
 হস্তং ভাবয়েচ্চ শিলাগতম্ ॥ ২০
 দ্বৈতম্ কবিত্যং বিশেষতঃ ।
 তাত্ম্যং দদ্যাৎ ধ্যানবিধি ॥ ২১
 ন হস্তমাত্রেণ যজ্ঞম্ ।
 যমৌ রূচ্যাদিত্যরূপম্ ॥ ২২
 ধ্যানং স্বকীয়বরৈঃ সহ ।

পূর্বক দেবাদি তর্পণ করিয়া
 তে ব্রহ্মহস্ত পর্যন্ত কাণ্ড করিবে ।
 হু মহাদেবকে ধ্যান করত বধাবিধি
 সেই আদিত্যরূপী শিব উদ্দেশে
 করিবে অথবা যজ্ঞোক্ত-বিধি
 সকল কাণ্ড করিয়া হস্ত তর্পণ
 হার পর কর্তব্য ও অস্ত্রাস
 গন্ধ-বেতসর্ষপ-সমবিত বায়হস্ত
 জলে মূলমস্ত্রের সহিত
 ত্রে কৃষ্ণপুঞ্জ দ্বারা অভ্যঙ্গণ
 ঠি জল বায়নাসাপুট দ্বারা
 দেহকে বিশুদ্ধ চিত্তা করিবে ।
 সবা নাসাপুট দ্বারা দেহ
 করত বহির্ভাগে শিলাস্থিত
 তাহার পর তর্পণ করিয়া
 পিতৃলোক ও ভূতপ্রেতের
 অর্ঘ্য দান করিবে । অনন্তর
 দ্বারা ভূমিতে সুব্রহ্মণ্ডল
 প্রচুর্যাদিতে অঙ্গুষ্ঠ করিবে ।

খখোক্ত্যেতি যজ্ঞেণ সাক্ততঃ সুখসিদ্ধয়ে ॥ ২৩
 পুনঃ মণ্ডলং কৃত্বা তদন্থৈঃ পরিপূজ্য চ ।
 তত্রহং হেমপাত্রাদ্যাং মাপধগ্রহসম্মিতম্ ॥ ২৪
 পূরয়েৎকাক্তোয়েন রক্তচন্দনযোগিনা ।
 রক্তপুষ্পৈস্তিলৈশ্চৈব কুশাক্তসমবিতৈঃ ॥ ২৫
 তুর্কীপামার্গমবৈশ্চ কেবলেন জলেন বা ।
 জাম্বুত্যাং ধরণীং গতা নত্বা দেবক মণ্ডলে ॥ ২৬
 কৃত্বা শিরসি তৎ পাত্রং দদ্যাৎ ধ্যান শিবায় তৎ ।
 অথবা জলিনা তোয়ং সদর্ভং মূলবিদ্যয়া ॥ ২৭
 উৎক্লিপেদম্বরহায় শিবায়াদিত্যমূর্তয়ে ।
 কৃত্বা পুনঃ কর্তব্যং করণোদনপূর্বকম্ ॥ ২৮
 যজ্ঞেশানাদি-সদ্যাত্তং পঞ্চব্রহ্মময়ং শিবম্ ।
 গহীত্বা ভসিতং যজ্ঞৈর্বিশুদ্ধজ্ঞানি সংশ্লিষ্টম্ ॥
 যদি নাত্তৈঃ শিরো বক্ত-স্বদণ্ড-চরণক্রমাৎ ।
 ততো মূলে সর্কাস্ফালভ্য বসনান্তরম্ ॥ ৩০
 পরিধায় দ্বিরাচম্য প্রৌঢ়ো কাদশমস্তিতৈঃ ।

তাহাতে সুখে সিদ্ধির নিমিত্ত “খখোক্ত্য” এই
 মন্ত্র দ্বারা অস্ত্র ও আবরণ দেবতার সহিত তানুর
 পূজা করিবে । পুনরায় আবার মণ্ডল নির্মাণ
 করিয়া সেই স্থানকে অঙ্গদেবতার সহিত পূজা
 করিবে । আর তত্রহং মপধগ্রহসম্মিত গ্রহ-
 সদৃশ সুবর্ণময় পাত্রাদি রক্তচন্দনযুক্ত গন্ধজলে
 এবং রক্তপুষ্প, তিল, কুশ, অকুত, তুর্কী,
 অপামার্গ ও গব্য ছদ্মাদিতে পরিপূর্ণ করিবে ।
 কিংবা কেবল জলপূর্ণ করিবে । পরে জাম্বু
 দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া মণ্ডলে দেবকে নমস্কার
 করিয়া সেই পাত্র মস্তকে ধারণ করত সেই
 অর্ঘ্য আদিত্যরূপী-শিব-উদ্দেশে দান করিবে ।
 কিংবা মূলমন্ত্র দ্বারা অঞ্জলি করিয়া সদর্ভজল
 গ্রহণ করত অম্বরহ আদিত্যরূপী-শিব-উদ্দেশে
 দান করিবে । পরে পুনরায় আবার করণোদন-
 পূর্বক কর্তব্য করিয়া পরাংপর শিবকে
 জ্ঞানাদি সদ্য পর্যন্ত পঞ্চব্রহ্মময়রূপে ধ্যান
 করিয়া অঙ্গ-ভঙ্গনপন করত সেই অঙ্গ
 স্পর্শ করিবে এবং যজ্ঞের “স্বাদি সাক্ত” রূপ
 বিপরীতরূপে মস্তক, হৃৎ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, প্রাণ
 জ্ঞানহাস্তে করণোদন করিয়া মূলমন্ত্র সর্গ

অলৈবাহাণ্য বাসোঃ তদ্বিরাচমা শিবং যত্নে ॥
 পুনর্যাকরো যত্রী ত্রিপুরাং তদনং লিখেৎ ॥
 অকৃত্যমাত্তং বাক্তং ললাটে গজবারিণা ॥ ৩২
 গুজং বা চতুরঙ্গং বা বিন্দুমন্ডপুমেব বা ।
 ললাটে বাদৃশং পুত্রং লিখিতং তদনং পুনঃ ॥ ৩২
 তাদৃশং ভুজয়োর্মুর্ধ্বে ত্তনয়োরন্তরে লিখেৎ ॥
 সর্কাক্ষো কুলনকৈব ন সমানং ত্রিপুরাকৈঃ ॥ ৩৪
 তদ্যত্রিপুরমেবৈকং লিখেদ্বকুলনং বিনা ॥
 কুদাকান্ ধারয়েদ্বকি কঠে শ্রোত্রে করে তথা ॥ ৩৫
 সুবর্ণবর্ণমিতিহং তত্তং নাভ্যন্তঃ কভম্ ॥
 বিপ্রাদীনং ক্রমং কুতং পীতং বক্তমধাসিতম্ ॥
 তদলাভে বখালাস্তং দারদ্রিয়মনমিতম্
 তদ্যপি নোক্তং নীচৈর্ধাণ্যং নীচমধোস্তরেঃ ॥ ৩৭

লেপন করিবে পরে অস্ত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া
 হইবার আচমন করত একদশবার অভিমুখিত-
 তল দ্বারা শ্রোত্র করিবে ও অস্ত্র এক উত্তরীম
 ক্ষুদ্র পাত্র আচ্ছাদন করত পুনরাস্ত্র হইবার
 আচমনপূর্বক শিব মূর্ত্ত করিবে ১২—৩১
 পরে পুনর্বার কব্জাস করিয়া ভ্রম দ্বিপুত্রক
 অঙ্কিত করিবে এবং ললাটে গজতল দ্বারা
 অকৃত, অকৃত ও হৃদয় দ্বিপুত্রক লিখিবে
 ঐ ত্রিপুরক গজাকার হটক অথবা চতুরঙ্গ
 হটক, বা বিন্দুসদৃশ হটক বা অকৃতাকার
 হটক, এই কয়েক আকারের যথো এক
 আকারে অঙ্কিত করিবে; দাদৃশ ললাটে দ্বিপু-
 ত্রক অঙ্কিত করিবে, সেইরূপ হস্তদ্বয় মণ্ডকে
 ও ত্তনয়োর যথো অঙ্কিত করিবে; ভ্রম-
 বৃত্তিতে সর্কাক্ষ লেপন করা ঐ ত্রিপুরকৈ-
 সমকুল নহে। অতএব তদলেপনাদি না
 করিয়াও ললাটাদিতে ঐ ত্রিপুরক লিখিবে
 বক্তকে, কঠে, কণ্ঠে ও হস্তে কুদাক দ্বারা
 করিবে। ঐ কুদাক সুবর্ণবর্ণ ও অধিহ-কুদা-
 কের দ্বারাও তত্তনয়ক, দার অকৃত কুদাকের
 দ্বারা তত্তনয়ক নহে। ক্রমাদি আতি কথ-
 ক্রমে প্রোক্ত, পীতবর্ণ, ক্রমবর্ণ ও ক্রমবর্ণ
 ক্রমবর্ণ ক্রম করিবে। ক্রমবর্ণ ক্রমবর্ণ ক্রম-
 ক্রমবর্ণ ক্রমবর্ণ ক্রমবর্ণ ক্রমবর্ণ ক্রমবর্ণ

নাভ্যন্তঃ প্রিয়েদকং সদা কালেণ ধার্য
 ইবং ত্রিসঙ্কামণবা দ্বিসঙ্কাম সঙ্কাম
 কুদা স্তানাদিকং শক্ত্যা পুজয়েৎ পরম
 পূজাধানং সমাসাদ্য বক্তা কুচিরমাস
 ধ্যায়েদেবক দেবীক প্রায়ুর্বে বা প্রায়ু-
 বেতাণীন নকুলীশাতান্ মনিমান প্র-
 যত্নক পুনর্দেবং ততো নামাষ্টকং
 শিবো মহেশ্বরটৈব কুদে বিদ্যুঃ পি-
 সং সারবৈদ্যঃ সর্কাক্ষঃ পদমাত্তৈ
 অথবা শিবমেবৈকং আপ্যয়েৎ দক্ষিণ
 জিহ্বাগ্রে তেজসে ব্র শিঃ কঃ কঃ
 প্রকালো চ করো পঃ ১২ চক
 প্রকৃত্যুত কব্জাসঃ কব্জাঃ কব্জাঃ
 স্ত সস্ত্রিবিদ্যঃ প্রোক্ত ত্রিপুরা-
 স্থিতিভাসোঃ প্রোক্তাঃ পুত্রাঃ পুত্রাঃ

নাম হইবে ন প্রোক্ত হইবে
 উক্তমজ্জতি-ব্যা নীচ-
 না অথ নীচ-
 দ্বারা করিবে না করিবে
 দ্বারা করিবে না করিবে
 করিবে এই প্রকারে
 সঙ্কাম কিংবা একদশ হটক
 করিয়া যথার্থ পরমেশ্বরে
 পরে পূজাধানে লেপন করিবে
 করিয়া পূর্বমুখ ব দ্বিপুত্রক
 করত দেব ও দেবকৈবন করি
 মণিম্য প্রোক্তাঃ নীচ-
 স্ত্রবকে এবং দেবদেবকে
 মহেশ্বর, কুদ, বিদ্যু, পিত্র
 সর্কাক্ষ, পদমাত্ত এই নাম
 অথবা এক শিবনামই একা
 অধিকবার অপ করিবে ৩২
 প্রোক্তির শাস্তির নিমিত্ত
 জেজোরানি চিত্রা করিয়া হস্ত
 পরে হস্তদ্বয় চন্দনচর্চিত
 করত কব্জাস করিবে; শি-
 ন্যস্ত্রিভাসোঃ প্রোক্তাঃ পুত্রাঃ

কৃতিগ্ৰাসে বনস্থানাং তথৈব চ ॥ ৪৫ ॥ নিরুদ্ধবাক্যপ্রাণবায়ুর্গতসংখ্যাসুসারতঃ ॥ ৫২ ॥
 হীনাত্মাঃ কৃতিগ্ৰাসাঃ তিতির্ভবেৎ । ভূতগ্রহিৎ ততঃশিখ্যাদিত্তৈর্বেবানুসুদ্রয়া ।
 কৃৎপতির্বক্ষো গ্ৰাসস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥ নাড্যা মুমুয়াস্মানং প্রেরিতং প্রাণবায়ুনা ॥ ৫৩ ॥
 নিষ্ঠাতং স্থিতিগ্ৰাস উদাহৃতঃ । নির্গতং ব্রহ্মরঞ্জন যোজয়েচ্ছিবতেজসা ।
 রুভা বায়ুসুপ্তমেব চ ॥ ৪৭ ॥ বিশোষ্য বায়ুনা পঞ্চাদেহং কালাগ্নিনা দহেৎ ॥ ৫৪ ॥
 অথাতো বিপরীতজ সংকৃতিঃ । তত্ত্বোপপ্রিতাবেণ কলাঃ সংকৃত্য বা ন বা ।
 কামাদান্ বর্ণান্ গ্ৰাসেদনুক্রমাৎ ॥ ৪৮ ॥ দেহং সংকৃত্য বৈ দক্ষঃ কলাঃ স্পৃষ্টা সহাধিপম্ ॥
 ২ গ্ৰাস তলবোপপানাময়ে । প্রাবয়ি ব্রহ্মতর্দেহং যথাস্থানং নিবেশয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
 ৪ কৃতা দশ দিক্শস্যমস্তুতঃ ॥ ৪৯ ॥ অথাসংকৃত্য বৈ দক্ষঃ কলাসর্গং বিনৈব তু ।
 ৫ পূজা পঞ্চভূতস্বরূপিণীঃ । অমৃতপাবনং বৃধ্যাভ্যুদয়ীভূতজা ভস্ত বৈ ॥ ৫৭ ॥
 ৬ সর্গঃ ততঃশিখ্যসমর্পিতাঃ ॥ ৫০ ॥ ততো বিদ্যাময়ে তস্মিন্ দেহে দীপশিখাকৃতিম্ ।
 ৭ ভ্রমরা ব্রহ্মবকসমাশ্রয়াঃ । শিবাগ্নির্গতমাত্মানং ব্রহ্মরঞ্জন যোজয়েৎ ॥ ৫৮ ॥
 ৮ প্রোক্তব্রহ্মরঞ্জনং ভাবয়েৎ ॥ ৫১ ॥ দেহস্তাতঃপ্রবিষ্টং তং ধাত্বা হৃদয়পঙ্কজে ।
 ৯ ন পি বিদ্যাং তিলাক্ষরীং কপেৎ । পুনঃপ্রাণতবর্জেন সিকৈদ্বিদ্যানময়ং বপুঃ ॥ ৫৯ ॥
 ১০ পুনঃ বৃধ্যাং করতাসং করশোধনপূর্বকম্ ।
 ১১ দেহগ্ৰাসঃ ততঃ পঞ্চাঙ্গত্যা মুদ্রয়াচরেৎ ॥ ৬০ ॥

ক্ষতাদিগেব উৎপত্তিগ্ৰাস, যতি
 বহুবলদীপিতের সংকৃতিগ্ৰাস,
 হিত আছে এবং ঐ সংকৃতিগ্ৰাস
 বা বলিয়া কথিত। আর কৃ-
 ত্বা স্থিতিগ্ৰাস ও কৃতা কৃত্বা
 নিবে এক্ষণে ঐ গ্ৰাস-সকলের
 ১ গ্ৰাস কর। অমুষ্ঠ হইতে
 নিষ্ঠা পর্ষাৎ যে গ্ৰাস করিতে
 ২ গ্ৰাস, দক্ষিণ হস্তের অমুষ্ঠ
 পর্ষাৎ যে গ্ৰাস, তাহা উৎ-
 ৩ উৎপত্তিগ্ৰাসের বিপরীত
 ৪ হইতে আরম্ভ করিয়া
 ৫ গ্ৰাস করিতে হয়, তাহা
 ৬ কৃত। ঐ সকল অমুষ্ঠতে
 ৭ ক্রমান্বয়ে গ্ৰাস করিবে।
 ৮ মর তলে শিবগ্ৰাস করিয়া
 ৯ ই) মন্ত্রে অমুষ্ঠাস করিবে।
 ১০ কৃ, তলু, জমধ্য ও ব্রহ্ম-
 ১১ ভূতস্বরূপিণী নিরস্ত্রাদি পঞ্চ-
 ১২ গর সহিত সেই সেই পঞ্চ-
 ১৩ ধিত বলিয়া চিত্তা করিবে
 ১৪ বীজের ভূত বীজের সহিত
 ১৫ করিবে। সেই কলাসংহার

স্ত্যাদি কলার লক্ষিনিমিত্ত বাক্ ও প্রাণ বায়ু রোধ
 করিব তিনবার পঞ্চ কর মন্ত্র জপ করিবে। পরে
 অনুমুদারূপ অস্ত্রে ভূতিগ্রহি ছেদন করিবে।
 অনন্তর প্রাণবায়ু-কর্তৃক মুমুয়া-নাড়ীপথে প্রেরিত
 হইয়া ব্রহ্মরঞ্জ দ্বারা নির্গত আত্মাকে শিব-
 ভেজের সহিত যোজিত করিবে। পরে প্রাণ-
 বায়ুতে দেহ বিলুপ্ত করিয়া কালাগ্নিতে দহ
 করিবে। ৪৩--৫৪। অনন্তর শক্তি অনুসারে,
 যথাপ্রভিলোমে, কলাপঞ্চকের সংহার করিতেও
 পারে নাও পারে। কলা সংহার করে ও,
 দক্ষদেহাদি সংহারান্তে কলাপঞ্চক সৃষ্টি করিয়া
 সাধিপতি দেহে অমৃতপ্রাবিত করিবে, অনন্তর
 তৎসমস্ত যথাস্থানে স্থাপন করিবে। আর
 কলাসংহার না করিলে, দহদেহ পুরুষ, কলাসৃষ্টি
 করিবে না, কেবল সেই ভ্রমীভূত-দেহ অমৃত-
 প্রাবিত করিবে। তাহার পর বিদ্যাময় সেই
 দেহে শিবসকাশ হইতে নির্গত দীপশিখাকৃতি
 আত্মাকে ব্রহ্মরঞ্জ দ্বারা যোজনা করিবে। পরে
 হৃদয়পঙ্কজে শিবকে দেহাভ্যন্তরে স্থাপিত করিয়া
 ১৬ কলাসংহার করিয়া পুনঃপ্রাণতবর্জেন সিকৈদ্বিদ্যানময়ং বপুঃ
 ১৭ পুনঃ বৃধ্যাং করতাসং করশোধনপূর্বকম্
 ১৮ দেহগ্ৰাসঃ ততঃ পঞ্চাঙ্গত্যা মুদ্রয়াচরেৎ ॥ ৬০ ॥

অবস্থাসং উতঃ কৃতা শিবোক্তেন তু বর্ষনা ।
 বর্ষনাসং উতঃ কৃত্যাঙ্কতপাদানিসন্ধিযু ॥ ৬১
 বড়সানি উতঃ কৃতা আতিবর্টকযুতানি চ ।
 দিঘকমাচরেং পশ্চাদাধেরাদি বধাক্রমম্ ॥ ৬২
 বধা মূর্ছাদিপকাসং ক্রাসমেব সমাচরেং ।
 তথা বড়কৃত্যসং বা তুততক্যাদিকং বিনা ॥ ৬৩
 এবং সমাসরূপেণ কৃতা দেহায়শোধনম্ ।
 শিবভাবমুপাগম্য পূজয়েং পরমেবরম্ ॥ ৬৪
 অথ বস্ত্রান্ত্যবসরো নাস্তি বা যতিবিনমঃ ।
 স বিত্তীর্ণেন কসেন ক্রাসকর্ষ সমাচরেং ॥ ৬৫
 উদ্রাদ্যো মাতৃকাক্রাসো ব্রহ্মকৃত্যসং উতঃ পরঃ ।
 উতঃ প্রণবকৃত্যসো হংসকৃত্যসং উতঃ ॥ ৬৬
 পঞ্চমঃ কথ্যতে সন্ধির্ন্যাসঃ পঞ্চাক্রাসকঃ ।
 এতেষকমেনেকং বা কৃত্যাং পূজাদিকর্ষম্ ॥ ৬৭
 অকারো মূর্ছি বিস্তৃত আকারোহং ললাটিকৈ ।
 ই ই চ নেত্রয়োস্তব্ধ উ অবণয়োস্তথা ॥ ৬৮
 ক ক্র কপোলয়োস্তব ১ ৩ নাসাপুটয়ো ।
 এ ঐ ওইকরে ও ঐ দন্তপঙ্ক্তিকরে ক্রমাং ॥ ৬৯

করিয়া পরে মহতী মূর্ত্তা দ্বারা দেহকৃত্যস করিবে ।
 তাহার পর শিবোক্ত-পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মকৃত্যস
 করিয়া হস্তপাদাদি সন্ধিতে বর্ষনকৃত্যস করিবে ।
 পরে বজ্রাতিমুক্ত বড় ক্রাস করিয়া আধেরাদি
 ক্রমে দিঘকন করিবে । অথবা মূর্ছাদি পঞ্চাক্র-
 ক্রাস করিয়া, তুততক্যাদিভিন্ন বড়কৃত্যস করিবে ।
 এইরূপ সংক্ষেপে দেহতত্ত্ব ও আশ্রিত্ত্ব করিয়া
 শিবভাব প্রাপ্ত হইয়া পরমেবরম পূজা করিবে
 আর বাহার যতিব্রম নাই এবং অবসর আছে,
 সে বিত্তীর্ণ কামানুযায়ী ক্রাসকর্ষ করিবে ।
 ৫৫—৬৫ । উদ্রাদ্যো প্রথমে মাতৃকাক্রাস, পরে
 ব্রহ্মকৃত্যস, তাহার পর প্রণবকৃত্যস হংসকৃত্যস ও
 শেষে পঞ্চাক্রাস করিবে । পূজাদি কর্ষে এই
 সকল ক্রাস করিবে । অথবা ইহার মধ্যে একটি
 বা আরও ক্রাস করিবে । যত্নকে অকার,
 ললাটে আকার, নেত্রকরে বর্ণকৃত্যসে ইকার
 ইকার ; দাঁড় কপোল ইকার, উপর কপোল
 ব্রহ্মকৃত্যসে ক্রাস, হস্তপাদাদি সন্ধিতে বর্ষন

অং জিহবারাম্বো তালুজঃ প্রযোজ্যো বধা
 কবর্গং দক্ষিণে হস্তে ক্রাসেং পঞ্চমু সন্ধি
 চবর্গক তথা বামহস্তসন্ধিযু বিস্ত্রমেং ।
 টবর্গক তবর্গক পাদবোরুজয়োরপি ॥ ৭১
 পক্ষৌ তু পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নাভৌ চাপি যজ্ঞে
 ক্রাসেয়কারং হৃদয়ে তপাদিযু যথাক্রমম্ ।
 যকারাদি-সকারান্তানু সপ্ত সপ্তমু ধাতুযু ।
 হকারং হৃদয়স্তান্তঃ ক্রকারং ব্রুপান্তরে ।
 এবং বর্ণানু প্রবিষ্টস্ত পঞ্চাশদ্রবর্ষনা ।
 অত্র-বক্র-কলাভেদাং পঞ্চ ব্রহ্মণি বিস্ত্র
 কব্রজ্যাসাদ্যমপি তৈঃ কৃতা বাধ ন বা ক্রম
 শিশোর্বদন-জন্ম-পাদেযেতানি ক্রাসে
 ততশ্চোদ্ধাদিবক্রাণি পশ্চিমাংসানি ক্রাসে
 ইশানস্ত কলাঃ পঞ্চ পঞ্চমেতেষু চ ক্রমা
 ততশ্চতুর্গু বক্রেষু পুরুষস্ত কলা অপি
 চতস্রঃ প্রবিধাতব্যাঃ পূর্বাদিক্রমযোগে

অধঃক্রমে) ওকার ওকার ক্রাস ক
 জিহ্বায় অং, তালুতে অঃ ক্রাস করি
 রাপি পঞ্চবর্ণ কবর্গকে দক্ষিণহস্তের
 স্থলে যথাক্রমে ক্রাস করিবে ।
 বামহস্তসন্ধিতে, টবর্গ দক্ষিণপাদের
 তবর্গ বামপাদের সন্ধিস্থলে ক্রাস
 পার্শ্বকরে যথাক্রমে প ক পৃষ্ঠে ব,
 হৃদয়ে ম এবং তপাদি সপ্ত ধাতু
 যকারাদি সকারান্ত সপ্তবর্ণ-সক
 করিবে । এবং হৃদয়ে হ ও ব্রু
 স্থলে ককার ক্রাস করিবে । এ
 রূপপদ্ধতি অনুসারে বর্ণ-সকল ক্রা
 অত্র ও বক্র কলার আশ্রয়স্থান, ব
 কলা সকলের বীজ, তাহাদিগের
 ক্রাস করিবে এবং সেই ক
 কব্রজ্যাসাদিও করিয়া আপনার মূ
 পাদকরে সেই কলাবীজ ক্রি
 ৬৬—৭৫ । তাহার পর উর্দ্ধ
 পঞ্চমু ক্রমা করিয়া, ও
 ক্রাসে অধঃক্রমে ইশানের প
 ৭৬—৭৮ । আর পূর্বদে

উপোষজরতো ভূত্বা জাহতে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ১২
 উপস্বী চ পুনঃশ্বিনু ভোগান্ ভুক্তা ততঃশ্রুতঃ ।
 অপখ্যানরুতো ভূত্বা জাহতে ভূবি মানবঃ ॥ ১৩
 অপখ্যানরুতো মর্ত্যস্তথৈবশিষ্ট্যবশাদিহ ।
 জ্ঞানং লক্ষ্যচিরাদেব শিবসামুদ্রামাপুগাং ॥ ১৪
 তদ্ব্যায়ঃকৌ শিবাজ্ঞপ্তঃ কৰ্ম্মবজ্রোহপি মেহিনাম্ ।
 অকামঃ কামসংযুক্তো বজ্রায়ৈব ভবিষ্যতি ॥ ১৫
 তদ্ব্যায়ং পকসু বজ্রেণ ধ্যানজ্ঞানপদো ভবেৎ ।
 ধ্যানং জ্ঞানঞ্চ বজ্রান্তি তীর্থং তনু ভবার্ঘবঃ ॥ ১৬
 হিংসাদিভোগবিনিষ্টো বিত্তকলিত্তসামনঃ ।
 ধ্যানবজ্রঃ পরমসুখমপবর্গকলপ্রদঃ ॥ ১৭
 বহিঃকৰ্ম্মকরঃ স্বরূপতীর্থ মলতপিনঃ ।
 দৃষ্টো নরেন্দ্রভবনে উষদত্রাপি কথিণঃ ॥ ১৮
 ধ্যানিনাং হি বপুঃ সূক্ষ্মং ভবেৎ প্রত্যক্শৈবব্রহ্ম
 তাংহ কথিণাং সূক্ষ্মং মূৰ্ছাক্ষণৈঃ প্রকটিতম্ ॥

হইয়া কঠিলে ক্রুদ্ধভবনের ভেগ ভোগ করিয়া,
 পরে তাহা হইতে চ্যুত হইয়া, উপোষজরত
 হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে কোনও
 সম্বন্ধ নাই। আর উপস্বী সেই ব্রহ্ম-
 ভবনে ভোগ ভোগ করিয়া, পরে উপ-
 খ্যানপূরক হইয়া জন্মগ্রহণ করে আর উপ-
 খ্যানপূরণ মনুষ্যোক্ত সেই জন্ম ও ধানের ঐ
 দুই বস্তু অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য থাকিতে পরে জ্ঞান-
 লাভ করিয়া, অতঃপর শিবসামুদ্রা লাভ করিয়া
 থাকে। সুতরাং মনুষ্যজন্মের ঐ অকাম কৰ্ম্ম-
 বজ্রও মুক্তিকারক, ইহা শিব কতক উপনিষ্ট
 আছে। আর সকাম কৰ্ম্মবজ্র কেবল বন্ধনের
 নিমিত্তই হইয়া থাকে। অতএব পকবজ্রে
 মধ্য ধ্যান ও জ্ঞানকেই পরায়ণ হইবে।
 বাহ্য ঐ ধ্যান ও জ্ঞান আছে, সেই তবসমুদ্র
 হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে জানিবে। হিংসাদি-
 ভোগের অগোচর বিত্তক ও চিত্তসামন বলিয়া
 ঐ অপবর্গকলপ্রদ ধ্যানবজ্রই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
 কেবল ক্রুদ্ধভবনে বহিঃ কৰ্ম্মকারীরা অতিপার-
 ক্রমের দ্বারা এই ধ্যানবজ্রের কৰ্ম্মবজ্র-
 কলপ্রদ ধ্যানবজ্রের কৰ্ম্মবজ্রের কৰ্ম্মবজ্রের

ধ্যানবজ্রভোগদ্বারা দেবান্ পাশাশ্রমস্থান।
 নাত্যন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে শিবযাথাস্বাবেদনা
 আশ্রয়ঃ যঃ শিবং ত্যক্তা বহিরভ্যর্চয়েৎ
 হস্তং কলমুং স্তম্ভ্য লিহেৎ কুপ্যমাশ্রম-
 ক্ষানাক্ষানং ভবেদ্রানাত্মজ্ঞানং ভূত-
 তদ্ব্যায়ং ভবেদ্রুতিস্তম্ভ্যাক্ষানরতো
 যাদশান্তে তথা মুক্তি লগাটে নমুগায়-
 নাসাগ্রে বা তদ্ব্যস্তে বা কঙ্করে কঙ্করে
 নাভৌ বা শীতত্বং নে শ্রদ্ধাধিকেন চে-
 বহিঃগোপচারেণ দেবং দেবীক পূজ-
 অথবা পূজয়েদিত্যং লিঙ্গে বা কঙ্করে
 বহৌ বা স্তম্ভে বাধ তত্তা বিস্তার-
 অথবা চতুর্বিম্বং পূজয়েৎ পরমেশ্বর-
 অমৃতধারণতঃ পূজাং বহিঃ কঙ্করে
 ইতি শৌণ্ডে মহাপুরাণে বাসবীক
 মুস্তরভাগে দীক্ষাবিধানাদিক
 নাম'ষ্টোতশোধ্যঃ ॥ ১৮।

ক'মী দগের উপরদেশ দল ম'ক
 সেই স্তম্ভই ধ্যানবজ্রভোগে শিব
 পারিষাছেন বলিয়া পাশাশ্রম
 অতিশয় বিশ্বাস করেন না। জ
 পরিভ্যাগ করিয়া, বহিরে শিব
 আর হস্তস্তম্ভ-ফল ভোগ করিয়া
 কুপরি লেহন করা, উত্তরই
 হইতে ধ্যান উৎপন্ন হয়
 হইতেও জ্ঞান উৎপন্ন হয়
 জ্ঞান উত্তর হইতেই মুক্তি
 থাকে। অতএব ধ্যান-বজ্র ক
 করিবে না। ব্রহ্মরূপে, ম
 ভ্রমুগলের মধ্যে, নাসিকায়,
 জন্মের, নাভিতে এই ক'র ধ্যান
 হানে অথবা কোনও শাস্ত্রম
 বাহ্যিক গোপচার দ্বারা
 করিবে। কিংবা বকীর বি
 করিয়া লিঙ্গে বহিতে বা
 শিব পূজা করিবে।

একোবিংশোহধ্যায়ঃ ।

উপমহাৰুচাচ ।

পূজাবিধানস্ত প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ ।
। শিবেনৈব শিবায়ৈ কথিতং তু ॥ ১
ত্বরং বাগমন্ত্রিকাৰ্য্যাবসানকম্ ।
ন বা পঞ্চাধির্ধাপং সমাচরেৎ ॥ ২
দি মনসা কল্পয়িত্বা বিশোধ্য চ ।
যকং দেবং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ৩
স্বরে চৈব নন্দীশং সুবশং তথা ।
নসা সমাগাসনং কল্পয়েদ্বিধঃ ॥ ৪
কৈযুক্তং সিংহযোগাসনাদিকম্ ।
। বিমল-তন্ত্রত্ৰয়সমর্থিতম্ ॥ ৫
শিবং ধ্যয়েৎ সাস্ত্রং সৰ্ব্বমনোহরম্ ।
স্পৰ্শং সৰ্ব্বাবশবশোভনম্ ॥ ৬
সংযুক্তং সৰ্ব্বাভরণভূষিতম্ ।

অথবা বাহিরে পূজা করুক বা নাই
ত্বরিক পূজা কখনও পরিত্যাগ
৮১—১০৬ ।

যষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

উনবিংশ অধ্যায় ।

কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! শিব শিব-
ধ্বাকে বলিয়াছিলেন, সেই পূজা-
ধা সংক্ষেপে বলিতেছি, প্রবণ
ধমে অগ্নিকাষ্যাস্ত-অঙ্গ অস্ত্রধাপ
বহির্ধাপ করিবে । অথবা প্রথমে
গিয়াও বহির্ধাপ করিতে পারিবে ।
প্রথমতঃ পূজাদ্রব্য মনে কল্পনা
ধনপূৰ্ণক বিনাককের ধ্যান করত
পরে দক্ষিণে নন্দীশ্বরকে ও উত্তরে
শাকে অর্চনা করিবে । পরে মনে
ন, যোগাসন-প্রভৃতি বা তন্ত্রত্ৰয়-
। পদাসন কল্পনা করিয়া, তন্ত্রপদ্বি
সৰ্ব্বাভিনায়ী সকল কল্পনা
য শিবকে এই প্রকারে ধ্যান

রক্তাভপাশচিত্রকং কুন্দমন্দমিতমনম্ ॥ ৭
ভক্তফটিকসঙ্কাশং কুন্দপদ্মবিলোচনম্ ।
চতুর্ভুজমুদারাকং চাক্রচন্দ্রকলাধরম্ ॥ ৮
বরদাভয়হস্তকং মৃগটকধরং হরম্ ।
ভূজসহস্রবলয়ং চাক্রনীলগলাস্তরম্ ।
সর্বোপমানরহিতং সাস্ত্রগং সপরিচ্ছদম্ ॥ ৯
ভতঃ সন্ধিস্থয়েৎ তস্ত বামভাগে মহেশ্বরীম্ ।
প্রভ্রোমোংপলপত্রাভাং বিস্তীর্ণাভলোচনাম্ ॥ ১০
পূর্ণচন্দ্রাভবদনাং নীলকুণ্ডিতমূৰ্দ্ধজাম্ ।
নীলোংপলদলপ্রধাং চন্দ্রাঙ্কিতশেখরাম্ ॥ ১১
অভিহৃদ্বনোভুস-স্নিগ্ধপীনপয়োধরাম্ ।
ভক্তমধ্যং পৃথুশ্রোণীং পীতহৃদ্ববরাধরাম্ ॥ ১২
সৰ্ব্বাভরণসম্পন্নং ললাটিভিকোকিলম্ ।

করিবে । তাঁহার মুখহস্তপাদাদি রক্তবর্ণ, তাঁহার
বর্ণ ভক্ত ফটিকের গায়, লোচন প্রভ্রোমপদ্মসদৃশ,
বদনমণ্ডল সিংহাস্তে কুন্দ-কুসুমের গায় শোভ-
মান, চারি হস্ত ভূজসবলয়ে বিভূষিত, অঙ্গ-
প্রভ্রোম সৰ্ব্বাভরণে বিভূষিত ও উদার এবং
ভূজসই তাঁহার চাক্র নীলবর্ণকণ্ঠে হারনীলা
ধারণ করিতেছে । আর তিনি চারি হস্তের মধ্যে
এক হস্তে বর, অপর হস্তে অভয় দানে ভক্ত-
গণকে আশ্বাসিত করিতেছেন ও অপর দুই
হস্তে মৃগ ও টঙ্গ (অস্ত্র) ধারণ করিতেছেন ।
মূলকণ্ঠসঙ্গল তাঁহাতে নিয়ত অবস্থিত, সৰ্ব্বদা
পরিচ্ছদে ও স্বীয় অচূচরণে পরিবেষ্টিত ও
উপমাবিহীন এবং তিনি চন্দ্রকলাকে চূড়াধাপি
করিয়া মস্তকে ধারণ করিতেছেন । ১—১২ এই
ভাবে তাঁহাকে চিত্রা করিয়া, তাঁহার বামে মহে-
শ্বরীকে চিত্রা করিবে । পূর্ণচন্দ্রবদনা, চন্দ্রাঙ্ক-
শেখরা, পীন-পয়োধরা, সৰ্ব্বাভরণভূষিত, সাক্ষাৎ
চিদানন্দময়ী পরমা দেবী দক্ষিণ হস্তে প্রভ্রোম
সুবর্ণপদ্ম ও বামহস্তে মৃগ ও অস্ত্র করিয়া মহাসম্মান
স্থাপন করত পাশবিচ্ছেদিকা হইয়া উপবিষ্ট
আছেন, তাঁহার বিকসিত-উৎপলকণ্ঠে রক্ত-
বর্ণ, লোচন আকর্ণবিভূষিত ও পায়, স্নেহবর্ণ
নীলবর্ণ কুণ্ডিত ও বিচিত্র কুসুমবর্ণের সন্নিবিষ্ট
শোভমান, ললাট ভিকোকিল হইয়া

বিচিত্রপুষ্পসৌন্দর্য-কেশপাশোপশোভিতায় ॥ ১৩
 সর্বভোগমুগ্ধাকাশে কিকিরজ্ঞানিভাননায় ॥
 হেমাঙ্গবিলাস বিকসদধামাং নক্ষিপে করে ॥ ১৪
 বসন্তচাপল্যং হস্তং শ্রুতাসীমাং মহাসনে ॥
 পাশবিচ্ছেদিকাং সাক্ষাং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥
 একং দেবকং দেবীকং দ্যোতাসনকরে শুভে ॥
 সর্বোপচারকৃত্য জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমাঃ সমর্চয়েৎ ॥ ১৫
 অথবা পরিকটোৎসবং মূর্তিমন্ততমাং স্থিতোঃ ॥
 শবীং সদানিবাধ্যাং বা তথা মহেশ্বরীং পরাম্ ॥
 বহুবিন্যাসকামিনাং বা ত্রীকণ্ঠাখ্যামখাপি বা ॥
 অস্ত্রাসাদিককামি কৃতাং যত্নাং তনৌ বধা ॥ ১৬
 অস্ত্রাং মূর্তী মূর্তিমন্তং শিবং সদসতঃ পরম্ ॥
 দ্যোতাসনকামিনীং পূজাং নির্বর্তয়েদ্বিধা ॥ ১৭
 সন্ধ্যাকালোত্তরঃ পশ্চাত্তরো হোমকং ভাবয়েৎ ॥
 ত্রয়ো চ শিবং দ্যোতয়িতুং দ্বীপনিধাতুয় ॥ ২০
 ইত্যনন্তং যত্নে বা যেষাম্ দ্যানকরে শুভে ॥
 অধিকার্যমানকং সর্বকটং সমো বিধিঃ ॥ ২১
 অথ চিত্তাধারং সর্বং সমাপ্যাবশ্যকক্রমম্ ॥

কীং, প্রোথিতং অতিশয় মূল, বদনমণ্ডল
 লজ্জার ইবং নত ; এইরূপে সর্বপ্রকারে সুন্দরী
 শিবের বাসাস্থোভিককে ধ্যান করিয়া সকল
 উপচারের দ্বারা তত্ত্বপূর্ণ দ্বারা পূজা করিবে ॥
 ১০—১৬ : অথবা সেই দেবদেবের শিবমূর্তি,
 মহেশ্বরমূর্তি, সদানিবা নামক মূর্তি এক বহু-
 বিন্যাসক ও ত্রীকণ্ঠ নামক মূর্তির মধ্যে এক
 মূর্তি কল্পনা করিয়া, বকীর তমুর দ্বারা কজিত-
 মূর্তিনীরেও অস্ত্রাসাদি করিয়া, সেই মূর্তিতে
 মূর্তিমান সর্বভোগ ইত্যর শিবকে ধ্যান ও
 আশ্রয় করিয়া, যান্সোপচারে পূজাদি সমাপ্ত
 করিবে ; পরে সন্ধ্যাতে সন্ধ্যা-আখ্যান দ্বারা
 প্রোথিতমুগ্ধা চিত্তা করিয়া, ত্রয়ো বিতত দ্বীপ-
 নিধাতু শিবকে চিত্তা করিবে ॥ এই প্রকার
 মূর্তিতে অথবা তাম্রের যোগমূর্তিতে তাম্রের
 পাত্রের কলস, পুষ্পের অধিকার ॥ যাহ
 কলস পাত্র এই দুই দ্বারা দেবে ॥ কিন্তু
 সর্বকট এই ॥ এইরূপে সকল চিত্তা

নিজে চ পূজয়েদেবং হৃদিলে বান্ধেদি
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীসংলি
 মুক্তরত্নপে পূজাবিধানব্যখ্যাতং নষ্ট
 কোনবিশেষোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ॥

উপমহ্যক্রমোচ ॥

প্রোথয়েন্থলমস্ত্রেণ পূজাহানং বিভজয়ে
 গচ্ছচন্দনভোয়েন পুষ্পং তত্র বিনিধিপে
 অস্ত্রেণোৎসর্গ্য বৈ বিদ্যানবগুণ্য চ বর্ষণ
 অস্ত্রং দিশু প্রবিষ্টম্ কল্পয়েদক্ষনাত্মকম্ ॥
 তত্র দর্ভান্ পরিপ্লবীয্য কালয়েৎ প্রোথ্য
 সংশোধ্য সর্বপাত্রাণি দ্রব্যভুক্তি সমাধা
 প্রোথ্যবীষ্যপাত্রক পাদ্যপাত্রমতঃ পরম্
 তথৈবাচমনীয়ম্ পাত্রকেতি চতুষ্টিম্ ॥
 একাল্য প্রোথ্য বীজ্যধ্বজিপেং জৌ
 পূজ্যদ্রব্যাদি সর্বাদি বহালাভ বিনিধি

আরাধনাক্রম সমাপন করিয়া, নিজে
 হৃদিলে অথবা অনলে দেব ভূতপতি
 করিবে ॥ ১৭—২২ ॥

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

বিংশ অধ্যায় ॥

উপমহ্য কহিলেন,—গচ্ছচন্দন
 দ্বারা পূজাহান প্রোথন করিয়া, পুষ্প
 করিবে ॥ পরে অস্ত্র (ফট) দ্বারা বি-
 ব্রণ করিবে ॥ বর্ষণ (বর্ষণ) দ্বারা অর্ঘ্য
 দশদিকে অস্ত্রবিভ্রাসপূর্বক পূজা
 করিবে ॥ অনন্তর তাহাতে দর্ভ বি-
 প্রোথ্যাদিতে একালন করিবে ॥
 পাত্র সকল শুদ্ধ করিয়া, দ্রব্যভুক্তি
 প্রোথ্যবীষ্যপাত্র, অর্ঘ্যপাত্র, পাদ্যপাত্র
 বীজ পাত্র এই পাত্র-চতুষ্টি
 করিয়া, সমুদ্রকণ করত দেবিবে ॥

জ হেম-গন্ধ-পুষ্পাঙ্কিতাদয়ঃ ।
 বর্ভাংচ পুষ্পাদ্রব্যাদ্যনেকধা ॥ ৬
 সুগন্ধাদি পানীয়ে চ বিশেষতঃ ।
 নোজ্জানি কুসুমাদীনি নিক্ষিপেৎ ॥ ৭
 নৈকৈব পাদ্যে তু পরিকল্পয়েৎ ।
 ল-কপূর-বহুমূল-তমালকান্ ॥ ৮
 ইয়ে চ চূর্ণয়িত্বা বিশেষতঃ ।
 [পাত্রেষু কপূরং চন্দনং তথা ॥ ৯
 ১২-চব যব-ত্রীহি-ভিলানপি ।
 -পুষ্পাণি ভসিতকার্যাপাত্রে ॥ ১০
 ত্রীহি-বহুমূল-তমালকান্ ।
 কণীপাত্রে ভসিতক যথাক্রমম্ ॥ ১১
 ত্র্যস্ত বস্মণ্যবেষ্টা বাহুতঃ ।
 রক্ষ্য ধেনুমুদাং প্রদর্শয়েৎ ॥ ১২
 কীণি প্রোক্ষণীপাত্রেবারিণা ।
 শ্রেণ শোধয়েদ্বিধিঃ ততঃ ॥ ১৩

প করিবে এবং যথালব্ধ রত্ন,
 ক্র, পুষ্প অঙ্কতাদি, ফল, পল্লব,
 অনেক প্রকার গুণ্যদ্রব্য-সকল
 এই জলে নিক্ষেপ করিবে এবং
 গন্ধাদি ও পানীয়-জলে বিশেষতঃ
 বহুমূলপ্রভৃতি দ্রব্য নিক্ষেপ
 । পাদ্য-জলে উল্লীচ চন্দন,
 জাতি (জায়ফল), কাকোলা,
 এই সকল চূর্ণ করিয়া দিবে,
 পাত্রে এলাকগ (এলাইচ),
 নিক্ষেপ করিবে । কুশাগ্র,
 ন, তিল, বেতসর্বপ, হুত,
 অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিবে ।
 ধাতু, বহুমূল, তমালক, তম্ব
 কণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে ।
 র সকল পাত্রে মন্ত্রবিত্তাস
 র্ব (হং) দ্বারা বেষ্টন করিয়া,
 দ্বারা ধেনুমুদা দর্শন
 পুষ্পাদ্রব্য প্রোক্ষণীপাত্রে
 বিধি মন্ত্রমতে শোধন করিবে ।
 পাত্রে বস্মণ্যবেষ্টন এক

পাত্রেণ প্রোক্ষণীমেকাধলাভে সর্বকর্ষহ ।
 সাধয়েদর্ঘ্যমভিভুং সামান্তং সাধকোত্তমঃ ॥ ১৪
 ততো বিনায়কং দেবং ভক্ত্য-ভোজ্যাদিভিঃ ক্রমাৎ
 পূজয়িত্বা বিধানেন দ্বারপার্শ্বেহৈব নক্ষিপেৎ ।
 অস্তঃপুরাধিপং সাক্ষাৎসন্নিহনং সম্যগর্চয়েৎ ॥ ১৫
 চার্মীকরাচলপ্রখ্যং সর্বাভরণভূষিতম্ ।
 বালেন্দ্রমুখুটং সৌম্যং ত্রিনেত্রক চতুর্ভুজম্ ॥ ১৬
 দীপ্তশূল-মৃগী-টক-ভিগ্নবেত্রধরং প্রভুম্ ।
 চত্রবিহাভবদনং হরিকল্পমধাপি বা ॥ ১৭
 উত্তরে দ্বারপার্শ্বে ত্র্য্যাক মল্লতাং সুতাম্ ।
 সুবক্তাং সুব্রতামম্বাপাদমণ্ডনতঃপরাম্ ॥ ১৮
 পূজয়িত্বা প্রবিত্তান্তর্ভবনং পরমেষ্টিনঃ ।
 সম্পূজ্য লিঙ্গং তৈর্ভৈর্যোনির্দ্বালায়মনোদরেৎ ॥ ১৯
 প্রকাল্য পুষ্পং শিরসি ক্রমেৎ তত বিতুঙ্করে ।
 পুষ্পহস্তো অপেক্ষতয়া মন্ত্রং মন্ত্রবিতুঙ্করে ॥ ২০
 ত্রিশাত্তাং চণ্ডমারাধ্য নিদ্বালাং তত লাপয়েৎ ।
 কল্পয়েদাসনং শশাঙ্গাদিযাদি যথাক্রমম্ ॥ ২১
 অধারশক্তিং কল্যাণীং শ্রামাং ধ্যায়েন্দ্রো ভুবি ॥

প্রোক্ষণী পাত্রে জল দ্বারা সামান্তাৰ্ঘ্য করিবে ।
 তাহার পর দেব-গণপত্যকে ভক্ত্যভোজ্যাদি
 দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া নক্ষিপদ্বার-
 পার্শ্বে বালেন্দ্রমুখের, ত্রিনয়ন, চতুর্ভুজ বীণা-
 মান-শূল, মৃগী, টক-ভীষ্মবেত্রধারী, চত্র-
 সদৃশবদন অথবা সিংহবদন, অস্তঃপুরাধিপ
 নন্দীকে ধ্যান করিয়া সম্যকরূপে পূজা-
 করিয়া উত্তর-দ্বার-পার্শ্বে দেবীর পাদপ্রসাদন-
 পরায়ণা বাহনমুখী নন্দিনী দ্বারা সুব্রতা সুবক্তাকে
 পূজা করিয়া পরমেষ্টীর ভবনান্তরে একে
 করিয়া সেই সকল দ্রব্যে লিঙ্গপূজা করিয়া
 নিদ্বালা অপনোদন করিবে । পরে ত্রিশাত্ত
 নিদ্বালা-পুষ্প প্রকালন করিয়া তদ্বিধি নির্দিষ্ট
 মন্ত্রকে হাপন করিবে । তাহার পর কল্পবিধি
 নির্দিষ্ট হস্তে পুষ্প গ্রহণ করিয়া বস্মণ্যভি-
 জ্ঞপন করিবে । অনন্তর লেশান কোণে ভক্ত্য
 পূজা করিয়া নিদ্বালা দান করিবে । ১৯-২০
 পরে যথাক্রমে সাক্ষাৎসন্নিহন করিয়া কল্পবিধি

তস্তাঃ পুরস্তাঃ কণ্ঠমনস্তং কুণ্ডলাকৃতিম্ ।
 ধ্বজং পঞ্চকবিনং লেনিহানমিবাশ্বরম্ ॥ ২৩
 অস্ত্রোপধ্যাসনং তদ্রং কণ্ঠীরবচতুপদম্ ।
 ধ্বজা জ্ঞানকং বৈরাগ্যমৈবযাক পদানি বৈ ।
 আগ্নেয়াদি-বেত-রক্ত-পীত-শ্রামানি বর্ণতঃ ॥ ২৪
 অধ্বজাদীনি পূর্বা দীপ্যন্তরাস্ত্রাশ্রমক্রমাং ।
 রাজ্যবর্তমণিপ্রস্তুতস্ত গাত্রাণি ভাষয়েৎ ॥ ২৫
 অস্ত্রোপধ্যাসনং পদ্মাসনং বিমলং সিতম্ ।
 অষ্টপত্রাণি তস্তাবরুণিমাণিওপাষ্টকম্ ॥ ২৬
 কেশরাণি চ বামাদ্যা রুদ্রা বামাদিশক্তিভিঃ ।
 বীজাশ্রুপি চ তা এব শক্তয়োহস্তমনোহরী ॥ ২৭
 কর্ণিকা পরবৈরাগ্যং নালং জ্ঞানং শিবাশ্রকম্ ।
 কদম্ব শিবধন্বাশ্রা কর্ণিকাভ্যে ত্রিমণ্ডলে ॥ ২৮
 ত্রিমণ্ডলোপধ্যাসাদি-ভুক্তিত্রিতমাসনম্ ॥ ২৯
 সর্কাসনোপরি স্থখং বিচিত্রাস্তরপাশ্রুতম্ ।

শক্তিকে ধ্যান করিয়া তাহার অগ্রে বেতকার
 অনন্তদেব উৎকর্ষ হইয়া পঞ্চকণায় যে আকাশ
 লেহন করিতেছেন, এই ভাবে অনন্তদেবকে
 ধ্যান করিয়া তাহার উপরে উত্তম এক আসন
 চিত্তা করিবে। সেই আসনের চারি কোণে
 বেত, রক্ত, পীত ও শ্রামবর্ণ সিংহপাদাকৃতি
 চারি পাদ—ধ্বজ, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য
 স্বাক্ষরে ঐ পাদ-চতুষ্টয়-রূপ ধারণ করিয়া-
 ছেন এবং অধ্বজ, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য অনৈশ্বর্য
 অশ্রুত্রেমে পূর্বাদি-উত্তরাস্ত্র চ চুর্ধ্বিক্ পাদ-
 বক্রপী হইয়াছেন। এইরূপ চিত্তা করিয়া ঐ
 আসনের পাত্র রাজ্যবর্তমণির স্তায় দেবীপ্যমান
 ও স্থাপন, এইরূপ চিত্তা করিবে। পরে ঐ
 আসনের উত্তরস্থল বেতবর্ণ বিমল পদ্মাসন
 এবং অশ্রুত্রেমে শুণাষ্টকই সেই পদ্মের
 অষ্টকল; বামাদি শক্তি ও বামাদি শক্তিবৃত্ত
 রূপে তাহার কেশর-এক সেই সেই শক্তিবৃত্ত
 বীজ, কর্ণিকা তাহার অবচতুর-কোণ, পর-
 বৈরাগ্য কর্ণিকা, শিবায়ক জ্ঞান নাল ও
 শিবধন্ব কদম্ব; এই ত্রিমণ্ডল পদ কর্ণিকার
 উপর এক ত্রিমণ্ডল করিবে, সেই ত্রিমণ্ডল

আসনং কল্পয়েদ্বিভ্যং শুদ্ধবিদ্যাসমুজ্জ্বল
 আবাহনং স্থাপনক সন্নিবোধং নিরীক
 নমস্কারক কুর্কীত বদ্ধা মুদ্রাং পৃথক পৃ
 পাদ্যমাচমনকার্য্যং গন্ধং পুষ্পং ততঃ
 পং দীপক তাহুলং দস্তাধ শাপয়েচ্ছি
 অথবা পরিকল্প্যেবমাসনং মূর্ত্তমেব চ।
 সকলীকৃত্য মূলেন ব্রহ্মভিচাপবৈষ্ণব
 আবাহয়েৎ ততো দেব্যা শিবং পরমম
 শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং দেবং নিঃসময়ক
 কারণং সর্কলোকানাং সর্কলোকময়
 অমৃৎকবহিঃস্থিতং ব্যাপ্য অধোরগ্ন ময়
 তক্তানামপ্রবহেন দৃশ্যমীশ্বরমব্যয়ম্ ।
 ব্রহ্মেশ্বর-বিষ্ণু-রুদ্রাদ্যোরপি দেবেরণে
 বেদসারক বিহস্তিরগোচরমিতি কৃত
 আদিমধ্যান্তরহিতং ভেদজং ভবরো
 শিবতত্ত্বমিতি খ্যাতং শিবার্থং উগতি

করিবে। পরে সকল আসনের উপর
 আন্তরপশু শুদ্ধ-বিদ্যার সমুজ্জ্বল
 আসন কল্পনা করিবে ২২—৫
 পর পৃথক পৃথক আবাহনাদি মুদ্রা
 দেবীর আবাহন, স্থাপন, সন্নিবোধ
 করিয়া তাহার উদ্দেশে পাদ্য আ
 গন্ধ, পুষ্প, দূপ, দীপ ও তাহুল
 তাহাদিকে স্নান করাইবে। ঐ
 আসন ও মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া সু
 মন্ত্র এবং অপরাপর মন্ত্রে সর্ক
 পরে দেবীকে ও পরম-নিদান তা
 বেদসার অক্ষর পরমেশ্বর শিব
 করিবে। তিনি সর্কলোকের
 অপেক্ষা অধীরান হইয়াও
 মহীরান, আদিমধ্যান্ত-রহিত ও
 এবং তিনিই সর্কলোকের কারণ
 কট্যাপ নিমিত্ত শিবতত্ত্ব বা
 আর তাহার শুদ্ধফটিকের
 তাহারই এ অক্ষরের অক্ষরে
 শিব পশ্চিমতর্গের অধিক দি
 তাহারই পশ্চিম অঙ্গের

ভুক্ত্য পূজয়েন্নিম্নমূর্ধনি ॥ ৩৮
শিবস্ত পৰমাস্ত্রনঃ ।
কুক্ষীত জয়শকাদিমঙ্গলম্ ॥ ৩৯
কীর-দধি-মধ্বাদিপূর্ষকৈঃ ।
১২ সারৈশ্চ তিল-সৰ্ষপ-শত্ৰুভিঃ ॥ ৪০
ভঃ শৈলৈশ্চূৰ্ণৈর্মাষাদিসম্ভবৈঃ ।
১৩ পিষ্টাদৈঃ আপদেহুকাবারিভিঃ ॥ ৪১
দ্রাব্যৈর্লোপগন্ধাপমুস্তয়ে ।
১৪ সলিলৈশ্চক্রবর্ত্যপচারভঃ ॥ ৪২
১৫ দদ্যাকুরিভ্রাক যথাক্রমম্ ।
সলিলৈর্জিহ্বাং বেরমধাপি বা ॥ ৪৩
য়েন কুশপুষ্পাদকেন চ ।
১৬ মম্বসিকৈর্ধ্বথাক্রমম্ ॥ ৪৪
দ্ব্যধাং যথাসম্ভবসম্ভবৈঃ ।
১৭ যৈবাপ্যেচ্ছ কুমা শিবম্ ॥ ৪৫
ধেন বর্জিতা পানিনা তথা ।
প্পণ আপ্যেচ্ছপূর্ষকম্ ॥ ৪৬

পবমানেন রুদ্রেণ নীলেন ত্বরিতেন চ ।
লিঙ্গস্থতাদিস্থতৈশ্চ শিরসাধর্ষণেন চ ॥ ৪৭
অগ্নিভিঃ সামভিঃ শৈবৈর্বজ্রভিঃচাপি পকতিঃ ।
আপ্যেদেবদেবেশং শিবেন প্রণবেন চ ॥ ৪৮
যথা দেবস্ত দেব্যাশ্চ কুষ্ঠাং স্নানাদিকং তথা ।
ন তু কশ্চিৎশিষ্যোহস্তি তত্র তৌ সদৃশৌ বভূবুঃ ।
প্রথমং দেবমুদ্दिष्ट কৃত্বা স্নানাদিকাঃ ত্রিগাঃ ।
দেবৌ পশ্চাৎ প্রকুক্ষীত দেবদেবস্ত শাসনাৎ ॥
অর্ধনারীংগ্রে পূজ্যে পৌর্ক্যাপ্যক বিদ্যাতে ।
তত্র তত্রোপচারাণাং লিঙ্গে বাগ্নত্ব বা কচিৎ ॥ ৪৯
কৃতান্তিষেকং লিঙ্গাদ্যাং শুচিনা চ সুগন্ধিনা ।
সম্ম ভ্যা বাসসা দদ্যাদঙ্গরকোপবীতকম্ ॥ ৫০
পাদ্যামাচমনকার্ণাং গন্ধপুষ্পক ভূষণম্ ।
বৃপং দীপকং নৈবেদ্যং পানীসং মুখশোধনম্ ॥ ৫১

।নাথাসে দেখিতে পায় ।
বের মূর্তি বলিয়া লিঙ্গ-
পূজা করিবে । আর
মূর্তি মঙ্গলাচরণ করিবে ।
১, দুত, কীর, দধি, মধু
জলসার, তিল, সর্ষপ, শত্ৰু,
আর মাষাদিচূর্ণে লিঙ্গ
করাইয়া পরে পিষ্ট বস্তুর
১২ বারিতে স্নান করাইবে ।
১৩ অপনোদনের নিমিত্ত বিষ্ণু-
করিবে । তাহার পর আবার
ল দ্বারা স্নান করাইয়া সুগন্ধি
১৪ দ্বারা সমালম্বন করিবে ।
ন করাইয়া গন্ধজল ও কুশ-
১৫ ও রত্নমিশ্রিত জলে এবং
করাইবে । এই সমস্ত জব্য
কেবল বাহ্য পাওয়া যাইবে
১৬ ভক্তিপূর্বক কেবল বাহ্য
১৭ দ্বারা স্নান করাইবে ।

কলশ কিংবা পবমানাখ্য মন্ত্র, রুদ্রমন্ত্র, নীল-
নামক মন্ত্র, ত্বরিতনামক মন্ত্র, লিঙ্গস্থতাদি
স্থত, অধর্ষণবেদের শিরঃস্থিত মন্ত্র, কক, সাম,
সমোজাতমিত্যাদি পঞ্চ শৈবমন্ত্র, শিবমন্ত্র ও
প্রণবে দেবদেবেশকে স্নান করাইবে । এই স্নান
—কলশস্থ, শঙ্খস্থ ও শরাবস্থ কুশপুষ্পযুক্ত
জলে এবং এই জল মাত্র হস্তে গ্রহণ করিয়া
মন্ত্র উচ্চারণ করত স্নান করাইবে । বেরম
ভাবে দেবকে স্নান করাইবে দেবীরও সেই
প্রকার রূপন কার্য সমাধা করিবে ; কিন্তু
মাত্র ইতর-বিশেষ নাই, জানিবে ; কেহেতু
তাঁহাদের পরস্পরে অনুমাত্রও ভেদ নাই ।
প্রথম, দেবের উদ্দেশে স্নানাদি কার্য করিয়া
পরে দেবী-উদ্দেশে করিবে ; ইহাই দেব-
দেবের শাসন এবং অর্ধনারীংগর মূর্তি
লিঙ্গমূর্তি অত্র কোনও মূর্তিতে দেবদেবীর পূজা
বিধির উপচারের পৌর্ক্যাপ্যক আচার
৪০—৫১ । প্রথমতঃ সুগন্ধি তরু জলে পানি
বিক্ত লিঙ্গমূর্তি বস্ত্র দ্বারা সমার্জন করিয়া
যেমন বস্ত্র ও উপবীত বিস্তারিত করিয়া
তহার উপ পদ্য, অঙ্গারাদি, অঙ্গারাদি
অঙ্গারাদি দ্বারা স্নান করাইবে ।

পুষ্পাঙ্কুরানীক মুখবাসং ততঃ পরম্ ।
 মুকুটং ততঃ ততঃ সৰ্বস্বৈরলঙ্কৃতম্ ॥ ৫৪
 তুখণানি বিচিত্রানি মাণ্যানি বিবিধানি চ ।
 অঙ্কনং চামরং ছত্রং তালবৃত্তকং নৰ্পণম্ ॥ ৫৫
 বস্ত্রা নীরাঙ্কনং কুৰ্খ্যাং সৰ্বমঙ্গলানিস্বনৈঃ ।
 গীতনৃত্যানিচিহ্নৈঃ চ অঙ্গশব্দসমবিতৈঃ ॥ ৫৬
 হেনে চ রাজভেদে ভাষ্যে পাত্রে বা মৃদয়ে তুভে ।
 পরিকৈঃ শোভিতৈঃ পুষ্পবীজৈর্দধ্যাকৃতাদিভিঃ ॥
 ত্রিগুণ-পঞ্চগুণাঙ্ক-মধ্যাবষ্টৈঃ কবীৰষ্টৈঃ ।
 ক্রীড়-স-যজ্ঞিকান-বষ্টৈর্বক্যাদিচিহ্নিতৈঃ ॥ ৫৮
 অষ্টৌ এতৌপনু পশিতৌ বিখ্যৈরেকত মধ্যতঃ ।
 তেবু বায়াদিকান্চিহ্নাঃ পূজ্যাঃ নব শতরঃ ॥ ৫৯
 কবচেন সমাচ্ছাদ্য সংরক্ষ্যাহুত সৰ্বতঃ ।
 কেন্দুশূক সন্ধ্যা পাদিভ্যাং পাত্রেমুদরে ॥ ৬০
 অৰ্ঘ্যায়োপরে ॥ পাত্রে পক বীপানু বধাক্রমম্ ।
 যিদিহপি চ মধ্য চ বীপ-মকমধ্যাপি বা ॥ ৬১
 ততঃ পাত্রেমুদর্য লিঙ্গাধিকপরি ক্রমাৎ ।
 ত্রিঃ প্রদক্ষিণং করণেন ভ্রাময়েদগ্নিবিদ্যায়া ॥ ৬২

পুষ্পাঙ্কুরানীক মুখবাস, বস্ত্রাভিভূষিত
 মুকুট, বিচিত্র-তুখণ, বিবিধ প্রকার মাণ্য, অঙ্কন,
 চামর, তালবৃত্ত ও নৰ্পণ নিবেদন করিবে। নিখিল
 মঙ্গলমণি করত নীরাঙ্কন করিবে ও সেই সময়
 অঙ্কন-মধ্যবিত গীত-নৃত্যানি অনুষ্ঠান করিবে।
 হুতবীর পাত্রে কিংবা তালপাত্রে, অথবা মৃদয়
 পাত্রে বহি-অকৃতাদিতে পরিশোভিত কঙ্কার-
 হুতম ও অঙ্কন পুষ্প এক-বীজ, আর ত্রিগুণ,
 পঞ্চগুণ, পদ, তদ্বর্ণপুষ্প ও বস্ত্রাদিচিহ্নিত
 ক্রীড়-স, যজ্ঞিক, নৰ্পণ এবং হৌরক নইবে;
 কবচের অষ্টমিকে অষ্ট এতৌপ ও মধ্য
 এক এতৌপ স্থাপন করিবে। সেই সকল
 এতৌপে বায়াদি নব শতিকে ধ্যান করত
 পূজা করিবে; অনন্তর কবচ দ্বারা আচ্ছাদন
 করিবে আর কবচ রক্ষা করত, কেন্দু-মুদ্রা
 প্রদর্শন এই মতে পদ উচ্চারণ করিবে।
 পদমুদ্রা করিবে ও পদমুদ্রা করত পক
 বীপানু বধাক্রম করিবে।

মধ্যাবস্থা ততো মূর্ত্তি ভসিতক ইগরিজা
 কৃতা পুষ্পাঙ্কুরিঃ পশ্চাদ্‌পহারানু নিবেদয়ে
 পানীয়ক ততো মধ্যাবস্থা চাচমন পুন
 পকসৌপরিধিকোপেতং তামূলক নিবেদ্য
 প্রোক্ষয়েৎ প্রোক্ষণীয়ানি গাননাট্যাণি ক
 লিঙ্গাদৌ শিবরোচিত্তাং কৃতা শক্তা জ
 প্রদক্ষিণং প্রদামক স্তবকাসমপর্ণম্ ।
 বিম্বাপনক কাষ্ঠাণাং কুৰ্খ্যান্নমপূৰ্ণক
 অৰ্ঘ্যং পুষ্পাঙ্কুরিঃ কৃতা বস্ত্রা মৃদাং কৃদি
 পশ্চাৎ ক্রমাপরেদেবমুদ্রাভ্যাশ্রিত চিত্তয়েৎ
 পাদ্যাধি-মুখবাসাঙ্কমধ্যাবস্থাভ্যাসিতমুদে
 পুষ্পমিহপমাংস বা কুৰ্খ্যাভাবপূরঃসম
 তাবতৈব পরো ধর্মো ভাবেন হুততো জ
 অসম্পূজ্য ন ভুঞ্জীত শিবম প্রাণসংক
 যদি শাপস্ত ভুঞ্জীত ইতরং তস্ত ন নির্ভ

মূর্ত্তির উপরে মূলমধ্যে প্রদক্ষিণ
 ভ্রমণ করাইবে। ৫২-৬২।
 মন্তকে অর্ঘ্যদান, ভস্ম ও হুত
 করিবে। পরে পুষ্পাঙ্কুরি দান
 নিবেদন করিবে; তাহার পর পদ
 ও পক মূগছিদ্রব্যযুক্ত তামূল নি
 প্রোক্ষণীয় কৃতা প্রোক্ষণ করত
 করিবে। অনন্তর সেই লিঙ্গাদি
 দেবীর চিত্তা করিবে শিব নাম
 অপের পর প্রদক্ষিণ, প্রদাম, স্তব,
 ও বিনম্রপূৰ্ণক অনুষ্ঠিত কাৰ্য্য নিবে
 পুনরায় অৰ্ঘ্য ও পুষ্পাঙ্কুরি দান করি
 মুদ্রা-প্রদর্শনপূৰ্ণক দেবসমীপে
 করিবে। তাহার পর বিসর্জন করি
 তাহারকে চিত্তা করিবে। অতি-
 হইলে পাদ্যাধি মুখবাসাঙ্ক পর্যন্ত
 করিবে, কিংবা ভক্তিপূৰ্ণক যত্ন
 করিবে; যাত্রা সেই ভক্তি
 পদম পুষ্প লাভ হয়। ক
 পুষ্প ভীষিত থাকিবে, ত
 যা করিয়া কিছুই ভুল করি
 পদম দেবদান জন

১০ ভূতকেঃ তদুপাধি প্রদত্তঃ ॥ ১০
 ধর্মভার্য্য দেবং দেবীমুপোষ্য চ ।
 মৃত্যুভেদব্রহ্মচর্য্যপূরঃসরম্ ॥ ১১
 জিতো দম্বা সুবর্ণাভ্যং শিবায় চ ।
 বা কৃত্বা মহাপূজাং শুচির্ভবেৎ ॥ ১২
 ম পূজায়াঃ ক্রমলোপভরাদিনা ।
 প্রবক্ষ্যামি সমাসান তু বিস্তরাৎ ॥ ১৩
 নাং পূর্বে দীপদানাদনন্তরম্ ।
 মৃত্যুভেদে প্রাপ্তে নীরাজমেব বা ॥ ১৪
 -সদ্যস্তং হৃদাদ্যস্ত্রাভ্যমেব চ ।
 বায়ান্ত প্রথমাবরণে কজেৎ ॥ ১৫
 র্ত্তগে চ দক্ষিণে চোত্তরে তথা ।
 তথ্যেব্যামৈশান্ত্রাং নির্ভতো ততঃ ॥ ১৬
 রীশান্ত্রাং চতুর্দিকে ততঃ পরম্ ।
 ধাতং মন্ত্রসংযাজ্যেব বা ।
 ষাণ্ডমথবাপি সমর্চয়েৎ ॥ ১৭

তথ্যিঃ পূর্বেতঃ শক্তং বমং দক্ষিণতো কজেৎ ।
 বক্রণং বায়বে তপে ধনদকোত্তরে কুখা ॥ ১৮
 ঐশানেশেহনলং স্বীয়ে নৈঋতে নিঋতি কজেৎ
 মারুতে মারুতং বিষ্ণুং নৈঋতে বিধিমেবরে ॥ ১৯
 বহিঃ পদন্ত বজ্রাদীশান্ত্রান্ত্রায়াশ্রুতাপি ।
 প্রসিক্করূপাণ্যশাস্ত্র লোকেশানাং ক্রমাদুচ্চয়েৎ ॥
 দেবং দেবীক সপ্তৈক্য সর্গাবরণদেবতাঃ ।
 বজ্রাঙ্গলিপুট। ধ্যায়ঃ সমাসীনা বধাত্মবম্ ॥ ২০
 সর্গাবরণদেবানাং বাভিধানৈর্নমোযুতেঃ ।
 পুঠৈঃ সম্পূজনং কুখান্নতা স্মৃতা বধাক্রমম্ ॥ ২১
 গর্তাবরণমেবাশি যজেৎ আবরণেন বা ॥ ২২
 যোগে ধ্যান জপে হোমে বাহেবাভ্যন্তরেহপি বা
 হবিশ্চ বড়বিধং দেয়ং শুদ্ধং মুদগান্নমেব চ ॥ ২৩
 পায়সং দধিসম্মিশ্রং গোড়ক মধুনাশ্লুভম্ ।
 এতেষ্বেকমনেকং বা নামাব্যঞ্জনসংযুতম্ ॥ ২৪

আর অনবধানতাবশতঃ ভক্ত
 বত্ৰসহকারে উদ্গীরণ করিয়া নান
 সপূর্ষক দ্বিগুণ পরিমাণে দেব-
 ১ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করত অবুত
 াস করিবে । পরদিনে শক্তি
 -উদ্দেশে সুবর্ণ নিবেদন করিয়া ও
 দান করিয়া মহা-পূজা করত শুদ্ধ
 -আপাদিভয়ে ঐ পূজাতে বাহা
 হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে
 ১ কর । হবিনিবেদনের পূর্বে
 দিনের পর অথবা নীরাজন
 হত হইলে আবরণপূজা
 ১৪। দেবদেবীর প্রথমাবরণ-
 কাণে পূর্ষদিকে দক্ষিণদিকে
 দক্ষিণে ঐশানাং সদ্য পর্য্যন্ত
 করিবে এবং অগ্নিকোণে
 ঐশানকোণে ও বায়ুকোণে
 রিয়া চতুর্দিকে "অস্ত্রায় কটু"
 ব । ইহাই গর্তাবরণ বলিয়া
 াদি অস্ত্র পর্য্যন্ত মন্ত্রসংযাজ্য
 অথবা হৃদাদি বজ্রসং

পূজা করিবে । তাহার বাহিরে পূর্ষদিকে
 শক্তকে, দক্ষিণে বমকে, পশ্চিমে বক্রণকে ও
 উত্তরদিকে কুবেলকে পূজা করিবে এবং
 ঐশানকোণে ঐশানকে, অগ্নিকোণে অগ্নিকে,
 নৈঋতকোণে নিঋতিকে, বায়ুকোণে বায়ুকে
 এবং পুনরায় নৈঋতকোণে বিষ্ণুকে ও ঐশান-
 কোণে ব্রহ্মাকে পূজা করিবে । তাহার
 পর পদন্ত বহির্ভাগে বজ্রাদি শস্ত্র পর্য্যন্ত অস্ত্র-
 পূজা করিবে । অনন্তর দিক্‌সমূহে বধাক্রমে
 লোকপালগণের প্রসিক্করূপ পূজা করিবে । পরে
 দেবদেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া "আবরণদেবতা
 সকল কৃত্যঙ্গলিপুটে বধাত্মবে উপবেশন করিয়া
 আছেন" এইরূপ ধ্যান করিবে আবরণদেবতা-
 গণকে স্বীয় স্বীয় নামে "নমঃ" বৃত্ত করিয়া
 বধাক্রমে নমস্কার ও স্মরণ করত পূজা করিয়া
 পূজা করিবে । অনন্তর য য আবরণের সমীপ
 গর্তাবরণের পূজা করিবে । বাহ্যিক কিংবা
 আভ্যন্তরিক যোগ ধ্যান জপ ও হোম করিয়া
 বড়বিধ হবিঃ, শুদ্ধ মুদগা, দধিসম্মিশ্র পায়স
 ও মধুযুক্ত শুদ্ধবিকার জব্য দান করিবে । তাহ
 সকল কিংবা ইহার এক অবসরক সমাপিত

কুড়ম্বাভিত্তং দদ্যাম্ভিত্তং দধি চোত্তমম্ ।
 তুর্কাভিপুপমুখ্যানি বাহুভিত্তি কলানি চ ॥ ৮৬
 এলা-চন্দন-পুষ্পাঢ্যং পানীয়কাতিশীতলম্ ।
 বৃহৎভৈলরসাক্ষকং বণ্ডং পুস্কলম্ চ ॥ ৮৭
 কলানি নাসবল্যা-চ পৌরাণি চ শিবানি চ ।
 শৈলম্বেব সিংহ চূর্ণং নাতিক্রকং ন দ্বিভুজ ॥ ৮৮
 কর্পূরকাঞ্চ কঙ্কালং জাতাদি চ নবং শুভম্ ।
 আলোপনং চন্দনং তাম্বুলকাঠরজোময়ম্ ॥ ৮৯
 কক্কুরিকা কুহুমকং কুমো মৃগমদাশ্বকঃ ।
 পুষ্পানি হৃদভৌষাব পবিত্রানি শুভানি চ ॥ ৯০
 নির্গন্ধাশ্বাশ্বভানি দ্বিভুজাভিত্তানি চ ।
 বরম্বেব বিদীর্ণানি নাদেয়ানি শিবার্চনৈঃ ॥ ৯১
 বাসায়সি চ বৃহৎশ্বেব নবানি চ শুভানি চ ।
 হৃদলপটেষোবাশ্বভানি চ সিংহানি চ ॥ ৯২
 নবরহচিৎতা-শ্বেব তপনীয়ময়ানি চ ।
 বিদ্যাবল্লভকলানি ভূষণানি বিশেষতঃ ॥ ৯৩
 সর্বাঙ্গকলানি কর্পূরনির্মাসাশ্চক্চন্দনৈঃ ।
 এবংশিজানি পুষ্পোদৈর্বাশিতানি সমস্ততঃ ॥ ৯৪
 চন্দনশুভ্র-কর্পূর-কুহু-শুগুণ্ডলচূর্ণকৈঃ

কুড় ও কুড়ম্বা (বাড়) অর্ঘ্য করিয়া দান
 করিবে এবং অর্ঘ্য উত্তম দধি ও পিষ্টকাদি
 কল্যাত্রব্য, সুবাহু ফল, এলা (এলাইচ),
 চন্দন পুষ্প সমন্বিত অতিশীতল পানীয়, ভৈল-
 সাক্ত বৃহৎ পুস্কলবণ্ড, উত্তম পৌরুষ তাম্বুল-
 ল, বেতনর্প নাভিক্রক দোষশূন্য এস্তরচূর্ণ,
 কর্পূর জাতী কঙ্কাল একুতি, চন্দনের মূল ও
 কাঠরজোময় আলোপন কক্কুরিকা কুহুম ও
 কুমোভি দান করিবে। আর পবিত্র হৃদভি
 পুষ্প দান করিবে। যে সকল নির্গন্ধ বা
 উৎকৃষ্ট ও দ্বিভুজ বা পর্ষাভিত্ত কিংবা বরম্বে-
 বিদীর্ণ পুষ্প, সেই সকল শিবপূজার দান
 করিবে বা এবং কোমলময় নভম বৃহৎ শুভ
 হৃদলপটভিত্ত ও নবরহচিৎতা বিদ্যাবল্লভ সপুষ্প
 কলানি দান করিবে। ৭৫—১০।
 এই সকল উপচার কর্পূর নির্মিত অঙ্কন চন্দন
 বাসায়সি বা বৃহৎশ্বেব পুণ্ডিত করিয়া
 দান করিবে। চন্দন শুভ্র, কর্পূর, কুহু,

হৃদেন মধুন। চৈব সিদ্ধো। ধূপঃ প্রদত্তো
 কপিলাসম্ভবেনৈব ঘৃতেনাপি সুপক্কিনা।
 নিত্যং প্রদীপিতা দীপাঃ শস্তাঃ কর্পূরস
 পকপব্যক মধুরং পয়ো দধি ঘৃতং তথা
 কপিলাসম্ভবং শস্তোরিষ্টং স্নানে চ পান
 আসনানি চ ভদ্রানি গজদন্তময়ানি চ।
 সুবর্ণরহচিত্রানি চিত্রাণ্যাস্তরগানি চ।
 মৃদুপখানযুক্তানি স্তম্ভতুলময়ানি চ।
 উচ্চাবচানি রম্যানি শয়নানি সুধানি চ।
 নদ্যাঃ সমুদ্রপানিষ্ঠা নদাশ্রিতাঃ সমাক্ষত
 বস্ত্রপুতক শীতক বিশিষ্টং স্নান-পানয়ো
 ছত্রং শশিনিত্যং চাক্র মুক্তাদাম্বিরাজি
 নবরহচিৎতাং দিব্যং হেমমণ্ডনোহরম্।
 চামরে চ সিতে স্তম্ভে চাম্বীকরপরিমিত
 ব্রাহ্মহংসমদ্যাকারে ব্রহ্মলোপশোভিত
 বর্ণকলপি স্তম্ভঃ দিব্যগন্ধাতুলনম্
 সমুদ্রাদ্রুমসমুদ্রং প্রঃস্রবাপি ভূভিষ্ম
 পশ্তীরনিমগ্নঃ শস্তো হংসঃ স্নেহসম্বিত
 আশ্রপৃষ্ঠাদিনেশেব ব্রহ্মচাম্বীকরকিঃ।
 কাহল্যানি চ রম্যানি নানানন্দকরানি চ

শুগুণ্ডল চূর্ণ আর হৃত মধু দ্বারা নি
 প্রদত্ত। পকপব্য ও কপিল। ধেনু
 হৃত দধি ও হৃত দেবের স্নানে ও
 জানিবে। দেবদেবের সমুদ্র নিমি
 ও ব্রহ্ম চিত্রিত গজদন্তময় আসন
 বিচিত্র আশ্রয়ণ, কোমল উপখান
 তুলময় বস্ত্রের সুখকর রম্য শয্যা, সা
 নদী বা নদ হইতে সমাক্ষত বা
 পানোপযোগী শীতল জল, চাক্র
 শোভমান নবরহচিত্ত সুবর্ণময় দণ্ড
 করমুদ্রের বেত ছত্র, সুবর্ণরঞ্জিত র
 হর যুগলব্রাহ্মহংসাকৃতি স্তম্ভ বেজ
 দিব্যগন্ধময় চতুর্দিক ব্রহ্মচিৎতা
 বিভূষিত স্তম্ভকর্ণ, হংস কুমুদ
 সপুষ্প স্তম্ভ, মুখ ও পৃষ্ঠ স্থল
 সমুদ্র, পশ্তীরনিমগ্ন শস্ত, নদী
 মুক্তাদাম্বিরাজিত, সুবর্ণনির্মিত

শ্রেণীমোক্তিকালকৃতানি চ ॥ ১০৫
মুখ-ভিমিচ্ছা-পটহাদয়ঃ ।
নাঃ কল্পনৌয়াঃ প্রযুক্ততঃ ॥ ১০৬
রম্যানি পাত্ৰাণ্যপি চ কৃৎসনঃ ।
ক্ৰীণি সৌবর্ণ্যশ্চেব ধারয়েৎ ॥ ১০৭
শস্ত্র শিবস্ত্র পরমাস্ত্রনঃ ।
কল্যাণ শিল্পশাস্ত্রোক্তলক্ষণম্ ॥ ১০৮
স্ত্রিণং ভূধরাকারগোপুৰম্ ।
ম্ৰং হেমদ্বারকপাটকম্ ॥ ১০৯
ম্ৰং রত্নস্তম্ভশতাবৃতম্ ।
মাতাং বিক্রমদ্বারতোরণম্ ॥ ১১০
দ্বিবিমূকটে: কুন্তলক্ষণৈঃ ।
ভাগমস্ত্রাজেন চিহ্নিতৈঃ ॥ ১১১
সং রাজবীথ্যাংশোভিতৈঃ ।
শিখরৈঃ প্রাসাদৈঃ সমস্ততঃ ॥ ১১২
ঘণ্টাং স্থিতৌদিম্বু বিবিদিম্বু চ ।
প্রান্তমস্ত্রাবরপৌরব ॥ ১১৩
ম্ৰং নৃত্যগেষবিশারদৈঃ ।
ম্ৰং পুরুষৈর্বহতিযুতম্ ॥ ১১৪

চায় গভীরধ্বনি ভেরী মদঙ্গ মুখ
এ বিশেষ যঃ সহকারে প্রস্তুত
র রম্য ভাও, নানাবিধ পাত্র এবং
সকল সুবর্ণময় রচনা করিবে ।
পরমাত্মা শিবের আলয়ও শিব-
ধর্মমণ্ডিত ও রাজকীয় সৌধসদৃশ
। সেই আলয়ের উচ্চ প্রকার,
ম্বর, নানাবিধ রংধচিত সুবর্ণময়
এ সুবর্ণময় শত শত রংস্তম্ভ
বিজ্ঞানসম্বিত বিক্রমময় তোরণ,
এ অস্ত্ররাজ-চিহ্নিত সুবর্ণময়
বিধাজমান ও চতুর্দিকে রাজ-
ভিত উন্নতশিখর রাজস্তম্ভের
গী প্রাসাদ সকল শোভা বর্জন
এ প্রান্তভাগের দিক্ বিদিকে
আদানমণ্ডপ থাকিবে ; আর
নিম্নত উচ্চম ত্রীমহার মৃত্যু-
মণ্ডপা-বান-বিদ্যুৎ বহুসংখ্যক

রক্ষিতং রক্ষিতবীরৈর্গজ-বাজি-ব্রথাবিতৈঃ ।
অনেকপুষ্পবাটীভিরনেকৈঃ সরোবরৈঃ ॥ ১১৫
দীর্ঘিকাভিরনেকাভির্দ্বিগুণিবিম্বু বিরাজিতম্ ।
বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞৈঃ শিবশাস্ত্রপরায়ণৈঃ ॥ ১১৬
শিবাত্মমরতৈর্ভক্তৈঃ শিবশাস্ত্রোক্তলক্ষণৈঃ ।
শাঠৈঃ শ্মিতমুখৈঃ ক্ষৌরিতৈঃ সদাচারপরায়ণৈঃ ॥
শৈবৈর্মাহেশ্বরৈঃ চৈব ত্রীমন্ত্রিঃ সেবিতং দ্বিজৈঃ ॥
এবমস্ত্রবহির্বাধ যথাশক্তি বিনিশ্চিতৈঃ ।
স্থানে শিলাময়ে দ্বাভ্যে দারবে চেষ্টকাময়ে ॥ ১১৭
কেবলং মৃন্ময়ে বাপি পুণ্যারণ্যেইপি বা গিরৌ ।
নদ্যাং দেবালয়েইহুত্র দেশে বাথ গৃহে শুভে ॥
আচ্যো বাথ দরিদ্রো বা স্বকাং শক্তিমবকরনু ।
দ্রব্যৈর্ন্যায়ার্জিতৈরেব ভক্ত্যা দেবং সমর্চয়েৎ ॥
অথাত্ম্যার্জিতৈঃ চাপি ভক্ত্যা চেষ্টিবমর্চয়েৎ ।
ন তস্ত প্রত্যবায়োহস্তি ভাববশ্তো যতঃ প্রভুঃ ॥
ত্য়ার্জিতৈরপি দ্রব্যৈরভক্ত্যা পূজয়েদ্ভবি ।

পুরুষ গণাদি মঙ্গলাচরণে রত থাকিবে । গজ-
বাজি-ব্রথাবিত বীর রক্ষীরা তাহার রক্ষক
থাকিবে, অনেক অনেক পুষ্পবাটিকা ও অনেক
অনেক সরোবর দীর্ঘিকা প্রভৃতি জলাশয়ে চতু-
র্দিক্ কেবল শোভাময়ই হইবে ; আর বেদ-
বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ শিবশাস্ত্রপরায়ণ শিবশাস্ত্রোক্ত
লক্ষণসম্পন্ন শিবাত্মমরত ভক্ত শাস্ত্র হান্তবলন
সদাচাররত ত্রীমান শৈব দ্বিজগণ নিরন্তর
তাহার পূজাদিতে রত থাকিবে । এই প্রকার
অন্তরে বাহিরে যথাশক্তি নিশ্চিত শিলাময়
ইষ্টকময় কিংবা কাষ্ঠময় অথবা দস্তময় স্থানে
বা মৃন্ময়স্থানে কিংবা কোনও পুণ্য অরণ্য বা
পর্বতে অথবা নদীতে বা দেবালয়ে কিংবা গৃহে,
ফলে যে কোন পবিত্র স্থানে ধনী হউক বা
দরিদ্র হউক, নিজের সামর্থ্য গোপন না রাখিয়া
অর্থায়ত্তদর সামর্থ্য তদনুসারে ত্য়ার্জিত জ্বয়ে
ভক্তিপূর্বক দেবের অর্চনা করিবে ॥ ১০৮-১১৭ ॥
অথবা অত্য়ার্জিত জ্বয়েও ভক্তিপূর্বক আত্ম
পূজা করিবে, তাহাতে কোনও প্রত্যকার পারি-
বেদেই প্রভু, মাত্র ভক্তিহেই বস্তু হইয়া
থাকেন । যতঃ ত্য়ার্জিত জ্বয়ে অর্চনা করিবে

ন তৎকালম্বাপোতি তত্তিরেবাত্ত কারণম্ ॥ ১২২ ॥
 তত্তয়া বিভাঙ্গনামেব শিবমুদ্ভিত বৎ কৃতম্ ।
 অস্মৈ মহতি বা তুল্যং কলমাতা-নরিত্তয়োঃ ॥ ১২৩ ॥
 তত্তয়া প্রচোদিতঃ কুৰ্য্যাননবিত্তোহপি মানবঃ ।
 মহাবিভবনামোহপি ন কুৰ্য্যাত্তিরিষ্যতঃ ॥ ১২৪ ॥
 সৰ্ব্বমহাপি যো নদ্যাহ্মিঃ তত্তিরিষ্যতঃ ॥ ১২৫ ॥
 ন তেন কলমাতা স তত্তিরেবাত্ত কারণম্ ॥ ১২৬ ॥
 ন তৎ অপোতিত্বাৎ প্রৈর্ন চ সৈর্মহামতৈঃ ।
 নহেতুনিপুং দিবাং যুক্তা তত্তিরিষ্যতঃ ॥ ১২৭ ॥
 তত্তয়া তত্তিরিষ্যতঃ কল সৰ্ব্বম্ পরমেশ্বরে ।
 নিবে তত্তিরিষ্যতঃ কলমাতা কৃতম্ ॥ ১২৮ ॥
 শিবমহাপি যো নদ্যাহ্মিঃ তত্তিরিষ্যতঃ ॥ ১২৯ ॥
 ন তৎ অপোতিত্বাৎ প্রৈর্ন চ সৈর্মহামতৈঃ ॥ ১৩০ ॥
 নহেতুনিপুং দিবাং যুক্তা তত্তিরিষ্যতঃ ॥ ১৩১ ॥

পূজা করিলে কিছুমাত্রই তাহার কল লাভ হয় না; যেহেতু কেবল তত্তিই কলমাতার কারণ। বীর বিভাঙ্গনামে তত্তিপূৰ্ব্বক বাহা করিলে, তাহা অসম্বল হইলেও মহৎ কার্যের তুল্য কল প্রসব করে। নিবে করিল হইলেও এই কার্য-ফলম্ভে বরো লোকের সমান কলভাগী হয়। অতএব তত্তি থাকিলে নির্জন ব্যক্তিও বহুশক্তি পূজা করিলে। কিন্তু অতন্ত মহাবীর হইয়াও কলভ এই কার্য অনুষ্ঠান করিলে না। অতন্তেরা যদি সৰ্ব্বম্ পর্যন্ত দান করে, তাহা হইলেও সে কলভাগী হইতে পারে না; যেহেতু যাত্র তত্তিই তাহার পরম শিলা। সহস্র সহস্র উগ্র তপস্বী করিলেও এক সহস্র সহস্র মহাবীর করিলেও শিব-তত্তিবিহীন কলভ দিবা শিবপুস্তক-নামে সামর্থ্য অধিক না। হে কল! পরম-কারণ শিব তত্তি যে তত্তি অসম্বল তত্তিরিষ্যতঃ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; হুজুর বাহারা তত্তিমান, কেবল তাহারা ই মুক্তি পাইয়া থাকে। শিবমহাপি যো নদ্যাহ্মিঃ মুক্তি পাইয়া থাকে। শিব, যাম, হোম, বজ্র, তপস্বী, নাস্ত, দান, অসম্বল সৰ্ব্বম্ যে তত্তিবিহীন তত্তি; ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তত্তিবিহীন সৰ্ব্বম্ভোগী সৰ্ব্বম্ভোগী করিলেও তাহার কলভাগী

তত্তিরিষ্যতঃ পূজা সৰ্ব্বম্ভোগী শিবমহাপি যো নদ্যাহ্মিঃ চান্দ্রাশ্বমহাপি চ প্রাজাপত্যমহাপি চ। মাসোপবাসমহাপি চ শিবমহাপি চ। অতন্ত মানব-চান্দ্রাশ্বমহাপি চ। তপস্বী চান্দ্রাশ্বমহাপি চ। সাত্তিকম্ মুক্তিপ্রদ কৰ্ম্ম সত্তে বৈ যোগিনী। রাজসং সিদ্ধিপ্রদ কৰ্ম্ম সত্তে বৈ যোগিনী। অহরা রাক্ষসমহাপি চ। তমোপবাসমহাপি চ। ঐহিকার্থং বজ্রভীমং নরা-চান্দ্রাশ্বমহাপি চ। তামসং রাজসং বাপি সাত্তিকম্ তামসং বাপি সাত্তিকম্ পূজায়াং কুৰ্ম্মন ভয়ং সত্তে পাশাণ্ডাং ত্রাতুং তত্তিরিষ্যতঃ শিব তত্তিবিহীন সৰ্ব্বম্ভোগী সৰ্ব্বম্ভোগী তত্তিরিষ্যতঃ।

হয় না। অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় বাহারা তত্তিমান, তাহারা কোনও সাধন কার্য অনুষ্ঠান না করিয়াও মুক্তি পাইয়া থাকে; অতএব বাহারা শিবমহাপি যো নদ্যাহ্মিঃ চান্দ্রাশ্বমহাপি চ। তপস্বী চান্দ্রাশ্বমহাপি চ। সাত্তিকম্ মুক্তিপ্রদ কৰ্ম্ম সত্তে বৈ যোগিনী। রাজসং সিদ্ধিপ্রদ কৰ্ম্ম সত্তে বৈ যোগিনী। অহরা রাক্ষসমহাপি চ। তমোপবাসমহাপি চ। ঐহিকার্থং বজ্রভীমং নরা-চান্দ্রাশ্বমহাপি চ। তামসং রাজসং বাপি সাত্তিকম্ তামসং বাপি সাত্তিকম্ পূজায়াং কুৰ্ম্মন ভয়ং সত্তে পাশাণ্ডাং ত্রাতুং তত্তিরিষ্যতঃ শিব তত্তিবিহীন সৰ্ব্বম্ভোগী সৰ্ব্বম্ভোগী তত্তিরিষ্যতঃ।

ধর্মো বাপি মুখো বা পতিতোহপি বা
 ১৮২ কৃষ্ণ পূজ্যঃ সর্বদুঃখহরৈঃ ।
 যত্নেন তৈস্তৈব শিবমর্চয়েৎ ।
 চিদপি ফলং নাতি বতস্ততঃ ॥ ১৩৭
 হস্তং তে শূণ কৃষ্ণ বচো মম ।
 সূৰ্য্যবিন্দিবিচার্য্য সুবিনিশ্চিতম্ ॥ ১৩৮
 সুরাপো বা স্তেরী বা গুরুতরগঃ ।
 হা বাপি বীরহা জগৎহাপি বা ॥ ১৩৯
 কং ভক্ত্যা শিবং পরমকারণম্ ।
 পরিমুচ্যতে বর্ষেদ্রাদশভিঃ ক্রমাৎ ॥
 যত্নেন পতিতোহপি যজ্ঞেচ্ছিবম্ ।
 : কশ্চিদ্ধিকাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪১
 ২ পাপং ভক্ত্যা পকাক্ষরেণ তু ।
 দেবেশং তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥
 যুক্তক্কাৎ যে চাত্তো ব্রতকর্ষিতাঃ ।

ন নীচ জাতি, অধম, বা মুর্থ, অথবা
 ১৮৩ যদি শিবপূজা হয়, হে কৃষ্ণ ।
 সে ব্যক্তি সকল দুঃখহরের পূজা
 র অতি বহুসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক
 হবে। ইহ ভগ্নপথে অভক্তপন্থের
 ফল নাই; সুতরাং হে কৃষ্ণ!
 সে শাস্ত্রে ও বেদবিত্তকর্তৃক বিচার
 ও অতি রহস্য বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ
 ১৮৪ যদি কোনও ব্রহ্মহত্যাকারক,
 যজ্ঞবী, গুরুতরগামী, মাতৃঘাতক,
 বীরঘাতক অথবা জগৎহা ব্যক্তিও
 পরম কারণ শিবকে অমৃতকণ্ড
 হা হইলে সে ব্যক্তি দ্বাদশ বৎস-
 রুজ হয়, ইহা নিঃসন্দেহ । অত-
 ত্তত ব্যক্তিও শিবের অর্চনা
 র অভক্ত সঙ্গাচারপরায়ণ হইলেও
 রী হইবে না। যদি কোনও ব্যক্তি
 পূর্ব্ব করিয়া ভিক্কাহারী ও জিতে-
 গতিপূর্ব্বক পকাক্ষর মন্ত্রে দেব-
 বে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি বীর
 মুক্ত হয়, আশ্বিনেন । আর
 ত না হইয়া মাত্র জলপান

তেষামেতৈর্ভৈরবৈর্নাশি শিবলোকসমাপনঃ ॥ ১৪৩
 ভক্ত্যা পকাক্ষরেণৈব যঃ শিবং স কৃদর্চয়েৎ ।
 সোহপি গচ্ছেচ্ছিবস্থানং শিবমন্ত্রস্ত গৌরবাৎ ॥
 তস্মাৎ তপাংসি বজ্রাংচ সর্বৈ সর্বদুঃখহিণাঃ ।
 শিবমুর্ত্যর্চনৈস্তে কোট্যাংশেনাপি নো সমাঃ ॥
 যন্তো বাপাথ মুক্তো বা পাশাৎ পকাক্ষরেণ চেৎ
 পূজয়েদুচ্যতে ভক্তো নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১৪৬
 অরুদ্রো বা সরুদ্রো বা স্তেনে ন শিবমর্চয়েৎ ।
 যঃ স কৃৎ পতিতো বাপি মুচ্যে বা মুচ্যতে নরঃ ॥
 বড়ক্সরেণ বা নিত্যং তথা পকাক্ষরেণ বা ।
 স ব্রহ্মাঙ্গেন বা তেন সহস্রেন বিমুচ্যতে ॥ ১৪৮
 তস্মাচ্ছিত্যং শিবং ভক্ত্যা স্তুতমন্ত্রেণ পূজয়েৎ ।
 শিবভক্তো জিতক্রোধো হনকো লক্শ এব চ ॥ ১৪৯
 অলকাক্ষর এবাত্র বিশিষ্টো নাত্র সংশয়ঃ ।

বায়ুভক্তকরুণ কঠোর ব্রত অবলম্বী হয় এবং
 অস্ত্রাস্ত্র ব্রত করে, তাহাদিগের এই সকল
 ব্রতেও শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে না; আর বাহারা
 ভক্তিপূর্ব্বক পকাক্ষর মন্ত্রে একবার মাত্র শিবের
 অর্চনা করে, সে ব্যক্তিও শিবমন্ত্রের গৌরবে
 শিবপুরে গমন করিতে সমর্থ হয়। অতএব
 নিখিল কঠোর তপস্যা, আর সর্বদুঃখহিণ
 পর্য্যন্ত বজ্র, ঐ শিবমুর্তিপূজনের কোটি অংশের
 একাংশেরও সমতুল হইতে পারে না। বড়ই
 হটক, আর মুতই হটক, যে ভক্ত পকাক্ষর
 মন্ত্রে শিবপূজা করে, সে ব্যক্তি পাশ হইতে
 মুক্ত হয়, ইহা আর বিচার্য্য নহে। অরুদ্রই
 হটক আর সরুদ্রই হটক, যে ব্যক্তি স্তুত মন্ত্রে
 একবার মাত্র শিবার্চনা করে, সে জন পতিত
 বা মুঢ় হইলেও মুক্ত হইবে, ইহাতে কোনও
 সন্দেহ নাই। নিরন্ত বড়ক্সর মন্ত্রে বা পকাক্ষর
 মন্ত্রে অথবা সদ্যোজাতাদি ব্রহ্মাঙ্গ মন্ত্রে ও
 পূর্ব্বোক্ত হংস মন্ত্র সহিত স্তুত মন্ত্রে অর্চনা
 করিলেই মুক্ত হইবে; ইহা নিঃসন্দেহ ।
 ১৩৯—১৪৮। সুতরাং ভক্তগণ নিরন্ত ভক্তি-
 পূর্ব্বক স্তুতমন্ত্র দ্বারা শিবের অর্চনা করিব।
 জিতক্রোধ শিবভক্তের বীজিত হটক, কি না
 হটক, ঐ নিয়মে শিবপূজা করিব, শিব ভক্ত

তন্মাত্রাক্ষৈব দেবেণঃ স্তম্ভমন্ত্ৰেণ পূজয়েৎ ॥ ১৫০
 এককালং ত্রিকালং বা ত্রিকালং নিত্যমেব বা ।
 বেহুর্জয়ন্তি মহাদেবং বিস্তেয়াস্তে গণেশ্বরাঃ ॥ ১৫১
 জ্ঞানেনাস্তমহাশ্বেন নাচ্ছিতো ভগবান্ শিবঃ ।
 স চিত্তং সংসরত্যশ্বিন্ সংসারে হুঃখসাগরে ॥ ১৫২
 হৃদন্তং প্রাপ্য মানুস্যং মূঢ়ো নার্চয়তে শিবম্ ।
 নিম্ফলং তন্ত ভজন্ত মোক্ষায় ন ভবেদ্ব্যতঃ ॥ ১৫৩
 হৃদন্তং প্রাপ্য মানুস্যং বেহুর্জয়ন্তি পিনাকিনম্ ।
 তেষাং হি সকলাং জয় কৃত্যর্পণেন্দ্র নরোত্তমাঃ ।
 ভবভক্তিপরাঃ যে চ ভবপ্রপত্তচেতসঃ
 ভবসংসরণোদ্বৃক্তা ন তে হুঃখস্ত ভাগিনঃ ॥ ১৫৪
 ভবমানি মনোম্যানি বিদ্রম্যভরণাঃ শিবঃ
 কলকাত্তপিশয্যন্তং শিবপূজাযিহে কলম্ ॥ ১৫৫
 যে বাহুতি মহাভক্তগান বাজ্যক ত্রিংশদমে

মহা বীজিত ব্যক্তিই যে প্রশস্ততর, তাহাতে
 কোনও সন্দেহ নাই অতএব স্তম্ভমন্ত্রে
 বীজিত হইয়াই যে ব্যক্তি স্তম্ভমন্ত্র দ্বারা এক
 কাল বা ত্রিকাল অথবা ত্রিকালং নিত্য-
 মেব মহাদেবকে পূজা করিয়া থাকে, তাহার
 গণেশ্বর বলিয়া জ্ঞাতব্য । যে জন আশ্বসহায়
 জ্ঞানযোগ দ্বারা ভগবান শিবের অর্চন না করে,
 সে ব্যক্তি চিকিৎসা এই হুঃখসাগর সংসারে কষ্ট
 পাইতে থাকে । যে জন এই হৃদন্ত মনুষ্যজন্ম
 পাইয়াও শিবপূজা না করে, তাহার তন্ত নিম্ফল,
 যেহেতু এহেন মনুষ্যজন্মও তাহার মোক্ষের
 নিমিত্ত হইল না । আর যে জন এই হৃদন্ত
 মনুষ্যজন্ম পাইয়া পিনাকীর পূজায় রত থাকে,
 তাহারিগের জন্ম সকল ও সেই নরোত্তমই
 ইহজন্মতে কৃতার্থ হইয়া থাকে, আশ্বিনেন । এ
 কারণে বাহারা ভবভক্তিপরায়ণ ও ভবে প্রপত্ত-
 চেতস হইয়া নিরন্তর ভবসংসরণ উন্মুক্ত থাকে
 তাহারা এই ভবার্ঘবে চরমের ভাগী হয় না ।
 মহাভক্ত ভক্ত, কলকাত্তপিত্রী ও ভক্তি
 সীমাসীমক কল, এ সকল, মাত্র শিব পূজাই
 কল আশ্বিনেন । তাহারা মহাভক্তগান বাজ্যক
 ও ভক্তিপরাঃ ত্রিংশদমে

তে বাহুতি সঙ্গাকলং হরস্ত চরণাবুজম্ ॥ ১
 সৌভাগ্যং কাঙ্ক্ষিতমুদ্রপং সঙ্গং ত্যাগিত্যক
 শৌধ্যক জগতি ব্যাতিঃ শিবমন্ত্ৰতো জয়েৎ
 তন্মাত্রং সর্গং পরিভাষ্য শিবৈকান্তিমানম্
 শিবপূজাবিধিং কুর্ধ্যাদ্যদৌচ্ছৈষ্টিয়মানম্ ॥ ১
 ত্বরিতং জীবিতং বাতি ত্বরিতং বাতি যৌক
 ত্বরিতং ব্যাধিরপ্যতি তন্মাত্রং পূজাঃ পিনাক
 বাহুভাতি মরণং বাহুভাতিমতে জরা ।
 বাহুভাতিমতে কল্যাণং তাবৎ পূজয় শঙ্করম্ ॥ ১
 ন শিবার্চনভুলোভন্তি ধর্মোত্তমো ভবনভ্য
 ইতি বিজ্ঞায় যত্নেন পূজনীয়ঃ সদাশিবঃ ॥ ১
 বাহুভাগক বনিকং পরিবারবলিত্রিয়ম্
 নিত্যোৎসবক কুসুমিত প্রসাদেন যদি পূজয়ে

নিঃসর জ নিবেদন যে, তাহার সঙ্গ সর্গম্
 ভবভূতির চরণকমলে লেভী হইয়া
 শিবসেবাকেই শৌধ্য, বল, জগতে ব্যতি,
 শরীর, লোকানন্দকর সভাব ও মনুষ্যত্ব
 নিবিল মনুষ্য আশ্রয় গ্রহণ করে; য
 যদি আপনাত মঙ্গল লাভের বাসনা থাকে,
 হইলে মাত্র শিব চিত্ত অর্পণ করিয়া
 পরিভাষ্যপূর্বক শিবপূজা করিলে ১৪
 এই জীবন অচিরেই নশ পাইবে, এই
 যৌকন—য থাকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া
 না দেখিয়া অহমেদে মদমস্ত রহিয়াছ
 আর কিছু দিন পরে নশ পাইবে;
 ব্যাধিও আশ্রয়গ্রহণে উদ্বিগ্ন হইয়া
 অতএব এ সকল বিবেচনা করিয়া
 পিনাকীর পূজায় রত থাকিবে । য
 মরণ হইতেছে, যে পর্যন্ত এ দেহ
 আসিয়া আক্রমণ না করিতেছে ও
 ইন্দ্রিয়বৈকল্য হইতেছে, সে পর্যন্ত শি
 কবাচ অলস হইবে না । এই জিবু
 চর্ম ভূলা আর ধর্ম নাই, ইহা জানিয়া
 যত্নসহকারে সঙ্গ শিবের পূজায় রত
 যদি প্রাসাদে পূজা করা হয়, তাহা হইলে
 কোকল ভবসমূহ-সমীপে গমন করিয়া
 ও পরিবারবলিত্রিয়া করিবে এবং শি

দক্ষঃ সয়কানুচরোহপি বা ।
 বায়েভ্যো বলিং দদ্যাৎখ্যক্রমম্ ॥ ১৬৪
 বাদিতৈস্তদাশাভিমুখঃ স্থিতঃ ।
 দীপকং দদ্যাৎসহঃ সহঃ ॥ ১৬৫
 মহাপীঠে তিষ্ঠন্ বলিমুদঘুখঃ ॥ ১৬৬
 দিতুং দেবে যন্তদগ্নাদিকং পুরা ।
 সাবশেষং বা চণ্ডায় বিনিবেদয়েৎ ॥
 ধ্বং পশ্চাৎ পূজাশেষং সমাপয়েৎ ।
 গং বিধিবদ্যাবস্তুং জপং ততঃ ।
 যং প্রকুসীত যথোক্তং শিবশাসনে ॥
 জসে পাত্রে রত্নপদ্মোপশোভিতৈঃ ।
 পতং দিব্যং তত্রাবাত্ত সমর্চয়েৎ ॥ ১৬৯
 পাত্ৰং পাত্ৰং বিজ্ঞাত্যনন্তত চ ।
 বা তেন দীপযতিধরস্ত চ ॥ ১৭০
 বায়েভ্যো বহির্মঙ্গলানিস্তনৈঃ ।
 দিভিতৈঃ সহ দীপধ্বজাদিভিঃ ॥ ১৭১
 যং কৃত্বা ন ক্রতুং ন বিলম্বিতম্ ।
 সমাপ্ত্য ত্রিঃপদক্ষিপযোগতঃ ॥ ১৭২

হবিঃ-নিবেদনের পর সযঃ কষ্টই
 বা অনুচরই হউক প্রাসাদ-পরিবার-
 ধাক্রমে বলি নিবেদন করিবে । নানা-
 র সহিত সেই তরুসমূহের দিকে গমন
 কর সহিত পুষ্প নূপ দীপ অন্ন এই
 নিবেদন করিবে । পরে উক্তরমুখ হইয়া
 বলি নিবেদন করিবে । তাহার পর
 যেন যে অবাদি নিবেদিত হইয়াছে,
 সেই সকল চণ্ড উদ্দেশে দান করিবে ।
 শিবি হোম করিয়া শেষে অবশিষ্ট পূজা
 করিবে । মন্ত্রজপ পর্যন্ত যথাবিধি
 করিয়া নিরত শিবশাস্ত্রোক্ত উৎসব
 রত্নপদ্মোপশোভিত বিপুল তৈজস
 বা পাতপত অস্ত্র আবাহন করিয়া
 আবাহন করত পূজা করিবে । পরে
 ষ্টিধারী দ্বিজের মন্তকে সেই পাত্ৰ
 বা বাহিরে গমন করত নৃজগীতাদি
 মূল কাব্য করিতে করিতে দীপ-
 জপ করত সফলও নহে অথচ বিলম্বও

পুনঃ প্রবিষ্টে। দারহো যজমানঃ কৃতাজলিঃ ।
 আদায়াত্যন্তরং নীত্বা হস্তমুদাসরেৎ ততঃ ॥ ১৭৩
 প্রদক্ষিণাদিকং কৃত্বা যথা পূর্বোদিতং ক্রমাৎ ।
 প্রদায় চাষ্টপুষ্পানি পূজামথ সমাপয়েৎ ॥ ১৭৪
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়া-
 মুক্তরত্নে শিবপূজাবিধির্নাম
 বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

উপমন্ত্যক্ৰবাচ ।

অথাগ্নিকাষাং বক্ষ্যামি কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেহপি বা
 বেদ্যাং বা হায়সে পাত্রে মৃন্ময়ে বা নবে ত্তে ॥ ১
 আধায়গ্নিং বিধানেন সংস্কৃত্য চ ততঃ পরম্ ।
 তত্রাবাত্তা মহাদেবং হোমকর্ম সমাচরেৎ ॥ ২
 কুণ্ডং হিহস্তমানং বা হস্তমাত্রমথাপি বা ।
 কুণ্ডং বা চতুরস্ত্রং বা কুর্ধ্যাৎবেদীং মণ্ডলম্ ॥ ৩

নহে এইরূপ ভাবে, মহাপীঠকে বেটন করিয়া
 প্রসাদ পরিবার উদ্দেশে তিনবার প্রদক্ষিণ
 করিবে । অনন্তর যজমান কৃতাজলি হইয়া
 পুনর্বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ধারে অবস্থান
 করত সেই পাতপত অস্ত্রকে অভ্যন্তরে লইয়া
 তাহাতে আবাহন ও পূর্বোক্ত পূজা-প্রদক্ষিণাদি
 যথাক্রমে করিয়া বিসর্জন করিবে এবং
 পূর্বোক্ত অষ্ট পুষ্প দান করিয়া পূজা কর্তব্য শেষ
 করিবে । ১৬০—১৭৪ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়

উপমন্ত্য বলিলেন,—হে বাহুদেব ! অনন্তর
 অগ্নিকাষ্য বলিতেছি শ্রবণ করন । কুণ্ডে বা
 স্থণ্ডিলে কিংবা বেদিতে অথবা লৌহময় বা
 নব মৃন্ময় পাত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া যথাবিধি
 সংস্কার করিবে । পরে সেই সঙ্কট
 অগ্নিতে মহাদেবের আরাধনা করিয়া

কুণ্ডং বিস্তারয়িত্ব তদ্ব্যন্তঃস্থানানুজম্ ।
 চতুঃস্থলমুৎসেবং ততঃ স্যাদনুজম্ বা ॥ ৪
 বিততিবিণ্ডণোন্নত্যা নাতিমন্তঃ প্রচকতে ।
 মধ্যক মধ্যমাসুল্যা মধ্যমোত্তমপর্বণোঃ ॥ ৫
 অনুজিঃ কথ্যতে সন্তিস্তচতুর্কিংশতিঃ করঃ ।
 মেখলায়াং ত্রয়ং বাপি বয়স্কমথাপি বা ॥ ৬
 বখাশোভং প্রকুর্কীত প্রকৃষিতং মৃদা হিরম্ ।
 অথবাপত্রবক্ষণোনিং পজাধরবদেব বা ॥ ৭
 মেখলামধ্যস্তঃ কুণ্ডাং পশ্চিমে দক্ষিণেহপি বা ।
 শোভনামগ্রতঃ কিকিদ্ভিগামুখীলিকাং ননৈঃ ॥ ৮
 অগ্রেণ কুণ্ডাভিমুখীং কিকিহুংহৃত্য মেখলাম্ ।
 মোৎসেবনিক্রমো বেদ্যাঃ সা মার্জী বাধ সৈকতী ॥
 মণ্ডলং গোপকম্বোদৈর্মানং পাত্ৰস্ত নোদিতম্ ।
 কুণ্ডক কুমরীং বেলীমালিপেঙ্গোময়াদুমা ॥ ১০
 প্রকাল্য তাপসেং পাত্ৰং প্রোকরেদন্তদ্রুমা ।

করিবে । কুণ্ড বিস্তারপরিমিত অথবা একহস্ত-
 পরিমিত করিবে এবং কুণ্ডাকার কিংবা চতু-
 কোণাকার করিবে । আর বেলী মণ্ডলাকার
 করিবে । কুণ্ড বিস্তীর্ণ ও নিচ হইবে, আর
 ত্রাহার মতো অষ্টকল পত্র থাকিবে, সেই পত্র
 চারি অঙ্গুল বা দুই অঙ্গুল উচ্চ হইবে ।
 কুণ্ডের অভ্যন্তরে নাতি করিবে । কুণ্ডপরি-
 মারভয়ে নাতি বিততি বা তদ্বিগুণ উর্দ্ধে
 কর্তব্য । মধ্যমাসুল্যের মধ্য পর্বের মধ্যস্থল
 উত্তম অনুজি বলিয়া কথিত আছে । সেইরূপ
 চতুর্কিংশতি অনুজিতে এক হাত হয় । মৃত্তিকা
 দ্বারা শোভাকর গ্রন্থ মেখলাত্রয় অথবা মেখলা-
 ত্রয় কিংবা একটি মেখলা (হোমকুণ্ডের মৃত্তিকা-
 মিশ্রিত বেটমক্টিশ) নির্মাণ করিবে । মেখ-
 লার মধ্যে পশ্চিমদিকে বা দক্ষিণদিকেই হউক
 অথবা পত্রের ভাগ কিংবা পজাটসঙ্গ এ বোনি
 শোভনাম হইবে, অগ্রে কিছু নিচ হইবে ও
 তৎপরে প্রোভকর মিশ্রিত করিবে । বেলির
 কোমল উপভোগ্য নাই, এই বেলী কুমরী বা
 শিবজয়ারী করিবে । গোমর গ্রন্থ দ্বারা মণ্ডল
 করিবে । পাত্ৰের কোমল পরিমাণ নির্দিষ্ট
 নাই । কুণ্ড ও কুমরী বেলীকে গোমর-

মণ্ড্রোক্তপ্রকারেণ কুণ্ডানো বিলিখ
 সপ্তপ্রাক্য কজরদৈর্ভেঃ পুষ্পকাং বহি
 অর্চনার্থক হোমার্থক সর্কজব্যানি দ্বা
 প্রকাল্য কালনীয়ানি প্রোকাণ্যপ্রো
 মণিঅং কাষ্টজং বাধ প্রোত্রিগাণস্ব
 অষ্টং বা গর্হিতং ব'হুং ততঃ সাধক
 ত্রিঃ প্রোত্রিগাণস্ব কুণ্ডানেকপরি ত
 বহির্বীজং সমুচ্চাখ্য তাদবীতাবিমান
 বোনিমার্গেণ বা তদবীতানঃ সমুচ্চৈঃ
 বোনিপ্রদেশগঃ সর্কং কুণ্ডে কুণ্ডাখি
 বনাত্যস্তম্ভং বহিঃ তদ্রজাবিকুলি
 নির্গম্য পাত্ৰকে বাতে লীনং বিহারতি
 আভ্যাসংস্কারপর্যন্তমবধানপূর্বসম
 বহুত্রোক্তক্রমাং কুণ্ডানুজমুৎসেবং মার্জী
 শিবমুত্তিঃ সমভার্চ্যা ততো দক্ষিণা

কুণ্ড জলে লেপন করিবে । ১-১
 প্রকালন করিবা তপিত করিবে ।
 পাত্ৰ জলে প্রোক্ষিত করিবে ।
 পুষ্পদ্বারা করিবে । পরে বীজ প
 পততি অনুসারে কুণ্ডাধিতে লিখি
 সকল প্রোক্ষিত করিবা তহ' পর
 হাপনেব নিমিত্ত আসন নির্মাণ করিবে
 ও হোমের নিমিত্ত দ্রব্য সকল সম্প
 প্রকালন করত প্রোকনীজলে প্রোলি
 তক করিবে । শ্রীকান্তমক্টিজাত বা
 বা প্রোত্রিগাণস্বত অথবা অষ্ট কো
 অগ্নি আনয়ন করিবে । পরে সেই
 ত্রিসবার কুণ্ডাধির উপরে প্রোলি
 বহির্বীজ উচ্চারণ করত সেই ক
 বোনিমার্গ দ্বারা বা আভ্যাসমুখ করি
 করিবে । বিচকণ কর্তা বোনিপ্রদেশে
 থাকিয়া কুণ্ডেতে সকল কাষ্ট করি
 বিধি । আপন নাতির অভ্যন্তরিত
 মাক্টিজ হইতে বিদুলিদের দ্বারা
 হইয়া বহিঃস্থিত অগ্নিতে লীর্ণমান হ
 রূপ চিত্তা করিবে । আভ্যাস
 অবধান করত বহুত্রোক্ত পর্ব

ত মুদ্রাং দর্শয়েদ্বেনুসংজ্ঞিতাম্ ॥ ১১
 উজসো গ্রাহো ন কাঃ স্যাসসৈসকো
 বাপি স্মার্ত্তো বা শিল্পসম্মতো ॥ ২০
 কৃকাদেবচ্ছিত্রে মধ্য উখিতে ।
 র্ত্তো বহ্নৌ সস্তাপা প্রোক্ষয়েৎ পুনঃ
 প্রোক্তক্রমেণ শিবপূর্ব্বকৈঃ ।
 তৈজস্বিনসংস্কারসিদ্ধয়ে ॥ ২২
 শূন্যক্রমেণৈবপুং ভুং ক্রমিত্যতঃপরম্
 সপ্তান্য জিহ্বানামনুপূর্ব্বকৈঃ ॥ ২৩
 ৥ জিহ্বা বহুরূপমাহ্বয়া ।
 ৥ দক্ষিণতো জলন্তী বামতঃ পরা ॥
 দগ্জিহ্বা কনকা পূর্ব্বতঃ স্থিতা ।
 ক্তৌ চ কৃকাত্তা সূত্রস্তা মতা ।
 জিহ্বা সনামানুগুণপ্রভা ॥ ২৫
 বাচ্যাঃ স্বাত্তাশ্চ বধাক্রমম্ ।

ধা করিবে । পরে দক্ষিণ পার্শ্বে
 না করিয়া ঘূটে যন্ত্রস্থাপন করত
 হইবে । অকু স্রব, কাংস্য লৌহ
 ক্ত ধাতুনির্ম্মিত করিবে, অথবা
 শিল্পসম্মত যন্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত
 শাদি বৃকাদির পত্রবয় মধ্য হইতে
 দ্বারা সম্মার্জিত করিয়া বহ্নিতে
 পুনর্জ্বার প্রোক্ষিত করিবে ; পরে
 তি অনুসারে সেচন করিয়া
 অষ্টবীজ দ্বারা অগ্নিসংস্কার-
 হোম করিবে । ক্রং স্ত্রং ক্রং
 ২ এই সাতটি অনুক্রমে সপ্ত
 বরূপাভিধানা মধ্যমা জিহ্বা
 দেদীপ্যমানা এক শিখা
 ধা বায়ে । ত্রিশানী জিহ্বা
 ৥ কনকা, আয়েদী জিহ্বা
 ৥ কৃকাত্তা, আর অস্ত্র জিহ্বা-
 ৥ ১২ নাম সূত্রস্তা ও অপস্র
 সেই বায়ুজিহ্বা সনামানুগুণ
 (বায়ুর স্তায় চকলা) । ঐ
 প্রোক্ত বস্তু বীজের পর
 উল্লেক্য করিলে জিহ্বাবয়

জিহ্বামষ্টৈকৈ তৈজস্বিতা জিহ্বাশ্চৈকৈকশ্চক্রমাৎ
 ক্রং বহ্নয়ে চ স্বাহেতি মধ্যে হস্তাহতিভয়ম্ ।
 সর্পিবা বা সমিধিবা পরিবেচনমাত্রয়েৎ ॥ ২৭
 এবং কুতে শিবাগ্নিঃ স্ত্রাং স্ময়েৎ তত্র শিবাসুনম্
 তত্রাবাহ যজেন্দেবমর্জনারীধরং শিবম্ ।
 দীপান্তং পরিষিত্যথ সমিধোমং সমাচরয়েৎ ॥ ২৮
 তাঃ পালান্শুপরা বাপি বস্ত্রিগ্না বানশাস্ত্রজাঃ ।
 অরক্তা ন স্বয়ং শুকাঃ সত্বচো নির্ভগাঃ সমাঃ ॥ ২৯
 দশাসুলা বা বিহিতাঃ কনিষ্ঠাসুলিসম্মিতাঃ ।
 প্রোদেশমাত্রা বালাভে হোতব্যাঃ সকলা অপি ॥ ৩০
 দর্শাপত্রসমাকারাং চতুরঙ্গলমায়তাম্ ।
 দদ্যাদাজ্যহতিং পশ্চাদগ্নমক্ষপ্রমাণতঃ ॥ ৩১
 লাজাংস্তথা সর্বপাংচ ববাংষ্টৈচব তিলাংস্তথা ।
 সর্পিবা ক্তানি ভুজ্যানি লেহ-চোষ্যানি সম্ভবে ॥ ৩২

হইবে । (বধা,—ওঁ ক্রং ত্রিশিখাট্রে স্বাহা,
 এইরূপ ।) ঐ সকল জিহ্বাবয় দ্বারা বধা-
 ক্রমে প্রত্যেক জিহ্বাতে এক এক করিয়া
 হোম করিবে । “ক্রং বহ্নয়ে স্বাহা” এই মন্ত্র
 দ্বারা মধ্য আহতিভয় দান করিয়া ঘূট
 বা সমিধ দ্বারা পরিবেচন করিবে । এইরূপ
 করিলে শিবাগ্নি হয়, তাহাতে শিবাসন ধ্যান
 করিয়া অর্জনারীধর দেব শিবকে আবাহন
 করিয়া দীপ পণ্ডিত পরিবেচন করত পূজা
 করিবে । পরে সমিধ হোম করিবে, সেই
 সকল পলাশবৃক্ষের হটুক অথবা অস্ত্র কোম
 বস্ত্রীয় বৃক্ষের হটুক, কিন্তু সরল হইবে, স্বয়ং
 শুক হইবে না, সত্বচ ও ত্রণশূন্য হইবে,
 কনিষ্ঠাসুলি-পরিমিত বা বানশাস্ত্র-পরিমিত
 হইবে, অথবা প্রোদেশপরিমিত হইবে, তাহার
 অলাভে স্বাহা পাইবে, তাহা দ্বারা হোম করিবে,
 তাহার কিছু বিশেষ পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই ।
 ১১—৩০ । তাহার পর ঘূট দ্বারা আহতি দান
 করিবে, সেই আহবানীয় বৃত্তদ্বারা বেধিতে যেন
 দর্শাপত্র সপ্ত ও তারি অনুস বিদীর্ণ হয় ।
 পরে অক্ষপ্রমাণ (অর্থাৎ গ্রাস পরিমিত) অস্ত্র
 লাজ সর্বপ শব তিল প্রভৃতি দান করিবে ;
 সম্ভবে কক্য চোষ ও লেহ দ্বারা হস্তাহতি করিয়া

দশৈবাহুতরপত্র পক বা তিল এষ বা ।
 হোতব্যঃ শক্তিভো দদ্যাদেকামেবাধবাহতিম্ ॥৩৩
 অবেণাভ্যং সমিৎপাণ্য। অচা শেবানু কয়েণ বা ।
 উত্ত দিব্যেন হোতব্যং তীর্থেনাৰ্বেণ বাপি চ ॥ ৩৪
 দ্রব্যৈর্থেকেন বালাভে জুহুয়াজুহুয়া পুনঃ ।
 প্রায়শ্চিত্তায় জুহুয়াম্ভুজিহ্বাহতিতরম্ ॥ ৩৫
 ভোতা হোমাবশিষ্টেন হুতেনাপূষ্য বৈ অচম্ ।
 নিধায় পুশ্যং ওস্তায়ে অবেণাধোমুখেন তাম্ ॥ ৩৬
 সৰ্বত্রেণ সমাহ্বায্য মূলেনাভিজিনোস্থিতঃ ।
 বৌদ্ধভুজেন জুহুয়াজুহুয়া ববসমিতাম্ ॥ ৩৭
 ইধং পূর্ণাহতিং কৃত্বা পরিষিকেষ্ট পূৰ্ব্ববৎ ।
 ওস্ত উহাভ্য দেবেণং গোপরেং তু হুতানম্ ॥ ৩৮
 ওমপূষ্যাত বা নাভৌ কজেং সত্বায় নিত্যশঃ ॥ ৩৯
 অথবা বহিঃস্থানীয় শিবশাস্ত্রোক্তমধনা ।
 বাগীশীপৰ্তসমুত্তং সংকৃত্য বিধিবদ্বজেং ॥ ৪০

অবাধানং পুরঃ কৃত্বা পরিধীন পক্ষি
 পাত্রাশি বন্দরূপেণ নিষ্কিপ্যেত্বা শিব
 সংশোধ্য প্রোক্ষণীপাত্রং প্রোক্ষ্যাজি
 প্রণীতাপাত্রমৈশান্ত্র্যং বিগ্রহাপূজি
 আভ্যসংস্কারপর্যন্তং কৃত্বা সংশোধ্য
 গৰ্ভাধানং পুংসবনং সৌমভোগমনং জ
 কৃত্বা পৃথক পৃথগ্হুত্বা জাতমগ্নি বি
 ত্রিপাদং সপ্তহস্তক চতুঃশৃঙ্গং দ্বিধ্বজ
 মধুপিঙ্গজিনয়নং সৰ্পপদেদুশেখরম্ ।
 রক্তং রক্তাসন্নালপ-মালাভূষণভূষি
 সৰ্বলক্ষণসম্পন্নং সোপবীতং ত্রি
 শক্তিময়ং অকৃষ্ণবৌ চ দধনং নকি
 তোমরং তালবৃন্তক হুতপাত্রং ত্রৈ
 জাতং ধাতৈঃ বমাকারং জাতকর্ণম
 লালাপনয়নং কৃত্বা ততঃ সংশোধ্য

দান বিধি : ওৎপরে শক্তি অমুসারে দশাহতি
 বা পকাহতি বা আহতিতর অথবা একবার মাত্র
 আহতি দান কর্তব্য । হুতাহতি অথবা দ্বারা,
 সন্ধি, হোম হুতদ্বারা ও অবশিষ্ট হকীয় সকল
 অকৃপাত্র বা হুত দ্বারা লইয়া হোম করিবে,
 ইহাই বিধি । ঐ সকল দ্রব্যের হোম দিব্য তীর্থ
 বা আৰ্য তীর্থ দ্বারা বিধের সকল দ্রব্য না পাইলে
 ত্রাহাপূৰ্বক মাত্র এক দ্রব্যদ্বারাই হোম করিবে
 প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ময় উচ্চারণ করত আহতি-
 তর দান করিবে । তাহার পর হোমাবশিষ্ট
 হুত দ্বারা অকৃপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া তাহার অগ্রে
 পুশ্যনিষ্করণ করত অধোমুখ কর্তৃপক্ষ অথবা
 আচ্ছাদন করিবে, পরে উপবীত হইয়া কৃতাজাল-
 পূৰ্বক সেই পাত্র গ্রহণ করত বৌদ্ধভুজ মূলময়
 উচ্চারণপূৰ্বক বহিঃস্থিত পূর্ণাহতিদ্বারা প্রদান
 করিবে । এইরূপ পূর্ণাহতি দান করিয়া পূৰ্ববৎ
 পরিষেক করিবে । তাহার পর দেবদেবকে
 বিসর্জন করিয়া অগ্নিকে রক্ষা করিবে, কিংবা
 অগ্নিকে বিসর্জন করিয়া সান্তিতে সন্মান করত
 পূজা করিবে, ইহাই বিধি । ৩১-৩৯ । অথবা
 বহিঃস্থানীয় শিব শাস্ত্রোক্তমধনা শিব-
 পুরাণে পূর্ণাহতি অমুসারে সেই পক্ষি সংহার

করত বিধিবৎ পূজা করিবে ।
 অবাধান করিয়া পরিধি বিধান করা
 বন্দভাবে (অর্থাৎ দুইটী দুইটী করি
 করিবে, তাহার পর শিবার্চন করি
 পাত্র শোধন করত তাহার জলে
 সকল প্রোক্ষিত করিবে এবং ঐ
 প্রণীতাপাত্রকে জলপরিপূর্ণ করি
 করিবে । ওৎপরে অকৃষ্ণবৌ
 গৰ্ভাধান পুংসবন সৌমভোগমন
 করিবে ও পৃথক পৃথক হোম
 অগ্নিকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে চিত্রা
 সেই অগ্নির তিন পাদ, চারি
 চারি শৃঙ্গ, দুই মস্তক, মধু
 নয়ন, মস্তকে জটা ও ইন্দ্রক
 দেহকাঙ্ক্ষি রক্তবর্ণ, পরিধান
 আভরণও রক্তাভরণ ও রক্ত
 সৰ্বলক্ষণ-সম্পন্ন উপবীত ত্রি
 শক্তি হস্তে শক্তি অর অকৃষ্ণ
 তোমর তালবৃন্ত ও হুতপাত্র
 এইরূপ আকারবান হইয়া দান
 করিয়া তাহার জাতকর্ণ করি
 লালাপনয়ন করিয়া ঐ হুতকর্ণ

শাস্ত্র কৃত্যহতিপুরঃসরম্ ॥ ৪৮
কৃত্য চৌলোপনয়নাদিকম্ ।
নাতুং কৃত্য সংস্কারমস্ত তু ॥ ৪৯
মক কৃত্য পিষ্টকৃত্যং ততঃ ।
ভেন পরিষ্কৃত্যং ততঃ পরম্ ॥ ৫০
শানং লোকেশানাং তথৈব চ ।
তঃ কৃত্য পূজাং যথাক্রমম্ ॥ ৫১
বহিঃ কৃত্য কৃত্যবিঃ ।
নি দ্রব্যানি পুনরেষ চ ॥ ৫২
কৌ তত্রাবাচ্য যথা পুরা ।
দবীক ততঃ পূর্ণাস্তমাচরেন্ ॥ ৫৩
ভক্ত বহিকর্ম্ম শিবার্চনম্ ।
কৃত্য চ তত্রাপরো বিধিঃ ॥ ৫৪
গ্রাহমগ্নিহোত্রোক্তবস্ত বা ।
পে পকং শুচি মৃগক্ষি চ ॥ ৫৫
স্তং গৃহীতং গগনে পতং ।
ঠনং ন দুর্গকং ন শোষিতম্ ॥ ৫৬

শিবান্নি ব কুচি নাম করিয়া
৫ বাগীশ্বরী শঙ্করের বিসর্জন
চূড়াকরণ উপনয়নাদি কার্য
আপ্তোষ্যামাস্ত সংস্কার করিবে
হাম ষষ্টিকুংহোম সমাপনের
বীজ দ্বারা পরিষেচন করিবে ।
এর পর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও
এবং তাঁহাদিগের অস্ত্রসমূহের
রিধা ধূপ দীপাদি প্রজ্ঞালনের
স্তলন করিবে । আত্মাদি
৥ বহিতে আসন কখনা করত
দেবদেবীকে পূজা করিয়া
পাঠ্য করিবে, ইহাই বিধি ।
ক্তি সকল কর্ম্মফল শিবার্চিত
প্রমোক্ত বহিকর্ম্ম করিবে,
বিধি নাই । শিবান্নির ভস্ম
ত বা বৈবাহিকান্নিসমুত্ত ভস্ম
ভস্ম গ্রাহ্য । কপিল গোর
য়ে যদি গৃহীত হয়, তাহা
৥ প্রশস্ত, ক্ষিপ্র বা অতি

উপধাধঃ পরিত্যজ্য গৃহীয়াং পতিতং যদি ।
পিণ্ডীকৃত্য শিবাগ্নাদৌ তং কিংপেন্মূলমন্ত্রতঃ ॥ ৫৭
অপকমতিপকক সন্ত্যজ্য ভসিতং সিভম্ ।
আদায় বা সমালোভ্য ভস্মাধারে বিনির্জিপেৎ ॥
মৃকৃতে মৃদৃঢ়ে শুক্রে কালিতে প্রোক্ষিতে শুভে ।
বিগুস্তমস্ত্রে মস্ত্রেণ পাত্রে ভস্ম বিনির্জিপেৎ ॥ ৫৮
তৈজসং দারবং বাপি মৃগয়ং শৈলমেষ চ ।
অগ্নয়া শোভনং শুক্লং ভস্মাধারং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫৯
সমে দেশে শুভে শুক্রে ধনবস্তস্য নির্জিপেৎ ।
প্রস্থিতো ভস্ম গৃহীয়াং স্বয়ংকানুচরোহপি বা ॥ ৬০
ন চাযুক্তকরে দদ্যাম্বেবান্তিভলে কিংপেৎ ।
ন সংস্পৃশেচ্চ নীচাদৈর্নোপেক্ষেত ন লভয়েৎ ॥
ভস্মাস্ত্রসিভমাদায় বিনিমুক্তোত মন্ত্রতঃ ।
কালেযুক্তেষু নাত্তত্র নাবোপোভ্যঃ প্রদাপয়েৎ ॥ ৬১
ভস্মসংগ্রহণং কৃত্যাদেবেহমুদ্রাসিতে সতি ।

কাঠন বা শুক কিংবা দুর্গক গোময় প্রশস্ত নহে ।
আর যদি ভূমিতে পতিত গোময় হয়, তাহা
হইলে তাহার উপর ও অধোভাগ পরিত্যজ
করিয়া গ্রহণ করিবে । সেই গোময় একত্র
করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা শিবান্নিতে নিক্ষেপ করিবে ।
অপক ও অতি পক বেডবর্ণ ভস্ম পরিত্যজ
করিবে, কিংবা তাহা গ্রহণ করিয়া ঝিলোড়ন
করত ভস্মাধারে নিক্ষেপ করিবে । ঐ ভস্ম-
পাত্র উত্তমরূপে নিশ্চিত হইবে, দৃঢ় হইবে,
প্রকালিত ও প্রোক্ষিত হইবে এবং অতিমস্ত্রিত
হইবে । তৈজস বা কাঠময় বা মৃগয় কিংবা
প্রস্তরনিশ্চিত ভস্মাধার করিবে, অথবা অগ্ন
কোন সুন্দর পাত্র ভস্মাধার করিবে । ৫১—৬০ ।
ধনের দ্বায় ভস্মকে পরিষ্কার বিস্তৃত অবিসম শুভ
দেশে রাখিবে । কোন স্থলে বাইবার সময়
নিজে কিংবা অনুচর দ্বারা ভস্ম গ্রহণ করিবে ।
কখন অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে বা অতুচি স্থলে
রাখিবে না । নীচ অন্ন দ্বারা কদাচ স্পর্শ
করিবে না, কখন ভস্মকে লভন করিবে না,
কলে কদাচ উপেক্ষা প্রকাশ করিবে না । অতঃ-
এবং কদাচ কালে ভস্ম গ্রহণ করিবে । অতঃপূর্ব্বক
প্রয়োজন করিবে ।

উদাসনে কৃতে বস্মাচ্চ শুভস্য প্রজায়তে ॥ ৬৪
 অগ্নিকণ্ঠে কৃতে পশ্চাচ্ছিবশাস্ত্রোক্তমার্গতঃ ।
 বহুদ্রোক্তপ্রকারাণা বসিকর্ষ সমাচরেৎ ॥ ৬৫
 অথ বিদ্যাসনং কৃত্ব সুপ্রলিপ্তে তু মণ্ডলে ।
 বিদ্যাকোশং প্রতিষ্ঠাপ্য বজ্রং পুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ
 বিদ্যায়াঃ পুত্রভঃ কৃত্বা গুরোরপি চ মণ্ডলম্ ।
 উদাসনবসনং কৃত্বা পুষ্পাদ্যোক্তকর্মসম্বন্ধেৎ ॥ ৬৬
 উত্তোহনুপূজয়েৎ পূজ্যান্ তোজয়েচ্চ বুদ্ধকিতান্
 ততঃ বরকং কুরীত ততঃপরং বখানুধম্ ॥ ৬৭
 নিবেদিতকং বা দেবে উচ্ছ্বেদকাস্ততঃপরে ।
 প্রদধানো ন লোভেন ন চতোর সমর্পিভম্ ॥ ৬৮
 গন্ধমালাদি বচস্তুং উদ্রাপ্যেব সমো বিধিঃ ।
 তত্র তত্র শিবোহন্বীতি বুদ্ধিং কুর্ধ্যাদিচকণঃ ॥ ৬৯
 কুর্ধ্যাচম্য শিবং ধ্যাত্বা কৃত্বা মূলমুচ্চরেৎ ।
 কলশেবং নরেন্দ্রবোপৈয়াঃ শিবশাস্ত্রকথাদিভিঃ ॥ ৭০

করিবে না এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে কদাচ
 প্রদান করিবে না । দেবতার উদাসনের পূর্বে
 ভদ্রসংগ্রহ কর্তব্য, কেননা, উদাসনের পর তনু
 চওতাযাত্রা হইয়া থাকে । পরে শিব-
 শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অগ্নিকণ্ঠ সমাপন
 করিয়া বহুদ্রোক্ত প্রকারে বসিকর্ষ করিবে ।
 অমলক সুপ্রলিপ্ত মণ্ডলে বিদ্যাসন বিস্তৃত
 করিয়া বিদ্যাকোশকে প্রতিষ্ঠিত করত পুষ্পাদি
 দ্বারা পূজা করিবে । অগ্রে বিদ্যামণ্ডল ও
 ভদ্রমণ্ডল করিয়া তাহাতে উত্তম আসন বিস্তৃত
 করত পুষ্পাদি দ্বারা গুরুকে অর্চনা করিবে ।
 তাহার পর অস্ত্রাভ পূজনারম্ভকে পূজা করিয়া
 বুদ্ধকিতগণকে তোজন করাইবে । তাহার পর
 বর দেব-নিবেদিত অবশিষ্ট তদ্বৎ অন্ন আশ্র-
 তজির নিমিত্ত প্রতাপূর্বক বখানুধে তোজন
 করিবে ; কদাচ লোভী হইয়া তোজন করিবে
 না এবং যে অন্ন চও-উদ্দেশে সমর্পিত হয় নাই,
 তাহা তোজন করিবে না । অস্ত্রাভ গন্ধ মালাদি
 পদকও এইরূপ বিধি ; বিচকণ ব্যক্তি সেই
 সেই সময় 'অগ্নি শিব' এইরূপ জপ করিবে ।
 ৬১-৭০ এইরূপ তোজন করিয়া অন্নদান করত
 কলশেবং নরেন্দ্রবোপৈয়াঃ শিবশাস্ত্রকথাদিভিঃ

হাত্তৌ ব্যতীতে পূর্বাংশে কৃত্বা পূজা
 শিবয়োঃ পরনন্দকং করয়েদজিগীষ
 ভব্যভোজ্যাম্ব্রালেপ-পুষ্পমালাদিকা
 মনসা কর্ষণা বাপি কৃত্বা সর্কং মনো
 উত্তো দেবস্ত দেব্যাংচ পাদমূলে উচি
 গৃহহো ভাষ্যতা সর্কং তদন্তোহপি তু
 প্রত্যুৎসাহসময়ে বুদ্ধা মন্ত্রমালামুদীরয়েৎ ।
 প্রথম্য মনসা দেবং সান্নং সগণবাক্য
 দেশকালোচিতং কৃত্বা শৌচাদ্যমপি শ
 শাস্ত্রাদিনির্দেশৈর্দৈবৈর্দেবং দেবীক যো
 ততস্তৎসময়োগ্রিষ্টৈঃ পুষ্পৈরুদ্ভিগুণি
 নির্কর্তব্য শিবয়েঃ পূজাং প্রারভেত পু
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে বাসবীরস
 মুস্তরভাগে হোমাদিবিধিকথনং না
 বিধিশাঃধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

পরে অবশিষ্ট সমস্ত বখাধোগ্য শিবশা
 দ্বারাই অভিষাহিত করিবে । পরে গা
 প্রহর অতীত হইলে দেবদেবীর মনে
 করিয়া এক অতি শোভমান শয্যা প্র
 ও ভব্য ভোজ্য বস্তু লেপন পুষ্পমা
 মনোহর উপকরণ প্রস্তুত, এ সা
 কমনা করিবে, অথবা নিশ্রাণ করি
 উদ্দেশে নিবেদন করিবে । তাহার
 দেবীর পাদমূলে স্বয়ং শয়ন করি
 গৃহস্থ হয় ত ভাষ্যার সহিত, আর
 হইলে একাকী শয়ন করিবে, ই
 পরে প্রাতঃকাল হইলে পাত্রোপান
 মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । তদন
 উদাসনহস্তর সপণ অব্যয় দেবকে ।
 দেশকালোচিত বখাশক্তি শৌচাদি
 করত শাস্ত্রাধিধ্বনি দ্বারা দেবী
 করিবে । পরে সেই সময়ে প্রকৃষ্ট
 দ্বারা ভবভবানীর পূজা সমাপন
 যানুষ্ঠেয় বখোক্ত কাণ্ড সকল
 থাকিবে । ৭১-৭৭ ।
 একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

দাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

উপমহ্যকৃষাচ ।

প্রবক্ষ্যামি শিবাশ্রমনিবেশিনাম্ ।

মার্গেন নৈমিত্তিকবিধিক্রমম্ ॥ ১

৫ মাসেষু পক্ষয়োরুভয়োরপি ।

তুর্দশ্যং তথা পর্বনি চ ক্রমাৎ ॥ ২

বৈচৈব গ্রহণেন বিশেষতঃ ।

গী পূজা হবিলা বাপি শক্তিতঃ ॥ ৩

যথাহাঃ ব্রহ্মকূর্চ্চং প্রসাধ্য তু ।

বৎ তেন পিবেচ্ছবমুপোষিতঃ ॥ ৪

দোষাণামতীৰ মহতামপি ।

কূর্চ্চ পানাত্তা বিশিষ্যতে ॥ ৫

যানক্রে কুর্ধ্যানীরাজনং বিভোঃ ।

যা নক্রে প্রদদ্যাদুতকমলম্ ॥ ৬

স্ত্রাস্তে বৈ প্রারভেত মহোৎসবম্ ।

প্ৰিমাষ্টাং দোলাং কুর্ধ্যাদুতকবিধি ।

বাবিংশ অধ্যায় ।

কহিলেন,—এখন শিবাশ্রম-
শিবশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে
ধিক্রম বলিতেছি, শ্রবণ করুন।
উক্ত পক্ষে অষ্টমীতে চতুর্দশীতে
ও বিধিবে অর্থাৎ তুল্যমেবে এবং
হুণে শক্তির অধিক মহাপূজা
যথা শক্তি অনুসারে করিবে।
উপবাসী হইয়া যথাবিধি ব্রহ্মকূর্চ্চ
(যিসংকৃত পক্ষগব্য) সংকৃত
রা শিবকে জ্ঞান করাইয়া অব
হরিবে। ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিলে
জ্বরত্যাগি পাপ হইতে নিরুতি
হইই ঐ ব্রহ্মকূর্চ্চপানের সক্ষা-
। পূর্ণিমাতে পুষ্যা নক্ষত্রবৃক
বিহু শিবের নীরাজন করিবে;
মাঘ মাসে দ্ব্যুতকমল প্রদান
উজ্জ্বলনী নক্ষত্রবৃক কাঞ্চন
স করিবে; চিত্রানকবৃক
দোল করিবে; বিশাখা-

বৈশাখহপি চ বৈশাখ্যাং কুর্ধ্যাং পুষ্পমহালয়ম্ ।

জ্যেষ্ঠে মূল্যানক্রে নীতকুন্তং প্রদাপয়েৎ ॥ ৮

আষাঢ়ে চোত্তরাষাঢ়া পবিত্রারোপণং তথা ।

শ্রাবণে প্রাকৃতাত্তানি মণ্ডলানি এককরয়েৎ ॥ ৯

অবিষ্ঠায্যে তু নক্রে প্রোষ্টপদ্যাং ভতঃ পরম্ ।

প্রোক্ষয়েচ্চ জনক্ৰৌড়াং পূর্বাষাঢ়াশ্রে দিনে ॥ ১০

আষবৃজ্যাং ভতে দদ্যাং পায়সক নবোদনম্ ।

অগ্নিকাৰ্য্যক তেনৈব কুর্ধ্যাচ্ছতভিষাদিনে ॥ ১১

কার্তিক্যাং কৃত্তিকাযোগে দদ্যাদীপসহস্রকম্ ।

মার্গশীর্ষে তথার্জায়াং দ্ব্যুতেন দাপয়েচ্ছিবম্ ॥ ১২

অশ্বিনে শুক্ল কালেষু কুর্ধ্যাৎসবমেব বা ।

আশ্বিনং বা মহাপূজামধিকং বা সমর্চনম্ ॥ ১২

প্রবৃক্ষেহপি চ কল্যাণে প্রশস্তেহপি কৰ্ম্মম্ ।

দৌর্দ্বন্দ্বেন দুরাচারে তুঃস্বপ্নে দৃষ্টদর্শনে ॥ ১৩

উৎপাতে বা ভুভেদস্তম্বিন্ রোগে বা প্রবলেনৈব বা

জ্ঞান-পূজা-জপ-ধ্যান-হোম-দানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥

নক্ষত্রবৃক বৈশাখ মাসে দেবের পুষ্পমহা-
মন্দির নির্মাণ করিবে; মূল্যানক্রে বৃক জ্যেষ্ঠ
মাসে নীতকুন্ত দান করিবে, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র-
বৃক আষাঢ় মাসে পবিত্রারোহণ করিবে;
শ্রাবণনক্ষত্রবৃক ও ধনিষ্ঠানক্ষত্রবৃক শ্রাবণ মাসে
প্রাকৃত ও অকৃত মণ্ডল করিবে; প্রোষ্টপদ্যনক্রে-
বৃক ভাদ্র মাসে প্রোক্ষণ করিবে; পূর্বাষাঢ়া-
বৃক দ্বিত্যেসে জনক্ৰৌড়া করিবে; অগ্নিনীক্রে-
বৃক আশ্বিন মাসে পায়স ও নবোদন (নব্য)।
দান করিবে; শতভিষা-নক্ষত্রবৃক দ্বিত্যেসে সেই
পায়স দ্বারা অগ্নিকাৰ্য্য করিবে; কৃত্তিকানক্রে-
বৃক কার্তিক মাসে সহস্র দীপ দান করিবে;
মৃগশিরা নক্ষত্রবৃক অগ্রহায়ণ মাসেও আর্দ্রা-
নক্ষত্রবৃক দ্বিত্যেসে দ্ব্যুত দ্বারা শিবকে জ্ঞান করা-
ইবে। ১—১২। এই সকল কার্য্য অন্ত
হইলে সেই সেই কালে কেবল উৎসব করিবে,
অথবা মহাপূজা, কিংবা অধিকরণে পূজা
করিবে। কোন এক কল্যাণকর কার্য্য বা
প্রশস্ত কর্ম্ম সকল প্রবৃত্ত হইলে, কিংবা দুরাচার,
দৌর্দ্বন্দ্ব, দৃষ্টদর্শন, উৎপাত, প্রবল
রোগ অথবা অন্য কোন ভয়ঙ্কর

নিমিত্তানুষ্ঠানঃ কাৰ্য্যঃ পূৰ্ণচরণপূৰ্ণিকাঃ ।
 শিবানলে চ বিহতে পুনঃ সন্ধানমাচরেৎ ॥ ১৬
 য এবং শিবধর্মিষ্ঠো বর্ততে নিত্যমুদাতঃ ।
 তন্তৈকজয়না মুক্তিং প্রযচ্ছতি মহেশ্বরঃ ॥ ১৭
 এতদ্ব্যখ্যাত্বং কুর্ধ্যাদিত্যনৈমিত্তিকেনু যঃ ।
 দিব্যং ত্রিকর্ণনাথস্ত স্নানমাদ্যং স গচ্ছতি ॥ ১৮
 তত্র ভুক্তা মহাভোগান কলকোটিশতং নরঃ ।
 কালান্তরে চ্যুতস্তম্বাদ্যোমং কোমারমেব চ ॥ ১৯
 সন্তাপ্য বৈকবং ব্রাহ্মং রুদ্রলোকং বিশেষতঃ ।
 তয়োবিভা চিরং কালং ভুক্তা ভোগানুযথেষ্পিতান
 পুনঃচার্জ্যং পুণ্ড্রমাদিত্য স্নানপঞ্চকম্ ।
 ত্রিকর্ণজ্ঞানমাসাদ্য পরং শিব পুরং ব্রজেৎ ॥
 বর্জচ্যাবৃত্তচাপি দ্বিরাবৃত্তাবমেব তু
 পশ্চাৎ জ্ঞানং সমাসাদ্য শিবসামুদ্যমাশ্রুয়াৎ ॥ ২২
 বর্জচ্যবৃত্তিতো বস্ত দেহী দেহকর্যং পরম্

নিমিত্তানুসারে পূর্ণচরণ-পূর্ণিক স্নান, পুষ্পা, জপ, ঘ্যান, হোম, দানাদি কাৰ্য্য করিবে। শিবধর্মি নষ্ট হইলে পুনর্বার অগ্নি সন্ধান করিবে। যে শিবধর্মিষ্ঠ ব্যক্তি এইরূপ কাৰ্য্যে উৎসাহী হইয়া প্রকৃত হয়, মহেশ্বর তাহার এক অশ্বই মুক্তি দান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিত্য নৈমিত্তিক কাৰ্য্যে এই সকল কাৰ্য্য ক্রমানুসারে অনুষ্ঠান করে, সেই ত্রিকর্ণনামের আদ্য দিব্য স্থানে গমন করিতে সক্ষম হয় এবং সেই শিবধর্মে নতকোটিকর ব্যাপিরা মহাভোগ ভোগ করিয়া কালান্তরে সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া সেই ত্রিকর্ণনামের ঔরসে উদারুবার জ্ঞান অগ্রহণ করে এবং বিমূলোকে ব্রহ্মলোকে পরে রুদ্রলোকে গমন করিয়া সেখানে কথোক্তবিধ ভোগ ভোগ করত পুনর্বার তাহা হইতে উর্ধ্বে গমন স্থান অতিক্রমপূর্বক গমন করিয়া ত্রিকর্ণনামের স্নান লাভ করত শিবপুরে গমন করিয়া থাকে। যে পূর্বোক্ত কাৰ্য্যের বর্জচ্যাবৃত্তিতে রত থাকে, সে এই একবার এই স্নান প্রত্যাবর্তন করিয়া পরে কাল লাভ করত শিবপুরে গমন করিয়া থাকে; আর যে ইহার বর্জচ্যাবৃত্তিতে রত হয়, সেই

অভ্যাস্তং বৌদ্ধমব্যাক্তমতীত্য ভুবনমম্ ।
 সন্তাপ্য পৌরুষং রৌদ্রং স্থানমদৌলভ্যম্ ।
 অনেকমুগসাহস্রং ভুক্তা ভোগাননেকম্ ।
 পূণ্যকরে ক্রিতিং প্রাপ্য কুলে মহতি জ্ঞা
 তত্রাপি পূর্বসংস্কার-বশেন স মহাহৃতি
 পশুধর্ম্মান্ পরিভ্যজ্য শিবধর্ম্মরতো ভবেৎ
 তদ্বন্ধুগৌরবাদেব ধ্যাত্বা শিবপুরং ব্রজেৎ
 ভোগাংস্ত বিবিধান্ ভুক্তা বিদ্যোত্তরপদং
 তত্র বিদ্যোত্তরে সার্কিং ভুক্তা ভোগান্ যত
 অণ্ডান্তর্ব্বহির্বাধ সক্রদাবর্ততে পুনঃ ॥ ২১
 ততো লজ্জা শিবজ্ঞানং পরাং শক্তিযোপা
 শিবসামুদ্যমাসাদ্য ন ভূয়ো বিনিবর্ততে
 বসন্তীষ শিবাসক্তো বিষয়াসক্তচিত্তবৎ
 শিবধর্ম্মানসৌ কুর্ক্লমকুর্ক্লম্ বাপি মুচ্যতে
 একাবৃত্তো দ্বিরাবৃত্তিরাবৃত্তো নিবর্তকঃ

দেহী দেহকর্যের পর বুদ্ধিকৃত ব্রহ্মাণ্ড ভুবনমম্ অতিক্রম করিয়া পার্শ্বতীপজি। রৌদ্র স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় ও অনেক মুগসাহস্র ব্যাপিরা বর্জচ্যাবৃত্তি করত পূণ্যকর হইলে পৃথিবীতে আসিয়া কুলে জন্মগ্রহণ করে ১৩—২১। সে সেই মহাহৃতিশালী হইয়া পূর্বসংস্কারবশতঃ পরিভ্যাজ্যপূর্বক শিবধর্মে রত হয়; পূর্ণপ্রভাবে শিবকে ঘ্যান করত শিব করিতে সমর্থ হয়; সেই শিবপুরে ভোগ ভোগ করিয়া বিদ্যোত্তর পদ লা সেই স্থানে বিদ্যোত্তরগণের সহিত য় ভোগ করে এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে য় একবার মাত্র প্রত্যাবর্তন করিয়া সে শিবজ্ঞান ও পরম ভক্তি লাভ কর সাধন্যা লাভ করিতে সমর্থ হয়, আর প্রত্যাবর্তন করে না। যে ব্যক্তি শিব ব্যক্তির দ্বারা শিবাসক্তচেতাঃ হয়, শিবধর্ম্ম অনুষ্ঠান করুক আর না মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, ইহা শিবধর্ম্মাবিকারী ব্যক্তি, একবার ইহা ভোগ্য মাত্র অগ্রহণ করিয়াই

কৃতঃ স্ফাচ্ছিবধর্মাদিকারবান্ ॥ ৩১
প্রত্যো ভূত্বা যেন কেনাপি হেতুনা ।
ত্রিং কৃষ্যাক্ষেয়সে চেৎ কৃতোদ্যমঃ ॥
দ্রিষ্যামো বয়ং ককন কেনচিৎ ।
পাত্ৰ পাপেভ্যঃ প্রকৃত্যৈব ন রোচতে ॥
পরেভ্যস্ত পূণ্যসংস্কারগৌরবাৎ ।
গং হেবাং ন প্ররোচ্ মলং জবেৎ ॥ ৩৪
এং তস্মাদ্বিমুখোত্তমশেষতঃ ।
ধিকুসীত বদীচ্ছিবমাশ্রয়ঃ ॥ ৩৫
শৈবে মহাপুরাণে বায়বীরসংহিতায়া-
নুভাগে নৈমিত্তিকবিধিকথনং নাম
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ঋদেব শ্রুতং শ্রুতিসমং ময়া ।

শিবপ্রোক্তং নিত্যং নৈমিত্তিকং তথা

পুনঃ সংসারে গমনাগমন তাহাকে
না। অতএব যে কোন কারণে
ইয়া শুভ লাভের নিমিত্ত উৎসাহ-
বধর্মে মতি করিবে। এ বিষয়
থাকে পীড়ন করিব না, বা কাহা
ব না, আর নির্মল করিলেও তাহা
কুচিজনক হইবে না। আর
চিজনক হয়, কেবল তাহাদের পুণ্য-
রবেই জানিবে। ঐ সকল পুণ্যবান-
স্কারকরণ অবিন্যাও আবির্ভূত হয়
। যদি আপনার মঙ্গল লাভে বাসনা
হইলে বিশেষরূপে প্রকৃতির অনু-
চিনা করিয়া শিবধর্মে মতি করি-
-৩৫।

বংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

তয়োবিংশ অধ্যায় ।

কহিলেন,—হে ভগবন্ । আপনার
শ্রুতম্ভব মুক্তির নিমিত্ত শিবকথিত

ইদামীং শ্রোতুমিচ্ছামি শিবধর্মাদিকারিণাম্ ।

কাম্যমপ্যস্তি চেৎ কৰ্ম্ম বক্তুমর্হসি সাশ্রুতম্ ॥ ২

উপমন্যুরবাচ ।

অষ্টোত্ত্বাহিকফলং কিকিদামুদ্বিকফলং তথা ।

ঐহিকামুদ্বিককাপি তচ্চ পঞ্চবিধং পুনঃ ॥ ৩

কিকিৎ ক্রিয়াময়ং কৰ্ম্ম কিকিৎ কৰ্ম্ম অপোময়ম্ ।

জপ-ধ্যানময়ং কিকিৎ কিকিৎ সৰ্ব্বময়ং তথা ॥ ৪

ক্রিয়াময়ং তথা ভিন্নং হোমদানার্চনক্রমাৎ ।

সৰ্ব্বং শক্তিমতামেব নাশ্চেবাং সফলং জবেৎ ॥ ৫

শক্তি-শাস্ত্রা মহেশস্ত শিবস্ত পরমাত্মনঃ ।

তস্মাৎ কাম্যানি কৰ্ম্মাণি কৃষ্যাদাজ্ঞাধরো বিজঃ ॥ ৬

অথ বক্ষ্যামি কাম্যানামিহামৃত্ত ফলপ্রদম্ ।

শৈবৈবমাহেবরৈশ্চৈব কার্যমত্বর্বিহিক্রমাৎ ॥ ৭

শিবো মহেশ্বরশ্চেতি নাত্যন্তমিহ ভিদ্যতে ।

তথা তথ ন ভিদ্যতে শৈবা মাহেশ্বরো অপি ॥ ৮

শিবাত্মিত্তেসু তে শৈবা জ্ঞানযজ্ঞরতা নরাঃ ।

শ্রুতিসম নিত্য-নৈমিত্তিক বিধি শ্রবণ করিয়াছি ;

একপে আমার এই শুক্রবা যে, শিব-ধর্মাদি-

কারিগণের যদি কোন কাম্য কার্য থাকে, তাহা

বর্ণনা করুন। উপমন্যু কহিলেন,—বাহা অনু-

ষ্ঠানে, ইহলোকে ফল হয়, আর বাহা অনুষ্ঠানে

পরলোকে ফল হয়, সেইরূপ কাম্য কার্য আছে

এবং ঐহিক পারত্রিক উভয় ফল পাওয়া যায়,

এরূপ কার্যও আছে। সে কার্য পাঁচ প্রকার,—

কোন কার্য ক্রিয়াময়, কোন কার্য অপোময়,

কোন কার্য জপময়, কোন কার্য ধ্যানময় ও

কোন কার্য সৰ্ব্বময়। ক্রিয়াময় কার্য হোম-

দানার্চনাক্রমে ভিন্ন প্রকার। এই সকল কার্য

শক্তিমান ব্যক্তিরই সফল হইয়া থাকে, অস্ত্রের

নহে। পরমাত্মা মহেশ্বরের আজ্ঞাই শক্তি

বলিয়া কথিত, অতএব সকলের শিবশাস্ত্র-

সম্পন্ন হইয়াই সকল কাম্য কার্য করা কর্তব্য।

এখন শৈব ও মাহেশ্বরগণের বখ্যাক্রমে

বাহিরে কর্তব্য ঐহিকপারত্রিক ফলপ্রদ কার্য

কার্য বলিতেছি। এ ক্ষেত্রে যেমন শিব ও

মাহেশ্বর বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন, সেইরূপ শৈব ও

মাহেশ্বরগণের কিছুই ভেদ নাই।

মাহেবরাঃ সধ্যাধ্যাতাঃ কর্ণবজ্রতঃ ভূবি ॥ ১
 তদ্ব্যবহৃত্তরে কুর্মাঃ শৈবা মাহেবরা বহিঃ ।
 মাতিগ্রয়োমো ভিন্যোত বজ্রমাণ্ড কৰ্ণকঃ ॥ ১০
 পরীক্ষ্য ভূমিং বিবিধকলক-বর্ণ-রসাদিত্যিঃ ।
 মনোহরিত্বিভে উত্তর বিতানবিত্তাসরে ॥ ১১
 হুগ্রাশিগু মহোপুঠে দর্শনোদয়নমিত্তে ।
 গ্রাটামুং পাদরেঃ পূৰ্ণং শান্ত্রুট্টে ন বর্ষনা ॥ ১২
 একহস্তং বিহস্তং বা মণ্ডলং পরিকল্পয়েৎ ।
 আনিবেদিত্বা পদমষ্টপত্রং সর্করিকম্ ॥ ১৩
 রত্নহেমাদিত্তিচূর্ণৈর্ধ্বাসত্তবসত্ত্ব তৈঃ ।
 পলাবরণসংযুক্তং বহশোভাসমবিশিতম্ ॥ ১৪
 কলেবু সিদ্ধয়ঃ কল্যাঃ কেন্দ্রেণু সমস্তিকাঃ ।
 রত্না বামাবকৃষ্টৌ পূর্বাধিকলতঃ ক্রমাৎ ॥ ১৫
 কর্ণিকর্যাক বৈরাগ্যং বীজেষু নব শক্তয়ঃ ।
 কলেবু শিবাকো কর্ণা মালে জ্ঞানং শিবাকম্

অতঃপর যথা বাহারা জ্ঞান-বজ্রত, তাহার।
 শৈব বলিয়া প্রসিদ্ধ ; আর বাহারা কর্ণবজ্রত,
 তাহার। মাহেবর বলিয়া প্রসিদ্ধ । অতঃপর
 শৈবকলার অভ্যন্তরে কাণ্ড করা বিধি, আর
 মাহেবরকলের বাহ্যিক কাণ্ড কর্তব্য, ইহাই
 বিধি । বজ্রমাণ্ড এই উত্তর কর্ণের প্রয়োগ তত
 বিস্তার নহে । ১—১০ । বহাবিধি ভূমি পরীক্ষা
 করিয়া পদবর্ণরসাদি দ্বারা মনোহর করিবে ও
 সেই মনোহর ভূমি বিভ্রাম্যাক্ষিত করিবে। এই-
 রূপ জন্মে লেপনাদি দ্বারা পরিচ্ছন্ন কর্তব্য, যেম
 দর্শনের দ্বারা নির্ভুল হয় । এইরূপ ভূমিতে
 পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসারে প্রকল্পেই পূর্বাংশ
 প্রস্তুত করিবে । একহস্ত বা বিহস্ত পরিমিত
 মণ্ডল রচনা করিবে । সেই মণ্ডলে ধ্বাসত্তব
 রত্ন-হেমাদিত্তি দ্বারা পলাবরণ-সংযুক্ত বহ-
 শোভা-কর্ণিকা-বিকৃষিত মাল্যাদি শোভাস্বর
 বিকল অষ্টকল পর নিষ্ঠাপন করিবে । সেই
 পদ্যে বজ্রমুখে সিদ্ধি কল্যা করিবে । কেন্দ্রে
 অষ্টকল রত্ন সকল কল্যা করিবে ; পূর্বাধি
 অষ্টকলে কল্যাণে বামদক্ষিণ অষ্টকলি কল্যা
 করিবে । পর কর্ণিকর্য বৈরাগ্য, বীজত
 কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ

কর্ণিকোপরি বাহুরং মণ্ডলং সৌর
 শিবনিদ্যান্তত্বাধ্যায় উত্তরমতঃ পর
 সর্কাসনোপরি স্থাপ্য বিচিত্রকুর্মাশি
 পলাবরণসংযুক্তং পূজয়েদমহা সহ ।
 শুদ্ধফটিকসঙ্কাশ্য অটামুকটভূমিত্তি
 শাঙ্গুলচন্দ্রবসনং কাকিং শ্রিতমুখাধু
 রত্নপদ্মলগ্রাধ্য পাদপাণিতলাধরম্ ।
 সর্কলক্ষণসম্পন্নং সর্কাতরণভূমিত্তি
 দিব্যাধুধরৈরধুস্তং দিব্যপদ্মানুলেপনম্
 পকবস্ত্রং দশভূজং চন্দ্রবংশিধামণি
 অত্র পূর্কমুখং সৌম্যং বালার্কসদৃশগ্র
 ত্রিলোচনারবিন্দ ত্যং কৃতবালেদুশেধর
 দক্ষিণং নীলজ্যোতঃ-সমানকুটিলগ্র
 ত্রুটীকুটিলং বোরং রত্নবস্ত্রকণ্ডর
 দ্যষ্টাকরালং হৃদয়ং ক্ষুরিতাধরপদ্মম্ ।
 উত্তরং বিক্রমগ্রাধ্য নীলকবিকুটিল
 সখিলাসং ত্রিনয়নং চন্দ্রাতরণশেধরম্ ।

জ্ঞান, কর্ণিকোপরি বাহুর মৌর ও চ
 ও তাহারও উপরে শিবত্ব বিদ্যাভ্য।
 তত্ব এই তত্ত্বের বজ্রন করিব এ
 আসনের উপরে পার্শ্বতীর সহিত
 বিচিত্রকুর্মাশি ও শুদ্ধফটিকসঙ্কাশ
 সম্পন্ন সর্কাতরণভূমিত্তি দিব্যা
 দিব্যাধুধারী হংস শক্তিত্তি
 পলাবরণ্যাপী মাতকাস্তক জ্ঞানাদি-বজ্র
 আতি-সম্বিত তত্ত্বেরমর ওকারপী
 কল্যায় বিদ্যামুর্তি সাক্ষাৎ সলাশি
 করিবে ;—তাহার অটামুকট ভূ. ৭.
 বসন, কবচ ও পাদতল রত্নপদের
 ও কোমল, বদনকমলে মৃদু হাসি বিস্ত
 মাস । তাহার পাঁচ বস্ত্র ও দশ ভূ
 পূর্কমুখ বালার্ক-সদৃশকাত্তি সুন্দর
 ও তিস নয়নকমলে হুশোভিত ; কিত
 বদন নীলমেঘের দ্বারা মনোহর
 কুটিল দ্যষ্টাকরাল হৃদয় এক বর্ণা
 মাল্যবিত্তরে ও মিত্র ক্ষুরিত প্রা
 তিত্তি ; কুটীর উত্তর-বদন, ত্রিনয়ন

স্রোতঃ লোচনত্রিভয়োজ্জ্বলম্ ॥ ২৫
সৌম্যং মন্দমিতমনোহরম্ ।
প্রথমিন্দুরেখাসমুজ্জ্বলম্ ॥ ২৬
মুৎফুল্ল-লোচনত্রিভয়োজ্জ্বলম্ ।
রক্ত-বজ্র-খড়্গানলোজ্জ্বলম্ ॥ ২৭
নারাচ-বটী-পাশাকুশোজ্জ্বলম্ ।
সুকমানাভেচ প্রতিষ্ঠয়া ॥ ২৮
৷ তদ্বদাললাটস্ত শান্তরা ।
ঐত্যা-কলয়া পরয়া তথা ॥ ২৯
৷ তস্যাং কলাপককবিগ্রহম্ ।
দ্বং পুরুষাস্তং পুরাতনম্ ॥ ৩০
তদ্বদামণ্ডহং মহেশ্বরম্ ।
মূর্তিমষ্টত্রিংশং কলাময়ম্ ॥ ৩১
৷ নং পঞ্চব্রহ্মময়ং তথা ।
কব হংসশক্ত্যা সমন্বিতম্ ॥ ৩২
দেবং বড়করমযন্ত বা ।
কব জাতিষট্কসমন্বিতম্ ॥ ৩৩
৷ শক্ত্যা সমাক্রুতাক্ষমণ্ডলম্ ।

বিভূষিত সবিলাস নরন-ত্রিভয়ে
চন্দ্রকলাভরণে অলঙ্কৃত ; চতুর্থ
পদ পূর্ণচন্দ্রের স্তায় মনোহর
জ্জ্বল চন্দ্ররেখাশেখর ও মুহু মুহু
ই মুখ সাতিশর মনোহর হইয়া
পঞ্চম বদনকমল ক্ষুটিকের স্তায়
কলার শোভমান ও বিকসিত
লোচনত্রয়ে সমধিক সমুজ্জ্বল ।
পাঁচ হস্তে শূল, পরশ, বজ্র,
শান্তমান ও বাম পাঁচ হস্তে
গী, পাশ, অঙ্কুশ এই সকল
ভিকলাধারা তাঁহার আশুঘর বজ্র,
৷ নাতিপর্ষাণ্ড, বিদ্যা ধারা কঠ
৷ ললাটপর্ষাণ্ড ও শাস্ত্র্যভীজ
টের উপরিভাগ আশঙ্ক ১১-২৯
৷ বিগ্রহ, ঈশান তাঁহার মুহুট,
৷, অঘোর হস্ত, বামদেব হস্ত,
৷ এবং ইহাপতি তাঁহার অঘোর

জ্ঞানার্থা দক্ষিণভো বামভঃ ক্রিয়াধারা ॥ ৩৪
তত্ত্বত্রয়ময়ং সাক্ষাধিন্যামূর্তিং সদাশিবম্ ।
মূর্তিং মূলে সঙ্কর্য্য সকলীকৃত্য চ ক্রমাৎ ॥ ৩৫
সম্পূজ্য চ বধাশ্রায়মর্য্যাস্তং মূলবিদ্যয়া ।
মূর্তিমস্তং শিবং সাক্ষাচ্ছক্ত্য পরময়া সহ ॥ ৩৬
তত্রাবাস্তং মহাদেবং সদস্যাক্তিবর্জিতম্ ।
পকোপকরণং কৃত্বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৭
ব্রহ্মভিঃ বড়কৈঃ ততো মাতৃকয়া সহ ।
প্রণবেন শিবেনৈব শক্তিসুজ্ঞেন চ ক্রমাৎ ॥ ৩৮
শান্তেন চ তথাষ্ট্রেঃ বেদমন্ত্রেঃ কৃত্বা নমঃ ।
পূজয়েৎ পরমং দেবং কেবলেন শিবেন বা ॥ ৩৯
পাদ্যাধি-মুখবাসাস্তং কৃত্বা নমঃ বিনা ।
পঞ্চাবরণপূজাস্ত আকুন্তেত বধাক্রমম্ ॥ ৪০
তত্রাদৌ শিবয়োঃ পার্শ্বে দক্ষিণে বামভঃ ক্রমাৎ ।
গজাদৌরচ্চয়েৎ পূর্বে দেবো হেরম্ববগ্নুখৌ ॥ ৪১
ততো ব্রহ্মাণি পরিত ঈশানাং বধাক্রমম্ ।
সশক্তিকানি সদ্যাস্তং প্রথমাবরণং যজ্ঞেৎ ॥ ৪২

অধিষ্ঠিতা, জ্ঞানার্থা শক্তি দক্ষিণদিকে ও ক্রিয়া-
শক্তি তাঁহার বামদিকে সমাক্রুত রহিয়াছেন ।
এইরূপে সেই পরমেশান মহেশ্বরকে ধ্যান করত
মূলমন্ত্র দ্বারা মূর্তিকল্পনা করিয়া সকলীকরণ
করিবে । পরে সেই মূর্তিমান সাক্ষাৎ শিবকে
পরমাশক্তির সহিত মূলমন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য পঙ্কজ
দানে পূজা করিবে এবং সেই কল্পিত মূর্তিতে
সদস্যাক্তিবর্জিত পরমেশ্বরকে আবাহন
করিয়া পকোপকরণ দ্বারা পূজা করিবে । ব্রহ্ম-
মন্ত্র বড়মন্ত্র মাতৃকামন্ত্র প্রণবপূর্বক শিবমন্ত্র
শক্তিসুজ্ঞমন্ত্র শান্ত্রমন্ত্র ও অস্ত্রান্ত মন্ত্র সকল দ্বারা
কিংবা মাত্র শিবমন্ত্র দ্বারা পরম দেবকে পূজা
করিবে । নম্রন ব্যতিরিক্ত পাদ্যাধি মুখবাস
পর্ষাণ্ড করিয়া ব্রহ্মাক্রমে গজাদি দ্বারা পঞ্চাবরণ
পূজা আরম্ভ করিবে ৩০-৪০ । তাঁহার বসে
পার্বতী-পরমেশ্বরের দক্ষিণ বাম পার্শ্বে বধাক্রমে
প্রণব কাটিকের পূজা করিবে (অর্থাৎ দক্ষিণ
পার্শ্বে নরেশ্বর বাম পার্শ্বে কাটিকেশ্বর
পূজা করিবে) । তাঁহার পর চতুর্ভুজ
ব্রহ্মাণি ঈশানাং বধাক্রমে

বড়সান্তাপি তটৈব কলরানীকৃতক্রমাৎ ।
 শিবস্ত চ শিবান্ধ বাহুহাদি সমৰ্চয়েৎ ॥ ৪৩
 উক্ত বামাদিকান্ কুদানন্তৌ বামাদিশক্তিভিঃ ।
 অৰ্চয়েৎ বা ন বা পশ্চাৎ পূৰ্ণাদি পরিভঃ ক্রমাৎ ॥
 প্রথমাবরণং শ্রোতব্যং দ্বিতীয়াবরণং শূন্য ।
 অনন্তং পূৰ্ণদিকপত্রে তক্ষুতিং তস্ত বামভঃ ॥ ৪৪
 হস্তং দক্ষিণদিকপত্রে শক্ত্যা সহ সমৰ্চয়েৎ ।
 ততঃ পশ্চিমদিকপত্রে সহ শক্ত্যা শিবোত্তমম্ ॥ ৪৫
 তথৈবোত্তমদিকপত্রে একনৈত্রং সমৰ্চয়েৎ ।
 এককরক তক্ষুতিং পশ্চাদীশানদিকপলে ॥ ৪৬
 ত্রিমূৰ্ত্তিং তস্ত শক্তিক পূজয়েদগ্নিদিকপলে ।
 ত্রিকৰ্ণং নৈৰ্ভতে পত্রে তক্ষুতিং তস্ত বামভঃ ॥ ৪৭
 তথৈব বামভে পত্রে শিবতীশং সমৰ্চয়েৎ ।
 দ্বিতীয়াবরণে চেভ্যাঃ সৰ্গতঃ চতুৰ্ভুজৈঃ ॥ ৪৮
 তৃতীয়াবরণে পূৰ্ণাঃ শক্তিভিঃ চাষ্টদিকৈঃ ।
 অষ্টোহ ক্রমেন দিক পূৰ্ণাদি পরিভঃ ক্রমাৎ ॥
 ততঃ সৰ্গতঃ কেশবো ক্রমো পশ্চাদুত্তমভঃ ।
 উক্তা তীৰ্থা মহাদেব ইত্যন্তৌ মূৰ্ত্তয়ঃ ক্রমাৎ ॥

সমস্তিক ব্রহ্মসংস্করণে পূজা করিবে : অগ্নাদি
 কোণে ক্রমক্রমে দেবদেবীর কলরাদি বড়সের
 পূজা করিবে । পরে পূৰ্ণাদি দিকে ক্রমক্রমে
 কলরাদি শক্তির সহিত অষ্ট বামাদি কুদানকে
 পূজা করিবে, অথবা না করিলেও কতি নাই ।
 এই প্রথমাবরণ কবিত হইল, এখন দ্বিতীয়া-
 বরণ করিবে, প্রথম করুন : পূৰ্ণদিকে
 অনন্তকে ও তীহার বামে তীর শক্তিকে পূজা
 করিবে । উক্ত দলে একনৈত্রকে পূজা
 করিবে, ইশানদিকে এককরকে ও তীর শক্তিকে
 পূজা করিবে, অগ্নিদিকে ত্রিমূৰ্ত্তিকে ও তীর
 শক্তিকে পূজা করিবে, নৈৰ্ভতে দিকে ত্রিকৰ্ণকে ও
 তীহার বামে তীর শক্তিকে পূজা করিবে, বাম
 দিকে শিবতীশকে পূজা করিবে । দ্বিতীয়াবরণ-
 পূজা সমাপ্তি করিয়া ত্রিমূৰ্ত্তিক পূজা করিবে ।
 ত্রিমূৰ্ত্তিক পূজা করিবে, শক্তির সহিত অষ্ট দিক
 পূজা করিবে । এই পূজা সমাপ্ত হইয়া পূৰ্ণাদি
 দিক পূজা করিবে । এই পূজা সমাপ্ত হইয়া

অনন্তরং ততঃ চৈব মহাদেবাদিঃ ক্র-
 মশক্তিভিঃ সহ সম্পূজ্যাস্ততঃ কাদশ মূ-
 মহাদেবঃ শিবো ক্রমঃ শক্তয়ো নীলমে
 ইশানো বিজয়ো তীৰ্থো দেবদেবো জ-
 কপালীশঃ কথ্যন্তে তথৈকাদশ শক্ত-
 উক্তাষ্টৌ প্রথমং পূজ্যা বাহুহাদি ব-
 দেবদেবঃ পূৰ্ণপত্র ইশানামগ্নিগোচরে
 তথৈকাদশমধ্যো কপালীশস্ততঃ পর
 তদগ্নিগোচরে ভূয়ো ক্রমঃ পূজ্যে
 নন্দিনঃ দক্ষিণে তস্ত মহাকালঃ তথা
 শাক্ত্যঃ দক্ষিণদিকপত্রে মাতৃদিকপত্রে
 পশ্চাত্তঃ নৈৰ্ভতে পত্রে ষষ্ঠাং বাহু-
 ত্যাঃ বাহুদলে গৌরীমূৰ্ত্তয়ে চতুর্থে
 শাক্ত-নন্দীশমধ্যো মূল্যঃ ক্রমঃ
 মহাকালঃ ততঃ পিতৃদিক সমৰ্চ-
 শাক্ত-মাতৃদিকমধ্যো ভূয়ো ক্রমঃ
 মাতৃ-দিকমধ্যো তু বীরভদ্রং সমৰ্চ-

দেব ; ইত্যাদি সেই অষ্টমূৰ্ত্তি
 ঠাইদিকের আবার মহাদেবাদি এক
 শক্তির সহিত পূজা করিবে ; যে
 মূৰ্ত্তি বধা,—মহাদেব, শিব, ক্র-
 নীলমোহিত, ইশান, বিজয়, তী-
 জবোদ্যত, কপালীশ । এই এক
 মধ্যো প্রথমতঃ অগ্নাদি দিক
 ক্রমে পূজা করিবে । পূৰ্ণপত্রে
 ইশান ও অগ্নিকোণের মধ্যো জ-
 তাহার মধ্যো কপালীশকে পূজা করি
 তৃতীয়াবরণের মধ্যো অগ্নে ক্রমঃ
 দক্ষিণে নন্দীকে, উত্তরে মহাক-
 করিবে । অগ্নিদিকে শাক্তকে,
 বাহুদিককে, নৈৰ্ভতে দিকে গজাননকে
 দিকে কাষ্ঠিককে, বাহুদলে জোষ্ঠা
 গৌরীকে, ইশানকোণে চতুর্কে এক
 নন্দীকরের মধ্যো মূল্যঃ ক্রমঃ
 মহাকালের উত্তরে পিতৃদিক অগ্নি
 পূজা ও বাহুদিকের মধ্যো ক্রমঃ
 মাতৃদিকের মধ্যো ক্রমঃ

শরোর্মধ্যে যজ্ঞদেবীং সরস্বতীম্ ॥ ৬০
 শরোর্মধ্যে শ্রিয়ং শিবপদাৰ্চিকাম্ ।
 শরোর্মধ্যে মহামোটীং সমৰ্চয়েৎ ॥ ৬১
 শরোর্মধ্যে দেবীং দুৰ্গাং প্রপূজয়েৎ ।
 শে ভূয়ঃ শিবানুচরসংহতিম্ ॥ ৬২
 তাত্যাং বিবিধাক্ সশক্তিকাম্ ।
 সখীবর্গং যজ্ঞক্যাতা সমাহিতঃ ॥ ৬৩
 রাবরণে বিততে পূজিতে সতি ।
 ধ্যাত্বা বহিস্তস্ত সমৰ্চয়েৎ ॥ ৬৪
 দলে পূজ্যো দক্ষিণে চতুরাননঃ ।
 দিকৃপত্রে বিষ্ণুরস্তরদিগৃদলে ॥ ৬৫
 দেবানাং পৃথগাবরণাশ্রয় ।
 যজ্ঞবাদৌ দীপ্তাদ্যাভিঃ শক্তিভিঃ ॥
 জয়া ভদ্রা বিভূতিবিমলা ক্রমাৎ ।
 হুতা চৈব পূর্বাদি পরিভঃ স্থিতাঃ ॥
 পূজ্যাশ্চতস্রো মূর্তয়ঃ ক্রমাৎ ।
 পর্যস্তাঃ শতম্-চ ততঃ পরম্ ॥ ৬৮

যে দেবী সরস্বতীকে, কার্ত্তিকের ও
 যো শিবপদপূজাপরায়ণা লক্ষ্মীকে,
 গণমাতার মধ্যে মহামোটীকে এবং
 চণ্ডের মধ্যে দেবী দুৰ্গাকে পূজা
 এই তৃতীয় আবরণ-পূজায় সশক্তিক
 ও ভূত প্রভৃতি শিবানুচর-সমূহের
 । এবং দেবীর সখীবর্গকেও ধ্যান
 ইতিশেষে পূজা করিবে । ৫১—৬০ ।
 আরুপে তৃতীয়াবরণের পূজা হইলে,
 ইরে, চতুর্থাবরণের পূজা করিবে ।
 চানুর পূজা করিবে । দক্ষিণদলে
 পশ্চিমদলে রুদ্রকে ও উত্তরদলে
 ৥ করিবে এবং এ চারি দেবতার
 " আবরণ ও তাঁহাদিগের যজ্ঞকে
 র সহিত পূজা করিবে । দীপ্তা,
 ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা,
 সকল দীপ্তাদি শক্তি বলিয়া কথিত ;
 ই অষ্টদিকে বধাক্রমে অবস্থিত ।
 দায় পূর্বাদি উত্তরাভ দিকৃপট্টের
 উত্তরদিকের পূজা করিবে এবং

আদিত্যো ভাস্করো ভান্ রবিঃ চতানুপূর্জনঃ ।
 অর্কো ব্রহ্মা তথা রুদ্রো বিষ্ণুঃ চতি বিবস্বতঃ ॥
 বিস্তারা পূর্বাদিগৃভাগে হুতারা দক্ষিণে স্থিতা ।
 বোধনী পশ্চিমে ভাগে আপ্যারিত্যক্তরে পূনঃ ॥ ৭০
 উবাং প্রভাং তথা প্রজ্ঞাং সন্ধ্যামপি ততঃ পরম্ ।
 ঐশানাদিষু কোণেষু দ্বিতীয়াবরণে যজ্ঞেৎ ॥ ৭১
 সোমমজারককৈব বুধং বুদ্ধিমতাং বরম্ ।
 বৃহস্পতিং বৃহদুদ্ভিং ভার্গবং ভেজনাং নিধিম্ ॥ ৭২
 শনৈশ্চরং তথা রাতং কেতুং ধূম্রং ভয়ঙ্করম্ ।
 মমন্ততো যজ্ঞদেতাং তৃতীয়াবরণে ক্রমাৎ ॥ ৭৩
 অথবা দ্বাদশাদিত্যান্ দ্বিতীয়াবরণে যজ্ঞেৎ ।
 তৃতীয়াবরণে চৈব রাশীন দ্বাদশ পূজয়েৎ ॥ ৭৪
 সপ্ত সপ্তগণাং চৈব বহিস্তস্ত সমস্ততঃ ।
 ঋবীন দেবাংশ্চ গন্ধর্ভান্ পন্নগানপ্সরোগণান ॥ ৭৫
 গ্রামণ্যশ্চ তথা যক্ষান্ বাতুধানাং তথা হরান্ ।
 সপ্তচ্ছন্দোময়াংশ্চৈব বালখিল্যাংশ্চ পূজয়েৎ ॥ ৭৬
 এবং তৃতীয়াবরণে সমস্তার্চ্য দিবাকরম্ ।
 ব্রহ্মাণমৰ্চয়েৎ পশ্চাৎ ত্রিভিরাবরণৈঃ সহ ॥ ৭৭

শক্তিরও পূজা করিবে । আদিত্য, ভাস্কর, ভানু,
 রবি, অর্ক, ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু ইহারা পূর্বের
 শক্তি । পূর্বাদিকে বিস্তারাকে, দক্ষিণদিকে
 হুতারাকে, পশ্চিমদিকে বোধনীকে, উত্তরদিকে
 আপ্যারিনীকে এবং ঐশাঙ্গাদি-কোণে উবা প্রভা
 প্রজ্ঞা সন্ধ্যা ইহাদিগের বধাক্রমে পূজা করিবে,
 এই পূজা দ্বিতীয়াবরণ পূজার কর্তব্য । সোম,
 মঙ্গল, বুধ, মহাবুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি, ভেজোনিধি
 শুক্র, শনি, রাত ও ধূম্রবর্ণ ভয়ঙ্কর কেতু, তৃতীয়া-
 বরণপূজার চতুর্দিকে ইহাদিগের পূজা করিতে
 হইবে । কিংবা দ্বিতীয়াবরণ পূজার দ্বাদশা-
 দিত্যের পূজা করিবে । তৃতীয়াবরণ মধ্যে দ্বাদশ
 রাশিরও পূজা কর্তব্য । তাহার বাহিরে চতু-
 র্দিকে সপ্ত সপ্ত গণকে এবং ঋষিগণ, দেবগণ,
 গন্ধর্বগণ, পন্নগণ, অপ্সরোগণ, গ্রামণ্যগণ
 দেবদোনিধিগণ, যক্ষ যাকস ও হরগণ, সপ্ত-
 ছন্দোময় ও বালখিল্য মুনিগণকে পূজা করিবে ;
 ৭০—৭৬ এইরূপ তৃতীয়াবরণ মধ্যে দ্বিতীয়াবরণ
 করিবে । পরে ব্রহ্মাণমর্চয়েৎ

হিরণ্যগর্ভঃ পূর্বাভ্যং বিরাটঃ দক্ষিণে ভক্তঃ ।
 কালঃ পশ্চিমাদিপূজ্যঃ পূর্বমুকোত্তরে যজ্ঞঃ ॥ ৭৮ ॥
 হিরণ্যগর্ভঃ প্রথমো ব্রহ্মা কমলসম্বিতঃ ।
 কালো জ্যোতির্ময়ঃ পূর্বঃ কটিকোপমঃ ॥ ৭৯ ॥
 ত্রিগুণো ব্রাহ্মসংগঃ তামসঃ সাত্ত্বিকভাবা ।
 চত্বার এতে ক্রমশঃ প্রথমাবরণে হিতাঃ ॥ ৮০ ॥
 দ্বিতীয়াবরণে পূজ্যঃ পূর্বাদি পবিত্রঃ ক্রমাৎ ।
 সনৎকুমারঃ সনকঃ সনৎকৃৎ সনাতনঃ ॥ ৮১ ॥
 তৃতীয়াবরণে পঞ্চাদর্শয়েত প্রজাপতীন্ ।
 অষ্টৌ পূর্বাংচ পূর্বাদৌ ত্রীণ্ড্রাক্ষপঞ্চাদনুক্রমাৎ
 দক্ষো রুচির্ভৃগুশ্চৈব মরীচিচ তথ্যজিহ্বাঃ ।
 পুলহ্যঃ পুলহশ্চৈব ব্রহ্মরুচিঃ কশ্যপঃ ॥ ৮২ ॥
 বশিষ্ঠশ্চৈতি বিদ্যাভ্যাসঃ প্রজানাং পত্ন্যজিহ্বা ।
 ভোবাং ভাষ্যাশ্চ তৈঃ সাত্ত্ব্যং পূজনীয়া বখ্যাক্রমম্ ॥
 প্রহৃতিচ তথাকৃতিঃ ব্যাতিঃ সত্বজিহ্বা চ ।
 কৃতিঃ শ্রীতিঃ কমা চৈব সন্নতিচাননুহকা ॥ ৮৩ ॥
 দেবমাজস্বতী চ সর্গাঃ ধনু পতিব্রতাঃ ।

সহিত পূজা করিবে। পূর্বদিকে হিরণ্যগর্ভ
 ব্রহ্মকে, দক্ষিণে বিরাটকে, পশ্চিমে কালকে ও
 উত্তরে পূর্বমুকোত্তরে যজ্ঞকে অর্চনা করিবে। প্রথম হিরণ্য-
 গর্ভ ব্রহ্মার পরের ভ্রাতা, কালের বড়বড় অঙ্গন-
 সূত্র এক পুত্রের কটিকের ভ্রাতা কাতি; ইহা-
 দ্বিগের চারিজনদের মধ্যে এক এক জন বখ্যাক্রমে
 ত্রিগুণাকলী, রজোগুণাকলী, তমোগুণাকলী,
 সত্ত্বগুণাকলী আনিবে। ও ইহাদ্বিগকে প্রথমা-
 বরণ করে পূজা করিতে হইবে। দ্বিতীয়াবরণ
 মধ্যে পূর্বাদি চতুর্দিক সনৎকুমার, সনক,
 সনৎকৃৎ ও সনাতনকে পূজা করিবে। তৃতীয়াবরণ
 মধ্যে বাক্যাদি ব্রহ্ম পতিভ্য অষ্ট প্রজাপতিক
 পূর্বাদি দ্বিগুসমূহে পূজা করিবে, আর প্রজা-
 পতিজ্ঞকে পশ্চিমদিক হইতে আরম্ভ করিয়া
 পূজা করিবে। সেই প্রজাপতিজ্ঞের নাম
 বখা—সক, রুচি, ভৃগু, মরীচি, অজিহ্বা, পুলহ্য,
 পুলহ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ। আর সেই
 প্রজাপতিজ্ঞের পত্নী—ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা,
 ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা,
 ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা,
 ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা, ভাষ্যা,

শিবার্চনসমুদায় নিত্যং শ্রীমত্যাঃ প্রিয়
 প্রথমাবরণে বোনাং চতুরো বা প্রপূজ
 ইতিহাসপুরাণানি দ্বিতীয়াবরণে পূজা
 তৃতীয়াবরণে পঞ্চাদর্শনাং পূর্বসমুদায়ঃ
 বৈদিকো নিখিল বিদ্যাঃ পূজ্যঃ এবং
 পূর্বাদি পুরতো বোদাত্তনন্তে তু বখ্য
 অষ্টবা বা চতুর্ভা বা কৃত্বা পূজ্যঃ সমুদ
 এবং ব্রহ্মাণবত্যর্চ্য ত্রিভিরাবরণৈর্ভূত
 দক্ষিণে পশ্চিমে পঞ্চাভ্যুদয় সাবরণঃ
 তন্ত ব্রহ্মবড়সানি প্রথমাবরণে যুজ্য
 দ্বিতীয়াবরণকৈব বিদ্যোদয়ময় তথা
 তৃতীয়াবরণে ভেদো বিদ্যাতে স তু ক
 চতুরো মূর্ত্তরন্ত পূজ্যঃ পূর্বাদিতঃ
 ত্রিগুণঃ সকলো দেবঃ পূর্বভাষ্যসং
 রাজসো দক্ষিণে ব্রহ্মা সৃষ্টিকঃ পূজ্য
 তামসঃ পশ্চিমে চারিঃ পূজ্যঃ সংহার
 সাত্ত্বিকঃ সূর্যকঃ সৌম্যো বিষ্ণুবিগর্ভ

দেবমাতা, অরুণতী এই সকল শিবা
 রূপা প্রিয়দর্শিনী শ্রীমতী পতিব্রতাপা
 পতিজ্ঞের বখ্যাক্রমে পত্নী বলিয়া
 ৭৭—৮৬। প্রথমাবরণের মধ্যে কো
 পূজা করিবে, দ্বিতীয়াবরণের মধ্যে ই
 পুরাণের পূজা করিবে, তৃতীয়াবরণ
 পাত্ৰাদি নিখিল বৈদিকবিদ্যাকে চতুর্দিক
 করিবে। এইরূপ দক্ষিণদিকে আর
 ব্রহ্মকে পূজা করিবে। পশ্চিমদিকে সান
 পূজা করিবে। রুদ্রের পত্নী
 প্রথমাবরণ ও বিদ্যোদয়
 আনিবে এবং তৃতীয়াবরণ বাহা
 বলিতেছি। পূর্বাদি চতুর্দিক
 সৃষ্টি-চতুর্দিক পূজা করিবে।
 ত্রিগুণের কলাবৃত্ত শিবাক
 অর্চনা করিবে, দক্ষিণদিকে রজ
 তম ব্রহ্মকে পূজা করিবে, পশ্চি
 তম ব্রহ্মকে পূজা করিবে, পশ্চি
 তম ব্রহ্মকে পূজা করিবে, পশ্চি
 তম ব্রহ্মকে পূজা করিবে, পশ্চি

গুণাগে শতোঃ যজুর্বিংশকং শিবম্
র পার্শ্বে ভূতো বৈকুণ্ঠমর্চয়েৎ ॥ ১৫
তত্ত্ব প্রথমাধরণে যজ্ঞেৎ ।
পিতঃ প্রহ্মায় পশ্চিমে ততঃ ॥ ১৬
পঞ্চাদ্ব্যত্যন্তো বা যজ্ঞোদ্যমো ।
প্রাক্তং দ্বিতীয়াধরণে শৃণু ॥ ১৭
বরাহং নারসিংহোহথ বামনঃ ।
কৃকো ভবানবমুখোহপি চ ॥ ১৮
কুং পূর্বভাগে সমর্চয়েৎ ।
মোহস্তং কচিদব্যাহতং যজ্ঞেৎ ।
শুক শাস্ত্রং ধমুরথোক্তরে ॥ ১৯
সাক্ষাদ্বিষ্ণুখ্যং পরমং হরিম্ ।
বিকুং মৃত্যুকৃত্য সমর্চয়েৎ ॥ ২০
তুর্বাং ক্রমামুর্ভিচতুর্ভুজম্ ।
ভূতভয়ঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ২১
ভাগে নৈঋতে তু সর্বস্বতীম্ ।
দ্ব্যো লক্ষ্মীং রৌদ্রে সমর্চয়েৎ ॥

করিবে। এইরূপ শতর পশ্চিম
শিবকে, উত্তর পার্শ্বে বৈকুণ্ঠকে
মুদেবকে পূজা করিবে, ইহা
বিধি; আর অনিরুদ্ধকে
পশ্চিমে প্রহ্মকে, উত্তরে
করিবে কিংবা পশ্চিমে সঙ্ক-
হ্রকে পূজা করিবে। ইহা
হইল। এক্ষণে দ্বিতীয়াধরণ
। কৃষ্ণ, বরাহ, নরসিংহ, বামন,
আপদি কৃক ও অবমুখ
দ্বিতীয়াধরণ মধ্যে জানিবে।
পূর্বদিকে চক্রে, দক্ষিণে
অস্ত্রে, পশ্চিমদিকে পাক-
পার্শ্বে চাপের পূজা করিবে এবং
নামক হরিক, মহাবিক্রকে
কল্পনা করিয়া পূজা করিবে।
রূপ বিষ্ণু চতুর্ভুজমুর্ভিচতু-
রা করিয়া তাঁহার শক্তি-চতু-
। দক্ষিণে প্রত্যেক, নৈঋত
অধিকোণে পশ্চিমদিকে

এবং তাহাদিমুখীনাং তত্ত্বভূতীনাং মন্তরম্ ।
পূজাং বিধায় লোকেশাং তত্ত্বৈবাবরণে যজ্ঞেৎ ॥
ইন্দ্রমগ্নিং বমটকৈব নিঃ স্তিং বরুণং তথা ।
বায়ুং সোমং কুবেরক পঞ্চাদীশানমর্চয়েৎ ॥ ১০৪
এবং চতুর্থাধরণে পূজয়িত্বা বিধানতঃ ।
আয়ুধানি মহেশস্ত পঞ্চাষাৎ সমর্চয়েৎ ॥ ১০৫
শ্রীমন্ত্রিশূলমৈশানে বজ্রং যাহেপ্রদিসুখে ।
পরন্তং বহির্দিশুভাগে বাম্যে সারকমর্চয়েৎ ॥ ১০৬
নৈঋতে তু যজ্ঞেৎ ঋজুং পাশং বাক্ষসগোচরে ।
অকুশং মাকুতে তানে পিনাককোক্তরে যজ্ঞেৎ ॥
পশ্চিমাতিমুখং রৌদ্রে ক্বেত্রপালং সমর্চয়েৎ ।
পঞ্চমাধরণকৈব সম্পূজ্যান্তরং বহিঃ ।
সর্ক্যাবরণদেবানাং বহির্বা পঞ্চমেহধবা ॥ ১০৭
পঞ্চমে মাতৃভিঃ সার্কং মহোক্ষং পূরতো যজ্ঞেৎ ।
ততঃ সমস্ততঃ পূজ্যাঃ সর্ক্য বৈ দেবদেবিনঃ ॥ ১১০
খেচরা ঋষয়ঃ সিদ্ধা দৈত্যা বক্ষাশ্চ রাক্ষসাঃ ।
অনন্তাদ্যাশ্চ নাগেন্দ্রা নটৈশ্চ তং কুলোত্তরৈক ॥
ডাকিনী-ভূত-বেতাল-শ্রেত-ভৈরবনারকাঃ ।

ঈশানকোণে লক্ষ্মীকে পূজা করিবে। পরে
তানু প্রভৃতি মূর্তির ও তদীয় শক্তির পূজা
করিয়া সেই তৃতীয়াধরণ মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বরু,
নির্ধতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান এই সকল
লোকপালগণের পূজা করিবে। এইরূপ বখা-
বিধি চতুর্থাধরণ পূজা করিয়া বাহিরে মহেশের
আয়ুধগণের পূজা করিবে। বখা—ঈশানকোণে
শ্রীমান্ ত্রিশূলের পূজা করিবে, পূর্বদিকে
বজ্রের, অগ্নিকোণে পরশুর, দক্ষিণে সারকের,
নৈঋতে ঋজুর, পশ্চিমে পাশের, বাক্ষসকোণে
অকুশের ও উত্তরদিকে পিনাকের পূজা করিবে।
পরে পশ্চিমাতিমুখ রৌদ্রে ক্বেত্রপালকে পূজা
করিবে। পঞ্চমাধরণ পূজা করিয়া তদ্বহির্ভাগে,
অথবা সর্ক্যাবরণ-বহির্ভাগে বা পঞ্চমাধরণেই
পূজা করিবে। ১০১—১০৯। পঞ্চমাধরণ
মধ্যে সমস্তে মাতৃগণের সহিত মহোক্ষের পূজা
করিয়া চতুর্দিকে সকল দেবদেবিন, পশিণ, ঋ-
ষেয়গণ, সিদ্ধগণ, দৈত্যগণ, বক্ষ ও রাক্ষসগণ
সকল মন্তরকোণে করিত। অনন্তাদি নারকাঃ

পাতালবাসিনঃ ৮৫ শ্রো মানাযোনিষু সন্তবাঃ ॥ ১১২
 নভাঃ সমুদ্রা নিম্নরঃ কাননানি সরাংসি চ ।
 পশবঃ পক্ষিণো বৃক্ষাঃ কীটান্যাঃ স্তূত্রবোনরঃ ॥
 নরাণ্ড বিবিধাকারা মৃগাণ্ড স্তূত্রবোনরঃ ।
 ভুক্ষাভুজরওত্র ততো ব্রহ্মাণ্ডকোটরঃ ॥ ১১৪
 বহির্গুণদস্যন্যানি ভুক্ষনানি সহাধিপৈঃ ।
 ব্রহ্মাণ্ডবারকা ক্রমা দশদিগু ব্যর্থহতাঃ ॥ ১২৫
 বনোপং বস্তু মায়েয়ং বহা শাক্তং ততঃ পরম্ ।
 বং কিকিৰন্তি শকন্ত বাচ্যং চিদচিদাকম্ ॥ ১১৬
 তং সৰ্বং নিম্নরোঃ পার্শ্বং বৃক্ষা সামান্ততো যজ্ঞেং
 কৃতান্তনিপুণৈঃ সৰ্বৈ চিত্ত্যাঃ শ্ৰিতমুখান্তরা ।
 প্রীত্যা সন্তোষমাণাঃ দেবং দেবীক সৰ্বদা ॥
 ইবাবরশ্যাত্যর্চ্য কৃত্বা ব্যাকপশান্তরে ।
 পুস্কৃত্যর্চ্য দেবেশং পঞ্চাকরমুদীরয়েৎ ॥ ১১৯
 নিবেদয়েৎ ততঃ পঞ্চাঙ্ঘ্রিকরমুতোপমম্ ।
 সুব্রহ্মনসমাবৃত্তং ততঃ চাক্র মহাচক্রম্ ॥ ১২০
 ষাট্ৰিংশদাষ্টকৈরুদ্যমবমস্তাঢ্যকাবরম্ ।
 সাক্ষরিণা বধ্যসশাস্ত্রধরা বিনিবেদয়েৎ ॥ ১২১

শিব সঙ্কল্প কামন ও সর্বোত্তম সকল, বৃক্ষ
 পত পক্ষী কীট ও স্তূত্রবোনি সকল, সমুদ্রপশু,
 বিবিধাকার মৃগপশু, অস্ত্রব্রহ্মাণ্ডস্থিত ভুক্ষন,
 ব্রহ্মাণ্ডকোটী এবং বহির্গুণাও হইতে বহু
 অবিপত্তির সহিত অসংখ্য ভুক্ষন ও দশদিকে
 অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডবারক ক্রমবশত, আর বাহা বাহা
 মৌল মায়েয় ও শাক্ত বলিয়া বিখ্যাত, অধিক
 কি, জগদ্বাসিনের শকপ্রতিপত্ত্য বাহা কিছু
 আছে, সমুদ্রা সেই সকলকে দেবদেবীর পার্শ্ব
 স্থান করিয়া পূজা করিবে। তাহার সাক্ষর
 হাতকরনে কৃতান্তনিপুণ হইয়া আশ্রমে দেব-
 দেবীকে সৰ্বদা নিরীকণ করিয়া আছে, এইরূপ
 চিত্তা করিবে। সকল বিদ্যাভিহিত নিমিত্ত এই
 প্রকার আচরণ পূজা করিয়া পুস্কৃত্য দেবদেবকে
 সাক্ষর করত পঞ্চাকর মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।
 তৎপরে ঐ দেবদেবীর উপদেশ অনুসরণে উত্তম
 উপায় ক্রমে ক্রমে সাক্ষর নিবেদন করিবে।
 ঐ সাক্ষর নিবেদন করিয়া পরিশেষে হইয়া
 সাক্ষর করত সাক্ষর সাক্ষর সাক্ষর সাক্ষর

ততো নিবেদ্য পানীয়ং তাম্রলোপমং
 নীরাজনাদিকং কৃত্বা পূজাশেষং সাক্ষর
 বাগোপযোগ্যদ্রব্যানি বিশিষ্টোক্তে সাধন
 বিস্তৃশাচ্যং ন কুক্ষীত ভক্তিমান বিজ্ঞ
 শঠোপেককস্তাপি ব্যক্তব্যবৃদ্ধিঃ
 ন কলস্তোষ কল্মাশি কামানীতি সত্য
 তস্মাচ্ছাঠ্যমুপেকাক ত্যক্তা সৰ্বাস্থা
 কৃত্যং কাম্যানি কল্মাশি কলসিদ্ধিঃ
 ইহং পূজাং সমাপ্যাম দেবং দেবীং
 তত্যা মনঃ সমাধায় পশ্যাং স্তোত্র
 ততঃ স্তোত্রতপস্তাস্তে ষ্টোত্রশতক
 জপেং পঞ্চাকরীং বিদ্যাং সহস্রোক্ত
 বিদ্যা পূজাং গুরোঃ পূজাং কৃত্বা পশু
 কথোদয়ং বধ্যশ্রদ্ধং সমস্তানপি পূজা
 তত উচ্চাঙ্গ দেবেশং সৰ্বৈরাকরো
 ম গুণং গুরুবে দদ্যান্মরণোপকরণে

পরিমিত অধমকল্প; সম্পত্তি অনুসারে
 করিয়া ভক্তিপূর্বক নিবেদন করিবে।
 তাহার পর পানীয় ও উপকরণ-সকল
 নিবেদন করিয়া নীরাজনাদি কর
 সমাপন করিবে। বাগোপযোগী
 বিশিষ্ট করিয়া সাধন করিবে, ন
 থাকিলে ভক্তিমান ব্যক্তি কষ্ট
 করিবে না। শঠ উপেকক ও ব্যক্তি
 কাম্য কল্ম সকল উত্তমরূপে অনু
 সকল হয় না, ইহাই সংলোকের
 অভাব যদি সিদ্ধিলাভে বাসনা
 হইলে শাঠ্য, উপেকা প্রভৃতি পরি
 মিথিল কল্মাশ-সমবৃত্ত হইয়া কাম
 চান করিবে, ইহাই বিধি।
 সমাপন করিয়া দেবদেবীকে প্রণাম
 পূর্বক সমাহিতচিত্তে গুরু পাঠ
 গুরুপাঠ শেষ হইলে উৎসুক
 বিদ্যা জপ করিবে। বিদ্যা পূজা
 করিয়া পরে বখোচিত দেব প্রণাম
 সমস্তসকল পূজা করিবে।
 সাক্ষর সাক্ষর সাক্ষর সাক্ষর

গা বা দদ্যাৎ সৰ্বমেবানুপূৰ্ণঃ।
 ৥ যৈব শিবক্রেত্রে সমর্পয়েৎ ॥ ১৩০
 ৥ জেদেবং হোমদ্রব্যৈশ্চ শত্ৰুভিঃ।
 ৥ ত্রায়ং সৰ্বাবরণদেবতাঃ ॥ ১৩১
 ৥ নাম ত্রিসু লোকেষু বিস্তৃতঃ।
 ৥ কচ্চিদ্ব্যোগোহস্তি ভুবনে কচিৎ ॥
 ৥ ত্যগ্নিসাধ্যং যদনেন তু।
 ৥ লং কিকিদামুগ্নিকফলন্ত বা ॥ ১৩৩
 ৥ নদমিতি নৈব নিষম্যতে।
 ৥ ২২স্ত তদিসং শ্রেষ্ঠসাধনম্ ॥ ১৩৪
 ৥ বক্তুং পুরুষেণ যদর্থ্যতে।
 ৥ তস্যাং তং তেন প্রাপ্যতে ফলম্ ॥
 ৥ দিশ্য ফলং নৈতং প্রযোজ্যেৎ।
 ৥ যস্যাং স্বয়ং লঘুতরো ভবেৎ ॥ ১৩৬

কল বাগোপকরণের সহিত মণ্ডল
 ৥ অথবা ঐ দ্রব্য সকল কোন
 ৥ ন করিবে। কিংবা শিবক্রেত্রে
 ৥ নিবেদন করিবে। ১২২—১৩০।
 ৥ দেবতার পূজা সমাপন করিয়া
 ৥ তে হোম দ্রব্য ও শত্ৰু দ্বারা
 ৥ পূজা করিবে, ইহাও আর এক
 ৥ ক মধ্যে ইহাই সর্বযোগ
 ৥ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ত্রিভুবনে উহা
 ৥ বাগই শ্রেষ্ঠ নহে। এ অগ্নং
 ৥ কিছুই নাই, বাহা উহা দ্বারা
 ৥ ঐহিক ফল হউক বা পারত্রিক
 ৥ যন কিছুই নিষম্য নাই, বাহা
 ৥ ল ও ইহা উহার ফল নহে”
 ৥ আছে, ফলে, ইহা নিখিল
 ৥ মানিবেন। ইহা বলা বাইতে
 ৥ গণ বাহা কেন প্রার্থনা করুক
 ৥ দ্বিগুণ এই বোনের সকাশে
 ৥ নির ফল লাভ করিতে সক্ষম
 ৥ লেও ক্ষুদ্র ফল উদ্দেশে
 ৥ করিবে না; কারণ ইহাই
 ৥ হইতে লক্ষ্য ফল প্রার্থনা
 ৥ ল হইতে হয়।

মহা ফলময়ং বা কৃতক্রেৎ কৰ্ম সিধ্যতি।
 মহাদেবং সমুদ্ভিস্ত কৃতং কৰ্ম প্রযুক্ত্যতাম্ ॥ ১৩৭
 তস্মাদনন্তলভ্যেযু শত্ৰুমৃত্যুজয়াদিষু।
 ফলেষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু কুৰ্যাদেতদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৩৮
 মহং স্বপি চ পাতেষু মহারোগভয়াদিষু।
 হৃভিকাদিষু চাত্যর্থং শান্তিং কুৰ্যাদ-নন তু ॥ ১৩৯
 বহুনা কিং প্রলাপেন মহাব্যাপন্নিবারকম্।
 আত্মীয়মন্তং শৈবানামিদমাহ মহেশ্বরঃ ॥ ১৪০
 তস্মাদিতঃ পরং নাস্তি পরিত্রাণমিহাস্বনঃ।
 ইতি মত্বা প্রযুক্তানঃ কৰ্ম্মেদং শুভমশ্রুতে ॥ ১৪১
 স্তোত্রমাত্রং শুচিভূত্বা যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
 সোহপ্যতীষ্টতমাদর্থাদষ্টাংশফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪২
 অর্থং তস্মানুসঙ্গায় অপেদ্বদি সমাহিতঃ।
 অর্কাকিং ফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১৪৩
 অধার্মনুসঙ্গায় পর্কণ্যনশনঃ পঠেৎ।
 অষ্টম্যাং বা চতুর্দশ্যাং ফলমর্কং সমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪৪

করিলেই মহং ফলই হউক আর অল্প ফলই
 হউক সকলই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে
 কোন সন্দেহ নাই। কৃতকর্মফল মহাদেবকে
 সমর্পণ করিবে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তির
 অনন্তলভ্য শত্ৰু-মৃত্যুজয়াদিতে ও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল
 উদ্দেশে এই কর্ম করিবে এবং মহং পাপে
 মহারোগ ভয়াদিতে ও হৃভিকাদিতে ঐ বিধি
 দ্বারা শান্তি করিবে। ১৩১—১৩৯ অধিক আর
 কি বলিব, পরমেশ্বর এই বাগকে শৈবগণের
 মহাবিপদ-নিবারক আত্মীয় অন্ত বালিয়া উপদেশ
 দিয়াছেন। এতএব অগ্নিতে ইহা অপেক্ষা আত্ম-
 পরিত্রাণসাধন আর কিছুই নাই। এইরূপ
 বিবেচনা করিয়া এই কর্ম প্রয়োগ করিলে শুভ-
 লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে
 মাত্র শুভও পাঠ করে, সে ব্যক্তি আপন
 অতীষ্টতম অর্থের আট ভাগের এক ভাগ ফল-
 লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই ফলের অর্থ প্রদান
 করিয়া যদি সমাহিতচিত্তে পাঠ করে, সে ফল
 ভাগের এক ভাগ ফল লাভ করিবে। বাহা
 হইতে লক্ষ্য ফল প্রার্থনা করিবে।

বহুবাহুসকার পৰ্ব্বাদিশু তথা ত্রতী ।
মাসবেকং অগ্নেং জোক্তং স কৃত্বং কলমা পুরাং
ইতি ত্রৈশ্বেদে মহাপুরাণে বারবীরসংহিতায়া-
মুত্তরতমে পূজা-তত্ত্ববিধিকথনং নাম
ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

উপমহ্যাক্ষাট ।

জোক্তং বক্ষ্যামি তে কৃক পতাকবর্ণমার্গতঃ ।
যোনেবরমিৎ পূৰ্ণ-কৰ্ম যেন সমাপ্যতে ॥ ১
অথ অথ অথদেবকম্য শব্দে ।
একতিম্বোহর নিত্যচিৎ বক্তাব ।
অতিগতকলুষপ্রপকবাচা-
মসি মনসা পদবীমতীতত্ব ॥ ২
বক্তাবনির্ভরতোম অথ মুখরচেষ্টিত ।
বাহুদুগ্ধ-মহাশব্দে অথ তত্ত্বপর্ণাব ॥ ৩
অনন্তকান্তিসম্পন্ন অগ্নাসদৃশবিগ্রহ

সে অর্জুন সঙ্গীত করে, আর যে পর্ব্বাদিশে
ব্রহ্মহুতাগী হইয়া এক মাস নিরন্তর
পঠ করে, সে সমগ্র কল লাভ করিয়া
পারে ॥ ১১০—১১৪ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

উপমহ্য কহিলেন,—হে কৃক ! বাহ্য বাহ্য
এই যোনেতে পূর্ব্বোক্ত কৰ্ম সমাপন হয়,
সেই কল পতাকবর্ণপদ্ধতি অনুসারে বলিতেছি,
একক কলম । হে অগ্নদেবকম্য ! হে বক্তাব-
নির্ভর ত্রৈলোক্য-সম্পন্ন ! আপনার অগ্ন হউক ।
কলম-প্রপকবাহু ! হে অতীতকলমগোচরত্ব !
কলম অগ্ন হউক । হে অতীতকলম ! হে
অতীতকলম ! হে অতীতকলম ! আপনার অগ্ন
হউক । হে অতীতকলম ! হে অতীতকলম ! হে
অতীতকলম ! হে অতীতকলম ! হে অতীতকলম !

অতীতকলমবিগ্রহ অগ্নানাকুলমঙ্গল ॥
নিরন্তর নিরাধার অগ্নি নিকারগোদয় ।
নিরন্তরপরাধার অগ্নি নির্ভূতিকাগ্ন ॥ ৫
অগ্নিতিপন্নমৈবৈব অগ্নিতিকরণাম্পদ ।
অগ্নি বক্তাব সর্কীয় অগ্নাসদৃশবৈভব ॥ ৬
অগ্নিবৃত্তমহাবিগ্রহ অগ্নানাকুল কেনচিৎ ।
অগ্নোক্তর সমস্ত অগ্নাত্তনিকর ॥ ৭
অগ্নাত্তনিকর অগ্নাত্তনিকর অগ্নাত্তনিকর ॥
অগ্নাত্তনিকর অগ্নাত্তনিকর অগ্নাত্তনিকর ॥
মহাত্তনিকর মহাত্তনিকর মহাত্তনিকর ॥
মহাত্তনিকর মহাত্তনিকর মহাত্তনিকর ॥
নমঃ পরমদেবায় নমঃ পরমদেবায় ॥
নমঃ শিবায় শান্তায় নমঃ শিবজ্ঞায় তে ॥

কান্তিসম্পন্ন ! হে অসামান্য-বিগ্রহ
আপনার অগ্ন হউক । হে অতীতকলম-বিগ্রহ
হে শিবমঙ্গল ! হে নিরন্তর ! হে
হে নিকারগোদয় ! হে নিরন্তর-
ময় ! হে নিকারগোদয় ! আপ
হউক । হে সর্কীয়শাশি পরমৈবৈ
অতি করণাম্পদ ! আপনার সত্ত্ব
হে বক্তাব ! আপনার অগ্ন হউক । হে
আপনার অগ্ন হউক । হে অতীতকলম-
বিগ্রহ বক্তাব অনাকুল ! (অর্থাৎ
মহাবিগ্রহের আবরক, কিন্তু আপনার
আবরক নাই ।) আপনার অগ্ন
শ্রেষ্ঠ ! আপনার অগ্ন ! আপনার
অগ্ন ! আপনার অগ্ন ! হে বক্তাব
নার অগ্ন ! হে অতীতকলম ! আপন
অগ্ন ! আপনার অগ্ন হউক ।
আপনার অগ্ন ! হে নির্ভর !
হে অতীতকলম ! আপনার অগ্ন !
আপনার অগ্ন হউক । হে মহাত্তনিকর
ময় ! হে মহাত্তনিকর ! হে মহাত্তনিকর
কল ! হে মহাত্তনিকর ! হে মহাত্তনিকর
আপনার সর্কীয় মুখরত্ন কল
পারদেব ! আপনার অগ্ন হউক ।
আপনার অগ্ন হউক ।

১৭৭ জগজ্জি সমুদ্রায়ুস্ম ।
জ্ঞান কমতে কোহতিবন্তিতুস্ম ॥ ১১
নিত্যং ভবদেকসমাপ্রয়ঃ ।
শৈব প্রার্থিতং সম্প্রয়চ্ছতু ॥ ১২
তর্জয় সর্বজগন্ময়ি ।
জয়ানুপমবিগ্রহে ॥ ১৩
গতে ক্যাচিক্রান্তভক্তিকে ।
নে জয় কালোত্তরোত্তরে ॥ ১৪
স্বৈ জয়ানেকমুখাঙ্গিকে ।
স্বৈ জয়ানেকগুণোজ্জ্বলিতে ॥ ১৫
স্বৈ জয় লোকমহেশ্বরি ।
স্বৈ জয় বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ে ॥ ১৬
স্বৈ জয় বিশ্ববিজুষ্টিপি ।

র করি । হে শান্ত ! আপ-
হে শিবতর ! আপনাকে নম-
রায়ুর সমগ্র জগৎ আপনারই
আপনার বিহিত আত্মাকে কে
সমর্থ হয় ? হে ভগবন্ !
আপনারই আশ্রিত, অতএব
ইহাকে প্রার্থিত প্রদান
। হে জগন্মাতঃ অম্বিকে !
হউন । হে সর্বজগন্ময়ি !
হউক । হে অসীমৈ-
র জয় হউক । হে অমু-
পনার জয় হউক । হে অবা-
পনার জয় হউক । হে
নি ! আপনার জয় হউক ।
। আপনি জয়যুক্ত হউন ।
র ! আপনার জয় হউক । হে
আপনার জয় হউক । হে
আপনার জয় হউক । হে
আপনার জয় হউক । হে
। আপনার জয় হউক । হে
আপনার জয় হউক । হে
আপনার জয় হউক । হে
আপনার জয় হউক । হে
আপনার জয় হউক । হে
আপনার জয় হউক । হে

জয় মঙ্গলদিব্যাদি জয়মঙ্গলদীপিক ।
জয় মঙ্গলচারিত্রে জয় মঙ্গলদায়িনি ॥ ১৭
নমঃ পরমকল্যাণি গুণসকলমূর্তয়ে ।
নমঃ শিবায়ৈ বিশ্বমাং পরশৈ শিবশক্তয়ে ॥ ১৮
কৃত্তঃ ধলু সমুৎপন্নং জগৎ কৃত্যেব লীলতে ।
হুদিনাতঃ কলং দাতুমীশ্বরোহপি ন শক্নুয়াং ॥ ১৯
জমপ্রভৃতি দেবেশি অনোহয়ং কৃত্তপাশ্রিতঃ ।
অতোহস্ত তব ভক্তস্ত নির্ভর্য মনোরথম্ ॥ ২০
পকবক্ত্রে। দশভুজঃ শুদ্ধফটিকসম্মিতঃ ।
বর্ণব্রহ্মকলাদেহো দেবঃ সকলনিবলঃ ॥ ২১
শিবমূর্ত্তিসমাক্রুতঃ শাস্ত্যতীতঃ সদা শিবঃ ।
ভক্ত্যা মর্য্যার্চিতো মজং প্রার্থিতং সম্প্রয়চ্ছতু ॥ ২২
সদাশিবানুস্মারতা শক্তিরিচ্ছা শিবাহবরা ।
জননী সর্বলোকানাং প্রবচ্ছতু মনোরথম্ ॥ ২৩

বিশ্বমুরারাদো ! আপনার জয় হউক । হে
বিশ্ববিজুষ্টিপি ! আপনার জয় হউক । হে
মঙ্গলদিব্যাদি । আপনার জয় হউক । হে
মঙ্গলদীপিকে । আপনার জয় হউক । হে মঙ্গল-
চারিত্রে ! আপনার জয় হউক । হে মঙ্গল-
দায়িনি ! আপনার জয় হউক । হে পরম-
কল্যাণি ! গুণময়মূর্ত্তিদায়িনী আপনাকে নমস্কার
করি । হে বিশ্বপরে ! হে শিবে ! শিবশক্তি
আপনাকে নমস্কার করি । হে দেবি ! আপনা
হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আবার
ইহা বিলীন হইতে আপনাতেই বিলীন
হইবে ; অতএব হে পরমেশ্বর ! আপনার
সহায়তা ব্যতিরিক্ত স্বয়ং ঈশ্বরও কলদান
করিতে সমর্থ নহেন । হে দেবেশি ! এই জল
জন্মাবধি আপনারই আশ্রিত । অতএব কৃপা-
কটাক্ষদানে এই ভক্তের মনোরথ পূরণ করুন ।
যাহার প্রণবাদ্যন্তর্গত অকারাদি বর্ণ ব্রীহাদি
পঞ্চব্রহ্ম ও নিরুদ্ভাদি কলাসক দেহ, অতএব
যিনি সকল হইয়াও নিবল, সেই শিবমূর্ত্তিগত
পকানন দশভুজ শাস্ত্যতীত সদাশিব আপনা
কর্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক আর্চিত হইয়া প্রার্থিত
প্রদান করুন । সর্বলোকজননী সদা শিব
বিদ্যা শিবময়ী ইত্যাদি কলাসক দেহ

শিবোর্ধ্বস্থিতৌ পুত্রৌ দেবৌ হেরম-বশুধৌ ।
 শিবানুভাবৌ চ শিবৌ শিবজ্ঞানামৃতানিবৌ ॥২৪
 ত্রৈলোক্যপত্নীং ত্রিভৌ শিবভ্যাম্ নিত্যসংকৃতৌ
 আরাধিতৌ সদা দেবৌ ব্রহ্মাদৈশ্চৈবশৈরপি ॥২৫
 সর্বলোকপরিভ্রাণং কৰ্ত্তুমভ্যাসিতৌ সদা ।
 হেচ্ছাবতায় কৰ্কটৌ বাৎসভেদৈরনেকশঃ ॥২৬
 তাবিতৌ শিবযোঃ পূৰ্ণে নিত্যমিবং ময়া ক্রি়তৌ ।
 ত্রৈলোক্যং পূৰ্ণতয়া প্রার্থিতং মে এবচ্ছতাম্ ।
 তদ্বৎকটিকসভাশমীশানাথং সদাশিবম্ ।
 মূৰ্ছান্তিমনিবৌ মূৰ্ত্তিঃ শিবস্ত পদমাম্বনঃ ॥২৭
 শিবার্চনরতং শাস্ত্রং শাস্ত্রাতীতং ব্রহ্মস্মিতম্ ।
 পলাকব্রাহ্মণং বীজং কলাতিঃ পকতিমুদম্ ॥২৮
 এবাববরণে পূৰ্ণং শক্তা সহ সমাশ্রিতম্ ।
 পবিত্রং পরমং ব্রহ্ম প্রার্থিতং মে এবচ্ছতম্ ॥২৯
 বাসুদেবপ্রতীকশ্চ পূৰ্ণবাস্যং পূৰ্ণভূমম্ ।
 পূৰ্ণব্রহ্মাতিমানক শিবস্ত পদমাম্বনঃ ॥৩০
 শাস্ত্রানুকং বক্তৃংসংহং শব্দোঃ পাদার্চনে রতম্
 কুরীত শিববীজেন কলাহ চ চতুৰ্ভুজম্ ॥৩১

এখান করুন : ইত্যাদি প্রকারে ব্রহ্মাদি দেবগণ
 পবিত্র আরাধনা করেন, যে দুই ভ্রাতা সর্বদা
 সর্বলোকের পরিভ্রাণ করিতে উদ্যত ও ইহারা
 আপন আপন অংশভেদে অনেকবার অবতীর্ণ
 হইয়াছেন, সেই পরম্পরে পরিচয়হীন শিবানু-
 ভাবসম্পন্ন শিবজ্ঞানরূপ অমৃতপাত্রী ভব-ভবানীকও
 পূজ্য ভূতদেবের প্রিয়পুত্রসুখল গণেশ কর্ত্তিকের
 আশ্রয়কর্ত্তক সেই দেবদেবীর পূর্ণ আশ্রিত
 হইয়া ভৈরবের আজ্ঞা গ্রহণ করত আমার
 প্রার্থিত এখান করুন ১০—২৭ পরমাত্মা শিবের
 মূৰ্ত্তি, পকম-বক্তৃ-মূর্ত্তিধারী, তদ্বৎকটিক-
 সঙ্কল, শিবার্চনরত, পলাকম যথেষ্ট অস্থিম,
 পকম-বীজাক, পককলামূর্ত্ত, শাস্ত্রাতীত,
 ব্রহ্মস্মিত সদাশিব,—ইহার পূৰ্ণে এবাববরণ-
 পূজ্য পূজ্য বিহিত হইয়াছে, সেই পরম পবিত্র
 পরমেশ্বর আমার প্রার্থিত এখান করুন । অবা-
 ন্ত শিবানুভাবী পদাভি, শিব পূৰ্ণব্রহ্মা-
 তিমানক শিবস্ত পদমাম্বনঃ, পদ-
 মাম্বনঃ শিবস্ত পদমাম্বনঃ, পদ-
 মাম্বনঃ শিবস্ত পদমাম্বনঃ

পূৰ্ণতাপে ময়া তক্তা শক্তা সহ
 পবিত্রং পরমং ব্রহ্ম প্রার্থিতং মে
 অশ্রুনাতিপ্রতীকশমযোঃ বোরবিক্র
 দেবস্ত দক্ষিণং বক্তৃং দেবদেবপাদার্চন
 বিদ্যাপদং সমাকৃতং বহিমণ্ডলমাম্বন
 ততীয়ে শিববীজেন কলাহচকলাতি
 শেস্তোদক্ষিণদিগ্ভাগে শক্তা সহ
 পবিত্রং পরমং ব্রহ্ম প্রার্থিতং মে
 কুরুমক্ষোদসঙ্কলং বামাখ্যং বক্তৃক
 বক্তৃমুত্তরমৌশস্ত প্রতিষ্ঠাং প্রতিষ্ঠা
 বারিমণ্ডলমাম্বনং মহাদেবার্চনে রত
 দ্বিতীয়ে শিববীজেন ত্রয়োদশকলাতি
 দেবেশোত্তরদিগ্ভাগে শক্তা সহ
 পবিত্রং পরমং ব্রহ্ম প্রার্থিতং মে
 তদ্বৎকটিকসঙ্কলং সদাশিবং সৌম্য
 শিবস্ত পদমাম্বনং বক্তৃং শিবপাদার্চন

কলা সকল মধ্যে কলাচতুর্ভুজ-সম্পন্ন
 শক্তির সহিত পূৰ্ণদিকে অর্চন
 যাচ্ছে, সেই পূৰ্ণ নামক পদম
 ব্রহ্ম আমাকে প্রার্থিত প্রদান কর
 দক্ষিণবক্তৃভূত, বিদ্যাকলাতিভূত
 মধ্যগ, শিববীজের মতো ততী
 কলাসমূহের মতো দ্বৈতকলা
 সঙ্কল-দ্বৈতমান, ইহার শক্তির
 দক্ষিণ ভাগে অর্চন বিহিত হইয়া
 বিগ্রহ অধোদনামক পরম পবিত্র
 আমার প্রার্থিত প্রদান করুন ।
 উত্তর বদন, প্রতিষ্ঠা কলাতিভূত
 দ্বিতীয় বীজস্বরূপ ও কলাসমূহের
 দশ কলাসম্বিত, ইহার বক্তৃক
 যিনি বারিমণ্ডলের মধ্যে অব
 ইহার শক্তির সহিত পূৰ্ণে
 দ্বিসূত্রে অর্চনা বিহিত হইয়া
 কোণারী শিবার্চন-পরা
 পবিত্র দ্বিতীয় ব্রহ্ম আম
 করুন : যিনি শিবের পদ

পৃথিব্যাং সমবহিতম্ ।
কলাভিচাষ্টভিগুতম্ ॥ ৪১
গে শক্ত্যা সহ সমর্চিতম্ ।
প্রার্থিতং মে প্রযচ্ছতু ॥ ৪২
সুমুখী শিবভাবিতে ।
তা তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্ ॥
শিরোমুখী শিবপ্রিতে ।
তা তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্ ॥
শিখামুখী শিবপ্রিতে ।
জ্ঞাং তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্
নেত্রমুখী শিবপ্রিতে ।
জ্ঞাং তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্
বক্ষুণী শিবভাবিতে ।
জ্ঞাং তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্
নিভামর্জনতঃ পরে ।
জ্ঞাং তে মে কামং প্রযচ্ছতাম্
দঃ কালো বিকরণস্তথা ।
বলপ্রমথনঃ পরঃ ॥ ৪৯

পী, যিনি অষ্টকলায় অল-
তে অবস্থান করেন, যিনি
গতা এবং পূর্বে যাহার
ত দেবের পশ্চিম ভাগে পূজা
ই সৌম্যলক্ষণ শঙ্কুদেব-
রত সদ্যাখ্য পরম পবিত্র
ক প্রার্থিত প্রদান করুন ।
ভবানীর স্মৃতিধর, সেই
বহমান করত গ্রহণ করিয়া
প্রদান করুন । শিবপ্রিত
ঈশ্বর এবং শিবপ্রিত দেব-
র সাদরে দেবদেবীর আজ্ঞা
অভিলষিত প্রদান করুন ।
দেবীর কবচমুখিতর তাঁহা-
গ্রহণ করিয়া আমার অভি-
এবং সেই দেবদেবীর
অমৃতমুখিতর তাঁহাদের
করিয়া আমার অভিলষিত
। মোট, কাল, বিকল,

সর্বভূতস্ত দমনস্তাদৃশ-চাষ্টশক্তয়ঃ ।
প্রার্থিতং মে প্রযচ্ছত পরমেশস্ত শাসনাং ॥ ৫০
অধানস্ত-চ স্তম্ভ-চ শিব-চাপ্যেকনেত্রকঃ ।
একরুদ্রমূর্তি-চ ত্রীকণ্ঠ-চ শিখণ্ডকঃ ॥ ৫১
তথাষ্টৌ শক্তয়স্তেথাং দ্বিতীয়াবরণেহর্চিতাঃ ।
তে মে কামং প্রযচ্ছত শিবরোরৈব শাসনাং ॥ ৫২
ভবাদ্যা মূর্তয়-চাষ্টৌ তেষামপি চ শক্তয়ঃ ।
মহাদেবাদয়-চাষ্টৌ তথৈকাদশ মূর্তয়ঃ ॥ ৫৩
শক্তিভিঃ সহিতাঃ সর্কে তৃতীয়াবরণে স্থিতাঃ ।
সংকৃত্য শিবরোজাজ্ঞাং দিশস্ত ফলমোপসিতম্ ॥ ৫৪
রুবরাজো মহাতেজা মহামেষসমম্বনঃ ।
মেরু-মন্দর-কৈলাস-হিমাচ্চিশিখরোপমঃ ॥ ৫৫
সিতাশ্রিশিখরাকারঃ ককুদা পরিশোভিতঃ ।
মহাতোগীল্লকজেন বালেন চ বিরাজিতঃ ॥ ৫৬
রক্তাশ্র-শৃঙ্গ-চরণৌ রক্তপ্রায়বিলোচনঃ ।
পৌবরোহিতসর্কাসঃ সূচাক্ষুণ্মনোজ্জ্বলঃ ॥ ৫৭
প্রশস্তলক্ষণঃ শ্রীমান প্রজ্জ্বলমণিভূষণঃ ।

বল-বিকরণ, বল-প্রমথন, সর্বভূতদমন ও
তাঁহাদিগের তাদৃশী অষ্টশক্তি পরমেশ্বর আজ্ঞা
লাভ করিয়া আমার প্রার্থিত প্রদান করুন ।
তাঁহাদিগের দ্বিতীয়াবরণপূজায় পূজা বিহিত
হইয়াছে, সেই অনন্ত, একনেত্র, একরুদ্র,
ত্রিমূর্তি, ত্রীকণ্ঠ, শিখণ্ডীশ্বর, আর তাঁহাদের
অষ্টশক্তি দেব-দেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া
আমার প্রার্থিত প্রদান করুন ৥ ২৮—৫২ ৥ তৃতীয়া-
বরণস্থিত ভবাদি অষ্টমূর্তি ও তাঁহাদের অষ্টশক্তি
আর মহাদেবাদি একাদশ মূর্তি ও তাঁহাদিগের
শক্তি সকল সাদরে সেই দেবদেবীর আজ্ঞা
গ্রহণ করিয়া আমার ঈশ্বিত ফল প্রদান
করুন । মহাদেবসদৃশ গভীরনিবাস, মেরু-
মন্দর-কৈলাস-হিমাচ্চির স্তায় ধবলকাতি, বৈষ্ণ-
বর্ণমেষ-শিখরের স্তায় দ্যুতিমান, সর্গরাজের
স্তায় পুষ্প দ্বারা পরিশোভিত, রক্ত বর্ণ-শৃঙ্গ-
বদন-চরণ-ধারী, পৌবরোহিতাজ, হৃৎকর কল,
প্রশস্তলক্ষণোপেত দেবীপদ্মায়, অমিতমুখিত,
আরক্তসোভন, শ্রীমান, মোহন, সর্ব-
বাহুসম্পন্ন, দেবদেবীর

শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবদোষভবাহনঃ । ৫৮
 তথা উচ্চরূপশাস-ভাবিতাপরবিগ্রহঃ ।
 দোহোজপুত্রবঃ শ্রীমান্ শ্রীমচ্ছূনবরাধুযঃ । ৫৯
 তরোয়াজ্ঞাং পুরহতা স মে কামঃ প্রবক্ষতুঃ । ৬০
 নন্দীহরো মহাভেদা নঃপদভবান্নিত্যঃ ।
 স মাক্ষর্যকৈশেবৈনিত্যমভ্যাস্য বদিতঃ । ৬১
 নন্দীহরো নন্দীহরী সাত্বঃ পরিভবৈঃ স্থিতঃ ।
 সর্বকর্মসমগ্রাঃ সর্বানুবিমর্শনঃ । ৬২
 সর্বকর্ম শিবকর্মামহাভেদেহিষেচিতঃ ।
 শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শ্রীমচ্ছূনবরাধুযঃ । ৬৩
 শিবপ্রিতেষু সংসক্তভূতবৃত্তং তদুপি ।
 সংসক্তা শিবকোরাভ্যং স মে কামঃ প্রবক্ষতুঃ । ৬৪
 মহাকর্মে মহাবলম্ভঃ দেব ইবাপকঃ ।
 মহাকর্মে মহাবলম্ভঃ নিত্যদেবাভিরক্ষিতঃ । ৬৫
 শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবকোরাভ্যঃ সতঃ ।
 সংসক্তা শিবকোরাভ্যং স মে দিশতুঃ কৃত্তিকতমঃ ।
 সর্বকর্মসমগ্রাঃ সর্বানুবিমর্শনঃ । ৬৬
 মহাকর্মে মহাবলম্ভঃ দেব ইবাপকঃ । ৬৭

তরোয়াজ্ঞাং পুরহতা স মে কামঃ প্রবক্ষতুঃ ।
 ব্রহ্মাণী চৈব মাহেশী কোমারী বৈকবী ।
 বাবাহী চৈব মাহেশী চামুণ্ডা চণ্ডিকা
 এতা বৈ মাতরঃ সপ্ত সর্বলোকস্ত মাতা
 প্রার্থিতং মে প্রবক্ষতুঃ পরমেশ্বরশাসনঃ ।
 মন্তমাতঙ্গবদনো গঙ্গোমাশঙ্কদাম্বজঃ ।
 আকাশদেহো দিগাহঃ সোমস্ব্যধিলেক্ষ
 ঐরাবতাদিভির্দৈব্যাঙ্গৈর্গজৈর্নিত্যমভিহ
 শিবজ্ঞানমদোদ্ভিগ্নদ্বিগ্নশান্যবিব্রুতঃ ।
 বিষ্ণুচ্চক্ষুঃস্বরাঙ্গীনঃ বিদ্রোহঃ শিবতাকি
 সংসক্তা শিবকোরাভ্যং স মে দিশতুঃ
 সতঃ শিবসম্প্রদঃ শক্তি ব্রহ্মরূপে
 অগ্নিঃ তনয়ঃ দেবো নৃপতিতনয়ঃ
 গঙ্গোমাশঙ্কদাম্বজঃ কৃত্তিকতমঃ
 বিশাখেন চ শব্দেন নৈশমেয়েন চরিতঃ ।
 খেদজিহ্বে কসেনানীশ্বরকর্মদত্তজা
 শৈলানঃ মেকমুখ্যাপঃ বেদকঃ যজ্ঞ
 তপচামাকরপ্রায়াঃ শতপদনলককঃ

শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবদোষভবাহনঃ ।
 শিববাহনঃ, দোহোজ, মহাভেদা, কক্করান, দেবদে
 দেবদেবী, অজ্ঞাং সাক্ষরে প্রতপ কবির
 আয়স প্রার্থিত প্রদান করেন ৫৩—৬০ ।
 ইহকর্ম মাক্ষর্য প্রার্থিত দেবদেব নিমিত্ত অভ্যাস
 ও কন্যা করেন, যিনি শিবকীর অস্তঃপুত্রের
 ধরে সপতিজনে অবস্থান করেন, যিনি অপর
 দেবদেবের স্বরূপ, যিনি সকল শিবকর্মের অধ্যাক্ষ
 পদে অভিষিক্ত, যিনি শিবপ্রিতমের পক্ষপাতী
 এক সেই শিবকর্মসমগ্র ইহার প্রতি সত্য
 কহুয়াসী, সেই মহাভেদা সর্বানুবিমর্শন
 শিবপ্রিয় শিবাসক্ত নিরীশ-ভবান্নিত্য দেবোপা-
 যান-শূন্যরূপশাসি নন্দীহর দেবদেবী, আভা
 সাক্ষরীয়া আয়স অতীত প্রদান করুন ।
 শিব মহাভেদাভিরক্ষণের স্বরূপে সত্য অপর
 কক্করান, শিবপ্রিয়, শিবাসক্ত, শিবকর্ম-
 সাক্ষরীয়া, মহাভেদা, কক্করান, দেবদেবী, আভা
 সাক্ষরীয়া আয়স অতীত প্রদান করুন ।
 শিব মহাভেদাভিরক্ষণের স্বরূপে সত্য অপর

শিবপ্রিয় পুত্র-পরাধন সর্বকর্মসমগ্র
 সর্বপ্রিয় লোকশাস্ত্র বিদ্য দেবদে
 কক্করান-পুরঃসর প্রতপ করত অমর
 প্রদান করেন । ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী,
 বৈকবী, বাবাহী, মাহেশী ও চ
 চামুণ্ডা এই সকল মাতৃগণ পরমো
 পাইয়া অমর প্রার্থিত প্রদান করুন
 ঐরাবতাদি দিগ্গুপকরণ নিমিত্ত জা
 য়কেন, মাহার আকাশ দেহ, দিক্কা
 চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি লোচন, যিনি দেবদে
 করেন এবং যিনি অমরগণের বি
 ব্রতী থাকেন, উমাভবন, শরীরে
 গঙ্গানন্দন, শিবজ্ঞানমদে উদ্বিগ্ন, বি
 মাতঙ্গবদন, নৃপতি দেবদেবীর আ
 বাহিত প্রদান করুন । যিনি কী
 কৃত্তিকা ও নন্দীমাতার তনয়, যিনি
 দেবদেবের সূর্যের প্রার্থিত প্রদান
 দিত করেন, ইহার উত্তম স্বরূপ
 যিনি সর্বকর্ম বিপাক সাধক

স্বাধীন্য রূপোদাহরণং মহৎ ॥ ৭৭
শিবাসক্তঃ শিবপাদার্চকঃ সন।
স্বয়োরাজ্যং স মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্
বরদা শিবয়োঃ পূজনে রতা ।
পূরুষতা সা মে দিশ তু কাঙ্ক্ষিতম্ ॥
দত্তা সাক্ষাত্-সাকারী গণাসিকা ।
দ্ব্যর্থং ব্রহ্মণ্যভ্যর্থিতা শিবাং ॥ ৮০
ভক্তায়া কুবোরন্তরনিঃসৃত।
ইমেনা তথা হৈমবতী জ্যমা ॥ ৮১
জননী ভদ্রকালী স্তবৈব চ ।
জননী পাটলায়া স্তবৈব চ ॥ ৮২
নিত্যং রুদ্রাণী রুদ্রবল্লভা ।
স্বারাজ্যং সা মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্
শানঃ শস্তোর্বদনসংবঃ ।
স্বারাজ্যং স মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্
পো রুববাহপদাঙ্ককঃ ।
স্বারাজ্যং স মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্

হন, সেই তারকারি ইন্দ্রজিৎ
মল্লোচন সুকুমার রূপের নিদর্শন
। সন্ত শিব-পাদার্চন-পরায়ণ বড়া-
কার্ত্তিকেশ ভব-ভবানীর আজ্ঞা
দ্বিয়া আমার অভিলষিত প্রদান
। শিব-পার্কীতীর অচেনপরায়ণ
জ্যোষ্ঠা সেই দেবদেবীর আজ্ঞা
আমার অভিলষিত প্রদান
দেবগণের প্রার্থনীয় ভবানী
হইয়া শিবের ক্রমধ্য হইতে
ই ত্রিলোকবন্দিতা, সাক্ষাৎ
তা, দাক্ষায়ণী, সতী, হৈমবতী,
জননী, ভদ্রকালীজননী, অপর্ণ-
গজননী, রুদ্রবল্লভা রুদ্রাণী
। আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক আমার
করুন। শতুবদনসমুত্ত সর্ব-
দেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া
প্রদান করুন। শিব-পাদার্চন-
পরায়ণ ভব-ভবানীর আজ্ঞা
আমার অভীষ্ট প্রদান করুন।

পিতৃলো গণপঃ শ্রীমান্ শিবাসক্তঃ শিবপ্রিয়ঃ ।
আজ্ঞয়া শিবয়োরেব স মে কামং প্রযচ্ছতু ॥ ৮৬
ভৃঙ্গীশো নাম গণপঃ শিবানুধনতঃ পরঃ ।
প্রযচ্ছতু স মে কামং পত্ন্যরাজ্যপূরঃসরম্ ॥ ৮৭
বীরভদ্র মহাতেজা হিমকুন্দেশুসম্মিতঃ ।
ভদ্রকালীপ্রিয়ো নিত্যং মাতৃশাকাতিরক্ষিতা ॥ ৮৮
বজ্রস্ত চ শিরোহস্তা দক্ষস্ত চ হৃদ্রাস্তনঃ ।
উপেন্দ্রেন্দ্রমাদীন্যং দেবানামঙ্গতক্ষকঃ ॥ ৮৯
শিবসানুচরঃ শ্রীমান্ শিবশাসনপালকঃ ।
শিবয়োঃ শাসনাদেব স মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ৯০
সরস্বতী মহেশস্ত বাক্সরোজসমুদ্ভবা ।
শিবয়োঃ পূজনে নিত্যং সা মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্
বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীঃ শিবয়োঃ পূজনে রতা ।
শিবয়োঃ শাসনাদেব সা মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্ ॥
মহামোহী মহাদেব্যাঃ পাদপূজ্যপরাযণা ।
তস্তা এব নিয়োগেন সা মে দিশতু কাঙ্ক্ষিতম্ ॥
কৌশিকী সিংহমারুতা পার্কীত্যঃ পরমা সূতা ।
বিষ্ণোর্নিজা মহামায়া মহামহিষমর্দিনী ॥ ৯৪

শ্রীমান শিবাসক্ত শিব-পাদার্চনপরায়ণ পিতৃল
নামক গণপতি দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া
আমার অভিলষিত প্রদান করুন। শিবানুধন-
পরায়ণ ভৃঙ্গীশ নামক গণপতি দেবীর আজ্ঞা
লাভ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন।
যিনি হুরাস্তা দক্ষের ও বজ্রের শিরশ্ছেদ করেন
এবং উপেন্দ্র ইন্দ্র বম প্রভৃতিকে কীর্ণাক
করেন, সেই শিবানুচর শিবাজ্ঞাপ্রতিপালক
শ্রীমান ভদ্রকালীপ্রিয় মাতৃগণের রক্ষক হিম-
কুন্দেশুকান্তি মহাতেজাঃ বীরভদ্র দেবদেবীর
আজ্ঞা লাভ করিয়া আমাকে অভীষ্ট দান
করুন। মহেশের মুখকমল-বিনির্গতা শিব-
ভবানীর পূজাপরাযণা দেবী সরস্বতী আমার
বাঞ্ছিত প্রদান করুন। বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী
মহেশ্বরের পূজাপরাযণা দেবী লক্ষ্মী দেবদেবীর
আজ্ঞা লাভ করিয়া আমাকে প্রার্থিত প্রদান
করুন। মহাদেবীর পাদপূজ্যপরাযণা দেবী
মোহী জীহার আজ্ঞা পাইয়া আমার অভিলষিত
প্রদান করুন। পার্কীত্যসিংহী

নিত্য-তত্ত্বসংহতী মধুমাংসাসবজিয়া ।
 ১২কৃত্য শাসনং যাতুঃ সা মে কামং প্রবক্ষতু ॥
 ত্রয়ো ব্রহ্মসমপ্রথাঃ প্রমথঃ প্রথিতোজসঃ ।
 তৃত্যখ্যাং মহাবীণা মহাদেবসমপ্রথাঃ ॥ ১৬
 নিত্যমুক্তা নিরুপমা নিরুদা নিরুপসবাঃ ।
 ১৭শক্ত সানুচরাঃ সর্বলোকনমস্কৃত্যঃ ॥ ১৭
 নরকোষমেব লোকানাং সৃষ্টিসংহরণকমাঃ ।
 পরম্পরাভূতকামাঃ পরম্পরমুদ্রিতাঃ ॥ ১৮
 পরম্পরমতিবিদ্ভাঃ পরম্পরনমস্কৃত্যঃ ।
 শিবপ্রিয়তমঃ নিত্যং শিবলক্ষণলক্ষিতাঃ ॥ ১৯
 সৌম্যঃ সৌম্যত্বাঃ শিবপ্রিয়তমঃ সৌম্যত্বাঃ
 বিকৃপাং সূত্রপাং নানারূপব্রাহ্মণাঃ ।
 সংকৃত্য শিবয়োরাভ্যং তে মে কামং শিবত্বং
 দেব্যাঃ প্রিয়সখীকমাঃ দেবীলক্ষণলক্ষিতাঃ ।
 মহিতে ব্রহ্মকল্যাণিঃ শক্তিতি-প্যানেকশঃ ॥ ২০
 তৃতীয়াবরণে শ্রুতাত্ত্বা নিত্যং সমাক্ষিতাঃ ।
 সংকৃত্য শিবয়োরাভ্যং স মে শিবত্বং মঙ্গলম্ ॥ ২১

যদিবদ্বিতী বিষ্ণুনিদ্রা নিত্যশ্রুতশ্রুতিনি মধু-
 মাংসাসবজিয়া কোণিকী জননী আত্মা সামগ্রে
 গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন
 শিবাক্ষিপণ কৃত্যন। বাহ্যমের মতো কতক
 কতক সৌম্যমুষ্টি, কতক কতক বা তৌষণমুষ্টি ও
 কতক কতক বা অত্যাচার সৌম্য বা তৌষণ
 এই উভয়াক্ষক, আর কেহ কেহ বা কল্যাণ,
 কেহ কেহ বা সূত্রপস্পার ও কেহ কেহ বা
 অসংলক্ষ্যপারী এবং বাহ্য ইত্যাদি করিলেই
 সকল লোকের সৃষ্টি ও সংহার করিতে পারেন,
 একজন সেই সকল মহাদেবসমপ্রভ, নিত্য
 উচ্ছ্বসন, কলহ-মুগ্ধ, নিরুদ্র, পরম্পর পরম্পরে
 পরস্পর অতি-বিদ্ভ পরম্পরনমস্কৃত প্রিবলক্ষণ-
 লক্ষিত শিবপ্রিয়তম সর্বলোকনমস্কৃত সানুচর
 সাক্ষিত তৃত্যখ্যা প্রমথশ সামগ্রে দেবদেবীর
 সাক্ষাৎ গ্রহণ করত আমার অভিলষিত প্রদান
 করুন ॥ ১২-১৯ ॥ তৃতীয়াবরণে পূজার কৃত্য-
 নমস্কৃত্য শিবপ্রিয়তম সর্বলোকনমস্কৃত সানুচর
 সাক্ষিত তৃত্যখ্যা প্রমথশ সামগ্রে দেবদেবীর
 সাক্ষাৎ গ্রহণ করত আমার অভিলষিত প্রদান
 করুন ॥ ১২-১৯ ॥

দিবাকরো মহেশত্ব মৃতিশীলমুদ্রণঃ ।
 নিরুপো গুণসকৌণ্ডিত্বৈব গুণকৈবল্যঃ ॥ ১
 অবিকারাক্ষকাদাস্ততঃ সামান্তবিক্রিয়াঃ ।
 অসাধারণকমা চ সৃষ্টি-স্থিতি-লক্ষণমাং ।
 এবং ত্রিধা চতুর্ধা চ বিভক্তঃ পঞ্চা পূঃ
 চতুর্থাবরণে শ্রুতঃ পূজিত-সামুদ্রৈঃ সহ ।
 শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবপাদাঙ্গনে রতঃ
 সংকৃত্য শিবয়োরাভ্যং স মে শিবত্বং
 দিবাকরবড়ানি আদিত্যাদ্যাং নৃপাঃ ।
 আদিত্যো ভাস্করো ভাস্করবিষ্ণুতানুপু
 অকৌ ব্রহ্মা তথা ব্রহ্মবিষ্ণুশক্তিভূ
 বিষ্ণুরা শ্রুতরা বোধিত্যপাদিত্যপূঃ
 উবা প্রতা তথা প্রজ্ঞা সক্ষা চেতপি
 সোমাদিকেতুপদ্যাত্ত্বাঃ শিবভাবি
 শিবয়োরাভ্যং স মে মঙ্গলং প্রদিশতু
 অববাঃ দ্বাদশাদিত্যাস্তথা দ্বাদশ রূপাঃ

পার্বতী-পরমেশ্বরের আত্মা ব্রহ্ম
 গ্রহণ করিয়া আমাদিগের মঙ্গল করুন
 সৃষ্টিস্থিতিসংক্রমে অসাধারণ কমা
 যিনি সত্ত্ব গুণ ইত্যাদি নিরুপ, যিনি যা
 যিনি অবিকারাক্ষক ইত্যাদি সত্ত্ব
 প্রকাশরূপ বিকারমুক্ত, যিনি অরূপ
 চার ও পাঁচ ভাগে বিভক্ত
 চতুর্থাবরণ-পূজার সাতার সাতার পূ
 হইয়াছে, সেই মহেশের মৃতিভেদে
 স্তম্ভগুলাকার শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শি
 পরাম্পর দিবাকর দেবদেবীর আত্মা স
 করিয়া আমার মঙ্গল করুন আর
 জগদাদি বড় আদিত্য, ভাস্কর,
 অর্ক, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, এই সকল
 মৃতি এবং বিষ্ণুরা, শ্রুতরা, বোধি
 ত্বী, উবা, প্রতা, প্রজ্ঞা সক্ষা এই
 দেবদেবীর আত্মা লাভ করিয়া আ
 লবিত প্রদান করুন । শিবভাব
 কেতু পর্যন্ত গ্রহণ আমার মঙ্গল ক
 রুন আদিত্য ও দ্বাদশ রূপ
 পার্বতীর আত্মা আমার

গন্ধর্বাঃ পন্নগাপন্নস্যাং পণাঃ ॥ ১১০

তথা যজ্ঞা রাক্ষসাস্তানুরাক্ষণা ।

শৈবশৈব সপ্তকুলোময়া হয়াঃ ॥ ১১১

শৈবশৈব সর্বে শিবপদার্থকাঃ ।

বয়োরাষ্ট্রাং মঙ্গলং প্রদিশন্ত মে ॥

দেবস্ত মূর্তিভূমণ্ডলাধিপঃ ।

ধর্মো বুদ্ধিতস্তে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১১৩

ধর্মো বুদ্ধিতৈব গুণকৈবলঃ ॥ ১১৪

কো দেবস্ততঃ সাধারণঃ পরঃ ।

শ্রী চ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ক্রমাং ॥ ১১৫

চতুর্কা চ বিভক্তঃ পঞ্চা পুনঃ ।

শতো পূজিতং সহানুগৈঃ ॥ ১১৬

শাস্ত্রকৃতঃ শিবপাদার্চনে রতঃ ।

যারাক্ষাং স মে দিশতু মঙ্গলম্ ॥

যাক্ষো বিরাট কালং পুরুষঃ ।

যকঃ সনন্দং সনাতনঃ ॥ ১১৮

শৈব দক্ষাদ্যা ব্রহ্মসূত্রবঃ ।

কা ধন্যঃ সঙ্গল এব চ ॥ ১১৯

তে শিবভক্তিপরাধনাঃ ।

শিবাজ্ঞাবশনাঃ সর্বে দিশন্ত যম মঙ্গলম্ ॥ ১২০

চত্বারশ্চ তথা বেদাঃ সেতিহাসপুরাণকাঃ ।

ধর্মশাস্ত্রাদিবিদ্যাভির্বেদিকীভিঃ সমধিতাঃ ॥ ১২১

পরম্পরাবিরুদ্ধার্থাঃ শিবৈকপ্রতিপাদকাঃ ।

সংকৃত্য শিবয়োরাষ্ট্রাং মঙ্গলং প্রদিশন্তি মে ॥ ১২২

অথ কুদ্রো মহাদেবঃ শস্ত্রোর্মূর্তিগরায়সৌ ।

বাহুয়মণ্ডলাধীশঃ পৌরুষৈবধাবান্ প্রভুঃ ॥ ১২৩

শিবভিমানসম্পন্নো নিরুণস্ত্রিগুণাস্বকঃ ।

কেবলং সাত্ত্বিকশ্চাপি রাজসশ্চৈব তামসঃ ॥ ১২৪

অবিকাররতঃ শর্কে ততস্ত সমবিক্রিয়ঃ ।

অসাধারণকর্ম্মা চ সৃষ্টাদিকরণাং পৃথক্ ॥ ১২৫

ব্রহ্মণোহপি শিরশ্ছেদ্য জনকস্তস্ত তৎসূতঃ ।

জনকস্তনয়শ্চাপি বিষ্ণোরপি নিয়ামকঃ ॥ ১২৬

বোধকং তয়োর্নিত্যমনুগ্রহকরঃ প্রভুঃ ।

অণ্ডস্তাস্ত্রীর্হির্কসী কুদ্রলোকধরাধিপঃ ॥ ১২৭

শিবপ্রিয়ঃ শিবাসক্তঃ শিবপাদার্চনে রতঃ ।

শিবজ্ঞানং পুরস্কৃত্য স মে দিশতু মঙ্গলম্ ॥ ১২৮

তস্ত ব্রহ্মবডস্থানি বিদ্যোশানাং তথাষ্টকম্ ।

চত্বারো মূর্তিভেদাশ্চ শিবপূজাঃ শিবার্চকাঃ ॥ ১২৯

১, গন্ধর্বা, পন্নগগণ, অপ্সরোগণ

, রাক্ষস ও অহুরগণ সপ্ত সপ্তগণ

যোঁর অধগণ ও বালখিলা মূনি-

দার্চন-পরায়ণ সকলে দেবদেবীর

গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল করুন ।

যিনি সপ্তগ হইয়াও নিরুণ, যিনি

যিনি সৃষ্টিস্থিতিলয় ক্রমে অসা-

ষ্টাতা, যিনি আবরণ-ভেদে তিন

বিভক্ত হইয়াছেন, চতুর্থা-

র অনুচরগণের সহিত পূজা

সেই অবিকারাত্মক বুদ্ধিতত্ত্বে

গুণৈবধ্যসম্পন্ন ভূমণ্ডলাধিপতি

ভদ্র শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিব-

জ্ঞা, দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ

করুন । বিরণ্যগর্ভ,

কাল, পুরুষ, সনৎকুমার,

ন, সপরীক ব্রহ্মপুত্র পক্ষাদি

শিবভক্তিপরাধন ইহারা শিবাজ্ঞাবশবর্তী হইয়া

আমার মঙ্গল করুন । পরম্পর-বিরুদ্ধার্থ

শিবৈক-প্রতিপাদক বৈদিক ধর্মশাস্ত্রাদি বিদ্যা,

ইতিহাস ও পুরাণাদি-সমধিত বেদ-চতুষ্টির

শিবের আজ্ঞা সাধরে গ্রহণ করিয়া আমার

মঙ্গল করুন । ১১৩—১২২ । যিনি এই

ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বর্তমান

রহিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করেন,

যিনি সেই ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর জনক ও তাঁহাদের

পুত্র, যিনি বিষ্ণুর নিয়ন্তা এবং যিনি সেই

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বোধক ও অনুগ্রহকারী,

সেই নিরুণ হইয়াও ত্রিগুণময় কেবল সত্ত্ব,

রজঃ, ও তমো গুণসম্পন্ন সৃষ্টি স্থিতি লয়

ক্রমে অসাধারণ কর্ম্মানুষ্ঠারী শিবভিমান-

সম্পন্ন শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিবপাদার্চন-

পরাধন লোকধরাধিপতি মহাশয় যম মঙ্গল

আজ্ঞা সাধরে গ্রহণ করিয়া আমার

শিবো জবো হরটৈশ্চ বৃহটৈশ্চ তথা পরঃ ।
 শিবভাজান্ পুরত্যা মঙ্গলং প্রদিশত মে ॥ ১৩০
 অথ বিষ্ণুর্মহেশত শিবটৈস্তথাপরা ভবুঃ ।
 যান্তিভব্যাধিপঃ সাক্ষাদবাক্তপদসংহিতঃ ॥ ১৩১
 নির্ভবঃ সন্তবলন্তথৈব শুভকবলঃ ।
 অবিকার্যভিমাত্রী চ ত্রিসাধারণবিক্রমঃ ॥ ১৩২
 অসাধারণকর্তা চ সৃষ্টাদিকরণাঃ পৃথক্ ।
 নক্ষিতাভ্যন্তরেনাপি স্পষ্টানানঃ বহুত্বা ॥ ১৩৩
 আদ্যোন ব্রহ্মণ সাক্ষাৎ সৃষ্টঃ প্রভা চ তত্ত্ব তু ।
 অণ্ডতন্ত্রমুর্ধ্বহির্ভূতৌ বিষ্ণুর্লোকভব্যাধিপঃ ॥ ১৩৪
 অমৃত্যুভবকন্যাক্রৌঞ্চকতাপি তথামুজঃ ।
 প্রাকৃত্ত্বতন্ত্রমুখ্য তত্ত্বশাপচলানিহ ॥ ১৩৫
 ভূতানিগ্রহার্থায় বৈষ্ণবভবতন্ত্রং কিতৌ ।
 অগ্রমেবকলে মন্ত্রী মায়া মোহনং ভবত ॥ ১৩৬
 মৃত্যুকতা মহাবিশ্বং সঙ্গবিষ্ণুস্বপ্নাশি বা
 বৈকলৈক পুঞ্জিতৈ নিত্যং মৃতিব্রহ্মবাসনে ॥ ১৩৭
 শিবপ্রিয় শিবাসক্তঃ শিবপাদার্চনে বৃত্তঃ
 শিবভাজান্ পুরত্যা স মে দিশতু মঙ্গলম্ ॥ ১৩৮

কন্যাদি ভক্ত, বিদ্যোক্তাইক ও শিব, ভব,
 হর, বৃহ, এই মুক্তিচতুষ্টয়, এই সকল
 শিবভাজান-পরাধনশ শিবের আচ্ছা পাইয়া
 আমার মঙ্গল করুন । সত্যায় মায়াফলে এই
 ত্রিকলং মৃত হইয়া বহিরাছে, যিনি ভূতানিগ্রহ-
 কামনায় তত্ত্বমুনির শাপফলে পৃথিবীতে
 ভববার অবতীর্ণ হইয়াছেন, বৈষ্ণবগণ
 মুক্তকল-ময় আসনে মহাবিশ্ব ও সঙ্গবিষ্ণু
 মৃতি করিয়া করিয়া ধাতকে পূজা করিয়া
 থাকেন, যিনি ব্রহ্মার প্রভা হইয়াও তৎকর্তৃক
 সৃষ্ট হইয়াছেন, যিনি এই ব্রহ্মাওর অভ্যন্তরে
 ও বাহিরে বিরাটমান, যিনি শিবের নক্ষিতাভ্যন্তর
 ব্রহ্মার সহিত নিরুত স্পর্শ করিয়া থাকেন,
 যিনি নির্ভব হইয়াও সন্তবলময়, যিনি
 অবিকার্যভিমাত্রী হইয়াও সৃষ্টাদিকরণসম্মত,
 সেই অমৃত্যুভবকিত্তি অমৃত্যুভব অব্যক্ত
 সাক্ষাৎ সপরিচয়কর্তা শিবপ্রিয় শিবাসক্ত
 শিবভাজান-পরাধনশ শিবের আচ্ছা পাইয়া
 আমার মঙ্গল করুন ।

বামুদেবোহনিরুক্তঃ প্রহ্মাণ্ড উভঃ প
 সর্কর্ষণঃ সমাখ্যাতচত্রে মূর্ত্যো হর
 মংস্তঃ কৃষ্ণো বরাহঃ নরসিংহঃ বাক
 রামজয়ঃ তথা কুরুো বিষ্ণুস্তরগবন্ধু
 চক্রং নারায়ণস্তায়ং পাক্তজ্ঞঃ শার্ক
 সংকৃত্য শিবয়োরাচ্ছাৎ মঙ্গলং প্রদিশ
 প্রভা সরস্বতী গৌরী লক্ষ্মীশ্চ শিবভা
 শিবয়োঃ শাসনাদেতঃ মঙ্গলং প্রদিশত
 ইন্দ্রোহগ্নিঃ বমটৈশ্চ নির্ভতিব্রহ্মণ
 বায়ুঃ সোমঃ কুবেরঃ অধেশানিগুণ
 সর্কৈ শিবার্চনরতাঃ শিবসম্ভাবভিত
 সংকৃত্য শিবয়োরাচ্ছাৎ মঙ্গলং প্রদিশ
 ত্রিগুণমধ বস্তুক তথ পরশু-সায়কৌ
 কড়াপাশাঙ্কশাটৈশ্চ পিনাকচামুখৈ
 শিবায়ুধানি দেবচ দেব্যাটৈশ্চতিনি নি
 সংকৃত্য শিবয়োরাচ্ছাৎ মঙ্গলং কুরু
 মঙ্গলপদবো ধমুঃ সৌরভৈয়ো মহাবল
 বাডবাখ্যানলম্পকৌ পঞ্চগোমাত্রভিত
 বাতনহমুপ্রাপ্তপদা পরমেশয়োঃ

করুন । বামুদেব, অনিৰুক্ত, প্রহ্মা
 হরির এই মুক্তিচতুষ্টয় এবং মংস্ত, কৃষ্ণ,
 নরসিংহ, বাক, রাম, পরশুরাম, ক
 হরগৌরী ও ঐ নারায়ণের সূদর্শনচক্র
 পাক্তজ্ঞ শর, এই সকল শিববিধা
 আমার মঙ্গল করুন । প্রভা, সরস্ব
 লক্ষ্মী এই সকল শিবভাবসম্পন্ন
 আমার মঙ্গল করুন । ইন্দ্র, অগ্নি,
 বস্তুক, বায়ু, সোম, কুবের ও ত্রিগুণ
 এই সকল শিবভাব-সম্পন্ন শিব
 শিবপূজিগণ দেবদেবীর আচ্ছা পাই
 আমার মঙ্গল করুন । ত্রিগুণ, ব
 সায়ক, কড়া, পাশ, অমুখ ও
 শিলাক, এই সকল দেবদেবীর বিক
 আচ্ছা পাইয়া গ্রহণ করিয়া আম
 করুন । যিনি উপোষলে দেব
 হইয়াছেন, যিনি বাডবাখ্যানের
 স্পর্শ করিয়া থাকেন, সেই

পুৰুষত্ব স মে কামং প্রবক্ষ্যতু ॥১৪৮

সুৰভিঃ সুশীলা সুমনাস্তথা ।

রক্তেতাঃ শিবলোকে ব্যবস্থিতাঃ ॥১৪৯

। নিত্যং শিবার্চনপরায়ণাঃ ।

নাদেব দিশস্ত মম বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫০

। হাতেজা নীলজৌমুতসন্নিভাঃ ।

নঃ সুরদ্রক্তধরো রক্তলঃ ॥ ১৫১

। শ্রীমান ভূকুটীকটিলেক্ষণঃ ।

। শশি-পদ্মগভূষণঃ ॥ ১৫২

। সি-কপালোদ্যতপাণিকঃ ।

বঃ সিদ্ধৈর্যোগিনীভিঃ সংবৃতঃ ॥

সমাসীনঃ স্থিতো যো রক্ষকঃ সত্যম্

। শিবসম্ভাবভাবিতঃ ॥ ১৫৪

। শেষেণ রক্ষন পুত্রানিবোরসান্ ।

। যারাজ্যং স মে দিতু মঙ্গলম্ ॥

। স্ত প্রথমাবরণেহচ্চিতাঃ ।

। যারাজ্যং চত্বারঃ সমবস্ত মাম্ ॥১৫৬

। হাবল প্রব্রুপবর ধন্য পরমেশ-

। আজ্ঞা লাভ করিয়া আমাকে

। কন। নন্দা, সুভদ্রা, সুশীলা,

। শিবলোকস্থিতা শিবার্চনরতা

। এই সকল গোমাতৃগণ দেব-

। য় আমার বাঞ্ছিত প্রদান

। ১৫০। যিনি শিবাশ্রিতগণকে

। গাধ অতিথিতে রক্ষা করেন,

। র রক্ষার নিমিত্ত প্রতি ক্ষেত্রে

। ন, বাহার কম্পমান-রক্তবর্ণ-

। রক্তাকরাল বদন, রক্তবর্ণ সুবৃন্ত

। ন, বাহার উদ্যত হস্তে ত্রিশূল

। পাল সকল বিরাজমান, যিনি

। সিদ্ধ ও যোগিনীগণে পরিবৃত

। ব্যোমকেশ নীলম্বনকান্তি মহা-

। প্রণামপরায়ণ শিবভাবসম্পন্ন

। দেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া

। করুন। প্রথমাবরণ-পূজার

। লের তালজলদি অমৃতচরণ

। জা সাগরে গ্রহণ করিয়া আমার

। ভৈরবাদ্যাংচ যে চাত্রে সমস্তাং তস্ত বেষ্টিতাঃ ।

। তেহপি মামমুগ্ধস্ত শিবশাসনপৌরবাং ॥ ১৫৭

। নারদাদ্যাংচ মুনয়ো দিব্যা দেবৈঃচ পূজিতাঃ ।

। সাধ্যাটৈঃচ তু যে দেবা জনলোকনিবাসিনঃ ॥১৫৮

। বিনিবৃতাধিকারঃ মহলোকনিবাসিনঃ ।

। মহর্ষয়স্তথাহে চ বৈমানিকগণৈঃ সহ ॥ ১৫৯

। সর্বে শিবার্চনরতাঃ শিবাজ্ঞাবশবর্তিনঃ ।

। শিবয়োরাশ্রয়া মহং দিশস্ত মম কাঙ্ক্ষিতম্ ॥১৬০

। গন্ধর্বাদ্যাঃ পিশাচাত্যাংচত্স্রো দেবযোনয়ঃ ।

। সিদ্ধা বিদ্যাধরাদ্যাংচ বেহপি চাত্রে নতঃচরাঃ ॥

। অশুরা রাক্ষসাতৈঃচ পাতালতলবাসিনঃ ।

। অনভাদ্যাংচ নাগেন্দ্রা বৈনভেয়াদয়ো দ্বিজাঃ ॥১৬২

। কুশাণ্ডাঃ প্রেতবেতলা গ্রহা ভূতগণাঃ পরে ।

। ডাকিত্যাপি যোগিত্যঃ শাকিত্যাপি তাদৃশাঃ ॥১৬৩

। ক্ষেত্রারামগৃহাদানি তীর্থস্থায়তনানি চ ।

। বীপাঃ সমুদ্রা নদ্যাংচ নদাংচাত্রে সরাংসি চ ॥১৬৪

। শিবরঃ সুমেক্ষাদ্যাঃ কাননানি সমস্ততঃ ।

। পশবঃ পক্ষিণে বৃক্ষাঃ কৃষি-কীর্টাদয়ো মৃগাঃ ॥১৬৫

। ভুবনাত্মপি সর্ক্সাপি ভুবনানামধীশ্বরঃ ।

। মঙ্গল কনন। আর সেই ক্ষেত্রপালের চতু-

। ন্দিকে বর্তমান ভৈরবাদি গণও শিবাজ্ঞা-প্রভাবে

। আমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন। দেব-

। পূজিত নারদাদি মুনিগণ, সাধ্যগণ, জনলোক-

। নিবাসী দেবগণ, আর পরিত্যক্ত-সর্বকর্মাধিকার

। মহলোকনিবাসী মহর্ষিগণ এবং অস্ত্রান্ত

। বৈমানিকগণের সহিত অস্ত্রান্ত সকল এই সমস্ত

। শিবার্চনপরায়ণ শিবাজ্ঞাবশবর্তিগণ দেবদেবীর

। আজ্ঞায় আমার অভিলষিত প্রদান করুন।

। গন্ধর্বাদি পিশাচ-পর্ধ্যস্ত দেবযোনিচতুষ্টয়,

। বিদ্যাধরাদি অস্ত্রান্ত নতঃচরণ, পাতালতল-

। নিবাসী অশুর ও রাক্ষসগণ অনভাদিনাগেন্দ্রগণ,

। গরুড়াদি পক্ষিগণ, কুশাণ্ডগণ, প্রেত-বেতালগণ,

। গ্রহগণ, ভূতগণ ডাকিনীগণ, যোগিনীগণ,

। শাকিনীগণ, ক্ষেত্র উপবন গৃহাদি তীর্থ সকল,

। আশ্রয়-সমূহ, বীপ, সমুদ্র, নদী, নল, সরোবর,

। সুমেক্ষ প্রভৃতি শিব, কামর, পত, শকী, কলি,

। কীট, বক, মন, সকল ভবন ও ভবনাদি

(२) ईशान नरक वास्तवका मूर्ति

স সাধারণ সমুদায়াদিহেতবে ।
 প্রপণ প্রপণেনারুতায় তে ॥ ১৮২
 গুণব্রহ্মো প্রবিপত্য শিবং শিবাম্ ।
 কাকবীং বিদ্যামষ্টোত্তরশতাৱরাম্ ॥ ১৮৩
 কবিদ্যাক জপিতা তৎসমর্পণম্ ।
 পয়িত্তেশং পূজাশেষং সমাপয়েৎ ॥ ১৮৪
 তমং স্তোত্রং শিবয়োচ্চৈরঙ্গমম্ ।
 ঐদং সাক্ষাৎকৃত-মুক্তোক্তসাধনম্ ॥ ১৮৫
 ত্রয়োবিত্যং শৃণুযাত্রা সমাহিতঃ ।
 পাপানি শিবসাধুজ্যমাগুরাং ॥ ১৮৬
 কৃতঘ্নঃ বীরহা ভ্রূণহাপি বা ।
 তী চ মিত্রবিশ্রম্ভষাতকঃ ॥ ১৮৭
 মাচারো মাতৃহা পিতৃহাপি বা ।
 দ্রুপ্তেন তস্তংপাপাং প্রমুচ্যতে ॥ ১৮৮
 হানর্থ-সুচকেষু ভগ্নে চ ।
 যদেতন্ন ততোহনর্থভাগ্ভবেৎ ॥ ১৮৯

ল হয়, এইরূপ আশীর্বাদ করুন ।
 ১৮৭ উমাসহচর শিব! আপনি
 প প্রপণ দ্বারা এই জগৎ আরুত
 রাছেন সপুত্রক আপনাকে নমস্কার
 কথ্য বলিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম
 স্তবশতাদিক পঞ্চাঙ্গর মন্ত্র জপ
 সেইরূপ শক্তিমন্ত্রও জপ করিয়া
 ও “কমস্ব” বলিয়া ক্রমা প্রার্থনা
 শেষ সমাপন করিবে । ১৫১—১৮৪ ।
 পূণ্যতম, সর্কাতীষ্টপ্রদ, সাক্ষাৎ
 ও দেবদেবীর হৃদয়ঙ্গম । যে
 ত চিত্তে এই স্তব কীর্তন করে বা
 সে আশু সর্কপাপ হইতে মুক্ত
 যুক্ত লাভ করিতে সমর্থ হয় ।
 হতা, মাতৃহতা, বীরহতা, কৃতঘ্ন,
 গতবাতী মিত্রঘাতী, বিশ্বাসঘাতক,
 আরো ব্যক্তিগণ যদি অমৃতবার এই
 , তাহা হইলে সেই ব্যক্তিগণ
 পাপ হইতে মুক্ত হয় । জন্মপ
 অনর্থসুচক ভয়ে যদি কেহ এই স্তব
 হা হইলে, সে সেই অবধি আর

আয়ুরোগ্যমৈশ্বর্যং যচ্চাত্তনপি বাহিতম্ ।
 স্তোত্রস্তাত্ত জপে নিষ্ঠন্তং সর্কং লভতে নরঃ ॥
 অসম্পূজ্য শিবং স্তোত্র-জপাং ফলমুদাহৃতম্ ।
 সম্পূজ্য চ জপে তস্ত ফলং বন্ধুং ন শক্যতে ॥
 আস্থামিয়ং ফলাবাপ্তিরেতন্মিন্ কীৰ্ত্তিতে সতি ।
 সার্কিমসিকয়া দেবঃ ক্রতেদং দিবি তিষ্ঠতি ॥ ১৯২
 তস্যান্ভসি সম্পূজ্য দেবদেবং সহোমরা ।
 কৃতাজলিপুটস্তিষ্ঠন স্তোত্রমেতদ্বদীরয়েৎ ॥ ১৯৩
 ইতি ত্রিশৈবে মহাপুরাণে বায়বীরসংহিতা-
 মুস্তরভাগে দেবদেবীস্তুবর্গকথনং নাম
 চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ শোহধ্যায়ঃ ।

উপমন্ত্যাক্রবাচ ।

এতং তে কথিতং কৃৎ কর্ণেহামুত্র সিদ্ধিম্ ।
 ক্রিয়া-তপো-জপ-ধ্যানসমুচ্চয়ময়ং পরম্ ॥ ১

অনর্থভাগী হয় না । আয়ুঃ আরোগ্য, ঐশ্বর্য ও
 অচ্যুত যাহা কিছু অভীষ্ট থাকে, মনুষ্যগণ তৎ-
 পব হইয়া জপ করিলে সেই সকল লাভ করিয়া
 থাকে । যাহা ফল কথিত হইল, ইহা শিব-
 পূজা না করিয়া স্তব পাঠ করিলে, তাহার ফল ;
 আর শিবপূজা করিয়া স্তব পাঠ করিলে যাহা
 ফল হয়, তাহা বর্ণনাভীত । এই স্তব পাঠ
 করিলে যে কি ফল, তাহা দূরে থাকুক, এই
 স্তব শ্রবণ মাত্র দেবদেব অম্বিকার সহিত গগনে
 আনিয়া অবস্থান করেন, অতএব দেবদেবকে
 উমার সহিত আকাশে পূজা করিয়া কৃতাজলি-
 পুটে অবস্থান করত এই স্তব পাঠ করিবে ।
 ১৮৫—১৯৩ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

উপমন্ত্য কহিলেন,—হে কৃৎ ।

ও পারজিক সিদ্ধপ্রদ ক্রিয়া, জপ,

অথ বক্ষ্যামি শৈবানামিহৈব ফলদং মূখ্যম্ ।
 পূজা-হোম-জপ-ধ্যান-তপো-দানময়ং মহৎ ॥ ২
 তত্র সংসাধয়েৎ পূৰ্ব্বং মন্ত্ৰং মন্ত্ৰার্থবিস্তমঃ ।
 দৃষ্টসিদ্ধিকরং কৰ্ম্ম নাক্ষত্ৰা ফলদং যতঃ ॥ ৩
 সিদ্ধমন্ত্ৰোহপ্যদৃষ্টেন প্রবলেন তু কেনচিত্ ।
 প্রতিবন্ধফলং কৰ্ম্ম ন কুৰ্য্যাৎ সহসা বুধঃ ॥ ৪
 তন্ত তু প্রতিবন্ধস্ত কৰ্ত্ত্বং শকোহ নিরুতিঃ ।
 পরীক্ষ্য শকুনাদৈক্য তদা নিরুতিমাচরেৎ ॥ ৫
 যোহন্তথা কুরুতে মোহাৎ কষ্টৈহিকফলং নরঃ ।
 ন তেন ফলভাক্ স ত্ৰাং প্রাপুয়াচোপহাস্ততাম্ ॥
 অবিশ্রবো ন কুন্মীত কৰ্ম্ম দৃষ্টফলং কচিৎ ।
 স ধৰ্ম্মশ্রদ্ধানঃ স্তান্নাশ্রদ্ধঃ ফলমুচ্ছতি ॥ ৭
 নাপরোধোহস্তি দেবস্ত কৰ্ম্মণ্যপি তু নিরুতৌ
 কথোক্তকারিণাং পুংসামিহৈব ফলদর্শনাৎ ॥ ৮
 সাধকঃ সিদ্ধমন্ত্ৰং নিরন্ত্রপ্রতিবন্ধকঃ ।

তপোময় কৰ্ম্ম এই কথিত হইল । অনন্তর শৈব-
 পন্থের দ্বারা ইহলোকেই ফলপ্রদ, সেই পূজা,
 হোম, জপ ও ধ্যান তপোময় মহৎ কৰ্ম্ম বলি-
 ভেক্তি, শ্রবণ করুন । তাহাতে প্রথমতঃ মন্ত্ৰ-
 বিস্তার কৰ্ত্তা দৃষ্ট ফলের সিদ্ধিকর মন্ত্ৰ নিরু-
 ক্তিবে, কারণ তদ্ব্যতিরিক্ত দৃষ্ট ফলের সাধক
 আর কিছুই নাই । এইরূপে সিদ্ধমন্ত্ৰ হইয়াও
 কৰ্ত্তা কোন এক প্রবল অদৃষ্ট বলে বাহার ফল
 প্রতিবন্ধকপন্ন, একপ কৰ্ম্ম সহসা করিবে না ।
 যেহেতু সেই প্রতিবন্ধকের নিরুতির উপায়
 রহিয়াছে । অতএব শকুনাদি দ্বারা পরীক্ষা
 করিয়া তাহা নিরুতি করিবে । যে ব্যক্তি মোহ
 বশতঃ ইহার অন্তর্থাচরণ করিয়া এই ঐহিক-
 ফলপ্রদ কাৰ্য্য করিবে, সে ব্যক্তি কদাচ সেই
 কৰ্ম্মের ফলভাগী হয় না, বরং শেষে উপ-
 হাস্যম্পদ হইয়া থাকে । আর যে ব্যক্তি
 অবিশ্বাসী, সে কদাচ দৃষ্টফলপ্রদ কৰ্ম্ম করিবে
 না ; কারণ সেই অবিশ্বাসী ব্যক্তির অশ্রদ্ধা
 আছে, অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি কদাচ ফলভাগে সমর্থ
 হয় না । এইরূপ ব্যক্তির যদি কৰ্ম্ম নিরুত হয়,
 তাহাতে কেবল কিছু অপরাধ নাই, কারণ
 অশ্রদ্ধা-করকারীমণ্ডলের ইহলোকেই ফলসিদ্ধি

বিবস্তঃ শ্রদ্ধানশ্চ কুৰ্ব্বন্নাপ্রোতি তু
 অথবা তৎফলাবাটো ত্র্যক্ষচর্যরজো
 রাত্তৌ হবিষ্যমগ্নীয়াৎ পায়সং বা কল
 হিংসাদি বস্মিষিক্তং স্তান্ন কুৰ্য্যাননস্যা
 সদা ভক্ষ্যানুগিপ্তাস্তঃ সুবেষশ্চ ভুজি
 ইথমাচারবান্ ভূত্বা স্বানুকূলে তত্তে
 পূৰ্ব্বোক্তলক্ষণে দেশে পুষ্পমালাদ্য
 আলিপ্য শকুতা ভূমিং হস্তমাবর্য্য
 বিনিধেৎ কমলং ভক্তং দীপ্যমানং
 তপ্তজানুদময়মষ্টপত্রং সকেশরম্ ।
 মধ্যে কর্ণিকয়া যুক্তং সৰ্ব্বরৌহরলক্ষণ
 স্বাকারসদৃশেনৈব নালেন চ সমৰ্ণিত
 তাদৃশে স্বর্ণনিৰ্ম্মাণে কন্দে সম্যক্ প্রতি
 ভূত্ৰাণিমাণিক্যং সৰ্ব্বং সঙ্গজ্য মনসা পু
 রঃস্বয়ং বাধ সৌবর্ণং শ্ৰুতিকং বা সল
 লিত্বং সবেদিকং তত্র স্থাপয়িত্ব বিধান

দেখা যায় । অতএব সাধক এইরূপে
 নিরন্ত্র-প্রতিবন্ধক, বিবস্ত ও শ্রদ্ধা
 কাৰ্য্য করিবে, তাহা হইলেই তাহার
 হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই
 তাদৃশ ফলপ্রাপ্তি নিমিত্ত ত্র্যক্ষচর্য
 করিবে । নিরন্ত্র রাত্রিতে হবিষ্য,
 ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিবে । আর
 সকল নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম তাহা কদাচ
 সৰ্ব্বদা ভক্ষ্যোক্তলক্ষণ, সুবেষ
 হইয়া থাকিবে । ১—১১ । এই
 বান্ হইয়া প্রাক্তব্যক্তি শুভ দিবা
 পুষ্পমালাদ্য দ্বারা অলঙ্কৃত দেশে
 অধিক ভূমিকে গোময় দ্বারা
 সকেশর মধ্যে কর্ণিকায়ুক্ত, অমূল্য
 বিত, উত্তম সুবর্ণময়, নানা
 দেদীপ্যমান, সুন্দর পদ্ম নির্মাণ
 তাদৃশ সুবর্ণময় কন্দ নির্মাণ
 অগ্নিাদির প্রতিষ্ঠা মনে মনে
 রক্ষণনির্মিত, সুবর্ণনির্মিত বা
 হটক, সলক্ষণ, সবেদিক নির

দেবং সাক্ষং সগণমব্যয়ম্ ॥ ১৭

কল্যা মূর্তির্মূর্তিমতঃ প্রভোঃ ।

ইত্ৰ সৰ্বভরণভূষিতা ॥ ১৮

নাকিকিহিহিসিতাননা ।

চ মৃগ-টঙ্কধরা তথা ॥ ১৯

চিত্তা চিত্তকম্ব যথাকৃতি ।

রক্ত-খড়্গাবজ্রাণি দক্ষিণে ॥ ২০

শে তদ্বৎ খেটং নাগক বিব্রতী ।

খ্যা প্রতিবক্তং ত্রিলোচনা ॥ ২১

ধং সৌম্যং সাকারসদৃশপ্রভম্ ।

সৌম্যসদৃশং বোরদর্শনম্ ॥ ২২

প্রথং নীলালকবিভূষিতম্ ।

স্নাতং সৌম্যমিন্দুকলাধরম্ ॥ ২৩

ব। সেই লিঙ্গমূর্তিতে দেবীর

অবায় দেবকে আবাহন করিয়া

সেই লিঙ্গে মূর্তিমান প্রভুর

মাহেশ্বরী মূর্তি কল্পনা করিবে ।

ত, চার বদন, শাঙ্গুলচর্ম্ব বসন ;

ন নিমিত্ত স্থিত হাসি বিরাজমান ,

৫ উত্তোলন করিয়া : ভক্তগণকে

নাই" বলিয়া অভয় দান করিতে-

অগ্রসর করিয়া : "হে ভক্তগণ !

যাহা ইচ্ছা, তাহাই প্রার্থনা

পার" এইরূপে অভয় দান

অপর দুই হস্তের এক হাতে

তে টঙ্ক ধারণ করিয়া রহিয়া-

তাহার অষ্ট ভুজ চিত্তা করিবে ;

৭০০ কুচি হয়, তাহাই করিবে ।

দক্ষিণ ভুজ-চতুর্ভুজে ত্রিশূল,

বজ্র এবং বাম ভুজ চতুর্ভুজে

ধট ও নাগ বিরাজমান রহি-

চিত্তা করিতে হইবে । তাহার

রের গায় কান্তি, তাহার প্রতি

লাচন বর্তমান, তাহার পূর্ব-

গাপন আকার-সদৃশ প্রভাবুক্ত,

-মেঘবর্ণ ও বোর দর্শন, উত্তর

৪ ও নীল অলকে বিভূষিত এবং

তস্মাক্ষমণ্ডলাকৃতা শক্তির্মাহেশ্বরী পরা ।

মহালক্ষ্মীরিতি খ্যাতা শ্যামা সর্ষমনোহরা ॥ ২৪

মূর্তিঃ কুট্টবমাকারাং সকলীকৃত্য চ ক্রমাৎ ।

মূর্তিমন্তমখাবাহ যজ্ঞেঃ পরমকারণম্ ॥ ২৫

স্নানার্থং কল্পয়েৎ তত্র পঞ্চগব্যস্ত কাপিলম্ ।

পঞ্চামৃতক পূর্ণানি বীজানি চ বিশেষতঃ ॥ ২৬

পূরস্তান্মণ্ডলং কৃত্বা বহুচূর্ণাদ্যালকৃতম্ ।

কর্ণিকায়্যং প্রবিষ্টাশ্চ ঈশানকলশং পুনঃ ॥ ২৭

সদ্যাদিকলশান্ পঞ্চাং পরিভ্রুজ্য কল্পয়েৎ ।

ভতো বিদ্যেশকলশানষ্টৌ পূর্বাদিদিক্ ক্রমাৎ ॥

তীর্থাস্পূরিতান্ কৃত্বা স্ত্রেণাবেষ্ট্য পূর্ববৎ ।

পূণ্যদ্রব্যানি নিক্ষিপ্য সমস্তং সবিধানকম্ * ॥ ২৯

দ্রুতাদ্যোন বস্ত্রেন সমাচ্ছাদ্য সমস্ততঃ ।

সর্ষত মন্ত্রং বিচ্যুত্ব ভক্তমন্ত্রপুরঃসরম্ ॥ ৩০

স্নানকালে তু সম্প্রাপ্তে সর্ষমঙ্গলনিবনৈঃ ।

পশ্চিম বদন পূর্বচক্ষের গায় শোভমান ও ইন্দু-

কলা-শেখর । তাহার কোড়ে মাহেশ্বরী শক্তি

ও শ্যামা সর্ষমনোহরা মহালক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা

রহিয়াছেন । এবমাকারা মূর্তি কল্পনা করিয়া

ক্রমে সকলীকরণ করিবে । অনন্তর মূর্তিমান

পবমকারণকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে ।

১২—২৫ । তাহাতে স্নানের নিমিত্ত কাপিল-

সমস্ত পঞ্চগব্য আনয়ন করিবে এবং পঞ্চামৃত

ও পূর্ণ ধাতু আনয়ন করিবে । সমুখে বহু-

চূর্ণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত মণ্ডল নির্মাণ করিয়া কৰ্ণি-

কাতে ঈশান কলস স্থাপন করিবে । উল্লার

তাহার চতুর্দিকে সদ্যাদি কলস স্থাপন করিবে ।

তার পর বিদ্যেশ্বরগণের অষ্ট কলস পূর্বাদি

অষ্ট দিকে স্থাপন করিবে । পরে সেই কলস-

সমূহে তীর্থজল ও পূণ্য দ্রব্য সকল মিক্ষেপ

করিয়া স্ত্র দ্বারা বেষ্টন করত বখাবিধি মন্ত্রপুত

করিয়া দ্রুতাদি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে ।

আর সেই ঈশানাদি মন্ত্রপূর্বক মন্ত্রবিজ্ঞান

করিবে । তাহার পর স্নান কাল উপস্থিত

করিবে । তাহার পর স্নান কাল উপস্থিত

করিবে । তাহার পর স্নান কাল উপস্থিত

* সর্ষমঙ্গলনিবনৈঃ কাটিংকঃ ।

পঞ্চপদ্মাদিভিত্তিকং প্রাপ্যেৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৩১
 ততঃ কুশোদকাদ্যানি বর্ষরত্নোদকানি ।
 নবপুষ্পাদিসিদ্ধানি যজ্ঞসিদ্ধানি চ ত্রয়াং ॥ ৩২
 উক্ততোক্তাত্মা যজ্ঞেণ তৈত্তৈঃ প্রাপ্য মহেশ্বরম্ ।
 নব-পুষ্পাদি-বীপাং চ পূজাকর্ম সমাচরেৎ ॥ ৩৩
 পলাবরঃ স্রাবলেন একাদশপলোত্তরঃ ।
 সুবর্ণরত্নপুষ্পানি তুলাপি সুবর্তীদি চ ॥ ৩৪
 নীলোংপলাহাংপলাদি বিদ্যপত্রাণ্যনেকশঃ ।
 কমলানি চ বক্তানি বেতাভূপি চ সমুদয়ে ॥ ৩৫
 কৃষ্ণাশুভ্রবো বৃক্ষঃ সপুষ্পাভাও গুণ্ডলঃ ।
 কপিলাহুতসংসিদ্ধা বীপাঃ কর্পূরবৃষ্টিভাঃ ॥ ৩৬
 পঞ্চ ত্রয়বৃক্ষানি পূজ্যস্তাবরণানি চ ।
 শিবহাঃ পরমা সিদ্ধাঃ সন্তোভজ্যো মহাচরঃ ॥ ৩৭
 পাটিলোংপলাহাংপলাহাঃ পানীতক সুপুষ্টিভূম্য
 পঞ্চসৌম্যভিকপেতং তামূলক সুসংকৃতম্ ॥ ৩৮
 সুবর্ণরত্নসিদ্ধানি কুম্বানি বিশেষতঃ ।
 কুম্বানি চ বিচিত্রানি স্তম্ভানি চ নবানি চ ॥ ৩৯

হইলে, সকল যজ্ঞলক্ষ্যনি করত পঞ্চপদ্মাদি দ্বারা
 পরমেশ্বরকে দান করাইবে এবং কুশোদকাদি
 বর্ষরত্নোদকাদি নবপুষ্পাদিসিদ্ধ ও যজ্ঞসিদ্ধ ভল
 গ্রহণ করিয়া যজ্ঞোক্তপুণে সেই সেই দ্রব্য দ্বারা
 দান করাইয়া নবপুষ্পাদি বীপ প্রভৃতি দ্বারা
 পূজা করিবে। উক্তজন দ্রব্য একপল-পানি-
 মিহত অধিক হইবে এবং একাদশ পল অপেক্ষা
 ন্যাস হইবে। পুষ্প সকল সুবর্ণনির্মিত রত্ন-
 নির্মিত হইবে, তত ও সুবর্তি পুষ্প হইবে।
 সমুদয়ে নীলোংপল উংপল, কৃষ্ণকমল ও বেতা-
 পল দান করিবে। কর্পূর হুত ও গুণ্ডল
 হুত কৃষ্ণাশুভ্র নির্মিত পুষ্প দান করিবে
 এবং কপিল। গোর হুত সিদ্ধ কর্পূরবৃষ্টিভাত
 বীপ দান করিতে হইবে। তাহার পর পঞ্চ-
 বৃক্ষ ও বৃক্ষের পূজা করিয়া অস্ত্র আবরণের
 পূজা সমাপন করিবে। পরে অন্নদান, বা—
 হুতসিদ্ধ হুত-হুতসুত মহাত্মা শিবদান করিবে
 এবং পাটিলোংপল পলাদি দ্বারা সুসং পানীত
 পঞ্চ সৌম্যভিক হুতসুত হুতসুত তামূল, সুবর্ণ-
 রত্নসিদ্ধ হুত, বিচিত্র পুষ্প পুষ্প দান

দশমীরানি দেয়ানি পান-বাচ্যাদিঃ
 অগ্নি চ মূলমন্ত্রস্ত নকঃ পরমেশ্বরম্
 একাবরা ক্রোস্তরা চ পূজাকর্মদ্বয়ম্
 নবসংখ্যাকরো হোমঃ প্রতিভবৎ
 যোররূপঃ শিবশিষ্টেয়া মারগোক্তা
 শিবলিঙ্গে শিবায়ো চ শাস্ত্রঃ শাস্ত্রিক-
 আয়সো অকৃষ্ণবো কার্যো মারগি
 তদন্তত্র তু সৌবর্ণো শাস্ত্রিকো
 দক্ষিণা হুত-গোক্ষীর-মিশ্রা মধুনা
 চরুণা সহতেনৈব কেবলং পরমসি
 জুহবান্মুত্ৰাবিভয়ে তিলে যোগোপা
 য়তেন পরমা চৈব কমলৈর্দ্বৈ কো
 সমুদিকামো জুহবান্মহাদ্রিভাশাস্ত্রা
 জাতিপুষ্পেণ বজ্রাধী জুহবান্মহাদ্র
 য়তেন করবীরৈঃ কৃষ্ণাং কর্ণক
 তৈলেনোক্ততৈঃ কৃষ্ণাং স্তবন

ও দিবা মর্গ দান করিবে। নন
 করত দান করিবে পরে নক
 করিবে। সল দশতঃ একবারের
 বারের কম পূজা করিয়া প্রতি
 নব সংখ্যার অধিক ও এক শ্রেণী
 ২৬—৪১। মারগ উক্তভি
 লিঙ্গে এবং শিবশিষ্টে শিবের
 করিবে। আর শাস্ত্রিক-পৌষ্টিক
 মুক্তি শিক্তে চিত্ত করিবে। আর
 অকৃষ্ণ লৌহনির্মিত করিবে।
 কার্যে সুবর্ণ নির্মিত অকৃষ্ণ কল
 বিজয়-কামনা-হোম করিতে হইবে
 গোক্ষীর-মিশ্রিত দুগ্ধ, মধু।
 দ্বারা কিংবা কেবল দুগ্ধ দ্বারা
 যোগোপাশাস্ত্রের নিমিত্ত জি
 করিবে। সমুদিকামী যুক্তি
 মারগের নিমিত্ত হুত ও হুত
 কেবল পর দ্বারা হোম করিবে
 যুক্তি হুতাত জাতিপুষ্প দ্বারা
 আকর্ষণক যুক্তি হুত ও করি
 হোম করিবে। আর হুত

পি লভনেন তু পাতনম্ ॥ ৪৭
 । শ্রাং বরশ্রোত্রে চোত্তরোঃ ।
 কুর্ধ্যাদোহিবৌজৈস্তিলাধিতৈঃ ॥ ৪৮
 । ন কুর্ধ্যান্নাঙ্গলকস্ত তু ।
 জন সেনাস্তনমেষ চ ॥ ৪৯
 । হোমদৈব্যরশেষতঃ ।
 । লৈজ্জ্বল্যাদিচারিকে ॥ ৫০
 । কুর্ভূতঃ কার্পাসাধিতৈরেব চ ।
 । শ্রৈজ্জ্বল্যাদিচারিকে ॥ ৫১
 । কীরং সৌভাগ্যফলদং তথা ।
 । হোমঃ ক্রোদাজ্যাদিভির্ভুতৈঃ ॥ ৫২
 । ৫৩ চকুণা কেবলেন বা ॥ ৫৩
 । ৫৪ বাপি সপ্তভিঃ সমিদাদিভিঃ ।
 । হোমে বশ্যমাকর্ষণং তথা ॥ ৫৪
 । ক্রীপ্রদক বিশেষতঃ ।
 । ৫৫ শত্রোবিজয়দং তথা ॥ ৫৫

বা সর্বপ দ্বারা হোম করিবে
 হইতে ইচ্ছা হইলে রক্তন দ্বারা,
 হইলে গর্দভ ও উষ্ট্রের রক্ত দ্বারা,
 হইতে ইচ্ছা হইলে তিলমিশ্রিত
 র বীজ দ্বারা, বিদ্রব করিতে
 নারিকেল তৈল দ্বারা, বন্ধন ও
 তে হইলে পূর্বোক্ত রোহিতক
 ভিচার কন্ম রক্তসর্বপ মিশ্রিত
 দ্রব্য দ্বারা ও 'হস্ত-যন্ত্রোদ্ভূত
 ম করিবে । ঐ আভিচারিক
 মক ধাতুবিশেষের তুমিমিশ্রিত
 ও তৈলমিশ্রিত সর্বপ দ্বারা
 কীর দ্বারা হোম করিলে
 ভাগ্যফল লাভ হয় । দধি দ্বারা
 করিলে সর্বসমৃদ্ধি লাভ হয় ।
 কন্মে কীর ও তুলসীদ্বারা কিংবা
 হোম করিবে, অথবা সমিধ
 দ্বারা হোম করিবে । এই সকল
 । হোম করিলে বশীকরণ এবং

পাঠান্তর কচিং ।

সমিধঃ শাস্তিকার্যেযু পালান-খদিরানিকাঃ ।
 করবীরাকজাঃ কুরাঃ কণ্টকিস্তম্ব নিগ্রহে ॥ ৫৬
 প্রশান্তঃ শাস্তিকং কুর্ধ্যাং পৌষ্টিকক বিশেষতঃ ।
 নিগ্রহং ক্রুদ্ধচিত্তস্ত প্রকুর্ধ্যাদিচারিকম্ ॥ ৫৭
 অতীব দ্রবস্থায়ং প্রতীকারান্তরং ন চেৎ ।
 । আততায়িনমুদ্দিষ্ট প্রকুর্ধ্যাদিচারিকম্ ॥ ৫৮
 স্বরাষ্ট্রপতিমুদ্দিষ্ট ন কুর্ধ্যাদিচারিকম্ ॥ ৫৯
 যদ্যাস্তিকঃ সুধাশ্রুষ্ঠোমাত্রোবা যোহপি কোহপি বা
 তমুদ্দিষ্ট্যপি নো কুর্ধ্যাদাততায়িনমপ্যত ॥ ৬০
 মনসা কন্মণা বাচা যোহপি কোহপি শিবাশ্রিতঃ
 স্বরাষ্ট্রপতিমুদ্দিষ্ট্য শিবাশ্রিতমথাপি বা ।
 কৃত্যভিচারিকং কন্ম সদ্যো বিনিপত্তেত্তরঃ ॥ ৬১
 স্বরাষ্ট্রপালকং তস্মাচ্ছিবভক্তক কখন ।
 ন হিংস্রাদিচারাদৌর্ঘদীক্ষেৎ সুধমাস্তনঃ ॥ ৬২
 অত্রং কমপি চোদ্দিষ্ট কৃত্য বৈ মারণাদিকম্ ।
 পশ্চাত্তাপেন সংযুক্তঃ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥ ৬৩
 বাণলিঙ্গেহপি বা কুর্ধ্যাদিধনো ধনবানপি ।

আকর্ষণ হয় । বিদ্রপত্র দ্বারা হোম বশীকরণ,
 আকর্ষণ, সম্পত্তি এবং শত্রুজয়ের : হেতু ।
 শাস্তিকন্মে পালান ও খদিরের সমিধ, ক্রুদ্ধকর্মে
 করবীর এবং অর্কসমিধ, আর নিগ্রহকর্মে
 কণ্টকিসমিধ বিহিত । শাস্তিক এবং পৌষ্টিক
 কার্য প্রশান্তচিত্তে করিবে, নির্দয় এবং ক্রুদ্ধ-
 চিত্তে আভিচারিক কন্ম করিবে । অতি দ্রবস্থা
 প্রতিকারের অত্র উপায় নাই, এরূপ হইলেই
 তবে, আততায়ী শত্রুর উদ্দেশে আভিচার কন্ম
 করা উচিত । কিন্তু রাজা, ধার্মিক, মানী এবং
 কায়মনোবাক্যে শিবপরায়ণ ব্যক্তি আততায়ী
 হইলেও তদুদ্দেশে আভিচার কন্ম কর্তব্য নহে ।
 রাজা বা শিবপরায়ণ ব্যক্তির উদ্দেশে আভিচার-
 কন্ম করিলে মানব সন্য পণ্ডিত হয় । অতএব
 যদি আত্মহুখে অভিলাষ থাকে, ত নিজেদোষ-
 পতি এবং শিবভক্তের উদ্দেশে আভিচারদি
 দ্বারা হিংসা করিবে না ॥ ৫২—৬২ ॥ অত্র ব্যক্তির
 উদ্দেশেও মারণাদি আভিচার কন্ম করিলে, অহ-
 তপ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে । সেই প্রায়শ্চিত্ত
 কনী ও নির্জন উভয়ের পক্ষেই বাণলিক, কুর্ধ্যাদি

বসন্তেৎথবা নিজে আৰ্ঘ্যকে বৈদিকেহপি বা ॥
 অভ্যবে হেমব্রহ্মানামপ্তকৌ চ তদৰ্জনে ।
 কনসৈব্যাচরেদেওক্ষবৈৰ্য্য প্রতিলপকৈঃ ॥ ৬৫
 কচিৎশে তু বঃ শক্তস্তপকঃ কচিৎশকে ।
 সোহপি শক্তানুসারেণ কুৰ্ব্বতঃ ১২ কলমুহুতি ॥
 কন্থ্যামুষ্টিতেহপ্যনিন্ কলং বত্র ন দৃশ্যতে ।
 বিদ্বিৰ্ভবক্ৰয়েঃ তত্র সৰ্ব্বা দৃশ্যতে কলম্ ॥ ৬৭
 পূজাপুস্তকং বক্তব্যং হেমব্রহ্মানামুত্তমম্ ।
 তং সৰ্ব্বং শুক্রে দদ্যাদক্ষিণাক ততঃ পৃথক্ ॥ ৬৮
 স চেৎসেহুতি তং সৰ্ব্বং শিবায় বিনিবেদয়েৎ ।
 অথবা শিবভক্তেভ্যো নাস্তেভ্যস্ত এদৌরতে ॥ ৬৯
 বঃ বসন্তে মাধবহুত্যা শুকাদিনিরূপকরা ।
 সোহপ্যেবমাচরেদত্র ন গৃহীত্বাং বসন্ত পুনঃ ॥ ৭০
 বসন্ত গৃহীতি যো লোভাঃ পূজাতঃ দ্রব্যামুত্তমম্
 কাঙ্ক্ষিতং ন লভেদ্যুতো নাত্র কথ্যা বিচারণা ॥ ৭১
 অতিতং বঃ তু তদ্বিত্যং গৃহীত্বা ন বা দদম্ ॥

লিঙ্গ, বহিঃপ্রতিষ্ঠিত-লিঙ্গ বা বৈদিকলিঙ্গের
 পূজা। সুবর্ণ ও রূপের অভ্যবে, আর তাদৃশ
 জব্যের উপার্জনে শক্তি না থাকিলে, মানস
 উপচারে বা তৎপ্রতিনিধিকৃত উপচারে পূজা
 করিবে। যে ব্যক্তি পূজার কোন অংশসম্পা-
 দনে সমর্থ এক কেল অংশ সম্পাদনে অস-
 মর্থ; সে ব্যক্তি শক্তানুসারে সেইরূপ কৰ্ম্ম
 নির্বাহ করিলেও কল লাভ করিবে। কৰ্ম্ম
 করিলেও যদি কলপ্রাপ্তি না হয়, তবে সেই
 কৰ্ম্ম হইবার কি তিন বার করিবে, তাহা
 হইলে, নিশ্চয়ই কল লাভ হইবে। পূজার
 উপরূপ সুবর্ণ ও রূপ উৎকৃষ্ট দ্রব্য সমস্তই
 তরকে দিবে এক কক্ষিণা পৃথক্ দিবে। শুক
 যদি তাহা গ্রহণ করিতে অতিল্যবী না হয়, তবে
 শিবকে অর্পণ করিবে, অথবা অন্য শিবভক্ত-
 পক্ষকে বিতরণ করিবে, অপর কাহারকেও দিবে
 না। যে ব্যক্তি এই সব কৰ্ম্ম শুক প্রভৃতির
 মাধ্যমে ব্যক্তিকে বসন্ত নির্বাহ করে, তাহার
 পক্ষেও এই বিধি, বসন্ত গ্রহণ করা তাহারও
 উচিত নহে। যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট পূজারূপ
 পুস্তক লাভ করে, সেও করিবে, তাহার ইচ্ছা

গৃহীত্বাদবদি তদ্বিত্যং বসন্ত বাতোহপি
 বধোক্তমেব কষ্টেতদাচরেদবোহনপারত
 ফলং ব্যক্তিচরৈবৈবমিত্যতঃ কি প্রয়োচ
 তথাপ্যুদ্দেশতে। বক্তো কন্থাঃ সিদ্ধিমুখা
 অপি শত্রুভিরাত্ৰাত্তো ব্যাধিভিৰ্য্যাপ্যে
 মৃত্যোরাস্তগতংচাপি মৃত্যতে নিরপারত
 রাজ্যতেহতিকপণো রিক্তো বৈশ্ববন
 কামায়তে বিরূপোহপি রুদ্ধোহপি তুলা
 শত্রুমিত্রায়তে সন্তো। বিরোধী কিঙ্করায়
 বিষায়তে বদমুতং বিষমপামুতায়তে ॥ ৭
 স্থলায়তে সমুদ্রোহপি স্থলমপারবায়তে
 মহীধরায়তে বত্রং স চ বত্রায়তে গিরি
 পদাকবায়তে বহিঃ সরে বৈশ্বানরায়তে
 বনায়তে বহুদ্যানং তদুদ্যানায়তে বনম্ ॥
 সিংহায়তে মৃগঃ ক্ষুদ্রঃ সিংহঃ ক্রৌড়মৃগ
 শ্রিয়োহভিসারিকায়তে লক্ষাঃ সূচরিতা

সিদ্ধি হইবে না। আর সেই পূজা
 গ্রহণ করা না কর তাহার ইচ্ছা
 লিঙ্গ যেই কেন গ্রহণ করক না
 পূজা তাহার করিতে হইবে।
 নিরুদ্ধে এই কদম্ব অল্পই ন করিবে
 কল অবশ্যপ্রাপ্য। ইহা অপেক্ষা
 আর কি আছে। তথাপি কদম্বি
 সংক্ষেপে বলিতেছি, শত্রু-আক্রমণ
 শীড়িত, এমন কি মৃত্যুর মুখকূহর-প্রায়
 এই কৰ্ম্ম করিলে নিরুদ্ধে সেই পূজা
 হইতে মুক্তি লাভ করিবে।
 ব্যক্তিও রাজতুলা, পরিভোগ
 কুংসিত পুরুষও কামদেবতুলা এ
 তদুৎপন্ন হইয়া থাকে শত্রু তা
 বিরোধী দাসবৎ হয়। আর বা
 অমৃতও বিষবৎ হইত, তাহার ও
 অমৃতবৎ হয়। স্থলও বাহার প
 তাহার তখন সমুদ্রও স্থলবৎ হ
 পক্ষে কল অগ্নিতুলা, উদ্যান বনতু
 সিংহতুলা এবং ক্রৌড়ী অভিসারিকা
 কর্কসে, তাহার পক্ষেও অগ্নি

তে বাণী কৌতুহল পৰিকল্পতে ।

ত মেধা বজ্রস্চ্যুতায়তে মনঃ ॥ ৮১

শক্তিৰ্বলং মতগজায়তে ।

হাদ্যোগৈঃ শত্রুপক্ষে স্থিতা ক্রিয়া ॥

হরীণাং সর্ষ এব মুহুর্জনঃ ।

মৃত্ত জীবন্তোহপি সবাক্ষবাঃ ॥ ৮৩

গতারিষ্টঃ স্বয়ং ধনমুতায়তে ।

নিত্যমপথ্যমপি সেবিতম্ ॥ ৮৪

মাণাপি বতিত্বভিনবায়তে ।

সং সর্ষং করস্থামলকায়তে ।

ায়ন্তে সিদ্ধযোগ্যপ্যনিমাদয়ঃ ॥ ৮৫

ভেন সর্ষকামার্থসিদ্ধিসু ।

নৈ নিরন্তে তনবাধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ৮৬

বে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতাস্থা-

পে কাম্যপূজাদিকথনং নাম

ষট্‌বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষট্‌বিংশোহধ্যায়ঃ ।

উপমন্যুক্রবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কেবলামুশ্লিকং বিধিম্ ॥

নৈতেন সদৃশং কিকিং কশ্যান্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ১

পুণ্যাতিশয়সংযুক্তঃ সর্ষদেবৈরমুষ্ঠিতঃ ।

ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা চৈব রুদ্রেণ চ বিশেষতঃ ॥ ২

ইন্দ্রাদিলোকপাতৈশ্চ স্খ্যাদৈর্নবভিগ্নৈঃ ।

বিগ্নামিত্রবশিষ্ঠাদৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুর্মহর্ষিভিঃ ॥ ৩

যেতাপস্ত্যাদধীচাদৈর্নবভিগ্নৈঃ শিবাশ্রিতৈঃ ।

নন্দীশ্বর-মহাকাল-চণ্ডীশাদৈর্গণেশ্বরৈঃ ॥ ৪

পাতালবাসিভির্দৈত্যৈঃ শেবদৈর্নবভিগ্নৈঃ ।

সিদ্ধৈর্ষট্‌কৈশ্চ গন্ধর্ষৈ রাক্ষ-ভূত-পিশাচকৈঃ ॥ ৫

স্বং স্বং পদমমুপ্রাপ্তুং সর্ষৈরমমুষ্ঠিতঃ ।

অনেন বিধিনা সর্ষে দেবা দেবত্মাগতাঃ ॥ ৬

ব্রহ্মা ব্রহ্মত্মাপন্নো বিষ্ণুর্বিষ্ণুত্মাগতঃ ।

রুদ্রো রুদ্রত্মাপন্ন ইন্দ্রশ্চৈন্দ্রত্মাগতঃ ।

গণেশশ্চ গণেশত্মমেনেন বিধিনা গতঃ ॥ ৭

সিংহ মৃগতুল্য এবং লক্ষ্মী সতীর

ধাকেন । বিদ্যা তাঁহার প্রেম্যাসদৃশী

সদৃশী, মেধা বৈশিষ্ট্য-সদৃশী এবং

সদৃশ হয় । মহেশ্বরের ত্রায় শক্তি,

ত্রায় বল হয় । শত্রুপক্ষের উদ্যোগ

কল হয়, শত্রুর মিত্রপক্ষও তখন

শত্রুগণ সবাক্ষব জীবন্ত হইয়া

বিপন্ন হইলেও বিপন্ন হইয়া এবং

। তখন কুপথ্যসেবা করিলেও

মর ত্রায় কার্যকর হয় । রতি

ও নিত্য নতন হয় । ভূত ভবি-

ষ্টই তখন করতলামলবৎ হইয়া

আদি সিদ্ধি সাধারণ ফলের ত্রায়

আর বলিব কি, এই কর্ম করিলে

ধাকে, সর্ষবিধ কাম ও অর্থ-

মন কিছুই নাই ॥ ৩৬—৮৬ ॥

৭ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষট্‌বিংশ অধ্যায় ।

উপমন্যু কহিলেন, হে মহাভাগ ! অতঃপর
নিত্য আমুশ্লিক বিধি বর্ণন করিতেছি, ত্রিভুবনে
ইহার তুল্য কর্ম আর কিছুই নাই । ব্রহ্মা বিষ্ণু
ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ, ইন্দ্রাদি অষ্টদিকপাল
স্খ্যাদি নবগ্রহ, বশিষ্ঠ বিগ্নামিত্র প্রভৃতি
ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ, যেত অপস্ত্য ও নবীচ
প্রভৃতি মুনিগণ ও আমরা সকলে এবং
নন্দীশ্বর মহাকাল ও চণ্ডীশ প্রভৃতি গণাধিপগণ
পাতালবাসী দৈত্যগণ ও শেবপ্রমুখ নাগগণ,
সিদ্ধ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব ভূত ও পিশাচগণ
ইহারা সকলেই নিজ নিজ আধিপত্য লাভ
করিবার জন্য বক্ষ্যমাণ রীতি অনুসারে এই
অসৌম পুণ্যজনক পারলৌকিক কর্মের অনুষ্ঠান
করিয়া স্ব স্ব পদ পাইয়াছেন ; দেবতারা
দেবত্ব, ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব,
রুদ্র রুদ্রত্ব, পাইয়াছেন ; ইন্দ্র দেবত্ব
পাইয়াছেন এবং গণেশও ইহার অনুষ্ঠান

সিদ্ধেশ্বরভোজেন লিঙ্গং স্থাপ্য শিবং শিবাম্ ।
 শৈবৈবিকসিদ্ধৈঃ পটৈঃ সম্পূজ্য এবিপত্য চ ৷
 তত্র পদ্মাসনং রম্যং কৃত্বা লক্ষ্মণসংযুতম্ ।
 বিজয়ে সতি হেমাদৌ রত্নাদৌর্জঃ শশকিতঃ ৷১০
 যথো কেশরাজলত স্থাপ্য লিঙ্গং কনৌরসম্ ।
 অমৃতপ্রতিমং রম্যং সর্ষপক্ষময়ং ততম্ ৷ ১১
 দক্ষিণে স্থাপয়িত্বা তু বিবপটৈঃ সমর্চয়েৎ ৷ ১১
 অন্তরং দক্ষিণে পার্শ্বে পশ্চিমে তু মনঃশিলাম্ ।
 উত্তরে চন্দনং বন্যার্জবিতালস্ত পূর্কিতঃ ৷ ১২
 হৃদয়ে কুহুর্মে রম্যোবিচিত্রৈশ্চাপি পূজয়েৎ ।
 বৃক্ষং কৃকাতকং বন্যং সপ্ততক সপ্তপুণ্ড্রম্ ৷ ১৩
 বাসাসি বানি শৃঙ্গানি বিকাশানি নিবেদয়েৎ ।
 পাশসং দৃতসন্ধিত্রং দৃতদীপাংস্ বাপয়েৎ ৷ ১৪
 সর্ষপ নিবেদ্য মন্ত্রেন ততো সঙ্কটং প্রদক্ষিণম্ ।
 প্রদক্ষ্য তত্যা কেবলং কৃত্বা চরত কামপয়েৎ ৷
 সর্ষপহারমন্ধিত্রং তল্লিঙ্গক নিবেদয়েৎ ।
 শিবায় শিবমন্ত্রেন দক্ষিণায় মূর্তিহাতিতঃ ৷ ১৫

করিয়াই সপ্নপতি হইয়াছেন। যেমনও শুক-
 চন্দনে হৃদয় সঙ্গিল বহু শিবলিঙ্গটিকে
 ও শিবপ্রতিমাকে স্থান করাইয়া বিকসিত তন
 কলম প্রদানে পূজা করত প্রণাম করিবে
 এক অর্ধশক্তি থাকিলে তখন হুই বা কাকনাচি
 দ্বারা কনৌর হৃদয় পদ্মাসন প্রকৃত করিয়া
 সেই পদ্মের কেশরাজির মধ্যে দক্ষিণাংশে
 একটী হৃদয় অমৃতপ্রতিমিত লিঙ্গকে সর্ষপক-
 লয়ে হৃদয় করিয়া স্থাপন করিয়া বিবপট দ্বারা
 উত্তর পূজা করিবে এবং পূনরায় ঐ লিঙ্গের
 দক্ষিণপার্শ্বে অন্তর, পশ্চিম পার্শ্বে মনঃশিলা,
 উত্তরে চন্দন ও পূর্বাংশে হরিতাল প্রদান
 করিবে। যিনি হৃদয় কুহুর্মে দ্বারা পূজা
 করিয়া হৃদয় তপ্তপুণ্ড্রম্ কৃকাতকম্
 বৃক্ষ ও অতিহৃদয় লিঙ্গ বহু প্রদান করিবে এবং
 সপ্তত পাশ ও দৃতদীপাধি সান্ন্যাস্য ম-
 নঃশিলায় নিবেদন করিয়া প্রদক্ষিণ করত তল্লি-
 ন্গমহারে প্রণাম হইয়া তন পঠি করত কন্য
 প্রদান করিবে। তখন সর্ষপ দক্ষিণাংশের
 উত্তর পার্শ্বে শিবায় শিবমন্ত্রেন উত্তরপার্শ্বে সেই

এবং বোহর্চয়তে নিত্যং পক্ষপক্ষময়ং
 সর্ষপাপবিনির্মুক্তঃ শিবলোকে মহীমতঃ ।
 এতদ্রতভোক্তব্যং শুভং শিবলিঙ্গমহাত্ম
 ততস্ত তে সমাখ্যাতং ন দেয়ং যত্ন কত
 দেয়ক শিবভক্তভ্যঃ শিবেন কথিত পুরা
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীয়
 তারামুক্তরত্নাগে পূজাদিকথনং নাম
 ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ৷ ২৬ ৷

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

উপমহ্যাক্রবচ ।

নিত্যশ্রমিতিকাম্যাদৃশ সিদ্ধিরি ক
 সা সর্ষপ লভ্যতে সন্দো লিঙ্গ-বেদপ্রতি
 সর্ষপে লিঙ্গময়ে লোকঃ সর্ষপ নিবে প্র
 তম্যং প্রতিগিতে লিঙ্গ ভবেৎ সর্ষপ

লিঙ্গটী শিবকে প্রদান করিবে এই
 প্রত্যহ পক্ষপক্ষময় শুভ লিঙ্গের পূজা
 তিনি নিম্পাপ হইয়া শিবলোকে পুতি
 বাস করেন। এই অতি পৌনরী ততো
 পূজারূপ মহাত্ম তুমি তদীয় তত
 ভোমাকে বলিলাম। তুমি যে কেন
 কহিও না, কেবল শিবভক্তকেই লি
 মহাদেব স্বয়ং এ কথা বলিয়াছেন।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ২৬ ৷

সপ্তবিংশ অধ্যায়

উপমহ্য কহিলেন, হে মহাত্মা
 নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম হইয়া
 সিদ্ধিলাভ হয়, একমাত্র লিঙ্গ বা লে
 করিলে সেই সমুদয় সিদ্ধিই প্রাপ্ত হয়
 এই সমস্ত সংসারই লিঙ্গের এক
 লিঙ্গভেদেই অবস্থিত আছে, হৃদয়
 প্রতিষ্ঠা করিলে সকল সংসারই

কুনা বাপি কুদ্রোণাশ্চেন কেন বা ৮
গমুৎকৃত্য ক্রিয়তে স্বপদস্থিতিঃ ॥ ৩
বক্তব্যং প্রতিষ্ঠাং প্রতি কারণম্ ।
শিবেনাপি লিঙ্গং যৈষ্যেৎস্বয়ং যতঃ ॥ ৪
ইপ্রথমে পরত্রেহ চ শর্যগে ।
পরমেশস্ত লিঙ্গং বেরমখাপি বা ॥ ৫
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
লিঙ্গমাখ্যাতং কথং লিঙ্গী মহেশ্বরঃ ।
তাভোহস্ত কস্মাদস্মিন্ শিবোহর্চ্যতে
উপমন্যুরবাচ ।
লিঙ্গমাখ্যাতং ত্রিগুণপ্রভাপায়ম্ ।
বিশ্বস্ত যত্পাদানকারণম্ ॥ ৭
প্রকৃতিয়া চ গগনাস্থিকা ।
মুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৮
লিঙ্গং বহুত্বাৎকৃত্য তং ত্রিধা ।
মহেশচ কুদো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ ॥ ৯
ত্রৈলোক্যাতা লীয়েন্তেহত্র শিবাঙ্করা ।

কুদ বা অস্ত্র যে কেহই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
স্বপদে অধিষ্ঠান করিতে পারেন না ।
তা সমস্তে অস্ত্র কারণ কি নির্দেশ
দেব ও স্বয়ং এই বিশেষত্বের লিঙ্গের
করিয়াছেন । সুতরাং সাধক সর্ব-
শক্তি ও পারলৌকিক সুখের জন্য
লিঙ্গ অথবা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবে ।
হিলেন, এই লিঙ্গ কাহার নাম,
মহেশ্বর লিঙ্গী হইলেন এবং কি
শিবের লিঙ্গ হইল ও কি জগত্ হই বা
স্বাধারেই পূজিত হন? উপমন্যু
হ কৃষ্ণ! ঐ অব্যক্তলিঙ্গের গুণ-
উৎপত্তি হইলেও উহার আদি বা
উহাই বিশ্ব-সংসারের মূল কারণ
ক্রিপণী মূল প্রকৃতি মায়ার আশ্রয়-
স্থান, অস্ত্র ও তদাত্মক এই
ক আছে, সেই চরাচর অন-
পন্ন হইয়াছে এবং উহা শিব,
শ্রী ও বিষ্ণু ইহাদের সকলেই
ত্রিগুণিত পঞ্চভূতের সহিত

অত এব শিবো লিঙ্গী লিঙ্গমাজ্ঞাপয়েৎস্বয়ং ॥ ১০
যতো ন তদনাজ্ঞাতং কাৰ্য্যায় প্রভবেৎ স্বতঃ ।
অতো জাতস্ত বিশ্বস্ত তত্রৈব বিলয়ো যতঃ ।
অনেন লিঙ্গতা তস্ত ভবেদ্বাশ্চেন কেনচিত্ ॥ ১১
লিঙ্গঞ্চ শিবয়োর্দেহস্তাত্যাং যস্মাদধিষ্ঠিতম্ ।
অতস্তত্র শিবঃ সাস্থো নিত্যমেব সমর্চ্যতে ॥ ১২
লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষাৎসহেশ্বরঃ ।
তয়োঃ সম্পূজনাদেব স চ সা চ সমর্চিষ্ঠৌ ॥ ১৩
ন তয়োর্জিহ্মদেহত্বং বিদ্যাতে পরমার্থতঃ ।
যতঃ স্বতো বিত্ত্বকৌ তৌ দেহস্তত্পচারতঃ ॥ ১৪
তদেব পরমা শক্তিঃ শিবস্ত পরমাত্মনঃ ।
শক্তিরাক্ষা যদাজ্ঞাতং প্রসূতে তচ্চরাচরম্ ॥ ১৫
ন তস্ত মহিমা শক্যো বক্তুং বর্ষণতৈরপি ।
যেনাদৌ মোহিতৌ স্মাতাং ব্রহ্ম-নারায়ণাবপি ॥ ১৬
পুরা ত্রিতুবনস্তাস্ত্র প্রলয়ে সমুপস্থিতে ।
বারিশযাগতো বিষ্ণুঃ সুষাপানাকুলঃ সুখম্ ॥ ১৭

মহাদেবের আদেশে ঐ লিঙ্গ হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে এবং উহাতেই লয় পাইবে । শিব
লিঙ্গকে আবেশ দেন বলিয়া লিঙ্গী হইয়াছেন,
যেহেতু শিবের আদেশ ব্যতিরিক্ত কোন কর্মই
প্রভু হন না এবং লিঙ্গসম্বৃত সংসার লিঙ্গেতেই
লীন হয়, সেই কারণেই তাহার লিঙ্গতা হয়,
উহার অস্ত্র কোন কারণ নাই । ১—১১ পার্বতী
পরমেশ্বরের লিঙ্গে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া
লিঙ্গী উহাদের দেহ স্বরূপ, সুতরাং লিঙ্গেই
মহাদেবকে নিত্য আর্চনা করিবে । লিঙ্গই
সাক্ষাৎ মহাদেবী ও মহেশ্বর ; লিঙ্গত্বের পূজা
করিলে শিব ও শিবাপূজিত হন, ব্রহ্মপত
তাঁহাদের অস্ত্র লিঙ্গদেহ নাই ; যেহেতু তাঁহারা
স্বতই বিত্ত্বক, কেবল উপচারাধীন দেহ কখনা
হইয়াছে এবং ঐ লিঙ্গই পরমাত্মা শিবের
পরমা-শক্তিরূপিনী ও ঐ শক্তিই আত্মা-
স্বরূপিনী, বেরূপ আত্মা করেন, সেইমত
সচরাচর শিব এসব হইয়া থাকে, সুতরাং
শতবর্ষও তাঁহার মহিমা বর্ণনা হয় না—
যে মহাদেব পুরাকালে বিষ্ণু ও ব্রহ্মকে
করিয়াছিলেন । পূর্বে এই ব্যবসায়ের

কৃষ্ণা পতন্ত্রা ত্রা লোকপিতামহঃ ।
 নন্দ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতন্ত্রা ত্রা লোকপিতামহঃ ॥ ১৮
 মায়য়া মোহিতঃ শত্রোর্বিক্রমাহ পিতামহঃ ।
 কক্ষঃ কক্ষতামর্ষেন প্রকৃত্যাপ্য মাধবম্ ॥ ১৯
 স তু হস্তপ্রহারেন তীরেবাতিহতঃ কশাঃ ।
 প্রকৃত্যাপ্য শরনাকর্ষ্য পরমেশ্বিনম্ ॥ ২০
 ত্রাহ চাত্তঃ সংকৃত্তঃ স্বয়ং ন ক্রুদ্ধবক্রিঃ ।
 কৃত্ত্বাক্ষতে বৎস কক্ষাঃ তু ব্যাকুলো বদ ॥ ২১
 ইতি বিকৃত্তঃ কক্ষঃ প্রভুত্বপূর্ণচকম্ ।
 রজসা বহুবৈরক্সঃ ত্রাহ পুনরুভাষত ॥ ২২
 বৎসেতি মাং কৃত্তে ত্রাহ গুরুঃ শিষ্যমিবাশ্রয়নঃ ।
 মাং ন জানাসি কিং নাথঃ প্রপকো বস্ত্র মে কৃতিঃ
 ত্রিধাত্মকঃ বিজ্ঞানকঃ সৃষ্টাঃ পরিপাল্যতে ।
 সংহরামি ন মে কশিঃ স্রষ্টা জনতি বিদ্যাতে ॥ ২৩
 ইত্যাক্তে সতি সোহপ্যাহ ত্রাহাণং বিকৃত্তব্যঃ ।
 অহমেবাদিকস্তাঃ হস্তা চ পরিপালকঃ ॥ ২৪

সময়ে ভগবান বিষ্ণু জলশয্যায় নিরাকুলচিত্তে
 শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে পিতামহ
 ত্রা কৃষ্ণা ত্রাহে ত্রাহ উপস্থিত হইয়া
 দেখিলেন, নারায়ণ - ব্যাকুলচিত্তে জল-শয়নে
 শয়ান আছেন। ত্রাহ ত্রাহ শিবপুতানন্দ
 মোহিত হইয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, কে তুমি
 শিষ্য বল। এই বলিয়াই গাধাকে প্রহার
 করিলেন। তখন বিষ্ণু তাঁর হস্তপ্রহারে আতত
 হইয়া জাগিয়া উঠিলেন ও সমুখে ত্রাহাকে
 কক্ষি করিয়া অস্ত্রে কুপিত হইয়াও ব্যতিক
 ক্রোধান্তর পরিহার করত কহিলেন, হে বৎস !
 তুমি এক্ষণে কোথায় চাইতে আসিতেছ এবং কি
 জন্তই বা তোমাকে ব্যাকুল দেখিতেছি ? ত্রাহ
 এইরূপ বিষ্ণুর প্রকৃত্তব্যক্তক বাক্য শ্রবণ
 করিয়া রজোগুণের শক্তিতে কোপাকুল হইয়া
 কহিলেন, হে মহাত্মন ! কেন তুমি শিষ্যের
 প্রতি গুরু ব্যবহারের দ্বারা আমাকে বৎস
 বলিয়া সম্বোধন করিলে ? তুমি কি জাননা যে,
 আমি এই শিষ্যের প্রভু, সংসার আমারই
 নিগূঢ়, আমিই ইহার পরিপালক, সংসারক ও

ভবানপি মমৈবান্দ্রাদবতীর্ণঃ পুরাব্যয়ঃ
 মল্লিগোপাঃ ত্রাহাত্মনঃ ত্রিধাত্মা জগত
 হস্তপ্রহারি চাত্তে তু পুনঃ প্রতিহস্ত
 বিস্মতোহসি জগন্নাথঃ নারায়ণমনময়ঃ
 ত্রাহি জনকং সাক্ষাৎসমৈবমবদত্তসে।
 ত্রাপরাধো নাহ্যত্র জাতিহাসি মন মা
 যংপ্রসাদাদিহিং জাতিরূপৈষ্যতি ত্রাহি
 শূ সত্যং চতুর্ভুজ সর্গদেবেরো হু
 কস্তা ভক্তা চ হস্তা চ ন মর্যাদি সমো
 এবমেব বিবাদোহুদ্রক-বিকোঃ পু
 অস্তবচ্চ মহাধুক্সঃ ভববৎ বেদচর্চকম্।
 মুষ্টিভিনিহতোস্তীত্রং রজসা বহুবৈরক্সো
 অগ্নির্পাপহারায় প্রবোধায় চ দেবকো
 যথো সমাবিরভবনিত্রমৈবমবদত্তম্ ॥ ৩
 দ্বালামালংসহস্রাত্মপ্রমেশ্বমনোপমম্।
 কক্ষ-রজ্জ্বিনিহন্তু ত্রাহনিমগ্নাঃ কক্ষিভ্যম্।

পরিপালক ? আমিও আমার এই
 দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ
 আমার আদেশেই তুমি আমাকে
 বিভক্ত করিয়া এই ত্রাহকে ও
 সজ্ঞন, পালন ও পুনঃসজ্ঞন
 তুমি কি সেই নিদম্ভ জগন্নাথ
 বিস্মৃত হইয়াছ ? নচেৎ আমি তো
 হইলেও আমাকেই কেন এই
 করিতেছ। এবিষয়ে তোমার কোন
 তুমি আমার মাঝাতেই নাহ হইয়াছ
 অনুগ্রহে শিষ্যই তোমার এ প্রতি
 তখন বিষ্ণু কহিলেন, হে চতুর্ভুজ !
 আমি সর্গদেবগণের প্রভু ইহাই সত্য
 ত্রিধাত্মক সংসারের স্রষ্টা, পালক বা সংসা
 আর কেহ নাই। ১২—৩০। ত্রাহ
 এইরূপ বিবাদস্থলে পরস্পর অভি
 রোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল।
 রজোগুণপ্ররে কোপাত্ত হইয়া
 বাত করিতে লাগিলেন। এই
 দেবতাম্বরে অহঙ্কার নাশ করিত
 করিবার জন্য মধ্যস্থলে পরমেশ্বর

ব্রহ্ম-বিষ্ণু বিমোহিতৌ ।
 কিংবেদিত্যচিন্তয়তাং তদা ॥ ৩৪
 যথাস্থাৎ প্রবুদ্ধমভবদ্যদা ।
 গী স্মাতাং তস্মাদাত্মং পরীক্ষিতুম্ ॥
 তিরস্কা বিস্মতঃ পক্ষসংযুতঃ ।
 বো ভূহা গতভূক্তং প্রযত্নতঃ ॥ ৩৬
 বিধায় নীলাঙ্গনচরোপমম্ ।
 রূপমাস্থায় গতবানধঃ ॥ ৩৭
 স্ত ত্বরন্ বিষ্ণুরধো গতঃ ।
 স্ত নৃপং লিঙ্গস্ত শূকরঃ ॥ ৩৮
 তস্মৈচাক্ষং তস্মাস্তং স্মাতুমিচ্ছয়া ।
 দৃষ্টাত্মং পপাতাধঃ পিতামহঃ ॥ ৩৯
 বিষ্ণুঃ শ্রাস্তঃ সংবিগ্নলোচনঃ ।
 ॥ ত্বর্ময়স্তাদখিতোহভবৎ ॥ ৪০
 ত্রাত্মং বিষমসোরবাক্ষণৌ ।

পম, অবিক্রম, ক্ষয়োদয়রহিত ও
 শূন্য অর্থাৎ লিঙ্গ আবির্ভূত
 ঐ সহস্র শিখাময় অদৃষ্টপূর্ণ লিঙ্গ
 বিষ্ণু ও ব্রহ্মা উভয়েই মোহিত
 “ইহা কি” বলিয়া উভয়েই বুদ্ধ
 কি চিন্তা করিতে লাগিলেন ।
 র অভিমান খণ্ডন হইলে উহার
 ধো অবগত হইলেন ও ঐ লিঙ্গের
 পরীক্ষার জন্য অভিলাষ করি-
 ধো ব্রহ্মা অনন্ত-পক্ষশালী হংসরূপ
 মনের ন্যায় গমননীল হইয়া অতি-
 ক্ষিপণবেগে অগ্রসর হইলেন
 নারায়ণ ও নীলাঙ্গনের গায় দীপ্য-
 ত্ত পরিগ্রহ করিয়া অধোভাগে
 ন। বরাহরূপী বিষ্ণু ক্রমাগত
 ন অধোভাগে যাইয়াও লিঙ্গের
 ত্ত পাইলেন না । ওদিকে ব্রহ্মাও
 জানিবার বাসনায় সহস্র বর্ষ কাল
 দেখিলেন না, প্রত্যুত শ্রান্ত
 গগনে পতিত হইলেন । তথায়
 প অত্যন্ত ক্রোশে শ্রান্ত হইয়া
 নিতনয়নে বসিয়াছিলেন । তখন

মায়া মোহিতৌ শস্তোঃকৃত্যাকৃত্যং ন জগ্যতুঃ ॥
 পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতস্তস্ত চাগ্রতঃ স্থিতাবুভৌ ।
 প্রনিপত্য কিমাত্মেন্দমিত্যচিন্তয়তাং তদা ॥ ৪২
 অধাবিরবতঃ তত্র সনাদং শব্দলক্ষণম্ ।
 ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদকম্ ॥ ৪৩
 তদপ্যবিদিতং তাবদব্রহ্মণা বিষ্ণুনা তথা ।
 ব্রহ্মসা তমসা চিন্তং তদ্বোধন্যং তিরস্কৃতম্ ॥ ৪৪
 তদা বিভক্তমভবচ্চতুর্দিকং তদক্ষরম্ ।
 অ উ মেতি ত্রিমাাত্রাভিঃ পরস্তাচ্চাক্ষিমাাত্রয়া ॥ ৪৫
 উত্রাকারঃ শ্রিতো ভাগে তদা লিঙ্গস্ত দক্ষিণে ॥ ৪৬
 উকারশ্চৈকান্তরে তদ্ব্যকারস্তস্ত মধ্যতঃ ।
 অক্ষিমাাত্রাশ্চকো নাদঃ শ্রুতৌ লিঙ্গমূর্ধনি ॥ ৪৭
 বিভক্তেহপি তথা তস্মিন প্রণবে পরমাক্ষরে ।
 বিভাগার্থক তৌ দেবৌ ন কিক্রিদবজগ্যতুঃ ॥ ৪৮
 বেদায়না তদাব্যক্তঃ প্রণবো বিকৃতিং গতঃ ।
 তত্রাকারো ঋগভবদ্রকারো যজুর্ব্যবঃ ॥ ৪৯

উভয়ে মিলিত হইলেন, কিন্তু শতুমায়ায়
 মোহিত ছিলেন বলিয়া, বিস্ময়ে কার্য্যকার্য্য
 বিবেচনা করিতে পারিলেন না, কেবল সেই
 লিঙ্গের কখন পৃষ্ঠে, কখন পার্শ্বে, কখন বা
 সম্মুখে প্রণাম করিতে লাগিলেন ও “ইহা কি”
 বলিয়া গাঢ়চিন্তায় আক্রান্ত হইলেন । ঐ
 সময়ে তথায় ব্রহ্মেরই বাচক বিন্দুযুক্ত “ওঁ” এই
 একাক্ষর শব্দরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ হইল; কিন্তু
 ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অন্তঃকরণ রজঃ ও তমোগুণে
 আক্রান্ত থাকায় তাহারা ঐ শব্দের বাখ্যার্থ
 অবগত হইতে পারিলেন না । তখন ঐ একা-
 ক্ষর চতুরক্ষরে বিভক্ত হইলেন । অ উ ম
 এই ত্রিমাাত্রা এবং বিন্দুটী অক্ষিমাাত্রা । ওম্বো
 অকারটী লিঙ্গের দক্ষিণভাগে, উকারটী
 উত্তরে ও মকার মধ্যভাগে এবং অক্ষিমাাত্রাক
 বিন্দুটী লিঙ্গের মস্তকে অধিষ্ঠিত রহিলেন ।
 সেই পরমাক্ষর প্রণব চতুর্ভাগে বিভক্ত
 হইলেও ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিভাগার্থ কিছুই
 বুঝিলেন না, কিন্তু ব্রহ্মা সেই প্রণবক
 কতিয়া বিভক্ত করিয়া

মকারঃ সান সজাতো নাদহাধর্মী কতিঃ ।
 বস্তুপস্থাপয়ামাস সমাসাৎ ত্বর্ঘমাস্তনঃ ॥ ৫০
 রজোত্তপেষু ত্র্যক্ষাণং মূর্ত্তিষাদ্যাং ক্রিয়াষপি ।
 সৃষ্টিং লোকেষু পৃথিবীং ত্ত্বেষাশ্চানমব্যয়ম্ ॥ ৫১
 কলাম্বানি নিবৃত্তিক সঙ্গাং ত্র্যক্ষম্ পকম্ ।
 লিঙ্গভাগেষুধোভাগং বীজাধাং কারণত্রয়ে ॥ ৫২
 চতুঃষষ্টিগুণৈবধাং বৌদ্ধং যননিমাদিমু ।
 তদ্বিনমর্থেষ্মর্তির্বিদ্যাশ্চং বিশ্বমচা ভগ্নং ॥ ৫৩
 অখোপস্থাপয়ামাস স্বাধং দশবিধং বজুঃ ।
 সঙ্কং গুণেষু বিষ্ণুক মূর্ত্তিষাদ্যাং ক্রিয়াষপি ॥ ৫৪
 স্থিতিং লোকেষু ত্ত্বিকং বিদ্যাং ত্ত্বেষু চ ত্রিষু ।
 কলাম্বম্ প্রতিষ্ঠাক বামাং ত্র্যক্ষম্ পকম্ ॥ ৫৫
 মধ্যম্ লিঙ্গভাগেষু যোনিক ত্রিষু হেতুযু ।
 প্রাকৃতক ত্ত্বৈবধাং ত্ত্বম্বাধিবাং বজুশ্চন্দম্ ॥ ৫৬
 অতোপস্থাপয়ামাস সামাধং দশবাস্তনঃ ।
 অমোক্তপেষুধো ক্রমং মূর্ত্তিষাদ্যাং ক্রিয়াষু চ ॥ ৫৭

অকারে কণ্ঠে, উকারে বহুর্জেন্দ, মকারে
 সাধবেণ ও বিল্টি অধর্জেন্দে পরিণত
 হইল। কণ্ঠে সংক্ষেপে নিজাধ প্রকাশ
 করিলেন; গুণসমূহে রজোত্তপকে, সংসারের
 আদি-মূর্ত্তিতে ত্র্যক্ষকে, আদিকার্যে আদি
 পুরুষকে, লোকসমূহে পৃথিবীকে, লিঙ্গসংস্কর
 আশ্রবিদ্যার অকিনাশী পরমাত্মাকে, কলাম্বর্গে
 নিবৃত্তিকে, ত্র্যক্ষপকে সন্দোদেয়কে, লিঙ্গভাগে
 অখোদুয়কে, স্বজনাদির কারণত্রয়ে বীজসংস্কর
 ত্র্যক্ষকে ও অনিমাদি গুণসমূহে চতুঃষষ্টি গুণশালী
 বৌদ্ধকে গ্রহণ করিলেন,—এই দশবিধ অর্থে
 কণ্ঠে বিধকে ব্যাপিতা থাকিলেন। ১—৫০ এই
 রূপ বহুর্জেন্দেও দশবিধ অর্থ উপস্থিত হইল।
 তিনি গুণনিচয়ের সঙ্ককে, আদি মূর্ত্তিতে বিষ্ণুকে,
 আদি কার্যে আদি পুরুষকে, লোকের পালন
 তত্ত্বসমূহে বিদ্যাকে, কলাম্বর্গে প্রতিষ্ঠাকে, ত্র্যক্ষ-
 পকে বামদেয়কে, তুলিস্ত্রভাগে মধ্যকে,
 হেতুত্রিতরে যোনিকে এবং প্রাকৃত ঐশ্বর্যকে
 গ্রহণ করিলেন বলিয়া সংসার বহুর্জেন্দময়
 হইল; সঙ্কপায় সাধবেণও দশ একারে
 নিজাধ প্রকাশ করিলেন। তৎকালে অমো-

সংজ্ঞিত ত্রিষু লোকেষু ত্ত্বেষু বি
 বিদ্যাকলাম্বোরক ত্র্যক্ষ ত্র্যক্ষম্ পক
 লিঙ্গভাগেষু পীঠোদ্ধং বীজিনাং কার
 পৌরুষক ত্ত্বৈবধামিবাং সামা ত্ত্ব
 অখাধর্মীহ নৈ গুণ্যমর্থং প্রথমমাত্ম
 ততো মহেশ্বরং সাক্ষামূর্ত্তিষপি সঙ্গ
 ক্রিয়াষু নিষ্ক্রিয়ম্ভাপি শিবস্ত পরম
 ভূতানুগ্রহবৈক্যম্ মুচ্যন্তে যেন ভক্ত
 লোকেষপি যতো বাচো নিবৃত্তা মন
 তদর্জমুদনালোকাং সোমলোকমলো
 সোমঃ সহোমরা যত্র নিত্যং নিবসন্ত
 তদর্জমুদনালোকাদ্যং প্রাপ্তো ন নি
 শান্তিক শাস্তাতীতাক ব্যাপিকার
 তৎপুরুষং ত্ত্বেশানং বক্ষ বক্ষম্ প
 মুদ্রানমপি লিঙ্গম্ ন দভগেন্দুভ্যম্
 যত্রাবাহ সমাধায়াঃ কেবলে নিবস
 ত্ত্বেষপি তদা বিদেন নাস্তুভক্তস্ত
 তত্ত্বাদপি পরং তত্ত্বমতঃ পরমার্থ

গুণকে, আদিমূর্ত্তি সৃষ্টিতে রজকে, বি
 সংসারকে, কল সমূহে বিদ্যাকে,
 অখোদুদেয়কে, লিঙ্গভাগে উদ্ধপীঠ
 ত্রয়ে বীজপুরুষকে এবং পৌরুষ
 ঐশ্বর্যকে গ্রহণ করিয়া সামা
 ব্যাপিতা থাকিলেন। এইরূপ
 নিজাধ মধ্য প্রথমে নির্ভগত প
 বিষয়ে সাক্ষাৎ মহেশ্বর সদাশিব
 মনের সহিত বাক্য পরস্পর আছে
 মাত্ম শিবের স্বতঃ সঙ্কল কার্যে অ
 লেও ভূতানুগ্রহা যাহার প্রভাব
 হইয়া থাকে, তদর্জ উদনালোক
 শাস্তী সুন্দর সোমলোক শোভমান
 পরমেশ্বর সোমমূর্ত্তিতে উমার
 বিরাজ করিতেছেন এবং ত্র্যক্ষ
 ঐশান ও লিঙ্গের নিরোদেয়ে
 যথার নিত্যচৈতন্য, শিবের আধা
 হইয়া থাকে এবং তত্ত্বসমূহে না
 শক্তি, উহা স্বরূপতঃ তত্ত্ব না হই

তান্ মাধাবিকোভকারণাং ।
 ষাঃ পরস্তাচ্চ মহেশ্বর্যং ॥ ৬৭
 শাশ্ব পরাচ্চ সদাশিব্যং ।
 বাস্তুকিত্রয়সমমিত্যং ॥ ৬৮
 াং সাক্ষাং সকল নিষ্কলাং ।
 দ্বৈতরূপেন্দোচ্চ ততঃ পরাং ॥ ৬৯
 শান্নাদাখ্যাত্ত ততঃ পরাং ।
 ত্রৈলোক্যব্রহ্মবৈশ্বানরাদপি ॥ ৭০
 ত্রৈলোক্য পরস্তাচ্চিবতস্ততঃ ।
 সাক্ষাং স্বয়ং নিষ্কারণং শিবম্ ॥ ৭১
 রং ধাতারং ধোয়মব্যয়ম্ ।
 পবমায়োপরি স্থিতম্ ॥ ৭২
 শব্দং সর্বৈশ্বর্যমনৌশ্বরম্ ।
 যেবাদিত্ত্বান্নানুবাদিকাং ॥ ৭৩
 ত্যজ্যাদবিত্ত্বান্নানুগোচরাং ।
 ত্যাদান্নানুগাং পরাং পরাং ॥ ৮৪
 ধ্যামুদাদামনাদি চ ।
 নিঃসাম্যাত্তিশয়ং স্থিরম্ ॥ ৭৫
 ধরিত্বমখর্ষণী ক্রতিঃ ।
 ত্যাদিহং ব্যাপ্তমখর্ষণী ॥ ৭৬

। ৫৪—৬৬ । কারণত্রয়তীত ও
 । শুদ্ধ বিদ্যাতীত অনন্তদেব
 , সর্ববিদ্যেশ্বরদিগের অধি-
 সদাশিব হইতে ; মঙ্গলসমুদায়
 যিনি সর্বদা শক্তিত্রয়ে সংযুক্ত
 নাতীত দশবাহু পঞ্চানন হইতে
 বিদু হইতে, তৎপরবস্তী অর্জুন্দু
 বস্তী নাদাখ্য সোমমুক্তি হইতে,
 ৪, ত্রক্ষবজ্রাধিপ হইতে, তৎ-
 ৫ ও শিবতত্ত্ব হইতে ও কারণের
 সেই বিশেষ একমাত্র কারণ
 তীত অব্যয় শিব ধ্যানের পাত্র,
 পরমেশ্বর পরমাকাশ মধ্যে
 পরম ঐশ্বর্যে সম্পন্ন হইয়া
 এবং যিনি মনুষ্যাদি সাধারণ
 মারিক ঐশ্বর্যে অসংস্পৃষ্ট
 রূপে শুদ্ধবিদ্যার আভ্যাসে

ঋগ্বেদঃ পুনরাহেদং আশ্রয়পং ময়োচ্যতে ।
 যেনাহমাত্ততস্তত্ত্ব নিত্যমশ্রয়তিধায়কঃ ॥ ৭৭
 যজুর্বেদোহবদং তত্ত্বং স্বপ্নাবস্থা ময়োচ্যতে ।
 ভোগ্যাত্মনা পরিণতা বিদ্যা বেদ্যা যতো ময়ি ॥ ৭৮
 সাম চাহ সুপুণ্ড্রাখ্যমেবং সর্বং ময়োচ্যতে ।
 মমার্থেন শিবেনেনদং তামসেনাপি ধীরতে ॥ ৭৯
 অখর্ষাহ তুরীয়াখ্যং তুরীয়াতীতমেব চ ।
 মযাভিব্যস্ততে তস্মাদধ্বা গীতপদোহম্যাহম্ ॥ ৮০
 অধ্বা যজ্ঞস্ত ত্রিমলং শিববিদ্যাশ্রয়সংজ্ঞিতম্ ।
 তত্রৈকুণ্ডল্যং তুরীয়াখ্যং সংশোধক পদৈষিণাম্ ॥
 অধ্বাতীতং তুরীয়াখ্যং নির্ক্ষাণং পরমং পদম্ ।
 তদতীতক নৈর্গুণ্যাদধ্বনোহস্ত বিশোধকম্ ॥ ৮২
 দ্বয়োঃ প্রমাপকো নাদো নাদাত্তচ্চ মদাস্তকঃ ।
 তস্মাদমার্থঃ স্বাতন্ত্র্যাং প্রধানঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৩
 যদন্তি বস্ত তৎ সর্বং গুণপ্রাধান্তযোগতঃ ।

বিচরণ করেন—পুনরায় ঋগ্বেদ কহিলেন যে,
 আমি আশ্রয়পই বলিয়া থাকি, সুতরাং সর্বদা
 আমিই আশ্রয়তত্ত্বেরই বক্তা হইয়াছি। ঐ মত
 যজুর্বেদ বলিলেন :—আমি স্বপ্নাবস্থা বলিয়া
 থাকি, যাহার কারণে আমাতেই লোকে ভোগ্য-
 স্বরূপিনী বিদ্যা অবগত হয়। সামবেদ
 কহিলেন, আমি সমুদায় সুপুণ্ড্রসংজ্ঞকেরই
 উল্লেখ করি, তমোক্তপাত্রগ্নী মহাদেব যে কিছু
 বলেন, সে সকল আমারই বাক্য। অখর্ষ
 কহিলেন, আমি তুরীয়া সংজ্ঞককে ও তুরীয়া-
 তীতকে বলি বলিয়া আমাকে অধ্বাতীতপদ
 বলে। শিব, বিদ্যা ও আত্মা এই ত্রিমলকে
 অধ্ব বলে এবং এই ত্রিগুণতাব তুরী ব্যক্তিরকে
 সুসম্পন্ন হয় না এবং উক্ত পদাভিলাষীরাই
 ইহার শোধন অর্থাৎ সম্যকজ্ঞান করেন।
 উক্তরূপ অধ্বকে অতিক্রম করে যে পরম
 পদ, তাহাকেই নির্ক্ষাণ কহে। উহা অধ্ব
 ও নৈর্গুণ্যের বিশোধক ও উহাদের অতি-
 ক্রম করিয়া বিচরণ করেন। কেবল
 বিনুই এই দুইটির প্রধান আপক এবং
 নাদাত্ত সকলই মদায়, সুতরাং প্রধানত আমার
 অর্থ প্রধান পরমেশ্বরেরই পদবিনিত্ত্ব

সমস্তং ব্যস্তমপি চ প্রবর্ত্য চৈতন্যতে ॥ ৮৪
 সর্গার্থব্যাক্তং তদ্বাদেকং ব্রহ্মতত্ত্বকরম্ ।
 ভেদোমিতি জনং কংসং কুরুতে প্রথমং শিবঃ ॥
 শিবো বা প্রবোঃ হেব প্রবোঃ বা শিবঃ স্মৃতঃ ।
 ব্যাচ্য-বাচকয়োভেদো নাত্যন্তং বিদ্যাতে বতঃ ॥ ৮৬
 চিত্তস্য বহিতো কুদো বাচো বং বনসা সহ
 অপ্রাপ্য চ নিবর্ত্তে বাচাঙ্ককাকরেন সঃ ॥ ৮৭
 একাক্ষরাকারাব্যাদ্যন্তা ব্রহ্মতিথীকৃতঃ ।
 একাক্ষরাকারাব্যাদ্যন্তা বিমুক্তদীপ্যতে ॥ ৮৮
 একাক্ষরাকারাব্যাদ্যন্তা কুরু উদাহৃতঃ ।
 নক্ষিতান্যমহেশত জাতো ব্রহ্মসংসারকঃ ॥ ৮৯
 বাসান্যতমবিশুদ্ধতো বিদ্যোতি সংস্কৃতঃ ।
 লবঙ্গলীলকুদেহকৃষ্ণবস্ত্র শিবসংস্কৃতঃ ॥ ৯০
 সূতৈঃ প্রবর্ত্তকো ব্রহ্ম স্থিতেবিশুদ্ধমোহকঃ ।
 সংহরত তথা কুদকরোনিত্যং নিদামকঃ ॥ ৯১

অপর যে কিছু বল আছে সে সকল গুণ ও
 প্রবর্তনের সহযোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে
 পণ্ডিতেরা প্রবর্ত্যকে মিলিতরূপে ও পৃথকভাবে
 ব্যাখ্যা করেন ; “৪” এই একটি অক্ষর ব্রহ্মের
 বহুপ বলিয়া সমুদয় বস্তুই বাচক হইয়াছেন
 মহাদেব প্রবর্ত্য ও এই অক্ষরকে সমগ্র
 সংসাররূপে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া শিবই
 প্রবর্ত্য ও প্রবর্তই শিব , ইহাদের পরস্পর বাচ্য-
 বাচকের কিছুমাত্র ভেদ নাই । কুদ বাক্য ও
 বল ও ব্যানের গৌচর না হইলেও ঐক্য-মধ্যস্থ
 একটি মাত্র অক্ষরের দ্বারা তাহারকে বলা যায় ।
 ঐক্য-বটক অক্ষর দ্বারা আশ্রয়ণী ব্রহ্মই
 কথিত হন, ঐক্যসংস্কৃত অক্ষরে বিদ্যানরূপী
 বিষ্ণু সীত হন এবং বাক্যসংস্কৃত অক্ষরের
 উচ্চারণে শিব কুদ নামে কীৰ্ত্তিত হন ॥ ৮৭—৯১
 এখন মহাদেবের নক্ষিত হইতে আশ্র-
 যক ব্রহ্মের উৎপত্তি, পরে বাসান্য হইতে
 বিদ্যানরূপী বিষ্ণু উদ্ভব ও লবঙ্গল হইতে
 শিবসংস্কৃত বীলকর একাদশ পাইয়াছেন ।
 যদিও কাল ব্রহ্ম ও বিষ্ণু পালনের
 কর্তা এবং কুদ সংস্কৃত ও ব্রহ্ম বিষ্ণু
 পরিচালক । এইভাবে ইহাদের

তদ্বাদ্য ত্রয়ন্তে কথ্যন্তে জনতঃ কারণম্
 কারণত্রয়হেতুশ্চ শিবঃ পরমকারণম্ ॥ ৯২
 অর্থমেতদবিস্তার্য ব্রহ্মসা বদ্যৈব্রহ্মণোঃ ।
 সূর্য্যোঃ প্রতিবোধায় মধ্যো নিচুপস্থিত
 এবমোমিতি মাং প্রার্থয়দিত্যেতদ্বাক্য
 নচো বজ্রংসি সামানি শাখা-চত্বাঃ সহ
 বেদেষেবং স্বয়ং বক্তব্যাক্তমিৎ বদ্য
 স্বপ্নানুভূতমিব তং তাত্যং নাথবসীতে
 তদ্বাদ্যত্র প্রবোধায় তমোহপনয়ন্য চ ।
 নিচুহপি মুদ্রিতং সক্ষয়ং যথা বেদৈক্য
 তদ্বদ্য মুদ্রিতং নিচু প্রসাদাঙ্গিনিন্দ্য
 প্রশান্তমসৌ দেবো প্রবুদ্ধো মহাবজ্র
 ততো নিচুস্ত নিচুস্ত নিচিনোহপি চ
 নিচু বিবস্ত জনতো বিশেষ্যং স্বাক্ষর
 উৎপত্তিং বিলম্বকৈব যথাশ্রীত বদ্যনম্

তিনজনকে জনতের মূল-কারণ বলিয়া
 সেই পরম কারণ শিব এই কারণ
 কারণরূপে আছেন ; হে বিষ্ণু
 ব্রহ্মন ! তোমরা এই অর্থ না জানি
 মাত্র ব্রহ্মাত্মের অনুসরণে ক্রোধিত
 হইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছ ।
 জানের জগৎই মতো এই নিচু ও
 প্রকাশিত হইয়াছে বহু, বজ্র
 অক্ষর ও অজ্ঞাত মহত্ মহত্ ,
 পুরুষোত্তম অক্ষর ও এই শব্দের দ্বারা
 কেই বাচ্য করিয়া থাকেন । এই
 বাক্য শব্দ করিয়া ব্রহ্ম ও বিষ্ণু
 জ্ঞায় কিছুই তথা স্থির করিতে পা-
 ন । তখন তাহাদের সমাকৃজন ও
 বিদ্যারূপের জগৎ ঐ সকল বেদোক্ত বাক্য
 দ্বারা কোদিত হইল এবং উহার
 অনুগ্রহে সেই নিচু কোদিত ।
 সমুদয় অবলোকন করিয়া প্রবর্ত্য
 করিলেন ও তাহাদের তামস ভাব দূর
 অন্তর ব্রহ্ম ও নারায়ণ উভয়ে নিম্ন
 নির্দীয় গিগিতা এবং নিম্নেই
 বিশেষত আপনাদের উৎপত্তি ও

কং ধাম ধামবন্তক পুরুষম্ ॥ ১১
ব্রহ্ম নিকলং শিবমীশ্বরম্ ।
ব্রহ্মাণ্ড প্রপঞ্চ সদাপতিম্ ॥ ১০০
তোত্তমবুদ্ধিক্রমব্যয়ম্ ।
কং ব্যাপ্তং বাহ্যভ্যন্তরবর্জিতম্ ॥ ১০১
কং শব্দধ্বনিলোকবিলম্বম্ ।
দীপ্তমবাস্তবসংগোচরম্ ॥ ১০২
কং শাস্তং প্রসন্নং সত্যোদিতম্ ।
নেলয়ং শক্ত্য তাদৃশয়াবিতম্ ॥ ১০৩
বিক্রপাক্ষং ব্রহ্ম-নারায়ণৌ তদা ।
মুক্তি ভীতো তৌ বাচনুচতুঃ ॥ ১০৪

ব্রহ্মোবাচ ।

ভিক্ষো বা তুমাদৌ দেব নির্মিতঃ ।
মাপন্ন ইতি কোহত্রাপরাধাতি ॥ ১০৫
দমদানং ত্বমি সন্নিহিতে প্রভো ।
তিভাষেত কৃত্যং সস্ত পরম বা ॥
দেবেশ বিবাদোহপি হি শোভনঃ ।

ক দেবকে অবগত হইলেন যে, তিনি
। পদম পুরুষ, কলাতীত পরাংপর
। ও এই পল্লপাশময় সংসারের
। শিব, কবরুদ্ধি রহিত, অব্যয়, অত্যন্ত
কং বাহ্য ও অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত
ব্যাপ্ত ও অভ্যন্তর-ভাব শূন্য
। বিংলোক হইতে পৃথক্ বলিয়া
। এবং বাক্য ও মনের গোচর নহেন
। লক্ষণ বা নির্দেশের কিছুই নাই
। কিংবা প্রসন্নময় হইয়া স্বপ্রকাশ-
অছেন এবং যে সর্বকল্যাণস্পন্দ
। সর্বমঙ্গল। শক্তির সহিত অবস্থিত
দেবভিষুখে তাঁহারা ভীত হইয়া
। রচনা করিয়া কহিতে লাগিলেন,—
। হে দেব ! আমি অস্ত হই
। হই হই, আপনিই সৃষ্টি করিয়া
। গিয়াছেন ; ইহাতে আমি কোন
। আমার এ অভ্যাসের কথা
। হ প্রভো ! আপনার সন্নিধানে
। নিজের বা পরেরও কথা
। পারে না, হজরৎ যে ব্রহ্ম-

বিষ্ণুবাচ ।

স্তোতুং দেব ন বাগন্তি মহিমাঃ সতৃণী তব ।
প্রভোরগ্রে বিধেয়ানাং তুচ্ছীকৃত্বো ব্যক্তিক্রমঃ ।
কিমত্র সঙ্কটে কৃত্যমিত্যেবাবসরোচিতম্ ।
অজ্ঞানমপি যং কিকিৎ প্রলপ্য ত্বাং নতোহন্যহম্
কাবণভুং ত্বয়া দত্তং বিস্মৃতং তব মায়য়া ।
মোহিতোহহঙ্কৃতচাহং পুনরেষাম্মি শাসিতঃ ॥ ১০৬
পাদপ্রণামকলদো নাথস্ত ভবতো বতঃ ॥ ১১০
বিজ্ঞাপিতৈঃ কিং বহুভিত্তীতোহস্মি তৃণমীশ্বর ।
যতোহহমপরিচ্ছেদ্যং ত্বাং পরিচ্ছেদুমুদ্যতঃ ॥ ১১১
তামুশন্তি মহাদেবং ভীতানামার্তিনাশনম্ ।
অতো ব্যক্তিক্রমং মেহদ্য দ্বন্দ্বমহঁসি শকর ॥ ১১২
ইতি বিজ্ঞাপিতস্তাত্ম্যমীশ্বরাত্ম্যং মহেশ্বরঃ ।
পীতোহমুগ্ধঃ তৌ দেবৌ স্মিতপূর্কমভাবত ॥ ১১৩
ঈশ্বর উবাচ ।

বংস বংস বিধে বিধো মায়য়া মম মোহিতৌ ।

দেব । আমাদের আদ্যকার বাক-কলহ আপ-
নার নিকটে হইয়াছে বলিয়া প্রশংসনীয়ই
হইয়াছে । যেহেতু হে নাথ ! আপনাকে
প্রণাম করাই এই বিবাদের চরম ফল রূপে
পরিণত হইয়াছে । বিষ্ণু কহিলেন, হে প্রভো !
আপনার মহিমার যোগ্য স্তব করিতে আমাদের
বাকশক্তি নাই, তথাপি প্রভুসন্নিধানে ভূত্যদের
মৌনভাব অনুচিত বলিয়া কিছু বলিতেছি ।
হে নাথ ! এরূপ সঙ্কটে কি কর্তব্য, তাহা
অবধারণ করিতে না পারিয়াই যে কিছু বলি-
য়াছি, তজ্জগু আপনার নিকট প্রণাম করিয়া
ক্ষমা চাহিতেছি । আপনি কারণত্ব দিয়াও নিজ
মাত্রাপ্রভাবে মোহিত রাখিয়া তাহা বিস্মৃত করিয়া
ছিলেন, এজগু অন্য বিশেষ শাসিত হইলাম ।
আর অধিক কথা কি বলিব, হে প্রভো ! আমি
অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, যেহেতু আপনি অপরি-
মেয় ইহা জানিয়াও আপনার পরিমাণ জানিতে
অগ্রসর হইয়াছিলেন । মহাদেব এইরূপে ব্রহ্মা
ও বিষ্ণু কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া অতি সন্তোষ
লাভ করত হস্তপূর্কক কহিলেন,—হে ব্রহ্ম
বিধ । হে ব্রহ্ম বিধো । কোন্‌রূপে

বুঝাৎ এক্ষণে বহুতা বহুতৈরো পরস্পরম্ ॥ ১১৪ ॥
 কিম্বৎ বুদ্ধপৰ্য্যন্ত কৃতা মোপভৌ কিল ।
 জেনোচ্ছিন্নাঃ প্রজ্ঞাস্তির্জগৎকারণভূতয়োঃ ॥ ১১৫ ॥
 অজ্ঞানমানপ্রভবাত্মৈমত্যানুসংযোয়পি ।
 তদ্বিকল্পিতং বুদ্ধদর্শ-মো হী যদৈব তু ।
 এবং নিবাসিতাবল্য লিঙ্গাবিভাবলীলয়া ॥ ১১৬ ॥
 তদাত্তরং বিবাকং ত্রৌড়কোংসৃজ্য কংসনঃ ।
 বদ্যন্ত কংস কৃতাং তং তদাত্তৌ বীতমংসরো ॥ ১১৭ ॥
 পুরা বদ্যন্তস্যা সাক্ষং সমস্তা জ্ঞানসংহিতাঃ ।
 বুঝাত্মাং হি ময়া বক্তাঃ কারণং প্রদিক্ষুঃ ॥ ১১৮ ॥
 মন্তব্ধকং সূত্রাণ্যং পঞ্চাঙ্গমসং পরম্ ।
 যতোপলিষ্টং সৰ্বং তদ্বদ্যন্তোহস্মি নিমুতম্ ॥ ১১৯ ॥
 কথামি চ পুনঃ সৰ্বং বদ্যামস্মি বদ্যন্তয়া ।
 ততো বুঝাৎ কিনা তেন ন কথ্যো নষ্টব্রহ্মণে ॥ ১২০ ॥
 একমুখা বহুতৈবো নাত্মনঃ-পিভামহৌ ।
 যতোপলিষ্টং ননৌ তাত্মাং জ্ঞানসংহিতয়া সহ ।

যাত্মাং মোহিত ব্যাকিয়াই নিজ নিজ প্রকৃত
 কিম্বৎ অতিমানী হইয়া পরস্পর ক্রোধে
 কিম্বৎ বুদ্ধ-পৰ্য্যন্ত করিয়াও নিমুত হও নাই ।
 ১১—১১৫ । জেনোচ্ছিন্নাঃ অর্থাৎ কারণ হইয়াও
 অজ্ঞান অতিমান ও দুর্ভাবিপন্নানিবন্ধন বুদ্ধ
 একত্ব হইয়া ব ব প্রজ্ঞাস্তির্জগৎ কারণ করিতে
 উদ্যত হইয়াছে যেখান আমিই তোমাদের
 অহংকার ও অজ্ঞান কর করিবার ভক্ত লিখ বহুপ
 প্রকাশ করিয়া তোমাদিক্রমে শাস্ত্র করিয়াছি ।
 এক্ষণে তোমরা পরস্পর বেদান্ত হইয়া তব,
 কিম্বৎ ও লজ্জা প্রতিপাদ্য করিয়া ব ব কর্যো
 ব্যাপ্ত হও । পূর্বে আমিই তোমাদিক্রমে
 কারণ-সিদ্ধির ভক্ত আজ্ঞার সচিৎ সমস্ত
 জ্ঞানসংহিতা প্রদান করিয়া পঞ্চাঙ্গ সূত্র-
 সংজ্ঞক মন্তব্ধ উপদেশ দিয়াছিলাম, সে সমস্ত
 এক্ষণে বিমুত হইয়াছে ; পুনরায় পূর্বমত সে
 সমস্ত আজ্ঞার সচিৎ প্রদান করিতেছি ;
 যেহেতু তোমরা সে সকল ব্যতিক্রমে বহি
 স্তম্ভে পতিত হইয়াছ । সত্যসং সত্য ও
 মিথ্যার ভেদ বুঝিবার জন্য অজ্ঞান

ভৌ লজ্জা মহতীং দিব্যামাজ্ঞাং যত
 মহার্থং মন্তব্ধকং তদৈব সকলাঃ ক
 নওবৎ প্রণতিং কৃতা দেবদেবত প
 অতিষ্ঠতাং বীতভয়াবানলস্তিমিতো ।
 এতদ্বিকল্পিতং চিত্তমিঙ্গলবদৈবতম্
 লিঙ্গং কাপি তিরোভূতং ন তাত্মা
 ততো বিলপা হা হেতি সদাঃ প্রণত
 কিম্বৎ তমিঙ্গং ব্রহ্মমিতি চেতু পূ
 অচিন্ত্যবৈভবং শব্দে ব্রহ্মচিন্তা চ গজ
 অতাপেতা পরাং যমতীমানিচা চ প
 অপদ্যাপারমুদিত্ত চ ব্রহ্মদৈবপূজ্যো
 ততঃ প্রভৃতি শব্দাঃ সর্বা এব মু
 ক্তবন্ত নরা নাপা নাত্মাপি বিদনা
 লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাৎ ব্রহ্মচিন্তা নিমুত তং পূজ্য

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ব্যবসায়

মুস্তব্ধভাগে লিঙ্গাবিভাবকথনঃ

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

ঈশ্বর। তখন সেই দিবা মাহেশ্বর
 দিব্যার্থযুক্ত মন্তব্ধ ও মাহেশ্বরী ব
 করিয়া শিবপাদমূলে নওবৎ প্রণাম ক
 মানন্দে নিমগ্ন ও নিভাঁক হইয়া
 করিলেন । এমন সময়ে সেই ঈশ্বরে
 লিঙ্গ ইন্দ্রজালের মত কেবল অস্তিত্ব
 ততঃ ঈশ্বর। ব্রহ্মচিন্তে পারিলেন ব
 যেখিয়া ব্রহ্মাং সূত্র-প্রণয়ের ভক্ত হইয়া
 হায়া শব্দে বিলাপ করত "একি আশ্চ
 হইল" ইত্য পদ্যম্পদ বলিতে লগিলেন
 তখন দেবদেব শব্দ অচিন্ত্যের সাধনা
 হইয়া সুখিত মনে পরস্পর মিত্রতা স্থাপ
 আলিঙ্গন করিয়া জগতের কার্যের জর
 করিলেন । তদবধি ইন্দ্রাদি দেবগণ ও
 কবিশ্রম এবং নরনারী ও নাপগণ শাস্ত্রি
 সারে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও পূজা
 থাকেন । ১১৬—১২৮ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

বিংশোহ ধ্যায়ঃ ।

ত্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

চ্ছামি প্রতিষ্ঠাবিধিমুত্তমম্ ।

রুদ্র শিবেন বিহিতং তথা ॥ ১

উপমন্যুরবাচ ।

তু দিবসে শুক্লপক্ষকে ।

র্গ কুর্বাণিস্থং প্রমাণবৎ ॥ ২

স্থানং ভূপরীক্ষাং বিধায় চ ।

ক্ষীত লক্ষণোদ্ধারপূর্বকান্ ॥ ৩

রাণাং পূর্বং পুণ্য বিনায়কম্ ।

কৃত্বা লিঙ্গং স্থানালয়ং নয়েৎ ॥ ৪

কুঙ্কুমাদিরসাক্তয়া ।

শিল্প-শাস্ত্রেণ বিলিখ্যেৎ ততঃ ॥ ৫

থ পকামৃতপ্রলৈস্তথা ।

সার্কং পকগব্যৈশ্চ শোধয়েৎ ॥ ৬

চ্য দিব্যান্যস্ত জলাশয়ম্ ।

দ্র লিঙ্গং পিণ্ডিকয়া সহ ॥ ৭

বিংশ অধ্যায় ।

হিলেন, হে প্রভো! পূর্বে
স্বর ও মূর্তির যে প্রণালীতে
লেন, এক্ষণে সেই সর্বোত্তম
নতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি
কহিলেন, হে মহাভাগ!
নিজের চন্দ্রতারানুকূল দিবসে
ানে যথোক্ত পরিমাণে লিঙ্গ
ং পবিত্র স্থানে ভূমির পরীক্ষা
প্রকারে লক্ষণোদ্ধার করত
করিবে। প্রথমে গণেশ পূজা
নাদি করত লিঙ্গটিকে স্থান-
বে। তখন কুঙ্কুমাদি রসে
কা দ্বারা অঙ্কিত লক্ষণকে
কাদিত করিবে। অষ্ট পূর্ব-
শাস্ত্রোক্ত ও পকগব্য দ্বারা
ত লিঙ্গটিকে শোধন করিয়া
রে সেই সর্বোত্তম লিঙ্গটিকে
ইয়া অধিবাস করিবে।

অধিবাসালয়ে শুদ্ধে সর্বশোভাসম্বন্ধিত

সতোরণে সাবরণে দর্ভমালাসমাহতে ॥ ৮

দিগ্গজাষ্টকসম্পন্নে দিকৃপালাষ্টচটাবিতে ।

অষ্টমঙ্গলকৈর্যুক্তে কৃতদিকৃপালকাচ্ছিতে ॥ ৯

তৈজসং দারবং বাপি কৃত্বা পদ্মাসনাক্ষিতম্ ।

বিশ্বসেনধ্যাতস্তত্র বিপুলং পীঠিকালয়ম্ ॥ ১০

দ্বারপালান্ সমভ্যর্চ্য ভদ্রানীশ্চতুরঃ ক্রমাৎ ।

সুভদ্রং বিভদ্রং সুনন্দং বিনন্দকঃ ॥ ১১

স্বাপয়িত্বা সমভ্যর্চ্য লিঙ্গং বেদিকয়া সহ ।

সকৃচ্ছাভ্যাস্ত বস্ত্রাভ্যং সমাবেষ্ট্য সমস্ততঃ ॥ ১২

প্রাপ্য শনৈকৈস্তোয়ং পীঠিকোপরি শায়য়েৎ ।

প্রাক্শিরসমধ্যঃ সূত্রং পিণ্ডিকাকাস্ত পশ্চিমে ॥ ১৩

সর্বমঙ্গলসংযুক্তং লিঙ্গং তত্রাধিবাসয়েৎ ।

পকরাত্রং ত্রিরাত্রং বাপ্যেকরাত্রমথাপি বা ॥ ১৪

বিশ্রুত্যা পূজিতাংস্তত্র লিঙ্গকোদ্ধৃত্য পূর্ববৎ ।

সম্পূজ্যেৎসবমার্গেণ শয়নালয়মানয়েৎ ॥ ১৫

তত্রাপি শয়নস্থানং কুর্ধ্যাদ্ভুলমধ্যাতঃ ।

পবিত্র ও মনোরম গৃহে লিঙ্গাধিবাস হইবে,
তাহা তোরণাদি দর্ভমালা ও আবরণ-পটে
সমধিক শোভমান থাকিবে এবং তথায় অষ্ট
দিগ্গজ ও অষ্টদিকৃপালের প্রতিমূর্তি ও অষ্ট
পূর্ণকৃষ্ণ অষ্টমঙ্গলকলস থাকিবে এবং গৃহের
মধ্যস্থলে একটা পদ্মাসন চিহ্নিত ধাতুময় বা
লাকুময় পীঠবেদী প্রস্তুত করিবে। প্রথমে
সুভদ্র, বিভদ্র, সুনন্দ ও বিনন্দ এই চারিটা
দ্বারপালকে যথাক্রমে পূজা করিয়া সবেদিক
লিঙ্গকে স্থান করাইয়া বস্ত্রযুগ্ম দ্বারা চতুর্দিকে
বেষ্টিত করিবে ও শনৈঃ শনৈঃ জলসমীপে
লইয়া বাইয়া পীঠিকার উপর পূর্বশিরা করিয়া
শয়ন করাইবে। উহার পশ্চিমে পিণ্ডিকা
রাখিবে; সেই স্থানেই সর্বমঙ্গলময় লিঙ্গের
পকরাত্র বা ত্রিরাত্র অথবা একরাত্র অধিবাসন
করিবে। পরে পূর্বমুখ পূজিত দেবমূর্তিকে তথায়
বিসর্জন করিয়া একমাত্র লিঙ্গটিকে উঠাইয়া
পূজা করত উৎসব-পথে শয়ন-পথে আসিয়া
করিবে। ১-১৫।

তদ্বৈজ্ঞানৈঃ আপরিহা লিঙ্গমভ্যাসয়েৎ ক্রমাৎ ॥
 ত্রৈশাঙ্ক্যং পদমালিখ্য তদ্বলিপ্তে মহোত্তমে ।
 শিবকুন্তং সাধয়িত্বা তদ্রাখ্য শিবং যজ্ঞেৎ ॥ ১৭
 বেদিস্থো সিংহ পদং পরিকল্প্য বিধানতঃ ।
 তস্ত পশ্চিমতঃপাশি পিণ্ডিকা পদমালিখ্যেৎ ॥ ১৮
 কোমালোর্বাহভৈবৈকৈঃ পুষ্পৈর্দৈর্ভবধাপি বা ।
 একমা শরনং তস্মিন্ হেমপুষ্পং বিনিষ্কিপেৎ ॥
 তত্র লিঙ্গং সমানীয় সর্ষপমলনিম্বনৈঃ
 রক্তেন বস্ত্রমুত্তমেন সঙ্কসেন সমাধৃতঃ ।
 সহ পিণ্ডিকয়াবেষ্টা শাখাযুক্ত যথা পুরা ॥ ২০
 পূর্বতঃ পদমালিখ্য তদ্বলিপ্তে যথাক্রমম্ ।
 বিদ্যোপকলশান্ কৃত্তেয়যো নৈবীক বকনীয় ॥ ২১
 পরীতা পরিত্রিত্যং কুহুমযুক্তসমুদয়ঃ ।
 তে চাষ্টমূর্তয়ঃ কন্যাঃ পূর্বাদি পরিভঃ স্থিতাঃ ॥ ২২
 চত্বরং চাখ্য দিগ্গং সপ্তোত্তরঃ সজাপকঃ ।
 কুহুমযুক্ত বিদ্যাকান্দ্যং তদ্রাখ্য মূর্তয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ২৩
 দৈনিকঃ প্রথমং তেষামেশান্তঃ পশ্চিমেষধবা ।
 প্রথমহোমঃ কুলীত সপ্তদৈব্যৈর্ধাতুক্রমম্ ॥ ২৪

রচনা করিবে ও নব্বই মণিলে স্থান করাইয়া
 লিঙ্গের অঙ্গুলা করিবে এবং উহার ঈশান্যকোণে
 গোময়োপলিপ্ত পবিত্র স্থানে শাস্ত্রবিধানে স্থাপিত
 শিবকুন্তে শিবের আরাধন করত পূজা করিবে ।
 এবং বেদিস্থো যথাবিধানে তদ্রূপের অঙ্কিত
 করিয়া তৎপশ্চিমে পূর্বশক্তির পর লিখিবে ও
 তদ্বার কোমালি হৃদয় বস্ত্র বা পুষ্প কিংবা
 লত বাহা নব্য রচনা করিয়া একটা সর্ব-
 কুহুম রাখিবে । তদ্বার নানা মাহাত্মিক
 বাহ্যঙ্গুলি সহকারে লিঙ্গটিকে আনন্দ করিয়া
 কৃত্তেয়কুহুম ও পিণ্ডিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া
 পূর্বের মত শরন করাইবে ও সমুদ্রে পর
 লিখিয়া তাহার অষ্টমলে যথাক্রমে ব্রহ্ম-
 কলস স্থাপন করিবে ও যথাস্থানে শক্তি-
 কলস রাখিবে । তদ্বারেরা প্রদক্ষিণ করত
 প্রতি প্রদক্ষিণ করিবে । পূর্বাদি অষ্টমূর্তয়ে
 বসিত শিবকলসে লিখিয়াই অষ্টমূর্তি করিয়া
 লিঙ্গের ন্যায় কুহুমের কার্যকরতা জানিবে

আচার্য্যঃ পাদমঙ্কঃ বা কুহুমচাপঃ
 প্রধানমেকমেবাত্ত কুহুমাদখ্য বা গুরুঃ
 পূর্বং পূর্ণাহতে হুতা হুতেনাষ্টোক্ত্য
 মূর্দ্ধি মূলেন লিঙ্গম্ শিবকুন্তং প্রবিষ্টা
 শতমঙ্কং তদঙ্কং বা ক্রমাদ্রবৈশং সৎ
 হুতা হুতা স্পৃশেদ্বিষ্ণুং বেদিকাক পূন
 পূর্ণাহতিং ততো হুতা ক্রমান্বয়াচ্চ
 আচার্য্যঃ পাদমঙ্কঃ বা হোতৃণাং কুপ
 তদঙ্কং দেয়মন্তোভ্যঃ সমস্তোভ্যঃ শরি
 ততঃ যদেৎ কুহুমং হেমং কঙ্কং বা বি
 মল হুতম্ । পকগবৈঃ পুনঃ শুদ্ধজলম্ ।
 শোধিতাং চন্দনাসিপিং পুনঃ ব্রহ্মশি
 কবস্ত্রাসং ততঃ কুতা নবতিঃ শক্তি
 চরিতানিদিধাতুং বীজগকৌষেধৈশ্চ
 শিবশাস্ত্রোক্তবিধিনা ক্রিপেদব্রহ্মশিলে
 প্রতিলিঙ্গস্তং স্থাপ্য কীরকসমুদ্র

সপ্তদ্বারা দ্বারা আচার্য্যই প্রধান দেয়
 অষ্টমূর্তি দাক্ষণেরা কুহুমের অষ্টম
 উচ্চারণ করত হোম করিবে । এবং
 একটি প্রধান হোম করিবে । পূর্ব
 মূলময় উচ্চারণপূর্বক লিঙ্গের উপর এক
 সপ্তাহতি প্রদান করিবে । সাতটি
 দ্বারা দ্বারা শত বা শতক বা তদঙ্ক
 যেন ও প্রতিবার লিঙ্গ ও বেদিকা
 যেন । পরে পূর্ণাহতি দিয়া লিঙ্গ
 আচার্য্যের আঙ্কক বা চতুর্থাংশ হো
 লিঙ্গনিম্নাত্যকে এবং তদঙ্ক অপা
 ত্রাঙ্গপাদিগকে নিজ শক্তি অমৃত
 করিবে । ১৬—২১ । অনন্তর পূর্ব
 সুবর্ণকুহুম রাখিবে । মূর্তি, পকগব্য ও
 বিশোধিতা চন্দনচর্চিতা ব্রহ্মশিলা
 সর্বশক্তির নামোচ্চারণ করিয়া
 ব্রহ্মশিলাতে শিবশাস্ত্রোক্ত বিধি
 প্রকৃতি দ্বারা মানা বীজ ও দ্বারা
 প্রদক্ষিণ করিবে । এইরূপ প্রা
 ত্যহর্য্য রাখিবে । শিবকে

সমুৎস্রজ্য লিঙ্গং ব্রহ্মশিলামপি ॥৩৩
কিঞ্চিৎ স্থাপয়েন্মূলবিদ্যায়া ।
সংযোজ্য শাক্তং মূলমনুশ্বরনু ॥৩৪
দ্বৈব্যঃ কৃত্বা স্থানং বিশোধ্য চ ।
পূজ্যানি কুর্য্যধ্বনিকাং পুনঃ ॥ ৩৫
যেকাদি লিঙ্গস্ত পুরতস্তদা ।
হান্যঃ কলশানু বিগ্রহসেং ক্রমাং ॥৩৬
ভা সম্পূজ্য কলশানু দশ ।
ত্ৰা শিবং স্তজলাস্তরে ॥ ৩৭
যোগাদাদায় তমুদীরয়েং ।
মধ্যে লিঙ্গস্ত মস্ত্রবিং ॥ ৩৮
তথা বিদ্যাং বিদ্যেশাংষ্ট বখাক্রমম্
ভজৈস্তথা লিঙ্গং নিষেচয়েং ॥ ৪০
হাং লিঙ্গং বিদ্যেশকলশৈঃ পুনঃ ।
পশ্চাদাদায় প্রকরয়েং ॥ ৪০
ভাসং দীপ্যং লিঙ্গমনুশ্বরনু ।
বী সাক্ষাং প্রাঞ্জলিঃ প্রাণ্ডদম্বুধঃ ॥
শ্রী বিমানং বা নভঃস্থলাং ।
সিাতং দেব্যা দেবমনুশ্বরনু ॥ ৪২
সাক্ষাং সর্বমঙ্গলনিবনৈঃ ।

মূলবিদ্যা উচ্চারণপূর্বক ব্রহ্ম-
কিঞ্চিৎস্তরশিরা করিয়া স্থাপন
কর শক্তিবীজ উচ্চারণ করিয়া
যা বন্ধক দ্বারা দেবীপীঠকে
মধ্যপূজ্যাদি প্রদানপূর্বক যব-
স্রসংযুক্ত স্থাপন করিবে এবং
কুন্ত আনিয়া ক্রমশঃ রাধিবে ।
দশগীর পূজা করিয়া মহাপূজা
এবং অশুষ্ঠ ও অনামিকার
ধক লিঙ্গের ঈশানভাগে শক্তি-
কলস সকল স্থাপন করিবে ।
আপনাকেও আসনাদি উপচার
ক করিবেন এবং প্রাঞ্জলিত লিঙ্গ
লাভাস করত উত্তরাস্ত ও কৃত্য-
ও শিবকে আবাহন করিবেন ;
যাহনে অথবা বিমানাকৃৎ থাকিয়া
ত হইয়া দেবীর গহিহ পদ-
পদ

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশার্ক-শাক্তাদ্যৈর্দেব-পানবৈঃ ॥ ৪৩
অমন্দক্রিমসর্কাকবিম্বস্তাঞ্জলিমস্তকৈঃ ।
স্তবস্তিরেব নৃত্যান্তিন্মন্তিরভিতো বৃতম্ ॥ ৪৪
ভতঃ পকোপচারাকাং কৃত্বা পূজাং সমাপয়েং ।
নাতঃ পরতরঃ কন্দিধিধিঃ পকোপচারকাং ॥ ৪৫
প্রতিষ্ঠাং লিঙ্গবং কুর্য্যং প্রতিমাস্তপি সর্বভঃ ।
লক্ষণোদ্ধারসময়ে কার্য্যং নয়নমোচনম্ ॥ ৪৬
জলাধিবাসে শয়নে শায়য়েং তান্নধোমুখীম্ ।
কুণ্ডোদরগতং মস্ত্রং স্তদি তাসাং নিযোজয়েং ॥৪৭
কৃতালয়াং পরামাহঃ প্রতিষ্ঠামকৃতালয়াং ।
শতঃ কৃতালয়াং পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠাবিধিমাচরেং ॥৪৮
অশক্তয়েং প্রতিষ্ঠাপ্য লিঙ্গং বেরমখাপি বা ।
শক্তেরনুগুণং পশ্চাৎ প্রকৃক্বোত শিবালয়ম্ ॥ ৪৯
গৃহার্চ্যায় পুনর্বক্ষ্যো প্রতিষ্ঠাবিধিমুস্তমম্ ।
কৃত্বা কনৌরসং বেরং লিঙ্গং বা লক্ষণাবিতম্ ॥৫০

পথে আসিজেছেন ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্যাদি
দেবতাগণ পরমানন্দে মস্তকে অঞ্জলি রচনা করিয়া
পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্তব করিতেছেন ; কেহ বা প্রণাম,
কেহ বা নৃত্য, কেহ বা দেবহস্তভির বাদ্য
করিতেছেন । আবাহনের পর পকোপচারে পূজা
করিবে । এই পকোপচার-পূজাঅপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিধি
কিছুই নাই । লিঙ্গের স্থায় প্রতিমাতেও প্রতিষ্ঠা
করিবে ; কেবল বিশেষ এই যে, লক্ষণোদ্ধার
কালে নয়নোন্মোচন করাইবে ও জলাধিবাসকালে
অধোমুখী করিয়া শয্যোপরি শয়ন করাইবে এবং
কুন্ত মধ্যে পঠিত মস্ত্র সকল তাহাদের হৃদয়ে
উচ্চারণ করিয়া সংযোগ করিবে । গৃহশূত্র কেবল
দেবমূর্তির প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা দেবালয় সমেত
মূর্তিপ্রতিষ্ঠায় ফলাধিক্য আছে বলিয়া সর্ব
ব্যক্তি প্রথমে দেবালয় নিৰ্ম্মাণ করিয়া পরে তথায়
দেবতার প্রতিষ্ঠা করিবেন । যদি দেবালয়
করিতে শক্তি না থাকে, তবে প্রথমে শিবলিঙ্গের
বা শিবপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে সাধারণ
হইলে শক্তির অমুরূপ শিবালয় প্রকৃত করিয়া
দিবে ৩০—৪১ । পূজার পূর্বস্থানে উপর
প্রতিষ্ঠাবিধি বলিতেছি, অপর মন্ত্র ও প্রণাম
হৃদয়ক নিম্নলিখিত বা হৃদয়ক শিবলিঙ্গ-অবস্থা

অঙ্গনে চোড়রে প্রাপ্ত শুক্লপদে শুভে দিনে ।
 যেদিন কৃষ্ণা শুভে দেশে উদ্ভাস্ত পূর্ববর্ষিণে ॥
 বিকীর্ণ পদ্মপুষ্পাদি মধ্যে কুস্তং নিধায় চ ।
 পবিত্রতন্ত্র চতুর্নঃ কলশান্ দিগ্ধু বিস্তসে ॥ ৫২
 পক ব্রহ্মাণি তদ্বীজৈস্তেহু পকসু পকতিঃ ।
 কুস্ত সপুষ্পা মুহুরি ন-রিত্তিভিত্তিকা চ ॥ ৫৩
 বিশোধ্য নিম্নং বেদ্যং বা মন্তোয়াদৈক্যেণ পুরা ।
 হাপয়েৎ পুষ্পসংকলনমুত্তমং বরাসনে ॥ ৫৪
 নিধায় পুষ্প শিরসি প্রোক্তয়েৎ প্রোক্তবীজলৈঃ ।
 সমভ্যাজ্য পুনঃ পুষ্পৈর্জলপদ্মাদিপূর্বকম্ ॥ ৫৫
 কুস্তেয়োশানবিদ্যাতৈঃ হাপয়েদ্যলবিদ্যাতা ।
 ততঃ পককল্যাসং কৃৎস্না পূজাক পূর্বকং ।
 নিত্যহারাধনং তত্র দেব্যা দেবং ত্রিলোচনম্ ॥ ৫৬
 একমেবাধবা কুস্তং মূর্তিমন্ত্রসমবিতম্ ।
 কুস্ত পদ্মাতরে সর্বং দেবং পূর্বব্রহ্মচরং ॥ ৫৭
 অতঃকালোপহৃতং নিম্নং বিশোধ্য হাপয়েৎ পুনঃ ।
 মন্তোয়াদৈক্যেণ তত্র মনোপহৃতং কুস্তং ॥ ৫৮
 নিহানি বাকসংকলনি হাপনীয়ানি বা ন বা ।

কল্পিয়া উক্তকালের শুক্লপদের শুভ দিনে
 পবিত্র হানে যেদি নিদ্রাণ করত তদুপরি পূর্ব-
 বীজিত অনুসারে পদ নিধিবে । তখন পুষ্প ও
 পদ্মাদি নিবেশ করিয়া পূর্বকৃত হাপন করিবে ও
 অবার চারিদিকে চারিটা কুস্ত রাখিয়া সেই
 পাঁচটা বটে পূর্বকৃত বীজ দ্বারা পকতন্ত্রের
 পূজা করিবে ও হুয়াদি দেবাইয়া সেই সমুদয়
 ব্রহ্মকলসের অঙ্গে পূর্বকৃত নিম্নটা শোধিত
 করিয়া পুষ্পপুটিত করত উক্ত-মুক্হিত শ্রেষ্ঠ
 আসনে হাপন করিবে এবং মন্তকে পুষ্প দিয়া
 প্রোক্তবী-পত্রহ অঙ্গে উপচার সমুদয় প্রোক্তন
 করিয়া অঙ্গ পদ্মাদি উচ্চারণে পূজা করিবে ।
 পরে পককল্যাস করিয়া পূর্বকং পূজা করিবে ।
 সর্বক প্রকার সেই হানে দেবীর সহিত দেব
 ত্রিলোককে পূজা করিবে । অবশ্য একটা বার
 কুস্ত সপুষ্প ও মূর্তিমন্ত্র করিয়া পদ্মপুষ্পি হাপন
 করিয়া দেবতার অঙ্গে পূর্বকৃত আসনে পুজিবে ।
 এই পূজার পরে পূর্বকৃত আসনে পুজিবে ।

তামি পূর্বক শিবমৈব সংকৃতানি বত
 লৌহানি হাপনীয়ানি বানি দৃষ্টানি বাণ
 স্বয়মুদ্ভূতানি চ দিব্যে চার্ঘ্যে তদৈব চ
 অশীঠে পীঠমাবেশ্য কৃৎস্না সম্প্রোক্তন
 যজ্ঞং তত্র শিবং তেবাং প্রতিষ্ঠা ন বি
 দ্যং গ্রন্থং কৃতান্তক জিপেরিসং জলাশ
 সঙ্কলনযোগ্যং সঙ্কায় প্রতিষ্ঠাবিধিমাচরেৎ
 বেরাচা বিকলান্নিহাদেবপূজাপূর্বকম্ ।
 উদ্যত হৃদি সঙ্কলনং ত্যগৎ বা পুত্ৰযত্ন
 একহপূজাবিহতো কৃধ্যাদিশুণমস্মম্ ।
 দ্বিরাহ্নে চ মহাপূজাং সম্প্রোক্তনমতঃ প
 মাসাদর্ভমেনেকাহং পূজা যদি বিহততে ।
 প্রতিষ্ঠা চোচ্যতে কৈশিৎ কৈশিৎ সম্প্রো
 সম্প্রোক্তনং তু লিঙ্গাদেবৈবমুত্তমং পূর্ব
 অষ্টপকতন্ত্রমেবৈব হাপয়িত্বা মনস্তম ॥ ৫৯
 গবাং বসৈশ্চ সংস্থাপ্য দর্ভতদৈবিশেষা

সংকৃতক লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না;
 পূর্বক স্বয়ং মহাদেবই তাহার
 করিয়াছিলেন । যে লিঙ্গ স্বয়ং প্রকটি
 দিয়া, আর্ঘ্য অথবা পীঠবিহিত লিঙ্গ, ও
 পীঠসংবেশে সম্প্রোক্তন করা করিয়া
 শিবের আরাধনা করিবে সেই সকল
 প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না । দর্ভ নির্ণয়
 লিঙ্গ জলাশয়ে নিবেশ করিবে ।
 সঙ্কলনযোগ্য অর্থাৎ দেবতার কটি
 যোগ্যত্ব থাকিলেই প্রতিষ্ঠা করিবে ।
 লিঙ্গ বা প্রতিমার যদি এক দিনমাত্র
 হইয়া থাকে, তবে পরদিন বিগুণ পূজা
 দিনব্যয় পূজিত না হইলে একটা
 করিয়া সম্প্রোক্তন করিবে । এক মাস
 বহুদিন যদি পূজা না হইয়া থাকে
 কেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা নির্দেশ করে,
 কেবল সম্প্রোক্তন করিতে যেনে ।
 সম্প্রোক্তন করিতে হইলে প্রথমত
 টার পূর্বকৃত তার অধিবা করিয়া
 জলাশয় বিহীন কলসের এক
 কলসে পূজা করিয়া পোড়ান

প্রাকনীতোইমূলেনাষ্টোত্তরং শতম্ ।
 পানিং শ্রুতং লিঙ্গং মন্তকে ।
 পেমূলমষ্টোত্তরশতোত্তরম্ ॥ ৬৮
 মূর্দ্ধাদি-পীঠান্তং সংস্পৃশেদপি ।
 তীর্থে কুর্ধ্যাদেবমাবাহ্য পূর্নবৎ ॥ ৬৯
 পতে লিঙ্গে শিবস্থানে জলেহথবা ।
 তথ্যো যোগি ভগবন্তং শিবং যজ্ঞেৎ ॥
 যবে মহাপুরাণে বায়বীয়সংহিতায়ামু-
 লিঙ্গ-বেদপ্রতিষ্ঠা-সম্প্রদায়াদি-
 ধনং নামাষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

কানবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

১১ চর্যায়ং সারমুক্ততা সংগ্রহাৎ ।
 ১২ সর্কং ক্রতং ক্রতিসমং যম্মা ॥ ১
 তুমিচ্ছামি যোগং পরমহর্ষভম্ ।

নিলিঙ্গং সংশোধন করিয়া মূলমন্ত্র
 প্রাকনীজল দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার
 বে। এবং পূজক পুষ্প ও কুশ
 পানিতল লিঙ্গ-শিরোভাগে স্থাপন
 ত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন
 মূল উচ্চারণে মন্ত্রক প্রভৃতি পীঠ
 ত স্পর্শ করিবেন এবং দেবতার
 পূর্নমত মহতী পূজা করিবেন ।
 লিঙ্গ অপকৃত হয় বা কোন-
 যায়, তবে শিবস্থানে, জলে,
 গাশে ভগবান্ শিবকে পূজা
 ৭০ ।

শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

লেন, হে উপবন্থ! আপনি
 ঠ ও সেবাদি কর্মের বিষয়
 নির্বাচন করিয়া বাহ্য করিলেন,
 বাহ্য সকল প্রদর্শন করিলেন ।

সাধিকারক সাক্ষক সবিধিং সপ্রয়োজনম্ ॥ ২
 বদ্যন্তি মরণং বৈধং রোগাদানুপমর্দতঃ ।
 সদ্যঃ সাধয়িতুং শক্যং যেন স্তান্নান্নহা নরঃ ॥ ৩
 তচ্চ তৎকারণকৈব তৎকাল-করণানি চ ।
 তত্ত্বেন্দুতারতম্যাক বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥ ৪
 উপমন্যুরুবাচ ।
 স্থানে পৃষ্ঠং ত্বয়া কৃক সর্কপ্রশার্থবেদিনা ।
 ততঃ ক্রমেণ তৎ সর্কং বক্তব্যং শৃণু সমাহিতঃ ॥ ৫
 নিরুদ্ধরস্ত্যস্তরস্ত শিবে চিন্তস্ত নিশ্চল ।
 বা রুত্তিঃ সা সমাসেন যোগঃ স খলু পঞ্চধা ॥ ৬
 মন্ত্রযোগঃ স্পর্শযোগো ভাবযোগস্তথাপরঃ ।
 অভাবযোগঃ সর্কভ্যো মহাযোগঃ পরো মতঃ ॥ ৭
 মন্ত্রাত্ম্যসবশেনৈব মন্ত্রবাচ্যার্থগোচরঃ ।
 অব্যক্লেপা মনোরুত্তির্মন্ত্রযোগ উদাহৃতঃ ॥ ৮
 প্রাণায়ামসখ্য সৈব স্পর্শযোগোহভিধীয়তে ।

একপে বিধিবিধিত সাক্ষ সহৈতুক পরম হর্ষভ
 যোগের কথা শুনিতে বাসনা হইয়াছে। মৃত্যু
 বিধিকর্তৃক নির্দিষ্ট আছে সত্য, কিন্তু যে যোগের
 অনুষ্ঠানে মানব নীরোগ হইয়া মৃত্যুকে জয়
 করত আশ্রয়ভাষী হন না, সেই যোগ ও তাহার
 কারণ, অনুষ্ঠান কাল ও তাহার প্রকারভেদ
 আপনি আমাকে সম্যকরূপে বলুন। উপ-
 মন্যু কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আপনি নিখিল
 প্রশার্থ অবগত আছেন, একপে বাহ্য জিজ্ঞাসা
 করিলেন, তাহা অতি উপযুক্ত হইয়াছে।
 একপে তদীয় প্রশ্নের ক্রমিক উত্তর বলিতেছি,
 একাধিচিন্তে শ্রবণ করুন। মহাস্বপ্ন চিন্তের
 যাবৎ বিষয় হইতে ব্যাপার নিরোধ করিয়া এক-
 মাত্র শিবের প্রতি স্থাপন করাকেই সংক্ষেপে
 যোগ বলিয়া নির্দেশ করেন। উহা মন্ত্রযোগ,
 স্পর্শযোগ, ভাবযোগ, অভাবযোগ ও মহাযোগ
 এই পাঁচভাগে বিভক্ত আছে। সাধকের মস্তকের
 অভ্যাসবলে মন্ত্রবাক্যের বার্থ্য অবগত হইবার
 ভিত্তি যে মনোরুত্তির নিশ্চলতা, তাহারই নাম
 মন্ত্রযোগ। এবং সেই মন্ত্রযোগই, প্রাণায়াম
 সহিত অব্যক্লেপ হইলে স্পর্শযোগ নামে
 অভিহিত হইয়া থাকে।

সমস্তাঃ স্পর্শনির্মুক্তো ভাববোপঃ একীভূতিতঃ । ১
 বিশীলাধরং বিবং রূপং সন্তাধ্যতে বতঃ ।
 অতাবোপঃ সন্তোক্তোহনাতাসাধননঃ সতঃ ॥ ১০
 শিবস্বভাব এবৈকচিন্ত্যতে নিরূপাধিকঃ ।
 বধা সৈব মনোবুজ্জিহ্বাযোগ ইহোচ্যতে ॥ ১১
 দৃষ্টে তথানুশ্রয়িকৈ বিরক্তং বিষয়ে মনঃ ।
 বস্ত তস্তাধিকারোহস্তি যোগে নাশস্ত কস্তচিৎ ॥ ১২
 বিবরয়দ্যদোষাণাং গুণানামৌবরস্ত চ ।
 বিমর্শাদেব সততং বিরক্তং আয়তে মনঃ ॥ ১৩
 অষ্টোহো বা বড়হো বা সর্ববোপঃ সমাসতঃ ।
 ১৪ বম্ চ নিরমট্টেব স্বস্তিকাদ্যং তথাসনম্ ॥ ১৪
 প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারো ধারণা ধ্যানমেব চ ।
 সমাধিরিতি যোগোক্তোহৌ চেতি প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১৫
 আসনং প্রাণায়ামঃ প্রত্যাহারোহধ ধারণা ।
 ধ্যানং সমাধির্বোপস্ত বড়হানি সমাসতঃ ॥ ১৬
 পৃথগ্গুণকণ্ঠমেতেষাং শিবশাস্ত্রে সমীৰিতম্ ।
 শিবশাস্ত্রে চাত্তেবু বিশেষাং কামিকাদিষু ॥ ১৭

যোগ নামে কথিত হয় এবং যে যোগ হইতে
 সংসারকে নিরাকার বলিয়া বিবেচনা হয় ও
 বাহ্যতে বিদ্যমান বস্তুর জ্ঞান হয় না, তাহারই
 নাম ভাববোপ এবং যে মনোবুজ্জিতে একমাত্র
 উপাধিবিশ্ব শিবস্বরূপের চিন্তা হয়, তাহাকেই
 সংসারে মহাবোপ বলে । তাহার মন সাংসারিক
 হৃদয়ে ও বৈদ্যকৃত ক্রিয়াকলাপে একান্ত
 বিরক্ত হয়, তাহারই যোগে অধিকার আছে ;
 অস্ত্র কাহারও নাই । তাহার চিন্তা সর্বদা
 ঐহিক ও পারত্রিক পুণ্যসাধন কর্ত্তের দোষ
 কর্ত্তি করত একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচার
 করে, তিনিই যোগের অধিকারী । যোগের
 আটটি অঙ্গ অথবা সংকেপে ছয়টি অঙ্গেতেও
 অন্তর্ভুক্ত হয় । বম্, নিরম্, স্বস্তিকাদি-
 নামকভ্যাস, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা,
 ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ ।
 সংকেপে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা,
 ধ্যান ও সমাধি এই ছয় অঙ্গও বটে । ইহা-
 সমস্তই শিব-সংসার-সংসার-নিরাকার-শিব-
 সত্ত্ব-বিভিন্ন-বিভিন্ন-অবস্থায়-বসত-অবস্থায়

যোগশাস্ত্রেণি তথা পুরাণেণি কো
 ত্ম্যং সমাসাং সামান্ত্রিক্যো যোগ
 অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্যা-পরিগ্রহ
 বম ইত্যুচ্যতে সত্ত্বিঃ পঞ্চাবয়বযোগজঃ
 শৌচং তুষ্টিস্তপট্টেব জপঃ প্রণিধিরেব
 ইতি পঞ্চপ্রভেদঃ স্তান্নিয়মঃ স্বাংগভেদ
 স্ব'স্তকং পদ্যমর্কেন্দু বীবং যোগং প্র
 পর্যাক্কক বধেষ্টক প্রোক্তমাসনমষ্টকং ।
 প্রাণঃ স্বদেহজো বায়ুস্তস্যায়ামো নিরো
 ত্তদ্রেচকং পূরকক কুস্তকক ত্রিধোচ্যতে
 নাসিকাপুটমসুন্ধ্যা পীড়ৈড্যকমপরেণ তু
 ঔনরং রেচয়েদ্বায়ুং তথায়ং রেচকঃ স্তু
 বাহেন মকুতা দেহং দৃতিবং পরিপূরয়
 নাসাপুটেনাপরেণ পূরণাং পূরকঃ স্তু
 ন মুকতি ন গহুতি বায়ুমস্তর্কহিংসি
 সম্পূর্ণকুস্তবং তিষ্ঠনচলং স তু কুস্ত

যোগশাস্ত্রে ও পুরাণাদিতে কা
 তাহা হইতেই আমি সংকেপ
 সমুদয়ের লক্ষণ বলিতেছি । ইংসা
 পথে বিচরণ, চৌধতাংগ, ব্রহ্মচর্যা,
 এই পঞ্চাবয়বী অনুষ্ঠানকেই পণ্ডি
 বলিয়া নির্দেশ করেন । শুদ্ধ তা
 জপ, তপস্কা, কুংকর্ষের ঈশ্বরে
 পঞ্চাবয়বে নিয়ম হইয়া থাকে
 পদ্য, অর্কচন্দ্র, বীর, যোগ, প্রমা
 ও বধেষ্ট এই অষ্ট প্রকার জ
 থাকে । নিজের দেহস্থ বায়ুর
 উহার নিরোধকেই প্রাণায়াম ক
 আবার রেচক, পূরক ও কুস্তক
 তিন প্রকার হইয়া থাকে ।
 একটি নাসারন্ধ্র টিপিয়া অপরটী
 মধ্যস্থ বায়ুর নিঃসারণ করায়
 একটি নাসাপুটে অঙ্গুলি দ্বারা
 জায় অপর নাসাপথ দ্বারা বাহ
 পূরণ করার নাম পূরক এবং
 দ্বিত বায়ুর গ্রহণ বা পরিপূরণ
 কুস্তক মত নিষ্কল অবস্থায়

বায়বীরনং বিতা ।

যমিনং ন ক্রতং ন বিলম্বিতম্ ।
 যোগেন ভূভ্যন্তেদযোগসাধকঃ ॥ ২৬
 ভ্যাসো নাড়ীশোধনপূর্বকঃ ।
 প্রপঞ্চ্যন্তঃ প্রোক্তো যোগানুশাসনে ॥
 বশাং প্রাণায়ামনিরোধনম্ ।
 দ্বিংশং স্ত্রীমাত্ৰা-গুণবিভাগতঃ ॥ ২৮
 দ্ব্যতঃ স চ দ্বাদশমাত্রকঃ ।
 দ্ব্যতঃ চতুর্বিংশতিমাত্রকঃ ॥ ২৯
 তাতঃ ষট্টিংশমাত্রকঃ পরঃ ।
 তকঃ প্রাণায়ামস্তদন্তরঃ ॥ ৩০
 যাক-নেত্রাঙ্গণাং বিমোচনম্ ।
 দ্ব্যতঃ জায়তে যোগিনঃ পরম্ ॥ ৩১
 কৃত্য ন ক্রতং ন বিলম্বিতম্ ।
 কৰ্ম্মাং সা মাত্রেতি প্রকীৰ্ত্তিতা ॥
 যজ্ঞেয়া চোদ্যাতক্রমযোগতঃ ।
 দ্বিংশং প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৩৩
 প্রাণায়ামো দ্বিধা স্মৃতঃ ।

প্রাণায়াম অস্ত্র নীল বা বিলম্ব
 না; উদ্যোগী সাধক ক্রমশ
 করিবে। ১—২৬ । অগ্রে
 রেচকাদি অভ্যাস করিবে,
 কথিত আছে । কনৌয়াদি-
 বিভাগ অনুসারে ঐ প্রাণায়াম
 ধারে উপদিষ্ট হইয়া থাকে ।
 মাত্র উদ্যাত অর্থাৎ প্রাণবায়ু
 তাত হয়, সেই দ্বাদশ মাত্রার
 মের নাম দ্বিচুদ্যাত, উহা
 অপরের নাম ত্রিচুদ্যাত,
 ত্রিংশং মাত্রার সম্পন্ন হইয়া
 চতুর্থ প্রাণায়ামে যোগীরা
 থাকে । যোগীর যোগ-
 দজনিত রোমাঞ্চ, নেত্রাঙ্ক-
 ও মূর্ছাদি হইয়া থাকে ।
 রোগ অক্ষত ও অবিলম্বে
 ম মাত্রা । উদ্যাতক্রমে
 প্রাণায়াম করিবার
 বিধি । প্রাণায়াম করিবার

জপ-ধ্যানং বিম। গর্ভঃ সগর্ভঃ সগর্ভঃ ॥ ৩৪
 অগর্ভঃ সগর্ভঃ সগর্ভঃ প্রাণায়ামঃ শতাবধিকঃ ।
 তস্মাৎ সগর্ভঃ কুর্কৃতি যোগিনঃ প্রাণসংবহম্ ॥ ৩৫
 প্রাণস্ত বিজয়াদেব জীয়েতে দশ বারবঃ ।
 প্রাণোহপানঃ সমানঃ উদ্যানো ব্যান এব চ ॥ ৩৬
 নাগঃ কুর্ম্মঃ ককরো দেবদন্তো ধনঞ্জয়ঃ ।
 প্রয়াণঃ কুরুতে যস্মাৎ তস্মাৎ প্রাণোহভিধীয়ে
 অবাধনয়তাপানাথো যদাহারাদি ভূজ্যতে ।
 ব্যানো ব্যানশয়ত্যাঙ্গাশেষাণি বিবর্জয়ন্ ॥ ৩৭
 উষেজয়তি মন্থানীতুদানো বায়ুরীরিতঃ ।
 সমং নয়তি সর্ক্সাং সমানন্তেন গীয়তে ॥ ৩৮
 উদগারে নাগ আখ্যাতঃ কুর্ম্ম উদ্যানে হিতঃ ।
 ককরঃ কবথো ক্ষেয়ো দেবদন্তো বিজুস্তপে ।
 ন জহাতি মৃতকপি সর্ক্সব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩৯
 ক্রমেণাভ্যাসমানোহয়ং প্রাণায়ামঃ প্রমাণবান্ ।

ও সগর্ভ এই ভাগদ্বয়ে বিভক্ত আছে । জপ-
 ধ্যান-বিবহিত হইলে অগর্ভ ও তৎসম্বন্ধিত
 হইলে সগর্ভ হয় । অগর্ভ হইতে সগর্ভ প্রাণা-
 যাম শতাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই যোগীরা সগর্ভ
 প্রাণায়ামেরই অভ্যাস করিয়া থাকেন । একমাত্র
 প্রাণবায়ুর জয়ে দশটি বায়ুকেই জয় করা যায় ।
 প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কুর্ম্ম,
 ককর, দেবদন্ত ও ধনঞ্জয় এই দশ বায়ু
 শরীরে অবস্থিত আছে । প্রাণ অর্থাৎ
 গমন করেন বলিয়া উহার নাম প্রাণ এবং
 তুচ্ছ আহারাদিকে অধোভাগে প্রেরণ করেন
 বলিয়া অপান আখ্যা হইয়াছে । সমস্ত
 অবস্থার বৃদ্ধি করিয়া ব্যাপিয়া থাকেন বলিয়া
 ব্যান সংজ্ঞা হইয়াছে । মন্থন সমুদয়
 উষেজিত করেন বলিয়া উদান নাম হইয়াছে
 এবং সর্ক্সাং সমতা সম্পাদন করেন বলিয়া
 সমান নাম হইয়াছে এবং উদগারকালে ঐ
 বায়ুর নাম নাগ, যাত্র-বিকাসনকালে কুর্ম্ম
 কাসকারক বায়ুর নাম ককর ও কুরুৎকরক
 নাম দেবদন্ত এবং কবথ বায়ুর নাম
 বলিয়া বিখ্যাত থাকে । তৎসম্বন্ধিত

নির্ব্যক্তবিন্দু যোগে কর্তৃকৃত্যে ককতি । ৪১
 এনে কু বিজিতে সমাক তচিহ্নানুপলকয়েৎ ।
 বিধুপ্রেরণায় তাবদমতাবঃ প্রজ্ঞাভূত । ৪২
 বহুতোজনসামর্থ্যং চিত্তাহঙ্কসনং তথা ।
 লবুতং শীতলমিহমুঃসাহঃ স্বরসৌষ্টবম্ । ৪৩
 সর্করোপকরৈঃ বলাং তেজঃ সুরূপতা ।
 পুষ্টির্বেদা কুবক শিবতা চ এসমতা । ৪৪
 তদানসি পাশকরতা বহুদান-রতাসহঃ ।
 এতদানন্ত তৈত্তে কলাং নাইতি মোড়নীম্ । ৪৫
 ইতিবাণি এসতানি বহুদং বিবরেহিৎ ।
 বাহুতা বহিঃপ্রাতি স এত্যাহার উচ্যতে । ৪৬
 মনসূর্জাশিহ্নাশি স্বর্গং নরকমেব চ ।
 নিগূহীতবিন্দুনি স্বর্গং নরকম চ । ৪৭
 তদানং সুখাশী বতিমান জ্ঞানবৈরাগ্যামাশ্রিতঃ
 ইতিবাণন শিবতাং বাহুদানমুদয়েৎ । ৪৮
 বাহুদা নাম চিত্তত হানিবহঃ সমাসতঃ ।
 হানিক শিব একৈকো নস্তদেবাপ্রদং বতঃ । ৪৯

উহা দেহের বাহ্য যোগে নষ্ট করিয়া দেহকে
 ব্রহ্ম করে। এতদ্বারা সুস্থিত হইল কি না
 জ্ঞান ব্রহ্মহীন লক্ষণ সমুদায় তেলিয়া পুড়িলে
 এতদ্বারা ব্রহ্ম বিটা, মূর্ত ও প্রেম, অম পরিমাণে
 হইতে থাকিলে। বহুতোজনে শক্তি, বিলম্ব
 কলঙ্কিত, দেহের লবুতা, শীতলমিত, উৎসাহ,
 সুবসতা, নীরোগতা, রূপ, তেজ, বল, দেহা,
 বেদা, বৃত্তা ও এসমতা হইয়া থাকে। উপজা,
 বহু, বান, ততাদি এতদ্বারা যোগেত্যা-
 নের উপস্থিত নহে। ৪১—৪৫। স্ব স্ব
 বিদ্যে বিচারক ইতিবাণকে আচরণ করত
 শিব করায় নাম এত্যাহার। মনঃপ্রভৃতি
 ইতিবাণই স্বর্গ ও নরকের সাধক বলিয়া
 শিবই স্বর্গ ও অশিবই নরক নির্মিত
 করে; হতানং সুখাশী বতিমান ব্যক্তি
 জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করত ইতিবাণ
 হানিবহঃ অতি শীঘ্র শিব করিয়া বহুই
 হইয়া থাকে। হানিবহঃ হইতে বহু করিয়া
 হানিক শিব একৈকো নস্তদেবাপ্রদং বতঃ।

কালং ককাবধীকৃত্য হানেৎবাপিত্য
 ন তু এত্যাভতে লক্ষ্যাকরণা স্তাং চিত্ত
 মনসঃ প্রথমং শৈব্যাং ধারণাতঃ প্রজ্ঞা
 তম্বাজীৱ্য মনঃ কুর্ধ্যাকরণাত্যাসংগজ
 ধো চিত্তায়াং স্মৃতো ধাতুঃ শিবচিত্তা
 অব্যাক্ষিপ্তেন মনসা ধ্যানং নাম তদুচ্য
 ধোদ্যাবস্থিতচিত্তস্ত সদৃশপ্রত্যয়ঃ।
 প্রত্যয়াস্তরনির্মুক্তপ্রবাহো ধ্যানমুচ্যতে।
 সর্কমন্ত্য পরিভাষা শিব এব শিবকর
 পরো ধোযোগঃ ধবেশেতি সমাপ্রাধিকার
 সর্কপ্রভৃ শিবো তম্বাঃ সর্কগো সর্কো
 সর্কজো সততং ধোয়ো নানরূপাশ্রিত
 বিমুক্তিপ্রত্যয়ঃ সর্কঃ প্রত্যয়-জানিমাণি
 ইতোতদ্বিবিধং জ্ঞেয়ং ধ্যানস্তাত্ প্রা
 ধাতা ধ্যানং তথা ধোয়ং যচ্চ ধ্যানপ্র
 এতচ্চ তুষ্টিয়ং বহুং যোগং দুর্ভীতং

মহাদেবই চিত্তের অবস্থান স্ব
 একতী সমস্তকে সীমা প্রদিত চিত্ত
 স্থানে স্থাপন করিলে যদি ঐ ল
 চ্যুত না হয়, তবেই ব্রহ্ম হুসি
 ধারণা হইতেই চিত্তের প্রথমত হি
 হয় বলিয়া ধারণারূপ যোগের
 মনকে বীর করিলে। ধো বহু
 চিত্তা। দুঃস্থতঃ শিবচিত্তেই
 আছে বলিয়া অচলচিত্তে শিবচিত্ত
 বলিয়া নির্দেশ করেন এবং ধো
 রাধিয়া তাঁহার সজিত নিঃসব জ্ঞান
 অপরা জ্ঞান সমুদয় পরিহার করিলে
 হয়। ৪৬—৫০। সংসারে একম
 অর্থাৎ কল্যাণপ্রদ শিবই পরম
 শ্রুতি—স্বর্গের শক্তি—ধো
 আধারনি ক্রতির অতিপ্রা। শি
 ইহালাই সকলের প্রভু, সর্কপ্র
 এবং নানারূপে সর্কনা চিত্তের
 বিমুক্তি-প্রত্যয় ও প্রত্যয়
 শিব জেই ধ্যানের
 শিবই শিব বলিয়া

স্পন্দনঃ শব্দধানঃ ক্রমাবিতঃ ।
সাহী ধ্যাতোপাৎ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥
ধ্যাতোপাৎ ধ্যানাক্রান্তঃ পুনর্জপেৎ ।
কৃত্ত্ব ক্রিপ্রং যোগঃ প্রসিদ্ধাতি ॥৫০॥
মা ধ্যানং দ্বাদশধারণম্ ।
ধাবৎ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৬০ ॥
গান্ধমভিমং পরিকৌর্তিতম্ ।
ধিত্ব প্রজ্ঞালোকঃ প্রবর্ততে ॥ ৬১ ॥
নং ত্তিমিতোদধিবৎ স্থিতম্ ।
ং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৬২ ॥
াবেণা তিষ্ঠেদপি চ সুস্থিরম্ ।
৥ সমাধিস্তঃ প্রণীয়তে ॥ ৬৩ ॥
তি ন রস্ততি ন পশ্যতি ।
তি ন সঙ্গল্পতে মনঃ ॥ ৬৪ ॥
কিন্ন চ বৃথাতি কাষ্ঠবৎ ।

যিনি জানী সংসারবিরাগী,
শীল, মমতাশূন্য ও উৎসাহ-
ক্লষ্ট ধাতা হইবার পাত্র ।
ত হইলে ধ্যানে বসিবেন ও
হইলে জপ করিতে থাকি-
-প ও ধ্যানে নিরত ব্যক্তির
। সম্পন্ন হইয়া থাকে । দ্বাদশ
।র ধারণা হয় । দ্বাদশ
ধ্যান সম্পন্ন হয় । দ্বাদশ
সমাধি হইয়া থাকে । সমা-
য অঙ্গ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ।
গীর অদৃষ্ট অশ্রুত বিষয়েও
। থাকে । স্বরূপতঃ ধ্যানই
ভিহিত হইয়াছে । সমাধিস্থ
র জ্ঞায় স্বীয় ধোয় বস্তুতে
স্থির হইয়া অবস্থান
প্রদীপের সহিত সমাধিস্থ
। থাকে । তিনি তৎকালে
আস্থান বা দর্শন করেন
নিরূপ স্পর্শানুভব হয় না ;
ক না ; কিছুতেই সন্দেহ
কোনরূপ বোধশক্তি থাকে

এবং শিবে বিলীনাক্ষা সমাধিস্থ হইয়াচলে ॥ ৬৫ ॥
যথা দীপো নিবাতস্থঃ স্পন্দতে ন কদাচন ॥ ৬৬ ॥
তথা সমাধিনিষ্ঠোহপি তস্যান্ন বিচলেৎ সুখী ।
এবমভ্যস্তত-চাকং যোগিনো যোগমুত্তমম্ ।
তদন্তরায়ান নশ্বন্তি বিশ্বাঃ সর্বে শনৈঃ শনৈঃ ॥৬৭॥
আলস্তং ব্যাধয়ন্তীত্রাঃ প্রমাদহা ন সংশয়ঃ ।
অনবস্থিতচিত্তমশ্রদ্ধা ত্রাস্তিনশ্চনিম্ ॥ ৬৮ ॥
হুঃখানি দৌশ্মনশ্চক বিষয়েষু চ লোলজা ।
দশৈতে যুক্ততাং পুংসামন্তরায়ানঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥৬৯॥
আলস্তমলসতুস্ত যোগিনাং দেহ-চেতসোঃ ।
ধাতুবেষমাজ্ঞা দোষা ব্যাধয়ঃ কল্পদোষজাঃ ॥ ৭০ ॥
প্রমাদো নাম যোগস্ত সাধনানামভাবনা ।
ইদং বেত্নাত্তরানন্নি জ্ঞানং তৎস্থানসংশয়ঃ ॥ ৭১ ॥
অপ্রতিষ্ঠা হি মনসন্তনবস্থিতিক্রিয়াতে ।
অশ্রদ্ধা ভাবরচিতা বৃত্তির্বৈ যোগবর্জনী ॥ ৭২ ॥
বিপদান্তা মতিধা সা ত্তিরিত্যভিধীয়তে ।

না । এইরূপ ভাবে একমাত্র পরমাত্মা শিবে
আত্মায় সংযোগ রাখিলেই সমাধিস্থ বলিয়া
কীৰ্ত্তিত হন । যেমন নির্মাতৃহীনদ্বিত দীপ
কিছুতেই চকল হয় না, তদ্রূপ সমাধিস্থ যোগী
কোনরূপেই সমাধি হইতে বিচলিত হন না ।
এইরূপে এক বর্ষ উত্তম যোগ অভ্যাস করিলে
সেই যোগীর ক্রমশঃ অঙ্গে-অঙ্গে সমুদ্রর বাবা-
বিপত্তি দ্রুত হইতে হয় । আলস্য, হুঃসাধ্য রোগ,
প্রমাদ, স্থানসংশয়, চিন্তাচালকা, অশ্রদ্ধা, ভ্রম-
দৃষ্টি, হুঃখানুভব ও তজ্জনিত দৌঃখনশ্র ও বিষয়ে
একান্ত অনুরাগ, এই দশটী যোগীর যোগাঙ্ক-
ষ্ঠানের প্রধান বিষয় জানিবে । তন্মধ্যে যোগীর
দেহের ও চিত্তের অলসতাকেই আলস্ত বলে
এবং দেহহিত ধাতুর বিকৃতি হইতে ও কৃত-
কর্মের দোষে রোগের উৎপত্তি হয় ৫৪—৭০ ।
যোগাঙ্ক বম নিরমাদির অভ্যাসের নাম প্রমাদ ।
ইহাকেই “চিন্তিব” বা “ইহাই চিন্তনীয়” এইরূপ
জ্ঞানের নাম স্থানসংশয় । চিত্তের ভ্রম
অনবস্থানকে অপ্রতিষ্ঠা বলে । যোগাঙ্ক
আবোধনক বৃত্তির নাম অশ্রদ্ধা । যোগীর

হৃৎকামজ্ঞানকং পুংসাং চেতসাধ্যাস্থিকং বিহুঃ ॥ ৭৩ ॥
 আবিভৌতিকমহোৎসবং যচ্চ দৃশ্যং পুরাকৃতৈঃ ।
 আবিভৌতিকমাধ্যাতমশাস্ত্রবিদ্যাভিজন্ম ॥ ৭৪ ॥
 ইচ্ছাবিষাভ্যন্তর কোভ্যং দৌর্গন্ধস্তং প্রচক্ষতে ।
 বিহুয়েবু বিচিহ্নেবু বিলম্বস্তত্র লোলতা ॥ ৭৫ ॥
 শান্তেভেভেবু বিহুয়েবু যোগাসক্তস্ত যোগিনঃ ।
 উপসর্গাঃ প্রবর্তন্তে দিব্যাশ্চে সিদ্ধিস্চক্কাঃ ॥ ৭৬ ॥
 প্রতিভা প্রবণং বার্তা দর্শনাসাদবেদনাঃ ।
 উপসর্গাঃ বড়িভ্যন্তে ব্যয়ে যোগস্ত সিদ্ধয়ঃ ॥ ৭৭ ॥
 হৃৎকামব্যবহিত্তে তীতে বিপ্রকৃষ্টে ত্বনাপতে ।
 প্রতিভা কথ্যতে বোহর্থে প্রতিভাসো যথাতথ্যম্ ॥
 প্রবণং সর্বশকানাং প্রবণস্তপ্রবৃত্ততঃ ।
 প্রভা বার্তাহ বিজ্ঞানং সর্বেষামেব দেহিনাম্ ॥ ৭৯ ॥
 শিবঃ নাম দিব্যানাং দর্শনকাপ্রবৃত্ততঃ ।
 শিবঃ নাম দিব্যেবু রূপেষাং দ্য উচ্যতে ॥ ৮০ ॥
 শিববিব্রমস্তবেদনা নাম বিক্রতা ॥ ৮১ ॥

দেবতাবোধে নাম প্রতিভা : হৃৎকাম ত্রিবিধ :
 দ্যে পুরুষের চিত্তে অজ্ঞানত ভাবেই নাম
 দ্যে দ্যে অস্ত্র ও বিদ্যায় হইতে ভেদের নাম
 দ্যে দ্যে দ্যে ইচ্ছার ব্যাঘাত হইতে যে
 দ্যে দ্যে চাকলা উপস্থিত হয়, তাহাকেই
 দ্যে দ্যে কহে : বিচিত্র বিদ্যায় চিত্তের
 দ্যে দ্যে নাম লোলতা : যোগাসক্ত
 দ্যে দ্যে এই দ্যে দ্যে উপস্থিত হইলে
 দ্যে দ্যে সিদ্ধি-চক্কা দ্যে উপসর্গ সকল উপ-
 দ্যে হইতে থাকে : প্রতিভা, প্রবণ, বার্তা,
 দ্যে দ্যে ও বেদনা এই দ্যে উপসর্গ
 দ্যে দ্যে রূপ কথিত আছে : যোগীর
 দ্যে দ্যে, দ্যে, অতীত, ব্যবহিত ও
 দ্যে দ্যে বর্তমান বর্তমান : প্রতিভাসক প্রতিভা
 দ্যে দ্যে সকল দ্যে প্রবণকেই
 দ্যে দ্যে : সর্বপ্রাণীর বাক্য অভিজ্ঞতার
 দ্যে দ্যে : দ্যে দ্যে দ্যে দ্যে
 দ্যে দ্যে : দ্যে দ্যে দ্যে দ্যে
 দ্যে দ্যে : দ্যে দ্যে দ্যে দ্যে

গন্ধাদীনাং দিব্যানামাত্রাভূতবদ্যাদিঃ ।
 সন্তিষ্ঠন্তে চ রহানি অযচ্ছতি বহুনি চ ॥
 স্বচ্ছন্দমধুরা বাণী বিবিধাশ্চ প্রবর্ততে ।
 রসায়নানি সর্বাণি দিব্যাশ্চৌষধরস্তথা ॥
 সিদ্ধান্তি প্রাপিত্যেনং দিশন্তি সুরযোক্তি
 যোগসিদ্ধোকদেশেহপি দৃষ্টে মোক্ষে জ
 দৃষ্টমেতদ্যথা স্বয়ং তদ্ব্যমোক্ষে ভবেদ্বিতি
 কৃশতা সুলতা বালাং বার্কক্যকৈব যৌব
 নানাজাতিস্বরূপত্বং চতুর্ণাং দেহধারণম্
 পার্শ্ববংশং বিনা নিত্যং সুরভিগন্ধম্
 এবমষ্টগুণং প্রাতঃ পৈশাচং পার্শ্ববংশ
 ঘলে নিবসনকৈব ভূম্যামেব বিনির্গম্য
 ইচ্ছেক্ত্বং স্বয়ং পাতুং সমুদ্রমপি চাপ
 যত্রেচ্ছতি অগত্যমিহস্ত্রেব জলদর্শন
 বিনা কুস্তাদিকং পাণৌ জলসকলধারণ
 যদ্বদ্য বিরসকপি ভোক্তুমিচ্ছতি তৎ
 রসাদিকং ভবেচ্ছান্তং ত্রাণাং দে
 নির্যাতনং শরীরস্ত পার্শ্ববংশ সমা
 তদিত্যং যোড়শগুণমাপ্যমৈশ্বর্যমবুত

বাক্য নিঃসৃত হয় এবং দিবা বসন্ত
 ও দিবা ওষধি-নিচয় ইহার কর্তৃত্ব হয়
 নারীগণ ইহার সুখ সম্পাদন করেন।
 "যেকপ আমি এই সকল দেখিতে
 আমার মুক্তি হউক" বলিয়া মোক্ষের
 কোন অশ্রিয়া থাকে ৭১-৮৪
 জীবের ক্ষতি যত্নে ও মরুৎ
 দেহসম্পাদক বলিয়া, কৃশতা, ও
 বার্কক্য, যৌবনাদি বটিয়া যা
 যোগীর যোগসিক হইলে
 প্রভাবে সর্বদাই পুপাদি ব্যক্তির
 গন্ধের আশ্রয় হয়, ঘলে বাস, ল
 করিতে সমর্থ হন ও পীড়া
 সমুদ্রকেও পান করিতে সমর্থ হা
 এবং সংসার মধ্যে যে কোন স্থ
 কেন, তাহারই জল দর্শন করিতে
 জলের শক্তিতে শরীরের নির্যাতন
 পার্শ্ব ও বারি লত জড়ত

নির্মাণঃ ততাপভববর্জনম্ ।
 দং দক্ষং যদিচ্ছেদপ্রবৃত্ততঃ ॥ ৯১
 বজ্রাপ্পা পানৌ পাবকধারণম্ ।
 যথাপূর্বং মুখে বাত্রাদিপাচনম্ ॥ ৯২
 বিনিম্বাণমাপ্যপ্ৰথমসমবিতম্ ।
 ত্ৰিভা তৈজসং পরিচক্ষতে ॥ ৯৩
 ভূতানাং কণাদন্তঃপ্রবেশনম্ ।
 গভার-ধারণকাপ্রবৃত্ততঃ ॥ ৯৪
 বৃক্ষ পণাবনিলধারণম্ ।
 গাতৈর্দ্রুমৈরপি চ কাম্পনম্ ॥ ৯৫
 নিম্পত্তিযুক্তং ভোগৈশ্চ তৈজসৈঃ ।
 নৈমেষ্যং মাকৃতং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৯৬
 নিম্পত্তিরিন্দ্রিয়ানামদর্শনম্ ।
 কামমিল্লিখার্থেঃ সমবয়ঃ ॥ ৯৭
 জনকৈব স্বদেশে তন্নিবেশনম্ ।

১। এবং তেজোগুণে দেহ হইতে
 পতি হয়, তথাচ সে অগ্নিতে স্ব
 তাপাদি অনিষ্ট সম্ভব নাই; কিন্তু
 সে অগ্নি দ্বারা এ সংসারকে
 স দগ্ন করিতে সমর্থ হন। জলে
 স্তে অনলধারণ করিতে পারেন
 প ব্যতিরেকেও নিজ মুখ দ্বারা
 হন। এই চতুর্বিংশতি প্রকার
 জ্ঞাপন কথিত হইল। যোগী
 ৭ মনের শ্রায় লৌহ পয়ন করিয়া
 স্তরে পধ্যন্ত প্রবেশ করিতে ও
 তি গুরুভার বস্তুরূপেও অনায়াসে
 সমর্থ হন; সাময়িক গুরুত্ব ও
 মধ্যো বায়ুকে ধারণ করিতে
 একটী মাত্র অঙ্গুলির নিষ্কম্পে
 পতা হন। যোগীর দেহরক্ষা
 দ্বারা হইলেও তৈজস ঐশ্বর্য
 করিয়া থাকেন। যোগীর এই
 র মাকৃত ঐশ্বর্যই হয়, ইহা
 লিয়া থাকেন এবং যোগীর
 তও ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যেক
 চরিত্র, ইচ্ছামত ইন্দ্রিয়-

আকাশপিণ্ডীকরণমশরীরভূমেব চ ॥ ৯৮
 অনিলৈশ্বর্যসংযুক্তং চত্বারিংশদগুণং মহৎ ।
 ঐন্দ্রমৈশ্বর্যমাখ্যাতমানসরং তং প্রচক্ষতে ॥ ৯৯
 যথাকামোপলক্ষিতং যথাকামবিনির্গমঃ ।
 সর্ক্সাভিভবনৈশ্চব সর্ক্সগুহ্যার্থদর্শনম্ ॥ ১০০
 কস্মারূপনির্মাণং বশিত্বং প্রিয়দর্শনম্ ।
 সংসারদর্শনকৈব ভোগৈরৈন্দ্রেঃ সমবিতম্ ॥ ১০১
 এতচ্চাস্ত্রমসৈশ্বর্যং মানসং গুণতোহধিকম্ ॥ ১০২
 ছেদনং তাড়নকৈব বন্ধনং মোচনং তথা ।
 গ্রহণং সর্ক্সভূতানাং সংসারবশবর্তিনাম্ ॥ ১০৩
 প্রসাদশ্যাপি সর্ক্সেয়াং মৃত্যুকালজয়ন্তথা ।
 আভিমানিকমৈশ্বর্যং প্রাজাপত্যং প্রচক্ষতে ॥ ১০৪
 এতচ্চাস্ত্রমসৈর্ভোগৈঃ ষট্পকাশদগুণং মহৎ ।
 সর্গঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ ত্রাণং সংহরণং তথা ॥ ১০৫
 স্বাধিকারশ্চ সর্ক্সেয়াং ভূতচিহ্নপ্রদর্শনম্ ।
 অসাদৃশ্যক সর্ক্সস্ত নিম্মাণং কণাৎ পূর্ণম্ ॥ ১০৬
 ভূতান্তভূত করণং প্রাজাপত্যৈশ্বর্যং বিবুতম্ ।
 চতুঃষষ্টিগুণং সাক্ষমৈশ্বর্যং তং প্রচক্ষতে ॥ ১০৭

বিষয়ভোগ, আকাশলঙ্ঘন, স্বদেশে আকাশ-
 নিবেশন, আকাশপিণ্ডীকরণ, অশরীর-রূপ এবং
 অনিলৈশ্বর্য এই চত্বারিংশৎ গুণ মহৎ ঐন্দ্র-
 ঐন্দ্র নামে খ্যাত, তাহা আশ্রয় নামেও
 কথিত হইয়া থাকে ৮-৫—৯৯ ইচ্ছামত প্রাণ
 ইচ্ছামত নির্গমন, সর্ক্সাভিভবনী শক্তি, সর্ক্স-
 বিধ গুহ্যার্থ দর্শন, কস্মারূপ নির্মাণ, জিতে-
 শ্রিয়তা, প্রিয়দর্শিতা, সংসারদর্শন এবং
 ঐন্দ্রেশ্বর্য, এই অষ্টাচত্বারিংশৎ গুণ মান-
 ময় চাস্ত্র ঐশ্বর্য। সংসারস্থ সর্ক্সভূতের
 ছেদন, তাড়ন, বন্ধন, মোচন, গ্রহণ, সর্ক্স-
 প্রসাদকতা, মৃত্যুজয়, কালজয় এবং চাস্ত্র-ঐশ্বর্য
 এই ষট্পকাশং গুণ আভিমানিক ঐশ্বর্য
 প্রাজাপত্য নামেও কথিত। সঙ্কল্পমাত্রে স্বষ্টি,
 রক্ষণ, সংহরণ, সর্ক্সত্র-স্বাধিকার, ভূতচিহ্ন-প্রদর্শন
 সর্ক্সত্র অতুলনীয়তা, পূর্ণপূর্ণতায় কণাৎ পূর্ণ
 ততাত্ত্ব অকুণ্ডল এবং প্রাজাপত্য ঐশ্বর্য এই
 চতুঃষষ্টি গুণ সাক্ষমৈশ্বর্য।

বৌদ্ধাদিমাং পরং গোপমৈশ্বৰ্য্যং প্রাকৃতং বিহুঃ ।
 বৈকুণ্ঠং তং সমাধাতং তত্শিব ভুবনে স্থিতম্ ॥
 ব্রহ্মপৈতৃদৃগুণং সৰ্ব্বং বেত্তুমশ্চৈৰ্ন শকাতে ।
 তংপৌরুষক গোপক গোপেশং পদমৈশ্বৰ্য্যম্ ॥ ১০০ ॥
 বিমুনা তংপদং কিকিঞ্চ ক্ষাতুমশ্চৈৰ্ন শকাতে ।
 বিজ্ঞানসিদ্ধিরূপেণ সৰ্ব্বা এবোপসর্গিকাঃ ।
 নিরোদ্ধব্যাঃ প্রবৃত্তেন বৈবৰ্ণ্যোপ পরেণ তু ॥ ১১০ ॥
 প্রতিভাদিত্যকেষু গুণেষু স তচেতসঃ
 ন মিথ্যঃ পরমৈশ্বৰ্য্যমব্যয়ং সার্বকামিকম্ ॥ ১১১ ॥
 তদ্বাদৃগুণং ভোগাং দেবানুরমহীভূতাম্ ।
 তদ্বাদৃগুণং তদ্বাদৃগুণং পদা ভবেৎ ॥
 অব্যবাহিকপ্রহেচ্ছায়াং তদ্বাদৃগুণং বিচক্রেমনিঃ ।
 বাক্যকামং গুণং ভোগান্ ভুক্তা মুক্তিং প্রযাচ্যতি
 অথ প্রবেশং যোগেন বাক্যে শব্দ সমাহিতঃ ॥ ১১৪ ॥
 ততে কালে ততে দেশে শিবকেন্দ্রাদিকে পুনঃ ।
 বিজ্ঞানে কল্পবহিতে নিঃশব্দে বাধবর্জিতে ॥ ১১৫ ॥
 হৃদয়নিঃশব্দে হলে সৌম্যো গন্ধপাদিবর্জিতো

বৌদ্ধ ঐশ্বর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের নাম গোপ
 বা প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য এই ভুবনস্থ ঐশ্বর্য্য
 বৈকুণ্ঠ নামেও খ্যাত এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যই
 ব্রহ্মার বিদিত, অস্ত্রে ইহা অনিতে সৰ্ব্ব নঃ
 পৌরুষ ও পৌন ঐশ্বর্য্যই—পূৰ্ণেণ এবং ঐশ্বর্য্য
 পদ ; ইহা বিমুর কিকিঞ্চ বিদিত, অপরে ইহা
 অনিতে অসমর্থ সৰ্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানসিদ্ধিই
 উপসর্গের মধ্যে পরম-বরাণা-সহযোগে বহু-
 পূৰ্ব্বক ইহা নিরোধমান প্রতিভাদি অলঙ্কার
 থাকিলে, চিত্ত শুদ্ধাসক্ত হইয়া আর তাহা হইলে
 সার্বকামিক অব্যয় ঐশ্বর্য্যের সিদ্ধি হয় না অতঃ
 এবং যে ব্যক্তি, দেবতা, অমুর ও দ্বাদশদিগের ভোগ
 ও গুণ ভবক পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহারই
 পরম যোগসিদ্ধি হয় অনন্তর, সেই মুনি,
 অনন্তর অনুগ্রহভিক্ষায়ে বিচরণ করিবেন।
 কথ্যভিত্ত ভোগগুণভোগের পর মুক্তি লাভ
 করিবেন। একদা যোগপ্রদায়ক কীৰ্ত্তন করি-
 তেছি, একদা প্রবণ কর। ততকালে,
 শিবের সাক্ষী হইয়া শিবের শিবকর্য্য
 তদ্বাদৃগুণ, সেই তদ্বাদৃগুণ, তাহা হইয়া থাকিবে

মুক্তপুষ্পসমাকীর্ণে বিভানাদিবিচিত্রি
 কুশ-পুষ্প-সমিত্তোয়-কল-মূলসমিধে
 নাথাত্যাসে জলাভ্যাসে লুপ্তপৰ্ব্বময়
 ন দংশ-মশকাকীর্ণে সর্প-শাপনময়
 ন চ হৃষ্টমৃগাকীর্ণে সভয়ে দুর্জনাভ
 শ্মশানে চৈতাব-মৌকে জীর্ণগারে চতু
 নদী-নদ-সমুদ্রাণাং তীরে বধ্যাশুর
 ন জীর্ণোদ্যানগোষ্ঠাদৌ নানিষ্টে ন চ
 না জীর্ণাশ্রমসোদ্যানে ন চ বিমুক্তদেহে
 ন কুর্দ্ভাং নাতিসাবে চ নাতিভূতঃ
 ন চাতিচিন্তাকলিতো ন চাতিশূন্যপি
 নাপি যত্নকল্পাদৌ প্রসতো যোগমা
 যুক্তাহার-বিহারঃ যুক্তচেষ্টঃ কর্ম্ম
 যুক্তনিদ্রা চ বোধঃ সৰ্ব্বাশ্রমবিবর্তিত
 আসনং যদৃগং রম্যং বিপুলং সুখম্
 যদৃচন্দ্রপরীবানং যদ্বাদ্যত্নং শুভং

মুক্তপুষ্পসমাকীর্ণে বিভানাদিবিচিত্রি
 পুষ্প-সমিধ-কল-কল-কল-সমিধঃ
 করিবে যদ্বাদৃগুণ, জলসমীপে
 মশ শ্মশানে, দংশমশকাকীর্ণ স্থান, হ
 সফল ক্ষেত্রে, হৃষ্টমৃগাকীর্ণ দুর্জন
 ভয়সফল স্থানে যোগ করিবে না
 চৈত, বমৌক, জীর্ণগারে, চতু
 সমুদ্রতীর, বধ্যাশুর, জীর্ণোদ্যান, গো
 নিমিত্ত এবং অনিষ্ট স্থানে যোগ
 অজীর্ণ, অশ্রমকাল, বিমুক্তদেহ, বমি
 সার্বক যোগ করিবে না
 শ্রম, বিষয়-চিন্তাবিকা, অতিশূন্য বা
 সমবিত হইলেও যোগ করিবে না
 প্রতিভা কল্পে নিযুক্ত থাকিলেও
 না। উচিতাহারী, উচিতবিহারী,
 চেষ্টানীল, নিদ্রাজাগরণে নিয়ম
 সৰ্ব্ববিধ আশ্রমবর্জিত পুরুষই
 বিমুক্ত, কোমল, রমণীয় সুখ
 আসন হইবে। তাহার উপর
 থাকিবে, যদৃচন্দ্রপরীবান প্রাণি

কৃষ্ণ সমং স্থিরস্থং যথা ।
 দ্বাদশমাসেন্দ্রিয়সেনৈষ চ ॥ ১২৪
 কৃষ্ণস্তানভিষাদ্যাননুক্রমাৎ ।
 রা-বক্ষা নাতিশ্লিষ্টোষ্ঠলোচনঃ ॥ ১২৫
 শিরা দন্তৈর্দন্তান ন সংস্পৃশেৎ ॥
 ১২ জিহ্বামচলাং সন্নিবেশ্য চ ।
 যথৌ রক্ষংস্তথা প্রজননং পুনঃ ॥ ১২৬
 সংস্থাপ্য বাহু তিষ্ঠ্যগযত্নতঃ ।
 ঈদৃশ কৃষ্ণ বামতলোপরি ॥ ১২৮
 ১৩ পৃষ্ঠমুখোঃ বহুভা চাগ্রতঃ ।
 দিকাগ্রং অং দিশং ন বলোকয়ন্ত ॥
 কারঃ পাষণ ইব নিঃশলঃ ।
 ত্ত্বিচ্ছিত্তা শিবমময়া ॥ ১৩০
 নামধো ব্যানযজ্ঞেন পুঞ্জয়েৎ ।
 ১৪ নাভৌ কণ্ঠে বা তানুবন্ধয়োঃ ॥
 ১৫ তে বা ললাটে নাক্ষি বা স্মরেৎ ॥

ধকর আসন করন করিয়া স্থির-
 উপবেশন করিয়া পদকসম্ভিকাদি
 করিবে। নিজ গুরু পর্য্যন্ত
 যথাক্রমে অভিবন্দন করিবার
 হয়। যোগ করিবার সময়ে
 ১২ বক্ষ সরলভাবে থাকিবে;
 ১৩ মুদ্রিত হইবে না। মস্তক
 ব; দন্তেদন্তে স্পর্শ হইবে না।
 ১৪ কে নিঃশলভাবে দস্তাগ্রসমীপে
 জননেন্দ্রিয় এবং মুক পাদ-
 ১৫ রাখিবে, অগ্রবস্ত্রে বক্রভাবে,
 ১৬ ধাবা পরিস্থাপন করিবে।
 ১৭ নভাবে বামকরতলে রাখিবে;
 ১৮ বক্ষস্থল স্থিরভাবে রাখিবে।
 ১৯ দৃষ্টি রাখিবে, কোনদিকে দৃষ্টি-
 ২০ নাসপ্রস্থাস নিরোধপূর্বক
 ২১ চাবে থাকিয়া নিজ শরীর-
 ২২ জগদস্থা-সম্বিত শিবকে
 ২৩ দ্বারা পূজা করিবে।
 ২৪ মূলাধার, নাসাগ্র, নাভি,
 ২৫ ও, ক্রমবশতঃ, পদাঙ্গু

পরিকল্পা যথাক্রমং শিবয়োঃ পরমাসনম্ ॥ ১০২
 তত্র সাবরণং বাপি নিরাবরণমেব বা ।
 দ্বিদলে ষোড়শারে বা দ্বাদশারে যথাবিধি ॥ ১০৩
 দশারে বা যড়শ্রে বা চতুরশ্রে শিবং স্মরেৎ ।
 ক্রবোরস্তরতঃ পদ্যং দ্বিদলং তড়িহুজ্জ্বলম্ ॥ ১০৪
 ক্রমধ্যস্থারবিন্দস্ত ক্রমাদৈ দক্ষিণোত্তরে ।
 বিদ্যাসমানবর্ণে চ পর্ণে বর্ণাবসানকে ॥ ১০৫
 ষোড়শারস্ত পত্রাণি স্বরাঃ ষোড়শ তানি বৈ!
 পূর্বাদীনি ক্রমাদেতং পদ্যকন্দস্ত মূলজঃ
 ককারাদি-ঠকারান্তা বর্ণাঃ পর্ণাশ্রয়ক্রমাৎ ॥ ১০৬
 ভানুবর্ণস্ত পদ্যস্ত ধোয়ং তদ্রদয়াস্তরে ।
 বর্ণাঃ পর্ণাণি পদ্যস্ত নাভেরুপরি পৃষ্ঠতঃ ॥ ১০৭
 গোক্ষীরপবলস্তোক্তা ডাদি-ফাত্তা যথাক্রমম্ ।
 অধোদলস্তাস্থজস্ত এতস্ত চ দলানি ষট্ ॥ ১০৮
 বিদ্যাস্তারবর্ণস্ত বর্ণা বাদ্যাস্য লাস্তিমাঃ ॥ ১০৯
 মূলাধারাবিন্দস্ত হেমাভস্ত যথাক্রমম্ ।
 বকারাদি-সক'রান্তা বর্ণাঃ পর্ণময়াঃ স্থিতাঃ ॥ ১১০
 এতেষথারবিন্দেষু যত্রেবাভিরতং মনঃ ।
 তত্রেব দেবং দেবৌক চিত্তয়েকৌরয়া ধিয়া ॥ ১১১

মস্তকেও শিব-স্মরণ করিতে পারে। তথায়
 শিব-শিবার পরমাসন করনা করিবে।
 তথায় দ্বিদলাদিপদ্রে সাবরণ বা নিরাবরণ ভাবে
 শিবের ধ্যান করিবে। ক্রমধ্যে দ্বিদলপদ্র,
 পদ্রের বর্ণ বিদ্যাতের গায়; ক্রমধ্যস্থ পদ্রের
 দক্ষিণ-উত্তরে দুইটী পত্র। পত্রের বর্ণ,
 বিদ্যাতের সমান, পত্রাশ্রে দুইটী বর্ণ। ষোড়শ-
 দল পদ্রের পত্র ষোড়শ স্বর; পদ্রমূল হইতে
 পূর্বাদিক্রমে এই সব স্বর। দ্বাদশদল পদ্রে
 ককারাদি ঠকারান্ত বর্ণ জানিবে। এই
 দ্বাদশদল পদ্র স্তদয়ের অভ্যন্তরে চিত্তা করিবে।
 নাভির উপরিভাগে অধোমুখ এবং হৃদয়ের স্তায়
 শুক্রবর্ণ যে পদ্র, তাহার পদ্রে ডকারাদি ককারান্ত
 দশ বর্ণ। স্বাধিষ্ঠান-পদ্র অধোমুখ মূলবর্ণ-
 তপ্তাদার-সদৃশ উজ্জ্বল-বর্ণ; বকারাদি লকারান্ত
 দশ বর্ণ তাহার পত্র। মূলাধার-পদ্র হৃদয়-
 বকারাদি লকার পদ্রান্ত বর্ণ-তপ্তাদার-বর্ণ।
 এই সকল পদ্রের মধ্যে যত্রেবাভিরতং মনঃ

সৌখ্যে কৃতিবিশেষেণ শক্তিঃ প্রমাণ প্রদিশ্যতি ।

[illegible][illegible]

SECRET

কিঞ্চিৎ নাপরং পরমার্থতঃ ॥ ১৫৭
 ধ্যানং তং সাকারসমাশ্রয়ম্ ।
 নিস্তিৰ্ধানং নিকিঞ্চিৎ মতম্ ॥ ১৫৮
 বীজক তদেব ধ্যানমুচ্যতে ।
 হেন সাকারপ্রসূতপুংসা ॥ ১৫৯
 যং ধ্যানমানো কৃত্বা সবীজকম্ ।
 যং কুৰ্ণান্নিসীজং সৰ্গসিদ্ধয়ে ॥ ১৬০
 সিদ্ধান্তি দিব্যঃ শাস্ত্রাদয়ঃ ক্রমাৎ ।
 ত্তদীপ্তিঃ প্রসাদঃ ততঃ পরম্ ॥
 একেব শাস্ত্রিত্যভিধীয়তে ।
 ইন্দ্রিঃ প্রশান্তিঃ পরিগীয়তে ॥ ১৬২
 শো যে দীপ্তিপ্রিত্যভিধীয়তে
 সা বুদ্ধেঃ প্রসাদঃ পরিকীর্তিতঃ ॥
 সৰ্গাণি সবাহ্যাত্ত্বরাণি চ ।
 তঃ কিপ্রং প্রসন্নানি ভবন্ত্যত ॥ ১৬৩
 তথা ধ্যেয়ং বস্তু ধ্যানপ্রয়োজনম্ ।
 জ্ঞাত্বা ধাতা ধ্যানং সমাচরেৎ ॥ ১৬৪
 সশব্দে নিতামুদযুক্তমানসঃ ।

প্রদধানঃ প্রসন্নাত্মা ধাতা সত্তিকদাহতঃ ॥ ১৬৬
 ধ্যে চিত্তায়াং স্মৃতে ধাতুঃ শিবচিত্তা মুহুর্মুহঃ ।
 অব্যাক্ষিপ্তেন মনসা ধ্যানমিত্যভিধীয়তে ॥ ১৬৭
 বুদ্ধিপ্রবাহরূপস্ত ধ্যানভাস্তাবলম্বনম্ ।
 ধ্যেয়মিত্যুচ্যতে সত্তিক সাক্ষঃ স্বয়ং শিবঃ ॥ ১৬৮
 বিমুক্তিপ্রত্যয়ঃ পূৰ্ণমৈবধ্যকাণিমানিকম্ ।
 শিবধ্যানস্ত তস্তাশ্চ সাক্ষাত্ত্বং প্রয়োজনম্ ॥ ১৬৯
 বস্তুঃ সৌখ্যক মোক্ষক ধ্যানাত্ত্বয়মাশ্রয়ঃ ।
 তস্যঃ সৰ্গং পরিত্যজ্য ধ্যানযুক্তো ভবেৎকরঃ ॥ ১৭০
 নাস্তি ধ্যানং বিনা জ্ঞানং নাস্তি ধ্যানমযোগিনঃ ।
 ধ্যানং জ্ঞানক বস্তান্তি তীর্ণস্তেন ভবার্ণবঃ ॥ ১৭১
 জ্ঞানং প্রসন্নমেকাগ্রমনেবোপাধিবর্জিতম্ ।
 যোগাত্ম্যেনেব যুক্তস্ত যোগিনস্তেব সিধ্যতি ॥ ১৭২
 প্রকৌণশেষপাপাণাং জ্ঞানে ধ্যানে ভবেৎমতিঃ ।
 পাপোপহতবুদ্ধীনাং তদ্ব্যাপি সুহৃৎতা ॥ ১৭৩
 যথ বহির্মহাদীপ্তঃ শুদ্ধমার্গিক নির্দেহঃ ।
 তথা তত্তাত্ত্বং কস্য জ্ঞানগ্রিহতে ক্ৰমাৎ ॥ ১৭৪

ধ্যান, স্মৃতি, বস্তু, তাহাই
 আর কিছু নিকিঞ্চিৎ ধ্যান নাই ।
 ধ্যানই সবিষয়ক, আর নিরাকার
 নিষয়ক ধ্যান । নিরাকার এবং
 ঠান নিসীজ এবং সবীজ নামে
 যতএব প্রমথ সবিষয়ক সবীজ
 শেষে সৰ্গসিদ্ধি লাভের জন্য
 বীজ ধ্যান করিবে । প্রাণায়াম
 শাস্ত্রি, দীপ্তি এবং প্রসাদ এই
 ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৫৭-১৬১
 স্তর উপশমই শাস্ত্রি । বাহ্য
 মানাশই প্রশান্তি । বাহ্য এবং
 কাশই দীপ্তি নামে অভিহিত ।
 প্রসাদ । বুদ্ধি প্রসন্ন হইলে,
 সমগ্র ইন্দ্রিয় শীতাই প্রসন্নতা
 ধাতা, ধ্যান, ধ্যেয় এবং ধ্যান-
 চারিটি শব্দে বর্ণিত হইয়া
 আছে । জ্ঞান-প্রাপ্তির পক্ষে

উদ্যোগী, প্রদধান এবং প্রসন্নাত্মা ব্যক্তিকেই
 পণ্ডিতেরা ধাতা বলিয়াছেন । ধ্যে ধাতুর
 অর্থ চিত্তা, একাগ্রচিত্তে মুহুর্মুহঃ শিবচিত্তাই
 ধ্যান নামে কথিত বুদ্ধি-পরিণামরূপ এই যে
 ধ্যান, ইহাব অবলম্বন বস্তুই ধ্যেয় ; সেই বস্তু
 উন্নাসময়িত স্বয়ং সনাতনশিব । অস্ত্রে মোক্ষপ্রাপ্তি
 এবং প্রথমে যোগিনাদি ত্রৈলোক্য শিবধ্যানের
 সাক্ষ্যং প্রয়োজন ধ্যানফলে সুখ এবং মোক্ষ
 উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব সকল ত্যাগ
 করিয়া মানব ধ্যানযুক্ত হইবে । ধ্যান ব্যতীত
 জ্ঞান হয় না, যোগহীন ব্যক্তি ধ্যানেও সমর্থ
 হয় না । ধ্যান জ্ঞান উভয়ই বাহার আছে,
 তিনিই ভবসমুদ্র পার হইবেন । যোগাত্ম্য-
 যুক্ত যোগী পুরুষেরই অশেষ বিষয়াসক্ত-বর্জিত
 একাগ্র ও নিশ্চল জ্ঞান হইয়া থাকে । নিষ্পাপ
 ব্যক্তিগণেরই ধ্যানে এবং জ্ঞানে মতি হয় ;
 বাহ্যদের বুদ্ধি পাপ-মলীমস, তাহাদের পক্ষে
 ধ্যান ও জ্ঞানের বার্তাও সুহৃৎ । যোগিন
 ব্যক্তি বেরূপ শুদ্ধ আর্জ সকল প্রকার ইন্দ্রিয়
 দূর করেন, তদ্রূপ, জ্ঞানগি জ্ঞানময়

অজ্ঞানোহপি কখা নীপঃ সূর্যগ্রাশয়েঃ তমঃ ।
 বোমাত্যাসত্ত্বাভোহপি মহাপাপং বিনাশয়েঃ ॥
 ব্যাহতঃ কপমাত্রং বা প্রকথা পঠমেবরম্ ।
 বহুবেং সূর্যগ্রহেবত্তাক্ষো নৈব বিদ্যতে ॥ ১৭৬
 নান্তি ধ্যানসমং তীর্থং নান্তি ধ্যানসমং তপঃ ।
 নান্তি ধ্যানসমো বহুস্তম্যাকামঃ সমাচরেৎ ॥ ১৭৭
 তীর্থানি জোহপূর্ণানি দেবানু পাবনমুদয়ানু
 যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে বাহুপ্রত্যক্ষকরণাৎ ॥ ১৭৮
 যোগিনাক বশুঃ সূর্যঃ জবেং প্রত্যক্ষমীবরম্ ।
 কখা তুলসবুদ্ধানাং যুং কষ্টাটোঃ প্রকথিতম্ ॥ ১৭৯
 কথোক্ত-চরা বাক্যঃ প্রিয়াঃ স্থানং বহিঃ-গতাঃ
 তদ্যন্তর্যাসনিত্যঃ প্রিয়াঃ পণ্ডিতান কথিযাঃ ॥ ১৮০
 বহিঃকরা বখা লোকে নাতীর্থং যোগতঃ পিনঃ
 বৃষ্টা নরেন্দ্রভবনে ওষধত্রাপি কথিযাঃ ॥ ১৮১
 কখাশ্রয় বিদ্যোত জ্ঞানমোক্ষমুখ্যাতঃ
 যোগোক্তোপদেশমাত্রো কল্পলোকং পরিমতি ॥ ১৮২

অনুভূতঃ সূর্যঃ তত্র সঙ্কটো যোগিনাঃ
 জ্ঞানযোগঃ পুনর্লীলা সংসারমতিবহুতঃ ॥
 জিহ্বাস্থরপি যোগক যঃ গতিং নরেন্দ্র
 ন ত্যং পতিমবাপোতি মর্কটপি মহাযো
 দিভ্যানাং বেদবিদ্রমঃ কোটিঃ সম্পদা
 তিক্রমাঃ প্রদানেন তঃ স্মাঃ শিবোক্তি
 বস্ত্রাঘিহোতদানেদু তীর্থহোমেদু যঃ
 যোগিনাঃ মদনেন তঃ সমস্তং অক
 যে চাপবানঃ কৃষ্ণাতি বিদ্রুতঃ শিবোক্তি
 প্রোক্তভিঃ প্রপদ্যন্তে নরেন্দ্র যৌক
 সতি শোভতি বক্তৃ স্তদনন্দমুখ্য
 তদ্যন্তোক্ত চ পাপীয়াঃ স্তদুত্তমঃ
 যে পুনঃ সত্ততা তদা তদুত্তমঃ
 দিব্যমি তে মত তে পদাঃ যোগেশ
 তে পদোপদেশিতমুখ্যঃ সম্পদাঃ
 প্রতিপদ্যপদানোঃ নবা প্রদর্শয়তি

অত্যন্ত সকল কথাই শুধু করে যেমন অতি
 অজ্ঞান প্রাণী, পুত্র পুত্র অধিকার বিনষ্ট
 করিয়া থাকে, সেইরূপ অতি অজ্ঞান যোগীও
 সূর্যগ্রহ পাপ বিনাশ করিয়া থাকে । অতঃ-
 পরে কপকাল যাত্রা পঠমেবর-বাহনট
 অসৌম্য বহন সাধিত হয় । তীর্থ ধ্যানসম নর
 তপতঃ ধ্যানসম নর এবা বহুস্তম্যাকামের সমান
 নহে । অতঃপর ধ্যান পুষ্ঠান সমাক্ষ কথিযা যোগি-
 ক খা বাহুপ্রত্যক্ষের ওক্ত জলপূর্ণ তীর্থ বা পাবন
 কুমার দেবতায় সিকট পদন করেন না । বাহু-
 যোগী নহে, যুং কষ্টাট-কথিত প্রকৃতির তুলনায়
 জাহ্নবীর বেমন প্রত্যক্ষময়া, সেইরূপ প্রকৃতির
 যে সূর্য দেহ, জাহ্না যোগেশ্বরের প্রত্যক্ষময়া ।
 বেমন বেদা বাহু, বাহু চর অপেক্ষা গুণ চর বক্ত-
 কথার অধিকতর প্রিয় ; তদ্বৎ কখা অপেক্ষা
 জোগীরাই শত্ব বিদ্যে শ্রীতিজ্ঞান ॥ ১৮১-১৮২ ॥
 জাহ্নবীরেত ব্যহিরে কপনির্ভাৎক পুণ্যকো
 কখা বহুস্তম্যাকামের না, ইহা জাহ্নবীর বেদা বাহু ;
 বাহু কথিযাঃ শিব জাহ্নবীর । যে ব্যক্তি,
 জাহ্নবীর কথিযাঃ নহে ইহা নহেই সূর্য-
 গ্রহ পিতৃকৃত হয়, জাহ্নবীর সেই যোগেশ্ব-
 রের

কলেই কলেই প্রাপ্তি বহিঃ
 ব্যক্তি কলেই সূর্যগ্রহ করি
 যোগে জাহ্নবীর পদ পুণ্যক
 করত জাহ্নবীর পদ বক্ত
 পুণ্যকরত যে সত্যি হয়, সত্য
 যোগে জাহ্নবীর সত্যি প্রাপ্তি বহিঃ
 বেমন জাহ্নবীর সমাঃ পুণ্যক
 শিবোক্তি কথি মত পদ করি
 যোগে জাহ্নবীর পদ পুণ্যক
 তীর্থ-মদ এবা জাহ্নবীর
 যোগেশ্বরকে অগ্রনয় করিলে, সে স
 পাণ্ডু বহু যোগেশ্বর, যি
 নিদ্রা করে, তদ্বৎ নিদ্রা-প্রো
 জাহ্নবীর নরক-লোক হয় প্রো
 শিবোক্তি শিবের অপদান করি
 পরে, নহুং নহে, এইজন্তই প্রো
 এক জাহ্নবীর এইরূপ উংকট দও
 বাহ্যতা তত্তি সহকারে সত্তা শি
 জাহ্নবীর করে, জাহ্নবীর এক
 জাহ্নবীর এক জাহ্নবীর-প্র
 অতঃপর কি জোগী এক কি এ

সসারহানভেন্যঃ পাপমূল্যৈঃ ।
 নবজ্জেষ্ম তথা পাপেন যোগিনঃ ॥
 চ তাপাট্ট্যঃ পদপত্রং যথাস্তসা ॥ ১৯২ ॥
 শ বসেন্নিত্যং শিবযোগপরতো মুনিঃ ।
 কশো ভবেৎ পুতঃ স পুত ইতি কিং পুনঃ ।
 ষ্ট পরিভাজ্য কৃতামস্তদ্বিচক্ষণঃ ॥ ১৯৩ ॥
 হাণ্য শিবযোগং সমভাসেৎ ।
 লো যোগী লোকনাং হিতকাম্যায় ।
 ক্তা যথাকামং বিহরেদ্বাত্ত বর্ত্ততাম্ ।
 মিত্যেব যত্না বৈষয়িকং সুখম্ ॥ ১৯৪ ॥
 গযোগেণ সচ্ছয়া কৰ্ম্ম * মুচ্যতাম্ ॥
 ত্বিতং মন্ত্যে দৃষ্টাদ্রিষ্টৈক ভ্রমশঃ ।
 নিবৃত্তঃ শিবক্ষেত্রং সমাশ্রয়েৎ ॥ ১৯৫ ॥
 স্নেহে যদি বীরমনাত্মনঃ ।
 নপি বৈরাগ্যৈঃ স্বয়মেব পরিভাজেৎ ।
 বৈধং হুত্বা চ'ক্ষুঃ শিবানলে ।

। অন্ন-পান, শয্যা এবং বস্ত্রাদি দ্বারা
 পূজা করিবে । সারবস্ত্রাহেতুক
 প-মূল্যের দ্বারা ভেন্য নহে ; বস্ত্র
 দ্বারা বিদীর্ণ হয় না, সেইরূপ
 পাপ দ্বারা যোগনাশ হয় না ;
 যেমন জললিপ্ত হয় না, তদ্রূপ
 পলিপ্তই হয় না । শিবযোগী যে
 ধা আর বলিব কি ; যোগী যে
 সে দেশও পবিত্র । অতএব
 রিত্যাগ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি,
 শর জন্ত শিবযোগ আশ্রয় করিবে ।
 গী লোকহিতের জন্ত সমগ্র বিষয়
 খেচ্ছ বিহার করিতেও পারেন,
 থাকিতেও পারেন । বিষয়স্থ
 রিয়া বৈরাগ্য-যোগে সকল পরি-
 স্মত্যাগও করিতে পারেন । যে
 রা আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া,
 রত করত শিবক্ষেত্রে বাস করে,
 বাস করিতে করিতে যোগব্যতীতও

যজ্ঞযেতি কৰ্ম্ম পাপমূল্যৈঃ ।

ক্ষিপ্তা বা শিবতীর্থেষু স্নেহমবগাহনাং ॥ ১৯৬ ॥
 শিবশাস্ত্রোক্তবিধিবৎ প্রাণান্ যন্ত পরিভাজেৎ ।
 সদ্য এব বিমুচ্যেত ন চাসাবান্ত্রঘাতকঃ ॥ ২০০ ॥
 বৈরাগ্যদৈর্ঘ্যং বিবশঃ শিবক্ষেত্রং সমাশ্রিতঃ ।
 শ্রবতে যদি মোহপাবং মুচ্যেত নাত্ত সংশয়ঃ ॥
 তথা বিশিষ্টং তত্রাপি মরণতঃ সুরোত্তরম্ ।
 নিরন্ত্যাদিবশাদ্ভেদো ভূতেশু চ বিলীয়তে ॥ ২০২ ॥
 স্বেচ্ছায়াং ক্রম্য মরণং শিবক্ষেত্রে বিশেষতঃ ।
 উত্তমং সৰ্ব্বমরণাদুন্নাপদযোগদম্ ॥ ২০৩ ॥
 শিবনিন্দারতং হুত্বা পীড়িতঃ স্বয়মেব বা ।
 যন্ত্যন্তে দন্ত্যাজান প্রাণান্ ন স ভয়ঃ প্রজায়তে ॥
 শিবনিন্দারতং হস্তমশক্তো যঃ স্বয়ং মৃতঃ ।
 সদ্য এব বিমুচ্যেত ত্রিঃসপ্তকুলসংযুতঃ ॥ ২০৫ ॥
 শিবার্থং যন্ত্যজ্ঞেৎ প্রাণান্ শিবভক্ত্যর্থমেব বা ।
 শিবচারার্থমথবা শিববিদ্যার্থমেব বা ॥ ২০৬ ॥

অনশন শিব-প্রবেশ বা শিবতীর্থজল-
 প্রবেশ দ্বারা বীরভাবে শিব-শাস্ত্রোক্ত
 বিধি অনুসারে স্বকীয় প্রাণ ত্যাগ করে,
 তাহার সন্মোক্ষিত হয় তাহাকে আশ্র-
 হুত্বা-দোষে লিপ্ত হইতে হয় না । যদি শিব-
 ক্ষেত্রবাসী হইবার পর বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া
 বৈরাগ্যবিশেষও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহারও পূর্ববৎ
 মুক্তি লাভ হয় সংশয় নাই । তন্মধ্যে পরপর
 উল্লিখিত মৃত্যু পূর্বপূর্ব হইতে প্রশস্ত । দেহ
 নিরন্ত্যাদি-কলামার্মারসারে ভূতবর্গে বিলীন
 হয় স্বেচ্ছাক্রমে যোগবিশেষ দ্বারা প্রাণবায়ু
 উচ্ছিন্নে নিঃসৃত করিয়া যে মরণ, তাহা সর্ববিধ
 মরণ অপেক্ষা উত্তম এবং উন্ননাশক্তি-পদ-
 প্রাপ্তির তাহাই মূল । ঐরূপ শিবক্ষেত্রে
 হইলে আরও বিশেষ ফল । যে ব্যক্তি শিব-
 নিন্দারত ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া বা বিনাশ
 করিতে গিয়া স্বয়ং আঘাত প্রাপ্ত হইয়া
 আঘাতপ্রাপ্ত হুস্তাজ প্রাণত্যাগ করে, তাহার
 পুনর্জন্ম হয় না । যে ব্যক্তি শিবনিন্দা-রত
 ব্যক্তিকে বধ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং বৈ-
 ত্যাগ করে, একবিংশতি পুরুষের সঞ্চিত
 তাহারও সন্মোক্ষিত হয় । যে ব্যক্তি শিব

ইতি শ্রীশৈব মহাপুরাণে বামসীদসংগৃহ্যে -
মুক্তকর্তৃক সাক্ষ্যোপনিবেশকঃ নমঃ.
কোমরপ্রভোহুদ্যতঃ । ২০ ।

121

স্বত্ব উদ্বাচ

दिने १५५५

সমস্ত সজিগেনে বা, কয়েক প্রতি
ক'বিত্তস্বানসেণ প্রমাণস্বয়ং মুনি
শেষ জিদা এবং আশুতস্ব প্রমাণ কর্ত
সময়ে আ'ক'শে আশুতস্ব হইলেন
নেতিব'প্রমাণসৌ ক'বিত্তস্ব সজিগেনে প্র
সজিগেনে আশুতস্বস্বয়ং স্বয়ং সজিগেনে
তখন আশুতস্ব আশুতস্ব সজিগেনে
প্রমাণ আশুতস্বস্বয়ং সজিগেনে
হইলেন। মুনিগণ সবস্বয়ং সজি
ক'বিত্তস্ব হইল প্রমাণস্বয়ং সজি
অবস্থায় অবস্থায় সজিগেনে
তবীর সজিগেনে (১২/১৩ ১০)
সুখকৃত্যস্ব স্বয়ং করিয়া ক'বিত্তস্ব
ক'বিত্তস্ব। তখন মুনিগণ, হিমা
ক'বিত্তস্বস্বয়ং সজিগেনে অবস্থায় সজি
স্বয়ং করিয়া তবীর সজিগেনে
সজিগেনে উপস্থিত হইল।

বায়বীয়সংহিতা ।

গায়ত্রী পঞ্চাশাবধি ৮ ॥ ৭
 সিদ্ধং দৃষ্টান্তার্থ্য বিধানতঃ ।
 ব্রত দ্রুতদ্বিবি ভাস্বরম্ ॥ ৮
 কাশং তেজে দিব্যং মহাত্মম্ ।
 নেন ব্যাপ্তসকলদিগন্তরম্ ॥ ৯
 সিদ্ধা ভাস্বরবিগ্রহাঃ ।
 শতশো লীনাঃ স্যুস্তত্র তেজসি ।
 নমু তপস্বিষু মহাস্থম্ ।
 তেজস্তদুত্তমিবাভবৎ ॥ ১১
 ধ্যায়ঃ নৈমিষীয়া মহর্ষয়ঃ ।
 নিন্দো যমুর্জকবনং প্রতি ॥ ১২
 গমনাং পবনো লোকপাবনঃ ।
 ত্রাণাং সংবাদং তঃ সত্যস্বনঃ ॥ ১৩
 তত্তেষাং সান্নে সান্নচরে শিবে
 নতস্ত দীর্ঘপূর্ষস্ত সত্রিণাম্ ॥ ১৪
 তং ধাত্রে ব্রহ্মণে ব্রহ্মশোনে
 জ্ঞাতো জগাম পশুং প্রতি ॥ ১৫
 তা ব্রহ্মা তুঙ্গবোর্নারদস্ত চ ।

দিতঃ সত্যস্বনঃ । তারপর সেখানে
 গায়ত্রী গান এবং যথাবিধি অবি-
 লম্ভ পূজা করিয়া গমন করিতে
 ছন, এমন সময়ে, আকাশে কোটি-
 দিবা অদ্বুততম তেজ দেশিতে
 মনস্তর শত শত ভাস্বরাদিতেদেহ
 তগণ আসিয়া সেই তেজে লীন
 হন মহাস্থা তপস্বীগণ তাহাতে
 সেই তেজ তৎক্ষণাৎ অস্ত্রহিত
 বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার হইল
 গণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি-
 কি যে, তাহা জানিতে পারিলেন
 তাহারা ব্রহ্মবনের দিকে গমন
 ১২ । ইতিপূর্বে বায়ু নৈমি-
 । সহিত নিজের সাক্ষাৎকার,
 ক্রিয়াক্রিয়ের প্রতি তাহাদের
 দীর্ঘসত্র-সমাপ্তির কথা ব্রহ্মকে
 আর ব্রহ্মের সমস্তই ব্রহ্ম-
 দৈব গমন করিলেন । এখানে

পরস্পরং স্পর্শিত্যর্গানে বিবদমানয়োঃ ॥ ১০
 তদ্ব্যবহিতগানোপরসে মাধ্যস্ত্যমাচরন্ ।
 গকর্কৈরপ্সরোভিঃ সুবমান্তে নিবেষিতঃ ॥ ১১
 তদানবসরাদেব ধাঃসৈহরি নিবারিতাঃ ।
 মুনয়ো ব্রহ্মভবনারহিঃপার্ষ্মুপাবিশন্ ॥ ১২
 অথ তুঙ্গরূপা গানে সমতাং প্রাপ্য নারদাঃ ।
 সাহচর্যেবমুজ্জাতো ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৩
 তাক্ষা পরস্পরস্পর্শাং মৈত্রীক পরমাং গতাঃ ।
 সহ তেনাপ্সরোভিঃ গকর্কৈঃ সমাবৃত্তাঃ ॥ ১৪
 উপনীতযিতুং দেবং নকুলীশ্বরমীশ্বরম্ ।
 ভবনান্নির্ঘয়ো ধাতুর্জলদাদন্তমানিব ॥ ১৫
 তং দৃষ্ট্ব বহুবলীযন্তে নারদং মুনিগোবরম্ ।
 প্রণম্যাবসরং শতোঃ পপ্রচ্চুঃ পরমাদরাৎ ॥ ১৬
 স চাবসর এবাগমিতোহতর্গম্যাতামিতি ।
 বদন যথাবতাপরস্বরম্ পরম্য যুতঃ ॥ ১৭
 ততো দ্বিবি স্তিতা যে বৈ ব্রহ্মণে তান্ স্তবেদয়ন্
 ততন্তে বিবিন্ধেণ পিণ্ডীভূষাণ্ডজয়নঃ ॥ ১৮
 প্রবিষ্ট দরতো দেবং প্রণম্য ভুবি দণ্ডবৎ ।
 সমীপে তদনুজাতঃ পবিত্র্যোপভস্মিহে ॥ ১৯

ব্রহ্মা সভায় অবস্থিত, গানবিবাদে পরস্পর
 স্পর্শযুক্ত নারদতুঙ্গরূপ গানরসে মাধ্যস্ত্য কয়ত
 গকর্ক-অপ্সরোগণের সেবার সুখে নিমগ্ন । অন-
 তর ব্রহ্মার বিচারে নারদ তুঙ্গরূপ সমকক্ষ হইয়া
 সাহচর্য্য লাভে অনুমতি পাইয়া স্পর্শিত্যর্গ
 করিয়াছেন, পরম মৈত্রী হইয়াছে ; তখন সেই
 নৈমিষবাসী মুনিগণ নারদ অপ্সরোগণ, এবং
 গকর্কবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া নকুলীশ্বর শিবকে
 বীণাধোনে স্তব করিবার জন্য ব্রহ্মভবন হইতে,
 মেঘ হইতে সন্ধ্যোর স্তম্ভ, নির্গত হইতেছেন
 দেখিয়া, প্রণামপূর্ব্বক পরম সমাদরে ব্রহ্মার
 অবসরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । ১০—১১
 “এই অবসর, তিতরে যাও,” এই বলিয়া
 নারদ পরমসুখসহকারে চলিয়া গেলেন ।
 পরে যারপালের ব্রহ্মার নিকট সেই মুনিগণ
 আগমন নিবেদন করিলেন ।
 পরে তাহারা একত্রই ব্রহ্মগৃহে আসিয়া
 দূর হইতে ব্রহ্মকে ভূজলে দণ্ডবৎ

ভাবভ্রান্তোপহিতান্ পৃষ্টা কৃশলঃ কমলাসনঃ ।
 কৃজতং বো ময়া জাতং বায়ুসেবাং পূর্কতঃ ।
 ভাবতিঃ কিং কৃতং প-ভাষ্যাক্রমেণ স্মৃতিতে স্মৃতি ।
 ইত্যুক্তবতি মেবেশে মুনয়োঃ বক্তব্যং পরম ।
 বসাতীর্থত পমনং বাজ্যং বাতাপসীং প্রতি । ২৭
 কর্মিঃ তত্র সিতানং কপিভানং হুরেবঠৈঃ ।
 অবিকৃতবরতাপি সিতভাতার্কনং সত্যং ০ ১২৮
 আকরশে মহতন্তুত ভোজ্যাক্রমেণ কর্মম
 মুনীনাং কিলং তত্র নিবেশং ভোজ্যসত্ততঃ । ২৯
 বাবাধ্যাক্রমকং তত্র চিত্তিত্তাপি চান্ততিঃ
 সর্ম্মং সবিভকং ত্রৈং প্রপম্যাহুতবৃত্তঃ । ৩০
 কুশিতিঃ কবিতং ক্রমঃ বিবকত্ব চতুঃপদঃ
 কপাধিগা শিরঃ কিকিঃ প্রাঃ পসীর্থক শিরঃ । ৩১
 প্রজ্যাসীতি দৃষ্টাকং সিদ্ধিগামুদ্বিকী পর
 ভাবতিমীষসংগে চিত্তবদ্বিভিতঃ প্রভুঃ । ৩২
 প্রমাদভিভূতঃ কৃত ইতিভূতবদ্বিভিতঃ । ৩৩
 বাতাপসীং কুশলিতবৃত্তঃ সিতী কীলিনঃ

করিলেন, কমলার প্রকারে বসিয়া পৃষ্ঠা
 প্রকারে মনোনে উপবেশন করিলেন বসন্ত,
 ভাব্য উপহিত মুনিককে কৃশল জিজ্ঞাসা
 করিয়া বলিলেন, আমি ভোজ্যের দ্বারা
 অবশ্যই হইয়াছি বায়ু অর্থাৎ আমাকে সব
 করিয়াছেন। বায়ু অবশ্যই হইলে পর, ভোজ্য
 কি করিলে, তখন কল প্রভৃৎ এইকর বলিলে,
 অবশ্যই-মামের পর, সত্যতীর্থমন, কপি-মন
 মেবদ্বাপিত শিরসিতকর্ম্ম, অবিকৃতবর-পুত্র,
 আকরশে মহাজোয়ারির কর্ম্ম, সেই ভেতে
 কুশিগের পর, ভোজ্যে অবশ্যই এবং চিত্ত
 করিয়াও ভোজ্যসংগে প্রভুত কৃতভের অজ্ঞান,
 এই সকল কৃতভ সবিভক, সুস্বাদু প্রপম-
 পূর্কত করিলেন। ২০—৩০ । ৩১ প্রভা মুনিকের
 কপা করিয়া কিকি মাথা স্মৃতিয়া সত্যতীর্থকো
 করিলেন, আমদিক পদম স্মৃতি ভোজ্যের
 সিতীর্থকি। ভোজ্য দীর্ঘমত বায়ু ককাল
 সত্যতীর্থকো করিলেন, এইমত তিনি ভোজ্য-
 সত্যতীর্থকো : এই মত কৃতভের হুত্যা
 সত্যতীর্থকো : এই মত ভোজ্যের ইতিভূত ভোজ্য

ভাবিসংস্কৃতং সাক্ষাৎ ভোজ্য
 ভ্রম লীলাঃ মুনয়ঃ প্রোক্ত-পাশ্রম
 মুক্তা বক্তব্যঃ সত্যং চিত্তিত্তাপি
 প্রাপ্যেনেন পদা মুক্তিরচিৎকৃত
 স চান্তমর্থঃ সত্যোত মুক্তিরচিৎকৃত
 তত্র বঃ কপা প্রোক্ত-পাশ্রম
 প্রোক্ত-পাশ্রম মেবেশে শিরঃ
 সনংকুমারো যত্নে ২২ পদা
 প্রোক্ত-পাশ্রম সাক্ষাৎকৃত-পদ
 পদা সনংকুমারো পি পদা
 অকলঃ সত্যতীর্থকো কর্ম্ম
 সত্যতীর্থকো পদা কর্ম্ম
 ভ্রম পদা ২৩ কৈন মামের
 কল কলেন ২৪ তত্র ভোজ্য
 উপাশ্রম মেবেশে মেবীক কর্ম্ম
 কর্ম্মকৃত পদা তত্র প্রোক্ত-পাশ্রম
 প্রাপ্তি চ পদা কর্ম্ম সনংকুমার
 ভ্রম চ পদা কর্ম্ম সত্যতীর্থকো

আকরশে মেবীক, তত্রই ভোজ্য
 সিত সত্যতীর্থকো পদা
 ইতিভূত লীন হইল মুক্তি
 এই পদে ভোজ্যের মুক্তি
 পদে ভোজ্য এই ভবিষ্যৎ কর্ম্ম
 সত্যতীর্থকো পদা কর্ম্ম
 প্রোক্ত-পাশ্রম ২৫
 পদম কর তত্র ভোজ্য
 সত্যতীর্থকো পদা কর্ম্ম
 'আমিই সকল যোগীর প্রোক্ত'
 পদা একম সনংকুমার পদা
 মেবীক প্রোক্ত-পাশ্রম কর্ম্ম
 রূপে সত্যী কৃত হইল প্রোক্ত-পাশ্রম
 পাতিত কর্ম্ম ৩১—৩২
 অমৃতাপ বসন্ত: ককাল শিরঃ
 এক সত্যতীর্থকো কর্ম্ম
 উপাশ্রম কর্ম্ম এক পূর্কত
 প্রোক্ত কর্ম্ম। তখন "ভ্রম প্রোক্ত
 মুক্ত না হয়" এই মনে করিয়াই

মেঘ তথাহকৃতবান্ মুনিঃ ॥ ৪৩
 ॥ স্ম্যং মমাস্মৈ কথয়ামহ ।
 ॥ পুত্রো মা ভূমত ইতি শ্রবন্ ॥ ৪৪
 ॥ দস্তো মম জ্ঞানপ্রবর্তকঃ ।
 কক তব নির্মলশ্রিষ্যতি ॥ ৪৫
 তা নন্দী সর্ষভূতপাগ্রণীঃ ।
 ॥ মুদ্রা প্রীতঃ প্রতিহীতবান্ ॥ ৪৬
 রোহপি মেয়ো মদনশাসনাং ।
 ॥ শস্ত তপ-১১১১১১ ১১১১ ॥ ৪৭
 ১১১১ প্রাগ্গণেশসমাগমাং ।
 চরাব্দী তত্রাগমিষ্যতি ॥ ৪৮
 ১১১১ প্রেযিতা বিশ্বযোনিবা ।
 মেয়োদক্ষিণং মুনয়ো যমুঃ ॥ ৪৯
 নাম সরঃ সাগরসম্ভিতম্ ।
 ১১১১ স্বচ্ছাগাধলবদকম্ ॥ ৫০
 টতং কটিকোপলসকলৈঃ ।
 ১১১১ কুলৈশ্চাদিত্যিলক্ষিম্যম্ ॥ ৫১
 লঃ পটৈঃ কুমুদৈশ্চকোপমৈঃ
 শৈরাকাশমিব ভূমিগম্ ॥ ৫২

র নন্দীকে বলেন, সনৎকুমার
 জানাতেই অস্বস্ত হইয়াছিল, এখন
 ১১১১ তব ইহাকে অবগত
 যি তোমাকে এই শিষ্যতা
 যার এই শিষ্য মদীয়-জ্ঞান-
 ব এবং তোমার ধর্ম্মাধ্যক্ষাভি-
 ন করিবে । নন্দী শিষ্যের আদেশ
 বলিয়া মন্তকে লইলেন । সনৎ-
 ১১১১ আর অনুশাসনে নন্দীর অমুগ্রহার্য
 ঠার তপস্তা করিতেছেন । নন্দী-
 ১১১১ কেই তোমরা তাঁহাকে দর্শন
 ১১১১ শী শীঘ্রই সনৎকুমারের প্রতি
 ১১১১ র অস্ত তথায় বাইবেন । ব্রহ্মার
 ১১১১ গণ সফরই সুমেরুর দক্ষিণ-
 ১১১১ ১১১১—১১১১ । সেখানে স্বচ্ছ-
 ১১১১ ম অগাধ-বাহুশীতল-বাহু-বারি
 এক জলাশয় আছে । কটিক-
 ১১১১ যার চতুর্দিক্ সিমিত । সকল
 ১১১১ যে চতুর্দিক্ ১১১১ । সুবর্ণময়

সুখাবভরণারোহৈঃ সুনীলশিলাময়ৈঃ ।
 সোপানমার্গৈঃ কুচিরৈঃ শোভমানাষ্টদিশুধম্ ॥ ৫৩
 তত্র তত্রাবতীর্ণৈঃ তত্রোস্তীর্ণৈঃ ভূষণঃ ।
 ১১১১ সিতোপবীতৈঃ তত্রকৌশীলবকলৈঃ ॥ ৫৪
 জটশিখামুতৈর্মুণ্ডৈস্ত্রিপুত্রকৃতমণ্ডনৈঃ ।
 বিরাগবিশদম্মের-মুখৈর্মুনিকুমারকৈঃ ॥ ৫৫
 ১১১১ বটৈঃ কমলিনীপত-পুটৈঃ কলশৈঃ শিবৈঃ ।
 কমণ্ডলুভিরগ্নৈঃ তাদৃশৈঃ করকাদিভিঃ ॥ ৫৬
 ১১১১ অস্ত্রার্থে চ পরার্থে চ দেবতার্থে বিশেষতঃ ।
 ১১১১ অনৌমানসলিলামাস্তপুস্পক নিত্যশঃ ॥ ৫৭
 ১১১১ অশ্রুজলশিলাকটেনোচানাং স্পর্শশক্যা ।
 ১১১১ অচরবহ্নির্মুনিভিঃ কৃতভস্মাচ্চলনৈঃ ॥ ৫৮
 ইত্যন্ততোঃ স্পৃশ্যস্তিরিষ্টশিষ্টৈঃ শিলাগজৈঃ ।
 ১১১১ তিলৈঃ সঙ্কটেঃ পুষ্পস্ত্যক্তদর্ভপবিত্রকৈঃ ॥ ৫৯
 দেবাদ্যমুনিমধ্যক নির্মলতা পিতৃতর্পণম্ ।
 নিবেদয়দভিচ্ছতো নিত্যমানগতান্ বিজান্ ॥ ৬০
 স্থানে স্থানে কৃতানেক-বলিপুস্পসমীরণৈঃ ।
 সৌরাধ্যপূর্ণৈঃ কুর্শ্চিঃ স্থিতুলেভ্যর্চনাদিকম্ ॥
 ১১১১ কচিমিমজ্জহৃদজ্জঃপ্রশস্তগজযুধপম্ ।

পদ, উৎপল, তারকাকৃতি কুমুদ, অত্রসকাশ
 তরঙ্গ ; দেখিলে বোধ হয়, আকাশ ভূতলে
 যবতীর্ণ । আটদিকেই সুন্দর নীলশিলাময়
 সোপান । জটিল, শিখামুক্ত, মুণ্ডিত, ত্রিপুত্রী,
 বিরাগাচ্ছট, ত্রোপবীত-তরুকৌশীল-বকলধারী
 মুনিগণ তথায় স্থানের অগ্নি মান করিয়া নামিতে-
 ছেন, উঠিতেছেন । আপনার, পরের এবং
 বিশেষতঃ দেবতার জন্য জল লইয়া বাইতে-
 ছেন, পুষ্পচন্দন করিতেছেন । ভস্মাবৃত
 আচারবান্ মুনিগণ নীচজাতির স্পর্শশঙ্কার জল-
 মধ্যস্থিত শিলার উপর দণ্ডায়মান । ইত্যন্ততঃ
 মানপায়ণ শিষ্টপ্রিয় মানবগণ শিলার বসিয়া
 তিলাদি দ্বারা দেবতর্পণ কথিতর্পণ এবং পিতৃ-
 তর্পণ করিতেছেন ; এই সকল দিক্ যে নিজ-
 ১১১১ দ্বারী, অভিজ্ঞগণ সরোবর হইতে তাহা বুঝিতে
 পারেন । ৫০—৬০ । অনেক লক্ষ্যময়
 পুষ্পাদি বিবিধ উপকরণে সুখার্ণব জলাশয়
 স্থিতিলে সুখ পূজা করিতেছিলেন । সৌর্য্য
 সরোবরে গজযুধপতি ভুজিতেছিল, উঠিতেছিল

দক্ষিণ তত্ত্বাননিবাপরন ॥ ৮২
তমিন্ বিমানে চাবনিং পতে ।
দেবং স্ত্রী ব্যক্তাপরনীন ॥ ৮৩
মে দীর্ঘং নৈমিবে সত্রমাস্থিতাঃ ।
বাদিষ্টা দেবসেবান্তিকাজ্জগা ॥ ৮৪
কায় ত্রুপ্তস্ত্র নন্দী
শাশান্ দৃষ্টিপাতেন সদাঃ ।
শুকৈশ্বরং স্ত্রানবোপং
স্ত্রা দেবপার্পং জগাম ॥ ৮৫
ক্রেণ চ তঃ সমস্তং
সাক্ষাদ্ভরবে মামোকম্ ।
চোক্তং মহিতেন মহং
তঃ কথিতং সমাসং ॥ ৮৬
স্ত্রাঃ কথনীয়মেতঃ
তঃ পুরশাসনস্ত্র ।
শস্যায় ন নাস্তিকৈভো
মোহান্নিরমং দদাতি ॥ ৮৭

তাজলিপুটে উইয়া পাড়াইলেন ;
যেন সনৎকুমার আস্ত্রাপণ করিতে
ইয়াছেন । ৩০—৮২ । বিমান
ইয়া ভূতল পৃষ্ঠে হইলে, নন্দীকে
ম করিয়া মুনিগণের পরিচয় দিতে
যটক্লে উঃপন্ন এই মুনিগণ
দীর্ঘমত্র করিয়াছেন ; ত্রস্ত্রার
আপনার সেবার্থ এখানে
নন্দী সনৎকুমারের কথা
জগাম দৃষ্টিপাতে তাঁহাদের পাশ
শবধর্ম ও ঐশ্বর্য্যোগ প্রদানপূর্ব্বক
সদাশিব পাশে গমন করিলেন ।
ইয়ার মদীশ্বরকে বেদব্যাসকে
গীর্জন করিয়াছেন ; পূজ্য ব্যাসদেব
লা বলিয়াছেন, আমিও সংক্ষেপে
গহা বলিয়াছি ; এই শিবপুরাণ
উপণের নিকট কীর্তনীয় নহে ।
নাতিককৈ ইয়া প্রমত্ত নহে ;

বায়বীরসংহিতা সমাপ্তা ।

মার্গেণ বেদানুগতেন বৈশ্বদ-
দন্তং গৃহীতং পাঠিতং কৃতং বা ।
ভেভ্যো মুখে ধর্ম্মমুখং ত্রিবর্গং
নির্দীপমস্তে নিয়তং দদাতি ॥ ৮৮
পরস্পরস্তোপকৃতং ভবন্তি-
র্মহা চ পৌরাণিকমার্গযোগাং ।
অতো গমিঃস্যহমবাপ্তকামঃ
সমস্তমেবাস্ত্র শিবং সদা নঃ ॥ ৮৯
স্তুতে কৃতশিবি পতে মুনয়ঃ স্ত্রুস্ত্রা
বাগে চ পর্য্যবসিতে মহিতে প্রয়াগে ।
কালে কলৌ চ বিষয়ৈঃ কলুষায়মাণে
বারাণসীপরিসরে বসতিং বিতেমুঃ ॥ ৯০
অথ চ তে পত্তপাশমুমুক্ষয়া
স্কৃতয়া কৃতপাত্তপতব্রতাঃ ।
অবিগতাবিলবোধসমাধয়ঃ
পরমনির্ভতিমাপুরনিমিত্তাঃ ॥ ৯১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বায়বীরসংহিতায়া-
মুস্তরভাগে শ্রীকোপমহাসংবাদে
ত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

এরূপ স্থলে মোহ বশতঃ প্রদান করিলেও নরক
হয় । যে ব্যক্তি বেদানুগত পথে এই পুরাণ
প্রদান, গ্রহণ, পাঠ বা শ্রবণ করে, প্রথমে তাহা-
দিগের ধর্ম্মাদি-ত্রিবর্গ এবং অস্ত্রে নির্দীপ প্রাপ্তি
হয় । আপনার এবং আমি পৌরাণিক মার্গ-
যোগে পরস্পরের উপকার করিলাম ; এক্ষণে
কৃতকায্য হইয়া গমন করিতেছি, আমাদের
সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ মঙ্গল হউক । স্তুত আশীর্ক্যা
করিয়া গমন করিলে, স্ত্রুস্ত্র মুনিগণ প্রয়াগে
বাগসমাপ্তি হইলে, বিষয়-কলুষিত কলিকালে
কালীধামে বাস করিলেন । অনন্তর তাঁহার
পত্তপাশ-মোক্ষাভিলাষে পাত্তপতব্রত আচরণ
পূর্ব্বক অবিলম্বে-সমাধি প্রাপ্ত হইয়া পরম
নির্ভুতি লাভ করিলেন । ৮৩—৯১ ।

ত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

উত্তরভাগ সমাপ্ত ।

ଅର୍ଘ୍ୟସଂହିତା ।

প্রথমোক্ত ধর্ম্মিঃ ।

अथ प्रतिपत्तिः । अथ प्रतिपत्तिः । अथ प्रतिपत्तिः ।
 अथ प्रतिपत्तिः । अथ प्रतिपत्तिः । अथ प्रतिपत्तिः ।
 अथ प्रतिपत्तिः । अथ प्रतिपत्तिः । अथ प्रतिपत्तिः ।

ଏକକା ଦେବକୀମୁକ୍ତିବିଧିବଦ୍ଧଂ ଶ୍ରୀମତଃ ।
 ମୁକ୍ତହସ୍ୟେନ ବିବିଧହସ୍ୟମାୟାଂ ସମାପଦନ୍ତଃ । ୩
 ମହାଶୟାଦୁଦ୍ଧାସନାୟାଂ କଂ ମୁକ୍ତହସି ବିଜାୟାଂ ।
 ଏବମୁକ୍ତେନାୟାଂ ଉପାତ ପରିବର୍ତ୍ତିତଃ । ୪

পারশুর-পুত্র ও সভাস্থলী প্রদর্শনকর
 ব্যাসদেব ভক্তশ্রী ৩৫নং দ্বার ২য়-৫মল-
 নির্ভর হস্তে অমৃত পান করিয়া লোক সকল
 সন্তোষিত করে, যিনি সবুজ অকলহন করিয়া
 কুল সকল পান করিয়াছেন ও প্রভাত
 অকলহন করিয়া নষ্ট করিয়াছেন এবং তদা-
 ত্ব অকলহন করিয়া সাহস করিয়াছেন
 যাহা সেই সভাস্থলী, অসীম, চণ্ডীদেব,
 অমল (অর্থাৎ যাহাঅমিত প্রভৃতি মো-
 র্ছিত) প্রভৃতি-সংজ্ঞাভবন (অর্থাৎ ব্রহ্ম
 হস্তি হস্ত শব্দ-ব্রহ্ম) নিত্য ও কথাসম্বন্ধ
 নির্ভর অকলহ (অর্থাৎ কথাসম্বন্ধ সমস্ত ব্রহ্ম
 অমৃত) এক পূর্ণকার মহাব্রহ্ম নাম করি
 য়ে বসিলেন, একথা শ্রবণকলম শ্রীকৃষ্ণ 'কি
 উপায়ে পূত্র লাভ করিব' এইতপ নির্জনে চিত্ত
 করিয়াছেন, এমন সময় উপস্থিত নামক মহাদিক
 সমস্ত সমাপ্ত হইয়া বাক্যবিশিষ্ট হইয়া পূজা
 করিয়াছিলেন। অতঃপর উপস্থিত হইয়া
 হইলেন, উপস্থিত হইয়াছিলেন, আপন
 পুত্র উপস্থিত হইয়া পূজা করিয়া বসেন।
 উপস্থিত হইয়া পূত্র হইয়া বসিলেন উপস্থিত

চিৎকালং যস্য ওপুঃ পুষ্টিমেব যতঃ তু
 নশ্বরঃ কপয়্যসিষ্টো দেবীদর্শনমপভাঃ
 ত্রিভিঙ্গ শৈঃ শোভমানমজস্রবদ্যাম
 একপালং যতঃ সিংধুঃ সমলকরং নদীক
 যিসতঃ শ্রমযথাগাঃ জ্যোতির্নতিদিক্টিম
 সর্গীং হুগ্রবদ্যাকামনেকং কং মনঃপা
 যতঃ কত্রাসমমদে বিবঃ সংসৃতি যম
 নশ্বরো যতঃ চ ভবনোঃ দেবীকনকা
 যতঃ বদ্যুতোঃ কত্রঃ জ্যোতির্নতিদিক্টিম
 নিকরোক্ত জ্যোতির্নতিদিক্টিম
 ওপুঃ কপয়্যসিষ্টো দেবীদর্শনমপভাঃ
 কত্রাসমমদে বিবঃ সংসৃতি যম

[illegible]

তি খাতং সর্বলোকেষু শূলিনঃ ।
 হ্রীং কংসায় শোষণে দ্বন্দ্বমহোদধি ॥ ১১
 । হতো যেন মাকাতা সবলঃ পুরা ।
 মহাতেজো লোকাবিজয়ী নৃপঃ ॥ ১২
 চ গেহে যন্নিষ্কিপ্য লবণাসুরঃ ।
 পতিং যুদ্ধে সমাহুয় ক্ষয়ং গতঃ ॥ ১৩
 ত্যো বিনষ্টে তু রুদ্রহস্তে গতস্ত যং ।
 ত্রীকুণ্ড্রং সস্তাসজননং মহৎ ॥ ১৪
 ক্রকুটিং কৃত্বা তর্জয়ন্তমিব স্থিতম্ ।
 দক্ষাণং বালস্যামিবোদিতম্ ॥ ১৫
 নির্দেশ্য পাশহস্তমিবাস্তকম্ ।
 ঈশ্বরক সর্পাদৈশ্চ বিভূষিতম্
 নাকারং তথা পুরুষবিগ্রহম্ ॥ ১৬
 রামায় কত্রিগ্রাস্তকরং রণে ।
 লম্বাশ্রিতা পূর্ক্সং দন্তং কপদিনা ॥ ১৭
 ২ গহোতাসৌ শিবদন্তং মহামনঃ ।

নাই, বাহা জগতে শূলরূপে প্রসিদ্ধ
 । সমস্ত পৃথিবী বিদারণ করিতে ও
 কেও শোষণ করিতে সমর্থ । ১—১১
 । চক্রবর্তী মহাতেজাঃ ও ত্রৈলোকা-
 যুবনাথ-পুত্র মাকাতা সৈন্তের সহিত
 হত হইয়াছিলেন, লবণাসুর বাহাকে
 জেপ করিয়া সর্পবেশনিবন্ধন শক্র
 যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে,
 ত্য বিনষ্ট হইলে বাহা পুনরায় রুদ্র
 হস্তে গমন করিয়াছিল, বাহার অগ্র
 ও বাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, যে পরন্ত
 লিনী ক্রকুটী করিয়া যেন তর্জন
 । ও বাহা বৃক্ষশূন্য অগ্নি সৃষ্ট এবং
 তায় দীপ্তিশালী, বাহার হস্ত স্থানে
 অবস্থিতি করিতেছিল, বাহার প্রভা-
 নাই ও বাহা পাশহস্ত বমকুল্য,
 অতি তীক্ষ্ণ এবং বাহা সর্প প্রভৃতি
 ত এবং প্রলয়কালীন অগ্নিকুল্য ও
 য় বিগ্রহ-বিশিষ্ট ; যুদ্ধে কত্রি-
 পরন্ত পরন্তরায়কে প্রবৃত্ত হইয়াছিল,
 পিতৃ-বৎ-নিবন্ধন ক্রকুট হইয়া শিবদন্ত

ত্রিঃসপ্তকৃত্যো যঃ কত্রং দদাহ কৃষ্ণিতো মুনিঃ ॥ ১৮
 সুদর্শনং তথা চক্রং সহস্রবদনং বিভূম্ ।
 বিসহস্রভুজং দেবং দদর্শ পুরুষাকৃতিম্ ॥ ১৯
 বিসহস্রশ্রেষ্ঠং দেবং সহস্রচরণাকুলম্ ।
 বজ্রং শক্তিকং তুণীরং ধৃজাং পাশং বমকুলম্ ॥ ২০
 গদাং লোকপালানামস্ত্রাণ্যোতানি ধানি চ ।
 দদর্শ তানি সর্ক্সাণি ভগবত্ক্রদপার্ষতঃ ॥ ২১
 সব্যদেশে তু দেবস্ত ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 বিমানং দিব্যমাস্থায় হংসযুক্তং মনোময়ম্ ॥ ২২
 বামপার্শ্বস্থিতেনৈব শঙ্খা-চক্র-গদাধরঃ ।
 বৈনতেহং সমাস্থায় তথা নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥ ২৩
 শূন্যঃ শক্তিং সমাদায় ময়বস্থঃ সষট্ঠকঃ ।
 দেব্যাঃ সমীপে সন্তস্তৌ দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ॥ ২৪
 নন্দী শূলং সমাদায় ভবাগ্রে সমবস্থিতঃ ।
 সর্ক্সভূতপণ্যৈশ্চ মাভরো বিবিধাঃ স্থিতাঃ ॥ ২৫
 তে চ সর্ক্সে মহাস্তানং পরিবার্য সমন্ততঃ ।
 অস্তবন বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্মহাদেবং তদা শূরাঃ ॥

যে পরন্তর সাহায্যে একবিংশতিবার পৃথিবীকে
 নিক্ষেপ করিয়াছিলেন—উক্তরূপ পরন্তর স্তায়
 সুদর্শনচক্রও দেখিয়াছিলাম, বাহা সহস্র-বদন-
 যুক্ত ও সামর্থ্যাতিশয়াশ্রিত, বাহার বাহু বিসহস্র
 ও বাহা পুরুষতুল্য আকৃতিযুক্ত, বাহার নেত্র ও
 চরণ বিসহস্র-সদৃশ বজ্র শক্তি তুণীর পাশ ও
 অস্ত্র গদা প্রভৃতি যে সকল লোকপালদিগের
 অস্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, সেই অস্ত্র
 সকলকে রুদ্রদেবের পার্শ্বে বিরাজমান দেখিয়া-
 ছিলাম । পিতামহ ব্রহ্মা মনের স্তায় বেগপামী
 হংসযুক্ত দিব্যবিমানে আরুঢ় হইয়া রুদ্রদেবের
 বাম পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন । শঙ্খচক্র-
 গদাধর নারায়ণও গরুড়ে আরুঢ় হইয়া বাম-
 পার্শ্বে বিরাজ করিতেছিলেন । ময়ূরারুঢ় ও ষট্টা-
 বাদ্যযুক্ত স্বন্দেব শক্তিগ্রহণ করিয়া দ্বিতীয়পা-
 কের স্তায় দেবীসমীপে অবস্থিতি করিতেছিলেন ।
 নন্দী শূল গ্রহণ করিয়া মহাদেবের অভিমুখে অস-
 স্থিতি করিতেছিলেন এবং সর্ক্সপ্রকার ভূতবর্গ ও
 বিবিধ মাতৃগণ তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে
 ছিলেন । ১২—২৫। তৎকালে সেই সকল যুরাঃ

বং কিকিচ্চ অগতান্নি লুপ্তে করতঃখবা ।
 তং সর্বং তপসংপার্শ্ব নিরীক্যাহং সুবিশিষ্টঃ ।
 সুমহাভৈরবামলগা প্রাণলিবিবিতৈঃ শুভৈঃ ।
 স চ তং শতরূপং বৃষ্টা বাণপলাশব্যা পিরা । ২৮
 পুণ্যমাস বিকিঞ্চহং শ্রদ্ধাসমযিতঃ ।
 তপসাম্ব সুপ্রীতঃ মায়াহ প্রসঙ্গিষ । ২৯
 ন বিচালয়িতুং শক্যো যদা বিশ পুনঃপুনঃ ।
 পরীক্ষিতোমি তদং তে ভবান তুত্যা মদীয়বা
 তদাংকর তদং তে বরং দেবেশু লুপ্তম্ ।
 স চ তং প্রাণলিষ্টং প্রাণ তুত্যাশু কলিতম্ ।
 তপস্বনং যদি কুটোমি যদি ভক্তিঃ শিবা যদি । ৩০
 তেন সন্তান মে জন্য ত্রিকালবিষয়ং হিষ্টং ।
 একচ্ছ ভক্তিং বিপুলং যদি চাভ্যস্তিচাশ্রিতম্ । ৩১
 সাবদ্যতানি নিত্যক ভূমি কৌরোদনং হিষ্টং

মহাশয়ঃ মহাভৈরবঃ চতুর্ভুজঃ বেগুন করিয়া
 দানবদিগে গেলেন এবং তখন করিতেছিলেন যে
 সকল বর এই অগ্নিতে দেহিতে ব লুপ্তিতে
 পাওয়া যায়, সেই সকল বরকে তপস্বনের
 পার্শ্ব দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া
 ছিলাম । অনন্তর আমি তখন শতরূপে
 বিহিত হইয়াও অত্যন্ত শক্তি অবলম্বন করিয়া
 ছিলাম ও বহুতাল চাইয়া বাণপলাশবাকো
 বিকিঞ্চ গেলেন এবং শ্রদ্ধা-সমযতঃ শতরূপে
 আশ্রয়ন করিয়াছিলেন । অনন্তর তপস্বন
 শব্দ অত্যন্ত শীত হইয়া যেন চাঁদ
 কক্ষত আঘাতে বলিলেন,—আমি তোমাকে
 পরীক্ষা করিব অতঃপর বহুবার তপস্বন
 করিলাম, কিন্তু কোনরূপে বিচালন করিতে
 পারিলাম না । আমি পরীক্ষার প্রয়োজন নাই,
 তুমিই বসাব ততঃ । অতঃপর বেগুনত বস
 প্রার্থনা কর । যদিও বহুতালি হইয়া পরম
 ক্লান্তিও শতরূপে বলিলেন, যে তপস্বন । যদি
 আপনি আমার প্রতি কল্যাণ করিতে হইয়া কোন
 প্রকারে প্রতি যদি আমার বস হইয়া থাকে,
 তখন আমি ত্রিকালবিষয় এক তপস্বি-
 নীকে প্রদান করিব অতঃপর ভক্তি আশ্রয়ে
 করিলাম । অতঃপর বস বসত উল্লিখ

মহাশয় তব সাধিবার নিত্যকৈবল্যম্ ।
 এবমুক্তঃ স তং প্রাণ বর্জিতঃ তি
 অরামবর্জিতোমৈঃ সঙ্গকামপ্রাণঃ
 মুনীনাং পুণ্যনামঃ যশস্বনসমযিতঃ
 শীলরূপভূষণাং মং প্রদানো পুন
 কৌরোদনসাপরোহেব সাধিবার পুন
 ততঃ তে ভবিতা নিত্যং যত্ন যত্নে
 অন্যতয়া তু তং কৌরোদনং নতম্
 ইমং দেবসত্ত্বং কত পলনে বৃষ্টি
 অস্যাংকোক্ষঃ পুন প্রাণসমি মৈ
 সাধিবার নামে কুতায় যদি ভক্তি
 দাতামি মননং বাসে হুতঃ ভবতঃ
 তিষ্ঠে বংস বস কাম্যং নে কাম্যং
 এবমুক্তঃ স তপস্বা পুণ্ড্রোদনং

না হস ও প্রত্যহ প্রচর কৌরোদন
 পারি দে বিতে । অতঃপর
 নতম স হিরা যেন নিবর্তন
 সঙ্গকামপ্রাণঃ শব্দে উপস্থিত
 হইয়া হুতঃ পুণ্ড্রোদন বলিলেন তুমি
 পুণ্ড্র হুতঃ মুনীনাং মনন
 হইবে যে মুনীনাং পুণ্ড্র
 নিবর্তন পুন পুন কৌরোদন
 তপস্বালী ও কৌরোদন হইবে
 সমুদ্র নিত্য তোমার সঙ্গিত হই
 যে য'নে সেই বস অতঃপর করি
 সেই য'নে সেই বস উপ
 তোমার উপস্থিত পুণ্ড্র সেই বস
 য'ন : ইতে অপগত হইবে না
 কৌরোদন সাপরের মনুতম সঙ্গি
 পুণ্ড্র তোমার নিবর্তন থাকিবে
 বহুর সহিত সমবেত হইয়া বহুর
 কল দেহিতে পাইবে তোমার
 হইবে । আমি তোমার আশ্রয়
 সম্বিত থাকিবে ও তোমার মন
 কদাচ বিচলিত হইবে না এবং
 করিলাম আমি তোমার নিব
 হইবে । যে বংস । বহুর

জান্ সত্ত্বা স্বর্ধাকোটিসমপ্রভঃ ॥ ৪০

রা কৃষ্ণ যজ্ঞেন তেন ধীমতা ।

সর্গং দেবদেবসমাধিনা ॥ ৪১

তে বাতা গন্ধর্বাঙ্গরসন্তথা ॥ ৪২

রাষ্ট্রৈব পশা সিক্তান ব্যবস্থিতান ।

নারয়ান্ স্নিগ্ধপত্রান্ সুগন্ধিনঃ ॥ ৪৩

জান্ সদা পুষ্পফলাবিতান্ ॥ ৪৪

হো দেবরত্ন মহাশ্বনঃ ।

বস্ত্র বিবর্তাবনমবিতম্ ॥ ৪৫

৪ মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং শিব-

চরণং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

উপমন্যুর্বাচ ।

মমান্তি তথিলং জ্ঞানং প্রসাদাচ্ছূলপাবিনঃ ।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যক সর্গং জানামি তত্ত্বতঃ ॥ ১

তমহং দৃষ্টবান্ দেবমপি দেবাসুরেশ্বরম্ ।

যেন পশ্যন্ত্যনারাধ্যং কোহন্তো ধত্ততরো যয়া ॥ ২

ষড়্বিংশকমিতি খ্যাতং পরং তত্ত্বং সনাতনম্ ।

এতদ্ব্যয়ন্তি বিদ্বাংসো যতঃ পরমমক্ষরম্ ॥ ৩

সর্গতত্ত্ববিদানজঃ সর্গতত্ত্বার্থদর্শনঃ ।

স এব ভগবান দেবঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪

যোহসুত্রদক্ষিণাং পার্শ্বাদুদ্রক্ষাণং লোককারণম্ ।

বামপার্শ্বাং স্তজদ্বিকুং লোকরক্ষার্থমীশ্বরম্ ॥ ৫

কল্যে চৈব সম্প্রাপ্তে ক্রদমদ্ব্যং স্তজংপ্রভুঃ ।

স তেন সংহবেং কংসং জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্ ॥ ৬

৪৩ হইও না কোটি সৃষ্টির

ভগবান্ শঙ্কর এইরূপ

দান করিয়া তৎকালে অসৃষ্টিত

কৃষ্ণা তিনি আমাকে যাহা

কীর্ষ্য সমাধিলে আমি সে

হইয়াছি । যে সকল দেবদেব

ক পূর্বে দেখিতে গাইতাম না,

দিক্কে অনায়সে দেখিতে

যশ্রমও দিব্য-সম্রাট সমন্বিত

। পবাকষ্ঠা প্রাপ্ত হইল ; কৃষ্ণগণ

ও সিক্তগণের সরিদি-নিবন্ধন

তা পরিবর্তিত হইল । মনোরম

ও সুগন্ধি রক্ষ সকল সর্গ-

হইয়া অসাধারণ ফলবত্বা দ্বারা

কিক শোভা সম্পাদন করিল ।

সেই সকল দিব্যবিভূতি মহাত্মা

বের প্রসাদ-নিবন্ধন নানাবিধ-

হইল । ২৬—৪৫ ।

। অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

উপমন্যু বলিলেন, ভগবান্ শূলপাবির

অনুগ্রহে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলাম এবং

ভূত ভবিত্যং ও বর্তমান বিবয়ের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া

ত্রিকলচ্ছাপে পরিগণিত হইলাম । লোক

সকল আরোহণ ব্যতিরেকে যাহাকে দেখিতে

পাশন, আমি সেই সুরাসুরেশ্বর মহাদেবকে

দেখিয়াছিলাম, সুতরাং ইহ-জগতে কোনও

শক্তি আমি অপেক্ষা ধত্ত নাই । যাহা ষড়-

বিংশতরূপে ব্যাতিলাভ করিয়াছে ও সনাতন

পুণ্যগণ একমনে যাহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন

এবং যাহা পরম ও অক্ষর ; তত্ত্ব সকলের

উৎপত্তিক্রমোত্তিস্ত ও তাহাদিগের প্রয়োজন-

দশনী প্রকৃতি ও জীবের ঈশ্বর ভগবান্ মহা-

দেবই উক্ত ষড়্বিংশতত্ত্বের একমাত্র বাচ্য ।

যিনি লোকদিগের সৃষ্টির নিমিত্ত দক্ষিণ পার্শ্ব

হইতে ব্রহ্মাকে ও তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত

বামপার্শ্ব হইতে বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই

প্রভু লোকদিগের সংহার নিমিত্ত অগ্নি হইতে

কৃতদেবের সৃষ্টি করিলেন, কল্যাণ উপনিষৎ

হইলে যাহা দ্বারা স্বাবর জন্মসংসার এই

বুগাভে সৰ্বভূতানি সংবর্তক ইবানলঃ ।
 কালো ভূতা মহাবেবো এসমানঃ স তিষ্ঠতি ॥ ৯
 সৰ্বসঃ সৰ্বভূতান্ সৰ্বভূতোত্তমোত্তমঃ ।
 অস্তে সৰ্বভূতো দেবো অস্তঃ সৰ্বদৈবতৈঃ ॥ ১০
 অস্তে পুত্রাভ্যঃ সমাধায় শক্যম্ ।
 বৈভবাব্যবহাঃ প্রাপ্য সাকামঃ তক্ষণম্ ॥ ১১
 শৰ্ম্মাঃ সৰ্ম্মামরৈবধ্যঃ তিষ্ঠাকলিণঃ পুৰা ।
 বৰ্ণাধ্যঃ কল শৰ্ম্মাণি মে'লভকলশেবর' ॥ ১২
 তত্ৰাশ পুত্রাভ্যো বৰ্ণাভ্যুত্তমবোধনঃ ।
 স চ সৰ্ববরাধিষ্ঠঃ নন্দনো নাম শিষ্ঠতঃ ॥ ১৩
 হিকো'ক্ষক উল্লো'কঃ বসুমান ওলভ চ
 শীৰ্ষঃ পুত্রাভ্যঃ ক'লঃ হস্তাভ্যে'ম্ ম'বদ ॥ ১৪
 ন শৰ্ম্মাণি বিহস্তাভ্যঃ বসুমান শীৰ্ষতঃ
 এসভাতিবলভা'লো চক্ৰঃ নন্দমুখ'পাণি ॥ ১৫
 অৰ্জুনান'চ শিখণ্ডা গ্ৰহণ মুনীন্দম

অস্তে'ভ্যঃ সাংসার কলিবেন সেই ভগবান
 মহেশ্বর কৃষ্ণবসনে কালরশ্মি হইয়া সাংসারক
 অস্তি ভাষা ভীম সকলকে ধাস করিয়া
 বরেন । সৰ্ম্মামুগ্রবিষ্ট, সৰ্ম্মামুগ্রমৌ, সৰ্ম্মা
 ব্যাপী ও কৃত সকলের উদ্বাহে হইলেও
 কামকে সেনাপতি দেখিতে পান না । অতএব
 আসনি পুত্রাভ্যের নিমিত্ত সেই মহেশ্বরের
 আরাধন্য কলম : বাহ্য'ম্ মহেশ্বরের আরাধন্য
 করিয়া অস্তীভ্যাক করিয়াছে । তত্ৰাশিষ্টের বর্ন
 করিয়াছে, শব্দ কলম পুত্রকালে তিষ্ঠা-
 কলিণ নামক দেবতার অমৃতবর্ষ উপভা করিয়া
 ভগবান চন্দ্রশেখরের অনুগ্রহে সকল দেবতার
 উপায় অবলম্বিত লাভ করিয়াছিলেন । অতঃপর
 তাঁহার পুত্রগণের নন্দন নামক অনুগ্রহ শব্দ-
 করে গমিত হইয়া অমৃত বর্ষ ব্যাপিত ইন্দ্রের
 সহিত বৃত্ত করিয়াছিলেন । ১—১২ । হে
 ভগবান । ভীম বিহস্ত ও আৰ্জুনের ব্রহ্ম
 প্রকৃতি অস্ত সকল নন্দনের অস্তে গতিত
 হইয়াছেন শীৰ্ষ হইয়াছেন । অস্ত সকল ভীমার
 অস্ত অস্তক করিয়া অস্তবর্ষ হইয়াছেন, কারণ
 অস্তবর্ষ ভীমার কলম ছিলেন । দেবগণ
 অস্তবর্ষ ভীমার কলম করিয়া সকল কর্তব্য

দেবদত্তবরা অস্ত বসুমান' মুনান
 ভূটো বিজা'প্রভস্তাপি তলো'কঃ
 শতবর্ষমত'প্রাণি সৰ্ম্মালো'কবোধনঃ
 তথা পু'ত্রসহ'প্রাণ'মুগ্রক'ননো শিখ
 মম চানুচবো নিতা' ভবিত'নৌতি ॥
 কলবীপে লভ্য' বা'জামন'মুগ্রক'ননঃ
 ধাতু' অস্তঃ শতম'প্রা' দাতা বৈশ্ব
 উপঃ ক'লঃ সহ'ম'প্রা' মুন'ভব
 দাতব্যতা ইতি পাত্রে পাত্রে পাত্রে
 অস্ত'ধা' ম'ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 দেবদাত'ম'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 মো'প্রা' ম'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 ই'প্রা' ম'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 লেভি'মে' ম'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 অস্ত'প্রা' ম'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব

অস্তি হইয়াছিলেন এই অমৃত
 নিকটে বসুমান করিয়া অমৃত
 অস্ত'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 নামঃ অমৃত'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 অস্ত'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 সেই বিজা'প্রভ শত সহ'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 সকল লোকের উপায় অস্ত'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 এবং মহ'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 পুত্র'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 ক্রমে নিরু'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 ভগবান অস্ত উপায় হইয়া
 করিয়াছিলেন পুত্র'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 ক্রমে অমৃত'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 লাভ করিয়াছিলেন দেব'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 নামক মুনিও বাহ্য'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যিনি
 নামে এসিক ও অনুগ্রহ লাভ
 তিনিও শব্দ'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । বাহ্য'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 কলি'প্রা' ম'প্রা' প্র'প্র'ন'ভব
 এসানে মোহতা ও সৰ্বভূত

লেন দেবেরিষ্টা এবতিতাঃ ॥ ২১

নম্রা ত্রিণি বর্ষনতানি চ ।

১১০—২০ । দেবগণ সপ্তকপাল-

ডাশ দ্বারা যাগ করিয়া যাহাকে

যাছিলেন, সেই জল সকল মহা-

গ্নিতাপে দহ হইয়া বিনষ্ট হইল

নম্রাও তিনশত বৎসর হুঃসর

৥ শস্ত্রের অনুগ্রহে দন্তত্রেয়, চন্দ্র

নামক তনয়ত্রয় লাভ করিয়াছিলেন ।

! বিকর্ণনামক মুনিও তক্তপ্রিয়

স্বাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া-

তপস্বী দ্বারা কৃশকায় শাকলা নামক

যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নবশত বৎসর

স্বাধনা করেন । ভগবান তাঁহার

ইয়া বলিলেন, হে বৎস । তুমি

হবে এবং তোমার কীর্তি অক্ষয় ও

পিনী হইবে । তোমার কুলও

জিত হইয়া অক্ষয় হইবে । হে

তুমিও ত্রেক্ষ নামক বেদশাখার

ইবে । সত্যযুগে সার্বর্ষি নামক

দেব, তিনি আমার আশ্রমে ছয়

বৎসর তপস্বী করিয়াছিলেন । ভগবান

তাকে হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে

সার্বর্ষি তোমার উপর কৃপা হইয়াছে,

অক্লান্তকথিত্যতো ভবিতাস্তত্ত্বমরঃ ॥ ২১

উপমন্ত্যকুবাচ ।

এবংবিধো মহাদেবঃ পুণ্যঃ পূর্বতরৈঃ স্মৃতঃ ।

সমষ্টিতঃ স্তভান্ কামান্ প্রদদাতি বধেপ্সিতান্ ॥

একেনৈব মুখেনাহং বক্তুং ভগবতো গুণাঃ ।

যে সন্তি তান্ ন শক্যামি হপি বর্ষনতৈরপি ॥ ৩১

সনৎকুমার উবাচ ।

এতচ্ছৃণু বচস্তত্ত্ব সোহব্রবীং তং মহামুনিম্ ।

বিদ্বদং পরমং গুণাং কথং প্রবর্তমানসম্ ॥ ৩২

বাহুদেব উবাচ ।

ধন্যস্তমসি বিশ্রেষ্ঠ কস্তস্তেহস্ত্যাহ পুণ্যকঃ ।

যস্ত দেবাত্তিদেবস্ত সান্নিধ্যং কুরুতে শ্রমে ॥ ৩৩

দশনং মুনিশাব্দীন দদ্যাং স ভগবান্ শিবঃ ।

অপি তাবদমপ্যেবং প্রসাদং বা করোত্সৌ ॥ ৩৪

উপমন্ত্যকুবাচ ।

অচিরেণৈব কালেন মহাদেবং ন সংশয়ঃ ।

তস্তৈব রূপং ত্বং বৈ দ্রক্ষ্যসে পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৫

ষোড়শাষ্টৌ বরাংস্তেব প্রাপ্যসি ত্বং মহেশ্বর্যং ।

সপত্নীকং কথং নাদ্যং ত্বং হি দেবো জনার্দনঃ ॥

তুমি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা ও জরামরণশূণ্য হইবে ।

উপমন্ত্য বলিলেন, এইরূপ পবিত্র মহাদেব পূর্ব-

তর কতক দ্রুত ও অক্ষিত হইয়া বধেপ্সিত বস্ত

সকল প্রদান করিয়া থাকেন । ভগবানের যে

সকল পবিত্র গুণ আছে, আমি চেষ্টা করিলেও

সহস্র বৎসর এক মুখে তাহা বর্ণন করিতে

পারিব না ॥ ২১—৩১ ॥ সনৎকুমার বলি-

লেন, ভগবান এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ

করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ও এবতচেতা

মহামুনিকে বলিলেন, হে বিশ্রেষ্ঠ ! তুমিই

ধন্য, এই জগতে কোন্ ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা

পুণ্যবান আছে ? দেবদেবও যাহার আশ্রমে

সন্নিহিত থাকেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সেই ভগ-

বান্ শিব কি আমাকে দেখা দিবেন এবং

আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ করিবেন ? উপ-

মন্ত্য বলিলেন, আপনি অসকাল যথোই সেই

কৃপালু মহাদেবকে নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন

এবং সপত্নীক মহেশ্বরের নিকট হইতে সন্ত-

উক্তকালে হইল অসুস্থ হইয়া
যেহেতু মাতা উপস্থিত হইলেন প্রার্থিত
বাল্য লক্ষণ সমস্ত হইল বস্তুতঃ
প্রকাশ করিলেন তখনই বস্তুতঃ
অতঃ পরিকল্পিত পুত্রিত, নিয়মিত
বাল্য, পালিত হইত লক্ষণ সমস্ত
উপস্থিত হইল এবং বস্তুতঃ হইল
পুত্র হইল হইল অতঃ পরিকল্পিত
সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত করিল এবং বস্তুতঃ
লক্ষণ হইল অতঃ পরিকল্পিত পুত্রিত
উপস্থিত হইল সমস্ত লক্ষণ বস্তুতঃ
পুত্রিত হইল অতঃ পরিকল্পিত লক্ষণ
হইল এবং অসুস্থ হইল চতুর্ভুজ
করিতে লক্ষণ হইল তৎকালে
পার্বত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেহ
লেন, হে কক ! আমি ইহা অপেক্ষা
উপর সমস্ত হইয়াছি এবং অপেক্ষা
পুত্র ও তৎকালে লক্ষণ
হইতে পারিল ও তৎকালে

১ অহা কৃষ্ণঃ প্রাজ্ঞলিখান বরম্ ।
 ২ তিনিত্যং বশচাগ্র্যং বলং মহৎ ৷ ৫৩
 ৩ স্থিরা ভক্তিহৃদি নিত্যং মমাস্থিতি ।
 ৪ শাশ্বতানাং পুত্রাণাং মম সন্ত বৈ ॥ ৪৫
 ৫ বঃ সর্ষে সংগ্রামে বলদর্পিতাঃ ।
 ৬ সর্ষেবাং ভবেয়মভিবল্লভঃ ॥ ৫৫
 ৭ অহা তমাহ ভগবান ভবঃ ।
 ৮ তীতোবং পুনঃ স গ্রাহ শূলধক্ ॥ ৫৬
 ৯ মহাবীৰ্য্যঃ পুত্রস্তে ভবিতা বলী ।
 ১০ ঈকাদিত্যঃ শপ্তো মুনিভিরেব চ ॥ ৫৭
 ১১ তাসীতি স তে পুত্রো ভবিষ্যতি
 ১২ র্তিতং কিকিৎ তৎ তৎ সর্ষং লভস্ব চ
 ১৩ সর্ষান্ কতিভিঃ সমতোষস্ব ।
 ১৪ স্ত্রীভিন্মাং প্রণম্যাস পার্শ্বতীম্ ॥ ৫৯
 ১৫ তী তুষ্টা মনোজ্ঞান্ ভুবি দূর্লভান
 ১৬ বরান কৃষ্ণ তুষ্টাস্মি তেজনম্ ॥ ৬০

র ৪৪-৫২। বাসুদেব তাঁহার তত্বাকা
 লি হইয়া বরপ্রার্থনা করিলেন,—
 নেয়ত ধর্মবিষয়িনী হউক, বশ ও
 ক্রা অধিক হউক এবং আমার
 র প্রতি বিচলিত না হয় ও নিয়ত
 বিধা লভ করি। প্রথমজাত
 ধো যেন কস্তা না জন্মে এবং
 ত রিপুগণ আমার বধ্য হউক।
 গের যেন প্রিয় হইতে পারি।
 দেব তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ
 ক বলিলেন, তোমার অতীষ্ট সকল
 যে সংবর্তক নামক আদিত্য
 "মাসুয় হইবে" বলিয়া অভিশপ্ত
 , তিনিই শাস্ত্র নামক বলশালী
 রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। অস্ত
 ধার্থনা করিলে, তাহাও আমার
 করিবে। সেই কৃষ্ণ এইরূপে
 সকল নিবাসুচর ও পার্শ্বতীকে
 রা সন্তুষ্ট করিলেন। পার্শ্বতী
 কক বলিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি

দেবি হুং যদি তুষ্টাসি বাসুদেবঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
 তদেবোহং তাং গ্রাহ চেন্দনাসি জগদ্বয়ে ॥ ৬১
 তপসা তেন সত্যেন ব্রাহ্মণান্ প্রতি মান্য ভুং ।
 ঘেষঃ কদাচিত্ত্বদন্ত পূজয়েয়ং দ্বিজান্ সদা ॥ ৬২
 তুষ্টো চ মাতা-পিতরৌ নিত্যং মম বভূবতুঃ ।
 সর্ষভূতেশ্বানুকূল্যং ভজয়েয়ং যত্রতত্রগঃ ॥ ৬৩
 কুলপ্রসূতিরুচিতা মমান্ত তব দর্শনাং ।
 তর্পয়েয়ং সুরেন্দ্রাদীন দেবান্ যজ্ঞশতেন তু ॥ ৬৪
 যতীনাং মতিধীনাক সহস্রাণ্যথ সপ্ত চ ।
 ভো যমেয়ং সদা গেহে শ্রদ্ধাপূতস্ত ভোজনম্ ॥ ৬৫
 বাক্ষ্যৈঃ সহ প্রীতিস্ত নিত্যমন্ত সুনির্বতিঃ ।
 দেবি ভাধ্যাসহস্রাণাং ভবেয়ং প্রাণবল্লভঃ ॥ ৬৬
 অক্ষাণ্বরেতাঃ কাম্যক তাস্তথাপাত্রয়ং বপুঃ ।
 অগ্নাং প্রিযতরে লোকে ভবেয়ং সত্যবাদিনি ॥ ৬৭

হইতে তুমি সুদূর্লভ বর সকল প্রার্থনা
 কর অনন্তঃ বাসুদেব। কৃতাঞ্জলি হইয়া
 বলিলেন, হে দেবি। যদি আপনি শঙ্করের
 ক্রায় আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাকেন ও বরদান
 করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে
 ব্রাহ্মণের উপর আমার যেন কদাচ ঘেষ না
 হয় ও নিরন্তর তাঁহাদিগকে পূজা করিতে
 প্ররুতি জন্মে এবং মাতা পিতা আমার উপর
 নিয়ত তুষ্ট থাকেন। আমি সর্বত্রগ হইয়া
 যেন সকল ভূতবিষয়ে আনুকূল্য ভজনা
 করিতে পারি ও আপনার দর্শনহেতু আমার
 কুলসন্ততি যেন শৌর্য্যাদিশুণ্ণশালিনী হয়। যজ্ঞ-
 শত দ্বারা সুরেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে যেন ভপ্ত
 করিতে পারি ও সপ্তসহস্র-সংখ্যক যতি ও
 অতিথিগণকে সর্বদা পবিত্র ভোজন করাইতে
 পারি এবং বাক্ষ্যদিগের সহবাস জন্ত প্রীতি
 ও সুখলাভ করিতে পারি। হে দেবি! আমি
 যেন সহস্র ভাধ্যার প্রাণবল্লভ হই ও সর্বদা
 উপভোগ করিতে সমর্থ হইতে পারি এবং
 ভাধ্যাসহ অত্যন্ত মৌন্দধ্যনিবন্ধন করিতে
 সক্ষম করে। হে সত্যবাদিনি।

তং লেভে নির্দদাহ চ তেন সঃ ।
 ত্রক প্রসন্নঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ৮৩
 রামো বোরং কৃতোপপাতকম্ ।
 শিব সোহদ্যাপি তপসাং নিধিঃ ॥ ৮৪
 নিত্যং দৃশ্যতে সিদ্ধচারণৈঃ ।
 বাসারবিঃ স্থানমবাপ্যতি ॥ ৮৫
 পূর্ণং পীড়য়া কৃতবাংস্তপঃ ।
 স্ত দেবগো নাম তাপসঃ ॥ ৮৬
 ক্র বশংচাশ্রুত সুস্থিরম্ ।
 লভন্তি মারাত্য কামদম্ ॥ ৮৭
 পুত্রঃ সামগানাক সংসদি ।
 তং নাম বশিষ্ঠঃ শপ্তবান্ মুনিম্ ॥ ৮৮
 নাম গুণাসি গতাচরনঃ ।
 তাশাপং কিং গায়সি রথন্তরম্ ॥ ৮৯
 গনি দশাধাতৌ চ সংখ্যয়া ।

তি বার কতিয়দিগকে দাহ করিয়া
 হার কারণ, কোন কতিয় নরপতি
 হত্য। কতিয়ছিলেন অমর
 বধ-কপ বোর উপপাতক করিয়া
 ত গমনপূরক তপসায় নিরত হই-
 তাল মধ্যেই তপঃপ্রভবে অজ্ঞেয়
 শ উঠিলেন সিদ্ধ চারণগণ
 ক মহেন্দ্র পূর্ণিতে প্রত্যহ লিঙ্গ
 দেখিতে পান, সেই কবি প্রলম-
 । বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, কারণ
 অবতার পূর্ণিকালে অসি ও
 দবল মোহজ্ঞা অগ্রহে অভিভূত
 । হুঃখের নিমিত্ত তপস্তা করিয়া-
 ত তাহাকে অবশ্য প্রবৃত্ত জানিতে
 স্পাত দিয়াছিলেন, তাহা হইলেও
 দেব আরাধনা করিয়া কামদ ধন্য
 ছিলেন । চান্দ্রবদনক-মনুপুত্র
 ॥ জে ক্রুদ্ধ হইয়া গুংসমদ নামক
 স্পাত করিয়াছিলেন,—যেহেতু
 হিত হইয়া বজ্রাসক্ত সামগান
 পিতৃরূপে রথন্তর পাঠ করিতেছ,
 বশাশ্রুত হইয়া সঙ্কটস্থ

বর্ষাণং দণ্ডকারণো মৃগশ্চকো বসিষাসি ॥ ৯০
 নষ্টপানীয়বসে সংবস তুং বনেচর ।
 প্রজ্ঞয়া রহিতো দুঃখী কুরুসজ্জনবাসিতে ॥ ৯১
 স চ শাপাভিভূতঃ দারুণে চ মরুস্থলে ।
 অর্ষাজ্ঞমুদ্রমে দেশে তৎকবাদভবমৃগঃ ॥ ৯২
 নমস্তারঙ্গসংযুক্তং মৃগো গুংসমদো গতঃ ।
 কদয়ে সংস্বরন্ তক্ত্যা প্রণবেন যুতং শিবম্ ॥ ৯৩
 তস্যাগমযথাকারো গণো মৃগমুখঃ কৃতঃ ।
 অজরামরতাং নীতস্তীক্কা শাপং পুনঃ সঃ ॥ ৯৪
 শব্দেণ মহাভাগো নিত্যং লম্বোদরানুগঃ ।
 লিঙ্গাচরনরতো নিত্যং জৈগীষব্যো মহাতপাঃ ॥ ৯৫
 বরাণস্তাং মুনিঃ পূর্ণং দ্বিতো ভোগপরামুখঃ ।
 বিহার চ কলং সর্কং শুভাশুভস্ত কাম্যণঃ ।
 দ্বাষ্টগুণমেবং শব্দেণ বিসর্জিতঃ ॥ ৯৬
 গার্গ্যায় প্রদদো শর্কো মোক্ষদান্ ভুবি দুর্লভান্ ।

উনিবিশ সহস্র বৎসর মৃগরূপে বাস করিবে ।
 মৃগসমহাবিষ্টিত ও পানীয়-তৃণাদি-রহিত সেই
 অরণ্যে দুঃখ প্রজ্ঞা-রহিত হইয়া দুঃখিতচিত্তে
 অবস্থিতি কর এবং সর্কদঃ বনবাসনিবন্ধন বন-
 চর ১০০০০ জন হও ॥ ৮২—৯১ সেই
 মুনি এইরূপে শাপগ্রস্ত হইবামাত্র দারুণ ও
 মরুময় এবং যজ্ঞাত-জন্মশূন্য প্রদেশে তৎ-
 কবাদ মৃগরূপে উৎপন্ন হইলেন । গুংসমদ
 মুনি, নগরপুী হইয়াও আদিতে 'প্রণব' অস্ত্রে
 'নম' এইরূপ শিবময় ধারণ করত শিবপ্রপন্ন
 হইলেন, 'শ' প্রভাবে শিব তাহাকে গণের
 অস্তগত করেন, কিন্তু মুখের আকার মৃগের
 ক্রায় থাকে অমর শাপোত্তীর্ণ হইলে,
 তাহাকে শব্দ, অজর অমর এবং নিত্যগণের
 সহচর করিয়া দেন, বহুভোগ-সম্পন্নতা সাধন
 করেন । পুরাকালে জৈগীষব্য নামক মহাতপা
 কবি বরাণসীতে বাস করিতেন ও নিরন্তর
 লিঙ্গাচরনে ব্যাপ্ত ছিলেন । তাহার শুভাশুভ
 কন্দের কলভোগ-বাসনা ছিল না এবং তিনি
 ভোগপরামুখ ছিলেন । ভগবান্ শব্দ তাহাকে
 অধিমাণি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য দান করিয়া তপস্তা
 হইতে নিবর্তিত করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

হি নো ভূয়ো বহু ক্তম্বিসংসদি ।
পুৰুষস্ত ক্রবতা তত্র বৈ গুণান ॥ ১
নি প্রিয়ান কহি বঃ ফলং প্রাপ্যতে
শিবে ।

মাসেন শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥ ২
শস্ত্রে হি কস্তাবয়সমুদ্ভবাঃ ।
ভগবান্ নগরাপি সুরধিবাম্ ।
চ বাণেন যুগপৎ ভেন বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩
নং শ্রুত্বা স্ততঃ প্রোবাচ তদ্বিঃ ।
যতং যতং তদ্বদ্যামি তৎসুতঃ ॥ ৪
সুত উবাচ ।

অজ্ঞোষ্ঠো বিদ্যামানী চ মধ্যমঃ

হা হইলেও ভগবানের অশেষগুণ
বলিতে পারিব না । ১০০—১১১
তীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় ।

স বলিলেন, হে সুত । ব্যাসদেব
শঙ্করের যে সকল গুণ বর্ণন করি-
মি আমাদিগের নিকট সেই সকল
কর । তত্তগুণ কল্যাণকারী ও
সকল শ্রবণ করিয়া শঙ্করের যে
শ্রুতি করে, আমরা সংক্ষেপে সেই
রিতে ইচ্ছা করি । হে সুতপুত্র ।

সকল কাহার বংশে জন্মগ্রহণ
এবং বীৰ্য্যশালী শঙ্কর এক বাণ
। সেই অশুরদিগের নগরত্রয় দধি
। তাহাও বর্ণন কর । তদ্বক্ত
মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া
সিদ্ধেব ঋষি-সমাজে বেক্রপ বর্ণন
আমিও তোমাদিগের নিকট
চপ বর্ণন করিব । সুত বলিলেন,
হে, মধ্যম বিদ্যামানী ও কনিষ্ঠ

কমলাকঃ কনৌয়াংচ সর্কে তুল্যাবলাঃ সদা ॥ ৫
জিতেন্দ্রিয়াঃ সুসন্ধ্যাঃ সংবতাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ৬
তে তু মেয়ুগুহাং গতা তপশ্চক্রুমহাভুতম্ ।
ত্রয়ঃ পুষ্পাণি ভোগাংচ বিহার্য সুমনোহরান্ ॥ ৭
বসন্তে সর্ষকামাংচ গীতবাদিত্রিনিশ্বনম্ ।
গ্রীষ্মে সূর্য্যপ্রভাং জিত্বা দিম্বু প্রজ্ঞান্য পাবকম্ ॥
তদ্ব্যাসংস্তাঃ সিদ্ধার্থং কুতবুর্ভন্যাদরাং ।
মহাপ্রতাপপতিঃ সর্কেহপ্যাসন্ সমুখিতাঃ ॥ ৯
বর্ষাষু গতসংসারী নদীং মূর্দ্ধি তদধারয়ন্ ।
শরৎকালে প্রভুতস্ত ভোজনস্ত বুভুক্ষিতাঃ ॥ ১০
ব্রহ্মাং স্নিগ্ধং শিরঃ হৃদ্যং ফলমূলমুত্তমম্ ।
সংব্রহ্মাং সুতৃষৌ জিত্বা পানাত্যচ্চাবচাশ্রপি ॥ ১১
বুভুক্ষিতেন্তো দধ্বা তু বভূবুর্কপলা ইব ।
সংস্রিতান্ত্রে মহাস্থানো নিরাধারাশ্চতুর্দিশম্ ॥ ১২
হেমন্তে গিরিমাশ্রিত্য বৈধোণ পরমেণ চ ।
তুষারদেহসংগম্ জনকিনেন বাসসা ॥ ১৩

কমলাক, ইহারা সকলেই তুল্য-বলশালী,
জিতেন্দ্রিয়, জিগীষু, সংবত ও সত্যবাদী ছিল ।
উক্ত অশুরত্রয় সুগন্ধি পুষ্প ও নানাবিধ মনো-
হর ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সুমেরুগুহার
গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্তা করিয়াছিল ।
বসন্তকালে কামগীতধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি তাহা-
দিগকে বিচলিত করিতে পারে নাই ।
তাহারা গ্রীষ্মকালে সূর্য্য-প্রভাকে ভয় করিয়া,
চতুর্দিকে অগ্নি জালিয়াছিল এবং তাহার
মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক হোম
করিয়াছিল । ইহাতেও তাহাদের কোন
অনিষ্ট ঘটে নাই । বর্ষাকালে ত্রাসশূন্য হইয়া
নদী সকলকে, অত্যন্ত সবেগ হইলেও, মস্তকে
ধাবণ করিয়াছিল এবং শরৎকালে বুভুক্ষিত
হইলেও সংব্রহ্ম নিবন্ধন সুখা তৃষ্ণা ভয় করিয়া,
ব্রহ্মা, হৃদ্য ও সর্কোত্তম ফলমূল ও নানাবিধ
পানীয় সকল সুখিতদিককে দান করিয়াছিল
এবং স্বয়ং পাবাণের দ্বারা নিশ্চল ছিল ।
১—১২ । হেমন্তকালে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া
অত্যন্ত বৈধ নিবন্ধন হিম দ্বারা দেহ আবৃত
করিয়াছিল ও তাহার উপর অনর্ভ বসিয়া

[illegible][illegible]

মতোলাঃ প্রবিশ্বং বধাক্রমঃ ॥২৮
 ১২ মত্নী দৃষ্টা তানি পুরাণানি ।
 ১২ মত্নী জীবিতং বীজ্য বাহিরম্ ॥২৯
 ধামানং জীবিতং বীজ্য চকলম্ ।
 পুরৈরেতিবাস্পগঙ্গদয়া নিরা ॥ ৩০
 গঙ্গা পাত্ত নঃ পরিপশ্বিনঃ ।
 ১২ সর্কে মাশ্বান্ মৃত্যুরপাং কচিৎ ॥
 ১২ সর্কে ভবাম ইতি নো মতম্ ।
 ১২ রাম্যঃ কিং কার্যং হি পুরোক্তমৈঃ ॥
 ১২ বিপুলয়া স্থানৈবধোণ বা পুনঃ ।
 ১২ গ্রন্থো নিমিত্তং পকতির্দিনৈঃ ॥ ৩৩
 ১২ প্রাহ ন স জাতো জনিয়াতে ।
 ১২ লোকে ভবিষ্যতি মহৌত্তম ॥ ৩৪
 পরশোদেবান্নারামণাং কচিৎ ।
 পরভাব্যাত্তো বাস্তুরপিণৌ ॥ ৩৫

সুগণ। তোমরা অলৌকিক
 পুর সকল দর্শন করিয়া বধা-
 ত প্রবেশ কর। তাহারা ত্রম্বাকে
 নেতে পরিয়াও জীবনের কণনধরত্ব
 রিয়া, তাঁহার নিকট সম্বাস্পনেত্রে
 পরত্ব প্রার্থনা করিল,—হে ভগ-
 আমাদিগের জীবন অনধর না হয়,
 আমরা এই পুর সকল লইয়া
 হে জগন্নাথ! শত্রু হইতে আমা-
 ১২ না হয়; অরা, রোগ প্রভৃতি
 ও মৃত্যু আমাদিগের নিকট কদাচ
 হইবে। আমরা অরা ও মরণশূন্য
 কালযাপন করি, ইহাই আমা-
 প্রেত। যদি আমরা অকাল
 মলে পতিত হই, তাহা হইলে
 বিষয় বিফল হইবে এবং বিপুল
 শত্রুত্ব পুত্রের মৃত্যুকালে কেবল
 ১২ হইয়া উঠিবে। ২১—৩৩।

তাহাদিগের বরপ্রার্থনা প্রকণে
 ১২ বলিলেন, এই জগতে ভগবান্
 ১২ ব্যতীত কোন ব্যক্তি জগৎগ্রহণ
 ১২ হইবে না।

সম্পীড়নায় জগতো যদি সংক্রিয়তে তপঃ ।
 সকলং জগতং বিদ্যাং তস্যাং সুবিহিতং নরম্
 তদ্বিচার্য স্বয়ং বুদ্ধা ন শক্যং যং সুরাসুরৈঃ ।
 দুর্লভং বা সুহঃসাধ্যং মৃত্যুং বকস্বতানবাঃ ॥৩৭
 তং কিকিম্বরণে হেতুং বৃণীধ্বং সত্ত্বমাস্থিতাঃ ।
 যেন মৃত্যুর্ন ভবতাং বক্ষস্বস্তং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৮
 এতচ্ছূড়া তু বচনং মুহূর্তং ধ্যানমাস্থিতাঃ ।
 প্রোচুঃ সাক্ষিভিরাথ সর্কলোকপিতামহম্ ॥৩৯
 পুরেষু ত্রিসু চৈতেষু একস্থানস্থিতেষু চ ।
 মধ্যাহ্নাভিজিতে কালে নীতাংশৌ পুষ্যসংস্থিতে
 বর্ষংসু ক'লমেবেষু পুঙ্করাবর্তনামসু ।
 সর্কদেবমসৌ দেবঃ সর্কেষামেকহেলয়া ॥ ৪১
 অসম্ভবো বধে তিষ্ঠন্ সর্কোপস্বরণস্থিতে ।
 অসম্ভবো ককাণ্ডেন তিনত্ব নগরাণি নঃ ॥ ৪২

অভিভব করিতে পারে না। উক্ত দেবদয়
 বন্দ্যধর্মাতীত ও কারণরূপী হইলেও স্বচ্ছা-
 ত্রমে কলগ্রহণ করেন। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্ত
 ভর-মৃত্যু তাঁহাদিগকে অভিভব করিতে পারে
 না। যদি কোনও ব্যক্তি জগতের অনিষ্টের
 জন্ত তপস্বরণ করে, তাহা হইলে সেই তপস্ব
 সকল হইলেও বিনষ্ট হইবে, অতএব
 কল্যাণ নিমিত্তই তপস্বরণ বিধেয়। হে অনব
 দৈত্যগণ! আমি সাক্ষাৎ অমরত্ব দানে
 অশক্ত, অতএব তোমরা বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা
 করিয়া একরূপ বর প্রার্থনা কর, যাহাতে মৃত্যু-
 মুখে পতিত না হও ও সাক্ষাৎ অমরত্ব প্রার্থনা
 না হয়। আমি বিনা আপত্তিতে তাহা দান
 করিব। কিন্তু মরণের হেতুও কিছু প্রার্থনা
 করিবে; সেই হেতু অলৌকিক হইলেও
 গ্রাহ্য হইবে। দৈত্যগণ এই বাক্য শ্রবণ
 করিয়া, মুহূর্তকাল ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিল ও
 কিয়ৎপরে বক্তব্য বিষয় চিন্তা করিয়া পিতা-
 মহকে বলিল, এই পুত্রের একত্র সমবেত
 হইলে অভিজিৎ মুহূর্তে বধন চতুর্থা পুষ্যানক্রে
 অবস্থিতি করিবেন ও পুঙ্কর আঘাত প্রভৃতি
 মেঘ সকল বৃষ্টি করিবে, সেই সময় সর্কদেবদয়
 মহাদেব সর্কবিধ উপকরণসমূহ ও অসম্ভব

যাতে পাপং বশ্যং কুং বোপবিতমঃ ।
 পার্শ্বায় হস্তায়াং স্নেহজাতমঃ ।
 তং পাপং বিদ্যাতে ধর্ম এব চ ॥ ৫৮
 কুজান সাধুন কণ্টকান বৈ বিশোধয়েৎ
 হামুত্র রাজা চেদ্রাজ্যমাস্বনঃ ॥ ৫৯
 ধর্মেকানাং তস্মাদ্রক্ষস মা চিরম্
 কৃথা যজ্ঞান বেদান নাঃসি শকরঃ ॥
 তং নাস্তি বধঃ সারথিনা সহ ।
 ক্রীণান্ নিহনিষ্যামাহং বরান ॥ ৬১
 চঃ ক্রহানীপোহিহুযুবাচ হ ।
 হুতস্তভ্যং সারথ্যং করবাণ্যহম্ ॥ ৬২
 বী প্রাহ বধং মাং কুরু মানদ
 বতীং চতুর্জলধিমেষলম্ ॥ ৬৩
 র্মাত্তো বধচক্রে তু নৌ কুরু ।

ন, আপনার পাপ হওয়া অসম্ভব,
 নি যোগীদিগের মধ্যে প্রধান এবং
 বক্ষার নিমিত্ত অসাধু বধ অবশ্য-
 জ্ঞ। যদি দুইদিগের বধ ও শিষ্ট-
 করেন, তাহা হইলে তাঁহার
 ও হয়, পাপের লেশমাত্রও হয়
 যদি ইহলোকে ও পরলোকে
 ॥ করেন, তাহা হইলে তাঁহার
 করাই উচিত। আপনিও
 ল লোকের প্রভুস্বরূপ, অতএব
 করিয়া শিষ্টদিগের পালন করা
 য় কৰ্ত্তব্য; তাহা না করিলে
 নামের অর্থতা লুপ্ত হইবে।
 ১। তুমি ব্রহ্মাকে বলিলেন,
 ও বধ নাই, বাহাতে আরোহণ
 ১ গ্রহপূর্বক দুইদিগকে বিনাশ
 ৬১। ব্রহ্মাও দৈত্যবধ করিতে
 দেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া
 আপনি যুদ্ধ করিতে প্রসম
 ১১১। আপনার সারথ্য করিব।
 তাঁহাকে বলিলেন, হে মানদ!
 করিয়া আমাকে বধ করুন।
 চক্রে-বধিত হইয়া হইতে

ভগবন্ বোদ্ধমাপ্যেহেভেবাং ত্রিশুবাসিনাম্ ॥ ৬৪
 আভাবেতাং মহাদেবং শত্ৰুং কুলগিরী বচঃ ।
 গন্ধমাদন-বিক্রো চ বংশাবাবাং কুরু প্রভো ॥ ৬৫
 অশ্বিন দিব্যে রথে শস্তো শকরং প্রাহ বুদ্ধিমাম্ ।
 ততস্তনশ্চো নাগেন্দ্রো মামকং কুরু সাঙ্গতম্ ॥ ৬৬
 এলাপত্রো ভুজঙ্গস্ত পুষ্পদন্তশ্চ তাকুভৌ ।
 অগ্রে ধৌ কবকাবাবাং ভবাবস্তব গৌরবাং ॥ ৬৭
 পূর্ষং মাং কুরু দুর্ভেদ্যামুবাচ মলয়ো গিরিঃ ।
 দেবদেব ভগবান্ ভগবৎ চন্দ্রশেখর ॥ ৬৮
 ততঃ সঙ্ঘাতবর্ণস্তং তক্ষকঃ কক্কুরোহব্রবীৎ ।
 অবিনাহং মহাদেব কুরু মাং সুদৃঢ়ং রথে ॥ ৬৯
 বেদব্রতানি চত্বারি পুণ্যান্যচূর বধমম্ ।
 বোদ্ধাণি কুরু নস্তত্র বেদাঙ্গসহিতাভূপি ॥ ৭০
 বেদাঃ প্রাহর্মহাদেবং তুরগান্ নঃ কুরু প্রভো ।
 শ্বাস্তৃবান্ মহাবেগান্ দুর্ভেদ্যাং চ কুতর্কিকৈঃ ॥
 উপবেদান্ততো দেবং ভক্ষয় রূপরাজিতাঃ ।
 অশ্বান্ বলীনান্ বন্ধেযু তত্র সংযমনে কুরু ॥ ৭২
 সাবিত্রীসহিতা প্রাহ পায়ত্রী কুন্তিবাসমম্ ।
 প্রাহ ব্রহ্মনস্যা সর্পিং দ্বাদধ্বং কুরুষ্যামাম্ ॥ ৭৩

স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কুলগিরি বিদ্য ও
 গন্ধমাদন পূর্বক শত্রুর নিকট বংশ (রথের
 পৃষ্ঠাবয়ব) হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।
 সুবুদ্ধি নাগরাজ অনন্তও অক্ষ (বধাক্ষ) হইতে
 সম্মত হইলেন। এলাপত্র ও পুষ্পদন্ত নামক
 নাগদ্বয় ভগবানের গৌরব-নিবন্ধন প্রবক নামক
 বধাবয়ব হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং
 মলয়াচল করষোড়ে প্রার্থনা করিলেন, হে
 ভগবন্ চন্দ্রশেখর। আপনি অনুগ্রহপূর্বক
 আমাকে রথের পূর্বভাগ করুন। অনন্তর
 সায়ংকালীন মেঘের স্থায় অরুণবর্ণ কক্কুর
 নামক তক্ষক বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি
 আমাকে সুদৃঢ় বন্ধন করুন। পবিত্রস্নাতক ব্রত
 সকল বেদাঙ্গের সহিত সমবেত হইয়া বজ্র হইতে
 সম্মত হইলেন এবং বেদচতুষ্টয় মহাবেগশালী
 অশ্ব হইলেন ও উপবেদ সকল (অর্থাৎ আত্মবোধ
 ধনুর্বেদ প্রভৃতি) বলী হইলেন। ৬২—৭৩।
 পায়ত্রীও সাবিত্রীর সহিত আগমন করিয়া আপন

লক্ষ্যমঃ কুরুষ যদি মন্তসে ।
 ব্রাহ্মণঃ যমঃ প্রোহ মহেশ্বরম্ ॥ ৮৯
 সংহস্ত প্রধানা তু শতব্রজা ।
 মহাপ্রাণঃ কুরু শলাবিশোধিনীম্ ॥ ৯০
 কা মেঘাঃ প্রোচুঃ শস্তো কুরুষ নঃ ।
 ভূতে স্তুতে দেবানামাগ্নয়ে বিভো ।
 সর্ষেবাং ততঃ সর্ষং চকার সঃ ।
 তৈঃ সাক্ষিঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৯২
 চতুস্তৃষ্টা সম্পাদয়ত ব্রহ্মণে ।
 নিবেদ্যাব রোপয়ামাস শূলিনম্ ॥ ৯৩
 যথৈ দিবো দিব্যপক্ষীপন্নপৈঃ ।
 নিগপৈঃ সমাকুর্চস্ত্রিশূলকৃ ॥ ৯৪
 কমাংসায় সক্ষায় চ শরোত্তমম্
 যুগং কৃতা প্রত্যালীড় মহাভূতম্

নিবেশ্য দৃষ্টিং মুঠৌ চ মুষ্টিং দৃষ্টৌ নিকেশ চ ।
 অতিষ্ঠদ্বিচ্চলস্তত্র শতং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৯৬
 ততোহমুঠে গণাধ্যক্ষঃ স ভূদন্ননিশং স্থিতঃ ।
 ন লক্ষ্যং বিবিক্তজানি পুরাণ্যস্ত চ পূজিতঃ ॥ ৯৭
 ততোহ চত্রিকাশ্যবোক্তমুর্ক্ষাণধরো হরঃ ।
 মুঞ্চকেশো বিরূপাক্ষো বাচং পরমশোভনাম্ ॥ ৯৮
 ভো ভো ন যাবন্তগবানর্জিতোহসৌ দ্বিবিগ্রহঃ ।
 পুরাণ জগদৌশেশ সাম্প্রত্যং ন দহিষ্যসি ॥ ৯৯
 এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং গজবক্রমপূজয়ং ।
 ভদ্রকালীং সমাহুয় ততোহক্ষকনিহৃদনঃ ॥ ১০০
 তস্মিন সম্প্রতিতে অষ্টে পরিতুষ্টপুরুষসরে ।
 বিনায়কে ততো বোয়ি দদর্শ ভগবান্ হরঃ ॥ ১০১
 পুরাণি ত্রোণি দৈত্যানাং যুক্তানি চ যথাভবম্ ।
 অভীলাষো মুহূর্তে তু বহুনিহস্য সোহমুভয়ম্ ॥ ১০২
 কৃতা জ্যোতলনির্দোষং নামমত্যন্তদুস্তরম্ ।

— যথাক্রমে নিয়োজিত করুন ।
 কঙ্কালের ক্রায় প্রায়বর্ণ বস
 দন, আপনি ইচ্ছা করিলে
 নিযুক্ত করিতে পারেন ।
 মহেশ্বর মধ্যে প্রধান শতব্রজ
 শতরূকে বলিলেন, অনুগ্রহ
 শলা-শোধন কাব্যে নিযুক্ত
 প্রভৃতি মেঘগণও বলিলেন,
 বতাপিগের আলয়ভূত সুমেক-
 গকে স্থাপিত করুন । শরণ্য
 মহেশ্বর ইহা শ্রবণ করিয়া
 সহিত মন্ত্রণাপূর্বক সকলের
 করিলেন । অনন্তর বিশ্বক্সা
 করিয়া, ব্রহ্মার নিকট গইয়া
 গও রথ লইয়া শত্ৰুর নিকটে গমন-
 । অনুমতিক্রমে তাহাকে তাহাতে
 গইলেন । ৮৪—৯৩ । ত্রিশূলধারী
 ই দিব্য রথে আরুঢ় হইলেন,
 র্ষ, পন্নগ ও মুনিগণ তাঁহার স্তব
 লন এবং তিনি প্রত্যালীড় নামক
 বলদন করিয়া, ধুত্রে মোক্ষী
 উত্তম শর যোজনা করিলেন

এবং তৎকালে তাহার দৃষ্টি মুষ্টিতে ও মুষ্টি
 দৃষ্টিতে নিবেশিত ছিল । তিনি এইরূপে শত
 সহস্র বৎসর নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিয়া-
 ছিলেন ভগবান এইরূপ ক্রেশ করিলেও
 সেই পুরুষ তাহার লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত হয় নাই ;
 কারণ তিনি গণেশের পূজা করেন নাই, যিনি
 অমুঠদেশে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর প্রেরণ
 করিয়া থাকেন । অনন্তর ধনুর্ক্ষাণধারী বিরূ-
 পাক্ষ বোমাকেশ অনুরীক্ষ হইতে মনোহারিণী
 দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, হে জগদৌশ ! আপনি
 যে পণ্যস্ত নরকুঙ্করদেহ গণেশের অর্চনা না
 করিবেন, সে পণ্যস্ত পুরুষ দমন করিতে
 পারিবেন না । অনন্তর মহেশ্বর সেই দৈববাণী
 শ্রবণ করিয়া, ভদ্রকালীকে আহ্বানপূর্বক
 তদ্বারা গজবক্রের পূজা করিয়াছিলেন ; মুছাদ-
 যোগনিবন্ধন রথ হইতে স্বয়ং অবতরণ করেন
 নাই । ৯৪—১০০ । বিনায়ক পূজিত হইয়া
 আবরণ-দেবতার সহিত তুষ্ট হইলে পর
 ভগবান্ হর বরদানানুসারে একত্রিনিজিত
 দৈত্যদিগের পুরুষ দেখিতে পাইলেন
 ও অতিদ্রিঃ মুহূর্তে কাম্যক আকর্ষণ করিলেন ।
 তাহাতে অতি ভীষণ মৌর্যাদিনাৎ উদ্ভূত হই

আরনো নাম বিপ্রাধ্য সমাজাধ্য মহাস্থান ॥ ১০৩ ॥
 মাতৃগণকোটিপুং কাণ্ডমুখো মুমোচ হ ।
 নদাহ ত্রিপুরহাংতাংতৌন দৈত্যান্ বিমলাপহা ।
 ততঃ পুরাণি তদানি চতুর্জলধিমৈখলামু ।
 গতানি সুপদংমিঃ ত্রীণি মদ্যানি তদনঃ ॥ ১০৪ ॥
 দৈত্যাং নভশো দক্ষাশ্চ বাণাথবহিনা ।
 তরকাংকলনির্কধো নাহতাং সহিতোত্তবঃ ।
 মহাধেবঃ সমুচ্চিৎ তমুচুমনসা ননৈঃ
 তন্ত্যা পরমরা মুক্তঃ প্রলপন নিমিত্ত নিগম ।
 তব জাতোহসি তুটোচসি সমুচ্চঃ মনোপতম ।
 কবীরং কৃতব্রহ্ম কৃষ্টপদ পত্নাক্রমঃ ॥ ১০৫ ॥
 তবকন বতি তুটোহসি দক্ষাশ্চ ন সঃ বহুতিঃ
 তেন সত্যেন তুটোহপি কন হং প্রলতিবাসি ।
 কৃষ্টতঃ লভামহাভিগতাপাঃ সুরাসুতঃ
 তদাকতাবিত্য নুচিচ্চিৎ কৃত্য তবহিতি ॥ ১০৬ ॥

ভূম-বিবর পূর্ণ করিল অমর মঃ সুর-
 নিকর অক্ষয় করিয়া, সনামোচ্চাচরণপূর্ণক
 কোটি হুগোর ক্রম নীলিনালা বঃ মোচন
 করিলেন, পাপনামক সেই বঃ ত্রিপুরাবর্তিত
 দৈত্যত্রয়কে বধ করিতে লাগিল অমর পুঃ
 সকল তব হইতে লাগিল ও কবনিবহন ত্রী-
 কৃত হইয়া, তলদিকপ মেঘলশালিনী ভূমিতে
 সুপদং বিলীন হইতে লাগিল । নত নত
 দৈত্যগণও তাঁহার বধবহিতে হঃ কষ্টমাচল,
 তিত তরকাংক প্রাচরন সহিত কঃ হং নাহে
 উক্ত প্রাকর অত্যন্ত ভক্তিহীন হইয়া, নন-
 বি তব ব্যকোচ্চাচরণপূর্ণক সেই মহাধেবকে
 লক্ষ্য করিয়া, মনে মনে অশ্রুতরূপে বলিয়া-
 ছিল, যে তব ! আমরা জানিতে পারিয়াছি
 যে, আপনি আমাদিগের উপর কুট্ট হইয়াছেন,
 কারণ আপনি আমাদিগের মাহাত্ম্য-লক্ষনরূপ
 অভিলেপ পূর্বক বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া-
 জেন। যে তবকন ! যদি আপনি আমা-
 দিগের উপর কুট্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে
 আপনি কিরূপে আমাদিগকে নপরিহারে পুন-
 র্জিত করিতে পারেন ? যাহা হুগাহরের অগ্রাণ্য,
 তদাকতাবিত্য নুচিচ্চিৎ আমরা অকরোনে লাভ

ইতোবং বিক্রমভূক্তে দানবাস্তেন বহিনা
 অস্ত্রেহপি বাণবৃক্ষাণ্য নির্দক্ষা ভয়সংক
 দিত্যো বা পুরুষো বাপি বাহনানি চ ত্রৈ
 সর্ক্সে তেনাঘিনা দক্ষাঃ কতাতো পুঃ
 ততঃকপতাং কতা কান্দিদক্ষা বহুতিকা
 কান্দিং পুলানবচ্ছাদ্য বাহিতাঃ পবিত্র
 দক্ষাঃ পলায়মানাঃ নির্দক্ষাঃ পতনোপ
 কান্দিং সুপ্তাঃ প্রমত্তাঃ প্রতিশাটু
 অকলমা বিবৃদ্ধাঃ ব-মুনোচ্চিচ্চিৎ
 তেন নামীং সুপ্তোহপি নৈবদিশি
 অবিলম্বে নিমিত্তকঃ প্রবরে কতমহা
 বহুতিকা মঃ পতাত বিবরকমঃ
 অবিকল্পিত দেবানাং বহুতিকা পিতৃভ্য

করিয়াছি, কারণ আমাদিগের ইচ্ছা
 উপর ভক্তিহীনতা ও গুণাৎ বহু বঃ
 হইয়াই আমাদিগের প্রকৃত মন
 সেই দানবগণ এইরূপে বহুতিকা
 বহুতিকা মঃ হইয়া, তদনঃ
 অস্ত্রাং বাণক ও বঃ সকল প্রকার
 হইয়া গেল সেই অশ্রু প্রলয়
 এই প্রকারে মঃ করিয়া বঃ, সেই
 পুত্রবিত্ত হী, পুত্রক ও বঃ সকল
 করিয়া (তলিল ১০১-১০২)
 হী সকল সমুদয় বঃ করিয়া, ও
 কালিতনপূর্ণক মঃ হইয়াছিল ও
 হী সকল মঃ প্রকারে প্রকারে বঃ
 মঃ আত্মনিত করিয়া বঃ বঃ
 করিয়া মঃ হইয়াছিল অপর
 সকল পলায়ন করিতে করিতে মঃ
 কো নিদ্রাবস্থায়, কো প্রমত্তবহু
 প্রতিশাটু মঃ হইয়াছিল ও
 অহমধ্য হইয়া প্রাণবিত্ত হইয়াছিল ও
 শতজাত মোহ-নিবন্ধন বিচরন হী
 করিয়াছিল । বিবরকমঃ পতাত বহুতিকা
 কোলও বাবর ও তদম যোর ও হঃ
 সেই ত্রিপুর-বহু কতক বঃ না হই
 লাভ করিতে পারেন নাই । কারণ

হি যেষাং নো বিদ্যাতে নাশকারকঃ ॥
 যং পদার্থানাং ভাবাতাবে কৃতাকৃতে ।
 য সস্তাব্যং সত্তিঃ কৰ্ত্তব্যমেব তং ॥ ১১৮
 ত্যতে লোকে ন তং কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ॥
 : কদা যেষাং ভূয়াং ত্রিপুরবাসিনাম্ ।
 : সৰ্কেষাং দৈবাদ্ভির্হি যতো ভবেৎ ॥
 জবান্ ক্রোধো দগ্ধা ত্রিপুরবাসিনঃ ।
 মহাযোগী ব্রহ্মদৈত্যরতিপূজিতঃ ।
 রঃ সাংসৃত্রৈবাস্তরধীযত ॥ ১২১
 হৃদিতো দেবে মুনি-গন্ধৰ্ব্ব-কিন্নরাঃ ।
 ণ্ডাপরসঃ সংলুপ্তাশ্চাখ মানুষাঃ ॥ ১২২
 নিমন্তুপ্রাপ্য নিরুতিং পরমাং যযুঃ ॥
 ধিতং সৰ্কেষং ধগাং শত্রুক্ষয়ক্ষরম্ ।
 মাক্ষদক কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছথ ॥ ১২৪
 বে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং ত্রিপুর-
 বর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

গর বিরোধী ছিলেন না, সেই কণ্ড
 হাকে রক্ষা করিয়াছিল। যাহা-
 দি সম্বন্ধ নাই, যাহা একমাত্র
 হাদিগেরও দৈব বলতই বৃদ্ধি ও
 থাকে, সুতরাং কণ্ডাদিগের স্ব স্ব
 ভাবভেদ ফলভোগ কেন না হইবে ?
 করিলে সাধুগণ প্রশংসা করিয়া
 ই কৰ্ত্তব্য ও যাহা করিলে কেবল
 হইতে হয়, তাহা করা উচিত
 রিবাসী দৈত্য সকল অহঙ্কারনিবন্ধন
 ক্ষয় সকল আচরণ করেন নাই।
 বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন বা বিনষ্ট
 হাহার একমাত্র কারণ, ইহা প্রায়
 নিকের অভিযত। অনন্তর মহা-
 নু ক্রোধ, ত্রিপুরবাসী সকলকে দগ্ধ
 গাধী হইলেন ও ব্রহ্মাদি দেবগণ
 হইয়া ধনু, বাণ ও অশ্বের সহিত
 হিত হইলেন। সেই ক্রোধদেব
 লে, মুনি, গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর, নাগ,
 ও যক্ষগণ জটিলিত হইয়া আসে
 ॥, পরস্পরকে কালবাণল করিতে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

মহাস্বামেতদ্রবত্বজ্ঞপ্ত
 শ্রদ্ধা মূনেগন্ধবতীসুতস্ত ।
 যতো মহার্থং মুনয়শ্চ সৰ্কে
 পপ্রচ্ছুরুগ্রাং প্রবিপত্য স্তম্ভ ॥ ১
 মুনয় উচুঃ ।
 বিমন্ধকারিভগবান্ পিনাকৌ
 কস্তায়ৈ বীৰ্য্যবতঃ পৃথিব্যাম্ ।
 জাতো মহাত্মা বলবান্ প্রধানে
 কণ্ডাক্রকঃ কস্ত স্তম্ভঃ কথং বা ॥ ২
 এতং সমগ্রং সব্রহ্মসমদ্য
 ত্রবীহি স্তম্ভ ভগবৎপ্রসাদাৎ ।
 ব্যাসাং ভূয়া বৈ বিদিতং হি সম্যগ্-
 যুদ্ধং যথাভূদনয়োহিতঃ সঃ ॥ ৩
 তেষাং তদাসৌ বচনং নিশম্য
 প্রোবাচ স্তম্ভ মুনীঃস্তদানীম্ ।

লাগিলেন, আমি তোমাদিগের নিকট এই
 ত্রিপুরদাহ বর্ণন করিলাম, যাহা ধনু, শত্রুনাশক,
 পৰ্ণপ্রদ ও মূর্তিপ্রদ। তোমরা পুনর্বার আর
 কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ১১৩—১২৪ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

মুনিগণ মহাৰ্ধশালী ব্যাস-রচিত মহাশেবের
 মহাত্ম্য প্রবণে প্লবিত হইয়া, ক্রুদ্ধদেবকে
 প্রবিপাতপূর্বক স্তম্ভকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—
 হে ভগবন্! পিনাকৌ কি নিমিত্ত অন্ধকের
 শত্রু হইয়াছিলেন ও মহাত্মা বলবান্ অন্ধকই
 থাকে ও কাহার পুত্র ? পৃথিবীতে বীৰ্য্যশালী
 কোন ব্যক্তির বংশে অন্নিয়াছিল ? হে স্তম্ভ !
 এই সকল বিষয় গোপনীয় হইলেও অন্য আমা-
 দিগের নিকট বর্ণন করুন। ইহাদিগের বেরূপে
 বুদ্ধ হইয়াছিল ও অন্ধক বেরূপে হত হইয়াছে,
 আপনি সে সকল ভগবৎপ্রসাদে ব্যাসের
 প্রমুখ্যং সম্যকরূপে অবগত আছেন। সেই
 স্তম্ভ তৎকালে মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া

পূৰ্ণাং বিজ্ঞা যম্মরশেলসংহা
কপাৰ্শ্বিনা ওপরাভমত । ৪
চক্রে ওভো নেত্রনিমীলনঃ
সা পার্শ্বতী নম্ময়ুতং সলীলম্
এবান্নঃ মাভুতপ্রভাত্যাং
করাণুজাত্যাং নিমিষীল নেত্রে । ৫
হরত নেত্রম্ নিমীলিতেম্
অথেন জাতঃ স্তম্ভাককঃ ।
তৎস্পৰ্শযোগাচ্চ মতেবরত
করাক্ৰ ৩৩ঃ কলিতং মদাভা । ৬
নঃ প্রাণলটো কববহিতপ্রো
বিনির্ভিতে ত্রিবিজলত বিলঃ
সেত বভূবঃ কবননত
ভম্বকঃ ক্রোদপদঃ কৃত্যঃ । ৭
অথো বিকলী জলিঃ স্তম্ভল
কৃষ্ণা নবো ব বিকৃতঃ স্তম্ভল
বভূবঃ সন প্রকলন নৃত্যম্
বিলেজিহনে বনঃ স্তম্ভল । ৮

ঈশ্বৰশিৰক বলিলেন, যে বিজয়ন পূৰ্ণ-
কালে মনুষ্যপৰিতাবহিত পার্শ্বতী পৰিতাম
কৰিষ্যত বান্ধবে পৰিতামে মনুষ্যপৰিতামে মনুষ্যম
কৰিষ্যত পৰিতাম ও পূৰ্ণপৰিতাম স্তম্ভল কববহিত
মহাভবক নেত্রক অস্থানিত কৰিলেন
মহাভবক নেত্র সকল নিমীলিত হইবাম
এসাত অককৰ উৎপন্ন হইত বনননক কক
কৰিল এত মহাভবক তৎস্পৰ্শ যোগ নিম্বকন
পার্শ্বতীক কক হইতে বনননল বিলিত হইল
সেই প্রকৃত বনননলবিশু নিাত হইবাম
নম্ময়ুত নেত্রাণি বান্ধা স্তম্ভল হইত
বনান্নমক ও ভম্বক ক্রোদপদ ও কৃত্য
বভূবঃ সন কৰিয়াছিল (কিংবা কৰা-
ভবক বভূবঃ হইয়াছিল, বান্ধা ভম্বক
ক্রোদী ও কৃত্যকপে বিবেচিত হইয়াছিল)
কিংবদন্ত পৰে সেই বভূ হইতে বিকলী,
জলি, কবল, কবল, বিকৃত-রোমলী,
কৃষ্ণ ও কবল কক ভম্বক বনননলী কব-
ল অককক মহাভব কক কৰিতে কৰিতে, হাত

জাভেন ভেনাভুতদ ননেন
পৌরীঃ ভবোভমৌ শিতপূৰ্ণম্
নিমীল্য নেত্রাণি কৃত্য নম্ম
বিত্তমসে মাং দয়িতে কপা মা
পৌরী হরাং ওভচনঃ নিমমা
বিত্তম্যনা প্রমুখোচ নেত্রে
কাত্রে প্রকাশে সতি বোদক
জাভেৎ কককৰাণি নেত্রাণি
পপ্রাচ্চ কোভমঃ ভগবনঃ স্তম্ভল
প্ৰাণলিঃ কক নিমমা কৃত্য
বনন স্তম্ভল মম কি নিমমা
কটোঃ বনঃ কেন চ কক স্তম্ভল
কক ওভপ্ৰচনঃ প্রমমা
দঃ স্তম্ভল এতঃ হুতঃ কৃত্য
নিমীলিতঃ কৃত্য সী মে কক
স স্তম্ভল ককনঃ স্তম্ভল

কৰিতে কৰিতে বনন কৰিতে কৰি
হইল সেই মহাভবকী মহাভবক
পৰিতাম কক জৌরীক কক বনন
কক কৰিতে কৃত্য পৰিতাম স্তম্ভল
কক কক নিমিত্ত অস্থানিত নম
তৎস্পৰ্শ যোগে স্তম্ভল কক
সেই বান্ধা বনন কক কৰিতে
মহাভবক মোচন কৰিলেন
নিমীলন কৰিলেন অকক কক হইত
পূৰ্ণ অকক কক হইতে কক কক
কক ও নেত্রাণি হইত কক
মহাভবক কক কক কক
বিকলী এ বান্ধা কক কক কক
ইতঃ কক কক ও এ বান্ধা কক
আপনি ইতঃ স্তম্ভল কক কক
প্রিয়াং সেই বান্ধা স্তম্ভল কক কক
আমার চক্ষু মুদিত কক এত বান্ধা
বিলেজিহনে হইতে উৎপন্ন হইয়া
বান্ধা অকক ও এতঃ এবং ইতঃ কক
কক এ বান্ধা অকক কক

স কৰ্ত্তামি বধাস্থকপং
বধা। সদয়ং নপেভ্যঃ ।
তবাস্থয়নং হি চৈকং
বৃদ্ধা করণীয়মার্থে ॥ ১৩
সুতো ভৰ্ভবচো নিশমা
গ্ৰবাং সহিতা সখীভিঃ ।
গরৈর্বহভির্হু্যপায়ৈ-
রক্ষাং সমুত্তমং যত্নং ॥ ১৪
যস্মিন্ ভুবি চাক্ককঙ্ক
যত্নস্তথ পুত্রকামঃ ।
শ্রিত্য তপশ্চকার
। কণাপজঃ সুতাম্ ॥ ১৫
মেহসৌ জিতরোষদোষঃ
ধন্য মনোমহৎ ।
নাকৌ তপসাস্ত সমাগ্-
নাঃ বৰৌ দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥ ১৬
হাকুলিতেশ্বিনঃ তং
তদ্ব্রতমাশ্রিতং তে ।

মি ইহাংক অনুরূপ ঐশ্বর্যশালী
মিও সখীর সহিত সদয় হইয়া
দির নিকট হইতে রক্ষা করিবে।
ভবিষ্যতে এ ব্যক্তি পরাক্রমের
প্রয় হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া
বে অনন্তর গৌরী ভববাকা
হইয়া সখীর সহিত নানাপ্রকার
দ্বারা সখীর পুত্রের জায় তাহার
লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! যে
জন্মগ্রহণ করিল, সেই সময়
ইবদ্যানেত্রনামা অশুর পুত্রাধী হইয়া
সপুৰুষক তপস্তা করিতে লাগিল
রোষদোষ জয় করিয়া মনোমহৎ
। কাষ্ঠের জায় নিশ্চেষ্ট হইল।
যে তাহার তপশ্চরণে সন্তুষ্ট হইয়া
মিত্ত সেই স্থানে আগমনপূর্বক
লী সেই দৈত্যরাজকে বলিলেন,
এই কৰ্ত্তব্য রূপ অবলম্বন

প্রকটি কামং বরদো ভবোহহং
বদিস্বসি ত্বং সকলং দদামি ॥ ১৭
পুল্লস্ত মে চন্দ্রললাট নাস্তি
সুবীৰ্য্যবান্ দৈত্যকুলানুরূপী ।
তদর্থমেতদ্ব্রতমাশ্রিতোহহং
তং দেহি দেবেশ সুবীৰ্য্যবন্তম্ ॥ ১৮
যস্মাচ্চ মদ্রাতুরনন্তবীৰ্য্যঃ
প্রহাদপূৰ্ণা অপি পকপুত্রাঃ ।
মমেহ নাস্তীতি নিরবয়োহহং
যো মামকং বাজ্যমিদং বৃভুষেৎ ॥ ১৯
রাষ্ট্রং পরস্ত সবলেন হৃত্য
হুন্তেক্তং ধনং সৎ পিতুরেব দিষ্টম্ ।
স প্রোচ্যতে পুল ইহাপ্যমুত্র
পুলী স ভেনাপি ভবেৎ পিতাসৌ ॥ ২০
উৰ্দ্ধং গতিঃ পুলবতাং নিরুক্তা
মনীষিভির্ধনুবতাং বরিষ্ঠৈঃ ।

করিয়াছ? মনোরথ ব্যক্ত কর। আমি বর-
দাতা মনোমহৎ, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি
তাহাই প্রদান করিব। মনোমহৎ এইরূপ বলিলে
পর, দৈত্যরাজ বলিল, হে চন্দ্রললাটধর!
আমার কুলানুরূপ সুবীৰ্য্যশালী পুত্র নাই, তজ্জন্ত
আমি এই ব্রত করিতেছি; হে দেবেশ! তাদৃশ
সুবীৰ্য্যশালী পুত্র আমাকে প্রদান করুন, তাহা
হইলে আমি কৃতার্থ হইব। যেহেতু আমার
ভ্রাতার প্রহ্লাদপ্রমুখ অনন্তবীৰ্য্যশালী পাঁচটি
পুত্র আছে ও আমার একটীও পুত্র নাই, যে
আমার এই বিশাল রাজ্য ভোগ করিতে পারে।
সুতরাং সেই আমি বংশহীন হইয়াছি। যে
পুত্র সীম বল দ্বারা পরের রাজ্য হরণপূর্বক
আয়ত্ত করিয়া ভোগ করে, সে-ই প্রধান।
কিংবা যে পিতৃদত্ত রাজ্য ভোগ করে, তাহাকেও
পুত্র বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে; পিতাও
সেই পুত্র দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে পুত্র-
বান্দিগের মধ্যে গণনীয় হইতে পারেন।
১২—২০। পুত্রদিগের স্বর্গগমন বার্ষিকক্রোড়
মনীষিগণকর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব সূর্য

সৰ্বাণি কৃতানি তদৰ্থমেব-
 সূতো এবতন্তি হঠাৎ স্বভাবতঃ । ২১
 নিবহরস্তাপি ন সন্তি লোকা-
 তদৰ্থমিচ্ছন্তি সূতান্ স্বভূমে ।
 ক্রীতানস্তু সন্তি সূতাস্তথাষ্টৌ
 ইচ্ছামি তস্মাৎ সূতমেবমেব । ২২
 এতত্তত্ত্বচনং নিশমা
 কপাকরো দৈতানুপত তুট-
 তস্মাহ দৈত্যাধিপ নাপি পুত্ৰ-
 স্ববীৰ্য্যজঃ কিম্ব দদামি পুত্ৰম্ । ২৩
 যমাস্তজস্বকনামধেয়ং
 স্বভূলাবীৰ্য্যং তপস্বিতিক ।
 কুবীৰ্য পুত্ৰং সকলং বিহায়
 হুঃখং প্রতীক্ৰম সূতং হি চেমম্ । ২৪
 ইতো যমুক্ প্রাক্কলৌ স তস্মৈ
 তিকপ্যনেত্রং সূতং প্রসঙ্গঃ ।
 হরন্ত গোষ্ঠাঃ সন্তিতো মহাস্ত-
 ভূতানি বহুপুত্রবিক্রমঃ । ২৫
 ততো হঠাৎ প্রাপা সূতঃ সৌভতঃ
 প্রকম্পিতস্তাৎ স্বভূমেব

স্তোত্রৈরনৈকৈরতিপূজা কৃত্বা
 হঠাৎ স্বভাবাৎ পতবান্ যমকঃ ।
 ততস্ত পুত্ৰং গিরিশাদবাণ্য
 রসাতলং চতুপরাক্রমন্ত
 ইমাং পরিত্রায়নয়ঃ স্বদেশং
 দৈত্যো বিজিত্য ত্রিশশানশেখরঃ ।
 ততস্ত মেবৈৰ্য্যনিষ্ঠিঃ সর্পৈঃ
 সৰ্ব্বাঙ্ককং যজ্ঞমসং কলানম্
 বাক্যাহমপিত্য যমঃ প্রধান-
 যারাদিতো বিদুঃকনকবীৰ্য্যঃ ।
 যোপপ্রহরৈবৈবৈদৈর্দ্রুতঃ
 সিংহা পাতালতলং প্রবিষ্ণ
 তুঃখন দৈতান্ শত্ৰুশ্চ বিদুঃ
 দঃপ্রহরৈবৈবৈদৈর্দ্রুতঃ ।
 পাদপ্রহরৈবৈবৈদৈর্দ্রুতঃ
 কপক্য সন্তান নিশচরকম্
 মতু প্রকটিপ্রস্মিতম পুত্ৰং
 সূতশ্চেন্নেত্রং ততচ তুততঃ ।
 তিকপ্যানেত্রং সূতং প্রসঙ্গঃ
 চিত্তেন দৈতান্ সকলং বিহায়

স্বস্তি পুত্রের নিমিত্ত বসন্তকালে হঠাৎ প্রস্তুত
 হয়। পুত্রহীন ব্যক্তির লোক নাই (অর্থাৎ
 সে ব্যক্তি কোলও লোকে বহিতে পারে না),
 সেই নিমিত্ত সকল ব্যক্তিই আপনার মঙ্গল
 বাসনার পুত্র হইতে কষ্টের। ক্রীত প্রকৃতি যে
 আট প্রকার পুত্র আছে, তাহারা সকলেই শৌণ্ড
 ঠেকস পুত্রই একমাত্র প্রধান; অতএব আমি
 সেই প্রধান পুত্র ইচ্ছা করি। মহাদেব দৈত্য-
 রাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্তচিত্তে
 অহঙ্ক করিলেন, যে দৈত্যাধিপ! তৈবব্যাপাত
 নিবন্ধন তোমার ঠেকসপুত্র হইবে না, কিন্তু
 আমি তোমার সন্তান বীৰ্য্যশালী অপরাধিত
 অস্বক সমক স্বকীয় পুত্রকে দান করিতেছি,
 তুমি সকল দ্রব্য পরিভ্রাম করিয়া ইয়াকে গ্রহণ
 কর। ইহা বলিই তুমি হুসী হইবে। মহাত্মা
 যমক ও ত্রিশশাণ্ডি দ্বয় এইরূপ বলিয়া গোষ্ঠীর
 সর্বত্র প্রকটন করি। সেই নিমিত্তসকল পুত্র

প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই
 মহাদেবের নিকটে হঠাৎ পুত্র পতন
 চিত্তে হঠাৎ প্রকটন করিলেন ও
 স্বভাবাৎ হঠাৎ পুত্র করিয়া আপন
 গমন করিলেন। অনন্তর প্রচণ্ড
 দৈত্যরাজ ত্রিশশাণ্ডি নিকটে হঠাৎ পু
 করিয়া দেবতা সকলকে ভয় করিল
 পরিবীক রসাতলে নইয়া গিরিশা
 তর অনন্তবীৰ্য্যশালী ও সর্পময় বিদুঃ
 মুনিগণকর্তৃক আত্মদিত হইয়া বসন্ত
 গমন করিলেন এবং বিবিধ যোপপ্রহা
 ধিক্রমকে বিহারণ করিয়া রসাতল
 করিবামাত্র যুগ ও অশ্রুতি পত্নী।
 পত দৈত্যসকল চুপিত করিলেন ও
 সমস্ত পাদাঘাত দ্বারা দানবগণের
 ক্রিষ্ট করিয়া সূর্য্যকোটি-সমিত হুসী
 দ্বারা তিকপ্যানেত্রের বহক যেন

প্রজ্ঞো দিভিজেন্সরাজ্যে
২২ তত্র স চাত্যবিকঃ ॥ ৩১
মাসাদ্য ততো ধরিত্রীং
হরেনোদধরং প্রজ্ঞঃ ।
পাতালতলান্বহাস্মা
ভাগন্থ পূর্বকন্ত ॥ ৩২
লোকানখিলান্বতোহসৌ
৩৩ পদযোনিং দদৎ ।
প্রদাতুং প্রবদন্তমেব
বীষেতি স মৃতবুদ্ধিঃ ॥ ৩৩
ভয়ং মে ভগবন সদৈব
হাহূর কদাচিদেবম
পাশাননিভুরুক্ষ-
তোয়ান্নিরপুপ্রহারৈঃ ॥ ৩৪
রণ্যাং দিবসে নিশায়াং
৩৫ প্রাহ ন সোহপি সঙ্কো
দীদৃশচনং নিশমা
স্তু তুষ্টিহস্মি লভস সক্ষম ॥ ৩৫

কে দক করিলেন । অনন্তর হুঁ
দৈত্যবাজের রাজ্যে অন্ধককে
করিলেন । ২১—৩১ । অনন্তর
গবান্ বিষ্ণু স্বকীয় স্থানে আগ-
হুঁচিতে সেই ধরিত্রীকে দস্তা-
পাতল হইতে উত্তোলিত করিলেন ।
দস্ত পাতালরাজ্য স্থনিয়মে পালন
করিলেন । অনন্তর মৃতবুদ্ধি সেই
সকলকে সস্তাপিত করিয়া স্বীয়
ত হইবামাত্র বরদানোদ্যত পদ-
ক করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে
গিতে লাগিলেন, হে ভগবন !
মৃত্যুভয়ে আকুল, অতএব প্রার্থনা
কীতে, দিবসে, নিশাতে ও শস্ত্র
নে তুক্ষুরুক্ষ পর্বত জল অগ্নি ও
আমার বেক্সেপে দৈব প্রাপ্ত
জহার বিধান করুন । ভগবান্
যার জাহ্ন বাকা প্রবলে ভীত
এগাবপূর্বক তাহকে বলি-

প্রণম্য বিষ্ণুঃ মনসা তমাহ
ভয়াশিতোহসাবপি পদযোনিঃ ।
৩৩ স দৈত্যঃ পরিপূর্ণকাম-
দ্রমষ্টকোট্যস্তথ যৎসত্যঃ ॥ ৩৬
উত্তিষ্ঠ রাজ্যং কুরু দানবানাং
শ্রুত্বা গিরং তাম্ স সুখী বভূব ।
রাজ্যেহভিষিক্তঃ প্রপিতামহেন
ত্রৈলোক্যানাশায় মতিং চকার ॥ ৩৭
উৎসাদ্য ধম্মান সকলান্ প্রমন্তো
জিহ্নাহবে সোহপি সুরান্ সমন্তান্ ।
ততো ভয়াদিন্দ্রমুখাং দেবাঃ
কীরোদধৌ যত্র হরিস্ত শেতে ॥ ৩৮
আরাধয়ামাসুরতীব গভা
ততস্ত হুঃ প্রদদৌ বরাংস্ত ।
উত্থায তস্মাক্ষয়নাপুপেস্তো
যথানুকপৈববিধৈর্বচোভিঃ ॥ ৩৯
আশ্বাস্ত দেবানখিলান্ মুনীন্ম
রবীন্দ্রবৈশ্বানরতুলাভেজাঃ ।

লেন, হে দৈত্যোহ ! আমি তোমার উপর
তুষ্টি হইয়াছি । আমি অতীষ্ট সকল লাভ কর
এবং অষ্ট কোটি ও যৎসত্যি বৎসর দানবদিগের
উপর আধিপত্য কব ও উপিত হও । ব্রহ্মার
এইরূপ বাকা শ্রবণ করিয়া, সেই দৈত্য আপ-
নাকে পূর্বকাম ও সুখী বলিয়া বিবেচনা করি-
লেন । অনন্তর প্রপিতামহ কহুক রাজ্যে
অভিষিক্ত হইবামাত্র ত্রৈলোক্য বিনাশ করিতে
ইচ্ছা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সকল ধর্মের
উচ্ছেদ করিব, দেবগণকে যুদ্ধে জয় করিলেন ।
তৎকালে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অন্ধক হইতে
ভীত হইয়া, কীরোদ সমুদ্রে গমনপূর্বক নানা-
বিধ স্তব দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগি-
লেন । ৩২—৩৮ । অনন্তর ভগবান্ উপেক্ষ
সন্তুষ্ট হইয়া, শব্দ্য হইতে গাত্রোথান করি-
লেন ও বরপ্রদানে সম্মত হইলেন এবং নানা-
বিধ সাত্ত্বনাবাক্যে দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়া
বলিতে লাগিলেন, হে মুনীন্দ্রগণ ! আমি হুঁ
চন্দ্র ও অগ্নির দ্বায় ভেজখী হইয়া, সিংহমুখি

আজিত্য তপঃ জটিলঃ কদম্বঃ
 দ্ব্যধ্বজঃ তীক্ষ্ণবজঃ শূন্যময়ঃ । ৪০
 সুরেন্দ্রভূজক বিদ্যাবিত্তাশ্রয়
 মার্ত্ত্তকোটিপ্রতিমঃ শূন্যোদয়ঃ
 সূন্যভূজকালধিনময়ঃ ভাবঃ
 জগৎপতিঃ কিং বহুভির্ভাষিতঃ । ৪১
 অস্ত্রঃ বরো মে'হপি তি পক্ষ্মমানে
 ক্ষতো'হুগ্ধবঃ নারী' মতঃ স্মা ।
 কৃত্য চ পুঙ্খঃ অবলৈঃ সতঃ সৈ-
 ইহাং তান জিতাপবান যতীকুমঃ । ৪২
 বজ্রঃ উদ্রুতবিক্রমঃ
 তন্ননু বনঃ তামসুগ্ধঃ সিংহঃ ।
 দৃষ্টঃ স বৈভোদ্রুগ্ধপ্রভঃ
 জয়ঃ বৈবিরে তে তি তবৈব সুরঃ । ৪৩
 সিংহক জয় সর্গময়ঃ নিরীক্য
 প্রহ্লাদনাম সিংহভূজপুংগবঃ
 উবাচ বজ্রনমঃ বৃক্ষেশ্বরঃ
 জগৎপতিঃ তিকিমলঃ সুরেনঃ । ৪৪
 অবিষ্টঃ প্রবঃ ভগবাননন্দঃ
 সুসিংহময়ঃ সুরভূজকঃ তে

। বনময়ঃ কদম্বঃ, দ্ব্যধ্বজঃ, তীক্ষ্ণবজঃ, শূন্যময়ঃ, সুরেন্দ্রভূজকঃ, বিদ্যাবিত্তাশ্রয়ঃ, মার্ত্ত্তকোটিপ্রতিমঃ, শূন্যোদয়ঃ, সূন্যভূজকালধিনময়ঃ, ভাবঃ, জগৎপতিঃ, কিং বহুভির্ভাষিতঃ, অস্ত্রঃ বরো মে'হপি তি পক্ষ্মমানে, ক্ষতো'হুগ্ধবঃ নারী' মতঃ স্মা, কৃত্য চ পুঙ্খঃ অবলৈঃ সতঃ সৈ- ইহাং তান জিতাপবান যতীকুমঃ, বজ্রঃ উদ্রুতবিক্রমঃ, তন্ননু বনঃ তামসুগ্ধঃ সিংহঃ, দৃষ্টঃ স বৈভোদ্রুগ্ধপ্রভঃ, জয়ঃ বৈবিরে তে তি তবৈব সুরঃ, সিংহক জয় সর্গময়ঃ নিরীক্য, প্রহ্লাদনাম সিংহভূজপুংগবঃ, উবাচ বজ্রনমঃ বৃক্ষেশ্বরঃ, জগৎপতিঃ তিকিমলঃ সুরেনঃ, অবিষ্টঃ প্রবঃ ভগবাননন্দঃ, সুসিংহময়ঃ সুরভূজকঃ তে

শিবস্তা সুকাক্ষঃ প্রমোদিতঃ
 পদ্মাসিংহঃ কদম্বভূজঃ
 যম্ময়ঃ বোদ্ধা ভুবনত্রয়েষু
 কুরুমঃ রাজ্যম্ নমস্ নমস্
 কৃত্য স পুঙ্খঃ বচো বচো
 সত্যাত্মাঃ সিংহময়ঃ বহুভাষিতঃ
 তমাত্ত ভোক্তাঃ সিংহময়ঃ
 বীরেন্দ্রকপঃ ভূটীমুখঃ
 উবাচ বজ্রনমঃ বৃক্ষেশ্বরঃ
 যতীকুমার্যঃ নিবিক্রমঃ
 জগৎপতিঃ পল্লভঃ
 প্রহ্লাদনামঃ সিংহভূজপুংগবঃ
 সত্যাত্মাঃ সিংহময়ঃ
 সত্যাত্মাঃ সিংহময়ঃ

কদম্বভূজঃ, পদ্মাসিংহঃ, যম্ময়ঃ, বোদ্ধা, ভুবনত্রয়েষু, কুরুমঃ, রাজ্যম্, নমস্, নমস্, কৃত্য, স, পুঙ্খঃ, বচো, বচো, সত্যাত্মাঃ, সিংহময়ঃ, বহুভাষিতঃ, তমাত্ত, ভোক্তাঃ, সিংহময়ঃ, বীরেন্দ্রকপঃ, ভূটীমুখঃ, উবাচ, বজ্রনমঃ, বৃক্ষেশ্বরঃ, যতীকুমার্যঃ, নিবিক্রমঃ, জগৎপতিঃ, পল্লভঃ, প্রহ্লাদনামঃ, সিংহভূজপুংগবঃ, সত্যাত্মাঃ, সিংহময়ঃ, সত্যাত্মাঃ, সিংহময়ঃ

। সমগ্রৈরধিগৈলুখাটৈঃ
 ষ্টিপাশাক্ষপাবকাট্যৈঃ ।
 ততোরেব অয়োজ্যগাম
 । দিনং শস্ত্রনখান্ধপাণ্যোঃ ॥ ৪১
 স দৈত্যঃ সহস্রা বহুং
 হুজ্ঞান শস্ত্রযুতান্ নিরীক্ষ্য ।
 রূপং প্রদৰ্শয় মৃগেন্দ্রং
 মানবুহরং সমস্তাং ॥ ৫০
 । যুদ্ধভূতিঃসহস্র
 সমস্তৈশ্চ তথা মহাস্তৈঃ ।
 তৈঃ শলধরোহপ্যপায়াং
 হীতঃ স মৃগাধিপেন ॥ ৫১
 নকৈগিরিসারবহি
 রুপং স ভূজাস্তরেণ ।
 । দীপ্যমশ্মবিহি-
 পদমশ্মমিশ্রম্ ॥ ৫২
 । জীবাহিতঃ ক্ষপেন
 । নীং স তু কাষ্ঠভূতঃ ।
 । বৈরতিতাড়িতোঃসৌ
 ন্তর্গতিসক্সগাতঃ ॥ ৫৩

দৈত্যরাজ শস্ত্রপাণি হইয়া, নখান্ধ-
 র সহিত শক্তি, ঋষ্টি, পাশ, অক্ষ-
 দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে ত্রাস-
 হইয়াছিল । অনন্তর দৈত্যরাজ
 মৃগেন্দ্রকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া,
 যা বাহু সহস্রা নিৰ্ম্মাণ করিয়া
 রিত করিলেন । তথাপি কিছু
 তে পারিলেন না । অধিককাল
 যার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল ।
 সকল কষপ্রাপ্ত হইলেও তিনি
 য হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে
 পক্ষতের ভায় সারশালী বাহ-
 গহীত হইলেন । ৩৯—৪১ ।
 রূপী ভগবান বাহুদ্বয়ে কঠ-
 নিদারপদমর্থ মখান্ধ দ্বারা রক্ত-
 উৎপাতিত করিবামাত্র দৈত্য-
 হইয়া, কাষ্ঠক নিষ্ঠে হই-

তস্মিন্ হতে দেবরিপৌ প্রসন্নঃ
 প্রহাদমামন্ত্য কৃতপ্রণামম্ ।
 রাজোহভিষিচ্যাহুতবীৰ্য্যবিস্ম-
 ন্ততঃ প্রয়াতো গতিমত্র তর্ক্যাম্ ॥ ৫৪
 ততো হিরণ্যাক্ষমুতঃ কদাচিত্
 সংশ্রান্তিতো নশ্বমুতং কদাচিত্ ।
 তত্ৰাত্তিঃ সম্প্রযুতো বিহারে
 কিমক্স রাজ্যেন ত্বাদ্য কার্য্যাম্ ॥ ৫৫
 হিরণ্যনেত্রস্ত বভূব মূঢ়ঃ
 কলিপ্রিয়ং নেত্রবিহীনমেব ।
 যো লববাংস্তাং বিকৃতং বিকৃপং
 ধোবৈরন্তপোভিগিরিশং প্রসাদ্য ॥ ৫৬
 স তং ন ভাগী দিত্তি রাজ্যরাজ্যঃ
 কিমন্তজাতোহপি নভেত রাজ্যাম্ ।
 তেষাম্ বাক্যানি নিশম্য তানি
 নিবাহ্য বুদ্ধাঃ শম্মমেব দীনঃ ॥ ৫৭
 তদ্বাহুবিদ্যা নিবিবৈর্ষচোভি-
 র্ততঃস্বপাং নিশি নির্জ্ঞানম্ ।

গেন ও পাদপ্রহার নিবন্ধন তাঁহার গাত্র সকল
 চর্ণিত হইল । সেই দেবরিপু নিহত হইলে
 পর ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া, প্রণত প্রহ্লা-
 দকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ও আমন্ত্রণ
 করিয়া স্বহানে গমন করিলেন । অনন্তর
 হিরণ্যাক্ষপুত্র অক্সক কোনও সময় ভ্রাতৃগণের
 সহিত সমবেত হইয়া বিহার করিতেছিলেন,
 এমন সময় ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিল,
 হে অক্সক ! তুমি রাজ্য লইয়া কি করিবে,
 কারণ তুমি রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী নহ ।
 হিরণ্যানেত্র অত্যন্ত মূঢ় ছিলেন, কারণ তিনি
 কঠোর তপস্তা দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া
 তাঁহার নিকট হইতে কলহপ্রিয়, নেত্রবিহীন
 ও বিকৃতরূপশালী তোমাকে লাভ করিয়াছেন ;
 সুতরাং তুমি দৈত্যরাজের রাজ্যাধিকারী
 নহ । অগ্রজাত ব্যক্তি কিরূপে রাজ্যলাভ
 করিবে ? অক্সক তাহাদিগের সেই বাক্য
 শ্রবণ করিয়া, কোনও কথা বলিলেন না । কেবল
 হঃখিতচিত্তে গৃহে প্রত্যগমন করিলেন ও বহুদিন

বর্ষাকৃত্তে ত্রৈ তপস্চকার
জ্ঞান জ্ঞান বিদ্যৈতৎপাদঃ । ৫৮
আচার্য্যেনা নিরুত্তোষিতঃ
কর্তুং ন শক্যং হি সুসামুদ্রৈঃ
প্রজ্ঞান্য বহিঃ প্রকৃষ্যতি যাত্নঃ
ন যাসবলত চ কণমদ্রৈঃ । ৫৯
উদ্বৈক্যে নরেন নিরুত্তোষিতঃ
সমগ্রক প্রত্যাহবেষ বতঃ ।
অসুখিশেষে কৃৎসন উজ্জ্বলো
জ্ঞান পদ্য শোভিতমেব স স্মৃ । ৬০
বজ্রাত মাসমনি ন সতি তেহে
প্রকৃষ্টকামজ ব্রতানন্য
ততঃ স পুষ্টিব্রতজ্ঞৈর্দেবতৈঃ । ৬১
নিবর্তিত বাক্যকৌতুহলৈঃ । ৬২
নিবর্তিত প্রপিত্তমহতঃ
প্রোবাচ দ্বন্দ্ব প্রবক্তা দুর্ভয় ।

একা বাক্য জ্ঞানীক সেট ব্রহ্মনৈ স'মুদ্র
কিষ্ণ, নিম্নে সময়ে পাত পুষ্টিত'ম করিলেন
এক নির্জন অরণ্যে পদম করিয়া সেট ব্রহ্মনৈ
সুত বৎসর কর্তে তপস্চ করিতে লাগিলেন
এক পক্ষে বৎসরম হইল ও নিরুত্তর উর্ভ-
কায় হইল ময় তপ করিতে লাগিলেন, বত-
সেবতঃ ও অসুখশেষ করিতে পারেন না
তৎকালে তিনি আচার্য কর্তে নাই এবং অধি-
প্রজ্ঞানিত করিয়া বকৌ মাসম ও প্রকৃষ্ট ক্রিয়
কাম বাক্য তেহ করিতে লাগিলেন । তৌক
পদ্য বাক্য তেহ পত বত করিয়া, মাস শোভিত
নির্গত করিতে ও ততঃ বাক্য প্রত্যাহ ময়পুষ্টিক
যেহ করিতে জ্ঞান্য বেহ বাক্য ও অধি-শেষ
হইয়া পকিল । শোভিতও বিন্দুমাত্র বহিল না
কক জ্ঞান্য বেহ কিছুমাত্র মাস ছিল না,
কক তিনি অধিশেষ ও কৃৎসনত বেহকে
অধিত প্রকৃষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন ।
শোভনও জ্ঞান্য জ্ঞান্য মাসম বেহিয়া নীতি-
পুষ্টিক বাক্য বাক্য নিবর্তন করিতে লাগিলেন ।
৫৮-৬২ । প্রপিত্তমহতঃ নিবর্তন করিয়া
প্রবক্তা দুর্ভয় ।

বজ্রামি কাম্যাপ্তব সর্গলোক
সুতপ্তানু দানম তান পাতন । ৬৩
ন পদ্যবোনেস বচো নিশয়া
প্রোবাচ দানঃ প্রকৃষ্টকাম
নিবর্তিতৈর্মতপস্চতঃ বজ্র
প্রজ্ঞানমুখ্য। ময় সত্ব তপস্চ
অকৃত্ত দিয়া তি তপস্চ চত-
প্রিয়ামসম্প্রদে কদম তব
সুতপ্ত ম তপস্চ ময়নৈতঃ
সর্গলোক-বজ্রপদ-মাসমতঃ । ৬৪
নান্দ্রবণে নিবর্তিতঃ
সর্গলোক সর্গলোক সর্গ
কৃত্তঃ পদ্যত্ব সর্গলোক
সুশ্রুতিঃ পদ্যত্বতঃ । ৬৫
সম্প্রদা-সর্গলোক-বিত্ত তপস্চ
বিন্দুমাত্র বাক্য পাতন করিয়া
মাসম তপস্চ ন নিবর্তন
হে ন প্রবর্তিতঃ সুতপ্তকাম । ৬৬
মাসমতঃ সর্গলোক-বিত্ত
তবলোকঃ সর্গলোক-বিত্ত

আমি তেহকে সর্গলোকে কাম্য
করিতেছি, ততঃ পদ্যত্ব সর্গলোক
কৃত্তা পদ্যত্বনিব বাক্য এবং করিয়া
বলিলেন যে, প্রজ্ঞান প্রকৃষ্ট ব্রহ্ম
হইল আমার বাক্য অসুখশেষ করিয়া
সকলে আমার বিকৃত পদ্যত্ব
হটক নিবর্তিতঃ আমার বাক্য
সেই সকল উজ্জ্বল হইল আমার
বক্তন ও ময়, মতঃ পদ্যত্ব, বতঃ
মাসম হইতে খেন আমার বাক্য
পাতন সর্গলোক মাসমতঃ বেন বাক্য
করিতে না পারেন তপস্চ পদ্যত্ব
সেই বাক্য বাক্য ময়শে পতিত হইল
বলিলেন, যে পদ্যত্ব ! তেহার সর্গ
ইই সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কিছু বিন্দুমাত্র
কর । কারণ এতদূর কোনও যক্তি
করে নাই ও করিবে না, যে করি

সামুদ্রয়ং নিশম্য
১২ প্রাহ পুনঃ স দৈত্যঃ ॥ ৬৭
যাশ্চ ভবন্তি নারীয়াঃ
মধ্যাশ্চ তথা কনৌয়াঃ ।
যথো রহভূতা তু যা স্তা-
নিত্যং জননীব কাচিৎ ॥ ৬৮
বাচা মনসাপ্যগম্যা
লাকস চ তুলভা চ ।
ময়ানস্ত মমাস্ত নাশো
ভাবান্তগবন স্বয়ন্তঃ ॥ ৬৯
চদাকর্ণা স পদযোনিঃ
ঃ প্রাহ ততোহককস ।
কসে দৈত্যবরাজ তে বৈ
বভূব বচঃ সকামঃ ॥ ৭০
দৈত্যেন্দ্র লভস কামঃ
ব্রহ্ম বৃক্স যুদ্ধম্ ।
দৈত্যচনং স দৈত্যঃ
শবল তমাহ দেবম্ ॥ ৭১

কথং বিভো বৈদ্রিবলং প্রবিশ্ব
হনেন দেহেন করোমি যুদ্ধম্ ।
মায়ুস্তিশেষং কুপপং সুপুষ্টিং
করেণ পুণ্যেন ভবেদৃথ্যা মে ॥ ৭২
শ্রুত্বা বচস্তস্মৈ চ পদযোনিঃ
করেণ সংস্পৃশ্য চ তচ্ছরীরম্ ।
গতঃ সুরৈশ্চৈঃ সহিতঃ স্বধাম
সংস্পৃজ্যমানো মুনিসিদ্ধসমৈঃ ॥ ৭৩
সংস্পৃষ্টমাত্রঃ স চ দৈত্যরাজঃ
সম্পূর্ণদেহো বলবান্ বভূব ।
সম্ভাভনেত্রঃ সম্ভগো বভূব
সৃষ্টঃ সমেবং নগরং বিবেশ ॥ ৭৪
উৎসজ্ঞা রাজ্যং সকলক তস্মৈ
প্রহ্লাদমুখ্যাস্থধ দানবেন্দ্রাঃ ।
তমাগতং লববরক মতু
ভৃত্য বভূবুর্বশগাশ্চ তস্মৈ ॥ ৭৫
ততোহককঃ স্বর্গমগাদ্বিজ্ঞেতুং
সমাধিযুক্তঃ সহ ভৃত্যবর্গৈঃ ।

কিছু ভবাদৃশ সংপুরুষগণ
হুঃখহেতু বিবেচনায় পরিত্যাগ
অনন্তর সেই দৈত্য, পিতা-
ভিনয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া,
লাগিলেন, হে ভগবন্ ! ভূত,
মান কালে যে নারী সকল শ্রেষ্ঠ,
রূপে অম্মগ্রহণ করিয়া থাকে,
যা যে নারী রহভূত (অর্থাৎ
অপেক্ষা যে নারী উৎকৃষ্ট)
সদৃশ এবং যে নারী কায় বাক্য
ও নৃলোক-তুল্য, তাহাকে কামনা
যেন দৈত্যভাবে হইতে মুক্তি হয়,
একান্ত মনোরথ । ৬২—৬৯ ।
সি তাদৃশ বাক্য শ্রবণে বিন্মিত
লাগিলেন, হে দৈত্যবর ! তুমি
করিলে, সে সকল মনোরথ
হে দৈত্যেন্দ্র ! গাত্রোথান
লাভ কর ও সর্বদা পরা-
যুদ্ধ কর । প্রহার এইরূপ

বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই দৈত্য দ্বায় ও অস্থি-
মাত্রাবশিষ্ট হইলেও পুনর্বার তাঁহাকে বলিতে
লাগিলেন, হে বিভো ! শত্রুসৈন্তে প্রবেশ
করিয়া, এতাদৃশ দেহে কিপ্রকারে যুদ্ধ করিব ?
অতএব প্রার্থনা করি, আপনি পবিত্র কর দ্বারা
স্পর্শ করিয়া আমার এই দেহকে পুষ্ট ও বল-
শালী করুন । পদযোনিও তাঁহার বাক্য
শ্রবণানন্তর কর দ্বারা তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়া,
দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন ।
মুনি ও সিদ্ধগণ তৎকালে তাঁহার পূজা করিতে
লাগিলেন । দৈত্যরাজও স্পৃষ্ট হইবামাত্র পুষ্ট-
দেহ ও বলশালী হইলেন এবং জাজনেত্র ও
সৌভাগ্যশালী হইয়া, সৃষ্টচিত্তে স্ব-নগরে
প্রবেশ করিলেন । প্রহ্লাদ প্রভৃতি দানবগণ
তাঁহাকে আগত দেখিয়া ও তিনি বরলাভ
করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে সমস্ত
রাজ্য প্রদানপূর্বক তাঁহার ভৃত্য ও বশীভূত
হইলেন ; অনন্তর অকক অনুরূপ সামগ্রী
সমবেত হইয়া, স্বর্গ জয় করিবার নিমিত্ত

[illegible]

এই অসুস্থতায় পুণ্য হা...
 যুক্তিসঙ্গত কারণে অনুমানিত, উৎকৃষ্ট
 ও উৎকৃষ্ট পণ্যসমূহ মারাত্মক নিষিদ্ধ
 প্রাণ ও স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন
 হওয়া অসুস্থতা ও অসুস্থতা
 সেই ক্ষেত্রেও কোনও সুবাদে
 করেন নাই, যাতে অসুস্থতা
 পক্ষন করে ও মস্তকনিবন্ধন প্রাণ
 সর্বস্বক কৃতকৃত্য অতিকৃত
 বিচিত্র পণ্য সবল দিনেও কৃত
 এবং বেশ, স্বাস্থ্য, ঘের ও গুরুত্ব
 করিতেন ন. হস্তাঙ্গা ও পতন
 আপনায় দুর্ভোগ ব্যস্ত
 অতিমাত্রায় কৃত কোনও সমস্যা
 ছাড়াই মনোবলপূর্ণ পক্ষন করিল
 কীভাবে অনেক কোটি বৎসর
 কথার অসুস্থতা। শোভা সর্বদা

গর্ভমাসাদ্য চ তৎ গিরীশঃ
স বাসায় চকার মোহাৎ ।
দৃঢ়ং তত্র পুরং স কৃতা
স্থিতো দৈত্যপতিঃ কদাচিৎ ॥ ৮৭
শয়ামাস পুনঃ ক্রমেণ
ভূতে মন্দরশৈলসানো ।
ধনো বৈবস-হস্তিসংক্রো
ধনো দানবসমুদ্র ॥ ৮৮
সূরপাং নৃশূরয়োঃপি
ব্রহ্মা দৈত্যবরং সমেতা
দাদৃষ্টমতীব সক্ষং
পরে ধ্যাননিমালিতাক্ষঃ ॥ ৮৯
স কস্মিন্মনিত্র দৃষ্টে
ইতঃ স্কলদ্রুতঃ
লব্যাক্ষুণ্ডিযুসো
ভোগোত্তমসঙ্গীতঃ ॥ ৯০
মালভরণো জটালঃ
হস্তঃ শরভূধারী

শ্বর সহিত ভ্রমণ করিতে লাগি-
বিহার নিমিত্ত সেই গিরীশকে
মোহনিকরন তথায় বাসের নিমিত্ত
ছিলেন ও তথায় দৃঢ় ও হৃদয়
করিয়া বাস করিতে লাগিলেন ।
বস ও হস্তী নামক সেই দানব-
গণ মস্ত্রী ছিলেন ; তাহার কোনও
মন্দরসানুতে ভ্রমণ করত অলৌ-
কিক কোনও নারীকে দর্শন করিয়া,
নিবরাজের নিকট আগমন করি-
দেখিয়াছেন, তাহা আদ্যোপাত্ত
বর্ণন করিতে লাগিলেন,—হে
আমরা কোনও গুহামধ্যে সুরূপ-
মীলিত-নেত্র কোনও মুনিকে
হার মস্তকে অর্জুচন্দ্র বিরাজ
হার কটদেশে ব্যাজচন্দ্র-শোভিত,
পূর্ণভাবে দীপ্তি পাইতেছে,
অবয়ব নাগেশ্বরতোমে আবৃত,
মালাই আভরণ-স্বরূপ, যিনি

মহাধনুস্থান বিরতাক্ষমুত্রঃ
ধৃজী ত্রিশূলী লকুণী কপদী ॥ ৯১
তস্তাপি দরে পুরুষশ্চ দৃষ্টঃ
স বানরো বোরমুখঃ করালঃ ।
সর্কীয়ুধঃ স্তম্ভকরশ্চ বক্ষন
স্থিতো জরকোদ্রবভস্ত শূকরঃ ॥ ৯২
তস্তাপি বিষ্টম্ভ তপসিনোহপি
মুচাক্ষুপা তরুণী মনোজ্ঞা ।
নারী স্তভা পার্শ্বগতা চি তস্ত
দৃষ্টে চ কাচিৎপুংস-বহুভূতা ॥ ৯৩
প্রবাল-মুক্তা-মণি-হেম-বস্ত্র-
বস্ত্রপুত্র মাল্যভূষণাদ্যৈঃ ।
স যেন দৃষ্টে স চ দৃষ্টিমান স্তা-
দৃষ্টেন চাত্তেন কিমত্র কার্যম্ ॥ ৯৪
মগ্ধ্যামে তস্ত চ দিব্যানারী
ভাৰ্য্যা মূনেঃ পুণ্যমনঃপ্রিয়া চ ।
এতানি শ্রুত্ব তু বচাসি তেষাং
কামঃস্বাৰ্ণিতসর্কীগাত্রঃ ॥ ৯৫
বিসর্জয়ামাস মূনেঃ সকাশং
দুর্যোধনানীনা সহসা জজ্ঞমুঃ ।

প্রশস্ত জটালী শূলহস্ত শরভূধারী মহাধনু-
স্থান ধৃজী ত্রিশূলী কপদী ও অক্ষহস্তধারী ।
৮৭—৯১ সেই মূনির দ্রুদগেণে কোনও
পুরুষকেও দেখিয়াছি, যিনি বানর সহিত
বোরমুখ, করাল, স্তম্ভকরমুখ ও সর্কীয়ুধ-
শালী । শূকরবর্গ জীব বহুভেদে তথায় বিরাজ
করিতেছে । চাক্ষুপা কোনও রমণীকেও
তাহার পার্শ্বে দেখিয়াছি, যাহাকে পৃথিবীর রত্ন
বলিলেও অত্যাতি হয় না, যাহার অবয়ব প্রবাল
মুক্তা মণি হেমরত্ন ও বস্ত্র দ্বারা আবৃত এবং যিনি
মাল্যধারিণী ও শুভলক্ষণাবিতা । যে ব্যক্তি
তাহাকে দেখিয়াছে, তাহারই নেত্র ধস্ত ; এই
জগতে অস্ত্র বস্ত্র সকল দেখার কোনও প্রয়ো-
জন নাই । আমরা বিবেচনা করি, সেই দিব্য
রমণী সেই মূনিরই ভাৰ্য্যা হইবে । সেই
দৈত্যরাজ তাহাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ
করিয়া, কামবাণে বিভ্রত হইলেন ও দুর্যোধন

তুমি স্মৃতিসিদ্ধং
২ সর্গমিদং যমাস্তি ।
মেয়ং তরুণী সুরূপা ।
১ সর্গগতস্ত সিদ্ধিঃ ॥ ১০৫
যদ্যহুচিৎ তবাস্তি
দৈবং খলু রাজস তম্ ।
তদ্বচনং নিশমা
স্তং প্রবিপত্য যুগ্মা ॥ ১০৬
১ দৈত্যবরস্ত স্মৃতং
নাশায় কৃতপ্রতিজম্
দৈত্যপতিং প্রমত্তং
জানমদানসত্তাঃ ॥ ১০৭
বর্কে জমশকপূর্ষং
২ তং স্মিতপূর্ষমুকম্ ।
চকলশোধাধৈর্ঘ্যঃ
কৃপণঃ সত্ত্বীনঃ ॥ ১০৮
ক্ৰৌ মুনিনা বিহত
স্বচ্ছ সদ্দৈব পাপী ।
স্বধাকৃত্যগিত্তি
১১ঃ পক্ষিতরাজসারঃ ॥ ১০৯

সকল বস্তু যে উদ্ভূত তাহার
ক কারণ নাই। তরুণী সুরূপা
এই ভাষা আমার সিদ্ধিস্বরূপ,
যেই আমি সর্গত্রে অব্যাহত-
রিতে পারি। অতএব তুমি যে
পনার অনুরূপ বিবেচনা কর, সে
র কারণ তুমি রাজস। উক্ত
পক্ষিতরাজ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া
ম ও মুনিকে নমস্কার করিয়া,
নিকট গমন করিলেন (যিনি
রিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন)
প্রপতিক প্রণাম করিয়া, সকল
র্পন করিলেন; কারণ তাঁহার
লন না;—হে রাজন্! মুনি
আপনাকে বলিলেন, আপনার
অচকল নহে; আপনি কৃপণ,
১১ঃ পক্ষিতরাজ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া

কাহক শত্রুপি চ দাক্ষণ্যনি
মৃত্যোচ্চ সন্ত্রাসকরং ক যুদ্ধম্ ॥
ক বীরকো বানরবক্রতুল্যো
নিশাচরো জরসা জর্জরাসঃ ॥ ১১০
কেষং সুরূপা ক চ মন্দভাগ্যো
বলং হৃদীয়ং ক চ বীৰধো বা ।
শত্রোষি চেৎ তং প্রযতস্ব যুদ্ধং
কর্তুং তদা হোচি কুরুষ কিকিৎ ॥ ১১১
বক্রাশনেন্দ্রল্যমিহাস্তি শত্রুং
ক তে শরীরং মৃগপদতুল্যম্ ।
ইতোবমানীনি বচাসি ভদ্র
তপস্বিনা দানব সংঘভেন ॥ ১১২
যুদ্ধং ন তে তেন সহাত্র যুদ্ধং
তামাহ রাজন স্ময়মান এব ।
কিং বক্রশূন্যৈর্বহতিঃ প্রলাপৈ-
রস্মভিক্রুতৈর্ঘদি বুধাসে তম্ ॥ ১১৩

ভীত দানবের সহিত হিমালয়বৎ সারশালী
মদীয় বাহুর তুলনা কিরূপে হইতে পারে?
আমি ও দাক্ষণ শত্রু সকল, মৃত্যুজনকতুনিবন্ধন
ত্রাসকর যুদ্ধ, বানরসদৃশ বক্রশালী নন্দী, জরা-
জীর্ণদেহ নিশাচর, এই সুরূপা রমণী, হতভাগ্য
দানব ও হৃদীয় বলাদির মধ্যে অত্যন্ত তারতম্য
আছে অর্থাৎ তুমি কোনরূপে আমার প্রতি-
স্পর্ধী হইতে পার না। যদি আপনাকে আমার
সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ বোধ কর, তাহা হইলে
আগমন কর ও যুদ্ধ করিয়া পরাক্রম প্রকাশ
কর। ১০০—১১১। আমার শত্রু অশনিসদৃশ
ও তোমার দেহ কোমল পরসদৃশ, অতএব তুমি
বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ করিবে। হে দানবেন্দ্র!
সেই ধ্যানশীল তপস্বী এইরূপ বাক্য বলিয়া
জ্ঞাত হইলেন। আমাদের বিবেচনার তাঁহার
সহিত আপনার যুদ্ধ করা উচিত নহে। কারণ,
তাঁহার কথা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল যে,
তিনি আপনাকে একেবারে গ্রাহ করেন নাই।
আপনি জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, আপনাকে উপদেশ
দেওয়া আমাদের উচিত নহে; তথাপি গ্রহ-
ভক্তি-প্রেরিত হইয়া বাহা বলিলাম, তাহা নিম্ন-

[illegible][illegible]

শাক্তধর্মো বভূবুঃ
 ধর্মশতৈরনেকৈঃ ।
 নন্তত্র চকার যুদ্ধং
 বাণশ্চ সহস্রবাহঃ ॥ ১২৩
 রূত্বস্তথ শম্বরশ্চ
 ন্চাপ্যথ বীর্ঘ্যবন্তঃ ।
 মানা বিজিতাঃ সমস্তাং
 হতা বৈ গণবীরকেণ ॥ ১২৪
 হতানাং বহুদানবান-
 য়েত্যেব হি সিদ্ধসঙ্কেতঃ ।
 নৃত্যাভিনয়প্রবৃন্তে
 সঃ-মাংসমুপ্তিমধো ॥ ১২৫
 নক্ষাতসমাকুলে তু
 শোণিতকর্দমে তু ।
 দৈত্যৈর্ভগবান্ পিনাকী
 হাপাত্তপতং সুবোহম্ ॥ ১২৬
 য়া যং কৃতপূর্বমাসী-
 ত্ প্রাহ সুসাহস্রিহা ।
 ফলং যদম তং প্রনষ্টং
 জীত্ব হতঃ প্রবাতঃ ॥ ১২৭

গণ নন্দিকেশ্বরের সহিত যুদ্ধ
 লেন ও কণকাল মধ্যেই পরাজিত
 হইতে পলায়ন করিলেন ।
 চেন বলি, সহস্রবাহ বাণাসুর, ভদ্র,
 ও বীর্ঘ্যশালী রূত্ব প্রভৃতি দানব-
 ত লাগিলেন ও কণকাল মধ্যেই
 রাজিত হইলে, সিদ্ধগণ জয়ধ্বনি
 লন । সেই রণভূমি মেদ বস ও
 গন্ধ হইয়া উঠিল । রক্ত সকল
 হইল, মাংসভোজী জন্তু সকল
 গুর বিচরণ করিতে লাগিল ও
 ধমধগণ নৃত্য করিতে লাগিল ;
 রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর হইয়া
 ১২৬ । অনন্তর ভগবান্ পিনাকী
 কহিয়া বলিলেন, আমি
 মহা পাত্তপতত্র আচরণ
 করিয়াছিলাম, তাহা দানব-

পুণ্যকথাগ্রন্থে এব জাতো
 দিবানিশং দেবি তব প্রসঙ্গাৎ ।
 উৎপাদ্য দিব্যং পরমাত্মতত্ত্ব
 পুনর্বনং যোরতরুণ গদ্য ॥ ১২৮
 তস্মাদব্রতং যোরতরুণ চরামি
 মহাব্রতং নাম সুদারুণং যং ।
 সংরক্ষিতা হুং সুতবীরকেণ
 গুহ্যস্তরে তিষ্ঠ সুসংযতায় ॥ ১২৯
 যাবৎ ত্রিহায়ামি ব্রতং সুচীত্বা
 সুনির্ভয়া সুন্দরি বৈ বিশোক ।
 এতাবহুকা বচনং মহাত্মা
 উৎপাদ্য যোষণ শনকৈশ্চচার ॥ ১৩০
 স তত্র গদ্য ব্রতমুগ্রদীপ্তি-
 তে বনং পুণ্যতমং সুবোহম্ ।
 চক্রে হৃদকাস্ত্র সুবাসুরৈর্ঘং
 তং তদিশং বর্ষসহস্রমাত্রম্ ॥ ১৩১
 সা পার্শ্বতী মন্দরপর্বতস্থ
 প্রতীকমাণাগমনং ভবন্ত

দিগের পরাজয়ে বিনষ্ট হইয়াছে, যেহেতু
 অমর্ত্যগণ মর্ত্য-কর্তৃক গ্রহণ হইয়াছে । হে
 দেবি । আমার পূর্বসংকিত পুণ্য সকল দিবা-
 রাত্র তেমার সঙ্গদোষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে,
 তন্নিবন্ধনই এই যোর বিগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে ;
 অতএব আমি পুনর্বার কঠোর নিয়ম অবলম্বন
 করিয়া, যোরতর অরণ্যে গমন করিব ও তথায়
 যোরতর মহাপাত্তপত ব্রত আচরণ করিব ও
 তুমি পুত্রতুলা বীরককর্তৃক রক্ষিত হইয়া সংযত-
 ভাবে গুহ্যমধ্যে অবস্থিতি কর । হে সুন্দরি !
 আমি পাত্তপত ব্রত আচরণ করিয়া যে পর্য্যন্ত
 এ স্থানে আগমন না করিব, সে পর্য্যন্ত তুমি
 শোকগুহ হইয়া নির্ভয়চিত্তে এই স্থানেই অব-
 স্থিতি কর, স্থানান্তরে গমন করিও না ।
 উগ্রদীপ্তিশালী ভগবান্ পিনাকী এই কথা
 বলিয়া পাত্তপত ব্রত অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত
 যোরতর অরণ্যে গমন করিলেন ও তথায় সুস
 ও অসুরগণ বাহা আচরণ করিতে পারে না,
 তাহা সেই মহাপাত্তপত ব্রত সহস্র বৎসর

আপি নিতমিনীনা-
 চ্যাপি দর্শয়েগঃ ।
 দ্যানি মহাস্তুতানি
 হায়াস্ত সর্বারকায়ে ॥ ১৪৩
 জুহু। গিরিরাশ্রকতা।
 পূরিতপূর্ম্মানীং ।
 তৈর্নাদশতৈরনৈকৈ-
 ॥ স্তমেষষোষা ॥ ১৪৪
 দংগ্রামজয়প্রদাসু
 আসু নিতমিনীভিঃ
 হায়াস্তচতুর্বিধাঃ
 ১ বৈ পুনরুপিতস্ত ॥ ১৪৫
 আপি মহাবথানাং
 তৈর্নাদিত্যজান্ জঘান ।
 তা দণ্ডহস্তা বিরুদ্ধা
 ক্রোধপরীতচতঃ ॥ ১৪৬
 দ্বি-গদাভ-চক্র-
 রিতবাহুদণ্ডা ।
 দাঙ্গলখণ্ডগহস্ত
 ১-কাকনতুন্যবর্ণা ॥ ১৪৭

ধারাসহস্রাকুলমুগ্রবেগং
 বৈড়োজসৌ গৃহ্য করেণ বজ্রম্ ।
 মহাশ্রনেত্রা যুধি স্থতিরা চ
 দুর্জয়া দৈত্যশতৈরগ্রয্যা ॥ ১৪৮
 বথানবী শক্তিকরা সুবক্রা
 যাম্য চ দণ্ডোদ্ধতপাণিবগ্রা ।
 দুর্জয়ধ্বজোদ্যাতপাণিবগ্রা-
 নৈশাচরী নৈশ্বতচপধোরা ॥ ১৪৯
 তোয়ালিকা বাকুণচাপহস্তা
 বিনির্গতা মুকুমভীপমানা
 প্রচণ্ডবাতপ্রভবা চ দেবী
 ক্রমা ততদ্বদশপাণিরেব ॥ ১৫০
 কল্পদ্ববহুপ্রতিমাং গদাক
 পাণৌ গৃহীত্বা বনদোস্তবা চ ।
 যাক্ষেণবী ত্রীক্ষ্মমুখা বিরূপা
 নন্দাদব নগভয়ঙ্কবী চ ॥ ১৫১
 এতাস্থখাতাঃ শতশো হি দেব্যাঃ
 স্তনির্গতাঃ সঙ্কলধুন্ধভূমিম্ ।
 দুঃখা চ তং সৈন্তমনুপারং
 বিবর্ণবর্ণাঃ সুবিস্মিতাঃ চ ॥ ১৫২
 সমাকুলাঃ সঙ্ককিতা ভয়াধৈ
 সেনাপতিং বীরকং ধোরবীৰ্য্যম্ ।

১৪২. অনন্তর অসম্ভা নিত-
 ৩৪৩ হস্তিত ও বীরকমাত্রসহস্র
 ৩ দিবাক্রপ দর্শন করাইলেন
 ৩৪৪ ষা ও বহুবিধ নিনাদ দ্বারা
 ৩৪৫ য়িলেন। প্রলয়কালীন মেঘের
 ৩৪৬ ভেরী ও শব্দ সকল নিতমিনী-
 ৩৪৭ ত হইলে, প্রচণ্ড-বীৰ্য্যশালী
 ৩৪৮ হি পবিত্র্যাগ করিয়া পুনর্বার
 ৩৪৯ এবং মহারথদিগের অস্ত্র সকল
 ৩৫০ হা দ্বারা দানবগণকে আঘাত
 ৩৫১ । অনন্তর ব্রাহ্মীশক্তি অবিরুদ্ধ
 ৩৫২ ত হইয়া দণ্ডহস্তে গুহামধ্য
 ৩৫৩ য়িলেন; বৈকবী ও সাক্ষবী
 ৩৫৪ পদ্ম, চক্র, ধনুঃ ও লাঙ্গল
 ৩৫৫ য়িলেন। তীহাদিগের বর্ণ
 ৩৫৬ ও কাঙ্ক্ষিত ছিল।

নেত্রসহস্রশালিনী অধ্বা ও দুর্জয়া ঐন্দ্রী
 শক্তি ধারাসহস্রশালী উগ্রবেগযুক্ত বজ্র হস্তে
 কবিত্ব, যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গুহামধ্য হইতে
 বহির্গত হইলেন, তথা আগ্নেয়ী শক্তি, যম-
 শক্তি দণ্ড হস্তে, নিশ্বতশক্তি চাপ ও বক্রা
 হস্তে, বাকুণী শক্তি চাপ হস্তে, বায়বী শক্তি
 অস্থ হস্তে, কোবেরী শক্তি প্রলয়কালীন-
 বহুজন্ত গদা হস্তে, গারুড়ী শক্তি নখ
 হস্তে ও অগ্ন্যাগ্ন শত শত দেবীগণ স্ব স্ব
 আয়ুধ হস্তে করিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সঙ্কল
 রণভূমিতে সমাগত হইলেন এবং অপার
 সেই দানব-সৈন্ত দেখিয়া বিস্মিত ও বিবর্ণ
 হইলেন। ১৪৩—১৫২ । দানব-সৈন্তদিগের
 মধ্যে কেহ কেহ প্রচণ্ড বীৰ্য্যশালী সেনা-
 পতি বীরককে দেখিয়া আকুল ও চকিত হই-

[illegible][illegible]

তে ললনানুরূপা ।
 ততমুখানিশম্যা ।
 তমুবাচ কোপা-
 যাদেন মংগলিনেত্রঃ ॥ ১৬৫
 স্তম্ভবতা সমগ্রাং
 তং তে প্ররিতঃ প্রযতি
 তা ভুবি স্ত কোহপো
 বা সুমনোহরৈশ্চ ॥ ১৬৬
 ত্যাং বলেন মতা
 স্ত কৃতং মনৈতং
 পি কৃতত্বশৈলৈঃ
 দ্বিধিতস্ত তেষাম্ ॥ ১৬৭
 যং করণীগ্রমস্তি
 যামি ন সংশয়োহত্র
 বসোহপি যমা-
 নিগিত এব শুভঃ ॥ ১৬৮

ত্রি উপভোগ্য মুনির সচি-
 ত্ত নহে, কিন্তু তুমি তদৃশ মুনি
 পতি ও দানবগণের পরম শত্রু,
 যাও পাপকর নহে, অতএব
 বধ করিয়া তোমার রমণীকে
 । কপালমালা ত্রিলেচন দত্ত-
 রূপ বাক্য ভাবন করিয়া কোপে
 লেন ও অলৌকিক শিখা দ্বারা
 হিংস্র প্রকাশ না করিয়া, সেই
 লাগিলেন,— হে দত্ত । তুমি
 তাহা সত্য ; যে ব্যক্তি রক্ষা
 হ, তাহার মনোহর দারা ও ধনে
 অতএব তুমি নীচ প্রভুর নিকট
 আমর প্রতিদন্দেব বর্ণন কর,—
 । যুদ্ধার্থে আগমন করুক ও
 । অভিপ্রত, তাহা অনুষ্ঠান
 দিগের দেহদ্বারা নির্বাহ করাই
 বেচনার এইরূপ বলিলাম ।
 কর্তব্য কার্য সকল করিতে
 ইহা নিশ্চয় জানিবে । অনন্তর
 ।।। প্রবণ করিয়া, স্তম্ভবতা

আগামদর্জিতহুতানি
 কুর্সন গতো দৈত্যপতেঃ সকাশম্ ।
 অস্ত্রাঙ্গিতকং স দৈত্যরাজো
 গদাঃ গৃহীত্বা প্ররিতঃ সসৈন্তঃ ॥ ১৬৮
 কংকসেহং গিলনামধেনুং
 সুদারপং দেববরৈরভেন্যম্ ।
 তদামুপং প্রাপ্য মহেশ্বরস্ত
 বিভেদ শত্রুগণানি প্রকাশৈঃ ॥ ১৬৯
 অস্ত্রা ততো বারকমেব শত্রু-
 রবাকিরম্মদিসুতামথাত্তে ।
 দ্বারং চি কেচিৎকৃচিবং বভস্থঃ
 পুষ্পানি সর্পানি চ নাশয়েৎ ॥ ১৭০
 কপানি কপানি জলক হৃদ্য-
 মুদ্যানমার্গানপি খণ্ডয়েৎ
 বিলেভদেবমুদিতাং কেচি-
 ক্ষুণ্ণানি শলস্ত চ ভানুমস্তি ॥ ১৭১
 ততে হরঃ সংস্রুতবান্ স্বসৈন্তাং
 সমাস্রয়ঃ কুপিতঃ শূলপাণিঃ ।
 ভূতানি চাত্তানি সুদারপানি
 দেবান সসৈন্তান্ মহাবীৰ্যমুখ্যান্ ॥ ১৭২

হরের নিকট হইতে নির্গত হইলেন ও অবি-
 লম্বেই সিংহনাদ হুঙ্কার করিতে করিতে দৈত্য-
 রাজের নিকট উপস্থিত হইলেন । ইন্দ্রিতজ্ঞ
 দানবরাজ তাহার বাক্য না শুনিয়াও ইন্দ্রিত
 দ্বারা সমস্ত অবগত হইলেন ও সৈন্তের সহিত
 গদা গ্রহণ করিয়া, অভেন্য গুহাধারে উপস্থিত
 হইলেন (সে সময় তিনি অর্জু সিংহের আকার
 ধারণ করিয়াছিলেন) এবং অশনিসদৃশ শর
 দ্বারা গুহাধার ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।
 ১৬৩—১৬৯ অনন্তর দানবগণ কেহ কেহ
 বীরকের উপর ও কেহ কেহ পার্শ্বতীর
 উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ; কেহ
 কেহ চারুতর দ্বার ভাঙিতে লাগিলেন ; কেহ
 কেহ পুষ্প, ফল, মূল, জল, উদ্যান ও মার্গ
 সকল খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং
 কেহ কেহ সুচারু শৈলশৃঙ্গদ্বয়ে প্রবৃত্ত হই-
 লেন । অনন্তর শূলপাণি কুপিত হইয়া, স্বকীয়

দেতো। বিশ্বদিত্তিজ্ঞপায়মসৌ,
কনককশিপুং কশ্চপনুতম্ ।
ভুক্তা তদপি ভগবান্ রোষবশগঃ,
বিশ্বং বিশ্বসিতুমলং ব্যাস্তবদনঃ ॥১৮০
প্তো ভুবনপতিভিঃ সপ্তমুনিভিঃ-
যজ্ঞমিতি সূচিরং দৈত্যসহিতঃ ।
স্তে প্রণয়বচনৈরাগ্নিনিহিতৈঃ,
তস্মাদ্ভবতি মম মোক্ষে। মুনিবরাঃ ॥
নক্তো বিশ্বস হরণাদ্ভুদ্ধসময়ে,
নৈবদিতমুখো মৃষ্টিভিরলম্ ।
নরহরিমহাপ্ণাবসতো,
গভ্যাং বিগতকলুষো যাত্তসি পরম্ ॥
ক্যাং প্রতিদিনমসৌ দৈত্যগিলনঃ,
মে ভ্রমতি পুনরামোদমুদিতঃ ।

। অবস্থিতি করিতেছে প্রতি-
। সেই অন্ধক ইচ্ছা করিলে, মানস
গমন করিতে পারে । হে বিভো !
হয় ; এক্ষণে যাহা কর্তব্য, তাহা
বিশ্বস-দৈত্যও সামান্য নহে ;
কশিপুকেও তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা
ন, সেই বিশ্বদেবও যাহার
ন । ইহাতেও তাহার সন্তোষ
সেই দৈত্য এই বিশ্ব ভক্ষণ
। মুখব্যাদান করিয়া আছে ।
পুরাকালে বসিষ্ঠ প্রভৃতি
কে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন
প্রভৃতি প্রাণিবর্গ ভক্ষণ করিয়া
রণ করিবে । অনন্তর এই দৈত্য
রাছিল, হে মুনিগণ ! কোন
। শাপ হইতে মুক্তি লাভ
তাহার বিনয়-সম্বন্ধনে তুষ্ট
নি বদরিকাক্ষমে নর-নারায়ণ
পাতিত হইয়া ষোড়শতর মুষ্টি
দ্বারা মুখ বিদলিত করিবেন,
শাপ হইয়া, পরমপদ প্রাপ্ত
মি সেই দৈত্য কলিধ্বজের
। ও দানবদিগের প্রভাব ভক্ত

তমশ্চেনং বোরং জগতি হিতরোঃ সূর্য্য-শমিনো-
স্তথা শুক্রস্ততাং পরমরিপুরতাস্তবিধুরঃ ॥১৮৬
হতান্ দেবৈর্দৈত্যান্ পুনরমরবিদ্যাস্ততিপদৈঃ,
সবীর্ধ্যান্ সংহৃষ্টান্ ত্রণতবিযুক্তান্ প্রকুরতে ।
বরং প্রাণান্ত্যজ্যাস্তব তমনু সংগ্রামসময়ে,
ভবাগ্নাং নীতগ্নাং ক্ষণমপি রুতঃ কার্য্যকরণঃ ॥১৮৭
ইদানীং সংপূত্রাং প্রমথপতিরাকর্ষ্য কুপিতঃ,-
শিচরং ধাত্বা চক্রে ত্রিভুবনমিতি প্রাগনুপমম্ ।
অগ্নয়ং সোমাপ্যং দিমকরকরাকারবপুষং,
প্রহাস্যং তন্নান্না তদনু নিহতং তেন চ তমঃ ॥১৮৮
প্রকাশোহস্মিন লোকে পুনরপি মহাযুদ্ধমকরোদ্-
রণে দৈত্যোঃ সাক্ষং বিকৃতবদনৈর্বীরকমুনিঃ ।
শিলাচূর্ণং ভুক্তা প্রবরমুনিরা বস্ত্র জনিতঃ,
তপঃ কৃত্বা তোসে যমমপি পুরা যশ্চ জিতবান্ ॥
অতঃ ক্রুদ্ধঃ সদ্যঃ স খলু দিত্তিজেনাতিবলিনা,
নিগীর্ণোহসৌ নন্দী নিশিতশরশলাসিসহিতঃ ।

করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করে এবং সূর্য ও
শমীকে অপহরণ করিয়া, এই জগতে ষোড়শতর
অন্ধকর সৃষ্টি করিয়াছে । দৈত্যগুরু শুক্রও
আপনার অত্যন্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন ;
কারণ, যখন দেবগণ দানবদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে
নিহত করেন, তখন তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা
তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া, পূর্বের
জায় বীর্ধ্যশালী ও ত্রণবিযুক্ত করেন । তাহার
সহিত সংগ্রাম করিতে যদ্যপি প্রাণনাশ ঘটে,
তাহাও, সহস্রপুণে শ্রেয়, কিন্তু ভবানী নীত
হইলে আমরা ক্ষণকাল বীর্ধ্যশালী হইয়া কর্তব্য
নির্ব্বাহ করিতে পারিব না ; ইহা বিবেচনা করিয়া
সমুচিত প্রতিবিধান করুন । অনন্তর প্রমথ-
পতি সংপুত্রের এইরূপ নাক্য শ্রবণ করিয়া
কুপিত হইলেন ও ধ্যানবলে অনুপম ত্রিভুবন
নির্দ্দগ করিয়া সূর্য্যকর-সম্মিত সোমাখ্য সাম
গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তৎকালে
নিবিড় অন্ধকার সকল তাহার দস্তালোকে অপ-
গত হইল । মুনিপ্রবর শিলাচূর্ণ দ্বারা জীবিকা
নির্দ্দাহ করত ভোরমাধ্যে তপস্তা করিয়া যাহাকে
পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন ও যে ব্যক্তি যুদ্ধে

বিন্ রূপপতিতশব্দৈর্বহবিধৈঃ,
বিস্তদনু গিরিজাং ক্রুদ্ধমহনং ।
বিশ্বনিবহৈরগ্নিভলদৈ,-
কপটরচনাশম্বরশতঃ ॥ ১৯৮
১৯ কুহকমপরাং তত্র কৃতবান
পুত্ররিপুতুল্যশ্চ মতিমান ।
২০ বরশতমহোন্মাদবিবশঃ,
ঃ সপদি দিতিম্ভো অর্জুনতনুঃ ॥
ঃ ক্রিতিতলগ্নতৈরন্ধকগণৈ,-
২১ বিকৃতবদনং সান্নসদশম্ ।
প্রতিমবপুষা ভূতপতিনা,
পুত্ররিপুণা দাক্ষণতরম্ ॥ ২০০
২২ পল্লপতিততাদন্যদভবদ্,-

। দেহকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন,
। যুদ্ধোৎসাহ বিনষ্ট করিতে
অনন্তর দানবরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
। পক্ষত ও বৃক্ষ দ্বারা দেবগণকে
রাজয় কবিল ও মহাদেবকে উচ্চ
শব্দে গর্জন করিতে লাগিল ।
রিতে করিতে তাহার শব্দ
সম্প্রাপ্ত হইল, সূতরাং সে
বাধা হইল, আর তাহার
ব রহিল না—সকল বস্তুর
হইতে লাগিল । অনন্তর
গ্নিত বৃক্ষ, সর্প, বজ্র, অগ্নি ও
ক্রুদ্ধ ও পার্শ্বতাকে প্রহার
দেবগণের অবস্থা বর্ণনাভ-
লী মতিমান্ ও বীরবর সেই
দীকে পরাজয় করিয়া, অগ্ন্যাগ্ন
। করিতে লাগিল । দেবগণ
য়া, তাহাকে বিনষ্ট করিবার
। অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন,
দেহ হইতে শোণিত-স্রোত
হইতে লাগিল । অসংখ্য
বিন্দু হইতে উৎপন্ন হইয়া,
। একপ বর্ষিত করিল যে,
। যথেষ্ট স্থান হওয়া কঠিন

ত্রণোদৈবরত্ন্যকৈঃ পিশিতনিহতৈবিন্দুভিরলম্ ।
তদা বিফোষণাগ্নাং প্রমথপতিমাহুয় মতিমান্,
চকারোগ্রাং রূপং বিকৃতবদনং তৈশ্বণমজিতম্ ॥ ১০২
করালং সংভুতং বহুভুজলতাক্রান্তকুভং,
দ্বিনেত্রস্তাকৌর্ণং ভুজগবদনৈলোমনিবহৈঃ ।
স তাত্যাং সর্গাত্যাং বিষদহনপুঞ্জৌবমসৃজ,-
স্করদ্যোমাকারং তদনু কুপিতো দক্ষিণভবাং ॥
বিনিস্ত্রান্তা কণাদ্রবশিরসি শস্তোভগবতঃ,
সংগ্রামস্থা দেবী চরণযুগলানুকৃতমহী ।
স্বতা দেবৈঃ সর্পৈস্তদনু ভগবঃ প্রেরিতমতিঃ,
অবাভা তংসৈন্তং দিতিজনিহতং তচ্চ কুধিরম্ ॥
জবাসানুন্নং তদ্রবশিরসি সংকর্দমমলং,
ততঃ স্রুকো দৈত্যানুদপি যুধে শুকরুধিরঃ ।
তলাবাতৈর্বোরেবরশনিসদৃশৈর্জানু-চরণৈ,-
র্নৈবৈবত্রাকারৈর্মুখভুজশিরোভিঃ গিরিশম্ ॥ ১০৪

হইয়া উঠিল যখন পল্লপতি কর্তৃক নিহত
সৈন্ত হইতে ক্ষতজন্ত মাংস নির্গত ও অত্যাধিক
রক্তবিন্দু দ্বারা অপর সৈন্ত সকল উৎপন্ন হইতে
লাগিল, তখন পিনাকী বিষ্ণুর সহিত যোগ
করিয়া, নন্দাকে আহ্বান করিলেন ও তাঁহা-
দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া বিকৃত-বদনশালী,
ভয়ানক ও অজিত স্তরূপ ধারণ করিলেন । তৎ-
কালে তাহার ভুজলতা দ্বারা দিম্বাওল আক্রান্ত
হইল ; ভুজগতুল্য বদনশালী লোমসমূহও নির্গত
হইয়া, সেইরূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল ।
অনন্তর তিনি বৃপিত হইয়া, দক্ষিণাঙ্গ হইতে
সর্পদ্বয় সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা হইতে বিষ ও
দহনপুত্র নিষ্কাশন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে
ভগবান্ শম্বর কর্ণদেশ হইতে দেবী নির্গতা
হইলেন, তাহার চরণযুগল দ্বারা পৃথিবী অলঙ্কৃত
হইল । দেবগণও সমবেত হইয়া তাঁহার স্তব
করিতে লাগিলেন । অনন্তর ক্ষুধার্তা দেবী ভগ-
বান্ শম্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই দানব-সৈন্ত
ও তাহাদিগের শোণিত সকল ভক্ষণ করিতে
লাগিলেন । দানবরাজ একমাত্র অবশিষ্ট
রহিল ; তাহার দেহে শোণিতের বিন্দুমাত্র

॥ १ ॥
 ॥ २ ॥
 ॥ ३ ॥
 ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥
 ॥ ६ ॥
 ॥ ७ ॥
 ॥ ८ ॥
 ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥
 ॥ ११ ॥
 ॥ १२ ॥
 ॥ १३ ॥
 ॥ १४ ॥
 ॥ १५ ॥
 ॥ १६ ॥
 ॥ १७ ॥
 ॥ १८ ॥
 ॥ १९ ॥
 ॥ २० ॥
 ॥ २१ ॥
 ॥ २२ ॥
 ॥ २३ ॥
 ॥ २४ ॥
 ॥ २५ ॥
 ॥ २६ ॥
 ॥ २७ ॥
 ॥ २८ ॥
 ॥ २९ ॥
 ॥ ३० ॥
 ॥ ३१ ॥
 ॥ ३२ ॥
 ॥ ३३ ॥
 ॥ ३४ ॥
 ॥ ३५ ॥
 ॥ ३६ ॥
 ॥ ३७ ॥
 ॥ ३८ ॥
 ॥ ३९ ॥
 ॥ ४० ॥
 ॥ ४१ ॥
 ॥ ४२ ॥
 ॥ ४३ ॥
 ॥ ४४ ॥
 ॥ ४५ ॥
 ॥ ४६ ॥
 ॥ ४७ ॥
 ॥ ४८ ॥
 ॥ ४९ ॥
 ॥ ५० ॥
 ॥ ५१ ॥
 ॥ ५२ ॥
 ॥ ५३ ॥
 ॥ ५४ ॥
 ॥ ५५ ॥
 ॥ ५६ ॥
 ॥ ५७ ॥
 ॥ ५८ ॥
 ॥ ५९ ॥
 ॥ ६० ॥
 ॥ ६१ ॥
 ॥ ६२ ॥
 ॥ ६३ ॥
 ॥ ६४ ॥
 ॥ ६५ ॥
 ॥ ६६ ॥
 ॥ ६७ ॥
 ॥ ६८ ॥
 ॥ ६९ ॥
 ॥ ७० ॥
 ॥ ७१ ॥
 ॥ ७२ ॥
 ॥ ७३ ॥
 ॥ ७४ ॥
 ॥ ७५ ॥
 ॥ ७६ ॥
 ॥ ७७ ॥
 ॥ ७८ ॥
 ॥ ७९ ॥
 ॥ ८० ॥
 ॥ ८१ ॥
 ॥ ८२ ॥
 ॥ ८३ ॥
 ॥ ८४ ॥
 ॥ ८५ ॥
 ॥ ८६ ॥
 ॥ ८७ ॥
 ॥ ८८ ॥
 ॥ ८९ ॥
 ॥ ९० ॥
 ॥ ९१ ॥
 ॥ ९२ ॥
 ॥ ९३ ॥
 ॥ ९४ ॥
 ॥ ९५ ॥
 ॥ ९६ ॥
 ॥ ९७ ॥
 ॥ ९८ ॥
 ॥ ९९ ॥
 ॥ १०० ॥

[illegible]

SECRET

पञ्चमोऽध्यायः

43 '55

ଶ୍ରୀମତୀ ସାମିତି ଛାତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
 ବା'ସ' ମହାବଳୀପୁରୀ: ଶ୍ରୀମତୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
 ମୁଦ୍ରା ଓଡ଼ିଆ

[illegible]

• ३४५

‘सुखं न दुःखं च न संशयः न शोकः न क्षयः॥

पञ्चमः सर्गः

[illegible]

ক্রমা সত্রে পারীক্ষিতস্ত তু ॥ ৭

ব্যাস উবাচ ।

সংগ্রামে তুবারশশিশীভলাম্ ।
সং বিভক্তকিত্তিপুত্রারিণা ॥ ৮
লৌঃ সর্ষসিদ্ধিপ্রদাঃ শিবাম্ ।
বিদ্যাং পারম্পর্যক্রমংগতাম্ ॥ ৯
দেবেশায় সুরাসুরনমস্কৃতায় ভূত-
হরিণিসললোচনায় বলায় বুদ্ধি-
স্ববসনচ্ছদায়ারণ্যায় ত্রৈলোকা-
হরায় হরিনেত্রায় যুগান্তকর-
ণেশায় লোকশত্বে লোকপালায়
হাহস্তায় শূলিনে মহাদর্শি ধ্বনে
গলায় কালরূপিনে নীলগ্রীবায়
শাখাক্ষায় সর্ষাস্থনে সর্ষভাবনায়
য যত্নদাতায় * পারিষাত্তমুদ্রতায়
দাতায় পশুপত্রেহব্যায় শূল-
তবে হরয়ে জটিনে মুণ্ডিনে শিখ-
ম মহাযশসে ভূতেশ্বরায় শুভা-
পণবতপতেহমরায় দর্শনীয়ায়
শাশানচারিণে ভগবতে উমা-
মায় ভগমাক্ষিপাতিনে পুষ্পো-
কলে পাশহস্তায় প্রলয়কাল-
হতবে মুনয়ে দীপ্তায় বিশাম্পত্রে
কায় চতুর্ধকায় লোকসন্তমায়

বণ করিয়া, জিজ্ঞাসিত বিষয়
পে বর্ণন করিতে লাগিলেন ।
সেই মহাযুদ্ধে ত্রিপুরারি বধন
করিয়াছিলেন, তখন ভার্গব
রায় শীতল, তাপনিবারিনী ও
প করিতেছিলেন । তজ্জন্ত
যে তাঁহার বিনাশ ঘটে নাই ।
যে বিদ্যাকলে রক্ষা পাইয়া
মৃত্যু-প্রশমনী ও সিদ্ধিদায়িনী
টাকে পারম্পর্যক্রমে অবগত
কটে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ

উ কচিং পাঠান্তরম্ ।

বামনায় বামনেশ্বায় বাগদাক্ষিপায় বামতোভিক্বে
ভিক্ষুরূপিনে জটিনে সস্রংজটিলায় শক্রহস্ত-
প্রতিষ্টস্তকায় বহ্ননাং শুভকায় ঋতবে ঋতু-
কারায় কালায় মেধাবিনে মধুকরায়চলায় বান-
স্পত্যায় বাজসনে নিত্যমাশ্রমপূজিতায় জগদ্ধাত্রে
জগৎকলে পুরুষায় শান্তায় প্রবায় ধর্ম্মাধ্যক্ষায়
ত্রিবর্ষনে ভূতভাবনায় ত্রিনেত্রায় বহুরূপায়
স্ব্যায়ুতসমপ্রভায় দেবায় দেবাভিদেবায় চন্দ্রা-
ক্ষিত্তভায় নভকায় লাসকায় পূর্বেন্দুসদৃশাননায়
ত্রক্ষণায় শরণ্যায় সর্ষদেবময়ায় সর্ষতুর্ধানিনা-
দিনে সর্ষবক্রমোচনায় বন্ধনায় সর্ষধারিণে
ধম্মোত্তমায় পুষ্পদন্তায় পিতাগায় মুখ্যায় সর্ষ-
হরায় হিরণ্যশ্রবসে দারিণে ভৌমায় ভৌমপরা-
ক্রমায় ও নমো নমঃ ॥ ১০

ব্যাস উবাচ ।

ইমং মহাবরঃ জপ্তা শুকো জঠরপঙ্করাং ।
নিষ্করাষ্টো লিঙ্গমার্গেণ শস্তোঃ শুক্রমিবোংকটম্
গৌধ্যাঃ গহীতঃ পুত্রার্থং ততো বিদ্যেশ্বরঃ কৃতঃ ।
অক্ষরশ্যামরঃ শ্রীমান্ দ্বিতীয় ইব শঙ্করঃ ॥ ১২
ত্রিভিবর্ষসহস্রৈশ্চ সমতীতৈর্মহীভলে ।
মহেশ্বরঃ পুনর্জাতঃ শুক্রে বেদনির্বিম্বিনিঃ ॥ ১৩

ব্যাস উবাচ ।

দদর্শ শ্লে সংস্কং ধ্যায়ন্তং পরমেশ্বরম্ ।

কর । * দেতা-শুব শুক্র এই মন্ত্র জপ করিয়া
শঙ্কর জঠর-পঙ্কর হইতে, উৎকট রেতের জ্বায়
লিঙ্গমার্গ দ্বারা নির্গত হইলেন । ১—১১ ।
গৌরী তাঁহাকে পুত্রার্থে গ্রহণ করিলেন । অনন্তর
তিনি গৌরীর প্রসাদে অধিনশ্বেই মৃতসঞ্জীবনী
প্রভৃতি সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন ।
এইরূপে বহুদিন অতীত হইল । তিন সহস্র
বৎসর অতীত হইলে, সেই বেদনিধি শুক্র
পুনর্জাত মহেশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন
এবং কস্বরহিত ও অমর হইয়া দ্বিতীয় শঙ্করের
জ্বায় বিরাজ করিতে লাগিলেন । ব্যাস বলিলেন,

* মন্ত্র বা তদর্থ প্রকাশ করা অসুচিত,
অতএব মূলে দ্রষ্টব্য । অনুবাদক ।

[illegible][illegible]

রাইত্বং মহাদৈত্যোত্তমসত্তম ॥ ৩২
 স্তি যচ্চ পুণ্যকলাং তব ।
 স্ত্রুতেনাচ্চ তব নির্বৃতিঃ ॥ ৩৩
 প্রাহ বেপমানঃ কৃতাজলিঃ ।
 ৥ কৃত্য ভগবন্তুমুপতিম্ ॥ ৩৪
 ভোহসি দীনে দীনপদাকরঃ ।
 ৥ চা মধা পূর্নং বদাজিরে ॥ ৩৫
 বিমুক্ত্যঃ কস্য লোকেসু গর্হিতম্ ।
 ৥ তং সর্কং কামদোষাং কৃতং ময়ঃ
 তি হৃষ্টং যং তং তন্ননসি মা কৃথাঃ
 ৥ কাথ্য কপনস্ত বিশেষতঃ ।
 ৥ ক্রুস্ত ভবিত নিত্যমেব হি ॥ ৩৬
 মহাদৈব কপনো দুঃখিতো ভূশম্ ।
 ৥ ভক্তিযুক্তো রচিতোহসং মমাজলিঃ

১৪ পূর্ণ করিয়া থাকি । আমার
 ভূমিই বন্দ্যের উপযুক্ত পাত্র,
 কিন্তু কোনও ব্যক্তি এরূপ করে
 না; অতএব তুমি বাহ্য
 হবে, তাহাই দান করিব। হে
 তুমি এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলেও
 সের প্রাণ ধারণ করিহ। যে পুণ্য
 রিগাছ, তদ্বারাই তুমি চিরস্থায়ী
 বরাজ, মহেশ্বরের এইরূপ বাক্য
 মানুস্য ভূমিতে সংস্থাপিত করিল
 ইয়া, কম্পমান-কলেবরে গ্রাহকে
 ১—হে ভগবন্! আমি পূর্বে
 হইয়া আপনাকে জানিতে না
 ত্রে লোকগর্হিত যে সকল কটু-
 করিয়াছি ও কাম-দোষে দূষিত
 র প্রতি যে সকল হৃষ্ট-বাক্য
 গাছিলাম, সে সকল মনে
 রাখুগণ হৃদিত ব্যক্তির উপর
 কেন; কপন দীন ও মহা-
 শবতঃ দগার পাত্র। হে
 কল অপরাধ মার্জনা করুন,
 হি কপন, হৃদিত ও আপনার
 উদ্ধার না করিলে আপনার

ইহং দেবী জগন্মাতা পরিতুষ্টা মমোপরি ।
 ক্রোধং বিহায় সকলং প্রসন্নামাং নিরীকতু ॥ ৩৭
 কাস্তাঃ ক্রোধঃ ক কপনো দৈত্যোহহং চন্দ্রশেখর
 ২ ভবন পরমোদারঃ কামেন বিবলীকৃতঃ ।
 কাম-ক্রোধাদিভির্দৌর্মৈর্জরসা মুহূনা তথা ॥ ৪০
 ভয়ং তে বীরকঃ পুত্রো যুদ্ধশৌণ্ডো মহাবলঃ ।
 কপনং মাং সমালক্ষ্য মা মন্যাবশমবগ্নাঃ ॥ ৪১
 ভবেয়ং মা পুনর্দেবি নির্লজ্জো ধর্মবর্জিতঃ ।
 স্ত্রামহং বীরকেণাপি তুল্যন্তে বল্লভঃ সূতঃ ॥ ৪২
 তুমারহারনীতাং শ-শঙ্কুন্দেদুর্বভাক্ ।
 পাশ্চাত্যং পার্শ্বতীং নিত্যং মাতরং গুরুগৌরবাং ॥
 নিত্যং ভবদ্যাং তক্তন্ত নির্দৈবো দৈবতৈঃ সহ ।
 পনিবসেয়ং গণৈঃ সার্কং শাস্ত্রাস্তা যোগচিন্তকঃ ॥ ৪৪

নাম কলঙ্কিত হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া
 কাথ্য করিবেন ২১—৩৮ । জগতের মাতৃ-
 স্বরূপা পার্শ্বতী দেবীও আমার উপর ক্রোধ
 পরিত্যাগ করুন এবং প্রসন্ন হইয়া, কপা-
 কটাক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি
 আপনাদিগের ক্রোধের উপযুক্ত পাত্র নহি,
 সমকক্ষ ব্যক্তির উপরই ক্রোধ করা বিধেয়।
 আমি অতি নিকৃষ্ট, আপনি অত্যন্ত উদার ও
 কামবর্জিত। দেবীও সর্কগুণালঙ্কৃত। সূত্রাং
 আপনাদিগের সহিত আমার তুলনা কোনরূপে
 হইতে পারে না। আমার উপর মন্যাবশ
 হইবেন না, আমি কদাচ পুনর্কবার এরূপ গর্হিত
 কাথ্য করিব না। কাম-ক্রোধাদি-বর্জিত, অরা-
 মৃত্যু-রহিত, সংগ্রামদক্ষ, মহাবলশালী বীরক
 স্বরূপ আপনাদিগের প্রিয়পুত্র-স্থানীয়, আমিও
 সেইরূপ আপনাদিগের পুত্রস্থানীয় হইতে ইচ্ছা
 করি। আমার শরীরও তুমার, মুক্তাহার,
 নীতাং, শঙ্ক ও কুন্দের শ্রায় বেতন্ত লাভ
 করুক; নেত্রদ্বয়ও প্রত্যহ পার্শ্বতী দেবীর
 চরণামুজ সন্মর্শন করিয়া আপনার জন্ম সকল
 করুক। মাতৃ-স্বরূপা পার্শ্বতীকেও যেন
 গুরু শ্রায় গৌরবসহকারে প্রত্যহ সন্ম-
 র্শন করিতে পারি। আমার আশ্রা শাস্তি-
 গুণশালী হইয়া যোগচিন্তায় নিরত হউক

বা স্নেহের পূজাতিং বিকৃত্যং দাম্বোত্তমাম্ ৷০০৮

এতাবচ্ছদা বচনং দেভোহো মৌনমাহিতঃ ।

খ্যাক্তিলোচনং দেবং পার্শ্বতীং প্রেক্ষ্য মাভয়ম্

ভক্তো বৃষ্টে ক্রতুং প্রসন্নোমৈব চক্ষুযা ।

স্বভবান্ পূৰ্ণকৃত্যম্ভবানো অথ চাকৃতম্ ৷ ১৭

ভবিন মৃত্যে চ কৃত্যে ততঃ পূৰ্ণমেনোবচঃ ।

এতমা মাতাপিতরৌ কৃত্যকৃত্যোহভবঃ ততঃ ৷০৮

পার্কীতা বৃদ্ধাপাতঃ শব্দেণ চ বীমতা ।

বখ্যক্তিমিত্ত নেতে তুষ্টিবলেপুশেবদ্য ৷ ১৯

এতবঃ সৰ্গমাধ্যাত্মকত পূজাতম্

মৃত্যুকক কথিতং মদ্য মৃত্যুকিন্মনম্

পটীতব্যঃ প্রকৃত্য সৰ্গকামলপ্রম্ ৷ ২০

ইতি শ্রীশিব মহাপুৰাণে শঙ্করোক্তিত্যামকক-

সিদ্ধিৰ্ভব পৰমোহধায়ঃ ৷ ১

এবং আপমানিগের, দেবতানিগের ও ঐশ্বর্য-
বিশেষের সত্যিত বেন নিম্নোক্তচিত্রে প্রত্যহ বাস
করিতে পারি। বিকৃত্যং দাম্বোত্তমাম্ এই বেন
কৃত্যপুৰে অবস্থিত নং ১৭। দাম্বোত্তম এই
পটীত বসিত মৌনকলম কটিল এবং
পার্কীতা ও মহাকলকে একমনে ধ্যান করিতে
লাগিল। অনন্তর কৃত্যেব পূৰ্ণকৃত্যকে প্রসন্ন-
মেত্র হইয়া সৰ্গকাম করিমামে পূৰ্ণকৃত্য সকল
ও আপমান অকৃত্য জন্ম তাতার কৃত্যপুৰে উদ্ভিত
হইল। অনন্তর সেই সকল কৃত্যকৃত্য মৃত
হইলে পর, বসেবদ্যের মসেব পূৰ্ণ হইল।
জিসি মাত ও পিতৃবংশ পার্কীতা ও পরমেশ্বরকে
প্রণাম করিত, কৃত্যকৃত্য মাত করিলেন এবং
পার্কীতা ও বীমতা শব্দে কটুক মতকলমে
আমাত হইয়া, সত্যই চমকেবদ্যের প্রসন্ন
অটীতসকল মাত করিলেন। জোমানিগের
শিবই অতকাহকের পূজাতম কৃত্য সকল বর্ণন
করিলেন। মৃত্যুকিন্মন মৃত্যুক মত ও বর্ণিত
হইল, মদ্য মৃত্যুক পটীত হইলে, কামল
সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। ০৯—১০।

শিবপূজাপন সমাপ্ত ৷ ১ ৷

মটৌহধায়ঃ

মুনঃ উবাচ

পতিব্রতা নিতামশেষধাতৌ

সত্যবতা সাপি তপোহিত

কিমাস্তনে বৃক্ষসিদ্ধি কশক

পৌরীঃ পবঃ পানতি মৃত্যু

আচক সৰ্গঃ সমনোমতঃ

কালী সত্যী পৌরবতাঃ প্রম

প্রমদমতঃ কৃত এত বঃ

মিতঃ যবঃ পূজাতমঃ চিত্ত

মত উবাচ

বখ্যাক্ত দেব চ মত চ মত চ মত

মতঃ মত চ মত মতমতঃ

ভবাক্ত ভব চ মত চ মত চ মত

ভবাক্ত ভব চ মত মতমতঃ

মৃত্যুকপঃ মনতকঃ

মৃত্যুকপঃ মনতকঃ

মটৌহধায়ঃ

মুনী সকল বসিলেন—পতি
জীবের ধাতৌহিত্য, সত্যবতী
কিত সেই ভববতী পার্কীতা পৌ
আপনকে এক করিতে পারেন নই
কট বঃ ভববতী মত ততঃ ই
কতিবাক্তিলেন। এই সকল বিব
মত আমেন, ততঃ মতমতঃ
কতম সত্যীকৃত্যমতঃ ও পৌ
কালী প্রমদঃ মতমতঃ, ততঃ
মত পূজাতম ইঃ মতমতঃ
মত করিয়াছি মতঃ মতমতঃ
মতমতঃ মত চ মতমতঃ
মতঃ মতঃ ও মতমতঃ
মতঃ মতঃ, ততঃ মতঃ
মতঃ মতঃ, ততঃ মতঃ
সকল কত, ততঃ মতঃ, ততঃ
মতঃ মতঃ (মতঃ) মতঃ
মতঃ মতঃ মতঃ মতঃ

চন্দ্রবীৰ্য্য নিরীক্ষা
লাচিয়লয়ে কৃতঃ ॥ ৪
তো মারশিলীমুখৈস্ত
প্রোহভিত্তাস্তায়া
স্বৰ্গমরীচিকোটি-
শ্চ তপ এব চক্রে ॥ ৫
তন্ত সুনিশ্চয়েন
নো মমতাবিহীনঃ ।
প্রতিঃ তমুবাচ দেবঃ
পদ্মপলাশকাণ্ডিঃ ॥ ৬
তং তপ আশ্রিতং তে
ধোরং কথয়স্ব সৰ্ব্বম্ ।
১২ তদ্বচনং হি তস্মৈ
ব্রবীদ্ধাননিমীলিতাক্ষঃ ॥ ৭
মে ভবতু প্রসূতৌ
বা বৈ হি মমাক্ষ বক্ষঃ ।

দানও সময়ে কৃতস্ব করুনামা
ন অবস্থিত হইয়া, চাকরুপা,
স গজরাজের স্থায় প্রতিমীলা
দায়ণীকে দর্শন করিয়াছিল।
প্রিয়ামাত্র তাহার হৃদয় কাম-
ল; আর সে বৈধব্যবলম্বন
না। কি উপায়ে তাঁহাকে প্রাপ্ত
ই তাহার বলবতী হইয়া উঠিল।
৭: সেই দানব স্বর্গ-মরীচি
ইলেও দাক্ষায়ণীর লাভ-কাম-
র তপস্বী করিয়াছিল। তৎ-
কালে তাহার মমতা ছিল না।
আর নিবন্ধন পাষাণের স্থায়
হইয়াছিল। অনন্তর কোনও
। স্থায় কাঙ্ক্ষাশালী ভগবান্
হইয়া তাহাকে বলিলেন,—
মি কি নিমিত্ত এইরূপ ঘোর
রিতেছ, সে সকল আমার
সংগত করিও না। দৈত্য-
কি প্রাণ করিয়া বলিতে
যায় তদন্তরং প্রাণ বক্ষঃ

মা মেহন্ত মৃত্যু কথিতাং তু দেবাং
স্বীনাং সকাশাধিত্তিয়াং ন জাতু ॥ ৮
মুগ্ধাঃ স্ত্রিয়স্তবলাঃ শৈথিল্যৈধ্বাঃ
পরাক্রমে শৌর্য্যমুর্ধ্বাধীনঃ ।
এবং কুরোর্বচমিমাং নিশম্য
স জাতহাসো ভগবানুবাচ ॥ ৯
নৈতং সত্যং ত্রিষু লোকেষু দৈত্য
মূর্খতা শঙ্করোপা নিত্যম্ ।
ভগবাতঃ পার্শ্বতী লোকপূজ্য
কালত্রয়ে কুত্রচিদপ্যনার্য্য ॥ ১০
সুসংপ্রাপ্য চেৎ সা ভবিষ্যৎসুশস্তো-
র্ন শঙ্করোহুগ্ধাং ললনাং গমিষ্যান্ ।
ন জাহুবীং শিরসা ধারয়িষ্যান্-
ন চেন্দুলেখামথবাপি সঙ্ক্যাম্ ॥ ১১
নানাস্থিষ্যংগাটশ্চৈতরনৈকৈ-
র্নারাধয়িষ্যান্ বিবিধৈরুপায়ৈঃ ।

নিমীলিত হইয়াছিল। দাক্ষায়ণী হৃষ্টচিত্তে
আমার ভাষণে স্বীকার করুন। মহাদেব যেন
চিরদিনের জন্য আমার বশ থাকেন। দেবগণ
কষ্ট হইলেও যেন আমার কোনরূপ অনিষ্ট
করিতে না পারেন এবং স্ত্রীদিগের নিকট
কদাচ ভীত না হই। স্ত্রী সকল অত্যন্ত মুগ্ধ
ও বলহীন, ইহাদিগের ধৈর্যের স্থিরতা নাই ও
পরাক্রম প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই।
ইহারা একবারে বীৰ্য্যহীন, ইহা বলিলেও
অত্যাধিক হয় না। পদ্মবোনি করুণ এইরূপ
বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে
লাগিলেন,—রে অনাথ্য দানব! তোমার প্রার্থনা
কখনও ফলবতী হইবে না। কারণ পার্শ্বতী দেবী
ভগবতের মাতঙ্গরূপা এবং লোকত্রয় ও কাল-
ত্রয়ে পূজ্য। ভগবান্ শঙ্করও অনাগ্রাসে তাঁহাকে
লাভ করিতে পারেন নাই। ১—১০। ভগবান্
শত্বে যদি অনাগ্রাসে পার্শ্বতীকে লাভ করিতে
পারিতেন, তাহা হইলে তিনি কি অপর স্ত্রীতে
উপগত হইতেন না এবং জাহুবী, ইন্দুলেখা ও
মধ্যা দেবীকে মস্তক দ্বারা ধারণ করিতেন না।
পার্শ্বতীর হৃদয়বলবতী তিনি সর্বদা তাঁহার

ଉନ୍ନାମନଂ ମହା ବ୍ରାହ୍ମଣୋକ୍ତିଃ
 କ୍ରୌଢ଼ାଂ ମ ଚେକ୍ଷାଂବିତୁଂ ଡେ ଯନୋକ୍ତମ୍ । ୧୨
 ମହାବ୍ରାହ୍ମଣୀୟମ୍ ପଞ୍ଚମେଷାଂ
 ତାଂ ଶ୍ରୀବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟାୟାଂ ଚିନ୍ତିତଂ
 ଉତ୍ତମେଷାଂ ବା ହିମାଚାଂ କାଳବ୍ରାହ୍ମଣୀଂ
 କଳ୍ୟାଣୀଂ ବା ତ୍ରିପୁରାବିମୁକ୍ତମ୍ । ୧୩
 ଏତାବଦ୍ଦତ୍ତଂ ବଚନଂ ମହାତ୍ମା
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପତିର୍ବ୍ୟାସଚରୋ ବହୁବ ।
 ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେନାହାସି ମତୋହରୀ ନାମ୍ନା
 ଚକ୍ରେ ଚକ୍ରାନ୍ତଃ ଉପାଂ ଶୁଭୋମୟ । ୧୪
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
 କଳ୍ୟାଣୀନାଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
 କଳ୍ୟାଣୀନାଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
 କଳ୍ୟାଣୀନାଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
 କଳ୍ୟାଣୀନାଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ । ୧୫

যদি কেবল অনুসরণ করিয়া থাকেন এমনি তিনি
(মহেশ্বর) নামাধিয্য হই সন্ধ্যাকৈ বিবিধ উপায়
মতল অবলম্বন করিয়া গ্রীষ্ম-বাতা হইয়া প্রকৃত
কল্পিতম ন। অতএব উক্তরূপ বস-প্রাথন
হইতে বিরত হইয়া বসন কর। যদি ভোমস
মুখ দিতে শীতিলার উচ্চা থাকে, ততঃ হইলে
অঙ্গদ্বাখিধের সহিত জৌড়া কর। উক্তরূপ
কাজ আর যুখে আনিও ন। কিংবা যদি
কর্তি বেতল বসনাত-সেহেত আতাই হইয়া
এককালে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত অত্যন্ত
দুঃখসহকারে কালব্যাপন করে, তদ্বিধে সেইরূপ
পার্বতী-সেহেত আতাই হইয়া তবাব বসন করত
এককালে তাহারক লক্ষ্যনি কর এবং তদন্তর
মহেশ্বরকে তবাব লক্ষ্য করিয়া কালদ্বাত্রি-বহুস
পার্বতীসেবীর লাত-প্রত্যাপন বিরত হও
যদ্যাতা প্রোক্ষপতি উক্তরূপ বাতা বলিয়া
আকাশমার্গে উপিত হইলেন। অমতর
তদবাস প্রোক্ষপতি বসন করিলে পর, বসনোপ
সহক সেই স্থানে তাহার তলতা করিতে
লাগিল। তাহায্য বসনপারিত বসন-
প্রোক্ষ তাহারি পাত বহু হইতে পানিল।
তদন্তর তাহারি পাত বহু হইতে পানিল।
তদন্তর তাহারি পাত বহু হইতে পানিল।

[illegible]

(মেশ) স্ত্রী পলায়ন করিলেন হস্ত
 মেঘী সাতারিত দিগন্ত করিলেন
 নির্মিত পলায়ন করিলেন
 প্রান্তর হস্ত নিদ্রা করন এক দিগ
 স্থান করিলে স্থান করন করিলে
 প্রান্তর করন নিদ্রা করন
 মেঘের পলায়ন করিলে
 করিলে সাতারিত দিগন্ত
 করন এই করন নামক করন
 করিলে সাতারিত করিলে এই করন
 আচরণ করিলে করিলে
 দিগন্ত করন করন করিলে
 আমি এই দিগন্ত করন
 করিলে সাতারিত করন
 প্রতিবিধান করিলে করন
 করিলে অতি দীর্ঘ প্রান্তর
 আমি তোমার নিকটে করিলে
 করিলে করন করন করন
 দিগন্ত করন ও করিলে করন
 করিলে করন করন করন

১৭ গচ্ছ কুরু বনস্থং
গৌরী তমপীহ শক্ত্যা ।
১৮ সা বচনং নিশয়া
গৌরী চকিতা তদাত্তং ॥ ২০
১৯ সাপি বনং জগাম
নাগমহেজ্জকল্পম্ ।
২০ গুরুমুষ্টিষাঠে-
বেষ্টিতপাত্রাষ্টম্ ॥ ২১
তন তু লিপ্তপাত্রং
হং সুবিদারিতাম্
তং নিম্বান যোব-
হ্নকটিস্থল চ ॥ ২২
২৩ চ সিক্তকেশী
বৈকৃতিকা বভূব ।
২৪ রশতানি কৃত্বা
২৫ দানবসন্তমজ ॥ ২৬

না। অরুণাস্থিত সেই তাপ-
মন করিয়া অসাধারণ সৌন্দর্য
ক বিমোহিত করিতে চেষ্টা
লে তাহার নিয়ম ভঙ্গ হইবে,
স্বাপেক্ষা অনেকাংশে নান
সেই গৌরী তৎকালে স্বামীর
শ্রবণ করিয়া অসামর্থ্য-শস্য
লেন। ১১—২০। অনন্তর
বিক্যাচলে বাইয়া দেখি-
মদৃশ কোনও হস্তীর সহিত
হ মুষ্টিপ্রহারাদি দ্বারা যোর-
অছে;—কণে কণে সেই
মধ্যেই আত্মগোপন করি-
গাহা দেখিয়া অবলীলাক্রমে
সংহার করিলেন। সেই
জ্যেষ্ঠ-ব্রত-বিলিপ্ত ও আশ্র
ছিল; পার্শ্বতী তাহার চন্দ্র
রূত করিলেন; তখন তাঁহার
সিক্ত হইয়াছিল। উল্লের
সের বিকৃতিও অত্যন্ত অধিক
সেই বন্য-প্রাচীর শত

পাদপ্রহারের মুষ্টিষাঠে-
ইতা কপাটাঙ্গলম্বেব তম্ ।
কৃত্বাটহাসং প্রলম্বাভযোষা
উবাচ তং মৌলিতলোচনস্ত ॥ ২৪
প্রাপ্তাস্মি বদ্যং করণীয়মস্তি
এসাম্হি গৌরী তব কিং করোমি ।
অলং মহাদৈত্য তব অমেঘ
আচক্ষু সর্বং মনসেপ্সিতং তে ॥ ২৫
দৈত্যেন্দ্র কিং ত্বং তপসা কুতেন
তং তং কুরুবাদ্য মনোরথস্ত ।
দংষ্ট্রকবালামথ তং স দৃষ্ট্বা
সংহৃষ্টরোমা পতিতো ধরণ্যাম্ ॥ ২৬
বর্গ্যং গৃহীত্বাপ্যথ তামুবাচ
গৌরী চ ন ত্বং ব্রজ কালরাত্রি ।

শত হস্তার করিয়া দানবরাজের গুহাসমীপে
উপস্থিত হইলেন এবং পাদপ্রহার ও মুষ্টিষাঠ
দ্বারা তাহার কপাটাঙ্গল ভঙ্গ করিয়া, প্রলম্ব-
কালীন মেঘের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে হস্ত
করিতে লাগিলেন এবং দানবরাজের নেত্রদ্বয়
তাহা দর্শন করিবামাত্র মুদ্রিত হইলে পর,
তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র!
তুমি এককাল যাহার প্রাপ্তি কামনায় কঠোর
তপস্যা আচরণ করিতেছিলে, আমি সেই
গৌরী তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি,
তোমার যে সকল কর্তব্য কার্য আছে, তাহা
আদেশ কর, আমি তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন
করিব। তোমার আর পরিশ্রম করিবার
প্রয়োজন নাই, অভিলষিত সকল ব্যক্ত কর,
সঙ্কোচ করিও না। হে দানবেন্দ্র! তুমি আর
অধিক তপস্যা করিয়া কি করিবে? শ্রেষ্ঠ
মনোরথের সকলতা সম্পাদন কর। অনন্তর
দৈত্যরাজ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নেত্রদ্বয়
উন্মোচিত করিল ও তাহুদী দেবীকে দর্শন
করিবামাত্র সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিভূমে নিপ-
তিত হইল। কিয়ৎপরে বৈদ্যাবলম্বন করিয়া
দেবীকে বলিতে লাগিল,—হে কালরাত্রি-
পিণি! তোমার আকারে যেমন কণা দেখি

স্বিত্তা প্রবিভূতমায়ী
দার্দণ্ডশতৈরনৈকৈঃ ॥ ৩৫
কারাদুতদর্শনেন
মায়ানতগহিভেন ।
মায়ী কুপিভূত কুর্কন
তানুকৃতিং স দৈত্যঃ ॥ ৩৬
রাশি পতঙ্গিলোকৌ-
লাকাদি সমস্তমেতং ।
স্বর্গমগাং কপেন
পাতালতলং সমগ্রম্ ॥ ৩৭
দাস্তং জগদগ্রমেয়ো
স্রাস্তথ বকনর্থম্ ।
বিম্বা গিরিরাজকন্যা
তঃ সুলমতীব রূপম্ ॥ ৩৮
পার্ক্যুতিমপ্রমাণং
স্রাস্তবিক্রমস্ত ।
কুতুপি চণ্ডিকায়া
রজস্ত পিতামহেন ॥ ৩৯
জাতো ন জনিষ্যতে বা
স্তি প্রমাণবস্তা ।

শতাক্ষর ও অদুত-দর্শনশালী
সহিত ষোড়শ যুগ করিতে
তর মায়াবী সেই দানব তদর্শনে
হৈল ও প্রচণ্ড বায়ুর অনুকরণ
কি পর্যন্ত সমস্ত ত্রিলোকীতে
গমন করিতে লাগিল; পুনর্বার
গমন করিল এবং কখনকাল
পাতালতলে গমন করিল ।
সেই দানব, গৌরীর বকনা
শ্রবণে এই জগতের চতুর্দিকে
লাগিল । পার্ক্যুতিও অত্যন্ত
দৈর্ঘ্যে ধরিবার নিমিত্ত অতিশয়
ক্লিষ্ট । তাঁহার বিক্রম অত্যন্ত
শিখর একালকালীন সূর্যের
গমনও ব্যক্তি তাঁহার প্রমাণের
পাইব নাহি; তদবস্থান পিতামহও
পিতৃ পরিচয় করিতে অক্ষম

ব্রহ্মাণ্ডমেতদ্বদরাণ্ডকজং
যত্রাস্তরস্বং কণবদ্বিভাতি ॥ ৪০
অনন্ত-রুদ্রাদি-শিবাদিসংখ্যে
জগত্রে বদনাত্তর্নিনীনে ।
স্বিত্তা পতিং দৈত্যবরস্ত তস্ত
পদাং পদং পদমশক্ত আসীং ॥ ৪১
গৌরী ভাতো দৈত্যবরো বিমুঢ়ো
ভূজৈগ হীরা শির উচ্চকর্ত্ত ।
নখাক্ষরৈর্বজ্রময়ৈস্ত্রলভিঃ
সদেহমত্যদুতচণ্ডবীৰ্য্যঃ ॥ ৪২
আচ্ছাদয়ামাস রিপৌঞ্চ কুত্বা
বস্ত্রাশ্চ কুংসক নিকৃত্য দেবী ।
দৈত্যেন রক্তেন সবুদ্বদেন
বাস্তং শিরাজালশতৈস্ত বস্তং ॥ ৪৩
সবুদ্বদং সোমমতীব হৃদ্যং
সমুদ্রা মাংসানি চ তানি গৌরী ।

হইয়াছিলেন । ২১—৩৯ । যে ব্যক্তি সেই
সমগ্র-রূপের পরিমাণ নির্দেশ করিতে পারে,
তদংশ ব্যক্তি ইহ জগতে জয়গ্রহণ করে নাই ও
করিবে না । এই ব্রহ্মাণ্ড বাহার মধ্যে বদর,
অণ্ড ও কপের গায় দীপ্তি পাইতেছে, এই
জগৎত্রয় বাহার বদন মধ্যে নিনীন
হইলে পর সংহারক রুদ্রাদি ও পালক
শিবাদিও বাহার মধ্যে কপের গায় দীপ্তি
পাইয়া থাকেন, দানবেন্দ্র তাঁহার সমীপে
অবস্থিত হইয়া পদ হইতে পদান্তরও গমন
করিতে সমর্থ হয় নাই । অদুত ও প্রচণ্ড-
বাধাশালী দানবরাজ গৌরী কর্তৃক ভুজ দ্বারা
গৃহীত হইবামাত্র মুচ্ছিত হইয়া পড়িল;
গৌরীও অবসর পাইয়া বজ্রসম্বিত নখাক্ষর দ্বারা
তাহার মস্তকচ্ছেদ করিলেন । অনন্তর দেবী,
দানবরাজের সকল শরীর কৃষ্ণ (চর্ম) দ্বারা
আচ্ছাদিত করিলেন । তাহার দেহ তৎকালে
বুদ্বুদযুক্ত দানবীর রুমির ও শত শত শিরা দ্বারা
ব্যাপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়াছিল । গৌরীও
বুদ্বুদযুক্ত উক ও অত্যন্ত হৃদ্য দানবীর রুমির
ও মাংস সকল ভক্ষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান

পতা একষ্টা তু কপালহস্তা
 দৃষ্টা চ তৎ তাক্ষরূপধারী ॥ ৪৪
 নৈকৈরসংখ্যৈরবিষমায়মনো
 যত্র বিতোহসৌ ভগবান্ পিনাকী
 কপাল্যুমানী ভগবান্ একষ্ট
 উল্লস চালিস্তনমেব চক্রে ॥ ৪৫
 অক্রে চ কৃত্যঃ শনৈঃকৃত্য
 প্ৰলৌ যতাবকুমপি প্রকাময়
 নিবেশিতঃ বসিতব্রজপুষ্টি
 তৎ পদমামসি চ পানমস্তা ॥ ৪৬
 তৎ পীতনিহঃ স্তুতব্রজ প্ৰলৌ চ
 দাত্তানি পাত্রেণ নিবাহ ততঃ
 পদে কুমিথহেতুতমৈতানু ক
 জগদবৈতৈকমূলিশ্রবতঃ ॥ ৪৭
 কৃত্যঃ তত্রাপি চ কতিবাস
 নিমিত্তঃ কালকল্যণকৃত্যঃ
 ততঃ কৌ পদৈঃকৃত্যপুষ্টি
 নিবৃত্ত চক্রে নিবেশনতঃ ॥ ৪৮

মাতঙ্গকৃতিক মহাবিশাল
 বিশাললোলাসুতচাক্ষুণে
 যুগেন্দ্রচম্পাপাখ তদ্ব্যবস্থা
 চকার কটাক্ষ ভগবান পিনাকী
 মাতঙ্গকৃতিক ককৌহলী
 সুপোষ পাশোপিত ততঃ
 দেবী কুবেরোচমুখি চিত্তজ
 প্রায়োদয়ানঃ সখিত সখাভিঃ
 তত্র চক্রে বৈ কবিত্ব নিমিত্তে
 সুপ্রসূতেন্দ্রিয়ম-কমলঃ
 মঙ্গলান্বিতা পুঞ্জিত ব্রহ্মক
 মলোকারক্ষণেন তীব্রব্রহ্ম
 কলঙ্ক তচ্চার্য্য উচ
 পুনঃ পুনঃ কলমসঃ সুব্রহ্ম
 কলী ব্রহ্মমহা ব্রহ্মেন দেবী
 তত্ত্বেন পিত তত্র প্রমুখেন ব্রহ্ম
 কলী ব্রহ্মমহা ব্রহ্মেন দেবী
 তত্ত্বেন পিত তত্র প্রমুখেন ব্রহ্ম

কল্পিলেন, তৎকালে ঠাঁহাব ঘরে নর-কাল-
যয়ে ছিল অসংখ্য-পদ-বেষ্টিত তৎকাল
শিলাকী তৎকাল রূপ দ্বন্দ্ব কাব্য, ঠাঁহাব
এতীকাল যে স্থানে অবস্থিত তাহেইছিলেন
তৎকালী গৌরী গুহাচিহ্নে তৎকাল অগ্নয়ন কল্পি-
লেন তৎকাল শিলাকীও তৎকাল নর-
কল্পি গুহাচিহ্নে উল্লিখিত হইয়া আশ্রিতন কল্পি-
লেন এবং পক্ষীও কল্পক নিবেদিত সেহ স্থান-
বীৰ কল্পি সকল অধেষ্টে সংস্থাপিত কল্পি
ইচ্ছাসময়ে পায় কল্পিতে লাগিলেন অনন্তর
কল্পিগানে যত হইয়া পাৰ্বতীকেও সেই কল্পি
আকর্ষ পায় কল্পাইলেন। আশ্রিত তৎকাল
সেহে স্থিত কল্পি গৌরী গুহাচিহ্নে কল্পি
পুষ্করিণ পায় কল্পিতে লাগিলেন। তৎ-
কালে শিলাকীও সেহ পুষ্করিণে পুষ্করিণে,
শিলা ও দানবগণের কল্পি দ্বারা অধুনিও
কল্পি পায় কল্পি কল্পক-পুষ্করিণে কল্পি
কল্পিগানে সেহ কল্পি পুষ্করিণে লাগিলেন।
কল্পি কল্পি কল্পি ও কল্পক-পুষ্করিণে

পক্ষিত-প্রাপ্তি ২০০০ বৎসর
 চন্দ্র ৬ অতি বিশাল প্রকারে
 কঠিনেন উপদান পিতৃকণ্ডেই
 চন্দ্র ২০০০ কঠিন কঠিনেন নব
 লেন অনন্ত উপদান দ্বিবিধে
 চন্দ্র ২০০০ ২০০০ কঠিন ২০০০
 অক্ষাঙ্কিত কঠিনেন দেবীও
 দ্বিবিধ উপদান ২০০০ কঠিন
 সহিত অনন্তমত করে অধিক কঠিন
 লেন ২০০০ কঠিন সিত
 মাণ্ডল ও কঠিন ২০০০ হইবে
 কঠিনে লিপিলেন ২০০০ দ্বিবিধ
 কঠিনা কঠিনে ২০০০ নিমিত্ত
 আর্থনা কঠিনে লিপিলেন
 কঠিন ২০০০ রূপ পরিভাষ্য
 কঠিন ২০০০ রূপ পরিভাষ্য
 সহিত মানচিত্রে বিহার কঠিন
 ২০০০ দ্বিবিধ কঠিন

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

লোকে লোকে মূলসর্গাদিতো মুনৈ ।
 চ্যবিকঃ সত্য মায়া সাধসেন তু ॥ ১
 ষিকঃ কশিচিদোমেণ স্তনন্দন ।
 যং স্তং স্তং প্রব্রুহি বদতাং বর ॥ ২
 স্তত উবাচ ।
 গুতে লোকে স্ত্রীণামত্যাধিকাঃ সদা ।
 তথা মায়া বদহস্তং শৃণু তং ॥ ৩
 ত্রাণি স্ত্রীণাং পুসামথাপি বা ।
 ভূতানাং নাড়ীনামিতি সংখ্যায়া ।
 ॥ নাড়ী স্ত্রাধিক্যে পর্ভসংস্থিতা ॥ ৪
 রা যস্তাং বিখ্যাতা পর্ভধারিণী ।
 ষ্টৈর্দৈর্দৈর্মায়া বা পুমান নরঃ ॥ ৫

নন্দসহকায়ে কালব্যাপন করিতে
 ১০—৫২

ঐ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

কহিলেন,—হে মুনৈ! এই যে
 । ত প্রথম সৃষ্টি হইতেই শিবাস্তক
 অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষময় । হে সত্য ।
 স হেতু কি বা গুণ ও দোষ হেতু
 ধো প্রধান কে ? হে বাগ্গিশারদ ।
 । স্তনন্দন সংশয় ছেদন কর সত্য
 কে স্ত্রীলোকেরই যে গুণ, দোষ ও
 তাহা প্রত্যক্ষতাই দৃষ্টিগোচর
 । হস্ত, তাহা ব্যক্ত করিতেছি,
 সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বাবতীর
 ছে, সকলের মধ্যেই ঘাসপ্ততি
 হ । তদ্বাধ্যো যে নাড়ী জঘন্তা,
 তা নাড়ী, তাহার মধ্যেই পুরুষ
 সেই নাড়ী থাকতেই স্ত্রীলো-
 । বসিয়া কতিব হন । তথাপি

স্ত্রীভাবেন চ পুস্তাবঃ স্ত্রীপুংসোঃ সঙ্গমে তথা ।
 নিত্যমাচ্ছাদ্যতে লোকে তস্মাদত্যাধিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৬
 ইতিহাসমিমাংস পুণ্যং স্ত্রীণাং মায়াবিভূতিতম্ ।
 অত্রানুরূপং শৃণু মে পুণ্যং শ্রোত্রসুখাবহম্ ॥ ৭
 বাণাসুরপুরে পূর্বে চক্রে দেবাসুরৈঃ সহ ।
 নদীতীরে হরঃ ক্রৌড়াং রম্যো শোণসমাহবয়ে ॥ ৮
 ননুতুর্জহসুঃপি গন্ধর্বাংসরসমুৎথা ।
 জেপুঃ প্রণেমুরানর্জু স্ত্রীপুংসনয় ৮ তম্ ॥ ৯
 ববস্তুঃ প্রমথঃ সর্কো নময়ো জুহবুস্তথা ।
 অযথঃ সিন্ধুসঙ্গাৎ দদন্তঃ শাকরীং রতিম্ ॥ ১০
 কতর্কিকা বিনেস্তুঃ ময়ুঃ পরিপদ্মিনঃ ।
 মাতবোহতিমুখাস্ত্রবিবিনেস্তুঃ বিভীষকাঃ ॥ ১১

মায়া দ্বারা অধিক নহে এবং যখন স্ত্রী ও
 পুরুষের সঙ্গম হইতেই সকলের উৎপত্তি হয়,
 তখন উভয়-নিষ্টতা নিবন্ধন সত্ত্বাত সত্ত্বানে
 স্ত্রী-পুরুষ ভাবের একত্র সমাবেশ থাকে না ;
 অথচ লোকে স্ত্রীলোকেরা নিত্য পুরুষগণ কর্তৃক
 আচ্ছাদিত হয়, স্ত্রীর তাহারাই প্রধান ।
 অতএব এ বিষয়ে একটী ইতিহাস কহিতেছি,
 শ্রবণ করুন : এই ইতিহাসটী স্ত্রীলোকের
 মায়াবিভূতিত, অনুরূপ, পবিত্র ও শ্রোত্রসুখাবহ ।
 পূর্বকালে ভগবান হর বাণাসুর-নগরে দেবতা
 ও অসুরগণের সহিত সমবেত হইয়া, রমণীয়
 শোণ নামক নদের তীরদেশে ক্রৌড়া করিয়া-
 ছিলেন । গন্ধর্ব ও অঙ্গরোগণ তৎকালে
 তথায় আগমন করিয়া নৃত্য ও হাস্য
 করিতে লাগিলেন ; মুনিগণও তাঁহাকে
 প্রণাম ও অর্চনা করিয়া তাঁহার ধ্যান
 ও স্তব কবিত্তে লাগিলেন । প্রমথ সকল
 আপনার অবসর কল্পিত করিতে লাগিলেন ।
 ঋষি সকল হোম করিতে লাগিলেন । সিদ্ধগণ
 তথায় সমাগত হইয়া, শঙ্কর-সম্মুখিনী রতিকে
 সন্দর্শন করিলেন । নাস্তিক সকল কিন্ধ
 হইল ; শত্রু সকল ম্লান হইল ; ব্রাহ্মী প্রকৃতি
 মাতৃগণ ভগবানের অভিমুখে অবস্থান করিয়া

[illegible]

লাগিল, যতদূর সম্ভব উপর উল্লিখিত লোক-
 বিধেব সাংস্কে-ভেদ দিবে চাইল। প্রত্য
 সকল উপর দৃষ্টি করিয়া অতিবাহিত
 লাগে করিলেন। দুই ও সিদ্ধবৎ দীপিত
 বিচিহ্নিত (নুতান) সজ্জা করিয়া
 হইতে প্রচণ্ড হইলেন। পশুপদ সমবেত
 হইব। য য কালোচিত পুষ্পসমৃদ্ধি বহিঃ
 কবচ সেই বস্ত্রের অধিকতর বহনীয়তা সম্ভা-
 বন করিতে লাগিলেন। যতল বায় সকলও
 পুষ্পসমৃদ্ধি কেশকসংসর্গ সমস্তই হইব।
 বহিঃ লাগিল। য-সদৃশ উপর দৃষ্টি
 কবচ পত করিতে লাগিল। কোকিলপদও
 শাব্য উপর নিহা হইব। পুষ্পভা-নিবন্ধন
 অত্যন্ত সুকলিগের পদ্য সকল পান করিতে
 লাগিল এক অত্যন্ত উচ্চতর পান করিতে
 লাগিল। সেই বাক্যমি কাল কল ও উপ-
 করিত সেকলিগের অত্যন্ত যত্ন ও কামো-
 কীপক হইয়াছিল। ১—১৫। অত্যন্ত কলব্য
 কল্যেপার কলি। করিতে করিতে অনির্জিত
 কল্যেপ কলি উপরিত হইয়া অত্যন্ত
 কলিগে কল্যেপ করিলেন—এ কল্যেপ। দুই
 কলিগে কল্যেপ করিলেন। কল্যেপ করিতে পল

ধা সগাঃ পার্শ্বত্যা দর্শনোৎসুকঃ ॥২৩
 কী কামারিঃ ক্রিয়তে সা নিতম্বিনী ।
 ব্যনারীপাং রাজ্ঞী ভবতি চোন্তমা ॥২৪
 রীকপেণ ক্রীড়য়া যামধৈর্ভূতৈঃ ।
 হস্তি কামারিমুচুরস্তোহস্তমাদৃতাঃ ॥২৫
 গতি যা কাচিদৃতে দাক্ষায়ণীং ক্রিয়মু ।
 তা তত্র শঙ্করং স্পষ্টমুৎসহে ।
 স্বরূপেণ চিত্রলেখা বচোহত্রবীং ॥২৬
 চিত্রলেখোবাচ ।
 রূপং কাচিৎ কৰ্ত্তুং কমা ভবেৎ ।
 নং রূপস্ত স্তম্ভস্যাব্যং করিষ্যথ ॥২৭
 স্বরূপং কেশবোরুসমুখয়া ।
 বং যোগমাশিতা পরমার্থতঃ ॥ ২৮
 তো দৃষ্টা রূপস্ত পরিবর্তনম্ ।

এই ভগবান পিনাকী কামারি
 কতক পীড়িত হইয়া, অনুরাগ-
 র দর্শন নিমিত্ত উৎসুক হইয়া
 নিতম্বিনী পার্শ্বতী, মাত-প্রমুখ
 পর রাজ্ঞী-স্বরূপা, কোনও স্বগীয়
 সহিত তুলনা হইতে পারে না ;
 রূপ ও বিলাসাদি সর্বাপেক্ষা
 বিদ্বান কামদেব তাঁহাকে অব-
 মহাদেবকে বিদ্বৎ করিতেছেন ;
 ইহার কোনরূপ অনিষ্টাচরণ
 হইতেন না । অপ্সরোগণ আদ-
 রস্পর এইরূপ বলিতে লাগি-
 লী ব্যতিরেকে কোন্ স্ত্রী ইহাকে
 পারে ? কুস্তাও হুহিতা চিত্র-
 গেণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ
 হইলেন ও “আমি পৌরীর রূপ
 ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারি,
 র মধ্যে কেহ নন্দিকেশ্বরের রূপ
 পারে । দেবীর সখীগণের রূপ
 নিনে” এইরূপ বলিয়া কাত্ত
 গুর নারায়ণের উদ্ভ-সমুখা
 গাণ অবলম্বন করিয়া নন্দিকেশ-
 করিলেন । অনন্তর অন্তঃ

কালীরূপং ঘৃতাচী তু বিখ্যাতী চাণ্ডিকং বপুঃ ॥২৯
 সাবিত্রীরূপং প্রমোচা গায়ত্রং মেনকা তথা ।
 সহজত্যা জয়্যারূপং বৈজয়ং পুঞ্জিকস্থলী ॥ ৩০
 বৈনায়কং সহারূপং চক্রে সা তু ক্রতুস্থলী ।
 মাতৃণামপ্যনুজ্ঞানামনুজ্ঞানচাপসরোহপি চ ॥৩১
 ততস্তাসামস্ত কপাণি দৃষ্ট্বা কুস্তাওনন্দিনী ।
 বৈষ্ণবানাস্ত্রবোগাচ্চ বিজ্ঞানচ্চ বিড়ম্বনাং ॥ ৩২
 চকার রূপং পার্শ্বত্যা দিব্যমত্যন্তুতং শুভম্ ।
 মহারক্তাভসম্ভাশং চরণং ললিতাকৃতি ॥ ৩৩
 মুহু হুহিতসম্পূর্ণং দিব্যপাদোপশোভিতম্ ।
 ক্রমোপচিতমৌভাগ্য-গুণফলমূলিবিরাজিতম্ ॥৩৪
 নখেন্দুকিরণজাত বিড়ম্বিতশাশপ্রভম্ ।
 দিব্যনপুরণংকার-পুত্রিতাশেষদিদ্রুখম্ ॥ ৩৫

অপ্সরোগণ উর্ধ্বলীর রূপ পরিবর্তন সন্দর্শন
 করিয়া, স্ব স্ব রূপ পরিবর্তন করিতে আরম্ভ
 করিলেন । ঘৃতাচী কালীরূপ ধারণ করিলেন ;
 বিখ্যাতী চণ্ডিকারূপ ধারণ করিলেন ; প্রমোচী
 সাবিত্রীরূপ ধারণ করিলেন ; মেনকা গায়ত্রীরূপ
 ধারণ করিলেন ও সহজত্যা জয়্যারূপ, পুঞ্জিকস্থলী
 বিজয়্যারূপ এবং ক্রতুস্থলী বিনায়করূপ যথাক্রমে
 ধারণ করিলেন । তাঁহাদিগের রূপ সকল
 তৎকালে একপ অবিকলভাবে পরিবর্তিত হইয়া-
 ছিল যে, কোনও ব্যক্তি তাঁহাদিগের কৃত্রিমতা
 অনুমান করিতে পারেন নাই । অনন্ত
 অপ্সরোগণও অন্তঃ মাতৃগণের রূপ ধারণ করি-
 লেন । অনন্তর কুস্তাওহুহিতা চিত্রলেখা তাঁহা-
 দিগের রূপাশি সন্দর্শন করিয়া, বৈষ্ণবআশ্র-
 যোগ, শিল্প-কৌশল ও অনুকরণ-নৈপুণ্য নিব-
 দ্বান দিব্য ও অত্যন্ত পার্শ্বতীর রূপ ধারণ করি-
 লেন । তাঁহার চরণদ্বয় তৎকালে রক্তাভ-
 সন্নিভ হইয়া সাতিশয় লালিত্য ধারণ করিল
 এবং মুহুতা ও স্নিগ্ধতা দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়া
 দিব্য ও অসাধারণত্ব প্রাপ্ত হইল । ক্রমিক
 মৌভাগ্যশালী গুণ ও অশূলি সকল আবার
 তাহাতে বিরাজ করত তাহার বিগুণতর শোভা
 সম্পাদন করিল । নখচন্দ্রের কিরণজাল
 সম্মিষিত হইয়া, ইন্দুপ্রভার অনুকরণ করিতে

॥ রুদ্ধশ্যাক্তা শয্যাস্ত স্ফটবৎ ।
 যৌ গোষ্ঠ্যাঃ শনৈঃ সপ্ত পদানি তু ॥ ৬৩
 অস্ম্যাপি দৈত্য-দানব-বাক্সসঃ ।
 ॥ সিদ্ধাঃ পার্শ্বত্যা অগ্রতো যযুঃ ।
 স্তোত্রৈঃ স্তবস্তো মৃদিতাস্তথা ॥ ৬৪
 গৃহীত্বা তং রুদ্ধঃ শয্যামথাক্রমৎ ।
 বিধাং ক্রৌড়াং তয়া সাক্ষং পিনাকদক
 চ নৃত্যন্তি সৰ্ব্বাঃ কপটমাক্রমঃ ।
 স্তু নৃত্যন্তি রময়ন্তি হসন্তি চ ॥ ৬৬
 শ্রাণি কুর্ক্শস্তাশ্রাঃ সহস্রশঃ ।
 সহিতা রাবাংস্চক্রে মহাভুতান ॥ ৬৭
 হনোক্তেন ক্ষিপ্রং ত্রাসাং ন বিদ্যতে
 তে কিকিৎ স্ত্রীণাং ব্যাজবিকৃতিতম ॥

একটুক এইরূপ উক্ত হইয়া অত্যন্ত
 গরে শয্যা পরিভ্রামপূর্বক গোবীর
 নির্গতি হইলেন। ইহাতে তাঁহার
 নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তৎ-
 দি দেবগণ, দৈত্য, দানব, বাক্সস,
 ১ সিদ্ধ সকল নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা
 করিতে আনন্দিতচিত্তে পার্শ্বতীর
 গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর
 বাক্সস পার্শ্বতীর হস্ত গ্রহণ করিয়া
 প্রবেশপূর্বক শয্যাতে সমাক্রম হই-
 য় তাঁহার সহিত নানাবিধ ক্রৌড়া
 গিলেন। কপটকক্ষী মাক্রমণও রুদ্ধ
 কৈ গান ও নৃত্য করিতে লাগি-
 য়াঙ্গিরের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও
 ১ তাঁহাদিগের উভয়ের অনুরাগ
 রত হাসজ্যোৎস্না বিস্তার করিতে
 অত্যাশ্রয় সহস্র সহস্র মাক্রমণ অতি
 করিতে লাগিলেন। সেই সময়
 প্রয়ের অতিশয় তৃপ্তিকর হইয়া
 ও রুদ্ধের সাহিত্য অত্যন্ত অদ্ভুত
 লাগিলেন। অধিক কি বর্ণন
 গের কোনও বিষয়ে কিছুমাত্রও
 যাহা যাহা তাঁহাদিগের কোনরূপ
 ত হইতে পারে। তাঁহাদিগের

কেচিৎপাশ্চ নৃত্যন্তি হসন্তি চ রুদ্ধন্তি চ ।
 শঙ্করাদ্রাধনে সক্তা গণা নন্দীশ্বরাদয়ঃ ॥ ৬৯
 কৈলাসাম্মাত্রিভিঃ সাক্ষং গণৈঃ পরিবৃত্তাশনৈঃ ।
 এতন্নিবৃত্তরে গোবী আজগাম মহাভুতা ॥ ৭০
 ভৃঙ্গি-নন্দি-মহাকাল-দণ্ডি-লম্বোদরাদিভিঃ ।
 সূর্যমান তু গণনাং সম্প্রাপ্তা ভর্তুরন্তিকম্ ॥ ৭১
 কিমিদং পার্শ্বতী দেবী কিমিষমিত্যচিস্তয়ন্ ।
 তং দৃষ্ট্বা চকিতাঃ সৰ্ব্বে কিমিষং বা সুশোভনা ॥
 নৈতদ্বোদৃশ্যতে ভেদে নান্যোৰ্নন্দিনোরপি ।
 ন মাতৃগণং গণানাস্ত কোহপ্যয়ং স্ত্রাদ্যতিক্রমঃ ॥
 ততো হরস্ত পার্শ্বত্যা গোবী স্ফায়া ব্যতিক্রমম্ ।
 ক্রৌড়িতং দিব্যানারীণাং প্রহাসং মুমুচে তদা ॥ ৭৪
 তাতৈশ্চ বাসরসঃ সৰ্ব্বাশ্রয়ঃ কিলিকিলারবান্ ।
 ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষাশ্চি চাসকৃৎ ॥ ৭৫

মধ্যে কেহ কেহ গান, নৃত্য, হাস ও রোদন
 করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শঙ্করাদ্রাধনাসক্ত
 নন্দীশ্বর প্রভৃতি গণ সকল মাক্রমণের সহিত
 কৈলাসপর্বত হইতে সেই স্থানে সমাগত
 হইলেন। অদ্ভুতবেশা গোবীও অনুচর-
 বাক্সসপরিবৃত্ত হইয়া আকাশ হইতে ভর্তার
 নিকট আগমন করিলেন। ভৃঙ্গী, নন্দী,
 মহাকাল, দণ্ডী ও লম্বোদর প্রভৃতিও দেবীর
 স্তব করিতে করিতে তথায় সমাগত হইলেন
 এবং সকলেই উভয়ের একরূপ আকৃতি সন্দর্শন
 করিয়া বিম্বিত হইলেন ও তাঁহাদিগের মধ্যে
 প্রকৃত পার্শ্বতী কে, তাহার কিছুই নির্ণয়
 করিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহাদিগের
 কিমিমাতেও ভেদ দৃষ্ট হয় নাই। উভয়
 পক্ষীয় নন্দিস্বয়, মাক্রমণ ও প্রমথগণের মধ্যেও
 কোনরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই। অনন্তর
 মহাদেবের পার্শ্বস্থিতা পার্শ্বতী দিব্যানারীগণের
 ক্রৌড়িতরূপ ভর্তব্যতিক্রম জানিতে পারিয়া
 তৎকালে হাস করিতে লাগিলেন। সেই সকল
 অপ্সরোগণও আনন্দে মত্ত হইয়া কিলিকিল
 রব করিতে লাগিলেন। ভূত, প্রেত, পিশাচ,
 যক্ষ ও বাক্সসগণও তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত
 আনন্দসহকারে সেইরূপ শব্দ করিতে লাগিল।

তজ্জ্বা ততঃ সংবীজ্য ততো বালেদুশেখরঃ ।
 গ্রহবিন্দুলাং লেতে ত্রীণাং কর্ণামুভূতঃ ॥ ৭৬
 উর্ব্বাঙ্গায়াঃ কপসরমন্দিরলোকা চকার হ ।
 ততো রতন্তে বং রূপং চকুঃ বং পং কিচেষ্টিতম্ ।
 এবং দীর্ঘির্মণ্ডলম্ পূর্ণং বাহুভ্যামুভেদিতঃ ।
 ততঃ সত্যবাক্যগৌরী তু পতিয়া সতঃ সততঃ ॥ ৭৭
 অতঃকৃত্যং যদ্যকৌতুহলং চকুঃ তেবী নদীভূতে ॥ ৭৮
 ততোহবা বাক্যহিতা কৌতুহলান্নাং পার্শ্বভীম ।
 বৃষ্টঃ বনসি সন্ধ্যায়াঃ তদুসম্বন্ধকাজিহবী ॥ ৭৯
 অনন্তঃ কলঃ সজিতা কথোদয়পি পার্শ্বভী
 কৌতুহলং বং চিত্তে গতা রম্যোদয় সন্ধ্যাভূতঃ ॥ ১০
 এবং সজিতা বনসা সোমঃ পুনিয়মে দ্বিতা ।
 উদ্যোদয়বাক্যম সোমসংস জিতেন্দ্রিয় ॥ ১১

অনন্তর বালেদুশেখর সেই সকল প্রবণ ও
 সন্ধ্যায় কলিমা সজিতায় অনন্ত লত কলিলেন
 অতঃকৃত্যং যদ্যকৌতুহলং চকুঃ তেবী নদীভূতে
 ততোহবা বাক্যহিতা কৌতুহলান্নাং পার্শ্বভীম ও
 চিত্তে গতা রম্যোদয় সন্ধ্যাভূতঃ
 এবং সজিতা বনসা সোমঃ পুনিয়মে দ্বিতা
 উদ্যোদয়বাক্যম সোমসংস জিতেন্দ্রিয়
 অনন্তর বালেদুশেখর সেই সকল প্রবণ ও
 সন্ধ্যায় কলিমা সজিতায় অনন্ত লত কলিলেন
 অতঃকৃত্যং যদ্যকৌতুহলং চকুঃ তেবী নদীভূতে
 ততোহবা বাক্যহিতা কৌতুহলান্নাং পার্শ্বভীম ও
 চিত্তে গতা রম্যোদয় সন্ধ্যাভূতঃ
 এবং সজিতা বনসা সোমঃ পুনিয়মে দ্বিতা
 উদ্যোদয়বাক্যম সোমসংস জিতেন্দ্রিয়
 অনন্তর বালেদুশেখর সেই সকল প্রবণ ও
 সন্ধ্যায় কলিমা সজিতায় অনন্ত লত কলিলেন
 অতঃকৃত্যং যদ্যকৌতুহলং চকুঃ তেবী নদীভূতে
 ততোহবা বাক্যহিতা কৌতুহলান্নাং পার্শ্বভীম ও
 চিত্তে গতা রম্যোদয় সন্ধ্যাভূতঃ
 এবং সজিতা বনসা সোমঃ পুনিয়মে দ্বিতা
 উদ্যোদয়বাক্যম সোমসংস জিতেন্দ্রিয়

বিশ্বায় তমতিপ্রায় ততঃ বাক্যহিতা
 উদ্যোদয়বাক্যম সোমসংস জিতেন্দ্রিয়
 অনন্তর বালেদুশেখর সেই সকল প্রবণ ও
 সন্ধ্যায় কলিমা সজিতায় অনন্ত লত কলিলেন
 অতঃকৃত্যং যদ্যকৌতুহলং চকুঃ তেবী নদীভূতে
 ততোহবা বাক্যহিতা কৌতুহলান্নাং পার্শ্বভীম ও
 চিত্তে গতা রম্যোদয় সন্ধ্যাভূতঃ
 এবং সজিতা বনসা সোমঃ পুনিয়মে দ্বিতা
 উদ্যোদয়বাক্যম সোমসংস জিতেন্দ্রিয়

পার্শ্বভীম আত্মদমন করিয়া লবিত
 বাহুভ্যামুভেদিতঃ
 পূর্ণং বাহুভ্যামুভেদিতঃ
 অতঃকৃত্যং যদ্যকৌতুহলং চকুঃ তেবী নদীভূতে
 ততোহবা বাক্যহিতা কৌতুহলান্নাং পার্শ্বভীম ও
 চিত্তে গতা রম্যোদয় সন্ধ্যাভূতঃ
 এবং সজিতা বনসা সোমঃ পুনিয়মে দ্বিতা
 উদ্যোদয়বাক্যম সোমসংস জিতেন্দ্রিয়
 অনন্তর বালেদুশেখর সেই সকল প্রবণ ও
 সন্ধ্যায় কলিমা সজিতায় অনন্ত লত কলিলেন
 অতঃকৃত্যং যদ্যকৌতুহলং চকুঃ তেবী নদীভূতে
 ততোহবা বাক্যহিতা কৌতুহলান্নাং পার্শ্বভীম ও
 চিত্তে গতা রম্যোদয় সন্ধ্যাভূতঃ
 এবং সজিতা বনসা সোমঃ পুনিয়মে দ্বিতা
 উদ্যোদয়বাক্যম সোমসংস জিতেন্দ্রিয়

কুতক্রাসি যতে। নিত্যমভিসিতা ।
 সা প্রাহ মনসা লজ্জিতাননা ॥ ৮১
 তু ভগবান ক্রুদ্ধদর্শনং যথৌ ।
 শ্যাপি সহিতো দেবদানবৈঃ ॥ ৮২
 দ্বিষশ্চাধ ক্রৌড়াং তামনুভূষ চ ।
 ২ গৃহং জ্ঞেয়ং বৈশ্বক্সেনৈব নৈধৈঃ ॥
 যোনিষ্ঠো জগুরাকাম্যমেব হি ।
 কালস্ত বাণো ক্রুদ্ধান্তিকং যথৌ ॥ ৮৩
 পাত্তং পূজয়িত্ব কৃতাকুলিঃ ।
 তুপ্তো দেবদোষাক্ত গর্জিতঃ ॥ ৮৪
 নেনাপি সহস্রেন করোমাহম্
 তুলানাং বিনা যুদ্ধং বৃষভধ্বজ ॥ ৮৫
 তা যোদ্ধা বক্রিণ্ড কৃতকো মহান
 গোপালে পবাং পালয়িত্ব তথ ॥ ৮৬
 বৈবস্বতঃ সর্বক্ৰী চাপি নিরুতিঃ ।

লন না ; কিন্তু মনে মনে "তাহাই
 বারংবার অভীষ্ট-দেবের নিকট
 তে লাগিলেন । অনন্তর ভগবান
 ান হইলে তথা হইতে অস্ত্রহিত
 গৌরী, প্রমথগণ ও অস্ত্রাত্ত দেব-
 হইতে প্রশ্রয় করিলেন । সৌ
 । ক্রৌড়া অনুভব করিয়া আনন্দিত-
 ত ও রথ দ্বারা স্ব স্ব গৃহে প্রশ্রয়
 অস্ত্রাত্ত সিদ্ধযোগিনী সকলও
 গমন করিলেন । অনন্তর ক্রিষ্ণ-
 ষাণাহুর ক্রুদ্ধদেবের নিকট গমন
 গবান্ উমাকান্তকে পূজা করিয়া
 বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন !
 যে গর্জকত্বক পরাভূত হইয়া
 গাইতেছি, হে বৃষভধ্বজ ! যুদ্ধ
 ষ্টির শাস্ত্র সারশালী এই বাহ-
 ক করিব ? এক্ষণে ইহা নিম্প্রয়ো-
 র্কে ইহার বলিই যমকেও ভট-
 ক করিয়াছিলাম ; বক্রিও ইহার
 বস্তুতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;
 লে যোগেশ্বর যুদ্ধকণ্ড ও পাল-
 করিয়াছিলেন ; কুবের পদাধি-

জিতশাখণ্ডো যুদ্ধে করদারী সদা কৃতঃ ॥ ৮৬
 যুদ্ধশাগমনং কহি যত্রৈমে বাহবো মম ।
 শত্রুহন্তপ্রমুক্তশ্চ শত্রুদৈর্জ্জরীকৃতঃ ।
 পতন্তি শত্রুহন্তাদা পাতন্তি সহস্রধা ॥ ৮৭
 তক্ষুহা কুপিতো ক্রুদ্ধদেহমঃ মহাভূম্য ।
 ক্রুদ্ধদেবীমহামুখাধিগৃধৈত্যাধমাস্ত তে ॥ ৮৮
 দর্পশাস্ত্র মহাযুদ্ধং লভিষ্যসি সুদারুণম্ ॥ ৮৯
 তত্র তে গিরিবন্য াণো বাহবোহনলকাষ্ঠবৎ ।
 ছিন্না ভূমৌ পতিষ্যন্তি শত্রুদৈঃ কদলীকৃতঃ ॥ ৯০
 যদেতন্মানুষশিবো ময়রসহিতং ধ্বজে ।
 বিদ্যতে তব দৃষ্টাস্ত্রং স্তম্ভস্ত স্ত্রাং পতনং যদা ॥ ৯১
 স্থাপিতস্তায়ুধাগারে বিনা বাতকৃতং ভয়ম্ ।
 তদা যুদ্ধং মহাবীরং সম্প্রাপ্তমিতি চেতসি ।

কৃত্য, নিকৃতি সৈরিক্রীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
 শাখণ্ডলও যুদ্ধে পরাজিত হইয়া করদত্ব প্রাপ্ত
 হইয়াছিলেন । অতএব অনুগ্রহপূর্বক কোন্
 স্থানে বোরতর যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে, তাহা
 আমার নিকট বর্ণন করুন,—আপনার নিকট
 কিছুই অবিদিত নাই ; কারণ আপনি সর্কজ্ঞ,
 —যে যুদ্ধে আমার এই বাহ সকল শত্রুহন্ত-
 যুক্ত শত্রু ও অস্ত্রসমূহ দ্বারা অর্জরীকৃত হইয়া
 শত্রুদিগের হস্ত হইতে আয়ুধ সকল ভূমিতে
 পতিত করিবে বা স্বয়ং পতিত হইবে । ক্রুদ্ধ-
 দেব তাহার সেই বাক্য শ্রবণে অভিযত কুপিত
 হইলেন ও ক্রিষ্ণরূপ পরে মহাভূত অটোহস্ত
 করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, রে দানবা-
 ধম ! তুই অত্যন্ত উদ্ধত হইয়াছিস । তোমার
 গর্জকে ধিক্ ! তুই অবিলম্বেই বোরতর মহা-
 যুদ্ধ লাভ করিবি, তাহাতেই তোমার দর্পের শাস্তি
 হইবে এবং সেই যুদ্ধেই পরাজিত হইয়া
 তোমার এই বাহ সকল শত্রুগণের শস্ত্র দ্বারা
 নল-কাষ্ঠের দ্বারা ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত
 হইবে । রে দৃষ্টাস্ত্র ! তোমার ধ্বজোপরি
 ময়রসহিত এই যে মানুষশিরঃ অবস্থিতি
 করিতেছে, আয়ুধাগারস্থাপিত সেই মস্তকের
 ধংকালে বায়ুভর ব্যতিরেকে পড়ন হইবে,
 তৎকালে সুদারুণ সংগ্রাম সমাপ্ত হইয়া

বোধ করিয়া সৈকতক্ষেত্র সমিতি সম্মুখে গঠিত
 কৃত কলিকাতা মিছিল সমন্বিত করিয়া একত্রে
 সেই পথে যখন গেল, যেখানে সেট পিতা
 বিদায়ন করে যে দাঁড়িয়ে। অতঃপর যখন
 পুত্র সকলও তৎকালে তোমার পুত্রপোষক
 হইবে : ১১—১০০ বৎসরকাল কলিকাতার
 জন্ম দ্বারা প্রথম করিয়া বহুদৈনিক পুত্রপোষক
 কলিকাতা পুত্র পুত্র অর্জন করিলেন ও
 তাঁহাকে প্রদান করিয়া বহুদৈনিক পুত্রপোষক
 আনন্দপূর্বক প্রদান করিয়া আনন্দপূর্বক প্রদান
 করিলেন এক তরফ দ্বারা নবক অমৃত
 কর্তৃক বিজ্ঞানিত হইয়া অমৃতপুত্র পুত্র
 তাঁহারা মিত্র আনন্দপূর্বক করিয়া করিলেন
 কলিকাতা পুত্র কলিকাতা তাঁহারা বহুদৈনিক
 পুত্র হইল, বহুদৈনিক বহুদৈনিক পুত্রপোষক
 পুত্র হইয়া আর তিনি বহুদৈনিক পুত্র
 পুত্র না,—বহুদৈনিক প্রদান হইতে লাগিলেন,—
 অতঃপর সৈকতক্ষেত্র সমিতি আনন্দ হইল
 আনন্দপূর্বক বহুদৈনিক হইল না, পুত্রপোষক
 পুত্রপূর্বক অতঃপর আনন্দ হইল; পুত্রপূর্বক
 পুত্রপূর্বক পুত্রপূর্বক করিয়া তিনি প্রদান
 করিলেন। অতঃপর অতঃপর হইতে আনন্দ
 পুত্রপূর্বক পুত্রপূর্বক করিলেন; তিনি অতঃপর
 পুত্রপূর্বক পুত্রপূর্বক পুত্রপূর্বক পুত্রপূর্বক

[illegible]

শাভা চ সখা। সংস্কারিতা পুনঃ ।
বিস্তৃত্য ততো জুষ্টা চ সান্তবঃ ।
ধাক ততো মধুরয়া গিরা ॥ ১১৫
ততো পার্শ্বতা বিহিতঃ পুরা ।
ত গুপ্তঃ প্রাপ্যতে বিধিবশয়া ॥ ১১৬
। প্রোক্তোহসৌ যম যেন জুতং মনঃ
যা স্বপ্নে যো দৃষ্টো দেবি তং কথমু
খ্যামি ন বিস্মাতস্ব যো যম ॥ ১১৮
ক্লে তু রাগাক্ষা মরণোৎসুকা ।

যশস্বত্য বর্ণনপূর্বক দেহভ্যাগ
করিলেন। ১০৪—১১৩। “তোমার
নও দেহের আশঙ্কা নাই; কারণ
গম্য তাদৃশ ভক্তা ও সঙ্গের
করিয়াছেন। তুমি সেই সকল
রণ কর, তাহা স্মৃতি হইবামাত্র
। আশঙ্কা অপগত হইবে।” অন-
। পূর্ব রক্তান্ত সকল স্মৃতিপথে
। আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া, চিত্র-
সংস্পর্শকে মধুর বাক্যে বলিতে
। সখি! যদি পার্শ্বতী দেবী পুরা-
ই আমার পত্নিরূপে কল্পনা করিয়া-
হিলে আমি কোন্ উপায়ে তাঁহাকে
। ভ করিতে পারি, আমাকে তদ্বি-
। প্রদান কর। তুমি চতুরাগ্র-
নিকট কোনও কোশল অবিলম্বে
। আমার মন হরণ করিয়াছেন,
। শে অশ্রুগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা
। আমার উৎকর্ষা দূর কর। চিত্র-
। ইক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিতে
। সখি! তুমি যাহাকে স্বপ্নাবস্থায়
। ও আমি যাহার কিকিমাত্র অব-
। হাকে কি প্রকারে এ স্থানে আনয়ন
। লখা এইরূপ বলিলে পর, দানব
। হইয়া মরণের নিমিত্ত উদ্যত
। কালে তাঁহার রাগাধিক্য-নিবন্ধন
। যাকর্তব্য জ্ঞান ছিল না। চিত্র-
। তাদৃশ আশ্রয়ভিলাষ সন্দর্শনে

রক্ষিতা চ তয়া সখা সপ্তমে দিবসে ততঃ ॥ ১১৯
রাফো বস্ত্রপুটে কৃত্বা দেবান দৈত্যান্ চ রাক্ষসান্
কত্রিয়াং চ তথাপ্যস্ত সানিরুদ্ধং দদর্শ হ ॥ ১২০
জুষ্টা প্রোবাচ চৌরোহসৌ যয়া প্রাপ্তস্ব যেন মে
চেতোরহং জুতং সদ্যঃ সংস্পর্শাদেব ভামিনি ॥
কস্তমসময়ে জাতো নাম কিকাস্ত বিদ্যাতে ।
প্রোক্তং তস্মান্ভয়া সর্মং সানয়ং তস্ত ধীমতঃ ॥
সর্মমাকর্ষ্য সা ভূয়ো বভাষে মন্তকাশিনী ।
উপাস্ত তস্ত মে পশ্য নোপাগেন তৎকথাং ।
লভাম যং বিনা নাহং কথং জীবিতুমুৎসহে ॥ ১২৩
ততঃ সখাং সমাভাষ্য চিত্রলেখা মনোজবা ।
জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দশাং তৃতীয়েন গতে সতি ॥ ১২৪
আ প্রভাতানুহর্তে তু সম্প্রাপ্তা দ্বারকাং পুরীম্ ॥

ভীত হইয়া নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা
করিলেন। অনন্তর সপ্তম দিবসে রাজবস্ত্রপুটে
ত্রিভুবন চিত্রিত করিয়া সেই পটখানি উবার
সম্মুখে সংস্থাপনপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—
দেখ সখি! ইহার মধ্যে কি কোনও ব্যক্তিকে
তোমার চিত্তচোর বলিয়া বোধ হয়? দানব-সুতা
তাদৃশ অলৌকিক চিত্র-সন্দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত
হইয়া একাগ্রচিত্তে একে একে নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন। অনন্তর বহুক্ষণ পরে আনন্দিত-
চিত্তে বলিলেন,—চিত্রলেখে! যে ব্যক্তি দর্শন-
মাত্র আমার চিত্ত হরণ করিয়া আমাকে সন্তাপ-
সাগরে মগ্ন করিয়াছেন, তিনিই এই। এই-
রূপ বলিয়া অক্ষাত-নামাশ্রয় অনিরুদ্ধকে হস্ত
দ্বারা নির্দেশ করিলেন। চিত্রলেখা উবাকর্তৃক
তাঁহার অশ্রু ও নাম বর্ণনে নিযুক্ত হইয়া তস্ত-
দ্বিষয় আদ্যোপান্ত অবিকলরূপে তাঁহার নিকট
বর্ণন করিলেন। দানব-সুতা উচ্ছ্বসে নিতান্ত
অমুরাগিনী হইয়া পুনর্বার বলিতে লাগিলেন,
আমি যাহার বিরহে জীবিত থাকিব বলিয়া বোধ
হয় না, তাঁহাকে যে উপায়ে এইভাবেই লাভ
করিতে পারি, তাদৃশ উপায় নির্ণয় কর। অন-
ন্তর মনের স্থায় বেগবতী দিব্যযোগিনী চিত্রলেখা
সখীকে আশ্বস্ত করিয়া মুহূর্ত্তকালোই দ্বারকা

একেন কথ্যাজ্ঞান মতম। দিব্যবোধিনী ।
 তত্চাত্ত্বঃপুস্তকাদ্যে প্রাচ্যাদিঃ কল্পে হিতম্ ।
 ক্রীড়ন্তঃ শ্রীমদৈঃ সাধুঃ পিতৃঃ যদু মাধবীম্ ॥
 ততঃ বটাসমাক্রম্যকারণটেন সা ।
 আচ্ছাদয়িত্বা বোপেন তামসেন চ মাধবম্ ॥ ১২৭
 আনন্দমুখি তাম বটায় গৃহীত্বা নিমিষান্তরাৎ ॥ ১২৮
 সম্ভ্রান্তা শোণিতপূর্য বজ্র সা বাণমগ্নিনী ।
 কামাত্তা বিকিণ্বান তাবাৎ-কায়োত্তমবৎ কণাৎ ॥
 আনীতমথ তৎ বটু তদা তীত্বা চ সাতবৎ
 অস্তঃপুত্রং হৃৎকণ্ঠে চ নবে তস্মিন সমাপন্নম্ ।
 বাবৎ ক্রীড়িতুমারম্ভং তাবজ্জ কাতক তৎকণাৎ ॥
 অস্তঃপুত্রকণ্ঠমভ্যেত্বৈত্রজজ্ঞানপাণ্ডিত্যঃ ।
 ইতিভৈরবমুখ্যটেন-কস্তালো-নীলাবধে তৎ ॥ ১৩১
 স চাপি বটুভৈরবজ্ঞ নবে দিব্যবপুঃকরঃ
 তদ্বদো কল্মীষত সাতনী সমগ্রপ্রিয়ঃ ॥ ১৩২
 তৎ বটু সর্গমচ-দ্বাবাণং বলিসম্মদে ॥ ১৩৩

উপস্থিত হইলেন । তখন কিম্বৎকাল অগ্নেশ্বর
 করিয়া অস্তঃপুত্রাদ্যে বসনপূর্ণক অনিত্যভূত
 সম্বন্ধে করিলেন । তিনি তৎকালে যৌজনের
 সহিত ক্রীড়া ও মনোপান করিতেছিলেন । চিত্র-
 লেখা দিব্যবোধজ্ঞানে অস্তঃপুত্র-পত বরা-
 ত্তহকে আচ্ছাদিত করিয়া মস্তকে তৎকালিত
 বটু। সম্ভ্রান্তমপূর্ণক নিমেষ মধ্যেই শোণিত-
 পূর্য সমাপ্ত হইলেন । যে বটেন বাণমগ্নিনী
 উহাকে তৎকালে কখন কখন নব-নব বানাদি
 অভিলাষ করিতেছিলেন, তখন সতস্য সখী-
 কটুক সমাপ্ত চিত্রচোরকে সম্বন্ধে করিয়া,
 অস্তঃপুত্র হৃৎকণ্ঠে হইলেন, নব-সমাপ্ত
 অস্তঃপুত্র তীত হইলেন । কিম্বৎকালে ঠাকুরা
 ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়াসে অস্তঃপুত্রবিশ্রুত
 লোক সকল অনিতে পারিয়া তৎকণাৎ সৌবা-
 দিকবিরকে আসাইল । তখনই সকলে কস্তা-
 পূর্য কলমপূর্ণক বিজ্ঞেয়, তখন, সাতনী ও
 সাতনী বোপে পুস্তকে প্রাকৃত্যের সহিত
 ক্রীড়া করিতে সৌভাগ্য পাইল । তখন নন্দ
 কলমপূর্ণক বোপ-অনিত হইয়া বাণমগ্নেয়
 কলম-অনিত্য প্রায় করিয়া সমস্ত কলম

দেব কল্মীষজ্ঞাত্য ও প্রমত্তপুত্র বক-
 শক্ত তব কস্তাক্ত পুস্তকাদ্যে বসন ॥ ১৪
 কলমবৎ মতাবাহে । পলা পটোনমত ১৫
 তেবার ওষটনং ক্রুতা দানবোন্মেষ মর্জয়
 দিব্যনীলাস্তবপুস্ত্র প্রথমে বসি হিমা ॥
 তৎ বটু। বিম্বিতে বাক্যে কিম্বৎকাল
 বাণঃ ক্রোধপটীতঃ স্ত। মুকণ্ঠে চিত্রা
 অতো মনুষ্যো রূপ তাঃ সাতনী পূর্ণবলি
 যেন মে কলচাতিবৎ নবিত্য হৃৎকণ্ঠ
 তৎ ম'গ্রদ্যৎ কুপিত্যঃ নীলা সাতকুল
 হৃৎকণ্ঠক তা বক্ বোপে কলমপূর্ণ
 কলমপূর্ণ কলমসম্মদে চিত্রল পোষিত্য
 অতো সাতোন সন্তুষ্ট সমস্ততৎকণে
 বদ্যৎ তৎ বটু। তা দিষ্ট পপুস্তা

অনিত্যকলমে বসন করিতে করিতে—
 কলমও তৎকালমত পুস্তক মর্জয়
 চিত্রলও কলমপূর্ণ অ'পন' মতপুস্তা
 করিয়া কলমপূর্ণক মলপ্রত্য-বদ্য
 করিতে—
 কলমপূর্ণ বসি
 অসিৎ তৎকাল তৎকাল মত
 কলমপূর্ণ তৎকালমত তৎকাল
 সাতনী বিম্বিতচিত্র তৎকাল
 নীলাস্তবপুস্ত্র প্রথমে এক পুস্তক
 নব কলম সহিত ক্রীড়া করিয়া
 করিয়া বিম্বিত্যপূর্ণ মত হইলেন
 ক্রোধবিকা-নিবন্ধন কিম্বৎকাল
 কৃষ্টি হয় নাই কলমপূর্ণ
 করিয়া কিম্বৎকালমত কলমপূর্ণ
 তৎকালমত মত মত মত মত
 বোপ চিত্রাছিল ;—এই বটুকে
 বটু অন্তর্গত এই নব'ম অস্তা
 হরণ করিয়া কলচ'র নবিত্য করিয়া
 ইহাকে নীলাস্তব বটু বাক্য দি
 হে বোপপুস্ত্রম মলবগণ! এই
 পুস্তকে বসন করিয়া কিম্বৎকাল
 পুস্তক করা অনন্তর পাপবৃদ্ধি
 বটুকে বসন নিমিত্ত মত মত

অতো দৃষ্টা গর্জমানং স বাণবঃ ।
 রগতং পরিষং গৃহ চাতুলম্ ॥ ১৪১
 ভবনাং তস্মাদ্ভ্রহস্ত ইবাস্তকঃ ।
 কঙ্করান্ হতা পুনশ্চাস্তঃপূরং যযৌ ॥
 হস্তানি সৈন্তানি মুনিসন্তমাঃ ।
 রক্তাক্ষো দিব্যরক্তাঙ্কলোচনঃ ॥ ১৪২
 ঐষ যোধানাং অতো বাণাসুরো ক্রমা ।
 হীতান্বো যুদ্ধশৌণ্ডঃ সমাভবৎ
 হাবাহং বন্দ্যযুদ্ধং মহাহবে ॥ ১৪৩
 মহাস্থাণি তুরঙ্গাংসু রথোত্তমান ।
 বজ্রেন দেতোন্দ্রস্ত জঘান সঃ ॥ ১৪৪
 শক্তিঃ কালবৈদ্যানরোপমা ।
 ন সঙ্গঃ শত্রুসম্প্রেরিতাং ক্রমা ॥ ১৪৫
 গৃহীত্বা তাং তস্মা তং নিজঘান সঃ ॥

মন । ১১৫—১৪০ । অস্তঃপূর্বগত
 দশাগত ও গর্জনশীল শত্রুসৈন্য
 করিয়া, অনুপম মুকার গ্রহণ
 যুদ্ধের তায় সেই ভবন হইতে
 ও মুকার দ্বারা দানব-সৈন্য সকল
 পুনর্বার অস্ত্রের প্রবেশ
 এইরূপে দশ সহস্র সৈন্য নিহত
 দানবরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া,
 পর লক্ষ সৈন্যকে তাঁহার
 করিলেন ; মহাবীর অনিরুদ্ধ
 পূর্বের মত বিনাশ করিলেন ।
 স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন
 তৎক্ষণাৎ অতিমুখে গমনপূর্বক
 নৈরুদ্ধকে ধনুযুদ্ধ মহোৎসবের
 দান করিলেন । অনন্তর সেই
 পুত্র দ্বারা দানবরাজের দশ
 ঐষ ও সৈন্য বিনষ্ট করিলেন ।
 র্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া,
 ক্তি তাহার কথের নিমিত্ত তত্পরি
 ন । মহাবীর অনিরুদ্ধ শত্রু-
 শক্তি অর্ধপথে গ্রহণ করিয়া
 ঐষকে আঘাত করিলেন ।

রথোপহে অতো বাণন্তেন শক্ত্যা হতো দৃষ্টম্ ।
 পতিতো মস্তিণা তত্র হেতুভিঃ প্রতিবোধিতঃ ॥ ১৪৬
 সমাপস্তঃ ক্ষণে তস্মিন্তুত্রেবাস্তরধীয়ত ॥ ১৪৭
 তস্মিন্তুদর্শনং প্রাপ্তে প্রাহ্যগ্নিরপরাজিতঃ ।
 আলোক্য ক্রুতঃ সর্কাস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১৪৮
 অদৃশ্যমানস্ত তদা কূটযোধী স দানবঃ ।
 নানাশস্ত্রদহশ্চৈব তাদৃগ্ভিত্তা পুনঃপুনঃ ॥ ১৪৯
 ছদ্মনা নাগপাশৈস্তং ববন্ধ সুমহাবলঃ ।
 তং বন্ধা পঙ্করাস্তঃস্থং কৃত্বা যুদ্ধাঙ্গপারমং ॥ ১৫০
 স্তুতপুত্র শিরশ্চিহ্নি যেন মে দ্বিভং কুলম্ ।
 হিহ্বা তু সর্কগাত্রাণ রাক্ষসেভ্যঃ প্রবচ্ছ ভোঃ ॥
 অথবা নাস্ত মাংসানি ক্রব্যাদা অপি ভুঞ্জতে ।
 অগাধে তপসস্কোর্বকূপে পাতকিনং জহি ॥ ১৫১
 তস্ত তদচনং শ্রুত্বা ধন্ববুদ্ধিনিশাচরঃ ।
 কুত্বা গুহ্যব্রবীদ্যাক্যং দেব নৈতং ক্রমো ভবেৎ ॥

দানবরাজ সেই শক্তি কর্তৃক দৃষ্টভাবে আহত
 হইয়া, রথোপরি মুচ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন ।
 মস্তী তদর্শনে কাতর হইয়া অত্যন্ত যত্নসহকারে
 বীজনাগি দ্বারা তাঁহার চেতনা সম্পাদন করি-
 লেন । দানবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তথা
 হইতে পলায়ন করিলেন । বাণরাজ অদৃষ্ট হইলে,
 অপরাজিত কামসুত চতুর্দিকে দৃষ্টিনিষ্কেপ-
 পূর্বক পক্ষের তায় অচলভাবে অবস্থিতি
 করিতে লাগিলেন । কিন্তু কপটযোধী সেই
 দানবরাজ অদৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া, নানাবিধ শস্ত্র
 দ্বারা অনিরুদ্ধকে প্রহার করিয়া, অবশেষে নাগ-
 পাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন । অনন্তর তাঁহাকে
 লৌহ-পিঙ্করে বন্ধ করিয়া, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত
 হইলেন । হে স্তুতপুত্র ! যে ব্যক্তি আমার
 কুলাচার দূষিত করিয়াছে, শীঘ্র তাহার মস্তক-
 ক্ষেদ কর ও অগ্ন্যস্ত্র অবয়ব সকল ছেদন করিয়া
 রাক্ষসদিগকে প্রদান কর । অথবা ক্রব্যাদৃগণও
 ইহার মাংস ভক্ষণ করিবে না, কারণ এ ব্যক্তি
 ষোর নারকী ; অতএব এই পাপিষ্ঠকে অগাধ
 ও তপ-স্কোর্ব কূপমধ্যে নিষ্কেপ কর, ইহাই
 ইহার উচিত প্রায়শ্চিত্ত । ধার্মিকশ্রেষ্ঠ কুত্বাও-
 নামা রাক্ষস দানবরাজের তাদৃশ বাক্য প্রবণ

[illegible][illegible]

চৈতান্যে দুর্গাং সম্ভার ততক্ষণাং ॥ ১৬৭ ॥
বিক্রোশস্মি দক্ষমানস্ত পদ্মগৈঃ ।
কুরু ত্রাণং যশোদে চতুরোমিণি ॥ ১৬৮ ॥
ভাষিতা তত্র কালী ভিন্নাঙ্গনপ্রভা ।
তুর্দগাং সম্প্রাপ্তা স্তম্ভানিষি ॥ ১৬৯ ॥
ভিন্নাভৈর্দারয়ামাস পঙ্করম্ ।
ভস্মসাংকৃত্য সর্পকুপান ভয়ানকান ॥
কুরুস্ত ততঃশাস্ত্রঃপুরং ততঃ ।
দুর্গা তু তত্রৈবাদর্শনং পতা ॥ ১৭০ ॥
য়ো ভূত প্রিয়ারং প্রাপ্য মুমোদ চ ॥
হনিকঙ্কে তু তংসীবাং রোদনশ্রমম্ ।
ব্রতঃ ক্রমো মুক্তং হৃদা চ নানদাং ॥

তাহ অধিকরূপে মদ্যপান করিতে
অনন্তর অনিরুদ্ধ তীক্ষ্ণ-
গপাশে বদ্ধ হইয়াও প্রাণেশ্বরীকে
তে লাগিলেন। প্রিয়া-বিরহ নাগ-
অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে অধিক কষ্টকর
। তিনি আর স্থির থাকিতে
না, একমনে দুর্গাদেবীকে স্মরণ
লেন এবং বলিতে লাগিলেন,—
আমি নাগপাশে বদ্ধ হইয়া যৎ-
ক্ষণ পাইতেছি ; অতএব এ স্থানে
রয়া এ শরণাগত অধমকে এই
দুঃস্থিতে রক্ষা করুন। অনন্তর
তা কালী অনিরুদ্ধের দ্ববে তুষ্ট
। মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীর দিবস
তথার অলঙ্কিতরূপে আগমন
দাক্ষণ মুষ্টি ও পাদযাত দ্বারা
। র ভ্রূপূর্বক সেই ভয়ানক
সকল ভস্মসাং করিয়া তাদ্শ
ইতে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত
হাকে কস্তান্ত্রপুর্বে প্রবেশ করা-
অন্তর্হিত হইলেন। অনিরুদ্ধও
তে মুক্ত হইয়া প্রিয়া-সমাগমে
ঠা লাভ করিলেন। এদিকে
কপের রোদনধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের
ল। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ

জগাম শোণিতপুরং তাক্ষ্যমাহুয় তৎক্ষণাৎ ।
ভাত্রা রামেণ সহিতঃ প্রত্যায়েন চ বীমতা ॥ ১৭১ ॥
অত্রাধিনাভবদ্বুদ্ধং যমেন চ হরেণ চ ।
ত্রিমুখেন ত্রিপাদেন অরেন চ গুহেন চ ॥ ১৭২ ॥
প্রমথৈর্বিবিধাকারৈশ্চৈবামত্যন্তদাক্ষণম্ ।
বিভীষিকাভির্বহীভিঃ কোটবীভিঃ পদে পদে ॥
নির্লজ্জাভিঃ নবীভিঃ ভগ্নাভিরপি সর্ষপঃ ।
বীর্ঘ্যং সংস্তুত্বস্তীভির্বরাঙ্গস্ত চ দর্শনাং ॥ ১৭৩ ॥
তেষাং চতুর্বাং সংগ্রামঃ পশ্চাদ্বাণেন চাভবৎ ॥ ১৭৪ ॥
মাহেশ্বরাস্তে যে কেচিদ্ধাবস্তাসন্ অরাদয়ঃ ।
তংস্তান ভবান গোবিন্দো ঘোরৈঃ শৈঃ
শৈবজৈরাতিভিঃ ॥ ১৮০ ॥

কুরু সহস্রং কায়ানাং পীড়া তেষাং মহার্ণবাং ।
গরুড়োহনাশমরুহিং বাউর্মেষাণবাস্তুভিঃ ।
বমারস্ত মথবস্ত তুণ্ডবাতৈর্বাপাটয়ৎ ॥ ১৮১ ॥
বিমূনা নির্জিতে রুদ্ধে সপুত্রে সগণে সতি ।

তথায় আগমন করিয়া সকল বিষয় আদ্যোপাত্ত
বর্ণন করিলেন। ভগবান্ আর স্থির থাকিতে
পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ গরুড়কে আহ্বান করি-
লেন এবং বলদেব ও প্রত্যায়ের সহিত তাহাতে
আক্রমণ হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই শোণিতপুরে
উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে, অগ্নি, বম,
হর, ত্রিমুখ ও ত্রিপাদ অর, গুহ ও বিবিধ
আকারশালী প্রমথগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন এবং ভীষণ অসংখ্য নগ্না স্ত্রী ও
অগ্ন্যাগ্নি নির্লজ্জ নারীগণ সকল প্রকারে পরা-
জিত হইলেও ববাস্ত দর্শন দ্বারা বীর্ঘ্যস্তম্ভন
করিতে লাগিল। অনন্তর বাণাসুরের সহিত
সেই ব্যক্তিচতুষ্টয়ের ভয়ানক সংগ্রাম হইতে
আরম্ভ হইল। যে সকল মাহেশ্বর-অর যুদ্ধ
করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে লাগিল,
গোবিন্দদেব ঘোরতর স্বীয় অর দ্বারা তাহা-
দিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। গরুড়ও
কায়সহস্র নির্মাণ করিয়া মহার্ণব হইতে তোর-
য়াশি পানপূর্বক বায়ু ও অন্ত্র দ্বারা বহির্কে
বিনষ্ট করিলেন এবং তীক্ষ্ণ চকু দ্বারা কুমারের
ময়ূরকে কত বিকৃত করিতে লাগিলেন। কুরু

[illegible][illegible]

৷রাতিঃ শিকষিতা মহীতলম্ ।
 ৷মাস শূলিনং চন্দ্রশেখরম্ ॥১১৭
 মহদৃষ্টা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥১১৮
 দস্তষ্টো নৃত্যগীতপ্রিয়ো হরঃ ।
 ততোহু যং তে মনসি বর্ততে ॥১১৯
 ততোহুভূতরসং ত্রণরোপণে ।
 ৷পস্টির্গাণপত্যমধাক্ষমম্ ॥ ২০০
 ৷জ্যস্ত তস্মিন্ শোণিতকাঙ্ক্ষয়ে ।
 বিবৃধৈবিকৌ ভক্তিরনুসৃত্য ॥ ২০১
 ৷মবৎ কল্পান্তে কুপিতাবহঃ ।
 গা দুষ্টা তামসী রজসা মৃত্যু ॥ ২০২
 ৷গস্ত দিবারাতরং যিত্রতঃ ।
 সৌভাগ্যে তত্রৈবাস্তরদীপ্যত ॥ ২০৩
 ৷বাণো মহাকালভয়মগতঃ ।
 ৷পলন্ত তস্তাং জাতো যদাভবৎ ॥

তলও শোণিতসিক্ত হইয়া ভয়-
 হইল। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগ-
 নগৌকিক নৃত্য সন্দর্শনে মোহিত
 হুকে বলিতে লাগিলেন, হে দৈত্য-
 য় তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট
 তএব বর প্রার্থনা কর, তুমি যাচা
 ব, তাহাই প্রদান করিব। বাণরাজ
 এইরূপ উক্ত হইয়া বলিতে লাগি-
 ৷ সকল যেন লীচই ভক্ততা প্রাপ
 দ্বারা প্রাপবিষোগ হইলে আমি
 পপত্য লাভ কবিতো পারি উষা-
 পিতপরের অধীশ্বর হবেন। দেব-
 ৷নরূপ শক্বেতা না জন্মে বিম্বব
 ভক্তি হউক; কুপিত বাসুদেবের
 ত্যা বটে, আস যেন ব্রহ্মঃ ও
 বহু ভোগ করিতে না হয় এবং
 জপে আসক্তি থাকে। ভগ-
 সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে
 সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।
 ৷ পাকভৌতিক মনর দেহ
 ৷ অক্ষর গাণপত্য লাভ করিয়া
 ৷পন করিতে লাগিলেন। কাল-

তথা কৃতাওমুখোচ বিশ্বজিজ্ঞাসুসত্তমঃ ।
 দৈত্যরাজোহভিষিক্তস্ত মন্ত্রিভিঃ কেশবাজ্জয়া ॥
 তত্শাস্বাসে যে কেচিদাকল্পাস্তাস্ত ভূভুজঃ ।
 জায়মানা জনিয়া বা তেহনিকৃদন্ত স্তনবঃ ॥২০৬
 উষা চ চিত্রলেখা চ স চ রাজা চ বিশ্বজিৎ ।
 তস্মিন কল্পে পরিকীর্ণে গম্ভীরঃ শঙ্করং পদম্ ॥
 ইতি ত্রিনয়ননায়ঃ শঙ্করস্তাপি বৃন্তং
 সকলগুরুজনানাং সদৃশুরোঃ শূলপাণেঃ ।
 কথিতমিহ মম্বা তে শ্রোত্ররম্যৈর্বচোভি-
 র্দ্দনশববপাগ্নৈর্গম্মথক্কেভিতস্ত ॥ ২০৮

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসং-
 হিতাবৎ বাণরাজস্যো নাম
 সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

কোহং কামো হি যেনেশো ব্যাপ্তপূর্বমতিভবঃ
 নভো ব্যাঘ্রিবাপো বৈ পূর্ববুদ্ধির্মনোহপ্যহম্ ॥ ১
 ক্রমে উষাব গর্ভে বিশ্বজিৎ নামক পুত্র জন্মিলে
 পর, কৃতাওপ্রমুখ প্রধান প্রধান অমাত্যগণ
 কেশবের অনুমতি ক্রমে তাঁহাকে শোণিতপূরে
 দৈত্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার
 বংশে যে সকল রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও
 করিবে, তাহাদিগকে অনিরুদ্ধসুহু শকে নির্দেশ
 করাই উচিত উষা, চিত্রলেখা, অনিরুদ্ধ ও
 বিশ্বজিৎ সেই কল্পে অবসানে শঙ্করের পদ
 প্রাপ্ত হইলেন। আমি গুরুগণেরও গুরুস্বরূপ
 ভগবান্ ত্রিলোচনের ঈদৃশ চরিত্র তোমার
 নিকট বর্ণন করিলাম, যিনি কামরূপ অরণ্যের
 দাবাগ্নি স্বরূপ হইলেও কামকর্তৃক কোভিত
 হইয়াছিলেন। ১৮৪—২০৮ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

মুনি সকল মহাদেবের কামব্যথা গ্রহণে
 বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তদ্ব্যপ-

[illegible][illegible][illegible]

১০০
 ১০১
 ১০২
 ১০৩
 ১০৪
 ১০৫
 ১০৬
 ১০৭
 ১০৮
 ১০৯
 ১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

ত যচ্চ পরকাত্মপরক যৎ ।
 দ্যাক সংস্পর্শং প্রাপ্তসংস্থিতম্ ॥ ১৫
 দিব্যং পরব্রহ্ম তদুচ্যতে ।
 চবৎ যেনেহ স্থিত্যতে তমঃ ॥ ১৬
 যোন্দু-বহ্নানিলধরাঙ্গমৌ ।
 যনুজাঃ কুমরঃ পশবো মৃগাঃ ॥ ১৭
 ষা ব্রহ্ম দিব্যমানন্দমব্যয়ম্ ।
 পুঙ্ক্তং বিকারাঃ কামসংজ্ঞিতাঃ ॥
 তাং বাধ সর্গেযাং যো হৃদি স্থিতঃ
 গ্রাণি কুরুতে ব্রহ্ম তদুচ্যত ॥ ১৯
 বৎ তেষাং তৎকৃতানাং কশ্মণাম্
 ক্রেশ্চ শক্তি-শক্তিযতোরিদম্ ॥ ২০
 যয়ো যন্ত তথা স্পশো প্রিয়াপ্রিয়ৌ
 রূপাণি রসান্ গন্ধান্ প্রিয়াপ্রিয়ান্ ।
 বিজ্ঞেয়ঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ২১

ও সকীয় কল্পনাবলে উৎপন্ন
 কহ ইহার অরূপ বর্ণন করিতে
 । বুদ্ধি দ্বারাই ইহার প্রতীতি
 । ইনিই সকল প্রকার আন-
 দরূপে অবস্থিতি করিতেছেন
 উন্ন, অনন্তর-জ্ঞান ও আনন্দ-
 ই তত্ত্ববেত্তারা ব্রহ্মশব্দে নির্দেশ
 । কাল্পনিক সৃষ্টিাদিরূপ অজ্ঞান-
 শি তাহা দ্বারাই বিদ্রিষ্ট হইয়া
 ইন্দু অগ্নি ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি
 কৃষি, পশু ও মৃগ সকল যাহা
 হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম ও
 নি অব্যয় ও আনন্দস্বরূপ ।
 । পদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন
 তাহারাই বিকার ও কামশব্দে
 থাকে । যিনি সৃষ্ট ও জাগ-
 মনোমধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহা
 কল্পাসুষ্ঠানে প্রবর্তিত করিতে-
 ক্ষ এবং তৎকৃত কৰ্ম্ম সকল
 অতএব সংসারচক্রে ব্রহ্মের
 দ্বারাই ইহার উপাদান ॥ ১১—২০
 শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ

বিরূপঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ কৰ্ত্তা কৰ্ম্ম চ যোগিভিঃ ।
 অসৌর্ধিনশ্বরং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তা তু ন বিনশ্চতি ॥ ২২
 যথা চিত্রসহস্রাণি কুরুতে চিত্রকৰ্ম্মকৃৎ ।
 তথা কশ্মসহস্রাণি কুরুতে পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩
 একৈব পরমাত্মা তু দ্বিধাভিন্নস্ত দৃশ্যতে ।
 ভোক্তা ভোজ্যাক লোকেহস্মিন্ ন বিনা
 জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ২৪
 ভোক্তৈব সংস্থিতো দেবঃ স্বেচ্ছয়া পরমো বিভূঃ
 যে যে বিকারা দৃশ্যন্তে ব্যবহারাত্ত ভূতলে ।
 ন তেষাং সংশয়ঃ কৰ্ম্মাঃ সৰ্ব্বত্র পরমেশ্বরঃ ॥ ২৬
 নিরাকারং মহাবোরং সমংবেদ্যং পরং ব্রহ্ম ।
 ত্রিবিদব্রহ্ম ততে বিশ্বং কামট্টেচ্ছাত্ররং কৃতম্ ॥
 দুর্লভাকারবান কামো বিদ্যতে ব্রহ্মসত্ত্ববঃ ।

ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অনুভব করেন, তিনিই সনাতন
 ও পরমাত্ম-শব্দবাচ্য । ইনি বিরুদ্ধ-রূপশালী ;
 যোগিগণ ইহাকে কৰ্ত্তা (স্বতন্ত্র বা স্বীয়) ও
 কৰ্ম্ম অর্থাৎ জীবশব্দে নির্দেশ করিয়া থাকেন ।
 ইহাদিগের মধ্যে কশ্মই বিনষ্ট হইয়া থাকে ;
 কৰ্ত্তা কদাচ বিনষ্ট হন না । যেমন চিত্রকৰ্ম্মকারী
 সহস্র সহস্র চিত্র সকল স্বহস্তে নিৰ্ম্মাণ করেন,
 সেইরূপ পরমেশ্বরও সহস্র সহস্র জীবগণকে
 সক্রিয় হস্তে সৃষ্টি করিয়া থাকেন । তিনি একবিধ
 হইলেও জ্ঞাননেত্রবিহীন জীবগণের পক্ষে
 ভোক্তা ও ভোজ্যরূপে দুইপ্রকার প্রতীয়মান
 হন কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ সেই পরম-বিভূকে
 কেবল ভোক্তারূপেই সন্দর্শন করিয়া থাকেন ।
 এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলে যে সকল বিকার ও
 ব্যবহার সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদিগের
 উপর বৌদ্ধমতানুসারে সংশয় করা উচিত
 নহে ; কারণ পরমেশ্বর সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বদা সম-
 ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন । তাহার আকার
 নাই, তিনি আকাশের স্থায় মহৎ, স্ব-সংবেদ্য,
 পর, ক্রব ও ত্রিবিদ, তাহাকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্ম-
 শব্দে নির্দেশ করেন । তাহা হইতেই এই
 চরাচর বিশ্ব ও ইচ্ছাত্রয়াস্রক (ইচ্ছা, জ্ঞান
 ও কৃতিস্বরূপ) কাম উৎপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু
 এই কাম অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মরূপে অতীন্দ্রিয় ।

হ জন্ম বকনং শম্বরস্ত চ ।
মো ভূয়ো ধাপরস্ত বিপর্যয়ে ॥ ৪২
রা দক্ষা লম্বাটনয়নান্নিনা ।
রা দ্যা মা পুনর্জাতা হরেন্য হৈ ॥ ৪৩
মিনো বিক্ষোঃ প্রাক্যমী তৈজসী শুভা
বর্ণা চ সর্ষভূতমনোহরা ॥ ৪৪
পাতমাত্রস্ত শম্বরেণ স্ততঃ পুরা ।
নমাস্তিতা মায়াবতৌ সমর্পিতঃ ॥ ৪৫
তো ভূয়ঃ পূর্ষরত্যা পতিস্য সঃ ।
ভাস্তেন শম্বরো নিহতো যুধি ॥ ৪৬
ভাধ্যা স্তাদ্ভির্লক্ষ্য বরং হরাং ।
ভা তু ভূয়ো মেভে পতিক তম ॥ ৪৭
ভাধ্যাং ভাধ্যাং লক্ষ্য ভূয়োহস্তবৎস্থনাঃ
দাবান গহীতা দারকাং গতঃ ॥ ৪৮

হইলে পর, প্রজাপতি-সুতা রতি
দেবকে স্তব করিলে, ভগবান
তাহাকে বরপ্রদান করিলেন ।
ত জন্মগ্রহণ করিয়া, শম্বরাসুরকে
ধাপরযুগের চরমাবস্থায় পুনর্জন্ম
লাভ করিলে । রতিও এইকপ
, আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত হই-
লবের যে মূর্তি ক্রতুদেব কর্তৃক
, তাহাই পুনর্জন্ম বিমূর্ত গৃহে
। ৩২—৪৪ । কামদেব ক্রতু-
গ্রহণ করিবামাত্র শম্বরাসুর মায়া-
হরণ করিয়া, মায়াবতীর নিকট
অপুত্রা মায়াবতী তাদৃশ সুকুমার
হইয়া, পুত্রের জ্ঞান পালন
। কামদেব মায়াবতীর ধরে
বন্ধিত হইয়া, বোবনদশায়
। অনন্তর শম্বর তাঁহার
ও প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহাকে
ল । কামদেবের জন্মান্তরীণ
দেবের বাক্যানুসারে শম্বরকে
পূর্ষ পতিক পুনর্জন্ম লাভ
কিতে শম্বরাসুরের সমর্পিত
ক মায়াবতী মায়াবতী হইলেন

ভূয়ো নারায়ণগুহ্য প্রাপ্য সংজ্ঞমানসঃ ।
রাজ্যস্ত শম্বরপুত্রং করোদ্বিমুখলাভ্রয়াং ॥ ৪৯
ক্রৌড়স্তং দারকোদ্যানে কদাচিচ্ছস্তদানবঃ ।
নীতা ভাত্রে দদৌ প্রীত্যা ভক্ষয়েমং প শুভ্রিত্তি ॥
তস্যাং সংগৃহ্য তং দূরং নভো নীতা অহৌ ততঃ
নিমন্তো বিদুষ্মানাদশমাদাতবস্ত্রনঃ ॥ ৫১
ততঃ সংবিদ্য শৈলাগ্রে শুভ্রস্ত নগরে শনৈঃ ।
পতিতো লক্ষসংজ্ঞস্ত প্রাক্যো ধমিনাং বরঃ ॥ ৫২
উদ্যানে দৈত্যকণ্ডাক লক্ষ্য লক্ষ্মীং জহার চ ।
কীরোদকণ্ডাং সমগ্রীং ক্রতুধর্মোণ ধর্মবিং ॥ ৫৩
নাগপাশৈশ্চতো বদ্ধা সভাধ্যো বিদ্যাপর্কতাং ।
বিনির্জিত্য মহাবুদ্ধিনীতা সংস্থাপিতো গিরৌ ॥ ৫৪
সিমাচলস্ত শৃঙ্গে তু বিতস্তাতীরজে ততঃ ।

এবং শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে শম্বরপুত্রই রাজ্য
কবিত ল'গিলেন কদাচিৎ শুভ্র-দানব
তাঁহাকে দারকার উদ্যানে ক্রৌড়া করিতে
দেখিয়া, মায়াবলে তাঁহাকে অপহরণপূর্ষক
ন'তার নিকট লইয়া যাইল এবং “এই পশুকে
তোমার আগারের জন্ত আনয়ন করিয়াছি ;
অতএব ইহকে শীঘ্র ভক্ষণ কর” এই বলিয়া
তাহার হস্তে সমর্পণ করিল । অনন্তর নিশুস্ত
তাহার হস্ত হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া,
আকাশমাগে নিক্ষেপ করিল । বীরশ্রেষ্ঠ
প্রদান সেইরূপে ক্ষিপ্ত হইয়া কণকাল মধ্যেই
বায়ুপথ হইতে শৈলাগ্র-সংস্থিত নিশুস্তনগরে
পতিত হইলেন, তথাপি তাঁহার চৈতন্য বিনষ্ট
হই নাই এবং তথায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে
করিতে লক্ষ্মীনাথী দানব-কণ্ডাকে সন্দর্শন
করিয়া, কামবাণপাতের পথবস্তী হইলেন ;
তাহার সমাগম-চিত্তাই প্রবল হইয়া উঠিল ;
তদ্বিমুখই একমনে চিন্তা করিতে লাগি-
লেন । অসমকণমধ্যেই তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ
হইল । তিনি ক্রতুধর্মাসুরসারে তাহাকে বিবাহ
করিয়া তাহার সহিত বিদ্যাপর্কতে পলায়ন
করিলেন । অনন্তর দানবরাজ তাহা জানিতে
পারিয়া তথায় গমন করিল ও মহাবুদ্ধশালী
সেই প্রহরকে জব করিয়া, তথা বসিল

নেয়ং সাদহমেনাং হরামি ভোঃ ।
 প্রাণভূতা মম যেন হৃতা সূতা ॥ ৬৮
 যৌ তু প্রোক্তো গোপেন্দ্রকণ্ঠয়া ।
 ধ্বংসে হতেয়ং হৃহিতা তব ॥ ৬৯
 নেনৈব বিধিনা দানবর্ষভৌ ।
 ব্রহ্মাস্ত পশ্চৈয়মিতি মে মনঃ ॥ ৭০
 ক্রতা ততো যুদ্ধং প্রচক্রতুঃ ।
 কৈবল্যং প্রত্যাশ্রিত্য নিকটে মহং ॥ ৭১
 দাবাতৈরগ্নোত্তেন নিপাতিতৈঃ ।
 তৌ হতা মোচয়িত্বা তু যাদবম্ ॥ ৭২
 কাং নীতা দেবী চান্দ্রর্ধে পুনঃ ॥ ৭৩
 যো জাতঃ স শুশ্রূষেৎসহস্রবৎ
 শ্রীম্মা বিম্বকুসেন ইতি শ্রুতঃ ॥ ৭৪

আমারই ভোগ্যা, তোমার ইহাতে
 দিকার নাই, অতএব আমিই
 করিব। ইনিই আমার কণ্ঠ-
 পরমশ্রুত প্রহ্মার পরিব্রাজ
 গোপ-কণ্ঠ্যরূপিণী দেবী দানব-
 প পরম্পরালাপ গ্রহণ করিয়া
 গিতে লাগিলেন,—হে দানবেন্দ্র-
 প্রহ্মা ক্রতধর্ম্যানুসারে তোমা-
 ক লাভ করিয়াছেন, তোমাদিগের
 ধর্ম্যানুসারে আমার পানিগ্রহণ
 হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ-
 কষ্ট পূর্বে তোমাদিগের কিকিং
 করি, ইহা আমার একান্ত
 ইচ্ছা তাহার সেই বাক্য শ্রবণ
 সমীপে ঘোরতর সুদ্র করিতে
 বর্ষকরুণ একদৃষ্টে তাহার প্রতি
 ত লাগিলেন। অনন্তর দেবী
 গ্নোত্ত-নিপাতিত দাবাত দ্বারা
 বহুদূরকে মিহত করিয়া প্রত্যা-
 গমন ও তাঁহাকে ভাষ্যার সহিত
 করিয়া, অস্তহিত হইলেন।
 যি পক্ষে প্রহ্মার ঐক্যে যে
 বিবর্তনের মাধ্যমে সেই ধার্মিক-
 রাগা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়

মায়াবত্যাঙ্ক ষঃ পুত্রো ময়ো নাম্না নৃকেশরী ।
 স শম্বরপুরে রাজা বভূব রিপুমর্দনঃ ॥ ৭৫
 ইতি তব কুসুমেষোদিব্যমাহাস্মাযুক্তং
 ললিতপদযচোভিঃ শ্রোত্রেপেয়ৈর্মনোজৈঃ ।
 তদনু শৃণু রহস্তং মন্থত্বং প্রভাবং
 সকলজনমনাংসি ক্রোড়িতুং বস্ত জাতঃ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং
 কামতত্ত্বাদিনিরূপণং নামা-
 ষ্ঠমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

মংস্ত্রঃ কুম্ভো বরাহশ্চ নারসিংহশ্চ বামনঃ ।
 রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ ককী হরির্দশ ॥ ১
 যোগেন্দ্রাণাং প্রধানশ্চ সংসারভয়নাশনঃ ।

দানবগণকে পুত্রনির্কীর্ণশেষে পালন করিয়া-
 ছিলেন। কিন্তু মায়াবতীর গর্ভে ময় নামক
 যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, লোকসমূহ
 তাহাকে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ থাকায়
 নৃসিংহ বলিয়া নির্দেশ করিত, রিপুগণ রণা-
 ক্ষেত্রে কখনও তাহার সম্মুখীন হয় নাই, তিনি
 শম্বরপুরের নগরীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।
 ভগবান কুম্ভমায়ুধের দিবা মাহাস্মাযুক্ত চরিত্র
 সকল শ্রোত্রেপেয়, মনোজ্ঞ ও সুললিত পদযুক্ত
 বাক্য দ্বারা তোমার নিকট উত্তররূপে বর্ণন
 করিলাম, এক্ষণে তাহার রহস্ত-প্রভাব বর্ণন
 করিতেছি শ্রবণ কর। যিনি (কেবল) মানব-
 গণের চিত্ত সকল বিকৃত করিবার নিমিত্ত
 অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৬৭—৭৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

শ্রুত বলিলেন,—যিনি মংস্ত্র, কুম্ভ, বরাহ,
 নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি, কৃষ্ণ, বুদ্ধ,
 ককী ও কপিলরূপে অবতীর্ণ হন, তাহার

কৈতেইবলিলাখিষ্ণু মায়া ॥ ১৬
 রূপিয়া পুনর্বে বিধুনা জুতম্ ।
 চবৎ স্বর্গে পান-স্ত্রী-ভোজনাদিসু ॥ ১৭
 সর্কেষু দৃষ্টতে লোকসাক্ষিকম্ ।
 দৃষ্টম্ বিধুবে চ্ছদ্যরূপিনে ॥ ১৮
 ৥ দৃষ্টা স্ত্রীয়ো দানবপুংসবাঃ ।
 ভূতা যথা স্থানং যথাস্থম্ ॥ ১৯
 নে দিব্যানি স্বর্গাচ্ছতপ্তাশ্চাপি ।
 সুপ্তানি ময়মায়া কৃতানি চ ।
 সর্ক্যপি কৃত্বা যুদ্ধায় নিষয়ঃ ॥ ২০
 য়া দৈত্যাঃ কৃত্বা সমস্তমেব হি ।
 ন স্পৃশামো যদি দেবৈর্বিনির্জিতাঃ ॥

করিয়াছিল। অনল ও অকস্মৎ
 দ্যগণ মুক্ হইয়া বলপূর্বক
 অপহরণ করিবারাত্র ভগবান বিধু
 মোহিনীমতি আশ্রয় করিয়া
 বগণের নিকট হইতে প্রত্যানয়ন
 তদননে দেবগণ ছুটিচেষ্টে পান-
 যো পুনর্বার ব্যাপ্ত হইলেন
 হিনীমূর্তি সকলের মনকে একপ
 াছিল যে, সকলেই একবাক্যে
 ামাদিগকে বণ্টন করিয়া প্রদান
 লিয়া ছদ্যরূপী সেই বিধুর হস্তে
 ার্পণ করিলেন। ইত্যবকাশে
 ই কৃতকা সকল সন্দর্শন করিয়া
 ায়স্তৌকরণ-বাসনায় ময়াদানব-
 রীতে সংস্থাপিত করিলেন। সেই
 পেক্ষা অধিক সুখকর ও বোরতর
 ।; তাহাতে অধিষ্ঠিত লোকদিগের
 র সম্ভাবনা ছিল না। দানবগণ
 বস্ত্র সুরক্ষিত করিয়া যুদ্ধ করি-
 ত হইল। ১১—২০। তৎকালে
 ২সা একপ বলবতী হইয়াছিল যে,
 কাগণের সহিত দর্শন করিতে
 তে পারে নাই; কিন্তু তৎকালে
 প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যদি
 ২ দেবগণকে পরাজিত হই,

সিংহনাদাংস্তদা চক্রুঃ শঙ্কান্ দধুঃ পৃথক্ পৃথক্
 পুরষন্ত ইবাকাশং তর্জয়তো বলাহকান্ ॥ ২২
 ততঃ সমাগতা দেবা যুদ্ধায় কৃতনিঃস্রাঃ ।
 আয়ুধৈর্বিধিরস্ত্রৈর্জিহ্বাংসস্তঃ পরস্পরম্ ॥ ২৩
 ততো দৈত্যা হতা দেবৈর্বিধুনা চ মহাস্থনা ।
 হতাবশিষ্টাঃ পাতালং বিবিশুর্বিবরাণি চ ॥ ২৪
 অনবব্রাজ তান্ বিধুঃ চক্রপাণির্মহাবলঃ ।
 পাতালং পরমং গতা সংস্থিতা ভীতভীতবৎ ॥ ২৫
 এতস্মিন্নন্তরে বিধুর্দদৃশেৎমৃতসন্তবাঃ ।
 ক'ন্তুপূর্ণেন্দুবদনা দিব্যলাবণ্যগর্জিতাঃ ॥ ২৬
 স মোহিতঃ কামবানৈর্লেভে তত্রৈব নিবৃতিম্ ।

তাহা হইলে এই কত্যাগণকে স্পর্শ করিব না।
 অনন্তর সকলেই সিংহনাদ করিতে লাগিল ও
 প্রত্যেকে শঙ্কবাদনে প্ররুষ্ট হইল। সেই শব্দে
 আকাশ যেন পূরিত ও মেঘ সকল যেন তর্জিত
 বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ
 বিবিধ আয়ুধ দ্বারা শত্রুপক্ষ নিহত করিবার
 মানসে যুদ্ধের নিমিত্ত রণভূমিতে সমাগত হই-
 লেন শলভ যেমন বহ্নিকর্তৃক দগ্ধ হইয়া
 থাকে, সেইরূপ দানবগণ দেবগণ ও মহাস্থা
 বিধুর বীর্ঘ্য-বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া পকড়প্রাপ্ত
 হইল। হতাবশিষ্ট দানবগণ প্রাণভয়ে পাতাল
 ও বিবর মধ্যে প্রবেশ করিল। মহাবল
 বিধুও সুদর্শন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের
 পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনন্তর ভগবান্
 পাতালে গমন করিয়া তথায় অমৃতসন্তত
 কত্যাগণকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগের
 মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের স্থায় কমনীয় ও অবয়ব
 লাবণ্যপূর্ণ। তাহারা ভগবান্কে দেখিয়া
 কিকিং ভীত হইল। ভগবান্ তাহাদিগের
 তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া
 কামবাণপাতে অধীর হইলেন; তাহারাও
 ভগবানের তাদৃশ ভুবনমোহন রূপ সন্দর্শন
 করিয়া তাঁহার একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া
 উঠিল। অনন্তর তাহাদিগের পরস্পর
 সম্মতিক্রমে গাভর্ক-বিবাহ সম্পন্ন হইলে পর,
 ভগবান্ তাহাদিগের সহিত বিহার করিয়া পরম-

ভাষিত্ত বরনারীতিঃ ক্রৌড়মানে। বক্রব হ ॥ ২৭
 ভাষ্যঃ পুত্রানজমরগ্রহাবলপরাক্রম্যান ।
 কল্পান্ততো মহীং সর্বাং নানাহুতবিশাখান ॥ ২৮
 প্রত্নিহুতবরে ব্রহ্মা দেবদেবঃ বাসর্জয়ং
 বর্ষত ব্রহ্মপাণ্য বিকোরাশকনাং চ ॥ ২৯
 ভতো বৃষভরূপেণ বর্জমানঃ শিলাকল্পকৃ ।
 প্রকিটো বিবক্ৰঃ ভ্রুঃ শিনকন শৈলবান্ বনান্ ॥ ৩০
 শিন্ধেতুতত্ত শিন্ধৈঃ পুরাণ্যন্তঃপুরাণি চ ।
 ভক্ত্য ক্রুড়া হরৈঃ পুত্রাঃ সংগ্রামায় বানোদয়ন ॥ ৩১
 ভানু ক্রুড়া বহুভূপেণ বটৈঃ শৃঙ্গৈর্বাছাতপন ।
 হতেনু তেনু শিল্পমা বনো বিকূটগাভিকম ॥ ৩২
 শকৈঃ সন্তাচরামাস বিবোদয়ৈঃ কেশবঃ
 অস্থাপি ভানি বিকোঃ অগ্রাস শিঙ্গৈর্বাচনঃ ॥ ৩৩
 হবিবিজায় বৌবীশম পতং তং ভবংপতিম্ ।

সুবে কালকাল কল্পিত লক্ষ্মীমেন কালকমে
 ভববাসের উরসে অহাভিমেগ পটে মতবল
 পরাক্রান্ত বহুসখাক পুত্র উৎপন্ন হইল
 অহাভিমেগ বিক্রমে মহাতল কল্পমান হইতে
 লক্ষ্মী ও ভবমা সকল একত্র মুখে বিবাহ
 হইল উল্লি। ইত্যবকাশে ভবমান পরোক্ষ
 অর্ধেক কাল ও বিবাহ আমায় নিমিত্ত মত
 দেবক ও ভবম প্রেরণ করিলেন। অমৃত ও ভব-
 মন শিলাকৌ বৃষভরূপে বাহন করিয়া ভবনক
 বর্জমান করিতে করিতে ভবম উপস্থিত হইলেন
 ১১—৩০ : ভবম ভীষণ পথে পুত্র ও অমৃতপুত্র
 সকল বিশেষ হইতে লক্ষ্মী। ভববাসের পুত্র
 সকল ভববাসে নিমিত্ত ক্রুড়া হইল। ক্রুড়ক
 পরিভব করিয়া বাসনে বৃদ্ধ করিয়া অত
 সজ্জিত হইল। ভবমান ক্রুড়ক অবলীলাক্রমে
 বক্র, ক্রুড়া ও পুত্র বান অহাভিমেগে বিচারিত
 করিতে লক্ষ্মীমেন। অমৃতের পুত্রবান বৃষভশী
 বহুভূক শিল্প হইল পুত্র ভবমান বিহু
 ক্রুড়ক প্রায়শ শিল্প আমায় করিলেন এক
 শিল্পম ও পুত্র বান ক্রুড়ক প্রায় করিতে
 করিলেন। অমৃতের অবলীলাক্রমে বিহু-
 ক্রুড়ক পুত্র সকল একত্র করিতে লক্ষ্মীমেন।

প্রাং পত্নীয়া বাচা ভবন কমাভিহি
 ভক্ত ভবচনঃ ক্রুড়া ভববান ॥ ৩৪
 বাসর্জয়ঃ কিং ন জানীয়ে তং হি বিব্রত
 ক্রুড়া নাং রতিঃ ক্রুড়া নিব্রত মম
 ভক্ত্য ক্রুড়া ক্রৌড়মানল বিব্রতঃ প্রাং মতবান
 মমাত্র বিদ্যাতে চক্রঃ প্রাংমতবান মম
 ভববচ মহমতবান ক্রুড়ক্রেব ভিত্তম্ ॥ ৩৫
 ক্রুড়ানাং ক্রৌড়াসক্তানাং চিন্তু বনত
 অত্র দেবতমঃ ভবম ক্রুড়ক্রেব ভিত্তম্ ॥
 প্রত্নকৃৎ হরো শিবা বনঃ ক্রুড়ক্রেব
 বিব্রতে প্রাকৌ চক্রঃ দেব ক্রুড়ক্রেব
 লক্ষ্মী শ্রুতনাক্রুড়া ক্রৌড় শিল্পক্রেব
 ক্রুড়ক্রেব নগাঃ পত্নীম বনতমঃ প্রাং
 শক্তিঃ সাক্ষী মতবান ॥ ৩৬

মতবাস বিনয় করিতে লক্ষ্মীমেন দেবক
 ক্রম প্রাংম ক্রৌড়ক্রেব ভববান ॥ ৩৭
 ক্রুড়া ক্রুড়া মতব ক্রৌড় প্রাকৌ
 ক্রৌড়ক্রেব—(৩) ভববান। অমৃত ক্রৌড়
 হইতেম ৭। অমৃত ক্রৌড় প্রাকৌ
 ক্রৌড় অমৃত ক্রৌড়ক্রেব প্রাকৌ
 প্রতি মমত পতিতাক করি বক্রক্রেব
 ক্রৌড় বিব্রত ক্রৌড়ক্রেব প্রাকৌ
 মলক্রেব প্রাকৌ করিলেন এ প্রাকৌ
 চক্র প্রাকৌ ভবক্রেব প্রাকৌ
 অমৃত মতবান প্রাকৌ করিলেন প্রাকৌ
 চক্র প্রাকৌ প্রাকৌ প্রাকৌ প্রাকৌ
 বনক্রেব প্রাকৌ প্রাকৌ প্রাকৌ
 অমৃত প্রাকৌ প্রাকৌ চক্র প্রাকৌ
 করিলেন। ভববান ৩৪ এই প্রাকৌ
 ক্রৌড়ম ও অমৃত প্রাকৌ প্রাকৌ
 অমৃত চক্র মামসিক ক্রৌড় প্রাকৌ
 বিব্রতে প্রাকৌ করিলেন। অমৃত ক্রৌড়
 ভবম অলৌকিক শ্রুতন গতে সাক্ষী
 দেবককে করিলেন, এই পাত্রে
 বৌকমা যে সকল নারী আছে, যে ক্রৌড়
 বিব্রত করিতে ক্রৌড় করিতে ইচ্ছা
 করিই অহাভিমেগ করিতে ক্রৌড়

কেশবাধায়াং সর্ষান্নিদশযোনয়ঃ ।
 মাঃ পাতালং বিষ্ণুনা সহিতান্ততঃ ॥ ৪২
 তুর্যে কালে বিজ্ঞায় ভগবান্ হরঃ ।
 পাপং দদৌ যোরং দেবযোচ্ছষ্টকস্ত চ ॥ ৪৩
 মুনিং শাস্তং দানবং বা মদংশক্রম ।
 প্রবিশেৎ স্থানং স বাতু নিধনং কণাং ॥
 কামিদং যোরং মনুষ্যহিতবর্জনম্ ।
 তাস্ত ক্রদেণ দেবাঃ সগহমভাদ্যুঃ ॥ ৪৪
 তুখ কালস্ত চিত্তাবিষ্টং মহেশ্বরম্ ।
 পার্শ্বতী দেবী কিং চিত্তয়সি শঙ্কর ॥ ৪৫
 সর্ষভূতানাং জগতঃ কারণং পরম্ ।
 কাদিতো দেব্যা প্রাহ বাক্যং ত্রিলোচনঃ ॥
 ক স্তীণাক রূপং সন্ধিতয়ামাহম্ ।
 ত তৃণী নারী যতোহদ্যপি ন বিদ্যতে ॥

৪২ কেশবের নিকটে হইতে তাদৃশ বাক্য
 রিয়া বিষ্ণুর সহিত পাতালে প্রবেশ
 ইচ্ছা করিল। ইত্যবসরে ভগবান
 দিগের তাদৃশ অভিপ্রায় জানিতে
 অত্যন্ত কোপে অধীর হইলেন ও
 কে এইরূপ ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত
 করিলেন, শাস্তি-প্ৰদায়িত্ব মুনি ও
 দানব বাতিরেকে যে ব্যক্তি এ
 বেশ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ নিধন
 ব। দেবগণও তাদৃশ দেবত্বের বাক্য
 রিয়া, বিষয় হইলেন এবং ক্রুদ্ধকর্তৃক
 হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।
 কয়ংকাল পরে পার্শ্বতীদেবী মহে-
 চিত্তায়ুক্ত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন ?
 আপনি কি চিন্তা করিতেছেন।
 ইতেই এই বিশাল-জগৎ ও ভূত-
 পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ ক্রুদ্ধদেব
 ক্ত এইরূপে উক্ত হইয়া বলিতে
 হে দেখি। আমি পাতালবাসিনী
 র অলৌকিক রূপরাশি চিন্তা
 করণ করণ রূপরাশি এ পর্য্যন্ত
 দিগের সন্মুখীন করিয়া হইয়া মাই।
 মনুষ্যেরাও এইরূপে করিয়া

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং পুনঃ প্রাহ পতিক সা ।
 অহোবত মহদুঃখং বত্ৰ তুমসি বিস্থিতঃ ।
 গন্তমিচ্ছামাহং দ্রষ্টুং বদ্যমুজ্জা ভবেমম ॥ ৪৬
 এবং কুরুষেত্যান্তা তু শিবেন পরমাস্থনা ।
 প্রবিবেশ বিলং তুর্ণং বক্তৃচ্ছায়েব দর্পণম্ ॥ ৪৭
 তামভ্যোত্যাননাঃ সর্ষাঃ সৃষ্টামিত্যেব চিত্তয়ন্ ।
 ভাস্করোহয়ং সমুদিতঃ কিংস্বিং পাতালগহ্বরে ॥
 ইতি সন্ধিতয়স্ত্যং কচ্ছা রূপমদালসাঃ ।
 পার্শ্বতী তু ততো দৃষ্টা নার্কয়তীর্বিমোহিতাঃ ॥ ৪৮
 তানাং রূপং সমালোকা সংজ্ঞা প্রাহ পার্শ্বতী ।
 সূর্যং বিলতাকারা বৃথা রূপাণি বিলম্ব ।
 শূভ্রে পুষ্পকলানীব দুর্লভাধকমলানি চ ॥ ৪৯
 সূর্যমীয়েৎ তথা রূপমভোগ্যং সর্ষদেহিনাম্ ।

বাহ্যক বলিতে লাগিলেন,—তাহাদিগের
 সৌন্দর্য্যের অলৌকিকতা স্পষ্টই প্রতীত
 হইতেছে, যেহেতু আপনার চিত্তও তদ-
 র্শনে একপ বিম্বসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে।
 যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এ দাসীর
 প্রতি অনুমতি প্রদান করেন, তাহা
 হইলে এ দাসীও তথায় গমন করিয়া তাহা-
 দিগের তাদৃশ সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নয়নেন্দ্রিয়
 চরিতার্থ করে। অনন্তর গৌরী মহেশ্বরকর্তৃক
 তথায় গমনের নিমিত্ত অনুজ্ঞাত হইয়া বক্তৃচ্ছায়া
 যেকপ দর্পণভাস্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ বিল-
 মধ্যে প্রবেশ করিলেন ৪৬—৪৭। পাতালবাসিনী
 অঙ্গনা সকল তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া “সৃষ্টদেব
 কি অকাণ্ডে পাতালগহ্বরে সমুদিত হই-
 লেন।” এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল।
 তৎকালে তাহাদিগের সেই চিন্তা এত প্রবল
 হইয়াছিল যে, তাহারা একবারে তাঁহার সমুচিত
 সম্মাননা করিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল।
 অনন্তর পার্শ্বতী তাহাদিগের তাদৃশ ভাব সন্দ-
 র্শনে বিস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে
 অঙ্গনাগণ! তোমরা বিলতায় স্তায় লোক-
 দিগকে মুগ্ধ করিতেছ। কিন্তু তোমাদিগের
 এই অলৌকিক রূপরাশি স্বভ-পতিত রূপে
 মুকুণ্ডিত পুরুষের দ্বারা বিলম্বিত হইয়া

[illegible][illegible]

দ্বিতমঃ চাণ্ডঃ মহাত্মনঃ ॥ ৬৭
নো ভুঞ্জো দিব্যানাং রত্নেভিঃ ।
কাকিৰিণি ধৈৰ্য্যাদবধরং ॥ ৬৮
পাং লম্পটো নিত্যমেব হি ।
চ যতো নারী সূহৃৎভা ॥ ৬৯
যুক্তাবিত্যাঙ্ঘ্রে মতং ন তং ।
দীপো বা ততঃ প্রকৃতিমান্বিতঃ ॥ ৭০
চেতো যুনোঃ সমুপজায়তে ।
ধর্মো দৃষ্টতে ন চ বা কুলম্ ॥ ৭১
শান্তো যোগদ্যানপরায়ণঃ ।
ভাস্তো গুরুণাং সদগুরুমহান্ ॥ ৭২
প্রোক্তো বেদ-বেদান্তপারগঃ ।
তৎপাদো দৃষ্টা প্রস্মলিতোহভবৎ
ল্যাস্ত আতাঃ সত্রস্কাচারিণঃ ॥ ৭৪

সহস্র পুত্র উৎপাদিত করিয়া-
তৎকালে এইরূপ স্ত্রীসন্তোষে ও
বাসনা নিবৃত্ত হইল না, তৎকালে
কোনও কামিনীকে সাহসপূর্বক
করিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার
নিবৃত্ত হইল না, বরং দিন দিন
লাগিল; কারণ সকামা ও অমু-
ক্ত হুঁত। যে সকল ব্যক্তির
চিত্ত সুখ হইয়া থাকে' এইরূপ
তাঁহাদিগের সেইমত সমীচীন
মতে মুক্তিতে কিছুমাত্র সুখ
উপলব্ধির দ্বারা সর্বজ্ঞান-
আবার কেহ কেহ বলিয়া
তৎকালে স্বকীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত
যুবক ও যুবতির চিত্ত পরস্পর-
হইয়া থাকে, তৎকালে তাহারা
প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যোগ
পরায়ণ পদ্মযোনি, যিনি গুরু-
রূপ, বাহ্য দেহ রক্তবর্ণ ও মুখ-
সই ব্রহ্ম এক বেদবেদান্তপারগ
ইহাও পার্বতীর পরিণয়
করিলে তাহা হইতে

ইতি কথিতমশেষং দিব্যানীলাজকান্তে-
মধুরিপুত্রিতি নাম্না তক্ষনীলাজবর্ণম্ ।
চরিতমতিব্রহ্মং দিব্যানাবধ্যযুক্তং
মদনবিজিতবুদ্ধেঃ পদ্মযোনেচ্চ বিপ্রাঃ ॥ ৭৫
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়
বিষ্ণুচরিতবর্ণনং নাম নবমো-
অধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

যেতো রক্তো মহানীলো ভিন্নাঙ্গনচয়োগমঃ ।
সর্বরূপধরো রুদ্রো দংষ্ট্রালো দারিতাননঃ ॥ ১
শান্তো দান্তো দ্বিতক্রোধঃ সংযমী বিগতস্পৃহঃ ।
নারায়ণস্ততো জাতঃ সৃষ্টার্থং তেন যোজিতঃ ॥ ২

সেই সকল বাগবিন্যাস-মুনি উৎপন্ন হইয়া-
ছিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ! ইন্দীবর-সন্নিভ ও
মধুরিপু নামে বিখ্যাত ভগবান্ বিষ্ণু ও পদ্ম-
যোনি কামকর্তৃক অভিবূত হইয়া যে যে কার্য্য
সকল করিয়াছিলেন, আমি তাহা অশেষরূপে
কীটন করিলাম, ইহা অত্যন্ত ব্রহ্ম ও দিব্য
লাবণ্যযুক্ত । ৬১—৭৫ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দশম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, সর্বপ্রথম রুদ্রদেব একমাত্র
ছিলেন। তাঁহার দৈহিকবর্ণ বেত, রক্ত ও
নীল ছিল; কিন্তু নীলতার আধিক্যহেতু
তাঁহাকে ভিন্ন অঙ্গনচয়ের দ্বারা বোধ
হইত। তাঁহার দংষ্ট্রা সকল অতিশয় প্রশস্ত
ছিল, মুখমণ্ডলও নিয়ত বিস্তীর্ণ থাকিত;
তাঁহার কোনও বিষয়ে স্পৃহা ছিল না। তিনি
শান্ত, দান্ত ও সংযমীদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন।
অসংসার নারায়ণ উৎপন্ন হইবার পর
অসংসার করিয়া বিরাজ করিয়াছেন

শনং তয়োঃ স্তোত্রাদর্শনাৎ ।
 স্তোত্রো তু পিতা-পুত্রৌ চ সৌহৃদাৎ
 দ্বালিঙ্গ্য কাৰ্য্যমেতৎ প্রচক্ৰতুঃ ।
 যঃ লিঙ্গং কস্ত স্তাদিতি চিত্ত্য তৌ ॥
 আণি নির্গচ্ছন্তি বিশন্তি চ ।
 স্ত যন্মূলং যদৰ্দ্ধকৈহ দৃশ্যতে ॥ ১৯
 তৌ মূলমবেষ্টুং ব্রহ্মণা তথা ।
 গপদ্যাবদন্তো ন বিদ্যতে ॥ ২০
 মার্গেণ নিষ্কৃত্য জলধেনুস্তে ।
 দ্বালিঙ্গ্য স্তোত্রো বিবিশতুঃ তৌ ॥ ২১
 ততো বাচং নভসঃ কস্তচিৎ তু হ
 াটস্ত লিঙ্গং জালাময়ং সুরৌ ॥ ২২
 যচ্ছিত্তা ভ্রমৌ তাক্তং কপর্দিন
 দ্য সিদ্ধির্বাং ভবিষ্যদুতোপমা ॥ ২৩

কাহার? ইহা'র মূলক্ষণ দর্শনে
 । হইতেছে যে, ইহা সাধারণ
 ; বোধ করি ইহা আমাদিগের
 নিমিত্তই আবির্ভূত হইয়াছে ।
 ক, ইহার আদ্যস্ত অবশ্য দ্রষ্টব্য ;
 তে পারিলে, আমাদিগের মহ-
 বে" এইরূপ স্থির করিয়া, বিষ্ণু
 সেষণ করিবার নিমিত্ত পাতালে
 ন ; ব্রহ্মাও ইহার অস্ত দর্শন
 ষ্ট উদ্ধাদিকে গমন করিলেন ।
 ণ বিকল হইল, কেহ আদি বা
 রিতে পারিলেন না ; সর্বত্রই
 তে পাইলেন । ১২—২১ । বহুকাল
 ভয়ের শরীর প্রমে অবসন্ন হইল,
 যাইতে পারিলেন না । তথা
 । প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, জলধিতীরে
 হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন)
 শন এবং বহুকাল পরে পরস্পর
 ধী হইয়া, পরস্পর আলিঙ্গন
 এই সময় এইরূপ দৈববাণী
 যে, হে দেবদয় ! ইহা জালা-
 া লিঙ্গ ; জলবান্ কপর্দী কুপিত
 হই করিয়া ক্রুদ্ধিতে পরিত্যক্ত

এতদ্বি শাকরং লিঙ্গং পূজয়িত্যন্তি যে ভূবি ।
 বলিপুষ্পোপহারৈশ্চ তেষাং প্রীতঃ পিনাকধৃক্ ।
 প্রদাস্তুত্বান্ কামান্ স দেবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ২৪
 তচ্ছ্রুত্বা চক্ৰতুঃ স্তোত্রং তন্মৈ দেবায় ব্রহ্মসং ।
 তৌ পূজয়িত্বা বিধিবৎ সম্প্রাপ্তৌ সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥
 ততোহগ্ৰ্যশ্বিনু মহাকলৈ দেবৈর্দৃষ্টস্ত শকরঃ ।
 অর্ধনারীশরীরস্ত কামশত্রুঃ পিনাকধৃক্ ॥ ২৬
 অগ্ৰ্যশ্বিনু কলসময়ে গৃহস্থাপ্রমথানপি ।
 হিমবন্তগুহ্যগ্রাস্ত ভূতসঙ্গৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ২৭
 কদাচিৎ পার্শ্বতী তত্র কালী গৌরভলকয়ে ।
 ব্রহ্মাণমর্চয়িত্বা তু তপস্তপ্তং গতান্বনম্ ॥ ২৮
 দিব্যং সতীসরশ্চাপি জয়ন্তীস্ত মহাগুহ্যম্ ।
 রাজবাসগুহ্যকপি তত্র দৃষ্টা পিতামহম্ ॥ ২৯

করিয়াছেন । ইহাকে পূজা করিলে অবশ্যই
 সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । এই ভূমণ্ডলে
 কাহার এই শিবলিঙ্গকে বলি ও পুষ্পাদি দ্বারা
 পূজা করিবে, পিনাকী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে
 অভিমত ফল প্রদান করিবেন ; কারণ তিনি
 অত্যন্ত ভক্তবৎসল । ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা
 তাহা শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত ভক্তি সহকারে
 লিঙ্গের পূজা করিলেন ও নানাবিধ স্তোত্র
 পাঠ করিয়া, প্রভুকে প্রীত করিলেন ;
 ইহাতেই তাঁহারা অসাধারণী সিদ্ধি লাভ
 করিলেন । অগ্ৰ মহাকলৈ দেবগণ তাঁহাকে
 দেখিয়াছিলেন : তৎকালে ভগবান্ কামান্তক
 হরগৌরী-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন । তাঁহার
 দেহের অর্ধ নারীময় ও অর্ধ পুরুষময়
 ছিল । কলান্তরেও ইনিই গৃহস্থাপ্রমী হইয়া
 হিমালয়গুহ্যায় বাস করিয়াছিলেন ; তৎকালে
 ভূতসমূহ ইহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য
 করিতেছিল । তথায় কৃষ্ণবর্ণা পার্শ্বতী গৌরভ
 লাভ করিবার আশয়ে ব্রহ্মাকে অর্চনা করিয়া
 তপস্তা করিবার নিমিত্ত অটবী মধ্যে গমন
 করিয়াছিলেন । তথায় সতী নামক সরোবর-
 তীরে জয়ন্তী নামী মহাগুহ্যতে ও রাজবাস
 নামক গহ্বরে গমন করিয়া তথায় ভগবান্
 ব্রহ্মাকে সন্দর্শন করিলেন । অমৃতর তথায়

ভাষ্যঃ স ভেদা দুইজন ম তিহিতমতবিশ্বাস

[illegible][illegible]

লম্পটং ক্রদ্রং সংবিজ্ঞায় তয়োর্মুখাং ।
 গমন্ত গুহাং পৌরুষং রূপমভ্যজং ॥ ৪৪
 সর্পরূপস্ত প্রবিষ্ট চ গুহাস্তরম্ ।
 স্নেহেন তৌ মূঢ়ৌ মোহরিভা চ মূঢ়বীঃ ॥ ৪৫
 পং কপাং কৃত্বা তৃতীয়মপি চাষ্টৃতম্ ।
 মূষচেদং বিরহোংকণ্ঠমানসম্ ॥ ৪৬
 চন্দ্রললাটাহং পার্শ্বতী গিরিগোচরা ।
 কণ্ঠিতা তুভ্যং ব্রহ্মদন্তবরা সতী ।
 ব্রুদপ্রখ্যাং য়া ক্রৌড়ম চ মে প্রিয় ॥ ৪৭
 শ্রীলিতাক্ষস্ত বিরূপাক্ষঃ স্মৃতাঙ্করম্ ।
 ভূজাত্যস্ত পর্যাবজত স্তম্ভবৎ ॥ ৪৮
 রতিং কৃত্বা ততো বাহরতিং পুনঃ ।
 গতে নিম্নং স দদর্শ মহাদ্রুতম্ ॥ ৪৯

। দানবরাজ তঁহাদিগের প্রমুখাং
 র দীলান্ধনো শবণ করিয়া, গুহা-
 বেশ করিবার আশয়ে পুরুষরূপ পরি-
 রিলেন ও সর্পরূপ ধারণ করিয়া, গুহা-
 বেশ করিলেন এবং তথায় তঁহা-
 যার দ্বারা মোহিত করিয়া, নিমেষ-
 স্তরীরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর
 ক সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগি-
 হে চন্দ্রশেখর! আমি পর্কতবাসিনী
 কামশরে পীড়িত হইয়া আপনার
 আসিয়াছি, আমার অভিলষ পূর্ণ
 আপনি ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি কামকে
 করিতে পারে? আর আমি স্থির
 পারিতেছি না, সীতাই ইহার প্রতি-
 ক্রম। হে প্রাণেশ্বর! এ অধিনীর
 ষ্টিপাত করুন। হে প্রিয়! আমার
 সন্নিভ, তন্নিবন্ধন আমি গৌরী নামে
 হইয়াছি; আমার সহিত বিহার
 ভগবান্ বিরূপাক্ষ তাহার তাদৃশ
 যণে অক্রিয় উন্মীলন করিয়া,
 প্রিয়র স্তায় স্তম্ভচিত্তে আলি-
 লেন। অনন্তর কৃত্রিম রতি সম্পন্ন
 গালিজনাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন।
 স্তম্ভিত হইয়া সেই অত্যন্ত

বিশকর্ম্মকৃতং ভুভাং কনকাতং মহর্ষিমং ॥ ৫০
 পশ্যং ত্রিশূলমধ্যে তু বধা সন্তাবজাং ব্রহ্মী
 শ্বেহসন্তাবলিকং তং তচ্চ গাত্রং মহামুদ্রং ॥ ৫১
 তথাপি শক্তিঃ কিকিচ্ছাতঃ কামাতুরশ্চ সঃ ।
 চকার সুরভকৌড়াং তাবদ্রুময়ো ভগঃ ॥ ৫২
 উৎপাদ্য দণ্ডমুখলে তস্ত নিম্ববিকর্ষনম্ ।
 কর্ত্ত্বং সমুদ্যতো ঘোরো দানবঃ স্রীবপুর্জরঃ ॥ ৫৩
 হরোহপি তাং মহামায়াং বিজ্ঞায় ব্রহ্মবান্ধবং ।
 শূলপাতপতাদীনি নিম্নাগ্রাশ্বিনিস্তাশ্চপি ॥ ৫৪
 ততো রতাভে ক্রদ্রস্ত দৈত্যো রূপং অহৌ ত্রিগাঃ
 পরিক্ষিষ্মহুহুদু-বিষয়াশ্লিষ্মিষাণি চ ॥ ৫৫
 হতা দৈত্যং মহাদেবো বীরকায়াপ্যদর্শয়ং ।
 ততঃ স শক্তিঃ স্রীপাং বিশ্বাসং নাকরোং কচিং
 তত্র দৈত্যেন পততা পৃষ্ঠেনোক্তো মহেশ্বরঃ ।
 হে ভদ্র দানববর ত্বয়া যুদ্ধে পরাজিতঃ ॥ ৫৬

নিম্ন সেই মায়াবিনী গৌরীতে প্রবিষ্ট হইল।
 অনন্তর বিশ্বকর্ম্মকৃত মহোজ্জ্বল ত্রিশূল মধ্যে দৃষ্ট
 হইল। যদিও তাহার প্রণয় সন্তোষ নিম্ন দ্বারা
 স্পষ্টরূপে অনুমিত হইয়াছিল এবং কামিনীগণের
 স্তায় তাহার অবয়ব সকল অত্যন্ত কোমল ছিল,
 তথাপি ভগবান্ কামাতুর হইলেও তাহার সহিত
 বিহার করিয়া অত্যন্ত শক্তি হইলেন। সেই
 মায়াবী দানব তৎকালে মায়াবলে স্বকীয়
 যোনিকে বজ্রময়ের স্তায় সূদৃঢ় করিয়া দণ্ড ও
 মুখল উৎপাদন করিল এবং উদ্ধারা ভগবানের
 লিঙ্গ-কর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪১—৫০ ॥ মহাদেবুও
 তাহার সেই মায়া আনিতে পারিল। শূল ও
 পাতপত প্রভৃতি অস্ত্র সকল উৎপাদন করিতে
 লাগিলেন। অনন্তর সুরতাবসানে সেই মায়াবী
 দানব স্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের সহিত
 ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পত্নরাজ
 যেমন গজরাজকে নিহত করে, সেইরূপ ভগবান্
 সেই মায়াবী দানবরাজকে অক্লান্তভাবে নিহত
 করিয়া, বীরকে দর্শন করিয়া সেই
 পর্যন্ত বীরক অত্যন্ত শক্তি হইল।
 জাতির উপর বিশ্বাস করিতে পারেন
 সময় দানবরাজ মহাদেবকে

মনবেশেণ ন হতো দৈত্যমারুতঃ ॥ ৭০
 :খিতা গৌরী শস্ত্রা তং বীরকং ক্রমা ।
 শপ্তোহসি মহামোহেন মানবঃ ॥ ৭১
 শিলাদন্ত পুত্র পুত্রো মহীভূলে ।
 ভির্বৈধে: শাপান্তো ভাবিতা তব ॥ ৭২
 । দেহেন মম পুত্রো ভবিষ্যসি ।
 রকো নন্দী শৈলাদিব্রতবৎ পুনঃ ॥ ৭৩
 । তপসা জিত্বা ভূমোহনুগোহভবৎ ।
 কাশং মতিমান ভগবান বানরাননঃ ॥ ৭৪
 মহাগৌরীং দৃষ্ট্বা তু শক্তিভক্তদা ।
 ভাবাকোচেন ভৈরবং কৃতবান বপঃ ॥ ৭৫
 হস্তাণি অগ্রাস গিরিগোচরা ॥ ৭৬

ই আপনার পতির প্রাণ বিনষ্ট হয়
 পাড়ী নামক দানবরাজ আপনার
 । করিবার ক্ষমতা বহুবিধ মারাজাল
 দ্বারাও কৃতকার্য হইতে পারে নাই ।
 যিকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 খিত হইলেন এবং তাহাকে বিনা
 স্পৃহা প্রদান করা নিতান্ত গর্হিত
 হইতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত
 হইয়া পুনঃ তাহাকে বলিলেন,
 আমি অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে
 প্রদান করিয়াছি, তুমি ভূমণ্ডলে
 । ব্রাহ্মণের পুত্র হইবে; তথায়
 সর অবস্থিতি করিলে তোমার
 হইবে । ৬৪—৭২ । পুনর্বার সেই
 ার পুত্র হইয়া লাভ করিবে বীরক
 ার বাক্যানুসারে শিলাদ নামক
 রূমে জন্মগ্রহণ করিলেন ও তথায়
 । করিয়া দ্বাদশ বৎসর পরে পুন-
 ক গমন করিলেন । এবং তথায়
 পরম সুখে কালযাপন করিতে
 অনন্তর ভগবান্ কৃত্ত গৌরীকে
 রা শক্তি হইলেন ও দৈত্যের
 তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত
 ধারণ করিলেন । ক্রমে ক্রমে
 পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল ।

গ্রন্থে সহস্রে রূপাণ্য তরুরূপে প্রদর্শিতে ।
 পার্শ্বত্যা চাধ নিঃশব্দঃ কপদী চাতবৎ ততঃ ॥ ৭৭
 দৃষ্ট্বা জগন্ময়ীং তাস্ত ব্রহ্মম সুরতপ্রিয়ঃ ।
 বিরহোৎকৃষ্টিতঃ ভাৰ্য্যং প্রাপ্য ভূয়ো হিমাচলে
 সতীং গৌরীং রাজকন্যাং প্রাপ্য বালেদুশ্চৈবরঃ
 যদা ন সুরতে তপ্তো দেবদারুবনং তদা ॥ ৭৮
 বিবেশোন্মত্তবেশে স্তম্ভজিত্বা দিগম্বরঃ ।
 মুনিদারব্রতিপ্রাপ্ত মন্থধাবিষ্টচেতনঃ ॥ ৭৯
 তুমার-হার-নীতাংস্ত-শঙ্খতুল্যেন ভূমনা ।
 কৃতমানসে শুভভে কর্পূরেণব ধূসরঃ ॥ ৮০
 ময়ূরচন্দ্রিকাপুঞ্জ-পিচ্ছিকাং ধারয়ন্ করো
 দণ্ডোপরি দৃঢ়ে: পাশৈর্বন্ধা খট্টাদিকাম্ ।
 পূর্ণেন্দ্রশকলাকারং কপালমপি ধারয়ন্ ॥ ৮১

এইরূপে তিনি সহস্র সহস্র মূর্তি ধারণ করিতে
 লাগিলেন, পার্শ্বতীও অবলীলাক্রমে তাঁহার মূর্তি
 সকল গ্রাস করিতে লাগিলেন । অনন্তর স্বকীয়
 তারুরূপ দর্শন করাইলে কপদীর শব্দা অপভ্রত
 হইল । জগন্মাতার তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি
 সন্দর্শনে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন
 না, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত রমণ-কার্যে প্রবৃত্ত
 হইলেন; কারণ তিনি অত্যন্ত সুরতপ্রিয়
 ছিলেন । অনন্তর চন্দ্রশেখর হিমাচলে বিরহ-
 বিধুরা ভাৰ্য্যাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার তাঁহার
 সহিত রমণ-কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন । যখন
 তাহার তাদৃশ রমণেও তৃপ্তি বোধ হইল না,
 তখন তিনি উন্মত্তবেশে দিগম্বর হইয়া তাঁহার
 সহিত দেবদারুবনে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর
 কামাবিষ্ট হইয়া মুনিপত্নীগণের সহিত বিহার
 করিবার অভিপ্রায়ে তুমার হার নীতাংস্ত ও
 শঙ্খসদৃশ ভূম দ্বারা অমূল্য হইয়া কর্পূরজি-
 তের দ্বার শোভা পাইতে লাগিলেন । ৭০—৮১ ।
 তখন ময়ূরগণের চন্দ্রকসমূহরূপ পিচ্ছিকা সকল
 তাঁহার হস্তে বিরাজ করিতেছিল এবং দণ্ডের
 উপরিভাগে খট্টাদ প্রভৃতি আরও সকল মূল্য-
 বস্তুর দ্বারা সজ্জ ছিল । পূর্ণেন্দ্র-শকলাকার
 কপাল ও তাঁহার হস্তে বিরাজ করিতেছিল ।

ধর্মসংহিতা ।

৷দ্যোনে তদন্তেণে গুণীকৃতম্ ॥ ১৭
 ৷চিৎসায়ন কচিৎসন কচিৎসন ।
 ৷জানি কচিৎ খাদন গণৈঃ সহ ॥ ১৮
 ৷মোহন নেপথ্যাপ্রশোভিতঃ ।
 ৷লাভঃ স্থানকানি সহস্রশঃ ॥ ১৯
 ৷ভিন্নাস্ত দৃষ্টিমেকাঞ্চ শঙ্করঃ ।
 ৷ষবাক্যপি ষট্‌ত্রিশচ্ছতসংখ্যয়া ॥
 ৷ভঃ স-রোদ্র-হাস-ভয়ানকান্ ।
 ৷স্তাঃ ৮ নব নাটো রসান্ত বে ॥ ১০১
 ৷স্বরসং তানস্তু কচিৎ ॥ ১০২
 ৷স্বশাস্ত্র রসস্ত ভুবনত্রয়ে ।
 ৷ভা দৃষ্ট বা কতে নারায়ণাদপি ॥ ১০৩
 ৷বদনা পার্শ্বতী শঙ্করঃ বপুঃ ।
 ৷নী ভূম্যা পীনশ্রোণিপয়োধরা ॥ ১০৪
 ৷ক্ষম ভূভির্বস্তৈঃ সঙ্গমবিগ্রহা ।

কালবিশেষোপযুক্ত গীতিসংযুক্ত
 যারা সংযুক্ত হওয়ায় তাহার মাধুর্য
 ও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল ;
 যদি-বা তাহার সাতিশয় মাধুর্য
 করিয়াছিল । ভগবান্ বিরূপাক্ষ
 নি করিতে করিতে কোন স্থানে
 লাগিলেন ; কোথাও অত্যন্ত হাস
 প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ; কোন-
 দিগের সহিত বহু ফল-মূল ভক্ষণ
 করিত্ত করিলেন । অনন্তর বহু-
 ধিত হইয়া, অসাধারণ তাত্ত্ব দ্বারা
 কে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করত
 গীতেরে সমাগত হইলেন ; সেই
 প্রকার আসন সকল প্রদর্শন
 লাগিলেন । তৎকালে তাঁহার দৃষ্টি
 প্রকার ভেদে বিভিন্ন হইলেও
 তা বোধ হইতে লাগিল । শৃঙ্গার
 শাস্ত্রোক্ত নরপ্রকার রস সকলও
 ষট্‌ চতুষ্করূপে প্রদর্শিত হইতে
 যিনি নারায়ণ ব্যতীত কোনও ব্যক্তি
 যাকে চতুষ্করূপে অভিজ্ঞ ও
 সর্ব সমর্থ হইবে ১২১—১০৩ ধার

রক্তবস্ত্রকৃতোকাবা পুষ্পপ্রসাদমাণ্ডতা ॥ ১০৫
 অশোকপুষ্পসম্পূর্ণা মালাঃ বিভ্রং করাসুভৈঃ ।
 ভর্তারমণুগচ্ছন্তী ভক্তভে চারুসঙ্গতিঃ ।
 বিভ্রাণীলাভনকট্রৈর্নভসীব শিকরঃ ॥ ১০৬
 গোপীকপাণি বিভ্রাণীমাতৃভিঃ পরিশোভিতা ।
 কোতুহলাদ্যঃ বা গোবী দেবদারুভবনং শনৈঃ ॥ ১০৭
 ভর্তুঃ স্ত্রীসম্পটস্তাধ পরদারসমাগমম্ ।
 দ্রষ্টুঃ স্ত্রীপাঞ্চ দোঃলীল্যং সাধ্বীনাঞ্চ ভব্যং ভূতিম্
 রক্তান্ বিরক্তাংস্ মুনীন্ তস্তু ভর্তুরনুজয়া ।
 পাতিনা সহ সম্যক্তা শর্ম্মং দ্রষ্টুং সমুদ্যতা ॥ ১০৮
 ততঃপশ্যাংস্তাঃ সর্কাস্তপস্বিতোহং নিরুজনে ॥ ১০৯
 অদৃষ্টপূর্ষং পুরুষং মন্যধোপমদর্শনম্ ।
 নির্লজ্জং তিক্‌মানস্তু মুনীনামাপ্রমেয়পি ॥ ১১০

নিত্য এবং পয়োধর অতি সুন্দর ; বাহার শরীর
 কৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্ম এবং কোমল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন ;
 যিনি রক্তবর্ণ বস্ত্রদ্বারা উকীষ ধারণ করিতেছেন
 যিনি পুষ্পমালাদাম দ্বারা আপনাকে ভূষিত
 করিয়াছেন ; যিনি করাসুভ দ্বারা অশোকপুষ্প
 পূর্ণ মালা ধারণ করিতেছেন ; সেই পূর্ণদুবদন
 যুবতী হৃদয়গ্রাহিনী পার্শ্বতী, শঙ্করের শরীর
 অবলম্বনপূর্বক ভর্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
 করত বিভ্রাং, নীলমেঘ ও নকত্র দ্বারা পরি-
 শোভিত আকাশস্থ শিকরের দ্বারা সূক্ষ্মর
 সংযোগে শোভা পাইয়াছিলেন । গোপিকা
 রূপধারিণী মাতৃগণের সহিত পরিশোভিত
 গোবী সন্মোহলে স্ত্রীসম্পট ভর্তার পরস্রীসমা-
 গম, মুনিপত্নীদিগের দুঃলীলতা এবং সাধ্বী-
 স্ত্রীদিগের ধৈর্যদর্শনের নিমিত্ত অঙ্গে অঙ্গে
 দেবদারুবনে গমন করিলেন । সেই সকল
 দুঃলীল স্ত্রীর মধ্যে কেহ বা অদৃষ্টপূর্বক, কেহ
 বা বিরক্ত মুনিদিগকে ভয়পূর্বক, কেহ
 বা ভর্তার অনুজ্ঞাক্রমে, কেহ বা পাতন সহিত
 মত্তগা করিয়া শিব-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন
 তাহার পর সেই সকল তপস্বিনীরা, পার্শ্বতী
 সহিত সেই অদৃষ্টপূর্বক, মন্যধোপমদর্শন
 নির্লজ্জ, মুনিদিগের

২ ত্বয়া কার্যং তপস্বিন্যো বগং মূনে
 যচ্চারিণ্যো নগ্না বস্ত্রাৱতাথবা ॥ ১২৬
 সত্রে ভিক্ষাং মা গহাণ চপলেন্দ্রিয়ঃ ।
 পশু লাবণ্যং শরীরেষু স্তনেষু চ ॥ ১২৭
 পরদারাস্ত জরাগ্রস্তেষু সাধুসু ।
 বভূতেষু ব্রাহ্মণেষু পরিগ্রহঃ ॥ ১২৮
 তপিতুং শক্তাঃ কথং তাড়পিতুং বচঃ ।
 বনে চাম্বিন্ কিং প্রবিষ্টোহসি বলিশ
 ভয়ালোকঃ সমাগম্হো ভবেদহি ॥ ১৩০
 বৃক্ষগহনং বনং নির্দরসাত্তমং ।
 তপসানু দূরে নিত্যমধ্যম্নে রতানু ।
 পাঠয়ন্তি স্য দ্বুংপিপাসাসমবর্তিতঃ ॥ ১৩১
 মহাধক্তঃ সামবেদে ন তে শ্রুতঃ ।
 প্রসম্নেন গুরুণা কথিতস্ত যঃ ॥ ১৩২
 সমিৎ তত্র স্তাদ্ধূপস্থক নিত্যাশঃ

ক্ৰীদিগকে ইনিই বা আর কে'খায়
 ? হে মূনে! আমাদিগের আর তে'ম'কে
 । নাই যথেষ্টচারিণী হই, বিবস্ত্রা হই
 বস্ত্রাই হই, আমরা তপস্বিনী। হে
 ঐ! তুমি ভিক্ষা করিও না, চন্দ্রদ্বয়
 করত আমাদিগের শরীরের ও স্তনের
 দর্শন কর। আমরা পরস্বী, আমাদিগের
 তি বৃক্ষ, পরমসাধু, অস্তিচন্দ্রাবশিষ্ট
 ১৩; যে সকল ব্যক্তি দণ্ড করিতে
 তাহারা বাক্য দ্বারা কিরূপে তাড়না
 রে দুর্খ! লোক সকল যে রাজার
 সংপদ অবলম্বন করে, সেই রাজগৃহ
 কিজ্ঞ প্রবেশ করিয়াছ ? ১১৭—১৩০।
 ই বৃক্ষ দ্বারা নিবিড়, নির্দর ও
 বন অবলোকন কর। যাহারা বৃদ্ধা
 পায় কাতর হইয়াও বালকদিগকে
 স্নাইয়াছে, সেই সকল নিত্য বেদা-
 তপসদিগকে দূরে দর্শন কর। ইহা
 চর্য এবং চুৎখের বিপর্য। গুরু প্রসম্ন
 তিমের নিকট যে বক্ত করিয়াছিলেন,
 কি সেই সামবেদোক্ত মহাধক্ত
 । নাই ? ঐ মহাধক্তে ক্রী—অগ্নি

উপমন্ত্রিতে যং সা স ব্রহ্মো যোষিদগ্নিঃ ॥ ১৩৩
 যদন্তঃ কুরুতে সা তু তেহপ্যঙ্গারঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
 অভিনন্দান্ত যে তত্র বিষ্কুলিতান্ত এব হি ॥ ১৩৪
 তস্মিন্ বৈশ্বানরে রেতো জুহ্বতে বিবুধাঃ সদা ।
 তস্মাৎ কুরু কৃপাক্ষেব তত্র বেদ্যতুলং ফলম্ ॥
 এতং স্থানমন্তরিক্ষেং তত্রাপি শূণু মে বচঃ ।
 সাত্যং বাক্যং দ্বিতীয়ন্ত মুখমেতং প্রজাপতেঃ ।
 কৃষিভির্বহুধা গীতং গর্ভাধানাদিকর্ম্মম্ ॥ ৩৬
 এবংবিধাভির্বহুভিঃ স্ত্রীতির্বাগুভিঃ প্রণোদিতঃ ।
 স্ত্রীণাং নিত্যপ্রসম্নং তপস্বী বাক্যমুক্তবান্ ॥ ৩৬
 যদেতদক্ষিপং নেত্রং বিষ্ণোরাতাতি দীপ্তিমং ।
 এমৈব গুরুরম্যাকং গুরুরাহ রতে দ্বিগঃ ॥ ৩৮
 চ হর্দিশবিধস্তাথ ভূতসর্গস্ত দৈনিকঃ ॥ ১৩১
 দিবাচরাণাং ভূতানাময়ং পালয়িতা দিবা ।
 নিশাচরাণাং ভূতানাময়মেব নিশাগমে ॥ ১৪০
 পিতা পালয়িতা নিত্যং প্রবিশ্ত শশিমণ্ডলম্ ।

এবং উপস্থই তাহাতে সমিৎ। সেই ক্রী ঐ
 সময়ে যে বাক্য কহে, সেইটাই যোষিদগ্নির
 ম; যাহা শরীরে ধারণ করে, সেই বস্ত্রই
 অঙ্গার বলিয়া কথিত হয় এবং ঐ সময়ে যে
 আনন্দ, তাহাই ক্ষুণ্ণি। বিবুধগণ সর্বদাই
 ঐ যোষিদগ্নিতে রেতঃক্ষেপ করিয়া থাকে।
 অতএব আপনি কৃপা করুন, আমি তাহাতেই
 অতুল ফল জানিতেছি। যদি বলেন, এস্থান
 অপবিত্র, তাহা হইলে আমার বাক্য গ্রহণ
 করুন। এইটাই সামবেদের দ্বিতীয় বাক্য,
 প্রজাপতি ইহাকেই প্রধান বলিয়াছেন। পৃষি-
 গণ গর্ভাধানাদি-কর্ম্মে এই বাক্যই বারংবার
 কহিয়াছেন। ক্রীগণ এইরূপ বহুভর বাক্য
 দ্বারা প্রার্থনা করিলে, তপস্বী শিব ক্রীদিগের
 উপর প্রসম্ন হইয়া, এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া-
 ছিলেন। বিষ্ণুর এই যে উজ্জ্বল বক্ষিণ-কোষ
 প্রকাশ পাইতেছে, ইনিই আমাদিগের গুরু,
 ক্রীদিগের রত্ন উপদেষ্টা, চন্দ্রশিখর
 ভূতসর্গের গুরু; ইনিই দিবাচর আশ্বিনের
 দিবাতে, নিশাচরদিগের রাতিতে পালন-
 কর্তা। ১৩১—১৪০। ইনিই পিতা, ইনিই

শিবপূজাৰ্থম্ ।

অন্যসকল যাকিওঁ পাৰ্শ্বকলমাত্ৰিতঃ ১১১
 অসম্ভব বে ততঃ বহুবিধঃ শ্ৰীবৎসপুণ্ডিতম্ ।
 আশ্চৰ্য্যকৰ্ণেৰে ভেদোক্তিঃ বোহঃ সোহমিতিভক্তিঃ
 বাহ্যেৰে হিতো যোহি-অহং ভোজনক্ৰিয়া ।
 বিহিতা আশুভাশি বাহ্য-কাৰ-মুদ্রিতা ১১২
 অতঃপৰে পৰিত্যক্ত সৰ্বকোষেত বৰ্জিতম্ ।
 উচিততঃ বে বিজ্ঞঃ এতসো বৈ নীৰতাঃ পুণ্ড
 অতঃপৰে অসম্ভব বিজ্ঞো বে ইত্যপি ।
 হতকীৰ্ত্তনাতৈকত কলমুদৈকত বিকৃতম্ ১১৩
 একা পৰাতি কৰণঃ কেণ-কটবিবৰ্জিতম্ ।
 বিজ্ঞঃ বহুভাষ্যঃ পানীয়পুণ্ডিতম্ ১১৪
 অসম্ভব বিজ্ঞঃ কৃত্য কৰোমি সত্যং হিতাঃ
 কাঃ বে কৰিত্য পৰিত্যক্তম্ পাত্ৰম্ভেদ ১১৫
 নতাবল্য বে তদ্বৎ সমোহমিতি কৃত্যতম্ ।

আশ্চৰ্য্যকৰ্ণেৰে সৰ্বস্বা পানন কৰিব থাকেন
 ইনিই ততঃপৰে অসম্ভব কৰিব পাৰে
 অসম্ভব অসম্ভব কৰেন ; ইনিই বহুভাষ্য কৰিব
 অসম্ভব পানীয়পুণ্ডিত কৰিব থাকেন
 ইনিই আশ্চৰ্য্যকৰ্ণেৰে এই শ্ৰীবৎসপুণ্ডিত বহু
 ভাষ্য কৰিব থাকেন । আশ্চৰ্য্যকৰ্ণেৰে উচিততঃ
 বিজ্ঞো বে নাই । ইনিও বে, অসম্ভব সে,
 অসম্ভব এইজনই কৰিত আছে : ইনিই
 পৰিত্যক্ত আশুভাশি অসম্ভব কৰেন, সেইজন
 পৰিত্যক্ত অসম্ভব ভোজন কৰিব থাকি : অসম্ভব
 পুণ্ডিত বহুভাষ্য বাহ্য, কাৰ, মূৰ্ছা এবং
 অসম্ভব ভোজন কৰি না, অসম্ভব পান কৰি
 না : অসম্ভব ভোজন সৰ্বকোষেত বৰ্জিততঃ
 অসম্ভব উচিততঃ কৰিব, অসম্ভব সিটাই
 পুণ্ডিতপুণ্ডিত কৰিব এক অসম্ভব
 কৰিব, অসম্ভব অসম্ভব অসম্ভব কৰিব
 অসম্ভব অসম্ভব অসম্ভব অসম্ভব কৰিব । বে
 অসম্ভব অসম্ভব অসম্ভব অসম্ভব কৰিব । বে
 অসম্ভব অসম্ভব অসম্ভব অসম্ভব কৰিব ।

কৰোঁ আশুভাশি কৰোঁ কৰোঁ কৰোঁ কৰোঁ
 অনান্যকৰ্মসংস্থানৈকটিয়ে ওহুত সত্য
 পানন আশ্চৰ্য্যকৰ্ণেৰে কৰোঁ কৰোঁ কৰোঁ
 ইনিই তপস্বিনী মতঃ পুণ্ডিততঃ
 অসম্ভব বিজ্ঞো বোহঃ অসম্ভব কৰিব
 মতঃ পুণ্ডিততঃ অসম্ভব কৰিব
 এতঃপৰে পৰিত্যক্ত সৰ্বকোষেত বৰ্জিতম্ ।
 উচিততঃ বে বিজ্ঞঃ এতসো বৈ নীৰতাঃ পুণ্ড
 অতঃপৰে অসম্ভব বিজ্ঞো বে ইত্যপি ।
 হতকীৰ্ত্তনাতৈকত কলমুদৈকত বিকৃতম্ ১১৩
 একা পৰাতি কৰণঃ কেণ-কটবিবৰ্জিতম্ ।
 বিজ্ঞঃ বহুভাষ্যঃ পানীয়পুণ্ডিতম্ ১১৪
 অসম্ভব বিজ্ঞঃ কৃত্য কৰোমি সত্যং হিতাঃ
 কাঃ বে কৰিত্য পৰিত্যক্তম্ পাত্ৰম্ভেদ ১১৫
 নতাবল্য বে তদ্বৎ সমোহমিতি কৃত্যতম্ ।

এই কৰোঁ আশুভাশি কৰোঁ কৰোঁ কৰোঁ
 অনান্যকৰ্মসংস্থানৈকটিয়ে ওহুত সত্য
 পানন আশ্চৰ্য্যকৰ্ণেৰে কৰোঁ কৰোঁ কৰোঁ
 ইনিই তপস্বিনী মতঃ পুণ্ডিততঃ
 অসম্ভব বিজ্ঞো বোহঃ অসম্ভব কৰিব
 মতঃ পুণ্ডিততঃ অসম্ভব কৰিব
 এতঃপৰে পৰিত্যক্ত সৰ্বকোষেত বৰ্জিতম্ ।
 উচিততঃ বে বিজ্ঞঃ এতসো বৈ নীৰতাঃ পুণ্ড
 অতঃপৰে অসম্ভব বিজ্ঞো বে ইত্যপি ।
 হতকীৰ্ত্তনাতৈকত কলমুদৈকত বিকৃতম্ ১১৩
 একা পৰাতি কৰণঃ কেণ-কটবিবৰ্জিতম্ ।
 বিজ্ঞঃ বহুভাষ্যঃ পানীয়পুণ্ডিতম্ ১১৪
 অসম্ভব বিজ্ঞঃ কৃত্য কৰোমি সত্যং হিতাঃ
 কাঃ বে কৰিত্য পৰিত্যক্তম্ পাত্ৰম্ভেদ ১১৫
 নতাবল্য বে তদ্বৎ সমোহমিতি কৃত্যতম্ ।

ততঃ স্ত্রীরত্নং তুবি দুর্লভম্ ॥ ১৫৭
রা ধনো বস্ত্র তুষ্ণা চ পার্শ্বতী ।
ধাবাদস্তং ধন্যঃ সত্যমেব হি ॥ ১৫৮
। বালা ভাষা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ।
। বিক্রো বয়স্ক বদতাং বর ॥ ১৫৭
কৃতিঃ স্ত্রীতিঃ প্রার্থ্যমানঃ স তাপসঃ
। ধো হৃষ্টঃ কামচারী গৃহং গৃহম্ ॥
। নার্যোহপি ততস্ত মদনাতুরাঃ ।
। ছন্তো লপন্তো বিবিধা গিরঃ ॥ ১৫৯
। লং শ্রুত্ব তাপসাস্তং সমভ্যয়ঃ ।
। নং দ্রষ্টুং নির্লজ্জং কামচারিণম্ ॥ ১৬০
। হর্ষতাং কাম-ক্ৰোধবিবর্জিতাঃ ।
। নাতৈস্তূর্ণার্থো ভর্তৃংস উভ্যজঃ ॥

। বৃথা ; তাহা না হইলে, তোমার
। ছায়ায় আশ্রয় এই শবরী অবস্থান
। অতএব তুমি জানিবে, পৃথিবীতে
। দুর্লভ । পার্শ্বতী দ্বার উপর
। এক মহেশ্বরই ধন্য । তুমি লোক-
। বৃথা বাক্য-প্রয়োগ করিও না ।
। তুমি ধন্য ! যে হেতুক ত্রৈলোক্য-
। বালিকা শবরী তোমার ভাষা । হে
। আমরাও তোমার সংস্পর্শ প্রার্থনা
। ঋষি-পত্নীরা এইরূপ কাকতি দ্বারা
। রিলে, সেই তাপস পবন আনন্দ
। হৃষ্ট হইয়া, স্বীয় ইচ্ছানুসারে
। হই গমন করিলেন । তৎপরে ঐ
। কামাতুরা হইয়া, স্বীয় আবাস পরি-
। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত
। বাক্য কহিতে লাগিলেন । তৎপরে
। স্ত্রীদিগের কোলাহল শ্রবণ করিয়া,
। নির্লজ্জ কামচারী উপস্থীকে দর্শন
। মিস্ত্র আহ্বান করিতে লাগিলেন
। ক্রোধ পরিত্যাগ করত বহুপূর্বক
। স্ত্রীগণকে ধারণ করিতে লাগিলেন ।
। তাপসগণ বহুপূর্বক তাহা-
। করিলেও তাহারা আপন আপন
। পরিভ্যাগ করিতে লাগিল । পরে

অতোহমর্ষবশং প্রাপ্তা না জানীযুর্মহেশ্বরম্ ।
তাপসাস্তাপসং জঘ্ন গর্হয়ন্ত্যচ মোহিতাঃ ॥ ১৬২
দৈগুজ্জ মৈশ্ব পাষাণৈঃ কমণ্ডলুভিরেব চ ।
অনেন বহিনা সর্পৈঃ কণ্টকৈরায়ুধৈস্তথা ।
সুংক্রামকণ্ঠাঃ পেতুশ্চ ন শেকুশ্চ বিচেষ্টিতুম্ ॥
চর্ম্মবস্ত্রলবাসোভিরবষ্টভা বরস্ত্রিয়ঃ ।
শ্রাস্তা নিপেতুর্ধরীণীং ততস্তেষু বতংসপি ॥ ১৬৪
চর্ম্ম-বস্ত্রল-বাসাংসি লাবাদবমুচ্য তাঃ ।
নগাঃ প্রবত্রজুর্নার্যো বরনারীধরং প্রতি ॥ ১৬৫
ততো বশিষ্ঠস্ত মুনৈঃ গৃহদ্বারগতো মুনিঃ ।
জগদ শনকৈর্ধাক্যং রুধিরৌষপরিপ্লুতঃ ॥ ১৬৬
হে হে ভবতি ভিক্ষাং মে দেহি দেহীতি শঙ্করঃ
অতিবিস্তব বামোরু সম্প্রাপ্তোহহং সুশোভনে ॥
অনর্গলং বনে চৈব তাড়িতো মুনিপুংসবৈঃ ॥ ১৬৮
পশ্য গাত্রাণি মে দেবি মৃদুনি ললিতং মম ।
কপং পশ্য বরারোহে মুনিভির্জর্জরীকৃতম্ ॥ ১৬৯

তাপসগণ ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া, মহেশ্বরকে
। জানিতে পারিলেন না এবং মোহিত হইয়া
। তাঁহাকে নিন্দা করত কেহ দণ্ড, কেহ বৃক্ষ, কেহ
। প্রস্তর, কেহ কমণ্ডলু, কেহ হস্ততল, কেহ
। অগ্নি, কেহ সর্প, কেহ কণ্টক, কেহ বা আকুশ
। দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন । সেই স্ত্রী
। স্ত্রী সকল ক্ষুধায় ক্ষীণকণ্ঠ হইয়া পড়িতে
। লাগিল ; আর কোন চেষ্টা করিতে পারিল না ।
। মুগচর্ম্ম, বস্ত্রল এবং বস্ত্র দ্বারা শরীরকে আবৃত
। করত শ্রাস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল ।
। পরে ঐ নারীগণ স্বামীদিগের বহুসংখ্যেও লাবব-
। হেতু চর্ম্ম, বস্ত্রল ও বস্ত্র ত্যাগপূর্বক উলঙ্গ
। হইয়া, সেই শবরীপতির নিকট গমন করিল ।
। পরে সেই রুধিরাক্ত-কলেবর মুনি, বসিষ্ঠ মুনির
। গৃহদ্বারে গমন করত অন্ন অন্ন করিয়া কহিতে
। লাগিলেন, হে ভবতি ! আমাকে ভিক্ষা প্রদান
। কর, আমি শঙ্কর । হে বামোরু ! হে সুশোভনে !
। আমি তোমার অতিথি আসিয়াছি ; আমি এই
। বনে মুনিসমূহকর্তৃক অনবরত তাড়িত হইয়াছি ।
। হে দেবি ! আমার এই কোমল গাত্র অবলোকন
। কর । হে বরারোহে ! মুনিগণকর্তৃক জর্জরীকৃত

ঈর্ষ্যৈর্গতৈর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
 স্বং ক্রতে কস্তচিৎ প্রতিক্রিয়াম্ ॥
 মানস্ত তদা সর্কীয়ধক্ষয়ে ।
 দা শপে। ভৃগুমুখ্যেস্তপস্বিত্তিঃ ॥
 লক্ষ্যং তে পততামত্র ভূতলে ॥ ১৮৭
 হুনো রাজা নাস্তি কন্তিমহাবনে ।
 লিঙ্গং বৈ পরদারব্রতস্ত তু ॥ ১৮৮
 পি নির্লঙ্কস্ত হুরাস্তনঃ ।
 লং কার্ধ্যং নাস্তো দণ্ডঃ কদাচন ॥
 লিঙ্গং গুরুদারব্রতঃ স্বয়ম্ ।
 মর্তুং স গচ্ছৈনৈব তীঃ দিশম্ ॥
 বিবেকো দুরাচারোহথ দুর্জ্যতিঃ ।
 তাৎস্ম্যতিঃ ক্ষেত্রদারহরো যতঃ ॥
 বদধ্যো দ্বিজো বাপ্যধবা মুনিঃ ।
 নৈস্ত নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ১৯২

সময়ে ক্রোধের বশীভূত হইয়া,
 করিয়াছিল। এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ
 , কিন্তু দেবাদিদেব পরমেশ্বর
 ও কাহাকেও কটুক্তি বা কাহারও
 করিলেন না। এইরূপে মুনিদিগের
 হয় হইলে, ভৃগু প্রভৃতি তাপসগণ
 পিস! তোমার লিঙ্গ এই ভূতলে
 "এই বলিয়া তাহাকে অভিশাপ
 দিল। আমাদিগের এই মহারণ্যে
 নাই যে, তুমি পর-স্ত্রীরত, তোমার
 করে। পর-দারব্রত নির্লঙ্ক
 র লিঙ্গক্ষেদনই কর্তব্য, তন্নিমিত্ত
 কোন দণ্ড নাই। যে ব্যক্তি গুরু-
 শ্রয়ং কৃষণের সহিত লিঙ্গক্ষেদন
 দ্বারা গ্রহণ করিয়া, মরিবার নিমিত্ত
 মন করিবে। এই মূর্থ, দুরাচার,
 দিগের ক্ষেত্র-দারাপহারী; অতএব
 ই ইহাকে দণ্ড করিব। দ্বিজ
 হউক, আভ্যাতরী হইলে তাহাকে
 অতএব তোমরা শত্রু, বাণ, বাহা
 ইহাকে বধ কর, এ বিষয়ে কোন

মুনীনাং তত্র শাপেন পপাত গহনে বনে ।
 বহুযোজনবিস্তীর্ণং লিঙ্গং পরমশোভনম্ ॥ ১৯৩
 তত্রাটব্যং সতীদেহে বিজয়ঃ নাম নামতঃ ।
 তস্মিন নিমগ্নে ভূম্যাস্ত দিব্যতেজসি ভাস্বরে ।
 তমোভূতং জগচ্চাসীন্মুনীনাং হৃদয়ানি চ ॥ ১৯৪
 ততঃকৃত্যতী তত্র বশিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ।
 শ্যামিন শপে মহাদেবো নগ্নকপণকস্ত সঃ ॥ ১৯৫
 যঃ প্রহারশতৈস্তৈস্তৈস্তাড়িতোহপি ন বিব্যাধে ।
 ন চ ক্রোধস্ত কৃতবান্ প্রতিবাতক বা কচিৎ ॥
 অয়ং মহেশ্বরো দেবো নিঃশয়ং চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১৯৬
 ইমাং মে ভগিনীং মগ্নে শবরীরূপধারিণীম্ ।
 ইমাস্তাঃ মাতরঃ সত্যমেতে প্রমথপুঙ্গবাঃ ॥ ১৯৮
 গৃহস্থাপ্রময়াশ্রিত্য যদাবাত্যাং সমর্জিতম্ ।
 পুণ্যং তেনাস্ত ভগবানকৃতাস্তস্ত তাদৃশঃ ॥ ১৯৯
 অন্ধকারমিদং সর্ক্যং ত্বংপ্রভাতির্বিনশ্যতু ।

বিচার করিও না। ১৮১—১৯২। বহুযোজন
 বিস্তীর্ণ পরম সুন্দর তাঁহার সেই লিঙ্গ মুনি-
 দিগের শাপপ্রভাবে তৎকণাৎ সেই মহারণ্য
 মধ্যে সতীদেহে পতিত হইল; ঐ লিঙ্গের
 নাম বিজয়। মহাদেবের সেই ভাস্বর দিব্য-
 তেজ ভূমিতে পতিত হইলে, জগৎ অন্ধকার-
 ময় হইল এবং মুনিদিগের হৃদয় অজ্ঞানে
 আবৃত হইল। তৎকালে অরুণতী বসিষ্ঠকে
 এই কথা বলিলেন, শ্যামিন্! আমি এই
 আশঙ্কা করিতেছি যে, যিনি শত শত আঘাত
 দ্বারা আহত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথা পাইলেন
 না, সেই নগ্ন-কপণক—মহাদেব; যিনি
 কোন ক্রোধ করিলেন না বা আঘাত কর্তার
 প্রতি প্রতিঘাত করিলেন না, তিনিই সেই
 দেবদেব চন্দ্রশেখর, মহেশ্বর, তাহাতে সন্দেহ
 নাই। যিনি শবরী-রূপ ধারণ করিয়াছেন,
 ইহাকে আমার ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করি-
 তেছি। তাঁহার সহিত যে সকল স্ত্রীলোক,
 তাঁহারা মাতৃগণ এবং ঐ সকল পুরুষ প্রমথগণ।
 অতএব আমরা উভয়ে গৃহস্থাপ্রম অবলম্বন
 করিয়া যে পুণ্য উপার্জন করিয়াছি, তাহা দ্বারা
 কৃতঘিকৃত্য ভগবান্ অন্ধতাক হউন এবং

অকুণ্ঠা ধ্যানবোধেন বশিষ্ঠোহপি প্রজাপতিঃ ।
 বৃষ্টা মহেশ্বরঃ গ্রাহ সূক্তেন শঙ্করঃ প্রভি ।
 বদ্বদিক্‌সি বদ্বদিক্‌সি ওদন্ত বচস্বয় ॥ ২০১ ॥
 ততো বাক্যাস্ত্রীকৃত দেবো বহলপুণ্ডরিকঃ ।
 তদ্বদন্ত লিঙ্গ কামেন বিচচার হ
 প্রমত্তঃ তৎ ততো যোগে দেবদাক্ষবদ্যপি ॥ ২০২ ॥
 পরন্তু ত্রেমো মূর্তীশক্ত বিদ্যতে দেবতাক্ষয়ে
 সত্যতো বিবিশো তে ত্রেমীকৃতবচস্বয়ী ॥ ২০৩ ॥
 তে তো মূর্তীশক্ত সূক্ত সূক্তাতিঃ পতিতক বঃ
 শিবঃ তদ্বদন্ত মত সর্গসিদ্ধিগ্রন্থঃ প্রভোঃ ॥ ২০৪ ॥
 মত্রেববচস্বিতঃ পুণ্ডরিকমণ্ডক বদ্য সূক্তম
 শব্দমত্রেবমাত্ত লিঙ্গপূজা পদ্যসী ॥ ২০৫ ॥
 তদ্বদন্তমঃ কঃ মুনো বদন্তিকৃতঃ ।
 চক্রেবদন্তমাত্ত পূজা লিঙ্গ শব্দমঃ ॥ ২০৬ ॥

ভোমার ভোমার এই সময় অকুণ্ঠা নষ্ট
 হইল। প্রভাপতি বসিষ্ট সূক্ত সূক্ত সূক্ত
 প্রবণ কবিতা ধ্যানবোধ বদ্য মহেশ্বরকে কাম
 করিয়া করিতে লক্ষিলেন, যে সূক্তমঃ
 করিতে। তুমি মহেশ্বর বিবিশো বদ্য হইল
 করিতে, ভোমার বদ্য বদ্য তদ্বদন্ত
 ১০—১১ পরে বহলপুণ্ডরিক মহেশ্বর
 এবং সেই লিঙ্গ, মূর্তীশক্ত বসিষ্টের বাক্যসূক্ত
 অকুণ্ঠা হইল, কামমো বিচরণ করিতে
 লক্ষিলেন। তৎকালে দেবদাক্ষন চক্রেবদ
 সেই বোম অকুণ্ঠা সূক্ত হইল, মূর্তীশ-
 ক্তিগ্রন্থও সময় ত্রেম কিত হইল। তখন
 মূর্তীশক্ত, দেবতাক্ষকে জন্মিত পতিত
 কামকে মত্রেববচস্বিত করিতে লক্ষিলেন
 এই সময় অকুণ্ঠা হইল,—এই মূর্তীশক্ত
 ভোমার কামমো যে লিঙ্গকে কুণ্ডলে পতিত
 করিল, প্রভু এই লিঙ্গ, সময় সিদ্ধিগ্রন্থ
 মত্রেব; অকুণ্ঠা পতিত ভোমার বদ্য কামমো-
 কাম এই লিঙ্গকে করিয়া কর; পরন্তু
 প্রভাপূজা পদ্যমঃ শিবপূজা অতিশয় পদ্য-
 সী। মূর্তীশক্ত সেই বদ্য প্রবণ করত
 পতিতমাত্ত হইল, কামমো মত্রেব এবং
 অকুণ্ঠা ভোমার এই অকুণ্ঠা

এবং লিঙ্গ নিপাত্য কামঃ পূজা
 ন জানতি যতো বদ্য চিত্রা দেব
 অকুণ্ঠিক লিঙ্গমঃ পদ্যমঃ মত্রেব
 লিঙ্গমাত্তমঃ পদ্যমঃ কামমো মত্রেব
 অতিশয় বিজ্ঞাতমঃ কামমো মত্রেব
 পদ্যমো তু মত্রেব কামমো মত্রেব
 পদ্যমো চিত্রা মঃ পদ্যমঃ প্রভোঃ
 মত্রেব মঃ মত্রেব মঃ মত্রেব
 মত্রেব মত্রেব মত্রেব মত্রেব
 কামমো মত্রেব মত্রেব মত্রেব
 তু মত্রেব মত্রেব মত্রেব মত্রেব
 ততঃ ক্রীড়া মত্রেব মত্রেব
 মত্রেব মত্রেব মত্রেব মত্রেব
 পতিতমাত্ত মত্রেব মত্রেব

মত্রেব লিঙ্গ পূজা করিতে
 মত্রেব লিঙ্গ পতিত করিতে
 মত্রেব পূজা করিতে করিতে
 প্রভু বদ্য মত্রেব অকুণ্ঠা
 লিঙ্গ মত্রেব চিত্রা দেব করিতে
 মত্রেব মত্রেব মত্রেব মত্রেব
 মত্রেব মত্রেব মত্রেব মত্রেব
 লিঙ্গ পূজা করিতে করিতে
 করিতে লিঙ্গপূজা মত্রেব
 বিজ্ঞাতমঃ অতিশয় পূজা করিতে
 মত্রেব করিতে মত্রেব পদ্য
 কামমো মত্রেব মত্রেব করিতে
 পদ্যমো মত্রেব অকুণ্ঠা মত্রেব
 পরে বদ্য প্রভু বদ্য মত্রেব
 করে, তদ্বদন্ত বদ্যমো মত্রেব
 লিঙ্গ করে যে বাক্তি সকল বদ্য
 করিতে, সে শিবপূজা মত্রেব
 হত। যদি ইহাকে মত্রেব বদ্য
 মত্রেব, ততঃ হইলে সেই মত্রেব
 পরেই শব্দ ত্যাপ করিয়া মত্রেব
 পূজক বোমপ্রভু হত ২০২—২১২।
 যে এইরূপে বদ্যমো ক্রীড়া করত
 মত্রেব ও ক্রীড়া করিতে চাক্য, মত্রেব

তানন্ত দর্শিত্বা মহীভল।

পশ্যৎ তত্রৈবাস্তর্কধে হরঃ ॥ ২১৪

কো দোষো যতঃ কামময়ং জগৎ।

দোষোহস্তি ন তৎ স্তাৎ পরমাত্মনঃ

দয়ো ভোগান্তময়ান্তময়া অপি।

কিং চিত্রং তপ্তিমাত্রপ্রয়োজনঃ ॥ ২১৬

ইং স্ত্রীণাং যস্যাদক্ষাশিনামপি।

ধাটন্তে ভোজনপ্রাপ্তয়ে সদা ॥ ২১৭

ভুক্তে ভিক্ষণাং সন্নিধাবপি।

ভাগন্ত ভগ্নমর্থবতাং যতঃ ॥ ২১৮

কলিঙ্গানাং নির্লজ্জানাং বিচেতসাম্

নয়ং পূর্ণৈর্দৈর্ঘ্যাদশভিমিলৈঃ ॥ ২১৯

ধৈর্যৈর্ব্যাধিং দর্শিতামপি।

ভিদোষৈস্তথা নীতাতপৈঃ সদা ॥ ২২০

ঐশ্বর্য, নতবতবারী ক্ষপকদিগের
বীতলে দর্শন করাইয়া, পদ্মা ও প্রমথ-

ত সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন।

মহা, এজন্য সকল হইলেনও কিছু-

হয় না। যদিও চাকল্যের দোষ

হ পরমাত্মার তত্ত্ব কোন দোষ

কারণ শব্দাদি ও ভোগাদি ঈশ্বরে

ঈশ্বর-স্বরূপ এবং ঈশ্বরেই লয়প্রাপ্ত

তব্রতা স্ত্রীর কোন কর্মই আশ্চর্য

তুক স্ত্রীদিগের মধ্যে তাহারাই

স্বীয় পতির সহিত তপ্তিসাধন

। বাহার বহুশী, তাহার অল-

তিদিগের গৃহেই ভোজনপ্রাপ্তি

সদা পর্যটন করে। যে ব্যক্তি

করূপে ভিক্ষুক সম্মুখে উপস্থিত

হাকে উপযুক্ত ভাগ প্রদান না

করবে! কারণ অর্ধবান্দিগের

। বাহার অজ্ঞ, বর্ণপ্রমরহিত,

তত্ত্বরহিত, বাহার নির্জিত-ভনয়

তিশয় হুট, দাদশবিধ মল দ্বারা

উৎপাদক ও অস্ত্রাস্ত্র নানাবিধ

বং বাহার কামক্রোধাদি দোষে

সর্বদা নীত ও উজ্জ্বল ভোগ করে,

পতিতানামখাজানাং শোচ্যানামুপহন্ততে।

ন তু শঙ্করবীর্ষ্যস্ত ব্রতচারব্রতস্ত চ ॥ ২২১

কতে বসিষ্ঠাং কো ভিক্ষাৎদাতুং শাক্রোতি শূন্যে

মজ্জাশনায় চণ্ডায় পরিবারয়ুতায় চ।

অকানাং দ্বাদশানন্ত শ্রদ্ধাভক্তিসমযিতঃ ॥ ২২৩

অরুণতীং বর্জয়িত্বা মহাসাধ্বীং পতিব্রতাম্।

কা কুত্রমদনস্পর্শে কামেন ন খলীকৃত্য ॥ ২২৪

যস্তা বিবাহে গুরবো নাম গৃহুস্তি সংসদি।

কুমারি পশ্য পশ্যেমাং বশিষ্ঠমহিষীমপি ॥ ২২৫

পতিব্রতামাহাস্র্যাং ত্বং কুরু মাতর্ধনিক্ছসি।

যদি পশ্যসি সাধ্বী স্তাদসাধ্যদর্শনাভ্যবেৎ ॥ ২২৬

নক্ষত্রাণি ন দৃশ্যন্তে দিবা সূর্য্যোদয়ে সতি।

মুখং হ্যত্রৈব জানাতি নিশি কন্তাং পতিব্রতাম্।

যদা তদা তু সংখ্যাতুং নোদিতা বক্তি সংযতা ॥

ভগবান্ বালভাবে তু গতে জ্ঞাত্বা পতিব্রতাম্।

পশ্যাম্যরুণতীং দেবীং মানং তস্তাঃ করোমি বা ॥

সেই পতিত, অজ্ঞ এবং শোকযুক্ত ব্যক্তিরাই

বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শঙ্করের তেজ ও ব্রতচার

ব্রত ব্যক্তির কখনই নাশ নাই। বসিষ্ঠ ব্যক্তি-

রিত্ত কোন ব্যক্তি অবৈধভোজী, প্রচণ্ড,

স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বর্তমান মহাদেবকে ভিক্ষা-

দানে সক্ষম হয়? সেই বসিষ্ঠই ঈশ্বা এবং

ভক্তির সহিত দ্বাদশ বৎসরকাল মহাদেবকে

ভিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ২১৩—২২৩।

মহাসাধ্বী পতিব্রতা অরুণতী ব্যতিরিক্ত কোন্

স্ত্রী মহাদেবের কামস্পর্শে কামকর্তৃক পীড়িতা

না হইয়াছে? গুরুজনের বিবাহ সময়ে সভা-

স্থলে তাহার নামকীর্তন করেন, “হে কুমারি!

এই সেই বসিষ্ঠমহিষীকে দর্শন কর, দর্শন কর

এবং হে মাতঃ! তুমি পতিব্রতার মাহাত্ম্যে

যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই করিতে পারিবে।

যদি তুমি পতিব্রতাকে দর্শন কর, তাহা হইলে

সাধ্বী হইবে; দর্শন না করিলে অসাধ্বী

হইবে।” কোন ব্যক্তিই সূর্য্যোদয় হইলে,

দিবাতে নক্ষত্র-দর্শনে সমর্থ হয় না; কিন্তু যে

ব্যক্তি অতিশয় মুখ, সেই রাত্রিকালে পতিব্রতা

অরুণতীকে জানিতে পারে না। কুমারীমণ

লঙ্কিতঃ ক্রুদ্ধো মুনিগোষ্ঠো বভূব সঃ ।
লঙ্কিতো ভীতোহগচ্ছং সংস্পর্শলোভিতঃ
শিবং রূপং কালস্তেব যুগজয়ে ।
হুচিভ্যং তস্ত শাপাঙ্কীভূতঃ স্বকাং তনুম্ ॥ ৮
লঙ্ক মুনিনা কোপাঙ্কপ্তঃ শচীপতিঃ ।
ন মে পত্নীং ভুক্তবানসি বদ্রহঃ ।
বৃষণো ভস্মাং কামমোহিতচেতসঃ ॥ ৯
প্রহারেণ বর্ণিতাঙ্কস্ততোহভবৎ ।
বর্ণনাশেন নিকরীষাঙ্ক পূরন্দরঃ ॥ ১০
কৃতো দেবৈঃ কৃত্বা মেঘস্ত পীবরো ।
লঙ্কিতো তস্ত ভগ্নেশ্বরবর্ণোহভবৎ ॥ ১১
পমশিরাঃ ক্রশো বুদ্ধপ্রবাস্ততঃ ।
পভোগী তু সহস্রভগবানভূতঃ ॥ ১২
রাঙ্কসৈবল্লো বর্ষাণাং কোটয়ুগমঃ ।
নং ভবেল্লান্স ততঃ প্রভৃতি চাপ্তিতাঃ ॥

সা চ রূপবতী দক্ষা ভল্ল । ক্রুদ্ধেন তৎকথাং ।
তত্রৈব সংস্থিতা দেবী শিলারূপা বিচেতনা ॥ ১৪
স্পৃষ্টা নারায়ণেনাপি ভূয়ে লেভে স্বকং বপুঃ ।
কদাচিদ্রামরূপেণ পৌলস্ত্যকুলবহিনা ॥ ১৫
ইন্দো বিকোঃ প্রসাদেন সুন্দরাদ্রোহভবৎ ততঃ ।
নেত্রৈরিব মহাদেবস্ত্রিভিঃ সর্বজগলয়ে ॥ ১৬
তথাপি কালে কস্মিংশ্চ রাজ্ঞঃ পারিক্ষিতস্ত তু ।
ভাৰ্ঘ্যাং বপুষ্টমাং দৃষ্ট্বা রূপযৌবনশালিনীম্ ॥ ১৭
তৎস্পর্শলোভান্মানুষ্যং স চকার বপুঃ ক্ৰণাং ।
যদা ন লব্ধবান্ স্পৃষ্টুং তদা তুরগমাবিশং ॥ ১৮
অশ্বমেধে মহারাজস্তদা মৃতকলেবরম্ ॥ ১৯
অতো বৃষস্ত মহিষীং যথাকামং সমার্চয়ৎ ।
আর্জ্জুনেয়ঃ সুষাং মোহান্নাশয়ন্ যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ২০
সংসারামোক্ষকামস্ত কামারিরপি সংযতঃ ।
হাব-ভাব-কটাক্ষৈশ্চ বিলাস-রতি-বিভ্রমৈঃ ॥ ২১
স্ত্রিভিঃ কোভিতুমারকস্তৈস্তৈস্ত্রাসৈস্ত দৈবতৈঃ ।

সংস্পর্শ-লুপ্ত ইন্দ্র লঙ্কিত ও ভীত
ন করত, যুগজয়কালীন কালের শ্রায়,
দর্শন করিয়া, তাঁহার শাপহত ও ভীত
শাপনার শরীরকে অতিশয় সঙ্কুচিত
। তৎকালে গৌতমমুনি সমস্ত অব-
।, ক্রোধে শচীপতি ইন্দ্রকে অভিশাপ
করিলেন, “যেহেতু তুমি ছলপূর্বক
আমায় পত্নীকে উপভোগ করিয়াছ,
তুমি অতি কামুক ; তোমার বৃষবধ
হউক ।” ১—১১। পরে ইন্দ্র ব্রহ্ম-
প্রহারে বর্ণিতাঙ্ক হইলেন । পরে
বৃষনাশে নিকরীষা হইলে, দেবগণ
দবীষা করিয়া, মেঘের স্থল বৃষবধ
স্ত্রের বৃষস্থানে যোগ করিয়া দিলেন ;
ইন্দ্র মেঘবৃষ হইলেন । তাঁহার
সারমেয়-মন্তকের শ্রায় হইল এবং
তশয় ক্রশ হইলেন । পরে পরদারো-
বুদ্ধপ্রবা ইন্দ্র সহস্র-ভগবান হইলেন
হারই অভিশাপে লঙ্কাতে রাবণাদি
ইক দিনকোটি বৎসর আবদ্ধ হইয়া-
সেই অবধি ইন্দ্রের স্থানের এবং

ইন্দ্রের স্থিরতা নাই এবং সেই রূপবতী
অহল্যাদেবী স্বামীর ক্রোধে দক্ষ হইয়া, সেই
স্থানেই চৈতন্যশূন্য শিলারূপে অবস্থান করিতে
লগিলেন । সেই অহল্যা কোন সময়ে পৌলস্ত্য-
কুলেব অগ্নিস্বরূপ রামরূপী নারায়ণের সংস্পর্শে
পুনর্বার স্বীয় শরীর পাইয়াছিলেন । কিছুকাল
পরে ইন্দ্র ত্রিনেত্র মহাদেবর শ্রায় ত্রিজগৎ
মধ্যে অতিশয় সুন্দরাদ্র হইয়াছিলেন । ইন্দ্র
এইরূপ হইয়াও কোন সময়ে পরীক্ষিত-পুত্র
রাজা জনমেজয়ের রূপযৌবনসম্পন্ন বপুষ্টমা-
নাদ্রী ভাৰ্ঘ্যাকে দর্শন করত তাহার স্পর্শলোভে
তৎকথাং মানুষ্য-শরীর ধারণ করিলেন । যখন
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না, তখন
মহারাজের অশ্বমেধযজ্ঞে যে মৃত অশ্ব ছিল,
তাহাতেই প্রবেশ করিয়া মৃতপ্রযুক্ত তাঁহার
যজ্ঞ নষ্ট করত অভিমুখ্য-পৌত্রবধ জনমেজয়-
মহিষীকে উপভোগ করিবার নিমিত্ত নানা-
প্রকারে অর্চনা করিয়াছিলেন । ১০—২০ ।
এক সময় বহুসংখ্য স্ত্রী হাবভাব, কটাক্ষ,
বিলাস এবং রতিবিভ্রম দ্বারা সংসারবিমুক্তিকামী
ব্রতধারী কামারি মহাদেবকে কোভিত করিতে

অগ্নে নৈবেদ্য তথা ব্রহ্ম সপ্তর্ষীণ্য
 শিবাদ্যন্ত শ্রিয়ো দৃষ্ট। বৈদ্যনাথনাম
 শ্রুতিস্তত্ত্ব রক্ষিতঃ শাপাৎ ততস্ত
 তাসাং রূপাণি কৃতা তু কমিতঃ শাস
 তদেতঃ কাকনে কৃতে কিপ্ত
 বেত্রচেলস্ত শিবেরে ততঃ
 বদ্যঃ কাক্ষিকেশ্বর দেবনৌ
 তথা কপমকৃত্য। ন কৃতম
 দত্তো ন শিষ্টমহিনী তপো
 সেনাপতিস্তত্ত্ব দেবনাথ
 কুমারো বহুলমুদ্রা
 পাশাৎ
 ততঃ
 দক্ষিণাত্যঃ

[illegible]

ছোহুভূদ্রাক্ষা তু ভূতকঃ কৃতঃ ।
 :সোহপি নগধ্যাং প্রজ্জলন্নিব ॥৩৫
 বায়ুর্জগদায়ুর্মহাবলঃ ।
 তো দেহে স্থাবরেসু চরেসু চ ॥ ৩৬
 মগ্রস্ত দিব্যৈর্ভাবৈস্ত সপ্তভিঃ ।
 পকাশং কৃত্বা দিতিসুতোহনিলঃ ॥৩৭
 স্ত চক্রে নিকটকক সঃ ।
 ভির্ধ্যায়ঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৩৮
 নে ভূতাদৌ ততঃ কামেন নির্জিতঃ
 কত্যানাং কুশনাভমহীপতেঃ ॥ ৩৯
 বাব্যা-কুল-সৌভাগ্যসংযুতম্ ।
 স্তত্সাম্যঙ্গানাং সঙ্গমে ন বৈ ॥ ৪০
 জ্ঞানাং সভ্যানাং রহোগতঃ ।
 ষাংস্ব স্বয়ম্ভুঃ কৃতবাস্তুতঃ ॥ ৪১
 যদা বায়ুর্নো লব্ধবান্ বরঃ ।

ত মাতিয়াতী পুরীতে গমন করি-
 তীপতি নীল রাক্ষা ভানিতে পারিয়া
 বন্ধ করত ডুতা করিয়া বাথিলেন ।
 প্রাচীর হইতে নিষ্ক্রিপ্ত হইলে
 ন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন ।
 পরাক্রান্ত জগতের প্রাণ ভগবান্
 বিভক্ত হইয়া স্থাবর ও জঙ্গমের
 করত প্রবহ প্রভৃতি সপ্তবিধ
 দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ
 মদিতিপুত্র বায়ু উনপকাশং
 ধারণ করিয়া নিকটকে মমরনাথ
 ভোগ করিয়াছিলেন । যোগি-
 ধা পরমাত্মস্বরূপ সনাতন বায়ু
 শ্রেষ্ঠ হইলেও কুশনাভ বাজার
 গম্বা, লাবণ্যবতী, কুল এবং
 জি। এক শত কন্যা অবলোকন
 ত্তক স্পীড়িত হইয়া তাহাদিগের
 করিলেন । পরে স্বয়ম্ভু বায়ু
 লজ্জা এবং ভয়াক্রান্ত কন্যাদিগের
 মনা করত নির্জনে গমন করিয়া
 ায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন ।
 বায়ু সেই সেই উপায় দ্বারা

তদা সপ্রবলং বাক্যমুক্তবান্ স্ত্রীশতং শনৈঃ ॥ ৪২
 হে স্ত্রীশতং বায়ুরহং দেবতৈস্ত্রলোক্যপূজিতঃ ।
 পরমাত্মা জগজ্জ্যোষ্ঠো জরা-মৃত্যুবিবর্জিতঃ ॥ ৪৩
 ভোক্তা সকলবস্তুনাং স্রষ্টা সর্বেষু জন্তুযু ।
 সর্বেষাং প্রাণিনাং জীবচায়ত্ত্ব চ সম্ভবঃ ॥ ৪৪
 যাচে ত্বাং প্রার্থয়ে ত্বাক স্বশরীরং প্রযচ্ছ ভোঃ ।
 সকায়ায় প্রপন্নায় দেব্যো মেহপন্নতাচিরাং ॥ ৪৫
 নারীশতং তচ্ছূত্বা তম্বাচ শনৈর্হমং ।
 যাদৃশস্তাদৃশো বাপি সোহসি যোহসি বয়ক তাঃ ॥
 যেন তেন বিস্ত্রোহসি যৈশ্চ তৈশ্চ যতন্ততঃ ।
 যস্ত তস্য নিমিত্তস্ত যস্মিন্স্থস্মিন্স্থ কস্মিণি ॥ ৪৭
 অলং সর্পিত্র তে বৃদ্ধ যস্মাদ্বশা বধং পিতুঃ ।
 সস্মা স্তপ্রদানস্ত কত্যানাং নেহ বিদ্যতে ॥ ৪৮

যৎকালে তাহাদিগকে লাভ করিতে পারিলেন
 ন, তৎকালে ঐ কন্যা-শতকে অন্ন করিয়া
 প্রণয়-মিশ্রিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে
 স্ত্রীশত আমি বায়ু, ত্রিলোকবাসীরা আমাকে
 দেবতারূপে পূজা করে । আমি পরমাত্মা,
 জগতের মধ্যে আমিই জ্যেষ্ঠ । আমার
 জরামৃত্যু কিছুই নাই । আমি সকল বস্তুর
 ভোক্তা । আমিই সমস্ত প্রাণীকে স্বজন
 করিয়াছি । আমিই সকল প্রাণীর জীবাত্মা ।
 আমি হইতে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছে । আমি
 তোমাদিগের নিকট যাক্ষা করিতেছি, তোমা-
 দিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, ওহে তোমরা
 আমাকে স্বীয় শরীর প্রদান কর । হে দেবীগণ !
 তোমাদিগের উপর আমার অত্যন্ত-অভিলাষ
 হইয়াছে । আমি তোমাদিগের শরণাগত, শীঘ্র
 আমাকে শরীর অর্পণ কর । নারীগণ সেই
 বাক্য শ্রবণ করিয়া অল্পে অল্পে তাঁহাকে কহিতে
 লাগিল, তুমি যেপ্রকার-সেপ্রকার হও, আমরা
 স্ত্রীলোক । হে বৃদ্ধ ! তুমি যে কোন ব্যক্তি-
 কতৃক যে সে কর্ত্ত্বের উদ্দেশে, যেস্থান-সেস্থান
 হইতে, যাহার তাহার নিমিত্ত, যে কোন কর্ত্ত্ব
 নিযুক্ত হও, তোমার এ সকল বাক্যে প্রয়োজন
 নাই ; যেহেতুক আমরা পিতার অধীন । এ
 সময়ে কন্যারা আপনি আপনাকে দান করিতে

ষ্টক রেতস্তস্তা মুখেহপতং ॥ ৬৩
তং সর্ষং গৃহীতক তয়া তদা ।
স্ত্রাঃ পুত্রো জাতো ভিষগরঃ ॥ ৬৪
স্ত্রাঃ সংজ্ঞা সংসর্গকর্মণি ।
হায়াং সংজ্ঞা কৃত্বা তু যোগিনী ॥ ৬৫
যিত্বা তু সাতবং কামচারিণী ।
তাং প্রাপ্য বরাম ভগবান্ রবিঃ ॥
২ লেভে পুত্রং ভিন্নাজনপ্রভম্ ।
র্গিক যমুনাং পূণ্যবাহিনীম্ ॥ ৬৭
তঃ কুন্ত্যা তাকাপাধর্ষয়ং ।
চাং পুত্রং তন্ত্রে দদৌ তদা ॥ ৬৮
নেহপি কীরোদাদুখিতস্ত যঃ ।
দুতস্ত্রুসুয়াস্রজোহপি বা ॥ ৬৯
হানৌম্যো জগদাপ্যয়নকমঃ ।
ক নারীণাং ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ৭০

যার সন্তান-দ্বার গোপন করত
। পাড়াইলেন । ভর্তার বহুতর
হইয়া তাঁহার মুখে পতিত হইল
ঐ দ্বারা সেই সমস্ত রেতঃ গ্রহণ
সহ রেতঃ হইতে তাঁহার রেবত
ান পুত্র জন্মিল । স্ত্রী পুনর্বার
হ্মান করিলে যোগিনী সংজ্ঞা
মণ নিমিত্ত বীষ ছায়া নিমূণ
ক মোহিত করত অস্ত্রাভ্যাস
গবান্ রবি সেই ছায়া-সংজ্ঞাকে
মণ করিতে লগিলেন এবং ঐ
উফলস্বরূপ অঞ্জনপিণ্ডের গায়
নামে এক পুত্র ও নালপদের
পূণ্যবাহিনী যমুনা-নদী এক কণ্ঠা
ন । স্ত্রী কুন্তানাদী কণ্ঠাকটক
তাহাতে উপগত হইলেন এবং
ঐ কুন্তাকে কবচ-কুণ্ডলধারী
করিলেন । ৬১—৬৮ । যিনি
সময়ে কীরোদ-সমুদ্র হইতে
ছেন, যিনি পুনর্বার অনস্ফার
সমুদ্র, সেই অত্রিপুত্র পরম
তর্পণকর্ম মহাবলশালী শলী

রাজ্যং প্রাপ্য মহাসম্রাট রাজস্বয়ং চকার সঃ ।
সপ্তবিংশতিশতাব্দাণি দারান্ প্রাপ্য মুমোদ চ ॥ ৭১
ততঃ কামবশো ভূত্বা রোহিণ্যাসক্তমানসঃ ।
দক্ষশাপেন দুর্বুদ্ধিঃ সম্প্রাপ্তো রাজবশ্মনা ॥ ৭২
কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়ী নিত্যং তথাপি সুরতপ্রিয়ঃ ।
তার্যং বৃহস্পতেভাষণ্যং হুত্বা লোভান্ চাতুপং ॥
কৃত্বা যুদ্ধং তদর্থং পশ্চাৎ তাং তাক্তবান্ শলী ।
স্ববীৰ্য্যসমুৎপন্নং পুত্রং বৃদ্ধকুপিতঃ পুনঃ ॥ ৭৪
পূর্বস্থ মিত্রাবরুণৌ যোরে তপসি সংস্থিতৌ ॥ ৭৫
নারায়ণোরুসমুত্তমিল্লয়জ্ঞানুবর্তিনীম্ ।
উর্ধ্বলীং তরুণীং দৃষ্ট্বা প্রসন্নৌ তো বভূবুতুঃ ॥ ৭৬
মিত্রঃ বহু জহৌ রেতো বরুণোহপি তথা জলে
ততঃ কুন্ত্যং সমুৎপন্নো বশিষ্ঠো মিত্রনন্দনঃ ॥ ৭৭
অগস্ত্যো বরুণাজ্ঞাতো বড়বাগ্নিসমহৃতিঃ ।
যেন তং সাগরং তোয়ং সর্ষং পীতস্ত লীলয়া ॥ ৭৮

নর, ওষধী, নারী এবং ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য
প্রাপ্ত হইয়া, রাজস্বয় নামক যজ্ঞ সমাপন
করত অগ্নিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রকে
পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত
হইয়াছিলেন । পরে কামের বশীভূত হইয়া
রোহিণীতে অতিশয় আসক্ত হইলে, দুর্বুদ্ধি
বশত দক্ষের অভিশাপে রাজবশ্মা-রোগগ্রস্ত
হইলেন এবং কৃষ্ণপক্ষে অনবরত ক্ষীণ হইতে
লাগিলেন, তথাপি সুরতপ্রিয় শলী লোভ
বশত বৃহস্পতি-ভাষণ্য তারাকে হরণ করিয়া,
প্রপীড়িত করিতে পারিলেন না । শলী তাহার
নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া, পরে তাহাকে পরিত্যাগ
করিলেন ; পরে পুনর্বার কুপিত হইয়া, স্ববীৰ্য্য-
সমুৎপন্ন পুত্র বৃদ্ধকে গ্রহণ করিলেন । পূর্বকালে
নারায়ণের উরু-সমুত্তম, ইন্দ্রের আজ্ঞানুবর্তিনী
যুবতী উর্ধ্বলীকে দর্শন করিয়া, উগ্রতপাঃ মিত্রা-
বরুণ উভয়ের রেতঃকরণ হইল । পরে মিত্র
ও বরুণ সজল কুন্তমধ্যে রেতঃক্ষেপ করিলেন ।
মিত্রনন্দন বশিষ্ঠ এবং বাড়বানল-সদৃশ তেজস্বী
বরুণ-তনয় অগস্ত্য ঐ উভয়ের বীৰ্য্য হইতে
কুন্তমধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন । ঐ অগস্ত্য
সমস্ত সাগরজল অবলীলাক্রমে পান করিয়া-

প্রিয়ানু প্রাণান্বেহি গৃহীত মামিতি
 ॥নো রেতঃ কক্ষ্যে অহৌ ততঃ ॥
 চক্ষুঃশ্রী পরমরোষণঃ ।
 ধেন পরীক্ষিতস্যসাং কৃতঃ ॥১২
 ব্যোমিপূর্ণেন্দ্রস্যাপসাগ্রীঃ ।
 কণ্ঠ্যং প্রাপ্য সপরিষাহতাম্ ॥১৩
 পশ্বে গতা যোরে বনে তনুম্ ।
 মদোষাং ততো দেবৈশ্চ রক্ষিতঃ ॥
 যুবোহর্কঃ দদাশ্চৈত্ৰ যদি প্রভো ।
 গালেবুং মতা নাগেন হেতুনা ॥ ১৫
 ক্লষ্টো দন্তমর্কং ময়েতি চ ।
 ২ তাক প্রাপ্য বিপ্রো যুমোদ সঃ ॥
 ঈক্ষ চ্যবনো ধ্যানযোগবান্ ।

কর" এইরূপ চিত্তচাক্ষুশ্যকারী
 রিকুট শস্য শ্রবণ করিয়া, "ইহা
 মনি" এইরূপ জ্ঞান করিয়া,
 পরিভাগে রেতঃ ত্যাগ করিলেন ।
 হইতে ঐ স্ত্রীতে কুম্ভের স্থায়
 যী, শৃঙ্গযুক্ত এক পুত্র জন্মগ্রহণ
 পুত্র কুরুপতি পরীক্ষিতকে ভক্ষ্যসাং
 । ভৃগুকুলরূপ আকাশে পূর্ণ-
 পসাগ্রগণ্য রুদ্র সর্প-বিষে আহত
 মে ভাষণকে প্রাপ্ত হইয়া,
 ১৩ করিতে পারিলেন না ।
 দ্বাষে শরীর-পরিভ্যাগ কামনা
 মধ্যে গমন করিলেন । কিন্তু
 কে রক্ষা করিয়া কহিলেন, হে
 তুমি ইহাকে আপনার পরমায়ুর
 রিতে পার, তাহা হইলে এই
 হইবে ; অস্ত্র কারণে ইহার মৃত্যু
 আপনার পরমায়ুর অর্কদানে সাহসী
 বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,
 যী পরমায়ুর অর্কেক দান
 ৪ রুদ্র নামক সেই বিপ্র,
 যাকে প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয়
 ৫ মনি নাসিকার প্রান্ত-
 ৬ য়ে ৩ বয়েস আসিল,

প্রাবুডজলৌঘনির্ভিন্ন-মৃত্তিকাক্ষরবিগ্রহঃ ॥ ১৭
 সুকণ্ঠয়া কুমার্যা চ মুক্লামোংপাদিতেক্ষণঃ ।
 শর্ঘ্যাতিপত্যা ক্রীড়ন্ত্য বৈদ্যমণিলুপ্তয়া ॥ ১৮
 ক্লষ্টো বয়ীকমধ্যাং তু নিষ্ক্রম্যাগ্রে স্থিতস্ত তাম্ ।
 রাজঃ প্রাপ্তস্ততোহপ্তিত্যাং প্রসাদাচ্ছাতলোচনঃ
 তাক্ষ্যং প্রাপ্য দৃষ্ট্রাপং তয়া সার্কং যুমোদ চ ॥
 কৃষ্ণগ্রীবো বৈনতেয়ো যোগী পক্ষীযরো মুনিঃ ।
 জ্ঞানতপ্তঃ প্রশান্তস্ত্রায়স্থিশকলাকৃতিঃ ॥ ২১
 ক্ষীরোদার্ণবমধ্যস্থঃ ক্ষপিতঃ ক্ষীরজৈর্জলৈঃ ।
 পক্ষী নাড়ীদধারুঢ়-মূলশৈবলবিজ্রুতঃ ॥ ২২
 স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে দৃষ্টো যাদোগবান্ বহুন্ ।
 মংস্তাদীন সহ মংসীতিঃ স্মৃতিঃ স্ত্রীতির্বিমোদতঃ
 প্রত্যগ্রনারীসংস্পর্শমিচ্ছন্তোয়াং সমুখিতঃ ।
 প্রজাপতিং সুধবানমগচ্ছদ্যচিৎ তুং স্থিয়ঃ ॥ ২৪

যাহার বসীকাক্ষর শরীরে বর্ষার জলসমূহ দ্বারা
 ঐ সকল মৃত্তিকা গলিত হইতেছে, যাহার
 চক্ষুঃশ্রী ক্রীড়াসক্তা মুক্লামোংপাদিতেক্ষণ
 সুকণ্ঠাকর্তৃক বৈদ্য মণিলোভে উৎপাটিত
 হইয়াছে, ঐ চ্যবন সন্তোষের সহিত বয়ীক
 হইতে নিগত হইয়া, ঐ সুকণ্ঠার সম্মুখে উপ-
 স্থিত হইলেন এবং রাজাও সেই স্থানে তাঁহাকে
 প্রাপ্ত হইলেন । পরে অশ্বিনীকুমারের প্রসাদে
 পুনর্বার চক্ষু লাভ করত দৃষ্ট্রাপ্য যৌবন প্রাপ্ত
 হইয়া, ঐ সুকণ্ঠার সহিত আমোদ করিতে
 লাগিলেন । ১০—১১ । যাহার গ্রীবা কৃষ্ণের
 স্থায় সঙ্কোচ ও বিকাশশালিনী, যাহার শরীর
 কেবল মাত্র স্রায় এবং অস্থিখণ্ডে পরিপূর্ণ,
 যিনি ক্ষীরোদসমুদ্রের মধ্যে অবস্থান করত
 ক্ষীরোদ-জল দ্বারা আপনাকে কুশ করিয়াছেন,
 যাহার নাড়ীর মধ্যস্থিত মর্শ্ব পরস্পর সম্বন্ধ,
 সমূল শৈবাল দ্বারা জড়িত, সেই পরমযোগী,
 পক্ষিশ্রেষ্ঠ, পরম জ্ঞানী, প্রশান্তমূর্ত্তি, মুনিশ্রেষ্ঠ
 বিনতানন্দন, কোন সময়ে সমুজ্জতীরে, স্বকীর
 পত্নী মংসীর সহিত হর্ষযুক্ত মংস্ত্র প্রভৃতি
 বহুতর জলজন্তুদিগকে দর্শন করিয়া, নবীনা
 নারীদিগের সংস্পর্শ-মানসে জল হইতে গাত্রো-
 ধান করত স্ত্রীদিগকে বাক্য করিবার নিমিত্ত

বনে অশ্বান কুপিতঃ শূলহস্তঃ ব্রাহ্মসঃ
 ততো বৃদ্ধঃ পিতা তস্ত সম্প্রাপ্তস্তমপশ্যত ॥ ৫৪
 মৃতং পুত্রং ততঃ কোষান্দর্শনমিত্রমেব হি ।
 রৈভ্যস্তমিত্রপুত্রস্তং স্বপুত্রো মাতৃযিযাতি ॥ ৫৫
 এতাবহুকা স মুনির্বহিঃ প্রজ্ঞালা কাননে ।
 দদাহ দেহং পুত্রস্তমশরীরকঃ সুবিতঃ ॥ ৫৬
 ততস্তমুপতিং যৎকঃ যাজ্ঞয়িত্বা পরাবহুঃ ।
 কৃতাহারো বসৌ কষ্টঃ অগৃহস্থ নিশামুখঃ ॥ ৫৭
 এতদ্বিগ্রহং বৈভ্যঃ সত্যং যতঃ সমাগতঃ ।
 বৃদ্ধস্তমলতমখ্যানং বৈভ্যপাদ্গিরেস্ততো ॥ ৫৮
 ততোহংকরে বৈভ্যস্তমকসারস্তমচম্পকঃ ।
 গৃহীত্বাহং ততো দৃষ্ট্বা কটৌ বিবাহমকরবৈঃ ॥ ৫৯
 মৃগত্রাস্তা চ তং সত্যং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা পরাবহুঃ
 প্রত্যহং বজ্রভূমিস্তম গতাং ন ত্রে বৈবেদয় ॥ ৬০
 তো নাতপ্যাত নিহত্য মম নাতপন কাননে ।

এইরূপ কোশলে বনে গাইয়া গাইয়া সেই শূল-
 হস্ত কুপিত ব্রাহ্মস তাকে বধ করিয়াছিলেন ।
 তৎপরে বহুক্রোডের বৃদ্ধ পিতা তৎপরে মৃত-
 বহুর দেখিতে পাইলেন । তিনি কুপিত হইয়া
 হীর মিত্র ও মিত্র-পুত্র-নাশক বৈভ্যকে স্বপুত্র
 বহুক্রোডের দৃষ্টব্য করিয়া বসুদেব বলিলেন,
 তুমি তোমার নিজ পুত্র কষ্টক নিহত হইলে
 এই কথা বলিয়া সেই মুনি হৃদিত হইয়া
 কনকযো অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া নিল
 দেহ ও পুত্রের উভয়ই ভস্ম করিয়া
 ফেলিলেন । অনন্তর পরাবহু নৃপতির
 বজ্রকাণ্ড করিয়া আহবাসে সত্যাকালে
 কুপিত হইয়া স্বপুত্র গমন করিলেন । এই
 সময়ে বৈভ্যমুনি, সত্য সমাগত জনিয়া
 বৃদ্ধ-স্তম-লতাকোষোত্তরপ নিরিত হইতে
 বসুদেব প্রহাসন করিলেন । পরাবহু ককসার-
 ত্রে আত্মনিবেশ বৈভ্য মুনিকে অকসারে
 দেখিয়া ক্রম ক্রমে দারুণ যাপ যাপা বিদ্ধ করিলেন ।
 ৫৪-৫৯ । এইরূপে বধ করিয়া পরাবহু চাতিতে
 বদ্ধ করিলেন । পর দিন প্রত্যহকালে বজ্র-
 ভূমিতে বসন করিয়া বীর প্রত্যহক করিলেন,
 যে ব্রাহ্মণ ! অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া পিতাকে

প্রাণশিষ্ট করিয়াছি যদি মাং প্রে
 নিশয়া পরাবহুনা দাতা চোক্তব
 অহং বনং গমিষ্যামি স্বপুত্রং তুমি
 এতাবহুকা বচনং গতা তপ্তা মম
 ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপং নশয়িত্বা ত
 কদাচিদাগতো দৃষ্টো দাতা তেন
 সম্প্রাপ্তে দক্ষিণাকালে দৃষ্টমতস্ত
 মে বে ব্রহ্মজান তাত্ত্ব কিং প্রযিষ্টো
 ন তুস্তবচনং শ্রুত্বা স তু মে বহু
 গাং যত্না ব্রাহ্মজনে বৈভ্য হীতে ক
 হস্তমানস লক্শ্য ন চ ক্রোধাপ
 বজ্র গমিষ্যামি চেনমগ্নিমিত্রং বনত
 হতে যদি মম ততোহনন্তরকাল
 মাং লভস্বমমমু কং কৃত্বা পুণ্য

বধ করিয়াছি । অতএব আমি ত
 প্রেরণ কর, তবে আমি প্রত
 পরাবহু এইরূপ করিলে পর
 মরণ করিয়া বলিলেন তোমার
 নিমিত্ত আমি বনে গমন করি
 বধকাণ্ড কর । এই কথা বলিয়া
 গমনপূর্বক উত্তম উপহৃত করি ত
 পাপ নাশ করত পুনর্বার ব্রহ্মদে
 করিলেন । সেই সময়ে দক্ষিণকা
 হইয়াছিল । তাত পরাবহু সেই
 লেখিযামাত্র বিক্রমসহকারে ব
 পিতৃহত্যা । তুমি কি নিমিত্ত এই
 প্রবেশ করিয়াছিস । শীঘ্র এখনই
 কর । তাত এই কথা শ্রবণমাত্র
 বহুর দাতা মোহপ্রাপ্ত হইলেন প
 ব্রাহ্মপুত্রসেবা সেই সভামধ্যে প্রাচ
 গ্রহণ করিয়া হনন করিতে প্রস
 সেই বিতকায়া কুপিত হন নাই । ত
 মুনিপুত্র অগ্নি, ইন্দ্র ও যমের উদ্দেশে
 এই কথা বলিতে লাগিলেন, অগ্নি ক
 পিতাকে বধ করিয়া থাকি, তবে আমি
 অবশ্যচাচরী, কৃত্য এবং পাপা
 বদ্ধ করল । তাহাতে আপন

যুবধারাভিঃ প্রাবরধক তৎকথাং ॥ ৬৮
 দি হতং গুরবস্তোষিতা যদি ।
 ন তে সর্কে পুনর্জীবন্ত মামকাঃ ॥ ৬৯
 : প্রসন্নৈঃ পুণ্যায়মৃতবিন্দুভিঃ ।
 বক্রীতে রৈভ্যাশ্চোখাপিতাঃ পুনঃ ।
 পদাঃ সর্কে শঙ্কিতাশ্চাতবৎসদা ॥ ৭০
 ক্ষারী চ যোগধ্যানপরায়ণঃ ।
 দোষং বনবাসী সুসংবতঃ ॥ ৭১
 দিশস্ত ভয়াস্ফারবতীহৃতম্ ।
 পরসং ততশ্চালয়িতুং তপঃ ॥ ৭২
 নেশেতঃ প্রবিষ্টং কামজবায়াম্ ।
 চাক্ষু মূনেরগ্রে ববৌ মুহু ॥ ৭৩
 সঙ্গান ক্রমাং চক্রে তদাশ্রমে ।
 চাহব্রুং মূনেরভিমুখং যবৌ ॥ ৭৪
 ২ প্রেক্ষ্য তাক দৃষ্টা স তাপসঃ ।

। আর যদি আমি বধ না করিয়া
 হইলে অবিলম্বে অমৃতধারা দ্বারা
 প্রাবিত করুন। আমি যদি দান,
 কল্যাণ যথাবিধানে করিয়া থাকি,
 ল সেই সত্য দ্বারা আমার এই
 শ্রী পুনর্জীবিত হউন। তদনন্তর
 সম হইয়া পবিত্র অমৃতবিন্দু দ্বারা
 রত্নপুত্র যবক্রীত ও রৈভ্যা মুনিকে
 করিলেন। তাহা দেখিয়া তাপস
 ১ শঙ্কিত হইয়াছিলেন। ৬১—৭০।
 বং যোগ ও ধ্যানে নিষ্ঠাবান্ গোতম
 রের ব্যবতীর্ণ দোষ ক্ষয় করিয়া
 স্তে বনবাসী হইয়াছিলেন। তাহার
 ন সময়ে ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত
 হার অপোভ্রংশের ক্ষয় শারদতী-
 ট এক অপসরাকে পাঠাইয়াছিলেন।
 রাকে দেখিয়া মূনির মন কামজ-
 ষিত হয়। এদিকে বসন্ত-প্রা-
 ধম্য বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইল
 মন্দ বসন্ত-বায়ু সঞ্চারিত হইয়া
 ২ সকল উড়িয়া সেই মূনির
 মিলিল; অপরূপে নন্দনহাতেই

ররাম ক্ষুভিতো রেতঃ স্বয়ং দ্রোণাং দধার চ ॥ ৭৫
 তস্মাচ্চ কলশাক্ষাতো দ্রোণঃ শস্ত্রভূতাং বরঃ ॥ ৭৬
 কদাচিদ্ব্রক্ষণো-বাক্যাম্বর্তিতো ভগবান্ পুনঃ ।
 অস্ত্রে দেবেশ্বরো রাজা পৃথিব্যাং খেচরো বহুঃ ॥
 চতুরাশ্রমরক্ষার্থং চচার পৃথিবীতলে ।
 মৃগয়াধর্মশীলং সিংহ-ব্যভ্রাং তস্করান্ ॥ ৭৮
 মারয়ংচাপি হৃষ্টাং রাজ্যস্ত পরিপহিনঃ ।
 শ্বেনহস্তঃ শরী ধরী রথে ব্যোমচরে স্থিতঃ ॥ ৭৯
 বসন্তে কামসন্তপ্তো দারেভ্যো দ্বগো গৃহাং ।
 পালাশপুটগর্ভে তু রেতঃ স্তম্ভমধারয়ং ॥ ৮০
 পুটিকাং প্রদদৌ চাপ শ্বেনায় প্রতিকামিনে ।
 দারেভ্যো নেতুমাত্রাতুমবোধ্যাং পুত্রকামুকঃ ॥ ৮১
 রাজা ক্ষয়া ততঃ শ্বেনো জগাম নৃপতেগৃহম্ ।
 তাং চকুপুটগর্ভস্তাং পুটিকাং ধারয়ন্ যুগঃ ॥ ৮২
 অশ্বেন পক্ষিণা দৃষ্টান্ততচামিষগৃহিণা ।
 সমাহৃতস্ততো যুদ্ধে পুটিকা যামুনে জলে ॥ ৮৩

সমগ্রমে বস্ত্র সকল আহরণ করিতে মূনির
 সম্মুখে ধাবিত হইল। মূনিও সেই অপসরাকে
 নগ্না দেখিয়া ক্ষুভিতেন্দ্রিয় হইয়া তাহার সহিত
 মুরতক্রিয়া করিলেন। তাহাতে তাঁহার যে
 রেতঃ স্রবিত হইল, তাহা দ্রোণীতে ধারণ
 করিলেন। সেই শুক্রে কলস হইতে যে
 বালক জন্মিল, তিনিই সর্বধনুর্কারিগ্রেষ্ঠ দ্রোণ।
 কোন সময়ে ব্রহ্মার বাক্যে ভগবান্ দেবে-
 শ্বর মার্ত্তও আবার পৃথিবীতলে আকাশচর
 (উপরিচর) বহু রাজা হইয়াছিলেন। সেই
 রাজা চতুরাশ্রম-রক্ষার্থ মৃগয়াধর্মশীল হইয়া
 সিংহ, ব্যভ্র, তস্কর ও রাজ্যের পরিপত্তী হৃষ্ট-
 দিগকে বিনাশ করত ধনুঃশর ধারণপূর্বক শ্বেন-
 পক্ষী হস্তে করিয়া আকাশগামী রথে বিচরণ
 করিতেন। এইরূপে অত্যন্ত দূরদেশে অবস্থান
 করিতে, স্ত্রী সকল নিকটে না থাকায়, বসন্তকালে
 একদা তিনি অত্যন্ত কামসন্তপ্ত হইয়াছিলেন;
 তাহাতে তাঁহার রেতঃস্রবন হয়। তিনি সেই
 রেতঃ পালাশপত্রপুটে ধারণ করেন। পরে
 পুত্রকামুক সেই রাজা সেই শুক্রেতু পত্র-
 পুটিকায় ধারণ করিয়া, ক্রীড়নের আত্মপের

পতিতঃ উচ্চ অস্তিত্বঃ শীতঃ পিরিক্তা তদা ।
 দিব্যানাথ্য মহামন্ত্রা ব্রহ্মশাপাতিভূতয়া ॥ ৮৪
 পশুতন্তু সা মংসী তদা পৰ্ভভয়ানসা ।
 গৃহীতা ভানবভেন দানবাজ্য্য হৃদীবরা ।
 বিদারিতাপতলপৰ্ভভয়েতে নৃষিধুনং নৃপঃ ॥ ৮৫
 ততঃ কস্মাৎ বসবে মংস্তোদরবিনিগতম্ ।
 কুসাবং প্রদদৌ দানো মহারথঃ মহর্ষিমঃ ॥ ৮৬
 ততঃ স্ববীৰ্য্যমভূতং রাজোপরিচরো বহুঃ ।
 দানং প্রাপ্য চ সংভূতা বীরব্রাজ্যোভাষেচরঃ
 দানবাজ্য্য ততঃ কস্তা হৃহিতা বহিতা গৃহে ॥ ৮৭
 পিতৃকস্তা তু মাতৃগৌ বম্বনা বোসিনী নদী
 কলিকপিরিক্তা দেবী দিব্যানীলভসপ্ৰিতা ॥ ৮৮
 বিদ্রুতী বামুকঃ রূপং শাক্তেন্দ্রমুনেঃ কুতে

নিমিত্ত মতঃস্বপ্নে পেনের মুখে অবস্থায়
 ব্রীক্ষের নিকটে পাইয়াছিলেন কেন পক্ষীও
 রাজার আদেশে সেই পুটিকা চকুপুটে দ্রুত
 কলত প্রজ্ঞার গভীরতমূলে দাবিত হয় তে
 মূনে। পবিত্রমো বহু এক কেন পক্ষী যেতঃ
 পুটিকাৎক মংস বিবেচনা করিয়া সেই কেনকে
 মুদ্রাণ আক্রমণ করে, তাহাতেই সেই পুটিকা
 হইতে রেডঃ বিপ্লবিত হইয়া আসে পতিতঃ
 ব্রহ্মশাপাতিভূতা মহামন্ত্রপিনী পিরিকা নদী
 কেন এক বসীর বম্বনী সেই কেনঃ পান করে
 তাহাতে তাহার পৰ্ভ হয় মংসী জলে পত
 হইয়া শীঘ্রঃ দানবাজ্য-মহিবী কড়ক ছেদিত
 হইলে, তাহার পরে এক পুত্র ও এক কস্তা
 হয়। দানবাজ্য করব্রহ্মণে সেই মংস্তোদরভূত
 বালককে উপহিতঃ বহুকে প্রদান করে; তাহা-
 তেই বহু রাজা মহামুর্খিশালী মতঃস্বপ্নরূপ
 স্ববীৰ্য্যভূত পুত্রকে প্রাপ্ত হয়। তিনি দান-
 ব্রহ্মণের নিকটে সেই বালককে প্রাপ্ত হইয়া
 সংভার কলত বীর রাজ্য তাহারকে অতিবিক্ত
 করেন। তদিকে সেই কস্তা দানবাজ্যের গৃহে
 প্রতিদিন পরিব্রজিত হইতে লাগিল। সেই কস্তা
 কিং কলিকপিরিক্তা বীলপারিতকর্মা বোসিনী
 কলিকপিরিক্তা কলিক পদী, পতিতঃ পদ্যপরে

কুতমায়া তু দাশেন সত্যঃ সত্যবতীতি চ
 পরাশরজ্ঞ শাক্তেন্দ্রমুণ্ডাং দৃষ্টাঃ পুনঃ কয়ৌ
 নীলোৎপলমিতাঃ দৃষ্টাঃ যমুনাং পূণ্যবতী
 চক্রে মনসি ভাবজ্ঞ তদ্বীতি তদ্বদীতি
 কামদানো সমাং কৌডাঃ করোমি মনুজ
 ইন্দ্রপুত্রমাজ্ঞাস কলিন্দীমববীচ্যঃ
 মূনেন যদন্তি প্রভুঃ তং কুতম মহানি
 অবেতি সা প্রতিদ্যঃ প্রতিষ্টা বোপমিতা
 মংসীগভস্ততো কাতো প্রাতঃ মংস্তেন সা
 মংস্তেনেচভবং মংস্তো রাজা ব্রহ্ম বস
 বম্বনা দানবাজ্য তু পিতৃবচনকর্মে
 তদ্বিঃসঃ বম্বুনে তেহে নদঃ বহুভুত
 ততঃ কস্মাৎ চিনিমা সা পুটী প্রতিষ্টা স্তী
 দম্ব বহুপাত শতং হৃদিতঃ মংস্তেনি
 শরীরে দিব্যমৌরভাঃ কস্তাঃ পুনঃপ্রতি
 ববেচন্য তদ্বা কুতঃ কুটী নীলমুখিঃ

কস্তা মংস্তেনেচভবং কস্তাঃ মংস্তেনেচ
 নদে প্রতিষ্টা পুটী ছিলেন — ৮৯
 সময়ে কামদান শাক্তেন্দ্র পুত্রঃ নীল
 পলমিতা পূণ্যবতী যমুনা নদে
 করিয়া, মনে করিয়াছিলেন যে, যদি
 কস্তা অথচ অকৃতপত্নী হইতঃ
 তাহার সহিত একমতঃ প্রাপ্ত করি
 মূনিঃ অভিলষ কামতে পরিদ্য, কাম
 পুটীকঃ হলেন, তে মহানি। তুমি মূনি
 মতঃ কথা কর যমুনাং যে মংস্তা
 প্রতিষ্টা কলত বোপমিতা অরম্বনপু
 মংসীর পৰ্ভে প্রবেশ করেন, ততঃই
 মংস্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া উভয়ে
 করেন। সেই বালক উপহিতঃ বহু
 মংস্তেনেচ রাজা হন, আর সেই দান
 সত্যবতী পিতার আদেশে সেই দেশে
 মতে নৌকা বাহিত করেন তাহার
 সময়ে পরাশর তাহাকে দেখিয়া প্রার্থনা
 এবং শরীরে দিব্য মৌরভ ও জি
 প্রভৃতি বেকুপত শত শত বর দেন।
 সেই সময়ে নীহারদ্বির হৃদয় করিয়া

পানিতঃ পুত্রো যোগী তেন মহাত্মন ।
 পবান্ ব্যাসো দেবানাং হিতায় চ ॥ ১৮
 মৃতস্তাপি ভ্রাতৃদ্বারেষু সঙ্গতঃ ।
 ন জনয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রমুখাংস্ততঃ ॥ ১৯
 হুমরণ্যাক নিশ্চথ্য চাশ্বিনা সহ ।
 যামস মুনিযোগিনাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ১০০
 তুরঃ পুত্রান জনয়ামাস যোগিনঃ ॥ ১০১
 রুপিলং কৃষ্ণং তথা নীলক তাপসম্ ।
 ॥ মহাত্মানস্ত্বেকা কণ্ঠা চ ভামিনী ॥ ১০২
 গান্ধার্যঃ পূর্ষং বামশিরা মুনিঃ ।
 ১ জগামান্ত খড়্গাং হর্ভুং কৃতোদ্যমঃ ।
 ধবাশস্ত্র যেন শ্রাদ্ধাজসন্তমঃ ॥ ১০৩
 তনু শোভা হোম-জাপ্য-সমাধিভিঃ ।
 শক্রভিঃ স্ত্রৈঃ পকরসৈঃ শরৈস্তথা ॥
 ॥ পাতালে দহমানে তু পন্নগৈঃ ।
 ভয়াং খড়্গো বেষ্ময়া বকিতোহপি সঃ
 ত্মনস্ত দর্শয়িত্ব মনোহরম্ ॥ ১০৬
 ১ তরুণীং দৃষ্ট্বা পীনশ্রোণিপয়োধরাম্ ।

থেকে উপভোগ করেন; তাহাতেই
 ব্যাসদেব উৎপন্ন হন । সেই ব্যাসও
 ত কত্রিয়-ভ্রাতার পরীতে ধৃতরাষ্ট্র-
 ন পুত্র সেইরূপে উৎপাদন করেন ।
 অগ্নির সহিত অরুণী মন্ত্রন করিয়া
 শুকনামক এক পুত্র উৎপাদন করেন ।
 যোগী, প্রভু ও অব্যয় । গৌরব,
 ৫ ও নীল নামে শুকদেবের চারি
 তাঁহার সকলেই যোগী, যোগাচার্য ও
 শুকের এক কণ্ঠাও হইয়াছিল। তাহার
 নী । পূর্ষকালে বামশিরা নামক মুনি
 ॥ পরিধানপূর্ষক উদ্যম করত খড়্গ
 তে পাতালে গমন করেন । সেই খড়্গ
 লে সমস্ত বিদ্যাধরের রাজা হওয়ার
 নি হোম, জপ, সমাধি, পকরস স্ত্র,
 শর ও তন্ত্র-মন্ত্রে পাতাল শোষণ
 এইরূপে পাতাল দহ হইতে আরম্ভ
 দিল তাঁহাকে খড়্গ দিলেও তিনি
 বিনোদিত হইয়া বসে বসিয়া

কিং খড়্গেনেতি সঙ্কিত্য ঘৃতপূর্ণাং অচং জহৌ ॥
 পূর্ণাহতিমদস্তা তু ব্যথিতঃ স্তুভিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 নাগদাসীং ততঃ প্রাপ্য চক্রৌড় চ জহাস চ ॥ ১০৮
 ততো রতাশ্চে নির্দগ্ধঃ শক্রভিঃ পন্নগৈঃ কণাং ।
 তুষ্টৈর্বিগতসম্ভ্রাসৈর্নার্ধ্যা সংরুক্ণিতৈরপি ॥ ১০৯
 ইতি পরমমুখীনাং মনমধোভিতানাং
 চরিতমিদমশেষং বর্ণিতং বো মরাদ্য ।
 প্রথমকথিতকীর্তির্ধৃত দক্ষো মহাত্মা
 তদনু কথিতশিষ্টো বর্ণিতো বামদেবঃ ॥ ১১০
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং

মদনমাহমাদবরণে দ্বাদশো-

২ধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

কত্রিয়ো গাবিপুত্রস্ত বিগ্রামিত্রো মহামনাঃ ।
 বশিষ্ঠস্ত মুনের্লক্ষ্মীং দৃষ্ট্বা সন্তপ্তমানসঃ ॥ ১
 হইলেন । সেই পীনশ্রোণিপয়োধরা তরুণীকে
 নগ্না দেখিয়া, “খড়্গো আর আবশ্যক কি?”
 মনে করিয়া, অত্যন্ত স্তুভিতেন্দ্রিয় হওয়ার পূর্ণা-
 ভতি না দিয়াই ঘৃতপূর্ণ অচহোম করিলেন
 আর সেই নাগ-দাসীকে লাভ করিয়া, অত্যন্ত
 ক্রৌড়া করিলেন এবং হস্ত করিতে লাগিলেন ।
 পরে রতিক্রিয়ার পর ত্রাসহীন তুষ্ট সর্পরূপ
 শক্র সকল, তাহাদের স্ত্রীগণ নিবারণ করিলেও,
 তাঁহাকে দহ করিল । হে ঋষিগণ! কামবাণ-
 ব্যথিত ঋষিদিগের এই পরমচরিত আপনাদিগের
 নিকট অদ্য নিঃশেষরূপে আমি বর্ণন করিলাম ।
 এই চরিত্রবর্ণন-প্রসঙ্গে সর্ব প্রথমেই মহাত্মা
 কামদেবের ভ্রম হওয়ার বিষয় বর্ণন করা হই-
 য়াছে । বাহা হউক, এই বর্ণনা-প্রসঙ্গও এক-
 মাত্র মহাদেবের মহাত্ম্য-কথন মাত্র ॥ ১১—১১০
 দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ ।

স্বত কহিলেন,—উত্তমনা কত্রিয় কুশোৎ-

পন্ন গাবিপুত্রস্ত বিগ্রামিত্রো বশিষ্ঠ-মুনিঃ

দীক্ষিতো ব্রাহ্মণস্য ত্রৈলোক্যকোত্তমঃ ১ ।
 সন্তোষকৃতপত্নী চ পুত্রা দেবৈশ্চ বঞ্চিতাঃ ২ ।
 বিজনে যেমকাং সারীং তথা স কিল মোহিতঃ ।
 অতোমুখবরপোহিতুং কাব্যরানবনীকৃতঃ ৩ ।
 তথা শুভ-নিত্যভৌ চ তুর্জরৌ দেব-দানবৈঃ ।
 অতোমুখেন হতো মোহাকট্টা গোপেন্দ্রকৃতকাম ।
 তৎপুত্রাবহৃতৌ যোরৌ তথা যুগ্মোপহৃৎকৌ ।
 অব্যমৌ সর্গকৃতানাং পুত্রা সারীং ত্রিলোক্যমাম ।
 যমের ন তুর্জরৌ ইত্যুকা বুদ্ধলান্দসৌ ।
 অতোমুখেন হতো মোহাং কাব্যরানবনীকৌ ।
 ইত্যলোক্যপমং সারীং বঞ্চিতাঃ প্রাপ্য ন শুক ।
 সর্গকৃতক তুর্জর বনবিশ্ব সূতাঃ প্রিয়াম । ৭ ।
 সত্যঃ সপুত্রো হতো ন শুকঃ তুর্জর তুর্জরঃ ।
 যোরেন পাত্যবরেন সিনৈঃ সপুত্রিরেব চ ৮ ।

ঐক্যে কখন করত মনে মনে অতিশয় দুঃ-
 হইয়া ত্রৈলোক্য লভেন নিমিত্ত ত্রৈলোক্য দূর
 করত যোগতর তপস্যায় লীলিত হইয়া ও ঐ
 অতিশয়বিশিষ্ট তপস্বী দেবতাপন-কর্তৃক বঞ্চিত
 হইয়া, নির্জন বন মধ্যে যেমকান্দী শ্রীকে
 অবলোকন করত তৎকর্তৃক মোহিত হইয়া
 অতঃপর উভয়ের দ্বারা হইলেন ও অতিশয়
 কামের বশীভূত হইলেন । এই প্রকার
 দেবতা এক কামবশ-কর্তৃক তুর্জর শুভ ও
 নিতর নামে দুই জন অমর গোপেন্দ্রকৃতকাম
 চিত্তকে লক্ষ্য করিয়া, মোহপ্রযুক্ত পরস্পরে
 দূর করত দুই জনেই নষ্ট হইলেন । সেইরূপ
 সকল তুর্জর অব্যম শুভ-নিতর-পুত্র অতি
 বলবান পুত্র উপহৃত নামে দুই অমর ত্রিলো-
 ক্য শ্রীকে অবলোকন করিয়া, 'এই শ্রী আমার
 ভোমার মত' এই বলিয়া, পরস্পরে দূর করত
 কামাসক্ত হইয়া দুই জনেই ক্রান্ত হইলেন ।
 ঐক্যে নামক এক রাজা নওকার্য্য মধ্যে
 ইত্যলোক্য-পমং সারীং প্রাপ্ত হইয়া, ত্রিলো-
 ক্যের প্রিয়-কতা সর্গকৃতকে বশীভূত করত,
 অতোমুখেন হইলেন ও বতোই হইয়া ত্রিলোক্য
 সর্গকৃতক ও তুর্জর বনবিশ্ব বন হইলেন,
 অতোমুখেন হতো মোহাং কাব্যরানবনীকৌ

অন্যাপি নওকার্য্যে নির্য্যক্তপদসামুদ্র
 ইতি কঠিনমতীনাং ধার্ম্মিকানাং
 চরিতমিহ পুরাণে বর্ণিতং তে যথা
 সকলনপতিমুখ্যে যত্র পথিঃ সপুত্র
 স্তদন্য নিতিভপুত্রৌ কাহিতৌ কৌ
 ব্রাহ্মণাঃ প্রনাম্যো দশবক্ত্রে ভয়নকঃ
 বিংশত্যা চ তুর্জর কৃতপুত্র কৃতকাম
 পুত্রোৎকটোদাঃ পুত্রাঃ নুনেবিশবসঃ
 ইত্যং জিতা চ বন্ধ চ ক্রিপুতন দূর্জর
 মেঘনাদস্ত শক্যা তু গেনং শব্দনিক
 লক্ষ্য ত্রৈলোক্যভাঙ্গ দিয়া- বিবর্তিত
 তাক্ষ্য-গ পমোভ-গ্য-ল বৈশ্য- সমস্ত
 ময়স্ তনয়ঃ পাপা ভাষ্যঃ মকেন্দ্রোপ
 তথা চ পদন-দ্রীণাং সন্তোঃ কামোজি
 যমেরে চ পাত্যবরেন সিনৈঃ সপুত্রিরেব চ

হইতে লালিত হইয়া ও পুত্র
 সমস্ত দান দূর এবং বনবিশ্ব
 হইতে । 'আমি অতঃপর নিতর
 সূর্য্যক ধার্ম্মিক চরিত্রের চরিত্র এই
 বর্ণন করিলাম, যে পুরাণে সকল বক্ত
 সপুত্র পথি, তহর পর, অতি কঠিন
 অমর-পুত্রের কাহিনী বর্ণিত হইতে ।
 ব্রাহ্মণ লক্ষী বক্ত, বিবর্তিত হই, চরিত্র ।
 যিনি সমস্ত তপঃ জয় করিয়াছেন,
 পুত্রোৎকটো-পুত্র, বিবর্তিত হই, চরিত্র
 কতি, অমরের দ্বারা কামবশ হই
 জয় করিয়া বক্ত করত শ্রী তুর্জর পুত্র
 নির্য্যক্ত করিয়াছিলেন । দেবপ পতি
 ব্যাধ কেন-পত্নীকে অশ্রয় করিয়া
 সকলকে হত করে, সেইরূপ রূপ
 পুত্র মেঘনাদের বলে ত্রৈলোক্য-বক্ত
 সুবতী, পক্ষাধিতা, সৌভাগ্যশালিনী ও
 সুতা, পরম রূপবতী দেবতাদিগের
 লাভ করিয়াছিলেন । সেই ব্রাহ্মণ
 তদ্বারা যমোদরী নামী ভাষ্যকে লাভ
 ছিলেন । তথাপি কামমোহিত হইয়া
 কাহিত হইলেন । অন্যাপি নওকার্য্যে

। গেহে তু জাতা জগতি সুন্দরী ॥ ১৫
 স্বরোণাধ তয়া স কিল বকিতঃ ॥ ১৬
 যয়ীং কহুঃ দিব্যালঙ্কারকুচিতাম্ ।
 কীং যোগান্বিতীবাং জীবয়ন্তি ॥ ১৭
 বাসিনী রত্যা সম্প্রোষিতা সতী ।
 ততো দৈত্যং শম্বরং কামমোহিতম্ ॥
 । স শনৈর্নিশাসু দিবসেসু চ ।
 গদলীক ততো হর্ষে দশাননঃ ॥ ১৮
 ৯ ভূমের্বিগাধা সুমহাবলঃ ।
 ১০ যত্র নির্মিতং বিশ্বকর্মা ॥ ২০
 চরিত্রাচ্য স্বর্গাদষ্টগুণং মহৎ ।
 ত্রাসো ময়মাসামুদ্ভবৈঃ ॥ ২১
 ধঃ পাশৈস্তত্র মেঘৈশ্চ পীড়িতঃ ।
 প্রে তু মার্গে মগ্নস্ত দারুণে ॥ ২২
 যামৈশ্চৈব রৈর্লকৈর্ময়েন বৈ ।
 প্রহস্তাদ্যা নিমগ্না বজ্রকর্দমে ॥ ২৩

১, পুনর্বার ময়দানবগৃহে ত্রিভুগং
 রূপবতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-
 রে শম্বরাসুর তাঁহাকে হরণ করিল ;
 যাপনার অনুরূপ এক দারুময়ী নারী
), তাহাকে দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত
 জীব দারুময়ী কন্তাকে যোগবলে
 করিয়া, তাহাকে বধনা করিলেন ।
 নী রতি সেই দারুময়ী স্ত্রীকে
 লে, মায়ারূপিনী পঞ্চালরাজতনয়া
 শম্বরাসুরকে অস্ত্রে অস্ত্রে দিবারাত্র
 হিতে লাগিলেন । পরে মহাবল-
 গানন, ঐ নারীকে মায়াবতী বিবে-
 তাহাকে হরণ করিবার নিমিত্ত, যে
 বিশ্বকর্মা দিবা রত্নযুক্ত, স্বর্গ হইতে
 নক, শম্বরাসুরের গৃহ নিম্নাণ
 পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।
 নে প্রবেশ করিবামাত্র ময়মাসা
 পাশে বদ্ধ হইয়া, মাসা-সমুৎপন্ন
 ডিত হইতে লাগিলেন । পরে
 ১ মার্গ মধ্যে মগ্ন হইয়া,
 সেই দারুময়ী নারী বিলা-

নানাসংস্কারবিভিন্নোহসৌ দিব্যালোহময়ৈর্নৈঃ ।
 দণ্ডিতধারপালৈশ্চ তথা গিরিময়ৈর্হতঃ ॥ ২৪
 তক্ষুত্বা হুঃখশোখাত্তা ততো মন্দোদরী ভয়াং ।
 পিতরং প্রাবয়ামাস তর্জুনোঃ শীল্যচাপলম্ ॥ ২৫
 ততো ময়েন তুষ্টেন মাসা কাচিঘিনির্মিতা ।
 তয়া লেপৈর্বিনির্মিতঃ সসৈশ্চো রাবণস্তদা ॥ ২৬
 সমাপ্তস্তোমঃ সত্রৌড়ভূষিতস্ত বৃভূক্ষিতঃ ।
 উক্তস্তয়া সাবহাসং সমাভাষ্য মন্দধীঃ ॥ ২৭
 রাবণেন্দ্রমুখং কিং তে দশপন্নগসম্মিতম্ ।
 চত্বারশ্চরণান্তে বৈ পশুকল্প পশোরিহ ॥ ২৮
 কিমিদং রূপ-সৌন্দর্য্যং তব কুংসং পিশাচবৎ ।
 কথং দেবৈরলভ্যং মামপহর্ষুং ত্বমাগতঃ ॥ ২৯
 যজ্ঞাস্তি নারী স্বগৃহে স কিমর্থং নিশাচর ।

রিত হইলেন এবং প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণের
 সৈনিকগণ সেই বজ্র-কর্দম মধ্যে নিমগ্ন হইল ।
 পরে লোহময় দিবা নর সকল নানাপ্রকার শস্ত্র
 দ্বারা রাবণকে ঞ্চ ঞ্চ করিতে লাগিল এবং
 পাষণময় দণ্ডধারী দ্বারপালগণ আঘাত করিতে
 লাগিল । পরে মন্দোদরী এই সকল বার্তা
 শ্রবণ করিয়া, হুঃখ এবং শোকে পীড়িত হইয়া
 ভর্তার হুঃশীলতা ও চাকল্য সভয়ে পিতাকে
 শ্রবণ করাইলেন । পরে ময়দানব, কন্তার উপর
 তুষ্ট হইয়া এক অনির্কচনীয় মাসা সৃজন
 করিলেন । সসৈশ্চ রাবণ ঐ মাসা দ্বারা
 বজ্রলেপ হইতে তৎকালে মুক্তিলাভ করি-
 লেন । ১১—২৬ । ময়দানব, রাবণকে আশাস
 প্রদান করিলে, রাবণ অতিশয় লজ্জিত হই-
 লেন । পরে মায়াবতী তুষার ও সুধার
 কাতর মন্দবুদ্ধি রাবণকে উপহাসপূর্বক কহিতে
 লাগিলেন,—ওহে রাবণ ! তুমি রাজা, কিজন্ত
 তোমার দশ প্রকার সর্পের ছায় দশটি বদন ।
 ওহে পশুকল্প ! কিজন্তই বা তোমার পশুর
 ছায় চারিটি চরণ ! কিজন্তই বা পিশাচের ছায়
 তোমার এইরূপ সৌন্দর্য্য ! দেবতারাও আমাকে
 লাভ করিতে সমর্থ নহে, অতএব কিজন্ত তুমি
 আমাকে হরণ করিবার নিমিত্ত আসিলে

সুভঃ স্তাং পরনারীষু পাপমুচ্ছিন্নচেতসঃ ॥ ৩০
 কাপি বা পরনারীষু কো বিশেষস্ত বিদ্যাতে ।
 পরনারীষনামুবাং গম্যনে পাপচেতসাম্ ॥ ৩১
 পরীয়াবয়বানাক্ত বেবাং সস্ত্রাক্তে স্পৃহা ।
 জিহ্বান্ত এব সস্ত্রাসং কুর্ক্বেতি কুদিরোক্ষিতাঃ ॥ ৩২
 বেনেহ চাযুধঃ শেযো জীবিতস্ত চ নাশ্রযা
 রজসঃ চাভিভূতানাং শ্লীলাস্ত মনসঃ প্রিয়ম্ ॥ ৩৩
 বহুরীকস্ত নারীণাং তুরুণীনাং মনোরমম্ ।
 তদেব বৃষ্টা কুণপং ত্রাসাং সস্ত্রাক্তে মতিঃ ॥ ৩৪
 নন্দুরস্ত ভবে ব্যাপ্তে বিনিজ্জাতস্ত কঃ সিতম্
 উত্তানোচ্ছিন্নদেহস্ত তাদৃশস্ত কতে হি কিম্ ॥ ৩৫
 নরাঃ কুর্ক্বেতি পাপস্ত দেবাস্তৈশ্চ তৎপ্রবচনঃ
 অনুজ্ঞাস্থং পুংসাং পরনারীসম্মিলনে ॥ ৩৬
 তদেব পরিণামেন হুংবাং পরীতসম্মিলনম্
 অহোবত ন জ্ঞানতি নরঃ ন হ্যসং সত্যম্ ॥ ৩৭

কহিলে যে সেই নিশাচর । যে ব্যক্তির স্ত্রী সমানে
 স্ত্রী কর্তৃক যথাক্রমে সেই পাপমুচ্ছিন্নচেতন হইয়া
 কিংকর্ত পুনরায় লোভ করে ও স্ত্রী
 অপেক্ষা পুনরায় কেবাও বিশেষ নাই
 পাপচিত্ত ব্যক্তির পুনরায় সমানে কেবল
 আনন্দই হইয়া থাকে । যে সকল ব্যক্তি
 পরীয়া বা অবয়ব সত্ত্ব কাম বিষয়ে অনুরাগ
 করে, তাহারা ভিঃ এবং কুদিরোক্ষিত-কলেবর
 হইয়া, কেবলমাত্র ভরকেই উৎপাদন করিয়া
 থাকে ; যেহেতু তদুই আয়ুঃ ও জীবন, তাহা
 না থাকিলে, আয়ুঃ শেষ এবং জীবনের ক্ষয়
 হইয়া থাকে । রজসঃ চাভিভূত শ্লীলাপের
 ইহাই মনের অভিলাষ । যুবতী স্ত্রীদিগের যে
 মনোহর পরীয়া কোন সময়ে তাহাকে
 নিজীবাবয়ব বন্দন করিলেই তৎ উৎপন্ন
 হয় ও তাহা হইতে দ্রব্য হয় । ক্রমি প্রভৃতির
 উৎপত্তিহীন এই সংসার মধ্যে বিনিজ্জাত,
 উচ্ছিন্ন মনোহর-দেহবৃত্ত বস্তুকের দেহের ভায়
 কুণিত ঘোষিতে বল কি ? মহাশয় সকল
 পাপ করিয়া থাকে, তদন্ত আপনায় বহুতর
 পাপ ভোগ । পুংসকদিগের পরস্পর সম্মিলনে
 অহোবত হয়, কিন্তু কখনই পরিণাম

পরিণামে মহাদুঃখং তদাভে চ সুখং
 তং কৰ্ত্তব্যং প্রবক্ষ্যে নরৈহুংবাং য
 পশ্যন্তাপো ন বেন স্তানমিগমাণস্ত
 পক্ষ মা সাহসং কাযীঃ শক্তিভ্যাং
 মেবাস্তুকাগ্নিপাতাস-বিষমর্পসিসমিত্ত
 স্ত্রিযো মায়ামহশ্রাণি জ্ঞানতি উভত
 তদবঃ কিংবা নাহৌ নরাঃ পিণ্ডি
 মামোপলীলনা নিত্যং প্রত্যং কোংকি
 তদন্তপ্রবচনং ক্ষুদ্রা বিবরাগ্রিযৌ তদ
 রাসো মন্দবুদ্ধিঃ বিচরন পুথিভূত
 কতামাশ্রিসমস্তাং ননবেদমহা ত
 চমুচীরাণাং দৃষ্ট দেহবর্তিতম নদ্য
 কল্যাণং পশ্যতী রনাত নিত্যং কৈকি
 অনিচ্ছমানঃ কল্যাণং পশ্যতী রনাত

পরিণামে দুঃখ উপস্থিত হয়
 সকল স্ত্রী সমানে পাপে ন, ইহা
 তাহাদের বিষয় পরিণামে যে
 অপেক্ষা ইহকালের সুখ অতি ক্ষ
 মনোহর ব্যক্তি কর্তৃক উপভূক্ত
 কদুই কল্যাণ হেতু পরে তা
 দেহাশ্রিত্যে কিছুমান সময় জা
 একজন স্ত্রী সমান কর, আর সংসার
 সকল স্ত্রীলোককে শয় করিও
 স্ত্রীলোকের অস্ত্রময় স্ত্রিমতী, ইহা
 অদৃশ্য, পাতাল, বিষ, স্ত্রী এবং অগ্নি
 সমস্ত সমস্ত মন্য ভানে ২৭-৩০
 সকল অস্ত্রময় স্ত্রী, নরকে পিণ্ডিগ্রী
 এব কোন ব্যক্তি, এই মনোভীনা হই
 বন্ধনা করিতে সক্ষম হয় । সুখ
 ইহাও এই ব্যক্তি করণ করত পতন
 নিত্য হইয়া পুথিভূত বিচরণ
 লাগিলেন । তাহা পরে রজন, চরিত
 আশ্রিত্যে কত দেহবৃত্তকে বন্দন করি,
 কেশবে মন অর্পণ করিয়াছিলেন,
 কল্যাণগ্রাহী, পরমরূপবতী, রমণী,
 ব্রহ্মচারিণী, অনিচ্ছক এবং যের
 কোনভাবে যথা আক্রমণ করিলেন।

নতা সা তু দদাহ স্বকলবরম্ ।
 যি সাভূত্যা সুশোভনা ॥ ৪৫
 তা যজ্ঞে মিথিলাধিপতেরপি ।
 যি রামপত্নী যথাভবৎ ॥ ৪৬
 ক্রীতিবর্জিতা নিত্যলাসিতা ।
 চন্দ্রে প্রাবিশ্মেদিনীতলম্ ॥ ৪৭
 শয়নে ভবতী সহ সমাগমম্ ।
 কিস্ত্য প্রবিষ্টা মেদিনীতলম্ ॥ ৪৮
 যোগাচ্চ কামাসক্তমনা ভূমম্ ।
 সা যতি তস্মাদ্ভপতিভূতম্ ॥ ৪৯
 কৈলাসে রাবণস্ত নিশামুখে ।
 দৃষ্টো দদর্শ জলজেক্ষণম্ ॥ ৫০
 তীং বস্ত্রং মস্তধিরদগামিনীম্ ।
 নাং তাং সূষাং মোহাং পরামশং ॥
 প্রোহসৌ ধনাধ্যক্ষসুতেন চ ।
 গা গচ্ছদগ্ধাসক্তাস্ত কামিনীম্ ॥ ৫২

কর্তৃক অক্রোশ্চ হইয়া, স্বীয়
 ক কবিলেন । পরে সেই সুশো-
 ১, রাবণ-বধের নিমিত্ত মিথিলাধি-
 ২র যজ্ঞভূমিতে উথিতা হইলেন
 বধের নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী
 তিনিই তাঁহার পত্নী ছিলেন, আর
 না, শ্রীরাম তাহাকেই প্রতিপালন
 পরে দুই পুত্র প্রসব করিয়া, শেষে
 প্রবেশ করিলেন । ঐ বেদবতী
 ঐরোদ-শয্যায় ভিত্তর সহিত সমাগম
 ” এই চিন্তা করিয়াই পৃথিবীতলে
 রয়াছিলেন এবং তাঁহার বিরহে
 ৩ অতিশয় কামাসক্ত হইয়াছিল ।
 বণ, কোন সময়ে কৈলাস পর্বতে
 ৪ স্থাপানে মস্ত হইয়া পদপলাশ-
 ৫ গ্রাহিনী, রূপবতী স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র-বধ-
 ৬ ন করিয়া, ঐ ভ্রাতৃপুত্র-বধুর ইচ্ছা
 ৭, মোহ বশত তাহাকে বলাংকার
 ৮ ন । তদ্বিমিত্ত কুবেরপুত্র নলকুবর
 ৯ অভিলাপ দিয়াছিলেন যে, রাবণ
 ১০ সিক্ত ক্রীত গমন করিতে পারিলে

গতঃ প্রসাদাং তৎকালে ভস্মীভূতো ভবিষ্যতি ।
 ততঃ কদাচিৎ পাতালং গতো জেতুং দশাননঃ ॥
 কস্মিংশ্চিৎ তত্র ভুবনে দদর্শাভুতদর্শনম্ ।
 ব্যোমালিকজ্জলশ্যামং পুরুষং রক্তলোচনম্ ॥ ৪৪
 কল্মাশুদহনজালা-তুল্যারোমালিমণ্ডিতম্ ।
 মহাবিহ্বলতাকার-জটাকারবিভূষিতম্ ॥ ৪৫
 দিবাকরসহস্রাভং কেশশঙ্কবিভূষণম্ ।
 নাগেন্দ্রমুখসমুদ্ভূত-বিধানলপটারূতম্ ॥ ৪৬
 তস্তাভ্যাসগতাং লক্ষ্মীং দৃষ্ট্বা কীরোদকশ্রুকাম্ ।
 কামমোহিতচেতঃশস্ত্র হর্ষুং সমুদ্যতঃ ॥ ৪৭
 বোণাশ্বাসৈস্তথা বোরৈর্যোজনানাং শতং ততঃ ।
 আসীনঃ তথা নীতস্তেন কালাগ্ননা তদা ॥ ৪৮
 ক্ষণাশ্চৈতৎ নীতো বরং যাচিতবাংস্ততঃ ।
 হৃদস্তাদ্ভগবন্ মৃত্যুম্যাস্তিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯
 অবশ্যমিতি তেনোক্তো বলিং মোচয়িতুং গতঃ ।

না, যদি কোন সময়ে অজ্ঞান বশত গমন করে,
 তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবে ।
 তাহার পর দশানন রাবণ কোন সময়ে
 দিবিজয়ের নিমিত্ত পাতালে গমন করেন এবং
 ঐ পাতালভূবন মধ্যে, যিনি আকাশ, ভূমর এবং
 কজ্জলের গ্রাশ শ্যামবর্ণ, বাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ,
 বাহার শরীর প্রলম্বকালের অর্ধিশখার গ্রাশ
 প্রদীপ্ত রোমশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত, যিনি মহা-
 বিদ্যাস্তাসদৃশ জটা দ্বারা বিভূষিত, বাহার
 শরীরের আভা সহস্র দিবাকরের তুল্য, নাগেন্দ্র-
 মুখ-সমুদ্ভূত বিষকপ অগ্নিই বাহার বস্ত্র, সেই
 অভুতদর্শন পুরুষকে দর্শন করিলেন ৪৪—৪৬ ।
 রাবণ, ঐ মহাপুরুষের পার্শ্ববর্তিনী কীরোদকশ্রা
 লক্ষ্মীকে দর্শন করত কামে মুগ্ধ-চেতঃ হইয়া,
 তাহাকে হরণ করিতে উদ্যত হইলেন । রাবণ,
 লক্ষ্মীকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে, মহাকাল-
 রূপী পুরুষ, রাবণকে বোর নাসাবায়ু দ্বারা শত
 যোজন অন্তরে উপবিষ্ট করিয়া দিলেন । তৎ-
 পরে রাবণ, ক্ষণকাল মাত্র নিশ্চেষ্ট থাকিয়া,
 “হে ভগবন্ । পুনঃপুনর্বার তোমার হস্তে
 আমার মৃত্যু হইবে” এই বর প্রার্থনা করিলেন ।
 ভগবান “অবশ্যই তাহা হইবে” এই কথা

উক্ত কালং বর্ষধরং বিভুজং মুখলাগুণম্ ॥ ৬০
 উক্তপং দাক্ষণং দৃষ্টা শম্ভুচক্র-পদাধরম্ ।
 বিবধঃ শবিতো দীনঃ পাতলাধিগমো কপাং ॥ ৬১
 পশ্চাদ্ভাষ্যমাত্তম কত্রিয়ম্ নিতনিমীম্ ।
 অথ ব্রাহ্মণ ভাষ্যাত্ত চৌরবদলধারীম্ ॥ ৬২
 শিখাক-শাকপানীম-মাংস-মূলমপানীম্ ।
 কদৌকলি-সিকতা-কট্টকৈঃ কৃতবিক্রতাম্ ॥ ৬৩
 এষ্টরাজ্যম্ দীনম্ ত্যক্তম্ পিতৃমাতৃভিঃ
 অত্যন্তভক্ত্যং ব্রহ্মক দৃষ্টা কামবশং যযৌ ॥ ৬৪
 সৌবর্ণং হরিণং কক্কা মগীচং ব্রাহ্মসাময়ম্ ।
 বিক্রয়াদ্ভুতশতং বৈবদ্যমগ্নিলোচনম্ ॥ ৬৫
 ত্রীমধরকতভ্রাত-সহস্রপুটমণ্ডলম্
 পূর্ণপদ্যশাকরং মুক্তামলাবিভূষিতম্ ॥ ৬৬
 সুততঃপহরাণৈশ্চ চতুঃস্রবণাভিভূষিতম্
 বিসর্জয়িত্বা ব্রাহ্মণ পর্বণলাং দীনঃ শনৈঃ ॥ ৬৭
 বরক যতিরূপং বৈ কৃতবান্ কৃত্তিনঃ বরঃ

যজিলে, ব্রাহ্মণ বলিকে মোচন করিবার নিমিত্ত
 গমন করিলেন । পরে ব্রাহ্মণ সেই স্থানে নীল-
 কপ, বিভুজ, মুখল-হস্ত, শম্ভুচক্রপদাধারী, পূর্ণ-
 চক্রক-বস্ত্র, তদানক বিদ্যুৎপন্ন করন করিয়া
 বিবর ও শবিত-যনে অতি দীনভাবে কপকাল
 মধ্যেই পাতল হইতে বহির্গত হইলেন । পরে
 ব্রাহ্মণ, যিনি তিলক, শাক, মূল, মাংস এবং
 মূল মাত্র ভোজন করিয়া থাকেন, বদৌক-লি
 বালুকা এবং কট্টক ইত্যাদি ইত্যাদি কৃত্তিক
 করিয়াছে, রাজ্যভেদে, অতি দীন, পিতৃমাতৃ-
 কট্টক পরিত্যক্ত ত্রীমধরচক্রের অতি দীন
 অত্যন্ত ভক্তি, যদুয্যক্তী কর্ত্তিকদুলোঃপদ
 ত্রীমধরচক্রের চৌরবদলধারী সেই নিতনিমী
 ভাষ্যকে বর্নন করিয়া অতিদীন কামের বশতাপন্ন
 হইয়াছিলেন । পরে কৃত্তিক্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মস-
 কক্কা মগীচকে, বাহার পূর্ণ এবংলাভের দ্বারা
 নিবৃত্ত, কৈবল্যমাপ বাহার লোচন, বাহার চারিটা
 চরণ বিতক্ত পদ্যম-যদি দ্বারা পরিশোধিত,
 এইরূপ পূর্ণমাত্র হরিণ করিয়া, ত্রীমধরচক্রের
 পূর্ণকাল্য নিবৃত্ত করে করে পরিত্যাগ করত
 কপালি বহির্গত হইয়া গমন করিলেন । পরে বাহুব-

মুগং সা বাহুবী দৃষ্টা পতিং লোভাৎ
 তমিন্ গতে মুগং হস্তং বনে ব্রাহ্মণ
 বিক্রো দশাননং প্রাপ্ত ভো নাতনিবৃত্ত
 তচ্ছ হা নাতনিবৃত্তেনং বাক্যং সীতা
 ভর্তৃবশেষণার্থায় দেবরং বিজনে স্থিত
 ব্রাহ্মণেন সীতা সীতা মোহং নীত কপ
 তং প্রাণামরনঃ ব্রাহ্মণ নিবৃত্তো ব্রাহ্ম
 দক্ষিণং অলবিত্ত ভীতঃ কট্টকৈঃ ব্রাহ্ম
 ভীতঃ লক্ষ্যমস্তাং লক্ষ্য সনিকর দৃষ্ট
 পদ্যবলমসু দৃষ্টো ব্রাহ্ম দশবহিষ্ক
 নানঃ মাংসানি মদ্যক পাণ্ডা চকু চক
 মতঃ মুগেঃ দাক্ষিণ্যং বৃদ্ধকৈঃ ভর
 কক্কা মগীচং ল-লোপকিত্যঃ পূর্ণ
 ততঃ সংগ্রামসময়ে ব্রাহ্মণো প্রবেশি
 ততে ব্রাহ্মণানন্দকট্টকৈঃ কট্টকিমুক্ত

কপিলী ব্রাহ্ম-ভাষ্য, ত্রী মুগকে দীনঃ
 মুগের লোভে বদৌক প্রমীকে প্রেরণ
 ত্রীমধ মুগবদে নিমিত্ত বনমধ্যে গমন
 মুগ ব্রাহ্মণের দিক্ হইল । সে ব্রাহ্ম
 নিবৃত্ত হইলম্ । ব্রাহ্মণকে এই দৃষ্ট
 নিবৃত্ত-বনবাসিনী সীতা । সে ব্রাহ্ম
 প্রকার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভ্রা
 মণ নিমিত্ত সীতা দেবকে প্রেরণ
 ১০—১০ । ব্রাহ্ম, সীতাকে হস্ত করি
 কপাং সীতাকে মোহ হইল । পরে ব্রাহ্ম
 প্রাণনা করিলে, ত্রীমধ দক্ষিণসমুদ্র
 প্রাণাশ্র অগ্নিভূমি শরদ্রহ দ্বারা ব্রাহ্ম
 সতিত ব্রাহ্মণকে বধ করিলেন । পরে
 সতত দশবহনয় ভগবান্ ব্রাহ্ম জয়ন্ত
 সীতাকে লইয়া প্রদেশে গমন করিলেন
 নানাবিধ মাংসভোজন ও মদ্যপান করত
 উদ্যত থাকিত, দ্বারা ভিন্ন প্রকার
 অগ্নিশিখার দ্বারা চকল এবং দ্বারা মুগ
 বিবৃত্ত, সেই তদানক মুগবর্ণ পূর্ণ
 গৃহমধ্যে নিদ্রিত ছিল, পরে ব্রাহ্মণ, মুগ
 ভাষ্য নিবৃত্ত করাইয়াছিলেন ।
 ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ

বি-বৃক্কেণ্ড তাদ্যমানোহপি রাজসৈ:

তন্তত্র তদা স্ত্রীভি: প্রবোধিত: ॥ ৭৬

স্বাধরোস্তানৈরুদ্রোভি: পীড়িত: স চ ॥ ৭৭

দশমুখনামো রাবণস্তাপি বৃক্কে

রিপুরুধামোদ্ভূতসত্ত্বস্ত পূর্বম্ ।

চতুর্জগৎপ্রতুল্যখণ্ডোগ্রধারা-

ধবরপদোংকুস্তনাশং গতস্ত ॥ ৭৮

বিষমবাণাসারনির্ভিন্নবুদ্ধে-

নৃপতিদারস্পর্শসংলোভিতস্ত ।

শতমাংসৈ: শোণিতৈঃচাপি সমাক্

ক্কেতবহ্নে: কুস্তকণস্ত চাপি ॥ ৭৯

শৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং

তাহরণং নাম ত্রয়োদশো-

অধ্যায়: ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়: ।

সূত উবাচ ।

সূর্যবংশে সমুৎপন্নো রাজা দশরথোহপি চ ।

মানুষেণ শরীরেণ স্বর্গাদায়াতি যাতি চ ॥ ১

অবতার্য তিলান্ স্বর্গাং পিতৃণাং তপ্তয়ে তদা ।

দশবর্ষমহাস্রাণি কৃত্বা রাজ্যমকটকম্ ॥ ২

কৈকেয়্যাজ্ঞ স দোষেণ রাজ্যংপ্রাণান্হৃতান্ জহৌ

রামো দাশরথিবীরো যুদ্ধশৌভো মহামুনি: ॥ ৩

রাজা রাজ্যময়ে জাতো ধর্ম্মনিত্যো মহামতি: ।

মানী বামাভিরামস্ত সর্কভূতহৃৎ প্রিয়: ॥ ৪

ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভূত্বা তত: কামেন মোহিত: ।

অগ্নেন যুদ্ধমানস্ত ভূমিদাবহরণে তু ॥ ৫

সুগ্রীবেন বিরুদ্ধেন ভ্রাতা পরমশত্রুণা ।

বৃক্কেণ স্নায়ুস্থিশেষক বালিনং নিজধান চ ॥ ৬

কল্লাতদহনপ্রথ্যৈ: শরৈ: সন্নতপর্কভি: ॥ ৭

ল, অগ্নি, পর্কত এবং বৃক্ক এই সকল
স কর্তৃক তাড়িত হইয়াও চৈতন্যলাভ
কালে স্ত্রীলোকেরা স্তন্যর উন্নত
হস্তসমূহ দ্বারা তাহার শরীরে আঘাত
কৃতকর্ণকে আগ্রত করাইল। যিনি
লে গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাস-পর্কতের অধী-
ন্যেবের ভেজে বরলাভ করিয়াছিলেন,
যুক্ত সর্পদন্তের শ্রায় খড়্গের তীক্ষ্ণবার
দ্বারা মুখপদ্ম ছেদন করত বিনাশপ্রাপ্ত
লন, বাহার বুদ্ধি কামদেবের বিষম
ভিন্ন হইয়াছিল, যিনি মনুষ্য-নৃপতি-
কে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত সর্কদা লুপ্ত
সই দশমুখ রাবণের ও বাহার অস্ত্রাধি
শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের মাংস-শোণিতে সমাক্
করিতে পারিত না, সেই কুস্তকর্ণের
ন করিলাম ॥ ৭১—৭৯।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, যিনি মনুষ্যশরীরে স্বর্গ
পর্যন্ত গমনাগমন করিতে সক্ষম ছিলেন, যিনি
পিতৃলোকের তপ্তি নিমিত্ত স্বর্গ হইতে তিল
আনয়ন করিতেন, সেই রাজা দশরথও সূর্যবংশে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সেই দশরথ
ষষ্টি সহস্র বর্ষ নিকটকে রাজ্যভোগ করত স্বীয়
পত্নী কৈকেয়ীর দোষে রাজ্য, প্রাণ এবং পুত্র-
দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যিনি সকল
প্রাণীর বন্ধ ও প্রিয়, যিনি স্ত্রীলোকদিগের
অতিশয় প্রিয়, সেই রাজবংশসম্ভূত মহামাত্ত
মহামতি, যুদ্ধবিশারদ, ধর্ম্মরূপী, নিত্যস্বরূপ
দশরথ-তনয় মহাবীর রাজা যি শ্রীরামচন্দ্র
ত্রিলোক বিজয় করিয়া পরে কামমোহিত হইয়া
রাজ্য এবং পত্নীর অপহরণহেতু, পরম শত্রু
অতিবিরুদ্ধ স্বীয় ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত
যুদ্ধে আসক্ত অতিবৃদ্ধ স্নায়ুস্থিচম্বাবশিষ্ট
বালীকে কল্লাতকালের অগ্নিতুল্য সন্নতপর্ক
বাণসমূহ দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপতি

ব্রহ্মপতিকুলচন্দ্রে ব্রহ্মমেতধিকৃষ্ণং
 নন্দরথ ইতি নামি স্ত্রীবিলাসাত্তিলাষাৎ
 সকল বিব্রমুখানন্তকীর্তনং বিফো-
 দিত্ত্বনভয়ভয়েনুত্তমং হুতস্তাপি ব্রহ্ম ॥ ৮
 বসতি জগদ্রমণে জগদ্রমণঃ কামদেবঃ
 সকলসুখপানামাদিদেবঃ স্বয়ংকঃ ।
 অতিত ইতি বিদ্যঃ লিঙ্গসংখ্যঃ সুরারিঃ
 সমতিমতমশেষং নন্দঃ লোকহেতোঃ ॥ ৯
 মুনি-সুখবর-দেতাঃ পূজ্যধর্মঃ হুতকৃৎ
 বসতি নভসি বসী দেবভোবোবমুখঃ
 কমলজ-হরিমুখা নিত্যমেব ১০ লিঙ্গঃ
 সকলসুখকামপ্রাপ্তয়ে তদজগদ্রমণঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ব্রহ্মসংহিতায়াঃ
 বালিহস্তো নাম চতুর্থোঃ-
 অধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

মূলের চন্দ্রসুখপানামাদিদেবঃ স্বয়ংকঃ
 বিলাসাত্তিলাষ নিমিত্ত এই লোক এবং সকল
 দেবতার পক্ষে, অনন্তকীর্তি, বিব্রমুখপ, হুত-
 কৃৎ, তপোপচরী, নন্দরথপুত্র, শ্রীব্রহ্মচন্দ্রে
 দিত্ত্ব ॥ এই লোক জগদ্রমণী কামদেব,
 সমস্ত দেবগণের জগদ্রমণে বাস করিয়া থাকেন,
 তিনি সকলের অজ্ঞেয় এবং অসংখ্য
 অজ্ঞেয়, অজিত্রয় সুরারি স্বয়ং মহাদেব ইত্য-
 দিনিহ লোক-রক্ষক নিমিত্ত সমস্ত দেবকীয়
 মোক্ষার্থ প্রকাশ করত লিঙ্গসংখ্য বটীকছিলেন ।
 কমলোদ্ভব ত্রুক্ষ এবং চরিত্র প্রকৃতি দেবগণ,
 সমস্ত জগদ্রমণ অতিলবিত্ত প্রাপ্তি নিমিত্ত
 নিয়তই এই লিঙ্গকে পূজা করিয়া থাকেন ।
 বতপ্রব হে মূলে ! হে হুতকৃৎ ! লেতাধন !
 তোমার তত্ত্বপূর্ণক এই লিঙ্গকে পূজা
 কর এইরূপ আকাশে দৈববাণী হইতে
 পাইল । ১—১০ ।

চতুর্থো অধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

অথ উচুঃ ।

সত্যপুত্র পুরাণাতিঃ সর্ষদ্রমণঃ শাস্ত্র
 ঞ্চ ব্রহ্ম শাস্ত্রেণ যথোদ্ভিষ্টা মনীষি
 ন ঞ্চ তাৎপর্য্যে ধর্ম্মা ইত্যনুত কলপ্রাণ
 জয়েদানীং যতঃ শত্রেয়ঃ কীর্তিতঃ ওপরা
 তম্যং ব্রহ্ম নঃ সমাখ্যাহি যং পূজ্যং হুত
 লিঙ্গং হুত পদত্রেব সমাসাং ১ জনক
 বস্তু বহুবিদ্যঃ প্রোক্তা যে দেবেন জগদ্র
 তান বস্তু নো ব্রহ্মিচ্ছানো লোকনাতি
 মতঃ সন্য কথামিহ ব্রহ্ম
 কামদেবঃ যো মনসাচলেন
 তস্মিন্ভবেত্তা ১ বিদ্য কীর্তিতঃ
 স ব্রহ্মলোকনন্ত জনা নভেত ১
 লোকে বস্তুদীঃ হিতাহিত
 মনীষ্য যো ব্রহ্মলোকনন্ত

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ।

কামদেব কামদেবঃ স্বয়ংকঃ
 মনীষ্য-কামদেব ব্রহ্মতর শাস্ত্রে সন্য
 কীর্তিতঃ হুতঃ অমর সেই সমস্ত লি
 দম্ব পদম কীর্তিতঃ কাম ইত্যনুত ওপরা
 লোকনাতিঃ সর্ষদ্রমণঃ কামদেবঃ
 কীর্তিতঃ ব্রহ্মিচ্ছানো লোকনাতি
 কীর্তিতঃ, অতএব হে জনকন ভি
 পূজা করিলে ইত্যনুত ও পদকলি
 জনক যে পূজা করত অমলগণের
 সংক্ষেপে কীর্তিতঃ কীর্তিতঃ ব্রহ্ম
 লোকের হিতের নিমিত্ত যে ব্রহ্মক
 করিয়াছেন, ব্রহ্ম সেই সমস্ত ব্রহ্ম প্রব
 যাহা, অমর সেই সকল ব্রহ্ম পদকলি
 ইচ্ছা করিতেছি । ইহার পর যে কীর্তি
 লোকে নিম্নলিখিত শিবলিঙ্গ পূজা করি
 নিমিত্ত সর্ষদ্র কামদেব এই শিবলি
 করিবে, সে ইহলোকে কীর্তি এ

১ অজিত্রয়ভোরিতি পাঠে তু যোব্রহ্ম

কৃণাং হি সুখাশ্রয়িষ্ঠং
 ১ তৎসকলং প্রচক্রে ॥ ৬
 : তে ধর্ম্মা হরবাক্যস্ত কৌতুশম্ ।
 : শিবঃ কেন বিধিনা সম্প্রসীদতি ॥ ৭
 ধং ক্ষেয়ং শিবযজ্ঞঃ কথং ভবেৎ ।
 দ্বিজেন্দ্রাণাং নাশ্রয়ঃ সমুদাত্তম ॥ ৮
 ক্রমপূর্ণানাং জায়তে কেন কশ্মলং
 কৃত্বহ গহস্থঃ সর্গভাগ্ভবেৎ ॥ ৯
 তত্র সত্ততো যোগং বিন্দতি শাকরম্
 যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়ো ধ্যানমাশ্রিতঃ ॥ ১০
 নৈকৈতে মহাযজ্ঞাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
 যজ্ঞানামুত্তমঃ কঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১১
 : তেষাং পবতঃ কৌতুশং ফলম্
 দাশ্চ কিমুচ্চ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১২

ফল লাভ করিবে। যে ব্যক্তি
 কীষ্ণ বৃদ্ধি দ্বারা কঠব্যাকর্তব্যের
 , কেতু নামক ঋষিগণ কঠব্যাক-
 ণপদেশ করিয়া যেরূপ ফললাভ
 , সে তাহার জায় অমৃততুলা
 , অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ভুগেব
 ইয়া থাকে। এই ধর্ম্মের মধ্যে কোন
 এ বিষয়ে মহাদেবের বাক্যই বা
 ? কিরূপ বিধিতে শিবকে পূজা
 নে প্রসন্ন হন? কিরূপে শিবকে
 ? কিরূপেই বা শিবযজ্ঞ হইবে?
 প্রভৃতি কশ্ম ত্রাঙ্কণদিগেরই কতবা,
 হে, ইহাই ক্রজিতে উক্ত হইয়াছে।
 ারা ঐ সকল পুণ্যের ফল প্রাপ্ত
 হ কোন কশ্ম করিলে সর্গলাভ
 য় জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে ইহ-
 যোগ লাভ করে? কশ্মযজ্ঞ, তপো-
 যজ্ঞ, ধ্যানযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ এই
 যজ্ঞ মহাযজ্ঞরূপে কথিত হইয়াছে।
 প্রকার মহাযজ্ঞের মধ্যে কোন
 য়িলা কথিত হইয়াছে? এই পঞ্চ
 যজ্ঞের গতি কত প্রকার এবং পরে
 রূপ? ধর্ম্ম এক, অধর্ম্মের ভেদ

কানি চিত্তানি জায়ন্তে ভুক্তশেষেণ কশ্মলং ।
 সংসারসাগরাদ্ধোরাধর্ম্মাধর্ম্মোখিসকুলাং ॥ ১৩
 কশ্মাদিহঃখফেনাত্যামুচ্যন্তে হি জনাঃ কথম্ ।
 সূত উবাচ ।
 ইতি পৃষ্টঃ পুরা ব্যাসো মুনিভিস্তত্তদশিভিঃ ॥ ১৪
 যথাত্ত কিল যুগ্মাভিঃ স তান্ পুনরথাত্তবীং ।
 ব্যাস উবাচ ।
 এতমুত্তো ময়া সঙ্গং কুমারো মে সনৎপ্রভুঃ ॥ ১৫
 প্রতুবাচ স মাং ভূম্বো নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ।
 স্বর্গাপবর্গকলসং নরকার্ণবতারকম্ ॥ ১৬
 শিবধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি যথা চেৎস্বরভাষিতম্ ।
 সনৎকুমার উবাচ ।
 শ্রদ্ধাপূর্ণা ইমে ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধামধ্যাত্তসংস্থিতাঃ ॥ ১৭

কি? তাহার সংখ্যাই বা কত? নরকাদি
 ভোগের পর অবশিষ্ট কশ্ম দ্বারা মনুষ্যের কি
 কি চিহ্ন হইয়া থাকে? মনুষ্যেরা ধর্ম্ম ও
 অধর্ম্মরূপ উন্মোপরিপ্লুত, অকার্য্যনিবন্ধন দুঃখ-
 রূপ ফেনমিশ্রিত ঘোর সংসারসমুদ্র হইতে
 কিরূপেই বা মুক্তিলাভ করে? ১—১৩। সূত
 কহিলেন, তোমরা আমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা
 করিলে, তত্তদশী মুনিগণ, পূর্ব্বকালে ব্যাসকে
 এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্যাস তাঁহাদিগকে
 বলিয়াছিলেন, আমি এইরূপে সমস্ত জিজ্ঞাসা
 করিলে প্রভু সনৎকুমার পুনঃ পুনর্বার মহে-
 শ্বরকে নমস্কাব করিয়া আমাকে কহিলেন, আমি,
 ঈশ্বর যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ স্বর্গ ও
 মোক্ষরূপ ফলদানে সক্ষম, নরকার্ণব হইতে
 উদ্ধারকর্তা শিবধর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ কর।
 সনৎকুমার কহিলেন, এই শিবধর্ম্ম, ইহার অগ্র,
 মধ্য এবং অন্তে শ্রদ্ধা থাকিবে; শ্রদ্ধাতেই
 ইহার সমাপ্তি এবং প্রতিষ্ঠা। ইহাই শ্রদ্ধাধর্ম্ম
 বলিয়া কাথিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম শ্রবণমাত্রে
 আনন্দ জন্মে। এই ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। প্রধান
 পুরুষ, এই ধর্ম্মের ঈশ্বর। শ্রদ্ধা থাকিলেই
 এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়; হস্ত বা
 চক্ষু দ্বারা ইহা গ্রহণ করা যায় না। যে
 ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, সে দেবতা হইলেও শাস্ত্রানুসারে

ত্বেণ, নানাবিধ ধন বা অর্থদ্বারা দ্বারা এই
 সমস্ত ধন লাভ করিতে সক্ষম হইবে
 অতীতকাল অতি দীর্ঘ, অতীতকাল
 সময় উপস্থিত অতীতকাল এত
 অতীতকাল এই সময় উপস্থিত
 ব্যক্তি অতীতকাল, সে সমস্তকাল
 করিলেও কিঞ্চিৎ মাত্র অতীতকাল
 না; অতীতকাল অতীতকাল
 অতীতকাল সময় অতীতকাল
 অতীতকাল অতীতকাল
 অতীতকাল অতীতকাল
 ১৪—১৫ ইত্যাদি পর অতীতকাল
 অতীতকাল, অতীতকাল, অতীতকাল
 অতীতকাল অতীতকাল, অতীতকাল
 অতীতকাল অতীতকাল, অতীতকাল
 অতীতকাল, অতীতকাল অতীতকাল
 অতীতকাল এই অতীতকাল
 অতীতকাল, অতীতকাল; ইত্যাদি
 অতীতকাল অতীতকাল অতীতকাল
 অতীতকাল অতীতকাল, অতীতকাল

মহা সমস্ত বিদ্যার প্রধান কারণ এই
স্বাক্ষর হইলেও মহান অধীষ্টা জন্মে
এক, "তম এই উপদেশের অতীত, সর্বত্র
ক্ষণিকতঃ, সর্বত্রোদয়ী পদম নেত
হই এই একাক্ষর মতে অবস্থান বা
অধিষ্টা একাক্ষর হইতে সত্যের প্রমাণ
সকল অংশবিশিষ্ট মাল্যময় সেই সমস্ত
বস্তুই "স্ব নমঃ শিবায়" এই মহা পদ
অবস্থান করে। সন্দোভিত প্রভৃতি পদ
বাক্য-পদোদয় শিব বাচ্যবাক্যভবে স্বাক্ষর
মধ্যে স্থলাবতই প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিত
অধেষ্টা এই নিমিত্ত তিনি বাচ্য; "স্ব
শিবায়" এই স্বাক্ষর তাঁহার বাচক শি
বাক্ষর মত এই উল্লেখের বাচ্য-বাচকতার
রূপে অবস্থিত। বেক্ষা এই বেক্ষ
সামগ্র্য অনর্গল-প্রবৃত্ত, সেইরূপ শিবও
রূপে সংসার হইতে বিমুক্তিকারী। ঐশ্বর্য
চাৰিসমূহের স্বাভাবিক শত্রু, সেই প্রকার
সংসার-সেধকের পরম শত্রুরূপে
বস্তু এই অসংখ্য সূর্য্যের অভাবে
হই, তাহার জ্ঞান অনর্গলতার

কঃ সর্গজঃ পরিপূর্ণঃ স্বভাবতঃ ।
 : শিবঃ সিদ্ধঃ সর্গজো জ্ঞানভাসকঃ ॥
 ১৫ মন্ত্রোহমভিধেয়ঃ স স্মৃতঃ ।
 ভবেয়তান্নসিদ্ধঃ পরঃ শিবঃ ॥ ৩৫
 ॥ গমে বায়মুভয়ম্ ষড়ঙ্করঃ ।
 : সদা মুক্তো মন্ত্রঃ ষড়ঙ্করঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬
 বহুভিন্নৈঃ শাষ্ট্রৈর্বা বহুবিস্তরৈঃ ।
 যঃ শিবায়েতি মন্ত্রোহয়ং হৃদি সংস্থিতঃ
 : ক্রতুং তেন তেন সর্গমকুণ্ঠিতম্ ।
 যঃ শিবায়েতি মন্ত্রাভ্যাসঃ স্থিরঃ কৃতঃ ।
 ন ধাবন্তি বিদ্যাশ্রানানি যানি চ ।
 যন্তস্ত কলাং নারহন্তি শোড়শীম্ ॥ ৩৭
 চিবজ্ঞানমেতাবৎ তং পরং পদম্ ।
 শিবায়েতি শিববাক্যং ষড়ঙ্করম্ ॥ ৪০

য হয়। অতএব শিবই অনাদি,
 সমস্ত বস্তুর পরিজ্ঞাতা, স্বভাবত
 মুক্তির কারণ, ঈশ্বররূপে নির্ণীত,
 ক্রীড়ারূপে সকল বস্তুর পরিজ্ঞাতা, অর্জু-
 ত-সম্পাদক, “ওঁ নমঃ শিবায়” এই
 মন্ত্র ইহার অভিধান, সেই শিবই ষড়ঙ্কর
 ভিধেয়। ষড়ঙ্কর মন্ত্রের অভিধেয় এই
 ঐ তুরীয়, ইহাই মন্ত্র দ্বারা নির্ণীত
 বেদ ও শিবাগম উভয়েতেই “ওঁ
 নমঃ শিবায়” এই ষড়ঙ্কর মন্ত্ররূপে অবস্থিত,
 এর মন্ত্র মুক্তির কারণ। ২৩—৩৬।
 “শিবায়” এই মন্ত্র, যে ব্যক্তির মনে
 ধরে, তাহার অগ্র মন্ত্র বা বস্তুর
 মাত্র আবশ্যক নাই। যে ব্যক্তি
 “শিবায়” এই মন্ত্র অভ্যাস দ্বারা
 ছে, সেই ব্যক্তিই বেদের অধ্যয়ন,
 বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান সমস্ত
 সে সকল শিবজ্ঞান বা বিদ্যাশ্রান,
 ষড়ঙ্কর মন্ত্রের ষোড়শ ভাগের
 ও ষোড়শ নহে। যেহেতু “ওঁ নমঃ
 ষড়ঙ্কর শিববাক্য, অতএব ইহাই
 মন্ত্র, ইহাই সেই উৎকৃষ্ট-পদ।

বিধিবাক্যমিদং নার্ববাদং শিবাস্ত্রকম্ ।
 লোকানুগ্রহকর্তা যঃ স মূষার্থং কথং বদেৎ ॥ ৪১
 সর্গজঃ পরিপূর্ণত্বাৎ সর্গদোষবিবর্জিতঃ ।
 কয়াদ্বাক্যং শিবঃ স্বাস্ত্রস্তথা কেন হেতুনা ॥ ৪২
 যদযথাবস্থিতং বদন্ত সর্গজঃ তথা বদেৎ ।
 যাবৎ ফলক যৎ পুণ্যং গুণদোষৈঃ স্বভাবতঃ ॥ ৪৩
 রাগদ্বेषাদিভেদোষৈস্ত্রয়াং স কথমন্তথা ।
 তে চেৎসরে ন বিদ্যন্তে হস্তো যৈরনৃতং বদেৎ ॥
 প্রণীতমমলজ্ঞানং সর্গং তেন শিবেন যৎ ।
 অতীতশেষদোষেণ তৎ প্রমাণং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫
 যথার্থং পুণ্যপাপেষু ত্রৈলোক্যনি বিপশ্চিতা ।
 তত্তদীশ্বরবাক্যমি তদশ্রদ্ধো ব্রজত্যধঃ ॥ ৪৬
 যদুজ্ঞানপ্রবক্তারং শিববৎ পূজয়েৎ সদা ।
 তস্মাদ্ধর্মিক জ্ঞানক মোক্ষক প্রাপ্যতে যতঃ ॥ ৪৭
 জগদ্ধিতায় নৃপতিরাশ্বিনঃ বিভূতয়ে ।

পূর্বোক্ত সকল বাক্যই বিধিবাক্য ও শিবাস্ত্রক,
 অর্থবাদ নহে; যেহেতু যিনি ব্যক্তি সকলের
 অনুগ্রহকর্তা, তিনি কিজন্ত মিথ্যা বলিবেন?
 পরিপূর্ণ অতএব সর্গজ, স্বাস্ত্র এবং সর্গদোষ-
 বিবর্জিত শিব, কিজন্ত অগ্র প্রকার বাক্য কহি-
 বেন? যে ব্যক্তি সর্গজ তিনি যে বস্তু যে
 ভাবে অবস্থান করে এবং গুণ ও দোষ দ্বারা
 যে সকল সুখ দুঃখাদিরূপ ফল হয় অথবা
 পুণ্যাদি হয়, স্বভাবত তাহাই বলিয়া থাকেন।
 যিনি ঈশ্বর, তিনি রাগ বা দ্বेषে কিজন্ত অগ্র
 প্রকার কহিবেন? ঈশ্বরে রাগদ্বেষাদি কিছুই
 নাই, তাহার শরীরে রাগদ্বেষাদি বর্তমান,
 তাহারাই মিথ্যা কহিয়া থাকে। অশেষ-দোষ-
 বিবর্জিত শিব সমস্ত নিশ্চল জ্ঞান প্রণয়ন
 করিয়াছেন; অতএব তাহা প্রমাণ, ইহাতে সংশয়
 নাই। তাহার রাগদ্বেষাদিযুক্ত, তাহারাই পুণ্য বা
 পাপে বিশ্বাস করে না। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি
 অবশ্যই ঈশ্বর-বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।
 যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা না করেন, তিনি নরকে গমন
 করেন। যে ব্যক্তি ধর্মোপদেশ বা জ্ঞানোপদেশ
 করেন, তাঁহাকে শিবের জায় পূজা করিবে।
 যেহেতু তাহা ইহাতে ধর্মজ্ঞান এবং মোক্ষ লাভ

নরং পরোপকারায় শুভধর্মো নিবোধয়েৎ ॥ ৪৮

४२ ४२ ४२ नमः शिवायः । अथ कथा कथा २० परः ।

তন্নিরোগাদয়ং লোকঃ সমাচরতি ভক্তিভঃ ॥ ৪২

अनुनिष्ठः कृतो राज्ञ उन्प्राभावाद्धयेन वा ।

ଉତ୍ତମ ସମାଚରେଣୋକନ୍ତନ୍ତାନ୍ତେ ନିଯୋଜ୍ୟେ ॥୧୦

ধର୍ମତଃ ସତତଃ ବାଜା ପ୍ରସାଦା ଧର୍ମେନ ପାଳୟେତ୍ ।

କ୍ରାସେନ ପଂଜାମାନାଂ କ୍ରାସେନାଂ ସାମସ୍ତ୍ରାଦି ଶ୍ରେୟଃ ॥

वसुधैव कुटुम्बकम् : प्रकृतामयी शक्तिः ।

উদ্ভিদাশ্রিতাসম্বେদ: প্রক' ৬শ্রেণ পলিগন । ১২

ଏକାମ୍ର ବ୍ୟାସୁକ୍ରାମ୍ର ଉଦାବ୍ୟୁତାମ୍ର ଚ ।

वर्तमानः नवमः भागः उत्तरः प्रकाशः ॥ १३

কৃত্যে যথেষ্ট ভবেদ'ভ' বৈত'হাং হ'পরে ধ্রুৱী

চতুর্থঃ স বিদ্যায়াঃ পদ্যপ'ম'বৃত্তাসকঃ ॥ ৩৯

ভস্মাভিধর্মে মন্ত্র সমুদ্রাংশে ৫ পণ্ডিত:

४८२ निम्न काव्यविभक्तयः वनीयन्तः कथं भवन्ति ? २१

করা হয় : ৩৭—৪৭ রাজা জাহাঙ্গীর সিং,
আপনার ঐশ্বর্য ও পদের উপকার নিমিত্ত
যমুনাতে উত্তম ধর্ম্মসুঠানে নিয়োগ করিবেন
ধর্ম্মপরাধন নরকশেষে রাজা যে যে ধর্ম্ম বলিবেন,
সকল ব্যক্তিই তাহার আশ্রয়সুসারে নিক-
পূর্বক সেই সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে
রাজা যদ্যপি ধর্ম্মনিষ্ঠ হন, তাহ হইলে তাহার
আমালা বা ভরে সমস্ত লোকটী সেই সেই
ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে : অতএব রাজা সকলকে
ধর্ম্মসুঠানে নিযুক্ত করিবেন : রাজা যদ্যপি
ধর্ম্মসুসারে প্রজাধিকার প্রভাধর্ম্ম প্রতিপালন
করেন, তাহা হইলেও প্রজারা রাজাকে মুক্ত
ভাষাসুসারে প্রতিপালিত হইয়া রাজার শ্রুতি
চিন্তা করেন : রাজা প্রজাধিকার প্রভাধর্ম্ম
প্রতিপালন করত, প্রজার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম, অর্থ,
কাম যে কিছু অভিলষ করেন, আপনি তাহা
প্রাপ্ত হন : প্রজারা, ধর্ম্মিষ্ঠ বা অধর্ম্মনিষ্ঠ
হইলে রাজা পুণ্য এবং পাপ উভয়েরই দ্বয়
ভয়ের একতায় লাক করেন : রাজা সত্য,
ব্রোতা, ধার্ম্ম ও বলি এই চারিযুগেই অহিং-
সাধি ধর্ম্মের অবতীর্ণ আনিবে : অতএব পণ্ডিত
কর্ত্তি, কদ্যপি আপনকার কর্ত্ত্ব ইচ্ছা করেন, তাহা

ଏକାମ୍ରାଣୀଝରମସ୍ତାପାଂ ସମୁଦ୍ରତୋ ହତାଶନଃ
 ରାଜ୍ୟାଂ ଶିଷ୍ୟଂ କୂଳଂ ପ୍ରାପାନନନ୍ଦଃ ନ ନିବର୍ତ୍ତ
 ନୃପତିଂ ବୋଧୟେଂ ତସ୍ୟାଂ ଏକାଃ ସ୍ୱାର୍ଥଂ
 ସମ୍ପ୍ରାଣୀତେ ନୃପେ ସମ୍ୟାଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକାନ୍ତକମ୍ପ
 ମନ୍ତ୍ରୋଷାଦି-ନିନ୍ଦି-କ୍ଷେତ୍ର-ବୀଡ଼-ବୃଣ-ପ୍ରତିନିବନ୍ଧ
 ସମ୍ପ୍ରାମାର୍ଗାବତାରାୟ ବେଦୋଽଞ୍ଜୟଃ ଏକାକ୍ରୀ
 ଏକତ୍ୟା ଶାନ୍ତବାଦେନ କାମାର୍ଥାଭିରତନିନି
 ଶନେନିଷ୍ଠା ନିଧୁକ୍ରୀତ କାହା ହୋମା ପୁନଃ
 ଉଗନ୍ତୁକଃ ସ ବିଦ୍ୟେୟୋ ରାଜାନଃ ଯେ ନି
 ତସ୍ୟାଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପ୍ରୟାତ୍ରେନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକାନ୍ତକମ୍ପ
 ଶିଷ୍ୟଂ ଛାନ୍ଦାହୁତଶ୍ଚେନ ଯଃ ସମୁଦ୍ରତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ
 ସଂସାରପଥନିଷ୍ଠସଂ କର୍ତ୍ତେନ ଚତୁର୍ଥା ପିତା
 ଦାନାୟତେନ ନୃପତିଂ ନିରାପଦତି ଶାନ୍ତ
 ଅଦାନନାହିମାଂସଃ କଲ୍ୟାଣେନ ପ୍ରତିପୁଣ୍ୟ
 ପ୍ରାପାତେନ ନ ପରିହରିକ୍ଷେନ୍ନୈବେଦ୍ୟତ୍ରର୍ତ୍ତନି

হইলে অর্থ ও কামের নিমিত্ত যত
 প্রয়োজ্যে বস্তু নিযুক্ত করিলে প্র
 সঙ্গত হইতে সমুদ্রত অগ্নি বাজা হই
 প্রাণ ইত্যাদিকে লক্ষ্য ন করি। নিমিত্ত
 ব্যক্তি সমস্ত লোকের প্রতি মনোযোগ
 দীর্ঘ হইলে প্রজার ও রাজ্যের ক্ষতি
 সঙ্গত হই নিযুক্তিকে বস্তু (বস্তু) ইত্যাদি
 মন, ওষধি, নিমি, ক্ষেত্র, বীজ ইত্যাদি
 এবং অষ্টাদশ বেশ ইত্যাদি সমস্তই
 নিমিত্ত, অধিগত ইত্যাদি করিয়াছেন ও
 সাংবাদিক কামাসক্ত ও সঙ্গত হই
 আসক্ত, তাহাকে সাংবাদিক বস্তু হই
 দ্বারা নিযুক্ত করিয়া। পরে তাহার
 আনিয়া ক্রমে যোগ্য পদে রাখিবে ও
 রাজাকে দ্বারা পদে রাখে সেই বস্তু
 শুদ্ধ। অতএব যে ব্যক্তি সকল লোক
 অনুরোধপূর্বক প্রদত্ত হইয়া 'মহা'
 হইয়া সমস্ত প্রদত্ত সহকারে সংস্কৃত
 মনুষ্যকে উদ্ধার করে, তাহার দ্বারা
 কেহই নাই। ৪৮—৬১। (যে ব্যক্তি)
 রূপ বহিঃ দ্বারা সমস্ত প্রদত্ত জ্ঞানকে
 দ্বারা নিযুক্ত করে, তাহাকে তাহার

জান মহতা পরলোকস্থভাষিতম্ ॥ ৬৩
নিবরৈঃ শাষ্ট্ত্বভাষিতং তং সুশোভনম্ ।
সিদ্ধার্থং তদ্বিক্ষেপং সুভাষিতম্ ॥ ৬৪
ব্রহ্মহেতুর্বে কামকল্যানসারি যৎ ।
মুক্তক্রোধৈর্ন ভুজ্যেতমুচ্যতে ॥ ৬৫
গব্যাক্যেণ মূঢ়না ললিতেন চ ।
অপি কিং তেন সংসারগতিহেতুনা ॥ ৬৬
দৃষ্টে পুণ্যং রাগাদীনাঞ্চ সংক্ষয়ঃ ।
দ্রায়তে ভক্তির্জ্ঞানং যতদহৈতুকম্ ।
নৈতদ্বাক্যং বিজ্ঞেয়মপি শোভনম্ ॥ ৬৭
গবতঃ বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
দুপ্রণীতানি শয়ন্তে ধর্মহেতুনা ॥ ৬৮
দিসংসারঃ পুংসামুক্তস্য বন্ধনম্ ।

কে। এই ব্যক্তি অত্যন্ত পবিত্র, বহুতর যত্ন করিয়াছে, এই ব্যক্তির ঐ অর্থে এবং এই ব্যক্তি সমাগরা জ্ঞান, অতএব ইহাদের বাক্যই সূক্ষ্ম ও বলা যায় না। কিন্তু শাস্ত্র মূল-সর্ব ও মূর্ত্তি সিদ্ধির নিমিত্ত যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বাক্য বলিয়া জানিবে। যে বাক্য ॥ তমোত্তমের অন্তর্গামী তাহা নর-; যে বাক্য রাগ, ঘোষাদিযুক্ত, যে বাক্য ৫ যে বাক্য ক্রোধমিশ্রিত, তাহা কোর মতো বলেন নাই। যে সকল ামূলক প্ররস্তির বাধক ও সংসার-তু, তাহা সুন্দর, কোমল এবং আশু-ও তাহাতে কিছুমাত্র দল নাই। বণ করিলে মুক্তি-প্রয়োজন পূণা দর সমাকৃ ক্ষয় হয় ও শিবভক্তি ৫ত বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হইলেও জ্ঞানযোগ্যতাকালে শুভফলপ্রস এবং র। যে জ্ঞান কারণ ব্যতিরেকে ম হয়, তাহাই পরমজ্ঞান। সকল ৫ নিমিত্ত পুত্র, মহাভারত, বেদ ৫ প্রণীত বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করে। ৫ তি সমস্ত সংসারকে বন্ধনের হেতু

অধিভিঃ শাস্ত্রসম্ভারঃ সদ্যোগাভ্যাসকারণম্ ॥ ৬৯
ইদং ক্ষেয়মিদং ক্ষেয়ং যঃ সর্বং জাতুমিচ্ছতি ।
অপি বর্ষসহস্রাণ্যঃ শাস্ত্রান্তং নাধিগচ্ছতি ॥ ৭০
বিহায় শাস্ত্রজ্ঞানানি জাতানি সঃ জীবিতং লব্ধ্ব ।
সিদ্ধার্থাক্ষবত্যাগং পারলৌকিকমাচরেৎ ॥ ৭১
পাণ্ডিত্যেনাপি কিং তেন সুসমর্থেন দেহিনা ।
যঃ পুণ্যভরমুদোমশতং পারলৌকিকম্ ॥ ৭২
পাণ্ডিত্যেনাপি স দুর্থাঃ স্মৃতিযুক্তোহপ্যশক্তিকঃ
সংসারস্থং সমাত্মানমুত্তরায়িতুমক্ষমঃ ॥ ৭৩
স পাণ্ডিত্যঃ স শক্তঃ স্ত্রাং স তপস্বী জিতেন্দ্রিয়ঃ
যঃ শিবজ্ঞানমদ্রাবমালোচয়িতুমুদ্যতঃ ॥ ৭৪
যঃ প্রদানাদ্রাহ্মণ্যং কংসং মহামেক্ষকং কাকনম্ ।
স চেদন্ত্যরতঃ পুচ্ছেন তচ্ছোপদিশেদুত্তরঃ ॥ ৭৫
যঃ শবোতি শিবজ্ঞানং ত্রাণতন্তুদ্রবীতি চ ।

এবং সমস্ত শাস্ত্রকে সদ্যোগাভ্যাসের নিদান বোধ্য। অধিগণ কীর্জন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই শাস্ত্র জ্ঞান আবশ্যক, এই শাস্ত্র জানা আবশ্যক এইরূপ বিবেচনা করিয়া সমস্ত শাস্ত্র জ্ঞানিতে ইচ্ছা করে, সে সহস্র বৎসর জীবিত থাকিলেও সমস্ত শাস্ত্র জ্ঞানিতে সক্ষম হয় না। সকল ব্যক্তিতে সমস্ত শাস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক আপনার জীবনকে অত্যন্ত অকিঞ্চিরকর বিবেচনা করত সমস্ত জগৎসংসারকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মনে করিয়া পারলৌকিক কর্মের আচরণ করিবে। সমস্ত কর্মক্ষম সুপণ্ডিত দেহধারী পুরুষে কোন প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি পরলোকসাধন পুণ্যসমূহের উপার্জনে অশক্ত, সে পণ্ডিত হইলেও দুর্থা, শক্তি থাকিতেও অশক্ত এবং সংসারে অবস্থিত স্বকীয় আত্মাকে উদ্ধার করিতে অক্ষম। ৬২—৭৩। যে ব্যক্তি শিবজ্ঞানস্বরূপ সত্ত্বাকে মন দ্বারা নিশ্চয় করিতে উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত, সর্বকর্মক্ষম, তপস্বী এবং জিতেন্দ্রিয়। যে ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবী কিংবা কাকনময় মহা স্তম্বেক-পর্বত দান করে, সেও যদি অজ্ঞানপূর্বক জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে শুধু তাহাকে কোন উপদেশ প্রদান করিবেন না। যে ব্যক্তি

তো গচ্ছতঃ শিবস্থানং নিরয়ং তদ্বিপর্যয়ে ॥ ৭৬
 নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং লিঙ্গপূজনম্ ।
 অথোহং সম্প্রক্যামি শিবতুষ্টিকরং পরম্ ॥ ৭৭
 অথ গোমেষসম্বৃত্তে: * যতঃবিধিনা শিবঃ ।
 নিত্যং সম্পূজিতঃ শীঘ্রং নরাণাং সম্প্রসাদতি ॥ ৭৮
 হুয়াহুইরৈর্মধ্যমানে কীরোলাং সাগরোত্তমাং ।
 পক পাবঃ সমুৎপত্তাঃ সর্কলোকস্ত মাতরঃ ॥ ৭৯
 নন্দা তদ্রা হুশীলা চ হুরতিঃ হুমনান্তবা ।
 পক পাবো মুনিপ্রেতাঃ হুরতির্ভূমিমপতা ॥ ৮০
 সর্কলোকোপকারং দেবানাং তর্পণম্ চ ।
 হুরতিঃ সংস্থিতা ভূমৌ শানার্থং পকপত্র চ ॥ ৮১
 গোমেষং রোচনা মুত্রং কীরং নদি দত্তং পবাম
 বড়হানি পবিত্রাণি সর্কসিদ্ধিকরানি চ ॥ ৮২
 গোমেষাদুদিতঃ শ্রীমান বিবরূকঃ শিবপ্রিয়ঃ ।

শিবস্থান ভ্রমণ করে, অথবা শিবস্থানের উপ-
 বেশ করে, তাহারা উভয়েই শিবলোক গমন
 করে, ইহার বিপরীত আচরণ করিলে নরক
 গমন করে নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য
 এই তিন প্রকার শিব-লিঙ্গ পূজা, ইহা ত্রেম-
 লিঙ্গকে কহিতেছি । এই পূজা শিবের প্রতিভা
 সম্ভাষণক দে নর শিবপদে স্বাভাৱিক
 শ্রম অনুলোপন প্রভৃতি সঙ্কট দিব্যমণ্ডপের
 প্রতিভা শিবকে পূজা করে, শিব ভাৱের প্রতি
 সকল এসব হন দেবত এবং অসুস্থতান
 সাগরশেই কীরোলা সমুদ্রকে মনন করিলে, তাহা
 হইতে সকল দেবত জননীষতপ নন্দা,
 তদ্রা, হুশীলা, হুরতি ও হুমনা নামে পাঁচটি
 গো সমুদ্রিত হয় । সে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ । এট গো-
 পাঁচটিই যথো হুরতি, পৃথিবীতে আগমন করেন
 এক সমস্ত দেবতের উপকার, দেবতাদিগের
 কৃতি ও শক্তির রহনের নিমিত্ত পৃথিবীতেই
 অবস্থান করেন । গোমেষ, গোমুত্র, গোমোচনা,
 কীর, নদি এবং দত্ত গোৱ এই ছয়টি অস্ত্র অতি
 পবিত্র এবং সকল সিদ্ধির কারণ ॥ ৭১-৮২ ।
 শিবের অতি প্রিয় হুয়াহুইরৈর্মধ্যম গোমেষ

ভ্রমণে পদহস্তা শ্রী: শ্রীকৃষ্ণেন স ক
 যৌজান্যং পলপদ্যানাং পুনর্জাতানি গোম
 শ্রীতা গোমোচনা জাতা পবিত্রা সর্কম
 গোমুত্রাদৃগুগুপুর্জাতো দেবতানাং হু
 কীরাদীর্ঘাঃ সর্কেনাং জাতং নদি হু
 দত্তমুত্রং সত্তমমবাণং সুপরে ।
 তস্মাদুদেন পমসা নদ চ সাগরেক্ষি
 হুগকিনোফাতোয়েন হুগৈঃ * বিশেষ
 শাপা শীতান্ননা পশ্চাচ্চন্দনেন বিশেষ
 অচ্চর্ষেদপট্রে * পদনীলোপক
 এবং পজা দদে: পশ্চাৎ পূজা হু
 পামসা হুতলাভ্যস্ত নবিত্বং হুতুয়া
 নিবেদয়েচ্ছিবায়ৈব হুতকাং হুতপট্র
 কুহ প্রদক্ষিণং পশ্চাৎ প্রদপতা কাম
 অনেক বিধিনা দেব: বড়হান প্রদর্শ

হইতে ভ্রমণ করি নন্দা, হু
 পদহস্তে অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত
 নাম শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমণে হুপদে হু
 গোমেষ হইতে পুনর্জাত হুতলাভ্যস্ত
 পবিত্রা, শীতলা, সর্কমল গোম
 হইতে উৎপন্ন হন দেবতাদিগের উপ
 হইতে হুতলাভ্যস্ত জন্মিয়া
 হইতে সমস্ত দেবতের বাস, নদি হু
 এবং দেবতাদিগের উপ নিমিত্ত হু
 হুতলাভ্যস্ত অতএব তাহা, ন
 হুতলা শিবকে পূজা করাইবে পূ
 উতলাভ্যস্ত হুতলাভ্যস্ত হুতলাভ্যস্ত
 হুতলা পবিত্র করিবে, তাহা পূজা
 হুতলা পূজা করাইবে চন্দন হু
 সর্কমল বিশেষ করিবে বিশেষ
 হুতলাভ্যস্ত, পদ এবং নীলোপ
 পূজা করিয়া হুতলাভ্যস্ত হুতলাভ্যস্ত
 করিবে । তাহার পর শিবের উদ্দেশ্য
 উতলাভ্যস্ত, নদি, হুত এবং হুতলা
 হুতলাভ্যস্ত নিবেদন করিবে । পরে প্রাণ
 প্রণাম করিয়া বিসর্জন করিবে । য
 সকলবিধ দ্বারা পূজিত হইলে এসব ।

পরে চৈব সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ॥
ভাবান্ত চতুর্দশষ্টমীষু চ ।
না লিপ্যং যঃ কচ্ছিতং পূজয়েৎ সদা ॥
সমুত্তাৰ্ঘ্য কুলানামেকবিংশতিম্ ।
বিসংস্থাপ্য স গচ্ছতি পরং পদম্ ॥১৩
নিযুক্তা যো ত্রয়ক্রৌতাঃ রুস্তিতঃ ।
পূজয়ন্তীহ তেহপি ষাষ্টি শিবালয়ম্ ॥১৪
শিবস্তুেবং মহত্তত্ত্বা সুপূজনাং ।
করাডভূতা স গচ্ছেবমন্দিরম্ ॥১৫
পূজয়েত্তত্ত্বা বিধিনা যেন কেনচিৎ ।
মন্ত্ৰেণ শিবমেকাগ্রমানসঃ ॥১৬
সমুত্তাৰ্ঘ্য কুলানামেকবিংশতিম্ ।
বিসংস্থাপ্য স গচ্ছেদৈশ্বর্যং পদম্ ॥১৭
হপি প্রপচ্ছতি দেবকাৰ্য্যনিরোজিতাঃ ।
ধামিনা সাক্ষং শ্রীমচ্ছিবপুরং মহৎ ॥১৮

কালং পুনরিহায়াতো ভূতাবর্গসমবিতঃ ।
ভুক্তা ভোগান সুবিপুলান্ পৃথিব্যামেকরাডভূতং
যেহাং পত্রাণি পুষ্পাণি লিপ্যন্তৈবার্চনে সদা ।
শিবগারান্চ গচ্ছন্তি রুদ্রলোকং ন সংশয়ঃ ॥১০০
পূজ্যমানক বিধিনা যঃ পশ্চেক্ষুদ্রয়া শিবম্ ।
সোহপি ষাগফলং কুংসং প্রাপ্তবান্ নাত্র সংশয়ঃ
ক্রদানুমোদয়েৎ পুণ্যমীশ্বরং যে সমাধিনা ।
তৎসমং কলমাপ্নোতি শিবস্ত বচনং যথা ॥ ১০২
ভক্ত্যানুমোদয়েদীশং স্নানার্চনকৃতে তু যৎ ।
যতোহংশেযং শিবে ভক্তস্তৎসমং প্রাপ্নুয়াৎ কলম্
মনসা চার্চয়েন্নিত্যং ভক্তিসুতোহপি মানবঃ ।
সোহপি তৎ কলমাপ্নোতি শিবস্তান্ত প্রভাবতঃ ॥
সকৃদুচ্চরিতং যেন শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।
রুদ্রং বাপি হরং বাপি স গচ্ছেক্ষুদ্রলোকতাম্ ॥
শিবপুণ্যামশেষাত্যামশেষজনসেবিতাম্ ॥ ১০৬

ও পরলোকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু
পেরেন। শিবভক্ত ব্যক্তি প্রতিদিন
রিতে পারুক বা নাই পারুক, যদ্যপি
দ্বিতীয় ও অষ্টমীতে পূর্বোক্ত ষড়ঙ্গবিধি
শিবের পূজা করে, তাহা হইলে সে
৩ পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করত
স্বর্গে বাস করাইয়া স্বয়ং পরম-
। হয়। যাহারা বেতন গ্রহণপূর্বক
নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপূর্বক শিবলিঙ্গের
। তাহারাও শিবলোকে গমন করে।
। মালাকারও যদি ঈশ্বরে ভক্তি-
শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহা হইলে
বীতে একচ্ছত্র রাজা হইয়া, পরে
গমন করে। অতএব শিবভক্ত
কোন বিধানানুসারে ভক্তিপূর্বক
স “ওঁ নম শিবায়” এই ষড়ঙ্গের মন্ত্র
শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহা হইলে
শক্তি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধোলন
বাস করাইয়া আপনি শিবপদ প্রাপ্ত
সকল ব্যক্তি দেবকাৰ্য্যে নিযুক্ত হইয়া
সমস্ত দেবকাৰ্য্য সম্যকরূপে অব-
করে, তাহারা নিযুক্তকারী প্রভুর

সহিত শিবপুরে গমন করে এবং কালক্রমে
পুনর্বার এই পৃথিবীতে আগমন করত ভূত
ও বন্ধবর্গের সহিত বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগপূর্বক
পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হয়। যাহারা সর্বদা
শিবলিঙ্গের পূজার নিমিত্ত পত্র বা পুষ্প প্রদান
করে এবং সর্বদা শিবের স্তুব করে, তাহারা
রুদ্রলোকে গমন করে, ইহাতে সংশয় নাই। যে
ব্যক্তি, যথাবিধি পূজা সময়ে শ্রদ্ধাপূর্বক শিবকে
দর্শন করে, সে সমস্ত যাগফল প্রাপ্ত হয়,
ইহাতে সংশয় নাই। শিব, বলিয়াছেন যে,
যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে শ্রবণ করিয়া অনুমোদন
করে, সে, ঈশ্বরকে যোগ দ্বারা অবগত হইলে
যে রূপ পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুণ্যফল
প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শিবের স্নান ও পূজার
নিমিত্ত অনুমোদন করে, সে শিবভক্ত যে রূপ
অশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, তাহার স্থায় অশেষ ফল
প্রাপ্ত হয়। যে মানব, ভক্তিপূর্বক মন দ্বারাও
প্রতিদিন শিবের অর্চনা করে, সে শিবের
প্রভাবে সম্যক পূজাফল প্রাপ্ত হয়। যে
ব্যক্তি শিব, রুদ্র, কিশ্বা হর এই দুইটী অক্ষর
একবার উচ্চারণ করে, সে শিবের স্থায় পবিত্র,
অগ্নিাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং সকল জনসেবিত

শিবধর্ম্মাঃ শিবেনোক্তাঃ সূক্ষ্মাঃ সূক্ষ্মাঃ ।

কীর্তিতান্তে সমাসেন নিত্যপূজাসমাপ্রিতাঃ ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং

নিত্য-নৈমিত্তিকপূজাবিধির্নাম

পঞ্চশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

শঙ্করঃ ক্রিয়াযোগং শোভুমিচ্ছামহে বহু

প্রোক্তং সনৎকুমারেন বদ্যাসংস্কৃতং তদ্বদ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ ।

প্রোক্তং সনৎকুমারেন বদ্যাসংস্কৃতং কপাধিনঃ

ক্রিয়াযোগং সমাসেন তচ্ছৃণুয্যে বিতরম্য ॥ ২ ॥

বাস উবাচ ।

ক্রিয়াযোগস্য পূর্কঃ মমোক্তো যো মহামুন

তমহং শোভুমিচ্ছামি কলকাস্ত সখাশ্রম ॥ ৩ ॥

কন্দলোক প্রাপ্ত হইয়া আমি, শিব যেহেতু বলি-

ছেন, সেইরূপ ভোম্মাধিপতির নিকটে প্রতিজ্ঞা

মহাকলজনক শিবধর্ম্ম এবং প্রতিদিন যেহেতু

শিবের পূজা করিতে হইবে, ঐহিক সমস্ত সাধন

কীর্তন করিলাম ॥ ১৫—১০৭ ॥

পঞ্চশল অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

মুনয় কহিলেন, আমরা শঙ্করের ক্রিয়া-

যোগ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ; সনৎ-

কুমার ব্যাসের নিকটে যেহেতু বলিষ্যে, তুমি

সেইরূপ বল । সূত কহিলেন, সনৎকুমার

ব্যাসের নিকটে কপাধী মহাদেবের যে ক্রিয়া-

যোগ বলিষ্যে, তাহা সংক্ষেপে কীর্তন

করিতেছি, ভোম্মাধিপতির নিকটে প্রণাম কর ।

বাস কহিলেন, যে মহামুনে ! তুমি পূর্ক

আমরা নিকটে যে ক্রিয়াযোগ বলিষ্যে, আমি

তাহা এবং সেই ক্রিয়াযোগের যে যে বল,

লিঙ্গার্চ্য দেবতাস্তাসং তদ্বদ্যক পূজ

যথাবচেতসো বুদ্ধিং বুদ্ধিতে নিম্নতম

মনসা ত্র্যক্ষচর্যেণ পুণ্যোর্বাক্যমভ্যু

ক্রিয়াযোগো দি বিদ্বদ্ভির্হোমিনঃ সনৎ

তত্ত্বাং শোভুমিচ্ছামি ক্রিয়াযোগদ্বি

বং ফলং সমবাপ্নোতি শ্রাবণং শ্রবণ

হরাস্তাং লিঙ্গমেবং বা কবচিহ্না যন্তু

সম্পূজয়িত্বা বিবিধমন্ত্রলিপা চ যং কল

কানি মাল্যানি চো কানি কানি নৈর্ভু

কে নপা বস্ত্রভা কে চ কে চ বস্ত্রভা

উপহাং কলং কিং কলং কিং কলং

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞোপবীতিন যজ্ঞো

১ পূর্ণাং তদিতৈকমনাঃ শৃণু ॥ ১১
সংযোগশ্চিস্তৈবাস্তানা তু যঃ ।
সংযোগঃ ক্রিয়াযোগ স উচ্যতে ॥ ১২
১৩ যোগো বিমুক্তৈর্মুনিসস্তম ।
১৪ যোগস্ত পবনং ধোয়মাধনম্ ॥ ১৩
পৃষ্ঠং ফলমসিদ্ধতাং ফলম্ ।
করণে তদিতৈকমনাঃ শৃণু ॥ ১৪
১৫ শাস্ত্রাঃ শৈলং দার্কমথাপি বা ।
১৬ বাপি শৃণু তস্ত মূনে ফলম্ ॥ ১৫
যোগেন যজ্ঞতঃ যজ্ঞফলম্ ।
১৭ ফলং শাস্ত্রাঘঃ কারয়তি মন্দিরম্ ।
১৮ তমাগামি অতীতক তথা শতম্ ।
১৯ লিনো ধাম নয়তাক্ষয়লোকতাম্ ॥ ১৬
২০ তং পাপং স্বপ্নং বা যদি বা বহু ।

এই সকল জিজ্ঞাসা করিলে, তজ্জ্ঞান
যে, তুমি অতি পবিত্র কথাই শ্রবণ
ইচ্ছা করিয়াছ, অতএব আমি
, নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রবণ কর । আমার
নয় সংযোগের নাম দানযোগ, মূর্তি-
ক পূজাদির যে আচরণ, তাহাকেই
গ বলিয়াছেন । হে মুনিসস্তম !
এই মূর্তির প্রধান কারণ ; ক্রিয়াযোগ,
সাদন, এই নিমিত্ত পরম্পরায় ব্রহ্মের
লাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির দেবতার মন্দিরাদি
লে কি ফল হয়, তুমি যে এই সকল
করিলে, তাহা কহিতেছি, এক্ষণে
শ্রবণ কর । হে মূনে ! যে ব্যক্তি
ষ্ট, অথবা মূর্তিকা দ্বারা মহাদেব-গৃহ
করায়, তাহার যে ফল হয়, তাহা
। যে ব্যক্তি মহাদেব-মন্দিরমাত্র
করায়, সে, প্রতিদিন ক্রিয়াযোগ
। করিলে যে ফল হয়, সেই
হয় । যে ব্যক্তি মহাদেবের বাটী
করায়, সে অধস্তন একশত পুরুষ
একশত পুরুষকে অক্ষয়লোকে
করায় । মহাদেবের গৃহ নির্মাণ আরম্ভ
ক, অথবা ইটক আর অধিকই হটক,

শস্ত্রোরাগবিজ্ঞাস-প্রারম্ভাদেব নশ্যতি ॥ ১৮
সর্বদেবমুখো রুদ্রো যন্তস্ত কুরুতে গৃহম্ ।
প্রতিষ্ঠাং সমবাপ্নোতি স নরঃ সার্কলোকিকীম্ ॥
প্রশস্তদেশভূতান্ শিবস্তায়তনস্ত যঃ ।
কারয়েদখিলান লোকান্ স নরঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ২০
ইষ্টকানাস্ত বিজ্ঞাসো যাবদ্বর্ষাণি তিষ্ঠতি ।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শিবলোকে মহীয়তে ॥ ২১
প্রতিমাঃ কারয়েচ্ছোল্লিঙ্গং বা লক্ষণাবিতম্ ।
শস্ত্রস্ত পরং লোকমক্ষয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ২২
যষ্টিবর্ষসহস্রাণাং সহস্রাণি যথাক্রমম্ ।
প্রত্যেকশঃ সমস্তানাং দেবানাং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩
শোল্লিঙ্গং প্রতিষ্ঠাপ্য সূপ্রশস্তে নিবেশনে ।
পুরুষঃ কৃতকৃত্যঃ শ্যন্নৈতং স্বং মরণং নয়ং ॥ ২৪
যে ভবিষ্যতি যেহতীতা আকল্মাং পুরুষাঃ কুলে ।
তাংস্তাংস্তারয়তে স্থাপ্য লিঙ্গং সর্বগুণাবিতম্ ॥
মনসা যে চিকীর্ষন্তি লিঙ্গস্থাপনমুত্তমম্ ।
তেহপি যান্তি শিবং শাস্ত্রং সমুদ্রত্যা কুলাষ্টকম্ ॥
সপুঞ্জকৃত পাপ বিনষ্ট হয় । যে ব্যক্তি, সমস্ত
দেবতার প্রধান রুদ্রদেবের গৃহ নির্মাণ করায়,
সে সমস্ত লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । যে
নর কালী প্রভৃতি তীর্থস্থানে মূর্তিকার উপর
শিবের আয়তন নির্মাণ করায়, সে সমস্ত লোক
প্রাপ্ত হয় এবং যত বৎসর পর্যন্ত ইষ্টকাদির
বিজ্ঞাস থাকে, তাবৎ সহস্র বর্ষ কাল পর্যন্ত
শিবলোকে পূজিত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি
শস্ত্র প্রতিমা কিংবা লক্ষণাক্রান্ত লিঙ্গ নির্মাণ
করায়, সে মহাদেবের শ্রেষ্ঠ অক্ষয় লোক প্রাপ্ত
হয় এবং যষ্টি লক্ষ বর্ষকাল যথাক্রমে সকল
দেবতার লোকে বাস করে । ১১—২৩ । যে
পুরুষ প্রশস্ত গৃহের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা
করায়, সে কৃতকৃত্য হয় এবং আপনার মৃত্যুকে
লাভ করে না । যে ব্যক্তি সর্বগুণাবিত শিব-
লিঙ্গ স্থাপন করায়, সে, আপনার বংশে কল্প
পর্যন্ত যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে বা যাহারা জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করে ।
যে সকল ব্যক্তি মন দ্বারা শস্ত্র উত্তম লিঙ্গ
স্থাপন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা আট পুরুষ

ক্রিয়মাণত্বং যঃ প্রেক্ষ্য চেতসা যোহনুচিভয়েৎ ।
 কুর্য্যিষ্যাম্যহং কিস্ত সম্পদা মে ভবিষ্যতি ।
 এবং তস্ত কুলং সম্যো বাতি স্বর্গং ন সংশয়ঃ ॥
 প্রজাপতির্মহং স্থাপ্য তমাহ তব কিস্তরাঃ ।
 পাশদণ্ডধরা নিত্যং বিচর্য্যিষ্যতি ভূতলে ॥ ২৮
 বর্ষাধর্ষানুশাতারেঃ মম বাক্যং নিশম্যাতাম্ ॥ ২৯
 কেবলং যে অপরাধং শঙ্করং সমুপাশ্রিতাঃ ।
 তুয়া তে পরিত্যক্তব্যাক্তেযাং নাস্ত্যত্র সংশ্রুতিঃ ॥ ৩০
 যে চ বাহেবরা লোকে তচ্চিস্তান্তং পরাক্রমাঃ ।
 তে তু ক্রমশঃ স্তেয়াঃ সন্না ত্যজ্যাঃ স্তনরতঃ ॥ ৩১
 যে তিষ্ঠন্তঃ স্বপতন্তঃ গচ্ছন্তো বৈ দিবানিশম্ ।
 কীর্তয়ন্তি শিবং শাস্তং তেপি ত্যজ্যাঃ স্তনরতঃ
 নিত্যে নৈমিত্তিক দেবং যে বজন্তি মহেশ্বরম্ ।
 নাবলোক্যা ভবন্তিনে ন তে চাহন্তি যো গতিম্ ॥

উদ্ধার করিয়া প্রলাভমুখি শিবকে লাভ করে
 যে ব্যক্তি যুক্তি নির্ভাণপূর্ব্বক জন্ম করিয়া
 চিন্তা করে, অথবা মন দ্বারা চিন্তা করে এবং
 অব্যাপি আমায় সম্পদ হইবে, তাহা হইলে
 আমি বিবাহপন করিব এতপ চিন্তা করে,
 তাহা হইলে তৎকালে তাহার কুল মধ্যে গমন
 করে, ইহাতে সংশয় নাই। প্রজাপতি ব্রহ্ম
 বরকে স্থাপন করিয়া কহিরাছিলেন যে তোমার
 কিস্তরের পাশ এবং দণ্ড ধারণপূর্ব্বক নিত্য
 পৃথিবীতে বিচরণ করিবে এবং দণ্ড ও
 অশ্ব অমৃসহর শাসন করিবে। তুমি
 আমায় বাক্য শ্রবণ কর, কেবল যে ব্যক্তি
 অপরোধ শঙ্করের উপাসনা করিবে, তুমি
 তাহাকে পরিজ্ঞান করিবে। যেহেতু তাহা-
 দিগের বরলোকে বাস হইবে না। বাহ্য
 ভঙ্গ্যভিহে কেবল তাঁহারই কন্যাসুত-
 পূর্ব্বক মহাদেবের উপাসনা করে, তুমি
 তাহাদিগকে ক্রমশঃ অধঃপতন হইয়া সর্ব্বদা
 দুঃ হইতে পরিজ্ঞান করিবে। বাহ্য অবস্থান-
 কালে, নিত্যসময়ে এক গমনকালে দিব্যাত
 শাস্ত শিবায় কীর্তন করে তাহাদিগকেও স্তনরে
 পরিজ্ঞান করিবে। বাহ্য নিত্য-নৈমিত্তিক-
 কর্তব্য দেবসত্ত শঙ্করের পূজা করে, তোমরা

যে পুং-পুং-বাসোভির্ভূষণেণাশ্রয়ধরৈঃ
 অর্চয়ন্তি ন তে গ্রাহা নরা হরসমাপ্রা
 উপলপনকর্তারঃ সম্যাক্কিনপরাঃ ॥ ২৮
 হরালয়ে পরিত্যক্ত্যন্তেযাং ত্রিপুরুষং ক
 যেন বায়তনং শতোঃ কারিতং তংকুল
 পুংসাং শতং নাবলোকাং ভবন্তি ৪৩৩
 যেন লিঙ্গং ভগবতো মতে পরত কারিত
 নরাসুতং তংকুলজং ভবতাং শাসনভি
 পুনর্বৈবমতো পাব এতা এ পরমেশ্ব
 হিতায় জ্ঞাপয়ামাস নতান প্রতি ধাত
 স্থাপয়িতা ভবন্ত লিঙ্গং সমাক সম্প্রদ
 যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তা প্রদে
 যঃ স্থাপয়তি ভীমস্ত লিঙ্গং ত্রিশপদ
 চুতেন মদুগুণেন তস্ত পুণাকলং ৪৩৪

তাহাদিগকে জন্ম পর্য্যন্ত করিয়া
 তাহারা তোমাদিগের দান পাইবেন।
 মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া পুং-পুং
 আপনায় অতিমত অলঙ্কার গুণ শি
 করে সে সকল মন্থনকে তুমি গ্রহণ
 করিবে না ২৮—৩১ হরহর
 মন্ত্রিগে গোমুদ্রা দ্বারা উপলপন।
 সম্যাক্কিনো প্রদান করে, তোমরা তাঁ
 এবং তাহার কুলের তিন পুরুষকে
 করিবে। বাহ্য শাস্ত্র অধঃপতন নিবারণ
 তোমরা তাহাদিগের বরলোক প্রদান
 ত্রিপুরুষে অবলোকন করিবে পর
 দ্বারা ভগবান মহেশ্বরের নিত্য নিম
 তাহাদের বরলোক অমৃৎ পুরুষ পদ
 দিগের শাসনভীত জন্মের পিতার
 দেহপ আদেশ করিয়াছিলেন, হরপ
 লোকের হিতের নিমিত্ত নতমিকে পু
 সেইরূপ জানাইয়া দিতে লাগিলেন।
 শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক সমাক্রমে তাঁ
 পূজা করিয়া যে যে বস্তু প্রার্থনা করে নি
 তাহা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সকল দে
 পূজ্যীয় মহাদেবের লিঙ্গকে দ্ব্যু ও য
 দান করার, তাহার পুণ্য কীর্তন করি

অনন্তর যৎ ফলং লভতে নরঃ ।
বেদপূর্ণেভ্যো ঘৃতপ্রস্থেন তৎফলম্ ॥
মুদপ্রাপ্তা মপ্তপীপা বম্বুকরা ।
সংস্রাপ্য লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্ ॥ ৪২
চতুর্দশাং ঘৃতেন জগতঃ পতেঃ ।
সমভ্যর্চ্য পাপানাং বিপ্রা মুচ্যতে ॥ ৪৩
মাবাস্তাং লিঙ্গং সংস্রাপ্য যত্নতঃ ।
জ্ঞানতো বারি যৎ পাপং কুরুতে নরঃ
তি সঙ্কাস্তাং ঘৃতেন স্নানক্লম্বকঃ ॥ ৪৪
রমো বুদ্ধো হব্যানাং পরমং ঘৃতম্ ।
পাপানাং কালকঃ সঙ্কমো মুনে ॥ ৪৫
হা নদ্যো হ্রদাঃ পায়সকর্দমাঃ ।
তাংস্ততে বাস্তি ক্ষীরস্নাপনকা নরাঃ ॥

। যে ব্যক্তি প্রস্থপরিমিত ঘৃত দ্বারা
নি করায়, সে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে
দান করিলে যে ফল হয়, সেই ফল-
। যে ব্যক্তি ত্রিজনদের ঈশ্বর মহা-
টক-পরিমিত ঘৃত দ্বারা স্নান করায়,
পা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। যে ব্যক্তি
। চতুর্দশীতে জগদীশ্বর শিবের লিঙ্গকে
স্নান করায় ও পূজা করে, সে বহুতর
তে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ণিমা
মাবাস্তা তিথিতে যত্নপূর্বক ঘৃত দ্বারা
স্নান করাইয়া সেইদিনে একবার
করে, সে সমস্ত পাপ হইতে
। মনুষ্য, জ্ঞানপূর্বক হউক বা
কর্ক হউক, যে পাপ করে, সঙ্কম
দ্বারা শিবকে স্নান করাইলে শিব
পাপ প্রক্ষালন করিয়া দেন। হে
সমস্ত দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং
বোম্বের মধ্যে উৎকৃষ্ট; অতএব এই
দ্বারা সকল পাপকে বিনষ্ট করে;
ক্ষীর দ্বারা মহাদেবের স্নান করায়,
নে নদী সকল ফুলে পরিপূর্ণ ও
বিবৃদ্ধ, ফুলোৎকৃষ্ট হইতে সেই স্নান

আচ্ছাদন নির্ভুতিং স্বাস্থ্যমারোগ্যং চাক্ষুরপতাম্
সপ্তজন্মাত্মবাপ্রোতি ক্ষীরস্নানকরো বিভোঃ ॥ ৪৬
দধ্যাদীনাং বিকারাণাং ক্ষীরতঃ স ভবো যথা ।
তথৈবালেশ্য কামানাং ক্ষীরস্নপনমুক্তমম্ ॥ ৪৭
যথা চ বিমলং ক্ষীরং যথা পুষ্টিকরং সদা ।
তথাস্ত নিশ্মলং জ্ঞানং ভবেৎ স্নানকৃতঃ শিবে ॥ ৪৮
গ্রহানুকূলতাং পুষ্টিং প্রিয়তৃকাখিলে জনে ।
করোতি শঙ্করো নিত্যং ক্ষীরস্নপনতোষিতঃ ॥ ৪৯
ঘৃতক্ষীরেণ দেবেশো দৃষ্টমাত্রঃ প্রসীদতি ।
সর্গস্ত স্নিকতামেতি স্নাপিতে শঙ্করে সদা ॥ ৫০
অত্রাপ্যাদাহরতীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৫১
দৃষ্টা পুংসঃ ভূতাং ভার্য্যাং স্মৃতিং পতিনা সহ ।
ক্রৌড়ন্তীং গোতমী স্বর্গে তামাহ বিস্ময়াশ্বিতা ॥ ৫২
গোতম্যাবাচ ।

স্মৃত্যনেকশঃ সন্তি স্বর্গে দেবাঃ সवासবাঃ ।
ন চৈষামীদৃশী শোভা বিদ্যতে তে যথা শুভে ॥ ৫৩
ন চৈষামীদৃশো গন্ধো ন কান্তির্ন সুরূপতা ।
ন বাসসাক শোভেযং যথা তে পতিনা সহ ॥ ৫৪

প্রাপ্ত হয়। ৩৫—৪৭। যে ব্যক্তি দুগ্ধ দ্বারা
শতর স্নানকার্য্য নিরূপ কর, সে সাতজন্মে
আচ্ছাদ, সন্তোষ, স্বাস্থ্য, আরোগ্য এবং সুন্দর
রূপ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ দুগ্ধ হইতে দধি
প্রভৃতির উৎপত্তি, সেইরূপ ক্ষীর দ্বারা স্নান
করাইলে, যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই হইতে
পারে। যে ব্যক্তি দুগ্ধ দ্বারা শিবকে স্নান
করায়, সে দুগ্ধের দ্বারা নিশ্মল ও পুষ্টিকর জ্ঞান
লাভ করে; যে ব্যক্তি ক্ষীর দ্বারা স্নান করায়,
সে মহাদেবের অনুগ্রহে গ্রহগণের আনুকূল্য
ও পুষ্টি লাভ করে এবং সমস্ত লোকের প্রিয়
হয়। ঋষিগণ এই বিষয়ে একটা পুরাতন
ইতিহাস কহিয়াছেন। এক সময়ে গোতমী
স্বর্গে ক্রৌড়া করিতে করিতে পতির সহিত
পরম কমবতী সূর্য্যপত্নী স্মৃতিতে দর্শন করিয়া
কহিতে লাগিলেন, হে স্মৃতি! এই স্বর্গ মধ্যে
ইন্দ্র প্রভৃতি অনেক দেবতা অবস্থান করেন।
কিন্তু হে শুভে! ইহাদিগের মধ্যে কাহারও
তোমার সদৃশ শোভা, গন্ধ, কান্তি, উত্তম

শক্রাধ্যানামশীশানাং যুগ্মোরতিরিচ্যাতে ।
বহুতা চেতসশ্চৈব সূমতে পতিনা সহ ॥ ৫৭
তপঃপ্রভাবো দানং বা কিং কস্য হোমসংজিতম্
যুগ্মোত্তমমাচকু ভুং সর্গং বরবার্ণি নি ॥ ৫৮

সুমতিরুবাচ ।

ভক্ত্যুর্মে কুলপূর্ণেশ সমারাধ্য মহেশ্বরম্ ।
বৈষ্ণবৈবং সূতা রাজ্যমেতদাপ্তং তেত ১১২১
কুদ্রো বজ্রেশু বজ্রেশঃ শকরতোষিতো ময়া ।
বর্গপ্রাপ্তিরিষং তদ্যাম্মেবং কশ্যকঃ কলম্ ॥ ৬০
তীর্থোদকৈকত্বা হর্ষৈঃ স্নানৈঃ সন্তোষিতঃ শিবঃ ।
ভেন কাণ্ডিরিষং জাত দেবেত্যঙ্ঘ্রিকা মম ॥ ৬১
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যকং শরীরস্ত চ নিরুতিঃ ।
বং প্রিয়কক সর্গস্ত তদুদতমানজং ফলম্ ॥ ৬২
বাঞ্ছতীষ্টানি বাসান্ধি বজ্রতীষ্টং বিভ্রবম্ ।

তপ এবং পতির সহিত তোমার বংশের
জায় শোভা নাই ইহা প্রকৃতি দেবগণ
এখান হইলেনও বাহ্যিকের শোভা হইতে
তোমাদের স্থাপত্যের শোভা অতিরিক্ত
হে সুমতে! তোমাদের স্থাপত্যের মনের
এই বহুতা অতি উত্তম। অতএব হে
বরবার্ণি! তোমাদের উত্তমের উক্ত কি
তপস্কার প্রভব, কি দানের ফল, কিংবা
হোমাদি কন্দের ফল, দুই তাহা বল।
৫৮—৫৭। সুমতি কহিলেন, আমার পায়ের
পূর্ণপূর্ণ বজ্র বস্ত্রা মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া
এই কস্তুরাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বজ্র
কুম্বকে বরণকালে আমি বজ্রবস্ত্র শকরকে
সম্বোধ করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত পূর্ণ বস
করিতেছি। আমার সেই কন্দের এই ফল
আমি তীর্থোদক প্রকৃতি নানা দ্রব্য এবং স্নান
দ্বারা শিবকে সম্বোধ করিয়াছিলাম। এই
জন্মই সমস্ত দেবগণের অপেক্ষা এই অতিরিক্ত
কাণ্ড লাভ করিয়াছি। আমি বৃত্ত দ্বারা শিবকে
জান করাইয়াছিলাম, তাহার ফলে আমার মন
এমন থাকে, শরীর অতি সুন্দর হইয়াছে, কোন
অসুখই নাই এবং সকল লোকের প্রিয়
হইয়াছি। আমার এই যে সকল ইচ্ছারূপ

বস্ত্রানি বাঞ্ছতীষ্টানি যং প্রিয়কানুলেপন
বাঞ্ছতীষ্টানি মাল্যানি স্বর্গে সতি মমানি
ভক্ত্যুর্মোপতিষ্ঠিত শোভাযুক্তানি গৌরী
তানি মে শিবদস্তানি তদ্যাম্মেবং বজ্র
আহারা দায়িতা যে চ লিঙ্গস্থাপ্তে নৈব
তদ্যাম্মে সর্গদা চিত্তিরাসীদৈব গৌরী
সর্গকামেশ ভবী মে ময়া চ চিত্তির
ভক্ত্যা সমর্জিতে নিত্যং তদ্যাম্মেবং
বং যং কামমভিধায় মনোবাক্যদ্বয়
লিঙ্গং সম্পূজয়েন্নিত্যং তং তা প্রাপ্ত

সনৎকুমার উবাচ

এবমভ্যাজ্য দেবেশং সর্জিতবস্ত্রবস্ত্র
প্রাপ্তোভ্যভিমতান্ কাম ন দেবান্দপি
চন্দনং ককপটৈঃ কুম্ভমৌলিপটৈঃ
অনুলিপিঃ শিবঃ সন্দো বদন ভোজন

বস্ত্র, কুম্ভ, পট, অনুলেপন ইত্যাদি
বস্ত্র মালা স্বর্গে বিদ্যমান আছে হে
আমার পায়ের এই যে কল উত্তম
বহুদি বিদ্যমান আছে শিব! আমার
সমস্ত প্রসাদ করিয়াছেন শিব!
আমার ভুজ-কল-কুম্ভ হে গৌরী! আমার
লিঙ্গের সমুদয়ে অতি মনোহর বস্ত্র
নিবেদন করিয়াছিলাম, এবং তুমি আমার
স্থানে সর্গদা চিত্তির আনিবে হে
আমার পায়ের সর্গ কামন করি,
সহিত ভক্তপূজক প্রতিদিন শিব
করিতেন, এই নিমিত্ত আমার উ
বাস হইয়াছে। মনুষ্য যে দেব
করিয় মন, বাক্য শরীর এবং কশ্যক
লিঙ্গ পূজা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়।
সনৎকুমার কহিলেন,—ভক্ত! শিব
ইচ্ছাশিগের অধর ও সমস্ত দেবতাদি
মহাদেবকে এইরূপে পূজা করিয়া
দিলেও দুর্লভ সমস্ত অভিমত দ্রব্য
যে ব্যক্তি চন্দন, অম্বুজ, কপূর, কু
এবং পলকাদি দ্বারা শিবের অনুলে
করে, শিব তৎকথাং তাহাকে স

।স্তবে বৃপং কালেশং বক্তৃচন্দনম্ ।
 বাতি রোগায় ন দদ্যাৎ তং কপর্দিনে ॥ ৭০ ॥
 ।গান্ধিনিস্কৃতং সুগন্ধং প্রিয়মুত্তমম্ ।
 ষ্টকবৎ সদ্যো গুগুণলং দূতসংযুতম্ ॥ ৭১ ॥
 ।কৃতং বৃপং দদ্যাদাসবসংযুতম্ ।
 মন্থনিষ্ঠানি তানি পুষ্পানি বর্জয়েৎ ॥ ৭২ ॥
 সর্ষদেষ্ঠানি দদ্যাদাস্ত্রিতোচ্ছ্রয়া ।
 যুগন্ধীনি সর্ষাগীষ্ঠানি শূলিনঃ ॥ ৭৩ ॥
 ।গাপি পত্রানি শ্রীদুষ্কৃত্য সর্ষদেব হি ।
 ।সুসমুগানি রক্তনীলে ত্রয়োংপলে ॥ ৭৪ ॥
 মল্লিকা চৈব যথিকা বাতিমুক্তকঃ ।
 কববীরক কণিকারক বর্ষরী ॥ ৭৫ ॥
 ।তথ কিবাতিভঃ কুজকঃ শতপত্রিক ।
 ।স্ত্যপুষ্পানি গুরুকন্দং সঙ্কলকম্ ॥ ৭৬ ॥
 : কিংকটকৈব শস্তাঃ শস্বরপুতনে ।
 ভূতগন্ধীনি সর্ষাগীষ্ঠানি শতরে ॥ ৭৭ ॥

রেন । যাহারা মহাদেবকে কালাগুরু-
 প বা বক্তৃচন্দন প্রদান করে, সেই
 রোগের রোগ হয় । এই নিমিত্ত
 শবকে তাহা দান করিবে না । যে
 গুলমিশ্রিত, শিবকে তাহা প্রদান
 ॥ কিন্তু যে বৃপ উত্তম গন্ধযুক্ত,
 প্রিয় ও তৎক্ষণাৎ সন্তোষজনক, তাহা
 তমিশ্রিত গুগুণল প্রদান করিবে ।
 শলকী-নির্মিত ও আসবসংযুক্ত বৃপ
 বে না এবং যে সমস্ত পুষ্প আপনার
 নক, তাহাও বর্জন করিবে । মনুষ্য
 হিত ইচ্ছা করত যাহা সর্ষদা ইষ্ট-
 দান করিবে । কোমল গন্ধযুক্ত
 বৃপ এবং বিষ্ণুপত্র, শুক হইলেও,
 বর সর্ষদা প্রিয় । কুলশ প্রভৃতি
 র জলজ পুষ্প, রক্তোংপল, নীলোং-
 তী, মল্লিকা, যুধিকা, অতিমুক্তক,
 কববীর, কণিকার, বর্ষরী, চম্পক,
 , কুজক, শতপত্রিকা, তুলসী এবং
 হুন্দ, গুরুকন্দ, অশোক ও কিংকট
 পুষ্প মহাদেবের পূজায় অতি

দেহে সতীহ গৃহাতি তন্মাং তৈরর্চয়েচ্ছিবম্ ।
 রক্তানি নীলককানি ভূষার্থং তানি যোজয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
 এবমভ্যর্চয়েদীশমেভিরুত্তৈস্ত সর্ষদা ।
 যো নরঃ স তু সর্গী স্তাং সর্ষাসৌভাগ্যসংযুতঃ ॥
 সিন্ধুবিদ্যাধরাণক গন্ধর্ষাপসরসাং গণৈঃ ।
 যাবৎ কল্পশ পর্যায়ঃ পূজ্যমানঃ স তিষ্ঠতি ॥ ৮০ ॥
 কণ্টকৈরুগ্রগন্ধৈশ্চ সবিশেষেণ বিধাদিনম্ ।
 যোহর্চয়েৎ স ভবেন্ত্যঃ সর্ষভূতগণপ্রিয়ঃ ॥ ৮১ ॥
 পুষ্পাভাচ্ছিবঃ পূজ্যো ভূতৈর্দর্ষাকুরৈঃ শুভৈঃ
 শমী-তমালপত্রৈশ্চ স দদাতৈশ্বরান গুণান ॥ ৮২ ॥
 এবং যঃ পূজয়েদ্রিত্যং শিবং পরমকারণম্ ।
 স প্রপাতাক্ষরালোকান পূজ্যমানোহপ্সরোগণৈঃ
 যদা কালাদিহায়াতি রাজা রাজ্যেশ্বরো মহান্ ।
 পৃথিব্যামেকরাদ্ভূত্বা ক্রমান্মোকমবাধুয়াৎ ॥ ৮৪ ॥

প্রশস্ত । এই প্রকার যে সমস্ত পুষ্প উত্তম
 গন্ধযুক্ত, তাহাও শবের প্রিয় । মনুষ্য যে পুষ্প
 দেহে থাকিলে উত্তম গন্ধ হইবে, এই বলিয়া
 ইহলোকে ধারণ কবে, এই নিমিত্ত সেই সকল
 পুষ্প দ্বারাই শিবকে পূজা করিবে ; যে সমস্ত
 পুষ্প রক্ত, নীল ও কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগকে ভূষ-
 ণের নিমিত্ত যোজনা করিবে । যে ব্যক্তি
 পূর্বোক্ত এই সকল পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের পূজা
 করে, সে সমস্ত সৌভাগ্যশালী হইয়া এবং
 সিন্ধু, বিদ্যাধর, গন্ধর্ষ ও অপ্সরাগণকর্তৃক
 পূজিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কল্পে অবতাররূপে
 অবস্থান করে । ৬৮—৮০ । যে মানব বিষ্ণু-
 ভোজনকাব্য শিবকে কণ্টক, উগ্র গন্ধ
 এবং মৃণাল দ্বারা অর্চনা করে, সে সমস্ত
 ভূতগণের প্রিয় হয় । যদিপি পুষ্পের অভাব
 হয়, তাহা হইলে ভূস্বরাজপত্র সুন্দর
 দর্ষাকুর, শমীপত্র ও তমালপত্র দ্বারা শিবের
 পূজা করিবে ; তাহা হইলেই সে ব্যক্তির ঈশ্ব-
 রকে সমস্ত উপচার দান করা হইল । যে
 ব্যক্তি এইরূপে প্রতিদিন পরমকারণ মহাদেবের
 পূজা করে ; সে অপ্সরোগণকর্তৃক পূজিত
 হইয়া অক্ষরলোক প্রাপ্ত হয় এবং যে সময়
 কালক্রমে এই পৃথিবীতে আগমন করে, তৎ-

কেতকী চ সঙ্গা ভাষ্য। অণাপুপ্পাণি চৈব হি ।
 গৃহনৈঃ শ্রীপদৈরিষ্টা নরো য়েচ্ছাখিপো ভবেৎ ॥
 সুপদৈশ্চ মুখাধাংসী-কপূরাশ্চক-চন্দনৈঃ ।
 মুক্তাদিবৃক্তভোজেন স্নাপয়েদৌষধং সদা ॥ ৮৬
 হৃক্লপটকৌশেয়হৃশ্বেঃ কাশাসিকৈঃ সদা ।
 বাসোভিঃ পুষ্করোদৌষধৈশ্চৈবাস্বনঃ শ্রিযৈঃ ॥ ৮৭
 ততানি বানি তত্যানি ভোজ্যান্ততিমতানি চ ।
 কলক বসন্তং সর্কং তং তদেনং কপদিনে ॥ ৮৮
 সুবর্ণ-মণি-মুক্তাদি যজ্ঞান্তদপি বসন্তম্ ।
 তং তদেবাভিষেকায় শঙ্করায় নিবেদয়েৎ ॥ ৮৯
 যোগিনং শঙ্করং মহা তত্ভাচারং বিজ্ঞোত্তমম্ ।
 শর্করাযাকুরূপং নভা তমৈ নিবেদয়েৎ ॥ ৯০
 সংক্রান্তির্বিদুবদেবো বাতীপাতৈঃ সনদধম্ ।
 গ্রহণং পর্কণী য়ে তু চতুর্ভুজমৌ তথা ॥ ৯১
 তথাস্ত তু তত্ভাচারং প্রোক্তং নৈমিস্তিকং সদা

কালে পুষ্করী মধ্যে প্রবল-পরাক্রমশালী এক-
 জ্ঞান ব্রাহ্মণের হইয়া ত্রৈলোক্য মুক্তিলাভ করে
 কেতকীপুষ্প এবং জবাপুষ্প সর্কর। পরিভাষ
 করিবে। যে ব্যক্তি গাছন ও শ্রীপদ দ্বারা
 শিবের পূজা করে, সে হেষ্টিয়াশ্রমের অধিপতি
 হয়। সুপদ মুখা, অটমাংসী, কপূর, অশ্বক-
 চন্দন এবং মুক্তা মিশ্রিত জল দ্বারা পরমেশ্বর
 শিবকে স্নান করাইবে। তক্তপণ পটবস্ত্র,
 কৌশেয়বস্ত্র, শঙ্ক কাশাসিক এবং অজ্ঞাত যে
 সমস্ত আপনাত প্রিয় সেই বস্তু দ্বারা শিবকে
 পূজা করিবে। উক্তম তত্ভা আপনাত অভি-
 মত ভোজ্য এবং যে সমস্ত কল আপনাত প্রিয়,
 সেই সমস্ত বস্তু মহাদেবকে দান করিবে।
 সুবর্ণ, মণি, মুক্তা এবং অস্ত্র যে সকল আপনাত
 প্রিয়, তাহা দেবাজিদেব শঙ্করের উদ্দেশে নিবে-
 দন করিবে। শিবকে পরম বোলা তত্ভাচার
 ব্রাহ্মণ জ্ঞান করিয়া অচ্যুতরূপী মহাদেবের
 উদ্দেশে শিবের নাম গ্রহণ করত সমস্ত বস্তু
 নিবেদন করিবে। বিদুব-সংক্রান্তি, ব্যতীপাত,
 হুই অঙ্গন-সংক্রান্তি, গ্রহণ চতুর্ভুজী ও অটমী
 এই হুই পর্ক এক অজ্ঞাত, ইহারা নৈমিস্তিক
 পুস্তকসমূহ কালক্রমে কথিত হইয়াছে। এই

সহস্রভূজিতং নিত্যং কলং বিন্যাসিত্ব
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়।
 যোগকীর্ণনে বোড়শোঃধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সপদশোঃধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

শঙ্করস্ত তু মে ভক্তাঃ তত্ভাচার হি যোগি
 পূজনে যং কলং তেষাং সমাসং কথয়
 সনৎকৃত্য উবাচ

শৃণু মে সত্যতঃ তত্ভাচার উক্তং শিবায়
 প্রাপ্তবান্ মহাতোপমানং যোগেশ্বরম্
 ভোজ্যভোজ্যাদিভিকৃত্যং সম্পদাঃ শিব
 প্রতিশ্রুতপূর্ণানেন শাস্যবদ্যাদিভিঃ সদা
 যঃ কথোতি তি শঙ্করঃ বিবিধকিয়ার্জি
 টবরো বা দরিদ্রো বা ততো ততঃ কল
 কপাদীপিপ্রতীকং শৈবমমৈঃ সনৎকৃত্য

সমস্ত নৈমিস্তিক কালে শিবের পূজা
 নিত্য পূজা হইতে সমস্ত বস্তু
 জানিবে ৮১—৯২

বোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ১০৮

সপদশ অধ্যায়

বেদবাসম কহিলেন, শঙ্কর শরীরে
 তত্ভাচারসম্পন্ন ও যোগভাস-পূর্ণ
 শিবকে পূজা করিলে কি ফল হয়,
 সংক্ষেপে বিদ্যুত কথন সনৎকৃত্য ক
 শ্রবণ কর। শঙ্কর সর্কর শিবায়
 উত্তর। করেন, শঙ্কর অতুলভোগ ও
 যোগের অধিকারী হন সেই হেতুতে
 গণ শিবযোগিসমূহকে আশ্রয়, ধর্ম, পদৌ
 ও বস্তাদি ভোগ্যবস্তু দ্বারা সর্করা পূজা
 কেন। ধনসম্পন্নই হউন বা দরিদ্রই
 যে ব্যক্তি তক্তিপূর্বক বধ্যশাস্ত্র পি
 তত্ভাচার করেন, তত্ভাচার যে ফল হয়, তা
 কর। তিনি যত্নের পর হৃৎকলি

রূপং গচ্ছতঃ স সপ্তকুলসংযুতঃ ॥ ৫
 দ্বৈভোগৈঃ স্ত্রীসহস্রৈর্মনোহরৈঃ ।
 তং দিব্যং সেব্যমানঃ স তিষ্ঠতি ॥ ৬
 ভবনে তাবৎ কালং বসেৎ পুনঃ ।
 দ্বৈভোগৈঃ স্ত্রীসহস্রৈশ্চ সেবিতঃ ॥ ৭
 ব্রহ্মলোকং সম্প্রাপ্য মোদতে পুনঃ ।
 বিপুলৈশ্চ তাবৎ কালং মনোহরৈঃ ॥ ৮
 গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-লোকমনুক্রমাৎ ।
 নাবিধান্ ভুক্ত্বা পৃথিব্যাং জায়তে পুনঃ
 চ বিপ্রাণাং প্রজ্ঞা-শীল-গুণাবিতঃ ।
 স্ত্রীভাবেন যোগীশ্চ সমুপাসতে ॥ ১০
 চ্ছিবজ্ঞানং প্রাপ্য যোগেশ্ব সেবতে ।
 তঃ সংসারাত্ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥
 প্রকারাদৌর্ভেদৈর্বহুবিধৈঃ দ্বিতঃ ।
 সমাখ্যাতস্ততশ্চাস্ত্রাঙ্গাদিকঃ ॥ ১২
 জপঃ প্রোক্তঃ শিবমন্ত্রস্ত স ত্রিধা

দিকামপ্রদ বিমানে আরোহণ করিয়া
 সহিত শিবপুরে গমন করে । সেই
 দেবভোগ্য বিপুলভোগ ও মনোহর
 সহস্র কর্তৃক সেবিত হইয়া দেবপরি-
 কল্পকোটি কাল অবস্থান করেন ।
 বিবিধ বৈষ্ণবভোগে ও স্ত্রী-সহস্রে
 ইয়া তাবৎকাল বিমূপরে বাস করেন ;
 নানাভোগ অনুভব করিয়া, ব্রহ্ম-
 লাগু হইয়া মনোরম নানাভোগ
 করত তাবৎকাল যাপন করেন ।
 অন্ত্রমে প্রজ্ঞাপতিলোক, ইন্দ্র-
 গন্ধর্ব্বলোক, ও যক্ষলোকে বিপুল
 ভোগ করিয়া পৃথিবীতে পবিত্র
 ল প্রজ্ঞা ও গুণবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ
 অনন্তর তিনি পূর্ব্বের ত্রায় শিব-
 গাসনা করেন । শিবযোগীব সংসর্গে
 লাগু হইয়া ক্রমে যোগসেবা করেন ।
 হইতে সংসারবিরক্ত হইয়া মুক্তি-
 প । অর্থাৎ সত্য নিবন্ধন বহুপ্রকার
 কার্য, চাতুর্যাদি-ব্রতের নাম কর্ম-
 । উক্ত হইয়াছে । গুরুমুখ হইতে

ধ্যানযজ্ঞঃ সমাখ্যাতঃ শিবচিন্তা মুহুর্নুভুঃ ॥ ১৩
 অধ্যাপনমধ্যয়নং ব্যাখ্যা শ্রবণ-চিন্তনে ।
 ইতি পঞ্চপ্রকারোহস্রং জ্ঞানযজ্ঞঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪
 উত্তরোত্তরবৈশিষ্ট্যং সর্ব্বেষাং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
 পঞ্চানামপি যজ্ঞানাং জ্ঞানং ধ্যানং বিমুক্তিদম্ ॥ ১৫
 নাস্তি জ্ঞানং বিনা ধ্যানং নাস্তি জ্ঞানমযোগিনঃ ।
 জ্ঞানং ধ্যানঞ্চ যজ্ঞান্তি তীর্ণন্তেন ভবার্ঘবঃ ॥ ১৬
 জ্ঞানং প্রসন্নমেকাগ্রমশেষাপায়বর্জিতম্ ।
 যোগাত্ম্যাসেন সততং বিরক্তস্তোপজায়তে ॥ ১৭
 ক্রতিচিন্ত্যময়ং জ্ঞানং বিকল্পবহুলং যতঃ ।
 তন্মাত্ তদপ্রসন্নদ্ব্যাকুলং ন বিমুক্তিদম্ ॥ ১৮
 শ্রদ্ধা বিবদ্যেজ্ঞ জ্ঞানং প্রাক্কল্যচিন্তয়েৎ সদা ।
 বিমলং তং প্রসন্নঞ্চ চিন্ত্যমানং ভবেচ্ছনৈঃ ॥ ১৯
 আরম্ভকালে শ্রবণং ক্রিয়াকালে চ চিন্তনম্ ।

শিবমন্ত্রের অধ্যয়ন, স্বাধ্যায়, তন্ত্রের উপাংশ-
 জপ এবং বাবৎকার শিবচিন্তাই ধ্যানযজ্ঞ ।
 অধ্যাপন, অধ্যয়ন, ব্যাখ্যা, শ্রবণ এবং চিন্তা
 এই পাঁচ প্রকার জ্ঞানযজ্ঞ ; এই পাঁচটির
 পূর্ব্ব পক্ষ হইতে উত্তরোত্তরই প্রশস্ত । পঞ্চ-
 যজ্ঞ মধ্যে জ্ঞান ও ধ্যানই মুক্তিপ্রদ । ১—১৫ ।
 জ্ঞান বাতীত কখনই ধ্যান হয় না এবং ধ্যান-
 তৎপরতা বাতীত কেহই জ্ঞানাদিকারী নহে ।
 যে ব্যক্তি জ্ঞান ও ধ্যান উভয়কেই অবলম্বন
 করিয়াছেন, তিনিই ভবসমুদ্রের পরপারে গমন
 করিয়াছেন । সংসার হইতে বিরক্ত হইলে
 সতত যোগভাসবলে তামসবৃত্তিশূন্য, ঐকান্তিক,
 অপায়বর্জিত জ্ঞান লাভ হয় । বেদচিন্তায়
 যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাতেও বাদী প্রতিবাদি-
 গণের নানামত, অতএব তাহা অপ্রসন্ন ও
 চকল ; তাহা হইতে মুক্তিলাভ হয় না ।
 প্রাজ্ঞ মানব গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া,
 তৎকালের শব্দ নিরূপণ করিবে ; অনন্তর ঐ
 বাক্যের চিন্তা করিবে । সর্ব্বদা চিন্তা করিলে
 ক্রমশ সেই বাক্যের প্রতিপাদ্য বিমল ও
 প্রসন্ন হয় । আরম্ভকালে ক্রতিবাক্য হইতে
 শ্রবণ করিতে হইবে ; ক্রিয়াকালে তাহার

নিষ্ঠাভাবনং তত্ত নিষ্ঠাকালে এসমুদা ॥ ২০
 জ্ঞানং বিকলং বহনং রাগাদৌঃ কণ্ঠীকৃতম্ ।
 তচ্চ জ্ঞানং বিকলার্থং কসুমোদকবদ্যবেৎ ॥ ২১
 নিঃসারমতিকষ্টকং ভবং ভাবয়তঃ শনৈঃ ।
 নভসীষ রজঃ কালে তৎ এসমুদং ক্রমাচ্ছবেৎ ॥ ২২
 বদ্য এসমুদমেকাগ্রং স্ফুটিতে দদিসংস্থিতম্ ।
 তত্ত্বজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানমিতরং পুনঃ ॥ ২৩
 ইতি এসমুদং বদ্য জ্ঞানং ভাবনামনুসৃতমম্
 রাগাদৌঃ পরমুদেৎ তদ্বিকল্পং বিমুক্তমম্ ॥ ২৪
 অজ্ঞানপাশবদ্ধহৃদমুক্তঃ পুত্রসঃ সূতঃ ।
 তদ্ব্যজ্ঞানেন মুক্তঃ সঃ জ্ঞানেন পুত্রিকায়ং ॥ ২৫
 সংসারবীজমজ্ঞানং সংসারীজ্ঞানং পুত্রমমৃতম্ ।
 জ্ঞানং তত্ত্ব নিবৃত্তিঃ সঃ প্রকৃত্যং তদ্ব্যসং বদ্য ॥ ২৬
 অজ্ঞানে সতি রাগাদৌঃ দদুঃপদৌ চ তদ্ব্যসং
 দদুঃপদবদ্যং পুত্রসঃ শরীরমুদম ॥ ২৭

শরীরে সতি সংক্ষেপেণঃ সর্গঃ সংসারো
 ততঃ কেশব্যাপোজার্ণং পুনর্দেহং ন কল্প
 জগতস্তত্ত্বসংসারাদজ্ঞানং বিনিবর্তয়েৎ ।
 অজ্ঞানবিনিবৃত্তৌ চ রাগাদৌঃ সমুদমমৃতম্ ।
 রাগাদৌঃ পশুমাং পুত্রমাং পুত্রা-পুত্রপরি
 তৎকল্পাচ্চ শরীরেণ পুনঃ সংসারো ন
 অশরীরেণ সংক্ষেপেণঃ সর্গদেহং ন বদ্য
 শেখরমুক্তঃ প্রসন্নাত্মা মুক্ত ইতি তদ্ব্যসং
 তদ্ব্যজ্ঞানমুদমনি সর্গদেহনি দেহনি
 জ্ঞানেন চ তদজ্ঞানং নিবর্তেত ন বদ্য
 নাস্তি জ্ঞানোদেৎ পুত্রসঃ পুত্রা-পুত্রপরি
 মে'ক'ব' পুত্রসংসারং জ্ঞানেন ন বদ্য
 মুদামানং সর্গদেহ-সর্গনিবৃত্তিঃ তদ্ব্যসং
 জ্ঞানোদাসংসারং পুত্রসঃ পুত্রা-পুত্রপরি
 জ্ঞানেন চ তদজ্ঞানং নিবর্তেত ন বদ্য

চিহ্নং কঠিনং বহনং কঠিনাং কঠিন-
 পাশোহু নিষ্ঠাভাবনং, তদ্ব্যজ্ঞানং কঠিনং
 এইরূপে সমাপিকালে সেই জ্ঞানের প্রসঙ্গ
 হয় । জ্ঞানপরিষ্কারক-চূড়ামূলক বদ্য সেই
 পরিষ্কার জ্ঞান শোভন করে, সেইরূপ পুত্র-পুত্রপরি
 পরিষ্কারজ্ঞানিত রাগাদৌঃ কঠিন-সংসার জ্ঞান
 জ্ঞান কঠিন নিবৃত্তি হয় । সেইরূপে সংসার
 মুক্ত নিষ্ঠার ও অস্তি কঠিনকর বদ্য করে বদ্য
 বদ্যে অজ্ঞান যেমন কঠিন প্রসঙ্গঃ জ্ঞান
 করে, তদ্ব্যজ্ঞান জ্ঞান তদ্ব্যজ্ঞান প্রসঙ্গ হয়
 বদ্য জ্ঞান, নির্মিত নিবৃত্তি সমুদেৎ তদ্ব্য
 এসমুদ ও একাগ্র হয়, তদ্ব্য সেই জ্ঞানকেই
 প্রসঙ্গ জ্ঞান বদ্য নিবৃত্তি কর বদ্য । অজ
 সকল প্রকার জ্ঞানই অজ্ঞান এইরূপে জ্ঞান
 বদ্য, সুতরাং এসমুদ ও রাগাদৌঃ পুত্রসংসার
 জ্ঞানই মুক্তিপ্রদঃ যে পুত্রসংসার জ্ঞানভাবন
 বদ্য, তিনি পানবদ্য ; অতএব জ্ঞান বদ্য
 অজ্ঞান (পান) পরিকীর্ণ হইলে পুত্রসংসার
 সংসারই অজ্ঞানের বীজ ; যেহেতু সংসারী
 পুত্রসংসারেই অজ্ঞান । সুতরাংকে যেমন
 অজ্ঞান কঠিন হয়, সেইরূপ জ্ঞানোদাস হইলে
 ————— কঠিনেই রাগাদৌঃ

তদ্ব্যজ্ঞানং তদ্ব্যজ্ঞানং পুত্রসংসার
 পুত্রসংসারেই পুত্রসংসার বদ্য বদ্য
 শরীরেই বদ্যেই বদ্যেই বদ্যেই বদ্যেই
 তদ্ব্যজ্ঞান জ্ঞানোদাস জ্ঞান জ্ঞান
 কঠিনেই জ্ঞানোদাস নিবৃত্তি হয়
 নিবৃত্তি কঠিনেই অজ্ঞান-নিবৃত্তি বদ্যেই
 নিবৃত্তি অজ্ঞানিত হয় । বদ্যেই
 নিবৃত্তি বদ্যেই অজ্ঞান পুত্রা-পুত্রপরি
 পুত্রা-পুত্রপরি বদ্যেই বদ্যেই বদ্যেই
 মুক্তিপ্রদঃ পুত্রসংসার ১০—১১
 শরীরেই বদ্যেই পুত্রসংসার জ্ঞান
 বদ্যেই জ্ঞানোদাস ও প্রসঙ্গ হয়
 বদ্যেই মুক্ত বদ্য বদ্য বদ্য
 অজ্ঞান সর্গপ্রকারেই বদ্যেই বদ্যেই
 বদ্যেই সেই জ্ঞান-নিবৃত্তি হয়, কর
 বদ্যেই জ্ঞান বদ্যেই পুত্রসংসার
 পরিষ্কার হয়, অতএব মোক্ষার্থ পুত্র
 জ্ঞানোদাস কঠিনেই বদ্যেই বদ্যেই
 যেমন নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ বদ্যেই
 জ্ঞান কঠিনে, পুত্রসংসার মুক্তি নিবৃত্তি
 ব্যক্তি এবদ্য জ্ঞানোদাস-পান কর

ধ্যানুৎস্রজ্য তত্রৈব পরিবাবতি ॥ ৩৫
সঃ প্রায়ো যেন নাস্বাদিতো ভবেৎ ।
ব রমতে তদ্বিহায়ৈব হৃদ্যতিঃ ॥ ৩৬
ন তপ্তস্ত কৃতকৃত্যস্ত যোগিনঃ ।
ককিং কতব্যমস্তি চেয় স তত্ত্ববিৎ ॥ ৩৭
হপি কত্বাৎ কিকিনস্ত ন বিদ্যতে ।
বিমুক্তঃ স্তাৎ সম্পূর্ণঃ প্রিয়দর্শিনঃ ॥ ৩৮
নাৎ পরং কিকিং পবিত্রং পাপনাশনম্
গ্যাসযোগেন শনৈরাঅনি বিন্দতি ॥ ৩৯
নি দানানি তপাংসি যজ্ঞাঃ
স-তীর্থাশ্রম কশ্ম-যোগাঃ ।
র্থমেতৎ পুনরেতি মর্ত্যো
ং কবং শাস্তিকরং মহার্ঘম্ ॥ ৪০
ং পঠেদ্যো নিয়তো মহাত্মা
কচিত্তঃ সততং শ্রবোতি ।
গাধর্ম্যং মুনিভিঃ প্রণীতং
ক্ষমাং তস্ত ভবেদ্বিমুক্তিঃ ॥ ৪১
তুমাপ্রোতি তপোভির্ভক্ষণঃ পদম্ ।

এ কার্য পরিভাগপূর্বক সেই মধুর
ব্যস্ত হন। যে দুঃখিত জ্ঞানানুভ-
বকৃত, সে এই মধুর রসপানে
হয়, অত্যাচ্ছ বিষয়ে আসক্ত হয়। যে
নিমিত্ত-রসপানে গরিতপ্ত হইয়াছেন,
তার কোন কার্যই নাই; যদি অপর
আসক্ত হন, তবে তিনি প্রকৃত যোগী
ধিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি সর্বসম্পৎ
প্রিয়দর্শন; তাঁহার ইহলোকে ও পর-
কোন কর্তব্য নাই। জ্ঞান হইতে
পাপনাশন কোন বস্তুই নাই, সর্বদা
রলে সেই জ্ঞানরত্ন লাভ করা যায়।
তপস্কা, যজ্ঞ, সন্ন্যাস, তীর্থবাস এবং
অনুষ্ঠান করিলে, স্বর্গপ্রাপ্তি হয়
পুনর্বার স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া, ইহলোকে
রিতে হয়। জ্ঞান অনপায়ী শান্তি-
অমূল্য। যে মহাত্মা সংযত ও
হইয়া, মুনিপ্রণীত পুরাণধর্ম পাঠ
করে, তাহার সকল পাপ বিনাশ ও

দানেন বিবিধান ভোগান্ জ্ঞানাত্মোক্ষমবাপুয়াৎ ॥
ধর্মরক্ষা ব্রজেদর্শং পাপরক্ষা ব্রজত্যাগঃ ।
দয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্বা বিদেহঃ শিবমুচ্ছতি ॥ ৪৩
জ্ঞানিনাং যদ্যবশ্যেণ ভবেদ্বন্ধঃ শুভেন বা ।
কবং মূর্তিঃ কথং তেষাং নিবন্ধানাং শুভাশুভৈঃ
ন হি দেহভূত শকাং কশ্ম তাকুং শুভাশুভম্ ।
গচ্ছতশ্চিঠতো বপি তদবশ্যং ভবেদ্ব্যতঃ ॥ ৪৪
অদম্যবিনিবৃত্ত্যেব ভবেৎ পুণ্যমকুর্ষতঃ ।
বশ্যত্যাগাদবশ্যং স তিষ্ঠেন্নিঃশলঃ কথম্ ॥ ৪৫
তস্যাজ্জ্ঞানাসিনা ছিত্বা অশেষং কশ্মবন্ধনম্ ।
কামাকামকৃতং ছিত্বা শুদ্ধস্তায়নি তিষ্ঠতি ॥ ৪৬
তথা বহির্মহাদীপঃ শুদ্ধমার্দক নির্দেহঃ ।
তথা শুভাশুভং কশ্ম জ্ঞানাগ্নির্দহতে ক্ষণাৎ ॥ ৪৭
যদ্যবশ্যলোপেতঃ ক্রৌড়ন্ সর্পৈর্ন দশ্যতে ।

মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবত্ব-প্রাপ্তি
হয়, তপস্কা করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করে, দান-
বলে বিবিধ ভোগ প্রাপ্তি হয়, একমাত্র জ্ঞানই
মুক্তিপ্রদ। মানব ধর্মরূপ রজ্জু অবলম্বন
করিয়া স্বর্গগামী হয় ও পাপরূপ রজ্জু দ্বারা
নিরয়ে গমন করে; জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা এই
উভয় রজ্জু ছেদন করিতে পারিলে, অশরীরী
হইয়া মোক্ষের অধিকারী হয়। যদি জ্ঞানবান্
ব্যক্তি পাপ বা পুণ্য কশ্মে বন্ধ হয়, তবে তাহার
কিরূপে মুক্তি হয়? এমন দেহীই দৃষ্টি-
গোচর হয় না, যে শুভাশুভ কশ্ম ত্যাগ
করিয়াছে। গমনকালে বা অবস্থানকালে
তাহা অবশ্যই সজ্জাটিত হয়। ৩১—৪৫।
অপর পুণ্য না করিলেও পাপ হইতে নিবৃত্ত
হইলেই পুণ্যভাজন হয় ও অত্র পাপ না
করিলেও, নিত্য সঙ্ক্যাবন্দনাদি ত্যাগ করিলেই
পাপভাগী হয়। অতএব দেহী কিরূপে ধর্ম-
ধর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবে? অতএব জ্ঞান-
রূপ কৃপাণ দ্বারা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত অশেষ শুভা-
শুভ-কশ্মরূপ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পরিপূর্ণ-ভাবে
পরমাত্মায় আসক্ত থাকিবে। যেমন প্রদীপ্ত
পাবক শুক ও আর্দ্র ইক্ষুকে ভস্মসাৎ করে,
সেইরূপ জ্ঞান শুভাশুভ উভয় কর্মকেই কণ-

ক্রীড়ন ন নিপাতে জ্ঞানো তদ্বিত্তিরপন্নৈঃ ॥ ৪১ ॥
 যন্তোবধিবলৈর্ঘবজ্ঞৌধ্যাতে ভক্তি তং বিমম্ ।
 তথং সর্বাণি পাপানি জৌধ্যাতে জ্ঞানিনাং কণাঃ
 যথা জ্ঞানং তথা ধ্যানং জ্ঞানং ধ্যানং সমং স্মৃতম্
 জ্ঞানধ্যানরতঃ সৌধ্যং মুনিমোক্ষক বিদতি ॥ ৪২ ॥
 ধ্যানাট্টৈর্ঘমভুলমৈবযথাঃ সৌধ্যমুত্তমম্ ।
 জ্ঞানেন তং পরিত্যজ্য বিতুমুর্ভুক্তিমাশ্রয়াঃ ॥ ৪৩ ॥
 সর্বেষামেব যজ্ঞানাম্ ধ্যানযজ্ঞঃ পরঃ স্মৃতঃ
 নিত্যঃ তত্বঃ প্রসন্নঃ সক্ষমোষবিবর্জিতঃ ॥ ৪৪ ॥
 তত্বঃ তত্বঃ পরঃ স্মৃতঃ ততিঃ তত্বঃ সমাদিত্বঃ ।
 ধ্যানযজ্ঞঃ পরো যজ্ঞঃ তুল্যঃ তত্বঃ কল্পণাম্ ॥ ৪৫ ॥
 অস্ত্রধোপচারেণ যঃ পূজয়তি শত্রুরম্
 ধ্যানযজ্ঞেন সততং স যতি পরমং গতিম্ ॥ ৪৬ ॥
 যদ্যদিনির্যমে: পুষ্টিপরাট্টৈক্যমভি: পট্টৈ:

দশদিকু তথা যথো যজ্ঞেত পরমেবম্ ।
 কল্পযজ্ঞাঃ অপোযজ্ঞো বিশিষ্টো দশদিকু
 অপযজ্ঞস্তপোযজ্ঞো যজ্ঞঃ শত গোষ্ঠকঃ ।
 জ্ঞানধ্যানায়কঃ স্মৃতঃ শিবযোগো যশস্বত্বঃ
 পূজয়া বিপুলং রাজ্যমধিকারোণ সম্পদাঃ
 জপেন পাপসংস্কৃতিজ্ঞান-ধ্যানেন মুচ্যতে ।
 প্রকৌশলেশপাপস্ত জ্ঞানধানে তবমতিঃ ।
 ধর্মুযাঃ কোটিভির্ঘোণস্তদনেন হতশনঃ ।
 গচ্ছা চ বহিষ্ঠি চাপৈর্দ্বিগুণৈঃ তদনতঃ ।
 অম্বো ক্রিয়াবতো দেবে জদি দেবে মনী
 প্রতিমাস্ত্রকীনাং জ্ঞানিনাং সর্গতঃ শিবঃ
 শিবম্ স্মৃনি পূজয়তি প্রতিমাস্ম ন যেনিনাঃ
 তদ্রূপভাবনায়ৈব প্রতিম্য পরিবর্তিতাঃ
 যঃ স্মরেৎ স সর্গম্ শত্রুং তত্ব স্মৃত্য শিবঃ

কাল মধ্যে নান করে । মন-বলসম্পন্ন আদি-
 ত্ত্বিক যেমন সর্গের সহিত ক্রীড়া করিলেও,
 সর্গ তাহারে কখনও কঠিতে পারবে না, সেইরূপ
 জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মগণ ইচ্ছিতরূপ সর্গের সহিত
 ক্রীড়া করিলেও তাহারে লিপ্ত হইবে না । ভক্তি
 বিষ যেমন যন্তোবধি-বলে জীব হয়, সেইরূপ
 জ্ঞানবলে সকল পাপ কপকল যথো জীব হয়
 যোক্ষ্যপ্রতি বিষয়ে জ্ঞান যেমন উপবেশন
 ধ্যানও সেইরূপ ; জ্ঞান ও ধানে কিছুমাত্র
 প্রভেদ নাই । মননকীল মহাত্মগণ ধ্যান-
 নিরত হইয়া যোক্ষ লভে সমস্ত হন ধ্যান
 হইতে অতুল ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্য হইতে অপরিসীম
 সুখ লাভ হয় । ধ্যান দ্বারা ঐ শ্রুত তাদে
 করিয়া, অপরগীরা হইয়া মুক্তিলাভ করে সর্গ-
 প্রকার বস্ত হইতে ধ্যানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, ঐ ধ্যান-
 যজ্ঞ নিত্য তত্ব, প্রসন্ন এবং কোমলবিক্রিত
 উপশোধিত উপাসনাদি হইতে চাপর হয়
 বলিয়া ধ্যানযজ্ঞ, তত্ব, তত্ব, অত্যন্ত স্মৃত্য
 ততি ও তত্ব । সমাদিত্ব ধ্যানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠযজ্ঞ ;
 কর্তব্যসারে তুল ও তত্ব । যে নর অস্ত্র-
 ধোপচারে ধ্যানযজ্ঞ দ্বারা সর্গদ্বা উপবান
 যজ্ঞযজ্ঞে পূজা করে, তাহার পরমগতি লাভ
 হয় । যে যজ্ঞ যজ্ঞ-নির্যাদি দশ ও আশ্রা

এই একদশ পুষ্টি দ্বারা দশদিক ও
 শত্রুরের পূজা করে, তাহারও মুক্তিলাভ
 লাভ হয় । বাহ্যনোত হইতে তপস্বকপ যজ্ঞ
 তপ শ্রেষ্ঠ, অপোযজ্ঞ হইতে তপযজ্ঞ শ্রু
 প্রসন্ন জ্ঞান-ধ্যান-যজ্ঞ স্মৃত্য শিবযোগ
 সেই যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ পূজ করিলে বিপুল
 লাভ হয়, অধিকারো অপরিসীম সম্পদ
 হয়, জপবলে পাপসমূহ ছিন্নবিন
 ধ্যান হইতে মনন মুক্ত হয় । যজ্ঞ
 পাপ প্রকৌশল হইয়াছে সেই যঃ স্মর্য
 ও ধানে আসক্ত হয় যোগোপচারে
 যত্নপরিমিত দেশে অবস্থান করিলেও
 অল্পসময় করিলে অধিকারো পদে
 পরিমিত সময় হইলেও তাহার নিষ্ঠ
 করিলে । গচ্ছা বহিষ্ঠি-পরিমিত শ্রম
 ধ্যানযজ্ঞ তথাও হইবে । যত্ন ও
 ত্রিংশৎবস্তু-পরিমিত দরুদেশ-ব্যবহিত
 তথাও হইবে । ৪৬—৪০ । যাতারি
 নিরত, অস্ত্রিতই তাহারের দেবত্ব
 হয় । মনীষিগণ জ্ঞানযেতেই সেই
 করেন । অমমুক্তিগণ প্রতিমাতে
 স্থাপন করে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানসম্প
 সর্গদ্বাশই শিবময় বোধ করেন ।

ন পশ্যন্তি তীর্থে মার্গন্তি তে শিবম্ ॥
সাক্ষিঃ বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোনিঃ ।
পবিত্রক তং তীর্থং তং অপোবনম্ ॥
ন যোগস্ত যৎ গতিং লভতে মুনিঃ ।
স্বাপ্নোতি সৈবৈবপি মহামথৈঃ ॥৬৫
ন মহতা ভবেৎ পুণ্যং মহাফলম্ ।
বাহিত্যো ন তং স্তাদ্ভুতবাহিনাম্ ॥৬৬
বিনাশো বা নিত্যং পাষণবাহিনাম্ ।
সম্প্রাপ্তির্ভবেদৈব ব্রহ্মবাহিনাম্ ॥৬৭
সুষ্টৈশ্চ অপোভিকৃগৈ-
পাতে ধর্মমনস্তস্যাম্ ।
ভাবেন শিবং কণার্কং
পরং মূর্তিকরং বিজ্ঞম্ ॥ ৬৮
গা রাহুঃ প্রিয়াঃ সূর্যঃ বহিঃস্বাঃ ।

শিবদর্শন করেন, প্রতিমাতে দর্শন
শিবরূপ ভাবন'র জগুই প্রতিমা
হইয়াছে। যে মানব সর্বব্যাপী
ধরের স্মরণ করেন, ভগবান্ শিব
তার আশ্রিতে অবস্থান করেন।
স্বস্ত মহাদেবকে দর্শন করিতে সমর্থ
রাই তীর্থস্থানে শিবের অঙ্গের
স্থানে যোগিগণ একদিন বা অর্ধ-
করেন, সে স্থান মঙ্গলময়, পবিত্র,
অপোবন-স্বরূপ। মননশীল মহাত্মা
ইচ্ছা করিলেও যে গতি লাভ করেন,
গৌর মহাধর্মের অনুষ্ঠান করিলেও
প্তি হয় না। ব্রহ্মলাভ করিতে না
পাওনযাত্রা নির্বাহজন্তু যেমন মহা-
ন করে, সেইরূপ যোগরত্ন লাভ না
কেশের সহিত পারত্রিক ভক্তকাম-
য়ের অনুষ্ঠান করিবে। কষ্টকর যক্ষ-
উগ্র উপাস্তা করিলে যে অসম্ভাব্য
হয়, কণার্ক কালমাত্র লজ্জভাবে
এক শব্বরের ধ্যান করিলে তাহা
য়। গুচচারী চরণগণ যেমন রাজার
গচারী চর তেমন প্রিয় নহে;
নিউপার সাধক শব্বরের যেমন

তথাস্তর্ধাননিরতাঃ প্রিয়াঃ শস্তোর্ম কশ্মিকঃ ॥ ৬৯
যথাস্তর্ধাননিরতাঃ দন্তাঃ সুবিনো ন বহিঃস্থিতাঃ ।
তথাস্তর্ধাননিরতাঃ সংফলা ন বহিঃচরাঃ ॥ ৭০
সদাস্তর্ধানযোগেন শিবমভ্যর্চয়েৎ ততঃ ।
যেন সম্প্রাপ্যতে জ্ঞানং মহার্থং গচ্চগোচরম্ ॥৭১
কর্মযোগো ভবেত্তো চেচ্ছিবো বিজ্ঞায়তে কৃতঃ ।
যৈবাপ্য চ সহায়ত্বাৎ সূক্ষ্মদৈশ্চ যথা গজঃ ॥ ৭২
নৈকেন হি মরুদ্বশ্চ গচ্ছতীহ যথা গজঃ ।
কর্ম জ্ঞানযোগে দ্বাত্ম্যমাপ্যতে পরমং পদম্ ॥৭৩
সমভ্যর্চ্য মুহূর্ত্তাক্ষং ধ্যয়েত পরমেশ্বরম্ ।
যদ্ববেৎ স্তমহৎ পুণ্যং ন চাত্তস্তস্ত বিদ্যতে ॥ ৭৪
যদাস্তুরা বিপদ্যেত জ্ঞানযোগার্থমুদ্যতঃ ।
শ্রদ্ধয়া গুরুভক্ত্যা চ বৌদ্ধং লোকং স গচ্ছতি ॥
অনুভব স্তমহং তত্র কুলে জায়েত যোগিনাম্ ।

অস্থিতীয় প্রিয়, কর্মকাণ্ড নিরত সাধক তেমন
নহে। হস্তীর বদন-মধ্যস্থ দন্তসমূহ যেমন প্রিয়,
বহিঃস্থিত দন্ত তাদৃশ নহে; সেইরূপ অন্তর্ধান
নিরত মানবসমূহ মহাদেবের যেমন অতিমাত্র
পীতিভাজন, কর্মিগণ তেমন নহে। অতএব
সর্বদা মানস-ধ্যানযোগে শব্বরের অর্চনা
করিবে, যে অচ্যুতার প্রভাবে অন্তরিল্লি-
গোচর মহামূল্য জ্ঞান লাভ করা যায়। কর্ম-
যোগও জ্ঞানযোগের সাধন; যেমন প্রতিপক্ষ
গজের সমুখবর্তী গজ, অপর মিত্রগজের
সাহায্যে বিজয় লাভ করে, সেইরূপ কর্মযোগ
সাহায্যে মানব শিবপ্রাপ্তি লাভ করিতে সমর্থ
হয়। পক্ষী যেমন এক পক্ষ দ্বারা আকাশ-
মার্গে বিচরণ করিতে পারে না, কিন্তু পক্ষদ্বয়-
সাহায্যে যথেষ্ট বিচরণ করিতে পারে, সেই-
রূপ কর্ম ও জ্ঞান উভয় সাহায্যে পরমপদ
লাভ হয়। ৬১—৭৩। পরমেশ্বরের পূজা
করিয়া মুহূর্ত্তাকাল ধ্যান করিলে যে স্তমহৎ
পুণ্য লাভ হয়, তাহা অনন্ত। জ্ঞানযোগ-
শিক্ষার্থ উদ্যত হইয়া অশিক্ষিত অবস্থায়
যদি কালকবলে পতিত হয়, তবে সে শ্রদ্ধা
ও ভক্তিপ্রভাবে কল্পলোকে গমন করে এবং
সেই কল্পলোকে সুখানুভব করিয়া বোপী-

জ্ঞানযোগঃ উতঃ প্রোণা সংসারমভিবর্ততে ॥৭৬
মূহমযোক্তব্যং চৈব শ্রদ্ধা পুংসাং ত্রিধা মতা ।
জ্ঞাতব্যজ্ঞানযোগমজ্ঞোহপীহ বিদ্যতি ॥৭৭
ত্রৈলোক্যমুতপোভিঃ স্বদ্যং কামং সমীহতে ।
উক্ত্য শিবাস্তমাপোতি তত্র জ্ঞানং পরমং পদম্
ইত্যেবং জ্ঞানযোগকং মাহাত্ম্যং সমুদাকৃতম্ ।
উক্ত্যাস্বরতানাক মুনীনাং শাস্ত্রেতেতসাম্ ॥ ৭৮
দশভাষনিকং দানং কশ্যপো'গদতাস্থনাম্ ।
শতজন্মভবং দানং উপোনিষ্ঠাস দীযতে ॥ ৮০
অপোয়জ্ঞাতিকৃত্যঃ সহস্রভূপিতং মৃতম্
তথা লক্ষণং দানং প্রদানং শিবযোগিনাম্ ॥৮১
অতাস্থমপি যদ'নং শিবজ্ঞানাবধিনিমম্
উদ্যোগলয়ং যাবদ'ভূতোগ্যং কথয়ে ॥ ৮২
ন নানমসং বত বা কিকিনশি বিজ্ঞানতঃ

কিণের কুলে জন্মলাভ করত জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত
হইয়া সংসার অতিক্রম করে যে শ্রদ্ধা
কিছুকাল থাকিয়া, তৎকালীন বশত বিলাস প্রাপ্ত
হয়, তাহা দুই শ্রদ্ধা ত্রৈলোক্য কল সম্বন্ধে
কৃতকার্য হইয়া যে শ্রদ্ধাকৃত তাহা কল হইয়া
তাহা মধ্যম এবং কোন মতে তাহার অংশ
হয় না, সেই শ্রদ্ধা উত্তম। এই তিন প্রকার
শ্রদ্ধা উক্ত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধা-
সম্পন্ন মানবশ তিন ভায়ে জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত
হয়। বৃত ও উত্তম ও পদম্। তাহা যে
কাম প্রাপ্ত হওয়া হয়, মৃতপদম্। ত্রি-
করিলে, তাহা লক্ষ হয় এবং শিবস্বরূপ জ্ঞান
করিলে যোগ লাভ হয়। জ্ঞান'ভাসম্পন্ন
শাস্ত্রচিত্ত মুনিকণের জ্ঞানযোগের এই সকল
মাহাত্ম্য কীর্জন করিলাম। কশ্যপাঃ-তৎপর
ব্রাহ্মণকে দান করিলে দশ জন্মের খেদ হয়,
উপোনিষ্ঠ ব্যক্তি উৎকর্ষে প্রদত্ত শত জন্মের
উপকার করে, উপজ্ঞা ও বহু উত্তম-সম্পন্ন
ব্যক্তিকে দান করিলে সহস্রভূপ কল হয় এবং
যোগীকে দান করিলে লক্ষভূপ কল হয়। শিব-
জ্ঞানী উৎকর্ষে ব্যক্তি অন্ন পরিমিত দানও
প্রদত্ত পক্ষত দাতার জেন বিকল্প করে।
অর্থাৎ যদ্যপি শিবজ্ঞান বিনা কোন দিনে

দেশ-কাল-বিধি-শ্রদ্ধা-পাতদত্তং তদকরম্ ।
পাত্রে দেশে চ কালে চ দিদিনা শ্রদ্ধা চ
দত্তং কৃতং ততঃ শ্রেষ্ঠং তদনন্তকং জ্ঞান
ভিলাকিয়াত্বেকেনাপি পরিমানেন দীযতে
সংপাত্রে শ্রদ্ধা কিকিঃ উৎকর্ষঃ সার্ক
যকৌতং জ্ঞানমলিলৈঃ নীভতঃ প্রযুক্তি
তঃ পাত্রে সর্পিপ'তাপ'মৃতমঃ স'স্কিক
জ্ঞানো'পপেন যঃ পাত্রে তঃ সমস্রজ
অজ্ঞানফেনিলঃ পাত্রে তঃ পাত্রে পদম্
ক ন'ব'বলোপোতা যতি পদম্
না'জনা ত'ব'বলোপোতা যতি পদম্
শিবযোগী পাত্রে শ্রদ্ধা কিকিঃ উৎকর্ষঃ
বৃদ্ধমৃতমঃ তঃ পদম্
যদ্যপি'ভাসম্পন্নঃ তঃ পদম্
যোগিনা'ভাসম্পন্নঃ তঃ পদম্
জ্ঞানিনে শ্রদ্ধা কিকিঃ উৎকর্ষঃ

নাহি, কিয়ৎ পরিমাণে কল লাভ হয়
হইয়া বিদিতব্য। পাত্রে দান করিয়া
শ্রদ্ধা হয়। তাহা পদম্। তাহা
সংপাত্রে কালে শ্রদ্ধাকৃত হইয়া
উৎকর্ষময় হইয়া উত্তম পদম্।
পাত্রে শ্রদ্ধাকৃত শ্রদ্ধাকৃত হইয়া
দান করিলে, তাহা সমস্রজ পদম্
যে পাত্রে জ্ঞানরূপ কল লাভ হইতে, কে
তাহা পাত্রে পরিমাণিত হইয়া উত্তম
হইতে পদম্। তাহা সমস্রজ পদম্।
জ্ঞানরূপ উত্তম পদম্। তাহা সমস্রজ
হইতে পরিমাণিত করেন, তিনি পদম্ পদম্
পদম্ শিবযোগী সংসারের সহিত ত্রি-
করেন, তাহা দান করিয়া হইতে
হয়। তাহা, অর্থাৎ এবং তাহা
কল করিয়া হইতে, শিবযোগী
করিলে সেই সমস্রজ লাভ হয়। জ্ঞান
শাস্ত্রচিত্ত, শিবজ্ঞান-নিরুত যোগীকে
সহিত একবার অগ্রদান করিলে সকল
হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৭৭-৮০।
সকলি, শাস্ত্রাচারি এক মহামুনি

সকলদ্বা সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১

বিবর শাস্ত্রমীশানারিতমানসম্ ।

। সকলদ্বা সর্ষপান কামানবাধুয়াং ॥ ১২

৭ যঃ শাক্রে ভোজয়েচ্ছিবযোগিনঃ ।

। ৭৭ স্থানমেকবিংশকুলাদিভিঃ ॥ ১৩

শিবং যোগী ভুঙ্তেহুহুং সততং যতঃ ।

। জিবেনৈতং সুভুক্তমশনং ভবেৎ ॥ ১৪

। পাকান্নং নিবেদ্যাগ্নৌ চ হোময়েৎ ।

। পুরোভাগমিত্যশ্বং সততং বিধিঃ ॥ ১৫

কু-বিপ্রোভ্যঃ সর্ষপাকাগ্রমগতম্ ।

। গয়না ভুঙ্তে স কুদো নাত্ৰ সংশয়ঃ

। ৫ যো ভুঙ্তে স ভুঙ্তে কিয়মং নরঃ

। নি-বাণিত্য-ক্ৰোধ-সংস্কারজনাতিভিঃ ।

। শনি বর্জয়ে শুন্যদোমৈস্ত পক্ভিঃ ॥

। নং ভোষমগ্নিকুণ্ডনিপেয়নম্ ।

। স্থানাং নিত্যং পাপভিরুদ্ধয়ে ।

। পূজাভিঃ পাপৈরেতৈর্ন লিপাতে ॥ ১৬

অত্রৈব পাতকৈর্দোষৈস্তম্ভাঃ সম্পূজয়েৎ ত্রয়ম্ ।

। শিবায়িত্তুরনৈবেদ্যধাবৎ সিক্তাশ্চ সংখ্যয়া ॥

। তাবদ্বর্ষমহশ্রাবি দাতা শিবপুরে বসেৎ ।

। যতাপূর্ণাসিক্তৈশ্চ পুণ্যং দশগুণোত্তরম্ ।

। যঃ ষ্টিকোদননৈবেদ্যে সহস্রগুণিতং ফলম্ ॥ ১০১

। সুগন্ধিশালিনৈবেদ্যে বিজ্ঞেয়ং তদশাধিকম্ ।

। রক্তশালিনৈবেদ্যে ফলং দশগুণং হি তং ॥ ১০২

। কলমশ লিনৈবেদ্যে তস্ত লক্ষাধিকম্ ফলম্ ।

। এবং শালিবিশেষেণ ফলং স্নাত্তরোত্তরম্ ॥ ১০৩

। দধ্যাদনয়তৈর্ভুজ্যন্তং পুণ্যমতিবর্জিতং ।

। ক্ষীরভুক্তেন নৈবেদ্যে তস্ত পুণ্যং দশাধিকম্ ॥ ১০৪

। দধি-শর্করয়া যুক্তে তং পুণ্যং স্নাদশাধিকম্ ॥ ১০৫

। রসমং সুবসং শীতং কর্পূরসুরভীকৃতম্ ।

। নিবেদ্য পুণ্যমাপ্নোতি দশকোটিগুণাধিকম্ ॥ ১০৬

। শুভং শুক্রেতৈর্ভুক্ত্যেতেন পরিপাচিতৈঃ ।

। কোট্যত্তরন্ত নৈবেদ্যে শিবায়িত্তুরবক্ষুয় ॥ ১০৭

। যথা যথা চ শাননি স্নিক্তানি সুরভীণি চ ।

জন করাইলে, সকল ক'ম লাভ করা

মানব িংগণ উদ্দেশে শাক্রে শিব-

ভজন করায়, সে একবিংশতি কুলের

। লোকে গমন করে । শিবযোগী

শিবের দ্যান করিতে করিতে অন্ন-

। অতএব সাক্ষাৎ শিবই সেই

। শিব উদ্দেশে সর্ষ প্রকার পাকান্ন

। হোম এবং গুরু ভাগ করেন

। শাক্রেও বিধি । শিব, অগ্নি,

। উদ্দেশে প্রতিদিন সর্ষপ্রকার

। দান করিয়া যিনি ভোজন করেন,

। শয় সাক্ষাৎ কুদ । যে ইচ্ছাশ্রমে

। করিয়া ভোজন কবে, সে দধি,

। ক্ৰোধ ও কীটাদি-সংস্কার-
সমূহ ভোজন করে । গৃহস্থের

। পক্কানা অর্থাৎ হিংসাস্থান-জন্তু

। পরিবর্জিত হয় । চুন্নী, সংস্কারী,

। হস্ত ও উদ্বল-মূল এই পক্কানা

। বিধি করে । কিন্তু শিব, অগ্নি ও

। শিব, হন্য পাপে এবং অস্ত

বোর পাপে লিপ্ত হয় না । অতএব এই তিনের

পূজা করা বিধেয় । শিব-নৈবেদ্য, গুরু-নৈবেদ্য

বা অগ্নি নৈবেদ্যে যতগুলি অন্ন থাকে, দাতা

। তত সহস্রাব্দস্বর শিবপুরে বাস করেন । যত-

। পিষ্টক এবং যতালের খর হইলে, দশগুণ

। অধিক পুণ্য হয়, অর্থাৎ তদৃশ এক একটী

। অন্নদানে দশসহস্র বৎসর শিবলোকে বাস হয় ।

। ষ্টিক ওদনের যে নৈবেদ্য, তাহাতে সহস্রগুণ

। ফল ; সুগন্ধি শালি-নৈবেদ্যে তাহারও দশগুণ

। অধিক ফল । রক্তশালি-নৈবেদ্যেও তদপেক্ষা দশ

। গুণ অধিক ফল, আর কামশালি-নৈবেদ্যে লক্ষ

। গুণ ফল । এইরূপ শালিধাতু-বিশেষে উত্তরোত্তর

। ফলবৃদ্ধি হয় । উত্তম ব্যঞ্জন এবং যতযোগে

। বিশেষপ্রকার পুণ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে । ক্ষীর-

। ভুক্ত নৈবেদ্যে দশগুণ, দধি-শর্করায়ুক্ত নৈবেদ্যে

। দ্বাদশগুণ, সুবস, শীতল, কর্পূরবাসিত রসায়

। নিবেদনে, দশকোটি-গুণাধিক পুণ্যলাভ হয় ।

। শুভং শুক্রেতৈর্ভুক্ত্যেতেন পরিপাচিতৈঃ

। শিব, অগ্নি, গুরু এবং বহুগুণকে প্রদান

। করিলে, কোটিগুণ পুণ্য হয় । অতঃপরে

কোন পুণ্যে নিম্ন পুণ্যিক পক্ষা চিত্ত-
সম্বন্ধে নিবেদন করিলে অল্প কল্যাণ
হয়। যে, এইরূপে চিত্তসংকটে, নিম্ন
কোষিকের জ'ক করে, সে ব্যক্তি, পি ১৮৭৩
সকলপানিষ্টক করিলে পুণ্যে মীত করে
যে ব্যক্তি চিত্তসংকটে, হয়, হয় একা পানী
বহু ব্যক্তি নিবেদন করিলে পুণ্য করে পুণ্য
করায়, নিম্ন ও মহেবনের পুণ্যকর উভয়
যদিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পুণ্যে নিবেদন
করিলে নিবেদনিকের পুণ্য করে, উভয় পি ১৮-
পি ১৮৭৩ ১৮৭৩ হইয়া পুণ্যকর করিলে
থাকেন। উভয়ক-করে নিবেদনিকের পুণ্য-
সম্বন্ধে অনিষ্টে কোষিক অর্থাৎ ওষধি সকল,
উভয় বর্ণনাত হইবে হইয়া। অনিষ্টে হইয়া
করে। অতএব, অতিথি-আমন্ত্রণ সম্বন্ধে পুণ্য-
করিলে অতিথিকে গ্রহণ করিলে, চিত্তসং-
কটে ক্যান্ডিক, অমন্ত্রণ-মাত্র ব্যক্তি অল্প কল্যাণ
পূজা করিলে। অমন্ত্র, কুৎসিত, মজিন এক
কল্যাণ-কল্যাণী—অতিথি বেকশই হউন না,
উভয় কল্যাণ করিলে না। সকলের এতিই
কল্যাণী করিয়া থকা করিলে। ব্যক্তি নিম্ন,
কল্যাণ, কল্যাণী হইয়া কল্যাণ, কল্যাণী

অধোমুখ এবং উল্লম্বমুখের
 প্রলম্বকাল পথের উদ্দেশ্যে
 লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে
 সমর্থ হইতে পারে। ইহা পূর্বে
 লক্ষ্য এবং দৈর্ঘ্যের দ্বারা
 প্রলম্বকাল পথের উদ্দেশ্যে
 ভেদ করা হইতে পারে।
 এক দিক দিকের দ্বারা
 কত দূর, কত দূর হইতে
 ভেদ করা হইতে পারে।
 ইহা প্রলম্বকাল এবং উদ্দেশ্য
 এই পদ্ধতি দ্বারা
 অধোমুখমুখ অধোমুখ
 অধোমুখ নিম্ন দিকের
 অধোমুখ উদ্দেশ্যে
 ইহা, সেইসকল অধোমুখ
 পদ্ধতি দ্বারা
 অধোমুখ নিম্ন দিকের
 অধোমুখ উদ্দেশ্যে
 ইহা, উদ্দেশ্যে
 ইহা, উদ্দেশ্যে

। জন্ম জ্ঞানহীনস্ত নিষ্কলম্ ॥ ১২৪
। প্রভবন নিমজ্জত্যাৎকে যথা ।
হীতা চ পতত্যাক্কে তমস্ততঃ ॥ ১২৫
বিভূতেভ্যঃ প্রজ্ঞয়া যৎ প্রদীয়তে ।
বিজ্ঞেয়ং সার্বকামিকমুত্তমম্ ॥ ১২৬
। নাথ-বাল-বৃদ্ধ-কৃশাতুরান্ ।
। যেন্নিত্যমর্থী গৃহ্নাতি নিত্যশঃ ॥ ১২৭
নৈনঃ পাত্রং সম্পূহত্য তেহর্থিনঃ ।
তৎপূজা পর্ঘ্যাপ্তং জন্মনঃ ফলম্ ॥
। নমুদ্দিশ্য প্রতিগৃহ্ণতি সাধবঃ ।
। রায় গৃহ্ণতি মুনয়ো মনাক্ ॥ ১২৮
। স্ত্রীয়াং প্রার্থনীয়োহনুকম্পয়া ।
। দারিদ্র্যং দানাদৈর্গর্ভ্যমাপুয়াৎ ॥ ১২৯
। রায় বদত্যর্থী দদন্ত মে ।
। অদর্শমধস্তিষ্ঠেৎ প্রতিগ্রহী ॥ ১৩০
। দাতার্থী জনং বোধয়তীব সঃ ।

জ্ঞানহীন বিপ্রেয় জন্ম নিরর্থক ।
পার হইতে গেলে যেমন জন্মমগ্ন
ক্ষুদ্র অপাত্রে দান করিলে, দাতা
কেই নরকে নিপতিত হইতে হয় ।
বিভূত উদ্দেশে যে দান করা হয়,
স্বামিক উত্তম দান । দরিদ্র, অন্ধ,
বালক, বৃদ্ধ, কৃশ এবং আতুর
নিত্য দান করা কর্তব্য, কেননা
যাই নিত্য প্রতিগ্রহ ষটা উচিত ।
ই জ্ঞানিগণ পাত্র; লোভ বশত
অর্থী হন, একরূপ নহে । তাঁহাদের
সম্পূর্ণরূপে জন্ম সার্থক হয় ।
উদ্দেশে প্রতিগ্রহ করেন না;
পকারার্থই কোনরূপে প্রতিগ্রহ
। সাধুগণ, অনুকম্পা বশত
দ্রবণের নিকট প্রার্থনা করিবে;
কিন্তু দারিদ্র্যই থাকিবে; দান
লাভ করিবে । অর্থী দাতার
জন, ‘আমাকে দান কর,’ তাহা
উর্দ্ধগামী এবং প্রতিগ্রহীতা
হয় । অর্থী ‘দেহি’ (দেও)

যদিদং কষ্টমর্থিত্বং প্রাগদানফলং হি তৎ ॥ ১৩২
বোধয়ন্তি ন যাচন্তে দেহীতি কৃপণং জনাঃ ।
অবস্থেয়মদানস্ত মা ভূদেবং ভবানিতি ॥ ১৩৩
ইতি কল্যাণমাস্তমর্থিনং কো ন পূজয়েৎ ।
দানাং স্বর্গমবাপ্নোতি কো ন বন্ধুরিহার্থিনঃ ॥ ১৩৪
ইহামুত্র ফলেনাপি দাতারমনুযোজয়েৎ ।
আয়াত্যর্থী গৃহং দাতুঃ কন্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥
নার্থিনঃ স্ত্র্যঃ কথং পূজ্যা যাচমানা দিনে দিনে ।
যে বলাদপ্যানিচ্ছন্তে বীজয়ন্তি শ্রিয়া সহ ॥ ১৩৬
অহংহানি মার্গতঃ কো ন বিদ্যাৎগুরুং যথা ।
মার্জ্জনং দপণশ্চেব যঃ করোতি দিনে দিনে ॥ ১৩৭
করমুস্তারকং কৃতা দানং গৃহ্নাতি যো দ্বিজঃ ।
দানাদুর্দ্ধগতিস্তেন দাতুর্দর্শয়তীব সঃ ॥ ১৩৮
একেন তিষ্ঠতাংস্তাদ্ধেনোপরি তিষ্ঠতা ।
দাতৃ-যাচকয়োর্ভেদঃ করাভ্যামেব সূচিতঃ ॥ ১৩৯
যঃ প্রাপ্তেহর্থিনি দীনে তু ত্যক্তা পাত্রং প্রতীকতে

বলিয়া যেন ইহাই বুঝাইয়া দেয়, কষ্টজনক
যাচকত্ব পূর্ক্সজন্মে দান না করার ফল ! লোকে
রূপণের নিকট যে ‘দেহি’ বলে, তাহা যাক্রা
নহে; কিন্তু ‘দান না করিলে মাদৃশ অবশ্যপন্ন
হইতে হয়, আপনি এরূপ হইবেন না’ এই
কথা বুঝান মাত্র । এই প্রকার যুর্জিমান কল্যাণ
স্বরূপ সমাগত যাচককে পূজা না করিবে কে ?
দানের ফল স্বর্গলাভ, অতএব ইহলোকে যাচক
অপেক্ষা বন্ধু আর কে আছে ? দাতৃগৃহে সমা-
গত অর্থী, দাতার ইহকালের ও পরকালের ফল
প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে পূজা না করিবে
কে ? যাহারা প্রত্যহ যাক্রা করিয়া, অনিচ্ছুক
দাতাকেও বলপূর্ক্সক শ্রীমান্ করিয়া থাকেন,
সেই মহর্ষিগণ যে পূজা, তদ্বিষয়ে আর কথা
কি আছে ? যিনি প্রত্যহ দপণের মার্জ্জনের
ক্রিয়া মার্জ্জন সম্পাদন করেন, তাদৃশ যাচক
ব্যক্তিকে গুরুবৎ জ্ঞান না করিবে কে ? উত্তান-
হস্তে দানগ্রহণ বুঝি দাতার ভাবী উর্দ্ধগতির
সাক্ষেতিক চিহ্ন । এক হস্ত অধোভাগে, আর
এক হস্ত উর্দ্ধভাগে; এই প্রকার দুই হস্তই
যাচক এবং দাতার ভারতম্য বুঝাইয়া দেয় ।

স বর্ণিত্বশ্রুতস্য দাতা পরমার্থতঃ ॥ ১৪০
 বদ্যর্থিনো নরা ন স্মার্ততুর্ধ্বাঃ কথং ভবেৎ ।
 সংবর্ধিষু ভবেদানং সতি দানে চ তৎ ফলম্ ॥
 যদি সূতাঃ সঙ্গা কীনা ন স্মার্তপ্রিয়বানিনঃ ।
 কুত্র দানং নরা কান্তির্ভাবান্তে সাধুভিঃ ॥ ১৪২
 যদি নাম ন বেয়ং স্তাং হং সম্প্রাপ্তার্থিনে গতে ।
 কিং বাক্যাস্তপি নষ্টানি প্রিযাণ্যমুগতানি চ ॥ ১৪৩
 অত্যাশং নান্তিমনং স্বাগতং হাসনং প্রিয়ম্ ।
 পদোদকমমৃতম্ভাঃ সর্গসোপানসমুদয়ম্ ॥ ১৪৪
 চিত্তং বিস্তারসারথ্যে কথং কথং ভবিষ্যতি
 যদি কান্তিতি তুতং হি সোহর্ষিনে গৃহমগতে ॥
 ন মেত্রো বশুভ্যেভন সাক্ষ্যং কেনচিত্ কচিৎ
 মন্ত্যবুৎসলানং বহু নহিষ্যতি সাংগতম্ ॥ ১৪৬
 বতাবাসনকামো যঃ স সঙ্গী নাত্র সংশয়ঃ
 দানং প্রিয়বিনিমুক্তং নষ্টমহমবীষিণঃ ॥ ১৪৭
 সততশ্চৈব চাতব্যং প্রিত্যকসমিকৃত ॥ ১৪৮

যে ব্যক্তি দান-বচক প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা
 তাহা করিয়া পত্রাচরণে প্রত্যেক করে, দান-
 বাণিজ্য-কালে নিবন্ধন তাহকে প্রকৃত দাতা
 কলা বসে না ॥ ১২০—১৪০ ॥ বচক বা বাকিলে,
 দাতার বস্তু কিরূপে হয় ? বচক বাকিলেই দান
 এক দান করিলে তবে তাহকে দান হয় । বচক
 করিলে এক অপ্রিয়বানী ব্যক্তি না বাকিলে
 সাধুরা দান, বরা এবং কমা করিলেও কেবল
 প্রাপ্ত বচকে একান্তই যদি ধনদান না
 করিতে পারে বরা, তদু বিবন্ধ-মদুর প্রিয়বাক্য
 কলা বসে ও । অত্যাশং, অতিমনঃ । অত্রে
 নিরা নষ্টো আসা), স্বাগতঃ, উত্তমাসন,
 হাস, প্রিয়বাক্য, পদপ্রদান সমুদয় এবং
 অমৃতম, অতিপ্রিয় প্রতি প্রসূত এই সমুদয়
 কার্য বর্গ-সোপান বস্ত্রম্ । বদ্যতুসারে দানে
 বস কাহার হইবে ? যে, পূজ্যত বচকে
 প্রকৃত দান করিলে । কথং সহিত কিছু
 বক্তব্য তাহকে নাই, যে দান না করিলেও
 তাহকে তিনি দাতা প্রাধিকার না । যে ব্যক্তি
 বাক্যবত দানকর্তারী, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গের
 লোক । বাক্যবত দান, প্রিয়বাক্যবিশেষ

অত্যাশংনমপি প্রিয়ঃ প্রিয়ানুগপেশনম্ ।
 ন তু দানমসংকারপাক্ষ্যমণিনীকৃতম্ ।
 বরং ন দত্তমর্থিতাঃ সংকুলেনাত্তরান ॥ ১৪১
 দানং ত্রতানি নিয়মা যজ্ঞা দ্যানং তুতং তপা ॥
 যত্নেনাপি কুতং সর্গং কোবেদৈব গুণা ভবেৎ ॥
 যঃ অন্ধস্বার্থিনে দদ্যাৎ প্রতিদ্বন্দ্বি চরিতা ॥
 তাপতো পক্ষতঃ স্বর্গং নরকস্য বিপর্যয়ে ॥
 উদ্যমঃ সততং মিত্রোমিত্রকম্পময়ং সততম্ ॥
 শুণ্যবেদ হি তান পক্ষ দাতৃদানং মতলম্ ॥
 বরাণসী কুপ্তকৃতং প্রমত্তং পুস্তকমি চ ॥
 পক্ষা সমুদতীরক নিমিষমরুদকম্ ॥ ১৪৩
 ত্রীপক্ষতো মতাপুণো গোবর্ষে জনপক্ষতঃ ॥
 ইত্যাদি কীতিঃ তে দোষঃ তদ-সিকনিষিধ্যঃ ॥
 সর্গং শিবাময়ং পুণ্যং সর্গং নরঃ সর্গতঃ ॥
 গো-সিদ্ধ-মুনিবাসনং পুণ্যদেশঃ প্রকৃতিঃ ॥
 শিবদত্তনগঃ স্থানে যদ্রমপি নীতঃ

দান, তাহা নিমিত্ত এক-কাল-কাল
 প্রিয়বাক্য সহকারে ইত্যাদি একে
 করিলে । প্রিয়বাক্য এবং অমৃতম, অমৃত
 তাহে প্রত্যেক দান করিয়া দান
 প্রাপ্ত অমৃতম, পদপ্রদান, অমৃতম, প
 কলা নষ্টে প্রকৃতদানে দান করিয়া
 দান ন করিয়া বরং ভগ্ন দান করিয়া
 নিমিত্ত, দান, হোম এবং তপস্বী প্রকৃত
 অকৃত হইলেও তেঁদের বরং অমৃতম, দি
 হয় । বচক-পক্ষক দানপ্রতিভা সত প্রা
 গতোঃ উত্তমদেই দান হয় । অপ্রিয় ব
 করিলে নরক হয় । উদ্যম, সততি, মিত্র, ক
 কম্পঃ এবং অমৃতম, এই পক্ষ-পক্ষ
 মহাকলজনক হয় । কৌ কৌকৃত, প্রা
 পুস্তক, পক্ষা, সমুদতীর, নিমিষম, অমরক
 ত্রীপক্ষত, গোবর্ষ এবং জনপক্ষত ইত্যাদি
 ব্রহ্মসিদ্ধ-সেবিত দেশ মহাপুণ্যজনক
 শিবাময়, নদী, পক্ষত, গোষ্ঠ, সিদ্ধারজন
 তপোবন সকল পুণ্যদেশ নামে অভি
 শিবদত্তন হানে অর দানও মহাকল

লং জ্ঞেয়ং শিবক্ষেত্রানুভাবতঃ ॥ ১৫৬

স্বর্ঘ্যাত্যামুস্তরারণদক্ষিণম্ ।

ব্যতীপাতং ষড়শীতিমুখং তথা ॥ ১৫৭

পাণি সংক্রান্তির্যুগান্তাশ্চ যুগাদয়ঃ ।

লাঃ সমাখ্যাতাঃ পুংসাং পুণ্যবিবর্কনাঃ ॥

যুতং কালে দানং দত্তং সদাক্ষয়ম্ ॥ ১৫৮

তেব জননৌ জ্ঞানস্ত সূকৃতস্ত চ ।

াং সমুৎপাদ্য দেয়মক্ষয়মিচ্ছতা ।

প্রকৃয়া পাত্রে বিধিবৎ প্রতিপাদিতম্ ॥ ১৫৯

লং তেষামপি গ্রাসাদ্ভিন্নমাত্রকম্ ॥ ১৬০

উত্থ দীনেষু গুণাশ্রিতেষু

বহু স্বল্পমপি প্রদত্তম্

সর্বকামান সমুপৈতি লোকে

দ্বব লোকে প্রবদন্তি তজ্জ জ্ঞাঃ ॥ ১৬১

শৈবে ধর্মসংহিতাসাং বিবিধক্রিয়াফল-

কীর্তনে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭

ফলের কারণ শিবক্ষেত্রপ্রভাব । চন্দ্র-

র্ঘ্যগ্রহণ, অয়ন, বিষুব ও ষড়শীতি

সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, ত্রাহস্পর্শ, যুগান্ত

প্রাদিতিবি এই সব কাল পুণ্যদক্ষির

দেশকাল-পাত্র-বিশেষে ভুক্তিভাবে যে

হা অক্ষয় । শ্রদ্ধা—জ্ঞান এবং পুণ্যের

৥ অতএব, অক্ষয় ফলভিলাষী

শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া দান করা

শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি সম্পাদ্রে যে

যায়, তাহা অর্কগ্রাস মাত্র হইলেও

বহুফল । আত্ম, দরিদ্র বা গুণাশ্রিত

দাসহকৃত বহু বা অল্প দানও সর্ব

সাধক, অভিজ্ঞগণ ইহা বলিয়া

১৪১—১৬২ ।

প্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

তত্র যে পাপনিলয়াঃ সূলা নরকহেতবঃ ।

তে সমাসেন কথ্যন্তে বাহ্মনঃকাষসংস্থিতাঃ ॥ ১

পরদ্রব্যসম্ভ্রং চেতমানিষ্টেচিন্তনম্ ।

অকাৰ্য্যভিনিবেশশ্চ চতুর্কি কৰ্ম্ম মানসম্ ॥ ২

অনিবন্ধপ্রলাপিত্তমসত্যকাপ্রিয়ক ষৎ ।

পরোক্ষতশ্চ পৈত্তশ্চ চতুর্কি কৰ্ম্ম বাচিকম্ ॥ ৩

অভক্ষ্যভক্ষণং হিংসা মিথ্যাকাৰ্য্যনিবেশনম্ ।

পরশ্বানামুপাদানং চতুর্কি কৰ্ম্ম কাষিকম্ ॥ ৪

ইত্যেতদ্দ্বাদশবিধং কৰ্ম্ম প্রোক্তং নৃসাধনম্ ।

যস্ত ভেদান পুনর্বক্ষ্যে যেষাং ফলমনন্তকম্ ॥ ৫

যে দ্বিস্তি মহাদেবং সংসারার্ণবতারকম্ ।

সুমহৎপাতকোপেতাশ্চ যান্তি নিরয়ং নরাঃ ॥ ৬

ননরস্তি শিবং শাস্ত্রং জ্ঞানং সর্বার্থসাধকম্ ।

সুমহৎপাতকং তেষাং নিরয়ার্ণবগামিনাম্ ॥ ৭

যে শিবজ্ঞানবতারং নিন্দন্তি চ তপস্বিনম্ ।

গুণক পিতৃনবোপেতাশ্চ যান্তি নিরয়ার্ণবম্ ॥ ৮

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—বাক্য, মন এবং দেহের

যে সব মূলকাৰ্য্য, পাপের মূল এবং নরকের

হেতু, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি । পরদার-

চিন্তা, পরদ্রব্যভিলাষ, মনে পরকীয় অনিষ্ট-

চিন্তা এবং অকাৰ্য্যে অভিনিবেশ এই চতু-

র্কিধ মানসকৰ্ম্ম পাপজনক । অসম্বন্ধ প্রলাপ,

অসত্য বাক্য, অপ্রিয়-বাক্য এবং পরোক্ষে

পৈত্তশ্চ, বাচিক পাপ 'এই চতুর্কিধ ।

অভক্ষ্য ভক্ষণ, হিংসা, মিথ্যাকাৰ্য্যে চেষ্টা

এবং পরশ্বগ্রহণ কাষিক পাপ এই চতুর্কিধ ।

এই দ্বাদশবিধ কৰ্ম্ম নরকের সাধন । এই

দ্বাদশবিধ কৰ্ম্মের প্রকারভেদ বহুতর, তাহাদের

ফলও অনন্ত ; সেই সব কথা বলিতেছি ;—

সংসার-সমুদ্র-তারক মহাদেবকে যাহারা বিবেচ

করে, সেই মহাপাপীরা নরকে গমন করে ।

সর্বার্থসাধক শিব, শাস্ত্র এবং জ্ঞানের নিন্দা ।

শিবনিম্না তুয়োমিন্দা শিবজ্ঞানস্ত মনস্ব
 দেবদ্ব্যাপহরকং বিজ্ঞানবাক্যনিম্না ৷ ১
 হস্তান্তি যে চ সন্তোঃ শিবজ্ঞানস্ত পুস্তকম
 বহান্তি পাণ্ডকাভ্যাস্তনস্তকলহানি যট্ ৷ ১০
 নাভিনন্দন্তি যে দৃষ্টা শিবপূজাং প্রকল্পিতাম্ ।
 ন নমস্তাক্ষিতং দৃষ্টা পুজিতং ন জবন্তি চ ৷ ১১
 কথোচ্চেষ্টা নিঃশব্দাঃ সন্তুষ্টেষু বসন্তি চ ।
 উপচারবিধিনিপুণ্ডাঃ শিবায়িত্তকসম্মিধৌ ৷ ১২
 দ্বানন্দং দ্যাবপৃথকং যে ন কুর্নন্তি পর্জনয় ।
 বিবিধা গুরুশাক কৰ্মবোপদ্যাবহিতঃ ৷ ১৩
 যে ত্যজন্তি শিবাচারং শিবজ্ঞানং বিবন্তি চ
 অসম্পূজা শিবজ্ঞানং বেদবোদন্তে শিবন্তি চ ৷ ১৪
 অস্ত্রাভ্যুতঃ প্রব্রুজন্তি শিবজ্ঞানসম্মিধৌ চ
 বিক্রোশন্তি চ লোভেন কৃষ্ণানিহমেদ বা ৷ ১৫
 অসংকৃতপ্রদেশে দ্ব্যধোঃ শাপদন্তি চ
 শিবজ্ঞানকৰ্মাক্ষেপঃ যঃ কৃত্বাভ্যং প্রভবতে ৷ ১৬
 ন ক্রোধীতি চ যঃ সত্যং ন প্রভবতী কৰোতি চ

গাহ্য কবে, সেট নবকর্মমী মনবপন মতা-
 পানী । গাহ্য শিবজ্ঞান-মত, উপহী, গুরু-
 জ্ঞান এক শিবপুস্তকমিন্দে নিম্ন কবে, সেট
 পানীয়া মনকসাগরে মনন কবে শিবনিম্না,
 গুরুনিম্না, শিবজ্ঞান-নিম্না, দেবদ্ব্যাপহরকং, বিজ্ঞ-
 জ্ঞান-কিন্দন এবং শিবজ্ঞানজ্ঞানক পুস্তকের
 অপহরণ এই হস্তী মহাপাতক, ইত্যং কন
 অসম্পূজা । অসম্পূজা শিবপূজা অকলেকন
 করিয়াও অভিসম্বন না করা পূজাকালীন শিব-
 নিম্ন কর্ম করিয়াও মনবার বা পূজা না করা,
 বকেজাচার ও মিশ্রভক্তির কৌড় ও অবজ্ঞান,
 শিব, অগ্নি এক গুরুসমীপে বিনয়ানি-হীনতা,
 পূর্বে পূর্বে কথাবিধি শিবায়ন মার্জন, শিব-
 পূজা বা গুরুপূজা না করা, শিবাচার-পরি-
 জ্ঞান, শিবজ্ঞানবিষয়, শিবজ্ঞানের পূজা
 ব্যক্তিরকে অচ্যুত এক সেবন, অস্ত্রাভ্যুতঃ
 শিবজ্ঞানজ্ঞান, শিবজ্ঞান-পাত্র-প্রদান এবং তদু-
 চ্যুত, দেবত কনক শিবজ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষ্ণান-
 বিক্রোশ শিবজ্ঞান দান, অসংকৃত হায়ে কবে
 অসংকৃত শিবজ্ঞান পুস্তক-অসং, শিবজ্ঞান কণ্ঠ

অভির্জি। তুচিহানে যঃ প্রব্রুজন্তি পুণ্যেতি
 গুরুপূজা দৃষ্টে যঃ শাপং শোভুনিম্না
 ন কৰোতি চ তুচ্ছামাভ্যাস্তক কলহানি
 নাভিনন্দন্তি তথা কামুসরক প্রব্রুজন্তি ।
 গুরুকর্মণি শাস্তক তুচ্ছপেক্ষাং কৰোতি ।
 গুরুমাত্মনশকং বা বিশেষপ্রতিভাঃ তু-
 ব্রিষ্টিঃ পরিভূতং বা যঃ সম্যকতি পাপ
 তদ্বা। পুত্র-মিত্রস্বয়ং যত্নে কৰোতি চ
 এবং স্রবচকস্মাৎ গুরুবর্জিত্বনিম্নাঃ
 সুমহৎপাতকাতঃ শিবনিম্না সমনি চ ৷ ১২
 ব্রহ্মণ্য স্রবপণ্য শ্রেষ্ঠা চ গুরুভক্তাঃ ।
 মহাপাতকিনস্তোত্রে তঃ সংযোজি চ পুণ্য
 ক্রোধান্নোভ্যাস্তকমদ্যাক্ষপত বদন্তুঃ
 মন্থ্যতকং মহাদোষদুষ্কং স ব্রহ্মণ্য ভবে
 দাক্ষণ্য যঃ সম্যক উক্তা পুণ্যকর্মণি
 নির্যোযং নমস্কৃত্য স নরো ব্রহ্মণ্য ভবে

অভ্যুপ কদ্বিহ্ন অগ্নি কদ্বিহ্ন মতভ্য
 লন না করা, অশ্চিহ্নে শাপ ক
 শবন, গুরুপূজা দৃষ্টে শাপ
 প্রব্রুজন্তি, গুরুশাকের অকলেকন গুরু-অজ্ঞান
 বিমুগ্ধতা, গুরুভক্তিহীনতা, গুরুকোয়
 নন্দন না করা, গুরুদ্বারা উক্ত না
 গুরুকর্মো শাস্তা, গুরুকর্মো উপহী
 অশক বিশেষপ্রতি এবং গুরু
 ব্যক্তিরে পরিভূত করা, গুরু ভ্যা
 এবং অস্বীকার প্রতি অদ্ব্যপ্রদর্শ
 চিত্তোপদেশক বা বদন্তুশো প্রতি গুরু
 ব্যক্তির প্রতি অদ্ব্যপ্রদর্শনি শি
 সকল মহাপাপ ৷ ১—২১ ৷ ব্রহ্মবতী,
 পানী, পূর্ণশ্রেষ্ঠী এবং গুরুজনগমী
 সকলেই মহাপাতকী । ইহাঙ্গিরে স
 পঞ্চম মহাপাতকী যে ব্যক্তি ক্রোশ,
 ভন, এবং বেদ বশতঃ বেদের পরিবর্তে
 বেদ মর্গাত্তক মহাদোষ বেদা
 জাহারও ব্রহ্মহত্য-পাপ হইয়া থাকে।
 একে দিব বলিয়া আহ্বান করিয়াও
 দান না করে এবং নির্দোষ ব্যক্তি

ভিত্তিমানে নিজেঅতি সুবিজ্ঞম্ ।
সভামধ্যে ব্রহ্মহা স প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২৫
কৰ্ম আত্মানং নরত্যাং কৰ্ব্বতাং বলাং ।
নিরুদ্ভাদ্যঃ স চ বৈ ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ২৬
দুদেহানাং গৃহত্যাগী সত্যস্ত যঃ ।
নঃ ক্রুরঃ স চ বৈ ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ২৭
পরিভ্রাষ্ট নৃপকর্ণে অপেৎ তু যঃ ।
পিতুনঃ ক্রুদ্রঃ স চ বৈ ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥
ভিত্তানাং বিজ্ঞানাং গুরুপূৰ্ব্বকম্ ।
ত বিদ্বৎ তমাত্তব্রহ্মহাতকম্ ॥ ২৯
গবাং ভূমিঃ প্রদস্তাং হরতে তু যঃ ।
কালেন তমাত্তব্রহ্মহাতকম্ ॥ ৩০
হরণং ত্রায়েনৈবোপপাদিতম্
মং জেয়ং পানকং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১
দ্বিপ্রো বেদং ব্রতজ্ঞানং শিবাশ্রকম্ ।
যো মৃতঃ সুরাপানস্ত তৎ সমম্ ॥ ৩২
ব্রতং গৃহ নিয়মং যজনং তথা ।

র. সে মানব ব্রহ্মহাতী । যে ব্যক্তি
ব্রাহ্মণকে বিদ্যাভিত্তিমানে সভামধ্যে
করে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মহাতী বলিয়া
গা গুণখ্যাপন করিয়া বলপূৰ্ব্বক
সম্পাদন যে করে এবং পরকীয়
প করে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মহাতী ।
ও সজ্জনগণকে গৃহ হইতে, যে
রিয়া দেয় এবং যে পরের উদ্বেগ-
।, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মহাতী । পরের
। হইয়া রাজার কর্ণে তাহা যে
সেই পাপিষ্ঠ ক্ষুদ্রাশয় ক্রুর ও
লিয়া গণ্য । তক্ষাৰ্ত্ত গুরু, গো-
পর জলপানে যে বিদ্বৎ করে,
লাকে ব্রহ্মহাতী বলিয়া থাকে ।
গো উদ্দেশে প্রদত্ত ভূমি, কালে
। তাহা হরণ করিলে ব্রহ্মহত্যা-
প্রদত্ত দেবদ্ব বা দ্বিজস্বের অপ-
র তুল্য পাতক । যে মৃত দ্বিজ,
জন বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরি-
হার পাশ সুরাপানের তুল্য । যে

সন্তানী পঞ্চদশানাং সুরাপানে তৎ সমম্ ॥ ৩৩
পিতৃমাতৃপরিভ্রাষ্ট কটসাক্ষী বিজেৎমৃতে ।
অগ্নিঃ শিবভক্তানাং ভক্ষ্যস্ত চ ভক্ষণম্ ॥ ৩৪
বনে নিরপরাধানাং প্রাণিনাকোপহাতনম্ ।
দ্বিজার্থং প্রতি যৎ সাধু ধর্ম্মার্থস্ত নিয়োজয়েৎ ॥
গবাং মাগে বনে গ্রামে যচ্চৈবাগ্নিঃ প্রদীয়তে ।
ইতি পাপানি যোরাণি ব্রহ্মহত্যাসমানি তু ॥ ৩৬
দৌনে সর্ষস্বহরণং নর-স্ত্রী-গজ-বাজিনাম্ ।
গো-ভূ-রজত-বস্ত্রাণামোষধীনাং রসস্ত চ ॥ ৩৭
চন্দনাগুরু কর্পূর-কস্তুরী-পটবাসসাম্ ।
হস্তত্বাসাপহরণং রত্নস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৩৮
কন্তানাং বরযোগ্যামদানাং সদৃশে বরে ।
পুত্র-মিত্র-কলত্রেয় গমনং ভগিনীষু চ ॥ ৩৯
কুমারীসাহসং পোরমন্ত্যজস্রীনিবেষণম্ ।
সবর্ণাশাস গমনং গুরুভাৰ্য্যাসমং স্মৃতম্ ॥ ৪০
মহাপাতকতুল্যানি শৃগুধমুপপাতকম্ ॥ ৪১

কোন ব্রত-নিয়ম বা বস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার
পরিভ্রাষ্ট আর পঞ্চদশ পরিভ্রাষ্ট সুরাপানের
তুল্য । পিতৃমাতৃ-পরিভ্রাষ্ট, কটসাক্ষী, ব্রাহ্মণ-
বিষয়ে মিথ্যা কথা, শিবভক্তের অগ্নিচরণ,
অভক্ষ-ভক্ষণ, বনে নিরপরাধ প্রাণীদিগের
বিনাশ, ধর্ম্মব্যপদেশে সাধুগণ দ্বারা আত্মকাৰ্য্য
সম্পাদন এবং গোমার্গ, বন অথবা গ্রামে অগ্নি-
দান, এই সব যোরাপাতক ব্রহ্মহত্যাসদৃশ ।
দরিদ্রের সর্ষস্ব-হরণ, নর, স্ত্রী, গজ, বাজী,
গো, ভূমি, রজত, বস্ত্র, ওষধি, রস, চন্দন,
অগুরু, কর্পূর, কস্তুরী ও পটবাস নামক গজ-
দ্রব্য, এই সব বস্তু অপহরণ এবং পচ্ছিত
ধনের অপহরণ সূবর্ণস্তেয়ের তুল্য । বিবাহ-
যোগ্য কন্তার সদৃশ বরে অপ্রদান, পুত্রবধু,
মিত্রবধু ও ভগিনীতে উপগত হওয়া,
কুমারীর প্রতি বলাৎকার, অন্ত্যজ-স্ত্রীসন্তোপ
এবং সবর্ণা-পরস্ত্রীতে গমন, গুরুভাৰ্য্যা-গমনের
তুল্য, * অতএব উক্ত পাপ সকল মহাপাতক

* এ সব দ্বনের মীমাংসা স্মৃতি হইতে
কর্তব্য । সম্পাদক ।

কৃত্য। এক্ষণে উপপাত্তকেই বিসদ্ব শব্দ
কর। ২২—৪১। স্বাক্ষরকে অব্যবহান প্রতিষ্ঠা
করিয়া, তাঁহাকে তহা যে না নেদ এমৎ যে
সেই প্রতিষ্ঠার কৰা পাত্তকে মদ্বদ্ব কদ্বাইদ্ব
না নেদ, তদ্বদ্বদ্ব উপপাত্তক হইবে। বিজ্ঞ-
অপদ্বদ্ব, মদ্বদ্বদ্বদ্ব, অতি মদ্ব, অতি
কোপ, দ্বিত্বিত্ব, তদ্বদ্বদ্ব, অতদ্ব দ্বিত্ব-
স্বিত্ব, কাপিত্ব, দ্বিত্ব, মদ্বদ্ব, পদ্বদ্বদ্ব মদ্বদ্ব,
স্বদ্বদ্বদ্ব-দ্বদ্ব, পদ্বিত্বিত্ব, পদ্বিত্বদ্বদ্ব,
পদ্বিত্বদ্বদ্ব-স্বদ্বদ্ব, পদ্বিত্বিত্ব ও পদ্বিত্বদ্বকে
কদ্বাদ্বদ্ব, তদ্বদ্বদ্বদ্ব দ্বিত্ব, দ্বিত্বদ্বদ্বদ্ব দ্বিত্ব
দ্বিত্ব, দ্বিত্ব, কদ্বদ্ব, দ্বিত্ব, স্বদ্ব, তদ্বদ্ব
এক দ্বিত্ব-দ্বিত্বিত্ব কদ্বদ্ব পদ্বিত্বদ্ব, দ্বিত্ব-
দ্ব, কদ্বিত্বদ্ব, দ্বিত্বদ্ব, দ্বিত্ব, দ্বিত্বদ্ব, দ্বিত্ব-
দ্ব-দ্বিত্বদ্বদ্ব, দ্বিত্বদ্বদ্ব-দ্বিত্বদ্ব, অতদ্বদ্ব
দ্বিত্বদ্ব, দ্বিত্ব, পদ্বিত্বদ্ব এবং পদ্ব, দ্বিত্ব বা
কদ্বদ্ব অতদ্বদ্বদ্ব দ্বিত্বদ্বদ্বদ্ব, দ্বিত্ব দ্বিত্ব
দ্বিত্বদ্বদ্বদ্ব দ্বিত্ব, দ্বিত্ব এবং পদ্ব ইদ্ব-
দ্বিত্বদ্ব অতদ্বদ্ব, অতদ্বদ্বদ্ব, দ্বিত্ব, তদ্বদ্ব,
দ্বিত্ব, দ্বিত্ব, দ্বিত্ব, দ্বিত্বদ্ব, তদ্বদ্ব, দ্বিত্ব

এবং নিবন্ধিত হইয়া বিক্রয় হইবে।
অতিদ্রুত। দ্রুতী দ্রুত না কর, যাহা
পক্ষান্তে গমন, যাহা কালে অতিথির সেবা
বাহ্যদৃষ্টি-সেবা, নিম্নোক্ত বস্তু, বি
বন্ধন কুট-বিক্রয়, দ্রুতী আদর যাহা
বস্তুদেহন, বিক্রয়, অতিদ্রুত, বি
চিকিৎসকত, যাহা বস্তু-বিক্রয়
বেতন গ্রহণপূর্বক অব্যাপন কর, ও
অন্তর্গত-আপ, অতিদ্রুত-সেবা, অস্বা
কুট-বিক্রয়, বস্তুদেহন, সেবা, অতি দ্রুত
গো, অস্বা, অস্বা এবং মণ্ডলী
বা পটোকে নিবন্ধ করা, পিতৃ-
ত্যাগ, অস্বা-ত্যাগ, দ্রুত-ত্যাগ, নিকট
অস্বা-ত্যাগ, পিতৃ-ত্যাগ, পিতৃ-ত্যাগ
মৈথুন, পিতৃ-ত্যাগ, দ্রুত-ত্যাগ, ও
পিতৃ-ত্যাগ, অস্বা, অস্বা, অস্বা
অস্বা-ত্যাগ, ওয়াগ, কুপ, সংক্রমণ

তানাক পাকভেদং করোতি যঃ ।
 -নরাঃ পাপৈরুপপাতকিনঃ স্মৃতাঃ ॥
 ॥ তানি শৃণু তানি ত্রবীমি তে ।
 -কথানাং স্বামি-মিত্র-তপস্বিনাম্ ॥
 ১১১ ॥ তে নরা নারকা মতাঃ ।
 ১১২ ॥ যস্তে ন পরদ্রব্যসূচকাঃ ॥ ১১৩
 ১১৪ ॥ তাত্তৌল্যমিধ্যাহ্নকারকাঃ ।
 ১১৫ ॥ যতু প্রহারকোদ্ধরন্তি য়ে ॥ ১১৬
 ১১৭ ॥ শূদ্রং সুরাকাস্রাতি কামতঃ ।
 ১১৮ ॥ তুরা যেষাপি হিংসাপ্রিয়া নরাঃ
 ১১৯ ॥ পি কুর্কন্তি দানযজ্ঞাদিকাং ক্রিয়াম্
 ১২০ ॥ রথ্যাহু তুরুচ্ছানগেসু চ ॥ ১২১
 ১২২ ॥ রীষাদ্যামারামায়তনেষু চ ।
 ১২৩ ॥ দস্যু মদ্যপানরতা নরাঃ ॥ ১২৪
 ১২৫ ॥ পশু রজ্ঞাশেষণতঃ পরাঃ ।
 ১২৬ ॥ কাঠৈঃ শৃঙ্গৈঃ শকুভিরেব চ ॥ ১২৭
 ১২৮ ॥ তি পরসাম্যং হরন্তি য়ে
 ১২৯ ॥ কূটকস্মাক্রিয়াক্রমতঃ ॥ ১৩০
 ১৩১ ॥ কূটসংবাবহাবিধাঃ ।

একপংক্তিঃ ব্যক্তিগণের পাক-
 সকল পাপযুক্ত নর-নারীর উপ-
 ধকে । ১১২—১৩০ । অশ্রু পাপের
 হি প্রবণ কর ;—গো, ব্রাহ্মণ,
 মিত্র এবং তপস্বীদিগের কাধ্য-
 ধরে, তাহারা ন্যূরকী । পরশ্রী-
 রিদ্ভব্য সূচতকা, পরদ্রব্য-হরণ,
 যের সহিত স্বীয় সাম্য-খ্যাপনের
 বহার, বিজ-হুংখোংপাদন, বিজের
 মতঃ সুরাঘ্রাণ, পাপাভিরতি,
 ১, জাতিতে উঠিবার জন্ত দান-
 -অনুষ্ঠান, গোষ্ঠ, অগ্নি, জল,
 গ্নি, পর্বত, উদ্যান, দেবায়তন,
 আশ্রমে শৌচ-প্রস্রাবাদি-ত্যাগ,
 ন, পরজিজ্ঞাসাধ্বংস, বংশ, ইষ্টক,
 শূক এবং শকু দ্বারা মার্গাব-
 -হরণ, কূট-শাসন-নির্দ্রাণ, কূট-
 ১, কূট-ব্যক্তিগণ এবং শরাসন-

বস্ত্রাং শস্ত্রশল্যানাং কৰ্ত্তা যঃ ক্রয়বিক্রয়ী ॥ ১৩১
 নির্দয়োহতীব ভূত্যেযু পশুনাং দমনশ্চ যঃ ।
 মিথ্যাপ্রবাদতো বাচ আকর্গগতি যঃ শনৈঃ ॥ ১৩২
 স্বামি-মিত্র-গুরুদ্রোহী মায়াবী চপলঃ শঠঃ ।
 ভাৰ্যাপুত্রাপ্তমিত্রাণি বাল-বৃদ্ধ-কৃশাতুরান্ ॥ ১৩৩
 ভূত্যানতিধিবন্ধুঃ ১৩৪ ॥ ত্যক্তাশ্রমতি বুভুক্ষিতান্ ।
 যঃ স্বয়ং মিষ্টমশ্রাতি বিপ্রোভ্যো ন প্রযচ্ছতি ॥ ১৩৫
 রূধাপাকী স বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মবাদিষু গহিতঃ ।
 নিয়মান্ স্বয়মাদায় য়ে ত্যজন্ত্যজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৩৬
 প্রব্রজ্যাবসিতা য়ে চ রহস্তস্ত প্রভেদকাঃ ।
 য়ে তাড়য়ন্তি গাঃ কুরাঃ শপন্তে চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৩৭
 দুর্কলান্ য়ে ন পুষ্কন্তি সততং য়ে ত্যজন্তি চ ।
 পৌডয়ন্তি চ ভারেণ সততং বাহয়ন্তি চ ॥ ১৩৮
 যৌহর্কযামাং প্রহরাস্য সংযতান্ ন বিমুক্তি ।
 য়ে ভারাক্রান্তরোগাত্তান্ গোবৃষাং ১৩৯ ॥ মুখাতুরান্ ॥

শস্ত্র-শল্য-নিষ্কাশন যাহারা করে, যে ব্যক্তি ভূতা-
 য়ে নিত্যন্ত নির্দয় ও পশুদমনকারী, যে মিথ্যা-
 বাদীর বাক্য আদরপূর্বক শ্রবণ করে, স্বামী,
 মিত্র ও গুরুগণের দ্রোহপরায়ণ হয়, মায়াবী,
 চপল-সভাব ও শঠ-প্রকৃতি, যে নর মুখার্জ
 ভাৰ্য্য, পুত্র, মিত্র, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, ভূতা,
 অতিথি এবং বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া
 স্বয়ং ভোজন করে, যে ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্ন দান
 করে না, কেবল স্বয়ং তাহা ভোজন করে,
 সেই রূধ-পাকশীল নর বেদবিৎ-সমাজে
 নির্দিত । যে অজিতেন্দ্রিয় স্বয়ং নিয়ম গ্রহণ
 করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে, যে সন্ন্যাস অব-
 লম্বন করিয়া পুনর্বার গৃহস্থশ্রমে প্রবেশ
 করে, যে রহস্তের ভেদ করে, যে কুর গো-কে
 প্রহার এবং বারংবার তিরস্কার করে; বাহারা
 দুর্কল পশুকে পোষণ করে না, সর্বদা ত্যাগ
 করে, অধিক ভার দিয়া তাহাদিগকে শ্লিড়িত
 করে এবং সর্বদা বহন করায়; যে হল-শক-
 টাদিতে পশু-যোজন করিয়া, অর্ক প্রহার যথো-
 মোচন করে না এবং প্রহার করে; বাহারা
 ভারাক্রান্ত ও রোগাক্রান্ত ও মুখাতুর গোবৃষকে
 সময়ে পালন করে না, সেই নিরয়গামী ব্যক্তি-

ভবনে সমন করিয়ে না যে ব্যক্তি একপ
 কল্প করিয়াছে, অদন্তই তাহার মনোভাব
 করিতে হইবে সমনভবনে সেই সেই কল্পের
 সুবিচার হইবে আরও তাহার মধ্যে যেহেতু
 সুকৃতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার সমান্য দ্বারা
 সমনিকোভবনের সুসিদ্ধিতে সমন করেন আর
 বাহার পাপকন্ডা, পাপস্বা এবং মানবর্জিত,
 তাহারে যের দক্ষি-মার্গ দ্বারা সমন্যে সমন
 করে হৃদয়ীত সহজ যোজন আত্মকম
 করিয়া কল্পসুসারে সুপদাভিনাশী অতএব
 নানারূপে অবস্থিত বৈবহত্যপূরে সমন করে
 সুকৃতিসম্পন্ন নেকের পক্ষে এই পুরী সমীপ
 বসিয়া প্রাপ্ত হই এবং বাহার ভদ্রানক পক্ষে
 সমন করে, তাহারিগের পক্ষে উহা হৃদয়
 কোম সুকৃতকর্তা তীক্ষ্ণবক্তিকমুত, জিহ-কণ্ঠ-
 পদ্বিভাগ এবং সুস্বারা-সঙ্গ-তীক্ষ্ণ-প্রত্য-
 বক্ত-নিষ্ঠিত পক্ষে, কেহ বা আতি তামাক
 পক্ষান্তিমুত এবং হৃদয়র পতনহাস-বহন
 সৌন্দর্য্যমৎ তীক্ষ্ণ-বর্তনিত-সংহর এবং
 তাই হইতে পালন হওয়ার নিমিত্ত হৃদয়, পক্ষিত
 হৃদয়, পক্ষিত হৃদয়, পক্ষিত হৃদয়, পক্ষিত

[illegible]

ধর্মবর্ষণে হস্তমানাঃ সর্ষতঃ ॥ ২১
পাঠেঃ উক্তাপাঠেঃ দাক্ষিণ্যে ।
ধর্মবর্ষণে দহমানাঃ বসন্তি চ ॥ ২২
ধর্মবর্ষণে পূর্ষায়াঃ ক্রদন্তি চ ।
ধর্মবর্ষণে বৈবস্বতে চ মূহুর্ষুহঃ ॥ ২৩
ধর্মবর্ষণে ভিদ্যমানাঃ সর্ষতঃ ।
ধর্মবর্ষণে সিকমানাঃ ব্রজন্তি তে ॥ ২৪
ন মরুতাঃ ক্রদন্তি পুরুষেণ বা ।
পামানাঃ ভ্যাস্তে সঙ্কুচন্তি চ ॥ ২৫
গর্গে রৌদ্রেণ পাথেষ্যরহিতেন চ ।
ন দুর্গেণ নির্জ্জগেন সমততঃ ॥ ২৬
ন মহতা নির্জ্জনাশ্রমেণ চ ।
ন কষ্টেন সর্ষতঃ স্বাশ্রয়েণ চ ॥ ২৭
ন চিনঃ সর্ষে যে মৃত্যুঃ পাপকর্মিণঃ ।

করিতে হয় কোন স্থানে বিদ্যা-
গর্হিত হইয়া, কোথাও চতুর্দিকে দাক্ষিণ্য
মান হইয়া, হস্তপি বজ্রপাত, দাক্ষিণ্য
প্রদীপ্ত অঙ্গারবর্ষণে দহমান হইয়া,
করিতে করিতে গমন করিতে হয়
। ধর্মবর্ষণে শরীর পরিপূর্ণ হওয়ায়
তে থাকে । কোথাও মহামেষসমূহের
রীর প্রস্তুত হয় ও চতুর্দিক হইতে
ধর্মবর্ষণে দেহ ভিন্ন হইয়া পড়ে ।
কারযুক্ত বারিধারায় সিক্তকলেবর
হারা অতি দুঃখে গমন করে ।
জল, বজ্র বা পুরুষ সমীরণে বীজিত
ক শরীর হয় : তৎকালে তাহারা
। কষ্টে পরিবেদন করিতে করিতে
। এই প্রকার বিকরাল যমদুঃ-
গের আক্রান্তকারিণী মৃত পাপকারী
চরজনক, পাথেষ্য-রহিত, অবলম্বন-
জনহীন, নির্জ্জগেন বাসস্থানযুক্ত,
কষ্টকর এবং সর্ষদুঃখের আকর
॥ লইয়া যায় । ১৬—২৬ । উৎকট
ভগ্ন একাকী, পরাধীন, মুহুর্ষুহ-
পকারী বাসকর্মকে আকর্ষণাদি
। করিয়া থাকে : তখন তাহারা

যমদুঃখমহাবোরেত্তদাক্রান্তকারিণীর্বা ॥ ২৮
একাকিনঃ পরাধীনঃ মিত্র-বন্ধুবিবর্জিতম্ ।
শোচন্তঃ শানি কশ্মাপি ক্রদন্তঃ মূহুর্ষুহঃ ॥ ২৯
প্রতীভূতাঃ বিবস্বতঃ শুককণ্ঠোষ্ঠতালুকাঃ ।
কৃপাস্তা ভয়ভীতাঃ দহমানাঃ ক্ষুধাগ্নিনা ॥ ৩০
বন্ধশৃঙ্গগয়া কেচিদন্তানপাদয়োর্নরাঃ ।
কৃষাস্তে কৃষায়াঃ যমদুঃখলোককটৈঃ ॥ ৩১
উরসাধোমুখাঃ সান্যে দৃষায়াঃ সুহুঃখিতাঃ ।
কেশপাশনিবন্ধেন সমাকৃষ্যন্তি রজ্জুভিঃ ॥ ৩২
জলাটে চাক্ষুশেনাগ্রে ভিন্নাঃ কৃষ্যন্তি দেহিনঃ ।
উত্তানাঃ কটকপথা কচিদঙ্গারবর্ষনা ॥ ৩৩
পশ্চাদ্ভ্রাতবন্ধাঃ জঠরে চ প্রপীড়িতাঃ ।
দুরিতাঃ শৃঙ্গলাভিঃ হস্তয়োঃ সুকীলিতাঃ ॥ ৩৪
গ্রীবাশেন কৃষ্যন্তি প্রয়াস্তাগ্রে সুহুঃখিতাঃ ।
জিহ্বাক্ষপ্রবেশেন সমাকৃষ্যন্তি রজ্জুনা ॥ ৩৫
নাসাভেদেন রজ্জু চ সমাকৃষ্যন্তি চাপরে ।
ভিন্নাঃ কপলমো রজ্জু কৃষ্যাস্তে তথোষ্ঠয়োঃ ॥ ৩৬

আপনাদিগের দুঃখত কষ্টের নিন্দা করে ও
মুহুর্ষুহ রোদন করিতে থাকে । তাহাদিগের
শরীর মৃত, বিবস্বত, কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুক হইয়া
পড়ে । অঙ্গ ক্রশ, ভয়ে নিতান্ত ভীত এবং
ক্ষুধাগ্নিতে দহ হইতে থাকে । যমদুঃখ
কাহার পাদ উত্তান করিয়া, তাহাতে শৃঙ্গল
বন্ধনপূর্বক নিদাক্ষিণ্য ভাবে আকর্ষণ করে ।
অধোদুঃখ করিয়া বন্ধোদেশে বর্ষণ করে, রজ্জু
দ্বারা কেশপাশ বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করে ।
কেহ কেহ অঙ্গশাঘাতে বিভিন্ন-জলাটে হইয়া,
কেশ ভোগ করিতে থাকে । কাহাকেও বা
উত্তান করিয়া, কটক ও অঙ্গার-পথ দ্বারা
আকর্ষণ করিয়া, পশ্চাদ্ভ্রাতবন্ধ বাহু বন্ধনপূর্বক
জঠরদেশে নিপীড়ন করে । কাহার শৃঙ্গলা-
দ্বারা সর্ষাঙ্গ বন্ধন করিয়া, হস্তদ্বয়ে শল্য বিদ্ধ
করে । গ্রীবাদেশে পাশ বন্ধনপূর্বক কাহাকে
আকর্ষণ করে, কেহ বা অতিমাত্র দুঃখের সহিত
গমন করে । কাহারও জিহ্বায় অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ
করাইয়া, রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করে । কাহারও
নাসিকা বিদ্ধ করিয়া, রজ্জু বন্ধনপূর্বক আকর্ষণ

বিভিন্নাংশদে চান্তে ততঃ শৃঙ্গলয় নরাঃ
 ধ্বংসে কর্ণয়োচান্তে তিষ্ঠন্ত চিবুকেতপরে ৷ ৩৭ ৷
 হিরাগ্রশাখহস্তাঃ স্থিৰকর্ণোষ্ঠিনাসিকাঃ ।
 সস্ত্রিশিখ-বৃষণাচ্ছিন্নভিগ্নাসঙ্গরঃ ॥ ৮ ৷
 প্রতিলাম্বানঃ কুটুম্বাঃ তিলামানাঃ শাকটকৈঃ ।
 ইত্ৰ-ততঃ ধাবন্তি ক্রমমানাঃ শিরাশয়াঃ ॥ ৩৯ ৷
 মুলাবৈর্লোহলৈশ্চ-হস্তমানাঃ মুহূৰ্দ্ধবঃ
 কণ্টকৈর্বিবিধৈর্লোহৈর্কলনকসমপ্রভৈঃ ॥ ৪০ ৷
 তিলিন্দপালৈর্বিভিন্দপাতৈঃ সমাঃ পুং-লোমিভম্ ।
 শকটাকৃতিমিভদ্রাঃ নীলৈশ্চ বিবলান নরাঃ ॥ ৪১ ৷
 বাচমানাঃ সলিলমগ্নাঃ শপি নুতুজিতাঃ ।
 ছায়াঃ প্রাধ্বম্যনঃ নীতাত্ত-লানসঃ পুং ॥ ৪২ ৷
 বানহীনঃ প্রবাহাবাঃ প্রাধ্বম্যনঃ পুং নরাঃ
 গলীতদানশাখমগ্নাঃ শূন্যাঃ শান্তি সমালস্য ॥ ৪৩ ৷
 এবং ক্রমেন কঠিন প্রাশ্রাঃ প্রোতপুং নরাঃ

করে কোন পানীয় অংশে ও শুভলেন
 তেনে কঠিন কঠিনে উভয় তেনে কঠিন
 আকর্ষণ করে কঠিনে ও কঠিন
 কাহারও না চিবুক, অঙ্গুলি, হস্ত, কণ
 ওষ্ঠ, মাসিক শিখ, বৃষণ ও অস্ত্র-অস্ত্রসিদ্ধি
 হিরা এক লিঙ্গ কঠিন তেনে কোন কোন
 যত্নশতকী সম্বন্ধসমূহে তিলামান হইয়া,
 ক্রমেন কঠিনে কঠিনে ইত্যদ্যতঃ বিচলন করে
 কিছু কুতালি আশ্রয় প্রাপ্ত হয় ন মুলাব,
 লৌহমণ্ডল পুংলোহ কঠিন তিলামান নরন বিবিধ
 কণ্টক ও তিলিন্দপাল সমূহে হস্তমান হইয়া,
 পুং-লোমিভ বহন কঠিনে কঠিনে শকট ও
 কঠি বায় শিউরি হইয়া, অঙ্গলভ্যে নীত
 হয়। তখন তাহারা দুঃখিনীসদৃশ কঠিন
 হইয়া, অঙ্গ ও অঙ্গ প্রাধ্বম্যন করে। অঙ্গুলি
 হইয়া ছায়া, নীতাত্ত হইয়া অঙ্গল বাজা করে।
 বানশাখমগ্ন ক্রাশ্রাণ এইরূপে কঠিনে পুং
 প্রাধ্বম্য কঠিনে কঠিনে কঠিনে কঠিনে নীত হয়।
 গলীতদান কঠিন তৎকালীন পুংলোহ
 কঠিনে, তাহারা শূন্যে শান্তি সমালস্য
 হয়। এইরূপে কঠিনে পুং ও কঠিনে
 কঠিনে কঠিনে কঠিনে কঠিনে কঠিনে

প্রজ্ঞাপিতাশ্রম দৃষ্টে নিবেশিত ২৪
 তত্র যে শুভকর্মাণস্তাং সম্যগনু
 যোগতাসনানেন পাদ্যার্চন প্রিয়ে
 ধন্যায় মহাশয় আশ্রমো হিতকা
 যেন নিবাশুখার্থীশ্চ ভবতিঃ শূন্যতঃ
 ইদং বিমানমাক্রম্য নিবাসীভোগভূমি
 স্বর্গং পশুত্ব অমলং সর্গকামাশ্রিত
 তত্র তুচ্ছা মহাভোগানন্তে পুণ্যতঃ
 শাস্তিক্রিয়মন্ততঃ পুনরুদিত তেষা
 ধর্মাস্ত্রানো নরাঃ ০ চ মিতভূতমিত
 সৌম্য শূন্য প্রাশ্রাণ ধর্মভক্তা
 যে পুং কঠিনকঠিনে পুণ্যতঃ
 পুং কঠিনকঠিনে চাইবুজিকণ
 উচ্চকণ মহাশয় কঠিনে
 প্রোতপুং ০ ০ নীতাত্তপুং
 সর্গকামাশ্রিতকঠিন সর্গকঠিন
 মহামতিমকঠিন পুংলোহকঠিন

উপলব্ধমকঠিনে আকঠিনে
 নিবেশিত ২৪ তত্র মহাশয়
 ধর্মতঃ পুংলোহকঠিনে অঙ্গল
 প্রিয়েতকা কঠিন তত্র কঠিনে
 কঠিনে—০ মহাশয় কঠিন
 কঠিনে, নিবা শূন্যে নিবেশিত
 কঠিনে, অতএব আপনাতঃ
 নিবা দী-ভাগ্যক এই বিমল
 কঠিন, সর্গকাম-সম্বিত অমল
 কঠিন ০—০ সেই কঠিন
 অশ্রুত কঠিন, পুণ্যতঃ
 অশ্রুত কঠিনে কঠিনে এই কঠিন
 তাহারা কঠিনে কঠিনে
 কঠিনে শূন্যে কঠিনে নিবেশিত
 সৌম্য কঠিন কঠিনে
 তাহারা কঠিনে কঠিনে, পুংলোহ
 চাইবুজিকঠিন, উচ্চকণ, নিবেশিত
 কঠিনে অশ্রুত বিমলিত অঙ্গল
 কঠিনে, নীল অঙ্গল, সর্গ
 কঠিনে ০ ০ ০ ০ ০ ০

১৫০ মহামেয়মিবোদ্ধিতম্ ।
 স্বাধঃ পিবসিব মহোদধিম্ ॥ ৫৩
 শলেন্দ্রমুদ্রিতমিষানলম্ ।
 যৌপস্থঃ কালানলসমপ্রভঃ ॥ ৫৪
 ক্রাশঃ কৃতান্তঃ ভয়ানকঃ ।
 হামারী কালরাত্রী চ দাক্ষণী ॥ ৫৫
 যঃ কষ্টা নানারূপভাববাহাঃ ।
 শবরাঃ পাশচক্রাসিপাণয়ঃ ॥ ৫৬
 রোদ্রাঃ হুর-তুণ-ধনুর্জরাঃ ।
 মহাবীরাঃ কুরাঙ্গনমহাপ্রভাঃ ॥ ৫৭
 তকরা যমদূতা ভয়ানকাঃ ।
 ধারেন বৃত্তং সুষোরদর্শনম্ ॥ ৫৮
 পাপিষ্ঠাশ্চিত্রগুপ্তক ভীষণম্ ।
 কন্যাপঃ পরদ্রব্যাপহারকাঃ ॥ ৫৯
 বীৰ্য্যোণ পরদারাবন্দকাঃ ।
 ত্রয়তে কন্থ তং স্বয়ং ভুজ্যতে পুনঃ ॥
 আপস্বাতার্থং ভবন্তিহ কৃতং কৃতম্ ।

, নেত্র অগ্নিতুল্য ভাষর, বক্তমালা
 বক্তধারী, সুমেক্ষ পর্কতের স্থায়
 লয়কালীন মেঘবৎ গন্তীর শব্দ-
 প্রব অতি ভয়ানক দর্শন করে
 ধ হয় যেন সমুদ্রকে পান কবি-
 রূকে গ্রাস করিতেছেন এবং
 ভয় করিতেছেন । তাহার সমীপে
 প্রভাসম্পন্ন মৃত্যু, অঙ্গনসঙ্কশ
 এবং নিদারুণ কালরাত্রি, বিবিধ
 ভয়প্রদানশীল নানা ব্যাধি, শক্তি-
 রী, পাশ, চক্র, অসি, বজ্র, তুণ-
 চাদি, হুর, তুণ, ধনুর্জবী কুর
 পর্কত-তুল্য প্রভাসম্পন্ন, মহাবীর
 হামারী ভয়প্রদ অসম্ভব যমদূতগণ
 আছে । দুষ্কৃতকন্যা, পরদ্রব্য-
 ও বীৰ্য্যমদে গর্কিত, পরদার-
 পিষ্ট ভীষণ ইত্যাদি-পরিবার-
 শন যমরাজ ও ভীষণ চিত্রগুপ্তকে
 বর্ষরাজ তাহাদিগকে তিরস্কারের
 , “তোমরা যেমন কন্থ করি-

ইদানীং কিং প্রত্যাখ্যং পীড়্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥
 ভুজ্যধ্বং স্থানি কন্থাণি নাস্তি দোষোহত্র কশ্চিৎ
 এবং তে পৃথিবীপালাঃ সম্প্রাপ্তাস্তং সমীপতঃ ॥ ৬২
 স্বকীয়ৈঃ কর্ম্মভির্ষোরৈহৃৎকর্ম্মবলদর্পিতাঃ ॥ ৬৩
 ভো ভো নৃপা হুরাচার প্রজাবিধ্বংসকারিণঃ ।
 অন্নকালস্ত রাজ্যস্ত কিং ত্বয়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৬৪
 রাজ্যভোগেন মোহেন বলদগ্নায়তঃ প্রজাঃ ।
 বদন্তিতাঃ কলং তত্ ভুজ্যধ্বমধুনা নৃপাঃ ॥ ৬৫
 ত তদ্রাজ্যং কলত্রক যদর্থমন্ততং কৃতম্ ।
 তং সর্ব্বং সম্প্রিত্যজ্য যম্মেকাকিনঃ স্থিতাঃ ॥
 পশ্যামি তদ্বলং নষ্টং যেন বিধ্বংসিতাঃ প্রজাঃ ।
 যমনতৈগুহ্যমাণা অধুনা কৌদৃশ্যং ভবেৎ ॥ ৬৭
 এবং বহুবির্বেবাকৈরুপলক্সা যমেন তে ।
 স্বামিকন্থাণি শোচন্তি ত্র্যমীতিষ্ঠন্তিপার্থিবাঃ ॥ ৬৮

যাছ, তাহারই ফলভোগ করিতেছ; আপ-
 নাকে ক্রেশনান নিমিত্ত কেন দুষ্কৃত করি-
 যাছ? এখন আত্মকন্থফল বশত পীড়্যমান
 হইয়া কেনই বা সন্তাপ করিতেছ? অল্প-
 কন্থপচিত ফল ভোগ কর, এবিষয়ে অল্প
 কহারও অপরাধ নাই ।” এইরূপ দুষ্কর্ম্ম-বল-
 দর্পিত পাপিষ্ঠরাজগণ যমসমীপে নীত হইয়া
 স্বকীয় ষোর কুর্কর্ম্মের ফলভোগ করে । যমরাজ
 তিরস্কারের সহিত তাহাদিগকে বলেন, “ওহে
 হুরাচার প্রজাবিধ্বংসকারী রাজগণ! রাজ্য
 অন্নকালস্থায়ী, তাহার নিমিত্ত কেন দুষ্কৃতানুষ্ঠান
 করিলে? রাজ্যভোগ-মোহে মত্ত হইয়া বল-
 পূক্ষক প্রজাবর্গকে যে অগ্নায় দগ্ধে দগ্ধিত
 করিয়াছ, এখন তাহার ফলভোগ কর । তোমা-
 দিগের সেই রাজ্য ও কলত্র এখন কোথায়,
 যাহার নিমিত্ত এই ষোর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ?
 এখন সেই সকল পরিত্যাগ করিয়া একাকী
 অবস্থান করিতে হইতেছে । যে বলের সাহায্যে
 প্রজাদিগের প্রতি অগ্নায় করিয়াছিল, সে বল
 আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, এখন যমদূত
 কর্তৃক গৃহীত হইয়া কি ভয়ানক অবস্থাপন্ন
 হইয়াছ, তাহাই চিত্তা কর” ॥ ৬৮—৬৭ ।
 এইরূপে যমকর্তৃক বহুপ্রকার তিরস্কৃত হইয়া

ইতি ধর্ম্য সমুদ্ভিত নৃপাণাং ধর্ম্যরাড়্ধমঃ ।
 তৎপাপপঞ্চতুচ্ছার্থমিদং বচনমব্রবীত ॥ ৬১
 ভো ভো চণ্ড মহাচণ্ড গৃহীত নৃপতীন বলাং ।
 নির্যমেন বিশেষধর্ম্যং ক্রমেণ নরকাধিপ ॥ ৬২
 ততঃ শীঘ্রং সমাধায় নৃপং সংগৃহ্য পানশ্যোঃ ।
 ভ্রামরিত্বা তু বেগেন নিক্রিপোক্ষং প্রযুক্ত চ ॥ ৬৩
 সর্বপ্রাণেন মহতঃ প্রভুপুং তু শিলাতলে
 আকলয়তি ত্বরসং বজ্রবেগে মহাভয়মঃ ॥ ৬৪
 ততঃ স বক্তং শ্রোতবিত্তিঃ প্রবতে চক্ৰগীততঃ
 নিঃসংজ্ঞাঃ স তদা ভেদী নিঃসংজ্ঞঃ সংপ্রত্যগতে ॥
 ততঃ স বাহুভিঃ স্পৃষ্টঃ স ততঃ ক্রোধাতো পুনঃ ।
 ততঃ পানবিলম্বার্থং ক্রিপতি নরকাধিপে ॥ ৬৫
 অষ্টাবিংশতিবৈবাল্যঃ কিং শব্দভুক্ত কেতিয়ঃ ।
 সপ্তমত উলভাতে যোরে তমসি সংশ্লিষ্টতঃ ॥ ৬৬
 যোরাখ্যা প্রথমঃ কেতিঃ সুখোরা তদন্যঃ স্থিতঃ
 অভিষেক্য মহাবৈরা যোরাখ্যা চ পঞ্চমী ॥ ৬৭

আপনাবিপের হৃতত কাধোর অনুলেচনপক্ষক
 নীকবে অবস্থান করে সমুদ্রের দম দম প্রদেশে
 নৃপতিপক্ষক প্রবল্য পদ তিরস্ব ব করিয়া সেই
 পান-পানিগতির নিমিত্ত বমনতপক্ষে ইং
 ব্রহ্মন, "ওহ মহাচণ্ড । রাজপক্ষে বনপক্ষক
 গ্রহণ করিয়া অসক্ত নরকাধিপে ইংনিমিত্ত
 পোষন কর " অনন্তর বমনতপক্ষ অতি শীঘ্র
 রাজপক্ষের পানক্ষেপে ধারণ করিয়া বেগের
 সহিত বমন করাইয়া উর্ধ্বে প্রক্ষেপপক্ষক
 পুনর্বার ধারণ করিয়া, মহাপানপ দেহেন
 বজ্র দ্বারা আকলিত হয়, সেইকাল আপন
 বিপের সমুদ্র সাধর্বা দ্বারা প্রতপ শিলাতলে
 প্রক্ষেপ করে । তখন তাহার চক্ৰগীতত
 হইয়া বক্তপ্রভেত অর্ধ, কানপক্ষ ৬ নিঃসংজ্ঞ
 হইয়া পড়ে অনন্তর বাহুপক্ষে উল্লীক
 হইলে পানপোষন নিমিত্ত নির্য সমুদ্রে তাহা-
 দিককে নিক্ষেপ করে । পৃথিবীর অবঃ সপ্তম
 তলে নীচে যোরা অকায়মদ অষ্টাবিংশতি
 কেটি নরক আছে । ইহাবিপের প্রথম
 কেটির নাম যোরা, তাহার অব্যবসে সুখোরা,
 দ্বিতীয় ক্রিমোরা, তৃতীয় যোরাখ্যা, চতুর্থ

যষ্ঠী উলভাখ্যা চ সপ্তমী চ ভয়ানকী ।
 অষ্টমী কালরাতিচ নবমী চ ভয়োৎকটী ।
 দশমী তপস্বচণ্ডা মহাচণ্ডা অতঃপাখ্যা ।
 চণ্ডকোলাহলা চাখ্যা প্রচণ্ডতরনখ্যা ॥ ৭০
 পদ্য পদ্যবতী ভীষ্টা ভীমা ভীমপ্রবল্যা ।
 করালা বিকরালা চ বজ্র বিকটীয়া যুজ
 ত্রিকোণা পদ্যকোণা চ যুজা পদ্যবল্লী
 সপ্তভৌমাষ্টভৌম চ দাপ্ত মদ্যতি চষ্টী
 ইতি তে নামতঃ যোরা যোরা নরকে
 অষ্টাবিংশতিবৈবাল্যঃ পাপনং বচনমি
 তস্য ক্রমেণ বিবেক্যঃ পক্ষপক্ষেন ন
 প্রত্যেকং সপক্ষেটীনং নামতদন্থি
 রৌরস প্রথমপ্তেনং কদম্ব সপ্তেনং
 মহারৌরসপ্টী ভীমপ্রবল্যা চ কদম্ব
 তমঃ শীতং তদা চোম পদ্য নরকা
 সুখোরাঃ সুখোরাঃ পদ্যসদ্বীমনা
 মহাতমবিলাপঃ সুখোরাঃ পদ্য
 ভীমপ্রবল্যা চ বিকরালা প্রবল্যা
 মহাবক্তা বক্তা চ নরক প্রবল্যা
 চণ্ডমুখাঃ সুখোরাঃ পদ্য চণ্ডমুখাঃ

উল, ভয়ানক, কালরাতি, ভয়োৎকটী
 মহাচণ্ডা, চণ্ডকোলাহলা প্রচণ্ড
 পদ্য, পদ্যবতী, ভীষ্টা, ভীমা, ভীম
 করালা, বিকরালা, বজ্র, ত্রিকোণ, ৭
 যুজা, পদ্যবল্লী, সপ্তভৌমা, দাপ্ত
 মদ্যতি চষ্টী । পাপবিপের বচন
 অষ্টাবিংশতি কেটি নরকের নাম
 করিলম্ ৭—৮১ এই ভী
 কটির প্রত্যেকের পক্ষ পক্ষ প্রাণ
 ধানের নাম নির্দেশ করাই
 বক্তন যোরা কেটির প্রথম
 রৌরস, যে স্থানে সকল প্রাণই যো
 থাকে । মহারৌরস, তথাপি পদ্য
 রোমন করেন । তমঃ, শীত, ভী
 প্রকার সুখোরা, সুখোরা, পদ্য
 মহাতমবিলাপ, সুখোরা, কদম্ব,
 করালা, বিকরালা, প্রবল্যা, মহাবক্তা

৪: সুপাক্ষত ক্রকচচাপি দারুণঃ ।
 শিভবনং মেদোহস্বকপ্রহিতস্ততঃ ॥ ৮৭
 ১৫ শকুনির্মহাসংবর্তকঃ ক্রতুঃ ।
 পক্ষলেপঃ প্রতিমাসম্পূষ্যবঃ ॥ ৮৮
 মনিকঙ্কাসঃ সুদীর্ঘঃ কূটশাখালিঃ ।
 সুমহানাদঃ প্রবাহঃ সুপ্রবাহণঃ ॥ ৮৯
 ষো বৃষঃ শল্যঃ সিংহ-ব্যাঘ-গজাননঃ ।
 জ-মহিষা অবিকারবৃকাননাঃ ॥ ৯০
 যীনবজ্রাখ্যাঃ সপকৃষ্ণাখ্যাবাসাঃ ।
 জলোকাখ্যাঃ শার্দূলক-বিকটটাঃ ॥ ৯১
 তিবক্রশ্চ রক্ততঃ পুতিমৃত্তিকঃ ।
 গ্নিশ্চক্রিমীনাং নিচয়স্তথা ॥ ৯২
 হপ্রতিষ্ঠশ্চ কুধিরাহুশ্চ ভোজনঃ ।
 যতক্ষাশ্চ সর্ষভক্ষঃ সুদারুণঃ ॥ ৯৩
 শালশ্চ বিকটঃ কটপুতনঃ ।
 টাহশ্চ কষ্টা বৈতরণী নদী ॥ ৯৪
 শয়নমেকপদমঃ প্রপূরণঃ ।
 ১৫ ষোরমহিষভক্ষঃ সুপূরণম্ ॥ ৯৫
 যম্মাণি কটপাশঃ প্রমর্দিনঃ ।
 নী চ তপ্তলোহময়স্তথা ॥ ৯৬
 রা চ তথা যমলপর্ষতঃ ।
 রূপশ্চ তারকুপাশ্চ নীতগাঃ ॥ ৯৭

সীমুখ, সুনেমি খাদক, সুপ্রপীড়ন,
 পাক, ক্রকচ, অঙ্গাররাশি, ভবন,
 হিত, সুদীর্ঘ, কূটশাখালি, প্রদীপ্ত,
 প্রবাহ, সুপ্রবাহন, মেঘ, বৃষ, শল্য,
 ভ্রমুখ, গজমুখ, কুকুরানন, শূকর-
 , মহিষানন, বৃকানন, প্রহাস্ত্র
 কৃষাস্ত্র, ব্যাসাস্ত্র, ১ ভূগাস,
 ২ পুতিমৃত্তিক, বন্দ্যম, অগ্নি,
 অগ্নিধাস, প্রতিষ্ঠ, কুধিরাহু,
 ১১ ভক্ষ, আশ্বভক্ষ, সর্ষভক্ষ সুদ-
 বশাল, বিকট, কটপুতন, অশ্ব-
 বৈতরণীনদী, সুতপ্ত-লোহ-১ন,
 পূরণ, অসি-ভাল-বন, অশ্বভক্ষ,
 ১, অডমী-(মসিনা)-যজ্ঞ, কূট-
 মহাহুগী, সুচুর্নী, তপ্তলোহময়,

মুখলোদখলং যজ্ঞ-শিলা-শকট-লাঙ্গলম্ ।
 তালপত্রাণি গহনং মহাশকটমণ্ডলম্ ॥ ৯৮
 সম্মোহো অশ্বিভক্ষশ্চ তপ্তশ্চ মলরো গুড়ঃ ।
 বহুদুঃখং মহাদুঃখং কশ্যালং শমলং মলম্ ॥ ৯৯
 হালহালো বিকপশ্চ স্বরূপশ্চ যমানুগঃ ।
 একপাদস্ত্রিপাদশ্চ ত্রীশচাক্ষী চ রস্তিমঃ ॥ ১০০
 অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে ক্রমশঃ পক্ষপক্ষকম্ ।
 কোটীনামানুপূর্বেণ পক্ষ পক্ষৈব নারকাঃ ॥ ১০১
 রৌরবাদ্যমবীচাত্তং নরকাণাং শতং স্মৃতম্ ।
 চত্বারিংশচ্ছতং প্রোক্তং মহানরকমণ্ডলম্ ॥ ১০২
 এতু পাপঃ প্রপচ্যন্তে শোষ্যন্তে নরকাগ্নিশু ।
 যা এনাভিবিচিত্রাভিঃ স্বকর্ম্মপ্রক্ষয়াদ্ভূশম্ ॥ ১০৩
 সমলপ্রক্ষয়াদ্ভূশম্ প্রো ধাম্যন্তি ধাতবঃ ।
 তত পাপক্ষয়ঃ পাপা নবাঃ কৰ্ম্মানুরূপতঃ ॥ ১০৪
 সুগাঢ়ং হস্তরৌর্বদ্ধাস্তপ্তশৃঙ্গালয়া নরাঃ ।
 মহাপ্রক্ষাগ্রশাখাসু লক্ষ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ১০৫
 ততস্তে সর্ষযেহন ক্ষিপ্তা দোলন্তি কিঙ্করৈঃ ।
 দে লভ্যঃ পি বেগেন বিসংক্কা যান্তি যোজনম্ ॥

পর্ষত, অঙ্গুরা, যমলপর্ষত, মূত্রবিষ্ঠাপ, ভক্রপ,
 তদকূপ, নীতল, উদুখল-মুঘল-যজ্ঞ, শিলা-শকট,
 লাঙ্গল, তালপত্র, গহন, মহাশকটমণ্ডপ, সম্মোহ,
 অশ্বিভক্ষ, মলয়, গুড়, বহুদুঃখ, মহাদুঃখ, কশ্যাল,
 মল হালহাল, বিকপ, স্বরূপ, যমানুগ, একপাদ,
 ত্রিপাদ, ত্রীশ এবং অকীচি ;—এই এই নরক-
 গণকে পক্ষ পক্ষভাগে বিভাগ করিলে, অষ্টা-
 বিংশতি হয় । অতঃপূর্ব্বক্রমে প্রতি কোটিতে
 পাঁচটি কবিত্ব বোঝে হইতে অকীচি পর্য্যন্ত
 ১০১ শত নরক, মহানরকমণ্ডল চত্বারিংশৎ
 শত পক্ষপক্ষগণ এই সম নরক ভোগ করে ।
 নরকানলে বিচিত্র গাঢ়তা দ্বারা গুহ্র হয় ।
 যমল প্রভৃ সবল মলপ্রক্ষয়ের ভয় অনলে
 উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ পাপিষ্ঠ জীবগণ পাপক্ষয়ার্থ
 নরকানলে দগ্ধ হয় । তপ্ত শৃঙ্গলা দ্বারা পাপিষ্ঠ
 জীবগণকে হস্তবন্ধনপূর্ব্বক মহাপ্রক্ষের অগ্র-
 শাখায় যমকিঙ্করেরা লগ্নিত করে ; তৎপরে
 যমদূতেরা সর্ষপ্রযত্নে তথা হইতে তাহাদিগকে
 ছুড়িয়া দেয়, তাহাতে পাপীরা দোহল্যমান

অন্তরিক্ষস্থিতানাং লোহভারশতং পুনঃ ।
 পাকরোর্বধ্যতে ভেষ্যঃ বহুদৈর্ঘ্যমহাবলৈঃ ॥ ১০৭
 ভেন ভায়েন মহতা সূত্ৰাং তাদিতা নরাঃ ।
 ধায়ন্তি বানি কৰ্ম্মাণি তুকাঃ ধায়ন্তি নিশ্চলাঃ ॥
 ভতোহুঃ শরযিবৈর্লোহমটৌ-চ কট্টকৈঃ ।
 হস্তস্তে কিকটৈর্ঘোবৈঃ সমচ্যঃ পাককর্ম্মিণঃ ॥ ১০৮
 ভক্তঃ কাকেশ্বরীপুত্রঃ কক্ষপি বিশেষতঃ
 সমস্তস্তে প্রলিপ্যন্তি তৌরেন চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০৯
 ভক্তোভ্যাত্মনিপুত্রঃ কক্ষপাঃ কক্ষপৌরুতাঃ ।
 পুনর্বিদ্যা চাক্ষানি শিবসঃ প্রভৃতি ক্রমাঃ ॥ ১১০
 কক্ষপঃ প্রপচাত্তে তপসেন কট্টকৈঃ ।
 বিষ্টকূপে তথা কূপে ক্রিমীপাং নিচয়ঃ পুনঃ ॥ ১১১
 যেনোহুঃ কক্ষপূর্ণমুখঃ কক্ষপাঃ ক্রিপ্যন্তি তে পুনঃ
 ভক্ত্যন্তে ক্রিমিভিন্দুভৈর্লোহমটৌ-চ বহুদৈঃ ॥
 যতির্ভিন্দুভৈর্লোহমটৌ-চ বিকৃতাননৈঃ
 পচ্যন্তে যঃ কক্ষপাঃ প্রলিপ্যন্তি কক্ষপাঃ ॥ ১১২
 ভিন্দুঃ পচ্যন্তে সূতৌ-চ নরাঃ পাকেন কক্ষপাঃ ॥

হইয়া, বিস্ময়, অদৃষ্ট, শত যোজন পমন
 করে ১২—১০০ তখন মহাবল বহুভিক্ষু-
 য় অস্তরিক্ষস্থিত সেই পানীত্বের পাকসে
 কল্লোল-ভব বহু করিয়া দেয় তৎপরে
 সেই মহাত্ম্যে অক্ষয় ও অত্যন্ত তাদিত
 হইয়া, নীচ ও নিশ্চলভাবে অংশনপূর্ণক
 আপনাত্বের দ্বারা কক্ষপের মরণ করে
 অনন্তর যোর্বদী বহুভিক্ষুপ অগ্নিগ্ন অকুল,
 লোহমটু একা একা দ্বারা চতুর্ভিক্ষু হইতে
 প্রহারপূর্ণক অগ্নি হইতে বিশেষ প্রলোপ প্রদ
 কায় ছিলেন করে । অগ্নিগ্ন অগ্নিগ্ন
 করিয়া, শরীর ছিন্ন করিয়া ও ভক্তকীকত
 করে, পুনর্ভব মস্তক হইতে সমস্ত শরীর
 বিলীর্ণ করিয়া, লোহ-কট্টকে কক্ষপকুল্য
 পাক করিতে থাকে । অনন্তর বিষ্টকূপ,
 ক্রিমিভিন্দু কূপ, যেনো-কক্ষ-পূর্ণমুখ বাসীতে
 একেণ করে ; ভীকক্ষি, লোহমটু বারস,
 অক্ষয়ক বিকৃতানন কক্ষপ, কক্ষ, কক্ষ
 ও কক্ষপ কক্ষপকে ভোজন করিতে
 থাকে । পানীত্ব অক্ষয়কিতে হইয়া পুনঃ

ভেনপিটৌবিক্রম্য যোর্বদৈঃ কক্ষপি
 ভিন্দবঃ সম্প্রপীড্যন্তে চক্রাখ্যে জনা
 ভুক্ত্যন্তে চাতপে তপ্তে লোহভাণ্ডেবনম
 তৈলপূর্ণকট্টকেহু সূতপ্তেহু পুনঃপুনঃ ।
 বক্তা পাটতে ক্রিয়া যেনোভ্যপ্রিয়কর্ম্মিণঃ
 সূতপ্তেন সূতপ্তেন প্রলোভ্যন্তি পাক্যে
 মিথ্যাগমপ্রভুক্তা বিজিত্যন্তেব নিগতাঃ ।
 ভিন্দাককোশবিন্দুগা হলৈন্যোদৈঃ প্রপী
 নির্ভঃ সগতি যে কক্ষা মাতৃক পিতৃক
 বক্তৃ ও কলৌকাভিমুখমাপুর্বা মিচাত
 ততঃ কাকেশ্বরীপুত্রঃ তৌরেন চ পুনঃ পুনঃ
 ভক্তোভ্যাত্মনিপুত্রঃ তপ্তেভ্যেন কক্ষ
 ইতস্ততঃ পুনর্ভবঃ কক্ষপূর্ণমুখঃ হনতঃ ।
 বিষ্টকিঃ ক্রিমিভিন্দুপি পূর্ণমুখঃ হনতঃ
 পদ্বিক্ষু চাক্ষুগ্নাঃ প্রলোপঃ লোহমটু
 হস্তস্তে পক্ষপে ৫ পুনর্ভবঃ হনতঃ
 কক্ষপেভ্যন্তি কক্ষপে কক্ষপে হনতঃ ।
 শিব-প্রভৃতি পীড্যন্তে যোর্বদৈঃ কক্ষপি

ভেন কক্ষিঃ যেনো মস্তক পাক করে
 তাদিত্যকে পাক করে । তদন্ত
 তাদিত্যকে, তদন্ত তদন্ত
 পীডন ও অত-প্রভাৎ তদন্ত
 কক্ষিঃ দেয় অনন্ত-প্রভাৎ
 পাকসে নিশ্চিত করে তদ
 (মাতৃকী) কক্ষ বক্তৃক ও কক্ষ
 করে, বিজিত্যন্তে কক্ষ মিথ্যা-গম
 বাস্তব ভিন্দা নিত হইয়া
 বিলীর্ণ হয়, বহুভিক্ষু সেই ভিন্দু
 কক্ষ অক্ষয় করে । কক্ষ
 অক্ষয় ও কক্ষকে ভিন্দন করে, কক্ষ
 মুখ কলৌকা তাদিত্যের দুর্ভূ
 তাহাতে কক্ষকল সেচন করে এক
 অত্যন্ত প্রভাৎ তদন্ত ও তদন্ত
 করিয়া, প্রহার করিতে থাকে পানি
 ও কক্ষপূর্ণ হইয়া প্রভাৎ তদন্ত লোহ-
 আভিনন করে, প্রলোপ লোহমটু
 দ্বারা পুনর্ভব প্রভাৎ হয় কক্ষপূর্ণ

চ স্বমাংসানি পাণ্ড্যন্তে শোণিতং স্কন্ধ
ন দন্তং যৈঃ সর্ষদা স্বাপ্যপোষণৈঃ ।
সম্প্রপীড়্যন্তে অর্জরীকতা মুদগরৈঃ ॥ ১২৫
দবনৈর্ধৌরৈর্শিচ্ছদ্যন্তে খণ্ডখণ্ডশঃ ।
উন্নসর্ষাস্তপ্তশূলপ্ররোপিতাঃ ॥ ১২৬
পান্য বহুশঃ ক্লিষ্ট্যন্তে ন স্মিয়ন্তি চ ।
শরীরানি সুখ-দুঃখসহানি চ ॥ ১২৭
পাণ্ড্য মাংসানি ভিদ্যন্তে হস্তীনি মুদগরৈঃ ।
পাণ্ড্যে তুর্ণং সমদুর্ভেদলোচকটৈঃ ॥ ১২৮
সে নিরুচ্ছাসান্তিষ্ঠন্তি নরকে চিরম্ ।
স্তি তথোচ্ছাস্ত বাণুকা বদনে নরাঃ ॥ ১২৯
বোদমানাঃ পীড়্যন্তে বিবিধৈর্বৈধৈঃ ।
স্বপীড়াভির্মহাস্তোহপি ক্লদন্তি চ ॥ ১৩০
স্তে শুভে গণ্ডে চাক্ষোণেচারসি মন্তকে ।
বনৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সূতপৈলোহশঙ্খভিঃ ॥ ১৩১

ভয়ানক করপত্র দ্বারা মন্তক হইতে
বিদীর্ণ করে ; এইরূপ স্বকৃত দুঃখের
ভোগ করে । যাহারা সর্ষদাই আশ্র-
য়িরাছে, কখন কাহাকেও অন্নপান দান
, তাহারা আপনাব মাংস ভোজন ও
পান করে । মুদগরাগ্রেতে অঙ্গ অর্জর
ইক্ষুর জার প্রপীড়িত করে ; যোর
-বন দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন
হুঁ দ্বারা সর্ষাস্ত ভেদ করিয়া গুলে
পূর্ষক বারংবার চালিত করিয়া কেশ
স্ত সুখদুঃখ-সহিষ্ণু স্বপ্ন-শরীর সেমন
শেও মৃত হয় না । সেইরূপ এত
হারা মরে না । দেহ হইতে মাংস
করিয়া মুদগর দ্বারা অস্থি ভেদ করিয়া
সর্ষার নীচ আক্রিষ্ট হইয়া নিরুচ্ছাস
ক উচ্ছাসপূর্ণ হইয়া অবস্থান করে ।
কাবদন নরকে নীত হইয়া উচ্ছাস
১০৭—১২১ । রৌব-নরকে রোদন
রিতে বিবিধ দণ্ডে প্রপীড়িত হয় ।
নরকে পীড়া অনুভব করিতে করিতে
ই ও রোদনপন্ন হয় । সেখানে
কঠিন, তীক্ষ্ণ, প্রভৃতি লৌহময় শস্ত

সুতপ্তবাসুকারাক প্রযোজ্যন্তে মুহমুহঃ ।
অস্তপক্ষে ভৃশং ভৃশু ক্লিষ্টা ক্লদন্তি বিশ্বম্ ॥
তেন তেনৈব রূপেণ শাস্ত্র্যন্তে পারদারিকাঃ ।
গাঢ়মালিন্যন্তে নারীং জলতীং লৌহনির্মিতাম্ ॥
পূর্ষাকারান্ত পুরুষাঃ প্রজ্জলন্তি সমন্ততঃ ।
দুঃচারিণীং স্ত্রিয়ং গাঢ়মালিন্যন্তি হসন্তি চ ॥ ১৩৪
কিং প্রধাবসি বেগেন ন তে মোক্ষোহস্তিসাম্প্রতম্
লজ্জিতস্তে যথা ভর্তা পাপং ভুঙ্কু তথাধুনা ॥
লৌহকুন্তে বিনিক্লিষ্টা সাপিধানে শনৈঃ শনৈঃ ।
মূর্ধগ্নিনা প্রপচ্যন্তে স্বপাটৈরেব মানবাঃ ॥ ১৩৬
ক্লিপস্তাদখলেহপোনং প্রপীড়্যন্তে শিলাসু চ ।
ক্লিপ্যন্তে চাক্ষুণ্যপেদু দণ্ড্যন্তে ভ্রমরৈর্ভৃশম্ ॥ ১৩৭
ক্রেমিনির্ভিন্নসর্ষাস্তাঃ শতশো অর্জরীকতাঃ ।
সুতীক্ষ্ণকারকপেষু ক্লিপ্যন্তে তদনন্তরম্ ॥ ১৩৮
মহাআলে তু নরকে পাপাঃ ক্লদন্তি দুঃখিতাঃ ।
ইত্যন্ততঃ বাবন্তি দহমানাস্তদর্চিষা ॥ ১৩৯

দ্বারা মুখ, অপান, গণ্ড, চক্ষু, বক্ষ ও মন্তক-
দেশে আঘাত করে, অস্তপক্ষ-নরকে অতি ভৃশ
স্থানে প্রক্রিষ্ট হইয়া রোদন করিতে থাকে ।
পরদারগামী নরাধমগণ, লৌহনির্মিত স্থাপত্য
রমণীর প্রজ্জলিত প্রতিকৃতি গাঢ় আলিঙ্গন
করে । পূর্ষাকারবিশিষ্ট আরগণের লৌহময়
প্রতিকৃতি দুঃচারিণীগণকে চতুর্দিক হইতে
আলিঙ্গন করে । সেই সময় সমকিকর তাহা-
দিককে উপহাস করিয়া বলে, “কেন পলায়ন
কবিতেছ ? অথবা তোমাদিগের মোচন হইবে
না । যেমন স্বামীকে লজ্জন করিয়া আরনিরত
হইয়াছিলে, সম্প্রতি তাহার ফল ভোগ কর ।”
অনন্তর মুখাবরণযুক্ত লৌহকুন্তে নিক্ষেপপূর্বক
মুহু অগ্নি দ্বারা পাক করিয়া, উদ্বৃদ্ধে নিক্ষেপ,
শিলাতে পীড়ন ও অক্ষুপে নিক্ষেপ করে ।
ভ্রমর দ্বারা অতিশয় দংশন করায় ; কৃমিসমূহ
সর্ষাস্ত শতভাগে ভেদ করিয়া অর্জরিত করে ;
অনন্তর সুতীক্ষ্ণ কারকপে ক্রিপ করে । মহা-
আল নরকে নিপতিত হইয়া, দুঃখিতচিত্তে
ক্লদন করে । মহাআল নরকের ভেদে দহ-

পৃষ্ঠে চানীর জন্মভাষ্য বিস্তৃত্যঃ স্বকোষোজিতে ।
 জ্যোতির্ধোনে বাক্য্য বাহুপৃষ্ঠেন গাঢ়তঃ ॥ ১৪০
 বহা গরুপ্পরং সর্কীঃ সুভূষং পাপরজ্জ্বতিঃ ।
 শীড়া বহাঃ সুভূষন্তে ত্রয়বৈল্লীকুলোহৈজঃ ॥ ১৪১
 মানিনাং ত্রোখিনাটৈব তদ্বরাণাঞ্চ দাক্ষণাঃ ।
 শিওবহাভূতো যামৈর্মহাঅলেন বাওনাঃ ॥ ১৪২
 বজ্জতিবেষ্ট্যমানাঃ প্রলিপ্তাঃ কর্ণমেন চ ।
 কর্ণম-ভূষন্তো চ পচাস্তে ন মিয়তি চ ॥ ১৪৩
 হৃদীককারতোয়েন কর্ণম-শু শিলায় চ
 আফালা একস্বাং পাপ যুবায়ে চন্দনং যথা ॥
 শরীরাত্মকরমৈতৈঃ প্রভূতৈঃ ক্রিমিভিন্দিতাঃ ।
 ভক্যন্তে তীক্ষ্ণবদনৈরালেক্য একস্ব-দুভূষম্ ॥ ১৪৪
 ক্রমীণাং নিচয়ে ক্রিপাঃ পুষ্ণ-মাংসস্ত বাসিনঃ
 তিষ্টন্ত্যধিকজন্মঃ পরিত্যক্তাঃ নিশীড়িতাঃ ॥ ১৪৫
 অলেন বজ্জলোপেন শরীরমমূলিপাতে ।
 অযোমুখোপাঙ্গাঃ পতন্ত্যপ্যুচি বক্রিনাঃ ॥ ১৪৬
 বক্রিনাঃ প্রবিস্তৃপ্তাঃ সুপ্রতপমতোঃ সম্

মান হইয়া যোজন করিতে করিতে ইতস্ততঃ
 ব্যবিত হইয়া । তাহাদিগের স্বক ও পৃষ্ঠে যোজন
 করিয়া জন্মের সচিত্র একত্র করিয়া তাহাদের
 মধ্য বাহুপৃষ্ঠের পৃষ্ঠদেশে পাপরজ্জ্বতিঃ স্বক
 গরুপ্পরং সর্কীঃ বহনপূর্কক লোহময় তীক্ষ্ণ
 ভ্রমর বাক্য লক্ষণ করিয়া মানী, ত্রোখী ও
 তদ্বরাণাঞ্চ বহনপূর্কক শিওবক করিয়া, তদ্বরাণাঞ্চ
 অলিনাং দাক্ষণ বহন দেহ, এক স্বক
 বেষ্টনপূর্কক কর্ণমেনেপ দিয়া, কর্ণম ও ক্রম-
 বক্রিতে পাক করে, ইত্যন্তেও তাহাদের হৃদা
 বহনা এবং পাপকর পচাস্ত একত্র শিলাতলে
 আফালন করিয়া, হৃদীক কারতোয়েন চন্দ-
 নের দ্বারা বর্ষণ করে ॥ ১৪০—১৪৪ ॥ যেহেতু
 পরিত্যক্ত শরীরাত্মকরমৈতৈঃ প্রভূত কীটিনাং তাহা-
 দিগকে ভক্ষণ করে । পরিত্যক্ত দ্বারা নিশী-
 ডিত হইয়া ক্রিমিভিন্দ ও পুষ্ণ-মাংসরাশিতে
 তিষ্টন্ত্যধিক জন্ম করে । তদ্বরাণাঞ্চ দ্বারা
 শরীর অমূলিক করিয়া দেহ ; অযোমুখ ও
 বক্রিনাং সমস্ত ভক্ষণ করিয়া অর্ধাংশ দেহ ।
 তাহাদের সুপ্রতপ দেহে কলাইয়া জন্ম তদ্ব-

তে খাদন্তি পরাধীনান্ভাডাতে হৃদক
 যে শিবাত্তনানাম-বাঙ্গী কপ-ভূষণ
 বিদবন্তি দ্বিজস্বানং নরাস্ত্রব রম্যচ
 কামাযোগতনাতাস্থ্যঃ স্নান-পানাত্তো
 ক্রীড়নং যৈশ্বনং নাতম্যচরতি মদেব
 তে চ তে বিবিধেঘোঠৈরিদ্রুং বক্রিনী
 নিব্রাধিসু পচাস্তে মামসাত্তমং যম
 যে শরুতি সত্যং নিম্নাং তেষাং কর্ণাঃ
 অগ্নিবর্ষেবঃ কৌলস্বতস্ত-মিহিতা
 তপ-সীসারকটীতি ক্রমেন চ পুষ্ণ
 সুপ্রতাপকটীতেন বজ্জলোপেন চ
 ক্রমাসপৃষ্ঠাতে কর্ণেন্দ্রোণে চ পুষ্ণ
 অমুক্রমেন সর্কীঃ তদ্বরাণাঞ্চ দক্ষা
 সর্কীঃ নিম্নাং যমোদ্য ক্রমঃ পাপক
 ভবতি যোদ্যঃ প্রতোদ্য কৌলস্বত
 স্পর্শলোভেন দেহমুখ্যঃ পুষ্ণ চ পুষ্ণ
 তেষাং কর্ণেণ অগ্নিবর্ষেণ পুষ্ণ চ
 ততঃ ক্রমসিদ্ধিঃ চৈক শরাস্বত

কর হইলে প্রত্যেক কর্ণেই দেহ
 পরাধীনভাবে ততঃ এক করে ও
 মুখ্য-পুষ্ণের পুষ্ণিত হইয়া দেহ
 অমুক্রম, বাঙ্গী কপ ও ভূষণ
 তাহাতে উপভোগ্য নিম্নে চৈক
 স্নান, অমুক্রম, কৌল স্নান এবং
 অচরন করে, সেই মতে ততঃ বক্রি
 কাল পচাস্ত নানাত্তর বহন
 শীড়ন ও নরকামিতে পরিত্য
 সাদৃশ্যের নিম্নাং বহন করে ও
 অগ্নিবর্ষ লোহময়, ক্রমসি, পুষ্ণ
 ও ক্রম বাক্য তাহাদিগের কর্ণপুষ্ণ
 করিয়া হৃদক তপ, বজ্জলপ ও বক্রি
 শরু বাক্য এবং পুষ্ণ কর্ণ দেহ ও
 আফুপুষ্ণ সমস্ত বক্রি বজ্জল
 থাকে । আফুপুষ্ণ পুষ্ণ শরীর
 ইত্যন্তে এইরূপ যোজনা হয়
 স্পর্শলোভে পরিত্যক্ত করে, তাহা
 অগ্নিবর্ষ পাত্তে পূর্ণ করে ; তা

কষ্টাঃ সর্কেষু নরকেষু চ ॥ ১৫৭
 ত্রি ভূচাটং কর-নেত্রাং চ যে নরাঃ
 পশ্যন্তি লুকাঙ্কনেন চক্ষুবা ॥ ১৫৮
 বর্ণাভিস্তেযাং নেত্রাং প্রপূষ্যাতে ।
 চ ক্রমাং সর্কদেহে সর্কাস্ত বাতনাঃ ॥
 ক্রাবপ্রাণামনিবেদ্য প্রভুঞ্জতে ।
 ধৈতন্তপৈস্তজ্জিহ্বাস্তাং প্রপূষ্যাতে ॥ ১৬০
 মপুস্পাণি লোভাং সংগম্য পানিনা ।
 নরা মূঢ়াঃ শিরসা ধারয়ন্তি চ ॥ ১৬১
 শিরস্তেযাং সন্তপৈর্লৌহশঙ্কতিঃ ।
 পি বহ্নিলেপ্ততঃ ক্বাদিভির্ভগ্নম ॥ ১৬২
 মহাত্মানং বাচকং ধন্যদেশকম্ ।
 তক্তাং চ ধন্যশাস্ত্রক শাস্ত্রতম ॥ ১৬৩
 কণ্ঠে চ জিহ্বায়াং দন্তমক্ষিণু ।
 চ জিহ্বায়াং নৃন্ধি সর্কাস্তসক্ষিণু ॥ ১৬৪
 হুতপাং ত্রিশিখা লৌহশঙ্কবঃ ।
 চ বহ্নাং স্তনেষেতেষু মুদগারৈঃ ॥ ১৬৫

রাশি দ্বারা শরীরের অমুলেপন
 সকল নরকেই কষ্টকর যাতনা দান
 দ্বারা পিতৃমাতার প্রতি ক্রকুটী,
 এবং চক্ষুর্দিকার ও নিনিমেষনেত্রে
 । করে, যমদূতগণ অগ্নিবর্ণ সূচী দিয়া
 ক্ষু বিদ্ধ করিয়া ক্বাদি দ্বারা ক্রমে
 ক্রিয়াতনা প্রদান করে । ১৫৫—১৫৯
 তা, অগ্নি, গুরু বা ত্রাঙ্কণকে নিবেদন
 ভোজন করে, একশত তপ্ত লৌহ-
 গাহাদের জিহ্বা ও মুখ বিদ্ধ করিয়া
 মুদগণ, দেবতা ও আরাধকের পুষ্প
 গ্রহণ করে, আত্মাণ ও মস্তকে ধারণ
 তরা সন্তপ্ত লৌহশঙ্ক দ্বারা তাহা-
 । ও ক্বাদি দ্বারা নাসিকা পূর্ণ
 । মহাত্মা ব্যক্তি, পুরাণপাঠক,
 দশক, দেবতা, অগ্নি, গুরু, দেবাগ্নি-
 বেদাদি ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা বাহারা
 রসগণ তাহাদের বক্ষ, বহ্নি, জিহ্বা,
 ওষ্ঠ, মস্তক এবং সর্কাস্তসন্ধিতে
 লৌহশঙ্ক মুদগর দ্বারা বারংবার

ততঃ ক্বাবেন দীপ্তেন প্রপূষ্যাতে সমস্ততঃ ।
 বাতনাং মহাচিত্রাঃ শরীরস্তাপি সর্কতঃ ॥ ১৬৬
 নিঃশেষং নরকে ত্বেবং ভ্রমন্তি ক্রমশঃ পুনঃ ।
 যে গচ্ছন্তি পরজব্যং পদ্য্যং বিপ্রং স্পৃশন্তি চ ॥
 শিবোপকরণাস্তক জ্ঞানাদি লিখিতক যৎ ।
 হস্তপাদা বনৈস্তেযামাপূষ্যাতে সমস্ততঃ ॥ ১৬৮
 নরকেষু চ সর্কেষু বিচিত্রা দেহযাতনাঃ ।
 ভবন্তি বহ্নাঃ কষ্টাঃ পানি-পাদসমুদ্রবাঃ ॥ ১৬৯
 শিবায়তনপর্য্যন্তে দেবারামেষু কুত্রচিৎ ।
 সমুৎসৃজন্তি যে পাপাঃ পুরীষং মূত্রমেব চ ॥ ১৭০
 তেষাং শিখং সরবৎ চূর্ণ্যতে লৌহমুদগারৈঃ ।
 সূচীভিরগ্নিবর্ণাভিস্তথা চাপূষ্যাতে পুনঃ ॥ ১৭১
 ততঃ ক্বাবেন মহতা তীব্রেন চ পুনঃ পুনঃ ।
 তৈলেনাপূষ্যাতে গাত্ৰং শুদং শিশ্নক দেহিনঃ ॥ ১৭২
 মনঃ সর্কেষু স্রিয়াণক যস্যাদুঃখক জায়তে ।
 ধনে সত্যপি যে দানং ন প্রযচ্ছন্তি তৃণয়া ॥ ১৭৩
 অতিথিকাবমন্ত্রে কালে প্রাপ্তং গৃহাগমে ।
 তস্ত তে হৃদতং প্রাপ্য গচ্ছন্তি নিরয়েত্ততো ॥

বিদ্ধ করিয়া প্রদীপ্ত ক্বার দ্বারা চতুর্দিক পূর্ণ
 করে ও শরীরে বিচিত্র যাতনা প্রদান করে ।
 অনন্তর এই পাপিগণ ক্রমশ সকল নরকে
 ভ্রমণ করে । বাহারা পরজব্য গ্রহণ ও পদ
 দ্বারা ত্রাঙ্কণ, শিবোপকরণাস্ত ও জ্ঞানাদিগিপি
 স্পর্শ করে, তাহাদিগের হস্তপাদ লৌহমুদগর
 দ্বারা নিপীড়িত হয় ও তাহারা সমস্ত নরকে
 বিচিত্র দেহযাতনা ভোগ করে এবং তাহাদের
 হস্তপাদে নানা যাতনা উপস্থিত হয় । শিবায়-
 তনের সীমায় ও দেবারামে যে পাপাত্মা মূত্র-
 পুরীষাংসর্গ করে, যমদূতগণ তাহাদিগের শিখ
 ও বৃষণ লৌহ-মুদগর দ্বারা চূর্ণ করিয়া, তাহাতে
 অগ্নিবর্ণ সূচী বিদ্ধ করে ; অনন্তর তীব্র ক্বার
 ও তপ্ত তৈল দ্বারা অপান ও শিশ্ন পূর্ণ করে,
 তাহাতে মন ও সর্কেষুয়ের দুঃখ উপজাত
 হয় । বাহারা ধন থাকিলেও তৃণাংশত দান
 করে না এবং যথাকালে গৃহাগত অতিথির অব-
 মাননা করে, তাহারা সেই অতিথির পাপ প্রাপ্ত
 হইয়া অন্তর্গত নরকে - গমন করে । বাহারা

কুকুর ও বাঘকে না দিয়া। অর্পণ তোষন
করে, কীলকব্বা দ্বারা তাম্রপূর্ণক তাহাঙ্গিরের
মূৰ দ্বিত্ত করিয়া তাহার মনো কৃষি, উৎসাহ
অন্ত প্রাণী, লোভ হুও বাহসগণ বিবিধ উপদ্রব
করিয়া পীড়া দেয়। বয়মার্গে এই কুকুর
আছে, "স্বাধ ও শব্দ নামক বয়মার্গের"ধক
যে দুইটা কুকুর আছেন, তাহাঙ্গিরকে বলি দান
করি, তাহার অম্বর বলি প্রদান করুন। এই
মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহাঙ্গিরকে বলি দান করিবে।
"ঐশ্বর্য, বাহু, বাহু, বাহু ও মন্ত্রিত বাহুসগণ
পূজ্যকর, তাহার আহার পুজা প্রদান করুন।"
এই মন্ত্র বলিয়া, বাহুসবলি দিবে। মন্ত্রের সহিত
শিবপূজা-বিধিপূর্ণক হোম করিয়া, শিবমন্ত্র দ্বারা
বাহু। বলি দান করেন, তাহার। বয়মন্ত্র না
করিয়াই মর্গে দান করেন ; অতএব প্রতিদিন
স্বাক্ষরিত-স্বাক্ষরিত চক্রেণ"বওল নির্দ্বাণ
করিয়া, দীপ্যকরণে বাহু, পূর্ণনিকে ইত্য,
দ্বি-নিকে বয় ও শিবমন্ত্র পশ্চিমদিকে বাহু,
পূর্ণনিকে বাহু, বাহু, বাহু, বাহু, বাহু,
কুকুর ও কুকুরের উপরে কুকুর উপর

বলিমান কহিল, দেব, পি: মহা
 ভক্ত, শুদ্ধ, পক্ষী, কৃষি প্রভৃতি
 কহেন ১৮১—১৮৩ সত্যক
 ক'র, বসন্তক'র ও বলি এই চ'রিত্রে (পেত্র
 ভেদগণ আত্মক'রপে স্থান পিতামহ
 পান, অত দেব ও ভেদগণের
 স্থান মনুষ্যপন বলিওপ চনকে সত্য
 করেন যে মানব এই দেবকে শব্দ
 পূজা করেন, তিনি অগ্নি পূজা ভেদগণ
 পূজিত এই দেবকে ভাগ করেন, তিনি
 অন্ধকারে নিমগ্ন চন অতএব দেবকে
 বলিমান কহিয়া, ভিন্নত্ব মনিস'না সুধত
 বিদ্র প্রতীক কহিবে। অতএব
 অতিথি উপস্থিত হইলে, বসন্তভি উন্ন
 বাজন বাজা তাঁহাকে ভোজন করা
 অতিথি ভোজন চাইয়া বাহার গৃহ হইতে।
 মিত্ত হন, তাহাকে নিজ গৃহভার
 কহিয়া, ওদীর পূজা গ্রহণপূর্বক গমন
 অতিথিকে অন্ন না দিয়া লোভ বশত
 ভোজন করিলে, শাস্ত্যবধি হইয়া, নি

সমুৎকৃতা তিলমাত্রপ্রমাণতঃ ।

দীপ্যতে তেষাং তিষ্ঠা চৈব তু শোণিতম্

।। তেনাভিস্ত পীড়ান্তে ক্রমশঃ পুনঃ ।

করা কষ্টং তথা চাতিপিপাসয়া ॥ ১১৩

। মহাঘোরা যাতনাঃ পাপকর্ষণাম্ ।

তি মহৎ পাপং ধর্ম্যং চরতি বৈ লঘু ॥

তদ্বৎ বাপি তথাবস্থাং তস্যোঃ শূন্য ।

কলং ভুঙেক্ত গুরুপাপপ্রভাবতঃ ॥ ১১৫

তি সুখং তত্র ভোগৈর্বহুভিরবিতঃ ।

গ্রাহপি সমুত্তো ন ভক্ষ্যৈর্মগ্নতে সুখম্ ॥

গ্রতোহন্নস্ত প্রাতিকল্যং দিনে দিনে ।

। গুরুধর্ম্যাপি সোপবাসো যথা গৃহী ॥

ন বিজানাতি পীড়াং নিয়মসংস্থিতঃ ।

। নি ঘোরাপি সমুত্তো বৈশ্বতো নরঃ ।

দমাপ্রোতি গিরিবজ্রহতো যথা ॥ ১১৮

গীঠৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্যসংহিতায়াং

যমপুরীষণনং নাম একোন-

বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

কৃতপাপা নরা যান্তি দুঃখেন মহতাবিতাঃ ।

যমমার্গং সুখং যেষ্ট তান্ ধর্ম্যান্ বদ য়ে প্রভো ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

অবশ্যং হি কৃতং কশ্ম ভোক্তব্যমবিচারতঃ ।

স্তভাভ্যন্তর্যো বক্ষ্যে তান্ ধর্ম্যান্ সুখদায়কান্ ॥ ২

অত্র যে শুভকর্ম্মাণঃ সৌম্যচিন্তা দয়াবিতাঃ ।

তে নরা যান্তি সৌম্যেন যমমার্গং ভয়াবহম্ ॥ ৩

যঃ প্রদন্যাদিজেন্দ্রাণামুপানং কাষ্ঠপাতুলকৈ ।

স বরাধেন মহতা সুখং যান্তি যমালয়ম্ ॥ ৪

ছত্রদানেন গচ্ছন্তি তথা ক্ষত্রেণ দেহিনঃ ।

শিবিকায়াঃ প্রদানেন তদ্রথেন সুখং ব্রজেৎ ॥ ৫

শয্যাসনপ্রদানেন সুখং যান্তি সুনিশ্চয়ম্ ।

আরামচ্ছারাকর্তারো ব্রজন্তি বৃক্ষরোপকাঃ ॥ ৬

যাহা দ্বারা আবৃত হইয়া, মানব বজ্রাহত গিরির

শ্রাব্য ভেদ প্রাপ্ত হয় । ১৮৪—১১৮ ।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

স করে । তৎপরে যমদত্তগণ তাহ-

নৈজ মাংস তিলবৎ ছেদনপূর্ব্বক ভোজন

ও শোণিত পান করিতে দেয় । অতি

পিপাসায় ও অশেষ যাতনায় ক্রমশ

। হয় । পাপকারীদিগের এইপ্রকার

যাতনা হয় । যে অধিক পাপ ও

বা অল্প পাপ ও অধিক পূণ্য করিয়াছে

র অবস্থা শ্রবণ করুন । শূকরের

করে বটে, কিন্তু গুরুপাপ-প্রভাবে

ভূত হয় না, উৎসেপ বশত ভক্ষা বস্ত

। লাভ করিতে পারে না । ভাবী অন্ন-

তেই প্রাত্যহিক কষ্টভোগ করে । আর

। ধর্ম্ম অধিক, পাপ অল্প সে ব্যক্তি

।ই নিয়ম বশত উপবাসী হইলেও

ভাবপীড়া ভোগ করে না, সেইরূপ

প উপস্থিত হইলেও তাদৃশ ক্লেশ

না । এই সব ঘোর পাপ আছে,

বেদব্যাস কহিলেন, যে মানবগণ পাপকর্ম্ম

করিয়াছে, তাহারা অত্যন্ত কষ্টে যমমার্গে গমন

করে । ধর্ম্ম বশত সুখে গমন করা যায় ;

সেই ধর্ম্ম সকল কি, তাহা বলুন । সনৎকুমার

বলিলেন, অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্মের-ফল ভোগ

করিতে হইবে । অতএব সুখদায়ক ধর্ম্মসমূহ

বলিতেছি, শ্রবণ কর । যে মনুষ্যগণ পুণ্য-

কারী, সৌম্যচিন্তা ও দয়াবান্, তাহারা, যমমার্গ

ভয়ানক হইলেও, সুখে গমন করে । যে শ্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণকে চর্ম্মপাতুলকা ও কাষ্ঠপাতুলকা দান করে,

সে উত্তম অর্থে আরোহণ করিয়া, সুখে যম-

ভবনে গমন করে । ছত্রদান করিলে, ছত্র-

বৃত্ত হইয়া, শিবিকা দান করিলে, বখারু হইয়া

সুখে গমন করে । শয্যা ও আসন দাতা,

আরামচ্ছারাকারী ও বৃক্ষরোপকগণ সুখে গমন

সমং সৌখ্যং নাস্তি ক্রোধসমো রিপুঃ
হং পুণ্যমন্নদানপ্রদানতঃ ।
ঈনা তপ্তা মিরস্তে সর্ষদেহিনঃ ॥ ২৪
নদঃ প্রোক্তঃ প্রাণদচাপি সর্ষদঃ ।
নেন সর্ষদানফলং লভেৎ ॥ ২৫
পুষ্ঠাঙ্গঃ কুরুতে ধর্মসকলম্ ।
কৃষ্ণাঙ্গং কৰ্ণুচাঙ্গং ন সংশয়ঃ ॥ ২৬
যানি রত্নানি ভোগস্বীভাহনানি চ ।
সর্ষমিহামৃত চ তন্মভেৎ ॥ ২৭
মোক্ষপাং দেহঃ পরমসাধনম্ ।
পতিঃ সাক্ষাদন্নং বিমুঃ স্বয়ং শিবঃ ॥ ২৮
ং দানং ন ভুতং ন ভবিষ্যতি ।
লোকানামুদকং জীবনং স্মৃতম্ ॥ ২৯
ং দিবাং শুদ্ধং সর্ষরসায়নম্ ।
হং পাপং যঃ পশ্চাদন্নদো ভবেৎ ॥ ৩০
ধিপাপেভাঃ সর্গলোকক গচ্ছতি ।

অন্নপানচ্চ গো-বনশয্যাচ্ছত্রাসনানি চ ॥ ৩১
প্রৈতলোকে প্রশস্তানি দানাজ্ঞাপ্তৌ বিশেষতঃ ।
এবং দানবিশেষেণ ধর্মরাজপুং নরাঃ ।
গম্যদ্যাদি বিমানেন তস্মাদ্ধর্মং সমাচরেৎ ॥ ৩২
ব্যাস উবাচ ।
মুখ্যমি চ নিশম্যাদ্য ত্বং প্রৈতপুং মহৎ ॥ ৩৩
উপদেশমিহেচ্ছামি সুখং যেনেহ জায়তে ।
সনৎকুমার উবাচ ।
রহস্তমবুতকৈব শৃণু বক্ষ্যামি যং ত্বয়ি ॥ ৩৪
যা গতিঃ প্রাপ্যতে যেন প্রৈত্যভাবে মহামুনে ।
তপসা প্রাপ্যতে সর্গস্তপসা প্রাপ্যতে যশঃ ॥ ৩৫
যাঃ প্রহর্ষো ভোগস্য লভ্যন্তে তপসা মুনে ।
জ্ঞান-বিজ্ঞানমারোগ্যং রূপতত্ত্বং তথৈব চ ।
সৌভাগ্যকৈব তপসা প্রাপ্যতে সর্ষদা সুখম্ ॥ ৩৬
নাতপ্ততপসো যাস্তি শিবলোকং সনাতনম্ ॥ ৩৭
যচ্চ দূরং দূরারাধ্যং সুদূরং দূরতিক্রমম্ ।
তং সর্ষং তপসা সাধ্যং তপো হি দূরতিক্রমম্ ॥

ই নাই ; ক্ষুধাতুলা রোগও নাই,
তুলা সুখ নাই, ক্রোধতুলা শত্রু
তএব অন্নদান-প্রভাবে মহাপুণ্য
ল প্রাপ্তিই ক্ষুধাঘাতে তপ্ত হইয়া
করে। অন্নদাতা প্রাণদাতা ; যে
সে সর্ষদাতা। অতএব অন্নদান
কল বস্ত্র দানের ফললাভ করে।
র অন্নপানে পুষ্ঠাঙ্গ হইয়া ধর্মসকল
তার সেই পুণ্যের অঙ্কায় ও ধর্ম-
কায় হয়, ইহাতে সংশয় নাই।
যত রত্ন, ভোগ, স্ত্রী, বাহন আছে,
ইহাপরকালে তাহা লাভ করে।
দেহই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,
প্রিয় প্রধান উপায়। অন্ন সাক্ষাৎ
বিমু ও স্বয়ং শিব ; অতএব অন্ন-
ন পূর্বে হয় নাই, পরেও হইবে
তিন লোকের জীবন, তাহা পবিত্র-
সর্গীয় ও সকল রসের আধার-
ং সুখহং পাপের অনুষ্ঠান করিয়াও
করে, সে সর্ষ পাপ বিনির্মুক্ত

হইয়া সর্গলোকে গমন করে। অন্ন, জল,
গো, বন, শয্যা, ছত্র ও আসন এই সব জব্য-
দান প্রৈতলোকে বিশেষ প্রশস্ত। মানবগণ
এই সকল দান-ফলে বিমানারোহণপূর্বক
ধর্মরাজ-পুং গমন করে। অতএব ধর্মোচরণ
কবা নিত্য আবশ্যক। বেদব্যাস কহিলেন,
হে মহর্ষে। অদ্য আপনার নিকট মহৎ প্রৈত-
পুংর বিষয় শ্রবণ করিয়া, আমি মুক্ত হই-
তেছি। আপনি এমন উপদেশ করুন, বাহাতে
সুখ অনুভব করা যায়। সনৎকুমার কহি-
লেন, হে মহামুনে! মরণানন্তর মানব যে
গতি প্রাপ্ত হয়, সেই অদ্ভুত রহস্ত তোমাকে
বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্যা হইতে স্বর্গ,
যশঃ, আয়ুঃ, প্রহর্ষ, ভোগ, জ্ঞান (মোক্ষবিষক
বুদ্ধি), বিজ্ঞান (শিল্প ও অজ্ঞাত শক্তিবিশয়ক
বুদ্ধি), আরোগ্য, রূপ, সৌভাগ্য ও সাক্ষ-
কালিক সুখ লাভ করা যায়। তপস্তানুষ্ঠান
না করিলে সনাতন শিবলোকে গমন করা যায়
না। স্বর্গাদি দূর, জ্ঞানাদি দূরারাধ্য, মোক্ষ ও
শিবলোকাদি সুদূর, মহাপাপাদি দূরতিক্রম,

প্রতি পুণ্যং দিবি দেবলোক-
ব্যবহার্যুনি-দেবসঙ্গাঃ ॥ ৫৬
হুতে যঃ কপিলাং সবং সাং
স্ব দোহাং দ্রবিণাগ্রাশ্রয়ীম্ ।
গুণৈঃ কামহৃদাশ্চ ভুত্বা
প্রদাতারমুপৈতি সা গোঃ ॥ ৫৭
রোমাণি ভবন্তি ধেনা-
কলং লভতে গোপ্রদাতা ।
শ্চ পৌল্লাং কলক সর্ক-
সং তারয়তে পরত্র ॥ ৫৮
ক্ষিপাং কাকনচাক্ষুশীং
শ্চোপদোহাং দ্রবিণোস্তরীয়াম্ ।
ং তিলানাং দদতো বিজ্ঞান
কা বহ্নীং সুলভা ভবন্তি ॥ ৫৯
শ্রুতির্মানেবং সন্নিবন্ধং
শ্রদ্ধাকারে নরকে পতন্তুম্ ।
পরিমোহিত বাতযুক্তা
ং গবাং তারয়তে পরত্র ॥ ৬০
ব্রহ্মদেয়াস্ত দদাতি কলং
প্রদানকং কেরোতি বিপ্রৈঃ
তি বিস্তং বিবিধক যং
লাকমাপোতি পুরন্দরস্ত ॥ ৬১

নৈবেদিকং সর্কপুণোপপন্নং
যো বৈ দদাতি পুরুষো বিজ্ঞায় ।
সাধ্যায়-চারিত্রগুণাধিতায়
তস্তাপি লোকান্ প্রবদন্তি নিত্যান্ ॥ ৬২
ব্যাপ্রদানেন তথা গবায়ৈ-
লোকানবাপোতি নরো বহ্নীম্ ।
সর্গায় চাপ্যাহ্নিহ্নাদানং
ততো বিশিষ্টং কনকপ্রদানম্ ॥ ৬৩
হুতপ্রদানেন গৃহং বিশিষ্টং
যানং তথোপানহসম্প্রদানে ।
বহ্নপ্রদানেন কলং সুরূপং
গন্ধপ্রদাতা সুরভির্নরঃ স্যাত ॥ ৬৪
পুষ্পোপগাং শ্চ কলোপগাং
যঃ পাদপান্ যচ্ছতি বৈ বিজ্ঞায় ।
সুদীপসমৃদ্ধং বহ্নরত্নপূর্ণং
লভেৎ প্রযত্নোপচিতং গৃহং বৈ ॥ ৬৫
ভক্ষ্যাপানস্ত রসস্ত দানং
সর্কনবাপোতি রসান্ প্রকামম্ ।
প্রতিশ্রয়চ্ছাদনসম্প্রদাতা
প্রাপোতি তানেব ন সংশয়োহত্র ॥ ৬৬
অদাম্যক্যাত্নুলেপনানি
মানানি মাল্যানি চ মানবো যঃ ।

ন করেন, তিনি পুণ্য ও দেবলোক
।। কাংস্তোপদোহদ স্বগশ্রী সবংসা
ান করিলে, ঐ কপিলা সেই সেই
দ্রুবা হইয়া দাতার নিকট উপস্থিত
হু-গায়ে যত লোম থাকে, গো-দাতা
লাভ করে। পরলোকে তাহার পুত্র,
কুল উদ্ধার করে। কাকন-নিমিত্ত
যুক্ত, কাংস্ত ত্রোড়বিশিষ্ট বহ্নীমূল্য
স্তরীয়াচ্ছাদিত তিলধেনু দক্ষিণার
নি করিলে, সুখে বহ্নীলোক গমন
রা যায়। বাতাহত নৌকা যেমন
ইতে উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ গোদাতা
শে নিবন্ধ ও বসাকার নরকে পত-
নলোকে উদ্ধার করে। যে ব্রাহ্ম-
নে কস্তাদান, ভূমি দান ও বিবিধ

ধন দান করে, সে পুরন্দরলোকে গমন করে।
যে পুরুষ সাধ্যায়, চরিত্র ও গুণাধিত ব্রাহ্মণকে
সর্কোপকবনযুক্ত আবাস দান করে, সেও ক্ষয়-
হীন স্বর্গলোকে গমন করে। তারবাহী বৃষ,
গো ও অশ্বদান-দাতা বহ্নীলোকে, ব্রজতাদি-
দাতা সর্ক, কনকদাতা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানে
গমন করে। হুতপ্রদানকলে উত্তম গৃহ, চন্দ্র-
পাহাদানে যান, বহ্নপ্রদানে সুরূপতা ও চন্দন-
দানে শরীরের সৌগন্ধ্য লাভ করা যায়।
ব্রাহ্মণকে পুষ্প ও কলপূর্ণ পাদপ দান করিলে
উত্তম স্ত্রীযুক্ত, বহ্ন রত্নপূর্ণ প্রমত্তনির্মিত গৃহ
লাভ করা যায়। ভক্ষ্য, অন্ন পান ও রস
দানকারী প্রভূতপ্রমাণ সর্কপ্রকার রস লাভ
করে। আশ্রয় ও আচ্ছাদন দান করি-
লেও সর্কপ্রকার রস প্রাপ্ত হয়। ৪৪—৬৬।

দদ্যাৎকিঞ্চিৎকালং ভবেদরোগ-

ভবা সুক্লমং নরেন্দ্রকমঃ । ৬৭

বৌদ্ধৈরুপকৃতং শরনৈরুপকৃতং

দদ্যাৎকালং যঃ পুরুষো বিজ্ঞান

পুণ্যভিলাষং বহুবৎপূর্ণং

লভত্যভিষ্টানপরং মুনীশ । ৬৮

সুপরিচিৎকালং যঃ পুরুষো

দদ্যাৎকালং যঃ শরনং বিজ্ঞান

রূপাভিতাং পুত্রবতী মনোজ্ঞা

ভাষ্যমবহুপপত্তং লভেৎ সঃ । ৬৯

ব্যাস উবাচ

হানি হানি তু দেহানি লানানি পরিচক্রেত ।

ভেদো বিশিষ্টো কিং লানং কিং ভবেদতি ভবন ।

সনঃ কুমার উবাচ ।

অতঃ সর্গসংক্লেতো ব্যাসেন চাপানুগ্রহঃ

বক্তাভিলষিতং লানং ভবিত্যেতদপ্যচ্যুতং । ৭০

দদ্যমবেতি বদন্তা উক্তানং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে

দদ্যং ভাতারমবেতি উক্তানং মহামতং । ৭১

হিতব্যানং পোতানং পুংস্বদীপ্যন্তেমৈ চ

এতানি বৈ পবিত্রানি ভবন্ত্যতিব্রহ্মতীন । ৭২

মাসা, চন্দন, অমূলপত্র, স্বানীত জল ইত্যন্যক

হানি করিলে রোগশূন্য, সুক্লম ও সুভবন হয়

খাটবৃত্ত, পাকগৃহসম্পন্ন, পবিত্র, রমণীয় ও বহু

বহুপূর্ণ গৃহ ভাষ্যকে দান করিলে সর্গসংক্লে

পূহ লাভ করে । সঙ্কট, বিচিত্র আশঙ্কবৃত্ত

নব্য হানি করিলে অসংখ্য রূপবতী পুত্র-প্রসবিনী

অমোহিত্রিণী ভাষ্য প্রাপ্ত হয় ; দেহব্যাস

করিলেন, যে সকল বান্দকে দান বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা কোন দান শ্রেষ্ঠ ও

কোন দান অধিক উচ্চর করে, তাহা বলা

সম্ভবপর করিলেন,—বিশংকলে সকলের

এতি অতঃপাশ্চ, অমূল্য, কাকারি ব্যক্তি প্রার্থনা

করিলে অভিলষিত জলদান ও যে দান পক-

সেবে দাতার অনুগমন করে, সেই দানশ্রেষ্ঠ ।

দাতার অনুগমন করে, সেই দানশ্রেষ্ঠ ।

দানংকোতানি সাধুভোঃ দদ্যুঃ ৬৫৫

যদযদিষ্টমং লোকে যচ্চাস্তি দদিতুং

তং তদুপবতে দেবঃ তদেবাকামি

প্রিয়ানি লভতে লোকে প্রিয়দঃ প্রিয়

প্রিয়ো ভবতি ভূতানামিচ্চৈতৎ পরত

বাচমানমভীম'নামন'সকুমকিকনয়

যে' নার্কতি যথ' শক্ত্যা স নৃপাসে ন

অমিত্রমপি চেদীনং শরনৈবিনয়গতম্

বাসনে যোচনুগৃহীতি স দেব সত্যং

কৃষ্ণং দীপতে ললাটদ্বিগুণং যদ্য

অপহৃত্য কুণ্ডলং ন তেন পুংসাম

দ্বিগুণং নিদ্রিতং সাতনং পুংসাম

অচমানং কালে দ্য' সর্গসংক্লে

মর্গিতং যেন দেবেদং ন মনোহ চ বর্জ

মহাশয়ং নিত্যসংক্লে' কামন্যপকৌ

দিশা'প্রাপ্ত' ব্রহ্মত' কামন্যপকৌ

নরকেও নিম্নরক্তে এই সমস্ত ব

ব্যক্তিকে দান করিলে পুত্রসংক্লে

যে দেহব্যাস অপহৃত্য কুণ্ডলং

বদ্যতে অক্ষয় কবিত ইচ্ছা করিলে

বদ্যতে দান করিলে যে ব্যক্তি

প্রিয়কামী হয় ও প্রিয় বস্তু দান

প্রিয় বস্তু লাভ করে এক দেহ-পুংসাম

ভূতের প্রিয় ভব' যে ব্যক্তি অম

দ্বিগুণ প্রার্থনা করিলেও অল্পমান

ব্যক্তি দান করে ন' সে নরকম

পর শরণাগত করিলে দান

প্রতি অনুগ্রহ করে দেহব্যাস

ক্রোধ ভোগ করিলেও লজ্জ বস্তু

বাচকে দান করে, তাহা তুলা পূ

হয় না । যে ব্যক্তি, দ্বিগুণভব

ক্রোধ ভোগ করিলেও লজ্জ বস্তু

না, সামান্যদানপুংসাম তাহাকে

করাই ; যে দেহ ও মহাশয়

দান করি করে না ; সেই মহাশয় এক

দান করি করে না ; সেই মহাশয় এক

রতপসো ব্রাহ্মণাঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ৮১
তা দাত্তাঃ শক্ত্যা দানপরায়ণাঃ ।
তিবেত্তরো যজ্ঞকর্ম্মসমুষ্টিতঃ ॥ ৮২
গতমা নিত্যমাচার্য্যাসু পুরোহিতঃ ।
রিপাল্যাস্তে যতো ধর্ম্মধরাঃ সদা ॥ ৮৩
শুভং জ্ঞাত্যং বিস্তং যদিন্যেত গৃহে ।
ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ স্ববন্দননুভূতী ॥ ৮৪
স্বয়ং বিপ্রান্ বর্ত্তমানান যথা তথম্ ।
যথোৎসাহং নমস্তাস্তে সমাতনঃ ॥ ৮৫
জ্ঞাত্যযো ধর্ম্মঃ স্ত্রীণাং লোকে সনাতনঃ ।
তিত্তারং যজমানং তথা বিজ্ঞঃ ॥ ৮৬
সাগতির্নাশ্চ কত্রিগণাঃ মনসিনাম্ ।
নৃসদা ভক্তির্দানোচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥ ৮৭
ব্রাহ্মণা ব্যাস সত্যজৈষ্বরপূজিতাঃ ।
চ ক্রোধবিষ্টাস্তদভাবায় কল্পতে ॥ ৮৮
কৌতুহিলামি যথা ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ।

যথাস্থ-জ্ঞানচিন্তক, সত্বে ভাবে অব্যয় ও
নিরন্তর, খ্যাতবত, সদাশ্রম-সমুষ্টি, স্বাশক্তি
মী, পূরণ-স্বাভিবেক্ষা ও যজ্ঞানুষ্ঠায়ী
এবং আচার্য্য ও পুরোহিত; ইহারা
। এই ধর্ম্মধারিগণকে পুত্রের জায়
লন করিবে। ৮১—৮৩। স্বধর্ম্মানু-
নবগণ মঙ্গলকামনায় গৃহস্থিত জ্ঞানলব-
ধন দিয়া ব্রাহ্মণের পূজা করিবে। ব্রাহ্মণ
সম্পন্নই হউন বা দুরাচারযুক্তই হউন,
রমাতাকে যেমন নমস্কার করা উচিত,
তাহাদিগকে নমস্কার করিবে। পতি
যেমন স্ত্রীলোকদিগের সনাতনধর্ম্ম জ্ঞাত
ইরূপ ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত হইতে প্রতি-
যজমান সংসারোত্তীর্ণ হইতে পারে।
কত্রিগণের ত্রাণ ভিন্ন গতি নাই
আচ্ছাদন এবং ভোজন দ্বারা
দগের প্রতি ভক্তি প্রকাশ কত্রিগণের
কর্তব্য। হে ব্যাস! এই সব
রা অপূজিত হইয়া যদি কত্রিগণ-
'ত্যাগ করেন বা ক্রোধাবেশে নিন্দা
ত, তাহাদের বিনাশ হয়। এ বিষয়ে

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণং নিত্যং পুরা পরিচচার হ ॥ ৮৯
বৈশ্ণো ব্রাহ্মণমিত্যেব শূদ্রো বৈশ্ণমিতি ক্রতিঃ ।
মহাভাবান সত্যশীলান সত্যধর্ম্মানুপালকান্ ॥ ৯০
সানীবিধানিব ক্রুদ্ধাংস্তানুপাচরত বিজান্ ।
অপরেষাং পরেষাক পরেভ্যশ্চৈব যে পরে ॥ ৯১
তে সর্গে ব্রাহ্মণেভ্যোহপি নিস্তরস্তি ভবান্ববম্ ॥
ব্যাস উবাচ ।

বিদ্যায়া জন্মনা যো তু ভবেতামধিকক্ষয়োঃ ।
এতং মে সংশয়ং ছিদ্দি কো দানায় ভবেয়ুনে ॥
সনৎকুমার উবাচ ।

বিদ্যায়া জন্মনা বাপি ন শ্রেয়ান্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।
আচারো ব্রাহ্মণস্তেহ তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠতরঃ সদা ॥ ৯২
শ্রেয়োহভিযাচতে দত্তং দানমাহরযাচতে ।
অর্ন্তসমো যো বৃতিমান্ কপণাদকৃতাস্থনঃ ॥ ৯৩
কত্রিযোহপার্জনরতিব্রাহ্মণো বৃতিমান্ শুচিঃ ।
তস্মাদে বৃতিমান্ বিদ্বান্ দেবান্ প্রীণতি তুষ্টিমান্
বিজন্ত প্রার্থ্যমানোহপি ব্যভিচারো হি দৃশ্যতে ।

আমি তোমার নিকট সনাতনধর্ম্ম কীর্তন
করিতেছি। পূর্বে কত্রিয় ব্রাহ্মণের নিত্য
পরিচর্যা করিতেন, বশ্য কত্রিয়ের এবং শূদ্রও
বৈশ্যের পরিচারক ছিলেন। মার্কিনসম্পন্ন, সত্য-
শীল, সত্যধর্ম্মরত এবং ক্রুদ্ধ হইলে সর্পতুল্য
যে ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে পূজা কর। পরাপর
পরসংপরেরও ব্রাহ্মণগণ হইতে সংসার-সমুদ্র
উত্তীর্ণ হন। বেদব্যাস কহিলেন,—বিদ্যা-
ভোক্তা ও বযোজ্যোষ্ঠের মধ্যে কাহাকে দান
করিলে, শ্রেয়োলাভ হয়, এই বিষয়ে আমার
সংশয়চ্ছেদ করুন। সনৎকুমার কহিলেন,
ব্রাহ্মণ বিদ্যাবয় দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয় না; যিনি
আচারসম্পন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ। যাচক অপেক্ষা
অযাচককে দান করিলে অধিক শ্রেয়োলাভ
হয়। যিনি দারিদ্র্যে নিমগ্ন হইয়াও ধৈর্য্যশীল,
তিনি অধীরপ্রকৃতিযাচক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
অর্জনশীল কত্রিয়, ধৈর্য্যশীল ও পবিত্র ব্রাহ্মণ
শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্য্য ও সন্তোষসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেব-
গণের প্রীতিসম্পাদন করেন। বিজ-বাচিত
কত্রিগণিতেও ব্যভিচার দেখা যায় এবং

বাচক কথার দ্বারা সকলকেই উদ্ভিষ্ট করে
 বাচক আর্থনাকালে মরণ দুলা ভাসে অতুল
 করে, দাতাও অনিচ্ছায় দান করিয়া তুলে
 ত্রৈলোক্যে হইয়া; কিন্তু অক্ষুণ্ণ দান
 করিলে আপনাকে সাধনিত করা হয়। বাচ-
 ককে কামই ধোয়াই, এমন নহে, কিন্তু তাহার
 আর্থনা পূরণ হইলে অনুসঙ্গতই প্রদান হয়
 ক্রান্তকালতঃ ত্রৈলোক্যে করিয়াও তাহার
 আর্থনা করে না, তাহারাই দানের আশ্রয় পায়।
 যে কালের প্রভো ভদ্রাঙ্কুরিত বক্রিণ ক্রান্ত
 হইলে ত্রৈলোক্যে দান করেন, সেট প্রভো
 ইহাঙ্গিরে প্রভবেই সংসারসংগর উত্তীর্ণ
 হন। সেট জ্ঞান-বিজ্ঞান-অপোবনসংগর ত্রাক-
 ককে প্রতিদিন পূজা করিলে সেট প্রভো
 তপস্বী ত্রৈলোক্যকে বহুবিধ বস্তু দান
 করিলে সাতপ্রোক্ত অধিহোর অনুষ্ঠানে যে
 কল হয়, সেই কল প্রাপ্ত হয়। বিদ্যা ও
 যোগেও ত্রৈলোক্য, কোমলীকরণ, কেবল
 পুণ্যবিধি দানপরিগ্রহকারী, প্রভুতাবে
 বাচ্য ও তপস্বী, বিদ্যাভ্যাস ত্রৈলোক্য-
 ককে নিয়ন্ত্রণ করিয়া, কলোত্তম পুণ্য ও দান-
 কল দান দান করিয়া, বিজ্ঞান করিলে যে,

[illegible]

২ প্রকাশক রত্না তান প্রতিপাদয়েৎ
 ৥পৈবিনির্মুক্তঃ সর্গঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
 চাপি ভূত্যাংচ প্রজাংচ পরিপালয়েৎ ।
 ২মো ভবেৎ তস্ম ব্রাহ্মণেন্যাস্ত নিত্যশঃ ॥
 ৩ভ্যঃ সমাদায় রাজা রাষ্ট্রং প্রলুপাতি ।
 ৪ ততস্তস্মাৎ পাপমাহর্মণীষিণঃ ॥ ১১৫
 ৫নয়াৎ সমাপ্তব্রজরাজা সমাহিতঃ ।
 ৬কুরুতে কৰ্ম্ম তং প্রশংসন্তি সাধবঃ ॥
 ৭তঃ সুসংবদ্ধা যদদত্যনুকুলতঃ ।
 ৮ভূপায়েন যদ্বৈবান্ত নিত্যমাদেতঃ ॥ ১১৭
 ৯নিমিচ্যেত নিচিচার্থো যথোদধিঃ ।
 ১০মহাযজ্ঞৈর্জ্ঞেত বহুদক্ষিণৈঃ ॥ ১১৮
 ১১ধনং ব্রহ্মদক্ষস্তু কপণম্ চ ।
 ১২কুর্সীত ন চাদস্ত্য ধনং ধবেৎ ॥ ১১৯
 ১৩পবিস্তং তি রাষ্ট্রং হন্তি নৃপক্ৰিয়া

২বে ন : বৃষ্টিহীন জাতিযাই প্রভাবে
 দান করিবে। মনুষ্য এই প্রকার
 পাপ হইতে মুক্ত হয় : পুত্রবৎ ভূত্যা
 বর্গের প্রতিপালন করেন এবং ব্রাহ্মণ
 যোগক্ষেম লাভ হয়। যে রাজা নগর-
 তে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা
 রিয়া প্রজানাশ করে : মনীষিগণ সেই
 পাপ কীর্তন করিয়াছেন। যে রাজা
 প্রজা হইতে ধন গ্রহণ করিয়া সমা-
 ১৫ যজ্ঞ বা যে কিছু কৰ্ম্ম করেন, সাধ-
 ১৬ রাজার প্রশংসা করেন। প্রজাগণ
 ও সুখসংবদ্ধ হইয়া, যাহাতে দান
 ১৭ এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া
 ১৮ক যজ্ঞ করিবেন। সমুদ্র জল-
 ১৯ও যেমন যেমন তাহার প্রতি বাবি-
 ২০ধর্মাস্তা নরপতি, সম্পূর্ণ ধর্ম থাকি-
 ২১ও যজ্ঞ দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করিবেন।
 ২২, অথ ও পীড়িতের ধন রাজা, বন্ধা
 ২৩ভূগর্ভে লুক্কায়িত অপরের ধন ও
 ২৪করিবেন না। রাজা যদি কপণের
 ২৫করেন, তাহা হইলে রাজ্য ও ব্রজাদি

২৬খা মাননি ভোজ্যানি সমবেক্ষন্তি বালকাঃ ॥ ১২০
 ২৭দি চৈতানশো রাষ্ট্রে বিদ্বান্ সীদেৎ ক্ষুধাবিতঃ ।
 ২৮দিক্ তস্ম জীবিতং রাজ্ঞো রাষ্ট্রে বস্তাবসীদতি ॥
 ২৯অপ্স্যা তং মনুষ্যোহসৌ শিবিরাহ বচো যথা ।
 ৩০যস্ম স্য বিষয়ে রাজ্ঞঃ ক্ষুধা সীদন্তি বাডবাঃ ॥ ১২২
 ৩১অবস্তিমেব তং রাষ্ট্রং দহতে সহব্রাজকম্ ।
 ৩২কোশভ্যো যস্ম রাষ্ট্রাঙ্গি হ্রিয়ন্তে তরসা স্ত্রিয়ঃ ॥
 ৩৩কোশতাং পতিপুত্রাণাং মৃতঃ স ন তু জীবতি ।
 ৩৪অরুক্ষিতারং ভর্তারং বিলোপ্তারমদায়কম্ ॥ ১২৪
 ৩৫তং রাজানং বলাক্রুতাঃ প্রজাঃ সন্ত্যয় নির্ধনম্ ।
 ৩৬অহং বা বক্ষিতেতাকু স্ববাচানাশকারকঃ ॥ ১২৫
 ৩৭ন সংহত্য নিহতবো যো ন বক্ষতি ভূমিপঃ ।
 ৩৮পাপং কুসন্তি যংকিকিৎপ্রজা রাজা হারুক্ষিতাঃ ॥
 ৩৯চতুর্থং তস্ম পাপম্ রাষ্ট্রো ভবতি নো মতম্ ।
 ৪০অপ্যাহঃ সর্কমপোতভ্রয়োহর্কমিতি নিত্যশঃ ॥ ১২৭

সকল কর্ম্মই বিনষ্ট হয়। বালকের হস্তস্থিত
 মিষ্ট-দ্রব্যের গায় কপণধন আপনি ও পর
 কাহারও ভোগ্য হয় না। যে রাজার রাজ্যে
 বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ক্ষুধাপীড়িত হইয়া অবসন্ন হন,
 সে রাজার জীবনে দিক্। যে রাজার রাজ্যে
 ব্রাহ্মণের ক্ষুধায় অবসন্ন হন, তাহাকে লক্ষ্য
 করিয়া শিবিরে যে বাক্য আছে, তদনুসারে সেই
 রাজা মনুষ্যপদবাচ্য হন না। সে রাজ্যও
 রাষ্ট্রপদবাচ্য নহে : রাজার সহিত সেই রাজ্য
 লক্ষ হইয়া যায় : কামুক ও দম্ভাগণ যেরূপ
 ৪৫তির রাজ্য হইতে আক্রোশ-পরায়ণ পতি-পুত্রের
 ৪৬সমক্ষে রোদ্ধমান। ব্রহ্মণীকে বলপূর্ব্বক
 ৪৭হরণ করে, সে রাজা মৃত, কখন সে জীবিত হয়
 ৪৮ন। বক্ষণ ও ভরণ-পরামুখ প্রজাদিগের ধন-
 ৪৯বিলোপকারী অদাতা নির্দয় নরপতিকে প্রজা-
 ৫০গণ বলপূর্ব্বক বিনাশ করিবে। যে ভূপতি
 ৫১“আমি তোমাদিগের রক্ষিতা” ইহা বলিয়া, আপ-
 ৫২নার বাক্য প্রতিপালন করিতে পারে না, প্রজা-
 ৫৩গণ মিলিত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিবে। প্রজা
 ৫৪রক্ষাভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যে সকল পাপ করে,
 ৫৫আমাদিগের বিবেচনায় রাজা তাহার চতুর্থ
 ৫৬ভাগ প্রাপ্ত হন। অপর মুনিগণ বলেন, সেই

ততঃ বা যদ্বি কুর্ষতি এষা রাজা হুয়তিতঃ ।

চতুর্থঃ তত পুণ্যত রাজা প্রাপ্যতি নিত্যশঃ ।

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং

ধর্মবিশেষকথনং নাম বিংশো-

ধধ্যায়ঃ । ২০ ।

একবিংশো'ধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

তুণ্যধিকেষ্টো বিপ্রেষ্টো না কৃৎয়ো মহোপতিঃ ।

কনি জানানি লোকেহহিনু সন্দ্যাদবক্ষ্যতোত্তম

সনৎকুমার উবাচ ।

লোকতত্ত্বং হি সৎকোঃ দেবঃ সর্গিপুণ্যে'গম-

অহমেব প্রশংসস্মি সর্গমগ্রে প্রতিষ্ঠিতম্ । ১

তদ্বাক্যং বিশেষেণ বাক্ষ্যমিচ্ছতি সৎকোঃ

অহেন সৎকোঃ কনি ন তুতং ন তদ্বাক্যং । ২

অহেন ধর্ম্যতে সর্গঃ বিদ্যে অগমিমাঃ সুন

অহমর্জয়তুং লোকে প্রাণং তগ্রে প্রতিষ্ঠিতম্ । ৩

সকল পাপের অর্জনা হুতবানো হইয়া এষা
রাজার পাপের প্রজাপন হুতকৃত হইয়া সে
পুণ্যকর্ম করে, রাজা ততঃ চতুর্থঃ লভ
করেন । ১০৭—১২৮ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

বেদব্যাস কহিলেন,—তৎ কৃৎযতে'ত্তম ।

রাজা তুণ্যবান্ ত্র্যম্বকে'হমেন কনি কহিতে ইচ্ছা
করিলে, কোন কোন দ্রব্য দিবে ? সনৎকুমার
কহিলেন,—শ্রেষ্ঠ কনি ও বেদবান লোকতত্ত্ব
পরিজ্ঞান করিয়া, অহকেই অতিমাত্র প্রশংসা
করেন; কেহেতু অহে সকলই প্রতিষ্ঠিত ।
অহেন সাধুগণ বিশেষরূপে অগম্যন করিতেই
ইচ্ছা করেন; অগম্যনকৃত্য দান কখন হয়
নাই ও হইবে না । যে হুতম্ । অহে এই
বিদ্যে কনি কহিতেছে, অহ অগম্যনী; এষা
অগম্যনী কনি কহিতেছে, অহ অগম্যনী কহিলেন ।

দাতব্যং তিকবে চারং ত্র্যম্বকায় যদ্বা

কটনং শীডবিকাপি আশুনো ভূতিমি

নিজ্যতি নিবিশেষঃ যে সন্দ্যাদবক্ষ্যতি

ত্র্যম্বকায় কনি পাপলোকিকমাত্মনঃ

অহমেহতিম'বকন কলে দ্বিজমুপস্থি

তঃ সন্দ্যাদনি বহুতঃ গহতঃ গুহম'প্রত

অহলঃ প্রাপ্যতে বাস হনৌলো, বীতমঃ

কো'দম'পতিতঃ তিঃ সিব চারং হ

ন'ভিনন্দে'ভিততঃ ন প্র'দ্যো কহকন

অ'প'বপ'ক'কনি বা ন কন বিপ্রবণ

অ'হ'দ্য'দ্বিপ'স'দ'হ'ম'ল'নি'ভিনে

১০ সন্দ্যাদবক্ষ্যতি স সন্দ্যাদবক্ষ্যতি

সি'দ'ন'দে'ব'প'দ'বিপ্র'ন'ভিতাঃ ১০৭

১০ নতঃ প্রবক'ভিত'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'পি'হ'ম'হ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

অ'প'ন'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

সি'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

ক'হ'ক'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'প্র'দ'

করুণ দানমন্ত্র শূদ্রে মহৎ ফলম্ ।
 শূদ্রে চ ব্রাহ্মণে চ বিশিষ্যতে ॥ ১৩
 দাত্তচরণং স্বাধ্যায়ং দেশমেব চ
 ব্রাহ্মণেনহ দদ্যাদম্ প্রযাচতঃ ॥ ১৪
 শুভা রক্ষাঃ সর্বকামালাদিতাঃ
 যথা পুত্রা হর্ষযুক্তান্ বিষ্ণুপে ॥ ১৫
 ন যে লোকান্তান্ গৃণুয মহামুনে ।
 প্রকাশ্যে দিবি তেষাং মহাশ্রনাম ॥ ১৬
 ধানরূপানি নানাকামাশিতানি চ ।
 ফলাপি রক্ষা ভবনসংস্থিতাঃ ॥ ১৭
 শুভাঃ কৃপা দৌর্য্যকটৈশ্চ সর্বশঃ
 চ যানানি মুক্তান্তঃ সহস্রশঃ ॥ ১৮
 জামবাঃ শৈলা যানান্ত্যভরণানি চ
 যন্তাঃ সরিতপ্তধেবান্ত পশ্বতাঃ ॥ ১৯
 পাদুভাভাঃ শয্যাশ্চ কনকোজ্জ্বলাঃ
 মুগন্ধস্ত্রী-বাসনপ্রদো ভূবঃ ॥ ২০
 দাতাঃ পুনাহতমদানমহাশ্রুতঃ ।

ক দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয় ।
 দান করিলেও মহৎ ফল হয় । সকল
 মনুষ্য দান করিলে, তাহা বিশেষ
 হয় । অতিথির মোত্র, শাখা, স্বাধ্যায়,
 ছুই ক্রিয়াক্রিয়া করিবে না, যাচক
 অন্নদান করিবে । অন্নদানকারী
 যেমন সন্তান-সন্ততি সমগ্রিত মঙ্গল-
 হর্ষ দান করে, সেইরূপ স্বর্গেও
 উৎকলপ্রদ কল্পরূপ হর্ষ বিতরণ
 হে মহামুনে ! অন্নদান করিলে যে
 লোক-প্রাপ্তি হয়, তাহা শ্রবণ কর ।
 এই মহাশ্রুতদের নামা নিবেশরূপ
 যুক্ত ভবনসমূহ প্রকাশিত হয় ।
 যিতপ্রদ বৃক্ষনিচয় ভবনে অবস্থান
 হয়বাপী, নির্মল জলযুক্ত কূপ ও
 গম্ভীর-নিলাদী যৌক্তিকময় ঘান,
 জলযুক্ত শৈল, উত্তম বস্ত্র, অলঙ্কার,
 সর্দী, অমর পূর্বত, শুভ প্রাসাদ,
 উৎকল শস্ত্র, এই সকল দাতার হস্ত-
 ক্রমে অন্নদান করা উচিত ।

তদ্বাদম্ বিশেষেণ দাতব্যং মানবৈর্ভূবি ॥ ২১
 এতদ্যঃ শ্রাবয়েচ্ছান্দে ব্রাহ্মণান্ ভক্তিতো যুনে ।
 অক্ষয়ামন্নদানক পিতৃণামুপতিষ্ঠতি ॥ ২২

ইতি শ্রীশেবে মহাপুরাণে ধর্মসংহি-
 তায়ামন্নদানবিধিনামৈক-
 বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২১

দ্বাবিংশোধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

পানীয়দানং পরমং দানানামুত্তমং সদা ।
 তদ্বাসী-কৃপাশ্চ তড়াগানি চ কারয়েৎ ॥ ১
 যন্তং পাপম্ হরতি পুরুষশ্চ বিকর্ম্মিণঃ ।
 কৃপাঃ প্ররুতপানীয়ঃ সুপ্ররুতশ্চ নিত্যশঃ ॥ ২
 সর্বম্ তরয়তে বংশঃ যঃ খনেচ্চ জলাশয়ম্ ।
 গাবঃ পিতৃতি বিপ্রাশ্চ সাধবশ্চ নরাঃ সদা ॥ ৩
 নিদাঘকালে পানীয়ং যন্ত তিষ্ঠত্যাবারিতম্ ।

পূণ্যাত্মা অন্নদানকারী এই সকল লোকে গমন
 করেন । অতএব সকলেই অতিথিকে অন্নদান
 করিবে । যে ব্যক্তি শ্রাবকালে এই দান-
 প্রশস্তি ভক্তিপূরক ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করায়,
 সেই ব্রাহ্মণ পিতৃগণের অগ্রাহ হইলেও
 তাহার পিতৃগণ তাহা গ্রহণ করেন । ১—২২ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—অন্নদান সকল দান
 অপেক্ষা উত্তম ; অতএব বাপী-কূপ-তড়া-
 গাদি খনন করা উচিত । পানিষ্ঠ ব্যক্তিও
 লোক-সুখার্থ জলপূর্ণ জলাশয় উৎসর্গ করিলে
 তাহার পাপের অর্দ্ধাংশ নষ্ট হয় । যে জলাশয়
 খনন করে, তাহার বংশের সকলেই পাপমুক্ত
 হয় ; যেহেতু তাহার জলাশয়ে গো, বিপ্র, সাধু
 ও সামান্ত মনুষ্যেরা জল পান করে । যে
 নিদাঘকালে জলাশয় আবৃত্তি রাখে, সে কখন

হুগুং বিবমং কৃষ্ণং ন কদাচিনবাপাতে ॥ ৫
 উড়ানাক বক্যামি কৃষ্ণানং মে গুণাঃ স্মৃতাঃ ।
 ত্রিষু লোকেষু সৰ্বত্র পূজিতো বক্তৃদগবান ॥ ৬
 অথবা মিত্রসদনং মিত্রমিত্রবিবৰ্জনম্
 কীৰ্ত্তিসদনং শ্রেষ্ঠং উড়ানানং নিবেশনম্ ॥ ৭
 ধন্যত্বার্থত্ কামত্ গলমাহমবীৰিকঃ
 উড়ানং সূক্ততঃ দেশে ক্ষেত্ৰমথো মংগলম্ ॥ ৮
 চতুর্কিধনং ভূতানং উড়ানস্তোপলক্ষণোঃ
 উড়াননি চ সৰ্বত্র দিশিঃ শ্রীমুসুমম্ ॥ ৯
 দেব মনুষ্য পুংসঃ পিতৃপুত্রপুত্রপুত্রস্বয়ং
 স্বাক্ষরানি চ ভূতানি সাংগতিম্ জলশয়ম্ ॥ ১০
 বর্ষাকালো উড়ানে ২ সলিলঃ বক্তৃ ত্রিষ্টতি
 অজিহোত্রকলং তত্ এষমবমবীৰিকঃ ॥ ১১
 শতংকালে তু সলিলঃ উড়ানে বক্তৃ ত্রিষ্টতি
 বোমহস্রকলং তত্ লভতে নরঃ সৎশয়ঃ ॥ ১২
 হেমন্তে শিশিরে চৈব সলিলং বক্তৃ ত্রিষ্টতি
 সর্বে বহুদূর্বতঃ বহুতঃ লভতে মনম্ ॥ ১৩

হুগুং ও বিবমং কৃষ্ণং ন কদাচিনবাপাতে ॥ ৫
 উড়ানাক বক্যামি কৃষ্ণানং মে গুণাঃ স্মৃতাঃ ।
 ত্রিষু লোকেষু সৰ্বত্র পূজিতো বক্তৃদগবান ॥ ৬
 অথবা মিত্রসদনং মিত্রমিত্রবিবৰ্জনম্
 কীৰ্ত্তিসদনং শ্রেষ্ঠং উড়ানানং নিবেশনম্ ॥ ৭
 ধন্যত্বার্থত্ কামত্ গলমাহমবীৰিকঃ
 উড়ানং সূক্ততঃ দেশে ক্ষেত্ৰমথো মংগলম্ ॥ ৮
 চতুর্কিধনং ভূতানং উড়ানস্তোপলক্ষণোঃ
 উড়াননি চ সৰ্বত্র দিশিঃ শ্রীমুসুমম্ ॥ ৯
 দেব মনুষ্য পুংসঃ পিতৃপুত্রপুত্রপুত্রস্বয়ং
 স্বাক্ষরানি চ ভূতানি সাংগতিম্ জলশয়ম্ ॥ ১০
 বর্ষাকালো উড়ানে ২ সলিলঃ বক্তৃ ত্রিষ্টতি
 অজিহোত্রকলং তত্ এষমবমবীৰিকঃ ॥ ১১
 শতংকালে তু সলিলঃ উড়ানে বক্তৃ ত্রিষ্টতি
 বোমহস্রকলং তত্ লভতে নরঃ সৎশয়ঃ ॥ ১২
 হেমন্তে শিশিরে চৈব সলিলং বক্তৃ ত্রিষ্টতি
 সর্বে বহুদূর্বতঃ বহুতঃ লভতে মনম্ ॥ ১৩

বসন্তে চ তথা গ্রীষ্মে সলিলং ত্রিষ্টতি
 অতিরাত্রাবমেধানাং গলমাহমবীৰিকঃ ॥ ১৪
 নানাবিধানাং বৃক্ষাণাং বোপনে চ গুণম্
 অতীতানাপতো চোতো পিতৃপুত্রপুত্রস্বয়ং
 কান্তারকরোশী চ তদানুগুণং বোপনং
 তত্ পুত্রা ভবত্যন্তো পানপা নরঃ সৎশয়ঃ
 পরলোকং গতে সোঃ পি লোকানপ্রেতি
 পুংসঃ সূর্যগণন সর্গন কলৈঃ সপি জা
 চাঃ চাতিধীন সর্গন পুত্রস্বয়ং মৌল্য
 পুংসিতাঃ গলবত্ তত্ চাঃ মনম্ ॥ ১৫
 কিংবদন্ত্য-বক্তৃসি দেব-গলক-মনম্
 তত্ কলিগণাঃ সৎশয়ম্ মৌল্য
 ইং লোকং পরে চৈব পুত্রস্বয়ং মৌল্য
 উড়ানকৃতকরোশী ইংলোকং মৌল্য
 এতে সর্গনি চৌল্য মৌল্য সত্যবান
 সত্যমেব পরে বক্তৃ সত্যমেব পরে উপা
 সত্যমেব পরে বক্তৃ সত্যমেব পরে কৃত

উড়ান লাত ১৩ বসন্তকাল পর্যন্ত জল
 জল থাকিলে অতিরাত্রাবমেধান
 গ্রীষ্ম পর্যন্ত জল থাকিলে অতিরাত্রাবমেধান
 হয় ১—১৩ নানাবিধ বৃক্ষ বোপনে
 জল হয়, তাহা প্রবণ করে যে মনব
 বিবিধ বৃক্ষ বোপন করে, সে অতীত পিতৃ
 অনাপত্ত বংশের উদ্ধার করে অতএব
 বোপনে বক্তৃদগবান হইয়া উচিত বক্তৃ
 করিলে, বৃক্ষগণ বোপনকারীর পুত্রি সপ
 করে অতএব পরলোকে গতি হইয়া
 লোকে গমন করে বৃক্ষগণ পুত্র দাতা
 পুত্রগণ, জল দাতা পিতৃপুত্রপুত্রস্বয়ং
 অতিধিকপুত্র পুত্র ও পুত্র সম্পন্ন
 মনুষ্যগণও জল পুত্র দাতা উত্তীর্ণ
 কিংবদন্ত্য, বক্তৃ, দেব, গলক, মনম্
 কলিগণ বৃক্ষগণকে আশ্রয় করেন
 বৃক্ষ ইংলোক ও পরলোকে বক্তৃ
 উড়ানকারী, বৃক্ষরোশী, বক্তৃদাতার
 বাকী বিজ বর্গ হইতে হইস হইস
 গলক, সত্যই শ্রেষ্ঠ উপা, সত্য

জাগতি সত্যক পরমং পদম্ ॥ ২১

পুণ্যক দেবধিপিওপূজনম্ ।

৮ বিদ্যা ৮ সৰ্বকং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ।

বা দানং যজ্ঞা দেবী সরস্বতী ।

। সত্যমোক্ষারঃ সত্যমেব চ ॥ ২৩

মৃত্যুতি সত্যেন তপতে রবিঃ ।

দ্বিহতি স্বর্গঃ সত্যেন তিষ্ঠতি ॥ ২৪

বেদানাং সৰ্বতীর্থাবগাহনম্ ।

৩। লোকে সৰ্বমাপোত্যসংশয়ঃ ॥ ২৫

সহস্রক সত্যক তুলসী প্রভম্ ।

ব্রাহ্ম সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ ২৬

।। প্রীয়ন্তে পিতরো ঋষয়স্তথা ।

ব্রহ্ম ধর্ম্যং সত্যমাহঃ পরং পদম্ ॥ ২৭

ব্রহ্মব্রহ্ম তস্মাৎ সত্যং সদা বদেৎ ।

নিরতাস্তপস্তপ্তা হৃদ্বক্ষরম্ ॥ ২৮

তাঃ সিদ্ধাস্ততঃ স্বর্গমিতো গতঃ ।

সংস্কৃতৈবিন্যনৈঃ পরিষ্যতভিঃ ॥ ২৯

সত্যই অদ্বিতীয় বিদ্যা। সত্য জাগরণ করিতেছে। সত্যই পরম পুণ্য, যজ্ঞ, পুণ্য, দেবধি ও পিতৃ-
১, বৈদিক ধর্ম এবং বিদ্যা সকলই তিষ্ঠিত। সত্যই যজ্ঞ, সত্যই দান, সত্যই দেবী সরস্বতী, সত্যই ব্রহ্ম-
তাই ওক্ষার। সত্যপ্রভাবে বায়ু
। করিতেছেন, সূর্য তাপ দান করিতে-
। দাহ করিতেছেন। স্বর্গও সত্য-
অবস্থান করিতেছেন। বেদচতুষ্টয়ের
সর্বতীর্থাবগাহন জ্ঞাত পুণ্য সত্যবাদী
।। সত্যের গৌরব-পরীক্ষা নিমিত্ত
র এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও
ক সত্য হুত হইয়াছিল। তাহাতে
সহস্র হইতে সত্যই অধিক গৌরবা-
ছিল। সত্য হইতে দেবগণ, পিতৃ-
গণের প্রীতি হয়। মুনিগণ সত্যকে
পরমপদ ও পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ
।। অতএব সর্বদা সত্যবাদী হইবে।
মুনিগণ হৃদয় তপস্তা করিয়া সিদ্ধি
।। চতুর্বিধে অমুগাধিগণে বেদিত

বক্তব্যক সদা সত্যং ন সত্যাবিদ্যাতে পরম্ ।

অগাধে বিপুলে ভুঙ্কে সত্যতীর্থে শুচিহৃদে ॥ ৩০

স্নাতব্যং মনসা যুক্তৈঃ স্নানং তং পরমং স্মৃতম্ ।

আত্মার্থে বা পরার্থে বা পুত্রার্থে বাপি মানবাঃ ॥ ৩১

অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ।

বেদা যজ্ঞাস্তথা যজ্ঞাঃ সন্তি বিশ্রেয় নিত্যশঃ ।

নো ভাস্ত্যমৌ হংসত্যেসু সত্যং সত্যং সমাচরেৎ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তপসো মে কলং ক্রুহি পুনরেব বিশেষতঃ ।

সর্বেষাকৈব বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাং অপোদন ॥ ৩৩

সনৎকুমার উবাচ ।

প্রবক্ষ্যামি অপোহধ্যায়ং সর্বকামার্থসাধনম্ ॥ ৩৪

মুতশ্চরং দ্বিজাতীনাং তন্মে নিগদতঃ শৃণু ।

অপো হি পরমং প্রোক্তং তপসা বিন্দতে ফলম্ ॥

অপোরতা হি যে নিত্যং মোদন্তে সহ দৈবভৈঃ ।

তপসা প্রাপ্যতে স্বর্গস্তপসা প্রাপ্যতে বশঃ ॥ ৩৬

তপসা মোক্ষমাপোতি তপসা বিন্দতে মহৎ ।

হইয়া অপ্সরোগণ-পরিবৃত বিমানে আরোহণ
করিয়া স্বর্গগমন করিয়াছিলেন। সর্বদা সত্য-
বাক্য বলা উচিত, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই
নাই। অগাধ, সত্যরূপ তীর্থবিশিষ্ট, নির্মল
হৃদে স্নান করিবে, সেই স্নানই শ্রেষ্ঠ স্নান।
আপনার নিমিত্ত, পরের নিমিত্ত বা পুত্রের
নিমিত্ত যে মানব মিথ্যা না বলে, তাহারাই
স্বর্গগামী হয়। বেদ, যজ্ঞ ও যজ্ঞ, নিত্যই
ব্রাহ্মণে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু অসত্যভাবী
হইলে কিছুই শোভা পায় না। অতএব সত্য
আচরণ করিবে। ১৪—৩২। বেদব্যাস কহি-
লেন, হে মুনে! আপনি পুনর্বার বিশেষ
করিয়া তপস্তার ফল কীর্তন করুন। যেহেতু
সকল বর্ণের, বিশেষ ব্রাহ্মণের, তপস্তাই ধন।
সনৎকুমার কহিলেন, সর্বকামার্থ-সাধক,
দ্বিজাতিগণের হৃদয়, তপস্তার প্রশংসাবোধক
অধ্যায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্তাই শ্রেষ্ঠ,
তাহা হইতে ফল লাভ করা যায়। যাহারা
তপস্তায় মগ্ন, তাহারাই দেবতাদিগের সহিত
প্রমোদ করিতে থাকে। তপঃ হইতে স্বর্গ,

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পত্তিং সৌভাগ্যং রূপমেব চ ৷৩৭৥
 তপসা লভ্যতে সৰ্ব্বং মনসা বদ্বন্দ্বিত্বম্ ।
 নাওন্ততপসো যান্তি ব্রহ্মলোকং কদাচন ৷ ৩৮ ৥
 বং কাৰ্য্যং কিকিলাহায় পুরুষস্তপাতে উপঃ ।
 তং সৰ্ব্বং সমবাপোতি পরত্রেহ চ মানবঃ ৷৩৯৥
 সুতাপঃ পরমায়ী চ ব্রহ্মহা শুক্লভগ্নঃ ।
 তপসা তরতে সৰ্ব্বং সৰ্ব্বভূত বিমুচ্যতে ৷ ৪০ ৥
 যনি সৰ্ব্বৈবকঃ স্বাপুবিমুচ্যেব সনাতনঃ
 ব্রহ্মা ভূতেশ্বরঃ শক্ভো যে চাক্ষে তপসাধিতঃ ৷ ৪১ ৥
 বড়ীতিসহস্রাণি সুনীনা মুকুত্রেতসাম্ ।
 তপসা দিবি মোহন্তে সমেতঃ শিবভৈঃ সহ ৷ ৪২ ৥
 তপসা প্রাপ্যতে ব্রাহ্ম্যং স চ শত্রুঃ সুবেধকঃ ।
 তপসা পালয়ন্তু সৰ্ব্বমহত্ত্বনি কুত্রচ ৷ ৪৩ ৥
 সূৰ্য্যচন্দ্রমসৌ দেবী সৰ্ব্বলোক-পিত্তে রতো
 তপসৈব প্রকাশন্তে নক্ষত্রাণি গ্রহাণ্ডক ৷ ৪৪ ৥
 ন চান্তি তং সুবঃ লোকে যিনি তপসা তিল
 তপসৈব সুবঃ সৰ্ব্বমিতি বৈদিকিণে বিদুঃ ৷ ৪৫ ৥

বশ, মুক্তি ও ব্রহ্ম লাভ হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সম্পত্তি, সৌভাগ্য, রূপ ও যান্ত্রিক বস্তু আত্মীয়, সেই সকলই তপস্বীরা প্রাপ্ত হইতে পারে। তপস্বীরা ন করিলে কখনই ব্রহ্মলোককে গমন করা যায় না। যদুযা যে কোন কথা উদ্দেশ্য করিয়া তপস্বী করে, অপোহলে ইহপল্লবকে সেই সমস্তই লাভ করেন। সুতাপাণী পরমায়ী, ব্রহ্মহা, বিদ্যাপ্রদায়ী, ঈশ্বর ও তপস্বীরা পাপবিমুক্ত হইয়া উত্তর লাভ করে। সৰ্ব্বৈব মহাদেব, সনাতন বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অগ্নি, ইন্দ্র, ইত্যাদি ও অপোহুচরী, বড়ীতি সহস্র উজ্জ্বল যুগি অপোহলে দেবকণ্ডে সন্নিভ স্বর্গে বর্ষাদুত্তর করিতেছেন। তপস্বী করিলে ব্রাহ্ম-লাভ হয়। সুবেধক ইহ প্রভৃতিরা অপোহলে নক্ষত্রকে প্রতিপালন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে বিনাশ করিতেছেন। লোকবিত্তে নিবৃত্ত চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ও গ্রহের তপস্বীরাই প্রকাশ পায়। অতএব একম হৃদয়ে, যাহা তপস্বীরা তপস্বী করিয়া থাকে ইহা পায়। সৌখিন্য, অসম, সন্তোষপ্রদায়ী সকল সুখই লাভ করা যায়।

সৰ্ব্বক উপমাতোতি সৰ্ব্বক সুখমশ্রুতে।
 তপস্তপ্যতি যোহরুণো বস্তুমঙ্গলমাণনঃ ৷ ৪৬ ৥
 যোহরুণো নচমেকাহং তুচিঃ সন তংসমা
 তুচিপ্রদায়নাং পুণ্যং বদ্যন্তেতি বিজ্ঞেভ্যম্ ।
 তনব্যাদ্যজ্ঞপত্নাপি দ্বিগুণং কলমশ্রুতে।
 জগদ্বধা নিব্রালোকং জগতে শশিতারুণে।
 বিনা তথা পুণ্যং হি দ্যৌময়ম্, মনে নন।
 তপাযানঃ সন্যজ্ঞানে নির্য্যতেরাশংকৃতঃ ৷
 সম্ভেদ্যতি লোকে তং তপস্বীং পরমায়ী
 সৰ্ব্বৈবকৈব পাত্ৰং যো যোঃ পদবিতম্ ৷
 পতনং ব্রহ্মতে যদ্যং তপস্বীং পরমায়ী
 ধনং বাক্যং দিব্যমাকং বসন্তসি বিদ্বদ্বিচ ৷
 যে চান্তি সুপাত্ৰং তে দ্যৌঃ পরমায়ী
 পাত্ৰং যদ্যং মহাবীৰ্য্যং পতনমাকং শোভন।
 যঃ প্রদন্তি মুণ্যায় তদ্যং পুণ্যমাকং
 অক্ষয়ং সৰ্ব্বকামায় দেবকণ্ডে ন নতঃ
 মতায় সন্যতি যদ্যুগৈ কষ্টং কলমশ্রুতে

যিনি ব্রহ্ম লাভ করে। সৰ্ব্বক সুখমশ্রুতে।
 তপস্বীরা যোহরুণো বস্তুমঙ্গলমাণনঃ ৷ ৪৬ ৥
 যোহরুণো নচমেকাহং তুচিঃ সন তংসমা
 তুচিপ্রদায়নাং পুণ্যং বদ্যন্তেতি বিজ্ঞেভ্যম্ ।
 তনব্যাদ্যজ্ঞপত্নাপি দ্বিগুণং কলমশ্রুতে।
 জগদ্বধা নিব্রালোকং জগতে শশিতারুণে।
 বিনা তথা পুণ্যং হি দ্যৌময়ম্, মনে নন।
 তপাযানঃ সন্যজ্ঞানে নির্য্যতেরাশংকৃতঃ ৷
 সম্ভেদ্যতি লোকে তং তপস্বীং পরমায়ী
 সৰ্ব্বৈবকৈব পাত্ৰং যো যোঃ পদবিতম্ ৷
 পতনং ব্রহ্মতে যদ্যং তপস্বীং পরমায়ী
 ধনং বাক্যং দিব্যমাকং বসন্তসি বিদ্বদ্বিচ ৷
 যে চান্তি সুপাত্ৰং তে দ্যৌঃ পরমায়ী
 পাত্ৰং যদ্যং মহাবীৰ্য্যং পতনমাকং শোভন।
 যঃ প্রদন্তি মুণ্যায় তদ্যং পুণ্যমাকং
 অক্ষয়ং সৰ্ব্বকামায় দেবকণ্ডে ন নতঃ
 মতায় সন্যতি যদ্যুগৈ কষ্টং কলমশ্রুতে

তি বৈ বংশান্ দশ পূৰ্বান্ দশাপরান্ ॥
 ৪৮ দিব্যেন শিবলোকং স গচ্ছতি ।
 ঋষ্টিমাস্তি দেবাঃ প্রেক্ষণকৈরপি ॥৫৫
 পুষ্পপূজাতিৰ্থা পুষ্টকবাচনৈঃ ।
 যতনে যন্ত কারয়েদ্রুপ্য পুষ্টকম্ ॥ ৫৬
 কষ্ট কস্তাপি শৃণু তস্তাপি যং ফলম্ ।
 প্রমেধাত্ম্যং কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৫৭
 পুরাণানাং পুণ্যং পুষ্টকবাচনম্ ।
 কামানবাপোহ সৃধ্যলোকং ভিনন্তি সঃ ॥
 কক্ ভিষ্মা স বক্ষলোকক গচ্ছতি ।
 প্রশতাত্ত্ব রাজা ভবতি ভূতলে ॥ ৫৮
 সহস্রং যং ফলং সমুদাস্তম্ ।
 ১২ সমবাপ্নোতি দেবাগ্রে যো জয়ং পূৰ্ণং ২
 সৰ্ব্বপ্রযত্নে কাৰ্য্যং পুষ্টকবাচনম্ ।
 পুরাণানাং শতোত্তরাতনে শুভে ॥ ৬১
 পীতিকরং শতং স্থপাঠেভ্যঃ দিশৌকসাম্ ॥

ত্ৰীশৈবে মহাপুরাণে ধৰ্ম্মসংহিতায়াং
 নীচ-দান-সত্য-তপঃ-পুৰাণমাহাত্ম্য-
 ধ্বনং নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥২২॥

যি দান করেন, তিনি উচ্ছতন দশ পুরুষ,
 দশ পুরুষ ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া
 ইমানরোহণপূৰ্ব্বক শিবলোকে গমন
 দেবগণ পুরাণপাঠে যাদৃশ তুষ্ট হন,
 নি, (দেবসমীপে) নাটকাদির অভিনয়,
 দান, পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিলে
 তুষ্ট হন না । বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির
 দ্বিগে যে ব্যক্তি ধৰ্ম্মপুস্তক পাঠ করেন,
 ১২১ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ
 ইতিহাস ও পুরাণ পুস্তকের পাঠ
 পুণ্য ও সকল অভীষ্ট লাভ করিয়া,
 স্বীলোক ভেদ করিয়া, ব্রহ্মলোকে
 য়ন; তথায় শতকল্প বাস করিয়া
 রাজত্ব লাভ করেন । সহস্র অশ্ব-
 মেধ যে ফল উক্ত হইয়াছে, দেব-
 ঠ পুৰাণ পাঠ করিলে সেই ফল
 বাব ।

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

অত্রাপ্যদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
 পুরাণং পরমং পুণ্যং সৰ্ব্বপাপহরং শিবম্ ॥ ১
 কুমারঃ সৰ্ব্বলোকানাং নমস্কৃত্য পিতামহম্ ।
 প্রোবাচেদং মহাখ্যানং দেবর্ষির্ব্রহ্মসুতুনা ॥ ২
 গতোহহং ধৰ্ম্মরাজানং দ্রষ্টুং সম্পূজিতো ময়া ।
 স্মৃতিভিঃ পরয়া ভক্ত্যা বহুমানপূরঃসরম্ ॥ ৩
 তথা মধুরয়া বাচা ত্রেনোক্তোহস্মি সুখাসনে ।
 ময়া তত্রোপবিষ্টেন দৃষ্টং কিঞ্চিন্নহাদৃতম্ ॥ ৪
 কাঙ্কনেন বিমানেন বৈদধ্যাকৃতবেদিনা ।
 মণিমুক্তাবিচিত্রেন কিঞ্চিনীজালশোভিনা ॥ ৫
 অগতং পুরুষং তত্র আসনাদেবসমুদয়ঃ ।
 সসমুদয়ং সঙ্গায়াম দৃষ্ট্বা ধৰ্ম্মঃ সসং বিভূঃ ॥ ৬

যত্নের সহিত ইতিহাস ও পুরাণপুস্তক পাঠ
 করিবে । ইহা ভিন্ন শিব ও অত্র দেবগণের
 পীতিকর আর কিছুই নাই । ৩৩—৬১ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—এ বিষয়ে ইতিহাসজগণ
 এই পুরাতন শুভপ্রদ ইতিহাস কীর্তন করিয়া-
 ছেন । ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি সনৎকুমার, সৰ্ব্ব-
 লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া, এই
 ইতিহাস বলিলেন,—আমি একদা ধৰ্ম্মরাজকে
 দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম; তাঁহাকে
 বহুমানপূৰ্ব্বক ভক্তিসহকারে স্তব দ্বারা পূজা
 করিলে, তিনি মধুরবাক্যে আমাকে উপবেশন
 করিতে বািললেন । আমি সুখাসনে উপবিষ্ট
 হইয়া, এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম । একটা
 পুরুষ, বৈদধ্যময় বোদীয়ুক্ত, মণিমুক্তা-বিভূষিত,
 কিঞ্চিনীজাল-শোভিত, কাঙ্কন-রচিত বিমানে
 আরোহণ করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন ।
 সেই পুরুষ আগমন করিমামাত্র ধৰ্ম্মরাজ আসন
 হইতে উঠিয়া, সসমুদয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া

গৃহীত্বেনং তদা বাক্যমুবাচ হ সুখানিতম্ । *
 সুখাপত্যং ধর্মদর্শিনী প্রীতোহস্মি নন্দনাম্ তব ॥ ৭
 সমীপে মম তিষ্ঠত্ব যাবদাজ্ঞা সত্যো মে ।
 পুনর্যজসি তং স্থানং যত্র ব্রহ্মা স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ৮
 ইত্যুক্তে তু ততঃশাস্তো বিমানবরমাহিতঃ ।
 আনতঃ পুরুষো দিব্যো যত্র তিষ্ঠতি ধর্মরাট্ ॥ ৯
 স পুজিতো বিমানখঃ প্রমদাবনতেন চ ।
 সামপূর্ব্বং তথোক্তঃ স যথা পূর্ব্বনবস্ত চ ॥ ১০
 স্বয়ং ধর্মেন যৈ ব্রহ্মন্ দৃষ্টা পূজাং কৃতং ততোঃ
 তত্র মে বিশ্বস্যো জাতঃ পুরোঃ ধর্মো মদা ততঃ ॥
 নবস্তব সকালং তি যোচ্চয়ং পূর্ব্বমিদাপত্যঃ
 কিস্মিনেন কৃত্য কন্থ বস্ত তুহোঁ তবন্ তুশম্ ॥ ১১
 তত্র মে কোদুকং তস্য কন্থং তি বহুমেব তু

কহিলেন, “হে ধর্মদর্শিনী ! তুমি ও সুখে আপ-
 মন করিবাচ ৭ আমি তোমার নন্দনে পৌত হই-
 লাম । আমার আশ্রিত্যে সমীপে উপবেশন
 কর, পরে পুনর্বার যথায় যথায় ব্রহ্মা অবস্থান
 করিত্তেছেন, সেই স্থানে গমন করিও । এই
 কথা বলিলে, ঐ ব্রহ্ম-বিমানাক্রান্ত দিব্যাকার আর
 একটি পুরুষ ধর্মরাজ-সম্মিলনে আসত হইলেন
 ধর্মরাজ প্রমদাবনত হইয়া, সেই বিমানখ পুরু-
 ষের পূজা করিলেন এবং প্রমদাপত্য মনুষ্যকে
 যেমন মনুষ্য-বাক্য কহিয়াছিলেন, সেইরূপ
 মনুষ্য-বাক্য কহিলেন । হে ব্রহ্মন্ ! আমি
 স্বয়ং ব্রহ্মরাজকে ঐ হালিগের পূজা করিতে
 দেখিয়া, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, জিজ্ঞাসা
 করিলাম, “যে মনুষ্য প্রথম আপনার নিকটে
 আগমন করিয়াছেন, ইনি এমন কি কন্থ করিয়া-
 ছেন যে, আপনি ইচ্ছা প্রতী এত সমুদ্রে হইয়া-
 ছেন ৭ এ বিকার আমার অত্যন্ত কোদুল

* একান্তরূপে—

“গৃহীত্ব বসিনে পার্শ্বো পুজিতোহর্ঘ্যো বরজঃ ।
 নিরস্তরো মেবেণ পুরজঃ স্থানং তদনন্তম্ ।
 পূর্ব্বমিহ হ কন্থং বস্ত ইত্য বাক্যমুবাচ হ ॥”

ইতি কহিঃ পার্শ্বঃ ।

বনস্ত তবতা পূজা বিশ্বস্যো মেঃ প্রমদাপত্যঃ
 তথৈবাত কৃত্য পূজা বিত্তীষত নবস্ত কু-
 মন্তেহহং ততকন্থাপৌ কবিমো নবস্ত
 বহুমাভ্যাং সমং পূজাং কন্থমে ধর্মরাজঃ
 ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবান্যৈশ্চ পূজাসে ৭ সমঃ
 যন্তেদুঃ পরমং পূজাং কিমেতাৎ কন্থ
 কপাতাং মম সর্গং তি ফলং দিব্যমপত্যঃ
 ততঃসৌ তু মামাতঃ পুত্রঃ কন্থং বস্ত তুশম্
 কৃত্য ততর্মহাবাতৌ তক্ষুণ্ড মতঃপতৌ ॥

ধর্ম উবাচ

বৈদিশঃ নাম নগরং পৃথিবীমসি বিস্তৃত্য
 তত্র ৭ পৃথিবীপালো বরপ ৭ ইতি কৃত্য
 কস্মিন কালে পুত্র নন্দী পূজাপ সূচ্য তু
 মনুষ্যে ৭ পর নন্দী তুহুমে নিবসিত্য
 তস্মাদ্ভাষণ বসন্তি তদুৎকৃষ্টা তদ্ব্যক্তি

অদিস্যচে আপনি স্বয়ং দেবত হ
 বনন ইহান পূজা করিলেন এবং মম
 কোদুল হইতে পারে এম এই
 ব্যক্তিরও তনপ পূজা করিলেন এবং
 চনাঃ হম, ইহঁরা অত্যন্ত পূজাকর করি
 এখন বনন এই দুই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য কে ৭
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকন্থক সর্গক পুজিত
 যে এই দুই জনের তুলা পূজা করিলেন
 কৃত পূজাই ইহঁরা হেতু হে মে ৭
 এমন কি কন্থ করিয়াছেন, ধর্ম বস্ত
 নিকটে প্রজা-প্রাপ্তিরূপ দিয়া ফলপ্রাপ্ত
 ছেন ৭ অনন্তর মম আমাকে কহিলেন, ই
 যে কন্থকন্থ করিবা এই স্থানে আগমন
 ছেন, তাহ প্রবণ কর ১—১০ ৭ ইতি
 পৃথিবীতে বৈদিশ নামে এক নগর আছে
 নগরে ধার্মাপাল নামক ব্যক্তি দিব্যাত ন
 ছিলেন । পূর্বে কোন সময়ে পর্তী
 অস্ত্রতম অশুচরকে ক্রোধে অভিশপ
 “তবে তুই কেহেতু আমা জি অ
 কন্থকে আমার বাধীর সহিত মনুষ্য
 ছিল, এইজন্য তুই বাধনবর্ষ পূর্ণ

স তু বজ্রাম জম্বুকো মেদিনীতলম্ ॥২০
 বেত্রবতোস্ত সঙ্গমে লোকবিক্রান্তে ।
 তবিতা তত্র পূর্কোক্তো গিরিকন্ধ্যা ॥২১
 নশনং কুত্ৰা ক্লেত্রে প্রাণাংস্ততোহমৃজৎ
 বপুর্ভুত্বা জগাম শিবসন্নিধৌ ॥ ২২
 ১২ মহদৃষ্টা ধরাপালো মহীপতিঃ ।
 ১৩ তনুং কুত্ৰা স্থাপয়ামাস বৈ শিবম্ ॥ ২৩
 ১৪ পুরে সুরান সর্কানর্চয়ন্ সোঃস্ত বীক্যতে
 ১৫ জনং শতোস্তস্মিন্নগ্রে সভাজনৈঃ ॥ ২৪
 ১৬ ব্রাহ্মণাদীনাম্ পূজয়িত্বা কদম্বকম্
 ১৭ পুরাণকং বাচকক নিশেনতঃ ॥ ২৫
 ১৮ বিজ্ঞশেষে বিদ্যাশেষে মঃ মুনিম্ ।
 ১৯ পি সম্প্রজ্ঞা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥২৬
 ২০ রাজাসৌ বাচকং বিনয়ান্বিতঃ ।
 ২১ নং শতোঃ কারিতত্ত শিবাগ্রতঃ ॥ ২৭
 ২২ মিত্রকপি শ্রোতুকামং কদম্বকম্ ।
 ২৩ বিজ্ঞশেষে কক পুস্তকবাচনম্ ॥ ২৮

যাবৎ সংবৎসরং বিপ্র গৃহ্য বৃত্তিশ্রুতমাম্ ।
 স্বর্ণনিকশতকাত্র ততো দাত্তে তথাপরম্ ॥ ২৯
 পূর্ণে বর্ষে বিজ্ঞশেষে শ্রোত্রোহর্মহমাম্বনঃ ।
 এবং প্রবর্তিতে তত্র পুণ্যে পুস্তকবাচনে ॥ ৩০
 যমাসে গতমাত্র তু কালে মুনিবরোত্তম ।
 অথায়ুঃ ক্রমাচ্চায়ং কালধর্মমুপেযিবান্ ॥ ৩১
 ময়া চাস্ত বিমানং হি শিবেন প্রেরিতং দিবি ।
 ইত্যেবা কস্মিণো ব্যুষ্টিঃ পুণ্যখ্যানকসংজ্ঞিকা ॥৩২
 গন্ধপুষ্পোপহারৈস্ত ন তুষ্টির্জায়তে তথা ।
 দেবানামিহ সর্কেষাং পুরাণশ্রবণাদৃশা ॥ ৩৩
 গো-সুবর্ণ-হিরণ্যানাং বস্ত্রাণ্যাকাপি কংসনঃ ।
 গ্রামাণাং নগরাণ্যক দানাং তুষ্টির্ভবেন্ন হি ॥ ৩৪ *
 যথা শ্রাদ্ধশ্রবণাং প্রীতিঃ সর্কদিবৌকসাম্ ।
 ইতিহাস-পুরাণানাং শ্রবণং মুনিসত্তম ॥ ৩৫
 যথা মে শ্রাদ্ধপ্রীতির্ন আদৈঃ সর্ককামিকৈঃ ।
 কন্যাশ্রাদ্ধে মহাপ্রীতির্মম শ্রানুনিষত্তম ।
 ন তথ বোচতে সা তু যথা পুস্তকবাচনে ॥ ৩৬
 অথ কিং বহনোক্তেন নাশ্রুতং প্রীতিকরং মম ॥৩৭

সেই অনূচর ভগবতীর এই শাপে
 য়া পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতে
 গিরিরাজকন্ধ্যা ভগবতী পূর্ক বনিয়া-
 স্তা ও বেত্রবতী নদীর সঙ্গমস্থলে
 পাত্ত হইবে। ঐ শৃগাল সেই
 ত্র গমনপূর্কক অনশন করিয়া,
 করত, দিব্য রূপসম্পন্ন হইয়া শিব-
 ধন করিল। ধরাপাল সেই স্থানে
 ১ ব্যাপার দর্শন করিয়া, মহাদেবের
 ২ করিয়া তাহাতে শিবস্থাপন করি-
 ৩ ই মন্দিরে সমস্ত সুরগণের পূজা
 মঙ্গলময় শিব-মন্দির পরিদর্শন
 গেলেন। সর্কোপকরণপূর্ব সেই
 ৪ ইতিহাস-পুরাণবাচক ব্রাহ্মণসমূহকে
 বিদ্যাসম্পন্ন মহামুনি বাচক ও
 গন্ধ-চন্দ্রমাদি দ্বারা পূজাপূর্কক
 ৫ য়া বাচককে কহিলেন, হে বিজ-
 ৬ এই স্থানে শিবসমূখে শিব-
 ৭ করাইয়াছি, আর এই ব্রাহ্ম-
 ৮ পুরাণ শ্রবণ করুন হইয়া

অবস্থান করিতেছেন, আপনি একশত স্বর্ণনিক-
 রূপ উত্তম বৃত্তি গ্রহণ করিয়া, সংবৎসর পুরাণ
 পাঠ করুন। অনন্তর বর্ষ পূর্ণ হইলে স্বীয়
 শ্রেয়ঃকামনার আরও ধন দান করিব। এই-
 রূপে সেই স্থানে পুণ্যপ্রদ পুস্তক-বাচন আরম্ভ
 হইলে, যমাস অতীত হইলেই সেই রাজা
 ধরাপাল আয়ুঃক্লয় বশত মৃত্যুমুখে নিপতিত
 হইলেন। তখন মহাদেব ইহাকে স্বলোক
 আনয়ন নিমিত্ত আমা দ্বারা বিমান প্রেরণ
 করিলেন। ইহাই পুণ্যখ্যানসংজ্ঞিত কস্মের
 ফল। দেবগণ পুরাণ শ্রবণে যেরূপ সন্তোষ
 লাভ করেন, গন্ধ, পুষ্প, বলি, সুবর্ণ, হিরণ্য,
 বস্ত্র, গ্রাম ও নগর দান করিলেও তাদৃশ সন্তোষ
 হন না। হে মুনিসত্তম! ইতিহাস-পুরাণ-
 শ্রবণে আমি বাদ্যী প্রীতি লাভ করি,
 সর্ককামিক আদৈও তাদৃশী প্রীতি লাভ করি
 না। কন্যাগত অপরাধে আদৈ আমায় প্রীতি-
 কর বটে, কিন্তু পুস্তক-বাচনে তাহা অপেক্ষা
 অধিক প্রীতি হয়। ১৮—৩৬। অথবা অধিক

কি করিব পূজা-বাখানাম (পূজকদণ্ডন)
 অশোক। কিছুতেই আমার সীতি চর না। আর
 এই যে পূজা-বাখানাম হাতি, ইনি এই পূজটে
 বাস করিতেন। একতর সংসারের উত্তম
 কর্তৃপক্ষ-পাত্র প্রদান করিয়া তলি ও মল
 মলকরে হতাশা বাচককে প্রতিকূল-পূর্ণক পদ-
 দায় দান করিয়াছিলেন। ইনি ইতিপূর্বে
 মোত বশত কখন কিছু দান করেন নাই। এই
 সংসার-দানসনে ইনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া-
 যেন। ইনি এই বাচককে দান ও পূজা
 বাতীত কখন অন্য সংসার করেন নাই। সেট
 করিলেন অথচ আমারও পূজাপাত্র বইবরচন
 প্রদা ও তলিপূর্ণক পূজা-পাত্রের পূজা
 করিলে, আমার এক ব্রহ্ম, কিছু ও পক্ষের
 পূজা করা হয়। উত্তম তরফেদা দ্বারা
 আরও আরকের পূজা করিলে, সেই পূজার আমি
 মোকর্জিত পাত্র বৎসর পূজিত হই। যে
 হইল। সংসার-পূর্ণক পূজা-বাচককে
 প্রদান করিলে, ইতিপূর্বে প্রদান করিয়া

[illegible]

দেবেষু দতুদৈত্যেষু তামসম্ ॥ ৫৫
 দ্বিতং কশ্ম তদ্ব্যাত্ম্যং মহামুনে ।
 তুঃ কিকিং সত্যং তে কথিতং ময়া ॥
 সনৎকুমার উবাচ ।
 ঞ্চ চ তবাত্ম্যাসমিহাগতঃ ।
 ২ দেবেশ কথ্যাত্ম্যং কৌতুকং মম ॥ ৫৬
 বচনমাহ লোকপিতামহঃ ।
 পুণ্যোহসি নাস্তি তুল্যান্তথা পরঃ ॥ ৫৭
 বতা তৌ তু পুরাণৌ পুণ্যকারিনৌ ।
 জেন সর্গ প্রত্যক্ষদর্শিনী ॥ ৫৮
 তু কং হি তথ্যং বৈ নাস্তথা ভবেৎ ।
 খং পুত্রং পঞ্চমং লোকপুঞ্জিতম্ ॥ ৫৯
 সর্গাণি নিঃসৃতানি সমুত্ততঃ ।
 বাণানি লোকানাম্ হিতকাম্যম্ ॥ ৬০
 মেষ্টানি পুরাণানি সদা মুনে ।

সংস্কৃত, দেবগণ সংকলোদ্দেশে
 ন, তাহা রাজসিক ও দানবসমূহ
 দি যসং-কলোদ্দেশে যে ধর্ম অরু-
 তঃ তামসিক। হে মুনিশ্রেষ্ঠে ।
 সকল কহিলাম। ইহারা সংকলো-
 দিত কথ্য করিয়াছেন, আর কোন
 নাই। ৩৭—৫৩। সনৎকুমার
 -আমি এই দুই মনুষ্যকে দেখিয়া
 নিকট নাহাঙ্গিরের এই বৃক্ষান্ত্র অবন
 পনার নিকট আগমন করিয়াছি,
 ৭! ইহা সত্য কিনা, আপনি
 আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইয়াছে
 রি বাক্য শ্রবণ করিয়া সকললোক-
 ব্রহ্মা কহিলেন, তুমি যে দুই
 ন করিয়াছ, তাহারা অতি পুণ্যকারী ।
 াঙ্গিরের সন্দর্শন পাইয়াছ, ইহাতে
 শয় পুণ্যবান, তোমার সদশ ব্যক্তি
 ল বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী বশ্বরাজ
 রাছেন, তাহা সত্য; কখনই
 । হে পুত্র! আমার যে লোক-
 মূখ ছিল, তাহা হইতে চতুর্দিকে
 পুরাণ নির্গত হইয়াছে। পুরাণ

ন তথা চতুরো বেদা ন চাক্রানি মহামতে ॥ ৬২
 দদাতু বাচকে ব্রহ্মিণ নিত্যং ব্রহ্মসমবিতঃ ।
 শ্রুতিং তানি যে ভক্ত্যা তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥
 ইতিহাস-পুরাণানি স্পষ্টীকরণমুত্তমম্ ।
 ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাম্ ময়া সৃষ্টানি সূত্রত ॥ ৬৩
 ইতিহাস-পুরাণাত্ম্যং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ।
 বিভেত্যশ্রুতাদেদো মাময়ং প্রহরিস্যতি ॥ ৬৪
 য এতে চতুরো বেদা গুঢ়ার্থাঃ সত্যতং স্থিতাঃ ।
 অতস্তেতানি সৃষ্টানি বোধায়ৈষাং মহামুনে ॥ ৬৫
 যস্ত কারয়তে তত্র বশ্যশ্রবণমুত্তমম্ ।
 কুরোতি যঃ সদা ভক্ত্যা স যান্তি পরমং পদম্ ॥ ৬৬
 কুপ্য তু দক্ষিণং তত্র পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ।
 নাংস্যাং পাত্তদানাক্রি দানপাত্রং হি তং পরম্ ॥ ৬৭
 তীর্থানামিব কেদারং ব্রতানাকু মহাব্রতম্ ।
 পর্বতানাং যথা মেধুঃ পক্ষিণাং গরুড়ো যথা ॥ ৬৮
 গঙ্গা চ সর্গসরিতাং দেবশ্রেষ্ঠো যথা শিবঃ ।
 পাত্রাণামপি সর্বেষাং বাচকো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৯

আমার যত প্রিয়, চতুর্বেদ ও বেদাঙ্গও তত
 প্রিয় নহে সকলেই ব্রহ্মা-সমবিত হইয়া
 বাচককে নিত্যই ব্রহ্মদান করুন। যাহারা
 পুরাণ শ্রবণ করেন, তাহার পরমগতি লাভ
 করেন। হে সূত্রত। ইতিহাসপুরাণ ধর্ম,
 অর্থ কাম, মোক্ষের স্বরূপ কল-নিঃস্রকারী।
 ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের বিস্তার করিবে।
 যে মন্ত্র জ্ঞান বশত উক্ত প্রকারে বেদ বিস্তার
 করিতে পারে না, বেদ তাহার নিকট প্রহার-
 ভয়েই যেন সংকুচিত হন। এই যে গুঢ়ার্থ
 বেদ-চতুষ্টয়, ইহারই বোধ-নিমিত্ত আমি
 পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছি। যে পুরাণ শ্রবণ
 করায় বা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করে, সে পরম
 পদ লাভ করে এবং বাচককে দক্ষিণা দান
 করিলে পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। সংপাত্রে দান
 করিলে এ সকল আশঙ্ক্য নহে। তীর্থ-মধ্যে
 কেদার, ব্রতমধ্যে মহাব্রত, পর্বতমধ্যে শ্রমেধু,
 পক্ষিমধ্যে গরুড়, মদী-মধ্যে গঙ্গা এবং দেবগণ
 মধ্যে মহাদেব যেমন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সকল
 পাত্রে মध्ये পুরাণবাচক শ্রেষ্ঠপাত্র। যে নয়

বাচকং পূজয়েদ্বক্ষ নরো ভক্তিপূরঃসরঃ ।
পূজিতং সকলং তেন জগৎ স্রাজাত সংশয়ঃ ॥ ৭১
মনঃকুমার উবাচ ।

অহোহতিধৃত্য তস্ত বশুশ্রবণকারিণঃ ।
কানিং বদন্ততোহত্যর্থং পুণ্যতা বাচকায় বৈ ॥ ৭২
ব্রহ্মোবাচ ।

ইদং দিনে দিনে বক্ষ দেবদেবস্ত মন্দিরে ।
কাঙ্কয়েদ্বক্ষশ্রবণং স যতি পরমং পদম্ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীশিবো মহাপুরাণে বশুসংহিতায়াঃ
শ্রবণমঃ স্রাজাতনঃ নাম অষ্টমঃ
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

মনঃকুমার উবাচ

শস্তানি যোক্তব্যানি মহাজনানি নিত্যম্
পাত্রেভ্যস্ত এভেহানি আশ্রয়ং তদবশতি তে ॥ ১
হিষ্ণবান্নমঃ গোময়ং পৃথিবীভান্নমেষ চ
প্ৰচুস্তো তৌ পবিত্রানি তদবশতি যমেব তম্
এতানি শ্রেষ্ঠব্যানি সক্ষীপ্যসৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২

ভক্তিপূরকং বাচকং পূজ্যং করে সমস্তং জনৈঃ
ভক্তকৃতং পূজিতং তস্মৈ তদবশতি সন্দেহ নাই
মনঃকুমার কহিলেন, অতঃ পরে নর পুরুষ
ব্রহ্ম কহিয়াছেন, তিনিই বস্ত্র ও দিনি বাচককে
কলসম কহিয়াছেন, তিনিই পুণ্যবান্ বাচক
কহিলেন, এইরূপে এতিবিন দেবদেব মহাদেব-
মন্দিরে যিনি পূজ্য শ্রবণ করুন, তিনি পরমপদ
লাভ করেন ॥ ৭১—৭৩

ব্রহ্মোক্তিঃ অথবা সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

মনঃকুমার কহিলেন, মহাজন অতি
প্রিয়তম ; পাত্র উভয়ে মহাজন কহিলে নিত্যম্
লাভ হয় । হিষ্ণবান্নমঃ, গো-দান, ভূমিদান
অতি পবিত্র ; তাহা দান ও এতিবীজ
কলসমই নিত্যম্ করে । এই সকল শ্রেষ্ঠ

তুল্যদানানি শস্তানি গাযঃ পুণী সরস্বতী
যে তু তুল্যবলে শস্তে অধিকা চ সরস্বতী
নিগ্রামনুহো গাবন্তত্র বক্ষমুপানহো
দেয়ানি যাচমানেষাঃ পানময়ঃ তথৈব চ
সক্ষপবিহিতো যোংখ্যো দাক্ষপেভাঃ প্রনৌ
অধিত্যঃ পীড়িতেষাঃ হি মনসী জেন্ত
এব ক্রিমতো বক্ষঃ শকাপুত্রঃ সক্ষিকঃ
বিলিষ্টঃ সক্ষীষজ্ঞেভ্যো দদাতু জনকঃ ।
মহাদেবোহপি বক্ষ্যামি দাক্ষণামুপাত্তে
পাত্রেহপি শূন্য কালে যঃ স্রাজাতবশতি
মতল্যাক্তিনঃ কুমার পদাতি কুমার
চ তুল্যঃ পতিতান্নমেকং তদবশতি
পুণ্যম্ দেবদেব মনঃ কহে ব্রহ্মোক্তিঃ
তিলৈরাপুণ্যং তিলান্নমেকং ১০ ১১
যেহুতকং প্রতিষ্ঠা কৃতি দাক্ষপে জনকঃ
স যতি নরকো দেবো নরকজনি তম্

দান সকল পাত্র দিবার করে যে
ভূমিদান ও হিষ্ণবান্নম্ অতি প্রিয়
অতিই তুল্য, তিল দিবার পু-
ত্রটী অথবা অধিক পাত্র দেবে,
চক্ষুপুত্র পানীয় ও অন্ন চককে দি-
করিবে পতিত অধিক সমস্তপুত্র
করিবে মনসী ১০ ১১ বক্ষ
দেব মহাদেব এইম্ বক্ষসকরে
করবে সক্ষীষক হইবে ১০ ১১
মানেবই এই বক্ষ কহি বক্ষ
কলসতমঃ । যে সকল বক্ষ প্রতিগ্রহ
দাক্ষণা নমঃ ১০, সেই মহাদেব দান
কহিতেছি অত্র অন্ন যাত্র
সকল দান গ্রহণ করিবে না ব্রহ্ম
কলসজল, অন্নমাত্র পুণ্য দি পুণ্য
গ্রহণ, চতুল-দান, পতিত দান, ব্রহ্ম
অর্থগ্রহণ ব্রহ্মদান তুল্যকরতামি
ব্রহ্মদেবে প্রতিগ্রহ ও কলসজল প্রতিগ্রহ
বশটী দান নিম্নোক্ত । যে জানকী
ইহার মধ্যে একটি প্রতিগ্রহ করে সে

পক্ষে যথাক্রিয়া পাদমণ্ডলি তৎ তথা ।
 ত পরমং লোকং বাবদাত্তসংপ্রবম্ ॥ ১১
 প্রতিগ্রহীতুং মরৈতং কথিতং পুনঃ ।
 আমি প্রতিগ্রহীতুং প্রলোভিতচেতসাম্ ॥ ১২
 দ্য সুমহাদানং বদীচ্ছেকাতিমান্ননঃ ।
 সকলং বচ বিপ্রৈভ্যঃ নম্রপ্রসুতি ॥ ১৩
 ন তু কাগ্যানি বদাশুঃ কুরুতে সদা ।
 ন বিপ্রমুখোহপি গতিং শ্রেষ্ঠাং প্রযাতিহি
 তিলা নাগাঃ কচ্ছা দাসী গৃহং বধুঃ ।
 কপিলা চৈব মহাদানানি বৈ দশ ॥ ১৪
 তানি সর্ষাপি ব্রাহ্মণো জ্ঞানবিন্দু সদা ।
 গরযেচ্ছৈব আশ্রয়নক ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
 প্রথমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরা ।
 পবিত্রং পরমমেতং সন্ত্যায়নং মহৎ ॥ ১৬
 সান্ দশ পরানাত্মনৈককবিশংকম্ ।

গমন করে। প্রস্তুত পদবিজ্ঞাস করিয়া
 পক্ষ ইহাতে উঠে। ষাট, সেইরূপ মৃত-
 দাতা গ্রহীতার স্বর্গে পাপভার দিয়া
 উৎকৃষ্ট লোকে বাস করে। এই ষোল
 গ ও প্রতিগ্রহীতার পুণ্য-পাপ বলিলাম,
 লোভাবিষ্টচিত্ত, বোঝ-দান-প্রতিগ্রহীতার
 লিতেছি। মনোবী ব্রাহ্মণ মহাবীর দান
 ই করিয়া যদি আপনার সঙ্গতি ইচ্ছা
 তবে সেই সকল গৃহীত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে
 দিবে। অশক্ত হইলে বদাশুভাবে
 কর অন্ধ দ্বারা ধর্মকাণ্ড করিবেন। এইরূপ
 ব্রাহ্মণ পাপভার মুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি-
 করেন। ১—১৪। কাকন, শ্বেত-তিল-
 ঞ্চা, দাসী, গৃহ, বধু, অশ্ব, ভূমি, কপিলা
 ই দশটী দান মহাদান। জ্ঞানবান্
 এই মহাদান গ্রহণ করিলে দাতাও
 নিঃসংশয় উদ্ধার করেন। সুবর্ণ
 দান ও প্রধান দক্ষিণা; সুবর্ণ দান
 পবিত্র ও মহৎ সন্ত্যায়ন আর নাই।
 পাপকর্ম করিয়াও ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ-
 দিলে উৎকৃষ্ট দশ পুরুষ, অশক্তন দশ
 নং আপনাই এই একবিশতি পুরুষ

অপি পাপশতং কৃত্বা দত্তা বিপ্রৈশু তারয়েৎ ॥ ১৮
 সুবর্ণং যে প্রযচ্ছতি নরাঃ শুদ্ধেন চেতসাম্ ।
 দেবভাস্ত্রে প্রযচ্ছতি সমস্তাদিতি নঃ কৃতম্ ॥ ১৯
 তন্মাং সুবর্ণং দত্ত্বা চ দত্তাঃ স্যুঃ সর্ষদেবতাঃ ।
 অগ্নিহি দেবতাঃ সর্ষাঃ সুবর্ণক ততশনঃ ॥ ২০
 বহ্যভাবে চ কুরুতি বহিঃস্থানক কাকনম্ ।
 সর্ষবেদপ্রমাণজা বেদশ্রুতিনিদর্শনাং ॥ ২১
 যপুতং যদবাচ্যক সৃষ্টং হি পুততং ব্রজেৎ ।
 পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণামিষ্টং তং সর্ষদা যুনে ॥ ২২
 অগ্নিঃ সংস্রব্যাতে সর্ষমাপঃ শুদ্ধিঃ ব্রজতি হি ।
 হোমো তন্মাং সদা শুদ্ধং হাটকং বহিস্তবম্ ॥ ২৩
 যজ্ঞেনং অগ্নিঃ প্রাণিমাতিত্যোদয়নং প্রতি ।
 দদ্যাদব্রতং সমুদ্ভিষ্ট সর্ষান্ কামানবাশুয়াং ॥ ২৪
 স্বর্গদঃ সর্ষদঃ প্রোক্তঃ সর্ষান্ কামাভিভেদবি ।
 বিমানেনাকবর্ণেন ভাস্বরেণ বিরাজিতঃ ।
 অঙ্গরোগণকৌর্গেন গজকর্ষগীতিনাদিনা ॥ ২৫
 হংসবাহনযুক্তেন কামগেন নরোত্তমঃ ।

উদ্ধার করা হয়। যে নর পবিত্রচিত্তে সুবর্ণ
 দান করেন, তিনি সমস্ত দেবতা দানের ফল
 প্রাপ্ত হন, অতএব সুবর্ণও সমস্ত দেবতাদান
 তুল্য। অগ্নিই সকল দেবতা, সুবর্ণ সেই
 সর্ষদেবময় অগ্নি, অগ্নির অভাব হইলে সর্ষ-
 বেদপ্রমাণজ মহাবিগণ বেদপ্রমাণ দর্শন
 করিয়া কাকন স্থাপনপূর্বক কাণ্ড করেন।
 সুবর্ণস্পর্শে অগ্নি, অমেধ্য ও দুষ্টবস্ত্র পবিত্র
 হয়। সুবর্ণ পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণের
 সর্ষদা প্রিয়। জল দ্বারা সকল বস্তুর শুদ্ধি
 হয়, সেই জল সুবর্ণস্পর্শে শুদ্ধিলাভ করে।
 অতএব অগ্নিসত্ত্ব সুবর্ণ সর্ষাপেক্ষা শুদ্ধ।
 যে ব্যক্তি সৃষ্টিদয় কালে প্রজাতিত বহিতে
 হোম করিয়া সুবর্ণ দান করেন, তিনি সকল
 অভিলষিত লাভ করেন। যিনি স্বর্ণদান করেন,
 তিনি সকল বস্ত্রদানের ফল প্রাপ্ত হন; অত-
 এব স্বর্গে সর্ষপ্রকার সুখভোগ করেন
 স্বর্গদাতা নরোত্তম সূর্য্যতুল্য, ভাস্বর, অঙ্গরো-
 গণপূর্ণ, গজকর্ষগীতিনাদী, হংসবাহনযুক্ত, মনো-
 বেগসম্পন্ন বিমানে আরোহণপূর্বক দিব্যচন্দ্র

সর্বধর্মজ্ঞান করিষ্যে সকলং পুনঃ ।
 কিস্ত্য রাজাগৌ বশিষ্ঠমিদমব্রবীং ॥ ৪১
 দানুনিশ্রেষ্ঠ রাজ্যমব্যাহতং ভূবি ।
 তিমং লোকে ভাষ্য মেহস্তি সুশোভন ।
 গ্যামৈশ্বর্যং দানশক্তিরনুত্তমা ।
 পানসামর্থ্যং হানিঃ স্তান্নৈব মে কচিৎ ॥
 সহস্রং বারম্যারিসুদনম্ ।
 সুভূতান্যে সানুরাগাচ্চ মে প্রজাঃ ॥ ৪২
 চ মে নাস্তি শক্তির্মে পালনে ভুবঃ ।
 মাং কর্তুং তং কবোমি মহামুনে ॥ ৪৩
 ব্রহ্মতাক্ষ্যাদেবং প্রাপ্তং মমাবিলম্ ।
 স্ম্যচক পূর্বজন্মকৃতং কলম্ ॥ ৪৪
 চনং তস্ম বশিষ্ঠঃ প্রাহ তং নৃপম্ ।
 চিরং কালং শুন ভূপাণ্ডবমনি ॥ ৪৫
 তে প্রবক্ষ্যামি কথোনিমনুবর্ততে ।
 বী নাম পথিব্য জঘনে স্থিতা ॥ ৪৬

হা ধর্মজ্ঞ মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া
 "ব্রহ্মতাক্ষ্যেন করি" এইরূপ চিন্তা
 ঠা নথি কহিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ !
 প্রসাদে পৃথিবীতে আমার অব্যাহত
 প্রতিম রূপ, সুন্দরী স্ত্রী, শরীরের
 ঐশ্বর্য, অসাধারণ দানশক্তি, স্বা,
 মর্থ্য—সকলই আছে, কৃত্রাপি
 হানি নাই। সহস্র হস্তীর বল ধারণ
 র শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে; সুসুভি,
 অনুরক্ত প্রজা, সকলই বর্তমান
 আমার ধর্মহানি নাই। পৃথিবী পাল-
 ও সম্পূর্ণ আছে। হে মুনে! আমি
 ইচ্ছা করি সকলই করিতে পাবি।
 আমি পূর্বজন্মকৃত ধর্মকলেই প্রাপ্ত
 এক্ষণে পূর্বজন্মে আমি কি ধর্ম-
 ছিলাম, তাহা বলুন। রাজার এই
 "বশিষ্ঠ ব্রহ্মতাক্ষ্য" চিন্তা করিয়া
 "রাজন্! তুমি পূর্বজন্মে নিম্নিত
 ও বে কাষ্ঠ করিয়াছিলে, তাহা অবশ
 বী নাম পথিব্য জঘনে স্থিতা

ধর্মপালে নৃপত্তত্র সর্বধর্মশাসকঃ ।
 বর্ণবাহুত্বমপ্যাসীং স্বধর্মমনুবর্তকঃ ॥ ৪১
 বসতন্তে ত্বনারুষ্টিরাসীচ্চ বহবার্ষিকী ।
 ধর্মকগাং ততস্তত্ত গতা তু বনমাশ্রয়ং ॥ ৪২
 তত্র তে বসতা লোকে বহবঃ সমুপাশ্রয়াং ।
 স্তুঃ কামকর্ষিতাঃ সন্তুঃ ফলমূলমহাশিনঃ ॥ ৪৩
 নিরস্ত্রে চ ততো লোকে তস্মিন ফলবিবর্জিত্তে ।
 ক্ষুধাত্তৌ ভাষ্যায় যুক্তঃ প্রাগাদঙ্গারকারকঃ ॥ ৪৪
 তস্মাং চ ভাষ্যায় যুক্তো দাক্ষণ্যাদায় সত্ত্বরঃ ।
 প্রাবিশন্নগরীং সোহপি বিক্রেতুং তানি সর্বথা ॥
 ন জগাহ জনঃ কশ্চিদম্পাত্যোরটমানয়োঃ ।
 ততঃ স যং ক্ষুধাত্তৌ তৌ ধনিং শুক্রবতুস্তদা ॥
 বণিঘৃথাস্ত বিপ্রাণাং জহ্বতাং তদগৃহাঙ্গনে ।
 তৌ গতা তত্র কাষ্ঠানি জ্বালয়ামাসতুস্তদা ॥ ৪৫
 প্রতাপাঙ্গ মাস্ত্র পূর্ণিমায়াং সমাগমে ।
 রাস্ত্রকমেমহাভাগ তত্র ভাষতুস্তদা ॥ ৪৬

আছে, তথায় সর্বধর্মশাসক ধর্মপাল নামক
 এক রাজা ছিলেন। তুমিও সেই নগরে স্বধ-
 র্মানুবর্তনশীল অতি নিরুষ্টজাতি বাস করিতে।
 সেই সময় সেই নগরীতে বহু বৎসর অনাবৃষ্টি
 বশত দুর্ভিক্ষ হইলে তুমি নগর ত্যাগ করিয়া
 বনে বাস করিয়াছিলে। তুমি বনের ফলমূল
 গ্রহণ করায় ফলমূলশী বহুব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর
 ও দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। অনন্তর সমস্ত পৃথিবী,
 নিরস্ত্র ও বন ফলশূন্য হইলে তুমি ভাষ্যার
 সহিত ক্ষুৎপিড়িত হইয়া অঙ্গারকারক হইয়া-
 ছিলে। একদা ভাষ্যার সহিত বন হইতে
 প্রচুব কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় নিমিত্ত নগরে
 প্রবেশ করিয়াছিলে। তোমরা দ্বারে দ্বারে
 ভ্রমণ করিলেও কেহই তোমাদিগের কাষ্ঠ ক্রয়
 করে নাই। অনন্তর তোমরা ক্ষুধায় নিভান্ত
 কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সায়ংকালে
 এক শ্রেষ্ঠ বণিকের গৃহাঙ্গনে হোমকারী ব্রাহ্মণ-
 গণের ধনি শুনিয়া সেই স্থানে গমনপূর্বক
 শীত নিবারণ জন্ত কাষ্ঠসমূহ প্রজ্জ্বলিত করিয়া-
 ছিলে। সেই দিন মাঘমাসের পূর্ণিমা, চন্দ্র-
 গ্রহণ হইয়াছিল। ৩০—৪৬। তখন সেই

পশ্চাত্তম পটমে কৃত সমুপাখ্য জনাৰ্জনম্ ।
 অৰ্চনিকা বিধানেন বধিক্ সোহপি কৃতানন্যঃ । ৫৭
 পৃথীং সমপরায়াস ইমৌঃ বিপ্রোভা এব হি ।
 সাক্ষীপবতীঃ রাজন ভক্তা পরময়া নৃতঃ । ৫৮
 সা হুতা দীপমানঃ ইব যুগ্মাঃ ত্রিকমানম্বোঃ ।
 তং হুতাঃ হুঃখমভ্যুপো ন কৃত্য পুণ্যমব্রোঃ । ৫৯
 সেনেকশো ভবিষ্যেব বহুতা মনসা হিতি
 বসন্তোযুগ্মোঃ রাজনেনৈব ত্রিকমসমা । ৬০
 এতান্ বহুফলং হুতাঃ তদ্বাঃ হুতৌহি স'পাতম্
 যেন তুমকস'মে কন এতৌহি স'পাতম্ ।
 এতং তে কথিতং সমাক বধাঃ পুণ্যমভ্যুপো
 তদ্বাঃ হুতৌহি বহুফলং পুণ্যমভ্যুপো
 বেনাচুতিঃ সমাপতিঃ পুণ্যমভ্যুপো । ৬১
 দীপমানঃ এতৌহি পৃথীঃ কসম ভক্তিভ্যঃ
 সাক্ষীপবতীঃ হুতাঃ পুণ্যমভ্যুপো । ৬২
 পুণ্য কৃত্যম্ কৃত্যং তে মনসা যেন বহুপ্রদঃ
 সাক্ষীপবতীঃ হুতাঃ তে মনসা যেন বহুপ্রদঃ । ৬৩

বধিক্ উপাস্যসী ব'কিত্য সমাপ্তে ও ভক্তিভ্যঃ
 করে বিহুপুজা করিয়া একপত্র পল পুণ্যমভ্যুপো
 পৃথী দান করুন যে রাজন পুণ্যমভ্যুপো
 সেই চাও'সকলী তে'মর উভয়ে ব'কিত্য দান
 করুন সমাপ্ত হইয়া মনে করিয়াছিলেন, হুতা
 অমরা পুণ্য করি নাই, যে একপত্র হইয়া
 রাজন । তাহার ফলেই তে'মর উভয়ে অত্যা-
 দ্য হইয়াছে সেই পুণ্যমভ্যুপো হুতি ব'কিত্য পু-
 হইয়াছে : অতএব সমাপ্তি কেবল দান কর
 বহুফল তুমি দেবদেবত অককলেক পয়স
 করিতে পারিবে যে রাজন । এই তে'মর
 পুণ্যমভ্যুপো ব'কিত্য করিয়া, অতএব তুমি
 সাক্ষীপবতী পৃথী দান কর পৃথী
 দান করিলে, কখন ব'গ হইতে চ্যুত হইবে না
 বাহারা ব'কিত্য পুণ্য দান করিতে ন'নি করে,
 তাহারাও সাক্ষীপবতী হইয়া, অককলেক লাভ
 করে । যে কুপাল । তে'মর বহুফল হইক,
 কখন কখন : বাহারা সাক্ষীপবতী দান করিয়া
 করিয়া দেখিয়া কখন কখন সেইরূপ দানের
 লাভ করে, অককলেক ও বহুফল, অতএব

চক্রবর্তী বহাবীধাঃ পুণ্য ব'কিত্য পুণ্য
 বহুফলে পারিবে কেন্দ্রং স দেবদেবত
 পাশ্চাত্তম মনয়ো বহু কীৰ্ত্তিঃ যন্ত তু ভুত
 অর্গে চ দেবদেবতঃ পিণ্ডপাশপাশকঃ
 উক্সকোপজীবতি তদ্বাঃ হুতৌহি
 ব'কিত্য হুতা উভয়েই যু দাবক প্রতীতি
 সাক্ষীপবতী পুণ্যঃ কেন্দ্রং ত্রৈলোক্যপুণ্য
 সাক্ষীপবতী সাক্ষীপবতীঃ মদীপ
 পশ্চাত্তম পুণ্যমভ্যুপো হুতৌহি কৃত্য
 ন'কাসকস ব'কিত্য ন'কেন্দ্রং বহুফলঃ
 বহুফলঃ কৃত্য সেন নিরবিদ্য পুণ্য
 তদ্বাঃ উভয়েই মনসা ব'কিত্য পুণ্য
 কৃত্য হুতা পুণ্য তদ্বাঃ উভয়েই
 হুতা : সা চিত্তমামস মনসা ব'কিত্য সাক্ষী
 কৃত্য হুতা : সাক্ষীপবতী দেব পুণ্যমভ্যুপো
 এবা : সা বহুফলিচা পুণ্যমভ্যুপো

অবন কন । ৫৭ — ৬৩ ন'কেন্দ্রং
 পশ্চাত্তম সাক্ষীপবতীঃ একপত্রপতি দেব
 ব'কিত্য পুণ্যমভ্যুপো পুণ্যমভ্যুপো তদ্বাঃ
 কৃত্যম্ মনিয়ণ, অর্গে দেবত বহুফল
 ন'কেন্দ্রং ব'কিত্য পুণ্যমভ্যুপো বহুফল
 ব'কিত্য পুণ্যমভ্যুপো ব'কিত্য পুণ্যমভ্যুপো
 অতএব রাজন তাহাই উপভোজন করিলে
 পুণ্যমভ্যুপো উভয়ে ও বহুফল দেব
 মদাবতী সেই সমাপ্ত হুতৌহি পুণ্যমভ্যুপো
 সাক্ষীপবতী সাক্ষীপবতী পৃথীকে পুণ্য
 প'সন করিয়াছিলেন, বহুফল অতএব হুতা
 না : তাহার ব'কিত্য কোন ব'কিত্য বহুফল
 অপকিত্য চিত্ত ব'কিত্য, ব'কিত্য হুতা
 মনিকাকিত্য উপভোজন ছিল না তিনি
 অতএব ব'কিত্য পুণ্যমভ্যুপো পৃথীকে বহুফল
 করিয়াছিলেন : তাহার পুণ্য উভয়ে ও
 উভয়েই, বল ও ব'কিত্য পুণ্যমভ্যুপো
 ব'কিত্য হুতা হইয়াছিলেন অনন্তর রাজন
 বাহারা সমাপ্তি অতিমাত্র বিদিত
 করিলে অতএব অতএব বাহারা
 পুণ্যমভ্যুপো হুতা : ব'কিত্য হুতা

পরে রাজা বৈশ্যস্ত বিশ্বয়াবিতঃ ॥ ৭৩
ব্রহ্ম সর্ষজ্ঞান ব্রাহ্মণানাদিভূমিপঃ ।
মহারাজো বচনকেদমব্রবীঃ ॥ ৭৪
গ্রহা বুদ্ধিভবতাঃ মুনিসন্তমাঃ ।
ইমিচ্ছামি কিকিং তদ্বকুমহর্ষ ॥ ৭৫
ময়া দৃষ্টা ভবন্তঃ সুপ্রসাদিতাঃ ।
সর্ষজ্ঞাঃ সর্কৌ সর্কৌপকারিণঃ ॥ ৭৬

মুনয় উচুঃ ।

সি সন্দেহো যৎ সাংশয়িকো ভুবি ।
যথাক্রমে তং পৃচ্ছাদ্য মহীপতে ॥ ৭৭
পশাদূল ভবতা পরিতোষিতাঃ
জাঃ পালয় ৩। সর্ষদীপেষু পার্থিব ॥ ৭৮
ক্ষণেহগ্নীষাচ্ছিন্দ্যায়া ধর্মসংশয়ম্ ।
নিশেধমহিতায়া নিবর্তয়েৎ ॥ ৩৯
প্রাহ তান্ বিপ্রানাদিরাজা পৃথুস্তদা
ধা বস্তং কিং ময়া সূকৃতং কৃতম্ ॥ ৪০
সং পুরা বিপ্রাঃ কিং কন্ম চ ময়া কৃতম্

কিকানয়া সূচা সর্ষজ্ঞা মম পত্ন্যা কৃতং পুনঃ ॥ ৮১
যেনাবয়োরিগ্নং ক্ষীতিঃ সুসন্তুতা সুদূর্লভা ।
চত্বারংচাপ্রতিহতা গতয়ো মম পৃচ্ছতঃ ॥ ৮২
অশেষা ভূভূতো বশ্যাঃ কোবস্তান্তো ন বিদ্যতে ।
বলক্যপ্রতিমং মেহস্তি শরারারোগ্যমুত্তমম্ ॥ ৮৩
সুরোহপি বপুষা তেজো ন কশ্চিং সহতেহধুনা
সোহহমিচ্ছামি তং জাতুং যথা চেয়মানন্দিতা ।
অতিভাতি চ মে কান্ত্যা ভার্যেয়মাতশোভনা ॥ ৮৪
পুরা নো কিং কৃতং কন্ম যস্তাশেষমিদং ফলম্ ॥
ইতি পৃষ্টা নরেন্দ্রেণ সমস্তান্তে তপোধনাঃ ।
মরীচিং প্রেরয়ামাসুঃ কথ্যতামিতি ভূপতেঃ ॥ ৮৬
ইতু্যক্তঃ সোহপি বশ্মজ্ঞেঃ প্রজাপতিমুতস্ততঃ ।
যোগমাস্তায় সূচরং যথাবদৃষিসন্তমঃ ॥ ৮৭
জাতবানাদিরাজস্ত সর্ষং পূর্ষবিচেষ্টিতম্ ।
স তমাহ ততো ভূপং চিন্তিতার্থো যতব্রতঃ ॥ ৮৮
মরীচিকুবাচ ।
শৃণু ভূপাল যশ্চেদং সকলং কন্মণঃ ফলম্ ।
ভাধ্যায় সহিতং প্রাপ্তমত একমনা ভব ॥ ৮৯

কে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বেণ-
ও এ বিষয় স্থির নিশ্চয় করিতে না
বিশ্বয়াবিত হইলেন অনন্তর রাজা
ব্রাহ্মণগণকে প্রশ্নামপূর্বক করিলেন, হে
গণ! যদি আপনারা আমার প্রতি
নে, তবে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিব,
উত্তর দান করুন। আপনাদিগকে
শনি করিতেছি, অতএব হে সর্ষজ্ঞ
রী মহাশয়গণ! এ বিষয়ে উত্তর-
ন ৬৫—৭৬। মুনিগণ কহিষা-
হে মহীপতে! যে বিষয়ে তোমার
দহ বা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে,
ধাবৎ উত্তর করিব, তুমি জিজ্ঞাসা
হনরশাদূল! তুমি সপ্তদ্বীপ মধ্যে
প প্রজাপালন করায় আমরা অত্যন্ত
রাছি। সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ বাধাচ্ছেদ,
ধর্মের উপদেশ ও অহিত হইতে
রা ভোজন করে। ব্রাহ্মণগণ এই
ল, আদিরাজ পৃথু কহিলেন, “আমি
কি সূকৃত করিয়াছি ও কে ছিলাম,

আমার চাক্ষুশী পত্নীই বা কোন কার্য করিয়া-
ছেন, যাহা হইতে আমাদিগের এই দুর্লভ
ব্রাহ্ম হইয়াছে? চারি-লোকই আমার অপ্রতি-
হত, সমস্ত রাজমণ্ডল বশীভূত, অনন্ত কোশ,
অতুল্য বল, শরীরের উত্তম আরোগ্য, দেহের
এতই তেজ যে, কোন দেবতা তাহা সহ করিতে
পারেন না। সেই আমি আপনার পূর্ববৃত্তান্ত
জানিতে ইচ্ছা করি এবং আমার অনিন্দিতা
পত্নী সৌন্দর্য্যে সকলকে অতিক্রম করিয়াছে;
আমরা পূর্বে কি কন্ম করিয়াছি, এই সমৃদ্ধি
লাভ যাহার অশেষ ফল? নরেন্দ্র ঋষিগণকে
এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ভূপতির পূর্ব-
বৃত্তান্ত বলিবার জন্য মরীচিকে নিযুক্ত করি-
লেন। প্রজাপতি-পুত্র মরীচি, ধর্মজ্ঞ মুনিগণ
কর্তৃক অভিহিত হইয়া সূচির-কাল যোগ অব-
লম্বনপূর্বক আদিরাজের বৃত্তান্ত অবগত হই-
লেন। বক্তব্য চিন্তা শেষ হইলে, সেই বত-
ব্রত মহর্ষি রাজাকে কহিলেন, হে ভূপাল!
তুমি যে কন্মফলে ভাধ্যায় সহিত এই সকল

বভূব কং পুত্রা শূত্রঃ পরহিংসাপরাধকঃ ॥ ১০
 পুরেষং ভবতো ভাৰ্য্যা পতিব্রতপরাধক।
 তুচ্ছিতানুগতা নিত্যং তব শুশ্রূষণে রতা ॥ ১১
 নিঃস্বা ভূত্বা পরিকীর্ণঃ পরেষাং ভূতাতাং গতাঃ।
 ভাৰ্য্যমানাপি সা সাধ্বী নো ভাজেৎ ভামনিদিতা
 অমরা চ সমং সাধ্বী বিকোরাধতনে বধা।
 নীতা হেমময়ী পুত্ৰা ধনিনে বৃষলস্ত তু ॥ ১২
 অযোধ্যায়ঃ মহারাজ কস্ত তজ্ঞানয়ঃ সহ।
 পরিচেষ্য কৃত্য ন তুমেনসা পুণ্যকাক্ষণঃ ॥ ১৩
 সম্যাক্ৰীণাদিকং সমং কৃত্য তে ভক্তিভো নৃপ।
 বিশেষমুপশাস্ত্য তং পাপং তৎশ্রবণাদতু ॥ ১৪
 সৰ্বকামপ্রদং কং কংসবেদ্যঃ কৃত্যং বধা।
 তেনেবমাখিলং রাজ্যমশেষং ভগতী তব ॥ ১৫
 একং নরেন্দ্র শূত্রত্বং তস্ত কন্যাপরায়ণঃ
 তুমহুতেন সম্প্রাপ্তং মহীমানমুত্তমম্ ॥ ১৬
 কিং পুনর্ভে নরো ভক্ত্যা পুত্ৰীং হেমায় প্রদচ্ছতি

সমুত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা অন্তর্ভুক্ত মরণ
 কর। তুমি পুস্তককে পরহিংসা-পরাধন বুলি
 ছিলে, তোমার পত্নী নিত্যমু পতিব্রত ছিলেন
 নিত্যই তোমার চিত্তানুগত ও তোমার লক্ষ্য-
 ব্যস্ত নিরত থাকিতেন। তুমি নিঃস্ব হইয়া
 পুরের ভাস্কর খাঁকার করিয়াছিলে। পরক
 ভোগ করিলেও এই অনিচ্ছিত কখন তোমাকে
 ভোগ করেন নাই। এক সময়ে তুমি এই
 সাধ্বী ভাৰ্য্যার সাহিত্য অযোধ্যা নগরে এক
 কুল ধনীর বিদূষ-মন্দিরে হেমময়ী পুত্ৰী লগ্না
 দিয়াছিলে এবং ভক্তিপূৰ্ব্বক সেহ পুণ্যকাক্ষী
 দাতার গৃহসম্বন্ধে নি পরিচেষ্য করিয়াছিলে।
 সেই বন্যপরাধন পুত্রের শুশ্রূষণে পরহ
 তোমার পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর
 দাতার বর্ণনেনু মানকরলে তুমি সৰ্বকামপ্রদ
 কং করিয়াছিলে। হে রাজনু! সেই কন্য-
 কলেই তুমি এই রাজ্য ও অনেক অঙ্গ
 প্রাপ্ত হইয়াছ। এইরূপে শূত্রতা নিবন্ধন
 তুমি ভাৰ্য্যার কর্ণপরাধন হইয়া, ভাৰ্য্যার কর্ণে
 লগ্নাৎ আনক্তি বনত এই স্রেষ্ঠ মহত্ব
 লাভ করিয়াছ। কিন্তু যে ব্যক্তি হেমময়ী পুত্ৰী

শতঃ পুৰ্ব্বাপরকপি কুলানাং ভাৰ্য্যেন্দ্র ॥
 বাবস্তল্লগ্নং স্ত্রীং চ বাবঃ তিষ্ঠতি মৈনিন।
 ন স্বর্গাচ্চাবতে ভাবধিমুক্তঃ সৰ্বপাতকৈঃ।
 ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষক যদিভেৎ তং তদাধু
 ইতোতং কথিতং রাজন সৰ্বভূমিপ্রদে ভ
 যদিভেদনসা সৰ্বং তং তদাভোভাসমম
 দ্বিগ্নং তিষ্ঠাপি যো দদ্যামুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ
 ইতোতং কথিতং রাজন পৃথিবীদানমম
 মনসা চিত্তয়েদ্যন্ত স সার্বভৌমকৃতি ॥ ১০
 ইত্যং বঃ শ্রুত্বাশ্চি তং পরিত্যজ্যেভ্যঃ ভক্তি
 বিমুক্তঃ সমস্যাপেভ্যঃ স্বর্গলোককং গচ্ছতি।

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বহুব্রহ্ম
 শ্রুত্বাচ প্রাকৃচরিতবর্ণনং নমস্কৃত্য
 বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ

বাসম্ ৩৪৮

এবং ক্রতুঃ স কৃত্য তু পুত্রিণ্যঃ প্রতপ্য
 বাবস্তল্লগ্নং স্ত্রীং চ বাবঃ তিষ্ঠতি মৈনিন

মান করে, তাহাও যখন কি বলিয়া দেও
 তন শত ও অবন্তন শত পুত্রের উৎস হই
 যতীন চন্দ্র, সখা ও পুত্রিণ্য বধে গর্ভ
 সেই পাপপুত্র নর স্বর্গ হইতে চূড়ান্ত
 বধু, অর্থ, কাম, মোক্ষের সহ ইত্য
 তাহাই প্রাপ্ত হয় হে রাজন। এই চৈ
 পৃথিবী-দান বলিলাম যে মনে মনে পু
 মান করিতে চাহে করে, সে দাতার
 যে মনেব তৎপূর্ণক এই দান-প্রদ
 ব পাঠ করে, সেও সৰ্বপাপ-দূত হ
 স্বর্গে গমন করে ৭—১০৩

চতুষ্কিন্ধ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বাস কহিলেন,—প্রতাপশালী যে
 সত্যপতি পুত্র ইহা প্রবণ করিয়া যে প্রব্র

কালেহদদাং মোহপি তদ্রূহি ভূমশেষতঃ

সনৎকুমার উবাচ ।

স্বশক্তিতো ব্যাস উক্তমধমমধ্যমাঃ ।

মানবা লোকে শক্ত্যা দানং লভতি তে ॥ ১

তু সুবর্ণেন সহস্রেন শতেন তু ।

গ বা নিঃসোহপি সুবর্ণেন তু কারয়েৎ ॥ ২

হাং দ্বিহস্তাং বা ত্রিহস্তাং বাপি কানতঃ ।

বে সুভাস্ত্রস্ত কৃত্বা হেমস্ত নিষ্কিপেৎ ॥ ৪

ত্রেযু শৈলেষু সৰ্ব্বতঃ প্রকিবেদস্থ ।

দাদুশ্বেব হেমং তেষু বিনিষ্কিপেৎ ॥ ৫

চোথিতো মেরুমন্দরং তস্ত পূৰ্ব্বতঃ ।

নসংজ্ঞস্ত মেরোটৈশ্চ তু দক্ষিণে ॥ ৬

পশ্চিমে ভাগে বিপুলপৰ্বতস্ত ততঃ ॥ ৭

বহুরত্নানি চান্তা বৈদধ্যমন্দিবে ।

বিজুমকৈব মতানীলস্ত পশ্চিমে ॥ ৮

বিতাসেং তদ্বৎ পদ্বরংগং তথোক্তাব ।

ক্লিবণ্যস্ত মোক্তিকাদি ততঃ পরম ॥ ৯

মিত হেমমহা নিষ্কাশন করিয়াছিলেন ও
নত্যা দান করিয়াছিলেন, তাহা বহু ।

তার কহিলেন, হে ব্যাস ! এই জগতে
মধ্যম, অধম মানব আছে ; তাহাবা
শক্তি অনুসারে উত্তম, মধ্যম, অধম
দান করিলে, সম্যক্ দানকল প্রাপ্ত

লক্ষ, সহস্র, শত সুবর্ণ দ্বারা এবং
শতাব্দী সুবর্ণ দ্বারাও একহস্তা, দ্বিহস্তা
স্ত্রী পুত্রী নিষ্কাশন করিবে ; অত্যন্ত
হইলেও উত্তম তাম্র দ্বারা পুত্রী নিষ্কাশন
তাহাতে এবং পৰ্ব্বতের চতুর্দিকে
প্রক্ষেপ করিবে ।

রহিব অভাব
ভূ-পরিমাণ অপেক্ষা নান-পরিমাণ
হেমরত্ন দিবে । সেই পৃথ্বীর মধ্য-
ক, ও মেরুর পূর্বদিকে মন্দর, দক্ষিণ-
পক্ষমাদন, পশ্চিমভাগে নীল-পৰ্ব্বত,
পশ্চিমে বিপুল-পৰ্ব্বত নিষ্কাশন করিবে ।

উত্তরভাগে বৈদ্য-মন্দিরে প্রচুর রত্ন-
করিবে । দক্ষিণে বিজুম, পশ্চিমে
উত্তরে পদ্বরং-রত্ন, তাহার অভাবে

কদম্ব-অম্বুকাশ্ব-শ্রীপর্নোপলবং ক্রমাৎ ।

নাগবল্লীপত্রাভাবাং সম্যক্ পত্রাণি বিত্তসেৎ ॥ ১০

লবণস্ত সমুদ্রস্ত তদ্বাহে পরিকল্পয়েৎ ।

লবণেন পবিত্রেন বাহুং তং পরিপূরয়েৎ ॥ ১১

তদ্বাহে প্রকল্পীপস্ত অক্লিরিকুরসস্ত বৈ ।

তেনাপুষ্ঠ্য ততো দ্বীপঃ শাল্লিষ্ঠাপরো মূনে ॥ ১২

সর্পিষস্ত সমুদ্রং বৈ পূরয়েৎ সর্পিষা চ তম্ ।

কুশদ্বীপাং পরো দদন্তেনৈবাপূরয়েৎ ততঃ ॥ ১৩

ক্রৌকাং পবন্ত দুগ্ধেন শাকদ্বীপমতঃ পরম্ ।

তস্মাং তং মধুনাপুষ্ঠ্য তদন্তে পুষ্করং স্থিতম্ ॥ ১৪

তস্মাং তদম্বুনাপুষ্ঠ্য পুষ্করৈরুপশোভিতম্ ।

এবং কৃত্বা বরাং সৰ্ব্বাং বেদিকায়াম্ নিধাপয়েৎ ॥

সংক্ষেপাৎ কথিতং ব্যাস পৃথিব্যা দানমুত্তমম্ ।

নাশ্চা বর্ষাযুতেনাপি বক্তুং শক্যোহতিবিস্তরঃ ॥ ১৬

হস্তমাত্রং ধনেং কুণ্ডং হোমং তত্রৈব কারয়েৎ ॥

স্বা ও তাহারও অভাবে মোক্তিকাদি দিবে ।

পূর্বা-দিক-ত্রেমে কদম্ব, জম্বু, অশ্বখ ও

শ্রীপর্নোপলব ; তাহার অভাব হইলে, সর্বত্র

নাগবল্লীপত্র বিস্তার করিবে । মেরুমন্দরাদির

বাহ প্রদেশে লবণ-সমুদ্র কল্পনা করিয়া

হরিষ্য-লবণ দ্বারা সমুদ্র-স্থান পরিপূর্ণ করিবে ।

লবণ-সমুদ্রের বাহ প্রদেশে প্রকল্পীপ ও

ইকুর-সমুদ্র করিয়া ইকুরসে সেই সমুদ্র পূর্ণ

করিবে । তৎপরে শাল্লিষ্ঠ-দ্বীপ ও সর্পি-

সমুদ্র নিষ্কাশন করিয়া, তত দিয়া সেই সমুদ্র

পূর্ণ করিবে । তৎপরে কুশদ্বীপ ও দধি-সমুদ্র

প্রস্তুত করিয়া দধি দ্বারা সেই দধিসমুদ্র পূর্ণ

করিবে । তদ্বাহে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ ও দুগ্ধ-সমুদ্র,

তৎপরে শাকদ্বীপ এবং মধুসমুদ্র নিষ্কাশন করিয়া

মধু দ্বারা সেই সমুদ্র পূর্ণ করিবে । তদন্তে

পুষ্করদ্বীপ অবস্থিত । অনন্তর সলিল দ্বারা

পুষ্কর-দ্বীপ পূর্ণ ও পদ্ব দ্বারা উপশোভিত

করিবে । এইরূপ করিয়া সকল প্রকার স্বর্ণ-

পৃথ্বীকে বেদিকায় স্থাপন করিবে । ১—১৫ ।

হে ব্যাস ! আমি এই ভূমিদান সংক্ষেপে

বলিলাম । অমৃতবর্ষ বলিলেও সবিস্তরে ইহা

বলা যায় না । একহস্ত পরিমিত কুণ্ড ধন

কি কালেন এতং যে কথিতং স্মৃষ্টম্ ॥
দৈহিকাঃ প্রাণা মধ্যো বাহ্যে তদা বসু ।
দ্বা তাত্যং নরঃ পাপাং প্রমুচ্যতে ॥ ৪
কি বিশেষেষ্ঠ সাম্পাতং কথয়ামি তে ॥ ৫
বাস উবাচ ।
যুগে মর্ত্যাঃ সদাচারবিবর্জিতাঃ ।
মূঢ়া ভবিষ্যন্তি মহামুনে ॥ ৬
যুগোবাং যাতনাঃ কিল ক্লেশম ।
সহনং তত্র তদর্থং কহি মে দ্বিজ ॥ ৭
শ্রুতং কাহারং সুহৃৎপুং সুহৃৎগমম্ ।
পস্য বাপি নরস্তম্যে বদ প্রভো ॥ ৮
সনৎকুমার উবাচ ।
মহাশূন্যং মহাপাতকনাশনম্ ।
য ন পশ্যন্তি তথা বক্ষ্যামি সূত্রত ॥ ৯
সিতে পক্ষে চতুর্দিশাং সমাহিতাঃ ।
সুনৈবেদ্যৈরক্ষয়েদচ্যুতং নৃধঃ ॥ ১০

প করিয়া যে তপস্শ্রা দ্বারা নিজ দেহ
রিলে কালে সেই পাপ বিনষ্ট হয়,
কি স্পষ্ট বলিয়াছি । মনুষ্যগণের
বিদ্যমান প্রাণই জীব এবং বাহ্য
এই উভয়ের তপস্শ্রা ও দান, দ্বারা
রিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে ।
কি বিশেষেষ্ঠ ! তুমি এখন জিজ্ঞাস
মি তাহার উত্তর দিতেছি । বাস
এই কলিযুগে মনুষ্যগণ সদাচারহীন
নিরত এবং মূঢ় হইবে । সেই পাপে
কি রৌরবাদি নরকে যাতনা ভোগ
ইবে । সেই নরকসমূহে গন্তার
হবে । হে দ্বিজ ! দান ও তপস্শ্রা
ই যাতনা নাশ ও দুঃস্বাদ ও দুঃখ
নি করিতে না হয়, তাহা বান ।
কহিলেন—অবশ কর ; যাচুশ কক্ষ-
সই কাহার দর্শন করে না, হে
সই পাপনাশন শুভকর্ম বলিতেছি ।
সর কক্ষচতুর্দিকে সমাহিত হইয়া
ও উত্তম মৈষেদ্য দিয়া ভগবান্

তিলপ্রস্থময়ং কৃত্বা নাগং সর্কশুণাখিতম্ ।
ধেনুং বৎসং সুবর্ণস্ত সুদীপৈঃ সর্কতলিতম্ ॥ ১১
মুক্তাকলেক্ষণং রৌপ্য-দশনং বিক্রমচ্ছদম্ ।
সুবর্ণতিলকোপেতং কর্ণচামরভূষিতম্ ॥ ১২
কাংস্তম্বগৌযুগযুতং ক্ষৌমকক্ষাবিভূষিতম্ ।
মৌক্তিকাপূর্ণকুন্তুস্ত সিন্দূরারতমস্তকম্ ॥ ১৩
বিচিত্রবস্ত্রসংবীতং মুক্তামালাবিরাজিতম্ ।
পাদুকোপানহং ছত্রং ভোজনাসনদর্পণম্ ।
শত্যা কৃধ্যাং সুবর্ণেন বিস্তৃশাঠ্যাবিবর্জিতঃ ॥ ১৪
তস্তাগ্রেহঃ প্রদলং পদ্যং সংলিখং কুক্ষুমাকুতেঃ ॥
অপূর্বাচ্যুতমীশানমর্জয়েৎ কর্ণিকাপদে ।
বাতাবং বিশ্বকর্তারং পূর্বপত্রে তু বাসবম্ ॥ ১৬
নমোহস্ত দেবপত্যে পর্জষ্ঠায় মরুতুতে ।
নমোহগ্নয়ে হতাশায় হব্যবাহায় বহুয়ে ॥ ১৭
নমঃ পিতৃণাং পত্যে বশ্মায়ানন্দদায়িনে ।
নমো নিকৃতিনাথায় ধর্ম্মায় নিরয়াগ্নয়ে ॥ ১৮

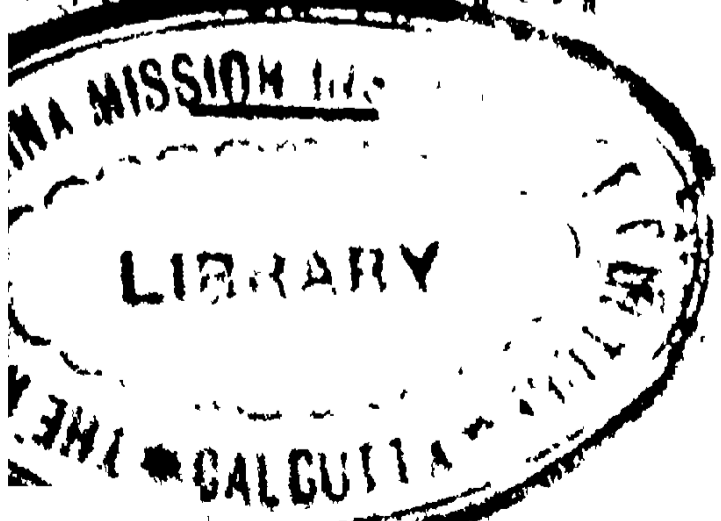
অচ্যুতের পূজা করিবে । প্রস্থপরিমিত কৃষ্ণ-
তিল দ্বারা গুণাখিত গজ এবং সুবর্ণময় ধেনু
ও বৎস নিম্মাণপূর্বক তাহার চতুর্দিকে উত্তম
দীপ দান করিবে । মুক্তাকলময় গজনেত্র,
বিদ্রমের আবরণযুক্ত রৌপ্যময় দন্ত, সুবর্ণ-
তিলক, কর্ণদেশে চামরদ্বয়, কাংস্তময় বটীদ্বয়
ক্ষৌম দ্বারা কক্ষ, কুন্তুদেশে মৌক্তিক, মস্তক
সিন্দূর আবৃত বিচিত্র-বস্ত্রাচ্ছাদিত, মুক্তামালায়
বিভূষিত এইরূপ গজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ভূষণ
দিয়া কাষ্টপাদুকা, চম্পাপাদুকা, ছত্র, জলাদি-
পাত্র, আসন ও দর্পণ দান করিবে । শত
হইলে এই সকল বস্তু সুবর্ণ দ্বারা নিম্মাণ
করিবে ; বনের শঠতা করিবে না । ১—১৪ ।
তাহার অগ্রভাগে অষ্টদল পদ্য লিখিয়া
কুক্ষম দ্বারা সেই পদ্য পূর্ণ করিবে । অনন্তর
কর্ণিকা স্থানে বিষ্ণু, মহাদেব ও বিশ্বকর্তা বিধা-
তার পূজা করিয়া পূর্বদলে “মেঘধরুপ দেবপতি
মরুতানকে নমস্কার” এই মন্ত্রে ইন্দ্রের “হব্য-
বহনকারী হতাশন বহ্নিকে নমস্কার” এই মন্ত্রে
অগ্নির, “পিতৃপতি আনন্দদায়ী বশ্মকে নমস্কার”
এই মন্ত্রে যমের, “নিরয়-সমিধানে পিতৃলোক-

[illegible][illegible]

হা মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠং কান্তারকারণম্ ।
 । মন্থেণ সম্পূজ্য গজপুংসবম্ ॥ ৩৫
 । রূপায় পরমেশায় শত্ৰুবে ।
 । গিভেশায় নমোহরূপায় বিপ্লবে ॥ ৩৬
 । ল-কাতার-দন্তিদানেন দৈত্যহা ।
 । গুরীকাক্ষঃ প্রভুঃ কান্তারতারকঃ ॥ ৩৭
 । তং দদ্যাদব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে ।
 । হরং পুণ্যং সুখ-স্বর্গকরং পরম্ ॥ ৩৮
 । তাকাপি যন্ত ভাবয়তে সদা ।
 । গাহং ভক্ত্যা স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৯
 ॥ নৈবে মহাপুণ্যে ধর্মসংহিতায়াং
 । কান্তাব্রাহ্মণোপায়কৌতুবে ষড-
 । বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

। হম, ত্রৈ সব বজ্র-নির্মিত কান্তার-
 । তমপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়, হে
 । কান্তার-গজের এই সব বিশেষ
 জানিয়া গজশ্রেষ্ঠকে পূজা করিয়া নিম্ন-
 মন্ত্রপাঠপূর্বক সেই কান্তারহস্তা দান
 । হে অষ্টদিগ্‌হস্তীর ঈশ্বর। হে
 হস্তিস্বরূপ পরমেশ্বর শিব। আপ-
 মম্বার। এই কান্তার-হস্তিদানফলে
 । গুরী প্রভু নারায়ণ যেন প্রীত হন।
 । উচ্চারণ করিয়া বহু কুটুম্বসম্পন্ন
 । কান্তার-গজ দান করিবে। তাহাতে
 । পুণ্যবৃদ্ধি, সুখ ও স্বর্গ লাভ হয়।
 করণ পার্শ্বে ও শ্রবণেও এই ফল। যে
 তত "এই কার্য করিব" এইরূপ ভাবনা
 হারও স্বর্গ লাভ হয়। ১৫—৩১।

ষডবিংশ অধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥



সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

পূর্বোক্তং তে দিনৈকেন পূজিতঃ স মহেশ্বরঃ ।
 ফলং দদাতি বিপুলমেতং স সর্বং মহামুনে ॥ ১
 গুরুণাং ন ভবেৎ কুত্র বচনং মুখনিঃসৃতম্ ।
 বিদগ্ধা বদ তস্মাৎ তয়োঃ প্রারব্ধতাং বর ॥ ২
 সনৎকুমার উবাচ ।
 নামাত্যমেতদ্বক্তং মে শুনু বাক্যং মহামুনে ।
 নিয়মেনাচ্ছিতঃ শত্ৰুদিনৈকেন প্রসীদতি ॥ ৩
 ক্রীড়াদিনেহাচ্ছিতস্তস্মৈ সর্বং কামান্ প্রযচ্ছতি ।
 প্রথাশ্রমে হি বলাভঃ ক্রেশৈর্নৈবানুতে কলম্ ।
 যথা চ রত্নবিক্রেতুঃ সুসম্মাদগুতে মুনে ॥ ৪
 ব্যাস উবাচ ।

কথং স সমাসেন তদ্ব্রতং মে মহামুনে ।
 লোকানাং হিতকামেন কৃতং যেনেহ তদ্বদ ॥ ৫

সনৎকুমার উবাচ ।

আসীং পূর্বযুগে রাজা জম্বুদ্বীপে সুধার্মিকঃ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ ।

ব্যাস কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি
 পূর্বে কহিয়াছিলেন, একদিন মাত্র মহা-
 দেবের পূজা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া,
 এই সকল বিপুল ফল দান করেন। গুরু-
 দিগের মুখনিঃসৃত বাক্য কখন বিফল হয় না;
 অতএব হে বদতাংবর! আপনি মহাদেবকে
 স্মরণ করিয়া বলুন, কোন্ পূজায় তাঁহার সন্তোষ
 হয়? সনৎকুমার বলিলেন, হে মহর্ষে! আমি
 যাহা বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা নহে। যথানিয়মে
 পূজা করিলে, মহাদেব একদিনেই প্রসন্ন হন।
 মহাদেবের ক্রীড়াদিনে (চতুর্দশীতে) তাঁহাকে
 পূজা করিলে, তিনি সকল কামনা সিদ্ধ করেন।
 বহু ক্রেশ বৃথা, তাহাতে কোন ফল হয় না।
 রত্নবিক্রেতা যেমন অল্প কার্য করিয়াও ফললাভ
 করিয়াছিল, সেইরূপ অল্পকার্য দ্বারা ফলপ্রার্থনা
 করাই উচিত। ব্যাস কহিলেন, হে মহর্ষে!
 যে ব্যক্তি এই ব্রত করিয়াছিল, আপনি লোক-
 হিত নিমিত্ত সংক্ষেপে তাহা বলুন। সনৎ

নৃত্যকৌশলীক আধিপত্যং চকার সঃ ॥ ৬
 স রাজ্যবিদ্যং শ্রেষ্ঠো বেদশাস্ত্রার্থপারগঃ ।
 বর্ষিষ্ঠঃ সত্যবাক্ শূরো দাতা ভোক্তাতিথিপ্রিয়ঃ ॥
 নিত্যদাতা বিজ্ঞেভ্যামসৌ হেমবদ্যাদিশোভনম্ ॥
 বহিষ্ঠমানো নিত্যং তং তন্তুচ্ছাসমবিতম্ ॥ ৮
 দদাতামুনিং ব্যাস ভোমামখং হিরানিকম্ ।
 একং রাজ্যং তন্তং কৃত্বা নীলকণ্ঠং মহীপতিঃ ॥ ৯
 নতনীকভূতো নান্য মহশ্বানীকমেব চ ।
 নৃত্যকৌশল ততঃকালং কিত্তীশোহসৌ মৃতক সঃ
 কুলক্রমাস্তং রাজ্যং চক্রহসৌ নৃপসন্তমঃ ।
 ভাষ্করো বর্ষতশৈব বহুভা নাপি বংশধরম্ ॥ ১১
 কাষ্ঠ্য চক্রবর্তীশং প্রতাপালিতাসম্বিতঃ
 নরেন্দ্রক সন্য পতি পৃথিবীং কৃত্যভেতপি সঃ ।
 ত্রাষ্করভ্যো ললাটীশো দধা তন্ত পিতা ন সঃ ॥ ১৩
 অব নীলকণ্ঠ কালেন ব্রাহ্মণ্যং বতবতঃ
 প্রতিগ্রহমস্তুঃ সমাজমুপহৃৎকম্ ॥ ১৫
 তদানন্তন স মল্লিকা পুত্রং চক্রং বংশবিধিঃ

কুমার করিলেন, পূর্বেই জন্মদেয়ে অত্যন্ত
 বর্ষিষ্ঠ পুত্র অকৌশলীর অধিপতি এক নরপতি
 ছিলেন। তিনি অকৌশলীর সন্তে, বেদ-
 শাস্ত্রার্থপারগ, বর্ষিষ্ঠ, সত্যবাকী, কলম লী, দাতা,
 ভোক্তা ও অতিথিপ্রিয় প্রতিদিন ব্রাহ্মণ-
 নরকে উত্তম ভর ও বহুটি দান করিতেন।
 আশীষের অর্থ ও রম্যে প্রকৃতি দাতা বহু।
 অতিথিপ্রিয় সেই সমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন
 দান করিতেন। মহীপতি নতনীক এইরূপে
 নীলকণ্ঠ মর্ত্যময় রাজ্য পাসন করিয়া, মহা-
 নীক নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর
 কালক্বে রাজ্য বহু হইলে, মহাশ্রীক কুল-
 ক্রমাস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, ভাষ্কর ও বর্ষের
 সহিত পৃথিবী পাসন করিতে লাগিলেন। তিনি
 রূপে চক্রের ভাষ্কর ও প্রতাপে শূরো মন্য।
 নরককে প্রতিপালন করিতে সূচিত হইলে
 না। কিন্তু ভাষ্কর পিতা ত্রাষ্করকে সৌম দান
 করিতেন, তিনি সৌম্য করিতেন না। অনন্তর
 নীলকণ্ঠ পুত্র হইলে, ত্রাষ্করও প্রতিগ্রহ না
 পাইয়া, কুমার শিবকে অকাল করিলেন।

পুত্রিতাতে হুমসংকটঃ প্রোচুর্ন পাতিসম্ভব
 দ্বিজা উচুঃ ।
 শূর রাজ্যে অবস্থামি একচিত্তঃ সমাহিতঃ
 পিত্রা তে পুত্রিতা নিত্যং দান্যাকাশনভোজ
 যে কেচিদব্রাহ্মণাঃ সন্তি যথাকামঃ ব্রাহ্মণ
 সংব্রুজিতঃ সকে বান্ধি সমব্রুজিতঃ নৃপা
 সান্য তং তব ব্রাহ্মণা হু মল্লিকা চ পত
 বসামোহত্র পরিপিতা নৃপতে সঙ্কটিনাঃ ।
 ইতঃ কিং কুণ্ড এবা হি যস্যামঃ কুণ্ড পী
 দারিদ্র্যেণ নো বুদ্ধিবৎ শূর নৃপোহয়ঃ ।
 তন্তুচ্ছঃ স তান বিপ্রান প্রোবচ এসমি
 ব্রাহ্মণা চ

সত্যমুদ্রাং প্রোবতোহপি নরো নান্য মহা
 পুত্রং কৃত্যভেত বিপ্রাঃ কিক্রিয়ন্তি ত্রাষ্ক
 দান্যং ব্রাহ্মণ্যোহি ইতঃ কুণ্ড যস্যামঃ

সহ শ্রীমতী ব্রাহ্মণদিগকে সমস্ত নৈবিক
 বিধি পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণের নৃপতি
 পুত্রিতা হইয়া, চক্রবর্তীশে প্রকৃতি করি
 যামরা ব্রাহ্মণ বলিতেছে, তুমি একচিত্ত ও
 তিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ কর। তুমি পিত
 কেন ব্রাহ্মণকে দান, যত্ন ও তি
 ব্রাহ্মণ পুত্র করিতেন। সকল ব্রাহ্মণই তি
 পিতা করুক পুত্র। তুমি অতিথিপ্রিয়
 তুমি প্রাপ্ত হইয়া সংব্রুজিত হইয়া
 তুমি পিতা সমব্রুজিত হইয়া ।
 এখন তুমি ব্রাহ্মণ প্রোবচ ব্রাহ্মণ
 না বলিয়া, ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণ
 কেন চক্রের অমর্যে সপুত্রের ব্রাহ্মণ
 হইয়াও দান করিতেছে। তুমি নৃপ
 শ্রবণ কর, এখন আমর ও ব্রাহ্মণ
 দিত হইয়া অত্র পমনে ইচ্ছুক হইয়া
 ত্রাষ্করদিগের এই ব্রাহ্মণ প্রব
 নরপতি সংব্রুজিত করিলেন, তুমি
 নৃপ। ত্রাষ্করকে ব্রাহ্মণকে দান করি
 পুত্রলোককে মহাকল হইয়া, কিন্তু এ
 আমি কিছু কারণ বলিব। দান করিলে
 প্রাপ্ত হয়, অনন্তর পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ

য দ্বিজশ্রেষ্ঠা কথং স্বর্গে বসত্যসৌ ।
 যতং সমাসেন কথয়ন্ত যথাভর্থম্ ॥ ২২
 গা ততে বিপ্রা বজ্রপাতোপমং যজ্ঞঃ ।
 সমাধাপ্য রাজানং দীনমানসাঃ ॥ ২৩
 কৃতান্তে তু তথাগোত্রমভাষত ।
 কৃত্যাপন্নঃ কাসৌ তিষ্ঠতি ধান্মিকঃ ।
 ১২ ন জানামঃ সংশয়ং পরমং গতাঃ ॥ ২৪
 ব্রহ্মতাং তেবাং দিনানি সুবহুনি চ ।
 কৃত্যতাং ব্যাস রবির্ব্যাকুলতাং গতাঃ ॥ ২৫
 স্মৃত্যকাপি প্রজাঃ পালয়তাং সত্যম্ ।
 গম্যতে তস্যাং সৃষ্টিকঃ ক্রময়েৎ হি ॥ ২৬
 স্তাভিঃ সমাগাদিত্যয়োপগচ্ছতি ।
 জায়তে বৃষ্টির্দৈবসমুদ্ভবঃ ॥ ২৭
 জায়তে সর্ষপং জগত্পিতৃন সর্ষদা ।
 কৃত্য ভগবান্জগাম ততো রবিঃ ॥ ২৮
 তস্যাং সন্দেহে দ্বিজো ভূত্বা তু তানববীঃ

। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ । আমার পিতা
 কুরুপে স্বর্গে বাস করিতেছেন, ইহা
 যথাযথ বলুন । ব্রাহ্মণগণ বজ্রপাত-
 জ্বর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, নৃপতির
 গ্রহণপূর্বক দীনমানসে প্রস্থান করি-
 অনন্তর তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত
 পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ধান্মিক
 কি হ লাভ করিয়া, কোথায় অবস্থান
 হন, আমরা কুরুপে জানিব ? হে
 হোমকারী ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বিচার
 করিতে বহুদিন যাপন করিলেন ;
 হাদিগের হোমাদি নিত্যকর্ম বিলুপ্ত
 । অতএব সৃষ্টি নিত্য পর্ধ্যাকুল হই-
 গাশ্বিক রাজগণ উত্তমরূপে প্রজাপালন
 অনারম্ভি হয় ; তন্নিবন্ধন সৃষ্টিক ও
 রোহিত হয় । অগ্নিতে আহুতিদান
 গহা সৃষ্টি প্রাপ্ত হন ; সৃষ্টি হইতে
 বৃষ্টি হইতে অগ্নের উৎপত্তি হয় ও
 ত সকল জগৎ ভূপিতাভ করেন ।
 ষ্ট এইরূপ চিন্তা করিয়া, ব্রাহ্মণ-
 ষ্টানে আগত হইলেন এ তাঁহা-

কিং বিষয়া দ্বিজা বরমিহেপ্স্তুঃ স্বকর্ম তৎ ।
 নৈত্যকং পকযজ্ঞোপমনস্তফলদায়কম্ ॥ ৩০
 নৈত্যকং কস্য কুর্স্যাণো যোহন্তং ফলং সমীহতে
 তং তং সন্তোত্যা দদতস্তং ত্যক্তাগ্রম উদ্ভবেৎ ॥
 বহুনি শুভতীর্থানি ফলদানীহ সর্ষতঃ ।
 প্রগম্যে ন ফলং দাতুং স্বকর্মফলঘাতিনঃ ॥ ৩২
 পকযজ্ঞফলং নিত্যং চতুরাশ্রমবাসিনাম্ ।
 ভুক্তি-মুক্তিকনং বিপ্রান্তম্যাক্তম্ পরিত্যজেৎ ॥ ৩৩
 কুর্স্বন নিত্যং নৈমিত্তিকং কামিকক সমাশ্রয়েৎ ।
 নিত্যকারী তু নৈমিত্তান্তরেতং পুণ্যং শতোত্তরম্ ।
 সহস্রশুণিতং কাম্যং তথাপ্রোতি পুমান্ সদা ॥
 প্রতিগ্রহবিহীনস্ত সদাজপ্যপরো দ্বিজঃ ।
 যন্তং মৃতং সমাখ্যাস্তেতং পুরাদাগতো নৃপম্ ॥ ৩৫
 এতচ্ছূত্বা ব্রতং তস্ত প্রবিপত্য চ তং দ্বিজাঃ ।
 ততঃস্বহঃস্বগ্রামাসুহৃদ্যাদিত্য চতুর্দিশম্ ॥ ৩৬

দিগকে হিতোপদেশ দিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ
 হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজগণ ! কি নিমিত্ত
 তোমরা বিষয় হইয়া, নিত্যকর্মের গ্রাহ কোন
 নৈমিত্তিক কর্ম ইচ্ছা করিতেছ ? অবশ্য-
 কৃতব্য পকযজ্ঞই অনন্ত ফলদায়ী । নিত্যকর্ম
 করিতে করিতে যে ব্যক্তি অগ্র ফল আকাজক্ষা
 করিয়া, নিত্যকর্ম পরিত্যাগপূর্বক প্রসিদ্ধ
 দানাদি কার্য করে, তাহার সেই ইষ্টফল লাভ
 হয় না । অনেক শুভতীর্থ সর্ষতোভাবে ফল
 দান করে স্ত্রী যায় । কিন্তু নিত্যকর্ম পরি-
 ত্যাগ করিলে, তাহার ফলদানে সমর্থ হয় না ।
 হে বিপ্রগণ ! পকযজ্ঞ চারি আশ্রমবাসীর
 নিত্যকর্ম এবং ভোগ ও মুক্তিদায়ক, অতএব
 তাহা কখন ত্যাগ করিবে না । নিত্যকর্মামুষ্ঠারী
 নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম অবলম্বন করিবে ।
 নিত্যকর্মের অবিরোধে নৈমিত্তিক কর্ম করিলে
 শতগুণ পুণ্য এবং কাম্য কর্ম করিলে
 সহস্রগুণ পুণ্য লাভ করে । যে প্রতিগ্রাহী
 জপপরায়ণ ব্রাহ্মণ, মৃত নরপতির বৃত্তান্ত
 বলিবেন, তিনি এই পুরেই আগত হইয়া-
 ছেন । ব্রাহ্মণেরা তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ
 করিয়া, প্রণামপূর্বক স্তম্ভটিতে চতুর্দিকে সেই

দ্বিজস্বাম্যাদ্যাদ্যাপ্রোত্যাসংশয়ঃ ॥ ৮৩ ॥
 স্তব্যাং লোকানাং বিহিতকং যং ।
 মি শ্রুতমং সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ।
 চৈত্রং পবিত্রং শঙ্করপ্রসম ॥ ৮৪ ॥
 যং তত্র স্বর্গাদ্যাস্তি সর্বদা ।
 ক্রমাঙ্গয় সংবিহৃত্য পুনঃপুনঃ ॥ ৮৫ ॥
 ২ ধাম বর্ষং প্রতি ব্রজন্তি তে ॥ ৮৬ ॥
 রস্তমিন্ বসতে ক্রীড়তে সদা ।
 স্থাষ শ্রুতাকপিভির্গৈঃ * ॥ ৮৭ ॥
 য়ে মর্ত্যা দীপদানমহোৎসবম্ ।
 ২ যদং কার্ত্তিকে বা হি ধর্মিণঃ ॥ ৮৮ ॥
 বভাঃ প্রেক্ষণক মহোৎসবম্ ।
 বাভ্যোতে যে ভবন্ত্যাপ্যাপিনঃ ॥
 কৃষ্ণাং শুক্লাং বা সমুপোষা চ
 মতিভাঃ শিবায় পরিকল্পিতম্ ।

৭, তুমি সেই ধর্ম আমাকে
 রিয়াছ। তাহা হইতে রসনান্তক
 শয় শুভাবহ বিধি প্রাপ্তি হয়।
 কর পক্ষে বিহিত যে ধর্ম, তাহাই
 তএব তোমাকে সেই ধর্ম বলি-
 প্রবণ করিলে সকল পাপ ক্ষয় হয়।
 দরের প্রথম, শিব ও অগ্ন্যাদি দেব-
 প্রিয়; সেই মাসে দেবগণ স্বর্গ
 বীতে ক্রীড়া করিতে আগমন
 প্রতি বৎসর পুনঃপুনঃ বিহার
 লাভ করত স্বীয় লোকে গমন
 রও বালরূপ ধারণ করিয়া কণ্ঠা-
 ৪ ও ভগবতী গৌরীর সহিত
 বীতে ক্রীড়া করেন। কার্ত্তিক-
 পদান মহোৎসব করে, সেই-
 মহাদেবের ও অগ্নি দেবগণের
 ২সব ও নাট্যাঙ্গি মহোৎসব করে,
 পাণী হইলেও সেই দেবের
 রে। অতএব কৃষ্ণচতুর্দশী বা
 উপবাস করিয়া মহাদেবের

উপার্জিত যুক্তরা গোষ্ঠোত্তমঃ ।

এবং হুতা চ পাপানি যাতি স্বর্গং ন সংশয়ঃ ॥ ৯১ ॥
 এতচ্ছ্রুত্বা স স্বেচ্ছায়া সহামাত্যদ্বিজোত্তমান্ ।
 সমুখাপ্য যথা তথ্যং রাজ্ঞে সর্বং ত্র্যবেদয়ং ॥ ৯২ ॥
 ততঃ স রাজা তু সুসম্প্রস্তুঃ
 শ্রুত্বা বচস্তত্ত্ব দ্বিজোত্তমস্ত ।
 নিবেশ্য তত্রৈব তমেব পশ্চাদ্-
 বিহার্য সদাঃ প্রযযৌ বিদেশম্ ॥ ৯৩ ॥
 সরঃ স দৃষ্টেব নিধনমানং
 পৃথ্বী তু মূলে চকার কর্ম ।
 দিনে দিনে যাবদভূৎ সুবর্ণং
 তথা চ গোমূল্যমশেষদানম্ ॥ ৯৪ ॥
 ততঃ প্রস্তুঃ প্রযযৌ স্বদেশং
 সুরক্ষিতং মন্ত্রিবরৈস্তথা নৃপৈঃ ।
 দ্বিজোপদিষ্টং স চকার রাজা
 ততঃ যথাবচ্ছ তদেব দানম্ ॥ ৯৫ ॥
 ততঃ কৃতে তত্ত্ব পিতা কুসংহো
 যযৌ দিবং পূর্বপিতামহে নৈঃ ।
 আকৃষ্ট যানং সুবিমানমগ্ন্যং
 সংক্রীড়মানঃ সহসাপসরোভিঃ ॥ ৯৬ ॥

উদ্দেশে ধেনু উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান
 করিলে। একপ করিলে পাপনাশপূর্বক নিশ্চয়
 স্বর্গে গমন কবে। ভার্গব স্বর্গাপ্রোক্ত এই বাক্য
 শ্রবণ করিয়া অমাত্য ও দ্বিজগণকে উত্থাপিত
 করিয়া রাজা সহস্রানীককে সকল কহিলেন।
 রাজা দ্বিজোত্তমের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রস্তু-
 মানসে তাহাকে রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া গ্নায়-
 পূর্বক ধনাজ্জন নিমিত্ত বিদেশে গমন করি-
 লেন। ৭৬—৯৩। এক স্থানে পুষ্করিণী খনন
 হইতেছিল, রাজা বেতন গ্রহণপূর্বক ষতদিনে
 গোমূল্য ও ভার্গবোক্ত দানযোগ্য সুবর্ণ সঞ্চয়
 হইল, ততদিন তাহাতে কর্ম করিলেন।
 অনন্তর রাজা ধনসঞ্চয়পূর্বক মিত্র ও নৃপতি-
 গণ কর্তৃক সুরক্ষিত স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্বক
 ভার্গবোক্ত ব্রত ও দান শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান
 করিলেন। ব্রতানুষ্ঠানের পর নরকাবস্থিত
 শতানীক পূর্বপিতামহগণের সহিত অঙ্গরো-
 গণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে উত্তম

ইদং ত্রয়ো যঃ কুরুতে সুসমা-
 নৈকাক্ষিক্যং যাম শিবসামান্যং
 লভেৎচিৎ পূর্ণশিতামটোঃ সহ
 মিহত্যাপ্যামি পুরাতনানি । ১৭
 চক্ৰবর্তী যঃ সমুপোষ্য বহু-
 বরত সম্পূর্ণা তু পূর্ণিমায়া
 যেদ্যুঃ প্রজ্ঞান্যুখিমসত্তম্য
 ততঃ অতঃপাং শ্রুতত পাইদ্য । ১৮
 সম্যকসং বহুপুত্রং যতঃপাং
 লভ্যং কলাং বহুভূতং প্রাপ্যেনাং
 মিহত্যাপ্যামি পুরাতনানি
 শিবঃ প্রোবাতি ন স্যামহে ১৯
 চক্ৰবর্তী যঃ স সমুপোষ্য
 বহুভূতং বহুপুত্রং যতঃপাং
 একাং প্রজ্ঞান্যুখিমসত্তম্য
 চক্ৰবর্তী সত্যদুতঃ সম্যক
 লভ্যং কলাং বহুভূতং প্রাপ্যেনাং
 তুহিৎবে তুহিৎবে সত্যদুতঃ ২০

শিবসংস্পর্শে যঃ স সমুপোষ্য
 বহুভূতং বহুপুত্রং যতঃপাং
 একাং প্রজ্ঞান্যুখিমসত্তম্য
 চক্ৰবর্তী সত্যদুতঃ সম্যক
 লভ্যং কলাং বহুভূতং প্রাপ্যেনাং
 তুহিৎবে তুহিৎবে সত্যদুতঃ ২০
 শিবসংস্পর্শে যঃ স সমুপোষ্য
 বহুভূতং বহুপুত্রং যতঃপাং
 একাং প্রজ্ঞান্যুখিমসত্তম্য
 চক্ৰবর্তী সত্যদুতঃ সম্যক
 লভ্যং কলাং বহুভূতং প্রাপ্যেনাং
 তুহিৎবে তুহিৎবে সত্যদুতঃ ২০

মহাদেবে যঃ স সমুপোষ্য
 বহুভূতং বহুপুত্রং যতঃপাং
 একাং প্রজ্ঞান্যুখিমসত্তম্য
 চক্ৰবর্তী সত্যদুতঃ সম্যক
 লভ্যং কলাং বহুভূতং প্রাপ্যেনাং
 তুহিৎবে তুহিৎবে সত্যদুতঃ ২০
 শিবসংস্পর্শে যঃ স সমুপোষ্য
 বহুভূতং বহুপুত্রং যতঃপাং
 একাং প্রজ্ঞান্যুখিমসত্তম্য
 চক্ৰবর্তী সত্যদুতঃ সম্যক
 লভ্যং কলাং বহুভূতং প্রাপ্যেনাং
 তুহিৎবে তুহিৎবে সত্যদুতঃ ২০

ককিলাবো দদ্যাৎ দ্বিজাভয়ে ।
মেবমিত্যুক্তা ফলমশ্রুতে ॥ ১০৮ ॥
তু দ্রব্যভাবাচ্ছ্রুতং তৎ ।
শাস্ত্রং শুশ্রুতং তু তদধিকম্ ।
ধ্যায়ং পলশ্চৈকমধিককনঃ ॥ ১০৯ ॥
তু সাহস্রশ্রুতং কারয়েৎ ।
তু তদভাবাৎ সশ্রুতকম্ ॥ ১১০ ॥
ধ্যায়শিবঃ সম্প্রদায়তামিতি ॥ ১১১ ॥
শিবঃ শূলপাণিঃ মহেশ্বরম্ ।
তনাথঃ স মে পাপং ব্যপোহতু ॥
দবং বরষট্টিপ্ৰদারিণম্ ।
গনাথঃ স মে পাপং ব্যপোহতু ॥
দবং সস্ফাভরণভূষিতম্ ।
গনাথঃ স মে পাপং ব্যপোহতু ॥
দ্যাকং ত্রিপথাক্ষসুদারিণম্ ।
মানাথঃ স মে পাপং ব্যপোহতু ॥
দ্যে রুদ্রো বুদ্ধিগতঃ চ যঃ ।

যদি তুমি আপনার শুভ-ফলো-
, তথাপি শিবপ্রীতি উদ্দেশেই
ল সেই ফল পাহবে। এই
দ্রব্যের অভাব হইলে যে রূপ
তাহা গ্রহণ কর, দ্বাদশ, ষট্
র্ষ এবং নিত্যন্ত দারিদ্র্য সাক্ষ পল
শূলপূষক তাহা হতে পূর্ণ কার্য
করিবে। অনন্তর তাহা বস্ত্র
হস্তের হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিবা,
এই মন্ত্র এবং স্থান, দশ,
শ, মহেশ্বর, ভূতনাথ মহাদেবকে
ছি, তিনি আমার পাপ নাশ
মালা-ভূষিত উত্তম ষড়্গাবরী
করকে প্রণাম করিতেছি, তিনি
করুন। অকচন্দ্রাবরী সস্ফা-
জগন্নাথকে প্রণাম করিতেছি,
পা নাশ করুন। ত্রিশূলপাণি
উদ্যাপতিক প্রণাম করিতেছি,
পাপ নাশ করুন। যে রুদ্র
বুদ্ধিগত এবং যে রুদ্র অহ-

ষ-চাহকারকো রুদ্রঃ স মে পাপং ব্যপোহতু ॥ ১১৬ ॥
এবং পূজ্য শিবং মন্ত্রশ্রুতো দানং প্রকল্পয়েৎ ।
ব্রতং কৃত্বা সূর্যৈর্দক্ষমশ্বিনু মহং মহাফলম্ ॥ ১১৭ ॥
সূর্যপাঃ সূর্যগান্তে তু জায়ন্তে ভোক্তৃণো ধনম্ ।
এবং যঃ কুরুতে সম্যক্ চতুর্থাশ্রা-চতুর্দশীম্ ॥ ১১৮ ॥
দ্বয়ং যথা শতানীকো যাত্যসৌ শাকরং পদম্ ।
কুলানাং শতমুদ্রত্যা নিস্পাপী সুরপজিতঃ ॥ ১১৯ ॥
যন্ত্রিশায়াং তথা প্রাতঃকালমধ্যাহ্নাপরাহ্ণয়োঃ ।
সন্ধ্যাকালং কৃতং পাপং কশ্মণা মনসা গিরা ॥ ১২০ ॥
তং সর্কং নাশমায়াতি ত্রৈলোক্যং লবণং যথা ॥ ১২১ ॥
এবং বা কুরুতে বস্ত্র চাতুর্থাঙ্গীবিধানতঃ ।
যথা বৈ কুমুদো রাজা স্বর্গং যাতি কলৌ যুগে ॥
একভক্তেন নক্তেন তথৈবাব্যাহিতেন যঃ ।
ব্রতং প্রকুরুতে ভক্ত্যা তদ্রূপং পুণ্যমসংখ্যকম্ ॥ ১২৩ ॥
এবং যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা চতুর্দশীম্ শকরম্ ।
সততঃ কীর্তয়েন্নামাং শৃণুয়াৎপি ভক্তিতঃ ॥ ১২৪ ॥

কার-প্রযোজক, সেই রুদ্র আমার পাপ নাশ
করুন। এই মন্ত্র দ্বারা শিবকে পূজা করিয়া
দান করিবে। যাহারা আমাকে এইরূপে
পূজা করে, তাহারা মহাফল লাভ করে,
তাহারা সূর্য, সূর্য, ভোগক্ষম ও ধন-
বান্ হয়। এইরূপে যাহারা চতুর্থাঙ্গে উভয়
পক্ষের চতুর্দশীতে পূজা ও দান করে, তাহারা
রাজা শতানীকের গ্রাম শতকুল উদ্ধার করিয়া
পাপভার শূন্য ও দেবপূজিত হইয়া শিবলোকে
গমন করে। জলস্থিত লবণের গ্রাম তাহা-
দিগের রাত্রি, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন
এবং সন্ধ্যাকালে কশ্ম, মন ও বাক্য-কৃত সকল
পাপ বিনষ্ট হয়। এইরূপে চাতুর্থাঙ্গ বিধানে
যাহারা চতুর্দশীতে ব্রত করে, তাহারা রাজা
শতানীকের গ্রাম কলিযুগেও স্বর্গগমনে সক্ষম
হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক একভক্ত, নক্ত-
ভোজন, অযাচিত-ভোজনপূর্বক এই ব্রত
করেন, তিনি অসংখ্য পুণ্যলাভ করেন। যে
এইরূপে ভক্তিপূর্বক চতুর্দশীতে শকরকে
পূজা করিয়া নিয়ম অবলম্বনপূর্বক শুচি ও
একচিত্ত হইয়া সমাহিত চিত্তে শিবের সহস্র

SECRET

बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात

११ नाममन्त्रः ॥ ३ ॥ १ ॥

SECRET

SECRET

1944

100

SECRET

1944

1990

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

2000

2000

100-44368-106

[illegible]

1944

THE

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

2017年12月27日

[illegible]

• 36 • 22 23

— 100 —

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

(X) (U) (S) (C) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)

SECRET

SECRET

1950

1990

1950年12月1日

100-443887-100

1950

100-443887-100

1950

1943 10 28 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 104

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

SECRET

ব্যান স্তবানামুত্তমং স্তবম্ ॥ ১২
। কৃত্বা সৰ্বলোকপিতামহঃ ।
ব্যানাং রাজস্বৈ সমকল্পয়ঃ ॥ ১৩
বায়মীশ্বরস্ত মহাস্থনঃ ।
বিখ্যাতো জগতামপূজিতঃ ॥ ১৪
কব স্তবরাজোহবতারিতঃ ॥ ১৫
বায়ং পরাণামপি যঃ পরঃ
স্বজন্তপসামপি যং তপঃ ॥ ১৬
শান্তিহীতীনামপি যঃ দ্যতিঃ
। যোগী কারণানাক বাবধম্ ॥ ১৭
। স্তবস্তি ন ভবস্তি যতঃ পুনঃ ।
স্তবস্তামিত্যুত্তমঃ ॥ ১৮
স্তবানামুত্তমং মে শ্রুতম্ ।
ইতি সৰ্বান কামানবাপাসি ॥ ১৯
প্রভূভানুঃ প্রবরে বরদো বরঃ ।
ধ্যাতঃ সৰ্বঃ সৰ্বকরোত্তমঃ ॥ ২০
বজ্রা সৰ্বাঙ্গঃ সৰ্বভাবনঃ ।

স্তব পবিত্র, মঙ্গল, পুণ্য ও
নরকোত্তম ও সৰ্বস্তুবেব শ্রেষ্ঠ
। সৰ্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা
স্তব প্রণয়ন করিয়া সকল
লিয়া কল্পনা করিয়াছেন। সেই
ঈশ্বরের দেবপুজিত এই স্তব
। জগতে বিখ্যাত হইয়াছে ও
লোক হইতে অবতাবিত হই-
শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, অগ্নাদি
বিক তেজস্বী, তপস্বী হইতেও
হইতেও শান্ত, সকল দ্যতি হই-
তে, সকল যোগ অপেক্ষাও
। কারণেরও কারণ, বাহা
স্ব সত্ত্ব এবং নাশ হয়,
স্তব আত্মস্বরূপ অমিততেজা
অষ্টোত্তর সহস্র নাম প্রবণ
। বাহা প্রবণ করিলে তুমি
। লাভ করিতে পারিবে।
। বাহু, প্রভু, ভানু, প্রবর বরদ,
। সৰ্ববিখ্যাত, সৰ্ব, সৰ্বকর,

হবঃ হবিণাক্ষঃ সৰ্বভূতহরঃ প্রভুঃ ॥ ২১
প্রস্তুতিঃ নিবৃতিঃ নিয়তঃ শাস্তো ক্রবঃ ।
শাশানচারী ভগবান্ খেচরঃ খচরোত্তমঃ ॥ ২২
অভিবন্দ্যো মহাকর্ষা তপস্বী ভূতভাবনঃ ।
উন্নতবেশঃ প্রচ্ছন্নঃ সৰ্বলোকপ্রজাপতিঃ ॥ ২৩
মহীকপো মহাকায়ঃ সৰ্বরূপো মহাশনঃ ।
বিশ্বরূপো বিরূপঃ বিশ্বভূগামনো মনুঃ ॥ ২৪
লোকপালাত্তিতাজ্ঞা প্রসাদো হয়গর্দভী ।
পবিত্রঃ মহাত্মঃ নিয়মো নিয়মাপ্রয়ঃ ॥ ২৫
সৰ্ববর্ষা স্বয়ম্ অনাদিরাদিরব্যয়ঃ ।
সৌম্যরূপো বিরূপাক্ষঃ সৌম্যো নক্ষত্রসাধকঃ ॥ ২৬
চন্দ্রঃ সূর্য্যঃ শনিঃ কেতুগ্রাহো গ্রহপতির্সবঃ ।
অদিরদ্যালয়ঃ কর্তা মৃগবাণার্পণোহনবঃ ॥ ২৭
মহাতপা দীর্ঘতপা অদোনো দীনসাধকঃ ।
সংবৎসরকরো মঙ্গঃ প্রমাণঃ পরমং তপঃ ॥ ২৮
যোগী যাজ্ঞো মহাবীজো মহামাত্রো মহাতপাঃ ।
সুবর্ণরেতাঃ সৰ্বজ্ঞঃ সুবীজো বৃষবাহনঃ ॥ ২৯
দশবাহুনিমিষো নীলকণ্ঠ উমাপতিঃ ।
বিশ্বরূপঃ স্বয়ংশ্রেষ্ঠো বলিষ্ঠৈরোচনোহরিহা ॥ ৩০

উদ্ভব জটী, বক্ষী, শিখী, বজ্রী, সৰ্বাঙ্গ, সৰ্ব-
ভাবন, হব, হবিণাক্ষ, সৰ্বভূতহর, প্রস্তুতি,
নিবৃতি, নিয়ত শাস্ত, কব, শাশানচারী, ভগ-
বান, খেচর, খেচরোত্তম, অভিবন্দ্য, মহাকর্ষা,
তপস্বী, ভূতভাবন, উন্নতবেশ, প্রচ্ছন্ন, সৰ্ব-
লোক-প্রজাপতি, মহীকপ, মহাকায়, সৰ্বরূপ,
মহাশন, বিশ্বরূপ, বিরূপ, বিশ্বভূগ, বামন, মনু,
লোকপালাত্তিতাজ্ঞা, প্রসাদ, হয়গর্দভী, পবিত্র,
মহান, নিয়ম, নিয়মাপ্রয়, সৰ্ববর্ষা, স্বয়ম্,
অনাদি, আদি, অব্যয়, সৌম্যরূপ, বিরূপাক্ষ,
সৌম্য, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু,
গ্রহ, গ্রহপতি, বর, অদি, অদ্যালয়, কর্তা,
মৃগবাণার্পণ, অনব, মহাতপা, দীর্ঘতপা, অদীন
দীনসাধক, সংবৎসরকর, মঙ্গ, প্রমাণ, পরম-
তপ, যোগী, যাজ্ঞ, মহাবীজ, মহামাত্র, মহা-
তপা, সুবর্ণরেতা, সৰ্বজ্ঞ, সুবীজ, বৃষবাহন,
দশবাহু, অনিমিষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ,
স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলি, বৈরোচন, অরিহা, পদমহা

[illegible][illegible]

ভব্যঃ পুরুষঃ স্বপতিঃ স্থিরঃ ।
 দেয়া যুগী যজ্ঞঃ সমাহিতঃ ॥ ১১
 কালঃ মকরঃ কালপূজিতঃ ।
 ভূতভাবনসারথিঃ ॥ ১২
 ভ্রো ভাস্করপল্লবরূপঃ ।
 মহাস্থা সর্ষপূজিতঃ ॥ ১৩
 ভূতনিষেবিতঃ
 পাতঙ্গো বিপকস্বপতিঃ ॥ ১৪
 কুপ্তাভ্যর্থজালঃ সুনিঃস্বঃ ।
 লঃ শুর আশ্রিত্যপবেশগঃ ॥ ১৫
 উদ্ভাস্কো অবিজ্ঞেয়ঃ সুসারথিঃ ।
 নবো অর্থকারঃ সুবাসিঃ ॥ ১৬
 কোপ উদ্ধরেতা জনেশ্বর ।
 বংশো বংশধারো হানিন্দিতঃ ॥ ১৭
 গায়াবা মুহুর্তো হানিলোহনলঃ ।
 ভী চ সুবকুরবিলোচনঃ ॥ ১৮
 গমারির্মহাদেহোহসমো যুধি ।
 শক্যঃ শক্যরো ধনদেহননঃ ॥ ১৯
 দেবো বিশ্বদেবঃ সুসারথিঃ ।
 ক্রু চ চেকিতানো হরিঃ ॥ ২০

ভব্য, পুরুষস্বপতি, স্থির, তপন,
 যুগী, যজ্ঞ, সমাহিত, নক্ত, কাল,
 লপূজিত, সুগণ, গণকার, ভূত-
 ভাস্কর, ভাস্কর, ভাস্করপ,
 লোপ, মহাস্থা, সর্ষপূজিত, শক্য,
 ভূচি, ভূতনিষেবিত, আশ্রয়,
 কিস্বপতি, বর, শাব, বিশাব,
 ল, সুনিঃস্ব, কপিল, অকপিল,
 রোরগ, গজক, অদিতি, ভাস্ক্য,
 রিথি, পরাধায়ুধ, দেব, অর্থকার,
 ৭, মহাকোপ, উদ্ধরেতা, জনেশ্বর,
 শেধার, অনিন্দিত, সকাঙ্গরূপ,
 অনিল, অনল, বাক্য, বজ্রকর্তা,
 ১৮, ১৯—২০ । সুযজ্ঞারি,
 ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭,
 ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪,
 ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১,
 ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮,
 ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫,
 ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২,
 ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯,
 ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬,
 ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩,
 ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০,
 ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭,
 ৯৮, ৯৯, ১০০ ।

অজৈকপাদঃ কাপালী ত্রিশঙ্কুরজিতঃ শিবঃ ।
 ধনুঃশিবিমকেতুঃ স্কন্দো বৈশ্রবণস্তথা ॥ ৬১
 বাতা শক্রঃ বিষ্ণুঃ মিত্রস্তৃপ্তো ধ্রুবো ধনঃ ।
 প্রভাবঃ সর্ষগো বায়ুরধ্যমা সবিতা রবিঃ ॥ ৬২
 উদগ্রঃ বিধাতা চ মাক্ষাতা ভূতভাবনঃ ।
 হততীর্থঃ বাগ্মী চ সর্ষকালস্তথাবহঃ ॥ ৬৩
 পদবক্ত্রো মহাবক্ত্রঃ চন্দ্রবক্ত্রো মনোজবঃ ।
 বলবান্ উপশান্ত্য পুরাণঃ পুণ্যচকুরী ॥ ৬৪
 কুরু কতা কালরূপী কুরুভূতো মহেশ্বরঃ ।
 সর্ষশনে সর্ষশায়ী সর্ষপ্রাণীর পতিঃ ॥ ৬৫
 দেবদেবঃ সুধামতঃ সদসং-সর্ষরত্নবিৎ ।
 কৈলাসশিখরবাসী হিমবদ্রিসংগ্রহঃ ॥ ৬৬
 কুলহারী কুলকর্তা বজ্রবীজো বজ্রপ্রদঃ ।
 বণিজো বন্ধনো বৃক্ষো নকুলচন্দনচ্ছদঃ ॥ ৬৭
 সারপীঠো মহাজন্তুরলোকঃ মহৌষধম্ ।
 সিদ্ধার্থকারী সিদ্ধার্থচন্দ্রো ব্যাকরণান্তরঃ ॥ ৬৮
 সিংহনাদঃ সিংহদংষ্ট্রঃ সিংহগঃ সিংহবাহনঃ ।
 প্রভাবাস্ত্রা জগৎকালস্তলো লোকহিতস্ততঃ ॥ ৬৯
 জ্ঞানসারো নবক্রান্তঃ কেতুমালী সুভাবনঃ ।
 ভূতশযো ভূতপতির্যোর্যত্রৈত্বনিন্দিতঃ ॥ ৭০

জন, হরি, অজৈকপাদ, কাপালী, ত্রিশঙ্কু,
 অজিতশিব, ধনুঃশিবি, ইমকেতু, স্কন্দ, বৈশ্রবণ,
 বাতা, শক্র, বিষ্ণু, মিত্র, তৃপ্তা, ধ্রুব, ধন, প্রভাব,
 সর্ষগ, বায়ু, অধ্যমা, সবিতা, রবি, উদগ্র,
 বিধাতা, মাক্ষাতা, ভূতভাবন, হততীর্থ, বাগ্মী,
 সর্ষকালস্তথাবহ, পদবক্ত্র, মহাবক্ত্র, চন্দ্রবক্ত্র,
 মনোজব, বলবান্, উপশান্ত, পুরাণ, পুণ্যচকুরি,
 কুরু, কতা, কালরূপী, কুরুভূত, মহেশ্বর, সর্ষা-
 শন, সর্ষশায়ী, সর্ষপ্রাণীর পতি, দেবদেব,
 সুধামত, সদসং-সর্ষরত্নবিৎ, কৈলাসশিখর-
 বাসী, হিমবদ্রিসংগ্রহ, কুলহারী, কুলকর্তা,
 বজ্রবীজ, বজ্রপ্রদ, বণিজ, বন্ধন, বৃক্ষ, নকুল,
 চন্দনচ্ছদ, সারপীঠ, মহাজন্তু, অলোক, মহৌষধ,
 সিদ্ধার্থকারী, সিদ্ধার্থ, চন্দ্র, ব্যাকরণান্তর, সিংহ-
 নাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহগ, সিংহবাহন, প্রভাবাস্ত্রা,
 জগৎকাল, তল, লোকহিত, তত, জ্ঞানসার, নব-
 ক্রান্ত, কেতুমালী, সুভাবন, ভূতশয়, ভূতপতি,

বামনঃ সর্ষভূতাস্তা নিলয়ন্ত বিভূর্তবঃ ।
 অমোঘঃ সঙ্করঃ পার্শ্বো জীবনঃ প্রাণধারণঃ ॥ ৭১
 যুতিমানাস্তবান্ দক্ষঃ সংকৃতন্ত যুগাধিপঃ ।
 গোপালো গোমুখিগ্রাহো গোচর্মবসনো হরঃ ॥ ৭২
 হিরণ্যবাহন্ত তথা তুহাপালঃ প্রবেশিতা ।
 প্রতিষ্ঠাতী মহাহর্ষো জিতকামো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭৩
 গাক্ষারন্ত সুরালন্ত তনুরাস্তা গতির্ধরঃ ।
 মহাপীতো মহানতোঃ অপসরোপনসেবিতঃ ॥ ৭৪
 মহাকৈতুর্ধর্মবীর্ষবিক্রান্ত চ চরেশ্বরঃ
 আবেদনীয় আবাসঃ সর্ষভকমুখাবহঃ ॥ ৭৫
 তোরণস্তারণো বায়ুঃ পর্জন্তো ব্যতি চকরঃ ।
 হস্তাশনসহস্রান্ প্রশান্ত্যাপ্তা হস্তাশনঃ ॥ ৭৬
 উগ্রভেজা মহাভেজা ভয়ে বিকম্বকলবিং
 জ্যোতিসময়নঃ সিদ্ধিঃ সন্ধিবিগত এব চ ॥ ৭৭
 শিবী দণ্ডী কটী জালী বৃষ্টিজো দুর্ভয়ঃ বনিকৃ
 বৈকবী পদবী তালী কালঃ কালকটকরঃ ॥ ৭৮
 নকত্রো বিগ্রহো বুদ্ধির্ধর্মবুদ্ধিরদোপমঃ ।
 প্রজাপতির্জগদ্বাহবিভাগঃ সর্ষভোমুখঃ ॥ ৭৯
 বিমোচনঃ সুরগণে হিরণ্যকবচেস্তবঃ

অমোঘ-অনামিত, বামন, সর্ষভূতাস্তা,
 নিলয়, বিভূ, ভব, অমোঘ, সঙ্কর, পার্শ্ব, জীবন,
 প্রাণধারণ ৭১—৭২ যুতিমান, আস্তবান,
 দক্ষ, সংকৃত, যুগাধিপ, গোপাল, গোমুখি, গ্রাহ,
 গোচর্মবসন, হর, হিরণ্যবাহ, তুহাপাল, প্রবে-
 শিতা, প্রতিষ্ঠাতা, মহাহর্ষ, জিতকাম জিতে-
 ন্দ্রিয়, গাক্ষার, তনুর, তনু, আস্তা, গতি ধর
 মহাপীত মহানতো, অপসরোপন-সেবিত, মহা-
 কৈতু, বিক্রান্ত, চরেশ্বর, আবেদনীয়, আবাস,
 সর্ষভকমুখাবহ, তোরণ, তারণ, বায়ু, পর্জন্ত,
 একাদিশূর্য্যী বায়ু হস্তাশনসহস্র, প্রশান্ত্যাপ্তা,
 হস্তাশন, উগ্রভেজা, মহাভেজা, ভয়, বিকম্ব-
 কলবিং, জ্যোতিষের অয়ন, সিদ্ধি, সন্ধি,
 বিগ্রহ, শিবী, দণ্ডী, কটী, জালী, বৃষ্টিজ, দুর্ভয়,
 বনিকৃ, বৈকবী, পদবী, তালী, কাল, কালকটকর,
 নকত্র, বিগ্রহ, বুদ্ধি, ধর্মবুদ্ধি, অদোপম, প্রজা-

মেটজো বলচারী চ মহাচারী সূতন্তবঃ ॥
 সর্ষভূর্ধানিনাদী চ সর্ষবাদ্যপরিগ্রহঃ ।
 বালরূপো বিনাবাসো হেমমালী উবুঙ্গবিং ।
 ত্রিংশদ্বিত্ত্বতন্তমঃ সর্ষবন্ধবিমোচনঃ ।
 বন্ধনস্ত সুরেন্দ্রাণাং যুধি শত্রু বিনাশনঃ ॥ ৮০
 সাংখ্যপ্রসাদো দুর্কীসা সর্ষসাদুনিষেবিতঃ
 প্রহৃদনো বিভাগন্ত অতুলো বহুসামবিং
 সর্ষাবাসঃ সর্ষচারী দুর্কীসা বাসবোহমরঃ
 হেমো হেমকরো বক্ষঃ সর্ষধারা ধরোহুমঃ
 লোহিতাক্ষো মহাক্ষঃ বিকপাক্ষে বিশালঃ
 সংগ্রহে বিগ্রহঃ কামঃ সর্ষচীরনিবাসনঃ ।
 মুখো বিমুক্তদেহঃ দেহবিঃ সর্ষসামনঃ
 সর্ষকালপ্রসাদস্ত সুরালো বহুসামকঃ ॥ ৮১
 সর্ষকালো নিকপঃ নিপানী উরণঃ বধঃ
 রৌদ্রপাংস্তরু দিতো বহুবিধঃ সুরকলী
 বহুবোহো মহাবোহো মনোবোহো নিশাকরঃ
 সর্ষাবাসঃ প্রিয়বাসী অপদেশকরো হরঃ
 মুনিরাস্তবরো লোকঃ সর্ষোক্তান্তঃ সর্ষপু-
 পকা চ পক্ষিকপ্তী চ বিগদাপো বিনাশী

সূতন্তব, হিরণ্যকবচ, দ্রব, মেটজ বলচারী
 চারী, উত, সর্ষভূর্ধানিনাদী, সর্ষবাদ্যপরি-
 গ্রহ, বালরূপ, বিনাবাস, হেমমালী, উবুঙ্গবিং,
 ত্রিংশত, তম, সর্ষবন্ধবিমোচন, বন্ধন,
 সুরেন্দ্রাণাং বিনাশন সাংখ্যপ্রসাদ সূ-
 সর্ষসাদুনিষেবিত, প্রহৃদন, বিভাগ, অতুল,
 বন্ধ-সামবিং ৭২—৮০ সর্ষ-
 চারী, দুর্কীসা, বাসব, অমর, হেম-
 বক্ষ, সর্ষধারা, ধরোহুম লোহিতাক্ষ,
 বিকপাক্ষ, বিশাল, সংগ্রহ, বিগ্রহ, কাম,
 চীর-নিবাসন, মুখা, বিমুক্তদেহ, দেহা-
 কামন, সর্ষকাল-প্রসাদ, সুরাল ক-
 সর্ষকাল, নিকপ, নিপানী, উরণ, বধ,
 রূপাংস্ত, আদিত্য, বহু, অগ্নি, সুরকলী
 বেন, মহাবেন, মনোবেন, নিশাকর,
 সর্ষাবাসী, অপদেশকর, হর, মুনি,
 বিগদাপী, বিনাশী

মদনাকারো অর্থী অর্থকরোহবমঃ ।
 ৬ বামশ্চ প্রাদেশব্চাধ বামনঃ ॥ ১০
 পচারী ৫ সিদ্ধঃ সিদ্ধার্থসাধকঃ ।
 তিস্ক্রপী ৫ বিধাণী মূহুরব্যাসঃ ॥ ১১
 বিশাখশ্চ ষষ্টিনাগো বিশাখ পতিঃ ।
 তিষ্টেতী বজ্রস্তম্বন এব চ ॥ ১২
 করঃ কালো মনুষ্যদুর্করঃ ৬৮ ॥
 ১১ বাজিমেষো নিত্যমাশ্রমপুঞ্জিতঃ ॥ ১৩
 লোকচারী সর্গচারী সূচারবিঃ ।
 ১২ কালো নিশাচারী অনেকদৃক্ ॥ ১৪
 নিমিত্তশ্চ নন্দী নন্দিকরো হরঃ ।
 নন্দী ৫ নন্দিবান্ নন্দিবর্জনঃ ॥ ১৫
 নিহতা ৫ কালো ব্রহ্মবিদ্যঃ বরঃ ।
 মহালিঙ্গশ্চ তুলিঙ্গশ্চৈব চ ॥ ১৬
 মহাপ্রাক্ষো লোকপ্রাক্ষো মূগাবহঃ ।
 বীজকর্তা অধ্যাত্মপুণ্ডিতো বলঃ ॥ ১৭
 ভা কলশ্চ সৌভাগ্যোহধ জলেশ্বরঃ ।
 হরো বহুশা বজ্রো বজ্রকরঃ কলিঃ ॥ ১৮
 পলপতিমহাকর্ষঃ মহৌষধম্ ।
 অং প্রভবলবান শুক্র এব চ ॥ ১৯

নীতিরনীতিঃ শুদ্ধাত্মা শুদ্ধমানো গতিপ্রদঃ ।
 বহুপ্রসাদঃ সুস্প্রো দক্ষিণৌষত্ত্বমিত্তজিৎ ॥ ১০০
 বেদকারঃ সূত্রকারো বিদ্বাংসঃ পরমং তপঃ ।
 মহামেষবিনাদী ৫ মহাবোরবলীকরঃ ॥ ১০১
 অগ্নিহোত্রী মহাহোত্রী অতিপূমো হতো হবিঃ ।
 বৃষণঃ শস্ত্রো নিত্যো বর্চস্বী পূমকেতনঃ ॥ ১০২
 নীলশুক্লাঙ্গলুকঃ শোভনো নিরবগ্রহঃ ।
 পশ্চিমঃ পশ্চিভাগশ্চ ভাগী ভাগকরো লবঃ ॥ ১০৩
 উঃ সঙ্গশ্চ মহাসঙ্গশ্চ মহাগর্ভপুরো মূবা ।
 কৃষ্ণবর্ণঃ সুবর্ণশ্চ ইন্দ্রিয়ঃ সর্গপ্রাণিনাম্ ॥ ১০৪
 মহাপাদো মহাহস্তো মহাকর্ণো মহাযশাঃ ।
 মহামূর্ত্তা মহানেত্রো মহামাত্রো বিশালয়ঃ ॥ ১০৫
 মহাদন্তো মহাকর্ণো মহেশ্বশ্চ মহানুগঃ ।
 মহানাদো মহাকর্ম্মহাগ্রীবঃ সূশান্তবৃক্ ॥ ১০৬
 মহাচক্ষুর্মহাবজ্রো অস্ত্ররাজ্য মৃগালয়ঃ ।
 মহাকোটির্মহাগ্রীবো মহাবাহুঃ প্রতাপবান্ ॥ ১০৭
 সংযোগো বর্জনো বৃদ্ধো নিত্যবৃদ্ধো গুণাধিকঃ ।
 নিত্যো ধর্ম্মসহায়শ্চ দেবাসুহৃদপতিঃ পতিঃ ॥ ১০৮
 অমৃতো দুক্তবাহুশ্চ দ্বিবিধশ্চ সুপর্কবঃ ।
 আমটশ্চ সুমটশ্চ দেবো হরিহরো হরঃ ॥ ১০৯

শান্তপতি, উদ্যান, মদনাকার, অর্থ-
 বম, বামদেব, বাম, প্রাদেশ, বামন,
 চারী সিদ্ধ সিদ্ধার্থসাধক, তিস্ক্র-
 পী, মূহুর, অব্যাস, মহাসেন,
 নগ, বিশাখপতি, বজ্রস্তম্ব, তিষ্টেতী,
 কামদুর্কর, কাল, মনুষ্য, মদুর্কর,
 ১১, বাজিমেষ, আশ্রমপুঞ্জিত, ব্রহ্ম-
 চারী সর্গচারী, সূচারবিঃ, প্রশান,
 ১২, নিশাচারী, অনেকদৃক্, নিমিত্তশ্চ,
 দী, নন্দিকর, হর, নন্দীপর, নন্দী,
 দিবর্জন ১৮—১৯, ভগাধিনিহতা,
 ১০০বর, ৫০০বৃষ, মহালিঙ্গ, চতুলিঙ্গ,
 মহাপ্রাক্ষ, লোকপ্রাক্ষ, মূগাবহ,
 ১১৭কর্তা, অধ্যাত্মপুণ্ডিত, বল, ইতি-
 ১২, সৌভাগ্য, জলেশ্বর, হর, বজ্রকর,
 ১৮কর, কলি, লোককর্তা, পলপতি

নীতি, অনীতি, শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধমান, গতিপ্রদ, প্রহ-
 প্রসাদ, সুস্প্রো, দক্ষিণৌষ, অমিত্তজিৎ, বেদ-
 কার, সূত্রকার, পরমতপ, মহামেষবিনাদী, মহা-
 বোরবলীকর, অগ্নিহোত্রী, মহাহোত্রী, অতিপূম
 হতো, হবিঃ, বৃষণ, শস্ত্র, নিত্য, বর্চস্বী, পূম
 কেতন, নীল, শুক্লাঙ্গলুক, শোভন, নিরবগ্রহ
 পশ্চিম, পশ্চিভাগ, ভাগী, ভাগকর, লব, উঃসঙ্গ
 মহাসঙ্গ, মহাগর্ভপুর, মূবা, কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, সর্গ
 প্রাণীর ইন্দ্রিয়, মহাপাদ, মহাহস্ত, মহাকর্ণ
 মহাযশা, মহামূর্ত্তা, মহানেত্র, মহামাত্র বিশালয়
 মহাদন্ত, মহাকর্ণ, মহেশ্ব, মহানুগ, মহানাদ
 মহাকর্ম্ম, মহাগ্রীব, সূশান্তবৃক্, মহাচক্ষু, মহা-
 বজ্র, অস্ত্ররাজ্য, মৃগালয়, মহাকটি, মহাগ্রী-
 মহাবাহু, প্রতাপবান্, সংযোগ, বর্জন, বৃধ
 নিত্যবৃদ্ধ, গুণাধিক, নিত্যধর্ম্মসহায়, দেবাসু-
 পতি, পতি ১০৮—১০৯

বহুভাষ্যমান্ নিত্যো বহুশ্রেষ্ঠো মহারথঃ ।
 শিরোহারী বিসর্গো চ সর্ষলক্ষণভূষিতঃ ॥ ১১০
 অক্ষরচাকরো যোগী সর্ষযোগী মহাবলঃ ।
 সমাগ্রয়োহসমাগ্রীকৃত্যর্থসেবী মহারথঃ ॥ ১১১
 নিষ্কীবো জীবনো বাসী নীরসো বহুকর্ষণঃ ।
 বহুপ্রভূতো বহুভাষ্যো মহাপ্রদানিনাদকঃ ॥ ১১২
 মূলো বিশাখো নিরুত্তো ব্যাভোহব্যাকৃত্যো নিবিঃ ।
 আরোহণো নিরুহঃ শৈলহারী মহাতপাঃ ॥ ১১৩
 সেনাকর্মো মহাকর্মো যোগো যোগকরো হরঃ ।
 ধূমকপো মহাকপো অমরো পহনো নরঃ ॥ ১১৪
 নাট্যনির্মাণকঃ পাদঃ পণ্ডিতো বিকলোচনঃ ।
 বহুমানো মহামানঃ সুমালো বহুলোচনঃ ॥ ১১৫
 বিস্তারো ভবনঃ ক্রুরঃ কুসুমঃ সুকলোদয়ঃ ।
 কৃষতো কৃষতাক্রুরো মল্লিবিধো জটাবরঃ ॥ ১১৬
 ইন্দুবিমর্গঃ সুমুখঃ সুগ্রঃ সর্ষাধিবরঃ ।
 নিবেদনঃ সুবধা চ সঙ্গাধারো মহাহরঃ ॥ ১১৭
 পঞ্চমালী চ ভগবানুপানঃ সর্ষকমুখম্ ।
 মহানো বহলো বহুঃ সকলঃ সর্ষনোচনঃ ॥ ১১৮
 উত্তমালী কল্পমালী উত্তমসংহননো বরঃ ।
 চন্দ্র-পত্ন্যবিখ্যাতঃ সর্ষলোকেশ্বরো মহান ॥ ১১৯

১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯
 বহুভাষ্যমান্, নিত্যো, বহুশ্রেষ্ঠো, মহারথঃ, শিরোহারী, বিসর্গো, সর্ষলক্ষণভূষিতঃ, অক্ষর, অক্ষরযোগী, সর্ষযোগী, মহাবলঃ, সমাগ্র, অস-
 মাগ্র, তীর্থসেবী, মহারথঃ, নিষ্কীবো, জীবনো, বাসী, নীরসো, বহুকর্ষণঃ, বহুপ্রভূত, বহুভাষ্যো, মহা-
 প্রদানিনাদকঃ, মূলো, বিশাখো, নিরুত্তো, ব্যাভো, হব্যাকৃত্যো, নিবিঃ, আরোহণ, নিরুহঃ, শৈলহারী, মহাতপাঃ, সেনাকর্ম, মহাকর্ম, যোগ, যোগকর, হরঃ, ধূমকপ, মহাকপ, অমর, পহন, নর, নাট্য-
 নির্মাণক, পাদ, পণ্ডিত, বিকলোচন, বহুমান, মহামান, সুমাল, বহুলোচন, বিস্তার, ভবন, ক্রুর, কুসুম, সুকলোদয়, কৃষত, কৃষতাক্রুর, মল্লি-
 বিধ, জটাবর, ইন্দু, বিমর্গ, সুমুখ, সুগ্র, সর্ষা-
 ধিবর, নিবেদন, সুবধা, সঙ্গাধার, মহাহর, পঞ্চ-
 মালী, ভগবান, (সর্ষকমুখ) উত্তম, মহান, উত্তম-
 আলী, কল্পমালী, উত্তমসংহননো, বরঃ, চন্দ্র-পত্ন্যবিখ্যাতঃ, সর্ষলোকেশ্বরো, মহান ॥ ১১৯

মুণ্ডো বিকপো বিকতো দণ্ডী মুণ্ডো বিকর্ষ-
 হর্ষকঃ কোকস-চক্রী দীপ্তজিহ্বঃ সহস্রপাঃ
 সহস্রমুখা দেবেশ্বঃ সর্ষভূতময়ো গুরঃ ।
 সহস্রবাহুঃ সর্ষাঙ্গঃ শরণ্যঃ সর্ষলোকেশ্বক্ ।
 পবিত্রাঙ্গিমধর্মকঃ কনিষ্ঠঃ কৃষ্ণাপিঙ্গলঃ
 ব্রহ্মদণ্ডবিনিমাতা শতদ্বী-শতপাশক ॥ ১১০
 পদগর্ভো ব্রহ্মগর্ভো জলগর্ভো জনোদ্ভবঃ ।
 গর্ভস্থো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্ম ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো গতিঃ
 অনন্তরূপো নৈকান্ত্য তিথ্যো জ্ঞানোন্মোহম-
 উচ্ছিন্না পলপতির্বাণভরঃ মানোভবঃ ॥ ১১১
 চন্দনী পদনাল্যঃ সুব্রহ্মস্বরূপো নরঃ
 করিকারো মহাসর্গো নীলমল্লপিনককৃৎ ।
 উমাপতিরুমকাত্তো ক্ষত্রবীজদগমঃ
 বরো বরো বরো বরো বরো বরো বরো ॥ ১১২
 মহাপ্রসাদস্বনবঃ শক্রঃ বেতপিঙ্গলঃ
 প্রীতাস্ত্র প্রয়তাস্ত্র চ সঙ্গতাস্ত্র প্রদানবিঃ ।
 সর্ষপার্শ্বভূতস্ত্রকো বহুসংহরো বরঃ
 চরাচরাস্ত্রা স্ত্রা স্ত্রা স্ত্রা স্ত্রা স্ত্রা স্ত্রা স্ত্রা ॥ ১১৩
 সর্ষোহর্ষসুদামিতো বিবদন সর্ষক

সর্ষলোকেশ্বরো, মহান, মুণ্ডো, বিকপো, বিকতো, দণ্ডী, মুণ্ডো, বিকর্ষ-
 হর্ষকঃ, কোকস-চক্রী, দীপ্তজিহ্বঃ, সহস্রপাঃ, সহস্রমুখা, দেবেশ্বঃ, সর্ষভূতময়ো, গুরঃ, সহস্রবাহুঃ, সর্ষাঙ্গঃ, শরণ্যঃ, সর্ষলোকেশ্বক্, পবিত্রাঙ্গিমধর্মকঃ, কনিষ্ঠঃ, কৃষ্ণাপিঙ্গলঃ
 ব্রহ্মদণ্ডবিনিমাতা, শতদ্বী-শতপাশক ॥ ১১০—১১১
 পদগর্ভো, ব্রহ্মগর্ভো, জলগর্ভো, জনোদ্ভবঃ, গর্ভস্থো, ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণো, ব্রহ্মণো, গতিঃ, অনন্তরূপো, নৈকান্ত্য, তিথ্যো, জ্ঞানোন্মোহম-
 উচ্ছিন্না, পলপতির্বাণভরঃ, মানোভবঃ ॥ ১১১
 চন্দনী, পদনাল্যঃ, সুব্রহ্মস্বরূপো, নরঃ, করিকারো, মহাসর্গো, নীলমল্ল, পিনককৃৎ, উমাপতি, রুমকাত্তো, ক্ষত্রবীজদগমঃ, বরো, বরো, বরো, বরো, বরো, বরো, বরো ॥ ১১২
 মহাপ্রসাদ, স্বনবঃ, শক্রঃ, বেতপিঙ্গলঃ, প্রীতাস্ত্রা, প্রয়তাস্ত্রা, চ, সঙ্গতাস্ত্রা, প্রদানবিঃ, সর্ষপার্শ্বভূত, স্ত্রকো, বহুসংহরো, বরঃ, চরাচরাস্ত্রা, স্ত্রা, স্ত্রা, স্ত্রা, স্ত্রা, স্ত্রা, স্ত্রা ॥ ১১৩
 সর্ষোহর্ষসুদামিতো, বিবদন, সর্ষক

সর্গসংক্ষেপ-বিস্তারঃ পর্যায়োহতমঃ ॥
 বৎসরো মাসঃ পক্ষঃ সন্ধ্যাসমাপকঃ ।
 গাঠা লবা মাত্রা মুহূর্ত্তাহঃ কপা কণাঃ ॥১৩০॥
 বীজলিঙ্গং বীজমাদ্যন্তনির্মিতঃ ।
 সদস্যাক্তং পিতা মাতা পিতামহঃ ॥১৩১॥
 প্রজাপারং মোক্ষধারং ত্রিবিষ্টপম্ ।
 ক্লাননকৈব ব্রহ্মলোকপরা গতিঃ ॥১৩২॥
 বিনির্ঘাতা দেবাসুরপরাশ্রয়ঃ ।
 অতির্দেবো দেবাসুরনমস্কৃতঃ ॥ ১৩৩ ॥
 মহামাত্রো দেবাসুরমহাপ্রিয়ঃ ।
 গণাধ্যক্ষো দেবাসুরপণাগ্রণীঃ ॥ ১৩৪ ॥
 গুরুর্দেবো দেবাসুরপরিষ্টিতঃ ।
 মহামন্ত্রো দেবাসুরমহেশ্বরঃ ॥ ১৩৫ ॥
 মহাপ্রিয়োহচিহ্নো দেবাসুরমহাব্যঃ ।
 গুরুমাবেদ্যো বিরজো বিরজাপরঃ ॥১৩৬॥
 স্ত্রী সুরবাতো দেবসিংহঃ নরবর্ত্তঃ ।
 বরশ্রেষ্ঠঃ সর্গদেবোহস্তমোহমঃ ॥ ১৩৭ ॥
 স্ত্রো নিজঃ সর্গঃ পবিত্রঃ সর্গবাহনঃ ।
 শোভনো বজ্র ঈশানঃ প্রভুরবাদঃ ॥১৩৮॥
 প্রিয়ো রাজা বাজরাজো নিরাময়ঃ ।

অর্চিত, ব্যাস, সর্গসংক্ষেপ, বিস্তার, ব, নতু, সংবৎসর, মাস, পক্ষ, সন্ধ্যা-
 কল, কাঠা, লবা, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, অহঃ,
 গ, বিলক্ষিত, বীজলিঙ্গ, বীজ, আদ্য,
 ত, সর্গাদি, সদস্যাক্ত, পিতা, মাতা,
 , সর্গধার, প্রজাপার, মোক্ষধার, ত্রিবি-
 ষ্টপ, ক্লানন, ব্রহ্মলোকপরাগতি, দেব-
 ষ্ঠাতা, দেবাসুরপরাশ্রয়, সুরাসুরপতি,
 য়সুরনমস্কৃত ॥ ১২৩—১৩৩ ॥ দেব-
 মাত্র, দেবাসুর মহাপ্রিয়, দেবাসুর-পণ-
 ণাসুরপণাগ্রণী, দেবাসুর-গুরু, দেব,
 -পরিষ্টিত, দেবাসুর-মহামন্ত্র, দেবাসুর-
 মহাপ্রিয়, চিহ্না, অচিহ্না, দেবাসুর-
 গুরু, গুরু, আবেদ্য, বিরজা, বিরজা-
 ণ, স্ত্রী, সুরবাত, দেবসিংহ, নরবর্ত্ত,
 , বরশ্রেষ্ঠ, সর্গদেবোহস্তমোহমঃ, গুরু,
 ঈশ, সর্গ, পবিত্র-সর্গবাহন, স্ত্রো,

অভিরামঃ সুরগণো বিরামঃ স্বর্গসাধনঃ ॥ ১৩৯ ॥
 ললাটাকো বিশ্বদেহো হরিণো ব্রহ্মবর্ত্তসী ।
 স্থাবরাণাং পতিশ্চৈব নবমেন্দ্রিবর্জনঃ ॥ ১৪০ ॥
 সিদ্ধার্থঃ সর্গভূতার্থো নিত্যঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ
 ব্রতাদিঃ পরমং ব্রহ্ম ভক্তানাং পরমা গতিঃ ॥১৪১॥
 বিমুক্তো দীপ্তভেজাশ্চ শ্রীমান্ শ্রীবর্জনো গজঃ ।
 যথাপ্রসাদো ভগবানিতি ভক্ত্যা স্তুতো ময়া ॥ ১৪২ ॥
 যং ন ব্রহ্মাদয়ো দেবা বিহৃৎ ন মহর্ষয়ঃ ।
 তং স্তব্যমর্চ্যমগ্ৰ্যক বন্দ্যং স্তোষ্যে জগৎপতিম্
 ভক্তিমেব পুরস্কৃত্য ময়া যজ্ঞপতিঃ স্তুতঃ ।
 তস্মাদনুচ্চাং প্রাপ্যৈব স্তুতো গতিমতাং গতিঃ ॥
 শিবমেবং স্তবন দেবং নামতিঃ পুষ্টিবর্জনৈঃ ।
 নিত্যযুক্তঃ শুচিভূতা প্রাপ্যোত্যান্মানমাস্তনঃ ॥১৪৫॥
 এতন্নি পরমং ব্রহ্ম স্বয়ং গীতং স্বয়মুবা ।
 সমস্তৈশ্চ দেবাশ্চ স্তবতোজেন তং বিভূম্ ॥ ১৪৬ ॥

শোভন বজ্র, ঈশান, প্রভু, অব্যয়, শৃঙ্গী, শৃঙ্গ-
 প্রিয়, রাজা, রাজরাজ, নিরাময়, অভিরাম, সুর-
 গণ, বিরাম, স্বর্গসাধন, ললাটাক, বিশ্বদেহ,
 হরিণ, ব্রহ্মবর্ত্তসী, স্থাবরগণ-পতি, নবমেন্দ্রি-
 বর্জন, সিদ্ধার্থ, সর্গভূতার্থ, নিত্য, সত্যব্রত,
 শুচি, ব্রতাদি, পরমব্রহ্ম, ভক্তগণের পরমা গতি,
 বিমুক্ত, দীপ্তভেজা, শ্রীমান, শ্রীবর্জন, গজ ॥
 এই প্রকারে প্রসাদ পর্যন্ত ভগবান্ শঙ্করের
 স্তব করিয়াছি; ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মহর্ষিসমূহ
 যাহার তত্ত্ব অবগত নহেন, সেই স্তবযোগ্য,
 পুণ্ডরীক-শ্রেষ্ঠ এবং বন্দনীয় জগৎপতি শিবের
 স্তব করিব। আমি ওদীয় অনুজ্ঞাক্রমেই ভক্তি-
 সহকারে সেই ব্রহ্মপতি ও গতিমানেরও গতি
 ভগবানের স্তব করিলাম ॥ ১৩৪—১৪৪ ॥ নিত্য-
 যোগপরাশ্রয় মানব শুচি হইয়া, এই পুষ্টিবর্জন
 সহস্র নাম দ্বারা মহাদেবের স্তব করিলে আত্ম-
 লাভ করিতে সক্ষম হয়। এই সহস্র নাম
 পরম ব্রহ্ম, ইহা স্বয়ং স্বয়ম্ ব্রহ্মা কর্তৃক
 কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। ঋষি ও দেবসমূহ এই
 নামসহস্র দ্বারা বিদুর স্তব করিয়া থাকেন।

সুখমানো মহাদেবঃ সুর্যতে চান্নমো পতিঃ।
 ভক্তানুকম্পী ভগবানানুসংহান্ করোতি তান্ ॥
 তেইব চ মনুষ্যেষু বে মনুষ্যাঃ প্রধানতঃ।
 আন্তিকাঃ প্রদধানাচ বহুভির্জাতিঃ স্তবৈঃ ॥ ১৪৬
 জাগ্রতোহথ স্বপত্তা বজ্রভুঃ পথি সংস্থিতাঃ।
 স্তবস্তি সুরম্যনৈচ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১৪৭
 জন্মকোটিসহস্রেণ নানাসংসারযোনিষু।
 জন্তোবিশুদ্ধপাপস্ত ভবে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১৪৮
 উৎপন্ন চ ভবে ভক্তিরনন্তা সর্কভাবতঃ।
 কারণং ভাবি তং তস্ত সর্কমুক্তস্ত সর্কতঃ ॥ ১৪৯
 এতদেবেষু হৃদ্রাপা মনুষ্যোপপাদ্যতে।
 নির্বিণা নিচলা ভদ্রে ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ১৫০
 তেইব হি প্রসাদেন ভক্তিরূপদাতো নবাযু।
 দধা বস্তি পরাং সিদ্ধিং তদ্ব্যবগতেন্তসঃ ॥ ১৫১
 যে সর্কভাবোপপত্তাঃ পরাং ভাবং ভবন্ত চ
 প্রসন্নবৎসলো দেবঃ সংসারাং তং সমুদ্রবৎ ॥
 এবমন্তেহপি কুর্সতি দেবাঃ সংসারগোচরম্।
 মনুষ্যাণাং মহাদেবঃ স্তব পিতবৎসলঃ ॥ ১৫২

যে মানবগণ আন্তর্য পতিস্বরূপ মহাদেবের
 এইরূপ স্তব করে ও যে প্রধান মনুষ্য আন্তি-
 কতা ও প্রজ্ঞা সহকারে বহু জন্ম পর্যায়ে ভগ-
 বানের স্তব করে, ভক্তানুকম্পী মহাদেব
 তাহাদিগকে সাবুজ্য প্রদান করেন। জাগ্রত-
 বস্থায় চটক, নিদ্রাবস্থায় চটক, আর পথিমধ্যে
 অবস্থান অবস্থাতেই হটক, ভগবানকে স্তব
 করিলে সন্তোষ ও রতিলভ করে। সংসার
 কোটি জন্ম নানা বোঝিতে ভ্রমণ করিয়া পাপ-
 শোভন হইলে, মহাদেবে ভক্তি হয়। মহা-
 দেবের উপর সর্কভাবে একাগ্র ভক্তিই সর্ক-
 প্রকার সর্ক মুক্তির একমাত্র কারণ। এই
 ব্যভিচারিণী, নির্বিণা ও নিচলা স্তবভক্তি
 দেবজন্মিতেও হৃদ্রাপ্য, মনুষ্যে কোথা হইতে
 হইবে? তাহায় এসময়েই মানুষের সেই
 ভক্তি উৎপন্ন হয়, যে ভক্তি দ্বারা ই ভগবৎ-
 চেতা মানবগণ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
 নির্বিণা ভবে পরম ভাব প্রাপ্ত হয়, এসম-
 য়েই দেব ভক্তিরূপে মানব রচিত স্তব

ইতি ভেনৈলকজেন ভগবান্ সংসৃত
 কৃতিবাসাঃ স্তবো ব্যাস তত্তিমা স্তব
 স্তবমেনং ভগবতো ব্রহ্মা স্বরমধাধ্যত
 ব্রহ্মা প্রোবাচ শক্রায় শক্রঃ প্রোবাচ
 মৃত্যুঃ প্রোবাচ ক্রতুবাং ক্রদেভাস্তি
 মহতা তপসা প্রাপ্তস্তিওনা ব্রহ্মসংসা
 তত্তিঃ প্রোবাচ স্তবায় পৌতমায় স
 বৈবগত্য মনবে পৌতমঃ প্রাহ ধাম
 নারায়ণায় সাধ্যায় মনুরিষ্টায় ধীমতে
 যমায় প্রাহ ভগবান্ সাব্যো নারায়ণে
 মার্কণ্ডেয়ায় মার্কণ্ডো নাটিকেভায় বায়
 নাটিকেভায় মার্কণ্ডো দদৌ প্রোবাচ
 উপমন্যাস্ত ক্রতুবাং দদৌ তত্তিগীস
 এবং প্রবিকিতং স্তোত্রং শত্রোহিহ
 কামদং ভোগদৈব সর্কসিদ্ধিপ্রদক
 সর্কায়ব্রোগ্যায়মায় বনং দত্তং তেই

করেন পিতবৎসল মহাদেব ভি
 দেবভাগ্য (মহাদেব উপর ভক্তি
 মানুষকে সংসার-গোচর করে
 বাস। সেই ইন্দ্রকর ভক্তি
 এইরূপে সেই স্তব কৃতিবাস
 ছিলেন ব্রহ্মা স্বরমধাধ্যত
 স্তব পাইয়াছিলেন ব্রহ্মা শক্রকে
 শত্রু মৃত্যুকে বলেন, মৃত্যু ক্রদেভায়
 এবং মার্কণ্ডেয় নিকটে হইতে
 দদৌ ব্রহ্ম-সস্তায় তত্তি উহা পৌ
 তংপরে তত্তি স্তবের নিকটে যত
 স্তব পৌতমকে বলেন এবং পৌত
 বৈবগত্য মনুকে এই স্তব কহি
 তংপরে মনু প্রিয় সাধা নারায়ণকে
 নারায়ণ যমকে, যম মার্কণ্ডকে, মার্ক
 মার্কণ্ডের নাটিকেভকে এবং নাটিকে
 মনুকে ইহা প্রদান করেন উপমন্য
 বায়সিদ্ধির জন্তু তাহাকে দান করেন।
 রূপে এই মহাদেবের স্তব মণ্ডলে
 হইয়াছে। এই স্তব কামদ, ভোগ
 সিদ্ধি, স্বর্গ, আরোহণ, স্বর্গ

৫ প্রকৃষ্টি দানবা বক্ষ-রাক্ষসাঃ ।
 ৥ তুধানাশ্চ শুক্লা ভূজগাশ্চ ॥ ১৬৪
 সূক্তচিহ্না ত্রক্ষচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 গো বর্ষস্ত সাক্ষাৎ পশ্যতি শঙ্করম্ ॥ ১৬৫
 তামেবং হি পঠেদৌষধসন্নিধৌ ।
 ধর্মসং লেভে বিমুক্তঃ সর্ষপাতকৈঃ ॥
 শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং
 সহস্রনামকথনং নামাষ্টকং
 বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

কোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।
 কামশ্চ মোক্ষশ্চ ত্রিতয়ং লভেৎ ।
 সমৌহত বিধান স বহবা স্মৃতঃ ॥ ১
 । দানেন ব্রতেন নিয়মেন চ ।
 শান্তে স্বর্গঃ সন্ধিকেন মহামুনে ॥ ২

স্বর্গ । দানব, বক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ,
 শুক্ল বা ভূজগগণ, কেহই এই
 য় করিতে পারে না । যে ব্যক্তি
 চি, ত্রক্ষচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া
 করিয়া এক বৎসর এই স্তব পাঠ
 ব্যক্তি শঙ্করকে সাক্ষাৎ দর্শন করে ।
 ত্তি ভগবানের সন্নিধিতে প্রতিদিন
 পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ষ-
 ত্তি হইয়া অখমেধ বস্ত্রের ফল
 ১৪৫—১৬৬ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

বাস কহিলেন,—ধর্ম হইতে অর্থ,
 শান্ত এই তিনের লাভ হয় । অতএব
 নব উপাস্তা, দান, ব্রত ও নিয়ম অব-
 যিয়া বর্ষাচরণে ব্যবহীত হইবে ।
 পণ্ডিত করিলে স্বর্গ লাভ হয় ।

ইহাশ্রোত্রে লভেদ্রাজ্যং লোক-ক্ৰোধবিবর্জিতম্ ।
 জন্মান্তরেণ মুক্তিঃ স্তাৎ পদং বিন্ধতি শঙ্করম্ ॥ ৩
 তপসা রাজসেনেহ রাজসী ভেন জায়তে ॥ ৪
 তামসেন তু ভাবেন ক্রুরকর্মেহ নিষ্ঠুরঃ ।
 সন্ধায়া বক্ষসো বাক্ষং পুনঃ কিং তমসা বৃতম্ ॥ ৫
 সুসাত্তিকৈব তদুচ্যতে অপো
 ব্রজস্তমোভ্যাং ন যুতং প্রশস্ততে ।
 পর্ণাশিনাং বায়ুভুজাং মুনীনাং
 তপস্বিনাং বৈ বিপিনে সমাসতাম্ ॥ ৬
 বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রানিণাং
 গৃহেহপি পক্ষেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ ।
 অকুংসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ততে
 নিবৃত্তরাগস্ত গৃহং উপোবনম্ ॥ ৭
 তুর্ধ্যাগ্রমোহয়ং পদিতঃ সুধর্ম্মঃ
 সূত্রশ্চরং সম্যক্জিতেন্দ্রিয়ানাম্ ।
 সংহত্বতে শ্রেষ্ঠতমঃ শুভাগ্রমো
 গৃহসুধর্ম্মঃ প্রবরো মনোযিণাম্ ॥ ৮

স্তর ইহলোকে স্বয়ং ক্রোধ-লোক-বিবর্জিত
 হইয়া রাজত্ব লাভ করে । পরে জন্মান্তরে
 মুক্তি অর্থাৎ শঙ্কর পদ প্রাপ্ত হয় । রাজো-
 ক্ত-বহল-তপস্চারণে রাজস-প্রকৃতি হয় ।
 তামস ভাবে তপস্তা করিলে, ক্রুরকর্ম্ম ও
 নিষ্ঠুরপ্রকৃতি হয় । তামস-প্রকৃতি মানবগণের
 নেত্র, শব্দ বা বক্ষ হইতে উৎপন্ন হয় ;
 অথবা তাহার অন্ধ হয় । যে তপ, রাজ
 ও অমোগ্ধে অস্পৃষ্ট, তাহা সাত্তিক ও
 তাহাই প্রশস্ত । পর্ণ ও বায়ুভোজী বিপিন-
 নিবাসী মুনিগণ তাহার আচরণ করেন । রাগাচ্ছ
 মানবগণ বনবাস করিলেও তথায় তাহাদিগের
 দোষ উৎপন্ন হয় এবং সাধু ব্যক্তিগণ গৃহে
 থাকিয়াও পক্ষেন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক তপস্তা
 করিতে পারে । যে নিবৃত্তরাগ মনুষ্য অনিচ্ছ
 নীর কর্ম্ম আচরণ করেন, গৃহই তাঁহাদিগের
 উপোবন । এই বন-নিবাসরূপ চতুর্থপ্র-
 থলিলায় । জিতেন্দ্রিয়গণ এই আশ্রমে সূত্র-
 তপস্তা করেন । গৃহস্থাত্ম্যও নিত্য প্রো-
 ক্ত ; এই আশ্রমে সর্ষপাতক দানবগণ বর্জন

তথা ওপঃ সংখিপিনে কুখার্তো
গৃহং সমাধার সন্নিবাসতঃ ।
ভক্ত্যা যতোহরং প্রদদাতি তত
অপোবিভাগং ভজতে হি সমাকৃ ॥ ১০
গৃহাশ্রমঃ শ্রেষ্ঠতমোশ্রমাণাং
সম্যক্ সঙ্গা পালয়তে মনুষ্যঃ ।
ইহৈব ভুঞ্জন্ স মনুষ্যভোগান্
অর্গং প্রযাতীতি ন সংশয়োহত্র ॥ ১১
সঙ্গা গৃহং পালয়তাং নরাণাং
পাপং সমায়াতি কথং মুনীন্দ্র ।
অত্রহি ভক্তিং হি হিতায় ভোগ্য
দানেন কৃত্বা দিব্যাত্মজয়ি ॥ ১২

সনৎকুমার উবাচ ।

শূন্য ব্যাক্যামি কালেন মহাপা পবিশোদনম্
সর্বসম্পৎকরং দানমিহামুক্ত কলপ্রদম্ ॥ ১৩
ততকালে সমায়াতে সমভাষ্টোদৈবতম্ ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কৃত্বা দদ্যাদানং শশক্তিতঃ ॥

করিতে পারেন তপস্বিন, বিপিনে কেশকর
তপস্বীচরণ করিতে করিতে কুখার্ত হইয়া
অবলাভায় গৃহে উপস্থিত হন গৃহস্থ ঈশ্বর
দিককে অবদান করিয়া, ঈশ্বরদিকের অপভোগও
গ্রহণ করেন । সকল আশ্রম মধ্যে গৃহাশ্রমই
শ্রেষ্ঠতম ; যে মনুষ্য সর্বদা উত্তমরূপে এই
আশ্রমের পালন করিতে পারেন, তিনি ইহ-
লোকে বিপুল ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া পরকালে
বিসংখ্য অর্গে গমন করেন । তাহার সর্বদা
গৃহাশ্রমের সম্যক পালন করেন, হে মুনীন্দ্র !
ঈশ্বরদিকের হ্রদাজ্ঞা যে পাপ উৎপন্ন হয় এবং
যে দান করিলে, তাহার বিপুলপাপ হইয়া
অর্গে গমন করেন, আপনি ঈশ্বরদিকের হিত
সিদ্ধি তাহা কীটন করুন ১২—১১। সনৎকুমার
কহিলেন, হে কালীকম্বর । সর্বপাপ-বিশোধন,
সর্বসম্পৎকর ও ইহলোকলোকে কলপ্রদ দান
করিতেছি অর্থ কর । ততকাল উপস্থিত
হইলে, হস্তগোপী মহাদেবের পূজা করিয়া
নিম্নলিখিত কল সমাধার শক্তি অনুভবে

গৃহীত্বা পরমব্যক্ত দ্বিগদেবেভ্য এব হি
দদ্যাৎ স নিরয়ং দৃষ্ট্বা পশ্চাদ্ভাতি পরা
শতানীকো যথা দানাতঃ সম্পূর্নব্রহ্মত্বমি
তথাশ্রেষ্ঠাশ্রমোহ্যতঃ সংগৃহ্য মনুষ্যোঃ
দান্যস্থানেষু বদন্তঃ তেষামক্ৰমদানম্
শূন্য ব্যাস প্রবক্ষ্যামি বহুবিধং সমাস্ত
দেহভক্তিকরং দানং স্বর্গলোকপ্রদম্
দানং পাপাপহরং যেন পুমান যতি ত্রি
পুরা ত্রিনয়নপ্রোক্তং ভাগবাদে মহা যুগে
পাপযুক্তায় রামায় তুলাপুরুষম্বেব চ ॥ ১
পাপকল্মষরতনৈব বদবক্তিকিয়ে নৃপাঃ
যেনিরয়ঃ সুকৌর্গাশু কৃপাননিবত্তমঃ
যতকালকলমতেঃ এবহা ততঃপরঃ
সন্তোষপান এবাদী শ্রুৎ প্রসন্নন মুখি
অদ্যজাবলনং কৃত্বা কৃত্বা চোপদৈনি
ততঃ কাদ্যেদিতিঃ পুরোক্ত মবাস

দান করিবে যে নর পরমাত্মন
দেব ও ব্রাহ্মণকে দান করে, সে প্রথম
জন্ম করিয়া পশ্চাদ্ভাতি পরা
যেমন শতানীক নরপতি প্রদ-পৈল
দন গ্রহণ করিয়া দান করায় নরকরমী
সম্পদ কর্তৃক অবতীর্ণ হইয়াছিল
দাতার নিকটে সংগ্রহপূর্বক ধনুতঃ পরা
দাতাও সেইরূপ হন সত্যদিবসুহনে
করিলে, সেই স্থান-স্বামীও স্বর্গবাসী
ব্যাস । অর্থ কর, বহুবিধ-সংখ্য, দেব
স্বর্গলোক-প্রাপক, পাপনাশক দান
কীটন করিতেছি, যে দানকালে দান গ্রহি
গমন করে । পূর্বকালে মহাশ্র ভাগী
পাপযুক্ত হইলে, ভগবান ত্রিনয়ন এই
পুরুষদান কীটন করিয়াছেন । যেন
বহুক্রিয়াচারী ও অশ্রুত পাপকর্মী
সকলভাতি ত্রীতে আসক্ত, কুংসিত
পান ও অত্যা-ভক্ষণ-নিরত, ভ্রমণ ও
ভ্রমণাধী, যতঃ মিথ্যাবাদী, বিরুদ্ধভাতি
উৎপন্ন ব্যক্তিকে উপজীবনকারী ও
বাসন কৃত উপবাসী, (এই দান

শ্রবণব্যাপ্যামা-নৈবত-শাস্ত্রবাঃ ।
 প্রাক্তন নির্দিষ্টা বহুলাং হবনে সদা ॥২২
 তেইশ্চব হুতা ব্যাহতিভিঃ পুরা ।
 বহেননং যদি দিবান্যনুক্রমাং ॥ ২৩
 ইতশ্চব পুনস্ত মেতিসপ্তকম্ ।
 তেনৈব শাকল্যং হোমমাচরেং ॥২৪
 ছতীর্দন্তা সর্কভোহপি যথাক্রমম্ ।
 নো দৃঢ়ো চক্রে বজ্রিয়ো চ মহাবলো ॥
 বিদ্যো ধনু কাটিকৈর্যো
 তৌ গজবরৈঃ সুবরৈঃ ।
 প্রসন্নো দদতুর্ধনৈঃ
 সোমং বিজ্ঞশূলপানী ॥ ২৬
 কনং তত্র ভূতোপহাটৈ
 ন স্তেনে তু বিষ্টরৈঃ ।
 পাদেন তথাসনেন
 যজ্ঞে মম শূলপানে ॥ ২৭
 রৌর্যোহসি উমসমেতো
 পূজাক্ষ ময়া প্রদত্তাম্ ॥ ২৮

ভক্তি হয়)। মানবগণ, পাপক্ষয়
 কর্তৃক পূর্বে অভিহিত এই বক্ত
 এই যোগে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, বম,
 সোম ও অগ্নির অগ্নিতে হোম
 প্রথমে গ্রহনকর্তৃপতির মহান্যাকৃতি
 করিয়া, “বন্দেবা দেবহেননং” “যদি
 যজ্ঞগ্রত” হইতে “পুনস্ত মা”, এই
 পূর্বক প্রবাহিত দ্বারা হোম করিয়া
 ম করিবে। শাকল্য-হোম সম্পন্ন
 কল দেবতাকে যথাক্রমে আহুতি
 রা, হইলী সুদৃঢ় মহাবল স্তম্ভ নিষ্কাশ
 অনন্তর উক্তম গজ ও বস্ত্রাদি
 শ্রবণ, বিদ্য, কাটিকৈর, বিশাখের
 রিবে। তৎপরে সোম, বিজ্ঞ ও
 পূজা করিয়া, দান করিয়া। তৎপরে
 পাঠপূর্বক তত্র উপহার, বিষ্টর,
 আসন দ্বারা তদবস্থ শিলাকপাদি
 শূলপানে। তুমি আমার বন্ধ
 তুমি নাগোজীর উপর করিয়া

পূজা ব্রহ্মপতিত্রেণ স্ব্যাত্রেব তু রুগ্নিভিঃ ।
 ক্রদোহয়ং সপত্নীকঃ প্রতিগৃহ্নাতু স্বাহা ॥ ২৯
 সর্কণীমানি পুষ্পানি পুতানি রবিরশিভিঃ ।
 ক্রদঃ সপত্নীকঃ প্রতিগৃহ্নাতু স্বাহা ॥ ৩০
 বনস্পতিরসো দিব্যঃ সর্কগন্ধেশু চোক্তমঃ ।
 আত্রেয়ঃ সর্কদেবানাং প্রতিগৃহ্নাতু মে সদা স্বাহা
 অগ্নিঃ শক্রশ্চ জ্যোতিশ্চ সর্কভোজোময়ঃ শিবঃ ।
 প্রভাকরোমহাতেজাদীপোহয়ং প্রতিগৃহ্নাতু স্বাহা
 আবারাজ্যং জুহুয়াং । অগ্নয়ে পৃথিব্যধি-
 পত্যয়ে স্বাহা । ইন্দ্রায় সুরাধিপত্যয়ে স্বাহা ।
 স্বর্ধ্যায় দিবোহধিপত্যয়ে স্বাহা । সোমায়
 নক্ষত্রাধিপত্যয়ে স্বাহা । বরুণায় অপাং পত্যয়ে
 স্বাহা । তুলায়ৈ তুলাপুরুষায় স্বাহা । শেষং
 ব্যাহতিভিজুহুয়াং ॥ ৩৩
 ততো দ্রব্যং সমারোপ্য তুলায়াং স্বয়মাক্রহেং ॥৩৪
 ধরণী যদি তে মাতা ব্রহ্মা চ জনিতা স্বয়ম্ ।
 ভূত্বা ত্বং সত্যধর্মশ্চ আকৃঢ়ং মাং বিধারয় ॥ ৩৫
 সত্যেন বাসি দেবানাং মুনীনাং ভাবিতাম্ভনাম্ ।

মংপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ কর; ব্রহ্ম ও স্বর্ঘ্যরশ্মি
 দ্বারা পবিত্র পূজা সপত্নীক ক্রদ গ্রহণ করুন;
 এই সকল পুষ্প স্মৃষ্টিকরণে পবিত্র, সপত্নীক
 ক্রদ ইহা গ্রহণ করুন। ১২—৩০। এই দিব্য
 বনস্পতিরসসমৃদ্ধ অতএব দ্রব্যং গজদ্রব্য মধ্যে
 উক্তম, সর্ক দেবতার আশ্রয়-যোগ্য (রূপ) গ্রহণ
 করুন শিব, অগ্নি, শক্র ও জ্যোতিরূপ সর্ক
 ভোজোময় এবং প্রভাকর ও মহাতেজা, তিনি
 আমার দাপ গ্রহণ করুন। অনন্তর আবারাজ্য-
 হোম করিবে পৃথিবীর অধিপতি অগ্নি উদ্দেশে
 হবি ত্যাগ করিতেছি, সুরাধিপতি ইন্দ্র উদ্দেশে,
 স্বর্গাধিপতি স্বর্ঘ্য উদ্দেশে, নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্র
 উদ্দেশে, জনপতি বরুণ উদ্দেশে, তুলাপুরুষ
 তুলা উদ্দেশে হবিত্যাগ করিতেছি।” ব্যাহতি
 দ্বারা অবশিষ্ট হোম করিবে। অনন্তর তুলাতে
 দ্রব্য উত্তোলন করিয়া স্বয়ং তাহাতে আরোহণ
 করিয়া, তুলা উদ্দেশে করিবে, “যদি ধরণী
 তোমার মাতা ও স্বয়ং ব্রহ্মা তোমার পিতা
 হন, তবে তুমি সত্যধর্ম বস্ত্র হইয়া, আরোহণ

প্রতিগৃহীত্ব বাজেস সত্যং তে নরসত্তম ॥ ৩৬
 যদা তু শুক্লমাস্তানং সক্রুৎ তু তুলয়া ধৃতম্ ।
 ত্র্যবাক লঘু মন্ত্রেত ততঃ কস্য সমারভেৎ ॥ ৩৭
 সক্রুৎ কৃৎসেহ দানং হি সর্কপাটৈঃ প্রমুচ্যাতে ।
 ত্রিচীত্বা তু পাপপত্যাং লভতে নাক্ত সংশয়ঃ ।
 ত্রিচীত্বা তু হরস্তাপি কারতুল্যা ভবেন্নরঃ ॥ ৩৮
 পৌর্ণমাস্তাং চতুর্থ্যন্তে দদ্যাদানং যুগাদিসু ।
 গ্রহণে বাপি তীর্থেষু কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৩৯
 কৃণোতি সততং যোহপি দানে বা কৃততে মনঃ ।
 বিমুক্তঃ সর্কপাপেভ্যাঃ স্বর্গলোকক পক্ষতি ॥ ৪০

ইতি ঐশেবে মহাপুরাণে নৃসিংহভট্টস্য
 তুলাপুরুষদানবিধিকৌটমং নবমৈকোন-
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

কারক আমরক ধারণ কর অনন্তর ত্র্য-
 বাক কহিবে,—‘হে নরসত্তম । তুমি সত্য-
 ত্বক্লে মহাত্মা মুনিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতঃ প্রাপ্ত
 হইতেছ, অতএব আমার প্রদত্ত দান ২৭৭
 পুরুষ ।’ যদি তুলায় আরও আপনাকে তুলা ও
 ত্র্যবাক লঘু মন্ত্রেচনা করে, তবে প্রার্থনাপূর্ব্বক
 পুরুষায় তুলাপুরুষ দান করিবে । একবার
 দান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, দুই
 বার দান করিলে পাপাদিপতা লভ করে, তিন
 বার দান করিলে মহাদেব সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়
 পৌর্ণমাসী-যুগাদি, চতুর্থ্যগ্রহণ ও তীর্থে
 দান করিলে মানব কৃতকৃত্য হয় । যে নর
 তুলাপুরুষ-দান-গ্রন্থ সর্কপা গ্রহণ করে, অথবা
 পুণ্য দান করিতে অতিলাভ করে, সে সর্কপাপ বিমুক্ত
 হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে । ৩১—৪০ ।

একোদশিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

কিমর্থং মুনিবা তেন ব্রাহ্মণ্যকিষ্টকং
 মনসাপি বিভক্তেন কৃতং দানং মহা
 এতদ্বিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং দেবদেবেন্দ্র
 তুলাপুরুষদানন্ত অঙ্গোদ্বিষ্টং মহান ।

সনৎকুমার উবাচ

শ্রী বক্রামি কালেয় যদা তস্ত জিহ্না
 উপদ্বিষ্টস্ত ব্রাহ্মণ্য শিবভক্তস্ত নরিন ।
 ব্রাহ্মণ্যং প্রবক্রামি যদা তঃ স ব্রহ্ম
 যদাভূদ্বীথানম্পন্নো দম্যদানং কৃত্ব
 কুশিকে নাম ধর্ম্মজঃ স চাপ্যহং ব্রহ্ম
 উগ্রঃ তপঃ সম্যগ্ভ্যাস আশ্রমং সমীকৃত
 পুত্রং লভেদ্রমক্ষিতং ব্রহ্মসং বলশালিন
 তমুগ্রতপসং মহা সহঃ কল্মষভং ।
 পুণ্যমনয়ব্রাহ্মণ তস্ত নৈকৈঃ পুণ্যৈঃ
 পাদিনামাত্মনং পুণ্যঃ কৌশিক্য পুণ্য
 তস্ত কস্তাভবদাদেব নমঃ সত্যবতীকৃত

বিশেষ অর্থঃ

বেদব্রাহ্মণ কহিলেন, বিত্ত
 অকিষ্টকম্, মহাত্মা মহামুনি ব্রহ্ম
 দান করিয়াছিলেন, দেবদেব ভক্তি
 পাপি ব্রাহ্মকে কিস্তি তুলাপুরুষ দান
 করিয়াছিলেন, তখন আমি ব্রহ্ম
 করি । সনৎকুমার কহিলেন, হে
 যে নিমিত্ত ভগবান শ্রী, বিত্ত
 তুলাপুরুষ দান উপদেশ করিয়াছেন
 অমৃতভাষ্য, ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ, যে নিমি
 ত্তইয়াছিলেন ও যে কারণে বিত্ত
 ছিলেন, সেই সমস্ত কৌশিক্য করি
 কর । কুশিক নামে এক ব্রহ্ম
 ও কলশালী পুত্রলাভ করিয়া
 নিমিত্ত হইয়াছিলেন । সনৎকুমার
 উগ্র তপস্তা করি করিয়া তপসি
 করিলেন । সেই সর্কপাপে
 কৌশিক্য ‘পাদি’ নামক পুত্র

ধর্মপুত্রায় ঋচীকায় নদৌ মুদা ॥ ৮
 তীতন্ত কালেন চরং গাধেমহাজ্ঞতো ।
 তন্ত ভাধ্যার্থে ঋচীক ঋষিসম্মতঃ ॥ ৯
 অশ্রুতরয়ং তস্য মাতা বিধাকৃতম্ ।
 ভবিতা পুত্রো দীপ্তিমান্ কলিযর্ষভঃ ॥ ১০
 কলিযো লোকে কলিযর্ষভস্তুনা ।
 পুত্রং কল্যাণি বৃন্তিমন্তং অপোহবিতম্ ॥
 কং দ্বিজশ্রেষ্ঠময়ং চকুবিধাশ্রুতি ।
 মুক্তা তং ভাধ্যং জগামারণ্যমেব হি ॥ ১১
 পুং ততো রাধা তীর্থযাত্রাপরে মূনে ।
 নদারঃ সম্পাপ্ত ঋচীকস্তাশ্রমং প্রতি ॥ ১২
 গহীত্বা তু ছট্টা সত্যবতী তদা ।
 হ্যদধ বাধ্যা মাত্রে ছট্টা সত্যবতঃ ॥ ১৩
 হুং স্বং সমাদায় হুহিত্রে সন্তবেদয়ং ।
 ক্রমধো জ্ঞাত্বা আশ্রমং স্বং চকার হ ॥ ১৪
 সত্যবতী গভং কত্রিযাস্তকরং তদা

। গাধিরাজের 'সত্যবতী' নামী এক
 মহিলা করে। রাজা, ধর্মপুত্র ঋচী-
 ইত সেই কস্তার বিবাহ দিয়াছিলেন।
 সত্যবতীকে বিবাহ করিয়া গাধির প্রতি
 ছিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে
 এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষার
 পূর্বক ভাধ্যা সত্যবতীকে তাতা দান
 ছিলেন, "এই চকু দ্বিধা করিয়া তোমার
 সহিত জোজন করিও, গাধিরাজের
 তোমার মাতার দীপ্তিমান, অশ্রুত,
 দান এক পুত্র হইবে এবং তোমারও
 উপসাম্পদ, শমাস্তক, দ্বিজশ্রেষ্ঠ এক
 বা" ইহা বলিয়া তিনি উপসাম্পদ
 পোষনে প্রবৃত্ত করিলেন। অনন্তর
 ধি পত্নীর সহিত তীর্থযাত্রায় নির্গত
 চীকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।
 তদাশ্রিত হইয়া ছট্টাচিহ্নে চকু
 ক বামিবাক্যে মাগয় নিকট বসিয়া
 মাতা, আপনায় অংশ বস্তু গ্রহণ
 ইত্যেক দিলেন এবং হুহিত্রায় অংশ
 করিলেন। ১-১৫।

ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুর্বা যোরদর্শনম্ ॥ ১৬
 তামচীকস্তদা দৃষ্ট্বা ধ্যানযোগেন চৈব হি ।
 অত্রবীদুৎশাদূলঃ স্বভাধ্যং বরবর্গিনীম্ ॥ ১৭
 মাতা বিধংসিতা ভদ্রে চকুব্যত্যয়হেতুনা ।
 ভবিষ্যতি চ তে ভ্রাতা ব্রহ্মভূতস্তপোধনঃ ॥ ১৮
 বিধং হি ব্রহ্মতপসা যয়া তত্র সমর্পিতম্ ।
 সৈবমুক্তা মহাভাগা ভাধ্যা সত্যবতী তদা ॥ ১৯
 তস্মৈ জগাম শিরসা বচনদ্বন্দ্বমব্রবীৎ ।
 ব্রাহ্মণাপসদং পুত্রং ব্যক্তমেবংবিধং বচঃ ॥ ২০
 ন যামর্হসি ধন্যঃ প্রাপ্যসীতি মহামুনে ।
 তামহ হুয়ি মে কামো যয়া ভদ্রে প্রকল্পিতঃ ॥ ২১
 ত্রুরকম্মা ভবেৎ পুত্রস্তব মাতা চ কারণম্ ।
 স তং গ্রাহ সজ্জেষ্যস্বং লোকানন্তান্ পূনর্মম ॥
 দাতুং পুত্রং সমর্থোহসি লভেরং জয়তাংবর ।
 পুনরাহ স তং পূর্ষঃ স্নেহেবপানুতং বচঃ ॥ ২২
 নোক্তমগ্নিং সমাধার মন্তং তং চকুসাধনে ।

বতী, প্রদীপ্ত শরীর, যোরদর্শন, কত্রিযাস্তকারী
 গভ ধারণ করিলেন। মহর্ষি ঋচীক ধ্যান-
 যোগে অবগত হইয়া বরবর্গিনী ভাধ্যা সত্য-
 বতীকে কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমার মাতা
 চকু-বিনিময় করিয়া তোমাকে বকনা করিয়া-
 ছেন, এক্ষণে তোমার ভ্রাতাই ব্রহ্ম-নিষ্ঠ তপস্বী
 হইবে আমি ব্রহ্মতপসাবলে সেই চকুতেই
 সমস্ত তপসাদি সমর্পণ করিয়াছিলাম।
 মহাভাগ সত্যবতী স্বামীকৃতক এইরূপ অভি-
 হিত হইয়া তাহাকে প্রণামপূর্বক কহিয়া-
 ছিলেন, "তোমার পুত্র নিকট ব্রাহ্মণ হইবে"
 আমাকে একপ বাক্য বলিবেন না। ঋচীক
 পত্নীকে কহিলেন, "হে ভদ্রে! তোমাতেই
 আমার মনোরথানুরূপ পুত্র লাভ করিবার
 নিমিত্ত সেইরূপ চকু কলনা করিয়াছিলাম,
 কিন্তু তোমার মাতার বকনাবশত এক ত্রুর-
 কম্মা পুত্র লাভ করিব।" সত্যবতী স্বামীকে
 কহিলেন, "হে স্বামিন্! তুমি অস্ত্রপ্রকার
 জনং সজ্জন করিতে সমর্থ, অতএব অন্যায়সেই
 আমার অস্ত্র প্রকার পুত্র দান করিতে পারা।"

১। তমাহেমিতং পুত্রং জতেষং জপতাংবরম্ ॥ ২৪
 শমমৌলক্ ভবংপৌত্রো মমৈব ভব চৈব হি ।
 গমুবাচ স মে নান্তি বিশেষো বরবর্ণিনি ॥ ২৫
 পুত্রে বাপ্যধ্বা পৌত্রে স মে সমাপ্তবিষ্যতি ।
 সত্যঃ সত্যবতী পুত্রং জামদগ্ন্যং সমাস্ত্রজম্ ॥ ২৬
 পশুভিরভং দান্তং জনয়ামাস ভাগবম্
 ামিষ্ঠ ত্রক্ষসহিতং বিবামি রমণীজনং ॥ ২৭
 পস্যা চাপরিপ্রাভং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ।
 ামঃ কতিরহস্যে চ ধনুর্কেষে চ পাবকঃ ২৮
 বিদ্বাঃ সর্গবিদ্যানং প্রদীপ্ত ইব পাবকঃ ।
 তস্মিন্বেব কালে তু কতিরো হৈহয়ঃ ২৯
 অর্জুনো নাম তেজস্বী কৃতবীৰ্য্যশূকো বলী
 হস্তবাহবিক্রান্তঃ সর্গশক্তিঃ কৃতানুনা ॥ ৩০
 সুব্রতেনাং কালে প্রাভং তমঃ তু পুত্রম্
 ক্ষাল তস্ত বাণেশ্বঃ প্রামাণি নগরাণি চ
 স্তনানি চ পোষ্য চিত্তভানুর্ভরপ্রভঃ ॥ ৩১

শিবপুত্রক অধিষ্ঠাপন করিয়া চক্ৰ প্রদত্ত করি-
 াহি। তাহা কখন মিথ্যা হইবার নহে।
 সত্যবতী কহিলেন, “বরং আমার এবং আপ-
 নার পৌত্র এইকপ হউক, পুত্র যেন আমার
 কিংবদন্তি অস্তিত্বস্বরূপ শ্রেষ্ঠ আপক হয়।”
 চটীক সত্যবতীকে কহিলেন,—“হে বরবর্ণিনি!
 পুত্র ও পৌত্রে কোন বিশেষ নাই, তবে আমার
 কিংবদন্তি পৌত্রই উৎকৃষ্টতাই হইবে।” অনন্তর
 সত্যবতী উপোনিবৃত্ত, দান, ভক্তবৎশবদ সম-
 পাদি নামক পুত্র এসব করিলেন। রাজা
 দ্বিবিও বৈদ্যবৃত্ত, তপস্করপ অপরিশ্রম, প্রদীপ্ত
 পাবকের দ্বারা বিবামিষ্ঠ নামক এক পুত্র উৎ-
 পাদন করিলেন। বিবামিষ্ঠ কতিরোচিত হস্ত-
 দানব ও ধনুর্কেষে পাবক, সর্গবিদ্যান বিদ্বাঃ
 এবং প্রদীপ্ত হস্তাশন তুল্য তেজস্বী ছিলেন।
 এই সময় হৈহয়বংশসম্বৃত্ত- কৃতবীৰ্য্যপুত্র, বল-
 বান, অতিকূল্য তেজস্বী, সহস্রবাহু, বিক্রম-
 সশাল অর্জুন নামক কর্ত্ত্ব, সুবিত্ত নামক
 সেনাপতির নিকট বীর বাণেশ্ব অধিষ্ঠিতরূপে

কদাচিদাপ্রমারণ্যং দদাহ চিত্তভানুনা ॥ ৩২
 বরুণস্তাপি শরণং শরণে তু স হৈহয়ঃ ।
 আপস্তম্বস্ততো রোষাদিকং দৃষ্টা স্বকং বনম্ ॥
 শলাপ তে শিরঃ কাশ্যাদামো বৈ পাণ্ডিগিহতি
 ততো রামঃ সুশিক্ষানে জগাম অরমভিকৈ ॥ ৩৩
 ক্ষাত্ৰা মক্ষাপি শস্তাপি তস্মাদবদিতবরঃ
 এতস্মিন্বেব কালে রাধা হৈহয়ো নমম ভায়াং ॥ ৩৪
 জমদগ্নেঃ স তস্তাপি পুত্রং চক্রে যথাবিধি
 সৌমিত্রেনঃ কমবেশ্বঃ তাম্ দৃষ্টা তস্ত বরপ্রদম্
 যমোচ বহুভির্গোপিতক মিস্ত্রস্ত ন দত্তবান্ ।
 বলাং তাম্ নীচমানাং বৈ দৃষ্টা রামো ভতাবকম্
 যুগলং কুপ্য বনং ক্রিও বাহুনং তস্ত নান্যি
 জগাম তপসে দীমান মতে নানো স বীৰ্যবান্
 জগামাধ শমঃ কৰ্ম্ম স বামে হস্তমধি
 অর্জুনস্ত সত্যস্তে তু সন্তব্যেবদন্ততঃ ॥ ৩৫
 পশুশমসং বহবো জমদগ্নিঃ নিভৃষ্ণি

বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বরপ্রদ অগ্নি বহু
 বানস্র হইয়া প্রাম, নান্দ, বৈদ, পুত্র, সম-
 দত্ত করিলেন। ১৬ ৩১ কোন সময়ে হৈহয়-বংশ
 ধর অর্জুন অগ্নি দ্বারা অপ্রমারণ্য ও বরুণ
 পুত্র দত্ত করিয়াছিলেন। তখন মহর্ষি অপর
 আপনার আশ্রম দত্ত দান করিয়া তেজস্বী
 অর্জুনকে শাপপ্রদান করিলেন যে, তাহার
 তেজস্বী শরীর হইতে মস্তক ভূমিভাগ পতি
 করিবে। অনন্তর পরশুরাম সুশিক্ষক
 শিবসমীপে গমন করেন এবং তৎ হইতে
 সর্গবিদ্য শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া অস্ত্রবৈদ্য
 শ্রেষ্ঠ হন। এই সময়ে হৈহয়-বংশ অত্র
 উপস্থিত হন। তদা ত্রিনি জমদগ্নির দ্বারা
 পূজা করিলেন। হৈহয় অর্জুন, রাধা ও
 প্রদা হোমবেশু দেখিয়া, বহুগুরু বিনি
 তাহা বাজ্ঞা করিলেন। অগ্নি জমদগ্নি বাজ্ঞা
 করিলেন না। তখন রাজা বনপুত্রক তাঁহা
 লইয়া বাইতেছেন দেখিয়া, পরশুরাম বনহা
 মির্গমনপূর্বক বৃত্ত করিয়া, অর্জুনের স-
 বাহু ছেদন করিয়া, তপস্তার জন্য মহেশ্বর
 পূজা করিলেন। অনন্তর পরশুরাম

ন নৃপশর্দূলং কার্তবীৰ্য্যক বীৰ্য্যবান্ ॥ ৪০ ॥
 নিজধানান্ত পুত্রান পৌত্রাংস সর্কশঃ ।
 গানি বাবন্তি পিতৃর্দৃষ্টা স ভার্গবঃ ॥ ৪১ ॥
 জ্যে প্রতিজ্ঞা করিমোহ কত্রিয়াং পরাম্ ।
 ৩ মহাতেজাঃ কৃত্বা চাক্রিয়াং পরাম্ ॥ ৪২ ॥
 কত্রিয়বীরাণাং বোমিতো বনমাশয়ন ।
 পি মহাবীরাং তেভাঃ পুত্রাংস লেভিবে ॥
 যিতং দৃষ্টা পুনঃ কলং স ভার্গবঃ ।
 ৪ বনাশিপ্রে। জবানামঘনোদিতঃ ॥ ৪৪ ॥
 তসহস্রাণি হত্বা রাজ্ঞাং মহাবনাঃ ।
 ৫ সর্কশঃ মতীং শোণিতকর্ম্যাম্ ॥ ৪৫ ॥
 ৬ দ্বিজেন্দ্রাণাং মতীং সর্কশঃ স ভার্গবঃ ।
 ৭ তপস্বপুং ভার্গবো মুনিসন্তমঃ ॥ ৪৬ ॥
 কত্রিয়া ব্যাস ভাক্ষপেভাঃ প্রজ্ঞকিরে
 ৮ মহাবীরাঃ পৃথিবীপত্যোহভবন ॥ ৪৭ ॥

জ্ঞা একদা পিবসমীপে গমন করি-
 দিকে কার্তবীৰ্য্য-পুত্রেরা মিলিত হইয়া
 ১। আশ্রমে একেশপূর্ষক জগদগ্নিকে
 রিল অনন্তর বীর পরভরাম নৃপতি-
 'বীৰ্য্য এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণকে
 ২। সর্কশপ্রকারে নিহত করেন
 ৩। য পিতৃদেহে যে কয়েকটি অক্ষত
 ৪। ততবার পৃথিবীকে সমস্তে নিঃকত্রিয়
 ৫। জ্ঞা প্রতিজ্ঞা করিলেন । ৩২—৩৩
 ৬। তিনি পৃথিবীকে নিঃকত্রিয়াও করিয়া-
 ৭। অনন্তর কত্রিয়পত্নীরা অরবো মহাধি-
 ৮। গম আশ্রয় করিলেন । কত্রিয় হইতে
 ৯। পুত্র লাভও করিলেন, ভৃত্তরাম
 ১০। পরে পুনরায় ঐরূপে কত্রিকুলের
 ১১। গনে ক্রোধসহকারে বন হইতে
 ১২। পূর্ষক শত সহস্র কত্রিয় বধ
 ১৩। আবার পৃথিবীকে রক্ত-কর্ম-
 ১৪। লেন । তৎপরে সমগ্র পৃথিবী
 ১৫। ক দান করিয়া তপস্বীর জন্ত বন-
 ১৬। লেন । যে ব্যাস ! ভাক্ষপেভাঃ
 ১৭। পুত্রাঃ কত্রিয়াঃ উপস্থিত হইল ।
 ১৮। কত্রিয়া বীরাণাং ৩

ভাক্ষপেভাঃ সমাদায় বর্গিনঃ পৃথিবীং ততঃ ।
 ১। জাতং জাতং সগর্ভস্ত পুনরেব জঘান হ ॥ ৪৮ ॥
 ২। অরকং সূতান্ কাশিচং তা ন কত্রিয়বোষিতঃ
 ৩। ত্রিঃসপ্তকৃতঃ পৃথিবীং দক্ষিণামদদাং প্রভুঃ ॥ ৪৯ ॥
 ৪। কণ্ঠপাশাশমে দেবুঃ ক্রুরপাপা * পনুস্তয়ে ।
 ৫। ন জহতি যদা পাপং তপসা নিয়মেন চ ॥ ৫০ ॥
 ৬। যদেন সোহগমেধেন তদা ভবমপৃচ্ছত ।
 ৭। স পৃষ্টস্ত চাচখো তুলাপুরুষমুত্তমম্ ॥ ৫১ ॥
 ৮। সূদানং সর্কদানানামুত্তমম্ পাপনাশনম্ ।
 ৯। স কৃত্বা দানমেতং তু তুলাপুরুষমুত্তমম্ ॥ ৫২ ॥
 ১০। জগাম তপসে ধীমান ভূত্বা নিকলুষো দ্বিজঃ ।
 ১১। এতদর্শং মুনিশেষ্ঠে ভার্গবেণ মহাত্মনা ॥ ৫৩ ॥
 ১২। ব্রহ্ম ভাপহং ব্যাস দত্তং দানমনুত্তমম্ ।
 ১৩। নিতমঃ কলবোত্তম দদ্যাদেবং প্রব্রুতঃ ॥ ৫৪ ॥
 ১৪। মদ্রাজা-শুভ-বদৈক্যং স্ববর্ণেন তু সংযুতম্
 ১৫। তুলাসংরোঃ ৭২ কধং যদৌচ্ছ্রেয় আশ্রয়ঃ ॥ ৫৫ ॥
 ১৬। বচসা মনসা বাপি কমুনাশৌচং সমম্ ।

১। ভাক্ষপেভার সকল পৃথিবীপতি হইল । অনন্তর
 ২। পরভরাম এই পণ্ডিত বধ করিলেন ; কত্রিয়
 ৩। কত্রিপত্নীরা তলে পুত্ররক্ষা করিতে সমর্থ হই-
 ৪। লেন । বৎসপাপ অপনোদনের জ্ঞা পরভরাম
 ৫। একবিংশতি বর পৃথিবী দান এবং কণ্ঠপ-
 ৬। মহাবীক দেব দক্ষিণ দান করিলেন । যখন
 ৭। তপস্বী ও নিয়মে পাপ দূর হইল না, তখন
 ৮। অগমেধ যদ করিয়া, সংসারমোচনের কথা
 ৯। ভৃত্তরাম, কণ্ঠপকে জিজ্ঞাসা করিলেন । কণ্ঠপ
 ১০। তাঁহাকে সর্কদানশ্রেষ্ঠ পাপনাশন তুলা-পুরুষ
 ১১। দান করিতে উপদেশ দিলেন । ধীমান পরভ-
 ১২। রাম তুলাপুরুষ মহাদান সম্পাদনপূর্ষক
 ১৩। নিষ্পন্ন হইয়া, তপস্বীপূজন করিলেন । যে
 ১৪। মুনিশেষ্ঠে ব্যাস ! মহাত্মা ভার্গব রাম এই-
 ১৫। জ্ঞাই ব্রহ্মহত্যা-পাপবিনাশক উক্ত মহাদান
 ১৬। করেন । স্বর্গভাবে রক্তত দ্বারাও তুলাপুরুষ
 ১৭। দান করিতে পারিবে । নিজ মহাভাজন্যবী
 ১৮। ব্যক্তি যদু, কৃত, শুভ, ব্রহ্ম এবং সুবর্ষিত তুলা

কিঞ্চন মুচ্যতে পাপৈর্নরধবজ্রভোজবৈঃ ॥ ৫৬

কৃত্বা পাপাশ্রয়ৈষাণি তুলাদানং কুরোতি বঃ।

চিহ্নত পাতকৈর্মুক্তকৈর্ভবিৎ যাতাসংশয়ঃ ॥ ৫৭

পাপং কৃত্ব বন্ধিবসে নিশায়াং

বিস্কায়োরোমধ্যানিনে নিশাশ্রয়োঃ।

কালক্রমে কশ্য-মনো-অচোক্তি-

তুলাপুমান্ বাতি চ তৎকৃতেন ॥ ৫৮

বাকেন এভেন মহা হি ধূম।

বিজ্ঞানতা জ্ঞানপরেণ পাপম্।

তৎ সর্গমেবাত কৃতং নিহন্ত

তুলাপুমান মে হবতু যত্রাতিঃ ॥ ৫৯

ব্রাহ্মণিতিহি হি যদ্য কৃতং তৎ

প্রণামবিক্তং নিহিতং তুলাপুমান্

ভেদৈব সাধ্যং যুক্ততঃ প্রদাতু

কৃতং কৃতং বং যুক্ততঃ সমেতু ॥ ৬০

সনৎকুমার উবাচ

এবমুক্তাঃ তুলাপুমানঃ সর্গম্ হি চ

নৈকজ্ঞানি প্রদাতব্যং ন নিহন্তব্যং তেতঃ ভবেৎ ॥

অন্যোক্ত্যন কথিতং যে ব্যক্তি যাক, মন, কশ্য
এবং জনের অনুরূপ তুলাপুত্রস্ব ভান করে,
তাহার বহুবল-পাপ হইতে উদ্ধার হয়। যে
ব্যক্তি অশেষ পাপ করিয়া তুলাপুত্রস্ব ভান করে,
সে যাকতীর বানসাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
সর্গে গমন করে। এ নিমিত্তে সাধারণ নাট
দ্বিধা, নিধা, সম্ভাষণ, অতি সম্ভাষণ, মধ্যাক্ত,
কৃত্ত ভবিষ্যৎ ও বহুমানকালে কশ্য মন এবং
যাক হারা যে পাপ করা যায়, তুলাপুত্রস্বভানে
তাহা বহু হয়। অমি বালা, যাকতা, বৌদ্ধনে
জ্ঞান অজ্ঞানে যে পাপ করিয়াছি, তুলাপুত্রস্ব-
ভনী মহাদেব তৎসমস্ত নীচই কিস্টে করুন।
আমার আশ্রয়কৃত উপার্জিত ধন পরিমাণরূপে
তুলাতে অর্পিত হইয়াছে। সেই জনের
স্বাক্ষরই আমার হৃদয় দূর হউক, আর যাক-
তীর অর্পিত পুত্র সমস্ত হউক। সনৎ-
কুমার বলিলেন, এই বলিয়া বিজ্ঞানকে সেই
কশ্য বান করিলেন। এবং কিস্টের ইয়া দাতব্য

দদাতোবন্ত বো বাস তুলাপুত্রস্বভমম্।

হত্বা পাপং দিব্যং ভিষ্টেদ্যাবদিশাশ্রয়তুর্নম্।

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়ঃ

পুরুষবর্ণনং নাম ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৬০

একত্রিংশোঃধ্যায়ঃ।

বাস উবাচ।

যেদৈকেন হি দাসেন সর্গেযামাপ্যতে কলম্

ভানান্য তদম্ভাষ্যি যাক্তবৎ হিতবর্তঃ

সনৎকুমার উবাচ।

শুশ্রূ কালেন যাক্তানাং কলম্ নিহতি যাক্তাং

একম্ভাষ্যি সর্গেসং ভানান্য তচ্ছ্রুতমে

ভানান্যমুস্তম্ভা ভানং বাক্তং পূজ্যমানো

ভাক্তব্যং মুক্তিকৈমৈকং সমসারোক্তবৎ

বাক্তং সর্গে সর্গে দ্যাক্তং কলম্ভতে ন

ভাক্তকর্তব্যম্ভাষ্যি সর্গে সর্গে দ্যাক্তং ভবেৎ

নহি, তৎকৃতং নিহন্তং হব ন হে ব

যে ব্যক্তি এইরূপে তুলাপুত্রস্ব ভান করে

সে নিশাপ হইয়া চতুর্ন ইন্দ্রের দ্বিটি

পদ্যত সর্গে অবস্থান করে ॥ ৬০—৬১

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০।

একত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

বাস কহিলেন, আপনি যাক্তবৎ

নিমিত্ত এমন একজন ভান করুন, যে ভানক

সমস্ত ভানের দল লাভ করা যাক

কুমার কহিলেন, হে কালীভর। যে

ভান করিলে সকল ভানের দল প্রাপ্ত

যাক, তাহা প্রবণ কর। যুগ্ম মানব

হইতে উত্তীর্ণ হইতে সর্গভান-প্রাপ্ত

ভান করিলে। সকল ভান করিলে,

যে দল প্রাপ্ত হয়, একমাত্র ব্রহ্মও

করিলে তাহা লাভ করে ও সর্গভো

||বচন-দিবাকরৌ নভসি বৈ
যাবৎ স্থিরা মেদিনী
গবৎ মোহপি নরঃ স্ববাকবযুতঃ
স্বর্গে ঐকসামোকসি ।
কৈষেব মনোহরুপৈঃ স বহুভি-
ত্রক্ষাণ্ডঃ ক্রীড়তে
শ্যাদ্যাতি পরং সুদুর্লভপদং
দেবৈর্মুনে মাধবঃ ॥ ৫
ব্যাস উবাচ ।

। কহি ত্রক্ষাণ্ডঃ যৎপ্রমাণং যদাস্বকম্ ।
ং যথা জাতং যেন মে প্রত্যক্ষো ভবেৎ ॥ ৬
সনৎকুমার উবাচ ।
। প্রবক্ষ্যামি যদুৎসেধস্ত বিস্তরম্ ।
স্বসজ্জপাঙ্কু পাপাং প্রমুচ্যতে ॥ ৭
কারণমব্যক্তং শিবং পদমনাময়ম্ ।
পদ্যতে সর্বং লীঘতে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৮
সঙ্গায়তে ব্যোম পুঙ্করাঘায়ুসম্বতঃ ।
ধ্বিরতস্তাপোহপো বৈ সঙ্গায়তে ধরা ॥ ৯

যতদিন চন্দ্রসূর্য্য আকাশে সমুদিত হন,
। ধরণী স্থির থাকেন, ত্রক্ষাণ্ডদাতা নর
ফল বহুবাকবগণে মিলিত হইয়া
গায়ানুরূপ বস্ত্র লাভ করত দেব-ভবনে
করে। অনন্তর বিষ্ণুরূপ হইয়া দেব-
ও তুলত স্থান প্রাপ্ত হয়। ব্যাস কহিলেন,
। ত্রক্ষাণ্ডের পরিমাণ কত? কোন
তাহা নিশ্চয় করিতে হয়? কোন বস্তু
আধার? এবং যে প্রকারে তাহার
ভি—সেই সমস্ত আপনি বলুন; যদ্বারা
ত্রক্ষাণ্ডের স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারি।
যার কহিলেন, হে মুনে! ত্রক্ষাণ্ড ষত
ও ষত বিস্তৃত, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি,
কর। ইহা প্রবণ করিলে মনুষ্য পাপ
মুক্ত হয়। সেই প্রসিদ্ধ কারণস্বরূপ
ত, বিকারশূন্য, আনন্দময় শিবপদ, বাহা
। সকলেরই উৎপত্তি ও লয় হয়, তাহা
। ব্যোম, ব্যোম হইতে বায়ু, বায়ু হইতে
। অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ধরা,

ধরাভিত্তমুৎপত্তা তদণ্ডমুপজায়তে ।
তস্যাং সঙ্গায়তে ত্রক্ষা দ্বিধাতুতাদিকালতঃ ॥ ১০
পাতালানি তু সপ্তৈব ভুবনানি তথোক্তিতঃ ।
উদ্ধায়ং দ্বিগুণং তস্ত জলমধ্যস্থিতস্ত চ ॥ ১১
তস্তাধারঃ সিতো নাগঃ স চ বিষ্ণুঃ প্রকীর্তিতঃ ।
ত্রক্ষাণো বচসো হেতোর্বিভর্তি সকলজ্জিদম্ ॥ ১২
শেষাখ্যায় গুণান বক্তুং ন শক্তা দেবদানবাঃ ।
যোহনন্তঃ পঠ্যতে সিন্ধৈর্দেবধিগণপূজিতঃ ॥ ১৩
সহস্রশিরসো ব্যক্তং সর্বা বিদ্যোতয়ন্ দিশঃ ।
কণামণিসহশ্রেণ স্তম্বিকামলভূষণঃ ॥ ১৪
মদানর্গিঅনন্তোহসৌ মাগ্নিঃ শ্বেত ইবাচলঃ ।
কিরীটী শ্রদ্ধিণো ভাতি যঃ স দেবৈককুণ্ডলঃ ॥ ১৫
সায়ং গঙ্গাপ্রবাহেণ শ্বেতহারোপশোভিতঃ ।
নীলবাসা মদোদ্রিতঃ কৈলাসাদিরিবোরতঃ ॥ ১৬
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রম্মলমুস্তমম্ ।
উপাস্ততে সয়ং কণ্ঠয়া বাকুণ্যেনমূর্তয়া ॥ ১৭

উৎপন্ন হইয়াছে। ধরা প্রভৃতি পঞ্চভূত একত্র
মিশ্রিত হইয়া অণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। বহুকালে
সেই অণ্ড দ্বিধা হইলে, তাহা হইতে ত্রক্ষা
উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই জল মধ্য অবাস্থত
অণ্ডের সপ্ত পাতাল ও সপ্ত উর্দ্ধ-ভুবন অস্ত-
নিবিষ্ট। বিস্তার অপেক্ষা তাহা দ্বিগুণ উন্নত।
তাহার আধার অনন্তনাগ, তিনি বিষ্ণু বলিয়া
কীর্তিত হইয়া থাকেন। ত্রক্ষার আজ্ঞা বশত
তিনি সকলকে ধারণ করিতেছেন। ১—১২।
দেব ও দানবগণ সেই সেই শেষ-নাগের গুণ-
কীর্তনে অশক্ত। যিনি দেব ও ঋষিগণের
পূজিত ও সিন্ধুগণ কর্তৃক অনন্ত নামে অভিহিত
হন, তিনি স্তম্বিকাকার অমল ভূষণ-বিশিষ্ট,
সহস্র-মস্তক ও অব্যক্ত। তিনি কণাস্থত মণি-
সহশ্রে সফল দিম্বুণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছেন।
তাহার মদানর্গিত নেত্র অগ্নির গ্রায় প্রদীপ্ত,
মস্তকে কিরীট, গলে মালা, কর্ণে একমাত্র
কুণ্ডল। তিনি শুভ্র হারে উপশোভিত নীল বস্ত্র
ও মদে উদ্ভিত হইয়া, সায়ংকালে গঙ্গাপ্রবাহে
সমুজ্জ্বল, সমুন্নত, কৈলাস পর্বতের গ্রায়,
শোভমান হইতেছেন। তাহার হস্তাগ্রে লাল

সকলপাশকো যন্তো বিধানলিখোজ্জলঃ ।
 কহতে বস্ত বস্ত্রেভ্যো নিক্রম্যাস্তি জগদ্রমম্ ॥১৮
 আভে পাতালমূলহঃ স শেবঃ ক্রিতিমণ্ডলম্ ।
 বিভ্রং সর্বপদভূতং শেবোহশেষসুপ্রাচীতঃ ॥১৯
 তস্ত বীৰ্য্যং প্রভাবশ্চ নকরং বা ত্রিদশৈরপি ।
 ন হি বর্ণিতুং ক্ষাতুং স্বরূপং রূপমেব চ ॥২০
 আভে কুসুমমালেন কণামণিলাকৃণা ।
 যৈত্বা সকল পৃথী কস্তবীৰ্য্যং বদিত্যতি ॥২১
 বলা বিকৃতভেদেভ্যো মদাঘর্ষিভ্যলোচনঃ ।
 ভবা চমতি ভূরবা সাদিতোহ্যকিকননা ॥২২
 বাহুং শুভানং বহুস্তি সিদ্ধা মূনি-হৃকিষরাঃ
 গজকোঁকরদেবাঃ তেনানন্তে'হমমদায়ঃ ॥২৩
 মুহুঃ স্বাসানিলাপাভং লোহিতং হরিচন্দনম্ ।
 বস্ত নাসবহুৈকোনিয়ং বতি সুবাসতম্ ॥২৪
 ক্ষাতবান্ সকলকৈব গগৌ জ্যোতীংসি ভবতঃ ।
 বসান্নাথ পুরাণ্যনিমিত্তপাঠং কলম্ ॥২৫

ও উৎকৃষ্ট মূল্য । তিনি বিদ্যা-শক্তি-স্বরূপ
 বস্ত-কস্তাকর্তৃক উপাসিত হইতেছেন
 কহিতে বিধানলিখায় সমুজ্জল সকলপদপ
 কৃত্ত তাঁহার বহন হইতে নিগত হইয়া জগৎ
 প্রাস করে । সেই অশেষ সুবপুজিত শেব
 নাম পাতাল-মূল হইতে সর্বপদভূত ক্রিতিমণ্ডল
 ব্যাপন করিয়া অবস্থান করিতেছেন । বাহু
 বীৰ্য্য, প্রভাব, স্বরূপ ও রূপ দেবদেব ও বান
 করিতে পারেন না । তাহার মস্তকে কুসুম-
 মালার ভাষ পুঙ্খিত, কণামণিলায়ে অরূপবর্ণ
 হইয়া অবস্থান করিতেছেন, কে তাঁহার বীৰ্য্য
 বর্ণন করিতে বা ক্ষাত হইতে পারে । বহন
 কলভদ্রেণ যববিদুর্ঘিভ্যলোচন হইয়া কুসুম
 কলেন, তখন এই পদভূত ও কামন-সম্বিত
 পৃথিবী বিচলিত হন । সিদ্ধ, মূনি, কিষর,
 গজক, উরগ ও দেবদেব তাঁহার ভূপের অস্ত
 প্রাণ হন নাই, তৎকৃত অস্ত্র শেব-নাম,
 'কলভ' নামে অভিহিত হইয়াছেন । নাম-
 কলভের হস্তধিত লোহিত হরিচন্দন বস্ত্র
 কলভ-নির্মিত হইয়া কলভ বিকর
 কলভের হস্তধিত, কলভ কলি পদ ধারণ

বিভক্তি যোগে লোকমাং শিরসা বিস্তারিত
 তেনেবং নাগবীৰ্য্যেণ সদেবাসুসুমানুমান ॥২৬
 দশমহাম্রমেতৈকং পাতালং মুনিসত্তম ।
 সুভলং বিভলকৈব নিভলক গভস্তিমং ॥২৭
 মহচ্চ সুভলকাগ্র্যং সপ্তমক রসাতলম্ ।
 উচ্ছ্রাণং বিভলকৈবাং সর্কেবাং বহুভূমিঃ ॥২৮
 বহুব্রহ্মোহথ প্রাসাদা ভূময়ো হেমসমুদয়ঃ ।
 তেষু দানব-দৈত্যেবা নাগানাং ভাতৃদন্তকাঃ ॥২৯
 নিবসন্তি মহাভাগা রাক্ষসাঃ দৈত্যাসমুদয়ঃ ।
 প্রাণ-সর্গসদাং মধো পাতাল'নীতি নারদঃ ।
 পলোকাপি রম্যাণি ভেভো'হস'ব'গতে'পি
 নানান্তরপভূতানু মনয়ো বহু সুপ্রভাঃ ॥৩০
 আশ্রয়ক'প্রিণঃ ভূতঃ পাতালং কেন তংমা
 পাতালে কস্ত ন পীড়িতিত্যেতৎ শোভতে
 দেব-দানবকস্তাভিবিমুক্তস্তপি অদ্বৈতে
 শিবক'প্রসো' বস্ত্র ন ভবন্তি বিদোনিশি ॥৩১
 ন নীতমাং প্রোপা বহু মণিভূত'বস্ত্র কেবলম্

আবাসন করিয়া, কলভাভি জ্যোতি ও নি
 পীড়িত কল অবগত হইয়াছেন, সেই ম
 নাগোচিত পদভূত মস্তকে মণী
 লোকমাং প্রাণ দেব-সুসুমানুমানকে
 করিতেছেন ১১—২৬ হে মূনি
 পাতাল, সুভল, বিভল নিভল, মহচ্চ
 অগ্র্য সুভল ও সপ্তম রসাতল এই
 লোকটী বিস্তার অপেক্ষ বিভল উত্তম ও
 কিং-বুজ ও বহুভূমি, এই স্থানে
 প্রাসাদ ও হেমময় ভূমি আছে । তা
 দানব, দৈত্যেব, মহাভাগ নাগাভি, রাক্ষস
 দৈত্যেব নিবাস করে । মহ মূনি নরদ
 চর্চিতে শ্রীগোকে আগমনপূর্বক পাত
 সর্গ অপেক্ষা ব্রহ্মবীষ বলিয়াছেন যে
 বিবিধ আভরণে উত্তম প্রভাসাম্র, অ
 কারী, শুভমণি-সমূহ বিস্তার করে, সেই
 কোন্ স্থানের ভূমি ? ইত্যন্তঃস
 দেবকতা-পোষিত পাতালে কোন্ মুক্ত ব্যা
 দীতি না হয় ? যে স্থানে দিবসে সূর্য
 নাই, রাত্রিতে চন্দ্র কিংবা নাই, নীত বা

কাতোজ্যাপানানি ভুঞ্জন্তে মুদিতৈর্ভুজম্ ॥ ৩৪
ন জায়তে কালো গতোহপি মুনিসত্তম ।
পুংস্কিলকৃতং তত্র বস্তানি কমলাকরাঃ ॥ ৩৫
সরাংসি রম্যাপি মনোজ্ঞানসরাণি চ ।
পাত্ততিভুজাপি পঙ্কাচানুলেপনম্ ॥ ৩৬
না-বেণু মদঙ্গানাং সনা গেষ্যানি চ বিজ্ঞ ।
জ্যোতৈঃ চ ভুজ্যন্তে পাতালে বৈ স্থানি চ ॥
সামবাপ্তানি দানবৈঃ সিদ্ধ-মানবৈঃ ॥ ৩৭
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়
ব্রহ্মাণ্ডকথনং নামৈকত্রিংশো-

অধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ত্রিংশোঃ অধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

যামুর্দ্ধোপরিষ্ঠাষ্টে নরকাস্তান শৃণু মে ।
কতো মে মুনিশ্রেষ্ঠ পচ্যন্তে যত্র পাপিনঃ ॥ ১
রৌরবঃ শূকরো রোহিত্যলো বিবসনস্তথা ।

ই, যে স্থান কেবল মনিপ্রভায় সমুচ্চল, যে
নে সকলেই প্রমোদ সহকারে অন্ন পান
করে, হে মহামুনে! যে স্থানে কাল
চাইলেও তাহা ক্ষণে হওয়া যায় না, যে
নে সর্বদা পুংস্কিল-কৃত, মদ্র বজ্র
দুল, বমণীষ কমলাকর নদী ও সরোবর,
তত্ত্ব ভূষণ, সুগন্ধ অনুলেপন এবং বীণ-
মু মদঙ্গ-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ। পাতালপুরে
তা, উরগ, দানব ও সিদ্ধ মানবগণ
জ্বালে এই সকল সুখ ভোগ
করেন ॥ ২৭—৫৮ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ!
লের উপরিষ্ঠাগে পাপিগণের ক্রেশকর
সমূহ বিদ্যমান আছে, আমি তাহার বিষয়
তিনি জ্ঞাপন করুন । রৌরব, শূকর, রোহি,

মহাঙ্কালপুরুষো লবণোহপি বিলোহিতঃ ॥ ২
বৈতরণী পৃথবী ক্রিমিলঃ ক্রিমিভোজনঃ ।
অসিপত্নবনং যোবনং লালভক্ষঃ চ দারুণঃ ॥ ৩
তথা পৃথবীপায়ো বহিষ্কালো অধঃশিরাঃ ।
সন্দংশঃ কালসূত্রঃ চ তম্ভাবীচিরোধনঃ ॥ ৪
প্ৰভোজনোহপ্যদৃষ্টঃ মহারৌরব-শাল্মলী ।
পচ্যন্তে তেষু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মরতাস্তে যে ॥ ৫
কটসাক্ষাস্তে যো বক্তি বিনা বিপ্রং সুরাসবম্ ।
সদানুতং বদেদ্যন্ত স নরো যাতি রৌরবম্ ॥ ৬
ভ্রূণহা পরসহস্রা গোবোধো বিশ্বঘাতকঃ ।
সুরাপো ব্রহ্মহা হতা সূবর্ণস্ত তু শূকরে ॥ ৭
ভৈঃ সংসগী স বৈ যাতি রাজ্ঞো বৈশ্বাশ্রবোর্বধাৎ
তপুর্ভ্যে পশুর্ভ্যামুর্ভ্যামি চ দুহিতুস্ত যঃ ॥ ৮
সাম্বীপিক্রিয়কদালবধকী কেশবিক্রমী ।
তপুলোহেন পচ্যন্তে যঃ ভক্তঃ পরিত্যজেৎ ॥ ৯
অবমতা শুকনাং যঃ পচ্যন্তোক্তো নরাধমঃ ।
দেবদম্যিতা চৈব বেদবিক্রয়কৃচ্চ যঃ ॥ ১০

তাল, বিবসন, মহাঙ্কাল, তপুকুস্ত, লবণ, বিলো-
হিত, বৈতরণী, পৃথবী, ক্রিমিল, ক্রিমিভোজন,
অসিপত্নবন, লালভক্ষ, পৃথবীপায়, বহিষ্কাল,
অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তম, অবিচি-
রোধন, প্রভোজন, অদৃষ্ট, মহারৌরব, শাল্মলী;
পাপকর্ম্মনিবত মানবগণ এই সকল নরকে
ক্ৰেশ অনুভব করে। যে নর বিপ্রবধাতিরিক্ত
বিষয়ে সাক্ষ্য মিথ্যা বলে, সুরা ও আসব পান
করে এবং সর্বদা মিথ্যা বলে, সে রৌরব
নরকে গমন করে। যে নর ভ্রূণহতাকারী,
পরসাপহারী, রোষপূর্বক গো-বাটী, পৈণ্ডি-
বশত বিশ্ব-দ্বিত, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহা ও সূবর্ণা-
পহতা, সে শূকর নামক নরকে গমন করে।
ইন্দ্রিগের সংসগী, রাজঘাতী ও মণ্ডল বৈশ্ব-
ঘাতীও শূকর নরকে গমন করে। ভগিনী,
মাতা ও দুহিতাগামী তপুকুস্ত নরকে ক্রেশ ভোগ
করে। সাম্বীপত্রীর বিক্রমী, বালঘাতী ও ভ্রূ-
বিক্রমী এবং ভক্ত ব্যক্তির পরিত্যাগী মানব,
তপুলোহ নরকে গমন করে। শুকর অবমান-
কারী, কুটুম্বকে না দিয়া পরোকে ভোজনকারী,

অপম্যগামী বচ্যাপি বাতি উল্লখনং বিজ ।
 অবীচিরোধে পততি মধ্যাদাবকস্তথা ॥ ১১
 দেব-বিজ-পিঙ্গবেষ্টা বহুদ্বরিতা চ বঃ ।
 স বাতি ক্রিমিক্ষেপে চ ক্রিমিলে চ হুরিষ্টকঃ ॥ ১২
 পিতৃ-দেব-সুহৃদ্বান্ বহু পথ্যমাতি নরাধমঃ ।
 লালাতক্ষে স বাতাস্তে বঃ শত্রুকটেকরঃ ॥ ১৩
 বিশমেনে স বাতাস্তে অসদগ্রাহী তু যো বিজঃ ।
 অবাভ্যবাক্যে-ব তথৈবাতকাতককঃ ॥ ১৪
 কুখিরাক্ষে পতন্ত্যেতে সোমবিক্রমিণঃ যে ।
 মিত্রহা মণ্ডহা বাতি কুরাং বৈতরণীং নদীম্ ॥ ১৫
 নববৌবনমন্ত্য-মধ্যাদাতেমিন-যে ।
 তে কুরু বাতাস্তেচা-কুরকাত্তোদিন-যে ॥ ১৬
 অসিপত্রকেন বাতি কুরুকৌলী তথৈব বঃ ।
 ঔরভ্রকো মণ্ডব্যাগো বহ্নিকালে পতন্তি তে ॥ ১৭
 বাতাস্তে বিজ তথৈব যস্যাপ্যপেযু বহ্নিকঃ ।
 ব্রতন্ত লোপকো বঃ শত্রুমহিচূড়ান্ত-যে ॥ ১৮

দেবদূষক, বৈবিক্রমকারী, অপম্যগামী নর,
 "অল্লখন" নরকে গমন করে মধ্যাদাবক,
 অবীচিরোধ নরকে নিপতিত হয় দেব-বিজ-
 পিঙ্গবেষ্টা ও বহুদ্বরিতা "চ বঃ" নরকে গমন
 করে । অত্রহা ও কনপঠাপূর্ষক কন্দু করিলে,
 "ক্রিমিলে" নরকে গমন করে । যে অজ্ঞ মানব,
 পিতৃ দেব ও অহুগুণ উভয়ে না সিংহ ভোজন
 করে ও শত্রুবিবাদি প্রবেশ করে, সে "লাল-
 তক" নরকে পতিত হয় । অসংপ্রতিগ্রহপর,
 অবাভ্যবাক্যী ও অতকাতকক ব্যক্তি উহা
 "বিশমেনে" নরকে গমন করে । ১—১৪ : সোম-
 বিক্রমী নর, "কুখিরাক্ষ" নরকে, মিত্রহা ও মণ্ড-
 মিত্রহা মণ্ডব্যাগাতক ত্রৈলোক্য "বৈতরণী-
 নদীতে" গমন করে । বাহারা নববৌবন-প্রমত্ত
 মধ্যাদাত্তলী অততি ও কনটপূর্ষক জীবিকা-
 নির্বাহকারী, তাহারা "কুরু" নরকে গমন করে ।
 কুরা কুরুকৌলী, "অসিপত্রক" নরকে ও দেব-
 বাতী এবং কনহজাশ্রয়ণ ব্যাপক "বহ্নিকাল"-
 নরকে পতিত হয় । অশাপ কতিপয় প্রতি অসি-
 প্রয়োগ করিলে, অজিত নরকে পতিত হয় ।
 বাহারা ব্রতন্তপূর্ষক "লোপক" নরকে

সদংশে বাতনামধ্যে পতন্তি ভূশদারুণে ।
 দিবাসপ্রেষু স্বন্দস্তি যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১১
 পুটত্রৈলোক্যপিতা যে চ তে পতন্তি বভোজনৈঃ ।
 এতে চান্তে চ নরকাঃ শত্রুশোহং সহস্রকঃ ॥ ১২
 যেষু হুস্তকর্ম্মাণঃ পচ্যন্তে বাতনাঃ পতঃ ।
 তথৈব পাপান্তেতানি তথাগানি সহস্রকঃ ॥ ১৩
 ভূম্যন্তে বানি পুরুষৈর্নরকাস্তুরগোচরৈঃ ।
 বর্ণাশ্রমবিকৃতক কন্দু কুর্যন্তি যে নরাঃ ।
 কন্দুণা মনসা বাচা নিরয়ে তু পতন্তি তে ॥ ১৪
 অধঃশিরোভির্দৃষ্টান্তে নারকা দিবি দৈবভৈঃ ।
 দেবানধোমুখান সর্গান্ ন চ পশন্তি নারকাঃ ।
 স্বাকরাঃ ক্রিময়োরহতা-পক্ষিণঃ পশ্যন্তে যুগ-
 দাশ্বিকাদিশপশ্চরমেক্ষিণ-যথাক্রমম্ ।
 যাক্ষন্তো জন্তবঃ সর্গে তাক্ষন্তো নরকৌকসঃ ।
 পাপকৃৎবাতি নরকং প্রাশ্চিন্দিপত্রায়ুধঃ ।
 পাপানামনুকপাণি প্রাশ্চিন্দিপত্রায়ুধঃ ॥ ১৬
 তথ তথৈব সংসৃতা প্রোক্তানি পরমর্ষিতৈঃ

এবং বাতনামধ্যে পতন্তি ভূশদারুণে ।
 দিবাসপ্রেষু স্বন্দস্তি যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১১
 পুটত্রৈলোক্যপিতা যে চ তে পতন্তি বভোজনৈঃ ।
 এতে চান্তে চ নরকাঃ শত্রুশোহং সহস্রকঃ ॥ ১২
 যেষু হুস্তকর্ম্মাণঃ পচ্যন্তে বাতনাঃ পতঃ ।
 তথৈব পাপান্তেতানি তথাগানি সহস্রকঃ ॥ ১৩
 ভূম্যন্তে বানি পুরুষৈর্নরকাস্তুরগোচরৈঃ ।
 বর্ণাশ্রমবিকৃতক কন্দু কুর্যন্তি যে নরাঃ ।
 কন্দুণা মনসা বাচা নিরয়ে তু পতন্তি তে ॥ ১৪
 অধঃশিরোভির্দৃষ্টান্তে নারকা দিবি দৈবভৈঃ ।
 দেবানধোমুখান সর্গান্ ন চ পশন্তি নারকাঃ ।
 স্বাকরাঃ ক্রিময়োরহতা-পক্ষিণঃ পশ্যন্তে যুগ-
 দাশ্বিকাদিশপশ্চরমেক্ষিণ-যথাক্রমম্ ।
 যাক্ষন্তো জন্তবঃ সর্গে তাক্ষন্তো নরকৌকসঃ ।
 পাপকৃৎবাতি নরকং প্রাশ্চিন্দিপত্রায়ুধঃ ।
 পাপানামনুকপাণি প্রাশ্চিন্দিপত্রায়ুধঃ ॥ ১৬
 তথ তথৈব সংসৃতা প্রোক্তানি পরমর্ষিতৈঃ

কৃত্তিষ্ঠেচ লবুভিষ্ঠ লঘনি চ ।
 জ্ঞানি কালেন মনুঃ স্বায়ত্ত্ববোহব্রবীৎ ॥২৮
 যামশেষাণাং তানি কস্মাৎপাণানি বৈ ।
 স্তমশেষাণাং হরাসুস্মরণং পরম্ ॥ ২৯
 স্তম্ভ তৈস্তকং যস্ত পুংসঃ প্রজায়তে ।
 আপেহনুতাপো বৈ শিবসংস্মরণং পরম্ ॥৩০
 মবাপ্রোতি মধ্যাহ্নাদিসু সংস্মরন ।
 শি চ সন্ধ্যায়াং সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ ॥ ৩১
 প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিঃ সমস্তকেশসংক্ষয়ঃ ।
 স্মরণাদেব তস্ত ভদ্রোহনুমীক্যতে ॥ ৩২
 রায়ো বিপ্রেন্দ্র জপহোমার্চনাদিবু ।
 র তু ভক্তস্ত দেবেশ্বত্বাদিকং ফলম্ ॥ ৩৩
 ন নরকং যাতি সংস্মরন ভক্তিতে মনে ।
 নিশং তস্মাৎ সংক্ষীণশেষপাতকে
 স্বর্গসংক্রো বৈ পাপ-পুণ্যোর্বিক্রোস্তম ॥৩৪
 মব হুঃখায় সুখায়ৈষ্যোস্তবায় চ ।

স্মরণপূর্বক অভিহিত হইয়াছে। হে
 ব্রাহ্ম! স্বায়ত্ত্বব মনু কহিয়াছেন, গুরু
 করিলে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও লঘু পাপ
 লঘু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; অতএব
 সকল পাপের অশেষ প্রায়শ্চিত্ত এবং
 স্তম্ভরূপে সকল পাপই বিনষ্ট হয়।
 ২৮. পাপকর্ম করিয়া যে পুরুষের
 প উপস্থিত হয়, তাহার সকল প্রায়শ্চিত্ত
 হরস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। প্রাতঃ,
 , সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে মহাদেবের স্মরণ
 উৎকর্ষণ পাপ বিনষ্ট হয়। মানব
 বের স্মরণ করিলেই পাপক্ষয় হয়;
 কেশ নাশ, স্বর্গপ্রাপ্তি, অধিক কি, মুক্তি
 লাভ করিতে সমর্থ হয়। শিবভক্ত
 র জপ, হোম, অর্চনাদি হইতে যে
 দি ফল নিদিষ্ট হইয়াছে, তাহা মুক্তির
 সমাত্র। ভক্তিপূর্বক অহনিশ শিব-
 শত অশেষ পাপ ক্ষীণ হইলে, পুরুষ
 রকে গমন করে না। হে বিজ্ঞোক্তম!
 ও স্বর্গ পাপ ও পুণ্যের পরিণাম। যে
 া মোক্ষাধিকারিসমূহের হুঃখ ও পৃথিবী-

তদেব প্রীত্যে ভূত্বা পুনঃদুঃখায় জায়তে ॥ ৩৫
 তস্মাদুঃখায়কং নাস্তি নৈব কিকিং সুখায়কম্ ।
 মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখদুঃখোপলক্ষণম্ ॥ ৩৬
 জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্ম জ্ঞানং তত্ত্বায় কল্পতে ।
 জ্ঞানায়কমিদং বিবং জ্ঞানান বিদ্যাতে পরম্ ॥ ৩৭
 এবমেতন্ময়াধ্যাতুং সর্বং নরকমণ্ডলম্ ।
 অতোক্তং তে প্রবক্ষ্যামি সমস্তং মণ্ডলং ভূবঃ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং
 নরকবর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশো-
 দধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোদধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

পরাশর্য সুসংক্ষেপাচ্ছ ত্বং বদতো মম ।
 জম্বু: প্রক: শাল্মলিষ্ঠ কুশ: ক্রৌঞ্চ পুষ্কর: ॥ ১
 শাকন্ত সপ্তম: সর্কৈ সমুদ্রৈ: সপ্তভির্বতা: ।
 লবণেশ্বরসৈ: সপির্দধি-দুহ-জলৈ: সমম্ ॥ ২

গণের সুখের নিমিত্ত এবং নানাসম্পদ ব্যক্তির
 ঈর্ষোদ্ভব করে, আবার সেই স্বর্গ প্রীতিকর
 হইয়াও পাতকালে দুঃখোৎপাদন করে। অতএব
 কেবল সুখপ্রদ বা দুঃখপ্রদ সামগ্রী কিছুই
 নাই। সুখ ও দুঃখ মনের পরিণাম মাত্র।
 অতএব জ্ঞানই পরমব্রহ্ম, জ্ঞানই বস্তু বস্ত;
 এই বিশ্ব জ্ঞানময়, জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ আর
 কিছুই নাই আমি নরকমণ্ডলের বিষয়
 কীর্জন করিলাম, ইহার পর সমস্ত ভূমণ্ডলের
 বিবরণ বলিতেছি। ২১—৩৮।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে পরাশরজন্ম!
 আমি সংক্ষেপে ভূমণ্ডলবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ
 কর। জম্বু, প্রক, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, পুষ্কর
 ও শাক এই সপ্তদীপসকল লবণ, ইন্দুরস,
 সপি, দধি, দুহ ও জল এই সপ্ত সমুদ্র

অম্বুদীপঃ সমস্তান্যেভ্যোঃ সখ্যায় বিতঃ ।
 তত্শানি যেকস কালেন যথো কনকপৰ্বতঃ ॥ ৩
 এবিষ্টো যোড়শাখতাবোজসৈবস্ত চোদ্ধরঃ ।
 চতুর্দশীতিসাহস্রৈর্বাতিংশমুর্জি বিস্তৃতঃ ॥ ৪
 তুপদ্যতঃ শৈলোহসৌ বিস্তারতঃ সৰ্বতঃ ।
 মূল যোড়শাহস্রঃ কাৰ্ণিকাকরসংস্থিতঃ ॥ ৫
 হিমবান্ হেমকূটঃ নিষক্শতঃ দক্ষিণে ।
 নীলঃ বেতঃ শ্রী চ উত্তরে বৰ্ণপৰ্বতঃ ॥ ৬
 কন্যাহস্তিকঃ কেতে বহুবস্তোহনুপ্রভাঃ ।
 মহাবিজয়োঃ সোণাতাবিস্তারিণঃ তে ॥ ৭
 ভাৰতঃ একমঃ বৰ্ণ ততঃ কিশ্কিন্দ্রয়ঃ সূতম্ ।
 হস্তিবৰ্ণ ততোহনুতৰৈ মেঘোৰ্দ্ধকিতঃ মূনে ॥ ৮
 কন্যাকোত্তরে পার্বে ততঃ সানু হিরণ্যম্ ।
 উত্তরে কুম্বটৈচ বধা বৈ ভাৰতঃ তথা ॥ ৯
 কন্যাহস্তিকৈকৈকহেভ্যোঃ মুনিসত্তম
 ইলাবৃত্তঃ তদ্যোঃ তদ্যোঃ মেরুচ্ছিতঃ ॥ ১০

পরিবৃত্ত । অম্বুদীপ এই সমুদ্রদীপের মধ্যে
 অবস্থিত । কনকময় সুমেরুপৰ্বত সেই
 অম্বুদীপের সখ্যাত্মক বিরাজমান । সেই পৰ্বত
 যোড়শ বোজন মিত্রে এবিষ্ট, চতুর্দশীতি সহস্র
 বোজন উন্নত ও উর্দ্ধদেশে বাকিবর্ণতি সহস্র
 বোজন বিস্তৃত । তুপদ্য পর্বত কৰ্ণিকাকরে
 অবস্থিত এই শৈলের মূলদেশের বিস্তার
 ষোড়শ-সহস্র বোজন । তাহার দক্ষিণে হিম-
 বান্, হেমকূট ও নিকলপৰ্বত এবং উত্তরে নীল,
 বেতভরী নামক বৰ্ণপৰ্বত । এই সমস্ত
 পৰ্বতই রত্নবিশিষ্ট ও অত্র-ব্রহ্মাসঙ্গঃ ; ততঃ-
 মিত্রে বিস্তার কন্যাহস্ত বোজন ও দুই সহস্র
 বোজন উন্নতি । এই অম্বুদীপের প্রথম ভাৰত
 বর্ষ তৎপরে কিশ্কিন্দ্রবর্ষ এবং হস্তিবর্ষ ; তিন
 ভাগই সুমেরুর দক্ষিণে অবস্থিত । মেরুর
 উত্তরপার্বে কন্যাকর্ষ ; তাহার সানুদেশ
 বিস্তার । ইহার পর উত্তরপাশে ভাৰতবর্ষ
 মূলঃ যে কুম্বটিক । ইহারিণের এক
 একটি কন্যাহস্ত বোজন পরিমিত । তাহার
 মূল ইলাবৃত্তঃ । ইলাবৃত্তপর্বত কন্যাহস্ত
 মিত্রে হস্তিবর্ষ কন্যাহস্ত পরিমিতঃ । মেরু

মেরোচ্ছিতঃ উন্নতঃ নবসাহস্রমুচ্ছিতঃ
 ইলাবৃত্তমুচ্ছিতঃ চত্বার-চাত্ত পৰ্বতঃ ।
 বিস্তৃতঃ রচিতঃ মেরোঃ সোণানুতমুচ্ছিতঃ
 পূর্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ।
 বিপুলঃ পশ্চিমে ভাগে সুপার্বশোভয়ে বি-
 কন্দনো অম্বুদীপঃ পিঙ্গলো বট এবং চা-
 একাদশশতাব্দীয়াঃ পাদপা গিরিকুন্ডাঃ ।
 অম্বুদীপস্ত বো অম্বুদীপঃ হেমকূটমূনে ॥
 মহাপ্রভপ্রমাণানি জমোত্তমঃ কলনি চ
 পতন্তি ভূততঃ পূর্বে শীর্ষমাণানি সৰ্বতঃ
 কসেন তেষাং বিখ্যাতা তত্র জন্মদৌতি
 পরিভোঃ বর্ষতে সা চ পীঠতে তদ্বিখ্যাপি
 ন মেঘো ন চ দৌর্গন্ধ্য ন তত্র চৈলি
 তৎপানস্বপ্নমনসাঃ জনানঃ তত্র তদ্যে
 তৌরঃ সূতঃ তত্র সম্পাদা সুপদ্যবিশেষি
 অম্বুদীপাঃ ভবতিঃ সর্বত্র সিদ্ধতমম্ ।
 ভাৰতঃ পূর্বেতে মেরোঃ কেতুঃ লক পি

চতুর্দিকে নবসহস্র দেবজন উচ্ছিত
 বর্ষ । সেই ইলাবৃত্তবর্ষে মেরুর কলী
 অবৃত্ত বোজন উন্নত চত্বার-চাত্ত পৰ্বত
 পূর্বেদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন,
 বিপুল ও উত্তরে সুপার্ব এই
 গিরির কেতুস্বরূপ একাদশ শতাব্দী
 কন্দন, অম্বু, পিঙ্গল ও বটক অবস্থিত
 তেছে । হে মহামুনে । অম্বুদীপে
 তাহাই নামকরণ সেই অম্বুদীপের
 প্রমাণ কলসমূহ গিরিপূর্বে চতুর্দিকে
 ও নিপতিত হয়, তাহার রূমে অম্বুদী
 বিখ্যাত একটি নদী পৰ্বতের চ
 এবিষ্ট চত্বার-চাত্ত সেই পৰ্বত
 মানবগণ তাহার জল পান করিয়া
 ১—১০ । সেই নদীর জলপানে য
 মানবগণের খেদ, দৌর্গন্ধ, জরা বা হী
 কিছুই হয় না । সেই নদীর তীর
 মূলঃ সুমেরু সমীপে বিশোভিত হইয়া
 মূলঃ কুম্বটিকা, আশ্বিন নামক দুই
 পৰ্বত পূর্বেদিকে ভাৰতবর্ষ ও পশ্চিম

তু মুনিশ্রেষ্ঠ ভয়োর্মধ্য ইলাবৃতম্ ॥ ১৯
 ব্রহ্ম পূর্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনম্ ।
 পশ্চিমে ভদ্রভুজের নন্দনং স্মৃতম্ ॥ ২০
 ২ মহাভুজঃ শীতোদয় মানসং স্মৃতম্ ।
 তানি চচারি দেবভোগ্যানি সর্গশঃ ॥ ২১
 : কুমুদং কুরুরো মাল্যবাংস্তথা ।
 মুখা মেরোঃ পূর্বতঃ কেশরাচলাঃ ॥ ২২
 শিশিরশৈব পতঙ্গো রজতস্তথা ।
 ২ দক্ষিণভুজঃ কেশরপর্বতাঃ ॥ ২৩
 : সবেদ্যঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ ।
 মুখান্তঃ পশ্চিমে কেশরাচলাঃ ॥ ২৪
 ২৪ কৃষতো হংসো নাম মহীধরঃ ।
 ২৫ তথা উত্তরে কেশরাচলাঃ ॥ ২৫
 ২৬ কালেশ্বরো বোজনানাং তথা পুরম্ ।
 সহস্রাণি ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধাঃ দিবি ॥ ২৬
 লাকপালানাং দিশাসু বিদিশাসু চ ।
 ততঃপাঠো ধ্যাভ্যাসঃ পূর্বাঃ সমস্ততঃ ॥ ২৭
 ব্রহ্মণঃ পূর্বাঃ প্রাবসিতেন্দ্রিয়মণ্ডলম্ ।
 বিনিষ্ক্রান্তা গঙ্গা পতিতি বৈ দিবঃ ॥ ২৮

১৪৪ অবস্থিত, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তাহার
 দারুভবঃ । তাহার পূর্বদিকে চৈত্ররথ-
 দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিদ্যাজ-
 নন্দন । মেরুর চতুর্দিকে অরুণোদ, শীতোদ ও মানস এই চারিটী দেব-
 রোবর বিদ্যমান এবং সেই মেরুর
 ২ সীতাঞ্জন, কুমুদ, কুরুর, মাল্যবান্ ও
 ২ মুখঃ দক্ষিণদিকে ত্রিকূট, শিশির,
 ২ রজত, নিষধ প্রভৃতি ; পশ্চিমদিকে
 ২ বৈদ্য, কপিল, গন্ধমাদন ও আকুধি
 উত্তরে শম্বুচূড়, কৃষত, হংস, কালধর,
 কেশর-পর্বত বিরাজিত । হে কালেশ্ব !
 চতুর্দশ সহস্র বোজন উপরে স্বর্গে
 ব্রহ্মপুর এবং মেরুর চতুর্দিকে পূর্বাদি
 ষায়েশী প্রভৃতি বিদিকে ইন্দ্রাদি ষষ্ঠ
 ২ গণের আটটি ঐশ্বর্য পুরী অবস্থিত ।
 ২ চতুর্দিকে বিশ্বপাল-বিশিষ্টাঙ্গা গঙ্গা
 কে প্রাবৃত্ত করিয়া স্বর্গ হইতে নিপ-

সীতা চালকনন্দা চ চতুর্দা প্রতিপদ্যতে ।
 সা তত্র পতিতা দিগ্ধু চতুর্ভুজা চ বৈ ক্রমাৎ ॥ ২৯
 সীতা পূর্বেণ শৈলাং তু নন্দা চৈব তু দক্ষিণে ।
 সুচক্ষুঃ পশ্চিমে চৈব ভদ্রা চোত্তরতো ব্রজেৎ ॥
 গিরীনতীত্য সকলাং চতুর্দিক্ মহাসুখিম্ ।
 সা যযৌ প্রয়াতা ভূত্বা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥ ৩০
 সুনীলনিষধায়াতে ১ মাল্যবদগন্ধমাদিনো ।
 ভেষজ মধ্যগতো মেরুঃ কণিকাকারসংস্থিতঃ ॥ ৩১
 ভরতাঃ কেতুমালাং ভদ্রাশ্বাঃ কুরবস্তথা ।
 পত্রাণি লোকপদস্ত মধ্যগা লোকবাহতাঃ ॥ ৩২
 জঠরে দেবকূটং আয়ামে দক্ষিণোত্তরে ।
 গন্ধমাদন-কৈলাসৌ পূর্বপশ্চিমতো গতো ॥ ৩৩
 পূর্বপশ্চিমতো মেরোনিষধো নীলপর্বতঃ ।
 দক্ষিণোত্তরমায়াতো কণিকাস্তব্যবস্থিতো ॥ ৩৪
 জঠরাদ্যাঃ স্থিতা মেরোর্যেষাং দ্বৌ দ্বৌ ব্যবস্থিতৌ
 কেশরাঃ পর্বতা এতে শীতাদ্যাঃ সূমনোরমাঃ ॥ ৩৫
 শৈলানামত্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধচারণসেবিতাঃ ।

তিত হইতেছেন । সেই গঙ্গা স্বর্গ হইতে
 সীতা অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা নামে চতুর্দা
 বিভক্ত হইয়া, চতুর্দিকে নিপতিত হইতেছেন ।
 সীতা মেরুপর্বতের পূর্বদিকে, নন্দা দক্ষিণে,
 সুচক্ষু পশ্চিমে ও ভদ্রা উত্তরে পর্বত অভিক্রম
 করিয়া, সেই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা চতুর্দিকে
 মহাসাগরে নিপতিত হইতেছেন । ১৭—৩১ ।
 সুনীল পর্বত, নিষধ পর্বত ও তাহার ভায়
 বিস্তীর্ণ মাল্যবান্ পর্বত এবং গন্ধমাদন পর্ব-
 তের মধ্যে মেরু কণিকাকারে অবস্থিত । ভরত,
 কেতুমালা, ভদ্রাশ্ব এবং কুরু লোকরূপ পদ্মের
 পত্ররূপ এবং লোকের বহির্দেশে সীমাহান ।
 জঠরদেশে দেবকূট পর্বত এবং বিস্তারের
 দক্ষিণে গন্ধমাদন ও উত্তরে কৈলাস । গন্ধ-
 মাদন পূর্বদিকে ও কৈলাস পশ্চিমদিকে গমন
 করিয়াছে । মেরুর পূর্বদিকে নিষধ ও পশ্চিম-
 দিকে নীলপর্বত । নিষধ পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ ;
 ও নীল উত্তর দিকে বিস্তীর্ণ ; উত্তরে কণিকা
 মধ্যে ব্যবস্থিত । এই সকল পর্বতের
 মধ্যে সিদ্ধচারণ নিবেদিত নিম্ন ভূতানে সমস্ত

সুহৃদাশি ভবা তেষু কাননানি পুরাণি চ ৷ ৩৭
সর্বকটিকৈব দেবানাং বন্ধ-স্বর্গক-স্বর্গসাম্ ।
ক্রীড়ন্তি দেব-নৈডেয়াঃ শৈলদ্রোণীষহনিশম্ ৷ ৩৮
বর্ষিণামালয়া হেতে ভোমাঃ স্বর্গাঃ প্রকৌন্তিতাঃ ।
নৈডেযু পাপকর্তারো বাস্তি পশ্যন্তি কুন্তচিৎ ৷ ৩৯
বানি কিস্পুরুষাদ্যানি বর্ষাণ্যন্তৌ মহামুনে ।
ন তেষু শোকো নারাসো নোঃস্বপ্নঃ স্মৃতিশচিকম্ ৷
বহ্নাঃ প্রজা নিয়াতকাঃ সর্গকঃ খবিবর্জিতাঃ
কশ্যাপশবর্ষাণাং সহস্রাণি হিরাণ্যবঃ ৷ ৪১
কুন্ত-রোহিতাকটিকৈব ভৌমাত্তস্তাংসি সর্গকঃ
ন তেষু বর্ষতে দেবভেষু বানেন্দু কলন ৷ ৪২
সপ্তহেতেষু নদ্যান্ত সুপরাঃ স্বর্গবালুকাঃ ।
শতশঃ সন্তি সুদ্রাক্ষ তাহু ক্রীড়াহুতাভনাঃ ৷ ৪৩

ইতি শ্রীশিব মহাপুরাণে ধনুসংহিতায়াং
ব্রহ্মাণ্ডকথনং নাম ত্রয়স্তিংশোহধ্যায়ঃ ৷ ১০০ ৷

দেব, বন্ধ, স্বর্গক ও প্রকসঙ্গিগের কলন
ও পুরসমূহ অর্থাৎ সেই শৈলদ্রোণীতে
অহোরাত্র দেব ও নৈডেয়গণ ক্রীড়া করেন
এই সকল স্থান বাণিকসমূহের অলম্ব, কুমিষিত
স্বর্গ বানি, কৌন্তিত হইয়াছে । পাপিগণ
ইহাতে কলন করিতে এবং দেখিতে সমর্থ হয়
না । আর যে কিস্পুরুষ-বর্ষ প্রকৃতি আটটি
বর্ষ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে শোক, আশ্রাস,
উৎসব, সুখ ও ভয়াদি কিছুই নাই । তাহাতে
প্রজাপদ বহু, নিয়াতক, সর্গকঃ-খ-বিবর্জিত
হইয়া, কশ বা বানশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত হিরাণ্য
হয় । সেই স্থানে সত্য-রোহিতাকি-সুপ-ব্যবহা
ও ভৌম কলন নাই । দেবতা অহাতে বর্ষন
করেন ও এই স্থান সামর্থ্যবিশিষ্ট । এই
সপ্তহাসে শত শত বাহুজন ও স্বর্গবালুকাময়
সুহৃদ নদী এক অহাতে বিধি ক্রীড়া পাত্র
আছে ৷ ৩৭—৪৩ ৷

চতুস্তিংশোহধ্যায়ঃ ৷ ১০০ ৷

চতুস্তিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ

বর্ষোহহং ভারতং বর্ষং ত্রিমাছেদৈব দক্ষিণ
উত্তরস্ত সমুদ্রস্ত ভারতী যত্র সংসৃতিঃ ৷ ১
নবযোজনসাহস্রেণ বিস্তারোহস্ত মহামুনে
কশ্যভুমিরিহ স্বর্গাপবর্গং পূণ্যপাপিভিঃ ৷ ২
অতঃ সম্প্রাপাতে স্বর্গো মোক্ষ নরক এব চ
ভারতস্তাত্ত বর্ষস্ত নর ভৈলান্ ব্রবীমি তে ৷ ৩
ইন্দ্রহাসঃ কসেফস্ত তত্র পর্গো গভস্তিমান্
নাগধীপস্ত ব' সৌম্যো গাক্ষকীয়স্ত বাক্ষণ ৷ ৪
অগস্ত নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংস্রুতঃ
যোজনানাম্ সহস্রস্ত দ্বাপোহসং দক্ষিণেভ্য
পূর্বে তিরাস্ত বস্ত্র দ্বাঃ পশ্চিমে বদনঃ তিষ্ঠ
অ'ক দক্ষিণে'ত বাস ভূকন্যস্তপি চৈব ৷ ৫
বাক্ষণাঃ কত্রিহ বৈশাঃ মদ্যে বৃন্দাঃ ভগ্ন
ইন্দ্রাদৃশনিভ্যাদৈব বৃন্দে বাবস্তিতাঃ ৷ ৬

চতুস্তিংশ অধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার কহিলেন,—ত্রিমাচের দক্ষিণ
ও সাগরের উত্তরে অবস্থিত ভারত বর্ষ
সংসারক্ষেত্র । ভারতবর্ষের বিস্তার বনিতাই
হইয়াছে । এই ভারতবর্ষের বিস্তার
সহস্র যোজন । এই স্থান কশ্যভুমি ও স্বর্গ
বর্গ প্রভৃতি । পূণ্যকন্যাপ্রণ এই স্থান হইতে
ও মোক্ষ লাভ করেন এবং পাপিগণ নি
পন্ন করে । এই ভারতবর্ষের নর ও
বনিতেরা—ইন্দ্রহাস, কসেফ, তত্র
গভস্তিমান্, নাগধীপ, সৌম্য, গাক্ষ
বাক্ষণ, এই সাগর-সংস্রুত দ্বীপ তাহাদি
নবম । এই দ্বীপ দক্ষিণ ও উত্তর দিকে
যোজন বিস্তৃত । যে বাস । ইহার পূর্বে
কিরাডগণ, পশ্চিমে বদনসমূহ, দক্ষিণে
আতি ও উত্তরে ভূকন্যাপ্রণ বাস করে ।
বৈশাং দ্ব্যভাঙ্গে ব্রাহ্মণ, কত্রিহ, বৈশ ও
সমুদ্র বজ্র, বৃন্দ, বাণিজ্যাদি দ্বারা
নির্ভর করত ব্রাহ্মণে অবস্থান করি

স্রা মলয়ঃ সহঃ শুক্টিমান্বপর্কতঃ ।
 ৮ পারিষাত্র্য সপ্তাত্র কুলপর্কতাঃ ॥ ৮
 তিমুখা নদ্যাঃ পারিষাত্রোক্তবা মূনে ।
 ৯-স্বরসাদ্যাঃ সত্যাত্র্য সহস্রাঃ ॥ ৯
 ১০-মহানদ্যাঃ সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ।
 বরী-ভীমবরী-তাপী-প্রমুখতোয়গাঃ ।
 ১১-ধিনির্গতাঃ পূব্যাঃ স্নানাং পাপভয়াপহাঃ ॥ ১১
 ১২-দোস্তবা নদ্যাঃ কৃষ্ণবেণ্যাদিকান্তবা ।
 ১৩-তাম্রপর্বা প্রমুখা মলয়োক্তবাঃ ॥ ১৩
 ১৪-ঋষিকুল্যাঙ্গা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ
 ১৫-কুমার্যাঙ্গাঃ শুক্টিমংপাদসম্ভবাঃ ॥ ১৫
 ১৬-নদীপদান্তেষু বসন্তো মণ্ডলেশু বৈ ।
 ১৭-পিবন্তি পানীয়ং সরঃসু বিবিধেষু চ ॥ ১৭
 ১৮-ভারতে বর্ষে যুগান্তাসন মহামুনে ।
 ১৯-নি ন চাত্তেসু দ্বীপেষু প্রভবন্তি হি ॥ ১৯
 ২০-নি চাত্ত দীপ্তেষু জুহুতে চাত্ত যজ্ঞনঃ ।
 ২১-পাতি যতয়ঃ পরলোকার্থমাদরাং ॥ ২১

মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুক্টিমান, কৃষ্ণ-
 বিক্সা ও পারিষাত্র নামক সাতটি কুল-
 আছে। ১—৮। হে মূনে! নন্দনা
 প্রমুখ এবং সহস্র সহস্র নদী পারিষাত্র
 উদ্ভূত হইয়াছে। সর্বপাপহারিণী, শুভ-
 গোদাবরী, ভীমবরী ও তাপী প্রভৃতি
 বিক্সাপর্কত হইতে উদ্ভূত হইয়া বিনি-
 ইয়াছে, ইহাদিগের পূবাজলে স্নান
 পাপভয় থাকে না। কৃষ্ণবেণী প্রমুখ
 হ-পাদ হইতে উদ্ভূত। কৃতমালা ও
 ১১ প্রভৃতি নদী মলয়াদিসম্ভূত। ত্রিষা
 কুল্যাঙ্গী নদীসমূহ মহেন্দ্র পর্কত হইতে
 ১২ ঋষিকুল্যা ও কুমারী আদি নদী
 নি পর্কতের পাদজাত। সেই স্থানে
 নিপদ ও তাহাতে নানা মানব বাস করত
 কল নদীর ও বিবিধ সরোবরের জল
 রে। এই ভারতবর্ষে সত্য প্রভৃতি
 যুগ আছে। অত্র কোন দ্বীপে এই
 যের ব্যবস্থা নাই। এই ভারতে পর-
 হুৎকাহাদি আদিকপূর্বক সকলেই

যতো হি কশ্মভূরেবা জম্বুদ্বীপে মহামুনে ।
 তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠমতোহক্সা ভোগভূময়ঃ ॥ ১৬
 কদাচিত্ত্রভাতে মঠৈঃ সহশ্রৈর্মুনিসম্ভব ॥ ১৭
 অত্র জম্বুসহস্রাণাং মানুষ্যাং পূণ্যসকলম্ ॥ ১৮
 সর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
 ধন্যস্ত তে ভারতভূমিভাগে
 গামস্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
 ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্যাং ॥ ১৯
 অবাধ্য মানুষ্যময়ং কদাচিদ-
 বিহৃত্য শস্ত্রো পরমাস্ত্রভূতে ।
 ফলানি সর্ক্ষ্যাপি তু কশ্মজানি
 বাস্তামহে তন্তুতা হি তন্ত ॥ ২০
 প্রাপ্যন্তি ধন্যাঃ ধনু তে মনুষ্যা
 বয়ং কৃত্যঃ কশ্মপি সন্নিবিষ্টাঃ ।
 জানীম তৈস্তদ্বি শিবং সুখায়
 তে ভারতে চেন্দ্রিয়বিপ্রধন্যঃ ॥ ২১
 লক্ষযোজনবিস্তারং সমস্তপরিমণ্ডলম্ ।
 জম্বুদ্বীপং ময়াধ্যাতং কারোদধিসুসংরতম্ ॥ ২২

প্রভূত দান, যাগলীলগণ হোম এবং বতিগণ
 তপস্তাচরণ করিয়া থাকেন; যেহেতু জম্বুদ্বীপ
 মধ্যে এই স্থান কশ্মভূমি, তাহার মধ্যে ভারত
 অতি শ্রেষ্ঠ, এতদ্ভিন্ন সকল স্থানই ভোগভূমি।
 সহস্রজ্ঞান মনুষ্যতা লাভপূর্বক পূণ্য সকল
 করিলে এই স্থানে জন্মলাভ হয়। “স্বর্গ এবং
 মুক্তির সোপানস্বরূপ ভারতভূমির প্রজারা ধন্য”
 দেবতারা এই গান করেন এবং তাঁহারা দেবত্ব
 ত্যাগ করিয়া এ স্থানের মানব হন। আর
 বলেন, “এখানে মানব-জন্ম প্রাপ্তির পর পর-
 মাস্ত্রা শিবে নিরত হইয়া সমগ্র কশ্মফল প্রাপ্ত
 হইব; অতএব দেবত্ব ইহা অপেক্ষা ন্যূন।
 (শিব-প্রাপ্তির হেতু যে কশ্ম, তাহা দেবতা
 হইয়া করা যায় না, কিন্তু ভারতবাসী মনুষ্য
 হইলে করা যায়) ভারতজাত মানবেরা নিত্য-
 মুখের জন্ত শিবপ্রাপ্ত হইতে পারে; আর
 আমরা পূর্বকৃত কশ্মেই নিবিষ্ট থাকি।” লক্ষ
 যোজন বিস্তীর্ণ কার-সমুদ্র পারবৃত্ত জম্বুদ্বীপের
 সমস্ত ধর্মের বিষয় কীর্তন করিলাম। প্রজ-

দংবেষ্ট্য কারমুখ্যিঃ শতসাহস্রসম্বিতম্ ।
 ন এষ বিত্তপো ব্রহ্মণ প্রকবীপঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২৩ ॥
 সোমকঃ সূর্য্যমঃ শৈলো বৈভ্রাজন্তে চ সপ্তমঃ ॥ ২৪ ॥
 বীর্ষাচলেনু রম্যোষু মুকিতাঃ সত্যতঃ প্রজাঃ ।
 বসন্তি দেবসংকীর্ণা বর্ষেযেতেষু নিত্যশঃ ॥ ২৫ ॥
 যাক্ষো ব্যাক্ষো বাপি জনানাং তত্র কুত্রচিৎ ।
 ন বর্ষসহস্রানি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ॥ ২৬ ॥
 অশুভশা শিবা চৈব পাপহী ত্রিবিবা কপা ।
 অমৃত্যু মুকতা চৈব সপ্তৈবাপ্তত্র নিমগ্নাঃ ॥ ২৭ ॥
 কুন্দনবাতব শৈলাতব সন্তি সহস্রশঃ ।
 তত্র শিবন্তি হুসংহৃষ্টা নদীর্জনপদান্ত তে ॥ ২৮ ॥
 ন তত্রান্তি যুগাবদ্বা বদ্বা হুসেনে সপ্তদু ।
 ত্রৈলোক্যসমঃ কালঃ সর্গকৈব মহামুনে ।
 বিপ্র-কত্রিঃ-বৈভ্রাজে শূর্য্যঃ মুনিসত্তম ॥ ২৯ ॥
 প্রকবীপঃ প্রকবীপঃ তদ্ব্যপো হুসংহৃষ্টঃ

বীপও লক্ষ-বোজন-প্রমাণ কান্দ-সমুদ্রকে বেটন
 করিয়া আছে, তাহার পরিমাণ তাহাত অপেক্ষ
 বিত্তপ । এই বীপে সোমক, চন্দ্র, নারদ, হুশ্রিতি,
 সোমক, সূর্য্যম ও সপ্তম বৈভ্রাজ, এই সাতটি
 বর্ষ-পর্জন্ত আছে । এই সূর্য্যম বর্ষ-পর্জন্তে
 প্রজাপতি এবং দেব ও পক্ষীসমূহ প্রযোজ্য
 হইয়া নিতাই হুসে বাস করেন । এ দেশের
 কোন ভাগে কন্দিনকালেও প্রজাপতির মন-পীড়া
 বা পারীক্ষিক পীড়া উপস্থিত হয় না । তত্রতা
 মানবগণ অশুভব জীবিত থাকে, এই স্থানে
 অশুভশা, শিবা, পাপহী, ত্রিবিবা, কপা, অমৃত্যু
 ও মুকতা নামে সাতটি নদী প্রবাহিত আছে
 এক একটির সহস্র হুস নদী ও শৈল অব-
 স্থান করিতেছে । অমপদবাসীরা লুপ্তচিতে
 সেই সকল নদীর জল পান করে । অনুবীপ-
 পর্জন্ত সপ্ত গানে যেমন যেমন হুস-বদ্বা আছে,
 প্রকবীপে সেতপ হুস কদ্বা নাই, সকল
 কদ্বাই জোজবদ্বা কুণ্ড । যে মুনিসত্তম !
 কালঃ সর্গকৈব, বৈভ্রাজ ও শূর্য্যম বাস
 করে । কালঃ সর্গকৈব, বৈভ্রাজ ও শূর্য্যম বাস
 করে । কালঃ সর্গকৈব, বৈভ্রাজ ও শূর্য্যম বাস

প্রকবীপঃ প্রকবীপো বিভ্রাজন্তঃ ॥
 ইত্যতে তত্র ভগবান্ ব্রহ্মা বৈভ্রাজন্তঃ ॥
 হরিঃ ভগবান্ ব্রহ্মা বৈভ্রাজন্তঃ ॥
 সঙ্কল্পেণ তথা ভূয়ঃ শাস্ত্রলিঃ স্তং নিশায়া
 সপ্ত বর্ষাণ তত্রৈব ভেদাং নামানি মে ॥ ৩০ ॥
 মেতোঃ ব হরিঃ ভগবান্ জীমুতো বৈভ্রাজন্তঃ
 বৈভ্রাজন্তঃ মানবৈঃ চ সপ্তমঃ সপ্তমে হুসে ॥ ৩১ ॥
 শাস্ত্রলেন তু গুণেণ তেন শাস্ত্রলিসংক্রিতঃ
 বিত্তপেন সমুদ্রেন সত্যতঃ সত্যতঃ হিতঃ ॥ ৩২ ॥
 বর্ষ চিবা অকঃ নদ্যন্তাসাং নামানি মে ॥ ৩৩ ॥
 তত্র বক্তা শিবা চ চন্দ্রঃ স্তত্র বিমোচন
 নিরুতিঃ সপ্তমী এসাং পূর্ণাতোয়াঃ হুশ্রিতিঃ
 সপ্তৈবাপ্তত্রি চ বর্ষাণি চ চুর্জ্বলঃ ত্রি চু
 ভগবন্তঃ সদা বিমুখিতোঃ বিমুখিতোঃ
 দেবানাং তত্র সান্ধিযামতঃ হুসেনে ॥ ৩৪ ॥
 এষ বীপঃ সমুদ্রেন হুসেনেন সমদ্রতঃ
 বিত্তপেন কুশবীপঃ সমদ্রতঃ হিতঃ ॥ ৩৫ ॥

আছে, ত্রিবিভ্রাজ এই ভাগের নাম প্রকবী
 হইয়াছে । লোকমঙ্গলকরী ভগবান শিব
 ভগবান বিষ্ণু ও ব্রহ্মা বৈভ্রাজ মন ও বদ
 দ্বারা পূজিত হন । একপ্রকার সঙ্কল্পে শাস্ত্র
 ভাগের বিষয় কীটন করিতেছি, যেন তা
 ত্রাত্রে সাতটি বর্ষ আছে, তাহাদের নাম
 শেত, হরি, জীমুত, বৈভ্রাজ, বদ্বা, বদ্বা
 ও সূর্য্যম । এই স্থানে শাস্ত্র লক্ষ প্রকবী
 ইহা শাস্ত্র লক্ষ সঙ্কল্পিত হইয়াছে । প্রক-
 পেক্ষ বিত্তপ সমুদ্র হুস এই বীপ সাত
 হইয়া অদ্বয়ান করিতেছে । বর্ষের সীমাত
 যে সকল নদী আছে তাহাদের নাম প্রক-
 কব । তত্রতা, বক্তা, শিবা, চন্দ্র, ভক্তা,
 বিমোচনা ও সপ্তম নিরুতি । এই সকল নদী
 পূর্ণাতোয়া এবং শাস্ত্রপ্রদ । শেত, হরি
 প্রকবী সপ্তমর্ষেই ব্রহ্মণসি চন্দ্রভূট্টা বা
 করে এবং তাহার সর্গকৈব বিবিধ বাগ-
 দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকে । সেই
 হুসেনোর বীপে দেবগণের সত্য সান্ধি
 আছে । এই বীপ হুসেনোর সমুদ্রে পড়িয়া

স্তি তত্র দৈতেয়া মনুজৈঃ সহ দানবাঃ ।
 ধব দেবগন্ধর্বা বক্ষাঃ কিম্পুরুষাদয়ঃ ॥ ৩৯
 স্তত্রৈব চত্বারো নিজানুষ্ঠানতঃ পরাঃ ॥ ৪০
 ত্রব চ কুশদ্বীপে ব্রহ্মভূতং জনার্দিনম্ ।
 স্তি চ তুৎশানং সর্ষকামফলপ্রদম্ ॥ ৪১
 শমো হরিশৈব হ্যতিমান্ পুণ্ড্রাংস্তথা ।
 ক্রমো মহাশৈলঃ সপ্তমো মন্দরাচলঃ ॥ ৪২
 সপ্ত তাসাং নামানি শৃণু ভক্ততঃ ।
 শাপা শিবা চৈব পবিত্রা সম্মিতিস্থথা ॥ ৪৩
 দত্তা মহী চাত্তা সর্ষপাপহরাস্থিমাঃ ।
 সহস্রশঃ স্তি স্তত্রাপো হেমবাসুকাঃ ॥ ৪৪
 দ্বীপে কুশস্তম্বো দ্রুতোদেন সমাবৃতঃ ।
 কদ্বীপো মহাভাগ শ্রুতাকাপরো মহান ॥ ৪৫
 ধেন সমুদেণ দধিমণ্ডোদকারতঃ ।
 লো মহাবৃদ্ধে তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৪৬
 কং বামনশৈব তৃতীয়শ্চাককারকঃ ।

৩৮। কুশদ্বীপের বাহুদেশে চতুর্দিকে
 পক্ষা দ্বিগুণ সমুদ্র পরিবৃত। সেই
 দৈতেয়, মানব, দানব, দেবতা, গন্ধর্ব্ব,
 ও কিম্পুরুষাদি বাস করেন এবং স্ব স্ব
 রুষ্ঠানে নিরত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, ব্রহ্ম
 প ভগবান্ জনার্দিন ও সর্ষকাম-ফলপ্রদ
 ান ঈশানের পূজা করিয়া থাকেন। কুশে-
 হরি, হ্যতিমান, পুণ্ড্রবান্, মণ্ডিক্রম,
 শল ও মন্দরাচল এই সাতটি তত্রত্য
 পর্ষত ও সাতটি নদী প্রবাহিত আছে,
 দের নাম শ্রবণ কর, পতাপা, শিবা,
 রা, সম্মিতি, বিদ্যা, দত্তা ও মহী। এই
 নদীই সর্ষপাপহরা। এতদ্ভিন্ন আরও
 াধিক, স্তম্বসলিলা, হেমসিকতাসম্পন্ন
 নদী আছে। কুশদ্বীপ প্রভূত-কুশস্তম্ব-
 দ্রুতোদ সমুদ্রে পরিবৃত। হে মহাভাগ।
 নামক অপর মহাদ্বীপের বিষয়
 কর;—সেই দ্বীপ দ্বিগুণ দধিমণ্ডোদক
 সমাবৃত। হে মহাবৃদ্ধ। এই দ্বীপে
 কল বর্ষাচল আছে, তাহার নাম
 কর;—কৌক, বামন অঙ্ককারক, দিবা,

দিবারুদ্রামনাশৈব পুণ্ডরীকশ্চ দ্বন্দ্বভিঃ ॥ ৪৭
 নিবসন্তি নিরাতঙ্কা বর্ষশৈলেশু তেষু বৈ ।
 সর্ষসৌবর্ণরম্যেষু সহ দৈবগণৈঃ প্রজাঃ ॥ ৪৮
 ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ।
 সন্তি তত্র মহানদাঃ সপ্তাশ্চাত্ত সহস্রশঃ ॥ ৪৯
 গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা ব্রাত্রির্মনোজবা ।
 খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকা চ বাঃ পিবন্তি পরঃ স্তম্বম্ ॥ ৫০
 ভগবান্ পূজ্যতে তত্র যোগৈ রুদ্রস্বরূপবান্ ॥ ৫১
 দধিমণ্ডোদকশ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ ।
 দ্বিগুণেনাদয়ঃ সপ্ত তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৫২
 পূর্ষে তত্রোদয়গিরির্জলধারোহপরে বতঃ ।
 শ্রামো হস্তংগিরিশৈব অন্ধিকেশ্চ কেশরী ।
 শাকস্তত্র মহাবৃদ্ধঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥ ৫৩
 তত্র পুণ্ড্রা জনপদাশ্চাতুর্দিকসমবিতাঃ ।
 নদ্যাশ্চাত্ত মহাপুণ্ড্রাঃ সর্ষপাপভয়াপহাঃ ॥ ৫৪
 সুকুমারী কুমারী চ নলিনী বেণুকা নদা ।
 ইন্দ্রশ্চ বেণুকা চৈব গভস্তিঃ সপ্তমী তথা ॥ ৫৫

রুদ্রামনা, পুণ্ডরীক ও দ্বন্দ্বভি। সেই সকল
 বর্ষ-মহীধরের সর্ষত্রই সুবর্ণময়, সুতরাং
 রমণীয়;—তাহাতে প্রজাগণ আশঙ্কামুক্ত হইয়া
 দেবগণের সহিত বাস করে। এই স্থানে
 ক্রম-ব্যবস্থিত ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রগণ
 অবস্থান করে। তথায় সাতটি মহানদী ও অস্ত
 সহস্রাধিক নদী আছে। গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা,
 ব্রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা এই
 সাতটি মহানদীর বিমল ও স্বাহ সলিল পান
 করে। তথায় যোগ অবলম্বন করিয়া রুদ্ররূপী
 ভগবান্ পরমেশ্বরের পূজা করে। শাকদ্বীপও
 পূর্ষপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত সমুদ্রে পরিবৃত।
 ইহাতে যে সকল পর্ষত আছে, তাহার নাম
 শ্রবণ কর। তথায় পূর্ষদিকে উদয় গিরি ও
 অস্তাশ্র দিকে, জলধার বত, শ্রাম, অস্তগিরি,
 অন্ধিকেশ ও কেশরী। সেই স্থানে সিদ্ধ
 গন্ধর্ব্বসেবিত শাকনামক মহাবৃদ্ধ আছে এবং
 পবিত্র-জনপদসমূহে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় বাস
 করে। এই স্থানে মহাপুণ্ড্র সর্ষপাপভয়হারিণী
 সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, বেণুকা, নদা, ইন্দ্র,

অস্তাঃ সহস্রশতত্রয়ং সূক্ষ্মকো মহামুনে ।
 মহীষরাক্ষসাস্তি নভশোহম্ সহস্রশঃ ॥ ৫৬
 বর্ষহানির্ন তেষাং বর্গাভ্যাসত্য মানবাঃ ।
 যেষু তেষু পৃথিবীং ন সঙ্গমঃ পরস্পরম্ ॥ ৫৭
 শাকবীপে তু বৈ নৃষাঃ পূজ্যতে জনপদৈঃ সদা ।
 যথোক্তৈরিজ্যতে সম্যক্ কশ্যভিনির্গতাস্তি ॥ ৫৮
 কীরোদেনাবৃতঃ সোহপি বিত্তপ্ণেন সমস্ততঃ ।
 কীরাক্তিঃ সর্গতে ব্যাপ্তাঃ পুরুষাণ্যেব সংরুতঃ ॥
 বিত্তপ্ণেন মহাবর্ষস্তত্র ব্যাভোহম্ মনসঃ ।
 যোজনানাম্ সহস্রাণি পঞ্চ উক্তং সমুদ্রিতঃ ॥ ৬০
 তথ্যৈতৎ তু লক্ষ্যং সর্গতে বলসংকতিঃ
 পুরুষবীপকলয়ে মহামেন বিষ্ঠিষ্ঠি চ ॥ ৬১
 তেনৈব কলয়াক্ষরবর্ষসমাকৃতিঃ
 বর্ষবর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ ॥ ৬২
 নিরামরা বীভশো'ক' ব'গ'য়েববিষ্ঠিষ্ঠিতাঃ ।
 অকমোদমস্তত্রৈব' ন ব্যবস্ত' মহামুনে ॥ ৬৩

বেপুক ও পতিবি এই সাতটি মহানদী এবং
 সহস্র সহস্র অপর ক্ষুদ্র নদী আছে এবং এত
 সহস্র অস্ত্রান্ত মহীশর আছে । তৎসং কোন-
 কল বর্ষহানি নাই । মানবগণ সর্গ হইতে
 পৃথিবীতে আগমন করিয়া সেই সকল যুগে বাস
 করেন ; কেহ কাহ'রও প্রতি স্পর্শ করে না ।
 শাকবীপে জনপদবাসীরা অশ্বনিয়মপূর্বক
 অথাক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া সর্গের উপবান
 স্তম্ভের উত্তম পূজা করিয়া থাকে । সেই শাক-
 বীপ পুন্সরূপক বিত্তপ্ণ কীরোদ সমুদ্রে আছে
 তৎপেক্ষা বিত্তপ্পরিমিত পুরুষবীপও কীর-
 সমুদ্রকে বেটন করিয়া আছে ৩৩—৩৬ এই
 পুরুষবীপে শাকবীপের বিত্তপ্ণ মানসনামক
 এক বর্ষ আছে । তাহা পঞ্চসহস্র যোজন উর্ধ্বে
 সমুদ্রিত এবং পঞ্চলক্ষ যোজন ভাষার দিভার ;
 উহা কলয়াকৃতি । ইহাকেই পুরুষবীপকলয়
 বলে । কলয়াকৃতি-বর্ষবর্ষ সমাকার এই পুরুষ-
 বীপকলয় কলয় বন দ্বারা পুরুষবীপকে ঘরন
 করিয়া আছে । তৎসং মানবগণ নিরামর,
 মোহমুক্ত ও রূপ-রস-বর্জিত হইয়া, বন
 সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ করে । তাহাদের মত

সত্যানুজেন উস্তাত্তাং সনৈব বসতিঃ সমা
 তুল্যবেদান্ত মনুজা হেমবর্গৈকরূপিণঃ ॥ ৬৪
 বর্ষবর্ষস্ত কালেন ভৌমঃ স্বর্গোহিমমুদ্রমঃ
 সর্গস্ত সুখমঃ কালো অরা-রোগবিষ্ঠিষ্ঠিতঃ
 পুরুষে ধাতুকীথণ্ডে মহাবীপে মহামুনে
 স্ত্রগোধঃ পুরুষবীপে ব্রহ্মণঃ স্থানমুদ্রমঃ ॥ ৬৫
 তন্মিন্ নিবসতে ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ স্ত্রগোধকৈ
 স্থানমকেনাপৃথিনা পুরুষং পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৬৬
 এবং বীপাঃ সমুদ্রৈস্ত সপ্ত সপ্তভির্ভূতঃ
 বীপটৈঃ সমুদ্র-সমানো বিত্তপ্ণৈঃ পদৈ
 নান্যত্রিষ্ঠিতা তেষাং সমুদ্রেণ সমানি ব
 পদ্যসি সপ্তম সপ্তম কলয়াকৃতিঃ তৎসং
 স্থানীষম্মিসংসংসংসংসংসংসংসংসংসং
 বর্ষেপুরুষকৌ সলিলং বর্ষে কলয়াকৃতিঃ
 নিরামরা মনে শিবোহৈকমাপ্যে বসতি চ
 অস্ত নান্যত্রিষ্ঠিতাঃ পুরুষাঃ ন্যত্রিষ্ঠিতাঃ

উত্তম মন্যম বা মনন ব্যবস্ত নাই, সম
 নমান ওহ'র সত্য মন্য উত্তমিষ্ট
 তৎসং বাস করে । সকল মনই তুল্য
 ও সূক্ষ্মের তুল্য একতর । যে কলয়াকৃতি
 উত্তম বর্ষে ভৌম পৃথি উত্তম স্থান কল
 মানবগণ তাহা ও যোগে পৃথিষ্ঠিত হইয়া
 করে যে মহামুনে । এই মহাবীপ ওহ'র
 ষণ্ড পুরুষাকৃতি পুরুষ বীপে বর্ষবর্ষ
 নামক উত্তম স্থান আছে । তৎসং
 পূজ্যমান হইয়া, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মণ
 করেন । স্থানক নামক সমুদ্র বর্ষবর্ষ
 বীপ পরিবেষ্টিত । এইরূপ সপ্তবীপে
 সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত । সমুদ্র সকল
 পর বিত্তপ্ণ বিত্তপ্ণ বীপের সমান স
 সকলেই তুল্য সমান । মানব ও অশ্বি
 তাহাতে নাই । অশ্বিসংসংসংসংসংসংসং
 ব্যরি যেমন কখন রুতি পদ ও কখন কী
 সেইরূপ চন্দ্রের রুতি অমুসারে সকল
 সেইরূপ তুল্য কখন কখন হয়, কখন বা
 পায় । চন্দ্রের উদয় ও অস্তেই তুল্য বা
 করে ; তৎসং ৩৩ ও ৩৬ পদ্য

রুদ্ধিঃ ক্রোধো দৃষ্টঃ শতশস্তদশোত্তরম্ ।
 ১২ মুনিশ্রেষ্ঠ সর্কেষাং কথিতং তব ॥ ৭২
 ১ পুঙ্করবীপে প্রজাঃ সর্কীঃ সসৈব হি ।
 ভুক্ততে বিপ্র তত্র স্বয়মুপস্থিতম্ ॥ ৭৩
 স্ত পরতো নাত্তলোকস্ত সংস্থিতিঃ ।
 হিরণ্ময়ী ভূমিঃ সর্কজন্তুবিবর্জিতা ॥ ৭৪
 লাক্ষ্যতঃ শৈলঃ সহস্রাণ্যচলো হি সঃ ।
 ১৮ চ তাবদ্ধি যোজনায়ুতবিস্তৃতঃ ॥ ৭৫
 শুকটাহেন সেয়মুসীমহামুনে ।
 কোটিবিস্তারা সপ্তবীপা মহৌদরা ॥ ৭৬
 হতা সর্কেষাং সর্কভূতশুভাদিক। ।
 ১১ ত্রী চ কালেষ সর্কেষাং জগতামিলা ॥ ৭৭
 ১ ত্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং
 ভুবনকোষবর্ণনং নাম চতুর্বিংশশো-

অধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

হ হব। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সকল সমু-
 লের দাস রুদ্ধি হাজার হাজার রকম
 গিয়াছে, তাহা সমস্তই কহিয়াছি।
 পশু প্রজাগণ সর্কদাই বড়রস ভোজন
 ঐ বস সকলও ব্যাপনিই উপস্থিত হয়।
 সমুদ্রের পর আর লোকের বসতি
 স্বাদদকের দ্বিগুণ সুবর্ণময়ী ভূমি
 তাহাতে কোন প্রাণীর বাস নাই।
 পর লোকালোক শৈল। উহার প্রস্থ
 সহস্র যোজন এবং বিস্তার অযুত
 তাহার পর অক্ষকার। এইকপে
 মহীকুহবতী, সর্কভূতশুভাদিকশালিনী
 গ এই উস্মী পঞ্চাশকোটিযোজন
 এবং অশুকটাহে পরিব্যাপ্ত। হে
 এই ধাত্রীই জগতের ইলা স্বরূপ।

তুর্বিংশ অধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

রবি-চন্দ্রমসৌর্ধাবন্থখা ভাসয়ন্তি হি ।
 তাবৎপ্রমাণা পৃথিবী ভূলোকঃ স তু গীয়তে ॥ ১
 ভূমিযোজনলক্ষে তু সংস্থিতং রবিমণ্ডলম্ ।
 যোজনানাং সহস্রাণি দশৈব পরিসংখ্যয়া ॥ ২
 শশিনস্ত প্রচাপো যো জগতঃ পরিচক্ষতে ।
 ববেকর্কঃ শশী তস্তো লক্ষযোজনসংখ্যয়া ॥ ৩
 গ্রহাণাং মণ্ডলং ক্রান্তং শশিনোপরি সংস্থিতম্ ।
 সনকত্রং সহস্রাণি দশৈব পরিতোপরি ॥ ৪
 বৃহস্পতিন্দ্রকৃষ্ণ কাব্যাস্ত্রাহুপরি মঙ্গলঃ ।
 বৃহস্পতিশুক্রশুক্র তাস্তোপরি শনৈশ্চরঃ ॥ ৫
 সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাদক্ষমেকস্ত সংস্থিতম্ ।
 অমিত্যন্ত সহস্রাণাং শতাদর্কঃ ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬
 মেঘভূতঃ সমস্তস্ত জ্যোতিষ্কস্ত বৈ ধ্রুবঃ ।
 ভূভুবঃ সুরিতি ক্ষেয়ং ভুবোর্দ্ধস্ত ধ্রুবাদবাক্ ॥ ৭
 একযোজনকোটি তু যত্র তে করবাসিনঃ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার কহিলেন,—যে পর্য্যন্ত রবি ও
 শশীর কিরণজাল উদ্ভাসিত করে, পৃথিবী তাবৎ-
 পরিমিত ঐ পৃথিবীকে ভূলোক বলে। ভূমি
 হইতে এক লক্ষ অযুত যোজন দূরে রবিমণ্ডল
 অবস্থিত। যে শশী জগৎ অপেক্ষা নীত্রগতি,
 তাহার বিষয় শ্রবণ কর। সূর্য্যমণ্ডল হইতে লক্ষ
 যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থান করিতেছে,
 চন্দ্র অপেক্ষা দশ যোজন উপরে চতুর্দিকে
 নক্ষত্রনিকরের সহিত গ্রহ-মণ্ডল অবস্থিত।
 বৃহস্পতি তাহা অপেক্ষা নিম্নে, মঙ্গল উর্দ্ধে,
 বৃহস্পতি তদপেক্ষা উর্দ্ধে, শনৈশ্চর তাহা
 হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত। সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহা
 অপেক্ষা এক লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সংস্থিত,
 সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে এক লক্ষ যোজন উপরে
 সমস্ত জ্যোতিষ্কত্রের মেঘভূত ধ্রুব অবস্থান
 করিতেছেন। এই সকল লোক ‘ভূঃ, ভুবঃ ও
 স্বঃ’ নামে অভিহিত। ভূলোক হইতে উর্দ্ধে,
 ধ্রুব হইতে নিম্নে যে করবাসীরা বাস

কবাদ্ভিঃ মহলোকঃ সপ্তৈতে ত্রয়ং সূতাঃ ॥ ৮
 সনকঃ সনন্দঃ তৃতীয়ঃ সনাতনঃ ।
 কপিলোহরিবৈষ্ণবো বোতঃ পঞ্চশিবশ্রবণা ॥ ৯
 চতুর্ভুগোস্ত্রে চোক্তং জনলোকাং তপঃ সূতাঃ ।
 বৈরাগ্যং যত্র বৈ দেবাঃ স্থিতা দাতবিসর্জিতাঃ ॥ ১০
 বড়ুগ্ধেন তপোলোকাং সত্যলোকং বাবস্থিতঃ
 ত্রয়লোকঃ স বিচ্ছেষে বসত্যমলচেতসঃ ॥ ১১
 সত্যবন্ধব্রতৈঃ স জ্ঞানিনে বন্ধচরিত্রাঃ
 বসত্যমিনোহু ব্রহ্মণ্যে নবসংস্থিতি মানবঃ ॥ ১২
 কুব্জলোকে তু সংসিকা মুনয়ো দেবকপিনাঃ ।
 বর্জলোকে তু হুবাগিতা মনস্তে বসত্যে বিনোদা
 বিহংসেবাস্থা কন্যে সত্যানন্দা হুবাগিতাঃ
 নবগ্রহনগাশ্রয় কন্যে যৌতব্রতসঃ ॥ ১৩
 এতে সপ্ত মহালোকাঃ কালোঃ কবিরূপা
 পাতালানি চ সপ্তৈব বন্ধাশ্রয় চ বিতর ॥ ১৪
 বসিদ্ধকলং যত্র তত্র দেবমবস্থত

করেন, তাহা এক কোটি দেবদেব
 উক্ত মহলোকঃ তাহাতে সনক, সনন্দ,
 সনাতন, কপিল, অহরি, বোত, পঞ্চশিব
 এই সাতটি ব্রহ্মণ্য মানস-পুত্র অবস্থান
 করেন । ১—৯ মহলোক অপেক্ষ চতুর্ভুগ
 নগরে জনলোক, তপোলোক এই পরিমিত নগরে
 ত্রয়লোক, বাহ্যতে দাত-বিসর্জিত ব্রহ্মণ্য
 নারক যেরূপ অবস্থান করেন, তপোলোক
 হইতে চতুর্ভুগ নগরে সত্যলোক অবস্থিত ।
 সেই সত্যলোকেই বন্ধ বলিতা জ্ঞানিবে,
 তথায় নির্জলচিত্তসম বাস করেন । সত্যবন্ধ-
 শিবত ব্রহ্মচর্যপটায়ণ জ্ঞানিগণ, তাহার বন্ধ
 লোকে পয়স করিয়া, তাহার কুব্জলোকে বসতি
 করেন । কুব্জলোকে সিদ্ধগণ ও দেবকপী
 কপিনগণ বাস করেন । বর্জলোকে হুবাগণ আশ্রিত-
 গণ, মনঃসমূহ, অশ্বিনীকুমারগণ, বিহংসেব,
 কন্য, নার, নার, হুবাগি, নবগ্রহনগ এক যৌত
 কন্য করিয়া বাস করেন । হে কালীভর !
 এই সপ্ত মহালোক ও সত্যপাতাল এক ত্রয়-
 লোক বিভাগে ভেদে বিভক্ত কীর্তন করিলাম ।
 বসিদ্ধকলং যত্র এই ব্রহ্মলোক উক্ত এক

এতৎকটোহক সর্ষতো বি সমব্রজ
 পরমা দশভুগেন সর্ষতন্তু সমব্রজ
 বহিনা বাহুনা চেব নভসো তমস উত
 কৃতাদিনাপি মহতা দশোক্তরেন বেষ্টিত
 মহাত্তক সমাগতা প্রধানপুরুষা স্থিতা
 অনন্তত ন তস্মাশ্চি সংখ্যাপি পরমাত্ম
 তেনানন্ত ইতি ব্যাতঃ প্রমাণং নপিত
 হেতুভূতঃ সমস্তত্ব প্রকৃতিঃ সা পরমাত্ম
 অণুনাং সহস্রাণাং সপ্তাশ্রয়তমি
 প্রাণানি প্রভৃতানি তস্মাৎসব্যাক্ষরানা
 দাক্ষর্যাদিহা ততঃ তিলো পৃথিবী
 তথাসৌ পরমাত্মা বসতিঃ ব্যাপ্যতু
 মানসীকৃত্য প্রভৃতি ততঃসত্যলোক
 তেভ্যঃ পুত্রাশ্রয়তম্য যৌতব্রত নি
 মহানন্দো বিশেষঃ ততঃসত্যলোক
 যৌত ব্রহ্মণ্যেবৈব বসত্যমলচেতসঃ
 সত্যলোকমপেঃ সত্যলোকবাসি প্রবর্ততা

অপায়ে ব্রহ্মণ্যে অবস্থিত এই ব্রহ্ম
 নগ পুত্র অধিক জন, যত্র ব্রহ্ম
 পুত্রভূতঃ অতঃপর এতঃসত্যলোক
 বেষ্টিত । মহাত্তক অতঃপর
 পুরুষ অবস্থিত । অনন্ত ততঃসত্যলোক
 পরমা নাই । এই ব্রহ্ম আত্মনাম
 সমস্ত ব্রহ্মণ্যের মূল বসিদ্ধি
 প্রাণিঃ সত্যলোক অতঃপর সত্যলোক
 অতঃপর হইতে এতঃসত্যলোক
 তিলো পাতাল এবং ততঃসত্যলোক
 পরমাত্মা সকল সত্যলোক অতঃপর
 স্থিত । অদি ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি
 ততঃসত্যলোক পুরুষ অতঃপর
 সেতরূপ আত্মার ব্রহ্মণ্য অদি ব্রহ্ম
 পুত্রাদিঃ উৎপত্তিঃ হুবাগি ব্রহ্ম
 বীজঃ মহাত্তক হইতে ব্রহ্মণ্য পুত্র
 দেবগণ প্রভৃতি সকলেই অদি বীজ
 উৎপন্ন । বীজ হইতে প্রকৃতি
 যেমন বীজ ও ব্রহ্মণ্য অপচয় হয় না
 সত্যলোক ব্রহ্মণ্য অদি হইতে যেমন

দায়তে সৃষ্টিঃ শিবস্তত্র ন কাময়েৎ ।
 ক্রমমাযোগে দেবাদ্যাঃ প্রভৃতিঃ হি ॥ ২৫ ॥
 যিনেকেসু এরোহমুপধাতি বৈ ।
 ২৬ ক্রমং স শিবঃ পরিগীয়তে ॥ ২৬ ॥
 দাতে সর্কঃ যম্মিঃ ২৭ লক্ষ্যমযাতি ।
 যাপঃ সর্কাসাঃ স শিবঃ পরিগীয়তে ॥ ২৭ ॥
 মুনয় উচুঃ ।

তুয়া প্রোক্তং পূরা সর্কার্থসাধকম্ ।
 ২৮ ইমং মন্ত্রং ভুক্তি-মুক্তিকরং শিবম্ ॥ ২৮ ॥
 তুমিস্থামো মন্ত্রান পরমসাধনান ।
 মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ শিবাদমরতাং গতঃ ।
 ব্যাদয়ঃ সর্কৈ তান সর্কায়স্তং বদন্ত নঃ ॥
 হুত উবাচ ।

মতং শাস্ত্রার্থদৃষ্টং হি পূরা কিস ।
 বিশেষতঃ তচ্ছব্দমতন্ত্রিতাঃ ॥ ৩০ ॥
 ধমং গৃহ্য পশ্যাদেবং সমুদ্বরেৎ ।
 ৩১ তীক্ষ্ণস্ত পঞ্চমস্বরসংযুতম্ ॥ ৩১ ॥
 দ্বিসংযুক্তং পঞ্চমং পরিগৃহ্য চ ।

হে, সেইরূপ সৃষ্টি হইয়া থাকে ।
 যোগে দেবতা প্রভৃতির উৎপত্তি ।
 কাম্যভেদে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ক্রমরূপী ।
 ১০। ১০—২৭ । মুনিগণ কহিলেন,—
 সর্কৈ মহাদেবের সর্কার্থ সাধক, ভোগ
 ২ এবং মঙ্গলদায়ক বড়কর পরম মন্ত্র
 ৩ । আমরা পরম সাধন মন্ত্রসমূহ
 ৪ তে ইচ্ছা করি । পূর্বকালে হুত-
 ৫ সকল মুনি ও সিদ্ধগণ যে মন্ত্রবলে
 ৬ লাভ করত অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন,
 ৭ ই সকল মন্ত্র আমাদেরকে বলুন ।
 ৮ ন, পূর্বের শব্দ যে মন্ত্র বিশাখকে
 ৯ ন, সেই শব্দের অতি প্রিয় মন্ত্র
 ১০ আলম্ব্য হইয়া গ্রহণ কর । প্রথমে
 ১১ চারণ করিয়া, অনন্তর আসাদবীজ
 ১২ করিবে । অনন্তর চব্বিগের তৃতীয় বর্ষ
 ১৩ তাহাতে দুইবার পঞ্চম স্বর যোগ

অষ্টমস্ত তৃতীয়স্ত সবিসর্গং সমুদ্বরেৎ ॥ ৩২ ॥
 শিবস্ত পরমো হেব মন্ত্রঃ সর্কার্থসাধকঃ ।
 পরো মোক্ষঃ পরঃ শুদ্ধঃ পরো ধর্মঃ পরো বিভূঃ
 ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি অগম্যাগমনানি চ ।
 ৩৪ সুরাপঃ সর্বহারী চ ভ্রমতা গুরুতল্লগঃ ॥ ৩৪ ॥
 বিবস্ত-মিত্রহা চৈব গুরুষুঃ পিতৃহাতকঃ ।
 ৩৫ মাতৃহা স্বী-গুরুষুঃ অগ্ন্যাত্মানি সঙ্গশঃ ॥ ৩৫ ॥
 সুরপাংসুরাজস্ত ভস্মসাদৃশ্যন্তি নিত্যশঃ ।
 ৩৬ অতঃপাণি পাপানি শতশোহং সহস্রশঃ ॥ ৩৬ ॥
 শতজাপ্যস্ত মন্ত্রস্ত পুষ্পং ত্র্যস্ত শিবস্ত কে ।
 ৩৭ কোটিমন্তার্জিতং পুণ্যং লভতে সাধকোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥
 ত্রিসংযুক্তং যো ভাপেদ্বস্তং শতমেকং প্রবহতঃ ।
 ৩৮ সম্পট্টেনাবরোহেণ ন মৃত্যোর্বিশগো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥
 ললাটে বক্তৃহৃদয়ে নাভৌ গুহে তথৈব চ ।
 ৩৯ ব্যাক্ষ্যে হস্তয়োঃ পার্শ্বে পৃষ্ঠে জাহ্নুতে জজ্বয়োঃ
 ৪০ গুলফয়োঃ পাদয়োঃ সৃষ্টিস্থাসক্রমেণ তু ।
 এবং বিস্তৃত দেহে তু ইমং মন্ত্রমনুস্মরেৎ ॥ ৪০ ॥

করিয়া, তাহাতে বিদ্যুৎকৃত করিবে । অনন্তর
 পর্বের তৃতীয় বর্গে বিসর্গ যোগ করিবে । ইহা
 মহাদেবের সর্কার্থসাধক পরম মন্ত্র; শ্রেষ্ঠ
 মোক্ষ, পরম পবিত্র, পরম ধর্ম এবং পরম বিভূষ
 রূপ । ব্রহ্মহত্যা পাপ, অগম্যাগমন, সুরাপান,
 সর্বহারণ, ভ্রমহত্যা, গুরুতল্লগমন, বিবস্ত ও
 মিত্রবধ, গুরুহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা,
 স্বীহত্যা ও অগ্ন্যাত্মানি পাপসমূহ এই মন্ত্র-
 রাজের সুরণ মাত্রেই ভস্মসাৎ হয় । সাধক-
 শ্রেষ্ঠ এই মন্ত্র শতবার জপ করিয়া, মহাদেবের
 মন্ত্রকে পুষ্পদান করিয়া, শত সহস্র অতি
 অধুত পাপ বিনাশপূর্বক যে পুণ্য কোটিজন্মে
 উপার্জিত হয়, তাহা লাভ করে । যে ব্যক্তি
 ত্রিসংযুক্ত প্রায়ঃ সহকারে একশত বার সম্পট্ট বা
 অবরোহক্রমে এই মন্ত্র জপ করে, সে মৃত্যুর
 বন্দীভূত হয় না । যে নর সৃষ্টিস্থাস ক্রমে
 ললাটে, বক্ত্রে, হৃদয়ে, নাভিতে, গুহে, বাহুদয়ে,
 হস্তদয়ে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, জাহ্নুতে, জজ্বায়, গুলফে,
 পাদদয়ে স্থাসপূর্বক এই মন্ত্র সুরণ করে,

মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যঃ কোটিজন্মশতৈরপি ॥৪১
 কল্পোপলম্বহাবৰ্হ-চৌরব্যাত্তভয়াদিভিঃ ।
 আৰিভিঃ সাংঘ্যৈসরৈকৈশ্চ ব-কুষ্ঠভয়াদিভিঃ ॥ ৪২
 যৌগৈৰ্বিমুচ্যতে সৰ্বৈৰ্ধেভ্যো হুঃখমিহাগতম্ ।
 সংগ্রামে জয়মাপ্নোতি সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ ॥
 জপক মাসসং কুর্যাদিবারাত্রক সাধকঃ ॥ ৪৪
 সৰ্বাবহাগতো নিত্যং জপন্ সিদ্ধিমবাশ্রুতং
 ত্রিকালং ভাষ্যঃ মুক্তো বহুকৃত্ত সাধকঃ ॥ ৪৫
 নোপবাসং ন যৌনিক ভয়চক্ষ্যং ন চান্তিকম্ ।
 সৰ্বকল্পপ্রবৃত্তস্ত সিধ্যতোষ ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬
 পুনরুজ্জ্বলং প্রবক্ষ্যামি ধ্যানং সৰ্বপাপমহনম্ ।
 কৃত্তমুদায় পরাং বক্তা হুঃখাসনহিতঃ পুমান্
 আশ্রমেহে সমাধায়েহৈব মৃদুভাষ্যং পরম ॥ ৪৭
 বৰ্হমাকং হুঃখাভিঃ সহ সঙ্গলমশ্রুতম্
 কেতপদং মুচ্যতে ইব পরশ্রুতানি সাধিতম্ ॥ ৪৮
 একং হি দ্যায়তন্তুত জিহ্বাং তপ্যং প্রজ্ঞাপতে
 অবিদ্যাদিত্তবদ্যাদির্মানসী পতিতপমান ॥ ৪৯

সে শ্রুতকোটি জন্মের পাপ শতৈতেও মুক্তি লাভ
 করে এবং বহু, উপলব্ধি মনঃকল্প চৌর
 ব্যাত্তভয়াদিভিঃ সহ একা মনঃকল্প, সাংঘ্য,
 জপ ও কুষ্ঠভিঃ সহ ও ইহকালের হুঃখপ্রম
 সৰ্বপ্রকার রোগ হইতে বিমুক্ত হয় সংগ্রামে
 জয় ও অকুল সৌভাগ্য লাভ করে ৪১—৪৩
 সঙ্গক জিহ্বায়ে যে কোন অবস্থায় মনঃকল্প
 করিলে সিদ্ধি লাভ করিতঃ পরে। সাধক
 জিহ্বায় সহিত মৃদুভাষ্য যদ্যে আশ্রম হইয়া,
 ত্রিকালে জপ করিলে, উপবাস, যৌন, বস-
 ত্র ও আন্তিকভয়-নিরূপক হইয়া সৰ্বকল্প-
 প্রবৃত্ত হইলেও নিঃসংশয় সিদ্ধি লাভ করিতঃ
 পরে। আশ্রি পুনর্বার অত্র একান্ত সৰ্বপাপ-
 সাধক ধ্যান বলিতেছিঃ হুঃখাসনে অবস্থান
 করত শ্রেষ্ঠ কৃত্তমুদায়কসমূহিক সৰ্বপাপ
 আশ্রমেহে শ্রেষ্ঠ কৃত্তমুদায়ক মন্ত্রে এইতপ ধ্যান
 করিলে, যে কালুশ্রমে অবস্থিত সহস্র-বলতপক
 বেকল্য ও চক্ষু পরোক্ষায়া বর্হণ করিতেছে।
 এই একান্ত ধ্যান করিলে, জিহ্বায় নিয়ন্ত্রণ
 উপলব্ধি, অবিদ্যাদি তপ প্রভিঃ ইত্যাদিভিঃ পতি

সৰ্বকল্পঃ সৰ্বপাপো যৌগৈঃ হুঃখদর্শী পরা
 বৎসরাং সৰ্বমাপ্নোতি একচিহ্নঃ সমাধি
 তরাভ্যাসযুক্তস্ত খেচরঃ প্রজ্ঞাপতে
 স্তত উবাচ ।

সমাসাধঃ সমাধ্যাতে যত্নতঃ শ্রুতং পু
 দেব্যাং কাণ্ডিকৈরেন নানিনোক্তমবদ্য
 অগন্ত্যপ্রমুখা বিপ্রা মুনয়ো বীতকরা
 বহুদূর্মহরাজেন জয়-মরণবর্জিতঃ ॥ ৪৩
 এতদ্বক্তা কুমারেন ব্যাসস্তামিত্যুতকঃ
 যদ্য তুভ্যং সমাধ্যাং মমং মৃদুভাষ্যম

ইতি শ্রীশৈবে মন্ত্রপুস্তকেন দ্বাদশো
 মৃদুভাষ্যোক্তপদং নাম পঞ্চত্রিংশৎ

অধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

মৃদুভাষ্যোক্তপদং

স্তত উবাচ

এতদ্বক্তা যে সমাধ্যাতে পুনঃকৃত্তমুদায়
 কৃত্তমুদায়কসমূহিক ধ্যান জপা মনঃকল্প
 ও কল্প প্রমুখা বিপ্রা মুনয়ো বীতকরা
 পরম বৈদ্যকানসাম্প্রদায় একা সমা
 চিহ্ন ও সাধিত হইলে, এই সৰ্বকল্প
 ক'ল্যে পরে। অবিদ্যাদি সেই বৈদ্য
 করিলে তদন্ত প্রেরণ উপলব্ধি হয়
 করিলেন, পরে উপবাস, যৌন, বস-
 ত্র ও নন্দী অধিক বস করি বি
 ত্রত তেজস্বিনীক সাংঘ্যেপ করি
 অগন্ত্য প্রকৃতি বীতক, বর্হপ্রম এই য
 এতদ্বক্তা কুমারেন ব্যাসস্তামিত্যুতকঃ
 কুমার অমিত্যুতকঃ ব্যাসস্তে ইহা করিয়া
 আমিও এই মৃদু-ভাষ্যম মমং তে
 করিলাম ৪৪—৪৬

পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

মৃদুভাষ্য অধ্যায় ।

মৃত্ত করিলেন,—আমি তোমারিষ্টক
 মন্ত্রে উপলব্ধি করিলাম; অতঃপর যদ্য

পকবক্তাণি নিত্যং সন্নিহিতানি মে ।
 ত্বি বিজ্ঞানং সোহহং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥২
 ত্বা বিসৃষ্টা বা পক বক্তাণি মে শুভে ।
 ১ অপেদ্যস্ত মুচ্যতে সর্ককিদিষেঃ ।
 সর্ককর্ণাণি অণিমাণি গুণা অপি ॥ ৩
 দেবুবাচ ।

গানং ময়া দেব মন্ত্ৰকামৃতাকারকম্ ।
 যোগিগিতিঃ প্রাপ্য ন কদাচিদ্রাস্ত্রভিঃ ॥ ৪
 ক্রোধাদিভির্দোষৈ রজসা ব্যাকুলং জগৎ ।
 ধনতাবিষ্টমিল্লিয়ার্থৈঃ সুসংযুক্তম্ ॥ ৫
 দুঃখিণে দেব সংসারে দুঃখসংজ্ঞিতে ।
 ১ সর্কমর্ত্যানাং মোক্ষোপায়ং বদস্ব মে ॥ ৬
 স্তামুনাচেনং শৃণুস্বার্থো যথাতথম্ ॥ ৭
 মহাদেব উবাচ ।

শিবহমিতোকঃ পৃথক্ চিন্তাঃ সদা বুধৈঃ ।
 তাত্ত্বা চরল্লোকে মুচ্যতে ভববন্ধনাং ॥ ৮
 পরমং দুঃখং ন মমেতি পবং সুখম্ :

ঢান, জপ, সর্কনা অর্চন বলিতেছি ।
 নিত্যপ্রিয় সদ্যোজাতাদি নক্লপকক
 নিঃসংশয় পরিভ্রাত আছি । হে শুভে !
 ॥ ব্যুৎক্রমে আমার পকবক্ত ও মন্তবাজ
 করে, সে সর্কপাপ হইতে মুক্ত হয় ।
 সকল কর্ম ও অণিমাণি গুণ সিদ্ধ
 দেবী কহিলেন,—হে দেব ! আমি
 যোগিগণের প্রাপ্য ও দ্রাস্ত্রার অপ্রাপ্য
 অমৃত্যু-কারক মন্ত্ৰ শ্রবণ করিষাছি ।
 কাম-ক্রোধাদিরূপ রজ দ্বারা ব্যাকুল,
 ধসমূহে আবিষ্ট ও ইল্লিয়ার্থে সুসংযুক্ত ।
 তার দুঃখসকুল জগতে মানবগণের হিতার্থ
 উপায় কি, আমাকে বলুন । ভগবান্
 ত্বক্ এইরূপ উক্ত হইয়া কহিলেন,
 ধো ! যথার্থ মোক্ষোপায় শ্রবণ কর ।
 এই দেহে দেহ হইতে পৃথক্ “অহং”
 কের চিন্তা করিবে । এইরূপ জ্ঞান
 দ্বারা জগতে বিচরণ করিলে ভববন্ধন
 ভিন্ধিত করিতে সমর্থ হয় । “আমার”
 পাপের চিন্তা কর, “আমার দেহ” এই

ধার্মমৌ বন্ধ-মোক্ষাণাং ন মমেতি মমেতি চ ॥১
 যন্ত নাস্ত্যাস্ত্রনো দেহস্তন্ত দারাদিকং কথম্ ।
 গৃহক্ষেত্রাদিকং তদ্বদেবং বন্ধো ন মুচ্যতে ।
 এষ পাশুপতো বোগঃ সমাসাং কথিতো ময়া ॥১০
 দেবুবাচ ।

যং তস্যোক্তং ন তং প্রাপ্য মানবৈরজিতেন্দ্রিযৈঃ
 মশাহমিতি চাখ্যাতি বচনং হি মনোজবঃ ॥ ১১
 মহাদেব উবাচ ।
 জেতুং রাগাদয়ঃ শক্যা ন তু জন্মান্তরৈরপি ॥ ১২
 ক্লুতে যুগেহপি দেবেশি অন্মায়ুর্মমুজো যতঃ ।
 ত্রেতায়াং দ্বাপরে চৈব কিমু প্রাপ্তে কলৌ যুগে ॥
 ব্যাস উবাচ ।

ভগবন্তমুপায়ং মে বক্তুমর্হন্তশেষতঃ ।
 অনায়াসেন যেনেমং নিস্তরন্তি ভবার্ণবম্ ।
 মানুযাঃ কলুবোপেতাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১৪
 সনৎকুমার উবাচ ।

তস্মান্ভবচনং শ্রুত্বা কৃপাযুক্তো মহেশ্বরঃ ।
 মন্ত্যানাং হিতকামাষ প্রাহেদং পার্শ্বতীং ততঃ ॥

জ্ঞান পরম শুভকর । “আমার” ও “আমার
 নহে” এই দুই জ্ঞানই বন্ধ ও মোক্ষের নিদান ।
 যাহাব নিজের দেহ নাই, কিরূপে তাহার
 দারাদি এবং গৃহক্ষেত্রাদি হইতে পারে ? যে
 নর এইরূপে বদ্ধ, সে মুক্ত হয় না । আমি
 সংক্ষেপে এই পাশুপত কহিলাম । ১—১০ ।
 দেবী কহিলেন, আপনি যাহা কহিলেন, তাহা
 অজিতেন্দ্রিয়গণ বোধ করিতে পারে না ।
 “আমাব” “আমি” এই কথা বেগবৎ মন
 সর্কনা বলিয়া থাকে । মহাদেব কহিলেন,
 সত্যযুগে জন্মজন্মান্তরেও রাগাদিয় জয় করা
 যায় না ; ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে অন্মায়ু
 মানবগণ কিরূপে তাহা জয় করিবে ? ব্যাস
 কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি আমাকে নিঃশেষ-
 রূপে সেই উপায় বলুন, যে উপায়বলে পাপযুক্ত
 মানব অনায়াসে ভবার্ণব হইতে নিস্তার লাভ
 করে । আমি যথার্থত তাহা শ্রবণ করিতে
 ইচ্ছা করি । সনৎকুমার কহিলেন, পার্শ্বতীর
 সেই বাঁক শ্রবণ করিয়া পরমেশ্বর কৃপাযুক্ত

শব্দ উবাচ ।

কদোবং মুক্তিকামাসি মনবানং হিতায় বৈ ।
 ভক্ষণং ক্রিয়াবোধ্যং কেশানাং হানিকারকম্ ॥ ১৬
 স যোগঃ প্রাপ্যতে সন্তিস্তিস্তৈবাস্তনা তু যঃ ।
 বস্ত্র বাহ্যার্থসংযোগঃ ক্রিয়াবোধ্যঃ স উচ্যতে ॥ ১৭
 এবং স্নাত্তা তু এবংমং ক্রিয়াবোধ্যং হুমসংযতম্ ।
 ক্রিয়াবোধ্যং যিনা পশুং নকো নৈব কথয়ন ॥ ১৮
 জ্ঞাতো যি জৈশ্ব ব্রাহ্মজৈবৈলৈঃ নৈব পশুবা প্রিহে
 শূদ্রৈশ্চ কৰ্মনিবৃত্তৈঃ ক্রিয়াবোধ্যমিতং মনঃ ।
 কাৰ্য্যং লিঙ্গার্চনে নিত্যং মনুষ্টানতংপটৈঃ ॥ ১৯
 ময়িতাক্ষিনশক্তনঃ ন কিকিৰুদি হৃদিতম্ ॥ ২০
 তদ্বিত্যন্তকম তদ্বিত্যন্তকম্ কৰ্ম্মণ্ডলানিত্যঃ
 অশপ্পূজাপটৈশ্চ তদ্বিত্যন্তকম্ বজনে বৃত্তঃ ॥ ২১
 তদ্বিত্যন্তকমনিবৃত্তা হি স্যাদি পদ্বিত্যন্তকম্
 কদ্বিত্যন্তকম তদ্বিত্যন্তকম লোকৈ নকোবমঃ ॥ ২২
 বো মাং পশুতি সৰ্ব্বং সমস্তিতমৌবমঃ ।

হইয়া মানবগণের হিতকামনায় পশুত্বকে
 ইহা করিলেন, যে কেহ। যদি কৃষি মনঃ-
 গণের হিতকামনায় এই প্রকারে মুক্তি উপায়
 মনঃ কল্পিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তবে তেঁহকে নিত্য
 ক্রিয়াবোধ্য শব্দ কর। যাহার সন্তিস্তি প্রাপ্ত
 যে যোগ, তাহা সপুষ্পই প্রাপ্ত হন। যাহার
 বাহ্য নৃতি পুত্র জন্মি যাহা যাহা যে
 যোগ, তাহা ক্রিয়াবোধ্য এইরূপে মানব
 করিয়া এবংমং ক্রিয়াবোধ্য করিলে। ক্রিয়াবোধ্য
 কতীত কেহই পশুগণের ন্যায় কল্পিতে নক
 হয় না। যে প্রিহে মনঃ ক্রিয়ানিবৃত্ত
 মনুষ্টানতংপটঃ ব্রাহ্মণ, কত্রি, বস্ত্র ও
 শূদ্রণ, লিঙ্গপূজা বিষয়ে মনকে ক্রিয়াবোধ্য-
 প্রিত করিলে ॥ ১১—১৯ ॥ আমার লিঙ্গপূজা-
 মত ব্যক্তিরের পৃথিবীতে কিছুই হৃদিত বরক
 না। যে ব্যক্তিরের লিঙ্গপূজার নিচাবান,
 ভক্ষণ, তৎকরা, জাহকেই বাহ্য করিয়া-
 য়ে, অশপ্পূজানিত, লিঙ্গপূজাসে আসক্ত,
 মনঃপূজানিত এবং বিদ্যাদি পরিবর্তিত,
 জাহ্য যাহা কোনে মনঃপূজা হইয়া বাস
 ক্রিয়াবোধ্য শব্দ করিলে।

সত্যবান সৰ্ব্বভূতেষু স কদো নাভ সৎগা
 জন্মাজন্মে বো মাং বেস্তাননি পরে
 সমতা সৰ্ব্বভূতেষু স কদো নাভ সৎগা
 সম্প্রাপ্য কদ্বিত্যন্তকম লিঙ্গং কাৰ্য্যমিত্যু
 সুবর্ণরত্নতাম্রাঙ্গ সঃ কৃতং বা সুবর্ণভূতি
 সুপাতাটৈঃ সুবর্ণৈশ্চ মুঃ যঃ যপি নকিত
 যিবিদৈঃ পূজোপহাৰৈশ্চ ভক্তা তদ্বিত্যন্ত
 স এবং পূজিতে নিত্যং ধাতবৈশ্চ মনঃ
 ভূমিন পশুগণা তিষ্ঠেন পদ্বিত্যন্তকম
 উপহাৰশ্চ ধাতঃ স তু মুক্তিকরং ভূম
 কলৈঃ নকিত তাম্রাঙ্গ যঃ নৈব কদ্বিত্যন্ত
 চন্দনশ্চ কৰ্ম্মবৈশ্চ তাম্রাঙ্গ মনঃ
 বসোভিহুৰণৈশ্চ ভক্তা চ প্রবৃত্ত স
 পৌষম্ সত্যং লিঙ্গমহমঃ ॥ ২০
 মাং কদ্বিত্যন্তকম চিত্তং সত্যং ॥ ২১
 যোগত্যাগনিবৃত্তা না কদ্বিত্যন্তকম

সমস্তিত মনঃকল কদ্বিত্যন্তকম
 মনঃকল কদ্বিত্যন্তকম ॥ ২০
 যে সত্যং সত্যং সত্যং সত্যং
 করে এবং সত্যং সত্যং সত্যং
 নিত্যং কদ্বিত্যন্তকম ॥ ২১
 বস্তু, সুপাতা, সুবর্ণ, সুবর্ণভূতি
 উপহাৰশ্চ লিঙ্গং নিত্যং কদ্বিত্যন্তকম
 প্রিহিতমিহ তদ্বিত্যন্তকম ॥ ২২
 তাহা যাহা করিলে ॥ ২৩
 রূপে পূজা করিলে এবং ভেজকল
 কলৈঃ অবস্থানকলৈঃ পদ্বিত্যন্তকম
 উপহাৰ ও যাহা যাহা করিলে, যাহা মুক্তি
 হই ॥ ২০—২১ ॥ মনঃপূজা মনঃ
 পূজিক প্রবৃত্ত হইয়া সত্যং সত্যং ও
 বাহ্য মন, পদ্বিত্যন্তকম, চন্দন, যুক্ত
 কপূর, মনোবম গৌতমী বস্ত্র ও
 বাহ্য আমার প্রীতি উপহাৰপূজিক
 পূজা করিলে ॥ আমার ইতিভূত
 সত্যং চিত্ত আসক্ত করিয়া আমাকে পদ্বিত্যন্ত
 মনঃ কদ্বিত্যন্তকম ॥ পূজাযোক্ত

দেবত্ব হয়, অনন্তর মুক্তি হয়। অগ্নি যেমন
বায়ুযুক্ত হইয়া তপসমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ
লিঙ্গাচ্চন-ভাব অশেষ পাপ বিনষ্ট করে। যে
তথ্যে হর-আরাধনা হইল না, সে অন্য
প্রথা বিনষ্ট হইল। হে মহেশ্বর! মহেশ্বর-
ভক্তি ব্যতীত বস্তু, ভূষণ, রত্ন ও সুবর্ণ রাশি
দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন না। বহুযুগের পর
কস্মভূমিতে মনুষ্যতা লাভ করে। যে সেই
মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াও লিঙ্গাচ্চন করে না, তাহার
জন্ম নিরর্থক! ২৯—৩৩। সনৎকুমার কহি-
লেন, পূর্বে শঙ্কর ভগবতীকে ইহা কহিয়াছেন;
আমিও সংক্ষেপে ইহা কীৰ্ত্তন করিলাম।
পুনর্বার তুমি কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ব্যাস
কহিলেন, হে মুনে! চরিতব্রত ব্রাহ্মণ, কত্রিয়,
বৈষ্ণৱ ও শূদ্রগণ যে মন্ত্রে পূজা করে, সেই মন্ত্র-
সমূহ বলুন। সনৎকুমার কহিলেন, দ্বিজাভিগণ
বৈদিক-মন্ত্র দ্বারা ও বৈদিক-মন্ত্রে অনধিকারী
শূদ্রগণ বদ্যবৎ গৃহীত পৌরাণিক মন্ত্র দ্বারা
পূজা করিবেন। আমি সেই সকল মন্ত্র বলি-

শিবমূর্তিভিত্তং সর্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।
 ব্যাপ্তং হি বর্ততে চেনং তচ্ছৃণু যথাভবম্ ॥ ৪৮
 পৃথিগ্যাপত্ত্বা ভেজে বায়ুরাকশ এব চ ।
 সর্বমঃ শনি-সূর্যো চ শিবপ্রকৃতয়ঃ পরাঃ ॥ ৪৯
 সর্বমঃ স্তব্ধাশ্বকা দেবা মন্ত্রা বিন্দুসমাশিতাঃ ।
 বিন্দুর্নান্দিতো মিভ্যং নান্য পরমাশ্রয়ি ।
 যদৈবৈতৈঃ পূজ্যতে দেবঃ শিবঃ সর্বমদো মহান ॥
 বকারশাটমং বীজং যাত্রাখানপভেদিতম্
 অক্ষয়ং নিবৃত্তং কৃত্যং বহুতং শিবমুচ্যতে ॥ ৫০
 দীর্ঘমাত্রাঃ সমাখ্যাতাঃ স্তব্ধা বক্রাণি শনিমঃ ।
 শিবত পরমং দেবং পূজ্যং প্রোক্তং মনীষিতৈঃ ॥ ৫১
 এবং সম্পূজিতং মিভ্যং সর্বকামফলপ্রদম্
 ইহলোকে পরে চৈব মূনে সত্যমুদ্যমতঃ ॥ ৫২
 যদ্বৈতকং সর্বমদো মিভ্যং সর্বং ব্যাপ্য দাদৃকৃতঃ
 জ্ঞাতব্যঃ সুপ্রবোধেন মোক্ষঃ পূজ্যঃ সর্বমদো ॥ ৫৩
 এসকো মে কৃত্যে দেবি যত্রাখানপভেদিতঃ

ভেদিত, কৃষি বহুপুষ্কক পান করি যে মূনে ।
 কৃষি পুষ্কক সেই সকল যত্রাখান পুষ্কক
 হইয়াছিল। সেই যত্রাখান ও এই চক্রচক্র
 জগৎ শিব-মূর্তিতে পরিব্যাপ্ত করে। কৃষি সেই
 সমস্ত শিবমূর্তি লক্ষণ করি পৃথিবী, জল, উষ্ণ
 বায়ু, সর্বম অক্ষয় চক্র ও পূজ্য এই সকল
 শিবপ্রকৃতি। সকল দেবগণ যত্রাখান যত্র
 সমুদ্র দিককে আশ্রয় করে, শিব, নান্দ অধিকৃত,
 মাক ও পরমাখান অধিকৃত কত্রিতাই সর্বমদো
 যত্রাখান যত্রাখান সেই সকল যত্রাখান পুষ্কক
 হয়। বকারের অষ্টম বীজ—বকার, বক্র-
 সাক্ষক যাত্রা—ঐক্য ও বিন্দুসুত কত্রিলে
 বক্রশাস্ত্র-বোধ্য শিব-মন্ত্র উক্ত হইয়াছে
 দীর্ঘমাত্র এই যত্রাখান করিলে যত্রাখান
 বক্রসমূহ হয়। এই যত্রাখানসমূহ যত্রা-
 মোক্ষ পূজ্য বলিয়া মনীষিত কীর্তন করিয়া-
 যেন। এইরূপে শিবপূজা করিলে ইহলোক ও
 পরলোকে সর্বকাম-ফলপ্রদ হয়। উদ্যাপতি
 এই যত্রাখান সত্য সত্যকারী হইয়া অব-
 স্তান করিয়াছে। এই যত্রাখান প্রবোধকর
 যত্রাখান করিলে ও সর্বম পূজ্য করিয়া। যে

প্রাসাদং যেন বিখ্যাতং বাস্তবীত যত্র
 যো ন বৈ বেত্তি সংযুক্তং পকময়ং যত্র
 যত্রাখানি সমাখ্যাতং ন সমাখ্যাতং
 পক বক্রাণি দেবত নিভ্যং সন্নিহিতমি
 তানি বক্রাণি সন্নিহিতমিভ্যং চেহ শ্রুতি
 সন্নিহিতমিভ্যং প্রপদ্যামি সন্নিহিতমিভ্যং
 দ্বিপদমিভ্যং সমাখ্যাতো ওতায় গুণতঃ
 ভবে ভবে তানি ভবে ভবে যত্রাখান
 প্রবদ্যি সমাখ্যাতং নমস্কেতং সমাখ্যাতং
 বামে ভোক্তব্যং কৃত্যং কালকৃত্যক্র
 কালঃ কালবিক্রমঃ বলপ্রমদনকৃত্য ॥ ৬০
 সর্বকৃত্যক্রমে বালি মনে-নমস্কেতং
 নমস্কেতং সমাখ্যাতং ক্রীতায় পুষ্ককিত
 যত্রাখানভোক্তব্যং যত্রাখানভোক্তব্যং
 সর্বকৃত্যক্রমে বালি মনে-নমস্কেতং
 চক্রপানং সমাখ্যাতং নমস্কেতং সমাখ্যাতং
 সর্বকৃত্যক্রমে বালি মনে-নমস্কেতং

দেবি। যত্রাখান। এই যত্রাখান
 প্রাসাদ করি হইয়াছিল। এই যত্রা
 প্রাসাদ বলিয়া বিখ্যাত। যে নর যত্রা
 যত্রাখান-সমাখ্যাত, সমাখ্যাত পকময় ও
 যত্রাখানই নর। যত্রাখান নিভ্য
 পকময়ন যে যত্রাখান পুষ্কক যত্রা
 বলিতেছি। সন্নিহিতমিভ্যং প্রপদ্যামি
 জ্ঞাতায় যে নমঃ এই শিবম উক্ত হইয়া
 অনবদ্য। ওতায় গুণ যত্রাখান
 ভবেভ্যক্তি ভক্ত যত্রাখান ভবেভ্যক্তি এই
 যত্রাখান অত্র প্রবদ্য ও নমঃ সমাখ্যাত
 “বামে ভোক্তব্যং কৃত্যং কালকৃত্য” ইত্য
 যত্রাখান “কালঃ কালবিক্রমঃ বলপ্রমদনকৃত্য
 সর্বকৃত্যক্রমে বালি মনে-নমস্কেতং
 প্রোকষ্যাক্ষক যত্রাখান সমাখ্যাত করিয়া
 করিব। “অথোক্তোক্তব্যং যত্রাখানভোক্তব্যং
 ওতায় সর্বকৃত্যঃ সর্বকৃত্যঃ সর্বকৃত্যঃ
 নমস্কেতং কৃত্যক্রমে” এই চক্রপান
 যত্রাখান-সমাখ্যাত হইবে। এই যত্রাখান

। অভ্যাসযোগেন নাস্তি উদ্ভবঃ সাধয়েৎ ॥ ৬৪

। মানুষ্যত্বকং গন্ধর্ব্বত্বকং ব্রাহ্মণ্যম্ ।

২ সাধয়েৎশ্রী মন্তরাজপ্রভাবতঃ ॥ ৬৫

। ক্য বাঃ ক্রিয়ঃ কান্ধিচাকুষ্টাঃ শতশোহপরা

দীনা প্রযচ্ছন্তি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৬৬

। দেত্যাংস্তথা সিদ্ধান্ সযক্ষোরগরাক্ষসান্ ।

তান-পৈশাচান্ সর্ক্সাংচ বশমানয়েৎ ॥ ৬৭

। ভিত্তিরদং হংখং গ্রহসমুদ্ভবম্ ।

মন্তরাজস্ত ভয়সাদৃশ্যতি নিত্যশঃ ॥ ৬৮

। কং ব্যাহিককং তথা জিদিবসং জ্বরম্ ।

২ তথা বোরং নাশয়ত্যন্ত দর্শনাং ॥ ৬৯

। ক্রমমৈকৈব কৃত্রিমকপি যদ্বিষম্ ।

২ নখোদ্ধৃতং হস্তি মন্তপ্রভাবতঃ ॥ ৭০

। শতজপোন শতজপসমুদ্ভবম্ ।

হস্তি ন সন্দেহঃ সর্গং মোক্ষকং বিন্দতি ॥

। তি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং

মন্তরাজপ্রভাবো নাম ষট্‌ত্রিংশো-

অধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতে মন্তরাজ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে ।

সিদ্ধি নাই, বাহা এ মন্তরাজের অভ্যাস-

সিদ্ধি হয় না । ৬৪—৬৯ । এই মন্তের

মন্তরাজ-প্রভাবে দেবত্ব, মনুষ্যত্ব,

১, ব্রাহ্মণত্ব, অধিক কি, যত অসাধ্য

সিদ্ধ করিতে পারে । ত্রৈলোক্যে যে

শ্রী আছে, তাহারাই এই মন্তপ্রভাবে

হয় ও মন্তরাজ অগ্নিাদি গুণ দান করে,

২ বালাদিক্রপ বিচার করিব না । দেব,

সিদ্ধ, ব্রহ্ম, উরগ, ব্রাহ্মস, ভূত, বেতাল,

৩ সকল প্রাণীকেই এই মন্তবলে

করা যায় । মৃত্যুবন্ধন, পীড়াভয়প্রদ

মুজ্বল হংখ, এই মন্তরাজস্বরূপে ভয়ীভূত

৪ কাহিক, ব্যাহিক, জ্যাহিক ও চাতুর্ধিক

৫ বিস্ট হয় । এই মন্ত-প্রভাবে

৬ জয়, কৃত্রিম, দেতোদ্ধৃত, নখোদ্ধৃত বিষ

৭ । উক্ত সাধক এই মন্তের শতবার

৮ শতজপসমুদ্ভব পাশ নিঃসন্দেহ

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ ।

এবং প্রভাবস্ত হি মন্তরাজো

বিধানমুক্তং মুনিনা পুরা তে ।

উদ্বাহি নঃ সর্ক্সমশেষতোহন্ত-

ক্ৰিতায় কালেষ ততো নরাণাম্ ॥ ১

ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধর্ম্মমতমুনয়ঃ সমেতাঃ

সনৎকুমারেণ বিধানমুক্তম্ ।

সমাসতো দেবমতো বিধানং

সুমন্তরাজস্ত হি সাধনায় ॥ ২

দেশে স্মৃগুপ্তে স্মনোরমে তু

স্নাত্তা শুচিচৈকমনাপি ভূত্বা ।

সংস্মৃত্য মন্তং মনসা তদঙ্গৈ-

র্ন্যাসং করাভ্যাং করয়োচ কুর্ধ্বাং ॥ ৩

হকারযুক্তেন তু বহুনাথ

পশ্চাৎ বডঙ্গং গুরুণা স্বরেণ ॥ ৪

বিনাশ করেন এবং স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ

করেন । ৬৫—৭১ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে কালীভনয় ! পূর্বে

সনৎকুমার মুনি আপনাকে এইরূপ প্রভাব-

সম্পন্ন মন্তরাজের বিধান কহিয়াছেন । তবে

আপনি মনুষ্যগণের হিত নিমিত্ত আমাদিগকে

আরও কিছু বলুন । ব্যাস কহিলেন,—হে

সমবেত মুনিগণ ! সনৎকুমার এই উত্তম

মন্তরাজের সাধন নিমিত্ত সংক্ষেপে দিব্যবিধান

কহিয়াছেন, অতঃপর তাহা শ্রবণ কর । গুপ্ত

ও মনোরম দেশে স্নানপূর্ব্বক শুচি ও একমনা

হইয়া, মনে মনে মন্তের স্মরণপূর্ব্বক তাহার

অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ ভাস ও কর ভাস করিবে ।

১ প্রকার-সংযুক্ত হকারে গুরু স্বর দ্বারা বডঙ্গ ভাস

করিবে । ২ প্রকার-বহুনাথ-স্বর দ্বারা

চতুর্ভুজং বদ্যং শ্রোতব্যং চতুর্ভুজং শিরো ভবেৎ ।
 অষ্টভুজং শিখাং জেহা অষ্টভুজঃ কবচং ক্রসেৎ ॥৫
 অষ্টভুজৈর্মুখিষ্টং কণ্ঠে সংনিয়োজয়েৎ ।
 এবং বিস্তৃতং দেহে তু ময়রূপমভুযয়েৎ ॥ ৬
 মাহেশ্বরং বপুঃ কৃতা অটো-মুণ্ডভূষণম্ ।
 বাহুদেবায় জ্যোষ্ঠায় নমো ক্রুদায় চ নমঃ ॥ ৭
 কলবিকল্পণায় নমো কলগ্রন্থনায় নমঃ ।
 সর্ষভভূতনায় নমো নমোহনায় নমঃ ॥ ৮
 সর্ষভভূতনপূর্ণায় চন্দ্রাঙ্কিতভূষণায় ।
 বনরীর ততঃ পূজা পুষ্প-দ্বিপ-বিলেপনৈঃ
 হৃদিলে বাপি নিজে বা পশ্চাদ্ভবনমাক্রমেৎ ॥৯
 ঐ হ্রায় জলধায় নমঃ, জলধমাধেয়ায়
 ক্রসেৎ ॥১০॥ ঐ হ্রোঃ অম্বরেভ্যঃ শিরসে দাতা,
 শিরঃ ক্রোড়ায় ক্রসেৎ, ঐ হ্রঃ বোদ্ধব্যে-
 ভ্যঃ শিখায় বদ্যে শিখায় নৈকভ্যো

এই চারি ধর্ম জলরূপ, 'হ্রোঃ অম্বরেভ্যঃ'
 এই চারি অক্ষরে শিরোভাস, 'হ্রঃ বোদ্ধব্যে-
 ভ্যঃ' এই অষ্ট অক্ষর দ্বারা শিখাভাস,
 প্রথম ও 'হ্রোঃ সর্ষভঃ সর্ষভেভ্যঃ' এই অষ্ট
 অক্ষর দ্বারা কবচ ভাস; 'হ্রোঃ নমস্তে ক্রু-
 দপেভ্যঃ' এই অষ্টাঙ্গর মন্ত্র দ্বারা নেত্রভাস,
 'হ্রঃ অম্বায় বদ্যে' এই মন্ত্রে হস্তভাস করিবে।
 দেহে এইরূপ ভাস করিয়া, অটো-মুণ্ডভূষণ
 মাহেশ্বর পরীর কলমা করিয়া ময়রূপ ধারণ
 করিবে। বাহুদেব জ্যোষ্ঠ ক্রুদকে নমস্কার,
 কলবিকল্পণ কল-গ্রন্থককে নমস্কার, সর্ষভভূ-
 তন মনোহরকে নমস্কার, এই মন্ত্রে পুষ্প, দ্বিপ
 ও বিলিপন দ্বারা সর্ষভভূতনপূর্ণ অষ্টভুজভূ-
 ণেবয় বনরীরে পূজা করিবে, পশ্চাৎ হৃদিলে বা
 নিজে পূজা আরম্ভ করিবে। প্রথম ও 'হ্রোঃ
 জলধায় নমঃ' এই মন্ত্রে অধিকারের জলরূপ ভাস
 করিবে। প্রথম ও 'হ্রোঃ অম্বরেভ্যঃ শিরসে
 দাতা' এই মন্ত্রে ক্রোড়দেশে সর্ষভকে ভাস
 করিবে। প্রথম ও 'হ্রঃ বোদ্ধব্যে-ভ্যঃ শিখায়
 বদ্যে' এই মন্ত্রে শিখাভাসে সর্ষভকে ভাস
 করিবে। প্রথম ও 'হ্রোঃ সর্ষভঃ সর্ষভেভ্যঃ'
 এই মন্ত্রে কবচভাসে সর্ষভকে ভাস করিবে।

বিগ্রহসেৎ ॥১১॥ ঐ হ্রোঃ সর্ষভঃ সর্ষভেভ্যঃ
 নমঃ, কবচং বাহুদেবায় বিগ্রহসেৎ । ঐ হ্রোঃ নমঃ
 ক্রুদপেভ্যো নেত্রাভ্যায় বদ্যে, নেত্রপূর্ণ
 বিগ্রহসেৎ । ঐ হ্রঃ অম্বায় বদ্যে, অম্বা চতুর্ভু
 বিগ্রহসেৎ ॥ ১২
 এবং ক্রুত বিধানেন হকারং বহিস্পৃশ্য
 নাদ-বিপু-কলাক্রান্তমবেদ্যং ক্রুদমে যভেৎ ॥১৩
 মণ্ডোহরোবদ্যেবদ্যে দেবীং ভক্ত্যংসেতু পূজা
 ন ওৎ শশিকরকৈব অম্বায়ং কঠরী-পূজা
 সবিসর্গা পরা দেবী অম্বোভ্য পরিচাতিত ॥১৪
 আদিবীজং সমুদ্ভিক্ত দ্বিতীয়স্ত চতুর্থম্
 ত্রয়োদশেন চাক্রং তৎ বহির্মেকাদশক্ৰিয় ॥১৫
 অষ্টমস্ত্রিময়ং ষপং সমস্তস্ত চতুর্থকম্
 হকারং ত্রিময়ক্রান্তং তৎ বহির্মেকাদশক্ৰিয় ॥১৬
 এমং বিদ্যা মহাবিদ্যা নাদোবদ্যেবদ্যেভ্য চ
 সকারে পূজিতা দেবী সদাঃ প্রত্যয়করিক ॥১৭
 এবং সমস্তক্রমেকাদশমবেদ্যং বোদ্ধব্যমম্ ॥১৮

কবচং নমঃ এই মন্ত্রে কবচভাস করিবে।
 প্রথম ও 'হ্রোঃ সর্ষভঃ সর্ষভেভ্যঃ'
 নেত্রাভ্যায় বদ্যে' এই মন্ত্রে নেত্রভাসে সর্ষভ
 ভাস করিবে। প্রথম ও 'হ্রঃ অম্বায় বদ্যে'
 মন্ত্রে চতুর্ভুজ অম্বা ভাস করিবে। প্রথম
 মন্ত্রে বিধানেন ক্রুত হকারং বহিস্পৃশ্য
 ম' বাসুত হকার-সমুদ্ভিক্ত হকারের পূজা করিবে
 ত্রয়োদশ মন্ত্রে উৎসাহমন্ত্রে অম্বোভ্য দেবী
 পূজা করিবে। ১—১৪, ১৫ শশিকর, অম্বা
 কঠরী, অম্বোভ্য দেবী প্রভৃতি দেবী অম্বোভ্য বহি
 কীর্ণিত হইয়াছেন। আদি বীজ অকার, জ্যো
 বীজ ওকারমুক্ত দ্বিতীয় বাহুর চতুর্থ বীজ
 একাদশ বীজ একার-সংস্কৃত বহি রকার সর্ষ
 অর্ধের চতুর্থ ঐকারমুক্ত অষ্টমবর্গের প্রথম ব
 শকার, তৃতীয় রকার ষট্-ঐকার ও পূর্বে বিপ
 প্রথমসা ক্রায় তৎসংস্কৃত হকার, হ্রঃ এ
 বই সমুদায় 'অম্বোভ্যেভ্যো হ্রোঃ হ্রঃ বদ্যে' এ
 অম্বোভ্যেভ্যো নাদো বিদ্যা মহাবিদ্যা। শি
 বীজ সকার এই দেবী পূজিত হইলে, তৎসং
 প্রথম একাদশকারিণী হন। এইরূপ বোদ্ধব্য

জয়েদ্বন্দ্ব একচিহ্নঃ সমাহিতঃ ।
 কামানবাপ্রোতি ইহ লোকে পরত্র চ ॥২০॥
 পালমাত্তরং চতুর্ভুজং
 ক্রমং শূলধরাত্তরপ্রদম্ ।
 লোচনং যশশশাধারিণং
 য়েকরং যঃ স লভেত ঐশ্বিত্যম্ ॥ ২১ ॥
 যাগতো নিত্যং যঃ পূজয়তি শশ্বরম্ ।
 যঃ পবিত্রো বা স্বচ্ছন্দস্তেন কীর্তিতঃ ॥২২॥
 পশু যো লক্ষ্যং জপ্তা হোমস্ত কারয়েৎ ।
 স শুচৌ দেশে তস্ত প্রত্যক্ষতামিমাং ॥২৩॥
 ভিমতাং সিদ্ধিমণিমাঙ্গিণ্যামিমাং ।
 যো যজ্ঞলক্ষ্যং পশ্চাক্কেমং সমারভেৎ ॥২৪॥
 সিমতাং গতা দেহেনাস্তেন শশ্বরঃ ।
 পিত্তাক্কো কান্ জরা-মৃত্যুবিবর্জিতান ॥২৫॥
 গুণলক্ষ্যপি শুচিকাভিঃ সমাচরেৎ ।
 হামং বিধানেন পাতালে সিদ্ধিমাশ্রুয়াৎ ॥
 যো জপেদ্বন্দ্বমধোরং কেশনাশনম্ ।

রর পূজা করিবে । যে নর একচিহ্ন ও
 ত হইয়া মনে মনে পূজা করে, সে
 কে ও পরলোকে সকল অভীষ্ট লাভ
 যে নর কপালমাল-বিভূষিত, চতুর্ভুজ,
 নেত্রসম্পন্ন, শূলধারী, অভয়প্রদ, চন্দ্র
 তংস, ত্রিলোচন হরের ধ্যান করে, সে
 লাভ করিতে সক্ষম হয় । অপবিত্রই
 আর পবিত্রই হউক, যে নর সকল অব-
 শঙ্করের পূজা করে, সেই পূজাবলে সে
 বৈত্র বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে । যে শুচি-
 একলিঙ্গে লক্ষ জপ করিয়া, বিশ্বপুঙ্গ
 হাম করে, শঙ্কর তাহার প্রত্যক্ষ হন ও
 দি গুণরূপ অতিমত সিদ্ধি দান করেন ।
 । দ্বারা লক্ষ পূজা করিয়া, পশ্চাৎ হোম
 কর তদ্বিষয়ক এসম্ব হইয়া, তাহাকে
 হ দান করিয়া জরা-মৃত্যু-বিবর্জিত
 লোক প্রদান করেন ॥১৫—২৫॥ ত্রীপত্র
 গুল শুচিকা দ্বারা শাস্ত্রানুসারে জপ
 হাম করিলে পাতালে সিদ্ধিলাভ করে ।
 । কেশনাশন অধোরমের জপ করে,

তস্ত সর্বাঃ প্রসিদ্ধান্তি সিদ্ধয়ো যনসেঙ্গিতাঃ ॥২৭॥
 তিলহোমেন নশান্তি গ্রহপীড়াদ্যপদবাঃ ।
 সন্ততশর্করয়া চ আয়ুর্জিহ্বাবেদিত্ ।
 কীরবৃকসমিহিত সমদ্বিরূপগচ্ছতি ॥ ২৮ ॥
 সদাধোরেখরীং দেবীং যো অপেনর্জয়েন্নরঃ ।
 অধোরং হি যথাঈবং দ্বিগুণং তস্ত তং ফলম্ ॥
 যং যং কামমজ্জিহ্বায়ংগ্নিস্থ লোকেষু দুর্লভম্ ।
 তং তং প্রাপ্নোত্যসন্নিহুং দেব্যাশ্চৈব প্রভাবতঃ
 জপ্যাহোমার্চনেনৈব দেব্যাঃ কশ্মপি সাধনে ।
 বদ্ধাধোরেখরীং মুদ্রাং দর্শয়েদেবতুষ্টিয়ে ॥ ৩১ ॥
 তাং প্রবক্ষ্যামি যঃ সম্যক্ সর্কসিদ্ধিকর্যং শুভাম্
 সমুখৌ তু করৌ কৃতা যাত্তোক্তং গ্রন্থয়েৎশূলীঃ ।
 উভয়োস্তর্জুনীভ্যস্ত সংগৃহীতাদনামিকে ॥ ৩৩ ॥
 সম্য শ্র মধ্যমে চোদ্ধমসুষ্ঠৌ শ্রেষ্ঠয়েৎ তয়োঃ ।
 কৃতা হাধোমুখাং মুদ্রাং ললাটে সন্নিবেশয়েৎ ॥৩৪॥
 বন্ধৌ কৃতা ততো নেত্রে জিহ্বাশ্চৈব হি চাণয়েৎ
 সংস্মরেৎ পরমং মন্ত্রং সর্কসিদ্ধিপ্রবর্তকম্ ॥ ৩৫ ॥

তাহার মনে অভিলষিত সকল সিদ্ধিই সিদ্ধ
 হয় । তিলহোম করিলে গ্রহপীড়াদি উপদ্রব
 নষ্ট হয় । সন্তত শর্করা দ্বারা হোম করিলে,
 ইহলোকে আয়ুর্জিহ্বা হয় । কীরবৃকসমিহ্ দ্বারা
 হোম করিলে সমদ্বি উপস্থিত হয় । অধোর-
 দেবের জপ ও পূজার দ্বারা যে নর সর্কদা অধো-
 রেখরী দেবীর জপ ও পূজা করে, সে অধোর
 পূজাকলের দ্বিগুণ ফল লাভ করে । মানব যে যে
 কাম অভিলাষ করিয়া দেবীর সাধন-কর্মে জপ,
 হোম, পূজা করে, সেই সকল কাম ভুবনত্রে
 দুর্লভ হইলেও দেবীপ্রভাবে নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত
 হয় । অধোরেখরী-মুদ্রা বন্ধন করিয়া, দেবীর
 তুষ্টি নিমিত্ত দর্শন করাইবে ॥ ২৬—৩১ ॥
 সেই সর্ককর শুভমুদ্রা যে প্রকার, তাহা তোমা-
 দিগকে বলিতেছি । করষয় সমুখ করিয়া স্বকীয়
 অঙ্গুলিসমূহ প্রথিত করিবে । উভয় হস্তের
 তর্জুনী দ্বারা অনামিকাধর গ্রহণ করিবে । মধ্যমা-
 ধর উর্দ্ধে সংমর্শন করিয়া তাহাতে অঙ্গুলী
 স্পষ্ট করিবে । এইরূপে অধোমুখ মুদ্রা করিয়া
 ললাটে সন্নিবিষ্ট করিবে । নেত্রের সমীপে
 করিয়া জিহ্বাভাসন করিবে, কান্ধায় সর্কসিদ্ধি

ততঃ সিধ্যন্তি কৃতানি সৰ্বেষামুগ্রহানুবাঃ ।
 গ্রহ-বেতাল-ডাকিণ্ডো হুট্টাচাশ্চে সহস্রণঃ ॥ ৩৬
 এতন্নং বাস্তি তে সৰ্গে মৈত্রীমারান্তি মানবাঃ ।
 বহুশস্য মরাখ্যাভং পূজনং নিশি সংস্থিতম্ ॥ ৩৭
 নিজে বা স্থিতিলে বাপি সৰ্গকামকলগ্রনম্ ।
 ইহ লোকে পরে স্বর্গে রাজ্যকৈব লভেত্ত্বরঃ ॥ ৩৮
 যথৈব পূজ্যতে শত্ৰুমৈঃ পকজিহবে চ ।
 মুনরত্নং এবক্যামি স্বর্গমোক্ষকরং পরম্ ॥ ৩৯
 তং পূজ্যায় বিদুহে মহাশেষায় ধীমহি ।

অন্যে ক্রমঃ প্রচোদয় ॥ ৪০

চতুর্ভুজ মহাবলঃ শাস্ত্রোত্তমশিবদেবে
 পকমন্ত তথা বক্রং শৃণুস্বৈকচিত্তব্রত ॥ ৪১
 ঈশানঃ সৰ্গবিদ্যানারীষয়ঃ সৰ্গকৃতানাম্
 প্রজাপতিত্রয়া স্বরূপে ত্রক্ষণে নমঃ ॥ ৪২
 সত্যানিতিস্বস্তীহ যে শিবঃ সৰ্গকরণম্
 তে মোক্ষমাপুংস্তীহ মুনয়ে মোক্ষকাক্ষিকণঃ ॥ ৪৩
 ঈশানসিদ্ধিমৈবৈব ঈশানমর্শুহস্তি যে
 তে স্বর্গস্ত হি তেজস্বিনঃ মহালোকেশ্বরস্ত চ ॥ ৪৪
 পূর্ববক্রং মহাবাস্তববক্রং হি তপসসঃ ॥ ৪৫

এবং পূজ্যকরঃ শিবঃ কতিপয়ঃ তদন্তে
 সৰ্গকৃত সিদ্ধ হবঃ দেব, অসুগ, মানব, গ্রহ,
 বেতাল, ডাকিণী এবং সহস্র সহস্র দুই সহ
 নশ প্রাপ্ত হব এবং মানবগণ ঈশানী প্রাপ্ত হব ।
 আমি এই বিবৰ্ণিত পূজ্যকর পূজন কীঠন
 করিলাম ; নিজে অথবা স্থিতিলে এই পূজ্য
 করিলে সৰ্গকামকল প্রাপ্তি হয় । নর এই
 পূজ্যকর ইন্দ্রলোক রাজ্য ও পরলোকে স্বর্গ
 লাভ করে ॥ ৩২—৩৮ ॥ যে মুনিগণ ! শত
 পাচনী বহু বার বেতলে পূজিত হন, সেই স্বর্গ
 ও মোক্ষকর সেই পূজ্যপ্রকার বলিতেছি ।
 সেই ব্রহ্ম—“তং পূজ্যায়” ইত্যাদি । চতুর্ভু
 জমহাবলঃ এক পকম বক্র এই শাস্ত্রীয় প্রতি-
 পাদ্য । “ঈশানঃ সৰ্গবিদ্যানারীষয়ঃ” ইত্যাদি মতে
 সৰ্গকারণ শিবকে সত্যজ্ঞানদিক্রমে বাহ্যায়
 পূজা করেন, ঈশান মোক্ষপ্রাপ্ত হন । বাহ্যায়
 ঈশানসিদ্ধিমে নিম্নপূজা করেন, ঈশান স্বর্গ ও
 পরলোক লাভ করেন । যে মুনিগণ !

তন্মহাৎ সম্পূজয়েদ্রিত্যমেকেনৈব যতঃশ্রম
 নিজে বা স্থিতিলে শত্ৰুং সৰ্গকামকলপায়
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে শ্রীমদ্রহস্য
 পকব্রহ্মাখ্যানং নাম সপ্তত্রিংশঃ
 অধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্ম উবাচ ।

ভুক্তিমুক্তিকরো দেবঃ শকরঃ পরিকীর্তিতঃ
 বিনামস্কৃতিতঃ শত্ৰুঃ কিং পুনরসুসংজ্ঞা
 জ্ঞানং মহা মুনিশ্রেষ্ঠ কিমেতং সত্যং ত্ব
 জ্ঞানবান্ মোহিতঃ শিবদেবেশ্বরঃ মাং সূপ
 জ্ঞানমুচ্যতপি ন জ্ঞানতি বিদুঃসংসারিনা
 লোকঃ সুপে বিদুঃকৃত কথং নিদ্রামুখৈঃ
 অজ্ঞানৈঃ পশু জ্ঞানতি ন হৃদয়েন পতিতি
 পূর্ববক্রং এবং উক্তবক্রং বিদুঃ কৌত
 লম সৰ্গকামকল প্রাপ্তিঃ ততঃ প্র
 হইক নিজে অথবা স্থিতিলে নিজে
 করিবে ৩২—৩৮

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্ম কহিলেন,—মহা বাতীতঃ শ
 পূজ্য করিলে তিনি ভোগ ও মুক্তি
 করেন ; মরণের সহিত পূজ্য করিলে যে
 জ্ঞান করেন, তাকে কি বলিব ! এই সর্ব
 কিরণ, এই জ্ঞান আমি প্রাপ্ত হইয়াছি
 যান ব্যক্তিও শিবরূপে মোহিত হন মো
 আমি ও মুখ হইতেই পারি মানব বিদু
 বিমোহিত হইয়া জ্ঞানবান্ হইলেও
 জ্ঞানিতে পারে না ; অপরিণিত হইয়াও
 কখন নিম্নিত হয় । পূর্বোক্ত

৩ বক্রম সমাপদীয়াতীতি পার্শ্বকণ্ঠে

জতে ধর্মো মোক্ষং প্রতি মহামুনে ।
কিং সমাধায়াহি মাহুবাণ্যং হিতার্থতঃ ॥ ৫

সনৎকুমার উবাচ ।

মুকং সর্বং জগৎ স্বাবর-জন্মম্ ।
গাঃ সর্কে প্রাণিনঃ সন্তবন্তাতঃ ॥ ৬

র-নিজা-ভয়-মৈথুনক

জন্মেতৎ স্বপদাচরাণাম্ * ।

নন হীনাঃ পশুভিঃ তুল্যাঃ

মুখাঃ প্রভবন্তি নিত্যম্ ॥ ৭

কৃতেনাপি বধা তথাপি

তদা জ্ঞানবতাং নরাণাম্ ।

স্তি সমাপ্রিধিনা স্বকর্ম

বিধা ভূতগণা নৃলোকে ॥ ৮

ঐ যাতীহ পুনর্বিনাশং

য়ানা ন হি চোদ্বিজন্তে ।

রন্তো বহুঃখধিমাঃ

হ পাপং নিরয়ে প্রয়াতি ॥ ৯

ব জানিতে পারে যে, মৃত্যু-সৈন্ত
উপস্থিত হইবে। হে মহামুনে!

ন মোক্ষ নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে চেষ্টা

আপনি মানবগণের হিত নিমিত্ত

বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—

র-জন্মমাস্তক জগৎ পঞ্চভূতাস্তক ;

মল প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্মের বশ হইয়া

। আহা, নিজা, ভয়, মৈথুন, প্রাণী

তুল্য ; জ্ঞানহীন পশু মানবেরা

হইয়া নিত্য সজ্জ হইয়া। জ্ঞানী

করিলেও তাহাতে সংসার-বদ্ধ

কিন্তু জ্ঞান না হইলে চতুর্কি

তি অনুসারে স্ব স্ব নির্দিষ্ট কর্ম্ম

জলবুদবুদবৎ সংসার-সাগরে বিদ্য-

। লোক মুক্তির জন্ত শিব বা গুরুকে

ারে গুরু না করে ; উপাস্ত হয়,

বুঝিগাও কুৎস যুক্ত না, এইরূপে

রে ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী সেই সব

ক সমাধায়াহি কর্ত্তি পাঠ।

তে স্বাবরকং নিরয়াবতীর্ণ-

তিষ্ঠাকৃমিস্ফুটি পুনঃ সমভূম্ ।

পশ্যতঃ তথা মাহুবাণ্যং কুবোনিং

স্তবং ন কুর্কতি বদ। স্বধর্ম্মেঃ ॥ ১০

শিবে গুরো বাপি হি মুক্তিহেতোঃ

সকলবদ্ধান্ত জবে নিমগ্নাঃ ।

যথা জলে বুদ্ধদবৎ কণাঙ্কি ॥ ১১

দেবুবাচ ।

পঞ্চব্রহ্মবিধানস্ত মাহুবাণ্যং হিতার্থতঃ ।

পুনঃ পৃচ্ছামি দেবেশ কথং স্ব প্রসাদতঃ ॥ ১২

ঈশ্বর উবাচ ।

কথ্যামি শৃণুযেদং স ব্রহ্মসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ।

ঈশানস্ত সুভক্তানামিহামৃত ফলপ্রদম্ ॥ ১৩

কপিলাপকগব্যেন স্নাত্বা জপ্তাষ্টকং নরঃ ।

জুহুয়াদষ্টসাহস্রং তিলৈর্মুচ্যেত পাতকৈঃ ॥ ১৪

তথোদ্যতেন সম্পূর্ণা কুন্তং জপ্ত্বা শতং শতম্ ।

দিনে দিনে তু সংসারায়ং স লক্ষ্যা পুত্রবান্ জবেৎ

দেবস্ত দক্ষিণামূর্ত্তৈর্জপেদাস্ত মনোজবেৎ ।

অষ্টাবৈব সহস্রং জপ্ত্বা সর্কোপপাতকৈঃ ॥ ১৫

বহুঃখ-পীড়িত জীব পাপ করিয়া নরকে যায়।

নরকোত্তীর্ণ হইয়া সমগ্র স্বাবরগণি ও তিষ্ঠাকৃ-

বোনি ভোগের পর অধম-মহুবা-জন্ম প্রাপ্ত

হয়। দেবী কহিলেন,—হে দেবেশ! আমি

মানবের হিত নিমিত্ত পুনর্বার পঞ্চব্রহ্ম-বিধান

জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা

বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—আমি সর্বসিদ্ধি-

প্রদায়ক, ঈশান-ভক্তগণের ইহলোক ও পর-

লোক-ফলপ্রদ পঞ্চব্রহ্ম-বিধান বলিতেছি,

শ্রবণ কর। কপিলা-গোর পকগব্য দ্বারা স্নান

করাইয়া আটবার জপ করিয়া তিল দ্বারা

অষ্টাধিক সহস্র হোম করিলে পাতক হইতে

মুক্ত হয় এবং জল দ্বারা কুন্ত পূর্ণ করিয়া অকুন্ত

জপ করিয়া প্রতি দিন ঐ জলে স্নান করিলে

লক্ষ্যপুত্র ও পুত্রবান্ হয়। প্রাতঃকাল হইতে

সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেবের দক্ষিণামূর্ত্তির অঙ্গপূজক

অষ্ট সহস্র হোম করিলে সকল উপপাতক

ভগ্নগুণতঃ শুভাঃ কৃতা পকাদভেন মিশ্রিতাঃ ।
 হৃদ্যো বক্তৃত্যং বাস্তি বক-বাকস-মাতৃবাঃ ॥ ১৭ ॥
 সংগ্রামে অসমাপ্রোতি ন ত্রেণৈবতিত্বতে ।
 উপসর্গে ত্রিরাত্রস্ত দেবতঃ ককিণে হিতঃ ॥ ১৮ ॥
 অথ্বা চাষ্টসহস্রস্ত জুহুয়াং সমিধস্ততঃ ।
 বহি-মধু-দুতাক্তা হৃদ্য শান্তির্জবেদিহ ॥ ১৯ ॥
 কপিলারাঃ সর্বসারা কথ্যাজামধুসংযুতম্ ।
 সহস্রমোদনং হৃদ্য শূপুলানীপিতান্ লভেৎ ॥ ২০ ॥
 ভগ্নগুণতঃ দ্বুতসংমিশ্রং হৃদ্য চাষ্টসহস্রকম্ ।
 সর্করং বক্তা ভবতীহ হৃদ্য শতসহস্রকম্ ॥ ২১ ॥
 পহাদীনি নিধানানি প্রাপ্রোতি মুচ্যতে তথা ।
 হৃদ্যত্রা ত্রাশ্বপ্তহ শিবসামুদ্রাতামিরাং ॥ ২২ ॥
 ভিকাহরোহতিমদ্যাপো বঃ শিবায় প্রদাপয়েৎ ।
 বিকং বা বিবপত্রং বা সোহহমেবমবকলং লভেৎ ।
 পকসব্যাজিষ্টোমস্ত তীর্থান্তিঃ সর্করাজতিকম্ ।
 সত্বশৈঃ সর্করশৈঃ সর্করভসকলং লভেৎ ॥ ২৩ ॥
 হৃদ্যনী শতহোমেন সতিলেন দত্তেন হি ।
 ত্রীহিত্তিক কুলে তত্র ন ককিণেহতিজাত্যতে ॥ ২৪ ॥

হইতে মুক্ত হয় । পকাদভ মিশ্রিত ভগ্নগুণের
 শুভীকা প্রস্তুত করিয়া অর্ঘিতে হোম করিলে
 বক, বাকস ও মাতৃব বর্ধিত হয়, সংগ্রামে
 অক্ষত করে, ত্রেণ বাক অতিক্রম হয় না
 উপসর্গ উপস্থিত হইলে ত্রিরাত্র দেবের ককিণে
 অবস্থানপূর্বক অষ্ট সহস্র অঙ্গ করিয়া বহি,
 মধু ও দুগ্ধক সমিধ দ্বারা এই পরিমিত হোম
 করিলে শান্তি লাভ করে । সর্বসারা কপিলার
 বহি, দুত ও মধু সংযুক্ত ওষধ দ্বারা সহস্র হোম
 করিলে অভিলষিত শূপুল লাভ করা
 যায় । ১—২০ । দ্বুত-মিশ্রিত ভগ্নগুণ দ্বারা
 সহস্র হোম করিলে ইহলোক সকলেই
 বর্ধিত হয় । সর্কর হোম করিলে পহাদি
 শিবি লাভ করে এক ত্রাশ্বপ্তা হইতে মুক্ত
 ও শিবসামুদ্র প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি ভিকা-
 হর হইয়া মজ পটপূর্বক জল, বিবকল বা
 বিবপত্র সহস্রমতক প্রদান করে, সে অকসম-
 বাকস কল লাভ করে । ভিক ও দ্বুতযুক্ত
 হৃদ্যনী সর্কর ককিণে ও তীর্থ দ্বারা

অথ্বা চাষ্টসহস্রং বিধান্ ত্রাজেৎ কেমৌ সঙ্গম
 হুর্গে ত্রাশ্বপ্তে মদ্যায় ন ত্রয়ং বিদ্যাতে ককি
 আদিত্যতিমুখো ভূত্বা উর্দ্ধবাহঃ শিবার্চকঃ ।
 ত্রাশ্বপ্তাদিপাপানি নস্ততোব ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
 সলিলস্তঃ সপ্ত দিনান্তব্ধকবার্জিত্যতি
 হুগাপানাস্ত্রকমাত্রাং শ্রেয়াং সপ্তকমাত্রাং
 মুচ্যতে পাতকায় সন্দো নিরাতরো ত্রিভুজ
 রাষ্ট্রায় প্রতিগৃহীত্বা তু শূদ্রাঃ বস্ত্রং চরন ॥
 ত্রিসন্ধাক অপেরিত্যং মাসেনৈকেন শ্রুতিঃ
 পজ-সিংহ-বরাহেযু শত-ব্রতকুলেযু ॥ ২২ ॥
 ন ত্রয়ং বিদ্যাতে তত্র মনসা যো ভাপেদ
 মনসা যো ভাপেদস্তং অশনং ব্যানমর্ষিতা
 মেহেননেন সাসিকঃ প্রাতি পদম পদম
 কৃদ্য হুতুতং দেবি মধুদধেনন মং হুতং
 নিমুক্তঃ পাতকৈঃ সর্করম মলৈক মণ্ডিতং

টীকা ত্রিভুজেন ২০ পূর্বক মধুসংযুক্ত
 পকদ্রব্যমাংসাদ্রকখনং লভ্যম্ হৃদ্য
 ত্রিভুজেনৈব ॥ ৩১ ॥

হোম করিলে ত্রাশ্বপ্ত কুলে নষ্ট হইয়া
 জ্ঞানবান ব্যক্তি অষ্টাদিক শতক উপ করি
 মজলবান হইয়া ত্রাশ্বপ্ত হু মিশ্র ও নৌ
 পদম করিলে । ত্রাশ্বপ্ত হু মিশ্র ভয় হই
 না । আদিত্যতিমুখ উর্দ্ধবাহ হইয়া শিবর্গ
 করিলে ত্রাশ্বপ্ত ত্রাশ্বপ্তাদি পাপ নিস
 নিরুপ্ত হয় । সাতদিন সলিলস্ত হইয়া জল
 পান করিয়া শিবার্চন করিলে হুগাপ
 বিষ্টামুত্র-ভোজন, শ্রেয়া ও বিমাত্রমনের প
 হইতে বিমুক্ত হয় । হুগাপ ব্রতপ্রতিপ
 শূদ্রাঃ ভোজনকারী একমাস নিরাতর
 ইন্দ্রিয় অপরূক নিত্য ত্রিসন্ধা উপ করি
 সন্ধ্যাপাতক হইতে মুক্ত, ধনএব বিমুক্ত হই
 যে মনে মনে অঙ্গ করে, ত্রাশ্বপ্ত পজ, সি
 বরাহ, শত্রু ও রাষ্ট্রকুলে ত্রয় থাকে না ।
 ব্যান অবলম্বন পূর্বক মনে মনে শ্রীশানকে
 করে, সে এই দেহেই সিদ্ধ হইয়া পদ
 প্রাপ্ত হই । যে দেবি । হুত অর্চন করি
 এই মজ দ্বারা আমন্ত্রক যুগপ করিলে

একোনচত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ ।

শঙ্কর উবাচ ।

কৃষ্ণস্ত বক্ষ্যামি ফলং তচ্ছৃণু সুব্রতে ।
তুংস্বরয়োহ ত্বা সমিচ্ছতসহস্রকম্ ॥ ১
তোবিনির্মুক্তো যন্ত্রেনানেন সুব্রতে ।
হা দক্ষিণে কর্ণে অজ্ঞাং রাত্ৰৌ সুনীভয়ঃ ॥ ২
স্ত দক্ষিণামূর্তের্মাসমেকস্ত যক্ষিণী ।
নত্যা সুরূপাঢ্যা সর্কান্ কামান্ প্রবচ্ছতি ॥ ৩
বিস্ত্র পুষ্পাণি দৃতযুক্তানি জুহ্বতঃ ।
স্ত্রীবশমায়ান্তি সপ্তরাত্নাং তদগ্রতঃ ॥ ৪
কারস্ত পুষ্পাণাং দেব-গন্ধর্ব্বযোষিতঃ ।
গম্য দদন্তীষ্টং মনসো বৎসরাক্ততঃ ॥ ৫
দিনং অপেদ্যস্ত লিঙ্গমাত্রিত্য বহুতঃ ।
নানেন মেধাবী দেবি মাং প্রতিপদ্যতে ॥ ৬

ক হইতে মুক্ত হইয়া, আমার লোকে
ত হয় । ২১—৩৩ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

শঙ্কর কহিলেন,—হে সুব্রতে দেবি !
ম তৎপুরুষ যন্ত্রেণ ফল বলিতেছি, শ্রবণ
। এই তৎপুরুষ যন্ত্র দ্বারা বিদ্য বা উচ্চ-
লক্ষ্যহোম করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে
মুক্ত হয় । নির্ভয় হইয়া রাত্ৰিকালে অজ্ঞার
। কর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণামূর্তি লিঙ্গের
। করিলে সুরূপসম্পন্ন যক্ষিণী আগমন করিয়া
অভীষ্ট দান করে । যে স্ত্রীর প্রতি বন্দী-
করিবে, সেই স্ত্রীর নাম উচ্চারণপূর্ব্বক
র পুষ্প দৃতযুক্ত করিয়া হোম করিলে,
স্ত্রী সাতদিনের মধ্যে তাহার নিকট
ত হইয়া আগমন করে । কর্ণিকার-পুষ্প
হোম করিলে, দেব-গন্ধর্ব্ব-রমণীগণ বৎস-
ধ্যে আগমন করিয়া মনের অভিলষিত দান
। হে দেবি ! বহুপূর্ব্বক লিঙ্গ আশ্রয়
। যি প্রতিদিন জপ করে, সেই মেধাবী

আদিত্যাভিমুখো ভূত্বা জপন্ পাটৈঃ প্রযুচ্যতে ।
সলবণাংস্তিলান্ হুত্বা বশমানক্ৰতে ত্রিপুন্ ॥ ৭
সহস্রেন বশঃকামী সর্কীয়ায়ুরেব চ ।
মার্জ্জনেনাযয়ান্ হস্তি সর্বপৈ রক্ষণং সদা ॥ ৮
চন্দ্রসূর্য্যোপর্যাপে তু অপেদষ্টসহস্রকম্ ।
লিঙ্গস্ত দক্ষিণামূর্তেঃ স কামানীপ্তিষ্ঠান্নভেৎ ॥ ৯
সততং জপতে যো বৈ বর্ষং বর্ষাক্ষমেব চ ।
ক্ষিপ্ৰসিদ্ধিং দদত্যাত্ত স্বয়মাগত্য কস্তকা ॥ ১০
দেবস্ত দক্ষিণামূর্তেঃপেদ্য সততং সুধীঃ ।
বৎসরাদহমেবাসৌ সিদ্ধিং বক্ষ্যামি বর্ষিনি ॥ ১১
পক্ষগব্যাহারো জপন্ স্বমনুগচ্ছতি ।
মিতালী যো অপেন্নিত্যং মোক্ষং বাতি ন সংশয়ঃ
পর্কণোব অপেদ্যস্ত সর্কক্রতুফলং লভেৎ ।
সর্কৈ সত্ত্বা বশমীযুঃ শূশানে জপতঃ শুভে ॥ ১৩
শান্তিকামো লভেচ্ছুভা শান্তিস্ত সিতসর্বপান্ ।

এই দেহেই আমাকে প্রাপ্ত হয় । আদিত্যাভি-
মুখ হইয়া জপ করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ
করে । লবণযুক্ত তিলহোম করিলে ত্রিপুকে
বন্দীভূত করা যায় । ১—৭ । বশঃকামী হুত ও
তিল দ্বারা হোম করিবে । দূর্কীয়ুক্ত তিল দ্বারা
হোম করিলে আয়ু লাভ হয় । মার্জ্জন
দ্বারা হোম করিলে পীড়া নাশ হয় । সর্বপ
দ্বারা হোম করিলে সর্কদা রক্ষা হয় । চন্দ্র-
সূর্য্যগ্রহণে দক্ষিণামূর্তি লিঙ্গের অষ্টাধিক সহস্র
জপ করিলে, ঈপ্সিত কাম লাভ করিতে সমর্থ
হয় । যে নর একবৎসর বা তদূর্ককাল
সর্কদা জপ করে, পূর্ব্বোক্ত যক্ষিণী আগমন
করিয়া তাহাকে শীঘ্র সিদ্ধিদান করে । সুবুদ্ধি
মানব একবৎসর সর্কদা দক্ষিণা-মূর্তি দেবের
জপ করিলে আমিই তাহাকে সিদ্ধিদান
করি । পক্ষগব্যাহার হইয়া জপপরায়ণ হইলে,
পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় । পরিমিত আহার-
পূর্ব্বক যে নিত্য জপ করে, সে নিশ্চয়
মোক্ষ লাভ করে । যে নর পূর্ব্বকালে জপ
করে, সে সকল ক্ষতের ফল প্রাপ্ত হয় । হে
শুভে ! শূশানে জপনিরত মানবের সকল
প্রাণীই বন্দীভূত হয় । শান্তিকাম ব্যক্তি সিত-

রক্তপুষ্পৈর্বশে কাষ্যে কৃষ্ণপুষ্পৈস্ত মাগ্নয়ে ॥ ১৪
 বিধেবে শীতপুষ্পাণি ধূমাগ্ন্যাচ্চাটনে তথা।
 একদেবে অপেং সর্গং ময়ং সর্গার্থসাধকম্ ॥ ১৫
 সর্গপাপবিনির্মুক্তঃ শিবং বাতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধ্বংসহিতায়া
 ত্র্যম্বকবিধানমন্ত্রকথনং নামৈকোদ-
 চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

পঞ্চম উবাচ

ন তির্ধ্বি চ নক্ষত্রং নোপবাসে বিধীয়েত
 অথোবাসরূপাকৈবি সর্গপাপকয়ে জবে ॥ ১
 জাহ্নবো পঞ্চপদ্যে নিবসত্যাস্তা মতুতঃ
 অপেনবুভয়েকস্ত সহস্রং তুহুত্বং তুহুতম্ ॥ ২
 পুরত্বকমেতং তু ত্রৈলোক্যং বশমানয়ে
 মতুত বসং গুত চ তুহুত্বং মতুত্বং ॥ ৩

সর্বপ বাহ্য হোম করিলে শান্তিলভ করে
 বসীকরণ-কাষ্যে রক্ত পুষ্প যত মগ্নয়ে
 পুষ্প যত, বিধেবে শীতপুষ্প যত, উত-
 টনে ধূমপুষ্প যত, হোম করিলে এই
 সর্গার্থ-সাধক সকল ময় জপ করিলে
 সর্গপাপ-বিনির্মুক্ত হইব শিবকে লভ করে,
 ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১-১৬

একোদচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ

পঞ্চম কহিলেন,—যে দেবি! কাষ্যে
 পঞ্চমে তির্ধ্বি, নক্ষত্র বা উপবাস বিহিত নাই,
 অথোবাস রূপ মাগ্নয়েই সর্গপাপ কর হয়।
 একদেবে পঞ্চপদ্যে শিবকে জপ করাইব, ময়
 বাহ্য পূজা করিবে। অমতুত অমতুত জপ
 ও সহস্র তুহুত্বং করিবে। এই তুহুত্বং
 ত্রৈলোক্য বসীকৃত করিতে পারে। চতুর্ভুজ
 পদ্যে অষ্টমীতে মতুত্বং বস। এই পূজক

দেবস্ত দক্ষিণে স্থিতা জপ্ত চাষ্টমতুতম্।
 বস্তুকাং পদ্যমতুত কপালকৃতকঙ্কম্ ॥
 তেনৈবাক্ষিতেনৈবাক্ষিত অদৃশ্যো অদৃশ্যে নরঃ
 তুহু তুহুতমমমবা পূর্বেণ বিধিনা কৃতম্ ॥
 বস্তুকাং কৃত্যকৃত্যমতুত কঙ্কমং গুহ মতুতঃ।
 তেনৈবাক্ষিতেনৈবাক্ষিত অদৃশ্যো ভবতি কপঃ।
 ত্রৈলোক্যবিশুদ্ধলোক্যং দেহেনানেন পুষ্টি
 সর্গজঃ সর্গজনী চ দিব্যকপল ভবতি ॥
 শৌভাগ্যনং সমাগ্য পঞ্চপদ্যে সুসপ্তি:
 পিণ্ডায় চবনং কুর্ধ্যাং কুর্ধ্যাং বা সিংহভিত্তে
 অদৃশ্য জিতেনৈবাক্ষিত মোহনঃ প্রচুরমদ্য
 তথা গোরোচনং গুহ মতুত্বং ভবিষ্যতি ॥
 শিবোক্তং তি নির্মলাং মতুত্বং ভবিষ্যতি ॥
 বপনং তেন বৃক্ষং সি তুত-বেত গ-বৃক্ষঃ ॥
 বিনায়ক ডাকিনী অঃ অঃ অঃ অঃ
 নক্ষত্র সকল দেবঃ সত্য সত্য বসম
 বসনমদ্যমঃ অঃ অঃ অঃ অঃ

দেবস্ত দক্ষিণে অবস্থান করত আট
 সহস্র জপ করিবে, পদ্যমতুত বস্তুকাং
 করিবে, নর-কপালে কঙ্কম প্রস্তুত করি
 তুহু নর চতুঃ করিত করিলে, মনব জ
 তুহু অমতুত মতুত্বং বসন অমতুত্বং
 করিবে, তুহুত্বং ত্রৈলোক্য কঙ্কম বস্তুকাং
 করিবে, তুহুত্বং দেব করিত করিলে, ক
 পাল মদ্যো অদৃশ্য হয় এই মোহই তা
 তুহু ও বিশুদ্ধলোকে পমন করিতে পর
 সর্গজ, সর্গজনী ও দিব্যকপ হয় তে
 অমতুত পঞ্চপদ্যে গ্রহণ করিবে, উত্তম কর
 তুহুত্বং দেব অদৃশ্য করিবে, কঙ্ক অমতুত
 ও কৃষ্ণ তিল যাত্রা অমতুত হোম করিলে, সর্গ
 চতুর্ভুজ বসন করিবে, অদৃশ্য হইবে, পৃথিবী
 বিচরণ করিতে পারে এবং সহস্র বার অ
 মতুত গোরোচন গ্রহণ করিবে এবং গুহ
 বায় অভিমুখিত শিবনিষ্ঠানা গ্রহণ করিবে, তা
 বায় বুল করিলে বৃক্ষস, তুত, বেতাল, ময়
 বিনায়ক, ডাকিনী, অঃ অঃ অঃ অঃ
 রোগ বিনষ্ট হয় ইঃ অঃ অঃ

দ্বাপা পক্ষতোয়ৈঃ স্থাপয়েৎ গুলে বুধঃ ॥ ১২
পুষ্পৈরলঙ্কতাচ্ছাদয়েচ্চুক্রশাসসা ।
বহুস্তং সমাধায় কৃষ্ণাং চতুর্দশীমমু ॥ ১৩
পলানবনীভেন মঞ্চেদষ্টশতং সুধীঃ ।
৫ তজ্জপতো বেগাং সমুত্তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ ॥ ১৪
তি কিং দদাম্যতি সিদ্ধোহস্মীত্যহমেব তে ।
হৃদয়েপি তান্ কামান্ ত্রবীতি তত্র সাধকঃ ॥
দ্বাপা পততে ভূমৌ নিশ্চেষ্টো জায়তে কৃষ্ণাং ।
লক্ষং করবীরঃ রসেন পরিমঞ্জয়েৎ ॥ ১৬
১২ কৃষ্ণচতুর্দশীং জপমষ্টসহস্রকম্ ।
দক্ষিণে স্থিত্ব তেনৈবাস্তং সমালভেৎ ॥ ১৭
শো জায়তে সদ্যো যথেষ্টং গচ্ছতীতি হ ।
বস্ত দক্ষিণামূর্তৌ স্থিত্ব লক্ষং জপেদ্যদি ॥ ১৮
১২শেন তথা হোমং বিধেয়ং প্রকুরুতে তু যঃ ।
বিধা জায়তে সিদ্ধির্বিষদৃষ্টা ভবন্তি হি ॥ ১৯

তেছি । ১—১১ । পণ্ডিত সাধক খাশান
দ্য কৃষ্ণচতুর্দশীতে রোগ-মৃত শব গ্রহণ-
রিক গন্ধতোয়ে তাহাকে স্নান করাইয়া,
মধ্যে স্থাপন করিবে । অনন্তর গন্ধ-
তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া, শুক্লবস্ত্রে
পদন করিবে । অনন্তর সেই শবে হস্ত
কপিল-গোর নবনীত মঞ্চে করাইয়া
ধক শত জপ করিলে, সেই শব
। হইয়া বেগে উত্তিত হয় এবং বলে,
“মি সিদ্ধ হইয়াছি, তোমার কোন কাহা
?” সাধক এইরূপ উক্ত হইয়া, আপনার
অভিলাষ, বলিবে । শব সাধকের অভীষ্ট
ফরিয়া ভূমিতে পতিত ও ক্ষণকাল মধ্যে
ষ্ট হয় । কৃষ্ণচতুর্দশীতে করবীর-রসে
গল মঞ্চিত করিয়া লিঙ্গের দক্ষিণ দিকে
য়া, অষ্টোত্তর সহস্র জপ করত সেই
গল দ্বারা অঙ্গের সমালভন করিলে তৎ-
২ অদৃশ্য হইয়া যথেষ্ট গমন করিতে পারে ।
দ্যামূর্তি দেবের সম্মুখানে থাকিয়া যদি লক্ষ
করে ও তাহার লক্ষ্যশ বিবরণ দ্বারা যে
করে, তাহার ত্রিবিধ সিদ্ধি হয় এবং
বিষয়ক হওয়ার অঙ্গাদি যোগ হইতে পারে

অরাণীনাং সর্কানপি কীটপতঙ্গকান্ ।
সততং হি অপেদ্যন্ত ত্রাস্তি বহু সাধয়েৎ ॥ ২০
পাতালস্বর্গপটকান্ দেহেনানেন গচ্ছতি ।
ব্রহ্মচর্যেণ বৈ মাসং পঞ্চগব্যকৃতশনঃ ॥ ২১
জপ্তা তু সর্কপাটৈস্ত মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ।
একলিঙ্গং সমাশ্রিত্য অপেদ্যুলকলাশনঃ ॥ ২২
ভিক্ষাহারোহপি ষণ্মাসাং প্রত্যক্ষং স পশ্যতি
যানি কানি চ পাপানি ষোরাণি বিবিধানি চ ॥ ২৩
শতজাপোন দেবেশি ভস্মসাদৃশ্যস্তি নিত্যশঃ ।
ইত্যথোরকঙ্গঃ ॥
গুণু ত্বং বামদেবস্ত কথয়িষ্যামি শ্রুত্বতে ॥ ২৪
লিঙ্গস্ত দক্ষিণামূর্তৌ জপেদষ্টসহস্রকম্ ।
পঞ্চগব্যেন চ স্নাত্বা জুহুয়াদমৃতং পুনঃ ॥ ২৫
শ্বেতপুষ্পৈঃ সুরৈর্ভৈরী পীতৈর্ভৈরৈব হি শোভনৈঃ
পুরাচরণকং কৃত্ব ততঃ সিধ্যতি নাস্তথা ॥ ২৬
ত্রিরাত্রং সমুপোষ্যথ ভাসস্ত্যস্থি শুমন্ত্রয়েৎ ।

না । যে সর্কদা জপ করে, সে অরাণী সমুদয়
রোগ, কীটপতঙ্গগণ সাধন করিতে পারে, অধিক
কি, সে যাহা সাধন করিতে পারে না, এমন
বজ্জই নাই । এই দেহেই পাতাল স্বর্গ গচ্ছতি
স্থানে গমন করিতে পারে । এক মাস ব্রহ্ম-
চর্যাপূর্বক পঞ্চগব্য-ভোজী হইয়া জপ করিলে,
ব্রহ্মহত্যা ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ।
একলিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া ছয় মাস ফল-মূল
বা ভিক্ষা-লব্ধ ভোজনপূর্বক জপ করিলে
আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে । হে
দেবেশরি ! নিত্য শত জপ করিলে যে
কোন বিবিধ ষোর পাপসমূহ ভস্মসাৎ
হয় । ১২—২৪ ।

অথোর-কঙ্গ সমাপ্ত ।

হে শ্রুত্বতে ! আমি বামদেব-কঙ্গ বলিতেছি,
তুমি শ্রবণ কর । দক্ষিণামূর্তি লিঙ্গের অষ্টো-
ত্তর সহস্র জপ করিবে । অনন্তর পঞ্চগব্য
দ্বারা স্নান করাইয়া শোভন শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ বা
পীতবর্ণ পুষ্প দ্বারা অমৃত হোম করিবে । এই-
রূপ পুরাচরণ করিলে তাহার সিদ্ধি হইবে,
অন্তপ্রকারে হয় না । অনন্তর ত্রিরাত্র উপবাস

বাহো বহা শুভ্র ৩২ কুরতে ভূত-বাকসান্ ৥২৭
 মাহুবাণীন্ সুভ্রব্যান্ বশি ৩২ নাত্র সংশয়ঃ ।
 কপিলগোমরেষেব কৃত্য পুত্তলিকায় ৭৬৭ ৥ ২৮
 মন্ত্ৰেণানেন সংস্থাপা হুতৈস্তবাতীহ নৈঃ ।
 নাভ্যম্ভৌ সহস্রাণি বাকীণী বাকসী তথা ৥ ২৯
 শ্রিত্ব বাপামবত্যাণ্ড নাত্র কাণা বিচারণা ।

শ্রুতিপুস্তকানি শ্রুতিকাণ্ডেই সহস্রাণি
 দেবতাপরি নিধাপয়েঃ সত্যং কাম্যং
 বাপোতি ৥ ৩০

বহুবাকীণীমৈব বাকসীভবতি ।
 ভূতসহস্রং ভূতৈঃ লিঙ্গমকনি নিৰূপেৎ ৥ ৩১
 ততঃ শ্রীঃ বহুবাণতা সত্যং কাম্যং ভবতি চ
 নানপুস্তকপুস্তকপাটলকণ্ডিতানি
 কথিতানি ৥ ৩২

অন্য সত্যং ভূত-পুস্তকভবতি ৩৩
 ৩৪ ৥ অর্থলভ্যতা ভবতি ৥ ৩৩

সংগ্রহে বাক্যে কুরোতি সংগ্রহে সত্য-
 গ্রহেভ্যো মুক্যপতি ৥ ৩৪

কথিতাভাস-পক্ষীর অর্থ মন্ত্ৰেণ বাক্যে সংগত
 করিবে । সে অর্থ বাহ্যে বাক্যে করিলে ভূত-
 বাক্যস, মাহুবাণী, ভূত ও মাহুবাণীভবিতের
 অর্থ হয় এবং বাক্যে লাত করে সংগত নাই
 কপিল-গোমরেষে বাক্য পুত্তলিক নিধাপ করিয়া
 বাহ্যেব-মন্ত্ৰে স্থাপনপুস্তক হুত যাত্র হোম
 করিবে, অষ্টোত্তর সহস্র নাম জপ করিলে
 বাকী ও বাকসী দুই আনয়ন করে, মন্ত্ৰেণ
 নাই । উক্ত চন্দনমুক্ত আট সহস্র শ্রুতি
 পুস্তককে উত্তরে দান করিলে সকল কঠোর
 প্রাপ্ত হয় । বহু ও বাকী বাক্য হোম করিলে
 কমলটি হয় । লক্ষ জপ করিয়া লিঙ্গমতকে
 শ্রুতিপুস্তক মিলে করিলে বহু লক্ষী আগমন
 করিয়া সকল কঠোর দান করেন । মাপ
 পুস্তক, পুস্তক, অনোক, পাটল, কার্ণিকার
 একটি পুস্তক, শ্রুতি পুস্তক বাকী উক্ত হই-
 য়ে । বাকীভবিত বাক্যেব বাক্য বাক্য হুত-
 মাহুবাণী সহস্র আনয়ন দান করিলে অর্থলভ
 হয় । অর্থিত পুস্তকগুলি বাক্যে বাক্য করিবে ।

লক্ষ্মীদিশাং বাক্যং কুরোতি
 বাক্যমানয়তি ৥ ৩৫

সর্গপুস্তকভবিতকং কুরোতি
 লক্ষীং নানয়তি ৥ ৩৬

উপবাসিকাবাক্যলোকসৌভাগ্যকরিত
 লীভবতি । পতং রাজ্যং সমানয়তি ৥ ৩৭

প্রতিপদ্যতা সর্গপুস্তক
 দিনমষ্টসহস্রং কুরোতি পৌরোহিত্য
 ততঃ ভবানীপতঃ ৥ ৩৮

সর্গকাম্যাপ্তিঃ সত্যং কাম্যং
 বাক্যমুগ্রহঃ কাম্যগ্রহঃ ৥ ৩৯

সংগ্রহে শ্রুতসম্বন্ধপুস্তকভবিতকং
 পুস্তকভবিতঃ ভবতি ৥ ৪০

শ্রুতপুস্তকভবিতকং
 ভবতি ৥ ৪১

উপবাসিকাবাক্যে
 কুরোতি সর্গপুস্তকভবিতকং
 ভবতি ৥ ৪২

সর্গপুস্তক সকল ৩২ মে ৫২ করিয়া
 সর্গপুস্তক ভবিতকন করিয়া উক্ত ।
 বাকীভূত করিলে সকল পুস্তক বাকী
 করিয়া আপনাত অর্থলভ করিয়া ও জা
 নান করিলে । ততঃ মাহুবাণী বাক্য
 সৌভাগ্যকর অর্থলভ করিলে নাই
 ও নষ্ট-বাক্য প্রাপ্ত হয় প্রতিপদ্য
 করিয়া পুণিমা পুণ্যে অর্থলভ সকল পুস্তক
 বাক্য অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিলে বাক্য
 কামগ্রহ উপবাস বাক্যেব ভবানীপতি
 কঠোর দান করেন সংগ্রহে পুস্তক
 পুস্তকের অর্থলভ করিলে সর্গপুস্তক
 হয় । শ্রুত চন্দন বাক্য উপবাসকে দিলে
 ও শ্রুত পুস্তক বাক্য পুস্তক করিয়া
 নত হোম করিলে, সকল কাম করিলে নাই
 বাক্য হয় । এই মে বাক্যের তাপদান ও
 করেন এবং সিদ্ধিপ্রাপ্ত হই সর্গপুস্তক
 করেন । ২৭—৫২ বাক্যেব-কাম সর্গ

ঈশ্বর উপাস্ত ।

সদ্যোজাতেন মস্ত্রেণ কৃষ্ণরোরেকতরেন
হারাভ্রোপোষিতো ভূতাস্তিসহস্রং জপেৎ ॥
সার্থং জুহ্বাদ্ভবদিস্তি উল্লভেৎ ॥
তস্যং জুহ্বাদ্ভবদিস্তি যজ্ঞরাক্ষসা-
স্ত্রিয় আগচ্ছন্তি ॥ ৪৩ ॥ রসরসায়ন-
প্রযচ্ছন্তি ।

স্ত মহতীং পূজাং কৃতা ব্যপগতকাম-
ভ্রমোহো ভিক্ষাভুজো বা মোনৌ শুক-
তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

গলগুটিকাভিরষ্টসহস্রং জুহ্বাদ্ভবদিস্তি
ভবতি ॥ ৪৬ ॥

দেবস্ত দক্ষিণামূর্তৌ শকনাক্ষা জপেৎ ॥
ভতি ॥ ৪৭ ॥

মধুপয়সাস্তিসহস্রং জুহ্বাদ্ভবদিস্তি
ভেৎ ॥ ৪৮ ॥

বিদ্যাকৌতুহলাধ্বানাং সমিদষ্টসহস্রং
পৃথীবীজ্যং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯ ॥

সহস্রমতিমন্ত্যাস্ত্রনোহবিকলো ভবতি ॥

কহিলেন,—দ্বিরাত্র উপবাস করিয়া
। একতর সদ্যোজাত মন্ত্র অষ্টাধিক
প ও আশ্বার নিমিত্ত হোম করিলে,
হা করে, তাহা লাভ করিতে পারে ।
ক অষ্টোত্তর সহস্র পুষ্প দ্বারা হোম
ক, রাক্ষস ও অপসরার ক্রীড়া আগমন
স ও রসায়নের সিদ্ধি প্রদান করে ।
হতী পূজা করিয়া, কাম-ক্রোধ-লোভ-
, মোনৌ, শুকবন্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া,
গুটিকা দ্বারা অষ্টাধিক সহস্র হোম
মষ্টগুণ ঐশ্বর্য হয় । দেবের দক্ষিণা-
শক্ৰ-নামে জপ করিলে তাহার শক্ৰ
। মধু ও হস্ত দ্বারা হোম করিলে
। রাজা ও রাজ্য লাভ করে । বিদ্য,
হস্ত ও অশ্বের সমিধ দ্বারা অষ্টোত্তর
হোম করিলে পৃথীবীজ্য লাভ করে ।

অথ বহুমাণ্যাক্তরণাদীনতিমন্ত্য মৌক্তাপ্যং
ভবতি ॥ ৫১ ॥

অথ বটধঃ স্থিতা শতসহস্রং জপেৎ ॥
যক্ষিণী সিধ্যতি । অন্তর্জলে পক্ষসহস্রং জপেদ্-
ব্রহ্মহত্যা দিপাটৈর্নিমুক্তো ভবতি ॥ ৫২ ॥

মহাপাপানি পাপানি তথোপপাতকানি তু ।
লক্ষাঙ্কিতদর্শিনে নশ্যন্তি শতশস্ত্রধা ॥ ৫৩ ॥

একলিঙ্গে জপেদ্রাক্ষং দেবঃ প্রত্যক্ষতামিহাং ।
নিক্রমোহপি জপেদেবঃ জ্ঞানী সর্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ ॥

ইতি সদ্যোজাতকল্পঃ ।

সমস্ত-বাণলিঙ্গে বা জ্যোতির্লিঙ্গেহপি সূত্রতে ।
পূর্বং সেবাং প্রকুর্ভূত ভক্ত্যা তদাতমানসঃ ॥ ৫৫ ॥

শতং প্রমিতভুজানঃ সর্বভূতভিতে রতঃ ।
ব্রহ্মচর্যরতো মোনৌ ভূমিশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সাধকো দেশিকো বাপি পূর্বসেবাং সমাবর্তেৎ ।
যোগাভ্যাসেন বা যোগী জপধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রদক্ষিণনমস্কারৈঃ ক্রিয়াযোগেন শকরঃ ।
ভক্তিস্ত কারণং তত্র ভক্তিগ্রাহকো মহেশ্বরঃ ॥ ৫৮ ॥

বটরক্ষের তলে অবস্থান করিয়া লক্ষ জপ
করিলে যক্ষিণীসিদ্ধি হয় । জল মধ্যে থাকিয়া
পক্ষসহস্র জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা দিপাট
মুক্ত হয় । লক্ষাঙ্ক জপে শত শত মহাপাতক,
তত্ত্বা অনুপাতক, তদর্শ উপপাতক ও তদর্শ
সকলপাপ বিনষ্ট হয় । এক লিঙ্গে লক্ষ জপ
করিলে দেব প্রত্যক্ষ হন । নিক্রম ব্যক্তি
এইরূপ জপ করিলে মুক্ত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি
জপ করিলে সর্বজ্ঞ হয় । ৫৩—৫৮ ।

সদ্যোজাত-কল্প সমাপ্ত ।

হে সূত্রতে ! তদাতচিত্ত, সর্বভূত-হিতে
রত ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, মোনৌ, ভূমিশায়ী ও জিতে-
ন্দ্রিয় হইয়া পরিমিত শুদ্ধ ভোজন করত স্বয়ং-
উৎপন্ন বাণলিঙ্গে বা জ্যোতির্লিঙ্গে ভক্তিপূর্বক
পূর্বোক্তরূপ সেবা করিবে । সাধকই হউন
আর গুরুই হউন, পূর্ববৎ সেবা করিবে ।
জপ-ধ্যানপরায়ণ যোগী যোগাভ্যাস দ্বারা ও
প্রদক্ষিণ নমস্কাররূপ ক্রিয়াযোগ দ্বারা সেবা
করিবে । ভক্তিই পূজাদির কারণ, মহেশ্বর

সৰ্বাঙ্গমাণ্যং বৰ্ণমাং বালবৃদ্ধ-স্মিতমপি ।
আস্তিকঃ শ্রদ্ধাশানন্ত অহস্তহনি ভাবতঃ ॥ ৫১
সিধ্যতে হি কিমান্তৰ্থাং প্রসাদাচ্ছবরত বৈ ।
ধ্যাক্ষানং প্রতি শিবং সৰ্বভূতেষু সংস্থিতঃ ॥ ৫২
অপেশ্বত্বং যো যন্তো সৰ্বং সিধ্যতি নঃশ্রবা ।
শিবোহহং সৰ্বভূতাত্মহং জগৎ স্বাবরজমমম্ ।
এবং সজ্জাবনং যোগী সিধ্যতে বৎসরাক্রিতঃ ॥ ৫৩
শিবৈকনিষ্ঠত্বং যোগজক:

সৰ্বকৃত্যে সৰ্বং স্থিতং হি
ধ্যাক্ষনং যশনং বা মনসা হতং হি

সোহনেন দেহেন ভবেচ্ছিবো হি ॥ ৫৩
যজ্ঞস্যং সিদ্ধিঃ যজ্ঞোহহং তচ্ছবনং বদনেন
মহী-মহ-সমুদ্রে বা পৰ্বতেষু গৃহেষু চ ॥ ৫৪
পশ্চিমাত্মিকমুখং বহু লিঙ্গং তিষ্ঠতি তামিনি
কপিলাসংমদেনৈব উপলিপা প্রবহতঃ ॥ ৫৫
পুনশ্চ পঞ্চপদং সৰ্বং সজ্জাবনং বহুভুতঃ
স্বাপ্নোহহং যজ্ঞোহহং তিষ্ঠতি সিদ্ধিমাং চ ॥ ৫৬
পঞ্চভূতানিষ্ঠত্বং যোগী তৎপুণ্ড্রমহং ব

ভক্তিগ্রন্থঃ সকল আশ্রম, সকল বর্ষ, বাল
বৃদ্ধ ও হোলিগর যোগে আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান
হইয়া প্রতিদিন ভক্তি করিলে সিদ্ধ হয়
যজ্ঞর প্রসন্ন হইলে কিছুই অসম্ভব বিষয়
নহে । অর্থাৎ সৰ্বভূত-সংস্থিত শিব ভাবন
করিয়া যজ্ঞর মন্ত্র জপ করিলে সকল বিষয়
সিদ্ধ হয়, অত্র প্রত্যয়ে হয় না । অর্থাৎ
শিব, আমি সৰ্বভূত, অর্থাৎ স্বাবর-জগদমম
করম্ যোগী এইরূপ ভাবন করিলে বৎস-
রকালে সিদ্ধ হয় । শিবভক্ত, শরীরযোগ-নিপুণ-
সংকটহারা যাম্ব, আমি সৰ্বকাল সৰ্বভূত
স্থিতি করিতেছি এইরূপ মনে মনে ধ্যান ও
জপ করিলে এই মেহেই শিবর প্রাপ্ত হয় ।
যদি যজ্ঞের সিদ্ধি বলিতেছি, হে ব্রহ্মসেন ।
কুমি তাহা প্রকণ কর । হে ভামিনি ! নদী,
কল, সমুদ্র, পর্বত বা পুষ্ক বা যে স্থানে
পশ্চিমাত্মিক লিঙ্গ থাকে, সিদ্ধিকার লব সে
স্থানে কপিলার গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া,
সুৰ্য্যায় পঞ্চপদ দ্বারা দান করাইয়া অমো-

গপুণ্ড্রাদিকং সৰ্বং বস্ত্রালঙ্কারভূষণম্ ॥ ৫৭
অম্বোরেণ সমং কৃতা সৈশানং মূৰ্দ্ধি বিস্তম্য
সৈশানেনার্চয়েন্নিত্যং সিদ্ধিকামো হতস্তিতঃ ।
স্বয়ং-বাণলিঙ্গং বা দেবাস্থরপ্রতিষ্ঠিতম্
সৰ্বলক্ষণহীনক কুটিতং নীর্ণমেব চ ॥ ৫৮
সিদ্ধিৎ তদ্বিজানোরাঙ্গীর্ণেচ্ছবনং ন কারয়ে
সৈশানং যো ভবেন্নিত্যং লিঙ্গমাশিত্য বহুতঃ
তস্ত সিদ্ধির্ন সন্দেহঃ সঃ সৈবৎসবৎসবৎ
নাভিমাংসে জলে সিদ্ধিঃ ভবেন্নিত্যং সমাধিতঃ ॥
সমাধিত্যং হতে দৃষ্টিশীলনেন ন সমাধিতঃ
অভিমুখ্যাসৈব হৈঃ কিংপদ্যত্মকেন্দ্রঃ ॥ ৫৯
কেত্রে সাক্ষ্যনিষ্ঠত্বং সৰ্বভূতভবৎ
কৌতুকসমিষ্টিত্বং চ ন চিষ্টিত্বং চ ॥ ৬০
ঔপসর্গিকেনোদ্যোগং ন তস্য দিয়াতে সচিৎ
পঞ্চভূতং সমাধিত্যং ভবেন্নিত্যং সমাধিত্যঃ ॥ ৬১
দেহেননেন দেহেন সৰ্বভূতভবৎ

জাতং যজ্ঞং যোগী অভিমুখিত করিবে বাহ্যে
মহা যজ্ঞ সিদ্ধি-বিদিকে স্থাপন করিবে বাহ্যে
যজ্ঞে সম করিয়া যজ্ঞকে সৈশান মন্ত্র বিস্তার
করিলে ও অলঙ্কার হইয়া সৈশান মন্ত্রে নিত
পুণ্ড্র করিলে দেবাস্থর-প্রতিষ্ঠিত স্বরূপ
লিঙ্গ সৰ্বলক্ষণহীন, কুটিত বা নীর্ণ হইলে
তাহাকে সিদ্ধিপ্রদ জানিবে, তাহার ঔপসর্গিক
করাইবে না । যে ব্যক্তি লিঙ্গ অগ্রহ করিয়া
নিত্য সফল সৈশান মন্ত্র জপ করে, বাহ্যে বা
বৎসরে তাহার সিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই ।
নাভিমাংসে জলে প্রবেশ করিয়া সমাধিত্যিক
জপ করে, তাহার সৈশানের সহিত সৰ্ববিধ
কুলা দৃষ্টি হয়, সন্দেহ নাই । অষ্টাধিক সংস-
কার সৈশান-মন্ত্রাভিমুখিত বীজ কেত্রে নিক্ষেপ
করিলে নিরুপদ্রবে শস্ত-সম্পত্তি হয় । কৌ-
তুক-সমিধ দ্বারা হোম করিলে শক্তি হয় ।
কখন ঔপসর্গিক সোম হইতে ভয় উপ-
হয় না । আলঙ্কার হইয়া পঞ্চভূত-যোগ-
চপুণ্ড্রক জপ করিলে এই মেহেই ব্রহ্মা,
শ্রেষ্ঠ, দেবেশ্বর পঞ্চরূপ দেখিতে পায় ।

স্বপাটপাবিমুক্তঃ স্তাদ্ভো অপেক্ষকমাদৃতঃ ॥ ৭৫
 ভুজ্ঞন অপেক্ষক্যং তেজস্বী আয়তে সদা ।
 ত্যাহ শতমেকক অপেক্ষ সিদ্ধিমবাধুয়াং ॥ ৭৬
 ভুক্তকুপানস্ত দিব্যাস্ত্রস্ত মেহতঃ ।
 স্থানে সমুখস্তাপি বিজ্ঞ-পো-দেব-যোষিতাম্ ॥ ৭৭
 বাতাং কুপখাদেব ঈশানং সততং স্মরেৎ ।
 যঃ যো বক্ততে নিত্যং শিবপূজার্কনে রতঃ ॥ ৭৮
 মুক্তঃ স স্বপাপেভ্যঃ শিবলোকে মহীয়তে ।

ঈশ্বর উবাচ ।

কব্রকবিধানস্ত যথাবৎ কথিতং ময়া ॥ ৭৯
 প্রাপ্তং হি সুভক্তানাং যথা শুদ্ধতপসিনাম্ ।
 পুনঃ শুদ্ধকর্মণঃ সুভক্ততপসান্বিতাঃ ॥ ৮০
 যজ্ঞস্তু মাং নিত্যং বেদান্তেষুহপি যথা হুহম্ ।
 তপ্ততপসো যাস্তি শিবলোকমনাময়ম্ ॥ ৮১
 পশা দিব মোদন্তে প্রত্যক্ষং দেবতাপণাঃ ।
 যো মুনয়ৈশ্চ সত্যং জানোহি সূন্দরি ॥ ৮২
 কিংবৎ দুরারাধ্যং সুদূরং দূরতিক্রমম্ ।

দূরপূর্বক লক্ষ জপ করে, সে সর্বপাপ
 হতে মুক্ত হয় । অন্নভোজন করিতে করিতে
 জপ করে, সে তেজস্বী হয় । প্রত্যহ এক-
 জপ করিলে সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৭৫—৭৬ ॥
 হুংসিত-বস্ত্রভোজী, কুংসিত-বস্ত্রধারী, দিব্য-
 লীল এবং বিজ্ঞ, গাতী, দেবতা ও স্ত্রীলো-
 সমুখে বা অপরা কোন নিষিদ্ধস্থানে প্রস্রাব
 করে, তদীয় কলুষ-বায়ু-সম্পর্ক হইলে বা
 ধ ধাবিত হইলে, সতত ঈশান স্মরণ
 ব । যে ব্যক্তি শিবপূজাতঃপর হইয়া
 প আচার করে, সে ব্যক্তি সর্বপাপবিমুক্ত
 , শিবলোকে সমাদৃত হইয়া থাকে । ঈশ্বর
 ন, আমি পঞ্চব্রহ্মবিধান যথাযথ কীর্তন
 ॥ ৭৯, এক্ষণে শুদ্ধ তপস্বী এবং শুদ্ধ-
 বিষয় বলিতেছি । যাহারা শুদ্ধকর্ম্ম এবং
 পাঃ হইয়া নিত্য আমাকে অর্চনা করেন,
 দগকে মৎসঙ্গ জ্ঞান করিবে । বিনা
 য় শিবলোক গমন ঘটে না ; তপস্তাবলেই
 ষ্য ও দেবগণ স্বর্গে আনন্দলাভ করিতে-
 হে সূন্দরি ! ইহা সত্য জানিও । বাহা

তং সর্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দূরতিক্রমম্ ॥
 তাপস্তে সংস্থিতো ব্রহ্মা নিত্যং বিমূরহং তথা ।
 তং তথা দেবি বেনাহং প্রাপ্তো ভর্তা সুদূরভঃ ॥
 যেন যেন হি ভাবেন স্থিতা যৎ ক্রিয়তে তপঃ ।
 তং তং সম্প্রাপ্যতে দেবি ইহ লোকে ন সংশয়ঃ
 সাত্ত্বিকং রাজসকৈব তামসং ত্রিবিধং হিতম্ ।
 সাত্ত্বিকং দে তানাং হি যতীনাং কুরেতসাম্ ॥ ৮৬
 তামসং দানবানাং হি রক্ষসাং কুরকর্ম্মণাম্ ।
 নিজং দেহং সুসম্পীড়্য হিমাতপশুদুঃসহৈঃ ॥ ৮৭
 তং তপস্তামসং প্রোক্তং মনোহভিপ্রেতসাধনম্ ।
 জপং ধ্যানস্ত দেবানামর্চনং ভক্তিতঃ শুভে ॥ ৮৮
 সাত্ত্বিকং তদ্বিনির্দিষ্টমশেষফলসাধনম্ ।
 ইহ লোকে পরে চৈব ক্রমায়োকং ব্রজেদতঃ ॥
 উত্তমং সাত্ত্বিকং বিদ্যাক্ষম্ বুদ্ধিঃ সুনিশ্চলা ।
 জ্ঞানং পূজা জপো হোমঃ শুদ্ধশৌচমহিংসতা ॥ ৯০
 ব্রতোপবাসচর্যা চ মোনমিত্তিয়নিগ্রহঃ ।
 ধীঃ সত্যমক্রোধো দানং কান্তির্দমো দয়া ॥

দূর, দুরারাধ্য, সুদূর এবং দূরতিক্রম, তৎ-
 সমস্তই তপঃসাধ্য, তপস্তাই দূরতিক্রম । আমি,
 ব্রহ্মা ও বিষ্ণু—সকলেই আমরা তপোনিষ্ঠ ।
 দেবি ! তুমিও তপস্বিনী, তপস্তা-প্রভাবেই
 আমাকে স্বামী পাইয়াছ । হে দেবি ! যে যে
 কামনায় তপস্তা করা যায়, ইহলোকেই তাহা
 প্রাপ্ত হওয়া যায় । হিতজনক সেই তপস্তা
 ত্রিবিধ ;—সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস ।
 দেবতা এবং উদ্ধরেতা যতিদিগের সাত্ত্বিক
 তপস্তা । কুরকর্ম্ম দানব এবং রাক্ষসদিগের
 তপস্তা তামস । দুঃসহ হিম ও বৌদ্ধাদি দ্বার
 নিজ দেহ সম্পীড়নপূর্বক যে ইষ্টসাধক তপস্তা
 তাহাই তামস । হে শুভে ! ভক্তিসহকা
 জপ, ধ্যান এবং দেবপূজা সাত্ত্বিক তপস্তা
 ইহা হইতে ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ ফল
 সিদ্ধ হইয়া থাকে । ক্রমে মুক্তিলাভও ইহ
 হইতে হয় । (এতদ্বিত্য তপস্তাই রাজস
 সাত্ত্বিক তপস্তাই উত্তম । ধর্ম্মে অবিচলি
 বুদ্ধি, জ্ঞান, পূজা, জপ, হোম, শৌচ, অহিংসা
 ব্রত, উপবাস, মোন, ইন্দ্রিয়সংযম জ্ঞান, বিদ্যা

বাঈ-কৃপ-তড়াগাদি-প্রাসাদামাক কমনা ।
 কঙ্কণান্বয়ণং যতঃ সূতীর্থাশ্রয়ানি চ ॥ ১২
 ধর্মস্থানানি চৈতানি স্থপনানি মনৌষিণাম্ ।
 সংক্রান্তিবিষুবদ্বয়েনে নান্দমুংক্রান্তিগুহ্যতাম্ ॥ ১৩
 ধ্যানং বিশ্লবং জ্যোতির্গুহ্যমীতাবধারণা ।
 বেচকঃ পুরকঃ কৃত্তঃ প্রাণায়ামগ্নিকঃ সূতঃ ॥ ১৪
 নাড়ীসকলবিজ্ঞানং প্রত্যাহার-নিবোধনম্ ।
 তুরীয়া তত্বেনা বুদ্ধিবিমল্যষ্টসংযুতম্ ॥ ১৫
 কাঠাবস্থা সূতাবস্থা তরিতা চেতি কীর্তিতা
 ক্ষণোপলব্ধেঃ তেতাঃ সক্ষিপাপপ্রধাননাঃ ॥ ১৬
 নারীণ্যাসনং দামং বহুং দপকিলেপনম্ ।
 তামূলভক্ষণং পকং বটোজ্যবিভূতম্ ॥ ১৭
 হেমভাগ্যং তথা তামগ্রহাবগ্রহদেনবঃ
 পাণ্ডিত্যং বেদশাস্ত্রানি শিষ্যভূতভূতমম্ ॥ ১৮
 পদ্ম-বীণ-মৃদঙ্গ-সংগীত-চন্দ্র-চামরম্
 ভোগকপাণি চৈতানি প্রতী রক্তোহমৃদুভূতম্ ॥ ১৯
 আদর্শমুনে প্রেক্ষিতলবং তদ পীড়তে ॥

সত্য, অক্লেম, কান, কাম, কাম, বাঈ-কৃপ-
 তড়াগাদি-কলনং ইংসর্গ দেবালয় মিন্দ্রপ,
 চান্দ্রাশ্রয়ি শুক্ল বহু, উত্তম তীর্থসেবা এবং
 আশ্রয়সেবা,—এই কলি ধর্মপ্রাপ্তির উপায়,
 আর মনৌষিধির প্রয়োগ সংক্রান্তি, বিদু-
 বদ্বয়ং মন, উৎক্রান্তি, ধ্যান, বিশ্লব,
 জ্যোতির্কমন, উন্নীতাব, বহুণ, বেচক পুরক
 এবং কৃত্তক এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম, নাড়ীসকল
 জ্ঞান, প্রত্যাহার, এবং নিবোধ ইত্যাদি, তথা
 কাঠাবস্থা, সূতাবস্থা এই সমস্তই ক্ষণোপলব্ধি-
 বস্তুর, আর তৎ হইতে সক্ষিপ্য পাপ মিনষ্ট
 হয় : (১) হেমবীণ্যাসন (২) ধ্যান, (৩) বহু,
 (৪) পূপ বিলেপন, এবং (৫) তামূলভক্ষণ এই
 পাঁচটা প্রতীকব্যবহৃত প্রবর্ত্তার, তাম, পুর,
 অগ্নি, বহু, বেলু, বেদশাস্ত্রবিভক্ষণতা, শাস্ত্রাধরে
 পাণ্ডিত্য, নৃত্য, গীত, অলঙ্কার, পদ্ম, বীণা, মৃদঙ্গ
 পঞ্চম্র, ছত্র, এবং চামর এই সমস্ত ভোগবস্তুর,
 কামনাশালী পুরুষ এই সব বস্তুতে অনুরাগী
 হয় ৷ ১৭—১৯ ॥ যে যুগে ! সেই আদর্শের তার
 বিহীন। এই যোগ করিতে হইলে, তিলের

অবগমেতি চাপোনং কুরুতেহজ্ঞানমোহিতম্ ।
 চান্দ্রপীঠ সংসারে জমতে বাটবহবং ।
 সক্ষিপ্যনিস্ত জুগার্ভঃ স্বাবরেণ চরেন চ ॥ ১০
 এবং যোনিম সক্ষিপ্য প্রতিক্রমা ক্রমেণ তু
 কালান্তরবশাদযাতি মাসুযামতিভূতম্ ॥ ১১
 ব্যাংক্রমেণাপি মাসুযাং প্রাপ্যতে পুনাপৌরুষ্য
 বিচিত্রা গত্যঃ প্রোক্তা কামনা গুহ্যলব্ধা ॥
 মাসুযাং যঃ সমাপাদা সর্গ-মোক্ষপ্রদকম্
 নাচরত্যাসনঃ শেখঃ স সূতঃ শেখঃ চৈব ॥
 দেবাসুরাণাং যুগ্মেসাং মাসুযামতিভূতম্ ।
 তং সম্পাপ্য তথা কৃপাং গচ্ছেরকং যঃ ॥
 স্বাশ্রয়ালিভায় যদি নাস্তি সঙ্গমঃ
 সক্ষিপ্য মূলং মাসুযাং তদগ্রহদমৃদুভূতম্ ॥ ১২
 ধর্মমূলং চি মাসুযাং লক্ষ সক্ষিপ্যমমম্
 যদি লভেত ন বহুং তদগ্রহদমৃদুভূতম্ ॥
 মাসুযাভূতপি বিপ্রাঃ সঃ প্রাপ্য চ মূর্ত্তম্

জ্ঞান পীড়িত হইতে হয় তদপি বহু
 মোহিত বাতি এই যোগেই বিশেষ
 আশ্রয়ই জ্ঞান করে এবং তদগ্রহদমৃদু
 হয় লোকের অনিত্য প্রকৃতি এই মাসুযা
 শব্দে উক্ত সর্গ মোহিত হইতে গৌ
 ময়ম করে এই প্রকারে ক্রম ক্রমে
 যোনি সাক্ষম করিয়া বহু কালান্তর অতি দীর্ঘ
 মাসুযাজন্ম প্রাপ্য হয় পুনঃপৌরুষ্য
 ব্যাংক্রমেণ মাসুযাজন্ম প্রাপ্য হয় কক্ষ
 ক্র-লাভন অনুসারে বিচিত্র গতি কীর্তিই
 হয়। যে ব্যক্তি মাসুযাজন্ম প্রাপ্য হইয়া
 স্বাশ্রয়ালিভায় নীচ কলাপ অনুষ্ঠান না
 মাসুয পদ বহুকালে প্রাপ্য তদগ্রহদমৃদু
 করিতে হয় মাসুযাজন্ম দেহ ও বহু
 মিন্দ্রও ভুলত, তদ লভ করিয়া এমন গৌ
 করিতে হয়, যত্নে নরক গমন করা
 হইবে না। স্বাশ্রয় মোহনভের প্রাপ্য
 না থাকিলেও সক্ষিপ্য মাসুযাজন্মে বহু
 পালন করিয়ে। মাসুযাজন্ম ধর্মের মূল
 অময়ই সর্গ প্রয়োজনের সাধক : মোহ
 বহু না থাকে, মূল বীজ ত করিতে হইবে।

রাত্যাক্ষনঃ শ্রেয়ঃ কোহন্তম্মাদচেতনঃ ॥
 আমেব সর্কেষাং ভুজাতেহম্মিন্নপার্কিতম্ ।
 সর্গচ্চ মোক্ষচ্চ প্রাপ্যতে সমুপার্কিতঃ ॥
 ম্মিন ভারতে বর্ষে প্রাপ্য মানুস্যামকবম্ ।
 দাদাক্ষনঃ শ্রেয়ন্তেনাস্তা খলু বর্কিতঃ ॥১১০॥
 মিরিষ্যং বিপ্র ফলভূমিরসৌ স্মৃতা ।
 ত্রিযতে কৰ্ম্ম স্বর্গে তদমুভুজাতে ॥১১১॥
 স্বশরীরত্বং তাবচ্ছর্য্যং সমাচরেৎ ।
 ত্বেদিতো হতৈর্ন কিকিৎ কর্তুমুংসহেৎ ॥
 বণ শরীরেণ ক্রবৎ যো ন প্রসাধয়েৎ ।
 তস্ত পরিভ্রষ্টম কবং নষ্টমেব চ ॥ ১১৩ ॥
 ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ নিপতন্তি তদগ্রতঃ ।
 রাত্যাপদশেন কিমর্থং নারদুধ্যসে ॥ ১১৪ ॥
 জ্ঞাত্যে মৃত্যুঃ কদা কস্ত ভবিষ্যতি
 য়কে হি মরণে ধৃতিং বিন্ধতি কস্তদা ॥১১৫॥
 জ্ঞানী সর্কমেকা কৌ ধাত্মসি কবম্

ন দদাসি কদা কস্মৈ পাথৈয়ার্থমিদং ধনম্ ॥১১৬॥
 গহীতদানপাথৈঃ সুখং যাস্তি যমালয়ম্ ।
 অকৃত্য ক্লিষ্টতে জন্তুঃ পাথৈয়রহিতে পথি ॥ ১১৭ ॥
 যেমাং কালে যদা বা হি পূর্ণভাণ্ডঃ পুরো ব্রজেৎ
 গচ্ছতাং স্বর্গদেবস্ত তেষাং লাভঃ পদে পদে ॥১১৮॥
 ইতি জ্ঞাত্বা নরঃ পুণ্যং কুর্ঘ্যাৎ পাপং বিবর্জয়েৎ
 পুণ্যেন যাস্তি দেবত্বমপুণ্যান্নরকং ব্রজেৎ ॥ ১১৯ ॥
 যে মনোগপি দেবেশং প্রপন্নাঃ শরণং শিবম্ ।
 তেহপি বোরং ন পশন্তি ন যমং নরকং তথা ॥
 কিন্তু পাপৈর্মহাবোরৈঃ কিকিৎ কালং শিবাজ্ঞয়া
 বসন্তি তত্র মানুস্যান্ততো যাস্তি শিবং পুরম্ ॥১২০॥
 ে পুনঃ সর্কভাবেণ প্রতিপন্না মহেশ্বরম্ ।
 ন তে লিপ্যন্তি পাপেন পদুপত্রমিবাস্তসা ॥ ১২২ ॥
 উক্তং শিবোক্তং যন্নাম তথা হর হরেতি চ ।
 ন তেষাং নরকাস্ত্যতির্ঘমাঙ্কি মুনিমুখম্ ॥ ১২৩ ॥

মনুষ্যজন্মে সুদুর্লভ ব্রাহ্মণ্য লাভ করি-
 বাস্কল্যাপ সাধন না করে, তদপেক্ষ
 আর কে আছে? সকল স্বাপের মধ্যে
 ানে উপার্কিত কৰ্ম্মফলই ভোগ্য হয়;
 নের কৰ্ম্মফলই স্বর্গ ও মোক্ষরূপে প্রাপ্য;
 ত এই দেশে ভাবতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ
 আগ্রমঙ্গল সাধন না করে, সে আশ্র-
 হে বিপ্র! এই ভারতবর্ষই কৰ্ম্মভূমি
 ইহাই ফলভূমি; এখানে যে কস্ম করা
 র্গে তাহার ভোগ হয়। যতদিন শরীর
 কিবে, ততদিন ধর্ম্মাচরণ করিবে
 শরীর হইলে অস্ত্রের প্রেরণা থাকিলেও
 ১ করিতে সমর্থ হইবে না। অনিত্য
 যার নিত্য বস্তু সিদ্ধ করিতে যাহার
 নাই, তাহার নিত্য বস্তু সিদ্ধ হয় না,
 নিত্য ত নষ্ট হইয়াই আছে। অহো-
 ৭, আয়ুই ষণ্ড ষণ্ড রূপে অগ্রে নিপতিত
 ১, তথাপি প্রবুদ্ধ হইতেছে না কেন?
 কখন কাহার হয়, তাহাই যখন জানা
 ১ তখন সেই আকস্মিক মরণ বিষয়ে
 হইতে পারে কে? যখন নিশ্চয়ই

সকল ছাড়িয়া তোমাকে একাকী গমন করিতে
 হইবে, তখন তুমি নিজ পথের ভ্রান্ত কখন
 কাহাকেও কিছু ধনদান কর না কেন? দান-
 রূপ পাথেষ যাহাদের আছে, তাহারা যমালয়ে
 সুখে যাইতে পারে, আর পাথেষ না থাকিলে
 পথে কেশ পাইতে হয়। উপযুক্ত কালে পূর্ণ
 ভাণ্ড যাহাদের অগ্রে গমন করে, অর্থাৎ সমগ্র
 ধনদান যাহারা করিয়াছেন, স্বর্গপথে পদে পদে
 তাহাদের লাভ। পুণ্য দেবত্বপ্রাপ্তি এবং
 পাপে নরক গমন, ইহা জানিয়া লোকে
 পুণ্য করিবে পাপ করিবে না। যে সব ব্যক্তি
 ঈশংমাত্রও শিবের শরণাপন্ন হইয়াছে, তাহারাও
 বোর নরক বা যমদর্শন করে না। কিন্তু মহা-
 বোর পাপী হইলে, শিবাজ্ঞায় মনুষ্যভাবেই
 কিছুকাল ভারতবর্ষে বাস করে; অনন্তর
 শিবপুরে গমন করে। যাহারা সর্কতোভাবে
 শিবের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাহারা জলে
 পদুপত্রের জায় পাপে লিপ্ত হন না। হে মুনি-
 সন্তম! যাহারা “শিব” এই নাম এবং “হর
 হর” এই শব্দ কীর্তন করিয়াছেন, তাহাদের
 নরকভাতি বা শমনভাতি নাই। অতএব

তস্মাদ্ভিবর্জিতৈকমীকরে সততং বৃথঃ ॥ ১২৪

ইতি ত্রিশৈষে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়-
মর্গসদানাদিকথনং নাম চত্বা-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ব্রাহ্মণস্য হি দুঃখাপ্য নিসর্গনিরাকরণো ভবেৎ ।
কত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো ব নিসর্গসেব জায়তে ॥ ১
ব্রাহ্মণস্য মুখোঃপথো ব্রাহ্মণঃ কত্রিয় বিংশঃ ।
বাহুভ্যামুত্তরোঃপথো পথ্যোঃ পদ ইতি কত্রি-
কিন্দ্র্যকতিময়াঃ স্থানকামুখ্যকৃত্য বভূবুঃ ॥ ২

সনৎকুমার উবাচ

দুঃখেন তু কলেশ স্বান নৃপকর্মি মানবঃ
শেষেস্থানং সমাসমা তস্য ভুক্তপতিভূতঃ ॥ ৩
বহু বিপ্রঃসুখসুখা কত্রিয়ৈঃ প্রসুখতঃ
ব্রাহ্মণ্যং স পতিভূতঃ কত্রিয়ঃ নিবেদ্যতঃ ॥ ৪

জানী ব্যক্তি সৈবের্যেতি সততং কতি কতি
কত্রিয়ঃ ১০১—১২৪

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়

বাস বলিলেন, ব্রাহ্মণ হইতে প্রকৃতি
অনুসারে ব্রাহ্মণ কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয় ।
ব্রাহ্মণ মুখ চইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে কত্রি-
য়ের, উত্তর হইতে বৈশ্যের এবং চরণ হইতে
শূদ্রের উৎপত্তি হইতাম্বে, এইরূপ ক্রটি
নাহে । ইহা হইতে উদ্ভূতি বা অধোপতি
পাত করিলে কি হয়, বলুন । সনৎকুমার
বলিলেন, হে সত্যবতীনন্দন । পতিভূত
দুঃখপ্রভবে ইহাশ্রয় হয়, যেজন যেট শাস
নাইনে, তাহা বহুতঃ বহুতঃ । যে ব্যক্তি
ব্রাহ্মণ আনুগত্য কত্রিয়-পথে সত্যান উৎ-
পাদন করে, সে ব্রাহ্মণশ্রয় হইয়া কত্রিয়

অধর্মসেবনানুচেষ্টৈব পরিবর্ততে ॥ ৫

ভাত্যস্তরসহস্রেন তমসা বিশতে যতঃ ।

তস্মাৎ প্রাপ্য পরং স্থানং প্রমাদানু ন তু নশ

শূদ্রাশ্চেনোদরুদ্রেন যো মিয়েত ত্রিভোক্তয়ঃ

আহিতাশ্চিন্তা বিবানু স শূদ্রগতিমুদ্রয়ঃ ॥ ৬

ব্রাহ্মণস্য তু ভূতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণ্যং যোঃসমজ্ঞ

ভোজ্যভোজ্যং নজানাতি স ভবেৎ কত্রিয়

কর্মণ যেন মেধাবী শূদ্রো বৈশ্যোহভিজ্ঞায়

তং তে বক্ষ্যামি নিখিলং যেন বর্ণোক্তমে জ্ঞ

শূদ্রকর্ম যদাদিষ্টং শূদ্রো ভূতঃ সমাজয়ে

যদ্যনং পরিচর্য্যাস্ত ত্রিণ বর্ণো নিভান ॥ ৭

কুন্ততে কর্মমানসে স শূদ্রো বৈশ্যভ্যং যতঃ

যো ভ্যঃ পাপজনয়েই বৈশ্যনঃ শূদ্রবিদ্যা

অধিহোত্রমুপাস্য শেমসঃ ততোভজন

স বক্ষ্যঃ কত্রিয়কুলে জায়তে নাত্র সৎকর্ম

কত্রিয়ঃ যততে যশৈঃ সাংসৃত্যপমকিঃ

অভ্যুতঃ স মিত্রিক্রমেণ ত্রিভবং সন ॥ ৮

প্রাপ্য চ ব্রাহ্মণ্যং চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

বহুতঃ চ ব্রাহ্মণ্যং চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য চতুঃ প্রাপ্য

সুপ্রদো নিত্যং ক্রিতিং ধর্মেন পালয়েৎ ।
লাভিগামৌ চ স্যাৎ ভাষ্যং ধর্মতৎপরঃ ॥ ১৪
তথ্যং ত্রিবর্গস্ত ভূতেভ্যঃ দীর্ঘতামিতি ।
ব্রাহ্মণ্যনোহর্থে চ সংগ্রামাভিহতো হবে ॥
গ্নিমন্ত্রপুত্ৰা জ্ঞানয়ো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।
জ্ঞা ব্রাহ্মণো ভূত্বা যাজকস্তত্র জায়তে ॥ ১৬
তে বিপুলঃ স্বর্গো দেবানামপি বলভঃ ।
বহুং সূহৃদ্রাপং কৃচ্ছ্রেণাসাদ্যতে নরৈঃ ।
২ সর্বপ্রযত্নেন ব্রহ্মদ্রাহ্মণমুত্তমমু ॥ ১৭
বাস উবাচ ।

।মস্তেহ মহাত্মা তুয়োক্তং মুনিসত্তম ।
দিক্ষামাহং শ্রোতুং কুহি মে বদতাং বন ॥ ১৮
সনৎকুমার উবাচ ।
ষ্টোমাদিভিষিক্তিরিষ্টা বিপুলদক্ষিণৈঃ ।
২ কলমবাপ্রোতি সংগ্রামে যদবাধুয়াং ॥ ১৯
।যজ্ঞবিদঃ প্রাজ্ঞ্যজ্ঞকর্মবিদঃ সদা ।
।২ তং তে প্রবক্ষ্যামি যং কলং শত্রুজীবিনামু
।ভোহর্থলাভং চ যশোলাভস্তথৈব চ

দান, ধর্মতঃ পৃথিবীপালন, ধর্মতৎপর
স্বীয় পত্নীতে ঋতুকালে অভিগমন,
উৎসবতা, সর্বভূত উদ্দেশে দান, ত্রিবর্গের
নি এবং গো ব্রাহ্মণ বা আস্রার জন্ত
মে মৃত্যু, এই সব কারণে, অগ্নিমন্ত্রপুত
। ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হয়। বিধিগত ব্রাহ্মণ
যাজিক হয় আর সেই ব্যক্তি দেবপ্রিয়
বহুকাল স্বর্গভোগ করে মানুষ অতি
। ব্রাহ্মণ্য কষ্টে প্রাপ্ত হয়। অতএব,
তাভাবে ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করা উচিত ১—১৭
কহিলেন, হে বাগ্মপ্রবর মুনিস্রেষ্ঠ । আপনি
। সংগ্রামে মহাত্মা সূচনা করিলেন, তাহা
। প্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বলিতে আজ্ঞা
। সনৎকুমার বলিলেন, প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন
। ষ্টোমাদি যজ্ঞে সে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়
। তাহা যুদ্ধে পাওয়া যায়,—যজ্ঞবেত্তারা এই
। বলেন। অতএব আমি শত্রুজীবীদের
। লাভ, অর্থলাভ এবং যশোলাভরূপ ফল

যঃ শূরো বধ্যতে যুদ্ধে বিমর্দন পয়বাহিনীমু ॥ ২১
তস্ত ধর্মার্থকামস্ত যজ্ঞৈশ্চ বাপ্তদক্ষিণঃ ।
পরং হৃতিমুখং হত্বা তদ্বানং বোহধিরোহতি ॥ ২২
বিমূলোকে স জায়েত যং চ যুদ্ধেহ পরাজিতঃ ।
অশ্বমেধানবাপ্রোতি চতুরো ন মৃতঃ স চেৎ ॥ ২৩
যস্ত শত্রুমতুপ্রাপ্য বীর্যবান বাহিনীমুখে ॥ ২৪
নশ্বখো বর্ততে শূরঃ স স্বর্গান নিবর্ততে ।
রাজা বা রাজপুত্রো বা সেনাপতিরথাপি বা ॥ ২৫
হতঃ ক্রাৎত্রয় যঃ শূরস্তস্ত লোকোহক্ষয়ো ধ্রুবমু ।
যাবন্তি তস্ত রোমানি ভিনন্তি শত্রুমাহবে ॥ ২৬
তাবতো লভতে লোকান সর্বকামদুষোহক্ষয়ানু ।
বীরাসনং বীরশয্যা বীরস্থানস্থিতিঃ স্থিরা ॥ ২৭
গবার্থে ব্রাহ্মণার্থে চ স্থানং স্বাম্যর্থমেব চ ।
যে মৃতান্তে সূখং যান্তি যথা সূকৃতিনস্তথা ॥ ২৮
যঃ কশ্চিদব্রাহ্মণং হত্বা পশ্চাত্ প্রণানু পরিত্যজেৎ
গো-বিপ্র-বিভুকামায় সদ্যঃ পাপাং প্রমুচ্যতে ॥

তোমাকে বলিতেছি,—যে বীর, শত্রুসৈন্য মর্দন
করত যুদ্ধে নিহত হয়, তাহার ধর্ম, অর্থ এবং
কামসম্পাদক আশুদক্ষিণ যজ্ঞজন্ত ফলের তুল্য
ফল লাভ হয়। অভিমুখ শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া
যে ব্যক্তি তদীয় যানে আরোহণ করে এবং যে
ব্যক্তি যুদ্ধে কখন পরাজিত হয় না, তাহার
বিমূলোক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিয়া
তাহাতে হত না হয়, তাহার অশ্বমেধ-চতুর্ভুজ-
ফল প্রাপ্তি হয়। যে বীর, শত্রুবলে বলীমান
হইয়া সৈন্যের অগ্রভাগে থাকেন, তাহার স্বর্গ
হইতে প্রত্যাগমন নাই। রাজা, রাজপুত্র অথবা
সেনাপতি, যে বীর হউন না, কত্রিয়-রীতিক্ষেমে
যিনিই যুদ্ধে নিহত হইবেন, তাহার নিশ্চয়ই
অক্ষয়লোক প্রাপ্তি হয়। যুদ্ধে যোদ্ধার বৃত্ত
রোমকূপ শত্রু দ্বারা বিকৃত হয়, সর্বকামপ্রসবী
অক্ষয়লোক প্রাপ্তি তাহার ঘটে। বীরাসন
এবং বীরশয্যা অক্ষয় বীরলোকবাসের হেতু।
যে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ বা প্রভুর জন্ত নিহত হয়,
তাঁহার পুনর্জন্ম ব্যক্তিরূপের জ্ঞান স্বর্গলাভ
করেন। ১৮—২৮। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মহত্যা করিয়া
পরে গো, ব্রাহ্মণ এবং প্রভুর ইষ্টসিদ্ধির জন্ত

অজ্ঞানো যঃ পঠৈঃ সন্তঃ তস্য যঃ পরিবর্ততি ।
 তৎকলাসমবাপ্রোতি নো চেৎ প্রাণানপরিভাজেৎ
 তস্মৈ নো বপতে মুক্তে স বর্গায় নিবর্ততে ।
 ত্রয়োদৈর্ঘ্যভিত্তিচৈব হতস্ত পতিক্রম্য ॥ ৩১
 বিজ-গোবামিনামর্থে ভবেদ্বিপ্র সলাক্ষ্য ।
 শকাঙ্কিহ সমর্থেচ বহুৈঃ ক্রতুশ্চৈতরপি ॥ ৩২
 আত্মবেদপরিভাষঃ কল্পৈঃ নৃষি নৃহকরঃ ।
 মুক্ত পুণ্যভয়ঃ বর্গাঃ সুবজঃ সর্কভোমুখঃ ॥ ৩৩
 সর্কভোমুখঃ বর্ণনায় কলিত্বস্ত বিশেষতঃ ।
 ত্রুটৈচৈব তু বক্যামি মুক্তবর্জং সনাভমম ॥ ৩৪
 বাক্যম্ভ্যং প্রবর্তব্যং বাক্যম্ভ্যং পরিবর্ত্যেব ॥
 আত্মজ্ঞানমাত্রাভ্যমপি বেদান্তম্ভ্যং বিজম্ ।
 জিহ্বাসম্ভ্যং জিহ্বাসম্ভ্যং ভেন ত্রুটৈচৈব ॥ ৩৫
 হস্তাপ্যসৌ ন হস্তব্যঃ পানীকং যৎ যচ্যতে ॥ ৩৬
 ক্রমে হস্তাক্রম্য বাস স নরো বাক্যম্ভ্যং ভবেৎ
 ব্যাখ্যাতঃ সর্কভঃ কলাঃ সী-নাম্ভ্যং তপস্বী কবম্ ॥

প্রাণভ্যাস করে, তাহার সলা: পাপকর হয়
 যে বীর, বহু পুত্রের অজ্ঞান হইয়া বীর ভয়-
 সৈন্য হুকা করে, জীবিত থাকিলে তাহার সম্যক
 কলাভ্যাস হয়, মিথ্য হইলেও অর্থাৎ বহু এবং
 তাহা হইতে প্রত্যাগত হয় না যে বিপ্র ।
 ত্রাঙ্কন, মো এক প্রকৃতির জন্ত যে ব্যক্তি মৎস্যসমী
 জন্ত অথবা বস্ত্রী কর্তৃক নিহত হয়, তাহার
 অজ্ঞান-সম্পত্তি লাভ পাঠে । এ ভগবতে কিছু
 কম থাকিলেই নত নত বাক্য কর্তব্য হয়, কিন্তু
 মুক্ত আত্মার পরিভাষ করা বড় মুকর ।
 সকল বর্ণের বিশেষতঃ কলিত্বের মুক্তবাক্য সর্ক-
 ভোমুখ বর্ণপ্রাপ্তির হেতু । বেরশ লোককে
 প্রহাস করিতে হয় এক বাহ্যিক ভাষা করিতে
 হয়, তৎসম্বন্ধিত সম্যকমু মুক্তবর্ণের কথা পুন-
 রায় বলিতেছি । বেদান্তবেদ্য বিজ্ঞ ও বহি
 মাতভারী হইয়া অজ্ঞান এবং হনমতিলাভী হয়,
 মহা হইলে তাহারক কব করিয়ে, তাহারে ত্রুট-
 াভী হইবে না । হনমোভ্যাত ব্যক্তি বহি পানী-
 ল-প্রাভী হয় ত তাহারক কব করিয়ে না । যে
 সিস । মুক্ত আত্মা ব্যক্তিকরক কব করিলে,
 জ্ঞানভ্যাস পাশ হয় । ব্যাখ্যাত, সর্কভ, বাসক,

ধনুর্ভয়ং ছিন্নভূতং তৎ হস্তা বাক্যম্ভ্যং ভবেৎ ।
 বিমুক্তকেশে বৈ মোহাভ্যাজ্ঞানভ্যাক্রিষ্ণম্ভ্যং
 পর্ব-নাথ-ভূতপ্রাণী তান হস্তা বাক্যম্ভ্যং ভবেৎ ।
 ন মুদ্যতঃ উদ্যমীতি বুদ্ধোভ্যাজ্ঞানভ্যাক্রিষ্ণম্ভ্যং
 এতান হস্তা তু সন্মোহাঃ স মুনে বাক্যম্ভ্যং
 যান্ যজ্ঞসম্বন্ধেপস্যা চ বিপ্রাঃ
 সর্গেবিপ্রো যত্র চৈবঃ প্রমাণি
 জবেন তামেব গতিং প্রমাণি
 মহাত্মবে সাধননং তাজ্ঞাতঃ ॥ ৩৭
 সর্কভঃ বেদন মুমুক্ষুভ্যাজ্ঞান-
 ভোমুখঃ সাংখ্যিক যনে নিবাসম্ভ্যং
 এতান গুণানেকপদে নিবাসতঃ
 সাংখ্যম্ভ্যাক্রিষ্ণম্ভ্যং তাজ্ঞাতঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীশিবো মতাপুত্রো বহুসংহিতায়
 বর্ণনায় শ্রেষ্ঠস্থানস্থিতা শিবপুরাণে এক-
 চত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীশিব-বাক্যিত শিবশিব, শুভভ্যে অর্থাৎ
 ভয়-মত এবং ছিন্নভূত পুত্রমতে বহু কল্পে
 বাক্যভ্যাস পাপকর মুক্তকেশে পলায়নমু-
 য়োহ বশতঃ তড়িত ব উদ্যত প্রাপ্ত, পর্বত
 বা ভূতপ্রাণী করিয়া কমপ্রাণী যে সকল ব্যক্তি
 ত্রাঙ্কনিককে বহু করিলে, বাক্যভ্যাস পাপকর
 "আমি অত্র মুক্ত করিব না" "আমি তেমন"
 এই সকল বাক্য-প্রবর্ত্ত ব্যক্তি, হুত জ্ঞ
 এক শ্রীম হেতুশ্রীকে প্রমাণ বশতঃ বহু করি-
 লেও বাক্যভ্যাস-পাপে লিপ্ত হইতে হয়
 অর্থাৎজিলাবী ত্রাঙ্কনিক বাক্য ও তপস্বী
 যে গতি লাভ করেন, মহাত্মকে বাহ্যিক
 ভাষা করে, তাহারেও সেই গতি লাভ হয় ।
 যে ব্যক্তি, মুক্তবাক্যপত্রয়ণ হইয়া অজ্ঞ-
 ভাষা করে, বড়সম্বন্ধিত সর্কভোমু, যোগ ও
 সাংখ্যভ্যাস এক বাক্যপ্রা এই সব গুণাবলী
 মুগ্ধপং সেকসের কল তাহার হয় ২১-৩২

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

বিচছারিংশোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

তা মে যাতনান্চিত্রাঃ পাপিনাং নিরয়ে তু যাঃ
রতামিহ সংসারে তাস্থং ক্রহি মমাবিলাঃ ॥ ১

সনৎকুমার উবাচ ।

ধ নারকিণাং পুংসাং ধর্ম্যৈশ্চৈব তু কেবলান
ধর্ম্যৈশ্চৈব ভূতেভ্যঃ শরীরমুপপদ্যতে ॥ ২
ধর্ম্যৈশ্চৈব চৈকেন দেবানাকোপপাদকম্ ।
ধর্ম্যৈশ্চৈব প্রজ্ঞাতে দিব্যং শরীরং ভূতসারতঃ ॥ ৩
ধর্ম্যৈশ্চৈব বাপি মিশ্রেণ যচ্ছরীরমিহাস্তনে ।
ভূতপরিণামোহং বিজ্ঞেয়ং হি চতুর্ধিবম্ ॥ ৪
ভিজ্ঞাঃ স্বাবরা জ্ঞেয়াস্তৃণ-গুণাদিক্রপিণঃ ।
কৃমি-কীট-পতঙ্গাদ্যাঃ স্নেদজা নাম দেহিনঃ ॥ ৫
ওজাঃ পক্ষিণো বক্রাশ্চক্রা মংস্তাশ্চ কচ্ছপাঃ
রাযুজাশ্চ বিজ্ঞেয়া মানুষ্যাশ্চ চতুষ্পদাঃ ॥ ৬
ই সিন্ধা জলৈর্ভূমিস্থৈজসা চ প্রতাপিতাঃ ।
ধনা যোজ্যমানাং ধাবীজত্মমুপপদ্যতে ॥ ৭
ভূতানি বীজানি সংসিন্ধাক্তস্তস্মা পুনঃ

বিচছারিংশ অধ্যায় ।

বাস বলিলেন, পাপীদের নরক যন্ত্রণার
বিষয় আমি শ্রবণ করিয়াছি । এক্ষণে সংসারী-
দের সংসরণপ্রকরণ সম্পূর্ণভাবে আমাকে
বলুন । সনৎকুমার বলিলেন, নারকী পুরুষের
দেহ কণমাত্র পকভূত হইতে উৎপন্ন হয় ।
একমাত্র ধর্ম্যকলে, দেবদোষপাদক দিব্য শরীর
ভূতবিশেষবশে কণমাত্র উৎপন্ন হয় । ধর্ম্য,
অধর্ম্য বা মিশ্র কর্ম্মকলে যে শরীর উৎপন্ন হয়,
তাহাই ভূতপরিণাম ; সেই দেহ চতুর্ধিব ।
তৃণ-গুণাদি স্বাবর দেহ—ভিজ্ঞা ; কৃমি, কীট
পতঙ্গাদি দেহী—স্নেদজ ; পক্ষী, নর, চক্রবাক,
মংস্ত এবং কচ্ছপাদি—অণ্ডজ এবং মানুষ ও
চতুষ্পদেরা—জায়জ । তেজঃপ্রতাপিত, জল-
সিক্ত ভূমি বায়ুযোজিত আকাশ সম্বন্ধে বীজ-
রূপ প্রাপ্ত হয় । উপযুক্ত ঋতুতে সেই সকল
বীজ জলসিক্ত হইলে প্রথমে ক্ষীততা প্রাপ্ত

উচ্ছন্নতাং মুহূতক মূলভাবং ব্রজন্তি চ ॥ ৮

তন্মূলানুকুরোংপত্তিরনুরোং পর্বসম্ভবঃ ।

পর্ণাশ্লবং ততঃ কাণ্ডং কাণ্ডাচ্চ প্রসবঃ পুনঃ ॥ ৯

প্রসবাত্তুষং কীরং কীরাত্তুলনসম্ভবঃ ।

তুলকং যদা পকং ম্রিয়ন্ত্যোষধয়স্তদা ॥ ১০

ববাদ্যাস্তৃণপর্ণাস্তাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ ।

ওষধাঃ ফলপাকাতাঃ শেবাঃ ক্ষুদ্রাঃ প্রকৌর্জিতাঃ ॥

এতা লুনা মর্দিতাশ্চ শনৈরুৎপ্রিয়সংস্কৃতাঃ ।

শূর্ণোদ্বলয়ঘ্রাদিত্যঃ পক্যোদ্যাদকবহ্নিভিঃ ॥ ১২

ষড়বিধাহারভেদেন পরিণামং ব্রজন্ত্যত ।

অগ্নোক্তবহ্নিসংযোগাদনেকমাতৃত্যং গতাঃ ॥ ১৩

ভক্ষ্যং ভোজ্যকং পেয়কং মেহং চোষ্যকং পিচ্ছিল

ইতি ভেদাঃ ষড়ম্ভ মধুরাদ্যাশ্চ ষড়্রসাঃ ॥ ১৪

তদম্ভং পিণ্ডকবনৈগ্রাসং ভুক্তকং দেহিভিঃ ।

অম্ভং স্থলাশমে পূর্নং প্রাণং স্থাপয়তে ক্রমাৎ ॥

পীতভক্ষিতমাহারং স বায়ুঃ কুরুতে বিধা ।

হইয়া ক্রমে মুহূত ও মূলভাব ধারণ করিয়
থাকে । অনন্তর সেই মূল হইতে অঙ্কুর
অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে নাল, নাল
হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে মুকুল, মুকুল হইতে
তুষ, তুষ হইতে কীর এবং কীর হইতে তুল
জন্মিয়া থাকে । পরে সেই তুল বধন পরি
পক হয়, সেই সময় সেই ওষধি-শুষ্ক সক
বিশুদ্ধ হইয়া থাকে । অখিল ওষধিরই ক
পরিপক হইলে জীবন বিনষ্ট হয় । ষব প্রভৃতি
সপ্তদশ প্রকার ওষধি শ্রেষ্ঠ এবং অগ্ন্যাক্ত সক
ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত । ঐ ববাদি শস্ত প্রথ
কর্ত্তিত, পরে মর্দিত, তৎপরে ক্রমশ উদ্ব
মূল ও শূর্ণাদি দ্বারা পরিশোধিত করিয়া অর্থা
সাহায্যে জলে সিক্ত হইলে ভক্ষ্য, ভোজ্য, মে
পেয়, চোষ্য ও পিচ্ছিল এই ছয় প্রকার ঋণ
রূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং পরস্প
সংযোগ বশত তাহাদিগের বিবিধ প্রব
আশ্বাদ ও মধুরাদি ছয় প্রকার রস সংঘা
হয় । দেহিগণ ঐ ষড়বিধ ঋণ্য ভোজন করি
উহাই প্রথমে দেহাত্ম্যন্তরে স্থলাশমে প্রাণবায়
স্থাপন করে । সেই বায়ু ভক্ষিত পেয় ও ৭

সম্প্রবিশ্ভাষ্যমধ্যে তু পৃথগ্গণ্য পৃথগ্জলম্ ॥ ১৬
অধেৰ্জ্জ্বল জলং হাপ্য তদধক জলোপরি ।
জলতাপঃ স চাপানঃ স্থিতোহগ্নিঃ ধমতে শনৈঃ ॥
বাহুনা ধম্যমানোহগ্নিরত্যাগং কুরুতে জলম্ ।
তদধমুকতোহগ্নেন সমস্তাং পচ্যাতে পুনঃ ॥ ১৮
স্থিা ভবতি তং পকং পৃথকীতং পৃথগ্গণ্যম্ ।
যলৈর্হাষ্যশক্তিঃ কিটং তিগ্ৰং দেহাধিঃ ত্রিজং ॥ ১৯
কর্ণাঙ্কি-নাসিকা-জিহ্বা-মুখাঃ শিরঃ-স্তন্যং নখাঃ ।
কলাশ্রয়াঃ ককঃ শেখো বিদুঃ ত্রয়ং বাসন মুতাঃ ॥ ২০
জঃ পশুঃ প্রভিষক্তাঃ সর্পিনাডাঃ সমস্ততঃ ।
তাম্ভং মূষকং তং হৃদয়ং গ্রাণঃ হাপ্যর্জতে বসম্ ॥ ২১
জসেন তেন নডাশ্রাঃ গ্রাণঃ পুষ্করতে পুনঃ
পুনঃ প্রগাতি সানুর্ভাষ্যং দেহং সমস্ততঃ ॥ ২২
ততঃ স নাড়ীকথাঃ নাড়ীকথোদগমঃ বসমঃ
পচ্যাতে পচ্যমানাক্ত ভবেৎ পাকধরং পুনঃ ॥ ২৩
তৎ তস্মৈ বেদিতব্যং পুণ্যং কথিতকং প্রজ্ঞাততঃ ।

বস্তু যন্ত প্রবেশপূর্বকং প্রবেশে অগ্নি ও জল
উভয়ক উভয়রূপে পৃথক করত অগ্নির উপর
জল ও জলের উপর অগ্নিকে স্থাপন করিয়া
থাকে । পূরে অগ্নি-বায়ুরূপে সেই জলের
অধঃক্ষেপে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে
অগ্নিতে উদ্ভীর্ণিত করিতে অগ্নির ধরে
অনন্তর এই জল বায়ু কণিক উদ্ভীর্ণিত হইয়া
সেই জলকে অতীত উষ্ণ করিলে তৎক্ষণে অগ্নি
সর্বভোক্তারূপে পরিণাম গ্রাস্ত হয় তৎপরে
এই পরিণাম অগ্নি সিং ও বস্তুরূপে স্থিতি
হইয়া থাকে । অনন্তর এই অগ্নি মল চক্ষু, কণ,
কলাশ্রয়ি বাহ্য বিভ্রাম্য-কর্ণাঙ্কি বাসন প্রকরণ
নাড়ী হইতে সিংহিত হয় ॥ ১—২০ ॥ প্রাণি-
শিক্তের জংগল মধ্যে চক্ষুর্ভিক হইতে সিংহিত
নাড়ী প্রবেশ করে । পূর্বোক্ত গ্রাণবায়ু,
সেই প্রত্যেক নাড়ীমূলে স্থায় রূপে বোজনাপূর্বক
অব্যক্তিগত কীত করিলে উহা সর্ব পরায়ে
পরিভ্রমিত হইয়া থাকে । তৎপরে নাড়ী-
মুখস্থিত এই রূপ পারীক্ষিক উভয়পে পরিণাম
হইয়া দেহস্থানী বস্তু ও রসির এই উভয়রূপে

রক্তামোয়ানি মাংসক কেশাঃ স্নায়ুশ্চ মা-
সায়োঃ শিরঃস্থানীনি নখমজ্জাশ্চিস্ত্রবা-
মজ্জাকারবৈকল্যং শুক্রক প্রসবায়কম্
ইতি বাসনধারিত্ত পরিণামঃ প্রকীর্তিতঃ ।
শুক্লমিত্ত ততঃ শুক্রাভিব্যাদেহস্ত মধুরঃ ।
কতুকালে বদা শুক্রং নির্দেশং যোনিমধা
তদা তদাধুনঃ স্পৃষ্টং স্থীর্ণতে নৈকতাং ত্রা-
বিসপাকালে শুক্রস্ত জীবঃ করণদংমুতঃ ।
সংরক্তঃ প্রকিশেদ্যোনিং কশ্মভিঃ সৈনিম্নে
তৎক্ষণরক্তমেকমেকাহং বসন্ত ভবেৎ
পাকব্রাজেণ কললং বৃদ্ধনং কারতং ব্রজেৎ ।
বৃদ্ধনং সপ্তব্রাজেণ মাংসপেশী ভবেৎ পুনঃ
বিসপাত্যব্রজেৎ পেশী রক্তং মাংসং হৃৎ
বীজস্তবাহুদেহং পশ্চিঃ পশ্চাদ্ভিঃ শুক্রব্রজতঃ
তর্জয় মাংসমহরেন পাকব্রাজতে পুনঃ ॥ ২০
স্থীর্ণ শিরঃ শুক্রং পৃষ্টবঃ শান্তবঃ সতম্

পরিণাম হইয়া পূরে এই রক্ত হইতে লে-
মাংস, মাংস হইতে কেশ ও স্নায়ু, স্নায়ু হ-
শির, অস্থি, নখ ও মজ্জা এবং মজ্জা হ-
উৎপত্তি-নিধান রক্ত হইয়া থাকে ।
পশ্চাৎপন্ন অগ্নির এই রূপ প্রকার পরি-
বর্তিত হইয়া এই রক্ত হইতেই দেহিগণ নি-
জে প্রাণ হইয়া কতুকালে যে সময় নি-
রক্ত যোনি মধ্যে প্রবেশ করে তখন উহা
কতুক পশ্চাদ্ভ্রমিত হইয়া রুম্বীগণের জন্ম
দেখিতেই সন্ততি সিংহিত হইয়া থাকে ।
পুনঃ পুনঃ প্রবেশে বসন্তমৌ হইয়া শুক্রক
সময়ে সমুদয় হৃৎপিণ্ড-পরিবৃত্ত হইয়া যোনিম-
ধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয় সেই শত্রু
শোণিত মিলিত হইয়া এক মিনে অলৌড়ি
ও ক্ষীণ হইয়া পাক দিবসে বৃদ্ধকর ধর
করে । পূরে সপ্ত দিবসের মধ্যে সেই বৃদ্ধ
হইতে মাংসপেশী এবং বিসপাত্য মধ্যে রক্ত ও
এই পেশী সকল কতুক ধরা পড়তঃ লাভ করিয়া
থাকে । কতকদি-নীত হইতে যেমন অগ্নির
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পাকবিশিষ্ট দিবসে
দেহাভ্যন্ত প্রাণীভূত হইয়া থাকে । অনন্তর এক

দং তথা পার্শ্বে । কটিগাত্রং তথৈব চ ॥৩২
ভ্রাতৃত্বেনৈব ক্রমশঃ সম্ভবন্তি হি ।
মৈঃ প্রজায়ন্তে সর্ষাপাঙ্গুরসন্ধয়ঃ ॥ ৩৩
তুর্ভিরঙ্গুলাঃ প্রজায়ন্তে যথাক্রমম্ ।
স চ কৰ্ণে চ মাসৈর্ভবন্তি পক্ভিঃ ॥৩৪
ক্ৰান্তথা গুহং জায়ন্তে চ নখাঃ পুনঃ ।
জ ভবেচ্ছিদ্ৰং ষণ্মাসাভ্যন্তরেণ তু ॥ ৩৫
মুপস্থক্ নাভিচাপ্যপজায়তে ।
যে চ গাত্রেসু মাসৈর্জায়ন্তি সপ্তভিঃ ॥৩৬
গাত্রসম্পূর্ণঃ শিবঃ কেশসমম্বিতঃ ।
বয়সঃ স্পষ্টঃ পুনর্মাসাষ্টকেন তু ॥ ৩৭
কসমাগুরুঃ পরিপকঃ স তিষ্ঠতি ।
পরবীৰ্য্যেণ যদুবিধেন রসেন তু ॥ ৩৮
নাভিবেদনেন বর্দ্ধতে স দিনে দিনে ।
তিং লভেজ্জীবঃ সম্পূর্ণোহস্মিৎকীরকে ॥
ঃখং বিজানাতি নিদ্রা সপ্নং পুরাকৃতম্ ।
ং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ ॥ ৪০
নিসহস্রাণি যস্য দৃষ্টানি জায়তা ।
জাতমাত্রোহহং প্রাপ্তসংস্কার এব চ ॥৪১

হা গ্রীবা, মস্তক, ঋক্ষ, পৃষ্ঠবংশ ও উদর
এ প্রকারে বিভিন্ন হয়, পরে মাসদ্বয়
মে হস্ত, পাদ, পার্শ্বদ্বয়, কটীদেশ ও
বেষ্টিত হইয়া থাকে। তৎপরে তিন
মুদয় শরীরসন্ধি, চারি মাসে অঙ্গুলি-
বৎ ক্রমে পক্ষমাসে মুখ, নাসিকা, কণ
পংক্তি ও গুহা; ছয় মাসে কণ্ঠচ্ছিন্ন;
মৈ পায়ু, মেত্র, উপস্থ, নাভি এবং
গাত্রসন্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অষ্টম
মাসের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মস্তক কেশ
ন অবয়ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে
মানব এইরূপে নাভিনাল-প্রসৃত মাত্র-
বাদ্যবলে ও যদুবিধ রূপে পরিপক ও
স্বায়াযুক্ত হইয়া প্রতিদিন পরিবর্তিত
থাকে। অনন্তর জীব সম্পূর্ণাবস্থা লাভ
করেন্তি প্রাপ্ত হয়। তখন পূর্বোপভূক্ত
নিদ্রা, সপ্ন এবং পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু
মানিভ্রমণাদি সমুদয়ই তাহার চিত্তপটে

ততঃ শ্রেয়ঃ করিষ্যামি যেন গর্ভে ন সম্ভবঃ ।
গর্ভস্থচিন্তয়ত্যেবমহং গর্ভাধিনিঃসৃতঃ ॥ ৪২
অযেষ্যামি শিবজ্ঞানং সংসারবিনিবর্তকম্ ।
এবং স গর্ভদুঃখেন মহতা পিঙ্গীড়িতঃ ॥ ৪৩
জীবঃ কৰ্ম্মবশাদাস্তে মোক্ষোপায়ং বিচিন্তয়ন্ ।
যথা গিরিবরাক্রান্তঃ কশ্চিদুঃখেন তিষ্ঠতি ॥ ৪৪
তথা জরায়ুণা দেহী দুঃখং তিষ্ঠতি বেষ্টিতঃ ।
পতিতঃ সাগরে যদুদুঃখমাস্তে সমাকুলঃ ॥ ৪৫
গর্ভোদকেন সিক্তাঙ্গঃ সর্ষতোহকুলিতং তদা ।
লোহকুন্তে যথা গুল্মঃ পচ্যাতে কশ্চিদগ্নিনা ॥ ৪৬
গর্ভকুন্তে তথা ক্ষিপ্তঃ পচ্যাতে জঠরাগ্নিনা ।
সৃচীতিরগ্নিবর্ণাতির্নির্ভিষ্মন্ত নিরন্তরম্ ॥ ৪৭
বদুঃখং জায়তে তন্ত তত্র সংস্থস্ত জায়তে ।
গর্ভবাসাং পরং দুঃখং কষ্টং নৈবাস্তি কুত্রচিৎ ॥
দেহিনাং দুঃখবহলং সৃষোরমতিসঙ্কটম্ ।

উদিত হয়; তৎকালে সে ঐদৃশ চিন্তা করিতে
থাকে যে, এক্ষণে আমি জন্মগ্রহণ মাত্রে যেমন
সংসার প্রাপ্ত হইব, অমনি বাহাতে আর না
গর্ভদুঃখা ভোগ করিতে হয়, এইরূপ কল্যাণকর
কাৰ্য্য করিব, আমি গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হই-
য়াই সংসারনাশক শিবজ্ঞান অনুসন্ধান করিব।
জীব, গর্ভবাসকালে স্বীয় কৰ্ম্ম বশতঃ নিদারূপ
গর্ভদুঃখায় নিপীড়িত হইয়া, মোক্ষোপায় চিন্তা
করত গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে। চতু-
র্দিকে গিরিবরাক্রান্ত প্রাণীর স্থায় দেহী, জরায়ু-
বেষ্টিত হইয়া দুঃখে কালব্যাপন করিতে থাকে।
২১—৪৫ : কেহ যেমন গভীর সাগরগর্ভে পতিত
হইলে ব্যাকুলহৃদয়ে কালক্ষেপ করে, প্রাণিমাত্র
সেইরূপ সর্ষতোভাবে গর্ভোদকে পরিব্যাপ্ত
হইয়া সমাকুল হইয়া থাকে। লোহকুন্তে নিক্ষিপ্ত
কোন ব্যক্তিকে অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত করিলে, সে যে
প্রকার ক্রোধানুভব করে, গর্ভকুন্তপতিত জীবও
সেইরূপ জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। নির-
ন্তর অগ্নিবর্ণ প্রতপ্ত সৃচিসমূহ দ্বারা সর্ষাক বিদ্ধ
করিলে যে প্রকার মহৎ দুঃখ হয়, গর্ভস্থ
জীবও তাদৃশ দুঃখে নিপীড়িত হয়। প্রাণি-
গণের অস্ত্র-কুত্রাপি গর্ভবাস অপেক্ষা নিদারূপ

ইত্যোতং সূর্যহস্তঃখং পাপিমাং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥
 কেবলং ধর্মগুণীনাং স পুণ্যাসৌভবাং সদা ।
 পর্ভাং সূর্যহস্তং হুঃখং বোনিবদ্রনিপীড়নাং ॥ ৫০ ॥
 ইক্ষুবৎ পীড়্যমানস্ত বস্ত্রেণৈব সমস্ততঃ ।
 শিরসা তাদ্যমানস্ত পাপমূলকরকণ চ ॥ ৫১ ॥
 বস্ত্রেণ পীড়িতা বহম্নিঃসারাঃ স্রাস্তাঃ কপাঃ ।
 তথা শরীরং নিঃসারং বোনিবদ্রনিপীড়নাং ॥ ৫২ ॥
 অস্থিপটুলাস্ত স্তম্ভাববন্ধেন বস্ত্রিতম্ ।
 বস্ত্রমাংসবদা লিপাং বিগ্নুত্রস্তব্যতাজনম্ ॥ ৫৩ ॥
 কেন্দ্রোমতৃণক্ষয়ং রোগাত্তসমাতুরম্ ।
 বদনৈকমহাধারং পবাফাটকভূষিতম্ ॥ ৫৪ ॥
 ওষ্ঠবরকপাটক দন্তজিহবার্গলাষিতম্ ।
 ভোমতফাতুরং মূঢ়ং রাস্তেববশানুগম্ ॥ ৫৫ ॥
 সংবর্তিতাঃ প্রত্যস্তং জরাবৃপরিবেষ্টিতম্ ।
 সঙ্কটোবাধিক্তেন বোনিমার্গেণ নির্গতম্ ॥ ৫৬ ॥
 বিগ্নুত্রস্তসিদ্ধান্তং বৎ কৌশিকসমুত্তমম্ ॥

ক্লেশনিচয় ভোগ করিতে হয় না । প্রতিভঙ্গ
 করেন, সপ্তম মাস হইতে প শী সকল গর্ভমণ্ডো
 এইরূপ সূর্যহস্ত হুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং তৎকালে
 তাহারিগের কেবল ক্ষুধাই মতি হইয়া থাকে ।
 পেশবস্ত্রে ইক্ষু বেষ্টন করিত হয়, সেইরূপ
 বোনিবস্ত্রে প্রপীড়িত হইয়া, মস্তকে হুঃসহ
 মূলকরকণ ব্যক্তির দ্বারা, সকলকেই ভীষণ ক্লেশ
 উপভোগ করিতে হয় । তিলপুঞ্জ বেষ্টন বস্ত্র
 দ্বারা বিমর্ষিত হইলে কপকাল অথবা নিঃসার
 হইয়া পড়ে, তদ্রূপ বোনিবস্ত্র-নিপীড়নেও
 শরীর কপমস্ত্রে সাতল্য হইয়া থাকে । দেহ-
 রূপের দেহ, অস্থি, পটম্বর প্রভৃতি আয়নিচরকণ
 কঙ্কসমূহ দ্বারা নিমর্ষিত, তত্ক্ষণাতঃ সর্ব
 লিঙ্গ, বিকীর্ণরূপে আধার, কেন্দ্রোমতৃণপুঞ্জ
 সমাকর, ব্যাধিসিক্তের জীবাণু, নিখিল
 ক্লেশের আকর, একমাত্র দুঃখরূপ বদাধিক্যশিষ্ট,
 কপীক্ষ্মাদি বাতাস্রাটক ভূষিত, ওষ্ঠবরকপ
 কপালিকৃত, তাহাতে দন্ত ও জিহবারূপ অর্গলা-
 বস্ত্র, সন্তত ভোগ-ভুজার কাতর, মহাতকরূপ
 স্রাস্তেবাধির বশবর্তী, জরা-পরিবেষ্টিত অর-
 —————

অস্থিপটুসমস্তাভয়ান্নিন্ জেহং কলেবঃ
 শতত্রয়ং বষ্টাধিকং পক পেনীশতানি চ
 সাক্ষাতিস্তৃষ্ণতিস্ত্রয়ং সমস্তাদোমকেটি
 শরীরং সুলক্ষ্মাতির্দিশাদৃশা চিত্তঃ
 এতাবতীতির্নাড়ীতিঃ কোটিভস্ত্রং সমা
 অঙ্গেনমপুষ্টিবীতিস্ত্রয়ঃ হুঃ প্রবর্তে বহিঃ
 ব্যাতিঃ শব্দনাঃ প্রোক্তা বিংশতিঃ নবা
 পিত্তস্ত বৃড়বং ক্ষেপ্তং কক্ষপাণ্ডকং
 বর্ষাশাং পলাং বিংশং তদকং কপিল
 পলাকিত পলা ক্ষেপ্তা পলানি ৮০ মেদ
 পলাস্তম্ মহারকং মজ্জা চ ৮০ ১
 ক্ষেপ্তাঃ বৃড়বং ক্ষেপ্তং তদাকং দেহি
 মাংসস্ত চৈকপিণ্ডেন পলাসং সমুচ্চ্যতে ।
 বক্তং পলাস্তম্ ক্ষেপ্তং বিংশং বক্তপ্রমত্ত
 ইতি দেহগুহ্যং হে ত্রিভু স্নানিতম্ বুনঃ
 অবিকৃত্যং বিকৃত্য কক্ষপাণ্ডকনির্মিতম্
 কক্ষ-শোণিতসংযোগেনৈব সঙ্কটং

বিষ্টা দুঃখ ও দুঃখপূর্ণ ক্লেশ-সমুচ্চ
 কেন্দ্রমাত্র অস্থি-পটম্বর করিয়ে ।
 বষ্টাধিক অষ্টশত পেনী শিমান উ
 ক্ষিক সুলক্ষ্মভেদে দৃশ্য ও অদৃশ্য
 কোটি বোমে সমাক্ষিত এবং তৎসংয
 দ্বারা সঙ্কটোত্তমের আধক এই সকল
 হইতে সন্তত দেহের অস্ত্রবুল নির্মিত
 থাকে । উক্তোক্ত দ্বিংশং পদ ও কি
 সংখ্যক নব আছে শরীর মধ্যে বৃড়
 পিত্ত, অটকপ্রমাণ কক্ষ, বিংশতপলা
 বসা, তদক কপিলবস্ত্র, সাক্ষপলাপরি
 পলা, কপিল পলিমিত মেদ, ত্রিশপরি
 মহারক, তদ্রূপ মজ্জা এবং অক্ষুণ্ণ
 মিত কক্ষ আছে । উক্ত দেহীক্সের
 বীর্ষাকরূপ জানিয়ে সন্তপল পরিমিত
 এক মাংসপিণ্ড, শতপল প্রমাণ বক্ত
 অপরিমিত বিষ্টা দুঃখ উক্তে বিদ্যমান ।
 বক্ত মিডা ও পিত্ত হইলেও বীর্ষক
 দেহু তাতার এবংবিধ অবিকৃত ও অস্থি
 দেহ-গুহ্য নির্মিত হইয়া থাকে দেহায় ।

বিধুত্রসম্পূর্ণতেনামমত্তিঃ স্মৃতঃ ।
 ঈয়া পূর্ণঃ তুচিঃ স্তান্ন বহির্ঘটঃ ॥ ৬৬
 নো হি দেহোহয়ং তেনামমত্তিঃ স্মৃতঃ ।
 াতিপবিত্রাণি পকগব্যহবীংষি চ ॥ ৬৭
 ২ কপাদৃষান্তি কিমন্তদত্তিঃ স্মৃতঃ ।
 ান্নপানানি যং প্রাপ্য সুরভীণি চ ॥ ৬৮
 ২ প্রয়াস্ত্যন্ত কিমন্তদত্তিঃ স্মৃতঃ ।
 : কিং ন পশ্যন্তি ঘনিঘাতি দিনে দিনে ॥
 কশ্মলং পুতি তদাধারঃ কথং তুচিঃ ।
 শোধ্যমানোহপি পকগব্যকুশাস্মৃতিঃ ।
 ইবাকারো নির্মলহং ন গচ্ছতি ॥ ৭০
 স যন্ত সত্ততং প্রভবন্তি গিরেরিব ॥ ৭১
 রৌষাদৈঃ স দেহঃ শুধ্যতে কথম্ ।
 চনিধানস্ত শরীরস্ত ন বিদ্যাতে ॥ ৭২
 : প্রদেশোহপি বিধুত্রস্ত দূতেরিব ।
 দেহশ্চোতাংসি মৃতোষ্টৈঃ শোধ্যতে করঃ

সংযোগে উৎপন্ন এবং বিষ্ঠামূত্রে পরি-
 ষ্য সর্পদাই অশুচি । অভ্যস্তরে বিষ্ঠা-
 যেমন কিছুতেই পবিত্র হয় না, তাদৃশ
 দেহও জলাদি দ্বারা পবিত্র হইবার
 অতি পবিত্র পকগব্য ও ঘৃত এবং
 ক মনোহর অন্নপানাদি যে দেহের
 হইলে কখনকাল মাত্রে অশুচি হইয়া
 দপেকা অশুচি বস্তু আর কি হইতে
 হে মানবগণ ! তোমরা কি দেখি-
 প্রতিদিন স্বীয় দেহ হইতে দুর্গন্ধময়
 হইতেছে, সুতরাং তাহার আধা-
 গারে পবিত্র হইতে পারে ? অস্ত্রার
 ঘৃষ্যমাণ হইলেও যেমন নির্মলতা
 র না, তদ্রূপ পকগব্য ও কুশোদক
 :পুনঃ শোধিত করিলেও দেহ নির্মল
 হই ॥ ৪৫—৭০ ॥ পর্কিত হইতে বেক্রপ
 । নির্গত হয়, তাদৃশ যে দেহ হইতে
 ক্ষ-মূত্র-পুত্রাদি বহির্গত হইয়া থাকে,
 একারে পবিত্র হইবে ? বিষ্ঠামূত্র-
 ায় সমুদয় অশুচি বস্তুর আকর দেহের
 ও পবিত্র হয়

তথাপ্যন্তুচিভাওস্ত ন বিরজ্যন্তি কিকরাঃ ।
 কাষঃ সুগন্ধপুষ্পাদৈর্দ্যেহেনাপি সুসংস্কৃতঃ ॥ ৭৪
 ন জহাতি স্বভাবঞ্চ স্বপুচ্ছ ইব নামিতঃ ।
 যথা জাতৌষ কৃকোহর্থঃ শুক্রঃ স্তাং তত্পারতঃ ॥
 সংশোধ্যমানাপি তথা ভবেন্মুর্জির্ন নির্মলা ।
 জিত্রপি সুদুর্গন্ধং পশ্চন্নপি স্বকং মলম্ ।
 ন বিরজ্যেত লোকোহয়ং পীড়য়ন্নপি নাসিকাম্ ॥
 অহো মোহস্ত মাহাত্ম্যং যেনেদং ব্যাপিতং জগৎ
 নীতং পশ্চন্ন স্বকং দোষং কাষস্ত ন বিরজ্যেতে ।
 সন্দেহে চ বিগন্ধেন বিরজ্যেত ন যো নরঃ ॥ ৭৮
 বিরাগকারণং তন্ত কিমেতদুপদিষ্টতে ।
 সর্কমেব জগন্মোহং দেহ এবান্তুচির্ভবেৎ ॥ ৭৯
 তন্মলাবয়বস্পর্শাচ্ছুচিরপ্যন্তুচির্ভবেৎ ।
 গন্ধলেপাপনোদার্থং শৌচং দেহস্ত কীর্তিতম্ ॥ ৮০
 ঘৃষ্যস্তাপগমাচ্ছুদ্ধিঃ শুদ্ধস্পর্শাদিশুদ্ধাতি ।

দ্বারা স্পর্শ করিলে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা হস্ত
 শোধিত করিতে হয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তথাপি
 সেই অশুচি ভাও স্পর্শে হস্তের বিরাগ নাই ।
 কুকুরপুচ্ছ যেমন কিছুতেই নমিত হইবার
 নহে, তদ্রূপ বজ্রযন্ত্রে সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা
 শরীরকে সুসংস্কৃত করিলেও স্বীয় স্বভাব কিছু-
 তেই পরিত্যাগ করে না । স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ
 বস্ত্র যেমন কোন উপায়েই শুক্লবর্ণ হইবার নহে,
 তাদৃশ বারংবার পরিশোধিত হইলেও শরীর
 নির্মল হইবার নহে । হায় কি আশ্চর্য্য ! সত্তত
 ঘোর দুর্গন্ধময় মল সন্দর্শন ও আত্মাণ পূর্কক
 নাসিকার রোশ হইলেও মানবগণ তাহা হইতে
 বিরত নহে । হায়, মোহের কি মাহাত্ম্য ! নিখিল
 জগতই মোহাভিভূত, কারণ সর্কদা দেহের
 অনন্ত দোষ দর্শন করিয়া বিরক্ত হয় না । মানব
 যখন স্বীয় দেহস্থ পুতিগন্ধেও বিরক্ত নহে,
 তখন আর তাহাদিগকে অস্ত্র উপদেশে কি
 আছে ? সমুদয় জগৎই পবিত্র, কেবল দেহই
 অপবিত্র ; কারণ দেহ-মল-স্পর্শে পবিত্র বস্তুও
 অপবিত্র হইয়া থাকে । শারীরিক দুর্গন্ধ ও
 লেপ অপনোদনার্থ দেহের শৌচ-বিধান কথিত

পক্ষাভ্যাসে সর্কেণ মৃত্যুতৈ: পক্ষাভ্যাসমৈ: ৥৮১

আ মৃত্যোরাচরেন্দ্রোচং ভাবহুটো ন তথাতি ।

তীর্থান্নৈবপোড়িষ্ঠা হুটোয়া নৈব তথাতি ৥৮২

বৃতি: কালিতা তীর্থে কিং শুদ্ধিমধিপক্ষতি ।

অমৃত্যবগ্রহুটু বিকৃতোহপি হুতাননম্ ৥৮৩

ন বর্গো মাপর্গা- দেহনির্দহনং পবম্ ৥৮৪

সর্কেণ গাজেন গজেন সমা-

মুং পক্ষিতেনা পাখ ভাবহুটো:

অজ্ঞানঃ স্নানপরে: মৃত্যুযো:

ন তথাভীতোব বহুং বহুং: ৥৮৫

প্রজ্ঞা বহুং হুতৈলসি কু:

প্রজ্ঞাবহুং শিখাং মহামৃত্যু

প্রজ্ঞা বহুং হুপি ভাবহুটো:

ন ধর্মমৃত্যুতি ফলং ন চ হুতং ৥৮৬

পক্ষাভ্যাসমৈ: বর্গা- মৃত্যু

দেহাভ্যাসে পক্ষাভ্যাস- নিত্যম্

বহুং বিস্ময়ং হুতং, তথা হুতৈলসি দেহ পক্ষি
হুতৈল জানিয়ে, কিং বহুং হুতৈলসি দেহ
কলু, সে বহুং হুতৈলসি দেহ পক্ষি
এবং পক্ষাভ্যাসম মৃত্যুতৈ: বহুং দেহ পক্ষি
করে, তথাপি শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি
তীর্থে স্নান ও বিবিধ উপাসন কলিলে
হুতৈলসি দেহ পক্ষি হুতৈলসি দেহ পক্ষি
কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি
মলিন, সে বহুং হুতৈলসি দেহ পক্ষি
করে, তথাপি শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি
না। অমৃত্যবগ্রহুটু বিকৃতোহপি হুতাননম্
অমৃত্যবগ্রহুটু, সে বহুং হুতৈলসি দেহ পক্ষি
এবং সর্কেণ গাজেন গজেন সমা-
মুং পক্ষিতেনা পাখ ভাবহুটো: বহুং
হুতৈলসি দেহ পক্ষি হুতৈলসি দেহ পক্ষি
বহুং হুতৈলসি দেহ পক্ষি হুতৈলসি দেহ পক্ষি
শিখা-জটিল সেই তীর্থে হুতৈলসি দেহ পক্ষি
কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি হুতৈলসি দেহ পক্ষি
দেহাভ্যাস ও বহুং হুতৈলসি দেহ পক্ষি
বহুং হুতৈলসি দেহ পক্ষি হুতৈলসি দেহ পক্ষি

ভাবোজ্জ্বলিতায়ে ন ফলং লভ্যতু

তীর্থবিপাক্যাক্ত উৎসব লানাং ৥৮৭

ভাবোজ্জ্বলিতায়ে ন ফলং লভ্যতু

অজ্ঞানান্নাতো কাস্তা ভাবেন হুতিতত্ত্বা

মনসো ভিত্তাতে বৃতিবৃদ্ধিগ্নেবপি বহুং

অজ্ঞানৈব মৃত্যুং নারী চিত্তমৃত্যুতত্ত্বা

পক্ষাভ্যাসমৈ: বর্গা- মৃত্যু

পরিষেকোহপি বর্গা- মৃত্যু

নাম্যাবিধিমবদ্যাত ভক্ত্যানি মৃত্যুতত্ত্বা

বহুং চিত্তং সমাধিতে চিত্তং কাম্যাদি হুতৈলসি

পক্ষাভ্যাসমৈ: বর্গা- মৃত্যু

ভাবত: পক্ষাভ্যাসমৈ: বর্গা- মৃত্যু

ভাবোজ্জ্বলিতায়ে ন ফলং লভ্যতু

অজ্ঞানান্নাতো কাস্তা ভাবেন হুতিতত্ত্বা

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

কলিলে শুদ্ধ হুতৈলসি দেহ পক্ষি

মলাস্তসাং পুমাং সঠৈরাগামুদা পুনঃ ।
 ারাগ-বিমুক্ত-লেপগন্ধবিলেনম্ ॥ ৯৪
 তচ্ছরীরং হি নিসর্গাদতি স্মৃতম্ ।
 সারনিঃসার-কদলীসারসম্ভিতম্ ॥ ৯৫
 যং দোষদেহং যঃ প্রোক্তঃ স শিখিলো ভবেৎ
 তিক্রামতি সংসারং দৃঢ়গ্রাহী চ তিষ্ঠতি ॥ ৯৬
 তদ্ব্যাকুল্যং জন্মদুঃখং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
 মজ্জানদোষণে নানাকর্মবশেন চ ॥ ৯৭
 কেন তু বক্ষ্যামি যত ক্রুৎ প্রত্যকোটিভিঃ ।
 পরমং দুঃখং নিশ্চয়মেতি পরং সুখম্ ॥ ৯৮
 হপি হি রাজানঃ পরং মোক্ষমিত্যে গতাঃ ।
 যতি যমেত্যেবং বন্ধাঃ শতসহস্রাণঃ ॥ ৯৯
 স্মৃতিধাসীং সা চ তস্ত প্রবণ্যতি ।
 ক্রুতস্ত দুঃখেন ধোনিবহ্নিনীড়নাং ॥ ১০০

হইয়া থাকে । জ্ঞানময় নিম্নল সলিল ও
 গারূপ মৃত্তিকা দ্বারা মানবগণের অবিদ্যা
 দ্বারা গারূপ বিষ্ঠা-মৃত্তের লেপগন্ধ বিনবিত
 যায় ; স্বভাবতঃ শরীর এইরূপ অস্তিত্ব
 র কদলীস্বপ্নপ্রায় বৃহ্মত্বসার । যে বিচ্ছ
 শরীরকে এবং বিধ দোষবস্তুর জ্ঞানি
 রে বীতরাগ হইতে পারেন, তিনিই সংসার
 নিস্তোৰ্ণ হন এবং অচল বস্তুর অবলম্বন-
 দ্বিত্বভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন । পণ্ডিত
 ছেন, মজ্জান-দোষ ও নানাপ্রকার কন্ম
 জীবগণের এই মহাকষ্টকর জন্ম-দুঃখ
 হইয়া থাকে । মনোবিগণ, কোটি কোটি
 ারা যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি কেবল-
 প্রাকার দ্বারাই তাহা বর্ণন করিতেছি ।
 জ্ঞানিও, যমতাই পরম দুঃখের আকর
 নিশ্চয়তাই পরম সুখের আশ্রয় । বহুল
 যমতাপ্রাপ্ত হইয়া এই সংসার হইতে
 লাভ করিয়াছেন এবং শত সহস্র ব্যক্তি
 জন্ত সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে । গর্ভ-
 লে প্রাপ্তিগণের যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়,
 কালে ধোনিবহ্ন-নিপীড়ন-হেতু দুঃখাতিশয়ে
 ক্ষিত হওয়ার ভাৱা হইলেন চাইয়া থাকে ।

বাহেন বায়ুনা চাস্ত মোহসংজ্ঞেন দেহিনঃ ।
 যষ্টমাত্রস্ত বোরেন জরঃ সমুপজায়তে ॥ ১০১
 তেন জরেন মহতা সন্মোহচ্চ প্রজায়তে ।
 সংমুক্তস্ত স্মৃতিভ্রংশঃ শীঘ্রং সঞ্জায়তে পুনঃ ॥ ১০২
 স্মৃতিভ্রংশাং ততস্তস্ত পূর্বকর্মবশেন চ ।
 রতিঃ সঞ্জায়তে তুর্গং জন্তোস্তত্রৈব জন্মনি ॥ ১০৩
 রক্তো মূঢ়শ্চ লোকোহয়ং ন কার্ষো সম্প্রবর্ততে ।
 ন চায়াং বিজ্ঞানতি ন পরং ন চ দৈবতম্ ॥ ১০৪
 ন শ্যোতি পরং শ্রেয়ঃ সতি চক্ষুষি নেত্রিতে ।
 সমে পথি শনৈর্গচ্ছন গলতীৰ পদে পদে ॥ ১০৫
 সত্যং বুদ্ধো ন জানাতি বোধ্যমানো বুধৈরপি ।
 সংসারে তিষ্ঠতে তেন গর্ভলোভবশানুগঃ ॥ ১০৬
 গর্ভস্থ্যতেন ভাবেন শাস্ত্রমুক্তং শিবেন তু ।
 উদ্যতকথনং স্বর্গমোক্ষপ্রসাধনম্ ॥ ১০৭
 যে সত্যমিতিবে ক্ষতেন সর্ষকামার্থসাধনে ।
 ন কর্মহা য়নঃ শ্রেয়স্তুত মহদভূতম্ ॥ ১০৮

উৎপত্তিমতে মোহসংজ্ঞক বোর বায়ু-বায়ু
 প্রভাবে দেহিগণের জর উৎপন্ন হয় এবং সেই
 মহতঃ জর-হেতুক সন্মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 পরে সেই সন্মোহ হইতে তুরায় স্মৃতিভ্রংশ
 হইতে পূর্বকর্ম বশতঃ তৎক্ষণাৎ তাহার সেই
 জন্তে আসক্তি উৎপন্ন হয় । তখন সেই
 বিষয়ানুরক্তমূঢ় মানব কখনই পারত্রিক হিতকর
 কার্যে প্রবৃত্ত হয় না । বহুতঃ তাদৃশ ব্যক্তি,
 কি আত্মা, কি পরমবস্ত, কি দেবতা, কাহাকেই
 পরিচ্ছ্যত হইতে পারে না । অধিক কি চক্ষুঃ
 থাকিতেও দর্শন করে না, কর্ণ থাকিতেও পরম
 হিতকর বাণী শ্রবণ করে না, সমতল পথে ধীরে
 ধীরে গমন করিতে লাগিলেও পদে পদে
 অলিত হয়, বুদ্ধি থাকিতে বুধগণকর্তৃক প্রবোধিত
 হইয়াও কিছুই বুঝিতে পারে না । সে, গর্ভ ও
 লোভের বশবস্তী হইয়া সংসারে বিবিধ ক্লেশ
 উপভোগ করিয়া থাকে । এজন্ত, ভগবান্
 শঙ্কর গর্ভবস্থায় স্মৃত ভাব অবলম্বন করত
 গর্ভস্থ-প্রকাশার্থ স্বর্গ ও মোক্ষ-সাধন শাস্ত্র
 কীতন করিয়াছেন । সর্ষকামার্থসাধন সেই
 শিবজ্ঞান-সংজ্ঞেও যে মানবগণ স্বীয় হিতকর

অবান্তেন্নিগ্ৰহাতি হাথালো হুঃখং মহং পুংসঃ ।
 ইচ্ছামি ন শক্নোতি বহুং বহুং সংক্রিয়াম্ ॥
 নভোবানে মহচ্ছুঃখমজেন ব্যাধিনা তথা ।
 বাল্যবোগৈশ্চ বিবিধৈঃ পীড়্যবাল্যগ্রহৈরপি ॥ ১১০ ॥
 ক চ স্মৃতিপরীতায়ঃ চিতিভিঃ কতি বারটে ॥
 বিমূঢ়ভবনাক / মাহাভাগঃ সমাচরেৎ ॥ ১১১ ॥
 কোমরে কর্ণপীড়ায় মাতাপিত্রোশ্চ সাধনে ।
 ন কুর্কৃত্যাদনঃ শেরভদ্রঃ মহদুত্তম ॥ ১১২ ॥
 অকরাধারনামোশ্চ হুঃখং স্মৃৎকৃত্যভনে ।
 প্রবৃত্তেন্নিগ্ৰহাতি হুঃখং কামরাগপ্রপীড়নং ॥ ১১৩ ॥
 তদপ্রাপ্তক সত্ততঃ কৃতঃ সৌখ্যং হি বোধনে
 ইদং চ মহচ্ছুঃখং মোহদুঃখং ততঃ চ ॥ ১১৪ ॥
 নেত্রস্ত কুপিভস্তব কাপো হুঃখং কেবলম্ ।
 ন ব্রাত্তো বিন্দতে নিদ্রাং কামপ্রিপতিভেদিতঃ ॥
 দিবা চাপি কৃতঃ সৌখ্যমর্থোপার্জনচিহ্নম্ ॥

কাণ্ডের অমুষ্ঠান করে না, অমতে ইহাই
 বিচিত্র ৮৮—১০৮ বাল্যকালে মানবজন্মের
 ইন্দ্রিয় সকল অপরিপুষ্ট বলিয়া বোগ হুঃখাদি
 করে এবং ইচ্ছা করিলেও কোন বিষয় বলিতে
 বা করিতে সমর্থ হয় না বাল্যকাল হইতে
 পুরুষকালে বিবিধ পীড়া ও বাল্যগ্রহাদি বরা-
 লম্বন হুঃখ প্রাপ্ত হয় বালক, কখন দুঃখ-
 তৃষ্ণা প্রসীড়িত, কখন বৈকল্যমান এবং কখন
 মোহবশতঃ বিষ্টাদুঃখাদি-ভঞ্জে নিবৃত্ত হইয়া
 থাকে কোমরবস্ত্র কর্ণপীড়া ও পিতা-
 মাতার সাক্ষনে আশ্রিত অশুস্বপন করিতে
 পারে না এবং অকরাধি অকরাধি শুক-
 তাভনেও যে মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, ইহাও
 অমৃত বোধকরেন শিবিল ইন্দ্রিয়গুণি প্রবৃত্ত
 হয়, একান্ত কামরাগ দ্বারা প্রসীড়িত হইতে
 থাকে এবং সত্তত অতীত বিবাহ লাভ লাভলাভ
 কিছুতেই নুহী হয় না। সেই মোহাক বু-
 কের ইচ্ছাযুক্ত সর্বদাই মহৎ দুঃখ হইয়া
 থাকে। কুপিত ব্যক্তির মেত্ররূপের দ্বারা বি-
 গ্নানুগাম কেন্দ্র হুঃখেরই নিদান। যুবক রাত্রি
 কালেও কামাভনে বদ্ধ হইয়া নিদ্রাভব লাভ
 করিতে পারে না এবং নিদ্রাসহ বা অর্থোপার্জন

সৌখ্যামিতচিত্তস্ত যে পুংসঃ শুক্রবিন্দবঃ ॥ ১১৫ ॥
 তে সুখাঃ ন যচ্ছান্তে শ্বেদজা ইব বিন্দবঃ ।
 কমিভিঃ স্যামানস্ত কঠিনঃ পামনস্ত চ ॥ ১১৬ ॥
 ক ওষ্মাশিতাপেন বহুবেৎ সৌম্য তদ্বিঃ ।
 মাদ্রশং যচ্ছান্তে সৌখ্যং পশু পুণ্যবিনির্গম্য ॥ ১১৭ ॥
 তদ্রশং সৌম্য যচ্ছান্তে নাদিকং তাসু বিদ্যতে
 বিমূঢ়স্ত সমুৎসর্গাৎ সুখং ভবতি মাদ্রশম্ ॥ ১১৮ ॥
 তদ্রশং সৌম্য বিদ্যেৎ যদুটো কলিতমুত্তম ।
 নারীস্ববস্ত্রভূতাসু সর্কসোম্যশ্রমস্ত চ ॥ ১১৯ ॥
 নানুমান্যং যুগং তাসু কথিতং পঞ্চদশম্ ।
 তদ্রশমবমানেন বিদ্যোগেন চ সতম্য ॥ ১২০ ॥
 যৌবনং অবস্থা গ্রন্থং ক সৌখ্যমবপনম্
 বনোপলিতমালিকৈঃ শিবিলীকৃতবিভদ্রম্ ॥ ১২১ ॥
 সর্কক্রিয়াশ্রমকিক জরয়া সর্কদীপিতম্
 সৌখ্যমসৌখ্যং স্যাম্যচ্ছান্তে প্রিয় পুংসঃ ॥ ১২২ ॥
 তদ্রশম জরয়া গ্রন্থমবপনম্ কপি ন প্রিয়ম্

চিত্তস্থ যুগ কোষস্থ / যৌবন প্রতিফল
 চিত্ত পুংসের শ্বেদবিন্দবঃ (১) সতত বহুসি
 পতিত চিত্ত, তদ্র কখন দুঃখভর নহে। কী
 গণ কতক হই বহুবেৎ সৌম্য পতকিত
 স্নানচিত্তপে যে সৌম্য সৌম্যবাসেও সেই সৌ-
 ম্যনিবে। সত্ততলে পুংসি হইলে এ-
 মলমুহু তদ্র কলিলে যুগ সৌম্যভূতম্
 রমণী সংসর্গেও তদ্রশ সৌম্য পতকিত
 উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ হুই নহে। শি-
 মেতঃ মানবজন্ম তদ্র স্ত্র প্রকারেও করি
 থাকে। সর্কসোম্যের আত্ম বোধনবস্ত্রিত
 রমণীপের সংসর্গে ন মাদ্রে সুখ কথিত করে।
 মানবজন্মের সাত্ত্বনও অবমান বহু সতম্য
 বিদ্যোগ বহু এবং যৌবনও জর বহু বিনী
 হইয়া থাকে, সত্ততঃ নিরুপদ্রব সুখ কোষা-
 মানবজন্ম বহন সর্কজর্জরিত কলেবর হয়, তদ্র
 তদ্রশমের সমুদ্র অস্ত্র শিবিল ও বলিষ্ঠ
 কেন্দ্রাণ সত্ততঃ এবং সমুদ্র ক'হো অশ্রি
 হইয়া থাকে। প্রথমে সৌম্যবের যে উৎক-
 বস্থা পদম্পর্কের পতিপদ ও পরম রমণী
 বোধ হয়, তাহাওই আবার জরগ্রস্ত হই

ক্ৰমং সমাশ্রয়ং জরয়। পরিবর্তিতম্ ॥ ১২৪
 শূন্যং ন বিরজ্যেত ৫৫, ২৪৩ শ্রাদ্ধচেতনঃ ।
 ভিত্তঃ পুরুষঃ পত্নী-পুত্রাদিবাক্যৈঃ ॥ ১২৫
 কৃত্যাদ্বিক্রমে তু ত্যোক্তে পরিভ্রমতে ।
 ত্বং কামক মোক্ষকাজিহরন যতঃ ॥ ১২৬
 কঃ সাধিতুং তস্মাদৃষুবা ধর্মং সমাচরেৎ ॥ ১২৭
 তি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়
 সংসারচিকিৎসাবর্ণনং নাম দ্বিচত্বা-
 রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

নিতং যোষিদর্শে যং শ্লিষ্যোক্তং পঞ্চচুড়য়া ।
 কহি সমাসেন যদি তুষ্টিহাসি মে মূনে ॥ ১

যদিই অপ্রীতিকর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি
 নবস্থায় আপনাকে অপূর্ণ শোভা দিত
 যা পুনরায় জরাকরক পরিবর্তিত সন্দর্শন
 ৫৫ বিদগ্ধ-বরংগ্য প্রাপ্ত না হয়, তাহা
 ক্রা আর অধিক অস্ত্রানাক্র কে আছে ?
 ৫৬, ভরাক্রান্ত হইলে কি পুত্র, কি পত্নী, কি
 বাক্যবাদি, সব লই তাহাকে কার্যাক্রম
 ৫৭ অনাদর করিয়া থাকে, অধিক কি, ভূতা-
 র বশীভূত থাকে না। মানব, অতি বৃদ্ধ
 ৫৮ যাহে হু কি ধর্ম, কি অর্থ, কি কাম কি
 ৫৯ কিছুই সাধন করিতে সমর্থ নহে, সেই
 ৬০ যৌবনাবস্থা থাকিতে ধর্মচরণ করা
 ৬১ ১০১—১২৭।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

হে মূনে! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া
 ৬২, তাহা হইলে বারাক্রমা পঞ্চচুড়া, রমণী-
 ৬৩ ক যে সমস্ত নিদার্ত্ত বিষয় বর্ণন করিয়াছে,
 ৬৪ আমার নিকট সংক্ষেপে কীর্তন করুন।

সনৎকুমার উবাচ ।

স্বাণং স্বভাবং বক্ষ্যামি শূন্যং বিশ্র যথাতথম্ ।
 দ্বিগ্নো মূলং হি দোষাণাং লবুচিস্তাঃ সদা মূনে ॥ ২
 অত্রাপ্যদাহরিতামিতিহাসং পুরাতনম্ ।
 নারদস্ত চ সংবাদং পুংস্কন্যা পঞ্চচুড়য়া ॥ ৩
 লোকান পরিচরন ধীমান্ দেবর্ষির্নারদঃ পুরা ।
 দদর্শাপ্সরসং ব্রাহ্মীং পঞ্চচুড়ামনুত্তমাম্ ॥ ৪
 পপ্রচ্ছাপ্সরসং সুভ্র নারদো মুনিসত্তমঃ ।
 সংশয়ো জদি মে কশ্চিৎ তন্মে ক্রহি সুমধ্যমে ॥ ৫
 এবমুক্তা তু সা বিশ্রং প্রত্যাচ বরাপ্সরাঃ ।
 বিষয়ে সতি বক্ষ্যামি সমর্থং যত্নসেহং মাম্ ॥ ৬

নারদ উবাচ ।

ন ত'মবিষয়ে ভদ্রে নিষোক্ষ্যামি কথকন ।
 স্ত্রীণাং স্বভাবমিচ্ছামি ত্বতঃ শ্রোতুং সুমধ্যমে ॥ ৭
 এতচ্ছুভা বচস্তত্ত দেবর্ষেবপ্সরোত্তমা ।
 প্রত্যাচ ন শক্য। স্ত্রী সতী বৈ নিন্দিতুং স্থিরা ॥ ৮
 বিদিতান্তে স্থিয়ো যাস্য যাদৃশ্যন্ত স্বভাবতঃ ।

সনৎকুমার বলিলেন, হে বিশ্র! আমি
 স্ত্রীলোকের স্বভাববিষয় যথাযথ বর্ণন করিতেছি,
 শ্রবণ কর। হে মূনে! রমণীগণই নিখিল
 দেবের আকর এবং সাতিশয় লবুচিস্ত।
 মনোবিগণ, এই বিষয় বারাক্রমা পঞ্চচুড়া ও
 নারদ-সংবাদরূপ পুরাতন ইতিহাস কীর্তন
 করিয়া থাকেন পূর্বে একদা ধীমান্ দেবর্ষি
 নারদ, সমুদ্র লোক পরিভ্রমণ করত পঞ্চচুড়া
 নামে এক পরম রূপ-লাবণ্যবতী অপরূপা
 বারাক্রমাকে সন্দর্শনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,
 অয়ি সুভ্র! আমার হৃদয়মধ্যে কোন এক
 বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, হে সুমধ্যমে!
 তুমি তদ্বিষয় আমার নিকট ব্যক্ত কর। নারদ
 এইরূপ বলিলে সেই অপরূপপ্রধানা পঞ্চচুড়া
 তাঁহাকে কহিল, যদি তাহা বক্তব্য বিষয় হয়
 এবং আমি যদি বলিতে সমর্থ হই, তাহা
 হইলেই বলিব। নারদ বলিলেন, অয়ি ভদ্রে!
 আমি তোমার অযোধ্য বিষয় কীর্তনার্থ কখনই
 অনুরোধ করিব না। হে সুমধ্যমে! আমি
 তোমার নিকট নারীগণের স্বভাব কি প্রকার,

ন মামর্হসি দেবর্ষে নিরোক্ষুঃ প্রঃখৌদ্রশম্ ॥ ৯
 তাম্বাচাখ দেবর্ষিঃ সত্যং বদ স্তমধামে ।
 যুবাধে জেবন্দোঃ সতো দোষো ন নিদ্যতে ॥ ১০
 ইতুস্তা না কৃতমভিবস্তসা চাক্রহাসিনী
 হৌসোবঃহাসিতান সত্যান ভাবিতুং সম্প্রচক্রে ॥
 পকচড়োবাচ :

কুলীনা নান্দবতাস্ত রূপবতাস্ত দেবিতাঃ
 যথাবদ্যু ম স্তিষ্ঠতি স দেবঃ স্বায়ু নব্রহ্ম ॥ ১২
 ন সীতাঃ কিকিনন্তুযৈ পাণ্ডীসমুদ্রবিশ্ব দে
 ত্রিয়ে মূলং হি পাপনাং তথা তমপি বেদে ৩ ॥ ১৩
 সম্যক্তত্ত্বানবদতঃ প্রতিরূপান যশে স্তিতান
 পতী নন্তরমাসাদা নান্দ ভাদ্যঃ প্রভীকৃতম্ ॥ ১৪
 অসদ্ব্যবহারঃ হৌবামন্যকঃ ভবতি প্রোহ
 পাণ্ডীসমে নব্রহ্ম দেব লজ্জাং তাস্য ভজ্যমহে
 বিদ্যক যঃ প্রোহিতো স প্রতিরূপ পাততি

তাহাই তন্মিত্তে চেষ্টা করি অসমর্থপন্ন পক্ষ-
চূড়। হেবদিক্র তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল-
খ্রীষ্টোক্ত হইয়া খ্রীষ্টোক্তের মিত্র করি উচিত
নহে যে হেবদিক্র। হুম্মীকরণ কি পক্ষের প্রমাণ
তাহাঙ্গিহের বক্তব্য বা কিহল তাহ তু আম-
নার বিজিত আছে। অতএব আমাকে একজন
প্রমাণ কর উচিত মত। অনন্তর হেবদিক্র নারদ,
পুনরায় তাত্ত্বিক বলিলেন, যদি হুম্মীকরণে
সত্য বল, মিথ্যা বলিলেই হেবদিক্র, সত্যকথনে
হেবদিক্র। হেবদিক্র নারদ সেট চাক্ষুষ সমা-
পকচূড়কে এইতল করিয়া সাক্ষ্যদানে সাক্ষ্য
করিলে, সে হুম্মীকরণের সত্য চিরস্থায়ী হোম-
সমুদ উন্নয়ন করিতে অসমর্থ করিল ১—১১।
পকচূড়। বলিল, যে নারদ। নারদীকরণের এই
হোম যে, তাহার সংকুলসমুদ, কপবতী ও
সমস্যা হইলেও হুম্মীকরণের সত্য করিয়া থাকে।
এই অমতে হুম্মীকরণের অধিক পাপ হুং বাক্য
আর কিছুই নাই। হুম্মীকরণই অধিক পাপের
নল, ইহা কুম্মিও পরিজাত আছে। পতি সঙ্গ-
অপরিজিত, কলহান, কলহানী ও কলহতী
হইলেও হুম্মীকরণ দ্বিগুণ পাইলে তাহার প্রতীক
করে না। যে প্রতীক। আবাদিকের এই এক

[illegible][illegible]

পুরুষাণাং তস্যাং পরিজনস্ত চ ।
 ঐকৈব তেন গ্রন্থা হি যোষিতঃ ॥ ২৪
 দুঃসেবা দুঃপ্রীতি ভাবতন্তুখা ।
 পুরুষেষু বধা বাসন্তুখা স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৫
 তি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ
 স্ত্রীভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনাঃ ॥ ২৬
 দেবর্ষে বহুস্তং সর্ষযোষিতাম্ ।
 যং স্ত্রীনাং যানিঃ প্রক্ৰিয়তে স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৭
 ক্রয়ং দৃষ্ট্বা স্ত্রীপুংসং মলবর্জিতম্ ।
 ক্রীড়্যতে স্ত্রীনাং দূতেঃ পাদাদিবোদকম্
 ই দাতারং কামানাং মান-সান্ত্বয়োঃ ।
 ন মুখ্যস্তি ভর্তারং পরমং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৮
 ১১২ পরমাশ্রয়লক্ষণার্থসংক্খ্যায়াম্ ।
 মনুষ্যে যথা রতিপরিগ্রহাং ॥ ৩০
 নো মৃত্যুঃ পাতালং বডবামুখম্
 যং সর্পো বহিরিতিত্যেকতঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩১
 ত্তানি মহাস্তি পঞ্চ
 লোকে বিহিতো বিধাতৃ ।

কাম রুচি সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়,
 হয় না। অতঃ পুরুষের অলাভ,
 তি এবং বধবন্ধন এই সব কারণেই
 হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক প্রাক্ত
 কও বস্ত্রের স্তায় চপল, দুঃসেবা এবং
 জ্যেষ্ঠ, কাষ্ঠে অগ্নির আশ মিটে না,
 ত্র আশ মিটে না, প্রাণীতে যমের
 বা এবং পুরুষেও স্ত্রীলোকের আশ
 হে দেবর্ষে। এই সব এবং আরও
 স্ত্রীলোকের আছে। মনোজ্ঞপুরুষ
 স্ত্রীলোকের অঙ্গবিশেষ ক্ষরিত হয়।
 । এবং মলবর্জিত পুরুষকে দেখিলে,
 তে জলের স্তায়, স্ত্রীলোকের অঙ্গ-
 ত হয়। কামপ্রলাভ, আদর এবং
 উৎকৃষ্ট স্বামীও রক্ষিতা বলিয়া
 হইয়া হয় না। নানাবিধ উত্তম
 লকার এবং অর্থসকল স্ত্রীলোকের
 য়ে না, বাদ্যস্তম্ভ রতিকার্য্যে হয়।
 , মৃত্যু, পাতাল, বাড়বামল, সুখধারা,

বতঃ পুমাংসঃ প্রমদাংচ নির্জিতা-
 স্ত্রীদৈব দোষঃ প্রমদাসু নারদ ॥ ৩২
 ব্যাস উবাচ ।
 ইমে বৈ মানবা লোকে স্ত্রীণাং সজ্জাত্যন্তীকৃণঃ ।
 মোহেন পরমাবিষ্টা দৈবাদিষ্টেন বালিশাঃ ॥ ৩৩
 কথ্যাসাং নরাঃ সঙ্গং কুরুন্তি সততং মূনে ।
 দুর্জয়ং দর্পকং যন্তে পুংসিঃ স্ত্রীতিংচ কা কথ্য ॥
 কামেনানির্জিতঃ কন্দিং তিষ্ঠতীহ মহীজলে ।
 এতদুচ্চৈ মূনে সম্যক্তন্যারীণাং চেষ্টিতং পুনঃ ॥ ৩৫
 যদিদং সহধর্ম্ম্যুতি পূর্ব্বমুক্তং মহর্ষিভিঃ ।
 সন্দেহঃ সূমহানেষ বিরুদ্ধ ইতি মে গতিঃ ॥ ২৬
 যদানুতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ষা বেদেষপি হি পঠ্যতে ।
 ধর্ম্মোহয়ং পৌর্নিকী সংজ্ঞা উপচারঃ ক্রিয়াবিধিঃ
 গহ্বরং প্রতিভাতোত্তমম চিত্তযতোহনিশম্ ।
 নিখিলেন মহাবুদ্ধে যথা চেতং প্রবর্তিতম্ ॥ ৩৮
 যথা দৃষ্টং ক্রতুর্দৈব ভগবান্ প্রববৌতু মে ॥ ৩৯

বিস, সর্প এবং অগ্নি একদিকে আর স্ত্রীলোক
 এক দিকে। হে নারদ! বিধাতা যখন পঞ্চভূত
 নিষ্কাশ, জগৎসৃষ্টি ও স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন,
 স্ত্রীলোকের দুঃখতা তখন হইতেই। ১২—৩২।
 ব্যাস বলিলেন, জগতে এই সব মুঢ় মানবেরা
 অদৃষ্টবশে বারংবার স্ত্রীলোকে আসক্ত হয়।
 হে মূনে! মানবেরা ইহাদের সতত সঙ্গ কেন
 করে? আমি বিবেচনা করি, মদন পুরুষের
 পক্ষেও দুর্জয়; স্ত্রীলোকের পক্ষেও কথ্যই
 নাই। হে মূনে! মদন যাহাকে জয় করিতে
 পারেন নাই, এমন পুরুষ ভূমণ্ডলে, যদি কেহ
 থাকেন ত বলুন, স্ত্রী চরিত্রও পুনরায় বলুন।
 মহর্ষিগণ স্ত্রীকে যে সহধর্ম্মচারী বলিয়াছেন,
 তদ্বিশেষে আমার বিশেষ সন্দেহ যে, সে কথা
 যেন বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। সঙ্গ স্ত্রীলোক
 যে অনুত, তাহা বেদেও কথিত, অতএব পূর্ব্বের
 'সহধর্ম্ম্যুতী' সংজ্ঞা উপচার-বিধিমাাত্রই বোধ
 হয়। আমি এ বিষয়ে যতই চিন্তা করি,
 আমার পক্ষে অন্ধকারই বোধ হয়, অতএব
 হে মহাবুদ্ধে! এ সম্বন্ধে পূর্ব্বসংবাদ আপনার
 দেখা শুনা অনুসারে কীর্তন করিতে আজ্ঞা

সনৎকুমার উবাচ ।

অষ্টাবক্রস্ত সংবাদং দিশয়া সহ বং পুরা ।
আসীং তচ্ছ্রু কালেন প্রবক্ষ্যামি বধাতমম্ ॥৪০॥
অষ্টাবক্রো জিজ্ঞা নাম কস্তাং যত্র তুণাহিতাম্ ।
বদান্তস্ত প্রত্যং নাম সাধ্বীং চারিত্রভূষণাম্ ॥৪১॥
কবিব্রাহ্মণুতাং দদ্রি দিশং সংস্রজ্যাসে যদি ।
তুমুজ্যামাহ সাধো স তমাহ পুনর্মুনিম্ ॥ ৪২॥
তবেলানীং মহাকাব্যং বক্রুমহতি মে ভবান্ ।
কিং দৃষ্টব্যং ময়া তত্র বধা বক্র্যতি য়াং ভবান্ ॥

বদান্ত উবাচ ।

ধনস্য সমাভিক্রম্য হিমবন্তং তথৈব চ ।
কুন্ত্রভাষতনং দৃষ্টে সিদ্ধচারকসেবিতম্ ॥ ৪৩॥
অতো নীলাং বনোদেশং দক্ষাসে মেঘসম্বিতম্
বমবীক মনোগ্রাহি তত্র দক্ষাসি বৈ দ্রিষ্টম্ ॥৪৪॥
তুণাহিনীং মহাকাব্যং বৃদ্ধাঃ কীকমমুদ্রিতাম্ ।
দৃষ্টব্যং সা তস্য তত্র সম্প্রজ্ঞা চৈব বঃ ৪৫
তাং দৃষ্টে বিনিবৃত্ত্বাঃ পাবিত্র্যং গগীদ্যাসি
কস্যেব সমকঃ সত্যঃ সাধাতং প্রমাতমিতি ॥ ৪৬

হয় । সনৎকুমার বলিলেন, হে সত্যবতী-
নন্দন ! পূর্বেকালে, নিম্নোক্তর সচিত্র অষ্ট-
বক্রের যে কথোপকথন চইয়াছিল, তাহা আমি
বধাতম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । অষ্ট-
বক্র নামে ব্রাহ্মণ, বদান্তের কন্যা কণবতী
হচরিত্রা সম্প্রী প্রত্যকে বিবাহ করিবান্ সন্ত
প্রার্থনা করেন । কবি বদান্ত বলিলেন, “আমি
কস্তামাস করিতে পারি, তুমি যদি উত্তরবিক্
বেদিয়া আসিতে পার ” তাহাতে অষ্টাবক্র বলি-
লেন, তাহাই করিব, আপনি বসুন, উত্তরবিক্
কি বেদিতে চইবে ? বদান্ত বলিলেন, কুবেরপুরী
ও হিমালয় অভিক্রম করিয়া সিদ্ধচারক-সেবিত
কেনাস সনৎকুমারক বমবীক মনোগ্রাহ মেঘ-
সম্বিত নীল বনভূমিকোষিতে পাইবে । তথায়
তুণাহিনী, বৃদ্ধা, কীকিতা মহাকাব্য এক
বমবীকে বেদিতে পাইবে । তুমি তাহাকে কনি
করিয়া বসুপূর্বক পূজা করিবে । তাহাকে
বেদিয়া নিরিয়া আসিলে, আমার কস্তার পাণি-
গ্রহণ করিবে । যদি কোনাংশে প্রতিজ্ঞা বধা

অষ্টাবক্র উবাচ ।

যত্র তং বক্র্যসে সাধো তত্র বাস্তামাস্য
তথা তু সাধবিধ্যামি তবান্ ভবতু সত্য
অতোহগচ্ছং স ভগবান্ সুতরাং দিশমুদয়
হিমবন্তং গিরিশ্রেষ্ঠং সিদ্ধচারকসেবিতম্
গতা প্রাপ নদীং পূণ্যাং বাহনং পূণ্য
অত্রাসৌ বিধিনা গতা শয়নে স উদাস
গতা প্রাতঃকালে যত্র কুমারীকপমাবস
তত্র গতা সমুপায় কেনাসমভিতে বসে
মম্ব কিনিং ধনেশস্ত বক্রিতং দৃষ্টব্রাহ্মণ
গতা ততোপবিষ্টোদসৌ তত্র বক্র্যসে
বসবণোদয়মাসতি তং দৃষ্টমুদিতম্
অতো বসবণোদভোতা পকতিঃ তত্র
ভবনং প্রবিশ তং মে যথাক্রমে বদন্ত
তত্ত্বং স পুণ্ড্রতা প্রবিশদ্রবনং গতা
পান্যদেবসনেনৈব পত্র ভিক্ষমসক

দাধিতে পত্র তদাচ ৩৩—৩৪
বলিলেন, হে সনৎকুমার । আমি বনোদে-
শে গিয়া আসি, সেখানেই বসি, উত্তরবিক্
প্রতিজ্ঞা পালন করিব, সনৎকুমার
সত্যই চইবে । অনন্তর কণবতী
উত্তম উত্তরবিক্কে সিদ্ধচারক সেবিত গিরি
হিমালয়ে গমন করিলেন । বদান্তের
বাক্য নম্রা প্রাপ্ত হইয়া বক্র্যসে বসি
শয়ন করিলেন । অনন্তর প্রাতঃকালে
গমন করিয়া আসিতে কুমারীকপমাবস
লেন, তথায় গমন করিয়া উদাস কন্যাকি
বাইলেন । অনন্তর, কুবের-কিরীট
বদ্যাকিনী নদী প্রাপ্তির পর তথায় গমন
তিনি উপবিষ্ট হইলে, সেই কুবেরদেব
গণ বলিল, হে কনিসন্তম ! এই বক্র্যসে
মার সচিত্র সাধক করিবান্ তত্ত্ব আসি
অনন্তর কুবের আসিয়া কনিকে পূজা করি
বলিলেন, আপনি সমাভিত হইয়া বস
আমার গৃহে প্রবেশ করুন এই ক
তাহাকে অগ্রে করিয়া নীল ভবনে
করিলেন । তথায় কুবের পূজা, বধা

দেবগন্ধৰ্বা ধননো বাক্যমবধাং ॥ ৫৫
 তথা মূনে সৰ্বা নৃত্যোরন পুংচলারিহ ।
 ধাং পরমং কাৰ্য্যং ভবতো বাচমিত্যসৌ ॥
 বরা ঘৃতাচী চ মিত্রকেশী অখোৰ্ষী ।
 মলম্বা চিত্রা বিখাচী চ মনোহরা ॥ ৫৭
 শুমুখী চৈব হাদিনী চ রতিপ্রিয়া ।
 গাথাংচ নৃত্যোয়ুৰ্বাদানি বিবিধানি চ ॥ ৫৮
 ১২৮ গন্ধৰ্বা ঋষস পুরতোহনিশমু ।
 সংবৎসরে তত্র গতে সাংখ্য ঋষেভ্যাং ॥
 আহ ততো নৃত্যং মূনে তে হ প্রপশ্যতঃ
 সংবৎসরো জাতঃ সাম্প্রত্যং করবাণি কিমু
 দ্ধাপ্যাতামান্ত পরবন্তো বয়ম্বুতি ।
 ষ্টম্ব তং প্রাপ্ত পুঞ্জিতোহস্মি বনেধর ॥ ৬১
 যাশ্চ সিদ্ধার্থং যাস্তামি বুদ্ধিমান ভব ।
 ক্ষম্য ভবিতঃ প্রবদ্যবুভুৰামুখঃ ॥ ৬২

দেব দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন ।
 মন পরিগ্রহ করিলে, দেবতা গন্ধৰ্বগণ
 হইলেন, তখন কুবের বলিলেন, হে
 আপনার আদেশ হয় ত গন্ধৰ্বগণ
 র কেননা, আপনার পরম আতিথ্য
 । আমার কর্তব্য । ঋষি বলিলেন,
 তখন ঘৃতাচী, মিত্রকেশী, উৰ্ষী,
 মলম্বা, চিত্রা, বিখাচী, শুমুখী,
 রতিপ্রিয়া এবং মনোহরা ইত্যাদি
 প্রধান অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল
 । বিবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিল
 রূপ, কিকিদধিক একদিবাসংবৎসর এই
 তীত হইল, নৃত্যগীতাদি ভঙ্গ হইল
 যমে কুবের বলিলেন, মুনিবর! এই
 নি ব্যাপারে, মহাশয়ের কিকিদধিক
 বা সংবৎসর অতীত হইয়াছে, একপে
 যি আজ্ঞা করুন, আমরা আপনারই
 অনন্তর ঋষি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,
 পর! আমি তোমার পূজায় আপ্য-
 ইয়াছি । কাৰ্য্যসিদ্ধির জন্ত একপে যাই-
 তোমার উন্নতি হউক । অনন্তর তথা
 নিষ্কান্ত হইয়া, সমুদ্র উত্তরমুখে গমন

কৈলাসং মন্দরং হৈমমতীতা হরপর্ষিতমু ।
 শিরসা ত্বং নমস্কৃত্য উত্তারোক্তরামুখঃ ॥ ৬৩
 সমেন ভূমিতাগেন বা বোঢ়্যাগ্গশেষতঃ ।
 ততো বরং বনোদেশং নন্দনোপমমুত্তমমু ॥ ৬৪
 তদ্রামপদং রম্যমষ্টাবক্রো দদর্শ সঃ ।
 শৈলাং বিবিধাংস্তত্র হৈমরত্নময়ান্শুভান্ ॥ ৬৫
 মণিরত্নময়ীং ভূমিং পুষ্করিণাঃ শুভোজ্জলাঃ ।
 অগ্গাঃপি সুরমাণি মহর্ষেভাবিতাস্থনঃ ॥ ৬৬
 ভূশঃ তস্ত মনো রেমে দদর্শ সুবহুশ্চপি ।
 স তত্র কাকনং দিব্যং বনদন্ত গৃহাবরমু ॥ ৬৭
 দদর্শাত্তসঙ্গাশং সর্ষব্রহ্মময়ং গৃহমু ।
 মহাস্তস্তত্র বিবিধঃ কাকনাঃ পর্ষতোত্তমাঃ ॥ ৬৮
 তদ্বিক্রি চ বিমানানি রম্যাণ্যপ্সরসাং গণৈঃ ।
 মন্দারপুস্পসঙ্গীর্ণা তত্র মন্দাকিনী নদী ॥ ৬৯
 পশুপ্রভাবা মণয়ো বজ্রৈর্ভূমিঃ সুভূষিতা ।
 নানানিবিধা ভবনৈর্মণিরত্নবিভূষিতৈঃ ॥ ৭০
 মুক্তাজালপরিচ্ছিন্নৈর্বিচিত্রমণিতোরণৈঃ ।
 ঋষিঃ সমততোহপশ্যৎ সংবৃতং পর্ষতং শুভমু ॥

করিলেন ৬৮—৬২ । কৈলাসপর্ষত, মন্দরপর্ষত
 এবং ত্রিমাচল অতিক্রমপূর্বক কৈলাস-পর্ষতকে
 প্রণাম করিয়া, উত্তর মুখে সমতল ভূতানে গমন
 করিতে লাগিলেন । অনন্তর অষ্টাবক্র নন্দন-
 কানন হুলা উত্তম অবগ্য-স্থল এবং রমণীয়
 আশ্রমপদ দর্শন করিলেন । স্বর্ণব্রহ্মময় বিবিধ
 স্তম্ব শৈল মণিরত্নময়ী ভূমি, শুভোজ্জল
 পুষ্করিণী এবং অগ্গা রমণীয় বস্তু ভাবিতাশ্রা
 মহর্ষির দৃষ্টিগোচর হইল । তাহাতে তাঁহার
 মন অতিশয় প্রীত হইল । আরও বহু বস্তু
 দর্শন করিলেন । ঋষিবর তথায় কুবের-গৃহ
 হইতেও উৎকৃষ্ট সর্ষব্রহ্মময় অদ্ভুত গৃহ
 দেখিতে পাইলেন । তথায় সুবর্ণময় বিবিধ
 পর্ষত, পর্ষত শিখরে অপ্সরোগণ-সংযুক্ত
 রমণীয় বিমানবৃন্দ, মন্দার-পুস্পাঙ্গীর্ণ মন্দাকিনী
 নদী, মুক্তাজালবিভূষিত বিচিত্র তোরণ সম্পন্ন
 নানাবিধ মণিরত্নময় গৃহাবলী সেই ভূখণ্ডে
 শোভমান ; ঋষি এই সব দেখিতে পাইলেন ।
 আর দেখিলেন, চতুর্দিকে মনোহর পর্ষতশ্রেণী,

[illegible][illegible][illegible]

কন ন কামকারোহন্তি তাং ভজন্তীং ভজস মাম্ দমিতং ধর্মশাস্ত্রে পদদারাভিমর্শনম্ ।
 ৭। ৮ গাং বিপ্র সমাগচ্ছ ময়া সহ ॥ ৮৮ ভদ্রে নির্দেয়কামং মাং বিদ্ধি সত্যেন ভে শচে
 দৃষ্টো ভব বিপ্রর্থে কামার্থাহং ভূশং যুগ্মি । বিষয়েননভিক্ষোহহং পুত্রার্থং কিম সন্ততিঃ ।
 গচ্ছি তব ধর্মাস্ত্রংস্তপসঃ পূজ্যতে কলম্ ॥ ৮৯ এবং লোকান্ গমিষ্যামি পুত্রৈরিত্তি ন সংশয়ঃ
 যতো দর্শনাদেব ভজমানং ভজস মাম্ । ভদ্রে ধর্মং বিজানীম জ্ঞাত্বা চোপরমস্ব হ ॥ ৯০
 ভূতং তব সর্কত্রে বচচাশ্রদপি পশ্যসি ॥ ৯০ ভূত্বাচ ।
 চেদং বনং যচ্চ মম চৈব ন সংশয়ঃ । নানিলোহগ্নিন বরুণো ন চাপি ত্রিদশা বিজ ॥ ৯১
 ান কামান্ বিধাশ্চামি সর্ককামকলপ্রদা ॥ ৯১ প্রিয়ঃ স্ত্রীণাং যথা কামো রতিশীলা হি যোষিতঃ
 ায়ে বনোদ্দেশে রম ত্বং সহিতো ময়া । সহস্রায়ৈকতাং নারীং প্রাপ্নোতীহ কদাচন ॥ ৯২
 ৥ ৯২ ভবিষ্যামি গুপ্তসে চ ময়া সহ ॥ ৯২ তথা শতসহস্রেষু যদি কাচিং পতিব্রতা ।
 ন কামানুপাশ্রানো যে দিবা য়ে চ মানুষাঃ । নৈতা জনশ্চ পিতরং ন কুলং ন চ মাতরম্ ॥
 পরং হি নারীণাং কার্যং কিংকন বিদ্যাতে । ন ভ্রাতৃন ন চ ভর্তারং ন পুত্রান্ ন চ দেবরম্ ।
 পুরুষসংসর্গঃ পরমেতদ্ধি নঃ কলম্ । লোটয়ন্তি কুলং নার্যাঃ কুলানীব সরিধরাঃ ।
 ক্ষুদ্মনে বর্তন্তে নার্যে । মন্থনোদিতাঃ । দোষানমন্দং মন্দাসু প্রজাপতিরভাষত ॥ ১০১
 মহান্তি গচ্ছন্ত্যঃ সূতপ্তৈরপি পাংস্ততিঃ ॥ ৯৩ সনৎকুমার উবাচ ।
 অষ্টাবক্র উবাচ ।
 রানহং ভদ্রে ন গচ্ছন্ত্যঃ কথংকন ॥ ৯৪
 ক অধীর । ভ্রমন্ । আপনার ইচ্ছা-
 দোষ নাই ; আসক্তলিপ্সু আমাকে
 করুন । হে বিপ্র । আমাকে আলিঙ্গন
 আমার সহিত সঙ্গত হউন ॥ ৯৩—৮৮ ।
 র্ধে ! প্রসন্ন হউন , আমি আপনাতে
 অনুরক্ত । হে ধর্মাস্ত্রন ! ইহা আপ-
 পস্তা-ফল । আমি দর্শনমাত্রে আপনাকে
 করিতেছি—আমি ভজনা করিতেছি
 অনুরক্ত হউন । বাহা দেখিতেছেন এবং
 বাহা আছে, সর্কত্রেই আপনার প্রভুত্ব ।
 বন, সবই আমার । আমি সর্কবিধ
 সম্পাদন করিব । এই রসময় বন-
 আমার সহিত তুমি বিহার কর । আমি
 বশবর্তিনী হইব, দিবা, মানুষ, সমুদয়
 ভোগ করত আমার সহিত বিহার
 পুরুষ-সংসর্গের দ্বায় পরম কার্য নারী-
 যার নাই । মদনাবিষ্ট নারীগণ স্বচ্ছন্দে
 করিতে পাইলে, উত্তপ্তবালুকাতেও
 র কষ্ট হয় না । অষ্টাবক্র বলিলেন,
 আমি কোন মতেই পরদার গমন করিব

না । পরদার-গমন ধর্মশাস্ত্রে দূষিত । ভদ্রে !
 আমি সত্য বলিতেছি, আমি গৃহস্থ হইতে
 অভিলষা । বিষধাভিজ্ঞতা আমার নাই ।
 পুত্রের জন্তই বিবাহ করিব । পুত্র-উৎপাদন-
 ফলে স্বর্গলোকে যাইব । ভদ্রে ! এই ধর্ম
 অবগত হইয়া বিরত হও । নারী বলিলেন,
 হে দ্বিজ । কাম যেমন স্ত্রীলোকের প্রিয়, বায়ু
 বরুণ, অগ্নি বা অশ্ব কোন দেবতা স্ত্রীলোকের
 তেমন প্রিয় নহে ; যেহেতু রমণীরা রতিশীলা ।
 শত সহস্র রমণীর মধ্যে এক জন যদি পতি-
 ব্রতা থাকে । স্ত্রীলোকে, পিতা, কুল, মাতা,
 ভ্রাতা ভর্তা, পুত্র বা দেবর কাহাকেও গণ্য
 করে না ; নদী যেমন কুল নিপাতন করে, ইহা-
 রাও তেমনি কুল নিপাতন করিয়া থাকে ।
 প্রজাপতি রমণীর বহুদোষ কীর্জন করিয়াছেন ।
 ৮৯—১০১ । সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর
 (প্রাতঃকাল হইলে) মুনি একাগ্র-ক্লময়ে
 তাঁহাকে বলিলেন, উপবেশন কর, ইচ্ছামত
 বল, আমাকে কি করিতে হইবে ? (কেবল

ক অধীর । ভ্রমন্ । আপনার ইচ্ছা-
 দোষ নাই ; আসক্তলিপ্সু আমাকে
 করুন । হে বিপ্র । আমাকে আলিঙ্গন
 আমার সহিত সঙ্গত হউন ॥ ৯৩—৮৮ ।
 র্ধে ! প্রসন্ন হউন , আমি আপনাতে
 অনুরক্ত । হে ধর্মাস্ত্রন ! ইহা আপ-
 পস্তা-ফল । আমি দর্শনমাত্রে আপনাকে
 করিতেছি—আমি ভজনা করিতেছি
 অনুরক্ত হউন । বাহা দেখিতেছেন এবং
 বাহা আছে, সর্কত্রেই আপনার প্রভুত্ব ।
 বন, সবই আমার । আমি সর্কবিধ
 সম্পাদন করিব । এই রসময় বন-
 আমার সহিত তুমি বিহার কর । আমি
 বশবর্তিনী হইব, দিবা, মানুষ, সমুদয়
 ভোগ করত আমার সহিত বিহার
 পুরুষ-সংসর্গের দ্বায় পরম কার্য নারী-
 যার নাই । মদনাবিষ্ট নারীগণ স্বচ্ছন্দে
 করিতে পাইলে, উত্তপ্তবালুকাতেও
 র কষ্ট হয় না । অষ্টাবক্র বলিলেন,
 আমি কোন মতেই পরদার গমন করিব

বস ভাবমহাপ্রাজ্ঞ কৃতকৃত্যো গমিষ্যসি ।
 ত্র্যম্বিকামখোবাচ স ত্বেতি মহামুনে ॥ ১০৪
 কসেয়ং বাবহুংসাহো তবত্যা নাত্র সংশয়ঃ ।
 অথ সর্বিগ্ৰাহ্যেভ্যো হিহং ত্যং অবগমিষ্যতাম্ ॥
 চিত্তাং পরমিকাং লেভে সত্বগু ইব চাতবৎ ।
 বহুবদ্যং হি মোহপত্নং তত্তা বিপ্রবক্তবদা ॥ ১০৫
 নারদং তত্র তত্রোক্ত দৃষ্টী রূপপরাজিতা ।
 দেহভেদং গৃহতাত্ত্ব নাশাদ্ভূতং বিকল্পিতা ॥ ১০৬
 শাপত কারণং বক্তুং স মুক্তং সহসা ময়া ।
 অথ চিত্তবত্তত্ত্ব তমর্থং জ্ঞাতুমিচ্ছতঃ ॥ ১০৮
 অগমং তদহংশেক মনসা ব্যাকুলেন তু
 অথ সা শ্রী উদোবাচ উদয়ন পত্ন বৈ কবেঃ ॥ ১০৯
 রূপং সত্যাত্মসংযুক্তং কিমুপাশ্রয়ত্যাং তব ।
 স উবাচ তত্তা ত্যং শ্রীং নানোক্তকমিহানর ॥ ১১০
 উপাসিষ্যে ততঃ সত্যং বাপুসতো নিরুত্তেজস্বিনঃ ।
 অথ সা শ্রী উদয়ন বৈ বিপ্রমেকং ভবত্বিত্তি ॥ ১১১
 ত্রিবিভেদমুপাশ্রয়ঃ সত্যপটীমুপানয়ং

পুরুষের গমন করিব না) তখন সেই ব্রহ্মী
 বলিলেন, ভগবান্ । হে মহাপ্রাজ্ঞ! কিছু
 দিন এখানে বাস করুন, বেশ-কাল সুসংগে
 সমস্তই দেখিবেন এবং কৃতকাৰ্য্য হইয়া গমন
 করিবেন । মহাবি বলিলেন 'তথাহু', আম'র
 বক্তবিন উৎসাহ থাকে, তত্ববিন তেমা'র কা'চে
 থাকিব অনন্তর কবি সেই কৃত'র গুণভ'ব
 কর্ম করিয়া চিত্তা করিতে লাগিলেন এবং
 মুগ্ধিত হইলেন । অষ্টাবক্র ব্রহ্মীর বে অস'ই
 ন'রম করুন, সেই অস'ই তাঁহার রূপ পরা'জিত
 গুণী প্রীত হয় না । তিনি ভাবিলেন, এই
 গুণের দেবতা ব্রহ্মী, কোন নাশে এই প্রকার
 বিকল হইয়াছে মিন্দ'র । কঠোর শাপকারণ
 জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নহে, এইরূপ
 ভাবিতে ভাবিতে সেইদিন কাটিয়া গেল । তখন
 সেই ব্রহ্মী কবিকে বলিলেন, ভগবান্ । সত্যাত্ম-
 সংযুক্ত পুরুষতল কর্ম করুন । এক্ষণে কি
 অস'িয়া দিতে হইবে ? কবি বলিলেন, জ্ঞানীয়
 জল আমরম কর ; মৌলী এক অিজেরিয় হইয়া
 সত্য উপাসনা করিব । শ্রী 'বে আ'জ্ঞা বলিয়া

অনুজ্ঞাতা চ মুনিরা সা শ্রী তেন মহামুনে ॥
 অখাত্ত তৈলেনাদানি সর্বাণোবাচ প্রকৃষ্ট ॥
 নৈনৈ-চাখ্যাজিতং তত্র সানশাল মুপানয়ং ॥
 জ্ঞানসনং তত্র চিত্তমুদিতং বিশমবম্ ।
 ত্বেপাবিষ্টং প্রযত্যা তমিন্ তদাসনে পত্যা ।
 শাপয়ামাস শনৈকৈশ্চমসিং সুবহলবৎ ।
 দিব্যক বিবিধং চক্রে সোপহাং মুনেশ্বরা ॥
 শাকেন সুশুশোকেন তত্তা হস্তমুখেন চ
 ব্যাভীত্যাং ব্রহ্মণীং কংহাং ন ত্রাকো স যজ্ঞা
 তত উবাচ স মুনিশ্রুত পদমসিহিতঃ ।
 পূর্নিত্যাং দিশি সোমক সো'পপদুদিতঃ
 তত নুভিহিসং কিং তু মে'তল'হিমং ত্র
 অখোপাত্ত সত'স্রংলং কিং করে'দৌত্যা
 সা চামত্বসপ্রধায়সেব্রমুপানয়ং
 তত্ব হাত্তসারস্ত ন প্রকৃতং চক'রম ।
 নাপমজ্ঞ'পারঃশেষং ততঃ সজ্ঞাপমং পদ
 অথ শ্রী ভগবত্বে স' সুপাত্ত'মিতানয়ঃ
 তত্র ইব পরনে দিহো তত্ব 'ত'ত' ক'জি

দ্বিবিভেদমুপাশ্রয়ঃ সত্যপটীমুপানয়ং
 পাইয়া সর্বা'র' তত্ব ম'ন করি' দি
 ত'র'র স'নশ'ল' লই' দি' প'দিতঃ
 মনে উপবেশন করাইলেন । তত'র' ই
 স'ন করাইলেন, কত উভয় উভয় ব'শ'র
 করিয়া কবিকে অ'র' করাইলেন এই
 ব'ত্রি অ'ত'ত হইল, অ'ব' ত'নিত প'দিল
 পূর্ন'জিকে সু'শো'ক' ম'ন'এ' এম' হইল
 স'জিহ'ন হইলেন অনন্তর অ'বি অ'বি
 স'না করিয়া ব্রহ্ম'কে বলিলেন, এক'র' র'
 কি ? ব্রহ্মী অ'ন'ত'র'স-স'ল' হ'ত' অ'র' অ'বি
 ক'জিক দিলেন ক'সি অ'র' অ'র' বলি' অ'বি
 প্র'প' করিতে প'দিলেন ন' সে দি'ন'র' অ'বি
 হইল, স'জা' অ'স'িল অনন্তর সেই
 ভগব'ন' অ'ষ্ট'ব'ক্র'কে শ'পন করিতে বলি'
 ত'থ'র' হুই ব্রহ্ম'ীর শ'বা' প্র'কৃত 'হল' ।

• "সত্যং" হলে "সোমং" গুণ
 তাহা সমস্ত নহে ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

পরদারেষু মনো মে সম্প্রসজ্জতে ।
স্মৃতিং তদ্রং তে স্বপ চৈব রম্যং চ ॥১২১

সনৎকুমার উবাচ ।

ভেন বিপ্রং তথাবৃত্তা নিবর্তিতা ॥১২২
স্বীতৃত্যচৈনং ন ধর্মচ্ছলমস্মি তে ।

অষ্টাবক্র উবাচ ।

সতততা স্ত্রীণামসতত্বা হি যোষিঃ ।
তিমতং হেতুং স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥১২৩

স্বাচ ।

মৈথুনং বিপ্রং মম ভক্তিক পশ্যসি ।
নিপতমানাস্যঃ শরণং মে ভবানস ॥ ১২৪
দোষজাতং ত্বং পরদারেষু পশ্যসি ।
স্পর্শং গাঢ়া প্রাণিং গৃহীত্ব মে বিজ্ঞ ।
ভবিতা তেহা সত্যো নৈব ত্রয়োমহম্ ॥

সই রমণীর এবং অপরাধী অষ্টাবক্র
অষ্টাবক্র মূনি রমণীকে আশ্বাসব্যায়
দখিয়া এবং রমণীর অভিপ্রায় বুঝিতে
বলিলেন, হে ভদ্রে ! আমার মন পর-
দার-গমন, তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে
ও, নিদ্রা যাও শিরা ; সুখে থাকিবে ।
১২১ । সনৎকুমার বলিলেন, এইরূপ
করিয়া অষ্টাবক্র রমণীকে বধন নিব-
র্তিতে প্ররুষ্ট হইলেন, তখন সেই রমণী
আমি স্বাধীনা, ধর্মচ্ছল আমি করি-
। অষ্টাবক্র বলিলেন, স্ত্রীলোকের
নাই । প্রজাপতির এই উক্তি যে
‘স্বাতন্ত্র্যমর্হতি’ । রমণী বলিলেন, কামনা-
অভাবে কষ্ট হইতেছে, আপনাতে
অনুরাগও ত দেখিতেছেন ; আমি
সুখ হইতেছি, আমার রক্ষা করুন ।
পরদার-গমনে যদি দোষ বিবেচনা
হ, হে বিজ্ঞ ! আমি আশ্রয়
আমার পাণিগ্রহণ করুন । আমি
তেছি, ইহাতে আপনার দোষ হইবে
যে যে স্বাধীনা, ইহা আপনি অবগত
তথাপি এ কার্যে যদি কোন অধর্ম

স্বতন্ত্র্যং মাং বিজানৌহি যোহধর্মঃ সোহস্ত বৈ মরি
অধর্মং প্রাপ্যসে বিপ্রং বন্যাং ত্বং নাভিনন্দসি ॥

অষ্টাবক্র উবাচ ।

হরতি দোষজাতানি নরং বাতু যথেষ্টকম্ ।
ন রংস্তে পরদারেষু ভদ্রে স্বং শয়নং ব্রজ ॥১২৬
স্বাচ ।

শিরসা প্রথমে বিপ্রং প্রসাদং কর্তুমর্হসি ।
তথ্যাবেশিতচিত্তা চ স্বতন্ত্র্যম্ভি ভজস্ব মাম্ ॥১২৭
অষ্টাবক্র উবাচ ।

স্বতন্ত্র্যম্ভি কথং ভদ্রে ক্রহি কারণমত্র বৈ ।
নাভি লোকেহি কাচিৎ স্ত্রী যা বৈ স্বাতন্ত্র্যমর্হতি
স্বাচ ।

কৌমারং ব্রহ্মচর্য্যং মে কঠৈবাস্মি ন সংশয়ঃ ।
কুমারবিমতিং বিপ্রং ব্রহ্মাং নো বিজহৌহি মে ॥
অষ্টাবক্র উবাচ ।

বধা মম তথা তুল্যং বধা তব তথা মম ।
জিজ্ঞাসেয়ম্বেতদ্রং বিদ্বং সত্যং কিং ভবেৎ ॥
আচর্য্যং পরমং হৌদং কিস্ত প্রয়ো হি মে ভবেৎ

থাকে ত, তাহা আমারই হইবে । হে বিপ্র !
আমাকে অভিনন্দন না করিলে অধর্মগ্রস্ত হই-
বেন । অষ্টাবক্র বলিলেন, যথেষ্ট পুরুষ সর্ব-
দোষের আশ্রয় হয় । আমি পরদার-ব্রত হইব
না ; হে ভদ্রে ! স্বীয় শয্যা গমন কর । রমণী
বলিলেন, হে বিপ্র ! আমি প্রণাম করিতেছি,
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । আপনাতে আমার
চিত্ত আবেশিত হইয়াছে, আমি স্বাধীনা,
আমাকে ভজনা করুন । অষ্টাবক্র বলিলেন,
হে ভদ্রে । তুমি স্বাধীনা কিরূপে হইলে ? এ
বিষয়ে কারণ বল । এমন কোন স্ত্রীলোক ত
থাকিতে পারে না, যে স্বাধীনা হইতে পারে ।
রমণী বলিলেন, আমি কৌমারব্রহ্মচারিণী ।
সুতরাং আমার কস্তাবস্থাই আছে । হে বিপ্র !
আমার প্রতি কৌমারব্রহ্মা পরিত্যাগ করিবেন
না । অষ্টাবক্র বলিলেন, তোমার এবং
আমার উভয়েরই কৌমার-ব্রহ্মচর্য্য ; উভয়েরই
তুল্য ব্যবহার হওয়া উচিত । এরূপ সমাধি-
বিকৃত কাণ্ড করা আমার আভিপ্রায় নহে,

দ্বিষ্যতুপবিত্রা হি কন্তোঃ মামুপহিতা ॥ ১৩৩
কিন্তুতাঃ পরমঃ রূপঃ জীর্ণমাসীং কথকম
কন্তাপমিহাটোব কিমিহাত্রোক্তং ভবেৎ ॥ ১৩৪
কথা বক্তাঃ পরাঃ শক্ত্যা ন ব্যাখ্যেত কদাচন।
ন গোচরোহং ব্যাখ্যাতুং রৌদ্র্যব সাধারস্যসি ॥ ১৩৫
বাস উবাচ ।

ন বিভেতি কথা সা শ্রী শাপস্ত পরমহৃতে : ।
কথা নিরুজ্জ্বলতপস্বাত্তদ্বীতু মগামুনে ॥ ১৩৬
সনৎকুমার উবাচ ।

অষ্টাবক্রোঃ বৃহৎ ত্যং রূপং বিষ্ণুর্বে কথম্ ।
অনৃতক ন বক্তব্যঃ ত্বিহি ব্রাহ্মণকাম্যত্বা ॥ ১৩৭
শ্রাব্যচ ।

দ্বাবাপৃথিব্যোদ্বাটোঃ কাম্যত্বা ব্রাহ্মণসত্ত্বা
শৃণুহবিত্তঃ সর্গঃ বদিত্যং সত্যবিক্রমঃ ॥ ১৩৮
উক্তবাং মাং তিনং বিদ্ধি দৃষ্টং দীচাপলক তে

তোমারও ব্রাহ্মচর্য্য কর' করা অবশ্য করবা ।
তার পর ভাবিলেন, নিঃস্ব ইহা কবি বসন্তের
পত্নীক, কিম্ব সত্য কি বিষয় হইবে ?
পরীক্ষা করি হইতে পারিব না ?—কেন
পারিব না ; উপযুক্ত ভাবে নিজ কৃতি এক
করিব, সমর্থবিশুদ্ধ করবা কথ'চ করিব না ।
পরীক্ষা করি হইলে, নিঃস্ব আমার মতল
হইবে বাত হউক, বড়ই আশা । দ্বিষ্য-
বসন্তরূপ কন্তা মৎসকপে উপস্থিত হইল,
কিম্ব সেই পরম রূপ আমার দৃষ্টাক্ষেপে পরিণত
হইল কেন ? এ বিষয়ে উক্তবাং কি ?
বেদব্যাস বলিলেন, মহামুনে ! সেই কন্যী মৎস-
কপে অষ্টাবক্রের শাপভীত হইল না কেন এবং
তপসনে অষ্টাবক্র নিঃস্ব হইলেন না কিরূপে ?
তাঁহা বলিতে আসক তব ১২২—১৩৬
সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর অষ্টাবক্র কন্যীকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ-কাম্যাসুরের বল,
কেন তুমি রূপ বিপদায় করিলে ? দ্বিষ্য
কথা বলিও না । কন্যী বলিলেন, হে সত্য-
প্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণসত্ত্ব ! কন্যেবোধ করিয়া তন :
এই যে কাম্য, ইহা বর্ষ মর্ত্য্য পরিচ্যাপ্ত ।
জানিবে, আমি উক্ত-বিশেষতা ; তোমাকে

অভ্যুখানেন বৈ লোকা জিতাঃ সত্যপরাক্রম।
জিজ্ঞাসেক প্রবৃত্তা মে দ্বিরীকর্ষুং ত্বানম্ ।
হবিরাণামপি ত্রীণাং বাধতে মৈথুনো জরঃ ॥ ১৩৭
তুষ্টিঃ পিতামহশ্চোদয়া তথা দেবাঃ সবাসবাঃ
স তং যেন চ কার্ষোণ সম্পাপ্তো ভগবত্ত্বিতি ॥ ১৩৮
প্রোষিতেন বিপ্রোণ কথার্থমুদিসমুদয়
অবোধেশং কর্তুং বৈ তচ্চ সর্গং কৃতং মম ।
কেমং গমিষ্যসি গৃহং ভ্রমণং ন ভবিষ্যতি ।
কন্তাং প্রাপ্যসি ত্যং বিপ্র পুত্রিনী স ভবিষ্যতি
কাম্যাতা পুত্রবাং ত্বং মে ততে ব্যাহৃতমুদয়ম্ ।
অনতিক্রমণীশৈব কংসৈলোকে কৈবর্তিঃ সন ॥ ১৩৯
গচ্ছন মুকুতং কৃত্যঃ কিম্বাহুকে কৃমিচ্ছসি
ব্যবদবীমি বিপ্রোঃ অষ্টাবক্র বসন্তরূপ ॥ ১৪০
কমিপ্রসঙ্গিত চর্ম্মি তদ হেতোঃ সিন্ধু
তচ্চ সম্মাননং মে তি বাক্যং প্রত্যবদ্য ॥ ১৪১

দীচাপলা প্রদর্শন করাইলাম । তাহা হউক, হে
সত্যপরাক্রম । অসম্মানন ক্রমতঃ কৃমিচ্ছ
লোক জয় করিলে হে মনস্বী । তুমি বসন্তের
বে মৈথুন-করে পীড়িত হই, তাহ তুমি
দ্বির করিয়া দ্বিষ্য তুষ্টি এই মত করিয়াছি
তুমি এবং ইন্দ্রসি নেদগণ তোমার প্রতিজ্ঞা
তুষ্টি হইয়াছেন হে ভগবন অদ্বিনয়ম্ । বিপ্র
বসন্ত কন্তা'কাম করিবেন বলিয়া এইরূপ উপ-
দেশের অস্ত্র এখানে আপনাকে পাইয়াছেন
আপনার এখানে অ'পমানে'র যে প্রয়োজন, তৎ-
সমস্ত সম্পাদন আমি করিয়াছি তলতল
গৃহে হইবেন, শয়ন হইবেন, হে বিপ্র। সেই
কন্তাকেই প্রাপ্ত হইবেন তিনিও পুত্রবতী
হইবেন । 'ব্রাহ্মণ কাম্য'সুরের বল' বলিয়া
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাই এই উক্তা দ্বিষ্য
ব্রাহ্মণকাম্য সমগ্র লোকেই অনতিক্রমণী
বাও, নীর কাম্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছি
হে বিপ্রোঃ অষ্টাবক্র । মৎসক কথ' বলি-
লাম, আর কি জানিতে ইচ্ছা কর ? হে
ব্রাহ্মপুত্র ! কবি বসন্ত, তোমার দৃষ্ট
আমাকে প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাই তাঁহার সম-
সার্য্য তোমার সহিত অবোধকথন করিয়া

সনৎকুমার উবাচ ।

॥ তু বচনং তস্যঃ স বিপ্রঃ প্রাজ্ঞলিঙ্গনা ।
জ্ঞাতস্তয়া চাপি স্বগৃহং পুনরাবিশং ॥ ১৪৭
গম্য বিপ্রাত্মা স্বজনং প্রতিপূজ্য চ ।
গচ্ছত তং বিপ্রং ত্রায়তঃ প্রীতিপূর্বকম্ ।
ন চ তেন বিশেষ দৃষ্টমেতন্নিদর্শনম্ ।
বিপ্রং ততো বিপ্র সূপ্রীতেনাস্তরান্বনা ॥ ১৪৮
গহমমুজ্জাতঃ প্রস্থিতো গন্ধমাদনম্ ।
চোস্তরতো দেশে দৃষ্টং তদৈ বনং মহং ॥
চাহমমুজ্জাতো ভবাংচাপি প্রকীর্তিতঃ ।
তস্মিন্মি তদ্বাক্যং গৃহকাত্যগতঃ প্রভো ॥ ১৪৯
৥ চ ততো বিপ্রঃ প্রতিগৃহীত মে সূতাম্ ।
প্রতিধিসংযোগে পাত্রং হি পরমং ভবান্ ॥ ১৫০
বক্রলুপ্তেভ্যাক্তা প্রতিগৃহ্য চ তাং সূতাম্ ।
পরমধর্মাত্মা প্রীতিমাংচাতবং তদা ॥ ১৫১
২ তাং প্রতিগৃহ্যাহ ভাষ্যং পরমশোভনাম্ ।

কুমার বলিলেন,—বিপ্র অষ্টাবক্র রমণীর
ভনিয়া কৃতাজলিপুটে তাঁহার নিকট বিদায়
লেন। অনন্তর তাহার অনুজ্ঞা পাইয়া
হ প্রত্যগত হইলেন। গৃহে আগমন-
ক স্বজনগণের প্রতিপূজন ও ক্রিয়াম করিয়া
পূর্বক জ্ঞানানুসারে সেই ত্রায়ণের নিকট
হইলেন। তখন বিপ্রবদ্যাত্ম তাঁহাকে
॥ করিলেন, সকল নিদর্শন দেখি-
? তখন সূপ্রীত-অন্তঃকরণে অষ্টা-
গাহকে বলিলেন, আপনার অনুজ্ঞায়
আমি গন্ধমাদনে গমন করি, তাহার
সেই মহাবন দর্শন করি। তথায় সেই
অনুজ্ঞা পাইয়াছি, তিনি আপনার
বলিলেন, আপনার উদ্দেশ্যও আমাকে
লিয়াছেন। হে প্রভো! এক্ষণে গৃহে
ছি। তখন বদ্যাত্ম বলিলেন, সূতিধি
যোগে তুমি আমার কণ্ঠকে বিবাহ কর;
তুমি পাত্র। ধার্মিকপ্রবর অষ্টাবক্র
বলিয়া সেই কল্যাণী কণ্ঠকে
করত প্রীতিযুক্ত হইলেন। অষ্টাবক্র
ই পরমসুন্দরী কণ্ঠকে ভাষ্যার্থ গ্রহণ

ঐদৃশ্য সদা নাথো ভবত্যেকা পতিব্রতা ॥ ১৪৬
ব্রতাঃ সন্ধীর্ঘনাং সদাঃ সর্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ।
নরাঃ কে দ্বীদৃশা নিত্যং যেষাং সন্ধীর্ঘনাং কলিঃ
বদ্যাহোহপি হি নির্ধাতি সর্বকার্যপ্রবর্তকঃ ॥ ১৪৭

ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতা-
য়াং স্ত্রীস্বভাবকথনে ত্রিচত্বা-
রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

পুনরনুত্তরং বক্ষ্যামি অরুণকত্যা যথা বচঃ ।
অসতীহে যথা স্ত্রীণাং তচ্ছগুণ মহামুনে ॥ ১
পুরাদিত্যশ্চ শক্রশ্চ বমকেতুরচিহ্নয়ন ।
সদা স্ত্রীণাং পতির্দেবো রবিরগ্নিবিজয়নাম্ ॥ ২
তথাতিথিগৃহস্থানাং নৃপাদীনাং দ্বিজোত্তমাঃ ।

করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, নারীগণ
সর্বদা কামুকী হয়, তন্মধ্যে দুই একটি মাত্র
পতিব্রতা হইয়া থাকে। যে রমণীর নাম
করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপের ক্ষয় হয়,
ঐদৃশ রমণী দুর্লভ এবং এতাদৃশ পুরুষ বা কে,
যাহাদিগের নাম করিলে সকল কুৎসিত কার্যের
প্রবর্তক শরীরস্থ কলি (পাপ) নির্গত
হয়। এতাদৃশ পুরুষও জগতে অত্যন্ত
সুদুর্লভ। ১৩৭—১৫৬ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

সনৎকুমার বলিলেন, পুনর্বার অল্প কথা
বলিতেছি; অরুণকতী স্ত্রীগণের অসতীত্ব বিষয়ে
বাহ্য বলিয়াছেন, হে মুনিবর! তাহা শ্রবণ
কর। পূর্বকালে সূর্য, ইন্দ্র এবং অগ্নি
এই তিন জন দেবতা চিত্তা করিয়া বলিলেন,
সর্বদা স্ত্রীগণের পতি দেবতা; সূর্য এবং
অগ্নি বায়ুগণের দেবতা, সেইরূপ গৃহস্থগণের

এতে স্থাবরি সত্ত্বঃ। ত্র্যম্বিকুমহেশ্বরঃ ॥ ৩
 ভবতি হুখিমো নিত্যং দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ।
 ইহাপিধর্মকামাণাং পরত্র চ শুভা গতিঃ ॥ ৪
 অতঃ সমীক্ষিতোহশ্মাতিঃ সত্যমন্তীহ যোষিতাম্ ।
 অসত্যং সাহসং মায়াং মূর্খত্বমভিলোভতা ॥ ৫
 অশৌচং নির্দয়ত্বক স্ত্রীণাং দোষাঃ সস্তাবনাঃ ।
 শ্রদ্ধস্তে যোষিতঃ কান্দিং সত্ত্বধর্ম্যে সমাশ্রিতাঃ ॥ ৬
 বিজাতব্যং শকুন্তলং গৃহিণো গৃহকর্মণি ।
 রাজানোঃখ বিনশ্যাপি প্রজাপালনতঃ পরাঃ ॥ ৭
 অকৃত্যতী বশিষ্ঠে প্রজাপত্যম্ পতিবতঃ ।
 অস্তাঃ সামান্য তদুপং ন চকার পতিবতঃ ॥ ৮
 বাহা চৈবানি তং দৃষ্টা পুরা বিশ্বসমংগমং ।

অতিথি দেবতা এবং কত্রি প্রভৃতির বিজ্ঞান-
 গণ দেবতা। নীলোকের পতি, ত্র্যম্বকের
 হুখ ও অশ্মি, গৃহদেব অতিথি এবং কত্রি
 প্রভৃতির ত্র্যম্বক বসি সত্ত্ব ধর্ম, ততঃ চতুর্থে
 ত্র্যম্বক, বিষ্ণু, মহাদেব এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেব-
 গণ পীঠ হন। নীলোকের বাহী চতুর্থেই ইন্-
 কলে সকল অভিলষিত বস্তু লাভ হয় এবং
 পরকালে শুভগতি প্রাপ্ত হয়। এ নিমিত্ত
 আমরা রমণীমণ্ডলের কাণ্ডা দেখিয়াছি, তাহা-
 লিরের সত্য আছে কিনা সম্বন্ধে মিথ্যা,
 সাহস, মতি, মূর্খতা, অত্যন্ত লোভ, অপকৃত্যতা,
 লজ্জাকৃত্যতা, এ সাতটি নীলোকলিরের বাতর্কিক
 ভেদ, কহ নীলোকের মধ্যে কতকগুলি নী-
 লোক সত্যব্রতপরায়ণ, ইহা বলাই কহ যায়
 এইরূপ বহু বিজ্ঞানের মধ্যে কতকগুলি বলাই
 বলাই-পরায়ণ হয়, কতকগুলি গৃহস্থ গৃহস্থসম
 প্রতিপালন করিয়া থাকে এবং কতকগুলি
 কত্রি-সত্ত্ব ও বৈত্র সত্ত্ব প্রজাপতি প্রতি-
 পালক হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ-পরা অকৃত্যতী
 বিখ্যাত সতী, পূর্বকালে অধিক সত্ত্বি-পরা-
 মণ্ডলের প্রতি আসক্ত দেখিয়া, সতী বহিঃপরা
 বাহা অপর বহু জন বহিঃপরা সত্ত্ব রূপ
 করিয়াও বশিষ্ঠ-পরা অকৃত্যতীর সত্ত্ব রূপ
 করিতে অসমর্থ হইলেন। বহিঃপরা বাহাও
 অকৃত্যতীর সত্ত্ব রূপ পূর্বকালে বিজ্ঞান-

ধর্ম। ত্র্যম্বক কল্যাণি বা ত্র্যম্বক পতিবতঃ।
 ন তে রূপমহং কর্তুং শক্তা চাত্তা করিষ্যতি।
 তস্যাং ত্বাং বাঃ স্ত্রিয়ঃ কান্দিং প্রকিয়ামি হুখা
 করং স্পৃষ্টোতকালে তু ভক্ত্বিষ্যামি মনোরো।
 হুখং তাসাং ধনং পূজ্যন্তু বৈদ্যাং ভবিষ্যতি।
 এবং যা সান্তিমন্তব্য। শুভৈশ্চুক্রা পতিবতঃ।
 প্রোচাতে স্ত্রীতিরস্তুতি বীণী বৈদ্যতে শুভ
 গচ্ছামোহতো নয়া প্রদীপ বতঃ স্ত্রীণাং পতি
 ইত্যুক্তা তে যথুর্দেবাস্তুঃ সর্গোন্দরভঃ ॥ ১০
 ততে দম্ভকরাগাতীং সদাশো বতঃ শুভম্
 অকৃত্যতীর পতিপ্রাণাং পদা প্রদীপ বতঃ
 দৃষ্টা তং বগতন্তু শুভম্ তন্তু ব বতঃ
 ততঃ সা তান দৃষ্টা দাঃ দেবানকৃত্যতী।

বিত্ত হইয়া শুভ করত বসি ছিলেন।
 কল্যাণি। অর্পনিই ধন, দেবদেব অর্পনি কে
 কেবল পতিবতঃ সমুচ্চি। অর্পনি ধন
 নার তুল্য পতিবতঃ করিতে পদ্রি ন যা
 রমণীগণ করিয়ে সত্য। দে দেবদেব
 লোক উত্তমভ্যাসে বিদ্যমান, অর্পণ ও
 সন্নিধান। অর্পণ করিয়া করত অর্পণ
 করত করে, তাহা করিতে শুভভে বলাই
 পূজ্যন্তু এবং অর্পণের বতঃ বতঃ ১-১১
 এইরূপ দে বতঃ, অর্পণ বতঃ করত পতি
 বলিত। উক্ত বতঃ, দে বতঃই শুভভে বলাই
 মন্ত বতঃ দেবদেব শুভভে বতঃই শুভভে
 বতঃ এই দেবদেব রমণীগণের পতি
 বতঃ বতঃ অর্পণে সত্ত্ববতঃ অকৃত্যতী
 নিকটে গমন করিয়া এই বলিত বতঃ
 এবং বতঃ, এই বতঃ বতঃ দেব বতঃ
 অকৃত্যতীর নিকটে গমন করিলেন। অর্পণ
 করিয়া দেবদেব (পতিবতঃ) (দেবদেব, প
 পতিবতঃ এবং পতিবতঃ প্রদীপ ও পতি ব
 আসক্তচিত্ত। অকৃত্যতী সতী বতঃ বতঃ নি
 হইতে আগমন করিতেছেন। অর্পণি দে
 পতিবতঃ অকৃত্যতীকে সত্ত্ব করত বতঃ
 করণে বতঃ গমনপথে যথুর্দেব। অর্পণ
 হইলেন। শুভভে বতঃই শুভভে বতঃ

ক্লেশমুপাবৃত্ত্য প্রবিপত্য পুনঃ পুনঃ ।
তান্ মুনিকৃত্যং যৎ তদুক্ৰবন্ত দিবৌকসঃ ॥
ত্বা তে বচন্তস্তাঃ শ্রোচুস্তাং বরবৰ্ণিনীম্ ।
১ বয়ং সমাগ্নাতাঃ কক্ষিং প্রপ্নং হি নো বদ ॥
২ তানাহ যে ধায়ি ক্লেশমধ্বং ক্ৰণাননু ।
৩ যিষ্যামি তৎ সৰ্ব্বং প্রপ্নং চেষ্টিতমাত্মনঃ ॥ ১৮
৪ যামি সংগৃহ জলপূৰ্ণমিমং ঘটম্ ।
৫ তাম্ চূৰ্ণ্য তে তু জলেনাত্ত অবীভবন ॥ ১৯
৬ ত্য কথমাশ্বাকং যেন গচ্ছামহে বয়ম্ ।
৭ ত্বা বাচং তানাহ পূৰ্ব্বধ্বমিমং ঘটম্ ॥ ২০
ইন্দ্র উবাচ ।

তো ব্রাহ্মণস্তেহ যদি মে ন ভয়ং ভবেৎ

দি দেবত্বয়কে জ্ঞাত হইয়া। স্বেচ্ছিত দৰ্শন
ও প্রদক্ষিণ এবং বারংবার প্রণামপূৰ্ব্বক
রাসা করিলেন, হে দেবগণ । আপনা-
র কি কার্য উদ্দেশে আগমন হইতেছে,
আপনারা অনুগ্রহপূৰ্ব্বক আমাকে বলুন ।
যত্ন স্বধ্যাদি দেবত্বয় অরুক্ষতীৰ বাক্য
শ্রবণ করত নারীপ্রবরা অরুক্ষতী সতীকে বলি-
ল, আপনাকে কোন প্রঃ দিক্ষাসা করিতে
রা আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি ;
নি আমাদিগের প্রঃের যথোচিত উত্তর
করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন ।
কতী সতী হাঁহাদিগকে বলিলেন, আপ-
। আমার গৃহে অজকাল বিশ্রাম করুন,
যে যাবৎকাল মধ্যে এই কুন্তী জলপূর্ণ
য়া আগমন করিতেছি ; তাহার পর আমি
নুসারে আপনাদিগের প্রঃের উত্তর
ন করিব । অরুক্ষতীকে স্বধ্যাদি দেবত্বয়
লেন, হে সতি ! আমরা অবিলম্বে আপ-
এই কুন্তী জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া
ছি । আপনি জল আনয়ন নিমিত্ত জ্ঞাত
। আমাদিগের প্রঃের যথোচিত উত্তর
ন করুন ; যেহেতু আমরা গমন করিব ।
কতী সতী দেবগণের বাক্য শ্রবণ করত
নিরুত্তি বিষয়ে সীকার করিলেন এবং
লেন, “আমার এই ঘট আপনারা জলপূর্ণ

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ স্বর্গায়াং চ্যাবয়িষ্যতি ॥ ২১
তেন সত্যেন মে দেবি পাদঃ কুন্তস্ত পূৰ্ণতাম্ ।
অগ্নিরুবাচ ।
২২ হব্যৈর্বাধ্যবা কবৌর্হবিষ্যৈরশ্বি তর্জিতঃ ॥ ২২
যদি মে তপ্তিরস্তীহ ব্রাহ্মণে বান্ধতর্জিতে ।
তেন সত্যেন মে দেবি পাদঃ কুন্তস্ত পূৰ্ণতাম্ ॥ ২৩
স্বধ্য উবাচ ।
ব্রাহ্মণাঃ প্রীতিতো নিত্যং সংগৃহীতো মহানুরৈঃ
জলপূর্ণপ্রসৃত্যপি নো চেকন্যাকুদৈমি কিম্ ॥ ২৪
তেন সত্যেন মে দেবি পাদঃ কুন্তস্ত পূৰ্ণতাম্ ।
অরুক্ষতীবাচ ।
যাবদ্রহো ন বা স্ত্রীণাং যাবন্নৈবাভিভাষণম্ ॥ ২৫
তাবৎ তাসাং সতীভ্যং স্তাং তস্মাদ্রক্ষ্য বরদ্বিষঃ ।

করুন । ইন্দ্র বলিতে লাগিলেন, যদ্যপি
জন্মাবধি আমার তপস্তা দ্বারা কিংবা ব্রহ্মচর্য
দ্বারা স্বর্গ হইতে আমাকে চ্যুত করিবে
ব্রাহ্মণ হইতে এই ভয় না থাকে, (অর্থাৎ
অবশ্যই আমার এই ভয় সত্য আছে জানি-
বেন) সে সত্য দ্বারা হে দেবী অরুক্ষতি !
আপনার ঘটের এক চতুর্থভাগ জল দ্বারা পরি-
পূর্ণ হউক । অগ্নি বলিতে লাগিলেন, হব্য
দ্বারা কিংবা কবা দ্বারা অথবা হবিষ্য-দ্রব্য দ্বারা
যদি আমি তপ্ত হইয়া থাকি কিংবা অশ্বাদি
ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণ পরিতপ্ত হইলে পর
যদ্যপি আমার তপ্তিলাভ হয় (অর্থাৎ আমার
তপ্তি কিছুতেই হয় না) সে সত্য দ্বারা এ
ঘটের দ্বিতীয় পাদ পরিপূর্ণ হউক । ১২—২৩ ।
স্বধ্য বলিতে লাগিলেন, যদ্যপি, ব্রাহ্মণগণ জল-
প্রসূতি দ্বারা অসুরগণকে বিনাশ না করিতেন,
তাহা হইলে কি আমি মন্দচেষ্টি অসুরগণ
কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রতিদিন স্বেচ্ছিত
উদ্ভিত হই ? হে অরুক্ষতী দেবি ! সে সত্য
দ্বারা আপনার ঘটের তৃতীয় পাদ জল দ্বারা
পরিপূর্ণ হউক । অরুক্ষতী বলিতে লাগিলেন,
রুমণীগণ যে পর্ধ্যস্ত নির্জল স্থান না পায় এবং
যে পর্ধ্যস্ত কোন পুরুষের সহিত বিশেষ আলাপ
করিতে না পায় সে পর্ধ্যস্ত স্ত্রীলোকের সতীত্ব

ডেম সত্যম মে দেবাঃ পানঃ কুন্তু পৃথাতাম্ ।
ইত্যুক্তে জলসম্পূর্ণ কুন্তে দেবা ক্রবৎকৃতঃ ।
এতদেব বরং দেবি ত্বং সমীপমিহাপতাঃ ॥ ২৭
স্বীণাং হি চরিতং প্রষ্টুমতো বামঃ স্বমালয়ম্ ।
ইত্যুক্তাঃ তানুবাচেনমুত্তমালয়মধ্যমাঃ ॥ ২৮
সন্তি নো বিশ্বয়ঃ কার্য্যঃ শিরো হি দেবসংহতাঃ ।
ইত্যুক্তান্তে বসুধায় বৎ সমিল্পপূরোপমাঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীশৈব মহাপুরাণে বসুসংহিতায়া
অকৃতকীৰ্ত্তন ততঃ চতুস্তমঃ-
বিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

যতক, সেহেতু তদ মণ্ডিলপূর্ণের বসুধাক্ষয়ণ
কর্তৃক সর্বদ রক্ষা বিধান করা উচিত, যে
দেবগণ! সে সত্য বটে আমার স্বর্গের চতুর্থ
পাশ জল বরা পরিপূর্ণ হউক। দেবত্বের
অকৃতকী সত্য কথ্য সমাপ্ত হইলে পর, দেবীরা
কুন্ত জল সম্পূর্ণ হইল দেখিয়া, প্রত্যেকে বলি-
লেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেই আমরা
আপনার নিকটে সমাপ্ত হইয়াছি আমরা
আপনার নিকটে প্রীত্যেকের চরিত্র জানিতে
অসিদ্ধিহীন, তাহার মধ্যে চিত্র উত্তর পাঠ-
লাম অতএব এক্ষণে আমরা পতনবলে গমন
করিব। তেহেতু এই কথা বলিলে পর
অকৃতকী সত্য ইহা বিচারে পুনর্বার বলিলেন,
উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ রমণী
আছে, এই ত্রিবিধ প্রীত্যেক দেবগণের অতি-
শ্রেষ্ঠ। অতএব এ বিষয়ে বিশ্বয় প্রকাশ
করিলেন না অকৃতকীরা নিকটে এই কথা
তিনিই ইত্যুক্তি দেহতঃ বীর বীর ভবনে প্রদান
করিলেন ২৬—২৯।

চতুস্তমঃ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

পঞ্চদশাধিকশোঃ ধ্যায়ঃ ।

সনৎকুমার উবাচ ।

বিবাহং কারয়েৎ পশ্চাদ্বিবিদদ্বিভূপুত্রয়োঃ ।
ততঃ সম্পূর্য্যেধিপ্রান্ সপত্নীকান্ মহামুনে ।
ভৌক্যার্ভোভৌগর্জমালোৰ্ণৈরুভবনৈবিকৈঃ
ততঃ ক্রমাপরেধিপ্রানিমং মগ্নমুদতরেৎ ॥ ১
বধা মদ্রেশহৃতিতঃ বমাং প্রাপ্তবতী বরান
তথাহং প্রাপ্তব্রাহ্মণং দেব বরান সর্গান্ মনোরথন।
ইত্যুক্তাঃ প্রাপিতাঃ দিতে ন্যাস্তান্ বিসর্জয়েৎ ।
ইতি শ্রীশৈব মহাপুরাণে বসুসংহিতায়া
বিবাহবর্ণনং নাম পঞ্চদশাধিকশোঃ-

তমঃধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সটুস্তমঃ অধ্যায়ঃ

দেবদ্ব্যচ

তদনং তৎ প্রসঙ্গেন জাতং মে সকলং বসু
বধাক্ষয়ণ তে দেবাঃ সমীপেষু যদ্বিধিঃ ॥

পঞ্চদশাধিকশোঃ অধ্যায়ঃ

সনৎকুমার কুনি বলিলেন—যে দুই
বিভবদ্বয়ে যদ্বিধি বিদ্যতঃ বরদেহ, তদনং
সমীপে বসুধাক্ষয়ণে ভোজ্য, ভোজ্য, গন্ধ, জল
বসু এবং অলঙ্কার এবং সমীপেষু
করিলে তদনং সম্পূর্ণ সমীপে
প্রদান করত এই মত উত্তর করিলে—
যেতদনং বসুধাক্ষয়ণে সমীপে বসু
সমীপে বসু প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে দে
সেতদনং অমিত্র যেন মনোরম বরদেহ প্রাপ্ত
হইয়া পাত্র তে বিভবদ্বয় এই ম
বলিয়া, সে সকল বসুধাক্ষয়ণে প্রদান বিসর্জ
করিলে ১—৭

পঞ্চদশাধিকশোঃ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

সটুস্তমঃ অধ্যায়ঃ

যদ্বাৎসবের নিকটে ভগবতা বলিলেন
‘হে দেব! আপনার যে মত প্রাপ্ত দে নি

পি সংশয়ো হেকঃ কালচক্রং প্রতি প্রভো
চিহ্নং যথা দেব কিং প্রমাণং তথাস্থবঃ ॥ ২
কথয় মে নাথ বদ্যাহং তব বদন্তা ॥ ৩
ঈশ্বর উবাচ ।

১ তে কথয়িষ্যামি যেন কালঃ প্রবুধ্যতে ।
পক্ষং তথা মাসমৃত্যুকাশনবৎসরম্ ॥ ৪
মৃগগণৈশ্চৈকৈর্বহিরমৃগৈশ্চৈব ॥
তেহং সম্প্রবক্ষ্যামি শৃণু তত্শুন সুন্দরি ॥ ৫
যাং পাণ্ডুরং দেহং ক্রীড়াপং সমস্ততঃ ।
কর্ণৌ তথা চক্ষুজিহ্বা স্তন্থো যদা ভবেৎ ।
মৃত্যুং বিজানীয়াৎ যথাযথাস্তরং প্রিয়ে ॥ ৬
সামুগতং ভদ্রে ধনিং নাকর্ণয়েদ্রুতম্ ।
যাভাস্তরং মৃত্যুর্জাতব্যঃ কালবেদিত্তিঃ ॥ ৭

। করিতে হয়, হে ভগবন । আমি আপ-
। নাদে সে সমস্ত মত অবগত হইয়াছি ।
। ভা ! কালচক্রের প্রতি অদ্যাপি আমার
সংশয় আছে । হে দেব ! মৃত্যুচিহ্ন
। কার এবং পরমাযুর পরিমাণ কিরূপে
। য়, হে নাথ ! আমি যদ্যপি আপনার
। প্রিয়া হই, তাহা হইলে আমার নিকট
। মহেশ্বর কহিলেন, তোমার নিকট
। লিতেছি, যে প্রকারে সমস্ত কালচিহ্ন
। হইতে পারা যায় । অহঃ (দিবা ও
।), পক্ষ (পক্ষাংশ দিবস), মাস (ত্রিশ
। কতু (দুই মাস), অশ্বিন (ছয়
। , বৎসর (দ্বাদশ মান), ব্যাপিয়া
। এবং আত্মরিক, দেহ এবং ইন্দ্রিয়গত
। দ্বারা মৃত্যু-লক্ষণ বুঝা যায় । হে সুন্দরি !
। তোমার নিকট মৃত্যুচিহ্ন বলিতেছি,
। তুমি যথাভঙ্গুরে শ্রবণ কর । যাহার
। ব্যক্তিরেকে দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়, অথবা
। উজ্জ্বল রক্তিমাকার হয় ; মুখ, কর্ণদ্বয়,
। অথবা জিহ্বা এ সকল ইন্দ্রিয়ের যে
। ড়তা হয়, হে প্রিয়ে ! সে সময় সে
। ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু অবধারণ করা
। হে কল্যাণি ! মৃগগণের চীংকার-মিশ্রিত
। শব্দ হঠাৎ শুনিতে পায়, কালবেত্তা

বিসমোমায়িসংযোগাদৃশদোদ্যোতং ন পশ্যতি ।
কক্ষং সর্গং সমস্তক যমাসং জীবিতং তথা ॥ ৮
বামহস্তো যদা দেবি সপ্তাহং স্তন্থতে প্রিয়ে ।
উন্মীলয়তি পাত্ৰাণি তালুকং শুভাতে যদা ।
জীবিতস্ত তদা তস্ত মাসমেকং ন সংশয়ঃ ॥ ৯
নাসা তু অবতে বস্ত্র ত্রিদোষে পক্ষজীবিতম্ ।
বক্ত্রং কর্ণশ্চ স্তম্বোত যমাসান্তে গতায়ুধঃ ॥ ১০
শূল জিহ্বা ভবেদ্বদন্ত দ্বিজাঃ ক্লিদ্যন্তি ভামিনি ।
যমাসান্তান্তে মৃত্যুশ্চৈকৈস্তৈরুপলক্ষয়েৎ ॥ ১১
অশ্ব-তৈল-ঘৃতস্বস্ত দর্পণে বরবর্ণিনি ।
পশ্যতে ন যদাশ্মানং বিকৃতং শূলমেব চ ॥ ১২
যমাসায়ুঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কালচক্রং বিজানতা ॥ ১৩
শিরোহীনাং যদা স্ফায়াং স্বকীয়ামুপলক্ষয়েৎ ।

পণ্ডিতগণ তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু অব-
ধারণ করিয়াছেন । সর্বা, চন্দ্র এবং অগ্নি অকা-
রণে যৎকালে লোক দেখিতে না পায় এবং
সমস্ত অনাবৃত স্থান অন্ধকারময় দেখে, তৎ-
কালে ছয়মাস মধ্যে মৃত্যু নিশ্চয় করিতে হয় ।
হে দেবি ! যে কালে সপ্তাহ ব্যাপিয়া বামহস্ত
অনবরত কাপিতে থাকে এবং অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্র
সকল রোমাক্ত হইতে থাকে ও অনবরত তালু
শুক হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার এক
মাস মধ্যে আয়ুঃশেষ হয়, ইহা নিশ্চিত জানিবে
এবং যাহার কক্ষ পিত্ত ও বায়ু বিকৃত হইয়া,
অনবরত নাদিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়,
তাহার এক পক্ষ মাত্র জীবন থাকে । ১—১০ ।
হে ভামিনি ! যাহার অনবরত মুখ এবং কণ্ঠ
শুক হইতে থাকে, তাহার ছয় মাস মধ্যে জীবন
নাশ হয় এবং যাহার জিহ্বা শূল হয় ও দন্ত-
পংক্তি অনবরত আর্দ্র হইতে থাকে, এ সকল
চিহ্ন দ্বারা তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হয়, ইহা
লক্ষিত করা যায় । হে বরবর্ণিনি ! নিশ্মল জল,
তৈল, ঘৃত এবং দর্পণ মধ্যে প্রতিবিম্বিত নিজ
দেহ যৎকালে দেখিতে না পায়, কিংবা বিকৃত
অথবা শূল দেখিতে পায়, সে ব্যক্তির জীবন
ছয় মাস মধ্যে নির্গত হয়, ইহা কালচক্রজ
পণ্ডিতগণ, নিশ্চয় করিয়াছেন । নিজ শরী-

অথবা জাগ্রতা বীণাং মাসমেকং ন জীবতি ॥ ১৪
 যাহিকাঃ কথিতা জন্মে বাহুস্থান শূন্য সাংপাতম্ ।
 রশ্মিহীনং যদা দেবি সৌম্যকমণ্ডলধরম্ ।
 পূজ্যতে পটলাকারং মাসাকেন বিপদাভ্যে ॥ ১৫
 অশ্রুজাতী মহাযানমিন্দ্রলাহনবর্জিতম্
 সোঃ পি জীবতি বনকং তথা বহিষ্ঠিতং বকঃ ॥ ১৬
 মেঘহীনং যদা দেবি বিহাঙ্গিমালিতং নভঃ ।
 পৃষ্ঠে গৃহে চ নিযতঃ সোঃ সাক্ষরভ্যে ॥ ১৭
 রত্নো বসুধা পাক্ষ্মণ্যভ্যে চোঃ পাক্ষ্মণ্যম্
 বেষ্টিতে পূজ্যং চোঃ সোঃ সাক্ষরভ্যে ॥ ১৮
 কবঃ সাক্ষরভ্যে নভঃ পূজ্যং চোঃ সোঃ
 বহুঃ সাক্ষরভ্যে নভঃ পূজ্যং চোঃ সোঃ ॥ ১৯

যেই চোঃ মাসকণ্ডে যে কালে দেখিতে পায়,
 কিংবা যে কালে পটলাকারে জন্মে সেই মাস
 সে ব্যক্তি এই মাসের অধিক পটল
 কল্যাণি পটলাকারে পূজ্য হইবে কল্যাণম্
 একমাস ব্যতিক্রম পূজ্য হইবে বলিতেছি
 যখন কবঃ সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে পটলাকারে
 কিংবা পটলাকারে জন্মে সেই মাস
 যেই মাসের মাস দেবি যদা তদা এইমতে এক
 পাক্ষ্মণ্যম্ পূজ্য হইবে ইতি নিশ্চয় কর যদা
 যে ব্যক্তি অশ্রুজাতী অক্ষর দেখিতে পায়
 কিংবা অক্ষর মণ্ডলে পূজ্য হইবে মাস যখন
 দেখিতে পায়, চন্দ্রাকার কলকণ্ডে যেই মাস
 চন্দ্রাকার মাস পাক্ষ্মণ্যম্ একমাস দেখিতে পায়
 তাহা হইলে ছয় মাস যদা তাহা নিশ্চয় পূজ্য
 চন্দ্রাকার দে দেবি যাকালে সাক্ষর
 মণ্ডলে দেবি মাস পাক্ষ্মণ্যম্ বিহাঙ্গিমালিতং
 পাক্ষ্মণ্যম্ যদা একমাস পাক্ষ্মণ্যম্ হইতে
 বকঃ, তাহা হইলে ছয় মাস যদা তাহা
 মেঘহীন-প্রাণি হইবে যাকালে বহিষ্ঠিতং
 বহিষ্ঠিতং হইবে দেবি পাক্ষ্মণ্যম্
 সাক্ষর উৎস দেখিতে পায় এবং যদা
 সাক্ষর উৎস পাক্ষ্মণ্যম্ হইবে, পাক্ষ্মণ্যম্ এবং কাক-
 পক্ষ্মণ্যম্ চন্দ্রাকার প্রাক্ষ্মণ্যম্ কথিত বকঃ,
 তাহা হইলে ছয় মাস যদা পূজ্য হইবে সাক্ষরভ্যে
 এবং যদা সাক্ষরভ্যে পক্ষ্মণ্যম্ যাকালে
 দেখিতে পায়, তাহা হইলে ছয় মাস যদা

অকম্যাহাণা যন্তং পূজ্যং বা সোমমেকং
 দিকচক্রং জাগ্রতং পটলাকারে সাক্ষরভ্যে
 মক্ষিকেন্দ্রাকারভ্যে সাক্ষরভ্যে পূজ্যম্
 জীবতে মাসমেকং সাক্ষরভ্যে পূজ্যম্ ॥ ২০
 গুবঃ কাকঃ কপোতঃ শিবঃ ক্রমা ভিত্তি
 নৌবহু মিত্তে অক্ষরভ্যে ন সাক্ষরভ্যে ॥ ২১
 একত্রিংশতিভঙ্গ্যং সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ২২
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ২৩
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ২৪
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ২৫
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ২৬
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ২৭
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ২৮
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ২৯

যদা তাহা হইবে সাক্ষরভ্যে পূজ্য হইবে
 ইতি নিশ্চয় কর যদা তাহা
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৩০
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৩১
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৩২
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৩৩
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৩৪
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৩৫
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৩৬
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৩৭
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৩৮
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৩৯
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৪০
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৪১
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৪২
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৪৩
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৪৪
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৪৫
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৪৬
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৪৭
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৪৮
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৪৯
 সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে সাক্ষরভ্যে ॥ ৫০

উক্তা স্মরেন্দেবং স্মৃজাতঃ সংবতেল্লিঙ্গঃ ।
 ১ প্রজালা কীরণাঙ্গকেন তু মর্দয়েৎ ॥ ২৭
 : পঠৈঃ কবৌ কুড়া মগয়েচ্চ শুভাশুভম্ ।
 ঠামাদিতঃ কুড়া যাবদমুঠকং প্রিয়ে ॥ ২৮
 ত্বকমেণৈব হস্তমোরুভমোরপি ।
 পদাদি বিজ্ঞাত্তিথিঃ প্রতিপদাদিতঃ ॥ ২৯
 টাকাবহন্তো তু পূর্বাদিমুখসংস্থিতঃ ।
 এবার্কং মন্তঃ যাবদষ্টে কুড়া শতম্ ॥ ৩০
 কয়েঃ ততো হন্তো সর্ষপর্ষণি যত্নতঃ ।
 ন পর্ষণি তদেখা দৃশ্যতে ভৃঙ্গসমীভা ॥ ৩১
 খৌ মূতুর্বিজ্ঞেয়ঃ কয়েঃ স্মৃজাতঃ প্রিয়ে
 ততঃ মবৎ তত্ কালচক্রস্ত কাতিতম্ ॥ ৩২
 ১ নাদস্বং বক্ষ্যে সংক্ষেপাৎ কাললক্ষণম্ ।

এই পক্ষ স্থিত হইয়াছে, সংক্ষেপে
 বলিলাম। পবিত্র-শরীরে স্মৃজাত
 লিঙ্গসংযম করত ইষ্টদেবকে স্মরণ
 এবং কীর দ্বারা হস্তবয় প্রজ্জ্বলন করত
 মর্দন করিবে। করবয়কে গন্ধ
 শন পুঙ্ক করত শুভ এবং অশুভ চিহ্ন
 করিবে। হে শ্রিয়তমে! বামহস্তের
 যবদি বুদ্ধাঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গুলীর
 ব পর্শে শুক্ল প্রতিপদাদি পঞ্চদশ
 জনা করিবে এবং দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা
 দাঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গুলীর তিন
 র্শ কৃষ্ণপ্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথির
 করিবে। পূর্ষমুখে কিংবা উত্তরমুখে
 হস্তবয়কে সম্পূটাকার করত অষ্টোত্তর
 ক নবাক্ষর দুর্গামন্ত্র জপ করিবে।
 হস্তবয়ের সকল পর্শ যৎপুঙ্ক নিরী-
 বে, যে অঙ্গুলীর পর্শে ভৃঙ্গাকার বেখা
 নীলবর্ণ গোলাকার চিহ্ন) দেখ
 সে পর্শে যে পক্ষীয় যে তিথি কল্পিত
 হে প্রিয়ে! সে পক্ষীয় সে তিথিতে
 বে, ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে।
 কথিত নিয়মানুসারে তাহার মরণ
 য়া যায় ২৫—৩২। হে প্রেমসি!
 বরসকুত কালচিহ্ন সংক্ষেপে বলি-

গম্যগমং বিদিত্বা তু কস্ম কুর্ধ্যাক্ষুণ্ণ প্রিয়ে ॥ ৩৩
 আত্মবিজ্ঞানং সূত্রোপি চারং জ্ঞাত্বা তু তত্ত্বতঃ ।
 ক্ষণং কটিকবকৈব নিমেষং কাষ্ঠকালিকম্ ॥ ৩৪
 মুহূর্তকন্তুহোবাত্রং পক্ষমাসজুৎসরম্ ।
 অক্ষং যুগং তথা কল্পং মহাকল্পং তথৈব চ ॥ ৩৫
 এবং সংহরতে কালঃ পবিপাট্য। সদাশিবঃ ।
 বাম দক্ষিণমণ্ডলৌ পৃথি ত্রয়মিদং স্মৃতম্ ॥ ৩৬
 দিনানি পঞ্চ চাবভ্য পঞ্চবিংশতিনাবধি ।
 বাম-চারগতো নাদঃ প্রমাণং কথিতং তব ॥ ৩৭
 তু ত্রয়দিশশ্চৈব পঞ্চাং বরবর্ণিনি ।
 বামচারগতো নাদঃ প্রমাণং কালবেদিনঃ ॥ ৩৮
 বামচারগতো নাদঃ প্রমাণং কালবেদিনঃ ॥ ৩৮
 বামচারগতো নাদঃ প্রমাণং কালবেদিনঃ ॥ ৩৮
 প্রমাণং দক্ষিণং প্রোক্তং জ্ঞাতব্যং প্রাণবেদিত্তিঃ
 ভূতসংখ্যাং যদা প্রাণো বহতে চ ইডাদয়ঃ ।
 বরবর্ণনং তদা তস্ম জীবিতম্ ন সংশয়ঃ ॥ ৪০
 দিনা দশ প্রবাহেণ দ্বাদশানি স জীবতি ।

তেছি, তাহা শ্রবণ কর। স্মৃজাত কালচিহ্ন
 জ্ঞাত হইয়া গমন এবং আগমনরূপ কার্য্য
 করিবে হে সূত্রোপি! যথার্থরূপে বায়ু-
 গতি দ্বারা আত্মজ্ঞান পূর্ক কর্তব্য। ক্ষণ,
 কটিক, লব, নিমেষ, কাষ্ঠ, কলা, মুহূর্ত,
 অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন,
 বৎসর, অক্ষ, যুগ, কল্প এবং মহাকল্প প্রভৃতি
 কালবিশেষ অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে পরম-
 কারণ মহাকাল সমস্ত সংহার করিতেছেন।
 নাসিকার বামভাগ, দক্ষিণভাগ এবং মধ্যভাগ
 এই তিনটা পথ জানিবে। হে প্রিয়ে! পাঁচ-
 দিন হইতে পঞ্চবিংশতি দিন পর্য্যন্ত বামপথ-
 গত শ্বাসগমনজ নাদ হইলে জীবনের প্রমাণ
 তোমার নিকটে কথিত হইল। হে বরবর্ণিনি!
 পাঁচ, নয়, দশ এবং পঞ্চবিংশতি দিন বামপথ-
 গত নাদ হইলে জীবনের প্রমাণ, ইহা কাল-
 বেত্তাগণ স্থির করিয়াছেন। হে ভামিনি! ঋতু
 প্রভৃতি তাহাতেই জ্ঞাত আছে এবং ইহাই
 প্রাণবেদীদিগের জ্ঞাতব্য দক্ষিণ প্রমাণ। পাঁচ-
 দিন ব্যাপিয়া ইড়া প্রভৃতি নাড়ীপথে যদি প্রাণ-
 বায়ু বহন করে, তবে জীবনের শেষ দিন বৎসর

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

দেবুবাচ ।

স্তু ত্বয়া দেব কালজ্ঞানং যথার্থতঃ ।
বকনং ক্রুহি যথাতত্ত্বেন যোগিনঃ ॥ ১
সম্মিহুস্তো হি বভূভে সর্ষজস্তুমু ।
স্তু ন মৃত্যু-চ বকতে কালমাগতমু ।
ধয় মে দৈব হিতার্থমিহ যোগিনঃ ॥ ২

শঙ্কর উবাচ ।

বি প্রবক্ষ্যামি যং ত্বয়া পৃচ্ছাতে হৃদমু ।
সম্যগেন মানুষণাং হিতার্থতঃ ॥ ৩
পশুখা ভেজো বায়ুরাকাশমেব চ ।
হি সমাযোগঃ শরীরং পাকভৌতিকমু ॥ ৪

প্রমাণ যথা কহিলাম, তৎসমস্ত বামনাডৌ
য়-বহনের বিষয় জানিবে । ৩৩—৬৮ । *
ট্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

স্বীতি বলিলেন, হে দেব! যথার্থরূপে
সকল আপনি নির্দেশ করিলেন, যে
মৃত্যুভয় হইতে নিরুত্তীর্ণ করিতে
যায়, তাহা আমার নিকট যথাতত্ত্বরূপে
আজ্ঞা হয় । সকল প্রাণীর নিকট মৃত্যু
ভ্রমণ করিতেছে, ঐ সন্নিহিত মৃত্যুকে
শঙ্কনা করত সাহাতে তাহার বশবস্তী
গিগণের হিত নিমিত্ত আমার নিকট
। মহাদেব পার্শ্বতীর নিকট বলি-
দেবি! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা
তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; উহা
। হিতকামনায় সংক্ষেপে বলিব।
ল, ভেজ, বায়ু এবং আকাশ এই
সংজ্ঞক জানিবে । এই পঞ্চভূতের

বাদ কিমদংশ পরিত্যক্ত হইল।
করণ গুহ্য, অতএব তাহা প্রকাশ
না।

সম্পাদক।

আকাশস্ত পরো ব্যাপী সর্ষমাং সর্ষগঃ স্থিৎ
আকাশে তু বিলীয়ন্তে সম্ভবন্তি পুনস্ততঃ ॥ ৫
বিয়েগে তু সর্ষকস্ত সৎ ধাম প্রতাপেদিব্রে ॥
ততোহস্ত স্থিরতা চান্তি সন্নিপাতস্ত সুন্দরি ।
জ্ঞানিনোহপি তথা যত্নাং তপো-মস্তবলাদৃষদি ॥

দেবুবাচ ।

শ্বেতং ন যন্ নহতি যোরূপঃ
কালঃ ক্রালস্তিদিবেশনাথ ।
দক্ষস্তয়া তং পুনরেব তুষ্টঃ
স্তোত্রৈঃ সত্বা ত্বাং প্রকৃতিং স লেভে ॥ ৮
ত্বয়া স চোক্তঃ কৃপয়া জনানা-
মদৃষ্টরূপঃ প্রচরিত্যসীতি ।
দৃষ্টং ত্বয়া তন্নিহিতং ময়া হি
প্রভো বরাং তে পুনরুখিতক ॥ ৯

একত্র সংযোগে পাকভৌতিক দেহ উৎপন্ন হয়।
এ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ পদার্থ সর্ষব্যাপী;
ষট পট প্রভৃতি সমস্ত পদার্থে ব্যাপিয়া অবস্থিতি
করিতেছে। সমস্ত পদার্থ আকাশে বিলীন
হইতেছে এবং বার বার উৎপন্ন হইতেছে;
গুণের তিরোভাব হইলে, কারণরূপে অবস্থিতি
করে। হে সুন্দরি! সেই হেতু পাকভৌতিক
দেহ বিনাশের স্থিরত্ব অবধারিত রহিয়াছে।
জ্ঞানিগণেরও তপস্বী এবং মস্তবল সত্ত্বেও দেহ-
নাশ অনিবার্য। মহাদেবের নিকট দেবী পুন-
র্কীর বলিলেন, হে সুরপতে! অতি ভয়ানক-
কল্পী কাল আপনা কর্তৃক দগ্ধ হইয়া, কোন
সত্ত্বকে না পাওয়ায়, আপনাকে স্তুতিবাক্য-সমূহ
দ্বারা স্তব করাতে তাহার স্তবে আপনি সন্তুষ্ট
হইয়া তাহাকে সর্বত্র অবস্থির ক্ষমতা প্রদান
করিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া কালকে
কহিয়াছেন, তুমি জনগণের অদৃশ্যভাবে বিচরণ
কর, (যেহেতু তোমার শরীর নাই, অনায়াসে
অদৃশ্যভাবে বিচরণ করিতে পারিবে)। হে
প্রভো! আপনি যে কালকে একরূপ ক্ষমতা
প্রদান করিয়াছেন এবং কাল যে আপনার বর-
প্রভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ায় পুনর্কীর উখিত
হইয়াছে, ঐ সমস্ত আমি দেখিয়াছি। হে

উজ্জ্বল ভোঃ কাল ইত্যাদি কিকিদ্-

বিস্তৃতে যেম বদন তমে ॥ ১০

শব্দর উবাচ ।

ন হস্ততে দেবদেবস্বয়ং মঠোঃ

সবক-রক্ষাবগ-ম'নুমে' ১১

যে যোগিনো ধ্যানপরাঃ সন্তোষা

জয়ন্তি তে হৃদি যুগেন কালম্ ১২

সনৎকুমার উবাচ ।

এতচ্ছব্দং ত্রিভুবনভরণঃ প্রাণ গোষ্ঠী বিহত

সত্যং ত্বং যে বদ কথামসৌ হস্ততে যেম কালঃ

শব্দকুমার শশিবলনে যে শিনে যে কথ্যতি

কালঃ কাত' সকলমনস্ক'ক্ষুণ্ণ'ই'চ' ১৩

শব্দর উবাচ

শব্দকুমার কথো মেঘা মত সুকল এতৎপোঃ

উৎপত্তোত্তে বদ্য'গ'য়ে ত্রিভূ'নৈতি পাদিতৈ ১৪

আকাশ'জ'জ'তে বায়ু' দে'ব'জ' ১৫

নাথ । একা অমর'ন' নিকট' তাত' কাল' ১৬

এ স্থানে অমর'জ'নে অ'ছে 'কাল' কোন'প্র'ভ'বে

বিনষ্ট' হই'দ'ছে ১৭ শব্দর বলিলেন, দেব'জ',

জ'তা, ব'জ', ব'জ'স' ম'র্গ' এ'ব' অমর'জ'নে কে'ত'

ই কাল'কে বিনাশ' করি'তে পারে ন' ১৮ সকল

কেনি'ব'ন' যোগ' হই'ত' ধ্যান' দ্বা'ব'ন' ব'দ' ১৯

ক'ই কেবল' অমর'জ'নে কাল'কে বিনষ্ট' করি'তে

পারে (অর্থাৎ তাত'ত'ই কাল'কে বিনাশ'প'ত্র

বদ'ন' ১১—১২) সনৎকুমার বলিলেন,

ত্রিভুবন'ও'ক' ম'হা'জ'নে'ও' এই কথ' ক'নি'দ' ২০

ক'জ'তে ক'জ'তে গোষ্ঠী' বলিলেন এ ক'ল'ব'দ'

কাল' কি প্র'কারে যোগ'ব'দ'ন' কর'ক' বিনষ্ট' হ'ত',

তাত' অমর'কে ব'দ'ন'ক'লে ব'লুন ২১ শব্দ' ই'ত'ক'

বলিলেন, যে চ'ক্ষু'ম'ণি' ২২ সে সকল পাপ'শূ'ন'

যোগ'ব'দ'ন' দেখ'লে প্র'ভ'ক' কাল'কে বিনষ্ট' করে,

তাত' অমর'ও' নি'ষ্ট' অ'ব'জ'জ'জ'ক' অ'ব'দ'ন' করে

শব্দর, দেব'জ'ক' বলি'তে লাগিলেন, এ শব্দ'ক'জ'

বদ'ন' ন'হ'য়' অমর'ও'ক' ক'জ'ক'ব'দ'ন' শু'ব'দ'ন' বা'রা

স'ব'ক'ই'ক'জ'ক' ২৩ যে য'জ'তি । আকাশ'দি-

যি'জ'িত' পৃথি'ব' অ'শ'নে ক'জ'তা এ দেহ' উৎপ'দ' ব'দ' ২৪

এ আকাশ' হই'তে প্র'কাশ' বায়ু' উৎপ'দ' ব'দ',

তেজ'সো'হ'মু' বিনি'কি'ষ্ট' ২৫ অ'ম'ণি' পৃথি'ব' ২৬

পৃথি'ব'াদী'নি ভূ'ত'নি গ'জ'তি ক'ম'শ' ব'দ' ২৭

ব'দ' প'ক'জ'না প্র'জ'তা অ'প'ণে'ব' চ'ক্ষু'ম'ণি' ২৮

ত্রি'ভূ'ন'ক' তথা তেজ'স' বায়ু'বি'জ' ২৯ চ'ক্ষু'ম'ণি'

শব্দ'ক'জ'ব'দ'ন'ক'ল' পৃথি'ব'াদী' ক'জ'তি ৩০

শব্দ', অ'ম'ণি' ৩১ ব'দ'ক' প্র'মো' ব'দ'ন' প'ক'জ'না

বি'জ'জ'তি ৩২ ব'দ'ন' অ'ম'ণি' ৩৩ ব'দ'ন' ৩৪

ব'দ'না ৩৫ ব'দ'ন' ৩৬ ব'দ'ন' ৩৭ ব'দ'ন' ৩৮

৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮

৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮

৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮

৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮

৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮

৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮

৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮

১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮

১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮

১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮

১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮

১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮

১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮

১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮

১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮

১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮

১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮

২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮

২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮

২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮

২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮

২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮

২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮

২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮

২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮

২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮

২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮

৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮

৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮

৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮

৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮

৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮

৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮

জ্ঞানমকথ্যক ন দেয়ং বস্ত কচাচিৎ ॥ ২০
 নায় দাতব্যং ভক্তিবৃত্তায় ধীমতে ।
 ভূকায় শুকায় ধর্মনিত্যায় ভামিনি ॥ ২১
 সনেহং শয্যায় যোগং যুজ্যাত যোগবিৎ ॥ ২২
 বিনাক্ষকারে তু প্রজাহুপ্তে তু ধারয়েৎ ।
 জ্ঞা পিহিতৌ কণৌ স্পীড়য়িত্বা মুহূর্তকম্ ॥ ২৩
 ২ সংশ্রয়তে শব্দশব্দবাহুসমুদ্রবঃ ।
 তৌ ভুক্তমেবং হি পচতামং কণাদপি ।
 রাগং নিহন্ত্যাপ্ত জ্বরাহ্যপদবান বহন ॥ ২৪
 পলকশ্চেন্নিত্যমেকাগ্রে বটিকাধরম্
 মৃত্যুং যথাকামং শ্বেচ্ছয়া পর্ঘ্যটেনিহ ॥ ২৫
 ২ সর্ষনশী চ সর্ষসিদ্ধিমবাপুয়াৎ ॥ ২৬
 ২ নদতে নাদং প্রাণেন নভসি সংস্থিতম্ ।
 ত্য়া মুচ্যতে যোগী গদা সংসারবন্ধন ॥

সমস্ত বস্তুতেছি, তাহা তুমি জ্ঞান
 ১২—২০। শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানতত্ত্ব যা
 ছি, ইহা যে কোন ব্যক্তির নিকট
 নহে এবং যে কোন ব্যক্তিকে দেয়
 হে ভামিনি! অজ্ঞায়ুজ, ভক্তিমান,
 ন, আস্থিক, পবিত্র এবং ধার্মিক এতাদৃশ
 ক দান করিবে। উত্তম আসনে কিংবা
 শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, যোগিগণ যোগা-
 করিবে। প্রদীপশূন্য অন্ধকারময় গৃহে
 তি করত, সমস্ত জনগণ নির্দ্রুত হইলে
 হুর্ভুতকাল তর্জনী অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণের
 রিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। ঐকপে
 য করিলে পর উদরস্থ বহিঃ-সমুদ্রব
 নিতে পাওয়া যায়। সে শব্দ অগ্নি-
 হইলে পর কণকাল মধ্যে ভুক্তদ্রব্য
 পরিপাক করে। যে ব্যক্তি দুই বটিকা
 জ্বলন স্থানে বসিয়া ঐ শব্দ শ্রবণ করে,
 অরাদি সকল রোগ এবং সমস্ত উপদ্রব
 হয়। মৃত্যুস্তর জয় করত ইহলোকে—
 তলে যে কোন স্থানে গমনাগমন করিতে
 সর্বত্র থাকিয় সর্বত্র হয় এবং সকল
 শক্তি লাভ করে। যেরূপ বর্ষাকালীন
 নদরত শব্দ করে, যে যোগী সেই প্রকার

ততঃ স যোগিভিনিত্যং শব্দঃ শব্দভরো জবেৎ
 এতৎ তে কথিতং দেবি শব্দব্রহ্মবিধিক্রমম্ ॥ ২৮
 পলালমিব ধাতার্থী ত্যজেন্দ্রকমশেষতঃ ।
 শব্দব্রহ্ম ইদং প্রাপ্য যে কেচিদন্তকাঙ্ক্ষিণঃ ।
 স্মৃতি তে মুষ্টিনাকাশং কণ্ডুয়ন্তি স্মৃধা তুষান্ ॥ ২৯
 জ্ঞাতা পরমিদং ব্রহ্ম সুখদং মুক্তিকারণম্ ।
 অবাচ্যমক্ষরকৈব সর্বোপাধিবিবর্জিতম্ ॥ ৩০
 মোহিতাঃ কালপাশেন মৃত্যুপাশবশং গতাঃ ।
 শব্দব্রহ্ম ন জানন্তি পাপিনস্তে কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩১
 তাবদ্রমতি সংসারে যাবদ্ব্রহ্ম ন বিন্দতি ।
 বিনতি তে তু পবে তেষু মৃত্যুতে জন্মবন্ধনাৎ ॥ ৩২
 নিদারস্তং মাংসিয়ং জিহ্বা শত্রুং প্রযত্নতঃ ।
 সুখাসনে স্থিতো মিত্য শব্দব্রহ্মভাসেনিশি ॥ ৩৩

শব্দ শ্রবণ করিতে সমর্থ হয়, সে যোগী তৎ-
 কণাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তদ-
 নন্তর সে শব্দ অনবরত যোগিগণ কর্তৃক চিন্তিত
 হইলে পর শব্দ ও ক্রমশঃ শব্দতর হইতে
 থাকে হে দেবি। ত্রোমার নিকট শব্দব্রহ্মের
 বিধান নিয়ম কথিত হইল, জানিবে। শব্দ-ব্রহ্ম
 জ্ঞাত হইয়া সমস্ত বিষয় বন্ধন পরিত্যাগ করে,
 যেহেতু ধাত্য লাভার্থী ব্যক্তি ক্ষেত্র হইতে ধাত্য
 গ্রহণ করতঃ ধাত্যের পলল পরিত্যাগ করে,
 তদ্রূপ জানিবে। যাহারা অথ ফলপ্রার্থী,
 তাহারা মুষ্টি-ভিক্ষা দ্বারা উদরস্থ শূন্য ভাগ বিনষ্ট
 কবত স্বধরূপ তুষরাশিকে পরিত্যাগ করে।
 মুক্তির কারণ অতএব সুখদাতা, অবাধ্য এবং
 সকল উপাধিরহিত পবম ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত
 হইয়া অতের নিকট প্রকাশ করিবে না।
 কালপাশ দ্বারা মুক্ত, মৃত্যুপাশ দ্বারা আবদ্ধ,
 যে মবল দুর্বুদ্ধি পাপিষ্ঠগণ শব্দব্রহ্ম-তত্ত্ব
 অবগত হইতে সমর্থ হয় না; যে
 কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে না পারে,
 সে পর্য্যন্ত সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে।
 পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে পর জন্ম-বন্ধন
 হইতে মুক্ত হয়। ২১—৩২। বহুযত্ন সহকারে
 সাতিশয় বিষয়জনক নিদ্রা এবং আলস্তরূপ শত্রু
 জয় করতঃ রাত্রিকালে উত্তম আসনে অবস্থিতি

দুঃপদ্যতে দেবি দ্রাদর্শনমেব হি ॥ ৪৭
তে বংশনাস্ত সর্কজ্জতং প্রজায়তে ।
উৎ ধায়মানস্ত জরা-মৃত্যুবিবর্জিতঃ ॥ ৪৮
ধেনে দেবেশি কামরূপং প্রপদ্যতে ।
নো মেধনাদেন বিয়ংসঙ্গমতো ভবেৎ ॥ ৪৯
সঃ সর্কদর্শী চ কামরূপী ব্রজতাসৌ ।
তে সর্কমাখ্যাতং কিং ভুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি
দেবুবাচ ।

চ পদমাপ্নোতি যোগাকশসমুদ্ভবাৎ ।
সর্কং সমাচক্ষ প্রসন্নস্তং যদি প্রভো ॥ ৫১
শঙ্কর উবাচ ।

মে সর্কমাখ্যাতং যোগিনাং হিতকাম্যয়া ।
জিগমিষোঃ সম্যগায়োলিঙ্গং যথা ভবেৎ ॥
জ্ঞাত্ব দিনং যোগী প্রাণায়ামপরিহিতঃ ।
ব্রত্যাগতং কালং মাসাটেকৈনৈব সুন্দরি ॥ ৫৩

হে দেবি! বেণুশব্দ উল্লিখিত হইলে
হইতে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পার,
ধ্যান করিলে সর্কজ্জত জন্মে। দুন্দুভি-
করিতে করিতে জরা এবং মৃত্যু-ভয়
হয়। হে দেবেশি! শঙ্কর দ্বারা
হইতে পারে। মেঘ শব্দ দ্বারা
সিক যোগিগণের আকাশপথে গমনা-
য়া, সর্কজ্জতা, সকল বস্তু প্রত্যক্ষবৎ
বিবার ক্ষমতা হয় এবং তাহারা ইচ্ছানু-
সারে ধারণ করত বিচরণ করিতে থাকে।
১। হে দেবি! তোমার নিকট এ
খিত হইল, অতঃ কি শ্রবণ করিতে
যাচ্ছে, তাহা বল। শঙ্করের নিকট
হিলেন, হে প্রভো! যোগ দ্বারা আকাশ
আবির্ভাব হেতু কিরূপে আকাশ
যায় উৎপত্তি হয়, তাহা আমার নিকট
শঙ্কর কহিলেন, যোগিগণের হিতার্থী
সমস্ত আমি পূর্বকালে কহিয়াছি।
কির বায়ুর চিহ্ন যেরূপ হয়, সে চিহ্ন
হইয়া যোগিগণ প্রাণায়াম-পরায়ণ
হে সুন্দরি! সে প্রাণায়াম-পরায়ণ
অর্ধ মাস মধ্যে প্রাপ্ত কালকে জয়

সংস্থা বায়ুঃ সদা বহ্নেদীপকঃ সোহনুপাবন
স বাহ্যভ্যন্তরব্যাপী বায়ুঃ সর্কগতো মহান্ ॥
জ্ঞান-বিজ্ঞানমুৎসাহং সর্কং বায়োঃ প্রবর্ততে
যেনেচ নির্জিতো বায়ুশ্চেন সর্কমিদং জগৎ ।
ধারণায় সদা তিষ্ঠেজ্জরা-মৃত্যুজিহাংসয়া ॥ ৫
লৌহকারো যথা ভস্মামাপূর্য্য মুখতোহহতঃ ।
ধারণেদাথন। কন্ম তদ্বদযোগী সমভ্যসেৎ ॥ ৫৭
দেবঃ সহস্রকো নেত্র-পাদ-হস্তসহস্রকঃ ।
খং যোহপি সর্কমাত্তা সোপ্রেহতিষ্ঠদশাস্তুল
গায়ত্রীং শিবসা সর্কিং অপেদ্যাচ্ছতিপূর্ব্বকম্ ।
ত্রিঃ পরৈদামতপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ৫৯
গহা গহা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্র-সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ ।
অদ্যপি ন নিবর্ত্তন্তে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ৬১
শতমকং তপস্তপ্তা কুশাগ্রাণঃ পিবেদ্বিজঃ ।

করিতে সমর্থ হয়। হৃদয়স্থিত বায়ু বহ্নি
অনুগত হইলে সর্কদা বহ্নির উদীপক হয়
সে বায়ু বাহ্য অভ্যন্তরস্থিত হইলে মহৎ হই
সর্কব্যাপী হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং উৎসা
প্রভৃতি সমস্ত বায়ু হইতে প্রবৃত্ত হয়।
জগতে যে ব্যক্তি বায়ু জয় করিয়াছে, সে ব্যক্তি
এ সমস্ত জগৎ বশীভূত করিতে পারে। জ
এবং মৃত্যুভয় বিনাশ করিবার ইচ্ছা হই
ধারণা করিতে যত্ববান হইবে। যে এক
লৌহকারগণ মুখ দ্বারা ভস্মাষ্ম পরিপূর্ণ কর
হস্তাদি দ্বারা স্বীয় কার্য্য নির্বাহ করে, সেপ্রক
যোগিগণ বায়ু দ্বারা দেহ পরিপূর্ণ করত যোগ
ভ্যাস করিবে। সহস্র-মস্তক, সহস্র-চক্ষু, সহ
চরণ এবং সহস্র-ভুজ সেই দেববর নারা
সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া দশাস্তুল অতিক্রম কর
অবস্থিতি করিতেছেন। সর্কগ্রে ব্যাহতিম
তদনন্তর ত্রিপদা গায়ত্রী, তৎপশ্চাৎ শিরো
—পূর্বক, কুস্তক এবং রেচকক্রমে তিন ব
জপ করিলে প্রাণায়াম করা হয় জানি
চন্দ্র এবং সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ একবার অস্ত
হইতেছেন, পুনর্বার উদিত হইতেছেন; বি
প্রাণায়াম-পরায়ণ মুমুক্শুগণের একবার
পরমগতি লাভ হয়, তাহাদিগের পুনরাবুত্তি

উদ্যোগোতি কলং দেবি প্রাণানাং দারৈককম্ ॥৬০॥
 যো বিজঃ কলামুখ্যং প্রাণায়ামৈকমাচরেন্ ।
 সর্জনং পাপং নিহত্য তু ত্রয়লোকং স পশুতি ॥৬১॥
 যোহভ্যস্তিতঃ সনৈকান্তে প্রাণায়ামপরো ভবেৎ ।
 অত্রাং মৃত্যুং বিনির্জিত্য বায়ুসঃ খেচরীতি সঃ ॥৬২॥
 সিদ্ধস্ত ভুত্রে কপং কাস্তির্মধা পত্রাক্রমঃ ।
 শৌধ্যং বায়ুসমো পদা শৌধ্যং শ্রাণ্যং সুবাসিত্তিঃ
 এতং কথিতম্ভবৎ বায়োঃ সিদ্ধিঃ বদ্যাপুত্রেবোগী
 ১৭৭ভেজসোহপি ভজিতে তং তে বজ্যামি দেবেশি
 হিহা সুবাসনেনসৌ সুখ্যন্তে জনবচনবীনে তু
 শিশিরবিকৃত্য ভেজঃ প্রকাশয়েমধ্যমে দেশে ॥৬৪॥
 বহিঃপতং ক্রমধা প্রকাশতে বহুভূমিতেঃ যৌগী
 তাস্য পশ্চেক্ষ্যামহুষ্ঠং তমেবভবোচপি ॥৬৬॥

না দে দেবি বহু পতং বহুসর কলামুখ্যং হার
 জলপান করত উপত্য কতিয়া দে কল প্রাপ
 ১৭, মনুষ্যপন একমাত্র প্রাণায়াম-পত্রাক্রম হইয়া
 সে কল প্রাপ্ত হয় ১০—৬০ দে বহুসর
 প্রত্যয়ে উঠিয়া প্রাণতিন প্রাণায়াম করিতে
 থাকে, সে ত্রয়লোক সকল পাপ হইতে মুক্ত
 হইয়া ত্রয়লোকে গমন করে। দে ত্রয়লোক
 অসম্পন্ন হইয়া, সিদ্ধি হইতে উপস্থান।
 পূর্বেক সর্জনং প্রাণায়াম-পত্রাক্রম হয়, সে ব্যক্তি
 জন্ম একে মৃত্যু হইয়া জন্ম করত বহুসর কলামুখ্য
 আকাশপথে গমন করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ
 পাতুকা সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ ব্যক্তির শৌধ্যা,
 শারীরিক অসামান্য জ্যোতিঃ, মেধা, পত্রাক্রম,
 কলমতা, বায়ু কলামুখ্য পতি-পতি, শ্রব এবং জেহ-
 তর প্রায় মৃত্যুতা-১৭। দে যৌগী প্রাণায়াম
 বদ্যাপুত্রেবোগী লভ্য করিতে ত্রয়লোক পূর্বেক
 সমস্ত কল লাভ হয়। একদা ভেজের সিদ্ধি
 হইলে, যে কল লাভ হয়, তে সুবেশি। ত্রয়
 ভেজের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। সিদ্ধি
 অসম্পন্ন, কোম মনুষ্যের বাক্যাসম্পন্নিত
 সিদ্ধি হইতে উপস্থান আসনে বসিয়া যোগিন
 যোগ্যকর্ম করিলে পর, ভেজের অসামান্য
 মনুষ্যকেন্দ্রে ভেজের প্রকাশ করে। সিদ্ধান্ত
 যৌগী পূর্ণ প্রকাশের মধ্যে কল বদ্যাপুত্রেবোগী

উভয় ভয়সি ধ্যানী পশুতে জ্যোতিঃপদম্ ।
 বেতং বক্তং তথা পীতং কলামুখ্যং প্রমম্ ।
 ক্রবোর্মধো ললাটস্থং বালার্কসমভেদমম্ ।
 তং বিদিত্বা তু কামাস্তী কৌড়তে কামকপম্
 করণপ্রসমাবেশং পরকাশপ্রসেশনম্
 অগ্নিমানিগুণাবাপ্তির্মমসা চাবলোকনম্ ॥৬৭॥
 পরাভুতববিজ্ঞানমুগ্রাং বহুপদম্
 সমুত্তাতাসমোগেন খেচরঃ প্রভাষতে ॥৬৮॥
 ক্রতঃধাক্ষনসম্পন্নং নানান্যকুশিলাদম্
 আনিনোহপি হিমুহুতে পূর্বেকমুগ্রাং
 পশুতোহপি ন পশুতি নানান্যবিদেহম্
 বদ্যাম্ মনুষ্যে লোকে কামকপম্ ॥৬৯॥

ভেজ প্রকাশিত করে একটিকে পীতং দে
 ওত্রং জলন করিতে এবং সেই দে
 পরমমুখ্যে চিত্র করিতে ১০০ চিত্র কর
 মনুষ্যের বসিয়া আনন্দপ্রদ হইতে প্রেম
 বক্তব্য, পীতবর্ণ, কলামুখ্য হইতে বহুসর
 কলামুখ্যেবোগী কলামুখ্যেবোগী কলামুখ্যেবোগী
 জন্ম করিতে পারে। দে বহুসর কলামুখ্যেবোগী
 জন্ম প্রাণায়াম-পত্রাক্রম হইতে উপস্থান
 করিতে। বহুসর কলামুখ্যেবোগী কলামুখ্যেবোগী
 পীতবর্ণ কৌড় করিতে বক্তে ১০০ প্রমাণ
 ইন্দ্রিয়গণের চিত্রকল সমস্ত হইতে পর
 প্রবেশ, অগ্নি প্রভৃতি বহুপ্রকার সিদ্ধি
 মানসিক সফলতা, পর হইতে শ্রব-প্রবেশ
 ও জিহ্বা আনন্দ, মনুষ্যের লোকে প্রভা
 ও অসামান্য অসামান্য, বহুসর কলামুখ্যেবোগী
 বহুসর এবং অসামান্য গমনমমর্ক
 (অর্থঃ পাতুকা সিদ্ধি) অনবরত বহুসর
 করিলে এ সকল কামত লাভ হয় করিয়া
 অনবরত বহুসরকেন্দ্রে এবং বহুসর
 পশুতে অগ্নিসম্পদ পূর্ণকর্মকিত্তি
 বহুসর হইয়া, বহুসর কলামুখ্যেবোগী
 কলামুখ্যেবোগী এ নিমিত্তই সকলে বহুসর
 সফল হয় না, জানিবে ১০—১১
 ক্রতঃ চিত্র যে সকল মনুষ্য, ত্রয়লোক
 কল মনুষ্য-ভোগ্য দেবিহা দেবেহা

বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাত্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তাং ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নাশ্রুঃ পশ্য বিদ্যাতে প্রাপণায় ॥ ৭৩
৫২ তে কথিতং সম্যক্ তেজসো বিধিমুত্তমম্ ।
৫৩ জিত্বা যথা যোগী চামরত্বং প্রপদ্যতে ॥ ৭৪
৫৪ পরতরং বক্ষ্যে যথা মৃত্যুর্ন জায়তে ।
৫৫ ঐশ্বদেবি ভূতানি যোগিনো ধ্যানিনঃ কদা ॥ ৭৫
৫৬ সনে সমাহুয় যোগী নিয়তমানসঃ ।
৫৭ ততশরীরোহপি স বদ্ধা করসম্পটম্ ॥ ৭৬
৫৮ দ্বাকারেণ বক্ত্রেণ পিবন্ বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ ।
৫৯ অবশিষ্ট কণাদাপস্মালিস্থা জীবদাসকাঃ ॥ ৭৭
৬০ জিহ্বেগদ্যুনাদাসামুতং তচ্ছীতলং জলম্ ।

পিবন্তুদিনং যোগী ন মৃত্যুবশগো ভবেৎ ॥ ৭৮
দিব্যকায়ো মহাতেজাঃ পিপাসা-সুখবর্জিতঃ ॥
বলেন নাগস্বরগো জবেন
দৃষ্ট্যা সুপর্ণঃ সুক্ষতিস্ত দূরাং ।
আকুঞ্চিতা কুণ্ডলিকৃৎকেশো
গন্ধর্ষ-বিদ্যাধরতুল্যবর্ণঃ ॥ ৮০
সীবেন্নরো বর্ষণতঃ সুরাধাং
সুমেধসা বাক্পতিনা সমতম্ ॥ ৮১
পুনরুতং প্রবক্ষ্যামি বিধুনং যং সুতৈরপি ।
গোপিতস্ত প্রযত্নেন তচ্ছ্রুয় বরাননে ॥ ৮২
সমাকৃত্যভ্যাসেদযোগী রসনাং তালুকং প্রতি ।
কিকিৎ কালান্বরেণৈব ক্রমাং প্রাপ্নোতি লব্ধিক
ততঃ প্রস্রবতে সা তু সংস্পৃষ্টা নীতলাং সুধাম্
পিবন্তেব সদা যোগী সোহমরত্বং হি গচ্ছতি ॥ ৮৩

স্বপ্ন পাপীর কেশজাত শুনিয়াও বধিরের গ্রাম
করে না, অর্থাৎ পাপ করিতে ক্ষান্ত হয়
এ মনুষ্যলোকে অঙ্গগণ ধেরূপ সকল
র্থ দর্শনে অক্ষম, পাপিগণও তদ্রূপ
নৈবে । মহাদেব পার্শ্বতীর নিকট বলিলেন,
তুলা-ভেজোময়, অতএব তমোগুণাভীত
মহাপুরুষকে আমি অবগত আছি, সে মহা-
মকে জানিতে পারিলে মৃত্যুভয় অতিক্রম
যায়, সে পুরুষের জ্ঞান ব্যতিরেকে পরম
লাভের অস্ত্র পথ নাই । তেজঃপ্রাপ্তির
সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম, এই তোমার নিকট
পূর্ণরূপে কথিত হইল । যোগিগণ ধেরূপে
ভয় জয় করত অমরত্ব লাভ করেন,
দেবি! তোমার নিকট তাহা পুনর্বার
কৃষ্ণরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর । ধ্যান-
রূপ যোগিগণের জল হইতে কখনই
ভয় হয় না । যোগিগণ বিহিত
ম আসনে উপবেশনপূর্বক মনকে বিষয়
তে নিবৃত্ত করত, দীর্ঘকায় হইলেও কর-
ক করিয়া বিস্তৃত ওষ্ঠ দ্বারা অন্ন অন্ন পরি-
বায়ু তক্ষণ করিবে, তাহা হইলে দীর্ঘ-
প্রাণ জলরাশি তালুভয় হইতে করণ হইতে
; এই জল পান করত অবস্থিতি করিবে ।

সে জল ভ্রাণ করিবে এবং বায়ুর সহিত গ্রহ
করিয়া ঐ অমৃতস্বরূপ জল প্রতিদিন পা
করিলে পর, মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়
যে ব্যক্তি ঐরূপ জল পান করে, সে সুন্দর
দেহ উৎকৃষ্ট তেজস্বী এবং পিপাসা ও সুখ
রহিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ।
ব্যক্তি হস্তিফুলা বলবান, অশ্বতুলা বেগপার্ম
পক্ষিগণের গ্রাম দরদশী, দূর হইতে শ্রব
শক্তিসম্পন্ন, ঈষৎবক্ত গোলাকৃতি কৃষ্ণ
কেশরাশিযুক্ত এবং গন্ধর্ষ ও বিদ্যাধরতু
রূপবান হয় । ৭২—৮০ । সে মনুষ্য দে
পরিমাণে একশত বৎসর জীবিত থাকে, ব্র
স্পত্তির তুলা পণ্ডিত হয় । হে বরাননে
পুনর্বার অস্ত্র প্রকার বিধান বলিতেছি, যা
দেবগণেরও গোপনীয়, তাহা বিশেষ যত্নস
কারে শ্রবণ কর । যোগী ব্যক্তি জিহ্বা
তালুর মধ্যে প্রবিষ্ট করত যোগ্যত
করিবে, ক্রমে ক্রমে কিছু কাল
লব্ধিকা লাভে সামর্থ্য হয় । ঐরূপে জি
দ্বারা তালু স্পর্শ করিলে পর, ঐ জি
হইতে নীতল সুধা করিত হইতে থাকে
যোগিগণ ঐ সুধা নিরন্তর পান করিতে কা

বেকাগ্রং লক্ষ্যকাগ্রং কুরু তলবটনং
 তত্রপদন্ত বিদু,
 ভেনাকৃষ্টং হৃদোৎস পততি পদপদে
 দেবতানন্দকারম্।
 সারং সংসারভারং কৃতকলুষভরং
 কারণং কালভারং,
 যেনেং প্রাবিত্তাং স ভবতি অমর:
 কুংপিপাসাবিহীনঃ ॥ ৮৫
 এতিমুক্তা চতুর্ভিঃ কিত্তিকরভয়ে
 ক্কাপিনেনং বরা বৈ,
 বৈধ্যাদিত্যং কৃতোহন্তঃ সকলমপি জগদ্
 বং সুখং প্রাপ্যত
 , বপে দেহী বিবর্তে সকলমপি সদা
 মানসং দত্ত হৃৎকং,
 কর্ণে তেহং বরিত্তাঃ প্রভবতি চ ভূতঃ
 বাসি কিত্তিকরভূতায় ৮৬
 তদ্ব্যবহৃতপোভিত্তিকভনিসমুদে-
 রৌষদৈবে'পনুতা,

অমরত্ব প্রাপ্ত হন। লক্ষ্যকাগ্রং বেকাগ্রং
 তুল্য হৃদ কহিলেন পর, তুল্যভারপরেণ হৃদভা
 কনত শিরঃস্থিত তত্রপদ হইতে যে বিদুপাত
 হইতে বাক, উহাই সুধাকলিশেপে পতিত
 হইয়া পরম-স্থানস্থিত পরম দেবতার আনন্দকর,
 সকল বস্তুর সার, সংসারসংসারের ভাঙ্গনকর্তা,
 লোকের কৃত পাপভর নিবারকের কারণ এবং
 কালভর-নিহারক হন, যে সুখা বরা বোমিগন
 এই কনকভূত . অন্তর্নিহিত প্রকৃতি করিয়া
 সুখপিপাসা-বর্জিত হইয়া বীৰভীরী হন।
 হে পার্শ্বতি! আকাশাদি এই চারিটী পদার্থ-
 হুতা করা বোমিগনকর্তৃক কৃত হইয়াছে।
 বৈতকিলইলিপের পক্ষ এই অগ্নি মিটা, ইহার
 অন্ত কোণায়? কেহেহু হুখে বাকিয়ার ভক্তই
 অমরত্ব উৎপত্তি। এখানে বপে বেকপ দেহী-
 কিপের মনে মানস-ভূত হন, কর্ণেও পৃথিবী
 হইতে (পর্জন্যনি ভয়ে) সেইকল ভয়ে উৎ-
 পত্তি হয়। ঐ চারিটী পক্ষ কুমিই বা কি?
 অকলম বর, তলভা, বর, শিল্প বা উৎসাহ

ধাত্রী বক্তা মনুমৌল্যবিনয়মুদৈত-
 পর্শ্ববিভিঃ ক্রমেণ
 ভূতানামাদিদেবো ন হি ভবতি চল:
 সংযুতো বৈ চতুর্ভিঃ
 তন্মা এবং প্রবক্তো বিবিধমমুদিতং,
 ছাদিকং বক্তিবামুদা
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বন্যসংহিতায় ৮৭
 জ্ঞানং নাম সপ্তচরিত্রিশোচধ্যায়ঃ ॥ ৮৭।

অন্তচরিত্রিশোচধ্যায়ঃ

দেদ্যাব'চ।

কথিতং তে সমাসেন ক্ষত্রিকঃ ক্ষানদুগম
 বিস্তরেণ সমাখ্যাহি যোগিনঃ হিতকাম্য।
 শকর উব'চ।
 শশু কৌলি প্রবক্তামি ক্ষান্দুগমলক্ষণম্
 যং ক্ষান্দু পুরুষঃ সম্যক্ সর্গপ'পৈঃ প্রযুক্ত্য
 সূচ্যং তি পুণ্ড্রতঃ কত্ব' সোম্য' ব বদবর্জিন।

যোগবুতা এই বর্জিত, নহ-বিনয়, ত মনুষ্য-
 পদের বদ্যক্রমে অনুরক্ত। কিত্ত ভূতপরে
 অ' দি যে দেব, তিনি ঐ চতুর্ভিগে যুক্ত হইলেও
 চকল হন ন . এই জন্তই ব'লিতেছি যে, শিব-
 প্রদ বিবিধ ছ'দ-ক্ষান প্রতিদিন সাধন কর
 কর্তব্য ৮৮-৮৯

সপ্তচরিত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত ৮৭।

অন্তচরিত্রিশ অধ্যায়।

মহাশিবের নিকট দেবী ভগবতী বলিলেন,
 হে মাধ! আপনি সংক্ষেপে প্রকট ছায়া
 জ্ঞান আমার নিকট কহিলেন, বোমিগনের
 বিভাখী হইয়া আমার নিকট উহা বিস্তৃতরূপে
 বলুন। ভগবতীর নিকট শকর বলিলেন, হে
 দেবি! ছায়াপুরুষের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ
 কর; যে ছায়া-লক্ষণ জামিতে পারিলে, মনুষ্য
 সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। হে বর

নরধরঃ স্রী গঙ্গাপাদিবাসিতঃ ॥ ৩
রেমে মহামন্ত্রং সর্বকামফলপ্রদম্ ।
কং পিণ্ডভূতং স্বাং ছায়াং স্বং নিরীক্ষয়েৎ
তাং পুনরাকাশে বেতবর্ণসুকপিণম্ ।
কৃত্যকভাবস্ত শিবং পরমকামদম্ ।
ত্যানিকৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪
সহীনে যদা পশ্যেৎ বড়তির্মাসৈর্ভবেন্ন সঃ ।
কৃত্যভয়ং তস্মা বিদ্যাতে যোগিনস্তথা ॥ ৬
ধর্মং বিজানীয়াৎ ক্রমে পাপং বিনির্দেশেৎ
বন্ধং বিজানীয়াৎ পীতে বিদেষমাশ্রিতঃ ॥ ৭
হৌ বন্ধনাশঃ স্মৃতিভূতৌ চৈব স্তম্ভরম্ ।
সৌ নশতে ভাষ্য বিজ্ঞেয় ধনমেব হি ॥ ৮
স্মার্তৈর্বিদেশঃ স্মাদিত্যেত্যং কথিতং ময়া ॥ ৯

নি। স্রী এবং চন্দ্রকে পশ্চাদবস্থিত করত
বস্ত্র পরিধানপূর্বক মাল্যধারণ করিয়া
গঙ্গা এবং উপ-গঙ্গা দ্বারা উপবেশন-স্থান
সিত করত সকল অভীষ্টদায়ক আমার
কর মন্দির উত্তমরূপে জপ করিবে, তাহা
ল ক্রিয়াদি পঞ্চভূত এবং অহংকরণ
তি চতুষ্টয়, এনর পদার্থসংস্কৃত স্বীয় দেহকে
প্রকার করত নিজ ছায়াকে দর্শন করিবে ।
ছায়াকে আকাশে বেতবর্ণ দর্শন করত পরম
পদরূপ শিবমন্ত্র পাঠ করিলে পর, ব্রহ্মহত্যা
প্রতি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তাহাতে
শয় নাই । যখন মন্ত্রকণ্ঠ আত্মছায়া
ধবে, ছয় মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে ।
যোগী পুরুষ সমস্ত অবয়বযুক্ত ছায়া দর্শন
কর, তাহার কোন ভয় থাকে না । বদ্যপি
বর্ণ ছায়া হয়, ধর্মলাভ হয় আনিবে ; কৃষ্ণ-
ছায়া হইলে পাপ সঞ্চার হইবে, ইহা নিশ্চয়
নিবে । রক্তবর্ণ ছায়া হইলে বন্ধনভয় নিক্র-
করিবে । পীতবর্ণ ছায়া হইলে, লোকের
প্রতি শত্রুতা হয় আনিবে । বাহুশূন্য ছায়া
লে বন্ধনাশ অবধারণ করিবে । মুখশূন্য ছায়া
লে ভোজনদ্রব্যের অভাবগ্রস্ত হুঁহাতোপ
প্রতি হইবে । কটিশূন্য ছায়া হইলে ভাষ্য-
হয় । জন্মশূন্য ছায়া হইলে জন্মভয় হয় ।

সম্যক তং পুরুষং দৃষ্টা সন্নিবেশ্য স্নানান্ননি ।
অপেনবাস্তকং মন্ত্রং ছন্দসং য়ে মহেশ্বরী ॥ ১০
বৎসরে বিগতে মন্ত্রী তস্মান্তি যন্ন সাধয়েৎ ।
অবিমাদিশুণ্ডাভ্যে বেচরত্বং প্রপদ্যতে ॥ ১১
পুনরন্তং প্রবক্ষ্যামি শক্তিং জ্ঞাতুং হ্রাসদাম্ ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে লোকে জ্ঞানিনামগ্রতঃ স্থিতাম্ ॥
অজ্ঞেয়া লিখাতে লোকে বা সর্পী কৃতকুণ্ডলী ।
সা মাত্রাপানসংস্থাপি দৃশ্যতে ন চ পঠ্যতে ॥ ১৩
ব্রহ্মাণ্ডমুদ্রি গায়ত্রী স্তভা বেদৈস্ত নিত্যশঃ ।
অননৌ সর্ববিদ্যানাং গুহ্যবিদ্যোতি গীয়তে ॥ ১৪
বেচরা সা বিনির্দিষ্টা সর্বপ্রাণিষু সংস্থিতা ।
দৃশ্যদৃশ্যচলা নিত্য ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী ॥ ১৫

চরণধর-বর্জিত ছায়া হইলে বিদেশ গমন হয় ।
এ সমস্ত আমি তোমার নিকট কহিলাম ।
সমস্ত অবয়বযুক্ত আত্মছায়াকে দর্শন করিলে
পর, মন দ্বারা আত্মদেহকে সংনিবেশিত করত,
হে মহেশ্বরী ! আমার ছন্দস্বরূপ নবাকর
মন্ত্র জপ করিবে । ১—১০ । এক বৎসর
ব্যাপিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিলে পর, পৃথিবীতে
এমন বস্তু নাই, যাহা সিদ্ধ না হয় ; অবিম্বা
প্রভৃতি অষ্টগুণের প্রাপ্তি হয় এবং (পাণ্ডকা-
সিদ্ধ হইয়া) আকাশপথে গমনাগমন করিবার
ক্ষমতা জন্মে । হুপ্রাপ্য শক্তি জানিবার নিমিত্ত
পুনর্বার অন্তপ্রকার বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
ভবিষ্যৎ বিষয় জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষগোচর হয় ।
সর্পাকাররূত কুলকুণ্ডলীশক্তি অজ্ঞেয় হইলেও
ব্যবহার বিষয় হইয়া থাকে ; সে. কুলকুণ্ডলিনী
অপানদেশস্থিত হইলেও তাহাকে দর্শন করা
যায় না । সে কুলকুণ্ডলিনীই ব্রহ্মাণ্ডের মস্তক-
স্থিত, নিরন্তর সকল বেদবাক্য দ্বারা স্তব,
সকল বিদ্যার উৎপত্তি-কারণ এবং অতি
গোপনীয় বিদ্যা গায়ত্রী বলিয়া উক্ত হইয়া-
ছেন । সেই সনাতন কুলকুণ্ডলিনী আকাশ-
চারিণী হইলেও সকল প্রাণিহিত ; যোগি-
গণের দৃশ্য হইলেও অজ্ঞগণের অদৃশ্য ;
প্রতিশক্তিস্বত্ব হইলেও নিত্য ; যোগিগণের
নিকট ব্যক্ত হইলেও মূঢ়গণের নিকট

অবর্ণা বর্ণসংযুক্তা প্রোচ্যতে বিন্দুমানিনী ।
 তাং পশুন্ সৰ্ব্বদা যোগী কৃতকৃত্যোৎকৃষ্টকায়তে ॥
 সৰ্ব্বতীৰ্থকৃত্যনামাভ্যবেদানত্ৰ বং ফলম্ ।
 সৰ্ব্বকৃত্যফলং বজ্র মালিনী বর্ণমাং সন্য ॥ ১৭
 প্রোপ্রোতি তত্র সন্দেহঃ সত্যক কথিতং ময়া ॥ ১৮ ॥
 সৰ্ব্বতীৰ্থেবু বঃ সাত্তা বজ্রা দানানি সৰ্ব্বদাঃ ।
 সৰ্ব্বদাং দেবি বজ্রানং বংফলং তদন্তেং পুমান্
 তদ্বজ্র জ্ঞানং তথা বোধ্যমত্যসেং সত্যং দুঃ ।
 অজ্ঞানাসাং জ্ঞানং সিদ্ধির্যোগোহজ্ঞানাসাং প্রবর্ততে
 সংবিদ্বিৎ জ্ঞাতোহজ্ঞানাসাং জ্ঞানং সমমুতে
 ইত্যেতং কথিতং দেবি ভুক্তিমুক্তিসঙ্গপ্রদম্ ।
 কিমন্তং পুঙ্কমে দেবি বজ্র সত্যং ত্রণীমি তে ॥ ২১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে বর্ণসংহিতাস্ত
 ছায়াপুৰুষপরিজ্ঞানকথনোষ্টচত্বা-
 ত্বিশোক্তধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোহধ্যায় ।

দেবুবাচ ।

জ্ঞাননিষ্ঠাপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাধিব্রহ্মচারিণঃ ।
 দৃষ্টভেদে বিবিধা লোকে কা চৈবামৃতমাশ্রিতাঃ ।
 এতং সৰ্বং সমাখ্যাত্বি যদি ভুঙোংসি মে প্রভা-
 শঙ্কর উবাচ ।
 শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বাখ্যাত্বাং বহু নরৈঃ ॥ ২
 পুঙ্করে পশ্যতে কো বা ত্রিবিধো বরতঃ সন্য
 উত্তমঃ মধ্যমঃ বা নোত্তমঃ বরতঃ সন্য ॥ ৩
 অক্ষয়শ্রেণো ন জ্ঞানন্তি পুঙ্করোহপি বিচক্ষণঃ
 স্বাবরঃ পাপমিচ্ছন্তি চ পুঙ্করোহপি সন্য ॥ ৪

তোমার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ
 কর ॥ ১১—২১

অষ্টচত্বরিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

অধ্যাত্ত : অজ্ঞানরূপে উপস্থিত হইলেও বর্ণ-
 যবী। শিবের পদে হইতে চ্যুত অমৃতবিন্দু-
 ভূক্তিরূপে বিন্দুমানিনী সেই কৃষ্ণলীলাকে যোগি-
 পন অবগত হইলে বালিকা সকল বিহবে কৃত-
 কাণ্ড হইয়াছেন। সকল তীর্থে গমন করত
 ফল করিয়া যে ফললাভ হয় এবং অকমেণ
 প্রকৃতি বলা করিয়া যে ফলপ্রাপ্তি হয়, কুল-
 কৃষ্ণলীলা জামিলে সে ফল লাভ হয়, ইহাতে
 সন্দেহ নাই; ইহা আমি সত্য কহিলাম।
 সৰ্ব্বতীর্থে অঙ্গমঙ্গলপূর্বক সকল প্রকার গমন
 করত এবং যে দেবি। সকল বজ্র করিয়া
 যজ্ঞাৎ যে ফল লাভ করে, ঐ সকল ফল হইতে
 ত্রেতে যোগাত্ম্যাস যজ্ঞা জামলাত হয়। একারণ
 নিরন্তর পণ্ডিতগণ যোগাত্ম্যাস করিয়া থাকেন।
 যোগাত্ম্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ হয় এবং
 যোগাত্ম্যাস যজ্ঞা অপ্রত্যক বজ্র সকল প্রত্যক
 হয়। যোগিগণ যোগাত্ম্যাস যজ্ঞা মুক্তিলাভ
 করেন—যে দেবি। তোমার নিকটে ভুক্তি
 এবং মুক্তিকল্পন যোগতঃ কহিলাম, অতঃ কি
 বিজ্ঞান করিতে ইচ্ছা কর ? যে দেবি।

দেবী মহাদেবের নিকটে জিজ্ঞাস করিলেন
 কৃতকৃত্য লোক জ্ঞাননিষ্ঠ অর্থাৎ যোগাত্ম্যাস
 নিরন্তর ও কৃতকৃত্য লোক তপোনিষ্ঠ অর্থাৎ
 বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বনপূর্বক তপস্বী করিতেছেন
 এবং কৃতকৃত্য লোক ব্রহ্মচর্য করিয়া পঞ্চাধি
 ব্রত করিতেছেন, এরূপ নানাপ্রকার লোক
 দেখা যায়, ইহার মধ্যে উত্তম পথ কোনটীকে
 প্রভো! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া
 থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকটে বহু
 শঙ্কর বলিলেন, ও দেবি! যে ব্রহ্মন!
 ঐ বিষয়ের নিমিত্ত তব বলিতেছি, তাহা ভূমি
 প্রবণ কর। পুঙ্কর-তীর্থে, হিমালয়াদি পর্বতে
 এবং পৃথিবীতে উত্তম, অধম এবং মধ্যম এ
 ত্রিবিধ লোক আছে। যদি বল, উত্তম কে?
 যে ব্যক্তি জ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মবান্ তাহাকেই
 উত্তম বলা যায়। অধম—অজ্ঞানী মূঢ়; মধ্যম
 —গৃহস্থ-ধর্মপরায়ণ। কিন্তু মনুষ্যসমূহ যাহা
 উত্তম অর্থাৎ জ্ঞানী নাই বলিলে অভুক্তি ও
 না। অজ্ঞানী লোক পাপ-পুণ্যের ফল দেখিলে।

মানবাঃ সর্গমিচ্ছন্তি মোক্ষমিচ্ছন্তি দেবতাঃ ।
 ঐচ্ছদানৈস্তপোভিষ্ঠ স্বর্গঃ সম্প্রাপ্যতে কিল ॥৫
 ত্রৈলোক্যমোক্ষমিচ্ছন্তি মানবাঃ পতনাস্কৃতঃ ।
 মোক্ষমিচ্ছন্তঃ সদা দেবি সর্কদানন্দদায়কম্ ॥ ৬
 ত্রৈলোক্যমিচ্ছন্তঃ দেবি বদ্ধাঃ স্ম কৰ্ম্মণা সদা ।
 গম্যক্রোধাদিভির্দোষৈস্তম্ভাঃ সর্ক অনীশ্বরঃ ॥৭
 চ্যন্তে কৰ্ম্মণঃ সঙ্গাজ্জানিনো মোক্ষতৎপরঃ ।
 প্রাপ্তবন্তি ন চেৎ তাস্ত জ্ঞানাবাস্তি যোগিনঃ ॥৮
 গতিঃ পুণ্যলীলানাং বন্ধনাক্ত তপসিনাম্ ।
 দিনো জ্ঞানাবাস্তিঃ স্তাদ্ভোগশাস্ত্রাণি বহুতঃ ॥৯
 বোতব্যানি পৌৰাণ্য শাস্ত্রং তচ্ছ্রুতে সদা ।

নাপনার মঙ্গলের নিমিত্ত চেষ্টা করে না; কিন্তু
 ব্যবস-পদার্থ পরিত্যাগ, ইহারাও আপনার
 তিষ্ঠাক্তির চেষ্টা করে; চতুষ্পাদ গো-মণ্ডিমা
 ভগ্নবাক্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকে ।
 নাকে (উচ্চপদ প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহাই
 লিতেছেন) মনুষ্যগণ যোগযজ্ঞাদি দ্বারা
 গলাভ ইচ্ছা করে, দেবগণ মুক্তিলাভ ইচ্ছা
 করেন । যজ্ঞ, দান এবং তপস্বী দ্বারা স্বর্গলাভ
 ইচ্ছা থাকে, ইহা নিশ্চিত জানিবে । স্বর্গবাসী
 মনুষ্যগণ তাহা হইতে পতনভয়প্রযুক্ত মুক্তি
 চ্ছা করে । হে দেবি ! সর্কদা আনন্দপ্রদ
 মুক্তি, তাহার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টা করিবে;
 যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানী হইবে । ব্রহ্মা
 য় এবং আমিও স্বীয় কৰ্ম্মপাশ দ্বারা সর্কদা
 বন্ধ রহিয়াছি, যেহেতু আমরা কাম, ক্রোধ
 ভূতি রিপুগণের বশতাপন্ন হইয়া তদনুরূপ
 ণা করিয়া থাকি; অতএব নিশ্চয় জানিবে,
 মলই পরাধীন অর্থাৎ কাম, ক্রোধ প্রভৃতির
 তাপন্ন । মুক্তিপরাগণ যোগিগণ যদিও কদা-
 জ্ঞান-মুক্তিলাভে সমর্থ না হন, তথাপি
 নিরপ কৰ্ম্মপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া
 কন । যোগ-যজ্ঞ এবং তপস্বী প্রভৃতি পুণ্য-
 ণকরণলীল ব্যক্তিগণের যে গতি লাভ হয়,
 তা অকর্ম্মীয় হয় না; বদ্যপি যোগিগণ
 নৈকচেনীয় প্রতিবন্ধকতা বশত জ্ঞানলাভে
 নী হয়, তথাপি যজ্ঞপাশে মোক্ষলাভ

পাপং সংকীর্ত্তে নিত্যং ধর্ম্মশৈব বিবর্ত্তে ॥১০
 ক্রমাজ্জ্ঞানফলাবাপ্তির্ন সংসারং প্রপদ্যতে ।
 অতএব পুরাণানি শ্রোতব্যানি শ্রবতঃ ॥ ১১
 ধর্ম্মার্থ-কামলাভায় মোক্ষমার্গাপ্তয়ে তথা ।
 ঐচ্ছদানৈস্তপোভিষ্ঠ যৎ ফলং তীর্থসেবরা ॥১২
 তৎ ফলং সমবাপ্নোতি পুরাণশ্রবণায়তনঃ ।
 ন ভবেয়ুঃ পুরাণানি ধর্ম্মমার্গেক্ষণানি তু ॥ ১৩
 যদ্যত্র পদ্ধতী স্তাতামিহ-পারত্রিকী কথম্ ॥ ১৪
 বেদেন দৃষ্টো জগতাং হি মার্গঃ
 পৌরাণধর্ম্মো হি সদা বরিষ্ঠঃ ।
 শাস্ত্রং বিনা সর্কমিদং বিভাতি
 সূর্য্যেণ হীনস্তিব জীবলোকঃ ॥ ১৫

আদিমার্গাশ্চ পৌরাণে বংশ-মহত্ত্বরাণি চ ।
 দানানি নিষম্যশৈব এতদ্রুতং স্বত্বত্বা ॥ ১৬
 যত্নত্রিশতিপুরাণানামত একং শৃণোতি যঃ ।
 করিবে এবং পুরাণশাস্ত্র শ্রবণ করিবে;
 এ সকল কার্য্য করিলে পাপক্ষয় হয় এবং
 নিরন্তর ধর্ম্মসংকল্প হয় জানিবে । ১—১০ । যোগ-
 শাস্ত্রের আলোচনা এবং পুরাণ শ্রবণ করিলে
 ক্রমাধীন জ্ঞান লাভ হয় এবং সংসারসমুদ্র
 হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত সর্কদা
 যত্নপূর্ব্বক পুরাণ শ্রবণ করিবে । পুরাণ শ্রবণ
 করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তিলাভ হয় ।
 যজ্ঞ, দান, তপস্বী এবং তীর্থপর্য্যটন করিলে
 যে ফল লাভ হয়, পুরাণ শ্রবণ করিলে ঐ ফল-
 প্রাপ্তি হয় জানিবে । যদ্যপি পুরাণ-শাস্ত্র ধর্ম্ম-
 পথপ্রকাশক না হয়, তাহা হইলে, পরলোকের
 কি সন্মুখ হইবে? বেদশাস্ত্রেই জগতের পথ
 দর্শিত হইয়াছে, পৌরাণিক ধর্ম্মই সর্কথা
 শ্রেষ্ঠ । সূর্য্য না থাকিলে এ জীবলোকে বৈরূপ
 অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ শাস্ত্র ব্যতিরেকে এ
 জগৎ শূন্যময় প্রকাশ পায় জানিবে । সৃষ্টি-
 প্রকরণ, বংশবর্ণন, মহত্ত্ব-নিরূপণ, দানধর্ম্ম
 এবং ব্রত-নিয়মের অনুষ্ঠান, পুরাণ-শাস্ত্রে এ
 সমস্ত কথিত হইয়াছে । মহাপুরাণ এবং
 উপপুরাণ উভয় মিলিয়া ছত্রিশ খানি আছে;
 ইহা শুধু একবার পড়িলে যে সত্যিকার জ্ঞান লাভ হয়

পঠেবা তন্ত্রবৃক্ষস্ত শৃণু তস্মাপি বৎ কলম্ ॥ ১৭
অরণ্যে বোহপ্যবোধানচাকুর্বিদ্যাং কলং লভেৎ
বৈজ্ঞানৈনৈবোপোত্তিতং দেবি তৎপঠমানতঃ ॥ ১৮
এতৎ তে কথিতং দেবি সুধাবালিকসং হি তৎ ।
বর্ষশাস্ত্রং হি শ্রোতব্যং সর্গবশ্যকলগ্রন্থম্ ॥ ১৯

স্বত উবাচ ।

এতৎ কথিতং বর্ষং যথা কেবলম্ ভাবিতম্ ।
বৎ পুস্তকং হি তত্ত্বঃ কথয়ামি পুরাতনম্ ॥ ২০
শৌনক উবাচ ।

পাতাবি কৃত্যং মুচ্ছাত্যং দেবানাং পূজাতে সন ।
নতরং কৃত্যতে কন্দারিত্যং শংসদ মে সন ।
এতৎ কচি সর্গং হি বচি জানামি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
স্বত উবাচ
মনঃকম্বতেষ পুরা বহুতং মুনিসত্তমাঃ ।

কিঞ্চ তন্ত্রবৃক্ষস্ত পঠি কয়ে, তাহার বে কলমাত
চয়, তাহা লক্ষ্য কর । অরণ্যে বসিয়া যে ব্যক্তি
পুরাণ অধ্যয়ন করে, তাহার চতুর্দিকে কল
লাভ হয়, যে দেবি । বর্ষ, কল এবং উপত্য
হারা যে কললাভ হয়, পুরাণ-পাঠেও সে
কলগ্রাপি হয় জানিবে । যে দেবি । অমৃত-
প্রাপ্তি কলা পুরাণ-পাঠে ও প্রজ্জ্বল কল তোমার
নিকটে কথিত হইল, সকল বহুকলগ্রন্থ বর্ষশাস্ত্র
শব্দে কলা কথব্য । উচ্চব্রাহ্মণ্যক শত শৌন-
কবি কথিতবৎ নিকটে বসিলেন, মহাদেব
পার্বতীর নিকটে বেষ্টিত বসিরাছেন, আমিও
আপনাদিগের নিকটে বস্তুতঃ সেইরূপ বসি-
লাম । একদা আপনাদিগে । জিজ্ঞাসা করি-
কেন, আমিও পুনর্বার সেই পুরাণবাস্তা বসি-
জেন, প্রবণ করুন । ১১—২০ । শৌনক-কবি
স্বতের নিকটে বসিলেন, দেবতাদিগের চরণ
হইতে বহুক পবিত্র সমস্ত অন্ন মনুষ্যগণ
সর্গবা পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু মহাদেবের
কেবল নিজ কি নির্দিষ্ট সর্গবা মনুষ্যগণ পূজা
করে, ইহা আমার নিকটে প্রকাশ কর । যে
স্বত । বর্ষি কুসি এ বিবরণ তত্ত্ব জ্ঞাত থাক,
তাহা হইলে জাহা আমার নিকটে কল । স্বত
কথিতে লাগিলেন, যে মুনিগণ ! পূর্বকালে

তৎকাল্যামি যতঃ কুরঃ পারাশর্য্যাত্ত পুস্তকঃ ॥ ২২
একারণে পুরা ভূতে নষ্টে স্বাবরজস্মে ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চ সমুত্তমুর্জস্যং কিল ॥ ২৩
অব্যক্তাভিগতিস্তেবাং ন জানন্তি মনোযিগঃ ॥ ২৪
পৃথিবী পতিঃ পূর্বেমাং নষ্টা স্বাবরজস্মাঃ ।
বায়ুস্তীব্রঃ সমুত্তমো শোষণন সপ্ত সাগরনাং ॥ ২৫
সংলুপ্তাঃ সর্গভ্যং চাপো বিনষ্টাঃ অন্যান্যস্তাঃ ।
স্বাবরাং ততঃ সর্গে সংলুপ্তাঃ ক্রমশঃ কিল ॥ ২৬
অথো প্রাপ্তমিতঃ সৃষ্টি একোত্তমুর্জস্যং কিল
দক্ষিণায়াং সমাশ্রিত্য তদ্রাসীং কঠোরতঃ ॥ ২৭
শোষণন সর্গভ্যং প্রাচীন ১৫৫৫৫ম
পৃথিবীয়াং ততঃপ্তমো : চৌতঃ ১৫৫৫৫ম
প্রাচীন ১৫ চতুর্থ ১৫ উত্তম ১৫ ১৫৫৫৫ম
উপরিষ্ঠাঃ ততঃ চৌতঃ ১৫ ১৫৫৫৫ম ১৫৫৫৫ম

যতঃ মুনি ব্যাস কৃষ্ণ ত্রিকাদিত হইল সন-
বর্ষের মুনি কেবল বসিরাছেন, আমি ঈশ্বর
অভিপ্রোভ কর পুনর্বার বসিতছি এবং
কলম পূর্বকালে স্বাবর জস্ম প্রভৃতি সকল
বস্তুর অভ্যন্ত প্রযুক্ত এ কলম ওলম্ব হইল-
ছিল, তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ
জল হইতে উদ্ভূত হন, পণ্ডিতগণও ঈশ-
্বরের অসাক্ষ্যতা অসংগত করেন । বর্ষ
এবং জস্ম পদার্থ না থাকতে পূর্বকালে
লোকদিগের পৃথিবী মাত্র অবলম্বন ছিল
তৎকালে অত্যাধ ভয়ানক বর্ষ উদ্ভূত হইল
সপ্তসাগর শুষ্ক করিয়াছিল সাগর পৃথিবী
শুক হওয়াতে সমস্ত জল শুষ্ক হওয়ায় প্রাণ
পদার্থমাত্রেরই বিনষ্ট হইয়া গেল এবং স্বাবর
পদার্থমাত্রেরই ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হইল
সেইকালে এক সৃষ্টি ধারণ ভাবে বিতর হই-
লেন : পূর্বদিকে প্রথম এক মূর্তি, দক্ষিণদিকে
অত্যন্ত ভয়ানক কিরণযুক্ত দ্বিতীয় মূর্তি, পশ্চিম-
দিকে তৃতীয় মূর্তি সমস্ত ভৌতরাশি শুষ্ক করত
স্বাবর জস্ম প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ লুপ্ত করিয়া
কেনিলেন, উত্তরদিকে চতুর্থ মূর্তি সমস্ত প-
দার্থ করিয়া উদ্ভূত হইলেন, এবং উপরিষ্ঠ
অষ্টমদিক বিতর হইয়া উদ্ভূত হইলেন । এ

বাহসাবিহ সমাখ্যাতো রুদ্রঃ কালাগ্নিসংস্কৃতঃ ।
 নমুস্তস্যো স পাতালান্ পূরয়ন্ সর্বতো দিশম্ ॥৩০।
 উর্দ্ধং তির্ধ্যাক্ স পাতালং জগ্না সর্বমশেষতঃ ।
 উদারঃ সর্বতো জেয়ঃ স্বং ধাম পূর্বনিশ্চিতম্ ।
 ততো মেঘাঃ সমুত্তপুর্ষধস্তঃ সর্বতোদিশম্ ।
 ততস্তে পৃথিবীং সর্বাং সংপ্রাব্যাদ্ভির্নিশস্তদা ॥ ৩২।
 নিমগ্জ্জ্৮ তত্রৈব একাণবমভূজ্জগৎ ।
 ন ধরা ন দিশস্তত্র তদুত্তরা পুঙ্করং তদা ॥ ৩৩।
 জায়তে কিংখিদেবেহ কবন্ধপরিপূরিতে ।
 উদঙমধ্যে গতাস্তপুষ্করমো দেবাঃ সনাতনাঃ ॥৩৪।
 ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ চ রুদ্রঃ অব্যক্তগতয়স্ত তে ।
 ততস্তানুচতুঃ শর্কং জলিতং তিগাতেজসম্ ॥ ৩৫।
 রৌদ্রীং শক্তিং সুবিভ্রাণং তং ক-বিষ্ণু প্রণম্য হ
 প্রভুস্তং সর্বতোহস্মাকং কুরু সৃষ্টিং যথেষ্টয়া ॥৩৬।

রূপে সূর্যের দ্বাদশ মূর্তি প্রকাশ হইল। যিনি
 কালাগ্নি নামে বিখ্যাত, ইনিই রুদ্র বলিয়া
 লোক কর্তৃক কথিত হইয়া থাকেন। ঐ রুদ্র
 নিজ তেজ দ্বারা সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া
 পাতাল হইতে উথিত হইয়াছেন। ২১—৩০।
 সেই রুদ্রদেব পাতালের উর্দ্ধভাগ এবং তির্ধ্যাক্-
 ভাগ সমস্ত নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিয়া সর্বত্র
 জাত হওয়ায় উদার-মূর্তিতে পূর্ব-নিশ্চিত স্বীয়
 ধাম পাতাল মধ্যে গমন করিলেন। রুদ্রমূর্তি
 কালাগ্নি পাতাল-প্রবিষ্ট হইলে পর সমস্ত
 দিক্গুলে বৃষ্টিপাত করত মেঘগণ উথিত হইল।
 সেই মেঘগণ পৃথিবীর দশদিক্ জলরাশি
 দ্বারা প্রাবিত করত পাতাল মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।
 তৎকালে সমস্ত জগৎ জলময় হওয়ায় একাণব
 হইয়া পড়িল; পৃথিবী কি দিক্গুল কিছুই
 জ্ঞান হয় না, কেবলমাত্র জলই তৎকালে বেগে
 গমন করিতে লাগিল। সে সময়ে কিছুই জাত
 হইতে লাগিল না, কেবল অব্যক্তগতি নিত্য
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব এই দেবত্রয় কবন্ধ-
 পরিপূর্ণ জল মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।
 তদনন্তর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়ে অগ্নির স্তায়
 প্রজলিত, অতি ভয়ঙ্কর তেজস্বী, রৌদ্র-শক্তিধারী
 মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,

করিষ্যামীতি তাবাহ ইত্যুক্তাপ মমজ্জ সঃ ।
 দিব্যং বর্ষসহস্রস্ত মগ্নং সমভিবীক্য তে ॥ ৩৭।
 অতোত্তমচতুরাণ্যং কিং করিষ্যাবহে বিনা ।
 কথন্ত বর্ততে সৃষ্টিস্তাবেবং বেদসং হরিঃ ॥ ৩৮।
 প্রোবাচ কুরু মে বাক্যং নাত্র কালাত্যরো ভবেৎ
 প্রজাসর্গনিমিত্তং হি কুরু বত্সং পিতামহ ॥ ৩৯।
 লোকানাং ত্বং সমর্থো হি স্রষ্টুং বৈ বিবিধাঃ প্রজাঃ
 শক্তিং তেহং প্রদাতামি স্রষ্টৃত্বেনপি ত্বাঙ্গনঃ
 ইত্যুক্তান্তিম্যামাস বিষ্ণুবাচ্যপ্রণোদিতঃ ।
 সৃষ্টার্থস্ত চকারাসৌ সৃষ্টিং সর্বমুখাবহাম্ ॥ ৪১।
 স দেবাসুরগন্ধর্বাং সধকোরগরাক্ষসাম্ ।
 তংকৃত্যায়ং ততঃ শমুকুম্মমজ্জ জলানুনে ॥ ৪২।
 কর্তৃকামঃ স সর্গক মনসা চ ব্যচিন্তয়ৎ ।

হে দেব! আপনিই আগ্নেয় সর্বপ্রকারে
 প্রভু, অতএব আপনি ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করিতে
 আরম্ভ করুন। মহাদেব বিষ্ণু ও ব্রহ্মার বাক্য
 শ্রবণ করত “সৃষ্টি করিব” ইহা স্বীকার করিয়া
 জল-মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। দেবপরিমিত
 সহস্রবৎসর মহাদেবকে নিমগ্ন দেখিয়া ব্রহ্মা
 এবং বিষ্ণু পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, আমরা
 দুই জনে এক্ষণে কি করিব? তদনন্তর বিষ্ণু
 বিধাতাকে বলিলেন, আপনি অভিন্ন, কিরূপে
 জগৎ সৃষ্টি হইবে? তদনন্তর বিষ্ণু পুনর্বার
 ব্রহ্মাকে বলিলেন, আপনি আমার বাক্য ব্রহ্মা
 করুন, এ সময়ে বৃথা কালক্ষেপ করা উচিত
 নহে। হে পিতামহ! প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত
 যত্ন করুন, ত্রিভুবন এবং সমস্ত প্রজাসৃষ্টি
 করিতে আপনিই ধোঁগ্য। আমিও প্রজাসৃষ্টি
 কার্যে আত্ম শক্তি প্রদান করিতেছি। বিষ্ণু
 কর্তৃক একপ উক্ত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু-
 বাক্যানুসারে সৃষ্টির নিমিত্ত যত্ন করিলেন এবং
 দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্বগণ, বক্ষগণ, সর্পগণ
 এবং রাক্ষসগণের সহিত সকলের সুখজনক
 সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা সমস্ত
 জগৎ সৃষ্টি করিলে পর হে মুনিবর! মহাদেব
 জল হইতে উত্থিত হইলেন। ৩১—৪২। জগৎ
 সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহাদেব নলে

দ্ব্যাপসব্যে ব্রহ্মাং গতঃ শত্ৰুং সদা স্থিতঃ ।
 ১৭ ত্রিমূর্তিধরং শাস্ত্রং তমস্মি শরণং গতঃ ॥৫৬
 ব্রহ্মা তু যন্ত বক্তেহথ চতুর্দৈবময়ঃ প্রভুঃ ।
 জম্বুঃ প্রভোঃ পুরা জজ্ঞে তমস্মি শরণং গতঃ ॥
 ব্রহ্মরূপধরং দেবং জগদ্যোনিং মহেশ্বরম্ ।
 যত্নে সংস্থিতঃ সৃষ্টো তমস্মি শরণং গতঃ ॥৫৮
 : পালনে চ সৃষ্টৌ চ স্থিতাবমুরহননঃ ।
 মাদিপুরুষং শত্ৰুং প্রণতোহস্মি সনাতনম্ ॥৫৯
 তক্রীড়াসহো নাথো ভূতানামাদিরুদ্ধরঃ ।
 মাদিপুরুষাজ্জাতং প্রণতোহস্মি সনাতনম্ ॥৬০
 জৈর্ধজন্তি তং বিশ্রা রোহিতা যজ্ঞভাবনম্ ।
 ১৭ যজ্ঞপুরুষং হীমং প্রণতোহস্মি সনাতনম্ ॥৬১

সংভার্যিত্বা সকলং তথা সৃষ্টমিদং জগৎ ।
 যো বৈ তিষ্ঠতি কুডাস্তা তং নতোহস্মি সনাতনম্
 কল্লান্তে যমরূপো যঃ সংহৃত্য সকলং জগৎ ।
 অবিক্লেয়া গতির্যন্ত তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৩
 স্থানুমোশং পশুপতিং শিতিকণ্ঠং মহেশ্বরম্ ।
 ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৪
 শূলপাণিং মহাদেবং ভীমং শর্কং ত্রিলোচনম্ ।
 ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৫
 গঙ্গাধরং হরং রুদ্রং শিবং শত্ৰুমুদাপতিম্ ।
 ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৬
 স্মরারিং বামদেবকং ত্র্যম্বকং ত্রিপুরাস্তকম্ ।
 ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৭

গম্যগমকে যে প্রভু সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই
 দেবের আমি শরণ প্রাপ্ত হইলাম । যাহার
 দক্ষিণপার্শ্বে এবং বামপার্শ্বে আমি ব্রহ্মা সর্বদা
 অবস্থিত করিতেছি, সেই মঙ্গলময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু
 এবং মহেশ্বর-মূর্তিধারী এবং শান্তিগুণাবলম্বী
 দেববরের আমি শরণাপন্ন হইলাম । চতুর্দৈবের
 সৃষ্টিকর্তা জগৎপ্রভু ব্রহ্মা যাহার মুখমণ্ডলে
 অবস্থিত, যিনি কামক্রোধাদি-অয়লীল এবং যে
 দেব সকলের আদিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই
 প্রভুর আমি শরণাপন্ন হইলাম । যিনি ব্রহ্মরূপ
 ধারণ করিয়াছেন, যে দেব জগৎপতিকারণ,
 যিনি ঈশ্বর হইতেও প্রধান এবং যিনি জগৎ-
 সৃষ্টির নিমিত্ত স্রষ্টরূপে অবস্থিত, সেই দেবাদি-
 দেবকে শরণ লইলাম । যে দেব জগতের
 সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালন নিমিত্ত বিষ্ণুরূপে
 অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সনাতন আদিপুরুষ
 শত্ৰুকে আমি প্রণাম করিলাম । যিনি ভূত-
 গণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং ভূত-
 গণের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা ও সংহারকর্তা, সেই
 পরমশিব হইতে জাত, সনাতন-শত্ৰুকে আমি
 প্রণাম করিলাম ৫১—৬০ । ব্রজোক্তগাবলম্বী
 দ্ব্যধিপণ যজ্ঞ-সৃষ্টিকর্তা যে দেবকে নিরন্তর
 জানাধি যাগযজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন,
 সেই চিরস্থায়ী যজ্ঞ-সৃষ্টিকর্তা পুরুষকে আমি

প্রণাম করিলাম । যে দেব প্রলয়কালে সমস্ত
 পদার্থ বিনষ্ট করিয়া, পুনর্বার যুগান্তকালে
 সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং যিনি
 ভয়ানক মূর্তি ধারণপূর্বক অম্বরবর্গকে বিনষ্ট
 করেন, সেই সনাতনদেবকে আমি নমস্কার
 করি । যিনি প্রলয়কালে যমরূপে সমস্ত জগৎ
 সংহার করেন এবং যাহার গতি কেহই অবগত
 নহে, সেই মহাদেবের আমি শরণাগত হই-
 লাম । যে দেব ঈশ্বর, পশুগণের পতি, যাহার
 কণ্ঠে কুষ্মবর্ণ বিষপান-চিহ্ন আছে, যিনি প্রভু-
 বর্গের শ্রেষ্ঠ এবং ভক্তগণের প্রতি সর্বদা দয়া
 করিয়া থাকেন, সেই দেবের আমি শরণাগত
 হইলাম । যে দেব সর্বদা হস্তে শূলধারণ
 করেন, যে দেবশ্রেষ্ঠ, অম্বর-বিনাশকালে ভয়ঙ্কর
 মূর্তি অবলম্বন করেন, যাহার একটা নাম শর্ক,
 যাহার ত্রিনয়ন এবং যিনি ভক্তগণের প্রতি
 সর্বদা দয়াবান, সেই দেববরের আমি শরণা-
 পন্ন হইলাম । যে দেব, যন্তকে সজাদেবীকে
 ধারণ করিয়াছেন, যিনি সমস্ত জগৎ সংহার
 করিয়া থাকেন, যিনি দক্ষব্রহ্ম ধ্বংস করিয়া
 সময় ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি
 মঙ্গলময়, মঙ্গলপ্রাপ্তির একাধার এবং বিদ্যার-
 কল্পা উমানন্দী প্রকৃতির গাৰ্ভিগ্রহণ করিয়াছেন,
 সেই ভক্তানুগ্রহকারী দেবদেবকে আমি নমস্কার
 করি । যে দেব কামদেবকে পরাজয় করিয়া

শিপিবিষ্টং বিরূপাক্ষং শঙ্করং প্রমথাদিপম্ ।
 ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৮
 ইশানং শূলিনং বৈশমকচক্রং কপালধনম্ ।
 ভক্তানুকম্পিনং দেবং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৬৯
 জগদ্বাদিশিরাহস্তা পিনাকী রঘুভক্ষকঃ ।
 ভক্তা সংজতো নিত্যং দেবো মাং পাতি সৰ্ব্বতঃ
 কপালমালী বালেশ্বৰেশ্বরঃ সৰ্বভূষণঃ ।
 স ভক্তা সংজতো নিত্যং দেবো মাং পাতি সৰ্ব্বতঃ
 প্রজাসংহারকারী যে ভূতেশ্বৰশেখরঃ
 কপালমুখোঃ শ্রীকণ্ঠে দেবো মাং পাতি সৰ্ব্বতঃ ।
 নিরীশো কোমলকণ্ঠঃ শৰ্ণকো ভীমঃ সুবদনঃ

হেন, বিনি ত্রিলোচন, বিনি ত্রিপুরাশুরকে বিনষ্ট
 করিয়াছেন, আমি সেই ভক্তবৎসল দেবাদি-
 দেবের শরণাগত হইলাম। বিনি মহেশ্বর,
 দ্বাদশবিধ লোচন, বিনি ভক্তবৎসল সৰ্ব্বদা
 সফলকারী এবং বিনি প্রমথবৎসল অধিপতি,
 সেই ভক্তানুকম্পিত ভগবান্ মহাদেবের শরণাগত
 হইলাম। যে দেব জগদ্বাদিশি, বিনি সৰ্ব্বদা
 শূলধারী, বিনি অমৃতের ঈশ্বর, দ্বাদশ মস্তকে
 চক্রবর্তী বিরূপাক্ষ বহিষ্কৃত এবং বিনি ভট্ট-
 ভট্ট শোভিত-মস্তক, সেই ভক্তবৎসল-ভগবৎসুত
 মহাদেবের শরণাগত হইলাম। যে দেব
 জগৎসংহারকারী ভক্তবৎসল হস্ত করিয়াছেন,
 বিনি পিনাক নামক ধনুর্ধর ধাতুশ করিয়া
 থাকেন, দ্বাদশ দ্বন্দ্ব বাহন, সেই দেব ভক্তি-
 ভাবে সংজত হইয়া আমাকে সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বদানে
 রক্ষা করুন। ৬১—৭০। যে দেব কপালমালী
 ধারণ করিয়া থাকেন, দ্বাদশ মস্তকভূষণ প্রধামো-
 বিত চক্র এবং দ্বাদশ সর্পালঙ্কার শোভিত দেহ,
 সেই মহাদেব ভক্তি দ্বারা সংজত হইয়া প্রতি-
 দিম আমাকে সকল দানে রক্ষা করুন। যে
 দেব প্রলয়কালে প্রজাবর্গের সংহার করিয়া
 থাকেন, বিনি ভূতবৎসল অধিপতি, চক্রবর্তী
 দ্বাদশ চূড়াকণ্ঠ করিয়াছেন, দ্বাদশ ভক্ত হইতে
 অগ্নি উৎপত্তি হইয়াছে এবং বিনি শ্রীকণ্ঠ,
 সেই দেবাদিদেব মহাদেব আমাকে সৰ্ব্বকালে
 রক্ষা করুন। যে দেব পৰ্ব্বতবৎসল ঈশ্বর,

কপালপূজিতযুক্তো দেবো মাং পাতি সৰ্ব্বতঃ
 সঙ্গঠো ব্রহ্মণা তেবং ভূষ্টঃ প্রোবাচ শঙ্করঃ
 শঙ্করোহং সদা ব্রহ্মণ যো মাং ভক্তা প্রপন্নঃ
 ভক্তাত্ম সৰ্ব্বকার্য্যানি সাধয়িষ্যামি নামতঃ ॥ ৭১
 ভূষ্টোহস্মি তে বরং ব্রাহ্মি বৈশ্ব মনসি কচ্ছিম
 ভক্তুয়া প্রাহ তং ব্রহ্ম প্রজাসংগং সুবিনম্য
 কৃত্যমে ভং তথৈবাপি যদি ভূষ্টোহস্মি মে প্রভে
 ভক্তুয়া প্রাহ কং ক্রমো যং তেভ্য মে সমব্রজ
 সংব্রুং তে তু সর্গায় কহি কিং কংবাণি তে ॥
 সনৎকুমার উবাচ

এতচ্ছুদ্রঃ সুসকিতা ব্রহ্ম লোকভিত্তাঃ
 প্রোবাচ শঙ্করঃ সর্বো যকং ভেষ্টে নিবেদ্য
 বতন্তং প্রভুরাশিতো শ্রুতঃ পাত নিব্রজঃ

দ্বাদশ ভট্টভূট ভগবান্ পদাশু উদ্রাহে, বিনি
 সফলকারী এবং বিনি প্রমথবৎসল অধিপতি,
 সেই ভক্তবৎসল আমাকে সৰ্ব্বপ্রকারে
 করুন চতুর্দশন বক্ষ্য কটক এই
 ভক্ত হইয়া ভগবান্ শঙ্কর বক্ষ্যকে বলিলে,
 হে বক্ষন। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে আমার
 শরণাগত হয়, আমি তাহার মঙ্গলকাম
 করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি আমার পূজা
 করে, তাহার কোন কষ্ট আমি সন্ত
 করি না। তে বক্ষন আমি তোমার প্রতি
 সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মনোভিলাষ
 প্রার্থনা কর। ভগবান্ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ
 করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, হে প্রভে। যদি আপনি
 আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমি
 যে বিস্তারকপে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছি, তাহ
 আপনি বিনষ্ট করিবেন না, তাহ বক্ষ্য করুন।
 ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া মহাদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন,
 আমি যে তোমার সৃষ্টি সংহার করিবার নিমিত্ত
 ভেজ আহরণ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে কি
 করিব, তাহা বল। সনৎকুমার বলিলেন,
 মহাদেবের এই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা
 প্রজারি হিতনিমিত্ত অনেক চিত্তাপূর্বক ঠাহর
 বলিলেন, সুধামণ্ডলে আপনার ভেজ নিবেশিত
 করুন। কেহনু আপনি সৃষ্টির প্রভু, আপনি

ভেজসি বংশামো বয়ং সর্কৈঃ সহামরৈঃ ।
 গানার্জ্যং গ্রহীষ্যামো ভক্ত্যা দত্তান্ত মানবৈঃ ॥
 ভক্তে ত্বং মহাদেব অগ্নেতচ্চরাচরম্ ।
 রূপং সমাহ্বায় সন্নির্দহসি তৎক্ষণাৎ ॥ ৮০
 অথৈতি হসন্ মন্তো ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ ।
 গাগং বিনানেন লিঙ্গেনাসং প্রয়োজনম্ ॥ ৮১
 ত্বা তং বিনির্ভিদ্ধ্য চিক্কেপ চ মহীতলে ।
 তদন্ত ধরাং ভিত্ত্বা অগামাকাশমেব হি ॥ ৮২
 গন্তং বিষ্ণুরয়েষ্টমধস্তাং প্রযযৌ হি সঃ ।
 পি চ যযাবৃক্ষং প্রাপতুর্নাস্তমোজসা ॥ ৮৩
 দাশপ্রভবা বাণী ভ্রমোস্তত্রোপবিষ্টয়োঃ ॥ ৮৪
 যে পুজিতং লিঙ্গং সর্কান্ কামান্ কপর্দিনঃ
 ভ্রতি ন সন্দেহো জ্ঞদয়ে যদভীপ্সিতান্ ॥ ৮৫

এই সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং নিয়ম-
 কারক। অগ্নিসংহারসময়ে সমস্ত দেব-
 র সহিত আমরা স্বর্গ্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইব।
 মহাপ্রলয় সময়ে মানবগণ ত্রিসন্ধ্যায় যে
 এর অর্চনা করিবে, তাহা আমরাই গ্রহণ
 ব। প্রলয়কালে হে মহাদেব! স্বাবর-
 মাস্তক জগৎ আপনিই স্বর্গ্যরূপ অবলম্বন-
 ক দক্ষ করিবেন। মহাদেব “তাহাই
 ব” ইহা স্বীকার করিয়া হাসিতে হাসিতে
 কে এই কথা বলিলেন, প্রজাসৃষ্টি ব্যতি-
 ত আমার লিঙ্গে প্রয়োজন নাই। মহাদেব
 কে এই কথা বলিয়া স্বীয় লিঙ্গ উৎপাটন
 পৃথিবী মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সেই
 দেবের লিঙ্গ পৃথিবী এবং আকাশ ভেদ
 গমন করিতে লাগিল; তাহার অন্ত অন্বে-
 রিবার নিমিত্ত লিঙ্গের অধোভাগে ভগবান্
 গমন করিতে লাগিলেন এবং পিতামহ
 ও লিঙ্গের উর্ধ্বভাগে গমন করিলেন, কিন্তু
 রা দুইজনে দুইদিকে সতেজে গমন করি-
 ন্ত না পাইয়া সে স্থানে উপবিষ্ট হই-
 । ইত্যবসরে আকাশবাণী উপস্থিত হইয়া
 এবং বিষ্ণুকে বলিলেন, মহাদেবের এই
 পুজিত হইলে পর, লোকের জন্মমুখিত
 অভিজ্ঞা পূর্ণ করিবেন, ইহাতে

এতচ্ছত্বা ভতো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সর্কাস্ত দেবতাঃ ।
 লিঙ্গং সমর্চয়ন্তি স্য ভক্ত্যা ভগতমানসাঃ ॥ ৮৬
 ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং
 জ্ঞানিপ্রভৃতীনাং গতিকথনে একোন-
 পকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

লিঙ্গং শস্তোহরির্দৃষ্টা অনন্তং সর্কতোমুখম্ ।
 তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা দেবদেবং সুনামভিঃ ॥ ১
 নমঃ শিবায় শান্তায় স্থাববেহমিত্তেজসে ।
 ঈশানায় নমো নিত্যং পশুনাং পতয়ে নমঃ ॥ ২
 শিতিকণ্ঠায় রুদ্রায় মহাদেবায় বৈ নমঃ ।
 শূলহস্তায় তে নিত্যং নমো ভীমায় শস্তবে ॥ ৩
 নমো ভর্গায় ত্র্যক্ষায় নমো পদ্মাক্ষধারিণে ।

সন্দেহ নাই। আকাশবাণীর এই কথা শ্রবণ
 করত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অগ্নি সমস্ত দেবগণ
 ভক্তিভাবে ভগতচিহ্ন হইয়া মহাদেবের লিঙ্গ-
 পূজা আরম্ভ করিলেন। ৭১—৮৬।

একোনপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

উগ্রপ্রবার পুত্র সূত, শৌনকাদি ঋষিগণের
 নিকট বলিতে লাগিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু সর্কতো-
 মুখ এবং অন্তশূণ্য মহাদেবের লিঙ্গ দেখিয়া
 অবনতদেহে উত্তম নামসমূহ দ্বারা দেবদেব
 মহাদেবকে স্তব করিলেন। অপরিমিত-জ্যোতি-
 বিশিষ্ট স্থানু, শান্তিগুণাবলম্বী, শিবপ্রদ, অগ্নদী-
 শ্বর এবং পতপতি শিবকে আমি ভূয়োভূয়ঃ
 নমস্কার করি। যে দেবের কণ্ঠে শিতিচিহ্ন
 প্রকাশ পাইতেছে, যিনি প্রলয়কালে ভয়ঙ্কর
 মূর্তি ধারণ করিয়া রুদ্র নামে বিখ্যাত হইয়াছেন,
 যে দেব সকল দেবতার প্রধান, যাহার হস্তে
 শূল বিদ্যাজিত, যাহার ভীষণ মূর্তি, সেই শস্তকে

নমো হরায় তত্রায় নমো পৌরীপ্রিয়ায় চ ৪
নমঃ স্বরায় তুভ্য নমঃ পুরবাতিনে ।
বামদেবার বেদ্যায় নিপিবিত্তায় তে নমঃ ৫
মহেশ্বরায় উগ্রায় নমঃ কপালমালিনে ।
এমবাধিপত্যায় নমঃ স্তম্ভকপালিনে ৬
বিষাণায় নমো নিত্য নীলগৌরায় তে নমঃ ।
নীললোহিতরূপায় নমঃ স্তম্ভতিবিষাণিনে ৭
ভূতেশ্বায় নমো নিত্য প্রজাসংহারকায়ৈব ।
নমো বালেশ্বরায় নমঃ কপালমালিনে ৮
ঐক্যায় নমঃ স্তম্ভকপালিনে ।
বোধকেশায় শমায় নোমি নিত্য নমো নমঃ ১০

আমি বালেশ্বর নমস্কার করি যিনি ত্রৈলোক্য
মহা, হরায় ত্রিনয়ন, যিনি মস্তকে প্রজাপতি
বসন করিতেছেন, হরায় বর্ষা অতি কল, যিনি
ভববতী পৌরী প্রিয়তম, সেই দেবের চরণে
বসাবার আমি নমস্কার করি যিনি কাম-
দেবের পঞ্চ শক্তি, যিনি বিদ্যাপ্রদায়ক,
যিনি দেবদেব অতি সুন্দর, সেই মহেশ্বরকে
আমি বালেশ্বর নমস্কার করি যিনি ঈশ্বর-
পদের প্রদান, হরায় ভববতী দৃষ্টি, যিনি কপাল-
নিবৃত্ত মাল্য ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি
এমবাধিপতি ও অভিসম্পদক এবং হরায়
মস্তকে জটাজুট শোভা পাইতেছে, সেই দেব-
দেব মহেশ্বরকে বালেশ্বর আমি নমস্কার করি
যে দেব বিঘ্নজন্য হারা জীসিকানির্মাণ করিয়া-
ছেন, যিনি নীলগৌর ও নীললোহিতরূপী,
যিনি অত্যন্ত বিঘ্নজনকীল, সেই দেবকে
আমি বালেশ্বর নমস্কার করি যে দেব ভূত
পদের অধিপতি, যিনি প্রজা সংহার করিবার
নিমিত্ত অবতীর্ণ, প্রজামোহিত চক্রে বালেশ্বর মস্তক-
স্থল এক যে দেবদেব তুভ্য আমি, সেই
দেবকে আমি বালেশ্বর নমস্কার করি । বালেশ্বর
কর্তৃ ঐ শোভা পাইতেছে, যিনি বক প্রজা-
পতি বক কিলট করিয়াছিলেন, যিনি বোধক
নামক পুরুষের প্রভু, যিনি শর্ম নামে বিখ্যাত,
ঐশ্বর্যক আমি প্রতিক্রিয়া করি ও নমস্কার করি-

সনৎকুমার উবাচ ।

বিষ্ণুনা সংজ্ঞাতো ভক্ত্যা স্তোত্রোপায়েন সূত্রত
প্রসন্নমনো ভূত্বা ইদং বচনমব্রবী ১০
স্বকেনাপি হি তান কামান্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু সমাপ্তয়।
দুর্জয়ং হরির্যেভে শক্তিভিঃ সঃ সত্বে ।
স্বর্জনং মানবে লোকে সুপ্রজ্ঞায়ঃ পাপনশ।
ব্রহ্মা চৈবাক্ষয়ঃ স্তুতিং যাবদ্যচরন ১১
এতৎকালোপি যঃ স্তোতি মানবঃ শক্তিভিঃ কৃতি
সম্মান কামানবাপোতি পরঃ চ ভূতঃ পতিম্
লিঙ্গম্ পুঙ্গবঃ শাশ্বতঃ সঃ সৈব কপাল নমঃ ১২
ইদং কামপ্রদং পুনাঃ প্রজাঃ স্তুতিং যাবদ্যচরন
কিঃ পুনরঃ প্রজ্ঞাতিঃ শক্তিভিঃ সঃ সত্বে ১৩

উক্তি শ্রীশিবো দেবঃ পুনাঃ প্রজাঃ স্তুতিং

লিঙ্গম্ পুঙ্গবঃ শাশ্বতঃ সঃ সৈব কপাল নমঃ

ভেদে সনৎকুমার বচনেন তে সূত্রত
বিষ্ণুভুক্ত প্রজাপতি সত্বে সনৎকুমার বিষ্ণু
প্রসন্ন হইয়া এই বচন বলিলেন যে হর-
তে বিষ্ণুনা ভেদে হর উভয়ে শক্তিভ্য
কামান্ পূর্ব করিলে, তেমন পদের অর্থ
কল্পিত পূর্ববর্তী আমি সনৎকুমার ।
ভেদে উভয়ে নিজ শক্তিকরক অংশ প্রাপ্ত
হও ১—১১ ভাবন বিষ্ণু শব্দ প্রসঙ্গ
সম্বন্ধে শব্দে নিমিত্ত প্রজাপতি করিলে
এই মনুষ্যকে উভয় পদ ও প্রজাপতি
পালনশক্তি প্রদানের জন্য ব্রহ্ম ও বি-
লিঙ্গের প্রমাণ, যত কল মহেশ্বর সদৃশ হইয়া
ভাবতাল নিত্য স্তুতির অক্ষর প্রাপ্ত
হইলেন । এইরূপ এক যে মনুষ্য পবিত্র-
করে শক্তিপূর্ণক শিবলিঙ্গের পূর্ব করিলে
সে ইহকালে মস্তক অভিসম্পদ প্রাপ্ত হইবে
এবং পরকালে সন্মতি লাভ করিবে শিব-
লিঙ্গের পূর্ণক কল পাল ও এবং দৃষ্টিপ্রাপ্তি
আমিবে । শিবলিঙ্গ পূজা করিলে মনুষ্য-
পদের ইহকালে কামনা পূর্ব হয়, রাজগণের
রাজ্যাধিপতি হয়, শক্তি ইচ্ছাকামের সম্পাদ
পূর্ণ হয় এবং সুখোন্মুখ ব্যক্তিগণের সুখ বাড়
হয় । সুত, শৌনক মুনির নিকট বলিলেন-

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

১ তং যে মহদাখ্যানং যং তুয়া পরিকীর্তিতম ।
তোহহং শ্রোতুমিচ্ছামি যথা সর্গস্ত ব্রহ্মণঃ ॥ ১
২ যানান্ তানবানাক পার্থিবানাক সর্গশঃ ।
মুংপন্নস্ত মে কহি যথা ব্যাসাচ্চ তে শ্রুতম ॥ ২

স্বত উবাচ ।

৩ নে শৃণু কথাং দিব্যাং সর্গপাপপ্রবিশিনীম ।
বাত্যাং সংস্কৃতো ভক্তা স্তোত্রেনানেন তোষিতঃ
৪ লামানান্ ময়া চিত্রাং বহুর্থাং শ্রুতচিহ্নয়াম ॥ ৩
৫ চমাং ধারয়েৎ তাক শৃণুয়াৎপাতীক্ষণঃ ।
বংশোদ্ধরণং কৃৎস্না সর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৪

৬ সর্গার আমি কি বসিব ? যাহা আপনা-
৭ গের শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমার নিকট
৮ কাশ করিয়া বলুন ॥ ১২—১৫ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

১ স্বতের নিকট শৌনক বলিলেন, শিব-
২ দেবের বৃহৎ আখ্যায়িকা আমরা শ্রবণ করি-
৩ ম, আপনি যাহা সম্যকরূপে কীর্তন করি-
৪ ন। ইহার পর আমি, ব্রহ্মা যেরূপে সৃষ্টি
৫ রিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।
৬ বগণের, দানবগণের এবং পার্থিবগণের
৭ ল বংশ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, আপনি
৮ য়ান ব্যাসদেবের নিকট যেরূপ শুনিয়াছেন,
৯ ইরূপ আমার নিকট বলুন। শৌনক-
১০ ৱ নিকট স্বত বলিলেন, হে মুনিবর! সকল
১১ পবিশাশিনী সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন,
১২ মি সে কথা আপনার নিকট বলিতেছি।
১৩ কথা অতি আশ্চর্য। ঐ কথায় বহু অর্থ
১৪ ছে, আমি বিস্তৃতরূপে ব্যাস-সম্বন্ধানে যাহা
১৫ ৭ করিয়াছি। যে ব্যক্তি একথা হৃদয়ে
১৬ ৭ করে এবং যে ব্যক্তি একথা বারংবার
১৭ ৭ করে, সে নিজ বংশের উদ্ধার করিয়া

প্রদানং পুরুষো যং তন্নিত্যং সদসদায়কম্ ।

প্রধানপুরুষো তুয়া নিশ্চয়ে লোকভাবনঃ ॥ ৫

২ স্টোরং সর্গভূতানাং নারায়ণপরায়ণম্ ।

৩ তং বৈ বিদ্ধি মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্ ॥ ৬

৪ যস্যাং কল্মষতে কল্মঃ সমগ্রাশুচয়ঃ শুচিঃ ।

৫ তস্মৈ হিরণ্যগর্ভায় পুরুষায়ৈশ্বরায় চ ॥ ৭

৬ অজায় স্বাগুরুপায় বরিষ্ঠায় প্রজাভুবে ।

৭ নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি ভুবঃ সর্গমনুস্ময়ম্ ॥ ৮

৮ ব্রহ্মা স্টো হরিঃ পাতা সংহর্তা চ মহেশ্বরঃ ।

৯ তস্ম সর্গস্ত নাগোহস্তি কালে কালে যথা গতে ॥ ৯

১০ সোহপি স্বয়ং ভগবান্ সিস্থক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

১১ অপ এব সদর্জাদৌ তাসু বীৰ্যমবাসজং ॥ ১০

১২ আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরহ্রদবঃ ।

১৩ অধনং তস্ম তাঃ পুংসঃ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ১১

১ পরে স্বর্গে পানপুংসক দেবগণের গ্রায় মাস্ত
২ হয়। তিনি প্রধান, তিনি পুরুষ, তিনি সদ-
৩ সদায়ক প্রধান পুরুষরূপে সেই লোক-
৪ ভাবনহ জগৎ নিশ্চয় করেন। হে মুনিবর!
৫ সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা এবং বিষ্ণুর পরমভক্ত,
৬ অপরমিত তেজস্বী সেই ব্রহ্মাকে জানিবে।
৭ যে দেবকে লক্ষ্য করিয়া কল্মষক কালের
৮ গণনা করা যায়, যিনি পবিত্রতম, সেই হিরণ্য
৯ গর্ভ, পরমাত্মা, জগদীশ্বর, নিত্য, স্বাগুরুপী
১০ সর্গশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত প্রজার সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মাকে
১১ প্রণাম করত অদ্ভুত জগৎসৃষ্টিবৃত্তান্ত আপনা-
১২ দিগের নিকট বর্ণনা করিতেছি। এ জগতের
১৩ ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুই পালনকর্তা এবং মহা-
১৪ দেবই সংহারকর্তা। সকল সৃষ্টি আরম্ভ
১৫ কালেই ব্রহ্মা ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা অস্ত্র কেহই নাই,
১৬ ইহা নিশ্চিত জানিবে। সেই স্বয়ং ভগবান্
১৭ ব্রহ্মা সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী
১৮ হইয়া সর্বাঙ্গে জলরাশি সৃজন করিলেন,
১৯ তৎপরে ঐ জলরাশি মধ্যে সমস্ত পদার্থের
২০ বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিলেন। ১—১০। নররূপী
২১ দেব হইতেই জল সন্তৃত; এ নিমিত্ত লোকে
২২ জলকে নার শব্দে অভিহিত করে। প্রলয়-
২৩ কালে জলই বিষ্ণুর বাসস্থান, একারণ বিষ্ণুর

হিরণ্যবর্ণমস্তবৎ তদগুম্বকেশরম্ ।
 তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়মুদ্ভূতি বিষ্ণুতঃ ॥১২
 হিরণ্যপর্ভো ভগবানুদ্ভূতঃ পরিব্রজসরম্ ।
 তদগুম্বকরোদ্ভূতঃ দিবং ভূমিক নিশ্বমে ॥ ১৩
 অধোহবোদ্ধিঃ প্রবৃক্তানি ভুবনানি চতুর্দশ ।
 তয়োঃ শকলরোমধামাকাশমস্থজং প্রভুঃ ॥১৪
 অঙ্গু পরিপ্লুতা পৃথী দিশ্চ নন্দা দিবি ।
 তত্র কালো মনো বাচঃ কাম-ক্ৰোধাশ্রয়ো রতিম্ ।
 মরীচিমহ্যাদিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্ ।
 বশিষ্ঠে মহাতেজাঃ সেতশ্রজঃ সপ্ত মানসান্ ॥১৫
 সপ্ত ব্রহ্মাণ ইত্যোতে পুরাণে নিশ্চয়ং পতঃ ।
 ততোহনন্তরং পুত্রব্রহ্মা কুদানেবাস্তমস্থবান ॥ ১৬

একটা নাম নাহাচল জন্মিলেন । হিরণ্যবর্ণ
 সেই নাহাচলের একটা ভিন্ন উৎপন্ন হইয়া
 জলমধ্যে জন্মিলে লগিল, সেই ভিন্ন স্বয়ং
 জন্ম করিয়া স্বষ্টি করি ব্রহ্মা আবির্ভূত হইল
 লেন, এ নিমিত্ত ব্রহ্মা স্বয়ং নাম হইল
 জন্মিলেন । হিরণ্যবর্ণ-অণু-সমুদ্র ভগবান
 ব্রহ্মা অণু মনো বহুকাল বাস করিয়া এই
 অণুকে দিব্য ও কলুত স্বয়ং প্রকাশপূর্বক সর্গ
 এক পৃথিবী সৃজন করিলেন । এই পৃথিবীর
 অধোভাগে ক্রমে ক্রমে সপ্তলোক এবং উর্ধ্ব-
 ভাগে ক্রমে সপ্তলোক, এই চতুর্দশ ভুবনের
 সৃষ্টি করিলেন । সেই সকল লোকের মধ্যে
 যজ্ঞে প্রভু ব্রহ্মা আকাশের সৃষ্টি করিলেন ।
 তৎকালে এ পৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল,
 লগিল এবং আকাশও জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল ।
 সেই সময়ে অগ্নিহুতাদিকাল, মন, বাচা, কাম,
 ক্রোধ এক কামপটী রূতি সৃষ্টি হইয়াছিল ।
 মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু
 এক বসিষ্ঠ এই সাতজন প্রজাপতিকে ভগ-
 বান ব্রহ্মা নিজ মানস হইতে সৃষ্টি করিলেন ।
 এই সাতজন ব্রহ্মার মানস-পুত্র, ইহা পুরাণ-
 পাণ্ডে নিশ্চিত হইয়াছে । ভগবন্ত ভগবান
 ব্রহ্মা মানস হইতে একাদশ ক্রমের সৃজন
 করিলেন । ব্রহ্মা সনৎকুমার নামক সকলের

সনৎকুমারক কবিং সর্বেষামপি পূর্বতম
 সপ্ত ক্ষেতে প্রজাপতি পঞ্চাঙ্গদ্রাণ্য সর্গতঃ ॥১৭
 অতঃ সনৎকুমারস্ত তেজঃ সজ্জিগ্ম্য ভিষ্ঠতি
 তেজাং সপ্ত মহাবংশা দিব্যদেববিপুজিতঃ ॥১৮
 বিদ্যতোহশনিমেবাংচ রোহিতেশ্বনুবিচা
 পরাংসি চ সসজ্জানৌ পর্জন্তক সসজ্জ ॥১৯
 নচো বজ্রংবি সামানি নিশ্বমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে
 পূজ্যাতৈরদজনং দেবানিত্যেবমনুশ্রবম্ ॥২০
 মুখাদেবানজনয়ং পিতৃংৈবাব বক্ষসঃ ।
 প্রজনাঞ্চ মনুষ্যান্ বৈ ভদ্রনশ্রিগ্নমেবমুদয়ং ॥২১
 উক্তবচানি ভূতানি পাত্তেভাস্ততঃ কল্পিতৈ
 আপবস্ত প্রজাসর্গে সজ্জতে সৈ প্রজাপতে ॥২২
 সজ্জামানঃ প্রজাতৈশ্চ ন ব মনুষ্যৈস ততঃ
 বিদ্য কৃদাস্তনো দেহং প্রী চৈত পুত্রসহজং ॥২৩

জ্যোতি কবিত্বকে সৃজন করিয়া ভগবন্ত ব্রহ্মা
 প্রভৃতি সপ্ত কবি এবং একাদশ ক্রমের সৃজন
 করিলেন । মুনিবর সনৎকুমার নিজ গুণ
 সাংক্ষেপ করত অসংখ্য কল্পিত লগিলেন
 মরীচি প্রভৃতি সপ্ত কবি হইতে দেবগণ এবং
 কপিগণের মাংস মনুষ্যগণ চন্দ্র জল
 বিদ্যাং, বজ্র, মেঘগণ, লবঙ্গ উল্লেখ এবং ভগ-
 বান সর্গের সৃজন করিয়া, তৎপরে যজ্ঞের
 সৃষ্টি করিলেন । ভগবান ব্রহ্মা কাম, বাচা, কাম,
 এবং সামবেদ বক্ষকগণ সজ্জমান নিমিত্ত করি-
 লেন । পুত্রনৌ মুনিগণ বেদভার বহন
 গণের পুত্র কল্পিত ছিলেন, ইহা বেদব্যাসমুনি
 নিকটে আশ্রয় স্বরণ করিয়াছি ॥১১-১২
 ভগবান ব্রহ্মা নিজ মন হইতে দেবগণের সৃষ্টি
 করিয়া, বক্ষঃস্থল হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি করি-
 লেন । ভগবন্ত মনুষ্যগণের সৃষ্টি করি-
 জন্ম হইতে অশুরগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন
 সেই প্রজাপতিগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার সমা-
 প্ত হইতে প্রধান এবং অপ্রধান সমস্ত প্রাণী
 জন্ম হইল । স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মা নিজ ল-
 হইতে প্রজাপতি করিয়া, প্রজার সংখ্যা
 হওয়া চকর, ইত্য মনে মনে বিবেচনা করি-
 লেন, তৎকালে নিজ দেহ দুই ভাগে বিভক্ত

জহৎ প্রজাঃ সর্বা মহিমা ব্যাপ্য বিবৃতঃ ।
 জমসৃজবিষ্ণুং স সৃষ্টঃ পুরুষো বিরাট ॥ ২৫
 যঃ তং মনুং বিদ্ধি মনোরস্তরমেব চ ।
 রাজঃ প্রজাসর্গং সসর্জ পুরুষঃ প্রভুঃ ॥ ২৬
 যথবিসর্গস্ত প্রজাস্তস্তাপ্যবোনিজাঃ ॥ ২৭
 যান্ কীর্তিমান্ ধন্যঃ প্রজাবান্ চ ভবত্যতঃ ।
 সর্গং বিদিত্বৈকং যথেষ্টাং প্রাপ্নুয়াদতিম্ ॥ ২৮
 তি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং
 আদিসর্গকীর্তনে একপকাশো-

হধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

। স্ত্রী এবং পুরুষরূপে অবস্থিতি করিতে
 লেন। তদনন্তর নিজ মহিমা দ্বারা এ
 ২৮র ব্যাপিয়া প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ করিয়া,
 ত্রে বিরাটরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর সৃষ্টি করি-
 ; সেই বিরাটরূপী অদ্বিতীয় পুরুষ
 ন্ বিষ্ণু মনুর পরে সৃষ্ট হইয়াছিলেন,
 মিস্ত তাঁহাকে দ্বিতীয় মনু বলিয়া জানি-
 । সেই জগৎপ্রভু অদ্বিতীয় পুরুষ বিরাট-
 ভগবান্ বিষ্ণু প্রজাসৃষ্টি করিতে লাগিলেন।
 ণের সৃষ্টিতে যে সকল প্রজা জন্মগ্রহণ
 , তাহারা অযোনিসমূহ হইল। তাহারা
 ক্রম সংসর্গজাত নহে। যে মনুষ্য আদি-
 স্তাস্ত্র ভ্রবণ করে, সে ইহকালে দীর্ঘজীবী,
 ১ এবং ধনবান্ হইয়া পুত্র পৌত্র সহ সুখে
 পিন করত পরকালে নিজের অভি-
 রূপ সন্নাতি লাভ করিতে পারে জানি-
 ২২—২৮।

একপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপকাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সংসৃষ্টানু প্রজাশ্চৈব আপবোহং প্রজাপতিঃ ।
 মেভে বৈ পুরুষঃ পত্নীং শতরূপামবোনিজাম্ ॥ ১
 আপবস্ত মহিমা তু দিবমারুত্যা তিষ্ঠতঃ ।
 ধর্ম্মেনৈব মহাত্মা স শতরূপা ব্যজায়ত ॥ ২
 সা তু বর্ষশতং তপ্ত্বা তপঃ পরমহংসরম্ ।
 তর্ভারং দীপ্ততপসং পুরুষং প্রত্যপদ্যত ॥ ৩
 স বৈ স্বয়ম্ভুবং জজ্ঞে পুরুষো মনুরুচ্যতে ।
 যস্মৈকসপ্ততিযুগং মনস্তরমিহোচ্যতে ॥ ৪
 বৈরাজঃ পুরুষাদীরাং শতরূপা ব্যজায়ত ।
 প্রিয়ব্রতোস্তানপাদৌ বীরকায়ামজায়তাম্ ॥ ৫
 কাম্যা নাম মহাভাগা কর্দমস্ত প্রজাপতেঃ ।

দ্বিপকাশ অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ-পুত্র সূত, সৌনকাদি ঋষিগণের
 নিকটে বলিতে লাগিলেন, কতকগুলি প্রজা
 সৃষ্ট হইলে পর, যখন ব্রহ্মা বিবেচনা করিলেন,
 মানস-সৃষ্টি দ্বারা প্রজার বৃদ্ধি হওয়ায় হ্রস্ব,
 তৎকালে আদিপুরুষ প্রজাপতি ব্রহ্মা, অযোনি-
 সমূহ শতরূপা নাম্নী পত্নীকে প্রাপ্ত হইলেন।
 যৎকালে ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ মহিমা দ্বারা স্বর্গ
 পর্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তৎ-
 কালে সেই মহাত্মা ব্রহ্মা ধর্ম্মবলে শতরূপা-
 নাম্নী স্ত্রীরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই শত-
 রূপা-নাম্নী আদি রমণী একশত বর্ষ ব্যাপিয়া
 অত্যন্ত হ্রস্ব তপস্তা করাতে অত্যন্ত উৎকট
 তপস্বী আদিপুরুষ ব্রহ্মাকে পতিরূপে প্রাপ্ত
 হইলেন। সেই আদি পুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মা
 স্বয়ম্ভু পুত্র উৎপন্ন করিলেন, যিনি মনু নামে
 বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহার একসপ্ততি যুগকে
 মনস্তর বলিয়া লোকে বলে, অর্থাৎ ব্রহ্মার
 একান্তর যুগের পর দ্বিতীয় মনুর উৎপত্তি হয়।
 বিরাট পুরুষ হইতে বীর্ঘবতী শতরূপা পুত্র
 উৎপাদন করেন। প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ
 এ উভয়ে বীরকা নাম্নী রমণী হইতে কীর্ষিক-
 ছিলেন। মহাভাগ্যবতী কাম্যা নামে রমণী

কাম্য পুস্তক চত্বার সাত্ত্বিকাবিবিধি এইঃ
উত্তমপাদোহজনঃ পুস্তকজন্যে এইঃ । ৬
বর্ষক কতা নুত্তরী নুত্তরীম বিকতা ।
উৎপাদ চাপি বর্ষক কবত জননী তথা । ৭
কবো বর্ষকজন্যে ত্রীণি বিখ্যানি কামনে ।
তৎকালে স কাম্য প্রার্থন্য স্থানব্যায়ম্ । ৮
তন্মৈ ব্রহ্ম নদৌ শ্রীতঃ স্থানব্যায়ম্ এইঃ ।
অচলকৈব পুস্তকঃ সন্তবীণ্য প্রজাপতিঃ । ৯
তদ্ব্যং পুস্তিক ধাতুক কবত পুস্তো ব্যজ্যত । ১০
পুস্তোব্যক্তমুত্তর্যঃ পক পুস্তিকপদবান্
রিপুং রিপুস্তক বিপ্রঃ বৃকলঃ বৃকতেজসম্ । ১১
রিপোব্যক্তমহিবী চান্দ্রক সর্গতেজসম্ ।
অকৌজনঃ পুস্তিকায় বৃকল চান্দ্রক মনুঃ । ১২
মনোব্যক্তম্ কল মডবল্যায় যদৌজনঃ ।

কর্ম নামক প্রজাপতির পত্নী ছিলেন ।
কাম্যার চারি পুত্র,—নামাক, অকি, বিপ্রা
এক এইঃ । উত্তমপাদ রাজা ইন্দ্রকুল্য তেজস্বী
বর্ষক উৎপাদন করিয়াছিলেন । অতি নুত্তরী
বর্ষক কতা নুত্তরী নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত
উত্তমপাদের পত্নী । সেই নুত্তরী কব নামক
পুত্র এসব করেন । বর্ষ হইতে নুত্তরীর জন্ম
হয় । নুত্তরীপুত্র কব ব্যক্তাবস্থায় দেবপরি-
ষদে জিন হাজার বৎসর ব্যাপিয়া, অকল উত্তম
স্থান প্রার্থনা করত অকল্যেতে তপস্তা করেন ।
কবের তপস্তার শ্রীত হইয়া তপস্বান্ প্রজাপতি
কতা কাম্যেরকর সন্তান সন্তানকামনার সমুদে
অকল হাস হাস করিলেন । সেই তপস্বান্
কব হইতে পুত্র এক কতা নামক হইল পুত্র
অকিরাহিল । অকৌজনীর মূর্ত্তা-নারী পত্নীর
মৃত পুত্রের পকপুত্র হয়,—রিপু, পুস্তক,
বিপ্র, বৃকল এক বৃকতেজা । ১—১১ ।
অকৌজন-সন্তান মহিবী রিপু হইতে সর্গ-
তেজস্বী চান্দ্রক নামে পুত্র এসব করেন ;
কৌজন্য যদৌ পুস্তিকী নামক পত্নীতে বরুণ
পুত্র উৎপাদ হয় । যে মুনিবর । বিপ্রাট প্রজা-
পতির সন্তান নামক কবতে মনুর উৎস অতি

কতায়াং হি মুনিশ্রেষ্ঠ বৈরাজস্য প্রজাপতঃ । ১২
কবঃ পুত্রঃ শতদ্ব্যয়পত্নী সত্যজিৎ কবিঃ ।
অকিটোমোহিত্যত্রৈণ্যতিমত্যাঃ স্থানা নম । ১৩
কবোরজনমঃ পুস্তান্ বড়ায়েদৌ মহাপ্রভা ।
অকলঃ স্তম্ভসং ব্যাতিৎ ক্রতুয়াস্তিসমুদ্রি । ১৪
অকলঃ স্তম্ভা ভাষা নৈ বেদমেকমস্তুত । ১৫
অপচারেণ বেদত কোপক স্তম্ভানভুত ।
প্রজাপদবরুণ মমত দিক্শিৎ করম্ । ১৬
বেদত পাতৌ মণিতে সন্তভব ততঃ পুঃ
স ধনৌ কবচী জাতন্তুয়াসিতাসমিতঃ । ১৭
পদ্বৈবোত্তম পদ্বীমরকঃ কপুস্তকঃ
বাজস্ত্যতিমিত্যনামাসাঃ স বস্তুবদিতঃ । ১৮
তদ্ব্যক্তেব সমুৎপন্নৌ নিপুণৌ ততঃমপৌ
তেজসঃ নৌমুনিশ্রেষ্ঠ বৃক সর্গতেজস্বী
প্রজানঃ তিতকামেন বেদেঃ সধিবদৈঃ স

তেজস্বী মন পুত্র কবপুত্র করেন । উৎ-
কিনের প্রত্যেকের নাম বলিতেছি এম
ককল কক, পুত্র, শতদ্ব্যয়, তপস্বী, সন্ত-
জিৎ, কবি, অকিটোম, অতিব্রত, অকিরা
এক স্তম্ভসং এই মনটী মনুর পুত্র ভাবিলে ।
অকল নৌপুস্তকী অকৌজনী নামে ককপত্নী বরু-
নামক, ব্যাতিৎ, কপু, অকিটোম এবং কৃষ্ণ
নামক চতুর্দশ পুত্র এসব করেন । নুত্তরী-
নারী অকৌজন পত্নী একমাত্র বেদ নামে পুত্র
এসব করেন । কৌজন্যের অধ্বাচরণ ও
হুস্তিগামমূহ নর্শন করত প্রকৃতিগণের অতঃ
ক্রোধ অকিরাহিল । সন্তানকামনার মুনি
কবের দিক্শিৎ-হস্ত মন করিয়াছিলেন, যে
বরু মন করিলে পর, বরুপুত্র ও কক
পত্নীমপুস্তক হুস্ততুল্য তেজস্বী হইল পু-
নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন । কৌজন
পুত্র অকিটোমের আদিপুত্র ; তিনিই সর্গ
একমে পৃথিবীর রক্ষা করিতে আরম্ভ করে
এবং সেই পৃথিবীপতি পণ সর্গাণ্ডে রাজ্য
কলা অতিব্রত হন । সেই পুত্র হইতে সর্গ
কালে নিপুণ স্ত ও এবং মাগধ নামে দুই পু-
উৎপাদ হইয়াছিল । মুনিবর । প্রজাপতি

ভির্দানবৈশ্ণব পক্ষৈর্কৈঃ সাঙ্গরোগৈঃ ॥২১
পূণ্যজন্মৈশ্চ বীকৃতিঃ পক্ষিতৈস্তথা ।
দন্তেন জীবন্তি সর্বদেবগণাঃ সদা ॥ ২২
ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং
মাদিসর্গবর্ণনে পৃথুংপত্তির্নাম দ্বিপকাশো-
ন্থধায়ঃ ॥ ৫২ ॥

দ্বিপকাশোহুধ্যায়ঃ ।

সুত উবাচ ।

॥ পুত্রো তু ধর্মজ্ঞো জন্মতে ভুবি পার্থিবো
ধনী-হবির্কামনামনো ভো বভূবতুঃ ॥ ১
তিনী হবির্কামাঃ পুত্রাঃ প্রাচীনবর্হিষম্ ।
গীনাগ্রাঃ কুশাস্ত্রস্ত পৃথিবীতলচারিণঃ ।
দন্তনয়্যাস্ত কতদারোহভবং প্রভুঃ ॥ ২
দন্তনয়্যাস্ত দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ।

ভিলাষী সেই পৃথু রাজা দেবগণ, ঋষিগণ,
গণ, অশুরগণ, গন্ধর্ভগণ, অঙ্গরোগণ,
গণ এবং পুণ্যজনগণের সহিত বৃক্ষ, লতা
পর্বতবৃক্ষ সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে দোহন
রাছিলেন; সেই পৃথুরাজ-দন্ত বক্ষীর
সমূহ দ্বারা দেবগণ সর্বদা জীবন রক্ষা
ন। ১২—২২ ।

দ্বিপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

দ্বিপকাশ অধ্যায় ।

শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট উগ্রশ্রবা নামক
বলিতে লাগিলেন, পৃথুরাজার হবির্কানী
হবির্কাম নামে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ পৃথি-
রাজা দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।
ম-পত্নী শিখণ্ডিনী প্রাচীনবর্হিষ নামে
প্রসব করেন। ধরণীতলচারী প্রাচীনাগ্র
কুশ প্রাচীনবর্হিষ-হইতে উৎপন্ন হয়।
প্রভু প্রাচীনবর্হিষ সমুদ্র-তনয়াকে বিবাহ
ছিলেন; প্রাচীনবর্হিষ রাজার সমুদ্র-

সর্কে প্রচেতসো নাম ধর্মুর্কৈদন্ত পারগাঃ ॥ ৩
অপৃথগ্নর্ষচরণান্তেহুতপাস্ত মহং তপঃ ।
দশ বর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥ ৪
তপশ্চরংসু পৃথিব্যামভবন্ সুমহীকুহাঃ ।
অরক্ষ্যমাণায়াং পৃথ্ব্যাং বভূবধ প্রজাক্ষয়ঃ ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা তু ক্রমেভ্যস্তে প্রাশুজরগ্নি-মাক্রতো ।
বৃক্ষানুশ্রল্যা বায়ুস্তানদহন্ধব্যবাহনঃ ॥ ৬
বৃক্ষক্ষয়ং ততো দৃষ্ট্বা কিকিচ্ছিষ্টেষু শাখিষু ।
উপগম্যাত্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭
কোপং বক্ষুধ রাজানঃ সর্কে প্রাচীনবর্হিষঃ ।
অনু ভূতানু কশ্যেয়ং বৃক্ষাণাং বরবর্ধিনী ।
ভবিষ্যং জানতা সা তু ধৃত্য গর্ভেণ বৈ ময়া ॥ ৮
ভাধ্যা বোহস্ত মহাভাগা সোমবংশবিবর্ধিনী ॥ ৯
অস্ত্রামুংপংস্তুতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ।

তনয়ার গর্ভে প্রচেতা নামে দশ পুত্র জন্মে।
ঐ দশ প্রচেতা ধর্মুর্কৈদন্তের সীমা পধ্যস্ত শিক্কা
করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এক ধর্ম্মাক্রান্ত
হইয়া সমুদ্রজলে বাস করত দশ হাজার বৎসর
উৎকট তপস্কা করিয়াছিলেন। প্রচেতাগণ
তপস্যায় আসক্ত হইলে পর, পৃথিবীমধ্যে কেবল
বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়া পৃথিবী বনময় হওয়াতে
তৎকালে অস্ত্র কোন প্রকার শস্ত্র উৎপন্ন হইত
না। তৎকালে পৃথিবী, রাজার অভাবে অর-
ক্ষিত হওয়াতে প্রজাক্ষয় হইতে লাগিল।
প্রাচীন-বর্হিষের পুত্রগণ প্রজাক্ষয় দেখিয়া,
সমুদ্র হইতে অগ্নি এবং বায়ুর সৃষ্টি করিলেন।
বায়ু বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করিতে লাগিলেন এবং
অগ্নি বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন; বৃক্ষ-
গণের অধিপতি প্রতাপাষিত সোম, বৃক্ষক্ষয়
দেখিয়া, কিকিচ্ছিত বৃক্ষের শেষসত্ত্বে প্রাচীন-
বর্হিষের পুত্রগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলি-
লেন, হে রাজবর্গ! আপনারা ক্রোধ সংহার
করুন। বৃক্ষগণের পশ্চাচ্ছাত এই সুন্দরী
কন্যাকে, আমি ভবিষ্যৎবার্তা জানিয়া, গর্ভে
ধারণ করিয়াছি। ১—৮। হে মহাভাগগণ!
সোমবংশবিবর্ধিনী ঐ কন্যা আপনাদিগের ভাধ্যা
হউক। এই কন্যার গর্ভে মহা পতিও বৃক্ষ-

বুদ্ধ্যাক্ষেপসংকল্পে যম চাপশেন ভেষসঃ । ১০
 ব্রহ্মভেদোন্মত্তো কুর্যঃ প্রজ্ঞাঃ সংবর্ধয়িত্যতি । ১১
 ততঃ সোমস্ত বচনান্ভগ্নহন্তে প্রচেতসঃ ।
 তাদৃশ্যং বর্ণনং ততঃ ককো জজ্ঞে প্রজাপতিঃ ।
 সোহপি জজ্ঞে মহাভেজাঃ সোমস্তাপশেন বৈ মূনে
 অচর্য্যন্ত চর্য্যন্তৈশ্চ বিপদোৎপাদকত্বপদাঃ ।
 স হৃষ্টো যমস্যা বক্ষঃ পশ্যামহমতঃ স্মিতঃ । ১৪
 বক্ষো স বন বর্জ্যায় কস্তপায় ত্রয়োদশ ।
 শিষ্টোঃ সোমায় বক্ষোহপি নকস্ত্রাখ্যাবক্ষো প্রভুঃ
 বোহুগ্নাঃ খনা নানা বিভিজ্যাস্ত্র্যস্ত্র্যেবতাঃ । ১৫
 ততঃ প্রকৃতি বিপ্রস্ত প্রজা যমুনসত্বাঃ ।
 সনজাধনানাং স্পর্শাৎ পূর্ব্বোবাৎ সৃষ্টিরুচ্যতে । ১৬

শৌনক উবাচ :

অনুষ্ঠানবাক্যেনাং জতো বক্ষঃসাতঃ পূর্ব্বং কুর্য্য :

প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিলেন । আপনাদিগের
 ভেদের অর্ধাংশ দ্বারা এবং আবারও ভেদের
 অংশ দ্বারা ব্রহ্মভেদোন্মত্ত সেই বক্ষ প্রজা-
 পতি পূর্ব্বকার সাতিশর প্রজাবর্জি করিলেন ।
 তদনন্তর সোমের দ্বারা তদ্বিত্য প্রচেতানন
 বর্জসহকারে সোমকস্ত্রকে দায়পরিগ্রহ করি
 লেন ; সেই কস্ত্রের পরে বক্ষপ্রজাপতি
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । যে মুনিবর ! সেই
 মহাভেজা বক্ষপ্রজাপতি সোমের অংশ হইতে
 উৎপন্ন হইয়াছিলেন । দ্বাবর, জজ্ঞম, বিপদ
 এবং চতুশ্চর পুরুষসমূহ নিজ যম হইতে
 সেই বক্ষপ্রজাপতি নষ্ট করিয়া, তৎপরে
 কস্ত্রসমূহ নষ্ট করিলেন । বক্ষ প্রজাপতি
 বর্জকে বর্ণী কস্ত্র, কস্ত্রসমূহকে ত্রয়ো-
 দশী এবং চতুশ্চরকে অশ্বশিষ্ট সাতাইশী অশ্বী
 প্রকৃতি সক্ষতান প্রদান করিলেন । তৎপরে
 সোম, জজ্ঞম, পক্ষী এবং সর্প উৎপন্ন হয় । যে
 বিপ্রস্ত । তদবধি প্রজা সমস্ত ত্রী পুরুষ-
 সমূহের অধিষ্ঠিত হইলেন । হৃষ্টের আদিতে
 যামনিক ইচ্ছা, বর্জ এক স্পর্শ দ্বারা আদিশ-
 নকে নষ্ট করিয়াছিল, ইহা পূর্ব্বক উক্ত হই-
 লেছে । শৌনক মুখেরে জিজ্ঞাসা করিলেন,
 যে হৃষ্ট । পূর্ব্বক বলিয়াছে, দ্বাবর, অনুষ্ঠান

কথং প্রচেতসহং হি পূর্ব্বকোহে মহাভপা ।
 এতেন সংশয়ং হৃত আখ্যাতুং বৈ ব্রহ্মহ্মি ।
 দৌহিত্রৈশ্চ সোমস্ত কথং বক্তৃত্যং পতঃ ।
 হৃত উবাচ ।

উৎপত্তিঃ নিরোধঃ নিত্যং ভূতেশু বক্তৃত্য ।
 কমে কমে ভবন্তোহে সর্গে দক্ষাভ্যে দুঃ ।
 পুনঃশ্চ নিরুধ্যন্তে সৃষ্টিস্তত্র ন মুহতি
 জ্যোষ্ঠঃ কনিষ্ঠো মধ্যমঃ পূর্ব্বমাসৌদামুনঃ ।
 ইমাং বিসৃষ্টাং দক্ষত্বাং বিদ্যাং সচর্য্যম্
 প্রজাবানাম্ পূর্ব্বঃ সর্গলোকে মহীপতে । ২১

ইতি শ্রীশৈব মহাপুরাণে ধর্ম্মসাহিত্য
 আদিসংবৎসরে দক্ষঃ পত্তিঃ খনঃ নমঃ
 ত্রিপুরাংশঃ ১২৪ : ১৩ ।

হইতে বক্ষপ্রজাপতির উৎপত্তি হইয়াছে
 অধুনা বলিতেছি, মহাভপা বক্ষ প্রচেতসি
 সম্ভব, ইহা কি প্রকারে ? আমার এসম
 জ্ঞান করিতে তুমি ভিন্ন কেহই সমর্থ নহে
 পূর্ব্বকার বলিয়াছি, চন্দ্রের দৌহিত্র বক্ষ এবং
 চন্দ্রকে কস্ত্রাভ্যন করিয়া বক্ষ উহার পুত্র
 হইয়াছেন । হৃত শৌনকের নিকটে বলিতে
 লাগিলেন, প্রাচীনদের উৎপত্তি এবং জিহ
 বাক্ষ্যকার হইয়া থাকে যে মুনিবর ! বক্ষ
 প্রকৃতি সমস্ত প্রজাপতিগণ সকল কয়েই বক্ষ
 গ্রহণ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বকার ঠাহারিগণের
 বিদ্যায় হয়, এ বিষয়ে প্রাক্করণ মুহূর্ত্তন ন
 মহামুনে ! জ্যোষ্ঠ, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ ইহা
 ব্যক্তিক্রম কয়েকজন হইয়া থাকে । বক্ষপ্রজা-
 পতি হইতে দ্বাবর এবং জজ্ঞম প্রকৃতি নষ্ট
 যে ব্যক্তি পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সে মনুষ্য
 পুত্র পৌত্রগণের সহিত দৌহিত্রীও হইয়া ইহা
 লোক কালব্যাপন করত পরলোকে সর্গপুরীতে
 বাস করে । ১—২১ ।

ত্রিপুরাংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

নাং দানবানাক গন্ধর্ব্বোপরকগাম্ ।
 ১ বিস্তরেণেমাং স্তপুত্র ব্রবীহি মে ॥ ১
 স্তপ উবাচ ।
 ২ হি মনসা দক্ষঃ সৃষ্টিং চক্রে প্রজাপতিঃ ।
 ৩ বর্জতে সা তু বীরপত্ৰ প্রজাপতেঃ ॥ ২
 স্তপসমা যুক্তামাহুয়ং সর্গকারণাং ।
 ৪ ধুনেন ধর্ম্মেণ সসর্জক বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ৩
 পুত্রসহস্রাণি বীরণ্যাং পঞ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 ৫ জ্ঞানসামাস দক্ষ এব প্রজাপতিঃ ॥ ৪
 দিশু স্তপো দৃষ্টা নারদঃ প্রাহ বৈ মুনে ।
 ৬ স তু সমুৎপন্নো নারদঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৫
 বাচা কণ্ঠপাঠে পুংসাং সৃষ্টির্ভবিষ্যতি ।
 বৈ হুহিতরি তস্যাং তানব্রবীং তু সঃ ॥ ৬

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

শৌনকমুনি স্তপকে বলিলেন,—হে স্তপ-
 দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, সর্প এবং
 পৈশাচ উৎপাদিত আগার নিকট বিস্তৃতরূপে
 স্তপ শৌনকমুনির নিকট বলিতে লাগি-
 লেন দক্ষপ্রজাপতি প্রথমে মন দ্বারা প্রজা
 সৃষ্টি করিলেন। যখন দেখিলেন, মানসসৃষ্টি
 আবৃদ্ধি হওয়া দুষ্কর, তখন বীরণনামক
 উরু তপস্বিনী কস্তাকে, সৃষ্টি করিবার
 আহ্বান করিলেন, অর্থাৎ বিবাহ করি-
 লেন। সেই দক্ষ প্রজাপতি স্ত্রী-পুরুষ-
 দ্বারা নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিলেন।
 বীরণকস্তাতে অতি তেজস্বী দক্ষ-
 ১ সহস্রাং করত পাঁচ হাজার পুত্র
 করিলেন। হে মুনিবর! দেবর্ষি
 এই সমস্ত পুত্রসৃষ্টি কর্ত্তব্য করত দক্ষ-
 ২ কে বলিয়াছিলেন। ঐ দেবর্ষি নারদ
 দ্বারা মানস হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।
 বিবাহিতে প্রবণ করিয়াছি, দক্ষকস্তার
 ৩ পুত্রমুনির উরুসে পুরুষগণের সৃষ্টি

নারদ উবাচ ।

অজানন্তঃ কথং সৃষ্টিং বালিনা বৈ করিষ্যম্ ।
 দিশং কাকিদজানন্তস্তদ্ব্যবহারতাং কুয়ম্ ॥ ৭

স্তপ উবাচ ।

ইত্যুক্তা যত্রজুঃ সর্কে আশাং বিজাতুমোক্ষসা ।
 গতেতৈর্জনসামাস পুনঃ পঞ্চমস্তং স্তপন ॥ ৮
 দক্ষস্ত পুত্রা হর্ষায়া বিবর্জয়িব্যঃ প্রজাঃ ।
 ৯ তস্মাচ্চ পুনঃ সোহপি নারদঃ কিং হি বালিনা
 ১০ ভুবো মানসজানন্তঃ কথং সৃষ্টির্ভবিষ্যতি ।
 ১১ তে তু তদ্বচনং শ্রুত্বা নির্ধাতাঃ সর্কতোদিশম্ ॥ ১০
 অনন্তং পুরুষং প্রাপ্য গতান্তেহপি পরাতমম্ ।
 ১২ অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তু সমুদ্রোহ্য ইবাপগাঃ ॥ ১১
 তদাপ্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরুৎসবঃ বৃত্তঃ ।
 ১৩ প্রযাতো নশ্রুতি মুনে তন্ন কার্য্যং বিপশ্চিতা ॥ ১২
 ১৪ তাংচাপি নষ্টান বিজ্ঞান পুত্রান দক্ষঃ প্রজাপতিঃ

হইবে। সেই হেতু দক্ষপুত্রগণকে নারদ
 বলিলেন, রে মুখগণ! না জানিয়া কি নিমিত্ত
 সৃষ্টি করিতেছ? তোমাদিগের কোন দিক-
 জ্ঞানই নাই; অতএব পৃথিবীকে জ্ঞাত হও।
 দেবর্ষি নারদ এ কথা বলিলেন পর, দক্ষপুত্রগণ
 তেজের দ্বারা দিক জ্ঞানিতে প্রমত্ত করিলেন।
 পুত্রগণ প্রমত্ত করিলেন পর, দক্ষপ্রজাপতি নিমিত্ত
 পুনর্বার পাঁচশত পুত্র উৎপন্ন করিলেন।
 দক্ষপ্রজাপতির পুত্র হর্ষাশ্বগণকে পুনর্বার
 নারদমুনি বলিলেন, হে মুখগণ! কি নিমিত্ত
 পৃথিবীর পরিমাণ না জানিয়া, কি প্রকারে
 প্রজাসৃষ্টি হইবে? দক্ষপুত্র হর্ষাশ্বগণ নারদ-
 মুনির বাক্য শুনিয়া, সকল দিকে প্রহর্য্য করি-
 লেন। ১—১০। তাঁহারা অনন্ত আকাশ-
 পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পরাতম নামক দেশে প্রমত্ত
 করিয়া, অদ্যাপি প্রত্যাপ্ত হইলেন না; যেহেতু
 নদী সকল অনবরত সমুদ্র লক্ষ্য করত প্রমত্ত
 করিতেছে, কিন্তু কখনও প্রত্যাপন করে না,
 তদ্রূপ আনিবে। হে মুনিবর! সে পুরুষ
 সহোদরের অব্যবসায় সহোদর প্রমত্ত করিলেন
 কিন্তু হয়, এ নিমিত্ত পশ্চিমোক্ত প্রজার

যটিকতাস্থং পশ্যদীপ্যাবিতি ন্য শ্রুতম্ । ১০
 যমৌ স কন ধর্মার কস্তপার জয়োদশ ।
 সপ্তকিনতিং গোমার চত্বোহরিষ্টেমেনে ১১
 যে চৈব ব্রহ্মপুত্রায় যে চৈবাক্রিসে তদা ।
 যে কশাখায় বিহুবে তাসাং নামানি যে শৃণু ১২
 অকুশলী বহুর্জাখিলনা তামুর্মকুশলী ।
 সত্বা চ মুহুর্তা চ সাখ্যা বিখা চ যে মুনৈ ।
 বর্ষপুত্রো দশ দেত্যন্তা বপত্যানি যে শৃণু ১৩
 যিঃসেবাক্ত বিখারঃ সাখ্যান সাখ্যা ব্যজাতত ।
 মকুশলী মকুশলী বসোক্ত বসবত্বা ১৪
 তানোক্ত তানবঃ সর্গে মুহুর্তায় মুহুর্তায় ।
 লগ্নায়ৈব যোযোহব নাপবীধী চ জমিলা ১৫
 পৃথিবীবিবরতাককুশলী ব্যজাতত ।
 সত্বায়া সত্বায়া জন্ম সত্বা এব সি ১৬
 অকো ক্রমঃ সোমঃ বরুণঃ সোমঃ সোমঃ ।
 প্রত্যহঃ প্রত্যহঃ বসবঃ নামতঃ সূতাঃ ১৭

একপতি অবশিষ্ট পঞ্চম পুত্রপুত্রক বিনষ্ট
 জানিয়া তখনম্বর ইন্দ্র-পত্নীর গর্ভে বটী
 কষ্টা উৎপাদন করিলেন, ইহা আমি
 প্রবণ করিয়াছি । নক্ষত্রজাপতি দশটী কষ্টা
 বর্ষকে, কষ্টপ মূর্খকে জয়োদশটী, সাতাশটী
 চন্দকে, চারিটী অষ্টোনিমিকে, দুইটী ব্রহ্ম
 পুত্রকে, দুইটী অগ্নিরা মূর্খকে এবং অবশিষ্ট
 দুইটী কষ্টা বিখান কশাখ মূর্খকে প্রদান করি-
 লেন । যে বটীটির নাম কৌশল করিতেছি, আপ-
 নরা সকলে আমার নিকটে তাঁহাধিকের নাম
 প্রবণ করুন । অকুশলী, বহু, আমি, লগ্না,
 জন্ম, মকুশলী, সত্বা, মুহুর্তা, সাখ্যা, এবং
 বিখা, যে মুনিক । এই দশটী কষ্টের পত্নী
 জন্মিলেন । ইহাধিকের গর্ভে যে সকল পুত্র
 জন্মিয়াছিল, তাহা আমার নিকটে প্রবণ করুন ।
 বিখ-সেবক বিখার গর্ভে, সাখ্যার গর্ভে সাখ্যপ,
 মকুশলীর গর্ভে উৎপাদনঃ ব্যজপ, বহুর গর্ভে
 অটক, জন্মের গর্ভে দানব সূর্যপ, মুহুর্তার
 গর্ভে মুহুর্জপ, লগ্নার গর্ভে যোব, অগ্নির
 গর্ভে নাপবীধি, বিখার অকুশলীর গর্ভে পৃথিবী
 পিতা এবং সত্বার গর্ভে সত্বাশরী সত্ব

অবত পুত্রো বেতুঃ শ্রমঃ শান্তে মুনিক্ষা
 ক্রবন্ত পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রভাবকঃ
 সোমন্ত ভগবান্ বর্চা বর্চস্বী যেন জন্মতে ১২
 ধরন্ত পুত্রো-জবিধো হতহব্যবস্থধা ।
 মনোহরায়ঃ শিশিরঃ প্রাণোহপ রমণস্তথা ১৩
 অনিলন্ত শিবা তথা বস্তাঃ পুত্রঃ পুরোজয়ঃ
 অবিক্রান্তগতিশ্চৈব যৌ পুত্রাবনিলন্ত তু ১৪
 অগ্নিপুত্রঃ কুমারন্ত শরশ্রমে শিষ্যদুতে
 তন্ত শাখো বিশাখঃ নৈগমেয়ঃ পুত্রঃ
 অপত্যঃ কৃত্তিকানন্ত কাষ্ঠিকঃ ইতি সূতাঃ ১৫
 প্রত্যহন্ত বহুন্ত পুত্র কশিন্দ্রঃ তু সোমঃ
 যৌ পুত্রৌ দেবলস্তপি প্রভ বহৌ মনোবিকঃ ১৬
 বৃহস্পতেজ ভগ্নিনী বরুণী বক্ষচাটিনী
 যোগসিদ্ধা জগৎ কৃষ্ণঃ সমস্তাচারতুতঃ ১৭
 প্রভাসন্ত তু স ভাখা বসনঃমহীমন্ত চ

জন্মগতঃ করেন অগ্নি, এবং সোম, ও
 অনিলা, অনন্য, প্রত্যহ, প্রভাস এই ষ্ট
 বহুর নাম জানিবেন ১১—২০ । বহুর
 বহুর পুত্র বেতুঃ, শ্রম, শান্ত এবং মূর্খ
 কন নামক বহুর পুত্র সকল লোকের উ-
 পাসক ভগবান্ কাল সোম নামক বহুর পুত্র
 বচাঃ, বস্তাঃ চইতেই লোকে বচস্বী হয়
 ধর নামক বহুর পুত্র শিশি, যিনি লোকের
 অগ্নি বহন করেন অনিল নামক বহুর পুত্র
 শিবা, পুরোজয় এবং অবিক্রান্ত গতি
 দুইটী পুত্র শিষ্যের গর্ভে অনিলের উৎসেজ
 গ্রহণ করেন । অগ্নির পুত্র কুমার শেতুত
 শরশ্রম যথোক্ত গ্রহণ করেন ; সেই কুম-
 রেব শাখ, বিশাখ এবং নৈগমেয় পুত্রের ছিল
 কুমারের কৃত্তিকাপুত্রের গর্ভে জন্ম হয়, এ নিমিত্ত
 তাঁহার নাম কাষ্ঠিকের বলিয়া বিখ্যাত ছিল
 প্রত্যহ নামক বহুর পুত্র কশি দেবল নামে
 বিখ্যাত । পণ্ডিতবর দেবলের দুই পুত্র
 তাঁহারও সন্তান-সন্ততিযুক্ত ছিলেন । সাত
 শত মূর্খরী, উৎকর্ষপরাধণী, বৃহস্পতির সহ
 দর সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিতে সমর্থ-যোগ
 সিদ্ধা অষ্টম বহু প্রত্যহের বৃহস্পতির সহ

ধর্ম্মা মহাতাপস্তস্যাজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥ ২৮
 ঠা শিঙ্গমহাস্রাণাং ত্রিংশদ্রাণামেক বর্জকিঃ ।
 ষণ্মাণ্যং সর্কেষাং কঠা শিঙ্গবতাং বরঃ ॥ ২৯
 সর্কেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ ।
 সূচ্যাপজীবন্তি যন্ত শিঙ্গং মহাজনঃ ॥ ৩০
 জৈকপাদহির্ব্রহ্মণ্ডো রুদ্রশ্চ বীর্ঘ্যবান্ ।
 ইন্দ্রাপ্যাজ্ঞঃ শ্রীমান্ বিশ্বরূপো মহাযশাঃ ॥ ৩১
 ইন্দ্র বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ ।
 াকপিশ্চ শত্ৰুশ্চ কপদী রৈবতস্তথা ॥ ৩২
 কানশৈতে কথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ।
 ইং তে বংশমাখ্যাতং রুদ্রাণামমিতৌজসাম্ ॥ ৩৩
 দিতির্দিতিশ্চ দনুররিষ্টা সুরসা ইলা ।
 রতিবিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধা সমা ইলা ॥ ৩৪
 কঃ শনিশ্চ বিপ্রেক্ষ্য তাম্রপত্যানি মে শূন ॥ ৩৫
 র্মমহত্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন্ সুরোত্তমাঃ ।

হার গর্ভে প্রজাপতি, মহাতাপ্যবান্ বিশ্ব-
 া জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি অসংখ্য শিঙ্গ-
 ষ্য করিয়াছিলেন, যিনি দেবগণের গৃহাদি-
 াপকঠা, অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি
 ঙ্গিগণের শ্রেষ্ঠ, দেবতাগণের সমস্ত আকাশ-
 া, দেবযাননিকর যাহার বুদ্ধি কোশলে
 ভূর্ত্ত হইয়াছে, এক্ষণেও যে মহাত্মার শিঙ্গ-
 ষ্য শিঙ্গিগণ উপজীবিকা করিতেছে।
 —৩০। অজৈকপাদ, অহির্ব্রহ্ম, তুষ্টি, বীর্ঘ্য-
 ১ রুদ্র, হর, বহুরূপ, অত্রের অজিত ত্র্যম্বক,
 কপি, শত্ৰু, কপদী ও রৈবত ত্রিভুবনের
 উ এই একাদশ রুদ্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়া-
 ন। তুষ্টির পুত্র পরম যশস্বী শ্রীযুক্ত
 রূপ নামে বিখ্যাত ছিলেন। এরূপ
 ারিমিত বলবান্ একাদশ রুদ্রগণের বংশ
 পনার নিকট উক্ত হইল। অদিতি, দিতি,
 ১ অরিষ্টা, সুরসা, ইলা, সুরতি, বিনতা
 ১, ক্রোধা, সমা, ক্রু, শনি, হে বিপ্রবর!
 ১ ত্রয়োদশটী কশ্যপ মুনির পত্নী। তাঁহা-
 ১ র গর্ভজাত সন্তানগণের নাম বলিতেছি,
 ১ ার নিকট তাহা শ্রবণ করুন। আদি-
 ১ র সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বাদশজন সুরবর জন্ম

ভূষিতা নাম তেহস্তোমুচুর্বেবসত্তেহস্তরে ॥ ৩৬
 উপস্থিতে চান্দ্রশশ্চান্দ্রমস্তান্তরং মনোঃ ।
 হিতার্থং সর্বলোকানাং সমাগম্য পরস্পরম্ ॥ ৩৭
 আগচ্ছংস্তাংস্ত তান্ চুরদিতিং সম্প্রবিষ্টম্ ।
 মহত্তরে প্রস্রামঃ সতাং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৩৮
 এবমুক্তান্ত তে সর্কেষ চান্দ্রমস্তান্তরে মনোঃ ।
 মারীচেঃ কশ্যপাজ্ঞাতাস্তদিত্যা দক্ষকশ্যপা ॥ ৩৯
 তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরৈব হি ।
 অর্থ্যমা চৈব ধাতা চ তুষ্টি পুবা তথৈব চ ॥ ৪০
 বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রাবরুণ এব চ ।
 অংসো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥
 চান্দ্রমস্তান্তরে পূর্ক্যমাসন্ যে ভূষিতাঃ স্মৃতাঃ ।
 রৈবতস্তান্তরে তে তু আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৪২
 সপ্তবিংশতি যঃ প্রোক্তাঃসোমপত্যোহং যত্রতাঃ
 তাসামপত্যাত্তবন্ দীপ্তয়োহমিতৌজসঃ ॥ ৪৩
 অরিষ্টেনেমোঃ পত্নীনামপত্যানীহ বোডম্ ।

গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মনস্তর সময়ে
 ভূষিতগণ পরস্পরে বলিয়াছিলেন, চান্দ্র মনস্তর
 উপস্থিত হইলে, সকল লোকের হিতসাধন
 নিমিত্ত আমরা পরস্পরে মিলিত হইয়া অদি-
 তির গর্ভে প্রবেশপূর্বক জন্মগ্রহণ করিব,
 তাহা হইতে সাধুগণের মঙ্গল হইবে। ভূষিত-
 গণ পরস্পরে এরূপ মন্ত্রণা করিয়া চান্দ্র-
 মনস্তর উপস্থিত হইলে মরীচি-পুত্র কশ্যপ-
 মুনির ঔরসে দক্ষকশ্যপা অদিতির গর্ভে জন্ম
 গ্রহণ করিলেন। ঐ চান্দ্র-মনস্তরে অদিতির
 গর্ভে বিষ্ণু এবং ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন
 এবং অর্থ্যমা, ধাতা, তুষ্টি, পুবা বিবস্বান্ সবিতা,
 মিত্রাবরুণ, অংস, ভগ, অতিতেজা, এই দ্বাদশ
 আদিত্য নামে বিখ্যাত জানিবে। ৩১—৪১।
 পূর্ক্য চান্দ্র-মনস্তরে ভূষিত নামে যে সুরগণ
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রৈবত নামক
 মনস্তর সময়ে দ্বাদশ আদিত্যরূপে জন্ম গ্রহণ
 করেন। চন্দ্রের পত্নী সপ্তবিংশতি উক্ত হইয়া-
 ছেন, তাঁহারা সকলেই সুরতা ছিলেন; তাঁহা-
 দিগের সন্তানগণ দীপ্তিমন্ত এবং অতি তৌজস্বী
 হইয়াছিল। অরিষ্টনেমির পত্নীগণের গর্ভে

বহুপুত্র বিবৃৎকল্পো বাঃ সূতাঃ সূতাঃ ॥ ৪৪
 কৃশাশ্বতু দেবকৈর্বৈবগ্রহণাঃ সূতাঃ ।
 এতে বৃশসহস্রাভে আশ্রিতে পুনরৈব হি ॥ ৪৫
 সর্কে দেবনিকারান্ত ত্রয়স্বিনঃ সূ কামজঃ ।
 ভেদ্যাপি চ বিগ্রহস্ত নিরোধোৎপত্তিক্রচাভে ॥ ৪৬
 বধা নৃধাতু নিত্যং হি উদয়ন্তমরাবিহ ।
 এবং দেবনিকারান্তে সন্তবন্তি যুগে যুগে ॥ ৪৭
 দিত্যা বহুবতুঃ পুত্রো কস্তপাদিতি নঃ ক্রতম্ ।
 হিরণ্যকশিপুঃ স হিরণ্যাকঃ বোধবান্ ॥ ৪৮
 সিংহিকা চাক্ষবঃ কস্তা বিপ্রচিহ্নেঃ পরিগ্রহঃ ।
 হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ স্তব্রোহপ্যমিতৌজসঃ ॥ ৪৯
 অনন্ত বিঃ স্তব্রাঃ স্তব্রোহপ্যমিতৌজসঃ ॥ ৪৯
 স্তব্রাঃ স্তব্রোহপ্যমিতৌজসঃ ॥ ৪৯
 স্তব্রাঃ স্তব্রোহপ্যমিতৌজসঃ ॥ ৪৯
 স্তব্রাঃ স্তব্রোহপ্যমিতৌজসঃ ॥ ৪৯

যলঃ পুত্রশতশ্রীবাণো দ্যৌঃ ৩৩ তু ।
 হিরণ্যাকশূতাঃ পক পণ্ডিতাঃ সূমহাবলাঃ ॥ ৫২
 কুরুতঃ শকুনিচৈব ভূতসন্তাপনম্ ॥
 মহানাদঃ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈব চ ॥ ৫৩
 অতবন কশ্যপুত্রাঃ স্তব্রাঃ তৌবপরাক্রমঃ ।
 মহাবলা মহাবীৰ্যাঃ প্রাণাশ্রয় নিবান মে ॥ ৫৪
 বিমুখা শকুনিচৈব তথা বলিশিখাঃ প্রভুঃ
 অয়োমুখঃ শম্বরঃ কপিলো বামনশ্চ ॥ ৫৫
 বিমানরঃ পুলোমা চ বিদ্যাবন-মহাশবো
 স্বভানুরনপর্কী চ বিপ্রচিহ্নিঃ বোধবান্ ॥ ৫৬
 এতে সর্কে দনৈঃ পুত্রাঃ কস্তপাদনু ভক্তিরে
 নর্ভানোজ প্রভা কস্তা পুলোমাঃ স্তব্রাঃ সূতাঃ ॥ ৫৭
 উপদানবী চয়শিরাঃ শশিষ্ঠাঃ সপর্কী
 পুলোমা কালিকা চৈব ব্রহ্মানন্দমুতে উভে ॥ ৫৮
 বহুপুত্রো মহাবীৰ্য্যো মরীচৈশ্চ পরিগ্রহে

যোনী সত্যম্ অমগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই
 পণ্ডিত বহুপুত্র ; চারিটীমাত্র সূতা জন্মিয়াছিল
 দেবকি কৃশাশ্ব হইতে দেবকণের অন্তঃসমুদয়
 উৎপন্ন হইয়াছিল, এ সকল দেবকণ সুপ-
 সহস্রান্তে পুনর্বার অমগ্রহণ করিয়া থাকেন ।
 যে সকল দেবকণের নাম উক্ত হইল, তাহাদের
 মধ্যে তেত্রিশটী ইচ্ছানুসারে অমগ্রহণ করিতে
 পারেন ; যে বিপ্রক ! তাঁহাদিগেরও জন্ম
 একবার কথিত হইতেছে । বহুপুত্র তপস্বান
 সূতের প্রতিদিন উদয় এবং অস্ত হইয়া থাকে,
 তদ্রূপ দেবকণও প্রতিযুগে উৎপন্ন হন ।
 আশ্রয় তদ্বিহীন, বিভিন্ন পর্বে কস্তপ মুনিও
 উরুমে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক নামে
 অজান্ত কল্যাসু দুই পুত্র অমগ্রহণ করিয়াছিলেন
 এবং সিংহিকা নামে এক কস্তাও জন্মিয়াছিল ।
 এই সিংহিকা-স্বামী কস্তাকে বিপ্রচিহ্নি বিবাহ
 করিয়াছিলেন । হিরণ্যকশিপু অপরিসীম
 কল্যাসু চারিটী পুত্র জন্মিয়াছিল :—অনুগ্রহা,
 হ্রাস, বীর্ভবান্ এবং ও চতুর্ধ সংগ্রাহ ।
 হ্রাসের পুত্র হ্রস নামে বিখ্যাত ॥ ৪২—৫০ ॥
 হ্রাসের অন্য তিনটী পুত্রের নাম আশ্রয়ান্,
 শিখি এবং কামঃ । হ্রাসের পুত্র বিপ্রোচন,

বিপ্রোচনের পুত্র বলিশিখা, বলিশিখার একমুখ
 পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাঙ্গিরের সর্পিভোজে বাসরজ
 হিরণ্যাকের অত্যন্ত বলবান এবং পণ্ডিত
 পুত্র জন্মিয়াছিল কুরুত, শকুনি, ভূ-
 সম্ভাপন, অত্যন্ত বিক্রান্ত মহানাদ এবং কল-
 নাভ । কশ্যপ পুত্র একশত হইয়াছিল, তাহারা
 সকলেই অত্যন্ত পরাক্রমযুক্ত, মহাবলিষ্ঠ এবং
 অত্যন্ত বাহ্যবন্ত হইয়াছিল তাহাঙ্গিরের
 প্রধান প্রধানের নাম কৌতন করিতেছি, আমার
 শিকট প্রদান করুন বিমুখা, শম্বর, প্রভু
 বলি, শিব, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল বামন,
 বিমানর, পুলোমা, বিদ্যাবন, মহাশব, স্বভানু,
 রূষপর্কী এবং বোধবান্ বিপ্রচিহ্নি ইহারা সপ্ত
 পর্বে কস্তপমুনির উরুমে অমগ্রহণ করিয়াছিল ।
 স্বভানুর কস্তা প্রভা নামে বিখ্যাত । পুলোমার
 কস্তা ইন্দ্রপদী শচী । উপদানবী, হয়শিরা এবং
 শশিষ্ঠা রূষপর্কী নামক দানবের কস্তা । পুলোমা
 এবং কালিকা এ দুইটী বিমানর নামক দানবের
 কস্তা ; ইহারা উভয়ে বহু পুত্রবতী, অত্যন্ত
 বলবতী হইয়াছিল ; এ দুইটী কস্তা প্রজাপতি
 মরীচি বিবাহ করিয়াছিলেন, এই দুই পত্নীকে
 দানবদের আনন্দবকন বাট হাজার পুত্র মহা

তঃ স্রাঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টির্দানবনন্দনাঃ ॥ ৫৯
মরীচির্জমরামাস মহতা তপসাস্থিতঃ ।
পৌলোম্যঃ কালক্ৰান্ত দানবানাং মহাবলাঃ ॥ ৬০
অবধ্যা দেবতানাং হি হিরণ্যপূরবাসিনঃ ।
পিতামহপ্রসাদেন বে হতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৬১
সিংহিকারামধোংপন্ন বিপ্রচিন্তেঃ সুতান্তথা ।
দৈত্য-দানবসংযোগাজ্জাতস্তীত্রপরাক্রমাঃ ॥ ৬২
সৈংহিকেরা ই ত খ্যাতান্ত্রয়োদশ মহাবলাঃ ।
রাহুঃ শল্যঃ সুবলিনো বলশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ৬৩
বাতাপিন্মুচিশ্চৈব ইন্ড্রলঃ স্বম্পপ্তথা ।
অজিকো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ ॥ ৬৪
শরমাণঃ শরকল্প এতে বংশবিবর্জনাঃ ।
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ দনুবংশবিবর্জনাঃ ॥ ৬৫
সংহ্রাদস্ত তু দৈত্যস্ত নিবাতকবচাঃ কুলে ।
উংপন্ন মহতা তস্মিন্তপসা ভাবিতাঙ্গনঃ ॥ ৬৬
ধরমুখা মহাসত্ত্বাস্ত্রায়াঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

তপস্বী প্রজাপতি মরীচি উৎপাদন করিয়া-
ছিলেন। পৌলোম্যগণ ও কালক্ৰান্তগণ দানব-
গণের মধ্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ হইয়াছিল; তাহারা
সকলে দেবগণের অবধ্য হইয়াছিল এবং হিরণ্য-
পূরে বসতি করিত। পিতামহ ব্রহ্মার প্রসাদে
পাণ্ডুনন্দন অর্জুন তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া-
ছিলেন। ৫১—৬১। বিপ্রচিন্তির ঔরসে
সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকের নামে বিখ্যাত মহা-
বল-পরাক্রান্ত ত্রয়োদশটি পুত্র জন্মিয়াছিল;
তাহারা দৈত্য এবং দানবসংসর্গজাত বলিয়া
তীত্রপরাক্রমযুক্ত ছিল। রাহু এবং শল্য এ
দুইজনে অত্যন্ত বলবান হইয়াছিল; বল, মহা-
বল, বাতাপি, নমুচি, ইন্ড্রল, স্বম্প, অজিক,
নরক, কালনাভ, শরমাণ, শরকল্প ইহারা সক-
লেই বংশবৃদ্ধিকারী হইয়াছিল; ইহাদিগের
পুত্রগণ এবং পৌত্রগণ দনুর বংশ বৃদ্ধি করিয়া-
ছিল। মহৎ তপসা দ্বারা সর্ষদা চিত্তাযুক্ত-
চতুর্দৈত্যবর সংহ্রাদের সেই প্রসিদ্ধ বংশে
নিবাতকবচগণ জন্মিয়াছিল। ধর প্রভৃতি
দীর্ঘকায় প্রাণিসমূহ তাম্রার গর্ভজাত বলিয়া

কাকী শ্বেনো চ ভাসী চ সুগ্রীবী গৃধ্রিকা শুকী ।
কাকী কাকানবনরহুলকৌপ্রতালুকিকান্ ।
শ্বেনো শ্বেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রী তু গৃধ্রকান্
শুকী শুকান্তদেবাংস্ত সুগ্রীবী শুভপক্ষিণঃ ।
অবাসুদ্রান্ গর্দভাং চ তাম্রাবংশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৬৭
বিনতায়ান্ত পুত্রো দাবকুণো গরুড়স্তথা ।
সুপর্ণঃ পততাং শ্রেষ্ঠাদরুণঃ যেন কর্ষণা ॥ ৬৮
সুরসার্বাঃ সহস্রস্ত সর্পাণামমিতৌজসাম্ ।
অনেকশিরসীং তেষাং খেচরাণাং মহাস্রবাম্ ॥ ৬৯
যেষাং প্রধানা রাজানঃ শেয-বাসুকি-ভজকাঃ ।
ঐরাবতো মহাপদ্রঃ কম্বলাধতরাবৃত্তৌ ॥ ৭০
এলাপত্রস্তথা পদ্মঃ ককৌটিক-ধনুজয়ো ।
মহানীল-মহাবণৌ ধৃতরাষ্ট্রো বলাহকঃ ॥ ৭১
কুহরঃ পুষ্পদন্তশ্চ হর্ষমুখঃ সুমুখস্তথা ।

কথিত হইয়াছে। কাকী, উলুকা, শ্বেনী, ভাসী,
সুগ্রীবী; গৃধ্রিকা ও শুকী এই সকল পক্ষিপাতী
মহিলাগণ তাম্রার সন্তান জানিবে। কাকী কাক-
সমূহ প্রসব করেন, উলুকা পেচকপাতী পক্ষি-
গণকে প্রসব করেন, শ্বেনী শ্বেনপক্ষিসমূহ প্রসব
করিয়াছিলেন, ভাসী ভাস নামক পক্ষিবিশেষবংশ
প্রসব করেন, গৃধ্রী গৃধ্রপক্ষিসমূহের প্রসূতি,
শুকী শুকপক্ষিগণের জননী, সুগ্রীবী অত্যন্ত
সমস্ত সুন্দর পক্ষিসমূহ প্রসব করিলেন। অব-
সমূহ, উলুসমূহ এবং গর্দভসমূহ তাম্রাবংশ-
জাত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিনতার দুই পুত্র
অরুণ জ্যেষ্ঠ এবং গরুড় কনিষ্ঠ। গরুড় পক্ষি-
গণের রাজা এবং সুপর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়া
ছেন; অরুণ সূর্য্যভ্যন্তর-সহিষ্ণুতা এবং সূর্য-
সারথ্যরূপ নিজ কার্য দ্বারা অগভিখ্যাত জাতি
যেন। ৬২—৭০। অপরিমিত বলবান্ অসং-
সর্পগণ সুরসার গর্ভজাত সন্তান। তাহাদিগের
বহুসংখ্যক। সকলেই আকাশপথে গমন করি-
সমর্থ এবং সকলেই বৃহৎকায়। সর্পগণের
রাজা শেয, বাসুকি, ভজক, ঐরাবত, মহাপদ্র,
কম্বল, অবতর, এলাপত্র, পদ্ম, ককৌটিক, ধনু-
জয়, মহানীল, মহাবণ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহ-

বহনঃ ধরোমা চ পারিতোষমাধনঃ ॥ ৭৪
 নবং ক্রোধবশা বিপ্রা তস্ত সর্কে চ নং ঋণঃ ।
 অণ্ডজাঃ পক্ষিণোহস্তাঃ বরাহাঃ পশবঃ সূতাঃ ॥
 অনাযুযাঃ পুত্রান্ত পক্ষান্ত মহাবলাঃ ।
 অভবন্ বলহস্তাঃ বিক্রোহেণ বৃহস্পতি ॥ ৭৫
 শব্দান্ত জনসামান্য সুব্রতমহিষো তথা ।
 ইলা বৃক-লতা-বল্লীস্তবজাতীঃ সর্কিতঃ ॥ ৭৬
 বস, তু বক-বকাসি মুনিস্রবসসকথা ।
 অরিষ্টোহুত সর্কিতঃ প্রত্যয়েমামবাস্তম ॥ ৭৭
 এতে কস্তপস্বাঃ কীৰ্ত্তিতাঃ গুণ জন্মান
 এত পুত্রাঃ পৌত্রাঃ পত্নীঃ সহস্রাঃ ॥ ৭৮
 এব মনুষ্যে ততঃ সর্গাঃ স্বাক্ষোচিষে সূতাঃ
 কৈবল্যে তু মহতি বাক্যে বিজ্ঞে ত্রয়ো ॥ ৭৯
 হুস্তান্ত ক্রোধো বৈ প্রজাঃ সর্গ ইহোচ্যতে
 পুঙ্গব বহু তু ত্রয়োহুতঃ পশু মানসান ॥ ৮০

পুঙ্গব, হুস্ত, হুম্ব, বহনঃ ধরোমাঃ এবং
 পারি প্রকৃতি সর্পস্রবস প্রধান বলিঃ বিলাত
 হে বিপ্রাঃ সর্পস্রবস জাতাঃ ক্রোধী ও সর্পস্রবস
 ক্রোধবশাঃ অণ্ডজাঃ পক্ষিণাঃ, জনস্তবজ
 বরাহাঃ বরাহ সন্তান পশুস্রবস জন্মিবেন
 অনাযুযাঃ পক্ষান্ত মহাবল পুত্র জন্মে : সুব্রত
 ও মহাবীর গর্ভে শব্দান্ত উৎপত্তি হইয়াছিল
 ইলা-নদী কস্তপস্রবী বৃক-লতাবাসিনঃ এবং
 সমস্ত ১৭ জাতির উৎপাদন করেন বস।
 বক-বকাসি এবং মুনিস্রবসের সৃষ্টি করিয়াছেন।
 মুনিস্রবস গর্ভে অস্রবসের জন্ম হয়। যে
 মানসজাত : অরিষ্টোহুত অস্ত সমস্ত জীবের
 ম হয়। কস্তপ-স্রবসের বিদ্যে কীৰ্ত্তিত
 ন, ইহাদের অসংখ্য পুত্র-পৌত্র জন্মিয়া
 ১২ ব্যাপিয়াছে। কস্তপমুনির ঔরসে ও
 ১৩ পত্নীস্রবস গর্ভে বৈ প্রাণিস্রবস সৃষ্টি
 করিয়া, উহা স্বাক্ষোচিষস্রবসে জন্মিলেন।
 ক্রোধ-বহনঃ ব্রহ্মের অতিবৃহৎ বহু উপ-
 পন্ন হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা বহু হোতৃকাৰ্য্য
 পালিতেন, তৎকালে উহার মানস হইতে
 স্রবস সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্বকালে পিতামহ
 মুনিস্রবস হইতে জাত সর্গীচ প্রকৃতি

পুত্রান্ বৈ কস্তপাস্রবসেব পিতামহঃ ।
 অতো বিরোধে দেবানাং দানবানাং মহর্ষয়ঃ ॥ ৮১
 দিতিবিনষ্টপুত্রা বৈ কস্তপঃ সমুৎপত্তিঃ
 তং কস্তপঃ প্রসন্নাত্মা সমাগারাবিতস্তথা ॥ ৮২
 ক্রোধে হুস্তসামান্য সা চ বহু বহু তনুঃ
 পুঙ্গবিস্রবসার্থায় সমর্থমমিতৌক্তময় ॥ ৮৩
 স চ তৈস্ত বহু প্রাণাঃ প্রার্থিতঃ সুমহাতপঃ
 ধারয়ামাস গর্ভস্থ শুচিঃ সা বরবর্ণিনী ॥ ৮৪
 ততঃ স্বাধঃ সো দিত্যঃ গর্ভে তং সংশ্লিষ্টবতঃ
 সনম্য কস্তপস্রবসে তপসাঃ স্তম্ভমানসঃ ॥ ৮৫
 ততঃ তৈস্ত বহু প্রাণাঃ সোহুতবঃ পাক্ষস্রবসঃ
 উনে বর্ষনতে চাস্তা দদম্যস্তব্রহ্মেত সঃ ॥ ৮৬
 অতঃ পাক্ষস্রবসো শৌচঃ দিতিস্রবসকৃশিঃ স্তম্ভঃ
 নিদ্রামাসঃ স্রবসাস্রবস তস্তাঃ কৃষ্ণঃ প্রবিশৎ ॥ ৮৭
 বহুপাক্ষস্রবসে গর্ভে সপ্তমঃ সমকৃত ॥ ৮৮

সপ বহু-কৃশিগণকে আশ্রয়িত করিয়া এমন
 করিয়াছিলেন। তদনন্তর দেব-দানবের বৃহৎ
 উপস্থিত হইলে দানবেরা নিহত হইয়া, দিতি
 হতপুত্র হইয়া নিভ-স্রবী কস্তপমুনির নিকটে
 উপস্থিত হইয়া উত্তমরূপে আশ্রয়ন করিলেন।
 কস্তপ মুনিও দিতিস্রবসের প্রসন্ন হইয়া বহু
 প্রার্থন করিতে আদেশ করিলেন, দিতিও
 কস্তপ মুনির আদেশ অনুসারে বহু প্রার্থন
 করিলেন, অতঃ প্রত্যহ্ন বলবন পুত্র উৎপা-
 দিতক দে, তৈস্তের বহু সমর্থ হইবে। মহাতপ
 কস্তপ মুনিও দিতিস্রবসের প্রার্থনানুসারে বহু প্রসন্ন
 করিলেন সেই রমণীমূলপ্রবনা দিতিও
 পাক্ষস্রবসে গর্ভে ধারণ করিলেন প্রাণসিদ্ধ
 ব্রত-পরাধন কস্তপ-মুনি দিতির গর্ভে সন্তান
 উৎপাদন করত স্তম্ভচিত্তে তপস্যা করিতে গমন
 করিলেন। ৭১—৮৬। দেবরাজ ইন্দ্র এ
 ব্রহ্মান্ত অবগত হইয়া দিতির গর্ভে বিনষ্ট করিবার
 মানসে হিঙ্গ্র অবেষণে নিমুক্ত রাখিলেন। এক-
 নত বৎসরের কিকিৎ কাণ পূর্বে হিঙ্গ্রাবৌ
 ইন্দ্র দিতির হিঙ্গ্র গন্ধা করিলেন। দিতি
 পাক্ষ প্রজাঙ্গন না করিয়া পাক্ষমিশ্রা হইয়া
 নিদ্রা বাইতেছেন, দেবরাজ ইন্দ্র ইত্যবসরে

স পাটামানো গর্ভোহথ বজ্রেন প্রকরোদ হ ।
 মা রোদীত্বং পুনঃ শত্রুঃ পুনরেবাভ্যভাবত ॥ ১০
 মোহভবঃ সপ্তধা গর্ভস্তমিস্ত্রসিতঃ পুনঃ ।
 একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রেনৈবারিকশনিঃ ॥ ১১
 মরুতো নাম তে দেবা বভূবুঃ সুমহাবলাঃ ।
 ধগা একোনপকাশং সহস্রা বজ্রপাণিনঃ ॥ ১২
 তেষামেব প্রবুদ্ধানাং হরিঃ প্রাদাৎ প্রজাপতিঃ ।
 ক্রমশস্তানি রাজ্যানি পৃথুপূর্ষং শৃণু তৎ ॥ ১৩
 অরিষ্টপুরুষো বীরঃ কৃষ্ণো জিহ্বুঃ প্রজাপতিঃ ।
 পর্জন্তস্ত ধনাধ্যক্ষস্তস্ত সর্বমিদং জগৎ ॥ ১৪
 ভূতসর্গমিমং সম্যক্ কথিতং শৃণু চাগ্রতঃ ।
 অভিষিচ্যাদিরাজ্যে তু পৃথুবৈগ্যাং পিতামহঃ ।
 ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি ব্যাদেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১৫

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং

দেব-দানবাদিসৃষ্টিকথনং নাম

চতুঃপকাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

বজ্রহস্তে দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া
 দিতির সেই গর্ভ সপ্তখণ্ড করত ছেদন করি-
 লেন। সেই গর্ভ বজ্র দ্বারা পাটিত হওয়াতে
 রোদন করিতে লাগিল, দেবরাজ ইন্দ্র গর্ভস্থ
 দস্তানের রোদন শুনিয়া বলিলেন, তুমি রোদন
 করিও না। ইন্দ্র-পাটিত সেই গর্ভ সপ্তখণ্ডে
 বিভক্ত হইল। শত্রুনাশন ইন্দ্র পুনর্বার বজ্র
 দ্বারা ঐ সপ্ত খণ্ডের এক এক খণ্ডকে সপ্ত খণ্ড
 করিলেন। ঐ এক এক খণ্ড অত্যন্ত বলবান,
 যাকাল-পথ-গমন-সমর্থ, উনপকাশং বায়ুরূপে
 পরিণমিত হইয়া দেবগণ মধ্যে গণ্য হইলেন ও
 ইন্দ্রের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা
 প্রবুদ্ধ হইলে, প্রজাপতি হরি তাঁহাদিগকে যথা-
 ক্রমে রাজ্য প্রদান করেন; তবে পৃথুকে প্রথমে
 রাজ্য দেওয়া হয়। অরিষ্ট পুরুষ, বীর, কৃষ্ণ,
 জিহ্বু, প্রজাপতি, পর্জন্য এবং ধনাধ্যক্ষ যাহার
 ম, তাঁহারই এই সর্ব জগৎ। এই ভূত
 সর্গের বিষয় বলিলাম, অনন্তর ব্রহ্মা বেণপুত্র
 ধুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া অগ্ন্যস্ত্র সকলকে
 রাজ্য প্রদান করেন, তাহা শুন। ৮৭—১৫।

চতুঃপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপকাশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

দ্বিজানাং বীরুধাকৈব নক্ষত্রগ্রহসৌমধ্যা ।
 বজ্রানাং তপসাকৈব সোমং রাজ্যোহভ্যবেচয়ৎ ॥ ১
 অপাস্ত বরুণং রাজ্যে রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং প্রভুম্ ।
 আদিত্যানাং তথা বিষ্ণুং বহুনাযথ পাবকম্ ॥ ২
 প্রজাপতীনাং দক্ষস্ত মরুতামথ বাসবম্ ।
 দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্ ॥ ৩
 বৈবস্বতং পিতৃণাঞ্চ যমং রাজ্যোহভ্যবেচয়ৎ ।
 মাতৃণাঞ্চ ব্রতণাঞ্চ মজ্জাণাঞ্চ তথা পবাম্ ॥ ৪
 যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পার্থিবানাং তথৈব চ ।
 সর্বভূতপিশাচানাং গিরিশং শূলপাণিনম্ ॥ ৫
 শৈলানাং হিমবন্তক নদীনামথ সাগরম্ ।

পঞ্চপকাশ অধ্যায় ।

উগ্রশ্রবার পুত্র স্বত, শৌনকমুনির নিকট
 বলিতে লাগিলেন, পৃথুরাজ দ্বিজগণের, বীরগ-
 ণের, নক্ষত্রগণের, নবগ্রহের, রাজস্বর প্রভৃতি
 যজ্ঞসমূহের এবং পঞ্চতপা প্রভৃতি তপস্তা-
 সমূহের রাজত্বকার্যে ভগবান্ চন্দ্রকে অভিষিক্ত
 করিলেন; বরুণদেবকে জলরাশির প্রভুত্বকার্যে
 নিযুক্ত করিলেন; রাজগণের প্রভুত্বে বৈশ্রবণকে
 অভিষেক করিলেন; দ্বাদশ আদিত্যের প্রাধান্ত
 করিতে ভগবান্ বিষ্ণুকে অভিষিক্ত করিলেন;
 অষ্টবহুর মধ্যে অগ্নিকে অভিষেক করিলেন;
 প্রজাপতিসমূহের মধ্যে দক্ষকে শ্রেষ্ঠ করিলেন;
 দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকে রাজা করিলেন; দৈত্য-
 গণ ও দানবগণ মধ্যে অপরিমিত বলবান্
 প্রহ্লাদকে শ্রেষ্ঠ করিলেন; স্বর্গের পুত্র যম-
 রাজকে পিতৃগণের রাজত্বকার্যে নিয়োগ করি-
 লেন এবং গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের, চাত্রাণ
 প্রভৃতি ব্রতসমূহের, গায়ত্রী প্রভৃতি যজ্ঞসমূহের
 গো-সমূহের, যক্ষগণের, রাক্ষসগণের, পার্থিবী-
 পতিসমূহের, সমস্ত ভূত-পিশাচবর্গের শূলপাণি
 মহাদেবকে রাজা করিলেন। হিমবন্তকে
 পর্বতসমূহের রাজা করিলেন; সাগরকে নদী

বৃথাপাশে শাস্ত্রীনাং গোবিন্দে নবামপি । ৬
কল্পতীয়াং বৃদ্ধাৎ এবং স্নাত্তোক্ত্যেচরৎ । ৭
নিশাপাশাংস্ততৈশ্চ স্থাপনামাস সৰ্বশঃ ।
পূৰ্ব্বতঃ শিশিপুত্রস্ত বৈরাগ্যতঃ প্রজাপতেঃ । ৮
বৃথাপাশে বৃদ্ধাৎ কৰ্ম্মমতঃ প্রজাপতেঃ ।
মক্ষিপতঃ তথা পুত্রং স্থাপনমৈবতঃ বিতুঃ । ৯
পশ্চিমাশাং শিশি তথা বজ্রসঃ পুত্রমচ্যুতম্ ।
কেতুমতঃ মহামতঃ বজ্রসঃ শ্যামিনঃ প্রভুঃ । ১০
তথা হিরণ্যবোমাণং পৰ্জিততঃ প্রজাপতেঃ ।
উলীচাং শিশি রাজানং হৃৎকঃ সোহত্যেচরৎ ।
ততঃ বিত্তরমাখ্যাতঃ মনোবৈবহতঃ হ
মহাকোডকমিতানং পুৰাণং পৰিকীৰ্ত্তিতম্ । ১১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুৰাণে বনসংহি-

তাপাশাশিপত্যপ্রকল্পা নাম

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ । ১২

পৰেণ রাজা করিলেন ; বাথকে বৃথাপাশে রাজা
করিলেন ; কৰ্ম্মকে পাতীপাশে প্রভু করিলেন
এবং কৰ্ম্মকে কল্পতীয়াপাশে রাজা করিলেন ।
সকল বিকৃসমুদয়কে শিশিপাশপাশে মিতু
করিলেন ; শিশিটে প্রজাপতির পুত্রকে পূৰ্ব্ব-
মিত্তিকপাশে অশিপতি করিলেন ; কৰ্ম্ম প্রজা-
পতির পুত্র বৃথাপাশে পুত্র মনোবৈবহত মক্ষিপ-
মিত্তিকপাশে অশিপতি প্রকল্প করিলেন ; পুত্র-
রাজা বজ্রসমক বিকৃপাশে পুত্র, সকল
কৰ্ম্ম পাতী, মহামতঃ কেতুমতঃ পশ্চিম-
মিত্তিকপাশে অশিপতি প্রকল্প করিলেন এবং
পৰ্জিতসমক প্রজাপতির পুত্র হৃৎকঃ হিরণ্য-
বোমকে মহামতঃ পুত্র উলীচকমিতানে অশি-
পতি করিতে অভিষেক করিলেন । তাহার এবং
কৈবল্য মনু বিকৃস আখ্যাত এবং মহাসমুদির
বিকর পুত্রকে কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ১—১২ ।

পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩

বটপকাশোহধ্যায়ঃ ।

সমংকুমার উবাচ ।

আসৌকর্ষত গোপ্তা বৈ পূৰ্ব্বমত্রিসমঃ প্রভু
অত্রিবংশসমুৎপন্নস্তস্মৈ নাম প্রজাপতিঃ । ১
ততঃ পুত্রোহভবদ্বিপো নাত্যর্থঃ ধর্ম্মিকোহভবৎ ।
জাতো বৃত্তান্তুতায় বৈ মুনীনাং প্রজাপতেঃ ।
স মাতামহবোধেণ বেণঃ কালং বৃত্তান্ততঃ ।
অধশ্চ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কাম্যক্কেববর্তত ॥ ৩
মধ্যমাং স্থাপনামাস ধর্ম্মশাস্ত্রবিদোবিনীম্ ।
বর্ষদ্বানতিক্রম্য সোহধমুনিবতোহভবৎ ॥ ৫
নিঃশাখ্যায়-বমটকায় শৃঙ্গিন রাজনি শাসতি
প্রবর্তিত পশুঃ সেম্যং কৃত্বা বজ্রো দীকিতঃ ।
ন বটব্যাং ন হোত্রমিত্যাচ্চাপমতি প্রভাং । ৭
তমতিক্রান্তমধ্যমমঙ্গলমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥ ৮

মটপকাশ অধ্যায় ।

সমংকুমার বলিলেন, বটপকাশে বটপকাশে
অত্রিমুনির দল্য জীবন, অত্রিবংশত অত্র-
নামে প্রজাপতি রাজা হইয়াছিলেন অত্র-
নামক প্রজাপতির পুত্র মনোবৈবহত মুনীনাং পৃষ্ঠ-
তঃ বেণরাজ অত্যন্ত অধর্ম্মিক হইয়াছিল।
কালের ক্রমে পুত্র সেই বেণরাজ মাতামহ-
বোধে বীর ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কাম্যবী
হটয়াছিল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিদোবিনী নামক সকল
স্থাপন করিয়াছিল এবং চতুর্দশের ধর্ম্ম অতি-
ক্রম করত অধর্ম্মপূর্ব্বক হইয়াছিল সেই
বেণরাজের রাজ্যশাসন সময়ে কেহ বেণাধর
করিতে পারিত ন। বমটকায় শৃঙ্গের উচ্চতায়
বসিত হইয়াছিল ; দীকিতগণ দক্ষকাঠো প্রতি
করিতে পারিত ন, অতএব কি প্রকারে সেম-
রস পান করিবে ? (অর্থাৎ বজ্রাচীন বসিত
হওয়াতে দীকিতগণের সেমরস-পান নিষিদ্ধ
হইয়াছিল) । “কেহ য'প-দক্ষ করিও না,
কেহ হোম করিও না” এই বেণরাজ প্রজাপতীর
অনন্তর এইরূপ আশীর্বাদ করিত । মধ্যমাং
—মধ্যমাং অধোপ্য করিয়া বটপকাশে

উচুর্মহর্ষয়ঃ সর্ক মরীচিপ্রমুখাশ্রুদা ॥৭
বয়ং দীক্ষাং প্রবেক্ষ্যামঃ সংবৎসরগণান্ বহুন্ ।
অধর্ম্যং কুরু মা বেণ এষ ধর্ম্যঃ সত্যমপি ॥৮
নিধানং হি প্রতপ্তং প্রজ্ঞানাং পরিপালকঃ ।
প্রজ্ঞাস্তং পালয়িষ্যাহমিতি তৈঃ সময়ঃ কৃতঃ ॥৯
তাংস্তদা ক্রবতঃ সর্কান্ মুমূষুর্ব্রতবীং ততঃ ।
বেণঃ প্রতপ্ত হর্ষুর্কিন্মমর্থং বিচিস্তয়ন্ ॥১০
অষ্টা ধর্ম্যস্ত কচাণ্ডঃ শ্রোতব্যঃ কস্ত বৈ ময়া ।
সম্যুতা ন বিহর্ষ্যন্ত ভবন্তো মাং বিশেষতঃ ॥১১
ইখং সংসাধয়ন্ পৃথীং আবয়েয়ং তথা জলম্ ।
দ্যাং ভুবকৈব বিধেয়ং নাত্র কার্ঘ্যা বিচারণা ॥১২
যদা ন শক্যতে নেতুং দৈবমোহেন মোহিতম্ ।
অনুনেতুং তদা বেণং ততঃ ক্রুকা মহর্ষয়ঃ ॥১৩
নিগূহ তং তুরাঙ্গানং বিষ্কুরন্তং মহাবলম্ ।

মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন, আমরা
বহুবৎসরব্যাপী যজ্ঞকাণ্ডে দীক্ষিত হইব;
হে রাজন্! তুমি অধর্ম্মাচরণ করিও না, অধর্ম্ম
পরিত্যাগ করা সাধুগণের ধর্ম্ম। তুমি প্রজা-
গণের প্রভু হইয়া জন্মিয়াছ এবং তুমিই এক-
মাত্র প্রজাবর্গের প্রতিপালক। “আমি প্রজা-
গণকে প্রতিপালন করিব” আমাদিগের নিকট
এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর। মৃত্যু ইচ্ছুক সেই
হর্ষুর্কি বেণরাজা মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের
শাস্ত্র শ্রবণ করত হাস্য করিয়া বলিল, আমি
ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তা কে আছে? আমি
আবার কাহার উপদেশ শুনিব? অত্যন্ত মূঢ়
চরিত্রগণ, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, জানে না; বিশে-
ষতঃ আপনারাও আমাকে অবগত নহেন ১—
১১। আমি নিজ ক্ষমতা দ্বারা সমস্ত পৃথি-
কে নিজায়ত্ত করিয়া সমস্ত জলরাশিকে স্বস্থান
হাতে চ্যুত করিতে পারি এবং স্বর্গমর্ত্ত্যকে বিচ্ছ-
িন্নিতে পারি, এ বিষয়ে আপনারা সংশয় করি-
ন না। যৎকালে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ,
বমাসা দ্বারা মুগ্ধ বেণরাজাকে সংপথে
নিতে এবং অনুন্নয় করাইতে সমর্থ হইলেন
১২। তৎকালে মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত
বান্ বিষ্কুরণশীল সেই বেণরাজাকে মিথ্র

ভতোহস্ত সব্যমূকং তে মমস্ত জাতমস্তবঃ ।
তস্মিন্ সুমধ্যমানে বৈ রাজ্ঞ উরোঃ প্রজজিবাশ
ব্রহ্মোহতিমাত্রঃ পুরুষঃ কৃষ্ণচাপি বভূব হ ॥১৪
স ভীতঃ প্রোজ্জলিত্ত্বা তসৌ চ কবিসম্ভবঃ ।
তমত্রিবিহ্বলং দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যব্রবীষচঃ ॥১৫
নিষাদবংশকর্ত্তা স বভূব বদতাং বরঃ ।
দীবরানসৃজচ্চাপি বেণকগ্নবসন্তবান্ ॥১৬
যে চাত্রে বিজ্ঞানিগয়াঃ পুলিন্দাস্তস্বরাস্তথা ।
অধর্ম্মকচয়ো যে চ বিদ্ধি তান্ বেণকগ্নবান্ ॥১৭
ততঃ পুনর্মহাস্থানঃ পনিং বেণস্ত দক্ষিণম্ ।
অরুণীমিব সন্ধায় মমস্তাস্তে মহর্ষয়ঃ ॥১৮
পৃথুস্তম্বাঃ সমুদ্ভূতৌ কবাজ্জলজসংগতৌ ।
দীপ্যমানঃ সুবপুষা সাক্ষাদগ্নিসমোজ্জ্বলঃ ॥১৯
আদ্যামাজগবং নাম ধনুর্গৃহ মহাবরম্ ।

করিবার নিমিত্ত ঐ বেণরাজার বাম উরুদেশ
মর্দন করিতে লাগিলেন, তদনন্তর বেণরাজার
উরুদেশ মর্দিত হইলে পর, বেণের উরু
হইতে অত্যন্ত ধর্ম্মাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ একটি পুরুষ
উৎপন্ন হইল। সেই বেণরাজার উরুজাত
পুরুষ কৃতাজলি হইয়া অবস্থিতি করিতে
লাগিল। এ পুরুষকে অত্রিমুনি বিহ্বল দেখিয়া
“নিষীদ” এই আদেশ করিলেন, সেই বেতু
বদতাংবর অত্রিমুনি নিষাদবংশের সৃষ্টিকর্ত্তা
হইলেন। মংস্তোপজীবী দীবরগণকে বেণ-
রাজার পাপরাশি হইতে ঐ অত্রিমুনি সৃষ্টি করি-
লেন; অস্ত্র যত বিজ্ঞাপকর্ত্তবাসী পুলিন্দজাতি,
তুহরজাতি এবং অধর্ম্মকর্ত্তবাসী চণ্ডালবর্গ,
ইহারা সকলেই বেণরাজার পাপরাশি হইতে
জন্মিয়াছে, জানিবেন। তদনন্তর পুনর্বার
মরীচি প্রভৃতি মহাস্থাগণ ঐ বেণরাজার দক্ষিণ
হস্ত অগ্ন্যুৎপাদক অরুণ-কাণ্ডের ভাঙ্গ, মর্দন
করিতে লাগিলেন। পদ্মসদৃশ বেণরাজার দক্ষিণ
হস্ত হইতে, নিজের সুন্দর শরীর দ্বারা দীপ্য-
মান, সাক্ষাৎ অগ্নির ভাঙ্গ তেজস্বী পৃথুরাজা
ধনুর্গণের আদিভূত, অত্যন্ত শস্যবৃদ্ধ আজসব
নামক ধনুর্কীর, অস্ত্রুত শরলিকর এবং আশ্রয়

শরীরে বিদ্যান্ রক্ষার্থং কবচক মহাপ্রভম্ ১২১
 অস্মিন্ আভ্যন্তরীণে কৃতানি যুক্তানি তু সর্জনঃ ।
 সমাপ্তকৃত্বিনো দেবা বেদে চ ত্রিবিধং যতৌ ১২২
 সংপূর্ণেন হৃদয়েন এনং সর্গমিহ জগৎ ।
 ত্রাতা স পুরুষোত্তমঃ পুরাত্নো নরকাত্ উদা ১২৩
 তৎ সমুদ্রাচ্চ নদ্যাচ্চ বহুভাঙ্গায় সর্জনঃ ।
 তোরানি চাক্ষিবেকার্ণং সর্গং এবাবতথিহে ১২৪
 পিতামহে তদবদানু কৈবৈ-চাক্ষিরসৈঃ সহ ।
 সমাপ্তা তদা বৈদ্যমত্যাধিকরাধিপম্ ১২৫
 মহতা রাজস্বয়জ্ঞেন প্রজাপতেন মহাপ্রভিঃ ।
 অতিথিতা মহাতেজা বিবিধবন্ধকৈবিনৈঃ ১২৬
 আদিরাজো মহাতেজা পূর্বৈবাঃ প্রজাপতন ।
 পিতৃপরিভ্রাতাও প্রজাপতনঃ সৃষ্টিভিত্তাঃ ১২৭
 অনরাগাং ততস্তত্ নানাং ধ্যমতুঃ তদা
 আপাঃ সংপূর্ণিতাঃ পৃথগ্গাং সমস্তিপদাত

নিমিত্ত অতঃপু হৃদয় কবচ প্রদর্শনপূর্বক উৎপন্ন
 হইলেন। সেই পুরুষের জগৎপ্রদর্শন করিয়া
 পর, সকল আশ্রয়ন হইতে হইল। বিদ্যাপা-
 নন বীর বীর অধিকৃত জিহ্মিত্বেন সমাপ্ত হই-
 লেন ও হৃদয় কেন্দ্রাঙ্গও বর্গ প্রদর্শন করি-
 লেন ১২—২২ সংপূর্ণ জগৎপ্রদর্শন করিলে এতদ
 সকল লোকই সঙ্গতি লাভ করিয়া থাকে।
 পুরুষপ্রভ পুরুষের পুরাণ নরক হইতে পিতৃকে
 পরিচয় করিলেন। সমুদ্রপন এবং নদীপন
 চতুর্বিধ হইতে হই উপহার লইয়া রাজ্য
 অধিকার করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর নিকট সকলে
 উপস্থিত হইলেন। তৎকালে তদবদানু ব্রহ্মাও
 সকল দেবদেব এবং অসিদ্ধের পুরুষের সহিত
 সমাপ্ত হইয়া সঙ্গতি বেদপুত্র পুরুষের রাজ্য
 অধিকার করিলেন। প্রজাপতন-বন্ধ, অতঃপু
 বীণাপুত্র, প্রভূত কলবানু এবং মহাপ্রভাপ
 কেন্দ্র পুরুষের, বর্জ্যপদকটক আদি রাজ্য
 সমাপ্ত হইয়া রাজ্য অধিকার হইয়া, বীর
 পিতা কেন্দ্রাঙ্গের রাজ্যকালে বিদ্যাপ-প্রভ
 প্রজাপতনকে বীর সঙ্গতসহু হারা অনুভূত
 করিলেন। পুরুষের প্রতি প্রজাপতনের অঙ্গ-
 গদ হৃদয়ে তৎকালে সঙ্গতি আশ্রয় হইল।

পর্কতা-চ পৃথগ্গাং প্রজাপত-চ নাভবঃ ১২৮
 অকটপচ্যা পৃথিবী নিখ্যাতানি চিত্তয়া ।
 সর্গকামহুবা গাবাঃ পুটকে পুটকে মদ ১২৯
 এতদ্বিধেব কালে তু বজ্রৈ পৈতামহে ভভে ।
 হৃতঃ স্ত্রীয়াং সমুৎপদাঃ সৌভ্যেহহনি মহামতিঃ ।
 তদ্বিধেব মহাবজ্রৈ প্রাপ্তে অস্ত্রেহং মাগধাঃ ।
 পৃথোত্তবার্ধ্য ভৌ তত্র সমাহৃতৌ মহামতিঃ ১৩১
 তাদৃশং যতঃ সর্গে সূর্যভাসে পৃথিব্যঃ ।
 কৈবৈতমুদ্রপাং বা পাত্রাং বা যদগ্রাধিপাঃ ১৩২
 তৎচতুস্তানানমা ন বিদেঃ লক্ষণং যতঃ ।
 তাদৃশং ভবিষ্যে-চ লক্ষণৈঃ সূর্যভাসিতি ১৩৩
 তদ্রূপাণি চতুস্তানে রাজস্বয়ী হৃত-মাদ্রৌ

অতিথিতা পু-রাজ্য প্রভা করিলে পর, নদী
 সমাপ্ত হইতে হইল। ঈশ্বকে প্রদর্শন পু-
 প্রজাপতন করিলেন এবং পর্কতা প্রদর্শন উপস্থিত
 হইলে পর, পর্কতনর প্রভ প্রভ অতঃপু
 পুরুষকে অধিকারে প্রদর্শন করিয়া নিমিত্ত
 প্রদর্শন করিলেন। পুরুষের প্রভ প্রভ
 হইতে হইল ন। পুরুষের প্রভ প্রভ
 পৃথিবীকে প্রদর্শন করিলেও প্রভ প্রভ
 পতি হইতে লাগিল অসি-সংযোগ করিলে
 চিত্র করিয়া প্রভ প্রভ হইতে লাগিল
 পাতী সকল অতিলাস পুরুষ প্রভ প্রভ
 এবং পুরুষের মা প্রভ প্রভ প্রভ
 পুরুষের রাজ্যকালে সমাপ্ত প্রভ প্রভ
 উপস্থিত হইলে, সৌভ্য নিবসে স্ত্রীর গতি
 মহামতি স্ত্রী উৎপন্ন হইলেন, ১৩-১৩১
 সেই প্রভ প্রভ প্রভ উপস্থিতকালে মাগধ
 জগৎপ্রদর্শন করিলেন। পুরুষকে প্রভ করিবার
 নিমিত্ত মহামতি স্ত্রী এবং মাগধনামক বন্ধ-
 বন্ধক প্রদর্শন করিলেন। স্ত্রী মাগধ বন্ধক
 বলিলেন, যে বন্ধক! এই পুরুষকে প্রভ
 করিব, ইহাকে প্রভ করা উচিত কার্য এবং
 পুরুষের প্রভ করিবারও যোগ্যপাত্র। কি
 এই পুরুষের লক্ষণ এবং যত কি প্রকার
 তাহা আমরা জানি, মহামতি বন্ধককে
 বলিলেন, এই পুরুষের প্রভ প্রভ

ভয়োঃ স্তবাস্তে স্তুতীভ্যঃ পৃথুঃ প্রাণাঃ প্রজ্ঞেশ্বরঃ ।
 অনপদেশং স্তুতায় মগধং মাগধায় চ ॥ ৩৪
 তং দৃষ্ট্বা পরমশ্রীতা দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ ।
 রত্নানামেষ বো দাতা ভবিষ্যতি নরেশ্বরঃ ॥ ৩৫
 ততো বৈধ্যং প্রজাঃ সর্ষা জীবনায়ান্তিহুক্ষবুঃ ।
 ত্বং নো বৃষ্টিং বিধংসেতি তমুচুর্ভ্রাঙ্কণাঃ কিল ॥ ৩৬
 সোহপসৃত্যধ সহসা প্রজাপতিচিকীর্ষয়া ॥ ৩৭
 ধনুর্গৃহ পৃথংকাংচ ধরাং প্রত্যাঘবো পুনঃ ।
 ততো নৈঘাত্তরস্তা গোভূত্যা প্রাস্রবন্নহী ।
 তাং পৃথুর্ধনুর্দাদায় দ্রবন্তীমবধাবত ॥ ৩৮
 সা লোকালোকপালাদীন্ যযৌ বৈধ্যভয়াং তদা ।

দ্বারা তোমরা ইহাকে স্তব কর। স্তুত এবং
 মাগধ বন্দিবয় মহর্ষিগণের বাক্য শুনিয়া
 পৃথুরাজকে আলীকাদ করিলেন। বন্দিবয়ের
 স্তবাবসানে প্রজাবর্গ-প্রতিপালক মহারাজ
 পৃথু প্রীত হইয়া, স্তুতকে অনপদেশ এবং
 মাগধকে মগধদেশ প্রদান করিলেন। পৃথুরাজার
 দানকার্য্য দর্শন করত ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ
 তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মাদি
 দেবগণ প্রজাবর্গকে বলিলেন, এই নরপতি
 তোমাদিগের বৃষ্টি প্রদান করিবেন। ব্রহ্মাদির
 বাক্য শ্রবণ করত প্রজাগণ বেণাস্রজ পৃথুরাজার
 সমীপে জীবিকা নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন।
 ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়া পৃথুরাজকে বলিতে
 লাগিলেন, হে মহারাজ! আপনি আমাদের
 বৃষ্টি প্রদান করুন। পৃথুরাজ ব্রাহ্মণগণের
 বাক্য শ্রবণান্তে প্রজাপালন করিতে ইচ্ছুক
 হইয়া, হঠাৎ সে স্থান হইতে বহির্গমন করত
 ধনু এবং শরনিকর গ্রহণপূর্বক পুনর্বার পৃথি-
 বীর প্রত্যক্ষগমন করিতে লাগিলেন। উগবতী
 পৃথিবাদেবী বেণপুত্র পৃথুরাজকে বহির্গত দর্শন
 করত তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া, গাতীরূপ ধারণ-
 পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। পৃথুরাজ
 তৎপ্রহণপূর্বক পলায়মানা পৃথিবীর অনুসরণ
 করিতে লাগিলেন ৥ ৩১—৩৮ ॥ পৃথুভ্যার্তা পৃথিবী
 চংকালে সকল লোক এবং লোকপালবর্গের
 নিকট গমন করত পরিত্রাণ না পাইয়াতে সে

অলভতী তু সা ভ্রাণং তং বৈ শরণবীক্সিন ॥ ৩৯
 কৃতান্ধনিপুটা ভূত্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪০
 কথং ধারয়িতা চাসি প্রজা রাজন্ ময়া বিনা ।
 ময়ি লোকাঃ স্থিতা রাজন্ ময়েদং ধার্যতে জনং
 মংকৃতে চ বিনশ্যতি সর্ষে পার্ধিব পার্ধিবাঃ ।
 ন মামহঁসি হস্তং বৈ ভ্রেষশ্চৈতং ত্বং চিকীর্ষসি ॥
 উপায়তঃ সমারদ্ধাঃ সর্ষে সিধ্যন্ত্যপক্রমাঃ ।
 উপায়ং পশু যেন ত্বং ধারয়েথাঃ প্রজা নৃপ ॥ ৪৩
 অনুভূতা ভবিষ্যামি যচ্ছ কোপং মহীপতে ।
 অবধ্যাক স্তিয়ং প্রাহস্তির্ধ্যগুণোনিগতেষপি ॥ ৪৪
 স তুস্ত পৃথিবীপাল ন ধর্ম্যং ত্যক্তুমহঁসি ॥ ৪৫
 এবং বহুবিধং বাক্যং ক্রত্বা রাজা মহামনাঃ ।
 কোপং নিগৃহ ধর্ম্যাত্মা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৬

পৃথুরাজারই শরণাপন্ন হইয়া কৃতান্ধনিপুটে এই
 বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আমি
 না থাকিলে আপনি কি প্রকারে প্রজাবর্গকে
 ধারণ করিবেন? হে রাজন্! আমাতে
 সমস্ত লোক স্থিতি করিতেছে, আমিই
 ত সমস্ত জনং ধারণ করিতেছি। হে পৃথিবী-
 নাথ! আমার নিমিত্তই সকল রাজ-
 গণ বিনষ্ট হইবে, (অর্থাৎ পৃথিবী বিনিহত
 হইলে আধার বস্তুর অভাবে আশ্রয় বস্তু
 কিরূপে থাকিতে পারে?) যদিও আপনি
 মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে
 বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবেন না। হে নর-
 নাথ! উপায় অবলম্বনপূর্বক আরম্ভ করিলে
 সকল চেষ্টাই সিদ্ধ হয়। এরূপ উপায় অব-
 লম্বন করুন, যে উপায় দ্বারা আমি না
 থাকিলেও সমস্ত প্রজাবর্গ আপনি ধারণ
 করিতে পারেন। হে পৃথিবীনাথ! আপনি কোপ
 সংবরণ করুন, আমি আপনার আশুকুল্য
 করিতেছি। আরও বলিতেছি, পশু-পক্ষিগণ
 মধ্যেও মহিলাগণকে অবধ্য বলিয়াছেন। হে
 পৃথিবীপতে! আপনি ধর্ম্য পুরিত্যাগ করিবেন
 না। মহাবুদ্ধিমান এবং ধার্মিকবর পৃথুরাজ
 পৃথিবীদেবীর এরূপ বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করত

একতরফে তু যে হস্তাবহু পাপত তত তৎ ।
বহুনাং হস্তি নাপোকং তত নাতীহ পাতকম্ ॥ ৪৭
মোহহং প্রাণানিমিত্তং স্বাং হনিয়ামি বহু করে ।
যদি মে বচনকৃত্য করিয়ামি চ নো হিতম্ ॥ ৪৮
স। কমাচ্চাং সমাচ্চাং যম সজীবন প্রাণাঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীশৈব মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়
পৃথুচরিত্র নৈ বটপকাশো-

অধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপকাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা পৃথিবী প্রাহ ন মাং কুং বহু বর্হসি ।
বৎসন্ত মে মতঃ পুত্র করেহহং যেন বৎসল ॥ ১
স ম'ক কুত সর্কিত পর্কিতৈরাহুতঃ ব'তঃ ।
কথা বিপ্লবমাসাহং কীরং সর্কিতৈঃ ভানয়ে ॥ ২

বলিতে লাগিলেন, হে পৃথিবী! যে ব্যক্তি এক
ব্যক্তির নিমিত্ত বহু ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে,
তাহাতে তাহার পাপ হয়; বহু ব্যক্তির নিমিত্ত
যে ব্যক্তি একজনকে বিনষ্ট করে, তাহাতে
তাহার পাপ হয় না, জাম্বিব; হে বহুবল্লভে!
আমি প্রজাবর্গের নিমিত্ত এক। তোমাকে
বিশেষ করিতে উদ্যত হইবামি। হে বহুবল্লভে!
যদি তুমি আমার বাক্য রক্ষা করত আমা-
র নিকরে হিতচেষ্টা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা
হইলে আমার অন্তঃকরণের আমার প্রজাবর্গের
জীবেশোপায় প্রদান কর ॥ ১-২ ॥

বটপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপকাশ অধ্যায় ।

শৌর্য্যের নিমিত্ত সূত্র বলিলেন, পৃথু
বাক্য তুমি পৃথিবী বলিলেন, হে মহাশয়!
আপনি আমাকে বিনষ্ট করিলেন না, আমার
অভিমত একই বৎস উৎপাদিত করুন, বাহার
যেহে অর্থে হইয়া আপনার অভিলষিত প্রা-
সাদ্য হইবে। আপনাকে সর্কিত

তত উৎসারয়ামাস নিরীকৃতসমুদ্রমঃ ।
ধনুকোটা তদা বৈশাখেন শৈল। বিদারিতাঃ ॥ ৩
ন হি পূর্নবিলর্গে বৈ বিষয়ে পৃথিবীংগে ।
প্রবিতানঃ পুরাণাং বৈ গামাণাং বাচনং তদা ॥ ৪
ন শতানি ন গৌরবান ন কবির্ম বনিকপথঃ ।
বত্র তত্র সমস্তং ভাষ্যমেবাসমুদ্রাদিগাঃ ।
আহারঃ কলমূলানি প্রজানাংকাতবৎ তদা ॥ ৫
সহজরিষা বৎসন্ত মনুং স্বাযম্বনং প্রভুঃ ।
স পানৌ পুত্রমুদ্রোষ্টো ক্রমোহ পৃথিবীং তদা ॥ ৬
শত্রুজাতনি সর্কিতানি গোষ্ঠি বৈশাঃ প্রতাপবন
ভেনায়েন প্রজাঃ সর্কিতাঃ সন্তমুদ্রাণা নিতানঃ ॥ ৭
কমিষ্ঠিগ ততঃ ক্রমা বৎসঃ সেমোভবতঃ তত

সমতল করুন, যেহেতু আমি পুত্রসমূহ দ্বারা
আরুত করিয়াছি, আমি যে প্রকার সর্কিত
সকল করিতে, সতল হইলে তুমি (মেন
করিতে পারি তদনন্তঃ বেগনন্দন
পুত্রসমূহকে মনুর ততঃ প্রদান করে নিজে
করিলেন, তাহাজের উৎসবের দ্বারা পুত্র
সমূহ রক্ষিত হইল। হে বিজয়!
সৃষ্টি হ'ল সময়ে (অর্থাৎ পুত্রসমূহের)
পৃথিবীমধ্যে পুত্র কি ব' প্রাণের বৈশেষ্য বিভাগ
ছিল না, শত্রুপদিত হইত না, সে-সমূহের
প্রতিপালন ছিল না, ক্রমবর্গন করিয়া করিত
ন, বনিকপথ করিতাৎ করিতে জানিত
ন, সেখানে সেখানে সমান ছিল, পৃথিবীতেই
বাস করিত (অর্থাৎ কেহ গৃহ নিদ্রা করিতে
জানিত না)। প্রতাপন তৎকালে কেবল
মাত্র কলমূল দ্বারা আহার করিত, মহারাজ
পুত্র স্বাযম্বন মনুকে বৎস করনা করিয়া
নিজ চপ্তে পৃথিবীকে দোহন করিলেন।
মহাপ্রতাপবান বেগনন্দন পুত্র পৃথিবীকে দোহন
করত সমস্ত শত্রুসমূহ উৎপাদন করিলেন।
পুত্ররাজ কঠক উৎপাদিত অনুরাশি দ্বারা
অন্যান্য প্রজাবর্গ প্রতিদিন জীবনধারণ করি-
তেছে। পুত্ররাজ পৃথিবীকে দোহন করিলে
পর, কমিষ্ঠগও পৃথিবীকে দোহন করিলেন।
পৃথিবীর দোহনকালে সেম হইলেন বৎস

পাত্রং হুত্বাংসি দোক্ষা বৈ ভূপো হুত্বক শাশ্বতম্
ততো দেবগণৈর্হুত্বা বৎসং কৃত্বা পুরন্দরম্ ।
কাকনং পাত্রমালায় দোক্ষা চৈব তু ভাস্করঃ ॥ ১০
কীর্ত্ত্বমুজ্জ্বলকৈব বেন বর্ত্তন্তি দেবতাঃ ॥ ১০
পিতৃভিঃ পুনর্হুত্বা পাত্রমালায় রাজতম্ ।
বৎসং কৃত্বা ময়কৈব দোক্ষা কালস্ত চাত্তকঃ ॥ ১১
স্বধা হুত্বস্ত নারৈর্ধা পুনর্হুত্বা বসুন্ধরা ।
অলাবুপাত্রমালায় বৎসং কৃত্বা তু ভাস্করম্ ॥ ১২
নারৈর্হুত্বা বসুমতী বিষং কীর্ত্ত্ব মহাশ্বষে ।
ভেবামরাবতো দোক্ষা ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৩
বায়ুহারস্তদাচারঃ সদা সর্পা বিষোজ্ঞাঃ ।
অনুরৈঃ পুনর্হুত্বা পাত্রং কৃত্বা তদায়সম্ ॥ ১৪
মায়া হুত্বস্ত বৎসং হি কৃত্বা পৌত্রং বিরোচনম্ ।
দোক্ষা দৈত্যো মধুস্তত্র ততো মায়াধিকাসুরাঃ ॥ ১৫
বৈজ্ঞঃ সংশ্রয়তে হুত্বা আমপাত্রে বসুন্ধরা ।

ছন্দোগণ হইল পাত্র, চিরস্থায়ী উপস্থ। হইল
দোক্ষা। তদনন্তর দেবগণ পৃথিবীকে দোহন
করিয়াছিলেন। দেবগণের দোহনকালে দেবরাজ
ইন্দ্র হইলেন বৎস, দোহনপাত্র সুবর্ণ নির্মিত,
সূর্য্যদেব স্বয়ং দোহন-কর্ত্তা হইলেন; অতি
তেজস্বর হুত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল, যে হুত্ব দ্বারা
দেবগণ প্রাণ ধারণ করিতেছেন। ১—১০।
তদনন্তর পৃথিবীকে পিতৃগণও রৌপ্যময় পাত্র
লইয়া দোহন করিলেন। পিতৃগণের দোহন-
কালে ময়দানব হইল বৎস, সকল প্রাণীর অন্ত-
কারী কাল হইলেন দোক্ষা, স্বধা হইল হুত্ব।
হে মহর্ষে! অলাবুপাত্র গ্রহণ করত সর্পগণও
পুনর্বার বসুন্ধরা দেবীকে দোহন করিলেন।
নাগরাজ ভাস্কর হইল বৎস, বিষ হইল হুত্ব,
প্রতাপবিত্ত ঐরাবত নামক সর্প দোক্ষা।
ধৃতরাষ্ট্র সর্প তখন বায়ুভোজী হইয়াছিলেন;
অশ্রু সর্পও তদনুসারে ছিল। লৌহময় পাত্র
লইয়া অনুরগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল।
অনুর-দোহনকালে হুত্ব হইল মায়া, বৎস হইল
বিরোচন, দৈত্যবর মধু হইল দোক্ষা। অনিরাছি
বক্ষগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। ঐ
দোহনকালে আমপাত্র হইল দোহনের আধার,

অন্তর্জানক বৈ হুত্বং বৎসং বৈজ্ঞবৎ তদা ॥ ১৬
রাক্ষসৈশ্চ পিশাটৈশ্চ পুনর্হুত্বা বসুন্ধরা ।
কীর্ত্ত্ব কৃষিরমেবাপি দোক্ষা রাক্ষসনারকঃ ।
বৎসং সুমালিনং কৃত্বা ভেন তে বর্ত্তন্ত্যধ ॥ ১৭
পদ্মপত্রে পুনর্হুত্বা গন্ধকৈঃ সাঙ্গরোগধৈঃ ।
বৎসং চিত্ররথং কৃত্বা দোক্ষা বসুন্ধরচিত্ত্বা ॥ ১৮
শৈলৈশ্চ শ্রয়তে হুত্বা রত্নাত্তোষধয়ঃ শুভাঃ ।
বৎসস্ত হিমবানাসীন্দোক্ষা মেরুমহাগিরিঃ ॥ ১৯
আসৌদিগ্ধং সমুদ্রান্তা মেদিনী চ পরিক্রতা ।
মধু-কৈটভয়োঃ কংজা মেদসা চ পরিপ্লুতা ॥ ২০
হিত্ত্বমমুপ্রাপ্তা ধরা পৃথুচ্যতে ততঃ ।
পৃথুনা প্রবিত্ততা চ কৃত্বা সম্বরবন্দনা ॥ ২১
এবং প্রতাবো বৈধ্যঃ স রাজাসীমুখ্যতো মৃণাম্ ।
নমস্তশ্চৈব পৃথ্যশ্চ বৃত্তিকামৈর্নৃপৈঃ সদা ।

অন্তর্জান হইল হুত্ব, কুবের হইলেন বৎস।
রাক্ষসগণ এবং পিশাচগণও পৃথিবীকে দোহন
করিয়াছিল, হুত্ব হইল রক্ত, রাক্ষসাবিশিষ্ট
হইল দোক্ষা, সুমালী নামক রাক্ষস হইল
বৎস। রক্তময় হুত্ব পান করিয়া, রাক্ষসগণ
প্রাণধারণ করিয়া থাকে। তদনন্তর অঙ্গরো-
গণের সহিত গন্ধর্কগণ পদ্মপত্রে পৃথিবীকে
দোহন করিয়াছিলেন; গন্ধর্করাজ চিত্ররথ
হইলেন বৎস, বসুন্ধরি নামক গন্ধর্ক হইলেন
দোক্ষা। অনিরাছি পর্ব্বতগণও পৃথিবীকে
দোহন করিয়াছিলেন; রত্নসমূহ এবং শুভ
ওষধিসমূহ হইল হুত্ব, হিমালয় পর্ব্বত হইল
বৎস, দোক্ষা হইলেন সুমেরুপর্ব্বত। এই
সমুদ্র-সীমা পৃথিবীকে পৃথুরাজা প্রভৃতি সকলে
দোহন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পৃথিবী
মধুকৈটভ নামক দৈত্যবরের মেদ দ্বারা কপ্ত
ছিল। ১১—২০। পৃথুরাজা পৃথিবীর সংহার
করিয়া নিজের কস্তার দ্বারা প্রতিপালন করেন,
এ কারণ ধরার নাম পৃথিবী হইল। এই
পৃথিবীকে পৃথুরাজাই দেশ-বিভাগে বিভক্ত
করিয়াছেন। নরবর বেণনন্দন পৃথু একমুখ
প্রভাববৃদ্ধ রাজা ছিলেন। কৃষ্ণ-অতি-
লাবী রাজগণ সর্ব্বদা মহারাজ পৃথুকে সম্বোধন

৩।২ দিশি তথা মূনে সপ্তর্ষয়স্তথা ।
নাম তথা দেবা আনন্ স্বায়ত্ত্বাস্তরে ॥ ৮
।৩। অগ্নিবাহ*৮ মেধা মেধাতিথির্বহুঃ ।
জ্যোতিমান্ হব্যঃ সবনঃ শুভ্র এব চ ॥ ৯
ত মহর্ষয়স্তত্র বায়ুপ্রোক্তা মহাব্রতাঃ ।
।৪। চ তুষিতা নাম স্মৃতাঃ স্বারোচিষেহস্তরে ॥ ১০
।৫। স্মৃতির্জ্যোতিরমোমূর্তিরয়ঃ স্মরঃ ।
ধিত*৮ মনস*৮ নভঃ সূর্য্যস্তথৈব চ ॥ ১১
স্বারোচিষ*৮ পুত্রাস্তে মনোঃ পুত্রা মহাস্বনঃ ।
জিতা মুনিশাদূল মহাবীৰ্য্যপরাক্রমাঃ ॥ ১২
জীমভঃ কথিতং মূনে মনস্তরং তব ।
জীমং তব বক্ষ্যামি তন্নিবোধ যথাতথম্ ॥ ১৩
পেঠপুত্রাঃ সপ্তানন্ বাশিষ্ঠা ইতি বিক্রতাঃ ।
।৬। গভস্ত সূতা উর্জ্জা নাম মহোজসঃ ॥ ১৪
স্বোহত্র সমাখ্যাতাঃ কীর্ত্যমানান্ নিবোধ মে ।

ত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য এবং বসিষ্ঠ, ই সাতজন ব্রাহ্মণ মানসপুত্র ঋষি উত্তর-ধি-ভাগে অবস্থিতি করিতেন। স্বায়ত্ত্ব-ব-স্তরকালে যাম নামে দেবগণ স্বর্গে বাস রিতেন। অগ্নিধ্ব, অগ্নিবাহ, মেধা, মেধাতিথি, ২, জ্যোতিমান্, হব্য, সবন এবং ৩ স্বারোচিষ-মনস্তর-সময়ে উক্ত মহর্ষিগণ ঋনির্দেষ্টা ছিলেন, ইহা বায়ুপুরাণে কথিত ছে। ঐ সময়ে তুষিত নামক দেবগণ গের প্রভু ছিলেন। ১—১০। হে মূনে! ১, হরিষ্ম, স্মৃতি, জ্যোতি, অমোমূর্তি, অয়ঃ-য়, প্রথিত, মনস, নভঃ এবং সূর্য্য এই সকল যাবলপরাক্রান্ত ব্যক্তিগণ মহাত্মা স্বারোচিষ মুর পুত্র বলিয়া বিখ্যাত আছেন। হে মুনি-!! আপনার নিকট দ্বিতীয় মনস্তর-বৃত্তান্ত খিত হইল। তৃতীয় মনস্তর-বৃত্তান্ত যেরূপ ামি শুনিয়াছি, তদনুরূপ আপনার নিকট লিতেছি, শ্রবণ করুন। বসিষ্ঠ মুনির পুত্র ।তজন বসিষ্ঠ নামে বিখ্যাত ঋষি ছিলেন এবং স্কার পুত্র মহাবলবান্ উর্জ্জা নামে বিখ্যাত ত্তকন্তলি ঋষি ছিলেন। তৃতীয় মনুর রাজত্ব-লে এই সকল ঋষি ধর্মশাস্ত্র-উপদেষ্টা

উত্তমেরা ঋষিশ্রেষ্ঠ দশ পুত্রা মনোরমাঃ ॥ ১৫
ইষ উর্জ্জা তমূর্জ্জ*৮ মধুর্মাধব এব চ ।
শুচিঃ শুক্রবহ*৮ নভসো নভ এব চ ॥ ১৬
ঋষভস্তত্র দেবা*৮ মনস্তর উদাহৃত্যঃ ।
মনস্তরং চতুর্থং তে কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১৭
গার্গ্যঃ পৃথুস্তথৈবাগ্নির্জ্যোতা ধাতা কপীনকঃ ।
কপীবান্ সপ্তর্ষয়স্ত সত্য দেবগণাস্তথা ॥ ১৮
তামসস্তাত্তরে চৈব মনোর্ম্যে কথিতাস্তব ।
দ্র্যতিঃ পোতঃ সৌতপস্ঃ তপঃ শূল*৮ তাপনঃ ॥
তপোরতিরকশ্যাস্তথা ধ্বী মহাধ্বা ।
তামসস্ত সূতা হেতে দশ পুত্রা মহাব্রতাঃ ॥ ২০
বায়ুপ্রোক্তা মহাকালে চতুর্থে বৈ তদন্তরে ।
বেদবাহর্জয়*৮ মূনির্বেদশিরাস্তথা ॥ ২১
হিরণ্যারোমা পর্জ্জ*৮ উর্জ্জবাহ*৮ সোমপাঃ ।
সত্যনেত্ররতা*৮ এতে সপ্তর্ষয়োহপরে ॥ ২২
দেবা*৮ ভূতরজসস্তথা প্রকৃতয়স্তথা ।

ছিলেন। হে ঋষিবর! উত্তমের নামে অত্যন্ত সুন্দর দশটি পুত্র বৈবস্বত মনুর হইয়াছিল, তাহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ইষ, উর্জ্জাত, উর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্রবহ, নভস এবং নভ এই কয়টি পুত্র হইয়াছিল। তৃতীয় মনস্তর-সময়ে ঋষভ নামে দেবতা কথিত হইয়াছে। চতুর্থ মনস্তর-বৃত্তান্ত আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। গার্গ্য, পৃথু, অগ্নি, জ্যোতা, ধাতা, কপীনক এবং কপীবান্ তামস নামক মনস্তর-সময়ে এই সপ্ত-জন ঋষি ছিলেন এবং সত্য নামে দেবগণ ছিলেন, ইহা আপনার নিকট কথিত হইল। হে মহর্ষে! দ্র্যতি, পোত, সৌতপস, তপঃশূল, তাপন, তপোরতি, অকশ্যাস, ধ্বী এবং ধ্বী এই দশজন মহাব্রত তামস মনুর পুত্র আনিবেন, বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে। চতুর্থ মনস্তর-মহাকালের বৃত্তান্ত কথিত হইল। বেদবাহ, জয়, মূনি, বেদশিরা, হিরণ্যারোমা, পর্জ্জ এবং উর্জ্জবাহ, সোমপা, সত্যরূপ-নেত্রাসক্ত এই সাতজন ঋষি এবং অপর কতকগুলি ঋষি পঞ্চম-মনস্তর-কালে সপ্তর্ষিগণের অবস্থিতি

পার্বত্যন্ত রৈবতঃ সত্যবান্ভবঃ ৮ ২৩
 অথ পুত্রানিবাংস্ত নিবোধ নরতো মম ।
 বৃতিমানব্যায়োহব্যক্তঃ সত্যবান্ভো নিরুৎসবঃ ২৪
 অকণ্ঠঃ প্রকাশঃ নির্দোহঃ সত্যবান্ভু কৃতিঃ ।
 বৈবতন্ত মনোঃ পুত্রাঃ পঞ্চমৈকভবন্তম্ ২৫
 বর্ষে তে সন্তানক্যামি ত্রিবিধে মহামুনে ।
 তুতর্হো বিবাহাংস্ত সুবর্ষা বিব্রজাতবা ।
 অতিমায়া সহিষ্ণুঃ সপৈশ্বেতে মহর্ষিঃ ২৬
 চান্দ্রব্রতান্তরে বিপ্র মনোহর্ষানিমান শৃণু ।
 আত্যাঃ প্রোতা ভক্তবঃ পুংস্ত্রাংস্ত দিবৌকসঃ ২৭
 লেবাংস্ত নাম বিপ্রোস্ত পঞ্চ দেবপণ্যঃ সূতাঃ ।
 প্রবর্জিতস্য পুত্রা মহাভানো মহাকলাঃ ২৮
 নভঃসোয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বন পুত্রাংস্ত বিকীতাঃ ।
 রুহ্রপ্রভৃতয়ো বিপ্র যতঃ বনভয়ে সূতাঃ ২৯
 অত্রিবিম্বিতো ভব্যঃ কস্তপঃ মহাসূবিঃ ।
 গৌতমোহং তরুভানো বিব্রাক্ষিতভবৈব ৩০
 জয়দমিঃ সপ্তমস্ত কবরঃ সান্তাপ্তঃ দিবি ।

কহিতেন । প্রকৃত-রত্ন-প্রকৃতি-নামে পারি
 শ্রব এক রৈবত নামে দেবপুত্র ছিলেন । পঞ্চম
 মনুর পুত্রসন্তান নাম বলিতেছি, প্রবণ কস্তম
 বৃতিমান্, অকণ্ঠ, অকণ্ঠ, সত্যবান্ভো, নিরুৎসব,
 অকণ্ঠ, প্রকাশ, নির্দোহ, সত্যবান্ভু এবং কৃতি,
 বৈবতান্তমক মনুর এই সকল পুত্র আনিকেন
 পঞ্চম বনভয়-বৃত্তান্ত কহিত হইল ১১-২৫
 যে মুনিব । বর্ষ বনভয়-বৃত্তান্ত আপনায় নিবর্ত
 বলিতেছি, জয়া প্রবণ করম । তুত, মহ,
 বিবাহ, সুবর্ষা, বিব্রজা, অতিমায়া এবং
 অসহিষ্ণু এই সাতজন মহর্ষি । যে বিপ্র । ইত্যাদি
 চান্দ্রব্রতান্তর বর্ষ বনভয়কালে ক্রিয়মান ছিলেন
 ও ভক্তবোলে যে দেবতা, জয়া প্রবণ করম । যে
 বিপ্রোস্ত । আত্যা, প্রোতা, কব, পুংস্ত্রা, লেবা এই
 পাঁচজন দেবপুত্র এই বনভয়-কালে ছিলেন ।
 যে মুনিব । বর্ষ বনভয় সময়ে মহাব্রা, অত্যন্ত
 কলকল, নভঃসোয়া বর্ষভ্যন্ত অত্যন্ত বিব্রজা কস্ত
 প্রকৃতি অতিমায়া কলি পুত্র বনভয় সপ্তমি ।
 অত্রি, বিব্রিত, কব, মহর্ষি কস্তম, গৌতম, তরু
 ভানো, জয়দমি এবং জয়দমি এই বনভয়ে

আদিত্যান্ মরুতো রুদ্রানিবিমো ভাঙ্করান্ বহু ।
 মহারাজিকসাত্যাংস্ত সাত্যাংস্তেব গণান বিভূঃ ।
 মনোহর্ষবতৈস্তে বর্ষন্তে সান্তাপ্তস্ত যে ৩২
 ইত্যাকুপ্রমুখাংস্তেব পুত্র-পৌত্রা মহামুনঃ ।
 মনোঃ সন্তানক্যম্ বিপ্র দিম্মু সর্কীয় শৌনক ৩৩
 মনুভয়েব সর্কীয় প্রাণুয়ঃ সপ্তমপুত্রাঃ ।
 হিতা ধর্মব্যবহারং লোকসংরক্ষণায় চ ৩৪
 মনুভয়ে ব্যতিক্রান্তে চ হারঃ সপ্তমপুত্রাঃ ।
 কহা কর্ণ দিব্য বাস্তি ত্রক্ষলোকমনামবম্ ৩৫
 ততোহস্তে তপসা স্থানং ত পুংসি সপ্তমপুত্রি চ
 সর্বা মুনয়ো ভব্যঃ পঞ্চ ত্যাংস্ত নিবেদ্য মে ৩৬
 একো বৈবতন্তপুত্রঃ চতুর্ভূত প্রজপতেঃ ।
 পরমেষ্টিপুত্রা বিপ্র মেকুসংবর্তিতঃ বতঃ ৩৭
 নকন্ত তে চ দৌতিত্রাঃ প্রিসংস্মনয়ন্ত তে ।
 মনুভু তপসা যুক্তা মেকুপুষ্ঠে বসন্তি চি ৩৮
 রুচৈঃ প্রজাপতেঃ পুত্রো বৌচো নাম মনুঃ সূতা

সপ্তমি । ঐ সময়ের দেবপুত্র উনপঞ্চাশৎ বৎ
 একজন কব, অত্রি, মনুভয়, গৌতম, অত্রি,
 অত্রি মনু, মহারাজিকসাত্যাংস্ত সাত্যাংস্ত বর্ষম
 বনভয় মনুভয় সময়ে যে নামে বিব্রজমান
 ছিলেন । মহাব্রা বৈবতন্ত মনুর ইত্যাকু প্রভৃতি
 পুত্র-পৌত্রগণ সকল দি ত্রিভূগে দিব্য হইয়া
 ছিলেন । যে শৌনকমুন । সকল মনুভয়ে
 সাত সাত জন অত্রি দ্বয়ের ব্যবস্থা করিবার
 নিমিত্ত এবং লোকরক্ষা নিমিত্ত অবস্থিতি
 করেন । মনুভয় অত্রি হইলে পর সপ্তমি,
 মনু, দেবপুত্র এবং মনুপুত্রগণ ব্রহ্মলোকে গমন
 করেন । তৎপরে তপোহলে অত্রি মনু আসিয়া
 তৎস্থান অধিকার করেন পঞ্চম সর্বা
 তৎস্থানে একজন বৈবতন্ত । অত্রি মনুচতুর্ভূতের
 বিব্র প্রবণ কর ২৬-৩৬ । যে বিপ্রা
 পরমেষ্টিপুত্রগণ । মেকুসংবর্তি নামে অভিহিত
 মনু । জীতারা নকপ্রজাপতির দৌহিত্র প্রি-
 নারী কস্তার বর্ষভ্যন্ত পুত্রঃ মহঃ তপস্ভ্যন্ত
 হইয়া, মনুভয়পুষ্ঠে বসতি করেন । ক্রিয়ার
 প্রজাপতির পুত্র বৌচা মনু-ভূতি-দেবীর পুত্র

হুতাকোংপাদিতে দেব্যাংভৌত্যো নামাত্তবংপুঃ
অনাগতাং সপ্তৈতে কমেহ্মিন্মনবঃ স্মৃতাঃ ।
অনাগতাং সপ্তৈব স্মৃতা দিব্যি মহর্ষয়ঃ ॥ ৪০
সামো ব্যাসস্তথাভ্রোয়ো দীপ্তিমান্ সুবহুশ্রুতঃ ।
ভারদ্বাজিস্তথা দ্রৌণিরথামা মহাত্ম্যতিঃ ॥ ৪১
গৌতমশ্চাজ্ঞশ্চৈব শরদ্বান্ গৌতমঃ কৃতঃ ।
কৌশিকো গালবশ্চৈব কুরুঃ কাশ্যপ এব চ ॥ ৪২
এতে সপ্ত মহাত্মানো ভবিষ্য মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪৩
দেবতানাং গণান্তত্র ত্রয়ঃ শ্রোত্ৰাঃ স্বরত্বা ।
সারীচেতৈশ্চ পুত্রান্তে কশ্যপস্ত মহাত্মনঃ ॥ ৪৪
সিরাংচাবনীবাংচ স্মৃতাঃ ধৃতিমান্ বহুঃ ।
বিষ্ণুরাঘ্যো বিষ্ণুঃ রাজা স্মৃতিরেব চ ॥ ৪৫
সাবর্ণ্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্য দশ শৌনক ।
ধর্ম্য মেরুসাবর্ণিঃ প্রবক্ষ্যামি মনুঃ শৃণু ॥ ৪৬
মধ্যাতিথিঃ পৌলস্ত্যো বহুঃ কাশ্যপ এব চ ।
দ্র্যাতীমান্ ভার্গবশ্চৈব দ্র্যাতীমান্জিরাস্তথা ॥ ৪৭
মনশ্চৈব বাশিষ্ঠ আত্রেয়ো হব্য এব চ ।
গীলহঃ সপ্ত ইত্যেতে ঋষয়ো রোহিতান্তরে ॥ ৪৮

সংগ্রহণ করাতে তাঁহার অপর একটি নাম
পাওয়া হইয়াছে । বর্তমানকালে ভাবী সাতজন
ই জানিবে এবং সাতজন মহর্ষি স্বর্গে বাস
করিয়াছেন । পরশুরাম ব্যাস, সুবিখ্যাত দীপ্তি-
ময় অত্রিমুনির পুত্র মহা তেজস্বী ভারদ্বাজ
ত্রৈলোক্যাত দ্রোণের পুত্র অথথামা, গৌতমমুনির
পুত্র শরদ্বান্ মুনি, কুশিকসমুত্ত গালবমুনি,
সপ্ত মুনির পুত্র কুরু । হে মুনিগণ । ইহারা
দেব্যাং সপ্তর্ষি তৎকালে দেবতার তিনটি
স্বরত্ব ব্রহ্মা ইহা বলিয়াছেন; মহাত্মা
চিৎপুত্র কশ্যপমুনির পুত্রগণ ভবিষ্যৎ সপ্তর্ষি
বান্, অবনীবান্, স্মৃতাঃ, ধৃতিমান্, বহু,
রাঘ্য, বিষ্ণু, রাজা এবং স্মৃতি ।
শৌনকমুনে । সাবর্ণি মনুর ভবিষ্যৎ
পুত্র হইয়াছিল । প্রথম মেরু-সাবর্ণি
তাঁহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
সমুনির পুত্র মেধ্যাতিথি, কাশ্যপগোত্র বহু,
দ্র্যাতীমান্ ভার্গব, দ্র্যাতীমান্ অজিরা, বাশিষ্ঠ-
সবন, অত্রিমুনির পুত্র হব্য এবং পুন্ড-
র

দেবতানাং গণান্তত্র ত্রয় এব মহাত্মনঃ ।
দীক্ষাপুত্রস্ত পুত্রান্তে রোহিতস্ত প্রজাপতেঃ ॥ ৪৯
দৃষ্টকৈতুদীপ্তকৈতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাকৃতিঃ ।
পৃথুশ্রবা ভূরিদ্র্যায়ো পচীকো বৃহতো গয়ঃ ॥ ৫০
প্রথমস্ত তু সাবর্ণের্ণব পুত্রা মহোজসঃ ।
দশমে তু পর্ধ্যায়ৈ দ্বিতীয়স্তান্তরে মনোঃ ॥ ৫১
হবিদ্র্যান্ পুন্ডরশ্চৈব সুরুতিশ্চৈব ভার্গবঃ ।
আর্যোমুক্তিস্তথাভ্রোয়ো বাশিষ্ঠচাব্যয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫২
পৌলস্ত্যঃ প্রয়তিশ্চৈব নাভারশ্চৈব কাশ্যপঃ ।
অজিরা নভসঃ সত্যঃ সপ্তৈতে পরমর্ষয়ঃ ॥ ৫৩
দেবতানাং গণাংচাপি দ্বিবিমস্ত্বেবে স্মৃতাঃ ।
অক্ষত্বারোক্তমোজাংচ ভূরিষেপচ বীর্ঘবান্ ॥ ৫৪
শতানীকো নিরামিত্রো বৃষসেনো জয়দ্রথঃ ।
ভূরিদ্র্যায়ঃ সুবর্চশ্চ দশ ত্বৈতে মনোঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৫
একাদশে তু পর্ধ্যায়ৈ তৃতীয়স্তান্তরে মনোঃ ।
তস্তাপি সপ্ত ঋষয়ঃ কীর্ত্যমানান্ নিবোধ মে ॥ ৫৬

মুনির পুত্র, রোহিত-মহন্তর সময়ের সাতজন
মহর্ষি কথিত হইয়াছেন । ৩৬—৪৮ । হে
মুনিবর ! তৎকালে দেবতার তিনটি গণ ।
দীক্ষার পুত্র প্রজাপতি রোহিতমহন্তর এ সকল
পুত্র জানিবেন,—ইষ্টকৈতু, দীপ্তকৈতু, পঞ্চহস্ত,
নিরাকৃতি, পৃথুশ্রবা ভূরিদ্র্যায়, পচীক বৃহৎ এবং
গয় । প্রথম সাবর্ণির অত্যন্ত বলবান্ নয় জন্ম
পুত্র । দশম মহন্তর সময় উপস্থিত হইলে
দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর আধিপত্য সময়ে
হবিদ্র্যান্, পুন্ডর, ভৃগুবংশজাত সুরুতি, অত্রি-
গোত্রজ আর্যোমুক্তি, অব্যয় বাশিষ্ঠ, পুন্ডর্য
গোত্রজাত প্রয়তি, কশ্যপমুনির পুত্র নাভার এবং
অজিরার পুত্র সত্যধর্ম-পরায়ণ নভস, এই
সাতজন পরম ঋষি ধর্মশাস্ত্রের রক্ষা দিবে
এবং দ্বিবিমস্ত নামক দেবগণ স্বর্গরাজ্যে
বিরাজ করিবে । অক্ষত্বান্, উত্তমোজা,
ভূরিষেপ, বীর্ঘবান্ শতানীক, নিরামিত্র, বৃষ-
সেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্র্যায় এবং সুবর্চ এই দশটি
পুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর আধিপত্যে তৃতীয়
সাবর্ণির অধিকৃত একাদশ মহন্তর সময়ে বৈ
সাতজন ঋষি ধর্মরক্ষা দিবে, তাহাদিগের

হবিষ্যন্ কস্তপ-চাপি বপুস্মাৎ চৈব বাক্ষসঃ ।
 আত্রেয়োহথ বসিষ্ঠ-চ অনবন্তদ্বিরাটখা ॥ ৫৭
 চাক্ষুষ-চ পৌলস্ত্যা নিবরোহথিভ ভেজসঃ ।
 সপৈত্তে কবয়ঃ প্রোক্তাঃ দেবপথাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৮
 ব্রহ্মপত্নী হুতম্ভে তু অভ্যঃ শৃণু মহামতে ।
 সৰ্ব্বত্রয়ঃ হুশৰ্গা চ দেবানীকন্ত কেমকঃ ॥ ৫৯
 কৃৎস্নঃ পতকো বর্শ উরুর্বাহো যনোঃ স্মৃতাঃ ।
 হুবর্ণ-চ তু পুত্রা বৈ কৃতীমন্ত সব স্মৃতাঃ ॥ ৬০
 চতুর্ধ্ব-চ তু সার্বর্ষিকীন সপ্ত নিবোধ যৈ ।
 দ্বাভির্বসিষ্ঠপুত্র-চ আত্রেয়ঃ স্মৃতপাতখা ॥ ৬১
 অগ্নিরাভ্যঙ্গসো মূর্তিভপবী কস্তপতখা ।
 অপোহন-চ পৌলস্ত্যাঃ পৌলহ-চ অপোহাতিঃ ॥
 ভার্গবঃ সপ্তমন্তব্যং বিজ্ঞেয়তপসেঃ সিধিঃ
 শক দেবপথাঃ প্রোক্তা মানসা ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬২
 বাবশে চৈব পথ্যে তথ্যে চৌচ্যাত্রে মনোঃ ।
 অগ্নিরাট-চ বৃতিমান পৌলস্ত্যা হব্যবাক্ষস বঃ ॥

স্বয়ং কীৰ্ত্তন করিতেছি, ওহা আমার নিওট
 প্রবণ করুন। হবিষ্যন্, কস্তপ, বপুস্মান,
 চাক্ষুষ, আত্রেয়, বসিষ্ঠ, অনব, অগ্নি, চাক্ষুষ,
 পৌলস্ত্যা, নিবর, অগ্নি, ভেজস এই সকল
 সপ্তবিংশতের অধিকারী ছিলেন। একাদশ
 মন্তব্য সময়ে তিনটি দেবপথ বর্শ-বাক্ষস এই
 ছিলেন। এই সকল কবিশ্রম ব্রহ্মণ মানস-পুত্র
 ছিলেন। হে মহামতে! ইহার পর বাক্ষস
 করিতেছি, তাহা প্রবণ করুন। সৰ্ব্বত্রয়, হুশৰ্গা,
 দেবানীক, কেমক, কৃৎস্ন, পতক, বর্শ, উরু এবং
 বাহ, হুবর্ণ নামক কৃতী সার্বর্ষিক মন্তব্য মন্তব্য পুত্র
 উক্ত হইয়াছে। ৫৭—৬০। চতুর্ধ্ব সার্বর্ষিক মন্তব্য
 অধিকার সময়ে যে সকল কবিশ্রম সপ্তবিংশতের
 অধিকারী ছিলেন, তাহা প্রবণ করুন।
 বসিষ্ঠপুত্র, দ্বাভি, আত্রেয়, হুতপা অগ্নি,
 অপোহুতি তপবী, কস্তপ, অপোহন, পৌলস্ত্যা,
 পৌলহ অপোহাতি, সপ্তম ভার্গব, অপো-
 সিধি ব্রহ্মণ মানস পুত্র পাঁচটি দেবপথ
 বর্শবাক্ষস এই অনিবেদন। বাবশবাক্ষস
 চৌর্য নামক মন্তব্য হইলে পর অগ্নিরাট-
 বাক্ষস বৃতিমান, পৌলস্ত্যবাক্ষস হব্যবাক্ষস, পুত্র-

পৌলহবাক্ষস চ ভার্গব-চ নিবর-সবঃ ।
 নিম্প্রপকস্তথা ত্রেয়ো নির্বোধঃ কান্তপতখা ॥ ৬৩
 হুতপাট-চ বসিষ্ঠঃ সপৈত্তেভ্যে মহর্ষয়ঃ ।
 ত্রয় এব পথাঃ প্রোক্তা দেবতান্য পুত্রত্বা ॥ ৬৪
 পুনর্মহাস্বজ্ঞে বৈ চিত্রো বৈচিত্র এব চ
 ত্রেয়োপর্ষিত্তোহগ্র-চ স্নেত্রঃ কল্লবককঃ ॥ ৬৫
 নির্ভয়ঃ স্মৃতপা দ্রোণো যনো বৌচ্যস্ত তে স্মৃতাঃ
 ত্রেয়োদশে তু পথ্যে শৈব্যৈহব্যাত্রে মনোঃ ॥ ৬৬
 আত্রেয়ঃ কান্তপট-চ পৌলস্ত্যা মাগব-চ যঃ
 ভার্গবোহপ্যতিবাক্ষ-চ ভচিত্রা দ্বিসন্তখা ॥ ৬৭
 যুক্ত-চ তথ্যত্রয়ঃ শক্রে বসিষ্ঠ এব চ
 অজিতঃ পুত্রহ-চৈব অস্তাঃ সপ্তবিংশ তে ॥ ৬৮
 ত্রেয়োদশ কলা উপাস্য কীৰ্ত্তন্য কুখ্যমেতে
 অতীতানামতানস বৈ মন্তব্যোঃ সন্মাননঃ ॥ ৬৯
 দেবতান্য পথাঃ প্রোক্তাঃ পঞ্চ শৃণু মহামতে ॥ ৭০
 ত্রয়স্তীর্থাৎ চ ত্রেয়োদশ এব চ
 অতিমানী প্রবোধ-চ বিদ্যাঃ স-কল্মশপুত্রা ॥ ৭১
 তেজসী শকলট-চ সপ্তবিংশতে মনোঃ স্মৃতাঃ
 ভৌতাত্রেয়বাক্ষসে তু পুত্রকল্মশ পুত্রা ॥ ৭২
 ইত্যেতৎ প্রোক্তব্রহ্মণোহতীত মনসঃ কীৰ্ত্তিতা মতঃ ॥

বাক্ষস ও বাক্ষসী, ত্রয়স্তীর্থাৎ নিবর-সব, অগ্নি-
 বাক্ষস নিম্প্রপক, কস্তপবাক্ষস নির্বোধ এবং
 বসিষ্ঠবাক্ষস হুতপা সপ্তবিংশ হইবেন। ত্রেয়োদশ
 সংখ্যক শৈব্য নামক মন্তব্য সময়ে অগ্নি
 কান্তপ, পৌলস্ত্যা মাগব, ভার্গব অতিবাক্ষ, চিত্র
 অগ্নি, যুক্ত আত্রেয়, শক বসিষ্ঠ, অজিত
 এবং পুত্রহ ইত্যাদি অস্তা সপ্তবিংশতের জন্ম
 যেন। প্রোক্তব্রহ্মণে উক্ত হুত, ভবিত্য এবং
 বর্তমান এই সকল মুনিগণের সর্কদা নাম
 কীৰ্ত্তন করিলে পর মন্তব্যপণ সুখী হয়। ৬১—
 ৭১। হে মহামতে! ত্রেয়োদশ মন্তব্যের পাঁচটি
 দেবপথ উক্ত হইয়াছে। ত্রেয়োদশ মন্তব্যের
 সকল পুত্র, তাহা আপনি প্রবণ করুন। ত্রয়-
 কীৰ্ত্ত, পুত্র, তনয়, অমুগ, অতিমানী, প্রবীণ, বিজ্ঞ,
 সংকল্মশ তেজসী এবং শকল, সত্য নামক মন্তব্য
 এই সকল পুত্র জন্মিবেন। ভৌতাত্রেয় নামক মন্তব্য
 অধিকার সময়ে পুত্রকল্মশ পরিপূর্ণ হয়। ৭২।

জ্ঞানঃ সনৎকুমারেণ ব্যাসায়ামিতভেজসা ॥ ৭৫
 গুণে যুগসহস্রান্তে পরিপাল্য স্বধর্মতঃ ।
 জ্যোতিস্তপসা যুক্তা ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ৭৬
 গানি সপ্তভিহে ক-সাধ্যাণ্যতুরমুচ্যতে ।
 চুর্দশৈতে মনবঃ কীর্তিতাঃ কীর্তিবর্ধনাঃ ॥ ৭৭
 যন্তরেষু সংহারাঃ সংহারান্তে পুনর্ভবঃ ।
 শক্যমন্তরং তেষাং বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৭৮
 গুণে শতসহস্রে তু কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে ।
 ॥ সর্কানি ভূতানি দক্ষাণ্যাদিত্যরশ্মিভিঃ ॥ ৭৯
 ক্রাণমগ্রতঃ কৃত্বা সদাদিত্যগর্ভৈর্মুনে ।
 বিশন্তি সুরশ্রেষ্ঠং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৮০
 ঠারং সর্কভূতানাং কল্পান্তেষু পুনঃপুনঃ ।
 রাহপি ভগবান্ রুদ্রঃ সংহর্তা কাল এব হি ॥
 স্তেহতঃ প্রবক্ষ্যামি মনোর্বৈবশ্বতস্ত বৈ ।

ল অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ মনুগণের
 স্ত্র আমি আপনাদের নিকটে বলিলাম ; ইহা
 তেজ্ঞাঃ সনৎকুমার মুনি, ব্যাসমুনির
 ট কহিয়াছেন । যুগসহস্র পরিপূর্ণ হইলে
 স্বীয় ধর্ম দ্বারা প্রজাবর্গ প্রতিপালন
 রা মুনিগণ প্রজাবর্গের সহিত ব্রহ্মলোকে
 । করিয়া থাকেন । একান্তর যুগকাল একটী
 র জানিবেন । চতুর্দশ মন্বন্তর সময়ে যে
 ষ্টবর্ধন মনু হইবে, তাহা কথিত হইয়াছে ।
 গী মন্বন্তরের পর সমস্ত জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় ;
 লয় হইলে পর পুনর্জন্ম সমস্ত জগতের
 হয় । সমস্ত মন্বন্তর-বৃত্তান্ত বহুকালেও
 তে পারা যায় না । শতসহস্র কল্প পূর্ণ
 ল পর কল্পের শেষ হইয়া যায় (অর্থাৎ
 র পর আর সৃষ্টি হয় না ।) সে সময়ে
 । জগৎ সৃষ্টিকরণ দ্বারা লঙ্ঘ হইয়া যায় ।
 নিবর । সমস্ত কল্পান্ত সময়ে সমস্ত দেব-
 জগৎ-সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করত
 াবর সুরবর নারায়ণ বিষ্ণুর শরীরে বারংবার
 হন । মহাকাল ভগবান্ রুদ্রদেব বারং-
 কল্পান্ত সময়ে সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া
 ন । ইহার পর বংশরাজিকর, ধন্ত এবং

বিসর্গ পুণ্যমাখ্যানং ধন্তং কুলবিবর্ধনম্ ॥ ৮২

ইতি ত্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং
 মন্বন্তরকথাবর্ণনেন্তপকাশো-
 ২ধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জ্ঞে দাক্ষায়ণ্যং মহানৃষিঃ ।
 তস্ত তর্ঘ্যাতবং সংজ্ঞা ত্বাষ্ট্রী দেবী সুরেশুকা ॥ ১
 ভর্তৃরূপেণ নাতুয্যক্রপ-বৌদনশাসিনী ।
 আদিত্যস্ত হি তদ্রূপমসহৃদী সূতেজসা ॥ ২
 দহমানা ততোষেগমকরোদ্রবর্ণিনা ।
 ঋষেহস্তাং ত্রীণ্যপত্যানি জনয়ামাস তাস্ময়ঃ ॥ ৩
 সংজ্ঞাস্ত মনুঃ পূর্কং ব্রাহ্মদেবঃ প্রজাপতিঃ ।
 যমশ্চ যমুনা চৈব যমজৌ সন্বভূবতুঃ ॥ ৪

পবিত্র বৈবশ্বত মনুর উৎপত্তি-বৃত্তান্ত বলিতেছি,
 তাহা আপনি শ্রবণ করুন । ৭২—৮২ ।

অষ্টপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

উনষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

শৌনক মুনির নিকট সূত বলিতেছেন, দক্ষ-
 কস্তার গর্ভে কশ্যপমুনির ঔরসে বিবস্বান্ নামে
 মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিলেন । বিবস্বান্ ঋষির স্ত্রীর
 কস্তা সুরেশুকা সংজ্ঞা নামে পত্নী ছিলেন । উক্তম
 রূপবতী পরমযুবতী সংজ্ঞাসতী স্বীয় উৎকৃষ্ট
 প্রভা দ্বারা সৃষ্টদেবের প্রথর তেজ সহ করিতে
 না পারিয়া স্বামীর রূপে অসম্মত হইলেন । পরম
 সুন্দরী সংজ্ঞাসতী স্বামীর রূপ দ্বারা লঙ্ঘ হও-
 রাতে অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইয়াছিলেন । হে ঋষিবর !
 সৃষ্টদেব সংজ্ঞা-সতীর গর্ভে তিনটী সন্তান
 উৎপাদন করিলেন । সংজ্ঞার গর্ভে প্রজাপতি
 বৈবশ্বত মনু প্রথম জন্ম গ্রহণ করিলেন । এক-
 ন্তর (সর্কভূতাকারী) ব্রাহ্মদেব এবং যমুনা
 এই দুইটী যমজ-সন্তান জন্মিল । কল্পান্ত

সংকল্পনত উদ্ভবঃ হুঁ। সংজ্ঞা বিবকতা ।
অনহন্তী ততঃস্বামীশ্বরঃ সাত্বজকৃতঃ ॥ ৫
ছায়া মতী তু মা সংস্কারবোচকিত্ত্বঃ ততে ।
কিং করেমি হি কার্যং তে কথং তু চিহ্নিতে ॥ ৬
সংজ্ঞাবাচ ।

অহং বাতামি তরং তে মমৈব তবনং পিতুঃ ।
তুয়েব তবনে মতং বস্তব্যং নির্বিকারয়া ॥ ৭
ইমৌ চ বাসকৌ মতং কতা চেবং সুবদমা ।
পালনীয়াঃ সুখেমৈব মম চৈকিহ্মসি গ্রিয়ম্ ॥ ৮
ছায়োবাচ ।

আ। কেনগ্রহণদেবি সহিষ্যামি হুচতম্ ।
আখ্যাতামি মতং তুভ্যং নহু দেবি বখাহবম্ ॥ ৯
ইত্যুক্তা সাগরদেবী ক্রীড়িতা সহিষ্যো পিতুঃ ।
পিত্রা নির্ভংসিতা তত্র নিবৃক্কা মা পুনঃপুনঃ ॥ ১০
আপদবদবা তুহাচ্ছায়া কপং ততঃ স্বকম্ ।
কুরুত্বমোক্তরাম্ প্রাপ্য নৃণাং মধ্যে চচার হ ॥ ১১

সংজ্ঞাসতী স্বধা-দেবের অত্যন্ত বহুলাকাঙ্ক্ষা-রূপ
কর্ম করিয়া, ঐ রূপ সহ্য করিতে অসমর্থ হও-
রতে আশ্রয় হইতে ছায়া-মতী সুবদীর সৃষ্টি
করিলেন । সেই ছায়া-সুবদী অভিভাব্যে সংজ্ঞা-
সতীকে বলিলেন, হে কল্যাণি! হে চাক্র-
চামিনি! আমি আপনার কি কার্য করিব?
সংজ্ঞা বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, আমি
শিশুপুত্র প্রসন্ন করিব, তুমি নির্বিকার-চিত্তে
আমার গৃহে বাস কর এবং তুমি যদি আমার
প্রিয়কণ্ঠ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে
আমার এই বালক পুত্রস্বরূপ এবং বালিকা সুবদী
কতটুকু বন্দন প্রাপ্যপালন কর । ১-৮ ।
ছায়া বলিলেন, হে দেবি! আমি কেনগ্রহণ
পতন্ত্র রূপ সহ্য করিব এবং আপনার নিকট
শিব অভিপ্রায় প্রকাশ করিব, আপনি
ব্যক্তভাবে শিলাগরে গমন করুন । ছায়াকে এই
কথা বলিয়া অভিভাব্যে সংজ্ঞা-দেবী পিতৃসঙ্গি-
কালে গমন করিলেন । শিশুপুত্র সন্মানিত হইয়া
সংজ্ঞা-দেবী শিলাকর্তৃক সঙ্গীত এবং বারংবার
অনুগত হওয়ার পর শিব দেব আশ্রয়িত করত
যৌবল্য রূপ প্রাপ্যপালন করিলেন

সংজ্ঞাং তাত্ত্ব রবির্মহা ছায়ায়াং স সূতং তম্ ॥
অনগ্রামান সার্বর্ষিকমুঃ স তবিতা কিল ॥ ১২
সংজ্ঞা তু পার্শ্বিকা বা তু তত পুত্রস্ব বৈ তম্ ॥
চকারাত্যাবিকং মেহং ন তথা পূর্নমে সূতং ॥ ১৩
অনুগত চ তুযাদি বমন্তস্ত ন চক্রেম্ ।
সরোবঃ স চ বাণ্যাচ তাবিনোহর্থস্ত বৈ কল্য ॥
ছায়াং সন্তর্জয়ামান পদা বৈবস্বতোঃ ধমঃ ॥ ১৪
তং শলাপ ততঃ ক্রোধান্ধায়া তং কনুদীকৃত্য
চরণঃ পততামেব ন বেতি হৃদয়োরিত ॥ ১৫
বমন্ততঃ পিতুঃ সর্কস প্রাণলিঃ প্রত্যবেদয়ং
তুশং শাপতয়োঃধিঃ সংস্কারবোচকিত্ত্বঃ ॥ ১৬
মাত্রে মেহেন সর্কসে বর্জিতব্যঃ সূতং বৈ
মেহমন্দানপাহাঃ কনুদীয়াং সঃ বিভবতি ॥ ১৭
তদ্বাখ্যোক্তাতঃ পদবন্তবনং কনুদীকৃত্য ॥ ১৮

এক উত্তর-কনুদীয়ে উপস্থিত হইয়া সুবদীর
মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন । সর্কসে
ছায়াকে পৌর পদা সংস্কার বিবেচনা করি
তাহার পরে তৎকালে একটি পুত্র উৎপন্ন
করিলেন, ঐ পুত্র সার্বর্ষিক মত ন্যে বিখ্যাত
হইলেন । সংজ্ঞা-দেবী কনুদী পুত্রের প্রতি
অধিক মেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ছায়া
পুত্র ধর্মের প্রতি তদৃশ মেহ করিলেন
না । সুধাপুত্র ধর্ম কনুদী ভ্রাতার প্রতি
মাতার মেহ বশত নহু অলঙ্কারদি দ্রব্য
করিতে না পারিয়া বাল্যত নিবন্ধন এবং ভব-
তব্যতার দুর্নিবাধ্যতা হেতু ত্রুড় হইয়া ছায়াকে
চরণ দ্বারা আঘাত করিলে পর ছায়াও ক্ষে-
দ্রা হতস্তান হইয়া ধর্মরাজকে অভিসম্পাত
করিলেন । ধর্মরাজ মাতৃবাক্য শ্রবণ করি
শাপভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে
কৃতান্তলিপুটে পিতা স্বধা-দেবের নিকট গমন
করিলেন । মাতা সকল পুত্রের প্রতি সমভাবে
মেহ করিয়া থাকেন, ইহাই নিয়ম; কিন্তু ছায়া
ধর্মের মাতা আমাদিগের প্রতি মেহ পরি
করিয়া কনুদী ভ্রাতাকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে
সেহেতু আমি চরণ উঠাইয়াছি, আপনিও

হহমসি দেবেশ জনতা তপতাং বর ।
 প্রদাদাচ্চরণো ন পতেম্যম গোপতে ॥ ১৯
 সবিতোবাচ ।
 শশং পুত্র মহত্তবিষ্যত্যত্র কারণম্ ।
 হ্যমাবিশং ক্রোধো ধর্মজং সত্যবাদিনম্ ॥ ২০
 ক্যমেতমিখ্যা বৈ কর্ত্ত্বং মাতৃবচস্তব ।
 ॥ মাংসমাদায় গমিষ্যন্তি মহীতলে ।
 ॥ ভবিতা নিত্যং ত্বক্ ত্রাতা ভবিষ্যসি ॥ ২১
 ত্যচ্চাত্রবীং তাস্থ ছায়াং ক্রোধসমবৃত্তঃ ।
 তুলোহভ্যধিকঃ শ্বেহ এতদাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২২
 বর্বচনং ক্রহা যথাতথ্যং শ্রবেদয়ং ।
 ॥ নপি তক্ষুহা ক্রুকৃষ্ণষ্টারমভ্যাগাং ॥ ২৩
 চ তং বখাশ্রায়মর্চয়িত্বা বিভাবহুম্ ।
 ॥ কামং রোষণে সা ত্ত্রয়ামাস বৈ তদা ॥ ২৪

অপরাধ মার্জনা করুন। হে দেবপতে!
 প্রদাত্তশ্রেষ্ঠ! আমি জননী কর্ত্ত্বক অভি-
 হইয়াছি, হে গোপতে! আপনার প্রসাদে
 এর চরণ পতিত না হউক। স্বর্গাদেব বলি-
 হে পুত্র! নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কোন অনির্ক-
 ১ ভবিতব্যতা কারণ জানিবে; যেহেতু তুমি
 হানী এবং সত্যবাদী, তোমাতেও ক্রোধ
 ষ্ট হইয়াছে। ১—২০। হে পুত্র! আমি
 ২২ এর জননীর বাক্য মিথ্যা করিতে সমর্থ
 ২৩ না, কৃমিগণ তোমার পদদ্বয় হইতে
 ন গ্রহণ করিয়া পৃথিবী মধ্যে গমন
 বে, তাহার বাক্য নিত্য ষটিবে, তুমিই
 ২৪ দিগের রক্ষাকর্ত্তা হইবে। স্বর্গাদেব
 ২৫ ধাষিত হইয়া ছায়াদেবীকে বলিলেন, পুত্রগণ
 ২৬ সেই সমান, তুমি কি নিমিত্ত কনিষ্ঠের প্রতি
 ২৭ ক শ্বেহ করিয়া থাক, তাহা আমার নিকট
 ২৮। ছায়া-সতী স্বর্গাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া
 ২৯ ধর্মের মর্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। স্বর্গ-
 ৩০ ছায়া বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধচিত্তে বিশ্ব-
 ৩১ ২২ নিকট গমন করিলেন। তৃষ্ণাও স্বর্গ-
 ৩২ কে সমাগত দেখিয়া বধোচিত পূজা দ্বারা
 ৩৩ করত, দ্বন্দ্ব করিতে অভিলষী স্বর্গাদেবকে

তবাতিভেজসা দত্তা ইদং রূপং ন শোভতে ।
 অসহন্তী চ তং সংজ্ঞা বনে বসতি শায়নে ॥ ২৫
 শ্রায্যা যোগবলোপেতা যোগমাসাদ্য গোপতে ॥ ২৬
 অনুকূলস্ত দেবেশ যদি ত্রায়ম বদ্যতম্ ।
 রূপং নিবর্ত্তয়াম্যদ্য নবং কান্তং কয়োম্যহম্ ॥ ২৭
 তচ্ছূতাপগতঃ ক্রোধো মার্ত্তওস্ত বিবশতঃ ।
 ভ্রমিয়ারোপ্য ত্তেজঃ শাতয়ামাস বৈ মুনিঃ ॥ ২৮
 ততো বিভ্রাজিতং রূপং তেজসা সংবৃত্তেন চ ।
 কৃতং কান্ততরং রূপং বৃষ্টা তচ্ছূতভে তদা ॥ ২৯
 ততোহসৌ যোগমাস্তায় স্বাং ভার্য্যাং বৈ দর্শনং হ
 অধ্বাং সর্কভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ ॥ ৩০
 সোহধ্বরূপং সমাস্তায় গতা তং মৈথুনায় চ ।

সাত্ত্বনা করিয়া বলিলেন, আপনার প্রথর
 কিরণ দ্বারা সংজ্ঞা দ্বন্দ্ব হইয়াছে, অতএব
 আপনার এতদৃশ প্রথর তেজঃস্বরূপ রূপ
 প্রকাশ করা উচিত নহে। হে গোপতে!
 আপনার প্রথর রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া
 মাননীয় যোগযুক্তা সংজ্ঞা-সতী যোগাবলম্বনে
 ষোটকীরূপ ধারণপূর্বক উত্তম নবতুল্যযুক্ত
 বনময়-দেশে বসতি করিতেছে। হে দেববর!
 যদি আপনি আমার প্রতি অনুকূল হন, তাহা
 হইলে আমি আমার অভিপ্রেত, নূতন, অত্যন্ত
 কমলীয় আপনার রূপ প্রস্তুত করিয়া দিতে
 পারি। তৃষ্ণার বাক্য শ্রবণ করত স্বর্গাদেবের
 ক্রোধ দূরীভূত হইল। মুনিবর বিশ্বকর্মা
 শাণযন্ত্রে আরোহণ করাইয়া স্বর্গাদেবের প্রথরতর
 কিরণ-সমূহকে ন্যূন করিয়া দিলেন। তদনন্তর
 তেজের হ্রাস হওয়াতে অত্যন্ত দীপ্তিযুক্ত স্বর্গ-
 দেবের রূপ মুনিবর বৃষ্টা অত্যন্ত মনোহর
 করিয়া দিলেন, তৎকালে ঐরূপ সাজিশর শোভা
 পাইতে লাগিল। তদনন্তর স্বর্গাদেব যোগ
 অবলম্বনপূর্বক নিজ ভার্য্যা সংজ্ঞাকে দর্শন
 করিলেন। তেজ এবং নিয়ম দ্বারা সর্ক-প্রাণীর
 অধ্বণীর অধ্বণীর অবলম্বনপূর্বক স্বর্গাদেব
 মৈথুন করিবার অভিল্যে, পরপূর্ব-শতাব্দে
 মৈথুন করিতে অনিচ্ছুক সংজ্ঞার নিকট গমন
 করিলেন। হে মুনিবর! তদনন্তর স্বর্গাদেব

মৈথুনায় বিচেষ্টতী পরপুংসোৎপন্নকরা ॥ ৩১
 মুখতো নামিকারান্ত তক্তং তদ্যদ্বাশ্বমুনে ।
 দেবো ততঃ প্রজায়েতামরিনো ভিমজাং বরো ॥
 নামতো ভো চ দশো চ মৃতো বাববিনাবপি ।
 ভো তু কহন্তন রূপেণ দর্শয়ামাস তাত্বরঃ ॥ ৩৩
 আত্মানং সা তু তং দৃষ্টা প্রজষ্টা পতিমাবরাং ।
 বমস্ত কশ্চনা তেন ত্বং পীড়িতমানসঃ ।
 ধর্মেন ব্রহ্মায়াম ধর্মরাজ ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৫
 লেভে স কশ্চনা তেন ধর্মরাজে মহাহাতিঃ
 পিতৃণামাধিপত্যক লোকপালহমেব চ ॥ ৩৬
 মনুঃ প্রজাপতিত্বাসৌ সার্বর্ষঃ স অপেশনঃ ।
 তাবী মোহবর্জকেহস্তমিনু মনুঃ সার্বর্ষিকেষু যবে
 মেহপূর্বে তপো বোমমম্যাপি চরতঃ প্রভুঃ ।
 ত্রাতা নবৈ-চর-তাপি প্রজহন্ত স লকবনু ॥ ৩৮
 বৃষ্টা তু তেজসা তেন দিকো-চক্রমবর্তয়ঃ ।
 তবপ্রতিহতঃ কুহু জনবান্য চিকীর্ষয় ॥ ৩৯

সংজ্ঞা-সতীঃ মুখবিবর এক নামিকারক্ত ধর্ম
 তক্ত মুনিরূপ করিলেন, এই তক্ত হইতে
 বৈবর্তিত অরিনীকুমার নামক দেববরের জন্ম
 হইল ২১—৩২। এই অরিনীকুমারবরের
 অপর দুইটা নাম নামতা এবং দশ জনতে
 বিখ্যাত হইল, নবমেনও এই পুত্রবর্জকে সাতিশর
 মনোহর রূপ কর্ম করাইলেন, সংজ্ঞা সতী
 নিজ পতি পুত্রবর্জকে সাদরে কর্ম করত
 অত্যন্ত হর্ষবৃত্তা হইলেন। বর্মরাজ বমও
 রাজার নিকট অপরাধ করিয়া সাতিশর কাতর-
 ভিতে প্রজাবর্জকে ধর্মরূপে প্রতিপালন করিতে
 করিলেন এবং অত্যন্ত বীতিযুক্ত বর্মরাজ বম
 বীর কৃত কর্ম দ্বারা পিতৃবর্জ এবং দিকপাল-
 রূপে আধিপত্য লাভ করিলেন। তদন্তরায়ণ
 সার্বর্ষিক মনু প্রজাপতি হইলেন; সার্বর্ষিক বম-
 তর উপস্থিত হইলে তিনি মনু হইলেন। তাবী
 কহু এবং জায়পুত্র সার্বর্ষিক মার্মপুত্র দুয়েক-
 পর্জতে অম্বহিতপূর্বক অব্যাবি উৎকট
 উপভা করি-লেন। সার্বর্ষিকমহোদর পশিও
 প্রজাবর্জক প্রাণ হইলেন। বিবর্তিতও এই
 পুত্রবর্জক কহা পিতৃবর্জ প্রভু করিলেন;

ববীরসী তরোজাতু বমকস্তা বশমিনী ।
 অন্তবং সা সরিল্পেষ্ঠা বমুন। লোকপাবনী ॥
 মনুরিত্যচাতে লোকে সাববিত্তি চোচাতে ।
 বদিত্য জম দেবানাং শৃণুয়াক্রমেষত বা ।
 আপদং প্রাণা মুচ্যেত প্রাপুয়াং হুমদ্রুশা ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়
 বমাহ্যং পতিবিসরণং নামৈকোদয়ঃ
 ষষ্টিতমোঃ অধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ষষ্টিতমোঃ অধ্যায়ঃ

শত উবচ

মনোবৈবদ্যতস্যসনু পুত্রাঃ বনতঃ সমাঃ
 ইকাকুঃ শিবি-নাভাগো মনুঃ পর্জাতিবর্জ
 নরিষ্যন্তেঃ ধ নাভাগঃ করম-প্রিয়তঃ ॥
 অকরোঃ পুত্রকামস মনুদ্বিষ্টঃ প্রজপতিঃ

এ দুটিনির্বিষ্ট চক্র মনবর্জগণের বিশেষ করি
 ইকাকু হইয়া বনাকরে অপ্রতিহত শক্তি
 হইল। বম এবং সার্বর্ষিক মনুর ভগিনী বৃষ্টী
 বশমিনী সখ্য-কস্তা বমুন। ত্রিভুবনপিতৃকর্ত্তী
 মনোমুখ্য হইলেন ছায়াপুত্রকে ইহলোকে
 মনু এবং সার্বর্ষিক বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি
 বৈবদ্যতমনু, সূতা, বম, সার্বর্ষিক মনু এবং
 বমুনায় উৎপত্তি দৃষ্টান্ত শব্দ করে এবং ছায়া
 ধারণ করে, সে ব্যক্তি বিপল্য হইয়াও মুক্তি
 লাভ করে এবং অত্যন্ত মহাকৌতুক
 হয় ৩৩—৪১

উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়ঃ

শৌমক মূনির নিকট সূত বলিলেন, বৈ-
 বত মনুর নয়টা পুত্র, বৈবদ্যত মনুর তুলা গুণ-
 বানু হইয়াছিল। ইকাকু, শিবি, নাভাগ, মনু
 পর্জাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, করম এবং প্রিয়তঃ
 বিষয়ানু মনুর এই নয়টা পুত্র আনিবেন।
 অধিবার পূর্বে প্রজাপতি বৈবদ্যত মনু পু

পশ্বেষু পুত্রেষু তত্ত্বেষ্ট্যাং সৰ্বভূব হ ॥ ২
 দিব্যান্ধরধরা দিব্যান্ধরভূষিতা ।
 ইংহননা চৈব ইলা জ্ঞেহং বিক্রতা ॥ ৩
 লভ্যেব হোবাচ মনুর্দণ্ডধরস্তথা ॥ ৪
 হুধ মামেহি তমিলা প্রত্যাচ হ ।
 কৃমিদং বাক্যং পুত্রকামং প্রজাপতিম্ ॥ ৫
 কৃপায়োরংশে জাতান্মি বদতাং বর ।
 সকাশং বাস্তামি ন মেহধর্মো হি উভবেৎ
 কৃ। যথো সা তু মিত্রাবরুণয়োৱতঃ ।
 ষকং বরারোহ। প্রাজ্ঞলিৰ্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭
 স্মন্ যুবয়োৰ্জাতাং ক্রত কিং কল্পবাণি বাম্ ।
 ষ্ণাবাদিনীং সাধ্বীং মিত্রাবরুণাবুচতুঃ ॥ ৮
 তব ধৰ্ম্মজ্ঞে প্রজ্ঞয়েণ দমেন চ ।
 ন চৈব স্ত্রোণি প্রীতো দ্বৌ বরবর্ণিনি ॥ ৯

হইয়া পুত্রোষ্টি নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।
 ত মনুর যজ্ঞবেদীমধ্য হইতে দিব্যবস্ত্র-
 ১, দিব্যালঙ্কারভূষিতদেহ। এবং দিব্য
 গী, অত্যন্ত বিখ্যাত। ইলানাম্নী কণ্ঠা উৎপন্ন
 ন। দণ্ডধারী মনু ঐ সুন্দরী কণ্ঠাকে
 ইলে ।” এইরূপ সন্মোদন করিয়া আহ্বান
 দিল,—আপনি “আমার অনুগমন করুন,”
 ভীষ্মী প্রজাপতি দৈবস্বত মনুকে ইলা
 ধৰ্ম্মযুক্ত এই বাক্য বলিলেন । “হে
 শ্রেষ্ঠ ! আমি মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের অংশ
 ২ জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব আমি মিত্রা-
 দেবদ্বয়ের নিকট গমন করিব, তাহাতে
 র কোন পাপ হইবে না।” সেই
 ১, রমণী, বৈবস্বত মনুকে এইরূপ বলিয়া
 ৩রুণ দেবদ্বয়ের নিকটে গমনপূর্বক কৃত-
 ৪টে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদ্বয় !
 আপনাদিগের অংশ হইতে জন্মগ্রহণ
 ৫ছি ; আপনারা বলুন, আমি আপনা-
 ৬র কি কাৰ্য্য করিব ? ইলার এইরূপ বাক্য
 করিয়া মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় ইড়া-সতীকে
 ৭ন, হে সুন্দরি ! হে ধৰ্ম্মজ্ঞে ! হে
 ৮পি ! তোমার একপ প্রণয়, দমণ্ডণ এবং
 ৯ব্যহার দ্বারা অজ্ঞরা উভয়ে অত্যন্ত প্রীত

আবরোদ্ধং মহাভাগে খ্যাতিকৈব গমিষ্যসি ।
 মনোর্বংশকরঃ পুত্রস্তমেব চ ভবিষ্যসি ॥ ১০
 সূহ্যম্ ইতি বিখ্যাতস্তিসু লোকেষু বিক্রতঃ ।
 জগৎপ্রিয়ো ধৰ্ম্মশীলো মনোর্বংশবিবৰ্জনঃ ॥ ১১
 বিব্রতা সা তু তচ্ছ্রুত্বা গচ্ছন্তী পিতুরন্তিকম্ ।
 বুধেনান্তরমাসাদ্য মৈথুনায়োপমস্তিতা ॥ ১২
 সোমস্ত পুত্রস্তস্তাস্ত পুত্রো জ্ঞে পুরুষবাঃ ।
 জনয়িত্বা তু সা পুত্রং পুনঃ সূহ্যমকং গতা ॥ ১৩
 সূহ্যমস্ত তু দায়াদান্তরঃ পরমধার্ম্মিকঃ ।
 উৎকলং গয়ং চ বিনতাপ্তং বীৰ্য্যবান্ ॥ ১৪
 উৎকলস্তোৎকলা বিপ্র বিনতাপ্ত পশ্চিমা ।
 দিক্ পূৰ্ব্বা মুনিশাৰ্দুল গয়স্ত তু গয়া স্মৃতা ॥ ১৫
 প্রবিষ্টে তু মনো তাত্তে দিবাকরমতং মূনে ।
 দশধা তত্র তং ক্ষেত্রমকরোই পৃথিবীং মনুঃ ॥ ১৬
 ইক্ষাকুঃ শ্রেষ্ঠদায়াদো মধ্যদেশমবাপ্তবান্ ।

হইয়াছি। হে মহাভাগ্যবতি ! আমাদিগের
 উভয়ের তুমি খ্যাতিলাভ করিবে, তুমিই বৈব-
 স্বত মনুর পুত্র হইবে। ১—১০। তুমিই
 সূহ্যম্ এই নামে অভিহিত, ত্রিভুবনে বিখ্যাত,
 সকল লোকের প্রিয় এবং ধৰ্ম্মশীল মনুর বংশ-
 বৃদ্ধিকারী পুত্র হইবে। সেই ইলা সুন্দরী
 মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথা
 হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক পিতার নিকট সমা-
 গত হইলেন। চণ্ডাস্বজ বৃধও অন্তর পাইয়া,
 মৈথুন করিবার নিমিত্ত ইলাকে আহ্বান করি-
 লেন। সোমপুত্র বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে
 পুরুষবা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিল; সেই
 ইলাসুন্দরী পুরুষবা নামক পুত্র প্রসব করিয়া
 সূহ্যম্ হইলেন। সূহ্যমের অত্যন্ত ধৰ্ম্মশীল
 তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদিগের
 নাম,—উৎকল, গয় এবং বীৰ্য্যবান্ বিনতাপ্ত ।
 হে বিপ্রাগ্রগণ্য ! উৎকলের উৎকল নামক
 দক্ষিণদিক্, বিনতাপ্তের পশ্চিমদিক্, হে মুনিবর !
 গয়নামক পুত্রের গয়া নামে পূর্বদিক্ আনিকেন ।
 হে মুনিবর ! সূৰ্য্যের আজানুসারে বৈবস্বত
 মনু পৃথিবীকে দশভাগ করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র
 ইক্ষাকু মধ্যদেশ গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা যমি-

বসিষ্ঠচন্দ্রাশাসীঃ প্রতিষ্ঠামঃ ১৭৭৭ঃ ১৭
 প্রতিষ্ঠাঃ বসিষ্ঠাশাসীঃ হুত্বেমোহং ততো নন্দো ।
 তৎ পুত্রবৎসে প্রোক্তাশাসীঃ প্রাপ্য মহাবলঃ ১৮
 মানবা বো মুনিশ্রেষ্ঠে স্ত্রীপুংসোর্গন্ধবঃ প্রভুঃ ১৯
 নরিত্যতঃ শকা পুত্রা নাতাপত হুতোহতবৎ ।
 অবরোহত বার্কেরো বাক্লীকং ক্ষেত্রমাবসন্ ২০
 নরিত্যতঃ সিন্ধুসীমানন্তো নাম বিজিতঃ ।
 পুত্রঃ হুত্বেমোহং কতা চ বা পত্নী চ্যবনত বি ২১
 আনন্ততঃ হি দারদ্রো রেবো নাম মহাহুতিঃ ।
 আনন্তবিত্তঃ চৈব পুরী নাম কুশলী ২২
 রেবতঃ রেবতঃ পুত্রঃ ককুদী নাম বিজিতঃ ।
 জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ স ততানীহাশাসীঃ প্রাপ্য কুশলীম
 স কতাসহিতঃ কতা প্রাক্ষর্যঃ ব্রহ্মবৈদিকৈ ।
 মুহুত্বেমোহং দেবতঃ জাতঃ বহুবলঃ ততঃ ২৩
 আনন্তমঃ সুবৈবল্যঃ খ্যঃ পুরীঃ বানবৈদিকৈ ।

তৈব আনন্তমঃসারে ঐ মহাবলঃ ইত্যনন্তমঃ
 হইয়াছিল। তখনকার হুত্বেমোহং প্রতিষ্ঠা
 প্রদান করিয়াছিলেন। হে মুনিবরঃ! দেবতঃ
 বহুবলঃ পুত্রঃ কতা-পুত্র চিত্রবর্তী মহাবলঃ
 হুত্বেমোহং প্রাপ্য পুত্রবৎসকে প্রদান
 করিলেন। নরিত্যতঃ বহুপুত্রঃ শকাশাসী
 কেন। নাতাপতঃ কুকীকঃ। অবরোহ নরমঃ পুত্রঃ
 হইয়াছিল। ঐ অবরোহ বাক্লীকঃমেনে বসতি
 করিয়াছিলেন। নরিত্যতঃ আনন্তঃ নামে বিখ্যাত
 পুত্রঃ এবং হুত্বেমোহং, কতা, এই মিত্রঃ
 অবিরাজিত। ঐ হুত্বেমোহঃ কতা চ্যবনের
 পত্নী হইয়াছিলেন। আনন্তঃ মহাতেজসী
 কেন নামে পুত্র হইয়াছিল। আনন্তঃমেনে
 কুশলী নামে দেবরাজ্যের পুরী ছিল। ১১—
 ২২। দেবরাজ্যের ককুদী এবং দেবতঃমেনে
 বিখ্যাত পুত্র হইয়াছিল। তাহার সেই জ্যেষ্ঠ-
 পুত্র কুশলী নামক রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।
 তিনি নিজ কতাস সহিত ব্রাহ্মণকে গমন-
 পূর্বক বাক্লীকঃমেনে আসন করিতে করিতে
 হুত্বেমোহং, ককুদী কুশলী নামক পুত্র অর্জিত হইলেও অজ্ঞান
 কর্ত্তি হুত্বেমোহং জাতঃ নরমঃ করিয়াছিলেন।
 তৈব চন্দ্রাশাসীঃ হুত্বেমোহং হুত্বেমোহং

কতাসঃ বারবতীঃ নাম বহুবলঃ মনোরমঃ ২৪
 জ্যেষ্ঠঃ ককুদীকঃ কতাঃ বানবৈবল্যঃ ২৫
 ততঃ ককুদীকঃ জ্যেষ্ঠা গতান্ বহুবলঃ ২৬
 কতাঃ তাঃ বহুবলঃ প্রোক্তাঃ ততঃ স রেবতী ২৭
 কতা অগাম শিবরে মেরোস্তপসি সাহিতঃ ২৮
 সূত উবাচ ।

ন তরঃ সূতঃ পিপাসা বা ন মৃত্যুঃ ক্ষণেহহিকৈ
 ককুদীকঃ ততঃ নরমঃ দেবতঃ ২৯
 হতঃ পুত্রাশনৈস্তীত্রাক্ষঃ স কুশলী ৩০
 ততঃ পুত্রঃ ততঃ সীমান্তঃ কতাঃ সিন্ধুঃ ৩১
 অবরোহতঃ সূতঃ পুত্রঃ ৩২
 ককুদীকঃ সীমান্তঃ সীমান্তঃ সীমান্তঃ
 নাতাপতঃ প্রিষ্টতঃ সূতৌ যৌ তৌ বাক্লীকঃ ৩৩
 ককুদীকঃ ককুদীকঃ ককুদীকঃ
 প্রিষ্টতঃ ককুদীকঃ পুত্রঃ প্রিষ্টতঃ নঃ ককুদী

আগমন করিয়া নৈবদ্যে, নিজ রাজ্যের
 বাক্লীকঃমেনে ককুদীকঃ, অগ্নি বারবতী নাম
 বিখ্যাত, বহুবলঃ-শ্রেষ্ঠিত, মনোরমঃ এবং বহু-
 লেন প্রভৃতি জ্যেষ্ঠ, ককুদী এবং অজ্ঞান
 মহাপুত্রবৎসকে ককুদীকঃ হুত্বেমোহং
 পাপিত্রঃ, বহুবলঃ মুগা অর্জিত হইয়াছে জানিতে
 পারিলেন এবং ঐ দেবতঃরাজ দেবতীন্যী নিজ
 ককুদীকঃ সীমান্তঃমেনে বাক্লীকঃ প্রদান করত
 তপস্বী করিতে কতানীকঃ হইয়া, সূতঃপুত্রকে
 শিবরামেনে গমন করিলেন। শৌনকের নিকটে
 সূত বলিলেন, ককুদী দেবতঃরাজ্য ব্রাহ্মণ নিকটে
 গমন করিলে তাহার জর, সূতা, পিপাসা এবং
 মৃত্যুতঃ কিছুই ছিল না। ব্রাহ্মণ নিকটে গত
 ককুদী দেবতঃরাজ্যের সেই কুশলী নামী পুরী
 পুত্রাশন এবং ততঃমেনে ব্রাহ্মণবৎসকে বিনষ্ট
 হইয়াছিল। সেই বাক্লীকঃবর দেবতঃরাজ্য
 একশত পুত্র হইয়াছিল। সেই মহাবলঃ
 মহঃ বংশঃ ককুদীকঃমেনে গমন করিলেন।
 নাতাপ ও রিষ্টের যে দুই পুত্র হইয়াছিল,
 তাহারা উভয়ে ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া
 ছিল। ককুদীর পুত্র ককুদী নামে বিখ্যাত
 ককুদীকঃ হুত্বেমোহং হইয়াছিল। ককুদীকঃ

এবং হিংসরিয়া তু গুরোগাং মুনিসমম ।
 পাঙ্কজত্বানাপন্নো নৈবৈতে পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৩২
 ঈশ্বর মনোবিপ্র ইক্ষাকুরতবং সূতঃ ।
 ৩ পুত্রশতভ্রাসৌদিকাকৌতুৰিককিঞ্চম্ ॥ ৩৩
 ৪ বিকুঞ্জির্জ্যেষ্ঠস্ত মোহবোধ্যামভবমুপঃ ।
 নিপ্রমুখাস্তস্ত পুত্রাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ।
 ৫ রাপধেশস্ত রক্ষিতারো মহীকিতঃ ॥ ৩৪
 ৬ ককর্ম্মনি চোদিত্তে হৃদতে প্রাক্ককর্ম্মনি ।
 ৭ রিত্তা শশং নীত্রং শশাদভুং ততো গতঃ ॥ ৩৫
 ৮ কুণা পরিত্যক্তো বসিষ্ঠবচনাং প্রভুঃ ।
 ৯ কুঃ সংস্থিতো রাজা শশাদো বনমাবিশং ॥ ৩৬
 ১০ বাধস্ত তু দায়াদঃ ককুংস্থো নাম বীৰ্য্যবান্ ।
 ১১ নাভঃ ককুংস্থস্ত পৃথুররিনভঃ সূতঃ ॥ ৩৭

ইয়গণের একটি পুত্র বিখ্যাত হইয়াছিল,
 আমরা শ্রবণ করিয়াছি। হে মুনিবর!
 ৪ পুত্র পৃথু গুরুদেবের অশ্বসমূহ হিংসা
 রা, গুরুশাপপ্রভাবে শূন্য প্রাপ্ত হইয়া-
 । বৈবস্বত মনুর নয়টি পুত্রের বৃত্তান্ত এই
 ত হইল। হে বিপ্রাশ্রয়! বৈবস্বত
 জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষাকু নামে বিখ্যাত ছিলেন,
 ইক্ষাকু রাজার প্রচুরদক্ষিণাদাতা একশত
 হইয়াছিল। ঐ একশত পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ
 বিকুঞ্জি নামে বিখ্যাত, অযোধ্যা-রাজ্যে
 হইয়াছিল। ঐ অযোধ্যাপতি বিকুঞ্জি
 র শকুনি প্রভৃতি পঞ্চদশটি পুত্র কত্রিয়গণ
 পিথ নামক দেশের রক্ষাকর্তা হইলেন।
 ৫ রাজা প্রাক্কর্মা উদ্দেশে শশমাংস
 পূর্বক প্রাক্ক না করিয়াই ঐ শশমাংস
 করিয়া শশাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।
 ৬ জনক ইক্ষাকু-মহারাজ বসিষ্ঠদেবের
 সুসারে অযোধ্যাপতি বিকুঞ্জিপুত্রকে পরি-
 করিলেন। ইক্ষাকুরাজা নিজেই অযোধ্যা-
 অধিপতি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগি-
 বিকুঞ্জি অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।
 ৭ রাজার পুত্র শৌর্য্যসম্পন্ন ককুংস্থনামে
 ৮ ছিলেন। ঐ ককুংস্থ-রাজার অরি
 নামে পুত্র হইয়াছিল। ঐ অরিনাভ-

বিষ্টরাথঃ পৃথোঃ পুত্রস্তমাদিত্তেঃ ব্যাজারত ।
 ইক্ষাকু যুবনার্থে আবস্তস্ত ব্যাজারত ॥ ৩৮
 ৯ জন্তে অবস্তকো রাজঃ আবস্তী বেন মিত্তিতা ।
 ১০ আবস্তস্ত তু দায়াদো বৃহদধো মহাবনাঃ ॥ ৩৯
 ১১ কুবল্যঃ সূতস্তস্ত রাজা পরমধার্মিকঃ ।
 ১২ যঃ স ধুজুবধাভূতো ধুজুমারো নৃপোত্তমঃ ॥ ৪০
 ১৩ কুবল্যস্ত পুত্রাণাং শতমুস্তমধারিনাম্ ।
 ১৪ বভূবাস পিতা রাজ্যে কুবল্যো জ্যেষ্ঠোত্তমঃ ॥ ৪১
 ১৫ পুত্রসংক্রামিত ঐকো বনং রাজা সমাবিশং ।
 ১৬ তমুস্তকোহধ বিপ্রাধিঃ প্রয়াতং প্রত্যাবারয়ং ॥ ৪২
 উত্তম উবাচ ।
 ১৭ ভবতা রক্ষণং কার্য্যং পৃথিৱ্যা ধর্ম্মতঃ শৃণু ॥ ৪৩
 ১৮ ত্বয়া হি পৃথিবী রাজন্ রক্ষমাণা মহাস্বনা ।
 ১৯ ভবিষ্যতি নিকৃদ্বিগ্না নারণাং পশুর্মহিসি ॥ ৪৪

রাজার পুত্র পৃথু নামে বিখ্যাত ছিলেন।
 পৃথুরাজার পুত্র বিষ্টরাথ নামে বিখ্যাত ছিলেন,
 বিষ্টরাথের পুত্র ইক্ষ নামে বিখ্যাত। ইক্ষের
 পুত্র যুবনার, যুবনারের আব ও আবরাজার
 আবস্ত নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। যে আবস্ত-
 রাজা আবস্তীনামে পুরী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন।
 আবস্তরাজার পুত্র মহাবশবী বৃহদধ নামে
 বিখ্যাত ছিলেন। বৃহদধরাজার পুত্র ধার্ম্মি-
 কাগ্রগণ্য কুবল্য নামে বিখ্যাত ছিলেন। যে
 নৃপতিজ্যেষ্ঠ কুবল্য ধুজু-দৈত্যকে বিনাশ
 করিয়া, ধুজুমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।
 কুবল্য রাজার ধর্ম্মরাজ্যে একশত পুত্র
 হইয়াছিল। একশত পুত্রকে পিতা কুবল্য
 রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদনন্তর
 রাজা কুবল্য পুত্রগণে নিজ সম্পত্তি বিতরণ
 করিয়া বনপ্রবেশ করিয়াছিলেন। বনগমনোদ্ধ্যত
 রাজা-কুবল্যকে ব্রাহ্মণজ্যেষ্ঠ উত্তম বনগমন
 করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, মহারাজ
 শ্রবণ করুন, এই পৃথিবীকে আপনিই রক্ষা
 করিবেন। ২৩-৪৩। হে রাজন্! মহারাজ
 আপনাকর্তৃক রক্ষিত হইলে, এ পৃথিবী
 উৎকৃষ্ট হইবে, বনপ্রবেশ আপনাকে

মহাপ্রবাসবীণে তু সবেষু বরুণবহু ।
 সমুদ্রবালুকাপূর্ণে দানবো বনদর্শিতঃ । ৪৫
 দেবতানামবধ্যো হি মহাকায়ে মহাবলঃ ।
 অমৃতভূমিসত্ত্বত্র বালুকাভূমিভিঃ স্থিতঃ । ৪৬
 রাজসত্ত্ব মধ্যো পুত্রো যুধিষ্ঠিরায়া হৃদাক্রমঃ ।
 শেতে লোকবিনাশায় তপ আহার দাক্ষণম্ । ৪৭
 সংবৎসরত পর্ষদে স নিবাসং বিমুক্ততি ।
 বলা ত্বা সা চলাতি সশৈলকমকাননা । ৪৮
 তত্ত নিবাসবাতেন রক্ত উৎকৃষ্টে মহৎ ।
 আদিত্যপথমাণুয়া সপ্তাহং ভূমিকম্পনম্ । ৪৯
 সবিন্দুনিহতঃ সাত্বতঃ সপ্তমপি দাক্ষণম্ ।
 তেন রাজন ন শক্যে মি তন্নিহ বাহুং ন আশ্রমে
 তু ব্যতর মহাবাহো লোকানাং হিতকামরা
 লোকাঃ বহা ভবন্তু তন্নিহ বিনিহতে বহা
 তু হি তত্ত্ব ক্যৈবৈব সমর্থঃ পৃথিবীপতে । ৫১

গমন করিবেন না। আমার আশ্রমভূমি সমস্ত
 যে সকল সমান মৃত্যুভূমি আরও, তাহার মধ্যে
 মনুষ্যক দৈত্যদের পুত্র, বলবর্গে পশ্চিম,
 অত্যন্ত ভয়ানক, দুহংকাহ, অত্যন্ত বলবান,
 যুদ্ধ নগ্নে দানব অত্যন্ত ভয়ানক তপস্বী ব্যতী
 দেবদের অক্লান্ত প্রাণ হইয়া, সমুদ্রের
 বালুকাপূর্ণ ভূমির মধ্যে বালুকা ব্যতী শরীর
 অমৃতভূমি কর্তৃক সমস্ত লোকের বিনাশ করিবার
 অভিলাষে অগ্নিভিত্তি করিতেছে। দৈত্যদের
 পুত্র এক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে নিবাস পরি-
 ত্যাগ করিয়া থাকে; বহন সেই যুদ্ধ নিবাস
 পরিত্যাগ করে, তৎকালে এই পৃথিবী পর্কিত
 এক বৎসর সজ্জিত কল্পিত হয়। ঐ দৈত্য-
 বদের নিবাসবাহু ব্যতী অত্যন্ত দুহংকাহিনি
 সর্ষদেবের গমনাগমন-পথ পর্ষদ পদপূর্ণ
 কর্তৃক উৎকৃষ্ট হয়, সপ্তাহ ব্যাপিয়া ভূমিকম্প
 হইতে থাকে, অত্যন্ত ভয়ানক অগ্নিকুলিহ,
 অদ্বায়, ধূমিরাশি উৎকৃষ্ট হয়। যে সময়তে
 সেই যুদ্ধদৈত্যদের নিজ আশ্রম ভূমিতে বাস
 করিতে পারি না জানিবেন। ৪৫-৫০। যে
 মহাবাহো! লোকবিনাশ হিতকামরা সেই দৈত্য
 ভূমিকে আপনি নিবাস করুন। আপনি সেই

বিধ্বনা চ করা দত্তো মহৎ পূর্বকুপেহনম্ ।
 তেনসা যেন তে বিদ্বন্তেষ অ'প্যারিষাতি । ৫১
 পালনে হি মহান্ ধর্মঃ প্রজানামিহ কৃষ্টে ।
 ন তথা কৃষ্টতেহরুণো মা তে ভূদুকিরীটনী । ৫২
 সৈকশো ন হি ব্রহ্মজ্ঞা ধর্মঃ কচন বিদ্যতে ।
 প্রজানাং পালনে বাদৃক পুত্রা ব্রহ্মধিভিঃ কৃতঃ । ৫৩
 স এবমুক্তো ব্রহ্মধিকৃষ্টকেন মহাত্মনঃ ।
 কুবলাবঃ সূতং প্রাদাৎ তস্মৈ দক্ষনিবরণে । ৫৪
 ভগবন কৃষ্টশত্রোহহমসমস্ত তনয়ে মম
 ভবিষ্যতি বিজ্ঞশ্রেষ্ঠে দক্ষমত্রে ন সংশয়ঃ । ৫৫
 ইত্যুক্তা পুত্রমাদিগ যাবো স তপসে নৃপঃ । ৫৬
 কুবলাবঃ সৌভাগ্যঃ যাবো দক্ষনিবরণে
 তমাবিশং তস্য বিধু ভগবতঃপুত্রস্য প্রভঃ । ৫৭

দৈত্যবরকে বিনাশ করিলে পর সমস্ত লোক
 মুক্ত হউক। হে পৃথিবীপতে! আপনিই তাহর
 বিনাশ করিবার প্রাণপাত হে নিপপা।
 পূর্বকুপে ভগবন বিধু আমাকে বরপ্রদ
 করিয়াছেন, ভগবন নিজের তেজ বার আপ-
 নার তেজ বর্জিত করিবেন। ইহলোকে প্রজা-
 নের প্রতিপালন করিলেই অনিষ্টচর্য ধর্ম-
 প্রাপ্তি হয়, ইহা দেখা বাইতেছে। অরণ্যে
 বাস করিয়া, তপস ধর্ম দেখা যায় না। হে
 রাজন! আপনার অরণ্যবাসে দুষ্টি ন হউক।
 হে রাজেন্দ্র! রাজগণের প্রজাপালনের তুলা
 কেন ধর্মই হইবে না। প্রজাবর্গের পালন করিয়া
 দেবপ ধর্ম পূর্বকালে ব্রহ্মধিগণ উপার্জন
 করিয়াছেন, তদুপ ধর্ম অস্ত্র কোন কাণ্ড দ্বারা
 উপার্জন করিতে পারেন নাই। মহাত্মা উত্তর
 মুনি, রাজ-শ্রেষ্ঠ কুবলাবকে এইরূপ বলিলেন।
 ব্রহ্মধি কুবলাব যুদ্ধদৈত্যের বিনাশসাধন নিমিত্ত
 উত্তরমুনিকে আপনার পুত্র প্রদান করিয়া বলি-
 লেন, হে ভগবন! আমি অস্ত্রশস্ত্র পরিচাল্য
 করিয়াছি, হে বিজয়র! আমার এই পুত্র
 নিশ্চয়ই যুদ্ধদৈত্যকে বিনাশ করিতে সমর্থ
 হইবে। একথা বলিয়া নৃপবর কুবলাব যুদ্ধ-
 দৈত্যকে বিনাশ করিতে নিজ-পুত্রকে আশ্রয়
 করিয়া তপস্বী করিতে বনে গমন করিলেন।

উত্কম্ব নিয়োগাট্টে লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 স্মিন্ প্রয়াতে হৃদ্বর্ষে দিবিশকো মহানভুঃ ॥ ৫৯
 যশ্রীমান্ ভূপত্ন্যতো ধুকুমারো ভবিষ্যতি ।
 ব্যোমার্ভ্যোচ তং দেবাঃ সমস্তাঃ সমবায়য়ন্ ॥ ৬০
 গতা জয়তাং শ্রেষ্ঠন্তনয়ৈঃ সহ পার্শ্বিকঃ ।
 ত্র্যং খনয়ামাস বালুকান্বয়মাধ্যগঃ ॥ ৬১
 রায়ণস্ত বিপ্রর্ষেষ্টেজসাপ্যায়িতস্ত সঃ ।
 য় স্মমহাতেজা ভূয়ো বলসমবিতঃ ॥ ৬২
 পুত্রৈঃ খনন্তিস্ত বালুকান্তর্গতস্ত সঃ ।
 রাসাদিতো ব্রহ্মন্ দিশমাশ্রিত্য পশ্চিমাম্ ॥ ৬৩
 জেনাগ্নিনা ক্রোধান্নোকানুদ্বর্তয়ন্নিব ।
 য় স্মমহাতেজা ভূয়ো বলসমবিতঃ ॥ ৬৪
 মস্ত চ ত্রিভিক্রনং দক্ষং পুত্রশতং হি তং ॥ ৬৪

লাগ রাজা উত্কম্বুনির সহিত ধুকুদৈত্যের
 সহ করিবার অভিলাষে সমুদ্রকূলে গমন
 করেন; তৎকালে জগদীশ্বর ভগবান্
 নিজ তেজ দ্বারা কুবলাশ-শরীরে প্রবিষ্ট
 হলেন। উত্কম্বুনির আদেশানুসারে প্রজা-
 ণের হিতাভিলাষে হৃদ্বর্ষ কুবলাশপুত্র ধুকু-
 চ্যকে বিনাশ করিতে নির্গত হইলে পর
 কালে বৃহৎ শব্দ হইতে লাগিল। ত্রীযুত
 লাগ রাজার পুত্র ধুকু দৈত্যের নিধনকারী
 বে। দেবগণ আকাশ হইতে কুবলাশ-
 ণের চতুর্দিকে দিব্যমালাসমূহ নিক্ষেপ
 তে লাগিলেন। ৫১—৬০। সেই জয়ি-
 ট রাজা কুবলাশ পুত্রগণের সহিত সমুদ্রকূলে
 গত হইয়া সমুদ্রের বালুকাময় ভূমির মধ্যে
 শপুর্ষক সমুদ্রকে খনন করিতে লাগিলেন।
 বিপ্রর্ষে! সেই রাজা কুবলাশ নারায়ণের
 দ্বারা বর্জিত, অত্যন্ত তেজস্বী এবং প্রচুর
 ান হইলেন। হে ব্রহ্মন! কুবলাশ রাজার
 গণ সমুদ্র খনন করিতে করিতে বালুকায়
 স্তী হওত, ধুকুদৈত্য পশ্চিম দিক্ আশ্রয়
 রা রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। ধুকুর মুখ
 ত এতদূশ অগ্নি নির্গত হইতেছে, বোধ-
 যেন সমস্ত লোককে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে;
 য় শরীর হইতে একরূপ জলরাশি বেনে

ততঃ স রাজা বিপ্রেশ্র রাক্ষসং তং মহাবলম্ ।
 আসনাদ মহাতেজা ধুকুং বিপ্রবিনাশনম্ ॥ ৬৫
 তস্ত বারিময়ং বেগমাপীয্য স মরাধিপঃ ।
 বহ্নিবাহেন বহ্নিস্ত শময়ামাস বারিণা ॥ ৬৬
 তং নিহত্য মহাকায়ং বসেনোনকরাক্ষসম্ ।
 উত্কম্বস্তেক্ষয়ামাস কৃতং কৰ্ম্ম নরাধিপঃ ॥ ৬৭
 উত্কম্বস্ত বরং প্রাণাং তস্মৈ রাজে মহামুনে ।
 অদদচ্চাক্ষয়ং বিস্তং শত্রুভিগ্ণাপরাজয়ম্ ॥ ৬৮
 ধর্ম্মে মতিক সত্যং স্বর্গে বাসং তথাক্ষয়ম্ ।
 পুত্রাংস্তথাক্ষয়ান্নোকান্ যে চৈব বক্ষসা হতাঃ ॥
 তস্ত পুত্রাশ্রয়ঃ শিষ্টা দৃঢ়াঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ।
 হংসাখ-কপিলাশৌ চ কুমরৌ চ কনীয়সৌ ॥ ৭০
 ধৌকুমারিদৃঢ়াশৌ যৌ হর্ষাশ্রয়স্ত চাত্মজঃ ।
 হর্ষাশ্রয়স্ত নিকুম্ভোহভূৎ পুত্রৌ ধর্ম্মবৃতঃ সদা ॥ ৭১

পতিত হইতে লাগিল, বোধ হয় যেন সমুদ্র
 চন্দ্রোদয়ে উজ্জলিত হইতেছে। ধুকুর মুখ
 নির্গত অগ্নি দ্বারা কুবলাশ রাজার সাতানব্বইটা
 পুত্র দগ্ধ হইয়া গেল। হে বিপ্রেশ্র! কুবলাশ
 রাজার পুত্রগণ দগ্ধ হইলে পর বিপ্রগণ-
 বিনাশকারী, ধুকুকে মহাতেজা রাজা কুব-
 লাশ প্রাপ্ত হইলেন। নরপতি কুবলাশ
 অগ্নিবাণ দ্বারা ধুকুদৈত্যের জলশ্রোত পান
 করত বরুণবাণ দ্বারা ধুকুর মুখ-নির্গত
 অগ্নি নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন। কুবলাশ
 রাজা, বৃহদেহ জলমধ্যচারী সেই ধুকু-রাক্ষসকে
 নিহত করিয়া উত্কম্বুনিকে স্বকৃত হৃদ্বর্ষ কার্য
 দর্শন করাইলেন। হে মুনিবর! উত্কম্বুনি,
 কুবলাশ রাজাকে বরদান করিলেন। অক্ষয়
 ধনরাশি দান করিলেন, শত্রুগণকর্তৃক কদাচ
 পরাজয় হইবে না, একরূপ বরদান করিলেন।
 নিরস্তুর ধর্ম্মকার্যে বুদ্ধি এবং পরকালে অক্ষয়
 স্বর্গবাস এ সমস্ত বরদান করিয়া কুবলাশের
 যে সমস্ত পুত্র ধুকু-রাক্ষসকর্তৃক বিনষ্ট হই-
 য়াছে, তাহাদিগকেও অক্ষয়লোক প্রদান করি-
 লেন। কুবলাশের যে তিনটা পুত্র ব্রহ্ম-
 শিষ্ট ছিল, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র হংসা-
 হংসাখ মধ্যমপুত্র এবং কনিষ্ঠপুত্র কপিলাশ

সংহতাবে নিরুত্তর পুত্রো বনবিশারদঃ ।
 অকাবচ কৃতাবেচ সংহতাবেহুতোহভবৎ ॥ ৭২
 উত্ত হৈমবতী কস্তা সত্যং মাতা দৃষতী ।
 বিখ্যাতা ত্রিণ লোকেনু পুত্রবৃত্তাঃ প্রসেসজিৎ ॥
 লেভে প্রসেসজিতার্থাং গৌরীং নাম পতিবতাম
 অভিশপ্তা তু সা ভবতী নদী সা বহবা কৃত্য ॥ ৭৩
 উত্তা পুত্রো মহানাদীদুবকনবে মহাপতিঃ ।
 মাতাত্য কুমারবত ত্রিণ লোকেনু বিজিতঃ ॥ ৭৪
 উত্ত চৈত্রবী ভাষা ননবিনুহতা ভবৎ ॥ ৭৫
 ননবিনোদী নাম রূপেণপ্রতিমাতবৎ ।
 পতিবতা চ মোহী চ ভ্রাতৃণামুত্তম চ ॥ ৭৬
 উত্তমুংপাকবাসন মাতাত্য হৌ হুতো উত্তা
 পুত্রকুংসক ধন্যকঃ সুকুংসক বান্ধিকম ॥ ৭৭
 পুত্রকুংসকুত্বাদীং ত্রসকুংসকুত্বপতিঃ ।
 নরুংসকুং সমুংসকঃ সন্ততকুত চারুজঃ ॥ ৭৮
 সন্ততকুত তু দ্বারাবস্থিতবান্ধিকমর্জনঃ ॥

অনিকমঃ । দুহুংসকুং পুত্র কুতবে পুত্র
 হবৎ ॥ ৭১—৭২ ॥ হবৎ পুত্র সর্গিনা
 বর্গপন্নান নিরুত্তর নামে বিখ্যাত ছিল । দুহু-
 কুংসক নিরুত্তর নিরুত্তর পুত্র সাতভাই নামে
 বিখ্যাত ছিল । সংহতাবে পুত্র অকাবচ এবং
 কৃতাবে নামে হইয়াছিল । সংহতাবে হৈম-
 বতী নামে অত্যন্ত বিখ্যাত কস্তা ভবিয়াছিল ।
 হৈমবতীর প্রসেসজিৎ নামক পুত্র গৌরীন্দ্র
 পতিবতা পত্নী লাভ করিয়াছিলেন । পতির
 অভিশাপে গৌরী বাহবা-নদী হন । তাহার
 পুত্র একপ্রত্যাপকিত কুমার ভাষা ত্রিভুজনে
 বিখ্যাত । মহানাদ মাতাত্য কুমারের পুত্র,
 ননবিনু-কস্তা চৈত্রবী মাতাজন পত্নী । অসা-
 বাসন হবতী অমৃত সংখ্যক মহানাদকনের
 মোহী মতী বনবিশার পত্নী । মহানাদ
 মাতাজন নিরুত্তর পত্নী হইতে পুত্র উৎপাদন
 করেন :—এবং বর্গপন্নান পুত্রকুংস, দ্বিতীয়
 বান্ধিক হইল । পুত্রকুংসের পুত্র মহাপতি
 কুমার নামে বিখ্যাত ছিলেন । ত্রসকুং-
 সকের পত্নীমর্জন সন্তত নামে এক পুত্র
 উৎপন্ন হইয়াছিল । কুমার ভাষার পুত্র

রাজপ্রিয়বনস্বাসীবিখ্যাতকুমারিণিঃ প্রভুঃ ॥ ৮০
 উত্ত সত্যব্রতো নাম কুমারোহুতমহাবলঃ ॥ ৮১
 পানিগ্রহণমস্তাণাং বিদ্বৎ চক্রে মহাবলিঃ ।
 যেন ভাষা কস্তা পুর্নং কৃতোদাতা পরম বৈ ॥
 বলাং কামাক্ত মোহাক্ত সংহবাক্ত মহোক্তাং
 অহার কস্তাং কামাক্ত কস্তচিৎ পুত্রবাসিনঃ ॥ ৮২
 অধর্মসঙ্গিনং উত্ত রাজা ত্র্যাক্ষকুপিত্তজন ।
 অপমৃত্যুসেতি বহুশোচনং ক্রোধমমহিতঃ ।
 পিতরং মোহনবীং তাকঃ কামাক্তমোহিতঃ
 স তু সত্যব্রতকুত বপাকবসমপাতিকে ॥
 পিতা তাকোহনমধীকঃ পিতা উত্ত বনঃ যদৌ ॥
 উত্তপুত্র তু বিষয়ে নাবদং পাকশাসনঃ
 সমা বাসন বিপ্রার্থে তেনপদেণ বতম ॥ ৮৩
 মাতাজন তু বিষয়ে বিপ্রার্থে মততপঃ

পুত্র-বিনাশকারী হিমা নদী পুত্র হইয়া
 ছিল । ত্রিভুজ-মাতার বিনাশ কৃত্যকিত নাম
 নরপতি পুত্র ছিল মহাবল হৈমবতী
 সত্যব্রত নামে মহাবল পরকৃত পুত্র হইয়া
 ছিল । মহাবলকুতক পুত্রান বিবাহের
 সময়েই হৈমবতীপুত্র সত্যব্রত বিদ্বৎ করিয়াছি
 যে সত্যব্রত বনপুত্রক কামধীন মোহপ্রা
 তইয়া কুতবে মনসে বশত অপর ব্যক্তি
 পুত্রকুতবিত পুত্রকে হনন করিয়াছিল এবং
 কোন পুত্রবাসীরও কস্তাকে কামতরুত হইয়া
 হনন করিয়াছিল । মহাবল ত্র্যাক্ষকুপিত্ত অধর্ম
 মতী পুত্রকে পরিভাগ করত ত্র্যাক্ষকে বন-
 দায় বলিলেন, যে হুই বিনাশ প্রাপ্ত হই
 সত্যব্রত পিতাকে উৎকলে বলিলেন, আমি
 আমাকে পরিভাগ করিলেন, একপ্রার্থী
 কোষাৎ গমন করিব ॥ ৭২—৮০ ॥ সেই
 বীর সত্যব্রত, পিতাকে এ কথা বলিয়া
 পিতাকর্তৃক তাক হননে চতাল-পত্নী সমীপে
 বাস করিলেন ; সত্যব্রতের পিতা ত্র্যাক্ষকি
 কমে গমন করিলেন । ৭২ বিপ্রার্থে ! তখন
 ত্রিভুজপতি ইন্দ্র সত্যব্রতের অবস্থা
 জুহু হইয়া তাহার রাজ্যে বাসন বৎসর ব্যাপি
 বৃষ্টি করেন নাহ । ৭৩-৮০ তাহার

তাজা সাগরানুপে চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৮৭
 স্ত পত্নী গলে বদ্ধা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্ ।
 যন্ত ভরণার্থায় ব্যক্রৌণীত শতেন চ ॥ ৮৮
 ত্ত দৃষ্টা গলে বদ্ধা বিক্রৌণীতীং স্বমাস্রজম্ ।
 হবিপুত্রং ধর্মাস্রা মোকরামাস বৈ কবে ॥ ৮৯
 ত্যত্রতো মহাবাহুর্ভরণং তস্ত চাকরোৎ ।
 ধামিত্রস্ত তুষ্টির্মমুক্রোশার্থমেব চ ॥ ৯০
 ত্তভবদগালবো নাম গলবদ্ধান্নহাতপাঃ ॥ ৯১
 তি ত্রীশেবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতাস্থাং বংশ-
 কধনং নাম ষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯০

একষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সত্যব্রতস্ত তন্তস্ত্য্য রূপয়া চ প্রতিজ্ঞয়া ।
 ধামিত্রকলত্রঞ্চ পোষয়ামাস বৈ তদা ॥ ১

পাতপত্নী বিশ্বামিত্রমুনি নিজ-পত্নীকে পরি-
 প করিয়া সমুদ্রকূলে বাস করত উৎকট
 শ্রম করিয়াছিলেন ; বিশ্বামিত্র-পত্নী আপনার
 রস মধ্যমপুত্রকে গলদেশে বন্ধন করত এক
 চ স্বর্ণমুদ্রা পণে অবশিষ্ট পুত্রের প্রতিপালন
 মিস্ত বিক্রয় করিয়াছিলেন । হে মহর্ষে ।
 য গর্ভজাত বিশ্বামিত্রতনয়কে গলদেশে
 নপূর্বক বিশ্বামিত্রপত্নীকে বিক্রয় করিতে
 দিয়া মহাবাহু ধর্মাস্রা সত্যব্রত বিশ্বামিত্র-
 কে বন্ধন হইতে মুক্ত করত বিশ্বামিত্রমুনির
 নিমিস্ত এবং দয়া নিমিস্ত প্রতিপালন
 রাছিলেন । ঐ মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র-পুত্র
 গ কর্তৃক গলদেশে বন্ধন করা প্রযুক্ত গালব
 ম বিখ্যাত হইয়াছিলেন । ৮৫—৯১ ।

ষষ্ঠিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একষষ্ঠিতম অধ্যায় ।

শৌনকমুনির মিকট সূত বলিলেন, তৎকালে
 ব্রত বিশ্বামিত্রের প্রতি ভক্তিহেতু রূপায়-

হত্যা মৃগান্ বরাহাংচ মহিষাংচ বশেচরান্ ।
 বিশ্বামিত্রাশ্রমাত্যাসে তস্যাসকাঞ্চিপশুমে ॥ ২
 তীর্থং গাঞৈব রাষ্ট্রক তৈধবাস্তঃপুরুষ মুনিঃ ।
 বায়োপাধ্যায়সংযোগাবসিষ্ঠঃ পর্য্যব্রজত ॥ ৩
 সত্যব্রতস্ত বাল্যাহা ভাবিনোহর্থস্ত বৈ বলাৎ ।
 বসিষ্ঠোহত্যাদিকং মন্যুং ধারয়ামাস নিত্যশঃ ॥ ৪
 পিত্রা তু তৎ তদা রাষ্ট্রাং পরিত্যক্তং স্বমাস্রজম্
 ন বারয়ামাস মুনিবশিষ্ঠঃ কারুণেন হ ॥ ৫
 পানিগ্রহণমস্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্তাং সপ্তমে পদে ।
 ন চ সত্যব্রতস্তস্ত তমুপাংস্তমবুধ্যত ॥ ৬
 জ্ঞানন্ ধর্ম্মান্ বসিষ্ঠাং তু ন তং শংসতি ভার্গবঃ
 সত্যব্রতস্তদা রোষং বসিষ্ঠো মনসাকরোৎ ॥ ৭
 গুণং বুধ্যা তু ভগবান্ বসিষ্ঠঃ কৃতবাংস্তদা ।
 স চ সত্যব্রতস্তস্ত তমুপাংস্তমবুধ্যত ॥ ৮

তদ্ব হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক বিশ্বামিত্র-পত্নীকে
 প্রতিপালন করিলেন । হে মুনিবর ! বনচারী
 মৃগসমূহ, বরাহসমূহ এবং মহিষসমূহ বিনষ্ট
 করিয়া ঐ সমস্ত মাংস বিশ্বামিত্রমুনির আশ্রম-
 সমীপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । পৌরোহিত্য
 এবং অধ্যাপকতা সম্বন্ধ থাকায় বসিষ্ঠমুনি সত্য-
 ব্রতের ক্ষেত্র, গাভী, রাজ্য এবং অন্তঃপুর
 সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন । সত্যব্রতের
 বালকতা-নিবন্ধন অসহ্যবহার দর্শনে এক
 ভবিষ্যতের অবশ্যতাবিত্ত হেতু বসিষ্ঠমুনি
 সত্যব্রতের প্রতি প্রতিদিন অধিকতর কোপাবিত্ত
 ছিলেন । যৎকালে সত্যব্রতের পিতা জব্যাক্রুশি
 স্বীয় ঔরস-পুত্র সত্যব্রতকে পরিত্যক্ত করিলেন,
 তৎকালে কুলগুরু বসিষ্ঠ বাক্যমাণ কারণ বশতঃ
 নিবারণ করেন নাই । বৈবাহিক মঙ্গলসমূহের
 সপ্তপদী গমনের পর শেষ হয়, কিন্তু সত্যব্রত
 অজ্ঞান বশতঃ তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন,
 অর্থাৎ সপ্তপদী গমনান্ত কার্য করে নাই ইহা
 জানিলেন । ভার্গবমুনি বসিষ্ঠের মিকট বস্তু
 জানিয়াও "তুমি অশুচিত কার্য করিয়াছ" ইহা
 সত্যব্রতকে বলেন নাই । বসিষ্ঠমুনি তৎকালে
 সত্যব্রতের প্রতি মনে মনে জোষ করিয়াছিলেন
 "এ ব্যক্তি ভগবান্ হউক" এই প্রতিবেদন

অশ্বিনী অশ্বিনীভাষ্য পিতৃগানীধন্যকঃ ।
 কুলত নিষ্ঠতিবিদ্য কৃতবানু বৈ ভবেদিত্তি ৷ ১
 ন তৎ বসিষ্ঠো ভব্যানু পিতা ভক্তঃ সবারহঃ ।
 অতিবেদ্যাত্মকঃ পুত্রসত্যকঃ বৈ ব্রহ্মদুনিঃ ৷ ১০
 ন কু বানু বর্ষাণি বীজাণ্য তামুহরকী ।
 অশ্বিনীভাষ্যে মাৎসে কু বসিষ্ঠঃ বহাভুতঃ ।
 সর্গকলমুখ্যং মোক্ষীং বর্ষাণ্য ন নৃপাত্মকঃ ৷ ১১
 জাং বৈ ভোক্তাভ্য মোক্ষক প্রদাত্তে চ কুর্বাতিতঃ
 বানুহরকীভ্যো ব্রাহ্মাণ্য ভব্যানু জাং ন বৈ মুনে ৷ ১২
 ন তৎ মাৎসং বরকৈব বিবাহিত্তত চানুভব ।
 ভোক্তাভ্যাস ভক্তঃ বসিষ্ঠো ভক্ত চুতুবে ৷ ১৩
 বসিষ্ঠ উবাচ ।

পাত্তেসমহং কুলং তব পুত্রসত্যকঃ ।
 বসিষ্ঠে বসিষ্ঠো নহু নীতুতঃ বৈ কৃতো পুত্রঃ ।

ভব্যানু বসিষ্ঠেব সত্যকভ্যে এতি ভোক্তা
 করিয়াছিলেন (মাৎসবা যেহু মুনে)। সেই
 সত্যক পুত্র বৈবাহিক ভক্তের সপত্নী-সমন-
 যত নীত। ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। সত্য-
 কভ্যে এতি পিতা অসন্তুষ্ট ছিলেন। পরে
 পিতা তাঁহারক জ্ঞাপ করেন, কিন্তু কুলের নিষ্ঠতি
 হইবে ভাবিয়া ভব্যানু বসিষ্ঠেব সত্যক
 করেন নাই। ভ্যাত্তাণি রাজার সত্যক পর
 "ইহং পুত্রক রাজ্যে অতিবেদ্য করিব" ইহা
 বসিষ্ঠে বসিষ্ঠ বসিলেন। ১—১০। সেই
 কলমুখ্য রাজপুত্র সত্যক ভব্যানু বৎসর ব্যাপি-
 কলমুখী ছিলেন, একলা মাৎসের অগ্রতুল
 হইলে, রাজপুত্র বহাভ্য বসিষ্ঠেবের সকল
 অতিবেদিত্ত বত প্রদানকারিণী গাতীকে দেখিতে
 পাইলেন। যে মুনিবর। ভোক্তা যেহু মোক্ত
 যেহু এক প্রম অত কুর্বাতি হইয়া বানুহর-
 কীভ্য রাজপুত্র সত্যক বসিষ্ঠমুনির হরতী
 গাতীকে বক্তা করিয়া, এই হরতী গাতীর মাৎস
 আপনি ভোক্তা করিলেন এক আশ্রিত বিবা-
 হিতমুনির পুত্রকে ভোক্তা করাইলেন। বসিষ্ঠ-
 মুনি সত্যককে কৃত গোহুতা-ভাষ্যের প্রবণ
 করিয়া ভব্যানু এতি কৃত হইলেন এক বসি-
 ণে, অশ্বিনী ভোক্তা কুলের ব্রহ্মী পুত্র ভোক্ত

পিতৃ-পুত্র পুত্রভাষ্যে ভোক্তাভ্যাদীভ্যন চ ।
 অশ্বিনীভ্যোপভোক্তাং স ত্রিবিধন্তে বাতিক্রম
 ত্রিবিধিভ্যি হোষাচ ত্রিবিধিভ্যি স মুতঃ ৷ ১
 বিবাহিত্তত দাবানুভাষ্যে ভব্যানু কৃতঃ ।
 ভোক্তা ভোক্তা বর প্রদানমনিঃ প্রীতশিষ্টবে ।
 হন্যাত্মকো বরপ্রদ বর প্রদ নৃপাত্মকঃ ।
 অশ্বিনীভ্যে চানুভব ভোক্তা বানুহরকী ।
 অতিবিদ্য পিতৃগান্য দাবানুভাষ্যে ভব্যানু ।
 বিবাহিত্ত দেবতানাক বসিষ্ঠে চ কোপকঃ ।
 সপত্নীভ্য সত্য ভক্ত দিব্যভাষ্যে প্রভুঃ ৷ ১০
 তত সত্যকঃ নাম ভাষ্য ককটভাষ্যে ।
 কুলভ্য ভব্যানুভাষ্যে বসিষ্ঠে ককটভাষ্যে ।
 ন বৈ ভাষ্যে বসিষ্ঠে ককটভাষ্যে ইতি ভক্তঃ

এতি নিবেদন করিলেন, সত্যক ভোক্তা পুত্র
 হইল পুত্র কিলন্ত চতু, চতু ভোক্তা পিত
 অশ্বিনীভ্যে হেঃ একটা পুত্র পুত্রভ্যে, যা
 ভোক্তাভ্যে কুলভ্য, আমর গাতীভ্য
 ককটভ্যে বিদ্য পুত্র পুত্র হইল হেঃ
 অশ্বিনীভ্যে দাবা ভোক্তা করিতে ভোক্তাভ্যে
 দাবা বিদ্য কথ্য হইল হেঃ। এই সত্যক
 বসিষ্ঠেব ত্রিবিধ এই কথ বসিলেন, তদা
 এই সত্যক ত্রিবিধ নামে বিদ্য হইলেন
 বিবাহিত্তনি আপমন করিয়া, সত্যক গী
 ভাষ্যে প্রভুভ্যে প্রতিপালন করিয়া, ইহ
 প্রবণ করত তাঁহার কাথো প্রীত হইল, অত
 ত্রিবিধ নামে বিদ্যাত সত্যককে বর দা
 করিতে উদ্যত হইলেন। নৃপাত্মক সত্যক
 বিবাহিত্তমুনির বরভ্যে উৎসুক হইল ব
 প্রার্থনা করিলেন। বিবাহিত্তমুনি দাবা বৎস
 ব্যাপী অশ্বিনী-ভ্যাত্তাভ্য সত্যক রাজপুত্রকে
 পিতৃগান্যে অতিবিদ্য করিয়া বাগদত্ত করাই-
 লেন। বিবাহিত্তমুনি, দেবগণ সত্যক রাজ-
 পুত্রের এতি কুপিত হইলেন এবং বসিষ্ঠ-
 দেবের ভোক্তা সবেও ত্রিবিধ নামে ব্যাত সত্য-
 ককে সপত্নীভ্যে স্বর্গভোক্তা করাইলেন। ককট-
 বৎসভ্যাত সত্যকভাষ্যে সত্যকভ্যে পাপপুত্র
 বসিষ্ঠে নামক পুত্র প্রসব করিলেন ১১—২০।

বাহুর্বা রাজহুত সম্রাট্টি হ বিজিতঃ । ২১

হরিচন্দ্র তু পুত্রো রোহিতো নাম বিজিতঃ ।

রোহিতঃ বৃকঃ পুত্রো বৃকাবাস্ত জজ্ঞিবান্ ৥ ২২

হৈহয়ান্তালজজ্ঞাচ নিরুত্তস্তি স্ম তং নৃপম্ ।

নাস্তার্থং ধার্মিকো বিপ্র স হি ধর্মবুগেহভবৎ ৥ ২৩

সগরং স সূতং বাহর্জশ্চৈব সহ গরেন বৈ ।

ঔর্ধ্বতাপ্রমাসান্য ভার্গবেণাভিরক্ষিতঃ ৥ ২৪

আগ্নেয়মন্ত্রং লজ্জা চ ভার্গবাং সগরো নৃপঃ ।

জিগায় পৃথিবীং গতা তালজজ্ঞান্ সহৈহয়ান্ ।

শকান্ বহুদকাংষ্টেচৈব পারদাংস্তদ্রথান্ ধনান্ ৥ ২৫

শৌনক উবাচ ।

গরৈণৈব সূতঃ সোহথ কথং জাতস্ত কত্রিয়ান্ ।

ঐত্বানৈতদাচক্ষ বিস্তরৈণৈব সূতজ ৥ ২৬

ব্রহ্ম-উনয় হরিচন্দ্র রাজা বহুসংখ্যক
জস্য যজ্ঞ কবিরাজ ছিলেন এবং সম্রাট হইয়া-
ছিলেন। হরিচন্দ্রের পুত্র রোহিত নামে
খ্যাত ছিলেন, রোহিতের পুত্র বৃক নামে
খ্যাত, বৃক হইতে বাহু নামে পুত্র জন্মগ্রহণ
রেন। হৈহয়গণ এবং তালজজ্ঞ নামক
ভাগ্য সেই বাহু রাজাকে নিজরাজ্য হইতে
করিয়া দিয়াছিল। সেই ধার্মিক বাহু-
জা শত্রু হইলেও আপনার নিমিত্ত ঐ
যজ্ঞ দৈত্যগণকে বিনষ্ট করেন নাই ;

বিপ্রবর! যেহেতু বহুরাজা অত্যন্ত
শ্রমিক ছিলেন, তাঁহার হিংসা-কার্যে মতি
না। বাহুরাজা দৈত্যগণকর্তৃক তাড়িত
হইয়া ঔর্ধ্বমুনির আশ্রমে গমনপূর্বক ভার্গবমুনি-
র নিকট হওয়াতে বিপ্রের সহিত সাগর
ম পুত্র উৎপাদন করিলেন। বাহুপুত্র
রাজা ভার্গবমুনির নিকট আগ্নেয় মন্ত্র
করিয়া স্বীয় রাজ্যে গমনপূর্বক তালজজ্ঞ
হৈহয়গণকে পরাভূত করিলেন এবং শক
ক শ্রেষ্ঠ, বহুদক নামক শ্রেষ্ঠ, পারদ
ক শ্রেষ্ঠ ও ধন নামক শ্রেষ্ঠগণকে পরা-
ভূত করিলেন। ইত্যের নিকট শৌনক
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতপুত্র! সগর-
। কি নিমিত্ত বিপ্রের সহিত জন্মগ্রহণ

হুত উবাচ ।

পারীক্ষিতেন বং পুত্রো বৈশম্পায়ন এব চ ।

বদন্ত্যপি তদ্যকো নৃপুংসকক্ষা মুনৈ ৥ ২৭

পারীক্ষিত উবাচ ।

কথং স সগরো রাজা গরেন সহিতো মুনৈ ।

জাতঃ স জজ্ঞিবান্ ভূপানেতদাখ্যাতুমর্হসি ৥ ২৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বাহোর্বার্মনিনস্তাত জাতং রাজ্যমভূৎ কিল ।

হৈহয়ৈস্তালজজ্ঞৈচ শকৈঃ সার্থং বিশাম্পয়ত ৥

যবনাঃ পারদাষ্টেচৈব কানোজাঃ পক্ষবাস্বা ।

এতেষাং গণা রাজন্ হৈহয়ার্ধে পরাক্রমন্ ৥ ৩০

সুতরাজ্যন্ততো রাজা স বৈ বাহুবনং কবো ।

পত্ন্যা চামুগতো দুঃখা সূ বৈ প্রাণামবাহুজং ৥ ৩১

পত্নী তু বাহবী তস্ম সগর্তা পৃষ্ঠতোহবরাং ।

করিলেন এবং কিরূপেই বা কত্রিয়গণকে পরাজয়
করিয়াছিলেন, ইহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে
বল। শৌনক মূনির নিকট সূতনন্দন উদ্ভ-
ববা বলিলেন, পূর্বকালে পারীক্ষিতমুনির
অনমেজয় মহারাজ, বৈশম্পায়ন মূনির নিকট এ
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; হে মূনিবর!
বৈশম্পায়ন অনমেজয়ের নিকট বৈশম্পায়ন
ছিলেন, আমি তদনুরূপ বলিতেছি, আপনি
একাগ্রচিন্তে তাহা শ্রবণ করুন। অনমেজয় বলি-
লেন, হে বৈশম্পায়ন মুনৈ। সগররাজা কি
নিমিত্ত বিপ্রের সহিত জন্মিয়াছিলেন, কিরূপেই
বা নৃপগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, ইহা আমার
নিকট বলুন। বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে তাত!
হে নরপতে! অত্যন্ত ব্যমুনশীল বাহুরাজার
রাজ্য শকগণের সহিত হৈহয়গণ এবং তাল-
জজ্ঞগণ হরণ করিয়াছিল। হে মহারাজ!
যবনগণ, পারদগণ, কানোজগণ এবং পক্ষবাস্বা,
হৈহয়গণের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া-
ছিল। ২১—৩০। সেই বাহুরাজা রাজ্য অশ-
ান্ত হইলে পর, দুঃখিতাপ্তকরণে পত্নীর সহিত
বনগমন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বাহু-
রাজার বহুবংশজাতা নর্তকী পত্নী অমুখিল
করিতে উদ্যত হইলেন। বাহুপত্নী রাজার

তমাদিপুত্রবৎ দেবং কপিলং বিশ্বরূপিণম্
তস্ত চক্ষুঃসমুৎথেন বহিনা প্রতিবুধ্যতঃ ।
ক্ৰাঃ বষ্টিসহস্রাণি চত্বারশ্বশশেবিভাঃ ॥ ৪৭
হর্ষকেন্দুঃ সুকেতুশ্চ তথা ধর্মরতোহপরঃ ।
পুত্রঃ পকজনমৈশ্চৈব তস্ত বংশকরা নৃপ ॥ ৪৮
প্রাদাচ্চ তন্মৈ ভগবান্ হরিঃ পকং বরান্ স্বয়ম্ ।
১২শং মেধাকং কীর্তিকং সমুদ্রং তনয়ং ধনম্ ॥ ৪৯
পিতৃভ্যকং লেভে স কৰ্ম্মণা তেন তস্ত বৈ ॥ ৫০
কোষমেধিকং সোহং সমুদ্রাহপলকবান্ ।
অজহারাধমেধানাং শতং স সূমহাবশাঃ ॥ ৫১
শৌনক উবাচ ।

সগরস্বজা বীরাঃ কথং জাতা মহাবলাঃ ।
ক্রোভাঃ বষ্টিসহস্রা বিধিনা কেন বা বদ ॥ ৫২

ন । সগরপুত্রগণ মহাসমুদ্রকে ধনন করিতে
কিতে বিশ্বরূপি আদিপুত্র মূনিবর কপিল-
কে প্রাপ্ত হইলেন । তপস্তার নিমগ্নচিত্ত
পন্থেব তপোভঙ্গ হওয়াতে আগ্রহিত হইয়া
হইলেন ; তাঁহার চক্ষু হইতে যে ক্রোধা-
বহিক্ত হইল, তাহা দ্বারা ষাট হাজার
রসভান লব্ধ হইয়া গেল, চারিটি মাত্র অব-
শিষ্ট রহিল । অবশিষ্ট চারিটি পুত্রের নাম,
কেতু, সুকেতু, তৃতীয় ধর্মরত এবং বলবান
জন চতুর্থ । এই চারিটি সন্তান সগর-
র বংশ রক্ষা করিল । ভগবান্ বিষ্ণু সগর-
কে পাঁচটি বর প্রদান করিলেন,—বংশবৃদ্ধি,
১২ বুদ্ধিশক্তিবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি, সমুদ্রকে পুত্র-
র প্রাপ্তি এবং বিপুল ধনসম্পত্তি । সগর-
কর্তৃক ষাট হওয়াতে সরিৎপতি সমুদ্র
যদি সগর নামে বিখ্যাত হইলেন এবং সগর-
ও সমুদ্র হইতে সেই অখমেধ যজ্ঞের
কে পাইলেন । মহাবংশী সগররাজাও
যজ্ঞ একশত অখমেধযজ্ঞ করিলেন । ৪১—
। শৌনকমুনি হৃতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
রাজার বীর্ষবান্ ষাটহাজার পুত্রগণ কিরূপে
কল পরাজিত হইয়াছিল এবং কি কার্য
হই বা অভ্যস্ত বিক্রান্ত হইয়াছিল, হে
লক্ষ্যম । তুমি তাহা আমার নিকট বল ।

হৃত উবাচ ।

যে পুত্রো সগরস্বজাঃ তপসা বহুকিঙ্করঃ ।
ঔর্যজার্যবৎ প্রাদাৎ জোহিতো মুনিসত্তমঃ ॥ ৫৩
বষ্টিং পুত্রসহস্রাণি একা কস্তে ভয়শিখম্ ।
একং বংশধরৈকৈকা কথেষ্টং বরশালিনী ॥ ৫৪
তত্রৈকা অগৃহে লুকা পুত্রোহু রান্ বহুংতদা ।
সা চৈব সুবুবে তুঙ্গং বীজপূর্ণং পৃথক্কৃত্য ॥ ৫৫
অতো ধাত্রীভিঃ সর্কেহপি বহুধুস্তে বখাজ্ঞমম্ ।
হৃতপূর্ণেষু কুণ্ডেষু কুমারাঃ প্রীতিবর্জনাঃ ॥ ৫৬
কপিলাধিপাদক্কাণাং তেষাং ভ্রাতৃ মহাশ্বনাঃ ।
একঃ পকজনো নাম পুত্রো রাজা বহুব হ ॥ ৫৭
ততঃ পকজনস্তাসীদংতমান্ নাম বীর্ষবান্ ।
দিলীপস্তনরস্তস্ত পুত্রো যতু ভগীরথঃ ॥ ৫৮
যঃ স পত্নাং সরিচ্ছৈষ্ঠামবাতারয়ত প্রভুঃ ।
সমুদ্রমানরচেমাং হৃহিত্তে একমরং ॥ ৫৯

হৃত, শৌনকমুনির নিকট বলিলেন, সগররাজার
তপস্তার দ্বারা হতপাপা হুই পত্নী ছিল ।
ঔর্যমুনি সন্তুষ্ট হইয়া, সগর-ভাৰ্য্যাকে বর-
দান করিতে উদ্যত হইলেন । সগর-রাজার
এক পত্নী অভ্যস্ত বলবান্ ষাটহাজার পুত্র-
প্রার্থনা করিলেন এবং সগর-রাজার বিত্তীয়
পত্নী বর পাইয়া, বংশবৃদ্ধির একমাত্র পুত্র
প্রার্থনা করিলেন । সগররাজার যে প্রথম
পত্নী লুকা হইয়া বলবান্ বহু পুত্র গ্রহণ কৰি-
লেন, সেই প্রথম সগর-পত্নী বীজপূর্ণ
একটি অলবু এসব করিলেন । তদনন্তর
ধাত্রীগণ ঐ সকল সন্তানকে পৃথক করিয়া হৃত-
পূর্ণ কুণ্ডলযে নিঃক্ষেপ করিল । ষাটহাজার
সগরকুমারগণ ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া
মাতা পিতার প্রীতিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ।
কপিলমুনির মন্ত্র-বলি দ্বারা লব্ধ মহাত্মা সগর-
পুত্রগণের মধ্যে অবশিষ্ট পকজননামক সগর-
পুত্র রাজা হইয়াছিলেন । সগরপুত্র পকজন
নামক জিতিপতির অংতমান্ দ্বায়ে বীর্ষবান্
পুত্র হইয়াছিল । অংতমান্-রাজার পুত্র দিলীপ
দীলিপের পুত্র ভগীরথ, যে রাজা ভগীরথ
সরিষ্যা তপস্বী পত্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন

ভগীরথপুত্রো জাতঃ ক্রতুসেন ইতি শ্রুতঃ।
 নাতানন্ত হৃদয়ত পুত্রঃ পরমবার্হকঃ। ৬০
 অপরীক্ষিত মাতাঙ্গিঃ সিদ্ধবীপভত্যেতৎ।
 অমৃতজিৎ হৃদয়াকঃ সিদ্ধবীপত বীৰ্যবান্। ৬১
 অমৃতজিৎ হৃদয়ানীমৃতপুর্ণো মহাবলঃ।
 বিদ্যাকল্পবজ্রজ্যোতসৌ রাজা নলসংবোহতমঃ। ৬২
 বহুপর্ণিত্ত্বাসীমহুপর্ণো মহাহৃতিঃ।
 ততঃ কন্যাপারমো বৈ নান্না মিত্রসহতথা। ৬৩
 কন্যাপারমত হৃদঃ সর্বকর্ণেতি বিকৃতঃ।
 অমরপোহিত পুত্রোহুভিকৃতঃ সর্বকর্ণকঃ। ৬৪
 অমরপুত্রো রাজা বিবান্ মুতিভ্রহোহতমঃ।
 নিমবতঃ তনুরো গ্রামতঃ পিণ্ডিতমহঃ। ৬৫
 কেম বর্গবিহাঙ্গস্য মুহুর্ভুঃ প্রাপ্ত ভীষিতম্।
 জ্যোতির্মিতিকিতা লোকা বুদ্ধ্যা সত্যেন চানব। ৬৬
 বীৰ্যবহতততঃ হৃদয়ানাতমঃ হৃদঃ।

ইহা সমুদ্রে সমুদ্র করিয়াছিলেন এক পুত্রকে
 কতাপরে কন্যা করিয়াছিলেন, এ কন্যা সমুদ্র
 একটি নাম ভগীরথী জন্মিলেন। ভগীরথ-
 রাজার ক্রতুসেন নামে বিদ্যাত পুত্র হইয়া-
 ছিল। ক্রতুসেনের পুত্র পরমবার্হক নামের
 নামে বিদ্যাত। নাতানন্ত পুত্র অপরীক্ষিত, অপরী-
 ক্ষিত পুত্র সিদ্ধবীপ নামে বিদ্যাত ছিল।
 সিদ্ধবীপরাজার পুত্র বীৰ্যবান্ অমৃতজিৎ।
 ৬২—৬১ : অমৃতজিৎরাজার পুত্র মহাবলবী
 বহুপর্ণ নামে বিদ্যাত ছিলেন। বহুপর্ণরাজা
 অমৃত পরমবীজার নিপুণ এক বিদ্যাত নল-
 রাজার সখা ছিলেন। বহুপর্ণ রাজার পুত্র
 অমৃতপুত্র কেমবী ছিলেন। অমৃতপুত্রের
 পুত্র মিত্রসেনের পুত্র কন্যাপারম নামে বিদ্যাত
 ছিলেন। কন্যাপারম রাজার পুত্র সর্বকর্ণা
 নামে বিদ্যাত ছিলেন; সর্বকর্ণার পুত্র অমরপা
 নামে বিদ্যাত হইয়াছিলেন। অমরপুত্র পুত্র
 বিবান্ মুতিভ্রহ নামে বিদ্যাত কর্ণকতি ছিলেন।
 মুতিভ্রহের পুত্র রাজপুত্রের পিণ্ডিতমহ নাম
 নামে বিদ্যাত ছিলেন। যে কন্য। যে সিদ্ধ-
 রাজার বর্গ হইতে মিত্রসেনকে অমরপুত্রক
 হৃদয়াকঃ বীজম্ভাষ করিয়া মুতি একম সত্য-
 জ্যোতির্মিতিকিতা লোকা করিয়া মুতি একম সত্য-

অমরপুত্র পুত্রোহুভিকৃতঃ সর্বকর্ণকঃ।
 রাজো নলসংবোহতমঃ পরমবার্হকঃ।
 গ্রামতঃ তনুরো জাতঃ কুশ ইতিভিকৃতঃ। ৬৬
 অতিথিতঃ কুশাজ্যে নিমবতঃ চানবঃ।
 নিমবতঃ নলঃ পুত্রো নতঃ পুত্রো নলতঃ। ৬৭
 নতসঃ পুণ্ডরীকতঃ কেমবোহতঃ স্মৃতঃ।
 কেমবোহতঃ স্মৃতঃ সীমদেবানীকঃ প্রতাপবান্। ৬৮
 আসীদহীনগুণমাম দেবানীকান্বজঃ প্রভুঃ।
 অহীনগোতঃ দারাদঃ সহস্বান্ নাম বীৰ্যবান্। ৬৯
 বীরসেনান্বজতঃ বংশে কাকুতসোহবঃ।
 ইকাকুৎসোহবঃ প্রাধান্তেন প্রকীৰ্ত্তিতঃ।
 এতে বৈবহতে বংশে রাজানো ভূবিনক্ষিণাঃ। ৭০
 পঠন সমাপিমাং সৃষ্টিমানিত্যন্ত বিবদতঃ।
 প্রাচ্যদেবতঃ দেবতঃ প্রজানাম্ পৃষ্ঠিতম্। ৭১
 প্রজানামিত্যাদ্যন্যমানিত্যন্ত ন সংশয়ঃ। ৭২
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুৰাণে ধর্মসংহিতায়া
 মিত্রকুৎসোহবঃ নৈমিকবষ্টি-

ভূমিহৃদয়ঃ। ৬১।

ছিলেন। নিমবরাজার মহাত্মজ রম্ভ নামে পুত্র
 হইয়াছিল; রম্ভ রাজার পুত্র অতঃ; অতঃরাজার
 পুত্র রাজা নলরথ। নলরথের পুত্র অত্যন্ত কীৰ্ত্তি-
 সঙ্গর তনবান্ গ্রামচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন। গ্রাম-
 চন্দ্রের পুত্র কুশ নামে অত্যন্ত বিদ্যাত হইয়া-
 ছিলেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র
 নিমব, নিমবের পুত্র নল, নলের পুত্র নতম।
 নতম রাজার পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র
 কেমবোহ, কেমবোহ রাজার পুত্র অত্যন্ত প্রতাপ-
 যুক্ত দেবানীক। ৬১—৭০ : দেবানীকের পুত্র
 অহীনগ নামে রাজা ছিলেন। অহীনগ-
 রাজার পুত্র অত্যন্ত বীৰ্যসম্পন্ন সহস্বান্ নামে
 বিদ্যাত ছিলেন। সহস্বান্ রাজার পুত্র বী-
 সেন, যিনি ইকাকুৎসের প্রধান ছিলেন।
 ইকাকুৎসের প্রধান প্রধান রাজপুত্রের নাম
 কীৰ্ত্তন করিলাম। হৃদয়বংশে এ সমস্ত রাজ-
 পুত্র বহুতর দান-বজ্র করিয়া বহুদন দান
 করিয়াছিলেন। বিবান্ হৃদয়ের বংশোৎপত্তি
 যে ব্যক্তি সম্যকরূপে পাঠ করে এবং প্রজা-
 বৃত্তিকারী প্রাচ্যদেব সম্রাজের উৎপত্তি যে

বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

অতো বৈ ব্রাহ্মদেবস্ত জ্ঞানিত্যন্ত বিবস্বতঃ ।
প্রোতুমিচ্ছামি মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মন্ত কিং ফলংভবেৎ
প্রীতশ্চ পিতরো যেন প্রেরসা যোজয়ন্তি চ ।
এতৈব প্রোতুমিচ্ছামি পিতৃণাং সর্গমুত্তমম্ ॥ ২
শ্রুত উবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি পিতৃণাং সর্গমুত্তমম্ ।
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং তীক্ষ্ণায় পরিপূরহতে ॥ ৩
গীতং সনৎকুমারেণ মার্কণ্ডেয়ায় ধীমতে ।
তৎ তেহহং সম্প্রবক্ষ্যামি সর্গকামকলপ্রসম্ ।

ব্যক্তি পাঠ করে, তাহারা ইহলোকে ভগবান
সূর্যের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয়
নাই । ৭১—৭৪ ।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

শৌনক মুনি শ্রুতকে বলিলেন, বিশ্বাস
সূর্যদেবের এবং ব্রাহ্মদেব ক্রমের উৎপত্তি-
বৃত্তান্ত তোমার নিকট প্রবণ করিলাম । ব্রাহ্ম-
কার্যের মাহাত্ম্য কি, ব্রাহ্ম করিলে কি ফল
লাভ হয় এবং যে কার্য দ্বারা পিতৃগণ প্রীত
হইয়া সন্তানগণকে মঙ্গলযুক্ত করেন, এ সমস্ত
প্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আর পিতৃলোকের
উত্তম সৃষ্টিবৃত্তান্তও শুনিতে ইচ্ছা করি ; তাহা
তুমি আমার নিকট বল । শ্রুত শৌনকমুনির
নিকট বলিতেছেন, হে মুনে ! আপনার নিকট
পিতৃগণের উত্তম সৃষ্টিকথা বলিতেছি, তাহা
আপনি প্রবণ করুন । এ কথা শ্রুতশ্রুতমুনি
তীক্ষ্ণ মার্কণ্ডের মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলে পর
মার্কণ্ডের মুনি তীক্ষ্ণের নিকট বলিয়াছিলেন ;
ইহা পূর্বকালে সনৎকুমার মুনি, মার্কণ্ডের
মুনির নিকট বলিয়াছিলেন ; এই সর্গাভিলষিত-
বৃত্তান্ত পিতৃগণের সৃষ্টি-বৃত্তান্ত আপনার নিকট

যুধিষ্ঠিরেণ সংপৃষ্টে। তীক্ষ্ণঃ প্রোবাচ তচ্ছ্রুত্ব ॥ ৪

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পুষ্টিকামেন ধর্মজ্ঞ কথং পুষ্টিব্রহ্মণ্যতে ।
এতদাখ্যাতুমিচ্ছামি কিং কুর্মাণো ন সীদতি ॥ ৫
তীক্ষ্ণ উবাচ ।

প্রাট্ঠঃ প্রীণতি হি পিতৃন সর্গকামকলৈস্তু যঃ ।
স পুনঃ প্রথিতঃ প্রাদী প্রোতা চেহ চ যোদতে ॥
যং যং কামমতিথ্যায় ব্রাহ্মং প্রকুরতে তু যঃ ।
তৎ তৎ প্রাপ্নোত্যবহ্নেন পিতৃণাম্ এমানজঃ ॥ ৭
যুধিষ্ঠির উবাচ ।

বর্ত্তন্তে পিতরঃ স্বর্গে কেবাধিরূরকে পুংসঃ ।
প্রাণিনাং নিরতকাপি কর্মজং ফলমুদ্যতে ॥ ৮
তানি ব্রাহ্মানি দদ্বাতি কথং গচ্ছত্যং পিতৃন ।
কথং শক্তাঃ সমুদ্বর্ত্তুং নরকস্থান পিতৃন পুংসঃ ॥ ৯
দেবা অপি পিতৃন স্বর্গে বজন্ত ইতি কঃ কৃতম্ ।
এতদ্বিচ্ছাম্যহং প্রোতুং বিজ্ঞয়েণ কবীহি মে ॥ ১০

সম্যাকরূপে বলিতেছি । মহারাজ যুধিষ্ঠির
জিজ্ঞাসা করিলে পর তীক্ষ্ণদেব বেরূপ বলিয়া-
ছেন, তাহা প্রবণ করুন । যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা
করিলেন, হে ধার্মিকপ্রপণ্ড ! পুষ্টি অভিলষী
মহুয্য কি কার্য করিয়া পুষ্টি প্রাপ্ত হয়, একথা
আমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং কি কার্য
করিয়া মহুয্য অবসন্ন হয় না ? তীক্ষ্ণ বলি-
লেন, যে ব্যক্তি, সকল অভিলষিত ফলপ্রদ
ব্রাহ্মকার্য দ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করে, সে
ব্রাহ্মকর্তা বিখ্যাত হইয়া ইহকালে এবং পর-
কালে সুখে কালযাপন করে ; যে ব্যক্তি যে যে
ফল অভিলষ করিয়া ব্রাহ্ম করে, সে ব্যক্তি
পিতৃগণের এসমস্তা হেতু সেই সেই ফল
অনাগসে পাইয়া থাকে । যুধিষ্ঠির বলিলেন,
কোন ব্যক্তির পিতা স্বর্গে বাস করেন, কাহার
বা পিতা নরকে বাস করেন ; প্রাণিগণের
কর্ম্মানুসারে নিরত শুভ অশুভ ফল লাভ হয়,
ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ; প্রাচ্য পুণ্ড্র
সমূহ নরকস্থ পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া
হয় এবং পুণ্ড্রগণ নরকস্থ পিতৃগণের নিকট
উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় ।

তীয় উবাচ ।

অত্র তং বর্ণয়িষ্যামি বধ্যতব্ধবর্ণনম ।
 পিতা মম পুরাঙ্গীতং লোকাত্মকমভ্যুদয়ম্ ॥ ১১
 প্রাক্কালে মম পিতৃর্বা পিতৃঃ সমুদ্যতঃ ।
 তং পিতা মম হন্তেন তিত্বা তুমিষ্যাত ॥ ১২
 নৈব কস্মিদিদৃষ্ট ইতি নিশ্চিত্য চাপ্যহম্ ।
 কুশলং তু তং পিতৃং লভ্যমানবিচারম্ ॥ ১৩
 ততঃ পিতা মে দৃষ্টো বাচা মধুরা তদা ।
 উবাচ তদন্ত্রেষ্ঠে প্রীরয়ামো ময়ানম ॥ ১৪
 কুয়া দারাদবাসিনি বর্ণনেন বিপশিত্য ।
 তদ্বিত্যহং জিজ্ঞাসা কৃত্য মে পুরবোধনম্ ॥ ১৫
 এতান্ন বদ্বি কুশলং বর্ণয়িত্বেন পার্থিবঃ ।
 এতান্নকুশলং বর্ণয়িত্বেন মম ॥ ১৬
 উবাচ তদন্ত্রেষ্ঠে বৈবৰ্ণ্যং শ্রবণতঃ ॥

দেবদত্তঃ অর্পে পিতৃলোকের আত্ম করিয়া
 ব্রহ্মকম্ ॥ ১—১০ ॥ এ সমস্ত আমি তনিত্তে
 ইচ্ছা করি, আপনি ইহা বিদ্বতরূপে বলুন ।
 তীয় বলিলেন, যে হিন্দুসম ! এ বিদ্যার মর্শ-
 কণা তোমার নিকট বসিবে, শ্রবণ কর ;
 পূর্বকালে পারস্য-প্রান্তে আমার পিতা এ
 কথা বলিয়াছিলেন । আমার পিতার মৃত্যুর
 আমি পিতা লস করিতে উবাচ হইলে পর,
 আমার পিতা পৃথিবী তেজ করত হস্ত উঠাইয়া,
 হস্তেই পিতা লস করিতে প্রার্থনা করিলেন ।
 কলহাসুসারে হস্তে পিতা লস করা নিয়ম
 দেখি নাই, ইহা বিবেচনা করত আমি আর
 ভিতর না করিয়া কুশলত পিতৃলস করিলাম ।
 তদা দেখিয়া আমার পিতা প্রসন্ন হইয়া মধুর-
 বাচ্য ভাষা বলিলেন, যে ভগবৎসন্তানক !
 তোমার জন্মই আমি পূর্ববদ্বি হইলাম, পার্থক
 এক পণ্ডিত কুশলি আমারও উক্ত করিলে ।
 অদ্বি বলিলেন, যে সন্তান ! তদা বর্ণনায়
 বিদ্যার কথা প্রকাশ করিয়া অহঙ্কর করে,
 প্রাক্কালে মর্শক প্রকাশ আশ্রয়বর্তী হইয়া
 লসন অহঙ্কর করি যত । পিতা আমারও
 বলিলেন, যে ভগবৎসন্তানক ! চিত্তবাহী
 চিত্তবাহী সন্তান (অর্থাৎ বৈবৰ্ণ্য) বর্ণন

এতান্ন কীর্ত্তিত্বম্ মম নিকর্ষিত্য ॥ ১৭
 তদ্ব্যং তদ্ব্যং দৃষ্টো পিতা বরমমুদয়ম্ ।
 দদামি তং প্রতীক্ষ্য ত্রিসু লোকেসু হর্ষভ্যম্ ॥ ১৮
 ম তে প্রতীক্ষ্য মৃত্যুর্বাণীবিভূমিচ্ছসি ।
 কিং বা তে প্রার্থিতং ভূয়ো দদামি বরমমুদয়ম্ ॥ ১৯
 তদ্ব্যং তদ্ব্যং দৃষ্টো মম তে মনসি বর্ততে ॥ ২০
 ইত্যুক্তবতি তদ্ব্যং অস্তিত্বাদ্য কৃতান্তিঃ ।
 অত্রবৎ কৃতকৃত্যোহহং প্রসঙ্গে বৃষি মানস ॥ ২১
 এতান্ন পৃচ্ছামি বৈ কিকিণ্ডাং ভবতা স্বয়ম্ ।
 ম মামুবাচ তদ্ব্যং বসিচ্ছসি বসামি তে ॥ ২২
 ইত্যুক্তে চ মতং প্রাহ তাত্ত্বিকোহুহনাং তদা ।
 প্রসঙ্গে পিত্তো ব্রাহ্মণ দেবানামপি দেবতঃ ॥ ২৩

উক্ত আছে, তদ্ব্যংসারে কথা কর উচিত) ।
 তুমি আমার কীর্ত্তি বর্ণ করিলে, আমার প্রতি
 তোমার দ্ব্যংগিত তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে;
 দেহেতু আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম,
 তোমাকে প্রীতচিত্তে সর্বোৎকৃষ্ট বর দান করি
 তেছি, তুমি ত্রিলোকে হৃদ্যায় বর গ্রহণ কর,
 আমার বরপ্রভাবে তোমার ইচ্ছামুদা হইবে ।
 আর তোমারই বা কি বর প্রার্থনা ? আমি
 পূর্বকালে তোমাকে সেই উৎকৃষ্ট বর প্রদান
 করিব । যে ভগবৎসন্তান ! তোমার মনে কি বর
 প্রার্থনা আছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ
 কর ॥ ১১—২০ ॥ আমার পিতা এরূপ বলিলে
 পর, আমি পিতৃদেহকে অভিবাদন করিয়া
 কৃতান্তিপুটে বলিলাম, যে মানস ! আপনি
 আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমি
 কৃতার্থ হইয়াছি । আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন
 জিজ্ঞাসা করিব, আপনি স্বয়ং তাহা আমার
 নিকট বলুন । (এ কথা শুনিয়া) পিতা
 আমারও বলিলেন, তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
 করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা আমার নি
 প্রকাশ কর, আমি তাহা তোমাকে বলিতে
 (শ্রবণ কর) । পিতা এ কথা বলিলে
 আমি কোতুহলাক্রান্ত-চিত্তে আমার অ
 ন্বিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, যে ব
 ব্রাহ্মণ । তনিত্তে পাই, পিতৃলস দেবদত্তো

কথং দত্তমেবাশ্রয়ন্তি শ্রীশক্তি বৈ পিতৃন ।
লোকাভরণতাংস্তাংস্তান্ কিম্ শ্রীশক্তি বৈ কলম্
তত্র মে সংশয়স্তাত্ত তদ্ব্রাহ্মি বদতাং বর ।
এতচ্ছ্রুত্বা চঃ সোহপি প্রত্যাচাচ চ মাং পিতা ॥
ভেদপেণ চ তে বক্ষ্যে বং তে পৃষ্ঠোহস্মি ভারত
পিতৃশ্চ বধোভূতাঃ শৃণু তং সর্বমাদিতঃ ॥ ২৬
যাদিদেবতাস্তাত্ত পিতরো দেবদেবতাঃ ।
যান্ বজ্রস্তি চ বৈ লোকাঃ সন্দেবা নর-দানবাঃ ।
যজ্ঞ-রক্ষা-পক্ষ্মাঃ সক্ষিমর-মহোরগাঃ ॥ ২৭
প্যারিতাশ্চ তে সর্কে পুনরাপ্যারয়ন্তি চ ।
পং সন্দেবপক্ষ্মমিতি ব্রহ্মানুশাসনম্ ॥ ২৮
যান্ বজ্রম্ মহাতাগ শ্রীশক্তিরৈশ্বর্যতন্ত্রিতঃ ।
ত তে শ্রেয়োহভিধাতি সর্বকামফলপ্রদাঃ ॥ ২৯
ইবাবাধ্যমানাশ্চ নাম-গোত্রানুকীর্ণনৈঃ ।

বতা। আমাদিগের দত্ত শ্রীশক্তি দ্রব্য
ইন্দ্রপেই বা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে,
লোকাভরণত পিতৃগণের শ্রীশক্তির ফল কি
করে উপস্থিত হয়, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! এ
ষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।
হ পিতা! তাহা আপনি আমার নিকট
পুনঃ। এ কথা শুনিয়া পিতৃদেব আমাকে
জিলেন, হে ভারত! তুমি আমাকে বাহা
জ্ঞাসা করিলে, তাহা আমি তোমার নিকট
ক্ষেপে বলিতেছি; পিতৃগণ বেরূপে উৎপন্ন
হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট আদ্যোপান্ত
বর্ণ কর। হে বংস! পিতৃগণ ব্রহ্মার পুত্র
সং দেবগণেরও পূজ্য। সেই পিতৃগণকে
স, দানব, মানব, বজ্র, রাক্ষস, পক্ষ্ম, কিম্ব
মতাদি সর্পগণ প্রভৃতি সকল লোকই পূজা
রিয়া থাকে; ইহারা পিতৃগণকে শ্রীশক্তি
দি পরিতৃপ্ত করিয়াছে এবং করিতেছে।
মহাতাগ! বেদে ব্রহ্মা অমুক্তা করিয়া-
ল, নিরালম্ব হইয়া দেব, দানব, পক্ষ্ম
ভৃতি সকলেই সর্বকার্য-প্রধান শ্রীশক্তি
দী পিতৃগণের অর্চনা কর। তুমি নাম,
পিতৃ উদ্দেশ্য করিয়া পিতৃলোকের আরাধনা

অশ্রাণাপ্যারয়ন্তি বর্গহান্ বত্র সংহিতান্ ॥ ৩০
মার্কণ্ডেয়স্ততে শেখমেতং সর্বং প্রকথ্যতি ।
ইত্যুক্তাসৌ মহাতাগন্তত্রেবাত্তবীকৃত ॥ ৩১
ইতি পিতৃকল্পঃ ।

স্বত উবাচ ।

পিতৃঃ স বচনং শ্রুত্বা মার্কণ্ডেয়ং সমাগতম্ ।
প্রশ্নমেতং স চাপৃচ্ছমার্কণ্ডেয় উবাচ হ ॥ ৩২
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
ভীষ্ম বক্ষ্যামি কার্শ্ন্যেন তত্ত্বং প্রকৃতং তব ॥ ৩৩
ময়া পিতৃপ্রসাদেন দীর্ঘায়ুঃকামপি প্রভো ।
পিতৃভক্ত্যা হি লব্ধং প্রাগ্লোকে পরমং বনঃ ॥ ৩৪
সোহহং যুগন্ত পর্যন্তে বহুবর্ষশতাব্দিকে ।
অধিকৃষ্ট গিরিঃ মেরুঃ জগোহতপ্যং সুহৃৎসবম্ ॥
ততঃ কদাচিত্ পশ্যামি দিবং প্রকাল্য ভেজসা ।

কর, সকল অভিলষিত ফলদাতা পিতৃগণ
তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন। আমরা বর্গহ
হই, বা বে কোন স্থানে থাকি, পুত্রগণ আমা-
দিগকে শ্রীশক্তি এবং তর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত
করিবে। মার্কণ্ডেয়মুনি তোমার প্রশ্নের সমস্ত
অবশিষ্ট কথা বলিবেন। ভীষ্ম বলিলেন,
হে মহাতাগ! এই কথা বলিয়া আমার
পিতৃদেব অন্তর্ধান করিলেন। ২১—৩১।

পিতৃকল্প সমাপ্ত ।

পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্মদেব কদা-
চিত্ সমাগত মার্কণ্ডেয়মুনিকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করিলেন। মার্কণ্ডেয়মুনিও ভীষ্মদেবকে বলিতে
লাগিলেন, হে ভীষ্ম! তোমাকে বিদ্যুৎরূপে
বলিতেছি; তুমি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ,
অতএব অবধান কর। হে মহাতাগ! আমি
পূর্বকালে পিতৃগণের প্রসাদে এবং পিতৃভক্তি-
প্রভাবে চিরজীবিত লাভ করিয়াছি, আর ইহা-
লোকে উত্তম বশবী হইয়াছি। আমি কোন
যুগের অবসানকালে ব্রহ্মপুত্রের সহায়তায়
সুমেধপুত্রের আরাধনাপূর্বক ব্রহ্মার সন্তান
করিতেছিলাম; তৎকালে কোন দিন কোন
নাম, বীর ভেজা প্রভৃতি আরাধনা

বিবাহ মহাদেবদত্তকরণে নিয়ন্তব্য। ৩৬
 তন্নিম্ন বিবাহে পর্য্যন্ত অনিত্যকারণবর্তনম্।
 অশ্রুতকৈব তদ্রাহঃ শরাসঃ দীপ্তভেদম্।
 অশ্রুতমাত্রঃ পুরুষমগ্নাবস্থিমবাহিতম্। ৩৭
 সোহহং তনৈঃ নমঃ কৃত্য। এণম্য শিঃসা প্রভুম্।
 অশ্রুতকৈব তমহং বিদ্যমহ্যঃ কথং বিতো। ৩৮
 স মামুবাচ বর্ণনাম্। তেন তদ্বিত্যে তপঃ।
 যেন কং কুপ্যে মাং হি মার্কণ্ডে ত্রক্ষণঃ হৃতম্।
 সনৎকুমারমিতি মাং বিজি কিং কল্পবানি তে। ৪০
 যে হৃতঃ ত্রক্ষণঃ পুত্রা ববীরাংসন্ত তে মতাঃ।
 ত্রাক্ষণঃ সপ্ত হৃদ্বঃ। যেনাং বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। ৪১
 বহু বতিবর্ণাঃ সনৎকুমারস্যামানি। ৪২
 কদাং পশ্যন্তমৈবাহং কুমার ইতি কিল্লতঃ।
 তদ্রাহঃ সনৎকুমারঃ যে মামৈতৎ কথিতং মুনৈ।

সিত করিয়া হুমেরপর্মিতের মধ্য হইতে এক-
 বানি বৃহৎ দেবদান আসন্ন করিতেছে।
 দেখিলাম, সে বিবাহ মধ্যে প্রদানিত অশ্রুতের
 জায় বীতিবৃত্ত একবানি পর্য্যন্ত রহিয়াছে ;
 ঐ পর্য্যন্ত মধ্যে একটি অশ্রুতপরিমিত প্রদীপ্ত
 ভেদসম্পন্ন পুরুষ শরাস করিয়া রহিয়াছেন ;
 দেখিলে যেন হয়, বহিঃস্থে বহিঃ রহিয়াছে।
 আমি সেই প্রভুকে বর্ণনামাত্র নমস্কার করিয়া
 শিরোবল্লভপূর্ণক প্রদান করত তাঁহাকে বলি-
 লাম, হে প্রভো ! আমরা আপনাকে জামিতে
 পারিব কি ? সেই বর্ণ আমাকে বলিলেন, হে
 মার্কণ্ডে ! তোমার তপতা বিদ্যামান রহি-
 লছে, তাহা দ্বারা আমাকে জামিতে পারিবে ;
 ত্রক্ষণ বানস-পুত্র সনৎকুমার মুনী আমাকে
 জামিবে ; অতঃপর তোমার কি কাণ্ড করিব, তাহা
 কল। ৩২—৩৩। অতঃবে সকল ত্রক্ষণ পুত্র
 আসেন, তাঁহারা সকলেই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা,
 তাঁহারা সপ্ত প্রজা অত্যন্ত হৃদ্বঃ, তাঁহাদের
 বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি বতি-
 বর্ণাঙ্গদী, আমি আমাকে দেব-মধ্যে সংক-
 রিয়া বহুই উপেক্ষা হইয়াছি, তবুই কুমার
 কল্যাণ বিজিত হইয়াছি। হে মুনী ! দেবেক
 কল্যাণের আশা এ দাবী সোধক বলিয়া

কল্পত্যা তে তপতীর্ক মম বর্ণনিকাঙ্গম্।
 এষ দৃষ্টোহস্মি তদ্রাহঃ তে কং কামং কল্পবানি
 ইত্যুক্তবস্তং তমহং প্রোবাচ তং শৃণু প্রভো।
 পিতৃণামাদিসর্গক কথয়ন্ত বধাতথ্যম্। ৪১
 ইত্যুক্তঃ স তু মাং প্রোহ শৃণু সর্কং বধাতথ্যম্।
 দেবানহুজত ত্রক্ষা মাং যজ্ঞধ্বং * স চাহ তনু-
 তমুংহুজা ততোহনামবজন্ত কল্যাণিনঃ। ৪২
 তে শপ্তা ত্রক্ষণা হুত। নষ্টসংজ্ঞা ভবিষ্য-
 তস্ত্যং কিকিলজামন্তো নষ্টসংজ্ঞাঃ পিতামহম্।
 প্রোচুস্ত্য এণতাঃ সর্কো কুরুবানুগ্রহং হি না।
 ইত্যুক্তস্তাহুবাচেনং প্রোশ্চিন্ত্যার্থমেব হি
 পুত্রান্ বাণ্ পরিপূরুধ্বং ততো জ্ঞানমবাপ্য।
 ইত্যুক্তা নষ্টসংজ্ঞাস্তে পুত্রান্ পপ্রচ্ছুরোত্তম-
 প্রোশ্চিন্ত্যার্থতত্ত্বজ্ঞা লক্শসংজ্ঞা দিবৌকসঃ। ৪৩

থাক। আমার বর্ণন অভিলাষে ভক্তিতে
 তুমি তপতা করিতেছ বলিয়া তোমার দৃষ্টগোচ
 হইলাম, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। যে
 সনৎকুমার একথা বলিলে পর, আমি বলিলাম
 হে প্রভো ! আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন
 হে প্রভো ! পিতৃপুত্রের আদি সৃষ্টি যে প্রকার
 তাহা আপনি আমার নিকট বলা। এ
 তনিতা দেবগণ সনৎকুমার আমাকে বলিলেন
 পিতৃপুত্রের সৃষ্টিবৃত্তান্ত আমার নিকট প্র-
 কর। পিতামহ ত্রক্ষা দেবগণকে সৃজন করি-
 বলিলেন, হে দেবগণ ! তোমরা আমাকে পূ-
 কর। কিন্তু দেবগণ ত্রক্ষাকে তাগি করি-
 কলাবী হইয়া আমাকে পূজা করিল।
 ত্রক্ষা দেবগণকর্তৃক অবমানিত হইয়া দেবগণ
 অভিলাপ প্রদানপূর্ণক বলিলেন, যে মুদ্রা
 তোমরা হতচৈতন্য হইবে। দেবগণ ত্রক্ষা
 শাপপ্রভাবে কিছুই জানিতে না পারায় হতজ্ঞ
 হইয়া নতশিরে বলিতে লাগিলেন,
 বিধাতা ! আপনি আমাদের
 অনুগ্রহ করুন। পিতামহ ত্রক্ষা দেবগণকে
 এতপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে
 জেন, ইহার কি প্রোশ্চিন্ত কর্তব্য
 * বক্ষ্যমিতি চ পাঠঃ।

তাং পুত্রকা এবং পুত্রকৃত্যন্ত তে ভবা ॥ ৫০ ॥
 পুত্রকৃত্যন্ত তে দেবাঃ পুত্রকামেণ বেধসম্ ।
 পুত্রকৃত্যন্তে গতাঃ পুত্রকা ইতি ॥ ৫১ ॥
 ন ব্রবীদেবো যুয়ং ন ব্রহ্মবাদিনঃ ।
 যদ্বক্তং বৃদ্ধাকং তং তথা ন তদব্রথা ॥ ৫২ ॥
 রীরকর্তারো ন চ জ্ঞানপ্রদায়িনঃ ।
 হস্তং পিতরো যুয়ং ভবিষ্যৎ ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
 পিতরশ্চৈব বুধ্যধ্বং ত্রিদিবৌকসঃ ।
 ক্ষিপ্রসন্দেহা প্রীতিমন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৫৪ ॥
 ইবান প্রোচুস্তান্ যদ্বক্তং পুত্রকা বয়ম্ ।
 বন্তঃ পিতরো ভবিষ্যৎ ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা কর; তাহা হইলে
 দিগের জ্ঞানলাভ হইবে। ব্রহ্মাকর্তৃক
 কথিত হওয়াতে হতজ্ঞান দেবগণ ভ্রান্তিত
 নিজ-পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।
 প্রায়শ্চিত্তের অর্থতত্ত্ব হওয়াতে সংজ্ঞা
 রিলেন, 'হে পুত্রগণ! আপনারা গমন
 একপ পিতৃগণকর্তৃক দেবগণ উক্ত হই-
 ৪১—৫০। অভিশাপপ্রাপ্ত সে সকল
 নিজ-পুত্রগণকর্তৃক 'হে পুত্রকাঃ!' এরূপ
 ত হওয়াতে আক্ষিপ্ত হইয়া বিধাতাকে
 ন, হে ব্রহ্মন্! আমাদিগকে নিজ পুত্রগণ
 বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। দেবগণের
 প্রবণাশ্বে ব্রহ্মা বলিলেন, আপনারা ত
 নী নহেন, সেহেতু আপনাদিগের পুত্রগণ
 বলিয়াছেন তাহা সত্য, মিথ্যা নহে।
 শরীর উৎপাদনকর্তা মাত্র। তোমরা
 গনদাতা নহে। তোমরা পরস্পরে
 (অর্থাৎ তোমরা পুত্রগণের পিতা,
 তোমাদিগের পিতা) হইবে, ইহাতে
 নাই। দেবগণ পিতৃগণের পিতা
 পিতৃগণ দেবগণের পিতা ইহা অবগত
 ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত দেবগণ
 হইয়া, দেবগণ ও পিতৃগণ পর-
 প্রীতিযুক্ত হইলেন। দেবগণ পুত্রগণকে
 বল; তোমরা যে আমাদিগকে পুত্র বলিয়া
 বল করিয়াছ, অতএব তোমরা আমাদিগের

পিতৃন শ্রদ্ধে ক্রিয়া কাচিং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ
 শ্রদ্ধেয়াপ্যায়িতঃ সোমো লোকানাপ্যারিষ্যতি ॥
 সমুদ্র-পর্কত-বনং জঙ্গমং জঙ্গমৈবু ভম্ ।
 শ্রদ্ধানি পুষ্টিকামাশ্চ যে করিষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৫৭ ॥
 তেভ্যঃ পুষ্টিং প্রজ্ঞাশ্চৈব পিতরঃ প্রীতিভাঃ সদা ।
 শ্রদ্ধে যে চ প্রজ্ঞাশ্চি জীন্ পিতৃন নামগোত্রজঃ
 সর্কত বর্তমানান্তে পিতরঃ প্রপিতাম হান্ ।
 ভাবিষ্যন্তি সততং শ্রদ্ধদানেন তর্জিতাঃ ॥ ৫৯ ॥
 ইতি তদ্বচনং সত্যমবগম্য দিবৌকসঃ ।
 পুত্রাশ্চ পিতরশ্চৈব বয়ং সর্কৈ পরস্পরম্ ॥ ৬০ ॥
 সনৎকুমার উবাচ ।

এবং তে পিতরো দেবা দেবাশ্চ পিতৃগণত্বা ।
 অজ্ঞোহতপিতরো বৈতে দেবাশ্চ পিতৃগণ হ ॥ ৬১ ॥
 ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়াং
 পিতৃকল্পে দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

পিতা হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। শ্রদ্ধার্থে
 চন্দ্র পরিভ্রম হইলে পর, ত্রিভুবনে পর্কত বন
 এবং জঙ্গমাকর্ণ জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত লোককে
 পরিভ্রম করেন। যে সকল মনুষ্য উন্নতি
 কামনা করিয়া পিতৃগণের সমস্ত শ্রদ্ধ করেন,
 তাহাদিগকে পিতৃগণ প্রীত হইয়া মহোন্নতি
 এবং প্রজ্ঞাশ্চি প্রদান করেন। যে সকল
 মনুষ্য পার্শ্বপ্রজ্ঞাদিতে নাম গোত্র উল্লেখ-
 পূর্বক তিনটি পিতৃ প্রদান করে, তাহাদিগকেও
 পিতৃগণ মহোন্নতি এবং সন্তানবৃদ্ধি দান করেন।
 শ্রদ্ধার্থে দ্বারা ভ্রম হইলে পর পিতৃগণ যে
 কোন স্থানে থাকিয়াও অনবরত প্রপিতামহ-
 গণকে চিন্তা করেন, (অর্থাৎ আপনারা শ্রদ্ধ-
 ভোজনে ভ্রম হইয়া মনে মনে বিবেচনা করেন,
 আমাদিগের পিতৃগণ কিরূপে কাল বাপন করিতে
 ছেন।) ব্রহ্মার বাক্য সত্য আদিয়া দেবগণ
 বুঝিতে পারিলেন, পিতৃগণ ও আমরা পরস্পর
 পরস্পরের পিতা-পুত্র-ভ্রাতৃগণ। পার্শ্বপ্রজ্ঞা
 নিকট সনৎকুমার বলিলেন, এইরূপে দেবগণ
 পিতৃগণের পিতা এবং পিতৃগণ দেবগণের পিতা

ত্রিবিধিতমোহখ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

সত্ত্ব ভেদোক্তাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সর্গে পিতৃপণ্যঃ স্তুত্যাঃ।
চতুঃস্রাঃ স্তুতিমন্তো বৈ ত্রয়ৈশ্চৈব হৃদয়ৈঃ ১।
কব্যমোহোক্তাঃ সোমো বহুৈশ্চাখ্যায়ো ওবা।
অমিতাঃ বহিঃস্রাঃ চাত্যো হৃদয়ৈঃ ২।
ত্রীন্ বহুৈশ্চৈব কব্যমোহো অমিতাঃ বিশ্রাভ্যায়ো।
আপ্যায়স্তু বৈ পূর্বক সোম বোমকেন বৈ ৩।
তদাত্ম্যায়স্তু বোমি বোমিনাঃ বিশ্রাভ্যায়ো।
সর্বকোহ্যায়স্তু পাত্ম্যায়স্তু চাত্যো হৃদয়ৈঃ ৪।
একঃ সনৎ পুরোহিত্যায়োঃ শ্রেষ্ঠাঃ পিতৃপণ্যঃ বৈ পিতৃপণ্যঃ
সনৎপণ্যায়স্তু কব্যমোহো স্তুত্যাঃ সনৎকুমার উবাচ ৫।

সেবকঃ ৩ পিতৃপণ্য পিতৃপণ্যে পিতা এক
পুত্র ৫১—৫২।

ত্রিবিধিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৫২।

ত্রিবিধিতম অধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার মুনির নিকট জ্যোতিঃ সনৎকুমার
বসিলেন, যে তপস্বিনী-শ্রেষ্ঠ। সত্যতী পিতৃ-
পণ্য অমিতা, অমিতা হস্ত চারিটি পিতৃপণ্য স্তুতি-
মন্ত, অমিতা চারিটি পিতৃপণ্য অমিতা। কব্য-
মোহ, অমিতা, সোম, বহু, অমিতা, অমিতা
এক বহিঃস্রা, সোম চারিটি পিতৃপণ্য স্তুতিমন্ত।
চারিটি পিতৃপণ্যে সনৎকুমার পুত্রা করিয়া থাকেন,
অমিতা চারিটি পিতৃপণ্যে সনৎকুমার পুত্রা করিয়া
থাকেন। যে সনৎ পিতৃপণ্য বোমকেন
সনৎকুমারকে পিতৃপণ্য করিতেছেন, সেহেতু
অমিতা পিতৃপণ্যে বিশ্রাভ্যায়ো গ্রাহ করা
উচিত। সনৎ সোমের পিতৃপণ্যে সোম-
মিতা পিতৃপণ্য করা উচিত, শ্রেষ্ঠপিতৃপণ্যে
সনৎকুমার পিতৃপণ্য করিয়া থাকেন। (ইহা
কব্যমোহোক্তাঃ সোমো বহুৈশ্চাখ্যায়ো ওবা।
অমিতাঃ বহিঃস্রাঃ চাত্যো হৃদয়ৈঃ ১।
ত্রীন্ বহুৈশ্চৈব কব্যমোহো অমিতাঃ বিশ্রাভ্যায়ো।
আপ্যায়স্তু বৈ পূর্বক সোম বোমকেন বৈ ৩।
তদাত্ম্যায়স্তু বোমি বোমিনাঃ বিশ্রাভ্যায়ো।
সর্বকোহ্যায়স্তু পাত্ম্যায়স্তু চাত্যো হৃদয়ৈঃ ৪।
একঃ সনৎ পুরোহিত্যায়োঃ শ্রেষ্ঠাঃ পিতৃপণ্যঃ বৈ পিতৃপণ্যঃ
সনৎপণ্যায়স্তু কব্যমোহো স্তুত্যাঃ সনৎকুমার উবাচ ৫।

উপদায়স্তু পিতৃপণ্যে সনৎকুমার পুত্রা।
পিতৃপণ্য শ্রেষ্ঠাঃ বৈ ত্রয়ৈশ্চৈব হৃদয়ৈঃ ১।
কব্যমোহোক্তাঃ সোমো বহুৈশ্চাখ্যায়ো ওবা।
অমিতাঃ বহিঃস্রাঃ চাত্যো হৃদয়ৈঃ ২।
ত্রীন্ বহুৈশ্চৈব কব্যমোহো অমিতাঃ বিশ্রাভ্যায়ো।
আপ্যায়স্তু বৈ পূর্বক সোম বোমকেন বৈ ৩।
তদাত্ম্যায়স্তু বোমি বোমিনাঃ বিশ্রাভ্যায়ো।
সর্বকোহ্যায়স্তু পাত্ম্যায়স্তু চাত্যো হৃদয়ৈঃ ৪।
একঃ সনৎ পুরোহিত্যায়োঃ শ্রেষ্ঠাঃ পিতৃপণ্যঃ বৈ পিতৃপণ্যঃ
সনৎপণ্যায়স্তু কব্যমোহো স্তুত্যাঃ সনৎকুমার উবাচ ৫।

এবমুক্তাঃ সনৎকুমারো দেবানামপি হৃদয়ৈঃ।
চতুঃস্রাঃ সনৎকুমারো অমিতা বোমিনাঃ পিতৃপণ্যঃ ১।
পুত্রা তীক্ষ্ণ পুরোহিত্যায়োঃ শ্রেষ্ঠাঃ পিতৃপণ্যঃ ২।
বোমকেন পিতৃপণ্যে সনৎকুমার উবাচ ৩।
বাসুদেবোঃ সনৎকুমারো হিঃ পিতৃপণ্যঃ কপিবে চ।

করিবে; সনৎকুমার এবং উত্তরায়ণেও (অর্থাৎ
সকল সময়েই) অমিতা অমিতা অমিতা
হইলে, অমিতা, অমিতা অমিতা অমিতা
পিতৃপণ্যে পিতৃপণ্য করে পিতৃপণ্যে তাহকে
পিতৃপণ্য করেন। পিতৃপণ্য পুত্র দান করেন,
কব্যমোহোক্তাঃ সনৎকুমার করিয়া থাকেন, স্বর্গ
এক অমিতা বহিঃস্রা অমিতা করেন করেন,
কিহা বাহা অমিতা হয়, তাহাও পিতৃপণ্য
অমিতা করিয়া থাকেন। যে সনৎকুমার
মুনে। দেবকোহ্যায়স্তু পিতৃপণ্যে শ্রেষ্ঠ
আমিতা। যে বিগ্রহে! তুমি পিতৃপণ্য এ
মিতা অমিতা এবং অমিতা পাইয়াছ।
যে মুনিবর! পিতৃপণ্যে যে পিতৃপণ্য
হয়, বোম করিয়া সে পিতৃপণ্য পিতৃপণ্য না
সনৎকুমার মুনি তীক্ষ্ণ করিলেন, আমাকে
এক উপদায় করিয়া দেবকেন সনৎকুমার দেব-
কেন হৃদয়ৈঃ সনৎকুমার বিজ্ঞানের
সহিত দিয়া চতুঃস্রা করিয়া বোমকেন পিতৃ
গ্রাহ হইলেন। মুনিবর সনৎকুমার তীক্ষ্ণ
করিলেন, যে তীক্ষ্ণ। অমিতা কর—পূর্বক
বোমকেন পিতৃপণ্য পাইয়াও (অর্থাৎ বোম-
কেন পিতৃপণ্য লাভ করিয়াও) অমিতা হৃদয়ৈঃ
আমি বোমকেন হইয়াছিলাম। ১—১০।

স্বপ্নঃ পিতৃবৰ্তী চ নামতিঃ কৰ্মভিত্তিকা ॥ ১১
কৌশিকস্ত স্মৃতান্তাত শিষ্যঃ পৰ্শ্বত চাভবন্ ।
পিতৃপুৰুষে সৰ্ব্বৈ এবসন্তস্তদাভবন্ ॥ ১২
বিনিয়োগাদ্গুরোস্তস্ত গাং দোগ্ধীং সমকালরন ।
সমানবংসাং কপিলাং সৰ্ব্বৈ মার্গং গতাস্তদা ॥ ১৬
ডেবাং পথি স্মৃধাৰ্তীনাং বাল্যামোহাচ্চ ভাৱত ।
কুৱা বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না তংগাং বৈ হিসিতুং তদা ॥
তাং কপিঃ স্বপ্নপৰ্শ্বত য়াচেতে নেতি বৈ তদা ।
ন চ শক্যং তদা তাত্যাং স্বাতাৱয়িতুং নিজান্
পিতৃবৰ্তী তু যন্তেবাং নিত্যং আছাহিকো বিজঃ
স সৰ্মানববীং কোপাং পিতৃভক্তিসমম্বিতঃ ॥ ১৬
বদ্যশক্যং প্রকৰ্তব্যং পিতৃমুদিশ্চ সাধ্যতাম্ ।
প্রকুৰ্ব্বন্তো হি আক্লান্ত সৰ্ব্ব এব সমাহিতাঃ ॥ ১৭
এবমেবাংক বো ধৰ্ম্যঃ প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।

হুঁষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিতৃন, কপি, স্বপ্ন এবং
পিতৃবৰ্তী কৰ্ম্মানুসারে তত্ত্বামক কৌশিক
মুনির পুত্রগণ পৰ্শ্বমুনির শিষ্য হইয়াছিল।
কৌশিক মুনির পুত্রগণ পিতার মৃত্যুর পর,
গুহগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তর
গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে কৌশিক-পুত্রগণ
কপিলা নামী সৰংসা হৃদ্ববতী গুরুদেবের
পাতীকে পথে পথে অসুগমন করত বিচরণ
করাইডেন। হে ভৱত-কুলভিনক। এক
দিবস পথে পথে বিচরণ করিতে করিতে স্মৃধাৰ্ত
হওয়ার ঐ পাতীটিকে বিনষ্ট করিতেই কৌশিক-
পুত্রগণের হুঁষ্ট বুদ্ধি উপস্থিত হইল। কৌশিক-
মুনির হুঁষ্ট পুত্র কপি এবং স্বপ্ন 'গোহত্যা
করা উচিত নহে' ইহা ভ্রাতৃগণের নিকট প্রার্থনা
করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই নিজ ভ্রাতৃগণকে
হত্যাকাণ্ড হইতে নিবারণ করিতে পারিলেন
না। ঐ সকল ভ্রাতৃগণের মধ্যে পিতৃবৰ্তী
নামক কৌশিকপুত্র নিত্যপ্রাঙ্গকারী ছিলেন।
ঐ পিতৃবৰ্তী সকল ভ্রাতাকে ক্রুদ্ধচিত্তে পিতৃ-
ভক্তিবৃত্ত হইয়া বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! যদি
তোমরা নিতান্তই বিজগণের অকৰ্তব্য গোহত্যা
করিতে, তবে পিতৃগণের উদ্দেশ্য করিয়া
হিংসা কর, ধৰ্ম্মবিন্দে অপ্রমাদী হইয়া আক-

পিতৃনত্যর্চ্য ধৰ্ম্মেণ মাধৰ্ম্মোহন্যাম্ ভবিত্যতি ॥ ১১
এবমুক্তাং চ তে সৰ্ব্বৈ মোক্ষরিষা চ গাং তদা ।
পিতৃভ্যঃ কল্লরিষা তু উপবৃদ্ধস্ত ভাৱত ॥ ১২
উপবৃদ্ধা চ গাং সৰ্ব্বৈ গুরোরগ্রে ভবেদরন ।
শাৰ্দূলেন হতা ধেমুৰ্ব্বংসো বৈ গৃহভাৱিতি ॥ ২
অৰ্জ্জবাং স তু তং বংসং প্রতিজগ্রাহ বৈ বিজ
মিথোপচারতঃ পাপমভূং ডেবাক গোহত্যাং ॥
কালেন সমবৃদ্ধান্ত ভেরীত উপবৃদ্ধা চ ।
গোঃ সৰ্ব্বৈ তস্ত হস্তারঃ সৰ্ব্বৈ তে স্বাবয়ঃ কয়ে
তে বৈ ক্রুরতরা হিংস্রাঙ্কনাৰ্য্যতাদ্গুরোস্তথা ।
উগ্রহিংসা-বিহারাং ভাতাঃ সপ্ত মহোদরাঃ ॥ ২৩
লুক্ক কস্ত স্মৃতান্তাত বলবন্তো মনস্বিনঃ ।

কার্য করিলে এ পাতী তোমাদিগের ধৰ্ম্ম প্রাপ্ত
হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কৰ্ম্মানুসারে
পিতৃগণের অর্চনা করিয়া গোহত্যাৰূপ চুক্ক
করিলেও অধৰ্ম্ম আমাদিগকে অভিত্যব করিতে
পারিবে না। 'পিতৃভক্ত পিতৃবৰ্তী কৰ্ত্তৃক
এরূপ উপদিষ্ট হইয়া সে সকল কৌশিক-
পুত্রগণ পাতীহত্যা করত, হে ভৱতবংশাব-
তংস! গোমাংস দ্বারা পিতৃলোকের অর্চনা-
পূৰ্ব্বক ভোজন করিলেন। তদনন্তর সকল
ভ্রাতা ঐক্য-মত্যানুসারে গুরুদেবসমীপে
জানাইলেন। হে গুরুদেব! আপনার পাতী
ব্যাক্তকৰ্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহার বংস
প্রত্যাগত হইয়াছে, ইহাকে গ্রহণ করুন।
শিষ্যগণের বাক্যে বিবস্ত হইয়া, সে বিজ-
বর গুরু, বংসটিকে অসম্মিধিত্তে গ্রহণ
করিলেন। গুরুসন্নিধানে. মিথ্যা-কথনহেতু
গোহত্যাকারী কৌশিক পুত্রগণের পাপোদর
হইয়াছিল। ১২—২১। ভেরীভুজ্যাকার উদর
মধ্যে গোমাংস ভোজন করিয়া গুরুদেবের পাতী-
হত্যাকারী সে সকল কৌশিক-পুত্রগণ আক্লান্ত
হইলে পর, মরগারত হইল। হে ভাত!
তদনন্তর বাগ্‌হুঁষ্ট প্রভৃতি সাত্ মহোদর গুরু-
দেবের পাতীর সম্মুখে কুটিল ব্যবহার করিয়া
কুরুবুদ্ধিপ্রবৃত্ত হিংসারীল অতি কঠোর হিংসা-
কার্য নিপুণ বশাৰ্থেণ অত্যন্ত বলাবল হইয়া

মানসঃপুত্রকৃতো বনং তত্রাবিবেশ হ ৩৩
 চক্রবাকঃ স পুত্রস্বামি তং বৃণু ।
 বাতং সুখোপেত্য ভগ্নমহমৌলীঃ ৪০
 তি স্কৃতং কিকিৎ জপে বা নিম্নমোহপি বা
 স্নানমুপবাসেন তপসা নিম্নমেন চ ৪১

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

স চক্রবাকো বাতচতুঃ সহচারিণো ।
 বাৎ তে সচিবৌ ভাবন্তব প্রিহিতৈষিণৌ ৪২
 ধত্যন্তস্ত তত্সানীং সদা যোগান্তনো যতিঃ ।
 তেঁ চক্রবাকস্তং সুবাকু তং প্রত্যভাবত ৪৩
 কামং ক্রবাণস্তং যোগধর্মমবাপ্য তম্ ।
 বরং বরং প্রার্থয়ন্তে তস্মাচ্চাক্যং নিবোধ মে ৪৪
 বা তং ভবিতা তাত্ কাম্পিল্যে নগরোত্তমে ।
 বিদ্যতঃ সখ্যারো বাবিশৌ তে সচিবৌ বরৌ ৪৫
 তাত্ প্রানতীপন্তৌ ব্যভিচারপ্রার্থিতান্ ।
 তানুচুস্তয়ো রাজ্ঞঃচতুরঃ সহচারিণঃ ৪৬
 স্নানং তে পুনঃচক্রস্তম্ভতে স্মনাত্রবীং ৪৭
 জর্বে ভবিতা শাপঃ পুনর্যোগমবাপ্যথ ।

ব্রিহত হইয়া সেই যনে প্রবেশ করিলেন ।
 চক্রবাক সেই সুখী রাজাকে দেখিয়া
 পূজা করিলেন, আমার যদি কিছু পুণ্য বা
 শ্রী থাকে ও আমি যেন এইরূপ হই ।
 তপস্যা ও উপবাসে আমি ধর্ম হই-
 য়ি । মার্কণ্ডেয় বলিলেন, সহচর চক্র-
 বাক বলিলেন, আমরা তোমার প্রিহিতৈষী
 হইব । তখন যোগরত সুতন্ত্রচক্রবাক
 শান্ত বসিলেন । তখন সুবাকু-চক্রবাক
 হাকৈ বলিলেন, তুমি যোগধর্ম লাভ করিয়াও
 কিছু কাম্যবর প্রার্থনা করিতেছ, এই হেতু
 আমার কথা শুন, তুমি প্রেষ্ঠ কাম্পিল্যানগরে
 গিয়া হইবে, আর এই দুইজন তোমার প্রধান
 হইবে । ব্যভিচার-প্রার্থিত এই চক্রবাক-
 ঙ্গের হিতকামনা করিয়া সহচারী চক্রবাক-
 তুটর তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন । তাঁহা-
 দের সত্যকুসারে স্মনা বলিলেন, জাতঃ ।
 তোমাদের শাপান্ত হইবে, পুনরায় যোগী হইবে ।

সর্বসত্ত্বতন্ত্রস্ত যজ্ঞোহরং ভবিষ্যতি ৪৮
 পিতৃপ্রসঙ্গা বুদ্ধ্যতিরগ্রাণ্ডঃ সুকৃদো ভবেৎ ।
 পাত্ প্রোক্ষরিষ্য বর্ষেণ পিতৃভ্যঃ-তপকরিতা ৪৯
 অশ্বাক জ্ঞানসংযোগঃ সর্বকায়ং যোগসাক্ষর ।
 ইদং বাক্যং সংরক্তং প্রোকসেকসুলাকৃতম্ ৫০
 পুরুষান্তরিতং ঋত্বা ততো বগমবাপ্যথ ৫১

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়

পিতৃসপ্তকবিরচণে ত্রিবিষ্টি-

অমোহখ্যায়ঃ ৬০৭

চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তে ধর্মযোগনিরতাঃ সপ্ত মানসচারিণঃ ।
 বায়নু ভক্যাঃ সততং পরীক্ষয়ন্তশাবরন ১
 স রাজান্তঃপুত্রকৃতো নন্দনে বনবাসিন ।
 ক্রৌড়রিষা চিরং তত্র সতর্ঘাঃ বশুরং বরৌ ২
 অনুহো নাম তত্সানীং পুত্রঃ পরমধারিক ।

এই সুতন্ত্র সর্বভূতচাষাভিহিত হইবে ।
 সুহৃদগণ । তোমরা কেন পিতৃপ্রসাদ লাভ
 করিবে, বর্ষে গো প্রোক্ষণ ও পিতৃসপ্তক
 প্রদান করা হইয়াছিল । আমাদের সকলেরই
 যোগসাধন জ্ঞানযোগ তাহাতেই আছে । এই
 সমুদয় বৃত্তান্ত, পুরুষান্তরকল্পে প্রবণ করিয়া
 তোমরা পুনরায় যোগপ্রাপ্ত হইবে । ৩১—৫১ ।

ত্রিবিষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৬০৮ ।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, রাজস্বয়ংব্রত-প্রসঙ্গে

বর্ষ-যোগ-নিরত মানস-সংযম-সহকারী
 সেই সপ্ত ঋষিভূমার বাহু ও মনসঃ-সংযম
 পরীক্ষা শোষণ করিতে পারিলেন । প্রকৃত
 সেই রাজা নন্দনকান্দনে ইন্দ্রের ভ্রাতৃ-
 পুত্রিকা-পরিবৃত হইয়া শরীরে প্রসন্ন করিয়া
 অর্ঘ্যসমতিবাহারে নিজ মনসঃ-প্রতিপদ

কর্মপাপেভ্যা ককমামাহুর্কীর্তন্যং ॥ ১৮ ॥
 ১৭ এতন্ময় দেবদেবত সংজ্ঞেবে ।
 ১৮ পমাত্যতি আমতাওমিবাভ্যসি ॥ ১৯ ॥
 ১৯ কিত্তিতে পাপে মননভরমেষ চ ।
 ২০ তৎ পাপত এশমায় মহামুনে ॥ ২০ ॥
 ২১ গর্ভমিহং ধ্যানম পঠিতেনং শূণ্যোতি বা ।
 ২২ কর্মপাপেভ্যা মোক্ষং যতি ন সংশয়ঃ ॥
 ২৩ শৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায় পিতৃ-
 বিবরণে চতুঃষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাসপূজনম্ ।

তৎ মহাবিকুর্ব্যাসরূপ মমোহন্ত তে ।
 স্মরি বিপ্রেন্দ্র এসমো মে সদাশিবঃ ॥ ১ ॥

প-নির্মুক্ত হয় । দেবদেবের এই স্তব
 ১ করিলে, অলে আমপাত্রেয় জায়, সমগ্র
 ২ লিয়া যায় । অতএব পাপচিন্তা হইলে,
 ৩ এই পাপশাস্তির জন্য এই মন্ত্র জপ
 ৪ । যে ব্যক্তি এই মন্ত্রের অর্থ ধ্যান পাঠ
 ৫ প্রবণ করে, সে সর্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া
 ৬ লাভ করে, সন্দেহ নাই ॥ ১১—২১ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

ব্যাসপূজা ।

আচার্য্য! তুমি মহাবিকু, হে ব্যাস-
 ভোমাকে প্রণাম । হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি

এহতে বিবিধদ্যাবি খণ্ডো কুরির্দক্ষিণাম্ ॥ ২ ॥
 ততো বক্তারমানস্য সম্পূ ১ চ বধ্যর্বিধ ।
 কুশৌণ্ডকর্ণান্য বটৌর্হেমাধিত্তিঃ স্থখীঃ ।
 শিবপূজাসমাপ্তো তু দ্যাক্ষেহুং সর্বংসকাম্ ॥ ৩ ॥
 ৪ তে সিংহং সুবর্ণত পলমানত সৌম্যসুয়ে ।
 আচার্য্যায় সুবর্দ্যাক্ষত্টিঃ শান্তববকসৈঃ ॥ ৪ ॥
 ৫ বিধানসহিতং সম্যক্ পুরাণং ফলজনকম্ ।
 তন্মাদ্বিধানযুক্তং পুরাণং ফলমুত্তমম্ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীশৈবে মহাপুরাণে ধর্মসংহিতায়
 ব্যাসপূজনপ্রকারো নাম পঞ্চ-
 ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৫ ॥

এসম হইলে, আমার প্রতি সদাশিব এসম হই-
 হইবেন । প্রণামা সমাপ্ত হইলে পণ্ডিত-
 পণ্ডকে প্রচুর দক্ষিণা দিবে । অনন্তর বক্তাকে
 প্রণাম ও করতুসণ, করতুসণ, বস্ত্র এবং স্বর্ণাদি
 দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে । শিবপূজা-
 সমাপনে, সর্বংস যেহু দান করিবে । প্রকণের
 দক্ষিণা—পলপরিমিত সুবর্ণসিংহ এক বস্ত্র-
 যুগ্ম আচার্য্যকে দিতে হয় । এইরূপ করিলে
 ভববন্ধন মোচন ঘটে । সম্যক্ বিধানযুক্ত
 পুরাণই ফলজনক হয়, ইহা প্রত্যু আছে, অত-
 এব উত্তম ফলপ্রাপ্ত হইলে বিধানযুক্ত পুরাণই
 আশ্রয়ণীয় ॥ ১—৫ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ধর্মসংহিতা সমাপ্তা ॥

সমাপ্তকোদং শিবপুরাণং ।

২২. ২. ৪২
 404
 34500